কার্য্য পরিদর্শন করিয়া, ইতিমধ্যে অনেক অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে জুবিলী—আগামী ২১এ জুন ইংলণ্ডেশ্বরী ৫০ বৎসর রাজত্ব পূর্ণ করিবেন, এই জন্য ঐ দিবস ইংলণ্ডে আনন্দোৎসবের মহোদ্যোগ হইতেছে। ঐ দিন রাজপরিবার সকলে একত্র হইবেন, এবং মহারাণী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিবেন। স্থল-সৈন্য নৌ-সৈন্যের প্রদর্শন হইবে। আরও অনেক ব্যাপার আছে। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশহিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইবে। (১) আলেকজাণ্ডার হাউস খুলিবে। যুবরাজপত্নীর উদ্যোগে ই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, [illegible]াতে ২০০ ছাত্রীর অল্প ব্যয়ে বাস [illegible]বার সুবিধা হইবে এবং তাহারা [illegible], বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি উচ্চ [illegible]র শিক্ষা লাভ করিবেন। (২) ইষ্ট [illegible] প্যালেস—ইহা অট্টালিকা সম্ব- [illegible] একটী বৃহৎ বাগান, কয়েক কোটী ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, মহারাণী ইহা খুলিবেন। লণ্ডনের পূর্ব্বা- [illegible]সী দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষা ও [illegible]াদ বিধান ইহার উদ্দেশ্য। (৩) [illegible] নিবাসে ১০০ অতিরিক্ত অনাথ [illegible]নের ব্যবস্থা হইয়াছে। ৩টী লোক লইয়া [illegible] সালে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়, এখন [illegible] অধিক লোক এখানে রাখিতে দুই লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। (৪) ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউট— ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাণ্ড এবং জুবি- লীর স্মরণার্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। মহারাণীর সাম্রাজ্যের সকল স্থান হইতে ইহার জন্য টাকা সংগৃহীত হইতেছে। এখানে পুস্তকালয়, পাঠাগার, চিত্রশালিকা থাকিবে এবং নানাবিধ শিল্পাদি (Technical) শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের দ্রব্যজাত প্রদর্শনার্থ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকিবে। ইংলণ্ডের মহানন্দোৎসব দর্শনার্থ মহারাজ হোল্কার কচ্ছের (দ্বারকার) মহারাও, কাটিয়ারের রাজগণ, যোধপুরের রাজসহোদর এবং আরও অনেক হিন্দুরাজা ও রাজপুত্র বিলাত যাইতেছেন।

বজেট—আগামী বর্ষের জন্য গবর্ণ- মেণ্টের আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে। অনুমিত আয় ৭৭ কোটী ৪৬ লক্ষ, ব্যয় ৭৭ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। প্রদেশীয় ফণ্ড সকল কমাইয়া ইম্পিরিয়েল ফণ্ডের পুষ্টিসাধন করা হইতেছে, ইহার অর্থ এই যে, সাধারণ দেশ হিতকর কার্য্য সকল স্থগিত থাকিল। শিক্ষার ব্যয়টাও কমিয়াছে। ব্রহ্মদেশ শাসন ও কোয়েটা রেলওয়ে দ্বারা সীমান্ত রক্ষার জন্য যত অর্থ বিসর্জ্জন হইবে!! 2301.

নূতন সেতু—শোণপুর মেলা [illegible], তাহার নিকট গণ্ডক [illegible]

টনা—(১) ভূমধ্যস্থ সাগরের
রিয়া নামক স্থানে ভূমিকম্প
য়া, ইটালী ও ফ্রান্সের উপকূলভাগ
র্যপর্যন্ত এবং চারি পাঁচ শত লোক
বিনষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের যুবরাজ
রাজকুমার আলবার্টের স্মরণার্থ তথায়
ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া-
ছলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কোন
াপদ ঘটে নাই। (২) কালনায় ভয়া-
নক অগ্নিদাহ হইয়া অনেক গৃহ ভস্ম-
সাৎ ও ধন প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।
৩) ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।
বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ
হইতেছে, পাঠিকাগণ এসময় যথাসাধ্য
প্রকাশে অগ্রসর হউন।

রুক্মাবাই—বোম্বাইয়ের এই সুত্র-
দুহিতা তাহার স্বামীর ঘর করিতে
ত না হওয়াতে, স্বামী তাহাকে
বার জন্য আদালতে নালিস করেন।
যাই হাইকোর্টের হুকুম হইয়াছে
সে স্বামীর ঘর করিবে, নয় জেলে
ইবে। আদালতের এ প্রকার হুকুম
দস্তী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায়
হিন্দুশাস্ত্রে বড় জোর এই আছে,
চ্ছা পূর্ব্বক স্বামীর ঘর না করিলে
খোরপোষ হইতে বঞ্চিত
বলিয়া জোর করিয়া
তাহাকে কার্য্য
অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য
একটী সভা গঠিত হইয়াছে এবং
তাহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক
সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা আছেন। আদা-
লতের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাত আপীল
হইয়াছে। রুক্মাবাই সম্বন্ধে একটী
স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে।
তাহার কার্য্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা
এখন কোন কথাই বলিলাম না।

রসায়ন বিদ্যার অসাধারণ
শক্তি—সক্সি নামক একজন ইতা-
লীয় একপ্রকার আরক প্রস্তুত করিয়া-
ছেন, তাহা পান করিয়া অন্য কোন
খাদ্য না খাইয়াও বহুদিন প্রাণ ধারণ
করা যায়। পার্মের ডাক্তার ফিসার ও
একপ্রকার আরক প্রস্তুত করিয়াছেন,
তাহাতে অনেকদিন অনাহারে থাকিতে
পারা যায়। একখানি বৈজ্ঞানিক
পত্রে প্রকটিত হইয়াছে যে রাসায়নিক
খাদ্য মৎস্য, মাংস উদ্ভিজ্জের স্থান অধি-
কার করিবে, ভবিষ্যতে শাক শবজী ও
মৎস্য মাংসের প্রয়োজন থাকিবে না,
রাসায়নিক প্রক্রিয়া জাত পদার্থ
দ্বারাই মানুষের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত
হইবে এবং মানব অপেক্ষাকৃত সবল
দীর্ঘায়ুঃ হইবে, এমন কি অকাল
অন্তরিত হইবে।

স্ত্রীরাজা—মহারাণী

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ রেলযোগে সম্মিলিত হইল। চামার সেতু শিবি-কাণ্ডাহার রেলওয়ের জন্য রাজকুমার কনট কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। পর্ব্বত কাটিয়া টনেল করা হইয়াছে, তাহার উপরে এই সেতু। ইহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানীয়। বেনারস সেতু আগামী পূজার সময় খোলা হইবে।

রেলওয়ে—পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ হইয়াছে। কাশী হইতে নাগপুর দিয়া কটক পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে যাইবে, তাহারও কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) বেথুন স্কুলে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু স্থায়ী লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্টরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বেথুন স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি আবশ্যক। (২) বোম্বাই নগরে পারসী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষার খুব উন্নতি। সম্প্রতি কয়েকটী পারসী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তথায় মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। তাহাদিগের বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান স্থলে কটী মাননীয়া মহিলা উপস্থিত ন। (৩) ঢাকা ইডেন স্কুলের বৃহৎ গাড়ীর জন্য পশ্চিম হর এক জমিদার মহিলা

এক হিন্দু বণিক আফ্রিকার জা বাণিজ্য করিয়া, বহু অর্থ উ করেন, তিনি তথায় এক হাঁসপা নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। (২ বোম্বাইয়ের আর এক বণিক স্বদেশে স্ত্রী হাঁসপাতালের জন্য অনেক টা দিয়াছেন। (৩) বোম্বাইয়ের সো পিটির দিন সা স্থানীয় অনেক সৎকা অর্থ দান করিয়াছেন। (৪) ঢাকা মে কেল স্কুলের ঘরের জন্য রাজা রাজে নারায়ণ রায় ও সূর্য্যকান্ত আচা চৌধুরী অনেক টাকা দিয়াছেন।

জুবিলীর সৎকার্য্য—জুবিলী লক্ষে টিকিট বিক্রয় করিয়া এক মে দাবাদ নগরে ২০ হাজার টাকা উ এই টাকায় তথায় এক স্ত্রী হাঁসপা নির্ম্মিত হইবে। আলো ও বাজীতে পোড়াইয়া সর্ব্বত্র সাধারণের টা এইরূপ সদ্ব্যবহার হওয়া আবশ্যক।

আফ্রিকার বিড়ম্বনা— ডাক্তার ইমিনী পাশা মধ্য আফ্রি উষ্ণতম প্রদেশে বাস করিয়া স প্রচারে চেষ্টা করিতেছিলেন, অসভ্য লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ তাঁহাকে বিষম সঙ্কটে লিবিংষ্টনের আবিষ্কর্ত্তা ষ্টানলী এই

অজ্ঞান সন্তান মোরা কিরূপে পরিব পিতঃ
গলে তব প্রেম-গাথা-হার ॥
আমাদের ক্ষুদ্র হৃদি মিশাও অনন্ত প্রেমে,
প্রেমময় দয়ার সাগর।
এ বছর গত হয় মজিয়া তোমার প্রেমে,
তব প্রেম গাই নিরন্তর ॥

বামাবোধিনী সমিতি ও পারিতোষিক রচনা।

গত ৩০এ চৈত্র সিটীকলেজ গৃহে বামাবোধিনীর লেখক লেখিকা এবং হিতৈষী ব্যক্তিগণকে লইয়া, এক সমিতি হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন :—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন
বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়
,, শ্যামলধন মিত্র বি,এ,
,, চণ্ডীচরণ কুশারি
ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু
পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ সরস্বতী
বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র
,, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ
,, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়
,, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস
শ্রীমতী কামিনী সেন বি এ
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত

বামাবোধিনীর উন্নতি সাধনার্থ কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, এবং ইহার আগামী পঞ্চবিংশ জন্মোৎসব রূপে সুসম্পন্ন করা উচিত, এই দুই য লইয়া কথোপকথন হয়। শ্রীমতী সহকারিতা করিতে স্বীকৃত হন। বামাবোধিনীতে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াথাকে, তদ্ভিন্ন শিল্পকার্য্য, উদ্যান, তৈয়ারের কৌশল, গার্হস্থ্য, রসায়ন রন্ধন, বিশ্বসেবায় স্ত্রী-জীবন সমর্প এইরূপ বিষয়ে যাহাতে ধারাবাহি রূপে প্রস্তাব সকল লিখিত হয়, তা জন্য অনেকে পরামর্শ দেন। উপস্থি মহোদয়গণ এক একটী নির্দ্দিষ্ট বিষ অবলম্বন করিয়া, প্রস্তাব লিখিবার গ্রহণ করেন এবং বামাবোধিনীর লিখিত লেখক মহোদয় ও মহে দিগকে সেইরূপ লিখিবার জন্য অ করা হইবে স্থির হয়।

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগী
,, রজনীকান্ত গুপ্ত
বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্য
বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু
,, কালীময় ঘটক
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু
কুমারী রাধারাণী লাহি
,, লাবণ্যপ্রভা
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দ

বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত
,, হেমনাথ মিত্র
,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার
পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র

দ্বিতীয় বিষয়ে এইরূপ স্থির হয়, বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে কতকগুলি রচনাপারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই পারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে, (১) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে (২) কেবল স্ত্রী-লোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটী ৪০ টাকা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া।

১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১—আদর্শ বঙ্গ রমণী।

২—ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও স্ত্রী-লোকদিগের জীবিকা লাভের প্রকার উপায় হইতে পারে।

৩—স্ত্রী ও পুরুষগণের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার।

৪—বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও র উন্নতি সাধনের উপায়।

৫—বিশ্বসেবাব্রতে স্ত্রী-লোকের সহ-

২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১—চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ টোট্‌কা ঔষধে পীড়া

২—আধুনিক গৃহকার্য্য

৩—বাঙ্গালী স্ত্রী-পরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন।

৪—স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

৫—নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়। *

বামাবোধিনী আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে রচনা পারিতোষিকের জন্য ৩০০ টাকা দান করিবেন। বিষয় গুলি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে পুরস্কারের মূল্য অনেক অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। বামাবোধিনী-রচনা-পারিতোষিক ফণ্ডে হিতৈষী কোন বন্ধু কিছু দান করিলে, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং আনন্দের সহিত পুরস্কারের মূল্য বৃদ্ধি করিব। কিন্তু আমরা আশা করি চিন্তাশীল লেখক লেখিকাগণ পুরস্কারের অনুরোধে নয়, কিন্তু সমাজ ও স্ত্রী-জাতির হিতকামনায় লেখনী ধারণ করিয়া, এই উপলক্ষে আমাদিগের আশা পূরণ এবং সাধারণের মহোপকার সাধন করিবেন।

পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে। তৎপরে সুযোগ্য পরীক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, যে রচনাগুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্রমাসে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার লেখক লেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

* বিজ্ঞা[illegible] সময় [illegible]

প্রাণ।

যখন ক্ষুদ্র শিশু ছিলাম, কিরূপে যুক্তি তর্ক করিতে হয় জানিতাম না, তখন যদি আত্মীয় স্বজনদের কেহ আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "দেখি তোর প্রাণ কোথায়?" অমনি বক্ষঃস্থলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতাম "প্রাণ আমার শরীরের মধ্যে।" প্রাণ শরীর নয়, কিন্তু শরীরের মধ্যে ইহা তখন যেরূপ বিশ্বাস ছিল, এখনও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাণকে স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। জি এইচ লিউইস সাহেব প্রাণকে শারীরিক যন্ত্র সমূহের সাধারণ গুণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হৃদয়, ফুসফুস, মাংসপেশী, স্নায়ু, প্রভৃতি যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া মানুষ ইহাদের সাধারণ গুণ যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাকেই প্রাণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শরীরের যন্ত্র সমূহ পরীক্ষা করা লিউস সাহেবের পক্ষেও সহজ সাধ্য কাজ নয়। তজ্জন্য মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, নিরীহ ভেককে কারারুদ্ধ করিয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন কত কষ্ট ও কত চিন্তার প্রয়োজন। এক ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষে এইরূপে প্রাণ কি, [illegible]

প্রত্যেক শিশুই প্রাণকে শরীর হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতেছে। লিউইস সাহেব ইহার কি উত্তর প্রদান করিবেন? বিবর্ত্তনবাদী* হয়ত বলিবে শিশুর পক্ষে এই জ্ঞান পূর্ব্ব পুরুষাগত সংস্কার। পূর্ব্ব পুরুষগণ শারীরিক যন্ত্রসমূহ পরীক্ষা করিয়া সেই সকলের সাধারণ গুণকে প্রাণ বলিয়াছিলেন, সন্তানগণও সেই গুণকে প্রাণ বলিতেছে, অথচ তাহারা ভ্র[illegible] প্রমাদে পড়িয়া গুণবিশিষ্ট পদার্থ হইতে গুণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে বলি[illegible] বিশ্বাস করিতেছে। বিবর্ত্তনবাদী মানুষের আদিপুরুষদিগকে [illegible] বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে [illegible] অসভ্যদিগের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় [illegible] বর্ত্তমান অসভ্য জাতিরাও প্রাণে[illegible] হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া [illegible] করে। সুতরাং আদিম জাতি[illegible] মধ্যে কেহই লিউইস সাহেবের [illegible] শরীরে যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া প্রাণে[illegible] লাভ করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বা[illegible] যাইতে পারে না। ইহা দ্বা[illegible] প্রমাণ হইতেছে যে মানু[illegible] প্রাণকে শরীর হইতে পৃ[illegible]

* যাহারা বলেন জড় পরমাণু [illegible] ক্রমশঃ উদ্ভিজ্জ, নিকৃষ্টজীব ও [illegible]

রয়া থাকে। প্রাণ শরীর হইতে স্বতন্ত্র
। হইলে মানুষের মনে স্বভাবসিদ্ধ
এইরূপ ধারণা হইত না।

প্রাণ শরীর হইতে স্বতন্ত্র অথচ শরী-
র সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে, এই
কথা স্বীকার করিলেও প্রাণকে জড়-
শক্তি হইতে পৃথক্ করিবার প্রয়োজন
কি? হারবার্ট স্পেন্সার এবং টিণ্ডেল
সাহেব বলেন প্রাণ জড়শক্তিরই রূপা-
র মাত্র। যেমন তেজ গতিতে
বণত হয়, সেইরূপ রাসায়নিক শক্তি
ং তেজ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি,
্ণ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র শক্তি নাই।
াণ বা জীবনী শক্তি দ্বারা যে সমস্ত
র্য্য সম্পাদিত হয়, জড় শক্তি দ্বারা
হইতেছে না। জড় শক্তি
মানব জাতির যে বর্ত্তমান
তা আছে, তদ্দ্বারা বিচার করিতে
জড়শক্তিকে প্রাণ শক্তি হইতে
পৃথক বলিয়া স্বীকার করিতে
এমিক শ্রেণীর অতি সামান্য
্কেও পরীক্ষা কর, দেখিবে সে
পদার্থকে নিজ শরীর মধ্যে গ্রহণ
নিজ শরীররূপে পরিণত করি-
যাহা অব্যবহার্য্য পদার্থ তাহা
ইতে বাহির করিয়া দিতেছে—
দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে,
হইতেছে, অবশেষে নির্দ্দিষ্ট
ীর্ণ হইয়া বিভক্ত হইয়া পড়ি-
ই বিভক্ত জীবদ্বয় আবার
... যাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেছে। প্রস্তরখণ্ড হইতে আরম্ভ
করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি বৃত্তান্ত
আলোচনা কর, কিন্তু কোথাও এইরূপ
শক্তির পরিচয় পাইবে না। বৈজ্ঞানিক
আত্ম জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যাহাই
বলুন না কেন, মানুষ প্রকৃতি কর্ত্তৃক
শিক্ষিত হইয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে সাক্ষ্য
দিতেছে—জীবনী শক্তির সহিত জড়ের
কোনও সাদৃশ্য নাই। জীবনীশক্তি
জড়শক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখন
জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই জীবনীশক্তি
কোথা হইতে আসিল?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন জগৎ
সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে, এক সময়ে নিরাকার
তেজোময় বাষ্পরাশি বিদ্যমান ছিল,
এবং ক্রমে সেই তেজোরাশি বিশ্লিষ্ট হইয়া
গ্রহ উপগ্রহ সাকার মূর্ত্তি ধারণ করি-
য়াছে। জগতের আদি সম্বন্ধে যদি
এই অনুমান স্বীকার করা যায়, তাহা
হইলে পৃথিবীর আদিতে জীব ছিল না
ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ
পৃথিবীর আদিম অবস্থায় অত্যন্ত তেজ
থাকাতে তাহা জীবগণের বাসের অনুপ-
যুক্ত ছিল, সুতরাং স্বীকার করিতে
হইবে যে পৃথিবী যথোপযুক্ত শীতল
হইবার পর তথায় জীবের সৃষ্টি হই-
য়াছে। কেহ বলেন অপর গ্রহ হইতে
এই জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু অপর
গ্রহেই বা জীব কোথা হইতে আসিল!
আমরা বলিতেছি, যিনি অসীম ব্রহ্মা-
ণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি জড়শক্তি, এ

জড়পদার্থকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি প্রাণ শক্তিরও সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রাণ শক্তিকে জীবদেহ মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। কি উপায়ে প্রাণ জড় মধ্যে আসিল তাহা এখন মনুষ্যের বুঝিবার সাধ্য নাই—এমন কি বিবর্ত্তনবাদের প্রবর্ত্তক ডার্ব্বিণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং সহজ জ্ঞানে যে সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে,তাহা স্বীকার করাই বিজ্ঞ লোকের কার্য্য। সহজ জ্ঞান অস্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গেলে ভ্রমাবর্ত্তে ঘুরিতে হয়। প্রাণ জড়দেহ মধ্যে আছে, কিন্তু ইহা জড়ের অতীত শক্তি, ইহা জানাই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

মায়ের আহ্বান।

দুরারোহ গিরিবর কুটে
অবহেলে চলেছিলি ছুটে,
পড়ে গেলি, কি হয়েছে তায়?

আয় বাবা আঁচলে আমার
মুছে দিই নয়নের ধার,
আশীর্ব্বাদ বরষি মাথায়।

পাঠাইয়া তোরে দূর দেশে,
অনুদিন রয়েছি বসে,
পাতি কোল তোর প্রতীক্ষায়;

শ্রান্ত হোস, বাজে যদি দেহে,
তুলে লব স্নেহের এ গেহে,
মার ছেলে মার কোলে আয়।

কত কেহ দুরাকাঙ্ক্ষ বলি
আপনার পথে যাবে চলি
মরম পীড়িয়া উপেক্ষায়;

বিদেশীরা বুঝিবে না ভাব,
বুঝিবা করিবে উপহাস,
করুক না, কিবা আসে যায়?

তোর দেহ কার দেহ দিয়া?
কার হৃদ্‌বীজে তোর হিয়া?
লাজ ভয় কার কাছে হায়!

জঠরে দিয়াছি যদি ঠাঁই,
আজ কি গো কোলে স্থান হইবে।
আয় তবে আয়রে হেথায়।

নিঠুর এ কঠোর সংসার,
কত আশা করে চুর মার,
হৃদয়ের প্রদীপ নিবায়;

ভাঙ্গা আশা উঠিবে যুড়িয়া
দীপশিখা উঠিবে স্ফুরি
দুটি দিন মার কোলে থাক্।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৬৭ সংখ্যা, ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

গোয়ালঘর—বাটীর একপার্শ্বে হইবে। বহির্ব্বাটীতে হইলেই ভাল হয়; তদভাবে ভিতর বাটীতে হইলেই চলিবে। ইহা যথোচিত প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। গোয়াল ঘরের মেজে ঢালু হইবে অর্থাৎ একদিক্ কিছু উচ্চ অপরদিক্ কিছু নিম্ন, ঘরের মেজে পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। বিলাতি মাটীর (সিমেণ্টের) জে হইলে ভাল হয়, তাহা না হইলে াস্ত ইট থাজরী করিয়া গাঁথিয়া অর্থাৎ লম্বা অবস্থায় দাঁড় করাইয়া গাঁথিয়া প্রস্তুত করিলে বেশ ভাল এবং হয়। জল নির্গমের নর্দ্দমা মেজের দিকে থাকিবে। নর্দ্দমাটী যেন হর দিকে থাকে অর্থাৎ যেন সমস্ত ভূতি একেবারে বাহির হইয়া লিকাতা হইলে ঐ নর্দ্দমার ণের যোগ করিয়া দিলে উত্তম যদি মফস্বল হয়, তাহা হইলে খে খানা খুঁড়িয়া তাহাতে । বসাইতে হইবে, ঐ জালার া রাখিতে হইবে এবং কিবে। এরূপ ালায় যে ন ফেলিয়া ঐ জালার মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে। জালার মুখে সরা চাপা থাকিলে দুর্গন্ধ নির্গত হইবে না—কেবল একটী ছিদ্র থাকিবে, ছিদ্র দিয়া জল ও মূত্র অনায়াসে জালার ভিতরে গিয়া পড়িবে। পরে জালা পূর্ণ হইলে অথবা একটী ভাঁড়ে করিয়া ঐ ময়লা জল ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া একটী কলসী করিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলে ভাল হইবে। যাঁহাদের প্রত্যহ পরিষ্কার করিবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা জালা না পুতিয়া নর্দ্দমার মুখে একটী কলসী বসাইয়া রাখিবেন এবং প্রত্যহ প্রাতে গোয়াল পরিষ্কার করিবার সময় ঐ কলসীর জলও মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসিবেন। মেজের যে দিক্ উচ্চ, সেই দিকে দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন অবস্থায় গাভীর আহারের পাত্র থাকিবে। যদি একটী গাভী থাকে, তাহা হইলে একটী পাত্র থাকিবে; যদি অধিক গাভী হয়, তাহা হইলে সারি সারি দেড় কি দুই হস্ত অন্তর এক একটী পাত্র থাকিবে। কখন কখন একপাত্রে দুইটীরও আহার দেওয়া হয়, সে সময়ে ঐ একটী পাত্র দুইটী গাভীর মধ্য স্থলে থাকিবে অর্থাৎ দুইটী গাভী যেন অবাধে আহার করিতে পারে। কিন্তু তাহা সুবিধাজনক ন

কারণ এক পাত্রে দুইটী গাভীর পর্য্যাপ্ত আহার কুলায় না। ঐ পাত্রের কাছে খোঁটা থাকিবে। সেই খোঁটার দড়ীতে গাভী বাঁধা থাকিবে; দড়ী যেন বেশী লম্বা না হয়। কেবল মাত্র দেখিতে হইবে যে গাভীর গামলায় মুখ দিয়া আহার করিতে কষ্ট না হয়। দড়ী ছোট হওয়াতে গাভী ঘুরিতে ফিরিতে পারিবে না, সুতরাং মল মূত্র সমস্ত একস্থানে তাহার পশ্চাৎ দিকে পড়িবে এবং সেই দিক ঢালু থাকাতে ও সেই দিকে নর্দ্দমা থাকাতে সহজে তাহা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবে এবং গাভীর শয়নের স্থানও বেশ পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকিবে। দড়ী বড় হইলে গাভী ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া শয়নের স্থান পর্য্যন্ত খারাপ করিতে পারে, এজন্য বাঁধিবার দড়ী ছোট হওয়া আবশ্যক। গাভীদিগের আহারার্থ সচরাচর মাটীর গামলা ব্যবহার হইয়া থাকে, মাটীর গামলা ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া এখন অনেকে কাষ্ঠের টব্ ব্যবহার করিতেছেন। মাটীর গামলা ব্যবহার করিতে হইলে তাহা কিছু উচ্চে রাখা উচিত। কারণ তাহা না হইলে গরুর পা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্ভব এবং নীচে থাকিলে কোনরূপে মল মূত্রের ছিটা তাহার ভিতর পড়িতে পারে, এজন্য কাদা ও ইট দ্বারা গাঁথিয়া ভাঙ্গিবারও সম্ভাবনা থাকে না এবং মল মূত্রও ছিটকাইয়া পড়িতে পারিবে না। গাভীর আহারে গোময় পড়িলে গাভী তাহা কখন খায় না। অনেকে গামলা ও টবের পরিবর্ত্তে মিস্ত্রির দ্বারা ইট গাঁথিয়া গামলার ন্যায় করিয়া থাকেন এবং উহার ভিতর দিকে পরিষ্কাররূপে সিমেণ্টের লেপ দেওয়াইয়া লন ইহা বেশ টেঁকসই। গোয়ালঘর ভিন্ন বাটীর বাহিরে কোন অনাবৃত স্থানেও গরুর আহারের জন্য একটী পাত্র থাকিবে, প্রাতঃকালে গরু সেই স্থানে আহার করিবে। গরুকে কেবল মাত্র গৃহের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার স্বাস্থ্য হানি হয় ও মনের প্রফুল্লতা থাকে না। প্রত্যহ প্রাতে গরুকে গৃহের বাহির করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবনের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে গরুকে বাহিরে রাখিবার পর গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রথমতঃ গোময় সকল বাহিরে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া গৃহের মধ্যে অল্প ছাই ছড়াইয়া দিবে। তাহার উপর ঝাঁটা দিয়া (ঝাঁটার কাটী খুব শক্ত হওয়া চাই) ঝাঁট দিবে; ঝাঁট দিয়া যে সকল ময়লা অর্থাৎ গোময় মিশ্রিত খড় ইত্যাদি জড় হইবে, তাহা গোময় রাখিবার স্থানে রাখিবে। গামলার চারি দিকে যে খড় পড়ে, তাহার মধ্যে যে

জীর্ণোদ্যানাভিমুখে শকট ... বর্দ্ধ ... ওহে, ... কেটে ... যাই ... করিল ... ইহাতে ... আছে ... মুখে সঙ্গালি ... চন্দনক না ... রক্ষী কহিল, "ভাই বীরক, তবে আ

যাহাতে অল্প গোময় লাগিবে, সেগুলি জলে ধৌত করিয়া গামলায় দিলে গরু গোময়ের গন্ধ না পাইয়া আহার করিবে। পরে ঘরের মেজেতে আবার ছাই ছড়াইয়া দিবে। ছাই ছড়াইবার কারণ এই যে ছাইয়ের শোষকতা শক্তি আছে। পরে মূত্র পড়িবার কলসীটী লইয়া মাঠে গিয়া সেই মূত্র ফেলিয়া দিয়া আসিবে। পুনরায় কলসীটী যথাস্থানে রাখিবে। ছাই ছড়াইলে ঘর বেশ শুষ্ক হইবে। প্রাতঃকালে গোয়াল ঘরের বাতায়ন খুলিয়া দিতে হইবে। ঘরে নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিবে, রাত্রিকালের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। সন্ধ্যাকালে আবার গৃহে ছাই ছড়াইয়া গামলায় গরুর আহার দিয়া গরুকে গৃহে রাখিবে, পরে গৃহের এক কোণে ঘুঁটের আগুন করিয়া ধূম দিবে। ঘুঁটের আগুন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অন্য দ্রব্যে বেশী ধুম হয় না আগুন বেশী হইলে জ্বলিয়া উঠে। গোয়ালঘরে ধূম দিলে রাত্রিকালে মশা প্রভৃতির দ্বারা গরুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না অথচ ঘর শীতল হয় না। শীতকালে ধূম দিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিবে, পরে [illegible] বেশী হইলে অল্প কালের জন্য [illegible]লা খুলিয়া দিয়া কতক ধূম বাহির [illegible]ই আবার জানালা বন্ধ করিয়া [illegible] হইবে। গ্রীষ্মকালে ধূম হইলে [illegible] হইতে দুর্গন্ধ [illegible]

করিয়া দিবে। দাস দাসীর উপর ভার থাকিলেও গৃহিণী প্রতিদিবস গোয়ালঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। এটী তিনি বিশেষ দায়িত্বের কাজ বলিয়া মনে করিবেন। গরু তাহার অসুবিধা ও কষ্ট আমাদিগকে বলিতে পারে না; আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা আমরা সেই বিষয়ে যতটুকু অনুভব করিতে পারি ততটুকু দূর করা আমাদের সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য। গোয়ালঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গাভীর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। আবার স্বার্থের দিক্ দিয়া দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে গরুর স্বাস্থ্য হানি হইলে দুগ্ধ কমিয়া যায় ও বিকৃত হইয়া যায়।

পায়খানা—পল্লীগ্রামের লোকদিগের পায়খানা তত আবশ্যক নহে, কিন্তু সহরের লোকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক। পায়খানা বাসগৃহ হইতে যত অন্তর হইবে ততই ভাল। পায়খানার ময়লা প্রতি দিবস পরিষ্কার হওয়া বিধেয়, কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ, যে পরিবারে লোকের সংখ্যা কম, তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার অন্ততঃ একবার পরিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু উপরিভাগ প্রত্যহ পরিষ্কার হওয়া উচিত। প্রত্যহ স্নানের সময় এক কলসী জল পায়খানায় ঢালিয়া দিয়া ঝাঁট দিলে বা তাহার উপর কিঞ্চিৎ [illegible] ছড়াইয়া [illegible] পরিষ্কা[illegible] গাভী যেন [illegible] আহার করিতে পারে। কিন্তু [illegible] তাহা সুবিধাজনক [illegible]

...যেখানে মেথরের ব্যয় অধিক, অথচ পায়খানা আবশ্যক, সেরূপ স্থলে অনেক গৃহস্থ পাতকুয়ার পায়খানা করিয়া থাকেন। ইহাতে যদিও আপাততঃ মেথরের ব্যয় দিতে হয় না, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, দিবারাত্রি পায়খানার ভিতর হইতে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সকলকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া ফেলে এবং যাঁহারা এই পায়খানায় গমন করেন, তাঁহাদেরও স্বাস্থ্য হানি হয়।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহাদের পায়খানা প্রায়ই আবশ্যক হয় না। কিন্তু বালক বালিকাদিগের জন্য বাটীর নিকটস্থ কোন স্থানে মলত্যাগের স্থান থাকা আবশ্যক। সেই নির্দ্দিষ্ট ... দিলে বালক বালিকাদিগের মলত্যাগের বেশ সুবিধা হইবে। কিন্তু একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঐ মল অনাবৃত থাকিলে তাহার দুর্গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ঐ স্থানকে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর করিয়া ফেলিবে। সেই জন্য মলত্যাগের পরই মাটী দ্বারা বিষ্ঠা আবৃত করা উচিত। বালকদিগের মল পরিত্যাগের স্থানের নিকট কিছু শুষ্ক মাটী রাখা উচিত। ঐ গর্ত্ত খুঁড়িবার সময় যে মাটী উঠিবে তাহা রাখিলেই চলিতে পারে। বালকদিগকে বিশেষ রূপে উপদেশ দিতে হইবে যে তাহারা মলত্যাগের পর মাটী দ্বারা বিষ্ঠা আবৃত করে। শুষ্ক মৃত্তিকার দুর্গন্ধ-হারিকা শক্তি আছে।

(ক্রমশঃ)

মৃচ্ছ-কটিক।

(২৬৭ সংখ্যা—৩৬৮ পৃষ্ঠার পর।)

মদনিকা শর্বিলক সমভিব্যাহারে বসন্ত-সেনা ভবন হইতে চলিয়া গেলে রত্নাবলী লইয়া মৈত্রেয় তথায় উপস্থিত হইলেন। বসন্তসেনা পরম সমাদরে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন,"সার্থবাহের শারীরিক কুশল ত? মহাশয়ের এখানে কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছে?" মৈত্রেয় কহিলেন আপনার নিকট চারুদত্তের নিবেদন এই আপনি চারুদত্তের নিকট যে আভ... রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ... আত্মীয় জ্ঞানে দ্যূত-ক্রীড়ায় ... রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা... ময়ে এই রত্নাবলী গ্রহণ ... বসন্ত-সেনা রত্নাবলী গ্রহণ ... কহিলেন "মহাশয় আপনি ...

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। তদনন্তর মৈত্রেয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে নভোমণ্ডল মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সুধাংশু-অদর্শনে বিষাদনিমগ্না প্রকৃতি দেবীর নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতেছিল। এই দুর্যোগের সময় বসন্ত-সেনা শীর্ষে আতপত্র ধারণ পুরঃসর চারুদত্ত ভবনে উপনীত হইলেন। চারুদত্ত তৎকালে মৈত্রেয় সহিত বৃক্ষ বাটিকায় সমাসীন ছিলেন। তাঁহারা বসন্ত-সেনার অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন বসন্তসেনার সহচরী উত্তর করিল যে, "সার্থবাহ বসন্ত-সেনাকে যে রত্নাবলী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ইনি দ্যূতে হারিয়াছেন, এবং তদ্বিনিময়ে ইহাঁকে এই আভরণখানা দিতে আসিয়াছেন।" ...ই বলিয়া মৈত্রেয় হস্তে আভরণখানি ...র্পণ করিল। শর্ব্বিলক যে আভরণ ...হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই ...ন সেই আভরণ; এতদ্দৃষ্টে মৈত্রেয় ...য়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৃক্ষবাটি-...সুখাসীন হইয়া তাঁহারা দীর্ঘকাল ...সুখ সম্ভোগ করিতে পারিলেন ...পয়োধর পটল হইতে মুষলধারে ... নিপতিত হইতে লাগিল। ...লা টিকা পরিত্যাগ করিয়া ...না ...চালিয়া ...

রজনী প্রভাত হইল। প্রফুল্ল পঙ্কজাননা বসন্ত-সেনা জাগরিত হইলেন। তদীয় পরিচারিকা তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, "আর্য্যে, বর্দ্ধমানককে শকট সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া, আর্য্য চারুদত্ত জীর্ণোদ্যানে গমন করিয়াছেন।" এই সময়ে ধূতার (চারুদত্তের পত্নী) পরিচারিকা রজনিকা চারুদত্তের পুত্রকে লইয়া তথায় সমাগত হইল। বসন্ত-সেনা শিশুটীকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "রজনিকে, এ শিশুটী কে? কি নিমিত্তই বা ইহার নয়ন-ইন্দীবরে নীহারকণা সন্নিভ অশ্রু-বিন্দু সন্দৃষ্ট হইতেছে?" রজনিকা উত্তর করিল, "এ শিশুটী আর্য্য চারুদত্তের পুত্র। প্রতিবেশিক শিশুর সুবর্ণ বিনির্ম্মিত শকট লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল। এক্ষণে সে তাহা লইয়া গিয়াছে। সেই জন্য রোহসেন ক্রন্দন করিতেছে। আমি ইহাকে এই মৃণ্ময় শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহাতে বৎসের হৃদয়ে সন্তোষ জন্মিতেছে না।" (এই স্থলে পাঠিকাদিগকে বলিয়া দিতে হইতেছে যে, এই মৃণ্ময় শকট হইতেই এই গ্রন্থখানির নাম মৃচ্ছ-কটিক হইয়াছে।) ইহা শুনিয়া বসন্ত-সেনা স্বদেহ হইতে আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক রোহসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ... বা তাঁহ...

"বৎস, এই অলঙ্কার গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার স্বর্ণ শকট প্রস্তুত হইবে।" এই সময়ে বর্দ্ধমানক আসিয়া নিবেদন করিল, "আর্য্যে, আপনার উদ্যান গমনার্থ শকট সজ্জিত করিয়া পক্ষদ্বারে সংস্থাপিত করিয়াছি।" বসন্ত-সেনা বলিলেন, "মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি অঙ্গে আভরণ বিন্যাস করি।" বর্দ্ধমানকও মনে করিল আমি শকটে আস্তরণ বিস্তৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি ; অতএব শকট লইয়া গিয়া, ইহাতে আস্তরণ সংযোজিত করিয়া আনি।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া বর্দ্ধমানক পুনরপি পক্ষদ্বার হইতে শকট লইয়া চলিয়া গেল। ঈশ্বরের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে? ঠিক্ এই সময়েই শকারের (রাজ-শ্যালক) ভৃত্য স্থাবরক স্বকীয় প্রভুর শকট সজ্জিত করিয়া সেই পথ দিয়া জীর্ণোদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিতেছিল। পথিমধ্যে জনৈক শকটচালক "ভাই আমার এই চাকাটা একবার আসিয়া ঠেলিয়া দাও," বলিয়া সকাতরে প্রার্থনা করাতে, স্থাবরক চারুদত্তের পক্ষদ্বারে শকট সংস্থাপিত করিয়া সাহায্যপ্রার্থীর মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত গমন করিল। এই সময়ে বসন্ত-সেনাও নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া সেই শকটে প্রবেশ করিলেন। অনতিকালমধ্যে স্থাবরক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জীর্ণোদ্যানাভিমুখে শকট সঞ্চালিত করিল। দৈব বিচেষ্টিত কাহারও বোধগম্য নহে। যদ্দ্বারা কাহারও পতন হয়, তাহাই আবার অপরের সৌভাগ্যসোপান রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই সময়ে কারারুদ্ধ আর্য্যক শর্ব্বিলক সাহায্যে কারাগার হইতে বিনির্গত হইয়া চারুদত্তের পক্ষদ্বার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। বর্দ্ধমানকও শকটে আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া ঠিক্ সেই সময়েই পক্ষদ্বার সমীপে সমাগত হইল। আর্য্যক সজ্জিত শকট দৃষ্টে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বর্দ্ধমানকও নিগড়শব্দ নূপুর শব্দ মনে করিয়া বসন্ত-সেনাই শকটে আরোহণ করিলেন বলিয়া স্থির করিল ; এবং জীর্ণোদ্যানে যথায় চারুদত্ত অবস্থিতি করিতেছেন, বসন্তসেনাকে লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইবে, এই আশয়ে শকট সঞ্চালিত করিল।

অনতিবিলম্বেই বীরক এবং চন্দনক নামে রক্ষিদ্বয় আর্য্যককে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরক শকট সন্দৃষ্টে বর্দ্ধমানককে জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে, ওখানি কাহার শকট, কে বা ও শকটে সমারূঢ় এবং কোথায় বা ও শকট যাইতেছে?" বর্দ্ধমানক উত্তর করিল, "এ শকটখানি আর্য্য চারুদত্তের, ইহাতে আর্য্যা বসন্ত-সেনা উপবিষ্টা আছেন, এবং ইহা জীর্ণোদ্যানাভিমুখে সঞ্চালিত হইতেছে।" ইহা শুনিয়া চন্দনক নামা রক্ষী কহিল "ভাই বীরক, আর [illegible]

এ শকট দেখিতে হইবে না, বরাঙ্গনা বসন্ত-সেনা ইহাতে সমুপবিষ্ট হইয়া, মহাত্মা চারুদত্ত সন্নিধানে গমন করিতেছেন। এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে আর্য্যক রক্ষি-হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। অনন্তর যখন সেই শকট জীর্ণোদ্যানে চারুদত্ত সন্নিধানে নীত হইল, তিনি বসন্ত-সেনা আসিয়াছেন মনে করিয়া, পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে শকট হইতে নামাইবার জন্য তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি শকট মধ্যে আর্য্যককে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে? আর্য্যক উত্তর করিল "আমি আর্য্যকনামা গোপাল। নরপতি কিম্বদন্তী শ্রবণে আমাকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তথা হইতে পলায়ন করিতেছি; মহোদয়ের আমি শরণাগত, মহোদয় আমাকে রক্ষা করুন।" ইহা শুনিয়া চারুদত্ত বর্দ্ধমানককে আদেশ করিলেন, "বর্দ্ধমানক, ইহাঁর চরণ হইতে নিগড় উন্মুক্ত করিয়া, ইহাঁর অভিমত স্থানে ইহাঁকে রাখিয়া আইস।" আর্য্যক তথা হইতে প্রস্থান করিলে, চারুদত্ত প্রিয় মিত্র মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখে,আমার বাম নেত্র স্পন্দিত হইতেছে, এবং হৃদয় বিনা কারণে বিষাদপূর্ণ হইতেছে, বসন্ত-সেনাও আসিলেন না, তবে চল গৃহে ফিরিয়া যাই।" এই বলিয়া তিনি মৈত্রেয় সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন।

এদিকে শকারের (রাজশ্যালকের) ভৃত্য স্থাবরক যানারূঢ় বসন্ত-সেনাকে লইয়া প্রভু সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। যানমধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বসন্ত-সেনাকে সন্দর্শন করিয়া শকারের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে ভৃত্যকে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ করিল, এবং বসন্ত-সেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বিশাল-নেত্রে, আমি তোমার চরণে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, তুমি এক্ষণে আমার সে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি এই তোমার পদতলে পতিত হইতেছি।" বসন্ত-সেনা বলিলেন," তুমি দূর হও, আমার সমক্ষে এরূপ কুৎসিত কথা কহিও না।" এই কথা শুনিয়া শকার সাতিশয় ক্রুদ্ধ এবং "যেরূপ দ্বাপর যুগে চাণক্য সীতাকে বিনাশ করিয়াছিল, ও জটায়ু কর্তৃক যেরূপ দ্রৌপদী নিহত হইয়াছে, অদ্য আমিও তোমাকে সেইরূপ বিনাশ করিব।"* বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। "হা মাতঃ। তুমি কোথায়! আর্য্য চারুদত্ত! তোমার চরণকমলে প্রণিপাত!" এই বলিয়া বসন্ত সেনা তার স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া শকার আরও সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। প্রভঞ্জন তাড়িত লতার ন্যায়

* রাজশ্যালকের পুরাণে নূতন বিদ্যার পরিচয় ইহাতে আছে।

বসন্ত-সেনা চৈতন্যরহিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। অনন্তর সেই নৃশংস শকার শুষ্ক পর্ণরাশি একত্র করিয়া, তদ্দ্বারা বসন্ত-সেনাকে আচ্ছাদন করিল। অতঃপর সে স্থির করিল যে বিচারালয়ে গিয়া লিখাইয়া দিয়া আসি যে "চারু-দত্ত অলঙ্কারের লোভে জীর্ণোদ্যান মধ্যে বসন্ত-সেনাকে মারিয়া ফেলিয়াছে"। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই দুরাচার বিচারালয়াভিমুখে যাত্রা করিল।

এই সময়ে শ্রমণক বেশধারী (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) সংবাহক প্রক্ষালিত বস্ত্রখণ্ড শুষ্ক করিবার নিমিত্ত, যথায় বসন্ত-সেনা চৈতন্য-শূন্যা পতিত ছিলেন, তথায় সমুপস্থিত হইল। শুষ্ক পর্ণরাশির মধ্য হইতে অলঙ্কারভূষিত রমণীহস্ত যেন বহির্গত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইল। এইরূপ বোধ হওয়াতে,সে অগ্রসর হইয়া উত্তমরূপে দেখিতে লাগিল, এবং বসন্ত-সেনাকে চিনিতে পারিল। বসন্ত-সেনার তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি শ্রমণককে দেখিয়া জল চাহিলেন। দীর্ঘিকা তথা হইতে বহুদূরে, এই বিবেচনায় শ্রমণক স্বকীয় আর্দ্রবসন নিপীড়িত করিয়া তাঁহার মুখে সলিল-ধারা সিঞ্চন করিল। এইরূপে বসন্ত-সেনা কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্তা হইলে, সংবাহক কহিল "অনতিদূরস্থ বিহারে (বৌদ্ধমঠ) আমার ধর্ম্ম-ভগিনী অবস্থিতি করেন, আপনি তথায় গিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বাটী যাইবেন।" এই বলিয়া শ্রমণক বেশধারী সংবাহক বসন্ত-সেনাকে লইয়া বিহারাভিমুখে গমন করিল। এই সংবাহককে পূর্ব্বে বসন্ত-সেনা দ্যূতক্রীড়কদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আইসলণ্ড।

আইস্‌লণ্ড উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরের একটী বৃহৎ দ্বীপ। ইহার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থ নর্ড (Nord) নামক অন্তরীপ গ্রীনলণ্ড হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে। ইহার পরিমাণ ৩৮,২০০ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা ৬০,০০০। এই দ্বীপ এক্ষণে ডেন্‌মার্কের অধীন।

আইসলণ্ড দ্বীপের দক্ষিণভাগে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ উচ্চ নীচ পর্ব্বত আছে, এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া সমস্ত দ্বীপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। দ্বীপবাসীরা এই সকল অসংখ্য পর্ব্বতের মনোরম উপত্যকা ভূমিতে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। বড় বড় নদীর মোহানার নিকট, ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অনেকানেক মহাজনী কুঠী নির্ম্মিত আছে; এবং সেই সকল কুঠীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃহৎ

থাকে। কাফি, মদ্য, ও অন্যান্য পানীয় বিলাস দ্রব্য, ধনী ব্যতীত অপর কাহারও ভোগ্য নহে। কড ও অন্যান্য মৎস্য, তিমি মৎস্যের তেল, মেষ-মাংস, পশম, নানারূপ পাখীর পালক, ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সচরাচর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ধাতুর মধ্যে কেবল তাম্র ও লৌহ সর্ব্বদা পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা বিশেষ কোন ব্যবহারে আইসে না।

শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য আইস্‌লণ্ড দ্বীপ "ফিয়র্ড নঙ্গ (fiordnung, ইংরাজী district) নামক তিনটী বৃহৎ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক "ফিয়র্ড-নঙ্গ" আবার "সাইসেল" (syssel ইংরাজী sherifdom) নামক ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৯টী "সাইসেল" আছে। প্রতি "সাইসেলে" "সাইসেল ম্যান" নামক রাজকর্ম্মচারীর হস্তে বিচার ও রাজকীয় কর আদায়ের ভার ন্যস্ত আছে। সমগ্র দ্বীপটী একজন stiftamtman বা গবর্ণর জেনারলের শাসনাধীন। ইনি স্বয়ং ডেন্মার্কের রাজা কর্ত্তৃক নিয়োজিত; এবং ইহার শাসনকাল পাঁচ বৎসর মাত্র। ইহাঁর অধীনে দুই জন amtmen বা ছোট লাট নিযুক্ত থাকে; তাহাদের মধ্যে একজন পশ্চিম এবং অপর ব্যক্তি পূর্ব্ব ও উত্তর অংশের শাসন কর্ত্তা। রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় "আল্‌থিং" (Althing) নামক মহাসভার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই সভায় ২০ জন মাত্র সভ্য ও রাজধানী হইতে একজন, এবং প্রতি "সাইসেল" হইতে একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

"রেইক্যাভিক্" আইস্‌লণ্ডের রাজধানী। ইহার লোকসংখ্যা ৯০০ মাত্র। সমস্ত দ্বীপের মধ্যে এইটীই কেবল প্রকৃত নগর নামে খ্যাত হইতে পারে। ইহা দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে "ফ্যাক্‌স্‌ফার্য়র্ড" নামক নদীর মোহানার নিকট স্থাপিত। ইহাতে কেবল মাত্র দুইটী রাজপথ আছে, তন্মধ্যে একটী নগরের প্রান্তে, নদীর ধারে; এই স্থানে কেবল মহাজন ও সওদাগরদিগের বাস। নগরের মধ্য ভাগে "ট্যাট্‌স্রোএড্" প্রধানতম বিচারপতি, আইস্‌লণ্ডের বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও "ল্যাণ্ডফোগেড্" বা রিসিবার জেনারলের বাসস্থান। গবর্ণর জেনারলের প্রাসাদ নগরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। এই নগরের ২।৩টী বাটী ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় বাটীই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাদ্দেশে একটী করিয়া ভাণ্ডার ও ক্ষুদ্র বাগান আছে; বাগানে আলু, কপি, ও অন্যান্য তরকারী উৎপন্ন হয়। রেইক্যাভিকে একটী গির্জ্জা আছে, এবং তাহার নিকটে একটী পুস্তকালয়ও আছে; পুস্তকালয়ে পুস্তকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০০ মাত্র।

আইস্‌লণ্ড বাসীরা আদিম স্ক্যাণ্ডি-ভিনিয় বংশ হইতে সমুৎপন্ন। পুরুষদের শরীরের আয়তন দীর্ঘ, বর্ণ ঈষৎ লাল, কেশ ধূষর বর্ণ; এবং মুখের আকৃতি সবলতা-ব্যঞ্জক। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী ও ঈষৎ খর্ব্বাকার। কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদিগকে দেখিতে বেশ সুশ্রী। ইতর লোকদিগের মধ্যে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের জন্য চারিটী সামান্য প্রকারের চিকিৎসালয় আছে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না।

সামান্য রকমের লেখাপড়া আইসলণ্ড বাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই জানে। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী "বেসেস্‌ট্যাড্‌" নামকস্থানে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত এক বিদ্যালয় আছে; তথায় বহুলোকে অধ্যয়ন করে। কোন কোন ধনিসন্তান কোপেনহেগেনে আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়, গথিক এবং আইস্‌লণ্ডীয় ভাষা পূর্ব্বে একরূপই ছিল; কিন্তু টিউটন ভাষার সহিত সংস্রব থাকাতে পূর্ব্বোক্ত দুইটী ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অতএব আইসলণ্ডীয় ভাষাই এক্ষণে এই তিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। অতি পুরাকালে এই ভাষা "দংস্কতুঙ্গা" নামে অভিহিত হইত; পরে আইসলণ্ডবাসীরা ইহাকে "নরীণা" (Narrœna) ভাষা বলিত। কিন্তু আজকাল ঐ প্রকার ভাষা অন্য কোথাও প্রচলিত না থাকায় উহাকে আইসলণ্ডীয় ভাষাই বলিয়া থাকে।

আইস্‌লণ্ড দ্বীপ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইন্‌গউফ নামক এক সম্ভ্রান্ত নরওয়েবাসী, এই দ্বীপে প্রথম আসিয়া রেইক্যাভিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহার অনতিবিলম্বেই তাঁহার দেখাদেখি বহুসংখ্যক ধনী ও বিখ্যাত বংশীয় নরওয়েবাসী সেই কালের নরওয়ের রাজা "হারল্‌ড্‌ হারপাগ্রা"র অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ হইতে পলায়ন করিয়া এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, আহারা তথায় বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া এবং "আল্‌থিং" নামক বৃহৎ জাতীয় সভা সংগঠিত করিয়া এক প্রকার প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপন করিলেন। ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আইস্‌লণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে "আইস্লীফ্‌" নামক একজন ধর্ম্মযাজক এই দ্বীপে রোমান অক্ষরে লিখিবার প্রণালী শিক্ষা দেন। ইতিপূর্ব্বে পুরাতন আইসলণ্ডীয় লেখাই অতি সামান্যরূপ চলন ছিল; অতএব নূতন লেখার চর্চা বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের ভাষা

শিখিবার ও সেই ভাষায় পুস্তক লিখিবার ইচ্ছাও বলবতী হইয়াছে। *

১২৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন দ্বীপবাসীরা স্বতঃই "হাকো" (Haco) নামক নরওয়ে-রাজের অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু দ্বীপের শাসন প্রণালী সেই পূর্ব্ববৎই রহিল। অবশেষে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে, নরওয়েও সম্পূর্ণরূপে ডেমার্কের অধীন হইয়া পড়িল।

শিক্ষিতা মহিলাদিগের ত্রুটি।

মাঝে মাঝে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদিগের নিন্দা শুনা যায়। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ যে সকল অলীক অপবাদ আনয়ন করেন, তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী যাঁহারা, যাঁহারা সমাজের হীনাবস্থা দর্শনে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত, যাঁহারা রমণীকুলের হিতকামনায় অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে শিক্ষিতা মহিলাদিগের দুই একটী ত্রুটি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি উপায়ে এই ত্রুটী দূর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কেহই বিশেষ চিন্তা করেন না।

শিক্ষিত মহিলাদিগের নামে অভিযোগ প্রধানতঃ তিনটিঃ—(১) তাঁহারা ইংরাজানুকরণ প্রিয়, (২) গৃহকর্ম্মে অপটু, অতএব (৩) অপরিমিতব্যয়ী। অভিযোগ গুলি সম্পূর্ণ অমূলক নহে। কিন্তু এই দোষে শিক্ষিতা মহিলাকে অভিযুক্ত করিয়া, দোষটা শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইলে বড়ই অবিচার হয়—বলিতে কি, শিক্ষিতা মহিলাকেও এই সকল দোষের জন্য নিন্দা করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রথমতঃ ইংরাজানুকরণ। আজ কাল সমস্ত বঙ্গ সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত। ইংরাজানুকরণ রোগ অগ্রে পুরুষ সমাজকে আক্রমণ করিতে না পারিলে হাওয়ায় চড়িয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। দূষণীয় বিদেশীয় অনুকরণ যদি কিছু আসিয়া থাকে, পুরুষগণই তাহার প্রবর্ত্তক ও প্রশ্রয়দাতা। আর ইংরাজানু-

* নূতন লেখার প্রচলন হইবার পূর্ব্বে আইসলণ্ডীয় ভাষায় দুই একখানি ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল। "এয়ার থরজিলসন্" (Are Thorgillson) নামক একজন লেখক দুই খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আইসলণ্ডের ইতিহাসই প্রধান। "স্নরো ষ্টর্টল" (Snorro Sturtle) নামে আর এক জন বিখ্যাত লেখক নরওয়ের এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১১২০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় সভার সভ্যগণের দ্বারা এক বৃহৎ আইন পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে মুদ্রণ ... দ্বারা প্রিবর্দ্ধনক ...

ইংরাজেরা অনেকাংশে সভ্যতর, তাহাদিগের রুচি উৎকৃষ্টতর, তাহাদের ন্যায় আমাদের আচরণ ও রুচি যাহাতে পরিমার্জ্জিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়াই উচিত। তবে প্রতি কার্য্যে প্রতি পাদক্ষেপে ইংরাজানুকরণ সঙ্গতও নহে, সম্ভবও নহে এবং স্থল বিশেষে ইষ্টকর না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া থাকে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না।

আর একটী কথা, অনেক বিষয়ে ইংরাজী রুচি অনুসারে চলিতে গেলে অর্থের সচ্ছন্দতা চাই; সেখানে দরিদ্রের পক্ষে ইংরাজানুকরণ বাঞ্ছনীয় হইলেও পরিত্যজ্য।

অভিভাবকগণ একটু বিবেচনা পূর্ব্বক প্রথম হইতে যদি বালিকাদিগকে সাবধানে চালান, এবং আপনারা সাবধানে চলেন, তাহা হইলে কোন অতিরিক্ত অনুকরণ গৃহে স্থান পাইতে পারে না। বালিকাদিগের সমক্ষে ইংরাজ সমাজ সম্পূর্ণ আদর্শ রূপে ধারণ করিলে তাহারা স্বভাবতঃই সকল বিষয়েই ইংরাজরীতির পক্ষপাতী হইবে। সে সমাজের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করিয়া দেখান কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মে অপটুতা! মাতা যাহা জানেন, কন্যা তাহা জানে না, জানিবে না; মাতা মাতামহী যাহা করিতে পারিতেন, এবং আজন্ম করিতেছেন, নব্য কন্যাসম্প্রদায় তাহা পারে না, পারিবে না। এখানেও আরম্ভে বালিকাদিগের কিম্বা শিক্ষার দোষ নাই। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী মহোদয়গণ কন্যাদিগের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অতি আগ্রহবশতঃ গৃহ কর্ম্মের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না, যাহা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন যখন আমাদিগের চারিদিক দেখিবার অবসর হইয়াছে, তখন যেমন বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে, তেমনই গৃহকর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে সমান মনোযোগী হইতে হইবে। আজও মাতা মাতামহীগণ আপনাদিগের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া, কন্যাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুর ঘরেও ভাল বর পাইবার আশায় বালিকার সহিত বর্ণপরিচয়—বোধোদয়ের পরিচয় হয়। কন্যা গুলিরও সংস্কার যে লেখা পড়াই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার, গৃহকর্ম্ম গৃহকর্ম্ম রাতারাতি শিখিয়া লওয়া যায়, অথবা ভাগ্য থাকিলে শিখিতেও হয় না, অন্নপূর্ণার রন্ধনের ন্যায় অলক্ষ্যে অক্লেশে কাজ গুলি আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়া যায়। এই অবিবেচনার ফলে বিবাহের পর শিক্ষিতা নামধারিণী অনেক রমণী অসুখী হয়, অনেকে অনভ্যাস বশতঃ গৃহকর্ম্মের ভারে পীড়িত হইয়া পড়ে। এই কারণে অনেক সময় পিতা মাতা দরিদ্র বরে কন্যা দান করিতে শঙ্কিত হয়েন; বিবাহার্থী মনে

করে নিজের বিদ্যার গর্ব্বে অথবা অন্যত্র অধিক ধন সম্ভোগের আশায় কন্যা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

পিতা মাতা অনেক সময়ে বালিকাকে গীতবাদ্য, চিত্র প্রভৃতি সুন্দর ও সুকুমার বিদ্যা শিক্ষা দিতে যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্ম শিখাইবার জন্য কিছুই করেন না। সকল বিষয়েই দক্ষতা—শিক্ষা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। জলে না নামিয়া কেহ সাঁতার শিখে না, দুই চারি মাস না রাঁধিলে কেবল পাকপ্রণালী বা রন্ধনরহস্য প্রভৃতি বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ সুপাচিকা হইতে পারে না। সুমাতা ও সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য তিনি কন্যাকে অল্প বয়স হইতেই যথাসম্ভব গৃহকর্ম্মে আপনার সহচারিণী এবং সহকারিণী করেন। যে রমণী ষোড়শ কিম্বা সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহের কোন ধার ধারে নাই, সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাহার বড়ই কষ্ট হইবে। সে স্বভাবতঃই দাস দাসীর হস্তে সংসারের অনেক ভার ন্যস্ত করিয়া আপনাকে কষ্ট মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

যে সকল বালিকা আধুনিক রীতিমতে স্কুলে পড়ে, তাঁহারা লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই শেখে। এই দ্বিতীয় শিক্ষা অংশতঃ অসম্পূর্ণ থাকে। সাধারণতঃ বালিকার পশমের কাজ ইত্যাদি (Fancy work) শিক্ষা করে। কাটা কুটির কাজ (plain work) তত রুচিকর নহে, কর্ত্তৃপক্ষেরাও উহা মিশাইবার জন্য ততটা পীড়াপীড়ি করেন না। প্রথম প্রকারের উপকরণ সংগ্রহ করিতে অর্থ ব্যয় হয়, অথচ জিনিষটি প্রস্তুত হইলে উহা বিশেষ ব্যবহারে আসে না। যাঁহাদের সৌখীন বৈটকখানা ঘর (Drawing Room) নাই, তাহাদের সুন্দর সুন্দর পশমী (antimacasar cushion) দিয়া কি হয় জানি না। কথায় কথায় আর একটী কথা মনে পড়িল। আমাদের দেশে পশমের টুপির কোন আবশ্যকতা নাই, অনেক গৃহিণী ছেলের গায়ে একটী সাদা জামা পরাইয়া, তাহার বক্ষ ও পদদ্বয় অনাবৃত রাখিয়া মাথায় পশমের ভারি টুপি ও গলায় সুদীর্ঘ গলাবন্দ জড়াইয়া দেন কেন কেহ বলিতে পারেন?

বালিকারা যদি আপনাদের পিতা মাতার এবং ভাই ভগিনীর গাত্র বস্ত্র কাটিতে ও সেলাই করিতে পারে, তাহা হইলে গৃহের ব্যয় অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। ইংরাজ মহিলাগণ এ সকল কার্য্যে আশ্চর্য্য নিপুণ।

অনেকে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন। ব্রাহ্মসমাজে যে বস্ত্র পরিধান রীতি প্রচলিত হইয়াছে, আমাদিগের মতে উহা উৎকৃষ্ট। বস্ত্রের সংখ্যা পরিবর্ত্তন না করিয়া অবস্থানুসারে উহার মূল্য পরিবর্ত্তন করিলেই ভাল হয়। ধনীর স্ত্রী যে দরের বস্ত্র পরিধান করেন, দরিদ্রের পত্নীর সেই

দরের কাপড় না হইলে যেন সমাজে চলিতে ফিরিতে লজ্জা না হয়। ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ এবং মূল্যবান্ পরিচ্ছদ একই কথা নহে। অনেকের সংস্কার রেশমী কাপড় পরিধান না করিয়া গৃহের বাহির হইতে নাই, প্রকাশ্য স্থানে গেলে ত একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করা হয়, এ জন্য অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক মহিলাগণ তিরস্কৃত হইবেন। এ সংস্কার কোথা হইতে আসিল? কত দিনে দূর হইবে?

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, অলঙ্কারের জন্য শিক্ষিতা মহিলা অভিভাবককে ব্যস্ত করেন না। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে একদিকে স্ত্রীশিক্ষা অনর্থক ব্যয় হ্রাস করিতে চায়।

পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—ঘরে পিয়ানো নাই,—হইবার বড় একটা সম্ভাবনাও নাই, এরূপ অবস্থায় ছয়মাস—এক বৎসরের জন্য বালিকাকে ইংরাজী বাজনা না শিখাইয়া এবং কেবল পশমের কাজ না শিখাইয়া যদি রন্ধনাদি এবং কাটাকুটি সাদা সেলাই শিখান হয়, তাহা হইলে অধিকতর উপকার হয়। অভিভাবকগণ বালিকাদিগের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া এমন কাজ করেন, যদ্দ্বারা তাহাদিগকে ভবিষ্যতে নিন্দার পাত্রী এবং অসুখিনী হইতে হয়।

শিক্ষিতা মহিলাদিগের নামে যে রূপ অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া আমরা এত কথা গুলি বলিলাম, কারণ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য এবং সর্ব্বত্র প্রযুক্ত না হইলেও কিছু পরিমাণে সত্য এবং কালে সম্পূর্ণ সত্য এবং সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। আমরা জানি 'শিক্ষিত মহিলা' নামই অযথা-প্রযুক্ত এবং বিদ্রূপসূচক। আমরাই জানি আমাদিগের বালিকারা যে শিক্ষা পাইতেছে, উহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইতেছে না। আমরা বুঝি এ শিক্ষা কত অসম্পূর্ণ, সুতরাং সময় সময় কত অপকারী। যাঁহারা বলেন অল্প বিদ্যা প্রলয়ঙ্করী, তাঁহারা তবে স্ত্রীশিক্ষার আরও উন্নতির জন্য যত্নশীল হউন। স্ত্রীলোকদিগের অল্প বিদ্যা প্রচলিত হওয়াতে যদি এতদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট প্রসূত না হয়, তাহা হইলেই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে।

পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধি।

নানা কারণে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে। খুব ভারি এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে দেখা যায়, চারিদিক্ দিয়া ঘোলা জল গড়াইয়া যাইতেছে। মেঘ হইতে যে জল পড়ে, তাহার সহিত বায়ু সংস্থিত ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু ইহার পরিমাণ অতি অল্প। তবে এত ময়লা, এত কর্দ্দম কোথা হইতে আসিল? যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই বলিবে যে রাস্তা, ঘাট, বাটীর ছাদ, প্রভৃতির ধূলি কর্দ্দম ও আবর্জ্জনারাশি বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়াই উহা এত ময়লা হয়। বৃষ্টির সময় মাঠে যাও, সেখানেও দেখিবে চারিদিক দিয়া ময়লা জলের স্রোত চলিয়াছে। বৃষ্টির জলে মৃত্তিকার উপরিভাগ ধুইয়া যায় বলিয়াই এরূপ হয়। এই কর্দ্দমাক্ত জল নানা পথ দিয়া ক্রমে নদীতে গিয়া পড়ে, এবং স্রোতের বেগে সমুদ্র মধ্যে নীত হয়। এই জন্যই বর্ষাকালে নদীর জল এত ঘোলা হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যাঁহারা গঙ্গাস্নান করেন, তাঁহাদের স্নানের কাপড় ও গামছা গৈরিক বসনের ন্যায় হইয়া যায়। এই জন্য অনেকে এই সময় স্নানের জন্য স্বতন্ত্র বসন ব্যবহার করেন। সে যাহা হউক, আমাদের ন্যায় বৃষ্টিপ্রধান দেশে প্রতি বৎসর এইরূপে যে কত মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যাইতেছে তাহা বলা যায় না। অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে পূর্ব্বে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইত, এখন আর সে পরিমাণে হয় না। একথা স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে ভূ-পৃষ্ঠের বৃষ্টিজনিত ক্ষয় আরও অধিক ছিল।

বর্ষাকালে যে ঘোলা জল নদীতে গিয়া পড়ে তাহার সহিত ও নানাবিধ ছোট বড় নানা আকারের পদার্থ মিশ্রিত থাকে। গাছপালা জীবজন্তুর মৃতদেহ, কর্দ্দম, বালুকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড এবং কখন কখন বড় বড় প্রস্তর পর্য্যন্ত নদী স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের দিকে নীত হয়। এই সকল প্রস্তরখণ্ড ক্রমে পরস্পরের সংঘর্ষণে মসৃণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নুড়ীর আকার ধারণ করে। ভারি প্রস্তরখণ্ড সকল নদীর তলায় পড়িয়া স্রোতের বেগে গড়াইতে গড়াইতে যাইতে থাকে। নদীর স্রোত যতদূর বেশ প্রবল থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত উহার সহিত যে কর্দ্দম ও অন্য পদার্থ থাকে তাহা বিশেষ বাধা ব্যতীত একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ স্রোত সমুদ্রের যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই সমুদ্রের বারিরাশির প্রতি-

ঘাতে উহার বেগ মন্দীভূত হইতে থাকে এবং উহার সহগামী কর্দ্দম প্রভৃতি নদীমুখের নিকটে সঞ্চিত হইতে থাকে! ক্রমে ঐ সকল সঞ্চিত পদার্থ এত উচ্চ হয় যে জোয়ারের সময় ভিন্ন সমুদ্রের জল উহার উপর উঠিতে পারে না। ইহাকেই ডেল্টা বা বদ্বীপ কহে। কালে সমুদ্র স্রোতের সাহায্যেও অন্যান্য উপায়ে নানাবিধ বৃক্ষ লতাদির বীজ ইহার উপর পতিত ও অঙ্কুরিত হইতে থাকে এবং ক্রমে ঐ সকল বৃক্ষ লতার পত্রাদি পড়িয়া ঐ নবজাত ভূ-খণ্ড এরূপ উচ্চ হইয়া উঠে যে জোয়ারের সময়েও সমুদ্রজল উহাকে প্লাবিত করিতে পারে না। তখন উহা কর্ষণোপযোগী ও মনুষ্যের বাসযোগ্য হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-দিগের মতে নিম্নবঙ্গের সমস্ত উর্ব্বরা ভূমি এইরূপে গঠিত হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বৃষ্টির জলে ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় সংসাধিত হইতেছে। এই ক্ষয় প্রাপ্ত ভূভাগের কিয়দংশ দ্বারা নূতন ভূমি গঠিত হয় বটে, কিন্তু ইহার অধিকাংশই সমুদ্রের অতলগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন সমুদ্রের তরঙ্গমালার আঘাতে উহার উপকূল ভাগের মৃত্তিকা ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। যদি এই সকল ক্ষতি পূরণের কোন উপায় না থাকিত,তাহা হইলে কালক্রমে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সমুদ্র জলে নিহিত হইয়া যাইত। কারণ, সমুদ্রের জলের উপর যে ভূভাগ জাগিয়া আছে তাহার পরিমাণ অপেক্ষা সমুদ্রের জল রাশির পরিমাণ অনেক অধিক। কিন্তু অনন্ত জ্ঞানময় পর-মেশ্বর আশ্চর্য্য নিয়ম দ্বারা ইহার প্রতি-বিধানের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। দুইটী কারণের প্রভাবে সমুদ্র গর্ভস্থ ভূভাগের কোন কোন অংশ মধ্যে মধ্যে উর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকে। যদিও ঐ দুই কারণে ভূপৃষ্ঠের কোন কোন অংশ কখন কখন অবনত হইয়া যায়, তথাপি মোটের উপর উত্থাপিত অংশের পরি-মাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। সে দুইটী কারণ কি?

(১) ভূকম্প। ভূকম্পের কারণ নির্ণয় করা অথবা ইহাদ্বারা যে সকল ভয়ানক ব্যাপার সংসাধিত হয়, তাহা বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখানে কেবল ইহাই বলা আবশ্যক যে, অনেক সময় ভূকম্প-নিব-ন্ধন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কোন কোন অংশ স্থায়িভাবে উন্নত বা অবনত হইয়া যায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরি-কার চিলি দেশের উপকূলভাগে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। তাহার পর দেখা গেল যে, কন্‌সেপ্‌শন উপসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি জল হইতে প্রায় চারি পাঁচ ফীট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ ভূমিকম্পে কন্‌সেপ্‌শন হইতে পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী

সাণ্টা মেরিয়া নামক একটী দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ আট ফীট ও উত্তরাংশ দশ ফীটের ও অধিক উর্দ্ধে উত্থাপিত হয় এবং ঐ উত্থাপিত অংশে যে সকল শঙ্খ শুক্তি জাতীয় সামুদ্রিক জীব লাগিয়াছিল, তাহারা জলাভাবে মরিয়া যাওয়াতে চতুর্দ্দিক্ পূতিগন্ধে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন জলনিমগ্ন এক খণ্ড বহু বিস্তীর্ণ প্রস্তরময় সমতল ভূমি ভূমিকম্পের পর জলের উপর জাগিয়া উঠে এবং পরিমাণ দ্বারা দেখা গেল যে, এই প্রদেশের সন্নিহিত সমুদ্রের গভীরতা প্রায় নয় ফীট কমিয়া গিয়াছে। যদিও পরে এই সমস্ত ভূভাগ কতক পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার অধিকাংশ অদ্যাপি স্থায়িভাবে উন্নত হইয়া আছে। অনেকে ইহা সম্ভব মনে করেন যে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগের অধিকাংশ এইরূপে ক্রমাগত অল্পে অল্পে উত্থাপিত হইয়া শত শত ফীট উচ্চে উঠিয়াছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের শেষ হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিসিসিপি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশে উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হয়। তাহাতে অনেক স্থান দহ পড়িয়া এত নামিয়া যায় যে ঐ সকল অংশ তদবধি হ্রদে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোনটীর পরিধি প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ন্যাসান্যাল কন্‌গ্রেস নামে যে জাতীয় মহাসভা হয় তাহার একখানি উৎকৃষ্ট রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। পুস্তকখানি জাতীয় সম্পত্তি।

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বদান্য রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৩। পৃথিবী মধ্যে পারিসের পুস্তকালয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহাতে ২০ লক্ষ পুস্তক আছে, তদ্ভিন্ন হাতের লেখা গ্রন্থ অনেক আছে।

৪। গ্রেট-ব্রিটেনে এক্ষণে ১৬৩ জন ভারতবাসী আছেন, ৮৩ জন হিন্দু, ৪৪ জন মুসলমান ও ৩৬ জন পারসী।

৫। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ২ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়েও একজন বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন, তাঁহার নাম বাবু চন্দ্রনাথ মিত্র।

৬। তৃতীয় রাজকুমার ডিউক অব কনট বোম্বাইয়ের সেনাপতি হইয়া আসিয়াছেন।

৭। কোচবিহারের মহারাজ এবার সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

মহারাণী সুনীতির যাত্রার পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেন, তিনি তদুত্তরে এই কলেজকে রক্ষা করিয়া সর্ব্বতোভাবে ইহার উন্নতি সাধন করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। মহাভারত আদিপর্ব্ব ও সভাপর্ব্ব—খ্যাতনামা কবি বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্যানুবাদ পাঠে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার ভাষা যেমন সরল, তেমনি মধুর হইতেছে। সংস্কৃত হইতে এ প্রকার অবিকল অনুবাদ করা সহজ ক্ষমতার কার্য্য নহে। আকৃতি হিসাবে পুস্তকের মূল্যও অতি সুলভ। এ কার্য্যে সাধারণের উৎসাহ দান নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২। শান্তিজল—বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। সংসারী, উন্মত্ত, রোগী, শোকার্ত্ত, পাপী, তাপী ও দীন—পৃথিবীর এই সপ্ত তাপে তাপিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে শান্তি দান করা এই "শান্তিজলের" উদ্দেশ্য। ইহার কবিতা সকল সুললিত ও বিশুদ্ধ এবং ইহার আদ্যন্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। এই পুস্তক পাঠে প্রাণের অনেক জ্বালা জুড়াইবে, তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইবে এবং নিরাশ আত্মা আশা ও ধর্ম্মের শান্তি লাভে সুখী হইবে।

৩। প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের ইতিবৃত্ত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত, মূল্য ।৵১০ আনা মাত্র। ইহাতে ২১টী প্রাচীনতম আর্য্যরমণীর বৃত্তান্ত আছে। গ্রন্থকার অনেক অনুসন্ধান, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা এই মহার্ঘ রত্নগুলির উদ্ধার করিয়াছেন বামাবোধিনীতে ক্রমান্বয়ে বিবরণগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং পুস্তকের গুণ সম্বন্ধে আমাদিগের বলা বাহুল্য। প্রত্যেক পাঠিকা ইহার এক এক খণ্ড নিকটে রাখেন, একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বামারচনা।

ঊষা-সমাগমে।

কে তুমি আমার বুকে
ঢালিলে অমৃত ধারা!
সহসা কিসের তরে
হইনু আপনা হারা! ১

অমন আদর করি
কে তোমারে জাগাইলে?
আ মরি সোণার বালা!
তুমি মা কোথায় ছিলে! ২

হেরি ও রূপের ছটা
জুড়া'ল নয়ন প্রাণ;
অঙ্গের সৌরভ কিবা
আনন্দে পূরিছে ঘ্রাণ। ৩

ললাটে পরেছ ফোঁটা
দশদিক্ উজলিছে;
মধুর মধুর ধারা
স্নেহ অশ্রু বিগলিছে। ৪

আহা কি মল্লার রাগে
ভরিয়াছ সপ্ত-স্বরা!
ব্যজন করিছ যেন
স্বরগের সুধা ভরা। ৫

অমনি সোণার মুখ
আমি বড় ভাল বাসি—
মলিনতা লেশ নাই
কথায় কথায় হাসি! ৬

সরল তরল হাসি
কপোলে মিলায় হায়!—
হাঁ মা তুমি কার মেয়ে
বল বল পড়ি পায়! ৭

এমন মনের মত
কে তোমারে সাজাইল,
অমূল রতন এত
কাহার ভাণ্ডারে ছিল? ৮

যোগীর যোগের বল
শিশুর ঘুমন্ত হাসি!
প্রেমিকের সুখ-অশ্রু
প্রভাতে ললিত বাঁশি! ৯

যা হও তা হও আমি
কিছু না বলিতে জানি,
নিরুপমা মনোরমা!
এই মাত্র মনে জানি। ১০

দেখা'তে স্বর্গের আলো
ভালবাসা মধুরতা,
তোমারে আনন্দময়ি,
কেউ কি পাঠা'ল হেথা? ১১

যেই জন সাজাইলা
(হেন ছটা! এ মাধুরী!)
ধন্য ধন্য কারু সেই!
ধন্য বটে কারিগুরি! ১২

বিচিত্র শকতি হেন,
প্রেম-মাখা কর যাঁর,
আমার প্রাণের সাধ
দেখি তাঁরে একবার।— ১৩

জানিনে বুঝিনে, শুধু
দেখে শুনে এই চাই
অনন্ত কালের তরে
তাঁর নামে ডুবে যাই! ১৪

প্রিয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৯ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪—জুন ১৮৮৭। ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বি এ, এফ এ, ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। বি এ পরীক্ষায় ৪৫০ ও এফ এ ৮৪৩ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন কলেজ হইতে কুমারী কুমুদিনী কাস্তগিরি ও নির্ম্মলা সোম বি এ হইয়াছেন। অধিক আহ্লাদের বিষয় নির্ম্মলা সোম ও তাঁহার স্বামী জি সি সোম একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ দৃশ্য অতি সুন্দর। বিদ্বানের স্ত্রীরা আর স্বামীর নামে পরিচিতা হইবেন না, স্বনামখ্যাত হইবেন।

পত্রিকার জুবিলী—আমরা বামাবোধিনীর ২৫ বৎসরের জুবিলী করিতে যাইতেছি, বেলজিয়মের মাডাম প্যাপ নাম্নী এক মহিলা তাঁহার সম্পাদিত 'জর্ণাল ডি ব্রাক্সস' নামক দৈনিক পত্রের ৫০ বার্ষিক জুবিলী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই পত্রিকা তাঁহার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত।

রুস ভীতি—খিলজী জাতি কাবুলের আমীরের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছে, রুস (সম্রাট) পারস্যাধিপতির সহিত কি গোপনীয় পরামর্শ আঁটিতেছেন, এ দিকে মহারাজ দলীপ সিংহ রুসিয়া মহারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া রুসদিগের সহিত খুব মিশিতেছেন।

কলিকাতার স্মরণীয় ঘটনা—(১) গত ১৪ই মে টাউনহলে কলিকাতা-

বাসিগণ বাবু লালমোহন ঘোষকে সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন,পার্লেমেণ্টে তাঁহার সভ্য হইবার চেষ্টা সম্বন্ধে তিনি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। (২) ১৮ই মে ছোট লাট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমাংশে 'ইডেন হোষ্টেল' নামক ছাত্রনিবাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য ১॥ লক্ষ টাকা মূল্যের একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন, এবং গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৮০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, আরও উঠিবে। কলিকাতায় বিদেশীয় ছাত্রদিগের সচ্ছন্দে থাকা ও তৎসঙ্গে তাহাদের শিক্ষা ও চরিত্রের তত্বাবধান সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আশা করি, এই ছাত্রনিবাস দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইবে।

দুর্ঘটনা—(১) ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে, সাধারণের সাহায্যে ইহার নিবারণ আবশ্যক হইয়াছে। (২) পিয়েনো কোম্পানির যে টাসমানিয়া জাহাজে বিলাত হইতে মেল আইসে, ৫০ বৎসর ইহা চলিতেছে। সম্প্রতি ইহা ভূমধ্যস্থ সাগরের কর্সিকা দ্বীপের নিকট জলমগ্ন হইয়াছে। গুজরাটী লস্করদিগের পরিশ্রমে একটী আরোহীরও প্রাণনাশ হয় নাই, কিন্তু লস্করদিগের মধ্যে ১৮ জন মারা গিয়াছে। যোধপুর রাজের অনেক রত্নালঙ্কার জলসাৎ হইয়াছে। (৩) ইংলণ্ডের হেবেনপোর্ট হইতে ফ্রান্সে বহুসংখ্যক লোক লইয়া একখানি জাহাজ প্রতিরাত্রে আসিত, কোয়াসায় দিক্ নির্ণয় না হওয়াতে তাহা জলমগ্ন হইয়া অনেক লোক মারা পড়িয়াছে।

ধর্ম্মপ্রচার ও সংস্কার—মেথডিষ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় অন্তঃপুরবাসিনীদিগের জন্য একখানি কাগজ নানা ভাষায় প্রচার করিতেছেন, এক এক ভাষায় হাজার খণ্ড করিয়া ছাপিতেছেন। একটী ছাপাখানার জন্য অনেক হাজার টাকা তুলিয়াছেন। (২) মহারাষ্ট্রীয় মিসনের যে বালিকারা এদেশে জন্মেন,তাঁহারা এদেশে থাকিয়াই কার্য্য করিতে অধিক অনুরাগিণী। সাহেবদিগের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদের স্ত্রীরা তাঁহাদের সকল কার্য্য চালাইয়া থাকেন। (৩) মুক্তি ফৌজের একজন সৈনিক এক দেশীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছেন, পূর্ব্ব পশ্চিমের গাঢ় সম্মিলন তাঁহার উদ্দেশ্য।

স্ত্রীজাতির উন্নতি—(১) বঙ্গমহিলা সমাজের বৈশাখ মাসের অধিবেশনে আলীপুরের পশুশালার অধ্যক্ষ বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে নানাবিধ নমুনা দেখাইয়া বক্তৃতা করেন এবং বানর জাতির বিশেষ বিবরণ বর্ণন করেন। সমাজে এরূপ বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে হইবার

ব্যবস্থা হইয়াছে। (২) পণ্ডিতা রমাবাই আমেরিকায় থাকিয়া "কিণ্ডার গার্টেন" প্রণালী শিখিতেছেন। তিনি আগামী বর্ষে ভারতবর্ষে আসিয়া এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদানের রীতি প্রবর্ত্তিত করিবেন।

রেলওয়ে ও সেতু—(১) কানাডায় রেলওয়ে হওয়াতে বিলাতের সংবাদ জাপান চিন প্রভৃতি স্থানে অতি অল্প দিনে আসিতেছে। (২) যোধপুর হইতে অমরকোট হইয়া সিন্ধু পর্য্যন্ত এক গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা সম্পন্ন হইলে আগ্রা হইতে ধান্য চাউল মরুভূমি দিয়া সহজে সিন্ধুরাজ্যে আসিবে। (৩) বর্ম্মার মান্দালা রেলওয়ে প্রস্তুতপ্রায়। (৪) বিতস্তা নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পঞ্জাবের ছোট লাট তাহা খুলিয়াছেন।

গুণের পুরস্কার—ইংলণ্ডের রাজকীয় ভূগোল সভা নূতন স্থানের আবিষ্কর্ত্তাদিগকে মেডাল পুরস্কার দেন। আফগানস্থানের অনুসন্ধান জন্য সৈনিক পুরুষ হোড্রিক এবং তিব্বতের জন্য বাবু শরচ্চন্দ্র দাস পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইংলণ্ডে জুবিলী—ভারতের অনেক হিন্দুরাজা জুবিলী দেখিতে বিলাত গিয়াছেন, মহারাজ গুইকুমারও যাইতেছেন। তারে সংবাদ আসিয়াছে, মহারাণী রাজপরিবারদিগকে লইয়া ইতিমধ্যে গরিবদিগের শিক্ষা ও আমোদোপযোগী ইষ্টলণ্ডন প্যালেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। জুবিলী উপলক্ষে ইংলণ্ডের উপনিবেশী সকলের এক মহা সভা লণ্ডনে বসিয়াছে, নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছেন। সাধারণ শিক্ষা ও পূর্ত্তকার্য্যাদির উন্নতি সম্বন্ধে আলাপ হইতেছে।

পশুজাতির প্রতি দয়া—(১) বোম্বাইয়ের একজন প্রধান জজ বোম্বাইয়ের পশুরক্ষণশালা দর্শন করিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসাসূচক রিপোর্ট করিয়াছেন। বৃদ্ধ রুগ্ন জন্তুদিগের বাসস্থানের ও আহারের স্বতন্ত্র সুন্দর ব্যবস্থা আছে, ঘোড়া গোরুদিগের চিকিৎসার কলেজ আছে। জীবের প্রতি দয়া বিষয়ে ইউরোপীয়েরা এদেশ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। (২) পুনা হইতে সাতারা হইয়া মহাবালেশ্বরে যে সকল ঘোড়া গোরু চালিত হয়, তাহাদিগের প্রতি কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার না হইতে পারে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থান সকলের মাজিষ্ট্রেটদিগকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন।

ইংরাজ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি—জুলু-রাজ্য ব্রিটিষ সাম্রাজ্য ভুক্ত হওয়াতে দক্ষিণাফ্রিকা প্রায় সমস্তই ইংরাজাধি-

কৃত হইল। তথায় ওলন্দাজদিগের সামান্য অধিকার মাত্র রহিল।

স্ত্রীচিকিৎসা—কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোক সামান্যরূপ বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন ও পাটীগণিতের ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ভর্ত্তি করা হইবে। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগের ১০ জন বিনা বেতনে শিক্ষা করিবেন ও লেডী ডফারিণের ফণ্ড হইতে ৭৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বিদ্যালয় হইতে গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইবে। আমরা মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান, বিশ্রাম গৃহ প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছি, বন্দোবস্ত মন্দ নহে। স্ত্রীলোকদিগকে সকল প্রকার চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা দ্বারা আমাদের দেশের একটী বিশেষ অভাব দূর হইবে।

জাপানে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার।

জাপানীরা গত ২০ বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ সকল বিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, আসিয়াখণ্ডের অন্য কোন জাতি এত অল্প সময় মধ্যে সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। জাপানে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা সমস্ত অধিবাসীর সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প, কিন্তু জাপানের অধিকাংশ লোকই শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণিতে নিয়ম আছে যে সকলকেই কিছুকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে। জাপানে এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই বটে, কিন্তু যাহাতে শীঘ্র প্রচলিত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে শত বৎসরের মধ্যে যত সংখ্যক লোক ইয়োরোপ বা আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিতে গমন করিয়াছে, জাপান হইতে গত ২০ বা ২৫ বৎসর মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক লোক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছে। জাপানীরা সভ্য রাজ্যে গমন করিয়া কেবল সাহিত্য ইতিহাসাদি শিক্ষা করেন না, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যও শিক্ষা করেন। জাপানে স্ত্রীশিক্ষাও ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত জাপানীরা দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য সবিশেষ যত্নবান্। জাপানে নগরে নগরে বালিকা বিদ্যালয়

আছে, আর সম্প্রতি ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগত জাপানীরা একত্রিত হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য একটী কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। ঐ কালেজ ইংলণ্ডের গার্টন কালেজ নামক সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রী কালেজের অনুকরণে সংস্থাপিত। জাপান রমণীগণ বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানোপার্জ্জনে উৎসাহবতী। এই কালেজে ইতিমধ্যে অনেক গুলি যুবতী ছাত্রী প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। অতি অল্প কাল মধ্যে জাপানী স্ত্রীলোকগণ যে উচ্চ শিক্ষা লাভে বিশেষ কৃতকার্য্য হইবেন, যাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক ক্ষমতা জানেন, তাঁহারা সে বিষয়ে বড় আশান্বিত।

জাপান দ্বীপের অধিপতি সম্রাট্ নামে অভিহিত। ইহাঁর মহিষী অতি সুশিক্ষিতা। ইংরাজী ও অন্যান্য কয়েকটী ভাষায় ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। সম্প্রতি জাপানী স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের কিরূপ সংস্কার হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে ইনি একটী সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় এক্ষণকার প্রচলিত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা পাঠ করিলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সুশিক্ষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। জাপান সম্রাজ্ঞী স্বীয় রাজ্যে যাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা বহুল রূপে বিস্তৃত হয়; তজ্জন্যও সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগিনী। জাপান অনেক বিষয়ে অনুকরণ দৃষ্টান্ত স্থল।

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান।

মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থ স্থান মক্কা। কিন্তু মক্কা ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে ও সমুদ্র পারে অবস্থিত বলিয়া ভারতবাসী মুসলমানদিগের পক্ষে তথায় গমন করা সুবিধাকর নহে। আজি কালি কুক কোম্পানী মক্কা যাত্রীদিগকে অল্পদিনে ও অল্প ব্যয়ে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু এতদিন এরূপ কোন সুবিধা ছিল না। মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকালে মক্কা তীর্থ এতদূর দুর্গম ছিল যে তাঁহারা অতুল ধনশালী হইলেও তথায় গমন করিতে সক্ষম হইতেন না। মক্কা তীর্থ বহুদূরে স্থিত এবং তথায় গমন করা কষ্টকর বলিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলমানদিগের কতক গুলি তীর্থস্থান সৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মবীর মুসলমানদিগের গোরস্থানই মুসলমান তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষে এরূপ অনেক মুসলমান তীর্থস্থান আছে। মুলতান নগরে কয়েকটী মুসলমান ধর্ম্মবীরের কবর

আছে। কথিত আছে কয়েকজন মুসলমান স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য কোন হিন্দু রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন—সেই যুদ্ধে মুসলমানদিগেরই পরাজয় হয়। ঐ মুসলমান বীরদিগের সর্ব্বপ্রধান বীর গোর্ স্থলতানের কবর মুলতান নগরে আজও বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের মুসলমান ঐ স্থানে সর্ব্বদা তীর্থ করিতে গমন করেন। পীর গোর্ স্থলতানের কবর ৩৫½ ফিট উচ্চ একটী মন্দির। আরও দুই তিনটী মুসলমান সাধু পুরুষের কবর আছে। তৎসমস্তও মুসলমান তীর্থ স্থান বলিয়া বিদিত। অনেক মুসলমান উহা দর্শন করিতে গিয়া থাকে।

আজমীর নগরে খোজা মনিউদ্দীন সঞ্জর নামক একজন মুসলমান মহাপুরুষের সমাধি আছে। উহা ভারতীয় [illegible] একটী প্রধান তীর্থ মুসলমানদিগে[illegible] সঞ্জরের মৃত্যু স্থান। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে [illegible] হয়, সেই অবধি উহা মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। সম্রাট আকবর আজমীরস্থ এই কবরে পদব্রজে তীর্থ করিতে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি পীর সঞ্জরের নিকট পুত্র সন্তান কামনা করেন এবং ইহার পর তাঁহার তিনটী পুত্র সন্তান হয়। আজমীর নগরে খোজা সাহেব নামক একজন মুসলমান পীরের কবর আছে। সকল শ্রেণীর মুসলমান বিশেষতঃ পাঠানগণ ইহা একটী প্রধান তীর্থ স্থান জ্ঞান করেন। ১২৩৫ শালে উক্ত পীরের মৃত্যু হয়, তদবধি মুসলমানগণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য অবিচলিত রহিয়াছে। এই কবরের পার্শ্বে সম্রাট আকবর ও শাজাহান দুইটী মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আকবর চিতোর লুঠ করিয়া যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য আনয়ন করেন, তাহা এই পীর খোজা সাহেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। ঐ সকল দ্রব্য ঐ মসজীদে আজও রক্ষিত আছে। দৌলত্ রাও সিন্ধিয়া হিন্দু হইয়াও আজমীরের মুসলমানগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য খোজা সাহেবের কবরের উপর রক্ষার্থ একটী স্বর্ণখচিত মূল্যবান চন্দ্রাতপ উপহার দেন।

দিল্লির নিকট মিরোলি নামক গ্রামে কুতব মিনারের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত কুতব সাহেবের কবর আর একটী প্রধান মুসলমান তীর্থ [illegible]স্থান। কুতব সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত পাথ্পর্চান্ নামক স্থানে বওয়া ফরিদের কবর আর একটী মুসলমান তীর্থ স্থান। ১২৬৭ শালে বওয়া ফরিদের মৃত্যু হয়। সম্রাট টাইমুর এই তীর্থ স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজও এখানে প্রতি

বৎসর ৬০।৭০ হাজার মুসলমান তীর্থ করিতে গমন করিয়া থাকে।

পানিপতের নিকট কালন্দর্ সাহেব নামক এক মুসলমান সাধু পুরুষের কবর আছে। দিল্লির মুসলমান সম্রাট গণ সর্ব্বদাই এই তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেন। ১৮৫৭ শালে সিপাহির হঙ্গামার সময় এই স্থানে বহুসংখ্যক মুসলমান একত্রিত হইয়া ব্রিটিষ শাসনের বিরুদ্ধে "জেহাদ" বা ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশে মুসলমানদিগের অধিক সংখ্যক তীর্থ স্থান নাই। যে কয়েকটী আছে, তন্মধ্যে একটী খুব প্রসিদ্ধ। উহা নটর আউইলার কবর নামে খ্যাত। ইহা ত্রিচিনপলি নগরে অবস্থিত। মুসলমানগণ ঐ নগরকে "নটর নগর" বলিয়া থাকে। ১৩১০ শালে নটর্ আউইলার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে উহাঁর কবর তীর্থ স্থান রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

নিজামের রাজ্যে কুলবর্গা নামক নগরে "বন্দা নওয়াজ" নামক মুসলমান সাধু পুরুষের কবর। হাইদ্রাবাদের মুসলমানগণ এই স্থানকে একটী মহাতীর্থ জ্ঞান করেন। ১৪৩৬ সালে বন্দা নওয়াজের মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতেই তাঁহার কবর তীর্থ রূপে গণ্য হইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে সিন্ধু দেশে টাট্টা নামে একজন মুসলমান সাধু পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর সমাধি মন্দির ঐ প্রদেশের মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত।

আগরার নিকট ফতেপুর সিক্রিতে শেখ সালিম নামক এক সাধু মুসলমানের সমাধি মন্দির আছে। এই সমাধি মন্দির শ্বেত প্রস্তরে অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুদূর হইতে মুসলমানগণ এখানে তীর্থ করিতে আইসেন এবং অন্যান্য নানা ধর্ম্মাবলম্বীগণও এই সমাধি মন্দিরের সুন্দর গঠন দর্শন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে মুসলমানগণের যে কয়েকটী তীর্থ স্থান আছে, তন্মধ্যে যশোহর জেলার অন্তর্গত বাগীরহাটস্থ পির আলির কবর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৪৫৮ সালে এই কবর নির্ম্মিত হয়। দুই জন ফকির অদ্যাপি পির আলির সেবক রূপে এই স্থানে অবস্থিতি করে। অনেক মুসলমান এই তীর্থ দর্শনে উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি।

স্ত্রীশিক্ষা এক সময় যে দেশে মহা অমঙ্গলের কারণ বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বালিকা বা যুবতীদিগকে জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত দেখিলে যে দেশের নরনারীগণ নিন্দা উপহাস করিত, সেই বঙ্গদেশে এখন দ্বি সহস্রাধিক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে প্রায় আশি হাজার বালিকা শিক্ষা লাভ ক আ... ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। অবশ্য ইহার মধ্যে অধিকাংশ বালিকা বোধোদয়ের অধিক কোন পুস্তক ধরিতে না ধরিতে বিবাহিত হয় এবং তাহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অপর দিকে আবার কোন কোন যুবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি লাভ করিয়া যুবাদিগের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। পূর্ব্বে এক সময় যে সকল উচ্চ উপাধি পুরুষদিগেরও দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাহা এখন নারীগণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রহ করিতেছেন। ক্রমে এরূপ রমণীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ডাক্তারী শিক্ষায় কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছেন। আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে বিদুষী মহিলাগণ কৃতবিদ্য উকীল ও ডাক্তারদিগের যে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন, তাহা আর এখন অপ্রকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। পরম আহ্লাদের বিষয় যে ভদ্র হিন্দু পরিবার মধ্যে স্ত্রীগণ এক্ষণে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিতে শিখিয়াছেন। পত্রাদি লিখন পঠনে এবং কাব্য নাটকাদি অধ্যয়নে অনেকেরই অধিকার জন্মিয়াছে। ইহার ফল অবশ্য সর্ব্বত্র মঙ্গলজনক নহে, কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রী জাতির মধ্যে অনেকেই এখন লিখিতে পড়িতে পারেন, এবং তাঁহাদিগের অন্ধকারময় অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবিষ্ট হইয়াছে ইহা ভাবিয়াই আমরা সুখী হইতেছি। ভবিষ্যদ্বংশের পুত্র কন্যাগণ ইহাঁদের স্তন্য দুগ্ধের সহিত যে বিশুদ্ধ সংস্কার, সুরুচি, জ্ঞান, ভাব আত্মস্থ করিতে পারিবে তদ্বিষয়ে পথ পরিষ্কার হইয়াছে।

কিন্তু নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষা এবং জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে বামাহিতৈষী ব্যক্তিগণের দায়িত্ব এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁহারা মুখ খুলিয়া দিলেন, বস্তুর আস্বাদন বুঝাইলেন, এক্ষণে কুভক্ষ্য ভক্ষণে কাহারও রোগোৎপত্তি না হয় তাহা দেখিতে হইবে, এবং স্ত্রীগণ স্বভাবোচিত বিদ্যা লাভে কৃতকার্য্য হইয়া জন সমাজের কল্যাণকারিণী হন তাহার বিষয়েও ভাবিতে হইবে। চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, এই যে সকল মহিলা স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ভাষায় নানা গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, কেহ কেহ বা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে যশস্বিনী হইতেছেন,

ইহার পরিণাম ফল কি এই পর্য্যন্ত? কতকগুলি বঙ্গবালা পুরুষোচিত জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জ্ঞানের কথা আলোচনা করিতেছেন, উচ্চ উপাধি এবং বৃত্তি পাইতেছেন, ইহা দেখিয়াই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকিব? ইহা দেখিতে আপাততঃ অতি সুন্দর বটে, কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে ইহার ফলোপ-ধায়িতা কিরূপ তাহা একবার ভাবিয়া দেখা চাই। এক দিকে ঐ সকল উপাধি বৃত্তি আর অন্য দিকে কাব্য নাটক চর্চ্চা এবং সাময়িক পত্রে বালিকাগণের পদ্য প্রবন্ধ, ইহাই কি নারীশিক্ষার চরম ফল হইবে? ইহা অপেক্ষা আর না হয় এই পর্য্যন্ত প্রত্যাশা করিব যে, ভবিষ্যতে কেহ কেহ ডাক্তার ও শিক্ষয়িত্রী এবং উকীল হইয়া অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইবেন। বিদুষী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের নিকট সমস্ত ভাল বিষয়েরই আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করিয়া কি আমরা বসিয়া থাকিতে পারি? আমরা এই চাই যে, যাঁহারা এত দিন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ সন্তান পালন এবং গৃহ কর্ম্ম সম্পাদনে সমস্ত জীবন উৎসর্গ না করিয়া, স্বদেশের অশিক্ষিতা ও অল্পশিক্ষিতা ভগ্নীগণের উন্নতি পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য দান এবং সময় ব্যয় করেন। তাঁহাদের এই প্রাচীনা সহচরী এবং শিক্ষয়িত্রী "বামা-বোধিনী" কি বামাগণের রচিত সার-গর্ভ প্রবন্ধাবলীতে সুশোভিতা হইবে না? গুটি কতক অবিবাহিতা এবং নব-বিবাহিতা বালিকার নবানুরাগের উপ-রেই কি চির দিন সে ভার অর্পিত থাকিবে? এদেশের মহিলাগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কিরূপ চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী হইলেন, তাঁহাদের জ্ঞান সংস্কার কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, তাঁহাদের ধর্ম্ম-নীতি কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিল, তাহা বামাবোধিনী জানিবার জন্য উৎসুক এবং তাহার নিকট নারীকুলহিতৈষী ব্যক্তিগণ শুনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র, ইহা কি তাঁহারা বুঝিতেছেন না? "যাঁহাকে যত দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে তত লওয়া হইবে।" এই প্রাচীন নীতি বাক্য যেন সুশিক্ষিতা বামাগণের স্মরণ থাকে।

গাভী ও কাক।

উদর পূরিয়া গাভী আহার করিল,
চারি পদ গুটাইয়া মাটীতে শুয়িল।
ফোঁস ফোঁস শব্দে শ্বাস ফেলিতে লাগিল,
প্রবল বাতাসে যেন ধূলিকা উড়িল।

নিকটে কাঁটাল গাছ, তাহে কাক ছিল,
উড়িয়া গাভীর পৃষ্ঠে আসিয়া বসিল।
"কেন ভগবতি, মোরে ডাকিলে এখন,
কি কাজ করিতে হবে কহ বিবরণ?"

শুনিয়া কাকের বাণী গাভী তারে কয়,
"কেন তোরে দেখি নাই দিন পাঁচ ছয়?
দিন আধ না দেখিলে তোর কাল রূপ,
মরি কি বাঁচিয়া আছি না জানি স্বরূপ।
কত ভালবাসি তোরে ওলো কাল সই,
জানেনা জগতে কেহ জগন্নাথ বই।
তোর যদি নিন্দা কথা শুনি কোন স্থানে,
বোধ হয় এইবার মরি আমি প্রাণে।"
এত বলি ভগবতী গাভী নীরবিল,
দর দর চক্ষে জল বহিতে লাগিল।
"কেন কি হয়েছে দেবী বলনা আমায়,
দেখিলে তোমার দুঃখ প্রাণ ফেটে যায়।
আমিত পাখীর ওঁছা জানে সর্ব্বজন,
আমার নিন্দায় এত দুঃখ কি কারণ?
কিবা ভাল কিবা মন্দ কিছুই না জানি
কিবা নিন্দা যশঃ কিবা মনে নাহি গণি।
অনন্ত বিশ্বেতে আছে যতবিধ প্রাণী,
একের চাকর সবে এইমাত্র জানি।
যারে যে কাজের ভার দিয়াছেন প্রভু
সেই তাহা করে, নহে অন্যমত কভু।
কাজ—করি, খাই-শুই,-সুখে কাল কাটি,
কেবল নিমকহারী মানুষে না ঘাঁটি।"
শুনিয়া কাকের কথা সানন্দ অন্তরে
কহিলেন ভগবতী গাভী পক্ষিবরে।
"চতুরের চূড়ামণি তুমি পক্ষি-রাণী
ইঙ্গিতে বুঝহ ধনি, তুমি সব বাণী।
মানুষের কথা শুনে অঙ্গ জ্বালা করে,
কেন বিধি এত কষ্ট তাহাদের পরে?
বলে কিনা পক্ষী মধ্যে অতি নীচ কাক,
কাণা পালা করে কাণ শুনে তার ডাক।
[illegible] কাকের মাংস নাহি খাব কেহ,
অপবিত্র বস্তু খায় অপবিত্র দেহ।
ধূর্ত্ত সে কাকের ন্যায় কেহ নাহি আর
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খেতে যেন অবতার।
অশুভ কাকের ডাকে সোণার সংসার
একদিনে হয় নাকি সব ছার খার।
এইরূপ কত কথা বলে তোরে তারা,
শুনিয়া হই লো আমি যেন জ্ঞানহারা।
আমাদের দুধে হয় ক্ষীর-ছানা ঘৃত
রসনার তৃপ্তিকর ভাল খাদ্য যত।
আমাদের পুরুষেরা করে চাস বাস,
তাহাতে নরের পূর্ণ হয় সর্ব্ব আশ।
এই হেতু কত যত্ন আমাদের করে,
ঘাস জল যোগাইতে খেটে খেটে মরে।
প্রত্যক্ষে আপন হিত যার কাছে পায়,
দশ মুখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসে তাহায়।
সমুখে না দেখে যার কৃত উপকার
কত ছলে কত নিন্দা করে নর তার।
পরের নিন্দায় তার সুখ হয় যত,
কোটিমুদ্রা হস্তগতে সুখ নয় তত।
তুমি দয়া করে সখি রেখেছ বাঁচিয়ে,
মানুষের গোষ্ঠী পুষি তাই প্রাণ দিয়ে।
তোমরা একত্রে যদি ছাড় বঙ্গদেশ,
দুগ্ধ-ঘৃত-চাস-বাস সেই দিন শেষ।
পরোক্ষ দেখিতে চক্ষু মানুষের নাই,
তাইতে তোমারে ভাবে আলাই বালাই।"
এত কথা বলি গাভী প্রসারি চরণ,
ছাড়িল নিশ্বাস ভূমে পাতিল বদন।
মুখের নিকটে কাক উড়িয়া বসিল।
মহানন্দে শশব্যস্তে খাইতে লাগিল,—
নাসা-কর্ণ-চক্ষু-বিলে ক্ষুরের ভিতর
ছিল যত মল, তাহা খাইল সত্বর।

এইরূপে সেইসব অঙ্গ পরিষ্কারে
যে অঙ্গ রক্ষিতে গাভী নিজে নাহি পারে।
কাকের এরূপ কর্ম্মে বিবিধ পীড়ায়
গোরু জাতি সদাকাল পরিত্রাণ পায়।
তার পর কাক পুনঃ মস্তকে বসিল,
শৃঙ্গমূলে কণ্ডুয়ন আরম্ভ করিল।
পরে গাত্রে মল দ্বারে লাঙ্গুলের মূলে
ঠুকারিল বার বার নিজ চঞ্চু হুলে।
এলাইল অঙ্গ গাভী সুখের আবেশে,
হেনকালে এক শিশু আসি সেই দেশে,—
"দুরন্ত কাকেতে গাভী মারিয়া ফেলিল ?"
বলিয়া বেগেতে বাড়ী লইয়া তাড়িল।
কি করে প্রাণের ভয়ে পলাইল কাক;
দেখিয়া মানুষ, গাভী সম্বরিল বাক্।

পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাসবৃদ্ধি।

(২৬৮ সংখ্যা ৩০ পৃষ্ঠার পর)

ভূমিকম্প দ্বারা অনেক সময় এরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ড হঠাৎ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় যে তাদ্দ্বারা বহুদিনব্যাপী ক্ষয় নিবন্ধন যে ক্ষতি হয় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার পূরণ হইয়া যায়। সার চার্লস্ লায়েল গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চিলিদেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল,তাহাতে মিসর দেশীয় প্রকাণ্ড পিরামিডের লক্ষটীর যে ওজন তৎপরিমাণ বৃহৎ একটী শৈলখণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার ভূভাগের সামিল হইয়া যায়। যদি এক বারের ভূকম্পে এত ভূমি জল গর্ভ হইতে উত্থাপিত হইতে পারে, তবে ভূপৃষ্ঠের ক্ষতি পূরণের পক্ষে ভূমিকম্পের শক্তি যে বিশেষ কার্য্যকরী, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(২) ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালনা—ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের যে সঞ্চালন হয়, তাহা আকস্মিক ও অত্যন্ত প্রচণ্ড। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আকস্মিক ও ত্বরিত উত্থাপন ও অবনমন ব্যতীত আর এক প্রকারের সঞ্চালন আছে। ধীরে—অতি ধীরে পৃথিবীর অংশ বিশেষ ঊর্দ্ধে বা অধোদিকে চালিত হইয়া থাকে। বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া না দেখিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্তু যদিও ইহা আপাততঃ অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়, তথাপি বোধ হয় মোটের উপর ইহার প্রভাব ভূপৃষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক সঞ্চালন অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

এমন অনেক পুরাতন পোতাশ্রয় ও সমুদ্রতীরস্থ প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে এককালে সমুদ্র তরঙ্গ ক্রীড়া করিত, কিন্তু এখন সেখানে পূর্ণিমা অমাবস্যাতেও জোয়ারের জল উঠে না। মহাদেশের সন্নিহিত অনেক দ্বীপ উপদ্বীপে পরিণত হইয়াছে। এমন

অনেক গুহা আছে যাহা সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা উৎখাত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু এখন আর সেখানে সমুদ্রের জল পঁহুছিতে পারে না। শত শত ফীট উচ্চ পর্ব্বতে শঙ্খ শুক্তি ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। আজিকালি সমুদ্রের জল যেখানে উঠে না, এমন স্থানেও অবিকল সমুদ্র কূলের ন্যায় কঙ্কর ও সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালবিশিষ্ট সমতল ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৩০০ ফীট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত এইরূপ সমতল ভূভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যে এক সময় সমুদ্রের বেলাভূমি ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠিকাগণ বলিলে বিশ্বাস করিবেন কি যে যে হিমালয়ের সমান উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে নাই, তাহা এককালে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, পরে ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালন দ্বারা উর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে? ইহা কিন্তু সত্য কথা। আজিও হিমালয়ের অনেক স্থানে কড়ি, শুক্তি ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। সমুদ্র-গর্ভে নদীবাহিত কর্দ্দমাদি সঞ্চিত হইয়া অদৃশ্যভাবে যে ভূখণ্ড নির্ম্মিত হয়, কালে ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালন দ্বারা কখনও বা তাহা উর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়া দ্বীপের আকার ধারণ করে এবং মনুষ্য ও অন্যান্য [illegible] স্থলচর জীবের আবাস-ভূমি হইয়া উঠে, আবার কখনও বা অনেক দিনের পুরাতন দ্বীপ একেবারে জল মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে কোন কোন স্থানে সুদীর্ঘ উপকূল ভাগ ধীরে ধীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চে উঠিতেছে। সুইডেন দেশে ষ্টক্‌-হলম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উত্তর দিকস্থ সমস্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান প্রতি শতবর্ষে অর্দ্ধ ফুট হইতে আড়াই ফীট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থাপিত হইতেছে। আরও উত্তরে স্পিট্‌জ্‌ বর্জেন নামক দ্বীপের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবক্ষ হইতে উর্দ্ধদিকে ১৪৭ ফীট পর্য্যন্ত বেলা ভূমির চিহ্ন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। উত্তর রুসিয়া ও সাইবিরিয়ার উপকূল ভাগস্থ সামুদ্রিক শুক্তিবিশিষ্ট উত্থাপিত বেলা ভূমি দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে অতি অল্পদিন হইল ঐ ভূভাগ জল হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে পূর্ব্বে উত্তর মহা-সাগর, আরল হ্রদ, কাস্পিয়ান হ্রদ, ও কৃষ্ণসাগর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ছিল। কালে উত্তর মহাসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যস্থিত ভূভাগের কোন কোন অংশ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এবং কাস্পিয়ান ও আরল হ্রদকে সমুদ্র হইতে পৃথক্‌ করিয়া দিয়াছে। কাস্পিয়ান সাগরের বক্ষ সমুদ্রবক্ষ হইতে ৮৫ ফীট নিম্নে অবস্থিত এবং উহার গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০০০ ফীট। ইহার জলে সীল ও অন্যান্য সামুদ্রিক জন্তু বাস

কূলে, এবং কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান ও আরল হ্রদ হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সমস্ত ভূখণ্ডে মৃত সামুদ্রিক শুক্তির দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা আরও অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্য সাগর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। পরে কোন অভাবনীয় কারণে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের উদ্বৃত্ত জলরাশি কাস্পিয়ান সাগরের মধ্য দিয়া উত্তর মহাসাগরে গিয়া পতিত হইত। ভূমধ্যসাগরের উপকূল সম্বন্ধেও এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহারা নামক বিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ ভূভাগ পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, অতি অল্প দিন হইল উহা ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। এখনও উহার স্থানে স্থানে, এমন কি সমুদ্রবক্ষ হইতে ৯০০ ফীট উপরেও, সামুদ্রিক শুক্তির দেহাবশেষ বিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর দিকে কত স্থান ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ সুইডেনের সমুদ্রতীরস্থ কোন কোন নগরের রাস্তা খুঁড়িতে খুঁড়িতে এমন অনেক পুরাতন গাঁথুনি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহা পূর্ব্বে সমুদ্র বক্ষ হইতে উচ্চে অবস্থিত ছিল, পরে নামিয়া গিয়াছে। স্কটলণ্ডের উপকূলের কোন কোন স্থানে এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে সমুদ্রের জলের ভিতরে বৃক্ষের ভগ্নাবশেষ জীবিতাবস্থার যে ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সেই ভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। একবার কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে একটী কূপ খনন করিবার সময় মাটির অনেক নীচে সুন্দরী গাছের গুঁড়ি ঐ ভাবে প্রোথিত দেখা গিয়াছিল। ইহাহইতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে যে ভূমিতে ঐ সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হইত, কালে তাহা অবনত হইয়া গিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ প্রবল দ্বীপের গঠন পর্যবেক্ষণ করিলেও ভূপৃষ্ঠের অবনমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবাল কীট বা গভীর জলে বাস করিতে পারে না। তাহারা সমুদ্রবক্ষ হইতে ১২০ ফীটের অধিক নীচে বাস করে না। সুতরাং প্রবাল দ্বীপের মূলদেশ ইহা অপেক্ষা অধিক গভীর স্থানে অবস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে উক্ত কীটগণ প্রথমে যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে তাহা নামিয়া গিয়াছে, অথচ উহারা ক্রমাগত আপনাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে উপরে উঠিয়াছে। প্রবাল দ্বীপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যতদূর জানা গিয়াছে তদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় সমুদ্রতলের স্থানে স্থানে বহুবিস্তীর্ণ অংশ ক্রমে অবনত হইতেছে। মাদাগাস্কর ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থ সমুদ্রে অনেক প্রবাল দ্বীপ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহা-

সাগরে আরও অনেকদূর ব্যাপিয়া এই-রূপ অবনমন ক্রিয়া চলিতেছে।

ঈশ্বরের অসীম রাজ্যের তুলনায় যে পৃথিবী একটা সামান্ত বালুকাকণা হইতেও ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যেই প্রতি নিয়ত কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটন হইতেছে, যাহা ভাবিলে একেবারে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতেও নির্ব্বোধ, তাই এত দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার অপার মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, অসীম মঙ্গলভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি না। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির সাক্ষিস্বরূপ হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

———:*:———

ভালবাসা।

ভালবাসা কথাটী যেমন মধুর,ইহার শক্তিও তেমনি মোহিনী। যেখানে ভালবসা আছে, সেখানে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে—কান্নার মধ্যে হাসি আছে—মেঘের মধ্যে বিজলী আছে—মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্ আছে—কণ্টকের মধ্যে সুগন্ধি পুষ্প আছে। ভালবাসার রাজত্ব অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বলপ্রয়োগে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় না—অত্যাচারীর পীড়নে যাহা সম্পন্ন হয় না—শোণিত পাতে যাহা সাধিত হয় না, ভালবাসার কুসুম হস্তে মোহিনী শক্তিতে তাহা অবাধে সাধিত হয়। বলপ্রয়োগ কিম্বা ভ্রূকুটীতে ভয় ও অনিচ্ছায় কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু ভালবাসার আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্নে সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। বলের রাজত্ব শরীরের উপর, ভালবাসার রাজত্ব হৃদয়ের উপর। অত্যাচারীর অত্যাচার তাহার সহিত লয় পায়, ভালবাসা চিরকাল থাকে। আরংজেব ও সেরাজ উদ্দৌলার প্রভৃত ক্ষমতা ও পৈশাচিক অত্যাচর তাঁহাদের সহিত লয় পাইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ চৈতন্য ঈশা প্রভৃতি মহাত্মাদের ভাবলাসা আজও প্রত্যেক হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। ভালবাসা যতই বিতরণ করা যায়, ততই বৃদ্ধি পায় এবং যত বৃদ্ধি হইবে ততই সুখ হয়। যে হৃদয়ে ভালবাসার বিস্তার আছে, সেখানে কুপ্রবৃত্তি স্থান পায় না। ভালবাসার সুবিমল সলিলে প্রতারণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি মিশিতে পারে না। যে ভালবাসায় হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহা দুর্গন্ধময় জলের সমান। পবিত্র ভালবাসা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় সদা প্রবহমানা, সে ভালবাসার স্রোত তীরবর্ত্তী সর্ব্ব স্থান পবিত্র করিয়া অনন্তসাগরে যাইয়া মিশে। যে ভালবাসা অনন্ত পবিত্রতা

সাগরের দিকে ধাবিত, তাহাতে পুতিগন্ধময় দ্রব্য স্থান পায় না, তাহা খরস্রোতে ভাসিয়া যায়—তলদেশ অধিকার করিতে পারে না। যে ভালবাসা সীমাবদ্ধ, তাহা পুকুরের জলের মত; এ ভালবাসার স্রোত নাই—এ ভালবাসার বিস্তার নাই—এ ভালবাসা সীমাবদ্ধ থাকিয়া দুর্গন্ধময় হয়। তাই ভালবাসার বিস্তৃতি নিতান্ত আবশ্যক। ভালবাসার বিস্তার না করিলে বিমল সুখ অনুভব করা যায় না। যাঁহারা আপনার চেয়ে অন্যকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা অন্যের সুখে নিজ সুখ প্রতিফলিত দেখিয়াছেন—অন্যের দুঃখে নিজ দুঃখ দেখিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি ভালবাসা বিস্তৃত করা যায় তাহা হইলে সুখের সম্ভাবনা। কৈ? যেহেতু কোন না কোন ব্যক্তির দুঃখ আছেই আছে এবং তাহার প্রতি ভালবাসা থাকিলে নিজেরও সেই সঙ্গে দুঃখ হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভালবাসার রাজত্বে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে—কান্নার মধ্যে হাসি আছে। যে অন্যের কষ্টে নিজে কষ্ট পাইয়াছে—অন্যের দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, সেই জানে ইহাতেও সুখ আছে। যাহার হৃদয় অন্যের অশ্রুজলে সিক্ত না হইয়া উত্তপ্ত বালুকার ন্যায় সর্ব্বদাই বিশুষ্ক থাকে, সে তাহার কি বুঝিবে? শিশির ধৌত কুসুম যেমন প্রভাশালী হয়, অন্যের অশ্রুজলসিক্ত মনুষ্য হৃদয়ও তেমনি দীপ্তিশালী হয়। দুঃখের সহিত সহানুভূতি থাকিলে—দুঃখে দুঃখে মিশামিশি থাকিলে দুঃখ সুখে পরিণত হয়। রোগী মর্ম্মান্তিক কষ্ট ও যাতনা অনুভব করিতেছে, এমন সময় তাহার উপর ভালবাসার চোক পড়িল, তাহার যাতনার অনেক উপশম হইল, তাহার হৃদয় কান্নার মধ্যেও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যে ভালবাসা অন্যকে দুঃখের মধ্যে সুখ দেয়, সে ভালবাসা যে ধারণ করে তাহারও সুখ হয়। কারণ অন্যের সুখে তাহার সুখ। প্রত্যেক মনুষ্যের ভালবাসা আছে। প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমকণিকা লইয়া মনুষ্যহৃদয় গঠিত। তাঁহার ভালবাসা প্রত্যেক মনুষ্যের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। কিন্তু এ ভালবাসার বিস্তার মনুষ্যের যত্নের উপর নির্ভর করে। যাঁহারা এই বিন্দু বিন্দু ভালবাসা অনন্ত সাগরে মিশাইয়াছেন, তাঁহাদের ভালবাসা অনন্তের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বিস্তারিত না করিয়া সমভাবে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভালবাসা ক্রমে শুকাইয়া গিয়াছে। সংসারের স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, যাতনা প্রভৃতির প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা কতক্ষণ সমভাবে থাকিতে পারে? কিন্তু যাঁহাদের প্রেম ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরপ্রেমে-সই অনন্তসাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের ভালবাসা সংসারের

কোন উত্তাপ কিছুই করিতে পারে না—তাঁহাদের ভালবাসা সংসারকে জয় করিয়াছে। এই জয় লাভ করাতে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ সংসারের সহস্র অত্যাচার সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই। এই সংসারকে জয় করায় এই ভালবাসার মিশামিশি থাকায় এক মহাত্মা নিজের প্রাণহন্তা-দিগের অপরাধের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সংসারকে জয়করায় এবং অন্যের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়া উঠায় শাক্যসিংহ রাজ-সিংহাসন চরণে ঠেলিয়া রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া অনন্ত প্রেমে নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাইয়া দিলেন। আবার সে দিন চৈতন্য দেব এই সংসারের উপর জয় লাভ করিয়া হরি-নামে নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাই-য়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেম অনন্তে মিশিয়াছিল বলিয়া সংসারের কোন কষ্ট কোন অত্যাচার তাঁহাদিগের ভালবাসার প্রবল বেগ খর্ব্ব করিতে পারে নাই এবং তাহাদিগকে বিমল সুখ ভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বলি ভালবাসার বিস্তার না থাকিলে বিমল পবিত্র সুখ অনুভব করা যায় না।

রেলওয়ে।

মূল বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে আমরা একটু মুখবন্ধ করিতেছি। একদল লোক আছেন তাঁহারা ঘোর সাংসারিক—বৈষয়িক সুখ ভোগের বড়ই পক্ষপাতী। যে বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা, যে চিন্তা দ্বারা বৈষয়িক সুখের নূতন দ্বার আবিষ্কৃত না হয়, সে বিজ্ঞান চর্চ্চা সে চিন্তাকে তাঁহারা অনর্থক মনে করেন, তজ্জন্য যাঁহারা সময় ব্যয় করেন তাঁহারা সময়ের অপব্যবহার করিতেছেন এইটী ইঁহাদের ধারণা। তাই মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান চর্চ্চা এবং বৈষয়িক চিন্তাভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁহাদিগের মনঃপূত হইতেছে না। ইউরোপ বিশেষতঃ ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমা-দিগের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মানুষকে পশু শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করি না। ইন্দ্রিয় ভিন্ন মানুষ আরও কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি পাইয়াছে। সেই বৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধনও মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য এই জন্য কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানালোচনা, এবং চিন্তার জন্য চিন্তা করার পক্ষপাতী। এরূপ করিলে বৈষয়িক সুখের নূতন পন্থা আবিষ্কৃত না হইলেও জ্ঞান এবং চিন্তা-শক্তি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট এবং [illegible]

বৰ্দ্ধিত হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা "রেলওয়ে" প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ বৈষয়িক সুখের নূতন দ্বার কেবল দেখিতে পাইবেন না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলও প্রত্যক্ষ করিবেন আশা করা যায়।

রেলওয়ে দ্বারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—বাণিজ্য দ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া (goods traffic.) দ্বিতীয়তঃ—যাত্রীদিগকে গন্তব্য স্থানে বহন করিয়া লওয়া (passengers traffic.) তৃতীয়তঃ—ডাক লইয়া যাওয়া (mail service.)

অল্পসময়ে এবং অল্প ব্যয়ে বাণিজ্য দ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সুবিধা হওয়াতে রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে জিনিসের দরের প্রায়ই সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝাইতেছি। মনে কর বর্দ্ধমানে চাউলের আমদানি বেশী বলিয়া তথায় চাউল সস্তা দরে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতায় চাউলের আমদানি কম বলিয়া তথায় চাউল অধিক দরে বিক্রীত হইতেছে। ব্যবসায়ীগণ ইহা জানিতে পারিয়া বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় চাউল রপ্তানি করিল। সুতরাং বর্দ্ধমানে আমদানি কমিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দরও বাড়িতে লাগিল, কলিকাতায় তাহার বিপরীত হইল। কাজেই দুই জায়গার দর প্রায় সমান হইয়া উঠিল। দরের এইরূপ সমতা হওয়াতে বর্দ্ধমানের ক্রেতাগণের একটু ক্ষতি হইল কিন্তু এক দিকে যেমন ক্রেতাগণ ক্ষতি সহ্য করিতেছে, অপর দিকে বিক্রেতাগণ তেমনই লাভ করিতেছে। বিশেষতঃ বর্দ্ধমানেও আবার অনেক জিনিষের দর কমিয়া যাইতে পারে, তদ্দ্বারাও ক্রেতাগণের ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমানের লোকেরা যে জিনিষের অভাব সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, রেলওয়েদ্বারা সেই জিনিষ পাইতে পারেন।

পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে রপ্তানি করিবার সুগম হওয়াতে দেশের ধনের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। বর্দ্ধমানের কৃষকগণ ইতিপূর্ব্বে যে কতিপয় বাজারে জিনিস রপ্তানি করিত, তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বাজারে এখন তাহাদের মাল কাটিতে দেখিয়া অধিক পরিমাণে জিনিস উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে জমিতে শস্য করিলে কোন লাভ হইত না, সেই পতিত জমিতে তাহারা চাস করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দেশের উৎপাদিত জিনিসের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা ইহা প্রমাণ করিতে পারি, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ত থাকিলাম।

রমণীর কর্ত্তব্য।

বাসভবন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ।

বাসগৃহ প্রস্তুত করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যে স্থান ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, যে স্থানে জলাশয় অধিক আছে বা যে স্থানে পূর্ব্বে পুষ্করিণী ছিল এরূপ স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। শেষোক্ত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে ঐ গৃহ স্থায়ী ও স্বাস্থ্যকর হয় না। তাহার পর প্রতিবেশীদিগের চরিত্র কিরূপ দেখিতে হইবে। যাহারা অপরিষ্কার, যাহাদের নীতির প্রতি দৃষ্টি নাই, যাহাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা কলহপ্রিয় এরূপ প্রতিবেশীর সহিত একত্রে বাস করিবে না। সচ্চরিত্র, নীতিপরায়ণ প্রতিবেশীদিগের মধ্যে, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন সুন্দর স্থানে শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ বাসভবন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন। বাসভবনের জন্য যত অধিক স্থান পাওয়া যায়, ততই ভাল, প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে বাটী নির্ম্মাণ করিবে। বাটীর চতুর্দ্দিকে সুন্দর ফলকর ও সুদৃশ্য বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে, তাহাতে নানা প্রকার পক্ষী সকল আসিয়া সুস্বরে গান করিয়া গৃহস্থের প্রাণে ভগবৎ প্রেম ঢালিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে তাহাদের সুশীতল ছায়ায় গৃহস্থ কত আরাম লাভ করিবেন! প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি পুষ্পের ও সুরঞ্জিত পত্রের বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে। পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিবে। এরূপ পুষ্প বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে যেন সকল সময়ে পুষ্প পাওয়া যায় অর্থাৎ কতকগুলি বৃক্ষ এরূপ হইবে যাহাদের শীতকালে পুষ্প হয়, কতকগুলি এরূপ হইবে যাহাদের গ্রীষ্মকালে পুষ্প হয়, কতকগুলি এরূপ হইবে যাহাদের বর্ষাকালে এবং কতকগুলি এপ্রকার হইবে যাহাদের বসন্তকালে পুষ্প হয়। তাহা হইলে বৎসরের যে কোন সময়ে হউক পুষ্প পাওয়া যাইবে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও নয়ন মনের প্রীতিকর পুষ্প, সকল সময়ে গৃহস্থের বাটীতে বিরাজ করিয়া পরমেশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল ও আমাদের প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। প্রাঙ্গণে তুলসী গাছ রোপণ করিবে। তুলসী পাতার ঘ্রাণ সুন্দর এবং ইহার বায়ু অতি স্বাস্থ্যজনক। প্রাচীন ঋষিরা তুলসী বৃক্ষের এত অধিক সমাদর করিতেন যে, তাহা ইদানীন্তনকালে দেবতারূপে পরিণত হইয়াছে। গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় টবে করিয়া সুন্দর পুষ্প বৃক্ষ সকল ও সুরঞ্জিত পত্রের বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে। পুষ্প উদ্যানের মধ্যে একটী লতামণ্ডপ করিয়া দিবে, গ্রীষ্মকালে এইস্থল অতি আরামপ্রদ। পুষ্প

উদ্যানের কিছু দূরে একটী ক্ষেত্র থাকিবে, তাহাতে নানাবিধ তরকারী ও শাকের গাছ রোপণ করিবে। যখন যে তরকারীর সময়, তখন সেই গাছ রোপণ করিবে; ফল হইয়া গেলে গাছ মারিয়া ফেলিয়া স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহার স্থানে নূতন বৃক্ষ রোপণ করিবে। গৃহস্থিত বালক বালিকাদিগের মধ্যে কাহারও উপর বৃক্ষে জল সেচনের এবং কাহারও উপর পুষ্প বৃক্ষের ও তরকারী গাছের গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া দিবার, কাহার উপর ঘাস সকল তুলিয়া ফেলিবার ভার থাকিবে, বালক বালিকারা অপরাহ্নে এই সকল কার্য্য করিবে। বালক বালিকাদিগের উপর এই ভার প্রদান করিলে তাহাতে ৪টী উপকার দেখিতে পাওয়া যায় :—প্রথমতঃ, বালক বালিকাদিগের ব্যায়াম অভ্যাস হয়, দ্বিতীয়তঃ, বালকেরা সাংসারিক এরূপ কার্য্যে শিক্ষা লাভ করে, তৃতীয়তঃ, সাংসারিক ব্যয় বিষয়ে অনেক সুবিধা হয়, চতুর্থতঃ, ইহাদ্বারা বালকেরা একপ্রকার সুন্দর আমোদ প্রাপ্ত হয়।

প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে বাসভবন নির্ম্মিত হইবে। ঘরের মেজে ভূমি হইতে যত অধিক উচ্চ হয়, ততই ভাল, গৃহের ছাদও অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিতে হইবে। ঘরের মেজে মাটী দিয়া ভরাট না করিয়া খোয়া, রাবিশ, ছাই অথবা কলের গাড়ীর কয়লা পোড়া ছাই দিয়া ভরাট করিয়া উত্তমরূপে পিটিয়া তাহার মেজে প্রস্তুত করিবে। এরূপ হইলে ঘরের মেজে সেঁত সেঁতে হয় না অথবা বর্ষাকালে জল উঠে না। মাটী দিয়া ভরাট করিয়া তাহার উপর সিমেণ্টের মেজে করিলেও বর্ষাকালে ঘরের মেজেতে জল উঠিতে পারে না। গৃহের চতুর্দ্দিকে জল নির্গমের জন্য ইট দিয়া গাঁথিয়া পরিষ্কার সুন্দর প্রণালী করিতে হইবে। সেই জল যেন একেবারে বাটীর বাহিরে গিয়া পড়ে। গৃহের নিকটে জল জমিলে ঘরের মেজে সেঁত সেঁতে হইয়া স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। এই জন্য গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে বাসভবনের নিকটে কোন জলাশয় অথবা পচা পুষ্করিণী না থাকে, কারণ পুষ্করিণী পচা হইলে ঐ পুষ্করিণী হইতে সর্ব্বদা দূষিত বায়ু নির্গত হইয়া নিকটস্থ স্থান সমূহকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। গৃহের দরজা সকল প্রশস্ত ও উচ্চ হইবে, জানালা সকল ঋজুভাবে বসান হইবে। গৃহের উপর ও নীচে বায়ু গতায়াতের জন্য কতকগুলি গর্ত্ত বা ছিদ্র থাকাও আবশ্যক, তাহাহইলে দূষিত বায়ু বাহির ও বিশুদ্ধ বায়ু সহজে ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। দক্ষিণদিকে গৃহের সম্মুখ দিক্ থাকিবে, দক্ষিণ দিক্ যেন বেশ ফাঁকা থাকে।

এই প্রস্তাবের প্রথমে যে কয়েকটী গৃহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী গৃহ থাকা

আবশ্যক। প্রথম—একটী গৃহ থাকিবে, সে গৃহটী ঈশ্বরের উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। সে গৃহে পাক, ভোজন বা কোনরূপ আমোদ আহ্লাদ গল্প করা হইবে না। শাস্ত্রপাঠ, ঈশ্বরের ভজন সাধন প্রভৃতির জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সে গৃহে, পরমার্থ বিষয়ের সঙ্গীত, মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত, ধর্ম্ম শাস্ত্র, ধর্ম্মপুস্তক প্রভৃতি গ্রন্থ সকল থাকিবে। ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীতে যে সকল বাদ্যযন্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, এরূপ কয়েকটী বাদ্যযন্ত্র থাকিবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসিবার আসন থাকিবে। মহাপুরুষদিগের প্রতিকৃতি গৃহের দেওয়ালে লম্বমান থাকিবে। শাস্ত্রোক্ত বচন সকল সুন্দর অক্ষরে লিখিয়া গৃহের দেওয়ালে সংলগ্ন থাকিবে। গৃহটীকে বিশেষ ভাবে পবিত্র রাখিতে হইবে, সে গৃহের কোন দ্রব্য যেন অন্য কার্য্যে ব্যবহার করা না হয়। এরূপ গৃহে প্রবেশ করিলেই মনে আপনা আপনি ধর্ম্মভাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

আর দুই একটী বাহিরের গৃহ থাকিবে। কোন কুটুম্ব অথবা বন্ধু বান্ধব আসিলে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য একটী গৃহ। সে গৃহে ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনা করিবার উপযোগী দ্রব্যাদি থাকিবে। আর একটী গৃহ অতিথিদিগের জন্য; কোন অপরিচিত বিপন্ন ব্যক্তি হঠাৎ আশ্রয়হীন হইয়া আসিলে সে যেন আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তাহাকে আশ্রয় দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য, কিন্তু আবার সকল সময়ে অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করা যায় না, কেন না দেখা গিয়াছে অনেক অপরিচিত ব্যক্তি দরিদ্রতার ভান করিয়া অনেক সদাশয় ভদ্রলোকের সর্ব্বস্ব চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুতরাং অতিথিদিগের জন্য বাহির বাটীতে একটী স্বতন্ত্র গৃহ থাকিবে, সেই গৃহের সঙ্গে একটী রসুই গৃহও থাকিবে। অতিথি সৎকার গৃহস্থের একটী প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু যেন এই অতিথি সৎকার উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হয়। অনেক স্থলে অতিথি সৎকারের অনুরোধে অলসতার প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়। সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তি সাবধান হইয়া আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন।

এই প্রস্তাবে বাসভবন সম্বন্ধে স্থূল স্থূল কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইল। বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা রমণী সর্ব্বপ্রকার সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজন মত অন্যান্য অভাব মোচনের উপায় চিন্তা করিলে তাহা উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবেন। গৃহ-স্বামীও সে বিষয়ে সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

মৃচ্ছকটিক।

(২৬৮ সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠার পর।)

এ দিকে রাজশ্যালক বিচারালয়ে গিয়া বিচারপতিকে কহিল, “কোন নৃশংস ব্যক্তি অলঙ্কারের লোভে জীর্ণোদ্যানমধ্যে বরাঙ্গনা বসন্তসেনাকে নিহত করিয়াছে।” ইহা শুনিয়া বিচারপতি বসন্তসেনার মাতাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কন্যা বসন্তসেনা কোথায়?” সে বলিল “আমার কন্যা চারুদত্তের বাটিতে গিয়াছে।” তদনন্তর প্রাড্‌বিবাক চারুদত্তকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি চারুদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন, “আর্য্য চারুদত্ত, বসন্তসেনার সহিত কি তোমার পরিচয় আছে?” চারুদত্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিলেন, “হাঁ আছে।” প্রাড্‌বিবাক পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, “তবে এক্ষণে বসন্তসেনা কোথায়?” চারুদত্ত বলিলেন, “গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।” তাহা শুনিয়া শকার কহিল, “মিথ্যাবাদিন্, অলঙ্কার লোভে জীর্ণোদ্যানমধ্যে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া কহিতেছ বাটী ফিরিয়া গিয়াছে।” এই সময়ে বীরক নামা রক্ষী তথায় উপস্থিত ছিল, সে কহিল “হাঁ আমিও জানি বটে, বসন্তসেনা চারুদত্তের শকটে চড়িয়া জীর্ণোদ্যানে গমন করিতেছিল।” ইহা শুনিয়া প্রাড্‌বিবাক পুনরপি চারুদত্তকে বলিলেন, “আর্য্য চারুদত্ত, সত্য কথা বল।” চারুদত্ত কহিলেন, “লতা হইতে পুষ্প গ্রহণ করিতেও আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, আমি যে অলিসন্নিভ অলক আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই কুসুমকোমলা অবলার প্রাণসংহার করিয়াছি, ইহা কিরূপে সম্ভব?”

এই সময়ে মৈত্রেয় বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। বসন্তসেনা রোহসেনকে শকট নির্ম্মাণার্থে যে আভরণ দিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিকট ছিল। শকার চারুদত্তের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছে বলিয়া মৈত্রেয় যেমন ক্রোধভরে তাহাকে প্রহার করিতে যাইবে, অমনি সেই আভরণ তাহার বক্ষ হইতে পতিত হইল। শকার আভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাড্‌বিবাককে কহিল, “মহাশয় দেখুন এই আভরণের লোভেই চারুদত্ত বসন্তসেনাকে মারিয়াছে।” তখন বিচারপতি স্বীয় অনুচরকে কহিলেন, “তুমি যাইয়া এই বৃত্তান্ত নরপতি পালককে জানাইয়া, তাঁহার নিকট দণ্ডাজ্ঞা লইয়া আইস।” অনুচর আসিয়া কহিল, “নরপতি পালক আদেশ করিলেন যে যে আভরণের নিমিত্ত চারুদত্ত বসন্ত-

সেনাকে নিহত করিয়াছে, তাহা চারুদত্তের গলদেশে বদ্ধ করিয়া ডিণ্ডিম বাজাইতে বাজাইতে উহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া শূলে আরোপিত করা হউক।” বিচারপতিও চণ্ডাল-দিগকে নৃপাদেশ অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা দিয়া বিচারালয় হইতে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর চণ্ডালদ্বয় দরবিগলিত নয়নে চারুদত্তকে কবরীর মালায় ভূষিত করিয়া বধ্যস্থানাভিমুখে লইয়া যাইতে লাগিল। চারুদত্তের প্রিয়বয়স্য মৈত্রেয় শিশু রোহসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রিয়বন্ধুর সকাশে সমাগত হইলেন। রোহসেন চণ্ডালদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “অরে চণ্ডালেরা তোরা কি নিমিত্ত আমার পিতাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিস্?” চণ্ডালেরা বলিল, “আমাদিগের অপরাধ কি? আমরা কেবল রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করি-তেছি।” [illegible] শুনিয়া শিশু পুনরপি বলিল“ওহে চণ্ডালেরা, আমা[illegible] ছাড়িয়া দিয়া আমাকে বধ কর।” ইহা শুনিয়া চারুদত্ত অশ্রুপূর্ণনেত্রে পুত্রের কণ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, “আহা পুত্র কি স্নেহের সামগ্রী! ইহা দরিদ্র ধনী উভয়েরই সমান; ইহা চন্দন অপেক্ষাও হৃদয়কে শীতল করে।” অনন্তর তিনি মৈত্রেয়কে কহিলেন “সখে! তুমি ইহাকে এখান হইতে লইয়া যাও।” তাহা শুনিয়া মৈত্রেয় বলিলেন, “সখে, তুমি কি মনে করিতেছ যে, তোমার প্রাণবিয়োগ হইলে আমি আর জীবন ধারণ করিব?” চণ্ডাল-দ্বয় শিশু এবং মৈত্রেয়কে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, ডিণ্ডিম বাজাইতে বাজাইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “মহাশয়েরা শুনুন্ শুনুন্, সার্থবাহ সাগরদত্তের পুত্র আর্য্য চারুদত্ত আভরণের লোভে জীর্ণোদ্যান মধ্যে বরাঙ্গনা বসন্তসেনাকে নিহত করিয়াছিল, এক্ষণে লোপ্র (বমাল) সহিত ধৃত হইয়াছেন। সুতরাং নর-পতি পালক এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা করিয়া-ছেন যে, উহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া শূলে আরোপিত করা হইবেক।”

এদিকে বসন্তসেনা শ্রমণের সহিত বিহারে গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামানন্তর চারুদত্তের ভবনে যাইতে যাইতে পথে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে চণ্ডা-লেরা চারুদত্তকে শূলে চড়াইবার উপ-ক্রম করিতেছিল। বসন্তসেনা তাহা-দিগকে কহিলেন, “মহাশয়েরা ইহাকে মারিবেন না; আমিই বসন্তসেনা, যাহার জন্য ইহার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে। আমি মরি নাই।” চণ্ডালেরা তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই সময়ে দূর হইতে কথিত হইল, “নৃপাধম পালককে নিহত করিয়া, এবং তদীয় রাষ্ট্রে আর্য্যকের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদনানন্তর, নবনরপতি আর্য্যকের আদেশানুসারে আমি বিপদ্-পতিত

চারুদত্তের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইতেছি।” অতঃপর শর্ব্বিলক চারুদত্ত সন্নিধানে অগ্রসর হইয়া কহিল, “আর্য্যক মহোদয়ের শকটে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে তিনি যে রাজ্য লাভ করিলেন, সেও মহোদয়েরই সাহায্যে লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।” অনন্তর শার্ব্বিলকের আদেশে শকার তথায় আনীত হইল। নির্লজ্জ এক্ষণে চারুদত্তের চরণে নিপতিত হইয়া কহিল, “আর্য্য চারুদত্ত, আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।” উদারচেতা চারুদত্ত কহিলেন, “শরণাগতকে অভয়দানে আমি কুণ্ঠিত নহি।”

এই সময়ে কতিপয় পুরুষ ব্যস্তভাবে আসিয়া কহিল, “আর্য্য চারুদত্তের গৃহিণী ধূতা প্রজ্বলিত পাবকে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার শিশু সন্তান রোহসেন তাঁহার চরণে নিপতিত হইতেছে, তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইতেছেন না।” ইহা শুনিয়া চারুদত্ত শর্ব্বিলক প্রভৃতি সকলে দ্রুতপদে ধূর্তার চিতা সমীপে সমুপস্থিত হইল। চারুদত্ত কহিলেন, “প্রিয়ে, দিনমণি অস্তমিত না হইতে হইতে নলিনী মুদিত হয় না, আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি, তুমি এরূপ উপক্রম করিয়াছ কেন?” মৈত্রেয় চারুদত্তকে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল এবং বলিল “আহা সতীত্বের কি মাহাত্ম্য, মৃত্যুমুখ হইতে পতিকে প্রত্যাবৃত্ত করিল!” ধূতা ও বসন্তসেনাকে দেখিয়া বলিলেন, “ভগিনি, কুশলে আছ ত?” বসন্তসেনা উত্তর করিলেন, “এক্ষণে কুশল বটে।” অতঃপর শর্ব্বিলক বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “আর্য্যে বসন্তসেনে, মহারাজ আর্য্যক পরিতুষ্ট হইয়া আপনাকে ‘বধূ’ শব্দে বিশেষিত করিতেছেন্। আপনি অদ্য হইতে সার্থবাহ চারদত্তের ধর্ম্মপত্নী হইলেন।”

এইরূপে আর্য্য চারুদত্ত বিপদজলধি উত্তীর্ণ হইলেন। পতিব্রতা ধূতা এবং বরবর্ণিনী বসন্তসেনা নির্ব্বিবাদে তাঁহার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। রোহসেনও দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া জনক জননীর পরম প্রীতির বিষয় হইয়াছিল। মিত্রানুরক্ত মৈত্রেয়ও জীবন অবসান পর্য্যন্ত উদার-হৃদয় চারুদত্তের আশ্রয় ত্যাগ করেন নাই।

দানা বাঁধা।

বিজ্ঞানের রাজ্যে বাহ্যরূপের আদর বড় কম। প্রসাদভোগী চাটুকারের মত একচক্ষু দৃষ্টি বিজ্ঞানের রাজ্যে সম্ভবে না। সুখ সমৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত লক্ষপতি ও পথের কাঙ্গালি উভয়েরই তুল্য গৌরব! কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি বিজ্ঞানের সকল কথা বিশ্বাস করিতে মন উঠে না। যত্নের রত্ন হীরকও মলিন অঙ্গার বিজ্ঞানের চক্ষে এক; তাও কি সম্ভব? কবি বলিতেছেন তাঁহার সুন্দরী নায়িকার প্রশান্ত-নয়ন-প্রান্তবাহী মুক্তাফল সদৃশ প্রেমাশ্রু-বিন্দু তুলনায় তাঁহার কণ্ঠাভরণ হীরক খণ্ড হইতেও অধিকতর উজ্জ্বল, প্রীতিপদ ও প্রিয়দর্শন। কবির মুখে এ সকল কথাই সাজে। কিন্তু শুনিয়া অবাক্ হইবেন বিজ্ঞান সত্য সত্যই প্রমাণ করিয়াছেন যে বৃটিষ রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুট শোভিত জগতের অতুল রত্ন ভারতকোহিনুর আর অবন্য অন্ধকার-কৃষ্ণ অঙ্গার এক গোষ্ঠিসম্ভূত ও একই পদার্থ! বিজ্ঞানবিৎ ল্যাভয়সিয়র সূর্য্যরশ্মি একত্র করিয়া তাহার উত্তাপে হীরক দগ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাতে অঙ্গারাম্ল ব্যতীত দগ্ধাবশিষ্ট আর কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে হীরক অঙ্গারের রূপান্তর মাত্র—অঙ্গারই দানা বাঁধিয়া হীরক হয়। দানা বাঁধিলে অঙ্গারের পরমাণু সকলের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান থাকিয়া যায় এবং অঙ্গার কৃষ্ণরূপ পরিহার করিয়া উজ্জ্বল স্ফটিক বর্ণে প্রতিভাত হয়।

দানা বাঁধিলে পদার্থের পরমাণুগুলি খুব কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেঁষি, গায়ে গায়ে মেশামিশি করিয়া অবস্থিতি করে, এক্ষণে দেখা যাক কিরূপে এই ব্যতিক্রম ঘটে। আমরা জানি যে সকল পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র; কিছুই এক এবং অবিভক্ত পদার্থ নহে। পরমাণু আর কিছুই নহে—পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ—তাহা দৃষ্টিরও অগোচর। এইরূপ অসংখ্য পরমাণু একটি অপরের গায়ে লাগিয়া মিলিত হইলেই এই সমষ্টিকে পদার্থ বলে। কিন্তু এই যে একটি পরমাণু অপরটির গায়ে মিশিয়া থাকে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান থাকে—এই ব্যবধান আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেও প্রকৃতির নিয়মে ইহা অবশ্যম্ভাবী। যত গোলযোগ এই জড় পরমাণু লইয়া, বিজ্ঞান বলেন জড়-জগতের সকল ঘটনার কারণ কেবল এই পরমাণুগুলির নড়ন-চড়ন ও গতি-বিধি।

এক্ষণে দেখা যাক্ এই পরমাণুগুলি একত্রে বাঁধা থাকে কিসে। আমরা জানি যে জড় পদার্থ তিন অবস্থায় থাকিতে পারে—ঘন, তরল এবং বাষ্পীয়। বরফ ঘন বা কঠিন পদার্থ, কিন্তু

উত্তাপ পাইলে গলিয়া জলে পরিণত হইবে, আবার জল আরো উত্তপ্ত হইলে বাষ্পে পরিণত হইবে। এই গেল জলের তিন অবস্থা; অনেক পদার্থ এইরূপ তিন অবস্থায় থাকে; এবং তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইবার সময় দানা বাঁধে। সমুদায় জড় পদার্থে দুইটি শক্তি কার্য্য করিতেছে,—আণবিক আকর্ষণ ও উত্তাপ শক্তি। এই দুই শক্তিতে চির-বৈরভাব। আণবিক আকর্ষণ ক্রমাগত অণুসকলকে পরস্পর কাছাকাছি টানিয়া আনিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছে, পক্ষান্তরে আবার এই অণু সকলকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই উত্তাপ শক্তির প্রাণগত চেষ্টা।

জড়জগতে এই দুই শক্তির সংগ্রামে একের দুর্ব্বলতায় অপরের জয়। যখন উত্তাপ শক্তি এত প্রবল হয় যে আণবিক আকর্ষণ তাহার নিকট পরাভূত হয়, তখনই জড়পদার্থের অণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেই পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়; যখন উত্তাপ শক্তি ও আণবিক আকর্ষণ এতদুভয়ের বল সমান থাকে, তখনি পদার্থের তরল অবস্থা; আর যখন এই উত্তাপ শক্তির হ্রাস হয় এবং আণবিক আকর্ষণ অণু সকলকে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দেয়, তখনই পদার্থের কঠিন অবস্থা।

তরল পদার্থ ধীরে ধীরে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইলে তাহার অণু সকল স্তুপাকারে সঞ্চিত না হইয়া সুশৃঙ্খলতার সহিত পরস্পর মিলিত হয়, সুতরাং নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর পলকাটা দানার আকার ধারণ করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্নরূপ দানা হইয়া থাকে। কিন্তু এক পদার্থের দানা সকলগুলিই এক রকমের, কেবল কোনটি বড় কোনটি বা ছোট। তুঁতে, ফট্‌কিরী, সোরা প্রভৃতি অনেক পদার্থের অতি সুন্দর সুন্দর দানা হইয়া থাকে।

পাঠিকাগণ ইচ্ছা করিলে ফট্‌কিরী প্রভৃতির দানা বাঁধিয়া নানা প্রকার গৃহ সজ্জার সুন্দর সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারেন। সকলেই মিছরির দানার মধ্যে একটি একটি সূতা দেখিয়াছেন,—দানা বাঁধিবার সময় মিছরির জলে এই সকল সূতা ঝুলাইয়া দেয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া দানা বসে। খড়িকার সাজি, ডালা বা অন্য কোন সুন্দর দ্রব্যে দানা বসাইলে দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়। পাঠিকাগণ একটু যত্ন করিলেই নিম্নলিখিত উপায়ে ফট্‌কিরীর সাজি প্রস্তুত করিতে পারেন।

প্রথমতঃ খড়িকা বা কুঁচি বা পরিষ্কার তারের একটি সাজি বা ডালা

সংগ্রহ করিতে হইবে (প্রস্তুত করিতে পারিলে খুব ভাল)। পরে একটি পাত্রে যথেষ্ট পরিমাণে জল ঢালিয়া তাহাতে ফট্‌কিরী দ্রব করিতে হইবে (যেন ফটকিরীর চূড়ান্ত দ্রব saturated solution হয়)।

পরে এই ফট্‌কিরীদ্রব আগুণে চড়াইতে হইবে। অনেকক্ষণ টগবগ করিয়া ফুটিলে পর আগুণ হইতে নামাইয়া লইয়া এই পাত্রে সাজিটি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই সাজির গায়ে ক্রমে ক্রমে দানা বসিতে থাকিবে। এইরূপে যখন দেখা যাইবে বেশ সুন্দর দানা প্রচুর পরিমাণে বসিয়াছে, তখন জল হইতে তাহা আস্তে আস্তে উঠাইয়া লইলেই হইল। সরু তার দিয়া কোন নাম লিখিয়া অথবা ইচ্ছানুরূপ নক্‌সা করিয়া তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দানা বসাইতে পারা যায়; ধান বা যবের শিস অথবা দার্জ্জিলিঙ্গের সুন্দর সুন্দর ফার্ণ গাছের পাতা প্রভৃতিতে এইরূপ দানা বসাইলে অতি মনোহর, দেখিতে হয়; যত্ন এবং সুরুচি থাকিলে অনায়াসেই এই সকল দ্বারা ঘর সাজাইতে পারা যায়।

অষ্ট্রেলীয় আদিমবাসীদিগের প্রেতযোনি।

অষ্ট্রেলীয়াবাসীরা আপনাদিগের বাসদ্বীপ কখনও পরিত্যাগ করে না, এজন্য তাহারা বিশ্বাস করে তাহাদিগের মধ্যে কেহ মরিলে সেও আর কোথাও যায় না, সেই দ্বীপের মধ্যে কোন প্রকার নূতন আকার ধারণ করিয়া বাস করে। আজি কালি কামচর ইউরোপীয়গণ এই দ্বীপের সর্ব্বাংশে দেখা দিয়া থাকেন, স্থানে স্থানে অনেক উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছেন। সরল বিশ্বাসী আদিম নিবাসীগণ ইহাঁদিগকে দেখিয়া স্বজাতির প্রেতযোনি বলিয়া মনে করে। ইহাদিগের কাহারও গঠন, আকৃতি, মুখভঙ্গী বা চক্ষুভঙ্গীতে তাহাদিগের মৃত কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিলে বা অনুমান করিতে পারিলে তাহাকে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির প্রেতযোনি বলিয়া স্থির করে এবং তাহার প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শনে ত্রুটি করে না। অসভ্যদিগের এই প্রকার বিশ্বাস হেতু এক সাহেব যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা নিজে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

আমি একাকী অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যদেশে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম আদিমবাসীদিগের একটী ক্ষুদ্র দল আসিতেছে, তাহাদিগের মুখপাত্র দুইটী স্ত্রীলোক চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হইতেছে। দুইটী রমণীর মধ্যে একটী বৃদ্ধা ও

অপরটী যুবতী। বৃদ্ধা আমার নিকট আসিয়া সজলনয়নে কিছুক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "গোয়া গোয়া বন্দ বল" ইহার অর্থ, "হাঁ, সেই বটে, সেই বটে।" তৎপরে বৃদ্ধা সজোরে আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া চীৎকার রবে কাঁদিতে লাগিল,. সেই সমীয় যুবতী আমার পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। প্রথম স্ত্রীলোকটী যেমন জরাজীর্ণা, সেইরূপ কদাকার ও ম্লেচ্ছ। সে আমাকে লইয়া কেন এরূপ করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু স্নেহবশতঃ এইরূপ করিতেছে ভাবিয়া আমি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। তাহার স্নেহে বশীভূত হইয়াছি এই মনে করিয়া সে তখন আরও স্নেহচিহ্ন দেখাইতে লাগিল এবং আমার উভয় গণ্ডে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল। তৎপরে আরও কিছুক্ষণ রোদন করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং যে কথা বলিতে লাগিল, তাহার ভাবার্থ এই বুঝিলাম, তাহার পুত্রের বক্ষে বর্শাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং আমি তাহারই প্রেতযোনি। যুবতীটী আমার সহোদরা। সে বয়স্থা বলিয়া হউক বা আমি তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলাম, দেখিয়াই হউক, আমার প্রতি আর অধিক স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারিল না। কিন্তু বৃদ্ধা, আমার নিজের মা অনেক দিন পরে আমাকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে দেখিলে যেরূপ আদর করিতেন, সেইরূপ করিতে লাগিল। মাতা অবসৃত হইলে আমার পিতা এবং ভ্রাতারা আসিয়া দেশীয় প্রথানুসারে আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিল। তাহারা এক একজন আসিয়া বাহুদ্বারা আমার কটিদেশ জড়াইয়া ধরিল, আমার দক্ষিণ জানুর সম্মুখে তাহাদিগের দক্ষিণ জানু রাখিয়া বক্ষে বক্ষ চাপিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিল। যতক্ষণ এই ব্যাপার চলিতে লাগিল, আমি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষন্ন বদনে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। পরে তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমি আপদ-শান্তি দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।

———:*:———

সাধু দৃষ্টান্ত।

১। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথের মাতা রাণী আন রোলিন প্রতিদিন নিজ ব্যয়ের জন্য যে টাকার তোড়া পাইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার যতগুলি পরিচারিকা ছিল, দরিদ্রদিগের পোষাক তৈয়ারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাকে সপ্তাহে অনেকগুলি [illegible]

প্রস্তুত হইত, তাহা স্বয়ং উপযুক্ত দয়ার পাত্রদিগকে বিতরণ করিতেন। এইরূপ সাধুকার্য্যের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহার জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইত।

২। রুসিয়েশ্বরী কাথারিণ মস্কো-নগরে পরিত্যক্ত শিশুদিগের জন্য আশ্রম গৃহ যখন নির্ম্মাণ করেন, তখন তাহার আনুকূল্যার্থ অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি ৫০ সহস্র রোবল (প্রায় লক্ষ টাকা) মুদ্রাপূর্ণ এক বাক্স পাঠাইয়া দেন। তৎসঙ্গে কেবল এইরূপ কয়েকটী কথা লেখাছিল "এই দানদ্বারা রুসিয়া ভবিষ্যতে যদি একজন মাত্র জ্ঞানী, সুখী ও ধার্ম্মিক প্রজা লাভ করেন, তাহা হইলেই দাতার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

৩। ওয়ারউইকের সুবিখ্যাত কাউণ্টেস তাঁহার প্রভূত আয়ের তৃতীয়াংশ দানকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত স্থানের মধ্যে দরিদ্রদিগের অবস্থা অনুসন্ধান ও তাহাদিগকে সাহায্য দান তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় ছিল। যাহারা খাটিয়া খাইতে পারে না এবং ভিক্ষা করিতে অসমর্থ, এইরূপ লোকদিগকে তিনি সাহায্য করিতেন, ইহাতে অনেক গরিব বিধবা, অনাথ শিশু এবং দুর্দ্দশাপন্ন ভদ্র পরিবার তাঁহার অযাচিত সাহায্য লাভ করিয়া পরমোপকৃত হইত। অনেকে [illegible] পতিত হইয়া তাঁহার [illegible] পুনরায় সৌভাগ্য সোপানে উত্থান করিয়াছে। মানবীয় কোন দুঃখ বিমোচনে তিনি যত্নের ত্রুটি করিতেন না। ধর্ম্ম রক্ষার্থ যে সকল বিদেশী ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিয়াছে, বুদ্ধিমান্ বালক যাহারা অর্থাভাবে বিদ্যানুশীলনে অসমর্থ, গুণবান্ লোক যাহারা দারিদ্র্য প্রযুক্ত আপনাদিগের গুণের পরিচয় দানে অক্ষম, নানা সম্প্রদায়ের নির্দ্ধন ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ সকলেই তাঁহাকে আপনাদিগের আশ্রয় ও সহায় বলিয়া জানিতেন। শরণাগতদিগকে কেবল আশ্রয় ও অন্ন দিয়া তিনি সাহায্য করিতেন না, কর্ম্ম কার্য্য ও হিতকর উপদেশ দিয়া তাহাদিগের সহায়তা করিতেন, অতি নীচ শ্রেণীর কোন ব্যক্তিও পীড়িত বা বিপন্ন হইলে সর্ব্ব প্রথমে তাহার দয়া প্রার্থনা করিত। তাঁহার দাতব্য লাভার্থ যে সকল দরিদ্র ভিক্ষুক সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হইত, তাহাদিগের কোন ক্লেশ না হয় এজন্য লণ্ডন নগরে ও তাঁহার বাসপল্লীতে দুইটী আশ্রয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বাস পল্লীতে নিকটস্থ ৪টী গ্রামের দরিদ্রদিগকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া রুটী ও মাংস দান করিতেন। তাঁহার উইলে তিনি বহুপ্রকার দয়ার কার্য্যে অর্থ দান করিয়া যান, তদ্ভিন্ন তাঁহার নিয়মিত দান ব্রত সকল মৃত্যুর পর চারিমাস কাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে চলে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া যান।

(ক্রমশঃ)

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। শক্তিকানন—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৶০ আনা। ইহা একখানি বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত সুন্দর উপন্যাস গ্রন্থ। লেখকের কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি অনেক স্থলে প্রশংসনীয়।

২। জীবন-প্রদীপ—শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৶০ আনা। ইহাও একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। উপন্যাসে বিচিত্র ঘটনা এবং বিচিত্র ভাবের সমাবেশ আছে, ভীষণ সমাজচিত্র সকল অঙ্কিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজের কুপ্রথা সকল বিদূরিত হইয়া সুপ্রথা সকল প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার জন্যও তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ দেখা যায়।

বামারচনা।

সাধের মেয়ে।

(প্রিয়বালার প্রতি)

কেন মা ! কাঁদিস এত এতো বড় দায় রে
বোকা মেয়ে,ওযে চাঁদ,ধরা নাহি যায় রে
নিবারিতে চাহি যত, তুমি আরো কাঁ'দ তত,
আকাশের চাঁদ, ওযে ধরাতলে নামে না,
আয় আয় চাঁদ আয় ! নহে প্রিয় থামে না। ১

হাস প্রিয় ! একবার, দূর হক এ আঁধার
দেখি মা সরগ-শোভা ও মুখ নলিনে,
কার সোহাগের ধন, কার করে সমর্পণ !
কে জানে মরম তোর, আমি তো জানিনে—
যে জানিত সে জানিত, আমি তো জানিনে ;
কে দিল অমূল্যনিধি হেন হীন দীনে ! ২

একদিন প্রিয়—তোরে স্মরণে কি রবে না ?
বিগত সে সব কথা কিছু মোরে কবে না ?
কেমন মধুরতর মধুর মধুরতর
সেই স্নেহ তোর মনে কভু কি রে হবে না ?
একদিন প্রিয় তোরে, স্নেহের মধুর ডোরে
বেঁধে সেই, নাচাইত কতই আদরে,
বুকে রেখে,হাসি হাসি হাসাইত তোরে !
"পরাণ-প্রতিমা" তুই "নয়নের তারা"—
সে দিন গিয়াছে তাই,কাঙ্গালী আমরা !
সোহাগের ধন তুমি সাধের কমল রে
কেমনে ফুটিবে, বুকে [illegible] রে !

মরি! ও ললিত কায়,অশ্রুজলে ভেসে যায়,
প্রভাতি শিশির মেখে শতদল-দল রে
মৃদুল পবনে যথা করে টল মল রে। ৫
জড়িমা-জড়িত স্বরে,এক কথা বারে বারে
চোখে জল মুখে হাসি,মুনি-মনোলোভা!
তো হতে দেখিনু ভবে স্বরগের শোভা।
কার পুণ্য বলে তুমি ভূতলে উদয়?
কে আনিল বারিবিন্দু মরু সাহারায়? ৬
কারে শুনাইব প্রিয় কার সনে হাসিব,
কোন্ কোলে দিয়ে তোরে প্রাণ ভরে দেখিব?
কি আগুনে জ্বলি আমি,কিছুই জান না তুমি,
তোর হাসি তোর কথা কার সনে কহিব?
অরে বিধি! এ যাতনা কত দিন সহিব!৭
কাঙ্গালীরে এরতন,দিতে কিবা প্রয়োজন,
রাজ-বালা-গলে দোলে মণিময় হার—
কি চিনিবে ভিখারিণী কি জানিবে তার!
নিদারুণ বিধি যদি এই ছিল মনে,
শ্মশানে সোনার ফুল ফুটাইলে কেনে?৮
জ্বলি উঠে কালানল যখন হৃদয়ে রে,
যখন নয়নে নীর দর দর বয় রে,
নিরখি আমার পানে,কি যেন উদয় প্রাণে
খেলা ধুলা হাসি রাশি কিছু নাহি চায়রে,
আমরি ও সোনামুখী নীরবে দাঁড়ায় রে!৯
বদন নলিন করে, চারু চোখে জল ঝরে,
কভু যেন ভয়ে ভয়ে কেমনে তাকায়,
কখন বা ছুটে ধরে আদরে গলায়?
এতই কুহক মাখা বিধির কৌশল,
কে কবে দেখেছ, ফোটে অনলে কমল? ১০
কে আনিল এ মরতে স্বরগের ফুল রে
এ ধন এ পাপ ভবে বিধাতার ভুল রে!
যে দেশে বিবাদ নাই, শোক রোগ মৃত্যু নাই,
পাপ তাপ জীবে যথা করেনা আকুল রে
সে দেশের নিধি এবে, এ ভবে অতুল রে!১১

মরমে মরিয়া যাই, মরণ শরণ চাই,
অমনি আঁচল টেনে হাসে বোকা মেয়ে
মরিতেও ভুলি প্রিয় তোরি মুখ চেয়ে,
অনলে পুড়িব তবু ম'রে কায নাই।—
ননীর পুতুল টুকু কারে দিয়ে যাই? ১২
তোরে দিয়া অভাগীরে মহাপাশে বাঁধিয়া,
চলি গেছে, তোরে মোরে "একাকিনী" ফেলিয়া,
পরাণ পাষাণময়, সহজে হ'ল না লয়,
মরিতে পারিনে মাগো তোর মুখ চাহিয়া,
নিবারি চোখের জল তুমি কাঁ'দ বলিয়া!১৩
যবে সে স্নেহের কোলে, উঠিতে মধুর বোলে,
আধ আধ ছাই পাঁশ বকিতে বকিতে,
মরতে স্বরগ আমি ভাবিতাম চিতে!
তাঁরি পুণ্য ফলে তুমি ভূতলে উদয়,
তোমাতে মাখান সেই "স্বর্গীয়" প্রণয়।১৪
সেই মুখ সেই ছটা সে মধুর হাসি রে
তোর ও সরল মুখে যায় ভাসি ভাসি রে!
চাহিয়া চাহিয়া যেন, কি জানি কি হই হেন,
প্রাণে প্রাণে জাগে যেন বেহাগের বাঁশিরে,
তুমি কি মা দেববালা কহ তা প্রকাশি রে? ১৫
হা'স প্রিয় একবার,দূর হোক এ আঁধার,
দেখিব কেমনতর স্বরগ শোভন,
হাসরে হাসরে মোর কাঙ্গালের ধন!
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী,
কেবলি সুধার কণা তুমি মা আমারি!১৬
আবার কাঁদিস মাগো—এতো বড় দায় রে
বোকা মেয়ে! চাঁদ কভু ধরা নাহি যায় রে,
আয় চাঁদ! ধরি পায়, ধরাতলে নেমে আয়,
আকাশের চাঁদ হায় ধরাতলে নামে না,
আয় আয় চাঁদ আয়, নহে প্রিয় থামে না। ১৭

প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭০ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯৪—জুলাই ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা—গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩,৩০৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ৯১৬, ২য় বিভাগে ১,৭৩৬ ও ৩য় বিভাগে ৬৫৬ জন। শতকরা প্রায় ৬০ জন উত্তীর্ণ, গত দুই বর্ষের অনাবৃষ্টির পর এবারে কিছু অতি বৃষ্টি। উত্তীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম বিভাগ।

হেমলতা ভট্টাচার্য্য,	বেথুন স্কুল
যামিনী সেন,	ঐ
জীবনবালা ঘোষ,	ঐ
জ্ঞানদা মিত্র,	ঐ
বোল্‌টন ক্লারা,	নাইনীতাল স্কুল
মাষ্টর্ন গ্রেস,	ঐ
রসেল আনী,	ঐ
লিষ্টার ব্লান্স,	কলিকাতা বালিকা ,,
ভগান ডোরা,	ডাইওসিসান ,,
কারবারী মেরী,	লোরেটো ,,
গ্রোসার আনী,	ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ।

বসন্তকুমারী বসু,	কানপুর খৃঃ চঃ
কমল চক্রবর্ত্তী,	লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়
কামিনী চট্টোপাধ্যায়,	ফ্রি চর্চ্চ নর্ম্মাল ,,
হেডিউ এমিলী,	সেণ্ট যোজেফ ,,
কেনিডি আইডা,	ডফটন ইনষ্টিটিউসন
মাসি সোফিয়া,	বেনারস নর্ম্মাল স্কুল
প্রিয়বালা সিংহ,	অমৃতসর এলেকজাণ্ড্রা স্কুল
সিপেলম্যান হেনুরিটা,	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট স্কুল
টমাস লিনা,	কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়
ওয়াটস মেরি থেরিসা,	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট স্কুল

তৃতীয় বিভাগ।

কুসুম বিশ্বাস,	লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়
আইমোজেন মত্ত পান্থ,	আলমোড়া ,,

কুইন বিক্টোরিয়া জুবিলী—বিলাতের সর্ব্বত্র মহা ধুমধাম। ১৯শে জুন রবিবার লণ্ডনের সেন্টপল গির্জ্জায় বিশেষ উপাসনা হইবে, লর্ড মেয়র ও সেরিফগণ তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন। ডবলিনে যুবরাজ উপস্থিত থাকিয়া উৎসব করিবেন, তথায় কাশরোগ-গ্রস্ত-দিগের হাসপাতালের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ৭০ হাজার টাকা এডওয়ার্ড গিলনেফ নামে এক ব্যক্তি দান করিয়াছেন। রাজভক্ত ইংরাজ পুরুষ রমণী বিবিধ প্রকারে বদান্যতা দেখাইতেছেন, কেহ বাড়ী ভাঙ্গিয়া সাধারণের জন্য বাগান করিয়া দিতেছেন, কেহ হাজার হাজার বালককে একত্র করিয়া ভোজ দিতেছেন, কেহ দরিদ্রদিগকে বিপুল অর্থদান করিতে-ছেন। স্ত্রীলোকেরা জুবিলী ফণ্ডে হাজার হাজার টাকা দিতেছেন। লেডী আরনট গরিবদিগকে ১৫০০ কম্বল ও ৫০০ লেপ বিতরণ করিবেন।

বিক্টোরিয়া সংস্কৃত টোল—বহরমপুর কলেজ রক্ষা করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী যেমন আপনার বিদ্যোৎসাহিতা ও দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন, দেবী অন্নাকালী সংস্কৃত টোল স্থাপন দ্বারাও সেইরূপ সুকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছেন। টোলে বিনা ব্যয়ে অনেকগুলি ছাত্র বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবে। ইহার সঙ্গে একটী উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তকালয়ও থাকিবে। সাধুদৃষ্টান্ত সাধু দৃষ্টান্তের প্রসূতি।

হাঁসপাতাল—(১) সিমলাতে যে রিপণ হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের ওয়ার্ড এবং ধাত্রীশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে এক সকের বাজার হইয়া অনেক টাকা উঠিয়াছে। (২) দার্জ্জি-লিঙে দেশীয়দিগের একটী স্বাস্থ্যনিবা-সের উদ্যোগ হইতেছে। (৩) অল্প দিন হইল, লণ্ডন হাঁসপাতালে দিবসে ১০০ ও রাত্রিকালে ৫০ জন ধাত্রী থাকিবার গৃহ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে; যুবরাজ সপত্নীক তাহা খুলি-য়াছেন। (৪) লণ্ডনে শিশুদিগের জন্য যে বিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল আছে, তাহার ২০ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মেট্রপলিটন হোটেলে ভোজ হয়, কেম্ব্রিজের ডিউক সভাপতিত্ব করেন। হাঁসপাতালে এ পর্য্যন্ত ৭,৯৭২ জন রোগী আশ্রয় পাই-য়াছে, বাহির হইতে ৬৩,৬৪১৬৪ জন চিকিৎসা সাহায্য পাইয়াছে।

ধর্ম্মপুস্তক প্রচার—ব্রিটিশ ও ফরেন বাইবেল সোসাইটী গত বর্ষে ৩৯,৩২,৬৭৮ খানি বাইবেল ও বাইবেল সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় জগতে আরও কত প্রচার সভা হইতে কত অসংখ্য ধর্ম্মপুস্তক বাহির হইয়াছে!

উপযুক্ত উত্তর—বাঙ্গালি বর

বলিয়া নূতন বিধি দ্বারা ইংলণ্ডীয় কয়লার খনিতে স্ত্রীলোকদিগের কাজ বন্ধ করাইবার চেষ্টা হয়, লাঙ্কাসায়ারের স্ত্রী কুলিরা কাজ করিবার সজ্জা সহিত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর দেখাইয়া জয় লাভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বিরুদ্ধে পুরুষদের অনেক আন্দোলন এইরূপ অমূলক।

পণ্ডিতা রমাবাই—এখন আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাপ্রণালী শিখিতেছেন। তিনি একবর্ষ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশে এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবেন এবং বালিকা বিধবাগণের জন্য একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে শিল্পসাহিত্য ও নীতি শিক্ষা দিবেন।

স্ত্রী-কীর্ত্তি—(১) আয়র্লণ্ডের ডনিগেল নামক স্থানে যত দরিদ্রের আবাস! অনাহারে তাহাদের অনেকের প্রাণ বিয়োগ হইত। বিবী হার্ট ৩ বৎসর ইঁহাদিগের মধ্যে বাস করিয়া সূতাকাটা, পশমের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া শত শত পরিবারকে ঘোরতর দারিদ্র্য হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এ দেশে এরূপ দেশহিতৈষিণী সকলের কবে অভ্যুদয় হইবে? (২) আমেরিকার অর্লিয়েন্স প্রদেশে একটী সমাজ আছে, তাহার নাম Society of Ladies Servants of the Poor" অর্থাৎ দরিদ্রদিগের পরিচারিকা মহিলা সমাজ। ইহা ১৮৬১ সালে স্থাপিত হয়, সম্ভ্রান্ত দরিদ্র পরিবারের সাহায্য বিধান এবং বৃদ্ধ ও অনাথা ভদ্রমহিলাদিগের ভরণ পোষণ ইহার উদ্দেশ্য।

দুর্ঘটনা—গত মে মাসে বঙ্গোপসাগরে রিট্রিবার ও সার জন লরেন্স নামে দুইখানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়া প্রায় ৮০০। ৯০০ লোক মারা গিয়াছে। শেষোক্ত জাহাজের অধিকাংশ আরোহী জগন্নাথের যাত্রী ছিল, তাহাদের মৃত্যুতে বঙ্গের অনেক পরিবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। অনাথ পরিবারদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা তোলা হইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষা—কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই মেডিকেল কলেজে অনেকগুলি যুবতী ছাত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্রীশ্রেণী খুলিতে না খুলিতে ১০। ১২ জন ভর্ত্তির প্রার্থী হইয়াছেন। আগ্রা মেডিকেল স্কুলে এক বৎসরের মধ্যে ৪৭টী ভর্ত্তি হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ১৪ জন হিন্দু, ২ জন মুসলমান এবং ৩১ জন দেশীয় খ্রীষ্টান যুবতী।

রাজদর্শন—কুচবিহারের মহারাণী মহারাজের সহিত একত্র হইয়া ভারতেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন, এবং ক্রাউন অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহা-

তের আরও কয়েকটী রাজা ও রাজপুত্রের এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে।

দীর্ঘজীবিনী স্ত্রীলোক—খানাকুল থানার অন্তর্গত কায়বা গ্রামের ৺জগন্নাথ নারায়ণ রায়ের স্ত্রী ১১৪ বৎসর বয়সে গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে ইনি অর্দ্ধসের চাউলের অন্ন ও এক সের দুগ্ধ আহার করিতেন এবং ২০ | ২১ জন লোকের খাদ্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। নব্যা পাঠিকারা কি বলেন ?

শান্ত-স্বভাব।*

কালের বক্ষের উপর কত জীবন মৃত্যুর খেলা, কত বিচিত্র বিপ্লব, কত শুভাশুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে যাহার সংখ্যা নাই, তবুও কাল কেমন নীরবে অবিরাম গতিতে চলিয়া যাইতেছে; কেমন প্রশান্ত! মনুষ্য কল্পনার অতীত অতীত—কাল হইতে প্রকৃতির হস্তে কত সুমহান্ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে যাহা কল্পনারও আয়ত্তাধীন করা মনুষ্যের সাধ্য নয়, তবুও প্রকৃতি কেমন অবিচলিত ভাবে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে, কেমন প্রশান্ত! আবার যিনি সেই অনন্ত কর্ম্মশীল প্রকৃতির অনন্ত কার্য্যের মূলে জ্ঞানময় শক্তিরূপে বিরাজমান, যাঁহার কণামাত্র কার্য্যকৌশল বুঝিতে গিয়া মনুষ্য মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হইয়া পড়িতেছে, সেই অনন্ত ক্ষমতাশালী মহান্ ব্রহ্ম কি নিস্তব্ধ! কেমন প্রশান্ত! একবার নিমীলিতনয়নে ধ্যানস্থ হইয়া দেখ; মানব! যদিও তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞান, সীমাবিশিষ্ট শক্তি, ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবন, তবুও কি তুমি কাল, প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে মহান্ আদর্শ স্বরূপ সম্মুখে রাখিবে না? শান্ত হইবে না? তোমার বক্ষের উপর দিয়া শত শত শোক দুঃখ, সহস্র সহস্র শুভাশুভ ঘটনা, মান অপমান অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইবে, আর তুমি শান্ত ভাবে ধর্ম্মের সরল পথে অবিরাম গতিতে চলিতে থাকিবে ইহাই তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। প্রকৃতির ন্যায় নিঃশব্দে নীরবে শান্তভাবে বৃহত্তম কার্য্য সকল করিতে পারিলেই তোমার যথার্থ মহত্ব।

ভাবিয়া দেখিলে প্রকৃত শান্ত স্বভাবের মানুষই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারেন। অশান্ত ও অস্থিরমতি মনুষ্য বিপুল ধন ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন; পৃথিবীব্যাপী যশ মানের অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু যাহাতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধর্ম্ম, তাহা তিনি প্রকৃত পক্ষে লাভ করিতে

* একটী চিন্তাশীলা রমণীর লিখিত।

পারেন না। মনুষ্যের অমূল্য অধিকার একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হওয়া ও মনুষ্য নামের যোগ্য হইবার জন্য গভীর হইতে গভীরতর বিষয়ের চিন্তাতে চিত্তকে একবারে ডুবাইয়া দেওয়া—ইহা অশান্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার, তাই বলিতেছি তিনি প্রকৃত পক্ষে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারেন না।

যিনি জড়ের ন্যায় নিরুৎসাহ নিরুদ্যম, মৌন, ও সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানবিহীন, যিনি বিদ্যা চর্চ্চা না করিয়া জ্ঞানী হইতে চান, সাধন ভজন বিহীন হইয়া ব্রহ্ম যোগে যোগী হইতে চান, এবং দেহ মন মস্তিষ্ককে পরিশ্রান্ত হইতে না দিয়া স্বদেশের হিতকামনা করেন, তিনি কখনও শান্ত স্বভাব নামে অভিহিত হইতে পারেন না। যিনি সম্ভবতঃ রোগে স্থির, শোকে ধীর, ক্রোধে প্রকৃতিস্থ ও ক্ষমাশীল, বাচালতাবিহীন, পরিণামদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, যিনি গভীর চিন্তাপূর্ণ কঠিন কঠিন গ্রন্থপাঠে অধীর হইয়া পড়েন না, ধ্যানশীল হইবার জন্য একাগ্রতা অভ্যাস করেন, ও স্বদেশের হিতকামনায় লোকের মুখাপেক্ষা না করিয়া দেহ মন মস্তিষ্ককে নিরন্তর শ্রান্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিতে অগ্রসর, তিনিই প্রকৃত শান্তস্বভাব নামের যোগ্য, তিনিই একদিন মনুষ্য নামের—মহাত্মা নামের—প্রকৃত ধার্ম্মিক নামের অধিকারী হইবেন।

শান্ত স্বভাব যেমন চিন্তাশীলতাসাপেক্ষ, তেমনি চিন্তাশীল হওয়াও শান্ত-স্বভাব সাপেক্ষ, তন্নিমিত্ত উক্ত দুই মহোপকারী—চরিত্রোৎকর্ষ-সাধক ও ধ্যান ধারণার পরম সহায়কে অতীব প্রয়োজনীয় জানিয়া দুয়েরই সাধনা করা উচিত। যিনি উন্নত উন্নত চিন্তার বিমল আনন্দে আনন্দিতচিত্ত অথচ শান্তপ্রকৃতি, কি তাঁহার হৃদয়ের অনুপম সৌন্দর্য্য! কি তাঁহার মুখমণ্ডলের দেবোপম শোভা! যেমন ইট, কাট, পাথর দেখিতে দেখিতে সুন্দর শ্যামল বৃক্ষ লতা, সুমন্দ বায়ু হিল্লোলে হিল্লোলিত হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র, সমতল ভূমিতে শিশির বিন্দু শোভিত বাল-তৃণ সমূহ নয়ন পথে পতিত হইলে নয়ন স্নিগ্ধ হয়, তেমনি অশান্তস্বভাবের লক্ষণ-সমন্বিত—ক্রোধী, পরনিন্দুক, বাচাল, স্থূলদর্শী, আপাতদর্শী, আড়ম্বরপ্রিয়, বিষয়পিপাসু ধ্যানধারণা ও চিন্তাবিহীন মনুষ্যগণকে দেখিতে দেখিতে ধ্যানশীল, চিন্তাশীল, নিষ্কাম, নিস্পৃহ, বিনয়াবনত শান্তপ্রকৃতি নর নারী দেখিতে পাইলে মনশ্চক্ষুও আরাম, স্নিগ্ধতা ও আনন্দ লাভ করে। কি ধন-জন-পরিবেষ্টিত ভাগ্যবান-গৃহস্থ, কি সংসারবিরাগী নিষ্কাম সন্ন্যাসী, কি উন্নত শিক্ষায় উন্নতহৃদয় অহরহ মস্তিষ্ক বিলোড়নকারী বিদ্বান্, কি দুর্ভাগা নিরক্ষর মানুষ, কি অতুল ঐশ্বর্য্যবন্ত ধনী, কি পথের ভিখারী, কি

জ্ঞানালোকে আলোকিতা বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্ত সহরবাসিনী নারী, কি গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা অবগুণ্ঠনবতী গ্রাম্য রমণী প্রকৃত শান্ত-স্বভাব সকলেরই চরিত্রোৎকর্ষ ও জ্ঞান ধর্ম্মলাভের পরম সহায় সন্দেহ নাই। মানুষ অশান্ত হইয়া প্রবল প্রবৃত্তি স্রোতের উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে হইতে চলিলে মনুষ্যত্ব সুদূরে পড়িয়া রহিবে।

কি জড়, কি প্রাণ, কি মন এ জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, সেই দিকেই ক্ষুদ্রের তুলনায় বৃহৎ যাহা তাহাই অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ও শান্তভাবের দেখিতে পাইবে। প্রবল-বাত্যায় ধূলিস্তূপ বালুকাস্তূপ কোথায় উড়িয়া যায়, পর্ব্বত যেখানকার সেইখানে বসিয়া থাকে; লতিকা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া যায়, মহাদ্রুম সকল শীঘ্র স্বস্থানবিচ্যুত হয় না। বৃহৎ মৎস্য সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের ন্যায় জলের প্রায় উপরিভাগে চঞ্চলভাবে ঘুরিতে থাকে না, গভীর জলাশয়ের তলে তলে শান্তভাবে ফিরিতে থাকে। ক্ষুদ্র পক্ষিগণের ন্যায় সুন্দর বৃহৎ পক্ষিগণ নিমেষের মধ্যে শত সহস্রবার পক্ষ, পুচ্ছ, মস্তক নাড়িতে থাকে না, বৃক্ষশাখা রূপে আলোকিত করিয়া পুচ্ছ ঝুলাইয়া কেমন শান্তভাবে বসিয়া থাকে! পশুজাতির মধ্যে উষ্ট্র ও হস্তী অধিক শান্ত ও কষ্টসহিষ্ণু। মনের দিক দেখিলেও দেখা যায়, ক্ষুদ্র হৃদয় দুঃখ কষ্টে কি পর্য্যন্ত না অশান্ত হইয়া পড়ে, আর বৃহৎ হৃদয় দুঃখ কষ্টের সময় কি এক মহৎ ভাবে যে পূর্ণ হইয়া শান্ত-ভাব ধরিয়া থাকে তা, কে বলিতে পারে? ক্ষুদ্র স্নেহমমতা অল্প কারণেই চঞ্চল ও বিচলিত হয়, কিন্তু বৃহৎ স্নেহমমতা চিরদিন প্রশান্তভাবে হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বিনয় এক একবার সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়, আবার কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, এইরূপ চঞ্চল অবস্থায় আজীবন ঘূর্ণিত হইতে থাকে, আর বৃহৎ বিনয় হৃদয়কে চিরদিন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতে এমন একটু স্থান থাকে না যেখানে অহঙ্কার পলকের জন্যও একটী পা রাখিতে পারে। হৃদয়াকাশে বৃহত্তম বিনয় চন্দ্রমা চিরদিন শান্তভাবে মধুর স্নিগ্ধজ্যোতি বিতরণ করিয়া পৃথিবীর সন্তপ্ত জীবগণকে সুখী ও বিমোহিত করে, এক নিমেষের জন্যও শান্তভাব বর্জ্জিত হইয়া স্বস্থান বিচ্যুত হয় না। বৃহৎ বিনয় কীটানুকীটের নিকটেও শান্তভাবে মস্তক অবনত করে। বৃহৎ বিনয়ের কি সন্তাপহারক ভাব! কত বিশাল মহত্ব! কেমন অতুলনীয় মাধুর্য্য! তবুও তাহা কেমন প্রশান্ত! হৃদয়কে জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিপুষ্ট করিয়া বৃহৎ হইতে দাও, প্রকৃত শান্তস্বভাব আপনিই আসিবে।

যদি অস্থিরমতিত্বের জন্য মানুষ একবার স্থির হইয়া ভাল মন্দ ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার অবসর না পায়, যদি দিনান্তে একবার ইহা ভাবিতে না পারে যে, আজ দেহ মন বাক্যকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছি কি না, আজ পরিণাম-সুখকর বিমল আনন্দজনক কঠোর ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়াছি কি না, তাহাহইলে আর কেমন করিয়া চরিত্রোৎকর্ষ সাধন করিবে? অন্ততঃ জীবনের প্রত্যেক দিনে পূর্ব্বোক্ত চিন্তায় একবার চিত্তকে নিমগ্ন করা মানুষের প্রধানতম কর্ত্তব্য। এ চিন্তায় সময় ক্ষেপণ করিলে সে সময় টুকু বৃথা যাইবে না, কারণ ভাবিয়া দেখিলে উক্ত চিন্তাই মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে সক্ষম। অস্থির-মতি মানুষের ও সব চিন্তা করিবার অবসর নাই, সুতরাং অবনতি অবশ্য-ম্ভাবী।

মনুষ্যহৃদয়ের কমনীয় ভাবসমূহ চঞ্চলতাময় হৃদয়ে বাস করিতে ভাল বাসে না,—শান্তহৃদয়েই চিরবাস করিতে চায়, কারণ শান্ত-হৃদয় চঞ্চল হৃদয়ের মত তাহাদিগকে একবার থাকিতে স্থান দেয়, একবার বিদায় করিয়া দেয় না। শান্ত-হৃদয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধি সুজ্ঞান এবং সুবুদ্ধিতে পরিণত হয়। পবিত্র সুন্দর ফুল যেমন ধনীর সুরম্য হর্ম্ম্যে কি দীনের পর্ণকুটীরে যেখানেই থাকুক না কেন—সেইখানেই আপনার অতুল সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি তোমার হৃদয় প্রভূত ধন মান যশে স্ফীত হইয়া সুখময় আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত থাকিয়া ধনীর প্রাসাদের মতনই হউক, আর শোকে তাপে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণায় দীনের পর্ণকুটীরের মতনই হউক, সেখানে শান্ত-ভাব রূপ বিমল সুন্দর ফুল রাখিয়া দাও, সে ফুল তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অন্তর্নিহিত পবিত্র সুগন্ধ বিস্তার করিবেই করিবে। যখনই দেখিবে, প্রচণ্ড সংসারতাপে এই ফুল শুষ্কপ্রায়, তখনই শান্তভাবরূপ ফুলের অসীম উদ্যান প্রশান্ত ব্রহ্ম হইতে শিশিরসিক্ত বিকশিত জীবন্ত ফুল তুলিয়া আনিবে।

শান্ত হও, কিন্তু হৃদয়ে যেন পবিত্র তেজের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চিরদিন নিহিত থাকে, সময় আসিলেই যেন সে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, যেন সে জ্বলন্ত ভীষণ পূতাগ্নিতে কি বাহ্যজগতের কি অন্ত-র্জগতের সমস্ত অন্যায় অসত্য অধর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে।

———:*:———

অপূর্ব্ব প্রস্তরমূর্ত্তি।

সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই কারুকার্য্যের পরিচায়ক প্রতিমূর্ত্তিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ মূর্ত্তি সকল সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীক, রোম ও মিসরের

মূর্ত্তির অসম্ভাব ছিল না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি আধুনিক সুসভ্য দেশ সভ্যতাব্যঞ্জক বিরাট মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। সম্প্রতি এক ক্ষুদ্র দ্বীপ মধ্যে এমন বিরাট মূর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্য জগতের উন্নত মস্তক হেঁট হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ইষ্টার দ্বীপ নামে একটী ক্ষুদ্র আগ্নেয় পর্ব্বতময় দ্বীপ আছে। ইহার পরিমাণ ১১ মাইল দীর্ঘ এবং ৬ মাইল প্রস্থ। বাসিন্দা সংখ্যা অতি অল্প। ইহারা অসভ্য পলিনিসীয় জাতি, লেখাপড়া বা শিল্পকার্য্য প্রায় কিছুই জানে না—গত পঞ্চবিংশতি বৎসর মধ্যে ফরাসী প্রচারকদিগের যত্নে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে মাত্র। টাহেটীর একটী ব্যবসায়ী এই দ্বীপটীর অধিকারী, তিনি ইহার উর্ব্বর উপত্যকায় গবাদি চারণ করিয়া থাকেন। দ্বীপটী একে ক্ষুদ্র, তাহাতে সিন্ধুর একপ্রান্তে অবস্থিত, সুতরাং অল্প লোক তথায় যাতায়াত করিয়া থাকে।

নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যেরও সেরূপ প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু ইতস্ততঃ শত শত প্রস্তরের বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়,তন্মধ্যে কোন কোনটী ৪০ পাদ উচ্চ। এগুলি প্রায় দ্বীপের সকল অংশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রবল ভূমিকম্পে অধিকাংশই ভূতলে পতিত রহিয়াছে। আগ্নেয় গিরিপ্রসূত গলিত উপলখণ্ড খুদিয়া এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে বোধ হয়। কোন কোনটী বা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তত্রত্য অধিবাসীরা ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তাহারা ইহাদিগকে অমানুষী শক্তিসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। বর্ত্তমান অধিবাসীরা যে দ্বীপের আদিমবাসী নহে, ইহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রশান্ত মহাসাগরে এক প্রকাণ্ড মহাদেশ ছিল, এই দ্বীপ তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র, সমস্ত দেশ সাগরগর্ভসাৎ হইয়াছে। এই সকল বিরাট মূর্ত্তি সেই মহা দ্বীপবাসীদিগের নির্ম্মিত, তাহারা প্রতিমা বিধানে ইহাদিগেব পূজা করিত। মহাদেশের সমুদ্রে পরিণত হওয়া অসম্ভব কথা নহে। আট্‌লাণ্টিক সম্বন্ধেও এরূপ অনেক সপ্রমাণ উক্তি প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে, লক্ষদ্বীপ এক সময় লঙ্কান্তর্গত ছিল, বর্ত্তমান লক্ষদ্বীপ কত দূরে পড়িয়াছে! সিংহলের দক্ষিণ হইতে ভারতের দ্বীপপুঞ্জের পঞ্জরস্বরূপ সমুদ্রগর্ভে আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী প্রসারিত আছে, ইহারা যে এক সময়ে আমেরিকার ন্যায় প্রশস্ত মহাদেশ ছিল না তাহার প্রমাণ কি। সেদিন যাবা দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে কয়েকটী দ্বীপ সমুদ্রসাৎ এবং কয়েকটী নূতন উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার কারণ ভূতত্ত্ববিদ্দিগের অগোচর নহে।

স্মিথসনিয়ান ইনিষ্টিটিউসনে ইহার দ্বীপস্থ একটী মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়াছে, ইহার ওজন ১২ হইতে ১৫ টন, অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৪০০ মণ। দুই বৎসর হইল, জর্ম্মণেরাও একটী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিটী বোধ হয় ভারতীয় বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি হইবে, নতুবা সেরূপ প্রাচীনকালে এরূপ বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ অন্ত জাতি পক্ষে সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

(২৬৭ সংখ্যার ৩৭১ পৃষ্ঠার পর।)

২৫—শচী।

নিম্নে যে রমণীদ্বয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে, সেই দুইটী চিত্র বৈদিককালীন নারীগণের একপ্রকার উপসংহার বলিতে হইবে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিবার মানস রহিল। আপাততঃ এই পর্য্যন্তই বৈদিক সময়ের নারীচরিত সমাপ্ত হইল।

ঋগ্বেদসংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১৫৯ একশত উনষাটী সূক্তের ৬ ছয়টী ঋকে শচীর বচন নিবদ্ধ আছে। শচীর বহু সপত্নী ছিল, উক্ত ঋক্ সমুদয় পাঠ দ্বারা প্রতীত হয়। শচীর পুত্রগণ বলশালী, তাঁহার কন্যা সুশোভনা, শচী নিজেও সর্ব্বপ্রধানা নারী এবং স্বামীর [illegible]তমা ইত্যাদি বৃত্তান্ত শচী স্বয়ং উপরি [illegible] ৬ ছয় ঋকে বর্ণনা করিয়াছেন। [illegible]দসংহিতায় স্থলান্তরে ইন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ [illegible]লোকিত হয়। সেই ইন্দ্রাণী ও এই [illegible], একই ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। [illegible] শচী, ইন্দ্রের পত্নী, ইহার আভাস বেদসংহিতা মধ্যে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পুরাণে শচী ও ইন্দ্রাণী এই দুই আখ্যা, এক জনেরই প্রতি প্রয়োজিত হইয়াছে। বেদের অন্যত্র যে এক ইন্দ্রাণীর উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি দশম মণ্ডলের ১৪৫ এক শত পঁয়তাল্লিশ সূক্ত সঙ্কলন করেন। এই সূক্তেও ৬ ছয়টী ঋক্ আছে। সপত্নী-পীড়ন উক্ত মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য। ইন্দ্রাণী, সপত্নীদিগের অত্যাচারে বিব্রত হইয়াছিলেন, মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেই, হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন ঔষধ-সংক্রান্ত কোন কোন বিবরণও উহা পাঠ করিলে, জ্ঞাত হওয়া যায়।

২৬—সরণ্যু।

সরণ্যু, ত্বষ্টার কন্যা। বিবস্বানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন। ত্বষ্টা, ইন্দ্রের বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এই ত্বষ্টাই পুরাণে বিশ্বকর্ম্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বেদব্যাখ্যাকার যাস্ক বলেন,

অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টার শিষ্য। সরণ্যু দেবী, পুত্র-প্রসবের পর অন্য এক দেবীকে নিজ স্থানীয় করিয়া, অশ্বিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। বিবস্বান্‌ও অশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হন। এই প্রকারে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়। সরণ্যু, অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই যম ও যমী। এই যমীর প্রসঙ্গ বিগত বর্ষের চৈত্র মাসে লিখিত হইয়াছে। যে দেবীকে সরণ্যু, নিজ পরিবর্ত্তে যম ও যমীর পালনার্থ রাখিয়া যান, তাঁহার নাম সবর্ণা। বিবস্বান্ সহযোগে সবর্ণার যে পুত্র জন্মে, তিনিই বৈবস্বত মনু। বৈদিক অভিধানকার যাস্কের এইরূপ মত। কাহারও কাহারও মতে সরণ্যুর অর্থ প্রাতঃকাল। যম ও যমী শব্দে দিবস ও রজনীকে বুঝায়,—এই কথাও তাঁহারা কহিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এটী একটী রূপক বর্ণনা।

মরুদ্‌গণের মাতা পৃশ্নির বিষয়ও বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

পুরাণের (মহাভারত) কাল।

২৭—সুলভা।

সুলভা ক্ষত্রিয়-কুমারী; রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ "প্রধান" নামক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। এই পরিচয় ব্যতীত তাঁহার পারিবারিক আর কোন কথাই আমরা অবগত নহি। তিনি যোগধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে সন্ন্যাসিনীর বেশে পর্য্যটন করিতেন। ভ্রমণ-সময়ে তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন সহচরী বা সহচর থাকিত না,—একাকিনী নিঃসহায় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি কোন সময়ে শুনিতে পাইলেন, বিদেহ নগরীর ধর্ম্মধ্বজ * নৃপতি অতিমাত্র পবিত্রাত্মা। রাজা প্রকৃত পক্ষে মুমুক্ষু কি না, জানিতে তাঁহার অন্তর কৌতূহলাক্রান্ত হইল এবং তদর্থে তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে মিথিলা পুরীতে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কে ইনি, কাহার নন্দিনী, এবং কোথা হইতেই বা এ স্থলে আসিলেন? সুলভার তখন আর যোগিনী বেশ ছিল না;—তিনি মিথিলায় ভিন্ন মূর্ত্তিতে গিয়াছিলেন। ভূপবর অতঃপর অভ্যাগতের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া ভক্ষ্য-পেয়াদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অনন্তর সুলভা, ক্ষিতিপতির মোক্ষধর্ম্মে কত দূর অধিকার, প্রবৃত্তি ও আসক্তি আছে, জানিবার জন্য সভামধ্যেই মহীপতির লোচন-যুগলে নিজ নয়ন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে একেবারে যোগপ্রভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। তদণ্ডেই তাঁহার বাহ্য শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। অনন্ত কৌতুকের [illegible]

* [illegible]

বিদেহরাজ স্মিত মুখে সুলভাকে প্রশ্ন করিলেন,—ভাল দেবি! আপনার বসতি কোথায়? আপনি কোন্ মহাপুরুষের সুতা? কোথা হইতে আপনি এখানে আসিলেন? কোন্ স্থানেই বা যাইবেন? আমার এইরূপ প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিনা জিজ্ঞাসায় কাহারও বয়স, জাতি বা বিদ্যা বুদ্ধি অবগত হইতে পারা যায় না। আপনার সমীপে উপরোক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই আমি আপনাকে আমার নিজের শাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিষয় সংক্ষেপে অবগত করিতেছি। পরাশর-কুলোদ্ভূত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চশিখ মুনির আমি শিষ্য। তদীয় সকাশে আমি সাংখ্য দর্শনের তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলাম। বৈরাগ্যই মুক্তি-লাভের একমাত্র সেতু,—একথা তাঁহার শিক্ষাবলেই আমার দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে। ইত্যাদি অনেক কথা কহিয়া অবশেষে পুনরায় বলিলেন, দেবি! প্রথমতঃ আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল। আপনার বয়ঃক্রম ও রূপ-লাবণ্য দর্শনে আমার পূর্ব্ব সংস্কার ভ্রান্তিসঙ্কুল বোধ হইল। আপনার যোগ-সম্বন্ধে আমার চিত্তে ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, এই সংশয় নিরসন নিমিত্ত আপনি আমার দেহ স্পর্শ করিয়া সদ্যুক্তির কার্য্য করিতে [illegible] আপনি রাজন্যজাতীয়া, আমি ক্ষত্রিয়। আমাদের উভয়ের একত্র সংযোগ কদাচ প্রার্থনীয় নয়। আর, আপনি ভিক্ষুকী, আমি গৃহী। সুতরাং আমরা পরস্পর সংমিলিত হইলে, আশ্রম সঙ্কর হইবে। আপনি আমার সমান-গোত্রা কি না, আমার জানা নাই। পক্ষান্তরে আপনার ভর্ত্তা যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আপনি অগ্রাহ্য। আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনার শাস্ত্রাধ্যয়ন মিথ্যা হইল। আপনি বিজয়-লাভার্থে আমাকে ও আমার সভাস্থ সকলকেই পরাস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যদি আপনি কোন রাজার কার্য্য-সাধনার্থে আসিয়া থাকেন, বলুন। রাজার নিকট কাপট্য নিন্দনীয়। আপনি কপটতা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিজের জাতি, বিদ্যা, মনোগত ভাব, চরিত্র ও আগমন-কারণ যথার্থ করিয়া বলুন।

মিথিলাধিপের বচনাবলী শ্রবণ করিয়া সুলভা অণুমাত্রও বিরক্ত হইলেন না। তিনি সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন।

সুলভা।—"নরনাথ! আমি কোপ, দম্ভ বা ভয়াদির বশীভূত হইয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞানে উত্তর প্রদানে অগ্রসর হইলাম। যে রাজা এই অসীমবৎ পৃথ্বী পালনে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি এতদ্রূপ এই নগরেই আবদ্ধ থাকেন [illegible]

আবার এক গৃহে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়। সেই গৃহের একাংশে যে একটী পালঙ্ক থাকে, তাহাতেই তিনি তখন বিশ্রাম সুখ ভোগ করেন। সেই খট্টার সমগ্র ভাগও তিনি অধিকার করিতে পারেন না। মহীপতিকে সতত অন্যের অধীন হইতে হয়। সন্ধি, যুদ্ধ, মন্ত্রণা, বিচার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রতিনিয়ত পরাধীন। আমি আপনার শরীর স্পর্শ করিয়াছি, অতএব উহা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে,— আপনি যে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। স্বীয় দেহেরই সহিত যখন আমার সংযোগ নাই, তখন অপরের কায়া কেমন করিয়া স্পর্শ করিব? আপনি ঋষিবর পঞ্চশিখের নিকটে মুক্তি ও অপরাপর নানা বিষয় শ্রবণ করিয়াও, আমায় বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া তিরস্কার করিলেন কিরূপে বুঝিতে পারিলাম না। আপনি যদি জিতেন্দ্রিয় হইতেন, তবে ছত্র, চামর প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরে আপনার এখনও কেন প্রবৃত্তি রহিয়াছে? আপনার শাস্ত্রাধ্যয়নে কোনই ফল ফলে নাই। আপনার মনে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয় নাই। আমি সত্ত্ব-গুণবলে ভবদীয় দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।"

"মহারাজ! আমি আপনার স্বজাতি, সুতরাং সদ্বংশেই আমার উৎপত্তি হইয়াছে,—আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে। রাজর্ষি "প্রধানের" কুলে আমার জন্ম হইয়াছে। "প্রধানের" নাম আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। আমার নাম সুলভা। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে আমার বিবাহ হয় নাই। গুরুলোকেরা আমাকে যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেন, তাহাই আমার ধর্ম্ম হইয়াছে। আমি কপটাচারিণী নহি। সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়াছি। শুনিয়াছি, আপনি না কি মোক্ষধর্ম্মে প্রধান, তাই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। দেখুন, যিনি বাদানুবাদে কালাতিপাত করেন, তিনি মুক্তিমার্গের বহু দূরে আছেন। যিনি বৃথা বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মে নিমগ্ন থাকেন। ভিক্ষুক যেমন পথে, প্রান্তরে বা শূন্য গৃহে অবস্থিতি করে, আমিও সেইরূপ আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অদ্য নিশাবসান করিয়া আগামী কল্য প্রস্থান করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন, আমি আপনার বচন-পরম্পরা শ্রবণে সুখিনী হইলাম।"

সুলভা যে সমস্ত গুরুতর দার্শনিক মতের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

রাজর্ষি জনক, সুলভার হেতুগর্ভ বাক্যে মোহিত হইয়া গেলেন এবং তদ্বিরুদ্ধে বাক্যমাত্রও প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন না। দর্শন শাস্ত্রে সুলভার কিরূপ বোধাধিকার ছিল, পাঠক পাঠিকারা এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারি

সেবী। তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানই বা কিরূপ ছিল, তাহাও সকলেই প্রণিধান করিলেন। ভারতের কথা দূরে থাক্,— সমস্ত পৃথিবী-মধ্যেও 'সুলভা' সুলভা নহে, ইহাই তাঁহার গৌরব। জনক রাজা, সুলভাকে সদ্ভাবের সহিত প্রশ্ন না করিলেও, সুলভা বিরক্ত হন নাই, এটী প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর উপযুক্ত কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। যে জনক রাজর্ষি কত শত ঋষি মুনিকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই শাস্ত্রীয় বিচারে ও তত্ত্ব কথায় একটী প্রমদার নিকট পরাজিত হইলেন, ইহা বড় সহজ কথা নয়। বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে মেস্‌মেরিজম্ বলে, সেই উপায়ে সুলভা, জনকের নেত্রদ্বয় দিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হন। এ বিষয় অবিশ্বাস করিবার কাল অতীত হইয়াছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে যোগতত্ত্বের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। মেস্‌মেরিজম্ বা তাড়িত প্রক্রিয়া ঐ যোগ বিদ্যার এক অংশ বৈ আর কিছুই নহে।

রমণীর কর্ত্তব্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আহার প্রস্তুত—মনুষ্যের স্বাস্থ্য আহারের উপর বিশেষ পরিমাণে নির্ভর করে। আবার আহারের বন্দোবস্ত মন্দ হইলে আমাদের অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল প্রায় অনেকেই আহারের বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমুদায় দোষই বেতনভুক্ পাচক অথবা পাচিকার উপর দিয়া থাকেন। অনেকানেক বাটীতে উহাদেরই দ্বারা পাক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, অনেক স্ত্রীলোক পাক কার্য্য অপরিষ্কারের কার্য্য মনে করেন এবং অত্যন্ত কষ্টকর ভাবিয়া অপরের উপর নির্ভর করিয়া সাংসারিক সুখের একটী সুন্দর ও প্রধান উপায়কে যন্ত্রণা ও কষ্টের কারণ করিয়া ফেলেন। বেতনভুক্ ব্যক্তি দ্বারা পাক কার্য্য সুন্দর না হইবার কারণ এই যে, একটী দ্রব্য আমি আহারের জন্ত ক্রয় করিয়া আনিলাম, তাহার উপর আমার যত অনুরাগ হইবে, আর একজন অশিক্ষিত স্বার্থপরায়ণ লোকের তত অনুরাগ হওয়া সম্ভব নহে। যে দ্রব্য আমি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, তাহা সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া পরিবারবর্গকে আহার করাইলে আমার যত তৃপ্তি হয়, অপর একজন অশিক্ষিত কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন, বেতনভুক্ ব্যক্তির

সে আনন্দ হয় না। সে বেতনের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে ; তাহা ব্যতীত রন্ধন কার্য্যে তত সুদক্ষ নহে। অনেক রমণী রন্ধন কার্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও সাংসারিক ব্যস্ততা ও নানা কার্য্যের বাহুল্য জন্য পাচিকা রাখিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের এটী জানা কর্ত্তব্য যে, অন্যান্য সাংসারিক কর্ত্তব্যের মধ্যে রন্ধন একটী বিশেষ কর্ত্তব্য—নিজের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের পাক করা সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তি হয়, উক্তরূপ পাচিকার পাক করা দ্রব্য আহারে তত তৃপ্ত হয় না, আবার এক একটী পাচিকা এত অপরিষ্কার যে তাহাদের ব্যবহার দেখিলে ও রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিলে মনে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। আর একটী কথা—আজ কাল কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাচক পাচিকা সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশের চরিত্র অতি জঘন্য,তাহাদিগকে নিজ পরিবারের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়াই উচিত নহে। ঐ সকল জঘন্য চরিত্রের অনেক স্ত্রীলোক মকঃস্বলে গিয়াও পাক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই সকল কারণে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পাক কার্য্য ভুলিয়া যাইতেছেন। তাহা ব্যতীত যে সকল বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তাহাদিগকে পাক কার্য্য বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা [illegible] হয় না। বালিকা-[illegible] দৃষ্টি করিতে হইবে। এক এক দিন (বিদ্যালয়ের ছুটীর দিন) জননী কন্যাগণের হাতে রন্ধন কার্য্যের ভার দিবেন, আহার করিয়া পাকের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করিবেন এবং ত্রুটির কারণ ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় বলিয়া দিবেন।

যে গৃহিণী সামান্য দ্রব্যে সুন্দর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পরিবারবর্গের তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন, তিনিই পাকা রাঁধুনী—কারণ ভাল দ্রব্যে ভাল পাক করা তত কঠিন নহে, সামান্য দ্রব্যে ভাল পাক করাই কঠিন। আমরা এই প্রস্তাবে ঐ প্রকার পাকের উল্লেখ করিব। নানা প্রকারের ব্যঞ্জন প্রস্তুত, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত,আচার প্রস্তুত প্রভৃতি অনেক কার্য্য আমাদের গৃহে সম্পন্ন হইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে নানা প্রকার আচার প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইতেছে। এই প্রকার আচার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যে মূল্যে ক্রয় করিতে হয়, গৃহে প্রস্তুত করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে। আচার অতি মুখ-রোচক, আহারে ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার কারণে তৃপ্তি হয় ও অরুচি রোগের উপশম হয়।

আচার।

১ম প্রকার—কাঁচা আমগুলিকে সর্ব্ব প্রথমে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহাকে

বোঁটাগুলি কাটিবে, তাহার পর সেই আম্রগুলিকে চারি চিরে করিবে, অথচ আম্রগুলি আস্ত থাকিবে। কাঠী অথবা অঙ্গুলিদ্বারা তাহার আঁটি বাহির করিয়া আম্রগুলি ভিন্ন পাত্রে রাখিবে।

আর একটী পাত্রে কাল জিরা, যৌয়ী, হলুদগুঁড়া, লঙ্কাগুঁড়া, মেতী (একটু ভাজা হইবে) এই সকল মসলা (লঙ্কা ও হলুদ ভিন্ন) সমান অংশে লইবে, হলুদ কিছু কম পরিমাণ আর লঙ্কা ইচ্ছামত, অর্থাৎ যাঁহারা বেশী ঝাল ভাল বাসেন, তাঁহারা বেশী লঙ্কা দিবেন। ইহার সহিত কিছু ছোলা মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহাতে লবণ মিশাইয়া দিতে হইবে। যদি আম্রের ওজন এক সের হয়, তবে অর্দ্ধ-পুয়া লবণ দিতে হইবে। এই সকল দ্রব্য আম্রের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। পরে ঐ আম্রগুলিকে একটী পরিষ্কৃত হাঁড়ীতে সাজাইতে হইবে সাজাইবার সময়ে আম্রের বোঁটার দিক্ উপরে থাকিবে নতুবা সব মসলা পড়িয়া যাইতে পারে। এই ভাবে হাঁড়ী শুদ্ধ ৩৪ দিন রৌদ্রে দিবে, রৌদ্রের তাপে রস বাহির হইয়া ইহারই গাত্রে শুকাইয়া যাইবে। পরে ঐ হাঁড়ীতে খাঁটি সরিষার তৈল ঢালিবে। তৈল এত পরিমাণ ঢালিবে যে, যেন সব আম্র তৈলে ডুবিয়া থাকে। এই ভাবে আবার ৮।৯ দিবস রৌদ্রে দিবে, পরে তুলিয়া রাখিবে। এক মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। ঐ হাঁড়ী মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে, তাহা না হইলে আম্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

২য় প্রকার—আম্র ফালি করিয়া চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। উহার গাত্র হইতে রস বাহির হইবে, দুই তিন দিন উপর্য্যুপরি রৌদ্র লাগাইলে ঐ রস গায়ে শুকাইবে। প্রথম প্রকারের আচারে যে যে মসলার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ছোলা বাদে সেই সমস্ত মসলা উহার সহিত মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। উত্তমরূপ শুকাইলে উহাতে তেল দিবে। তেল অধিক দিবে না, কেবল গায়ে লাগে এইরূপ পরিমাণে দিবে। তার পর ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিবে, রৌদ্রে দিবার সময় মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিবে, যেন সকল আমে রৌদ্র লাগে।

আম্রের মিষ্ট আচার—আম্রের খোসা ছাড়াইয়া ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। লঙ্কা ও মেতি ভাজিয়া গুঁড়া করিবে, হলুদ গুঁড়া করিবে। এই তিন প্রকার মসলা ও ইহার সহিত কিঞ্চিৎ কাল জিরা মিশাইয়া আম্রের সহিত মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। আম্র শুকাইলে গুড় অথবা চিনি মিশাইয়া পুনরায় রৌদ্রে দিবে। ৮।১০ দিবস পরে উত্তমরূপ শুকাইলেই আচার প্রস্তুত হইল। যেরূপ মিষ্ট করিবার ইচ্ছা, সেই

সেই পরিমাণে চিনি অথবা গুড় মিশা-ইব। সচরাচর এক সের আম্রে সের চিনি দিয়া থাকে।

লেবুর আচার—পাতি লেবুই আচারের পক্ষে উত্তম, পাতি লেবুকে কোন কোন স্থানের লোকেরা কাগজী বলিয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতায় কাগজী লেবু স্বতন্ত্র। যে লেবু গোল এবং যাহার দুই দিক কিছু চাপা, সেই লেবুই পাতি লেবু। পাতি লেবুই লেবুর মধ্যে উৎকৃষ্ট। লেবুগুলি প্রথমে জলে ধৌত করিয়া তাহাতে অল্প লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। লবণ সংযোগে যে রস বাহির হইবে, তাহা ঐ লেবুতেই শুকাইয়া যাইবে। পরে স্বতন্ত্র পাত্রে কতকগুলি লেবুর রস বাহির করিয়া ঐ শুষ্ক করা লেবুতে ঢালিয়া দিবে। এত রস আবশ্যক যে ঐ সমস্ত লেবু রসে ডুবিয়া থাকিবে। এই ভাবে ১০।১২ দিবস রৌদ্র পাইলেই লেবুর আচার প্রস্তুত হইল।

সিম, গোলআলু, বেগুন প্রভৃতির আচার—এই সকল প্রকারের আচার করিবার সময় একত্র মিশাইয়া আচার করিবে না। সিমের আচার যখন করিবে, তাহা কেবল সিম দিয়াই করিবে, তাহার সহিত আলু অথবা বেগুন মিশাইবে না। সিমের আচার করিবার সময় বোঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিবে, বেগুনের বোঁটা ফেলিবে না। প্রথমে সিম অথবা বেগুন প্রভৃতিকে জলে অল্প সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ সিদ্ধ করা দ্রব্যে, লবণ, হলুদের গুঁড়া, ও অধিক পরিমাণে রাই সরিষার গুঁড়া জলে গুলিয়া মিশাইয়া দিবে। এই সকল মসলার পরিমাণ-বিষয়ে আন্দাজ করিয়া লইলেই হইবে। এই অবস্থায় ৫।৭ দিবস রৌদ্রে দিবে। যত দিবস পর্য্যন্ত টক্ না হয়, তত দিবস পর্য্যন্ত আহার করিবে না এবং রৌদ্র ছাড়া করিবে না। এই আচার এক মাস অথবা দেড় মাসের অধিক থাকে না। রাখিলে খারাপ হইয়া যায়। বেগুনগুলিকে আস্ত রাখিবে, কিন্তু মাঝামাঝি চিরিয়া দিতে হইবে, যেন দুই খানা হইয়া না যায়। গোলআলু বড় হইলে চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া দিতে হইবে।

ওল—চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিবে, এত সিদ্ধ করিবে না, যে বেশী গলিয়া যায়। পরে ঐ সিদ্ধ করা ওলে লবণ, হলুদগুঁড়া, লঙ্কাগুঁড়া ও লেবুর (পাতি লেবু হইলে ভাল হয়) রস মিশাইয়া দিবে। ✓১ সের ওলে দেড় ছটাক করিয়া মসলা দিবে। লেবুর রস এরূপ দিবে, যেন গায়ে মাখা মাখা হয়। ৮।১০ দিন রৌদ্রে দিলেই হইবে। এ আচারও এক মাস দেড় মাসের অধিক রাখিবে না। রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে।

আমলকী—প্রথমে আমলকীগুলিকে জলে ভাল করিয়া ধৌত করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে। তার পর ঐ সিদ্ধ করা আমলকীগুলিতে লবণ, লঙ্কাগুঁড়া, হলুদ-

গুঁড়া মিশাইয়া রৌদ্রে দিবে। ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দেওয়া হইলে উহাতে সরিষার তৈল মিশাইয়া দিবে। এরূপ তৈল দিবে, যেন গায়ে মাথা মাখা হয়। তার পর আরও ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিলেই আচার প্রস্তুত হইল। এ আচার ৩।৪ মাস থাকিবে। আর অধিক দিন রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে।

শিরকার আচার—আস্ত সিম, লঙ্কা, কচি শশা, ফুলকপি, কচি কাঁকুড়, কচি আম্র (২খানি করিয়া আঁটি বাহির করিয়া) এই সকল দ্রব্য মাটীর পাত্রে অথবা কলাইকরা হাঁড়ী করিয়া সিরকায় (Vinegar) অল্প সিদ্ধ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য একটী বোতলে পুরিবে, তাহাতে নূতন সিরকা ঢালিয়া দিবে। উহার সহিত ইচ্ছা হইলে কাঁচা পিয়াজও দেওয়া যায়। পরে বোতল সহ ঐ দ্রব্য ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিবে। তাহার পর খাইবার উপযুক্ত হইবে।

গৃহিণী।

রাঁধন বাড়ন, ঝাড়ন পাড়ন,
লেপা, মুছা, ঝাঁট্‌, পাটি,
নাটাএর মত, ঘুরিছে নিয়ত,
সকল কর্ম্মেতে আঁটি।
আত্মগণ রতন, সকলে যতন,
সব দিকে আঁখি রয়,
সদা তৎপর, দুই খানি কর,
ক্লান্ত কভু নাহি হয়।
শ্রবণ যুগল শুনয়ে কেবল,
না শুনিলে যাহা নয়,
প্রসন্ন বদন, অনর্থ বচন,
কখনো নাহিক কয়।
ধর্ম্মে ভয় রাখে, প্রিয় ভাবে ডাকে,
দাস, দাসী, পরিজনে,
শুদ্ধ পূতাচার, সরল ব্যাভার,
দ্বন্দ্ব নাহি কারো সনে।

স্নেহ, হিত, জ্ঞানে, পালেন সন্তানে,
নাহি অযথা আদর,
সতী সাধ্বী মত স্বামি হিত-ব্রত—
অনুরত নিরন্তর।
শাশুড়ী শ্বশুর, ননন্দা ভাসুর,
পিতা, মাতা, গুরুজন,
শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে, সবে সেবা করে,
সদা আনন্দিত মন!
সমানে সম্মান, কনিষ্ঠে সম্মান
সমান সতত স্নেহ,
জানাইতে প্রীতি, অনাথা, অতিথি,
বঞ্চিত না হয় কেহ।
পুণ্যের সংসার, শীলতায় তাঁর,
বশী জগতের জন,
নিত্য পতি সনে, বিভুর চরণে
সমাধেন প্রাণ মন।

কর্ম্মদেবীর পরাক্রম।

হিন্দুদের রাজত্বকালে যে সকল মুসলমান ভূপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সুলতান মহম্মদ সর্ব্বপ্রধান। তিনি দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন। ভারতের অতুল ধন সম্পত্তি তাঁহার রাজধানী গজনীতে নীত হইতে থাকে। কিন্তু সুলতান মহম্মদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও ভারতে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন নাই। সে সময়েও অনেক স্থানে স্বাধীন হিন্দু রাজা আপনাদের স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান নগরে সে সময়েও আর্য্য ভূপতিগণের শাসনদণ্ড অপ্রতিহত ছিল। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্য কোতবদ্দীন্ ইবক্ হইতে আরম্ভ হয়। কোতবদ্দীন ইবক্ সাহাবদ্দীন গোরীর, ক্রীত দাস। সাহাবদ্দীন চতুরতা পূর্ব্বক হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া কোতবদ্দীনকে দিল্লীর অধিপতি করেন। এই অবধি দিল্লীতে মুসলমানদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে অন্যান্য ভূখণ্ড মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে। দিল্লীর মুসলমান ভূপতিগণ ক্রমে সমগ্র ভারতের সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন।

সাহাবদ্দীন গোরী যখন ভারতে উপস্থিত হন, তখন বীর্য্যবন্ত আর্য্য পুরুষেরা জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ আফগান শত্রুকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য সমর সজ্জার আয়োজন করেন। মিবাররাজ পরাক্রান্ত সমর সিংহ, প্রিয়তম পুত্র ও বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত তাঁহার সহযোগী হন। দিল্লী ও মিবারের যোদ্ধারা একত্র হইয়া, এক পবিত্র উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য দৃশদ্বতী নদীর তটে উপস্থিত হয়। কিন্তু হিন্দুরা এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিল না। আফগানদিগের চাতুরীতে তাঁহাদের পরাজয় হইল। দৃশদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত সাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিল। পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর পবিত্র সমর ক্ষেত্রে পরাক্রান্ত সমরসিংহের পতন হইল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের, তাঁহার সাহসী সৈন্যের গতাসু দেহ নদীতটে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আফগানেরা দিল্লী অধিকার করিল, কান্যকুব্জে জয়পতাকা উড়াইয়া দিল। অবশেষে পুণ্যভূমি রাজপুতনায় উপস্থিত হইল।

পবিত্র সমরে সমরসিংহ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। মিবারের গৌরব-সূর্য্য

চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। বীরভূমি শোক-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। এদিকে রাজপুতনার প্রত্যেক স্থানে নর-শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক স্থান আফগানের আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। এই বিপত্তি-পূর্ণ সময়ে সহসা কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তির মহিমায় ঘটনা স্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল। সহসা বীরভূমি বীর্য্য-মদে মাতিয়া উঠিল। মিবার আপনার গৌরব রক্ষার জন্য নবীন উৎসাহের সহিত সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। মিবারের মহাশক্তিরূপিণী যুবতী বীরাঙ্গণা বীরসাজে সাজিয়া যবনের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। এই বীর রমণী মহারাজ সমরসিংহের বনিতা কর্ম্মদেবী।

সমরসিংহের অন্যতম পুত্র কর্ণ মিবার রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। এই সময়ে কর্ণ অপ্রাপ্তবয়স্ক। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আফগানের পদদলিত হইবে, সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ নিরীহ জীব শক্রর হস্তে লাঞ্ছনা পাইবে, ইহা কর্ম্মদেবী জীবন থাকিতে সহিতে পারেন না। সমরসিংহের বিধবা পত্নী আজ স্বামীর পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কর্ম্মদেবী বীরবেশ পরিগ্রহ করিলেন। বহুসংখ্য রাজপুত এই বীরাঙ্গনার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। কোতবদ্দীন ইবক রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কর্ম্মদেবী আম্বেরের নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে বীরাঙ্গনা বীরত্বের একশেষ দেখাইলেন। তাঁহার আক্রমণে যবন নষ্ট হইতে লাগিল। যবনের পরাক্রম ক্ষীণতর হইয়া আসিল। কোতবদ্দীনের আর জয়ের আশা রহিল না। কর্ম্মদেবী মিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌কে বীরাঙ্গনার পরাক্রমে পরাজিত ও আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিতে হইল। এক সময়ে ভারতের বীররমণী এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া ছিলেন। এখন সে দিন অতীতের অনন্ত স্রোতে অনন্ত কালের জন্য ভাসিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না !!

বামনজাতি।

কিছুকাল পূর্ব্বে বিখ্যাত ইতিবৃত্ত-লেখক হিরোডোটসকে অত্যুক্তি দোষে দূষিত বলিয়া অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু সম্প্রতি যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইতেছে, তাহাতে, অনেকে তাঁহার বর্ণনার যাথার্থ্য স্বীকার করিতেছেন। তিনি মধ্য আফ্রিকার বামনজাতির সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন, সমস্তই সত্য। বিষুব-রেখার সমান্তরালে এই জাতির বাস। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক গ্রেণফেল কঙ্গ প্রদেশের দক্ষিণে রোক্তেয়ার নদীর উপকূলে ইহাদিগকে দর্শন করিয়াছেন। নাম্বা-ষ্টকী আলবার্ট নায়াসা ও অনেক ভ্রমণ-কারী তাহাদিগকে দেখিয়াছেন। ইহাদিগের শরীরের উচ্চতা চারিপাদ দুই বুরুল হইতে চারিপাদ আট বুরুল – শরীর ও মন উভয় বিষয়ে তাহারা আফ্রিকাস্থ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা অনেকটা পশুজাতির নিকটস্থ। ইহা-দিগের মধ্যে অবঙ্গ (Obongo) জাতি দিগের কোন প্রকার দেহাবরণ পরি ছদ নাই। বাসস্থলী গৃহ বা কুটীরও নাই। তিন চারিটা চারাগাছের ডাল নোয়াইয়া মৃত্তিকায় আবদ্ধ করে এবং বড় বড় বনপত্রে আবৃত করিয়া যে ছায়াময় কুঞ্জ নির্ম্মিত হয়, তাহা তেই তাহারা বাস করে। ধনুক এবং তীর প্রস্তুত ব্যতীত তাহারা অন্য কোন শিল্পকার্য্য জানে না। কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্যোৎপাদন করি-তেও পারে না। বন্য জাম বাদাম প্রভৃতি বনফল ও মৃগয়ালব্ধ ক্ষুদ্র জন্তুই তাহাদিগের উপজীব্য। চিত্রকের সহিত তাহাদিগের জাতবৈরিতা, কারণ ইহারা কখন কখন তাহাদিগকে আক্র-মণ করিয়া দু একটীকে কবলসাৎ করিয়া থাকে। ইহারা একস্থানে অল্প দিনই বাস করে, বাসস্থলীর নিকটস্থ ফলমূল নিঃশেষ হইলেই স্থানান্তরে গমন করে। ইহারা নিবিড় গহন কাননে মনুষ্য বিবর্জ্জিত নিভৃত স্থানে বসবাস করিয়া থাকে। ভ্রমণকারী স্বীনফর্ত্ত আক্কা জাতীয় বামনদিগকে দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে অনেকগুলি অসভ্য বালক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে বামনজাতি বলিয়া জানিতে পারি-লেন। ইহারা সংখ্যায় অনেক সহস্র হইবে। আবিসিনিয়া ও সোমালি-লাণ্ডেও অন্য জাতীয় বামন দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ব্বর জাতিও ইহার অন্তর্গত। অনেকে অনুমান করেন ইহা-রাই আফ্রিকার আদিমবাসী। উপ-নিবেশ স্থাপনে ও বিজাতীয় সভ্যতা সংঘর্ষণে ইহাদিগের বংশ ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

বিদুষী আরমিণী।

বিবি আরমিণী এ স্মিথ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত মাসেলসে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমাবস্থা হইতেই বিদ্যার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। বিদ্যানুশীলনে জীবন সমর্পণ করিয়া তিনি যে দেশে গমন করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের উপাদান সকল গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১০ বৎসরকাল তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত সাহিত্য সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হন। ইওথেওটিক্ (Eothitic) সাহিত্য সভাব তিনি প্রসূতি, তাঁহার নিকট জাসি নগরী অনেক বিষয়ে ঋণী আছে। তিনি নিউ ইয়র্ক বিজ্ঞান সমাজের প্রথম স্ত্রী সভ্য, জাতীয় বিজ্ঞান সভার ফেলো বা গণনীয় সভ্য। তাঁহার প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য অনেক বিজ্ঞান সভা হইতে তিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আইরোকুইস নামক ভাষায় এক খানি অভিধান সংগ্রহ করেন, ইহাতে শব্দ শাস্ত্রের মূল ও ব্যবহার বিষয়ের অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। আইরোকুইসের (flora) পুষ্প বিষয়ে নিউইয়র্ক বিজ্ঞান সমাজে যে বক্তৃতা করেন, তাহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। তাঁহার বক্তৃতাও প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী, শ্রোতারা মোহিত হইয়া শ্রবণ করিতেন। তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী না হইলেও তিনি একজন অসামান্য বক্তা ছিলেন। তিনি আইরোকুইস নারীসমাজের বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং এই সভার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সরল ও সদয় ব্যবহার, উদার ভাব, কোমল প্রকৃতি ও অমায়িকগুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইত। তিনি কেবল নারীগণের মধ্যে নহেন, পুরুষদিগের মধ্যেও একটী অসামান্য রত্ন বলিয়া গণনীয় ছিলেন।

রাজা প্রজা, ধনী দীন, বিদ্বান মূর্খ, প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সকলের সহিত সমভাবে মিলিত হইতেন এবং যাহার যে গুণ দেখিতেন, তাহার সমুচিত আদর করিতেন। তিনি প্রত্যুপকারের আশায় কাহার উপকার করিতেন না। যাহাকে যাহা দিতেন, আর যে ফিরিয়া লইতে হইবে এরূপ ভাব তাঁহার অন্তরে স্থান পাইত না—এই জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে কষ্টে পতিত হইতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক গুণে আকৃষ্ট হইয়া নরনারী স্বদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহার সম্মান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিত। তাঁহার প্রকাশ্য জীবন যেরূপ লোকরঞ্জন, তাঁহার গৃহিণীপণাও সেইরূপ প্রশংসার্হ। তিনি একদিকে যেমন প্রিয়তমা স্ত্রী,

অপরদিকে সেইরূপ স্নেহময়ী মাতা। তাঁহার ন্যায় মিত্র অতি দুর্লভ, যাহারা একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। এই দুর্ল্লভ রমণীরত্ন সম্প্রতি অকালে ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তিনি জীবনের কার্য্য সকল আরম্ভ করিয়াছিলেন, এতদিন কেবল উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন মাত্র। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাহাকে কার্য্য সমাধা করিতে দিল না। যাহা হউক আইরোকুইস ভাষায় যে অভিধান করিতেছিলেন, তাহা এক প্রকার সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই রমণীর বিয়োগে কেবল আমেরিকা নয়, সমস্ত সভ্য জগৎ শোকাকুল হইয়াছেন।

বিদ্যুতের ব্যবহার।

বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার অবধি ইহার দ্বারা জনসমাজের যে কতপ্রকার মহদুপকার হইতেছে, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। তাড়িত বার্ত্তা, টেলিফোঁ, বৈদ্যুতিক আলোক সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাড়িতযন্ত্র-সম্ভব শক্তিযোগে বাতাদি পীড়া সকল উপশম হইতেও অনেকে দেখিয়াছেন, তাড়িতশক্তি প্রভাবে মূর্ত্তি সকল দূর দূরান্তরে পরিচালিত হইয়া দর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবার বিবরণও অনেক শুনিয়াছেন। এ গুলি এক একটী অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড হইলেও অভ্যাস বশতঃ এক্ষণে আর অধিক কৌতুকাবহ বলিয়া অনুমিত হয় না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক সাইমেন (Siemen) বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া তরল পদার্থের ন্যায় আধারজাত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা জলের ন্যায় নলের দ্বারা একটী বৃহৎ পাত্রে সংগৃহীত হইতে থাকে। এইরূপ বিদ্যুৎপূর্ণ পাত্র. আলোক, উত্তাপ ও গতিবিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রুসেল, হামবর্গ, পারিস, নিউইয়র্ক প্রভৃতি অনেকগুলি নগরে সংগৃহীত বিদ্যুৎশক্তি প্রভাবে শকট সকল পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতা নগরের মধ্যে ট্রাম শকট যেমন ঘোটক দ্বারা এবং গড়ের মাঠে বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, উপরিউক্ত নগর সকলের রাজপথে শকট সকল কোনরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে চালিত হইয়া থাকে। ঘোটক কিম্বা বাষ্পীয় কলের অপেক্ষা ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণও অনেক অল্প। আবিষ্কর্ত্তা অনুমান করেন যে ঘোটক ও বাষ্পের অর্দ্ধেক ব্যয়ে ইহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। ঘোটকের পরিবর্ত্তে সাধারণে যাহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা আপনাপন গাড়ী সকল চালাইতে

সমর্থ হন, এরূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। ঘোটক, অশ্বপাল ও শকট চালকের ব্যয়ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সামান্য অবস্থাপন্ন লোকেও শকট রাখিতে সমর্থ হইবে। বাইসিকেল, ট্রাইসিকেল প্রভৃতি ক্রীড়াযানেও বৈদ্যুত শক্তি আরোপিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা দ্বারা ব্যোমযানেরও উন্নতি কল্পনা করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে কেবল বৈদ্যুত শক্তি প্রভাবেই ভ্রমণ করা সম্ভব।

নানা কথা।

জাপানে বিবাহ সম্বন্ধীয় কুপ্রথা।

জাপানে কতকগুলি বড় কুনিয়ম প্রচলিত আছে। একটী কুনিয়ম এই যে জাপানদেশীয় পুরুষ অতি সামান্য কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত জাপানে স্বামিপরিত্যক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দুঃখের বিষয় এই যে এই প্রথা দিন দিন হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৮৩ সালে জাপানে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৫৬টী বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১ শত ৬২ জন ব্যক্তি বৎসর শেষ না হইতেই স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। তৎপর বৎসরে ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। জাপানীরা আজ কাল অনেকে ইউরোপীয় সুসভ্য প্রথার অনুকরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু বিবাহ প্রথার কুরীতি সকল পরিত্যাগ করিতেছেন না। তাঁহারা ভাবেন যে শারীরিক সৌন্দর্য্যই স্ত্রীলোকের একমাত্র গুণ। জাপানে যে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য নাই, তাহার বিবাহ হওয়া দুষ্কর—হইলেও সে স্বামী কর্তৃক শীঘ্র পরিত্যক্তা হয়। বস্তুতঃ রোগ বা বয়োধিক্য প্রযুক্ত স্ত্রী সৌন্দর্য্যবিহীনা হইলেই জাপানীয় পুরুষ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। জাপানে এরূপ অনেক ভোগবিলাস-পরায়ণ লোক আছে, যাহারা ক্রমাগতই স্ত্রী পরিত্যাগ করিতেছে, এবং সৌন্দর্য্য পিপাসু হইয়া নূতন নূতন বিবাহ করিতেছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে জাপান হইতে এই কুপ্রথা যে শীঘ্র দূরীভূত হইবে, তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে মানুষ বলি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে বুস্তার নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। ইহা একটী দেশীয় রাজার অধীন। বুস্তারের রাজধানীতে একটী প্রাচীন দেবমন্দির আছে। গত বৎসরের জানুয়ারী

মাসে প্রচারিত হয়, যে ঐ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত উপাস্য দেবতার নিকট মানুষ বলি দিয়া থাকেন। এই জনরব ক্রমে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হয়। কালবিলম্ব না করিয়া গবর্ণমেণ্ট পুলিষকে অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। পুলিষ অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত প্রমাণ পান যে, ঐ মন্দিরের পুরোহিত দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুই তিনটী নরবলি দিয়া পূজা করিয়াছেন। বুস্তারের রাজাও এই নর বলি কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদ পাইয়া বুস্তারের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং উক্ত মন্দিরের পুরোহিতকে শাস্তি দেন। এই ঘটনাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ভারত হইতে আজও নরবলি প্রথা অন্তর্হিত হয় নাই।

বিশ্বজনীন ভাষা।

জার্ম্মেনির লোকদিগের ভাষা শিক্ষার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। সংস্কৃত ভাষায় অনেক জর্ম্মণ যেরূপ ব্যুৎপন্ন, অনেক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতও সেরূপ নহেন। সম্প্রতি একজন জর্ম্মণ একটী নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীর লোক যাহাতে এই ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য ইহার নিয়ম সকল অতি সহজ। বিশ্বজনীন ভাষা থাকিলে সমস্ত জাতির লোক ঐ ভাষা শিক্ষা করিয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিবে, সেই উদ্দেশে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়োরোপ খণ্ডের নানা জাতির অনেক লোক এই ভাষা ইতিমধ্যে শিক্ষা করিয়াছেন এবং দেখা যাইতেছে যে এই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য অনেক লোক আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। এই ভাষা এত সহজ যে অনেকে এক মাসের মধ্যে ইহা সক্ষম হইয়াছেন। যদি সমস্ত পৃথিবীতে এই ভাষা প্রচলিত হয়, তাহাহইলে এক জাতির সহিত অপর জাতির সৈহার্দ্দভাব যে সহজেই সংস্থাপিত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণ ভাষায় এই বিশ্বজনীন ভাষার নাম "বোলাপক্" (Volapuk)।

বড় লোক।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত বড়লোক হইয়াছেন, দেখা যায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সামান্য এমন কি নীচ ব্যবসায়ীর লোকের সন্তান। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। গ্রীক অসাধারণ বাগ্মী ডিমস্থিনিসের পিতা এক জন সামান্য কামার ছিলেন। গ্রীক কবি ইউরিপাইডিসের পিতা মুদির দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অসামান্য জ্ঞানী সক্রেটিস্ সামান্য একজন ভাস্করের সন্তান ছিলেন। দার্শনিক এপিকিউরসের পিতা কৃষক

ছিলেন। কবি বৰ্জ্জিলের পিতা পান্থ-নিবাস রক্ষকের ব্যবসায় করিতেন। কলম্বসের পিতা বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়েব পিতা মাংস ব্যবসায়ী ছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারক লুথারের পিতা খনি খনন কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতা সাবান প্রস্তুত করিয়া আহারের সংস্থান করিতেন। বিখ্যাত ফরাসীস গ্রন্থকার রুসোর পিতা ঘড়ি প্রস্তুত করিয়া অন্নসংস্থান করিতেন।

দীর্ঘজীবী পুরুষ।

অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এক এক ব্যক্তির কিরূপ সুন্দর স্বাস্থ্য ও তেজস্বী মানসিক বৃত্তি থাকে, তাহা দেখিলে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। জার্ম্মণি রাজ্যে আজকাল একটী বৃদ্ধ আছেন, তাঁহার বয়ক্রম এক্ষণে ১০৭ বৎসর। তিনি এই বয়সে চসমা গ্রহণ না করিয়া পুস্তক পড়িতে পারেন, বেস শুনিতে পান, সচ্ছন্দে নিদ্রা যান, কোন প্রকার কষ্টঅনুভব না করিয়া আহার বিহারাদি করেন। যে দিন ঝড় বৃষ্টি না থাকে, সে দিন তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। অনেকে তাঁহার সুস্থ শরীর ও তেজস্বী বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার জন্মস্থানের উপাসনালয় গৃহে রক্ষিত জন্ম মৃত্যুর তালিকা পুস্তকে দেখা যায় যে বাস্তবিকই তিনি ১০৭ বৎসর পূর্ব্বেজন্ম গ্রহণ করেন।

মদ্যপান কি কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে?

ডাক্তার রিচার্ডসন আজ কালকার একজন প্রধান ইংরাজ শরীরতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক। মদ্যপানের দোষ গুণ সম্বন্ধে তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। সম্প্রতি কোন এক বিদ্বান্ ব্যক্তি ডাক্তার রিচার্ডসনের নিকট এই বলিয়া মদ্য পানের প্রশংসা করিতে ছিলেন যে পৃথিবীতে মদই মানুষের প্রাণ, আর মদ বিনা কাজ কর্ম্ম করা একেবারেই অসম্ভব। ডাক্তার রিচার্ডসন এই কথা শুনিয়া বলিলেন;— "দেখুন, আমি এইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, আপনি আমার নাড়ী দেখুন দেখি। তিনি তাহাই করিলেন। ডাক্তার রিচার্ডসন বলিলেন "ঠিক্ করিয়া গুণুন কয়বার আমার নাড়ী স্পন্দিত হচ্ছে।" ডাক্তার রিচার্ডসন জিজ্ঞাসা করিলেন— "এক মিনিটে কয়বার গুণিলেন।" উত্তর—চুয়াত্তর বার। ডাক্তার রিচার্ডসন তাহার পর একখানা চৌকির উপর বসিলেন এবং বলিলেন "এখন আবার আমার নাড়ী দেখুন দেখি।" মদ্যপ্রিয় ব্যক্তি গণনা করিয়া বলিল, "এখন দেখিতেছি, প্রতি মিনিটে আপনার নাড়ী সত্তর বার অর্থাৎ চারিবার কম চলিতেছে।" ডাক্তার রিচার্ডসন এইবার একটী খট্টের উপর শয়ন করিয়া বলিলেন,—"এখন আবার

আমার নাড়ী দেখুন দেখি।” উক্ত ব্যক্তি এইবার ডাক্তারের নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, “একি আশ্চর্য্য! এবার দেখিতেছি আপনার নাড়ী প্রতি মিনিটে চৌষট্টি বার চলিতেছে।” ডাক্তার রিচার্ডসন বলিলেন;—“আপনি অবশ্যই জানেন যে নাড়ীর চলাচল হৃৎপিণ্ডের চলাচলের অভিব্যক্তি মাত্র। দাঁড়ান অপেক্ষা বসায়, বসা অপেক্ষা শোয়ায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়। যখন আমরা রাত্রে নিদ্রিত থাকি, তখন হৃৎপিণ্ড অনেকটা বিশ্রাম লাভ করে। আপনি কিছুই জানিতে পারেন না, কিন্তু এখন যে পরীক্ষা কর্‌লেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে শয়ন বা নিদ্রিত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম করে। শয়নাবস্থায় হৃৎপিণ্ড দশবার কম চলিয়া থাকে। তাহাকে ৬০ দিয়া গুণ করুন, তাহা-হইলে ঘণ্টায় ছয়শত বার হইল। আমরা প্রায় আট ঘণ্টা ঘুমাই, অতএব ছয় শতকে পুনরায় আট দিয়া গুণ করুন, তাহা হইলে প্রায় পাঁচ হাজার হয়। হৃৎপিণ্ড প্রতি বারের স্পন্দনে তিন ছটাক রক্ত নিক্ষেপ করে, অতএব আমাদিগের হৃৎপিণ্ডকে প্রতি দিন রাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ পনের হাজার ছটাক রক্ত কম উঠাইয়া ফেলিতে হয়। যে মদ না খায়, তাহার হৃৎপিণ্ডকে রাত্রে এতটা কম কাজ করিতে হয়। কিন্তু মদ খাইলে হৃৎপিণ্ড এরূপ বিশ্রাম করিতে পারে না, কেন না মদের দোষ এই যে উহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। মদ না খাইলে হৃৎপিণ্ড অন্য সময় অপেক্ষা পাঁচ হাজার বার কম স্পন্দিত হয়, কিন্তু মদ্য পান করিলে তদপেক্ষা পনর হাজার বার অধিক স্পন্দিত হয়। ইহার ফল এই হয় যে শয়ন বা নিদ্রা হইতে আমাদিগের যেরূপ শ্রান্তি দূর হয় এবং আরাম বোধ করি, মদ খাইলে আমরা তাহা হইতে তাহা কিছুই পাই না। এই নিমিত্ত আবার মদ খাইতে ইচ্ছা করে, ক্রমে একেবারে বেহোঁস না হইলে আর বিশ্রাম সুখ লাভ করা যায় না। এই রূপ জিনিষকে যদি আপনি “মানুষের প্রাণ” ও কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় বলিতে চান ত বলুন, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা কখনই বলিবেন না।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে উচ্চশিক্ষা স্ত্রী-লোকদিগের অনুপোযোগী, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অনুচিত। ইহাতে

সমাজের ও তাহাদিগের সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষার কঠোর পরিশ্রম কোমল অবলার সৌখীন স্বাস্থ্য একবারে ভগ্ন করে, সুতরাং সংসারের সকল কার্য্যে সে পরাঙ্মুখ হয়। অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রায়ই বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা হয়, বা দুর্ব্বল সন্তান প্রসব করিয়া অচিরে অপত্যশোকে অবসন্ন হইয়া পড়ে। পঞ্চাশৎ বা শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন বিদ্যালোক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তখন সচরাচর গৃহস্থদিগের যে পরিমাণে সন্তান সন্ততি জন্মিত, এক্ষণে তাহার অনেক ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত যুক্তিটী স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী-দিগের বিশেষ অনুমোদনীয়। কিন্তু এই ভ্রমাত্মক মতের অযথা প্রতিবাদ ও অকারণ আপত্তি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সত্যবটে যে ইদানীন্তন স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগের মাতামহী বা প্রমাতামহীদিগের ন্যায় বলিষ্ঠা বা প্রজা-বতী নহেন। বিদ্যা ও সভ্যতা নিবন্ধন অনেকেরই (আমরা সকলের কথা বলি-তেছি না) অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হই-য়াছে। নিরন্নতা ও দৈন্য হইতে অনে-কেই এক্ষণে সম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান্ হই-য়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকিলে ষষ্ঠীর দৃষ্টি অল্পই হইয়া থাকে। সকল দেশেই দরিদ্রগৃহে অপত্যের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ধন পুত্র-লক্ষ্মীলাভ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। সুতরাং সম্পন্ন বনিয়াদ্ পরিবারেরা যে অধিক অপত্যের জননী হন না, ইহা প্রায় সকল দেশের লোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাশিক্ষা ইহার কারণ নহে। এবিষয়ে উদ্ভিজ্জ জাতির সহিত মানব জাতির সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণ ও আগাছা পর্য্যাপ্তরূপে সর্ব্বত্রই সমান জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মনোহর সুন্দর কুসুম সহজে উৎপন্ন হয় না, অনেক যত্ন ও ভূমির পারিপাট্য না করিলে ইহা কদাপি পরিবর্দ্ধিত হয় না। বিদ্যাশিক্ষার্থ যত কেন পরি-শ্রম হউক না, তদ্দ্বারা যে শরীর রুগ্ন বা দুর্ব্বল হইবে একথা অনেকে আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। দুই একটী ব্যতিক্রমস্থল হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ্যে ইহা একটী অখণ্ড নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। বরং প্রগাঢ় গবেষণার দ্বারা মানসিক উৎসাহ নিবন্ধন শরীরেরও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লচিত্ততা স্বাস্থ্যের অমোঘ লক্ষণ। মহামহো-পাধ্যায় মনীষীগণ দিব্যকান্তি ও সুস্থ শরীরের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তত্ত্ব-জ্ঞানানুসন্ধিৎসু পদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরাই অবগত আছেন, কঠোর শ্রমসাধ্য আবিষ্কারের ফল কত সুখকর! বহুদিন অনন্য-অনুশীলন দ্বারা যখন গণিতশাস্ত্রের একটী জটিল প্রশ্ন মীমাংসায় সমর্থ হন, তখন জ্যোতির্ব্বিদই বলিতে পারেন, যে তাঁহার হৃদয় কি পরিমাণে উল্লসিত এবং শরীর কত গুণ স্ফূর্ত্তিমান্ হয়।

বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা মানসিক উন্নতির সহিত শরীরও উন্নত এবং বলশালী হইয়া থাকে, ইহাতে অনেকে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার ভাসার কলেজের (Vasser College) অধ্যক্ষেরা পরীক্ষার্থ কলেজের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য তালিকা গ্রহণ করেন। কলেজে যতগুলি ছাত্রীর তালিকা লওয়া হয়, কলেজের বহির্ভাগস্থ তৎসংখ্যক অশিক্ষিতা রমণীরও স্বাস্থ্যতালিকা সংগৃহীত হয়। পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে অশিক্ষিত রমণীদিগের অপেক্ষা বিদ্যালয়স্থ উচ্চশ্রেণীর মহিলারা অধিকতর সুস্থ ও সবল। অনভিজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রযুক্তই লোকে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার দোষোদ্ঘোষণ করিয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা কখনই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে শিক্ষার অপব্যবহারেই যাহা কিছু হইয়া থাকে। এই জন্য উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শিক্ষার্থীর পক্ষে উপন্যাস পাঠ একবারে নিষিদ্ধ। যাত্রা ও উৎসবাদিতে গমন এবং আলস্য ও বহুনিদ্রার ন্যায় উপন্যাস পাঠেও মন বিকৃত হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, শরীর নির্ব্বীর্য্য হয় ও তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতনোন্মুখ হইয়া থাকে। পিতা মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য এই সকল উত্তেজনার বিষয় হইতে সর্ব্বদা সন্তান ও ছাত্রদিগকে যত্ন সহকারে রক্ষা করেন। প্রকৃত বিদ্যানুশীলনে যত কেন পরিশ্রম হউক না, উদ্দেশ্য সফল হইলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, তাহার তুলনা কিছুতেই হইতে পারে না। সেই আনন্দে আত্মা ও মন যেরূপ প্রফুল্ল ও উন্নত থাকে, শরীরও সেইরূপ স্ফূর্ত্তিমান হইয়া সৌন্দর্য্য ও বলের আধার হইয়া উঠে। কঠোর গবেষণা-পর বিদ্বন্মণ্ডলী সর্ব্বত্রই সুস্থকায় ও সবল দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

সাধু দৃষ্টান্ত।

১। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বণিক উমীচাঁদের নামে অনেক অপবাদের কথা ইংরাজী ইতিহাসে বর্ণিত আছে, কিন্তু ইঁনি একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তাঁহার দান কেবল স্বদেশের হিতকর কার্য্যে আবদ্ধ ছিল না, পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই তাহা বিতরিত হইত। লণ্ডনের ম্যাগডালেন আশ্রম এবং পরিত্যক্ত শিশুদিগের চিকিৎসালয়ের জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করেন।

২। ১৭৪০ সালে ইংলণ্ডে শীতের বড় প্রাদুর্ভাব হয়। বদান্য মণ্টেগের ডিউকের স্বভাব ছিল তিনি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া যথার্থ দয়ার পাত্রদিগকে অর্থ দান করিতেন। লণ্ডনে ভূগর্ভে বহুসংখ্যক দরিদ্র বাস করিত,এই শীতে তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। ডিউক ভূগর্ভে অবতরণ করিয়া জীর্ণ-শীর্ণকায় এক রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দুঃসময়ে তোমার দিন কেমন চলিতেছে? তোমার কি অর্থ সাহায্য চাই?" বৃদ্ধা বলিল "না,ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কোন অভাব নাই। যদি আপনার দান করিবার বাসনা থাকে, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে একটী স্ত্রীলোক অনাহারে মুমূর্ষুপ্রায়, তাহাকে সাহায্য করুন।" ডিউক তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে অর্থ দান করিলেন। পরে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কোন প্রতিবাসীর কি কোন অভাব আছে?" সে বলিল "হাঁ আমার অপর পার্শ্বের গৃহে যে স্ত্রীলোকটী আছে,সে বড় গরিব ও সৎ এবং দয়ার পাত্র।" ডিউক বৃদ্ধার উদারতা ও নিঃস্বার্থতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন "তুমি যদি কিছু মনে না কর, তোমার অবস্থার বিষয় জানিতে চাই।" বৃদ্ধা বলিল "আমি বাছা কাহারও কিছু ধারি না, আর এখনও আমার কয়েকটী টাকা হাতে আছে।" ডিউক বলিলেন "তাহার সহিত কিছু যোগ হইলে ক্ষতি কি?" বৃদ্ধা বলিল "সত্য বটে, কিন্তু আমার চেয়ে অন্যের অধিক অভাব থাকিতে দান গ্রহণ করা আমার পক্ষে অন্যায়।" ডিউক তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ৫টী গিনি পুরস্কার দিলেন।

৩। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য যাঁহারা সেণ্ট বা পুণ্যাত্মা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেণ্টভিন্‌সেণ্ট পল এক জন। ইনি ফ্রান্সের গাস্কনি নগরের এক মজুরের সন্তান। তাঁহার বয়স যখন ৩০ বৎসর, তখন তিনি বন্দীরূপে ধৃত হইয়া টিউনিস নগরে নীত হন এবং দুই বৎসর ক্রীত দাসের কার্য্য করেন। তৎপরে তিনি ফ্রান্সে পলাইয়া আসিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং যে সকল দুর্ভাগ্য লোক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জাহাজের দাঁড় বাওয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের সেবার্থ আত্মসমর্পণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এই হতভাগ্যদিগের রীতি চরিত্র ও ধর্ম্ম ভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধন করেন। এক সময় একটী যুবক অশ্রুজলে ভাসিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করে যে সে সামান্য একটী প্রতারণার কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া তিন বৎসরের জন্য দণ্ড পাইয়াছে এবং তাহার অভাবে তাহার স্ত্রীপুত্রগণের যার পর নাই দুঃখের অবস্থা হইয়াছে। ভিনসেণ্ট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার গৃহ গমনের সুবিধা করিয়া

দিয়া আপনি তাহার স্থানে দাঁড় টানিতে বসেন। দাঁড়ের সহিত তখন লোহার শিকল ঝুলিত, তাহার সহিত দাঁড়ীর পা বাঁধা থাকিত। ভিনসেণ্ট সেইরূপ অবস্থায় ৮ মাস কাটাইলে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় এবং এক দয়ার্দ্র ব্যক্তি টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া লন। যাবজ্জীবন তাঁহার পায় শৃঙ্খলের ঘা ও দাগ ছিল। তিনি ফ্রান্সে নিরাশ্রয় শিশুদিগের জন্য এক হাঁসপাতাল স্থাপন করেন এবং এক বক্তৃতায় ৪০ হাজার (লিবার) টাকা তুলেন। এক সময় ফরাসী ও জর্ম্মাণদিগের মধ্যে ফ্রণ্ডে নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া শত্রুপক্ষ অনেক সহস্র জর্ম্মাণ সৈন্য বিষম সঙ্কটে পতিত হয়, সেণ্ট ভিনসেণ্ট তাহাদিগের প্রতি স্বদেশীয় লোকের মনে এরূপ দয়ার ভাব উত্তেজিত করেন, যে তাহাদিগের আহার বস্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়া নিরাপদে তাহাদিগকে জর্ম্মণিতে পাঠাইতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধের ফলে সাম্পেন, পিকার্ডি, লরেণ, আর্টিয়, প্রভৃতি স্থানে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মারী উপস্থিত হয়, তাহাতে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়। সেণ্ট ভিনসেণ্ট এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের সাহায্যের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তাঁহার একান্ত যত্নে বিপন্নদিগের জন্য ১ কোটী ২০ লক্ষ ফরাসী মুদ্রা সংগৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা বহু দুঃস্থ লোক প্রাণে বাঁচিয়া যায়। এইরূপ আরও অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি আপনার জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। গ্রেটব্রিটনে এক্ষণে পোষ্ট-আপিসের কার্য্যে প্রায় ৩৫০০ জন স্ত্রী-কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

২। কোপেনহেগেনে শ্রমজীবী রমণীদিগের একটী সমিতি আছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ১৪৫০, উদ্দেশ্য পরস্পরের সাহায্য। দেনমার্কে এরূপ স্ত্রী-সমিতি অনেকগুলি আছে।

৩। আয়র্লণ্ডে প্রায় ৬০,০০০ যুবতী কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। জর্ম্মণীতে ইহাপেক্ষাও অধিক। ইহারা বৈজ্ঞানিক কৃষিকৌশলে অনভিজ্ঞ বলিয়া ইহাদিগের শিক্ষার জন্য বালকদিগের ন্যায় ইহাদিগকেও কৃষিবিদ্যালয়ে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

৪। লণ্ডনস্থ তরুণী সমিতি—(Young Women's Help Society) জুবিলী উপলক্ষে মহারাণীকে (Illuminated address) এক দীপ্তিমান অভিনন্দন প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছে।

এতদর্থে প্রত্যেক সভ্য এক পেনি করিয়া চাঁদা দিবেন। সভ্য সংখ্যা অনেক সহস্র শ্রমজীবী রমণী।

৫। অন্যান্য মহিলাসমাজও যুবিলীর উপযুক্ত উপহার প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাহারা এক পেনি হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাঁদা গ্রহণ করিতেছেন। সহস্র সহস্র রমণী চাঁদা প্রদান করিয়াছেন।

৬। কয়েকটী বিদুষী মহিলার যত্নে ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া রিডিং সারকেল (The Victoria Reading Circle) স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল বর্ষীয়সী বাল্যকালে শিক্ষা পান নাই, তাহাদিগের শিক্ষা দানই ইহার উদ্দেশ্য। তাহারা সভা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তক সকল গৃহে বসিয়া চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিবেন, পরে নিয়মিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে প্রশংসা পত্র ও ডিপ্লোমা পাইবেন।

৭। জাপানে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ-শিক্ষার সাহায্যার্থ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ইহার সভাপতি। দেশী ও বিদেশী অনেক ভদ্রলোক সভ্যশ্রেণীভুক্ত আছেন।

৮। এ বৎসর সভ্যদেশে উচ্চ উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মাণের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের মহারাণীর পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব স্মরণার্থ লণ্ডনে ৪২০ পাদ উচ্চ একটী প্রস্তরময় যুবিলী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ক্রসেলেও ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে একটী অত্যুচ্চ কাষ্ঠময় স্তম্ভ নির্ম্মাণের উপক্রম হইতেছে। নিউইয়র্কেও সম্প্রতি একটী উচ্চতম স্তম্ভ নির্ম্মাণের উপক্রম হইতেছে, ইহার নিকট হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে বস্টন ও ওয়াসিংটন দৃষ্ট হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। যুবিলী যৌতুক—শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ সাংবৎসরিক রাজত্ব উপলক্ষে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য /০ এক আনা, ইহার কিয়দংশ পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা মহারাণীর জয়োল্লাসসূচক, অপরাংশ ভারতের দুঃখ কাহিনী ও তন্নিবারণার্থ প্রার্থনায় পূর্ণ। এই দুই অংশ একত্র হইলেই মহারাণীর যুবিলী পর্ব্ব সম্পূর্ণাবয়ব হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সময়োপযোগী এবং প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার পাঠযোগ্য।

২। বিসর্জ্জন } এই দুইখানি
৩। উপহার } কাব্য, শ্রী—

নগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রত্যেকের মূল্য ৵০ দুই আনা।

স্থানে স্থানে লেখা মন্দ হয় নাই।

বিশেষ যত্ন করিলে গ্রন্থকার ভবিষ্যতে একজন সুলেখক হইতে পারিবেন।

৪। মহারাণী ভিক্টোরিয়া—মূল্য ২৲ টাকা। এখানি বাঙ্গলায় একখানি সুন্দর মূল্যবান্ পুস্তক। পুস্তকের বিষয় যেমন একটী উজ্জ্বল আদর্শ রাজচরিত্র,ইহার আকৃতি তাহার উপযুক্ত। ইহার ভাষা বিশদ ও ওজোগুণোপেত, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী এবং বিবরণ গুলি বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ণ। ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী হইয়াও সুকন্যা, সুভার্য্যা ও সুমাতার দৃষ্টান্ত স্থল এবং ধর্ম্মনিষ্ঠতা, দয়াশীলতা ও বিনয় সৌজন্য প্রভৃতি অনেক মহৎ ও সদ্‌গুণের আধার। বস্তুতঃ একাধারে এত গুণ অতি বিরল। এই জীবন সন্ধর্ম্মধারণের পাঠ্য—নারীগণের যে বিশেষ আলোচ্য ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

৫। মহাত্মা সেণ্ট পলের জীবন বৃত্তান্ত—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। পলের জীবন যেমন জলন্ত ধর্ম্মোৎসাহপূর্ণ, তাহার অনুরূপ ভাষায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। অনুপ্রাণিত আত্মার বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরানুরাগ,সহিষ্ণুতা, ত্যাগশীলতা ও আত্ম সমর্পণের ভাব যদি কেহ শিক্ষা করিতে চান, তবে এই জীবনচরিত পাঠ করুন। ইহাদ্বারা অসাড় প্রাণে ধর্ম্মোৎসাহ উদ্দীপিত করিবে।

বামারচনা।

শুষ্ক-তরু-দেহে জীবন্ত লতা।

বিজড়িত স্থাণু দেহে ব্রততী সুন্দরী,
ফুল্ল ফুল, ফল, পত্রে সুশোভিত-কায়,
দেখায় স্বর্গের শোভা কিবা মরি মরি,
সঞ্জীবতা, প্রফুল্লতা, কোমলতা তায়।

২

একদিন তব অয়ি ব্রততী সুন্দরী!
বিবর্দ্ধিত দেহ অই বিটপীর সনে,
একদিন যথা সতী পতিব্রতা নারী,
ছিলে মহীরুহ সহ গাঢ় আলিঙ্গনে।

৩

শুষ্ক সেই মহীরুহ আজিলো সুন্দরি!
তবুও তোমার দেহ হয়নি বিভিন্ন,
সেই সুপ্রফুল্লভাব, মন মুগ্ধকারী
স্বরূপ সৌন্দর্য্য তব বাড়ে দিন দিন।

৪

কেন লতে? পৃথিবীর দেখি অন্য ভাব,
স্বামীর বিয়োগ শোকে পতিব্রতা নারী
ম্রিয়মাণা জীর্ণা-শীর্ণা মলিন স্বভাব,
দেখিনা প্রীতির ভাব কেনলো সুন্দরী?

৫

সে ভাব তোমার কভু না দেখি ব্রততি?
পার্থিব দাম্পত্য বিধি নহেত তোমার,
নহে এ ক্ষণিক প্রেম তোমার প্রকৃতি?
অনন্ত সম্বন্ধ ইহা অনন্ত আত্মার।

৬

সাধ্বী রমণীর সতি—এই কি প্রকৃতি?
স্বামী সহ নহে শুধু পার্থিব বন্ধন,
ইহ-পরলোক যোগ বিবাহ পদ্ধতি,
আত্মার সংযোগ ইহা অনন্ত মিলন।

শ্রীসুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর, দ্বারভাঙ্গা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭১ সংখ্যা | শ্রাবণ ১২৯৪—আগষ্ট ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জেনানা মেডিকেল সমিতি—গত জুন মাসে লণ্ডনের একষ্টার হলে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে পার্লেমেণ্ট সভার সভ্য করেন্ সাহেব সভাপতি হন এবং সার রিচার্ড টেম্পল, মরে মিচেল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এই সভা হইতে খ্রীষ্টীয় রমণীগণ চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে চিকিৎসার সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য।

জুবিলী—(১) ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন্ জুবিলী বিষয়ে এক কবিতা লিখিয়া পুস্তকবিক্রেতা ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির নিকট ৯৩০০ টাকা পাইয়াছেন। (২) যোধপুরের মহারাজা জুবিলীর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহায্যার্থ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গত ৪ঠা জুলাই ইন্‌ষ্টিটিউন গৃহের ভিত্তি মহারাণী স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন। ভারত হইতে ইহার জন্য ৬।৭ লক্ষ টাকা গিয়াছে। (৩) মান্দ্রাজের গজপত রাও মহারাণীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করান, তত্রত্য গবর্ণর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। (৪) জুবিলী উপলক্ষে পুস্তকালয়, শিল্পালয়, চিত্রশালিকা, সাধারণ উদ্যান প্রভৃতি অনেক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। (৫) ইংলণ্ডের শেষ উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া ১০০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, আগামী

বর্ষে তাহার শত বার্ষিক উৎসবের সহিত জুবিলী হইবে। (৬) মহারাণী জুবিলী উপলক্ষে নিজ সম্পত্তি হইতে লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

রেলওয়ে ও সেতু—(১) বারাণসী সেতু সম্পূর্ণ হইয়াছে, গত ২রা আষাঢ় হইতে ইহার উপর লোকজন যাতায়াত করিতেছে, কিছুদিন পরে গাড়ী চলিবে। (২) অম্বালা হইতে পঞ্জাবে ডাক যাইবার বিলম্ব হয় বলিয়া একটী নূতন রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

প্রদর্শনী—গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আগামী বর্ষে হইবে, ভারতবর্ষ হইতে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রীশিক্ষার ফল কেবল এ দেশে এ বৎসর আশ্চর্য্য নহে, বিলাতেও সেইরূপ এবং সেইজন্য কোন কোন সম্পাদক এ বৎসরকে মহিলা বর্ষ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

(১) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভাষার ট্রিপোতে কুমারী রামসে একমাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ, পুরুষ কেহই ১ম শ্রেণীস্থ হইতে পারেন নাই। মধ্য ও বর্ত্তমান সময়ের ভাষা পরীক্ষারও ফল এইরূপ হইয়াছে। কুমারী হার্বি এস্থলে পুরুষদিগকে হারাইয়াছেন। নিউহাম্ কলেজের আর দুইটী ছাত্রী অপর সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ পরীক্ষায় বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (২) উত্তর লণ্ডন বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ৫৫৮, তন্মধ্যে ১৪৬ জন প্রকাশ্য পরীক্ষা দিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন এম এ ও ৪ জন বি এ, এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই জন গণিত ও প্রাচীন সাহিত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কেম্ব্রিজের স্থানীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যা ৭৯ জন।

মহিলাবন্ধু সভা—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লেডী ডফরিণ, লর্ড বিশপের ভগিনী ও অন্যান্য সহৃদয়া মহিলাদিগের উদ্যোগে কলিকাতায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী রমণীদিগের জীবিকার উপায় ও কর্ম্মকার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। দেশীয় দরিদ্র ভদ্র মহিলাদিগের জন্য এরূপ একটী সভা হওয়া আরও আবশ্যক।

স্ত্রী-হাঁসপাতাল—সিয়ালদহে লেডী ডফরিণের যে চিকিৎসালয় আছে, তাহার সহিত একটী হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। ছোট লাট গত ১৮ই জুলাই ইহা খুলিয়াছেন। ডাক্তার বিবী ফগো ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে ধাত্রী প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কিছু খরচ করিলে রোগী ভাল বন্দোবস্তে থাকিতে পারেন।

ভারতহিতৈষী খ্রীষ্টানদিগের স্মৃতিচিহ্ন—(১) গত ১৮ই জুলাই প্রধানতঃ দেশীয়দিগের যত্ন ও সাহায্যে মহাত্মা ডলের কবরোপরি সুন্দর স্মৃতি-

প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজীতে ও সংস্কৃতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণিত আছে। (২) অক্সফোর্ড মিসনের মহোৎসাহী সভ্য ফিলিপ স্মিথ অল্প দিন হইল হৃদ্‌রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সমাধিস্থলে অনেক বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্নের জন্য উদ্যোগ হইতেছে। ইনি এ দেশের সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন ও সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করিতেন, আশা করি সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার সম্মাননা করিবেন।

ব্রহ্মদেশ—এখানে অনেকটা শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্রোহ দমনে হিন্দুস্থানী সৈন্যেরা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। চীন ও ব্রহ্মের মধ্যস্থিত সান প্রদেশের রাজা ইংরাজদিগের প্রতি বন্ধুভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মে মিউনিসিপালিটী, সংবাদপত্র, বিদ্যালয়, রেলওয়ে প্রভৃতি উন্নতিকর ব্যবস্থা হইতেছে। ব্রহ্মের থিবরাজ নির্ব্বাসিত হইলেও শ্বেতকায় গজরাজ এতকাল মান্দালয়ে ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট এখন তাহাকে রেঙ্গুণে চালান করিয়াছেন। ব্রহ্মবাসীরা পূর্ব্বস্মৃতি সকল ভুলিয়া নূতন শাসনের বশীভূত হয়, ইহাই উদ্দেশ্য।

রুষ সংবাদ—রুষ সম্রাট নানা দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ডনকাসকদিগের মধ্যে (ডন নদী তীরস্থ রুষ প্রজা কাসক জাতি) কোন সম্রাট আসেন নাই, তিনি যুবরাজকে তথায় লইয়া গিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সম্রাট জর্ম্মণি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতেছেন। দলীপসিংহ রুষিয়ায় নাকি আশ্রয় ও বৃত্তি পাইয়াছেন। মধ্য আসিয়ায় রেলওয়ে দ্রুতগতিতে বিস্তারিত হইতেছে। রুষ ও ইংরাজের মধ্যে সীমাঘটিত বিবাদের মীমাংসা হইয়াছে।

৫০ বর্ষ রাজত্ব—মহারাণীর ৫০ বর্ষ রাজত্বের মধ্যে তিনি ২৩ কোটী, ২১ হাজার টাকা বৃত্তি ভোগ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে ২৩ কোটীর অধিক বাইবেল প্রচারিত হইয়াছে।

দুর্ঘটনা—(১) বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আস্‌লী ইডেনের মৃত্যু হইয়াছে। (২) সারজাটা নামক জাহাজে পুরী হইতে অনেক যাত্রী ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহাও জলমগ্ন হইয়াছে। কত লোক মারা গিয়াছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

মানব-জীবন।

তরুগণ জীবনের দেয় পরিচয়,
জীবন ধারণ করে মৃগ-পক্ষিচয়,
ঈশ্বর মননে যার মন নিয়োজিত,
সেই সে মানুষ, সত্য জীবনে জীবিত।

জীবন বৃক্ষ লতা, ইতর জীব এবং মানবের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু এই তিন শ্রেণীর সৃষ্টিতে ইহা একরূপ নয়। বৃক্ষ লতা জন্মে, বর্দ্ধিত হয়, হ্রাস পায় ও মরিয়া যায়, এই তাহাদের জীবন, ইহাতে চেতনার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইতর প্রাণীদের জীবন ইহার অপেক্ষা উন্নত, ইহারা উদ্ভিদের মত অচেতন জড়ভাবে জীবন ধারণ করে না; ইহাদের মন আছে, সুতরাং সুখ দুঃখের অনুভব আছে, চিন্তা আছে, ইচ্ছা আছে। কিন্তু এ জীবন আত্মজ্ঞানবিহীন, অন্ধভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। মনুষ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জীবনের ভাব দেখা যায়, মনুষ্যের শারীরিক জীবন ও মন আছে, তাহার উপর আত্মা আছে। এই আত্মা আছে বলিয়া মানুষ আপনাকে আপনি জানিতে পারে এবং অনন্ত পুণ্যময় ও চৈতন্যময় পরমাত্মার সহিত আপনার আত্মাকে যুক্ত করিয়া পবিত্র অমর জীবন লাভ করিতে পারে।

বৃক্ষ লতার জীবন অস্থায়ী, ইতর জীবের জীবন অসার, মনুষ্যের জীবনই সত্য ও নিত্য জীবন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই জীবন মনুষ্য মাত্রেই দেখা যায় না। মানবজাতির মধ্যে কত লোক উদ্ভিদের জীবন ধারণ করিতেছে—আহার করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, কিছুদিন পরে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মরিয়া যায়, ইহারা উদ্ভিদ্ জাতীয় মনুষ্য। দ্বিতীয় পশু জাতীয় মনুষ্য—ইহারা প্রবৃত্তি বশে কার্য্য করে, প্রবৃত্তির সুখ অন্বেষণ করে, দুঃখ কষ্টকে ভয় করে এবং স্বার্থপর জীবন ধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যথার্থ মানব জাতীয় মনুষ্য তাঁহারা, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ চৈতন্যের অবস্থায় থাকেন, প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিয়া স্বাধীন ভাবে পুণ্যের পথ অনুসরণ করেন, স্বার্থ-ভাবকে তুচ্ছ করিয়া বিশ্বপ্রেমে মত্ত হন, পরের জন্য দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন, এবং বিশ্বপ্রাণ ঈশ্বরের সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহাতে মগ্ন ও যোগযুক্ত হইয়া থাকেন।

যথার্থ মনুষ্য জীবন যাহা, দেবজীবনও তাহা। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এই জীবন গঠিত এবং অনন্ত জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যময় পরমেশ্বরে এই জীবন প্রতিষ্ঠিত। সংসার এই জীবনের প্রতিকূল। অজ্ঞানতা, মোহ, দ্বেষ, হিংসা, কলহ, প্রবৃত্তি ও অবস্থার অধীনতা যেখানে, সেখানে এজীবন গঠন করা কঠিন,

এ জীবনের একটু সঞ্চার হইতে না হইতে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই জীবন গঠিত হইলে জীবনের অনন্ত উৎস ঈশ্বর হইতে উৎসাহ, বল, বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা দ্বারা প্রতিকূল অবস্থা সকল পরাজিত হয় এবং দেব ভাবের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইতে থাকে। যখন মনুষ্য সত্য দ্বারা অসত্য, প্রেম দ্বারা অপ্রেম, পুণ্যভাব দ্বারা পাপকে জয় করেন, তখন তাহাতে একসঙ্গে মনুষ্যত্বের গৌরব এবং ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হয়। এই জীবন ঈশ্বরে বাস করে, ঈশ্বরের মধ্যে বিচরণ করে এবং ঈশ্বর দ্বারা সঞ্জীবিত হয়, ইহা ক্রমশঃ দেবভাবময় ও ঈশ্বরময় হইতে থাকে। এইজন্য ঈশ্বর মননে মন যখন নিয়োজিত থাকে, তখন তাহাই যথার্থ জীবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জীবন লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

উপকথা।

সওদাগর পুত্র।

একদেশে এক সওদাগর ও তাঁহার পুত্র বাস করিতেন। সওদাগর পুত্র যেমন রূপে, তেমনই গুণে। তাঁহার পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল, এবং সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার অধিকারী তিনি ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু তথাপি সওদাগর পুত্র সর্ব্বদা বড়ই বিষন্ন থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপে চলিয়া গেলে সওদাগর একদিন পুত্রকে ডাকিয়া তাঁহার অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগর-পুত্র বিনীত ভাবে পিতাকে বলিলেন, "আমার বয়স কুড়ি বাইশ বৎসর হইল, অথচ নিজে এক পয়সা রোজগার করিতে পারিলাম না। পৈতৃক ধনের ভরসায় আলস্যে সময় নষ্ট না করিয়া বিদেশে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করি।" সওদাগর পুত্রের কথায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিদেশ গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সমুদয় প্রস্তুত হইল। সওদাগর পুত্র একখানি বড় জাহাজে নানাবিধ ব্যবসায় সামগ্রী লইয়া বাণিজ্যের অভিলাষে লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে জাহাজ সমুদ্রে গিয়া পৌঁছিল। সমুদ্রের শোভা দেখিয়া সওদাগর পুত্রের মনে বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। প্রথম কয়েক দিবস তিনি অতি নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন কত পরে একদিন সন্ধ্যার সময় আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিল। দেখিতে

দেখিতে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড় বহিতে লাগিল। বাতাসের গন্ধ পাইয়া সমুদ্র একেবারে পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। পর্ব্বতপ্রায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে ঢেউ, সে ঝড়ের বেগ জাহাজ আর কতক্ষণ সহিবে? নাবিকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল—জাহাজ ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় আরোহী লইয়া জলমগ্ন হইল।

জাহাজস্থ সকলে ডুবিয়া মরিল, কেবল সওদাগর পুত্র মরিলেন না। তিনি একটা ভাঙ্গা মাস্তলের সাহায্যে জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার শরীর অসাড় হইয়া গেল, এবং তিনি সংজ্ঞাবিহীন হইয়া মৃতদেহের ন্যায় জলেতে ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি সে মাস্তলটী ছাড়িলেন না। সমস্ত রাত্রি সমান বেগে ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ একবার যেন পর্ব্বতে উঠিয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার রসাতলে বসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অদৃষ্টবশে সে মাস্তলটি হইতে সওদাগর পুত্র বিচ্যুত হইলেন না। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেলে ভোরের সময় আকাশ পরিষ্কার হইল ও ঝড় থামিল। কিন্তু সওদাগর পুত্রের আর চৈতন্য হইল না। তিনি মড়ার মত মাস্তল জড়াইয়া সমস্ত দিন ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন। বেলা যখন অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তখন মাস্তলটা আপনা হইতে সমুদ্রের তীরে একস্থলে গিয়া লাগিল। সেখানকার তীর এত উচ্চ ও পাহাড়ময় যে, তাহা আরোহণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সেই পাহাড়ের উপরে খট্‌পাখী নামে এক প্রকার পক্ষী সমস্ত দিন বসিয়া থাকে। এই পক্ষীগুলি এমন বলবান্ ও প্রকাণ্ড যে তাহাদের কথা শুনিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ইহারা যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন একখানি গগণব্যাপী মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেহে এমন বল যে, হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি মহা বলবান্ জন্তুরাও ইহাদের কাছে কিছুই নহে। ইহারা তিমি প্রভৃতি সমুদ্রের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, এবং সেই লোভে উক্ত পাহাড়ের উপরে আসিয়া বসিয়া থাকে। যখন সওদাগর পুত্র মাস্তল ধরিয়া মড়ার মত ভাসিতে ভাসিতে তীরে আসিয়া লাগিলেন, তখন সেখানে একটী খট্‌পাখী বসিয়াছিল। সে মাস্তলটাকে কোন প্রকাণ্ড মৎস্য ভ্রমে ছোঁ মারিয়া পাহাড়ের উপর তুলিয়া লইল, এবং সেই সঙ্গে সওদাগর পুত্র জল হইতে উপরে গিয়া পড়িলেন। খট্‌পাখী তখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া গেল। অচেতন

সওদাগর পুত্র সেই থানেই পড়িয়া রহিলেন।

পাহাড়ের যেখানে সওদাগর পুত্র পড়িয়া রহিলেন, সেখানে এক প্রকার লতা জন্মিত। সেই লতার এমন অদ্ভুত গুণ যে তাহার বাতাসে মৃতদেহে পর্য্যন্ত জীবন সঞ্চার হয়। সওদাগর পুত্রের গায় সেই বাতাস লাগিতে লাগিতে তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার বেশ চৈতন্য হইল। তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং কি প্রকারে তিনি একা সেই দুর্গম স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্ব্বকথা সকল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তখন তিনি কি করিবেন—কোথায় যাইবেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। ওদিকে বেলাও অবসন্ন হইয়া আসিল। দিন থাকিতে থাকিতে লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতে না পারিলে ক্ষুধা ও পিপাসায় তাঁহাকে সেই পাহাড়ের উপরে মরিতে হইবে ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে সেথান হইতে নামিলেন। কিন্তু নামিয়া কোথায় যে যান, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পাহাড়ের তলা হইতে একটি বিস্তীর্ণ বন আরম্ভ হইয়াছিল। সওদাগর পুত্র সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবর একদিকে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু লোকালয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সূর্য্য ডুবিয়া গেল ও একটু একটু করিয়া অন্ধকার দেখা দিতে লাগিল। রাত্রি আগত দেখিয়া সেই বনের নিশাচর জন্তু সকল উল্লাসে চীৎকার করিয়া বন ফাটাইয়া দিতে লাগিল। সওদাগর পুত্র দেখিলেন মহা বিপদ উপস্থিত। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! সিংহ ব্যাঘ্রের উদরসাৎ হইবার জন্যই কি সমুদ্রে ডুবিয়াও মরিলাম না?" তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, সে রাত্রি সেই পাহাড়ের উপরে যাপন করিলেই ছিল ভাল। কিন্তু তিনি এতদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন যে সে অন্ধকারে পাহাড়ের দিকে ফিরিয়া যাওয়াও বড় সহজ কথা নহে। সুতরাং সওদাগর পুত্র আর কোন উপায় না দেখিয়া যে দিকে যাইতেছিলেন, সেই দিকেই প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা খোঁচায় চিরিয়া যাইতে লাগিল, ও গাছ ও গাছের ডালে গতিরোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তবু এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার থামিতে সাহস হইল না। এইরূপে যাইতে যাইতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইল। তখন একবার সওদাগর পুত্রের বোধ হইল যেন, অনেকটা দূরে একটা আলো জ্বলিতেছে। আলোটি দেখিয়া তাঁহার দেহে যেন প্রাণ আসিল। তিনি প্রাণপণে সেইদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু তখনই আবার আলোটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

সওদাগর পুত্র তথাপি দৌড়াইতে ছাড়িলেন না। ক্ষণেক পরে আলোটি আবার দেখা যাইতে লাগিল ও আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে আলোটি স্থির ভাবে তাঁহার সম্মুখে কিছু দূরে জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু কোথা হইতে আসিতেছে তাহা তখনও কিছু স্থির হইল না। সওদাগর পুত্র বরাবর আলোটি লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। অট্টালিকার ত্রিতল একটি ঘরের ভিতর হইতে সেই আলোটি দেখা যাইতেছিল। সেই বিজন অরণ্য মধ্যে সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি দেখিয়া তিনি বড় বিস্মিত হইলেন। অট্টালিকাটির অবস্থা বড়ই শোচনীয়—দেখিলে বেশ বোধ হয় যে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেখানে আর কেহ বাস করে না। সওদাগর পুত্র তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারবার চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে উত্তর দিল না। তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া সেই বিজন অন্ধকারময় পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। তিনি যেদিকে যান কোথাও পথ খুঁজিয়া পান না। তাঁহার পার শব্দ পাইয়া চারিদিকে ছুঁচা ও ইন্দুর কিচ্ মিচ্ করিয়া উঠিল, এবং মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকা উড়িতে লাগিল। তিনি সেই অন্ধকার মধ্যে পথের সন্ধানে হাত বাড়াইতে বাড়াইতে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু হয় দেয়াল না হয় ভাঙ্গা দরজা বা জানালা ঠেকিয়া তাঁহার পথ বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে তিনি একটি পথের সন্ধান পাইলেন। পথটি উপরের তলে উঠিবার একটি সিঁড়ি। সওদাগর পুত্র সেই সিঁড়ি দিয়া উপরের তলে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে আবার নীচের তলের মত কত যে ঘুরিয়া বেড়াইলেন তাহা আর কি বলিব। অবশেষে তিনি আর একটি সিঁড়ির সন্ধান পাইয়া একবারে ত্রিতলে গিয়া উঠিলেন। এইবার পূর্ব্বের সেই আলোটি পুনরায় দেখা যাইতে লাগিল। তিনি নিঃশব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে যে জানালার ভিতর দিয়া আলোটি আসিতেছিল, তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। (ক্রমশঃ)

প্রণয়-পরীক্ষা।

কহিছে কোবিদ—ভুজঙ্গী রমণী,
প্রত্যয় করনা তায়,
সুলভ প্রণয়, বস্ত্র অলঙ্কারে
তার কাছে কেনা যায়।
আত্ম-বিস্মৃতির প্রতিমাটি যেন,
দেবতা-নিন্দিত মুখ,
হৃদয়ের মাঝে স্বার্থের নরক
ভাবে আপনার সুখ।
ভাবিল কুমার—"জগতের মাঝে
আছয়ে যতেক নারী,
বসন ভূষণে বাঁধা পতি পদে ?
বিস্ময় হইছে ভাবি।
আভরণ-হীনা বাসেনা কি ভাল
দরিদ্র পতিকে তার ?
দরিদ্র হইয়া আপনি হেরিব
রমণীর ব্যবহার।"
পাতার কুটীরে রাজার কুমার
হরষে করিছে বাস,
তরুবর হৃদে হের লতা বালা
জড়ায়েছে প্রেমপাশ।
ভাবে রাজসুত—"দুকুল বসন
দিইনি মুকুতা-হার
তবু পতিপ্রাণা পতি হিতে রতা
বধূ মম নারী-সার,
রাজার উদ্যানে রোপিব এ লতা,
দেখিবেক বুধজন
আজিও বসুধা ধরিতেছে বুকে
এমন রমণী ধন।"

গাহি প্রেমগীতি দিবা অবসানে,
মিশিয়া কৃষক দলে
কুটীরের পানে প্রফুল্ল পরাণে
নৃপতি-নন্দন চলে।
জ্বালায়ে প্রদীপ, সাজায়ে আহার,
আনন্দের হাসি মুখে,
দেখে প্রতিদিন ষোড়শী বধূটী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকে।
কহে একদিন,—"কত ভাল বাস,
বল,প্রিয়ে,সত্য করে—"
"কত ভাল বাসি ?" উত্তরিল বালা,
"যতখানি হৃদে ধরে।"
"রতন কাঞ্চন, মাণিক, মুকুতা,
ইহাদের কার সম ?"
"এদের অভাব বুঝি নাই কভু,
মাণিক মৃত্তিকা মম।"
"আমার অভাব বলত কেমন ?"
"ও কথা সুধাও কেন ?
তোমার অভাব সুখের অভাব,
প্রাণের অভাব যেন।"
"বিধবা হইলে কি করিবে ধনি ?
ক্ষীণ-আয়ুঃ তব স্বামী।"
"ওকি কথা প্রিয় ?"—"অতি সত্য কথা"
"হব্ সাথী হব আমি।"
রজনী প্রভাতে চলিল কুমার,
পরীক্ষিতে নারী প্রেম,
সে কি বাকছল সে কি মায়াজাল
ধরিতে রজত হেম ?

কপট বিষাদে আবরি বদন
রমণীরে ধীরে কয়
"দুঃস্বপন বড় দেখিনু নিশীথে,
হৃদয়ে হতেছে ভয়।
জনক জননী রাজধানী মাঝে
জানত করেন বাস,
তাঁদেরে তেয়াগি বিদেশে রয়েছি,
বর্ষ দুই, দুই মাস।
তাঁহাদের তরে আকুল পরাণ,
দশ দিন ছুটি দাও—"
সজল নয়নে কহিল বালিকা,
"আমারেও লয়ে যাও।"
"আজ থাক প্রিয়ে, দশদিন পরে
ফিরিয়া আসিব যবে,
যাইবে তখন, জননীর কোলে
কতই আদরে রবে।"
নয়নের জল লুকাবার তরে
একটি না কয়ে কথা,
সরলা রমণী দিলা অনুমতি,
ঈষত হেলায়ে মাথা।
গেছে দিন দশ, আসিয়াছে লিপি,
"যুবরাজ সখা করি
রেখেছেন কাছে, অনুরোধ তাঁর
এড়াইতে বড় ডরি।
থাক মাস দশ, বিরহ সহিয়া
শীতঋতু অবসানে,
রাজবধূ সম আসিবে হেথায়
উঠিয়া রজত যানে।"
দশমাস পরে এল দাস দাসী,
রজত-নির্ম্মিত যান,
শুকমুখ তারে উথলি উঠিল,
নয়নে তরল প্রাণ।

রাজবধূ বলি প্রণমিল সবে,
লিপি এক দিল হাতে,
"মরেছে কৃষক, যুবরাজ-প্রিয়া
তুমি এবে," লেখা তাতে।
কম্পিত হৃদয়ে, স্ফারিত নয়নে,
সাধ্বস বিকৃত স্বরে
কহিল রমণী—"কাহার এ লিপি ?
এসেছিস্ কার তরে ?"
"তোমারে লইতে আসিয়াছি, দেবি,
বলে, "ত্বরা উঠ যানে,
নিজে যুবরাজ প্রতীক্ষা করিছে
ক্রোশ দুই ব্যবধানে।"
"রাজা যুবরাজ থাকুক না কেন,
সপ্তদ্বীপ ব্যবধানে,
প্রাণেশে আমার ক্ষত্রিয় কৃষকে,
দেখেছিস্ কোন খানে ?"
"রাজকুলবধূ তুমি বরাননে,
আজ বাদে রাণী হবে,
কৃষকের কথা কি কহিছ ধনি ?"
বিস্ময়ে কহিল সবে।
মরমে বাজিল, উপজিল ক্রোধ,
রাঙ্গিয়া উঠিল মুখ,
চাহি চারিদিক্ সহসা বালার
কাঁপিয়া উঠিল বুক।
"মরেছে কৃষক ?—জাগিয়া কি আমি ?
নহে কি নিশাস্বপন ?
পীড়িত জনের বিকৃত কল্পনা ?"
বিকল হইল মন !
প্রতিবেশী যত কৃষকের শিশু,
আসে আসে ফিরে যায়,
উদ্ভ্রান্ত বালিকা সজোরে ডাকিল
আয় তোরা হেথা আয়

আগন্তুকগণে আড়ে আড়ে হেরে
মুখেতে অঙ্গুল দিয়া,
একে একে তারা সবলার পাশে
নীরবে দাঁড়ায় গিয়া।
কহিল তখন,—"এ নহে স্বপন,
যুবরাজ দুরাচার
বধিয়া কৃষকে অভিলাষী এবে
লভিতে বনিতা তার।
পাপিষ্ঠের তোরা দাস দাসী যত,
ফিরে যা প্রভুর কাছে,
অসহায়া যারে ভেবেছিস তার
ধরম সহায় আছে।
অই দেখ চেয়ে কাহার পাদুকা
রেখেছি যতন করে,
পতির উদ্দেশে উঠিব চিতায়
ও পাদুকা বুকে ধরে।"
কহে মুখ্যদাসী "প্রভুর আদেশ
বিনয়ে বুঝাবে তায়,
হবে সাবধান বজ্জু দিবা নিশি
পরমাদ না ঘটায়।'
আজকার দিন শতেক প্রহরী
রহিবেক চারিপাশে,
কালি যুবরাজ যথা অভিরুচি
করিবেন নিজে এসে।"
কৃষকেরা সবে করে কাণাকাণি
কৃষক-বধূরা কাঁদে,
শোকভয়ে হেথা মূর্চ্ছিতা হরিণী
আপনার গৃহ কাঁদে।

নিশীথে সে জাগি অদূর প্রান্তরে
শুনিল রোদন রোল,
পরিচিত স্বরে উঠিতেছে ঘন
বল হরি হরি বোল।
দেখে উঠি বালা দাসীরা সকলে
বিচেতন চারিপাশে,
কুটির বাহিরে কোন বা প্রহরী
স্বপনে অস্ফুট ভাষে।
হরি বোল ধ্বনি অতি মৃদু রবে
ক্রমশঃ নিকট এল,
কুটীরের কোণে বৃতির সংযোগ
ছট্ ছট্ খসে গেল।
"দাদা!" "এস বোন্" "একটু দাঁড়াও,
পাদুকা লইয়া আসি।"
অনুমৃতা কেন হইবি ভগিনী?
হব মোরা পরবাসী।"
"কোথা যাব ছেড়ে বাপের দখল,
বৈকুণ্ঠ না যদি পাই"
বলিতে বলিতে চিতার নিকটে
এল দুই বোন্ ভাই।
জনক জননী আছিলা সেথায়
দুই প্রতিবেশী আর,
"চল অন্য দেশে কহিলা জননী
বরষিয়া অশ্রুধার।"
বিধবার দেশ ইহলোক নহে,
আমারে বাচালে আজ"
বলি অশ্রুমুখী প্রণমি সবারে,
ঝাঁপিল অনল মাঝ।

আশাবতীর উপাখ্যান।

যোগী। মা আশাবতি! চল মা! আমরা তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করিয়া তিলভাণ্ডেশ্বরে গমন করি।

আশাবতী। কিছুদূর গমনানন্তর গঙ্গাতীরে একটী উচ্চ সোপানে উঠিতে উঠিতে সম্মুখে একটী দেবালয় দর্শন করিয়া বলিলেন প্রভো! এমন সুন্দর দেবমূর্ত্তিত কখন দেখিনি, এ দেবতার নাম কি?

যোগী। মা! ইহাঁর নাম বেণী-মাধব। মঙ্গলসরাই হইতে কাশীধামের যে দুটী উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দূর হইতে দেখিয়া বোধ হয় যেন বারাণসী নগরী দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পাপী তাপী নরনারীকে আহ্বান করিতেছে, ঐ স্তম্ভকে বেণী-মাধবের ধ্বজা কহে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে এই ঠাকুরের মন্দির ছিল। মুসলমান্ বাদসাহ সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আশাবতী। আর কোন দেব-মন্দিরের প্রতি কি ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছে?

যোগী। কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়াও মস্জিদ্ করিয়াছে। জ্ঞানবাপীর নিকট যে মস্জিদ্ দেখ তাহাই পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ছিল, তাহারা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পূর্ব্বতন বিশ্বেশ্বরকে জ্ঞান-বাপীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে। এই ক্ষুদ্র আশ্রমটীর নাম তৈলঙ্গ আশ্রম; ইহার মধ্যে স্বামীজী আছেন—।

আশাবতী। উঃ কি প্রকাণ্ড শিব!!!—

যোগী। মা আশাবতী! ঐ দেখ স্বামীজী বসিয়া আছেন।

আশাবতী। তৈলঙ্গ স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন প্রভো! আমি স্ত্রীলোক, অতি অজ্ঞান, কিছু জানিনা, আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি মহাপুরুষ জ্ঞানের সাগর, আপনাকে পাইয়া আমার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভি-লাষ হইতেছে। আমার প্রশ্ন এই যে, জগতে উপাস্য দেবতা কতজন এবং তাঁহারা কে?

তৈলঙ্গস্বামী। প্রস্তর খণ্ড দ্বারা দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেন উপাস্য দেবতা এক। যে ব্যক্তি যে কোন নামে যে ভাবে পূজা করুক সেই একেরই পূজা করে। কারণ দেবতা একমাত্র অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাই। তিনি শিবং অর্থাৎ মঙ্গলং।

আশাবতী। তাঁহার রূপ কি?

তৈলঙ্গস্বামী। তিনি সচ্চিদানন্দ

ঘন বিগ্রহ, যোগিগণের হৃদয়রঞ্জন।

আশাবতী। তবে প্রতিমা পূজা কেন?

তৈলঙ্গস্বামী। পূজা দুই প্রকার, সাবলম্বন আর নিরবলম্বন। প্রতিমা জল স্থল চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ লতা নদী পর্ব্বত এইরূপ সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে পূজা, তাহাই সাবলম্বন এবং নিকৃষ্ট। যতদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন উহার কোন একটী অবলম্বন না করিলে পূজা হয় না। ব্রহ্ম দর্শন হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না। সাবলম্বন পূজার মন্ত্র "যে দেবতা ঘটে, প্রতিমাতে, জলে, অগ্নিতে, সর্ব্বভূতে, বিশ্বসংসারে, সেই দেবতাকে নমস্কার।" কিন্তু নিরবলম্বন পূজার মন্ত্রে কেবল "ত্বংহি ত্বংহি।" সাবলম্বন পূজা সোপান, উহার কোনটীতে বদ্ধ থাকিলে প্রকৃত অবস্থা লাভে বিলম্ব হয়।

আশাবতী। প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি?

তৈলঙ্গস্বামী। কোন উত্তর না লিখিয়া যোগাসনে বসিয়া সাধনপ্রণালী দেখাইলেন।

যোগী। আশাবতি! দেখ দেখ কি শোভা! যেন পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়েছে! কি উচ্ছাস! যেন রাজঘাটে হাস তরঙ্গ আঘাত করিতেছে।

তৈলঙ্গস্বামী। ভাব সম্বরণ করিয়া স্থির হইলেন। যোগী ও আশাবতী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

যোগী। চল মা! এখন তিলভাণ্ডেশ্বরে যাই।

আশাবতী। ভাস্করানন্দ স্বামীজীর আশ্রমের নিকট আর একটী উদ্যানে যে বাঙ্গালী সাধুটীকে দর্শন করিলাম, তাঁহার নামটী কি মনে আছে?

আশাবতী। তাঁহার নাম কিপাল। পালমশাই বলিয়াই খ্যাতি। আহা কি মধুর স্বভাব। তাঁহার বিনয় দেখিলে লজ্জা হয়। তাঁহার দয়াও আশ্চর্য্য।

যোগী। মহাত্মারা দয়ার সাগর, তাঁহাদের দয়ায় কত দীন দুঃখী প্রতিপালিত হয়। দেখিলেত তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট আমরা যতক্ষণ ছিলাম, তাহার মধ্যে জলকষ্ট ও অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য, এবং দুঃখী ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও বিবাহ দিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিলেন। সাধু মহাত্মারা অর্থসংগ্রহ করিয়া এরূপ অনেক কার্য্য গোপনে গোপনে করিয়া থাকেন।

আশাবতী। আপনি যে ভগবদ্‌গীতা পাঠ করেন, তাহাতে লেখা আছে যে, যে সাধক অনন্যমনে ভগবানের শরণাপন্ন হন, ভগবান তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন, তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, একথা সত্য, সন্দেহ মাত্র নাই।

সংসারাসক্ত মনুষ্য মাথায় ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করে, তথাপি পরিবার ভরণ পোষণেই অক্ষম। অর্থের অভাব কিছুতেই যায় না। আর যাঁহারা বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের চরণে দেহ মন অর্পণ করিয়া কেবল তাঁহারই পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ভাণ্ডার অযাচিত দানে পরিপূর্ণ। যেমন আয়, তেমনি ব্যয়, স্থিতির ঘর শূন্য। দাতা যিনি ভাণ্ডারীও তিনি, ব্যয়কর্ত্তাও তিনি। ভক্ত কেবল লীলা দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন। এমন দয়ালু দাতা আর কে আছে?

যোগী। এই তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির, এক পাঠক মহাশয় তথায় শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন, বাহির হইয়া উভয়কে বসিতে আসন দিলেন।

আশাবতী। আপনার পাঠ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছি। দয়া করিয়া উপদেশটী আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমার উপকার হয়।

পাঠক। মা! উপদেশ কি বুঝাইব; আমি আজিও উপদেশ বুঝিতে পারি নাই। প্রথমে সত্য, যাহা আছে তাহাই সত্য। আমি আছি, কিন্তু আমি কে? শরীর কি আমি? না, কারণ শরীর জড় পদার্থ, আমি চেতন। শরীর আমার গৃহ, শরীর যন্ত্র আমি যন্ত্রী, কিন্তু আমি কোথায়? আমাকে দেখি নাই, চিনি নাই। তবে আমি আছি কে বলিবে? জনশ্রুতি শুনিয়া শুনিয়া যাহা বলি তাহা আমার নিকট সত্য নাও হইতে পারে। কারণ অন্য প্রকার শুনিলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। যাহা সত্য তাহার পরিবর্ত্তন নাই; তাহা নিত্য, ভ্রম প্রমাদ রহিত এবং সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। যতদিন আমাকে আমি না জানি না চিনি, ততদিন আমি অসত্যে পড়িয়া রহিয়াছি।

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর আছেন। যতদিন আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করি, কেবল শোনা কথা বলি, ততদিন আমার পক্ষে পরমেশ্বর, জগদীশ্বর বলা বিড়ম্বনা। কারণ দুদিন পরে কোন অবিশ্বাসী নাস্তিকের সঙ্গ করিলে বলিয়া উঠিব, 'ঈশ্বর নাই।' যদি একবার তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলেই আমার পক্ষে তিনি সত্য হইলেন। হাজার নাস্তিক "নাই নাই" বলিলে আর পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যতদিন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করি, ততদিন অসত্যে ডুবিয়া আছি। এজন্য প্রথমে অসত্য হইতে সত্যেতে যাইবে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে যাইবে, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে যাইবে। সত্যশীল না হইলে অন্যান্য উপদেশ কেবল জনশ্রুতি মাত্র, তাহার কার্য্য হইবে না। অতএব আর আর উপদেশের আলোচনা না করিয়া আত্মতত্ত্ব ও ভগবৎ-

তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যশীল হও। সত্য না জানিয়া সত্য জানি বলাই অসত্য। যে অসত্যকে পোষণ করে, সে আত্মাপহারী চোর; তাহা দ্বারা কোন পাপই অকৃত থাকে না। অতএব সরল হও, সত্যশীল হও, জীবন ধর্ম্মময় হইবে।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৭০ সংখ্যা, ৮১ পৃষ্ঠার পর)

আম্রের (স্বতন্ত্র প্রকার) আচার—কচি আম্রের খোসা ছাড়াইয়া, তাহাকে মাঝামাঝি চিরিয়া দুই খণ্ড করিবে। তাহার বীচি ফেলিয়া দিবে। পরে তাহাকে চুণের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিবার পর একখানি আম্র পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া স্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিবে যে টক্ আছে কি না। যদি তখনও খাইতে টক্ লাগে, তবে আরও খানিকক্ষণ ভিজিবে অর্থাৎ যতক্ষণ না টক্ যায় ততক্ষণ ভিজিবে। যে আম্র যত বেশী টক্, তাহা ভিজিতে তত বেশী সময় লাগে। বেশ টক্ গেলে উহাকে চুণের জল হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া অপর পাত্রে রাখিবে। এই ধৌতকরা আম্র হইতে দুই প্রকার আচার প্রস্তুত হয়।

১ম প্রকার—ঐ আম্রে গুড় মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে; অল্প শুষ্ক হইলে, একটী হাঁড়ীতে তৈল দিয়া তাহাতে ঐ আম্রগুলি ফেলিয়া দিবে, যেন আম্রগুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। ২।৩ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

২য় প্রকার—চিনির রস প্রস্তুত করিতে হইবে, রস প্রস্তুত হইলে ঐ রসে ঐ আম্র ফেলিয়া দিবে। যখন আম সিদ্ধ হইবে এবং চিনির রসের ফুট হইবে, তখন নামাইবে। চিনির রসের ফুট হইবার পূর্ব্বেও যদি আম্র সিদ্ধ হয়, তথাপি নামাইবে না, যেহেতু ঐ আম যত সিদ্ধ হউক না কেন, কখনই গলিয়া যাইবে না; তাহার কারণ উহাকে চুণের জলে ভিজান হইয়াছিল। নামাইবার পরেই আহার করিবার উপযুক্ত হইবে। কিন্তু যত অধিক দিবস থাকে, খাইতে তত সুস্বাদু হয়। এই আচার ৬।৭ মাস থাকে।

আর এক প্রকার—আম্রের খোসা ছাড়াইয়া তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রে অল্প শুষ্ক হইলে একটী হাঁড়ীতে তৈল

রাখিয়া তাহাতে ঐ আম্রগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে শুধু খোলায় পাঁচ ফোঁড়ন ভাজিয়া ঐ হাঁড়ীর ভিতর আম্রের উপর ফেলিয়া দিবে। কেহ কেহ আম্রের খোসাসুদ্ধ এই আচার প্রস্তুত করিয়া থাকেন, খোসাসুদ্ধ আচার করিলে অধিক দিবস থাকে। কিন্তু খোসাসুদ্ধ আচার অপেক্ষা খোসা ছাড়ান আচার খাইতে ভাল লাগে। এই আচারে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

জলপাই—ডাঁসা অথবা পাকা (বেশী নরম না হয়) জলপাই চোক্লা চোক্লা করিয়া কাটিবে। চোক্লা করিয়া কাটিলে এক একটী জলপাই তিন খণ্ড করিয়া হইবে, অর্থাৎ দুই দিকের দুই চোক্লা দুই খণ্ড এবং বীচি সহ মধ্যের অংশ এক খণ্ড। তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রে অল্প শুষ্ক হইলে, একটা হাঁড়ীতে তৈল রাখিয়া তাহাতে ঐ জলপাইগুলি ফেলিয়া দিবে, জলপাই যেন তৈলে ডুবিয়া থাকে। পরে শুধু খোলায় পাঁচ ফোঁড়ন ভাজিয়া হাঁড়ীর মধ্যে জলপাইয়ের উপর ফেলিয়া দিবে।

অন্য প্রকার—জলপাইগুলির গাত্র চারিদিকে চিরিয়া দিয়া পরে তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবার পরে, উপরের প্রকরণ মত তৈলে ফেলিয়া পাঁচ ফোঁড়ন ভাজা দিলেই হইবে।

৩য় প্রকার—জলপাইগুলিতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। যখন শুকাইয়া গা চুপ্‌সিয়া যাইবে অর্থাৎ ঠিক্ হরিতকীর ন্যায় হইবে, তখন পূর্ব্বের প্রকরণ মত তৈলের হাঁড়ীতে ফেলিয়া পাঁচ ফোড়ন ভাজা দিলেই হইবে। জলপাইয়ের আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

আমড়া—প্রথমে যে দুই প্রকার জলপাইয়ের আচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমড়ার আচারও সেই প্রকার।

তরকারীর আচার—তরকারীর আচার সাধারণত শীতকালেই ভাল হয়, কেননা সেই সময়ে নানা প্রকার তরকারী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তরকারীর আচারে কাঁচকলা এবং তিক্তরস বিশিষ্ট তরকারী যেন দেওয়া না হয়; কেন না তাহাতে আচার ভাল হয় না। সকল প্রকার আলু, বেগুণ, সিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শশা, কাঁকুড়, ওলকপি, প্রভৃতিকে প্রথমে কুটিতে (ঝোল প্রভৃতি রন্ধনের জন্য সচরাচর যে প্রকার কোটা হয়) হইবে। তাহার পরে ঐ সকল কোটা তরকারীগুলিকে একত্র করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে, বেশ সিদ্ধ হইলে তাহাদিগকে নামাইয়া জল হইতে তুলিয়া পৃথক্ পাত্রে রাখিতে হইবে। এই সময়ে একটু সতর্কতা পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যেন সিদ্ধ তরকারীতে কিছুমাত্র

জল না থাকে। পরে ঐ তরকারী গুলিকে রৌদ্রে অল্প শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, যেন উহার গায়ের রস মরিয়া যায়। তাহার পরে লবণ ও হলুদের গুঁড়া ঐ তরকারীতে মাখাইয়া রৌদ্রে দিতে হইবে। অপর একটা পাত্রে (পাথর অথবা চিনা বাসন হইলে ভাল হয়) তেঁতুলের সঙ্গে গুড় মিশ্রিত করিয়া হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে মাখিতে হইবে। ঐ তেঁতুলের সহিত যেন বীচি অথবা তেঁতুলের শির না থাকে, সেগুলিকে অগ্রেই পৃথক্ করিতে হইবে। গুড় ও তেঁতুল উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে ঐ লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখান অল্প শুষ্ক (ঐ তরকারী রৌদ্রে যেন বেশী শুষ্ক না হয়) তরকারীতে ঐ গুড় মিশ্রিত তেঁতুল বেশ করিয়া মাখাইয়া একটী হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহার উপর তৈল ঢালিয়া দিয়া রৌদ্রে দিবে। উপরে পাঁচ ফোড়ন ভাজা ছড়াইয়া দিবে। কিছু দিবস পরে দেখা যাইবে যে, উপরে আর তৈল নাই, তখন পুনরায় উহার উপর তৈল দিবে। এইরূপে ২।৩ বার তৈল ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। ২।১ মাস পরে বেশ খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার অতি সুস্বাদু এবং মুখরোচক; প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ইহা এক বৎসর দেড় বৎসর থাকিলেও নষ্ট হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইহাতে গুড় ও তেঁতুলের মিশ্রণের যে কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তেঁতুল হইতে কেবল বীচি ও শিরা পৃথক্ করিবার কথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু তেঁতুলের ছিবড়া * পৃথক করিবার কথা লেখা হয় নাই এবং তাহাও আবশ্যকও নাই। তেঁতুলের বীচি, শিরা, ছিবড়া ও শাঁস স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ; প্রথমে শিরা খুলিয়া লইয়া পরে তেঁতুল কাটিয়া বীচি পরিষ্কার করিতে হয়। তাহার পর তেঁতুলের শাঁসের সহিত তাহার ছিবড়া একত্র থাকে। পাঠক ও পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য স্পষ্ট করিয়া লেখা গেল।

সজিনাখাড়ার আচার—উপরিউক্ত প্রকারে।

ঐ তরকারীর আচারের সঙ্গে সজিনার খাড়া মিশ্রিত করিয়া দিলেও হয় এবং পৃথক্‌রূপে করিলেও হয়।

উচ্ছের আচার—প্রথমে উচ্ছেগুলিকে মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া তাহার বীচি ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে উচ্ছেতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। বেশ শুষ্ক হইলে দুই খণ্ড উচ্ছেকে একত্র করিয়া তাহার ভিতরে পাঁচফোড়ন ভাজা পূরিয়া দিয়া দুইটী কাটি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দুই খণ্ড উচ্ছেকে একত্র করিতে হইবে, এখন ঠিক যেন একটী উচ্ছে বলিয়া বোধ হইবে।

* বীচি ও [illegible]

পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা সুতা দ্বারা বাঁধিয়া দেয়, তাহাতে খাইবার সময় অসুবিধা হয়। এইরূপে সমস্ত উচ্ছে একত্র করা হইলে সেইগুলিকে তৈলে ফেলিয়া রাখিবে, যেন উচ্ছেগুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। ২।৩ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার প্রায় এক বৎসর থাকে।

আনারসের জেলি (Pineapple Jelly)—প্রথমে আনারস ছাড়াইবে, তাহার পর একখানি ছুরি দ্বারা তাহার চোক গুলি কুরিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে ছুরি অথবা বঁটী দ্বারা পাতলা করিয়া ঐ আনারসের শাঁস চাঁচিয়া লইবে, যতদূর পাতলা করিতে পারা যায়, ততদূর পাতলা করিয়া কাটিয়া লইয়া অবশেষে তাহার মাঝখানের শিরটীকে ফেলিয়া দিবে। পরে সেই পাতলা করা অংশ গুলিকে একখানি পীঁড়ির (বসিবার কাষ্ঠাসন) উপর রাখিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিবে। চারি দিকে কুচি কুচি করিবে, এত কুচি করিবে ঠিক্ যেন মণ্ডের মত হইয়া যাইবে। এই কার্য্য করিবার সময় প্রস্তরের অথবা চিনা বাসন ব্যবহার করিবে, আর সাবধান হইবে যেন আনারসের রস নষ্ট না হয়। পরে ঐ আনারসের কুচি ওজনে যত হইবে, ঠিক্ সেই ওজনের ভাল সাদা চিনি অথবা দোবরা চিনি লইয়া তাহার সহিত সেই মণ্ডের ন্যায় আনারস মিশ্রিত করিয়া একত্র সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে বা পরে একটুও জল দিবে না, আনারসের যে রস বাহির হইবে, তাহাতেই শাঁস চিনির সহিত মিশ্রিত হইয়া সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ করিবার সময় একটু ফট্‌কিরি ফেলিয়া দিবে (ফট্‌কিরির পরিমাণ—একটী আনারসের জেলিতে এক দুয়ানি ওজনের ফট্‌কিরি যথেষ্ট)। তাহার পর ঐ আনারস গলিয়া, চিনির সহিত মিশ্রিত হইয়া ফুটিতে থাকিবে। যখন মিছরির ফুট * হইবে তখন নামাইয়া লইবে। ইহা অতি সুখাদ্য, ইংরাজেরা ইহা খাইতে বড় ভাল বাসেন। ইহা এক বৎসর দেড় বৎসর থাকিলেও নষ্ট হয় না।

পিয়ারার জেলী (Goava Jelly)—পিয়ারা গুলিকে (পাকা পিয়ারা হইলে ভাল হয়) প্রথমে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। পরে সিদ্ধ করা পিয়ারা গুলিকে জল হইতে পৃথক্ করিয়া হস্ত দ্বারা চট্‌কাইয়া এক খণ্ড পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া তাহার শাঁস বাহির করিয়া লইবে এবং বীচি ও ছিবড়া গুলি ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁসকে আনারসের জেলীর ন্যায় চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে। ইহাতে আনারসের অপেক্ষা অল্প ফট্‌কিরি দিবে।

---

* ফুটিতে ফুটিতে ঘন হইয়া যায় এবং যখন বড় বড় বুদ্ বুদ্ হইয়া "থপ্ থপ্" করিয়া ফোটে ও শব্দ হয়, তখন তাহাকেই মিছরির ফুট বলে।

বেলের জেলী (Bael Jelly)—বেলের জেলী দুই প্রকার হয়। রোগীর জন্য এক প্রকার ও সাধারণ লোকের জন্য আর এক প্রকার।—প্রথম কাঁচা বেলের খোসা ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। যদি রোগীর জন্য হয়, তাহা হইলে আটা ও বীচি সুদ্ধ সেই চাকা চাকা বেলকে জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি সাধারণ লোকের জন্য হয়, তাহা হইলে ঐ চাকা চাকা বেল হইতে বীচি ও আটা ফেলিয়া দিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ করা হইলে উহাদিগকে জল হইতে পৃথক্ করিয়া হস্ত দ্বারা চট্‌কাইয়া এক খণ্ড পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া (বীচি অথবা ছিবড়া যাহা থাকিবে, তাহা ফেলিয়া দিবে) শাঁস লইবে। পরে ঐ শাঁস আনারসের ন্যায় চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে।

আম্রের জেলী (Mangoe Jelly)—পাকা আম্রের রস বাহির করিয়া এক-খানি পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহার শাঁস লইয়া উপরোক্ত প্রকারে চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে।

উপরে যে কয় প্রকার জেলীর বিষয় লিখিত হইল, তাহাতে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, যেন জেলী প্রস্তুত করিবার সময় একটু মাত্রও জল মিশ্রিত করা না হয়।

গত সংখ্যায় লেবুর আচারের কথা যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রকার ভেদ লেখা হয় নাই। ঐ লেবুর আচার আর এক প্রকারে হয়—কেহ কেহ ঝামা দ্বারা লেবুর গাত্র ঘসিয়া তাহার খোসা অল্প উঠাইয়া তাহাকে চুণের জলে ভিজাইয়া রাখেন। তাহার পর লবণ ইত্যাদি মাখাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করেন, কেহ কেহ খোসা সুদ্ধ করেন। খোসা সুদ্ধ করিলে যদিও অল্প পরিশ্রমে হয় বটে, কিন্তু লেবুগুলি অল্প তিক্ত হয়।

জল-পথ।

বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ ও যাতায়াতের সুবিধার জন্যই পথের প্রয়োজন। সরল ও প্রশস্ত পথ দ্বারা দূরত্বের হ্রাসতা, শ্রমের লাঘব এবং ব্যয়েরও খর্ব্বতা হইয়া থাকে। এই জন্যই সভ্যজগতে সরল ও বহুপথের এত আদর। সরল পথের অনুরোধে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পর্ব্বত হৃদয় বিদারণ এবং নদীস্রোত বন্ধন পূর্ব্বক সুড়ঙ্গ ও সেতু সকল নির্ম্মাণ হইতেছে। স্থলপথের ন্যায় জলপথের ব্যাপারও সামান্য নহে। ইহারও সম-

লতা রক্ষার জন্য বাণিজ্য-প্রিয় জাতিরা কত কষ্ট, কত ব্যয়ভার বহন করিতেছে। বাণিজ্যই ধনাগমের এক মাত্র উপায়; ধনাগম ব্যতীত দেশের উন্নতি হয় না, সুতরাং দেশের হিতানুষ্ঠানে বাণিজ্যই প্রধান সাধন। ইহার দ্বারা যেমন দেশজাত দ্রব্য সকল দেশান্তরে নীত হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করে, সেইরূপ বিদেশীয় সভ্যতা ও অভিজ্ঞান দ্বারাও স্বদেশীয় আভ্যন্তরিক অবস্থার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। জল-পথের সুগমতাতে বাণিজ্যের উন্নতি। স্থলপথাপেক্ষা জল-পথে ব্যয়েরও অনেক লাঘব হয়। অগম্য অর্ণব-পথের সরলতা সম্পাদন সর্ব্বদা সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্দেশীয় সরল জলপথ অসম্ভব নহে। কৃত্রিম নদী বা খাল খনন, শুষ্ক নদীর পুনরুদ্ধার, হ্রদ বা ভূমধ্য সাগরের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা কেবল পথের সরলতা বা সুগমতা সংসাধিত হয় এমত নহে, পর্য্যাপ্ত জলাগমের দ্বারা কৃষিকার্য্যেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মহার্ণব বা সিন্ধু মধ্যস্থ যোজক সকল খনন করিয়া উভয় জলরাশির সম্মিলন করিলে কেবল যে বাণিজ্যের উন্নতি হয় এমন নহে, মানব শক্তিরও চিরকীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দুই সহস্র বর্ষ অতীত হইল, কোরিন্থ যোজক খনন করিয়া কোরিন্থ উপসাগর ও ইজিয়েন্ সাগর পরস্পর সম্মিলনের চেষ্টা হয়। কোরিন্থ উত্তর গ্রীশ ও পিলোপনিসস্ বা মোরিয়ার সহিত যোগ করিতেছে। কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে প্রথম উদ্যোগ বিফল হয়। পরে জুলিয়স্ সিজর্ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী অন্যান্য রোমীয় সম্রাটেরাও উপর্য্যুপরি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাঁও সফল হয় নাই। সম্প্রতি কয়েকজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যনৈপুণ্যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে অর্ণবপোত সকল কোরিন্থ খাত দিয়া একটী সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্রে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে যোজকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিতে হইলে সমস্ত মোরিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে হইত, অথবা বাণিজ্য দ্রব্য সকল জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া শকটযোগে বহন করিয়া অপর পারে পুনর্ব্বার ভিন্ন জাহাজে অধিরোহণ করিতে হইত। এক্ষণে সেই সকল পরিশ্রম ও ব্যয়ভার বাঁচিয়া গেল এবং দূরত্বও অনেক হ্রাস হইল। সুয়েজ খাতও ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারদিগের দ্বারা খনন করা হইয়াছে। এই খাত দিয়া অর্ণবপোত সকল আরব্যোপসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরে যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে সমস্ত আফ্রিকা খণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া বাণিজ্য পোত সকল ভারতবর্ষে আগমন করিত, ইহাতে প্রায় ৩।৫ মাস কাল ও প্রচুর

অর্থব্যয় হইত, এবং দক্ষিণ ও ভারত মহাসমুদ্রের সঙ্কটাপন্ন বাত্যার ভয়ে সশঙ্কিত হইতে হইত। এক্ষণে সে সকল বিপদাশঙ্কা কিছুই নাই অথচ প্রায় তিন সহস্র ক্রোশ পথভ্রমণ হইতে অব্যাহতি হইয়াছে। পেনেমা খাতও ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারগণ খনন করিতেছেন। ইহা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী যোজক। বিশাল আণ্ডিস্ পর্ব্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে কিছু কাল বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু অব্যর্থ ফরাসী অধ্যবসায় নিশ্চয়ই সফল হইবে। সম্প্রতি জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট উত্তর সমুদ্র ও বল্টিক সাগরের সংযোগ করিতেছেন। এল্ব নদীর সাগর সঙ্গম কাইল্ পর্য্যন্ত (Kiel) খাত খনন হইতেছে। এই খাত সম্পূর্ণ হইলে ২৩৭ মাইল পথ বাঁচিয়া যাইবে এবং ডেন্মার্কের উত্তর বিপদসঙ্কুল সিন্ধুদেশ ভ্রমণ আবশ্যক হইবে না। রুষীয় গবর্ণমেণ্টও লুপ্ত নদী সকলের পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ওবী এবং ইনিসী নদীদ্বয় খাত দ্বারা সম্মিলন পূর্ব্বক বৈকাল হ্রদের সহিত সংযোগ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ফরাসীরা পারিস পর্য্যন্ত অর্ণবপোতোপযোগী খালের ব্যবস্থা করিতেছেন; বিস্কে উপসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরেরও সংযোগের উদ্যোগ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পেরিকোপ্ যোজকও খাত দ্বারা খনন করিয়া কৃষ্ণ ও আজফ্ সাগরের পরস্পর সংযোগের কল্পনা হইতেছে। ইউফ্রেটিস্ নদী, পারস্যোপসাগর এবং ভূমধ্য সাগরও পরস্পর সংযোগের কল্পনা হইতেছে। এই সমস্ত জলপথ সম্পূর্ণ হইলে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের কত উন্নতি হইবে, এবং দূরত্ব হ্রাসতা নিবন্ধন ইউরোপ ও আসিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কত মহৎ ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে!

নারীচরিত।

মেরী ওয়াসিংটন্।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের অধিনায়ক ও ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ভুবনবিখ্যাত জর্জ্জ ওয়াসিংটন যে এত বড় লোক হইয়াছিলেন, তাঁহার মাতার অসাধারণ গুণ ও মহৎ চরিত্রই ইহার মূলীভূত কারণ। এই রত্নগর্ভা রমণীর নাম মেরী ওয়াসিংটন। ইহাঁর চরিতাখ্যান পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

বল নামক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবার

পটোমাক নদী তীরে বার্জ্জিনিয়া * উপনিবেশ স্থাপন করেন, মেরী ওয়াসিংটন এই বংশসম্ভূতা। বার্জিনিয়ার মহিলাগণ গৃহকার্য্য ও স্বাধীন ভাবের জন্য প্রথম হইতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন, মেরীও সেইরূপ কার্য্য ও সেইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবনের ইতিহাস আর অধিক পাওয়া যায় না। তিনি আগষ্টাইন ওয়াসিংটনের সহিত বিবাহিত হন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। যখন বিধবা হন, তখন তাঁহার বয়স অধিক নয়। এই বয়সে বৈধব্য-দশাগ্রস্ত ও শিশুসন্তানের প্রতিপালনের সম্পূর্ণ ভারবহনে বাধ্য হইয়া তিনি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি একদিকে দক্ষতা সহকারে সংসার রক্ষা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে এরূপ সুশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারা শিশুসন্তানের চিত্ত গঠন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ভাবী মহত্বের ভিত্তি সেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হইল। স্পার্টার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে তিনি সন্তানকে সকল প্রকার ভোগ বিলাসিতা হইতে যত্নপূর্ব্বক দূরে রাখিয়া দুঃখ কষ্ট বহনে ও আত্মত্যাগ স্বীকারে প্রথম হইতেই অভ্যস্ত করিতে লাগিলেন, তাহাতে ওয়াসিংটনের শরীর দৃঢ়িষ্ট ও বলিষ্ট হইতে এবং মন স্বাধীন ও তেজস্বী ভাব ধারণ করিতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুকালে ওয়াসিংটনের বয়স দশ বৎসর মাত্র। তিনি বলিতেন পিতার আকৃতি ও স্নেহময় ভাবমাত্র তাঁহার স্মরণ আছে, কিন্তু তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ধন, সম্পদ ও মান মর্য্যাদার মূলকারণ তাঁহার জননী।

ওয়াসিংটন বাল্যকালে অসাধারণ ধর্ম্মসাহস ও সত্যবাদিতার জন্য পিতার নিকট বহু সমাদৃত হইয়াছিলেন, এতৎ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। ওয়াসিংটনের পিতা যে একজন সত্যপরায়ণ উন্নত-চরিত্রের লোক ছিলেন, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

ওয়াসিংটনের মাতা একজন আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। তিনি তাঁহার গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী এবং তাঁহার গৃহের সকল ব্যবস্থাই সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার পরিচয় দান করিত। তাঁহার পরিশ্রম ও গৃহকার্য্য-পটুতা গুণে গৃহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির মত বোধ হইত। তথায় আবশ্যক যে কিছু দ্রব্য সকলই প্রস্তুত এবং যেখানকার দ্রব্য সেইখানেই সজ্জিত। ধর্ম্মশাসন ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তথায় জাজ্বল্যমান। তথায় যৌবনসুলভ লঘুতা ও সুখ-প্রিয়তা ধীরতা ও সদ্বিবেচনার দ্বারা শাসিত হইত, তথাকার আমোদ প্রমোদ

* বার্জ্জিন অর্থ অবিবাহিতা। অবিবাহিতা ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্থাপিত বলিয়া এই উপনিবেশ বার্জিনিয়া নামে খ্যাত হয়।

নিয়মিত ও ভদ্রোচিত ছিল। বাধ্যতা তাঁহার গৃহের প্রধান নিয়ম। অধীন ও বাধ্য হইতে না শিখিলে কেহ স্বাধীন ও কর্তৃত্ব ভার বহনে সমর্থ হইতে পারে না, ধর্ম্মজগতের ইহা একটী গূঢ় নিয়ম। ওয়াসিংটন মাতার সম্পূর্ণ বশীভূত ও অনুগত হইয়া কর্তৃত্ব করিবার প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন।

ভবিষ্যতে তিনি জগদ্বিখ্যাত ও স্বাধীন আমেরিকাবাসীদিগের অধিনেতা হইলেও তাঁহার উপর মাতার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। মাতার চেহারা যেন পুত্রকে বলিত ——"আমি তোমার মাতা, জীবনদাত্রী, যখন আবশ্যক হইয়াছিল তোমাকে পা পা করিয়া চালাইয়াছি। আমার মাতৃ-স্নেহ তোমার মাতৃভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে, আমার কর্তৃত্ব তোমার চিত্তকে শাসিত ও গঠিত করিয়াছে। তোমার যত কেন উচ্চ গৌরব ও খ্যাতি হউক না, ঈশ্বরের পর আমি তোমার ভক্তির আস্পদ।"

বীরপুত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শনে সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকিতেন।

ওয়াসিংটন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত একজন সেনাপতি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিদারুণ অত্যাচারে আমেরিকাবাসীগণ যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন তাহারা জর্জ ওয়াসিংটনকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিল। ওয়াসিংটনকে কয়েক বৎসর স্বাধীনতা যুদ্ধের সমুদায় ভার আপনার স্কন্ধে লইয়া অবিশ্রান্ত চিন্তা অক্লান্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের হিতব্রতে তিনি সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া আর সকল কার্য্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

যুদ্ধ গমনের পূর্ব্বে তিনি মাতাকে পল্লীবাস হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ফ্রেডারিকসবর্গ নামক নিরাপদ স্থানে রাখিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তথায় বাস করিতেন, তাঁহাদের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন। সাত বৎসর পরে ওয়াসিংটন জন্মভূমির স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়া মাতার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ করেন।

জননী, স্পার্টান জননীর ন্যায় সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণার্থ যুদ্ধে বিদায় দিলেন এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এই সঙ্কটময় সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠাসহকারে আপনার জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত রহিলেন।

আমেরিকার যুদ্ধ সময়ে ও ৮২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ওয়াসিংটন জননী আদর্শ গৃহিণীর ন্যায় গৃহধর্ম্ম পালনে ব্রতী ছিলেন, কেবল তিন বৎসরকাল উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। চাবি সকল আপনার নিকট রাখিতেন, দিবারাত্রি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, আত্মীয় পরিজনের সেবা করিতেন, এবং স্বাধীন ভাবে

চলিতেন ফিরিতেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঔদ্ধত্য কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। দুঃখের দিনে যেমন ভাবে চলিয়াছিলেন, সম্পদের দিনেও অবিকল সেই ভাবে চলিতেন। তাঁহার পুরাণ ধরণের একখানি গাড়ী ছিল, তাহা চড়িয়া সহরের নিকটস্থ ক্ষেত্র পরিদর্শনে প্রতিদিন গমন করিতেন এবং আপনার চক্ষে লোকজনকে কাজ করাইতেন। ফ্রেডারিকসবর্গের প্রাচীন লোকদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে আজও তাঁহার শ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতার সুখ্যাতি শুনা যায়। সর্ব্বপ্রকার মিতাচারে তিনি অত্যন্ত মনোযোগিনী ছিলেন। তাঁহার নিজের হাতগড়া জিনিষে গৃহ পরিপূর্ণ দেখা যাইত, গৃহ কার্য্যের সকল দিকে তাঁহার চক্ষু ঘুরিত। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা দ্বারা যেমন অর্থ বাঁচাইতেন, সেইরূপ তাহার সদ্ব্যয়ও করিতেন। সামান্য অবস্থাতেও গরিব দুঃখীদিগের জন্য তিনি যে পরিমাণ দান করিতেন, তাহা অনেক ধনী লোকের পক্ষেও অসম্ভব বোধ হইত। মেরী ওয়াসিংটনের ঈশ্বরভক্তি অতি প্রবল ছিল। কেবল ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মকার্য্য সমাধা হইত না, তিনি নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধ্যান ধারণা করিতেন। শেষ জীবনে নির্জ্জনে ধর্ম্ম সাধনের জন্য তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার গৃহের অনতিদূরে পর্ব্বত ও বৃক্ষবেষ্টিত একটী স্থান ছিল, তিনি প্রতিদিন তথায় গিয়া নতজানু হইয়া একান্তে ঈশ্বর ভজনা করিতেন।

আমেরিকা যুদ্ধের অবসান হইলে মহাবীর ওয়াসিংটন জয়মুকুটে ভূষিত হইয়া সসৈন্যে ইয়র্কটাউন হইতে প্রত্যাগত হইলেন এবং অবিলম্বে মাতৃচরণ দর্শনের অভিলাষী হইয়া মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বৃদ্ধা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন, এমন সময় এই সুসংবাদ আসিল। ইতিমধ্যে দিগ্বিজয়ী পুত্র মাতার দ্বারস্থ। বৃদ্ধা দ্রুতপদে বাহির হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শৈশবের নামে "জর্জ্জি" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। তিনি পুত্রের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, ললাটে কুঞ্চিত রেখা দেখিয়া বলিলেন "তোকে অনেক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছে ও অনেক ভাবনা চিন্তা করিতে হইয়াছে দেখিতেছি। ইহা দেখিয়া আজি আমার মনে প্রাচীন সময় ও প্রাচীন বন্ধুগণের বিষয় স্মরণ হইতেছে।" ওয়াসিংটনের যশ ও খ্যাতি বিষয়ে মাতার মুখ হইতে একটী কথাও নিঃসৃত হইল না।

বিদেশীয় রাজকর্ম্মচারীরা ওয়াসিংটনের সমভিব্যাহারী হইয়া আসিয়াছিলেন, উল্লাসের এত কথা সত্ত্বে মাতার এপ্রকার সাম্যভাব দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইলেন। তাঁহার ও তাঁহার বীরপুত্রের বাল্যবৃত্তান্ত [illegible]

তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তের একটু মাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না! তাঁহারা প্রাচীনকালের অনেক লোকের নামোল্লেখ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "ইউরোপে এরূপ মহত্ত্বের নিদর্শন ত অদ্যাপি দেখি নাই।" অবশেষে বলিলেন "আমেরিকার জননীরা এরূপ হইলে সন্তানেরা যে বিখ্যাত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

ফরাসী বীর মার্কুইস ডি লেফেট স্বদেশে পুনর্যাত্রার পূর্ব্বে ফ্রেডারিক্‌সবর্গে বীরমাতার দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভার্থ আসিয়াছিলেন। ওয়াসিংটনের এক পুত্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল "ঐ ঠাকুর মা।" লাফেট দেখিলেন গৃহজাত বস্ত্রপরিহিতা তৃণের টুপী মস্তকে বীরমাতা স্বহস্তে বাগানে কাজ করিতেছেন। মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "মার্কুইস, বুড় মানুষকে দেখিতে আসিয়াছ, এস, দরিদ্র গৃহে তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের লৌকিকতার আর দরকার নাই।" মার্কুইস রাষ্ট্রবিপ্লবের সুফল, স্বাধীন আমেরিকার ভাবী সৌভাগ্য, তাঁহার অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রার প্রয়োজন এবং ওয়াসিংটনের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ও অনুরাগ বর্ণন করিয়া অবশেষে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মাতা সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্তান সম্বন্ধে কেবল এই কথা বলিলেন "জর্জ্জ বড় ভাল ছেলে, সে যে এরূপ কাজ করিবে, তা আশ্চর্য্য নয়।"

মেরী ওয়াসিংটন মধ্যমাকৃতি ছিলেন, তাঁহার গঠন সুসৌষ্ঠব এবং মুখাকৃতি শোভন ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার "ভাল ছেলের" কথা বলিতেন, তাঁহার বাল্যজীবনের গুণব্যাখ্যা করিতেন, মাতার প্রতি তাঁহার যে কত ভক্তি ও ভালবাসা তাহার পরিচয় দিতেন, কিন্তু দেশের উদ্ধারকর্ত্তা, রাজ্যের শাসনকর্ত্তা পুত্রের সম্বন্ধে একটীও কথা ভ্রমক্রমে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত না। ইহার কারণ এই, তিনি পুত্রকে সৎ হইতে শিখাইয়াছিলেন, মহৎ হওয়া তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল; পুত্র সৎ হইয়াছে, এই তাঁহার আনন্দ, তাহার মহত্ত্বের আর কি প্রশংসা করিবেন?

৮৭ বৎসর বয়সে মেরী ওয়াসিংটনের মৃত্যু হয়। তিনি ক্ষতরোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক বৎসর অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মনিষ্ঠাতে পূর্ণ ও অটল ছিল। শেষ অবস্থায় পুত্রশোকও সহ্য করিতে হইল। পুত্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু এবং ফ্রেডারিক্‌বর্গে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধির উপর স্মরণ-প্রস্তর অনেকদিন নির্ম্মিত হয় নাই। অবশেষে বার্জ্জিনিয়াবাসীরা আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধনের ত্রুটি অনুভব করিয়া

বিশেষ যত্নে সমাধি মন্দির প্রস্তুত করেন এবং ১৮৩৩ সালের ৭ই মে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট আণ্ড্রু জাক্‌সন কর্ত্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। ওয়াসিংটন জননীর সম্মানার্থ এই চরম উৎসব দর্শনে রাজকর্ম্মচারীগণ ও অসংখ্য দর্শক সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বোনাপার্টির নির্ব্বাসন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সম্বন্ধে এক কবি এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

উচ্চাশার দৈববলে হ'য়ে বলীয়ান্
বালক অজাতশ্মশ্রু প্রবীণ মহান্
যদি কারে দেখিবারে চাও ধবাপরে,
অদ্ভুতদর্শন-দেখ বোনা ধুরন্ধরে।

সামান্য ঘরে দরিদ্র অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়ান যেমন এক মহাবল পরাক্রান্ত জাতির উপর একাধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। যখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর, তখন স্বকীয় উৎসাহ উদ্যম ও মেধাবলে তিনি অভিজ্ঞ সেনানায়কদিগের অধীনস্থ সুশিক্ষিত সৈন্যদলকে পরাজিত করেন, তৎপূর্ব্বে কোন সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করেন নাই—এমন কি নিয়মিত কোন যুদ্ধস্থলেও উপস্থিত হন নাই। বহুদিন জয়লক্ষ্মী তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। তিনি যে রাজসিংহাসন স্বীয় ক্ষমতাবলে সংগঠন করেন, তাহাতে তাঁহার বংশ পরম্পরা চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীকে এত পরীক্ষা করিলে চলিবে কেন? তাঁহার দুর্দ্দম উচ্চাশা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিবার অভিলাষ করিয়া রসাতল গর্ভসাৎ হইল।

যে সমর-তরঙ্গ রাইন্ নদী হইতে মস্কৌ পর্য্যন্ত তিনি প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যখন তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিজের উপর আসিয়া পড়িল, যখন তাঁহার প্রিয়তম ফ্রান্সভূমিতেই জীবন ও মুকুট রক্ষার জন্য তাঁহাকে ঘোর বিপদাপন্ন হইতে হইল, তখনও তিনি সুপক্ক সমরদক্ষতার পরিচয় দান করিয়া "অদ্বিতীয় সেনাপতি" আখ্যা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনের অধীন হইতে হইল এবং ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র এল্‌বা দ্বীপের রাজত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। সম্মানের সহিত কয়েক মাস নির্ব্বাসন দণ্ড বহন করিয়া তিনি অল্পসংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে ফ্রান্সে আসিলেন, আর জয়োৎসবের সহিত পারিসের সিংহাসনে পুনরারোহণ করি-

লেন। তাঁহার নাম তখনও সমগ্র ইউরোপের ভীতির কারণ, সমগ্র ইউরোপ তাঁহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র। তিনি এই সমবেত ক্ষমতাকে চূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার ক্ষমতার অসাধ্য। অবশেষে ওয়াটালু'র রণক্ষেত্র তাঁহার ও সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যপরীক্ষার শেষ মীমাংসা হইল। এই ঘটনায় নেপোলিয়ান এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন:—

"যৌবনে যখন ভাসি, ভাগ্যলক্ষ্মী হাসি হাসি,
আসি মোরে করিল বরণ।
সম্রাটের পরিচ্ছদ করিল অর্পণ।
আমার গৌরবে মাতি, বিশাল ফরাসীজাতি,
ধ্বনিল আমার জয়োৎসব,
কে করিবে মোরে পরাভব ?
হাতে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি, দিলাম সাগরে ফেলি
আবার বরিল হাস্যমুখে,
ভাবিলাম দিন মম যাবে চিরসুখে।
এবার হলো বিদায়, ফিরিবে না হায় হায়!
কেন এল, কেন গেল চলে,
নিয়তির বিবর্ত্তন কার সাধ্য বলে ?

ফরাসীদিগের অনেকে তখনও তাঁহার সপক্ষ ছিল, কিন্তু তাহাদিগের সপক্ষতার উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া তিনি সাম্রাজ্যের উপর নিজ স্বত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে ২য় নেপোলিয়ান বলিয়া বিঘোষিত করিলেন। ফ্রান্সে অবস্থান নিরাপদ নহে জানিয়া তিনি আমেরিকা যাত্রা করিবার উদ্দেশে সমুদ্রতটে উপনীত হইলেন, কিন্তু ইংরাজ সৈন্য তাঁহাকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত জানিতে পারিয়া ইংলণ্ডের হস্তে স্বয়ং আপনাকে ধরা দিবার মানস করিলেন। ১৮১৫ সালের ১৫ই জুলাই এই মর্ম্মে ইংলণ্ডীয় জাহাজাধ্যক্ষকে এক পত্র লিখিলেন। মেটলাণ্ড সাহেব বেলারোফন জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন, তিনি সদল নেপোলিয়ানকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। জাহাজে প্রবেশ করিয়া তিনি কাপ্তেনকে বলিলেন "মহাশয়! আমি আপনাদিগের রাজা ও রাজনিয়মের সহায়তা লাভের আশায় আপনাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। তিনি তৎপরে ইংলণ্ডের রাজপ্রতিভূর (পরে চতুর্থ জর্জ্জ) কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাহার কোন সদুত্তর পাইলেন না।

(ক্রমশঃ)

বাল্য বিবাহ।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে বহু আন্দোলন বঙ্গদেশের শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে হইয়াছে। বাল্যবিবাহ যে অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহার জন্য আর নূতন যুক্তি প্রমাণ করা অনাবশ্যক। বর্ত্তমানসমাজে যেমন

স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহও কমিয়া আসিতেছে। কেবল পুরুষের নয়, স্ত্রীলোকেরও উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিবার জন্য জনসমাজের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বলবতী হইয়াছে। সমাজসংস্কারক বাবু কেশবচন্দ্র সেন ১৫।১৬ বৎসর হইল, দেশীয় বিদেশীয় বিজ্ঞ ডাক্তার ও সমাজতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের মত লইয়া স্থির করেন, পুরুষের পক্ষে ১৮ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৪ বিবাহের ন্যূনকল্প বয়স হওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের বিবাহকার্য্যে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন —কেবল তাহা নহে, হিন্দু সমাজেও কার্য্যতঃ ক্রমে ক্রমে এই প্রথা সমাদৃত ও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সম্ভ্রান্ত হিন্দুগৃহে ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাগণ অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। বালিকার দৈহিক বিকাশ মন্দ হইলে অভিভাবকগণ এ বয়সেও বিশেষ চিন্তান্বিত হন না। ইহা হইতে আশা করা যায়, হিন্দুসমাজে দূষণীয় শিশুবিবাহ প্রথা আপনাপনি রহিত হইবে, এবং বরকন্যা সুশিক্ষা লাভ ও আপনাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য ভার অনুভব করিয়া ক্রমশঃ উপযুক্ত বয়সে উদ্বাহব্রত অবলম্বনে অগ্রসর হইবেন।

দুঃখের বিষয় শিক্ষিত সমাজে ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহের অনুকূল হাওয়া বহিবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ বোম্বাইয়ের অভাগিনী রুক্মাবাই। এই যুবতী আপনার বাল্যকালের বিবাহিত স্বামীকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র, এবং কতকগুলি লোক তাঁহার সহায় হইয়া বাল্যবিবাহকে রাজবিধি দ্বারা অসিদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টাপর হওয়াতে এই বিপরীত আন্দোলন উপস্থিত। ঘাত প্রতিঘাত স্বভাবের নিয়ম —এক দিকে বাড়াবাড়ি করিলে তাহার বিপরীত দিকে মানবমনের ঝোঁক আসিয়া পড়ে। ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে এই ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা সমাজব্যবস্থা সুনিয়মিত ও পরিণামে সুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজি আমরা দেখিতেছি—দেশীয় খৃষ্টান বন্ধুগণের মুখপাত্র এক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাল্যবিবাহের পক্ষ-সমর্থনকারী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এবং শিক্ষিত হিন্দুদিগের একদল তাঁহার দলস্থ হইয়া বাল্যবিবাহের উপকারিতা ঘোষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাবু জয়গোবিন্দ সোম হিন্দু ও খৃষ্টান শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া বাল্যবিবাহের মধ্যে গূঢ় ধর্ম্মভাব ও নৈতিক পবিত্রতার আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সদুদ্দেশের সহস্র প্রশংসা করি, এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া দেশীয় ভাবের এত অনুরাগী বলিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করি। আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ নিরশনের তিনি যে বিরোধী, ইহার সহিতও আমাদিগের সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাঁহার যুক্তিগুলিতে এক-দেশদর্শিতা, মত-পক্ষপাতিতা ও দুষ্টফল

গ্রহণের সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান নিরঙ্কুশ অবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বদর্শন করিয়া সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, নতুবা ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলা বিচিত্র নহে। অনেক কথা বলিতে ভাল, শুনিতে ভাল, কিন্তু নানা কারণে কার্য্যতঃ তাহার ফল উপাদেয় নহে। আমরা এবার এ বিষয়ের আর অধিক প্রসঙ্গ করিলাম না, বারান্তরে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করিব।

নূতন সংবাদ।

১। অনরেবল লালা বনবিহারী কপূরের পুত্র ছোট লাটের বিচারে বর্দ্ধমানের মহারাজা হইয়াছেন।

২। বারিষ্টার অতুলচন্দ্র মল্লিকের পুত্র বসন্তকুমার মল্লিক এবং চারুচন্দ্র দত্তের পুত্র অতুলচন্দ্র দত্ত সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথমটী উত্তীর্ণদিগের মধ্যে দশম স্থানীয়।

৩। পার্কস নামে এক সাহেব ৭টী হনুমান দ্বারা চাসের কার্য্য চালাইতেছেন।

৪। ১৮৮৫ সালে বঙ্গদেশে ২৭৩১, বোম্বাইয়ে ২০২৪, পঞ্জাবে ১৫৬৬, উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যায় ১২৯০ এবং মান্দ্রাজে ৮৬৭ খান নূতন পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে।

৫। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য টিণ্ডাল ৩৫ বৎসর বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া নির্জ্জন বাস আশ্রয় করিয়াছেন।

৬। বরদার গুইকুমার ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে আপনার মৃতা প্রিয়তমা মহিষীর স্মরণার্থ বহু অর্থব্যয়ে এক বাজার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজভক্ত প্রজারা নিজে প্রায় ২০ হাজার টাকা তুলিয়া রাণীর এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ইতিহাস শিক্ষা—শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵১০ মাত্র। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। এখানি বিদ্যালয়ের বালকদিগের বিশেষ উপযোগী।

২। মা ও ছেলে—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৵০ মাত্র। শিশুবিনয়ন একটী অতি কঠিন অথচ গুরুতর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য মনে উদ্বোধিত হয় এবং প্রকৃষ্টপ্রণালীতে তৎ-

সাধনে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার জন্য গ্রন্থকার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রয়াস অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। আমাদিগের দেশের পিতা মাতারা কিরূপ অনবধানতা বশতঃ শিশুকে মানুষ হইতে দেন না, এবং তাহার অধোগতির কারণ হন, গ্রন্থে তাহাও বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা যারপরনাই প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালাভাষায় ইহা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রত্যেক গৃহে ইহা এক একখানি রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক জননীর ইহা মনোযোগসহকারে পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

৩। অশ্রুকণা—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। শতাধিক কবিতাস্তবকে এই কাব্যখানি গ্রথিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ভাবপূর্ণ ও সুললিত—পাঠ করিয়া পাকা কবির লেখা বলিয়া বোধ হয়—অনেক স্থল পড়িতে পড়িতে মোহিত হইতে হয়। এ দেশের একজন স্ত্রীলোক এরূপ লিখিতে শিখিয়াছেন, ইহা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।

৪। হাউয়ার্ড চরিত—শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা হাউয়ার্ডের জীবনচরিত সুন্দরভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠে সাধারণে—বিশেষতঃ বালকগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবে বলা বাহুল্য। ইহা বিদ্যালয়ে পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

৫। গার্হস্থ্য কোষ—প্রকাশক পরেশনাথ বিশ্বাস, মূল্য ৶০ আনা। পঞ্জিকা, ডায়েরী, হিসাবের ফরম প্রভৃতি সকল কথা আছে। অতি সুন্দর, প্রত্যেক গৃহস্থের প্রয়োজনীয়।

বামারচনা।

একটী কামিনী।

সুনীল আকাশ মরি পূর্ণ চন্দ্রমায়
আলোকিত শোভাময় দৃশ্য মনোহর,
ঘিরিছে শশীরে এবে তারকা মালায়,
বহিতেছে মৃদু বায়ু তুলিয়া লহর। ১

হেন সুখময়ী রাত্রে একটী কামিনী,
বসিয়া শয়ন কক্ষে বাতায়ন খুলে,
ভাবিতেছে শূন্যে চাহি জনম দুখিনী,
পড়েছে কুঠার যবে, সুখ তরুমূলে। ২

"এই আকাশের চাঁদ, আঁধার বিনাশি,
উদিয়াছে নীলাম্বরে, হায়রে যেমন,
মম হৃদাকাশে চাঁদ আলোকের রাশি,
বিকীরণ করেছিল শীতল জীবন।" ৩

ভাবিতেছে সেই দিন, আপনা ভুলিয়ে,
পেয়েছে সে কি যাতনা মরমের তলে,
সয়েছে গো কত জ্বালা, অবলা হইয়ে,
পোড়া প্রাণ পুড়িয়াছে যে শত দাবানলে। ৪

যে দিন প্রাণেশ তার, চিরদিন তরে,
বিদায় মাগিল কাছে, যোড় হাত করি,
সেই বুকফাটা দৃশ্য প্রাণের অন্তরে,
সমুদিত, কি বাঞ্ছা দিবস শর্ব্বরী। ৫

নিরাশা কাতর পূর্ণ, সেই মুখ খানি,
সেই মর্ম্মভেদী কথা, পাষাণ দ্রবিয়া,

চাহিয়া প্রেয়সী পানে, যুড়ি দুই পাণি,
বলেছিল, কি কথারে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া। ৬

সেই করপদ্ম মরি, করেতে ধরিয়ে,
সোহাগ আদর যাহা ঘটেনি জীবনে,
বলে ছিল, সেই কথা, অমিয় জিনিয়ে,
"প্রেয়সীরে, কি অসুখী অভাগা কারণে।"৭

"বিদায় লো প্রিয়তমে, জনম মতন,
নিরমল চাঁদমুখ দেখি একবার,
দেখিবে না এ অভাগা! জীবনে কখন,
অবসান এত দিনে সকলি আমার। ৮

"মাতাল পাতকী জনে একদিন তবে,
করনি গো অনাদর, জীবনে কখন,
দেবের মতন ভক্তি করেছ পামরে,
তোমার ও ভালবাসা স্বরগের ধন। ৯

"নারকীর পত্নী হয়ে ভেবেছ প্রেয়সী,
দেবপত্নী তুমি যে গো, দেব সহবাসে,
অভাগার অনাদর আদরের রাশি,
মরমের কি যাতনা সয়েছ হরষে। ১০

"জীবনের ভালবাসা বিনিময়ে তার,
এ পাতকী কি দিয়েছে? ভাবিলে ঘৃণায়—
মরে যাই, বিদরয় পরাণ আমার,
জলে উঠে, মরমের নিভৃত আলয়। ১১

"যে চোখে পাতকী তোমা, দেখেনি চাহিয়ে,
পিপাসিত সেই চক্ষু আজিরে প্রেয়সী,
দেখাতেম কি যাতনা হৃদয় নিলয়ে,
বুঝিবে কি? দেখিবে কি? অনলের রাশি। ১২

"আজীবন তব আশা, বুঝিনি অন্তরে,
একদিনে কেমনে লো পারিবে জানিতে,
কি আশার অশ্রুচ্ছ্বাস হৃদয় কন্দরে,
উথলি উঠিছে হায়, পারি কি চাপিতে। ১৩

"বাঁচি যদি প্রিয়তমে, এবার তোমারে,
ক্ষুদ্র এ হৃদয় খানি, করিব প্রদান,
দেখাইব ভালবাসা, কত এ আধারে,
ক্ষুদ্র হৃদি, কিন্তু নাহি প্রেম পরিমাণ। ১৪

"কেঁদনা প্রেয়সি আর অভাগা কারণে,
বাড়ে যে মরম পীড়া পারিনা সহিতে,
ও চোখেতে অশ্রুবিন্দু, আর এ নয়নে,
সহেনা যাবার কালে, অক্ষম হেরিতে। ১৫

"কেঁদেছ ত কত দিন, দেখেছে পামর,
কত অশ্রুরাশি প্রিয়ে, ঝরেছে নয়নে,
নিদয় কঠিন প্রাণ, হয়নি কাতর,
আজি কিন্তু এ যাতনা, অধিক মরণে। ১৬

"অশ্রুমুখী—অশ্রুময় বহু দিন হতে—
হেরেতেছি ওই আঁখি, প্রেয়সী এখন,
হাসি-মাখা মুখ খানি দেখিয়া মরিতে,
জনমের মত সাধ, হবে কি পূরণ? ১৭

"শেষ সাধ, জন্ম শোধ, বাসনা আমার,
মরিব "তোমার" হয়ে ফুরাল সকল,
হতভাগা সাধ ইচ্ছা করিবে না আর,
জীবনের সঙ্গে তার ফুরাল সকল। ১৮

"দু দিনের ভালবাসা, শেলের সমান,
হয় ত বাজিবে তব হৃদয় ভিতরে,
মরণের আগে কেন হইল এ জ্ঞান,
নহে ত এ ভালবাসা বিশুদ্ধ অন্তরে। ১৯

প্রেয়সি, তোমায় সুখী একদিন তরে,
করিল না এ অভাগা, কে ভুলিবে হায়,
দুখমাখা মুখ খানি, মুদ্রিত অন্তরে,
রহিল রে, কে মুছিবে পুড়িলে চিতায়? ২০

আর একদিন মরি, দেবতা তাহায়,
বলেছিল, "সুচরিত্রে বাসনা অন্তরে,
বাঁচি যদি প্রেয়সিরে, সাজাব তোমায়,
মনের মতন কত চারু অলঙ্কারে।" ২১

"এ যাত্রায় প্রিয়তমে যদি পাই প্রাণ,
কাঁদাব না আর তোমা; থাকিতে জীবন,
যত দিন এ পরাণ নহে অবসান,
রহিব হইয়া তব অনুগত জন। ২২

"প্রণয়ের প্রতিদান পলকের তরে,
পাও নাই মরে যাই, প্রেয়সি কখন,
জীবনে যে সুখ,তাহা ভালবেসে মোরে,
অন্ত সাধ একেবারে দিয়ে বিসর্জ্জন। ২৩

কিন্তু এই হতভাগা,—নিদয় হৃদয়—
তব প্রেম প্রস্রবণে উপেক্ষি অন্তরে,
চেয়েছিল রোধিবারে কুকাজ শিলায়,
প্রেমের ফোয়ারা সে যে কে রোধে
তাহারে? ২৪

প্রেয়সী, কি পরিতাপ রহিল জীবনে,
এত যতনের ধনে, নির্ম্মম নির্দ্দয়,
করিল না সুখী আহা ভুলিব কেমনে?
পাষাণ যদিও, আজ গলিল হৃদয়। ২৫

"অভাগার হৃদয়ের শিরায় শিরায়,
কি যে রে ভীষণ জ্বালা মরম দহন,
সমুদ্র তোমার প্রেম, শিশির তাহার
মিশিল না কভু, এযে অসহ্য বেদন। ২৬

প্রেয়সি, সেদিন মনে পড়েলো তোমার,
যে দিন পাতকী তরে নলিন নয়নে,
পড়েছিল অশ্রুরাজি—মুকুতার হার।
সেধেছিলে পায়ে ধরে, কাতরে যতনে।২৭

"যে হৃদয় তোমালাগি তিলেকের তরে,
কাঁদে নাই সেই হৃদি পুনঃ প্রিয়তমে,
নিদয় পাষাণ আজি সোহাগে সাদরে,
অরপিল যতনেতে রেখোলো মরমে। ২৮

"ওই সুপবিত্র মুখ অঙ্কিত আত্মায়,
চিতানলে পারিবে কি দহিতে কখন?
নরকে যাইব প্রিয়ে ডরিনা তাহায়,
স্বরগ আমার সতি, তোমার বদন। ২৯

বিদায় বিদায় আজ জনম মতন,
চলিলাম ভাসাইয়া সাধের কুসুমে,
জীবনের সাধ আশা করিয়া হরণ,
জ্বালাইয়া দাবানল মরমে মরমে।" ৩০

কাঁদিল কামিনী সব করিয়া স্মরণ,
পারে কি বুঝাতে প্রাণে কাঁদেরে কেমনে,
কত জ্বালা প্রাণে পোরা অসহ্য দহন;
কত ভার বোধ হয় হৃদয় জীবনে। ৩১

বলেছিল সেই কথা জনমে কখন,
হয় নাই ভাগ্যে যাহা হইবে না আর,
বাঁচিলে এবার আর হতভাগ্য জন,
করিবে না অনাদর জীবনে তাহার। ৩২

"যে হৃদয় তোমা লাগি তিলেকের তরে,
কাঁদে নাই সেই হৃদি পুন প্রিয়তমে,
নিদয় পাষাণ আজ সোহাগে সাদরে,
অরপিল যতনেতে রেখোলো মরমে।" ৩৩

সেই প্রেম গাথা যদি সদত বদনে,
গাহি তবু ফুরায়না—অনন্ত অক্ষয়,
কণ্ঠহার করি গলে পরিব যতনে,
জুড়াব সকল জ্বালা, হইয়া নির্ভয়। ৩৪

শ্রীহরিমতি দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭২ সংখ্যা | ভাদ্র ১২৯৪—সেপ্টেম্বর ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

বামাবোধিনীর চতুর্ব্বিংশ জন্মোৎসব।

(১)

শুভ ভাদ্র মাসে নদী-ভরা জল,
নীলাম্বর পট গগণের তল,
ধরার উরস শোভিছে শ্যামল,
নব শস্য-দল আনন্দে হাসে।

(২)

সরোবরে শত শত শতদল,
ফুল ফলে সুশোভিত বনস্থল,
নক্ষত্র নিকর হীরক উজ্জ্বল,
শরতের চাঁদ বিমল ভাসে।

(৩)

এ হেন সময়ে বিধির নিদেশে,
দুখিনীর দেশে দুখিনীর বেশে,
জীবনের ব্রত সাধন উদ্দেশে,
জনম লভিল একটী বালা,

(৪)

জনম দুখিনী ভারত কামিনী,
আঁধারে মগনা দিবস যামিনী,
কারার বন্দিনী চির পরাধীনী,
কে জানে কে বোঝে তাদের জ্বালা?

(৫)

নাশিতে তাদের মনের আঁধার,
জ্ঞান সত্যালোক করিয়া প্রচার,
ঘুচাতে তাদের শোক দুখ ভার,
অমৃত আস্বাদ প্রাণেতে দিয়া,

(৬)

জনমিল বালা, নাহি ধন বল,
নাহি ঐহিকের সহায় সম্বল,
সহায় সম্বল ঈশ্বর কেবল,
বিশ্বাসেতে দৃঢ় বেঁধেছে হিয়া।

(৭)

সাধু ইচ্ছা যার সদা জয় তার,
মঙ্গলময়ের মহিমা অপার,
মঙ্গলের রাজ্য হইবে বিস্তার,
অমঙ্গল দূর হবে অচিরে ;

(৮)

অগতির গতি অনাথের নাথ,
সাধেন কল্যাণ থাকি সাথে সাথ,
চির দুঃখ নিশা হইবে প্রভাত,
নারীর সুদিন আসিবে ফিরে।

(৯)

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ করি অতিক্রম,
ধরি আজি বালা নবীন উদ্যম,
বিভুর করুণা স্মরি অনুপম,
তাঁহার চরণে ঢালিবে প্রাণ।

(১০)

আজি এ তাহার জনম উৎসবে,
উলু উলু ধ্বনি কর নারী সবে,
আজি বন্ধুগণ আনন্দের রবে
কর তার শিরে আশীষ দান।

(১১)

নারীর মঙ্গলে নরের মঙ্গল,
নারীর মঙ্গলে দেশের কুশল,
সহায় করিয়া দেব-কৃপাবল,
একার্য্য সাধনে মিলহ সবে।

(১২)

বামাবোধিনীর এইত প্রার্থনা,
বামাবোধিনীর এইত সাধনা,
বিভুর কৃপায় এ শুভ কামনা,
সময়ে অবশ্য সুসিদ্ধ হবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পূজাবকাশে দারজিলিং ভ্রমণ— কলিকাতার টমাস্ কুক্ এণ্ড সন্ সাহেবগণ পূজাবকাশে দেশীয় ভদ্র লোকদিগের দারজিলিং ভ্রমণের এইরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন:— আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ হইতে দারজিলিং যাইবার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেণ (Spocial Train) ছাড়িয়া পরদিন বৈকালে তথায় উপস্থিত হইবে। ২৯শে সেপ্টেম্বর আবার একখানি স্পেশ্যাল ট্রেন যাত্রীদিগকে লইয়া ৩০শে কলিকাতায় পৌছাইয়া দিবে। উক্ত কোম্পানি রেলওয়ে কোম্পানির সহিত আবশ্যক বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং দারজিলিং পর্ব্বতে ঐ কয়েক দিবস যাত্রীদিগের বাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য কোম্পানির কলিকাতায় এজেণ্ট সেখানে গিয়াছেন।

যাতায়াতের ভাড়া অর্থাৎ এককালীন দেয়।

১ম শ্রেণী	৪৯৸১০
২য় শ্রেণী	২৪৸৶৫
মধ্যম শ্রেণী	১০৸১০
৩য় শ্রেণী	৮৶১০

বন্ধু বান্ধব লইয়া এরূপ সুবিধায় দেশ ভ্রমণের সুব্যবস্থা আমাদের দেশে আর কখন হয় নাই। বর্ষান্তে এই সুন্দর সময়ে দারজিলিং পর্ব্বতের শোভা দেখিলে সকলেই অতুল আনন্দ উপলব্ধি করিবেন।

জুবিলী পিষ্টক—গণ্টর কোম্পানি মহারাণীকে একখানি পিষ্টক যুবিলী উপহার দিয়াছেন। ইহার পরিধি ৯॥০ পাদ, উচ্চতা ১০ পাদ এবং পরিমাণ প্রায় ৭ মণ। ইহাতে সিংহাসনোপরি একটী মন্দির মধ্যে “খ্যাতি” ও “মহিমা” মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহারা দুন্দুভি হস্তে পৃথিবীর চতুর্ভাগে যুবিলী সংবাদ উদ্ঘোধন করিতেছে। ইহার উপরে পুনর্ব্বার মন্দির অবস্থাপিত, শিখরে শান্তির পক্ষবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি এবং সাম্রাজ্যের মুকুট। শুভ্র মহামূল্য সাটিন বস্ত্রে স্বর্ণ খচিত সিংহমূর্ত্তি সকলের মধ্যে মধ্যে মহারাণী ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের চিত্র; তন্মধ্যে মহারাণীর বিবাহকালীন (১৮৪০) প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি, মহারাণীর ১৮৬৭ সালের এবং বর্ত্তমান সময়ের প্রতিমূর্ত্তিগুলি অতীব সুন্দর। পিষ্টকের চারিধার গোলাপ ও অন্যান্য সুন্দর কৃত্রিম পুষ্পমালায় পরিশোভিত।

যুবিলী যৌতুকে কৌতুক—ইংরাজ রমণীরা উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে ইংলণ্ডেশ্বরীকে প্রায় লক্ষ টাকা যৌতুক দিতে যান, কিন্তু গেটের পয়সা দিয়া তাঁহাদিগকে চা খাইয়া আসিতে হইয়াছে।

কুচবিহারের মহারাণী—বিলাতে ইঁহার সম্মাননায় আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। ইংলণ্ডেশ্বরী ইঁহাকে “ভারত মুকুট” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, স্বগৃহে ভোজ দিয়াছেন, এবং সাদরে ইঁহার দুই গণ্ড চুম্বন করিয়াছেন। মহারাণীর ফটোগ্রাফারগণ আবার ইঁহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়াছেন।

নূতন পত্রিকা—তামিলী ভাষায় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য “মহারাণী” নামক পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। মান্দ্রাজের শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ইহার প্রতিপোষক। ইহাতে সুন্দর আখ্যায়িকা, স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী প্রস্তাব এবং সাময়িক প্রসঙ্গ প্রভৃতি থাকিবে। এই পত্রিকা দ্বারা আমাদের দাক্ষিণাত্যের ভগিনীদিগের মধ্যে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারিত হউক, ইহা আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

দানশীলতা—১) ডবলিউ টি রসেল নামক এক স্কচ্ ভদ্রলোক এক সময় কলিকাতায় ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি করে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের হস্তে ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা দিয়াছেন (২) অযোধ্যা প্রদেশে, নান্পারা নামক স্থানে তালুকদার রাজা জঙ্গবাহাদুর স্থানীয় চিকিৎসালয়ের পরিবর্দ্ধন জন্য ১০০০০ দশ হাজার ও স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসালয় জন্য ১৫,০০০ হাজার দান করিয়াছেন।

সংসারে দুঃখ দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য যিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তিনিই ধন্যবাদের পাত্র।

স্ত্রীচিকিৎসার উন্নতি—(১) লণ্ডনে মেডিকেল স্কুল ও তৎসংক্রান্ত চিকিৎসালয় হইতে অনেক মহিলাই শিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছেন। মান্দ্রাজ কলেজে প্রথম শিক্ষিত ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ বিবী স্কাগারিব অল্প দিন হইল লণ্ডনস্থ স্ত্রী মেডিকেল স্কুলে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে এখন ৬৩ জন ছাত্রী আছেন। গত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায়, মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরের স্ত্রী লেডী গ্রাণ্ট ডফ্ সভাপতীর কার্য্য করেন ও তথায় কপূর্রতলার হারনাম সিংহের পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। ভবিষ্যতে যে এই স্কুল দ্বারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানের বিশেষ উপকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। (২) ফরাসী রাজ্যের প্রধান নগর পারিসে ১০৮ জন মহিলা চিকিৎসা কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন; এতন্মধ্যে অধিকাংশই (৮৩ জন) রুসিয়াবাসিনী। সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে বিগত ডাক্তারী পরীক্ষায় ৫৪ জন মহিলা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেবিকা ভগিনী—সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্তদিগের চরম আরাম জন্য কুমারী ডেবিডসন্ অল্পদিন হইল একটি শান্তিকুটির খুলিয়াছেন। যাহাতে এ জীবনের শেষ অবস্থায় নিরাশ্রয় লোকেরা শান্তি ও শুশ্রূষা লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। স্থাপয়িত্রী নিজে একজন সেবিকা ও দুই জন ধাত্রীর সাহায্যে ইহার কর্ম্ম চালাইতেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে একটু সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা পাইলে মুমূর্ষু লোকদিগের মনে কত আনন্দ ও সুখের সঞ্চার হয়! এ কার্য্যে খাঁটী নিঃস্বার্থভাবের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (২) বিবী রবার্টস্ এদেশীয় রোগীদিগের শুশ্রূষার জন্য যে সেবিকা ভগিনীদল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার সাহায্যার্থ ১৩ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বিলাতে স্ত্রীবিক্রয়—গত জুলাই মাসে সেফিলেণ্ডের আদালতে স্ত্রীবিক্রয় সম্বন্ধে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে এক জেলে বলে আর এক ব্যক্তি ৫ সিলিং মূল্যে তাহাকে আপনার স্ত্রী বিক্রয় করে, এবং বিক্রয়ের টাকা লইয়া সে মদ খায়। এই বিক্রয়ের দলিল, সাক্ষী সকলই ছিল। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ইতর শ্রেণীর ইংরাজেরা হাটে বাজারে স্ত্রীদিগকে লইয়া গিয়া প্রকাশ্যরূপে বিক্রয় করিত, এখন আইন দ্বারা সেরূপ কার্য্য রহিত হইলেও কার্য্যের এককালে বিরাম নাই। দাসত্ব উচ্ছেদক ইংলণ্ডের পক্ষে এ কি বিড়ম্বনা!

ধাতুবৃষ্টি—গত ১১ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে ধাতু বৃষ্টি হয়। ধাতু দেখিতে রূপার ন্যায়, দলে এক রুলের ৬ষ্ঠ

ভাগের এক ভাগ, ব্যাসে ৮ ভাগের এক ভাগ। ইহা প্লাটিনম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

দার্জ্জিলিং স্বাস্থ্যনিবাস—কুচবিহারের মহারাজা ইহার জন্য ৫০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহ ও ভূসম্পত্তি এবং রাজাবাহাদুর সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী নগদ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ছোটলাট একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করিবেন। নিবাসটী শীঘ্র খুলিবার কথা।

মাইকেল মধুসূদন—বঙ্গের কবিচূড়ামণির সমাধিস্থানে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী উদ্যোগী হইয়াছেন, এবং ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের হস্তে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। মহিলাগণ এ পবিত্র কার্য্যে কিছু কিছু দান করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন্।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৭১ সংখ্যা ১১১ পৃষ্ঠার পর)

আশাবতী। পাঠক মহাশয়! আপনার আসনের উপর ওখানি কোন্ গ্রন্থ?

পাঠক। মা! ওখানি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, যোগতত্ত্বের কতিপয় উপদেশ।

আশাবতী। আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি না। আমার প্রতি দয়া করিয়া যদি পাঠ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।

পাঠক। কেন মা, এত দৈন্য কেন? তুমি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্রী। পাঠ করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রশ্ন। যোগ কাহাকে কহে?

উত্তর। "সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনঃ।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকেই যোগ কহে। এই যোগ তিন প্রকার, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ। ইহা ভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা কতকগুলি যোগাঙ্গ সাধিত হয়, তাহাকে হঠযোগ কহে।

প্রশ্ন। জীবাত্মা কে, এবং পরমাত্মা কে?

উত্তর। জীবাত্মা মনুষ্য,—পরমাত্মা পরমেশ্বর, গীতায় লিখিত আছে—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।"

হে কুন্তীনন্দন! এই শরীরকে ক্ষেত্র, যিনি শরীরকে জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শরীর পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থ, জীবাত্মা চেতন। শরীর যন্ত্র, জীবাত্মা যন্ত্রী। জীবাত্মা বর্ত্তমান না থাকিলে মৃতদেহকে কে আদর করে?

জীবাত্মা বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনস্থলে উল্লিখিত আছে—

"অস্তমিতেআদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্মকুরুতে বিপল্যেতীতি॥"

হে যাজ্ঞবল্ক্য! সূর্য্য চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি ও বাক্য শান্ত হইলে, এই পুরুষই কি জ্যোতিঃ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ। এই আত্মাই জ্যোতিঃ হয়। আত্মা স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

"কতম আত্মেতি যো হয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্ত র্জ্যোতিঃ পুরুষঃ॥"

সে আত্মা কোথায়, যে বিজ্ঞানময়? পঞ্চ প্রাণে হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষই আত্মা।

"সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব॥"

সেই আত্মা উভয় লোকে সমভাবে বিচরণ করে, চিন্তা করে এবং দীপ্তিমান হয়।

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং।"

সেই এই পুরুষের তুইটী স্থান ইহলোক ও পরলোক। তৃতীয় স্থান স্বপ্ন, ইহা ইহলোক ও পরলোকের সন্ধি স্থান।

"তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বাঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।"

যে প্রকার মহা মৎস্য উভয়কূলে সন্তরণ করে, তদ্রূপ এই পুরুষ স্বপ্ন ও প্রবুদ্ধ উভয় অবস্থাতেই সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

"তদ্যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনোবা সুপর্ণোবা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্যপক্ষৌ স্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তরে ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি॥"

যেমন আকাশে শ্যেনপক্ষী ও মহা পক্ষী বহুদূর ভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রান্তিপ্রযুক্ত উভয় পক্ষ সংহত করিয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ এই পুরুষ গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া কিছু চিন্তাও করে না, দর্শনও করে না। ইহাকেই সুষুপ্তি কহে।

"যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রা বিদ্যয মন্যতেঽথ যত্র দেবইব রাজেবাহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমোলোকঃ॥"

যদি জাগ্রৎ অবস্থায় ভয় দর্শন করে, তবে তাহাকে অবিদ্যার কার্য্য মনে করিবে। অনন্তর যে স্থানে 'আমি দেবতা' 'রাজা' এইরূপ হৃদয়ের উল্লাস হইবে, সেই স্থানেই এই পুরুষের পরম লোক।

"অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা বেদা অবেদা দেবা অদেবাঃ॥"

এস্থানে পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, লোক অলোক, বেদ অবেদ, এবং দেবতা অদেবতা হইবেন।

"এষাস্য পরমাগতি রেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥"

ইহাই জীবের পরমগতি, ইহাই জীবের

পরম সম্পদ, ইহাই পরম লোক, পরম আনন্দ, এই আনন্দের কণা মাত্র লাভ করিয়া অন্য সকল জীব আনন্দ করিতেছে। (ক্রমশঃ)

উপকথা।

সওদাগর পুত্র।

(গত প্রকাশিতের পর)

সওদাগর পুত্র জানালার কাছে গিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঘরের ভিতরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে ও সেই প্রদীপের সম্মুখে পদ্মফুলের মত একটী পরম রূপবতী কন্যা সরু সরু চুলগুলি এলো করিয়া একমনে কি একখানি পুস্তক পড়িতেছেন। কন্যাটী যেরূপ শ্রী ও লক্ষণযুক্তা, তাহাতে তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে, তিনি কোন রাজকন্যা হইবেন। কিন্তু সেই বিজন অরণ্যের মধ্যে সেই জনশূন্য পুরীতে রাজকন্যা কোথা হইতে আসিলেন, সওদাগর পুত্র তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মনস্থ করিলেন যে, শীঘ্রই আত্মপরিচয় না দিয়া সেই জানালার ধারেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন। কিন্তু তখন তিনি ক্ষুধা পিপাসা ও পরিশ্রমে এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অধিকক্ষণ তাঁহার সে সংকল্প রক্ষা হইল না। সওদাগর পুত্র ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু কিছু মাত্র ভীত না হইয়া তিনি কে, কি জন্যই বা সেই ভয়ানক স্থানে আসিয়াছেন, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগর পুত্র অতি সংক্ষেপে আপনার বিপদের কথা বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন যে, তিনি পিপাসায় এত কাতর হইয়াছেন যে, তাঁহার আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। রাজকন্যা সেই ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাকে সুশীতল জলপান করিতে দিলেন। সওদাগর পুত্র জলপান করিয়া একটু স্থির হইলে রাজকন্যা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আহা এ যমালয়ে কেন আসিয়াছ! যদি বাঁচিতে চাও ত শীঘ্র এখান হইতে পলাও।" রাজকন্যার কথা শুনিয়া সওদাগর পুত্র বলিলেন যে, তিনি আর কোথাও আশ্রয়ের সন্ধান না পাইয়া তথায় আসিয়াছেন। সেখান হইতে যাইতে হইলে তাঁহাকে বিজন অরণ্যের মধ্যে থাকিতে হইবে। রাজকন্যা উত্তর করিলেন,—"সেও ভাল, তথাপি এখানে থাকিও না। এখানে থাকা অপেক্ষা সিংহ ব্যাঘ্রের গহ্বরে গিয়া আশ্রয় লওয়া ভাল। এ কেমন

ভয়ানক স্থান, তবে বলি শুন। তুমি যে বিজন অরণ্যের ভিতর দিয়া আসিলে, তাহা এককালে একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল, এবং আমার পিতা সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন। পিতার সুশাসনে প্রজারা পরমসুখে কালযাপন করিত। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে আমার জন্মের কিছু পূর্ব্বে রাজ্য মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস আসিয়া উৎপাত করিতে লাগিল। পিতা তাহাকে বধ করিবার জন্য কত সিপাই শাস্ত্রী পাঠাইলেন, কিন্তু যে তাহাকে মারিতে যাইল,সে আর ফিরিল না। বছর কতকের মধ্যে তাহার দৌরাত্ম্যে রাজ্য প্রজাশূন্য হইল ও লোকালয় অরণ্য হইয়া গেল। অবশেষে যখন আমার বয়স চারি পাঁচ বৎসর হইবে, তখন দুরাচার একদিন হঠাৎ রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে মারিয়া খাইয়া ফেলিল, কেবল আমাকে মারিল না। সেই অবধি আমি এখানে বন্দীর মত রহিয়াছি, এবং মনুষ্যের মুখ কিরূপ, তাহা আর দেখিতে পাই না। দুরাচার রাক্ষস সন্ধ্যা হইবামাত্র চরিতে বাহির হয়। রাত্রির মধ্যে সে শত শত ক্রোশ বেড়াইয়া নরনারী ও গোরু বাছুরের রক্তমাংসে উদর পরিপূর্ণ করে, এবং ভোর না হইতে হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যায়। সে আমার প্রতি কখন কোন অত্যাচার করে না, কিন্তু তথাপি তাহাকে দেখিলে আমার বুকের ভিতর শুকাইয়া যায়। আমি তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম—কতবার অরণ্যের ভিতরে গিয়া লুকাইয়া রহিলাম, কিন্তু সে যে কি মন্ত্র জানে,বলিতে পারি না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, সে আমাকে নিশ্চয় গিয়া ধরিবে। বার বার চেষ্টা করিয়া আমি এক্ষণে ক্লান্ত হইয়াছি ও তাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন মরিতে আসিয়াছ?”

রাজকন্যার কথা শুনিয়া সওদাগর পুত্রের বুক শুকাইয়া গেল। কিন্তু তিনি সে বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া বলিলেন,—“রাজকন্যা, আমি এখানে থাকি, আর বনের ভিতর গিয়া আশ্রয় লই, আমার পক্ষে দুই সমান। এখানে থাকিলে রাক্ষসের পেটে যাইব, বনের ভিতরে থাকিলে বাঘ ভল্লুকের পেটে যাইব। অতএব আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তুমি অনুমতি করিলে আমি আজ এইখানেই রাত্রি যাপন করিব।” রাজকন্যা সওদাগর পুত্রের কথায় সম্মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁহাকে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ খাবার আনিয়া দিলেন। অনাহারী সওদাগর পুত্র পরম পরিতোষের সহিত তাহা আহার করিলে রাজকন্যা তাঁহাকে বলিলেন,—“তবে চল,তোমাকে এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি তোমার কাছে

যাইব, ততক্ষণ তুমি প্রাণান্তেও তাহার ভিতর হইতে বাহির হইও না।" এই বলিয়া রাজকন্যা এক প্রদীপ হস্তে করিয়া সওদাগর পুত্রকে লইয়া চলিলেন। সেই রাজবাটী এত বড় যে তার আর সীমা ছিল না। বিশেষতঃ এক্ষণে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়ায় ও মধ্যে মধ্যে গাছপালা হওয়ায় এরূপ হইয়াছিল যে, তার এক দিকে থাকিলে অপর দিকে কি আছে না আছে, তাহা কিছুই জানিতে পারা যাইত না। রাজকন্যা ও সওদাগর পুত্র একবার উপরে একবার নীচে এইরূপে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনেক ক্ষণ পরে একটি অতি লুক্কায়িত ঘর বাহির করিলেন। সেই ঘরের ভিতরে চারিদিক্ বন্ধ করিয়া সওদাগর-পুত্র অন্ধকারে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন, ও রাজকন্যা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে, তখন রাক্ষস বাসায় ফিরিয়া আসিল। সওদাগরপুত্র যদি তখন তাহার সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার দাঁত কপাটি লাগিত। সে একটা তাল গাছের সমান উচ্চ। মাথাটা যেন একটা প্রকাণ্ড জালা। তাহাতে আবার তামার শলার মত লম্বা লম্বা চুলগুলা চারি দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দাঁতগুলা যেন এক একটা মূলা, এবং চক্ষু দুইটা যেন বড় বড় জলন্ত লোহার ভাঁটা। রাক্ষস বাসায় আসিয়া যেমন শুইয়া পড়িল, অমনি মরার মত নিদ্রা যাইতে লাগিল। ওদিকে প্রভাত হইলে রাজকন্যা সওদাগরপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁহাকে শীঘ্র পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সওদাগরপুত্র সেখান হইতে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"রাজকন্যা, তুমি স্ত্রীলোক, আমি পুরুষ মানুষ। তোমাকে এ বিপদে ফেলিয়া আমি নিজের প্রাণের ভয়ে যদি পলায়ন করি, তাহা হইলে আমার কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না। আমি হয় তোমাকে উদ্ধার করিব, না হয় রাক্ষসের পেটে যাইব।" রাজকন্যা সওদাগর পুত্রের দুর্ব্বুদ্ধির কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু সওদাগরপুত্র কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, সওদাগরপুত্র আপাততঃ কিছু দিনের জন্য সেই স্থানেই থাকিবেন, কিন্তু রাজকন্যা তাঁহার কাছে না আসিলে তিনি কখনই সেই ঘরের বাহিরে যাইবেন না। এইরূপে সওদাগরপুত্র সেই রাক্ষসের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ রাক্ষস তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। তিনি সমস্ত দিন সেই ঘরের ভিতরে লুকাইয়া থাকিতেন, এবং রাজকন্যা কেবল একটিবার তাঁহাকে চারিটি অন্ন দিবার জন্য অতি সাবধানে তাঁহার কাছে আসিতেন। পরে সন্ধ্যার পর যখন

রাক্ষস চরিতে বাহির হইত, তখন রাজকন্যা তাঁহাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সেই খানে দুই জনে বসিয়া কত কি গল্প করিতেন, এবং রাত্রি একটু অধিক হইলে সওদাগরপুত্র পুনরায় আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপে প্রায় মাসাবধি কাটিয়া গেল। পরে একদিন রাজকন্যা বলিলেন—"সওদাগরপুত্র, তুমি আর কেন এখানে রহিয়াছ? যাহাতে প্রাণ বাঁচাইতে পার, এখনও তাহার চেষ্টা দেখ। এই দুরন্ত রাক্ষসকে বধ করিবার একটীমাত্র উপায় আছে, কিন্তু তাহা মনুষ্যের অসাধ্য। আমাদের সম্মুখে যে পুষ্করিণী আছে, তাহার মধ্যে এক স্ফটিক স্তম্ভ আছে। সেই স্ফটিক স্তম্ভের ভিতরে এক তালপত্র খাঁড়া আছে। কিন্তু তাহা আনা মানুষের সাধ্য নহে। সেই স্ফটিক স্তম্ভ বেষ্টন করিয়া তালগাছ প্রমাণ দুইটি সর্প দিবারাত্রি চৌকি দিতেছে। যদি মরিয়া আবার বাঁচিয়াছে এমন কোন লোক থাকে, তবে সেই সে অজগরদিগের সম্মুখে যাইতে পারিবে।" "রাজকন্যা! এ কথা যদি তুমি আগে বলিতে, তাহা হইলে আমরা দুরাচার রাক্ষসকে বধ করিয়া কবে নিষ্কণ্টক হইতে পারিতাম। মরিয়া আবার বাঁচিয়াছে যদি এমন লোকে সে তালপত্র খাঁড়া আনিতে পারে, তাহা হইলে সে কার্য্য নিশ্চয়ই আমার দ্বারা হইবে। ছয় সাত বছর বয়সের সময় আমার সর্পাঘাত হয়। আমাকে আরাম করিবার জন্য কত ওঝা আসিল, কিন্তু কেহই আমাকে বাঁচাইতে পারিল না। পরে যখন আমার মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাইতেছে, তখন পথের মধ্যে এক সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। সন্ন্যাসী সমুদয় বিবরণ শুনিয়া আমার মৃতদেহ নামাইতে বলিল, এবং আমাকে স্পর্শ করিবামাত্র আমি পুনরায় বাঁচিয়া উঠিলাম। তুমি যাহা বলিলে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সে তালপত্র খাঁড়া আনিতে পারিব।" সওদাগরপুত্রের কথা শুনিয়া রাজকন্যার ভারি আহ্লাদ হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, আর বিলম্ব না করিয়া কল্যই রাক্ষসকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পর দিন দুপরের সময় রাক্ষস যখন মরার মত ঘুমাইতেছে, তখন রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র সেই পুষ্করিণীর ধারে গিয়া উপনীত হইলেন। সওদাগরপুত্র আর দেরি না করিয়া জলে গিয়া ডুব দিলেন, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে পুষ্করিণীর তলায় পৌঁছিলেন। সেখানে দেখেন যে এক স্ফটিক স্তম্ভ রহিয়াছে ও তাহার দুই পার্শ্বে পাহাড়ের মত দুই সাপ পড়িয়া আছে। সওদাগরপুত্র সেখানে যাইবামাত্র তাহারা আকাশ পাতাল হাঁ করিয়া তাঁহাকে গিলিতে আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা তাঁহাকে যেন চিনিতে পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া

সেখান হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। তারপর সওদাগরপুত্র যেমন সেই স্ফটিক স্তম্ভ স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহা ভাঙ্গিয়া গেল ও তাহার ভিতর হইতে তালপত্র খাঁড়া বাহির হইল। তখন সওদাগরপুত্র আর বিলম্ব না করিয়া সেই তালপত্র খাঁড়া হাতে রাজকন্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খাঁড়া পাইয়া উভয়ের মনে কত যে আনন্দ হইল, তাহা আর কি বলিব? তখন রাজকন্যা বলিলেন,—"আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চল, আমরা এখনই সেই পামরকে বধ করি। কিন্তু সাবধান, তাহার বিকট আকার দেখিয়া ভয় করিও না।" সওদাগরপুত্র উত্তর করিলেন—"রাজকন্যা তোমার রাক্ষস ত কোন্ ছার। যদি স্বয়ং যম আসে, তথাপি এ প্রাণ ভয় পাইবার নহে।"

একটু পরেই রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র যেখানে রাক্ষস ঘুমাইতেছিল, সেই খানে আসিয়া পৌছিলেন। সওদাগরপুত্রের পায় শব্দ পাইয়া সে এক বিকট শব্দ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ও তাহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সওদাগরপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই তালপত্র খাঁড়া দিয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে আঘাতে রাক্ষস ছিন্ন শাল গাছের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। মরণ কালে সে এমন এক বিকট চীৎকার করিল যে, তাহাতে বন কাঁপিয়া উঠিল, ও বনের পশুপক্ষিগণ ভয়ে কোলাহল করিতে লাগিল।

এইরূপে রাক্ষসকে বধ করিয়া রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র সেখানে নিষ্কণ্টকে বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সওদাগরপুত্র রাজকন্যার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু সওদাগরপুত্র অনেকদিন মা বাপের কোন সমাচার না পাইয়া ও তাঁহারা তাঁহার জন্য কতই চিন্তিত আছেন ভাবিয়া দুঃখিত হইতে লাগিলেন। রাজকন্যা স্বামীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কত প্রবোধ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইত না। ইতিমধ্যে কাঠুরিয়ারা রাক্ষসের অত্যাচার কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া সেই বনে কাঠ কাটিতে আসিতে লাগিল। একদিন সওদাগরপুত্র তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাহাদিগকে অর্থের লোভ দেখাইয়া তাহাদের হস্তে সওদাগরকে এক খানি পত্র পাঠাইলেন। বৃদ্ধ সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রের কোন সমাচার না পাইয়া এত দিন মৃতপ্রায় ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে পুত্রের সমাচার পাইয়া কত যে আহ্লাদিত হইলেন, তাহা আর বলিবার নয়। পরে সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী অবিলম্বে অনেক লোক জন ও টাকা কড়ি লইয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে লইতে আসিলেন। সওদাগরপুত্র পরমাহ্লাদে সস্ত্রীক পিতা মাতার চরণ বন্দনা করি-

লেন, এবং মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা! বাণিজ্য করিতে আসিয়া আর কিছু পাই নাই, তোমার চরণ সেবার জন্য একটি দাসী পাইয়াছি।" সওদাগর পত্নী আহ্লাদে আটখানা হইয়া বৌকে ক্রোড়ে লইলেন ও বার বার তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা স্থির করিলেন যে, দেশ হইতে সমুদয় ধন দৌলত লইয়া আসিয়া সেই স্থানেই বসতি করিবেন। সওদাগরের ধনের অবধি ছিল না। তিনি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করিয়া জঙ্গল সাফ করাইতে লাগিলেন, এবং নানা দেশ হইতে প্রজা আনাইতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সেই বিজন বন আবার প্রজাপূর্ণ রাজ্য হইল। সওদাগরপুত্র ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী বিষয় কর্ম্মের দিকে আর বড় নজর রাখিতেন না। তাঁহারা পৌত্র গুলিকে লইয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে শেষ কয় দিন মনের সুখে কাটাইয়া দিলেন।

আমার কথাটি ফুরুলো—
নটে গাছটি মুড়ুলো।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুলের আচার—প্রথমে কুলগুলিকে চট্‌কাইয়া, তাহাতে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। খুব শুষ্ক হইলে তাহাতে তৈল মাখাইবে। তাহার পরই একটী হাঁড়ীতে লবণ ছড়াইয়া তাহার উপরে ঐ কুলগুলি রাখিবে। তাহার উপরে আবার লবণ ছড়াইয়া দিয়া হাঁড়ীর মুখে সরা চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। বর্ষাকালে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই কুল মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। কুলের আচার করিবার জন্য মিষ্ট দেখিয়া কুল কিনিবে। যে কুলে মিষ্ট রস থাকে, তাহার আচার ভাল হয়।

কুলের মিষ্ট আচার—প্রথমে কুল গুলিকে চট্‌কাইয়া তাহাতে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে ঐ কুল গুলিকে হামানদিস্তায় কুটিবে। যদি কুল বেশী হয়, তাহা হইলে হামানদিস্তায় কুটিবার সুবিধা হইবে না, ঢেঁকিতে কুটিতে হইবে। পরে গুড়ের রস করিতে হইবে অর্থাৎ গুড়কে জল দিয়া গুলিয়া কড়া করিয়া আগুনে চড়াইতে হইবে। গুড়ের রস যখন

প্রস্তুত হইবে অর্থাৎ চট্‌চটে হইবে, তখন কড়া গুড় নামাইয়া তাহাতে ঐ কোটা কুল ঢালিয়া দিয়া তাড়ু * দ্বারা উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে। কুলের সহিত গুড়ের রসের বেশ মাখামাখি হইলেই আচার প্রস্তুত হইল; তখন উহাকে হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। ৩।৪ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে।

চাল্‌তার আচার—চাল্‌তা গুলিকে ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে; বেশ শুষ্ক হইলে উহাদিগকে হামানদিস্তা অথবা ঢেঁকিতে কুটিতে হইবে। পরে কুলের মিষ্ট আচারের ন্যায় গুড়ের রসে ঐ কোটা চাল্‌তা দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে হইবে। তাহা বেশ মিশ্রিত হইলেই আচার প্রস্তুত হইল। ৩।৪ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে।

ছড়া তেঁতুল—সরিষা, লঙ্কা ও অল্প হলুদ একত্রে বাটিয়া রাখিবে। তেঁতুল গুলির শিরা ছাড়াইয়া উহাতে ঐ বাটা মসলা ও লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে উহাতে তৈল মাখাইয়া হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। হাঁড়ীর তলায় আচার রাখিবার পূর্ব্বে কিছু লবণ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর আচার রাখিবে। আবার আচারের উপরেও কিঞ্চিৎ লবণ ছড়াইয়া দিবে।

মিষ্ট তেঁতুল—অল্প জল দিয়া তেঁতুল গুলিয়া তাহার শাঁস বাহির করিয়া ছিবড়া ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁস রৌদ্রে দিবে। রৌদ্র লাগিয়া যখন বেশ ঘন হইবে, তখন উপরোক্ত প্রকারে গুড়ের রস করিয়া তাহার সহিত ঐ ঘন শাঁস মিশাইয়া হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। ৩।৪ মাস পরে খাইবে—বেশ সুস্বাদু হইবে।

করম্‌চার * আচার—করম্‌চার আচার দুই প্রকার।—

১ম প্রকার—প্রথমে করম্‌চা গুলিকে ৩।৪ ঘণ্টা কাল চুণের জলে ভিজাইবে, তাহার পর উহাদিগকে চুণের জল হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিবে। বেশ সিদ্ধ হইলে জল হইতে নামাইয়া গায়ের জল শুষ্ক করিয়া ফেলিবে, তাহার পর উহাদিগকে চিনির রসে ফেলিয়া দিলেই আচার হইল।

২য় প্রকার—প্রথমে জলে সিদ্ধ করিবে, সিদ্ধ হইয়া গেলে পর রৌদ্রে দিবে। গায়ের জল শুকাইয়া গেলে, লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, বেশ শুষ্ক হইলে উহাদিগকে তৈলে ফেলিয়া দিবে, যেন করম্‌চা গুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর রাখিলেও নষ্ট হয় না।

---

* খন্তির ন্যায় কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র, ময়রারা সন্দেশ প্রস্তুত করিবার সময় যাহা ব্যবহার করে।

* মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকেরা করম্‌চাকে কঞ্চাফুল বলিয়া থাকেন।

ওলের আচার—(স্বতন্ত্র প্রকার) প্রথমে ওল গুলিকে ছাড়াইয়া তাহাদিগকে কাটিতে হইবে। পরে ঐ কাটা ওল গুলিকে তেঁতুলের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। বেশ সিদ্ধ হইলে হলুদ গুঁড়া, লবণ ও শরিষা বাটা মাথাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে তাহাদিগকে তৈলে ফেলিয়া দিবে। তাহা হইলেই আচার প্রস্তুত হইল।

আনারসের মোরব্বা—প্রথমে আনারসের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে। তাহার পর তাহার চোক গুলি ফেলিয়া দিবে। খাইবার জন্য যেরূপ করিয়া আনারস কাটিতে হয়, সেই প্রকার কাটিয়া উহাদিগকে ঘৃতে ভাজিতে হইবে। পরে ঐ ভাজা আনারসকে চিনির রসে ফেলিলেই আনারসের মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

বেলের মোরব্বা—কাঁচা বেলেরই মোরব্বা হইয়া থাকে। প্রথমে বেল গুলির খোলা ছাড়াইয়া তাহাদিগকে চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। পরে তাহার আটা গুলি জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে। বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল হইতে তুলিয়া রাখিবে। পরে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সিদ্ধ করা বেল ফেলিয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহাতে সিদ্ধ করিবে, তাহার পর নামাইবে। চিনির রসে ফেলিবার পূর্ব্বে ঐ সিদ্ধ করা বেলের গায়ের জল যেন শুকাইয়া যায়।

অড়হর ডাল—অর্দ্ধ সের অড়হর ডাল রন্ধন করিতে হইলে—প্রথমে ঐ ডাল হাড়ী করিয়া চড়াইয়া দিবে—অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে তাহাতে এক ছটাক ঘৃত ও অর্দ্ধ ছটাক তেজপাত ফেলিয়া দিবে। পরে সুসিদ্ধ হইলে নামাইবে। এই প্রকারে যে অড়হর ডাল রন্ধন করা হইল, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও অতি সুস্বাদু।

অড়হর ডালে অল্প ঘৃত দিয়া রন্ধন করিলে তাহাতে অম্বলের পীড়া হয়। যাঁহাদের অম্বলের পীড়া আছে, তাঁহারা যেন কদাচ অল্প ঘৃত দিয়া অড়হর ডাল আহার না করেন।

উচ্ছে চড়চড়ী—উচ্ছে ও আলু (খোসাশুদ্ধ) কাটিয়া অতি সুন্দররূপে তৈলে ভাজিবে। লঙ্কা, হলুদ ও শরিষা (অল্প পরিমাণে) বাটিয়া একত্রে জলে গুলিবে; ঐ জলে ঐ আলু ও উচ্ছে সিদ্ধ করিবে; সিদ্ধ করিবার সময় লবণ দিবে ও ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে। জল যেন বেশী না হয়। সমস্ত জল মরিয়া গেলে তৈলে ৫ ফোড়ন ও লঙ্কা দিয়া সম্বরাইবে। সম্বরার সময় খুব নাড়িবে। যখন মসলার সুগন্ধ বাহির হইবে, তখন নামাইয়া দেখিবে অতি সুন্দর উচ্ছের চড়চড়ী হইয়াছে।

বেগুনের তরকারী—কচি ছোট ২ বেগুণ বোঁটাশুদ্ধ মাঝা মাঝি করিয়া চিরিয়া ২ খানা করিবে। হলুদ ও লঙ্কা বাটা জলে গুলিয়া তাহাকে লবণ

হয়া সেই জলে ঐ বেগুন সিদ্ধ করিবে। বেগুনের পরিমাণ অনুসারে জল দিবে। সিদ্ধ করিবার সময় হাঁড়ীর মুখে ঢাকা দিবে। জল মরিয়া গেলে নামাইবে। পরে অন্য পাত্রে তৈল, পাঁচ ফোড়ন ও লঙ্কা দিয়া সম্বরাইবে। যখন মসলার সুগন্ধ বাহির হইবে, তখনই নামাইবে। আহারের সময় পাচিকা সেই বোঁটাটী ধরিয়া আস্তে আস্তে পাতে ফেলিয়া দিবেন।

গোল আলু ভাজা—গোল আলু খোসা সুদ্ধ পাতলা করিয়া তরকারীর (ঝোলের) আলুর ন্যায় কুটিবে। আস্ত ধনে, আস্ত তেজপাত ও আস্ত গোলমরিচ (সুদ্ধ খোলায়) ভাজিয়া অল্প জল দিয়া বাটিয়া লইবে। আলুগুলি প্রথমে অল্প করিয়া তৈলে ভাজিবে। ভাজিবার সময় খুব নাড়িবে; ভাজা হইলে তাহাতে ঐ মসলা বাটা অল্প জল দিয়া ঢালিয়া দিবে। ঐ সময় লবণ দিয়া খুব নাড়িবে, আলুর গায়ে মসলা শুখাইয়া গেলে নামাইবে।

ওলের চাট্‌নি—যেমন ওল হউক না কেন, মুখ লাগিবে না। ওল ছাড়াইয়া বরফির মত করিয়া কুটিবে। জলে সিদ্ধ করিবে। তাহার পর শরিষার তৈলে ভাজিবে, ভাজিয়া যখন লাল হইবে, তখন তাহাতে লবণ, তেঁতুল গোলার জল, শরিষা বাটা ও অল্প হলুদের জল ঢালিয়া দিবে। অল্প সিদ্ধ হইলে ও রস থাকিতে থাকিতে নামাইবে। এই ওলের চাট্‌নী হইল।

বিধবার কাহিনী।

আঁধারের মাঝে শৈশবে আছিনু,
অন্ধ হৃদয়ের তলে
একটি প্রদীপ জলিয়া উঠিল
প্রেমের মোহন বলে।

উজল সংসার হইল আঁধার
তাঁহারে হারানু যবে,
তাঁরি কথা পুনঃ হৃদয়ে ধরিয়া
বাঁচিয়া রয়েছি ভবে।

"বিধির বিধান মস্তকে ধরিয়া
হবু সদা আগুয়ান,
বিপদ সম্পদ তাঁহারি আশীষ,
তাঁহারি স্নেহের দান।"—

এ কঠিন ব্যথা দেব-আশীর্ব্বাদ!
বিধির শুভ বিধান,
তবুত পারি না তাঁর পদ চেয়ে
জুড়াতে এ ভাঙ্গা প্রাণ।

গেছে আশা সুখ জনমের মত,
কোন সাধ নাহি ভবে,
সদা ভাবি মনে, কোন শুভক্ষণে,
মুক্তনাম দেখা হবে।

হবে কি কখন? বলেছেন হবে!
সেথা—এ বিশ্বাস মম—
মরতের সেই গভীর প্রণয়
হইবে গভীরতম।

জীবনের কাজ সাঙ্গ হয় যবে
মরণের পথ দিয়া,
প্রবাসী মানবে বিধাতার দূত
স্ব-আলয়ে যায় নিয়া।

ক্ষুদ্র এ জীবনে আছিল যে কাজ
বহুদিন বুঝি নাই,
তাঁরি কাছে থেকে, তাঁর হিয়া দেখে
বুঝিনু, ভাবি গো তাই—

এ মম জীবনে, ধূলি-রেণু সম
তুচ্ছ এ জীবন মম,
যদি কোন কাজ থাকে করিবার
রেণুর রেণুকা সম;

তাও যেন আহা, করে যেতে পারি
বিধির চরণ চেয়ে,
যে গীত শিখেছি, দুঃখ অন্ধকারে
আশার সে গীত গেয়ে।

একটী অনাথ পিতৃহীন বালা
কুড়াইয়া পথ মাঝ,
আনি দিলা পতি কোলেতে আমার,
সপ্তবর্ষ হ'ল আজ।

আপনার ভাবি দুজনে আমরা
পালিতে আছিনু তায়,
শিশুরে আমারে অনাথা করিয়া
একজন গেল হায়।

ভাবি মনে মনে, পরমেশ-শিশু
রয়েছে আমারি কাছে,
একটী অমর আত্মার কোরক
তার ভার হাতে আছে;

একটী অস্ফুট কুসুম কলিকা
ফুটিবে আমারি কোলে,
কত কীট তাহে পারে প্রবেশিতে
আমার ত্রুটি হ'লে।

দুঃখময় এই জীবন আমার
মাঝে মাঝে লাগে ভাল,
বালিকার আশা অন্ধকার চিতে
কোথা হ'তে ঢালে আলো।

ওর কথা ভেবে, ওর মুখ চেয়ে
দিবস চলিয়া যায়,
ভুলে গেছি হাসি, ওর হাসি দেখে
হাসিতেও সাধ যায়।

গৃহকার্য্য।

সংসারের অসচ্ছলতা হইলে গৃহিণী দ্বারা যে তাহার অনেকটা প্রতিপূরণ হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয়, অনেকে জানেন। পূর্ব্বে পরিবারের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অবিরল ছিল না, কিন্তু এক্ষণে সভ্যতা ও তজ্জনিত বিলাসিতার প্রাদু-

ভাবে অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দশজনকে পরিবেশন করিব, ইহা প্রাচীনা পুরস্ত্রীদিগের গৌরবের বিষয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে পাককার্য্য নীচকার্য্য বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। সন্তানপালনের ভারও ধাত্রীর উপর ন্যস্ত, গৃহিণী কেবল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া শয্যা বা সুখাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া—মনোরম পুস্তক পাঠ বা ক্রীড়নীয় পশমের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভাল বাসেন—এ দিকে গৃহস্থ অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক ব্যয়ভার সংকুলান করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গৃহিণী যদি অপেক্ষাকৃত ধনী লোকের কন্যা হন, তাহা হইলে গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে স্বামীর দুঃখে দুঃখ বোধ করেন না, এমন গৃহিণী যে মূলে নাই, আমরা এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে, এবং ক্রমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীনা হিন্দু রমণীদিগের গৃহিণীপনা হইতে শিখিবার অনেক আছে, নব্যা শিক্ষিতা ভগিনীগণ যদি অশিক্ষিতা বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছু হন, সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য দুই একটী গৃহিণীর দৃষ্টান্ত দর্শন করুন্। আমেরিকার একটী ভদ্র মহিলা সংসারের অসচ্ছলতা হইলে তৎপ্রতিকারার্থে যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, একখানি প্রকাশ্য পত্রিকায় তাহা প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "স্বামী দৈবোৎপাতে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হন, তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়, অতি কষ্টে দৈনিক ব্যয় সম্পন্ন হইত। আমি দাস দাসী সমস্ত ছাড়াইয়া দিলাম, নিজে পাচিকা, দাসী ও ধাত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলাম। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের কারখানায় কতকগুলি লোক কাজ করিত, তাহারা প্রবাসী, বাসা করিয়া অন্যত্র থাকিত, আমি স্বামীর অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে স্থান দিলাম, এবং তাহাদিগেরও রন্ধন প্রভৃতি সামান্য সামান্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতাম। এইরূপ অতিরিক্ত ও অনভ্যস্ত পরিশ্রম করাতে প্রথমে আমার কিছু কষ্ট হইয়াছিল—এমন কি স্বাস্থ্যভঙ্গেরও সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে শরীরও সবল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কর্ম্মক্ষম হইল। এক্ষণে কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমি আহ্লাদের সহিত কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া থাকি। আমার একটী মাত্র সন্তান, নিকটে বিদ্যালয় না থাকাতে তাহারও অধ্যাপনা করিয়া থাকি। সন্তানটী অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চঞ্চল, এটা কি, ওটা কি করিয়া প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, আমি তাহার সমুদয়গুলির উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিবার উপযুক্ত অবসর পাই

না, ইহাই কেবল আমার একমাত্র দুঃখের কারণ।”

আর একটী মহিলা লিখিয়াছেন যে, “সাংসারিক সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়ের জন্য সর্ব্বদা স্বামীকে বিরক্ত করা অনুচিত। সংসারে সচ্ছল অবস্থায় সকল কার্য্য তো সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হইবেই, কিন্তু অসচ্ছল অবস্থায় সচ্ছলতা সাধনই গৃহিণীপনা। আমি স্বামীকে এ জন্য কখনই উত্ত্যক্ত করি না। আমি কতকগুলি ছাপার অক্ষর কিনিয়া রাখিয়াছি। গৃহকার্য্য, রন্ধন, শিশুপালন, সূচীকার্য্য, পরিচ্ছদ ধৌতকরণ ও ইস্ত্রিকরণ ইত্যাদি আবশ্যক কার্য্য সকল স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াও প্রত্যহ ২২৫০ অক্ষর সংযোজন করিবার সময় পাই। ১০০০ অক্ষর যোজনার মূল্য আট আনা হইতে বার আনা, এই হারে প্রায় প্রত্যহ দেড় টাকার কার্য্য হয়। আমার বাটীর পার্শ্বেই ছাপাখানা, সুতরাং অক্ষরগুলি “গেলি” সংবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

আমাদিগের নব্যা মহিলারা এইরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সংসারের অসচ্ছলতার প্রতিকারে যত্নবতী হন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। দেশীয় প্রাচীনা গৃহিণীর দৃষ্টান্ত আজিও যাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহারা যেন আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন এবং তাঁহাদিগের সদ্‌গুণগুলি যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া লন। “দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।” প্রাচীনাদের অভাব হইলে তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে হইবে।

রমণীর অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

সৎশিক্ষা ও সংসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে রমণী জাতি পুরুষদিগের ন্যায় অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখাইতে পারেন, ইহা অনেকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। দুষ্ট স্বার্থের অনুগমন করিতে গিয়া অনেক গুলি কুসংস্কারসম্পন্ন পুরুষ মহাশয় মনে করেন বিধাতা বুঝি পুরুষ জাতিকেই সকল প্রকার গুণের আধার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন, নারীজাতিকে জগদীশ্বর পুরুষের ক্ষমতা ও গুণে বঞ্চিতা করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ এক শ্রেণীর মানবেরা ভাবিয়া থাকেন, পুরুষেরাই জগতের সার ও শ্রেষ্ঠ, এবং পুরুষেরা ক্ষমতা ও দক্ষতায় অদ্বিতীয়; কেবল “হতভাগিনী অবলা নারী জাতি বন্যার জলে ভাসিয়া আসিয়াছে, তা'ই তাহারা পৃথিবীর কোন কাজেই ক্ষমতা দেখাইতে পারে না।” পাশব ক্ষমতায় পুং জাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বলবান একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যে সকল গুণ লইয়া প্রকৃত মানব মাত্রেই, [illegible]

জাতি মধ্যে প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভাব আমরা দেখি নাই। নিম্নের দুই টি অভিনব দৃষ্টান্ত নারী জাতির অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিলে বলা যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গালী রমণী কুলের মধ্যে যখন এরূপ দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কেমনে বলিব "নারী জাতি কার্য্যদক্ষতা ও মানসিক ক্ষমতায় পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে না।"

প্রথম দৃষ্টান্ত যশোহর জিলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা নামক সুপ্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্ব্বে (মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহোদয় নবাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যশোহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদনন্তর তথা হইতে সস্ত্রীক পলায়ন করিয়া নলডাঙ্গা গ্রামের সন্নিহিত বেত্রবতী নাম্নী ক্ষুদ্রা নদীর উপরিভাগে গুপ্ত আবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সময়ে নলডাঙ্গা বনশ্রেণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত পতিত ভূমির ন্যায় অবস্থিত ছিল, এবং শুনা গিয়াছে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে তৎকালে দস্যুগণ সম্মিলিত হইয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন, দস্যুতা ইত্যাদি দানবীয় কুকার্য্য কলাপ সমূহের অনুষ্ঠান করিত। প্রাচীনেরা বলেন, কোন কোন স্থান নলগাছে আবৃত ছিল বলিয়া "নলডাঙ্গা" য় বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে। কোন কোন স্থান আজিও "হাড়ভাঙ্গা" বলিয়া বিখ্যাত। যাহা হউক, এই স্থানে মহারাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছু কাল অবস্থান করেন, এবং এই স্থানেই তাঁহার মহিষী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মহারাজার পরলোক গমনের পর ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভবা একটি রমণী নরপতির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়েন এবং (শুনা গিয়াছে) অবশেষে রাজার প্রেমনয়নে পতিতা হইয়া সাধারণ সমীপে মহিষী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই রমণীর নাম আমরা জানি না এবং তত্রত্য লোকেরাও বলিতে পারেন না। এই রমণী বেত্রবতী নদীর * তীরে এক মন্দির স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, উহা গুঞ্জনাথের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সুবিশাল প্রাচীন মন্দিরটি এক্ষণে নলডাঙ্গার রাজবংশের অধিকারভুক্ত। ঐ মন্দিরে যে মহাদেব মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম গুঞ্জনাথ, তদনুসারে নলডাঙ্গার আদিনাম "গুঞ্জনগর" হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের স্থানে স্থানে কারুকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কোথাও কোথাও ইষ্টক খসিয়া গিয়াছে। উহার মধ্য দেশে এক্ষণে একটি সুবিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং তাহার পার্শ্বে আর একটি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত বৃক্ষের নাম কেহই জানে না, ইহাকে সহজে চিনা যায় না। মন্দিরের বহির্দ্দেশে নানা প্রকার পাথরের মূর্ত্তি

* এই নদী "ব্যাঙ" নদী বলিয়া খ্যাত।

দেখা যায়। সে গুলি যেমন পরিষ্কার, তেমনি মনোহর। পাঠকপাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, ঐ মন্দিরের অসংখ্য মূর্ত্তি সমূহ রমণী নিজ হস্তে ছয় বৎসর কাল ব্যাপিয়া সম্পন্ন করেন। মন্দিরটি অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের সময় কিম্বা বসন্তের প্রভাতে ঐ স্থানে কিয়ৎ কাল অবস্থান করিলে শরীর শীতল এবং মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বর্দ্ধমান রাজের পরিচারিকা মহাশয়া বেত্রবতী নদীর ঘাট হইতে মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত স্বহস্তে একটি প্রস্তরময় বর্ত্ম ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল কার্য্য ৮ বৎসর কাল অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ। আটবর্ষ কাল এতাদৃশ কষ্ট ও সহিষ্ণুতা স্বীকার করিয়া থাকা এক জন রমণীর পক্ষে নিতান্ত অল্প গৌরবের কথা নহে। স্বহস্তে এ গুলি প্রস্তুত করা অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞারও পরিচায়ক।

(ক্রমশঃ)

রাজকুমারী আলেক্‌জাণ্ড্রিণা।

উপরে যে সুকুমার বালিকা মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ইংলণ্ডের প্রাচীন কেন্‌সিংটন রাজ প্রাসাদে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর অভ্যুদয়ে ইহাঁর জনক জননীর এবং পরিজনবর্গের প্রাণে অবশ্যই আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীর অপর লোক তাহার কিছুমাত্র সংবাদ লয় নাই এবং লওয়া আবশ্যকও বোধ করে নাই। এক দেশের রাজার চতুর্থ পুত্রের এক কন্যা জন্মিয়াছে, সে রাজকুমারও সামান্য অবস্থার লোক, ইহাতে আর অপর লোকের চিত্ত কেন আকৃষ্ট হইবে? শিশুর পিতামহ আর্প-

নার বংশের নামানুসারে ইহাঁর নাম জর্জিয়ানা রাখিতে চাহিলেন, ইহাঁর পিতা ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজ্ঞী এলিবেথের নামে ইহাঁর নামকরণ করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু ইহাঁর বড় জ্যেষ্ঠতাত তৎকালীন রুসীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের নামানুসারে ইহাঁকে অভিহিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তিনি পরিবারের মধ্যে অধিক ক্ষমতাপন্ন লোক বলিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে কন্যা "আলেক্জাণ্ড্রিণা" নামে আখ্যাত হইলেন। তাহার মাতার নাম বিক্টোরিয়া বলিয়া "বিক্টোরিয়া আলেক্জাণ্ড্রিণা" এই জাঁকাল নাম তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু "ড্রিণা" তাহার আদরের নাম হইল এবং বাল্যকালে "ক্ষুদ্র ড্রিণা" নামেই তিনি পরিজনবর্গের নিকট পরিচিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র ড্রিণা—জগতের অপরিচিতা বালিকা কে? জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য বিধানে ইনিই এখন জগদ্বিখ্যাত মহারাণী বিক্টোরিয়া, ভূমণ্ডলব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, বয়সে প্রাচীনা এবং ৫০ বৎসর অতুলন সুখশান্তিময় রাজত্ব করিয়া কোটী কোটী লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের মধ্যে "ক্ষুদ্র ড্রিণারই" সর্ব্ব প্রথম গোটীকে টীকা দান করা হয়। ইহার কিছুদিন পরে পিতামাতা কন্যাকে লইয়া ডিবন সায়ারের তীরবর্ত্তী সিডমাউথ নামক স্থানে বাস করেন। এখানে এক দুর্ঘটনা হয়। এক শিকারপ্রিয় বালক ক্ষুদ্র পক্ষী শিকার করিবার জন্য বন্দুক ছুড়িতেছিল, তাহার গুলি কুমারী যে গৃহে শয়ান ছিলেন, তাহার সার্সী ভেদ করিয়া মাথার অতি নিকটে গিয়া পড়ে, আর একটু হইলে তিনি আহত হইয়া মারা যাইতেন। এ সময় তাহার পিতা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, জলে ভিজিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন, আসিবামাত্র কন্যার দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া আর্দ্র বস্ত্রেই তাহাকে দেখিতে যান। ড্রিণার বয়স তখন ৮ মাস মাত্র, সেই বয়সেই তিনি পিতাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন, হাত পা ছুড়িয়া অস্ফুটস্বরে কত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! রাজকুমার কন্যার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কয়েক মিনিট তথায় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। আর্দ্র বস্ত্র ছাড়িতে বিলম্ব হওয়ায় তাহার ভয়ানক সর্দ্দি হইয়া গলা ফুলিল এবং সেই রোগেই তাঁহার জীবন শেষ হইল। ৮ মাস বয়সে ড্রিণা পিতৃহীন হইলেন।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে রাজবধূ লুইসা যে কি সঙ্কটাবস্থায় পড়িলেন, তাহা বর্ণনাতীত। ইংলণ্ডে তিনি সম্পূর্ণ বিদেশী। বিবাহ হইয়া এক বৎসর কাল স্বামীর সহিত জর্ম্মণিতে ছিলেন, কয়েক মাস মাত্র শ্বশুরালয়ে

আসিয়াছেন, রাজবাটীর সকলের সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হন নাই, ইংরাজদের ভাষা, রীতি নীতি কিছুই ভাল করিয়া আজও শিখিতে পারেন নাই। তাহার উপর আর্থিক অবস্থা বড় অসচ্ছল। তাঁহার স্বামী মুক্তহস্ত থাকাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিয়া যথেষ্ট ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা শোধ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাহাই করিলেন, ইহাতে আরও অনাটনে পড়িলেন। যাহা হউক কন্যাকে ইংরাজ মহিলার ন্যায় সুশিক্ষিতা করিবার জন্য স্বামীর উপদেশ ছিল, রাজবধূ সেই উপদেশ আপনার জপমন্ত্র করিয়া তৎপালনে নিযুক্ত হইলেন।

আমাদিগের মহারাণী সৌভাগ্যক্রমে সুপিতা ও সুমাতা পাইয়াছিলেন, তাই তাহার বাল্যজীবনেই তাহার চরিত্র মহৎভাবে গঠিত হইয়াছিল। তাহার পিতা রাজকুমার এডওয়ার্ড সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, উদারতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার জননী লুইসা বিক্টোরিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও পরিণামদর্শিনী রমণী ছিলেন। পিতা মাতা উভয়ের গুণ সন্তানে বর্ত্তিয়া তাহার প্রকৃতিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিল। বিশেষতঃ মহারাণী তাঁহার জ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য তাহার মাতার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। তিনি ৮ মাস বয়সে পিতৃহীনা হইলে, তাঁহার পালন ও শিক্ষা বিধান জননীর একমাত্র ব্রত হইয়াছিল এবং তিনি সহস্র ত্যাগ স্বীকার ও সহস্র কষ্ট নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া কন্যাকে মানুষ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টার ফলে মহারাণী "রমণী রত্ন" বলিয়া জগতের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

মাতার সুশিক্ষা গুণে রাজকুমারী আলেক্জাণ্ড্রিণার বাল্যচরিত্রে নিম্নলিখিত সদ্গুণ সকল লক্ষিত হইয়াছিল। (১) সৌজন্য, (২) সহৃদয়তা, (৩) সত্যনিষ্ঠা, (৪) অধ্যবসায়, (৫) স্বভাবানুরাগ, (৬) মিতব্যয়িতা, (৭) আত্মসংযম, (৮) ধর্ম্মনিষ্ঠা, আমরা ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতেছি। *

তিনি অতি শৈশবাবস্থা হইতে অপর লোককে নমস্কার ও অভিবাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সামান্য ভৃত্য বা প্রজা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলে তিনি "আধ আধ" ভাষায় "গুড মর্নিং" প্রভৃতি সৌজন্যসূচক বাক্য উচ্চারণ করিতেন, কখনও কাহারও নমস্কার পাইয়া প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিতেন না। তিনি যখন পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, তখন একটী ঘটনা হয়, তাহাতে তাঁহার সহৃদয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বয়সী লীয়া নাম্নী একটী বালিকা অল্প বয়সে

* "ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া" পুস্তক হইতে অধিকাংশ সঙ্কলিত হইল। (বা, বো, স)

বীণা বাজাইতে আশ্চর্য্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। রাজবধূ লুইসা কন্যাকে ও ঐ বালিকাকে একত্র রাখিয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার খেলনার অর্দ্ধেক লীয়াকে ভাগ করিয়া দিয়া আনন্দ করিতেছেন।

লেজেন নাম্নী একজন উচ্চ বংশীয় মহিলা রাজকুমারীর শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ এক দিন ড্রিল পাঠে মনোযোগ না করিয়া অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার মাতা এই কথা শুনিয়া শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "না, রাজকুমারী আমাকে কেবল একবার মাত্র কিছু বিরক্ত করিয়াছিলেন।" রাজকুমারী এই কথায় শিক্ষয়িত্রীর বাহুস্পর্শ করিয়া মৃদুভাবে বলিলেন "না লেজেন তুমি ভুলিতেছ—দুইবার।" বালিকার এরূপ সত্যানুরাগ যার পর নাই প্রশংসনীয়।

রাজকুমারী কি অধ্যয়ন কি ক্রীড়া যে কার্য্য একবার আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না, এ বিষয়ে তাহার মাতার কঠোর শাসন ছিল। এক দিবস প্রমোদোদ্যানে শুষ্ক দূর্ব্বাদল লইয়া একটা স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া ক্রীড়ান্তরে দৌড়িয়া যান, তাহার মাতা ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বারা সেই স্তূপ নির্ম্মাণ [illegible] করিয়া লন। অতঃ-

বসায় গুণ শিক্ষা করিয়া রাজকুমারী ৬ বৎসর কালের মধ্যে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হন।

রাজবধূ ইংলণ্ডের রাজসভা ও তাহার দূষিত ভাব হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন এবং কন্যাকেও অতি যত্নে তাহা হইতে দূরে রাখিতেন। অন্য দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি তুহিতার চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য বৃক্ষলতা ও স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে তাহাকে লইয়া বেড়াইতেন। রাজকুমারী এই জন্য উদ্ভিদ্ বিদ্যা শিক্ষায় অনুরাগিণী হন এবং পুষ্পলতা পাতা লইয়া থাকিতে সর্ব্বক্ষণ ভাল বাসিতেন। ইহা হইতে চিত্র বিদ্যায়ও তাহার সমধিক অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়।

আলেক্জাণ্ড্রিণা তাহার পকেট খরচের জন্য কিছু টাকা পাইতেন, তাঁহাকে হিসাব করিয়া তাহা ব্যয় করিতে হইত এবং মাতার নিকট হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইত। ইহাতে বাল্য কাল হইতে তিনি মিতব্যয়িতা শিক্ষা করেন। তিনি এক দিবস রাজপরিবারস্থ বন্ধু বান্ধবদিগকে কিছু উপহার দিবার জন্য বাজার করিতে যান। অনেক দ্রব্য ক্রয় করিলেন, কিন্তু শেষ মূল্য হিসাব করিয়া দেখিলেন, একটী অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ কিনিবার টাকা তাহার নাই। বিক্রেতা সেটী ধারে বিক্রয় করিতে চাহিল। কিন্তু রাজকুমারী কোন মতেই লইলেন না, যদি-

লেন যদি তুমি জিনিষটী তুলিয়া রাখিতে পার, আগামী মাসের বৃত্তি পাইলে কিনিতে পারি।” ঋণ করিয়া ব্যয় করা তাহার স্বভাব ও শিক্ষায় বিরুদ্ধ ছিল। ইহাতে তাঁহার আত্মসংযমেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

রাজকুমারীর ৩টী শিক্ষাগুরু ছিলেন—তাঁহার মাতা লুইসা, শিক্ষয়িত্রী লেজেন এবং পাদ্রি ডেবিস। ইহাঁরা সকলেই তাহার চিত্তে নীতি ও ধর্ম্মের ভাব মুদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। পাদ্রী সাহেব প্রতিদিন প্রাতে তাহাকে ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়াইতেন এবং তাহার উপদেশ সকল বুঝাইয়া দিতেন। ধর্ম্মপরায়ণা মাতা বাল্য-কাল হইতে তাহাকে ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, প্রতি সপ্তাহে উপাসনা মন্দিরে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। উপাসনালয়ে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার মর্ম্ম লিখিয়া জননীকে দেখাইতে হইত। এতদ্ভিন্ন জীবনের দৈনন্দিন লিপি তাহাকে রাখিতে হইত। রাজকুমারী উপাসনালয়ে আশ্চর্য্য তদ্গত হইয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেন। এক দিবসের কথা বর্ণিত আছে একটী বোল্‌তা তাহার সুকুমার মুখের নিকট ভন্ ভন্ করিয়া তাঁহাকে হুল ফুটাইতে উদ্যত, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন। মাতা তাহার জীবনকে পবিত্র ও ঈশ্বরগত করিবার জন্য একান্ত যত্ন করিতেন, দীনের প্রতি দয়া, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান এবং নিষ্ঠা সহকারে কর্ত্তব্য পালনে প্রবর্ত্তিত করিতেন। ইহাতেই ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রাকুমারীর চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দয়াধর্ম্ম রাজমুকুট অপেক্ষা তাহার প্রকৃতির শোভা সমধিক বর্দ্ধন করিয়াছে।

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ।

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, অনেকে জানেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতি ক্ষুদ্র বস্তু এমন কি যাহা সুধু চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, এমন ক্ষুদ্র বস্তু বড় দেখায় এবং দূরবীক্ষণের দ্বারা অতি দূরের বস্তু নিকটে দেখা যায়। এই দুই যন্ত্রের দ্বারা যে কি উপকার সাধিত হয়, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা ভাল রূপ জানেন। অণুবীণ ও দূরবীণ কি কি উপকারে আইসে, তাহা দেখাইবার জন্ত এ প্রবন্ধ লিখিত হইল না। এই যন্ত্রদ্বয় কিরূপে নির্ম্মিত হয় ও কিরূপে একটী দ্বারা ছোট বস্তু দেখায়, এবং অন্যটী দ্বারা দূরস্থিত বস্তু

বামাবোধিনী পত্রিকার ক্রোড়পত্র।
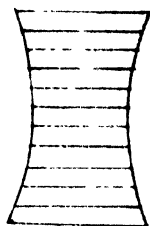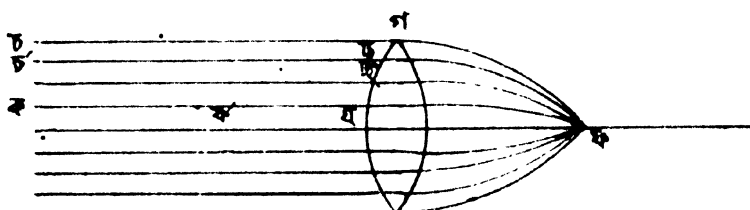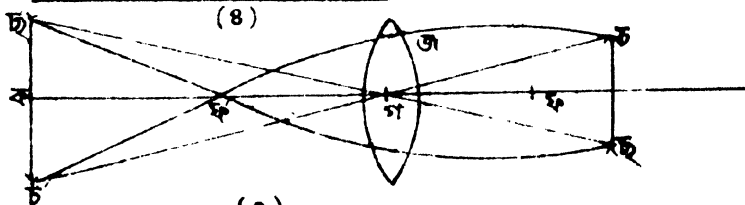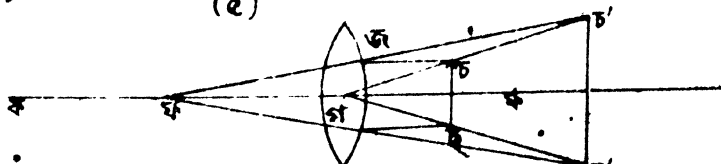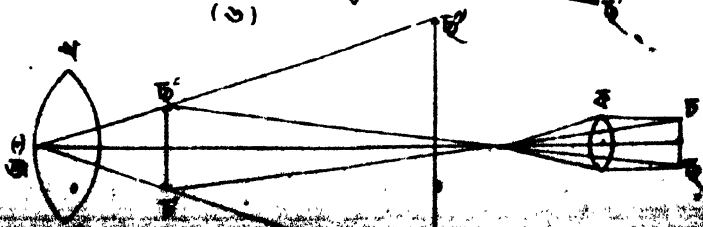
নিকটে দেখা যায়, তাহাই বুঝাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। এই যন্ত্রদ্বয় বুঝিতে হইলে অন্য কতকগুলি বিষয় জানা আবশ্যক। একপ্রকার কাচ আছে, তাহাকে ইংরেজিতে লেন্স্ (lense) বলে। ঐ কাচ অনেক রকম আকারের হয়, আমরা কেবল দুই রকম আকারের কাচের উল্লেখ করিব।

ইহাদের এক রকম আকারের কাচ মোচার ন্যায়, কিন্তু কিছু চাপটা, অর্থাৎ চারি দিক্ গোল নহে, উহাকে আমরা উন্নতপৃষ্ঠ কাচ বলিব, যেমন ক্রোড়পত্রের ১ম চিত্র। এবং অন্য আকারেরটী যেমন ২য় চিত্র, উহাকে আমরা নিম্নপৃষ্ঠ কাচ বলিব। যদিও ২য় চিত্রের কাচ অণুবীণ ও দূরবীণে আবশ্যক নাই, কিন্তু অন্য বিষয় বুঝাইতে উহা আবশ্যক হইবে। এখন ১ম চিত্রের কাচের দ্বারা অর্থাৎ উন্নতপৃষ্ঠ কাচের দ্বারা কি কি কাজ হয়, দেখা যাউক। সূর্য্যের রশ্মি প্রত্যেক বস্তুর উপর সমান্তরভাবে পড়ে। যেমন গ কাচের উপর চছ, ক` ছ`...পড়িয়াছে। ক খ রেখা গ কাচের কেন্দ্র (মধ্য বিন্দু) দিয়া যে ভাবে গিয়াছে, ঐরূপ রেখাকে ঐ কাচের প্রধান রেখা বলিব। যদি ঐ কাচ সূর্য্যের দিকে রৌদ্রে ধরা যায়, কাচের অপর দিকে সমস্ত রশ্মিগুলি এক বিন্দুতে মিলিত হইবে। ঐ বিন্দুকে ইংরাজিতে প্রধান (focus) ফোকস্ বলে। আমরা উহাকে প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু বলিব। ৩য় চিত্রে ফ ঐ কাচের প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু। যেখানে সূর্য্যের রশ্মি গুলি একত্রে মিলিত হইল, সেই খানে কোন শুষ্ক দ্রব্য ধরিলে আগুণ ধরিয়া উঠিবে। ওখানে হাত ধরিলে ফোস্কা পড়িবে। কাচের অন্য দিকেও অধিশ্রয়ণ বিন্দু রহিয়াছে। যেমন ফ`, এখানে ফ ও ফ` কাচ হইতে ঠিক্ সমান দূরে। যদি একটী বস্তু সূর্য্য যত দূরে রহিয়াছে, তত দূরে থাকে এবং উন্নতপৃষ্ঠ কাচ তাহার সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে উহার প্রতিমূর্ত্তি প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দুতে (কাচের অপর দিকে) হইবে। সুতরাং ফ বিন্দুতে সূর্য্যের রশ্মি গুলি একত্র হইয়া যে ক্ষুদ্র গোলাকার আলোক দেখা যায়, উহা সূর্য্যের ক্ষুদ্রতম প্রতিমূর্ত্তি। যত সেই বস্তুটী কাচের দিকে আনা যাইবে, ততই কাচের অন্য দিকে প্রতিমূর্ত্তিটী প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু হইতে সরিয়া যাইবে অর্থাৎ কাচ হইতে ক্রমেই দূরে যাইবে এবং বড় হইবে। বস্তুটী ক এ রাখিলে উহার প্রতিমূর্ত্তি অতি দূর স্থানে হইবে। ফ ও কাচের মধ্যে রাখিলে বাস্তবিক কোন প্রতিমূর্ত্তি হইবে না, কিন্তু অপর দিক হইতে কাচের নিকট চোক রাখিয়া দেখিলে বড় প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে। এই প্রতিমূর্ত্তি বিপরীত হইবে না, অন্য গুলি বিপরীত হইবে। প্রতিমূর্ত্তি কোথায় হইবে, তাহা চতুর্থ চিত্রে বুঝাইব।

এই ৪র্থ চিত্রে চছ একটী বস্তু। ক

(প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু) হইতে দূরে স্থিত।

চজ, কফ এর সমান্তর করিয়া টান। জ ও ফ' সংযুক্ত কর। গ (কাচের কেন্দ্র) ও চ সংযুক্ত কর। চগ ও জ ফ' রেখা দ্বয় বর্দ্ধিত করিয়া চ' বিন্দুতে মিলিত কর। ঐ চ' বিন্দুতে চ এর প্রতিমূর্ত্তি। এইরূপে ছ বিন্দুর প্রতিমূর্ত্তি ছ' এ হইবে। চছ এর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু গুলির প্রতিমূর্ত্তি চ' ছ' এ হইবে। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে প্রতিমূর্ত্তি বিপরীত হইয়াছে।

যদি বস্তুটী প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু ও কাচের মধ্যে থাকে যেমন ৫ম চিত্রের চ ছ। এখানেও ঠিক পুর্ব্বোক্তরূপে গ চ ও ফ' জ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া যেখানে মিলিত হইয়াছে যেমন চ', সেখানে চ এর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে, কিন্তু বাস্তবিক কোন প্রতিমূর্ত্তি কাগজ ধরিলে পাওয়া যাইবে না। এই প্রতিমূর্ত্তি বড় দেখাইবে, কিন্তু বিপরীত নহে। এখন অনুবীণ ও দূরবীণ বুঝিতে কষ্ট হইবে না। প্রথমে অণুবীণ আরম্ভ করিব।

ষষ্ঠ চিত্রে, ক ও খ দুই খানি উন্নতপৃষ্ঠ কাচ। ক, খ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। চ,ছ একটী ক্ষুদ্র বস্তু। ক, কাচের প্রধান বিন্দু হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ৪র্থ চিত্রের নিয়মানুসারে এই চছ এর বৃহৎ ও বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি চ' ছ' হইবে। আবার খ কাচ এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে যে চ' ছ', খ কাচ ও তাহার প্রধান বিন্দুর মধ্যে পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বের ৫ম চিত্রের নিয়মানুসারে চ' ছ' এর বৃহত্তর প্রতিমূর্ত্তি চ'' ছ'' স্থানে, জ এর নিকট চোক রাখিলে দেখা যাইবে। এখন চ'' ছ'', চছ চেয়ে কত বৃহত্তর তাহা ৬ষ্ঠ চিত্র দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ঐ দুই খানি উন্নতপৃষ্ঠ কাচ ঐরূপ ভাবে একটী পিত্তলের চোঙের মধ্যে রাখিলে অণুবীক্ষণ বা অণুবীণ হইল।

দূরবীণ, অণুবীণ হইতে তত বিভিন্ন নয়, কেবল ক কাচ অত্যন্ত বড় এবং ইহার প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু খ কাচ ও তাহার প্রধান বিন্দুর মধ্যস্থিত। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে অতি দূরস্থিত বস্তুর বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি ক কাচের প্রধান বিন্দুতে হইবে। আবার এই প্রতিমূর্ত্তির বৃহত্তর প্রতিমূর্ত্তি ৬ষ্ঠ চিত্রানুসারে দেখা যাইবে। আবার এই দুই কাচের মধ্যে আর একখানা উন্নতপৃষ্ঠ কাচ দিলে বিপরীত প্রতিমূর্ত্তির বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি হইবে। পাঠিকাগণ একটু মনোযোগের সহিত ছবি দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

কবিতা-স্তবক।

১

ধ্রুব তারা।

চিরকাল চেয়ে আছ
কার দরশনে?
শ্রান্তি নাই, ঘুম নাই
তোমার নয়নে।
একি ভাবে একি দিকে
আছ চেয়ে যুগ যুগান্তর।
পলক পড়ে না চোখে
গম্ভীর অন্তর।
আছে কি রূপের খনি—
সুধার সাগর
অনন্তের পরপারে
কুহেলী-ভিতর?

দে'খেছিলে একদিন
নিশা শেষ ভাগে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম ঘোরে
আধ আধ জেগে
স্বপনে সে রূপ ঘটা
মধুর মধুর?
পরাণে রয়েছে স্মৃতি
অতি দূর দূর?
জেগে কি রয়েছ চেয়ে
হয়ে আত্ম-হারা?
বল ভেঙ্গে মর্ম্মকথা
ওহে ধ্রুব তারা!

কুসুম-বাসিনী আমার।

২

এক দিন স্বপনে আমি
দেখেছিনু তারে
ফুটন্ত গোলাপে শুয়ে
আছে চন্দ্র-করে।
এলায়ে রয়েছে কেশ
ফুলিছে কুসুম ডালে।
মুদিত কমল-আঁখি
ভি'জেছে শিশির-জলে।
মৃদুল বাসর বায়ে

কুন্তল উড়িছে ধীরে।
খেলিছে চাঁদের রশ্মি
প্রফুল্ল ললাট-পরে।
হাসি নাই, কান্না নাই,
অধর-নয়ন-কোণে।
ঘুমাইছে একাকিনী
গভীর প্রশান্ত মনে।
ফুটন্ত মালতী-রাশি
তবু বক্ষ তার

মৃদুল নিশ্বাস-ভরে
তরঙ্গিত বার বার।
অঙ্গেতে সুবাস ভরা
চন্দন চুয়ার—
রূপ হেরি চমকিত
পরাণ আমার।
কে যেন গাইতেছিল
সুদূরে বাঁশীতে গান।
অদূরে বহিতেছিল
ক্ষুদ্র নদ স্রোতস্বান।
জগতের কোলাহল
কোথা নাহি তার।
বোধ হয়, সেই স্থান
অতীত ধরার।
বাঁশীটী গাইতেছিল,—
"কবিতা-সুন্দরী গো—
কুসুম-বাসিনী আমার!"

বিধিবদ্ধ পাপের উন্মূলন চেষ্টা।

সমাজে অবলাজাতির উপর অনেক প্রকার অত্যাচার হয়, কিন্তু রাজবিধি দ্বারা তাহাদিগের পাপ কার্য্যের পথ উন্মুক্ত করা অপেক্ষা ঘোরতর অত্যাচার আর কিছুই হইতে পারে না। রাজার সর্ব্বোচ্চ পবিত্র কার্য্য প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করা, রাজা ধর্ম্মনাশক হইলে পৃথিবী রসাতলে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুসভ্য খ্রীষ্টান বৃটিষ গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা পাপের প্রশ্রয় দান করিতেছেন। এই আইন পাপ আইন ভিন্ন অন্য কোন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। ইংলণ্ডে এই আইন রহিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার পূর্ণ আধিপত্য। ভারতবর্ষের মধ্যে ৭২টী নগরে আইন-বলে স্ত্রীলোকের দেহ নরকে নিমগ্ন ও পাপের নিকট বিক্রীত করা হইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই এই পাপের ক্ষেত্র বিস্তারিত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান্। ভারতবাসিনীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় ভারতসন্তানদিগের চক্ষু উন্মীলিত হয় না, কিন্তু আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ইংলণ্ডের কতকগুলি সহৃদয় নরনারী রাজ অত্যাচার নিবারণ করিয়া পুণ্যভূমি ভারতের পবিত্রতা রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইঁহারা লণ্ডনে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, এবং বোম্বাই নগরে তাহার এক শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহারা উপরি-লিখিত বিষয়ের আন্দোলনার্থ কয়েক-খানি সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে প্রচার করিতেছেন, এবং অনেকগুলি পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে পার্লেমেন্টের সভ্য প্রভৃতি প্রভাবশালী লোকও আছেন; সুতরাং ইঁহাদিগের দ্বারা উদ্দেশ্য কার্য্য সিদ্ধ হইবার বিশেষ

সম্ভাবনা। আমরা স্থানান্তরে ইহাঁদিগের প্রেরিত একটী বিজ্ঞাপন সাদরে প্রকাশ করিলাম। ইহাঁদিগের কার্য্যে ভারতবাসীদিগের সহানুভূতি, সহায়তা ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আমরা আশা করি, ভারতের কল্যাণার্থ এরূপ সাহায্যদানে ভারত সন্তানগণ আনন্দের সহিত অগ্রসর হইবেন, এবং এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সমাজের সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা সাধনে আপনারা যত্নপর হইয়া ভারতমাতার মলিন মুখকে উজ্জ্বল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কুষ্টিয়া বিদ্যালয় ও কুষ্টিয়া চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্য ৬০০০ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

২। মাল্টা দ্বীপে কেবল ফিতা বুনিয়া ৪০০০।৫০০০ স্ত্রীলোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এক একজন গড়ে প্রত্যহ ন্যূনকল্পে দশ আনা ॥৵ পায়। ফিতার কারবারে দ্বীপবাসীরা খরচ খরচা বাদে বৎসরে প্রায় ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা কি এ লাভের অংশভাগী হইতে পারেন না?

৩। গত আগষ্ট মাসে লণ্ডনে এক ভয়ানক ঝড় হয়, তাহাতে বজ্রাঘাতে কয়েকটী উচ্চ গির্জ্জার চূড়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের বোর্দ্দো সহরে এই ঝড়ের পরাক্রম আরও দেখা যায়। বিস্তর গাছ ও বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। একখান নৌকা বায়ুবেগে ঊর্দ্ধে ২০০ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

৪। বোম্বাই গেজেট বলেন ইংলণ্ডেশ্বরী যোধপুরের রাজভ্রাতা সার প্রতাপ সিংহের নিকট ভারত দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় শুনিবার ভুল।

৫। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটী হিন্দু বাল-বিধবার ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে পুনর্ব্বিবাহ হইয়াছে। বরের বয়স ২৩ ও কন্যার বয়স ১৭ বৎসর। বালিকা গঙ্গাবাই ৮ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া ১১ বৎসরে বিধবা হয়।

৬। বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ইংরাজিতে বাবু কেশব চন্দ্র সেনের জীবন চরিত সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন।

৭। রুশিয়াতে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে ইয়ুরোপের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না। ১৮৮৩ সালে রুশির বিশ্ববিদ্যালয় সকলে ছাত্রীসংখ্যা ৭৭৯ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৪৩ জন দর্শন ৫০৬ বৈজ্ঞানিক গণিত

এবং ৩৬ জন গণিত শাস্ত্রাধ্যায়ী। ইহাঁদিগের মধ্যে ৩১ জন মাত্র বিবাহিতা অবশিষ্ট কুমারী। স্ত্রীলোকদিগের অধিকাংশই উচ্চ ভদ্রবংশীয়া। এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স সুইটজারলাণ্ড প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক রুশিয় মহিলা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

৮। বিবি লিভিট নাম্নী এক মহিলা সুরা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সমুদয় লোককে উত্তেজিত করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

৯। বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধানোৎসাহী বহরমপুর নিবাসী বাবু রামদাস সেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অনেক গুণের আধার ছিলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সেক্‌সপিয়ারের গল্প ১ম ভাগ, শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১।০ মাত্র। অনুবাদটী বিশুদ্ধ ও মিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে ল্যাম্বের গল্প অপেক্ষা মূল সেক্‌সপিয়ারের বর্ণনা অধিক দৃষ্ট হইল। পুস্তকখানির বাহ্য দৃশ্য ও বেশ সুন্দর।

২। আর্য্যশাস্ত্রের মুক্ত দ্বার—শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক শাস্ত্র হইতে তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সকল ব্যাখ্যার সহিত আমরা এক মত হইতে না পারিলেও তাঁহার সদভিপ্রায়ের প্রশংসা করি এবং তাঁহার পুস্তকখানি পাঠক সাধারণকে পড়িতে অনুরোধ করি।

৩। সঙ্গীত লতিকা প্রথম খণ্ড—সিন্দুরিয়াপটিস্থ পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ॥০ আনা। সঙ্গীত গুলি পরমার্থ বিষয়ক, ভাব বিশুদ্ধ, সুললিত ও ভক্তিরস পূর্ণ। একজন স্ত্রীলোক এ গুলি রচনা করিয়াছেন, ইহা বিশেষ সুখের বিষয়।

৪। বসন্ত নির্ণয়—শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, দেহতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কাব্য ভাবে পুস্তক রচিয়াছেন।

৫। আহ্নিক ক্রিয়া—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৴১০ মাত্র। গ্রন্থকারের জীবন পরীক্ষা পুস্তকের ইহা এক প্রকার উপসংহার ভাগ। ইহাতে দৈনিক কর্ত্তব্য ও বিবিধ অবস্থার কর্ত্তব্য বিবৃত হইয়াছে এবং অনেকগুলি হৃদ্য প্রার্থনা আছে। এখানি যুবকদিগের বিশেষ পাঠ্য।

৬। ব্রহ্মচর্য্য ভগিনী ডোরা—এই ধর্ম্মপরায়ণা আদর্শ রমণীর জীবনের কিছু কিছু আখ্যায়িকা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই অনেক পাঠক পাঠিকাকে চমৎকৃত করিয়াছে। এক্ষণে ইঁহার সম্পূর্ণ জীবনী সরল ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক বঙ্গরমণীর ইহা এক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। পুস্তকের মূল্য ।৵০ মাত্র।

৭। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বামাবোধিনী পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্র সকল প্রাপ্ত হইতেছি;—(১) ইণ্ডিয়ান্ মিরর, (২) ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, (৩) ইয়ং বেঙ্গল, (৪) ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান্ হেরাল্ড, (৫) ইণ্ডিয়ান পিউরিটী ট্রম্পেট্, (৬) ঢাকা গেজেট, (৭) ইংলিস উওম্যান্স্ রিভিউ, (৮) প্রজাবন্ধু, (৯) এডুকেশন গেজেট, (১০) সঞ্জীবনী, (১১) সময়, (১২) ভারতবাসী, (১৩) তত্ত্ববোধিনী, (১৪) তত্ত্বকৌমুদী, (১৫) পরিচারিকা, (১৬) বঙ্গবাসী, (১৭) ভারতী, (১৮) সারস্বত পত্র, (১৯) সোমপ্রকাশ, (২০) নববিভাকর ও সাধারণী, (২১) সহচর, (২২) সখা, (২৩) সুলভ, (২৪) সুরভি ও পতাকা, (২৫) প্রচার, (২৬) নবজীবন, (২৭) ধর্ম্মবন্ধু, (২৮) শুভসম্বাদ (হিন্দী), (২৯) সংস্কারক (উড়িয়া) (৩০) বান্ধব, (৩১) চিকিৎসা সম্মিলনী, (৩২) অনুসন্ধান, (৩৩) খ্রীষ্টীয় প্রহরী, (৩৪) বিশ্বাসী, (৩৫) ধূমকেতু, (৩৬) পল্লীপ্রকাশ, (৩৭) শ্রীমন্ত সওদাগর, (৩৮) দীপিকা, (৩৯) কর্ণধার, (৪০) কলিকাতা জর্ণাল্ অব্ মেডিসিন, (৪১) নব্যভারত, (৪২) বীণা।

বামারচনা।

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ভারত ভাণ্ডারে রাখি অমূল্য রতন,
জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া,
সুমধুর কাব্যোদ্যানে কত লীলা করি,
চলি গেছ স্বর্গধামে বঙ্গ আঁধারিয়া।

তবুও অমর তুমি থাকিতে সংসারে,
বঙ্গভাষা, হে কবীশ, কাব্যের উদ্যানে,
মোহন বীণার তারে গেয়েছ যে গীত,
নিয়ত বাজিছে তাহা বঙ্গবাসী কাণে।

সুললিত পিক-স্বরে সুধার নির্ঝর
বরষি, মোহিলে তুমি বাঙ্গালী জীবন;
সে পীযুষ পান করি বঙ্গবাসী হায়,
[illegible] কখন।

মধুর কবিতা বলে কল্পনা তরঙ্গে
ঢালিয়াছ যে অমৃত, কবিকুলধন,
মিটিবেনা তৃষা, পান করি অনুদিন,
ভুলিবেনা বঙ্গভূমি তোমারে কখন।

উজল করেছ তুমি বাঙ্গালার নাম,
বিদ্যার বিমল প্রভা করি বরিষণ,
নিয়ত পূজিবে তোমা হৃদয় মন্দিরে,
কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদে বঙ্গবাসীগণ।

যতদিন রবে ভবে বাঙ্গালী জীবন,
তব গুণ শতমুখে করিবে কীর্ত্তন,
বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর অক্ষরে
লেখা রবে চিরতরে "শ্রীমধুসূদন।"

শ্রী[illegible]বালা দত্ত।

প্রকৃতি ও মানুষ।

তমোময়ী অমানিশা জলদ আচ্ছন্ন তায়
সম নভো ধরা,
ক্রোড়স্থিত শিশুমুখ তাও দেখা নাহি যায়
অন্ধকারে ভরা।
এ ঘোর আঁধারে তবু গৃহের মাঝার
স্থিরপ্রভা দীপশিখা আলো দেয় অনিবার
ভেদি অন্ধকার।
কিন্তু হ'লে তৈলহীন অমনি নিবিয়া যায়
জীবন ফুরায়।
আশাতৈল হ'লে গত তবু রহে অব্যাহত
মানব জীবন, কেন নির্ব্বাণ না হয়?
প্রকৃতি নিয়ম কেন মানুষে না রয়?

২

বসন্তে নবীন মূর্ত্তি ধরে লতা গুল্মচয়
নব অবতার
যেন হাসিমাখা শিশু সদা কোমলতাময়
সরলতাধার।
সোহাগেতে বরিষায় দিনে দিনে বৃদ্ধিপায়
বল্লরী কুসুম সহ দোলে মৃদু মৃদু বায়
অতুল শোভায়।
বসন্ত বরষা গত হ'লে কে বা ফিরে চায়
সে হীন দশায়।
শীত না আদর করে ভানুর প্রখর করে
অযতনে অপমানে অমনি শুখায়ে যায়
মরম ব্যথায়।
কেনরে মনুজকুল মানহীন হ'লে পরে
জীবনে না মরে।
মর্ম্মাহত সে জীবনে কেন পুনঃ সুখোদয়?
প্রকৃতি নিয়ম কিরে মানুষেতে নাহি রয়?

৩

পূর্ণিমানিশাতে শশী গগণে উদিত হয়
বিশদ কিরণে
বিস্তারি বিশাল শাখা তীরতরুচয়
পত্র সুশোভনে।
আমরি! কেমন শাখী
পাতায় হিমানী মাখি
বায়ু কোলে চন্দ্রকরে
হেলে দুলে খেলা করে
যেন নভো হ'তে শশী বিচূর্ণিত শতধায়
গাছের পাতায়।
এহেন নিশাতে শশী প্রতিবিম্ব বক্ষোপরে
জলনিধি ধ'রে,
যেদিকে ফিরিয়া চায়
শশাঙ্কে দেখিতে পায়
তীর-তরু-পত্রে শশী শশিময় সব জলে
বায়ুর হিল্লোলে।
প্রতি তরঙ্গের পর শোভাপায় কলাধর
শতচন্দ্র দেখি তার হৃদয়ে বিকাশে
উথলে সাগর তাই প্রেমের উচ্ছ্বাসে
হায়রে নির্ব্বোধ মোরা যেদিকে ফিরিয়া চাই
বিশাল ধরায়,
ঈশবরের কীর্ত্তি যত সদা দেখিবারে পাই
(তবু) ঘুচেনা আঁধার।
পরিহরি হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া সংসার ক্লেশ
কেন আমাদের মন চাহেনা পরমধন
জগদীশ প্রেমে কেন উথলিয়া উঠে না
প্রকৃতি নিয়ম কিরে মানুষেতে রহেনা?

শ্রীকুমুদিনী,
যশোহর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৬ সংখ্যা | আশ্বিন ১২৯৪—অক্টোবর ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বালবিধবাশ্রম—ভারতহিতৈষী পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার ভারতের বালবিধবাদিগের নানাবিধ দুরবস্থা সমালোচনা করিয়া তাহাদিগের হিতার্থ স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি এই জন্য হিতৈষী ইংরাজ সমাজকে উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম জজ ষ্ট্ৰ সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা অসাময়িক এবং ইহাদ্বারা হিন্দুবিধবাদিগের বিশেষ কোন উপকার দর্শিবে না। আমাদিগের মতে আশ্রম স্থাপন দ্বারা হিন্দু বালবিধবাদিগের সকল দুর্গতি মোচনের উপায় না হইলেও ইহার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে এবং সুবিবেচনার সহিত ইহার কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে পারিলে কালে ইহাদ্বারা সমাজের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ হইতে পারিবে।

দলীপসিংহ—মহারাজ দলীপসিংহের বড় দুর্ভাগ্য—রুসিয়ার প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ক্যাটকফ্ সাহেব তাঁহার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপোষক হইয়াছিলেন, তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে মহারাজা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন, এদিকে তাঁহার মহারাণী দুই দিনের পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তানগণ একপ্রকার পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড ডফ-রিণ আগামী ২৭ অক্টোবর সিমলা শৈল পরিত্যাগ করিবেন, তৎপরে অম্বালা হইয়া বেলুচিস্থান যাইবেন। সমস্ত নবেম্বর মাস সীমান্ত প্রদেশ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে কাটা-ইয়া ১লা ডিসেম্বর রাউলপিণ্ডিতে ফিরিয়া আসিবেন। ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিবার সম্ভাবনা।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু বিধবা—দাক্ষিণাত্যে হিন্দুয়ানীর আজও পূর্ণ প্রাদুর্ভাব এবং সেই জন্য বিধবাদিগের উপর অত্যাচারও মূর্ত্তিমান্। তথায় বালিকা পাঁচ ছয় বৎসরে বিধবা হইলেও তাহার মস্তক মুণ্ডিত করা হয় এবং তাহাকে অলঙ্কারহীন করিয়া রীতিমত ব্রহ্মচারিণী সাজাইয়া দেওয়া হয়। বিধবা বালিকার মস্তকে কেশ জন্মিলেই আবার মুণ্ডন করা হয়। এই দুর্ভাগিনী-দিগের জন্য সমাজসংস্কারকদিগের ভাবিবার ও করিবার অনেক আছে।

মৎস্যবৃষ্টি—সাহারাণপুরে ইতি-মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া মৎস্যবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রক্তবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি, ধাতুবৃষ্টি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইলেও ইহাদের নৈসর্গিক কারণ আছে। ইহার কিছুই অলৌকিক ব্যাপার নহে।

আফগানস্থানের গোলযোগ—আমীর পীড়িত, তাঁহার রাজ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ ও ঘোর-যুদ্ধ চলিতেছে। এ দিকে ভূতপূর্ব্ব আমীরের বংশধর আয়ুব খাঁ যিনি পারস্যে বন্দী ছিলেন, তিনি তথা হইতে পলাইয়াছেন। কাবুলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

বধূশাসন—হিন্দু গৃহে সৎপ্রকৃতির শাশুড়ী ও ননদ থাকিলেও জটিলা শাশুড়ী ও কুটিলা ননদের অভাব নাই। বঙ্গদেশে শিক্ষিত যুবকগণ ইংরাজ দৃষ্টান্তে আপন আপন পত্নীর প্রতি সমাদর করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে অনেকস্থলে বধূর সৌভাগ্যো-দয় হইয়াছে, কিন্তু তথাপিও এখন অনুসন্ধান করিলে হিন্দু অন্তঃপুরে বালিকা-বধূর প্রতি শ্বশ্রূ ও ননদ-ঠাকুরাণীর অত্যাচারের বিরাম নাই। দক্ষিণ ভারতবর্ষে বধূর প্রতি শাশুড়ীর কিরূপ অত্যাচার, তত্রত্য কোন যুবতী তাহার এইরূপ ছবি আঁকিয়াছেনঃ—

"আমি অনেক বধূর কথা জানি তাহারা শাশুড়ীর তাড়নায় কূপ ও পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরি-য়াছে, কেহ কেহ বিষ সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। (১) আমার এক সখীর বয়স যখন বার বৎসর, তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে এক পীড়িতা-স্ত্রীলোকের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করেন। বালিকা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, শাশুড়ী আসিয়া তদ্দর্শনে কোপজ্বলিত হইলেন এবং একটা চিমটা আগুণে লাল করিয়া তাহার হস্তদ্বয় দগ্ধ করিয়া দিলেন। বালিকার দ্বিতীয় বার এইরূপ ত্রুটী হওয়াতে বিলক্ষণ প্রহার খাইতে হয়। তৃতীয়বার শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হওয়াতে স্নেহময়ী শাশুড়ী তাহার হাত-খানি ভাঙ্গিয়া দেন। আমার সখী তাহার পরদিন দগ্ধ ও আহত [illegible]

ছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহার শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থি ভগ্ন করিয়া দেন, ইহাতে হতভাগিনীর জীবনলীলা শেষ হয়। (২) গত মাসে একটী ক্ষুদ্র বালিকা বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুকালের উক্তি এই "আমার শাশুড়ীর নিষ্ঠুরতার ফল এই।" (৩) কয়েক মাস হইল একটী পরমাসুন্দরী বালিকা আত্মঘাতিনী হইবার জন্য একটী উচ্চ-স্থান হইতে লাফাইয়া পড়ে। সে কিছুদিন জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়াছিল। তাহার শাশুড়ী তাহাকে দেখিতে আসিলে বধূ বলিল "আমি তোমার হাত এড়াইয়াছি, তুমি আর আমার নাগাল পাইবে না।" এই কথা বলিয়া রমণী পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইল ও তৎপরেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।"

তিনি আরও কয়েকটী এইরূপ ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বালিকা-বধূর জীবনের দুঃখের কাহিনী অনন্ত, কে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিবে?

সম্মিলনীর উৎসব—(১) গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সিটি কলেজ ভবনে মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ হয়। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন, উক্ত স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা তাহাতে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) গত ১১ই সেপ্টেম্বর আলবার্ট হলে বিক্রমপুর সম্মিলনীর সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে, বাবু অক্ষয়চন্দ্র রায় সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি জন্য স্ত্রীলোকদিগের বাল্যবিবাহ নিবারণের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

অন্তরীক্ষে ভ্রমণ—অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিবার জন্য আমেরিকানেরা বিষম ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্যোমযানের ডাক, ব্যোমযানে সমুদ্র অতিক্রম, ব্যোমযানের উপর আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কত কৌশলের পরীক্ষা হইল, পুনঃ পুনঃ বিফল প্রযত্ন হইয়াও তাঁহারা ভগ্নোদ্যম হন নাই। সম্প্রতি জাতীয় অন্তরীক্ষ ভ্রমণ (National Aerial Navigation Company) নামে এক বণিক-দলের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহারা প্রভূত মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্যাবধি অন্তরীক্ষ ভ্রমণের উপায়স্বরূপ যত প্রকার ব্যোমযানের কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আকাশমার্গ সম্পূর্ণরূপে মানবের আয়ত্তাধীন করাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। ইহারা অল্প ব্যয়ে প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে আকাশে যদৃচ্ছা ভ্রমণ সম্পন্ন করিবেন!

রাসায়নিক খাদ্য—সাইমেন্ নামক জর্ম্মণ জাতীয় ষ্টেমেন্‌স্ বৈজ্ঞানিক সহোদর। একটী ভাই বিদ্যুৎকে প্রাণী পদার্থের ন্যায় পাত্রজাত করিয়া জগতের অশেষ উপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্য ভ্রাতা ডাক্তার সাইমেন্ রাসায়নিক খাদ্য প্রস্তুত করিতে উদ্যুক্ত হইয়া-

ছেন। তিনি বলেন, রসায়ন শাস্ত্র বৈদ্যুতিক কৌশল সংযোগে মানবের খাদ্য যোগাইবে। ফল, মূল, শস্য, মাংস রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথক্ কৃত হইলে সারাংশে যে সকল পদার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা স্থূল খাদ্যাপেক্ষা বলকর, তৃপ্তিজনক এবং স্বাস্থ্যবিধায়ক। অল্পমাত্রা গ্রহণে অধিক-কাল অনাহারে থাকিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিলেও লোকে অবসন্ন হয় না। ইহা অল্প ব্যয়ে অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা দ্বারা উৎকট উৎ-কট পীড়া সকল, অসময়ে বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যু নিবারিত হইবে। বৈদ্যু-তিক শক্তিদ্বারা শিল্পযন্ত্রের উন্নতি হইলে শ্রমজীবীদিগের যে পরিমাণে ক্ষতি হইবে, এই অনায়াসলব্ধ দুর্লভ খাদ্য দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ পূরণ হইবে।

নায়াগারা—পাঠিকারা নায়াগারা জলপ্রপাতের কথা শুনিয়াছেন, পৃথি-বীতে এমন অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য আর নাই। অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে প্রবলবেগে জলরাশি উল্লম্ফন দিয়া উপত্যকায় পতিত হইয়া ক্রমে নিম্নদেশে প্রবাহিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার বেগ ৫,০০০০০০ সার্দ্ধ কোটী অশ্ব বেগের সমান অনুমান করেন। এই বেগ ব্যব-হারে আনিবার জন্ত,আমেরিকার "নায়া-গারা সুড়ঙ্গ ও বেগ" নামে বণিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা নায়াগারা প্রদেশে শ্রমজীবী নগর স্থাপিত করিয়া নানাবিধ শিল্প যন্ত্র স্থাপন করিবেন এবং বিবিধ ব্যবহারোপযোগী বস্তু অল্পব্যয়ে উৎপন্ন করিবেন।

কারা তত্ত্বাবধায়িকা—ইংলণ্ডে কারা তত্ত্বাবধানার্থ ৩১৮ জন স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ইহারা তৈল কাষ্ঠ, পরিচ্ছদ ও বাসস্থল ব্যতীত বার্ষিক ৪৫ হইতে ৫০০ শত পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকে।

কাগজ কলমের ব্যবহার—কাগজ ও কলমের ব্যবহারের পরিমাণ দ্বারা দেশের শিক্ষারও পরিমাণ স্থির হইয়া থাকে,আমাদিগের দেশের এরূপ পরিমাণের সুযোগ নাই। ডিমেরেষ্ট ম্যাগেজিন নামক একখানি নিউইয়-র্কের মাসিক পত্রিকায় প্রকটিত হই-য়াছে যে, কেবল ইউনাইটেড্ষ্টেটে বার্ষিক ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমস্ত ইউরোপে ইহার দ্বিগুণ মাত্র। কাগজ প্রস্তুত করণের উপকরণ তৃণ, জীর্ণ ছিন্নবস্ত্র, প্রভৃতি সামগ্রী সকল সংগ্রহার্থে প্রতি-বর্ষে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাতে ৫০ কোটি টাকার কাগজ প্রস্তুত হয়। লোহার কলম (ষ্টীল নিব) ও প্রতিবর্ষে প্রায় এক কোটি টাকার প্রস্তুত হয়, তদ্ব্যতীত হংসপুচ্ছও আছে।

কীর্ত্তিস্তম্ভ—এবৎসর সভ্যদেশে উচ্চ উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মাণের

ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে মহারাণীর পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব স্মরণার্থ লণ্ডনে ৪২০ পাদ উচ্চ একটী প্রস্তরময় জুবিলি কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। পারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে সহস্রপাদ উচ্চ একটী লোহার কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, ব্রুসেলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে একটী অত্যুচ্চ কাষ্ঠময় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে। নিউইয়র্কেও সম্প্রতি একটী উচ্চতম স্তম্ভ নির্ম্মাণের উপক্রম হইতেছে, ইহার শিখর হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে বষ্টন ও ওয়াসিংটন দৃষ্ট হইবে।

হিন্দু শিষ্টাচার।

প্রাচীন হিন্দুদিগের শিষ্টাচার ধর্ম্মমূলক এবং জীবনের সকল বিভাগব্যাপী। যাহাতে সমাজস্থ সকল লোকের চরিত্রোৎকর্ষ হইতে পারে, এই জন্য তাঁহারা নানাবিধ সামাজিকতার পদ্ধতি ও শিষ্টাচারের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রতিবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, জনসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, ইতর জীবদিগের প্রতি কর্ত্তব্য, পরলোকবাসীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য এ সকলই ধর্ম্মের মূল সূত্র ধরিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে—কেবল তাহা নহে, বৈষয়িক ব্যাপার এবং যুদ্ধ কার্য্যেও তাঁহারা ইহা প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ হিন্দুর সমস্ত জীবন যাহাতে ধর্ম্মময় ও ধর্ম্ম সাধনের সহায় হয় এরূপভাবে তাহার ব্যবহার সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের সামান্য ধর্ম্মসাহস ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দু জাতি যে এতকাল পরাধীন ও নানাবিধ অত্যাচারের অধীন হইয়া এত বিকৃত ও অধোগতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আজও ইহার মধ্যে ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায় এবং সাধারণতঃ হিন্দুসমাজ ইয়ুরোপীয় সমাজ অপেক্ষা অধিক ভদ্র ও শিষ্টাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ হিন্দুদিগের ধর্ম্মমূলক জাতিগত শিষ্টাচার।

প্রথমতঃ হিন্দুদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা দেখিলে বোধ হয় গৃহকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন গঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী করাই ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্ম ও নীতির প্রথম শিক্ষাস্থল গৃহ। পিতা মাতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, সন্তানগণ তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বক্ষণ প্রণতবান্ ও অনুগত হইয়া থাকিবে। পিতামাতার

পাদবন্দন সন্তানের সর্ব্বপ্রথম নিত্য কর্ম্ম এবং পিতামাতার সেবা ও সন্তোষ সাধনের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ-স্বীকার ও ক্লেশ বহন করা সন্তানের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সুনিয়ম হইতে সন্তানের মনে ভক্তি, বিনয়, প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদ্রেক হইত এবং নিঃস্বার্থ ধর্ম্মকার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে এ সুপ্রথা পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহার কুফল—সন্তানের দুর্ব্বিনীত ও স্বার্থপরায়ণ প্রকৃতি। গুরুজনের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলে আত্মার যথার্থ কল্যাণ হয়। বর্ত্তমান সাম্যবাদের কালে ইহা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইয়াছে! "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিত্রা, অনন্যা ভগিনী তথা" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য এবং জ্যেষ্ঠ ভগিনী মাতার তুল্য, হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল। কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীকেও জ্যেষ্ঠেরা সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। ইহার সুফল পারিবারিক দৃঢ়বন্ধন ও চির-সৌভ্রাত্র। কেবল সহোদর সহোদরা-দিগের মধ্যে এই সুন্দর প্রীতির ভাব বদ্ধ ছিল না, কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় খুড়তুত, জেঠতুত, মাসতুত, পিসতুত ভাই ভগিনীদের মধ্যেও ইহার আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রত্যক্ষ হইত। হিন্দুরা বহু গোষ্ঠী একগৃহে একান্নবর্ত্তী পরিবার হইয়া যে স্বর্গের দৃশ্য প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র পরস্পরের প্রতি এই প্রীতি ও সদ্ভাবের বিনিময়। বর্ত্তমান স্বার্থপর যুগে স্ত্রী পুরুষে, ও পিতাপুত্রে একত্র সদ্ভাবে বাস করা ভার হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কুটুম্বগণও এক পরিবারভুক্ত হইয়া কিরূপে সুখে বাস করিতেন? তখন পরিবারের মধ্যে যিনি কর্ত্তা বা কর্ত্রী হইতেন, তিনি আপনি না খাইয়া পরিয়া অপরকে খাওয়াইতেন ও পরাইতেন, পরিবারস্থ সকলের উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করিতেন এবং আপনার মস্তকো-পরি সমস্ত দুঃখভার লইয়া অপর সকলকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করি-তেন। পরিবারের মধ্যে কৃতী ভ্রাতা আপনার উপার্জ্জিত অর্থ সকলকে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দিতেন এবং কত সময় আপনার স্ত্রী পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভ্রাতাদিগের স্ত্রীপুত্র-দিগকে সুসজ্জিত ও সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবল সহোদর ভ্রাতা নহে, এক পরিবারে ভুক্ত জেঠতুত, খুড়তুত, পিসতুত ভাই সকলের মধ্যেও এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব দেখা যাইত। ভ্রাতাদিগের ভাব যেরূপ, ভগিনীদিগেরও তদনুরূপ ছিল। অন্যের জন্য কে কত স্বার্থত্যাগ ও আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারে, ইহারই প্রতিযোগিতা হইত। কি স্বর্গীয় ভাব, কি নিঃস্বার্থ স্নেহ

ভাব!! কেবল আত্মীয় কুটুম্বগণ নহে, তৎকালে দাস দাসীগণও পরিবারভুক্ত ছিল। তাহাদের কেহ জেঠা, খুড়া, মামা, দাদা, কেহ পিসী, মাসী, দিদি, ঝি, ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত, পরিবারের কত স্নেহ সমাদর লাভ করিত, এবং পরিবারের সেবায় তাহারাও কেমন আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিত। এরূপ পরিবার-বন্ধন বর্ত্তমান কালে অসম্ভব, কিন্তু এইরূপ নিঃস্বার্থ সদ্ভাবের শতাংশের একাংশও যদি আধুনিক পরিবারে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলেও কত সুখের হয়!

হিন্দু পারিবারিক শিষ্টাচারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ করা যায় নাই, তাহার কারণ এই, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বড় একটা শিষ্টাচার প্রদর্শন প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিতে দেখা যায় না। স্বামী স্ত্রী বিবাহ কালে যখন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের বন্ধন-মন্ত্র এই "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক" সুতরাং স্বামী স্ত্রী উভয়ে একহৃদয় একপ্রাণ, তাঁহারা আর পরস্পরের প্রতি বাহ্য শিষ্টাচার কি প্রদর্শন করিবেন? এস্থলে পাশ্চাত্য দাম্পত্যপ্রণয়ের সহিত হিন্দু দাম্পত্যভাবের কিছু অমিল দেখা যায়। পাশ্চাত্য দম্পতির প্রেমের কত পরিচয় বাহিরে, লোক সমক্ষে। দাম্পত্য প্রেমের ভাব অপরের সমক্ষে গোপন করাই হিন্দু দম্পতির শিষ্টাচার। তাঁহাদিগের অন্তরের যে ভাব, তাহা তাঁহাদিগেরই পরস্পরেরই গোচর, অন্যের বিদিত নহে, তাঁহাদিগের পরস্পরের যে প্রেমালাপ তাহা লোক-কর্ণের অগোচর রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ চেষ্টা। প্রেম যতই গোপনীয়, তাঁহাদের মতে তাহা ততই নির্ম্মল ও স্থায়ী।

(ক্রমশঃ)

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৭১ সংখ্যা ১১১ পৃষ্ঠার পর।)

আশা। জীবাত্মা বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন, পরমাত্মা বিষয়ে কিছু বুঝাইয়া বলুন।

পাঠক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি না পড়িয়া কেবল অর্থগুলি বলিয়া যাই, তাহা হইলেই বুঝিবার সুবিধা হইবে।

যাঁহা হইতে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, প্রলয় কালে যাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তিনিই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তাঁহাকে

চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য কহিতে পারে না, এজন্য আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না এবং শিষ্যকে যে প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। কিন্তু বেদের এই উপদেশ যে, বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন হয়েন। ইহা পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি, যাহা তাঁহারা আমাদিগকে কহিয়াছেন। সেই দুর্দ্দর্শ এবং সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট, সকল জীবের অন্তরে ও অতি সঙ্কট স্থানে অবস্থিত—সেই পুরাণ পুরুষকে অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ আনন্দরূপে, শান্তিরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি মঙ্গল, একমাত্র, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।

প্রশ্ন। পরমাত্মা ব্রহ্ম, তাঁহাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, তবে যোগ কি রূপে হবে?

উত্তর। ব্রহ্মকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন করিবে।

প্রশ্ন। কিরূপে পরমাত্মাকে দর্শন, শ্রবণ করিবে?

উত্তর। যিনি দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হন নাই, শান্ত সমাহিত হন নাই, যাঁহার চিত্ত শান্তি লাভ করে নাই, তিনি কেবল জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন না। ব্রহ্মদর্শন জন্য যোগের প্রয়োজন। স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণাকেই যোগ কহে। যোগ কালে প্রশান্ত হইতে হয়। কেননা যোগের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে। অর্জ্জুনকে যোগশিক্ষা দান কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অধিক আহার করে এবং যে নিতান্ত অনাহারী, যে অনেক নিদ্রাশীল এবং এককালে নিদ্রাত্যাগ করে, তাহার যোগ সাধন হয় না। যে ব্যক্তি উপযুক্তরূপে আহার বিহার করে, এবং কার্য্য সম্বন্ধে যাহার চেষ্টা থাকে—যৎকর্ত্তৃক জাগরণ ও নিদ্রা পরিমিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই দুঃখ নাশক যোগ সাধনে সমর্থ হয়।

দক্ষ সংহিতার ৭ম অধ্যায়ে যোগ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার অর্থ শ্রবণ কর।

১। যদ্দ্বারা লোক বশীভূত, যদ্দ্বারা আত্মা বশীকৃত যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় বশীভূত হইয়াছে, তাহাকেই আমি যোগ বলি।

২। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক, সমাধি, যোগের এই সকল অঙ্গ।

৩। অরণ্যবাসে বহু গ্রন্থ চিন্তনে অথবা ব্রত যজ্ঞ তপস্যাতেও যোগ হয় না।

৪। পথ্যাশন দ্বারা যোগী হয় না, নাসাগ্র দর্শন দ্বারাও যোগী হয় না, কেবল শৌচ দ্বারাও হয় না।

৫। অতিযোগ অভ্যাস, এবং তাহাতে নিষ্ঠরক্ত পুনঃ পুনঃ নির্ব্বেদ ইহাতেই যোগসিদ্ধি হয় অন্য উপায়ে নহে।

৬। আত্মচিন্তারূপ বিনোদ, শৌচক্রিয়া, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা এই সকল দ্বারা যোগ সিদ্ধি হয়, অন্য উপায়ে নহে।

৭। স্বয়ংতুষ্ট অনন্যমনা হইয়া সন্তুষ্ট আপনাতে সুতৃপ্ত, তাহারই যোগ প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুপুরাণ ৬ অংশ, ৭ম অধ্যায়।

১। হে খাণ্ডিক্য! আমার নিকট যোগ স্বরূপ শ্রবণ কর, মুনি যেস্থানে স্থিত হইলে ব্রহ্মলাভ করিয়া আর বিচ্যুত হয় না।

২। মনুষ্যগণের মনই বন্ধ মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্তি বন্ধের কারণ, অনাসক্তিই মুক্তির কারণ।

৩। বিজ্ঞানাত্মা মুনি বিষয় হইতে মনকে সমাহৃত করিয়া সেই মনদ্বারা পরব্রহ্মকে মুক্তির জন্য চিন্তা করিবে।

৪। চুম্বক প্রস্তর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ হে মুনে! আত্মশক্তি দ্বারা ব্রহ্মধ্যায়ী আত্মাকে আত্মভাবে আনয়ন করে।

৫। আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষ যে বিশিষ্টা মনোগতি, সেই মনেরই পরব্রহ্ম সংযোগ হয়।

৬। এই অত্যন্ত বৈশিষ্টই যোগের লক্ষণ। যাহার যোগ আছে, তাহাকেই যোগী কহে।

৭। যোগযুক্ যোগী প্রথমে সমাধি সম্পন্ন হন, পরে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

৮। যোগী নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, সেবা করিয়া মনের যোগ্যতা লাভ করিবে।

৯। নিয়তাত্মবান্ যোগী, স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অবলম্বন করিয়া মনকে পরব্রহ্ম-প্রবণ করিবে।

১০। এই সকল যম নিয়ম পঞ্চপঞ্চ-কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা বিশেষরূপে ফল দান করে, এবং নিষ্কামদিগের মুক্তিদান করে।

১১। যতি নানা গুণে সংযুক্ত হইয়া ভদ্রাসনাদি একপ্রকার আসন স্থিরীকৃত করিয়া যম নিয়মদ্বারা যোগ সাধন করিবে।

১২। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভস্থানে চিত্তকে স্থির করিবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৯ অধ্যায়।

২। প্রাণায়াম দ্বারা দোষ দহন করিবে। বায়ু, পিত্ত, কফ ইহাদিগকে শারীরিক দোষ কহে। ধারণাদ্বারা পাপ নাশ করিবে। প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সকলকে, ধ্যান দ্বারা স্বামিহীন গুণ সকলকে বিনাশ করিবে।

৪। যোগবিদ্ প্রথমে প্রাণায়াম সাধন করিবে।

১০। হস্তিরক্ষক যেমন মত্ত হস্তীকে বশীকৃত করে, তদ্রূপ যোগী সাধন দ্বারা প্রাণাপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ুকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।

১১। যে প্রকার সিংহ শিক্ষিত হইয়া মৃগই বধ করে, মনুষ্য বধ করে না,

তদ্রূপ বায়ু সাধিত হইয়া যোগীর দোষ নষ্ট করে, কিন্তু দেহ নষ্ট করে না।

১৬। হে রাজেন্দ্র! যোগী সিদ্ধির জন্য আদরপূর্ব্বক সাধন করিবে। অতি শীত, অতি উষ্ণ, অতি বায়ু এরূপ স্থানে সাধন করিবে না।

(ক্রমশঃ)

নারীচরিত।

ওপি।

(২৬৬ সংখ্যার ৩৪১ পৃষ্ঠার পর।)

ওপি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল সাধারণভাবে আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন। পরনিন্দার প্রতি নানা উপায়ে বিরাগ প্রদর্শন করিতেন। ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "উপাসনার কি শক্তি! অনন্তদেব আমাদিগের উপাসনা শ্রবণ করেন, তাঁহার নিকট বাক্যস্ফুরণ করিবার ক্ষমতা, কি অদ্ভুত ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে! অপরাধ-ভারাবনত পাপীও তাঁহার সিংহাসন সমীপে পতিত হইয়া অন্তরের অন্তরতম ভাব গুলি খুলিয়া বলিবার অধিকারী, ইহার অপেক্ষা পবিত্র ও উৎকৃষ্ট প্রীতির নিদর্শন আর নাই। হে প্রিয় সুহৃৎ! উপাসনাবলে ইহ জগতেই মোক্ষফল লাভ করিবে এবং তোমার সমস্ত অভাব মোচন হইবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" তিনি বাল্যাবস্থায় জননীর সহিত মনোরম গ্রীষ্মকালে * ক্রোমার নামক স্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই হেতু পরেও তিনি ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। তাঁহার প্রথম রচনাবলির মধ্যে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাতার স্মরণার্থে রচিত কবিতা একটি। তাহাতে লিখিয়াছেন, "পিতা মাতা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে, সন্তান কখনও তাঁহাদিগের স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না এবং কাল কুত্রাপি পিতৃ মাতৃ ভক্তি ও অপত্য স্নেহ বিকৃত করিতে সক্ষম হয় না।" সংসারের পিচ্ছিল ও বন্ধুর পথে যাঁহারা তাঁহার নেতা ও সঙ্গী ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। তরুণাবস্থায় মাতৃপ্রদত্ত উপদেশ গুলির বিষয় তিনি সর্ব্বদা উল্লেখ করিতেন। সামান্য বিষয়ে মনোনিবেশ ও ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে আস্থাপ্রদর্শন সামাজিক সুখের অন্যতম প্রধান উপা-

* গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে বসন্তকাল যেরূপ, হিমপ্রধান ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকাল সেইরূপ মনোরম।

দান; ইহা দ্বারাই তাঁহার আপনার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন "ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সাধন করিতে যত্নবান্ হইও" যে ব্যক্তি সামান্য বিষয়ে সতত তৎপর, পরের পরিতোষের জন্য তাহার অন্তঃকরণ যত্নশীল। অধিকন্তু তিনি কাহাকেও কোনরূপে মনোবেদনা দিতেন না। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক একদা কোন ব্যক্তিকে "বুড়া" বলিয়া ডাকেন, ইহা শুনিয়া তিনি তাহাকে ভৎ'সনা করিয়া বলেন "কাহাকেও বুড়া বলিও না, ইহাতে নীচতা প্রকাশ পায় এবং লোকের মনঃ কষ্ট হয়। আমার মা আমাকে ছেলে বেলায় এই কথাটি ছাড়িতে শিখাইয়াছিলেন।" আমাদের দেশে ছেলেদের কথা দূরে থাকুক, অনেক বৃদ্ধ লোকেও বুড়া বলিয়া কাহাকে ডাকিতে বা তামাসা করিতে বিন্দুমাত্র দোষ বলিয়া ভাবেন না! সন্তানের মনোবৃত্তির স্ফুরণ এবং স্বভাব ও চরিত্রের বিকাশের উপর চক্ষু রাখা পিতামাতা ও শিক্ষয়িতার প্রথম কর্ত্তব্য। "পিতা মাতার সম্মান করিবে" এই আদেশটি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। তাঁহার মতে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অনুচিত ভাব বা কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব রূপ মহাপাপের নিষ্কৃতি নাই।

ইউরোপ মহাদেশ বিশেষতঃ ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিস্ নগরী পরিদর্শন করিতে ওপির বহুদিবসাবধি ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ঐ বৎসর ২০এ অক্টোবর তারিখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহার পর ইনি সুবিখ্যাত উপন্যাসবেত্তা সর ওয়াল্টর্ স্কটের জন্মভূমি আবটস্‌ফোড দেখিতে যান। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি পুনরায় ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া বৎসরের শেষভাগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই তাঁহার শেষ পর্য্যটন। ইহার পর তিনি বাটি হইতে দীর্ঘকাল কোনস্থানে অবস্থিতি করেন নাই; কেবল লণ্ডন ও নরউইচের নিকটবর্ত্তী স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। এই সময় কাস্‌ল মেডো নামক স্থানে স্থায়ী হন। ইঁহার জীবনের শেষ দশায় প্রতিদিন প্রাতঃকাল স্বগৃহে সমাগত বন্ধুদিগের সহিত চিঠি পত্রাদি লেখায় ব্যয়িত হইত। নরউইচে যিনি আসিতেন, তিনিই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেন এবং তিনিও সকলের সহিত হৃষ্টচিত্তে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার চিঠি পত্রাদির সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি সে সমস্ত লিখিতে আনন্দানুভাব না করিলে কখনও লিখিয়া উঠিতে পারিতেন না। টীকা টিপ্পনী ব্যতীত তিনি প্রত্যহ গড়ে ছয়খানি করিয়া পত্র লিখিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সাময়িক পত্রে অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার ভগিনী ব্রিগ্‌সের মৃত্যু হয়। শেষ-দশা পর্য্যন্ত তিনি এই আত্মীয়ের সহবাস ভোগ করিতেন, সুতরাং ইঁহার মৃত্যুতে তিনি যৎপরোনাস্তি সন্তপ্তা হন। এতৎ সম্বন্ধে তিনি একস্থানে লেখেন,—এবম্বিধ পরীক্ষায় দীর্ঘায়ু প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু কি করা যায়, উপায় নাই, ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তিনি মঙ্গলময়, যাহা মঙ্গল তাহাই অবশ্য করিবেন। কাহারও বিষয়ে মন্দ ভাবিতে তাঁহার মনে ব্যথা লাগিত। তিনি যেমন অন্যের সৎকার্য্যে প্রীত হইতেন, তেমনই অসৎকার্য্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। স্নেহ দৃষ্টিতে পরের দোষ ও দৌর্ব্বল্য দেখিতেন; কাহারও বিরুদ্ধে কোনও কথা বিশ্বাস করিতেন না। কাহারও নিন্দা বা বিরুদ্ধ কোনও কথা কেহ রটাইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ১৮৫২ অব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে তিনি বাতরোগে পঙ্গু হইয়া দুইমাসকাল শয্যাগত থাকেন। যদিও ইহার পর কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করেন; কিন্তু কঠিন পীড়ার নিঃশেষ হইল না, ইহাতেই পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৩ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। মৃত্যু শয্যাতেও তাঁহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও পরিজনবর্গকে দেখিয়া সুখী হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও হৃদয়ের প্রফুল্লভাব। পূর্ব্বের ন্যায় ঈশ্বরে এখনও অটল বিশ্বাস ও নির্ভর। এই সময় একদিন বলেন "এখন আমি প্রতিদিন তাঁহার নব নব করুণা সম্ভোগ করিতেছি। আমি কিয়দ্দিবস হইতে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।" শুধু মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে একটু স্মরণ শক্তির হ্রাস, কথা বার্ত্তার বিশৃঙ্খলতা ও আপনার মনোগত ভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার অপারগতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাকেই বলে "জপতপ কর কি মর্‌তে জান্‌লে হয়।" সাধু জীবনের এইরূপই পরিণাম। যে জীবন পরকীয় দুঃখে কাতর, পরম কারুণিকের সেবায় সমর্পিত, সে জীবন যে তাপে তপ্ত হইয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিবে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। মৃত্যু তাঁহার নিকট পরম প্রিয়বন্ধু। ইহারই দ্বারা তিনি কারামুক্ত হইয়া প্রিয়তমের নিকট অগ্রসর হইবার স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে কাহারও পীড়া হইলে গ্রামস্থ প্রাচীনারা নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া তাহা আরাম করেন। তাঁহারা নাড়ী পরীক্ষা করিতেও জানেন। কিন্তু আধুনিক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এ বিষয়ের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হইতেছে। বাটীর কাহারও একটু মাত্র পীড়া হইলে তাঁহারা বিশেষ চিন্তাকুল হন, এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সাহায্য লন। চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া যে কত ব্যয়সাধ্য, তাহা যিনি একবার সাহায্য লইয়াছেন, তিনিই বিশেষরূপ অবগত আছেন। যাহাতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সামান্য সামান্য পীড়ায় চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আপনারা আরাম করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে, বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল। ভরসা করি, স্বদেশীয় ভগিনীগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন।

ছোট ছোট ছেলেদের জ্বর হইলে তাহাকে বালসান বলে। ছেলের জ্বর হইলে প্রসূতির আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক, কারণ সন্তান তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পান করে। সামান্য জ্বর হইলে প্রসূতি দুই বেলা ভাত খাইতে পারেন। কিন্তু যদি জ্বর অধিক হয়, তাহা হইলে একবেলা নিরামিষ খাইবেন, এবং অপরাহ্নে খই, বাতাসা, অথবা মিছরী, কিম্বা পাউরুটী অথবা গরম দুগ্ধ খাইবেন। ২।১ দিবস অন্তর স্নান করিবেন, তৈল না মাখিয়া গাত্রধৌত অথবা স্নান করিবেন না।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বালসায় সচরাচর নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবন করাইয়া থাকেন।

১। গাছের শিকড় ছেঁচিয়া তাহার রস খাওয়াইয়া থাকেন।

২। নই বা কালনী বাছুরের চোনা (ঐ বাছুরের বয়স যত কম হয়, ততই ভাল, কিন্তু যেন চারি মাসের অধিক না হয়)।

৩। ইশার মূল নামক একপ্রকার লতার ৩টী পাতা ১।টী গোল মরিচ সহিত বাটিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। ইহাতে রস পরিপাক হয়।

৪। বিল্বপত্র ছেঁচিয়া তাহার রস খাওয়ান, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

ছেলেদের কোষ্ঠ সাফ না হইলে জ্বর হয়, এবং পেটে কৃমি হয়। এই রোগ নিবারণের জন্য পূর্ব্ব সাবধানতা আবশ্যক। আঁতুড় প্রভৃতি করিয়া প্রতি সপ্তাহে স্তনদুগ্ধ অথবা গাভীর দুগ্ধের সহিত এক একটী বড়ী গুলিয়া খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

কালমেঘ নামক একপ্রকার ছোট ছোট গাছ পল্লীগ্রামে পাওয়া যায়।

গ্রামের সকল স্ত্রীলোকেই প্রায় তাহা জানেন। তাহার পাতা জোয়ান, রাধুনী, মৌরী, লবঙ্গ ও এলাচের (বড় অথবা ছোট) খোসার সহিত একত্রে বাটিয়া মটরের ন্যায় বড়ী করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই আলুই প্রস্তুত হইল। আলুই প্রস্তুত করিবার সময় যত পাতা দিবে, প্রত্যেক মসলা তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে দিবে, কেবল এলাচের খোসা তাহার সিকি অংশ এবং লবঙ্গ আরও কম দিতে হইবে। আলুই খাইতে অত্যন্ত তিক্ত লাগে।

প্রসূতির পীড়া হইলে অর্থাৎ জ্বর অথবা অম্বল প্রভৃতি হইলে সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ পান করিতে দিবেন না। যদি সন্তান ক্রমাগত স্তন্যদুগ্ধ পান করিতে চায়, তাহাহইলে জলে আলুই গুলিয়া সেই জল অথবা নিম পাতা বাটিয়া স্তনে মাখাইয়া রাখিবে। স্তন্য পান করিতে গেলে তিক্ত লাগার কারণে আর পান করিতে চাহিবে না। অনেক স্ত্রীলোকে কুইনাইন জলে গুলিয়াও দিয়া থাকেন।

যদি শিশুর সর্দ্দি হয়, তাহাহইলে গরম দুগ্ধে ছোটপলার একপলা আন্দাজ গাওয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। তাহা হইলে ঐ সর্দ্দি মলের সহিত বাহির হইয়া যাইবে, এবং আর সর্দ্দি থাকিবে না। খাঁটী মধুও সর্দ্দির এক প্রধান ঔষধ। শিশুর মুখে অঙ্গুলি দ্বারা মধ্যে মধ্যে খাঁটী মধু খাওয়াইয়া দিলে তাহার সর্দ্দি কাশী প্রভৃতি হইতে পারে না।

শিশুর সর্দ্দি হইলে তাহার জননী গুড় অম্বল খাইবেন না।

সর্দ্দি বুকে বসিয়া গেলে ঘুংড়ী হয়। ঘুংড়ী একটী ভয়ানক পীড়া। বালকদিগের ঘুংড়ী হইলে কালবিলম্ব না করিয়া বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকের হস্তে চিকিৎসার ভার দেওয়া উচিত। গৃহ চিকিৎসার উপর নির্ভর করিবে না।

যে শিশুর সর্দ্দি হইয়াছে, যদি তাহার জননী গুড় খান, তাহা হইলে সর্দ্দি বুকে বসিয়া যায়। শীতল দুগ্ধ খাওয়াইলে সর্দ্দি হয় এবং সর্দ্দির সময় শীতল দুগ্ধ খাওয়াইলে ঐ সর্দ্দি বুকে বসিয়া যায়। অতএব সন্ধ্যার সময়ে শিশুকে উষ্ণ দুগ্ধ খাওয়াইবে। একটা পাতলা কাঁসার বাটী ও গোটা কতক শুষ্ক নারিকেলের পাতা গৃহে রাখিলে সকল সময়েই দুগ্ধ গরম করা যায়। নারিকেল পাতা না থাকিলে প্রদীপেও দুগ্ধ গরম করা যায়।

পেটের অসুখ—ছেলেদের সর্দ্দির সময় যদি পেটের অসুখ হয়, তাহা হইলে কোন ঔষধ খাওয়াইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ সর্দ্দি সকল মলের সহিত নির্গত হইলেই সর্দ্দি ও পেটের অসুখ একেবারে আরাম হইয়া যায়।

যদি পেট গরম হইয়া অসুখ হয়, তাহা হইলে টাইকা জলে কিঞ্চিৎ

মিছরী ভিজাইয়া তাহার জল এক ঝিনুক আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে।

পেটের অসুখে দুগ্ধের সহিত বেল-সুঁটো খাওয়াইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি কাঁচা বেল খোসা শুদ্ধ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গৃহে রাখিবেন, ইহাকেই বেল সুঁটো বলে। কাঁচা বেলের সময় অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে বেল সুঁটো করিলেই সংবৎসর চলিতে পারে।

ছেলের পেটের অসুখের সময় প্রসূতি কেবল মাত্র মাছের বা তরকারীর ঝোল ও ভাত খাইবেন, এবং একটু সামান্য দুগ্ধও খাইতে পারেন।

শিশু সন্তানদিগের আহার এবং স্নান সম্বন্ধে বিশেষরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে তাহাদের শীঘ্র পীড়া হয় না।

ছোট ছোট ছেলেদের প্রায়ই পাঁচড়া ও গরল প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। শরীরের রক্ত খারাপ হইলেই প্রায় এই সকল পীড়া হয়। কোন একজনের পাঁচড়া হইলে ক্রমে ক্রমে সেই বাটীর সমস্ত পরিবারের পাঁচড়া হয়। অনাবৃত দ্রব্যাদি ভক্ষণ, অপরিস্কৃত স্থানে বাস ইত্যাদি নানা কারণে গরল প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। বাটীর একটী বালকের পাঁচড়া অথবা গরল হইলে, অপরাপর বালকগণকে বিশেষরূপ সাবধানে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় না রাখিলে তাহাদের ঐরূপ রোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহার পাঁচড়া হইবে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র শয্যা ও কাপড় রাখিবে। সে যেন কখনও অপরের শয্যায় শয়ন না করে এবং অপরের কাপড় অথবা গামছা ব্যবহার না করে। কারণ এই ছোঁয়াটিয়া রোগ এই প্রকারে সমস্ত পরিবারের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া সকলকে অত্যন্ত যাতনা দেয়। পাঁচড়ার ঔষধ নানা প্রকার। যে কয়েক প্রকার ঔষধে শীঘ্র আরাম হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে ;—

১। শরীরের যে যে স্থানে পাঁচড়া হয়, সাবান দ্বারা সেই সেই স্থান উত্তম রূপে রগড়াইয়া ধৌত করিয়া তাহাতে কর্পূর মিশ্রিত নারিকেল তৈল গরম করিয়া দিলে পাঁচড়া ভাল হয়। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকেরা সাবান দিয়া রগড়াইবার যাতনা সহ্য করিতে পারিবে না, তাহাদের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধে খুব উপকার হইবে।

২। যে স্থানে পাঁচড়া হইবে (হাতে হইলে সুবিধা হয়) সেই স্থানে ভিজা কাপড় (ন্যাক্‌ড়া) বাঁধিয়া রাখিবে। কাপড় যেন শুষ্ক হইয়া না যায়; শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলেই তাহা পুনরায় ভিজাইবে। ৪।৫ ঘণ্টা পরে ঐ ভিজা কাপড় খুলিয়া ফেলিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পাঁচড়াগুলি সব সাদা হইয়া গিয়াছে এবং ভিজিয়া অত্যন্ত নরম হইয়াছে। তখন নিমপাতা সিদ্ধ করা গরম জল করিয়া সেই জলে আস্তে আস্তে সেই পাঁচড়াগুলি ধুইয়া পরিষ্কার

করিবে। পরিষ্কার করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, কারণ পাঁচড়াগুলি জলে ভিজিয়া অত্যন্ত নরম হইয়া আছে। ধৌত করা হইলে পাঁচড়া বেশ পরিষ্কার হইবে। তখন তাহাতে খাঁটী শরিষার তৈল লাগাইয়া দিবে। এই প্রকরণে ২।৩ দিবসে পাঁচড়া আরাম হয়।

৩। বেণের দোকানে কস্তরো বিচি নামক এক প্রকার বিচি পাওয়া যায়। সেই বিচি কতকগুলি নারিকেল তৈল দ্বারা বাটিয়া পাঁচড়ায় লাগাইয়া দিলেও পাঁচড়া শীঘ্র আরাম হইতে দেখা গিয়াছে।

৪। শরিষার তৈল ও কলিচূণ একত্রে ফেনাইয়া, রৌদ্রে গরম করিয়া তাহার পর পাঁচড়ায় লাগাইয়া দিলেও ভাল হয়।

পাঁচড়া যত পরিষ্কার করা যায়, তত শীঘ্র আরাম হয়। অপরিষ্কার লোকদের পাঁচড়া শীঘ্র আরাম হয় না, তাহারা অত্যন্ত কষ্ট পায়। পাঁচড়ার সময় দুই বেলা ভাত খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে সকল দ্রব্য খাইলে রস হয়, তাহা খাইবে না। অপরাহ্নে রুটী খাইবে।

গরলের ঔষধ।

গরল নানা প্রকার আছে এবং তাহার ঔষধও নানা প্রকার। কিন্তু একটী সাধারণ ঔষধ আছে যাহাতে সকল প্রকার গরল শীঘ্র আরাম হয়। ঐ ঔষধে নালা ঘা পর্য্যন্ত আরাম হইতে দেখা গিয়াছে।

পানমরিচ নামে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ পল্লীগ্রামে পুষ্করিণীর ধারে পাওয়া যায়। উহার পাতা সরু এবং লম্বা। একটা পিতলের বাটী করিয়া কতকটা ঘৃত আগুণে চড়াইবে। যখন সেই ঘৃত ফুটিবে, তখন তাহাতে কতক গুলি পানমরিচের পাতা ফেলিয়া দিবে। ঐ পাতাগুলি যখন ঘৃতে ভাজা হইয়া চুঁইয়া যাইবে, তখন সেই ঘৃতের বাটী আগুণ হইতে তুলিয়া ঠাণ্ডা হইলে অঙ্গুলি দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িলে পাতাগুলি গুঁড়াইয়া ঘৃতের সহিত মিশিয়া যাইবে, সেই ঘৃত প্রতি দিবস ৩ বার করিয়া গরলে লাগাইয়া দিবে। যখন ঘৃত লাগাইবে, তখনই গরম করিয়া লাগাইবে। (ক্রমশঃ)

বার্জিনিয়ার ইতিবৃত্ত।

বামাবোধিনীতে জর্জ ওয়াসিংটনের জননীর আখ্যায়িকাতে বার্জিনিয়া প্রদেশ তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রদেশের ইতিবৃত্ত অতি আশ্চর্য্য। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী এলিজেবেথের রাজত্ব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সার ওয়াল্টার র‍্যালি এখানে উপনিবেশ স্থাপনার্থ প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। এই

ভূমি-খণ্ডের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ তিনি স্বজাতির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া অনেককে তথায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সংস্থাপিত উপনিবেশের উন্নতি হইল না। বার্জিনিয়ার আরণ্য ভূমিতে বাস অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া অনেকে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। এক সময় আদিমনিবাসীরা তাহাদিগকে সমূলে হত্যা করে। ইংলণ্ড হইতে যখন সাহায্য আসিল, তখন শিশু উপনিবেশ ধ্বংসাবশেষ হইয়া গিয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের অসমাহিত অস্থি সকল প্রান্তর ছাইয়াছিল; শূন্য গৃহ সকলে বন্য হরিণ সকল চরিত। আর একবার উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। অধিবাসীদের কি হইল, অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই।

সার ওয়াল্টার র্যালি লণ্ডন দুর্গে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য বন্দী হইয়া "পৃথিবীর ইতিহাস" লিখিতেছিলেন এবং আপনার ভাগ্য ও উপনিবেশের ভাগ্য স্মরণ করিয়া ব্যথিতহৃদয়ে দিন যাপন করিতেছিলেন। যাহাহউক তাঁহার আশা সফল হইবার উপক্রম হইল। ১৬০৬ সালে ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেম্‌স সনন্দপত্র দিয়া এক কোম্পানি স্থাপন করিলেন— উপনিবেশ সংস্থাপন তাহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাহাদিগকে অধিকার প্রদান করিলেন।

কোম্পানি ৩ খানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া বার্জিনিয়াতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা মানসে একদল লোক পাঠাইলেন। ইহাদের সংখ্যা ১০৫ জন। ইহাদের অর্দ্ধেক লোক দেউলিয়া, কতকগুলি ব্যবসায়ী, অবশিষ্ট পদাতিক সৈন্য। তাহাদের মধ্যে কৃষি, শিল্পী প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প ছিল। নূতন দেশ পত্তনের জন্য যেরূপ লোকের প্রয়োজন, সেরূপ লোক নাই, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়—তিনখানি জাহাজ যেন ইংলণ্ডের জঞ্জালে পূর্ণ হইয়া আমেরিকার অরণ্যে সার যোগাইবার জন্য প্রেরিত হইতেছে!

বার্জিনিয়ার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে যে নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এই সকল হতভাগা লোকদের সহিত একজন সুযোগ্য লোক যাইতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাকে শাসন ক্ষমতায় বিভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার নাম জন স্মিথ। এই ব্যক্তি যথার্থ বীরপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহার বয়স ৩০ বৎসরেরও কম, তিনি একজন দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, প্রশস্তহৃদয় যুবা পুরুষ। বাল্যকাল হইতে তিনি রণব্রতে দীক্ষিত, সাহসিক কার্য্যের অনুসন্ধানে পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন উপনিবেশ স্থাপনের প্রবৃত্তি সাধারণের মনে বলবতী, তিনি তৎক্ষণাৎ উৎসাহসহকারে বার্জিনিয়াযাত্রীদিগের দলভুক্ত হইলেন। নিজের অনিচ্ছা এবং

সহযাত্রী অনেক ব্যক্তির ঈর্ষ্যাভাব সত্বেও তিনি উপনিবেশীদিগের অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইলেন। যে প্রণালীতে প্রাচীন কালে একজন লোক রাজপদ লাভ করিতেন, স্মিথ সেই প্রণালীতে এই উচ্চতম পদ অধিকার করিলেন।

হীনচরিত্র এই লোকমণ্ডলী পোতারোহণে জেম্‌স নদী বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তীরে নামিয়া দেশের রাজার নামে "জেম্‌স নগর" বলিয়া সেই স্থানের নামকরণ পূর্ব্বক অবিলম্বে নগর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমেরিকাতে এই প্রথম উপনিবেশ পত্তন। উপনিবেশীরা এই স্থানের জল বায়ু ও অরণ্যের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখানে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবেন এই আশায় উৎসাহিত হইলেন।

কিন্তু দেশটী এখনও অরণ্যময়। অরণ্য পরিষ্কার না করিলে আহারোপযোগী কোন শস্য উৎপাদনের আশা নাই। নির্ব্বাসিত ভদ্র লোকেরা জঙ্গল কাটিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু অসুবিধা ভয়ানক। কুড়ালী ধরিয়া তাঁহাদিগের হাতে ফোস্কা পড়িতে লাগিল, অনেক সময় দুই ঘা মারিয়া তাঁহারা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে শপথ করিতে লাগিলেন, যে তৃতীয় আঘাতের ধ্বনি আর কর্ণগোচর হয় না। স্মিথের কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির শপথ গণিবার উপায় করিলেন এবং রাত্রিকালে প্রত্যেক শপথের জন্য এক কড়া করিয়া জল তাহাদিগের হস্তে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ চিকিৎসায় শপথ করা রোগের প্রতীকার হইল এবং সকলে অধিক সহিষ্ণু হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

উপনিবেশীরা বসন্তকালের প্রথমে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল, রৌদ্র অগ্নিশিখার ন্যায় বোধ হইল, উত্তাপ অসহ্য। খাদ্য দ্রব্য পাওয়া কঠিন, অনেক সময় উপবাসব্রত অবলম্বন করিতে হইল। এই সময় স্মিথ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "আমরা আহার পান হইতে যেরূপ বিরত হইয়াছি, পাপ হইতে যদি সেইরূপ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা পুণ্যাত্মা শ্রেণী মধ্যে স্থান পাইতে পারিতাম।" উপনিবেশীরা পীড়িত হইয়া মরিতে লাগিল। কুড়ালী ধরা তাহাদিগের অভ্যাস ছিল না, ক্ষত হস্ত হইতে তাহা স্খলিত হইতে লাগিল। শরৎকাল আসিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধেক লোক গতাসু হইল। কিন্তু বার্জিনিয়ার যে প্রচণ্ড সূর্য্য এত জীবন নাশের কারণ হইল, সেই সূর্য্য অবশিষ্ট জীবিত লোকদিগের জন্য রোপিত শস্য পাকাইয়া তুলিল এবং তাহাদের আহার ক্লেশের অনেক লাঘব হইল। শীতকালে জল বায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইল এবং বন্য পক্ষী ও মৃগ প্রচুর পরিমাণে পাইবার সুবিধা হইল।

উপনিবেশীদিগের অবস্থা যখন এক প্রকার নিরাপদ হইল, তখন স্মিথ কতকগুলি সঙ্গী সমভিব্যাহারে দেশের অভ্যন্তর ভাগ আবিষ্কারে যাত্রা করিলেন। আদিমবাসীরা সঙ্গিসহ তাঁহাকে ধৃত করিল। তাঁহার সঙ্গিগণকে তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে হত্যা করিল। ঘোর বিপদেও স্মিথের মনের শান্তভাব বিচলিত হইল না। তিনি পকেট হইতে কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বাহির করিলেন এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া অসভ্যদিগের মনে কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের সমক্ষে এক খানি পত্র লিখিলেন, তাহা দেখিয়া তাহারা যার পর নাই চমৎকৃত হইল। তাহারা তাঁহাকে প্রাণে মারিল না এবং একটী অদ্ভুত জীব বলিয়া চতুর্দ্দিকস্থ বন্য লোকদিগের নিকট প্রদর্শন করিতে লাগিল। বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগের বোধের অগম্য, অমানুষিক জীব। তাঁহার দ্বারা তাহাদিগের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে, এখনও স্থির করিতে পারিল না।

অনেক চিন্তার পর তাহাদিগের নিকট যে উপায় বিজ্ঞোচিত বলিয়া বোধ হইল, তাহারা তাহাই অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইল। এ আশ্চর্য্য জীব হইতে মঙ্গল হইবে কি না অনিশ্চিত, কিন্তু বিপদ যে হইবে না, কে তাহার প্রতিভূ হইবে? এই ভাবিয়া তাহারা স্মিথকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া মাটীর উপর ফেলিল এবং এক খণ্ড প্রস্তরের উপর তাহার মস্তক স্থাপন করিয়া পশুর ন্যায় বধ করিবার উদ্যোগ করিল। তাহার মাথা চূর্ণ করিবার জন্য এক বৃহৎ মুদ্গর উত্তোলিত হইল। কিন্তু স্মিথ সকলেরই প্রিয় ছিল। ঐ অসভ্য জাতির রাজার কন্যার নাম পোকাহণ্টাস, তাহার বয়স ১০ বা ১২ বৎসর মাত্র। এরূপ প্রিয়দর্শন সাহেবটী হত হইবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। স্মিথ যখন শয়ান হইয়া আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, বালিকা তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিল এবং উদ্যত মুদ্গরের নিম্নে আপনার ক্ষুদ্র মস্তক স্থাপন করিল। অসভ্যেরা আর তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না এবং রাজকন্যার আবদারে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

৫ বৎসর পরে জন রোল্‌ফ নামে এক সুবোধ ধার্ম্মিক ইংরাজ যুবার অনুরাগ দৃষ্টি এই বালিকার উপর পতিত হইল। কিন্তু অসভ্য পাপগ্রস্ত জাতির কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে কিরূপে যুক্ত হইবেন, এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ঘোরতর আন্দোলিত হইতে লাগিল। অবশেষে প্রেমেরই জয় হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা বালিকাটী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, জেমস টাউনের ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দিরে তাহার দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইল। তৎপরে তিনি তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে ইংরাজ যুবা তাহার

পত্নীকে লইয়া ইংলণ্ডে যান। যুবতীর আকৃতি সুন্দর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, ঈশ্বরনিষ্ঠা অকপট এবং ব্যবহার সকল সরল বন্য ভাবের পরিচায়ক। ইংলণ্ডেশ্বর ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ 'বনের প্রথম ফল' বলিয়া ইহার বিশেষ সমাদর করেন। অসভ্য আমেরিক ও সভ্য ইংরাজ এই উভয় জাতির যোগে বড় শুভ ফল হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন। এই যুবতী অবিলম্বে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, ইহাঁ হইতে বার্জিনীয় অনেক সম্রান্ত পরিবারের উৎপত্তি হয়। এই রমণী আমেরিকার ইণ্ডিয়ান বংশের একটী সমুজ্জ্বল সুন্দর ছবি। তাহাদের কুল সমুজ্জ্বলকারী এরূপ রত্ন আর দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। দুঃখের বিষয় তাহার ভাগ্যে স্বদেশ পুনর্দর্শন ঘটিল না। মৃত্যু তাঁহার স্বামিপুত্র হইতে অকালে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিল।

স্মিথ যখন বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন উপনি-বেশটী বিনষ্টপ্রায়। ৩৮টী মাত্র লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিল। স্মিথের প্রত্যা-গমনে সেই নিরাশ লোকদিগের মনে আশাজ্যোতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের অধ্যক্ষের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ইংলণ্ড হইতে নূতন উপনিবেশীর আগমনে তাহারা সমধিক উৎসাহিত হইল।

নবাগত লোকেরা চরিত্র বিষয়ে পূর্ব্বতন লোকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। উপনিবেশীদিগের অধিকাংশ এখনও দুশ্চরিত্র হতশ্রী ভদ্র-বংশীয় লোক। স্বদেশে থাকিলে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইত বলিয়া তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইয়াছে। এইরূপ লোক লইয়া যে সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার খ্যাতি কিরূপ বলা বাহুল্য, এই জন্য এখানে নির্ব্বাসিত না হইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে কেহ কেহ অধিক পসন্দ করিল এবং তাহারা সেইরূপ দণ্ডের উপযুক্ত বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এইরূপ লোকদিগকে শাসনাধীন রাখিয়া স্মিথ যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? কিন্তু হঠাৎ বারুদে আগুণ লাগিয়া তিনি গুরুতর রূপে আহত হন। উপনিবেশে অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য পাইবার উপায় ছিল না, স্মিথকে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইল। উপনিবেশে পুনরায় দুর্ভিক্ষ পীড়া উপস্থিত হইল। স্মিথ যাত্রাকালে ৫০০ লোক রাখিয়া গিয়াছিলেন, ছয় মাসের মধ্যে তাহা হ্রাস হইয়া ৬০ টী মাত্র হইয়া যায়। ইহারা জাহাজ চড়িয়া স্বদেশে পুনর্যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় তাহাদের নূতন গবর্ণর লর্ড ডেলা-ওয়ের আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপনিবেশটী আর একবার রক্ষা পাইল।

ক্রমে ক্রমে উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, উৎকৃষ্টতর প্রকৃতির লোক সকল ক্রমশঃ তথায় আসিতে লাগিলেন। ১৬৮৮ সালে বার্জিনিয়ার লোকসংখ্যা ৫০ হাজার হইল; তাহাদের জন্য লিখিত ব্যবস্থা সকল প্রণীত হইল এবং তদনুসারে তাহারা শাসিত হইতে লাগিল।

মহারাষ্ট্রীয় বীরের কীর্ত্তি।

আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট হইয়া দক্ষিণাপথে আপনার অধিকার বিস্তারে উদ্যত হন। এই সময় মহারাষ্ট্রের মহাবীর শিবজী সম্রাটকে যথাসাধ্য বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার অতুল তেজস্বিতায় ও অসামান্য বিক্রমে সম্রাট স্তম্ভিত হন। শিবজীর একজন সেনাপতি উপস্থিত সময়ে যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন, তাহা মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে অনন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। এই বীর পুরুষের নাম তন্নজী।

আওরঙ্গজেব শিবজীর পরাক্রম খর্ব্ব করিতে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাজেম ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শিবজীর সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ মোগলের হস্তগত হইয়াছে। মোগল পক্ষের অনেক রাজপুত সৈন্য সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতেছে। আজ শিবজী এই দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত, মোগলের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বীরশ্রেষ্ঠ আজ এই উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, নীরবে গভীর ভাবে বিপক্ষের ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

সিংহগড় নিসর্গ রাজ্যের সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত, উহা উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। একদিকে সহ্যাদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া আপনার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্বপ্রান্তে সিংহগড়। উত্তর ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিম দিকেও ঐরূপ দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। দুর্গটি ত্রিকোণাকৃতি। উহার মধ্য ভাগের পরিধি প্রায় দুই মাইল। ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে।

যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, অনন্ত নীল গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশ পায়, তখন পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীরা নদীর বৃক্ষ লতা পরিশোভিত

শ্যামল তটদেশ নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে। উত্তর দিকে পর্ব্বতের বহিঃপ্রদেশে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে শিবজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুনা-নগরী দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈল-মালা সুনীল বারিধির তরঙ্গ-ভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এইদিকে শিবজীর রায়গড় অবস্থিত। শিবজীর সেনাপতি তন্নজী ঐ দুর্গম দুরারোহ গিরিদুর্গ অধিকার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মাঘমাস। দুর্গম গিরিপ্রদেশে দুরন্ত শীত আপনার দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাহসী তন্নজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে এক হাজার মাওয়ালী সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধি-কার করিতে যাত্রা করিলেন। গিরিপথ গুলি এই সকল সৈন্যের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভয় নিঃশব্দে ঐ পরিচিত গিরিপথ দিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তন্নজী আপনার সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগ কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছিল, ইহাদের উপর আদেশ ছিল যে, ইহারা সঙ্কেত প্রাপ্তি মাত্র অগ্রসর হইবে। অপর ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে লুক্কায়িত রহিল। ইহাদের মধ্যে এক জন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই করিয়া দিলেন। শিবজীর মাওয়ালী সৈন্য ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ঐ সোপান অব-লম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিন শত সৈন্য উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ শব্দ হইল। এ শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা চমকিত হইয়া, যে দিক্ দিয়া মাওয়ালী সৈন্য উপরে উঠিতেছে, সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। একজন সৈনিক ঘটনা কি জানিবার জন্য অগ্র-সর হইয়াছে, অমনি একজন মাওয়ালীর নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। কিন্তু ঐ শব্দে দুর্গরক্ষীরা অগ্র-সর হইতে লাগিল। তন্নজী তখন বিপুল সাহসে তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া সেই বহুসংখ্যক দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করি-লেন। মাওয়ালিগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈন্যদিগের উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তন্নজী প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় সেই যুদ্ধস্থলে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন। তখন মাওয়ালী সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার পন্থা দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে তন্নজীর ভ্রাতুষ্পুত্র সূর্য্যাজী যুদ্ধ-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে মাওয়ালীদিগকে কহিলেন, "কোন্ নরাধম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে

ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে। সকলে যে শিবজীর ম্যাওয়ালী সৈন্য, এখন তাহারই প্রমাণ দেখান উচিত।" সূর্য্যজীর এই তেজঃপূর্ণ বাক্য মাওয়ালীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আবার "হর হর মহাদেব" শব্দে শত্রু দলে প্রবিষ্ট হইল। এ গম্ভীর শব্দ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া পর্ব্বত কন্দর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। এবার মাওয়ালীগণ এরূপ বেগে দুর্গ রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই সে আক্রমণ নিবন্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত দুর্গরক্ষী সাহসী সৈনিক পুরুষ মাওয়ালীদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। সূর্য্যজী বিজয়ী হইলেন। দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরস্থিত সিংহগড়ে আবার শিবজীর বিজয়পতাকা সুদূর গগনে উড়িতে লাগিল। এই বিজয়-বার্ত্তা শিবজীর নিকটে পৌছিল। কিন্তু শিবজী যখন শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তন্নজী নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন, "সিংহের আবাস গৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ হত হইল; আমরা দুর্গ হস্তগত করিলাম, কিন্তু হায় তন্নজীকে জন্মের মত হারালাম!!"

খোকার জয়।

নরেশ বাবু কোন ধনীর একমাত্র সন্তান। পিতা মাতার অশেষ যত্নে পালিত। জ্ঞানোপার্জ্জনে নরেশের আন্তরিক ব্যাকুলতা হইল, তাহার উপর অর্থ সাহায্যে যাহা কিছু হইতে পারে, তাহারও ত্রুটি ছিল না। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বাসনানুরূপ জ্ঞান লাভ দ্বারা পিতা মাতার সন্তোষবর্দ্ধনে সমর্থ হইলেন। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা সদ্বংশসম্ভূত একটী সুন্দরী বালিকাকে পুত্রবধূ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। নরেশের সুখেই জনক জননীর সুখ। পুত্রের আনন্দেই গৃহ আনন্দময়। নরেশও বাল্যকাল হইতে এক দিনের জন্যও পিতা মাতাকে মনঃপীড়া দেন নাই। পিতা পুত্রে যে যোগ থাকিলে গৃহ শান্তিময় হয়, নরেশ ও তৎপিতার সেই মধুময় যোগ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই। মাতার চরিত্রে মহত্ত্ব দেখিলে সন্তান আপনা হইতে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, নরেশেরও তাহাই হইয়াছিল। গুণবতী জননী স্নেহ ও চরিত্রের মহত্ত্বগুণে বিনা আয়াসে সন্তানকে সাধুতার দিকে আকৃষ্ট করিয়া সকল প্রলোভন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া

আসিতেছিলেন। ধনীর একমাত্র পুত্র, চারি দিকে কত প্রলোভন! কিন্তু একমাত্র মাতার গুণে বাইশ বৎসরাবধি সেই যুবক স্বীয় নিষ্কলঙ্ক জীবনের মধুরতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। হঠাৎ এ কি হইল, ধার্ম্মিকা মাতা সপ্তাহ পীড়া ভোগ করিতে না করিতে ইহ-লোক ছাড়িয়া গেলেন! দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া পিতাকে আর গৃহে ফিরিতে হইল না!! এইরূপে নরেশের সুখের দিন ফুরাইল, একাকী অতুল ধনের অধিকারী হইয়া সেই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও জনক জননীর অভাবে তাঁহাকে নিতান্ত ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিতে হইল। কতিপয় বৎসর এইরূপে যাইতেছে, ক্রমে অনেক সঙ্গী আসিয়া জুটিল। তোষামোদপটু স্বার্থপর সহচরগণ সরল আশুপ্রত্যয়ী যুবক নরেশকে আপনাদিগের আয়ত্তে আনিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত হইল। হায়! চাতুরী কাহাকে বলে, কপটতা কি যে জানে না, সে কিরূপে এই মুখ-মধু বন্ধুদের কপট ব্যবহার বুঝিতে পারিবে? যথার্থ বন্ধু ভাবিয়া নির্ব্বোধ যুবা ক্রমে তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। অনুপযুক্ত পাত্রে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে যে সকল কুফল ঘটিয়া থাকে, ক্রমে সে সমস্তই দেখা দিল। সুরা যাহার উপর আন্ত-রিক ঘৃণা বশতঃ নরেশ কখনও স্পর্শ করেন নাই, কুসঙ্গের দোষে ক্রমে তাহা প্রধান পানীয়রূপে পরিগণিত হইল, এবং তৎসঙ্গে আর যাহা কিছু একে একে সবই আসিয়া যোগ দিল। গৃহে সতী লক্ষ্মী পত্নী নির্জ্জনে চক্ষের জল ফেলেন। সম্মুখে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কোন কথার উল্লেখ করিলেই রাগ করিয়া বলেন "এমন করিলে আর বাড়ি আসিব না, বাগান বাড়ীতে থাকিব।" এইরূপে প্রায় প্রতি দিনই কিছু না কিছু অশান্তির কারণ হয়। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ভৃত্যেরা ধরাধরি করিয়া নরেশকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিল। সাধ্বী রমণী স্বামীর স্বভাবের পরিবর্ত্তনে মনঃক্লেশে দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগি-লেন। কি করিলে আবার সেই সুখের দিন আসিবে, সেই মধুময় প্রীতি যাহা লাভ করিয়া জীবন সুখময় ও গৃহ আনন্দে পূর্ণ ছিল, আবার কিসে আসিবে, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করেন, কিন্তু হায়! যাহার জন্য এত চেষ্টা, সে কি আর প্রকৃতিস্থ আছে যে পত্নীর মনোগত ভাব বুঝিয়া তাহার সেই মলিন মুখ দেখিয়া তাহার সান্ত্বনার জন্য অগ্রসর হইবে? কতিপয় বৎসর এই রূপে কাটিল। নরেশের পত্নীও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু নরেশের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই—ইচ্ছা হয় ত বাড়ী আসেন, কখন কখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যায়—"বাবু" বাগান বাড়ীতে আছেন, বাটীর

নিকট হইতে এই মাত্র সংবাদ পত্নীর কর্ণগোচর হয়।

নরেশের পুরাতন দাসী এক দিন প্রাতে নরেশের নিকট সংবাদ লইয়া গেল যে গত রাত্রি বধূমাতার একটী সুকুমার হইয়াছে। বাড়ীর দেওয়ান দাসীকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। যখন দাসী সংবাদ লইয়া আসে, নরেশ বাবু তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। এত অধিক অত্যাচার হয়, যে তিন দিন আর বাটী আসিতে পারেন নাই। এদিকে বাটীতে নব-কুমারের সমাগমে মহা ধুমধাম কিন্তু হায়! সূতিকাগারে প্রসূতির মুখ মলিন। স্বামীর দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দুই চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হই-তেছে। নির্দ্দোষ সুকুমার শিশুর মুখ দেখিয়া শোক যেন দ্বিগুণ হইয়া প্রসূতির প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে!

চতুর্থ দিবসে নরেশ বাবু বৃদ্ধ দেওয়ানের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া খোকাকে একবার দেখিতে আসিলেন, অল্পক্ষণ পরে আবার চলিয়া গেলেন।

একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল "বাবু" পশ্চিম • যাইবেন। নানা প্রকার আয়োজন আড়ম্বরের পর সত্য সত্যই নরেশ বাবু পশ্চিম গেলেন। এক বৎসর পরে বাটী ফিরিলেন। আর সে শ্রী নাই, সে স্নেহময় ভাব নাই। অত্যাচারে চক্ষু কোটরে প্রবেশ করি-য়াছে, উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইয়াছে, দেহ ক্ষীণ, অবসন্নমুখে আর সে প্রফুল্লভাব নাই। অনিচ্ছার সহিত ধীরে ধীরে বাটী প্রবেশ করিতেছেন, হঠাৎ দ্বারের পার্শ্বে ক্ষুদ্র বাগানে হাস্যধ্বনি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল, ফিরিয়া দেখেন দাসীর কোলে একটী শিশু স্বীয় সৌন্দর্য্যে চারিদিক আলো করিয়া হাত তালি দিতেছে ও হাসিতেছে। প্রভুকে দেখিবামাত্র দাসী অগ্রসর হইয়া খোকাকে প্রভুর কোলে দিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু শিশুর অপরিচিত মুখ দেখিয়া একটু গম্ভীর হইয়া দাসীর কোলে মুখ লুকাইল। শিশুর পবিত্র স্বর্গীয় মধুরতা নরেশের হৃদয়ে কি এক ভাব আনিয়া দিল, তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পত্নীর মলিন বিষণ্ণ ভাব দর্শনে কিছু বিরক্ত হইলেন বলিলেন আমার বাড়ীতে কি ভাত না যে এত রোগা হইয়াছ? এই বলিয়া বাহিরে গেলেন। পত্নী নীরবে চক্ষু জল মুছিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় কে নাই যে সান্ত্বনা করে। নরেশ বা বাহিরে যাইবার কালে দেখিলে খোকাকে বাটীর ভিতর আনিতেছে নরেশ বাবু চলিয়া গেলেন। কিন্তু বাগানে গিয়া কিছুক্ষণ থাকিতে না থাকিতে ইচ্ছা হইল একবার খোকাকে দেখি সে সুন্দর মুখখানি মনকে কেমন ম করিয়াছিল., যে সঙ্গীদিগকে বিদা

দিয়া বাটী আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কি মনে হইল চলিয়া গেলেন। প্রায় সপ্তাহ কাল এই প্রকার ঘর ও বাহির আসা যাওয়া চলিল, একদিন ভৃত্য আসিয়া বলিল "বাবু বাটীর ভিতর আহার করিবেন।" সেই রূপ আয়োজন হইল। বাবু আহারে বসিয়াছেন পাশের ঘরে আধ আধ স্বরে খোকা 'বাব্বা' 'বাব্বা' করিয়া খেলা করিতেছে। নরেশ বাবুর কর্ণে সেই ধ্বনি পেবেশ করিল—অজানিত ভাবে কে যেন বলিয়া দিল "ঐ শিশুকে দেখ, উহাকে যত্ন কর, আর পাপের দাস থাকিও না।" নরেশ বাবু ভাল রূপে আহার করিতে পারিলেন না। পাপ অত্যাচারে জীবন ঘোর কলঙ্কিত হইয়াছিল—অসাড় হইয়াছিল, হঠাৎ স্বীয় সন্তানের নির্দ্দোষ স্বর্গীয় পবিত্রতা দর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি প্রাণে উদিত হইয়া বিপরীত তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিল। পিতা মাতার লুপ্ত স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, এত দিন কি ভাবে জীবন যাপিত হইয়াছে, তাহা মনে পড়িয়া প্রাণকে আকুল করিল।

কয়েক দিন বড়ই অশান্তিতে গেল। শিশুকে দেখিলেই আর দূরে রাখিতে ইচ্ছা হয় না, কি আকর্ষণে যে পাষণ্ড পিতার প্রাণকে আকৃষ্ট করিল, তাহা কেহ জানে না। নরেশ বাবু ক্রমে কুসঙ্গ ছাড়িলেন। প্রেমময়ী পত্নীর কথা তখন মনে পড়িল, তাঁহার কোমল প্রাণে কত আঘাত দিয়াছেন, বিনা অপরাধে কত যন্ত্রণায় তাহাকে দগ্ধ করিয়াছেন, শিশু গুরু হইয়া আজ তাহা বুঝাইয়া দিল। শিশু যেন মধ্যস্থ হইয়া পিতা মাতার মধ্যে প্রেমবন্ধন কোমল হস্তে পুনরায় বাঁধিয়া দিল। পাপের নরককূপ হইতে উদ্ধার করিয়া পাপীকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করিল।

বাস্তবিক শিশুর পবিত্র জীবন কিনা করিতে পারে? যদি মনোযোগের সহিত দেখা যায় শিশুর সারল্য, শিশুর পবিত্রতা যে কত মধুময়, কত শান্তিপ্রদ, আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কত শিশু জগতের পাষণ্ড দুরাচারকে স্বীয় পবিত্রতার গুণে পুণ্যের পথে আনয়ন করিয়াছে। কত গৃহ শিশুর আগমনে শান্তির আলয় হইয়াছে, কত শুষ্ক হৃদয় শিশু প্রেমে বিগলিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? স্বর্গীয় কুসুম শিশুর জীবন বিনাড়ম্বরে মানব প্রাণে সৌরভ বিস্তার করিয়া আপনার দিকে সকলকে আকৃষ্ট করে। তাই বলি কেহ শিশুকে অনাদর করিও না, শিশু বড়ই আদরের সামগ্রী। এই পাপময় স্বার্থপর সংসারে যদি কেহ চক্ষুর সম্মুখে স্বর্গের ছবি ধরিয়া দেয়, তবে সে শিশু। যদি কেহ হৃদয়ের কুটিল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে পুণ্যের মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দেয়, সে এই কোমল-প্রাণ শিশু। শিশুর নির্দ্দোষ সারল্যময় জীবনের সহিত পৃথিবীর কোন পদার্থের তুলনা হয় না।

গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা।

১০৯ সংখ্যক বামাবোধিনীতে "মাতৃগর্ভ ও গর্ভস্থ শিশু" নামক প্রস্তাবে আমরা গর্ভস্থ শিশুর নানা অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া তদ্বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। গর্ভস্থ শিশুর দেহ বর্দ্ধন বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু কিছু বিবরণ "প্রসব তত্ত্ব" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল, আশা করি, ইহা পাঠিকাগণের কৌতূহলজনক হইবে।

১ম মাসে। ভ্রূণ পিপীলিকার ন্যায় ১/৩ ইঞ্চি লম্বে, ওজনে ২০ গ্রেণ। মস্তকের দিক স্থূল, চরণের দিক সূক্ষ্ম, ভাবীমুখ-স্থলে একটী বিভক্ত চিহ্ন, ভাবী চক্ষুর্দ্বয় স্থলে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন এবং হস্তপদ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চাংশ দেখা যায়।

ছয় সপ্তাহে। দৈর্ঘ্য ॥—১ ইঞ্চি, ওজন ৪০—৭৫ গ্রেণ। বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক এবং করোটী হইতে মুখ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। নাসিকা, চক্ষু, মুখ ও কর্ণের ছিদ্র দেখা যায়। হস্ত পদ অঙ্গুলি-বিশিষ্ট হয়। নাভিরজ্জু এবং ফুল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়।

দুই মাসে। দৈর্ঘ্য ১॥ ইঞ্চি, ওজন ২।৫ ড্রাম্। জননেন্দ্রিয় ও হস্তপদ স্বতন্ত্র দেখা যায়। ওষ্ঠ, নাসিকা এবং অক্ষি পুটের অঙ্কুর উদয় হয়। গুহ্যদ্বার স্থলে একটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ড ও প্লীহার অঙ্কুর দেখা যায়।

তিন মাসে। ২—৬ ইঞ্চি, ১—৩ ঔন্স। জননেন্দ্রিয় স্পষ্ট, লিঙ্গ নির্ণয় হইতে পারে। ফুল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

চারি মাসে। ৪।—৮॥ ইঞ্চি, ৩—৪ ঔন্স। মুখ বড়, চর্ম্ম লাল আভাযুক্ত এবং কিছু কঠিন, নখর বাহির হইতে থাকে।

পাঁচ মাসে। ৬—১০॥ ইঞ্চি, ৫ ঔন্স হইতে ১ পৌণ্ড (অর্দ্ধসের)। মস্তক শরীর অপেক্ষা বড়। নখর স্পষ্ট, মস্তকের কেশ দেখা যায়। হৃৎপিণ্ড ও মূত্রযন্ত্র বৃহদাকার। পিত্তাশয় স্পষ্ট। স্থায়ী দন্তের অঙ্কুর দেখা যায়।

ছয় মাসে। ৮—১৩ ইঞ্চি, ওজন ১ পৌণ্ড ২ ঔন্স। অক্ষিপুটদ্বয় একত্রিত, বৃহৎ অন্ত্রে প্রথম মল থাকে।

সাত মাসে। ১১—১৬ ইঞ্চি, ওজন ১ সের হইতে ২ সের চর্ম্ম ঈষৎ লাল, বসাবৎ দ্রব্যে আচ্ছাদিত। কেশ দীর্ঘ, নখর অঙ্গুলির সীমা পর্য্যন্ত আইসে না। অক্ষিপুট স্বতন্ত্র।

আট মাসে। ১৪—১৮ ইঞ্চি, ওজন ১॥ সের হইতে ২॥ সের। চর্ম্ম গোলাপের বর্ণ, লোমবিশিষ্ট, নখর অঙ্গুলির সীমা পর্য্যন্ত আইসে।

নয় মাসে। দৈর্ঘ্য ১৬—২০ ইঞ্চি, ওজন ২॥ সের হইতে ৩। সের, মস্তকের চুল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। শিশু পূর্ণাবয়ব হয়।

গর্ত্তপূর্ণ হইলে ১৭—২৬ ইঞ্চি, গড়ে ১৯ ইঞ্চি। ওজন ২ পৌণ্ড ৬ ঔন্স হইতে ১৬ পৌণ্ড। (/১।৹ সের হইতে /৮ সের পর্য্যন্ত)। সচরাচর পৌনে চারি সের।

ভূমিকম্প।

অধ্যাপক হক্সলী প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মতে ভূ-পৃষ্ঠে শৈত্যাধিক্য প্রযুক্ত ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া থাকে। পৃথিবী কথঞ্চিৎ তাপভাগ পরিত্যাগ করিলে, ইহার ব্যাস সঙ্কুচিত হয়, এবং সঙ্কুচিত স্থানবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ও উপকূল প্রদেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন ভূমিকম্পের উৎপত্তি। গত আগষ্ট মাসে দক্ষিণ কেরোলিনায় চার্লেষ্টন প্রদেশে ভূমিকম্প হইয়াছিল। তদবধি তত্রত্য উপকূলস্থ তরঙ্গলেখা প্রায় ৮ ইঞ্চি পরিমাণ হ্রাস বা নিম্ন হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয় পৃথিবীর উক্ত স্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে নিউজিলণ্ড, চিলী ও সুইডেনের উপকূলস্থ ভূমি সকল ভূ-কম্পন দ্বারাই উন্নত হইয়াছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু নদের দ্বীপে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, ইহাতে যে সকল খাল ও উপনদী ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল তৎসমুদয়েরই প্রবাহ সংযত হইয়াছিল। ভূ-পৃষ্ঠে সকল স্থানেই ভূমিকম্প-জাত পরিবর্ত্তন সকল সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোথাও বা প্রবল আন্দোলনে পৃথিবী আলোড়িত হইয়া পর্ব্বত সকল স্থানচ্যুত, নদীস্রোত বদ্ধ, সমুদ্র উচ্ছ্বসিত এবং গ্রাম ও নগর সকল বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রলয়ের কাণ্ড সমুপস্থিত করে, কোথাও বা নিঃশব্দে সজন নগর ও শ্বাপদ সঙ্কুল বিজন গহন চকিতের মধ্যে অবনীগর্ভে সমাহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে যখন বসুন্ধরা সমধিক পরিমাণে তাপ উদ্গীরণ করিয়া ভূ পৃষ্ঠের সাতিশয় শৈত্য উৎপাদন করিবে, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অবিচ্ছিন্ন বিশাল পর্ব্বত শ্রেণীতে সমাচ্ছন্ন হইবে। সমতল ভূমির অসদ্ভাবে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হইলে ভাবী মানব সন্তানদিগের সমূহ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রের উন্নতির দ্বারা তখন মানব-শক্তি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে। বিজ্ঞান ও শিল্প উত্তুঙ্গ পার্ব্বতীয় প্রদেশ সমতল পরিণত এবং গভীর কন্দর ও উপত্যকা সকল পরিপূর্ণ করিয়া সিন্ধুজলের প্রয়োজন মত পরিবেশন দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবে।

দ্যু-লোকের মানচিত্র।

সম্প্রতি পারিস নগরে জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের একটী মহতী সমিতি হইয়াছিল। তথায় দেশীয় বিদেশীয় খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিত দূরদুরান্তর হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রজনীযোগে পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক তারকের ফটোগ্রাফ বা অবিকল প্রতিমূর্ত্তি লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থল হইতে মস্তকোপরি ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্কদিগের আকার প্রকার গতি বিধি ও ব্যবস্থার বিশেষ নির্ণয় করা হইবে এতদর্থে দ্বাদশ বৎসর সময় লাগিবে। এই প্রকার মানচিত্র ২০০০ দুই সহস্র খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, ইহাতে সার্দ্ধ দুই কোটী নক্ষত্রের সচিত্র পূর্ণ নির্ঘণ্ট থাকিবে। প্রত্যেকের নিরূপিত স্থান ও মার্গ, আকৃতি, বিস্তৃতি ও প্রবণতা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই বিবৃত থাকিবে। এই সকল ফটোগ্রাফের নাম জিলেটাইন ব্রমিয়র (Gelatine bromure)। এপর্য্যন্ত কেবল বর্ণনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দ্যু-লোকের যে সকল মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ও বিশ্বাসজনক হইবে। ইহাতে যে কেবল গ্রহনক্ষত্রদিগের চিত্র অবিকল চিত্রিত থাকিবে তাহা নহে, অসীম আকাশের গভীরতাও অনেক দূর পর্য্যন্ত জ্ঞেয় হইবে। ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইল ফিট্‌জ জেমস্‌ ও ব্রায়েন নামক একব্যক্তি এই মত প্রচার করেন, যে চন্দ্রমার ফটোগ্রাফ লইলে ইহার অনেক গুহ্য প্রদেশসকল বিশদরূপে আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। এই ফটোগ্রাফ তন্ন তন্ন বিশ্লেষ করিলে ইহার সমস্ত প্রদেশ এরূপ পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হইবে যেন আমরা চন্দ্রলোকের কয়েক পাদ মাত্র দূরে অবস্থিতি করিতেছি। প্রথমে যখন এই মত প্রচারিত হইয়াছিল, অবশ্য লোকে প্রলাপের বাক্য বলিয়া তখন উপহাস করিয়াছিল, কিন্তু অধুনা জ্যোতির্ব্বিদ্‌ মণ্ডলী যখন আবার সেই মতের প্রতিপোষকতা করিতেছেন, তখন আর প্রলাপ বাক্য বলিতে এক্ষণে আর কাহারও সাহস হয় নাই। তাঁহারা অনুমান করেন যে ফটোগ্রাফ দ্বারা তাঁহারা জ্যোতিষ্কদিগের গঠন উপাদান ও উপরিস্থ অবস্থা সকল সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। তাঁহারা বলেন যে যে সার্দ্ধ দুই কোটী নক্ষত্রের ফটোগ্রাফ লওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকই এক একটী সূর্য্য প্রত্যেকেরই গ্রহ ও উপগ্রহ সমেত সৌরজগৎ আছে। এই সার্দ্ধ দুই কোটী সৌরজগৎও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাপক নহে। এই সার্দ্ধ দুই কোটী জগৎকে যদি সার্দ্ধ দুই কোটী গুণ করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন নিরূপণ হয় না।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২১২ সংখ্যা ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

নারিকেলের ডাল্‌না—নারিকেলের (শাঁস বেশী শক্ত না হয়, একটু নরম হইলে ভাল হয়) শাঁসের খোসা ছাড়াইয়া কুচি করিয়া আলু ভিজা ছোলার সহিত একত্রে ভাজিয়া রাখিবে। হলুদের জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, লঙ্কা বাটা, গুড় অথবা চিনি, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ, অল্প ময়দা এবং পরিমাণ মত লবণ মিশ্রিত করিয়া তৈল অথবা ঘৃতে তেজপাত ফোড়ন দিয়া সম্বরাইবে। নামাইবার সময় কিঞ্চিৎ ঘৃত এবং গরম মসলা দিয়া নামাইবে।

মোচার * ঘণ্ট—প্রথমে মোচা কুটিয়া জলে ভালরূপ ধৌত করিয়া পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জল হইতে মোচাগুলি নিংড়াইয়া তুলিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে এবং ঐ জল ফেলিয়া দিবে। একটু লঙ্কা বাটা, জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, কিঞ্চিৎ ময়দা, কিঞ্চিৎ গুড়, মোচার পরিমাণ মত লবণ, নারিকেল কোরা, মটরডালের বড়ী ও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দিয়া একত্রে মাখিয়া তৈলে তেজপাত ফোড়ন দিয়া সম্বরাইবে। সম্বরাইবার সময় কেবল কাটি দিয়া নাড়িবে। না নাড়িলে ধরিয়া যাইবে, কেননা তাহাতে অতি অল্পই রস থাকে। বেশ ঘন হইলে এবং মসলাদি ফুটিয়া গেলে ঘৃত দিয়া নামাইবে।

অনেকে মোচার ঘণ্ট আহার করেন না, কেননা সকল মোচা মিষ্ট নহে। কোন কোন মোচা তিক্তরসবিশিষ্ট বটে, কিন্তু এমন উপায় আছে, যাহাতে তিক্ত রস বিশিষ্ট মোচার তিক্ততা নষ্ট করা যায়। সাধারণতঃ মর্ত্তমান, চাঁপা ও ডউরে কলার মোচা ভাল হইয়া থাকে; কাঁচকলার মোচা তিক্ত হয়, কাঁটালি কলার মোচাও সময় সময় তিক্ত দেখা যায়, এক একপ্রকার মোচা এত তিক্ত যে, মুখে করা যায় না। মোচা কিনিবার সময় তাহার খোলা খুলিয়া ভিতরের একটা ফুল চিবাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। যদি তিক্ত লাগে, তাহা হইলে জানা যাইবে, সেই মোচা তিক্ত।

যদি তিক্ত মোচার ঘণ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে মোচার ঘণ্ট খাইবার পূর্ব্ব দিবস মোচা কুটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন জল হইতে তুলিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ তেঁতুল ও লবণ দিয়া চট্‌কাইয়া উত্তমরূপে মাখিবে। তাহার পর উত্তমরূপে মোচাগুলি ধৌত করিবে। এইবারে মোচার সব তিক্ত রস গেল; যাহা একটু রহিল, তাহা সিদ্ধ হইবার সময় যাইবে।

মোচার ডাল্‌না—ডউরে কলার মোচা হইলে তাহার কচি কচি কলা-

* মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকেরা মোচাকে থোড়া অথবা কলার ফুল বলিয়া থাকেন।

গুলি ছাড়াইয়া লইয়া চাকা চাকা করিয়া কুটিবে, তাহার পর সেইগুলিকে জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জল হইতে কলাগুলি তুলিয়া লইয়া ভিজা ছোলা ও আলুর সহিত একত্রে ভাজিবে। তাহার পর হলুদ গোলার জলে উহাদিগকে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে নামাইয়া, লঙ্কা বাটা, জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, অল্প গুড় অথবা চিনি, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও পরিমাণ মত লবণ মিশ্রিত করিয়া তেজপাত ফোড়ন দিয়া সম্বরাইবে; সম্বরা হইলে ঘৃত দিয়া নামাইবে। একটু রস থাকিতে থাকিতে যেন নামান হয়।

নূতন সংবাদ।

১। লক্ষ্ণৌয়ের বৃদ্ধ নবাব যিনি অযোধ্যা হারাইয়া এতদিন মুচিখোলায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনি সম্প্রতি মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ইঁহার কিরূপ মনের ভাব ছিল, তাহা এই গানে প্রকাশিত :—

"কোম্পানি বাহাদুর জুলুম কিয়া,
মেরে লক্‌নাউ সহরা সব লুঠ লিয়া,
দিল্লীমে আলতান, কাবুলমে মুলতান
মেরে মাল মুলুক সব মুল দিয়া।"

২। ইংলণ্ড আজি কালি ভারতবাসীর ঘর কন্নার স্থান হইয়াছে। এদেশীয় কেবল পুরুষ নয় স্ত্রীলোকেরাও সন্তানগণ সহ ইংলণ্ড দর্শনে যাইতেছেন। গত মেলে বাবু মনোমোহন ঘোষ সস্ত্রীক কন্যাগণ সহ তথায় পৌঁছিয়াছেন, তাহার সহযাত্রী সুশীল কুমার রায়, ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বোম্বাই লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতেও কয়েকটী লোক গিয়াছেন।

৩। বোম্বাই ও কলিকাতায় গত দুই বৎসর যে জাতীয় "কনগ্রেস" সভার অধিবেশন হইয়াছে, আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে মান্দ্রাজে তাহার তৃতীয় অধিবেশন হইবে। মান্দ্রাজবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া এজন্য বিশেষ আয়োজন করিতেছেন।

৪। আহারার্থ গাভী ও মহিষী বধ করাতে এ দেশের চাষ বাস প্রভৃতির বড় অনিষ্ট হইতেছে অতএব আইন দ্বারা তাহা রহিত করিবার জন্য বোম্বাইর কর্ম্মটকী সোয়াবাজী জসাওয়ালা নামক এক সম্ভ্রান্ত পারসী গবর্ণর জেনারলের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। সকল ভারতবাসীর সমস্বরে এই আবেদনের পক্ষ সমর্থন করা আবশ্যক।

৫। গত ২৩এ আশ্বিন মান্দ্রাজে প্রবল ঝড় হইয়া কতকগুলি নৌকা ও জাহাজ নষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অক্ষয়চরিত—বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের বিস্তৃত জীবন চরিত, বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে তাঁহার সমগ্র জীবনী সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে এবং এমন কতকগুলি নূতন কথা আছে, যাহাতে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। তত্ত্ববোধিনী সভা বঙ্গ সাহিত্যের কিরূপে জন্মদান করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত ইহাতে বিবৃত আছে।

২। কুমাররঞ্জন—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। বালকদিগের শিক্ষোপযোগী কবিতামালায় এই পুস্তকখানি গ্রথিত। ইহার কবিতাগুলি নীতি ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ, ইহা পাঠ্য গ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

চারুশীলা ও সুশীলার কথা।

চারুশীলা সুশীলা যে বোসেদের মেয়ে,
উঠে বসে বোন দুটি সুপ্রভাত পেয়ে।
চারুশীলা সুশীলা সে নামেও যেমন,
একপ্রাণ দুটি বোন কাজেও তেমন।
দশ বছরের চারু, সুশীলা আটের,
সর্ব্বদাই হাসি মুখ, দুইটি বোনের।
জানেনাক ষেঁষাষেঁষি কন্দল ঝকড়া,
করেনাক ছুটাছুটি এ পাড়া ও পাড়া।
যে যা বলে তাই শোনে সরলা এমন,
জানেনাক আপপর তাহারা দুজন।
মা বাপের কথা তারা কখন ঠেলেনি,
দুর্ব্বাক্য তাদের কেউ কখন বলেনি।
এমনই ভালবাসা আছে পরস্পরে,
কাছছাড়া হয়নাক তিলেকের তরে।
একটি জিনিস যদি দুটি বোনে পায়,
আধাআধি ভাগ করে তবে তারা খায়।
এক সঙ্গে শোয় তারা উঠে এক সঙ্গে,
দেখিয়ে সকাল বেলা উঠে ঘুম ভেঙ্গে।
তুলিল বিছানাগুলি, দিল ছড়া ঝাঁট,
মুখ ধুয়ে গেল তারা খিড়কীর ঘাট।
মাজিয়ে বাসনগুলি মা রাখিয়েছিল,
বয়ে বয়ে দুটি বোন, বাড়ীতে আনিল।
ছোট ছোট ঘড়া দুটি নিয়ে দুটি বোন,
জল আনে ধীরে ধীরে, শকতি যেমন।
স্নান করে কাজ কর্ম্ম যা পারে তা করে,
ভাত খেয়ে পাঠশালে যায় পড়িবারে।
ছুটি হলে বাড়ী এসে জল কিছু খেয়ে,
মায়ের সাহায্য করে অবকাশ পেয়ে।
খেলাঘরে খেলাতরে সমযুটি মেলি,
খেলা করে বোন দুটি লয়ে কাদা ধূলি।
গিন্নী, কর্ত্তা, বৌ,ঝী, মা, ছেলে মেয়ে হয়ে,
মিছার সংসার পাতে আনন্দে মাতিয়ে।
খাওয়া দাওয়া ঘর কন্না হলে পরিষ্কার,
কথকের কথা হবে, সভা হল তার।
রাত্রে মার কাছে চারু সাবিত্রীর কথা,
শুনেছিল আজ তাই হবে কথকতা।
কথক হইয়ে চারু মাঝখানে বসে,
শ্রোতা হয়ে মেয়েগুলি,বসে আশে পাশে।
আরম্ভ করিল চারু কথকের পাঠ,
এক মনে শুনে তাই বড় মেয়ে ছাট।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৪ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৯৪—নবেম্বর ১৮৮৭। ৪র্থ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিকের প্রারম্ভে ৩০ জন বালিকা বি এ এবং বি সায়েন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনেকে উচ্চ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কুমারী মেরি ম্যাডেলিন এডামসন্ অনেক পুরুষকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ড—ইহার গোলযোগের শান্তি হইতেছে না। হোমরুল বিলের প্রতিবাদ করিয়া মহারাণীর নিকট এক খানি আবেদন করা হইয়াছে। আবেদন খানি ১৪২ হাত লম্বা, আলষ্টার নগরের ৫০০০০ হাজার স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত।

স্ত্রী কাপ্তেন—হাবলেমের বিবি মেরি ই কুন্স রীতিমত কাপ্তেন হইয়াছেন। তিনি দিগ্দর্শন পরিচালন ও সমুদ্রপথের নিয়ম অবগত আছেন। পৃথিবীর মধ্যে এখন তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী-কাপ্তেন।

বায়রণ পৌত্রীর সদ্গুণ—লর্ড বায়রণের পৌত্রী লেডী এন ব্লণ্ট ইংলণ্ডের মধ্যে একজন বিচক্ষণ মহিলা। তিনি গ্রন্থরচয়িত্রী, সঙ্গীত ও সুকুমার বিদ্যায় পারদর্শিনী, পূর্ব্বদেশীয় রাজনীতি শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে। সিংহল দেশীয় অনেক স্ত্রীলোকের সহিত তিনি তাহাদিগের ভাষায় পত্রালাপ করিয়া থাকেন।

গৃহিণীপনায়ও বিশেষ নিপুণ। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার অধ্যাপনাকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শিরোভূষণের ব্যয়—স্ত্রীলোকেরা মস্তকের শোভা সম্পাদনার্থে সুন্দর পক্ষীর পালক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা হইতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার পালক ইংলণ্ডে আনীত হয়, এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রতি বৎসর ২৫০০০০ হমিং পক্ষী ক্রয় করা হইয়া থাকে। যদি পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সকল দেশের বিবরণ প্রকাশ হইবার সুবিধা হইত, জানা যাইত এই সামান্য শোভা সংবর্দ্ধনার্থ অগণ্য পক্ষীর উচ্ছেদ সাধন হইতেছে।

গ্রহতত্ত্ব—অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর ন্যায় উপাদানে গঠিত কিনা, উল্কাপিণ্ডের দ্বারা কতকটা অনুমিত হইতে পারে। উল্কাপিণ্ড সকল যে ভিন্নগ্রহ স্খলিত বা আগ্নেয় উৎপাতে পতিত, তাহা এখন অনেক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে পৃথিবীর ন্যায় লৌহ (nickel), তাম্র, ও অন্যান্য ধাতুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম কানসালে একটী বৃহৎ উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। উহা উষ্ণ থাকিতেই তিন পোয়া আন্দাজ ভাজিয়া গালান হয়। উহাতে শতকরা ২০ ভাগ স্বর্ণ, ৬৪ ভাগ লৌহ, ১২ ভাগ তামা, এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ধাতু। সমস্ত উল্কাপিণ্ড পরিমাণে ৫ টন সুতরাং উহাতে প্রায় ১ টন বা ২৮ মণ স্বর্ণ আছে। কয়েক বৎসর হইল উল্কাবর্ষণে প্রবাল খোলা পতিত হয়, ইহাতে অনুমিত হইতে পারে যে, যে গ্রহ হইতে উহা পতিত হইয়াছে তাহাতেও আমাদের পৃথিবীর ন্যায় উষ্ণ লবণ সমুদ্র আছে এবং প্রবাল কীটের দ্বারা দ্বীপ সকল গঠিত হইয়া থাকে। যদি অপর গ্রহে পৃথিবীর ন্যায় সমুদ্র, দ্বীপ ও দেশ, পর্ব্বত প্রস্তর ও স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যের ন্যায় যে কোন বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক তাহাতে বসতি করে, তাহার অসম্ভাবনা কি? বিশ্বপতি তাঁহার অনন্ত বিশ্ব সাম্রাজ্যে যে কত জীবের বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

উপনিবেশ প্রতিষেধ—ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ উপনিবেশ প্রথা রহিত করিবার একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেক উপনিবেশীর উপর ৩০০ ডলার বা ৭৫০ শত টাকা করনির্দ্ধারণ করিতেছেন, সুতরাং দুঃখী ও বদমায়েস লোক আর তথায় থাকিতে পারিবে না। সাধু ও বিদ্বান ব্যক্তির উপনিবেশে তাহাদিগের আপত্তি নাই।

স্ত্রী বিদ্যালয়—বরদার বয়স্থা রমণীদিগের শিক্ষার্থে দুইটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, একটী হিন্দু ও

অপরটী মুসলমান মহিলাদিগের জন্ত। কুমারী শিবাম্বী বাই নাম্নী এক মারহাট্টা যুবতী প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন। বিদ্যালয়দ্বয়ের সমুদায় ব্যয় গুইকুমার রাজসরকার বহন করিবেন।

মুক্তিফৌজ—ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকেরাও প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। সম্প্রতি দুইটী যুবতী কলিকাতায় প্রচারার্থে আসিয়াছেন! ইহাঁদের পরিধেয় সামান্ত জাকেট ও গৈরিক শাড়ী। অনেক হিন্দুগৃহে ইহাঁরা আদৃত হইতেছেন।

বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী স্ত্রী-সম্মিলন—শারদীয় অবকাশের সময় বঙ্গমহিলা সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু তাঁহার স্বামী অনরেবল আনন্দমোহন বসুর সহিত উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব ভ্রমণে গিয়াছিলেন। লাহোরে ইহাঁর আগমনে এক বাঙ্গালী বাবুর বাটীতে অনেকগুলি পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী রমণী একত্র হইয়া বিশ্রাম্ভালাপে সুখী হইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত যত দেখা যায়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

মাদক নিবারণ—বুথ নামে এক সাহেব ৭ বৎসর কাল পৃথিবীর নানা-স্থানে ভ্রমণ করিয়া ১০ লক্ষের অধিক লোককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন যে তাহারা সুরাপান করিবে না।

বিদুষী রমাবাই—ইনি এখনও আমেরিকায়। তাঁহার প্রস্তাবিত বিধবাশ্রমের জন্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে অর্থ সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ৫০ হাজার টাকা তুলিয়া পুনাতে এক আদর্শ আশ্রম স্থাপন করিবেন, কলিকাতায়ও এইরূপ আশ্রম স্থাপনার্থ বন্ধুগণকে উত্তেজিত করিতেছেন। আমরা রমাবাইয়ের সাধু চেষ্টার সফলতা কামনা করি!

পুরীরাজের মৃত্যু—পুরীর চলৎ-বিষ্ণু দিব্য সিংহ হত্যাপরাধে বন্দী হইয়া আন্দামান দ্বীপে ছিলেন; ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৫এ আগষ্ট মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—ইহার ক্রমশঃই উন্নতি দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। দারভাঙ্গার মহারারাজ ২ বৎসরের জন্ত বার্ষিক ৫ হাজার করিয়া টাকা ইহার সাহায্যার্থে দান করিবেন। জুবিলী উপলক্ষে এই ফণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে ৪,৭৮,১৬৫ এবং ইংলণ্ড হইতে প্রায় ২ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে।

সৎকার্য্যে দান—(১) বিখ্যাত ডাক্তার কোয়েন লণ্ডন ইউনিবার্সিটী কলেজে ৭৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। (২) পুটিয়ার বর্ত্তমান রাণী হেমন্তকুমারী বোয়ালিয়ার কাঙ্গাল দুঃখীকে পয়সা ও বস্ত্রে ছয় হাজার টাকা বিতরণ করিয়াছেন। ইনি ইহাঁর স্বর্গীয়া শাশুড়ীর ন্যায় সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়া যশস্বিনী হউন।

কুচবিহার মহারাণী—আমরা শুনিয়া সুখী হইতেছি মহারাণী বিলাতের সকল শ্রেণীর নিকট আদৃত হইতেছেন। সম্প্রতি ডিবনসায়ার উদ্যানে ব্যায়াম চর্চ্চাকারীদিগের পুরস্কার বিতরণ তিনি স্বহস্তে সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সৌজন্য ও ব্যবহারে দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন।

রুক্মাবাই—তাঁহার খুড়শ্বশুর তাঁহার নামে যে মানহানির মোকর্দ্দমা আনিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিচারকের মতে খুড়শ্বশুর যথার্থই ভাল চরিত্রের লোক নহেন। রুক্মার পক্ষ সমর্থনার্থ অনেক টাকা উঠিয়াছে, হোলকার মহারাজও সাহায্য করিয়াছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতানুরাগ—মহারাণী আপন গৃহে ভারতবর্ষীয় ভৃত্য রাখিয়াছেন। তিনি নিজে হিন্দী ভাষা শিখিয়া তাহাতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। যোধপুর রাজভ্রাতা প্রতাপসিংহের সহিত তিনি হিন্দীতে আলাপ করিয়াছিলেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়—ইহার উপাধি পরীক্ষায় পুরুষদিগের ন্যায় ইংলণ্ডবাসিনী স্ত্রীলোকেরাও প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন, এমন নিয়ম হইয়াছে।

কোলাহল।

এ সংসারে কি একটু নিস্তব্ধতা নাই? সুধুই কোলাহল? নিস্তব্ধতার জন্য কোন নির্জ্জন স্থানে গেলেও কোলাহল কোথা হইতে সেখানে উপস্থিত। নিস্তব্ধতার জন্য কোথায় না গেলাম, কিন্তু কোন স্থানে তাহা পাইলাম না! জনশূন্য কান্তারে একাকী যাইয়া দেখিয়াছি তবুও কোলাহল। সংসারের বাহ্যিক কোলাহল না থাকিলেও অন্তরের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কোলাহল করিয়া উঠে। জ্যোৎস্না-বিধৌত নিস্তব্ধ নিশায় একাকী বসিয়াছি—অনিমেষ নয়নে বিশুদ্ধ মনে সুধাকরের ঘুমভাঙ্গা ঢুলু ঢুলু সুধা-ভাব দেখিয়াছি—নিস্তব্ধ নিশার অসংখ্য তারাবলীর প্রশান্ত ও সুবিমল হাসি দেখিয়াছি, তবুও কোলাহল—তবুও যেন সেই তারাবলীর কেমন অস্ফুট হাসিমাখা-কি জানি কি সঙ্গীত গুলির মধ্যে মন অস্থির হইয়াছে—হৃদয়ে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। নির্জ্জন নদীকূলে গিয়াছি—নদীর জলে অসীম আকাশের ছায়ায় দেখিয়াছি—তাহার কুল কুল কত কি ভাবপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়াছি—তাহাকে কত রঙ্গে নাচিতে নাচিতে যাইতে দেখি-

থাকি, কিন্তু ইহার মধ্যেও হৃদয়ে ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। কে বলিয়াছে গভীর নিশায় তারকাফুটিত আকাশের নীচে একাকী বসিলে কোলাহল থাকে না?—কে সেই নিশাকে নিস্তব্ধ বলিয়াছে? যেথানে বাহ্যজগতের কোলাহল ডুবিয়া যায়, সেথানে অন্তর্জগতের কোলাহল ভাসিয়া উঠে। এ জীবন কোলাহলময়!

যথন আমরা বাহ্যিক কোলাহল হইতে অবসর পাইয়া সেই গভীর নিশাতে আকাশের পানে তাকাই,—যথন সেই সংসারের পাপ-তাপ-মোহ-মায়া-বদ্ধ আমাদের মনে কেমন এক বৈরাগ্য ও পবিত্র ভাব উদয় হয়, তথন কি আমরা চঞ্চল হই না!—তথন কি আমাদের সেই পাপ তাপ ইত্যাদি পবিত্রতার অনন্ত ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে না?—ঘোর কোলাহল করে না? আবার যথন সেই নির্জ্জন নদীকূলে যাই—যথন সেই কুল কুল সঙ্গীত শ্রবণ করি, তথন কি আমাদের কত পুরাতন কথা মনে পড়ে না? সেই মনুষ্য-জীবনের বিষাদপূর্ণ সঙ্গীত গুলি উদাস ভাবে কুল কুল স্বরে গীত হইতে শুনিলে কে সেই গান গুলিতে অন্তর্ভেদী সঙ্গীতের তান না মিশাইয়া থাকিতে পারে?—কে সেই অবিরাম অবিশ্রান্ত সাগর-গামিনী স্রোতস্বিনীকে সংসার-চিন্তা-সার মনুষ্যের মোহ নিদ্রার স্বপ্নগুলি বাজাইতে গাইতে শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে?—কাহার হৃদয়ের পরস্পর সংস্পৃষ্ট তারগুলি বাজিয়া না উঠে? মনুষ্যের কোলাহলে ডুবিয়া হাবুডুবু থাইয়া সুদৃঢ় স্থানে কূল পাইতে ছুটিয়া যাই, কিন্তু সেথানে নিজেই কোলাহল করিয়া উঠি—সেথানে নিজের হৃদয়ের গূঢ় গূঢ় ভাব গুলি—অন্তর্নিহিত কত পুরাতন কথাগুলি জাগিয়া কোলাহল করিয়া উঠে, আমরা নিজের কোলাহলে নিজেই ডুবিয়া যাই। তাই বলি এ সংসারে একটু নিস্তব্ধতা নাই।

বাহ্যিক কোলাহলে কাণ ঝালা পালা করে, চোকে মুখে একটু বিরক্তি-কর ভাব—বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য জড়িত কেমন একটু কর্কশতা ভাসিয়া উঠে, কিন্তু নির্জ্জন বাহ্যিক কোলাহলশূন্য স্থানে অন্তরের ভাবগুলি কোলাহল করিয়া প্রাণ চমকাইয়া দেয়, শরীর শিহরিয়া উঠায়, নয়নে ধারা প্রবাহিত করে।

বাহ্যিক কোলাহল তরঙ্গের মত নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়, মন তাহাতে কথন বিরক্ত হয়, কথন বা তাহাতে মাতিয়া উঠিয়া তাহার সঙ্গে কোলাহল করে। বাহ্যিক কোলাহল ঐকতান ঘোর ঘোর, অন্তরের কোলা-হলে অনৈক্য। বাহ্যিক কোলাহল সুমন্ত স্বপ্ন, অন্তরের কোলাহল জাগ্রত সত্য। তবে কেন বাহ্যিক কোলাহলে ডুবিয়া থাকি না?—তবে কেন অন্ত-

রের অতি গূঢ় ভাবগুলিকে বাহ্যিক কোলাহলে নিবাই না? অসন্তুষ্ট মনে তাপিত প্রাণে নির্জ্জনে ছুটিয়া যাই কেন? ঘুম ভেঙ্গে গভীর নিশিতে জগতের নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনের পুরাতন স্বপ্নগুলিকে জাগাইয়া মর্ম্ম-ভেদী কোলাহল শুনি কেন? আর সেই নদীকূলে বিষাদ সঙ্গীত শুনিতে যাই কেন?

আমরা যখন সেই অন্তরের কোলা-হলের মধ্যে ডুবিয়া যাই, তখন দেখিতে পাই উহার মধ্যে কেমন একটু অনু-তাপ আছে—সংসারের মোহিনী নিদ্রাবসানে ক্ষুদ্র জীবনের বৃথাতি-বাহিত অংশটুকুর জন্য কেমন একটু অনুতাপ আছে—সেই অনুতাপের সহিত নির্ম্মলতা, নিস্তব্ধতা, পবিত্রতা জড়িত আছে—অবশিষ্ট জীবনের সৎ-পথ প্রদর্শনকারিণী আশা আছে, সেই আশার ভিতর কেমন একটু শান্তি আছে—আবার সেই শান্তির ভিতর কেমন একটু বিমল সুখ আছে। ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রতম আশা, শান্তি সুখটুকু কয়জন লোক অন্ত কষ্টের মধ্যে অনুভব করিতে অগ্রসর হয়েন?—সংসারের উন্মাদক আমোদ ও কোলাহল ছাড়িয়া সেই সূক্ষ্মতম বিমল সুখটুকুর জন্য কয়জন লালায়িত হয়েন?

নেশা ভাঙ্গিয়া সহজাবস্থা—ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগ্রতাবস্থা, ঘুমের সুখকর স্বপ্ন ছাড়িয়া জাগ্রতের গভীর এবং আশু-কর্কশ—সত্য পাইতে কয়জন ইচ্ছা করেন? কিন্তু এই ক্ষুদ্র সুখটুকু চিরকালই কি ক্ষুদ্র থাকে? না, তাহা নহে। যতই নিস্তব্ধতায় অন্তরের কোলাহলের সহিত আমাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে—যতই সংসা-রের অন্য কোলাহল হইতে নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে অন্তরের কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যাই, ততই আমরা উহার তলদেশে অধিক সুখ অধিক শান্তি দেখিতে পাই—সংসারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা, ভালবাসা লাঞ্ছনা শোক বিরাগ পূর্ণ ভাবগুলি ক্রমে ক্রমে নিবিয়া যায় এবং তাহাদের স্থানে শুধু এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাব জলিয়া উঠে—অন্য কোলাহল ক্ষান্ত করিয় সেই পবিত্র ভাবই কোলাহল করিয়া উঠে এবং সেই কোলাহলে সুর মিলা-ইয়া পবিত্র সুখ ও শান্তি গাহিয়া উঠে। সংসারের উন্মাদক কোলাহলে যখন বিরক্ত হইয়া নির্জ্জনে যাই, তখন অল্প-ক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া অন্তরের পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলির ভীষণ কোলাহলে ভীত হইয়া আবার আসিয়া সেই সংসা-রের কোলাহলে মিশিয়া যাই। অন্ত-রের কোলাহলে আশু কষ্ট পাইয়া অধিক ডুবিতে ইচ্ছা করি না। যখন অন্য কোলাহল নিবিয়া যাইয়া শুধু সেই পবিত্র কোলাহল অন্তরে জলিতে থাকিবে, তখনই বাস্তবিক সুখ ও শান্তি। কিন্তু এ সংসার কোলাহল-

নয়—কোলাহল ছাড়া জীবন কোথায় ? তবে কি না কোলাহল ভিন্ন প্রকারের ; কেহ ভাল সুরে কোলাহল করেন, কেহ কর্কশ সুরে কোলাহল করেন। যাঁহারা ভাল সুরে—পবিত্র জীবনে জাগ্রতাবস্থায়—জীবন্ত সত্যের কোলাহল করিবেন, তাঁহাদেরই সুর ভাল হইবে—সেই সুরেই বিশ্বের গান—সেই কোলাহলে জীবন্ত কোলাহল থাকিবে। তাই বলি সকলেই ভাল সুরে একতান সঙ্গীতের কোলাহল করুন। কোলাহল যখন জীবন ছাড়া নাই, তখন ভাল সুরেই কোলাহল করাই ভাল। বাহিক কোলাহল ছাড়িয়া অন্তরের কোলাহলে ডুবিতে শিখুন।

উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান।

প্রথম পরিচ্ছেদ—উদ্ভিদজগৎ।

উদ্ভিজ্জ জগতে যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্ জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহা উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুধাবন করিতেও অসমর্থ। যেমন প্রকাণ্ড হস্তী হইতে অণুকায় মশক, দীর্ঘকায় তিমি হইতে ক্ষুদ্রতম মৎস্যের পোনা প্রভিন্ন, সেইরূপ কালিফর্ণিয়ার দ্বিশত হস্ত উচ্চ সুবিস্তীর্ণ বনস্পতি হইতে উদ্ভিজ্জাণুও সম্যক্ বিভিন্ন। সুবিশাল বনস্পতির প্রকাণ্ড কাণ্ড দর্শন করিয়া মন যেমন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকে, সমীরণসঞ্চালিত অলক্ষ্য আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জাণু সকল, বনশোভন কমল, বিবিধ কুসুমিত চম্পক, মুকুলিত চূত প্রভৃতি নানাবিধ ফলপুষ্পবিশিষ্ট ও বিচিত্র পত্র সমন্বিত পাদপরাজী দর্শন করিয়া মনে যেরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়, সেইরূপ জোয়ার, পথিক বন্ধু, পিটক বৃক্ষ প্রভৃতি প্রকৃত কল্পতরু সকল প্রত্যক্ষ করিলেও মোহিত হইতে হয়। বিশ্বপাতা প্রাণীগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সংসাধন জন্য যে কত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কল্পনায়ও অনুধ্যান করিবার সম্ভাবনা নাই। লজ্জাবতী ক্ষুদ্র বৃক্ষের বিষয় অনেকে অবগত আছেন, স্পর্শমাত্র ইহার পত্র সকল আকুঞ্চিত হইয়া থাকে। "মক্ষিকা পাশ" নামে আর এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহাদিগের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা মক্ষিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও পতঙ্গদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া নিজ সকাশে আকর্ষণ করে, এবং তাহারা পত্রে সংলগ্ন হইবামাত্র আশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে সংবদ্ধ হয় এবং পত্র সংঘর্ষণে পেষিত হইয়া জীর্ণ হয়। মক্ষিকাভুক

বৃক্ষ সকল দেখিতেও অতি সুন্দর। এমন কোন কোন জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহাদের একটী মাত্র রাত্রিকালে জাত ও বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্কুরোৎপাদন পূর্ব্বক ভাবীবংশের বীজ নিহিত করিয়া প্রভাতে বিলীন হইয়া যায়। অপর দিকে প্রকাণ্ড বট বিটপী, পলিত য়ু (yew) প্রভৃতি অক্ষয় বনস্পতি সকল যুগযুগান্তর বর্ত্তমান থাকিয়া জগতের ইতিহাস সংকীর্ত্তন করিতেছে। ভারতীয় অক্ষয়বট রামচন্দ্রের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল এবং অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকিয়া দেশের দুর্দ্দশা দর্শন করিতেছে। নয় শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, ইংলণ্ডের প্রাচীন য়ু বৃক্ষটী অদ্যাপি জীবিত আছে, ইহার তরুণ অবস্থায় বিজয়ী উইলিয়ম ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ইহার মূলেই প্রথমে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নগরের পর নগর, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, রাজার পর রাজা, জাতির পর জাতি—জগতে কত ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, প্রাচীন প্রাণী জাতির বিলোপনে নূতন জাতির উৎপত্তি হইতেছে, সজন পল্লী বিজন গহনে, সজল জলধি ঊষর মরুভূমে এবং সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ অগাধ জলরাশিতে পরিণত হইতেছে, অক্ষয় বনস্পতি ব্যতীত যুগান্তরের সাক্ষী আর কোন পদার্থই নাই। প্রভু পরশুরামের আশ্রমপদস্থ পিপ্পল কাণ্ড অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, ত্রয়-যুদ্ধ-দর্শী উডুম্বর বন অদ্যাপিও ত্রয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে এবং জেথ্‌সেমেনের উদ্যানস্থ জলপায়ী পাদপ ক্রুশ-বিদ্ধ খৃষ্টের মৃত্যুর যন্ত্রণা বিজ্ঞাপন করিতেছে।

দেশ ও কাল ভেদে জীবগণের ন্যায় পাদপ সকলেরও আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়। বিষুবরেখাস্থিক গ্রীষ্মপ্রধান হইতে তুষার ধবলিত হিমমণ্ডল এবং উর্ব্বরতম ভারতবর্ষ হইতে অনুর্ব্বর সাহারা প্রভৃতি সকল দেশেরই সাময়িক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ আছে। কতকগুলি গুল্ম জীবন্ত বৃক্ষের ত্বক্ হইতে উৎপন্ন হয়। মিজলটো, ডডার আলোক লতা প্রভৃতি লতা সকল জাতির অন্তর্গত। কোন কোন জাতীয় লতা বৃক্ষমূলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের শুভ্র ধবল নালাগ্রে কোমল কুসুমরাজী অতীব মনোহারী। শব হইতেও একপ্রকার পুষ্প উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই, যথায় কোন না কোন জাতীয় উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অগাধ সিন্ধুতলেও অশেষবিধ সুন্দর সামুদ্রিক বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশস্ত হ্রদ ও বেগবতী স্রোতস্বতী গর্ভে যে কত প্রকার জলজ দাম উৎপন্ন হয়, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? গভীর ভূগর্ভে অন্ধকারময় খনি মধ্যে এক প্রকার কৌড়ক উৎপন্ন হয়, তাহার শোভা অনির্ব্বচনীয়। ইহার বর্ণ যেরূপ নবীন তুষারনিভ [illegible]

গঠনও সেইরূপ অনুপম সুকোমল। ইহারা ভূপৃষ্ঠস্থ উদ্ভিজ্জ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্ববিধাতা যে অচিন্ত্য অভিপ্রায়ে জ্যোতিষ্কগণের বিকাশ দ্বারা অমানিশার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই নিগূঢ় কারণেই অন্ধকারপ্রধান স্থানে এরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রাণী সৃষ্টির ন্যায় উদ্ভিজ্জের উৎপাদন ও উন্নতির নিমিত্তও কতক পরিমাণে তাপের প্রয়োজন, কিন্তু শীতপ্রধান হিমমণ্ডলে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতম উদ্ভিজ্জাণু সকল পর্য্যাপ্তপরিমাণে সুচির-নিহারমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। দুঃসহ হিমানীই যেন ইহাদিগের জন্ম ও বর্দ্ধনের কারণ। ইহাদিগের সমুজ্জ্বল লোহিত লাবণ্যে ধবল তুষারশিখর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। হিমমণ্ডল আবিষ্কারী উত্তর কেন্দ্রচারী যাত্রীরা যে শুভ্র ধবল হৈমশিলাশিখরে গাঢ় রক্তিম ছটার বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা কেবল এই কারণেই সমুৎপন্ন।

পশ্বাদি জন্তুশরীরেও অনেক প্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মানব দেহও ইহার ব্যতিরেক স্থল নহে। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ সাহায্যে কত স্থানে এক প্রকার উদ্ভিজ্জের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, ইহা মাংস শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াথাকে। কণ্ঠ মধ্যে একপ্রকার উদ্ভিজ্জের আবির্ভাবেই ডিপথিরিয়া নামক কাশ রোগ উৎপন্ন হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎকর্ষ প্রভাবে বর্ত্তমান কালে উদ্ভিজ্জমূলক অনেক ব্যাধির নির্ণয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কালসহকারে আরও যে কত প্রকার আবিষ্কার হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? উদ্ভিজ্জ আমাদিগের প্রধান উপজীব্য, সুতরাং রক্ত মাংস অস্থি সকলেতেই অল্লাধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জাণু সকল বর্ত্তমান আছে। এই সকল উদ্ভিজ্জাণু দূষিত ও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া যে দেহজ ব্যাধির কারণ স্বরূপ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ব্যাধি প্রতীকারক ঔষধসকল প্রায় সমস্তই উদ্ভিজ্জজাত। এই কারণে উদ্ভিজ্জ বিদ্যার সহিত ভৈষজ্য বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে সকল উদ্ভিজ্জাণু হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া সচরাচর রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা সংগ্রহ করিলে একটী ক্ষুদ্র সূচীরও রন্ধ্রদেশ অপেক্ষা আয়তনে অধিক হয় না। কিন্তু এই সূক্ষ্ম পদার্থের এমনি শক্তি যে অতি বলবান মানব দেহও তৎপ্রভাবে অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এই সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাণু হইতে আমাদিগের গৃহসামগ্রীরও সামান্য অপচয় হয় না। ছাতা ও মসি-অঙ্ক—যাহা দ্বারা আমাদিগের পরিধান বস্ত্র সকল অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, তাহাও এই উদ্ভিজ্জাণু। অণুবীক্ষণ সহযোগে দৃষ্ট

এবং অন্যান্য পানীয়ের সারভাগে এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণুর স্তর দৃষ্ট হয়। কতকগুলি সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ আমাদিগের শ্রমফল বিফলকারী অপকারক এবং কতকগুলি ব্যয়সায়াস্কূল্যকারী প্রতি-পোষক। তালরস, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষারস প্রভৃতি সুমিষ্ট বৃক্ষ নির্যাস সমস্ত এই উদ্ভিজ্জাণু সহযোগেই বিকৃত হইয়া উত্তেজক ও মাদক শক্তি প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিজ্জবিদ্ পণ্ডিতেরা লক্ষাধিক উদ্ভিজ্জ জাতি গণনা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সামান্য একটী ক্ষেত্রে কত প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গণনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দ্বিবর্গ পাদ পরিমিত স্থানে ত্রিংশৎ প্রকার উদ্ভিজ্জ দৃষ্ট হইয়াছে।

ফোয়ারা।

আমাদের পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে ফোয়ারা দেখেন নাই। আজ আমরা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় ফোয়ারা কাহাকে বলে, উহা কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং কি কারণে উহা কার্য্যকারিণী হয়, সে সমস্ত সরল ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ফোয়ারা কাহাকে বলে এক কথায় বুঝান সুকঠিন, সুতরাং আমরা অগ্রে ফোয়ারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিব। ফোয়ারা দুই প্রকারের,—অনবরত কার্য্যকারী চিরস্থায়ী ফোয়ারা অর্থাৎ যাহা একবার কার্য্য করিলে প্রতিনিয়তই কার্য্য করিবে এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী ফোয়ারা। আমরা দ্বিতীয়টী সহজ বলিয়া উহাই বুঝাইব। প্রথমতঃ আমরা একটী চিত্র আঁকিয়া দেখাইব। পাঠিকাগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া দেখিলে বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অতিরিক্তের ১ম চিত্রে ক ও খ দুইটী কাচের হাঁড়ী। চ ছ একখানি পিতলের প্লেট বা রেকাবী, কিন্তু উহার মধ্যে জল ধরিতে পারে এইরূপ খোবরাল। ঐ রেকাবীর মধ্যে দুটী ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রে গ ও ঘ দুটী কাঁচের নল এমন ভাবে সংযোজিত রহিয়াছে যে উহার পাশ দিয়া বায়ু গমনাগমন করিতে পারে না (Air-tight)। ঐ রেকাবী বা প্লেট কাঁচের হাঁড়িতেও ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত ভাবে সংযোজিত রহিয়াছে অর্থাৎ উহার কোন স্থান দিয়া (নল দুটী ব্যতীত) বায়ু গমনাগমনের পথ নাই। ঘ, নলটী খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং আবার পূর্ব্বোক্ত মতে সংযুক্ত করা যাইতে পারে। গ, নল প্লেট বা রেকাবী হইতে হাঁড়ীর ভিতর দিয়া তলা ভেদ করিয়া খ কাঁচের হাঁড়িতে আসিয়া মিশিয়াছে। ঘ নলটী ক হাঁড়ীর প্রায় তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। খ হাঁড়ীর প্লেট ভেদ

ফোয়ারা ১ ম চিত্র
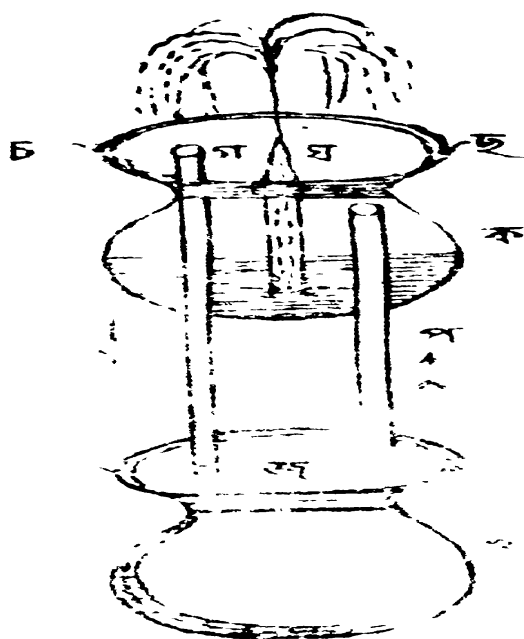
দ্বিতীয় চিত্র
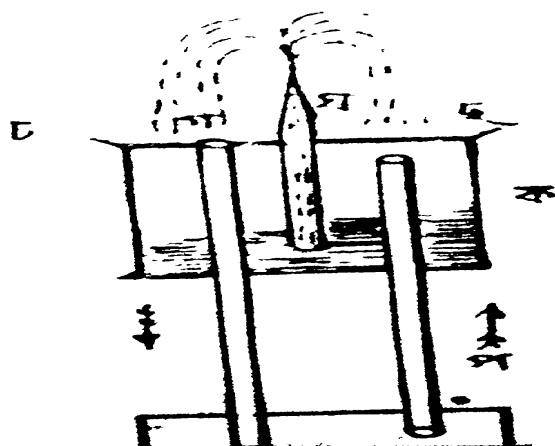
করিয়া—প, নল আবার ক হাঁড়ীর তলা ভেদ করিয়া—প্রায় উহার গলা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এখানে সমুদায় সংযোগ স্থান খুব আঁটাসাটা (Air-tight) অর্থাৎ তাহার আশপাশ দিয়া বায়ু গমনাগমন করিতে পারে না। যন্ত্রত প্রস্তুত হইল, এখন কিরূপে জল উর্দ্ধে উঠে—তাহাই দেখাইতে হইবে। ঘ, নলটী বিযুক্ত করিয়া ক হাঁড়ী জলে অর্দ্ধ পূর্ণ করুন। আবার ঐ নলটী পূর্ব্বের মত করিয়া সংযোগ করুন। চ ছ প্লেট ভরিয়া জল দিউন। এখন ঘ, নল বহিয়া জল উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইবে। এই উর্দ্ধোত্থিত জলকে ফোয়ারা বলে। ক ও খ হাঁড়ীর দূরত্ব অধিক হইলে জল অধিক বেগে উত্থিত হইবে। এখন এই জল উর্দ্ধে উত্থিত হয কেন তাহার কারণ দেখা যাউক। যখন চ ছ প্লেটের উপর জল দেওয়া গেল, তখন ঐ জল গ, নল বহিয়া নীচের খ হাঁড়ীতে প্রবেশ করিল, সুতরাং খ হাঁড়ীস্থ বায়ু প, নল বহিয়া ক হাঁড়ীতে প্রবেশ করিল। ক হাঁড়ীতে বায়ু ঘনীভূত হইয়া উহার মধ্যস্থিত জলের উপর চাপ (Pressure) দিল। ঘ, নল ভিন্ন জল নির্গমনের পথ আর নাই, সুতরাং ঐ নল হইতে জল উর্দ্ধে উত্থিত হইবে।

কাঁচের হাঁড়ী ও নল এবং পিত্তলের প্লেট না হইলে যে হইবে না এমত নহে। যে কোন পাত্র যাহা হইতে বায়ু বাহির হইতে কিম্বা যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এমত পাত্র লইলেই হইবে। সহজে প্রস্তুত করিতে হইলে আমরা পাঠিকাদিগকে এক উপায় বলিয়া দিতে পারি। বিস্কিটের বাক্স কিম্বা চা'র বাক্স অনেকে সদাসর্ব্বদা পাইতে পারেন। তাহার দুটী বাক্স লইয়া একটীর উপরে জল থাকিতে পারে এরূপ কোন উপায় করিবেন এবং তাহাতে দুটী ছিদ্র করিবেন। টীনের দুটী নল প্রস্তুত করিয়াও লইতে পারেন, তাহা গ, ঘ (১ম চিত্র) এর পরিবর্ত্তে স্থাপন করিবেন। এগুলি খুব ভাল করিয়া যোড়া ও সংযোগ করা চাই—যেন কোন প্রকারে উহার মধ্য হইতে বায়ু না বাহির হয়। এই উদ্দেশে আমরা দ্বিতীয় চিত্র দিলাম। ১ম চিত্রের নিয়মানুসারে এই চিত্র অঙ্কিত হইল।

মাতৃষোড়শী।

গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হিন্দুরা বিবিধমতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের এক একটী ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার ব্যবহারে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। গয়ার পিণ্ডদান স্থল যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা

দেখিয়াছেন, গদাধরের পাদপদ্মের অতি নিকটেই মাতৃষোড়শী নামক একটী স্থান আছে, সেখানে মাতার উদ্দেশে ষোলটী পিণ্ড দান করিতে হয়। এই মাতৃষোড়শী মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি উদ্দীপনের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। মাতৃগর্ভই আমাদিগের প্রত্যেকের প্রথম বাসস্থান—সেখানে জীবনের সঞ্চার ও এক একটী অঙ্গ করিয়া সমগ্র দেহের গঠন সম্পন্ন হইয়াছে।* মাসে মাসে সন্তানের দেহ বর্দ্ধনের সঙ্গেসঙ্গে জননীর দৈহিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে, এবং গর্ভস্থ সন্তানের কুশলের জন্য তাঁহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। পরে প্রসবের সময় কি ভয়ঙ্কর সময়, এই সময় কত জননীর প্রাণাত্যয় উপস্থিত হয়। যাঁহারা প্রাণে বাঁচেন, তাঁহারা যে পুনর্জন্ম লাভ করেন, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? সন্তানের ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য মাতার এই দুঃসহ ক্লেশ। তাহার পর মাংসপিণ্ডবৎ সন্তানকে অসহায় শৈশবে লালন পালন করিয়া মানুষ করিবার জন্য মাতাকে যে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়? দিবানিশি মাতার প্রাণ, সন্তানের প্রতি, অনাহার অনিদ্রা শরীরের উপর দিয়া কত যায়! সন্তানের পীড়ায় মাতাকে পীড়িতের ন্যায় ঔষধ সেবন করিতে হয়, এবং পীড়িতের অপেক্ষায় অধিক যন্ত্রণায় দিন কাটাইতে হয়। সন্তানের মল, মূত্র, বমন মাতার অঙ্গের আভরণ। সন্তানের জন্য মাতা কি না করেন, আর কি না করিতে পারেন? আবার সেই ক্লেশ বহনে কত উৎসাহ, আগ্রহ ও আনন্দ! মাতা আপনার শরীরের রক্ত সন্তানের যে দেহ গঠনের জন্য দান করিয়াছেন, সেই দেহ পোষণের জন্য তাহাই আবার বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রদান করেন। সন্তানের যাবজ্জীবন সুখবর্দ্ধন ও দুঃখ বিমোচনের জন্য মাতার যে চিন্তা, অনুরাগ, প্রয়াস ও কার্য্যকারিতা, তাহার পরিমাণ কে করিবে? বস্তুতঃ মাতার ঋণ চিরঋণ, তাহা কাহারও পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। মাতৃস্তন্যের এক ধারার অভাবে সন্তানের প্রাণ বিয়োগ হইত, সেই এক ধারার ঋণও সন্তান যাবজ্জীবনে পরিশোধ করিতে পারেন না—মাতৃকৃত সমুদায় উপকারের ঋণ অপরিমেয় ও অপরিশোধ্য। হিন্দুদিগের শাস্ত্রমতে এই পরমগুরু মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করা সন্তানের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার পাদবন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করা একটী প্রথম নিত্য কর্ম্ম; তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার নিত্য শ্রাদ্ধ অবশ্য পালনীয়। কিন্তু কত সন্তান বয়স্ক হইয়া, কৃতী হইয়া, স্ত্রী পুত্র বৈবাহিক কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার পূর্ব্বাবস্থা এবং জননীর

* মাতৃগর্ভে দেহ বর্দ্ধনের ক্রম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গত সংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সহিত আপনার জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ ভুলিয়া যান, সুতরাং মাতৃহেলনরূপ মহা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন। জননী ঈশ্বর প্রেমের উজ্জ্বল জীবন্ত মূর্ত্তি। তাঁহাকে যত স্মরণ হইবে, তাঁহার প্রতি যত ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইবে, তাঁহার সেবা ও সন্তোষসাধনের জন্য প্রাণের যত আগ্রহ হইবে, ততই মনুষ্য-জীবন ঈশ্বরপ্রেমাস্বাদন ও তাঁহার সেবার আনন্দের অধিকারী হইয়া ধন্য হইবে।

মাতৃষোড়শী কি সুন্দর পবিত্র ভাব পূর্ণ! সন্তানকে তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া মাতার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়। যে ষোলটী মন্ত্র পড়িয়া মাতার উদ্দেশে ষোলটী পিণ্ড দান করিতে হয়, তাহার এক একটী পাঠে হৃদয়তন্ত্রী তাড়িতাহত হয় ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা অর্থ সহিত শ্লোক কয়েকটী নিম্নে প্রকটিত করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব সমাপন করিব। ইহার সহিত প্রত্যেক সন্তান নয়নের অশ্রু ও হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস মিশাইয়া মাতৃচরণে উপহার দিন।

মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বাতনা প্রসবেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১

গর্ভাবস্থায় মাসে মাসে জননী কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, পরে প্রসবের যাতনা, এই সকলের পরিশোধ জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড দান করিতেছি।

গাত্রভঙ্গে ভবেন্মাতু র্দুঃখং নৈব প্রযচ্ছতি,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ২

গর্ভাবস্থায় মাতার সর্ব্বদা গা ভাঙ্গিয়া কত অঙ্গের কত কষ্ট প্রকাশ করিয়াছে, কিছুতেই তাঁহার শরীরের সচ্ছন্দ ছিল না, তাহার পরিশোধ জন্য আমি এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

পদ্‌ভ্যাং জনয়তে মাতু র্দুঃখৈব সুদুস্তরং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৩

গর্ভাবস্থায় সন্তানের পদ তাড়নাদ্বারা মাতার কত অসহ্য কষ্ট হয়; তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

পূর্ণেচ দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৪

দশ মাস পূর্ণ হইলে মাতার যে দুষ্কর গর্ভযন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দিতেছি।

গর্ভাদবগমে চৈব বিষমে ভূমি বর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৫

গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় জননীর যে অসহ্য ক্লেশ হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দিতেছি।

শৈথিল্যাং প্রসবেচৈব মাতুরত্যন্ত দুঃসহং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৬

প্রসব হইবার বিলম্ব হইলে মাতার যে অত্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাহার জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

অগ্নিনা শোষতে দেহঃ ত্রিরাত্রানশনেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৭

অগ্নিসেকে দেহ শুষ্ক করিয়া এবং

তিন রাত্রি অনাহারে থাকিয়া মাতার যে ক্লেশ হয়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

সেবেত কটুদ্রব্যাণি দুঃখানি বিবিধানি চ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৮

ঝাল প্রভৃতি কটু দ্রব্য সকল সেবনে মাতার কত প্রকার ক্লেশ হয়, তাহার নিষ্ক্রয়ণার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

দুর্লভানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং ত্যাগে বিস্মৃতি যৎফলং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৯

সুখাদ্য ভক্ষ্য দ্রব্য সকল পরিত্যাগে যে কষ্ট হয়, তাহার পূরণার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

রাত্রৌ মূত্র পুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১০

রাত্রে বিষ্ঠা মূত্রে মাতৃশরীর যত ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহার পূরণার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

পুত্রে ব্যাধি সমাযুক্তে মাতৃদুঃখ মহর্নিশং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১১

পুত্র ব্যাধি-পীড়িত হইলে দিন রাত্রি মাতার ভাবনা ও কষ্ট, তাহার প্রতিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

যদা পুত্রো ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১২

পুত্র আহার না পাইলে মাতার কত শোক, তাহার পরিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৩

পুত্র ক্ষুধায় বিহ্বল হইলে মাতা তাহাকে নির্ভর স্তন দান করেন, ইহার পরিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

দিবারাত্রৌ সদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৪

স্তনদান হেতু দিন রাত্রি মাতার পুনঃ পুনঃ শরীরের কত শোষণ হয়, তাহার পরিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোস্তি বালকঃ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৫

পুত্র যত দিন বালক থাকে, মাতা অল্পাহার করিয়া পুত্রের শরীর নীরোগ রাখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার এই ত্যাগের জন্য মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৬

পাছে সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এজন্য জননীর কত চিন্তা ও কত শোক, তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

মৃতবৎ অবস্থায় জীবন ধারণ।

দীর্ঘকাল মৃতবৎ থাকিয়া পুনর্ব্বার জীবনসঞ্চার জীবরাজ্যের অদ্ভুতব্যাপার হইলেও অবিরল নয়। উদ্ভিজ্জরাজ্যে ইহার ভুরি ভুরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল কোন বনস্পতি বা ওষধি অথবা তাহার বীজ মৃতবৎ পতিত থাকিয়া পুনর্ব্বার রসসংযোগে জীবিত হইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন, প্রাচীন মিসরবাসীরা শব রক্ষা করিত, ইহাকে "মমি" বলে, অদ্যাপিও কোন কোন কবরে মমি. দেখিতে পাওয়া যায়। এই মমির এক দেশে রত্ন কাঞ্চন যব প্রভৃতি অনেক দ্রব্য বিন্যস্ত থাকে। মমিগুলি তিন সহস্র বর্ষেরও অধিক হইবে। সম্প্রতি এই সকল মমিস্থ যব বপন করিয়া ওষধি উৎপন্ন হইয়াছে।

নিকৃষ্ট জীবদিগের মধ্যে এরূপ জীবনসঞ্চারের দৃষ্টান্ত বহুলপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে বায়ুদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকি, তাহা অসংখ্য অলক্ষ্য জীব পরমাণুতে পরিপূর্ণ। ইহারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া শত শত বৎসর বায়ুমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে, উপযুক্ত তাপ, রস ও আধার প্রাপ্ত হইলেই প্রাণীরূপে অবতীর্ণ হয় এবং অদৃষ্ট কৌশলে পুনর্ব্বার অণুরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমরা কোন কোন স্থানে দেখিতে পাই, এক জাতীয় ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা প্রথমতঃ ধবল রেণুর ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া দেখিতে দেখিতে লোহিতবর্ণ পিপীলিকার আকার ধারণ করিয়া লোকদিগের বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে। ইহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃহদাকার ধারণ করে, এবং ক্রমে পক্ষবিশিষ্ট হইয়া গগন ছাইয়া উড্ডীন হয়, এই সময়ে কাক, চটক প্রভৃতি পক্ষী সকল ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করে; "বাদল পোকা" সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা পক্ষবিশিষ্ট হইলে যে আর জীবিত থাকে, তাহার প্রমাণ নাই। পক্ষ ইহাদিগের চরমকালেই উঠিয়া থাকে, তজ্জন্যই এই প্রবচন প্রচলিত;—

"পিপিড়ার পালক উঠে মরিবার তরে।"

ইহাদিগের বংশরক্ষার কার্য্য পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

রোটিফর (Rotifer) নামে একজাতীয় অদৃশ্য আণুবীক্ষণিক জীব আছে, ইহারা শম্বুক ও কর্কট জাতির মধ্যবর্ত্তী। ইহাদিগের গতিক্রিয়া ক্ষুণাবৃত্ত সূক্ষ্ম রোমাবলীর দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহাদিগকে বারম্বার মৃত ও জীবিত করা যাইতে পারে। অনেক জাতীয় পতঙ্গ জলনিমজ্জনে গতাসু হইলেও ক্ষণেক রৌদ্রে শুষ্ক করিলে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়া থাকে। দুব সাত

দিন পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়াও পুনর্ব্বার বাঁচান গিয়াছে।

বজ্রাঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে তন্মধ্যেও একপ্রকার উর্ণনাভ দৃষ্ট হইয়াছে। নিরেট প্রস্তর মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রস্তরের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ-বীজ তন্মধ্যে নিহিত থাকা সম্ভব। বৃক্ষ-মূল ছেদন করিয়া ও নিরেট পাষাণ ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে ভেক দৃষ্ট হইয়াছে। (Blois) ব্লই নগরের একটী কূপ খনন করিতে করিতে একটী বৃহৎ ভেক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, সে স্থান তাহার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। খননকারীদ্বয় সেই স্থান দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে ইহাকে দেখিতে পায়। ইহা তখনও স্থির ছিল, ইহার চক্ষে আলোক পতিত হওয়াতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, বরং আগন্তুকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। খননকারী তাহার পূর্ব্ববৎ বাসস্থানে মাসাবধি রক্ষা করিয়া পরিশেষে পারিসের বিজ্ঞান-সভায় ইহা পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু তথায় বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইলেও অল্প দিনেই গতাসু হয়। কি প্রকারে পাষাণ মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইতে পারে, ইহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। হয় ইহা পাষাণের পাষাণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অগ্রে তথায় অবস্থিত ছিল, নতুবা ভূকম্পে. পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত হইবার সময় তন্মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল এবং ক্রমে বর্দ্ধমান হইয়া এইরূপে আবদ্ধ আছে। তাহার কলেবর বৃদ্ধির সহিত আকারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রাচীন একটী রোমীয় আখ্যায়িকায় প্রচলিত আছে যে রোমে নূতন খৃষ্টীয়ানদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলে কয়েকজন ধর্ম্মভ্রাতা একটী গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেবল একজন মাত্র আবশ্যক দ্রব্যাদি আহরণ জন্য রজনীতে তথা হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে রোমীয় সম্রাটের আদেশে গহ্বর দ্বার গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ধর্ম্মভ্রাতারা তন্মধ্যে আবদ্ধ রহিলেন এবং তথায় জীবিতাবস্থায় কবরস্থ হইলেন। সম্রাটের উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে, এই প্রকারে খৃষ্টিয়ানদিগের উচ্ছেদসাধন করেন। ইঁহারা বহুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া অচেতন-ভাবে তথায় অবস্থিতি করেন, পরে প্রথম খৃষ্টীয় সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন রাজত্ব ভার গ্রহণ করিয়া এই সকল গহ্বরের দ্বার উন্মুক্ত কারলে ইহাদিগকে জীবিত দৃষ্ট হইয়াছিল। একদা তাহারা সচেতন হইয়া একজনকে পর্য্যবেক্ষণে প্রেরণ করিলে তিনি নগরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং কত কাল আবদ্ধ ছিলেন জানিতে পারিয়া সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

সাধারণে যাহাকে সমাধিস্থ অচেতন (catalemy) বলে, ইহাও জীবন্মৃত অবস্থা। ইহাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে মৃতকল্প হইয়া থাকে, অঙ্গের অবিকৃত অবস্থা ব্যতীত মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়, অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও অন্যবিধ বিবেচনা করিতে পারেন না। এতদবস্থাতে অনেক লোক জীবিত থাকিয়াও কবরস্থ হইয়াছে। বোর্দ্দোর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ডান সাহেব বাল্যকালে একদা এইরূপ জীবিতাবস্থায় কবরস্থ হইয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে রক্ষা পাইয়া তিনি ফ্রান্সে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর ৪৮ ঘণ্টা অতীত না হইলে শব সমাধিস্থ হইবে না।

পোলিনেসীয় স্ত্রীজাতি।

(উদ্ধৃত)

আমেরিকা মহাখণ্ডের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে পোলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জ বিরাজিত। সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ, যাহার অধিবাসীদিগের উপাধি তাহিতীয়; ফ্রেণ্ডলী দ্বীপপুঞ্জ, যাহার অধিবাসীদিগের উপাধি টঙ্গা; কেরোলীন; মেরিয়েল; পিলু; মার্কুইস্; হার্বি, কিঙ্গস্‌মেল; বর্ব্বর দ্বীপ; সামোয়া; ইষ্টার দ্বীপ; এবং নবজীলণ্ড, যাহার অধিবাসীদিগের উপাধি মাওয়ারি; এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

এই সমস্ত দ্বীপবাসী দেখিতে সুশ্রী, ইহাদিগের অবয়ব দীর্ঘ, শরীর দৃঢ় ও সবল। ইহাদিগের নারীগণ পরমসুন্দরী, কিন্তু সমস্ত অসভ্য জাতি মধ্যেই যেমন স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সৌন্দর্য্য অধিক, ইহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ।

এতদ্দেশীয় সীমন্তিনীগণ পীতবর্ণ কুন্তল ভাল বাসে, এজন্য তাহারা প্রবালভস্ম দ্বারা কেশ বিন্যাস করে। ইহারা নানাবিধ নৈপুণ্য সহকারে বিবিধরূপে বেণী বন্ধন করে। এই সমস্ত দ্বীপবাসীরা পীত গৌর বর্ণ; কিন্তু ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ভালবাসে এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা আপনাদিগকে মার্ত্তণ্ডতাপে উত্তপ্ত করে। ইহারা উল্কি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করে।

ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে ইহারা বল্কল দ্বারা বসন প্রস্তুত করিত। মৎস্য ইহাদিগের প্রধান আহার। ইহারা অল্প পরিমাণে কৃষি কার্য্যও করে। ইহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য বর্ব্বর জাতির ন্যায় নিস্প্রভ নহে। ইহারা সুবোধ ও সুকৌশলসম্পন্ন।

অন্যান্য বর্ব্বর জাতির স্ত্রীদিগের অদৃষ্ট যেরূপ মন্দ, তাহাদিগকে যেরূপ শারীরিক শ্রম করিতে হয় এবং তাহারা যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যবহৃত হয়,

পোলিনেসীয় নারীগণের ভাগ্য তদপেক্ষা কিছু ভাল। কিন্তু পরিবার মধ্যে ও সমাজে তাহাদিগের স্থান নিকৃষ্ট। ইহাদিগের ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীজাতি অপবিত্র। ইহারা পুরুষদিগের সহিত একত্রে আহার করিতে পারে না। ইহাদিগের আহারের কুটীর পৃথক্, অন্নপাকের চুল্লি পৃথক্ এবং অন্নাধার পৃথক্। পুরুষদিগের অন্ন ও অন্নাধার পবিত্র, তাহা স্ত্রীলোকে স্পর্শ করিলে কলুষিত হয়।

কিন্তু এ দেশে নারীজাতির সম্ভ্রমও আছে, তাহারা রাজ্ঞী হইয়া রাজ্য শাসন করিতে পারে। নবজীলণ্ড দ্বীপে নারীগণ শাসনকর্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হাওয়াই এবং কিংসমিল প্রভৃতি দ্বীপে নারীগণ পুরুষের সহিত একত্রে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া থাকে। সামোয়া রমণীরা বিগ্রহকালে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, সহস্র বিপদ সত্ত্বেও স্বামীদিগকে আহার প্রদান ও তাহাদের শুশ্রূষা করে।

সে কালের হিব্রু জাতির ন্যায় এ জাতির মধ্যে যুদ্ধে পুরুষ বন্দী গৃহীত হয় না। বিজিতদিগের নারীগণ জেতৃগণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তাহারা স্বেচ্ছানুসারে তাহাদিগকে বিবাহ করে।

পোলিনেসীয় পুরুষগণ সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কি দেয়, কিন্তু স্ত্রীদিগের কেবল মাত্র হস্ত ও মণিবন্ধ উল্‌কি দ্বারা শোভিত করা হয়। মাওয়রি পুরুষেরা বিম্বাধর ভাল বাসে না, এজন্য তত্রত্য নারীগণ সবুজ রং দ্বারা অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করে।

পোলিনেসিয়ায় সচরাচর অল্প বয়সে বিবাহ হয়। উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে অল্প বয়সে, এমন কি শৈশবে পরিণয় হইয়া থাকে। এদেশীয় লোকের বাসনাবায়ু অতীব প্রবল। এখানে নিরাশ প্রেমিকদিগের আত্মহত্যা অবিরল নহে। মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কন্যাদান প্রথা প্রচলিত নাই, যুবতীরা ইচ্ছানুরূপ সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এ দেশে কন্যাবিক্রয় অথবা বরের পণ নাই। তাহিতীয় উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কন্যাদানের পর কন্যা পিতৃভবনে সুবেষ্টিত উত্তুঙ্গ কুট্টিমে বাস করে। তাহার আহারাদি তথায় আনিয়া দেওয়া হয়; এবং স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে পিতা অথবা মাতা সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। যাবৎ বিবাহ না হয়, তাবৎ কোন ক্রমেই একাকী বিচরণ করিতে পারে না।

বিবাহের সময়ে আমোদ প্রমোদের সীমা থাকে না। বিবাহের পূর্ব্ব দিনে গীত ও ভোজের ধুম পড়িয়া যায়। বিবাহের দিন কন্যাকর্ত্তার গৃহে একটী বেদী নির্ম্মিত হয়। কন্যার পূর্ব্বপুরুষদিগের অস্ত্র শস্ত্র, কঙ্কাল, মাথার খুলি প্রভৃতি তাহার উপর রক্ষিত হয়। এই স্থানে কন্যার পিতা মাতা ও উপস্থিত

স্বজনগণ কন্যাকে বৈবাহিক উপঢৌকন-স্বরূপ শুভ্র বসন প্রদান করেন। রাজ-বংশের সহিত বর কি কন্যাপক্ষের সম্বন্ধ থাকিলে তাহিতীয়দিগের প্রধান দেবতাদ্বয় ওরো ও তনোর প্রকাশ্য মন্দিরে উপাসনা হয়, নতুবা পারিবারিক ভজনালয়ে ভজনার্চ্চনা হয়। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বর কন্যা স্ব স্ব বস্ত্র ত্যাগ করতঃ বৈবাহিক নববস্ত্র পরিধান করে। তৎপরে বরপাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় "তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে?" বর উত্তর দেয় "না"। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হয় "তুমি কি তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিবে?" সে উত্তর দেয় "না"। ইহার পর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহা-দিগের মঙ্গলার্থে দেবার্চ্চনা করা হয়। তৎপরে আত্মীয় স্বজন বৃহৎ এক খণ্ড শুভ্র বস্ত্র আনয়ন করিয়া মন্দিরমধ্যে বিস্তার করে। বর কন্যা তাহার উপর উপবেশন করিয়া পরস্পর পরস্পরের কর ধারণ করে। পূর্ব্বপুরুষদিগের মাথার খুলি আনিয়া তাহাদিগের সম্মুখে রক্ষিত হয়; কারণ, তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঐ সমস্ত খুলীর পূর্ব্বস্বামী-দিগের আত্মাগণ গৃহদেবতার ন্যায় তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে। তৎপরে কন্যার আত্মীয়গণ এক খণ্ড ইক্ষুদণ্ড লইয়া পবিত্র মিরো বৃক্ষের শাখা দ্বারা বেষ্টন করতঃ বরের মস্তকে স্থাপন করে এবং পরিশেষে উহা উভয়ের মধ্যস্থলে রক্ষা করে। পরে বরের আত্মীয়গণ কন্যার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করে। কুটুম্বিনীগণ ও বরকন্যার মাতৃ-গণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা স্ব স্ব মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে শোণিত নির্গত করিয়া একখানি বসন সিক্ত করে এবং ঐ বসন কন্যার পদমূলে রাখে। উভয় পরিবারের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য থাকিলে ইহা দ্বারা তাহা দূরীভূত হয়। সর্ব্বশেষে আর এক খণ্ড শুভ্র বসন বরকন্যার উপরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই-রূপে বিবাহ শেষ হইলে উভয় পক্ষ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আড়ম্বর সহকারে ভোজন করে।

স্যাণ্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জে বিবাহপ্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। এক খণ্ড শুভ্র বস্ত্র বর কন্যার উপর নিক্ষিপ্ত হইলেই বিবাহ সমাধা হয়।

নবজিলণ্ডে স্ত্রীরত্নলাভ জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। একই কন্যার প্রতি দুই ব্যক্তির অনুরাগ জন্মিলে উভয়ে মল্লযুদ্ধ করে এবং যে জয় লাভ করে প্রজাপতি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। কিন্তু এখানে দাম্পত্যসম্বন্ধ কষ্টলব্ধ হইলেও অতীব শিথিল। সামান্য কলহ হইলেই স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করে। অনেক দ্বীপবাসী যে কোনও কারণে স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারে।

পোলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ বহু দার পরিগ্রহ করে। এই প্রথার প্রতিশোধস্বরূপ রমণীরা

বহুস্বামী প্রতিগ্রহ করিতে পারে। তাহিতীয় প্রভৃতিদিগের মধ্যে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী উচ্চবংশীয়া হইলে শেষোক্ত প্রথা অনুসারে রমণীরা যতগুলি ইচ্ছা স্বামী গ্রহণ করে।

সামোয়া ও তঙ্গা দ্বীপের রাজগণ অনেক স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা ভার্য্যা নির্ব্বাচন করে। প্রতিনিধি কন্যার সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজার রূপ গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। কন্যা রাজাঙ্গনা হইতে স্বীকৃত হইলে উভয় পক্ষের পিতারা পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিবাহসম্বন্ধ নির্ণয় করে। পরে বালিকা সুরম্য পরিচ্ছদে ভূষিতা, তৈলাক্তা ও কাঞ্চন রঙে রঞ্জিতা হইয়া পল্লীর ময়দানে আনীতা হয়। তথায় রমণীগণ তাহার রূপ গুণের স্তুতিসূচক গান করিতে থাকে। যদি পল্লীবাসিগণ তাহাকে রাজ্ঞীর উপযোগিনী বলিয়া মনোনীত করে, তবে প্রথমে পুরুষেরা, পরে স্ত্রীগণ নৃত্য করে এবং তদ্দারা বিবাহ পরিসমাপ্ত হয়।

সামোয়া প্রভৃতি কয়েকটী দ্বীপের আইনানুসারে তত্রত্য অধিবাসীগণ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে, এবং বিবাহের পর হতভাগিনীদিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারে। এ দেশে স্ত্রী, স্বামীর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, সুতরাং আইনানুসারে তাহাদিগের দাম্পত্য সম্বন্ধ রহিত হইতে না পারিলেও বিদূরিতা ভামিনীগণ স্বেচ্ছানুরূপ পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্বামীর তাহাতে কিছুমাত্র লোকাপবাদ বা গ্লানি হয় না। কিন্তু যদি কেহ তাহাকে বিবাহ করে, তব পুনর্ভূ ভর্ত্তার সহিত পূর্ব্ব স্বামীর ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে।

এ দেশে পরস্ত্রীহরণের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণদণ্ড। তাহিতী দ্বীপে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় ভ্রাতা ও একপরিবারস্থ পুরুষগণ কথন কথনও আপনাদিগের স্ত্রী বিনিময় করে এবং কোনও ব্যক্তির বনিতা তাহার বন্ধুরও বনিতা বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে ভ্রূণহত্যা প্রচলিত ছিল। সন্তান জন্মিবামাত্র নিষ্ঠুর নির্ম্মম পিতা মাতা অথবা অন্য কেহ, স্বহস্তে এই অমানুষ লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করিত। দেশাচারের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে স্বহস্তে শিশুবধ করিয়াও পিতা মাতার মনে অণুমাত্র শোক সন্তাপের উদয় হইত না, বরং পামরগণ এই পৈশাচিক ব্যাপারে গৌরব প্রকাশ করিত। পুত্রাপেক্ষা কন্যাসন্তানদিগের দুরদৃষ্টে এই প্রথা সাধারণতঃ প্রবর্ত্তিত হইত। (সুরভি ও পতাকা।)

দেশ ভ্রমণ।

পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার বড় ইচ্ছা। হাবড়ায় আসিয়া বেলা ১২টার গাড়ী চড়িয়া যাত্রা করিলাম। যে বন্ধুরা রওনা করিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে সগর্ব্বে চলিল। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত লোকের কিছু ভিড়। ক্রমে আর প্রায় বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে পাইলাম না। আমার গাড়ীতে সবই হিন্দুস্থানী। বর্দ্ধমানে রাত্রির উপযোগী সমস্ত খাদ্য ক্রয় করিয়া লইলাম। রাণীগঞ্জের নিকট আসিয়া কাল মেঘের মত অনেক দূরে দেখিতে পাইলাম। তখনই উহা পর্ব্বত জানিলাম, কারণ আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদিগের নিকট সমস্ত শুনিয়াছিলাম। সেই পর্ব্বত প্রথমে যত দূরে বোধ হইতেছিল, তাহার দূরত্ব যেন সমানই থাকিল। রাণীগঞ্জে কয়লার আগুন জ্বলিতেছিল। সেই সন্ধ্যার সময় মন যে কি হইল তাহা বলিতে পারি না। যতই গাড়ী চলিতে লাগিল, ততই জনমানবহীন বিস্তীর্ণ মাঠ দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। সেই মাঠের মধ্যে তাল বৃক্ষ দল নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া যেন ধ্যান করিতেছে। মাঝে মাঝে খোলার ঘর—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোলার ঘর পাখা মেলিয়া রহিয়াছে। আমাদের পল্লীগ্রামে যেমন খেজুর গাছ, এ দেশে তেমনি কেবল তালগাছ। ভোরে ৬টার সময় বাঁকিপুর আসিয়া গাড়ী থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া মুরাদপুর আসিলাম। কিছু দিন বাঁকিপুর দেখিলাম। এখানে বিখ্যাত কিছুই দেখিলাম না। কেবল এক গোলঘর আছে। গোলঘর প্রকাণ্ড উচ্চ। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দিতে নির্ম্মিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ইহার মধ্যে চাউল রাখা হইত। ইহা গুম্বজাকারে অভ্রভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইদিগে উঠিবার সিঁড়ি আছে।

দিন কয়েক পরে গণ্ডকের পুল দেখিতে যাইব ঠিক করিলাম। শোণপুরের জমিদার আমাকে ও দুটী বন্ধুকে পুল দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাঁকিপুর হইতে এক ক্রোশ দূরে তাঁহার ষ্টীমার আইসে। দুইটী বন্ধু ও আমি প্রত্যুষে সেই ঘাটের ধারে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে যাইয়া সেই জমীদারের সহিত দেখা হইল। তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য খুব আগ্রহ দেখাইলেন। আমরা ষ্টীমার আসিতে বিলম্ব জানিয়া নিকটবর্ত্তী বেতিয়ার মহারাজার আনাগার দেখিতে গেলাম। এই দালানের উঠান পুরাতন গঙ্গা হইতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। সেস্থান যে কি মনোরম তাহা বর্ণনাতীত। তাহার পার্শ্বেই

পুঁটীয়ার রাণীর স্নানাগার। সেটীও পুরাতন গঙ্গা হইতে গ্রথিত এবং দেখিতে মন্দ নয়। পুরাতন গঙ্গায় বর্ষাকালে জল থাকে, শীত কালে শুকাইয়া যায়। নূতন গঙ্গা অনেক উত্তরে সরিয়া গিয়াছে। আমরা আবার সেই ষ্টীমারের ঘাটে আসিলাম। সেই ঘাটে একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরে একজন মোহন্ত আছেন। তাঁহার সহিত অনেক কথা বার্ত্তা হইল। তাঁহার কথা বার্ত্তায় আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাঁহার প্রতি একটু ভক্তি হইল। এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময় ষ্টীমার আসিয়া উপস্থিত। আমরা সকলে যাইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমার বাষ্পোদ্গীরণ করিতে করিতে সগর্ব্বে জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল। যেস্থানে গণ্ডক গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, সেই স্থানে ষ্টীমার হইতে চারিদিকে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। চারিদিকে স্বধু তরঙ্গের খেলা—সেই কুল কুল গাইতে গাইতে ষ্টীমারে আসিয়া আঘাত করিতেছে—চারিদিকে তাকাইলে কেবল জল। আর ধারে বৃক্ষগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে গণ্ডকের ধারে হাজিপুরে পৌছিলাম। ষ্টীমার হইতে নামিয়াই একটী মন্দির দেখিতে পাইলাম। ইহাকে এ দেশের লোকে নেপাল ছাউনি বলে। মন্দিরটী বেশ বড়। মন্দিরের প্রকাণ্ড চূড়া পিত্তলে মণ্ডিত। মন্দিরটী ত্রিতল। তাহার চতুঃপার্শ্বের কাষ্ঠেতে কত রকম মূর্ত্তি খোদা রহিয়াছে। কতকগুলি অতি কুরুচিপূর্ণ। মন্দিরের মধ্যে কাল পাথরের শিব ও শাদা পাথরের গণেশ রহিয়াছে। মন্দিরটী নেপালরাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাকে নেপাল ছাউনি বলে।

হাজিপুরে কদর্য্য কিছু মিঠাই ও আম খাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বিকালে গণ্ডকের পুল দেখিতে গেলাম। গণ্ডকের এক ধারে হাজিপুর, অন্য ধারে শোণপুর। আমরা পুল হাঁটিয়া পার হইলাম। পুলটী দেখ্‌তে নিতান্ত মন্দ নয়। দুই ধারে মনুষ্য গমনাগমনের পথ এবং মাঝে রেলের রাস্তা। পূর্ব্বোক্ত শোণপুরের জমিদার ৪০০০ টাকা দিয়া ঐ পুলটী এক বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়াছেন। পুল পার হইয়া দেখিলাম আমাদের জন্য একখানা টম্‌টম্ অপেক্ষা করিতেছে। টম্‌টমে উঠিয়া সেই জমিদারের বাড়ী গেলাম। সেই জমিদারের যত টাকা, সেরূপ তাঁহার বাড়ী নয়। তাঁহার অনেক হাতী ঘোড়া, ষ্টীমার আছে, কিন্তু নিজের পোষক ও বাড়ী দেখিলে সেরূপ কিছুই বোধ হয় না। তাঁহার কাপড় অত্যন্ত অপরিষ্কার। বাড়ীও দেখিলাম তদ্রূপ। সাধারণতঃ হিন্দুস্থানীরা বড় অপরিষ্কার।

জমিদারের বাড়ী অনেকক্ষণ বসিয়া

আমরা হরিহর নাথ দেখিতে গেলাম। ইহাও একটী শিবমন্দির। মন্দিরটী মন্দ নয়। এই হরিহর নাথের মেলার জন্য শোণপুর বিখ্যাত। একমাসের অধিক মেলা থাকে। এই মেলার সময় কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে দোকান আইসে। পাটনা বিভাগের সমস্ত জেলার কাছারি স্কুল কিছুদিন বন্দ হয়। এই মেলা অগ্রহায়ণ মাসে হইবে। অনেক হস্তী এই মেলায় আইসে। আমরা আবার সেই টম্‌টমে উঠিয়া শোণপুর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দুটী বাঙ্গালীর মুখ দেখিলাম। ষ্টেসন মাষ্টার বাবু ও অন্য একটী বাবু আমাদিগকে খুব যত্ন করিলেন। যথাসময়ে ওখান হইতে রওনা হইয়া আবার দিঘাঘাট পার হইয়া রেলপথে বাঁকিপুর পৌছিলাম এবং তার কিছুদিন পরে পাটনা সহরে যাইবার মনস্থ করিলাম।

বেলা প্রায় ৩া৹ টার গাড়ীতে রওনা হইয়া আমরা পাটনায় গেলাম। বাঁকিপুরের কিছু দূর ছাড়াইলা রেল পথের দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখিলাম। দুই ধারে সেই প্রাচীর অনেক দূর বিস্তৃত। পাটনা ষ্টেশন হইতে আমরা (আমি ও একটী বন্ধু) সহরে ঢুকিলাম। সহরের মধ্যে অনেক সেকেলে বাড়ী দেখিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী ও দোকান। আমরা প্রথমতঃ নানকের মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দিরের বহির্ভাগ শ্বেত পাথরে অনেক কারুকার্য্যের সহিত প্রস্তুত হইতেছে। ফটকের উপরে পাটীয়ালা, বেরার ও ফরিদকোটের রাজাদিগের ব্যয়ে ও কার্কুড্ সাহেবের (পাটনার জজ) তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইতেছে। নানকের মন্দিরের গায়ে দুর্গা ও কালীর মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে! আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র ২।৩ জন শিখ আমাদিগকে মাথায় কাপড় দিতে বলিল। আমরাও অগত্যা চাদর মাথায় দিলাম। মন্দিরের ভিতর দুই যোড়া কাষ্ঠ-পাদুকা দেখিলাম। এক যোড়া শ্বেত ও অন্য যোড়া রক্ত চন্দনের। শুনিলাম নানক ও তাঁহার পুত্রের পাদুকা। ২খানি প্রকাণ্ড ঢাল ও দুইখানি তরবারি ঐ পাদুকার সহিত যত্ন ও ভক্তির সহিত রাখা হইয়াছে। মন্দিরের একপাশে একজন কি এক প্রকাণ্ড পুঁথি পড়িতেছেন। মন্দিরটী দেখিয়া মনে যে কি পবিত্র ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। মন্দির হইতে আমার যাইতে ইচ্ছা হইল না। আমার মনে হইল বাস্তবিকই যেন আমরা নানকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। মনে হইল যেন হিন্দু মুসলমান জাতি নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া আমরা নানকের সেই গূঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আসিয়াছি। ওখান হইতে বাহির হইয়া ছোট পাটন্ দেবীর মন্দির দেখিতে গেলাম। মধ্যে ক্ষুদ্র

সান বাঁধান উঠান ও চতুর্দ্দিকে দালান। তাহার একটীর মধ্যে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। এই কালীকে এখানকার লোকেরা "ছোট পাটন্ দেবী" বলে। এখান হইতে বাহির হইয়া বাজারে কিছুক্ষণ ঘুরিলাম। নবাবের নাম যেরূপ, সেরূপ বাড়ী নয়। এক স্থানে অনেকগুলি কবর দেখিলাম। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পাটনার সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে যে সকল লোক মরিয়াছিল, শুনিলাম তাহাদের অনেকে ঐ কারাগারে শায়িত আছে। সেখানকার ফটক বন্ধ থাকায় আমরা ভিতরে ঢুকিতে পারিলাম না। এখানে আসিয়া অবধি আমার বড় একায় চড়ার সাধ। আজ সেই সাধ মিটাইব ঠিক্ করিলাম। দুই জনে আমরা একায় চাপিলাম। আমিত ছটফট করিতে লাগিলাম। শেষে বড় পাটন্ দেবীর মন্দিরে আসিলে নামিয়া একটু আরাম পাইলাম। এ মন্দিরটীও মন্দ নয়। বলা অধিকন্তু, এখানেও কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অনন্যোপায় হইয়া সচরাচর একায় উঠিলাম। অতি কষ্টে একায় বসিয়া থাকিলাম। পাটনা হইতে বাঁকিপুর চারি ক্রোশ। এই সমস্ত পথের দুই ধারে দোকান। যেস্থানে সেদিন সিপাহী বিদ্রোহের সময় ছোট রকম যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা দেখিলাম। বাঁকিপুর পৌছিলে একা হইতে নামিয়া নাকে খোয়াত দিলাম যে আর কখনও একায় চড়িব না। আমার মাথা ব্যথা ৩।৪ দিন ছিল।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২১৩ সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠার পর।)

রন্ধনাদি সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল স্থূল উপদেশ।

আহারের জন্য সকল সময়ে উত্তম দ্রব্য সকল নির্ব্বাচন করিবে। ভাল দ্রব্যের মূল্য মন্দ দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও মন্দ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় না করিয়া ভাল দ্রব্য অল্প পরিমাণে ক্রয় করিবে। ভাল দ্রব্য অল্প আহারে যেরূপ তৃপ্তি হয়, মন্দ দ্রব্য অধিক খাইলেও সেরূপ তৃপ্তি হয় না। আহারীয় দ্রব্য বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া পাক করিতে হইবে। রন্ধন গৃহও পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। ব্যঞ্জনে মসলা অধিক দিবে না, এবং মসলার মধ্যে লঙ্কার পরিমাণ যত কম হয় ততই ভাল; মসলা সকলকে অতি সুন্দররূপে বাটিবে, বাটা মসলা ব্যঞ্জনে দিবার সময়ে তাহা জলে গুলিয়া উপরের মসলা গোলা জলটুকু তরকারীতে ঢালিয়া দিবে। যেন তলার গুঁড়াগুলি

তরকারীতে না পড়ে। এইরূপে ২। ৩ বার জল দিয়া গুলিয়া দিলেই মসলার জল ব্যঞ্জনে পড়ে এবং তলায় যে গুলি থাকে সে গুলি ফেলিয়া না দিয়া পুনরায় বাটিয়া লইবে। অনেক গৃহিণী সে গুলি ফেলিয়া দেন। ফেলিয়া না দিয়া সে গুলি পুনরায় বাটিলে মসলা ব্যয় অনেক কম হয়। সকল গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে এইরূপ মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

কি কি দ্রব্য রন্ধন করিতে হইবে, কোন কোন ব্যঞ্জনে কি কি আবশ্যক এবং তাহা গৃহে আছে কি না এগুলি রন্ধনের পূর্ব্বে আয়োজন করিতে হইবে। নতুবা কোন উপকরণ যদি গৃহে না থাকে এবং রন্ধনের পূর্ব্বে যদি তাহার অভাব না জানা থাকে, তাহা হইলে বড় অসুবিধা হয়। যেমন কলাইএর ডাল পাক করিতে হইবে। পাক হইতেছে, ডাল সিদ্ধ হইল, তখন পাচিকা মউরী আনিবার জন্য গৃহিণীকে অনুরোধ করিল, গৃহিণী অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, যে গৃহে মউরী নাই। এখন কি করিতে হইবে? হয় বিনা মউরীতে ডাল পাক করিতে হইবে, নতুবা পাচিকাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, এই উভয়ই অসুবিধা জনক। সুতরাং রন্ধনের অগ্রে সমুদায় বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আবার যাঁহার হস্তে ভাঁড়ার ঘরের ভার থাকিবে, তাঁহাকে এরূপ সুনিপুণ হইতে হইবে যে ভাঁড়ার ঘরের সমস্ত দ্রব্য তাঁহার দৃষ্টির উপর থাকিবে। কোন্ দ্রব্য কত আছে এবং কত দিন চলিবে, কোন্ দ্রব্য নাই, কোন্ দ্রব্য কত ক্রয় করিলে কত দিবস চলে, কোন্ দ্রব্য অধিক খরচ হয়, কি পরিমাণ দ্রব্যে কত লোকের আহারীয় প্রস্তুত হয়, এ সকল তাঁহার জানা আবশ্যক, এ সকল জানা থাকিলে যখন যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে তাহার পূর্ব্বেই তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং বাটীর পরিবারগণের সংখ্যানুসারে রন্ধনের ঠিক পরিমাণ মত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিলে দ্রব্যাদি অপচয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। যিনি পাকা গৃহিণী, তাঁহার গৃহের দ্রব্যাদি অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না বরং তিনি অল্প ব্যয়ে যেরূপ সুন্দর রূপে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অপরে সেরূপ পারে না।

সামান্য সামান্য দ্রব্যের ব্যবহার।

আমরা অনেক সময়ে অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দিই। কিন্তু যদি আমরা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখি তাহা হইলে সেই সকল অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্য দ্রব্য হইতে নানাপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি এবং সেই সকল দ্রব্য দ্বারা আমাদের আপনাদের ও দরিদ্র প্রতিবেশীদিগেরও অনেক সাহায্য করিতে পারি।

আমাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন ছেঁড়া কাপড় নষ্ট করিয়া থাকেন, কাপড়ের দ্বারা যদি বিশেষ কার্য্য সাধন হয়, তাহা হইলে প্রদীপ জ্বালিবার সলিতা প্রস্তুত অথবা ডাল ভাতে দিবার জন্য ও রন্ধন গৃহ পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ ইহা দ্বারা বালকদিগের জন্য আবশ্যক মত ২।১ খানা কাঁথা প্রস্তুত করিয়া ইহার সদ্ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে।

পাখার ঝালর—বাজারে রঙ্গিন কাপড় দেওয়া যে সকল পাখা বিক্রয় হয় তাহা ক্রয় করা উচিত নহে। যে সকল পরিত্যক্ত কাপড় বাজারে বিক্রয় হয় সেই সকল কাপড় কাচিয়া রং করিয়া ঐ সকল ঝালর প্রস্তুত হয়। নানা প্রকার সংক্রামক রোগীর কাপড়ও তাহাতে থাকিতে পারে। তাহা ব্যতীত ঐ সকল পাখা তত মজবুদ্‌ও নহে। কাপড়ে রং করিয়া সেই কাপড় দ্বারা প্রথমে পাখার ধার গুলি সেলাই করিয়া দিলে সেই পাখা বেশ মজবুদ্ হয় এবং দেখিতেও সুন্দর হয়। আর যদি কেহ ঝালর লাগাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাতে ঝালর লাগাইয়া দিলেই চলিতে পারে।

সাদা কাপড়ে পাড় লাগান—যে সকল কাপড়ের পাড় অতি সুন্দর, অল্প দামে সদা সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য সেরূপ কাপড় পাওয়া যায় না। তখন সেই কাপড় গুলি পুরাতন হইয়া অব্যবহার্য্য হইলে তাহার পাড় গুলি রক্ষা করিতে হইবে। পাড় ওয়ালা কাপড় অপেক্ষা সেই প্রকারের 'থানের কাপড় সস্তা পাওয়া যায়, থান কাপড় কিনিয়া তাহাতে ঐ পুরাতন পাড় মিহি সূতায় সেলাই করিয়া দিলে অতি সুন্দর হয়। হঠাৎ সেলাই বলিয়া জানিতে পারা যায় না এবং ঐ নূতন কাপড় যত দিন ব্যবহার করা যায় ঐ পাড়ও তত দিন থাকে।

ছেলেদের ছোট ছোট ঘাঘরার হাতায় এবং জামার হাতায় ঐরূপ পাড় লাগাইয়া দিলে অতি সুন্দর দেখায়।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকার মহৎকীর্ত্তি।

বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মূল স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনতার মূল বিদ্যা ও বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরাই কেবল ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা স্থূল দৃষ্টিতে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মূলেই স্বাধীনতা দেখিতে পাই। আর্য্য-জাতি যখন স্বাধীন ছিলেন তখনই তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সম্যক চর্চ্চা হইয়াছিল। বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বলে যে তাঁহারা স্বাধীনতা

লাভ করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরাধীন ইংরাজ জাতির বিদ্যামত্তা যে স্বাধীন ইংরাজ জাতির অপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। তথাপি স্বাধীন হইলেই যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে একথাও আমরা বিশ্বাস করি না। ভূমণ্ডলে অনেক স্বাধীন বর্ব্বর জাতি আছে, কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে অদ্যাপিও তাহাদিগের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ভারতের ভীল, কোল, সাঁওতাল ও আণ্ডামানিস প্রভৃতি অসভ্য জাতি সকল আর্য্যজাতির অভ্যুদয়ের সময় যেরূপ অবস্থাপন্ন ছিল, বোধ হয় অধুনা তাহার অল্পই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিক উন্নতি তরঙ্গে এক সময় সমস্ত জগৎই পরিপ্লাবিত হইবে, একথা সত্য হইলেও, কবে যে সেই কল্পিত সময়ের অভ্যুদয় হইবে তাহা অনুমানে ও স্থির করা যায় না। সভ্য জাতির সংঘর্ষণে অসভ্য জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে তাহারাও বিদ্যা ও বিজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া জগতের আদরণীয় হইতে পারে, হঠাৎ আমরা একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। জঙ্গল ও কণ্টকী বৃক্ষ সত্বে উর্ব্বর ভূমিতে যে উপাদেয় সুশস্য প্রস্তুত হয় না, ইহা আমাদিগের স্থির বিশ্বাস।

বর্ত্তমান সভ্য জগতে অনেক স্বাধীন জাতি বিদ্যমান আছে। কিন্তু আধুনিক আমেরিকান্ দগের ন্যায় বিদ্যামত্তা ও বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসুতার জন্য অতি অল্প লোকই প্রসিদ্ধ। ইহারা বিদ্যা ও বিজ্ঞান-প্রভাবে জগতে কত অদ্ভুত ঘটনার অভিনয় করিতেছে। আকাশের বিদ্যুৎ ইহাদিগের অনুগত ভৃত্য। ইহা তাহাদিগের শকট টানিতেছে, গৃহে আলোক দিতেছে, পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তরে নিমেষ মধ্যে বার্ত্তা লইয়া যাইতেছে, দূর হইতে দূরান্তরে এক জনের গুপ্তকথা অপরের কর্ণকুহরে চুপে চুপে বিজ্ঞাপন করিতেছে এবং দেশ কাল অনপেক্ষিত হইয়া এক জনের প্রতিমূর্ত্তি অপরের দৃষ্টিপথে ধারণ করিতেছে। স্বয়ং সূর্য্যদেব তাহাদিগের পাক্‌কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং বিবিধ বর্ণের কাচ ফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া উৎকট উৎকট পীড়া সকল নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপূর্ব্ব প্রদীপের সাহায্যে আলাউদ্দিনের প্রাসাদ এক দেশ হইতে অন্য দেশে সঞ্চালিত হইয়াছিল, আরব্যোপন্যাসে আমরা এই অদ্ভুত গল্প পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারগণ বিজ্ঞান প্রভাবে বড় বড় অট্টালিকা সকল ভিত্তির সমেত কৌশলে উৎপাটন করিয়া ভিন্ন স্থানে আরোপণ করিতেছেন। গৃহস্থ লোকদিগের অণুমাত্র ও অসুবিধা হইতেছে না। অল্পদিন হইল বস্‌টন্ নগরের একটী বৃহৎ

হোটেলকে কয়েক হস্ত অপসারিত করা হইয়াছে। হোটেলের পার্শ্বস্থ রাজপথটীকে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিবার আবশ্যক হয়। হোটেল গৃহটীও প্রকাণ্ড এবং বহু ব্যয়ে সুসজ্জিত—ভঙ্গ করিলে অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা এই জন্য ইহাকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ও তেরদিনের মধ্যে এই বিপুল কর্ম্ম সমাধা হইয়াছে। ভিত্তি-সমেত এত বড় অট্টালিকা স্থানান্তরিত করিতে অণুমাত্রও বিঘ্ন হয় নাই। গৃহটী পঞ্চতল বিশিষ্ট এবং লোকে পরিপূর্ণ। গৃহস্থ লোকদিগের সহিত পরিচালিত হয়, কেহই অসুবিধা অনুভব করে নাই। এমন কি, সার্সিতে ভগ্ন কাচের পারিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে কাগজের আবরণ ছিল, তাহারও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইল একটী বৃহৎ প্রদর্শণী উপলক্ষে আকাশে ব্যোমযানের গৃহ রচনা করিয়া ব্যোমযানের সাহায্যে তথায় যাতায়াত করা হইয়াছিল। অদ্যাপিও ব্যোমযানের ডাকে ৬০ ষাইট ঘণ্টার মধ্যে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে আসিবার উদ্যোগ হইতেছে।

আণ্ডিজ পর্ব্বত শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া পানামা যোজক খাল খনন দ্বারা প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের সংযোগ করা হইতেছে। এই যোজক ব্যাপিয়া একটী মহান রেলপথও হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্যের বিষয় শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সচরাচর রেলপথে মানব ও দ্রব্য সম্ভারপূর্ণ শকটই পরিচালিত হইয়া থাকে কিন্তু এই রেলপথে বাণিজ্য দ্রব্যপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত বা জাহাজ সকল পরিচালিত হইবে। কেবল মাত্র পাইল ভরে মহাসমুদ্রে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সচরাচর গমনাগমন করে তাহা বোধ হয় অনেকে দেখেন নাই। ইহাদিগের দৈর্ঘ্য কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গার প্রশস্ততার সমান, উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ হস্ত, গুণবৃক্ষ মাস্তুল সকল ও তদপেক্ষা উচ্চ। এক একখানি জাহাজ এক একটী সহরের ন্যায়, আরোহী, নাবিক প্রভৃতি জনগণ ব্যতীত এক এক খানি জাহাজে লক্ষ মণেরও অধিক দ্রব্য বোঝাই হইয়া থাকে। এরূপ জাহাজ সকল কৌশলে উত্তোলন করিয়া শত ক্রোশেরও অধিক পথ রেলযোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মহাসমুদ্র হইতে অন্য মহাসমুদ্রে নীত হইবে।

সমুদ্রের স্রোত পরিবর্ত্তন কল্পে বেলদ্বীপ পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড বাঁধ প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহা দ্বারা হিমসাগরের তুষার প্রবাহ নিবারণ এবং মেক্সকোপসাগরের উষ্ণ প্রবাহ সংরক্ষিত হইয়া দেশের সমূহ ইষ্ট সাধন হইবে।

নায়েগেরা জল-প্রপাতের বিপুল বেগ কৌশলে পরিচালিত করিয়া শিল্প

যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস হইতেছে।

স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি ব্রকলেন সেতু গন্ধাকৃতি দারুময়ী রঙ্গ ভবন আমেরিকানদিগের বিদ্যামত্তা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। আমরা বারান্তরে ইহাদিগের বিশেষ সমালোচনা করিব।

নূতন সংবাদ।

১। মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজে এখন ২৩টী যুবতী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, তন্মধ্যে ৫ জন এম বি ও এল্ এম্ এস্ পাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যুবতীদিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহ দিবার জন্য ৪টী বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছে।

২। বগুড়ার জমিদার সৈয়দ আবদাস সোবান চৌধুরী মিউনিসিপালিটীর সংশ্রবে একজন শিক্ষিতা ধাত্রী রাখিবার জন্য মাসিক ১৫০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৩। যে সকল স্ত্রীলোক বিলাতে ডাক্তারী শিখিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবসা চালাইবেন, তাঁহাদের শিক্ষার সাহায্যের নিমিত্ত ইণ্ডিয়ান স্তাসন্তাল এসোসিয়েসন ২৫০৲ টাকা করিয়া দুইটী বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

৪। জাপানে একটি বালিকা ১২ বৎসর ৫ মাস বয়ঃক্রমকালেই ৮ ফুট উচ্চ হইয়াছে। এবং প্রায় ২৭০ পাউণ্ডের ও অধিক ভারি। তাহার হাত ৯ ইঞ্চির উপর এবং পা ১৫ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হইবে।

৫। সম্প্রতি লেডী ডফারিন কপূর্রতলার রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকগণ শ্রীমতী ডফরিণকে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার ফণ্ডে একহাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। প্রসিদ্ধ মলম বিক্রেতা হলওয়ে সাহেবের অর্থে বিলাতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটী কলেজ হইয়াছে। এই কলেজে ১৫টী ৫০ পাউণ্ডের বৃত্তি আছে। যে কোন দেশের ১৭ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্কা রমণী এই বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইতে পারেন। প্রত্যেক ছাত্রীর কলেজের খরচ প্রতিবৎসরে ৯০ পৌণ্ড হইবে।

৭। এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ৫ই মার্চ্চ সোমবারে ইংরেজী, ৬ই গণিত ৭ই দ্বিতীয় ভাষা, ৮ই ইতিহাস ও ভূগোল হইবে। এফ্ এ পরীক্ষা ৫ইমার্চ্চ ইংরেজী, ৬ই গণিত, ৭ই দ্বিতীয় ভাষা, ৮ই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ৯ই ইতিহাস ও লজিক হইবে।

৮। ইণ্ডিয়ান ন্তাসন্তাল এসোসিসনের অনরারী সেক্রেটারী মিস্ ম্যানিঙ্গ শ্রীমতী রমাবাইয়ের সঙ্কল্পিত বিধবা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদার খাতা খুলিয়াছেন।

৯। বজ্রাঘাতে রমণী অপেক্ষা পুরুষ বেশী মরে। ১৮৫৪ অব্দ হইতে একটি এরূপ মৃত্যুর তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে ২২ হাজার ১২ জন পুরুষ ও ৬২০ জন রমণী বজ্রাঘাতে মরিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অঞ্জলী—শ্রী ইন্দুভূষণ রায় প্রণীত, মূল্য ॥৵০ আনা। পুস্তকখানি কবিত্ব পূর্ণ। কবি ইহার অনেক স্থানে যেরূপ হৃদয়োচ্ছ্বাস ও গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তৎপাঠে মোহিত হইতে হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ, বৈরাগ্য, প্রেম এ সকলের ভাবে কবি নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

২। ধাত্রী-শিক্ষা সংগ্রহ—শ্রীহরনাথ রায় এল, এম্ এস্ প্রণীত। এখানি ৩০০ শতাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত ও বাঁধাই করা। প্রসূতির নানাবিধ অবস্থা, অবস্থা বিশেষে কর্ত্তব্য, নানাবিধ পীড়া ও তাহার চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। ধাত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই ইহাতে আছে এবং মুষ্টিযোগ, ঔষধপ্রয়োগ ও চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ আছে। ইহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, পাঠিকারা আপনা-আপনি পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিবেন। সকল স্ত্রীলোকেরই পক্ষে এ পুস্তকখানি বিশেষ পাঠ্য।

বামারচনা।

সাবিত্রী কথা।

অশ্বপতি নামে ছিল এক রাজা,
মেয়ে হল নাম সাবিত্রী তার।
যেমন সুবোধ তেমনি সুন্দরী,
সংসারে তুলনা নাহিক যার॥
সেই মাত্র মেয়ে মা বাপের প্রাণ,
সখীদের সনে সতত খেলে।
বনেতে একদিন, দেখিতে হরিণ,
গেলেন সাবিত্রী খেলার ছলে।
বনশোভা যত দেখিলেন কত,
সত্যবান নামে ঋষির ছেলে,
দেখে শেষে তাবে সাবিত্রী সুন্দরী,
বিবাহের তরে মায়েরে বলে।
দৈবে সেই দিন এলেন নারদ,
সাবিত্রীর কথা শুনিয়ে সার,
বলেন সে বরে হবেনাক বিয়ে,
একটী বছর প্রমাই তাঁর।
বছরের পরে হবে গো মরণ,
সত্যবানে বিয়ে দিওনা রাণী,

হবে গো বিধবা মেয়েটি তোমার,
গেলেন নারদ বলে এ বাণী।
কিন্তু নৃপবালা করেছেন পণ,
বিনে সত্যবান অন্যেরে বিয়ে,
না করিবে কভু সত্যবানে বরি,
বরঞ্চ রবেন বিধবা হয়ে।
কি করেন আর দুঃখে রাজা রাণী,
এনে সত্যবানে বনেতে গিয়ে,
এক বই আর ছিল না ত মেয়ে,
কত ঘটা করে দিলেন বিয়ে।
সত্যবান সঙ্গে সাবিত্রী সুন্দরী,
গেলেন বনেতে বিয়েব পরে,
কত মত সেবা শাশুড়ী শ্বশুরে,
করেন সাবিত্রী ভকতি করে।
এমনি করিয়ে কাটিল বছর,
সত্যবান আয়ু হইল শেষ;
করিলেন ব্রত সাবিত্রী, সাবিত্রী,
মরণের দিন হল প্রবেশ।
বিকালের বেলা যান সত্যবান,
মা বাপের তরে আনিতে ফল,
সাবিত্রী, অমনি যান সাথে সাথ,
মুছিতে মুছিতে চোখের জল।
বনের ভিতর গেলেন দুজন,
সত্যবান ফল পাড়েন ধীরে,
অকস্মাৎ মাথা করে গো কেমন,
যেন শত বিছা দংশিল শিরে।
সত্যবান দশা দেখিয়ে সাবিত্রী,
উরুদেশে তাঁর রাখিয়ে মাথা,
রহিলা বসিয়ে, গালে দিয়ে হাত,
কতক্ষণে হল আশ্চর্য্য কথা—
এলো যম দূত বিকট আকার,
নিতে সত্যবানে যমের পুরে,
কিন্তু কার সাধ্য যায় তাঁর কাছে,
ভয়েতে তাহারা দাঁড়াল দূরে।
সতীত্বের তেজ তাদের কাছেতে,
অনন্ত আগুন সমান জ্বলে,
পলাইল দূত পেয়ে বড় ভয়,
যমরাজে গিয়ে সকলি বলে।
যমরাজ ফের পাঠালেন দূত,
তারাও আবার পলাল ভয়ে,
না দেখি উপায় নিজে যমরাজ,
আসিলেন তথা কুপিত হয়ে।
সতী তেজ দেখি তাঁরো লাগে ভয়,
বিদ্যুতের মত জ্বলিছে তথা,
হল না সাহস, নিকটে যাইতে,
দূরে থাকি ধীরে বলেন কথা।
যমরাজ ধীরে বলেন সাবিত্রী,
দাও সতী সত্যবানে,
মরেছেন ইনি, আর কেন রাখ,
এখন আমারি স্থানে
থাকিবার কথা, আমি যমরাজ,
সত্যবানে যাব নিয়ে,
তুমি যাও ঘরে, আর কেন ভাব,
রাত্রি হল দেখ চেয়ে।
বলেন সাবিত্রী করে নমস্কার,
"কি ভাগ্য ছিল আমার,
তাই আপনার পেয়েছি দর্শন,
ভয়ে ভয় নাই আর।
কত মতে পরে করিলেন স্তব,
যম তুষ্ট হয়ে কন,
সত্যবান প্রাণ ছাড়া অন্য বর,
চাও সতী যাতে মন।

বলেন সাবিত্রী করি যোড় হাত,
যদি পিতঃ দিবে বর,
শ্বশুর আমার দুটি চক্ষু হীন,
চক্ষু দান তাঁরে কর।
যমরাজ শুনে বলেন "তথাস্তু"
চাও ফের অন্য বর,
কিন্তু সত্যবান, প্রাণ, চাহিও না,
এ কথাটি মনে কোর
বলেন সাবিত্রী হাত যোড় করে,
এই বর দেহ তবে,
শ্বশুর আপন রাজ্যপান ফিরে,
তাঁর কষ্ট দূর হবে।
পুনরায় যম কন, লও বর,
তুষ্ট আমি তোমা প্রতি,
হয়েছি গো বড়, তোমার চরিত্রে,
যাহা ইচ্ছা মাগো সতী।
বলেন সাবিত্রী, দাও এই বর,
পুত্র হীন মোর বাপ,
শত পুত্র তাঁর হোক সদাচারী.
তা হলে ঘুচিবে তাপ।
বারে বারে যম, তুষ্ট হয়ে অতি,
কন্ ফের চাও বর,
বর নিয়ে সতি, দাও সত্যবানে,
যাও আপনার ঘর।
সাবিত্রী অমনি সুযোগ বুঝিয়ে,
কন্ যদি দিবে বর,
সত্যবান হতে. হোক শত ছেলে,
পাঁচ, পাঁচ, বর্ষান্তর।
"তথাস্তু" বলিয়ে ত্বরাকরি যম
সত্যবানে লয়ে যান,
পিছে পিছে সতী, যান দ্রুতগতি,
অন্য দিকে নাহি চান।
ফিরে চেয়ে যম, বলেন তোমার,
এ কর্ম্ম উচিত নয়,
জীবন্ত শরীরে, যেতে যমপুরে,
কার সাধ্য নাহি হয়।
মরেছে গো স্বামী, ঘরে গিয়ে তুমি,
সৎকার্য্য কর গে তার,
হবে তাতে পুণ্য, রেখো সতী ধর্ম্ম,
তবেই হবে উদ্ধার।
বলেন সাবিত্রী, একি কথা পিতঃ!
এই বর দিলে তুমি,
সত্যবান হতে, হবে শত ছেলে,
তবে কেন লও স্বামী।
ভেবে মিথ্যা কথা, মনে পাই ব্যথা,
আমার কপাল দোষে,
ধর্ম্মরাজ হয়ে, মিথ্যা দোষে দোষী,
হতে কি হল গো শেষে।
এ কথায় যম, লজ্জা পেয়ে কন,
সাবিত্রী! সাবিত্রী তুমি,
তোমা তুল্য কেউ, হবে নাক আর,
বাঁচালে গো মরা স্বামী,
দুই কুল তুমি, করিলে উদ্ধার,
আমারে করিলে জয়,
তোমার নামেতে পাপ দূর হবে,
ধন্য ধন্য জগন্ময়।
এ কথা বলিয়ে, সত্যবানে দিয়ে,
যম যান নিজ ঠাঁই,
সাবিত্রীর কথা হল গো সমাপ্ত,
হরি হরি বল ভাই।

শ্রীমতী ভূবন মোহিনী দেবী
মুন্সীঘাট বেনারস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৫ সংখ্যা } অগ্রহায়ণ ১২৯৪—ডিসেম্বর ১৮৮৭। { ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) এ বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩টী যুবতী প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন। এটী একটী শুভলক্ষণ।

(২) আগামী বর্ষ হইতে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে স্ত্রীলোকগণ ডাক্তারী শিখিতে পারিবেন, তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। যে সকল স্ত্রীলোক প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা অথবা বাঙ্গালা সাহিত্যে শিক্ষিতা অথবা অন্যূন ১৬ বর্ষ বয়স্কা, তাঁহারা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কতকগুলি বৃত্তি ও পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বড় গাড়ী করিয়া তাঁহাদিগকে আনা হইবে। শ্রেণীর সম্মুখভাগে অথবা আবশ্যক হইলে স্বতন্ত্র স্থলে তাঁহাদিগের জন্য আসন নির্দিষ্ট হইবে। ব্যবচ্ছেদ প্রণালী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে। ইহাদিগকে হাসপাতালে দিবাভাগে আসিতেই হইবে, রাত্রিকালে আসিতে হইবে না। আমরা আশা করি ছাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট হইবে।

জাতীয় সমিতি—আগামী ২৮, ২৯,৩০শে এই তিন দিবস মান্দ্রাজে এই মহা সমিতির অধিবেশন হইবে। কলি-

কাতার দেশহিতোৎসাহী সুবক্তাদল তথায় যাইতেছেন। বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগর হইতে প্রতিনিধি সকলও নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে পরীক্ষাদির অসুবিধা হয়, এজন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য এলাহাবাদে একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি চিহ্ন—বঙ্গের কবি চূড়ামণি মাইকেলের কবরোপরি কোন স্মৃতি-চিহ্ন না থাকাতে তাঁহার দেহাবশেষ শীঘ্র স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা। এই দুর্ঘটনা নিবারণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন নিমিত্ত একটী কমিটী হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন ইহার ধনাধ্যক্ষ। আমরা আশা করি শিক্ষিতা রমণীগণও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিছু কিছু দান প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন।

স্ত্রীলোকের সৎকীর্ত্তি—সারজন্ লরেন্স জাহাজে যে সকল স্ত্রী যাত্রীর অকালমৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ কয়েকটী ইংরাজ মহিলা হাবড়া পুলের নিকট ঘোড়াঘাটে একটী সুন্দর প্রস্তরফলক স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাণী শরৎসুন্দরীর পুত্রবধূ অতি দক্ষতাসহকারে জমীদারী চালাইতেছেন। স্বামীর বিবাহকালীন ঋণ ২৫ হাজারি টাকা ইতিমধ্যে শোধ করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঋণ শোধ না হইলে দত্তক গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। ইঁহার সৎকার্য্যে ব্যয়ও আছে।

দলীপের মন্ত্রণা—হাইদ্রাবাদের নিজাম অযাচিতভাবে গবর্ণমেণ্টকে ৬০ লক্ষ টাকা দিতে চাহাতে দলীপসিংহ তাঁহাকে পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন "ভ্রাতঃ ইংরাজ তোমাদের ফল সিংহাসন খোয়ান, সাবধান হইও।"

গুজরাটী সাহিত্য—সামুয়েল স্মাইলস্ তাঁহার "চরিত্র" নামক পুস্তকের ২য় অধ্যায়ে মাতার চরিত্রগুণে কিরূপে সন্তানের চরিত্র গঠিত হয় তাহার আলোচনা করিয়াছেন; সুরাটের শ্রীমতী মহালক্ষ্মী কালাবাই উক্ত পুস্তকের কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ গুজরাটী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং লর্ড রিপণের নামে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ অধ্যায়গুলি অনুবাদিত হইলে এদেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

তাস্তিয়া ভীল—মধ্য প্রদেশের সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু তাঁতিয়া ভীল পুনরায় নিমাজ জেলায় উপস্থিত হইয়া অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে।

এবার একটী ডাকাইতি করিতে গিয়া দুইটী স্ত্রীলোককে ধরিয়া একজনের নাক কাটিয়া দিয়াছে। কিন্তু শুনা আছে, কোন গুরুতর কারণ না ঘটিলে ঠাঁতিয়া স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলে না।

উদাসীনের চিন্তা।

স্বার্থপরতা যেমন মানব প্রকৃতির কলঙ্ক, স্বার্থহীনতা তেমনই ইহার সৌন্দর্য্য। স্বার্থ বর্জ্জিতা মানব চরিত্রের দেবত্ব, স্বার্থপরতা পশুত্ব। স্বার্থ বিনাশই নৈতিক জীবনের আদর্শ। এই জন্য প্রাচীন আর্য্য নীতি শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন "পুণ্যায় পরোপকারঃ পাপায় পর পীড়নং" পরোপকার স্বার্থ হীনতারই বিকাশ, পরোপকার স্বার্থের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মানুষ বিশ্বজনীন প্রেমের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যদি ভোগ স্পৃহারূপ বিষাক্ত কীট এই বীজ ধ্বংস না করে, তাহা হইলে ইহা অনুক্রমে বিকশিত হইয়া সুফল প্রসব করিতে থাকে। জ্ঞানময় বিশ্ব নিয়ন্তার রাজ্যে এই বীজ বিস্ফুরণের সকল আয়োজনই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি মানুষকে স্বর্গ হইতে এক নির্জ্জন নিবিড় কাননে নিক্ষেপ করেন নাই। মানুষ পারিবারিক জীব, মানুষ সামাজিক জীব, মানুষ মানব জগতের জীব। পরিবারে মানুষ প্রত্যেক আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত সমাজে প্রত্যেক সভ্যের সহিত এবং মানব জগতে প্রত্যেক মানবের সহিত সম্বন্ধ। সর্ব্বপ্রথমে মানুষ জননীর নিকট স্বার্থত্যাগের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। জননীর সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বিশেষতঃ এই সময়ে তাহার মন অতি কোমল এবং শিক্ষার বিশেষ উপযোগী থাকে, সেই সময়ই জননীর সহিত তাহার বিশেষ সংযোগ, তাই জননীর চরিত্র সন্তান চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। জননী চরিত্রে যতটুকু স্বার্থত্যাগ সচরাচর সন্তান চরিত্রেও তাহা অঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা। আক্ষেপের বিষয় এই যে, জগতের অতি অল্প সংখ্যক জননীই স্বার্থবিবর্জ্জিত বিশ্বজনীন প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ইংলণ্ডের একজন লেখক সত্যপূর্ব্বক লিখিয়াছেন "রমণীর উত্তর সীমা স্বামী, পূর্ব্ব সীমা সন্তানবর্গ, দক্ষিণ সীমা পিতা মাতা এবং পশ্চিম সীমা যদি বৃদ্ধা শ্বশ্রু থাকেন তাহা হইলে তিনি।" উল্লিখিত লেখক ব্যঙ্গপূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকল দেশের রমণীদিগের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ জননীগণ স্বার্থত্যাগ করিতে যাইয়াও আপনাকে ভুলিতে পারেন না, আপনার উপর এক চোখ রাখিয়া আর এক

চোখে যতদূর দেখিতে পারেন ততদূরই তাঁহার প্রেমের সীমা, সেই সীমা অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। এইরূপে মায়ের চরিত্রের ছায়া সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই সমাজে আমরা বিশ্বজনীন প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাইতেছি না। কেবল মাত্র যাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রেমের বৃত্তের পরিধি কেবল তাহাদিগের উপরই পড়িতেছে। ভারতবর্ষে একান্নভুক্ত পরিবার বহুদিন হইতে বর্ত্তমান, কিন্তু এখানেও দেখিয়াছি জননীগণ নিজ নিজ বৃত্ত অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন না। অনেক স্থলে তাঁহারাই পরিবার বিশ্লেষণের কারণ হইয়া পড়েন। অপরকে প্রেম করিতে যাইয়াও যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না তাঁহাদিগের সেই প্রেমকে স্বাভাবিক সংস্কার বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারণ স্বার্থবিবর্জ্জিত পর-প্রেমে ইচ্ছার রাজত্ব বর্ত্তমান। যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পর-প্রেমে বিগলিত হন, তাঁহার প্রেম কেবল দুই চার জনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ঘোর সাংসারিকতা, ঘোর স্বার্থপরতা, ঘোর ভোগতৃষ্ণার মধ্যে স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিতে পারেন জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের পশুত্ব ভাব বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু কোথায়? বরং তাহার বিপরীত ঘটনাই অহর্নিশি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইরূপ সঙ্কটকালে জননীগণ প্রকৃত স্বার্থত্যাগের আদর্শ হউন। কেবল সন্তান প্রেমের দৃষ্টান্তে বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষা হইবে না। তাহা পশুতেও আছে। সন্তান প্রেমের দৃষ্টান্তে সন্তান প্রেমেরই অনুকরণ হইতেছে, ইহা আরও বিপদের কারণ। আমাদের মানবীয় ইচ্ছা দ্বারা যদি আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা ভঙ্গ করি তজ্জন্য আমরা দায়ী। তাই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রাণাঘাট ও পালচৌধুরী বংশের আদি বৃত্তান্ত।

এ দেশের কোন গ্রামেরই প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থা, কিম্বদন্তী প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া কতকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। তদনুসারে, রাণাঘাট যে অনধিক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাণিজ্যাদির উপযোগী হইয়াছিল এরূপ বোধ হয়। চূর্ণি বা মাতাভাঙ্গা নাম্নী একটী নদী অদ্যাপি এই গ্রামের পশ্চিম উত্তর

কোণে বেগে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামের নিকটস্থ নদী, তত্তদ্ গ্রামে বাণিজ্যাদি প্রবল হইবার একটী প্রধান কারণ। রাণাঘাটের ইতিহাস সম্বন্ধে অতীতকালের নিবিড় অন্ধকার মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষণিক আলোক দৃষ্ট হয় মাত্র, তাহাতে তৃপ্তি হয় না; কেবল কৌতূহল-শিখা প্রজ্জলিত হয়।

রাণাঘাটের পূর্ব্ব প্রান্তে "জড়ানে তলার বিল বা পুকুর" বলিয়া একটী ক্ষুদ্র তড়াগ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি এই গ্রাম হইতে গোপালনগর পর্য্যন্ত যে রাজ-পথ গিয়াছে, ঐ পথের দ্বারা উক্ত পুকুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ পুকুরের উত্তর ধারে পূর্ব্বকালে কতকগুলি দস্যু বাস করিত। উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ঐ স্থানে জন-নিবাসের কোন কোন চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। উহার চারি দিকে জঙ্গল, পশ্চিমের জঙ্গলে পরস্পর কাছাকাছি দুইটী পুকুর (জানা যায় না কাহার খাত) ছিল; "দো-সতিনা" নামে ঐ দুটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণের জঙ্গল মধ্য দিয়া একটী অল্প পরিসর নদী প্রবাহিত ছিল; যদিও কালসহকারে উহার গর্ভ প্রায় সম-ভূমিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে, তথাপি বর্ষাকালে উহা অদ্যাপি প্রকৃত নদীরূপেই প্রতীয়মান হয়। ঐ নদীর নাম হাজর। রণা নামক কোন ব্যক্তি, উক্ত দস্যু দলের অধ্যক্ষ ছিল। এই সময়ে রাজা রঘুরাম রায় নদীয়ার রাজা ছিলেন। অতএব ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বেও ২০০ শত বৎসরের মধ্যে রাণা-ঘাট নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। জড়ানে-তলার পুকুর, রণার গৃহ পুষ্করিণী ছিল। রাণাঘাটের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে আসুলিয়া এবং ২।৩ ক্রোশ পূর্ব্বে শঙ্করপুর নামক যে দুইটী গ্রাম আছে, শুনা যায় রণার সময়ে ঐ দুটী গ্রামের বিলক্ষণ সমৃদ্ধি ছিল।

রণার বাটী হইতে প্রায় এক মাইল উত্তর পশ্চিম চূর্ণি নদীর পূর্ব্ব অনতি-দূরে একটী বড় বিস্তৃত দুর্গম অরণ্য ছিল। ঐ অরণ্যই রণার ঘাটি ছিল; রণা স্বদলের সহিত ঐ বনে মিলিত হইয়া দস্যু বৃত্তির পরামর্শ করিত, অধিক সময় ঐ বনে আপনাদিগকে লুক্কায়িত রাখিত। ইহা দ্বারাই অনু-মিত হইতেছে,ঐ বনটী কীদৃশ ভয়াবহ। ঐ বনে রণার আশ্রয় গৃহ সকল মৃত্তি-কার নিম্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ অন্য প্রকার জনশ্রুতি আছে। দস্যুর আশ্রয়, ঐরূপ হওয়াই সম্ভব। বোধ হয়, রণারঘাটি হইতেই রাণাঘাট নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে রণা দস্যুর বিনাশ ও দলভঙ্গ হইল, কিরূপে কোন্ কোন্ স্থান হইতে কোন্ জাতি আসিয়া ইহাকে জনস্থান করিয়া তুলিল; কোন্ কোন্ সোপানে পদবিক্ষেপ করিয়া রাণাঘাট বর্ত্তমান

অবস্থায় উপস্থিত হইল; তাহার সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে খুব পরিশ্রমের সহিত দেখিয়া আসিলে রাণাঘাটের কঙ্কাল অথবা প্রাচীন ছায়ার অস্পষ্ট দর্শন, অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একালে আমাদের সে উদ্দেশ্য নহে।

যেরূপেই হউক, রণার বিনাশ হইল; গ্রামের নাম রাণাঘাট হইল। অনেক লোক আসিয়া এখানে আবাস গ্রহণ করিল; চূর্ণি নদী, অধিবাসীগণকে কারবারে সাহায্য দিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে আবাদ আরম্ভ হইল; এমন কি বর্ত্তমান রাণাঘাটের যে অংশ পালচৌধুরী ষ্ট্রীটের পূর্ব্বে অবস্থিত, তাহা ১২২১ সাল পর্য্যন্ত আবাদি জমি ছিল। ঐ অংশের মধ্যস্থ বন (এই বনের মধ্যেই রণারঘাটি ছিল) হইতে সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী শ্যামা মূর্ত্তির আবিষ্কার হইল। ঐ আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে একটী রমণীয় আখ্যান প্রথিত আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

ক্রমে ক্রমে তৎকালীন গ্রাম বাসিগণ দেখিলেন, যে, প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী দুগ্ধবতী গাভী ঐ নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার ঠিক্ এক সময়ে বহির্গত হয়। যে বনে লোকের চলাচল নাই। অন্তবিধ গ্রাম্য পশ্বাদিও যায় না; সেই বনে উপরি উক্ত আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, ঐ বন মধ্যে একটী পরিষ্কৃত স্থান আছে; গাভীটী সেই স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং তাহার স্তন হইতে স্বতঃ নিসৃত পয়োধারায় সেই স্থানটী অভিসিক্ত হইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে গাভীটী বন হইতে বহির্গমন করে। পরে সেই স্থান হইতে এক শ্যামা মূর্ত্তি বহির্গত হইল। গ্রামবাসিগণ মহা যত্নে তাহার প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাই বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বরী। এই শ্রুতি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, রণার গুপ্তাশ্রয় মাটীর মধ্যে ছিল এবং ঐ প্রতিমা তাহারই প্রতিষ্ঠিতা "দস্যুকালী"।

যখন রাণাঘাটে অনেক লোকের বাস হইয়াছিল, রণাডাকাতের শ্মশান কালী, গ্রাম্য সিদ্ধেশ্বরী হইয়াছিলেন, তখনও নদীর নিতান্ত তীরবর্ত্তী মণ্ডপতলা নামক স্থানে একটী নিবিড় বন ছিল। ঐ বনে এক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তৎকালের গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে পরম জ্ঞানী বলিয়া জানিত। অনেকে সেই বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিত। সেই সন্ন্যাসীর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঘাটির অনেক রহস্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসী কি রণার একজন সঙ্গী নহে? পূর্ব্ব বাসস্থানের মায়া কাটাইতে না পারিয়া ছদ্মবেশে ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। যেহেতু এরূপ শ্রুতিও

আছে যে, রণার বিনাশের পর আর এক জন দস্যু তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিয়াছিল। অথবা ঐ সন্ন্যাসী রণার সময় হইতেই ঐ স্থানে বাস করিতেছিল। এই জন্যই ঐ বনের অনেক খবর বলিতে পারিত। বর্ত্তমান কালে যে স্থানে মণ্ডপতলার ষষ্ঠীতলা, উপরি উক্ত বন সেই স্থানে বিদ্যমান ছিল। মণ্ডপ শব্দে আশ্রয়, সন্ন্যাসীর আশ্রয় ছিল বলিয়া ঐ স্থান মণ্ডপতলা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

রাণাঘাটের অবস্থা যখন কিয়ৎ-পরিমাণে ভাল হইয়াছিল, অনেক লোকের বাসস্থান হইয়াছিল, রাণা-ঘাটের নাশড়া নামক পল্লীতে কায়স্থ জাতীয় যে সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবার বাস করিতেছেন, শুনা যায় ঐ ঘোষেরা এবং বর্ণস্থ বটীতলার এক ঘর ব্রাহ্মণ এখান-কার আদিম নিবাসী। পরে কারবা-রাদির সুবিধা হইতে লাগিল, তখনই নানা স্থান হইতে কারবারী লোকেরা এই স্থানে আসিয়া বাস করে। ঐ সকল লোকের মধ্যে তিলি জাতিই সর্ব্ব-প্রধান। হিন্দু জাতির প্রধান প্রধান কয়েকটী বর্ণ ছাড়া, অবশিষ্ট সমুদায় "নবশাখ" (১) বলিয়া খ্যাত। তিলি ঐ নবশাখের অন্তর্গত। বোধ হয়, তিলাদি শস্যের ব্যবসায় হইতেই তিলি শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যখন সর্ষপ হইতে তৈল উৎপাদনের নিয়ম প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন, কত শস্য হইতে কত তৈল হইবে এই তুলা অর্থাৎ পরিমাণ, যাঁহারা নির্ণয় করিলেন, তাঁহাদের উপাধি তৌলিক হইল। ঐ তৌলিক, অপভ্রষ্ট হইয়া তিলি হইয়াছে। তেলের সহিত সংস্রব ছিল বলিয়া পশ্চিমের তিলিরা কাল-সহকারে কলু হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তিলি জাতি প্রথম হইতেই নানা দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, ব্যবসায় করিতে হইলেই সর্ব্বদা তুলা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইতেই তৌলিক, তৌলিক হইতে তিলি হইয়াছে। এই তিলি জাতি সর্ব্ব প্রথমে কোন্ স্থানে বাস করিত তাহার নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহারা যে, ব্যবসায়ী, ইহাদের পরবর্ত্তী বাসস্থান ও শাখা ভেদ সকলের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। ইহারা, ক্রমে ব্যবসায়সূত্রে চারিটী স্থানে বাসস্থান করিতে বাধ্য হয়। সেই চারিটী স্থান, যথা—(১) বেতনা, (২) মামুদোবাজ, (৩) সাতগাঁ, (৪) সোনার গাঁ।

তিলি জাতি যে ব্যবসায়সূত্রে ঐ চারিটী স্থানে বাস করে, তাহা ঐ স্থান কয়টীর অবস্থা দর্শনে প্রতিপন্ন হইতেছে। সাতগাঁ অথবা সপ্তগ্রাম, যে স্বরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী হওয়াতে বাণিজ্য প্রধান ও ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছিল, প্রথমোক্ত গ্রামটী সেই স্বরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী, অতএব উহাও

(১) নাপিত, কুমার, কামার, মালাকর, বণিক, তিলি, তাম্বুলিক, মোদক, সদ্গোপ।

যে সাতগাঁর ন্যায় না হউক, একটী বাণিজ্যের স্থল ছিল তাহা খুব সম্ভব। মাম্‌দোবাজ বেহুলা নদীর তীরবর্ত্তী। বেহুলা নদী কোন সময়ে বহু সংখ্য বাণিজ্যতরী ভাগীরথীতে বাহিত করিত, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহার প্রমাণ আছে। সপ্তগ্রাম ও স্বর্ণগ্রাম এই নগরদ্বয়ের যথাক্রমে বাণিজ্য বিষয়িণী খ্যাতি ও কোন সময়ে বাঙ্গালার মধ্য ও পূর্ব্ব প্রদেশের রাজধানীরূপে মনোনীত হওয়ার বিষয় বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অতএব এখন সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিলি জাতি উপরি উক্ত চারি স্থানে বাস নিবন্ধন চারি নামে বা শাখায় বিভক্ত হইলেন। যথা,—(১) বেতনাই, (২) মাম্‌দোবেজো, (৩) সাতগাঁই, (৪) সোণারগাঁই। কেহ কেহ বেতনাই নাম উৎপত্তির অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু, তিলি জাতির অন্যান্য শাখার নাম, যখন বাসস্থান বা ব্যবসায় বিশেষ হইতে উৎপন্ন, তখন একমাত্র বেতনাই নামের উৎপত্তির কারণ অন্যবিধ কিরূপে সম্ভবে? তাহারা যে সকল কারণে এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনে বাধিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যবসায়ের সুবিধা অসুবিধাই প্রধান বলিয়া বোধ হয়। ব্যবসায়সূত্রে বা অন্যবিধ কারণে কালসহকারে তাঁহারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বাসস্থান বিস্তৃত করিলেন। নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধান। যথা

১	মেদগাছী	জিলা	হুগলী
২	বাঁশবেড়ে	”	ঐ
৩	ভবনগর	”	নদীয়া
৪	শ্যামখুড়	”	ঐ
৫	শিবনিবাস	”	ঐ
৬	আসাননগর	”	ঐ
৭	মেটিবি	”	ঐ
৮	শ্রীনগর	”	ঐ
৯	কৃষ্ণনগর	”	ঐ
১০	দোগেছে	”	ঐ
১১	শান্তিপুর	”	ঐ
১২	উলো	”	ঐ
১৩	বেলপুকুর	”	ঐ
১৪	দৌলতগঞ্জ	”	ঐ
১৫	ভাদুনী	”	(?)
১৬	শ্রীরামপুর	”	হুগলী
১৭	মৌড়ী	”	ঐ
১৮	বৈদ্যপুর	”	ঐ
১৯	রাণাঘাট	”	নদীয়া।

এই সকল গ্রামে যেমন তাঁহাদিগের বাসস্থান বিস্তৃত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শাখা ভেদও হইতে লাগিল। যথা,—

১ নূনে
২ তুঁষকোটা
৩ একাদশ
৪ দ্বাদশ ইত্যাদি।

নূনে ও তুঁষকোটা কিরূপে হইল তাহা সহজেই বোধ হয়; কিন্তু একা-

দশ ও দ্বাদশের হিসাবও বোঝা গেল না। নদীয়া জেলার সকল তিলিই যে, বরাবর বেতনা প্রভৃতি চারিটী মূল স্থান হইতে একেবারে ঐ সকল স্থানে আসিয়াছে, এমন বোধ হয় না; তাহারা নদীয়া জেলার মধ্যে আসিয়াও স্ব স্ব ইচ্ছা ও অসুবিধা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। রাণাঘাটে বেতনাই ও নুনে এই দ্বিবিধ তিলি দৃষ্ট হয়। প্রামাণিক, পাল, মাণিক, কুণ্ডু, নন্দী, সরকার, দে, রাণাঘাটস্থ বেতনাই তিলিদিগের এই কয়প্রকার উপাধি। সীতারাম প্রামাণিক নামক কোন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে রাণাঘাটে আসিয়া বাস করে। তিলিদিগের মূল উপাধি নন্দী, কুণ্ডু, পাল, সীতারামের বংশীয় ৬।৭ ঘর প্রামাণিক অদ্যাপি রাণাঘাটে বর্ত্তমান আছে।

নদীয়া জেলার মধ্যে তিলি জাতির প্রধান বাসস্থান বলিয়া যে সকল গ্রামের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, বর্ত্তমানে উহার কোন কোন গ্রামে তিলির সংখ্যা খুব হ্রাস হইয়াছে, হয়ত কোন কোন স্থান এককালে তিলি শূন্যই হইয়াছে। তিলির বাসস্থান বলিয়া পূর্ব্বে যে ভবনগরের উল্লেখ করা গিয়াছে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজ্য শাসনের শেষ সময়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবদ্বীপের রাজা ছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে, তিলি জাতীয় পাল উপাধিধারী কোন ব্যক্তি সেই ভবনগর হইতে রাণাঘাটে আসিয়া বাস করেন। কেহ বলেন তাঁহার নাম সহস্ররাম, কেহ বলেন সহস্ররাম তাঁহার পুত্র। সহস্ররামের রাণাঘাটে আসিবার সময় নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়।

রাণাঘাটের উত্তর সীমায় হিজুলি নামে একটী পল্লী আছে। তত্রত্য কোন ব্রাহ্মণ সহস্ররামের পুরোহিত ছিলেন। সহস্ররামের তৎকালীন দুরবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার পৌরহিত্য ত্যাগ করেন। রাণাঘাটস্থ রমাই পণ্ডিত ঐ পৌরহিত্য গ্রহণ করিলেন। রমাই পণ্ডিতের সময় বঙ্গদেশ বর্গীর ভয়ে কম্পিত ছিল। বর্গীর হাঙ্গাম, আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বের শেষভাগে সংঘটিত হয়। নিম্নলিখিত গীত, ইহা সপ্রমাণ করিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন পূর্ব্বে বঙ্গ সমাজে সুখ ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালীরা নিয়মিতরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দুই প্রহরের পর আহার করিতেন। তখন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া পাগড়ী বাঁধার প্রথা ছিল না। আহারের অব্যবহিত পরে দুর্ভর চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া আত্মকার্য্য করা বা সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত স্থান অধিকার পূর্ব্বক নাসিকাধ্বনি করিয়া "ভুক্তারাজ বদাচরেতের ৩" তত বাহুল্য ছিল

না। তখন আহারের পর প্রকৃত বিশ্রাম ছিল, আমোদ ছিল। পল্লী-গ্রামস্থ প্রাচীনবর্গ আহারের পর একত্রিত হইয়া পল্লীস্থ কাহার চণ্ডী-মণ্ডপে বা বৃক্ষ-ছায়ায় পরিষ্কৃত শষ্প-শয্যায় উপবেশন করিতেন। আগুনের মালসা এবং ডাবা হুঁকার বন্দোবস্ত কিছু বিশেষ রূপেই হইত। নিশ্চিন্তে মন খুলিয়া আমোদের চূড়ান্ত বকামি হইত। বকামিতে কি আমোদ, বকা ভিন্ন কে বুঝিবে? লোকে বলে, যে বকা, সে নিকর্ম্মা; কিন্তু আমি যে অভিধান পড়িয়াছি তাহাতে বকার অর্থ সুখী। রমাই পণ্ডিত একদিন সদলে বৃক্ষতলে বসিয়া ঐরূপ সুখ সম্ভোগে আসক্ত ছিলেন। হঠাৎ অশ্বের ভয়ঙ্কর চীৎকার তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। সেই কর্ণগোচর,—সেই পলায়ন, একেবারে গৃহপ্রবেশ ও দ্বার রোধ। দলের কে কোন্ দিকে গেল তাহার ঠিক নাই; পা ঠেকিয়া হুঁকার মালসাও গড়াইয়া গেল। পরে অব-গত হইলেন, তিনি যে অশ্বের চীৎকার শুনিয়াছিলেন, তাহা একজন ভিক্ষার্থী ফকীরের। তখন সগর্ব্বে গৃহবহির্গত হইয়া ফকিরকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন; সে ফকির,—ফক্‌রে ঘোড়াকে বর্গীর ঘোড়ার মত ডাকাইবে কেন?

সহস্র রাম এখানে আসিয়া প্রথমে যেস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নই নাই। অনেকে অনুমান করেন এখন সেস্থান নদীর অপর পারে গিয়া পড়িয়াছে। কাল সহকারে অবস্থার কিছু উন্নতি হইলে যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন তাহার কোন কোন অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং বাবু ব্রজনাথ পাল চৌধু-রীর অন্তঃপুরের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। সহস্র রামের তিন পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, ও রামনিধি। এই কৃষ্ণচন্দ্রই সুবিখ্যাত কৃষ্ণ পান্তী। ইনিই লর্ড ময়রা বাহাদুরের সময়ে কৃষ্ণনগর রাজ সরকার হইতে চৌধুরী-উপাধি লাভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী হন ও রাণাঘাট পাল চৌধুরী পরিবারের সৃষ্টি করিয়া যান। চরিতাষ্টক নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে ইঁহার অপূর্ব্ব চরিত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে।

সে দিনের কথা।

নহে বহু দিন,—সে দিনের কথা!
তবু কত দূরে গিয়াছে স'রে,
ঘটনার পাতা—সমস্ত গ্রন্থেতে
উলটিল কত তাহার পরে॥ ১

জীবনের পটে,—আমার ছবিতে
নিরাশার কালী পড়েছে কত,
কতগুলি ছবি বিস্মৃতির জলে
গিয়াছে মুছিয়া জনম মত॥ ২

সে দিনের কথা,—তবু পুরাতন !
ভাল ক'রে মনে মনে না আসে,
স্বপনের কথা মিলায় নিদ্রায়
দু' একটী রহে স্মৃতির পাশে ॥ ৩

সুখ দুঃখ-স্রোত সদা বহমান
ভেসে যায় তাহে পুরাণ কথা,
দু' একটী তার আঘাতিয়া কূলে
রাখে চিহ্ন, দিয়া দারুণ ব্যথা ॥ ৪

তাই যাহা কিছু রয়েছে মনেতে,
অন্য সবগুলি গিয়াছে ভেসে,
ঘুম ঘোরে যেন বিষাদের গান
হাসির মাঝারে উঠে গো হেসে ॥ ৫

তাই বসে ভাবি—সে দিনের কথা—
সে দিনের হাসি কোথায় এবে ?
সে দিনের অশ্রু গিয়াছে শুকা'য়ে,
কেন বা চমকি সে সব ভেবে ? ৬

সে দিনের কথা—ছিলাম দাঁড়ায়ে
পথহারা হ'য়ে সংসার বনে।
সে দিনের কথা—ছিলাম একাকী
ঘুরি যথা তথা উদাস মনে ॥ ৭

সে দিনের কথা—সংসার বিরাগী—
অতৃপ্ত হৃদয়ে বিশুষ্ক হাসি।
সে দিনের কথা তা'ছিলা জীবনে,
সে দিনের মিছে ভাবনা রাশি ॥ ৮

তবু মনে নাই—সে দিনের কথা
অদৃশ্য, বিস্মৃতি আঁধার কোলে।
জোনাকের মত দু' একটী তার
থাকি থাকি যেন উঠিছে জলে ॥ ৯

কালিকার কথা আজ মনে নাই,
আজিকার কথা রবে না কাল।
"কাল" শুনি সব "আজে" পরিণত
"আজ" শুনি সব বিগত কাল। ১০

যাবে কত দূরে এইরূপে সব,
গিয়াছে বা কত কি আছে মনে ?
সে দিনের কথা গেছে কত দূরে
ফিরিবে কি কভু আর জীবনে ? ১১

উদ্ভিদ বিজ্ঞান।

(২৭৪ সংখ্যা, ২০২ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রসূন ও অপ্রসূনবতী বৃক্ষ।

সমুদয় উদ্ভিজ্জ পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, ১ম প্রসূনবতী বা সপুষ্পক অর্থাৎ যাহারা প্রকাশ্যে পুষ্প প্রসব করে, ২য় অপ্রসূনবতী বা অপুষ্পক যাহাদিগের পুষ্পোদ্গম হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রথম জাতীয় উদ্ভিদগণের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। * উপবন, ক্ষেত্র ও উদ্যানে

* বা, বো, ১৫১ সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

আমরা কেবল এই জাতীয় উদ্ভিজ্জই দেখিতে পাই। কাহারও কাহারও নয়নতৃপ্তিকর বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প দর্শনে মন বিমোহিত হয়, এবং কাহারও কাহারও অদৃশ্য মুকুল গন্ধে নাসারন্ধ্র পুলকিত হইয়া থাকে। প্রথম জাতীয় সকল বৃক্ষই কুসুম প্রসব করে। কতকগুলির মুকুল হরিদ্বর্ণ, ইহারা যখন পলিত পত্র মূল বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরাকারে উদ্ভূত হয়, অনভিজ্ঞ চক্ষু তখন তাহাকে নবপত্রোদ্গম বলিয়াই স্থির করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা মুকুলব্যতীত আর কিছুই নহে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত অনায়াসে তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হন। সামান্য দূর্ব্বাদলও মুকলিত হইয়া থাকে; ইহাদিগের মুকুল সকল সচরাচর হরিদ্বর্ণ এবং এত সূক্ষ্ম যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যান্য মুকুলাপেক্ষা ইহার অস্তিত্বও অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, তজ্জন্যও দূর্ব্বামুকুল দৃষ্টিগোচর হয় না।

আমাদিগের আর্য্য কবিরা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী হইলেও দূর্ব্বামুকুলের বিষয় কাহাকেও উল্লেখ করিতে শুনা যায় না, কিন্তু ইংরাজ কবিরা ইহা জানিতেন। এক ব্যক্তি মানব জীবনের অনিত্যতা প্রকাশচ্ছলে বলিয়াছেন যে মানবের শক্তি ও সৌন্দর্য্য "দূর্ব্বাকুসুমের" ন্যায় চকিতে বিলীন হইয়া থাকে।

সুখরের দণ্ড মৃত্তিকা ও কৃত্রিম শোভায় অভ্যস্ত নেত্র জঙ্গমপূর্ণ পল্লীগ্রামের নিসর্গ শোভা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইলেও তৎপ্রতি তাহার আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই নাগরিকেরা সাবকাশ পাইলেই পল্লী অভিমুখে প্রধাবিত হন। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যের এমন এক মোহন আকর্ষণ আছে, যাহাতে অনভিজ্ঞ বর্ব্বরও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দীর্ঘ সমাসযুক্ত আভিধানিক নাম সকল অপরীক্ষিত থাকিলেও সামান্য ব্যক্তিরা সামান্য নামে অভিহিত করিয়া বৃক্ষ সকলের কত গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় জাতীয় অপ্রসূনবতী উদ্ভিজ্জেরা অতি সূক্ষ্ম, প্রায় নগ্ন চক্ষে দৃষ্ট হয় না। অণুবীক্ষণ সাহায্যেই ইহাদিগের বিষয়ে অভিজ্ঞান জন্মে। উদ্ভিজ্জ বিদ্যার এই শাখা অতীব দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য, সুতরাং প্রসূনবতী বৃক্ষাপেক্ষা ইহাদিগের অনুশীলনে অল্পই ঔৎসুক্য হইয়া থাকে।

ছাতা, চিতি, শৈবাল, কৌড়ক, মসিঅঙ্ক প্রভৃতি সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাণু সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহাদিগের দ্বারা আমাদিগের সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ব্যাধি উৎপাদক, উত্তেজক এবং ক্ষয়কারী। কতকগুলি উদ্ভিজ্জাণু সলিল হিল্লোলে ভাসমান হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে (Diatoms

and Dismids) রোমশাণু ও হরিদণু বলিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত জাতির রোমাবৃত ছাল আছে, তজ্জন্য পূর্ব্বে ইহা সূক্ষ্ম শম্বুক জাতীয় বলিয়া অভিহিত হইত। হরিদণু অতি সূক্ষ্ম, দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্ট হয় না, ইহারা হরিৎবর্ণ এবং ইহাদিগের সূক্ষ্ম রস-কোষ সম দুই অংশের সমন্বয় বলিয়া বোধ হয়।

শৈবাল অনেক প্রকার আছে, ইহারা কেবল শৈত্যপ্রধান স্থানেই উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলেই প্রায় ছায়াপ্রিয়, যে স্থানে রৌদ্রতাপের সংস্রব নাই, তথায় ইহারা পর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ... জাতীয় শৈবাল বৃক্ষ মূলে উৎপন্ন হয়। ইহারা বৃক্ষ মূলের উপর ভাগেই জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে রৌদ্রের যেরূপ প্রচণ্ডতা উত্তরে তাহার কিছুই নাই, সুতরাং এইদিক আশ্রয় করিয়াই ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বনবিহারী শিকারীরা দুর্গম জঙ্গম পথে ইহাদিগের নিদর্শনানুসারে দিক নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। ইহারা শুভ্র, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত। ইহাদিগের গঠন কাগজের ন্যায় অতীব কোমল এবং সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা স্তরে স্তরে বিশ্লেষ করা যাইতে পারে।

অপর এক জাতীয় শৈবাল নগমূলে উৎপন্ন হয়। ইহারাও অতি সূক্ষ্ম শুভ্র অঙ্করেখা বা গাঢ় হরিদ্বিন্দুবৎ মসৃণ নগ শরীর সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জবিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জের আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যখন নবদুর্ব্বাদলের শ্যামল লাবণ্যে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হয় নাই, যখন সদ্যোজাত আলোক স্পর্শে প্রথম পুষ্পদল বিকসিত হয় নাই, ইহারা তখনও নগ শরীর আশ্রয় করিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিল; অদ্যাপিও ইহাদিগের সেই বর্দ্ধনশালী ক্রিয়ার বিরাম নাই। পর্ব্বতের স্তরে স্তরে ইহাদিগেরই অসাধারণ শক্তির রেখা সকল সংযুক্ত রহিয়াছে।

সন্তানের উপর মাতার প্রভাব।

সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে মাতার চরিত্রের যেরূপ প্রভাব এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ যেরূপ ফলদায়ক এমন আর কিছুই নহে। সন্তান উভয় পিতা মাতার চরিত্রের দোষ গুণ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পিতা অপেক্ষা মাতার চরিত্রের দোষ গুণ সন্তানে অধিক বর্ত্তে। আবার মাতার নিকট হইতে সন্তান বাল্য-কালে যে শিক্ষা ও উপদেশ পায়, তাহা জীবনের উপর চিরকাল কার্য্য করিয়া থাকে। জর্জ হার্বার্ট নামক একজন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে এক

শত শিক্ষকে যাহা করেন, এক সৎ মাতায় তাহা করিতে পারেন। বড় বড় লোকের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের চরিত্রের মহত্বের জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগের মাতার নিকটই অধিক ঋণী। সভ্যজাতিদিগের ইতিহাসে দেখা যায় যে ক্রম্‌ওয়েল্, পিট্, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, স্কট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ প্রধানতঃ স্ব স্ব মাতার গুণেই বড় হইতে পারিয়াছিলেন। জন রেণ্ডলফ্ নামক মার্কিন দেশীয় একজন রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে যদি তাঁহার মাতা বাল্যকালে প্রত্যহ তাঁহাকে তাঁহার জানুর উপর বসাইয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে না শিখাইতেন তাহা হইলে তিনি নাস্তিক হইয়া গিয়া মহা দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতেন। ক্রম্‌ওয়েলের মাতার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি অতি নম্র, সহিষ্ণু, তেজস্বিনী এবং উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণা রমণী ছিলেন। তিনি এমনি পরিশ্রমশীলা ছিলেন যে নিজে একাকী পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহায্যে তাঁহার পাঁচটী কন্যাকে খুব বড় ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি অতি সৎস্বভাবা ও স্নেহশীলা ছিলেন। এমন রমণীর সন্তান যে ক্রম্‌ওয়েলের ন্যায় অসাধারণ লোক হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? শেফার নামে জার্ম্মেণীর একজন প্রধান চিত্রকর বলেন যে তাঁহার মাতার উপদেশ ও শিক্ষা না পাইলে তিনি জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে কুত্রাপি সমর্থ হইতেন না। শেফার যখন পারিসে বাস করিতেন তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে পত্র দ্বারা উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সৎপথে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতার স্নেহমাখা উপদেশ শেফারের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া যাইত এবং তিনি ইচ্ছা হইলেও সে সকল উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করিতেন না। নেপোলিয়নের মাতা অতি তেজস্বিনী ও দৃঢ়মনা রমণী ছিলেন। নেপোলিয়নের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে তাঁহার সাহস উদ্যম ও অধ্যবসায় তাঁহার মাতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়েন। বুলওয়ার লিটন্ নামে ইংলণ্ডের এক জন প্রধান উপন্যাসকার ছিলেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার শিক্ষিতা মাতার যত্ন ও উপদেশের গুণেই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করিতে শিখিয়াছিলেন—বাল্যকালে মাতার শিক্ষা না পাইলে তিনি কখনই অত বড় গ্রন্থকার হইতে পারিতেন না। স্কচ্ কবি বরন্‌সের মাতা অতি কাব্যপ্রিয়া রমণী ছিলেন। তাঁহার কল্পনা শক্তিও অল্প ছিল না। বরন্‌স্ মাতার নিকট হইতেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। কেনিং নামে ইংলণ্ডে একজন সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ

ছিলেন। ইঁহার মাতার বুদ্ধিশক্তি অতি প্রখর ছিল—কেনিং তাঁহারই বুদ্ধিশক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আয়ারলণ্ড দেশীয় দেশহিতৈষী করান্ বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে কেবল তাঁহার মুখশ্রী পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার উন্নত মানসিক বৃত্তিগুলি পাইয়াছেন। ফাউয়েল বক্সটন্ তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন "তুমি বাল্যকালে আমার হৃদয়ে যে সকল সত্য নিহিত করিয়া দিয়াছিলে—আমি যখন কার্য্য করি তখন তাহারই প্রভাব অনুভব করি।" কবি পোপের মাতা তাঁহাকে জীবনের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, পোপ সর্ব্বদা তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেন। জার্ম্মেন্ দেশীয় মহাকবি গেটে তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার অতুল প্রতিভা প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপ বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে সন্তানের চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব যেরূপ বলবান পিতার প্রভাব তদ্রূপ নহে। সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে পিতার প্রভাব অপেক্ষা মাতার প্রভাব যে অধিক তাহার কারণ এই, যে পিতা অপেক্ষা মাতা সন্তানের পক্ষে নিকটতর। সন্তান দশমাসকাল মাতৃগর্ভে বাস করিয়া মাতার দোষ গুণ গভীরতর রূপে প্রাপ্ত হয়। আবার ভূমিষ্ট হইবার পর সন্তান পিতা অপেক্ষা মাতার স্নেহ ও যত্ন অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয় বলিয়া মাতার শিক্ষা ও উপদেশ তাহার হৃদয়ে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ হয়। ভারতের প্রাচীন বৈদ্য শাস্ত্র ও বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে মাতা যে দশ মাস কাল সন্তান বহন করেন, সেই দশমাস কাল তিনি শরীর, মন ও আত্মা যেরূপ অবস্থায় রক্ষা করেন, সন্তানের শরীর, মন, ও আত্মা সেই অবস্থাপন্ন হয়। গর্ভাবস্থায় যে রমণী শরীরের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া স্বীয় শরীরকে পূর্ণ সুস্থাবস্থায় রাখেন, অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা স্বীয় মানসিক বৃত্তিগুলি পরিচালনা করেন, এবং ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, ধর্ম্মকথা শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করেন, তাঁহার সন্তান সুস্থকায়, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই উপায়ে এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে যত দিন সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় ততদিন তাহাকে সংশিক্ষা প্রদান দ্বারা মাতা যেমন সন্তানকে উন্নত করিতে পারেন, পিতা সেরূপ কখনই পারিবেন না।

সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা অপেক্ষা মাতার প্রভাব অধিক বলিয়া স্ত্রীজাতির কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীর প্রয়োজনীয়তা আছে এই জন্য যে জাতির স্ত্রীজাতি

যেমন উন্নত, সে জাতি তেমন উন্নত; এবং যে জাতির স্ত্রীজাতি যত অবনত সে জাতিও তত অবনত। বাঙ্গালীর ন্যায় পতিত জাতির উন্নতির জন্য বাঙ্গালী স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন একটী সর্ব্বপ্রধান উপায়।

প্র

———:———

কৃপণের জীবন।

প্রত্যেক কৃপণ ব্যক্তিই যে আমাদিগের অবজ্ঞাভাজন তাহা মনে করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অনেকে পরোপকার করিবার জন্য কৃপণ হইয়া থাকে; তাহাদিগের কৃপণতা কি দূষণীয়? কৃপণদিগের দয়ালুতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যখন লণ্ডন নগরে বেথেলাম্ হাঁসপাতাল নামক চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন লণ্ডনের পূর্ব্ব পল্লী নিবাসী একজন বিখ্যাত কৃপণ হাজার টাকা অকাতরে দান করেন। যে কয়েকজন লোক তাঁহার নিকট চাঁদা আদায় করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা গিয়া দেখেন যে তাঁহার ভৃত্য একটী দেশলাইয়ের কাটি বৃথা অপব্যয় করাতে তিনি তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিতেছিলেন। উক্ত কৃপণ ব্যক্তি দানের টাকা দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে সৎকর্ম্মে হাজার টাকা ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর নহে, কিন্তু একটী দেশলাই মিছামিছি ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী মারগেলি নগরে গর্ণো নামে এক জন কৃপণ ছিলেন। চিরজীবন তিনি অত্যন্ত কৃপণ ভাবে ক্ষেপণ করেন। নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে অতি নীচমনা বলিয়া জানিত, এবং কৃপণতার জন্য তাঁহাকে বড়ই ঘৃণা করিত। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি মারগেলি নগরের দরিদ্রগণের জন্য পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত লক্ষ টাকা দান করিয়া যান।

সকল শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই কৃপণ দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে উচ্চ বংশীয় লোক ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃপণের সংখ্যা কম—কিন্তু ইহা ভ্রম। ডিউক্ অব মার্লবরো খুব উচ্চ বংশীয় লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি কৃপণ ছিলেন। চারি আনা পয়সা বাঁচাইবার জন্য তিনি ঝড় বৃষ্টির সময় হাঁটিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইতেন না। তিনি মরিবার সময় এক কোটী টাকা রাখিয়া যান।

কৃপণ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াও দুই পয়সা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। বেভিল নামক, ফরাসীস্ কৃপণ ব্যক্তি একটু রুটী ও

একটু দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন—কেবল শনিবার দিন একটু অল্প মূল্যের মদ্য পান করিতেন। মৃত্যুকালে এই ব্যক্তি ৮০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

অনেক স্থলে কৃপণ ব্যক্তি আপনার নীচপ্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারে না। এক কৃপণ অন্য কোন ব্যক্তিকে যদি কৃপণতা করিতে দেখে, তাহা হইলে তাহার অত্যন্তই আনন্দ হয়। ডিকিউনস্ নামক একজন ইটালীয় অতি কৃপণ ছিলেন—বহু কালের কৃপণতার বলে ইনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। যতই ইঁহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন সময়ে তাঁহার কোন দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি তাঁহাকে কোন আবশ্যক বিষয়ের জন্য একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানি এক ইঞ্চ পরিমিত কাগজে লেখা কিন্তু এত সূক্ষ্মভাবে লেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তাহা একখানি দীর্ঘ পত্র। আত্মীয়ের কৃপণতার এরূপ পরিচয় পাইয়া ডিকিউনস্ পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাকেই স্বীয় অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পদে বরণ করিলেন।

কৃপণ ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয়ের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, বুবরি নগরের পাত্রী জোনস্ সাহেবের দৃষ্টান্তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মৃত্যুকালে এক লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ইনি চল্লিশ বৎসর বুবরি নগরীতে ধর্ম্ম যাজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল একটী লোককে একবার মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইনি কখনও ভৃত্য রাখেন নাই এবং কঠোর শীতের সময়ও বাটীতে একদিনের জন্যেও অগ্নি ব্যবহার করেন নাই। ইনি একাকী আপনার সমস্ত কাজ করিতেন।

অর্থের প্রতি কৃপণের এমনি মায়া যে, সে ধন কোথায় লুকাইয়া রাখিবে, তাহা স্থির করিতে পারে না। লৌহ সিন্দুকে রাখিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ভেন্সার নামক এক ইংরাজ কৃপণ ছিলেন। ইনি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তখন ইঁহার বাটী অন্বেষণ করিয়া দেখা যায় যে, ইনি ২৫ হাজার টাকা মাটীর নীচে, ৫ হাজার টাকা একটী পুরাতন জামার পকেটের মধ্যে, ৬ হাজার টাকা একটা পান পাত্রের মধ্যে, দশ হাজার টাকা ঘোটক শালার ছাদের মধ্যে গর্ত্তে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

এই প্রকার কৃপণ ব্যক্তিগণ অতি দুর্ভাগ্য জীব। ইহারা এক প্রকার ক্ষিপ্ত। কোন কোন লোক এক বিষয় লইয়া পাগল হইয়া থাকে, তাহারা সেই বিষয়েই পাগলামী প্রকাশ করে, অন্যান্য সকল বিষয়ে সহজ লোকের ন্যায় কথা-

বার্ত্তা কহে ও বিবেচনা করিতে পারে। যাহারা ঘোর কৃপণ তাহারা ধন লইয়া পাগল। কৃপণের পাগলামি যেরূপ হাস্যকর, সেইরূপ শোচনীয়।

ইয়োরোপের বিবাহ প্রথা।

এই প্রস্তাবে আমরা ইয়োরোপ-খণ্ডের নানা দেশের বিবাহ প্রথা ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। প্রথমে জর্ম্মনীর বিবাহ নীতির কথা বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে জর্ম্মণী দেশে বিবাহ অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন নিয়মাদি ছিল না, কেবল বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেই বর কন্যার বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। যে সকল যুবক যুদ্ধে নিপুণতা প্রকাশ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে বিবাহ যোগ্য মনে করা হইত না। পুরুষের পক্ষে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না করা গৌরবের বিষয় বিবেচিত হইত। পুরাকালে জর্ম্মণীতে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেকগুলি স্ত্রীর স্বামী হওয়া লোকে খুব গৌরব-জনক বলিয়া মনে করিত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রথা চলিত ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ইহা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়।

মধ্যকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের সময় বর কন্যাকে আনয়ন করিবার জন্য কতকগুলি বন্ধু বান্ধবকে তাঁহার বাটীতে প্রেরণ করিতেন। বর-পক্ষীয়েরা কন্যার আলয়ে গিয়া কন্যা ও কন্যাকর্ত্তা সহ বরের গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। তৎপরে কন্যা-কর্ত্তা কন্যাকে বরের হস্তে অর্পণ করিতেন। তৎপরে ভোজ হইত। সেই ভোজে বর কন্যাও আহার করিতে বসিতেন। আহার সমাধা হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ দম্পতীর স্বাস্থ্য ও সুখ-সৌভাগ্য কামনা করিয়া মদ্য পান করিতেন। তৎপরে কন্যার সহচরীগণ কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া বাসর ঘরে লইয়া যাইতেন। কন্যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য। বর কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন। বাসর ঘরে যাইবার সময় বর ও কন্যার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি আলোক লইয়া যাওয়া হইত। এই প্রথা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। পুরাকালে জর্ম্মণীর কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যা ধার করিবার নিয়মও বর্ত্তমান ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে জর্ম্মণীতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের দিন বর কন্যাকে চাবের

জন্য এক জোড়া বৃষ, গাড়ীর জন্য একটী ঘোটক; একটী তরবারি ও একটী বড়শা উপহার দিতেন। এই প্রথার অর্থ এই যে, কন্যা আলস্যে জীবন যাপন করিতে পারিবেন না—তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে। এই রীতি উঠিয়া যাইবার পর কিছুকাল এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে স্বামী স্ত্রীকে তাঁহার বিষয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক কিম্বা কোন মূল্যবান্ গহনা উপহার দিতেন। এই রীতি এক সময়ে ধনী দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, পরে উহা কেবল ধনী সম্প্রদায় রক্ষা করিয়া চলিতেন।

জর্ম্মণীর কোন কোন অঞ্চলে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, বিবাহের পর কন্যার উপর তাহার পিতৃ পরিজনের কাহারও কোনরূপ দাবী থাকে না—কন্যা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বামী ও স্বামীর আত্মীয় কুটুম্বগণেরই আত্মীয় হয়েন। জর্ম্মণীর কোন কোন প্রদেশে কন্যা বিবাহের সময় ক্রন্দন না করিলে তাহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সকলে সন্দেহ করে। এই রীতি প্রচলিত হওয়াতে কন্যাপক্ষীয়গণ অনেক সময় চক্ষু হইতে যাহাতে অশ্রু নিঃসৃত হয় তাহার একটা না একটা উপায় কন্যাকে বলিয়া দিয়া থাকেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে জর্ম্মেণীতে এইরূপ নিয়ম ছিল, যে যখন বর ও কন্যা বাসর ঘরে যাইতেন তখন কন্যা তাঁহার জুতা খুলিয়া সহচর ও সহচরীগণের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন, সে জুতা পাইবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত। কেননা এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, যে জুতা পাইবে, তাহার শীঘ্র বিবাহ হইবে। বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বিবাহ ভোজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কিছু কিছু অর্থ দান করিতে হইতে, এই নিয়মও অনেককাল প্রচলিত ছিল। বিবাহ মণ্ডপের মধ্যভাগে একটী স্বর্ণপাত্র রক্ষিত হইত—নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ তন্মধ্যে ইচ্ছামত মুদ্রা নিক্ষেপ করিতেন। যে সকল বিবাহে এই নিয়ম রক্ষিত হইত না তাহাতে বর পক্ষীয়গণ বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। জর্ম্মণীর অন্তঃপাতী সেক্সনি প্রদেশে প্রথা আছে যে, কোন ধনী ব্যক্তির বিবাহ সময়ে তাঁহার প্রতিবেশীগণ অনাহূত হইয়াও তাঁহার বৈবাহিক ভোজে উপস্থিত হয়েন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় সমাদর প্রাপ্ত হয়েন।

জর্ম্মণী রাজ্যে বহুকাল হইতে অদ্যাবধি একটী সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথা অনুসারে যে সকল দম্পতী পঁচিশ বৎসরকাল সদ্ভাবে একত্রে কালক্ষেপণ করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় বিবাহ করেন। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই

দ্বিতীয় বিবাহে তাহার পুনরনুষ্ঠান করা হয়। এই বিবাহকে "রৌপ্য বিবাহ" বলে। আবার যে সকল দম্পতী পঞ্চাশ বৎসরকাল জীবিত থাকেন, তাঁহারা তৃতীয়বার বিবাহ পদ্ধতির পুনরনুষ্ঠান করেন। এইরূপ তৃতীয়বার বিবাহকে "স্বর্ণ বিবাহ" কহে। জর্ম্মণীর রৌপ্য বিবাহ ও স্বর্ণ বিবাহ প্রথা ইয়োরোপের অন্যান্য কয়েকটী রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছে।

জর্ম্মণীতে মর্গানেটিক বিবাহ (Morganatic marriage) নামে এক প্রকার বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, কোন উচ্চ বংশীয় পুরুষ কোন নিম্ন বংশীয় রমণীকে বিবাহ করিলে, স্ত্রী স্বামীর কোন বিষয় সম্পত্তির উপর কিছুমাত্র দাবী করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ বিবাহে যে সকল সন্তান সন্ততি হইবে তাহারা উপাধি ধারণ করিতে পারিবে না। এইরূপ বিবাহ রুষিয়া রাজ্যেও প্রচলিত আছে।

বিবাহের সময় অঙ্গুরীয় বিনিময় রীতি জার্ম্মেনদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত দেখা যায়। ধর্ম্মযাজক কন্যার হস্ত বরের হস্তে অর্পন করিলে পর, বর স্বীয় অঙ্গুরী কন্যাকে অর্পন করেন এবং কন্যা তাঁহার অঙ্গুরী বরকে অর্পন করেন।

প্রুশিয়ায় এইরূপ নিয়ম আছে যে, নব বিবাহিত পুরুষের বাটীর সম্মুখে কন্যা বা বরের বন্ধু বান্ধবগণ বিবাহের পর দিবস ভাঙ্গা বাসন রাশীকৃত করিয়া রাখিয়া যায়। এই প্রথার বিশেষ কোন অর্থ নাই, কিন্তু অদ্যাবধি ইহা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

টাইরোল্ প্রদেশে নিয়ম আছে যে, বিবাহের পর বর ও কন্যা একত্রে মিলিত হইয়া একটী গাছ রোপন করিবেন।

ফ্রাঙ্কনিয়া প্রদেশে নিয়ম আছে যে, বর দুই পার্শ্বে দুইজন বন্ধু লইয়া পদব্রজে উপাসনালয়ে বিবাহ করিতে যান; তাঁহার পশ্চাতে বাদ্যকরগণ গমন করে। ভজনালয়ে উপস্থিত হইলে পর কন্যা সম্মুখে কয়েক জন সঙ্গীতকারিণী রমণী ও পশ্চাতে কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারিণী সহচরীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া উপাসনালয়ে গমন করেন।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু সদাচার।

২য় প্রস্তাব—গুরুলোকের সম্মাননা।

হিন্দু শাস্ত্র মতে পিতা, মাতা এবং আচার্য্য এই তিনজন মহাগুরু। ইহাদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন ধর্ম্মের প্রথম ও প্রকৃষ্ট

সোপান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পিতামাতা জন্মদাতা এবং আমাদিগের জীবন রক্ষা ও সকল মঙ্গলের কারণ। তাঁহারা মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া সন্তানকে পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই ঐশ্বরিক ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিলে ধর্ম্ম সাধন স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হয়। পিতৃ হেলন ও মাতৃহেলনে ধর্ম্মহেলন হয়। আচার্য্য জ্ঞানোপদেশ দ্বারা দ্বিতীয় জন্মদান করেন, তিনিও জ্ঞানদাতা গুরু, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এজন্য আচার্য্যও পিতা ও মাতার ন্যায় পূজনীয়। যথাযথ ভাবে পিতা মাতা ও আচার্য্যকে সেবা ভক্তি করিতে অভ্যাস করিলে মনুষ্য সহজে ও সুপ্রণালীক্রমে ধর্ম্মসাধনে সমর্থ হইবে, এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ এই তিনজনের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে সকল কর্ত্তব্য সাধন হয় বলিয়াছেন।

ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমং।
গুরু শুশ্রূষয়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমাশ্নুতে।

মনু ২৩৩, ২অ।

মাতৃভক্তি দ্বারা ইহলোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যম অর্থাৎ স্বর্গলোক এবং গুরু শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

তেষামেব ত্রয়াণাং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥

মনু ২২৮, ২অ।

পিতা মাতা এবং আচার্য্যের সর্ব্বদা হিতসাধন দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিবেক। যেহেতু ইহারা তিনজনে সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যার ফলই পাওয়া যায়।

ত্রিষ্বেতেষ্বিতি কৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥

মনু ২৩৭, ২অ।

ইহারা তিনজনেই উত্তমরূপে সেবিত হইলে পুরুষের সমুদয় কর্ত্তব্যই সমাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই পুরুষার্থ পরম ধর্ম্ম বলা যায়। অন্য ধর্ম্ম কার্য্য সকল উপধর্ম্ম বা নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মনু ২৩৪, ২অ।

যিনি পিতা মাতা ও আচার্য্যের সমাদর করেন তাঁহার সকল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হয়, আর যিনি এই তিনের অনাদর করেন তাঁহার সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়।

হিন্দু শাস্ত্রমতে পিতা মাতা ও আচার্য্য যতদিন জীবিত থাকিবেন প্রতিদিন তাঁহাদিগের পাদ বন্দন ও প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাঁহারা পরলোকগামী হইলে তাঁহাদিগের নিত্য শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।

গুরুলোকের প্রতি কিরূপে সম্মাননা করিতে হইবে তাহারও বিশেষ বিধি আছে।

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরু সন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥

মনু ১৯৮, ২অ।

গুরুর নিকটে শিষ্যের শয্যা ও আসন সর্ব্বদা নীচ করিতে হইবে, আর গুরুর দৃষ্টিপথের মধ্যে শিষ্য যখন উপবেশন করিবেন, তখন তাহাতে চরণ প্রসারণাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন না।

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলি স্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমাণো গুরোর্ম্মুখং॥
মনু ১৯২, ২অ।

শরীর বাক্য বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মন সংযমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে, অনুমতি ব্যতিরেকে উপবেশন করিবেন না।

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্য ত্বাব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥

গুরু আসনস্থ হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া, গুরু দণ্ডায়মান হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য তদভিমুখে কয়েকপদ গমন করিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তদভিমুখে যাইয়া এবং গুরু বেগে গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিবেন।

গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ শিষ্যের প্রতি শাসনের যদিও কিছু আতিশয্য দেখা যায় কিন্তু শিষ্যের নম্রতা উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য এবং সেই নম্রতা শিক্ষা হইলে শিষ্য আপনা হইতেই যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শনে সক্ষম হয়।

গুরুর প্রতি করণীয় আচরণ সকল গুরুলোকের প্রতি করিবার বিধি আছে।

বিদ্যা গুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি॥
মনু ২০৬, ২অ।

উপাধ্যায়াদি বিদ্যাদাতা গুরুকে, পিতৃব্যাদিকে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধকারককে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেষ্টাকে উক্ত প্রকার গুরুর ন্যায় আচরণ করিবেক

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥
মনু ১১৯, ২অ।

বিদ্যা ও বয়সে অধিক গুরুতর লোক যে শয্যা, বা আসন আপন নির্দ্দিষ্ট রূপে অধিকার করিয়া তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করেন, বিদ্যাহীন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি কখন তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবেক না আর ঐরূপ গুরুলোক সমাগত হইলে বিদ্যাবয়ঃ কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি শয্যায় বা আসনে উপবিষ্ট থাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবেক।

ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥
মনু ১২০, ২য় অ।

বয়োবিদ্যাদি দ্বারা জ্যেষ্ঠ আগমন করিলে অল্প বয়স্ক যুবার প্রাণ যেন দেহ হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করে, অতএব আগন্তুক বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রত্যুত্থান অভিবাদন করিলে ঐ প্রাণ সুস্থ হয় ইহার তাৎপর্য্য এই যে আগত বিদ্যাবয়োজ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধধর্ম্ম।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশোবলং।

যে যুবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সতত প্রণাম ও অভিবাদন ও তাঁহার সেবা করে তাঁহার পরমায়ু বিদ্যা যশ ও বল এই চারি পরিবর্দ্ধিত হয়।

উপরিউক্ত শ্লোক গুলির উদ্দেশ্য এই যে কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্ঠদিগের নিকট সর্ব্বদা অবনত থাকিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন তাহাতে তাঁহাদের নিত্য কল্যাণ।

গুরু কোন জাতিতে বদ্ধ নহেন, বিদ্যা ধর্ম্ম সদাচার প্রভৃতি সকলেরই নিকট শিক্ষা করা যায়, তদ্বিষয়ে মনু এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতা বরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

মনু ২৩৮ ২য় অ।

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভ বিদ্যা শূদ্র হইতেও গ্রহণ করিবেক এবং মোক্ষের উপায় আত্মজ্ঞানাদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতি হইতেও গ্রহণ করিবেক এবং নীচ কুল হইতেও উত্তমা স্ত্রী বিবাহ করিবেক।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং॥

মনু ২৩৯, ২অ।

বিষ হইতে অমৃত, বালকের নিকট হইতে হিতবাক্য, শত্রু হইতেও সদনুষ্ঠান এবং অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণ গ্রহণ করিবেক।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতং
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥

মনু ২৪০ ২য়ঃ

স্ত্রীরত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতবচন ও বিবিধ শিল্প কার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে।

গুরু ও মান্যমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার প্রতি কিরূপ সম্মাননা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা এই :—

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিক মেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥

মনু ১১৭ ২য়ঃ

অনেকানেক মাননীয় লোক থাকিলেও যাঁহাদিগের নিকটে অর্থশাস্ত্রের বেদ শাস্ত্রের, অথবা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের শিক্ষা পাওয়া যায় তাঁহাদিগকেই ক্রমে অভিবাদন করিতে হইবে, তাঁহারা তিনজনে একত্রে থাকিলে প্রথমে ব্রহ্ম জ্ঞানের গুরু, পরে বেদ শাস্ত্রের গুরু, পরিশেষে অর্থ শাস্ত্রের গুরুকে অভিবাদন করিবে।

বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরং॥

মনু ১৩৬ ২য়ঃ

ন্যায়ার্জ্জিত, ধন, পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ, বয়োধিকতা, শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত-কর্ম্ম, বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞানরূপবিদ্যা, এই পঞ্চ সম্মানের কারণ, ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর অধিকতর সম্মানের কারণ জানিবে। অর্থাৎ ধন হইতে বন্ধু, বন্ধু হইতে বয়স, বয়স হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে বিদ্যা

সমধিক মান্য। এক স্থানে বিদ্বান্, ক্রিয়াবান, বয়োজ্যেষ্ঠ, বন্ধু ও ধনী থাকিলে সর্ব্বাগ্রে বিদ্বানের ও সর্ব্বপশ্চাৎ ধনীর সম্মান করিবেক।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ধনকে সম্মানের নিকৃষ্ট স্থান এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন ইহা তাঁহাদিগের সামান্য বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ॥
মনু ১৩৭, ২য় অধ্যায়।

উপরি উক্ত পঞ্চ সম্মানের অধিক সংখ্যক এবং অধিক পরিমিত কারণ যাহাতে দৃষ্ট হইবে তিনি অন্য অপেক্ষা মাননীয় অর্থাৎ একজনের যদি বিদ্যা প্রভৃতি দুই তিন চারি বা পাঁচ গুণ থাকে এবং অন্যের কেবল বিদ্যা থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত মাননীয়। এক জনের যদি অধিক বিদ্যা ও অন্যের অল্প বিদ্যা থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অধিক মাননীয়। শূদ্র বৃদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণাদিরও মাননীয়।

বিদ্বান ও ধর্ম্মজ্ঞ বালক অনভিজ্ঞ বৃদ্ধ অপেক্ষাও পূজনীয়।

ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।
বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ॥
মনু ১৫১ ২য় অঃ

যিনি উপনয়ন দেন এবং বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা স্বধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনি বালক হইলেও ধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধেরও পিতা হয়েন। অর্থাৎ তিনি পিতার ন্যায় মাননীয়।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥
মনু ১৫৪ ২ অং

বয়োধিক হইলেই, কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি পক্ক হইলেই, বিপুল ধনশালী হইলেই অথবা পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ থাকিলেই যে মহৎ হয় তাহা নহে; যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের অধ্যাপক, তিনিই মহৎ শব্দের প্রতিপাদ্য, ঋষিদিগের এই মত।

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥
মনু ১৫৬ ২ অং

মস্তকের কেশ পক্ক হইলেই বৃদ্ধ হয় না। যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান, তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

(ক্রমশঃ)

পিপীলিকা।

পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু ইহাতে যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্তি হওয়া যায়, তাহাতে অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে যে, বৃহৎকায় হস্তী প্রভৃতি প্রাণিগণে—এমন কি সংসারের শ্রেষ্ঠ মানবেতে—কখনও কখনও তাহা দৃষ্ট হয় কি না, সন্দেহ। পরমেশ্বর সকল প্রাণীকে স্ব স্ব স্বভাব ও অভাব অনুসারে আকৃতির

ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ব দিয়া স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে সুখী ও আত্ম রক্ষণোপযোগী করিয়াছেন। মনে কর, যদ্যপি তিনি অণ্ডজকে স্তন্যপায়ীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিতেন, এবং স্তন্যপায়ীকে অণ্ডজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিতেন, তাহা হইলে কি হইত? জগতে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা ও অমঙ্গল অচিরে উপস্থিত হইত—জীবগণ মুহূর্ত্তেরও জন্য জীবিত থাকিতে পারিত না। পিপীলিকাগণের জীবনের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট পথ, তাহারা সেই পথ অবলম্বন করিবার উপযুক্ত আকৃতি ও প্রকৃতি পাইয়াছে। ইহাদিগের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণী আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে আত্মরক্ষার ভিন্ন ভিন্ন উপায় প্রদত্ত হইয়াছে। এক জাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহাদিগকে ভাষায় কাঠ পিঁপড়া বলে। ইহারা আম জাম প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষে থাকে। ইহাদিগের আকার পরিমাণ প্রায় ডেও পিঁপড়ার ন্যায়; গাত্রবর্ণ ঈষৎ লাল। বৃক্ষে অনেক প্রকার শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, সুতরাং করুণাময় বিশ্বপিতা ইহাদিগকে পিপীলিকা জাতীয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বিষের আধার দিয়াছেন। শত্রুকে দংশন করিয়াই ইহারা পশ্চাদ্ভাগ বক্র করিয়া হুল দিয়া ক্ষত স্থানে এক বিন্দু বিষ নিক্ষেপ করে। এইরূপে কতকগুলির দংশন জ্বালায় শত্রু অস্থির হইয়া পলায়ন করে। এক এক জাতীয় পিপীলিকার এই প্রকার এক এক স্বতন্ত্র আত্মরক্ষার উপায় আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় ও আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন বিধায় সে গুলির বিস্তৃত ও পৃথক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

বালক বালিকারা প্রথম পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছে যে, পিপীলিকা সাতিশয় পরিশ্রমী ও ভবিষ্যৎদর্শী। বস্তুতঃ ইহার শ্রমশীলতা ও ভবিষ্যৎদর্শিতা মনুষ্যের পক্ষে উদাহরণ স্থল। ইহারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এবং সেই সময়ের জন্য আহারীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, যখন তাহা পাওয়া সুকঠিন। বিধাতার কি অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য কৌশল! পিপীলিকাদের সামান্য সামান্য কার্য্য দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদিগকে সারি গাঁথিয়া যাইতে দেখা কি কৌতুকাবহ! ইহারা যখন এইরূপে যায়, তখন দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় যে, যেন একটিকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে। নেতা যেদিকে গমন করে, সৈন্য ব্যূহ গুড় গুড় করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নেতা-পিপীলিকা যে সূক্ষ্ম ভূমি ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে, অনুচর-পিপীলিকা তাহাতে পদার্পণ করিবেই করিবে—এক পা এদিক বা ও দিক হইবে না। এমন কি, দূরবর্ত্তী যূথভ্রষ্ট পিপীলিকাগণও তাহা পরিত্যাগ করিবে না। কিরূপে

তাহারা এরূপ কার্য্যে সমর্থ হয়, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; বোধ হয় ঘ্রাণে। আবার দেখ, কতকগুলি অনভিজ্ঞ স্থানে যাইতেছে, কতকগুলি তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; পথি মধ্যে আগত ও প্রত্যাগত উভয়ে বা অনেকে অনেকবার সম্মুখীন হইয়া যেন কি বলাবলি করে। ভাবে বুঝা যায়, আগত প্রত্যাগতকে প্রত্যাগত আগতকে যেন কোন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে, উভয়ে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া চলিয়া যায়। অপিচ, পথিমধ্যে দুর্ঘটনাবশতঃ কোনটির মৃত্যু সংঘটিত হইলে কিম্বা একের লইয়া যাইবার ক্ষমতাতীত আহার দ্রব্য পাইলে তিন চারিটি মিলিয়া সেগুলি টানিয়া লইয়া যায়। কে বলিবে সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় ক্ষীণবুদ্ধি মনুষ্য সমাজ-বন্ধন ও যুদ্ধ শাস্ত্র পিপীলিকা হইতে শিক্ষা করে নাই?

সর্জন লুবক বলেন, "যখন আমরা পিপীলিকাদিগের কার্য্যপ্রণালী, সামাজিক নিয়মাবলী, সাম্প্রদায়িকতা, বন্ধু নিচয় ও ভৃত্যের উপর কর্ত্তৃত্ব—এই বিষয় গুলি পর্য্যবেক্ষণ করি, তখন সহসা স্বীকার করিতে হয় যে, বুদ্ধিমত্তাসম্বন্ধে ইহারা ঠিক্ মানুষের নিম্ন স্থান অধিকার করে।" আহত ও রুগ্ন পিপীলিকা তাহার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও নিরাপদ স্থানে আনীত হয়। কোন একটী পিপীলিকা ঐ দুঃস্থ পিপীলিকার সন্তানকে আক্রমণ করিলে অন্য একটি পিপীলিকা আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করে। অনেক দিনের পর মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে না, কিন্তু ইহারা স্বজাতিকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারে। উল্লিখিত মহাত্মা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহারা চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত, এমন কি, আরও বেশি দিন বাঁচিয়া থাকে।

সহধর্ম্মিনীর দুঃখ।

সত্য যদি, প্রিয়তম, উন্নতির পথে তব
বাধা আমি, কর আজ্ঞা, আর পথে
নাহি রব।
দেখাবনা পাপ মুখ, চাহিব না ভালবাসা,
সাধো একা লক্ষ্য তব, পূর্ণ হোক যত
আশা।
তোমারি গৌরবে গর্ব্ব, তোমারি
সুখেতে সুখ,
তোমারি বিষাদে নাথ, ভাঙ্গিয়া যাইবে
বুক।
তোমার হৃদয়ে শান্তি, তুমি ভালবাস
তাই
আমার প্রাণের তৃপ্তি, অন্য আকাঙ্ক্ষিত
নাই;
তাই যদি নাহি পাই, যাও চলে, প্রিয়তম!
ফেলে যাও—দলে যাও তুচ্ছ এ হৃদয় মম

নিষ্প্রভ নয়ন তব, শান্তি সুখ নাহি মনে
বল কভু—"গৃহ ছাড়ি সাধ হয় যাই
বনে।
পঙ্কে নিমগন পদ উঠিবারে যত চাই,
পড়িয়া গভীরতর আবার ডুবিয়া যাই।"
প্রিয়তম,আমি কি সে সুদুস্তর পঙ্ক তব?
বাধা আমি? যাও ছাড়ি, পদপ্রান্তে
নাহি রব।
শৈশবে দোঁহারে লয়ে বেঁধে ছিল হাতে
হাতে,
বাঁধিতে নারিল তারা হৃদয় হৃদয় সাথে!
জ্ঞানের আলোকে নাথ তুমি হলে
অগ্রসর,
অজ্ঞানের অন্ধকারে, বদ্ধ আমি নিরন্তর।
শৈশব গিয়াছে চলি,কৈশোর পেয়েছে
লয়,
কবে পরিণয় হ'ল, কবে হ'ল পরিচয়।
তোমাতে আমাতে মিল আলোকে
আঁধারে যত,
তাই কি মলিনমুখে,ভ্রম দুঃখে অবিরত?

কিবা গূঢ়তর দৃষ্টি লভিয়াছে আঁখি তব
ভূতলে গগনে হেব, যত কিছু অভিনব
কোন দূর আকরের সন্ধান পেয়েছ যেন,
আমার ঐশ্বর্য্য যাহা, তুচ্ছ তারে কর
হেন।
কি দৃষ্টি সে লভিয়াছ, পেয়েছ সে কি
রতন,
উপেক্ষা করিছ যাহে আমাদের ধন
জন?
কতবার সাধ যায় বসি তব পদতলে
শিখি সেই দিব্য মন্ত্র, যাহার মোহনবলে
ধনী হ'তে ধনী তুমি,যাহার অভাবে মম
প্রভাহীন রূপরাশি,আঁখি দুটি অন্ধসম।
বৃথা আশা। আর দাসী চরণকণ্টক হয়ে
চাহে না ভ্রমিতে সাথে, থাকুক আঁধার
লয়ে,
সাঁতারিতে নারি সাথে, যেন আপনার
ভারে
ডুবাইব প্রাণাধিক, তোমারেও এ
পাথারে।

---:•:---

কৌতুক-কথা।

শিক্ষিত কৃষক পুত্র—বিলাতে কোন ধনশালী কৃষকের পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। একদা পুত্র পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাটী আসিয়াছিল। রাত্রিকালে, তাহাদের নৈশ ভোজনের জন্য, টেবিলের উপর দুইটী কুক্কুট স্থাপিত হইলে, শিক্ষাভিমানী পুত্র বলিল "আমি ন্যায় ও গণিতের সাহায্যে দুইটী কুক্কুটকে তিনটী প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।" বৃদ্ধ কৃষক বলিল "সে কিরূপ? বুঝাইয়া বল, আমরা মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছি।" পুত্র বলিল "কেন? এই দেখ—একটি, আর এই দেখ—দুইটী;

সকলেই জানে, দুইও একে তিন হয়" (২ + ১ = ৩)। পিতা কহিল "বেশ বলিয়াছ; উহার প্রথম কুক্কুটী তোমার মাতা খাইবেন; দ্বিতীয়টী আমি খাইব; এবং তৃতীয়টী, তোমার অগাধ বিদ্যার পুরস্কারস্বরূপ, তুমি ভক্ষণ কর।"

দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ—কোন এক ব্যক্তি হস্তে একখানা দর্পণ লইল এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া দর্পণ খানি স্বীয় মুখের সম্মুখে ধরিল। গৃহস্থিত অপর এক ব্যক্তি তাহার ঈদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,সে উত্তর, করিল "কেন ভাই, নিদ্রিতাবস্থায় আমার মুখাকৃতি কিরূপ দেখায়, আমি মুদ্রিতনেত্রে তাহাই দেখিতে চাহিয়াছিলাম।

অনন্তকালের অর্থ—ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে মূক ও বধীর দিগের শিক্ষার্থ যে বিদ্যালয় আছে, তথায় কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিল "অনন্ত কাল কি?" একটী বালক তৎক্ষণাৎ এই সুন্দর উত্তরটী প্রদান করিল "ঈশ্বরের জীবন কাল।"

একে একে—ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী কোনও একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার অভিবাদনার্থ বহুলোক সমবেত হইলে, তদুপলক্ষে তত্রত্য প্রধান মাজিষ্ট্রেট একটী অতি দীর্ঘ বিরক্তিকর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ঠিক্ সেই সময়ে, নিকটে একটী গর্দ্দভ বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা সেই উচ্চ নিনাদী পশুর দিকে মুখ ফিরাইয়া, অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "মহাশয়গণ, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, একে একে —।"

দীর্ঘাকৃতি মুখ—বিলাতে, কোন এক ভদ্রলোকের মুখাকৃতি অপরিমিত দীর্ঘ ছিল। একদা তিনি এক বিদ্যালয়ের নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছেন, এমন সময় ঐ বিদ্যালয়ের জনৈক বালক পার্শ্ববর্ত্তী বয়স্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "ভাই রে, দেখিয়াছ তো, ঐ ভদ্রলোকের মুখ উহার জীবন হইতেও দীর্ঘ।" ভদ্রলোক, বালককৃত সেই অদ্ভুত মন্তব্যের রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া, অশ্ব বল্গা সংযমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু হে, তোমার কথার অর্থ কি?" বালক বলিল "মহাশয়, আপনাকে বিদ্রূপ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে কিনা, আমি বাইবেল গ্রন্থে পড়িয়াছি, মনুষ্য জীবনের পরিমাণ অর্দ্ধহস্ত মাত্র, (A man's life is but a span) কিন্তু আপনার মুখাকৃতি দেখিতেছি উক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ হইবে।" ভদ্রলোক আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেননা এবং বালকের পুরস্কারার্থ ছয় পেন্স ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মুন্সেফ বাবু ও ক্ষৌরকার—মফঃস্বলে কোন এক মুনসেফ ক্ষৌরী

হইবার কালে নাপিতকে বলিলেন "আমাদের বাটীতে শ্যালক, সম্বন্ধী বা তামাসার পাত্র আর কোন ব্যক্তি আসিলে, 'কে হে নাপিত আসিয়াছ' কে হে 'পরামাণিক আসিয়াছ' এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া থাকি। আচ্ছা, বল দেখি, তোমরা কিরূপ করিয়া থাক?" চতুর নাপিত বলিল "কেন, আমরা এইরূপে অভ্যর্থনা করি—'কেও, ডিপুটী বাবু আসিয়াছ,' 'কেও মুন্সেফ বাবু আসিয়াছ? আসতে আজ্ঞা হউক।' বসতে আজ্ঞা হউক" (পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ ডিপুটী বাবুর বা মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী থাকেন, তাঁহাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ যে, তাঁহারা এই গল্পটী স্ব স্ব স্বামীকেপড়িয়া না শুনান। কেননা তাহা হইলে তাঁহারা বামাবোধিনী লওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন।)

শিথিল দন্ত—কোন এক ভদ্র মহিলা বড় মুখরা ছিলেন। একদা তাঁহার সমস্ত দন্ত গুলি শিথিল হইয়া পড়িলে, তিনি এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিকিৎসক উত্তর করিলেন "মহাশয়া, আপনার জিহ্বা দ্বারা আপনি নিরুপায় দন্ত গুলিকে প্রতিনিয়ত যে গুরুতর তাড়না করিয়া থাকেন, এ তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল।"

সারসের এক পা কি দুই পা?

—বিলাতে কোন এক ভৃত্য তাহার প্রভুর আহারের জন্য একটী আস্ত সারসপক্ষী ভাজিতেছিল (roasting)। তাহার স্ত্রী ঐ সারসের কিয়দংশ খাইতে ইচ্ছাকরায়, সে উহার একটী পা স্ত্রীর জন্য কাটিয়া রাখিয়া দেয়। তৎপর পক্ষীটী টেবিলের উপর স্থাপিত হইলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার অপর পা কি হইল?" ভৃত্য উত্তর করিল "সারসের কখনও একপা বই দুই থাকে না।" তৎশ্রবণে প্রভু অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। কিন্তু ভৃত্যকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে, তখন কিছু না বলিয়া, পরদিবস তাহাকে লইয়া শিকারার্থ বহির্গত হইলেন, কোন এক মাঠে গিয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি সারস, তাহাদের অভ্যাসবশতঃ, প্রত্যেকে এক পায়ে ভরদিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দর্শনে ভৃত্য অত্যন্ত আস্ফালন করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু করতালি প্রদান করিবামাত্র, সারসগুলি অপর পদ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল তখন ভৃত্য বলিল, "মহাশয়! গত কল্য ভোজনের সময় আপনি করতালি দেন নাই, যদি দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সারসটীর অপর পদ দেখিতে পাইতেন।"

পত্র লেখক—"ও কি ভাই, অমন বড় বড় অক্ষরে কি লেখা হচ্ছে?" "অরে দাদা, তাও জাননা? আমার মা কিনা বড় কালা তাই তাঁর কাছে, মোটা মোটা করকে, এই এক খানি চিঠি লিখ্‌ছি।"

জমিদার ও নিরন্ন কবি—কোন বড় মজলিসে, এক প্রকাণ্ডকায় জমিদার, স্বীয় লম্বোদর বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক হীন-বেশ নিরন্ন কবি আসিয়া বাবুর প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দূরে উপবেশন করিল। তদ্দর্শনে জমিদার রোষ কষায়িত নেত্রে বলিল "বাপু হে, তোমাতে আর গর্দ্দভে কত অন্তর?" কবি উত্তর করিল "খুব বেশী নয়, অনুমান অর্দ্ধহস্ত হইবে।"

চক্ষুরোগের চিকিৎসা—বিলাতে কোন এক ভদ্র লোক তাঁহার স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতেন। একদা তাঁহার স্ত্রী চক্ষু রোগাক্রান্ত হইলে, তিনি এক চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। চিকিৎসক বলিল "আপনার স্ত্রীকে প্রতিদিন ক্ষুদ্র একগ্লাস ব্রাণ্ডি দ্বারা চক্ষু ধৌত করিতে বলিবেন।" কিছু দিন পর, ঐ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিল "কেমন, আপনার স্ত্রী আমার ব্যবস্থানুসারে চলিয়াছেন তো?" ভদ্র লোক বলিলেন মহাশয়, "বলিতে কি আমার স্ত্রী আপনার আদেশ পালন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি, একদিনও গ্লাসটি স্বীয় ওষ্ঠদ্বয়ের উর্দ্ধভাগে তুলিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

একটী সদুপদেশ—কোন জাহাজে এক নাবিকের সহিত এক আরোহীর কথোপকথন চলিতেছিল। কথা প্রসঙ্গে আরোহী অবগত হইলেন, নাবিকের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—সকলেই সমুদ্রে মরিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "তবে তোমার সমুদ্রে আসা কর্ত্তব্য হয় নাই।" নাবিক জিজ্ঞাসিল "মহাশয়, আপনার পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ কোথায় মরিয়াছেন?" আরোহী বলিলেন "কেন, তাঁহারা সকলেই শয্যায় শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।" শুনিয়া নাবিক বলিল সাবধান, "তবে আপনি কখনও শয্যায় শয়ন করিবেন না।"

নূতন সংবাদ।

১। বরদার বালিকাবিদ্যালয়ে এখন প্রায় পাঁচ শত বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বরদারাজের বিশেষ দৃষ্টি থাকায় ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

২। মধ্য ভারত হইতে "সুগৃহিণী" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী। ইনি রতলম রাজমহিষীর শিক্ষয়িত্রী।

৩। মহারাণীর এক্ষণে ৩০টি পৌত্র পৌত্রী আছে; এবং ৪টি প্রপৌত্র প্রপৌত্রী আছে।

৪। আফ্গান কমিসনের সমস্ত লোক হিরাটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, সকলেই সুস্থ আছেন।

৫। মান্দ্রাজ মেয়ে চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিনা বেতনে বক্তৃতা শুনিতে পায়।

৬। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে রসায়ণ প্রবর্ত্তিত করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা গৃহীত হয় নাই।

৭। মগের মেয়েরাও ধাত্রী বিদ্যা শিখিবে। ব্রহ্মের পেগু মিউনিসিপালিটী মগী ছাত্রীর জন্য দুইটী মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বামারচনা।

আমার পরিণাম।

এত দিন শৈশবের অঘোর নিদ্রায়—
ছিলাম, নিদ্রিত স্বপ্ন দেখিতাম তায়,
উঠিয়া গগণে চাঁদে পাড়িয়া এনেছি;
সুখের স্বরগাসন ধরায় পেতেছি;
আশার মোহিনী বীণা মধুর ঝঙ্কারে
কত কি বলিত তার শ্রবণ বিবরে;
সাজাতাম কত সাজে আশা কুহকীরে,
ধুইতাম পদ তার আনন্দাশ্রু নীরে;
নীহারিকা চিক্ করি দিতাম গলায়
হইত কবরী ফুল-নক্ষত্র মাথায়;
সুন্দর সিন্দুর ফোঁটা ভালে পূর্ণ ইন্দু,
কটীতে মেখলা তার রত্নাকর সিন্ধু;
হৃদয়ের হাসি দিয়া নির্ম্মিয়া বসনে
পরাতাম সযতনে নীবি সন্নিধানে;
কিন্তু সে বাল্যের ঘুম ভেঙ্গেছে এখন
জেনেছে ত্রিদিবে আছে ত্রিদিব-আসন;
যথাকার নীহারিকা তথায় রয়েছে
স্বস্থানে নক্ষত্রকুল আভা প্রকাশিছে;
গগণে উদিত হয়ে গগণ রতন
বিতরিছে সুখ আলো জীবের সদন;
সাগর-বসনা ধরা আছে সেই মত;
সেই মত মেরুদণ্ডে ঘুরে অবিরত;
ছিঁড়িয়া সে আশা মম হাসির বসন
বীণাটী ফেলিয়া করিয়াছে পলায়ন,
হতাশ পরাণ, তবু বীণাটী লইয়া
সাধিলাম সকাতরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বাজ্‌রে বাজ্‌রে বীণা মধুর নিনাদে
বাজ্ বাজ্ একবার শুনি মন-সাধে।
গাওরে আশার সেই মোহন সঙ্গীত,
আর একবার মোরে কর আনন্দিত।
শুনি নাই কত দিন সুমধুর গান
তাই আজ সাধে তোরে পিপাসিত প্রাণ,
আর একবার এই জন্মের মতন
মরু প্রাণে কর বাণী সুধা বরিষণ।

সাধিতে সাধিতে হায়! করুণ স্বরে
বাজিল তখন বীণা নিরাশার করে,
বলে বীণা বুঝ নাই নিজ পরিণাম?
বুঝ নাই মর্ত্ত্য কভু নহে স্বর্গধাম?
উঠিয়াছে ভূমি ভেদি তৃণ তরুবর,
রহিবেক কিছুদিন স্থাণুর গোচর,
সময় হইলে পড়ি যাইবে আবার
জীবনের পরিণাম সেরূপ তোমার।"

শ্রীকুমুদিনী—
মহীমনগর।

সতীত্বের জয়।*

কি দেখিনু আজ অই সমাধি আসনে,
সতী রমণীর উচ্চ সতীত্ব দর্শন
সমাধিস্থ পতি পার্শ্বে চারু আবরণে
সুরক্ষিত গুটীকত কুসুম রতন।
"প্রেম স্মৃতি", লেখা তায় অতি সুযতনে
পতিপ্রাণা রমণীর প্রেম পরিচয়,
যতন নির্ম্মিত কারু সুস্বচ্ছদর্পণে
কহিতেছে অই স্থানে "সতীত্বের জয়।"
"সতীত্বের জয়" কহে বিলাতী রমণী
বসিয়া জনম ভূমে সাগর বেলায়,
পতি শোকাতুরা নারী সতীর জীবনী
আজি কি অপূর্ব্ব ভাবে জগতে দেখায়।

সপ্তসিন্ধু ব্যবধান সতীর প্রদেশে
কহে বিলাতীয় নারী "সতীত্বের জয়"
অশ্রুমাখা ফুল কটী রচিত আয়াসে
"সতীত্বের জয়" বার্ত্তা সকলেরে কয়।
কোথা সমাধিস্থ স্বামী কোথা সে রমণী
অতিক্রমি সিন্ধু বারি, গিরি ব্যবধান,
আজি এ সমাধি ক্ষেত্রে সতীর জীবনী
রহে স্বামী সহ তাঁর স্বামীগত প্রাণ।
পতির বিচ্ছেদ নাই সতী রমণীর
আত্মার সম্বন্ধে চির পবিত্র বন্ধন,
চির বর্ত্তমান তাহা—নশ্বর শরীর,
সময়েতে হয় শুধু তাহারি পতন।
আদর্শ রমণী—সীতা, সাবিত্রী জীবন
দেখায়েছ আজ পূত চরিত্রে তোমার,
আজি এই দৃশ্যে তব সব ভগ্নীগণ
দেখুক জগতে পূজ্য সতীত্ব কেমন।
আদর্শ জীবন এই সতী ভগিনীর
দেখ অয়ি ইংলণ্ডের অঙ্গনা নির্চয়,
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই দাম্পত্য প্রীতির
কহে পৃথ্বীময় আজ "সতীত্বের জয়"।

শ্রীসুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর—বরকান্দা।

---

* সমস্তিপুরস্থ গণ্ডক নদীর উপরে ইংরাজদিগের একটী সমাধি-ক্ষেত্র আছে। ঐ সমাধি ক্ষেত্রে বিলাত হইতে অনেক ইংরাজ মহিলা তাঁহার সমাধিস্থ স্বামীর প্রতি হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ গুটীকতক কারুকার্য্য বিনির্ম্মিত পুষ্প রচনা করিয়া তাঁহার সমাধি পার্শ্বে সংস্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ ফুল কয়েকটীতে অক্ষর সংযত করিয়া ইংরাজিতে "Loving remembrance" লিখিত আছে। পদ্যটী এই বিষয় অবলম্বনে লিখিত হইল।—

সুঃ—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৬ সংখ্যা | পৌষ ১২৯৪—জানুয়ারি ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসমিতি—গত ২৮, ২৯, ও ৩০ এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজে মহাসমারোহে এই মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ছয় শতের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হন। প্রথমে বাঙ্গালার টি মাধবরাও সভাপতি হইয়া একটী হৃদয়স্পর্শী উদ্দীপক বক্তৃতা দ্বারা প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করেন, পরে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মুসলমান বারিষ্টার টায়াবজী সভাপতি পদে বৃত হইয়া তিন দিবস কার্য্য সম্পাদন করেন। হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী সকল জাতীয় ভারতসন্তান একত্র হইয়া একহৃদয়ে একপ্রাণে ভারতের কল্যাণার্থ বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাবনা করিয়াছেন। এইরূপ সম্মিলন ভারতের ভাবী মঙ্গল ও উন্নতির একমাত্র নিদান। বিধাতা ইহার সহায় হউন।

লর্ড ডফারিণ—ভারতের প্রান্তসীমা পর্যান্ত পরিদর্শন করিয়া গত ১১৫ ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

মহারাণী সুনীতি—কুচবিহারের মহারাণী বিলাতের সম্রাজ্ঞী হইতে নিম্নশ্রেণীর লোক পর্যান্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট সুযশ লাভ করিয়া তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের মুখ উজ্জ্বল করিয়া নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে একখানি

পত্র লিখিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত হইবেন।

বারাণসী ডফরিণ সেতু—লর্ড ডফরিণ কাশী দিয়া আসিবার সময় গত ১৬ই ডিসেম্বর এই সেতু খুলিয়াছেন। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৫১৮ ফিট এবং ইহা নির্ম্মাণে ৪২,৮২৪ টাকা পড়িয়াছে। সেতু খুলিবার সময় এক দুর্ঘটনা হয়, ক্লার্ক নামে এক সাহেব সেতু হইতে পড়িয়া জলমগ্ন হইয়াছেন।

এম এ পরীক্ষা—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইংরাজিতে ১৬, মনোবিজ্ঞানে ১৪, সংস্কৃতে ৩, পারস্যভাষায় ২, গণিতে ৬, ইতিহাসে ২ এবং বিজ্ঞানে ১৩ জন উত্তীর্ণ। উচ্চতম পরীক্ষায় অনেক দিন আর আমরা কোন মহিলাকে উপস্থিত দেখিতেছি না। এক কুমারী চন্দ্রমুখীই কি মহিলা এম এর প্রথম ও শেষ হইবেন?

দান ও পরহিতৈষণা—(১) রুসিয়ায় ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া বারণ হির্শ শিক্ষা ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২॥ কোটী টাকা দান করিয়াছেন। (২) রাজা দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট্ চারিটেবল সোসাইটী ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন, তন্মধ্যে এক সহস্র টাকা কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্য জন্য ব্যয়িত হইবে, অবশিষ্ট টাকার সুদে নগরস্থ গরিবদিগের সাহায্য হইবে। উক্ত রাজা মেয়ো হাঁসপাতালেও ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। (৩) আমেরিকার রিচমণ্ড নগরের এক খৃষ্টীয় মহিলা একটী উৎকৃষ্ট গৃহে বাস করিতেন, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গৃহে বাস পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় ২॥ হাজার টাকা বাঁচাইয়াছেন। এই টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ধনাঢ্য লোকেরা আপনাদের বিলাসিতা একটু কমাইলে কত সহস্র সহস্র লোকের উপকার অনায়াসে সাধন করিতে পারেন!

ইয়োরোপীয় দুঃসংবাদ—রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার প্রান্তে বহু সৈন্য সমাবেশ করাতে অষ্ট্রীয়া ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত জর্ম্মণি ও ইটালী যোগ দিয়াছেন, ইংলণ্ডেরও দেওয়া সম্ভব।

দীর্ঘ রাজত্ব—ইংরাজ রাজাদিগের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ব্যতীত আরও তিন জন পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব উৎসব উপভোগ করিয়াছেন। প্রথম তৃতীয় হেনরি, নবম বৎসর বয়সে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্বোৎসব সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় এডওয়ার্ড, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করেন এবং তৃতীয়,

বিক্টোরিয়ার পিতামহ ৩য় জর্জ্জ," ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সংঘটিত হয়। ইনি বহু দিন অবধি মানসিক রোগগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন সুতরাং নিজে উৎসব ব্যপার উপভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। বিক্টোরিয়াই কেবল যথাসময়ে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া একাল পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে ও প্রকৃতিস্থ মনে অবস্থান পূর্ব্বক উৎসবের পূর্ণ সুখ উপভোগে সমর্থা হইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞীদিগের মধ্যে মহারাণী এলিজাবেথ আদর্শ ভূপতিরূপে প্রবল প্রতাপে ৪৫ বৎসরকাল রাজ্য শাসন করেন, মহারাণী বিক্টোরিয়া অনেকগুণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন। তৃতীয় এডওয়ার্ড ৫০ বৎসর ১৪৭ দিন রাজত্ব করেন, গত ১৫ই ডিসেম্বর বিক্টোরিয়ার সেকাল পূর্ণ হইয়াছে।

মার্কিন বিদুষী—(১) কুমারী মেরী হার্ফী নিউইয়র্ক কলম্বিয়া কলেজের প্রথম "লেডি বেচিলর।" ইহাঁর বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে ইনি কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, স্বীয় পিতার নিকট নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতেন, কেবল উচ্চ শ্রেণীর গণিত শিক্ষার্থ এক জন শিক্ষক রাখিয়াছিলেন। তিনি কলম্বিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া জ্যোতিষ ও রসায়ন প্রভৃতি (২০) কুড়িটী পরীক্ষা প্রদান করেন। রসায়নবিদ্যায় ৪টী বিশেষ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমন্বিত ৮টী পৃথক্ ভাষা সমেত ত্রিশটী বিষয়ে পরীক্ষা দেন। তিনি এই সমস্ত ভাষায় কেবল আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। চিত্র, শিল্প, কারুকার্য্য এবং সঙ্গীত ও বাদ্য শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ নিপুণা। গৃহস্থালী ও পাককার্য্যেও তিনি বিশেষ তিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। উপাধি প্রদান সময়ে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষতঃ উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। (২) ওয়েলসলি কলেজের অধ্যক্ষ (Lady President) এলাইস ফ্রিম্যান এবং (৩) প্রত্নতত্ব ও উপন্যাস লেখিকা এমিলা এডওয়ার্ডস কলম্বিয়া কলেজের শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য বিশারদ (Doctors of Letters) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৪) ভাসার কলেজের মানমন্দিরের অধ্যক্ষ (Lady Director) আইন বিশারদ (Doctor of Laws) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৫) ইউনাইটেড ষ্টেটসে দুইটী যুবতী মাষ্টার অব ডোমেষ্টিক ইকোনমি (M. D, E.) অর্থাৎ গৃহিণী চূড়ামণি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের এক জন ড্রেক বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরটী আয়োয়া ষ্টেট বিশ্বদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রী।

বিক্টোরিয়ার জন্মলিপি—সম্প্রতি প্যারিসে ইংলণ্ডেশ্বরীর পিতা

ডিউক অব কেণ্টের একখানি হস্ত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ১৮১৯ সালে অর্থাৎ বিক্টোরিয়ার জন্মের কিছু দিন পরেই লিখিত হয়। ইহাতে বিবৃত আছে ;—

বিক্টোরিয়ার তাঁহার প্রথম নাম আলেকজাণ্ড্রিণা, বিক্টোরিয়া ইহার মাতার নাম, এই নামে ইহাকে বাড়িতে ডাকা হয়। সম্রাট আলেকজাণ্ডার ইহার ধর্ম্ম পিতা হওয়াতে তাঁহার নামেই ইহার প্রথম নামকরণ হইয়াছে। ইহার আকৃতিতে আমাদিগের উভয়েরই সাদৃশ্য আছে। মুখশ্রী ও কেশ তাঁহার মাতার অনুরূপ আর সকলেই বলে যে তাঁহার চক্ষু ও নাসিকা আমারই চক্ষু ও নাসিকার মত।

চটক নিপাতবিধি—নিউইয়র্কে একটী অদ্ভুত বিধি প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারে যে ব্যক্তি চড়ুইকে আহার বা আশ্রয় দিবে, তাহার অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড হইবে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এখানে চড়ুই পক্ষীর নামও ছিল না, কেবল কয়েকটী নিউইয়র্কের চিড়িয়াখানায় রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি হইতে এক্ষণে ইহাদিগের বংশ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ইহাদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহারা শস্যের বীজ ও বৃক্ষের অঙ্কুর আহার করিয়া থাকে। কৃষকেরাও ইহাদিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মৃতকারীদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া থাকে। চড়ুই পাখীর উপদ্রব সর্ব্বত্রই আছে, তবে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে চটক মাংসের পিষ্টক উপাদেয় বলিয়া আহারার্থে ব্যবহৃত হওয়াতে তথায় ইহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দৃষ্ট হয়।

দ্রুতলিখন—পাঠিকাদিগের অনেকে টাইপ রাইটার (লিখিবার কল) দেখিয়া থাকিবেন, ইহাতে মিনিটে সচরাচর ৫০।৬০ কথার অধিক লেখা যায় না, সম্প্রতি নিউইয়র্কে ইহার প্রতিযোগিতা সংঘটন হয়। কুমারী গ্রাণ্ট চারি মিনিট ৪২ সেকেণ্ডে ৫৮৪ কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় অত্যন্ত নিপুণ ব্যক্তিও এ পর্য্যন্ত এত অধিক লিখিতে পারেন নাই।

মৃত্যু—জর্ম্মণীর তিন জন প্রধানতম ব্যক্তির মধ্যে সম্প্রতি এক জনের মৃত্যু হইয়াছে, ইঁহার নাম ফ্রেডরিক ক্রুপ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বিসমার্কের মন্ত্রণা, সংগ্রামকুশল ভন মোলটকীর সামরিক সুশৃঙ্খলতা এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায়ী ক্রুপের প্রসিদ্ধ কামান হইতেই জর্ম্মণেরা সিদানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন এবং ইদানীন্তন উন্নতাবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে ক্রুপ এক জন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা পিতা পুত্রে দুই জন সহচর কর্ম্মচারী লইয়া কামান নির্ম্মাণের ব্যবসা চালাইতেন। এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনী। তাঁহার কামান নির্ম্মাণ কারখানায় ১৫০০০ সহস্র লোক কর্ম্ম করিতেছে।

পুষ্প।

কে তুমি পত্রাবরণ হইতে আস্তে আস্তে উঁকি মারিয়া কচি মুখে সরল হাসি হাসিতে হাসিতে দেখা দেও বল দেখি? দেখিতে দেখিতে তোমার আধ-হাসি মুখ খানি হাসিতে ভরিয়া যায়, আর তুমি হেলিয়া দুলিয়া কত কথা অস্ফুট স্বরে ব্যক্ত কর কে তুমি বল না? তোমার মানসমোহিনী সন্তাপহারিণী ভাবোদ্দীপনী হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কাহার পানে অনিমেষ চাহিয়া থাক, তুমি কে? আবার হাসিতে হাসিতে মনের কথা মনেই থাকিতে থাকিতে—মনের সাধ, মনের বাসনা মনে মিলাইতে না মিলাইতে এক এক দলে কে তুমি ঝরিয়া পড়? তোমারে কত স্থানে কতবার কত আকারে মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি—কতদিন অসময়ে বৃন্তচ্যুত হইয়া কচি শিশুর হস্তে দেখিয়াছি; সেই সময় একবার তাহার দিকে ও একবার তোমার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি দেখিতে দেখিতে শুষ্ক বা বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছ। তোমাকে রমণীর কবরীর ভূষণ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গিয়াছে—তোমার হাসি হাসিতে না হাসিতে থামিয়া গিয়াছে, তোমার মধুর সঙ্গীত গীত হইতে না হইতে ফুরাইয়া গিয়াছে, তুমি আস্তে আস্তে মলিন মুখে ঢলিয়া পড়িয়াছ, তাই তোমাকে দেখিয়া মনে কত ব্যথা পাইয়াছি। কে তুমি বলনা আমায়? যদিও তোমার স্বরূপ জানি না, তবুও তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি। তোমাকে যখন পত্রের মধ্যে একবার লুকাইতে আবার বাহির হইতে দেখিয়াছি—সেই শিশিরের হার পরিয়া নাচিতে দেখিয়াছি—আর পবন তোমার কাণে কাণে কি কথা বলিয়া তোমার সুগন্ধ চুরি করিয়া ছুটিয়াছে আর তুমি তাহার সোহাগে দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছ—তখন তোমার সেই মানসমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়া—তোমার হাসির সহ হাসি মিলাইয়া মনের সাধে আমিও কত না দুলিয়াছি! তাই তোমাকে বড় ভাল বাসি। শৈশবাবধি—তোমাকে আমি ভাল বাসি। যখন শিশু ছিলাম, তখন তুমি আমার বন্ধু ছিলে—তখন তুমিও আমার মত চিন্তাশূন্য হাসি হাসিতে; যেই বড় হইতে লাগিলাম তোমার হাসি—সেই সঙ্গে সঙ্গে গাম্ভীর্য্যের হাসি হইয়া আসিল। তোমাতে যুগপৎ সরলতা ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তোমাকে জ্যোৎস্নাময়ী নিশার কৌমুদী-মাখান মুখ খানি লইয়া গম্ভীর ভাবে অনিমেষ আঁখিতে আকাশের কোলের ফুটন্ত তারকার দিকে চাহিতে দেখি—

এবং তাহাদের সহিত বিশ্বের নীরব অস্ফুট সঙ্গীতে তান মিলাইতে শুনি, তখন আমার মনে যে স্বর্গীয় পবিত্র ভাব উপস্থিত হয়, তাহা তোমার গাম্ভীর্যের হাসি। তোমাকে এই স্বর্গীয় মূর্ত্তিতে দিব্য সঙ্গীত গাইতে শুনিয়া কত দিন মনের কত জ্বালা জ্বলিতে জ্বলিতে নিবিয়া গিয়াছে, কত দুঃখ কত সন্তাপ উঠিতে উঠিতে লয় হইয়া গিয়াছে, তাই তোমাকে বড় ভাল বাসি। তোমাকে পুষ্প, কুসুম, ফুল কিছু বলিয়া মনের তৃপ্তি হয় না, যেন মনের সমস্ত ভাব তোমার প্রাণের একটী কথা উহাতে ব্যক্ত নাই, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে;—তোমাকে কি বলিয়া ডাকিলে মনের তৃপ্তি হইবে? তোমাকে আরও কেন ভালবাসি জান?—একদিন আমার প্রাণের কত আশা, কত সাধ, কত বাসনা তোমার বাল্যকালের দলগুলির মত প্রাণের সাথে জড়াইয়া উঠিয়াছিল—তোমার যৌবনের দলগুলির মত আমার আশা ও সাধ গুলি হাসিয়াছিল—কত মলয় পবন তাহাদের কাণে কাণে কত কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাহারাও তোমার দলগুলির মত কত নাচিয়াছিল, কিন্তু আবার তোমার দলগুলির মত সমুদয় ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আবার তুমি কত আকারে ফুট, কত সোহাগে নাচ এবং হাসিতে হাসিতে ঝরিয়া পড়িয়া যাও, আমারও আশা কল্পনা গুলি কত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া হাসিয়া ঝরিয়া পড়ে। তাই তুমি যেই হও, আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি। আরও তোমায় ভাল বাসি কেন জান?—ঐ যে তুমি হাসিতে হাসিতে বিশ্বের সঙ্গীত গাইতে গাইতে অনন্ত নীলিমার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ঝরিয়া পড়, উহাতে আমার কত কথা মনে হয়—জীবনের কত কথা,—সংসারের চিন্তাচ্ছন্ন অন্তরের কত গভীর ভাব জাগিয়া উঠে। আমার অন্তশ্চক্ষু তোমার মত কাহার দিকে অনিমেষ তাকাইতে চায় এবং বিশ্বের গানে সুর মিলাইয়া আমার আশা ভরসা সমস্তই গাইতে ইচ্ছা করে। তোমার তাপজ্বালাশূন্য শান্তিদায়িনী হাসি প্রাণ ভরিয়া হাসিতে এবং সংসারের মহাবৃক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে ঝরিয়া পড়িতে বড়ই ইচ্ছা হয়। তাই তোমার ঐ মনভুলান ভাব আমি বড় ভাল বাসি। তুমি যে নিশার তারাবলীর দিকে অনিমেষ চাহিয়া তাহাদের হাসির সহিত হাসি মিশাইয়া কি গান গাইতে গাইতে ঝরিয়া পড়—চিরদিনের তরে নিভৃত বিরাট ছবি অনন্ত আকাশের কোলে তাহাদের মত ফুটিয়া জগৎ পিতার নীরব সঙ্গীতে রত হইবে বলিয়া ঝরিবার সময়ও তোমার হাসি ফুরায় না, ইহাতে আমার মনে কত আশার সঞ্চার হয়। তাই তুমি যেই হও, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। আমি আবার

তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে আমাকে বলনা? স্বর্গের ভাব তোমাতেই প্রস্ফুটিত, তুমি চিন্তাশূন্য অথচ কি গম্ভীর ভাবপূর্ণ—তুমি সরলতা ও গাম্ভীর্য্যের হাসি—তুমি ধরার নক্ষত্র—তুমি মনুষ্য জীবনের অভিনেতা অথচ সংসারের কোন ধার ধারনা, তাই তোমাকে কি বলিয়া ডাকিলে মনের তৃপ্তি হইবে বলনা আমাকে?

—•:•—

লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড।

রণ-পোতাধিপ সার্ ফ্রান্সিস বোফোর্ট কে, সি, বি, এফ, আর, এস, একজন উচ্চবংশোদ্ভব খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড ইঁহার কনিষ্ঠা কন্যা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বোফোর্টের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে ষ্ট্র্যাংফোর্ড ভগিনী সমভিব্যাহারে আসিয়া খণ্ড পর্য্যটন করিতে যাত্রা করেন। ১৮৬০ সালে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত দুই খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অচিরে সাধারণের নিকট আদৃত ও অনেকবার মুদ্রিত হয়। ইহারই বলে তিনি সংস্কৃত প্রভৃতি বহুবিদ্যাবিশারদ বাইকাউণ্ট ষ্ট্র্যাংফোর্ডের নিকট পরিচিতা হন। ১৮৬২ সালে তাঁহার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। সাত বৎসর পরে অর্থাৎ ৬৯ সালে স্বামীর মৃত্যু হইলে, ইনি অনেক দিন দুঃখে নির্জ্জন বাসে থাকিয়া স্বদেশের হিতব্রতে ব্রতী থাকেন। হাঁসপাতালের রোগীদিগের শুশ্রূষা কার্য্য ইঁহার জীবনের এক প্রিয়তম কার্য্য। এই সাধু কার্য্যে ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য মহা নগরী লণ্ডনের অন্যতম হাঁসপাতালে কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহারই যত্নে "National Association for Providing Trained Nurses" অর্থাৎ সুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব মোচনার্থ জাতীয় সমিতি নামে সভা সংগঠিত হয়। ১৮৭৬ সালে হত্যাকাণ্ডের সময় বুলগেরীয় কৃষকদলের দুঃখ মোচনার্থ অর্থ সংগ্রহ করা লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ডের মহতী কীর্ত্তি। এই বিষম ব্যাপারে বিব্রত হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তথাচ তিনি অবসাদ অনুভব করেন নাই। পরবৎসর রুষ তুরস্ক যুদ্ধে যখন সমস্ত ইউরোপ প্রকম্পিত, তখন আহত ও পীড়িত তুরস্কবাসীগণের নিমিত্ত তিনি বিস্তর টাকা তুলিলেন। তাহাদিগের কষ্ট নিবারণার্থে এই সংগৃহীত অর্থ তাঁহার তত্ত্বাবধানে ব্যয়িত হইত। আহতদিগকে স্থানান্তরিত করিতে বহু কালবিলম্ব হইত, তন্নিমিত্ত তিনি ধাত্রীগণ সমেত রণ-ক্ষেত্র সম্মুখে অসঙ্কুচিত চিত্তে অগ্রসর এবং তথায় দুঃখী লোকদিগের সেবায় রত হইতেন।

যুদ্ধকালে তিনি রুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হন।' ৮২ সালে তিনি "St. John's Ambulance Association" সেণ্ট জন্স আম্বুলান্স আসোসীয়েসন নাম্নী সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কেরো নগরে গমন করিয়া পীড়িত ও আহতদিগের জন্য তথায় বিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল খুলিলেন। রাজকুমার কনটের ডিউক, টেকের ডিউক, লর্ড উলজি, লর্ড ডফরিণ প্রভৃতি মহোদয়গণ এই হাঁসপাতালের অনেক প্রশংসা করেন। ইহাতে অবস্থিতি করিয়া অনেক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষ জীবন রক্ষা করেন। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ইহার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নশীল হইয়া অর্থ দান করেন। লেডী ষ্ট্রাংফোর্ড ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে মহারাণী অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রদান করেন এবং তখনকার নব প্রবর্ত্তিত রেড ক্রশ নামক সম্মানসূচক উপাধি দানে তাহাকে সম্মানিতা করেন। অল্প দিন হইল ইনি এমিগ্রেশ্যন অর্থাৎ দেশান্তর বাস বিষয়ে মনোনিবেশ ও অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। বিবি ব্লানকার্ড এ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করেন। ৮২ সালে ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া "Women's Emigration Society" স্ত্রীলোকদিগের দেশান্তর বাস সভা নামে সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভা দ্বারা ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে বহুসংখ্যক লোক প্রেরিত এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যবিষয়ে অবগত ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত বিষয়ে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন ও বড় বড় লোকদিগের নিকট সুপরিচিতা ছিলেন। শব্দশাস্ত্র ও ভূগোলে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থে এই দুই বিষয়ে তিনি হারো কলেজে বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া যান। পোর্টসেডে পরিশ্রমাধিক্য তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। অবশেষে গত ২৪এ মার্চ্চ তারিখে (১৮৮৭) তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন। বয়ঃক্রম অনুমান ৫০ বৎসর মাত্র। আক্ষেপের বিষয় ইঁহার কোন সন্তান সন্ততি নাই।

পরোপকারে যে জীবন অতিবাহিত না হয়, সে জীবন জীবনই নয়। যে ক্ষেত্র শস্য উৎপাদন করিয়া শত শত লোককে প্রতিপালন না করিল, সে ক্ষেত্র ক্ষেত্রই নয়, তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; নচেৎ তাহার মৃত্তিকার উন্নতি সাধনে তৎপর হওয়া ক্ষেত্রপালের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুণ্যবারি সিঞ্চন কর, জ্ঞান-সার দাও, ও ধর্ম্মবীজ রোপণ কর। দেখ দেখি শস্য উৎপাদন হয় কিনা? এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি। ক্ষেত্রের অনেক শত্রু আছে, অনেক কুগাছা হইবে, তাহাদিগকে উন্মূলিত করিতে হইবে। অনেক দুষ্ট জীব জন্তু আছে, তাহাদিগকে সুদূরে রাখিতে দৃঢ় বৃতি দ্বারা ক্ষেত্র

বেষ্টিত করিতে হইবে; তবে শস্য পাইবে—জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু শুধু আপনার মঙ্গল কামনা ও স্বার্থের জন্য উদ্যম করিলে হইবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রপালেরও মঙ্গল কামনা করিতে হইবে, তাঁহাদিগেরও যাহাতে উন্নতির সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইবে; নচেৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবে না। এই অনিত্য সংসারে তোমার মঙ্গল অন্যের মঙ্গলের সহিত এরূপ একীভূত যে তুমি একটিকে ফেলিয়া অপরটি গ্রহণ করিতে কখনও সমর্থ হইবে না। আপনার স্বার্থ সাধন ও সুখ সম্বর্দ্ধন পশুতেও করে। হে মানব! যদ্যপি মানব বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে তোমার কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তৃত কর, উদার হও, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা দূর কর। দেখ লেডী ষ্ট্রাংফোর্ড কেমন নারী ছিলেন। ইনি পর দুঃখে কাতরা, পরহিতে তৎপরা, শেষে কিনা পরের জন্য অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন। ইংলণ্ডের ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে তাঁহার মত মহিলা অতি বিরল। ইঁহার জীবন কি ভারত রমণীদিগের অনুকরণীয় নহে?

চিন্তা, কথা এবং কার্য্য।*

কথিত আছে, তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত জোরোস্তার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ ছিল, এবং তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের হৃদয়ে সংশয় স্থান পায় নাই। জোরোস্তার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল গোচর্ম্মের উপরি লিখিত হইয়া স্থাখর পাপকানের রাজপুস্তকাগারে যত্নে রক্ষিত ছিল। মিসর দেশে অবস্থান কালে, সেকন্দর বাদসাহ এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ভস্মীভূত করেন। অতঃপর ইরাণ বা পারস্য রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা, সংশয় এবং মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে লাগিল, বিসম্বাদী ধর্ম্মমত এবং বিভিন্ন আইন প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল।

বর্ণিত আছে যে এই সময়ে মনীষিবর্গ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ একত্রিত হইয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মন্ত্রপূত নিদ্রোৎপাদক পানীয় প্রদান পূর্ব্বক চক্ষুর অগোচর লোকান্তর দর্শনার্থ প্রেরণ করিবেন, তিনি প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবেন। আর্দাবিরাফ নামক এক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ মনোনীত হইলেন।

তখন সমাগত ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ তিনটি সুবর্ণপাত্র সুরা এবং বিটাপ্সি নামক ঔষধে পূর্ণ করিলেন, এবং প্রথম

* অনুবাদিত।

পাত্রের উপর "সাধু চিন্তিত" দ্বিতীয় পাত্রের উপর "সাধু উক্ত" এবং তৃতীয় পাত্রের উপর "সাধু অনুষ্ঠিত" এই বাক্যত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক বিরাককে পান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

বিরাকের যোগ নিদ্রাকালে পুরোহিতগণ এবং সপ্তকুমারী পূজার অগ্নি সংরক্ষণ এবং শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত রহিলেন। সপ্তম দিবসে বিরাকের আত্মা দেহে প্রত্যাগত হইল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি সুষুপ্তির পর গাত্রোত্থান করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় সাধু চিন্তা এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জনৈক সুলেখক বিরাকের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক, তাঁহার বাক্য সকল স্পষ্টাক্ষরে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিরাক বলিতেছিলেন ;—

"সাধু চিন্তার সহিত প্রথম পদ, সাধু উক্তির সহিত দ্বিতীয় পদ এবং সুকৃতির সহিত তৃতীয় পদ অগ্রসর হইয়া, আমি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি প্রথম পদ নক্ষত্র পথে স্থাপন করিয়াছিলাম। তথায় সাধু চিন্তা সাদরে অভ্যর্থিত হয়। দেখিলাম সেই স্থানে সাধুদিগের আত্মা নক্ষত্রবৎ দীপ্তি পাইতেছে, সে দীপ্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে।

আমি অতনো নামক দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই প্রদেশের কি নাম এবং যাহাদিগকে দেখিতেছি ইহাদেরই বা পরিচয় কি ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "ইহার নাম নক্ষত্র পথ, আর যাঁহাদিগকে তুমি দর্শন করিতেছ ইহাঁরা পৃথিবীতে দেবতার অর্চ্চনা করেন নাই, মন্ত্রপাঠ করেন নাই, ইহাঁরা পদ প্রভুত্বেরও অধিকারী ছিলেন না। তথাপি অন্য সুকৃতিফলে ইহাঁরা আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন।'

'আমি তৎপরে স্থানান্তরে উপস্থিত হইয়া, উদারচেতাদিগের আত্মা দর্শন করিলাম, ইহাঁরা আপনাদিগের প্রভায় অপর সকলকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এ দৃশ্য আমার চিত্ত মুগ্ধ করিল।

'দেখিলাম সত্যবাদী এবং মহানুভবগণের আত্মা অপূর্ব্ব তেজঃ সমাবৃত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। এ দৃশ্য কি মহান্!

'এক মনোরম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম কৃষিজীবিগণের আত্মা ক্ষিতি, বারি, পশু ও বৃক্ষাদির অধিষ্ঠাতৃদেবতাদিগের আরাধনা করিতেছে। এই কৃষিজীবিগণের সিংহাসনও উচ্চ। এই দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হইল।

'কারুকার্য্য-শোভিত সিংহাসনোপরি শিল্পীগণের আত্মাও সন্দর্শন করিলাম।

'বিশ্বাসী, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং তত্ত্বান্বেষীদিগের আত্মা দেখিলাম। তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অনুপম আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

'আর দেখিলাম, প্রিয়কারী শান্তি-সংস্থাপক মধ্যস্থদিগের আত্মা পুণ্যবলাৎ

ক্রমশঃ বর্দ্ধিত-শ্রী হইতেছে এবং অনুক্ষণ আনন্দ সহকারে আলোকধামে বিহার করিতেছে।

'আমি ধর্ম্মপরায়ণদিগের নিবাসভূমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকও দর্শন করিয়াছি। মহিমাপূর্ণ—অনন্ত আনন্দপূর্ণ সে আলোক হইতে দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহে না।'

কৃষ্ণা গৌতমী।

শ্রাবস্তি নগরে কৃষ্ণা গৌতমী নাম্নী একটি বালিকার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। শিশুটি যখন সবে চলিতে শিখিয়াছে, আধ আধ স্বরে মাতাকে সম্বোধন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। বালিকা সেই মৃত শিশু বক্ষে করিয়া নেত্র জলে ভাসিতে ভাসিতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঔষধ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বলিল, "দেখ, বাছা আমার কেমন হইয়া পড়িয়াছে। কত খেলা করিত, কত হাসিত; আজ হাসি নাই, খেলা নাই, মুখে স্তন্য দান করিতেছি, পান করিতেছে না, মুখখানি মলিন হইয়াছে, ক্ষুদ্র শরীর শীতল এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তোমরা দয়া করিয়া আমার বাছাকে ঔষধ দাও।"

তাহাকে এইরূপ কথা কহিতে শুনিয়া, অনেকেই তাহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিল। কিন্তু জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি কহিলেন, "বৎসে! আমি তোমার শিশুটিকে আরোগ্য করিতে সমর্থ নহি। কিন্তু আমি একজন চিকিৎসকের কথা জানি, তিনি ইহার চিকিৎসা করিলে করিতে পারেন। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে ঔষধ প্রদান করিবেন।" কৃষ্ণা গৌতমী অবিলম্বে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, কাতর স্বরে বলিল, 'আমার শিশুটি যাহাতে আরোগ্য লাভ করে, এমন কোন ঔষধ জানেন কি?" বুদ্ধ বলিলেন, "জানি।" বালিকা কহিল "সে ঔষধ কি?" বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন, "আমাকে এক মুষ্টি কৃষ্ণ সর্ষপ আনিয়া দাও, তদ্দ্বারাই ঔষধ প্রস্তুত হইবে, কিন্তু দেখিও, যে বাটীতে কখন, পিতা মাতা, সন্তান, স্বামী, দাস বা দাসী মরে নাই, এমন বাটী হইতে এই সর্ষপ আনিবে, নচেৎ কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।" বালিকা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মৃত শিশু বক্ষে করিয়া সত্বর সর্ষপ আনয়নার্থ প্রস্থান করিল। মুষ্টি পরিমেয় সর্ষপ চাহিবামাত্র সকলেই সর্ষপ আনিয়া দিল, কিন্তু বালিকা যখন

জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধো! এ গৃহে কখন সন্তান, পিতা, স্বামী অথবা ভৃত্য মরে নাইত?" তখন তাহারা বলিল "ভদ্রে তুমি কি বলিতেছ? জীবিতের সংখ্যা অল্প, মৃতের সংখ্যা অগণ্য।" তখন সে আবার অন্যান্য স্থানে গিয়া সেইরূপ প্রশ্ন করিল। কেহ বলিল, "আমি পুত্র হারাইয়াছি," কেহ বলিল "আমার জনকের মৃত্যু হইয়াছে।" অবশেষে কৃষ্ণা গৌতমী ভাবিল, হায় "আমি কি অসম্ভব কার্য্য সাধনে তৎপর হইয়াছি। এ সংসারে আমিই কেবল পুত্র হারাইয়াছি, এমন নহে। এই শ্রাবস্তি নগরে অহরহ পিতা মরিতেছে, পুত্র মরিতেছে।" বালিকা তখন মৃত সন্তান পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইল। বুদ্ধ বলিলেন, "ভগিনি! মুষ্টি পরিমাণ কৃষ্ণ সর্ষপ পাইলে কি?" বালিকা বলিল "দেব, আমি তাদৃশ সর্ষপ কোথায়ও পাইলাম না। নগরস্থ সকলেই কহিল, জীবিতের সংখ্যা অল্প, মৃতের সংখ্যা বহুল। আমি এমন গৃহ দেখিলাম না যেখানে কাহারও পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, দাস দাসী মরে নাই। দেব! সে সর্ষপ আমি কোথায় পাইব? মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার কোথায়?"

অতঃপর বুদ্ধের উপদেশে কৃষ্ণা গৌতমীর তত্বজ্ঞান উপস্থিত হইল।

কমন্স সভা।

যে মহাসভা দ্বারা ইংরাজ সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে তাহার নাম পার্লিয়ামেণ্ট, ইহা আমাদিগের অধিকাংশ পাঠিকা অবশ্যই অবগত আছেন। এই সভার দুই শাখা—একটীর সভ্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রতিনিধিগণ ও অপরটীর সভ্য সাধারণ লোকের প্রতিনিধিগণ। প্রথমটীর নাম হাউস্ অব লর্ডস বা কুলীন সভা ও শেষোক্তটীর নাম হাউস্ অব কমন্স বা প্রজা সাধারণ সভা। কমন্স সভার সভ্যগণ ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডের সাধারণ লোকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

পার্লিয়ামেণ্ট বাটীর এক সুবিস্তীর্ণ গৃহে হাউস অব কমন্সের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

কমন্স সভার যিনি সভাপতি তাঁহাকে (Speaker) স্পিকার বলা হয়। গৃহের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে ইনি উপবিষ্ট হন। সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদের সময় কেহ ক্রোধান্ধ হইয়া কোন অযথা ব্যবহার বা গোলমাল করিলে সভাপতি মহাশয় তাহাকে শান্ত করেন, কিম্বা তিনি তাঁহার কথা না শুনিলে তাহাকে শাস্তি দেন। বিবাদের সময় ইনি যে নিষ্পত্তি করেন, তাহাই সকলকে অব-

মত মতকে গ্রহণ করিতে হয়। যখন কোন আইনের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা হয় তখন সভাপতি মহাশয়কে কোন মত দিতে হয় না, তবে যদি উন্নতিশীল* ও রক্ষণশীল দুই দলের সভ্যগণের সংখ্যা কোন সময়ে সমান হয়, তাহাহইলে স্পিকারকে কোন না কোন পক্ষে মত দিতে হয়। স্পিকারের দক্ষিণ পার্শ্বে মন্ত্রীগণ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে তাঁহাদের দলীয় সভ্যগণ উপবিষ্ট হন। স্পিকারের বাম পার্শ্বে বিপক্ষ দলের বড় বড় সভ্যগণ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে ঐ দলের অন্যান্য সভ্যগণ উপবিষ্ট হন।

কমন্স সভায় এক জন পাদ্রী নিযুক্ত আছেন। ইনি প্রত্যহ সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করেন। এক জন সার্জ্জন সভাস্থলে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন। কোন সভ্য স্পিকারের অবাধ্য হইলে সার্জ্জন সাহেব স্পিকারের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সভাস্থল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কমন্স সভা গৃহের পার্শ্বে একটী পুস্তকালয় আছে। সভ্যগণ তথায় অবসরকালে সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন।

যখন কোন সভ্য কোন নূতন আইন করিবার বা কোন পুরাতন আইনের কোন ধারা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছা সভার নিকট প্রকাশ করেন। সভার অধিকাংশ সভ্য তাঁহার ইচ্ছা অনুমোদন করিলে, তিনি কোন্ দিন তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি তাঁহার প্রস্তাব সভার সম্মুখে পাঠ করেন। যদি অধিকাংশ সভ্য তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব মুদ্রিত হয় এবং উহার এক এক খণ্ড প্রত্যেক সভ্যকে প্রদান করা হয়। সভ্যগণ এই পাণ্ডুলিপি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে যাঁহার যাহা কিছু বলিবার থাকে, সভার সম্মুখে তিনি তাহা ব্যক্ত করেন। এইরূপে ঐ বিষয় লইয়া সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। বাদানুবাদের পর যদি অধিকাংশ সভ্য বিবেচনা যোগ্য বলিয়া দেন, তাহা হইলে উহা সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিটীর বিচারার্থ অর্পিত হয়। এই কমিটী পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক কথা প্রত্যেক ছত্র বিচার করিয়া দেখেন এবং যেরূ

* পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণ দুইটী প্রধান দলে বিভক্ত—একটীর নাম (Liberal) উদার বা উন্নতিশীল, ইহাঁরা নূতন পরিবর্ত্তনের এবং সাম্যমতের অধিক পক্ষপাতী, অন্যটীর নাম (Conservative) রক্ষণশীল, ইহারা প্রাচীন প্রথা এবং উচ্চশ্রেণীর উচ্চাধিকার রক্ষার অধিক পক্ষপাতী। পূর্ব্বকালে এই দুই দল হুইগ ও টোরী বা অন্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে দল যখন প্রবল হন, তাঁহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন।

পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তদনুরূপ পরিবর্ত্তন করেন। কমিটীর মতামত ও পাণ্ডুলিপি পুনরায় সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং সভার সম্মুখে তৃতীয়বার পঠিত হইলে যদি অধিকাংশ সভ্যের মত হয়, তাহা হইলে উহা লর্ডস সভায় পাঠান হয়। উক্ত সভার অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদিত হইলে উহা মহারাণীর নিকট প্রেরিত হয় এবং তিনি অনুমোদন করিলে উহা আইনে পরিণত হয়। ইংলণ্ডের এই প্রকার সকল আইনকে "মহারাণীর আইন না বলিয়া—'Act of Parliament' বা পার্লিয়ামেণ্টের আইন বলা হয়।

কমন্স সভা বুধবার দিবস মধ্যাহ্ন কালে ও অন্যান্য দিবস অপরাহ্ণ চারিটার সময় বসিয়া থাকে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবস কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সমূহ বিবেচিত ও বিতর্কিত হইয়া থাকে।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বৎসরের সমস্ত কাল চলে না। প্রায় ছয় মাস কাল সভা বন্ধ থাকে। এইরূপ বন্ধের সময় সভ্যগণ লণ্ডন নগরের রাজনৈতিক সভা সমূহে ও ইংলণ্ডের নগরে নগরে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

সেলাই শিক্ষা।

বহু ছিদ্র নমুনা।

আট ঘরে নমুনা হয়; সুতরাং ৪৮ অথবা ৫৬ ঘর লইলেই ছেলের সুন্দর মোজা হইবে।

১ম সারি—দুইটা ঘর এক সঙ্গে বুন; সামনে সূতা আনিয়া দুইটা এক সঙ্গে দুইবার; সাম্‌নে সূতা আনিয়া চারিটা সোজা। ক্রমশঃ এইরূপ।

২য় সারি উন্টা। ৩য় সারি—দুইটা সোজা; সামনে সূতা আনিয়া দুইটা এক সঙ্গে দুইবার; দুইটা সোজা। ৪র্থ সারি—উন্টা। ৫ম সারি তিনটা সোজা; সাম্‌নে সূতা আনিয়া দুইটা একসঙ্গে দুইবার; একটা সোজা। ৬ষ্ঠ সারি উন্টা। ৭ম সারি—চারিটা সোজা; সামনে সূতা আনিয়া; দুইটা এক সঙ্গে দুইবার। অষ্টম সারি উন্টা। নবম সারি—দুইটা সোজা; দুইটা এক সঙ্গে, সাম্‌নে সূতা আনিয়া, দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সূতা আনিয়া দুইটা সোজা। দশম সারি উন্টা।

১১শ সারি—একটা সোজা; দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সূতা আনিয়া দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সূতা আনিয়া একটা; দুইটা সোজা। ১২শ সারি—উন্টা।

এই নমুনায় ছেলের বেনিয়ানও হইতে পারে।

মাদুর নমুনা।

৪ ঘরে নমুনা হয়। প্রথমতঃ

সাম্‌নে সূতা আনিয়া, বাম কাটির একটা ঘর ডান কাটিতে তুলিয়া লইবে, অতঃপর তিনটা সোজা বুনিয়া, যেটা তুলিয়া লইয়াছিলে সেটা তাহাদের উপর দিয়া আনিয়া ফেলিয়া দিবে। দ্বিতীয় সারি—উল্টা।

ক্রোশে এজিং।

(কামিজ, বডিস, পাজামা, কাঁথা ইত্যাদির পার্শ্বে লাগাইবার জন্য)। পাঠিকাগণ চেইন, ষ্টিচ্, সিঙ্গল্ ষ্টিচ্, এবং লঙ্ ষ্টিচ্ কাহাকে বলে, জানেন, অনুমান করিয়া উহার অর্থ লেখা হইল না। এ সকল কথার বাঙ্গালা নাম তত ভাল শুনাইবে না, এবং যাঁহারা এই ষ্টিচ্ গুলি না জানেন, তাঁহারা বাঙ্গালা নাম, বা ইংরাজী নামের ব্যাখ্যার সাহায্যে, হাতে করিতে না দেখিয়া, অথবা পরিষ্কার ছবি না দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।)

যত খানি ইচ্ছা লম্বা চেইন করিয়া সূচীর মুখে সূতা নিয়া দুইটা চেইনের অন্তরে লংষ্টিচ কর। যখন লাইন (সারি) শেষ হইবে, তখন সূতা ঘুরাইয়া নিয়া, প্রত্যেক ছিদ্রের ঘরে দুইটা কিম্বা তিনটা করিয়া লংষ্টিচ্ করিবে।

সহজ সুন্দর কাজ।

পাঠিকাগণ ইচ্ছা করিলে অবসর কালে অল্পায়াসে অনেক সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন। অনেকে স্বামী পুত্রের জন্য অনেক মূল্য দিয়া মেরিনোর গলাবন্ধ ক্রয় করেন। এক গজ মেরিনো এবং কিঞ্চিৎ রেসম ক্রয় করিলে অনেক গুলি গলাবন্ধ তৈয়ার করা যায়। ক্ষীর রঙ্গের কাপড়ে ঐ রঙ্গের রেশম, তদ্ভিন্ন আর সকল রঙ্গের কাপড়ে সাদা রেশম ব্যবহার করিতে হয়। কপিশ রঙ্গের কাপড়ে ঐ রঙ্গের রেশম ব্যবহার করিলে সাদা রেশমের কাজের চেয়ে আরও ভাল হয়। বয়স্ক লোকের জন্য কাল, ধূসর, এবং কপিশ রঙ্গের গলাবন্ধ ভাল।

পাড়াই গজ, তিনগজ আন্দাজ মেরিনো কিনিয়া তাহার, দুই কোণ অথবা চারি কোণে কাপড়ের রঙ্গের রেশম দিয়া—এক একটি কল্কা বুনিয়া লইলে অতি সুন্দর গাত্র বস্ত্র হইবে।

অবশ্যই এসকল জিনিষ তৈয়ার করিতে হইলে, সূচী সূতায় যত রকম ফোঁড় হয়, তাহা অগ্রে শিখিতে হইবে।

কতকগুলি ফোঁড়ের নামঃ—ষ্টিচ্ (বকেয়া), হেরিং বোন্ ষ্টিচ্, ফেদার ষ্টিচ্, ক্রুয়েলওয়ার্ক ষ্টিচ্, সাটিন ষ্টিচ।

চাহিবেনা ফিরে?

পথে দেখে ঘৃণা ভরে, কত কেহ গেল
সরে
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে,
কেহবা নিকটে আসি বরষি গঞ্জনা রাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া, যায় শেষে ফেলে।
পতিত মানব তরে, নাহি কি গো
এসংসারে,
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার?
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়
দুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার?
সত্য, দোষে আপনার, চরণ স্খলিত তার,
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে যাবে, চাহিবেনা ফিরে?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলে ছিল এক
সাথে,
পথে নিবে গেছে আলো পড়িয়াছে
তাই,
তোমরা কি দয়া করে তুলিবেনা হাতে
ধরে
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবেনা ভাই?
তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া
নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি হোক্ অগ্রসর;
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে, ফেলে যদি যাও
তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

—:•:—

হিন্দু সদাচার।

৩—স্ত্রী-সম্মাননা।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি প্রাচীন আর্য্যদিগের যেরূপ সম্মাননার ভাব ছিল, তাহা অতি অল্প জাতির মধ্যে লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বর্ত্তমান সভ্যশ্রেষ্ঠ ইংরাজ জাতি যে শব্দে মান্য স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া থাকেন তাহা (Lady) লেডী বা রুটী-রক্ষিকা অর্থাৎ রুটীর ভাণ্ডার রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান সম্মানের কার্য্য। কিন্তু সংস্কৃতে মহিলা অর্থে পূজনীয়া বুঝায়। স্ত্রীলোকেরা যে তাঁহাদিগের মহৎ গুণের জন্যে পুরুষদিগের পূজার্হা আর্য্যেরা অনেক শব্দ দ্বারা তাঁহাদের এই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় সভ্য জাতি স্ত্রীলোকের প্রতি বিশেষ সমাদর ও সম্মাননা সভ্যতার প্রধান চিহ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই সম্মাননা অনেক স্থলে, আত্মসুখের জন্য। স্ত্রীলোককে যেরূপে

বেশ ভূষা পরাইলে লিখিতে পড়িতে বাজাইতে নৃত্য গীত করিতে শিক্ষা দিলে আপনাদিগের মনোরঞ্জন হয়, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সেইরূপে গঠন করেন। নারীদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম রাজনীতি প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে পুরুষদিগের সমান অধিকার প্রদান করিতে অদ্যাপি তাঁহারা কুণ্ঠিত। প্রাচীন হিন্দুজাতি স্ত্রীকে যথার্থই অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী করিয়া আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। মানব শাস্ত্রকার মহাত্মা মনু বলিয়াছেন:—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মনু ৩য়, ৫৬।

যে গৃহে স্ত্রীলোকে পূজিতা হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যেখানে স্ত্রীদের অনাদর, সেখানে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।

মনু ৩য়, ৫৭।

যে কুলে পত্নী, ভগিনী কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অন্ন বস্ত্রাভাবে দুঃখিনী হয়, সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে স্ত্রীলোকদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় না, সে কুল সর্ব্বদাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

মনু ৩য়, ৬০।

যে কুলে পত্নী স্বামীতে ও স্বামী পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলে নিশ্চয় সর্ব্বদাই কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে:—

পদে পদে চ ভদ্রং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি,
অবমন্তা স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী।

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের মান রক্ষা করে, পদে পদে তাহার কল্যাণ হয়। আর যে পুরুষাধম মূঢ় স্ত্রীলোককে অবমান করে, পার্ব্বতী সতী পদে পদে তাহার অমঙ্গল করিয়া থাকেন।

হিন্দুদিগের ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীলোক গৃহের সম্রাজ্ঞী নারী। এজন্য বিবাহ সময়ে সপ্তপদী গমন কালে কন্যাকে এইরূপে সম্বোধন করা হয়:—

সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং।
দেবরেষু সাম্রাজ্ঞী ননান্দৃষু দ্বিপদে চ চতুষ্পদে।

হে বধূ! পালন গুণ দ্বারা শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ এবং গৃহের যাবতীয় দ্বিপদ ও চতুষ্পদের উপর সম্রাজ্ঞী হও অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার কর। ইহার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মাননার অধিক ভাব আর কি প্রকাশিত হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

ঘণ্টা ও ঘণ্টানাদ।

ঘণ্টা মাঙ্গলিক বাদ্য, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মাঙ্গলিক ও পবিত্র কার্য্যোপলক্ষেই ইহার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে ইহার সমধিক আদর ছিল। বর্ব্বর জাতিরা ইহাকে সচেতন বোধে ইহার ঘোর নাদ শ্রবণে শঙ্কিত হইত এবং অমানুষিক শব্দ বিবেচনা করিয়া কত তর্ক বিতর্ক করিত। কি প্রকারে যে এরূপ শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা তাহাদিগের অশিক্ষিত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারিত না।

কোন্ সময়ে ঘণ্টা প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় নাই। তবে ভারতবর্ষে যে ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। বোধ হয় এখানেই ইহার প্রথম সৃষ্টি। চীনদেশেও বহুকালাবধি ঘণ্টা প্রচলিত আছে। প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্রসকলে ঘণ্টানাদের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। কেবল মঙ্গল কার্য্যে নয়, যুদ্ধ বিগ্রহেও আর্য্যজাতিরা ঘণ্টা ব্যবহার করিতেন। কত সৈন্য নাশ করিয়া বিজয়ী একবার "বীরঘণ্টা নাদ" ও "মহাঘণ্টা নাদ" করিতেন, তাহা পুরাণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। পূজা অর্চ্চনা ও যাগ যজ্ঞে ঘণ্টা ধ্বনি না হইলে তাহা সিদ্ধ হইত না। অভিবাদন, আহ্বান ও সঙ্কেতার্থেও ঘণ্টা ব্যবহৃত হইত। বাইবেলে প্রধান যাজকের পরিচ্ছদ বিষয়ে মুশার উক্তি আছে, তাহাতে ঘণ্টা সংযুক্ত করিতে হইবে, ঘণ্টা ধ্বনি শুনিয়া লোকেরা তাঁহার আগমন অবগত হইতে পারিবে।

এক্ষণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে আহ্বানার্থ ঘণ্টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে এতৎ পরিবর্ত্তে কেবল এক প্রকার বংশীধ্বনি ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বকালের ঘণ্টা সকল অন্য প্রকারের ছিল। ইহাদিগের আকার যেরূপ বৃহৎ, শব্দও সেইরূপ উচ্চ। ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থ স্থানে ও প্রধান প্রধান নগরে এরূপ ঘণ্টা অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়। চীন দেশে ঘণ্টার একতান বাদ্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ বিবিধ আকারের ঘণ্টা (বোধ হয় পেটা ঘড়ী) সকল ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মুদ্গরদ্বারা আঘাত করিলে প্রত্যেকটী হইতে এক এক প্রকার নিনাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দূর হইতে সকলগুলির ঐকতানিক ধ্বনি শুনিতে অতি মনোহর হয়। ইউরোপে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঘণ্টার প্রথম প্রচলন হয়। ইহা কেবল ধর্ম্মালয়ে ও দেবালয়েই ব্যবহৃত হইত। ইংলণ্ডে ইহার অনেক পরে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল। বিজয়ী উইলিয়ম করফিউ ঘণ্টার নিয়ম করেন। সন্ধ্যার

ক্ষণেক পরেই ৮টার সময় ইহার নিনাদ হইত; ইংলণ্ডবাসীরা ইহার বিকট ধ্বনি শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্বীয় আবাসস্থ আলোক ও অগ্নি নির্ব্বাণ করিত।

ইউরোপে ঘণ্টা বাদ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কুসংস্কারের কথাও শুনা যাইত। অশিক্ষিত লোকেরা ইহার উক্ত নিনাদ শ্রবণে ইহাতে দৈবশক্তি আরোপ করিত। তজ্জন্য দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে ইহাদিগের উদকসংস্কার (Baptise) করিতে হইত। অনেকে বিশ্বাস করিত যে সকল ঘণ্টা এইরূপে সংস্কৃত না হইয়া দেবালয়ে দোলিত হইত, তাহারা আবদ্ধ রজ্জু বিচ্ছিন্ন করিয়া হয় জলাশয়ে ঝম্প প্রদান নতুবা কোন উপাসনালয়ে আত্ম নাশ করিত। একটী অসংস্কৃত ঘণ্টার বিষয়ে এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে এই বৃহৎ ঘণ্টা রজ্জু ছিন্ন করিয়া একটী হ্রদের মধ্যে পতিত হয়। লোকে ইহা জানিতে পারিয়া একটী ডুবরিকে তাহার উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করে। ডুবরি একটী রজ্জু লইয়া জলমগ্ন হয়। রজ্জু ঘণ্টাবদ্ধ করিয়া সে সঙ্কেত করিলেই লোকেরা তাহা টানিয়া তুলিবে। কিন্তু সঙ্কেত প্রদানের পর রজ্জু টানিয়া তোলা হইলে ঘণ্টার পরিবর্ত্তে সেই দুর্ভাগ্য ডুবরীর মৃত দেহ তাহাতে সংবদ্ধ দেখিতে পাওয়া গেল।

ভূত, প্রেত, নানা পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতারাও ঘণ্টা শব্দে বিরক্ত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে, ইহাও অনেকে বিশ্বাস করিত। কথিত আছে এক জন পাটনী একটী নদী কূলে পর্ণকুটীরে বাস করিত। একদা রজনীকালে হঠাৎ তাহার দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হওয়াতে সে শয্যা হইতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া একটী মার্জ্জার দেখিতে পাইল। সে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় শয়ন করিতে গমন করিল। কিন্তু ক্ষণেক পরে, পুনরায় এরূপ ঘোর আঘাত হইতে লাগিল যে তাহার তৃণকুটীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে সভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একগাছি লাটী হাতে করিয়া আস্তে আস্তে দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক অস্ফুট চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল যে অসংখ্য বামন মূর্ত্তি ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগের কৃশ শরীর, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও বিকট বদন চন্দ্রালোকে আরও বিকট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহাদিগের নেতা ত্রিপাদ-পরিমিত, দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট, ভয়ঙ্কর স্বরে অগ্রসর হইয়া পাটনীকে তাহাদিগকে পার করিয়া দিতে বলিল; সে তজ্জন্য বিলক্ষণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে অঙ্গীকারও করিল। পাটনী হতভম্ভ হইয়া রাত্রিতে পার হইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে নেতা বলিল যে সম্প্রতি নিকটস্থ দেব মন্দিরে একটা ঘণ্টা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার শব্দে তাহারা আর তথায় ক্ষণ-

মাত্রও তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। পাটনী তাহার টুপি উন্মোচন পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি তাহাদিগকে পার করিয়া শেষে দেখে যে তাহার টুপির মধ্যে বহু রত্ন রাজী নিহিত রহিয়াছে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে সে তদ্দ্বারা বহু ধনের অধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সুখে জীবন যাপন করিয়াছিল।।

পূর্ব্বে অনেক দেশে ঝঞ্ঝাবাত্যা ও বজ্র নিবারণ উদ্দেশেও ঘণ্টা বাদ্য প্রচলিত ছিল। অধুনা বিজ্ঞানালোকে সকলেই অবগত আছেন যে ঘণ্টা যে ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা তাড়িত অপরিচালক না হইয়া বরং তাড়িত পরিচালক, সুতরাং তদ্দ্বারা বজ্রপাত নিবারণ না হইয়া বরঞ্চ বজ্রপাত হইবারই সম্ভাবনা। প্রুসিয়াধিপতি মহান্-ফ্রেডারিক্ এই বিজ্ঞান রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে এই কুপথা উঠাইয়া দেন।

ঘণ্টা উপলক্ষে দেবমন্দিরেরও অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। যে স্থানে ইহা সংরক্ষিত হয়, তাহা ভাস্কর ও কারুর সুন্দর শিল্পকার্য্যে পরিশোভিত। আমাদের দেশে অনেক প্রাচীন নগরে "ঘণ্টা ঘর" নির্ম্মিত আছে। অধুনা ঘণ্টা ঘরে ক্লকঘড়ি স্থাপিত আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তথায় কেবল ঘণ্টাই রক্ষিত হইত।

ইংলণ্ডের মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টা ওয়েষ্ট মিনিষ্টর সমাধিক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়, ইহার নাম বিগ বেল বা বৃহৎ ঘণ্টা। মস্কাউ নগরে বোলাসয় বা দৈত্য ঘণ্টা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ছিল। ইহার ভার ১৩০,০০০ কিলোগ্রাম অর্থাৎ প্রায় ৩৫৭৫ মণ। ওয়েষ্ট মিনিষ্টর ঘণ্টা অপেক্ষা ইহা নয় গুণ বড়। ইহা স্থান চ্যুত হইয়া পতিত হয়। দ্বিতীয়বার পতিত হইয়া ভগ্ন হইলে অন্যান্য ধাতু যোগে ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে ইহার নাম ঝার কলোকল অর্থাৎ ঘণ্টা-সম্রাট। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহাও কথঞ্চিৎ ভগ্ন হয়, কিন্তু তাহা আর অদ্যাপি সংস্কৃত হয় নাই। ভগ্ন ক্রেমলিন প্রাসাদের ভূগর্ভে ইহা পতিত ছিল, এক্ষণে ইহাকে উত্তোলন করিয়া একটি রক্ত প্রস্তর বেদীর উপর স্থাপিত করা হইয়াছে এবং ধর্ম্মমন্দির কল্পে উপাসনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ধারের যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা তোরণ দ্বারের কার্য্য করিতেছে।

জর্ম্মণীর এরফোর্ট নগরে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে, ইহার পরিধি ৮ মিটারেরও অধিক অর্থাৎ প্রায় ১৮ হস্ত।

প্রধান প্রধান ঘটনা সকল ঘণ্টা দ্বারা প্রচারিত হয়। এই ঘণ্টা বাদনের কৌশলও আছে। প্রথম আঘাত অত্যন্ত বল সহকারে করিতে হয় এবং দ্বিতীয় আঘাত ঈষৎ মৃদু, বোধ হয় যেন প্রথমের প্রতিধ্বনি। ইহা দূর হইতে শুনিতে যেমন গম্ভীর, তেমনি শ্রুতি-সুখকর।

লিসবন নগরের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় ভূ-কম্পের বহু পূর্ব্বে ধর্ম্ম মন্দিরের ঘণ্টাসকল স্বতঃ বাজিয়া উঠে, ইহাতে নগরবাসীরা অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিল। এই ঘণ্টাসকল কিছুকাল বাদ্য করিয়াই আপনাদিগের মৃত্যু ঘণ্টানাদ জ্ঞাপন করিল এবং দেবালয় সমেত ভূমিসাৎ হইল।

কোলন নগরের বিখ্যাত কেথিড্রলে (ধর্ম্ম মন্দিরে) সম্প্রতি মহা সমারোহে একটী ঘণ্টা ঝুলান হইয়াছে। ঘণ্টাটি বড় সাধারণ নয়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দশ হাত এবং বেড় ৮ হাত, পরিমাণ ২৬ টন ১৩ হন্দর অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ মণ। মুগুরটী ওজনে ১৬ হন্দর অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৩ মণ। বাইসটী বৃহৎ কামান গালাইয়া এবং তদুপযুক্ত টিন মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নাম কাইসোর গ্লোক অর্থাৎ সম্রাট ঘণ্টা। "জর্ম্মাণ সম্রাট গত ফ্রাঙ্কো প্রুসীয় যুদ্ধের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ লুণ্ঠনলব্ধ ২২টী কামান গলাইয়া এইপ্রকাণ্ড ঘণ্টা নির্ম্মাণ করিয়াছেন" এই মর্ম্মের লেখা ইহাতে খোদিত আছে। ইহার এক দিকে ধর্ম্মমন্দিরের অধিষ্ঠাতা সেণ্ট পিটারের প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার নিম্নে মধ্যকালোচিত ভাষায় একটী চতুষ্পদা শ্লোক লিখিত আছে। অপরদিকে সড়ম্বর সমাস্থত সম্রাটের বিজয় ঘোষণাব্যঞ্জক একটী জর্ম্মণ সঙ্গীত খোদিত আছে। ইহা ভিন্ন উক্ত ধর্ম্ম মন্দিরে আরও দুইটী বৃহৎ ঘণ্টা আছে। একটির নাম (Pretiosa) প্রিসিয়সা অর্থাৎ বহুমূল্য ও অপরটীর নাম (Speciosa) স্পেসিয়সা অর্থাৎ সুন্দর।

অপূর্ব্ব রমণী চরিত।

ব্রহ্মময়ী।

বনগ্রামের যেস্থানে এখন মধ্যবঙ্গ রেলওয়ের ষ্টেসন হইয়াছে, সেই স্থান হইতে সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীর তীরবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে একটী যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ বাস করেন। বার্ষিক প্রায় তিন শত টাকা উপস্বত্ব হয়, এরূপ ভূসম্পত্তিও তাঁহাদের আছে। সেই বংশের একটী পুরুষ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বীয় নগরে টোল প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক পাঁচ সাত বৎসর বর্ম অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। রামেশ্বরের চারিটী পুত্র, এক মাত্র কন্যা। কন্যার নাম ব্রহ্মময়ী। এই কন্যার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কন্যাপ্রসবের পর সপ্তাহ মধ্যেই

তাঁহার জননী সূতিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পিতা সদ্যঃ-প্রসূতা তনয়াটী লইয়া অতিশয় বিপন্ন হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠের সহধর্ম্মিণীকে বন্ধ্যা বলিয়াই সকলের বিবেচনা হইয়াছিল। এই সংসারে আসিয়া সন্তানের জননী হইতে পাইলেন না বলিয়া তাঁহার বিষাদের সীমা ছিল না। গৃহিণীর পঞ্চত্ব হইলে জ্যেষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সূতিকা দ্বারে উপস্থিত হইয়া অচিরজাতা তনয়ার অলৌকিক রূপ দর্শনে কহিলেন, "মা ব্রহ্মময়ী, তোমার মনে এই ছিল ?" সেই অবধি সকলে কন্যাটীকে ব্রহ্মময়ী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। চিরজীবনের মধ্যে তাঁহার আর ব্রহ্মময়ী নামের পরিবর্ত্তন হইল না। যাহাহউক, নিরপত্যতা নিবন্ধন কনিষ্ঠা বধূমাতাকে নিরন্তর বিষাদিনী দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে কন্যাটী সমর্পণ করিলেন। কনিষ্ঠাগৃহিণী ব্রহ্মময়ীকে পরম যত্নে ও পরমানন্দে পালন করিতে লাগিলেন। দৈবের গতি দুর্জ্ঞেয়! ব্রহ্মময়ীর বয়ঃক্রম দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই কনিষ্ঠা গৃহিণী গর্ভধারণ করিয়া একটী কন্যা প্রসব করিলেন। ব্রহ্মময়ীর কল্যাণে ছোট গৃহিণীর বন্ধ্যা দুর্নাম দূরীভূত হইল বলিয়া ব্রহ্মময়ীর আদর দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই নামের সাদৃশ্যে কনিষ্ঠা কন্যার চিন্ময়ী নাম রাখা হইয়াছিল। শরৎকালীন স্থল কমলবৎ গৃহ শোভা বর্দ্ধন করিয়া অভ্যুদয়োন্মুখী শশিকলার ন্যায় কন্যা দুইটী বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। চিন্ময়ীর চরিত্রও অপূর্ব্ব; তাহা বারান্তরে বর্ণন করিব। ব্রহ্মময়ীর চরিত্র বর্ণনই অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; এজন্য চিন্ময়ীকে এ প্রবন্ধের এই স্থলেই পরিত্যাগ করা গেল।

ব্রহ্মময়ী প্রতিবেশবাসিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাকুলের সহিত নিয়তই ক্রীড়া করেন। তিনি ক্রীড়া-সঙ্গিনী কুমারীকুলাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, প্রায়ই দেখা যাইত, তিনি প্রতিদিনই ক্রীড়া-স্থলের প্রধান আসন গ্রহণ করিতেন। কোন দিন অভিনয়কারিণী কন্যার জননী হইতেন, কোন দিন নববধূর শ্বশ্রূ হইয়া তাহার উপর গৃহিণীপনা প্রদর্শন করিতেন; এইরূপে কোন দিন জ্যেষ্ঠা ভগিনী, কোন দিন বা জ্যেষ্ঠা বধূ হইয়া ক্রীড়া করিতেন। বালক বালিকাগণের মধ্যে প্রণয়বিচ্ছেদ উভয়ই সমান সুলভ। মধ্যে মধ্যে সঙ্গিনী বালিকারা বিবাদ করিয়া ব্রহ্মময়ীর গৃহ ত্যাগ করিত। তখন তিনি গৃহের কোন স্থানে খেলার ঘর নির্ম্মাণ করিয়া একাকিনী গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। কনিষ্ঠ খুল্লতাতকে জনক ও তৎপত্নীকেই জননী বলিয়া জানিতেন। কোন দিন কোন্ পর্ব্বাহ, কোন্ দিন কোন্ ব্রতোপবাস পিতামাতার নিকট সন্ধান লইয়া সে সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন। এই

জন্য দেখা যাইত যে, কোন দিন ব্রহ্মময়ী এক খণ্ড ইষ্টককে হরিদ্রাক্ত বস্ত্র খণ্ডে আবৃত করিয়া শীতল ষষ্ঠীর পূজা করিতেছেন; কোন দিন ঘরময় আলিপানা ও ধান্যপূর্ণ বেকের উপর কুষ্মাণ্ড কুসুম দিয়া লক্ষ্মী পূজা করিতেছেন; কোন দিন বা বাহুমূলে হরিদ্রা সূত্রে দূর্ব্বাগুচ্ছ বন্ধনপূর্ব্বক অনন্ত বা দূর্ব্বাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন; কোন দিন বা জামাতার মস্তকে আশীর্ব্বাদসূচক ধান্য দূর্ব্বা প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে দধি মুগাঙ্কুর আম্র মন্দার প্রভৃতি ভক্ষণ করাইয়া "জামাইষষ্ঠী" করিতেছেন। হিন্দুগৃহে এমন কোন পর্ব্বাহ বা এমন কোন ব্রতোপবাস নাই, ব্রহ্মময়ী অনুষ্ঠেয় ক্রীড়াস্থলে যাহার অনুষ্ঠান না করিতেন। ব্রহ্মময়ীর জীবনের মুকুলাবস্থায় অর্থাৎ তাঁহার বয়ঃক্রম চারিবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এ সকল বাল্যলীলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ব্রহ্মময়ী পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাল্যকালোচিত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করাইতে আরম্ভ করিলেন। কার্ত্তিক মাসে "যমপুকুর" অগ্রহায়ণ মাসে "সাঁজতী", পৌষ মাসে "তুষ্তুষোলি," বৈশাখ মাসে "পুণ্যপুকুর," "নখছুটী," "ধনগছানে" ইত্যাদি। ব্রহ্মময়ী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের কন্যা বটে; কিন্তু তাঁহার যত্ন ও আদরের সীমা ছিল না। তাঁহার বসন-ভূষণ ভোজন আবাস সকলই ধনশালীর কন্যার ন্যায় সম্পন্ন হইত। ব্রহ্মময়ীর শরীর-সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই অলৌকিক, বিশেষতঃ পিতামাতার সযত্ন প্রতিপালনবশতঃ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই যেন যুবতী জনোচিত অঙ্গসৌষ্ঠব উপস্থিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মময়ীর জনক জননী তাহার বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইলেন। বাহ্য অঙ্গের লক্ষণ যেরূপই হউক, কিন্তু ব্রহ্মময়ীর মন বালিকাভাব ত্যাগ করে নাই। সুতরাং তাঁহার বিবাহ হইবে, এই কথা সানন্দে ও অসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন কোন প্রতিবেশিনী গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন, "হ্যাঁলো মেয়ে, বিয়ে কারে বলে?" ব্রহ্মময়ী কিয়ৎকাল নীরবে একদৃষ্টে তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলা জানিয়া বলিব।" প্রতিবেশিনী "দূর! আবাগী" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। এক দিকে জনক জননী বিবাহের আন্দোলন করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে ব্রহ্মময়ীর জীবনাকাশে যেন এক প্রকার নূতন বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল।

কোন ব্যক্তিকে নিত্য আবাস হইতে দূরদেশে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার মনের ভাব যেরূপ বাহ্যলক্ষণে প্রকাশ পায়, ব্রহ্মময়ীর জীবনে সেই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ব্রহ্ম-

নীতে এক শয্যায় জননীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকেন, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে বলিয়া উঠেন,—"মা, কোথায় আসিলাম,—কবে যাবো?" জননী শশব্যস্তে তনয়ার বক্ষে ও মস্তকে হস্তামর্শ করিয়া সান্ত্বনা করেন। জননী প্রায় প্রতি দিনই রজনীকালে কন্যার মুখে নিদ্রাবেশে ঐরূপ কোন না কোন অমঙ্গলের কথা শুনিতে পান। একদিন প্রাতে ব্রহ্মময়ী ইচ্ছামতীর তীরে একাকিনী নীরবে বসিয়া আছেন। হঠাৎ পশ্চাদ্‌ভাগের বন হইতে একটা কোকিল ডাকিয়া উঠিল। ব্রহ্মময়ী চকিত হইয়া সেই দিকে ফিরিলেন এবং কহিলেন,—"কোকিল, আমাকে ডাকিতে আসিয়াছ?" সেই সময়ে একটী বায়ু প্রবাহ তাঁহার বাম কর্ণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। ব্রহ্মময়ী বাম ভাগে বদন হেলাইয়া বলিলেন,—"বায়ু, কি বলিয়া গেলে? বুঝিতে পারিলাম না।" কিয়ৎক্ষণ বায়ুর গমনপথ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার নদীর দিকে ফিরিলেন এবং প্রভাত পবনের মৃদু তাড়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া স্রোতঃ চলিতেছে দেখিয়া কহিলেন,—"নদী, তুমি কোথা যাইতেছ? আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে?" এই সময়ে কয়েকটী শববাহী লোক নদীতটবর্ত্তী পথ দিয়া গমন করিতেছিল। ব্রহ্মময়ী তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বর নিকটস্থা হইয়া কহিলেন,—"হ্যাঁগো, তোমরা কাঁদে করিয়া কি লইয়া যাইতেছ?" তাহারা কহিল—"মড়া"। ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"আমারে অমনি করিয়া মাদুর জড়াইয়া লইয়া যাইবে?" শববাহিগণের মধ্যে কেবল একজন মৃদুস্বরে কহিল, "আহা! এমন মেয়েটী পাগল হয়েছে।" তাহারা আর কেহ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। এই সময়ে ব্রহ্মময়ীর জননী প্রাতঃস্নান করিবার জন্য ঘাটে আসিতেছিলেন। তিনি কন্যার শেষ কথাটী শুনিতে পাইয়াছিলেন। কক্ষ বস্ত্র ও ধাতু কলস সত্বর ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মময়ীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার মস্তক আপন অঙ্কদেশে রক্ষা করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁমা, তুই কি সত্য সত্যই পাগল হইলি।" ব্রহ্মময়ী কণ্টকাভোগসদৃশ বাহুযুগলে জননীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিলেন,—"মা, পাগল কারে বলে?" জননী,—"মড়া দেখিয়া অমন কথা কি বলিতে আছে? আমার মাথা আর মুণ্ডু" বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকার ক্রোড় পত্র
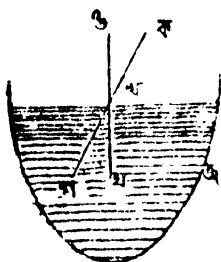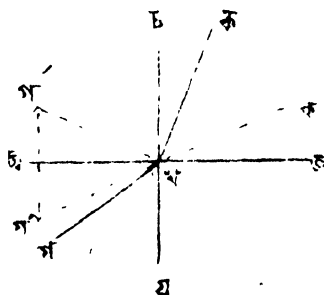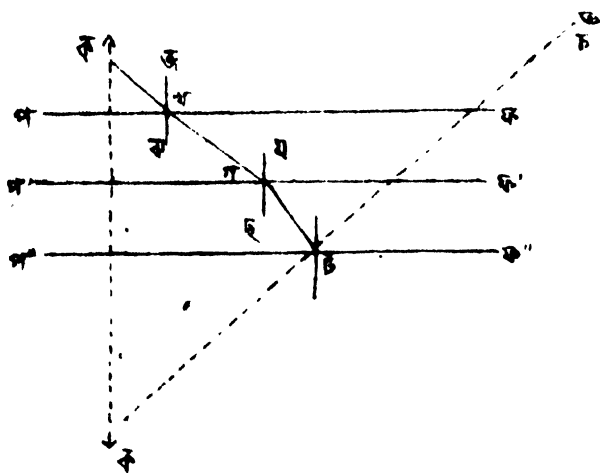
মরীচিকা

মরীচিকা।

মরীচিকা কি এবং তাহা কিরূপে হয় ইহাই সহজে বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। মরুভূমিতে জলভ্রমকে মরীচিকা বলে ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। সময় সময় নাবিকগণ সমুদ্রের কূল কিম্বা দূরস্থিত জাহাজ ঊর্দ্ধে উত্থিত দেখিতে পান, ইহাকেও মরীচিকা বলা যাইতে পারে। যাহা হউক মরুভূমে জলভ্রম কিরূপে হয় তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। এই বিষয় বুঝাইতে অন্য কতকগুলি বিষয় বলিতে ও বুঝাইতে হয়, সুতরাং সেগুলি মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করা দরকার। জলের মধ্যে সূর্য্যের কতকটা রশ্মি পড়িলে সেগুলি সরল ভাবে না যাইয়া বাঁকিয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকে দেখেন নাই। একটা ঘরের সমস্ত দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া শুধু একটী ছিদ্র দিয়া যদি সূর্য্যের আলো আনিয়া একটী জলপূর্ণ কাচের পাত্রে ফেলা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বাঁকা দেখা যাইবে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন জলের ভিতর মাছ থাকিলে তাহা উপর হইতে যত নীচে বোধ হয়, বাস্তবিক তাহার অপেক্ষা নীচে থাকে। একটী কাটী কি পেন্‌সিল কাচের গেলাসে অর্দ্ধেক ডুবাইয়া পাশ দিয়া দেখিলে ভগ্ন বোধ হইবে। এসব যদিও এ প্রবন্ধের আবশ্যক বিষয় নহে, তবুও সোজা জিনিষ বাঁকা দেখাইবার দৃষ্টান্ত দেখান হইল। এখন আমাদের পূর্ব্বরশ্মি সম্বন্ধে মনে করুন * ক খ একটী রশ্মি, জ পাত্রস্থিত জলের উপর আসিয়া পড়িতেছে। এখানে ক খ রশ্মিটী সরল ভাবে না যাইয়া খ গ এর মত বাঁকিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গখঘ কোণ কখঙ কোণ অপেক্ষা ছোট। কিন্তু ঐ রশ্মিটী যদি পারদ হইতে জলে যাইত, তাহা হইলে ক খ সরল রেখা উপরের দিকে বাঁকিয়া যাইত অর্থাৎ গখঘ কোণ কখঙ কোণ অপেক্ষা বড় হইত। এখানে দেখা যাইতেছে যে তরল পদার্থ হইতে ঘন পদার্থে রশ্মি প্রবেশ করিলে সেই রশ্মিটী নীচের দিকে এবং ঘন পদার্থ হইতে তরল পদার্থে গেলে উপর দিকে বাঁকিয়া যাইবে।

মনে করুন ছ জ এর উপরি ভাগে পারা এবং নিম্নভাগে জল রহিয়াছে। কখ রশ্মি পূর্ব্বের নিয়মানুসারে ঘ এর দিকে না বাঁকিয়া উপর দিকে বাঁকিয়াছে যেমন খগ, এখানে গখঘ কোণ কখঙ কোণ অপেক্ষা বড়। এই রূপে কখ রশ্মি যত ঙখ এর দিকে সরিয়া যাইবে, খগ তত ছখ এর দিকে সরিয়া যাইবে। এক সময় যেমন ক'খ, খগ এর দিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইবে। গ এর কোন বস্তু থাকিলে ক'এ চোক রাখিলে দেখা যাইবে কিন্তু উহা ক'খ বর্দ্ধিত

* স্বতন্ত্র কাগজে অঙ্কিত ছবি দেখ

করিয়া এবং গ হইতে ছজ এর উপর লম্ব টানিয়া বর্দ্ধিত করিয়া যেখানে মিলিবে যেমন গ", সেখানে বিপরীত দেখা যাইবে এবং উপর দিয়া বাস্তবিক বস্তু দেখা যাইবে। এই কথা গুলি যদি বুঝিয়া থাকেন এবং মনে রাখিতে পারেন তাহা হইলে মরীচিকা বুঝিতে গোল হইবে না।

সকলেই শুনিয়াছেন যে মরুভূমির বালুকা এত উত্তপ্ত হয় যে তাহার উপর সুধু পায় দাঁড়ান কি চলা যায় না। উত্তপ্ত জিনিষের সংস্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইলে পাত্‌লা (Rare) হয়। সুতরাং মরুভূমির বালুকাসংসৃষ্ট বায়ুকে যদি আমরা কতকগুলি (Layer) স্তরে বিভক্ত করি, তাহা হইলে মরুর জল ভ্রমের কারণ স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

মনে করুন প ফ, প, ফ, প "ফ" কতকগুলি বায়ু স্তর। প ফ এর নীচের বায়ু উপর বায়ু অপেক্ষা পাত্‌লা আবার প' ফ' এর নিম্নের বায়ু উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা পাত্‌লা। কারণ বায়ুস্তর বালুকার যত নিকট হইবে তত পাত্‌লা হইবে।

মনে করুন ক একটী গাছ—চ একটী লোকের চোক। এখানে ২য় চিত্রের নিয়মানুসারে ক খ গ কোণ ঝ খ গ কোণ অপেক্ষা ছোট আবার ঝ খ গ কোণ অর্থাৎ খ গ ঘ কোণ ছ গ ট কোণ অপেক্ষা ছোট। শেষে ট এ একেবারে প্রতিফলিত হইবে। এখন চ হইতে ক এর বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি ক'এ ২য় চিত্র অনুসারে দেখা যাইবে। যেমন কোন জলাশয়ের ধারে কোন গাছ থাকিলে জলে তাহার বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, এখানেও ঠিক সেই-রূপ দেখা যাইবে। চ হইতে যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষটী উপর দিয়া দেখিবে, সেই আবার উহার বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি ক'এ দেখিতে পাইবে সুতরাং কোন জলাশয় মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবে।

পারিবারিক বন্ধন।

'আমি' বলিতে কেমন একটু স্বাতন্ত্র বুঝায়। 'আমি' সংসারের আর দশ জন হইতে এক পৃথক্ ব্যক্তি। আমি নিজের ভাবনা নিজে ভাবি; নিজের ইচ্ছায় নিজে চলি; নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করি। আমিই আমার প্রভু। অথচ আমি আমার প্রভু নহি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহি। ইলিষ মৎস্য নদী হইতে বদ্ধ জলাশয়ে আনিলে, সে যেমন মরিয়া যায়, তরুটিকে উন্মূলিত করিলে, সে যেমন শুকাইতে থাকে, আমাকে আমার চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সমূহ হইতে অন্তরিত করিলে, আমারও তদ্রূপ দশা হইবে।

যাহাকে 'আমি' বলি, সে অংশতঃ তাহার বহিঃস্থ পদার্থে নির্ম্মিত। বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইয়া, তাহাকে জীবিত রাখিতেছে, পশু, পক্ষী, মৎস্যাদি, উদ্ভিদ্ এবং ধাতুজ পদার্থ তাহার শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া, তাহার দেহযন্ত্র যথা নিয়মে সঞ্চালন করিতেছে, এবং উহারাই তাহার শরীরের আচ্ছাদন প্রদান করিতেছে। আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করে না।

আমার স্বজাতীয় জীবের সাহায্য ভিন্ন আমাদের জীবন ধারণের ক্ষমতা নাই। যদি জনহীন পৃথিবীতে একাকী জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে অসহায় শৈশবাবস্থায় কে আহার, আচ্ছাদন এবং আশ্রয় দান করিয়া আমাকে রক্ষা করিত? এ সকল অনুগ্রহের জন্য অপরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহাও অপরে শিখাইয়াছেন। অপরে চলিতে বলিতে না শিখাইলে, চলন বলন রূপ অতি সহজ কর্ম্ম ও করিতে পারিতাম না। ক্ষুধার অন্ন, গায়ের বস্ত্র, পাঠ্য পুস্তক, 'আমার' বলিয়া যাহা কিছু সম্ভোগ করিয়াছি, এবং করিতেছি সকলই অপরের পরিশ্রম এবং চিন্তা প্রসূত। গৃহস্থের গৃহে যত জিনিস আছে, তাহার সকলই বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবন এবং জীবনের বিবিধ সুখের জন্য অপরাপরের নিকট ঋণী। ইহাদের কেহ বা তাহার স্বদেশী, কেহ বিদেশী, কেহ সমসাময়িক কেহ বা পূর্ব্বকালিক।

একরূপে প্রতি মানবজীবন সমগ্র মানবজাতির সহিত সংবদ্ধ। কি আশ্চর্য্য অদৃশ্য বন্ধন। ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এই বন্ধন দ্বিবিধ। একশ্রেণীর নাম মমতা বা প্রেম, আর এক শ্রেণীর নাম কর্ত্তব্য।

ভালবাসার বন্ধন পরিবার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর। এই বন্ধনই নবপ্রসূত শিশুটিকে মর্ত্ত্যলোকে বাঁধিয়া রাখে, মাতার বক্ষে তাহার শয্যা এবং পিতার অন্তরে তাহার গৃহ রচনা করে। সন্তানের মুখখানি দেখিবামাত্র পিতা মাতা তাহার পালনে নিযুক্ত হয়েন। মহাবীর আপনার বীর্য্যবলে জগৎকে কম্পান্বিত করুন না কেন, জ্ঞানী তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে অপরকে চালিত এবং শাসিত করুন না কেন, এককালে তাঁহাদের নিস্তেজ জীবন-কলিকা মাতার স্নেহেই সঞ্জীবিত ছিল।

আমরা বলি সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহভাব স্বাভাবিক। স্বাভাবিক কি? অর্থাৎ প্রকৃতির এই একটি সুন্দর মহান্ নিয়ম যে, যেখানে জীবন সেখানে প্রেম, জীবন ও প্রেমে অচ্ছেদ্য বন্ধন। এই জন্যই জীবনের মূলাধার পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ। এই জন্যই

প্রেম মানব হৃদয়ের সমুদয় ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ।

শিশু প্রথমতঃ যে জগতে অবতীর্ণ হয়, তাহার নাম পরিবার। যে সমাজে তাহার হৃদয় বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করে, তাহা তাহার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী এবং দাস দাসী দ্বারা রচিত। এই স্থানে শিশুর ভাব সকল অঙ্কুরিত হয়, অভ্যাস সমূহ গঠিত হয়। এই ভাব এবং এই অভ্যাস নিচয় তাহার ভবিষ্য জীবন শাসন করে।

আমরা যে পরিবারভুক্ত সেই পরিবারের বাসস্থানকে আমাদের বাড়ী বলি। এই শব্দটির সহিত অপরিমেয় স্নেহ, যত্ন, ভক্তি, নির্ভর, ভালবাসা কতই না জড়িত!

পিতা মাতাই কেবল সন্তানকে ভালবাসেন এমন নহে। পরিবারস্থ প্রত্যেকের প্রতি অপর প্রত্যেকের ভালবাসা সঞ্চার হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। একজনের সুখে আর সকলে সুখী, একজনের পীড়া এবং ক্লেশে অপর সকলে দুঃখিত এবং ক্লিষ্ট। আত্মরক্ষণে সমর্থ হইলে পর একাকী জীবনযাপন করা যায় বটে, কিন্তু একাকী কেহ সুখী হইতে পারে না। মানুষ আসঙ্গলিপ্সু।

প্রেমের উৎপত্তিভূমি যে পরিবার, সেই পরিবারেও অনেক সময় অপ্রেম এবং অশান্তি উপস্থিত হয়। ইহার প্রধান কারণ স্বার্থপরতা। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানে আলস্যাদি অনেক দুর্নীতি।

যেখানে ভালবাসা সেখানে স্বার্থহীনতা, সেখানে পরিশ্রম। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে প্রাণপণে সুখী করিতে চেষ্টা করি। তাহার সুখের জন্য কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।

যেখানে ভালবাসা সেখানে ধৈর্য্য এবং ক্ষমা। যাহাকে ভালবাসি, তাহার ত্রুটি মার্জ্জনা করি, সে ক্লেশ দিলেও তাহা সহিষ্ণুভাবে বহন করি।

যেখানে দেহ পরিশ্রমে নিযুক্ত, হৃদয় ধৈর্য্য এবং ক্ষমায় বিভূষিত, মন পরের সুখ চিন্তায় ব্যাপৃত, সেখানে কিসের দুঃখ?

সমগ্র জগৎ একটী বিশাল পরিবার জানিয়া, যদি প্রত্যেক নর নারীকে স্নেহ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর আইন কানুন, রাজবিধির প্রয়োজন থাকিত না; তাহা হইলে নিষ্ঠুরতা পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা, অবিচার অত্যাচার কবে জগতের বক্ষ হইতে তিরোহিত হইত!

কোন পদার্থের আরম্ভ বৃহৎ নহে। ক্ষুদ্র বীজ হইতে কেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মে! নদী সকলের উৎপত্তি স্থান অতি অল্পপ্রসর। যে ভালবাসা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র জগৎ আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করে, যাহার গুণে জগতে শান্তি এবং কল্যাণের বিস্তার হয়, তাহার আরম্ভ পরিবার মধ্যে।

গৃহ কেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ভাল-

বাসা উহার চতুর্দ্দিকে ক্রমশঃ বৃহত্তর বৃত্ত সকল অঙ্কিত করিতে থাকে। প্রথম বৃত্ত কেবল পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে বেষ্টন করে। সেই বৃত্তের বাহিরে বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া তাহাই প্রতিবেশীদিগকে ভিতরে লইয়া যায়। আগে একটি পরিবার, পরে একটি সমাজ, তৎপরে একটি দেশ, এইরূপে উত্তরোত্তর সমগ্র মানবমণ্ডলী তাহার পরিবার রূপে তাহার প্রেমবৃত্তে বেষ্টিত হইয়া পড়িবে।

পরিবার মধ্যে কেবলই ভালবাসার বন্ধন নাই। যাহা ভালবাসায় হয় না তাহা কর্ত্তব্যে বা আদেশে সম্পন্ন হয়। ভালবাসি বলিয়া যাহা করি, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করি; কিন্তু কর্ত্তব্য ইচ্ছা মানে না। সুখকর হউক, আর অসুখকর হউক, যে কাজ করিতেই হইবে, যে কার্য্যে অবহেলা করিলে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মবুদ্ধি আমাদিগকে বৃশ্চিকবৎ দংশন করে, আমাদের হৃদয়ে অশান্তি আনয়ন করে, তাহার নাম কর্ত্তব্য।

পিতা মাতা কেবল স্নেহ পরবশ হইয়া সন্তানকে লালনপালন এবং শিক্ষাদান করেন, এমন নহে। তাঁহারা অনেক কাজ কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে করেন, অনেক কষ্ট কর্ত্তব্যের আদেশে অম্লানবদনে সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে ভালবাসা থাকে, সেখানে কর্ত্তব্যের পথ সহজতর হয়; এই জন্য সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পিতামাতার সুখই বা অসুখের কারণ নাই।

পশু পক্ষী প্রভৃতিও সন্তানসন্ততি যতদিন আত্মরক্ষণে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাদিগকে আহার এবং শিক্ষা দান করিতে হয়। পক্ষিশাবক আপনার আহার আপনি আহরণ করিতে শিখিলে, এবং তাহার পক্ষদ্বয় উড্ডয়নক্ষম হইলেই স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে; পিতামাতার সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। পশুশাবকও মাতৃ দুগ্ধ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মাতার স্নেহ এবং যত্ন হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু মানবে মানবে যত বন্ধন আছে সকলই অচ্ছেদ্য। আত্মরক্ষণক্ষম হইলেই পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ অতীত হয় না। পিতা মাতা আজীবন সন্তানের শুভানুধ্যান করেন; সন্তান আজীবন তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, এবং তাঁহাদের বার্দ্ধক্যে যত্ন এবং লালন পালন করিয়া শৈশবের অপরিশোধ্য অশেষ ঋণ কিয়ৎপরিমাণে শোধ করিতে চেষ্টা করে।

অতি অল্পকাল মধ্যেই পশুপক্ষীর শিক্ষা শেষ হয়; কারণ তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় অতি অল্প। পরমেশ্বর মানবজাতিকে উচ্চতর জ্ঞান এবং ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়া সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষ কতিপয় সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। সে দেশ কালানুসারে আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে, জ্ঞানপ্রভাকে ক্রমশঃ সমুন্নত করিতে পারে, ধর্ম্ম এবং পুণ্যে আপনার জীবন দেবতুল্য করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডে ৮৪ চৌরাশী বৎসর বয়সে এক বিধবা নারী পুনরায় উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধা হইয়াছেন। আমাদের দেশে অশীতিপর বৃদ্ধ পুনরায় বিবাহে লজ্জিত হন না। দোষ দিব কাহাকে ?

২। আমাদিগের কনিষ্ঠা রাজ-কুমারীর যে কন্যা সন্তান হইয়াছে, ভিক্টোরিয়া ইউজিন জুলিয়া ইবা তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছে।

৩। হাইদ্রাবাদের নিজাম ও কুচবিহারের মহারাজা লণ্ডন ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী প্রতিপোষক এবং কুচবিহারের মহারাণী সহকারী প্রতিপোষিকা হইয়াছেন।

৪। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মাইকেল স্মরণ ফণ্ডে ইতিমধ্যে ৮০০ টাকার চাঁদা উঠিয়াছে এবং তাঁহার স্মরণ প্রস্তর খুদিবার জন্য এক সম্ভ্রান্ত সাহেবের কারখানায় বায়না দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমেরিকায় ২৫০০ স্ত্রীলোকে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। ৬ লক্ষ স্ত্রীলোক কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করে, ৬,৪০,২০০ জন কারখানায় আছে, ৫,৩০,০০০ ধোপার কাজ করে, ৬,৯০,০০০ দোকানে চাকুরি করে। তদ্ভিন্ন পোষ্ট আপিস, তার আফিস ও ছাপাখানায় বিস্তর স্ত্রীলোক আছেন।

৬। বিবাহের পণ কমাইবার জন্য অজমীড়ে একটা জনাকীর্ণ সভা হইয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। সভা পণের হার বাঁধিয়া দিবেন; এই হার অনুসারে পাত্রের অভিভাবকেরা টাকা লইবেন, এক কপর্দ্দক অধিক লইতে পারিবেন না। সভার উদ্দেশ্য সাধু, বঙ্গেও এইরূপ সভার খুব দরকার দাঁড়াইয়াছে।

৭। কলিকাতা সহরের বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীদিগকে টিকা দিবার জন্য ১৮৮৪ সাল হইতে এক জন স্ত্রীলোককে টিকা দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিগত বর্ষে ইনি সহরের ১০৭ জন পুর-স্ত্রীকে টিকা দিয়াছেন। আ, দ।

বামারচনা।

গোলাপের হাঁসি।

বোঝ কি তোমরা আমি, কেন ভালবাসি,
কেন ভালবাসি এত, গোলাপের হাঁসি?
ওই যে কুসুম রাণী,
হাঁসি মাখা মুখ খানি,
দেখাতেছে ঢালিতেছে সোহাগের রাশি,
জান কি এ দৃশ্য আমি কত ভালবাসি? ১

কুসুম কানন মাঝে, কুসুমের রাণী,
হাসিয়া জুড়ায় যে রে দগ্ধ হৃদি খানি,
শ্মশানে মন্দার রাজে,
এ দৃশ্য ও মুখে সাজে,
কমায় গো কি করিয়া বিষাদের রাশি,
ঢালিয়া ও চাঁদ মুখে, মধুবিম হাঁসি। ২

আজ কাল সাধ আশা যা বোঝে হৃদয়,
মরণ! মরণ! বিনা আর কিছু নয়,
এ শব্দ হৃদয়ে যার,
মাখা মাখি অনিবার,
তবু ত বাসনা বাঁচি, দেখিতে ও হাঁসি,
ভুলিয়া মরণ সাধ, কারে ভালবাসি? ৩

ক্ষুদ্র এই উপবনে গোলাপ সুন্দরী,
বিকাশে সুষমা কত, সুরভি বিস্তারি,
এত যে কুসুম আছে,
কিন্তু সে গোলাপ কাছে,
কে লাগে? কে ঢালে এত সুধা রাশিরাশি?
বোঝ কি গোলাপ, তোমা কত ভাল
বাসি? ৪

কত ভালবাসি তোমা ফুল কুল রাণী,
কত সাধ দেখিতে সে কম মুখ খানি,
হাঁস যবে বায়ু সনে,
ছড়াও সুরভি প্রাণে,
ভুলাও পার্থিব জ্বালা, ঢেলে সুখ রাশি,
হারায়ে হৃদয় প্রাণ, তোমা ভালবাসি। ৫

ফুটেছে যূথিকা, বেল, চামেলী, রজনী,
সোহাগ আদর কার, ফুল কুল রাণী,
প্রভাত শিশিরে মাখা,
ও চাঁদ বদন ঢাকা,
সুরভি বিরাজে যার হৃদয়েতে পশি,
জান কি গোলাপ তোমা কত ভাল
বাসি? ৬

বুঝিবে কি? জানিবে কি, কত ভাল
বাসি,
কত ভালবাসি, ওই মধুমাখা হাঁসি,
সংসার পরাণ খুলে,
যদি ভালবাসা ঢালে,
না চাই লইতে যে গো, ফেলিয়া ও হাঁসি,
রাখিয়া সকলি দূরে, কেন ভালবাসি? ৭

কোন সুখ নাই মনে, তবু সুহাসিনী,
হাঁসে শুষ্ক প্রাণ, দেখে কম মুখ খানি,
ফুটন্ত ও চাঁদ মুখে,
কি জানি গো কি যে রাখে,
কেন প্রাণ ডোবে সাধে আপনা পাসরে,
কেন এত ভাল লাগে, গোলাপ
তোমারে? ৮

ঠেলে রাখি, এক পাশে অনলের রাশি,
খুলে ফেলি কারে দেখে যাতনার ফাঁস?
যে চিত চিতার প্রায়,
জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়,
"কি জানি কি যাত নয়ে, অনলের রাশি,
নিবাও, জুড়াও প্রাণ, ঢালিয়া সু-হাঁসি।৯

বিষাদে আরাম দেয়, হাসায় রোদনে,
বেদনা রাখে গো দূরে, ও চাঁদ বদনে,
কেন গো প্রসূন রাণী,
ভাল লাগে এত খানি,
মধুমাখা চাঁদ মুখে সোহাগের হাঁসি,
কেন গো দেখিতে তোমা এত ভাল-
বাসি? ১০

অজানা আরাম প্রাণে, কে দেয় এমন,
ভালবাসি কোন্ দৃশ্য, ভুলে প্রাণ মন,
বোঝ কি গোলাপ তুমি,
কত ভালবাসি আমি,
না জান পুরাণ হতে, সদত নূতন,
গোলাপ, গোলাপ নাম মধুর কেমন!১১

বড় ভালবাসি নাকি গোলাপ তোমায়,
রাত দিন দেখি তবু আশা না ফুরায়,
সুকোমল তুমি এত,
প্রাণ যদি হারা হত,
মিটাতাম স্পর্শ সাধ, ধরিয়া তোমায়,
জুড়াতেম প্রাণ-জ্বালা রাখিয়া হিয়ায়।১২

হাঁস লো বদন ভরি, সোহাগের হাঁসি,
দেখিব—দেখিতে যাহা বড় ভালবাসি;
হৃদয়ের এ যাতনা,
বলিলে ত বুঝিবে না,
চাহিব না কারো কাছে, বিষাদের রাশি,
বলিব?—বাকি কি আছে?—কারে
ভালবাসি? ১৩

বলিব গোলাপ তোমা কেন ভালবাসি,
বিষাদ বিরূপ হয়, হেরিয়া ও হাঁসি,
হৃদয় জীবনে যার,
যাতনার কার্‌বার,
বিষাদ বেদনা, কাঁদা, আর কিছু নাই!!
হাঁসে মন, বুঝিলে ত? ভালবাসি
তাই? ১৪

রাত্ দিন যে হৃদয়ে চিন্তার দহন,
বোঝে না যে আর কিছু ব্যতীত রোদন,
কপালের দুই ধার,
ভেঙ্গেছে খসেছে, যার,
নীরস নিরাশা নীরে, ভাসে যে সদাই,
সে হাঁসে গো, ও হাঁসিতে ভালবাসি
তাই। ১৫

শ্রীহরিমতী দেবী।

প্রার্থনা।*

কুসুম লইয়া খেলিছে রবি
কুমুদিনী হেরে হাসিছে চাঁদ।
জলদে খেলিছে দামিনী ছবি
জাগিছে মনেতে তোমার ছাঁদ॥
তোয়োধি হৃদয়ে মুকুতা ধরি
মাতিয়া আহ্লাদে চলিয়া যায়।
রতন কিছু না মানস করি,
দেখিতে কেবল চাহি তোমায়॥

মৃদুল পবন শীতল বয়
নাচিয়া আহ্লাদে ফুলের পরে।
লতিকা গাছেরে জড়ায়ে রয়
ব্যাকুল হৃদয় তোমার তরে॥
কাননে হয়েছে ফুলের মেলা,
নদী কি গাহিছে মধুর গান,
তিমির নাশিয়া চাঁদের খেলা
তোমায় দেখিতে ধাইছে প্রাণ॥

শ্রীমতী কুঞ্জবালা দাসী।

*একটী ১৩শ বর্ষ বয়স্কা বালিকার লিখিত, দুই এক স্থানে সামান্য সংশোধিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৭ সংখ্যা | মাঘ ১২৯৪—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) গত ১৪ই জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় শ্রীমতী কুমুদিনী কাস্তগিরী এবং নির্ম্মলা সোম বি এ উপাধির ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ এ জন্য সভাস্থলে বক্তৃতাদ্বারা তাঁহার হৃদয়ের গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দ-করতালিতে সেনেট গৃহ প্রতিধ্বনিত করেন। (২) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দানার্থ ২৯টী মহিলা উপস্থিত হন, তন্মধ্যে ১৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (৩) নৌসারি নামে বরদার এক দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্রনগরে গৃহশিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়, তাহাতে বহুসংখ্যক দেশীয় মহিলা উপস্থিত হন, এবং বক্তৃতান্তে ২ জন পারসী মহিলা আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহা বরদা রাজ্যের উন্নতির পরিচায়ক।

জাতীয় সম্মিলনী—মান্দ্রাজ জাতীয় কনগ্রেস সভায় যে ১১টী নির্দ্ধারণ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) কনগ্রেসের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্ধারণার্থ কমিটী নিয়োগ।

(২) ভারতবর্ষীয় ও স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার বিস্তারণ ও সংস্করণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব দুই বৎসরের নির্দ্ধারণ সমর্থন।

(৩) ফৌজদারী ও দেওয়ানী শাসন ক্ষমতার পৃথক্ করণ বিষয়ে সাধারণ মত প্রকাশ।

(৪) এদেশীয় লোকদিগকে উচ্চ শ্রেণীর

সামরিক পদে প্রবেশাধিকার দান এবং দেশীয়দিগের শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

(৫) এদেশীয় লোকদিগকে ভলণ্টিয়ার করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ।

(৬) হাজার টাকার ন্যূন আয়ে ইনকম ট্যাক্স বাদ দিবার প্রস্তাব।

(৭) শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ।

(৮) অস্ত্র আইন সংশোধন।

(৯) প্রথম নির্দ্ধারণের প্রস্তাবিত নিয়ম সকল অনুসারে চলিবার জন্ত কনগ্রেসের স্থায়ী কমিটী সকলকে অনুরোধ করা ইত্যাদি।

(১০) ১৮৮৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর এলাহাবাদে ৪র্থ জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন।

(১১) এই সকল নির্দ্ধারণ রাজপ্রতিনিধি এবং ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারীর বিবেচনার্থ রাজপ্রতিনিধির নিকট অর্পণ।—

দান—(১) ময়মনসিংহ ভবানীপুর নিবাসিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী চৌধুরাণী কাশী জীব-দয়া-বিস্তারিণী সভার সাহায্যার্থ এক সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষর করিয়াছেন। (২) মুরসিদাবাদ কান্দীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। কুমার ৺গিরিশচন্দ্র সিংহ এই কার্য্যের জন্ত একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

মেরী ক্লেমিণ্ট লেভিট—আমেরিকার বোষ্টন নগর হইতে এই মহিলা সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছেন। ইনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ১৫০ নং আমেরিকা জেনানা মিসন বাটীতে আছেন। গত ২৩শে জানুয়ারি ডালহাউসি ইনষ্টিটিউটে বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে মাদক নিবারণ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ইনি যে মাদকনিবারিণী সভার সম্পাদিকা, তাহার সভ্য সংখ্যা দুই লক্ষ হইয়াছে!!

মাঘোৎসব—অন্যান্ত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মাঘোৎসব উপলক্ষে আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উৎসব হয় এবং ব্রাহ্মিকা মহিলাগণও তাঁহাদিগের উৎসব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্পন্ন করেন। বঙ্গমহিলা সমাজের এক সায়ংসমিতি সিটী কলেজ গৃহে হয়, তাহাতে শতাধিক মহিলা এবং প্রায় দেড় শত পুরুষ সম্মিলিত হন। এই উপলক্ষে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ ফাদার লাফোঁ তাড়িত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। কবিতাপাঠ, সদালাপ ও জলযোগও হয়। এ বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে যত হিন্দু মহিলার সমাগম হইয়াছিল, এত আর কখনও দেখা যায় নাই।

শ্রমজীবী-বিদ্যালয়—(১) মিলানের একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা দরিদ্র এবং অনাথা বালিকাদিগের জন্য মিলেনা নগরে একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে দশ বৎসর হইতে পনর বর্ষ বয়স্কা বালিকারা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কৃষিবিদ্যার সহিত

গৃহকার্য্য ও শিল্পকার্য্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপনা কার্য্য স্ত্রী শিক্ষিকার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে।

(২) প্যারিসে বয়স্কা বালিকাদিগের জন্য একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে, ইহা একটী মহিলার অধ্যবসায়ের ফল। তিনি অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজেই ইহা স্থাপন করেন। প্রথমে ইহা সামান্য আকারে ছিল, কিন্তু এক্ষণে একটী প্রধান বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার নাম এটেলিয়ার ইকোল ("Atelier-Ecole") এবং স্থাপয়িত্রীর নাম ম্যাডাম সুচার্ড ডি প্রেসেন্স। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কেবল প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কাল শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সময় অধ্যাপনা কার্য্যে, সূচী শিল্প ও অন্যান্য গৃহস্থালী কার্য্যে অতিবাহিত করে। এই বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী বৃহৎ মহল আছে, এখানে পাকক্রিয়া, বস্ত্রধৌত, ইস্ত্রিকরণ প্রভৃতি আবশ্যক গৃহকার্য্য সকল বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকারা যাহাতে ভবিষ্যতে স্বীয় স্বীয় জীবনোপায় নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে, তজ্জন্যই এই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি।

আশ্চর্য্য কুক্কুরানুরাগ—সম্প্রতি ব্যারণ ডি জাবোর (Baron de Jowarre) নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি একটী কুক্কুরকে দান করিয়া গিয়াছেন। সম্পত্তির মূল্য ১,৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা। কুক্কুরটীর নাম "টাইগার"। ইহার থাকিবার জন্য একটী সুসজ্জিত বাটী ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্য ও দাসী নিযুক্ত আছে, ইহার আবশ্যক ব্যয় সমাধা জন্য বার্ষিক ২০০০ সহস্র ফ্রাঙ্ক নিরূপিত আছে। ইহার মহামূল্য গলাসী বা গলাবন্ধ প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, গাত্রমার্জ্জনী অঙ্গরাগেরও বিশেষ পারিপাট্য সম্পাদন করা হয়। ইহার মৃত্যু হইলে সহস্র ফ্রাঙ্ক ব্যয়ে একটী কবর নির্ম্মিত হইবে এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি পশুসংরক্ষণী সভায় প্রদত্ত হইবে।

পিরামীড ও চীন প্রাচীর—একজন ইঞ্জিনিয়ার মিসরের বৃহৎ পিরামীড ও চীন দেশের প্রকাণ্ড প্রাচীরের তারতম্য করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঠিকারা জানেন, পৌরাণিক সপ্ত আশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে এ দুটী প্রধান। পিরামীডের কালী ৮,৫০,০০,০০০ সাড়ে আট কোটী বর্গপাদ, চিনের প্রাচীরের কালী ৬,৩৫,০০,০০০ ছয় শত পঁইত্রিশ কোটী পাদ। এই প্রাচীর নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে ১,১০,০০০ একলক্ষ দশ হাজার মাইল রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে যে সকল উপকরণ লাগিয়াছে, তাহা দ্বারা ৬ ছয় পাদ উচ্চ ও ২ দুই পাদ প্রস্থ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিবেষ্টিত হইতে

পারে। এই প্রকাণ্ড প্রাচীরের নির্ম্মাণ কার্য্য ১০ বিংশতি বৎসরে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আমেরিকার সংবাদ—রেবরেণ্ড রামচন্দ্র বসু এম, এ, সম্প্রতি মার্কিন দেশ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি কহেন যে, মার্কিনবাসীগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। দৃষ্টান্ত স্থলে তিনি তথাকার কয়েকটী শিল্প কার্য্যের উল্লেখ করেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, একটী প্রকাণ্ড সেতু দুইটী মাত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত করা হইতেছে। ঐ দেশে সচরাচর এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহ সকল তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদিসহ যন্ত্রের সাহায্য বলে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইতেছে। তিনি আরও কহেন যে, তথাকার একটী রাজকোষাগারের ধন রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য দুইটী মাত্র কুলুপের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। একটী কুলুপের এইরূপ ধর্ম্ম যে তাহাকে রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে বন্ধ করিলে পর দিন বেলা নয় ঘটিকা না বাজিলে তাহাকে মোচন করে, পৃথিবীতে কাহারও এরূপ ক্ষমতা নাই। ঐ কুলুপের চক্রসন্নিবিষ্ট অক্ষর সকল এরূপ কৌশলে বিন্যস্ত যে চক্র সকল আবর্ত্তিত হইয়া ঐ অক্ষর সকলকে যথাস্থানে পুনঃ সংযোজিত করিতে পূর্ণ দ্বাদশ ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক হয়। অপর কুলুপটি এরূপ কৌশলে গঠিত ও স্থাপিত যে, উহা স্পর্শ করিবামাত্র সন্নিকটস্থ পুলিসে একটী ঘণ্টাধ্বনি হইয়া উঠে, এবং অবিলম্বে চোর পুলিসের হস্তগত হয়। বক্তা আর একস্থলে বলিয়াছেন যে, মার্কিন দেশের সমস্ত অধিবাসীই দৈহিক পরিশ্রমকে অতিশয় গৌরবের কার্য্য বলিয়া জানেন। তথাকার ধনকুবেরদিগের কন্যাগণ অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল স্বহস্তে মার্জ্জিত করিয়া থাকেন। এমন কি রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত প্রেসিডেণ্টের পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্রদিগকে মাঠে শস্য কর্ত্তন করিতে ও উহা স্ব স্ব মস্তকে করিয়া বহন করিয়া আনিতে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

শান্তি।

একটু নিরল শান্তির জন্য কাহার কাছে না গেলাম, কিছু পেলাম না ত? জননীর নিকট গেলাম—ছেলেবেলায় যখন কেহ একটু তিরস্কার করিলে—কেহ একটু আঁধার মুখে কথা বলিলে—কোন কারণে মনে কিছু কষ্ট পাইলে সেই সর্ব্ব দুঃখ ক্লেশ-নিবারিণী মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতাম এবং তাঁহার

সেই স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিলে সব ভুলিয়া যাইতাম—তাঁহার সেই অনন্ত স্নেহের মধ্যে নিজের দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি ডুবাইয়া অনিমেষ নেত্রে তাঁহার সুখ শান্তি-মাখা চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকিতাম—কি জানি কি স্বর্গীয় মোহময় ভাবে, কেমন এক জাগ্রতের ঘুম ও নেশায় ভুলিতাম—সেই জননীর নিকট ছুটিয়া গেলাম—আশস্তহৃদয়ে হৃষ্টমনে পূর্ব্বের সেই সুখ শান্তি পাইতে ছুটিয়া গেলাম, কিন্তু কৈ? পেলাম না ত! পূর্ব্বের সে সমস্ত দেখিলাম না ত? সে সমস্ত যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে যেন এক হতাশ ও বৈরাগ্যের অনন্ত ছবি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই নন্দন কাননের সুবাসিত মৃদুমন্দ অনিল শ্মশানের বায়ু হইয়া হাহাকার করিতেছে। আজ যেন সেই সর্ব্ব সন্তাপ-হারিণী জননীতে অশান্তি-জড়িত কেমন এক কর্কশ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতাও যেন অশান্ত হৃদয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এতকাল সংসারের ভোগসুখে দিন অতিবাহিত করিয়াও এখন যেন "শান্তি কোথায়?" "শান্তি কোথায়" বলিয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন—জননীর নিকট ত সেই পূর্ব্বের শান্তি পাইলাম না! আবার উদাস মনে ছুটিলাম—আবার হতাশ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় শান্তি?" প্রণয়িনীর নিকট ছুটিয়া গেলাম—যৌবনের সঙ্গিনী প্রেমময়ী প্রিয়তমার নিকট গেলাম—তাহার সদা হাসি সরলতা মাখান মুখ খানি দেখিলাম, কৈ শান্তি ত পেলেম না? বিদ্যুতের মত একটু-খানি দেখিলাম আর ত পাইলাম না—শিশির বিন্দুর মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল। প্রিয়তমার মুখ দেখিলাম—তাহার অমৃতময় বাক্য শুনিলাম—তাহার প্রাণ-ভরা ভালবাসা পাইলাম—তাহার কোমল মধুময় ভাব দেখিলাম, কিন্তু তবুও ত প্রকৃত শান্তি পাইলাম না—তবুও ত প্রাণ ভরিয়া গেল না—তবুও যে কত স্থান শূন্যময় হহু ধূ ধূ করিয়া উঠিল। প্রাণাধিক ভ্রাতা, প্রাণসম বন্ধু কাহার নিকট না গেলাম, কৈ? কেহ ত শান্তি দিতে পারিলেন না! হয় ত তাঁহাদের ভালবাসার মোহে দু'দিন ভুলাইয়া রাখিলেন—সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখ ও শান্তির নেশায় দু দিন উন্মত্ত করিয়া রাখিলেন, কিন্তু সেই সে নেশা ছুটিয়া গেল—সেই সে নেশা আর বিভোর করিতে পারিল না, অমনি হতাশ হৃদয় জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "কোথায় গেলে চিরশান্তি পাইব?" যাবজ্জীবন যে নেশায় বিভোর থাকা যায়—যে নেশায় স্বর্গের চিত্র ক্রমে ক্রমে অন্তরে প্রদর্শিত হয়—যাহায় মজিয়া বহিশ্চক্ষু মুদিত করাইয়া অন্তশ্চক্ষু ফুটাইয়া দেয়, সেই নেশা কোথায়? সেই বাস্তবিক সুখ শান্তি কোথায়? তাই বিনীত ভাবে বিভুর

ও পবিত্র মনে তৃষিত হৃদয়ে সেই জগৎপিতাকে ডাকিলাম "পিতঃ! আমাকে সে নেশায় বিভোর কর—আমাকে একটু শান্তি দেও।" একবার ডাকিলাম, কিন্তু তখনি আবার বিশুষ্ক হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকিলাম—ক্রমে মন খুলিয়া—প্রাণ খুলিয়া ডাকিলাম "আমাকে শান্তি দেও।" মনে যেন একটু শান্তি দেখা দিল—সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতে পাইলাম। ক্রমে অনন্ত অসীম শান্তির সমুদ্র বিস্তৃত দেখিলাম। দুই এক ফোঁটা শান্তির জন্য কোথায় না গিয়াছি, কিন্তু পান করিতে যাইলেই ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন শান্তির সমুদ্র কে ফুরাইতে পারে? সংসারের সুখ শান্তি সামান্য উত্তাপ—সামান্য জ্বালা যন্ত্রণায় শুকাইয়া যায়, আর এই সমুদ্রে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করে। সংসারের আপাত-মধুর শান্তি মরীচিকার মত ভ্রান্ত মানবদিগকে ভুলাইয়া অশান্তির ঘোরতর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়া পবিত্র মনে সেই অনাদি অনন্ত ঈশ্বরে যিনি মন নিবিষ্ট করিয়াছেন, তিনিই শান্ত্যমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহাকে সংসারের সুখ মরীচিকা আর ভুলাইতে পারে না। সংসারের কুহকিনী শান্তি আশা মধুরিমায় নিয়তই মনুষ্যকে ভুলাইতেছে। যাঁহারা একবার বিভুর ধ্যানে একটু শান্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐ মায়াবিনীগণ আশু অধিক সুখের পথ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যায়। সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া দৃঢ় মনে কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সেই স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেহ ভুলাইতে পারে না। তাই বলি সকলেই দৃঢ় মনে বিমল পবিত্র শান্তি পাইতে সচেষ্ট হউন্।

স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষা।

ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজে সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এক্ষণে বোম্বাই ও কলিকাতাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অনুসারে দুইটী মহিলা ডাক্তারী শিখিতেছেন। কিন্ত স্ত্রীডাক্তারের যেরূপ অধিক প্রয়োজন, মেডিকেল কলেজ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া কঠিন, কেমনা সেখানে এফ এ বি এ পাস করা ভিন্ন অপরের প্রবেশাধিকার নাই। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরাও যাহাতে ডাক্তারী বিদ্যা শিখিতে

পারেন, কলিকাতার কাম্বেল মেডিকেল স্কুলে তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহার জন্ত স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতা ও সহৃদয়তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা নিম্নে সেই নিয়ম গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমরা আশা করিতে পারি, ইহাদ্বারা অনেক স্ত্রীলোক ডাক্তারী শিক্ষার্থ আকৃষ্ট হইবেন। স্ত্রী ডাক্তার এখন সকল সভ্য দেশেই দেখা যায়। এদেশে অন্তঃপুরের ব্যবস্থা থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের সুচিকিৎসার অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীডাক্তার দ্বারা এই ব্যাঘাত নিবারণ হইয়া পারিবারিক চিকিৎসার যেমন উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইতে পারিবে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের অর্থোপার্জ্জনেরও একটী প্রকৃষ্ট পথ হইবে। লেডী ডফরিণ যে উদ্দেশে তাঁহার জাতীয় সভা ও তৎসংক্রান্ত ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি মহৎ এবং সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। যদি দেশীয় স্ত্রীলোকগণ এখন ডাক্তারী না শিখেন, বিদেশীয় স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগের স্থান পূরণ করিবে এবং তাহা হইলে তাঁহাদিগের ও দেশবাসীদিগের আর কোন কথা বলিবার থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষায় সহায় করিলেন, ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের উপরে আর আমাদিগের দাওয়া থাকিবে না। এখনও সময় আছে, আগামী জুন মাসে ক্লাস খুলিবে। প্রথম বর্ষে অন্ততঃ দ্বাদশজন রমণী শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়া একটী অত্যাবশ্যক সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন, আমরা অন্তরের সহিত এই অনুরোধ করি। তাহাদিগের শিক্ষার যে সকল নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে কোন ত্রুটি থাকিলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সংশোধন করিবেন এবং ব্যবস্থা সকল যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, তৎপ্রতিও মনোযোগী হইবেন আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের নিয়মাবলী হইতে উদ্ধৃত।

১। ছাত্রী শ্রেণীতে প্রবেশের নিয়ম।

১। প্রবেশার্থিনীগণকে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট্ বা নিদর্শন পত্রগুলির মধ্যে কোন একখানি দেখাইতে হইবে :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট্।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার-সাহেবের নিকট হইতে উক্ত পরীক্ষায় কেবল একটী কিম্বা দুইটী বিষয় ব্যতীত অপর সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৩) "মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৪) "মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৫) "উচ্চ-প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৬) ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষকগণ, বাৎসরিক শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধ্যক্ষতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে পরীক্ষা লইবেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(ক) বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস বা তৎসদৃশ কোন বাঙ্গালা পুস্তক হইতে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

(খ) কোন একখানি সহজ বাঙ্গালা পুস্তক হইতে শ্রুতলিখন।

(গ) পাটীগণিত—সহজ ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত।

২। প্রথম নিয়মের প্রথম ধারার ষষ্ঠ প্রকরণে যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ পরীক্ষা প্রতি বৎসর ১৫ই মে হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত প্রতি বুধবার বেলা ৮টার সময় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে গৃহীত হইবে। পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবার জন্ত পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রবেশার্থিনীগণকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৩। প্রবেশার্থিনী যে স্থানে বাস করেন, তাঁহাকে তথাকার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা তাঁহার সমান বা উচ্চ পদস্থ কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট হইতে, অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিবেন এরূপ কোন লোকের নিকট হইতে স্বীয় বাসস্থান ও সদাচারের নিদর্শনপত্র দিতে হইবে।

যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উপরি উক্ত কোন সার্টিফিকেট অগ্রাহ্য করিবার কারণ পান, তাহা হইলে হেতু না দর্শাইয়া উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৪। প্রবেশার্থিনীদিগের বয়ঃক্রম ষোল বৎসরের ন্যূন হইবে না।

৫। জুন মাসের প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে প্রবেশার্থিনীদিগকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট স্ব স্ব নাম পাঠাইতে হইবে।

৬। প্রবেশের সময় বা শিক্ষার জন্ত কোন বেতন লাগিবে না।

২।—ছাত্রীবৃত্তি ও পারিতোষিক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। যে তিন বৎসর স্কুলে পড়িতে হইবে, তাহার প্রত্যেক বর্ষে ১০টী করিয়া ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া যাইবে। বৃত্তির হার মাসিক ৭৲ টাকা, এবং বৃত্তি পাইলে ছাত্রীরা বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে।

২। প্রথম নিয়মে প্রবেশার্থ যে সকল সার্টিফিকেটের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা নিরূপিত

যোগ্যতা অনুসারে প্রথম বর্ষের বৃত্তিগুলি বিতরিত হইবে।

৩। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের বৃত্তিগুলি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল অনুসারে প্রদত্ত হইবে।

৪। দুর্ব্বিনীত আচরণে, পাঠ বিষয়ে উন্নতির অভাবে কিংবা নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে ক্রটী হইলে ছাত্রীদিগের বৃত্তি বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

৫। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীকে ১৮৲ টাকার অনধিক মূল্যের একটী পারিতোষিক এবং পরবর্ত্তী দুই তিনটী উৎকৃষ্ট ছাত্রীকে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে।

৩।—ছাত্রীদিগের পাঠ্য।

প্রথম বর্ষ।

শিক্ষা।

ডেস্ক্‌পটিব্‌ এনাটমি বা দেহতত্ত্ব বিবৃতি এবং শারীর বিধানসূত্র ৫০।

মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যতত্ত্ব রসায়নসূত্রসহ ৫০।

শবচ্ছেদ—লিগামেণ্ট বা বন্ধনী, মসল্‌ বা পেশী ও শিরা।

ডিসপেন্‌সরি বা ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা ৬ মাস।

দ্বিতীয় বর্ষ।

ডিস্ক্‌পটিব্‌ এনাটমি বা দেহতত্ত্ব বিবৃতি ৫০।

ভৈষজ্যতত্ত্ব ৫০।

সার্জ্জারি বা অস্ত্রচিকিৎসা ৫০।

মেডিসিন বা ঔষধ প্রয়োগবিজ্ঞান ৫০।

মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স ৩০।

শারীর বিধানসূত্র শবচ্ছেদ আর্টিরিয়েল এবং নার্ভসসিষ্টেম্‌ (ধমনী ও স্নায়ু প্রকরণ)।

হাসপাতাল অর্থাৎ রোগীপরিদর্শন ১ বৎসর। (সার্জ্জিকেল ওয়ার্ড ৬ মাস, অন্যান্য ওয়ার্ডে ১৷০ দেড় মাস করিয়া)।

তৃতীয় বর্ষ।

সার্জ্জিকেল এনাটমি ৫০।

থেরাপিউটিক্‌স বা ঔষধি ক্রিয়াতত্ত্ব ৫০।

সার্জ্জরি বা অস্ত্রচিকিৎসা ৫০।

মেডিসিন্‌ বা ঔষধপ্রয়োগতত্ত্ব ৫০।

মিডওয়াইফারি বা ধাত্রীবিদ্যা ৫০।

রোগ নিদানতত্ত্ব।

শবচ্ছেদ, সার্জ্জিকেল পার্টস বা অস্ত্র চিকিৎসার উপযোগী অংশ।

মৃতদেহ পরীক্ষা, পুলিশ হইতে যত পাওয়া যাইবে।

হাসপাতাল বা রোগী পরিদর্শন ১ বৎসর। (সার্জ্জিকেল ওয়ার্ড ৩ মাস, ফিমেল ওয়ার্ড ৩ মাস, এবং দুইটী মেডিকেল ওয়ার্ডে ও টেম্পোরারি ওয়ার্ডে দুই মাস করিয়া ৬ মাস)।

এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীদিগকে প্রতি দিন অপরাহ্ণে রেসিডেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সার্জনদিগের টিউটোরিয়েল ক্লাসে উপস্থিত হইয়া বাচনিক উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীদিগকে সপ্তাহে একবার সার্জ্জারির শিক্ষকের ব্যাণ্ডেজিং এবং প্র্যাকটিকেল সার্জ্জারির শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া উপদেশ লইতে হইবে।

১। ছাত্রীদিগকে হাসপাতালে রাত্রিকালে ডিউটী করিতে হইবে না।

২। শেষ বা লাইসেন্স পরীক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত—যথা প্রথম লাইসেন্স ও দ্বিতীয় লাইসেন্স পরীক্ষা। এই

দুই পরীক্ষা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শেষে গৃহীত হইবে।

(১) প্রথম অর্থাৎ দ্বৈবার্ষিক পরীক্ষার বিষয়গুলি :—

(ক) ডেস্ক্রিপ্‌টিব্ এনাটমি।

(খ) এলিমেণ্টস অব্ ফিজিওলজি ও কেমিষ্ট্রি অর্থাৎ শারীরবিধান ও রসায়নের স্থূল স্থূল বিবরণ।

(গ) মেটিরিয়া মেডিকা থার্মাসি অর্থাৎ ভৈষজ্যতত্ত্ব ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

(২) দ্বিতীয় অর্থাৎ ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষার বিষয়গুলি:—

(ক) সার্জ্জারি (সার্জ্জিকেল এনাটমি সহ)।

(খ) মেডিসিন্ [থেরাপিউটিক্স সহ]।

[গ] মিডওয়াইফারি [স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসা সহ]।

[ঘ] মেডিকেল জুরিস্‌প্রুডেন্স্।

প্রত্যেক বিষয়ে উর্দ্ধসংখ্যার অন্যূন অর্দ্ধেক না পাইলে কেহই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না।

৪।—স্কুল গৃহ, বাসস্থান এবং যাতায়াতের বিবরণ।

১। স্কুল গৃহের একাংশ কেবল ছাত্রীদিগের উপবেশনের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

২। শবচ্ছেদন—গৃহের কিয়দংশ ছাত্রীদিগের ব্যবহারের জন্য আবরণ দ্বারা পৃথক্ রাখা হইয়াছে।

৩। মফঃস্বল হইতে যে সকল ছাত্রী আসিবেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে আবেদন করিয়া স্বর্ণময়ীর হষ্টেলে থাকিতে পাইবেন।

৪। বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীদিগের যাতায়াতের জন্য একখানি "অমনিবস" গাড়ী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আদি নারী ইভ।

বাইবেল ধর্ম্মপুস্তকমতে ঈশ্বর প্রথমে জড়, উদ্ভিদ এবং নানাজাতীয় জীব জন্তুর সৃষ্টি করিয়া অবশেষে আদম নামে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন। এ সৃষ্টিও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়াতে সর্ব্বশেষে রমণী ইভের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার কার্য্য সমাপন করিলেন। নারীমূর্ত্তি ঈশ্বর হস্তের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা, এ বিষয়ে এক সংস্কৃত কবি এইরূপে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন :—

নালিনী নলিনী দিবসাত্যয়ে,
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে,
ইতি বিধি বিচিন্ত্য রমণী মুখং
ভবতি নিত্যতমঃ ক্রমশোজ্জ্বলঃ।

দিবস গত হইলেই নলিনী শুষ্ক হইয়া যায় এবং রাত্রি অবসান হইলেই চন্দ্রমা ম্লান হয়, বিধাতা এই চিন্তা করিয়া দিবা রাত্রি সমান উজ্জ্বল শোভন রমণী মুখের রচনা করিলেন। লোকে অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশই অধিকতর জ্ঞানী হইয়া থাকে।

রমণী ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কিসে? জড় অপেক্ষা উদ্ভিদ শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহার জীবন আছে; উদ্ভিদ অপেক্ষা জন্তু শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহার চেতনা আছে, জন্তু অপেক্ষা নর শ্রেষ্ঠ কেন না তাহার উন্নতিশীল বুদ্ধি আছে, নর অপেক্ষা আবার নারী শ্রেষ্ঠ কেন না তাহার প্রকৃতিতে প্রেমের অংশ অধিক এবং প্রেমই বিশ্ববিজয়ী। ঈশ্বরের আদর্শে নরনারী উভয়েই গঠিত বটে, কেন না উভয়েতেই দেবপ্রকৃতি জ্ঞান প্রেম পুণ্য লক্ষিত হয়—কিন্তু নর জীবজাতির মস্তক এবং নারী প্রেমরূপিণী সেই মস্তকের ভূষণ।

আদম ও ইভের সৃষ্টি বিষয়ে বাইবেলে সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর এক মুঠা ধুলা লইয়া একটী পুতুল গড়িলেন এবং তাহার নাসিকাতে ফুৎকার করিলেন, ইহাতে জীবন্ত আদম জন্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু এই প্রথম নর একা আপনাকে পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না—সুতরাং একজন সঙ্গী অভাবে সর্ব্বদা অসুখী থাকেন। ঈশ্বর ইহা দর্শন করিয়া একদা আদমকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিলেন এবং তাহার পঞ্জর হইতে একখানি হাড় খুলিয়া লইলেন। প্রভু পরমেশ্বর এই পঞ্জরের হাড় দিয়া এক রমণী সৃষ্টি করিয়া আদমের নিকট আনয়ন করিলেন। আদম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এ যে আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস।" আদম ও ইভের একত্র যোগে উভয়ের পরম সুখ হইল এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হইল।

ব্লেয়ার নামক এক কালতত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে খৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৫৮৮২ বৎসর পূর্ব্বে আদম ও ইভের সৃষ্টি হয়। পণ্ডিতবর এখানেই নিরস্ত হন নাই, তিনি গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ঐ বর্ষের ২৮এ অক্টোবর শুক্রবার আদি নর নারীর জন্ম দিন। ভূতত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের গণনায় ৪০।৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস ছিল, সুতরাং মনুষ্যের প্রথম সৃষ্টি ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে?

যাহাহউক ইভের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তিনি ঈশ্বরের প্রসাদে পূর্ণ সুখ ও পবিত্রতার স্থান ইডেন নামক উদ্যানে আদমের সহিত প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মায় আত্মায় এক হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেন। ইহারা তত্রত্য সকল জীব জন্তুর উপর প্রেমের রাজত্ব করিতেন এবং উদ্যানের সকল সুখ অবাধে ভোগ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন। ঈশ্বর ইহাদিগকে উদ্যানের সকল বস্তুর অধিকার দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কেবল একটী নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাঁহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করিবেন না,

তাহা করিলেই পাপ হইবে এবং সেই পাপ মৃত্যুর কারণ হইবে। একদিন কোথা হইতে দুরন্ত সয়তান এক সুন্দর সর্প মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইভের নিকট আসিয়া বলিল 'জ্ঞান বৃক্ষের ফল অতি উৎকৃষ্ট ফল, ইহা হইতে বঞ্চিত থাকা বড়ই দুর্ভাগ্য, ইহা আহার কর, কখনই মরিবে না, কিন্তু দিব্য চক্ষু লাভ করিবে।' রমণী দুর্ব্বলা, তাহার কথায় প্রলুব্ধা হইয়া সেই ফল ভক্ষণ করিল এবং প্রিয়তম স্বামী আদমকেও তাহা ভক্ষণ করাইল। তখনি তাহারা পাপাক্রান্ত হইল, তাহাদিগের অন্তরে লজ্জা ভয় ও অপ্রেমের সঞ্চার হইল এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়া সুখোদ্যান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ইভের প্রতি অভিসম্পাত করিলেন যে সে ক্লেশে গর্ভ ধারণ করিবে ও ক্লেশে সন্তান প্রসব করিবে এবং তাহার সন্তানের পাদমূলে সর্প দংশন করিবে। সর্পের প্রতি অভিশাপ হইল—নারী সন্তান তাহার মস্তক চূর্ণ করিবে; এবং আদমের উপরেও দণ্ডাজ্ঞা হইল যে তাহাকে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক উদরের অন্ন লাভ করিতে হইবে।

ইভ এইরূপে আদমের ও তৎসঙ্গে মানবজাতির পতনের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ বর্ণনায় কবিত্ব আছে, কিন্তু ইহা কতদূর সঙ্গত আমরা বলিতে পারি না। স্ত্রীলোকের শারীরিক প্রকৃতি দুর্ব্বল বলিয়া তাহার নৈতিক প্রকৃতি সেরূপ নয় এবং স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষ প্রলোভনে কম বশীভূত নন, সুতরাং ইভের মস্তকে সমুদায় দোষার্পণ পুরুষজাতির নিজ হস্তের চিত্রিত ছবি বলিয়াই বোধ হয়।

ইভের কত বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখিত নাই। সুখোদ্যান পরিত্যাগের পর তিনি পুত্রবতী হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নাম কেইন ও এবেল। পতনের পর তাহাদিগের নিজের হৃদয়ে অপ্রেম আবির্ভূত হইল। জীব জন্তু সকল তাহাদিগের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। তাহাদিগের পরিবারের মধ্যেও বিবাদ বিষম্বাদ। তাহাদিগের প্রথম পুত্র কেইন ক্রোধান্ধ হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবেলের প্রাণসংহার করিল। এইরূপে মনুষ্য জাতি হইতে পৃথিবীতে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পাপের মূল মানুষের দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই। মানুষ ঈশ্বরের হস্ত হইতে নির্দ্দোষ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার অন্তরে পশু ভাব বা আসুরিক ভাব এবং দেব ভাব উভয়ই নিহিত থাকে। পশু ভাব প্রবল হইলে মনুষ্য পাপাশ্রিত এবং দেব ভাব প্রবল হইলে পুণ্যবান্ হইয়া থাকে। মানুষের অন্তরে নিরন্তর

দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। যিনি বিবেকের আদেশে দেব পক্ষ হইয়া অসুরকে পরাস্ত করেন, তিনি পুণ্যলাভ করেন; আর যিনি বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়া অসুরের পক্ষ হন, পাপ তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। আদি পিতামাতা যাঁহারাই হউন, তাঁহারা নির্দ্দোষ ভাবে জন্মিয়া সরল শিশুর ন্যায় সুখী ছিলেন সন্দেহ নাই, তাঁহারা যদি পতিত হইয়া থাকেন সে আমরা যেমন পরীক্ষা প্রলোভনে পড়িয়া হই, সেইরূপেই হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে এই দেবাসুরের সংগ্রামে পাপ অবশেষে বিনষ্ট হইবে এবং মনুষ্য দেবভাব সম্পন্ন হইয়া অনন্ত পুণ্যরাজ্য ও পুণ্য জীবনের অধিকারী হইবে।

সত্যের উপাসনা।

যায় যাবে যাক্ প্রাণ, তাহে নাহি,
ভাবনা,
থাকে থাকে থাক মান, নাহি তাহে
কামনা,
জীবন জীবন তার,
ভবে আছে তৃষ্ণা যার
কি ভয় কি ভয় তার,
কিবা তার যাতনা,
শান্তির সরসে যার মতি আছে মগনা?
যায় যাবে যাক্ প্রাণ নাহি তাহে
ভাবনা।
সে জানে মরীচি খেলা
নিশার স্বপন মেলা,
সাগরে তৃণের ভেলা,
সংসারের সাধনা;
পারে কি মায়াবী তারে করিবারে
ছলনা?
থাকে থাকে থাক মান নাহি তাহে
কামনা।
কিবা রাজা কিবা দীন
নেত্রবান্ চক্ষুহীন্
ইথে যার নাহি ভিন্
কে করিবে বঞ্চনা?
সোনায় কি করে তার, নাহি যার
বাসনা?
যায় যাবে যাক্ প্রাণ, তাহে নাহি
ভাবনা,
থাকে থাকে থা'ক মান নাহি তায়
কামনা।
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন,
যার বিনিময়ে জীব পাবে নিত্য
নিকেতন।
নাহি তথা শোক শোক
নাহি তথা দুঃখ ভোগ
সংযোগে বিয়োগ নাই
জীবনে মরণ।
নহে জীব এ মরণ নিশার স্বপন।
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন।

এ শরীর রহিবে না,
এ বদন বলিবে না,
এ শ্রবণ শুনিবে না,
হইলে মরণ,
দুর্ব্বোধ কুহক পাশ কররে ছেদন,
অনিত্যের বিনিময়ে লভ নিত্য নিকেতন।
উচ্চ শির নত হবে,
অট্টালিকা কোথা রবে,
কোথা রবে প্রেয়সীর
মিষ্ট আলাপন ?
সকলই শিশির বিন্দু, ডুবিবে গগনে ইন্দু,
উদিবে পূরবে যবে প্রচণ্ড তপন।
তাই বলি কর জীব সত্য আরাধন,
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন।
সত্য পদ হৃদে ধরি কর দৃঢ় সাধনা,
পূরিবে সকল আশা পূর্ণ হবে কামনা।
সত্য পথে কর গতি,
ওরে মোর ক্ষুদ্র মতি
অসত্যেতে এক রতি
রেখনাক বাসনা,
সত্য পদ হৃদে ধরি কর দৃঢ় সাধনা,
পূরিবে সকল আশা, পূর্ণ হবে কামনা,
স্বর্গ যদি খসি পড়ে,
মর্ত্ত্য যদি ঝড়ে উড়ে
অনন্ত জলধি নীরে,
হয়ে যায় মগনা,
তবু সত্য সত্য রবে মিথ্যা কভু হবে না।
সত্য পদে সঁপি মন কর দৃঢ় সাধনা।
প্রাণ দিলে সত্য তরে,
মান দিলে সত্য করে,
অমর গাহিবে যশ
ক্ষুদ্র কীট গাবে না,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ তাহে নাহি ভাবনা,
থাকে থাকে থাক্ মান নাহি তাহে কামনা
এই ত সত্যের আজ্ঞা, এই সত্যোপাসনা

অপূর্ব্ব রমণী চরিত।

ব্রহ্মময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৃহ এত নিকটবর্ত্তী যে, ইচ্ছামতী হইতে গৃহে যাইতে পরের ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয় না। ব্রহ্মময়ী গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে গোলাপ ফুলের গন্ধ পাইলেন। কুসুম-সুরভি, পবন হিল্লোল, পক্ষি-কলরব, চন্দ্রকিরণ প্রভৃতি যেন ব্রহ্ম-ময়ীকে মাতাইয়া তুলিল। তাঁহার মনে যেন অস্ফুটরূপে এই ভাবের উদয় হইল যে, এ সকল এখানে কেন? ঔ

সকল ভোগ করিবার কে আছে? গোলাপের গন্ধ পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-ক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন তাঁহাদের পুষ্পোদ্যানে এক বোঁটায় তিনটী লাল গোলাপ ফুটিয়াছে। তার শোভায় বাগান আলো করিয়াছে। ছুটিয়া তাহার নিকটে গেলেন। একটী সুন্দর প্রজাপতি তাহার উপর উড়িতেছে; কেবল এক এক বার কেশবৎ সূক্ষ্ম শুণ্ড দ্বারা গোলাপের গর্ভ কেশর স্পর্শ করিতেছে। ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"প্রজাপতি, বেশ! অমনি করিয়া উড়িতে উড়িতে গোলাপের মুখচুম্বন কর, সাবধান! উহার উপর যেন বসিও না, তাহা হইলে তোমার ভরে গোলাপ মরিয়া যাইবে।" এই বলিয়া তাঁহার গোলাপ-রঞ্জিত মুখ খানি গোলাপের নিকট লইয়া গিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"গোলাপ! তুমি এই বনের মধ্যে কারে দেখিয়া এত হাসিতেছ? তারে একবার দেখাইতে পার?" এই সময়ে বায়ুভরে গোলাপ গুচ্ছ কম্পিত হইল। ব্রহ্মময়ী বুঝিলেন, গোলাপ কারে দেখিয়া হাসিতেছে, তারে দেখাইবে না। তিনি অভিমানে মুখ ভার করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক একান্তে নীরবে বসিয়া রহিলেন। জননী স্নান সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কন্যার মুখ ম্লান দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে ব্রহ্মময়ী গোলাপের দুর্ব্যবহার বর্ণন করিলেন। গৃহিণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ছোট কর্ত্তার নিকট গেলেন এবং কন্যার বাতুলতার প্রমাণ স্বরূপে আরও গোলাপের কথা বলিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। ছোট কর্ত্তা কহিলেন,—"ব্রহ্মময়ী পাগল হয় নাই,—পাগল হইয়াছ তুমি; যাও,—গিয়ে, গৃহকর্ম্ম দেখ।" এদিকে এই কথা শুনিয়া গৃহিণী কর্ত্তার উপর কুপিতা হইলেন; ওদিকে গোলাপের দুর্ব্যবহারের দণ্ড বিধান করিলেন না দেখিয়া কন্যাও জননীর প্রতি একটু রুষ্ট হইলেন।

একদা মধ্যাহ্ন কালে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিবেশবাসী কয়েকটী বন্ধুর সহিত সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। ব্রহ্মময়ী যথেচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া নির্নিমেষ লোচনে ক্রীড়া দেখিতে এবং প্রত্যেক বলের নাম যত্ন সহকারে শুনিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের ক্রীড়া ভঙ্গ হইল এবং সমস্ত বল ও ক্রীড়াপট্ট খানি এক বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করিয়া যথাস্থানে রাখিবার জন্য ব্রহ্মময়ীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মময়ী তাহা হস্তে লইয়া কহিলেন,—"বাবা, যখন ইহা হইতে বলগুলি বাহির করিয়া সাজাও, তখনই তাহাদের রাজা, দাবা, হাতী, ঘোড়া বোড়ে, নৌকা, এই সকল নাম হয়; কিন্তু এখন এই পুঁটুলীটার নাম কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ হয়, ঈষৎ বিরক্ত হইয়াই কহিলেন,—"এখন আবার ওর নাম

কি? এখন ওর নাম খেলা!" ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"বাবা, আমাদেরওত মূলে এইরূপ; কেবল সৃষ্টির পর পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে,—নয়! বাবা?" তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ গম্ভীর হইল; মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই ব্রহ্মময়ীকে গৃহিণী পাগল বলেন।" ব্রহ্মময়ী পুনরায় কহিলেন,—"বাবা, কথা কওনা কেন?" তিনি বলিলেন,—

"মা, তুমি যা বলিলে, তাহাই সত্য। হাঁমা তুমি এসকল কোথায় শিখিলে?"

"কি কোথায় শিখিলাম বাবা?"

"খেলার কথা।"

"ওকি আবার শিখিতে হয়? ও সব আপনিই আমার মনে আসে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, ব্রহ্মময়ী যেন এ পৃথিবীর মানুষ নহে; উহার মন প্রাণ যে কোথায় পড়িয়া আছে, তাহা সেই জানে। বোধ হয়, ব্রহ্মময়ী এ সংসারকে ব্রহ্মময়ই দেখে!

একদিন অপরাহ্নে ব্রহ্মময়ী তাঁহাদের একটী মুসলমান প্রজার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। মুসলমান গৃহিণীর অনুরোধে তাঁহার বালিকা কন্যার কেশ বন্ধন করিয়া দিতে বসিলেন। সেই সময়ে ঐ কন্যাটীর পিতা পীড়িত ছিল। কোন কবিরাজ তাহার চিকিৎসা করিবার জন্য সেই গৃহে আগমন করিয়া দেখিলেন, বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা ব্রহ্মময়ী অস্পর্শীয়া ম্লেচ্ছ বালিকার কেশ রচনা করিয়া দিতেছেন। তিনি রোগীর নাড়ী দেখিবেন কি? এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার নিজের নাড়ী ছাড়িল। কহিলেন,—

"ও—ও—ও বাম্‌নি, এ—এ—এই অবেলায় না—না—নাবি নাকি? মু—মু—মুসলমান ছুঁ—ছুঁ—ছুঁইছিস্ যে?" কবিরাজটী একটু তোতলা ছিলেন, অধিকন্তু অতি সত্বরতার সহিত কথা কহিতেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি কথাই বাঁধিয়া যাইত। কোন কোন তোতলা এমন চতুরতার সহিত বাক্য বিন্যাস করে, তাহারা যে তোতলা, বাক্য দ্বারা হঠাৎ তাহা জানা যায় না। এ কবিরাজ মহাশয়, নিতান্ত সরল, স্বাভাবিক দোষ আচ্ছাদন করিবার জন্য সে চাতুর্য্যের আশ্রয় লন নাই। ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—

"কবিরাজ মহাশয়, হানিপ সেখের জ্বর ভাল করিবার জন্য কি ঔষধ দিবেন?"

"জ্ব—জ্ব—জ্বর ব—ব—বড় শক্ত, সূ—সূ—সূচিকাভরণ দি—দি—দিতে হবে।"

"আমার বাবার যদি এইরূপ জ্বর হয়, তবে কি ঔষধ দিবেন?"

"এ—এ—এই ঔষধই দি—দি—দিব।"

"যখন এক ঔষধে সকলের রোগ সারে, তখন এত ভেদাভেদ করেন কেন?" কবিরাজ মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন,—

"আ—আ—আরে ম—ম—মলো, তা—তা—তাই বলে মু—মু—মুসলমান ছুঁ—ছুঁ—ছুঁবি নাকি?"

"তায় ক্ষতি কি?"

"ব—ব—বটে? এ—এ—এখনি তো—তো—তোমার বা—বা—বাপকে ব—ব—বলে দেই।" কবিরাজ মহাশয়ের রোগী দেখা থাকিল; এই কথা বিদ্যারত্নকে বলিয়া দিবার জন্য বেগে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মময়ী হাসিতে লাগিলেন,—মুসলমান গৃহস্থ কিছু অপ্রতিভ হইল। কবিরাজ বিদ্যারত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনি একথা আর কোন খানে গল্প করিবেন না। আমি স্নান ও গঙ্গাজল স্পর্শ না করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না।" কবিরাজ মহাশয় বিদ্যারত্ন-সমীপে স্বীকার করেন যে তিনি একথা আর কোথাও প্রকাশ করিবেন না; কিন্তু দুই চারি দিবসের মধ্যেই গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকেই পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিল যে বিদ্যারত্ন তনয়া ব্রহ্মময়ী যবনান্ন ভক্ষণ করিয়াছে। প্রথমে বিদ্যারত্ন মহাশয় একথায় বড় আস্থা করেন নাই; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, যবন পরিবাদবশতঃ ব্রহ্মময়ীর দুই চারিটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মময়ীর উপর কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রহ্মময়ীর এই অপবাদটী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাহা কেবল কবিরাজের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে, বিদ্যারত্ন মহাশয় বিলক্ষণ চতুরতার সহিত এই বিষয়টী সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ সে কথায় সকলের বিশ্বাস হইল। সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। ব্রহ্মময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

ব্রহ্মময়ীর বিবাহ-বিবরণটীও সুশ্রুষাজনক; সেইজন্য এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা গেল। যখন ব্রহ্মময়ীর উদ্বাহ জন্য উদ্যোগ হইতে লাগিল; চারিদিক্ হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মময়ী পিতার নিকট চাণক্যের শ্লোক, দাতাকর্ণ ও গুরুদক্ষিণা অধ্যয়ন করেন এবং গুরু মহাশয়ের পাঠশালে ধারাপাত ও হস্তাক্ষর লেখেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" ইহা জানিতেন, বিশেষতঃ পুত্র সন্তান না হওয়ায় কন্যাহইতেই পুত্র পালনের সুখানুভব করিতেন। ব্রহ্মময়ী সমস্ত চাণক্য শ্লোক উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট—"আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু—"এই অংশটুকু বড় মিষ্ট বোধ হইত। এইজন্য সর্ব্বদা উহা মুখে বলিতেন এবং বাড়ি গিয়া যেখানে সেখানে লিখিতেন। এক দিন ব্রহ্মময়ী আর একটী বালিকার সহিত বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটী তড়াগ-তটে মস্যাধার, লেখনী ও বসিবার আসন রাখিয়া তাল পত্র ধৌত করিতেছিলেন।

ঐ সময়ে কোন একটী পূর্ণবয়স্ক পরম সুন্দর পুরুষ ঐ স্থান দিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। ব্রহ্মময়ীর অনুপম সৌন্দর্য্য, অমৃতায়মান কণ্ঠস্বর, বিচিত্র বাগ্‌বিন্যাস এবং সীমন্তে সিন্দুরাভাব দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধ মৃগবরের ন্যায় তথায় দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষ লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। আরদ্ধ কার্য্য শেষ করিয়া জলাশয় হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই দণ্ডায়মান পুরুষের সতৃষ্ণ লোচনে ব্রহ্মময়ীর দৃষ্টি সংযোগ হইল। এই দৃষ্টি মিলন মাত্রেই তাঁহার শতদল শোভাবিনিন্দিত স্মিত-বিকসিত বদন লজ্জায় অবনত হইল; বামকক্ষে লেখনীর উপকরণ ক্ষীণহস্ত সঙ্গিনী বালিকার স্কন্ধে অর্পণ পূর্ব্বক সচঞ্চল পদবিক্ষেপে গমন করিতে করিতে বালিকারে কহিলেন—

"ওলো, তুই ঐ লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর,—উনি কি লোক।" বালিকা পশ্চাম্মুখী হইয়া দণ্ডায়মান পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি লোক"

"আমি ব্রাহ্মণ।" "ব্রাহ্মণ" শুনিবা মাত্র ব্রহ্মময়ী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মময়ীর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুমারিকে, তুমি লিখিতে পার?" ব্রহ্মময়ী ব্রাহ্মণের প্রতি স্মিত-বিস্ফারিত লোচনের বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক সঞ্চালন-সঙ্কেতে জানাইলেন, তিনি লিখিতে পারেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—

"তবে তোমার ও তোমার পিতার নাম লেখ দেখি!" ব্রহ্মময়ী ব্রাহ্মণের দিকে পরাঙ্মুখী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং একটী তালপত্র উত্তমরূপে মার্জ্জন করিয়া তাহাতে অগ্রে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া পরে আপনার ও পিতার নাম লিখিলেন এবং পত্রটী বালিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পত্রটী বালিকার হস্ত হইতে গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহ গমনে অনুমতি করিলেন। বালিকাগণ গৃহাভিমুখে চলিলেন। ব্রাহ্মণ সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মময়ী একবার পরাঙ্মুখী হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মময়ী সঙ্গিনীকে কহিলেন,—

"ওলো, পশ্চাতে ফিরিয়া দ্যাখ!" বালিকা ফিরিয়া দেখিয়া কহিল,—

"ঠাকুর তোকে বিয়ে করিবে।" ব্রহ্মময়ী চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলি দুইটী বালিকার গ্রীবায় অর্পণ করিয়া কহিলেন, "তোরে।" এইরূপ কথোপকথনে তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

———○○———

গোরা বিদ্রোহ।

ইংরাজি ১৭৫৭ সালের সুপ্রসিদ্ধ পলাসী সমরের অব্যবহিত পর হইতে এদেশে অবিচলিত ভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে বৃটিষ প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইলে, ইউরোপীয়েরা শান্তচিত্তে ভারতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। দেশীয় অধিবাসীদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও নৈতিক সাহসের হীনতা দর্শন করিয়া ইংরেজেরা মনে করিয়াছিলেন, মার্জ্জার প্রকৃতির ভারতীয় পুরুষগণকর্তৃক শার্দ্দূলপ্রকৃতিক শ্বেতকায়দিগের অণুপ্রমাণ অনিষ্ট সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, বিগত সার্দ্ধশত বর্ষকাল মধ্যে বৃটিষ শাসনে ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক নয় বার বিদ্রোহ ঘটিয়া গিয়াছে। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই নয় বার বিদ্রোহের মধ্যে ইংরাজ সেনা কর্তৃক দুইবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ আপনাদের স্বজাতীয় সেনা কর্তৃক বিদ্রোহের কথাটা প্রায়ই বিশদ রূপে বর্ণনা করেন না। লুসাই গণ একবার, সাঁওতালেরা দুইবার, ওয়াহাবি গণ একবার, সিপাহীরা দুইবার, বারাসত অঞ্চলের মুসলমানেরা একবার এবং ইংরেজ সেনারা দুইবার —এই নয়বার বিদ্রোহে ভারতস্থ বৃটিষ সাম্রাজ্য বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত, আশঙ্কিত ও বিচলিত হয়। আমরা অদ্যকার প্রস্তাবে শ্বেতসেনার দুইবার বিদ্রোহের বিবরণ উল্লেখ করিব।

১৭৬০ সালের কিশোরাবস্থায় লর্ড ক্লাইব বিলাতস্থ ইণ্ডিয়া হৌসে ভারত শাসন সম্বন্ধে * বিস্তৃত লিপি প্রেরণ করেন, তাহার স্থান বিশেষে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমরা ভারতবর্ষে যেরূপ সেনা স্থাপন করিয়াছি ভারতের সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া আক্রমণ করিলেও তাহা পর্য্যুদস্ত হইবেনা।" ক্লাইব যখন একথা লিখেন, তখন বোধহয় তিনি জানিতেন না যে অনতিবিলম্বে তাঁহার স্থাপিত শ্বেতসেনার দ্বারাই তাঁহার নবাধিকৃত রাজ্য কম্পিত হইয়া উঠিবে। এই সময়ে সেনা ও সৈনিক পুরুষদিগের মাহিনা ও ব্যয়ে কোম্পানির রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং শাসনকর্ত্তারা সেনানিবাসের ব্যয় লাঘব করিবার জন্য উদ্বিগ্ন ও উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। অন্য দিকে সেনারা মনে করিতে লাগিল, যাহাদের শোণিত ব্যয়ে রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে, শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদিগকে মর্য্যাদাহীন দরিদ্রের অবস্থায় পরিণত করিতে চাহেন। ফৌজের সর্দ্দারেরা ফৌজদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, শাসনকর্ত্তারা সেনাদিগের আকাঙ্ক্ষা

* Marshman's Histoy of India P. I. page 311.

পূরণ করিতে অসম্মত হইলে, বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়া লওয়া উচিত। সেনারা ভাবিল, ভারতের শাসন, প্রভুত্ব রক্ষা ও উন্নতি বুঝি তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত; সুতরাং তাহারা দেশীয় রাজাদিগকে এই শিক্ষা দিতে লাগিল যে, ফৌজের অনুমতি বা অভিমতি ব্যতীত ভারত শাসনের কোনও প্রয়োজনীয় কর্ম্মই সম্পাদিত হইতে পারে না। স্পেন্সার সাহেব সেনাদের কথার পোষকতা করিতে লাগিলেন, সুতরাং শ্বেত সেনারা ক্রমেই অহঙ্কারে স্ফুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে এই নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই সেনাধ্যক্ষেরা মাহিনা, ভাতা, খরচা ও পাথেয় ব্যতীত "বাট্টা" নামে এক অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। মীরজাফর এই বাট্টা আরও বাড়াইয়া দেন; সেনাধ্যক্ষেরা এক্ষণে দ্বিগুণ বাট্টা প্রার্থনা করিয়া বসিল। বিলাতের ডাইরেক্টরেরা ভারত রাজ্যের অর্থকোষ ক্রমেই শূন্য হইতেছে দেখিয়া, সেনার সর্দ্দারদিগের এই বাট্টা একেবারে উঠাইয়া দিতে অনুমতি করেন; সেনাধ্যক্ষেরা হুকুম তামিল করিল না, সুতরাং কলিকাতার কৌন্সিল বোর্ড এই হুকুম জারী করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। ক্লাইব সাহেব বিলাতে গিয়া বিশেষ জিদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি বাহির করিলেন যে, ১৭৬৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখ হইতে এই বাট্টা একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। অনুমতি যথারীতি পৌছিল বটে, কিন্তু গ্রাহ্য করিবার লোক মিলিল না। সেনাধ্যক্ষেরা আদৌ এই হুকুম তামিল করিতে স্বীকৃত হইল না। ফৌজের কর্ত্তারা গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়া শপথপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইল এবং এই হুকুম প্রত্যাহরণ করিবার জন্য ক্লাইব সাহেবকে অনুরোধ করিল। গোপনীয় কমিটী চলিতে লাগিল, পরস্পর চাঁদা করিয়া টাকা সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং সকলেই মিলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। কলিকাতার সাহেব সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ব হইতে নানা কারণে গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত ছিল, তাহারা প্রতিহিংসার আশ্চর্য্য সুবিধা পাইয়া বিদ্রোহেচ্ছু ব্যক্তিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর চাঁদা দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করিল। আবশ্যক বন্দোবস্ত সমাপন হইলে, স্থির হইল যে একদিন একেবারে দুই শত সেনাধ্যক্ষ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, একদিন দুই শত সেনাপতি চাকুরী ছাড়িয়া দিল।

এই সময়ে পঞ্চাশ সহস্র মহারাষ্ট্র সেনা বেহার আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হওয়ায়, শ্বেত সেনাধ্যক্ষগণ ভাবিল গবর্ণমেণ্ট তোষামোদ করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় অধিকতর বেতনে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না। গবর্ণমেণ্ট অন্য পন্থা-

অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্লাইব বলিলেন, যদি বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষদিগের হস্তে জীবন দিতে হয় তাহাও ভাল, তথাচ তাহাদের অন্যায় আবেদন বা জিদের বশবর্ত্তী হওয়া কখনই উচিত নহে। তিনি কর্ম্মত্যাগী সর্দ্দারদিগকে পুনরায় কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া মাল্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় চালান দিবার হুকুম করিলেন। মাল্দ্রাজস্থ বড় বড় সাহেবদিগকে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তথায় নূতন ইংরাজ সর্দ্দার পাওয়া গেলে, তাহাদিগকে সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া শূন্যপদ পূর্ণ করা যাইবে। মাল্দ্রাজ, কাশী, মুঙ্গের, প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে এই হঙ্গামা ঘটিয়া উঠে। যে সকল সেনাধ্যক্ষ এ পর্য্যন্ত রাজভক্তি সহকারে কোম্পানির কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল, প্রধান সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন, এবং কড়া হুকুম জারি করিয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করতঃ কোর্ট মার্শেল আইন মতে তাহাদের অপরাধের বিচার করিবার আদেশ দিলেন। সর্দ্দারেরা লড়ালড়ি করিল, যথেষ্ট হঙ্গামা বাধাইয়া বসিল, কয়েকবার অস্ত্র তুলিল, কিন্তু পরিণামে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। মুঙ্গের ও মাল্দ্রাজের হঙ্গামা দমন করিয়া, শাসনকর্ত্তা কাশী যাত্রা করিলেন; তথায় সিপাহীদিগের সাহায্যে গোরা বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন হইয়া গেল। ঐতিহাসিক মার্শমান সাহেব বলেন, সিপাহীরা এই সময়ে যথেষ্ট বিশ্বস্ততা, সাধুতা, সাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিল। সিপাহীরা ৫৪ ঘণ্টায় ৫০ ক্রোশ পথ গমন করিয়া গোরাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। এইরূপে প্রথম গোরা বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে শ্বেতপুরুষেরা আবার অধিকতর নির্ভীকতার সহিত ভারতশাসন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাঁথা গুলি বাঙ্গালীর অতীব ব্যবহার্য্য পদার্থ। গৃহিণী অবসর পাইলেই পুরাতন কাপড়ের ছোট বড় পুরু, পাতলা নানা প্রকার কাঁথা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন এবং তাহাতে পুরাতন কাপড়ের ওয়াড় দিবেন। এখানে একটী পরিবারের বিষয়ে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে

পরিবারের গৃহিনী অত্যন্ত মিতব্যয়ী। তিনি তাঁহার বাড়ীতে যতগুলি পরিজন তদপেক্ষা ২।৪ খানি অধিক সুন্দর কাঁথা সুন্দর ওয়াড় লাগান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, শীতের প্রারম্ভে বালক বালিকাদিগের ব্যবহার জন্য সেই কাঁথা প্রদত্ত হয়। যখন শীত অধিক হয়, তখন কাঁথা গুলিকে তুলিয়া রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে লেপ দেওয়া হয়; আবার যখন শীতের প্রকোপ কমিয়া আসে, তখন লেপের ওয়াড় গুলি পরিষ্কার করিয়া লেপ তুলিয়া রাখা হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে পুনরায় কাঁথার ব্যবহার আরম্ভ হয়। পরে শীত ফুরাইলে ঐ সকল কাঁথার ওয়াড় পরিষ্কার করিয়া কাঁথা গুলি তুলিয়া রাখা হয়। ইহাদ্বারা লেপের ব্যবহার অনেক কম হওয়ায় লেপ গুলি অনেক দিন টেঁকে এবং যে লেপ ৫০ বৎসর টেঁকিত, তাহা ১০০ বৎসর টেকে।

ছোট বড় পাতলা পুরু কাঁথা প্রস্তুত করিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক অত্যন্ত দরিদ্র—এমন কি শীত কালে অনেক দরিদ্রা রমণীকে শিশু সন্তান বক্ষে করিয়া সামান্য একখণ্ড শত গ্রন্থি বস্ত্র গাত্রে দিয়া ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। হতভাগিনী শীতকালের দুর্জ্জয় রাত্রি কি করিয়া কাটাইবে স্থির করিতে পারে না। অনেক দরিদ্রা বৃদ্ধাগণ শীত কালের রাত্রিতে অনেক কষ্ট পায়। আমাদের গৃহিণীগণ যদি পুরাতন বস্ত্র নষ্ট না করিয়া কিঞ্চিৎ পরিশ্রম পূর্ব্বক কাঁথা প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল অসহায় রমণী ও শিশুদিগকে দান করেন, তাহাহইলে কত উপকার হয়। ছোট ছোট পাতলা কাঁথা করিয়া তাহার দুই দিকে দু খানি নীল রঙের কাপড় সেলাই করিয়া দিয়া তাহার একদিক কুঁচি করিয়া তাহার উপর একটী পটী লাগাইয়া ছেলেদের গায়ে দিবার বোট ক্লোক (Boat Cloak) প্রস্তুত করিয়া দিলে শীতকালে অনেক দরিদ্র লোকের কষ্ট নিবারণ হয়।

ছিন্নবস্ত্র দ্বারা যে সকল আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা উপরে উল্লিখিত হইল। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা দ্বারা আরও অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি।

মোজার গোড়ালি ও অগ্রভাগ শীঘ্রই ছিঁড়িয়া যায় এবং একটু অধিক ছিড়িলেই তাহাকে অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এমন কৌশল আছে যাহাদ্বারা এই অব্যবহার্য্য মোজাকে আরও কয়েক মাস ব্যবহার্য্য করিয়া রাখা যায়। মোজার গোড়ালির যতটা ছিঁড়িয়া যায়, সেই অংশটী কাঁচী দ্বারা সমকোণ আকারে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটী ছেঁড়া মোজার কিয়দংশ ঐ মাপে কাটিয়া তাহার সহিত গোড়ালীর আকারে যোড় দিলে ঠিক যোড় লাগিয়া যায়

এবং বেশ সুন্দর হয়। অগ্র ভাগের যে অংশ ছিঁড়িয়া যায়, সেই অংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটী পুরাতন মোজা হইতে সেই মাপে কাপড় কাটিয়া তাহার সহিত যোড় দিলে বেশ ভাল দেখায় এবং ঐরূপ যোড় দেওয়া এক যোড়া নূতন মোজার ন্যায় টেকে।

পুরাতন কাপড়ে বালাপোষ প্রস্তুত—অনেকে সচরাচর নূতন কাপড়ে বালা পোষ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। নূতন কাপড়ে বালাপোষ প্রস্তুত করিতে গেলে ৩॥• টাকার কম হয় না, কিন্তু যদি পুরাতন কাপড় রং করিয়া তাহাতে বালাপোষ প্রস্তুত করিয়া রমণী নিজে তাহার উপর খড়ি দিয়া দাগ করিয়া সেলাই করেন, তাহা হইলে তাহাতে প্রায় বার আনা ব্যয় হয় এবং সেই বালাপোষ দুই বৎসর চলে। কিন্তু নূতন বালাপোষ ৩ বৎসরের অধিক চলে না। সেইরূপ ছোট ছোট ছেলেদের জন্য ছোট ছোট এক একখানি বালাপোষ প্রস্তুত করিলে প্রাতঃকালে তাহারা গায়ে দিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে পারে অথবা শীতকালে প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিলে শরীর বেশ গরম থাকে, শীতল বাতাস গায়ে লাগিতে পারে না।

এই বালাপোষ আবার যখন পুরাতন হইয়া যাইবে, তখনও ইহাদ্বারা আমাদের অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ছিন্ন অংশ গুলি বাদ দিয়া পরিষ্কার অংশ গুলিকে পরিমাণ মত কাটিয়া তাহার চারি ধারে রঙ্গিণ পাড় সেলাই করিয়া জানালার সুন্দর পরদা হয়। ইহাদ্বারা আর একটী কার্য্য হয়—দুই পুরু করিয়া এবং তাহার উপর বালাপোষের ন্যায় বাদামে ধরণে সেলাই করিয়া ছেলেদের শয়নের সুন্দর নরম গদি হইয়া থাকে। আবার ওয়াড় লাগাইলে আবশ্যক মত শীতকালে গাত্রে দিয়া ছেলেরা শয়ন করিতে পারে।

——:•:——

সিটাং নদীর বাণ।

যে সকল সমুদ্র যত বিস্তৃত, তাহাতে জোয়ারের তেজ তত কম হয়, সুতরাং জোয়ারকালীন ঢেউও অধিক উচ্চ হইয়া উঠে না। এই কারণে সুপ্রশস্ত দক্ষিণ সমুদ্র এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ স্থলে তরঙ্গ ২।৩ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না, ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগরে ইহা ৮।১০ ফিট হইয়া থাকে। যে সকল উপসাগর ও অখাত সমুদ্রমুখ হইতে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, জোয়ারের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে হইতে পথায়

২০।৩০ ফিট উচ্চ হয়, বায়ু এবং ঋতুর সহকারিতা পাইলে তাল বৃক্ষ সমান ৫০।৬০ ফিটও উচ্চ হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্গোপসাগর ব্রিষ্টল প্রণালী এবং আমেরিকার ফণ্ডী অখাতে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। এইরূপ উপসাগর সহিত যেখানে প্রশস্ত নদীমুখের সংযোগ, সেখানে তরঙ্গ আরও প্রবল হইয়া বাণ উৎপাদন করে এবং সেই বাণ নদী পথে অনেক দূর উত্থান করিয়া আকস্মিক ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটন করিয়া থাকে।

আমেজন, ভাগীরথী, সেবারন্, গ্যারোন প্রভৃতি অনেক নদীতে প্রবল বাণ ডাকিয়া থাকে, কিন্তু চিনের সিণ্টাং নদীতে ইহা যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যখন পূবে হাওয়া বহিতে থাকে এবং কটাল হয়, তখন ইহার ভীষণতা বর্ণনাতীত। ডাক্তার মাক্‌গ্রান্ নামক এক সাহেব নিম্নলিখিত বর্ণনায় ইহার আভাস প্রকাশ করিয়াছেন:—

"সিণ্টাং নদীর এবং এক মাইল দীর্ঘ নগর প্রাচীরের মধ্যে তীরবর্ত্তী জনাকীর্ণ অনেক গুলি উপনগর আছে, তাহা বহু ক্রোশ বিস্তীর্ণ। যেমন কটাল আসিয়াছে, দলে দলে লোক আসিয়া রাস্তায় জমিল এবং সিণ্টাং নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল যেন তাহার জল উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে না পারে। আমি একটী মন্দিরের সম্মুখস্থ উচ্চ বারাণ্ডায় থাকাতে সমুদায় দৃশ্য সুন্দররূপে দেখিতে লাগিলাম।

বাজারে ঘোর কোলাহলে যে সকল কারবার চলিতেছিল, তাহা হঠাৎ স্থগিত হইল; কুলীরা দলবদ্ধ হইয়া আড়ত সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল কে কোথায় চলিয়া গেল, দাঁড়ী মাল্লারা মাল তোলা ও ফেলা বন্দ করিয়া নদীর মধ্যস্থলে নৌকা সকল লইয়া গেল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে অতুল জনাকীর্ণ বন্দরটী বিজন নগরের আকার ধারণ করিল। নদীর মধ্যস্থল জেলেডিঙ্গী হইতে বৃহৎ বৃহৎ বাজরা নৌকাতে সুসজ্জিত হইল।

তরী সকল হইতে চিৎকারধ্বনি হইতে লাগিল, তাহাতেই বাণের আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইল। যতদূর দৃষ্টি গেল দেখিতে পাইলাম, নদীমুখ হইতে প্রবাহিত শ্বেতবর্ণের কাছি যেন বিস্তারিত হইতেছে। ইহার কল কল ধ্বনি ক্রমে ভীষণ বজ্রনাদে পরিণত হইয়া নাবিকদিগের কোলাহল ডুবাইয়া দিল এবং ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে ইহা অগ্রসর হইয়া শ্বেতপ্রস্তরপ্রাচীরের মূর্ত্তি কিম্বা ৪।৫ মাইল প্রশস্ত এবং ৩০ ফিট উচ্চ চলিষ্ণু প্রস্রবণের আকার ধারণ করিল। যে অসংখ্য তরী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাণের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহা অচিরে তাহার সম্মুখীন হইল।

আমি হুগলী নদীর বাণ দেখিয়াছি,

তাহা ইহার নিকট কিছুই নহে। কিন্তু সেই হুগলীর বাণের তেজে কতশত নৌকা সুকৌশলে দৃঢ় করিয়া রাখিতে না পারিলে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তাহা স্মরণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর বাণের মুখে অনেক নৌকাবাসীর প্রাণ নাশ হইবে, আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল। বাণের ফেণিল জলরাশি ভীষণ বেগে যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, নৌকার লোকে সকলে নিস্তব্ধ হইয়া তরঙ্গের দিকে নৌকার মাথাগুলি ফিরাইয়া ধরিতে লাগিল। তরঙ্গ সম্মুখস্থ সকল বস্তু অতল জলগর্ভে ডুবাইতে আসিতেছে বোধ হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য নাবিকদিগের শিক্ষা, নৌকাগুলি লইয়া তাহারা সেই উদ্বেল তরঙ্গের মস্তকের উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল।

যখন বাণ সজ্জিত নৌকাশ্রেণীর অর্দ্ধপথে আসিল, তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার। একদিকে স্থির স্রোতের উপর তরিমালা যেন বিশ্রাম করিতেছে, আর একদিকে তরঙ্গের সহিত উঠানামা করিতেছে, আর একদিকে নিম্নমুখ ও উর্দ্ধমুখে শকুল মৎস্যের ন্যায় ছটফট করিয়া যেন ভয়ঙ্কর জলপ্রপাতের গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই ভয়ঙ্কর উদ্বেগকর ঘটনা মুহূর্ত্তকালমাত্র দৃষ্ট হইল এবং মুহূর্ত্ত পরে সে দৃশ্যপট অন্তরিত হইল। কিন্তু চীনাদিগের বর্ণনানুসারে ইহার আকার, বেগ ও গতি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া নগর হইতে ৮০ মাইল দূর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইল। ভাঁটা হইতে জোয়ার যেমন আকস্মিক হইয়াছিল, জোয়ারের পর ভাঁটা সেরূপে না হউক, ক্রমে অল্পে অল্পে উপস্থিত হইল।

বাণ চলিয়া গেলে অল্পক্ষণ পরে আবার বাণিজ্য ব্যাপার আরম্ভ হইল। নৌকা সকল আবার তীরে বাঁধা হইল এবং অসাবধানতা বা অক্ষমতাবশতঃ গোলমালের মধ্যে লোকে যে সকল জিনিষ ইতস্ততঃ ফেলিয়াছিল, বালক ও স্ত্রীলোকেরা তাহা কুড়াইতে মহা ব্যস্ত হইল। জলের স্রোতে রাস্তা ঘাট আর্দ্র হইয়াছে এবং জলরাশি তীরস্থ বাঁধও কিয়ৎ পরিমাণে ছাপাইয়া গিয়াছে। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে সকলে সুস্থির হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিল।

ভাই বোন।

সরোজ বাড়ী আসিয়া বিষণ্ণ মনে আপনার পড়িবার বইগুলি রাখিয়া একা বসিয়া কি ভাবিতেছে, এমন সময়ে সরোজিনী দাদার বাড়ীতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া চঞ্চলচিত্তে সরোজের পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল প্রবেশ

করিবা মাত্র তাহার চঞ্চল চক্ষু দুটি ভাইয়ের সেই বিষণ্ণ মুখের উপর পড়িল। সরোজিনী ব্যাকুল হইয়া বলিল:—দাদা তুমি অমন করিয়া বসিয়া আছ কেন? গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছ? সরোজ একটু অপ্রস্তত হইল; বলিল, তুমি কেন এখানে এলে? আমি একা বসিয়া একটু ভাবিতেছি তুমি আসিয়া আমায় চিন্তার ব্যাঘাত করিলে, তুমি এখন যাও, একটু পরে আসিও। সরোজিনী একটু দুঃখিত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহার মনটা দাদার নিকট পড়িয়া রহিল; বাহিরে আসিতে আসিতে ভাবিল দাদা অমন করিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে কেন? দাদার কি হইয়াছে। দাদা হয়ত কোন বিপদে পড়েছে তাই অমন করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমি আবার যাই, গিয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছে, কেন অমন করে বসে আছে? এই ভাবিয়া সরোজিনী আবার দাদার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইতে সাহস হয় না পাছে ভাই বিরক্ত হয়। দ্বারের নিকটে গিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইল যে ভাই দেখিতে পায়, দেখিতে পাইলে সরোজিনীকে ডাকিবে এই আশায় সে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। অল্প-ক্ষণ এইরূপে অপেক্ষায় থাকিতে না থাকিতে সরোজ দেখিতে পাইল যে সরোজিনী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, তখন ভাই চিন্তার গুরুভারকে মন হইতে ক্ষণ কালের জন্য বিদায় দিয়া স্নেহ ভালবাসার প্রতিমা ভগিনী সরোজিনীকে নিকটে ডাকিল, ডাকিবা মাত্র সরোজিনী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া হাসিভরা মুখে দাদার নিকটে গেল, কিন্তু নিকটে যাইতে না যাইতে তাহার প্রফুল্ল মুখকমল ম্লান ভাব ধারণ করিল। সেই দশম বর্ষীয়া বালিকা গম্ভীর ভাবে ভাইয়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে সরল মুখের গাম্ভীর্য্যের পশ্চাতে বালিকার ব্যাকুলতার ভাব চিত্রিত রহিয়াছে। সরোজ সে মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র বুঝিল সরোজিনী কেন এত আকুল হইয়া পড়িয়াছে। সে জানে যে সে তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; বোনের অকৃত্রিম ভালবাসার কথা মনে হইবা মাত্র তাহার ভালবাসার পরিচায়ক কত ঘটনা সরোজের মনে তখনই উদয় হইল! সেই যে এক দিন খেলা করিতে করিতে বোতল কুচিতে তাহার পা কাটিয়াছিল,রক্তে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল, সকলেই রক্ত দেখিয়া ভয়ে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে কি করিবে ঠিক করিতে পারে না, একজন যেই বলিল গাঁদা ফুলের পাতা থেঁতো করে কাটার মুখে লাগাইয়া বাঁধিয়া দাও, মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে সরোজিনী ফুল বাগান হইতে গাঁদার পাতা আনিয়া

খেতো করে কাটার মুখে দিয়ে একটা মস্ত নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিল, আহা সে দিন যেমন ভালবাসা ও ব্যাকুলতা উঁহার মুখেতে দেখিয়াছিলাম, আজও ঠিক তেম্‌নি দেখ্‌ছি, এইরূপ আরও কত স্নেহ মমতা ও ভালবাসাসূচক ঘটনা তাহার মনে উদয় হইল। এমন সময়ে ভগিনী ভাইকে বলিল দাদা তুমি আজ স্কুল থেকে বাড়ী এসে এমন একা গালে হাত দিয়া বসে আছ কেন? তোমার কি হয়েছে বল না? সরোজ বলিল বোন তুমি ছেলে মানুষ তোমার সে সকল কথা শুনে কাজ নাই, তাতে তোমার মন খারাপ হবে। সরোজিনী বলিল না দাদা আমার মন খারাপ হবে না, তুমি আমাকে বল, আমি শুনিলে তোমার মনের কষ্ট যদি একটু কমাইতে পারি তা হলে আমার মনে বড়ই সুখ হবে। বল বল, আমি শুনি। সরোজ ভগিনীর আগ্রহ দেখিয়া আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। মনের সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল, তখন সরোজিনীর কোমল প্রাণ গলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল তবে বুড়ির কি হবে? আর ঐ যে কচি ছেলে দুটির কথা বলিলে উহারা কোথায় যাইবে? হতভাগা পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেত তবে তার এমন দশা কেন হল, সে কেন চুরি করিতে গেল? আবার চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল ত আবার তার মনিবকে এমন মারিল যে মার খেয়ে মনিব মরে গেল! সর্ব্বনাশ! এমন দুরন্ত লোকত দেখিনি, এমন লোককে দ্বীপান্তর করিয়াছে তাহাতে আমার দুঃখ হইতেছে না। ঐ ছেলে দুটি আর ঐ বুড়োমায়ের জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। দাদা এক কাজ করনা কেন, চল আমরা দুজনে দাদা মশাইয়ের কাছে যাই, তিনি হয়ত আমাদের বাড়ীতে ঐ বুড়ীকে আর ঐ ছেলে দুটিকে আনিয়া রাখিতে পারেন। আমি খুব ভাল করিয়া তাঁহাকে বলিব। তুমি চল। তখন দুই ভাই বোন একত্র হইয়া দাদা মহাশয়ের নিকট চলিল।

(ক্রমশঃ)

কীট-তত্ত্ব।

পৃথিবীতে কত কীটের বাস, কে তাহার সংখ্যা করিবে! এক বিন্দু জলে লক্ষ লক্ষ কীটাণু বিচরণ করিতেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ সকল ক্ষুদ্র কীট শরীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে! অণুবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি যত প্রখর হইতেছে, ততই নূতনবিধ কীট জাতি আবিষ্কৃত হইতেছে। চক্ষুর অদৃশ্য

জাতিদিগকে ছাড়িয়া এক পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইউরোপখণ্ডে লক্ষ জাতীয় কীট সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাদিগের এক এক জাতির সংখ্যা অগণ্য! ইউরোপে ১৫৬০ প্রকার পুষ্পিত বৃক্ষের গণনা হইয়াছে, ইহার এক একটীতে ছয় প্রকার কীটের অধিষ্ঠান। পতঙ্গ ও পক্ষহীন উভয় প্রকার কীটজাতির সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার অনুমিত হইয়াছে। এক এক জাতির গঠন, কার্য্যপ্রণালী, চতুরতা ও স্বভাবচরিত্র কত আশ্চর্য্য!

১৭৮০ সালে ড্রুরি নামক এক সাহেব কীটজাতির এক চিত্রশালিকা করিয়া ১১০০০ প্রকার কীট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক একটী নূতন জাতীয় কীটের জন্য তিনি এক এক সিকি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডোনোবান নামক সাহেব ব্রিটিষ দ্বীপের কীটদিগের বিষয়ে ১৮ খণ্ড বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। কীটতত্ত্ব বিষয়ে আরও অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে।

প্রকৃত কীটদিগের ৬খানি করিয়া পা, একটী পৃথক্ মস্তক, দুইটী শুঁড় এবং পার্শ্বদেশে শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগের জন্য শ্বাসনালীর সহিত সংযুক্ত ছিদ্র আছে। ইহারা অণ্ডজ অর্থাৎ ডিম্ব হইতে জন্মে এবং অনেকে অণ্ডাবস্থার পর ভিন্ন ভিন্ন তিনটী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ডিম্ব হইতে (১) শুঁয়াপোকা—১৬ খানি পা, ২টী দাড় এবং ১২টী ছোট ছোট চক্ষু। অতঃপর (২) গুটীর অবস্থা, তাহাতে কীট গুটী তৈয়ার করিয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। (৩) প্রজাপতি, ইহাই পূর্ণাবস্থা।

কীটেরা ২টী হইতে লক্ষ লক্ষ ডিম্ব বৎসরে প্রসব করিয়া থাকে। সামান্য গৃহ মক্ষিকা বৎসরে ২ কোটীর অধিক ডিম্ব পাড়ে। উৎকুণ ও মৎকুণের বংশবৃদ্ধির বিষয় কেনা জানেন? কীটের ডিম্ব বৃক্ষের বীজের ন্যায় বহুকাল পর্য্যন্ত জীবনীশক্তি রক্ষা করে। ডাক্তার ডোয়াইট একটী কীট ডিম্বের কথা লিখিয়াছেন, ইহা ৮০ বৎসরের পর ফুটিয়াছিল। মসিনার বীজ ২০০ বৎসর পোতা ছিল, তৎপরে অঙ্কুরিত হইয়াছে, কীট ডিম্বের অঙ্কুরোদ্গমও সেইরূপ।

কীটদিগের শরীরে রক্তের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ বা জলবৎ রস আছে, শরীরে অস্থি নাই, শক্ত ছালের সহিত মাংসপেশী সকল সংবদ্ধ। তাহাদের মেরুদণ্ড নাই। তাহারা মুখ বা নাসারন্ধ্র দিয়া নিঃশ্বাস ফেলে না, তাহাদের পার্শ্বদেশে বায়ুনির্যান যন্ত্র আছে। তাহাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আছে এবং শারীরিক শক্তি ও অভাব অনুসারে ভেদাভেদ বুঝিবার ক্ষমতা আছে। ইহারা অণ্ডজ, বৃশ্চিক প্রভৃতি জীবন্ত শাবক প্রসব করে। ইহাদের পুরুষেরা ক্ষুদ্রকায়, অধিক চিত্র বিচিত্র এবং শৃঙ্গ বিশিষ্ট; স্ত্রীলোকের হুল আছে, তাহা ফুটাইয়া দংশন করে। কীটদিগের

শক্তি অতি আশ্চর্য্য। তাহাদের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি আছে। তাহারা পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে, এক সাধারণ উদ্দেশ্যে সকলে মিলিয়া পরিশ্রম করে এবং পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিতে ত্রুটি করে না।

কতকগুলি কীটের আশ্চর্য্য কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহাদ্বারা যেমন তাহাদের বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ জীবরক্ষার জন্ম মঙ্গলময় ঈশ্বরের অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়।

(১) গুলাবকীট—পত্র হইতে চতুরতার সহিত গোলাকার অংশ সকল কাটিয়া নলের মত গুটায়। পরে ৬। ৮ বুরুল গভীর গর্ত্ত খুলিয়া তাহার মধ্যে সেই নল বসায় এবং তাহাতে একটী ডিম্ব পাড়িয়া ভাবী কীটের জন্ম আহার সংগ্রহ করিয়া রাখে। কখনও কখনও একাধিক ডিম্ব পাড়ে, কিন্তু সে স্থলে ভিন্ন ডিম্বাধার প্রস্তুত করিয়া ভাবী প্রত্যেক কীটের আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করে। কীট মাতা সন্তান রক্ষার জন্ম গর্ত্তের উপরে বাস করে।

(২) গৃহসজ্জাকারী কীট (Upholster) নিম্নদিকে প্রশস্ত গর্ত্ত খোঁড়ে এবং সমস্ত গর্ত্তটী পোস্তগাছের লালপত্রে সজ্জিত করে। পরে যতগুলি ডিম্ব পাড়ে, তদনুসারে আহারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া পত্রের আবরণ দিয়া ডিম্বগুলি ঢাকে এবং গর্ত্তটীর উপরিভাগ মাটী দিয়া বুজাইয়া চলিয়া যায়। ডিম্ব হইতে কীট যথাসময়ে বাহির হইয়া সঞ্চিত আহার দ্বারা আপনাআপনি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

(৩) কাষ্ঠভেদী কীট—কত বৃক্ষে রৌদ্র লাগে এমন স্থান দেখিয়া বহু পরিশ্রমে একফুট গভীর লম্বাকৃতি গর্ত্ত করে। পরে ডিম্ব সকল ও তাহাদের উপযোগী আহার তাহার মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে। এক ডিম্বের প্রকোষ্ঠ অন্য হইতে ছোট ছোট প্রাচীর দ্বারা পৃথক পৃথক থাকে। করাতের গুঁড়া ও আটা দ্বারা এই প্রাচীর সকল নির্ম্মিত হয়। প্রাচীর সকল এরূপ ভাবে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর করিয়া গঠিত হয় যে শেষ প্রাচীর শেষ ডিম্বকে ঢাকিয়া গর্ত্তটীকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখে। পরে আর একটী সমতল গর্ত্ত করিয়া প্রথম গর্ত্তের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ডিম্বের কীট সকল যেমন একের পর আর একটী পরিপুষ্ট হয়, এই দ্বিতীয় গর্ত্ত দিয়া বাহির হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গরিবদিগের ছোট ভগিনীগণের সাহায্যার্থ সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজে এক সকের বাজার বসিবে. বড় লাট ও ছোট লাটের গৃহিণী তাহার প্রতিপোষিকা হইয়াছেন।

২। লর্ড ডফারিণ কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

৩। গত শুক্রবার রজনীতে আমেরিকার মাদক নিবারিণী সভার সম্পাদিকা বিবি লেভিট কলিকাতা মেডিকাল কলেজের থিয়েটারে এক বক্তৃতা করেন, তাঁহার বাক্‌পটুতা, অভিজ্ঞতা ও সহৃদয়তায় শ্রোতৃবর্গ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আমাদের গৌরবের বিষয় এই ভারতমহিলা পণ্ডিতা রমাবাই অসাধারণ বাগ্মিতায় আমেরিকাবাসীদিগকেও মুগ্ধ করিয়াছেন, বিবি তাহা বক্তৃতারম্ভে বিশেষরূপে স্বীকার করিলেন। আমরা ভারতামেরিকার হৃদয় বিনিময়ের এই রূপ দৃষ্টান্ত আরও দেখিতে চাই।

৪। গবর্ণমেণ্ট লবণ কর শতকরা ।৹ আনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাতে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড রাজকোষের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে ধনীদিগের অপেক্ষা গরিবদিগেরই ক্ষতি অধিক।

৫। পণ্ডিতা রমাবাই তাঁহার প্রস্তাবিত বিধবাশ্রমের ফণ্ড সংগ্রহার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, আমেরিকার অনেক কৃতবিদ্য মহিলা তাঁহার কার্য্যের সহকারিতা করিতেছেন। তাঁহার আশ্রমের ব্যয় বার্ষিক ৫০০০ টাকা হইবে। তিনি আমেরিকা হইতে কয়েকটী শিক্ষয়িত্রীও সঙ্গে করিয়া আনিবেন।

৬। এ পি মিয়ানের তত্ত্বাবধানে দেরাছুনে শীঘ্র একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা ইহার উদ্দেশ্য।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কল্যাণমঞ্জুষা বা ন্যায় প্রকাশ—শ্রীস্বামি ইন্দ্র চন্দ্রেণ সম্পন্নঃ। এই পুস্তক খানিতে ন্যায় শাস্ত্রের কতকগুলি মূলতত্ব বাঙ্গালায় বিবৃত হইয়াছে। এরূপ আলোচনা যত হয় ততই ভাল। ইহা দ্বারা বিচার শক্তির উন্মেষ হইয়া সত্য নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে।

২। অবসর বিকাশ—জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত, মূল্য ॥৹ আনা। পুস্তক খানি কবিতাতে লিখিত এবং কবিতা [illegible] সরস, বিশুদ্ধ ও চিন্তাপূর্ণ। বিষয় [illegible] ধর্ম্ম ও [illegible] উত্তেজক। পাঠিকাগণ এ পুস্তক পাঠে আমোদিত ও উপকৃত হইতে পারিবেন।

৩। জীবন্ত ও মৃতধর্ম্ম—শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, মূল্য ।৹ আনা। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেকগুলি সার সার ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা এবং সাধন প্রণালী ইহাতে বিবৃত আছে। ইহাতে লেখকগণের বিশেষ চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মার্থিগণের ইহা অবশ্য পাঠ্য।

৪। রমণীর কর্ত্তব্য—গিরিবালা মিত্র কর্ত্তৃক ২১০।৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।৴৹। ইহাতে

গৃহসজ্জা, আহার, শিল্পকার্য্য, পীড়িতের শুশ্রূষা, শিশুপালন প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের অত্যাবশ্যক সাংসারিক কার্য্য সকলের উপদেশ ও পরামর্শ অতি সহজ ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ প্রস্তাব বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং আমাদিগের মতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পুস্তকখানি যে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। পাঠিকাগণ ইহার এক একখানি আপনাদিগের নিকট রাখিলে উপকৃত হইবেন।

বামারচনা।

সাধের জীবন।

(অভাগীর ছবি।)

জানিনে জীবন মোর, কেন নাহি যায় রে,
কেন হৃদি দিবানিশি, আমারে জ্বালায়রে,
নিয়ত অন্তরানলে,
অভাগিনী মরে জ্বলে,
এত জ্বালা অবলার প্রাণেতে কি সয় রে,
জানিনে জানিনে, কেন এ জীবন রয় রে!
যে ক'রে সময় যায়,
বলিয়ে বুঝাব কায়,
বুঝিবে কে? সমদুখী,—কে আছে এমন,
বুঝিবে, জানিবে এই যন্ত্রণা ভীষণ!!
পুড়িয়ে হৃদয় মন,
হইল রে ভস্ম সম,
তবু কেন পোড়া প্রাণ, বাহির না হয় রে,
জানিনে জীবন মোর কেন নাহি যায় রে?
কি আগুণ বুক জুড়ে,
কেহ যে বুঝিল নারে,
কে দেখিবে, কে বুঝিবে, বুঝাইব কায় রে,
জানিনে জীবন মোর কেন নাহি যায় রে।
কাঁদিয়া কাটিল দিন বুঝিরে এবার,
থাকিবে না, এ যৌবন, জীবনে আমার,
এমনি এমনি করে,
কাঁদিব হৃদয় পূরে,
জ্বলিবে দারুণ চিতা, কি সাধের প্রাণ,
এ যাতনা কভু কিরে হবে অবসান?
সাধ সন্ন্যাসিনী হই,
সকল ছাড়িয়া যাই,
ঢালিয়ে বিষাদানল, যাইয়া বিজনে,
দেখাব না, এ যাতনা নিদয় ভুবনে,
তপত নিশ্বাস আর,
অশ্রুজল হাহাকার,
দেখাব না, বোঝাব না সব প্রাণে সয় রে,
জানিনে জানিনে কেন এ জীবন রয় রে!!
অনল পরাণ জুড়ে,
কেহ তো চাহে না ফিরে,
বুকের পিপাসা যাহা, বুকেতে শুকায় রে,
জানিনে জীবন মোর,কেন নাহি যায় রে!!
জীবনের সাধ, আশা মরণ কামনা,
বজ্রাহত মন প্রাণ, কি যে যে যাতনা।
কি বাজে অশনিপাতে,
কি জ্বালা মরণাঘাতে,

যা জ্বলে জীবনে, তার তুলনা কোথায়,
কি ভীষণ অনলেতে অন্তর পোড়ায়।
জীবন যাতনা হায়,
বলে কি ফুরাণ যায়,
মরমে মরমে বেঁধা রহিল সকল,
যাবেনা জীবনে কভু ভীষণ অনল।
যত দিন রবে প্রাণ,
এ যাতনা অবসান,
হয়ত হবেনা কভু, একি প্রাণে সয় রে,
জানিনে জানিনে কেন, এজীবন রয় রে!!
হৃদয় বিনোদ বন,
আছিল রে অনুক্ষণ,
শ্মশান শ্মশানময়, কেন এবে হয় রে,
জানিনে জীবন মোর কেন নাহি যায় রে।
সাধের জীবন মোর, কত জ্বালাময় রে,
কি জ্বলে এ পোড়া প্রাণ, কি যাতনা সয় রে,
কত উষ্ণ জল যে রে,
নীরবে নিরত ঝরে,
কে দেখিবে কে বুঝিবে কার এত দায়রে,
পুড়িয়া মরিলে বল, কেবা ফিরে চায় রে,
জানে কি এ জ্বালা কেহ,
বোঝে কি অন্তর দাহ?
কে কাঁদেরে কাঁদা দেখে, সে দৃশ্য বিরল,
হাজারে ফেলেনা এক—নয়নের জল,
কাঁদিতে জীবন যদি,
থাকে মোর সে অবধি,
এমন সাধের প্রাণ, কেবা তবে চায় রে,
জানিনে জীবন মোর কেন নাহি যায়রে!
বিষাদ বেদনা রাশি,
মনে প্রাণে মেশামিশি,
বুক ভরা এ অনল, নিবিবার নয় রে,
জানিনে জানিনে কেন, এ জীবন রয় রে?

শ্রীহরিমতী দেবী।

ফুল।*

কি সুন্দর ফুলগুলি রয়েছে ফুটিয়া
আয় বোন্ যাই মোরা আনিতে তুলিয়া।
রাশি রাশি ফুল তুলে নির্জ্জনে বসিব।
মনের মতন মালা কতই গাঁথিব॥
না বোন্ একটু দাঁড়া শিশিরে ভিজিয়া।
ফুলগুলি শীত বাতে উঠিছে কাঁপিয়া॥
এখনি হইবে বোন্, উদিত তপন।
শিশির শুকায়ে যাবে নিশ্চয় তখন॥
এখন ওদের পানে এস চেয়ে থাকি,
কেহ না তুলিয়া লয় দিয়ে যেন ফাঁকি।
দেখিতে সকালে ফুল সুন্দর কেমন।
তাই নিত্য তুলি বোন করিয়া যতন॥
বেলা হ'লে ধীরে ধীরে যায় শুকাইয়া,
শেষে দল গুলি তার পড়ে গো ঝরিয়া।
সে দিন একটি পুষ্প ওই গাছে ছিল।
দেখিতে দেখিতে দল ঝরিয়া পড়িল॥
ওই গাছ গুলি আমি বড় ভাল বাসি।
নিত্য কত ফুল ফুটে দেখিবারে আসি॥

বাঁকিপুর } শ্রীমতী হেমলতা ঘোষ।

* একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার লিখিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৮ সংখ্যা | ফাল্গুন ১২৯৪—মার্চ্চ ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শাসন পরিবর্ত্তন—রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিণ পদত্যাগ করিয়াছেন, আগামী শীতকালে বিদায়প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমন করিবেন। তাঁহার স্থানে কানাডার গবর্ণর জেনারল মার্কুইস অব্ লান্‌সডাউন মনোনীত হইয়াছেন। ডফারিণের অভাবে না হউক, লেডী ডফারিণের অভাবে ভারত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

মহারাণীর বক্তৃতা—গত ৯ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট মহা সভার নূতন অধিবেশনে লর্ড চান্সেলর কর্তৃক মহারাণীর বক্তৃতা পঠিত হয়। তাহাতে রুষের সহিত ইংলণ্ডের সদ্ভাব স্থাপিত হওয়াতে ইউরোপে শান্তির আশা করা হইয়াছে, এবং আয়র্লণ্ডে ভূস্বামীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেশের আয়বৃদ্ধির আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কমন্স সভায় এই বক্তৃতা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০০০, ফাষ্ট আর্টসে ১৫০০ এবং বি এতে ৯০০ শত হইয়াছে।

সাম্বৎসরিক সভা—জাতীয় ভারত সভার বার্ষিক অধিবেশন ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছোট লাটের বাড়ীতে হয় এবং

ছোট লাট স্বয়ং সভাপতির কার্য্য করেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত এ দেশীয়দিগের সম্মিলন বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উপায় ইহাতে আলোচিত হয়। ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা, শ্রীহট্ট সম্মিলনী এবং পাবনা সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসবও কলিকাতায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লেডী ডফারিণের স্ত্রীচিকিৎসা-সহায় সভার তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

হাবড়া সেতু—ইহার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তাহা কয়েক বৎসরের মাসুল সংগ্রহ দ্বারা উঠিয়া গিয়াছে। এখন সেতুতে যে আয় হইতেছে, তদ্দ্বারা ইষ্টইণ্ডিয়া ও ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে সংযোজক একটী পথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। কলিকাতা ও হাবড়ার মধ্যে আর একটী স্থায়ী পাকা গাঁথা সেতু নির্ম্মাণেরও কথা চলিতেছে।

রচনা পুরস্কার—"বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম" বিষয়ে যে স্ত্রীলোক বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়া ৬ মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে পাঠাইবেন, তিনি বাবু ব্রজমোহন দত্তের প্রদত্ত ৪০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

স্ত্রীলোকের সৎকার্য্য—মান্দ্রাজের শ্রীমতী সবলয় রামস্বামী পুত্রের যক্ষ্মরোগ হইতে আরোগ্য হেতু জগদীশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ হইয়া মান্দ্রাজবাসীদিগের হিতার্থ তিনটী বিভিন্ন স্থানে তিনটী টীকা দিবার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়া স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর সভাপতির অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছেন।

গো হত্যা নিবারণ—গোহত্যা নিবারণ ও গোজাতির কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানারূপ চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেছি। "কাশী জীবদয়া বিস্তারিণী সভা" এ জন্য অনেক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আরও অর্থ সংগ্রহার্থ প্রতিনিধি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইতেছেন। স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে গাভী যথার্থই মাতা এবং তাহার কল্যাণের উপর ভারতবাসীর সুখ সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য জীবন ও উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

সহমরণ—নেপালের বাজৌয়ার রাজার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার দুইটী বিধবা পত্নী সহমৃতা হইয়াছেন। শুনা যায়, এই ভয়ানক আত্মহত্যার নিমিত্ত তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না, আত্মীয়গণ জোর করিয়া বাধ্য করিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে কি নৃশংস ব্যাপার!

ব্রহ্ম গোলযোগ—ইহা মিটিয়াও মিটিতেছে না। বিদ্রোহীগণ এখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি নানা স্থানে সাধ্যমত দৌরাত্ম্য করিতে ত্রুটি করিতেছে না।

“সোণা ফেলে আঁচলে গেরো।”

এ কথা অনেকে হয় ত অসম্ভব মনে করিবেন। একি কখনও হয়, এমন দামী জিনিষ সোণা, যার চেয়ে মূল্যবান্ ধাতু আর নাই, লোকে ইচ্ছা করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিবে এবং কাপড়ে ফাঁকা গেরো বাঁধিয়া রাখিবে? ফাঁকা গেরো বাঁধিয়া রাখিয়া যে কোন ফল নাই, অতি মূর্খও তাহা বুঝিতে পারে। স্ত্রীলোক যত মূর্খ হউক না কেন সে কি এত নির্ব্বোধ যে সোণা চিনে না, হাতে পাইয়া আঁচলে না বাঁধিয়া তাহা ফেলিয়া দিবে আর আঁচলে একটী গেরো বাঁধিয়া সন্তুষ্ট হইবে? আপাততঃ কথাটা যত অসম্ভব বোধ হউক, ফলে দেখা যায় অনেকে সোণা ফেলিয়া আঁচলে গেরো বাঁধিয়া থাকেন। কেবল মূর্খ লোক, বালক বা স্ত্রীলোক এই দোষে দোষী নহে, পৃথিবীর বড় বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরাও এই ভুল করিয়া থাকেন।

কথাটার মর্ম্ম এই, মূল্যবান্ সার বস্তু ফেলিয়া লোকে সামান্য অসার বস্তুর জন্য যত্ন করিয়া থাকে। এরূপ যে করে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও দুর্ভাগ্য সকলেই একবাক্যে বলিবেন। আচ্ছা দেখুন ত সংসারে লোকে সর্ব্বদা কি করিতেছে? লোকের যত্ন আগ্রহ কিসের জন্য? পৃথিবীর ধন মান প্রভুত্ব ও সুখ সংগ্রহেরই জন্য। যে ব্যক্তি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া কেবল অর্থসঞ্চয় করিতেছে, সে কি আঁচলে গেরো বাঁধিতেছে না? রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ হইতেছে, তাহাতে কি? সে অর্থ কি সঙ্গের সম্বল হইবে? গজনীর মামুদ রত্নগর্ভ ভারতকে দ্বাদশবার লুণ্ঠন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন তাঁহার সুসজ্জিত অশ্ব রথ গজ, মহার্ঘ মণি মাণিক্য বস্ত্রালঙ্কার সকলগুলি একবার সাজাইয়া তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ধারণ করা হউক। তাহাই করা হইল। তিনি চিরকালের জন্য যে চক্ষু মুদ্রিত করিতে যাইতেছেন, তাহা দ্বারা একবার প্রদর্শিত সম্পদ ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর তৎসঙ্গে একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এ নিশ্বাসের অর্থ তিনি বুঝিলেন, তিনি আঁচলে গেরো বাঁধিয়াছেন। অজ্ঞানতা বশতঃ এত দিন মনে করিয়াছিলেন, মুঠার মধ্যে অতুল সম্পদ দৃঢ়রূপে ধরিয়াছেন, এখন দেখেন সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য এক কপর্দ্দকও সংগ্রহ হয় নাই, সব ফাঁকা। মামুদ আঁচলে শূন্য গেরো বাঁধিয়াছিলেন, কত লোকে এইরূপ গেরো বাঁধিতেছেন! গ্রন্থির উপরে গ্রন্থি, তার উপরে গ্রন্থি, কিন্তু ভিতরে ফাঁক।

যত মান যশ নাম ডাক হাঁক করিয়া

যাঁহারা পৃথিবী কাঁপাইতেছেন, মর্ত্ত্যলোকে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন বলিয়া যাঁহারা নিয়ত ব্যস্ত, তাঁহারাও কি করিতেছেন? অঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধনই করিতেছেন। অকাতরে সাধের অর্থ ব্যয় করিয়া নানা আয়াসে উচ্চ নীচ সকলের মনোরঞ্জন করিয়া যে খ্যাতি যশ পাইলেন, তাহা কি বাতাসে নির্ম্মিত নয়? লোকের মুখের কথা, গুটিকত শব্দ বা অক্ষর বায়ুতে নির্ম্মিত, বায়ুতেই বিলীন হইয়া যায়। কোন রাজা বা রাজ্ঞীর কথায় যে মান উপাধি এক নিমেষে হয়, এক নিমেষে যায়, মানুষের রসনার উপর যে নাম যশের নির্ভর, তাহার স্থিরতা কোথায়? কিন্তু ইহারই জন্য মানুষ কত পাগল! লোকে বলে, "যাক্ প্রাণ, থাক মান।" প্রাণ দিয়াও মান রক্ষা করিতে যায়, কিন্তু এই মান মরিলে কি সঙ্গের সম্বল হয়? মান সংগ্রহের জন্য চেষ্টাও কি আঁচলে গেরো বাঁধা নয়?

উচ্চপদ প্রভুত্বের জন্য মানুষের কত লালসা? প্রতারণা করিয়া অন্যায় করিয়া নরশোণিতে বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিয়া মানুষ রাজা, প্রভু, মহোচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইতে যায়! কি প্রাণান্ত পরিশ্রম, কি অবিশ্রান্ত ভাবনা ইহারই জন্য! কিন্তু উচ্চপদ পাইয়া কি লাভ হয়, সেণ্ট হেলেনাবাসী নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে জিজ্ঞাসা কর,—তাঁহার ন্যায় শত শত দুরাকাঙ্ক্ষ লোকত্রাস ভূপতিদিগকে জিজ্ঞাসা কর। উচ্চপদ বায়ুস্তম্ভ কেবল ভূতলে সবলে আছড়াইয়া ফেলিবার জন্য, তাহাদিগের নিকট এই উত্তর পাইবে। পৃথিবীর উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কেহই স্বর্গ আরোহণ করিতে পারে নাই, কিন্তু অবশেষে সকলেই ভূতলশায়ী হইয়া সে উচ্চতার অসারতার সাক্ষ্য দান করিয়াছে। বড় পদ প্রভুত্ব লাভ করা তবে কি অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করা নয়?

মানুষ সুখপ্রিয় জীব, পৃথিবীর ভোগ বিলাস বড় ভাল বাসে। মানুষ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য—তৃপ্তির জন্য কত সুদৃশ্য সুশ্রাব্য সুগন্ধ সুস্বাদ ও সুখস্পর্শ দ্রব্য রাশি দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট! কিন্তু এই ভোগ কি মানুষকে সার সুখের এক বিন্দু আনিয়া দিতে পারে? ভোগে ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হয়, ভোগতৃষ্ণা প্রবল হয়, কিন্তু প্রাণের তৃপ্তি হয় না। ভোগ সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণ আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া মরে এবং এক বিন্দু শান্তির জন্য হাহাকার করিতে থাকে। যাহারা আমোদ প্রমোদ সুখ সংগ্রহের জন্য দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ইন্দ্রিয় ভোগ স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহারাও কি আঁচলে গেরো বাঁধিতেছেন না? এই ভোগের পরিণাম জীবনের শূন্যতা, অসারতা ও অশান্তি মাত্র।

এখন সোণা জিনিষটা কি দেখা আবশুক। পৃথিবীর সোণা দানা টাকা কড়ি ত ফাঁকা জিনিষ, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহা লইয়া কেহ চিরকালের জন্ত ধনী হইতে পারে না। এ সকল সামান্ত অর্থ এই আছে এই নাই, কত প্রকারে বিনষ্ট হয়। আদত সোণা পরমার্থ—পরমধন। এ ধন চোর দস্যু রাজায় হরণ করিতে পারে না, এ ধন জলে ডোবে না, আগুণে পোড়ে না, এ ধনের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই। এই অমৃত অক্ষয় ধনের খনি আমাদের কাছে—প্রাণের ভিতরেই আছে। এক জন প্রেমিক ভক্ত বলিয়াছেন "কারে বলব কে করিবে প্রত্যয়—আছে এই দেহেতে সেই নিত্য সত্য চিদানন্দময়।" আমরা এ ধনকে চিনি না, জানি না, ইহাকে দেখিয়াও দেখি না, যত্ন করি না, আদর করি না। এই ধন কিন্তু সার ধন, চিরকালের সম্পদ এবং অনন্ত জীবনের সম্বল। ভক্ত সাধকগণ সাধন দ্বারা এই ধন উপার্জ্জন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, সমুদায় সংসারকে তৃণজ্ঞান করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! মানুষ অসার সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া—ধন মান প্রভৃত্ব সুখবিলাস অর্জ্জন করিয়া আঁচলে গেরো বাঁধিবার জন্ত এতই ব্যস্ত, যে সোণাকে খুঁজিবার, সোণাকে দেখিবার, সোণাকে সংগ্রহ করিবার অবসর পায় না! সোণাকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখে! পৃথিবীর মধ্যে আশ্চর্য্য কি? বকরূপী ধর্ম্মের এই প্রশ্নে ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, লোকে প্রতিদিন সম্মুখে এত মৃত্যু ঘটনা দেখিয়াও আপনার মৃত্যু চিন্তা করে না "কিমাশ্চর্য্যমাতঃপরং" ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মানুষ "সোণা ফেলিয়া যে আঁচলে গেরো" বাঁধিতেছে, ইহা কি তদপেক্ষা আশ্চর্য্য নয়! "যত্নে রত্ন মিলে।" যত্ন করিলে পৃথিবীর ধন পাওয়া যাক্ না যাক্, এই পরম ধন নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। সোণাকে সকলে আদর কর, সোণাকে সংগ্রহ করিবার জন্য যত্ন কর, মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে, পরকালের সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। সোণা ফেলিয়া আর মিছামিছি আঁচলে গেরো বাঁধিও না।

ডাক্তার আনন্দী বাই যোশী এম, ডি।

আমাদের পাঠিকাগণ এই অসাধারণ হিন্দু রমণীর কিছু কিছু কার্য্য বিবরণ ও শোচনীয় মৃত্যু ঘটনা অবগত হইয়াছেন। বিশেষ যত্ন ও আয়াসে ইহার আদ্যোপান্ত জীবন চরিত্র সংগৃহীত হইয়াছে,তাহা একবার সকলে অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

আনন্দীবাই যোশী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের

৩১এ মার্চ্চ তারিখে পুনানগরে মাতামহ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা গণপতি রায় অমৃতেশ্বর যোশী উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব জমিদার ছিলেন। মহানগরী বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী কল্যাণ নামক গ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল। আনন্দী বাই ইহার দ্বিতীয় সন্তান কল্যাণ গ্রামে লালিতা পালিতা হন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দেশাচার মতে কন্যার পিত্রালয়ে পৃথক্ নাম থাকে। যমুনা বাই ইহাঁর কৌমারিক নাম ছিল। তিনি তাঁহার স্বামী ও আত্মীয়বর্গকে যে সমস্ত চিঠি পত্রাদি লিখিতেন, তৎ সমুদায়ে 'আপনার যমুনা' এইরূপ স্বাক্ষর করিতেন। বাল্যাবস্থার সমস্ত ভাব যোগ স্মরণ রাখা এইরূপ স্বাক্ষরের তাৎপর্য্য। যদিও তিনি পরে যশস্বিনী হন, তথাপি সেই পূর্ব্বকার যমুনা। এই নামে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন।

কেহ কখনও ভাবেন নাই যে এই কন্যা ভবিষ্যতে জগন্মান্যা হইবেন। বাল্যাবস্থায় লেখা পড়ার প্রতি তাঁহার কোনও রূপ অনুরাগ ছিল না, তাহা দেখিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইতেন, কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাঁহার পিতা ধনবান ছিলেন, তাঁহার কোনরূপ অভাব ছিল না। পরন্তু তাঁহার পিত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের বালিকাবিদ্যালয়ও ছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য অনুরাগ ছিলনা বলিয়াই অধ্যাপনা হয় নাই। তাঁহার বুদ্ধি প্রখর ও স্মরণ শক্তি বলবতী ছিল। ঘটনাক্রমে যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সন্তানগণ সচরাচর ক্রীড়াপ্রিয় ও স্বেচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যমুনাও সেইরূপ ছিলেন। বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইনি মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া ২।১ দণ্ড কখনও কখনও শ্লেট পেন্সিল লইয়া খেলা করিতেন মাত্র। এবম্বিধ খেলার ছলে যৎ কিঞ্চিৎ লিখিতে ও পড়িতে শেখেন, তাহা ভিন্ন বিবাহের পূর্ব্বে ইনি আর কিছু লেখা পড়া শিখেন নাই।

দেশাচার অনুসারে দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সংগমনেরকর নিবাসী শ্রীগোপাল বিনায়ক যোশীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর গোপাল রায়ের বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। জনৈক বন্ধু কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধ হইয়া শেষে তিনি ইহার প্রাণিগ্রহণে স্বীকৃত হন। স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর বয়স বিংশতি বৎসর অধিক। যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি টানার পোষ্ট মাষ্টার। টানা কল্যাণের নিকটবর্ত্তী। এই হেতু কল্যাণে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রত্যহ রেলযোগে গমনাগমন করিতেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হয়। ইনি তথায় থাকিয়া স্বীয় স্ত্রীর স্বভাব ও গুণ কল্যাণ

পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইনি বরাবর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। জামাতার যত্ন ও আগ্রহাতিশয় দেখিয়া শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েই কন্যাকে শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য করেন। স্বামীর ভয়ে ও পিতামাতার উত্তেজনায় আনন্দী বাই বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। স্বামী প্রথমাবধি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার আভাস পান। ইনি কল্যাণে থাকিতেন, ও টানায় কর্ম্ম করিতেন; সুতরাং ইঁহার অধিকাংশ সময় পথিমধ্যে ব্যয়িত হইত। ইনি রাত্রি ব্যতীত বাটীতে থাকিতে পাইতেন না; সুতরাং পত্নীকে শিখাইবারও সময় পাইতেন না। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি বোম্বাই সহর হইতে ন্যূনাধিক ১২ ক্রোশ দূর আলিবাগ নামক স্থানে বদলি হন। তথায় বালিকা ভার্য্যাকে লইয়া যান। বালিকা কিরূপে একলা থাকিবে ও সংসার চালাইবে এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার পিতামহীকেও তথায় লইয়া যান। পিতামহী ও নাতিনী উভয়ে উভয়কে অতিশয় ভাল বাসিতেন। এই প্রশস্ত-হৃদয়া প্রবীণা গোপাল রায়ের কোন কথা বা কার্য্যের বিরুদ্ধাচারণ করিতেন-না। আলিবাগে থাকিবার স্থান ও কার্য্যালয় এক বাটীতে হওয়াতে তিনি স্ত্রীকে শিক্ষাদান করিতে যথেষ্ট সময় পাইলেন। স্ত্রীও অতি অল্প দিনের মধ্যে অনেক শিখিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতিহাস ভূগোল গণিত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি অবশ্য পাঠ্যবিষয়গুলি দুই বৎসরের মধ্যে অধীত হইল। ইহাঁর পিতামাতার মত ইহাঁরও স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল, ইহাঁকে দেখিলে যে বয়স অনুমিত হইত, বস্তুতঃ ইহাঁর সে বয়স হয় নাই। এই-সময় দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে ইহাঁর একটী সন্তান হয়। শিশুটী দশদিবস মাত্র জীবিত থাকে। স্বামীর মতের সহিত ইহাঁর মতের সর্ব্বতোভাবে ঐক্য ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ইনি বিশেষ যত্ন ও অনুরাগের সহিত বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। তিনি অনেক সংবাদ ও মাসিক পত্রের গ্রাহক ছিলেন। প্রায় সেগুলি সব নিজে পাঠ করিতেন। পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ভার ইহাঁর হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাতে দিন দিন ইহাঁর হস্তলিপির উৎকর্ষ ও রচনা শক্তিরও উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময় তিনি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। স্বামীর যত্নে অল্প দিনের মধ্যে ইহাতে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিলেন। গোপাল রায়ের স্বভাব নির্ম্মল, দৃঢ় ও স্বাধীন। তিনি প্রতিদিন স্ত্রী সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীরে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইতেন। এই হিন্দু সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিয়া লোকে উপহাস করিত। দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদিগকে বিরক্তও করিত। তিনি তাহাতে ক্ষেপও করিতেন না।

তদনন্তর গোপাল রায় চেষ্টা

করিয়া করিয়া কোলাপুরে বদলি হইলেন। তাঁহার সহিত আনন্দী বাই ও তাঁহার পিতামহীও গমন করিলেন। এখানকার রাজ সরকারের কর্ম্মচারিগণ স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে তথায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তৃত হয়। গোপাল রায় পত্নীকে অবাধে আপনার রুচি অনুযায়ী শিক্ষা দান করাইবেন বলিয়া স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এই স্থানে বদলি হন। তাঁহার সেই সাধু ইচ্ছা কিয়ৎ পরিমাণে যে সফল হইয়াছিল, তাহা আমরা হৃষ্টচিত্তে বলিতেছি। রাজার প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন এবং যথাসাধ্য সহায়তা করিলেন। ইহাতে পতি পত্নী উভয়ে পরম প্রীত হন। অধিকতর যত্ন ও আগ্রহের সহিত আনন্দী বাই ইংরাজী শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। গোপাল রায় স্ত্রী সমভিব্যাহারে ২।১ জন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক সাহেবের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। যাহাতে তাঁহার স্ত্রী মেমদিগের সহিত সর্ব্বদা বাক্যালাপ করিয়া অনায়াসে ইংরাজী বলিতে ও বুঝিতে পারেন, তদ্ এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতেন, কিন্তু সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন, যাহাতে কোন সময়ে অযথাপনার ভাবে তাঁহারা তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনী করেন। এই কারণ তিনি শুধু আপনি সতর্ক থাকিতেন না, পত্নীকেও সতর্ক করিতেন। মেমেরাও এ বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া সাবধানে চলিতেন। তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে তাদৃশ যত্ন করিতেন না। সুতরাং তিনি ইহাঁদিগের সকাশে আপনার অভিলষিত বিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। কোলাপুরে কথঞ্চিৎ উন্নতি হইল বটে, কিন্তু তৃপ্তি হইল না। গোপাল বিনায়কের অন্তরে এই সময় তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠাইবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়। তজ্জন্য তত্রত্য জনৈক ধর্ম্ম প্রচারককে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, যদি তাঁহারা স্ত্রী পুরুষ শিক্ষার জন্য তথায় গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোনও রূপ সাহায্য করিতে পারেন কি না। প্রচারক মহাশয় প্রত্যুত্তরে কোনও আশা দিলেন না। কোলাপুরে আনন্দী বাইয়ের যেরূপ শিক্ষা হইতেছিল, তাহাতে গোপাল রায়ের মনস্তুষ্টি হইল না। অতএব তিনি পুনর্ব্বার স্থানান্তরে গমনেচ্ছু হইলেন। বহু দিবসাবধি বোম্বাইয়ে যাইবার বাসনা ছিল। এই মহা নগরী একটি বৃহৎ বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চ্চার স্থান। এখানে স্বাধীন ভাব শিক্ষারও বিশেষ সুবিধা ও সদুপায় আছে। এই প্রযুক্ত তিনি তথায় কিছুদিন থাকিয়া স্ত্রীর অধ্যয়ন-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন স্থির করেন।

অবশেষে আপনি উদ্‌যোগী হইয়া এখানে স্থানান্তরিত ও গিরগাঁও পোষ্টাপিষে স্থাপিত হন। এখন আনন্দী বাইয়ের বয়স ১৫ পনর বৎসর মাত্র। স্বকীয় কর্ত্তব্যাধিক্য নিবন্ধন স্বামী আপনি শিখাইতে সময় পাইতেন না বলিয়া একটি বালিকা বিদ্যালয়ে স্ত্রীকে প্রেরণ করেন। এই বিদ্যালয়ে কেবল ইংরাজী পড়া ও শিক্ষয়িত্রীদিগের সহিত ইংরাজীতেই কথা কহিতে হইত। ইহাতে আনন্দীবাইয়ের ইংরাজী কহিবার বেশ অভ্যাস হয়। বোম্বাইয়ে ইহাঁর অধিকাংশ ইংরাজী শিক্ষা হয়।

গোপাল রায় ইহার পর প্রথমে কচ্ছে, কিছুদিন পরে বাঙ্গালায় শ্রীরাম পুরে বদলি হন। শ্রীরামপুরে অবস্থিতি কালে তিনি উহাকে আমেরিকায় পাঠাইতে কৃতনিশ্চয় হন। কোলাপুর ছাড়া অবধি তিনি বরাবর আমেরিকায় পত্রাদি লিখিতেন এবং সতত নানাবিধ বাক্যালাপ দ্বারা তথায় যাইবার আকাঙ্ক্ষা পত্নীর মনে উত্তেজিত করিতেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট হইতে কোন আশাসূচক উত্তর পান নাই। এক্ষণে তিনি নিজের পত্র ও এই উত্তর দুইই সেখানকার কোন সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিবি কার্পেণ্টারের দৃষ্টি ইহাতে পতিত হইল। তিনি ইহা পড়িয়া ভাবিলেন যে এক জন হিন্দুরমণী জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এত দূরদেশে আসিতে প্রস্তুত, এবং এরূপ নিরুৎসাহপূর্ণ উত্তর পাইয়াছেন!! ইহাতে তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইলেন ও মনে মনে স্থির করিলেন যে যাহাই হউক এই হিন্দু মহিলাকে কোন না কোন উপায়ে এখানে আনিতে হইবে। তিনি সাধ্য মত তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এই মর্ম্মে গোপাল বিনায়ককে একখানি পত্র লিখিতে মনস্থ করেন, কিন্তু লিখিতে ভুলিয়া যান। ৪।৫ দিন পরে এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন যে যেন তাঁহার একটি সন্তান তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "মা! আপনি যে হিন্দু ভদ্রলোকটিকে তাঁহার স্ত্রীকে এই আমেরিকা মহাদেশে পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিবেন বলিয়াছিলেন তাহার কি হইল?" স্বপ্নোত্থিতা বিবি কার্পেণ্টার তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। ইহা যেন ঈশ্বরের প্রেরিত সংবাদ হইল। ইহা প্রাপ্ত হইয়া গোপাল বিনায়ক পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং সেই পর্য্যন্ত ঐ বিবি মহোদয়াকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কলিকাতায় স্ত্রী ছিলেন-তথা হইতে অবিলম্বে তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। বহু দিবসাবধি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াও মিতব্যয়িতা দ্বারা [illegible] কিছু অর্থ [illegible]

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থে কোনও প্রকারে ইহাঁদিগের উভয়ের পাথেয়েরও কুলান হইতে পারে না। অগত্যা তাঁহাকে একাকিনী পাঠাইবেন স্থির করিলেন। শ্রীরামপুর কলেজগৃহে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল জেম্‌স্ সাহেবের উদ্যোগে একটি দেশীয় ও বিদেশীয়দিগের বৃহতী সভা আহূত হয়। তথায় আনন্দী বাই ইংরেজিতে একটি সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা আপনার অভিপ্রায় গুলি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। ইহার কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। তিনি বলিয়াছিলেন ;—

"আমি হিন্দুর মত যাইব, হিন্দুর মত প্রত্যাবৃত্ত হইব, এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমরা হিন্দুর মত স্বদেশীয়দিগের সহিত বাস করিব। আমি আমার অভাব বৃদ্ধি করিব না। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মত আমি এখন যেমন বাহ্যাড়ম্বর শূন্য ও সরল, আমি সেইরূপ থাকিব। পরমপিতা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার নেতা, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, আপনি স্বয়ং পথ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তাঁহার অপেক্ষা উত্তম নেতা আমি দেখিতে পাই না।"

ইহাতে তাঁহার কত বড় উচ্চ অন্তঃকরণ ও ঈশ্বরে কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আমেরিকায় গমনের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত উন্নতমনা জেম্‌স্ সাহেব নিজে ১০০ একশত টাকা দেন ও চাঁদা করিয়া আপনার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে ১৪০০ এক হাজার চারিশত টাকা তুলেন। গত ইংরাজী ১৮৮৩ সালের এপ্রেল মাসে ষ্টীমার (City of Calcutta) যোগে শুদ্ধ একজন লক্ষ্ণৌ প্রত্যাগত সম্ভ্রান্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারিকা সমভিব্যবহারে কলিকাতা হইতে আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে দাল কলাই প্রভৃতি এতদ্দেশীয় বিবিধ কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া যান। ৫২ দিনের পর আমেরিকায় উপনীত হন। গমন কালে জাহাজে অনেক কষ্ট পান। না আহারের সুবিধা, না শয়নের সুবিধা! কখনও কেবলই দুই একটি আলু সিদ্ধ ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ইংরেজ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক অনেক নিগ্রহ ভোগ করেন। ইহাঁর বেশ দরিদ্র এবং আহার সামান্য বলিয়া তাঁহারা ইহাঁর প্রতি আয়ার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইংরাজের সৌজন্যের বিশেষ পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইতেছে!! একজন হিন্দু অবলা স্বদেশের হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য অকূল পাথার পার হইয়া বহুকষ্টে বিজাতীয়দিগের মধ্যে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে যাইতেছেন আর সুসভ্য ইংরেজ তাঁহার প্রতি নির্ঘৃণ আচরণ করিতেছেন ; এই রহস্য সহজে বোধগম্য হয় না। ইহাঁর অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায় বর্ণনার অতীত—একজন অবলা প্রাণেশ্বর পতি আত্মীয় পরিজনবর্গ স্বদেশ প্রভৃতি সমস্ত সংসারের সার প্রিয় বস্তু, এক

জ্ঞানের উদ্দেশে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিলেন, ভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত কি আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় ? (ক্রমশঃ)

ভাগীরথী বক্ষ।

আসিয়াছি ভাগীরথি! কতকাল পরে আজ
দেখিতে এখন তুমি কিরূপ ধরেছ সাজ।
সেইত তোমার বুকে, তর তর রবে সুখে,
নাচিত কতই তরী দীর্ঘ পাখা মেলিয়া
কভু বায়ু—কভু তব স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া।

(২)

পুনঃ আসিয়াছি আমি দেখিতে তোমার কোলে
সে দিনের মত সুখে আর কি তরণী দোলে।
সেই তরঙ্গের মালা, চারি দিকে ঝালাপালা,
কি জানি কিরূপ ধ্বনি পশিত শ্রবণে মোর—
ঐকতান শব্দগুলি একত্রে হইয়া ঘোর।

(৩)

বড়ই আমার সাধ এই তরণীর সহ
তোমার পবিত্র কোলে নাচি আমি অহরহ,
এই তরঙ্গের মত, আমার ভাবনা যত,
উঠে পড়ে মিশে যায় হৃদয়ের স্তরে স্তরে;
কতগুলি গেয়ে উঠে কুল কুল কুল স্বরে।

(৪)

সংসারের কোলাহল এলাম ছাড়িয়া হেথা,
বিরলে তোমার কাছে জানাতে মনের ব্যথা।
দুটী অশ্রু দিব বলে, তোমার পবিত্র জলে,
লয়ে যেতে সেইখানে যেখানে চলেছ ধেয়ে;
তুমি কি শুনিবে কথা সারা হ'লে গেয়ে গেয়ে?

(৫)

অবিরাম অবিশ্রান্ত গাইতেছ এক গান,
কুল কুল কুল কুল হরষেতে ভরে প্রাণ;
আমার সে অশ্রু দুটী, লয়ে এনু ছুটি ছুটি
তোমার সঙ্গীতগুলি কোথায় গিয়াছে চলি;
হৃদয় গলিয়া যাহা চোকে ছিল টলমলি।

(৬)

নগরের কোলাহল, মত্ত হয়ে জলে তব,
পশিছে শ্রবণে, সহ শঙ্খ-ঘণ্টা-ঝাঁঝ-রব।
এইত সাঁঝের বেলা, তারা চন্দ্র করে খেলা,
তীরস্থ দীপের মালা দেখিতেছে উঁকি মেরে;
কিরূপ খেলিছে তারা পূত ভাগীরথী নীরে!

(৭)

দেখিয়া শুনিয়া অশ্রু কোথায় গিয়াছে চলি,
ও কেরে আবার গায় হরি হরি হরি বলি?
আমি ত আপনা হারা, হৃদয় কেমন পারা
কি জানি কি ভাব তাহে উঠিতেছে অনিবার,
এ কি গো স্বর্গের গান গীত অবনী মাঝার?

(৮)

ভাগীরথি! তব কাছে এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
অন্তিমে তোমার এই সুশীতল ক্রোড় পাই;
শুনিতে পাই এমনি, সুমধুর হরিধ্বনি,
—দেখি এ স্বর্গের দৃশ্য তব স্নিগ্ধ বক্ষো-পরে,
থাকিতে এ প্রাণ মিশি অমৃত প্রাণ-সাগরে॥

কালিফরণিয়ার উষ্ণ-প্রস্রবণ।

আইসলণ্ডই গয়সর বা উষ্ণপ্রস্রবণের জন্য প্রসিদ্ধ, ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু আমেরিকার অন্তঃপাতী কালিফরণিয়া প্রদেশস্থ উষ্ণ প্রস্রবণের কথা অতি অল্প লোকেই শুনিয়াছেন। এক জন পর্য্যটক সম্প্রতি এই স্থান ভ্রমণ করিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পাঠিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ কবিবার জন্য নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল।

কালিফরণিয়ার গয়সর দর্শনে মনে যে অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয়, উষ্ণপ্রস্রবণ নামে তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না। একবারে শত শত প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়া অনর্গল উষ্ণ বারি উদ্গীরণ করিতেছে, নির্গমন ও পতন শব্দে দিক্ সকল শব্দায়মান এবং গলিত ধাতব গন্ধ বায়ু দ্বারা দূরদূরান্তরে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা বলিলেও কিছুই বলা হইল না। মানবের সমবেত উদ্যম খর্ব্ব করিয়া প্রকৃতি যে বিশাল কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সহিত কিসের উপমা সম্ভব?—যুগপৎ শত শত শতঘ্নীর * পরীক্ষা-জ্ঞাপক নিবিড় ধূমরাশি নিরন্তর সমুত্থিত হইয়া আকাশাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। চারিধারে অসংখ্য প্রস্রবণ; উত্তপ্ত ফেণ প্রবাহে উষ্ণ বুদ্বুদ বিদীর্ণ হইয়া তাপ বিকীর্ণ করিতেছে। যেখানেই পদবিক্ষেপ কর, পদতলস্থ মৃত্তিকা সছিদ্র হইয়া শতধারে ধূমোদ্গীরণ করিতেছে। প্রস্রবণ সকল বিবিধ বর্ণের জলপূর্ণ, কাহার কাহারও জল নিবিড় মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও গাঢ় রক্ত বর্ণ এবং কোন কোনটার স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ। কেবল যে প্রস্রবণ জলই বিবিধ বর্ণের এরূপ নহে, সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ সমস্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশই এবম্বিধ বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত। এই সকল পর্ব্বত ও অগ্নিপ্রস্তরে স্ফটিক, বালুপ্রস্তর এবং স্পঞ্জের ন্যায় কোমল ধাতবে সংগঠিত, কোন কোন স্থান এরূপ কোমল যে, সমস্ত যষ্টি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করা যাইতে পারে। পদদ্বারা কোন স্থানে আঘাত করিলে বোধ হয় যেন সমস্ত দেশ শূন্যগর্ভ। ক্ষিতি স্থিতিস্থাপকতা গুণযুক্ত, সজোরে পদ বিক্ষেপ করিলেই নামিয়া যায়, আবার

* শত লোকের প্রাণঘাতক কামান।

পদোত্তোলন করিলে পূর্ব্বভাব ধারণ করে এবং অল্প মাত্র বিদ্ধ হইলেই ধূম উদ্গীরণ করে।

প্রায় সমস্ত প্রস্রবণেই ধাতবপদার্থ সকল পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিরাকস, গন্ধক, ফটকিরি, লবণ, লৌহ, খড়ি প্রভৃতি সুলভ ধাতু সকল শত শত প্রশস্ত ক্ষেত্র ছাইয়া আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা বর্ণানুরঞ্জিত রাশি রাশি ক্ষুদ্র কোমল উপল খণ্ড। এক এক খণ্ডে বারিধনুকের সমস্ত বর্ণই দৃষ্ট হয়, বোধ হয় যেন কোন বিচক্ষণ শিল্পী, তুলী দ্বারা বর্ণ সকল অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতের কোন কোন অংশ বিবিধ বর্ণদ্বারা এরূপ অনুরঞ্জিত যে, দর্শনমাত্র চমৎকৃত হইতে হয়। সে অনির্ব্বচনীয় শোভা কোন শিল্পীই অনুকরণ করিতে পারে না, কোন কবিই কল্পনা করিতে পারে না। কেবল দর্শনেন্দ্রিয় কেন, শ্রবণ, রসনা, নাসিকা ও ত্বক্ এই অপূর্ব্ব প্রদেশে প্রতি পদ বিন্যাসে স্বীয় স্বীয় কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত হয়।

চৌদিকে শত শত উষ্ণ প্রস্রবণ ও মসী-উৎস। কোন কোনটা হইতে গম্ভীর কামান নিনাদ, কোনটা হইতে সর্পের ন্যায় শ্বসন, কোনটা হইতে গর্জ্জন এবং কোন কোনটা হইতে বিকট বজ্র নিনাদ উত্থিত হইতেছে। কোনটা বাষ্পীয় যন্ত্রের বংশীধ্বনির ন্যায় অনবরত শব্দ করিতেছে। কোন কোন প্রস্রবণ হইতে সারমেয় স্বর, ব্যাঘ্র গর্জ্জন ও সিংহনাদ ধ্বনিত হইতেছে। শব্দ ও আকারানুসারে অনেকগুলি প্রস্রবণের নামকরণও হইয়াছে। তন্মধ্যে চুম্বক-কটাহ, শস্তচূর্ণ যন্ত্রালয় ও অগ্নিপর্ব্বত ভয়ঙ্কর দৃশ্য। অগ্নিপর্ব্বত অসংখ্য ছিদ্রময়।

প্রস্রবণের পৃষ্ঠস্থলী পর্ব্বতদেশ প্রায় সহস্র পদ উচ্চ। ইহার গঠন প্রণালীর বিশেষত্ব অনুভব করিলে, অন্তর্দ্দেশে যে মহান্ প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ না করিলে কেবল বর্ণনার সাহায্যে ইহার কোন অংশই সম্পূর্ণ বোধগম্য হইবার নহে।

চক্ষুর ভাষা।

চক্ষুর বর্ণ, আকৃতি ও ভাবভঙ্গী দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই জন্য চক্ষু সকল ভাষাই বলিতে পারে, ইহা একপ্রকার স্বতঃ-সিদ্ধ। যাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক চক্ষু শাস্ত্র অনুশীলন করেন, তাঁহারা সকল ভাষা-বিদ্। চক্ষুর গঠন প্রণালীতেও লোকের চরিত্র মুদ্রিত দেখা যায়। যেরূপ নাসিকার গঠন ও ললাটের উচ্চতা এবং কর্ণের আকৃতি দ্বারা মানবের

প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ চক্ষের একমাত্র বর্ণ পর্য্যালোচনা করিলেও মানব প্রকৃতি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইতে পারে। চক্ষু ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা আদর্শ চক্ষুবর্ণ নীলাভাযুক্ত ঈষৎ ধূমল কিম্বা ঈষৎ নীলাভ কপিশ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত ধূমল, গাঢ় নীলবর্ণ নহে,তাহা প্রায় দুর্লভ। ইহা সুন্দরী বালিকাদিগের মধ্যে কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত রমণীর মধ্যে অত্যন্ত বিরল। পুরুষদিগের তো কখনই নাই—তাহাদিগের পক্ষে কল্পনার কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহর্ষি বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের নীল কমলাক্ষি কল্পনা করিয়াছেন। বেদব্যাস আদর্শ রমণী দ্রৌপদীর চক্ষুও নীলবর্ণের বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ বর্ণের চক্ষু অতি দুর্লভ। যাঁহারা ইহার অধিকারী, বুদ্ধিমত্তা, শীলতা, ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তাহাদের স্বাভাবিক ভূষণ। ভূমণ্ডলে নীলাভ কপিশ চক্ষুর ন্যায় একাধারে এই গুণ চতুষ্টয়ের সমাবেশও সুদুর্লভ। কপিশ বর্ণের চক্ষুর অভাব নাই, কিন্তু নীলাভ কপিশ বর্ণই আদর্শ চক্ষুর নিকটবর্ত্তী। যাঁহাদিগের নীলাভ কপিশ চক্ষু, তাঁহারাও শীলতার জন্য প্রশংসিত। তাঁহাদিগের মনোভাব সকল চক্ষু পুত্তলিকায় প্রতিফলিত দেখা যায়। সচরাচর যে সকল গাঢ় কপিশ চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা ভাব প্রকাশক নহে বলিলেও হয়, ইহাদের অধিকারী প্রায় ক্রূর স্বভাব ও উষ্ণ মস্তিষ্ক।

ধূসর বর্ণের চক্ষুও সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থাৎ ঠিক্ ধূসর বর্ণ অতি বিরল নহে। মহানুভব মহামহোপাধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যেই প্রায় এরূপ চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়, অর্ব্বাচীন মূর্খের কদাচ এরূপ চক্ষু হয় না। নীলাভ ধূসর চক্ষু সদয় অন্তঃকরণবিশিষ্ট, কদাচ নীচভাবাপন্ন নহে। বৃহৎ পুত্তলিকাযুক্ত, কৃষ্ণ ধূসর চক্ষু প্রায় সদাশয় উদারস্বভাববিশিষ্ট লোকদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

প্রকৃত নীলাক্ষি স্বাস্থ্য ও ধারণাশক্তি প্রকাশক। নীলাক্ষ ব্যক্তিরা প্রায়ই নিকটদর্শী ও বর্ণঅন্ধ। কৃষ্ণ নীলাক্ষ চাতুর্য্য-প্রকাশক। যে সকল কৃষ্ণ নীলাক্ষ ব্যক্তির ওষ্ঠাধর পাতলা ও অভ্যাসবশতঃ বদ্ধ, তাহার প্রায়ই নির্দ্দয় প্রকৃতি দেখা যায়।

ফিকা কপিশ বর্ণের চক্ষুর অধিকারী প্রায় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট ও সঙ্গীত বিদ্যা সম্পন্ন।

ঈষৎ হরিদাভ বা পীতাভ চক্ষু স্বভাবের বিশেষত্ব প্রকাশক, ইহা প্রায়ই স্বাভাবিক নহে।

একটী কবি চক্ষুর কয়েকটী বর্ণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"Blue eyes are pale, and grey eyes are sober;

Bonnie brown eyes are the eyes for me;
Deep brown eyes running over with glee."

"নীলচক্ষু মলিন, ধূসর চক্ষু ধীর,
সুন্দর কপিশ চক্ষুই আমার বাঞ্ছনীয়,
গাঢ় কপিশাক্ষ হর্ষোৎফুল্ল।"

মা ও ছেলে।

সূতিকা ঘরে এক জন মাতা নব শিশু কোলে লইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। মায়ে পোয়ে স্বপ্নে স্বপ্নে যে কথা হইতেছিল, তাহাই আমি বামাবোধিনীর পাঠিকা-দিগকে উপহার দিলাম। ভরসা করি ভগিনীগণ বিরক্ত না হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

মাতা। ওরে আমার সোণার চাঁদ! তুমি কোথা হ'তে এলে বলনা?

ছেলে। আমি তো তারার দেশে ছিলুম। সেখান থেকে নিত্যই এ জগতের কাজ দেখতুম। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?—

মা। আমি যে তোমার মা হই বাপ!—তোমার তারার দেশে বুঝি মা থাকে না?

ছেলে। আমরা তো জানি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরীই মা। মানুষের মা কি রকম, আমায় বুঝিয়ে দাও না?

মা। যার তত্ত্ব আমিই বা কতটুকু জানি যে তোমায় বুঝিয়ে দেব। প্রথমে যিনি সন্তান গর্ভে ধারণ করেন, দশ মাস দারুণ কষ্ট সহ্য করেন, শেষে মরণ যাতনার অধিক যাতনা সয়ে যিনি প্রসব করেন, জড়পিণ্ডবৎ নব শিশু যিনি শরীরের রক্ত দিয়া পালন করেন, সেই শিশুর ভাবনাই জীবন সর্ব্বস্ব যাঁর, শিশুর জন্য শীত বাত অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতি যিনি অম্লানমুখে সহ্য করেন, জগতে যতই কেন বিপ্লব হোক্‌না, সংসারে যতই কেন ঝড় বক্‌না, প্রাণ যতই জ্বালা কেন সক্‌না, যাঁর প্রাণ এক মনে এক প্রাণে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে তিনি মা। বুঝেছ ধন?

ছেলে। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুমি আমার জন্য যতটা পার, সকলের জন্যেই কি এতটা পার?

মা। যদি আবশ্যক হয়, তবে পারি। পরের ছেলেকে যদি প্রতিপালন করিতে হয় তবে পারি। যদি কেউ বিপদে পড়িয়া আমায় ডাকে, তবে পারি।—

ছেলে। তবে আমি অসহায় বলিয়াই তোমার এত স্নেহ? এ ভুল।

মা। কেন যে তোমায় এত স্নেহ, তা জানি না।

ছেলে। আচ্ছা বল দেখি আমি বড় হ'লে, নিজের ভার নিজেই লইব।

তখনও কি তুমি এম্‌নি আমাগত প্রাণা থাকিবে?

মা। বাছা, মাতৃস্নেহ চিরকালই সমান থাকে। তবে পশুদের ও নীচ শ্রেণীর জন্তুদের বড় হলে মায়া বুঝা যায় না।

ছেলে। তবেই তো সর্ব্বনাশ!—তুমি চেষ্টা করিয়াও আমার প্রতি একটু স্নেহ কমাইতে পার না?

মা। যত দিন বেশী হইবে, ততই স্নেহ বাড়িবে, কখন কমিবে না।

ছেলে। তবেই হয়েছে! এতদিন বুঝিতাম না মানুষ গু'ল ছোটহৃদয়ী কেমনে হয়!!—

মা। ওকি কথা বল্‌চো বাপ?

ছেলে। আর ছাই ভস্ম বোলছি। আমি জানিতাম সন্তান গর্ভে ধারণ করা, সন্তান প্রসব করা ও সন্তান প্রতি-পালন করা প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু এত দূর স্নেহ করা এত জানিতাম না! জানিতাম না যে মানুষের উদারতা, বিশালতা ও মহাপ্রাণতা, মাতৃস্নেহের প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া যায়! বিশ্বপ্রেমে ডুবিতে গেলে আত্মীয়রূপ পর্ব্বতে লাগিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া যায়! তুমি যে বিশুদ্ধ মাতৃস্নেহ ব্যাখ্যা করিলে, আমি বুঝিলাম উহাই সর্ব্বনাশের মূল, উহাই মানবের মন সঙ্কীর্ণ করিবার আদি কারণ।

মা। ও সব কি কথা বলচো বাপ, আর একটু বুঝিয়ে বল দেখি? মাতৃস্নেহে মানুষকে অনুদার কিরূপে করে?

ছেলে। এতেও বুঝচ না?—দেখ তুমি যদি আমায় অত স্নেহ না করিতে, তবে আমি জগতের হইতে পারিতাম। জগতের কাজ করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য হইত। এখন তোমার স্নেহে ডুবিয়া সেই জগন্ময় প্রাণ তোমাময় হইল। এখন তোমার সেবাই আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার কোনও সুখ উপস্থিত হইলে আগে তোমায় জানাইয়া সুখী হইব। কোনও দুঃখে পড়িলে তোমারই কাছে কাঁদিয়া শান্তি পাইব। পরের জন্যে মরিতে পারিব না, ভাবিব মার কি দশা হইবে? তোমা হইতে যত দূরেই যাই না কেন, তোমার কাছে ফিরিয়া আসিতে মন টানিবে, তুমি স্নেহমাখা কোল পাতিয়া দিবে, তখন বলিব "মা তুমিই এজগতে আপনার জন।" আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইলেও জগতের কিছুই আসিবে না যাইবেনা, কিন্তু আমার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগিলে তোমার অন্তরে মহা বিপ্লব ঘটিবে, তখনই বলিব "মা তুমিই করুণা-ময়ী।" যখন আমার কেহই থাকিবে না, তখনও তোমার অনন্ত প্রসারিণী স্নেহ আমায় আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া তোমায় বলিব "মা তুমিই দেবতা!"—তাই ভিক্ষা চাহিতেছি তুমি মাই হও, আর মর জগতের দেবীই হও, আমায় জলের মত, বাতাসের মত, চন্দ্র সূর্য্যের আলোর

মত সকলের হইতে দাও। আমাকে বিস্তৃত প্রসারিত স্নেহের প্রাচীরে বাঁধিয়া রাখিও না, কেবল তোমার করিয়া ফেলিও না। তুমি আপনার জন হইয়া জগৎকে পর করিও না।

মা। এ হাবড়হাটী কেন বকিলে ধন? এইটুকু বুঝিতে তোমার শক্তি যদি ছিল না তবে এত কথা কেন বলিলে? ভালবাসায় বিশেষতঃ মাতৃ স্নেহে মানুষকে অনুদার করে কেমনে? ভালবাসায় প্রাণের সীমা বাড়াইয়া দেয়। এই তুমি আমায় ভাল বাসিলে জগৎকে ভাল বাসিতে পারিবে। পরের মা কাঁদিতেছে দেখিলে তোমার মা'র কথা মনে পড়িবে, অমনি তাহার দুঃখের অশ্রু মুছিয়া দিতে পারিবে। যখন বড় হবে, তখন পরের ছেলেটী তোমার ছেলের মত স্নেহ চক্ষে দেখিতে পারিবে। দেখিবে, মানুষের মধ্যে যিনি ধার্ম্মিক, তাঁর কাছে সবাই স্নেহের। ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া তিনি সবাইকে ভাল বাসিতে পারেন। যদিও কতক গুলা মানুষ আছে, তাহাদের এক ফোঁটা হৃদয় ও চঞ্চল মন, তাই ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া বসে যায়, পাছে মানুষের প্রতি ভালবাসা হ্রস্ব সেই ভয়ে লুকাইয়া থাকে, তাঁহাদের ভালবাসার সীমা এইটুকু যে মানুষকে ভাল বাসিতে গিয়া ঈশ্বকে ভালবাসিতে পারে না ও ঈশ্বরকে ভাল বাসিলে মানুষের প্রতি ভালবাসা রাখিতে পারে না। তাহারা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাদের মত নির্ম্মম হৃদয়হীন স্বার্থ-পর ভালবাসা যেন কেউ না পায়! আর তুমি স্নেহ কমাইতে বলিতেছ, বাপধন! মাতৃস্নেহ তর্ক বোঝে না, যুক্তি জানে না, সিদ্ধান্ত মানে না—কেবল হৃদয়ের লুকানো লুকানোতর লুকানোতম যায়গা থেকে বাহির হইয়া সহস্র মুখে স্রোত বয়। আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কি সে স্রোত ফিরাইতে পারি?

ছেলে। আর কাজ নাই মা দাও আমায় তোমার অনন্ত স্নেহ ধারায় স্নান করাইয়া দাও। দাও মা তোমার শোক-তাপনাশিনী জীবনসঞ্চারিণী অভয়দায়িনী অঙ্কশয্যায় আমায় ঘুমাইতে দাও। দাও মা আমায় তোমার স্নেহ বুঝিবার শক্তিটুকু দাও। তোমার পায়ের তলে তোমার জন্যে এ প্রাণটা যেন অনায়াসে ছুড়িয়া ফেলিতে পারি, সেই ক্ষমতাটুকু দাও!

এই পর্য্যন্ত শুনিতে শুনিতে উষার আলোকে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নটা বড় মিষ্ট লাগিল বলিয়া এতখানি লিখিলাম।

শিশুর জন্য দুগ্ধ।

মনুষ্যের জীবন ধারণ করিবার জন্য যে সকল আহার্য্য দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, দুগ্ধ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শরীরকে সবল, সুস্থ ও নীরোগ করিবার পক্ষে দুগ্ধ নিতান্তই উপাদেয় বস্তু বলিয়া অতীব প্রাচীন কাল হইতে কি অসভ্য কি সভ্য সকল সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। যবক্ষার জান, অঙ্গারজান প্রভৃতি যে সকল পদার্থ মানব দেহ পোষণ করিবার জন্য বিশেষ আবশ্যক অর্থাৎ যে সকল উপাদানের অভাবে জীব শরীর ক্ষীণ, নিস্তেজ এবং উদ্দীপনাবিহীন হইয়া পড়ে, দুগ্ধে তাহা একাধারে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকর্ত্তারা এই জন্য দুগ্ধকে অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক এক মাত্র দুগ্ধ ভিন্ন আর কোন পদার্থই ক্রমান্বয়ে একই ভাবে আমাদিগকে জীবিত রাখিতে পারে না। পারণত-বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা অন্ন, রুটি, উদ্ভিদ, মাংস ইত্যাদির সহায়তায়, দুগ্ধ ব্যতিরেকেও দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে, কিন্তু শিশুগণ দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, এই জন্যই বুঝি করুণাময় পরমেশ্বর "সন্তান সন্ততি প্রসূত হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রসূতির স্তন যুগলে অমৃতের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া দেন!" ঈশ্বরের এই অপূর্ব্ব মহিমা এই অনন্যসাধারণ কৌশল, ভাবিলেও ভক্তের সর্ব্ব শরীর ভক্তি ও পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যাহাই হউক দুগ্ধ এবং দুগ্ধোৎপন্ন পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় বস্তু জগতে আর নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। শিশুর প্রাণস্বরূপ এই দুগ্ধ অতি যত্নের ও অনুসন্ধানের জিনিষ; যাহার উপরে কোটী কোটী বালক বালিকার কোমল প্রাণ নির্ভর করে, তাহার গুণাগুণ, ফলাফল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। এরূপ গুরুতর ও সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয় বিষয়ের যতই অধিক আন্দোলন হয়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। বামাদিগের জীবনে যত প্রকার জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক, দুগ্ধতত্ত্বের জ্ঞান তন্মধ্যে একটী অতি শুভকর ও গুরুতর। চিকিৎসক, শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিকেরা দুগ্ধ সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, পদার্থ তত্ত্বানুসন্ধায়ী প্রাজ্ঞ মহাত্মারা দুগ্ধরহস্যের যেরূপ উদ্ভেদ করিয়াছেন, তাহা সমাজের পক্ষে নিতান্তই মঙ্গলজনক। সকল কথার এখানে স্থান হওয়া অসম্ভব, আমরা সংক্ষেপে কেবল কতকগুলি সার কথাই এস্থলে উল্লেখ করিয়া দুগ্ধ তত্ত্বের কিয়দংশ মাত্র আলোচনা করিব। দুগ্ধের দোষাদোষ জানিতে পারিলে অনেক শিশু অকাল রোগ ও মৃত্যু

হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, অনেক জননী স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ সবল ও সুন্দর শিশুকে ক্রোড়ে রাখিয়া সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতে পারেন।

এদেশে সচরাচর শিশুদিগের পানার্থ ছাগ দুগ্ধ, গো দুগ্ধ, মহিষ দুগ্ধ, মেষ দুগ্ধ এবং মানব দুগ্ধ প্রচলিত। সর্ব্বাপেক্ষা মাতৃস্তন দুগ্ধ এবং তাহার পরে গো দুগ্ধ অত্যন্ত উপাদেয়। বালকের পক্ষে মহিষ দুগ্ধ এবং বালিকার পক্ষে মেষ বা ছাগ দুগ্ধ প্রশস্ত বলিয়া চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কেহ কেহ শিশুদিগকে উষ্ট্র দুগ্ধ পান করিতেও দেন, আমার অঞ্চলের স্থানে স্থানে এইরূপ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। শুনা যায় হস্তিনীর দুগ্ধও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুর পক্ষে ঐ উভয়-বিধ দুগ্ধই অহিতকারী। বাল্যকাল হইতে ঐ দুগ্ধ পান করিলে শরীরের উদ্দীপনা কমে, পশুভাবের প্রবলতা জন্মে এবং (চিকিৎসকেরা বলেন) ভক্তি, স্নেহ, প্রভৃতি গুণগুলির হ্রাসতা হইয়া থাকে। জননীদিগের এই কথা কয়েকটি বিশেষ-রূপে স্মরণ রাখা উচিত।

সন্তান বা সন্ততি প্রসূত হইলে, অন্ততঃ ১০।১১ দিন গত না হইলে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করান প্রসূতির উচিত নহে। যে সকল দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকের তৎকালে সন্তান বা সন্ততি হয় নাই, তাহাদের স্তনের দুগ্ধ পান করার নিষেধ নাই, শিশুর মাতার স্তনের দুগ্ধ পান করা অবিধি। গাভী জাতি সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র, কিন্তু মনুষ্যেরাও স্ব স্ব গৃহপালিত গাভীর অপত্য হইলে ১১ দিন অপেক্ষা না করিয়া তাহার দুগ্ধ গ্রহণ করেন না। শাস্ত্রে এই জন্যই ১১ দিনের পূর্ব্বকার দুগ্ধ "অপবিত্র" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একেবারে শিশুকে অধিক দুগ্ধ পান না করাইয়া ক্রমে ক্রমে বারান্তরে দেওয়া উচিত। স্তন্য দুগ্ধ অগ্নি বা সূর্য্য তাপে আদৌ উষ্ণ করা উচিত নহে, তাহা হইলে দুগ্ধ নিতান্ত জঘন্য হইয়া উঠে। সুপক্ক কদলী, পক্ক ডুমুর, ঘৃতকুমারীর আভ্যন্তরিক শস্য, মধু মিশ্রিত মনেক্কা, বেদানার রস, উষ্ণ গব্য ঘৃত, আতপ তণ্ডুলের ক্বাথ, পদ্ম কাষ্ঠ এবং কোমল নারিকেলের শস্য প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য যদি প্রসূতিগণ সেবন করেন, তাহাহইলে তাঁহাদের স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ঐ দুগ্ধ সুস্বাদু, স্বাস্থ্যপদ ও শুভকর হইয়া থাকে। প্রসূতি যত দিন আতুর গৃহে (আঁতুড় ঘর) অবস্থান করেন, তত দিন তাঁহার স্তনযুগল ফ্লানেল, পশম, রেশম, বনাত, কম্বল অথবা অন্যবিধ কোনও উষ্ণাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা উচিত। অনেকে অগ্নির তাপ গ্রহণ করিয়া দেহকে গরম করেন, কিন্তু সাবধান যেন স্তন যুগলের কোনও অংশে, বিশেষতঃ বৃন্তদ্বয়ে আগুণের উত্তাপ স্পর্শ করিতে না পারে। এই অবস্থায় কাঁচলী পরি-

ধান আবশ্যক, ইহাতে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়া থাকে।

সন্তান বা সন্ততি প্রসূত হইবার পরে প্রসূতি যদি পীড়িতা হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত সেই পীড়া হইতে প্রসূতি উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্তনের দুগ্ধ প্রসূত শিশুকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মাতৃস্তন্য হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া কোনও পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক সেই পাত্র হইতেই শিশুকে পান করান অপেক্ষা স্তনবৃন্তের অগ্রভাগে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করান অধিকতর প্রশস্ত। গো দুগ্ধ উষ্ণ না করাইয়া শিশুকে দিবে না, অতীব সামান্য উষ্ণতা থাকিতে থাকিতে ঐ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। যে সকল গাভীর দেহের বর্ণ কৃষ্ণ বা শুভ্র নহে, সেই সকল গাভীর দুগ্ধ খুব ভাল হয় না, ইহা সত্য। যে গাভী তিনবারের অধিক গর্ভবতী হইয়াছে, সে গাভীর দুগ্ধের বিশুদ্ধতা কমে না বটে, কিন্তু পোষণকারী গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। দ্রুতগামী, পরিমিতাহারী, সূক্ষ্ম শৃঙ্গযুক্ত, লম্বাস্তন বিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধ অতিশয় উপাদেয়। বর্ষাকালে গরু সকলের দুগ্ধের সারত্ব হ্রাস হয়, এই সময়ে সন্তান সন্ততি প্রসূত হইলে ঐ শিশুর জন্য গো দুগ্ধের বিশেষ তত্ত্বাবধান করা উচিত। প্রাবৃটের বায়ু, জল, বন্যা প্রভৃতি কর্ত্তৃক তৃণ সমূহ নানা প্রকার নব নব ধাতু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, গাভীগুলি ঐ তৃণ ভক্ষণ করিয়া অনেক সময়ে রোগগ্রস্ত, দুর্ব্বল অথবা ভাবান্তরিত হইয়া পড়ে। বিশেষ বিচার করিয়া গরু সকলের অবস্থানের বন্দোবস্ত করা বিধেয়, তাহাদের চরিবার মাঠগুলিও দেখা কর্ত্তব্য। গরুকে ভালভাবে রাখিলে দুগ্ধও যে ভালভাবে পাওয়া যায়, ইহা কি নূতন কথা?

আজি কালি এদেশে অনেক স্ত্রীলোক ইউরোপীয় প্রথানুবর্ত্তিনী হইয়া "আয়া" বা নীচবংশসম্ভূতা দাসী দ্বারা শিশুর স্তন্য দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করেন। ইহা যে কতদূর ভয়ানক অনিষ্টকর তাহা ভাবিলে মস্তিষ্ক স্থির থাকে না। শিশু যেমন দুগ্ধ পায়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পাইয়া থাকে। মনুষ্যের শোণিত, ও দুগ্ধে তাহাদের প্রকৃতি বা ধাতু বাঁধা থাকে। একথা আমরা বারান্তরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

গোলাপ ফুল।

গোলাপ! তোমায় আমি বড় ভালবাসি,
হেরিলে ফুটন্ত মুখ, মনে বড় হয় সুখ,
তাই বারে বারে সখি দেখিবারে আসি,
হাস্য মুখে ঝরে তব সুধারাশি রাশি।

(২)

শিশির-বিধৌত আধফোটা ওষ্ঠাধরে,
উষার অরুণ আভা,ঢালিয়া লাবণ্য প্রভা,
লোহিত বরণে উপবন আলো করে;
প্রজাপতি পিয়ে মধু তাহার উপরে,
কোমলাঙ্গ দোলে প্রাতঃসমীরণ ভরে।

(৩)

তুমিও কি ভাল বাস আমারে তেমনি?
নৈলে কেন হেসে হেসে, প্রেম উন্মা-
দিনী বেশে,
চেয়ে আছ আমা পানে বলগো স্বজনী;
তব সুধাগন্ধে মত্ত আকাশ অবনী।

(৪)

সদা বিকসিত কান্তি হেরিলে তোমায়
পাগল হইয়া উঠে পরাণ আমার;
তোমা লয়ে কি করিব, থাব কি বুকে
রাখিব,
ভয় হয় ছুঁতে তব সুকোমল অঙ্গ;
স্বর্গের দেবতা গণ বাঞ্ছে তব সঙ্গ।

(৫)

কিন্তু দরশনে প্রাণ হয় যে উদাস,
হৃদয়-সমুদ্রে উঠে গভীর উচ্ছ্বাস;
মনেতে যে ভাব হয়, মুখে বলিবার নয়,
মধুর আঘ্রাণে কত উপুজে উল্লাস,
ইচ্ছা হয় তোমাসনে করি চির বাস।

(৬)

বুঝেছি বুঝেছি সেই রসিক সুজন,
চিত্তহারী সুচতুর দেব নিরঞ্জন
পাগল করিতে মোরে, প্রাণের গোলাপ
তোরে
স্বরূপ সুগন্ধ দিয়ে করেছে সৃজন;
কুসুমের রাণী তুত প্রিয় দরশন।

(৭)

নীরবে পাতার মাঝে থাক লুকাইয়া
যথা কুলবধূ অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া;
কিন্তু চেনে যে তোমায়, সহজে শুনিতে
পায়
চিত্ত বিনোদিনী তব বচন অমিয়া;
ইঙ্গিতে আলাপ করে বিরলে বসিয়া।

(৮)

এমন সুন্দর হাসি হাসিতে কে পারে?
সুধাবৃষ্টি হয় যেন হৃদয়-আধারে;
বায়ুভরে মৃদু মন্দ, বহে কত মধুগন্ধ,
যার লোভে অন্ধ নব ভ্রমর সকল,
রূপের গৌরবে তব ভুবন উজ্জ্বল।

(৯)

থাক, আর বলিব না তোমার কাহিনী,
নারিনু কহিতে যাহা ছিল হিয়া মাঝে;
থাক তুমি এইখানে,আপন গৌরব মানে,
আমি যাই নিজস্থানে সংসারের কাজে;
স্বর্গের গৃহিতা তুমি বনাবিলাসিনী।

(১০)

পাই যদি কোন দিন নিরমল আঁখি,
দেখিব গোলাপ তব প্রসন্ন বদন;
তুমি দেব উপভোগ্য,নহি আমি তব যোগ্য
পাতার আড়ালে রাঙ্গা মুখ খানি ঢাকি,
একাকী বিজনে কর সুধা বিতরণ।

——•◆——

অপূর্ব্ব নারীচরিত।

ব্রহ্মময়ী।

(শেষ)

বালিকাদ্বয় কোন্ পথে গৃহে গমন করেন, ব্রাহ্মণ দূর হইতে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বালিকারা যে যে গৃহে গমন করেন, তাহাও দেখিয়া রাখিলেন। দিবাভাগ যে কোনরূপে যাপন করিয়া সন্ধ্যার পর বিদ্যারত্ন ভবনে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও যথাবিধানে অতিথি সৎকার করিলেন। অতিথির পরিচয় গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এজন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না; কিন্তু পরিচয় জানিবার বাসনাটী অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। আগন্তুক তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি স্বয়ং 'বিদ্যারত্নতনয়ার পাণিগ্রহণাভিলাষী, কৌশলে তাহাও ব্যক্ত করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় পাত্রের রূপ, গুণ ও আভিজাত্যের বিষয় অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে কন্যা দান করিতে পারিলে কৃতার্থ হইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পাত্রটী মহাবংশসম্ভূত স্বকৃতভঙ্গের পুত্র পরম কুলীন এবং তাঁহার বয়ঃক্রমও কিছু অধিক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে বহু বিবাহকারী বলিয়া সন্দেহ হইল। এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"বাবাজি, কোন্ বৎসর কাহার কন্যার সহিত তোমার প্রথম বিবাহ হয়? এবং তোমার পত্নীগণের মধ্যে কেহ পুত্রবতী হইয়াছেন কি?" আগন্তুক কহিলেন,—

"এই বৎসর,—আপনার কন্যার সহিত, আমার প্রথম বিবাহ হইবে এবং পুত্রের পিতা হওয়া আমার ভাগ্যে থাকিলে ব্রহ্মময়ী পুত্রবতী হইবেন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় ভাবী জামাতার বাক্য শ্রবণে অধিকতর প্রীত হইলেন বটে; কিন্তু আর একটী নূতন সংশয় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিতে লাগিলেন, যদিও অর্থ ব্যয় করিয়া এরূপ রূপ গুণবান্ পরম কুলীন জামাতা সংগ্রহ করা আমার অসাধ্য; তথাপি এরূপ পাত্রের এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়া অতীব অসম্ভব। যদি কোন দোষ জন্য এরূপ ঘটনা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মময়ী পরম ভাগ্যবতী তাহাতে সন্দেহ নাই। কহিলেন,—

"যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে, তবে ব্রহ্মময়ী অবশ্যই তোমার সহধর্ম্মিণী

হইবেন. কিন্তু অদ্য এখানে দিন স্থির করা নিয়মবিরুদ্ধ, আমি একপক্ষের মধ্যে তোমার ভবনে গমন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিব।" আগন্তুক "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সেকি! এই নিশাকালে কোথা যাইবে? এই স্থানে নিদ্রা যাও, কল্য প্রাতে গমন করিও।" আগন্তুক কহিলেন,—"ইছামতীতে আমার নৌকা আছে।" বিদ্যারত্ন—"তবে চল, তোমার নৌকায়" বলিয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য একটী আলোক লইলেন। আগন্তুকের সঙ্গে ইছামতীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেখিলেন, জন কোলাহলময় আলোকমণ্ডিত একখানি বৃহৎ তরণী ইছামতীতে ভাসমান রহিয়াছে। আগন্তুক বিদ্যারত্ন মহাশয়কে প্রণাম করিয়া সেই তরণীতে আরোহণ করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় তরণীর শোভা সমৃদ্ধি দর্শনে ভাবী জামাতাকে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী বলিয়াও অনুমান করিলেন।

ব্রহ্মময়ী যাঁহার গৃহিণী হইবেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয়, এই স্থলে দেওয়া আবশ্যক। গোবরডাঙ্গা প্রদেশে গৈপুর নামক একখানি পল্লীগ্রাম আছে। তথায় অনেক ভদ্র বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ সম্পত্তিশালীও ছিলেন। যিনি ইছামতীর তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে আপনার বিবাহ সম্বন্ধ আপনি স্থির করিয়া গেলেন, তিনি তথাকার কোন জমিদার পুত্র,—নাম ব্রজরাজ মুখোপাধ্যায়, সুশিক্ষিত এবং ভক্তিমান ব্রহ্মপরায়ণ। পিতা বর্ত্তমানে বাল্যকালে বিবাহ দিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কৌশলে পিতাকে সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর স্বাধীন হইয়া বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। একটী সুপাত্রী পাইলে, দারপরিগ্রহ করিবেন, তাহারও আন্দোলন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কোন ঘটকের মুখে ব্রহ্মময়ীর সংবাদ পাইলেন। ব্রহ্মময়ীকে স্বচক্ষে দর্শন করাই ইছামতী ভ্রমণের উদ্দেশ্য। যাহাহউক, বিদ্যারত্ন মহাশয় যথাসময়ে আপনার সকল সংশয় দূর করিয়া মহানন্দে ব্রজরাজকে ব্রহ্মময়ী দান করা স্থির করিলেন।

বিদ্যালয় হইতে মধ্যাহ্নকালে গৃহে আসিতে আসিতে পথি মধ্যে যে ব্রাহ্মণঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াছিলেন, বাটী আসিয়া ব্রহ্মময়ী কেবল তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি কোথায় গেলেন, আর কখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, এরূপ চিন্তা করিলে কষ্ট হয়।

"ঠাকুর তোরে বিয়ে করিবে।" সঙ্গিনী বালিকার সেদিনকার এই কথাটী যতই মনে করেন, ততই আনন্দ হয়। পাঠশালার পথের যেস্থানে ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন, প্রতিদিন সেই স্থানে গমন করিবামাত্র বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠে। যাইতে আসিতে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মানা হইয়া অন্যমনস্কার ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করেন। যে দিন যাহারা সঙ্গে থাকে, তাহারা ব্রহ্মময়ীকে বলে,"হ্যাঁলো,তোর কি রোজই এইস্থানে কিছু হারায় নাকি?" ব্রহ্মময়ী বয়ঃসন্ধির মধ্যবর্ত্তিনী, একথার উত্তর দিতে জানেন না। বরং বালিকারা পাছে তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারে, সে জন্য ভয় হয়। যাঁহার জন্য ব্রহ্মময়ীর মন এমন হইয়াছে, তাঁহারই সহিত যে, পরিচয় সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, বিবাহের পূর্ব্বে তাহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার ভজনীয় দেবতা স্বরূপ পথিক ব্রাহ্মণাপেক্ষা ভাল বর পিতা আবার কোথায় পাইলেন, তাহাও জানিতে না পারিয়া অধিকতর ব্যাকুল হইলেন। প্রথমে বিবাহের কথায় ব্রহ্মময়ীর কত আনন্দ হইত, এখন বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ব্রহ্মময়ী নিদাঘ পীড়িত প্রসূনের ন্যায় ক্রমেই শুষ্ক হইতে লাগিলেন। আনন্দময়ীর মুখ নিরানন্দ দেখিয়া এবং তাহার কারণ অনুধাবন করিতে না পারিয়া পিতামাতারও ক্লেশ হইতে লাগিল; তবে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল বর ঘর পাইয়া ব্রহ্মময়ী পরিণামে পরম সুখিনী হইবেন। জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মময়ী ভাল মন্দ কিছুই বলেন না। সুতরাং ব্রহ্মময়ীর বিবাহে যেরূপ আনন্দ হইবার প্রত্যাশা ছিল, সেরূপ হইল না; যেরূপেই হউক, বিবাহ সম্পন্ন হইল। পথিকের প্রথম দর্শন হইতেই ব্রহ্মময়ী তাঁহাকে নিরন্তর ধ্যান করিতেন। সে ধ্যান চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের গতিবৎ,—ইচ্ছাকৃত নহে। বিশেষতঃ বিবাহের দিন একবারও সে ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই; এমন কি শুভদৃষ্টি কালেও চক্ষুরুন্মীলন করেন নাই। বাসর গৃহে নিদ্রাচ্ছলে নিশা যাপন করিয়াছিলেন। পর দিন পূর্ব্বাহ্নে বরকন্যা বিদায় কালে যখন পরিণেতার সহিত 'ছোবা খেলা" করেন, তখন, দৈবাৎ তাঁহার বদনে দৃষ্টি সহযোগ হওয়ায় দেখিলেন যে, ধ্যানের ধন সেই পথিক ব্রাহ্মণ ঠাকুরই তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। ব্রহ্মময়ীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

অদ্য এই স্থলেই ব্রহ্মময়ীর কন্যা-জীবন শেষ করা গেল। তিনি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রজরাজের বনিতা হইয়া কিরূপ সুখে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, পর সংখ্যায় প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

ভাই বোন।

(২৭৭ সংখ্যা, ৩১৫ পৃষ্ঠার পর)

দাদামহাশয়ের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে সরোজ ভাবিতেছে ভগ্নীটি কেমন বুদ্ধিমতী ! আমি বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলাম, কি করিব কিছুই ঠিক্ করিতে পারি নাই, কেমন আসিয়াই বলিল,"চল দাদা মশা-ইয়ের কাছে যাই।" এই সকল গুণের জন্যেইত আমি সরোজিনীর কোন দোষ দেখিতে পাই না। কএকদিনের মধ্যে সেই বৃদ্ধা তাহার শিশু নাতি ও নাতি-নীকে লইয়া সরোজদের বাড়ীতে আসি-য়াছে এবং তথায় বাস করিতেছে।

একদিন সরোজিনী বৃদ্ধার ঘরে গিয়া দেখিল বৃদ্ধা একাকিনী বসিয়া কাঁদি-তেছে—তাহাকে কত মিষ্ট কথায় শান্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃদ্ধার মন তাহাতে প্রবোধ মানিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলঃ—মা, আমার চাক্‌রে ছেলের মেয়াদ হ'ল, জন্মের মত কালাপানি পারে গেল, আর চক্ষে দেখ্‌তে পাব না—ভাব্‌লে প্রাণ যে হুহু করে জলে উঠে। আহা! আমার ঘর আলো করা বউ মনের দুঃখে জলে ডুবে মরে গেল।

সরোজিনী শুষ্কতালু ও শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সজলনয়নে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, বউ কেন জলে ডুবে মরিল? বৃদ্ধা বলিল অমন বউত হবে না! ছেলেটা আমার দুরন্ত ছিল, কথা শুন্‌ত না যা খুসি তাই কর্‌ত, কিন্তু বউমা আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী ছিল। সংসারের কাজ একটি আমাকে দেখ্‌তে হতো না। আমি বুড়ো হয়েছি বলে আমার উপর কত যত্ন কত মমতা! আমাকে নুনটুকু নিয়ে খেতে বস্‌তে দিত না, নিজে সমস্ত কাজ করিত। বউ আমার সংসারের সমস্ত কাজ করিত, কিন্তু আমি কখন তাকে মুখ ভার করিতে দেখি নি, হাসি মুখে সংসারের সব কাজগুলি করিত। কেউ এলে তাকে কোথায় রাখিবে—কি করিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। সে মনে কর্‌তে পারিত না বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ীতে এসেছে। আমাকে মায়ের মত ভাল বাসিত ও যত্ন করিত, ছেলে মেয়ে দুটিকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, তাদের একটু কষ্টও তার সহ্য হইত না। সরোজিনী বৃদ্ধার কান্না ও কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে গলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে একটি চিন্তা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিয়াছে সেটি এই যে—আহা আমি যদি এমনি মেয়ে হতে পারি তবে বেশ হয়—এমন মেয়ে হব যে যে কাছে আস্‌বে, যে কাছে থাক্‌বে, সে আরাম পাবে, ভাল না বেসে—আমাকে পছন্দ না করে থাক্‌তে পার্‌বে না। আমি সকলের প্রাণে আরাম ও সুখ দিব,

আহা, আমার ভাগ্যে কি এমন সুখ হবে না?

সরোজিনী এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্তমনস্ক হয়ে আপনার কথা ভুলিয়াছে,আবার সেই বউএর জলে ডুবিবার কথা মনে পড়িল অমনি বলিল—বউ কোন্ জলে ডুবিল? তখন বৃদ্ধা বলিল—মা, বউমা আমার ছেলেকে বড় ভালবাসিত—এত ভালবাসিত যে তাকে জন্মের মত দেখিতে পাইবে না শুনিয়া আর থাকিতে পারিল না—জলে ডুবিয়া মরিল—তাইত আমি এই ছেলে মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়িছি। মা লক্ষী তোমাদের বাড়ীতে জায়গা দিয়েছ বলে দাঁড়াবার স্থান পেয়েছি। তোমার দাদা সরোজ বেশ ছেলে, আমার ছেলের মেয়াদ হওয়ার কথা শুনে খুঁজে খুঁজে আমাদের বাড়ীতে গিয়াছে, আমাদের সমস্ত অবস্থা শুনিয়া দুটি চক্ষের জলে ভাসিয়াছিল। আহা! কত মিষ্টকথায় আমাকে শান্ত করিয়া আমার জন্ত কিছু বন্দবস্ত করিবার আশা দিয়া আসিল। সরোজিনী বলিল ঐ ছেলে মেয়ে দুটিকে আমি মানুষ করিব—আমি লেখা পড়া শিখাইব—আমি ওদের মা হব—আর তোমার মেয়ে হয়ে তোমার সেবা করিব কেমন? বৃদ্ধা আনন্দে আটখানা হয়ে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে সরোজিনীর মাথায় হাত দিয়া বলিল, মা তুমি বেঁচে থাক—তোমার যেমন সরল মন তেমনি তুমি রাজরাণী হও। সরোজিনী বলিল;—না আমি রাজরাণী হব না—আমি তোমার বউএর মত মেয়ে হব। ঐরকম হতে পারলে আমার মনে বড় সুখ হয়। তখন বৃদ্ধা বলিল আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি তুমি আমার বউএর মত মেয়ে হও।

ক্রমে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন সরোজিনীকে পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া—ভালবাসা ও প্রেমের আধার সহোদরকে ছাড়িয়া নূতন স্থানে নূতন পরিবারে বধূবেশে থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা যে ভাইকে চক্ষে চক্ষে রাখিত, তাহাকে ঘরে দেখিতে পাইবে না—কত দিন দেখিতে পাইবে না তাহার স্থিরতা নাই,এই ভাবিয়া সরোজিনীর প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল।—ক্রমে শশুরালয়ে যাইবার দিন নিকটতর হইয়া আসিল—প্রেম-প্রতিমা সরোজিনী একা একা বসিয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় সরোজ তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে তথায় আসিল—আসিয়া দেখে ননির পুতুল বালিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছে—দেখিয়া সরোজের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সরোজ বলিল তোমার এমন দশা কে করিল? চুল এলো করে—পা ছড়াইয়া একা বসিয়া এমন করে কাঁদিতেছ কেন?—তোমাকে দেখে আমার বড় যন্ত্রণা হচ্চে—সরোজিনী, লক্ষী দিদি, কাঁদিও না। আমাকে বল কি হয়েছে। দাদা আবার কবে তোমাকে দেখিব? তোমাকে না দেখিয়া আমি

কেমন করে থাক্‌বো, আমি কোথাও যাব না—আমার কিছু ভাল লাগে না। সরোজ বলিল—আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাব—সেখানে কএকদিন থাকিব, তার পর মাঝে মাঝে ছুটি পেলে তোমাকে দেখিতে যাব — আমি তোমাকে ভুলিব না, তুমিও আমাকে ভুলিও না।

এমন সময়ে সরোজিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দাদা ঐ ছুটী ছেলে মেয়ের কি হবে? আমি ঐ ছুটিকে ছাড়িয়া যাইব না—আমি উহাদিগকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিব। আহা অনাথা বালক বালিকা—একমাত্র সম্বল বুড়ো ঠাকুর মা ছিল, তাও মরিয়া গেল—আহা! বেচারাদের আর কেউ নাই, ও ছুটির কথা ভাবিলে প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়।

সরোজ বলিল—সরোজিনী তুমি কি করিতে চাও? সরোজিনী বলিল আমার ইচ্ছা হয় ছেলে মেয়ে ছুটিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আনিয়া এত দিন ধরিয়া মানুষ করিয়া এখন উহাদিগকে কোথায় রাখিয়া যাইব? আর উহাদিগকে কোথাও রাখিয়া আমার মন প্রাণ প্রবোধ মানিবে না। সরোজ দেখিলেন বড় বিপদ। সরোজিনীর শশুরালয়ের অবস্থা মন্দ না হইলেও খুব সচ্ছল নহে। ছুইটি পরের ছেলে মেয়ের ভার গ্রহণ করিতে যেরূপ সাংসারিক অবস্থার প্রয়োজন, সে পরিবারে তাহা ছিল না—সুতরাং সরোজ দেখিলেন যে সরোজিনীর আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তখন ভাই ভগ্নীকে বলিল দেখ তুমি সেখানে উহাদিগকে কি করিয়া লইয়া যাইবে? তোমার সহিত এখন সে বাড়ীর কাহারও আলাপ পরিচয় হয় নাই। তুমি সেখানে নূতন লোক—এমন অবস্থায় তোমার সঙ্গে আর ছুটিকে কি করিয়া লইয়া যাইবে, তা হবে না। উহারা আমার নিকট থাকুক, আপাততঃ তুমিই কেবল সেখানে যাইবে। আর আমি তোমাকে রাখিয়া আসিব।

সরোজিনী শশুরালয়ে আসিয়াছে। সরোজ সরোজিনীকে একেবারে অধীর হইতে দেখিয়া ছেলে মেয়ে ছুটিকেও সঙ্গে লইয়া সরোজিনীকে রাখিতে আসিয়াছেন। কএক দিন হইল ভগ্নীর শশুরবাড়ীতে সরোজ ভগ্নীর নিকট বাস করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার বাড়ী যাইবার দিন উপস্থিত হইল। সে এক ভয়ানক দিন। যে দিন সরোজ বাড়ী যাইবেন, তাহার পূর্ব্ব দিন হইতে সরোজিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। চক্ষে জলধারা নিরন্তর প্রবাহিত, এ শোকোচ্ছ্বাস কার জন্য—শশুরালয়ের কেহই পূর্ব্বে তাহা বুঝে নাই, আজ সকলেই বউএর শোকের কারণ জানিবার জন্য উৎসুক। অনেক অনুসন্ধানের পর সরোজের নিকট হইতে তাঁহারা জানিতে পারি-

লেন যে ঐ অনাথ বালক বালিকা দুটির জন্যই সরোজিনীর এত ক্লেশ। তখন তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কিছু দিনের জন্য বালক বালিকাদ্বয়কে তাঁহাদের গৃহে রাখিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা যখন সম্মত হইলেন, তখন সরোজ চুপে চুপে ভগ্নীকে বলিলেন— ইহাদের খরচপত্রের জন্য আমি দাদা মশাইয়ের নিকট হইতে মাসে ১০ টাকা করিয়া পাঠাইব। এইরূপে সরোজিনীর অকৃত্রিম প্রেমের পুরস্কার স্বরূপ হইয়া বালক বালিকা তাঁহার নিকট থাকিয়া মানুষ হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

গোরা বিদ্রোহ।

(২৭৭ সংখ্যা, ৩০৯ পৃষ্ঠার পর)

১৭৯৫-৯৬ অব্দে লর্ড কর্ণোয়ালিশ সাহেবের শাসনের শেষ ভাগে এবং সার্ জন্ সোর সাহেবের শাসনের প্রাথমিক কালে আবার গোরা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। গোরাসেনা ও সেনাধ্যক্ষ এবং সিবিলিয়ান শ্বেতকায়েরা নানা প্রকার আইনবিরুদ্ধ ও অসৎ উপায়ে এদেশে তৎকালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিত। গবর্ণর জেনেরল এক আজ্ঞাপত্র জারী করিয়া সেই অন্যায় অর্থোপার্জ্জনের উপায় একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। সিবিলিয়ানদিগের এজন্য বেতন বৃদ্ধি হইল, কিন্তু সৈনিকবিভাগের লোকের সংখ্যা বহুল ছিল বলিয়া তাহাদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব আদৌ উত্থাপিত হইল না, অথচ তাহাদের আয় কমিয়া গেল। এই সময়ে বৃটিষ পল্টন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, এক শ্রেণীর নাম "রাজার খাস সেনা", অন্য শ্রেণীর নাম "সাধারণ সেনা"। খাস সেনাদের আয়, অবস্থা, সুবিধা প্রভৃতি নবাবের মত ছিল, কিন্তু সাধারণ সেনাদের প্রতি কেহ চাহিয়া দেখিত না, সুতরাং তাহাদের ক্রোধ ও দ্বেষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বিলাতের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ডুণ্ডাস্ সাহেব এই উভয় সেনা একত্রিত করিয়া উভয়ের উন্নতির জন্য এক আইন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাহা প্রস্তুত হইতে এত বিলম্ব হইল যে, সেনাদের ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া চলা ভার হইয়া উঠিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গোরা সেনারা বিদ্রোহে লিপ্ত হইল এবং এই বিদ্রোহের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সার্ জন্ সোর এই ভয়ানক বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে খৃষ্টের বড় দিনের উৎসব ছাড়িয়া সমর কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে বিদ্রোহী সেনাদিগের দূতেরা আসিয়া লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দূতেরা বলিলেন, যদি গবর্ণ-

মেণ্ট খাস সেনার সংখ্যা কমাইয়া দেন, সেনাদের ভাতা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেন, বয়োনুসারে পদোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া চৈন এবং সাধারণ সেনার সংখ্যা ন্যূন না করেন, তাহা হইলে বিদ্রোহী সেনা শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে পারে; যদি ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত না হন, তাহা হইলে প্রধান সেনাপতি ও বড় লাট সাহেবকে তাহারা আক্রমণ করিবে এবং ভারতরাজ্য অধিকার করিয়া লইবে। (ক্রমশঃ)

হিন্দু সদাচার।

(২৭৬ সংখ্যা, ২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার।

হিন্দুগণ মাতা, খুড়ী, জেঠাই, পিসী, মাসী, মাতুলানী, গুরুপত্নী, রাজপত্নী, জেষ্ঠা ভগিনী ইত্যাদিকে পরম পূজনীয় বলিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাদিগের সেবার বিধি দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, স্ত্রীলোকমাত্রেরই প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রদর্শনের উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুসমাজে এই শ্লোকটী প্রবাদ বাক্যরূপে প্রচলিত:—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ,
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃপশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

পরস্ত্রীকে জননী, পরদ্রব্য মাটীর ডেলা এবং সকল জীবকে আপনার ন্যায় যিনি দেখেন তিনিই পণ্ডিত।

পরদ্রব্যে পরদ্বারে চ ন কার্য্যা বুদ্ধিরুত্তমৈঃ।
পরদ্রব্যং নরকায়ৈব পরদারাশ্চ মৃত্যবে।

সৎলোক পরের ধন ও পরের স্ত্রীর প্রতি বুদ্ধি করিবেক না। পরের ধন নরকের এবং পরের স্ত্রী মৃত্যুর কারণ। সম্বন্ধ বিহীন পরপত্নীর প্রতিও সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য শাস্ত্রে বিধি আছে:—

পরপত্নীচ যা নারী স্যাদাসম্বন্ধ চ যোনিতঃ।
তাং ব্রুয়াদ্‌ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ।

যে রমণী পরপত্নী এবং যাহার সহিত রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাকে 'ভবতি,' 'সুভগে,' 'ভগিনি' এইরূপ সম্বোধন করিবে।

নেক্ষেৎ পরস্ত্রিয়ং নগ্নাং ন সম্ভাষেচ্চ তস্করান্।
উদক্যাং দর্শনং স্পর্শং সম্ভাষঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।

বিবস্ত্র অবস্থায় পরস্ত্রীকে দর্শন করিবেক না, চোরের সহিত কথা কহিবেক না এবং ঋতুমতী স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন, ও সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিবে।

ন ভার্য্যাং বীক্ষেত নগ্নাং পুরুষেণ কদাচন।
নচ স্নায়িত বৈ নগ্ন ন শয়িত কদাচন।

কেবল পরস্ত্রী নয়, পুরুষ আপনার স্ত্রীকেও নগ্নাবস্থায় দেখিবেক না। স্নান বা শয়নকালেও বিবস্ত্রাবস্থায় দেখিবেক না। চিত্তের শুদ্ধতা-রক্ষা বিষয়ে হিন্দুদিগের কতদূর দৃষ্টি, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে যত উন্নতমনা হউন না কেন, অসঙ্কোচে তাহাদিগের মিশামিশি কল্যাণজনক নহে, এই জন্য তাহা হিন্দু সদাচার বিরুদ্ধ বলিয়া দূষণীয়। স্ত্রীলোক গুরুপত্নী হইলেও শিষ্য তাহার শরীর স্পর্শ বিষয়ে সাবধান থাকিবেক।

আভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনং।

গুরুপত্নীর গাত্রে তৈল হরিদ্রা প্রভৃতি লেপন, গাত্রোৎসাদন এবং তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দেওয়া শিষ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ।

গুরুপত্নীতু যুবতীর্নাভি বাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা।

পূর্ণবিংশতিবর্ষবয়স্ক পুরুষ দোষ গুণজ্ঞ হইয়া যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শপূর্ব্বক তাহার বন্দনা করিবেক না। নির্জ্জনে স্ত্রীপুরুষে একত্র ভ্রমণ এবং একাসনে উপবেশন সদাচার বিরুদ্ধঃ—

নৈকাসনে তথা স্বেয়ং সুন্দর্য্যা পরজায়য়া
ভবেৎসদ্যাস্ম মাতৃশ্চ তথৈব দুহিতুরপি।

সুন্দরী পরস্ত্রীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইবেক না। মাতা এবং কন্যার সহিতও এরূপ একাসনে আসীন হওয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

একাসনে মাতা ভগিনী ও কন্যার সহিতও বসিবেক না। ইন্দ্রিয় সকল অতি বলবান, বিদ্বানদিগকেও বিপথগামী করে। মাতার সহিতও একাসনে আসীন হইতে নাই, এরূপ বিধি অনেকে অনর্থক কঠোর শাসন বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ উক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। এমত স্ত্রীলোক আছেন যিনি একজন যুবকের সহিত সন্তান সম্পর্ক পাতাইয়া "ও আমার পেটের সন্তান" বলিয়া থাকেন এবং মাতা ও সন্তানে আবার সঙ্কোচ কি বলিয়া অতিরিক্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক নির্ব্বোধ পুরুষও মাতা ভগিনী কন্যা ইত্যাদি সম্পর্ক পাতাইয়া অন্য স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে যান। ইহার পরিণাম ফল অনেক সময় বিষময় হয়, কিন্তু গর্ভধারিণী মাতার সহিতও যুবক সন্তানের একাসনে বসিতে নাই এবং অশিষ্টাচার করিতে নাই। এরূপ বিধি দ্বারা সকলকেই সতর্কতা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজ শাসনের দৃঢ়তা রক্ষা করা হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। জর্ম্মণির বৃদ্ধ সম্রাট উইলিয়মের মৃত্যু হইয়াছে, এবং আমাদিগের রাজ-জামাতা ওঁর ফ্রেডারিক নাম ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় নূতন সম্রাট নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবী হউন।

২। আগামী ১৮ই মার্চ্চ ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ হলে পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদিগের জন্য অনাথাশ্রম স্থাপনার্থ এক মহা সভা হইবে। এরূপ অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক ও দেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর।

৩। ব্রিটিষ সৈন্য রণসজ্জা করিয়া সিকিমরাজের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, লেংটু নামক স্থানে সৈন্যগণের আড্ডা হইবে। ব্রহ্ম যুদ্ধের অনল নিবিতে না নিবিতে লর্ড ডফারিণ আবার এক অনল জ্বালিলেন। ভারত প্রজাদের ধন প্রাণ আর কত আহুতি যাইবে?

৪। ১৮৮৬-৮৭ সালে অপার ব্রহ্ম দেশের আয় ৩৩,৩৩,৬৫৫ এবং ব্যয় ১,১৭,১৩, ৬৩৯ হইয়াছে, বর্ত্তমান বর্ষে আয় প্রায় ৫৫ লক্ষ এবং ব্যয় দেড়কোটী টাকা হইবে অনুমিত হইয়াছে। আয়ের অপেক্ষা ব্যয় ৩। ৪ গুণ অধিক, ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া ভারতের কম লাভ হয় নাই!!

৫। মান্দ্রাজে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চতম শিক্ষার কোন উপায় ছিল না, তত্রত্য খ্রীষ্টীয় কলেজে স্ত্রীলোদিগের বি এ, এম এ পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বামারচনা।

সহমরণ।

১

আয় রে কৃতান্ত, প্রাণের দোষর!
তোরে পরশিবে বিধবা বালা,
অনলে পশিয়া এড়াবে হাসিয়া
অসহ বেদন বৈধব্য জ্বালা!

২

ধক ধক ধক জ্বল হুতাশন,
স্বন স্বন স্বন বহ সমীরণ,
তক তক করি আইস তটিনি,
সতী-দেহ দেহে মিলাও অবনি,
ভারতের কথা জগতে যা'ক
অনলে পড়িয়া জুড়া'ক যাতনা
জগত সংসার এ পারে থা'ক।

৩

নিভিছে তপন ঢাকিছে চন্দ্রমা,
খসিয়া পড়িছে তারকা সবে,
শূন্য, শূন্যময় এ মহা আঁধারে
কি নিয়ে অভাগী জগতে রবে!

২

প্রভাত পরশে হাসে দিক্‌বালা,
ফোটে ফুল, মৃদু পবন ভরে;
গায় বিহঙ্গম জাগে জীবগণ
সুধুই একটী প্রভাত তরে।

৫

ভারত-বালার কিবা আছে আর?
প্রাণের সহায় কেবলি পতি,
হৃদয়ের বল দাঁড়া'বার স্থল
জীবনের পথে একই গতি।

৬

দেখেনি রমণী রবির কিরণ,
দেখেনি চাঁদিমা তারকা রাশি,
হৃদয়ের আলো পতি-অনুরাগ
অমৃত তাঁহারি আদর হাসি !

৭

সেই দেবতার মূরতি মোহন
পরতে পরতে হৃদয়ে আঁকা,
তাঁহারি প্রণয় জীবনী শকতি
রমণী-জীবন তাতেই রাখা !

৮

প্রাণের-দেবতা সেই পতিধন
বিদায় মাগিয়া চলিলা যবে,
কাঙ্গালিনী তার এ শূন্য শ্মশানে
আধখানি প্রাণে কি ক'রে রবে !

৯

জীবন রতনে হারায়ে জীবন
ছার দেহ মাঝে কেমনে রয় ?—
থাক্‌রে জগতে জগতের লোক
বিধবার তরে জগত নয় !

১০

কিসের সংসার কিসের বা ঘর
কি বাঁধনে আর বাঁধা সে হবে,
হারায়ে ফেলিয়ে সরবস্ব ধন
কি নিয়ে অভাগী জগতে রবে ?

১১

আয়রে কৃতান্ত করুণা করিয়া
ভিখারিণী তোর, বিধবা বালা,
বারেক পরশি জুড়াও তাহার
মরম-আগুণ বৈধব্য জ্বালা !

১২

বৈধব্য যাতনা অসহ যাতনা
এ যাতনা সম আর কি আছে ?
অনন্ত অশনি অনন্ত মরণ
সব হারি মানে ইহারি কাছে !

১৩

সধবার বেশ পরিয়া ললনা
পতি শব বুকে যতনে ধরে,
দেখরে মানুষ দেখরে দেবতা
এ মরণে সতী কি সুখে মরে !

১৪

ধূ ধূ ধূ ধূ অই গরজে অনল
হু হু হু হু ছোটে তরঙ্গ সকল,
স্বন স্বন করি বহিল সমীর,
ফুরাল ফুরাল সে দুটী শরীর।
পতি দেহে সতী হইল লয়;
আবার জগতে হাসিবে তপন
খেলিবে তটিনী নাচিবে পবন
বারমাস, তিথি, সঘনে চলিবে,
অতীত কাহিনী এ ওরে বলিবে,
করিবে পুরুষ "দ্বিতীয় সংসার"
সহমৃতা সতী ফিরিবে না আর,

১৫

তাহার জীবন অনন্ত ময় !
তুমিরে কৃতান্ত অনন্ত করুণ
কোলে ঠাঁই দিলে বিধবা বালা,
তোমার প্রসাদে হাসিয়া এড়া'ল
অসহ বেদন বৈধব্য জ্বালা।

প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৯ সংখ্যা — চৈত্র ১২৯৪—এপ্রেল ১৮৮৮। — ৪র্থ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) ভিক্টোরিয়া কলেজের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত ১৮ই মার্চ্চ ছোটলাট-পত্নী লেডী বেলী এবং ২২এ মার্চ্চ ছোট লাট পত্নী ও লেডী ডফারিণ সমভিব্যাহারে লর্ড ডফারিণ উক্ত কলেজ পরিদর্শন করেন। (২) কুমারী মাক্‌ডোনাল্ড লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হন এবং লাটিন প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় ব্যুৎপন্না, এজন্য তিনি এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণা না হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের অধিকার দিয়াছেন। এটী সদ্বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। (৩) কুমারী কর্ণেলিয়া সোরাবজী নাম্নী এক পারসী খৃষ্টান যুবতী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইনি নাকি আমেদাবাদ কলেজের অধ্যাপিকা হইয়াছেন। ইঁহার মাতাও একজন অসাধারণ গুণবতী রমণী।

লর্ড ও লেডী ডফারিণ—গত ২৯এ মার্চ্চ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সিমলা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, সেখান হইতে বোম্বাই দিয়া আগামী নবেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন, আর এ দিকে ফিরিবেন না। লর্ড ডফারিণ যেরূপে রাজ্যশাসন করিয়া-

ছেন, তাহাতে ভারতবাসীদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা লাভের উপযুক্ত অতি অল্প কার্য্যই করিয়াছেন, প্রত্যুত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইন্‌কম টাক্‌স ও লবণ টাক্‌স আয়বান ও গরিব উভয় শ্রেণীর প্রজাদিগের পক্ষে পীড়াকর হইয়াছে এবং ব্রহ্ম যুদ্ধ, রুসীয় যুদ্ধ ও সিকিম যুদ্ধের জন্য অপরিমিত ব্যয়ও সাধারণের অসন্তোষকর হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বিদায়কালীন অভিনন্দনে অল্পব্যক্তিই যোগ দিয়াছেন। লেডী ডফারিণ এদেশের সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার সৌজন্য, সহৃদয়তা ও সদাশয়তা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ ও আ[illegible] [illegible] যবে, ভারতে যে ক[illegible] [illegible]হানায়। এদে[illegible]পনী তার এ [illegible] [illegible]বৎসর আসিয়াছেন, আধখানি [illegible] [illegible]শায় রমণীদিগের সহিত নানা উপায়ে মিশিয়াছেন, তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের চিকিৎসা সৌকর্য্যার্থ একটী স্থায়ী ফণ্ড সংস্থাপন করিয়া ভারতে তাঁহার চিরকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই অসাধারণ গুণসম্পন্না রমণী রত্নের প্রতি সর্ব্বসাধারণে বিশেষ সমাদর ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন প্রদর্শন করেন, ইহা আমরা দেখিতে চাই।

বঙ্গবীরাঙ্গণা—গত ২৫ এ ফাল্গুন চাণকের নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর গ্রামের জমীদার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে রাত্রিযোগে ডাকাইতি হয়। ৪০ ৫০জন ডাকাইত বাটী মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বারবানকে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। বিবাহ উপলক্ষে বাটীর পুরুষেরা স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, কয়েকটী মাত্র স্ত্রীলোক বাটীতে ছিলেন। অন্নদাদেবী নাম্নী ৪০ বর্ষবয়স্কা এক রমণী খড়্গ ধারণ করিয়া দস্যুদিগের সম্মুখীন হন এবং অপর স্ত্রীলোকদিগকে ছাদ হইতে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে বলেন। ডাকাইতেরা তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিতে কালিকাদেবীর আবির্ভাব মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করে। স্ত্রীলোকের সাহস এদেশেও অনেক সময় দেশ রক্ষা ও গৃহরক্ষা করিয়াছে, তাহার একটী সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত এই।

বাঙ্গালীর উচ্চপদ—সার্জ্জনমেজর ডাক্তার কালীপদ গুপ্ত, বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য কমিশনর এবং বাবু রজনীনাথ রায় বাঙ্গালার একাউণ্টাণ্ট জেনারেল হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে এরূপ পদ কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ছোট লাটকে ধন্যবাদ।

স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের দণ্ড—(১) ব্রহ্ম দেশের দুইটী স্ত্রীলোক অস্ত্র গোপন করিয়া রাখাতে পুলিস ইনস্পেক্টর মরে তাহাদের বেত্রাঘাত দণ্ড দেন এই জন্য ব্রহ্মের প্রধান কমিশনর মরেকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া পদত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। (২) এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক তাহার দশমবর্ষীয়া স্ত্রীর গায়ে লোহা

পোড়াইয়া দাগ দেওয়ায় ৬ মাস কারা দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

দান—চকদীঘীর মৃত জমীদার সারদাপ্রসাদ রায় নিজে যেমন বদান্য ছিলেন, তাঁহার পত্নী রাজেশ্বরী দেবীও সেইরূপ। তিনি মৃত্যুকালে হরিপাল হইতে দ্বারহাটা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য ৩০ হাজার এবং দ্বারহাটায় একটী মধ্যশ্রেণী স্কুল চালাইবার জন্য বার্ষিক ৬০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। (২) মান্দ্রাজের রামস্বামী মুদেলিয়ার পুত্রের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মান্দ্রাজ ও দারর্জ্জিলিং রেলওয়ের মধ্যে পান্থনিবাস হইবে। (৩) ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেবেল সোসাইটী সভা দাতব্যকার্য্যে গত বৎসর প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আনন্দ হাউসে ৫১১ ও কুষ্ঠাশ্রমে ২১৭ জন সাহায্য পাইয়াছে।

সিকিম যুদ্ধ—ইংরাজ সেনাপতি গ্রেহাম ২০০০ সৈন্য লইয়া সঙ্কটপূর্ণ পাহাড় ভাঙ্গিয়া লিংটুর নিকট উপনীত হইয়াছেন। এই স্থানটী ১২ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। এখানে তিব্বতীয় ও সিকিম সৈন্য কেল্লা বাধিয়া আছে। ইতিমধ্যেই লিংটু জয়ের সংবাদ আসিয়াছে।

দুর্ঘটনা—চীনের পীতনদীর জলপ্লাবনে প্রায় ২০ লক্ষ লোক মরিয়াছে।

রৌপ্য বিবাহ ও স্বর্ণ বিবাহ—ইউরোপীয় প্রথানুসারে বিবাহের ২৫ বৎসর পরে স্বামীস্ত্রীর রৌপ্য বিবাহের এবং ৫০ বৎসর পরে স্বর্ণ বিবাহের উৎসব হয়। আমাদের যুবরাজের রৌপ্য বিবাহ সমারোহে হইয়া গিয়াছে। গ্লাডষ্টোন ও তাঁহার পত্নী আর এক বৎসর জীবিত থাকিলে ইঁহাদের স্বর্ণ বিবাহ হইবে। ১৮৩৯ সালে ইঁহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, বিবি গ্লাডষ্টোনের বয়স ১৭ বৎসর। তিনি স্বামীর অপেক্ষা ২ বৎসরের ছোট।

দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্মিলন—গত ১৯এ মার্চ্চ বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের এক সান্ধ্য সমিতি হয়, তাহাতে ছোট লাট সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলাও সম্মিলিত হইয়া সদালাপাদি করেন। জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়; আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, প্রত্যেক সভ্যের গৃহে মধ্যে মধ্যে এইরূপ সম্মিলন হইবে। (২) গত ২৯এ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটের নবাব মহিষী বেগম আপনার বাটিতে মান্দ্রাজের গবর্ণর কেনমারা ও তাঁহার পত্নীকে ভোজ দেন, তাহাতে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ এবং সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলার প্রায় ৩০০ ব্যক্তি উপস্থিত হন। (৩) উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে লর্ড ও লেডী ডফারিণের

সম্মানার্থ গত ২৪এ মার্চ্চ এক সমিতি হয়, তাহাতে ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেকে আহূত হন।

স্ত্রীলোকের সৎকীর্ত্তি— হাবড়া সেতুর উত্তর ধারে ছটুলালের ঘাটে কয়েকটী ইংরাজ রমণী একখণ্ড প্রস্তরে ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে এই কয়েক পংক্তি খোদিত করিয়া আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন :—

ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ২৫শে মে তারিখের ঝটিকাবর্ত্তে সার জন লরেন্স বাষ্পীয় জাহাজের সহিত যে সকল তীর্থযাত্রী (অধিকাংশ স্ত্রীলোক) জলমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থে কয়েকটি ইংরাজ রমণী কর্ত্তৃক এই প্রস্তরফলকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

This stone is dedicated by a few English women to the memory of those pilgrims, mostly women, who perished with the Sir John Lawrence in the cyclone of 25th May 1887.

বঙ্গ মহিলা সমাজ—বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু এবং শ্রীমতী সরলা রায় বঙ্গমহিলা সমাজের সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। নূতন ভাবে উৎসাহের সহিত এই সভার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী শ্রীযুক্ত স্বর্ণপ্রভা বসু সরলা রায়, অবলা বসু ও কুমারী কামিনী সেন বি এ নিম্নলিখিত বিষয় গুলিতে বক্তৃতা করিবেন:—

(১) বাল্যবাস্থ্য, (২) মাতার কর্ত্তব্য, (৩) ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ, (৪) মানবাত্মার ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, (৫) সমাজ এবং সামাজিক জীবন কাহাকে বলে, (৬) উপাসনা, (৭) স্ত্রীর কর্ত্তব্য, (৮) কর্ত্তব্য এবং বিবেক, (৯) সামাজিক সুরীতি এবং সদাচারের আবশ্যকতা, (১০) চরিত্র গঠন, (১১) গৃহিণীর কর্ত্তব্য, (১২) পাপ কি? (১৩) আলাপ পত্রাদি লেখা, দেখা সাক্ষাৎ, সাং সমিতি এবং রমণীর পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্বন্ধে রীতি নীতি কিরূপ হওয়া উচিত? (১৪) মুক্তি কি? (১৫) বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর বয়স্থা কুমারীগণের কর্ত্তব্য, (১৬) পরকাল, (১৭) প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন কি? (১৮) ব্রাহ্মিকার কর্ত্তব্য কি?

এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে সায়ংসমিতি হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমাজের উন্নতি প্রার্থনা করি।

লেডী ডফারিণের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠিকাগণের প্রীতিকর হইবে বলিয়া সুলভসমাচার হইতে উদ্ধৃত হইল :—

বড়লাটপত্নী লেডী ডফারিণ শ্রীমতী মহারাণী কুচবিহারের আলিপুরস্থ 'উডলাণ্ডস' নামক ভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন কন্যাগণসহ তথায় উপস্থিত হন। নিরামিষ, মাছ এবং মাংসের এক শত তেইশ খানি ব্যঞ্জন নাকি প্রস্তুত হইয়াছিল। যেমন করিয়া এদেশের লোকেরা ভোজন করেন, লেডি ডফারিণ সেই ভাবে ভোজন করেন অর্থাৎ মাটিতে কলাপাতে সমস্ত ভোজ্য বস্তু সাজাইয়া দেওয়া হয়। কুচবিহারের মহারাণী তাঁহাকে নূতন বারাণসী সাড়ী পরাইয়া এবং হাতে বাজু দিয়া সাজাইয়া দেন এবং সেই সজ্জা ধারণ করিয়া তিনি আহার করিতে বসেন। বড়লাট পত্নী যে এই ভাবে এ দেশের লোকের সঙ্গে যোগ দিতেছেন, ইহাতে তাঁহার আন্তরিক সৌজন্য ও বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিতেছেন।

বামাজাতির সংস্কার।

(প্রথম প্রস্তাব)

জগতের কোনও দেশ বা কোনও সমাজ নিরন্তর একই ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের অধিবাসীদিগেরও শরীর এবং মনের উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। যেখানে উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন ঘটে, সেখানকার লোকেরা সুখী, সভ্য ও ধার্ম্মিক হয়, আর যেখানে অধোগতির দিকে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, সেখানকার হতভাগ্য লোকেরা সুখ ও শান্তির পবিত্র এবং প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অসভ্যতা, কুশিক্ষা এবং অধর্ম্মের পৈশাচিক বিকৃতি বশতঃ কলুষিতচিত্তে নরকের গভীর কূপে নিমগ্ন হইতে থাকে, সুতরাং শান্তি, সুশিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানজনিত বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে তাহারা সমর্থ হয় না। সময়, সংসর্গ, শিক্ষা প্রভৃতির গুণে সমাজের ও দেশের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। মনুষ্য সহস্রবার চেষ্টা করিলেও এই অনিবার্য্য প্রাকৃতিক স্রোতের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না, শত সহস্র ঐরাবত মাতঙ্গ কিম্বা আরব্য উপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক শক্তিবিশিষ্ট সংখ্যাতীত তুরঙ্গরাজিও ইহার দ্রুত গতির বেগ ধারণে সক্ষম হয় না। সময়ের নাম পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তনের নাম উন্নতি বা অবনতি, সুতরাং ত্রিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এক দেশ এবং ঐ দেশস্থ সমাজ যাহা ছিল, আজি কখনই তাহা ঠিক সেইরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। সময়ের গতিতে প্রত্যেক অণু পরমাণুতে পরিবর্ত্তন-তরঙ্গ ক্রীড়া করিতে থাকে, এই জন্যই ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তোমার যে অবস্থা ছিল, আজি কখনই সে অবস্থা থাকিতে পারে না; ঐ সময়ে তোমার শরীর ও মন সম্বন্ধে অথবা তোমার সমাজ সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী বদ্ধমূল হইয়াছিল, আজি তাহা নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া পড়িবে এবং পূর্ব্বকালীন নিয়ম অধুনাতন কালে কখনই প্রয়োজ্য হইবে না। যাঁহারা বলপূর্ব্বক পুরাতন স্ফটিক পাত্রে সতেজ নব-মদিরা স্থাপন করিতে চাহেন এবং পাত্রের সংস্কারের আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া একই পাত্রকে অসংস্কৃত ভাবে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাঁহারা যে নিতান্ত স্বল্পবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী ইহা সভ্যতার ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রমাণ করিয়া দিতেছে, পরিণামে ইহার ফল এই হয় যে পুরাতন পাত্র শতধা বিভিন্ন হইয়া যেমন ধাতু ও মদিরা উভয়কেই নষ্ট করে, সেইরূপ সমাজ এবং সমাজের লোক উভয়েই পরি-

শেষে অন্ধতর হইতে অন্ধতম অজ্ঞানের সীমায় উপনীত হইয়া সদসৎ বিবেক বিহীন হইয়া পড়ে; ইহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতে আবার অধিকতর প্রজ্ঞাবান মহাত্মাদিগকে বহুকাল ব্যাপিয়া কষ্ট পাইতে হয়। সময়ের অবস্থানুসারে সমাজের ভাল মন্দ অবস্থা ঘটে এবং সেই ভাল মন্দ অবস্থা অবলম্বন করিয়া সামাজিক নিয়ম সমূহ গ্রথিত হয়। সময় সমাজের বশবর্ত্তী নহে, সমাজই সময়ের বশবর্ত্তী, সুতরাং যেমন সময়, সমাজের নিয়মও তদ্রূপ হওয়া উচিত। অধুনাতন কালে এতদ্দেশীয় পুরুষ-বৃন্দ মধ্যে যে এক ঘোরতর পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ তরঙ্গের তালে তালে সমগ্র পুংসমাজ নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, ইহা আমরা প্রতিনিয়ত দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। পূর্ব্বদিকে প্রভাতে অরুণোদয় হয় একথা যেমন অবিমিশ্র সত্য, এই পরিবর্ত্তনের ব্যাপারও সেইরূপ অখণ্ডনীয় সত্য। পুরুষ জাতির সহিত নারীদিগের সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি, শিক্ষা, অশিক্ষা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে জড়িত হইয়া আছে। একের উন্নতি বা পরিবর্ত্তন অন্যের উন্নতি ও পরিবর্ত্তনকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করে, একের অনাচার অন্যের স্বভাবে অনাচারের উৎপাদন করে, যেহেতু পুরুষ এবং স্ত্রীলোক পরস্পরে মিলিয়া সমাজ গঠন করিয়া থাকে। স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়াই গণ্য, ইহাঁরা পুরুষের গৃহের লক্ষ্মী, বিপদের শান্তি, চরিত্র সংশোধনের সহায় এবং সুখ ও দুঃখের অংশভাগিনী। স্ত্রী ও স্বামী এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রিয়তর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, সমগ্র জগতে তদপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর নাই। পুরুষ জাতিও স্ত্রী জাতির অর্দ্ধাঙ্গ, স্ত্রী জাতির রক্ষক, পালক, শিক্ষাদাতা এবং সুখ, দুঃখ শান্তি, অশান্তি, উন্নতি ও অবনতির জন্য সম্পূর্ণভাবে লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ দায়ী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে এ দেশীয় পুরুষ জাতির পরিবর্ত্তন স্ত্রীসমাজকে কি স্পর্শ করে নাই? পুরুষ জাতির যদি সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে নারীসমাজেরও কি সংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই? যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে কি কি বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক এবং পরিবর্ত্তনের কোন্ কোন্ অংশ দূষণীয় বা বরণীয়, বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে অথচ বিশদরূপে তাহাই উল্লেখ করিতে আমরা সচেষ্ট হইব।

কোনও প্রাচীন দেশ বা প্রাচীন সমাজে নববিধ কোনও সংস্কার প্রবিষ্ট করাইতে হইলে, ঐ দেশের পুরাতন অবস্থার দিকে প্রথমে জন সাধারণের দৃষ্টি পড়ে, তাঁহারা প্রথমেই পুরাতন নিয়ম অপেক্ষা নূতন নিয়ম ভাল কি মন্দ তাহাই তুলনা করিয়া দেখেন। আমা-

দেশ প্রাচীন সমাজে নারীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাশয় দিগের যত্নে সকলেই তাহার কিছু না কিছু জানিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বকালে অর্থাৎ হিন্দু শাসন সময়ে সকল জাতীয়া স্ত্রীলোক, সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল, এমন কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, স্ত্রীজাতি কখনও পুরুষের আশ্রয় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার অনুমতি পায় নাই। মনুসংহিতায় ও বেদ পুরাণে ইহার বহুবিধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি তৎকালীন রমণীগণের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও স্বাধীন ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সাবিত্রী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, সীতা প্রভৃতি যথারীতি শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকাশ্যে (অবশ্য পতিসহযোগে) পরপুরুষের সম্মুখে গমনাগমন করিতেন ইহা সকলেই জানেন। বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। মেওয়ার, রাজপুতানা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ভোজপুর, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ললনারা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া এবং স্থূল বসনে দেহ আচ্ছাদন করিয়া দলবদ্ধ ভাবে অথবা একাকিনী প্রকাশ্যে গমনাগমন করেন, ইহা তথাকার চিরাগত প্রথা। মুসলমানদিগের অত্যাচারে আশঙ্কিত হইয়া বাঙ্গালায় স্ত্রীজাতির অবগুণ্ঠন প্রথার বোধ হয় সৃষ্টি হয়, বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতের অপরাপর অংশেও মুসলমানদের অত্যাচার ছিল, কিন্তু তথায় তাহারা এতদূর দুর্দ্দান্ত স্বভাব প্রকাশ করিতে পাইত না, যে হেতু দুষ্ট দমনের অমোঘ অস্ত্র হতভাগ্য বাঙ্গালা ভিন্ন আর সকল স্থানেই আছে। পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখিতেন, শিল্প কার্য্য করিবার অধিকার পাইতেন, আবশ্যক হইলে প্রকাশ্যে বাহির হইতেন, ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং স্বাস্থ্য উন্নতি সম্বন্ধে রথ চালনা, অশ্বারোহণ, ভ্রমণ কখন বা মল্লযুদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতেন। ফলতঃ তৎকালে হিন্দু স্ত্রীজাতি যে পরম সুখ ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন কালে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আহার, আচার, ব্যবহার ও লৌকিকতা সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, সেগুলি তদানীন্তন সমাজেরই উপযুক্ত ছিল। মুসলমানদিগের শাসন সময়ে ভারতীয় নারী জাতির বিশেষ অধঃপতন ঘটে। মুসলমানজাতি ন্যূনাধিক ৭০০ বর্ষ কাল এদেশে রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ কাল অস্মদ্দেশীয় পুরুষ ও নারী জাতির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন যে অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বহুতর অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার আনন্দ যোশী বাই।

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

আমেরিকায় পৌঁছিয়া আনন্দী বাই তাঁহার পরম হিতৈষেণী বিবী কার্পেণ্টারের বাটীতে অবস্থিতি করেন। সেখানে তাঁহার অশন, বসন, নিত্য নৈমিত্তিক আচার ব্যবহারাদি সমস্ত স্বদেশীয়ের মত ছিল। অত্যন্ত আগ্রহ ও পরিশ্রমের সহিত ফিলাডেলফিয়া নগরস্থ স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ে (Women's Medical College of Pennsylvania) তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং পাঠে অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। উল্লিখিত কলেজে পড়িবার সময় স্বভাব মাধুর্য্য গুণে সকলের প্রিয় হইয়া তিনি পাঠ বিষয়ে অনেকের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অনুগ্রহ করিয়া তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে দুই বৎসর পরে তাঁহাকে এম, ডি, পরীক্ষা দান করিবার অধিকার দেন। এক বৎসর পরে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া একটি বৃত্তি পান। ইঁহার ডিপ্লোমা পাইবার সময় এক বিরাট সভা হয়। স্ত্রীর অভিলষিত এম, ডি উপাধি গ্রহণোপলক্ষে আহুত সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য ইংরাজী ১৮৮৪ সালের ৫ই জুন তারিখে গোপাল বিনায়ক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশগুলি পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ মাসে ইনি তথায় উপস্থিত হন। ১৮৮৬ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত উপাধি মহা সমারোহে বিতরিত হয়। বাস্তবিক এ একটি অভুতপুর্ব্ব ঘটনা। এতদুপলক্ষে তাঁহার দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী পণ্ডিতা রমাবাই ইংলণ্ড হইতে গমন করেন। ইনি একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করেন, আমরা এই বক্তৃতার সার মর্ম্ম যথাসময়ে পাঠিকাগণের গোচর করিয়াছি। কলেজের অধ্যক্ষ মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে এই সুখ সংবাদ প্রেরণ করেন। তিনি তদুত্তরে প্রাইবেট সেক্রেটরী জেনরেল সর্ হেনরি পনসন্‌বি দ্বারা এক পত্র লিখিয়া আনন্দ বাইর গুণের প্রশংসা করেন।

ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভারত অঙ্গনার কথা দূরে থাকুক, অঙ্গনাকুলের ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। ইহাতে আনন্দবাইর প্রতিভা সভ্যজগতে বিকীর্ণ ও কিয়ৎ পরিমাণে পুরস্কৃত হইল, স্ত্রীজাতি সমাদৃত হইল, এবং ভারতের পুরুষ জাতিরও মুখোজ্জ্বল হইল। হিন্দুমহিলা

কর্তৃক এবম্বিধ সম্মান লাভ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা।

বাঙ্গালীর শুধু কথাই সার। কথা কার্য্যে পরিণত না করিলে সে কথা নয়-বাক্য। অঙ্গীকার করিলাম যে, একার্য্য ... করিব না, মুহূর্ত্ত না গত হইতে হইতে, তাহা করিলাম। মুখে বলিলাম সভার প্রস্তাব করিলাম যে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় বা মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিব, কলে করিলাম না—করিতে প্রাণপণে চেষ্টাও করিলাম না। যথার্থই ইংরাজীতে বলে—

"A man of words and not of deeds
Is like a garden full of weeds."

অর্থাৎ কাজের নয় কথার লোক কুগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের মত। আনন্দ যোশী শ্রীরামপুরের সভায় যাহা প্রতিজ্ঞা করেন, আমেরিকায় যাইয়া তাহা পালনও করিয়াছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ আমরা এখানে বড্লে মহোদয়ের ও ফিলাডেলফিয়ার সুবিখ্যাত পবলিক লেজার নাম্নী পত্রিকার কথাগুলি অবিকল অনুবাদ করিলাম।

বড্লে বলেন:—

ভারতবর্ষে উত্তর পঠাইবার নিমিত্ত অনেক সাক্ষী উপস্থিত করা যাইতে পারে। ইঁহারা বলিতে পারেন যে, শ্রীরামপুরের কৃত প্রতিজ্ঞা ঠিক্ ঠিক্ এই তিন বৎসরকাল পালিত হইয়াছে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ফিলাডেল-ফিয়ার শীতাতিশয্য প্রযুক্ত যাহা অনিবার্য্য, তদ্ব্যতীত কি আচার ব্যবহারে, কি রীতি নীতিতে, কি অশনে বসনে (আনন্দ বাইর) কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

লেজার লেখেন:—

আহারাদিতে স্বধর্ম্ম সঙ্গত বাহ্য ক্রিয়ার প্রতি সতত দৃষ্টি রাখাতে অন্যদেশে অবস্থিতি কালে তিনি জাতি হারাণ নাই. তজ্জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কি উচ্চ বংশোদ্ভূতা কুসংস্কার-সঙ্কুলা কি অপরাপর হিন্দু মহিলাগণের সহিত সম্বন্ধ সংরক্ষণে পারগ হন।

এক্ষণে আমরা একটি প্রাতঃ-ভোজনের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ১৮৮৩সালে ডাক্তার যোশী একদিন স্ত্রী-পুরুষে ১৮ জন সুহৃদকে চর্ব্যচষ্য লেহ্য-পেয় আপনার দেশের অনেক প্রকার খাদ্য দ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কাষ্ঠাসনে (পিঁড়েতে) উপবেশন করিলেন। কাগে ও চালের গুঁড়িতে রঞ্জিত ভূতলে একখানি থালে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পত্রবিনির্ম্মিত ভোজনাগারের মধ্যস্থিত একটি বৃহৎ পাত্র হইতে পরিবেশন করা হইল। বিজাতীয় দ্রব্যজাত স্থানান্তরিত করিয়া গৃহটি এদেশের ধরণে সুশোভিত ও মেজিয়ার মধ্যস্থলে স্থিত একটি প্রকাণ্ড দীপ আলোকিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত মেয়েরা শাটী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয়

পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ উবু হইয়া ভোজন করিতে বসিলেন। বিবি কার্পেণ্টার ও তাঁহার স্বামীও আসিয়াছিলেন। আহারের সময় ছুরী, কাঁটা ও চামচ কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই, কেবল কাফি পান করিতে শেষোক্ত দ্রব্যটির ব্যবহার হইয়াছিল। আহারান্তে সকলে বৈঠকখানায় যাইয়া পালকের তাকিয়া ঠেসান দিয়া মাদুর বিস্তৃত গদির বিছানায় বসিলেন। তার পর তিনি সকলকে এক একটি ফুলের তোড়া দেওয়াতে তাঁহারা সকলে বলিলেন "মেহেরবাণী হুই" অর্থাৎ ধন্যবাদ করি তোমাকে। ইহার পর তিনি একটি ছোট শিশি হইতে একটু আতর ও গোলাপ দান হইতে গোলাপ জল লইয়া সকলের গাত্রে দিলেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, ইনি এ সমস্ত দ্রব্য স্বদেশ হইতে লইয়া যান। এ মনোহর দৃশ্য কি সুন্দররূপে বর্ণনা করা যায়, না ইহা কল্পনাতে আসে?

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে ইহাঁরা স্ত্রী পুরুষ আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরগুলি পরিদর্শন করেন ও এ দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পার্ব্বত্য দেশে বাস করিতে করিতে নৈশ হিমে একদা অনেক রোগী দেখিতে গিয়া ডাক্তার যোশীর ভীষণ যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাত হয়। অল্পবয়সে অতিশয় মানসিক পরিশ্রম, সামান্য নিরামিষ আহার, এই সমস্ত কারণে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তাহাতে আবার সাক্ষাৎ শমনদূত নির্ম্মম যক্ষ্মা দেখা দিল। আর কি নিস্তার আছে! জলপথে জ্বর হইল। জাহাজের ডাক্তার সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। যখন বোম্বাইয়ে পৌঁছিলেন, তখন অত্যন্ত পীড়িতা। বিস্তর ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা সত্বেও রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। জল বায়ুর পরিবর্ত্তন গুণে উপকার সম্ভাবনা এই মনে করিয়া তাঁহাকে জন্মস্থান পুনানগরে স্থানান্তরিত করা হইল। আমেরিকায় বসিয়া ইনি কোলাপুর আলবার্ট হাঁসপাতাল নামক স্ত্রী-চিকিৎসালয়ের প্রিন্সিপ্যাল অর্থাৎ কর্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হন। পুনা হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া স্বামী সমভিব্যাহারে কার্য্যস্থানে যাইবেন স্থির ছিল, আর যাইতে হইল না! গত ১৮৮৭ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি শনিবার পথিমধ্যে যামিনী প্রায় অবসান কালে দুরন্ত কাল দস্যু আসিয়া কাঙ্গালের অমূল্য নিধি হরণ করিল! রত্ন-পোত অপার জলধি পার হইয়া শেষে কিনা কূলে আসিয়া নিমগ্ন হইল! এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে, বলিবার যো আছে? বিবাহে ইহাঁকে আনন্দী বাই নাম প্রদত্ত হয়, এক্ষণে বুঝিতেছি নিরানন্দী বাই নাম হইলে ঠিক হইত।

ইহাঁর শোক-পীড়িত স্বামীর কথা দূরে থাকুক, বিশ্ব ভারতবর্ষকে শোক সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশীয় ভগিনী গণের হিতব্রতেই তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরমেশ্বর এব্রত উদ্‌যাপন করিতে দিলেন না। বিধাতার ইচ্ছা সফল হইল। বৃথা কাতর হওয়া উচিত নহে। ভারত রমণী! তোমার দুঃখে তিনি মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া সব পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে তোমারই জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিলেন। তুমি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নবজীবন লাভ কর, এই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। চরিত্রের বলে হৃদয়ের বলে প্রকৃত আর্য্য রমণীর ন্যায় স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ কর, আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি কেহ পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না, কেহ তোমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না— পাপাত্মা তোমার সতীত্বের অনন্ত শিখায় ভস্মীভূত হইবে।

ইহাঁর এম্, ডি উপাধি প্রাপ্তি বিষয়ে ভারতবর্ষে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। এই সন্দেহ নিবারণার্থে ডাক্তার রাসেল এল বডলে পুনার মাহারাষ্ট্রী নামক সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

আমি জ্ঞাত হইলাম যে ভারতবর্ষে এরূপ কথা উঠিয়াছে যে, ডাক্তার আনন্দী বাই যোশী এম্, ডি উপাধিধারিণী নন, পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী মাত্র। আমি বলিতেছি যে, ফ্যাকল্‌টি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়গুলি তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বিগত ১১ই মার্চ্চের (১৮৮৬ সালের) সাধারণ অধিবেশনে তাঁহাকে ঐ (এম্, ডি) উপাধি প্রদত্ত হয়। অতএব পেন্সিলভেনিয়ার সাধারণ তন্ত্রের আইন অনুসারে তিনি সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত উপযুক্ত চিকিৎসিকা বলিয়া বিবেচিত হইলেন।

ডাক্তার যোশীর স্বভাব শান্ত, গম্ভীর ও মনোহর, কথাগুলি সুমধুর, বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ, স্মরণ-শক্তি অতিশয় বলবতী, দেহ কোমল ও খর্ব্বাকৃতি ছিল। স্বামীর আদেশ তিনি শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন। ইহাঁর স্বামিভক্তি আদর্শ ও শীর্ষ স্থানীয়। স্বামিভক্তি ইহাঁর বিদ্যা বুদ্ধির আধার,—সকল সৌভাগ্যের মূল। ইনি যেমন নারীরত্ন ছিলেন, ইহাঁর স্বামী গোপাল বিনায়কও তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি অকালে কাল-কবলে গ্রাসিত হওয়াতে যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবে না,— হইবারও নয়। *

* প্রবন্ধ লেখকের অনুমতি ব্যতীত এই প্রবন্ধ বা ইহার কোন অংশ কেহ উদ্ধৃত বা কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

পুরাণে বর্ণিত আছে রাজা পরীক্ষিত কোন ঋষিকে অপমানিত করাতে তাঁহার প্রতি ব্রহ্মশাপ হয়, যে সপ্তাহ কাল মধ্যে তক্ষক দংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ব্রহ্মশাপ অলংঘ্য, তাহা হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই দেখিয়া নৃপতি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজ্য, বৈভব, পরিবার প্রভৃতি সমস্ত ঐহিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন। "আমাকে মরিতে হইবে, সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয়ই আমাকে মরিতে হইবে," ক্রমাগত এই চিন্তা তাঁহার মনকে অস্থির করিতে লাগিল এবং অল্পদিনের মধ্যে ধর্ম্মের সহজ উপায়ে কিসে সদ্গতি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য ব্যস্ত হইলেন। কথিত আছে সকল শাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে সপ্তাহকাল মধ্যে শ্রবণ করান হয়, ইহাতে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং নিশ্চিন্ত মনে ও প্রফুল্ল চিত্তে তক্ষক দংশন সহ্য করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য যানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমন করেন।

চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদিগের প্রত্যেকেরই রাজা পরীক্ষিতের অবস্থা। আমরা সংসার পরীক্ষায় পরীক্ষিত জীব, আমরা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত! ঈশ্বর আমাদিগকে এই সংসারে পাঠাইয়া আদেশ করিয়াছেন, কাল সর্প আসিয়া অচিরে আমাদিগকে দংশন করিবে। আমরা পরীক্ষিতের মত সপ্তাহকাল প্রস্তুত হইবার সময় পাইব কি না তাহার নিশ্চয় নাই। আমাদিগের দিন গণা দিন, সময় হইলেই কাল আসিয়া দংশন করিবে সন্দেহ নাই। পরীক্ষিতে দংশনকারী তক্ষক নাকি ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজার নিকট দেখা দিয়াছিল। আমাদের সংহারক কাল কখন কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট দেখা দিবে তাহার স্থিরতা নাই। ইতিপূর্ব্বেই সে ছদ্মবেশে আমাদিগের উদ্দেশে বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের চৈতন্য নাই। আমরা অসার বিষয় চিন্তায় উন্মত্ত ও অচেতন হইয়া রহিয়াছি। যদি সপ্তাহান্তে বা পর মুহূর্ত্তেই কাল উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কি আমরা প্রস্তুত? আমরা আমাদের ব্রহ্মশাপ স্মরণ করিয়া কেন কম্পিত ও ব্যাকুল না হই? অসার কার্য্য ছাড়িয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হই? অধিক সময় নাই যে যেমন তেমন করিয়া এখনকার দিন কাটাইয়া দি, পরে মৃত্যুচিন্তা করিব। এখনি এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং সহজ উপায়ে সদ্গতি লাভ করিয়া নিষ্পাপ মনে পর-

লোকে গমন করিতে হইবে। ভগবানের নাম অবলম্বন করিয়া যদি আমরা তাঁহার প্রেমামৃত পান করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সব পাপ দূর হয়। আমরা অমৃত পানে অমর হইয়া মৃত্যুভয়কে জয় করিতে পারি, এবং আনন্দচিত্তে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া পরলোকে গমন করিতে পারি। সকলে আপনার আপনার ব্রহ্মশাপের বিষয় চিন্তা করুন এবং কাল তক্ষক আসিবার পূর্ব্বে জীবনের পাপ ক্ষয় করিয়া পুণ্য জীবন লাভে যত্নশীল হউন। যখন মৃত্যু উপস্থিত হউক, যেন নিশ্চিন্তমনে ও প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বর্গলোক আরোহণ করিতে সমর্থ হন।

দুগ্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দুগ্ধ মধ্যে যে যে পদার্থ রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহে বর্ত্তমান থাকে—স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয়েরই শরীরে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শর্করা, তৈল, ধাতব পদার্থ, জল ইত্যাদি যাহা কিছু দুগ্ধের উপকরণ, তাহাই নরশোণিতে অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে; উষ্ণতা, শৈত্য, পীড়া, মনঃক্লেশ, অবসাদ, ক্লান্তি বিবিধ কারণে শোণিতজ এই সমস্ত পদার্থের সময়ে সময়ে (ঋতু বিশেষে) এবং অবস্থা ও প্রকৃতি ভেদে তারতম্য হইতে দেখা যায়। এই তারতম্যকেই মনুষ্যের পীড়ার অন্যতম মুখ্য হেতু বলিয়া ভূয়োদর্শী চিকিৎসকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মানবদেহের এই শোণিত রূপান্তরিত হইয়া দুগ্ধরূপে পরিণত হয়।

মস্তকের সুচিক্কণ কেশ, হস্তগ্রন্থি ও অঙ্গুলী পুঞ্জের নখ অথবা গাত্রস্থ রোম এই সকল বস্তু আমাদের দেহস্থ চর্ম্মের নামান্তরিত মাত্র একথা বলিলে সহসা যেমন মনোমধ্যে বিস্ময়ের উদয় হয়, অথচ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই সকলকে চর্ম্মের রূপান্তরিত অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না, সেইরূপ দুগ্ধকে আমাদের শোণিতের রূপান্তর বলিলে প্রথমে হয়ত অনেকের চিরসঞ্চিত সংস্কার তরুর মূলে কুঠারাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, দুগ্ধ শোণিতের রূপান্তরিত অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত মহাশয়েরা এবং ভূয়োদর্শী চিকিৎসক মহোদয়গণ ইহার বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহাহউক দুগ্ধের উপাদানগুলি রক্তের

উপাদান আহারীয় বস্তুসকলের উপাদান হইতে সংগৃহীত হয়। তাহা হইলেই দেখা যায়, আহার অনুসারে রক্ত এবং রক্ত অনুসারে দুগ্ধের সৃষ্টি। আহারের যে দ্রব্যে যে পরিমাণে সার ও অসার থাকে, রক্তের তাহার ন্যূনাধিক সারত্ব অসারত্ব গিয়া পৌছে। সুতরাং ভাল আহারীয় বস্তুদ্বারা শরীরের ও শরীরস্থিত শোণিতের ভাল অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত সত্য। এখন দেখান যাইতে পারে প্রসূতি যদি সরস সারত্বপূর্ণ এবং সাত্বিকগুণবিশিষ্ট আহার্য্য ভোজনে অমনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার দুগ্ধও কখন ভাল হইতে পারিবে না, সুতরাং সন্তান সন্ততির শারীরিক (এবং তদ্ধেতু মানসিক ও আধ্যাত্মিক) অবস্থাও সুন্দর হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্যই ভগবদ্গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে আর্য্য মহর্ষিগণ মনুষ্যদিগকে সাত্বিক গুণোৎপাদক খাদ্য ভোজন করিতে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এখন বুঝিলাম দুগ্ধের ভাল মন্দ গুণ দোষ অনেকটা আহার্য্য দ্রব্যের উপরে নির্ভর করে।

আমাদিগকে একণে আর একটু যত্ন এবং আরও একটু সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আর একটি গুরুতর অথচ অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। গতবারে বলিয়াছি রমণী জাতির প্রকৃতি তাহাদের স্তনজ দুগ্ধে বাঁধা থাকে। একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক মহাবীর নেপোলিয়নকে একদা বলিয়াছিলেন, "আপনি দেশ দেশান্তর হইতে পণ্ডিত পুরুষদিগকে আনাইয়া লোকের ভাগ্য বলবিক্রমাদির অবস্থা জানিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু আমি আমার ঘরে বসিয়া এই মহৎকার্য্য সামান্য আয়াসে সাধন করিয়া থাকি। বালক বালিকার প্রকৃতি ও ভাগ্য তাহার মাতার স্তনদুগ্ধে লেখা থাকে। আমি স্ত্রীলোকের দুগ্ধ দেখিয়া তাহার এবং তাহার প্রসূতদিগের প্রকৃতি বলিয়া দিতে পারি।" কথাটা উপহাসের কথা নহে, ইহার ভিতরে গুরুতর বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। শিশু সন্তানেরা যাহার দুগ্ধ পান করে, তাহার ধাতু প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই গর্ভের প্রকৃতি গর্ভ হইতে প্রসূত সন্তান সন্ততি পাইয়া থাকে, ঐ প্রকৃতিতে পিতার প্রকৃতি অর্থাৎ ঔরস প্রকৃতি ও অল্প বা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই জন্যই প্রবাদ আছে

"বাপ্ কো বেটা, সিপাই কো ঘোড়া।
কুচ নেহি হায় তব থোড়া থোড়া।"

অর্থাৎ পিতার গুণে পুত্র ভাল মন্দ হয় এবং সিপাহীর দোষ গুণে ঘোড়া শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হয়, যদি ঠিক ঐরূপ সম্পূর্ণভাবে না হয়, তবে নিশ্চয়ই কিছু কিছু পরিমাণে হইবেই হইবে। তবে এখন মাতার সহিত সন্তানের আরও ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া

দেখা উচিত, কত সাবধানতার সহিত শিশুদিগকে দুগ্ধ দেওয়া উচিত। যদৃচ্ছা-মত যাহার তাহার স্তনের দুগ্ধ শিশু-দিগকে দেওয়া অবিধি। মহাভারতে কথিত আছে, একদা কোন ঋষিকন্যা ঘটনাক্রমে কোনও শূদ্রের গৃহে উপস্থিত হয়েন। ঋষিকন্যা অতি শিশু, এক ঋষি-পত্নীর অঙ্কদেশে শায়িত ছিলেন। শিশু ক্ষুধিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ ঋষিপত্নী তৎকালে বৃদ্ধাবস্থায় পরিণতা হওয়ায় স্তন হইতে শিশুকে দুগ্ধ দিতে পারেন নাই। শূদ্রপত্নী যুবতী, সুতরাং শিশুর মুখে দুগ্ধ দিবার ইচ্ছা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিল। "প্রকারান্তরে" বলিবার কারণ এই যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রে স্বর্গ হইতে নরক অথবা আলোক হইতে অন্ধকারের যে প্রভেদ তদপেক্ষাও অধিকতর প্রভেদ ছিল। এখনও রহিয়াছে, তবে ততদূর নাই। প্রবৃদ্ধা ঋষিপত্নী ইহাতে অনিচ্ছার লক্ষণ দেখাইয়া বলিলেন, "সাত্ত্বিক রসে তামসিক রস মিশিলে সত্ত্বগুণের হ্রাস হইয়া রজোগুণের সৃষ্টি হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রূপে পরিণত হইয়া যায়।" এই কথা বলিয়া ঋষিপত্নী শূদ্র যুবতীর স্তনের দুগ্ধ ঋষিকন্যার মুখে দিতে নিষেধ করিলেন এবং তথা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার যে কোনও অর্থই থাকুক, ইহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, অসচ্চরিত্রা, কুলটা, নীচবৃত্তিধারিণী, পিশাচপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের স্তনের দুগ্ধ ভদ্র গৃহস্থের শিশু সন্তানদিগকে কখনই দেওয়া উচিত নহে! নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে, ধনাঢ্য সম্ভ্রান্তিমানী স্ত্রীলোকেরা কূপ হইতে একটু জল তুলিতে বা দুই দণ্ডকাল চুল্লীর ধারে বসিয়া স্বামীর জন্য কিছু পাক করিতে একবারে অক্ষম হইয়া পড়েন। নিজের স্তন হইতে সন্ততিদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেও অনেকের মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়। কি শোচনীয় অবস্থা! ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে ইহা কি অচিন্তনীয় দুর্দ্দশার পূর্ব্বলক্ষণ! ইহা কি পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল? তাহাই যদি হয় তবে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কপিল, কণাদ প্রভৃতি ব্রহ্মানুবর্ত্তী মহাপুরুষদিগের পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মে আজ মহাকালকীট প্রবেশ করিয়াছে; জানকী সাবিত্রী লীলাবতী প্রভৃতি মহাপবিত্রা আর্য্যনারীদিগের প্রত্যেক অণু হইতে আজি রমণীজাতির কমনীয় ও কোমল ভাব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। ঈশ্বর! পবিত্র ভারতভূমির পবিত্রতম নারীসমাজকে তুমি এই অনাচার হইতে রক্ষা কর।

—:০:—

ভ্রমণ ও দৃশ্য।

পুস্তকাদি পাঠ এবং উপদেশাদি শ্রবণ দ্বারা যেরূপ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, ভ্রমণ দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও ভূয়ো দর্শন উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হওয়া যায়। পর্য্যটক ব্যক্তিদিগকে নানাস্থানে নানা অবস্থার লোকের সহিত মিশিতে হয়, নানা প্রকার অবস্থা ও ভাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয় এবং বহুবিধ দ্রব্য দর্শন ও বহুবিধ বাক্য বা শব্দ শুনিতে হয়, সুতরাং পরিব্রাজকগণের অন্তঃকরণ মহাজ্ঞানের মহাভাণ্ডার হইয়া পড়ে। ভ্রমণ দ্বারা কেবল যে জ্ঞান উপার্জ্জন অথবা নয়নের তৃপ্তি সাধন হয় তাহা নহে, এতদ্দ্বারা হৃদয়ের নির্ম্মলতাও সাধিত হইয়া থাকে। তীর্থাদি দর্শন দ্বারা দেহ ও মনের পবিত্রতা সম্পাদন হওয়ার কথা সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে বহুস্থানে পুনঃ পুনঃ বিধান আছে, তাহার আধ্যাত্মিক যে কোনও অর্থই থাকুক, স্পষ্ট উদ্দেশ্য ও অর্থ এই দেখা যায় যে, নানা স্থান দর্শন করিতে করিতে, নানা লোকের সহিত মিশিতে মিশিতে, নানা প্রকার অবস্থার সুখ দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে, অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ হয়, দর্প খর্ব্ব হয় এবং বহুকালের চিরসঞ্চিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস নিচয় একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। কেবল তাহা নহে, মনের অপবিত্রতা খণ্ডন হয়, ঘোরতর তামসিক প্রবৃত্তির ভবমায়া ঘুচিয়া যায়। নিরন্তর প্রকৃতির মোহিনী মূরতি, অপূর্ব্ব শোভা ইত্যাদি দর্শন করিতে করিতে ভগবানের অসীম মহিমা, সুচারু কৌশল, অনন্তলীলা প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে মহা নাস্তিকেরও মনোমালিন্য এবং কুসংস্কার দূরে পলাইয়া যায়। ভ্রমণে শরীরের বল, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়; মনের তেজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়; মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি প্রবল হয়; হৃদয়ের পারমার্থিক বল শত গুণে বাড়িয়া উঠে এবং ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসে মানব জীবন পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ হইয়া যায়। দেশ ভ্রমণের কত যে মাহাত্ম্য তাহা সহজে বর্ণনা করা সুকঠিন। ভ্রমণে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানের রাজ্য প্রশস্ত হয়, ধর্ম্মজগতে কদাচার সমূহ তিষ্ঠিতে পারে না এবং অপরের প্রতি হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি আদৌ আসিতে পারে না। এই জন্য কূপস্থিত ভেকের ন্যায় যাঁহারা চিরদিন কেবল গৃহ প্রাঙ্গণের চতুঃসীমা মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহাদের সহিত ভ্রমণকারীদিগের জ্ঞানের, শরীর মনের ও বিশ্বাসের যুগপৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইংরাজী ভাষায় বলে "A grain of experience is worth bushel of theory." অর্থাৎ ভূয়ো দর্শনের একটি কণিকা, অপ্রত্যক্ষ

জ্ঞানের একটি মহাস্তূপের সমতুল্য বলিলেও বলা যায়। যাহা হউক, আজি কালি আমাদের দেশের যে সকল নর নারী ভ্রমণোপলক্ষে পৃথিবীর দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে যাতায়াত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আজি দুই এক কথা বলিবার আছে। প্রকৃতির মোহিনী মূরতি, ভগবানের অপার লীলা, অনন্ত করুণা, সুচারু শিল্প কৌশল ইত্যাদি যদি জানিবার ও দেখিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইবার আদৌ প্রয়োজন হয় না। ভারতভূমি প্রকৃতির অনন্ত লীলা ক্ষেত্র, সমগ্র সৌন্দর্য্যের বিশাল ভাণ্ডার। ইহার কোন্ স্থানে কি আছে, দেখিলে, শুনিলে, পড়িলে, ভাবিলে, অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা ভারতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কতকগুলি অভূতপূর্ব্ব বিবরণ প্রদান করিব এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদের এই বিবৃতি পুস্তক হইতে সংগৃহীত নহে; অথবা পর্য্যটকদিগের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আমরা ইহা লিখি নাই। এই প্রস্তাবের লেখক স্বয়ং দুই বার ভারত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সিংহল, কাবুল, গজ্‌নি, এবং সমগ্র ভারতের অন্তর্গত প্রধান প্রধান নগর, প্রধান প্রধান প্রদেশ, অত্যুচ্চ পর্ব্বত, প্রশস্তা নদী, গহন কানন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ও মানবীয় কারু সমূহ নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং পাঠিকাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। ইহাতে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক জ্ঞান এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় কথা সন্নিবেশিত থাকিবে। ভরসা করি, পাঠক পাঠিকারা মনোনিবেশ সহকারে এই বিবৃতি পাঠে রত হইবেন।

পাঠিকাগণ "বীরত্বের আকর, শোভার ভাণ্ডার, রত্নগর্ভা" রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরের দক্ষিণ প্রান্তস্থ গল্‌দা বা গালব্ গিরির কথা কখন শুনিয়াছেন কি? ইহা অতি রমণীয় স্থান, এস্থানে উপনীত হইলে মন প্রাণ শীতল হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তি হয়, শরীরের স্বাস্থ্য বাড়ে এবং আপনাকে ও অপরকে সমান বলিয়া জ্ঞান হয়। দিল্লী হইতে জয়পুর যাইতে হইলে পথি মধ্যে বাদিকুই নামক স্থানে বাষ্পীয় শকট পরিবর্ত্তন করিতে হয়; এই স্থানটী ও অতি পবিত্র, অতি মনোহর। ইহার দুই দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত, এক দিকে সুবিশাল মরুভূমি এবং আর দিকে মহাবন পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পর্ব্বতের শুভ্র পাষাণ গাত্র ভেদ করিয়া শত শত নির্ম্মলা নির্ঝরিণী সমতলে কুল কুল শব্দে আসিয়া পড়িতেছে ইহা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেসন হইতে এই স্থান এক মাইল উত্তরে অবস্থিত, নিকটে ব্যাঘ্রাদি আসিয়া ঐ ঝরণার জল পান করে।

স্থানে স্থানে অসংখ্য মৃগ ও অসংখ্য ময়ূর ছুটিতেছে ও উড়িতেছে দেখা যায়। মধ্যাহ্ন কালে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণের ছায়া যখন এই জলে পড়ে, তখন বোধ হয় যেন "উজ্জ্বলে মধুরে, মিশে", তখন বোধ হয় যেন প্রত্যক্ষরূপে ভগবান ভাবুক ভক্তের সম্মুখে বর্ত্তমান। বাঁদি-কুই ষ্টেশনে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অবস্থান করিয়া নূতন শকটে চাপিয়া জয়পুর রওনা হইলাম। মধ্যে অনেক পাহাড়, অনেক মরুভূমি, অনেক বন এবং অনেক প্রান্তর। সে সকল দৃশ্য অতীব প্রীতিপ্রদ। জয়পুরের তুল্য রমণীয় নগর ভারতে আর নাই। সমগ্র ইউরোপের পক্ষে প্যারিস্ যেমন, ভারতের পক্ষে জয়পুর ঠিক্ তেমন। আমি হিন্দুস্থানের প্রায় সমুদয় প্রধান সহর স্বচক্ষে দেখি-য়াছি, কিন্তু জয়পুরের তুল্য নগর ভারতে আর দেখি নাই। মনুষ্যের বুদ্ধি,কৌশল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, রুচি প্রভৃতির পরিচয় মর্ত্ত্য জগতে যতদূর হইতে পারে, জয়-পুরে তাহা আছে, আবার প্রকৃতি সতী দয়া করিয়া একাধারে যত সৌন্দর্য্য ছড়াইতে পারেন, জয়পুরে তাহা ছড়া-ইয়াছেন। ফলতঃ রাজপুতানার কীর্ত্তি-মেখলা যেমন বসুধাবেষ্টিত, ইহার সৌন্দর্য্য খ্যাতিও তেমনি ভুবনবিখ্যাত জয়পুরের চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর, এই প্রাচীর সুন্দররূপে ও সুদৃঢ় ভাবে রক্ষিত। আক্রমণকারীরা সহজে ইহা ভেদ করিতে পারে না। প্রাচী-রের পরে বালুকা ক্ষেত্র, প্রশস্ত খাত, গুল্ম গুচ্ছ, তদনন্তর বিশাল পর্ব্বত শ্রেণীর বেষ্টন। দূর হইতে দৃশ্য অতীব নয়নানন্দদায়ক। দক্ষিণ দিকে যে গিরি আছে, তাহারই নাম গালব্ বা গল্‌দা। এখান হইতে ভুবনবিখ্যাত অম্বর প্রাসাদ এক ক্রোশের অধিক হইবে না। এই প্রাসাদ জগতের সমগ্র সৌন্দর্য্যকে একাধারে সংগ্রহ করিয়া যেন তাহা লুকাইয়া রাখিবার জন্য পর্ব্বতের উপরে অবস্থান করিতেছে। গল্‌দাগিরির শিখরে প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দির। এই পর্ব্বত তিন স্তরে বিভক্ত,পথিকের যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ কষ্ট নাই, মধ্যে মধ্যে কণ্টকাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। সমতলে সন্ন্যাসী-দিগের বাস, গুহায় দুই একটী যোগী থাকেন। বনের ভিতর কুটীরে দরিদ্র স্ত্রীলোকদের আবাস দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরের মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র বনের পার্শ্বে একটি মনোহর ঝরণা পথিকের মন প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। এই ঝরণার চারিধারে বসন্তকালে দাঁড়া-ইলে যেন কাব্য পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম জন্মে। কোথাও সুন্দর কুসুম ফুটিয়া সুগন্ধে দিগদিগন্ত আমোদিত করিতেছে, কোথাও বিবিধপ্রকার কলকণ্ঠ বিহঙ্গ সুতান ছাড়িয়া মানবের মনকে বাহ্য জগৎ হইতে ফিরাইয়া লইতেছে, কোথাও শিখিকুল অনন্ত আকাশের নীল কোলে সোণার পাখা বিস্তার করিয়া আকাশকে সুবর্ণময় করিয়া

ছুটিতেছে, কোথাও সুন্দর বরণ দুই একটী ক্ষুদ্রকায় পাখী ঝরণার মুখে মুখ দিয়া একবার জল পান করিতেছে, আর একবার সুতান ছাড়িতেছে, কোথাও বা পর্ব্বত গুহাস্থিত জটাজুটবিলম্বিত মহাযোগীর "শিব শঙ্কর বম্" রবে পর্ব্বত গাত্র নিনাদিত হইতেছে—এই অপূর্ব্ব দৃশ্য কি মনোরম! কি সুন্দর!! ঝরণার কুল কুল শব্দ, বৃক্ষপত্রের সর্ সর্ রব, বনান্তান্তরের মর্ম্মর ধ্বনি এবং বিমান-বিহারী বিহঙ্গবর্গের কাকলী লহরী আমাদিগকে অনেক ক্ষণের জন্য বাহ্য-জগৎ ভুলাইয়াছিল। আমরা অবশ হইয়া গেলাম; ভাবিলাম বুঝি এই মায়াময় পাপ সংসার হইতে স্বর্গের কোনও দেবতা আমাদিগকে কোনও পবিত্র রাজ্যে লইয়া আসিয়াছেন। ঐ ঝরণার নাম গলদা গিরির ঝরণা। পর্ব্বতস্থিত সূর্য্যদেবের মন্দির হইতে পূজার সময় যখন শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদির নিনাদ হয়, তখন বোধ হয় যেন গিরি-গহ্বর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পর্ব্বত শিখর কাঁপিতেছে। তখন ভয় ও প্রেমের একত্র সমাবেশে মনের এক অপূর্ব্ব গতি হয়। তখন মনে হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যস্থলে রথোপরি দাঁড়াইয়া বাসুদেব যেন শঙ্খ ধ্বনি করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ে বীরভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

—:•:—

মহিলাশ্রম।

আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন মারহাট্টা কুমারী এবং আমাদিগের বঙ্গবধূ বিদুষী রমাবাই হিন্দু বিধবাদিগের জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশে আমেরিকার নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি আপাততঃ ৫০টী বিধবার জন্য ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক বাসগৃহ নির্ম্মাণ এবং তাহাদিগের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা আয়ের সংস্থান করিতে চান। এ একটী বৃহৎ ব্যাপার সন্দেহ নাই। এইজন্য এ কার্য্য সম্পন্ন হইবে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দিহান। একত এত টাকা সংগ্রহ হইবে কি না? দ্বিতীয়তঃ টাকা হইলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুগৃহ হইতে বিধবা সকল আসিবে কি না? সর্ব্বাঙ্গীণ কার্য্য যে এককালে অসম্ভব, তাহা আমরা মনে করি না; তবে ইহা ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। উৎসাহ অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সহকারে চেষ্টা করিলে রমাবাই তাঁহার মনোরথ সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং তাঁহার সাধু

চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য্য হন, ইহা আমাদিগের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।

আমরা বরাবর বলিতেছি মহিলাশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তবে তাহা যতদূর সাধ্য দেশীয় ভাবে সহজ প্রণালীতে ও বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন হয় তাহাই প্রার্থনীয়। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ইতিমধ্যে বরাহনগরে এই ভাবে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী গিরিজা কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদিগের বাসগৃহের এক অংশ মহিলাশ্রমের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তথায় কয়েকটী মহিলার বাস ও শিক্ষাদির সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এক বৎসরের অধিক হইল এই কার্য্য চলিতেছে এবং এক্ষণে ছাত্রী সংখ্যা ১০টী হইয়াছে। আহার পরিধেয় ও শিক্ষাদির ব্যয় লইয়া প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য ১০৲ টাকা করিয়া পড়িয়া থাকে। ইহার মধ্যে বিধবা আছেন এবং বয়স্কা কুমারীও কয়েকটী আছেন। সকলেই সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারস্থ এবং তাঁহাদিগের অভিভাবকদিগের সম্মতিক্রমে আগত। ইহারা রীতিমত লেখা পড়া শিখিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত শিল্প; গৃহকার্য্য ও ধর্ম্মশিক্ষারও সাহায্য পান। ছাত্রীগণ নিজে শিক্ষিতা, গৃহকার্য্যদক্ষা ও ধর্ম্মশীলা হন, ইহা আশ্রমের একটী [illegible]; বিধবাগণ সুশিক্ষিতা হইয়া শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত হইতে পারেন ইহা ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। সস্ত্রীক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমের সকল কার্য্যের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ইহার দৈনিক কার্য্য প্রণালীর নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

প্রাতঃকাল ৬টা—সকলে মিলিত হইয়া উপাসনা।
৬॥—৭টা জলখাওয়া।
৭—৮॥টা পাঠাভ্যাস।
৮॥—১০টা স্নান ও আহার।
১০—১০॥টা বিশ্রাম।
১০॥—৪টা বিদ্যালয়ে পাঠ, মধ্যে ১॥ টার সময় অর্দ্ধঘণ্টা অবকাশ।
অপরাহ্ন—উদ্যান ভ্রমণ ও আহার।
৬॥—৯॥ পাঠ।
৯॥ টার পর নির্জ্জন উপাসনাপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ গমন।

শনিবার অপরাহ্নে মহিলা সকল একত্র হইয়া কথোপকথন ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মহিলাকে পালাক্রমে গৃহকার্য্য করিতে হয়। সপ্তাহে প্রত্যেক মহিলা ৩ বেলা রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেলাইয়ের যন্ত্রে সকলে সেলাই শিক্ষা করেন অল্প সময়ের মধ্যে মহিলাগণ নিজের নিজের ব্যবহারোপযোগী কামিজ ও জ্যাকেট প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন।

উপরিউক্ত কার্য্য প্রণালী দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় ছাত্রীদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, শারীরিক স্বাস্থ্য ও গৃহকার্য্য সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এই আশ্রমের কার্য্য যেমন সুপ্রণালী ক্রমে আরব্ধ হইয়াছে, ইহা যে স্থায়ী হইবে তাহারও বেশ আশা করা যায়।

বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ দেশহিতৈষী এবং দৃঢ়ব্রত লোক, তাহা জনসমাজে অবিদিত নাই। ২৫।৩০ বৎসর হইল, তিনি স্বদেশে স্ত্রীশিক্ষা, শ্রমজীবিদিগের উন্নতি এবং অন্যান্য বিবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য সকলের সুফলও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বর্ত্তমান কার্য্যে ইংলণ্ডস্থ এবং এদেশস্থ কতকগুলি ইংরাজ পুরুষ ও রমণী তাঁহারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখা মাসে মাসে সাহায্য দান করেন এবং আমাদের সহৃদয় ছোট লাট বাহাদুরও কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বিবী গ্রাণ্ট, বিবী প্রাট, বিবী মরে ও বিবী টমাস প্রভৃতি ইংরাজ রমণী এবং কয়েকটী ব্রাহ্মিকা-মহিলা এই আশ্রম মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ১০ টাকা মাসিক ব্যয়ে ছাত্রীদিগের এরূপ সুশিক্ষার ব্যবস্থা সামান্য সুবিধাজনক নহে। এই আশ্রমে ২০।২৫টী ছাত্রীর স্থান সমাবেশ হইতে পারে। মাসে দুই শত বা আড়াই শত টাকা ব্যয়ে ২০।২৫টী ছাত্রী লইয়া একটী মহিলাশ্রমের কার্য্য চলিতে পারিলে ইহা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? রমাবাইর সঙ্কল্পিত কার্য্য যেমন সহজে ও অল্প ব্যয়ে চলিবার উপায় কার্য্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। বরাহনগরের আশ্রমটীর নাম "Bengal Boarding Institution for Young Indies." অর্থাৎ যুবতীদিগের জন্য বঙ্গীয় আশ্রম হইয়াছে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সম্প্রতি যে অধ্যক্ষসভা গঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কমিটী।

সভাপতি——মিঃ এ মিথ সি এস
প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর।

সহঃ সভাপতি—মিঃ এচ বিভারিজ সি এস ও
বাবু আনন্দমোহন বসু এম এ

সভ্যগণ।

বিবী কলহুন প্রাট
শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু
" সুবর্ণপ্রভা বসু
মিবী জে উইলসন
" এফ এ প্রাট
শ্রীযুক্তা বিধুমুখী রায়
বাবু মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার পত্নী
বিবী জি সি মরে
রেং ও বিবী আর টমস (কুটমিলের অধ্যক্ষ।)
শ্রীযুক্তা গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ
" কালীশঙ্কর সুকুল এম এ
" সীতানাথ দত্ত
ডাং ডেবিড ওয়ালডী
বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—অবৈতনিক সম্পাদক।

আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহের যেমন সুব্যবস্থা হইয়াছে, আমরা আশা করি আরও অধিকসংখ্যক ছাত্রী সমাগত হইবে এবং সাধারণে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিবেন

ইহা যথার্থই আদর্শ মহিলাশ্রম হইবে এবং ইহার দৃষ্টান্তে আরও কত গ্রামে নগরে মহিলাশ্রম সকল সংস্থাপিত হইয়া দেশের বর্ত্তমান মহৎ অভাব পূরণ এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়তা বিধানে সমর্থ হইবে। *

———:•:———

কীট রহস্য।

মৌমাছি—মৌমাছির চাক ও তাহার সুন্দর সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালীর ন্যায় জীব-জগতে আশ্চর্য্য ব্যাপার অতি অল্পই আছে। অতি ক্ষুদ্র কীট গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প ও রাজনীতি বিদ্যায় মনুষ্যকে পরাজয় করিয়া থাকে। সে এমন শিক্ষা কাহার নিকট পায়? অনেক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলিয়া থাকেন কীটের মধ্যে সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর সাক্ষাৎভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাই তাহাদের দ্বারা এরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এক এক মধু-ক্রম বা মৌচাকে এক এক রাণী থাকেন, তিনিই চক্রস্থ সকল কীটের জননী। তাঁহার ডিম্ব হইতে পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক এই তিন জাতীয় কীট উৎপন্ন হয়। নপুংসক মৌমাছিরা শ্রমজীবী, তাহারা মৌচাক নির্ম্মাণ ও মধু আহরণ করে। রাণী প্রথমতঃ সহস্র সহস্র শ্রমজীবী মক্ষিকা, পরে পুরুষ মৌমাছি প্রসব করে। শ্রমজীবীরা অতিশয় যত্ন সহকারে রাণীর পরিচারণা করে। তাহার মৃত্যু হইলে তাহারা নানা কৌশলে তাহার স্থানে একটী নূতন রাণী প্রতিষ্ঠা করে। এক চাকে দুই রাণী থাকিতে পারে না; অপরটীকে হত্যা করিতে হয়।

প্রত্যেক মৌমাছির ৪টী ডানা ও ৬ খানি করিয়া পা আছে। সমস্ত শরীর কেশে আবৃত, প্রত্যেক কেশ এক একটী সূক্ষ্ম বৃক্ষের ন্যায়। ইহারা শুণ্ড দ্বারা পুষ্প কোণ হইতে মধু শুষিয়া একটী আধারে সংগ্রহ করে এবং পরে তাহা মধুক্রমের খোপের মধ্যে সঞ্চয় করে। মধু হইতেই মোম হয়। স্ত্রী ও শ্রমজীবী মক্ষিকাদের হুল আছে, পুরুষদের নাই। ইহা দ্বিমুখ ও ধারাল এবং ক্ষতস্থানে বিষ প্রবেশিত করিয়া দেয়।

শরীরের আয়তন দেখিলে শ্রমজীবী অপেক্ষা পুরুষ প্রায় দেড়গুণ এবং তদপেক্ষা আবার রাণী দেড়গুণ বড়। রাণী প্রতিদিন ২০০ করিয়া ডিম্ব ক্রমাগত ৫০।৬০ দিন প্রসব করে এবং ডিম্ব সকল তিন দিনে ফুটিয়া থাকে। শ্রমজীবীরা ৫ দিন কীটের অবস্থায় থাকিয়া ২০ দিনে মৌমাছির আকার ধারণ করে। পুরুষেরা ৬। ৭ দিন কীটাবস্থায় থাকিয়া ২৪ দিনে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। রাণী ৫ দিন কীট দেহ ধারণ করিয়া ১৬ দিনে পূর্ণত্ব লাভ করে। ডিম্ব হইতে রাণী সকল জন্মিলে রাণীমাতা তাহাদিগকে বধ

হয়ে, অথবা শিশু রাণীরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়। কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন একটী রাণী এক ঋতুর মধ্যে লক্ষ মক্ষিকা প্রসব করিয়াছে! শ্রমজীবীদিগের উপরেই চাকের সমুদয় কার্য্য নির্ভর করে। তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এক এক শ্রেণীর এক এক প্রকার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। মধু আহরণ, মোম প্রস্তুত করা, চাক নির্ম্মাণ, ও খাদ্যের আয়োজন, চাক রক্ষা বিবিধ কার্য্য সুন্দর নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এক বর্গ ফুট মৌচাকে ৯০০০ প্রকোষ্ঠ থাকে। প্রকোষ্ঠগুলি প্রথমে ডিম্বাধার ও শিশু পালনালয়ের কার্য্য করে, পরে পরিষ্কৃত হইয়া মধুতে পূর্ণ হয়। সচরাচর চাকে ১০। ১৫ সের মধু পাওয়া যায়, কখনও কখনও ১ বা ১॥ সের মাত্র পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মোয়ালিয়া ধোঁয়া দ্বারা মৌমাছি সকল বধ করিয়া মধু সংগ্রহ করে। বিলাতে মৌমাছি সকলকে রক্ষা করা হয় এবং এক ঝাঁক মৌমাছি দ্বারা ক্রমাগত ২।৩ বৎসর মধু সংগ্রহের কার্য্য চলে। ইহাতে ৩ গুণ অধিক লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

মাতৃস্নেহ অজেয়।

এক বৃদ্ধার একমাত্র যুবক সন্তান। অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়াতে মা রাঁধনী বৃত্তি করিয়া এবং কাটনা কাটিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন ও লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। সন্তান এখন কৃতী, এক আফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকরী করেন। ৪।৫ বৎসর হইল, বৃদ্ধা অনেক চেষ্টা করিয়া এক সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। বধূ যুবতী, বুদ্ধিমতী; কিন্তু স্বার্থপর, বিলাসপ্রিয় ও চঞ্চল প্রকৃতি। স্বামী যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহার কিছু তাঁহার নিজের অপব্যয়ে যায়, অবশিষ্ট টাকা পত্নীর হস্তে আনিয়া দেন। পত্নী অতিব্যয়শীলা, ভাল কাপড় গহনা প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিয়া মাসে মাসে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া এবং সন্তানের পরিণাম কষ্ট ভাবিয়া বড়ই সন্তাপিত হন এবং বধূর ব্যবহারের জন্য তাহার উপর খিট খিট করিয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে সন্তানের নিকট অনুযোগ করেন। বধূর ইহাতে কত দূর অসন্তোষ ও বিরক্তির সম্ভাবনা, সহজেই বুঝা যাইতে পারে। শাশুড়ী কোনরূপে বিদায় হইলে তিনি নিষ্কণ্টকে গৃহে একাধিপত্য করিতে পারেন, ইহা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হয়, এবং

শাশুড়ীর এক কথাকে দশ কথা করিয়া সর্ব্বদা স্বামীর কাণ ভারি করিবার চেষ্টা করেন। স্ত্রী গলার হার হইলেও বৃদ্ধা জননীকে কিরূপে কোথায় বিদায় করিবেন এবং লোকেই বা কি বলিবে এই ভাবিয়া যুবক মাতার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমতী বধূ ইতিমধ্যে মাতা ও সন্তানের মধ্যে চির জীবনের বিচ্ছেদ ঘটাইবার এক সুন্দর কৌশল আবিষ্কার করিলেন। স্বামীকে এক দিন বলিলেন "দেখ তোমার মাতা ডাইনী, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তুমি যখন ঘুমাও, তখন তোমার রক্ত চুষিয়া খায়, তাই তুমি রোগা হইয়া যাইতেছ, আর বুড়ীর শরীর ফুলিতেছে।" স্বামী বলিলেন "বল কি? এ কি কখনও সম্ভব! আমার মা কিছু কর্কশা বটেন, কিন্তু আমার অনিষ্ট চিন্তা কখনও কি করিতে পারেন?" যুবতী বলিলেন, "তর্কে কাজ কি? হাতে কলমে ধরাইয়া দিব। তুমি এই রবিবার মিছামিছি ঘুম ছুতা পাতিয়া থাকিও দেখি, তোমার মার সব ব্যবহার দেখিতে পাইবে।" স্ত্রীর কথায় যুবকের মন সন্দেহাকুল হইল। এ দিকে বধূ নির্জ্জনে শাশুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখিতেছ কি, তোমার সন্তান বহিয়া গিয়াছে, মদ খাইতে শিখিয়াছে।" মাতা এত যত্নে সন্তানকে মানুষ করিয়াছেন, সে চাকরী করিয়া দশ জনের কাছে মান্য গণ্য হইতেছে, মদ খায় এ কথায় প্রত্যয় করিলেন না। বধূ বলিলেন "মা! তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না, আচ্ছা এই রবিবার দুপর বেলা যখন খাটে পড়িয়া ঘুমাইবে, তুমি তাহার মুখ শুঁকিয়া দেখিও, আমার কথা সত্য কি না বুঝিতে পারিবে।" রবিবার মাতা ও সন্তানের উভয়ের পরীক্ষা এবং বধূর মনোরথ সিদ্ধির দিন। তিনি সকাল সকাল স্বামীকে খাওয়াইয়া কপট নিদ্রা যাইতে বলিলেন। এদিকে শাশুড়ীকে বলিলেন "কাল শনিবার রাত্রে বেদম মদ খাইয়াছে, নেশা আজিও কমে নাই, বেহুঁস হইয়া আছে, তুমি মা এইবার একবার তাহার মুখের গন্ধটা লইয়া আইস।" মার তখন আহার হয় নাই, সবে ভাত চড়াইয়াছেন, তাড়াতাড়ি সন্তানের নিকট আসিলেন, চুপে চুপে খাটে উঠিলেন, শিয়রে বসিয়া মাথা নোয়াইয়া সন্তানের মুখের ঘ্রাণ লইতে উদ্যত। পুত্র জাগিয়া ঘুমাইতেছে, মাতার সমুদায় আচরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইল এবং তাহাকে যথার্থ ডাইনী বোধ করিয়া যেমন মুখের নিকট মুখ আনিয়াছেন, অমনি ঘাড় চাপিয়া ধরিল। মাতা অবাক্ কি বলিবেন? বধূ আদর করিয়া মার হাঁড়ীর ভাত পড়িয়া যায় বলিয়া ডাকিতেছেন। সন্তান ক্রুদ্ধ হইয়া তখনি লাঠি দিয়া মার ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং বলিল, ডাইনীকে এখনি বনবাস দিয়া তবে

আমি বাটী ফিরিয়া আসিব। মাতাকে তখনি তাহার সঙ্গে যাত্রা করিতে বলিল। মা সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অনেক দূর গিয়া বেলা অবসান হইয়াছে, তখন এক গহন অরণ্যে সন্তানের সঙ্গে মাতা প্রবেশ করিলেন। সন্তান গহন বনের গভীর স্থানে মাতাকে রাখিয়া বলিল "তোমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এই খানে থাক, আমার বাড়ীতে আর তোমার স্থান নাই।" তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ। মা বলিলেন "বাবা, আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই, এই বনে ব্যাঘ্র ভল্লুকে আমাকে আহার করিবে করুক, কিন্তু তুমি শীঘ্র শীঘ্র বন পার হইয়া যাও এবং নিরাপদে গৃহে গমন কর।" সন্তান মাতাকে নিবিড় অরণ্যে একাকিনী ফেলিয়া চলিয়া গেল। সন্তানের জন্য মাতার ভাবনা বাড়িতে লাগিল। আকাশ যত অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, মাতার তত আতঙ্ক হইতে লাগিল, সন্তান বুঝি বন পার হইতে পারিল না। বাতাস যত জোরে বহিতে লাগিল "আহা! বাছার পথে কত কষ্ট হইতেছে" বৃদ্ধা ভাবিতে লাগিল। অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হইতে দেখিয়া "আহা! বাছা ভিজিয়া সারা হইল", এই তাঁহার দারুণ ভাবনা। সন্তানের চিন্তাতে মাতা এত অভিভূতা যে আপনার সঙ্কট অবস্থা চিন্তা করিবার অবসর পাইতেছেন না। একান্ত মনে ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "সন্তানের পথে যেন কোন ক্লেশ না হয়, সন্তান যেন কুশলে ও নিরাপদে গৃহে উপস্থিত হইতে পারে।" নিরাহারা পথশ্রান্তা ঘোর সঙ্কটাপন্না জননী দুরাচার সন্তানের প্রতি কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া এই যে অপার স্নেহের পরিচয় দিতেছেন, এ স্নেহ কি পার্থিব? এ স্নেহকে কে পরাজয় করিবে? বাস্তবিক মাতৃস্নেহ অজেয়, ইহা বিশ্বজননীর অনন্ত প্রেমের ছবি, ইহা কখনও স্বার্থপর হইতে জানে না, মন্দ ভাবিতে পারে না, নিরন্তরই সন্তানের শুভ চিন্তা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। অধ্যাপক লাভাসিয়ারের গণনানুসারে ১৮১০ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর লোক সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ১৮১০ সালে লোক সংখ্যা ৬৮২ নিযুত ছিল, ৭৪ সালে ১৩৯১ নিযুত হইয়াছে।

২। দ্বারভাঙ্গার গঙ্গাপ্রসাদ কাউণ্টেস ডফারিণ ফণ্ডে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ১৮৮৬ সালে বঙ্গদেশের ধনাঢ্য দাতাগণ সাধারণ হিতকর পূর্ত্ত কার্য্যে ২,৬৫,৮২৩ টাকা ব্যয় করেন, তন্মধ্যে দুইটী রমণী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দানশীলতার পরিচয় দেওয়াতে ছোটলাট তাহাদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সারণ জেলার সালিগ্রাম সাহুর বিধবা তাকনামা নামক স্থানে ১৬,৩৫১ টাকা ব্যয়ে এবং ত্রিপুরার যশোদা চৌধুরাণী লক্ষ্ম নামক স্থানে ১৩,০০০ ব্যয়ে এক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে অন্যান্য ধনাঢ্যগণ অগ্রসর হউন্।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ললনা-সুহৃদ্—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তিপ্রণীত, মূল্য ।৷০ আনা। এই পুস্তকে রমণীগণের সুনীতি ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে। গ্রন্থকারের সকল মতের সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য না থাকিলেও আমরা বলিতে পারি, এই পুস্তক পাঠে স্ত্রীলোক সাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং নব্যা রমণীগণ প্রাচীনাদিগের অনেক সদ্গুণ রক্ষা বিষয়ে যত্নবতী হইতে পারিবেন।

ভুল—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি গীতি কবিতাবলি। কবির কল্পনা, ভাবোচ্ছ্বাস, লিখন চাতুরী সকলই মনোহর হইয়াছে।

৩। The Speaker—বাবু মন্মথ মুস্তফী বি, এ প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। কথোপকথনচ্ছলে ইংরাজীতে শুদ্ধরূপে কথা কহিবার রীতি ইহাতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক বহুসংখ্যক ইংরাজী পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাবার্ত্তার বাঙ্গালা অনুবাদ থাকাতে ইহা সহজে শিক্ষার্থীদিগের বোধগম্য হইবে।

৪। অবসর বিকাশ—কবিতাবলি, জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত, মূল্য ॥০ আট আনা। কবিতা গুলি চিন্তা ও সদ্ভাবপূর্ণ। অনেক গুলিতে কবিত্ব শক্তির ও পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে একপ রচনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

—:*:—

১২৯৪ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচি পত্র।

২৬৮ সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৪। মে ১৮৮৭।

সাময়িক প্রসঙ্গ	১
নববর্ষ	৬
বামাবোধিনী সমিতি ও পারিতোষিক রচনা	৭
প্রাণ	৯
মায়ের আহ্বান (পদ্য)	১১

রমণীর কর্ত্তব্য ১২
মৃচ্ছকটিক ১৫
আইস্‌লণ্ড ১৯
শিক্ষিতা মহিলাদিগের ত্রুটি ২৪
পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাসবৃদ্ধি ২৮
নূতন সংবাদ ৩০
পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা ৩১
বামা রচনা—ঊষা সমাগমে ৩২

২৬৯সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ—জুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৩
জাপানে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ৩৬
ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের তীর্থস্থান ৩৭
স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ৪০
গাভী ও কাক (পদ্য) ৪১
পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাসবৃদ্ধি ৪৩
ভালবাসা ৪৬
রেলওয়ে ৪৮
ত্রিভুবন রূপী কে? (পদ্য) ৫১
রমণীর কর্ত্তব্য ৫১
মৃচ্ছকটিক ৫৫
দানা বাঁধা ৫৮
অষ্ট্রেলীয় আদিমবাসীদিগের প্রেতযোনি ৬০
সাধু দৃষ্টান্ত ৬১
পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা ৬৩
বামা রচনা—সাধের মেয়ে (পদ্য) ৬৩

২৭০সংখ্যা, আষাঢ়—জুলাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৫
শান্ত-স্বভাব ৬৮
অপূর্ব্ব প্রস্তরমূর্ত্তি ৭১
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ৭৩
রমণীর কর্ত্তব্য ৭৭
গৃহিণী (পদ্য) ৮১
কর্ম্মদেবীর পরাক্রম ৮২
বামনজাতি ৮৩
বিদুষী আবমিনী ৮৫
বিদ্যুতের ব্যবহার ৮৬
নানা কথা ৮৭
স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ৯০
সাধু দৃষ্টান্ত ৯২
নূতন সংবাদ ৯৪
পুস্তকাদি সমালোচনা ৯৫
বামারচনা—শুষ্ক তরুদেহে জীবন্ত লতা (পদ্য) ৯৬

২৭১সংখ্যা, শ্রাবণ—আগষ্ট।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৯৭
মানব-জীবন ১০০
উপকথা—সওদাগর পুত্র ১০১
প্রণয় পরীক্ষা (পদ্য) ১০৫
আশাবতীর উপাখ্যান ১০৮
রমণীর কর্ত্তব্য ১১১
জল-পথ ১১৫
নারীচরিত—মেরী ওয়াসিংটন ১১৬
বোনাপার্টির নির্ব্বাসন ১২১
বাল্য বিবাহ ১২৩
নূতন সংবাদ ১২৫
পুস্তকাদি সমালোচনা ১২৫
বামারচনা—একটী কামিনী (পদ্য) ১২৬

২৭২সংখ্যা, ভাদ্র—সেপ্টেম্বর।

বামাবোধিনীর চতুর্ব্বিংশ জন্মোৎসব	১২৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৩০
আশাবতীর উপাখ্যান	১৩৩
উপকথা—সওদাগর পুত্র	১৩৫
রমণীর কর্ত্তব্য	১৪০
বিধবার কাহিনী (পদ্য)	১৪৩
গৃহকার্য্য	১৪৪
রমণীর অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা	১৪৬
রাজকুমারী আলেক্জাণ্ড্রিণা	১৪৮
অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ	১৫২
কবিতাস্তবক—ধ্রুবতারা (পদ্য)	১৫৫
কুসুম-বাসিনী আমার (পদ্য)	ঐ
বিধিবদ্ধ পাপের উন্মূলন চেষ্টা	১৫৬
নূতন সংবাদ	১৫৭
পুস্তকাদি সমালোচনা	১৫৮
বামারচনা	
৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৫৯
প্রকৃতি ও মানুষ (পদ্য)	১৬০

২৭৩সংখ্যা, আশ্বিন—অক্টোবর।

সাময়িক প্রসঙ্গ	১৬১
হিন্দু শিষ্টাচার	১৬২
আশাবতীর উপাখ্যান	১৬৭
নারীচরিত—ওপি	১৭০
গার্হস্থ্য চিকিৎসা	১৭৩
বার্জিনিয়ার ইতিবৃত্ত	১৭৬
মহারাষ্ট্রীয় বীরের কীর্ত্তি	১৮১
খোকার জয়	১৮৩
গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা	১৮৭
ভূমিকম্প	১৮৮
দ্যু-লোকের মানচিত্র	১৮৯
রমণীর কর্ত্তব্য	১৯০
নূতন সংবাদ	১৯১
পুস্তকাদি সমালোচনা	১৯২
বামারচনা—চারুশীলা ও সুশীলার কথা	ঐ

২৭৪ সংখ্যা, কার্ত্তিক—নবেম্বর।

সাময়িক প্রসঙ্গ	১৯৩
কোলাহল	১৯৬
উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান	১৯৯
ফোয়ারা	২০২
মাতৃষোড়শী	২০৩
মৃতবৎ অবস্থায় জীবন ধারণ	২০৭
পোলিনেসীয় স্ত্রীজাতি	২০৯
দেশ ভ্রমণ	২১৩
রমণীর কর্ত্তব্য	২১৬
আমেরিকার মহৎকীর্ত্তি	২১৮
নূতন সংবাদ	২২১
পুস্তকাদি সমালোচনা	২২২
বামারচনা—সাবিত্রী কথা (পদ্য)	২২২

২৭৫সংখ্যা, অগ্রহায়ণ—ডিসেম্বর।

সাময়িক প্রসঙ্গ	২২৫
উদাসীনের চিন্তা	২২৭
রাণাঘাট ও পালচৌধুরী বংশের আদি বৃত্তান্ত	২২৮
সে দিনের কথা (পদ্য)	২৩৪
উদ্ভিদ বিজ্ঞান	২৩৫
সন্তানের উপর মাতার প্রভাব	২৩৭
কৃপণের জীবন	২৪০

ইউরোপের বিবাহ প্রথা	২৪২
হিন্দু সদাচার	২৪৪
পিপীলিকা	২৪৮
সহধর্ম্মিণীর দুঃখ (পদ্য)	২৫০
কৌতুককণা	২৫১
নূতন সংবাদ	২৫৪
বামারচনা	
আমার পরিণাম (পদ্য)	২৫৫
সতীত্বের জয় (পদ্য)	২৫৬

২৭৬ সংখ্যা পৌষ—জানুয়ারি।

সাময়িক প্রসঙ্গ	২৫৭
পুষ্প	২৬১
লেডী ষ্ট্রাংফোর্ড	২৬৩
চিন্তা, কথা এবং কার্য্য	২৬৫
কৃষ্ণা গোস্বামী	২৬৭
কমন্স সভা	২৬৮
সেলাই শিক্ষা	২৭০
চাহিবে না ফিরে ? (পদ্য)	২৭২
হিন্দু সদাচার	২৭২
ঘণ্টা ও ঘণ্টানাদ	২৭৪
অপূর্ব্ব রমণীচরিত—ব্রহ্মময়ী	২৭৭
মরীচিকা	২৮১
পারিবারিক বন্ধন	২৮২
নূতন সংবাদ	২৮৬
বামারচনা	
গোলাপের হাঁসি (পদ্য)	ঐ
প্রার্থনা (পদ্য)	২৮৮

২৭৭ সংখ্যা মাঘ—ফেব্রুয়ারি।

সাময়িক প্রসঙ্গ	২৮৯
শান্তি	২৯২
স্ত্রীচিকিৎসা	২৯৪
আদি নারী ইভ	২৯৮
সত্যের উপাসনা (পদ্য)	৩০১
অপূর্ব্ব রমণীচরিত—ব্রহ্মময়ী	৩০২
গোরা বিদ্রোহ	৩০৭
রমণীর কর্ত্তব্য	৩০৯
সিণ্টাং নদীর বাণ	৩১১
ভাই বোন	৩১৩
কীটতত্ত্ব	৩১৫
নূতন সংবাদ	৩১৭
পুস্তক সমালোচনা	৩১৮
বামারচনা	৩১৮
সাধের জীবন (পদ্য)	৩১৯
ফুল (পদ্য)	৩২০

২৭৮ সংখ্যা ফাল্গুন—মার্চ্চ।

সাময়িক প্রসঙ্গ	৩২১
সোণা ফেলে আঁচলে গেরো	৩২৩
ডাক্তার আনন্দ বাই যোশী এম্, ডি	৩২৫
ভাগীরথী বক্ষ (পদ্য)	৩৩১
কালিফরনিয়ার উষ্ণ-প্রস্রবণ	৩৩২
চক্ষুর ভাষা	৩৩৩
মা ও ছেলে	৩৩৫
শিশুর জন্য দুগ্ধ	৩৩৮
গোলাপ ফুল (পদ্য)	৩৪০
অপূর্ব্ব নারী চরিত—ব্রহ্মময়ী	৩৪২
ভাই বোন	৩৪৫
গোরা বিদ্রোহ	৩৪৮

হিন্দু সদাচার ৩৪৯
নূতন সংবাদ ৩৫০
বামারচনা
সহমরণ (পদ্য) ৩৫১

২৭৯ সংখ্যা চৈত্র—এপ্রেল।
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৫৩
বামাজাতির সংস্কার ৩৫৭
ডাক্তার আনন্দ যোশী বাই ৩৬০
পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ৪৬৩
দুগ্ধ ৩৬৫
ভ্রমণ ও দৃশ্য ৩৬৮
মহিলাশ্রম ৩৭১
কীট রহস্য ৩৭৪
মাতৃস্নেহ অজেয় ৩৭৫
নূতন সংবাদ ৩৭৭
পুস্তক সমালোচনা ৩৭৮
১২৯৪ সালের বামাবোধিনী সংখ্যানুসারে সূচিপত্র ৩৭৮
ঐ বিষয়ানুসারে ৩৮২

১২৯৪ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

বামাবোধিনী সমিতি ও পারিতোষিক রচনা ৭
স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ৪০
স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ৯০
বামাবোধিনীর চতুর্বিংশ জন্মোৎসব ১২৯
স্ত্রীচিকিৎসা শিক্ষা ২৯৪
স্ত্রীশিক্ষা ৩৫৩
বামাজাতির সংস্কার ৩৫৭

২। নারীচরিত ও স্ত্রীকীর্ত্তি।

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ ৭৩
কর্ম্ম দেবীর পরাক্রম ৮২
বিদুষী আরমিণী ৮৫
মেরী ওয়াসিংটন ১১৭
রমণীর অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ১৪৬
রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রিণা ১৪৮
ওপি ১৭০
লেডী ষ্ট্রাংফোর্ড ৩০৩
ব্রহ্মময়ী ২৭৭,৩০২,৩৪২,
ডাক্তার আনন্দবাই যোশী ৩২৫,৩৬০

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

রমণীর কর্ত্তব্য ১২,৫৩,৭৭,১১১,১৪০
১৯০,২১৬,৩০৯,
শিক্ষিতা মহিলাদিগের ত্রুটি ২৪
ভালবাসা ৪৬
সাধু দৃষ্টান্ত ১৬,৯২
শান্ত স্বভাব ৬৮
সময় জীবন ১০০
আশাবতীর উপাখ্যান ১০৮,১৩৩,১৬৭
বাল্যবিবাহ ১২৩
গৃহকার্য্য ১৪৪
বিধিবদ্ধ পাপের উন্মূলন চেষ্টা ১৫৬
হিন্দু শিষ্টাচার ১৬৫
খোকার জয় ১৮৩
কোলাহল ১৯৬
মাতৃ ষোড়শী ২০৩

উদাসীনের চিন্তা	২২৭
সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব	২৩৭
কৃপণের জীবন	২৪০
হিন্দু সদাচার	২৪৪,২৭৩,৩৪৯
চিন্তা, কথা ও কার্য্য	২৬৫
কৃষ্ণা গৌতমী	২৬৭
পারিবারিক বন্ধন	২৮২
শান্তি	২৯২
ভাই বোন	৩১৩,৩৪৫
সোণা ফেলে আঁচলে গেরো	
মা ও ছেলে	৩৩৫
পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ	৩৬৪
মাতৃস্নেহ অজেয়	৩৬৯

৪। ইতিহাস ও দেশ ভ্রমণ।

আইসলণ্ড	১৯
জাপানে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার	৩৬
ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের তীর্থস্থান	৩৭
রেলওয়ে	৪৮
জলপথ	১১৫
বার্জিনিয়ার ইতিবৃত্ত	১৬৭
মহারাষ্ট্রীয় বীরের কীর্ত্তি	১৮১
পোলিনেসীয় স্ত্রীজাতি	২০৯
দেশভ্রমণ	২১৩
আমেরিকার মহৎকীর্ত্তি	২১৮
রাণাঘাট ও পালচৌধুরী বংশের আদি বৃত্তান্ত	২২৮
ইয়োরোপের বিবাহ প্রথা	২৪২
গোরা বিদ্রোহ	৩০৭,৩৪৮
ভ্রমণ ও দৃশ্য	৩৬৮

৫। বিজ্ঞান।

প্রাণ	
পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার বৃদ্ধি	
দানা বাঁধা	৮৩
বিদ্যুতের [illegible]	৮৬
অণ[illegible] [illegible]বীক্ষণ	১৫২
[illegible]শুর অবস্থা	১৮৭
ভূমিকম্প	১৮৮
দ্যুলোকের মানচিত্র	১৮৯
উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান	১৯৯,২৩৫
ফোয়ারা	২০২
পিপীলিকা	২৪৮
মরীচিকা	২৮১
সিণ্টা নদীর বাণ	৩১১
কীটতত্ত্ব	৩১৫
কালিফর্ণিয়ার উষ্ণপ্রস্রবণ	৩৪২
চক্ষুর ভাষা	৩৩৩
শিশুর জন্য দুগ্ধ	৩৩৮,৩৬৫
মহিলাশ্রম	৩৭১
কীট রহস্য	৩৭৪

৬। উপন্যাস ও অদ্ভুত বিবরণ।

মৃচ্ছকটিক	১৫,৫৩
অষ্ট্রেলীয় আদিমবাসীদিগের প্রেতযোনি	৬০
অপূর্ব্ব প্রস্তরমূর্ত্তি	৭১
বামনজাতি	৮৩

...বাসর যুদ্ধে ... ১৮৬,১৯৫
...অবস্থার জীবন ধারণ ২০৭
...টা ও ঘটাবাদ ২১৩
...আদিবাসী ইত্র ২৯৮
...অজের ৩৭৫

৭।

নববর্ষ ৬
মায়ের আহ্বান ৩১
গাভী ও কাক ৪১
ত্রিভুবন জয়ী কে? ৮১
প্রণয় পরীক্ষা ১০৫
বিধবার কাহিনী ১৪৪
বনিতাস্তবক-ধ্রুবতারা ১৫৫
হৃদয়বাসিনী আমার ঐ
সে দিনের কথা ২৩৪
সহধর্ম্মিণীর দুঃখ ২৫০
চাহিবে না ফিরে? ২৭২
সত্যের উপাসনা ৩০১
ভাগীরথী-বক্ষ ৩৩১
গোলাপ ফুল ৩৪০

৮। বিবিধ।

নানা কথা ৮৭
গার্হস্থ্য চিকিৎসা ১৭৩
কৌতুক কণা ২৫১
...ন্থ ২৬১
...লজ্জা ২৬৮
...শিক্ষা ২৭০

৯। বামারচনা।

উষা সমাগমে ৩২
সাধের মেয়ে ৬৩
শুষ্ক তরুদেহে জীবন্ত লতা ৯৬
একটী কামিনী ১২৬
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৫৯
প্রকৃতি ও মানুষ ১৬০
চারুশীলা ও সুশীলার কথা ১৯২
সাবিত্রীর কথা ২২২
...র পরিণাম ২২৫
সতীত্বের ... ২৫৫
গোলাপের হাঁসি ২৮৬
প্রার্থনা ২৮৮
সাধের জীবন ২১৯
ফুল ৩২০
সহমরণ ৩২০

১০। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১,৬৩,৬৫,৯৭,১৩০,১৬১,১৯৩,২২৩,
২২৫,২৫৭,১৮৯,৩২১ ও ৩৫৩

১১। নূতন সংবাদ।

৩০,৯৪,১২৫,১৫৭,১৯১,২২১,২৫৪,
২৬৬, ৩১৭,৩৫০ ও ৩৭

১২। পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

৩১,৬২,১২৪,১৫৮,১৯২,২২২,৩১৮ ও ৩৭৬

No. 280. May 1888

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮০ সংখ্যা। বৈশাখ ১২৯৫—মে ১৮৮৮। ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ ...	১
২।	নববর্ষ	৩
৩।	কুমারী ভগিনীগ... ...	৫
৪।	জয়পুর ও জয়পুর রাজের সৌজন্য	৭
৫।	লেডি ডফারিণ	১১
৬।	লণ্ডন দুর্গ	ঐ
৭।	দুইটী আশ্চর্য্য বৃক্ষ ...	১৩
৮।	সীতা	১৫
৯।	শরণাগত পালন	১৯
১০।	দুগ্ধ	২৩
১১।	চাস	২৫
১২।	মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের "সম" ভগিনী	২৭
১৩।	নূতন সংবাদ	২৯
১৪।	পুস্তকাদি সমালোচনা	৩০
১৫।	বামারচনা	৩১
১৬।	প্রেরিত পত্র হইতে উদ্ধৃত	৩২

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনীর বহু বার্ষিক অনুষ্ঠান হইবে,

আমাদিগের ক্ষুদ্র পত্রিকার জুবিলী। এই উপলক্ষে ১০টি রচনার দিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী কত পদ্য ও উপদেশমালা রঙ্গিন কাগজে মুদ্রিত করিয়া গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে প্রীতি উপহার স্বরূপ প্রদান করিবার মানস করা গিয়াছে। এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বামাবোধিনীকে অনেক ব্যয়গ্রস্ত হইতে হইবে। বামাবোধিনীর আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল নহে, ইহা সকলেই জানেন। কোন কোন বন্ধুর সাহায্য পাইবার আশা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ইহাঁর সাহস। যে সকল ভাই ভগিনী বামাবোধিনীকে ভালবাসেন ও স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারা আশীর্ব্বাদী স্বরূপ কিছু কিছু যৌতুক দিয়া যদি বামাবোধিনীর শুভ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, এই তাহার উৎকৃষ্ট অবসর। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যিনি যে দান করিবেন, আমরা তাহা বামাবোধিনীর জুবিলী ফণ্ডে জমা করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব। আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে আমরা রচনা পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বা তদ্দ্বারা বামাবোধিনীর উন্নতির কোন প্রকার উপায় করিতে পারি। গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে উপহার দিবার উপযোগী কোন লেখা বা পুস্তিকা কেহ অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইলে তাহাও আমরা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রী আশুতোষ ঘোষ—সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। এই পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রথম ৩ মাসের মধ্যে বার্ষিক বা ষান্মাসিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

২। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে অথবা পুরাতন গ্রাহকগণের বাকী মূল্য প্রদান করিতে এক মাসের অধিক বিলম্ব হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

৩। যাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে, ইহার মূল্য পাঠাইতে বা ইহার নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯ নং আণ্টনি বাগান লেন আমার নামে পত্র লিখিবেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য		
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	কলিকাতা	২৸৵০
ঐ	মফঃস্বল	২৸৵০

এই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন ছাপাইবার নিয়ম	
প্রতি লাইন	৵০
প্রতি অর্দ্ধ লাইন ...	৴১০

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ,

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮০ সংখ্যা । বৈশাখ ১২৯১—মে ১৮৮৮। ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাত যাত্রা—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাবু দুর্গামোহন দাস ও বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়ের সমভিব্যাহারে মৃজাপুর ষ্টিমারে গত ৪ঠা বৈশাখ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য অনেকগুলি বন্ধু জাহাজ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সুবিধা হইলে শিবনাথ বাবু আমেরিকাও দর্শন করিয়া আসিবেন। আমরা আশা করি নিরাপদে তিনি এই দূর দেশ সকল ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এ দেশের রমণীগণের উন্নতি পক্ষে সহায়তা করিতে পারিবেন।

দুর্ঘটনা ও দু[illegible]—(১) গত [illegible] বিষম ক্ষতি হইয়াছে—প্রায় ৬০।৭০ জন হত ও বহুসংখ্যক লোক আহত হইয়াছে, অনেকগুলি অট্টালিকা ও গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অনেক নৌকা মারা গিয়াছে। (২) পাবনায় ২৯এ মার্চ্চের ঝড়ে ১৭ জন লোক হত ও এক হাজার লোক আহত হইয়াছে এবং অনেক গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। (৩) অগ্নিকাণ্ডে ভাগলপুরের নিকটস্থ কালীগঞ্জ নগর ভস্মসাৎ হইয়াছে। ঢাকায় সাহায্যার্থে নবাব আসাহুল্লা ১০ হাজার এবং বাবু রূপলাল ও রঘুনাথ দাস ৫ হাজার টাকা [illegible] করিয়া ১০ হাজার টাকা দান কর[illegible] [illegible]ছেন। [illegible] জীবন। ৬

...তিপ্রায় দেখা যায়, মনুষ্যের স্বর্গীয় দয়া বৃত্তির উদ্দিপন হইবে। বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ যাঁহার যেমন শক্তি, কিছু কিছু দান করা কর্ত্তব্য।

জর্ম্মণ সম্রাট—সম্রাট ফ্রেডারিক পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার জীবন সংশয়। জগদীশ্বর রাজ-জামাতাকে রক্ষা করুন্।

লেডী ডফারিণ— ভারতের কল্যাণার্থ এখনও ইহাঁর যত্ন অক্লান্ত। আগরার স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী সূতিকা বিভাগ খুলিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্ক জাহাজ—পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে দুই হাজার যাত্রীর সমাবেশ হয়। পাঠিকাগণ ভাবিয়া দেখুন এত লোককে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সমুদ্র পথে লইয়া যাইতে হইলে কত আয়োজন আবশ্যক। এক এক খানি বড় জাহাজ এক একটী ক্ষুদ্র সহরের মত।

বেথুন কলেজ—ছাত্রীগণ ইহা হইতে এম এ, বি এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা হইলেও এত দিন ইহা স্কুল নামে পরিচিত ছিল। সম্প্রতি ইহা রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়া প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। গত ১৯এ এপ্রেল ইহার পারি-... সমারোহে সম্পন্ন হয়, ... কলিকাতা ... বোড়শ লেপ্টেঃ গবর্ণর ... বিতরণ করেন এবং ছোট লাট একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

রাজগুরু—মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উর্দ্দ ও হিন্দী শিক্ষা দিবার জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে এক শিক্ষক বিলাত যাইতেছেন। ইহাঁর নাম প্রিন্স নবাব জয়যোমুদ্দৌলা। ইনি অযোধ্যার রাজবংশীয় এবং অযোধ্যার শেষ প্রধান মন্ত্রীর পুত্র, ইনি মুরশিদাবাদের শেষ নবাব নাজিমের কন্তাকে বিবাহ করেন। ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রেও বিশারদ। এত বড় কুলীন না হইলে ইংলণ্ডেশ্বরীর শিক্ষক হইতে পারিবেন কেন? যুবরাজেরও ইচ্ছা আছে, ইহাঁর নিকটে উর্দ্দু শিখিবেন।

মহারাণীর ইউরোপ ভ্রমণ—ভারতেশ্বরী এক্ষণে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট কর্ত্তৃক মহা সম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া জর্ম্মণিতে আসিয়াছেন এবং কন্তা, জামাতা ও নাতি পুতিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

খর্ব্বকায় জাতি—মধ্য আফ্রিকায় মনবু প্রদেশের অধিবাসীরা পৃথিবীর সকল জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র। তাহারা উচ্চে ৪ ফিট মাত্র।

স্ত্রী-পুরোহিত—স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্র হেয়। মুসলমানেরা ইহাদের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ইহুদী, খৃষ্টান ...

হইতে ইহাদিগেকে বঞ্চিত করিয়াছেন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। বঙ্গদেশের মেথডিষ্ট খৃষ্টানেরা স্ত্রী-পুরোহিত (ডিকন) নিয়োগের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান ও দীক্ষা বিধানের অধিকার দিয়াছেন।

জুবিলী আবেদন— রবিবার প্রকাশ্য পাপালয় সকল বন্ধ করিবার জন্য বিলাতের স্ত্রীলোকেরা মহারাণীর নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে ১০ লক্ষ ৩২ হাজার স্ত্রীলোকের সহি হইয়াছে। পত্র খানি ওজনে ১ মণ ১৬ সের।

সুগৃহিণী—গত ফাল্গুন মাস হইতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য হিন্দীভাষায় সুগৃহিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ইহার সম্পাদিকা এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। পত্রিকাখানি যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইতেছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে ইহার বহু সমাদর বৃদ্ধি হওয়া উচিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পত্রিকা খানির দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি।

নববর্ষ।

আবার ধরণী ধরি নিজ বুকে
কোটী জীব জন্তু সাগর ভূধর,
পাত্ত প্রদক্ষিণ করি মহাসুখে
গণিল বিগত একটী বৎসর। ১

আবার ধরণী নবীন উদ্যমে,
নাচি শশি তারাসহ মহোল্লাসে,
মধুর বসন্ত নব সমাগমে,
"নববর্ষারম্ভ" গাইল উচ্ছ্বাসে। ২

কালচক্র দেখ ঘুরে অবিরাম,
পলভর তরে নাহিক বিশ্রাম,
ঘুরে বর্ষ সহ-নিজ পরিবার
ঋতু মাস দিন রাতি তিথি বার। ৩

এই যে নূতন এই পুরাতন,
গেল যা না ফিরে আসিবে কখন,
'গতস্য শোচনা' করে বৃথা ক্ষয়,
কর না কর না অমূল্য সময়। ৪

জগৎ-ঈশ্বর চির-বর্ত্তমান,
বর্ত্তমান সার কর মতিমান,
পলে পলে ক্ষয় হইছে জীবন,
কর্ত্তব্য সাধনে কর প্রাণপণ। ৫

ক্লান্ত নাহি হও জীবনের পথে,
উৎসাহ বিশ্বাস আশা লয়ে সাথে,
নিত্য নবোন্নতি করহ সাধন,
শান্তি সুখময় হইবে জীবন। ৬

রাখে গোঁসাই মারে কে,

মারে গোঁসাই রাখে কে ?

মানুষের জীবন মৃত্যুর কর্ত্তা কি মানুষ? শিশু যখন জননীর উদরে থাকে, তখন অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে জননী তাহাকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই তাহার অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞ। জরায়ুস্থ শিশুকে কেহ দেখে না, কেহ আহার দেয় না, কাহারও সাহায্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছায়—তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশলে সে জীবিত থাকে ও পরিপুষ্ট হয়। এই শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণ এক নিমেষেই অতি সামান্য ঘটনায় বিনষ্ট হইতে পারে, ঈশ্বর তাহাকে নিরাপদে রক্ষা করেন, তিনি তাহাকে মারিলে কে রক্ষা করিতে পারে? গর্ভস্থ শিশুর জীবন মৃত্যুতে আমরা মানুষের হস্ত দেখি না, ঈশ্বরের হস্তই দেখিয়া থাকি। কিন্তু মানব সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ, পরিপুষ্ট ও বলবীর্য্যশালী হইয়া যখন আপনার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে থাকে, তখন আপনাকে আপনার জীবনের কর্ত্তা বলিয়া সহসা অভিমানী হয়। কিন্তু এ অবস্থাতেও ঈশ্বরের হস্ত সর্ব্বোপরি। কত সুস্থ সবল বালক ও যুবক হঠাৎ মরিতেছে, আবার কত চিররুগ্ন দুর্ব্বল বৃদ্ধ বহুকাল বাঁচিয়া যাইতেছে। কত ... নিরাপদ স্থানে থাকিয়া মানুষ আপনাকে বাঁচাইতে পারিতেছে না, আবার আসন্ন মৃত্যুর হস্ত মনুষ্য অনায়াসে এড়াইতেছে। এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে আমরা আশ্চর্য্য হই। অতএব মৃত্যু বিষয় ঠিক বিচার করা কঠিন। সত্য বলিতে হইলে আমরা এক কথাই বলিতে পারি "রাখে গোঁসাই মারে কে? মারে গোঁসাই রাখে কে?"

জীবনদাতা ঈশ্বর প্রত্যেক জীবকে জীবন দিয়া তাহার রক্ষার সহস্র উপায় বিধান করেন। মাতার নাড়ীর রস, স্তনের দুগ্ধ, পিতামাতা আত্মীয়গণের স্নেহ, পৃথিবীর জল বায়ু আলোক খাদ্য বস্তু সকলই তাঁহার ব্যবস্থা। যখন শরীরে কোন রোগ উপস্থিত হয়, তখন সেই রোগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য শরীরের যন্ত্র সকল যেন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে। ইহার মধ্যেও সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ব্যবস্থা উপলব্ধি হয়। চিকিৎসকের সাহায্য উপলক্ষ মাত্র। শরীরের প্রকৃতি সহায় না হইলে ঔষধ কার্য্যকর হয় না। জীবনে মরণে তাঁহারই হস্ত প্রধানতঃ কার্য্য করিয়া থাকে। একটী ক্ষুদ্র পতঙ্গ জন্মে না মরে না তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন, বিশ্বাসীর এই বাক্য। আমাদের জন্ম, মৃত্যু স্থিতিতে আমরা যে ঈশ্বরের হস্ত দেখি না, সে কেবল আমাদের বিশ্বাসের অল্পতা হেতু। বিশ্বাস উজ্জ্বল হইলেই তাঁহাকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ঈশ্বর কি

কাহাকে এককালে মারেন? তিনি মৃত্যু দ্বারা আমাদের ধূলার শরীর ধূলায় পরিণত করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর আত্মাকে পুরম যত্নে রক্ষা করেন। আমাদের শরীর তাঁর সেবার জন্য, ইহা জানিয়া বিশ্বাসী কাহাকেও ভয় না করিয়া তাঁহার জন্য শরীর উৎসর্গ করেন আর শরীরপাত হইলেও অনন্ত জীবনে জীবিত থাকিবেন জানিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করেন। জীবন মরণ সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন জানিয়া তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আপনার জীবনের মহাব্রত পালনে নিযুক্ত থাকাই প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

কুমারী ভিনিগি।

অদ্য এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে সদাশয়া রমণীর নাম উল্লিখিত হইল, এরূপ রমণী পার্থিব জগতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁর ধর্ম্মানুরাগ, পরহিতৈষণা, বিনয়, সরলতা ও নির্ম্মল চরিত্র সকলই প্রসিদ্ধ। একাধারে এত গুণ প্রায়ই মিলে না। ইহাঁর নাম কুমারী ভিনিগি। ইনি কখনই বিবাহ করেন নাই বলিয়া লোকে ইহাঁকে 'মিস্' বা 'কুমারী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ভিনিগি ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এসেক্স প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতীব দরিদ্র ছিলেন; মাতা কিছু কিছু লেখা পড়া জানিতেন, কিন্তু রূপসী বলিয়াই সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতি ছিল। দরিদ্রের ঘরে এমন আশ্চর্য্য রূপ সচরাচর দেখা যায় না। ইংলণ্ড অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র, সমগ্র ভারতের সঙ্গে তুলনায় ইহাকে অতীব সামান্য স্থান বলিলে বলা যায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্থানে পুরুষ ও নারী জাতির মধ্যে এমন এক এক জন অসাধারণ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সদ্‌গুণশালী এমন বহুতর ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, মহাবিশাল রাজ্যেও প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। কুমারী ভিনিগি ইংলণ্ডের এক অপূর্ব্ব অলঙ্কার। ইহাঁর জীবন চরিত এখনও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। প্রাচীন সংবাদ ও সাময়িকপত্র এবং রাজকীয় বিবৃতিমালা হইতে স্থানে স্থানে চেষ্টা করিয়া উইলিয়ম ডেশার্ট নামে এক খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সম্প্রতি ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি; বিস্তৃতাকারে ভিনিগির জীবন চরিত প্রকাশিত হইলে সভ্যজগৎ বোধ হয় অতুল আনন্দ লাভ করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভিনিগির মাতা অত্যন্ত রূপসী ছিলেন, কিন্তু

একটি মাত্র কন্যা প্রসব করিয়াই বিধবা হন। বিধবা হইবার পরে তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

কুমারী ভিনিগির সচ্চরিত্রতা, দৈহিক রূপ এবং বিশ্বজনীন উদার প্রেম দর্শন করিয়া তাঁহার যৌবনকালে অনেকে তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। ভিনিগি সকলেরই প্রার্থনায় অস্বীকৃতা হন। তিনি দেশ হিতকর কার্য্যে আপনার জীবনকে এরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে অন্য বিষয় চিন্তা করিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। তাঁহার কার্য্য প্রণালী এইরূপ ছিল:—তিনি প্রতি শনিবার দরিদ্রা বালিকা দিগের বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মনীতি, গণিত ও সাহিত্য শিক্ষা দিতেন, রবিবারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং মঙ্গলবারে কুলী মজুরদিগের বালকদিগকে শিল্প শিখাইতেন। বুধ, বৃহস্পতি এবং শনিবার এই তিন দিনে তিনি দুঃখিনী স্ত্রীলোক সমূহের কষ্ট মোচনে ব্যাপৃতা থাকিতেন এবং রাত্রে অসতী স্ত্রীলোকদিগকে সদুপদেশ দিতেন। সোমবার ব্যতীত সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার অবকাশ থাকিত না। তিনি যেমন পরিশ্রম করিতে পারিতেন, আহার করিতেও তেমনি পটু ছিলেন, ইহাতে প্রথমে লোকে তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিত। শেষে সকলেই তাঁহাকে "প্রকৃতির বালিকা" (nature's girl) বলিয়া সম্মান করিয়া গিয়াছেন, অনেকেই বলিত "ইনি স্বর্গের কন্যা, পার্থিব জগতের কোনও উপকরণে ইহাঁর প্রকৃতি গঠিত হয় নাই।" ভিনিগি সুরা মাংস বা ধূমপানে অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তিনি বালক ও বালিকাগণের এত দূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, যখন পথে বাহির হইতেন, বালক বালিকারা আহার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি বালিকাদিগকে খৃষ্টমাস পর্ব্বে মিষ্টান্ন ও ছবি দিতেন এবং বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ের শোভা দেখাইতেন। ভিনিগির পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল, নিজের সুখের জন্য কখনই কোনও প্রকার চেষ্টা করিতেন না। যাহা কিছু পাইতেন, অপরের মঙ্গলের জন্য বিশেষতঃ দীন দুঃখীর জন্য অকাতরে অথচ গোপনে ব্যয় করিতেন। তিনি পীড়িতের ঔষধ, খঞ্জের যষ্টি, অন্ধের নয়ন এবং দরিদ্রের ধন বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহার চেষ্টায় কত পাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে, কত অত্যাচারী শান্ত প্রকৃতি হইয়াছে কে বলিতে পারে? ফলতঃ এরূপ দেবদুর্লভ মানব জন্ম অতি অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চরিত্র, স্বভাব, আচার, আলাপ, ব্যবহার শরীর মন কিম্বা কোনও বিষয়েই এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে সাহসী হয় নাই। আহা! এমন সৌভাগ্য কয়জন মানুষের হইয়া থাকে? এরূপ

আদর্শ নারী কি অনুকরণের যোগ্য নহে?

মৃত্যুর তিনবৎসর মাত্র পূর্ব্বে কুমারী ভিনিগি একটি নৈতিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে এক প্রকাণ্ড সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী, এতাদৃশ মর্ম্মস্পর্শী ও ভক্তিময়ী হইয়া ছিল যে উহা তদানীন্তন রাজার কর্ণগোচর হয় এবং পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ ইহাতে অশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্যার্থ রাজকোষ হইতে তিন সহস্র টাকা (তিনশত পৌণ্ড) মঞ্জুর হইয়াছিল, কিন্তু কুমারী সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে উঁহার আন্দোলন একবারে বন্ধ হইয়া যায়। ভিনিগি, ইংলণ্ডে সর্ব্ব প্রথম পশুজাতির প্রতি অত্যাচার নিবারণ বিষয়িণী সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

জয়পুর ও জয়পুর রাজের সৌজন্য।

রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর যেরূপ প্রসিদ্ধ ও মনোহর স্থান, ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে শোভা, সমৃদ্ধি এবং বিলাসিতায় যেমন পারিস শ্রেষ্ঠ, সমুদয় ভারতবর্ষে জয়পুরও সৌন্দর্য্য, ধনবিপুলতা, ভোগ এবং বিলাসে তেমনি অদ্বিতীয়। পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, বিদ্যাধর শর্ম্মা নামে একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাঙ্গালী মহাপুরুষের বুদ্ধি, বিদ্যা, কৌশল ও তীক্ষ্নদর্শিতা গুণে জয়পুরের বর্ত্তমান কীর্ত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়পুরের কৃতজ্ঞ অধিবাসীরা ইহাঁর গৌরব রক্ষার জন্য উক্ত সহরের সর্ব্বপ্রধান ও প্রশস্ত বর্ত্মটিকে "বিদ্যাধরের সড়ক" বলিয়া নামকরণ করতঃ ইহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যে মহামাননীয় ও বিদ্যোৎসাহী মহাত্মার শাসন কালে জয়পুর রাজ্য এতাদৃশ ক্ষমতাসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যবান, বিদ্বজ্জনপূর্ণ ও অতুল শোভার আধার হইয়া উঠে, তাঁহার নাম মহারাজা রামসিংহ। এমন সুন্দর স্বভাবের রাজা অধুনাতনকালে ভারতে প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাঁর স্বভাব যেমন নির্ম্মল, কলেবরও তেমনি সুন্দর এবং সবল ছিল। বীরত্ব, বিদ্যোৎসাহিতা, সঙ্গীতনিপুণতা প্রভৃতি গুণে ইনি সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহাঁর শাসন সময়ে রাজ্যে যথেষ্ট শান্তি বিরাজিত ছিল এবং প্রজাদের কোনও প্রকারের কষ্ট ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এমন সর্ব্বগুণান্বিত মিত্ররাজ বোধ করি আর কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই,

সেই জন্যই ইংরেজ সিংহ বলিতেন "জয়পুরের মিত্র এবং ভারতের অর্দ্ধাংশ প্রায়ই সমান"।

মহারাজ রামসিংহের জীবন চরিত আলোচনা করিলে অনেক সুখকর বিবৃতি সংগৃহীত হইতে পারে। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ লইয়া প্রস্তাব লিখিতে গেলে, বহুল প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। শুনিয়াছি, মারোয়ারের প্রবৃদ্ধ প্রাজ্ঞেরা রামসিংহের জীবনী হস্তলিখিত পুঁথিতে সংরক্ষণ করিয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে নিতান্ত সুখের বিষয় বলিতে হইবে, যেহেতু মহচ্চরিত্র আলোচনা করা অপেক্ষা সুখকর ও শুভকর বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, মহারাজা রামসিংহের জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার উদারতার আজি একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিব।

একদা মহারাজা রাম সিংহ মৃগয়োপলক্ষে বহুতর সঙ্গী সমভিব্যাহারে কানন মধ্যে প্রবেশ করেন। পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ কাননাভ্যন্তরে মৃগশিশু, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ইত্যাদির অন্বেষণ হইতে লাগিল। কিন্তু হরিণ কিম্বা কোনও হিংস্র শ্বাপদের আদৌ দর্শন পাওয়া গেল না। অবশেষে মহারাজা একটী ক্ষুদ্রকায় হড়িয়াল জাতীয় পশুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন, তীব্রগামী পশু বায়ুবেগে এমন ছুটিতে লাগিল যে, রাজা রাম সিংহের অশ্ব বা শিকারী সারমেয় কিছুতেই তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইল না। মহারাজা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, এদিকে সমভিব্যাহারী পুরুষেরা রাজার এবং শিকারের অন্বেষণে ঘটনাক্রমে আর একটি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। মহারাজা বন হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন; সঙ্গে দ্বিতীয় লোক নাই; পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক প্রায়; অশ্ব ঘর্ম্মাক্ত কলেবর; প্রখর মার্ত্তণ্ডের নিকরে রাজপুতানার মরুভূমি অগ্নি বর্ষণ করিতেছে; বালুকাময় ভূমি সমূহ যেন হুতাশন মাখিয়া ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় রাজা বাহাদুর ঘুরিতে ঘুরিতে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের তলদেশস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুটীরাভ্যন্তরে একটি অতি বৃদ্ধা ইতর জাতীয়া রমণী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বয়সে, শোকে ও দরিদ্রতায় বৃদ্ধা যেন শমনের করতলগত হইয়া বসিয়া আছে। মহারাজা অত্যন্ত কাতর ও ক্লান্ত হইয়া নিতান্ত বিনীত বদনে বুড়ীর নিকটে একটু শীতল জলের প্রার্থনা করিলেন। এই স্থানের অনতিদূরে একটী বৃহৎ পর্ব্বত ছিল, সেই পর্ব্বতের গাত্র হইতে দুইটি নির্ম্মলসলিলা ঝরণা নিরন্তর অবিশ্রান্ত ভাবে সলিল বর্ষণ করিত। মহারাজা তাহা জানিতেন না। বুড়ী প্রতিদিন প্রাতে ঐ ঝরণায় জল আনিয়া

গৃহে রাখিয়া দিত। রাজা রাম সিং জল প্রার্থনা করায় বৃদ্ধা একটি মৃণ্ময় পাত্রে অতি সুন্দর শীতল জল আনিয়া জয়পুরাধিপতির সম্মুখে ধারণ করিল। বলা বাহুল্য বৃদ্ধা ইহাকে মহারাজা বলিয়া আদৌ জানিতে পারে নাই। রাম সিংহ সেই শীতল সলিল পান করিয়া পিপাসা ও শ্রান্তি দূর করতঃ বিমল শান্তি লাভ করিলেন, এবং মনে মনে বৃদ্ধাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। অনেক ক্ষণ পরে নরপতি বুড়ীকে সম্মুখে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি প্রকারে ভরণপোষণ হয় এবং সংসারে তোমার নিজের আর কে কে আছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল "সিপাহী জি! আমার আর কেহই নাই, কেবল একটি পুত্র আছে, কিন্তু সেই অকৃতজ্ঞ পুত্রও প্রায় ১২ বৎসর কাল হইল এই বৃদ্ধা দরিদ্রা মাতাকে ফেলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে জানি না। শুনিতেছি, জয়পুরের রাজা রাম সিংহ বাহাদুরের অধীনে পাহাড়ী কেল্লায় আমার ছেলে কি কাজ করে। আমার অন্ন সংস্থানের উপায় নাই বলিলেই হয়; পথিকেরা এই স্থানে আসিয়া জল পান করে এবং কিছু কিছু আমাকে দেয়। কিন্তু জল পান করাইয়া আমি কাহারও নিকট হইতে কিছু লই না, যেহেতু পিপাসিত ব্যক্তিকে জল দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু লওয়া আমি নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। বনের কাঠ, হরিণের চর্ম্ম, পাহাড়ের পাখী, ভেষজলতা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া আমি একটা উদরের দিব্য সংস্থান করিতে পারিয়াছি। কিন্তু তথাচ বুড়া বয়সে এত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া আমাকে অনেক যন্ত্রণা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; বিশেষতঃ পুত্রের বিরহে আমি নিতান্তই কাতরা হইয়া পড়িয়াছি।" এই কথা বলিয়া বুড়ী অনেকক্ষণ কাঁদিতে লাগিল। রাজা রাম সিং আপনার বহুমূল্য রুমালে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন। বুড়ী জানিত না যে, যাহার সহিত সে কথা কহিতেছে সেই ব্যক্তিই জয়পুরাধিপতি রাজশ্রী রাম সিংহ বাহাদুর। অতঃপর বৃদ্ধা পুনরায় বলিতে লাগিল "হাগা সিপাই জি। রাজা রাম সিং নাকি বড় দয়ালু? শুনিয়াছি, তাঁহার রাণীও নাকি অত্যন্ত গুণবতী?" বুড়ী মনে করিয়াছিল, পথিক বুঝি একজন সিপাহী। রাজা বলিলেন "বুড়ী! আমি এক দিন রাজার সহিত তোমাকে দেখা করাইয়া দিব।" বুড়ী বলিল "হাগা সিপাহি মহাশয়! তুমি কি পাগল হইয়াছ? রাজার সঙ্গে দেখা করা কি সহজ কথা গা? কত শত জন্ম তপস্যার ফলে রাজার দর্শন পাওয়া যায়, তা কি তুমি জান? বিশেষতঃ মহারাজার দর্শন পাইতে হইলে যে নজরের জন্য সুবর্ণ মোহর দিতে হয়, তাহা আমি কোথায় পাইব? সিপাহীদের তরবারীতে আমি দ্বিখণ্ডিত হইব ভিন্ন রাজ দর্শন পাইব

না, ইহা নিশ্চয় কথা।" রাজা আর কিছু না বলিয়া বুড়ীর গৃহ মধ্যস্থ শুষ্ক তৃণ রাশির উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন এবং অপরাহ্ণে নিদ্রা ভঙ্গের পর অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জয়পুর অভিমুখে গমন করিলেন।

পর দিন প্রভাতে প্রথমেই বুড়ীর ছেলের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। রাজা সেই সৈনিককে তাহার অকৃতজ্ঞতার জন্য বিস্তর তিরস্কার করিয়া বুড়ীকে আনাইবার জন্য শিবিকা ও দ্বারবান পাঠাইলেন। বুড়ী আসিয়া পৌছিল। সিপাহীরা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে একেবারে অন্দরের ভিতর লইয়া গেল। বুড়ী কিছুতেই রাজার কাছে যাইতে চায় না, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। যখন মহারাজা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বুড়ী বুঝিল, সেই পিপাসিত ও পরিশ্রান্ত পথিকই মহারাজা রাম সিং বাহাদুর!! বুড়ী ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজা তাহাকে অভয় দিয়া সান্ত্বনা করিলেন ও "মাতা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ভয় ঘুচিয়া গেল। রাম সিংহ বুড়ীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাহার ছেলেকে সৈনিক বিভাগে এক উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার আদেশ করিলেন। এইরূপে মাতা ও পুত্রের মিলনে উভয়েই সুখী হইল এবং এক সপ্তাহ কাল পরে বুড়ী আপনার কুটিরে ফিরিয়া গেল।

পাঠিকা! বল দেখি, আমাদের দেশের রাজা মহাশয়েরা যদি রাম সিংহের ন্যায় হয়েন, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্য কেমন সুপ্রসন্ন হয়; তাহা হইলে দেশের কত উন্নতি হয়। রাম সিংহের মত দয়া ধর্ম্মে আমাদের স্বাধীন, মিত্র ও করদ রাজারা যদি বিভূষিত হয়েন, তাহাহইলে ভারতীয় মহাজাতি আবার বল বিক্রমে, ধন ধান্যে, ধর্ম্ম উদারতায় পৃথিবীর অগ্রগণ্য হইয়া উঠিতে পারেন। কবি বলিয়াছেন—

দয়া ধর্ম্মে হিন্দু রাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্ব জন।
সে ভাব থাকিত যদি,
পার হোয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?

পাঠিকাগণ! তোমরাও ঐ রাম সিংহের মূল্যবান দৃষ্টান্তটির অনুসরণ করিতে শিক্ষা কর। সকল সময়ে অর্থ দিয়াই যে উপকার করিতে হয় এমত নহে; শরীর, মন ও মিষ্ট কথা দিয়াও জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারা যায়।

লেডী ডফারীণ ।

তব আগমনে লেডী ডফারীণ
দুর্দিন ভারতে এল শুভদিন !
কে জানিত আজ অবলার প্রাণ
বাঁচাবার তরে স্বার্থ বলিদান—
দিবে গো জননী,—ভারত রমণী—
গাইবে সুযশ দিবস রজনী ?
চিরস্মরণীয় হবে তব নাম
বিশাল ভারতে মুখে অবিরাম—
লইবে সকলে, ভুলিবেনা আর
ঘরে ঘরে পূজা করিবে তোমার—
স্মরণে সে ব্রত পালিবে তারা !
ভারত মহিলা অজ্ঞান আঁধারে
ডুবিয়া রয়েছে ছার দেশাচারে ।
প্রসব যাতনা আসন্ন সে ক্লেশ
ঘুচাতে কে করে যতন বিশেষ ?
অবিশ্রান্ত খাটি অবলার তরে
সাধিলা সে কাজ ব্যাকুল অন্তরে ;—
লেডী ডফারিণ তোমার সে ঋণ
ভুলিবার নয় স্মরি চিরদিন !
দুখিনী সন্তান আমরা সকলে
একান্ত হৃদয়ে চরণ কমলে,
কৃতজ্ঞতা-ফুল দিব উপহার ;
কি আছে যে দিব ? নাহি কিছু আর ।
চির অভাগিনী দুখিনী বালা ।

কিছুদিন পরে দেখিব না আর
পবিত্র মুরতি জননী তোমার ।
ছাড়িয়ে ভারত যাবে নিজ দেশ
স্মরিয়ে সে কথা বাড়িতেছে ক্লেশ ।
আমাদের লাগি করি প্রাণপণ
করিলা মহৎ উপায় সৃজন ।
মৃতপ্রাণে পুন আশার সঞ্চার
হইল মোদের, আনন্দ অপার —
ধরে না হৃদয়ে বিতরি কি ধন
কাড়িয়া লইলা মহিলার মন ?

ধন্য ধন্য গো মা তোমার নাম ।

যাও নিজ দেশ ঈশ আশীর্ব্বাদে
থাকি সুস্থকায় শান্তি সুধাস্বাদে—
কাটাও জীবন, সহ পরিজন
দীর্ঘজীবী হও । বড় আকিঞ্চন—
তব গুণ গাই শ্রবণ জুড়াই
শুনি সে বারতা রোগ শোক নাই ।
দেখালে যে ভাব নিঃস্বার্থ উদার
এ জীবনে মোরা দেখিব কি আর ?
রমণীর কুলে অমূল্য রতন
কে আছে জগতে তোমার মতন—
পরদুঃখে এত কাতর কেবা ?

লণ্ডন দুর্গ ।

পাঠিকাদিগের অনেকে লণ্ডন দুর্গের (London Tower) বিষয় পাঠ করিয়াছেন। ইহা একটী প্রসিদ্ধ সৌধ পৃথিবীর অতি অল্প গৃহই ইহার মত ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়াছে। ইহাকে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সজীব প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহার ইতিবৃত্ত কৌতুক-

জনক ও ভয়াবহ ঘটনায় পরিপূর্ণ। পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ ইহার প্রধান প্রধান বৃত্তান্ত গুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল।

লণ্ডন টাউয়ার একটী প্রকাণ্ড গৃহ। ইহার পরিধি ১২ একার বা প্রায় ৩৬ বিঘা পরিমিত ভূমি। ইহা লণ্ডন নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে টেম্‌সনদের উপকূলে অবস্থিত। দূর হইতে প্রথমে ইহার শিখর ও দুর্গ চূড়া সকল দৃষ্ট হয়। এই দুর্গেই শ্বেত সৌধ নামক উন্নত সম চতুষ্কোণ প্রকাণ্ড প্রাসাদ। ইহাই আদি লণ্ডন টাউয়ার—অন্যান্য অট্টালিকা সকল ইহার অনেক দিন পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। বিজয়ী উইলিয়াম ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করিয়া ইহাতে বাস করিতেন। তদবধি বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা রাজপ্রাসাদ রূপে ব্যবহৃত হইত। সমস্ত বাটীটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুর্ভেদ্য দুর্গ। ইহার উচ্চতা ৯২ পাদ বা ৬১ হস্ত এবং নিরেট ভিত্তি ১৪ পাদ প্রশস্ত। ইহা ত্রিতল এবং নিম্নে খিলান করা। এই সকল নিম্নস্থ খিলান বা অন্ধকুঠারী কারারূপে ব্যবহৃত হইত। রচেষ্টরের বিসপ জন ফিসারকে এখানে অবরুদ্ধ করিয়া পরে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহারই উপরকার একটী ক্ষুদ্র কুঠারীতে সার ওয়াল্টার রেলে অবরুদ্ধ ছিলেন, এই স্থান হইতেই তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ জগতের ইতিহাস পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তলে সেণ্ট জন ভজনালয় নামে একটী সুন্দর উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দ্বাদশটী স্তম্ভ খিলানে সংযুক্ত এবং উপরে গেলারি। ইহা নর্ম্ম্যাণ গৃহনির্ম্মাণ প্রণালীর আদর্শ। ইংলণ্ডের আদিম রাজগণ এই স্থানে উপাসনা করিতেন, কিন্তু বহুকাল হইতে এখানে আর উপাসনা কার্য্য সমাধা হয় না। ইহার পূর্ব্বতন সজ্জা সকল অপসারিত হইয়াছে। দ্বিতলস্থ সর্ব্ব বৃহৎ গৃহটীতে রাজসভা ছিল। এক্ষণে তাহা অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। অস্ত্রগুলি বিচিত্র কৌশলে পুষ্পাকারে সজ্জিত। ইহাও একটী প্রধান দর্শনীয়।

মধ্যদুর্গে বাইওয়ার্ড টাউয়ার, লোহিত টাউয়ার, সেণ্ট টমাস টাউয়ার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি দুর্গ আছে। সেণ্ট টমাস্ টাউয়ারে এক্ষণে একটী সুন্দর জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (Traitor's Gate) বিশ্বাসঘাতকের দ্বার একটী প্রকাণ্ড তোরণ, এই তোরণ দ্বার দিয়া বন্দীদিগকে টাউয়ারে প্রবেশ করিতে হইত এবং তথা হইতে ওয়েষ্টমিনষ্টার ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইতে হইত। ফ্লিণ্ট টাউয়ারে ('Little Hell') "ক্ষুদ্রনরক" নামে অপ্রশস্ত কারাপ্রকোষ্ঠ সকল আছে। সে গুলি বাস্তবিকই নরকের মূর্ত্তি—দেখিতে ভয়ঙ্কর। ফ্লিণ্ট টয়ার এবং ব্রিক টাউয়ার প্রাকারের উত্তরভাগে প্রতিষ্ঠিত, অধুনা ইহাদিগের উপরিভাগ পতিত হইলেও নিম্নভাগে

অনেক দর্শনীয় ও পরীক্ষোপযোগী বস্তু সকল বিদ্যমান আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বোচ্যাম্প (Beauchamp) টাউয়ারই বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহাই প্রকৃত কারাগার, বন্দীরা ইহার প্রাচীর আলেখ্য, নাম ও শ্লোক দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা পড়িতে পড়িতে অত্যাচারের ভীষণ মূর্ত্তি সকল হৃদয়ঙ্গম হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ ওয়ার উইকের আর্ল টমাস্ ডি বোচাম্প দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজত্ব কালে এখানে কারারুদ্ধ ছিলেন, তদবধি ইহার নাম বোচ্যাম্প টাউয়ার হইয়াছে। ইহা একটী সুদৃঢ় দ্বিতল গৃহ এবং ইহার মধ্যে অনেক কারাকুটির আছে। নিম্নতলে প্রবেশ করিতে বামভিতে কয়েকটী কথা খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা Dated 1569 and 1570, "My hope is in Christ." Walter Pasleu অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৫৬৯ ও ১৫৭০—খৃষ্টই আমার আশা, ওয়াল্টার পাসলু। এই হতভাগ্য ব্যক্তি যে কে ছিলেন, অদ্যাপিও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। এই আলেখ্যের নিকটেই রবার্ট ডডলির নাম। ইনি ডিউক অব নর্দ্দামবারলণ্ডের পুত্র এবং সার ওয়ালটার স্কট প্রণীত কেনিলওয়ার্থ গ্রন্থের নায়ক। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকতাপরাধে সমেস্তের আর্ল কর্ত্তৃক মৃত্যু দণ্ডাহ হইয়া দুই বৎসর এই স্থানে বন্দী ছিলেন, পরে রাজ্ঞী মেরী তাঁহাকে মুক্তি দেন। এলিজেবেথের রাজত্ব সময়ে ইনিই লিষ্টারের আর্ল উপাধি প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার বৃত্তান্ত বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। আর একটী স্থানে লিখিত আছে "ইহলোকে খৃষ্টের জন্য যত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, পরলোকে তাঁহার সহিত মিলনে তৎ পরিমাণে ঐশ্বর্য্য ভোগ। হে প্রভো! তুমিই আমাকে গৌরব ও ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত করিয়াছ। মুক্তিতে তিনিই চিরস্থায়ী। আর্ণডেল জুন ২২, ১৫৮৭। নরফোকের ডিউকের পুত্র ফিলিপ হাউয়ার্ড ইহার লেখক। ইনি জেসুইট সম্প্রদায়ের সহিত সংলিপ্ত বলিয়া কারারুদ্ধ হন। স্বাবলম্বিত ধর্ম্ম বিনিময়ে মুক্তিলাভে অস্বীকৃত হইয়া (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে) কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করেন।

(ক্রমশঃ)

দুইটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

সুবিশাল ভারত মহাসাগরের পূর্ব্ব দিকে সুপ্রসিদ্ধ যব দ্বীপ প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আকর স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এমন সুন্দর স্থান ধরাধামে নিতান্ত দুর্লভ, কিন্তু এক স্থানে সকল সুখ বা সকল সৌন্দর্য্য থাকেনা বলিয়া বুঝি

জগদীশ্বর যবদ্বীপে এক ভয়ানক বস্তুর সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিষম ভয়ের বস্তুর নাম বিষতরু। পাঠিকারা শুনিয়া বিস্মিতা হইবেন যবদ্বীপের এই বিষবৃক্ষের আশ্চর্য্য প্রভাবে নয় দশ মাইল পথ মধ্যে আর কোনও বৃক্ষ বা লতা জন্মিতে পায় না, জলাশয়ে মৎস্য পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না এবং কোনও জীব নিকটে গেলে তম্মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। এই বৃক্ষ হইতে নিরন্তর এক প্রকার গরল নির্গত হইয়া বায়ুকে বিষাক্ত করে, ঐ বায়ু যে যে স্থান দিয়া যায়, সেই সেই স্থানে পীড়া উৎপন্ন হয়। সমীরণ পক্ষীদিগের গাত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বকালের রাজারা ঘোরতর অপরাধী ব্যক্তিদিগকে কৌশল ক্রমে এই বৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিতে পাঠাইতেন। তাহারা গাছের নিকটে আসিলেই ঐ সর্ব্বসংহারকারী বৃক্ষ অমনি উহাদের প্রাণ সদ্যো বিনাশ করিয়া ফেলিত। শুনা যায় ঐ বৃক্ষের চতুঃপার্শ্ব নরকঙ্কালে সমাচ্ছন্ন। এই বৃক্ষ অতীব প্রকাণ্ড অথচ দেখিতে মনোরম। ইহার উচ্চতা প্রায় অর্দ্ধশত হস্ত, তলভাগের পরিধি ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশ হাত। স্কন্ধ দেশ হইতে বহুল শাখা প্রশাখা নির্গত হয়। ত্বকের বর্ণ শুভ্র, ত্বক্ ভেদ করিলে এক প্রকার শুভ্ররস নির্গত হয়, উহা সর্প বিষ হইতেও ভয়ানক। একজন ইউরোপীয় চিকিৎসক বহুবিধ বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বনে ঐ বৃক্ষের নিকটে গমন করিতে এবং তথায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ বিষ সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ জন্তুর শরীরে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, উহার ভয়ানক প্রভাবে ৭ মিনিট মধ্যে বানর, ১৫ মিনিট কাল মধ্যে বিড়াল, ১ ঘণ্টার মধ্যে কুকুর এবং প্রায় সার্দ্ধৈক ঘণ্টা মধ্যে হস্তীর প্রাণ নাশ হয়। যব দ্বীপের প্রাচীন রাজারা সমর ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বাণের মুখে ঐ বিষ মাখাইয়া রাখিতেন, বৈরীর দেহে ঐ রস প্রবেশ করিয়া শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার জীবন রক্ষার আর কোনও আশাই থাকিত না। ইংরাজেরা বহু কষ্টে ঐ বৃক্ষের পত্র এবং ত্বক্ সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সাহায্যে উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, এই রসে কেবল যে জীবের প্রাণ বিনাশ হয় এমন নহে, ইহার দ্বারা বহুল উৎকট পীড়ারও দমন হইতে পারে। তাঁহারা বলিয়াছেন সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে এই রস খাওয়াইলে সর্প বিষ তেজোহীন হয় এবং দেহস্থ শোণিত উভয় বিষের প্রকোপ হইতেই রক্ষা পায়।

পশ্চিম আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ দিকে বাবোবা নামে এক প্রকার বিশাল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহা অতীব আশ্চর্য্য। ইহার উচ্চতা প্রায় ৬১ হস্ত। এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় পক্ষীজাতি উপবেশন করিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের ইন্দ্রিয় শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। বায়োবা বৃক্ষের শাখা প্রশাখা এতদূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত হয় যে, বোধ হয় যেন একখানি বৃহৎ গ্রামকে বেষ্টন করিয়া আছে। ফুল গুলি পাতা অপেক্ষা বড়। এক একটী ফুল প্রায় তিন হাত। ফল অত্যন্ত ছোট হয়। এই গাছের ফলফুল পত্র ও রস আফ্রিকার লোকেরা ভক্ষণ করে এবং রসকে শুখাইয়া এক প্রকার উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। বায়োবা গাছ বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। ইহা এমন শক্ত ও কষ্টসহিষ্ণু যে, অগ্নি ঝটিকা বন্যা বা কুঠারে ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু প্রকৃতির এরূপ সুন্দর নিয়ম যে, এই বৃক্ষের গুঁড়ির ভিতরে এমন এক প্রকার সংহারকারী বিষম রোগ জন্মে যে, তাহাতেই ইহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। একটি গাছ এক সহস্র বৎসরকাল জীবিত আছে বলিয়া জনৈক সাহেব একখানি সংবাদ পত্রে সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। সমারোহের সময় প্রায় দশ সহস্র লোক ইহার সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া পান ভোজন, নৃত্য গীত, প্রভৃতি করে। যে গাছ গুলি মরিয়া যায় সে গুলিও সহসা বা সহজে ভূমিসাৎ হয় না। অনেক দিন পরে সে গুলি জমিতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পতিত হয়। ইহার সুবৃহৎ কোটরে প্রায় কুড়িজন লোক রাত্রিযাপন করিতে পারে। বায়োবা বৃক্ষ কখন কখন বিক্রয় অথবা নিলাম হইয়া থাকে, এইরূপ নিলাম বা বিক্রয়ের সময় রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন এবং অতি উচ্চ মূল্যে ইহা বিক্রীত হয়। জ্ঞানময় ঈশ্বরের রাজ্যে কোন্ স্থানে কি আছে কে বলিতে পারে? ধন্য সেই সর্ব্বস্রষ্টা মহাপুরুষ যিনি জগৎকে এত অত্যাশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সীতা।

'Woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or god-like, bond or free"

রমণীগণ গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা। এ কথাটী পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ যেমন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেন, তেমনি তাঁহাদের গৃহধর্ম্ম পালনে রমণীদিগের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে এই মহাবাণীর সার্থকতা পরিলক্ষিত হইত। তাঁহারা জানিতেন যে "স্ত্রীলোকের স্বার্থ পুরুষের স্বার্থ।" তাই তাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মে, তপশ্চর্য্যায়, রাজ্য শাসনে এবং সংসারের বিবিধ কার্য্যে রমণীদিগকে সহযোগিনী করিয়া লই-

তেন। তাঁহারা বুঝিতেন যে নারী হৃদয় যত জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইবে, ততই সেই সকল গুণ রাশি পুরুষদিগের হৃদয়েও সংক্রামিত হইতে থাকিবে। তাঁহারা বুঝিতেন যে রমণী হৃদয় এরূপ হওয়া আবশ্যক যে পুরুষ সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া রমণী হৃদয়ে মাথাটী লুকাইলে সংসারের পাপ তাপ ভুলিয়া নবোৎসাহ নব বল লাভ করিতে পারে; পুরুষ কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানে ঘোর দুঃখ বিপদকে আলিঙ্গন করিলে রমণী তাঁহাকে প্রেম পবিত্রতার সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ করিবেন, অবসন্ন হইলে বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ করিয়া হৃদয়ে নবোৎসাহ সঞ্চারিত করিবেন। এই সকল বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন "রমণীগণ যেখানে পূজিত হয়েন, দেবতারা তথায় বিরাজ করেন।"

বহুদিন হইতে আমরা এ সুন্দর সত্যটী ভুলিয়া গিয়াছি। কালে কালে আমরা যেরূপ সর্ব্ববিধ মহত্ত্বাব হইতে বিচ্যুত হইয়া মনুষ্যত্বশূন্য হইয়াছি, তদ্রূপ রমণীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ অমানুষিক ব্যবহার করিয়া থাকি। বলিতে গেলে সমাজ স্থিতি ও অধঃপতিত সমাজের পুনরুন্নতি নারী জাতির উন্নতি ও অবনতির উপরে যে বিশেষ ভাবে নির্ভর করে তাহা যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি; তাই আমরা নারী জাতির জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সাধারণতঃ লোকে রমণীদিগকে পুরুষের উপভোগ্য বস্তু সমূহের অন্যতম মনে করিয়া থাকে। তাহারা যে আত্মা ও বিবেকবিশিষ্ট জীব, এবং তাহাদের উন্নত ও অবনত অবস্থার সহিত সমস্ত পুরুষ সমাজের যে গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা যেন ভুলিয়া গিয়াছি! গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের প্রতি যে কর্ত্তব্য, তদ্বিধ স্বেচ্ছাচারিতামূলক ব্যবহারই যেন রমণীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের চরম সীমা!! এতাদৃশ বিসদৃশ ভাব ভারতবাসীদিগের হৃদয়ে বিরাজিত বলিয়া ভারত সমাজ আজ নারীজাতির অবনতির সহিত ঘোর অধঃপতনের কূপে নিমগ্ন হইতেছে।

কোন ব্যক্তির অঙ্গবিশেষ যদি পুষ্ট ও শ্রীযুক্ত হয় এবং অন্য অঙ্গ ক্ষত হইয়া পচিতে থাকে; তাহা হইলে তাহার যেরূপ দশা ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ যে সমাজে নারী জাতির অবস্থা উন্নত নহে সেই সমাজে পুরুষদিগের যতই কেন উন্নতি হউক না—পুরুষগণ যতই কেন বিদ্যা ও ধনে ধনী হউক না—সেই সমাজ কখনই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না—বস্তুতঃ সে সমাজ কখনই দাঁড়াইতে পারে না। পুরুষ ও রমণী এই দুইটী উপকরণে সমাজ দেহ গঠিত। একটীর অবনতিতে অন্যের অবনতি। ভারতের এমন এক দিন

ছিল যখন ভারতবাসীকে এ কথাটী বুঝাইয়া দিতে হইত না, ভারতবাসী ইহা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। হায় সে দিন গিয়াছে—সে দিনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত রমণীর রমণীয় গুণ গ্রামও চলিয়া গিয়াছে।

ভারতের মৃত প্রাণে আবার যেন ধীরে ধীরে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। ভারতবাসী আবার যেন সাধনার বিস্মৃত মন্ত্রগুলি স্মরণ করিয়া লইতেছে! তাই আশা হইতেছে ভারতের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে! অধঃপতিত ভারতের অধঃপতিতা রমণীদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি বিধানেও ভারতবাসীর একটু যেন দৃষ্টি পড়িতেছে। তাই আশা হয় আবার ভারত বক্ষে খনা লীলাবতী সাবিত্রী সীতার আবির্ভাব হইবে, আবার ভারতের কন্যাগণ লক্ষ্মী অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখশ্রী পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। তাই আশা হয় ভারতের কন্যাগণ আবার ভগবতী রুদ্রাণীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের নির্জ্জীব পুত্রদিগকে নব নব শক্তিতে উৎসাহিত করিবেন—ভারতবাসীকে সংসার সংগ্রামে সহভাগিনী রূপে সহায়তা করিবেন! এ দিন কি আসিবে না? না ইহা আশামরীচিকা!

বঙ্গদেশেও রমণীদিগের জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যত্ন লওয়া হইতেছে। বঙ্গ রমণীগণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে এখন অপেক্ষাকৃত অনেক সুবিধা পাইতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রও বড়ই প্রশস্ত। বঙ্গদেশ বঙ্গসমাজ তাঁহাদিগের দিকে আশা নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে! বঙ্গীয় ভগিনীগণ যাহাতে প্রকৃত ভাবে নারী ধর্ম্ম সংরক্ষণে ও প্রতিপালনে সমর্থ হয়েন, তন্নিমিত্ত নারী চরিত্রের সুমহৎ আদর্শ সীতার জীবনী উপস্থিত করিলাম।

ভারতের অতীত গৌরবের বিশদ মাখা স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নাই! শ্রেণীবদ্ধ ইতিবৃত্ত না থাকাতে সমস্তই বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে! রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই কাব্য গ্রন্থ ব্যতীত পুরাবৃত্ত জানিবার আর আমাদের বিশেষ উপায় নাই। উক্ত গ্রন্থ দুখানি কাব্য বলিয়া উহাও আবার কবি কল্পনায় পরিপূর্ণ। যা হউক উহা হইতেও আমরা সত্য সংগ্রহ করিতে পারি। মহা কবি বাল্মীকি রাম ও সীতার জীবনী লইয়া রামায়ণ রচনা করেন।

বাল্মীকি রামের সমসাময়িক ছিলেন। রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যায় মহর্ষি, রামের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ বর্ণনে যত ব্যস্ত, সীতা প্রভৃতির আবাল্য জীবনী লিখিতে তত ইচ্ছুক নহেন। তাই তিনি একেবারে রামের বিবাহকালে সীতাকে উপস্থিত করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা তথাপি কিছু কিছু জানিতে পারি। সীতা মিথিলাধিপতি জনকের দুহিতা ছিলেন। মিথিলার

আধুনিক নাম ত্রিহুট। মহাত্মা জনক রাজা হইয়াও ঋষি ছিলেন ; তিনি রাজপদ ধন জনে পরিবৃত থাকিয়াও তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও স্বাধ্যায় নিরত ছিলেন। তাই জনক রাজর্ষিদিগের অগ্রগণ্য। যিনি ধনজন রাজপদাদিসম্ভূত সুখে ডুবিবার সুবিধা পাইয়াও স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান নাই—এমন পিতা কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইয়া—সীতাও যে সৎশিক্ষা ও সাধুভাবের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন—সীতাও যে সাধুতা ও ধর্ম্মবিশ্বাস পাইয়া ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা তাঁহার পরজীবনে যে সকল মহদ্ভাব ও বিবিধ গুণের বিকাশ হইয়াছিল তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীত হয় যে তাঁহার বাল্যকালেই চরিত্রে দৃঢ়তা ও সাধুতা এবং ধর্ম্মের ভাব সংরোপিত হইয়াছিল। যাহাহউক ইহা ভিন্ন আমরা আর কিছুই জানিতে পারি না। অযোধ্যাধিপতি দশরথ তনয় রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। রাম জনকের বিশাল ধনুর্ভঙ্গ করেন, তদন্তে জনক প্রচলিত ব্রাহ্ম বিধানানুসারে সীতাকে রামের করে সমর্পণ করেন। বিবাহ ক্রিয়াদি তৎকাল প্রচলিত নিয়মেই সাধিত হয়। কবি এতাবৎকাল সীতা চরিত্রের বিন্দুমাত্র আভাস দেন নাই। তবে বালকাণ্ডের শেষ ভাগে সপ্ত সপ্ততিতম সর্গে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোকে কতক আভাস দিয়াছেন ।ঃ—

"মনস্বী তদ্গতমনা তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ।
প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃ কৃতা ইতি ॥
গুণাদ্রূপ গুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়ো বিবর্দ্ধতে।
তস্যাস্তু ভর্ত্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে ॥
অন্তর্গত মপি ব্যক্ত মাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা।
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা ॥
দেবতাভিঃ সমারূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥"

ইহার মর্ম্ম এই যেঃ—রাম জানকীগত প্রাণ ছিলেন, জানকীও তাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিতেন। "দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি" অর্থাৎ পিতা তাঁহাকে ব্রাহ্ম বিধানের অনুরূপ করিয়াই বিবাহ দিয়াছেন এই কারণে এবং তাঁহার রমণীয় গুণ গ্রামে মোহিত হইয়া রাম তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি করিতেন। সীতাও রামকে দ্বিগুণ প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম জানকীর অভিপ্রায় এবং জানকীও রামের অভিপ্রায় বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে রাম ও জানকী উভয়েই তাঁহাদের বিবাহে পরম সুখী হইয়াছিলেন। কেনই বা না হইবেন ? রামও যেরূপ অশেষ গুণ সম্পন্ন এবং নয়নমনাভিরাম—সীতাও তদ্রূপ প্রেমশীলা ও পতিপ্রাণা। বস্তুতঃ তাঁহাদের বিবাহ যেন হরগৌরী মিলনের ন্যায় হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

(মহাভারতের গল্প)

শরণাগত-পালন।

এক ব্যাধ মৃগ ও পক্ষী মারিয়া সমস্ত দিন বনে বনে ভ্রমণ করিত। তাহার আকৃতি যেমন ভয়ানক, প্রকৃতিও, তেমনি ভয়ানক ছিল। এ সংসারে তাহার বন্ধু কেহই ছিল না। লোকে দূর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইত। প্রাণিহত্যাই তাহার জীবিকা এবং প্রাণিহত্যাই তাহার জীবনের একমাত্র আমোদ ছিল।

একদিন সে বনজন্তুগণের কৃতান্তস্বরূপে বনে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় আকাশ ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল, সঘনে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, ক্রমে প্রবলবেগে ঝড় ও মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে জল, স্থল, সম, বিষম, জলে একাকার হইল, পথ সকল অদৃশ্য হইয়া গেল। পশু পক্ষীরা যে যথায় আশ্রয় পাইল, মৃতবৎ নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই নরহন্তা পথ নিরূপণ করিতে না পারিয়া এবং নিদারুণ শীতে ও অনাহারে বিকল হইয়া একটু আশ্রয় লাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইল। এমন সময় সম্মুখে দেখিল একটী কপোতী পতিত, শীতার্ত্ত ও যাতনায় অস্থির হইয়া কাঁপিতেছে। মনুষ্য যতই কেন নিষ্ঠুর হউক না, নিজের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পরহিংসা হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সেই দুরাত্মা নিজে তখন মুমূর্ষু দশায় পতিত হইয়াও সেই পক্ষিণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে ছাড়িল না, তৎক্ষণাৎ তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল, সেই অরণ্য আরো ভীষণ ভাব ধারণ করিল। ব্যাধও আশ্রয় না পাইয়া জীবনে নিরাশ হইল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই আবার আকাশ নির্ম্মল হইল, ক্রমে সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক প্রফুল্ল হইল। ব্যাধ সম্মুখে দেখিল একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ গগণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তখন সে ভাবিল, এস্থান হইতে আমার গৃহ বহুদূর, সমস্ত বন জলে এরূপ প্লাবিত হইয়াছে যে পথ নিরূপণ করা অসম্ভব, এদিকে শীতে ও ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়, অতএব ঐ উচ্চ বৃক্ষমূলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করি। এই স্থির করিয়া ব্যাধ বহু কষ্টে সেই বৃক্ষমূলে গমন করিল এবং সেই বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে বৃক্ষ! আমি প্রাণভয়ে অদ্যকার রাত্রির জন্য তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিও। এই কথা বলিয়া সে সেই পিঞ্জরবদ্ধ কপোতীকে পার্শ্বে রাখিয়া এবং এক প্রস্তরে মস্তক রাখিয়া সেই বৃক্ষমূলে শয়ন করিল। সেই কপোতী, পতি

পুত্র ও পরিজনের সহিত সেই বৃক্ষেই বাস করিত। তাহার পতি, তখনও পর্য্যন্ত প্রিয়তমা কপোতীকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল (১) ;—

বাতবর্ষং মহচ্চাসীৎ ন চাগচ্ছতি মে প্রিয়া।
কিন্নু তৎ কারণং যেন সাদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥১॥
অপি স্বস্তি ভবেত্তস্যাঃ প্রিয়ায়া মম কাননে।
তয়া বিরহিতং হীদং শূন্যমদ্য গৃহং মম ॥ ২ ॥
পুত্রপৌত্রবধূভৃত্যৈরাকীর্ণমপি সর্ব্বতঃ।
ভার্য্যাহীনং গৃহস্থস্য শূন্যমেব গৃহং ভবেৎ ॥৩॥
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহংতু গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং মতম্ ॥৪॥
যদি সা রক্তনেত্রান্তা চিত্রাঙ্গী মধুরস্বরা।
অদ্য নায়াতি মে কান্তা ন কার্য্যং জীবিতেন মে ॥৫॥
ন ভুঙক্তে ময্যভুক্তে যা নাস্নাতে স্নাতি সুব্রতা।
নাতিষ্ঠত্যু পতিষ্ঠেত ন শেতে চ শয়িতে ময়ি ॥৬॥
হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা।
প্রোষিতে দীনবদনা ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী ॥৭॥
পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতে রতা।
যস্য স্যাৎ তাদৃশী ভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি ॥৮॥
সাহি শ্রান্তং ক্ষুধার্ত্তং চ জানীতে মাং তপস্বিনী।
অনুরক্তা স্থিরা চৈব ভক্তা স্নিগ্ধা যশস্বিনী ॥৯॥
বৃক্ষমূলেঽপি দয়িতা যস্য তিষ্ঠতি তৎ গৃহম্।
প্রাসাদোঽপি তয়া হীনঃ কান্তার ইতি নিশ্চিতম্ ॥১০॥
ধর্ম্মার্থকামকালেষু ভার্য্যা পুংসঃ সহায়িনী।
বিদেশগমনে চাস্য সৈব বিশ্বাসকারিকা ॥১১॥
ভার্য্যা হি পরমো হ্যর্থঃ পুরুষস্যেহ পঠ্যতে।
অসহায়স্য লোকেঽস্মিন্ লোকযাত্রাসহায়িনী ॥১২॥
তথা রোগাভিভূতস্য নিত্যং কৃচ্ছ্রগতস্য চ।
নাস্তি ভার্য্যাসমং কিঞ্চিৎ নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্ ॥১৩॥
নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে ॥১৪॥
যস্য ভার্য্যা গৃহে নাস্তি সাধ্বী চ প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথাঽরণ্যং তথা গৃহম্ ॥১৫॥

অনুবাদ ;—

১। ঘোর ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, প্রিয়া আমার এখনও আসিতেছেন না; কি জন্য তিনি এখনও ফিরিতেছেন না?

২। বনমধ্যে তাঁহার কোনও বিপদ ঘটিল না ত? তাঁহার বিহনে আমার এই গৃহ আজি শূন্য রহিয়াছে।

৩। চতুর্দ্দিকে পুত্র পৌত্র ও বধূ প্রভৃতি পরিজনে গৃহ পূর্ণ থাকিলেও, একমাত্র ভার্য্যার বিহনে গৃহস্থের সকলি শূন্যময় হয়।

৪। গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলে; যে গৃহে গৃহিণী নাই, তাহা অরণ্যের সমান।

৫। সেই সুনয়না মধুরদর্শনা প্রিয়বাদিনী প্রিয়তমা যদি আজি না আইসেন, তবে আমার এ জীবন রাখিয়া কি ফল?

৬। আমি স্নান না করিলে সেই

(১) এস্থলে মূলের কতিপয় শ্লোক এবং নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, আপদ্ধর্ম্ম, ১৪৩—১৪৮ অধ্যায়, 'কপোতলুব্ধকসংবাদ' দেখ।

পতিব্রতা স্নান করিতেন না, আমি আহার না করিলে আহার করিতেন না, আমি না বসিলে বসিতেন না, এবং আমি শয়ন না করিলে শয়ন করিতেন না।

৭। আমার আনন্দেই তাঁহার আনন্দ এবং আমার দুঃখেই তাঁহার দুঃখ হইত; আমাকে না দেখিলে তাঁহার মুখ বিষন্ন হইত, এবং আমি রুষ্ট হইলে, তিনি মিষ্ট কথায় আমাকে তুষ্ট করিতেন।

৮। পতিই তাঁহার ব্রত, পতিই তাঁহার গতি, এবং পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যেই তাঁহার অনুরাগ ছিল; ধন্য সেই পুরুষ, এ জগতে যে সেরূপ পত্নী লাভ করে!

৯। আমি পরিশ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে, আমার সেই নিষ্পাপা সারল্যময়ী প্রিয়তমা ভিন্ন তাহা আর কেহই বুঝিতেন না; তাঁহার যেমন প্রেম, তেমনি ধৈর্য্য, তেমনি ভক্তি, তেমনি মাধুর্য্য, এবং তেমনি সুখ্যাতি ছিল।

১০। যে পুরুষ সেরূপ প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বৃক্ষমূলেও গিয়া বাস করে, সেই বৃক্ষমূলই তাহার রাজ-অট্টালিকা, আর সেরূপ পত্নীর বিহনে রাজ-অট্টালিকাও তাহার পক্ষে ভীষণ মরুভূমি।

১১। কি ধর্ম্মে কি অর্থে, কি কামে, ভার্য্যাই পুরুষের একমাত্র সহায়, বিদেশে ভার্য্যা সঙ্গে না থাকিলে পুরুষ বিশ্বাসের পাত্র হয় না।

১২। ভার্য্যাই পুরুষের পরমার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; এ জগতে অসহায় মনুষ্যের ভার্য্যাই একমাত্র সংসারযাত্রার সহায়।

১৩। মনুষ্য রোগে অভিভূত ও অহরহ নানা কষ্টে প্রপীড়িত হইয়া থাকে, তাহার যাতনা শান্তির বিষয়ে ভার্য্যা ভিন্ন মহৌষধ আর নাই।

১৪। এজগতে ভার্য্যার ন্যায় বন্ধু পুরুষের আর কেহ নাই, ভার্য্যার ন্যায় আশ্রয় পুরুষের আর কিছুই নাই, এবং ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে সহায় পুরুষের আর কেহ নাই।

১৫। যাহার গৃহে পতিব্রতা ও প্রিয়বাদিনী পত্নী নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই শ্রেয়, কেন না, তাহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য সমান।

বৃক্ষতলে পিঞ্জর বদ্ধা সেই কপোতী পতিকে এইরূপে পরিতাপ করিতে শুনিয়া মনে মনে কহিল, অহো! এ জগতে আমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে? আমার গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, আমার পতি যখন আমার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহার প্রতি পতি প্রীত নহেন, তিনি 'স্ত্রী' এই নামের কদাচ যোগ্য নহেন; যাঁহার উপর পতি পরিতুষ্ট, তাঁহার উপর সকল দেবতাই সদা পরিতুষ্ট থাকেন। যে নারী চরিত্রদোষে পতির বিরাগভাজন হন, তিনি পরম রূপবতী হইলেও, দাবানলে দগ্ধ-

মিতা লতার ন্যায় ভস্মীভূত হন। অনন্তর কপোতী প্রিয়তম পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে প্রাণেশ্বর! আমি একটি মঙ্গল কর্ম্মের জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনাকে অবশ্যই তাহা রক্ষা করিতে হইবে। হে প্রিয়তম! এই শরণাগত ব্যক্তিকে প্রাণপণে রক্ষা করুন। দেখুন! এ ব্যক্তি নিরাশ্রয় হইয়া আপনারই আবাস-বৃক্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীতে ও ক্ষুধায় ইহার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছে; আপনি যথাসাধ্য ইহার অতিথিসৎকার করুন। ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধুকে হত্যা করিলে অথবা লোক-জননী পয়স্বিনী ধেনুকে হত্যা করিলে মনুষ্যের যে মহাপাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ না করিলেও সেইরূপ মহাপাপ হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করাই গৃহস্থের সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্ম; যে গৃহস্থ প্রাণ দিয়াও সেই ধর্ম্ম পালন করেন, তিনি অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অতএব আপনি নিজ গৃহ, পরিজন ও দেহের মমতা ত্যাগ করিয়া প্রাণ দিয়াও এই শরণাগত অতিথির পরিচর্য্যা করুন, সর্ব্বপ্রযত্নে ইঁহাকে পরিতৃপ্ত করুন; আমার জন্য অণুমাত্রও সন্তাপ করিবেন না।

কপোত, পত্নীর মুখে সেই উপদেশ শুনিয়া আনন্দে পুলকিত হইল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। অনন্তর কপোত সেই ব্যাধের যথাবিধি পূজা করিয়া এবং মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—মহাশয়! কৃপা করিয়া আদেশ করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। আপনি গৃহ হইতে দূরে আছেন বলিয়া অণুমাত্র চিন্তিত হইবেন না, আপনি এ আপনারই গৃহে আসিয়াছেন। আমি অকপট ভক্তিভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আপনার প্রীতিসাধনের জন্য কি করিব আদেশ করুন। পরম শত্রুও গৃহে আসিলে তাঁহার যথোচিত আতিথ্য করা উচিত, কাঠুরিয়া বৃক্ষ তলে আসিয়া যখন বৃক্ষমূল ছেদন করিতে থাকে, বৃক্ষ তখনও তাহাকে ছায়া দানে বিরত হয় না। যে গৃহস্থ যথা বিধানে অতিথির সেবা না করে, তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই। অতিথিসেবাই গৃহীর সর্ব্বপ্রধান যজ্ঞ। তাহা শুনিয়া ব্যাধ কহিল,—আমি নিদারুণ শীতে মৃতকল্প হইয়াছি, অগ্রে অগ্নি আনিয়া আমার শীত নিবারণ কর। কপোতও তৎক্ষণাৎ শুষ্ক পত্র ও অগ্নি আহরণ করিয়া সেই শীতার্ত্ত অতিথির শীত নিবারণ করিল। ব্যাধ অগ্নির উত্তাপে যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া কপোতকে কহিল,—আমি ক্ষুধায় অতি মাত্র কাতর হইয়াছি, আমাকে আহার প্রদান কর। তাহা শুনিয়া কপোত বিষম বিপাকে পড়িল; গৃহে অতিথি উপবাসী, অথচ গৃহে আহারের সামগ্রী

কিছুই নাই। কি দিয়া ক্ষুধার্ত্ত অতিথির ক্ষুধা শান্তি করিবে এই চিন্তায় আকুল হইল। এমন সময় তাহার মনে পড়িল যে,—প্রিয়তমা বলিয়াছেন প্রাণ দিয়াও অতিথিসেবা করিবে। তখন সে, পুলকে প্রফুল্ল হইয়া, পত্নীর সেই অমূল্য উপদেশ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে পরমানন্দে ব্যাধকে কহিল,—মহাশয়! আপনি আমার গৃহে আজি ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, আপনার ক্ষুধা শান্তি করিবার আর কোনও উপায় নাই, কেবল আমার এই ক্ষুদ্র দেহমাত্র আছে; আপনি তাহাই ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। আমি যে অগ্নিতে আপনার শীত নিবারণ করিয়াছি, সেই অগ্নিতেই নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া আপনার আহারের সংস্থান করিতেছি। আমার দগ্ধ দেহ দ্বারা অতিথির তৃপ্তি লাভ হইলেই আমার এ দগ্ধ দেহের সদ্গতি হইবে। সে ইহা বলিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে ও প্রফুল্লবদনে সেই অনলে দগ্ধ হইল।

এ সংসারে কোনও না কোনও দিন এমন একটি ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সেই দিন সেই ঘটনায় পাষাণও দ্রব হয়, বজ্রের হৃদয়ও দলিত হয়। কপোতের সেই কার্য্য দেখিয়া আজন্ম-নিষ্ঠুর সেই দুরন্ত দস্যুরও চিত্ত বিচলিত হইল। তাহার হৃদয়ে ক্রমে ঘোর অনুতাপের তুষানল জ্বলিতে লাগিল। ধর্ম্ম যে কি বস্তু, তাহা সে আজি নূতন শিক্ষা করিল। ব্যাধ পিঞ্জর হইতে কপোতীকে মুক্ত করিয়া দিয়া তদবধি ধর্ম্মের সাধনায় আত্মসমর্পণ করিল। কপোতীও বন্ধন হইতে মুক্ত হইবামাত্র, পুত্র, কন্যা, গৃহ, পরিজন, কাহারও মায়া না করিয়া, যে অনলে তাহার পতি দগ্ধ হইয়াছিল, সেই অনলে নিজ দেহ ভস্মসাৎ করিল।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীন আর্য্যগণ, দম্পতীর কর্ত্তব্য ও আতিথ্য বিষয়ে এইরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন।

দুগ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গর্ভবতী রমণীর স্তনের দুগ্ধ সকল সময়ে এক পরিমাণে বা এক প্রকৃতিতে থাকে না। আবার কন্যা প্রসবিনী রমণীর স্তনের দুগ্ধ পুত্র প্রসবিত্রী নারীর স্তনের দুগ্ধ হইতে পৃথক্ হয়, চিকিৎসকেরা (মহাবিজ্ঞ ও ভূয়োদর্শী চিকিৎসকেরা) দুগ্ধের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষায় গর্ভবতী রমণীর প্রসব কালের দুই এক মাস পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গর্ভ হইতে পুত্র কি কন্যা প্রসূত হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারেন; দুই এক মাস

পূর্ব্ব হইতে দুগ্ধের তারতম্য হইতে আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনা যায়। পাঠিকা মহোদয়াগণের কৌতুকের জন্য আমি এই ঘটনাটি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। নবদ্বীপের কোনও সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমার সংস্কার অথবা এই প্রস্তাবের মূলীভূত বিষয়ের সত্য, পণ্ডিত মহাশয়ের গল্পের উপরে নির্ভর করে না; ঘটনাটির সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ,অর্থাৎ যদি কেহ ইহাকে অলীক বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলেও মূল সত্যের পক্ষে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না। কথাটি এই যে, কোনও সুপ্রসিদ্ধ নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পুরুষ বাস করিতেন। বাবুটির একটি পুত্রবধূ এবং একটি সধবা কন্যা ছিল; একই সময়ে সধবা কন্যা এবং সধবা পুত্রবধূ গর্ত্তবতী হইয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছিল। ঘটনা ক্রমে একই দিনে উভয়েরই প্রসববেদনা ঘটিল,এবং সন্ধ্যাকালে—ঠিক্ একই সময়ে—পুত্রবধূ একটি কন্যা এবং দুহিতাটি একটি পুত্র প্রসব করিলেন। বৈদ্যবাবুর গৃহিণী অতীব কুচক্রী ছিলেন, তিনি কৌশল ক্রমে পুত্রবধূর কন্যাটিকে দুহিতার পার্শ্বে এবং দুহিতার পুত্রটিকে পুত্রবধূর পার্শ্বে রাখিয়া নীচবংশীয়া ধাত্রীদিগকে পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বশীভূত করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ একটি সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছে। ক্রমে সকল স্থানেই এই কথা রটিল এবং সকলেই তাহা বিশ্বাস করিল। বলা বাহুল্য ঐ সময়ে উভয় গর্ত্তবতী রমণীই কাতরা হইয়া অবসন্না ছিলেন, ক্রমে তাঁহারাও ঐ কথা শ্রবণ করিলেন। বৈদ্য বাবুর দুহিতা কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন এবং অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। কোনও কারণে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, ঐ পুত্র তিনি নিজে প্রসব করিয়াছেন। এই সময়ে ইঁহার স্বামী উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে ইঁহার নিকটে উপস্থিত হয়েন। রমণীর পতি উত্তর পশ্চিমান্তর্গত কোনও নগরে চিকিৎসা করিতেন এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। পত্নী অতি গোপনে আপন পতিকে এ সকল ঘটনার কথা খুলিয়া বলিল, সুবুদ্ধি পতি এক সিবিল সার্জ্জন আনাইলেন। ডাক্তার সাহেব আসিয়া উভয় রমণীর দুগ্ধ পরীক্ষা পূর্ব্বক দেখিলেন পুত্রবধূ কন্যা প্রসব করিয়াছে। অবশেষে রাজদ্বারে পাছে এই ঘটনার মীমাংসা জন্য কোনও অভিযোগ উপস্থিত হয়, এই হেতু বৈদ্য বাবু আপন দুহিতার কোলে ঐ পুত্রটিকে অর্পণ করিলেন। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, দুগ্ধ দ্বারাও অপত্যের নিরাকরণ করা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

হাসি।

এ বিশ্বসংসার হাসিময়। হাসি স্বধু মনুষ্যে প্রস্ফুটিত নহে, প্রকৃতির অঙ্গ রাজ্যে উহা বিস্তৃত রহিয়াছে। আমরা মনুষ্যের হাসির বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে কোন হাসি সামান্য কারণে উচ্চে ঘোষিত হইয়া সারশূন্য অন্তঃকরণের পরিচয় দেয়। কোন হাসি নিঃশব্দে মুখে প্রকটিত হইয়া মুখেই মিলাইয়া যায়। কোন হাসি অন্তরে উঠিয়া অন্তরেই লয় প্রাপ্ত হয়—হয়ত চোখে মুখে একটু একটু প্রচ্ছন্ন হাসির ছায়া দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। আবার এক প্রকার হাসি আছে, যাহা অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে সহসা উত্থিত হইয়া অদমনীয় বেগ প্রভাবে নিজের সীমা অতিক্রম করিয়া অপর সীমা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অশ্রুতে পরিণত হয়। এখন এই চারি প্রকারের হাসির প্রভেদ কি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। যে হাসি নিঃশব্দে মুখে প্রকটিত হয়, তাহা উচ্চ হাসি অপেক্ষা গম্ভীরতর। কিন্তু যে হাসি অন্তস্তল ভেদ করিয়া অদমনীয় বেগে উহার সীমা অতিক্রম করিয়া অশ্রুতে পরিণত হয়, তাহা গভীরতম। সামান্য কোন কারণে অথবা বিদ্রূপাত্মক কোন ঘটনা দেখিলে আমরা উচ্চে হাসিয়া থাকি—মনে কোন হর্ষের উদয় হইলে আমাদের মুখে নীরব হাসি দেখা দেয়। মনে কোন বিশেষ সুখের বা হর্ষের বিকাশ হইলে আমাদের হাসি বাহিরে প্রকাশ পায় না। কোন বিশেষ বাঞ্ছনীয় বিষয়ে হতাশ হইয়া শেষে সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হইলে আমাদের হাসি অশ্রুতে পরিণত হয়।

মনুষ্যের মধ্যে সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারের হাসির বিকাশ দেখা যায়। যে হাসি অনন্ত হাসির আধার হইতে উদ্গত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত হাসির ভাব নাই। মনুষ্য-হাসি চিরস্থায়ী নহে—উহার কান্না আছে, কিন্তু বিশ্বের হাসিতে কান্নার সম্বন্ধ নাই। ও হাসি দেখিলে আমাদের মনে হাসির উচ্ছ্বাস হয় বটে, কিন্তু আমাদের হাসি ও হাসির সহিত মিশিতে পারে না। আমাদের হাসি যেন ও হাসি দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। আমাদের হাসিতে মলা আছে, বিশ্বের হাসি নির্ম্মল। বিশ্বের হাসি সমস্ত প্রকৃতি মাঝারে ঝরিয়া পড়িয়াছে। উষার স্নিগ্ধ আনন্দনীয় হাসি দেখিয়া কে তাহাতে নিজের অন্তরের হাসি মিশাইতে চেষ্টা করে নাই? পুষ্পের সরল পবিত্র অথচ ভাবপূর্ণ হাসি দেখিয়া কাহার হৃদয় না গলিয়া যায়? কে তাহার দলে দলে চিন্তাশূন্য হাসির বিকাশ

দেখিয়া সাশ্চর্য্যনয়নে সর্ব্বান্তঃকরণে না হেরিয়াছে? কে নক্ষত্রাবলীর নীরব সুবিমল শুভ্র হাসিতে অনন্ত প্রেমের কথা না দেখিয়াছে? ও হাসি গভীর অথচ সরল—চিন্তাশূন্য অথচ ভাব পূর্ণ। আমাদের হাসি কান্না সংসারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। সমস্ত বিশ্ব যে হাসিতে পূর্ণ, আমরা সে হাসি হাসিতে পারি কৈ? আমরা সংসারের হাসি কান্নায় মোহিত, সুতরাং ঐ স্বর্গীয় হাসিতে আমরা হাসি মিশাইতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের হাসির সহিত কান্না আছে—এ হাসি চিরস্থায়ী নহে—এ হাসি বিদ্যুতের মত খেলিয়া আবার গভীর মেঘে লুকাইয়া যায়—এ হাসি হাসিতে হাসিতে থামিয়া যায়—এ হাসি ধরিতে ধরিতে ফুরাইয়া যায়।

কিন্তু ঐ যে বিশ্বের হাসি দেখিয়াছ, ও হাসি আমাদের হিংসা দ্বেষ কপটতা-পূর্ণ সংসারের হাসি নহে—ও হাসির বিরাম নাই।—ও হাসি চিরকাল সম ভাবে রহিয়াছে এবং থাকিবে। ও হাসিতে আশা আছে নিরাশা নাই—সুখ আছে দুঃখ নাই—সারত্ব ও গভীরতা আছে, উহা অসার ও অগভীর নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের হাসি ও হাসিতে মিশিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমরা ও হাসি হাসিতে পারি না তাহা মনে করা নিতান্ত ভুল। আমাদের সংসারের হাসির মলিনতা ত্যাগ করিয়া সরল ভাবে আমরা যদি হাসি বিস্তার করি—ঐ হাসিতে ভাল বাসা মিশাইয়া বিস্তার করি, তাহা হইলে আমাদের হাসি বিশ্বের হাসিতে মিশিয়া যাইবে। যে সকল মহাত্মা সংসারের কপটতা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা, হাসি কান্নায় না ভুলিয়া বিশুদ্ধ মনে বিশ্বের হাসি দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ হাসিতে হাসি মিশাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারাই জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমভাবে হাসিতে পারিবেন। ঐ স্বর্গীয় হাসি তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতে করিতে তাঁহাদের প্রাণবায়ু অনন্ত হাসিতে মিশিয়া যাইবে। অনেকে হাসিয়া থাকেন—হয়ত সারাদিন হো হো করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু ঐ স্বর্গীয় হাসি কয়জন লোকে হাসিয়া থাকেন এবং কয়জনই বা উহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছেন? যাঁহারা ঐ হাসিতে বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদের ঐ হাসি গাঢ়তম হইয়াছে, তাঁহাদের হাসি অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে। সংসারের হাসির অশ্রু ক্ষণস্থায়ী, এ অশ্রু চিরস্থায়ী—এ অশ্রু অনন্ত প্রেমাশ্রু। ইহা শোকের কিম্বা দুঃখের অশ্রুও নহে, এ অশ্রু অনন্ত প্রেমে হৃদয়ের গলদশ্রু। এ অশ্রুবিসর্জ্জনে সুখ আছে। তাই বলি সকলে ঐ হাসির অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করুন।

মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের "স্লম্" *ভগিনী।

খৃষ্টধর্ম্মের মুক্তি ফৌজ (Salvatiou Army)সম্প্রদায়ের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহাদের সৈন্যদল পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই আছেন। পরোপকার ও কর্ত্তব্যসাধন ইহাদের জীবনের মহাব্রত।

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে লণ্ডননগরে দরিদ্র লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক—এমন শত শত লোক আছে যাহাদের রাত্রিতে মাথা রাখিবার স্থান নাই—ইহারা অনেক সময় বড় বড় উদ্যানে ও রাস্তায় পড়িয়া থাকে। লণ্ডননগরীর লোকের অত্যন্ত দুরবস্থা। সকল দেশেই পাপের ও অজ্ঞানতার স্রোত গরিব লোকের মধ্যেই বেশী প্রবাহিত—বিশেষতঃ লণ্ডনের দরিদ্রেরা অত্যন্ত মাতাল; ইহাদের অসাধ্য কোন দুষ্কর্ম্মই নাই। এই সকল লোককে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সুনীতির আলোকে আনিতে খুব সাহস, নৈতিক বল, ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায় ইহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দানে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিলেন? প্রকাণ্ড রাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলে ইহারা শুনিবে না—হলে বক্তৃতা শুনিতে কখন আসিবে না—যদিই বা আসে তাহা হইলে মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের হলে অত লোকের স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন। এসব উপায়ে ইহাদিগকে সুনীতির পথে আনা অসম্ভব। শেষে এই উপায়টী ঠিক্ হইল—এই সকল দরিদ্র ও অজ্ঞান লোকদের বাসের পল্লীতে, ঠিক্ ইহাদের মত হইয়া থাকিয়া ইহাদের সহিত মিলিয়া ধীরে ধীরে ইহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

এই কার্য্যে খুব মানসিক বল ও সহিষ্ণুতা চাই। কে এই সকল ভয়ানক মাতাল ও দুরাচারীদের সহিত বাস করিবে! প্রথমে কেবল মাত্র দুইটী ভগিনী এইকার্য্য সাদরে গ্রহণ করিলেন। ওয়াল ওয়ার্থে কার্য্য আরম্ভ হইল। এই দুইজন সাধুশীলা ভগিনী মলিন গৃহে, মলিন বেশে মাতাল ও দুষ্ট লোকের পল্লীতে বাস করিয়া, ইহাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, পীড়ার সময় জননীরূপে শয্যার নিকট বসিয়া শুশ্রূষা করিয়া, বিপদের সময় উপদেশ দিয়া ও অর্থ সাহায্য করিয়া, উপদেশ পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সকল বিতরণ করিয়া দিন রাত অবিশ্রান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া এই সকল দরিদ্র দুরাচার লোকের বন্ধু হইলেন। ইহাদের মনে ধর্ম্মের ভাব উজ্জীবিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ এই কার্য্য অনেক বিস্তারিত হইয়াছে—এখন লণ্ডনে এই ভগিনীদের থাকিবার ১৩টী আবাস

* স্লম্ অর্থাৎ হীন, অজ্ঞান দুরাচারী লোক।

আছে—ইহাতে ৪৩ জন ভগিনী থাকেন। এই সকল আবাস দরিদ্র পল্লীতে ও দরিদ্রদিগের মত। ইহাঁরা বেতন ভোগী নহেন—কেবল গরিব লোকদের মত থাকিতে যে কিছু ব্যয় হয়, তাহাই লন। এক বৎসরে ইহাঁরা যে কার্য্য করিয়াছেন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক মাতালকে মদ্যপান হইতে বিরত করিয়াছেন; ৩০।৪০ জন পতিতা রমণীকে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মের পথে আনিয়াছেন ও ইহাদের ভরণ পোষণের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। ৯৬, ৯৮৮ খানি দরিদ্র গৃহ পরিদর্শন করিয়াছেন ও সেখানে বন্ধুভাবে উপদেশ দিয়াছেন। ৩১, ৫৮৯ বার দরিদ্র লোকের বাড়ীতে যাইয়া পরিবারবর্গের সহিত উপাসনা করিয়াছেন। ইহাঁদের চেষ্টায় ১৭০০ লোক নিজ নিজ পাপ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহাঁরা প্রায় ২০ ২১ জন নিরুপায় লোকের অন্ন বস্ত্রাদি যোগাইয়াছেন। এই সকল মহৎ কার্য্য রাস্তায় রাস্তায় ব্যাণ্ড বাজাইয়া বা বক্তৃতার দ্বারা সাধিত হয় নাই—ধীরে ধীরে খুব সহিষ্ণুতার সহিত দরিদ্র ভ্রাতাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাধিত হইয়াছে। এরকম না করিয়া সুধু বক্তৃতা করিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মের পথে আনা যায় না। আমাদের দেশেও দরিদ্রদের অবস্থা খুব শোচনীয়। জাহাজের খালাসী প্রভৃতির অবস্থা দেখিলে বড়ই কষ্ট হয়, ইহারা যাহা কিছু পায় সমস্তই মদ খাইয়া খরচ করিয়া ফেলে—ইহাদের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই? আছে বই কি—কিন্তু বক্তৃতার আড়ম্বরে কিছু হইবার আশা নাই—ইহাদের সহিত মিশিয়া ইহাদের দুঃখের ও কষ্টের সময় সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। গত বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকটী সহৃদয় ব্যক্তির উদ্যোগে স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদা চরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের বাটীতে কতকগুলি দেশী খালাসীকে আহ্বান করিয়া চা, কমলালেবু প্রভৃতির দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল ও ইহাদের সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করা ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা বড়ই প্রীত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমাদের সানুনয়ে নিবেদন তাঁহারা যেন এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করেন। এই সকল লোককে ধর্ম্ম পথে আনিতে পারিলে একটী মহৎ কর্ত্তব্য সাধন করা হইবে।

সে দিন বোম্বাই সহরে এই মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের একজন কাপ্তেন তত্রত্য প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ক্রলিবেভী সাহেবের নিকট বলেন যে তাঁহার নিকট মদ খাইয়া মাতলামি অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি স্বয়ং কোন দণ্ড না দিয়া মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের নিকট অর্পণ করেন—এই সম্প্রদায়ই এই সকল মাতালকে মদ্যপান হইতে বিরত

করিয়া ধর্ম্মের পথে আনিবেন। বোম্বাই সহরে মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায় অনেক মাতালকে ভাল করিয়াছেন। মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের দ্বারা যে অশেষ হিতকর কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের সদৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

নূতন সংবাদ।

১। এ বৎসর ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় ৩টী রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন স্কুল হইতে উত্তীর্ণা বালিকার নাম সরলা ঘোষাল। বিধুমুখী বসু ও ভি এম মিত্র ডাক্তারী প্রথম এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২। ব্রহ্মের টেভয় প্রদেশে ডাকাইতের ঘোর উৎপাত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টকে ডাকাইতদিগের বিরুদ্ধে আবার রণসজ্জা করিতে হইয়াছে। টেভয়ে থিবর শাশুড়ী প্রভৃতি আছেন, শ্যামদেশ হইতেও না কি ডাকাইতের আমদানি হইতেছে।

৩। দিল্লী বেরিলী প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ভয়ানক ঝড় হইয়াছে।

৪। বোম্বাইয়ের মতলিবাই নামক একজন পারসী রমণী তথাকার গবর্ণরকে জিজিভাই হাঁসপাতালের নিকট খানিকটা জায়গা এবং দেড় লক্ষ টাকা একটী মেয়ে হাসপাতাল নির্ম্মাণার্থ প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণর হুকুম দিয়াছেন যে এই হাসপাতালের নাম মতলিবাই হাসপাতাল হইবে।

৫। কলিকাতার লেডী ডফরিনের মেয়ে চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী য়িহুদি ইলায়স গব্বয় সাহেব দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। ২৭শে এপ্রেল সন্ধ্যাকালে গোন্দল পাড়া, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে এক ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঐ ঝড়ে ভদ্রেশ্বরে বড় বড় গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে এবং অনেক পাকা ইমারত ভূতলশায়ী হইয়াছে। কয়েকটী লোকও মারা গিয়াছে।

৭। জনরব রুষ ছাড়যাই হইতে অক্ষশ নদের তীর দিয়া আফগান সীমায় আসিতেছে।

৮। মুক্তিফৌজের স্থাপয়িতা জেনারল বুথ সাহেবের কন্যা মিস্ ইমা বুথের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর টকার সাহেবের সহিত সমারোহে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বরকন্যা উভয়েই মুক্তিফৌজের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

৯। বামাবোধিনীর স্থবিনী ফণ্ডে কোন কোন গ্রাহক গ্রাহিকা কিছু কিছু দান করিতেছেন, আগামী সংখ্যায়

তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। একটী ভগিনী এ সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের যে ভালবাসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"বামাবোধিনীর জন্মোৎসবের বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম। আমি যে এ শুভ কার্য্যে অর্থ দ্বারা মনের প্রীতি প্রকাশ করিব, এ সামর্থ আমার অতি অল্প। আমার ক্ষুদ্র মনের প্রীতি উপহার স্বরূপ ৩৲ টাকা পাঠাইলাম, ইহা বামাবোধিনী জুবিলীতে ব্যয় করিবেন।" আমাদিগের এই ভগিনী এক জন সুবিখ্যাত লেখিকা, ইনি সময় সময় প্রবন্ধ লিখিয়া বামাবোধিনীকে উপকৃত করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে রোগে ও সাংসারিক কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া প্রবন্ধ লিখিতে পারেন না বলিয়া এইরূপে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন:—"যে বামাবোধিনীর শিক্ষায় আমি মনুষ্যত্বের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে বামাবোধিনী আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছে, আমি কি না সেই বামাবোধিনীকে না অর্থ দ্বারা না নিজের একটু পরিশ্রম সাধ্য লেখার দ্বারা কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে পারি। যাহার নিকট প্রবন্ধ লেখা শিক্ষা করিয়া অনেক স্থলে অনেক যশ উপার্জ্জন করিলাম, সেই প্রথম শিক্ষয়িত্রী বামাবোধিনীকে আমি বৎসরে ২।৪ খানি প্রবন্ধ উপহার দিতে পারিতেছি না একি সামান্য ঘৃণা ও অকৃতজ্ঞতার কথা!" বামাবোধিনী তাঁহার ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক পুরস্কার আর কি লাভ করিতে পারেন? আমাদিগের ভগিনী নিরাপদ ও সচ্ছন্দচিত্ত হইয়া বামাবোধিনীর কার্য্যের সহকারিতা করুন, ইহাই আমাদিগের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সাধন—বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্তা কুসুম কুমারী রায় এই উপদেশ দেন। ইহা যেমন সারগর্ভ, সেইরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ। আমাদিগের রমণীগণ এরূপ সুন্দর উপদেশ দানে সমর্থ ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। ইহা পাঠ করিয়া আশা হয় ভারত পূর্ব্বকালের ন্যায় ব্রহ্মবাদিনীদিগের উদয়ে পুনরায় পুণ্যভূমি বলিয়া আখ্যাত হইবেন।

২। কাননে কামিনী কাব্য—শ্রী অঘোর নাথ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। লেখক একজন অন্ধকবি, ইতিপূর্ব্বে

আরও কয়েক খানি কবিতা পুস্তক লিখিয়াছেন। ভারতের দুঃখ বর্ণনা বর্ত্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

বামারচনা।

ভাইবোন।

আয়রে শৈশব আয় আয় আরবার
  আরবার ভাই বোনে
  একত্রে সরল মনে
কথোপকথন করি জুড়াই অন্তর।
তোমার অভাবে হায় প্রিয় ভাইবোন
  হাসেনা সুন্দর হাস
  ভাবেনা মধুর ভাব
সংসারে পশিয়া তারা হয়েছে কেমন!

২

উজ্জ্বল নয়ন তুলে সরল দৃষ্টিতে
  চাহেনা আকাশ পানে,
  গণেনা নক্ষত্র গণে,
কি জানি কেমন ভাব না পারি বুঝিতে,
জলধির বারি সব তুলিয়া আনিয়া—
  সযতনে, নিরবধি
  ভাসাইবে আশা নদী
মেরুর রেণুকা সব লইবে গণিয়া,

৩

মনের প্রিয় বাসনা ভুলিয়াছে হায়!
  এক, দুই তিন বলে
  গণিবে নক্ষত্র দলে
কেন আজ জলাঞ্জলি দিল সে আশায়?
সংসার জ্বালায় বুঝি তাহাদের মন
  হইয়াছে জ্বালাতন,
  দিয়ে শান্তি বিসর্জ্জন
ভেবে ভেবে শুখায়েছে শশাঙ্ক বদন।

৪

দেখ দেখ ভাইবোন হৃদয় খুঁজিয়া,
  সংসার আতপে যদি
  শুষ্ক তব আশা নদী
আছে কি না তবু প্রেম পদ্মটী ফুটিয়া,
শুখাইছে আশা-নদী? যাক্ শুখাইয়া,
  দারিদ্র্য-কণ্টক তায়
  বিঁধেছে? বিঁধুক পায়,
দিউক কৃতান্ত জতে নুন ছড়াইয়া,

৫

ধন জন মান আর জীবন যৌবন
  নহে কিছু চিরদিন
  তবে কেন হও দীন?
প্রস্ফুটিত প্রেম পদ্মে করহ যতন,
কেন ভাইবোন ব্যস্ত কিসের লাগিয়া?
  কেন সে বাল্যের মত
  হাসিছনা অবিরত
কেন মন খুলিছনা সে গান গাহিয়া?

৬

যে গানে মাতিয়াছিল নিমাই সন্ন্যাসী
নিজও মাতিয়াছিল
জগতেরে মাতাইল
ভাইবোনে সেই গান গাও হাসি হাসি,
কেন কেন একদিন সুখের শৈশবে
গাহিতে পারিয়াছিলে, আজ কেন না পারিলে?
মিশাইয়া হৃদে হৃদে গাও গাও সবে।

৭

বাল্যের সরল প্রাণ দেখাও জগতে,
হয়ে হরষিত মন,
গাও সবে "ভাইবোন,"
বাল্যের মতন পুনঃ ভাস প্রীতি স্রোতে,
বাজুক স্নেহের বীণা বেহাগ বাহারে।
মিলে সব ভাইবোন
গাও গাও "ভাইবোন"
উঠুক সে তান নভো ভেদি সমস্বরে,

৮

বহুক স্বর্গীয় বায়ু মৃদুল হিল্লোলে
মরতে নন্দন বন
দেখুন দেবতাগণ,
গাও ভাইবোন সব "ভাইবোন" বোলে।
পরম পিতার যত স্নেহের সন্তান
পরস্পর একমনে
প্রীতিকর যতনে
ভাইবোন মিলে রাখ তাঁহার সম্মান।

শ্রীকুমুদিনী—
যশোহর।

প্রেরিতপত্র হইতে উদ্ধৃত।

গত ৫ই মে বেলা অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় মিউনিসিপাল সাহায্য প্রাপ্ত ইটালী বালিকা বিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট জজ মাননীয় এচ বিবারেজ স্কোয়ার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভার অবৈতনিক সম্পাদিকা—শ্রীমতী কলকুহন গ্রাণ্ট বিশেষ কোন কার্য্য-বশতঃ আসিতে পারেন নাই; তৎপরিবর্ত্তে মিসেস গে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। কণ্ট্রোলার জেনারেল মিষ্টর গে, মিষ্টর ও মিসেস ওব্রাইম, মিসেস মরে ও তাঁহার কন্যা এবং অনেক সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ সভায় আগমন করিয়া সাধারণের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ নিম্ন প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণা একটী বালিকাকে একটী রৌপ্য মেডাল পুরস্কার দিলেন। মিষ্টার ওব্রাইম বিদ্যালয়ের উন্নতিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আগামী বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালিকাদিগের মধ্যে পরীক্ষায় যাহারা প্রথম হইবে, তাহাদিগকে এক একটী পুরস্কার প্রদান করিবেন স্বীকার করিলেন। বাঙ্গালার শুভানুধ্যায়ী, উদারচেতা, মহানুভব বিবরিজ সাহেব সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জন ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষকদ্বয়কে ১০৲ ও ৫৲ টাকা পুরস্কার দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮১ সংখ্যা } জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫—জুন ১৮৮৮। { ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৮টী বাঙ্গালী। বেথুন কলেজ হইতে কুমারী হেমপ্রভা বসু ও প্রিয়ম্বদা বাগ্‌চী এবং লোরেটো হাউস হইতে সরলতা চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দিরা ঠাকুর প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। অপর ২টি মহিলা ডাক্তারী এম্ বি পরীক্ষা দিয়াছেন। কুমারী এমিলিয়া কমর পঞ্জাবে মেডিকাল পরীক্ষায় পুরুষ পরীক্ষার্থীদিগকে হারাইয়া দিয়া সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন। চারিদিকে এপ্রকার স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দর্শনে আমরা পরমানন্দিত হইতেছি। আমাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা না হইলে দেশের স্থায়ী উন্নতি বা মঙ্গলের আশা নাই।

মহারাণীর জন্মোৎসব—গত ২৪এ মে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬৯ জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

রাজকুমারী খ্রীষ্টিয়ানা—আমাদের মহারাণীর দ্বিতীয়া কন্যা ২৫ বৎসরের অধিক হইল উইণ্ডসর নগরে বাসস্থাপন করিয়া তথাকার দরিদ্রদিগের কল্যাণসাধনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যে স্থান বর্ষায় জলমগ্ন হয় এবং মৌমাছির চাকের মত যে স্থানে বহুলোক বাস করে, তাহার মধ্যে যাইয়া এই রাজকুমারী প্রতিদিন বস্ত্র খাদ্য ও

ঔষধ দান করেন এবং রোগীদিগের শুশ্রূষা করেন। বিলাতের একটি সচিত্র সাপ্তাহিক কাগজে একটি দরিদ্র লোকের কুটীরে, রোগ শয্যাশায়িনী এক রমণীর পার্শ্বে রাজকুমারী খ্রীষ্টিয়ানা বসিয়া কি প্রকারে পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। সেই প্রতিকৃতিটি মনে করিলেও তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়। গত মাসে উইণ্ডসরের লোক সমবেত হইয়া রাজকুমারীকে তাঁহার ২৫ বৎসরের এ প্রকার নিঃস্বার্থ কার্য্যের জন্য উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন। কবে আমাদের দেশে, শিক্ষিতা মহিলারা প্রকাশ্যভাবে দরিদ্রের আবাস স্থান ও চিকিৎসালয়াদিতে যাইয়া দরিদ্র লোকেদের সেবা করিতে পারিবেন? ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

সিকিম ও ব্রহ্ম যুদ্ধ—বঙ্গদেশের ছোট লাট অল্প দিন হইল দারজিলিং গমন উপলক্ষে সিলিগুড়ি হইতে সিকিম সৈন্যাবাস নেটঙ্গে গিয়াছিলেন। ঠিক্ সে সময় তিব্বতীয়েরা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া রণে বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়। আরও কয়েক মাস ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা নেটঙ্গে অবস্থান করিবে। বর্ষারম্ভে ব্রহ্মবাসীরাও আবার সশস্ত্র হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইতেছে, কবে যে এদেশে শান্তি স্থাপন হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। সুসংবাদের মধ্যে এই যে সমুদ্রকূলস্থ রেঙ্গুণ বন্দর হইতে ব্রহ্মদেশের রাজধানী মণ্ডলের [illegible] রেল যোগ হইয়াছে। এদিকে আসাম ব্রহ্মপুত্র হইতে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদী পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবার জন্য স্থান পরিদর্শিত হইয়াছে।

ম্যাথিউ আর্ণোল্ড—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি, গ্রন্থকার এবং বিদ্যালয় সকলের তত্বাবধায়ক মহাত্মা আর্ণোল্ড ৬৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাব্যের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি ইউরোপের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া শিক্ষার অবস্থা বিষয়ের সমালোচনা করেন এবং সাধারণ শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধন করেন।

ভারতবর্ষের দ্বীপ পুঞ্জ—ভারত গবর্ণমেণ্টের "ইনভেষ্টিগেটর" নামক জাহাজ পুরবন্দর, লাক্ষাদ্বীপ ও আণ্ডামান দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি বোম্বাই নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিঃ ডেনি সমুদ্রের নানা স্থানে জলের গভীরতা—উত্তাপ মৃত্তিকার অবস্থা—প্রাণীদিগের বিবরণ ও উপরি লিখিত কয়েক দ্বীপের অধিবাসীদিগের ইতিহাস সুন্দররূপে লিখিয়াছেন। আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিতদিগের বিবরও ইহাতে বর্ণিত আছে। এস্থানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষীয় মহাসাগরের দক্ষিণে যে মহাসমুদ্র আছে, তাহা আবিষ্কারের জন্য

অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডবাসীরা সমবেত জাহাজাদি প্রেরণ করিবেন। দক্ষিণ সমুদ্র বরফাবৃত বলিয়া নাবিকেরা নব-ক্লিনণ্ডের দক্ষিণে আর যাইতে পারেন নাই।

পুরুষ প্রাধান্য—পুরুষ প্রাধান্যের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া বিদুষী এম্ লারেণ একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন "বর্ত্তমান সময় স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে যেরূপ অনুকূল, এরূপ আর কখনও হয় নাই। পুরুষেরা শত শত বর্ষ অনুকূল অবস্থার সাহায্যে যতদূর উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন, অল্পকাল মধ্যেই নারীজাতি তাহা সাধ্যায়ত্ত করিবার আশা করেন। আর এক শতাব্দী যাইতে দাও, দেখিবে সকল বিষয়ে নারীজাতি পুরুষদিগের সমকক্ষ হইবেন। যদি ১৯৮১ খৃঃ অব্দে, শিল্প ও সাহিত্যে,বিজ্ঞানও দর্শনে,সঙ্গীত ও অর্থ নীতিতে নারীজাতি পুরুষদিগের সমান না হন, তাহা হইলে পুরুষ প্রকৃতির প্রাধান্য ও নারী প্রকৃতির অপ্রাধান্য স্বীকার করা যাইতে পারে।"

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক বৃত্তান্তে প্রকটিত হইয়াছে,যে বিগত দশ বর্ষের মধ্যে তত্রত্য ছাত্র ও ছাত্রীরা ঠিক্ সমতুল্যরূপে শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিয়াছে—উভয়েই একবিধ পরীক্ষায় সমফল লাভ করিয়াছে—উভয়েই উচ্চ উচ্চ উপাধি সকল গ্রহণ করিয়াছে—মানসিক পরিশ্রমে উভয়েই তুল্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছে—বাস্তবিক কোন পক্ষ কোন অংশেই অপরের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই। ইংলণ্ডেও স্ত্রীশিক্ষার ফল ইহার অনুরূপ।

অন্ধ বিদ্যালয়—লেখা পড়া, সূচী কার্য্য ও সঙ্গীত বিষয়েই অন্ধদিগের শিক্ষা ও অনুরাগ। আমেরিকায় একটী অন্ধবিদ্যালয়ে আইডাকীন নাম্নী একটী অন্ধ বালিকা কলে লেখায় পারদর্শী হইয়াছেন। কলে এরূপ লেখা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগকেও আয়াসাতিশয্যে অভ্যাস করিতে হয়।

স্ত্রী উকিল—ওয়াসিংটন নগরে মেরী এ, এস, কেরী নামে একজন প্রসিদ্ধ স্ত্রী উকীল আছেন, ইনি নিগ্রো বংশ-সম্ভূত, তর্ক শাস্ত্রে বিশারদ ও রাজনীতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইনি কানাডায় "Provincial Freeman" নামে একখানি সুরানিবারণী সুন্দর পত্রিকা সম্পাদন করিবেন।

বিবি ফসেট—ইনি সুপ্রসিদ্ধ ভারতহিতৈষী মৃত মহাত্মা ফসেটের পত্নী। নারী জাতির উন্নতি সাধন ইহাঁর জীবনের ব্রত। স্বামী যখন ইংলণ্ডের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ছিলেন, ইহাঁরই সৎপরামর্শে অনেক স্ত্রীলোক উচ্চ বেতনে পোষ্ট আপিসের কাজে নিযুক্ত হন। ইনি সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা করিবেন।

আমেরিকার অপেক্ষা ভারতে আসিলে অধিক কাজ হইত।

প্রকাণ্ড কামান—পিটর্সবর্গে একটী প্রকাণ্ড কামান নির্ম্মিত হইতেছে। ৭০ জন কারিগর এতদর্থে নিযুক্ত হইয়াছে। ইউনাইটেট ষ্টেটস্ গবর্ণমেণ্ট ইহা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। ইহার পরিমাণ সাড়ে পাঁচ টন অর্থাৎ প্রায় ১৫০ মণ। ইহার দৈর্ঘ্য ১৭ পাদ। ইহার অভ্যন্তর দেশের ব্যাস ২৩½ বুরুল। ইহা ৭½ বুরুল পুরু। ইহার নিক্ষেপণ শক্তি প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০ পাদ। লাহোরে ঝমঝমা নামক একটী প্রকাণ্ড কামান আছে, তাহা কখনও ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত—নিউইয়র্ক হইতে লিভারপোল সচরাচর ২৫৮ ঘণ্টার ন্যূনে যাওয়া যায় না, "কনারডার অষ্ট্রিয়া" জাহাজ গত বৎসর ১৮৭ ঘণ্টায় গমন করিয়াছে। বোম্বাই হইতে লণ্ডন যাইতে প্রায় ১৭ দিন লাগে, একটী কোম্পানি ১০।১১ দিনের মধ্যে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। লণ্ডন হইতে কলিকাতা (সমুদ্র পথ) ৮১২৪ মাইল এবং বোম্বাই ৬১৮৩ মাইল।

বিদ্যুৎ দ্বারা প্রাণ দণ্ড—আমেরিকার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিদ্যুৎ দ্বারা প্রাণদণ্ড করিবার ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য নিউইয়র্ক ব্যবস্থাপক সমাজে প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন সভ্য রাজ্যে প্রাণদণ্ডের যে কয়েক প্রকার উপায় ব্যবস্থাপিত আছে, তাহা সভ্যতা-বিরুদ্ধ। অষ্ট্রিয়া, হলাণ্ড, পোর্টুগ্যাল, রুসিয়া ও আমেরিকায় ফাঁসী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেভেরিয়া, বেল্জিয়ম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স হানোভার ও সাক্সানিতে শিরশ্ছেদার্থ গিলোটিন যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। ব্রান্সউইকে কুঠার, চিন, ইতালি ও প্রুসিয়ায় খড়্গ, ইকুউওডর ও ওল্ডেন্বর্গে বন্দুক, স্পেনে গারোট নামক শ্বাসরোধ রজ্জু এবং সুইটজারলণ্ডের ১৫টী প্রদেশে খড়্গ ও ৪টী প্রদেশে গিলোটিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শতকরা ৯০ টা দণ্ড প্রায় প্রকাশ্যে সাধারণ সমীপে সম্পন্ন হয়। এই বিভৎস দৃশ্যও কুরুচির পরিচায়ক। তাঁহাদের মতে গোপনে কেবল রাজপুরুষের সমক্ষে বিদ্যুতের দ্বারা এই কার্য্য সমাধা করা বিধেয়।

স্ত্রী শিল্প শিক্ষা—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের ছুতারের কর্ম্ম শিক্ষার্থ একটী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শিল্প বিজ্ঞানমতে ছুতারের কর্ম্মোপযোগী শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া শিক্ষক প্রস্তুত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা তৎসদৃশ উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রী ব্যতীত অন্য লোকের তথায় ভর্ত্তী হইবার বিধি নাই। শিল্প বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এখানে যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্নির্ম্মাণার্থ প্রচলিত কোন যন্ত্রই ব্যবহার হয় না,

তথাপি তাহা বৈজ্ঞানিক শিল্প নিয়মে প্রস্তুত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই শিল্প বিষয়ের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা, ইহা-দ্বারা মন ও হস্ত শিক্ষিত এবং বুদ্ধি ও কৌশলের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

লুই গৃহ—ওয়াসিংটন নগরে "লুই হোম" নামে একটি দরিদ্রাবাস আছে। উইলিয়ম উইলসন্ করকোরান তাঁহার পত্নী ও পুত্রীর স্মরণার্থে ইহা স্থাপন করেন। এখানে অনাথ সম্ভ্রান্ত মহিলারা প্রতিপালিত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের বয়স ৫০ বৎসর হয় নাই, তাঁহারা এখানে স্থান পান না। এক্ষণে প্রায় চল্লিশটী মহিলা অবস্থান করিতেছেন। গৃহ সকল সুন্দর ও সজ্জিত এবং মহিলারা বস্ত্র ব্যতীত সকল প্রকার আবশ্যক সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা নির্ম্মাণার্থ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ৬.৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে ইহার ব্যয় সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মহাভারতের গল্প।

উমা-মহেশ্বর-সংবাদ।

ভার্য্যা-ধর্ম্ম।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত এদেশে পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেননা, এদেশের লোকের সংস্কার এই যে, জগতে চারিটি বেদের পর মহাভারতের ন্যায় আশ্চর্য্য কাণ্ড আর হয় নাই। যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক মহাভারতের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে মহাভারত বাস্তবিকই জগতে এক অদ্ভুত কাণ্ড। এই প্রকাণ্ড কাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কি? এবং তাঁহার আকারই বা কিরূপ ছিল, তাহা জানি না, কিন্তু মহাভারত পড়িয়া সেই মহাপুরুষের মূর্ত্তি কল্পনা করিলে, সম্মুখে একটি বিরাট মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। মহর্ষি বেদব্যাস ঈশ্বর হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি হৃদয়ের ও প্রাণের সমান টান দেখাইয়াছেন। তিনি ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, আবার এক সূত্রে গাঁথিয়া দেখাইয়াছেন। এজন্য মহাভারত যেমন সর্ব্বপ্রকার সংসারী, তেমনি সর্ব্বপ্রকার সংসারত্যাগী, এই উভয়েরি সমান উপজীব্য। তিনি মহাভারতে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "দান-ধর্ম্ম" অর্থাৎ পরোপকার-ব্রত যেমন গৃহীর, তেমনি সন্ন্যাসীর সমান অবলম্বনীয়

যাঁহারা নিজ কর্ম্মফলের বাসনা না করিয়া সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবে দান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী, আর যাঁহারা নিজ কর্ম্মফল কামনা করিয়া কামভাবে দান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সংসারী।

ব্যাসদেব সেই বিশ্বজনীন দান-ধর্ম্মের প্রকরণে ভার্য্যা-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যের ভার্য্যাই দানরূপ কল্পতরুর মূল। তিনি মোক্ষধর্ম্মেও ভার্য্যার প্রশংসা করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন যে, ভার্য্যাই মনুষ্যের যেমন ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সহায়, তেমনি আবার মোক্ষেরও সহায়। তিনি বলিয়াছেন—"ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্ত ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ।" অর্থাৎ ভার্য্যা যেমন ত্রিবর্গের, তেমনি মোক্ষেরও মূল।

তাঁহার দানধর্ম্মের এক স্থলে মহেশ্বর দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে পরমেশ্বরি! তুমি আদ্যা শক্তি। এ ব্রহ্মাণ্ডে ভার্য্যামাত্রেই তোমার ছায়ামাত্র। অতএব আমি তোমারই মুখে ভার্য্যা-ধর্ম্ম শ্রবণ করিব।" তাহাতে পার্ব্বতী, প্রাণপতি পশুপতির নিকট এইরূপে ভার্য্যাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (ক)

"স্ত্রীধর্ম্মঃ পূর্ব্ব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ।
সহধর্ম্মচরী ভর্ত্তুর্ভবত্যগ্নিসমীপতঃ॥ ১॥
সুস্বভাবা সুবচনা সুবৃত্তা সুখদর্শনা।
পুত্রবক্ত্রমিবাভীক্ষ্ণং ভর্ত্তুর্বদনমীক্ষতী॥ ২॥
যা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী।
শ্রুত্বা দম্পতিধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্মকৃতং শুভং॥ ৩॥
যা ভবেদ্ধর্ম্মপরমা নারী ভর্ত্তৃসমব্রতা।
দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি॥ ৪॥
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যাং প্রকুর্ব্বতী।
বশ্যা ভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥ ৫॥
পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রূরেণ চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা॥ ৬॥
দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকর্শিতং।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥ ৭॥
যা নারী প্রয়তা দক্ষা যা নারী পুত্রিণী ভবেৎ।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥ ৮॥
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্যবিমনাঃ সদা।
সুপ্রীতা চ বিনীতা চ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥ ৯॥
বিভর্ত্ত্যন্নপ্রদানেন কুটুম্বং চৈব নিত্যদা।
ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যেণ সুখে তথা।
স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিণী॥১০
কল্যোত্থানরতির্নিত্যং গৃহশুশ্রূষণে রতা।
সুসংমৃষ্টক্ষয়া চৈব গোশকৃৎকৃতলেপনা॥ ১১॥
অগ্নিকার্য্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নিবাপ্য পতিনা সহ॥১২॥
শেষান্নমপি ভুঞ্জানা যথান্যায়ং যথাবিধি।
তুষ্টপুষ্টজনা নিত্যং নারী ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥ ১৩॥
শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা।
মাতাপিতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধনা॥ ১৪॥
ব্রাহ্মণান্ দুর্ব্বলানাথান্ দীনান্ধকৃপণাংস্তথা।
বিভর্ত্ত্যন্নেন যা নারী সা পতিব্রতভাগিনী॥ ১৫॥
ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘুসত্ত্বয়া।
পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতিব্রতভাগিনী॥ ১৬॥
পতিপ্রসাদঃ স্বর্গো বা তুল্যো নার্য্যা ন বা ভবেৎ।
অহং স্বর্গং নহীচ্ছেয়ং ত্বয্যপ্রীতে মহেশ্বরং"॥ ১৭॥

১। বন্ধুগণ মিলিত হইয়া (শুভ-

. (ক) এস্থলে গল্পের অন্যান্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া, কয়েকটি মাত্র মূল শ্লোক ও নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। এ শ্লোকগুলি পতি ও পত্নী মাত্রেরই নিজ নিজ হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখা উচিত।

বিবাহে) নারীকে যে পত্নীধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, সেই পত্নীধর্ম্মের মূল মন্ত্র এই যে,—“হে নারি! তুমি এই অনন্ত অগ্নি-সমক্ষে তোমার পতির সহধর্ম্মচারিণী হও।

২। যিনি সুস্বভাবা, প্রিয়বাদিনী, সুচরিত্রা ও মধুরমূর্ত্তি, এবং যিনি আপন শিশু সন্তানের মুখের ন্যায় অনুক্ষণ পতি-মুখ নিরীক্ষণ করেন, তিনিই ভার্য্যা।

৩। উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মসাধন করাই দম্পতীর মঙ্গলময় কর্ত্তব্য; যিনি ইহা বুঝিয়া পাতিব্রত্যে ও পবিত্র আচারে অবিচলিত থাকেন তিনিই ধর্ম্মচারিণী ভার্য্যা।

৪। ধর্ম্মই যাঁহার পরম পদার্থ ও পতিই যাঁহার পরম ব্রত, এবং যিনি পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন, তিনিই সাধ্বী ভার্য্যা।

৫। যিনি পতিকেই দেবতা জ্ঞান করিয়া, বিনীত ভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করেন, যাঁহার হৃদয় নির্ম্মল, আচার পবিত্র ও মূর্ত্তি মধুর; পতিই যাঁহার ধ্যান ও জ্ঞান, যাঁহার বদন সদাই প্রফুল্ল, তাঁহাকেই ধর্ম্মচারিণী ভার্য্যা বলে।

৬। পতি নিষ্ঠুর ভাষা প্রয়োগ করিলে বা ক্রোধ চক্ষে চাহিলেও, যাঁহার মনে অণুমাত্র বিকার হয় না, মুখে সেই সুপ্রসন্ন মধুর ভাব; তিনিই পতিব্রতা ভার্য্যা।

৭। পতি দরিদ্রদশায় পতিত হইলে, রোগগ্রস্ত হইলে, শোকার্ত্ত হইলে অথবা পরিশ্রান্ত হইলে, যিনি আপন শিশু সন্তানের ন্যায় পতির পরিচর্য্যা করেন, তিনিই ধর্ম্মচারিণী ভার্য্যা।

৮। যিনি পরম শুদ্ধচারিণী, গৃহ-কর্ম্মে দক্ষা, এবং পুত্রবতী; যিনি পতি-ব্রতা ও যাঁহার পতিগত প্রাণ, তিনিই ধর্ম্মভাগিনী ভার্য্যা।

৯। যিনি সদাই অবিকৃত চিত্তে পতির শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত; যাঁহার হৃদয়ে সদাই পরম প্রীতি ও স্বভাবে নম্রতা বিরাজমান, তাঁহাকেই ধর্ম্মভাগিনী ভার্য্যা বলে।

১০। যিনি সমস্ত পোষ্যবর্গকে নিয়ত আহার দিয়া প্রতিপালন করেন, এবং যাঁহার পতির প্রতি যেরূপ অনুরাগ, সেরূপ অনুরাগ সংসারের কোন প্রকার সুখের বস্তুতেই নাই; তিনিই ধর্ম্ম-ভাগিনী ভার্য্যা।

১১। যিনি নিত্য অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া যথাবিধি গৃহ সংস্কার করিয়া থাকেন, এবং যিনি ছড়া ঝাঁটি দিয়া, ধুইয়া মুছিয়া গৃহ অতি সুন্দররূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলে।

১২। যিনি নিত্য মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত, যিনি নিত্য ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পুষ্প নৈবেদ্য প্রদান করেন; এবং যিনি পতির সহিত একপ্রাণ হইয়া অহরহ পরমদেবতার পূজা করিয়া থাকেন, এবং অতিথি অভ্যাগত ও কৃতাগণকে

পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলে।

১৩। যিনি অগ্রে সকলকে যথাবিধি ভোজন করাইয়া, সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, যাঁহার পরিচর্য্যায় পরিজনবর্গ সকলেই হৃষ্ট ও পুষ্ট, তিনিই ভার্য্যা।

১৪। যে গুণবতী নারী নিত্য শ্বশুর শাশুড়ীর চরণে প্রণত থাকিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন, এবং সদা পিতা মাতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; তিনিই প্রকৃত তপাস্বিনী ভার্য্যা।

১৫। যিনি ব্রহ্মপরায়ণ সাধুগণকে, দুর্ব্বলগণকে, অনাথগণকে, দীনগণকে, অন্ধগণকে এবং কৃপণগণকে নিত্য অন্নদান করিয়া প্রতিপালন করেন; তিনিই পতিব্রতা ভার্য্যা।

১৬। যিনি উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা গুণে নিত্য নিত্য অতি কঠোর ব্রত সকলও অবলীলাক্রমে সম্পাদন করেন, যাঁহার চিত্ত পতিতেই আসক্ত, এবং যিনি পতির হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত; তাঁহাকেই পতিব্রতা ভার্য্যা বলে।

১৭। পতির প্রীতিলাভই নারীর পরম সৌভাগ্য, নারীর সে সৌভাগ্যের নিকট স্বর্গসুখও সমতুল্য নহে; হে মহেশ্বর! আপনি অপ্রীত হইলে আমি স্বর্গভোগও ইচ্ছা করি না।

মহিষারী রাজমহিষী।

কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই অত্যুপাদেয়, সারগর্ভ এবং সুবিশাল গ্রন্থ যিনি পাঠ করেন নাই, মধ্য ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস তাঁহার সম্যক্ সংগ্রহ হয় নাই বলিতে হইবে। ফল কথা, ভারতের প্রকৃত ইতিহাস অদ্যাপি একখানিও নাই। যদি কেহ কখনও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র ভারতের একখানি সুবিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলেই তাঁহাকে টড বিরচিত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। অদ্য আমরা এই বিশাল গ্রন্থের ঐতিহাসিক উদ্যান হইতে একটি অপূর্ব্ব কুসুম তুলিয়া পাঠিকাদিগকে উপহার দিলাম।

যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধদিগের প্রবল ধর্ম্মান্দোলনের তরঙ্গে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাদিগের সাম্যবাদের প্রচণ্ড আঘাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছিল, তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ভারতে আবির্ভূত হয়েন।

তাঁহারই নাম বিক্রমাদিত্য। ইঁনি অতি অল্প কাল মধ্যে আপনার অতুল বিক্রম ও অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় বৌদ্ধদিগকে সম্যক্‌রূপে পরাস্ত করিয়া ভারতে সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ক্রমে কবীন্দ্র কালিদাস প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ইঁহারই সভায় নবরত্নরূপে বিরাজিত থাকিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্য প্রমার বংশসম্ভূত। তাঁহার বহুকাল পরে (১১৬৪ খৃঃ অব্দে) মেওয়ারের অন্তঃপাতী মহিষাবি রাজ্যে একজন বিক্রমশালী বীরপুরুষ এই বংশে আবির্ভূত হন, ইনি মেওয়ারের রাণা অরি সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং রাণা কর্ত্তৃক সামন্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অল্পকাল মধ্যেই মহিষারি রাজ্যের অধিপতি পদে অভিষিক্ত হয়েন। সম্ভবতঃ ইনিই প্রমার বংশের শেষ রাজা। টড্‌ সাহেব বলেন এই প্রমার সামন্তের মৃত্যুর পরেই চণ্ডাবংশীয় লালজী রাবৎ মহিষারি এবং তদন্তর্গত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া রাজত্ব করেন।

কর্ণেল টড্‌ মহিষারি রাজ্যকে ইংরাজিতে ম্যাইন্সোর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা তাঁহার ভ্রম। আর প্রমার বংশীয় যে সামন্তের অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই প্রস্তাবে লিখিত হইতেছে, তিনি আদৌ তাঁহার রাজমহিষীর নামোল্লেখ করেন নাই। মেওয়ারের নিকট মহিষারি নগরে যে প্রস্তর ফলক আছে, তিনি তাহাই পাঠ করিয়া বোধ হয় এই ঘটনা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। উক্ত প্রস্তরফলকে সামন্তের সমগ্র বিবরণটি খোদিত আছে এবং উহার পার্শ্বে এক সুন্দর মন্দিরে তাহার অপূর্ব্ব সতী মহিষীর স্মরণমণ্ডপ বিরাজ করিতেছে।

প্রমার বংশের শেষ রাজা একদিন আপনার রমণীয় প্রাসাদের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া মহিষীকে বলিলেন "প্রিয়ে! আইস, আজি আমরা একবার কার্পণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া কিছুকাল আমোদে অতিবাহিত করি, বিশেষতঃ সেদিনকার আরণ্য দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য যেরূপ অমিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহাতে কিছুকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে কাল যাপন না করিলে শরীর পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দ লাভ করিবে না।" রাণী সম্মতা হইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্তা হইলেন। উভয় পক্ষেই উৎসাহ, আমোদ ও প্রীতির সহিত খেলা চলিতে লাগিল, উভয়েই কিছুকালের জন্য মনে অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রণয়ব্যঞ্জক সুমধুর হাস্য ও রহস্যে মনোহর হর্ম্ম্য অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। কিন্তু সকল সময়ে মনুষ্যের মানসিক ভাব সমান থাকে না। এই জগৎ কখন প্রণয়ের মাধুর্য্যে সুখ শান্তি নিকেতন, কখন বা বৈরনির্য্যাতনের

আবেগে অশান্তির আলয় হইয়া উঠে। ক্রমে রাজা ও রাজমহিষী এতদুভয়ের মধ্যে ক্রীড়ার জয় পরাজয় লইয়া বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। সেই বিতণ্ডা উত্তরোত্তর ক্রোধ, হিংসা, মনোমালিন্য ও অবশেষে ঘোরতর কটূক্তিতে পরিণত হইল। এই ক্রোধের প্রধান কারণ রাজা, তিনি সুবুদ্ধি মহিষী নিকটে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও মিথ্যা বচন দ্বারা আপনারই জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রাজার সম্মান বা মর্য্যাদায় হানি হয়, এমন কোন অন্যায় বা অযৌক্তিক কথা রাণী এপর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই, কিন্তু যখন ভূপতি ক্রোধান্ধ হইয়া রাজমহিষীর পিতৃকুল, মাতৃকুল, প্রভৃতির উপর অযথা ও অকথনীয় কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! যদি অধীনীর কিছু অপরাধ হইয়া থাকে তজ্জন্য আমাকে শাসন করুন বা গালি দিউন, কিন্তু আমার পিতা মাতা আপনার নিকটে কোন অপরাধ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের অবমাননা করা অথবা তাঁহাদিগকে এ প্রকার ভদ্রজন বিগর্হিত গালি বর্ষণ করা আপনার ন্যায় প্রজারঞ্জক নরপতির পক্ষে শোভা পায় না।" রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তুমি অধমা স্ত্রীলোক, পুরুষের নিকটে স্ত্রীলোকের চিরকালই দাসীত্ব, সুতরাং তোমার কোনও কথা শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত নহি।" এই কথা শুনিয়া রাণী বিরস বদনে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতেও রাজার ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি পুনঃ পুনঃ কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গুরুতর তাড়না বা শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিয়া, রাণী দূত দ্বারা তাঁহার পিতার নিকটে এই দুঃসম্বাদ পাঠাইলেন।

মহিষারি মহিষী বেগুই নামক প্রসিদ্ধ প্রদেশের সামন্ত * কন্যা। বেগুই সামন্ত সমর-কুশলতা ও সাহসের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কালমেঘ নামক তাঁহার এক সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল, তিনি তৎকালে এতদূর বিক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহাকে শাসন করা তৎকালীন কোন রাজারই সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই কালমেঘের বংশধরগণ মেঘাবৎ নামে বিখ্যাত। দূত মুখে কন্যার দুর্দ্দশার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বেগুই সামন্ত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অচিরে বহুসংখ্যক মেঘাবৎ সৈন্যসহ মহিষারী রাজ্যে উপনীত হইলেন। ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল; মহিষারী-মহিষী যুদ্ধ নিবারণার্থ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। যুদ্ধে মহিষারীশ্বর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বেগুই সামন্ত কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তাঁহার রাজ্য চণ্ডাবৎবংশীয় লালজী রাবৎ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রেই মহিষারীশ্বরের মৃত দেহ দাহ করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব চিতাকুণ্ড

* সামন্ত—ক্ষুদ্র রাণা বা সর্দ্দার।

প্রস্তুত হইল। সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের সেনারা শিরস্ত্রাণ অবতরণ করিয়া অবনত শিরে ও রিক্তপদে (খালি পায়ে) কুণ্ডের চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক বিরস বদনে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং সেনাপতিরা মৃতের সম্মাননার জন্য বন্দুকের সঙ্গিন উর্দ্ধ করিয়া অধোমুখে উন্নত ভূমিখণ্ডে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। কোথা হইতে অকস্মাৎ রাজমহিষী আলুলায়িত কেশে অপূর্ব্ব বেশে তৎস্থানে উপনীত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই জ্বলন্ত চিতায় লম্ফ প্রদান করিয়া সহমৃতা হইলেন। দর্শকগণ চিত্রপুত্তলিকার মত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তথায় এক প্রস্তর ফলকে এই বিবরণটি সংক্ষেপে খোদিত আছে এবং এই সতীর অপূর্ব্ব মণ্ডপ অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।

ঘণ্টারামের কথকতা।

তৃতীয় গল্প।

কুচক্রী বামুন।

(১২৯২ সালের অগ্রহায়ণের পর)

স্মৃতিশীল পাঠক ও পাঠিকাদিগের সেই প্রবৃদ্ধ ঘণ্টারাম ঠাকুর এবং তাঁহার সুরসিক ভারবাহককে বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে। বহুদিন পরে তাঁহারা আবার বর্দ্ধমান হইতে বনবিষ্ণুপুরাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রীষ্ম ঋতু, মধ্যাহ্নকালে, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক,তাহাতে আবার তরুশূন্য—সরোবরশূন্য—মরুভূমিবৎ প্রান্তর দিয়া উভয়কেই গমন করিতে হইতেছে। অনেক কষ্টে পথিমধ্যে একটি গ্রাম পাওয়া গেল, কিন্তু গ্রাম পাইলে হইবে কি, সেই গ্রামে লোক নাই, বিপণি নাই, অতিথি অভ্যাগতের স্থান নাই, যেন সমগ্র পল্লীটি বিষাদের কৃষ্ণাবরণে আবৃত হইয়া ভয় ও করুণ রস যুগপৎ উৎপাদন করিয়া দিতেছে। সেই গ্রামের সর্ব্বস্থান দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা জনশূন্য, সুন্দর কুসুমোদ্যান সমূহ কণ্টকাকুল অরণ্যে সমাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য পথসমূহ যেন মনুষ্যের পদচিহ্ন বর্জ্জিত। বস্তুতঃ পল্লীর অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়? ইহা এক্ষণে শিবা ও সারমেয়গণের প্রীতির আস্পদ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বার দেশে দুইটি করিয়া প্রকাণ্ড কূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ কূপে জল নাই, কেবল নরকঙ্কাল এবং তাহা-

রই প্রাণ বিনাশক ভয়ানক পূতিগন্ধ। ঠাকুর এবং বালক উভয়েই নাকে মুখে কাপড় দিয়া চলিতে লাগিলেন।

মুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল "প্রভো! এই গ্রামের এরূপ অবস্থা কেন হইল, আপনাকে তাহার বিশেষ বিবরণ বলিতে হইবে।" ঘণ্টারাম ঠাকুর, মুটিয়াকে ক্রোশান্তরে লইয়া গিয়া এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ তরুর সুশীতল ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন "এই গ্রামের এতাদৃশ অবস্থার সমগ্র বিবরণ আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি মন দিয়া তাহা শ্রবণ কর। ইহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে তুমি দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার মনে অনেক উদার ভাবের সমাবেশ হইবে। এই অপূর্ব্ব কথা তুমি বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রণিধান কর।" মুটে স্থির হইয়া ঠাকুরের মুখে গল্প শুনিতে লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার দরিদ্রা পত্নী বাস করিতেন। অতি অল্প দিন হইল উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বড়দোষ ছিল, তিনি অলস, অকর্ম্মণ্য, নির্ব্বোধ, মূর্খ এবং অসূয়াপরবশ ছিলেন। ব্রাহ্মণ কোনও কাজ কর্ম্ম করিত না এবং তাহার কাজ কর্ম্মের তেমন সুবিধাও ছিল না, সুতরাং সংসার চলা নিতান্তই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। একদিন ব্রাহ্মণী স্বামীকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন দেখ, আমাদের খাওয়া পরা আর কোনও মতেই চলিয়া উঠিতেছে না, বোধ হয় অতি শীঘ্রই উভয়কেই অনাহারে মরিতে হইবে। তুমি একবার দেশ বিদেশে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া দেখ, নতুবা নিরর্থক বসিয়া থাকিলে কেমনে অন্নসংস্থান হইতে পারে? পুরুষ মানুষের কি নিরর্থক ঘরে বসিয়া থাকা শোভা পায়? আমি অবলা স্ত্রীলোক, নতুবা কোথাও গিয়া পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতাম। আমি নিজে এখন পরিশ্রম করিয়া যাহা সংগ্রহ করি, তাহাতে দুই জনের চলিবে কেন? বিশেষতঃ স্ত্রীর উপার্জ্জিত অর্থে উদর পূরণ করিতে স্বামীর কি লজ্জা হওয়া উচিত নয়? তোমার যদি মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে এত দিন তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতে, অন্ততঃ আমি তোমার মতন পুরুষ হইলে নিশ্চয়ই গঙ্গায় ঝাঁপ দিতাম।" কথাগুলি বাণের মত ব্রাহ্মণের বুকে লাগিল, এবং সেই দিনই অর্থসংগ্রহের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইল।

ক্রমে দুই চারি মাস গত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোথাও কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন ব্রাহ্মণীর সেই কথাটা (অর্থাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরার কথাটা) বামুণ ঠাকুরের স্মরণ হইল। ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই তাহাই করিল, গঙ্গায় যেমন ঝম্প দিয়াছে, অমনি কোথা হইতে দেবদূত আসিয়া ব্রাহ্-

শের কেশ গুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে জল হইতে তুলিল। দেবদূত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে এক ছক্ পাশা গ্রহণ কর। এই পাশার গুণ এই যে, তুমি যাহা কিছু কামনা করিয়া এই পাশাকে হাত হইতে ভূমিতলে ফেলিয়া দিবে, তাহাই পূর্ণ হইবে, কিন্তু এতদ্দ্বারা তোমার গ্রামের লোকেরও অবস্থার উন্নতি হইবে। তোমার কামনা বা লাভের দ্বিগুণ সংখ্যা তোমার গ্রামের লোকেরা পাইবে, অর্থাৎ তুমি যদি এক লক্ষ টাকা কামনা করিয়া পাশা ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে তুমি এক লক্ষ টাকা পাইবে এবং তোমার গ্রামের প্রত্যেক লোকে তোমার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা পাইবে।" ব্রাহ্মণকে ঐ পাশা দিয়া দেবদূত অদৃশ্য হইলেন।

দরিদ্র বামুণঠাকুরের নানা দোষ। তিনি লোভী, হিংস্রক, পরশ্রীকাতর এবং পরিছদ্রান্বেষী ছিলেন। পরের উন্নতি তাঁহার দুই চক্ষের বিষ, তিনি চক্ষু খুলিয়া কখনও পরের ভাল অবস্থা দেখিতে পারিতেন না। এমন ঘোরতর দুষ্ট স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি জগতে দ্বিতীয় নাই। এই পাশা পাইয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিল, আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে, দেবতা প্রসন্ন হইলেন বটে কিন্তু মনে আমার শান্তি জন্মিল না। আমি এত কষ্ট করিয়া মরণ কালে দেবতার নিকট পুরস্কার স্বরূপ পাশা পাইলাম, কিন্তু আমার গ্রামের দগ্ধমুখেরা ঘরে বসিয়াই টাকা পাইতে থাকিবে। অহো কি দুর্দ্দৈব! আমি কেমনে সেই পোড়া মুখোদের ভাল অবস্থা দেখিতে পারিব? হায়! এতদপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল ছিল, আমি কেন মরিলাম না, মরিলেত আর এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক! আমার অনুগ্রহেই আমার আত্মীয় প্রতিবেশী, বান্ধব ও গ্রামবাসীরা আমার অপেক্ষা অধিক উন্নত হইবে, ইহা আমি জীবিত থাকিয়া কেমনে দেখিব? হে দেবদূত! যদি প্রসন্নই হইলে তবে সেই দগ্ধমুখদিগের মরণের ব্যবস্থা কেন করিলে না! হায়! হায়! আমার কি হইল! এমন দুর্দ্দৈব জগতে কি আর কাহারও কখন হইয়াছিল?" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে বামুণঠাকুর আপনার ভার্য্যার নিকটে পৌঁছিল। ব্রাহ্মণী সকল কথাই শুনিলেন, কিন্তু অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং প্রভূত সন্তোষ লাভ করতঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। ব্রাহ্মণ ইহাতে আরও চটিয়া উঠিল এবং সেই পাশা আদৌ ফেলিবে না বলিয়া মনস্থ করিল।

এইরূপ কিছু দিন যায়, তথাচ কুচক্রী বামুণঠাকুর পাশা ফেলে না। ক্রমে যখন অত্যন্তই কষ্ট হইতে লাগিল, তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন "তুমি না হয় একবার পাশা ফেলিয়া দেখ। আমাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি অপরেরও

উন্নতি হয়, তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? উন্নতি হওয়াই ত ভাল! তুমি তিন লক্ষ টাকা মনে করিয়া পাশা ফেল, অপরের যদি ৬ লক্ষ টাকা হয়, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? আমাদের দুঃখ ঘুচিলেই আমরা সন্তুষ্ট হই।" ৬ লক্ষ টাকার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ লাফাইয়া উঠিল, ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বলিল আমাদের যদি তিন লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে ভোগ করিবে কে? উহাদের ছয় লক্ষ টাকা যদি হয় তাহা হইলে আমি কি প্রাণে বাঁচিব? যদি উহাদের একটি তাম্র মুদ্রাও না হয় এবং সর্ব্বস্ব উড়িয়া পুড়িয়া যায় আর আমার ঘরে তিন লক্ষ টাকা জমে, তাহা হইলে আমি পাশা ফেলিতে সম্মত আছি। ফলতঃ বামুণ কিছুতেই পাশা খেলিতে চাহে না। নিজেও ভাল হইতে চায় না, অপরকেও ভাল হইতে দেয় না। কুচক্রী লোকের এই স্বভাব, এই ধর্ম্ম। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে বামুণ আপনার স্ত্রীকে বলিল "প্রিয়ে! আমাদের প্রতিদিন সংসার খরচ কত হয় বলিতে পার?" বামুণী কহিলেন "নিত্য আট আনা পয়সা হইলে আমাদের উভয়ের ভোর্ পুর্ খরচ চলিতে পারে।" ব্রাহ্মণ আট আনা মনে করিয়াই পাশা ফেলিতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে এক টাকা করিয়া লাভ হইবে ভাবিয়া কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে একদিন ব্রাহ্মণীর কাতরতায় এবং সাংসারিক দীনতায় সত্য সত্যই চক্ষু কর্ণ বুজিয়া পাশা ফেলিতে বসিল। এবারে ৪ লক্ষ টাকা মনে করিয়াছিল; সত্য সত্যই সে চারি লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইল এবং প্রতিবাসী আত্মীয়, বান্ধব ও গ্রামবাসী সকলেরই ঘরে ঘরে ৮ লক্ষ টাকা জমিয়া গেল। গ্রামের লোকেরা হঠাৎ টাকা পাইয়া মাটির ঘর ভাঙ্গিতে বসিল, সকলেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। পাড়ায় পাড়ায় স্কুলের প্রতিষ্ঠা, ঘরে ঘরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ্য রাস্তা নির্ম্মাণ, সরোবর খনন, অতিথিশালা স্থাপন, ইত্যাদি কার্য্যে সকলেই গ্রামটিকে সমুন্নত করিয়া তুলিল। সকলেই সুখী হইলে সকলেরই দুঃখ ঘুচিল, কিন্তু সেই পোড়াকপালে বামুণের আর কিছুতেই দুঃখ ঘুচে না—সে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না। তাহার খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই, বসিয়া সুখ নাই, ঘুমাইয়া সুখ নাই, ভ্রমণে সুখ নাই,—নিয়তই যেন দুঃখের সাগরে ডুবিয়া আছে। গ্রামের মন্দিরে যখন শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখনই সেই অভাগা বামুণ হিংসায় বিরসবদন হয়। সে মনে মনে ভাবে, আমারই অনুগ্রহে এই লক্ষ্মীছাড়াদের আজ এত আনন্দ! হায়! আমি যদি বামণীর কথা না শুনি-

তাম, তাহা হইলে পাশা কেনা হইত না এবং তাহা হইলে ইহাদেরও এত সুখ হইত না। অহোহো! আমি কি দুর্দ্দৈব সাগর মধ্যেই পড়িলাম! ইহাদিগকে সবংশে উচ্ছন্ন করিতে না পারিলে আমার আর নিস্তার নাই।

একদিন সায়াহ্নে বামুণ ঠাকুর অনেক চিন্তা করিয়া পাশা হাতে করিল এবং ভূতলে সেই পাশা ফেলিবার সময় মনে মনে বলিল "আমার এক চক্ষু কানা হউক।" পাশা ভূমে পড়িল এবং বামুণের এক চক্ষু কাণা হইয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গ্রামের সকলেরব দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল; যেহেতু পাশার নিয়ম এই যে বামুণের যাহা হইবে, গ্রামের লোকের তাহার দ্বিগুণ হইবে। গ্রামের সমগ্র লোক রাত্রে অন্ধ হইয়া পথ হাতড়াইতে লাগিল। এদিকে বামুণ আবার পাশা হাতে করিয়া বলিল "আমার ঘরের দ্বারে একটা গভীর কূপ হউক"। সত্য-সত্যই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ঘরের দ্বারে একটা বৃহদাকার অথচ সুগভীর কূপের উৎপত্তি হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমুদয় আত্মীয় বান্ধব, প্রতিবেশী কুটুম্ব এবং গ্রামবাসীদের ঘরের দ্বারে দুই দুইটা ভয়ানক গভীর ও সুবৃহৎ কূপ দেখা দিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ব্যতীত, গ্রামের সকল অন্ধ ব্যক্তি সেই রাত্রে পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে কূপে গিয়া যেমন পতিত হইল, অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই কুচক্রী বামুণের দুষ্ট বুদ্ধিতে এক রাত্রেই সেই সমৃদ্ধিশালী জনপদ বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হইয়া গেল এবং তাহাদের মৃত দেহের দুর্গন্ধে গ্রামটি অপবিত্র ও বিষজনক হইয়া উঠিল। ইহা বলা বহুল্য এই শবপূর্ণ দেশে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর সহিত কিছুদিন বাস করিয়া ও আপনার মহাপাপের ফল ভোগ করিয়া অবশেষে পীড়িত ও মৃত হইল।

ঘণ্টারাম ঠাকুর গল্প সমাপ্ত করিয়া মুটেকে বলিল "দেখ, এই জন্যই গ্রামে এত দুর্গন্ধ এবং গ্রামের এত দীনাবস্থা। এই জন্যই এই গ্রামবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে কূপ দেখা যায়।" মুটে বলিল "প্রভু! এই হিংসা রূপ ভয়ানক ব্যাধির লক্ষণ এবং কিরূপে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, আপনি বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন।" ঘণ্টারাম এক্ষণে তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হিংসা, অসূয়া বিদ্বেষ ও পরশ্রী-কাতরতা এই সকল লোভ হইতে উৎপন্ন হয়। অসংযতেন্দ্রিয় ও অসংস্কৃত-চিত্ত মানবের মানসক্ষেত্র হইতে এই লোভ লতা জন্মিয়া থাকে। এই লতার বীজ কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ নামক দুই অসুরের বিপণি হইতে খরিদ করিতে হয়, তাহাদের এই বীজ বিক্রয়ের দোকান আছে। অসূয়ার শেষ প্রায়-শ্চিত্ত—অকাল মৃত্যু। উপরিউক্ত

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘজীবী, শান্ত প্রকৃতি, সুখী, ধনবান, কীর্ত্তিমান, সুশ্রী, যশস্বী অথবা ধার্ম্মিক হইতে পারে না। এই ব্যাধিতে শরীর ক্ষীণ, হৃদয় সঙ্কীর্ণ, জিহ্বা অসংযত, ইন্দ্রিয় প্রবল এবং বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গ, সদ্গ্রন্থানুশীলন, ঈশ্বরোপাসনা, সুশিক্ষা লাভ, ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদি দ্বারা এই দূষণীয় বৃত্তি তিরোহিত হইতে পারে।

মেঘ।

কেন মেঘ কি লাগিয়া অসীম গগনে,
অহরহ ধাইতেছ, কাহার উদ্দেশে ?
অবিরাম, অবিশ্রান্ত আপনার মনে
কল্পনা-নির্ভরে চল মনোহর বেশে ?

বহুরূপী ! নানা বেশ করিয়া ধারণ,
মানব-প্রকৃতি শূন্যে কর অভিনয়—
এই হাসি, এই হর্ষ, এই বিলাপন,
এই সুখ, এই দুঃখ, স্থির কিছু নয় !

দেখাও প্রশান্ত হাসি চাহি একবার,
আলাপো অস্ফুট-রবে মধুর সঙ্গীত।
ক্ষণেকে বিকট হাসি হাসিয়া আবার
ভৈরব হুঙ্কারে গাও প্রলয়ের গীত।

দর্প-ভরে এই তুমি চলেছ ধাইয়া
আবার স্তম্ভিত ভাবে থাম কি কারণ ?
কেন বা ধরার পানে একাগ্র চাহিয়া
শত ধারে অশ্রুধার কর বরিষণ ?

নানা বেশে ভানু তোমা দেয় সাজা-
ইয়া,—
কভু আঁকি রামধনু অঙ্গেতে তোমার,
[illegible] সিন্দুর দেয় কাঞ্চনে মুড়িয়া
[illegible] চিরদিন কিন্তু প্রভা হয়ো তার।

নিশা সমাগমে যবে নক্ষত্র নিকর
একে একে উঠে, যেন কুসুম ফুটিয়া,
কভু বা তাহার মাঝে শান্ত সুধাময়
অনন্ত নীলিমামাঝে বেড়ায় ভাসিয়া॥

তাহাদের হাসি তুমি কভু ঈর্ষাভরে
ভীষণ মূরতি ধরি করহ হরণ,
দেখাও বিদারি বক্ষ বিদ্যুৎ অক্ষরে
কাহার অদৃষ্টে আছে অশনিপতন॥

কভু বা সস্মিতানন শশধর সনে
নানা রূপ ক্রীড়া তুমি কর প্রদর্শন,
কভু বা সোহাগে তার চুম্বিয়া বদনে,
উঁকি মেরে ছদ্মবেশে কর পলায়ন॥

অম্বর উরসে বসে বড় অহঙ্কার,
ভাবনা কি কোথা হ'তে তোমার
জীবন ?
কাহার মহিমা গাথা করিতে প্রচার ?
কে তোমারে স্কন্ধে করি করিছে বহন?

রোধে পথ যদি উচ্চশৃঙ্গ গিরিবর,
দ্বিভাগ হইয়া পড় তার কটিদেশে।
তবু ত না ক্ষান্ত হও ভ্রমণে তৎপর,
খণ্ড খণ্ড হোয়ে ধাও অম্বর প্রদেশে।

জানি আমি শূন্যগামী! বাসনা তোমার,
কার কাছে অবিরত চলিছ ধাইয়া?
কার প্রেমগাথা মর্ত্ত্যে করিতে প্রচার
চলিছ ক্রন্দন হাসি উপেক্ষা করিয়া।

অবোধ মানব! ধিক্! রয়েছি ভুলিয়া
সংসারের হাসি-বিলাপন, প্রলোভনে,
ভাবিনা গন্তব্য পথ, চাহিনা দেখিয়া,
নিরুদ্দেশে ভবদেশে ভ্রমি অকারণে।

বিষাদ কেন?

ধনেশ বাবু নিঃসন্তান। সন্তান অভাবে তাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য সকলই বৃথা মনে করিয়া গৃহস্বামী সদাই মনঃক্ষুণ্ণ। তৎপত্নী স্বামী অপেক্ষাও মনের বিষাদে দিন যাপন করেন। সুবৃহৎ অট্টালিকা মহামূল্য দ্রব্য সামগ্রী সকলে সজ্জিত, পার্থিব ধন রত্নে ধনীর গৃহ পূর্ণ, অথচ সকলই নিরানন্দ, শিশুর হাস্য সে গৃহকে আনন্দিত করে না। শিশুর চাপল্য, সেই অস্ফুট বাণী, সেই মানব-প্রাণমুগ্ধকারী শৈশবের প্রফুল্ল আনন ধনেশ বাবুর গৃহকে কখনও পূর্ণ করে নাই। তাই মণিমাণিক্যসজ্জিত হইয়াও গৃহস্বামিনী নিরানন্দমনে বিষণ্ণহৃদয়ে দিন যাপন করেন। এত ধন সম্পত্তি কি করিবেন, কাহাকে দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। সন্তান অভাবে স্বামীর মনঃক্ষোভ পত্নীর অগোচর ছিল না, সেই কারণে পাছে কোন কথা উত্থাপন করিলে স্বামী মনে ব্যথা পান, এইজন্য বুদ্ধিমতী রমণী নানা কৌশলে সে সকল কথা বড় তুলিতেন না। রমণী কেবল প্রাণপণ যত্নে স্বামি-সেবায় ও স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধনে নিযুক্ত। কালে রমণীর একমাত্র আশা ভরসা আশ্রয় যে স্বামী, তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। হায়! বিধবাকে আপনার বলে এমন কেহ রহিল না। দিন দিন শোক-সন্তপ্ত হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল, কার্য্য অভাবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অভাবে, বিধবা ক্রমে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। নির্জ্জন পুরীতে বাস অসাধ্য হইয়া উঠিল। প্রাতঃকাল ইষ্টদেবতার পূজা প্রভৃতিতে এক প্রকার কাটিয়া যায়, কিন্তু সমস্ত দিন কি করেন? পুস্তক পাঠ, শিল্প, যাহাতে এক সময় দিন আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন আর তাহাতে মনস্থির হয় না। আত্মীয় পরিজন এমন কেহ নাই যাহার জন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিজের অবস্থা-বিস্মৃত হইতে পারেন—এইরূপে শোকের তীব্রতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

বর্ষা কাল, অল্পক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, প্রবল বাতাসও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এমন সময় বিধবা স্বীয় শয়নকক্ষের বাতায়নে

বসিয়া সম্মুখস্থ নদীর চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। কি ভাবিয়া রমণী একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কক্ষান্তরে যাই-বার জন্য যেমন উঠিয়াছেন, হঠাৎ কাহার অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। পর মুহূ-র্ত্তেই মনে কি হইল—আর সুস্থির থাকিতে না পারিয়া নিম্নস্থ ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে কি দেখিলেন? না একখানি ভগ্ন নৌকা ঘাটে আটকাইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্য হইতে শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন উঠিতেছে। রমণী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তীরের ন্যায় বেগে নৌকার নিকটে গিয়া দেখেন দুটী শিশু পরস্পরকে দৃঢ় রূপে জড়াইয়া রহিয়াছে, জলে ঝড়ে অবসন্নপ্রায়, শিশু দুটীর কেবল ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুত হইতেছে। শিশুদ্বয়ের এই অবস্থা দেখিয়া বিধবার চক্ষে জল আসিল। প্রাণের ভিতরে কে যেন আসিয়া চুপি চুপি সঙ্কেত করিল "এ রত্ন দুটী তোমার জন্য।" রমণী ব্যগ্রহস্তে তাহাদিগকে তুলিয়া কোলে করিয়া বসিলেন। মহা ধনীর পত্নী স্বীয় পদ মর্য্যাদা ভুলিয়া মলিন শতগ্রন্থি আচ্ছা-দিত সুকুমার শিশুদ্বয়কে গৃহে আনি-লেন। কিছুক্ষণ পরেই দুজন চক্ষু মেলিল, অস্ফুট 'মা মা' শব্দ রমণীর কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র নারীহৃদয়ের কোমল ভাব সকলকে যেন শত সহস্র ধারে প্রবাহিত করিয়া দিল। সেই দিন হইতে বিধবা যেন নবজীবন পাই-লেন। নির্ধনী যেমন ধনলাভে উন্মত্ত হয়, অযাচিত ধন হাতে আসিলে ব্যাকুলতার সহিত তাহা গ্রহণ করে, নিঃসন্তান রমণী তেমনি অযাচিত রত্ন দুটী সেই অস্ফুট অবিনাশী কুসুম-কলিকা দুটীকে আগ্রহের সহিত তুলিয়া লইলেন। সেই অবধি কি করিব, এ ধন রাশি কাহাকে দিব ভাবিয়া আর কেহ তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে দেখে নাই। রমণী জননী হউন আর না হউন তাঁহার হৃদয় শিশুর প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশে কখন বিরত নহে।

এই বিশ্ব গৃহে কত সন্তান মাতৃহীন। নিঃসন্তান গৃহিণী! তুমি সন্তানাভাবে ক্ষুব্ধ কেন? বিশ্ব উদ্যানের শত শত অপরিস্ফুট কুসুম পদে দলিত, যত্ন বিনা অকালে বৃন্তচ্যুত! সংসারে কিছু করি-বার নাই বলিয়া তুমি ম্লান কেন? ধন রাশি কাহাকে দিব ভাবিয়া বিষণ্ণ কেন? মাতৃহীনের জননী হইয়া জীবনের মহাব্রত পালন কর, জগতের নিরাশ্রয় পরিত্যক্ত শিশু গুলিকে আপ-নার ঘরে আনিয়া ধন রাশির সার্থকতা সাধন কর।

স্বপ্নে মৃতা পত্নী।

কোন যুবক কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। পরে যুবক স্বপ্নে মৃতা ভার্য্যাকে দেখিয়া নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি রচনা করেন।

১

কেন দেব আজি
ফুটন্ত ও মুখ খানি মলিন হইয়া গেছে,
ফুলেছে নয়ন,
হাঁসি ভরা চোখ দুটি কি যেন ভাবিছে সদা
কি যেন হইয়া গেছে জন্মের মতন।

২

অভাগিনী তরে
কেঁদেছ কি প্রিয়তম, পড়িয়াছে তব দেব
নয়নের জল?
বিমর্ষ বদন খানি, দেখে বুক ফেটে যায়,
কি আশা মেটেনি নাথ কাঁদ অবিরল?

৩

স্বপ্নময়ী আমি
এই যে এসেছি নাথ! স্বর্গ ছাড়ি তব পাশে,
পারি না রহিতে,
কি ছার স্বরগ সুখ ও মুখে হৃদয় ভরা,
ও মুখের কথা গুলি পারি না ভুলিতে।

৪

চেয়ে দেখ নাথ!
তোলো গো ও মুখ খানি দেখি দেখি
প্রাণ ভরে
জনমের মত
অনন্তে মিশায়ে যাব, আর না আসিব
ফিরে,
অনন্তে বিলীন হ'বে ছার আশা যত।

৫

কি কহিলে দেব।
মেটেনি তোমার আশা পারনি করিতে
সুখী
জনম দুঃখিনী,
তাই কি নয়ন জল ঝরে আজি অবিরল,
তাই ম্রিয়মাণ আজি স্মরি অভাগিনী।

৬

নহি অভাগিনী
ও পদ হৃদয়ে ধরি কত সুখে ছিনু নাথ
কি কহিব আজি
তোমার সম্পদে সুখী, বিপদে ভেঙ্গেছে বুক,
ফুটিত হাঁসিতে তব ফুল্ল মুখ রাজি।

৭

সাধ ছিল মনে
অভিমানে মুখ খানি হৃদয়ে লুকায়ে তব
জনমের মত
কাঁদিব বারেক, পরে ফুরাইবে জীব লীলা,
ফুরাবে ভবের খেলা আশা কত শত;

৮

ধরি কর খানি
তনয়ার কর লয়ে সঁপে দিব তব করে
কাঁদিতে কাঁদিতে
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু প্রকাশিবে দিব্য বিভা,
সতীত্ব অক্ষয় রত্ন দীপিবে ললাটে;

৯

ছল ছল আঁখি
ঝরিবে অভাগী তরে, লয়ে চরণের ধূলা
ইষ্টদেবে স্মরি
ধূলায় মিশিবে কায়,--না মিটিল মন আশা
না শুকাল অভাগীর নয়নের বারি ;

১০

তাই প্রিয়তম
তাই গো তোমার কাছে আসিয়াছি
স্বপ্নময়ী,
চাহ একবার
আসিয়াছি বহুক্ষণ আর না রহিতে পারি
তোমা বিনে দিগন্ত সকলি শূন্যাকার।

১১

বলিতে বলিতে
মিলাইল স্বপ্নময়ী কুয়াশা মিশায়ে গেল,
ঝরিল নয়ন,
উঠিল ক্রন্দন রোল, অন্ধকারে প্রতিধ্বনি
উত্তরিল ধীরে ধীরে "সকলি স্বপন"।

বঙ্গের প্রাচীন গৌরব

তমলুক বা তাম্রলিপ্তা।

ইহা মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুক উপবিভাগের প্রধান নগর এবং এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। এই নগরটী রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত, অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় সাত সহস্র। প্রাচীন কালে ইহা একটী প্রসিদ্ধ নগরের মধ্যে পরিগণিত ছিল, এবং হিন্দুশাস্ত্রাদিতে অতি প্রাচীন সহর বলিয়া ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহা সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু সমুদ্রকূলে নূতন ভূসঞ্চয় অথবা তীরস্থ ভূমির ক্রমোত্থান নিবন্ধন এক্ষণে সমুদ্র ইহার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালে তমলুক একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল; খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে পোতারোহণে সিংহল যাত্রা করেন। ইহার আড়াই বৎসর পরে চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হিউয়েন্থ সাং তমলুকের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার সময়েও তমলুক বৌদ্ধদিগের একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল; এবং তিনি এখানে বৌদ্ধদিগের দশটী বিহার বা আশ্রম, অন্যূন এক সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও অশোক রাজার প্রতিষ্ঠিত দুইশত ফিট উচ্চ একটী স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের পতনের পরেও বহুদিবস পর্য্যন্ত তমলুক সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান ছিল; এখানে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও পোতাধিকারী বাস করিত এবং তাহারা সমুদ্র তীরস্থ অন্যান্য বন্দরের সহিত বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। প্রাচীন তাম্রলিপ্তা

হইতে নীল, তুঁতকাষ্ঠ, রেসম, গালা এবং বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা জাত অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইত। সমুদ্রজল তমলুক হইতে দূরে চলিয়া যাইবার পরেও ইহা বহুদিনপর্য্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে যখন হিউয়েন্থসাং এই প্রদেশে আগমন করেন, তখন তমলুক নগর সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম জনশ্রুতি অনুসারে তাম্রলিপ্তা হইতে সমুদ্র চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছিল; বর্ত্তমানে সমুদ্র এই নগর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে ভাগীরথী নদীর মুখে চর পড়িয়া সমুদ্র জলকে তমলুক হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে; এবং তন্নিবন্ধন প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তা এক্ষণে রূপনারায়ণ তীরস্থ একটী সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এখনও তমলুকে কূপ বা পুষ্করিণী খননের সময় দশ হইতে কুড়ি ফীট পর্য্যন্ত নিম্নে সামুদ্রিক শুক্তি শম্বাদির দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তমলুক যে এককালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে পূর্ব্বে কখনও কখনও ইহাকে রত্নাকর বা রত্নাবতী নামে অভিহিত করা হইত। প্রাচীন ময়ূর বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব কালে তাঁহাদের প্রাসাদ ও প্রমোদ কাননাদিতে প্রায় দুই বর্গ ক্রোশ পরিমিত স্থান পরিব্যাপ্ত ছিল। এক্ষণে উহার বিশেষ কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল আধুনিক কৈবর্ত্ত রাজাদিগের প্রাসাদের পশ্চিমদিকে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ূরবংশীয় রাজাদিগের প্রাসাদ সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। ইহার পরিমাণ প্রায় নব্বই বর্গ বিঘা।

তমলুকের প্রাচীন রাজবংশের নাম ময়ূরবংশ; ইঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। নিশঙ্ক নারায়ণ এই বংশের শেষ রাজা; ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর কালু ভুঁইয়া নামক একজন পরাক্রান্ত শূদ্র ভূপতি তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বর্ত্তমান কৈবর্ত্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পর হইতে বর্ত্তমান রাজা পর্য্যন্ত প্রায় পচিশ পুরুষ হইবে। এদেশীয় কৈবর্ত্তেরা ভুঁইয়া বংশসম্ভূত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। বৌদ্ধদিগের পতনের পর হিন্দুগণ তাম্রলিপ্তাকে একটী পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করেন। তাম্রলিপ্তা শব্দের প্রকৃত অর্থ তমসলিপ্তা বা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই বোধ হয় হিন্দুগণ পূর্ব্বে ইহাকে এই নাম দিয়া থাকিবেন। কিন্তু পরে ঐ শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া

তাম্রলিপ্তাকে তীর্থ স্থান বলিয়া পরিচিত করা হয়। এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। একদা বিষ্ণু অসুর বধের পর পরিশ্রান্ত হইয়া এই স্থানে বিশ্রাম করেন। সেই সময়ে তাঁহার শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইয়া তত্রত্য ভূমিতে পতিত ও তাহা হইতে একটী ক্ষুদ্র সরোবর উৎপন্ন হওয়াতে ঐ স্থান তাম্রলিপ্তা নামে অভিহিত ও পবিত্র তীর্থ রূপে পরিণত হয়। তাম্রলিপ্তা যে একটী পবিত্র স্থান তৎ সম্বন্ধে একটী সংস্কৃত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এই;

তাম্রলিপ্তাপুরী তস্যাং গূঢ়ংতীর্থবরং বসেৎ।
তত্র স্নাত্বাচিরাদেব সম্যক্ যাস্যতি মৎপুরীং॥

বিষ্ণুবলিতেছেন,—'তাম্রলিপ্তা অতি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে স্নান করিলে লোকে শীঘ্র ও নিশ্চয়ই আমার পুরীতে গমন করিবে।'

ইহার পবিত্রতার প্রমাণস্বরূপ একটী গল্প আছে যে, যখন দক্ষযজ্ঞে মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করেন, তখন ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ নিবন্ধন দক্ষের ছিন্ন মুণ্ড মহাদেবের হস্তে সংলগ্ন হইয়া যায়। কি করিলে এই মুণ্ড তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি দেবতাদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাঁহাকে জগতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিতে বলেন। তাঁহাদের পরামর্শানুসারে তিনি সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, দক্ষমুণ্ড কিছুতেই তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল না। অবশেষে তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—'আপনি সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাম্রলিপ্তায় যান নাই। সেখানে গেলেই আপনার পাপ দূর হইবে।' তখন মহাদেব তাম্রলিপ্তায় গমন করিয়া তত্রত্য বর্গভীমা ও জিষ্ণু নারায়ণের মন্দিরের মধ্যস্থলস্থ একটী ক্ষুদ্র সরোবরে স্নান করিবামাত্র তাঁহার হস্তস্থিত দক্ষ মুণ্ড স্খলিত হইল। তদবধি তাম্রলিপ্তার আর একটী নাম কপালমোচন হইয়াছে এবং তাম্রলিপ্তা একটী বিখ্যাত তীর্থে পরিণত হইয়াছে। কালক্রমে উক্ত মন্দির ও সরোবর নদী গর্ভসাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু তীর্থ যাত্রিগণ এখনও বারুণীর সময় নদীর ঘাটে স্নান করিয়া থাকে। লোকে বর্গভীমাকে সতী দেহের একটী অংশ বলিয়াও পূজা করিয়া থাকে এবং ৫২ পীঠের মধ্যে তাম্রলিপ্তাও একটী পীঠ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

বন মধ্যে সুষুপ্তা দময়ন্তী।

১

ওঠ সতি, কত আর রবে ঘুমাইয়ে?
ধীরে রবি পশ্চিমেতে পড়িল ঢলিয়ে।
সুমুখে আঁধার নিশি, শূন্যবন দশ দিশি,
ভয় পেয়ে ভয় নিজে দূরেতে পলায়,
জাগ মাগো একাকিনী এত কি ঘুমায়?

২

পাখীগুলি স্তব্ধ চিতে বসেছিল ডালে,
ডাকি ডাকি আক্ষেপিয়া গেছে তারা চলে,
বন-শোভা মৃগ গুলি চেয়েছিল কাণ তুলি,
শ্যাম বনে শত শত মাণিক আলিয়া;
থাকি থাকি তারাও যে গেছেগো চলিয়া।

৩

ওঠ মাগো, কাল নিদ্রা হয়েছে তোমার,
জানমাত কি ঘটিবে জাগিলে আবার।
কাননে সহস্র ফুল, ভাবি ভাবি বেয়াকুল,
আপনা আপনি ঝরি পড়ে তরু মূলে,
নীরব অরণ্য গেছে আপনারে ভুলে।

৪

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ লতা ঢালিয়া অঞ্চলে
মাথা রাখি ঘুমাইলে যার জানুতলে;
সে যে তোর হারাধন, ব্যাধি চোর দুরজন
করেছে হরণ তাঁরে অতীব গোপনে,
চেয়ে দেখ একা মাগো ঘুমাইছ বনে।

৫

রাজরাণি, কাঙ্গালিনী যে ধনের তরে,
যার তরে বনবাস ভোগ অকাতরে,
হৃদয় মাণিক তব পুণ্যময় সুধার্ণব,
জাননাগো ফেলে সে যে গিয়াছে কোথায়,
কেমনে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইছ হায়!

৬

ওঠ মাগো সহস্র অশনি তব তরে
প্রলয় জলদ রোষি আছে বুকে ধোরে,
প্রকৃতি গম্ভীরা অতি, রোধিয়া বায়ুর গতি
সহস্র প্রলয় ঝড় রেখেছে পরাণে,
ওঠ সতি, শির পাতি সহ গো যতনে।

৭

রমণী পরাণ পতি হৃদয় ভূষণ।
পতি তরে বহে সতী সদাই জীবন,
পতি ধর্ম্ম কর্ম্ম পতি, স্বরগ সুকতি, গতি,
পতি বিনা অবলার নাহি কোন ধন,
পতিসেবা সতী তরে হরির সাধন।

৮

উঠ মাগো ঘটনার চক্র সদা ঘোরে,
কাল বক্ষে তোলে ঢেউ, পলক ভিতরে
কত রবিশশী ডোবে, কোটীগ্রহ তারা নিবে,
ভাসে কত দীপ্তিময় নূতন গগন,
দীন হীন হয় রাজা, সম্রাট নির্দ্ধন।

৯

এছার সংসার আশা পায়েতে দলিয়া
যেই নর যেই নারী ধর্ম্ম করে সার,
মরুমাঝে মরুদীপ আঁধারে গেহের দীপ
সিন্ধু সেঁচা মূল্য হীন মাণিক উজ্জ্বল
সৃষ্টির অরণ্যে ফুল, তাঁরাই কেবল।

১০

জাগ, তবে, জাগ সতি কাঁদি গেছে কেন,
দুঃখের জীবন ভার চির দুঃখে ধর।
এক ফোঁটা অশ্রু তব কোটি স্বর্গ নবনর
মূল্য নাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল বেচিলে,
গতি মুক্তি লক্ষ মোক্ষফল বিন্দুজলে।

রামধনু।

রামধনু সকলেই দেখিয়াছেন সন্দেহ নাই। রামধনু কিরূপে হয় তাহাই এই প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ঠিক দুপর বেলা রামধনু দেখা যায় না ইহাও সকলের বিদিত আছে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ বিকালে ও সকালে রামধনু দেখা যায়। কিন্তু মেঘ না হইলে এবং সূর্য্য না উঠিলে রামধনু দৃষ্ট হয় না। মেঘ হইলে এবং সূর্য্য উঠিলেই যে সকল সময় রামধনু দেখা যাইবে তাহা নহে। সূর্য্য পূর্ব্ব দিগে এবং মেঘ পশ্চিমে থাকিলে আমরা পশ্চিমাকাশে রামধনু দেখিতে পাই এবং সূর্য্য পশ্চিমে ও মেঘ পূর্ব্বে হইলে পূর্ব্ব দিগেই রামধনু দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মেঘের বিপরীত দিকে সূর্য্য থাকিলে রামধনু দৃষ্ট হয়। ইহা আমরা অন্য পরীক্ষা দ্বারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারি। মুখে জল লইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিগে সজোরে কুলকুচা করিলে রামধনু দেখা যায়। সূর্য্যরশ্মি ও মেঘ, রামধনুর কারণ ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অনেকে বোধ হয় রাত্রে অস্পষ্ট রামধনু দেখিয়া থাকি-[illegible] কিন্তু সে রাত্রে চন্দ্র ও মেঘ থাকে সন্দেহ নাই। এখানে চন্দ্রের কিরণেও মেঘে রামধনু দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্রের কিরণ অস্পষ্ট সূর্য্য কিরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা অনেকে জানেন।

আমি যে রামধনু দেখি এবং আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্য ব্যক্তি যে রামধনু দেখেন, এই দুই রামধনু এক নয় অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্। ইহা শুনিয়া, অনেকে হয় ত অবাক্ হইবেন এবং আমাদের কথা অসম্ভব মনে করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ রামধনু দেখেন।

ত্রিকোণ পুরু কাচ কিম্বা ঝাড় ভাঙ্গা কাচ সূর্য্য কিরণে ধরিয়া অপর পার্শ্বে সাদা কাগজ ধরিলে আমরা সাদা কাগজের উপর নানা প্রকার রং দেখিতে পাই। সাধারণতঃ; লোহিত (Red), ঈষল্লোহিত (Orange), হরিদ্রা (Yellow), সবুজ (Green), ঈষন্নীল (Blue), গাঢ় নীল (Indigo), এবং বেগুণে (Violet), এই সাত বর্ণ দেখা যায়। সূর্য্যরশ্মি সাদা এবং কাচও সাদা, কিন্তু ঐ সমস্ত রং কোথা হইতে আসিল ইহা জানিতে মন স্বতঃই উৎসুক হয়।

অনেক পরীক্ষা দ্বারা ঠিক হইয়াছে সূর্য্যরশ্মি ঐ সমস্ত রংএ প্রস্তুত। আমরা ৭ খানি আয়না লইয়া উপরোক্ত প্রত্যেক রং যদি এক বিন্দুতে প্রতিফলিত করি, তাহা হইলে সেই বিন্দু সূর্য্য-রশ্মির রং অর্থাৎ সাদা হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্য-রশ্মি ঐ নানাবিধ রং সমষ্টি মাত্র। পুরু কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্য-রশ্মি গেলে ঐ রং নানা ভাগে বিভক্ত হয় ও বিস্তৃত হয়। ইহা যে সুধু কাচে হয় তাহা নহে, জলেও ঐরূপ হয়। রামধনু বুঝাইতে হইলে এ সমস্ত বুঝা চাই। আর কতকগুলি বিষয় আছে তাহা অন্যান্য অনেক বিষয় জানা না থাকিলে বুঝান কঠিন, সুতরাং আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া অবশিষ্টাংশ যত সংক্ষেপে ও সহজে পারি বুঝাইব।

মেঘ জলকণাসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে ইহা সকলে জ্ঞাত আছেন। এখন যদি আমরা প্রত্যেক জলকণা পূর্ব্বোক্ত কাচ মনে করি, তাহা হইলে উহার উপর সূর্য্য রশ্মি পড়িলে উহা নানাবিধ রংএ বিভক্ত হইয়া প্রতিফলিত হইবে। ঐ সকল জল বিন্দু হইতে কতকগুলি রং আমাদের চোকে প্রতিফলিত হয়, কতকগুলি অন্য দিগে হয়।

মনে করুন জ একটী জল বিন্দু ক খ একটী সূর্য্য-রশ্মির উপরে পড়িয়া গ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইয়া ঘ বিন্দু হইতে নানাবিধ রঙে বাহির হইয়াছে। যথা ক, ক', ক''। এখন একবিন্দুর সমুদয় রংগুলি একজনের চোকে আসিতে পারে না। হয় ত সুধু ক রং আসিল, এইরূপে উহার নিকটবর্ত্তী অন্য সহস্র সহস্র বিন্দু হইতে অন্য রং আসিল, কতকগুলি মোটেই আসিল না।

আবার মনে করুন ক, যেন সূর্য্য; খ, আপনার চোক; ঘ, মেঘের এক জল বিন্দু। ক খ সংযোগ করিয়া খ গ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করুন। ক ঘ একটী রশ্মি ঘ, এর উপর পড়িয়া, সুধু একটী রং খ, এ আসিয়াছে, অর্থাৎ আপনার চোকে আসিয়াছে। এখন খঘ যদি খগ বেড়িয়া লওয়া যায়, অথচ গ খ ঘ কোণ সমান থাকে, তাহা হইলে ঘ হইতে বৃত্তাকার হইবে (অথবা আমরা যাহা দেখিতে পাই) অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ ধনু হইবে। এই অর্দ্ধবৃত্তের পরিধির উপর যে বিন্দুগুলি থাকিবে, সেই বিন্দুগুলি হইতে আপনার চোকে ঐ পূর্ব্বোক্ত এক রং আসিবে। এইরূপে পর পর অন্য বিন্দু উপরে ও নীচে কল্পনা করিয়া দেখিলে সে সমস্ত হইতে অন্য রংগুলি আসিবে, অর্থাৎ সমস্ত

রামধনু দৃষ্ট হইবে। পাঠিকাগণ যদি ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখেন, তবে বেশ বুঝিতে পারেন।

সময় সময় দুটী ধনু দেখা যায়। তাহাদের রং পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ একটীর যেখানে বেগুণে,অন্যটীর সেখানে লোহিত ইত্যাদি। তাহা সহজে বুঝান কঠিন বলিয়া বুঝাইতে ক্ষান্ত হইলাম।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি।

স্ত্রীলোক মাতা, ভার্য্যা, ভগিনী, দুহিতা এবং সেবিকারূপে সংসারকে রক্ষা এবং ইহার অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা ঈশ্বরের মাতৃপ্রকৃতির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বশাস্ত্রে এই স্ত্রীজাতির গৌরব কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনেক ধর্ম্মাচার্য্য ও জ্ঞানী মহাত্মা ইহাঁদের সম্বন্ধে যে সকল সাধূক্তি করিয়াছেন, তাহা জাতীয় প্রথানুরূপে প্রসিদ্ধ। আমরা এই গুলি ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিব। অদ্য তাহার সূচনাস্বরূপ কয়েকটী সাধূক্তি প্রকটিত হইল।

"মাতা গুরুতরা পৃথ্ব্যাঃ"

জননী পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতরা।

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।" মহাভারত।

স্ত্রীলোক গৃহের শ্রী বা লক্ষ্মী স্বরূপ, স্ত্রীতে ও শ্রীতে কোন বিশেষ নাই।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।" মনু। যেখানে নারীগণ পূজিতা, সেখান দেবতাদিগের প্রিয়।

চীনের মহাজ্ঞানী কংফুচে বলেন "নারী সংসারের সার।" মার্টিন লুথার —"দয়ার আধার কামিনীর কোমল হৃদয় অপেক্ষা পৃথিবীতে কোমল আর কিছুই নাই।" এমার্সন বলিয়াছেন "সুন্দরী নারী আনুষ্ঠানিক কবি, ভীষণপ্রকৃতি স্বামীকে বশীভূত করেন এবং যে দিকে যান সেই দিক্ আশাপূর্ণ করেন —তথা হইতে কত আশার বাণী শ্রুত হয় ও কত মধুরভাব উদ্ভাসিত হইতে থাকে।" সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক বলটেয়ার বলেন "নারীই আমাদিগকে সৌজন্যাদি সদ্গুণ শিক্ষা দান করেন।" অন্যতর ফরাসী পণ্ডিত মলহার্ব বলেন "জগতে দুটী সুন্দর পদার্থ আছে—নারী ও গোলাপ এবং দুটী মিষ্ট পদার্থ আছে —নারী ও তরমুজ।" ডাক্তার ক্লার্ক বলেন "পুরুষ নারীর শ্রেষ্ঠ নয়, নারীও পুরুষের শ্রেষ্ঠ নয়। উভয়ের সম্বন্ধ সমান।" আমেরিকার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জন আডাম বলেন "আমি যাহা, আমার মাতা তাহা আমাকে করিয়াছেন।" মহাবীর আলেকজাণ্ডার আণ্টিপেটর

প্লানমা, আমার মাতার একবিন্দু অশ্রু-জলে তোমার শত শত পত্র বিলুপ্ত হইতে পারে।" নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফরাসীদিগকে বলেন "আমাকে সুমাতা সকল দেও, আমি তোমাদিগকে মহাজাতিতে পরিণত করিব।" (ক্রমশঃ)

জীবন্ত উপন্যাস।

সুইডেনের জ্যেষ্ঠ রাজবধূর কুমারী মুক্ নাম্নী এক পরমাসুন্দরী সহচরী আছেন, ইঁহার পিতা একজন সামান্য অবস্থাপন্ন লোক, রাজকীয় সৈন্যের একজন কর্ণেল—কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র। কন্যার শীলতা ও সৌন্দর্য্যে কেবল রাজবধূ কেন, স্বয়ং রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার উপর অত্যন্ত অনুরক্ত। একদা কন্যার পরিজন ও বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়স অনুভব করিয়া এক জন ধনাঢ্য সৈনিক যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহের দিন স্থির হইল, সমস্ত প্রস্তুত ও বৈবাহিক উপহার পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা সহসা বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কন্যা যে কারণ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে কেহ আর অধিক আপত্তি করিলেন না। তিনিও গোপনে রাজভবন হইতে অবসৃত হইলেন। কিছুদিন পরে মুক্ পুনর্ব্বার রাজসভায় আসিলেন, তখন তাঁহার অনেক ভাবান্তর দৃষ্ট হইল। তাঁহার মুখশ্রীতে আর সেরূপ প্রফুল্লভাব নাই, বরং দুঃখের চিহ্ন সকলই প্রকটিত রহিয়াছে। "দুঃখদগ্ধ সুন্দরতা জগতে দুর্লভ।" সুতরাং ইহাতেই তাঁহার সৌন্দর্য্যের যেন আরও বিকাশ হইয়াছে। এই সময়ে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র (Prince Oscar Charles) যুবরাজ অসকর চারসস পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া দুই বৎসরের পর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আসিবার কিছুদিন পরেই প্রকাশ হইল যে, তিনি কুমারী মুকের প্রণয়ার্থী। রাজপুত্র যেরূপ সুন্দর ও গুণবান্ কন্যাও তদনুরূপ বটে, কিন্তু সুইডেন দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি রাজকুল ব্যতীত অন্য কুলে বিবাহ করিলে রাজ্যচ্যুত হইবেন, এই ভাবিয়া কন্যা তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। যুবরাজ তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না, রাজ্ঞীও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা তাহা অনুমোদন করিলেন না, সুতরাং মুক্ বিবাহে নিরাশ হইলেন। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের দুইটী পুত্র সন্তান হইয়াছে, সুতরাং যুবরাজ অসকারের

রাজ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাঁহাকে রাজবংশ হইতে পতিত হইতে হইবে বলিয়া রাজা এ বিবাহে সম্মতি প্রদানে অনিচ্ছু। এমন সময়ে রাজ্ঞী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি রোগশয্যায় রাজাকে অনুরোধ করিলেন যে অসকর মুক্তের প্রতি আসক্ত, সুতরাং তাহার প্রতিবন্ধকতা করা তাঁহার অনুরূপ কার্য্য নহে। রাজা ইহাতে বিচলিত হইয়া পত্নীর প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে অগত্যা বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন। এই বিবাহে রাজপুত্র রয়াল হাইনেস ও গটল্যাণ্ডের ডিউক (Royal Highness and "Duke of Gotland") উপাধি, রাজত্বের স্বত্ব, ষ্টকহলমের প্রাসাদ ও রাজসভাপ্রদত্ত বাৎসরিক বৃত্তি হইতে পরিচ্যুত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে তাঁহাকে কেবল "প্রিন্স বার্ণেভাট" বলা হইবে এবং তিনি একজন সম্ভ্রান্ত নগরবাসীর ন্যায় গণিত হইবেন মাত্র। তিনি এক্ষণে সুইডেনের রণতরীর অধ্যক্ষ, কিন্তু এই পদ তিনি নিজগুণেই লাভ করিয়াছেন। রাজকীয় মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়াও তিনি আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতেছেন। সম্রাজ্ঞী ইতিমধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন,এবং পুত্র ও বধূ লইয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন। বিবাহ লণ্ডনে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইবে।

অদ্ভুত বিবরণ।

(১) ডসন নামক একব্যক্তি কঙ্কাল আয়োয়ার অন্তঃপাতি পার্সিনগরে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরীভূত জন্তুর দেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ডিমরনি নদী তটস্থ ভূনিম্নে প্রোথিত ছিল। ইহার প্রকাণ্ড মস্তক শরীর হইতে পৃথক হইয়া কিছু দূরে পতিত রহিয়াছে, কেবল শরীরের পরিমাণ ৪০ ফিটেরও অধিক দীর্ঘ পুচ্ছ দেশে ৯ ফিট অন্তর শরীরে প্রশস্ততা ৪½ ফিট। ডসন অনুমান করেন এরূপ বৃহজ্জাতীয় জন্তু অজ্ঞাত যুগে বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে ইহার বিলোপ হইয়াছে। ইহা গাঢ় নীলোপলস্তর মধ্যে নিহিত ছিল। ইহার আশে পাশে ও অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পাষাণাকারে অবস্থিত দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার অন্তরদেশে ধাতু সংশ্লিষ্ট পাষাণে পরিণত। (২) ফ্রাঙ্ক কুশমান নামক একব্যক্তি টক্সনের উত্তর পশ্চিম ৪০ ক্রোশ দূরে আরিজোনার লবণনদের উপত্যকার প্রদেশে একটি ভগ্ন দেবমন্দির আবিষ্কার করিয়াছেন। মন্দিরটী অনেক ভল উচ্চ ছিল এবং ইহার ভিত্তি থাক অত্যন্ত

গভীর। ইহা রৌদ্র পুষ্ট ইষ্টকে নির্ম্মিত। ইহাতে বিলক্ষণ শিল্প নৈপুণ্য আছে। নিম্নতলে অনেক খিলান ময় গৃহ আছে এবং তন্মধ্যে দেবপূজার অনেক দ্রব্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে রাজপথ ও গৃহ শ্রেণীর ভাগবিশেষ দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে এস্থানটী বহুকাল পূর্ব্বে একটী জনপূর্ণ নগর ছিল। একটী স্থান খনন করিয়া ২০০ টার অধিক সমাধি কুটির আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক প্রস্তু চিনার বাসন। প্রস্তরের কুঠার, হামামদিস্তা ও হাড়ের সূঁচ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গম, যব, ও অন্যান্য শস্যের অঙ্গারময় বিকৃতাবস্থা দৃষ্ট হইয়াছে এবং নগর মধ্যে একটী খাল প্রবাহিত ছিল, তাহারও অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত উপত্যকা যে কর্ষিত ভূমি ছিল, তাহারও অনেক নিদর্শন আছে। কুশমান অনুমান করেন এই নগরে প্রায় ২৫০০০ লোকের বাস ছিল। যে কারণে পম্পে নগর ধ্বংশ হইয়াছে, ইহারও কারণ তাহা। ভীষণ ভূমিকম্পে সমস্ত নগর ভূমিসাৎ ও অধিবাসীগণ প্রোথিত হইয়াছে। কতক লোক মেক্সিকোতে পলায়ন করিয়া থাকিলে আদিম মেক্সিকোবাসীরা তাহাদিগেরই বংশধর।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের নূতন রাজপ্রতিনিধির পত্নী লেডী ল্যাণ্ডসডওন কাউণ্টেস ডফারিণ ফণ্ডের মধ্য কমিটীর প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। আমরা আশা করি ইনি লেডী ডফারিণের সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

২। গত ১৪ই মে ক্যানেডাবাসীরা তাঁহাদিগের শাসন কর্ত্তা লর্ড ল্যাণ্ডসডওনকে বিদায় কালীন অভিনন্দন দিয়াছেন। ইনি শীঘ্রই সস্ত্রীক ভারতে উপনীত হইবেন।

৩। পিতৃহত্যাপরাধী নীলমাধব মিত্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের পুনর্বিচারে এইরূপ মীমাংসা হইয়াছে। এ ব্যক্তির হত্যাকার্য্যের সাক্ষী কেহ নাই, নিজ মুখে পূর্ব্বে দোষ স্বীকার না করিলে বোধ হয় আদৌ অপরাধী বলিয়া গণ্য হইত না।

৪। রায় সুরজমল ঝুন্ঝুনওয়ালা বাহাদুর কলিকাতায় জগন্নাথ ঘাট ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটের মধ্যে একটী শ্রাদ্ধ ঘাট নির্ম্মাণার্থ পোর্ট কমিসনের হস্তে ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন, এই ঘাটে হিন্দুগণ আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবেন।

৫। ফ্রান্সের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট-পত্নী সাদি কর্ণেট একজন প্রসিদ্ধ বিদূষী। তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব গুণসম্পন্না মহিলা অতি অল্পই আছেন। তিনি একজন ভাষাবিদ্ বলিয়াও বিষমণ্ডলী মধ্যে সুপরিচিতা।

৬। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট জায়াজের সহধর্ম্মিণী মেক্সিকো নগরে শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী বান্ধবাবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যখন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ এই গৃহে পরিরক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া থাকে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অমৃত পুলিন...ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস, একজন পরিব্রাজক প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। আমরা ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম, লেখা বিশুদ্ধ, সরস এবং চিত্তাকর্ষক। পাঠিকাগণ এতৎপাঠে আমোদিত হইবেন।

২। সাহিত্য-কুসুম প্রথম ভাগ, শ্রীতারিণীচরণ মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে নীতি ও জ্ঞানগর্ভ কতকগুলি প্রবন্ধ আছে। পুস্তক খানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য।

৩। ৪। উপরিউক্ত গ্রন্থকারের প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রাপ্ত হইলাম, মূল্য যথাক্রমে ॥০ ও ৶০ আনা। এ দুই খানিই বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী। গ্রন্থকার একজন শিক্ষক, এবং ব্যাকরণ শিক্ষা প্রণালী যেরূপ প্রকটন করিয়াছেন, তাহা সহজ অথচ সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ। ছাত্রেরা প্রথম শিক্ষা পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলে বাঙ্গালা ব্যাকরণে এক প্রকার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

৫। বিবেক—এই নামে একখানি পাক্ষিক ধর্ম্ম বিষয়ক পত্র ভারত মিহির যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। ইহার লেখা সুন্দর, বিষয় গুলিও সুনির্ব্বাচিত, তবে প্রবন্ধগুলি অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ হইতেছে। বিবেকের রুচি স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না। আমরা বিবেককে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, নির্ম্মল ও পরিপুষ্ট দেখিতে চাই।

৬। ক্রীড়া ও কৌতুক, তাহিরপুর-তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত—পাঠক সমাজকে আমোদিত করা এ পত্রিকার উদ্দেশ্য, ১ম সংখ্যার লেখা দেখিয়া এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করা যায়। এরূপ পত্রিকার যে প্রয়োজন আছে, তাহার

সন্দেহ নাই। তবে সম্পাদককে একটী অনুরোধ, নির্দ্দোষ ভাবে আমোদ প্রমোদ দিতেই চেষ্টা করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম ও নীতি সাধারণের উপহাসের বস্তু হইয়াছে, দেশের কল্যাণার্থ এরূপ উপহাসের যেন পোষকতা না করেন।

বামারচনা।

"ভুলনা আমায়"।

১

সেই একদিন—
রুচিরা প্রকৃতি বালা
সাজায়ে বসন্ত-ডালা
দিতেছেন উপহার প্রিয় বসুধায়;
ফুটন্ত কুসুম-কলি
সবে মিলে গলাগলি
হাসিয়া পড়িছে সুখে এ উহার গায়।
আসিতে দেখিয়া সাঁঝে
কে জানে কিসের লাজে
ডোবো ডোবো রবিখানি পশ্চিমে লুকায়।
মধুর সময়ে সেই
মধুমাখা কথা এই
শুনিলাম "মনে রেখ ভুলনা আমায়।"

২

সেই একদিন—
গভীর আঁধার রাতি
নিবায়ে ঘরের বাতি
শুয়েছি, নয়নে ঘুম আসে আসে প্রায়
একটু চেতনা আছে
শুনিনু কাণের কাছে
তোমরা গাহিছে গীতি বকুল মালায়।
হোথা কোপতাক্ষী জলে *
ঝপ ঝপ তরী চলে,
দাঁড়ী মাঝি গেয়ে গেয়ে দু'কূল মাতায়।
সে মধুর আধ ঘুমে
গানের মধুর ধুমে
শুনিনু মধুর স্বর "ভুলনা আমায়"।

৩

সেই একদিন—
মেঘেতে আকাশ ঢাকা
জগত কালিমা-মাখা
উজলা বিজলী খেলে জলদের গায়;
ঝম ঝম রব করি
সলিল পড়িছে ঝরি
ভাসিয়া যেতেছে বিশ্ব সে মহা ধারায়;
যার যত আছে বল
নিনাদিছে ভেক-দল
উপরে হুঙ্কারে বাজ, পড়ে বা মাথায়!
তখন পাইয়া পত্রে
দেখি লেখা শেষ ছত্রে
আবার আমায় সেই "ভুলনা আমায়"।

* নদী বিশেষ।

৪

সেই এক দিন—
বৈশাখে গরম রেতে
একটু আরাম পেতে
জানালা খুলিয়া সেবি সুশীতল বায়;
বিমল জ্যোছনা রাশি
মুক্ত বাতায়নে আসি
ঢালিছে মধুর হাসি পড়ি বিছানায়।
ঘুমন্ত মুখের পর
খেলিছে চন্দ্রমা কর
রঞ্জিয়াছে মনোহর নবীন আভায়!
দেখি তাই ফিরে ফিরে
হেন কালে ধীরে ধীরে
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ধ্বনি "ভুলনা আমায়।"

৫

"ভুলনা আমায়"
যখনি শুনেছি কাণে
বেজেছে একই তানে
তারে তারে হৃদয়ের! মনে প্রাণে গা'য়,
তবুও কিজানি কেন
এই শুনিলাম যেন!
পলকে নূতন হয়ে পরাণে খেলায়!
সেই যে মোহিনী গাথা
মরমে মরমে গাঁথা
কখন আগুন জ্বালে কখন নিবায়।
কভু ডুবি কভু ভাসি
কভু কাঁদি কভু হাসি
জপি সেই মূল মন্ত্র "ভুলনা আমায়।"

৬

ভুলিব তোমায়?—
ভুলিব কি হরি! হরি!
ভুলিব কেমন করি,
আপনায় হৃদি-পিণ্ড ভোলা নাকি যায়?
মানবে কি ভোলে আশা
ভোলে প্রেমী ভালবাসা
ভোলে কি সাধক-চিত ধ্যেয়
দেবতায়?—
স্মরিয়া কাহার নাম
আছি এ শ্মশান ধাম
বহিছে কাহার স্রোত শিরায় শিরায়?
মরি বাঁচি নাহি দুখ
হৃদয়ে তোমারি মুখ
রয়েছি তাহাই দেখে এ মরু ধরায়।
চির আরামের গেহ
প্রেমময় মাখা স্নেহ
জীবনে ভরসা বল মরণে সহায়!
ভুলি দুখ ভুলি পাপ
ভুলি শোক ভুলি তাপ
উলঙ্গ উন্মত্ত প্রাণে আরাধি তোমায়।
এ "মোহ, ঘুমের ঘোর"
যেন রে ভাঙেনা মোর,
ও মুখ ভাবিয়া যেন জীবন ফুরায়।
বিধি-বিধি ধরি শিরে
যে দিন যাইব ফিরে
দেখিও অমৃতাক্ষরে কি লেখা আত্মায়।

প্রিঃ—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮২ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯৫—জুলাই ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দুঃসংবাদ—ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ রাজজামাতা জর্ম্মণ সম্রাট্ ফ্রেডারিক গত ১৬ই জুন জর্ম্মাণ ও ইংলণ্ডকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ৮ মাস ধরিয়া কণ্ঠনালীর উৎকট পীড়া ভুগিতেছিলেন, ৩ মাস পূর্ব্বে ইঁহার বৃদ্ধ পিতা সম্রাট্ উইলিয়মের মৃত্যু হয়, তৎপূর্ব্বেই ইঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। বৃদ্ধ সম্রাট্ সৌভাগ্যক্রমে পুত্রশোক এড়াইয়াছেন। জর্ম্মণি ও ইংলণ্ডের দিগ্‌গজ ডাক্তারেরা বহু চেষ্টা করিয়া ইঁহাকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। ইনি যেমন রণকুশল, সেইরূপ রাজনীতিজ্ঞ ও উদারপ্রকৃতি ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স উইলিয়মের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনিই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

গ্রীষ্মাতিশয্য—১০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৯ সালে কলিকাতায় ভারী গ্রীষ্ম হয় তাহাতে তাপমান যন্ত্রে পারদ ১০৩ ডিগ্রি উঠে, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ১০৮ ডিগ্রি উঠিয়াছে। এরূপ গ্রীষ্ম এদেশে কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এলাহাবাদে উত্তাপ নাকি ১১০ হইতে ১২০ ডিগ্রি উঠিয়াছিল এবং লোকদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল। গ্রীষ্মাতিশয্যে কয়েকটী লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা—বর্দ্ধমানের বৃদ্ধা মহারাণী উক্ত সহরে একটী বালিকাবিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছেন। বিদ্যালয়টী লেডী বেলির নামে উৎসর্গীকৃত হইবে। জাতি ধর্ম্ম বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল বালিকা এখানে বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৯৩ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উক্ত পরীক্ষায় ৯৩ জন উত্তীর্ণ হন; এই সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক এদেশীয় মহিলা। শতকরা পুরুষ অপেক্ষা রমণী অধিক উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অন্তর্জাতীয় বিবাহ—ভিন্ন জাতি মধ্যে বিবাহ হিন্দুদিগের মধ্যে অতিশয় বিরল; সম্প্রতি একটী মহারাষ্ট্রীয় বালিকার সহিত একটী বাঙ্গালি যুবকের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কন্যা স্কুল সকলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মধুসূদন রাও মহাশয়ের দুহিতা, বর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, পুরী গবর্ণমেণ্ট স্কুলের একজন শিক্ষক।

স্ত্রী চিকিৎসা শিক্ষা—এতদ্দেশীয় ১৫ জন যুবতী কলিকাতাস্থ কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের স্ত্রীচিকিৎসা-শিক্ষা বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছেন; ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ জাতীয়। তিন জন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভর্ত্তি হইয়াছেন এবং অবশিষ্টগুলি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রবেশিকা পরীক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইয়া স্কুলে প্রবেশ করিয়াছেন। ১৫ জনের মধ্যে ১০ জন ছাত্রী মাসিক ৮ টাকা হারে ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ৫ জন বিনা বেতনে পড়িতে অনুমতি পাইয়াছেন।

মহিলা শিল্প মেলা ফণ্ড—এইরূপ একটী ফণ্ড সংস্থাপিত দেখিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে নিম্নলিখিত মহিলাগণ চাঁদা দিয়াছেনঃ—শ্রীমতী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী ২০০৲, শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ ৫০৲, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ৫০৲, শ্রীমতী সরলা রায় ২৫৲, শ্রীমতী ললিতা রায় ৫০৲, শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষ ৩০৲, শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত ২৫৲, শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী ২৫৲, শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী ৫৲, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু ৫৲, শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস ৫৲, শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী ৫৲, শ্রীমতী হেমলতা ভট্টাচার্য্য ২৲, শ্রীমতী বিনোদা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী বিধুমুখী চৌধুরী ২৲, শ্রীমতী সুশীলা চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীমতী প্রেমতরঙ্গিণী ২৲, শ্রীমতী মোক্ষদা মোহিনী কর ২৲, শ্রীমতী বিধুমুখী বসু ২৲, শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা বসু ২৲, শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ৪৲ ও শ্রীমতী কামিনী সেন ২৲।

—:০:—

বৈদিককালে নারীগণের অবস্থা।

"প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ" প্রবন্ধ মধ্যে নারীজাতির জীবনচরিত বর্ণনা করিতে করিতে, বৈদিক সময়ে অঙ্গনাদের বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা হয়; অবকাশাভাবে এত দিন সে কামনা-পূরণের চেষ্টা করিতে পারি নাই। অদ্য পাঠিকাদিগকে অতি প্রাচীন কালের কাহিনী উপহার দিতেছি, গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

১। যে সময়ে ঋষিগণ বেদমন্ত্র রচনা করিতেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যজ্ঞীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। এখন যেমন কেবল পুরুষেরাই পুরোহিতের কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অধিকারী, পূর্ব্বে সেরূপ প্রণালী প্রচলিত ছিল না। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি বলিয়াছেন,—"হে ইন্দ্র! তোমার উপাসক পাপদ্বেষ্টা যজমান-দম্পতী তোমার তৃপ্তির উদ্দেশে অধিক পরিমাণে ঘৃতাদি দিতেছেন (১ম, ১৩১ সূ, ৩ঋ)। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ১৪৩ সূক্তে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও ঐ রূপ প্রতীতি হয়। স্থলান্তরেও এই বিষয় উল্লিখিত আছে (৫ম, ৪৩সূ)। বিশ্ববারা নারী অত্রিবংশীয়া বিদ্যাবতী রমণী নিজেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন (৫ম, ২৮সূ)।

২। বেদের সময়ে দুহিতারা পিতৃধনের অধিকারিণী হইতেন, ইহার স্পষ্ট বিধান দেখা যায়। গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের স্তোত্র করিতে করিতে এক স্থানে বলিয়াছেন,—"হে ইন্দ্রদেব! পিতামাতার নিকটে-যাবজ্জীবন অবস্থিতা কন্যা যদ্রূপ নিজ পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমি তোমার সমীপে বিত্ত যাচ্ঞা করিতেছি (২ম, ১৭সূ)।

কেহ কেহ অনুমান করেন, অপরিণীতা দুহিতারাই এরূপ অংশ পাইতেন। এই অনুমান সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। পিতামাতার নিকট "যাবজ্জীবন অবস্থিতি-কারিণী" শব্দ দৃষ্টে তাঁহাদের ঐরূপ মনে হইয়া থাকিবে। ঐ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বটে। পূর্ব্বে কতকগুলি নারী অনূঢ়া থাকিতেন। ইয়ুরোপেই মিস্ অর্থাৎ কুমারী সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে, ভারতে ছিল না, যাঁহাদের এরূপ সংস্কার, ইহাতে তাঁহাদের ভ্রম দূরীভূত হইবে। ইহা অন্য রূপ হওয়াও সম্ভব। এখানকার "ঘরজামাই" প্রথার ন্যায় পূর্ব্বেও ঐ রূপ প্রথা বর্ত্তমান ছিল, বোধ হয়। ঐ রূপ স্থলে কন্যারা মৃত্যু পর্য্যন্ত জনকভবনেই অবস্থান করিতেন। অথবা কতকগুলি বিধবা কন্যা পিতৃ সমীপে থাকিতেন। বোধ হয়, তাঁহাদের পক্ষে ঐ বিধি ছিল। বেদের সময়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্ব স্থলেই যে পতিহীনার পরিণয় হইত, এরূপ কেহই বলেন না। বিধবারা পাশ ক্রীড়ায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; সুতরাং কতিপয় বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেন না।

বিধবাবিবাহ বর্ণন-সময়ে এই প্রস্তাবেই এই বিষয় আলোচনা করিব। উল্লিখিত তিন প্রথা প্রচলিত থাকাও অসম্ভব নয়। সে যাহা হউক, স্থলবিশেষে দুহিতারা পিতৃ-সকাশে অর্থ পাইতেন,তাহার আর সন্দেহ নাই।

৩। বিধবারা অর্থাগমের নিমিত্ত পাশক্রীড়ায় নিযুক্ত হইতেন। পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করার নিয়মও পুরাকালে ছিল। বোধ হয়, অর্থোপার্জ্জন অনায়াসে সম্পন্ন হইবে বলিয়া বিধবারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহার বিষয় ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। পৌত্র না জন্মিলে, পূর্ব্বকালে দৌহিত্রকে পৌত্রস্থানীয় করিবার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং ধনাধিকার, সুখসম্ভোগ বা সম্মান প্রদর্শন সকল বিষয়েই কুলকামিনীরা সৎকৃত হইতেন। কন্যার গর্ভ সঞ্চার হইলেই, কন্যার পিতা হৃষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতেন। বেদের স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়, পুত্র সম্পত্তির অধিকারী, কন্যা সম্মানের পাত্রী (৩ম, ৩১ সূ)।

৫। নৃপকুমারীদের ঋষিকুলে বিবাহ চলিত। শ্যাবাশ্ব ঋষি যে সূক্তে ৫ মণ্ডলের ৬১ সূক্তে মরুদ্‌গণের ও অন্যান্য দেবতার স্তোত্র রচনা করেন, তাহাতেই সপ্রমাণ হয়, ঋষি-কুলে ও রাজবংশে উদ্বাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ছিল না। বিবাহ সময়ে কন্যা ও ধনাঢ্য বর, আভরণ পরিধান করিতেন (৫ম, ৬০সূ)। বেদ-ব্যাখ্যাকার আচার্য্য সায়ণ মহোদয় বলেন যে, একদা দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি, যজ্ঞ-সম্পাদনার্থে অত্রিগোত্রসম্ভূত অর্চ্চনানাকে পুরোহিতের কার্য্যে অভিষিক্ত করেন। পুরোহিত অর্চনানা, রাজা রথবীতির নিকট তদীয় কন্যাকে অবলোকন করিয়া, তাঁহার সহিত নিজ তনয় শ্যাবাশ্বের বিবাহের প্রস্তাব করেন। রাজা সম্মত হন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে রাজ্ঞীর সম্মতি পাইলেই কন্যা পাত্রস্থ করিব। মহিষী এই বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করেন, আমাদের কুলে ঋষির সহিতই কন্যাদের পরিণয় হয়। শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, অতএব কেমন করিয়া পরিণয় সংঘটিত হইবে? শ্যাবাশ্ব ঐ সকল কথা শুনিয়া কঠোর তপস্যা-বলে ঋষি হইবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এক দিন তরন্ত রাজার পত্নী শশীয়সীর সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে, রাজ্ঞী, শ্যাবাশ্বকে বাটীতে লইয়া গিয়া গোধন, ভূষণাদি সম্প্রদান করেন। রাজা তরন্তের ও তাঁহার মহিষীর নিকট পূজিত হইয়া, শ্যাবাশ্ব,ঐ রাজার ভ্রাতা পুরুমীঢ়-সকাশে গমন করেন। গমন-কালে মরুদ্‌গণের সঙ্গে শ্যাবাশ্বের সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। এই অবধি শ্যাবাশ্ব ঋষি হইলেন। তখন রথবীতি রাজার দুহিতার সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। ইহাতে বিল-

রূপ জানা গেল, ঋষিদের তখনও স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্ট হয় নাই।

৬। স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হইলে, অন্যজাত পুত্র (অর্থাৎ দত্তক) গ্রহণ করিবার রীতিও কিয়ৎ পরিমাণে বৈদিককালে প্রচলনের চেষ্টা হইতেছিল, ইহার সূচনা দৃষ্ট হয়। ৭ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে ইহার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে স্মৃতি গ্রন্থে এরূপ স্থলে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির পক্ষে বেদের এই বন্দোবস্ত নিতান্ত অনুকূল।

৭। বয়ঃস্থা হইলে, কন্যার বিবাহ হইত। "বিবাহ-লক্ষণ-যুক্তা" কন্যার বিবাহ-বিষয়ের প্রসঙ্গ ১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের দুই স্থানে দেখা যাইতেছে। স্থল-বিশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেও হইত। অধিকাংশ স্থলে অধিক বয়সেই বিবাহের নিয়ম ছিল।

৮। সপত্নীদের উপর প্রাধান্য প্রাপ্তির চেষ্টা দেখিয়া বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছে, বৈদিক সমাজে একাধিক দার পরিগ্রহ করিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। এক একটী সূক্ত, কেবল এই উদ্দেশ্রেই বিরচিত। একের অধিক পত্নী গ্রহণ বেদের এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা সাধারণ নিয়ম নয়।

৯ বামাগণ সংবৃত হইয়া অর্থাৎ বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীরে ভর্ত্তৃ-সন্নিধানে গতি-বিধি করিতেন, ইহারও নিদর্শন বেদে রহিয়াছে (৮ম, ১৭সূ, ২৩সূ)। লজ্জাশীলতাই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা নহে। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে পরিচ্ছদের উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে বেশভূষার যে সুন্দর ব্যবস্থা আছে, বোধ করি বৈদিক সমাজের প্রণালী তদনুরূপ বা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। এখনও আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই পরিচ্ছদ পরিধানের সুবন্দোবস্ত নাই। যদি বেদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, তবে এসম্বন্ধে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

১০। স্ত্রীলোকে পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। পতিংবরা বা স্বয়ংবর সংবাদ বেদেই প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়. পুরাণে ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারীকুলের প্রতি আরও অনেক সদাচার প্রদর্শনের নির্দ্দেশ আছে। যথা, স্ত্রী পুরুষে যুদ্ধ করা অন্যায় বলিয়া স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। এটী সভ্যতা ও শিষ্টাচরের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

১১। বিধবাবিবাহ বেদের অনুমোদিত। একটী ঋক্ অনুবাদ করিয়া দিলাম, পাঠিকারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিধবার বিবাহ না দিলে পাপ হইবে, এরূপ বিধান কুত্রাপি নাই, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন। স্বামিহীনা অঙ্গনা স্থল-বিশেষে দেবরকে পতিত্বে গ্রহণ করিতেন (১০ম, ৪০সূ)। উড়িষ্যা প্রদেশে ভ্রাতৃজায়ার পাণিগ্রহণ

কেবল দেশাচার প্রথা নয়, বরং বেদেরও সম্মত মত। বেদের বিধান এই :—

"এই রমণীরা বৈধব্য যন্ত্রণা অনুভব না করিয়া, অভিমত স্বামী পাইয়া ঘৃত ও অঞ্জন সহিত গৃহে প্রবিষ্ট হউক। অশ্রুজল বিসর্জ্জন না করিয়া নীরোগ ও সালঙ্কারা হইয়া গৃহে আসুক।"

ফুলজানি বেগম।

মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের প্রাসাদ মধ্যে একটী মনোহর উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুন্দর উৎস ছিল—তাহা হইতে দিবারাত্রি গোলাপপুষ্পবাসিত জল উৎসারিত হইয়া উদ্যানের বায়ু সর্ব্বদা সুগন্ধ পূর্ণ করিত। এখন সে উদ্যান নাই, সে উৎসটীও নাই—কেবল তাহার নিম্নদেশস্থ ভগ্ন প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে। সেই প্রস্তরের এক পার্শ্বে পারস্য ভাষায় আজিও এই কয়েকটী ছত্র লিখিত দেখা যায় ;—

"যদি জানিতাম এই ফুলে এত প্রেম, তাহা হইলে উহা যে বৃক্ষে ফুটিয়াছিল তাহা হইতে উহা কখনও উৎপাটিত করিতাম না।"

কিছুকাল পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে একজন মুসলমান ফকীর বাস করিতেন। নবাবের উদ্যানস্থিত ঐ উৎস এবং তাহার নিম্নদেশস্থ প্রস্তরের উপর খোদিত উপরিউক্ত বাক্যের ইতিহাস তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি উহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই ;—সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের নিকটে গঙ্গা তীরে হরিশ-নামে একটী গ্রাম ছিল। গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র। কতকগুলি মৎস্যজীবী তথায় বাস করিত। ইহাদিগের মধ্যে ফুলনাম্নী একটী যুবতী রমণী ছিল। তাহার স্বামীর নাম পুরন্দর। সে মৎস্য ধরিয়া ও তাহা বিক্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ফুল প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করিতে কিম্বা জল আনিতে গমন করিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের এক দিন সূর্য্য অস্তমান প্রায়। ফুলের স্বামী পীড়িত বলিয়া আজ তাহার গঙ্গায় গাত্র মার্জ্জনা করিতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। সে প্রত্যহ পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত গঙ্গায় আসিত। আজ স্বামীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত বিলম্ব হওয়াতে একটীও সঙ্গিনী পায় নাই। ফুল যখন গঙ্গায় নামিয়াছে, তখন দেখিতে পাইল অদূরে একখানি সুন্দর সুসজ্জিত নৌকা দ্রুতবেগে তাহার দিকে আগমন করি-তেছে। এমন সুসজ্জিত সুন্দর নৌকা ফুল পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। দেখিতে দেখিতে নৌকা ফুলের সম্মুখে উপস্থিত

হইল—অমনি উহার উপর হইতে কয়েকজন মাঝি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। দুই জন আসিয়া ফুলকে স্কন্ধে করিয়া নৌকায় তুলিল। ফুল নৌকায় আনীত হইবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞা হারাইয়াছিল। মাঝিগণ ফুলকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিয়া তাহাকে নৌকার সর্ব্বোত্তম প্রকোষ্ঠে শয়নাবস্থায় রাখিল। একজন স্ত্রীলোক ফুলের মুখে বারি সেচন করিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে অভাগা পুরন্দর ফুলকে গঙ্গা হইতে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া শোকাকুল হইয়া ঘোর যন্ত্রণায় রাত্রি যাপন করিল। পরদিন সে শুনিল যে হরিশপুর গ্রামবাসীগণ তাহাকে ধিক্কার দিতেছে। ফুলকে নবাব সিরাজদ্দৌলা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, পরদিন প্রাতে হরিশপুর গ্রামে এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। পুরন্দর সামান্য মৎস্যজীবী। বঙ্গ দেশ যাহার নামে কম্পিত, সে তাঁহার কি করিবে? পুরন্দর আরোগ্য লাভ করিয়া যখন একটু বল পাইল, তখন সে একদিন গ্রাম ছাড়িয়া, বাড়ি ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। এক বৎসর গত হইল। এই বৎসরকাল পুরন্দর মুর্শিদাবাদ নগরীতে বাস করিতেছিল এবং কিরূপে একবার তাহার প্রিয়তমা পত্নী ফুলের দর্শন পাইবে, তাহারই চেষ্টা দেখিতেছিল। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার অন্তঃপুরের উপরিভাগ আকাশে দিয়া পক্ষী উড়িয়া যাইতে ভীত হইত—তবে তাহার মধ্যে মানুষ যাইবে কিরূপে? ফুল নবাব কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া এক দিনের জন্যেও তাহার স্বামীকে ভুলে নাই। সেও তাহার স্বামী পুরন্দরের দর্শন লাভ জন্য দিবারাত্র সুযোগ খুঁজিতেছিল। পবিত্র প্রেমের আকর্ষণের বল কোন বাধা মানে না। পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ দুইটী হৃদয় বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর হইতে উভয়ে উভয়কে চাহে, তখন সেই দুইটী হৃদয় পুনরায় মিলিত হইয়াই থাকে। নবাবের অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক দাসী ছিল। ফুলের সহিত ইহাদিগের মধ্যে একজনের গাঢ় প্রণয় হইয়াছিল। ফুল তাহাকে তাহার স্বামী পুরন্দরের অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। দাসী ফুলের স্বামীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় প্রেম দেখিয়া পুরন্দরকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই তাহার চেষ্টা সফল হইল। সে পুরন্দরকে খুঁজিয়া পাইল এবং একদিন তাহাকে নবাবের অন্তঃপুরে ফুলের নিকট লইয়া গেল। পুরন্দর একটী কুঞ্জমধ্যে কিছুকাল লুক্কায়িত ভাবে রহিল। অনতিবিলম্বে নূপুরের মধুর ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। দেখিল বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা এক রমণী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। পুরন্দর চিনিল.

হানই তাহার স্ত্রী ফুল। অমনি সে তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। ফুল চমকিত, পশ্চাৎ-পদ হইয়া বলিল,—"আমাকে স্পর্শ করিও না। আমি আর তোমার পবিত্র প্রেমের যোগ্যা নহি। আমি একবার তোমাকে এই জন্য দেখিতে চাহিয়াছিলাম যে তোমার চরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এই সময়ে একজন নপুংসক হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়া ফুলকে বলিল, "বেগম সাহেব, আমি এই দুরাত্মাকে অবশ্যই ধৃত করিব, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে নবাবকে কোন কথা বলিব না। আপনি নবাবের প্রিয়তমা বেগম—আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে আমার শিরশ্ছেদ হইবে, তাহা আমি জানি। কিন্তু আপনি নিবারণ করিলেও আমি এই দুরাত্মাকে ধৃত করিতে বাধ্য।" এই বলিয়া সে বংশীধ্বনি করিল—অমনি বার জন নপুংসক আসিয়া পুরন্দরকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। সেই রাত্রে সিরাজদ্দৌলার ফুল বা ফুলজানি বেগমের সহিত রাত্রি যাপন করিবার কথা ছিল। সন্ধ্যা হইল। নবাব সিরাজদ্দৌলা ফুলের গৃহে আগমন করিল। নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। বায়ুর সহিত প্রমোদের হিল্লোল বহিতে লাগিল। হঠাৎ নবাব সিরাজদ্দৌলা নৃত্য গীত স্থগিত করিতে আদেশ করিলেন এবং নপুংসককে ডাকিয়া বলিলেন "যাও, সেই অসম-সাহসী দুরাত্মাকে লইয়া আইস যে আজ আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। আমার দাসীগণের মধ্যে অবশ্যই তাহার প্রণয়িনী আছে। সেই দুশ্চরিত্রা ঐ দুরাত্মার শাস্তি স্বচক্ষে দেখুক এবং সে ও তাহার সঙ্গিনীগণ উহার শাস্তি দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুক।" ক্রীতদাস হস্তপদবদ্ধ পুরন্দরকে লইয়া আসিল। চারিজন জল্লাদ খড়্গ হস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিষ্ঠুর সিরাজদ্দৌলা আজ্ঞা করিল, "লাগাও"। অমনি চারিটী খড়্গ পুরন্দরের বক্ষে বিদ্ধ হইল। সে একবার আর্ত্তনাদ করিল—তাহার পর চিরকালের জন্য নির্ব্বাক্ হইল। যখন নবাব পুরন্দরকে হত্যা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সময় ফুল ঝটিতি গাত্রোত্থান করিয়া পুরন্দরের পার্শ্বে গমন করিয়াছিল—জল্লাদগণ না দেখিয়া ফুলকেও খড়্গবিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। নবাব ইহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! এ কি করিলে? এ ব্যক্তি তোমার কে?" ফুল বলিল, "উনিই আমার সর্ব্বস্ব!" এই বলিয়া পবিত্রহৃদয়া সতী নারী ফুল স্বীয় স্বামীর বাহুর উপরে ঢলিয়া পড়িলেন। সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে আবার কত ডাকিলেন, কিন্তু ফুলের অনন্ত সুখ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

সিরাজদ্দৌলা আর এ দৃশ্য দেখিতে

পারিল না। সে জীবনে প্রায় কখনও কাঁদে নাই,—কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষে সে ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। কথিত আছে, পুরন্দর ও ফুলের গভীর ও পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সিরাজদ্দৌলা মহা সমারোহের সহিত তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করান এবং একটী সুন্দর উদ্যান মধ্যে উহাদিগের সমাধি করাইয়া তাহার উপর মর্ম্মর প্রস্তরের একটী উৎস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং উহার নিম্নস্থ প্রস্তরের পার্শ্বে পারস্য ভাষায় এই বাক্য খোদিত করিয়া দেন ;—

"যদি জানিতাম এই ফুলে এত প্রেম, তাহা হইলে উহা যে বৃক্ষে ফুটিয়াছিল, তাহাহইতে উহা কখনও উৎপাটিত করিতাম না।"

—:•:—

মনুষ্যের মস্তিষ্ক।

পূর্ব্বে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিতেন যে পৃথিবী মধ্যে সকল জীব অপেক্ষা মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক, অর্থাৎ যেমন শরীরের অবয়ব, তৎপরিমাণে মস্তিষ্কের ভাগ সমধিক। কিন্তু এ কালে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে একথা প্রকৃত ও সমূলক নহে। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদ্বীপে এক জাতীয় কিন্নর আছে, তাহাদিগের শরীরের আয়তন যে প্রকার, তাহাদিগের মস্তিষ্কের পরিমাণ অপেক্ষকৃত অধিক বলিতে হয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে অবনীমণ্ডলে যত প্রকার জীব জন্তু আছে, তন্মধ্যে মনুষ্যের মস্তকে যত মজ্জা আছে, তত আর কোন জন্তুর মস্তকে নাই। কেবল ভূচরের মধ্যে হস্তী এবং জলচরের মধ্যে তিমি এই দুই বৃহদাকার জীবের মস্তিষ্ক মনুষ্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহাদিগের শরীরের আয়তন যেমন দীর্ঘ ও বিপুল, মস্তিষ্ক তৎপরিমাণে অধিক নহে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, তাহার পর ক্রমে হ্রাস হয়। যাহারা অতি বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া জীবিত থাকে, তাহাদের প্রায় মস্তিষ্ক শূন্য হয়। মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহার মস্তিষ্কের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহার বুদ্ধিও সেই পরিমাণে অধিকতর প্রখর হয়। শারীরবিধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এক প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সুস্থ মনুষ্যের মস্তকে ন্যূনকল্পে এক সের পরিমাণ মস্তিষ্ক থাকা উচিত। এই পরিমাণের ন্যূনতা হইলে বুদ্ধির খর্ব্বতা হয়, কোন

কোন স্থলে বাতুল অবস্থা উপস্থিত হয়। সুস্থ সহজ পুরুষের মস্তকে সামান্যত অনুমান দেড় সের মস্তিষ্ক আছে এবং স্ত্রী জাতির মস্তকে প্রায় সার্দ্ধ পাঁচ পোয়া থাকে। কথিত আছে যে সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত কুবীয়রের মস্তিষ্ক যে পরিমাণ ছিল, অদ্যাপি কোন মনুষ্যের সে পরিমাণ দৃষ্ট হয় নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মস্তিষ্কও অসাধারণ বৃহৎ বলিয়া ডাক্তার কার্পেণ্টার তাঁহার "শারীরবিধান" পুস্তকে ইঁহার মস্তকের ছবি আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু রমণী।

হিন্দু শাস্ত্রকে যাঁহারা "অপৌরুষেয়" বলিয়া বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন, তাঁহাদের নিকটেও হিন্দু শাস্ত্র অতীব গৌরবের সামগ্রী। বিশেষতঃ হিন্দুগ্রন্থে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ ও মহান্ উপদেশসমূহ ব্যক্ত হইয়াছে,তাহা সমাজের পক্ষে নিতান্ত শুভকর। এরূপ উপদেশ অনেকবার উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠিকাদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়াছি, অদ্য আরও কতকগুলি নূতন কথা শুনাইয়া তাঁহাদের সন্তোষোৎপাদন করিব।

মহাভারতের একস্থানে আদর্শমাতা সম্বন্ধে মহর্ষি বেদব্যাস একটি অতি সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। বিদুলা তাঁহার সন্তানকে বলিতেছেন—

কুরু সত্ত্বঞ্চ মানঞ্চ বিদ্ধি পৌরুষমাত্মনঃ।
উদ্ভাবয় কুলং মগ্নং ত্বৎকৃতে স্বয়মেব হি।
যস্য বৃত্তং ন জল্পন্তি মানবা মহদদ্ভুতং।
রাশি বর্দ্ধনমাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্।
দানে তপসি সত্যে চ যস্য নোচ্চারিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ॥

অর্থাৎ হে পুত্র! শৌর্য্য মর্য্যাদা ও পৌরুষ অবলম্বন কর। এই মগ্নকুল তুমি তোমার চেষ্টায় উদ্ধার করিয়া পুত্র নামের যোগ্য হও। লোকে যাঁহার অনুষ্ঠিত কোন মহৎ কর্ম্মের জল্পনা না করে, সে কেবল লোক সংখ্যার বর্দ্ধক মাত্র; তাহাকে না স্ত্রী না পুরুষ কিছুই বলা যায় না, ক্লীবের মধ্যে গণনা করিতে হয়; দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা বা অর্থ বিষয়ে যাহার যশোবৃত্তান্ত সংকীর্ত্তিত না হয়, সে মাতার বিষ্ঠা মাত্র, কদাপি পুত্র পদের বাচ্য নহে। পুনর্বপি বলিতেছেন—

তব স্যাৎ যদি সদ্বৃত্তং তেন মে ত্বং প্রিয়ো ভবেঃ
ধর্ম্মার্থগুণযুক্তেন নেতরেণ কথঞ্চন॥
দৈবমানুষযুক্তেন সদ্ভিরাচরিতেন চ।
যোহোবমবনীতেন রমতে পুত্রনপ্তৃণা॥
অনুত্থানবতা চাপি দুর্ব্বিনীতেন দুর্ধিয়া।
রমতে যস্তু পুত্রেণ মোঘং তস্য প্রজাফলং॥

ধর্ম্মার্থ গুণযুক্ত ও দৈব মানুষ কর্ম্ম যুক্ত, সাধুগণাচরিত, একমাত্র সদ্বৃত্ত ব্যতীত তুমি আর কিছুতেই আমার

প্রীতিভাজন হইতে পারিবে না। যে উক্তরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন সুবিনীত পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখী হয়, তাহার সে সন্ততিই সার্থক। যে অমুদামশীল, দুর্বিনীত, মন্দবুদ্ধি তনয় লইয়া সুখী হয়, তাহার সন্তান প্রসবের কোন ফল হয় না। (কথাগুলি বড় কঠিন, পাঠিকারা স্থির চিত্তে শাস্ত্রের এই কঠিন ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন)। বাস্তবিক এইরূপ পুত্র না হইলে, পুত্র প্রসবে লাভ কি? পরন্তু, মাতা ভাল না হইলে পুত্রও যে ভাল হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

পার্ব্বতী মহেশ্বর সমীপে যে স্ত্রীধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। পার্ব্বতী এই বর্ণনার শেষে আত্মভাব প্রকাশ করিতে করিতে বলিতেছেন—

পতির্হি দেবো নারীণাং পতির্বন্ধু পতির্গতিঃ।
পত্যা গতিঃ সমা নাস্তি দৈবতং বা যথা পতিঃ॥
পতি প্রসাদাৎ স্বর্গো বা তুল্যো নার্য্যা ন বা ভবেৎ।
অহং স্বর্গং ন ইচ্ছেয়ং ত্বয্যপ্রীতে মহেশ্বরে॥

পতিব্রতার ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূল ফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তীতমনুত্তমং॥

অর্থাৎ স্বামী মৃত হইলে একমাত্র পতিপরায়ণা স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম অভিলাষিণী সাধ্বী স্ত্রী মরণ পর্য্যন্ত ক্ষমাগুণশালিনী, নিয়মযুক্তা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবেন; পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষয় করিবেন, ব্যভিচার বুদ্ধিতে পরপুরুষের নাম গ্রহণও করিবেন না।

পতিব্রতা শাণ্ডিলী স্বর্গে গমন করিলে দেবলোকবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তুমি এমন কি পুণ্য করিয়াছ যে স্বর্গের এত উচ্চতর স্থানে তুমি আসন পাইয়াছ? শাণ্ডিলী যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহার বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরিতেছে, তাহার অক্ষরে অক্ষরে নীতি বিরাজ করিতেছে। উত্তরটি এই—

নাহং কষায় বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা ন জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা॥
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহ মব্রুবং॥
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূ শ্বশুরবর্ত্তিনী॥
পৈশুন্যেন প্রবর্ত্তামি ন মমৈতন্মনোগতং।
অদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ॥
অসদ্বা হসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা॥
কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
আসনেনোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা॥
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং॥

কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্য মেবহু।
প্রাতরুত্থায় তৎসর্ব্বং কারয়ামি করোমি চ॥
প্রবাসং যদিমে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেনচিৎ।
মঙ্গলৈ র্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা॥
অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানং মাল্যানুলেপনং।
প্রসাধনাঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি॥
নোত্থাপয়ামি ভর্ত্তারং সুখ সুপ্তমহং সদা।
অন্তরেষপি কার্য্যেষু তেষু তুষ্যতি মেমনঃ॥
নায়াসয়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেপি সর্ব্বদা।
গুপ্ত গুহ্যা সদাচাস্মি সসংমৃষ্ট নিবেশনা॥
এবং ধর্ম্মপথং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

অর্থাৎ—হে দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই স্বর্গ লাভ করি নাই। আমি কখন স্বামীর প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিল ভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; (অর্থাৎ নির্লজ্জার মত আচরণ করি নাই) কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহারে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম; যে সমুদয় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদয় ভক্ষণ করিতাম না; পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করিতাম; আমার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশসংস্কার এবং গন্ধ মাল্য অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম; যখন তিনি নিদ্রা সুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে আয়াস দিতাম না; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহ সমুদয় পরিষ্কার রাখিতাম। যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন।

পরিবর্ত্তন ।

এ জগতে কিসের না পরিবর্ত্তন হইতেছে ? পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত যাহা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় নাই, তাহাও সংসাধিত হইতেছে। সময়ের চিরন্তনী গতিতে অতি দূরকল্পিত ঘটনা স্বপ্নের মত জগতের সমক্ষে অভিনীত হইয়া যাইতেছে। এই অবিরাম-গতি চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কে কখন কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে বা করিবে তাহা পূর্ব্বে কে ঠিক্ করিতে পারিয়াছিল বা পারে ? স্থান বল, অবস্থা বল, ধন বল, মান বল, বিদ্যা বুদ্ধি যাহাই বল, কিসের না পরিবর্ত্তন হইতেছে ? একদিন যে স্থান দুর্গম বন ছিল—যে স্থান কেবল মাত্র হিংস্রজন্তুর আবাস ভূমি ছিল—এমন কি যে স্থানের নাম করিলে শরীর শিহরিয়া উঠিত—কে জানিত সেই স্থান ইন্দ্রপুরী হইবে—হিংস্রজন্তুর স্থান ধনী মানী জ্ঞানী মনুষ্য দ্বারা পূর্ণ হইবে এবং সেই স্থানে অতি রমণীয় প্রাসাদ শিখর আকাশ ভেদ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিবে ? তাই বলিতেছি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সময়ের গতিতে কত স্বপ্নাতীত ঘটনাই না ঘটিতেছে। যে ভারত সভ্যতার খনি, বিদ্যা বুদ্ধির আবাস, শৌর্য্য বীর্য্যের আকর ছিল, তাহার এত অধঃপতন হইবে কে জানিত ? কে জানিত যে যে ভারত সমস্ত দেশের পূজ্য ছিল, সেই আবার অন্য দেশের চরণ পূজা করিবে ? তাই বলিতেছি এ সংসারে কি না সম্ভব ! যে বাল্মীকি দস্যু বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন যাঁহাকে দেখিলে—এমন কি যাঁহার কথা ভাবিলে লোকের মনে ঘৃণার উদয় হইত, কে জানিত তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া তাঁহাকে রামায়ণের অমৃতময় ঝঙ্কারে প্রমোদিত করিবে ? কে জানিত মূর্খ কালিদাস রঘুবংশ মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থরত্ন প্রসব করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইবেন ? প্রত্যেক দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। সেক্ষপীর সামান্য একজন অভিনেতা হইয়া জগদ্বিখ্যাত কবি হইবেন কে জানিত ? কে জানিত তাঁহার কবিত্বময় মধুর ভাব প্রত্যেকের হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া নিগূঢ় ভাবগুলিকে প্রকাশ করিয়া দিবে ?

আমরা যদি ধর্ম্মজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাহইলেও ঐ রূপ কত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইব ? মহাত্মা খৃষ্ট যখন নিজ ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন যাহারা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারাই আবার তাঁহার ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া চরণে পতিত হইয়াছে। কে জানিত দুর্বৃত্ত সেণ্টপল পরম ধার্ম্মিক হইয়া খৃষ্টের প্রধান শিষ্যের

মধ্যে পরিগণিত হইবেন? আবার এদেশে সেই কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মের প্রভুত্ব কালে যখন চৈতন্য বিশুদ্ধ হরিনাম নির্ভীক চিত্তে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন,তখন কে না তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল? কে জানিত পাষণ্ড দুরাচার জগাই মাধাই হরিনামে উন্মত্ত হইবে? যাহারা অন্যের অনিষ্ট ও অত্যাচার জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিল, যাহাদের নাম শুনিলে লোকে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইত, তাহারাই যে হরিনামে মাতিয়া অন্যকে মাতাইবে কে জানিত? যখন লুথার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছিলেন, তখন প্রথমতঃ কয়জন লোক তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল? কে জানিত তাঁহার ধর্ম্মবিরোধী ব্যক্তিগণ আবার তাহারই সহায়তা করিবে? যে দাস-ব্যবসা ইউরোপীয় সভ্য জগতে অতি প্রশংসনীয় ও অত্যাবশ্যক বলিয়া বিজয় নাদে ঘোষিত হইয়াছিল, সেই দাস ব্যবসা যে এখন প্রত্যেক সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অতি জঘন্য ব্যবসা বলিয়া পরিগণিত হইবে কে জানিত? আবার যদি আমরা অন্য সমস্ত বিষয় বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহাহইলেও দেখিতে পাইব যে তাহাদেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঐ যেখানে একজন সামান্য সৈনিক যাহার অপেক্ষা অত্য উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তি যেখানে ছুটিয়াছে সেইখানেই মরিয়া পড়িয়াছে—ঐ সৈনিক যে জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়ান্ হইয়া সমস্ত ইউরোপ প্রকম্পিত করিবেন তাহা কে জানিত? কে জানিত বীরপ্রসূ ইংলণ্ড, প্রুশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বীরগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইবেন এবং তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যরাশি সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে সমস্ত পৃথ্বীময় ব্যাপ্ত হইবে? আবার তাঁহার পরিণাম অতদূর শোচনীয় হইবে তাহাই বা কে জানিত? যে ভারত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ প্রসব করিয়াছেন, সেই ভারত কালে মুসলমানের পাপের অত্যাচারের লীলাস্থল হইবে তাহাই বা কে জানিত? আবার বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া মুসলমানেরাই যে সেই রাজ্য সাত সমুদ্র পারস্থ ইংলণ্ডের হাতে দিবে তাই বা কে জানিত? জানা দূরে থাকুক কেহ কল্পনাও করিত না। ভোগবিলাসসর্ব্বস্ব পাষণ্ড সিরাজদ্দৌলার পরিণামই বা কে ভাবিয়াছিল? যে কোহিনুর একদিন ভারতের শিরোভূষণ ছিল, সেই যে আবার ইংলণ্ডকে উজ্জ্বল করিবে তাই বা কে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল? তাই বলি সময়ের চিরন্তন গতিতে কে কোথায় যায়, কাহার ভাগ্যে কি ঘটে কে বলিতে পারে? তবে কি না পর পর ঘটনাবলী দেখিলে এই প্রতিপন্ন হয় যে উন্নতির অবনতি আছে, আবার অবনতিরও উন্নতি হয়। তাই একবার আশা হয় ভারত উন্নত ছিল

তাহার অবনতি হইয়াছে, হয়ত আবার
সে উন্নত হইবে। তাই আশা হয় :—
পূর্ব্ব শৌর্য্য বীর্য্যে পূরিত হইয়া
ভারত আবার উঠিবে নাচিয়া,
পুনঃ সেই গীত উঠিবে গাহিয়া,
শুনিবে সে গান জগতবাসী।

ইংলণ্ডের করে জ্ঞান বুদ্ধি বল
পাইয়া ভারত—করিবে সফল
তারি উপদেশ—হবেনা বিফল
তারি কীর্ত্তি যাবে অনন্তে ভাসি।

—•::•—

অসামান্যা রমণী।

এ দেশে পুরুষচরিত অপেক্ষা নারী-চরিত আলোচনায় অনেক ফল আছে। পুরুষদিগের একদেশদর্শী দৃষ্টি, অমনোযোগিতা ও বহুকালের সঞ্চিত কুসংস্কার প্রভাবে এ দেশের স্ত্রীজাতি এখন কোনও কোনও "উন্নতমনা লোকের" নিকট 'মানব' বলিয়াই পরিগণিত হয়েন না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতি পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। যে সকল বরণীয় বিদ্যা ও বরণীয় গুণ হইতে স্মৃতিশীল পুরুষ মহাত্মারা নারীদিগকে বিচ্যুত রাখিতে চাহেন, হিন্দুস্থানের ললনাগণ অতি অল্প দিন পূর্ব্বে ঠিক সেই সকল গুণেই পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন। আমাদের বামাগণকে আবার যদি পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে নারী-প্রকৃতি ও নারীচরিত আলোচনা করা সর্ব্ব প্রথমেই কর্ত্তব্য। নারীচরিত না শুনিলে বহুকালের কুসংস্কার শৃঙ্খল ছেদ করা কঠিন, পুরুষের এই চির কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া অনেক স্ত্রীলোকেও মনে করেন, বুঝি স্ত্রীজাতি বাস্তবিকই ঐ সকল গুণ ও ঐ সকল বিদ্যার অনুপযোগিনী। স্ত্রীজাতি এবং পুরুষ জাতি উভয়েই যদি এদেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের কীর্ত্তি-কলাপ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই ভ্রম আর থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই রূপ কয়েকটি সত্য ইতিবৃত্তের অবতারণা করা যাইতেছে। স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি গুণে কতশত রমণী ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন; কতশত নারী দেশহিতার্থে, জন্মভূমির হিতার্থে, জাতি কুলমান রক্ষার্থে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন; কতশত নারী বিজ্ঞান, সাহিত্য ও জ্যোতিষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া সহস্র সহস্র মানবের ভোগ-বিলাস, সুখ, শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এবং কতশত রমণী ব্রহ্মবাদিনী হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর প্রেমিকতার আদর্শ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? গার্গী মৈত্রেয়ী মিরাবাই, খনা, লীলা-

বতী, মিস্ সমর্ ভিল, দ্রৌপদী, সীতা, দুর্গাবতী, চাঁদসুলতানা, নুরজাহান, বোডিসিয়া, এলিজেবেথ, মেরিষ্টুয়ার্ট, হাইপেশীয়া, রীজীয়া, পেন্‌তেশীলীয়া, তেলেশ্‌টুশ্, মেরি রিড্, এন্‌বনী, কুইন্ য়েন্, জেনী কেমরণ, গীশ্‌বীটী, কেথেরিণা আলেক্‌জোনা, জয়াবতী, পদ্মিনী, সরস্বতী, জোয়ান্ অব আর্ক প্রভৃতির নাম কি সহজে ভুলিবার যোগ্য? যে সকল মহাপ্রাণা রমণী জন্মভূমি রক্ষার্থে কুমার অনঙ্গ পালের যুদ্ধে স্ব স্ব গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া সমরের আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পিউনিক যুদ্ধে একমাত্র নারীজাতির ভূষণ মস্তকের কেশ ছেদন করিয়া রণস্থলে ধনুকের ছিলা করিয়া দিয়াছিলেন, যে যে বীরনারী সুপ্রসিদ্ধ ট্রোজান্ যুদ্ধে স্বহস্তে তরবারী গ্রহণ করিয়া সমরক্ষেত্রের অধিনায়িকা হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কি সহজে ভুলা যায়? যে নারী গত কানপুরের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সমর সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতাকে স্বদেশের মর্য্যাদা হইতে লঘুতর জ্ঞান করতঃ সমর ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে বিধির বিপাকে পরাজিত হইয়া ইংরাজের আশ্রয় অথবা ধন মর্য্যাদাকে আত্মমর্য্যাদা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পদার্থ জ্ঞান করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থ সুদূর নেপালে পলায়ন করেন, ইতিহাস তাঁহাকেও শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। পাঠক ও পাঠিকাগণ! আজ আপনাদিগকে কয়েকটি প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গণার কীর্ত্তিকলাপের চিত্র দেখাইব।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে আমেদনগরের বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া যখন ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়, সুপ্রসিদ্ধা সুলতানা চাঁদ তখন সিংহাসনে অধিরূঢ়া ছিলেন। চাঁদের প্রতিকূলে শমনদূত সম মোগল সৈন্য পৌঁছিলে তিনি নিজে ভগ্নোৎসাহ চমূগণকে উৎসাহ দান করত স্বয়ং অধিনায়িকা হইয়া সম্রাট সৈন্যের সহিত ঘোরতররূপে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁহার সাহস ও তেজে সকলেই সমরে পরাস্ত হয়। তিনি বর্ম্ম পরিধান ও অসি গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে গোলা নিঃশেষিত হইয়া গেলে, চাঁদবিবি তাম্র, রজত, কাঞ্চন ও পরিশেষে স্বীয় হীরা মাণিক জড়িত অলঙ্কারগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া বন্দুক স্থানীয় করিয়াছিলেন। অনেক বিবাদের পর সম্রাট সৈন্যের সহিত সন্ধি হয়, তথায় তিনি শত্রুহস্তে অমূল্য স্বাধীনতা রত্নকে বিসর্জ্জন করেন নাই।

মহারাজা যশোবন্ত, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বীয় রাজধানী যোধপুরে উপস্থিত হইলে তদীয় বনিতা সরস্বতী, তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। রাজা দুর্গের দ্বার-উন্মোচন করিতে বলিলেন,

তিনি কহিলেন, "আমার স্বামী ক্ষত্রিয় রাজা, তিনি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিয়া দুর্গ মধ্যে কাপুরুষের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, ইহা কেমনে আমি বিশ্বাস করিতে পারি! যদি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই রণভূমিতে হত ও স্বর্গগত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় কি স্বাধীনতা তুচ্ছ করিয়া, মান অপেক্ষা প্রাণকে বড় জ্ঞান করেন? কখনই নহে, তবে ইনি নিশ্চয়ই যশোবন্ত নহেন। যদি ইনি প্রকৃত যশোবন্ত হয়েন, তবে আসিয়া বীরত্ব প্রকাশ করুন।" কি আশ্চর্য্য! কালের কুটিল প্রভাবে ভারতরমণীরা ক্রমে এতই হীনবীর্য্যা ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছেন যে, এ সকল কথা এখন আরব্য উপন্যাসের উপকথা বলিয়াই অনেকের ধারণা হইবে। এখন কি আর সে দিন আছে, এখন বীরগর্ভ হইতে মূষিকের দল প্রসূত হইয়া কলির "বেগুণ গাছে আঁকুশী" দেওয়ার পূর্ণ নমুনার পরিচয় দিতেছে।

বিখ্যাতা বোডীশীয়া, সম্রাট নিরোর রাজত্ব সময়ে, আইসিনী জাতির অধিনায়িকা ছিলেন; তিনি ইংলণ্ডে রোমান উৎপীড়ন কালে হতভাগ্য বৃটনবাসীদিগের কর্ত্রী হইয়া, তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। গৃহবিচ্ছেদে আশ্রয়হীনা হইয়া ঘোরতর সংগ্রামের পর তিনি আত্মহত্যা না করিলে, বৃটনের তদানীন্তন ভাগ্য বোধ হয় উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তিত হইত। আকবরের শাসন সময়ে, সেনাপতি আসফ্‌জা নর্ম্মদা নদীতীরস্থ গরা নগরের হিন্দু স্বাধীনতা লোপ করিতে চেষ্টা করেন; দুর্গাবতী সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ঘোরতররূপে বাধা দেন। দুর্গাবতীর তৎকালীন সাহসিকতা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং নারীজাতিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে বৈরিদলকে পর্য্যুদস্ত এবং স্বদলকে উৎসাহিত করিতেছেন, এমন সময়ে দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার এক চক্ষে ও এক হস্তে তীর বিদ্ধ হয়, তথাচ তিনি এক চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া তরবারী বলে অসংখ্য যবন সৈন্য ধ্বংস করেন। যুদ্ধে তাঁহার জয় হয় নাই বটে, কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া গৃহে ফিরিয়াও আইসেন নাই। প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভগবানের নামোচ্চরণ করিতে করিতে জীবলীলা সম্বরণ করেন। নুরজাহান সুন্দরীর নাম বোধ হয় কাহার নিকট অপরিচিত নাই। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয় মহিষী; সুখ ভিন্ন দুঃখ জানেন না। কখন অস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত হয়েন নাই বা রণে গমন করেন নাই, কিন্তু তথাচ কেমন অতুল বীর্য্যশালিনীর মত বিংশতি সহস্র শিক্ষিত সেনাধিপতি মহাবতের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন! কেমন গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া মহাবতের পঞ্চসহস্র শিক্ষিত রাজপুত সেনাকে নিধন করিয়াছিলেন!

সুর আফান ঐ সময়ে এক বৃহতী নদী সন্তরণ করিয়া পার হয়েন। এইরূপে জয়াবতী পদ্মিনী প্রভৃতির পরিচয় দিতে গেলে প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সম্রাট আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ইতিবৃত্তে ইহাঁদের কীর্ত্তিকলাপ অতি পরিস্ফুট রূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে।

ভারতে যবন শাসন সময়ে রীজীয়া নাম্নী এক কুমারী সিংহাসন অধিকার করেন, ইনি সম্রাট রুক্ন্ দ্দীনের দুহিতা। রীজীয়া সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। যতদিন রাজত্ব করিয়া ছিলেন, ততদিন পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন। ইউরোপের মেরি রিড্ ও এন্ বনীর বীরত্বের বিষয় কেনা অবগত আছেন? হোমরের গ্রন্থোক্ত পেন্‌তেশীলীয়ার বিবরণ কে না জানেন? ইনি কুমার প্রায়মের ন্যায় রণক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করিয়া শেষে ট্রয়প্রান্তে আত্মনাশ করেন। কুইনটস্ কর্টশ্ বলেন "কামিনী থেলেশ্‌ট্রশ্ আলেক্‌জন্দর বাদসার সহিত, আমেজন্ তীরবাসী একশত শিক্ষিত সেনার অধিনায়িকা হইয়া যুদ্ধ করেন"। নয়োশোবার ইতিবৃত্ত সেকেন্দর নামা গ্রন্থে পাঠ করিলে এইরূপ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। রসিয়ার রাজ্ঞী কেথেরীণা আলেক্‌জোনা যখন সিংহাসনাধিরূঢ়া হয়েন, তখন সমুদয় ইউরোপকে এক সমাজবদ্ধ করিয়া আপন শাসনে রাখিতে বাসনা করেন। যে স্ত্রী লোকের মনোমধ্যে এত উচ্চ অভিলাষ, সে কেমন স্ত্রীলোক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আলেক্‌জোনার প্রণীত অনেক নিয়মাদি ও সুবন্দোবস্ত অদ্যাপি ইউরোপের অনেক স্থলে শিরোধার্য্য বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

এইরূপে ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অদ্যাপি অনেক স্থলে, নারীকুল রাজত্ব করিতেছে। সাঁওতালদের মধ্যে এখনও একটি প্রথা আছে যে, বিবাহ প্রভৃতি শুভকর কার্য্যে বৃদ্ধা গৃহিণী ভিন্ন আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব চলেনা এবং তাঁহারই শাসনবিধি সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। সাইকুলুশ্ লিখিয়াছেন "আফ্রিকায় একদল নারী যোদ্ধৃ ছিল, তাহারা প্রসিদ্ধ বীর লীবীয়ান হারকুলিশের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।" কলম্বশের সমুদ্র ভ্রমণ পাঠে লেখা আছে, কারেবী দ্বীপে একদল বিখ্যাতা নারী ছিল, তাহারা সেই দ্বীপ অধিকার করিত এবং আপনাদের অসীম প্রতাপে নিকটস্থ সকলকে ত্রস্ত রাখিয়াছিল। কথিত আছে, তারমোদন নদী তীরবাসী আমেজন নামক জাতির বহুসংখ্যক লোক অতি সামান্য সংখ্যক নারী দ্বারা শাসিত হইত; এই নারীদল রাজ্যের সুনিয়ম, সন্ধি স্থাপন, আইন প্রণয়ন ও যুদ্ধের ব্যবস্থা দান করিত, অধিক কি সমীপস্থ সকল রাজা ও

পুরুষবর্গ তাহাদের বশে ভীত ছিল। এইরূপ অনেক স্থলে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অদ্যাপি আমাদের দেশে এবং অপরাপর রাজ্যের সম্বাদ পত্রাদি পাঠে কোনও কোনও নারীর বীরত্ব অবগত হওয়া যায়। ফলতঃ সভ্য-স্থান অপেক্ষা অজিকালি বন, জঙ্গল, নদীতীর, দ্বীপ, পাহাড় প্রভৃতি স্থলে নারী জাতির শাসনাদি অধিক দেখা যায়।

দুইটী ছবি।

একজন চিত্রকর একটী নির্দ্দোষ পবিত্র মূর্ত্তি আঁকিবার জন্য বহুদিনাবধি উৎসুক ছিলেন। এক দিন পথে যাইতে যাইতে একটী ক্ষুদ্র শিশু দর্শন করিলেন, তাহার বদন যেমন প্রফুল্ল, সেইরূপ উজ্জ্বল ও সুকোমল, এমন সুন্দর মুখ কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আমি যাহা চাহিতেছিলাম, পাইয়াছি।" তখন তিনি সেই সুকুমার শিশুর মুখের একটী ছবি আঁকিয়া লইবার জন্য তাহার পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা অনুমতি প্রদান করিলে তিনি মনের মত করিয়া ছবিটী অঙ্কিত করিলেন এবং তাহা ভাল করিয়া বাঁধাইয়া আপনার বৈটকখানায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। সে ছবি যে দেখিল, সেই শত মুখে তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। স্বর্গীয় নির্ম্মলতা মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন এই ছবিতে বিরাজিত। চিত্রকরের মনে যখন উদ্বেগ বা বিরক্তির ভাবের উদয় হইত, তিনি এই ছবির পানে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেন, আর সকল অশান্তি দূর হইত।

পরে চিত্রকরের মনে মনে ইচ্ছা হইল এই ছবির বিপরীত একটী ছবি চিত্রিত করিবেন। একটী ছবি পুণ্যের ও আর একটী পাপের, এই দুই ছবি পাশাপাশি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া তাহাদিগের তারতম্য দর্শন করিবেন।

অনেক বৎসর গত হইল তিনি পূর্ণ পাপের মূর্ত্তি খুঁজিয়া পান না। একদিন এক জেলখানায় গমন করিয়া সাক্ষাৎ পিশাচের মত এক ভয়ঙ্কর মানব মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার মুখ শীর্ণ কদাকার, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গণ্ডস্থল পাপের কালিমাতে কলঙ্কিত। এমন নরপিশাচ তাহার কল্পনাতেও কখনও আসে নাই।

চিত্রকর এই মূর্ত্তি দেখিয়াই স্থির করিলেন ইহাদ্বারা তাঁহার অভীষ্ট বেশ সিদ্ধ হইবে। মুখাকৃতির এক চিত্র অঙ্কিত করিলেন এবং তাঁহার বৈটকখানায় সেই সুন্দর শিশুমূর্ত্তির পার্শ্বে ইহা টাঙ্গাইয়া রাখিতে মনস্থ করিলেন।

যখন দুইটী ছবি পশাপাশি স্থাপিত হইল, তখন যেন স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ লক্ষিত হইতে লাগিল। একটী স্বর্গীয় দেবমূর্ত্তি, আর একটী ভয়ঙ্কর দৈত্যের প্রতিকৃতি!

চিত্রকর পরে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ কারাবাসীর ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে অবগত হইলেন "নির্ম্মলতার আদর্শ" বলিয়া যাঁহার শৈশব মুখের ছবি আঁকিয়া লইয়াছিলেন, এই হতভাগ্য সেই ব্যক্তি। তাঁহার ক্ষোভ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না, তিনি হতজ্ঞান হইলেন।

দেবমূর্ত্তি অসুরমূর্ত্তি হইল, এইরূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় কারণ কি পাঠিকারা শুনিতে চান? সামান্য এক কথার ভিতরে ইহার উত্তর আছে—"সুরাপান।" বালকটী কুসঙ্গে পড়িয়া বাল্যকালেই সুরাপান আরম্ভ করে, ক্রমে বিদ্যালয় ছাড়িয়া আরও মন্দ সংসর্গে ও প্রলোভনে পতিত হয়। সুরাপান হইতে দুষ্কার্য্য করিতে শিক্ষা করে এবং সেই দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ কারাগারে বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।*

কি ভয়ঙ্কর কি শোচনীয়, কি আশ্চর্য্য কথা! এই মানুষের মধ্যেই দেবতা, এই মানুষের মধ্যেই অসুর। বাতুলালয়, হাঁসপাতাল, জেল ও কুক্রিয়ার স্থান সকলে আমরা এখন যত হতভাগা ও হতভাগিনী পুরুষ রমণী দেখিতে পাই, সকলেই এক সময়ে শিশু ছিল, নির্দ্দোষ ভাব ও নির্ম্মলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিল, পিতামাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের কত আদরের ধন ও আশা ভরসার স্থল ছিল, কুসঙ্গে সুরাপানে, পাপ প্রবৃত্তির স্রোতে পড়িয়া আজি তাহাদিগের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! কিন্তু দেবতা হইতে যেমন অসুর হয়, অসুর হইতেও কি দেবতা হয় না? কে এ কথা বলিবে? কত পাপী পাপীয়সী ভগবানের নাম লইয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় ও পুণ্যশ্লোক হইয়া গিয়াছে, সাধুসঙ্গ পাইয়া কত দুরাত্মা সাধু হইয়াছে। চিত্রকরের ছবি দুইটী সকলেই যেন চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া আপনাদিগকে—বিশেষতঃ সন্তান সন্ততিদিগকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। একটু কুসঙ্গ, একটু সুরাস্পর্শ, একটু কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতায় কি ভয়ানক কুফল ঘটিতে পারে কেহ বলিতে পারে না। আবার পাপীরা যেন নিরাশ না হয়। যে দেবতা অসুর হইয়াছে, যত্ন করিলে অনুতাপিত এবং ভগবানের কৃপাভাজন হইলে আবার সে দেবতা হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

* আমাদিগের কনিষ্ঠ রাজকুমার লিওপোল্ড কোন স্থানে এই দুইটী ছবির উল্লেখ করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

———:———

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারজন্য একটী সভা স্থাপনের প্রস্তাব।

যদিও বঙ্গদেশে ক্রমে ক্রমে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সাধারণের যত্ন ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে, যদিও স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইতেছে, তথাপি বঙ্গদেশে যত দিন অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন স্ত্রী শিক্ষা সহজ ও সত্বর বিস্তার পক্ষে বিঘ্ন ঘুচিবে না। আমরা ইহা বলিতেছিনা যে অবরোধ প্রথা এদেশ হইতে উচ্ছেদ করাই স্ত্রীশিক্ষা সুবিস্তারের প্রধান উপায়, এবং ইহাও বলি না যে অবরোধ প্রথা অবিলম্বে এককালে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অবরোধ প্রথা থাকাতে স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে যে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে যাহাতে তাহার নিরাকরণ হয়, তাহার জন্য আমরা বিশেষ চিন্তিত। খ্রীষ্টীয়ানগণ যেমন জেনানা শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অনেক বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম, সূচের কার্য্য ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন, আমাদের একান্ত বাসনা যে আমাদিগের মধ্যে হইতে সুশিক্ষিতা পারিবারিক শিক্ষয়িত্রী সকল নিযুক্ত হয়েন এবং তাঁহারা গৃহে গৃহে গমন করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, নীতি ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

আমরা শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম যে কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও সুশিক্ষিতা বঙ্গীয় মহিলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রকৃষ্ট উপায় সকল অবলম্বন করিবার নিমিত্ত একটী সভা গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা ও নিযুক্ত করা ঐ সভার একটী প্রধান কার্য্য হইবে প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইহার জন্য শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইবে এবং সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ শিক্ষিতা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী হইবেন এবং কতকগুলি মফস্বলে গমন করিয়া তথায় অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অন্তঃপুর বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিবেন। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অন্তঃপুর বিদ্যালয়ে যাহাতে উপযুক্ত বেতনে কাজ পাইতে পারেন, তাহার নিয়ম করা হইবে। অন্তঃপুর বিদ্যালয় গুলির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীগণও ঐ সকল বিদ্যালয়ে কাজ পাইতে পারিবেন। এই সকল অন্তঃপুর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার অবশ্য এক একটী উপযুক্ত কমিটীর হস্তে অর্পিত হইবে। তাঁহারা বৃত্তি ও পারিতোষিক প্রদান এবং বিদ্যালয়

গুলির উন্নতির জন্ত অন্যান্য উপায় স্থির করিবেন।

সভার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে ব্যয় করেন, তাহা যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য এই উদ্দেশ্য অতি উত্তম। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা বৃদ্ধি না করিলে দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের আশা বড় অল্প। প্রস্তাবিত রূপ সভা সংস্থাপিত হইলে এবং সেই সভায় বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণ যোগ দিলে, গবর্ণমেণ্ট উক্ত সভার আবেদন গ্রাহ্য করিবেন না কেন? অন্ততঃ সভা কর্ত্তৃক ঐ বিষয়ে ক্রমাগত আন্দোলন চলিলে শীঘ্র না হউক বিলম্বে ঐ আবেদন গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা।

সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য অল্পশিক্ষিতা মহিলাগণের জন্ত সহজ ভাষায় লিখিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা। উহাতে স্ত্রীলোকগণের প্রয়োজনীয় নানা বিষয় লিখিত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের জন্ত "বামাবোধিনী পত্রিকা" থাকিলেও, আমরা উক্ত রূপ একটী নূতন পত্রিকা প্রচারের সম্পূর্ণ স্বপক্ষ। প্রস্তাবিত সভা যদি এক পয়সা মূল্যে মহিলাদিগের জন্ত এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা প্রস্তাবিত রূপ সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহারদিগের চেষ্টা সফল হউক আমরা কায়মনোবাক্যে ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু কার্য্যটী যে গুরুতর তাহা যেন তাঁহারা প্রতীতি করেন। এই কার্য্য সাধন জন্ত প্রথমতঃ এরূপ কতকগুলি বয়স্কা স্ত্রীলোক চাই, যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযুক্তা এবং বিদেশে গিয়া অন্তঃপুর বিদ্যালয় সংস্থাপনে ও গৃহে গৃহে গমন করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষা প্রদানে সম্পূর্ণ রূপে সমুৎসুকা ও ক্ষমতাবতী। দ্বিতীয়তঃ অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। সভার অর্থ সংস্থাপন না হইলে কার্য্য আরম্ভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অন্তঃপুর বিদ্যালয় গুলিতে যদি ছাত্রীর সংখ্যা অধিক হয়, তাহাহইলে তাহাদিগের বেতন হইতে সেই বিদ্যালয় গুলি চলিতে পারিবে, কিন্তু তাহা না হইলে সভাকেই সেই বেতন যোগাইতে হইবে। আমরা দেশের অবস্থা যেরূপ অবগত আছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে প্রথম কিছুকাল অন্তঃপুর বিদ্যালয় গুলির ছাত্রী সংখ্যা খুব অল্পই হইবে। আবার সুলভ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে গেলেও অর্থের প্রয়োজন। ঐরূপ পত্রিকার ব্যয় উহার সংগৃহীত মূল্যে কখনই সঙ্কুলান হইবে না। ঐ পত্রিকার জন্তও সভাকে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এই জন্ত বলিতেছি প্রস্তাবিত সভা সংস্থাপন করিতে

গেলে তাঁহা সংগ্রহ করা অগ্রে বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা আশা করি সভার উদ্যোগী-গণ আপনাদিগের চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহ গুণে এই মহৎ সঙ্কল্প সাধনে অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইবেন।

সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা গুজরাটের সোমনাথের মন্দিরের বৃত্তান্ত অবশ্যই অবগত আছেন। গিজনির মামুদ ১০২৫খৃঃ অব্দে সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া যায়। উক্ত মন্দিরে সোমনাথ নামে মহাদেবের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ প্রতিমূর্ত্তি বহুমূল্য রত্ন মণি খচিত এবং উহার মধ্যে বহুসংখ্যক মূল্যবান প্রস্তর সংরক্ষিত ছিল, সোমনাথের মন্দিরের তোরণ দ্বার অতি প্রকাণ্ড ও সুনির্ম্মিত। মামুদ উহাও লুঠ করিয়া স্বীয় গিজ্‌নি নগরে লইয়া যান এবং স্বীয় সমাধি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে তাহা স্থাপিত করেন। লর্ড এলেন্‌বরো ঐ তোরণ দ্বার গিজনি হইতে পেশোয়ারে আনয়ন করেন। এক্ষণে উহা আগরার দুর্গে রাখা হইয়াছে।

সোমনাথের মন্দির আজিও আছে, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থা মৃত দেহের ন্যায় শ্রী ও শোভা বিহীন। মামুদের সময় এই মন্দিরের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। মন্দিরটীরও অত্যন্ত ভগ্নাবস্থা, এক্ষণে কেহ ইহার প্রতি কোন রূপ যত্ন করে না, কিন্তু ইহা এমনি দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে সহস্র বৎসরের অধিক গত হইলেও ইহা অদ্যাপি ভূমিসাৎ বা বিনষ্ট হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্থাপত্য বিদ্যার কতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা এই সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া উপলব্ধি করা যায়। বর্ত্তমান সময়ের বড় বড় ইংরেজ গৃহনির্ম্মাতাগণ ইহার নির্ম্মাতাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে এই মন্দির নির্ম্মিত, তাহা কিরূপে এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং উপরে উত্তোলন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ের ইঞ্জিনিয়ারগণ তাহা স্থির করিতে অক্ষম। সোমনাথ মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হিসাব করিলে প্রতীতি হয়, যে মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ১১৭ ফিট ও প্রস্থে ৭৪ ফিট ছিল। মন্দিরটী যে স্থানে অবস্থিত, তাহা অতি সুন্দর ও

রমণীয়। একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত, উহার পাদদেশ বিশাল আরব সমুদ্র ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উহারই শৃঙ্গদেশে মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত। ভগ্ন হইলেও মন্দিরটী স্থানের গুণে সুন্দর দেখায়।

ভাগীরথী-তটে সন্ন্যাসী।

পূর্ব্বস্মৃতি।

তাপিত হৃদয়ে আজ, জুড়াতে তোমার তটে
এসেছি মা দেগো শান্তিবারি,
জীবনে আশার নেশা, দেখ মা ছুটিয়ে গেছে,
চারি দিক শূন্যময় হেরি।
পুণ্যতোয়া তবতটে, পূর্ব্ব স্মৃতি জেগে উঠে,
কাঁদে মাগো সন্ন্যাসীর মন,
কি ছিল কি হ'য়ে গেছে, আরও কি হইবে পিছে
আরও কত হব জ্বালাতন।
মা তোমার এ পুলিনে, আশা কুহকিনী সনে,
কত খেলা খেলিয়াছি সাধে।
কত গড়িয়াছি ভাঙ্গি, রচিয়াছি কত ডালা,
কতই মা কেঁদিছি বিষাদে।
কত মা তোমার নীরে, মিশেছে এ আঁখিনীর,
কাঁদিবার তরে এ জীবন—
কাঁদিতে দিয়াছে বিধি, কাঁদিয়াছি নিরবধি
কবে হ'বে এ পাপ মোচন?

মা তোর শ্মশান ভূমে, যে রত্ন নিহিত আছে
দেখা গো মা দেখা একবার,
সকলি পলায়ে গেল, কেন এলো কোথা গেল,
বলে দেমা ঘুচুক বিকার।
একে একে ফুলগুলি, সকলি গিয়াছে ঝরি,
শুষ্ক কাণ্ড আছি দাঁড়াইয়া,
এখনও সৌরভময়, চারিদিক আমোদিত
কোরকেই গেল শুকাইয়া।
কি যেন স্বপন সম, নয়নে লাগিয়ে আছে,
কি যেন কি খুঁজিয়া বেড়াই।
একি সন্ন্যাসীর মন, এখনো ঘোচেনি ধাঁধা,
আদি অন্ত কিছুই ত নাই।
ওই যে সে মুখ গুলি, তোর জলে করে খেলা
স্বচ্ছ নীরে মুকুতার হার,
দেমা দেমা কোলে তুলে, আর কভু না চাহিব,
প্রাণভরে দেখি একবার।
ছেড়েছি সংসার মায়া, অক্ষ কমণ্ডলুসার,
তবু পোড়া কেঁদে ওঠে মন,

ভাবিয়ে না কিছু পাই, কিসের বাঁধন এত,
কেন হাঁসি কিসের রোদন ?
ওই ওই তরুপরে, আনে ওই পিকস্বরে
কি যেন ঢালিয়া দিত কানে,
আজিরে কি নাই ব'লে, শূন্য প্রাণে শূন্যরব
হৃদয় বিদরে ওই তানে।
এইত পুলিনে বসি, আমিও গেয়েছি কত
পিকবর তোরে অনুকারি,
কোথা গেল সে অন্তর, ফিরে দেখা একবার
মুছা মাগো নয়নের বারি।
ওই যে উদ্যান গুলি, এখনও হাঁসিছে কিবা
প্রকৃতির চারু অলঙ্কার,
কতদিন ওই স্থানে, সখা সনে ফুল্লমনে,
মন সুখে করেছি বিহার।
কুসুম ভূষণে সাজি, রজনীতে গৃহে ফিরি
প্রেয়সীর কত অভিমান,
আবার কুসুম লয়ে, চারু বপু সাজাইয়ে
রাখিয়াছি মানের সম্মান।
ভালবাসা মাখা প্রাণে, ভালবাসা মম গানে
জগতে করিনু প্রেমময়,
গাঁথিতে সাধের মালা, কুসুম শুকায়ে গেল,
ভেঙ্গে গেল কোমল হৃদয়।
এ সংসার নাট্যশালা, সবে খেলে চলে গেছে
জীবনের যবনিকা ফেলি,
উজ্জ্বলিত শত শিখা, একে একে নিবে গেল,
অভাগা গণিল দীপ গুলি।

আলাস্কাদেশীয় স্ত্রীলোক।

যখন সভ্যজাতিদিগের মধ্যে অদ্যাপিও স্ত্রীলোকের স্বত্ব লইয়া কত কাণ্ড হইতেছে, তখন যে অসভ্য বর্ব্বরজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। স্ত্রীলোক গৃহসজ্জা—বিলাস-দ্রব্য—পুরুষের যদৃচ্ছ ব্যবহার্য্য বস্তু, ইহা জগতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ইহাদিগের আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় ইহাদিগের ক্রয় বিক্রয় প্রথা অনেক সভ্যজাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকের উন্নতি ও স্বাধীনতাকল্পে বর্ত্তমান আমেরিকানদিগের যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কোন জাতি এরূপ উদারভাব প্রদর্শন করে নাই। বর্ব্বরজাতিদিগের তো কথাই নাই, তাহারা ভারবাহী জীবের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেক জাতির আদৌ সামাজিক বন্ধন নাই, সুতরাং বৈবাহিক সম্বন্ধ তাহাদিগের মধ্যে চির অপরিচিত। জ্ঞান, সভ্যতা ও সদাচারে আর্য্যজাতিই

অগ্রণী, স্ত্রীজাতির উন্নতি ও স্বত্ববিষয়ক অনেক আখ্যায়িকা আমাদিগের পুরাণে বর্ণিত আছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ বলিয়া ইহাঁরাই স্ত্রীজাতির যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে যদৃচ্ছব্যবহারের অসদ্ভাব ছিল না। আমাদিগের বর্ত্তমান গৃহ সকল সেই আদর্শেই গঠিত, সুতরাং আমরা যে ভাবে স্ত্রীলোকদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকি, তাহা আপনারাই বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতারা এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষাও কৃপাপাত্র। ইংরাজেরা কতকটা উন্নত বটেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীসম্মাননা সর্ব্বজনীন ভাব নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান আমেরিকানেরাই কেবল এবিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু আমরা যাহাদিগের বিষয় লইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, ইহারা বর্ব্বর হইলেও অনেক বিষয়ে সভ্য জগতের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আলাস্কা উত্তর প্রশান্ত সাগরের একটী উপদ্বীপ। এখানে এলিয়ট, ত্লিঙ্কিট ও এস্কিমো এই তিন জাতি বাস করে। ইহারা সকলেই স্ত্রীজাতির প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে, তন্মধ্যে ত্লিঙ্কিট ইণ্ডিয়ানেরা আরও উদার। ইহাদিগের বিশেষ শাসন যে ইহাদিগের প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীর পক্ষের আত্মীয় তাহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। যুবরাজ বিবাহিত না হইলে তাহার উত্তরাধিকারীর স্থিরতা নাই। রাজগৃহে কন্যাদান করিতে পারিলেই রাজত্ব গ্রহণ হইল, ইহা একপ্রকার তাহাদিগের স্থির নিয়ম। সুতরাং এখানে রাজবংশের পর্য্যায় নিয়ম নাই। রাজা এক বংশে বিবাহ করিয়া রাজ্য সেই বংশসাৎ করিলেন, আবার দ্বিতীয় বংশের রাজা ভিন্ন বংশে বিবাহ করিলে রাজ্য সেই বংশের হস্তগত হইল। কেবল রাজ্য ও বিষয় সম্পত্তি নহে, সমস্ত সাংসারিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপও স্ত্রীলোকের আয়ত্তাধীন। জীবদ্দশায় সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদন জন্য পুরুষ যে কিছু কার্য্য করুন না কেন, তাঁহার উত্তরকালে বিষয় সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করিবার তাঁহার অধিকার নাই। পুত্রের পিতার সম্পত্তিতে কোন আশা নাই, তবে ভগ্নী বা কন্যা যদি প্রভূত ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন, তাহা হইলে তাহার আশার উদ্রেক হইয়া থাকে।

স্বামী উপার্জ্জন করিয়া বিষয়াদির উন্নতিসাধন করেন বটে, কিন্তু ক্রয় বিক্রয়ে তাঁহার অধিকার নাই। যদি তিনি কোন দ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহা অগ্রাহ্য, স্ত্রী তাহা তৎক্ষণাৎ বা বহুকাল পরেও খণ্ডন করিতে পারেন। বিদেশী বণিকগণ যাহারা এখানকার নিয়ম সম্যক্ অবগত নহে, পুরুষদিগের সহিত

ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া অনেকবার এই দায়ে পতিত হইয়াছে। পুরুষেরা স্ত্রীর এই অতিরিক্ত অধিকারের জন্য কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। অনেকে তাহাদিগকে স্ত্রৈণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা তাহাও নহে। অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকেরা সাধ্যমত যেরূপ পরিশ্রম করিয়া সংসারের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ করে। পুরুষ যেমন অলস হইয়া মাতা, স্ত্রী বা ভগ্নীর শ্রমের উপর নির্ভর করে না, স্ত্রীও সেইরূপ কেবল পুরুষের শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া আলস্যে সময়াতিবাহিত করে না। ইহাদিগের একটী দূষণীয় প্রথা আছে, যাহা অন্য কোন জাতি মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বহুবিবাহ কেবল অসভ্য কেন, অনেক সভ্য সমাজেও প্রচলিত আছে। খৃষ্টিয়ান সমাজে কোন কোন সম্প্রদায়ে বহুবিবাহের প্রাণ দণ্ড বিধি সত্বেও মর্ম্মণেরা স্বেচ্ছায় বহুবিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগের বহুবিবাহ এক পক্ষীয় নহে। পুরুষেরা যেরূপ দারগ্রহণ করিতে পারে, স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ বহুপতি বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বহু দার গ্রহণ করিয়া সচরাচর গৃহস্থকে যেরূপ উত্যক্ত হইতে হয়, বহুপতি গ্রহণ করিয়া গৃহিণীকে সেরূপ উত্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন ভ্রমণকারী স্বচক্ষে দুই স্বামী লইয়া গৃহিণীকে মনসুখে সুশৃঙ্খলে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহাদিগের বংশাবলীর বা পারিবারিক ইতিহাস রক্ষার একটী অপূর্ব্ব কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠিকারা মনে করিবেন না, ইহারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই ইতিহাস রক্ষা করিয়া থাকে। ইতিহাস কেবল স্ত্রীলোকেরই জন্য। স্ত্রীর মাতা, মাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী ইত্যাদি ইতিহাসের বিষয়। যদি কোন ভাগ্যবান পুরুষের ইতিহাস থাকে, তাহা কেবল তাহার নিজের জন্যই। তাহার পরে তাহার মাতা, মাতামহী প্রভৃতি বর্ণিত হইয়া থাকে। তাহারও পিতৃকুল জানিবার কোন উপায়ই নাই। এই ইতিহাস আবার কিরূপে রক্ষিত হয়, তাহা শুনিলেও অবাক্ হইতে হয়। প্রত্যেকের গৃহদ্বারে একটী এবং কিঞ্চিৎ সচ্ছলাবস্থা হইলে দুই পার্শ্বে দুইটী দীর্ঘ কাষ্ঠ দণ্ড নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কেবল নগর ও গ্রামে বদ্ধ নহে, সামান্য পল্লীস্থ দীন ব্যক্তির কুটির মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কাষ্ঠদণ্ড বা খুঁটিকে দেশীয়েরা টোটেম বলে। ইহাতে একটী দণ্ড হইলে কেবল স্ত্রীর মাতৃপক্ষের বংশাবলী চিত্রিত আছে এবং দুইটী দণ্ড হইলে পুরুষের ও মাতৃপক্ষের বংশাবলী চিত্রিত থাকে। ইহাদিগের বংশাবলীও অদ্ভুত। প্রত্যেক বংশের আদি পুরুষের নাম কোন পশু, পক্ষী, মৎস্য বা সরীসৃপের নামানুরূপ।

সুতরাং বংশবিজ্ঞাপক এই সকল জীবের চিত্র খোদিত হয়। প্রথম স্ত্রী বা পুরুষের বংশবিজ্ঞাপক মূর্ত্তি, পরে তাহার মাতার, পরে মাতার মাতার এই রূপ চিত্র সকল পর্য্যায়ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর অবতরণ করিয়া ভূমিতে সংলগ্ন হইয়াছে। দণ্ডগুলি দেখিতে যেরূপ কুৎসিত, চিত্রগুলিও সেইরূপ বদাকার, অনেকটা আমাদিগের বৃষকাষ্ঠের অনুরূপ। স্ত্রীজাতির প্রাধান্য রক্ষার জন্যই এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

অসমসাহসিক কার্য্য।

বহুদিন হইল প্রসিদ্ধ ফল্‌ডউইন একদা একটী ব্যোমযানে অধিরোহণ করিয়া পঞ্চ সহস্র পাদ (প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ) উচ্চ স্থান হইতে লম্ফ দিয়া ধরাতলে নির্ব্বিঘ্নে পতিত হন। তাঁহার অবলম্বন কেবল একটী (paraclete) ছত্র ছিল মাত্র। এই দুষ্কর কার্য্যের জন্য তিনি সভ্যজগতের সর্ব্বত্র পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার কার্য্য আরও দুঃসাহসিক। ইনিও একটী ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ১০০০ দশ সহস্র পদে (কিঞ্চিদূন এক ক্রোশ) উর্দ্ধ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবলীলা ক্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহাঁর গৌরবের বিষয় আরও অধিক যে ইনি ছত্র বিস্তার করিয়া লম্ফ দেন নাই। লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বহুদূর পতিত হইলে ছত্র বায়ুবেগে আপনি স্বতঃ বিস্তারিত হয় ও পতনক্রিয়ার নির্ব্বিঘ্নতা সংসাধন করে। আমরা পাঠিকাবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ইহার সটীক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

কয়েক সপ্তাহ হইল আমেরিকার মিচিগান নগরের একটী প্রকাশ্য স্থলে এডওয়ার্ড ডি হোগান নামক একব্যক্তি উক্ত দুঃসাহসিক কার্য্যের বিজ্ঞাপন করিয়া অনুষ্ঠানার্থ উপস্থিত হয়। স্থানটী দর্শকমণ্ডলে পরিপূর্ণ ছিল। হোগান অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইয়া সদর্পে অপেক্ষিত ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। ব্যোমযান শনৈঃ শনৈঃ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ক্রমে দশ সহস্র পাদ উর্দ্ধে উত্থিত হইল। অভিলষিত উচ্চ স্থানে উপনীত হওয়াতে হোগান আর উর্দ্ধে পরিচালিত হইল না, সুতরাং তাহা তখন ২০০।৩০০ পাদ ব্যাপিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। নিম্নস্থ দর্শক মণ্ডলীর বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে একটী প্রকাণ্ড বৃষ অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছে। এমন সময় হোগান ব্যোমযানের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার অবলম্বনের

মধ্যে কেবল একটী প্রকাণ্ড ছত্র, কিন্তু তাহা বদ্ধ ছিল। তাহার হস্তে দৃঢ়রজ্জু সকল লম্বমান, হোগান সেই রজ্জুদ্বারা বিলক্ষণরূপে আপনাকে বদ্ধ করিলেন এবং সহসা ব্যোমযান হইতে শূন্য দেশে লম্ফ প্রদান করিলেন। নিম্নস্থ দর্শকমণ্ডলী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সকলেই তাহার জীব নাশা পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং মনে করিয়াছিল যে ধরাতলে পতিত হইবা মাত্র তাহার শরীর শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। হোগান কামান-নিক্ষিপ্ত গোলার ন্যায় প্রায় ৫০০ শত পাদ নিম্নে পতিত হইতেছিল, তখনও তাহার অবলম্বিত আতপত্র বিস্তৃত হয় নাই। তাহাকে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় পতিত হইতে দেখিয়া দর্শকেরা ভয়ে নেত্র নিমিলিত করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। এমন সময় বায়ুবেগে ছত্র বিস্তারিত হইল, হোগানের অধঃপতনের বেগ সংযত হইল। ছত্র পক্ষের ন্যায় বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহার বাহককে নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে লইয়া আসিল। হোগান যে স্থান হইতে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া নভোদেশে উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে নামিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কৌতুকাবিষ্ট দর্শকদিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, তাহারা সোৎসুকচিত্তে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিল। তাঁহার এই দীর্ঘ লম্ফ তিন মিনিটে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি দেড় মিনিটে সম্পন্ন করিবেন গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত দেড় মিনিট বিলম্ব হওয়াতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। এতদিন পরে রুক্মাবাইয়ের মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। রুক্মাবাই তাহার পরিণীত স্বামী দাদাজীর খরচ খরচা হিসাবে ২০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তিনি রুক্মাবাইর বা তাঁহার সম্পত্তির উপর ভবিষ্যতে আর কোন দাবী দাওয়া করিবেন না অঙ্গীকার করিয়াছেন। এরূপ বন্দোবস্ত না হইলে আইন অনুসারে রুক্মাবাইকে জেলে যাইতে হইত। ইণ্ডিয়া টাইম্‌স পত্র বলেন, রুক্মাবাই জেলে গেলে সমাজসংস্কারের পক্ষে ভাল হইত।

২। এলাহাবাদের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী হলাও ভাষা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এফ এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া "ডফ ছাত্রবৃত্তি" পাইয়াছেন। এবার এফ এ

পরীক্ষার ১৫০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৮০ উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী বালিকা ভাষাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা স্ত্রীজাতির কম গৌরবের বিষয় নহে।

৩। গত ১লা জুলাই হইতে নিয়ম হইয়াছে একখানি মনিঅর্ডারে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাঠান যাইতে পারিবে। পূর্ব্বে ১১০৲ টাকার অধিক একখানি মনিঅর্ডারে পাঠান যাইত না।

৪। বিলাতী বিবীরা আমাদের দেশের শাল রুমাল বিশেষতঃ রামপুরী চাদর বড় ভাল বাসেন। ভারতবর্ষ হইতে এক বৎসরে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০২৲ টাকার শাল রুমাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই বিলাতে গিয়াছে।

৫। পুনা নগরে আগামী শিল্প প্রদর্শনীর জন্য বৃহৎ আয়োজন হইতেছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট, ইন্দোররাজ, বোম্বাইয়ের বণিক সভা এবং অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তি ও সভা সকল প্রদর্শনীর উন্নতিকল্পে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৬। স্ত্রীলোকেরা বহুল পরিমাণে যাহাতে কার্য্যে নিযুক্ত হয় এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিলাতে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা, যে সকল স্ত্রীলোক সরকারী কার্য্যে বা বেসরকারী কারখানায় নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবনে, তাহাদিগকে বিশেষ সুবিধা করিয়া দিবেন।

৭। মদ্যপানে মার্কিন জা[illegible]তির ঘোর অনিষ্ট হইতেছে ইহা উপলব্ধি করিয়া মার্কিন মহিলারা তৎপ্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহাতে মার্কিন কন্‌গ্রেসে (মহাসভায়) মদ্য বিরোধী ব্যক্তিগণ কেবল প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, সেইজন্য তাহারা ঐ মহাসভায় স্ত্রীলোকের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন; এইরূপ আশাকরা যায় অন্যান্য জাতি ইহাঁদের সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মদ্যের বাণিজ্য এককালে উঠাইয়া দিবেন।

৮। কলিকাতার মেডিকেল কলেজের প্রথম এম্ বি পরীক্ষায় মিস্ বাঙ্গিনীয়া মিত্র নাম্নী একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয় মহিলা সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন; এবং কুমারী বিধুমুখী বসু উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা স্ত্রীজাতির গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

৯। নিউইয়র্ক নগরে কতকগুলি দানশীলা রমণী (Spectacle Mission) চস্‌মা বিতরণী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল গরীব লোকের চক্ষুর দৃষ্টি হ্রাস হইয়া আসিতেছে এবং যাহাদের উত্তম চস্‌মা ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই অথচ কার্য্য করিবার জন্য চক্ষুর ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন, উক্ত সভা হইতে সেই সকল ব্যক্তির দর্শনেন্দ্রিয় একজন পারদর্শী চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার দ্বারা বিনাব্যয়ে পরীক্ষা করান হয় এবং তাহাদিগকে

চক্ষুর উপযুক্ত চস্‌মা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। দয়ালু ও বদান্য ব্যক্তিরাই কেবল দরিদ্র জনের সাহায্য করিবার জন্ত নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন।

বামা রচনা।

খোকার হাসি।

১

লইয়া তারকা দলে তারাপতি সুধাকর
নির্ম্মল গগন মাঝে হাসিয়াছে কতবার,
হেরিয়া আপনপতি হেসেছে ক্ষণদাসতী,
হেসেছে রজনীগন্ধা সৌরভ বিতরি কত!
হাসিয়াছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা হৃদয়ের হাসি যত,
ধনীদের রম্য অট্টালিকা সুধা-ধবলিত
মাখিয়া চন্দ্রিকা রাশি হইয়াছে হাস্যান্বিত,
নৈশ বায়ু সঞ্চালিত তরঙ্গাঘাতে কম্পিত
পলাশাঙ্কে দেখিয়াছি কৌমুদরী হাসি রাশি,
তরুণ অরুণ মাখা দেখেছি উষার হাসি।

২

মধ্যাহ্ণ মার্ত্তণ্ডকরে স্থির সরসী উরসে
দেখেছি মোহিনী হাসি হাসিতে সে তামরসে,
তুমি হাস আমি হাসি হাসে কত ফুল রাশি,
এ বিশাল ধরণীর বিশাল উরসোপরি—
নিত্য নিত্য নব হাসে হাসে প্রকৃতি সুন্দরী!
এ সকল হাসি যেন মম প্রাণে কিছু নয়,
এক দিন আকর্ষণ করেনি তাহা হৃদয়।
হেরিতে খোকার হাসি কেন এত ভাল বাসি?
কি যেন কেমন তব প্রাণে সুধা বরিষয়,
মুহূর্ত্তেক তরে ভুলি নিজ দুর্ভাগ্য নিচয়।

৩

মুহূর্ত্তেক তরে ভুলি সংসারের ক্লেশ যত
মুহূর্ত্তেক তরে প্রাণ বিশ্রাম করয়ে কত,
সরলতা পবিত্রতা খোকার হাসিতে গাঁথা,
রজত চন্দ্রিকা রাশি রয়েছে এই ধরাধর,
হৃদয় রঞ্জন করে শিশুর সহাস্যাধর,
সংগ্রহি চাঁদের সুধা ফুলের সৌন্দর্য্য রাশি
নির্ম্মিত করিয়া ধাতা সৃজেছে শিশুর হাসি।
খোকার হাসিতে তাই তুলনাত মিলে নাই,
কি দিব তুলনা আমি, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আর
খোকার এ হাসিটুকু বিশ্বে সৌন্দর্য্যের সার।

৪

হাস হাস খোকা! হাস হাস যাদু আর বার,
জুড়াক ক্ষণেক তরে মম তাপিত অন্তর,
সংসার-আতপ তাপে তব প্রাণ নাহি তাপে,
অভাবের সনে কভু নাহি হও পরিচিত,
নিরাশ তোমারে আজো করে নাই জর্জ্জরিত,
তোমার কোমল প্রাণে আশা আজো পশে নাই,
সংসার-আবর্ত্ত মাঝে স্থির হয়ে আছ তাই।
আত্মীয় বিচ্ছেদ ভয় তব মনে নাহি হয়
অতীতের স্মৃতি তব দহেনা পরাণ মন,
ভাবী যবনিকা তুলে দেখনা দৃশ্য ভীষণ।

৫

সুধাময়ী শান্তি সদা অবস্থিত তব কাছে,
তাইতে হাস্যের ঢেউ তোমার অধরে রাজে,
তাই অস্ফুট রবেতে বর্ষ সুধা অনিবার
শিশু! তুমি জাননাত কি ভীষণ এ সংসার!
তাই এ বিমল হাসি হাসিতেছ সুধাধরে,
হাস হাস খোকা হাস, হাস যাদু প্রাণ ভরে,
এই হাসি অল্প দিন থাকিবে তব অধীন
অবিলম্বে চলে যাবে জন্মে আর পাবেনা,
সুখে দুঃখে দিন যাবে এদিন আর রবেনা।

৬

বাসনা তাড়াবে সদা আশা-মরীচিকা পানে
আবার নিরাশা-মরু ভীষণ বাজিবে প্রাণে,
পাপ সনে পরিচিত হইতে হইবে কত
পুড়িবে হৃদয় তায় অনুতাপ-হুতাশনে,
বিলীন এ হাসি রাশি হইবে ও চন্দ্রাননে।
ভবিষ্যৎ পানে প্রাণ আর যেতে চাবেনা.
তৃষিত পরাণ কভু তৃপ্তি ভোগী হবে না,
বাঁশের ঝাড়ের মত বেড়িবেক আশা কত
একটী পূরণ হলে নবাঙ্কুর উঠিবে,
সরল তরল হাসি এই আশা হরিবে।

৭

নিশার তুষার রাশি গোলাপের অধরে
চুম্বিবার ব্যপদেশে পতিত ধরণী পরে,
সে জলে বিধৌত হয়ে লক্ষ্মীর শ্রী হরে লয়ে
প্রভাত বায়ুর কোলে গোলাপ ঈষৎ দোলে,
গোলাপের সেই শোভা হর তুমি হাসিয়া,
সে হাসি দেখিতে আমি আসি ভাল-বাসিয়া,
হাস হাস যাদুমণি ঈষৎ কম্পিতাধরে,
ভুলে যাই ত্রিভুবন ভুলে যাই মরামরে,
ভুলে যাই পার্থিবতা ভুলি নর-নশ্বরতা
এ পাপ সংসারে ভুলি মুহূর্ত্ত সময় তরে,
সুশীতল শান্তি বায়ু ভুঞ্জি তাপিত অন্তরে।

শ্রী কুমুদিনী—যশোহর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৩ সংখ্যা } শ্রাবণ ১২৯৫—আগষ্ট ১৮৮৮। { ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সম্রাট সম্মিলনী—জর্ম্মণির যুবক সম্রাট উইলিয়ম সেন্টপিটর্স বর্গে গিয়া রুসীয় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে খুব ধুমধাম হইয়াছিল।

সুন্দরী প্রদর্শনী—আমেরিকার সকলি নূতন। সম্প্রতি ফিলাডেলফিয়া নগরে সুন্দরী স্ত্রীলোকের এক প্রদর্শনী হইয়াছিল।

বাল্যবিবাহ নিবারণ—তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে গত ১০ই জুলাই পার্লেমেণ্টের লর্ড সভায় ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। লর্ড ক্রস রাজপুত জাতির বিবাহ সংস্কার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহারা না কি ১৮ বৎসরের কম পুরুষের এবং চৌদ্দ বৎসরের কম স্ত্রীলোকের বিবাহ দিবেন না।

স্বামিভাগ্য—আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট জেনারেল গ্রাণ্টের বিধবা পত্নী স্বামীর রচিত আত্মজীবনচরিত বিক্রয় করিয়া এ পর্য্যন্ত আট লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

স্ত্রীলোকের ফাঁসী—স্ত্রীলোকের ফাঁসীর বিষয় কমই শুনা যায়! সম্প্রতি গুরুদাসপুর জেলায় অন্তঃপাতী ছুবা নামক স্থানে নিজ স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করাতে জনৈক স্ত্রীলোকের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্য কৌশল—এডিসন নামক এক সাহেব এক রকম মোমের পুতুল তৈয়ার করিয়াছেন; এ পুতুল কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে।

দীর্ঘ চুল—স্ত্রীলোকদিগের চুল ২২ হইতে ২৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তর আমেরিকার এক জাতীয় আদিমনিবাসীদিগের চুল পৃথিবীর সকল জাতীয় মনুষ্যদিগের অপেক্ষা লম্বা হইয়া থাকে। উহাদের সর্দ্দার বা রাজার চুল এক গেছি ১০ দশ ফুট লম্বা দৃষ্ট হইয়াছে।

দুর্ঘটনা—(১) ইংরাজের কেপ-কলোনি উপনিবেশে এক লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা হইয়াছে। কেপটাউনের সন্নিকট কিম্বার্লি নামক স্থানে একটী প্রসিদ্ধ হীরক খনি আছে, এখানে অনেক লোক খাটিয়া থাকে। এই খনির নির্গমন পথে কিরূপে আগুণ লাগিয়াছিল। কত লোকের যে মৃত্যু হইয়াছে বলা যায় না। আগুণ লাগিবামাত্র সকলেই খনি হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করায় চাপা চাপিতে বহির্গম পথেই আড়াই শত লোকের প্রাণ বিয়োগ ঘটে। অনেক শ্বেত পুরুষও মারা গিয়াছে। খনি-গর্ভ হইতে পরে ৪৬ জন ইউরোপীয় ও ৪০০ আফ্রিকান কষ্টে বাহির হইতে পারিয়াছে।

(২) সম্প্রতি জাপানে এক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ৪০০ লোক হত ও অনেকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

রক্তবৃষ্টি—সিংহলদ্বীপে কিছুদিন হইল রক্তবৃষ্টি হইয়াছে।

স্ত্রী ডাক্তার—আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ৩০০ টাকা বেতনে লেডী ডফারিণের স্ত্রীহাঁস-পাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ডাক্তারী কাজ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ পান নাই।

জীবন্ত ছিটাগুলির কামান—চাটোডন শ্রেণীর অন্তর্গত এক জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, সিংহল হইতে জাপান পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সাগরে ইহাদিগকে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের নাসিকা চঞ্চুর ন্যায় গঠিত, ইহার অভ্যন্তর দিয়া ইহারা এরূপ বেগে জল বিন্দু নিক্ষেপ করিয়া থাকে, যে তদাঘাতে লক্ষ্য মক্ষিকা একবারে পতিত হয়, ইহারাও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে অনায়াসে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ইহা-দিগের লক্ষ্যও চমৎকার, প্রায় বিফল হয় না। যখন মক্ষিকাগণ যদৃচ্ছা জল সন্নি-ধানে তৃণোপরি উপবিষ্ট থাকে, এই মৎস্য সাবধানে শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের নিকটস্থ হইয়া, গোপনে চঞ্চু প্রসারণ করিয়া জলবিন্দু নিক্ষেপ পূর্ব্বক একে-বারে তাহাদিগকে পাতিত ও কবলিত করে।

কাব্য ও গব্য ব্যবসায়—ইংরাজ কবিকুলতিলক লর্ড টেনিসনের নাম

অনেকেই জ্ঞাত আছেন, তিনি কবিত্ব-বলে রাজপ্রসাদে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী আহিরী কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী। ওয়াইট দ্বীপের সর্ব্বত্রই তাঁহার গব্য সামগ্রী আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। বিবি হালাম টেনিসনের দুগ্ধ, মাখম ও সর বিশুদ্ধ বলিয়াই সর্ব্বত্র বিক্রীত হয়, এবং কবিবর তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হন। তাঁহাবা কাব্য ব্যবসায় অপেক্ষা স্ত্রীর গব্য ব্যবসাযের আয় ন্যূনতর হইবে না।

কুমারী ব্লাঞ্চ উইলিস হাউ-য়ার্ড—একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখিকা, তাঁহার দৈনিক কার্য্যের এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। প্রত্যহ উপন্যাস রচনা, গৃহকার্য্য সম্পাদন, ভাই ভগিনী ও পুত্র কন্যাদিগের অধ্যাপনা, উৎকট উৎকট রোগীদিগের সেবা ও শুশ্রূষা, তাঁহার যে সকল গ্রন্থ জর্ম্মণ, ইতালী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে, তাহার পরিদর্শন, প্রত্যহ স্মরণ শক্তির উন্নতি জন্য নিয়মিত পাঠাভ্যাস এবং টাইপ রাইটরে অতি দ্রুত লিখন শিক্ষা।

নারীজীবনের মহত্ত্ব।

পাঠিকা ভগ্নী, আপনি চিরদিনই হৃদয়ের প্রশস্ততার জন্য প্রসিদ্ধ। স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়ের গুণগুলি চিরদিন নারী জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে—আপনাকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আজ আপনাকে এমন একটি বিবরণ উপহার দিব যাহাতে দেখিতে পাইবেন যে রমণী-জীবন কেবল হৃদয়ে বড় নহে, মানবজীবনের অতি মহৎ ব্যাপার সকল—যাহাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পুরুষোচিত শ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতার প্রয়োজন—যাহাতে বিশিষ্টরূপ মনের বল ও চরিত্রের সাধুতার প্রয়োজন—যাহাতে স্বার্থনাশ ও সুখ লালসা বিসর্জ্জনের প্রয়োজন—যাহাতে মানব জন্ম লাভ করিয়া নিজকে ও জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করার প্রয়োজন, এমন সকল অনুষ্ঠানে রমণী নিযুক্ত। রমণীকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া আমাদের আশা হইতেছে যে এক দিন পুরুষ ও রমণী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংসারের কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়া খাটিতে সমর্থ হইবেন।

সুপ্রবীণ বৃদ্ধের সহিত পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর যে প্রভেদ, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষের সহিত নূতন মহাদ্বীপ আমেরিকারও সেই প্রভেদ। কখন কখন এমন ঘটে যে সুপ্রবীণ ও জ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধকেও শিশুর পরামর্শে চলিতে

হয়—তাই বলিতেছি আমেরিকা শিশু হইলেও আমেরিকার চরণতলে বসিয়া ভারতের অনেক শিখিবার আছে—আজ আমরা তাহারই বিষয় কিছু বলিতেছি। আমরা সংপ্রতি একখানি সেদেশীয় সংবাদ পত্রে ২,৫০,০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রমণীর আত্মবিসর্জ্জন, লোক-সেবা ও স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধীয় এক অতি আশ্চর্য্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম সুখ অনুভব করিয়াছি। পাঠিকা দেখিবেন যে, যে সকল মহিলা আমেরিকার জাতীয় কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্য সত্যই মানব সমাজের পরম বন্ধু—স্বজাতির গৌরব ও মাথার মুকুট। কালে ইহাঁরা সর্ব্বত্র দেবতার ন্যায় ভক্তি ও পূজা পাইবেন।

ইহাদের যত্নে আমেরিকা হইতে মাদক সেবন উঠিয়া যাইবার আয়োজন হইতেছে। যুক্তরাজ্যের সভাপতি ক্লেভ্ল্যাণ্ড যে লেখনী দ্বারা মিতাচার বিষয়ক আইনটি স্বাক্ষর করেন, গভীর সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তিনি সেই লেখনী ঐ সকল মহিলাগণের অগ্রণীর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং বলিয়া পাঠান যে তাঁহাদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে আইন পাস হইয়াছে, তাহা তিনি উক্ত লেখনী দ্বারা স্বাক্ষর করিয়াছেন! যে সময়ে ঐ আইন রাজকীয় কমিটিতে পাস হইয়া সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়, তখন জানা গেল যে একটি মাত্র ভোটের অভাবে আইনটি পাস হইতেছে না। এমন সময়ে সহসা এক রমণীমূর্ত্তি দেখা দিল। এ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যের সে সাধারণ সভাগৃহে কোন মহিলার পদার্পণ হয় নাই! আজ সহসা তথায় এক রমণীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলেই চমকিত। সেই রমণী ধীরে ধীরে তাঁহার স্বামীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, "দেখ, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ভগবানের নামে—আমাদের দেশের নামে—আমার অনুরোধে তোমার মত পরিবর্ত্তন কর।" কি সাহস! স্বদেশের জন্য কি আশ্চর্য্য কল্যাণ কামনা! মুহূর্ত্তকালের জন্য চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কোন শব্দ নাই—সকলে অবাক্ হইয়া সেই রমণী ও তাঁহার স্বামীর দিকে তাকাইয়া আছেন, এমন সময় স্বামী পূর্ণ উৎসাহের সহিত চিৎকার করিয়া বলিলেন "I change my vote from No to Aye." আমি আমার নাকে হাঁ করিলাম। এই কথা বলিতে না বলিতে চারিদিক হইতে সেই রমণীর নামে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল, চারিদিক্ আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল।

জর্জ টমসন নাম্নী এক প্রবীণা মহিলার অধিনায়কত্বে প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে এই রমণীদলের সূত্রপাত হয়। এই অল্পকাল মধ্যে এই মিতাচার প্রচারদলের সভ্যসংখ্যা ২,৫০,০০০ আড়াই

লক্ষ হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল নিউ-ইয়র্কনগরেই ৮,৩৮৩ জন সভ্য। এইরূপ আমেরিকার নানা স্থানে এই সভার সভ্যেরা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। একদিকে যেমন ইহাঁদের উৎসাহ, কার্য্যকুশলতা ও শৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়, অন্য দিকে আমাদের দেশীয় মহিলাগণের অবস্থা চিন্তা করিয়া—তাঁহাদের শিক্ষাভাব ও আলস্য স্মরণ করিয়া প্রাণে গভীর ক্লেশের সঞ্চার হয়। জনহিতকর কার্য্য দূরের কথা—পরোপকার ও সামাজিক কল্যাণ দূরের কথা, তাঁহারা নিজেদের ও নিজ পরিবার ও সন্তানগণের মঙ্গল সাধনেও অনভিজ্ঞ ও অক্ষম বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। কবে যে এ দেশে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার স্থানে সদালাপ—আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া হাই তুলিতে তুলিতে দিন কাটাইবার পরিবর্ত্তে প্রতিবেশীগণের সেবাতে সময় ব্যয় হইবে জানি না। আড়াই লক্ষ স্ত্রীলোক স্বদেশের কল্যাণের জন্য একত্র হইতে পারেন, ইহাত আমাদের দেশে স্বপ্ন বা উপকথা বলিয়া বোধ হইবে। এত লোক বিশেষতঃ এতগুলি স্ত্রীলোক যে একত্র কাজ করিতে পারেন, তাহা কেহ বিশ্বাসই করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমেরিকাতে ইহা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ ঘটনা! আমাদের দেশে পাঁচ জন স্ত্রীলোক বা পুরুষ একত্র হইলেই কলহ ও মতভেদ হইয়া সব শেষ হইয়া যায়, আর আমেরিকার কত স্থানে কত স্ত্রীলোক একত্র হইয়া নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরুষ অপেক্ষা আমেরিকার রমণীগণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত। আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া অভিমানে স্ফীত হই, অহঙ্কারে আমাদের পা পড়ে না, কিন্তু কেবল অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়া কে কবে বড়লোক হইয়াছে? বর্ত্তমান জীবনের প্রবাহ দেখিয়া—তাহার তেজ ও মাধুর্য্য দেখিয়া—তাহার প্রতিজ্ঞা ও আত্মরক্ষার ভাব দেখিয়া লোক জাতীয় জীবনের মূল্য নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই বলিতেছি যে আমাদের জীবনহীন পুরুষ ও স্ত্রীলোক অপেক্ষা ঐ সকল নারীজীবনের মূল্য অনেক অধিক। ইহাদের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক নগর পল্লীতে এক একটী স্থানীয় সভা আছে। সেখানে যে সকল কার্য্য হয়, তাহার বিবরণ বিভাগীয় সভা সমূহে প্রেরিত হয়। সেখানে সমস্ত প্রদেশের কার্য্যবিবরণ একত্রিত হইলে সে সভা তাহা জাতীয় মহাসভায় প্রেরণ করেন। এইরূপে একটী প্রকাণ্ড কার্য্যক্ষেত্রের সমস্ত কার্য্য নিঃশব্দে সুচারুরূপে, সুসম্পন্ন হইতেছে—কলহ নাই, বিবাদ নাই, কেমন সুন্দর! আমরা এ দেশের পুরুষেরা দশ জন একত্র হইলে বিরোধ ভিন্ন কথা নাই আর

সে দেশের মেয়েরা একত্র হইয়া কি আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছেন! বলিতে ও বুঝাইতে সক্ষমা স্ত্রীলোকগণকে পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা যেখানে যান, সেই খানেই স্ত্রীলোকেরা উৎসাহের সহিত এই মিতাচারদলভুক্ত হইয়া সকল প্রকার মাদক সেবন হইতে কেবল আপনারা বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করেন তাহা নহে, নিজেদের স্বামী ও পুত্রগণকেও সকল প্রকার মাদক সেবন হইতে বিরত করিতে প্রয়াস পান এবং অনেক স্থলে তাহার সুফলও ফলিতেছে। এইরূপে আমেরিকার যুক্তরাজ্য নারীজীবনের এক মহৎ অদ্ভুত পবিত্র শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইটি ভাবিলে, মনে হয় কে যেন চুপে চুপে প্রাণের ভিতর হইতে বলিয়া দিতেছে ঐ যে পৃথিবীর এক প্রান্তে পুরুষ ও রমণী মিলিত হইয়া সমাজকে পবিত্রতর করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কালে ঐ সম্মিলিত শক্তি সমগ্র পৃথিবীর মলিনতাকে পরাজয় করিবে—পাপের দুর্জ্জয় দুর্গে পবিত্রতার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবে। আজ পাপের প্রবল পরাক্রম সংসারের সমস্ত পবিত্রতাকে গ্রাস করিবার আয়োজন করিয়াছে—আশা হয় ঈশ্বরের সেনাদল তাঁহারই সেনাপতিত্বে সমগ্র জনসমাজকে জয় করিবে। ইহারা এত লোক একত্র হইয়া এত কাজ এমন সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে কুত্রাপি কোন রমণীদল ইহাদের সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে সমস্ত কার্য্য চল্লিশটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভাগ আবার ছয়টি প্রধান বিভাগের অন্তর্ভূত এবং ছয় জন কর্ম্মিষ্ঠ মহিলার উপর সেই ছয়টি বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। ১ম, সমিতির আয়তন বৃদ্ধি, ২য়, দুর্নীতি নিবারণ, ৩য় সুশিক্ষা বিস্তার, ৪র্থ, প্রচার, ৫ম,সামাজিক আন্দোলন ও ৬ষ্ঠ,রাজনৈতিক আন্দোলন। যে সকল মহিলা এই সকল বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহারা সে দেশের মাননীয় ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী। এদেশে যে বয়সে মেয়েরা সন্তানদির জননী হইয়া পরে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হন, সে দেশে সেই বয়সে মেয়েরা উৎসাহের সহিত লোকসেবাতে নিযুক্ত থাকেন. আমাদের মন্দ ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হইবে—কবে আমরা দেখিব যে আমাদের জননী, ভগ্নী ও সহধর্ম্মিণী সংসারের সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় নিজ পল্লীর ও স্বদেশের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করিবেন! ভারত মহিলার সাহায্য ভিন্ন ভারত সন্তান কখন উন্নতির পথে—জাতীয় জীবনের পথে—সত্য ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। আজ যে আলস্তের মেঘে ভারতের মুখ অন্ধকার—

আজ যে অজ্ঞতার জালে ভারত সন্তান জড়িত, কে উৎসাহের উত্তাপে সে মেঘ দূর করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে? কে সে অজ্ঞতার জাল ছিন্ন করিয়া ইহাদিগকে মুক্ত করিবে? ভারত রমণী। ভারত রমণীর কোমল প্রাণ না গলিলে এদেশের কল্যাণ নাই। তাই বলি, পাঠিকা! আপনি ভগ্নী হউন আর জননী হউন, আপনাকে করযোড়ে সবিনয়ে অনুরোধ করি একবার নিজেদের অবস্থার সহিত পাশ্চাত্য মহিলাগণের অবস্থার তুলনা করুন।

বৈদিক কালে নারীগণের অবস্থা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বেদের সময় সহমরণ বিধি অপ্রচলিত ছিল। যে মন্ত্রটি সহমরণের পোষক মত বলিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিসংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত ব্যাপারের অনুকূল নহে, কিন্তু প্রতিকূল। গতবারে প্রবন্ধের শেষে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সহমরণনিষেধক বচন। "অগ্রে" শব্দের পরিবর্ত্তে "অগ্নেঃ" মনে করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সতীদাহ বেদের অনুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাহা ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ সূক্তের ৭ সপ্তম ঋকের অনুবাদ। ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রেও বিধবা বিবাহের নির্দ্দেশ দেখ,—

"হে নারী! তুমি নির্জীবের সমীপে শয়ন করিয়া আছ, তাহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীব-লোকে (জীবিত লোকের নিকট) আগমন কর। এস, পাণিগ্রাহী ও গর্ভাধানকারী পতি হইতে তোমার জননীত্ব সম্ভূত হইয়াছে (অর্থাৎ তুমি সম্যক প্রকারে তোমার পুনঃপাণিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও)।"

এখন জানা গেল, বেদের ঋষিগণ, মৃত ব্যক্তির শোকাকুল ভার্য্যাকে স্বপতির অনুগমন-বিধি প্রদান না করিয়া, পুনরায় গৃহে আসিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, দ্বিতীয় বার স্বামিগ্রহণ করিতে বলিতেছেন। যে যে বেদমন্ত্র সহমরণের পোষক বলা হইয়াছিল, তাহা বিপরীত মত প্রচার করিতেছে, ইহা অল্প কৌতুকের বিষয় নয়।

স্বামীর মরণের পর তদীয় পত্নী, স্বীয় মৃত পতির নিকট শয়ন করিতেন, বেদের সময় এই নিয়ম ছিল। তৎপরে পুরোহিত, বিধবা রমণীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে বাম হস্তে ধরিয়া উল্লিখিত কথা গুলি বলিতেন। অনুবাদিত অংশে যাহা প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা বিধবা-

বিবাহ, বেদ-বিহিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় কেবল ঐ মন্ত্র দৃষ্ট হয়, এমন নহে; কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৬ প্র, ১ অনু, ১৪ মন্ত্রে) ও অথর্ব্ববেদে উহা সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে।

অসবর্ণ বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বা শূদ্রের পরস্পর উদ্বাহ-প্রথা বেদের সময়ে প্রচলিত ছিল। অথর্ব্ব বেদে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে(৫।১৭।৮)।

অতি প্রাচীন কালে কত বয়সে বরকন্যার পরিণয় হইত, তাহার যথাযথ বিবরণ বেদে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের যে অধিক বয়ঃক্রম-কালে বিবাহ হইত, দুই এক স্থলে তাহার প্রমাণ আছে। দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবান্ ঋষি,ঋগ্বেদসংহিতার ১১৭ সূক্তের ৭ঋকে অশ্বিদ্বয়ের যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহার একাংশে লিখিত হইয়াছে,—"ঘোষা জরাগ্রস্ত হইতেছিল, আপনারা তাঁহাকে স্বামী প্রদান করিয়াছিলেন।"

ইহা অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার একটী প্রমাণ। কেহ কেহ বলেন, ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এ কারণে তাঁহার অধিক বয়সে পরিণয় হয়। এই বিষয়েও কিছু বক্তব্য আছে। ঘোষা যে কুষ্ঠরোগ মুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারও বর্ণনা আছে। পীড়া জন্য প্রথমে কিছু বিলম্ব হইলেও, প্রাচীন অবস্থায় বিবাহ কেবল ঐ কারণেই হয় নাই। শুষ্ক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা ইহাতে মতামত দিতেছি না। রোমশা নাম্নী কামিনীর বৃত্তান্ত এ বিষয়ের ভিন্নরূপে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

স্মৃতি শাস্ত্রে যে আট প্রকার বিবাহ আছে, তন্মধ্যে আসুর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ-প্রণালী পুরাকালে বর্ত্তমান ছিল। বেদে ইহার নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহে স্ত্রীগণ পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। স্মৃতি ও পুরাণ,বেদের মতানুসরণ পূর্ব্বক এ বিষয়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যম-যমী-সংবাদ-পাঠে এই ব্যাপার সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বয়ংবর প্রথাও তাদৃশ প্রাচীন কালে সমাজে চলিত। ঋগ্বেদসংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১২ দ্বাদশ ঋকে ইহা অবগত হওয়া যায়। স্বয়ংবর ও গান্ধর্ব্ব পরিণয় দুই স্বতন্ত্র বিষয়, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহে বর-কন্যা পরস্পর সম্মত হইয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বয়ংবর-বিবাহ ওরূপ নয়। ইহাতে কন্যা ভর্ত্তৃনির্ব্বাচন করিবার অধিকারিণী। এই দুই প্রথা যে কালে বর্ত্তমান ছিল, তাহা এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে।

নারীগণের প্রতি বেদে কেমন সম্মান ও সমাদর প্রদর্শিত হইয়াছে, সংক্ষেপে দুই প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইল। দাসীদের প্রতি ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলে বেদের বিধান এ সম্বন্ধে কিরূপ উন্নত ভাবের ছিল, জানিতে পারা

যাইবে মনে করিয়া, ভবিষয় বর্ণিত হইতেছে।

কবষ, দাসীর তনয় হইলেও, ঋক্‌-বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত কতিপয় মন্ত্র প্রণয়ন করেন। যদিও প্রথম প্রথম কোন কোন ঋষি তাঁহার সহিত ভোজন করিতে অস্বীকৃত হন, কিন্তু পরিশেষে আর সে ভাব ছিল না। ঋক্ রচনা করিয়া তিনি স্বয়ং একজন ঋ'ষ হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার মাতারই শ্লাঘার বিষয়। আদিরাজ মহিষীর দাসীর গর্ভে ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে কাক্ষীবানের জন্ম হয়। তিনিও ঋক্‌-বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের সঙ্কলনকর্ত্তা। এই সকল দেখিয়া বলিতে হয়, বর্ণ বিচার করিয়া প্রাধান্ত অপ্রাধান্ত নির্দ্ধারণ করা অপেক্ষা তখন জ্ঞানের মহিমা অধিক ছিল। হুতাশন যতই ভস্মাচ্ছাদিত থাকুক্ না কেন, তাহাকে চির-প্রচ্ছন্ন রাখা একান্ত অসম্ভব।

ফুল।

বৃক্ষোপরি প্রস্ফুটিত হইয়া আহা কি শোভাই ধারণ করিয়াছ! তোমার রূপের ছটায় ভুবন আলোকিত, তোমার সুগন্ধে জগৎ মোহিত। তুমি অলঙ্কার-প্রিয় যুবতী ললনাকুলের কবরী-ভূষণ। তুমি প্রকৃতি-কুমারী সরলা পার্ব্বত্য অঙ্গনাগণের অলঙ্করণ, তুমি ইউরোপীয় যুবকবৃন্দের বক্ষের মণি, তুমি ভাবুকের নয়নানন্দকর অমূল্য ধন। তুমি মহারাজ চক্রবর্ত্তীর শয্যা শোভিত করিয়া রহিয়াছ, তুমি দরিদ্রের কুটীরেও পূজিত হইতেছ। কবি কল্পনার তুলি হস্তে করিয়া নিবিষ্টচিত্তে তোমার রূপ নিরীক্ষণ করিতেছে, ধার্ম্মিক জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে তোমার শোভা বিলোকন করিয়া মুগ্ধ হইতেছে। পথিক ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার ইন্দ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া স্থিরচিত্তে তোমার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাস্তবিক তুমি জগতের সর্ব্বলোক-পূজিত। জ্ঞানী মূর্খ, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সমস্বরে তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছে। এত সমাদৃত, এত পূজিত, এত প্রশংসিত হইয়াও হে পুষ্প তুমি নিরহঙ্কৃত, রূপে গুণে অনুপম হইয়াও মাৎসর্য্য-বিরহিত, প্রশংসা এবং স্তুতি বাক্যে অবিচলিত থাকিয়া কেবল নিস্তব্ধ-ভাবে বিশ্বপতির মহিমা এবং গুণ গৌরব কীর্ত্তন করিতেছ। আমি মানব—সামান্ত প্রশংসাবাদেই আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান হয়, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া জগৎকে তুচ্ছ করি। পুষ্প! তোমার মত সর্ব্বজন-সমা-

দৃত হইলে না জানি আমার কি হইত! আমি চাহি না প্রশংসা, আমি চাহি না অভিমান। হে ফুল, আমি তোমার মত হইতে চাই। আমি ফুটিব, আমি সুগন্ধ বিস্তার করিব, বিধাতার বিধান এই; কিন্তু আমি গর্ব্বিত হইব না, প্রশংসার আপাতমধুর বীণাধ্বনিতে আমি কর্ণপাত করিব না, অবিচলিত হইয়া তোমার মত বিশ্বপতির মহিমা কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিব। তুমি যেমন ফুলটী গাছে ফুটিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছ, আমি সেইরূপ মানব সমাজে জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা সাধনে জীবনের ব্রত সম্পাদন করিব। ওহে ফুল! তোমার আমার অহঙ্কার করিবার কি আছে? দেখ, আমাদের উভয়ের কর্ত্তা যিনি, তিনি রূপে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও নিরহঙ্কারী। তিনি নিজ মহিমাতে নিজে প্রকাশিত হইয়াও গৌরবে গর্ব্বিত হইতেছেন না। অহঙ্কারী মানবের মত দুন্দুভি-ধ্বনিতে জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া নিজ গৌরব গাথা প্রচার করিতেছেন না। ফুল, তিনি তোমারও আদর্শ, তিনি আমারও আদর্শ, তিনি প্রত্যেক নর নারীর আদর্শ। যদি জগতের নর নারী একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে অমনি অহঙ্কার লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া, সত্রস্তে মানব হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। রূপে গুণে নিরুপম যিনি, তাঁহার তুলনায় মানবের রূপ গুণ ত ছার। মানব মানবের সহিত আপনাকে তুলনা করে, তাই অহঙ্কার অলক্ষিতভাবে মানবের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হয়। তাই ফুল আমি সাবধান হইব, আদর্শ দ্বারাই নিজের রূপ গুণ পরিমাণ করিব। কদাচ মতিভ্রান্ত হইয়া অপরের রূপ গুণের সহিত আত্মতুলনা করিব না। যদি কখনও এইরূপ ভ্রমে পতিত হই, ফুল তখন তুমি আমাকে সতর্ক করিয়া দিও। দেখিও, আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলিলেও তুমি তোমার কর্ত্তব্য ভুলিও না।

সন্তোষ ক্ষেত্র।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দু আর্য্যদিগের কীর্ত্তি কলাপে অবশ্য আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন, এবং অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণের প্রতি বিনম্রভাবে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখাইবেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তি কেবল যুদ্ধ বিগ্রহেই শেষ হয় নাই। বীরত্ব বৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় ও দানশীলতা প্রভৃতিতে আর্য্যগণ আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর নিকটে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রতাপ সিংহ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্ম-

নিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে এবং শিলাদিত্য প্রভৃতির দানশীলতায় অপূর্ব্ব মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। আজ ভারতের ঐ দানশীলতার কয়েকটি কথা এস্থলে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কাণ্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইত। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি ঐ মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে ঐ ভূমি "সন্তোষ ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসব প্রাচীন ভারতের একটি প্রধান ঘটনা। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফীট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইত। এক একটি ভোজন গৃহে একবারে প্রায় হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয় বন্ধুশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দান গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ্যের অধিপতি ধ্রুবপতি ও আসামরাজ ভাস্কর বর্ম্মা ঐ করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ঐ করদ ভূপতির ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষ ক্ষেত্রের চারিদিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতির সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধি-পরিচায়ক ছিল। বিতরণ সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষ ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে এই আশঙ্কায় উহার চারিদিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। ঐ ক্ষেত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের ঠিক পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্য ভাগে সৈন্য স্থাপন করিতেন। আর ভাস্কর বর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈন্য দল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দু ধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদর সহকারে

আহ্বান করিতেন এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেবমূর্ত্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু এবং তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরিত হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন ব্যাপিয়া হিন্দু দেবতা-পূজকেরা এবং দশ দিন ব্যাপিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীর-শোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই বহুমূল্য আভরণ রাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য যোড় হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তি রক্ষায় সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট সুখ সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্য, আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্যরক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে পবিত্রস্বভাব চীন দেশীয় শ্রমণ হিউএন্থ্‌সঙ্গ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনন্ত সুখের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা ধর্ম্ম সঞ্চয় মানসে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইহাদিগকে সকল সময়ে ঐ উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল।

ঐ উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্ত ইহারা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এ দিকে সাধারণেও ঐ অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন. অধিকন্তু যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া শেষ রাজ-সিংহাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব দেখিয়া আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্য কীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভারতবর্ষ যবনের পর ইংরেজের পদানত না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতা স্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গড়াইয়া না পড়িত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষে ঐ প্রাচীন আর্য্য কীর্ত্তির অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যাইত। আজও ঐ অপূর্ব্ব দানশীলতার অপার মহিমায় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে দুলিতে থাকিত। ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য চিরদিনের জন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ কয়জন ভারতবাসী ইহার জন্ত নীরবে, নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন? কয়জনের হৃদয় পূর্ব্ব-স্মৃতির তীব্র দংশনে কাতর হয়? কে ইহার উত্তর দিবে?

ভিক্টোরিয়া কলেজ।*

ভিক্টোরিয়া কলেজ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার বহুকাল স্থাপিত স্ত্রীবিদ্যালয় পরিবর্ত্তিত হইয়াই এই আকারে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য ঐ স্ত্রীবিদ্যালয়ে এ দেশে বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বীজ রোপণ বা সূত্রপাত হয়। উহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষা সম্বন্ধে উচ্চ পদ পাইয়া তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের পরিচয় দিয়াছেন ও বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন।

* পরিচারিকা হইতে উদ্ধৃত।

তাহার জন্ম অবশ্যই তাঁহারা এ বিদ্যালয়ের এবং উহার সংস্থাপকের প্রতি কৃতজ্ঞ আছেন। যখন শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের দ্বারা এ দেশে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা পুরুষদের অনুরূপ হইয়া স্থাপিত হইল, তাহার কিছু পরে ভিক্টোরিয়া কলেজের জন্ম হয়, স্ত্রীলোকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, অথচ ঠিক যে প্রণালীতে পুরুষেরা শিক্ষিত হন সে প্রণালীর শিক্ষা না করেন, সংস্থাপক এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হইবার আশু ফল দেখা গেল। কলেজ স্থাপনের এক বৎসরের মধ্যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীগণ উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন, পুরস্কার লাভ করিলেন।

এই গুলি শিক্ষার বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিল্প, চিত্রবিদ্যা, বাদ্য, রন্ধন রীতি, আর্য্যজাতির পুরা বিবরণ, সৃষ্টিতে ঈশ্বরের জ্ঞানকৌশল দর্শন, ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে কলেজের প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যক্তিগণ পঙ্ক্তিস্থে বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষা দিতেন। ফাদার লাফোঁ, প্রফেসার টম্‌সন সাহেব, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি, উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ইঁহারা দুই বৎসর কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কলেজে সিনিয়ার জুনিয়ার দুই শ্রেণী। একটী বালিকাবিদ্যালয়ও ইহার সহিত সংযুক্ত। তাহার কার্য্য প্রত্যহ হয়, তাহাতে ছাত্রীগণ শিক্ষিত হইয়া কালে কলেজ শ্রেণীর উপযুক্ত হইতে পারিবেন। সিনিয়ার ক্লাশের ছাত্রীগণ ইংরাজীতে সেক্সপিয়ার ও বাইবেল গ্রন্থ পর্য্যন্ত, এবং জুনিয়র ক্লাশে ইমিটেসন অব ক্রাইষ্ট অবধি পরীক্ষা দিয়াছিলেন সুবিদ্বান গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইত্যাদি, ব্যক্তিগণ পরীক্ষক হইয়াছিলেন। পরীক্ষায় সুফল হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় সংস্থাপক মহাত্মার পরলোকগমনের পর বিদ্যালয় সুশৃঙ্খলায় চলিতেছিল না। গত দুই বৎসর হইতে কুচবিহারের মহারাণী ইহার ভার গ্রহণ করিয়া বিধিমতে ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্ন করিয়াছেন, এবং অনেকটা কৃতকার্য্য হইতেছেন। এখন বালিকাবিদ্যালয়ে এক শতের অধিক ছাত্রী। বর্ত্তমানকালে বালিকাবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা জুনিয়র পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন। বড় লাট এবং ছোট লাট বাহাদুরের পত্নী এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছেন। ছাত্রীগণ সময়ে সময়ে রন্ধন কার্য্যেও শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে স্কুল বন্ধ ছিল, এখন হইতে প্রতি শনিবারে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হইবে এইরূপ স্থির হই-

য়াছে। পরীক্ষার্থিনীগণ বক্তৃতার সার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন, এবং পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইবেন। কেবল যে এখানকার ছাত্রীগণ পরীক্ষা দিবেন, তাহা নহে, ইচ্ছা করিলে বিদেশস্থ মহিলাগণও পরীক্ষা দিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আবার স্বতন্ত্র পরীক্ষা এবং তদুপযুক্ত পারিতোষিক নির্দ্ধার্য্য হইবে। রন্ধন চিত্র এবং রচনা এই তিন বিষয়েও পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষা হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রীগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন। ইতিপূর্ব্বে যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে বিদেশ হইতে কয়েকটী নারী পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এবারেও যাঁহারা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে আবেদন করিবার নিয়ম আছে। আগামী বৎসরের জন্ত নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের বক্তৃতা দিবার কথা আছে :—

ফাদার লার্ফো, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, প্রফেসর টমসন সাহেব, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত, ডাং লেডি সুপিরিয়রেস্।

একজন লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অর্থাৎ স্কুলের তত্ত্বাবধারিকা নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি কলেজ গৃহে বাস করিবেন এবং সমুদয় তত্ত্বাবধান করিবেন। বালিকা স্কুলের ইংরাজি শিক্ষার এবং গীত, বাদ্য শিক্ষার ভার লইবেন। তদ্ভিন্ন শিক্ষাকার্য্য স্কুলের ভদ্র মহিলাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহারা প্রায় সকলে স্ত্রীবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী, এইটীই প্রশংসার বিষয়। স্কুলের একটী কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি বা সভা স্থাপিত হইয়াছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত বিদ্যালয় পুনর্জ্জীবিত করিয়া এবং তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া এবং উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য করিয়া কুচবিহারের মহারাজ ও মহারাণী এ দেশের সকলের ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অনেক ব্যয়সাপেক্ষ, তাহার ভারও মহারাণী অকাতরে বহন করিতেছেন। ঈশ্বরপ্রসাদে এই প্রশংসনীয় কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হউন এবং তাঁহার সাধু মহাত্মা পিতার মনোরথ পূর্ণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। আমাদের অনুরোধ দেশ বিদেশস্থ সকলে এই বিদ্যালয়ের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

ভাষার উৎপত্তি।

বৃক্ষ-পত্র কে না দেখিয়াছে? কিন্তু এই সামান্ত পদার্থে যে অতীব আশ্চর্য্য সৃষ্টি-কৌশল আছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। অনুক্ষণ দর্শনে ও সুপরিচয়ে বস্তুর বৈচিত্র্য থাকে না।

তদ্রূপ, আজ আমরা যে ভাষা লইয়া এত নাড়া চাড়া করিতেছি, যে ভাষা লইয়া সভা সমিতি করিতেছি, ঈশ্বরের সকাশে কাতরপ্রাণে বিগলিত নয়নে সকলে সমবেত হইয়া হৃদয় খুলিয়া প্রার্থনা করিতেছি; যে ভাষা লইয়া বক্তৃতা করিতেছি, ক্রীড়া কৌতুক করিতেছি, অপরকে সুখী করিতেছি, নিজে সুখী হইতেছি, সে ভাষা কম বিস্ময়জনক পদার্থ নহে। অহর্নিশ প্রতিক্ষণ ব্যবহারে বৃক্ষ-পত্র বা মানব বিনির্ম্মিত পদার্থের ন্যায় আমরা ইহার মুগ্ধকারিতা অনুভব করি না। তাই বলিয়া কি ইহার মুগ্ধকারিতা একবারে নষ্ট হইয়াছে? কখনই নয়। ভাবুক একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে সকলই পাইবেন— ইহার বৈচিত্র্যে পুনরায় বিমুগ্ধ হইবেন। ভাষার মূলে ঈশ্বরের হস্ত থাকিলেও, আমরা কখনও এরূপ অনুমান করিতে পারি না যে, ইহা একবারে পূর্ণাবস্থায় মানবকে প্রদত্ত হইয়াছে। যদ্যপি আমরা এমন সময়ের বিষয় কল্পনা করিতে পারি, যখন কোন কথা জানা ছিল না, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে যে, আদৌ মনুষ্য যাহা অনুভব করিত, তাহা হৃদয়-ভাবোচ্ছ্বাস-প্রকাশক কোন প্রকার চীৎকার ধ্বনি দ্বারা ব্যক্ত হইত। এই ধ্বনির সহিত অঙ্গভঙ্গি ও অঙ্গচালনা করিতে হইত। এই সমস্ত সঙ্কেত প্রকৃতিই মনুষ্যজাতিকে শিখায় ও সকলে তাহা বুঝে। কেহ কাহাকে কোন বিপদ-সঙ্কুল স্থানে যাইতে দেখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার চেষ্টায় ভয়-জ্ঞাপক অঙ্গভঙ্গি ও ধ্বনি করিয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরের ভাষায় অজ্ঞ এরূপ দুই ব্যক্তি কোন জনশূন্য স্থানে স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে চাহিলে ঠিক্ এইরূপ করিয়া থাকে। এই হেতু বিস্ময়সূচক শব্দগুলি ভাষার উপক্রমণিকা। যখন জ্ঞাপন-বিস্তৃতি আবশ্যক হইল ও পদার্থের নাম নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল, তখন শব্দ দ্বারা বস্তুর প্রকৃতি অনুকরণ করা ভাব ব্যক্ত করিবার সদুপায় বলিয়া বিবেচিত হইল। যেমন চিত্রকর তৃণ চিত্র করিতে হরিদ্বর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভাষার শৈশবাবস্থায় তীব্র ভাব প্রকাশের জন্য তীব্র শব্দ ব্যবহৃত হইল। এস্থলে ইংরাজীর দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। Stতে স্থায়িত্ব, Flএ স্রোতঃ বহার ভাব, Blএ প্রশান্ত অধোগমন, Rএ দ্রুতগতি, Lএ শূন্য গর্ভতা বা গর্ত্ত বুঝায়। তখনকার বাক্যাবলীর ক্ষুদ্র ভাণ্ডার শীঘ্র নিঃশেষ হইত, এই জন্য বিস্ময় প্রকাশ ও ব্যগ্রতাপূর্ণ অঙ্গ ভঙ্গির প্রয়োজন হইল। অসভ্য লোকগণ ভাষার ক্ষুদ্র ভাণ্ডার হইতে ইচ্ছামত আপনাদিগের অভাব দূর করিতে পারিত না বলিয়া স্বর হ্রাস বৃদ্ধি ও স্বর হ্রাস বৃদ্ধির সহিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে যত্ন পাইত। বর্ত্তমান সময়েও লোকে যে ভাষা উত্তম রূপে জানে না,

তাহাতে কথা কহিতে হইলে উল্লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া থাকে। ভাষা যত দিন শব্দ-চিত্রিত চিত্র-পট-নিভ রহিল, ততদিন লঘু ও গুরু উচ্চারণে কোমল ভাবে ও তেজে শব্দগুলি উচ্চারিত হইত। এই কারণে প্রাচীন ভাষা সকল ক্রন্দন বা সংগীত ধ্বনি পূর্ণ ও শব্দ তারতম্য অঙ্গভঙ্গি-ব্যঞ্জক।

অনেকে মনে করেন যে, ভাষার উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে সংসাধিত হইলে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। প্রত্যুত ভাষার প্রথমাবস্থায় অলঙ্কারের সৃষ্টি। কারণ প্রত্যেক বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ নামের অভাবে লোকে প্রথমে একটি নাম অনেককে দিতে বাধ্য হয়, বাধ্য হইয়া রূপক তুলনা ও সম্বন্ধ বিচার দ্বারা সেগুলি প্রকাশ করে। অন্য কোন ভাবাত্মক শব্দ প্রকাশিত হইবার অনেক পূর্ব্বে, ইন্দ্রিয়গোচর জড়পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান প্রাচীনেরা লাভ করিলেন। প্রাচীন ভাষাগুলি ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ-জ্ঞাপক শব্দাবলিতে সংগঠিত বলিয়াই আলঙ্কারিক। যে ভাষা সকলে ইচ্ছা অনিচ্ছা, শোক দুঃখাদি মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায়ান্তর নাই। অতীন্দ্রিয় ভাবের সহিত ইন্দ্রিয়গোচর যে সকল পদার্থের অধিক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, সেসমস্ত হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা হইল। এইরূপে অতীন্দ্রিয় মানসিক ভাবগুলি অন্যের সমক্ষে ধরিতে পারা গেল। শুধু আবশ্যক হইল এমত নহে, সমাজের তরুণাবস্থায় মনুষ্যজাতি বিস্ময়াদি মনোবেগের আয়ত্তাধীন ছিলেন। তাঁহারা বিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর পরস্পর হইতে দূরে বাস করিতেন, বস্তুর গূঢ় তত্ত্ববিষয়ে অপরিচিত ছিলেন, প্রতি দিন নূতন অদ্ভুত বিষয় অবলোকন করিতেন। সুতরাং তাঁহারা অত্যুক্তির দিকে বেশি আকৃষ্ট হইতেন। এই হেতু অধিকাংশ প্রাচীন ভাষার রচনাপ্রণালী অলঙ্কারপূর্ণ। এই নিমিত্ত বাইবেলের ওল্ড টেষ্ট্যামেণ্টের ভাষা আলঙ্কারিক। তদনন্তর ভাষা যেমন উন্নতির সোপানে উত্তরোত্তর আরোহণ করিতে লাগিল, সালঙ্কার রচনা পদ্ধতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। যখন প্রাচীনেরা প্রত্যেক বস্তুর সুন্দর ও উপযুক্ত নাম পাইলেন, প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিবার রীতি অর্থাৎ বাগাড়ম্বর তিরোহিত হইল। রচনাপ্রণালী অবধারিত হওয়াতে ভাষা সরল হইয়া উঠিল,—কল্পনার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইল। পরস্পর পরস্পরকে জানিবার উপায় অধিকতর বিস্তৃত হওয়াতে অর্থ প্রকাশ করিতে বিশদ রচনা এখন মুখ্য উদ্দেশ্য হইল—কবির স্থান দার্শনিক অধিকার করিলেন। ভাষার উন্নতি ও মানবের বয়সের উন্নতি উভয়েই সমান! যুবাতে কল্পনা বলবতী, প্রৌঢ়ে বিবেক।

এক্ষণে লেখার বিষয় কিছু বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা বাক্শক্তির উন্নতাবস্থা মাত্র। অতএব

ষট্ সহোদরা।

তারা ছয়টী ভগিনী;
ছয়টী ভগিনী নহে, ছয়টী নাগিনী।
বিষ দন্তে দংশে যারে,
সে তীব্র গরল ধারে,
জর জর কত তার করে যে পরাণী—,
হা ধিক্! রাক্ষসী এরা নিরেট পাষাণী।
কলির নন্দিনী তারা,
কুগ্রহ রাহুর দারা,
অলক্ষীর প্রিয় সখী, পাপ প্রসবিনী।
শনির প্রধানা চেড়ী,
কৃতান্তের লৌহ বেড়ী,
অশুচির প্রতিকৃতি, চণ্ডাল রূপিণী।
আকাশের ধূমকেতু,
অযুত দুর্জাত হেতু,
নরকের কুম্ভীরূপা, কুহকী, ডাকিনী,
ভৈরবী, পিশাচী, দানা, যোগিনী শাকিনী,
—ছয়টী ভগিনী।

প্রথমা শ্রীমতী মনোজা সুন্দরী;
প্রেম সরে তর তর তরল লহরী।
ভ্রূযুগে কাঞ্চন রেখা,
অধরে হাসির লেখা,
বিলোল নয়ন দুটী চপল সফরী।
বেণী বদ্ধ কেশ তার,
কণ্ঠে দোলে ফুল হার,
সুরভি চর্চ্চিত তনু মনোমুগ্ধকরী।
পরিধেয় রক্তবাস,
মুখে মৃদু রসাভাস,
মূর্ত্তিমতী যেন মর্ত্যে স্বর্গ বিদ্যাধরী।

কিন্তু এ সুষমা রাশি,
মৃদুভাষ, মৃদু হাসি,
সব প্রবঞ্চনা; বামা দুষ্টা জাদুকরী।
কপট প্রণয় নীরে মগ্ন দেহ তরী;
আশু ভোগে লিপ্ত সদা ভবিষ্য পাসরি।
কলঙ্কের ধ্বজোপমা,
নিরয় সোপান সমা,
দুষ্কৃতির প্রতিকৃতি, বিষের বল্লরী;
দেবী রূপে কাল বিষধরী।

কোপনা সুন্দরী নামে দ্বিতীয়া ভগিনী;
অনল স্ফুলিঙ্গ বামা চামুণ্ডা রূপিণী।
রক্ত জবা অক্ষি দুটী,
নিয়ত ঘূর্ণিছে ছুটি,
ভ্রূকুটি-কুটিল আস্য, ভৈরব নাদিনী।
কড়মড় দন্ত পাঁতি,
আস্ফালন দিবা রাতি,
সংহার মূরতি ভীমা, শমনসঙ্গিনী।
রোষ দৃষ্টি করে যারে,
সুতীক্ষ্ণ নখর ধারে,
বিদারি উরস, রক্ত পিয়ে সে বাঘিনী।
নাহি ক্ষমা, ক্ষান্তি, মায়া,
প্রলয়ের প্রতিচ্ছায়া,
রৌদ্ররূপা, উগ্রচণ্ডা, ঘোর চণ্ডালিনী,
ত্রিলোকের ভীতি সঞ্চারিণী।

তৃতীয়া শ্রীলোলুপা কুমারী;
উদরসর্ব্বস্বা ধনী—সদাই ভিখারী।
ক্ষুধিত কুকুরী নিত্য,

লক লক লোল জিভা,
যা পায় গ্রাসিছে; ধিক্ অধম সে নারী।
ভূগর্ভে বারিধি জলে,
মণিমুক্তা যত ফলে,
লভিলেও তৃপ্তি কভু নাহি হয় তারি।
পরার্থ শোষণে প্রীতি,
পর নিষ্পীড়ন নিতি,
হত্যা,চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি কিছুনা বিচারি;
হা ধিক্ নীচতা তার যাই বলি হারি!

মূর্চ্ছনা সুন্দরী পুনঃ চতুর্থের নাম;
অবিদ্যার অন্ধকূপ, মত্ততার ধাম।
চিত্তহারা, তত্ত্বহারা,
ঘোর পাগলিনী পারা,
হাসি কান্না, কান্না হাসি, নৃত্য অবিরাম।
না বুঝে অশুচি শুচি,
সুধা বিষে সম রুচি,
নাহি বোধ আত্মপর, দক্ষিণ কি বাম;
নাহি সুখ, শম, শান্তি, জীবনে আরাম।

দম্ভলা কুমারী নামে পঞ্চম সোদরা;
তৃণতুল্য জ্ঞান তার সসাগরা ধরা।
আপনারে ভাবে ধনী,
রমণীর শিরোমণি,
রূপে গুণে স্বর্গীয় অপ্সরা;
শীলে, বংশে যেন আর,
সমকক্ষ নাহি তার,
সম্মান সম্পদে যেন ইন্দ্রাণী সোদরা।
তেঁই সদা উচ্চশির,
শৃঙ্গ যথা শিখরীর;
না জানে নম্রতা বামা, সদা গর্ব্বপরা।

কটাক্ষ চপল অতি,
সদর্প চঞ্চল গতি,
পাদ ক্ষেপে ক্লিষ্টা তার দেবী বসুন্ধরা।

অসূয়া কুমারী নামে কনিষ্ঠ সবার;
ভূতলে নরককুণ্ড সৃষ্টি বিধাতার।
আগ্নেয় অচল সম,
রাবণ শ্মশানোপম,
হৃদয় বালার!
ধক ধক জ্বলি তনু করিছে অঙ্গার।
সদা চিত্তে কালামুখী,
সংসারে না থাকে সুখী,
নৃপতির সুখ রাজ্য হোক্ ছারখার;
ধনাঢ্যের হর্ম্য চূড়া,
ভাঙ্গি হোক্ শত গুঁড়া,
প্রতিবাসী শিরে হোক্ অশনি প্রহার।
পর সুখে হাহাকার,
পর চক্ষে অশ্রুধার,
পর ক্লেশে অভাগীর আনন্দ অপার।
আপনার নাহি ইষ্ট,
পর সুখে কেন ক্লিষ্ট,
তবু অনিবার?
কোন্ মহা ঘোর পাপে,
অথবা কি ব্রহ্মশাপে,
এ দশা উহার?
কেবা আছে এ রহস্য করিবে উদ্ধার?
কিম্বা তথ্য বুঝিয়াছি সার,
দুঃখরাশি আহরিয়া,
তীব্র হলাহল দিয়া,
গঠিলা এমূর্ত্তি বিধি, পাপ অবতার;
তেঁই, এদশা বামার। *

* ষট্ সহোদরা—ষড় রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

ষ্ট্রাসবর্গের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি।

ষ্ট্রাসবর্গ জর্ম্মণ দেশীয় একটী প্রাচীন নগর, বহুকাল ফ্রান্সের অধীনে থাকিয়া গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জর্ম্মণদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই নগর হইতেই মুদ্রা যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি। খ্যাতনামা গটেনবর্গ ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে এখানে মুদ্রাঙ্কণ প্রণালী আবিষ্কার করেন। নগরটী প্রাকার-বেষ্টিত, দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশিষ্ট এবং বহুল সৌধমালায় পরিশোভিত। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্ম মন্দির আছে। তন্মধ্যে সেণ্ট টমাস্ গির্জ্জা অতি সুন্দর,ইহার মত সুদৃঢ় সমুচ্চ মন্দির পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। ইহা রোমের সেণ্টপিটারের গির্জ্জা অপেক্ষাও উচ্চ। ইহার উচ্চতা ৪৬৬ পাদ। মন্দিরটী যেরূপ উচ্চ, সংযুক্ত গৃহ ও অঙ্গনও তদুপযুক্ত প্রশস্ত। ইহার ভিত্তি স্থাপন ক্লভিসের সমকালীন অর্থাৎ ৫০৪ খৃষ্টাব্দ। প্রাচীন গ্রথিত অংশ সকল এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সঙ্গীত-বেদী করাসীরাজ সার্লামানের নামে অভিহিত এবং দশম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইহার অনেক নূতন অঙ্গ সংযোজিত হইয়াছে। ভাস্করের পর ভাস্কর, শিল্পীর পর শিল্পী ইহার শোভা সম্পাদনে জীবন অবসান করিয়া ইহার বর্ত্তমান শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছে। ইহার বর্ণ গাঢ় কটা (Brown) বর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত চূড়াটী দেখিতে এমন সুন্দর যে দূর হইতে একটা জরীর ফিতার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে! ইহার অভ্যন্তরীণ একটী স্তম্ভ একটী স্ত্রীলোকের নামে উৎসর্গীকৃত। এই স্ত্রীলোকটীর নাম সাবিনা, ইনি প্রসিদ্ধ শিল্পী আর উইলের কন্যা। অভ্যন্তর দেশ শিল্প ও চিত্রে সজ্জিত। তন্মধ্যে সৃষ্টির প্রকরণ, পরিত্রাণের চিত্রগুলি অতি মনোহর। শিখরোপরি আরোহণ করিবার সিঁড়ীগুলি অতীব সুন্দর। এত উচ্চদেশে উঠিতে অনেকটা ক্লান্তি হয় বটে, কিন্তু উঠিলে সমস্ত ক্লান্তি তিরোহিত হয়। উপর হইতে নগর, প্রাকার ও দুর্গ সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কিঞ্চিৎ দূরে অত্যুচ্চ গিরিরাজী তুঙ্গগুলি উত্তোলন পূর্ব্বক চির নিহার পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছে। চূড়ার চতুর্দ্দিকে কলস পরম্পরা মধ্যে সারস পক্ষী সকল কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে, এগুলিও একটী প্রধান দৃশ্য। এত উচ্চ দেশে এরূপ বৃহৎ পক্ষী গুলি কুলায় বানাইয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতেছে দেখিলে মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। উচ্চদেশে উঠিলেই যখন মনে উচ্চ ভাবের অভ্যুদয় হয়, তখন যাহারা নিয়ত উচ্চ দেশবাসী, না জানি তাহারা কত উন্নত স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে।

কেথিড্রলের সমস্ত দেশই খোদকতা চিত্রে চিত্রিত। অনেকগুলি সুন্দর সার্সী বা কাচ নির্ম্মিত দ্বার আছে। কোন কোনটী ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। আচার্য্যের অনুপম সুন্দর বেদীটি ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এখানে একটী শিল্পদুর্লভ বৃহৎ ঘটিকা যন্ত্র আছে, ভূমণ্ডলে বোধ হয় অপর কোন স্থানে এরূপ অপূর্ব্ব বস্তু নাই। প্রসিদ্ধ শিল্পী সিউইলগু চারি বৎসরে (১৮৩৮-৪২) অত্যন্ত শ্রম ও কৌশলে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন। ইহা একটী বৃহৎ, সুন্দর ও সুচিত্র শিখরে সংস্থাপিত আছে। ইহার পূর্ব্বে তথায় একটী ষোড়শ শতাব্দির ঘটিকা ও তৎপূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দির নির্ম্মিত এক ঘটিকা যন্ত্র ছিল, ইহার শিল্প কৌশল দেখিবার নিমিত্ত প্রত্যহ লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়া থাকে। ইহার উপরিভাগে কিঞ্চিৎ নিম্নে খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি ঊর্দ্ধবাহু দণ্ডায়মান। দুই প্রহরের সময় বারজন প্রচারক (আপোসল) খৃষ্ট যে ক্রুস যন্ত্রে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার এক একটী হস্তে লইয়া তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে থাকে। সম্মুখের একটী চূড়ার উপর একটী কুক্কুট বসিয়া আছে। প্রচারক পিটারের গমনকালে ঘণ্টা বাজিবার পূর্ব্বে ও পরে পাখা ঝটপট করিয়া ডাকিতে থাকে। তন্নিম্নে মূর্ত্তিমান মৃত্যু ঘণ্টা বাজাইতেছে। অপর দিকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য মূর্ত্তি চতুষ্টয় প্রত্যেকে এক একটী কোয়ারটার (ঘণ্টার চতুর্থাংশ) বাজাইয়া গমন করিতেছে। ঘটিকার মধ্যদেশে একখানি শকট অবস্থান করিতেছে। ইহা বার প্রদর্শন করিয়া চলিতেছে এবং ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা প্রতি তিথি কলা পরিবর্ত্তন করিয়া গমন করিতেছে। দুই দিকে দুই ক্ষুদ্র দেবদূত। একটী কোয়াটার বাজাইয়া থাকে ও অপরটি (hour glass) বালি ঘড়ী ঘুরাইতেছে ও ফিরাইতেছে। আরও কতকগুলি সূক্ষ্ম কল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা সৌরদিন মানের সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। মূর্ত্তিগুলি প্রায় এক ফুট উচ্চ, কোন কোনটী আরও বড়। ষ্ট্রাসবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রানুশীলন জন্য ভুবনবিখ্যাত। ইহার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রায় ৪ লক্ষ ৯০,০০০ সংখ্য পুস্তক আছে। ঘড়ী, বাদ্য যন্ত্র, গণিত যন্ত্র ইত্যাদির জন্য ষ্ট্রাসবর্গ চিরবিখ্যাত। মধ্যকালে কামান নির্ম্মাণের জন্যও ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ষ্ট্রাসবর্গের প্রাচীন নাম আরজেনটোরেটম, ইহা রোমানদিগের প্রদত্ত। অষ্টম শতাব্দি হইতে ইহা বর্ত্তমান নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

বিষয়-বিজ্ঞান।

মক্ষিকা......সৃষ্টি দ্বিবিধ, দৈব ও মানুষ। পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, জীব, উদ্ভিদ, গগন, তারকাদি প্রাকৃতিক জগৎ দৈব সৃষ্টি এবং মমতামূলক যাবতীয় ব্যাপার অর্থাৎ আমার গৃহ, আমার স্ত্রী,—আমার ভূমি,—আমার পুত্র, ইত্যাদি মানুষ সৃষ্টি। এই দ্বিবিধ সৃষ্টি সম্বন্ধে দুই একটী কথা পরের প্রবন্ধে বলিবার বাসনা থাকিল। অদ্যকার বক্তব্য এই, আমরা জন্ম দোষে বা কর্ম্ম দোষে দৈব সৃষ্টি ত্যাগ করিয়া মানুষ সৃষ্টিতে নিমগ্ন হইয়া থাকি। কিন্তু ক্ষণমাত্র দৃষ্টিকে মানুষ সৃষ্টি হইতে আকর্ষণ করিয়া দৈব সৃষ্টিতে নিবিষ্ট করিলে কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করা যায়। ফলে আমাদের ভাগ্যে সেরূপ আনন্দ প্রায়ই ঘটে না। ঘটনা বশে একদিন কোন পল্লীগ্রামের বনমধ্যে যে বিষয় দর্শন করিয়াছি, যথাযথ বর্ণন করিয়া অদ্য তাহাই বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার প্রদান করিলাম।

সকলেই সর্ব্বদা স্ব স্ব গাত্রে, মস্যাধারে, লেখনীর অগ্রে, ভোজন পাত্রে ইত্যাদি বহুবিধ স্থলে নানাপ্রকার মক্ষিকা দর্শন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ঐসকল মক্ষিকা এত উৎপাতজনক হইয়া উঠে যে, কেহ কেহ সাতিশয় বিরক্ত হইয়া মক্ষিকা কুল নির্ম্মূল করিবারও চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা যখন দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণে নিযুক্ত ছিলাম, তখন দেখিয়াছি, আমাদের একজন সহাধ্যায়ী, জমিদার পুত্র পাঠশালার কোন স্থানে কিছু দিন সর্করা রেখা ক্রমে স্থাপন করিতেন এবং উহার উভয় পার্শ্বে বারুদও ঐভাবে স্থাপন করিতেন। তাহার পর যখন চিনির মিষ্টতায় লুব্ধ হইয়া মক্ষিকাগণও সর্করাসনে উপবেশন করিয়া চিনির শুভ্র রেখাকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিত, তখন আমাদের "দয়ালু" বন্ধু সেই বারুদের এক প্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিতেন। বারণাবতের জতুগৃহ দগ্ধ হইত, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। মক্ষিকাকুলের কিয়দংশ দগ্ধ হইয়া যাইত বটে, কিন্তু মক্ষিকাকুল যে ভাণ্ডাবের সম্পত্তি—সে ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং জমিদার নন্দনের জীব হিংসা জন্য পাপ সঞ্চয় ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হইত না।

মক্ষিকাকুলের আদিম উৎপত্তি কিরূপ, বোধ হয় কাহারই তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা হয় নাই; আমিও যে তাহা বুঝিয়াছি, এরূপ বলিতেছি না।

তবে একটী প্রাকৃতিক ঘটনা যেরূপ দর্শন করিয়াছি, তাহাই বিজ্ঞ পাঠক সমাজে উপস্থিত করিলাম, বিজ্ঞানরসিক ব্যক্তিগণ তাহাহইতে সত্য নিরূপণ করিবেন এবং তদ্বিষয়ক স্বীয় মন্তব্য পুনরায় বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিবেন, এরূপ ভরসা করি।

একটী স্থান, সেই স্থানটী বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ আম্রতরুর ছায়ায় সমাচ্ছাদিত। অন্যান্য বড় বড় গাছের তলভাগ যেরূপ পরিষ্কার, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে তৃণগুল্মাদি শূন্য, এ স্থানটীও সেইরূপ। কেবল মুস্তা (মুথা) জাতীয় এক প্রকার তৃণ বিরলভাবে অবস্থিত। সেইসকল তৃণের মধ্যস্থল হইতে একটী করিয়া শিষ নির্গত হইয়াছে। শিষগুলি স্বচ্ছ ও শূন্যগর্ভ। মুস্তা জাতীয় ঘাসের শিষগুলি একটু বিচিত্র প্রকারের বোধ হওয়ায় সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, প্রত্যেক শিষের মধ্যে এক একটী কীট অবস্থান করিতেছে এবং শিষগুলির স্বচ্ছতা নিবন্ধন তাহা বাহির হইতে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। শিষগুলির গাত্রের কোন স্থলে একটীও ছিদ্র নাই যে, তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইবে, কীটগুলি বাহির হইতে শিষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই ব্যাপার দর্শনে অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিতে করিতে সেইরূপ কীটগর্ভ শিষবিশিষ্ট অসংখ্য তৃণ নয়নপথে পতিত হইল। যতই মনঃসংযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম, ততই অভিনব দৃশ্যাবলীতে নয়ন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। দেখিলাম, কোন কোন কীট পক্ষবিশিষ্ট হইয়া শুভ্রবর্ণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া শিষের অগ্রভাগে সঙ্কুচিতভাবে অবস্থান করিতেছে। কোন কোনটা বা শিষের অগ্রভাগে ছিদ্র করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—একটী অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ অঙ্গাভরণ (খোলস) শিষের অভ্যন্তরে অবশিষ্ট রহিয়াছে। যেসকল কীট পক্ষবিশিষ্ট হইয়া তৃণের শিষ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল, আমি তাহার ২।১টী বাহির করিয়া দেখিলাম,—সেগুলি মক্ষিকা! বোধ হয়, প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে, মক্ষিকাকুলের আদিম উৎপত্তি এইরূপ।

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, কোন পল্লীগ্রামের আম্র উদ্যানে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাহার পর কত স্থানে সেইরূপ তৃণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু আর কোথাও সেরূপ ব্যাপার দেখিতে পাই নাই।

গুলঞ্চ লতা—এইটী ভারতীয় একটী প্রধান ভৈষজ্য লতা। ইহার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, এবং ঐ লতাটী কিরূপ, বোধ করি, অনেকে তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণও করিয়াছেন। কিন্তু উহার একটী গুণ, সকলের জানা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

অথচ প্রকৃতি-প্রেমিক ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা অতিশয় প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা শিবপুরের "বটানিকেল গার্ডেন" দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তথায় "আর্কিড্ হাউস্" নামে একটী স্থান আছে, সেইটীই ঐ উদ্যানের সারভূত। তাহার প্রতি উদ্যানরক্ষকগণের যত্ন ও ব্যয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে সকল উদ্ভিদ জল-মৃত্তিকা * সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল বায়ু, আলোক ও উত্তাপ আহার করিয়া জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, এই গৃহে তাদৃশ উদ্ভিদসকল রক্ষিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হয় না ঐ গৃহে গুলঞ্চ লতা আছে কি না। না থাকাই সম্ভব,—কেননা উহা দেশীয়।

গুলঞ্চ লতার প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে স্থূল সূত্র বা তন্তুর ন্যায় একপ্রকার সুদীর্ঘ লতা নির্গত হয়। স্থল বিশেষে অর্থাৎ জননী-লতার বাসস্থানের উচ্চতানুসারে উহা কখন কখন পঞ্চাশৎ হইতে শতহস্ত পরিমিত ও দীর্ঘ হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ বিদ্যায় উহাকে আস্থানিক মূল কহে। ঐ লতারও এতাদৃশী শক্তি আছে যে, বহুদিন জল মৃত্তিকার সংযোগ ব্যতিরেকে জীবিত থাকে এবং আস্থানিক মূল সৃষ্টি করে। আমি একটী গুলঞ্চ লতা গৃহে রাখিয়াছিলাম; উহা দুই মাসেও জীবন হীন হয় নাই এবং নিয়ত ৫। ৬ হাত লম্বা আস্থানিক মূল জন্মাইয়াছিল। ইহার মধ্যে এক বিন্দুও জল সংযোগ করি নাই। বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে একটু জল দিলে উহা চিরকালই শূন্য স্থানে জীবিত থাকিয়া আস্থানিক মূলের সৃষ্টি করে। উহা দেখিতে অতি সুন্দর ও বিমল আনন্দপ্রদ। মূলে উৎকৃষ্ট কুসুমদাম রচিত হইয়া থাকে। কবিগণ বলেন, বনবাসীদিগের কুসুম বিলাস সম্পাদন জন্যই গুলঞ্চলতা মালা গাঁথিবার তেমন সুন্দর সূত্র যোগাইয়া থাকে।

* কোন কোন উদ্ভিদে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র জল সংযোগ করিতে হয়।

পাতায় মধু—সুন্দরী প্রজাপতি সকল সুন্দর ফুটন্ত ফুলের মুখ চুম্বন করে, তাহাই সচারাচর সকলে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু তাহারা যে, কচি কচি তেল কুচ কুচে পাতাগুলিকেও প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করে, তাহা বুঝি সকলে দেখেন না। আমরা দেখিয়াছি, প্রজাপতির কুসুমকিসলয়ে সমান উল্লাস। এই জন্য বোধ হয়, প্রজাপতি যার লোভে ফুলে যায়, তারই লোভে পাতার নিকট ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে বলিবেন, পাতায় আবার মধু কোথায়? আমরা বলি পাতাই মধুর ভাণ্ড! যে মধু ভাল বাসে, সে মধুর ভাঁড়ও চাটিতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, ফুল পত্রেরই পরিণাম।

পত্রে মধুমক্ষিকা—ভ্রমর ও মধুমক্ষিকা পরিমলপূর্ণ বিকসিত কুসুমের প্রেমে চিরমুগ্ধ, সকলে তাহাই জানেন।

তাহারা মকরন্দ লোভে অন্ধ হইয়া ফুটন্ত ফুলের দ্বারে দ্বারে মধু যাচে, সকলে তাহাই দেখিয়া থাকেন! যাহারা এমন ভোজনচতুর, পুষ্পমধু ভিন্ন আহার করে না, তাহারা পূতিগন্ধিময় পঙ্কে কেন? যেখানে অনবরত জলপড়ায় মাটি পচিয়া দুর্গন্ধ হয়, শত শত মৌমাছী তথায় মহানন্দে বিচরণ করে, এ ঘটনা বোধ হয় সকলের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। এই ঘটনা দর্শনে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, পচা পাঁকেও মধু আছে। মধু হীন বস্তু নাই,—সকল পদার্থেই মধু আছে। আর এক দিন, কোন স্থলে দেখিলাম, কাঁচা আম কাঠ চেলা হইয়েছে। সেই চেলা কাঠে অসংখ্য মক্ষিকা বসিয়া ভোঁ ভোঁ করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিয়া আনন্দ-ধ্বনি বোধ হয়। পাকা আম কাঁঠালের সঙ্গে মক্ষিকাগণ যেরূপ ব্যবহার করে, আমের চেলাকাঠের সঙ্গেও সেইরূপ দেখিলাম। যাহারা কাঠ চেলা করিতেছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহাতে এত মাছী কেন হে?" তাহারা কহিল,—"চেলাকাঠে মধু আছে;—মধু ছাড়া জিনিস নাই।" সেই অবধি আমিও ঐ বিষয়ে যত চিন্তা করিয়াছি এবং যেসকল ঘটনা দেখিয়াছি, তাহাতে সকল পদার্থকেই মধুময় ও অমৃতময় বলিয়া আমারও বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষার ক্ষমতা না থাকায় বিশেষ করিয়া দেখাইতে পারিলাম না যে, কোন্ পদার্থে কতটুকু মধু আছে। উপাদান অনন্ত প্রকার হইলেও মধু একই প্রকার। সকল উপাদান ভেদ করিয়া মধু আস্বাদ করিবার শক্তি মানুষের জিহ্বায় নাই,—থাকিলে আমরাও প্রজাপতির ন্যায় পাতা চাটিতাম, মৌমাছীর ন্যায় পচা পাঁক চাটিতাম, আরশুলার ন্যায় আরও কত কি চাটিতাম,—ইত্যাদি। এই স্থলে আরও একটা কথা বলিবার অবসর আছে। কথাটা এই, আমরা যাহাদিগকে মিষ্ট মনে করি, উপরিউক্ত প্রাণিগণও তাহাদিগকে মিষ্ট মনে করে। আমরা যাহাদিগকে অমিষ্ট, বিস্বাদ বা দুর্গন্ধ মনে করি, ঐ সকল প্রাণী তাহাদিগকেই মিষ্ট, সুস্বাদ ও সুগন্ধ মনে করে। তবে বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলা অধিক পূর্ণ কাহাদের? আমাদের না উহাদের?

আমের নূতন চারা—আজ কাল ফুল ফলের কলমের প্রতি লোকের বড় যত্ন দেখা যায়। অনেকে অনেক ব্যয় ও যত্ন করিয়া ভাল আমের কলম সংগ্রহ করেন। অনেকে স্বহস্তেও যোড় কলম বাঁধিতে পারেন। যাঁহাদের কলম বাঁধা অভ্যাস আছে, তাঁহাদিগকে একটা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। যেসকল আমের চারার আঁটি ঘসিয়া বালক বালিকারা বাঁশী করে, সেই চারার এক স্থান একটুমাত্র কাচের দ্বারা ঘসিয়া এবং ভাল আমগাছের ঠিক সেই

প্রকার সরু ডালের একস্থান ঐরূপে ঘসিয়া একটু সূতা দ্বারা দুইটীর ঘসাস্থান বাঁধিয়া দিলে একপক্ষের মধ্যে যোড় লাগে। এই সময়ে ঐরূপ কলম বাঁধিবার বড় সুবিধা, কেননা আমের নূতন চারা এখন চারিদিকে অজস্র।

বাষ্পীয় যন্ত্র (STEAM ENGINE)

পদার্থশাস্ত্রানুশীলনকারী ব্যক্তিরা অবগত আছেন যে হিরো নামক এক ব্যক্তি প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাষ্পীয়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি জলের শক্তিরহস্য জ্ঞাত ছিলেন, সুতরাং তিনি কৃত্রিম প্রস্রবণ বা ফোয়ারা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার নির্ম্মিত বাষ্পীয় কল ইয়লিপাইল (Eolipyle) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার পর সলোমান কক্স (Solomon Caux) এবং মারকুইস অব ষ্টারের নামও বাষ্পীয় যন্ত্রের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দির শেষ ভাগে (১৬৯৯ খৃঃ পূর্ব্বে) ডেনিস পেপিন (Denis Papin) নামক ফরাসী বিজ্ঞানবিদ ইহার উন্নতিসাধন করেন। তিনি বাষ্পীয়তরীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও হয়।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে নিউকোমেন ও কলি (Neuucomen and Cawley) খনিকার্য্যে ব্যবহারের জন্য রীতিমত বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউকোমেনের একটী আদর্শ বাষ্পীয় যন্ত্র সংরক্ষিত ছিল, তাহাই সংস্কার বা মেরামত করিয়া ওয়াটের শিল্প বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়। ওয়াটের নির্ম্মিত বাষ্পীয় যন্ত্র নিউকোমেনের অনুকৃতি মাত্র। ক্রমে ষ্টিফেন্‌সন প্রভৃতি পদার্থবিদ্ সকলে ইহার উৎকর্ষসাধন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বাষ্পীয় যন্ত্রের ইতিহাসে একজন প্রধান ব্যক্তির নামোল্লেখ নাই। ব্রিটনে একটী স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে খোদিত আছে—"Inventor of the Locomotive." "বাষ্পীয় যানের সৃষ্টিকর্ত্তা।" কিন্তু এ ব্যক্তি যে কে তাহা প্রকাশিত নাই। ষ্টিফেন্‌সনের জীবদ্দশায় এই স্মৃতিস্তম্ভ তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত হয় নাই। সম্প্রতি আমেরিকার একখানি পত্রে প্রকটিত হইয়াছে যে, আমেরিকার মেরিলাণ্ড-ষ্টেট বাসী একজন পদার্থবিদেরই এই স্মৃতিস্তম্ভ। এ ব্যক্তি ষ্টিফেন্সন ও ওয়াটের বহুদিন পূর্ব্বে বাষ্পীয়যন্ত্রের নানা প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম (Oliver Evans) আলিভার ইভান্স। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মিত কল প্রচলিত হয়। ইনি একজন উন্নতমনা পুরুষ ছিলেন, ইনিই বলিয়াছিলেন যে অর্দ্ধ শতাব্দি মধ্যে সমস্ত দেশ লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক হইতে ফিলেডেলফিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুতির জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান্ হন। ইতিপূর্ব্বে পৃথি-

বীয় কুত্রাপিও ৫ ক্রোশের অধিক রেল-পথ ছিল না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিলেডেলফিয়ায় বাস্পীয় তরী ভাসাইয়াছিলেন। ইভান্সের আদর্শ যন্ত্র ও শিল্প রসায়ন কল সকল কয়েকজন ব্রিটনের শিল্পীর দ্বারা অপহৃত হয়। সুতরাং এ ব্যক্তির নাম তত্রত্য বাস্পীয় যন্ত্রের ইতিহাসে উল্লেখ নাই। তথাপি বোধ হয় শিল্পীরা কৃতজ্ঞতা দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভ তাঁহার উদ্দেশে নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। ইভান্সের বিংশতি বৎসর পরে ষ্টিফেন্সনের "Rocket" রকেট তরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়া স্বীয় বাস্পীয় যন্ত্র দ্বারা শকট পরিচালিত করিতে ইভান্সের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, এই জন্ত নিউইয়র্ক হইতে ফিলেডেলফিয়া পর্য্যন্ত ৫০ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণে তিনি নিতান্ত প্রয়াসী হন। এতদর্থে প্রতি মাইলের জন্য তিনি ৫০০ শত ডলার বা ১২০০ শত টাকা প্রদান করিতে উদ্যত ছিলেন। তিনি প্রতি ঘণ্টায় ১৫ পনের মাইল পথ চালাইবার সঙ্কল্প করেন। এতদিন তাঁহার কীর্ত্তি প্রচ্ছন্নভাবে জগতে বিরাজ করিতেছিল, অধুনা আমেরিকারবাসীরা তাহা প্রকাশ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার যত্ন সচেষ্ট হইয়াছেন। এ বৎসর তাহার শত সাম্বৎসরিক অব্দ। ইহা ঘোষণাপূর্ব্বক মহাসমারোহে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। কুজ্ঝটিকা দ্বারা প্রভাকর বা অগ্নি দ্বারা ভস্ম আচ্ছাদনের ন্যায় গুণীর গুণ চিরকাল অপ্রকাশিত থাকে না।

নূতন সংবাদ।

১। কুমারী জগন্নাথাম নাম্নী জনৈক মান্দ্রাজী মহিলা লণ্ডনের মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন; ইনি পূর্ব্বে মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

২। মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজে দুই জন দেশীয় মহিলা এক্ষণে অধ্যয়ন করিতেছেন। মিস গুরুদয়াল সিং নাম্নী জনৈক দেশীয় মহিলা গত বৎসর এই কলেজ হইতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন।

৩। ৭ই জুলাই রাজমহেন্দ্রীতে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স বিংশতি বৎসর, পাত্রীর ত্রয়োদশ; উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়।

৪। কুমারী বাজিনিয়া মিত্র প্রথম এস বি পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যমণ্ডলী তাঁহাকে ১০০ টাকা মূল্যের বিশেষ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

৫। সোরাবজী নাম্নী পারসী বালিকা বিদ্যা বুদ্ধির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যা-

লয়ে পঠদ্দশায় তিনি প্রতি বৎসর বৃত্তি পাইয়াছেন এবং ইংরাজীতে সকলের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বি এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মিস সোরাবজী বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে একমাত্র বিএ উপাধিধারিণী মহিলা। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; তাঁহারা ৭ ভগ্নী সকলেই সুশিক্ষিতা, এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাহার মাতা পুনা নগরে একটী হাই-স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

৬। মিস আবরু নাম্নী কলিকাতার অনৈক ফিরিঙ্গী বালা কয়েক বৎসর মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন; তিনি এম্ বি ও সি এম্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ উচ্চ উপাধি মহিলাদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্ব প্রথম পাইলেন।

৭। মৃত জর্ম্মাণ সম্রাটের উইলক্রমে তাঁহার বিধবা পত্নী বিক্টোরিয়া ৬কোটী টাকা প্রাপ্ত হইবেন। তাহা হইতে তাঁহাকে রাজ্যের আর কোন ব্যয়ই দিতে হইবে না।

৮। এ বৎসর গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডের নানা স্থানে বড়ই বজ্রপাত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেক লোকজন ও প্রাণিহত্যা হইয়াছে।

৯। একটী টেনেসেরীয় বালিকার বড়ই আশ্চর্য্য প্রকারের প্রাণী বশ করিবার ক্ষমতার কথা শুনা যায়। এ বালিকা যে কোন ঘোটকে অনায়াসে চড়িতে পারে; দুরন্ত কুকুরকেও পোষ মানাইয়া তাহার উপর চড়িয়া ভ্রমণ করিতে পারে। আর বন্য পশু প্রভৃতি-কেও যদি দূর হইতে ডাকে, তাহা হইলে তাহারা অমনি দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। ইন্দুর, ছুঁচা প্রভৃতিও তাহার ডাকে যেন উত্তর দেয়। ফলতঃ এ পর্য্যন্ত এরূপ সর্ব্ব প্রাণীকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে কেহ পারিয়াছিলেন কিনা, জানা নাই। বালিকা বলে, সে জীব জন্তুকে ভাল বাসে বলিয়াই তাহারা তাহার নিকট আসে।

১০। ১৪ই শ্রাবণ শনিবার বেলা ৪টার সময় পৃষ্ঠব্রণ রোগে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভগবানচন্দ্র রুদ্রের অকালে মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতাস্থ কি ধনী দরিদ্র সকলেই ইহাঁর মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

বামা রচনা।

বিজলী।

নিবিড় বারিদ কোলে
রূপের তরঙ্গ তুলে,
দীপ্তিময় বপুখানি এঁকে বেঁকে ঘনপরে,
জগত চকিত কর কে তুমি মুহূর্ত্ত তরে?

বিকাশি অতুল বিভা,
কেন তুমি ক্ষণপ্রভা,
দেখা দিয়ে ক্ষণতরে অবনী ত্রাসিত ক'রে
আবার লুকাও দেখি, জলধর কলেবরে?
জলন্ত অনলপ্রায়,
অনুপম দীপ্তিময়,
কে তুমি গো জ্যোতির্ম্ময়ি, জানিতে বাসনা হয়,
কোথা হতে এস তুমি কোথা পুন হও লয়?
এত সচঞ্চল চিতে
কি খেলিছ কার সাথে,
জগত করিয়ে ভীত ভয়াবহ মূর্ত্তি খানি
দেখাইছ বারে বারে কেন অয়ি সৌদামিনি?
বরষায় জলধর
ভীমরবে নিরন্তর,
গর্জ্জিলে তুমিও দেখি আনন্দে মাতিয়া,
শ্যাম হৃদি পরে তার উঠলো নাচিয়া।
নবীন নীরদ গলে,
যেন থেকে থেকে দোলে
কনক কুসুমদাম মরি মনোহর,
কিবা অনুপম শোভা হৃদিমুগ্ধকর।

ভীষণ গভীরতর,
রোষে যবে জলধর
সান্ত্বনা করিতে তারে হাসিয়া হাসিয়া,
তাই কি উদয় হও তখনি আসিয়া?
নিরখি তোমায় তায়,
বুঝি সুখ অশ্রুধার,
দীর্ঘ অদর্শন পরে ঝরে ধীরে ধীরে,
বারি ধারা রূপে পড়ে অবনী মাঝারে।
অথবা ঝরে গো আঁখি,
ধরণীর দুঃখ দেখি,
খেল যবে দুই জনে প্রেমানন্দ মনে,
সে অশ্রু বাঁচাতে ধরা, পড়ে ধরাধামে।
গভীর নিবিড় ঘনে
উঠ যবে, সুরাঙ্গনে,
উভয় মিলন দৃশ্য সুগম্ভীর, অভিনব,
নিরখি উথলে হৃদে কতই গভীর ভাব।
শূন্যপথ বিদারিণি
কে তুমি গো সৌদামিনি,
বুঝিবে সে গূঢ় তত্ত্ব মানবে কেমনে,
সৃজেছেন কে তোমায় কোন্ প্রয়োজনে?

শ্রীপ্রমীলা বসু।

যতনের অশ্রুবারি।

ত্যজিব গো এতদিনে সাধের সংসার,
যাব দূর দূরান্তরে,
লোকালয় পরিহ'রে,
ভুলেও মানব নাম করিব না আর,
পশিব বিজন বনে,
মিশিব তাদেরি সনে,

সম দুঃখী এ জীবনে বনচরগণ,
তথাপি মানব-সঙ্গ চাহেনা গো মন।১
এদের সহানুভূতি জীবনে এবার,
ভালবাসা আত্মীয়তা,
স্নেহ প্রীতি সরলতা,—
হয়েছে যে আস্বাদন, কাজ নাই আর,

মুখের ভারতী সব,
বার্থের মোহন রব,
সে শুষুক শুনিবার সাধ থাকে যার,
মরি যদি সেও ভাল, চাহিনা সংসার॥২
নির্দ্দয় জগৎ ছি! ছি! নির্ম্মম এমন,
বোঝেনা বোঝান কথা,
বোঝেনা মরম-ব্যথা,
কাঁদাইতে ভালবাসে, প্রবৃত্তি কেমন !!
বাসনা বিপীনে পশি,
ফেলিব এ অশ্রুরাশি,
দেখাব না—দেখিব না জগৎ-বদন
মানব বাতাস আর চাহে না জীবন ! ৩
এ অনলকুণ্ড, কারে দেখাব না আর,
বিজনবাসিনী হব,
হৃদয় অনল [illegible]
ঢালিব এ জ্বালা রাশি, কানন মাঝার,
অন্তরের দুঃখ কিরে,
অপরে বুঝিতে পারে ?
অথবা পারেও যদি কাজ নেই আর,
থাক্ সে সহানুভূতি, এবার আমার !!৪
বনের বিহঙ্গ কাছে হৃদয় বেদন,
বলিব খুলিয়া প্রাণ,
গাইব এ দুঃখ গান,
বিষাদ আঘাত তারা জানেনা কেমন ?
নিশ্বাস আগুণ হলে,
অনিল সুরভি ঢেলে,
বোঝেরে পরের ব্যথা—জুড়াবে পরাণ,
বিহঙ্গ কুজন হলে, গাবে দুঃখ গান। ৫
কাঁদিব মনের সাধে তরঙ্গিণী তীরে,
তরঙ্গে [illegible] তার,
মিশাব এ অশ্রুধার,
হৃদয়ে বোঝেনা যাহা, বোঝাব তাহারে,
[illegible] পরশে [illegible],
এ সব সে [illegible]

[illegible] তাহার কাছে, [illegible]
ছুটাইতে নাহি তারে অনল প্রখর। ৬
মরমের হা হুতাস, ঢালিব বিজনে,
যতনের অশ্রুবারি,
যাতেগো যাতনা বারি,
ফেলিব অযত্নে তাহা যেখানে সেখানে!
বচন বিষাদময়,
হাঁসি যে সুখের নয়,
কে বোঝেরে তাহা সুধু অভাব মরণ,
বেঁচে আছি এই লাভ, যায়না জীবন। ৭
মরিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি কখন,
রবনা মানব কাছে,
দেখাব না কি যে আছে,
দেখিবে বুঝিবে ব্যথা বনবাসীগণ,
হরিণী সরল প্রাণে,
মিশ্রিবে অভাগী সনে,
জীবনের যত জ্বালা খুলিয়া বলিব,
হৃদি প্রাণে বজ্রাঘাত তারে দেখাইব ৷৮
কাজ নাই লোক সঙ্গ, থাকিব কাননে,
দোষর বাসনা হলে,
ডাকিব শ্বাপদ দলে,
আত্মীয় আমার বহু মিলিবে সেখানে,
রাখে কিম্বা মারে তারা,
দুয়েতেই সুখে ভরা,
হয়ত বুঝিবে ব্যথা নয় প্রাণ নাশ,
তবুত ধমনী ছিঁড়ে বহিবে না শ্বাস ? ৯
হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে দহিবে কি আর,
আরো কি গুমরি মরি,
কাঁদিব এমন করি,
অফুট আগুণ-গিরি হৃদয় আমার,
সোহাগের এ পরাণ,
হবে না কি অবসান,
আজীবন এ অনল, বুকে কি রাখিব ?
মরণ [illegible] ভিক্ষা, [illegible] ? ১০
শ্রী[illegible] দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৪ সংখ্যা। ভাদ্র ১২৯৫—সেপ্টেম্বর ১৮৮৮। ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

বন্দনা।

জয় বিশ্বপতি ভয় বিঘ্নহারী,
সব সিদ্ধিদাতা ভব ঋদ্ধিকারী,
হীন বঙ্গদেশে দীন দুঃখী বালা,
কত-বর্ষ ধরি সহে শত জ্বালা,
কারাবন্দী মত হত-বুদ্ধি-বল,
জ্ঞান ধর্ম্মাভাবে পশু সমতল,
ক্ষীণ দৃষ্টিহীন মোহ অন্ধকারে,
প্রাণ জর জর পাপ দেশাচারে,
কৃপাচক্ষে হেরি কৃপাময় হরি,
দিলে মুক্তি সবে নিজ করে ধরি।
নব চেত লভি আজি নারী সবে,
নব বীর্য্যবলে মাতি জয় রবে,
জ্ঞান রত্নহার করে পরিধান,
পুণ্য সুধাপানে তোষে মন প্রাণ,
বিদ্যা গুণে নারী নর তুল্যাকার,
দানধর্ম্মে নারী দয়া অবতার,
বিশ্বহিতে নারী দেবকন্যা বেশে,
ঢালি প্রাণ মন ফিরে দেশে দেশে,
গাঁথে গ্রন্থমালা পর হিত তরে,
গায় ধর্ম্মগাথা সুমধুর স্বরে,
গৃহলক্ষ্মী সহ দেবী বীণা মেলি,
নর দেশে পুনঃ সুখে করে কেলী,
নর পার্শ্বে নারী পায় অধিকার,
বিভু-দত্ত বলে বিধি বিধাতার,
নারী ভাগ্য পুনঃ নর ভাগ্য তুল,
লভে স্বাধীনতা পুনঃ বামাকুল,
কিবা দৃশ্যপট বিশ্ব মনোহারী,
জয় বিশ্বপতি ভয় বিঘ্নহারী,
শুভ ইচ্ছা নাথ, হোক্ পূর্ণ তব,
যশোগীত তব গাই নিত্য নব।

বামাবোধিনীর পঞ্চবিংশ শুভ জন্মোৎসব।

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে যে বামাবোধিনীর জন্ম হইয়াছিল, ঈশ্বরকৃপায় আজি ১২৯৫ সালের ভাদ্রে সেই বামাবোধিনী ২৫ বৎসর পূর্ণ করিয়া ২৬ বৎসরে পদার্পণ করিল। একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা দুর্ভাগিনী বঙ্গবালাদিগের হিতার্থ জন্মগ্রহণ করিয়া শতাব্দীর চতুর্থাংশ কাল জীবিত থাকিয়া আপনার অবলম্বিত ব্রত পালনে সমর্থ হইল, ইহাতে কেবল সিদ্ধিদাতা কৃপাময়েরই কৃপার পরিচয়। আজি বামাবোধিনী সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার ইচ্ছাস্রোতে পুনরায় জীবন ভাসাইতে প্রস্তুত হইতেছে, তিনি ইহাকে নিরাপদে রক্ষা করুন্ এবং ইহা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করুন্।

আজি বামাবোধিনীর হিতৈষী বন্ধুগণ, ইহার অনুগ্রাহক গ্রাহক গ্রাহিকাগণ সকলে স্নেহচক্ষে ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্। অনেক বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এই পত্রিকা জীবন ধারণে সমর্থ হইয়াছে, এক্ষণে নববলে নব উৎসাহে তাঁহাদিগের সেবা ও সন্তোষসাধনে সক্ষম হউক্।

আজি শুভ জন্মোৎসবের দিনে বামাবোধিনী একবার ইহার বিগত ২৫ বৎসরের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং যাঁহাদিগের প্রতি ইহাঁর বিশেষ কৃতজ্ঞতা দেয়, তাহা প্রদানে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইতেছেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি হীন ছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় সকল অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যাইত, তাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তক সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তাঁহাদিগের বিশেষ অভাব পূরণ জন্য একখানিও সাময়িক পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না, তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য একটীও নারীসভা স্থাপিত হয় নাই, কেবল কতকগুলি দেশহিতোৎসাহী কৃতবিদ্য পুরুষ 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা' বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতেন, সেই সময়ে এই বামাবোধিনীর সূচনা হয়। যশোহর নিবাসী আমাদিগের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু* কলিকাতাস্থ রঘুনাথ চাটুর্য্যের লেন ১৬ নং বাসায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়তার জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকার নিতান্ত প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি এই কার্য্যে আমাদিগের কয়েকজনকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। ইহাঁরই বিশেষ উদ্যোগে বাসার এক ক্ষুদ্র গৃহে আমাদিগের এক বন্ধু-সমিতি

* পরলোকগত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ, অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

হয়, তাহাতে পত্রিকার নামকরণ লইয়া অনেক কথা হয়, অবশেষে আমাদিগের প্রিয় 'বামাবোধিনী' নামটী কোমল, সরস ও উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এই সমিতিতে আরও স্থিরীকৃত হয়, যশোহরে গিয়া আমাদিগের বন্ধুবর এক ছাপাখানা খুলিয়া এই পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং আমরা লেখা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিব। কিছু দিন চলিয়া গেলে বন্ধুবর পীড়া এবং অন্যান্য কারণে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। কলিকাতায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া শুভ-কার্য্যের সূত্রপাতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহারা অল্পবয়স্ক, তাঁহাদিগের অর্থবল, লোকবল কিছুই ছিল না, কিন্তু 'সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর' এই মহাবাক্যে নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১ম সংখ্যা বামাবোধিনী এক ব্যক্তি দ্বারাই আদ্যন্ত লিখিত হয় এবং তাড়াতাড়ি মুদ্রিত করা হয়। কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট হলওয়েলস লেন ৺মথুরানাথ তর্করত্নের প্রাকৃত যন্ত্রে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। পত্রিকাখানি রয়াল ১ ফরমা, মূল্য /০ আনা মাত্র ছিল। সহস্র খণ্ড প্রথম মুদ্রিত হয়। আমাদিগের কোন বন্ধুর বিশেষ উৎসাহে অল্পকালমধ্যে তাহা বহুলপরিমাণে প্রচারিত হয়। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব, ভুবনমোহিনী বসু নাম্নী এক মহিলা সর্ব্বাগ্রে বামাবোধিনীর গ্রাহিকা হইয়া অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রদান করেন ও ইহাকে উৎসাহ দান করেন। ১ম সংখ্যা পত্রিকা কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক স্থানে সমাদরে গৃহীত হওয়াতে আমরা ২য় সংখ্যক পত্রিকা বর্দ্ধিত আকারে উৎকৃষ্টতর কাগজে কোন উৎকৃষ্টতর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলাম। বহুবাজার ষ্টানহোপ যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষের সাহায্যে ইহা সেখানে মুদ্রিত হইল। এই সময় আমাদিগের প্রথমোদ্যোগী বন্ধু আনন্দের সহিত পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং স্বদেশীয় কোন যুবক দ্বারা উড কট তৈয়ার করিয়া মধ্যে মধ্যে ছবি প্রকাশের সুবিধা করিলেন। যখন ২য় সংখ্যক বামাবোধিনী মুদ্রিত হইতেছিল, তখন তাহার একটী প্রূফ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি যেরূপ সহৃদয়তার সহিত ইহা পাঠ করিলেন এবং বহু প্রশংসাবাদের সহিত ইহা প্রচারে উৎসাহদান করিলেন, তাহা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। বামাবোধিনী কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল এবং ক্রমে ইহার আদর ও গ্রাহক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এই সময় যিনি ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কার্য্যোপলক্ষে

তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফস্বলে যাইতে বাধ্য হইতে হইল। পত্রিকাখানির জীবন হয় ত এইখানেই শেষ হইত; কিন্তু ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা নামে একটী সভা ছিল, তাহার সভ্যগণ ইহার ভার গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। সম্পাদক তাঁহাদিগের হস্তে ইহার ভারার্পণ করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন এবং যথাসাধ্য লেখার সাহায্য করিতে লাগিলেন। উক্ত সভার দুইজন উৎসাহী সভ্য বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও বাবু বসন্তকুমার দত্ত পর্য্যায়ক্রমে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার লইয়া সুদীর্ঘ কাল সুচারুরূপে ইহার কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইহার উন্নতি সাধন জন্য তাঁহারা অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পত্রিকাখানির কলেবর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ইহার মূল্য /০ আনার স্থানে ১০ ও পরে ৶০ ও ৵০ আনা হইল এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য ষ্টানহোপ যন্ত্র হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, তথা হইতে স্কুলবুক প্রভৃতি যন্ত্রে ও পরে বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রে স্থানান্তরিত হইল। বামাবোধিনীর প্রতি এই সকল যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষগণ বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, বিশেষতঃ স্কুলবুক যন্ত্রের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার মহাশয় অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়া এই পত্রিকা প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন।

বামাবোধিনীর গ্রাহক সচরাচর ৫—৬ শত থাকিলেও অনেকের নিকট মূল্য অনাদায় থাকিত, এ জন্য বামাবোধিনীকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইত, এমন কি সময় সময় ইহা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে অভাবনীয় এক একটী উপায় কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া ইহার জীবন রক্ষা ও উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। যে দুইটী উৎসাহী বন্ধুর নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহাদিগেরই বিশেষ যত্নে রাজসাহীর করচমাড়িয়া নিবাসী কোন সহৃদয় বন্ধু বামাবোধিনীর জন্য অনেক পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ দুইটী রমণীর অর্থসাহায্যে বামাবোধিনীর পুরাতন কতকগুলি সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হয়। পূর্ব্বোক্ত উৎসাহী বন্ধুদ্বয়ের যত্নেই হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়া বামাবোধিনীর কতকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহ পূর্ব্বক নারীশিক্ষা নামে দুই খানি পুস্তক মুদ্রিত করা হয়। এই সাহায্য দান বিষয়ে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই দুই মহাত্মা বামাবোধিনীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে অতঃপর বামারচনাবলী নামক পুস্তকও মুদ্রিত করিয়া দেন। ইহা বামা, বামাবোধিনীর [illegible]

যোচন হইয়াছে। বন্ধুবর বাবু বসন্তকুমার দত্ত ১২৭৬ সালে কার্য্যোপলক্ষে যখন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাঁকীপুর গমন করেন, তখন বামাবোধিনীর প্রথম সম্পাদক কলিকাতায় থাকাতে পুনরায় তাঁহারই হস্তে ইহার সমুদয় ভার অর্পণ করেন, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মধ্যে কয়েক বৎসর এই পত্রিকা ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত বামা কুলোন্নতি বিভাগ হইতে প্রচারিত হইত, কিন্তু তাহাতে ইহার উদ্দেশ্য বা সম্পাদন ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বামাবোধিনীর জন্য অনেক দিন হইতে একটী স্বতন্ত্র যন্ত্র করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহার সম্পাদক কোন কোন অংশীদারের সহিত মিলিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস নামে এক যন্ত্র স্থাপন করেন। ৪। ৫ বৎসর বামাবোধিনী তাহাতে মুদ্রিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র অচল হওয়াতে বামাবোধিনীর অত্যন্ত দুরবস্থা হয় এবং বৎসরাধিক কাল ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে বদান্যা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সময় বামাবোধিনীর সাহায্যার্থ ২০০ দুই শত টাকা দান করাতে ইহার কয়েক খণ্ড প্রচারিত হয়। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] যত্নে এই সাহায্য লাভ করা যায়। কিন্তু বামাবোধিনী তখন এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যে মহারাণীর সাহায্যে জীবনের অল্প পরিচয় দিয়া আবার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এক বৎসর কাল বামাবোধিনী লোক চক্ষুর অগোচর হইয়া রহিলেন এবং ইনি যে পুনর্জীবন লাভ করিবেন, সে বিষয়ে বন্ধুগণও নিরাশ হইলেন।

যে দয়াময়ের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বামাবোধিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যিনি অনেক সঙ্কট হইতে বার বার ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি ইহাকে পুনর্জীবন প্রদান করিলেন। ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে বামাবোধিনী পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল এবং এই কয়েক বৎসর ঈশ্বর কৃপায় ইহা এক প্রকার নির্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। ইহা যে স্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে, এরূপ আশা হইয়াছে।

বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য বঙ্গরমণীগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা, এই জন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, ২৫ বৎসর কালের মধ্যে যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা মুদ্রিত করি, কিন্তু তাহা নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে বলিয়া সে সঙ্কল্প হইতে আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে হইল। জ্ঞান প্রচার বামাবোধিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও এই জ্ঞান

যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারী জীবনের যথার্থ শোভা ও কল্যাণ সম্পাদন করে, বামাবোধিনীর ইহা প্রাণগত ইচ্ছা, এই জন্য প্রথম হইতে বরাবর পাঠক পাঠিকাগণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণের জন্য বামাবোধিনী প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া বা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা বামাবোধিনীর লক্ষ্যের বহির্ভূত। আমরা উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাব সকলের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বামাবোধিনীর লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও তাঁহারা বামাবোধিনীর উদ্দেশ্যের অনুগত হইয়া প্রবন্ধসকল লিখিয়াছেন, হিন্দুসমাজের অন্যান্য শ্রেণীর অনেক লোকও ইহার লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন ও আছেন।

আমরা এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত বামাবোধিনীর কতকগুলি প্রধান লেখকের নামোল্লেখ করিতেছি:—

*বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ, পূর্ণচন্দ্র বসু, কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাধানাথ বশাখ, বি এ, নবীনচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমনাথ মিত্র, গণেশচন্দ্র রক্ষিত, গোবিন্দচন্দ্র বসু, যদুনাথ [illegible]বর্ত্তী, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীময় ঘটক, গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, * বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, বাবু প্রসন্নকুমার বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, মহেন্দ্রচন্দ্র সোম, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ বসু, জয়কৃষ্ণ মিত্র, * শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্যামাসুন্দরী দেবী, স্বর্ণপ্রভা বসু, কাদম্বিনী বসু (এক্ষণে গাঙ্গুলী) ও কামিনী সেন এবং সম্পাদকগণ।

বামাবোধিনীর বামারচনা স্তম্ভে অনেক স্ত্রীলোকের লেখা বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য:—

শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ, লক্ষ্মীমণি দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ, সৌদামিনী কাস্তগিরি, (এক্ষণে Mrs. B. L. Gupta), সারদাসুন্দরী রায়, নীরদমোহিনী মিত্র, জয়কালী গুপ্ত, হরিমতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমতি মজুমদার, বসন্তকুমারী, কুমুদিনী ঘোষ, প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বিদেশীয় রমণীগণের মধ্যে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার, কুমারী কলেট, কুমারী ম্যানিঙ, বিবী নাইট এবং আরও কয়েকটী ইংরাজ রমণী বামাবোধিনীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ও সহায়তা [illegible] ইহার বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইঁহাদিগের অধিকাংশ শ্রীমৎ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের

---

* এই চিহ্নে চিহ্নিত মহোদয়েরা পর-
[illegible]

ইংলণ্ড গমন ও তাঁহার উৎসাহ হেতু বামাবোধিনীর প্রতি অনুরাগিণী হন।

বামাবোধিনীর ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেবের যত্ন ও উৎসাহের জন্য বামাবোধিনী তাঁহার প্রতিও কৃতজ্ঞ আছেন।

বামাবোধিনী বিগত ২৫ বৎসরে কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বিচার করিবার অধিকারী আমরা নহি। বিশেষতঃ বামাবোধিনী বিশেষ আড়ম্বর প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন কার্য্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু, নম্র ও ধীরভাবে আপনার অবলম্বিত ব্রত পালনার্থ আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহা দ্বারা যদি কোন মহৎ কার্য্যের সহকারিতা হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহারই গৌরব, বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র শক্তির ও ক্ষুদ্র চেষ্টার কোন গৌরব নাই। বামাবোধিনী প্রধানতঃ অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। অন্তঃপুর পরীক্ষা ও তাহার পুরস্কার প্রণালী ইনি অতি প্রথমেই প্রবর্ত্তন করেন, প্রবন্ধ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং অন্যান্য উপায়ে পাঠিকাগণের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। যদি ইহা দ্বারা অন্ততঃ কয়েকটী রমণীরও শিক্ষা বিষয়ে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জন্মিয়া থাকে, তাহাহইলেও ইহার জন্ম গ্রহণ নিষ্ফল হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কতকগুলি পুস্তক প্রচার রূপে জন্য বামাবোধিনীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ পর্য্যন্ত বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে :—

নারীশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ, বামারচনাবলী, কারা কুসুমিকা, বেথিয়া বালিকা, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা কি? এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব ও কৃষক বালিকা।

বামাবোধিনীতে যে সকল লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া ১৫। ২০ খানি উপাদেয় পুস্তক প্রচারিত হইতে পারে। উপযুক্ত অবকাশ ও অর্থ অভাবে এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই, জগদীশ্বর যদি সুদিন দেন, আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব।

বামাবোধিনী সম্বন্ধে এখন আর অধিক কথা আমরা কিছু বলিব না। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ইহার অনেক ত্রুটি, অনেক অভাব লক্ষিত হইয়াছে এবং গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের প্রতি ইহার অনেক অপরাধও হইয়াছে, তাঁহারা কৃপাচক্ষে সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। বামাবোধিনীর কার্য্যক্ষেত্র অতি প্রশস্ত এবং কর্ত্তব্য ভার অতি গুরুতর, কিন্তু ইহার শক্তি সামর্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহা যেন ঈশ্বরের বিশ্বাসী কন্যা হইয়া সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির উপরে নির্ভর পূর্ব্বক সবল হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে এবং আপনাদিগের সকলের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া ইহার জীবনে বিধাতার অভিপ্রায় সুসম্পন্ন করিতে পারে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম লণ্ডন জাতীয় ভারত সভার অবৈতনিক সম্পাদিকা কুমারী ই, এ, ম্যানিঙ শীঘ্র ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। ইনি এদেশের নারীগণের পরম হিতৈষিণী।

২। ভারতবর্ষেও পায়রা দ্বারা ডাকের চিঠি প্রেরণের চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালোর হইতে মান্দ্রাজে এতদ্দেশীয় কোন ভদ্রলোকের পাঁচটি পায়রা পত্র সহ পাঠান হইয়াছিল; পায়রাগুলি নয় ঘণ্টায় মান্দ্রাজে পৌঁছে। ইহার দুই দিন পূর্ব্বে পায়রাগুলি ২০৪ মাইল পথ উড়িয়াছিল।

৩। এডিসন নামক এক সাহেব একরকম ঘড়ি আবিষ্কার করিয়াছেন, এ ঘড়িতে কথা কয়। অন্যান্য ঘড়িতে একটা দুইটা প্রভৃতি বাজে, এ ঘড়িতে না বাজিয়া কথা কহিয়া বলে, "একটা বাজিল, দুইটা বাজিল,ইত্যাদি।" খাওয়ার সময় হইয়াছে, ঘড়ি বলিল "খাওয়ার সময় হইয়াছে।" এডিসন সাহেব ঘড়িটাকে আরও ভাল করিবেন। ঘড়ির যে স্থান দিয়া আওয়াজ বাহির হয়, সেখানে একটী স্ত্রীলোকের মুখ বসাইয়া দিবেন। ঘণ্টা বাজিবার সময় হইলে মুখের অভ্যন্তরস্থ জিভ নাড়িয়া কথা কহিবে, অবনতমস্তক হইয়া প্রণাম করিবে, ও বলিবে, "এখন শয়নের সময় হইয়াছে" ইত্যাদি।

৪। এক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে প্রায় ৫ কোটী চিঠি ডাকে বিলি হইয়া থাকে।

৫। সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য পুনা নগরীতে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে উক্ত সভার চেষ্টায় প্রায় ১৮০০ খানি পুঁথি সংগ্রহ হইয়াছে।

৬। বিলাতে সম্প্রতি লেডিজ ডোয়েলিং কোম্পানী নামে একটী কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। পতিপুত্রহীনা দরিদ্র মহিলাগণ যাহাতে অল্প ব্যয়ে অথচ স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াই ঐ কোম্পানীর উদ্দেশ্য।

৭। ফরাসী রাজ্যের লায়ান্স নগরে ১৩টী ছাপাখানা আছে। তন্মধ্যে ৮টী ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তথাকার কম্পোজিটার প্রেসম্যান সকলেই স্ত্রীলোক।

৮। কুমারী মেরী লুসিয়া ওয়ারলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় প্রাচীন ভাষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার

পাইয়াছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর মাত্র।

৯। আয়র্লণ্ডের যে সমুদয় লোক নূতন ভূমি সম্বন্ধীয় আইন দ্বারা বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যার্থ তত্রত্য রমণীগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা অলিম্পিয়া নামক স্থানে একটি মেলা বসাইবেন; এই মেলায় স্ত্রীলোকেরাই জিনিষ বিক্রয় করিবেন। গ্লাডষ্টোন সাহেবের পত্নী এক বিপণিতে বসিয়া বিক্রয় করিবেন; তিনি কৃষক পত্নীর বেশে আসিবেন। এই মেলা চারি দিন স্থায়ী হইবে, মেলার আয় দ্বারা বিপন্ন আইরিসদিগকে সহায্য করা হইবে।

১০। জর্ম্মণির নূতন সম্রাট্ উইলিয়মের সহিত তাঁহার মাতা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাজ্ঞী নাকি এক রকম কয়েদ অবস্থায় আছেন। বিরোধের কারণ এই যে জর্ম্মাণ সম্রাটের মৃত্যুতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কতকগুলি দলিল দস্তাবেজ হস্তগত করিয়া তাঁহার মাতা ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তে সমর্পণ করেন।

১১। পৃথিবীতে যত শুষ্ক ভূমি আছে, তাহার পরিমাণ প্রায় ৫,৫০,০০,০০০ বর্গ মাইল এবং পৃথিবীস্থ জলভাগের পরিমাণ প্রায় ১৩,৭১,০০,০০০ বর্গ মাইল। সমুদ্র সমতলের উপরিস্থ ভূভাগের পরিমাণ প্রায় ২,৩৪,৫০,০০০ ঘন মাইল এবং সমুদ্র জলের পরিমাণ প্রায় ৩২,৩৪,০০,০০০ ঘন মাইল। ভূভাগের উচ্চতা গড়ে প্রায় ২,২৫০ ফিট এবং সমুদ্রের গভীরতা প্রায় ১২,৪৮০ ফিট।

১২। ভারতবর্ষের যে সকল স্ত্রীলোক আপন আপন জীবিকার জন্য পরিশ্রম করে, তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। চাষী ১,৮৮,৬৩,৭২৬; মজুর ৫২,৪৪,২০১; সূতাকাটে ২৮,৭৭,-৮৭৬; শাক সবজী ও মাংস বিক্রেতা ২২,৬৮,৭৬৮; সেলাই করে ৭,৩৩,০৮৩; চাকরাণী ৬,৫১,৯৬৭; পাথর ভাঙ্গে ৩৫৪৭২১; বাঁশের কাজ করে ২,৭৭,-৩৭৫; কুমার ২৪৯,৮৩৯ এবং অন্যান্য কর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের সংখ্যা ২,৭০,১৬৯ জন।

১৩। এক মগ যুবতী অস্ত্রবলে ডাকাইতের আক্রমণ হইতে আপন পিতাকে রক্ষা করিয়াছে।

১৪। ইংলণ্ডের রমণীরা মহারাণীকে জুবিলী উৎসব উপলক্ষে উপঢৌকন দিবার জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় ৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে। এই টাকা গুলি একটী হাঁসপাতালে দেওয়া হইবে।

১৫। নাগপুরে অতি ধূমধামের সহিত এক স্ত্রী-হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে।

১৬। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ভারতীয় ভৃত্যদিগের সেবা শুশ্রূষায় অসীম আনন্দলাভ করিতেছেন।

কিন্তু বৃটিষ নকরেরা তাহাদিগের উপর ভয়ানক চটা। মহারাণী আরও দুই একটী ভারতীয় দাস চান। কিন্তু বৃটিষ ভৃত্যেরা পুরাতনদিগকেই স্বদেশে পাঠাইয়া দিবার যোগাড়ে আছে।

১৭। লেডী ডফারিণ ভারত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কলিকাতায় মেয়ে হাঁসপাতালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। হাবড়া পোল ও সিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসন মধ্যে যে নূতন রাস্তা হইবে, এই হাঁসপাতাল তাহারই ধারে হইবার কথা।

১৮। মহারাজ হোলকারের ভ্রাতা রাজা বাবা সাহেব তাঁহার রাণীকে প্রহার করায় হায়দ্রাবাদ আদালতে তাঁহার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ৩ মাস মেয়াদ হয়; আপিলে মেয়াদ রহিত হইয়াছে।

১৯। বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার যে সন্তোষ জনক উন্নতি হইতেছে ইহা নিম্ন লিখিত বিবরণে হৃদয়ঙ্গম হয়—১৮৮১-৮২ সালে ২৬৭৪টী স্ত্রীবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু ১৮৮৬-৮৭ সালে ১৭,২৩১টী স্ত্রীবিদ্যালয় হইয়াছে; ১৮৮১-৮২ সালে ছাত্রী-সংখ্যা ৪৫,২৭৯ ছিল, ১৮৮৬-৮৭ সালে ছাত্রীর সংখ্যা ১,৪৯,৯২২ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শেষ কয়েক বৎসর মধ্যেই স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন।

২০। ভারতেশ্বরীর এক জন পঞ্জাবী ভৃত্য তাহার মাতার পীড়া হওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য ৬ মাসের ছুটি লইয়া ভারতবর্ষে আইসে। এখানে আসিয়া ভারতেশ্বরীর স্বহস্তলিখিত একখানি পত্রিকা প্রাপ্ত হয়; ঐ পত্রে মহারাণী সদয়ভাবে তাহার মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতির কামনা প্রকাশ করিয়াছেন।

২১। ভারতবর্ষে যত স্ত্রী ডাক্তারের আবশ্যক আছে, তত মিলে না; কোটার মহারাজ এই অভাব মোচনার্থ ন্যাসানাল এসোসিয়েসনের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

২২। লেডী ডফারিন আগামী নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে লেডী এচিসন হাঁসপাতাল খুলিবার জন্য লাহোরে গমন করিবেন। ডিসেম্বরের প্রথমেই তাঁহার কলিকাতায় আসিবার সম্ভাবনা। এ দেশীয় রমণীগণ তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হউন।

মহা আহ্বান।

এস! এস! এস! ভয় ভুলিয়া ভাবনা ভুলিয়া শোক ভুলিয়া রোগ ভুলিয়া—মৃত্যুর শব্দ ভুলিয়া এস এস এস। আমি আগে যাইতেছি, তুমি আমার হাত ধরিয়া এস। আমি কত লোককে লইয়া গিয়া থাকি, ভয় কি

তোমার ? এ পথে দস্যু ভয় নাই, এ রেলওয়েতে টিকিট ভয় নাই, এ ষ্টীমারে সমুদ্র ভয় নাই, তুমি বুকে বল করিয়া এস।

এস! এস! এস! ধনী হও দীন হও, পণ্ডিত হও, মূর্খ হও, পুরুষ হও স্ত্রী হও, সাদা হও কালো হও, ছেলে হও বুড়ো হও—যাহাই কেন হওনা সচ্ছন্দে এস! আমার পথে সব ই সমান, লজ্জিত হইতে হইবে না, দুঃখিত হইতে হইবে না, অহঙ্কৃত হইতে হইবে না; এক বন্দোবস্ত,—এক গতি! সচ্ছন্দে এস তুমি।

এস! এস! এস! অমন করিয়া বুক ভাসাইতেছ কেন?—"এদের কোথায় ফেলে যাই! আমি অভাবে এদের কি দশা হবে?" ও কথা ভাবিবার তুমি কে? তুমি ভালবাসা পেলে কোথায়? শিখাইলে কে? "ওদের" ই বা জগতে কে পাঠাইল? ভিতরের খবরটা একটু বলি, উপরে যিনি আছেন তিনিই তোমার "ওদের" ভাবনা অনেক দিন আগে ভাবিয়া রাখিয়াছেন; তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া এস। এস! এস! এস! অত বড় করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছ কেন? রাশি রাশি ধন, এত কষ্টে আহরণ করিলে ভোগ করিতে পারিলে না, সেই দুঃখে নাকি? —ছিছি অবোধ মানুষ কি খেলানার জন্যে যে দুঃখ করিতেছ বুঝিতেছ না? যত উপরে উঠিবে তত তোমার ভুল ভাঙ্গিবে, তখন এই সব মনে করিয়া কত হাসিবে, কত কাঁদিবে! তবে এস।

এস! এস! এস! আহা!—অমন মলিন মুখ কেন তোমার? সব "আপনার জন" "আপনার জিনিষ" ফেলিয়া কিসের জন্যে কাহার কাছে যাইবে? সেখানে কে তোমার মুখ পানে চাহিবে? কে "আপনার" বলিয়া তোমায় ডাকিবে —এই দুঃখে অমন করিতেছ?—পাগল মানুষ! অন্ধ তুমি, হীন তুমি, আপনাব জন তো কখন দেখ নাই, দেখিয়াও বুঝিতে পার নাই,তাই কৃত্রিম "আপনার জনে" এত মুগ্ধ হইয়াছ। একটী বার দেখিলে আর ফিরিতে চাহিবেনা, কাচকে আর মণি বলিবে না! মন স্থির করিয়া এস দেখি!

এস! এস! এস! তোমার মুখ শুখাইতেছে কেন? "কত পাপ করেছি" —কেন করিলে? কিসের জন্যে পাপে মতি দিলে? সৎপথে থাকিলে তোমার যদি একটু ক্ষতি হইত—ধন মান প্রভুত্ব যদি একটু অল্প করিয়া দেখা দিত,তবুত আজি এত বুক কাঁপিত না!—ডাক দেখি তোমার প্রাণের ধনে, সাধের মানে, আদরের প্রভুত্বে, যতনের জিনিস যারা আজ তাদের একবার ডাক দেখি! —কাহারও দেখা পাইবে না,কেউ তারা তোমার হইল না!—নির্ব্বোধ মানুষ! দুদিনের জিনিষের লোভে চির দিনের রত্ন খোয়াইয়াছ! তোমার কি ছিল না? —ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির উপযুক্ত ব্যবহার

কর নাই তাই মলিন হইয়া পড়িয়াছে! আপন হাতে আপনার ধন কি এমনি করিয়া নষ্ট করিতে হয়! চির দিনের সম্বল কেউ কি বিসর্জ্জন দেয়!—আর তো সময় নাই, এখন আমার পিছনে পিছনে এস!

এস! এস! এস! অমন বিহ্বল হইয়া পড়িতেছ কেন? কি আক্ষেপ বুকে জাগিতেছে?—"কিছু করি নাই!" কেন? এ জগৎ কার্য্যক্ষেত্র, তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব; সকল কার্য্যের উপযোগী করিয়াই তোমায় পাঠান হইয়াছিল, তুমি তবে কিছু করিলে না কেন? কি করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়াছিলে বল দেখি?—এ জগৎ যে তোমার চির দিনের "জিনিষ" নয়, এ মনুষ্য দেহ যে তোমার চির কালের তরে নয়, ইহা তো আমি তোমায় নিত্যই বুঝিতে দিয়াছি, কেন তাহা বুঝিলে না?—তুমি কত সামান্য কাজে শরীর ক্ষয় করিয়াছ, জগতের জন্যে কিছুই করিলে না? সব খাটুনি নিজের জন্যে? "আমি"র সমুদ্রে পড়িয়া হাবু ডুবু হইয়াছিলে!—তোমার কি আজিকার কথা একেবারে মনে হইত না "যেদিন আমার ডাক পড়িবে, সেদিন আমি কি হিসাব দেখাইব?" এ চিন্তা কি একবারে মনে উদয় হয় নাই! ধন্য তুমি, এ মাটীর জগতে কি নেশা আছে, জানিনা কি ঘুম ঘুমাইয়া মানুষ আপনার যথার্থ "অবশ্য কর্ত্তব্য" ফেলিয়া ছাই টুকু "অবশ্য কর্ত্তব্য" ভস্ম টুকু "অবশ্য কর্ত্তব্য" বলিয়া সোণার জীবন মাটী করিয়া ফেলে!—দেখ দেখি, পার্থিব জীবনটা যদি সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে, তবে আজ কত সুখে যাইতে পারিতে! আত্মপ্রসাদ বুক পূরিয়া থাকিত!—আজ এত কাঁদিতেছ, দশদিন আগে কি একবার মনে হয় নাই?—যা হবার তা তো হইয়া গেল, আমার "ট্রেণ" তো "মিস্" হইতে পারে না, চোখের জল মুছিয়া ফেল; এস।

এস! এস! এস! তুমি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বর্ত্তমানে এই কষ্ট পাইতেছ, লোকে আমারই কলঙ্ক করিতেছে! বলিতেছে—তোমার এ অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া ভাবিতেছে "মৃত্যু কি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক!"—আহা অবোধ মানুষ বোঝেনা! আমার হৃদয়ে পর নাই আপন নাই অধম নাই উত্তম নাই ছোট নাই বড় নাই—আমি সকলের জন্যই বসিয়া আছি। সময় হইলে সকলকেই বুকে করিয়া সেই প্রেমময়ের শান্তিধামে লইয়া যাইতেছি।—মানুষে বোঝেনা তাই আমার নাম করিয়াই "বালাই বলিয়া ঢাকিয়া দেয়! আমা ছাড়া যে ও পারে যাইবার উপায় নাই, আমার পথ যে সর্ব্বসাধারণের জন্যে, ইহা তারা বুঝিতেই পারেনা! তোমাকে লইয়া যাইতেছি বলিয়া যাহারা ঐ মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে, উহারা বুঝি ভাবি-

ভেছে এ পথের পাথক হইতে হইবেনা!—কে জানে রাত দিন দেখিয়া আবার ভুলিয়া যায় কি করিয়া!—আহা মানুষ বড় কৃপাপাত্র! যত উপরে উঠিবে ততই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে; জগতের বন্ধন ছিঁড়িয়া এস তবে!

এস! এস! এস! পণ্ডিত হও মূর্খ হও, মহৎ হও ক্ষুদ্র হও, দেবতা হও পশু হও—যাহাই হও তুমি, নিরুদ্বেগে এস, আমার হাত ধরিয়া এস। এ জগৎ পরীক্ষা ক্ষেত্র, উন্নতির শৈশব-দোলা। তাই এ জগৎ দুঃখময়। যাহাকে মানব সুখ বলে, তাহা প্রকৃত সুখ নয়, সুখের ছায়া মাত্র। মরুভূমে মরীচিকা যেমন পথিককে ভুলায় জগতের সুখও সেই রকম করিয়া মানুষকে ভুলায়। মানবের মন দেবাসুরের রণক্ষেত্র। তাহার ভিতর ধর্ম্মনীতি রূপ দেবতা ও পাপবৃত্তি রূপ অসুর রণসাজে সাজিয়া আছে—যিনি মানুষ, মানুষের শ্রেষ্ঠ, তিনিই দেবতার পক্ষ হইয়া এই অসুরদিগকে বিনাশ করেন—জীবন সংগ্রামে তাঁহারই জয় হয়!! তুমি যদি এ যুদ্ধে হারিয়া থাক ভয় পাইওনা—কাহার কাছে যাইতেছ, কোন্ দেব তোমায় ডাকিতেছেন বুঝিতেছ না?—তোমার মত লোককে মুক্ত করেন বলিয়াই তো তিনি পতিতপাবন অধমতারণ!—এ জগৎ উন্নতির শৈশব দোলা মাত্র! তবে তুমি এস! আমার হাত ধরিয়া এস! অমৃতময়ের নাম স্মরণ করিয়া এস, এস! এস! এস!

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহারাদি।

(প্রথম প্রস্তাব)

শ্রুতি শাস্ত্র আলোচনায় প্রতীতি জন্মে, অতি প্রাচীন সময়ে মানবের পরমায়ু ঊর্দ্ধসংখ্যা ১০০ একশত বৎসর ছিল। বেদের সময় লোকে শতবর্ষজীবী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিত। বেদের নানা স্থলে ইহার প্রমাণ লক্ষিত হয় (৫ম ও ৬ষ্ঠ মণ্ডল)।

বৈদিক কালের লোকেরা মৃৎপাত্র ব্যতীত ধাতু কলস ব্যবহার করিতেন। কেহ কেহ বলেন, স্বর্ণ কলস, অপর কেহ বা কহেন, লৌহময় কলস তখন সাংসারিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইত (৫। ৩০)। মৃণ্ময় পাত্র ভিন্ন তখন কোন না কোন ধাতু পাত্র যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মুদ্রাপ্রচলিত থাকার বিষয়ও শ্রুতিগোচর হয়। ধাতু দ্রব্য দ্রবীভূত করিবার বিধির নিদর্শন যখন রহিয়াছে, তখন কেনই বা মুদ্রার প্রচলন না হইবে, সহজেই মনে হইতে পারে। (৬। ২,

৫। ২৭, ৩৩)। আরও দেখুন, গলদেশে নিষ্ক (সুবর্ণ) পরিধানের প্রসঙ্গ বেদ-মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে (৫। ১৯)।

কর্ম্মকারের ভস্ত্র (জাঁতা) তৎকালে সমাজে ব্যবহৃত হইত। শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সূত্রপাত এই সকল উপকরণে সংসূচিত হইয়াছে। সে সময়ে সভ্যতার আরম্ভ হইয়া অনেকদূর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল, এই সকল দেখিলে স্বীকার করিতে হয় (৯। ৫)।

জলাদি তরল বস্তু রক্ষার্থ চর্ম্মনির্ম্মিত আধারের ব্যবহার তখনকার লোক-গণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমেই বলা গিয়াছে, সমাজে ধাতু পাত্র—প্রচলনের উদ্যোগ হইয়াছিল। এতদ্বারা সুন্দররূপ প্রতীত হইতেছে, সর্ব্বস্থলে ধাতব পাত্র সুলভ ছিল না (৬। ৪৮)।

স্থলবিশেষে লৌহময় অস্ত্র শস্ত্র প্রচুররূপে সমাজস্থ জনগণ ব্যবহার করিতেন (৫। ৬ ম)।

বৃষ মহিষাদির মাংসাহার তৎকালে নিষিদ্ধ থাকা দূরে থাকুক, বিলক্ষণ ব্যবহারোপযুক্তই ছিল। যজ্ঞকার্য্যে গোমেধ-মহিষাদি পশুবলি দিবার বিধান ছিল, দেখা যাইতেছে (৫। ৬)।

সংগ্রাম ক্ষেত্রে অশ্ব প্রেরিত হইত। যুদ্ধার্থ রথ, প্রায়ই গো-চর্ম্মে আচ্ছাদিত ও সুশোভিত হইত, ইহার চিহ্ন বেদে পরিলক্ষিত হয় (৬ ম)।

অনার্য্যদলের সহিত সমর সজ্জার বর্ণনা অনেক স্থানে কীর্ত্তিত আছে (১২। ২ম) যুদ্ধাশ্বের স্বর্ণ সজ্জায় মণ্ডিত হইবার উল্লেখ বেদে দৃষ্ট হইতেছে (৪ ম)। রাজারা সচিব-পরিবৃত থাকিয়া গজোপরি আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্রে ধাবমান হইতেন (৪ ম)। পাষাণ-বিনির্ম্মিত পুরীর প্রসঙ্গ পাঠ করিবার কালে মনোমধ্যে কি যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উৎসাহের উদয় হয় বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, তনুত্রাণ প্রভৃতি সমর শাস্ত্র দ্বারা প্রাচীনেরা রণকৌশল প্রদর্শন করিতেন (২ ম)। বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতেছি, কেমন করিয়া সেই সুপ্রাচীন কালে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল (২ ম)।

দস্যুর উল্লেখ দেখিলে সহজেই মনে হয়, আর্য্যগণ তাহাদের সহিত সতত যুদ্ধামোদে আমোদিত হইতেন (১ম)।

শিল্পীরা রথাদি প্রস্তুত করিত, এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া প্রাচীন আর্য্যজাতিকে আর কেহ অসভ্য বলিতে কি সাহস করিতে পারেন? (৪ ম)। শকট সকল নানারূপ উত্তমোত্তম বহুমূল্য কাষ্ঠদ্বারা বিনির্ম্মিত হইত (৩ ম)।

কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ সবিশেষ বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। (১ম) সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা যাইতেছে। ধান্তবীজ, কৃষির বিবরণ অনেক স্থলেই অবলোকিত হয় (৪)। শস্য পরিমাণ করিবার কথাও বেদের কিয়দংশে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্তবায়, বস্ত্রনির্ম্মাণ

ব্যাপারও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহামহোপাধ্যায় আর্য্যদিগের অবিদিত ছিল না (২ ম)।

ঋষি ও বণিক্‌দের সাগর যাত্রা প্রচুররূপে বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে (৪ । ৫)। এখন সমুদ্রগমনে জাতি নাশ হয় এবং পুনরায় সমাজভুক্ত হইতে হইলে, অর্থহানি জন্মে; সে কালে তৎপরিবর্ত্তে অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য ও বিত্ত লাভ হইত। বশিষ্ঠ ঋষি সসজ্জ হইয়া সমুদ্র যাত্রা করেন, ইহা নিতান্ত বিখ্যাত ঘটনা। প্রথম ও পঞ্চম মণ্ডলে এরূপ রাশি রাশি ঘটনা বর্ণিত দেখা যায়।

——:•:——

বনবাসিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক জন যুবক মলিন মুখে নদীতীরে বসিয়া আছেন। তখন রাত্রি অনেক, জগৎ নীরব। আকাশে পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে। পৃথিবী জ্যোৎস্না স্রোতে ভাসিতেছে, বাতাস গাছের পাতা কাঁপাইয়া ফুলের দেহ দোলাইয়া জ্যোৎস্নার তরঙ্গ তুলিতেছে। কলনাদিনী স্রোতস্বিনী চাঁদের ছায়া বুকে ধরিয়া সোহাগ করিতেছে। যুবকের চক্ষু এ শোভায় আকৃষ্ট হইতেছে না; তিনি একমনে চিন্তা করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, মুখ বড় বিষন্ন।

যুবকের পশ্চাতের দিকে নিবিড় বন। সেই বনের মধ্য হইতে নব বিকশিত গোলাপ কুসুমবৎ এক সুন্দরী বাহির হইল। সে চারি দিকে সচকিতনয়নে চাহিতেছিল, সহসা যুবককে দেখিয়া যেন তাহার মৃত দেহে জীবন ফিরিয়া আসিল।

রমণী ধীরে ধীরে যুবকের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, যুবক দেখিতে পাইলেন না; যুবকের সেই বিষাদ-কাতরতা রমণীর নিকট গোপন রহিল না; সেও বিষাদ-ব্যথিতা হইয়া তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িল। তখন যুবকের চক্ষু তাহার উপর পড়িল।

যুবক কি বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু সুন্দরী আগে তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "একি, এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন, কোন অসুখত হয় নাই ?"

যুবক উত্তর না দিয়া স্থিরদৃষ্টে সেই ভালবাসা প্রতিমার চাঁদের মত মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। রমণী আবার বলিল, "কথা কহিতেছ না কেন, আমার উপর রাগ করিয়াছ কি ?" যুবকের

বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফুটিল; সুন্দরীকে আপনার আরও নিকটে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন "তোমার উপর রাগ হয় কি শোভা, তুমি কি রোগের জিনিষ? একটা স্বপ্ন দেখিয়া মন কেমন চঞ্চল হইল তাই তোমায় না জাগাইয়া এই দিকে আসিলাম।"

শোভা সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল "কি সপ্ন দেখিলে?" যুবক বলিতে লাগিলেন "স্বপ্নে দেখিলাম মা'কে। দেখিলাম খুব একটা পুকুর, তাতে রাশি রাশি পদ্ম ফুটিয়াছে, সেই পদ্মের উপরে মা যেন পদ্মাসনার মত বসিয়া আছেন; পদ্ম হেলিতেছে দুলিতেছে, মা'র পা দুখানিও দোলাইতেছে! আমি দেখিয়া পাগলের মত হইলাম, মা'র কোলে ছুটিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল—পাগলের মত সেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। মা'কে ধরিবার জন্য যত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, মা যেন পদ্মাসনে বসিয়া ততই সরিয়া যাইতে লাগিলেন; আমার কান্না আসিল। আমায় ব্যথিতের মত দেখিয়া করুণাময়ীর হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি মধুর স্বরে কহিলেন "যতীন বাপ আমার! কেন এ ক্লেশ করিতেছ, আজ আমার কোলে আসিতে পাইবে না!" আমি মর্ম্মাহত হইলাম, বলিলাম "মা! আজ পাঁচ বছরের পরে তোমার শ্রীচরণ দেখিলাম, আমি আজ তোমায় ছাড়িব না, পায়ে পড়িয়া থাকিব।" মা হাসিয়া বলিলেন "বাপ, আজ কিছুতেই আমায় ধরা পাইবে না, আমি শীঘ্র আসিয়া আবার তোমাকে কোলে লইব।" এই কথা বলিয়া তিনি কোথায় অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, জাগিয়া মা'র জন্যে প্রাণ কেমন করিতে লাগিল, তাই ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম।"

শোভা যতীন্দ্রের স্বপ্নের কথা শুনিয়া মনে বড় দুঃখ পাইল, তাহার চক্ষে জল আসিল, যতীন্দ্র তাহা দেখিলেন, আদর করিয়া শোভার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। কতক্ষণ নীরবে নীরবে কাটিয়া গেল।

কতক্ষণের পরে যতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁদিলে কেন শোভা?" শোভা ধীরে ধীরে বলিল "দেখ, মার জন্যে আমারও প্রাণ কেমন করিতেছে, আমার তো মা ছিল না, মা'কে পাইয়া আমি গর্ভধারিণীর অভাব ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তা আমি এমনি অভাগিনী যে তিনিও আমায় পরিত্যাগ করিলেন।" শোভার আবার চক্ষে জল আসিল।

যতীন্দ্র সস্নেহে শোভার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কাঁদ কেন শোভা, মাকে তুমি চিরদিনই সুখী করিয়াছ, তোমার সেবায় তোমার যত্নে মা পরম সুখী হইয়াছিলেন। সেই অন্তিম শয্যায় শুইয়া আমায় বলিয়া গিয়াছেন 'যতীন, বউ মা আমার লক্ষ্মী, বউ মা চির দিন আমায় সমভাবে সেবা করিয়াছেন,

আমার মেয়ে ছিল না বলিয়া দুঃখ করিতাম, কিন্তু বউ মা হইতে আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে।' মার সেই কথায় আমার বুকে যেন অমৃতের স্রোত বহিতেছিল।" এবার যতীন্দ্রের হাত ভিজিয়া গিয়াছিল, শোভার চক্ষের জলে যতীন্দ্রের বুকও ভাসিল। তখন যতীন্দ্র, শোভার সহৃদয় স্বামী শোভার চক্ষের জল স্বহস্তে মুছাইতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে শোভা বেগ সামলাইল। ধীরে ধীরে দুজনে আবার কথা আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি ও আদর উপস্থিত হইল। দুজনেই ভাবিতেছিল "এ মুখ খানি দেখিলে কি আর মনে কষ্ট থাকে?"

যতীন্দ্র! শোভা! এমন একদিন ভবিষ্যতের গর্ভে, যে দিন এই সময় স্বপ্নের মত মনে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমা চলিয়া গিয়াছে, আজ অমাবস্যার রাত্রি। আঁধারে পৃথিবী ঢাকিয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ তারা আকাশের গায় ফুটিয়া আছে, কিন্তু এক এক খানা কাল মেঘ আসিয়া তাহাদের মুখ ঢাকিয়া আঁধারের সীমা বাড়াইয়া দিতেছে। তারাদের দেখা দেখি লক্ষ লক্ষ জোনাকীও গাছে গাছে ফুটিয়াছে, তাহাদের আলো একবার জ্বলিয়া আবার নিবিতেছে। রাত্রি প্রহরেক অতীত হইল।

ঘরের ভিতর সুসজ্জিত সুপরিষ্কৃত কুটীরের ভিতরে পরিষ্কৃত বিছানার উপর শুইয়া যতীন্দ্র সংবাদ পত্র পড়িতেছেন, নিকটে প্রেমপ্রতিমা শোভা বসিয়া শুনিতেছে, ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইতেছে। আমরা এই অবকাশে যতীন্দ্রের পূর্ব্ব পরিচয় একটু দিতেছি।

যতীন্দ্রের পিতা মোটের উপর এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু,অনেক বিষয়ী লোকের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাঁহার তাই হইল অর্থাৎ মোকর্দ্দমা মামলায় পড়িয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইল। তখন যতীন্দ্রের বয়স আঠার বৎসরের অধিক হইবেনা, ইহার মধ্যে তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। যতীন্দ্র কলেজে পড়িতেছিলেন, দরিদ্রতার আক্রমণে ও পিতার আদেশে পড়া বন্ধ করিতে হইল। সময়ে যতীন্দ্রের পিতা পরলোক গমন করিলেন,এদিকে অগ্নিদেবের কোপে যতীন্দ্রের গৃহাদি ভস্মসাৎ হইল। সে অবস্থায় লোকালয়ে বাস করা বিড়ম্বনা, যতীন্দ্র মাতা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন; দিনকতক পরে মাতা "স্বর্গগামিনী" হইলেন।

এখন যতীন্দ্রের কেবল একমাত্র সম্পত্তি শোভা। শোভাই সব। সহোদর বন্ধু শোভা, শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী শোভা, রাঁধুনী চাকরাণী শোভা, জীবনের অমূল্য রত্ন শোভা, হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী শোভা, ভালবাসবার একমাত্র জিনিষ শোভা।

এখন যতীন্দ্রের বয়স আটাইশ বৎসর হইবে; শোভা হইতে সাত আট বৎসরের বড়। যতীন্দ্র ধার্ম্মিক, দয়ালু, সৎসাহসী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; এক্ষণকার অনেক যুবকের হৃদয় যেমন দয়াধর্ম্ম অভাবে পাষাণবৎ, যতীন্দ্রের হৃদয় সেরূপ নহে। এখন পাঠিকা ভগিনীকে আর বলিতে হইবে না যে এই বনবাসিনী শোভা দরিদ্রতার মধ্যেও অতুল সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারিণী।

পড়িতে পড়িতে যুবক সহসা ক্ষান্ত হইলেন। স্থির কর্ণে একটা কি শব্দ শুনিতে লাগিলেন, শোভাও কাণ পাতিল। দুজনে বুঝিতে পারিলেন ছোট বালকের স্বর। যেন ভয়কম্পিত স্বরে বালক আর্ত্তনাদ করিতেছে। যুবক চমকিত হইয়া শোভার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কি এ!" ওদিকে সহসা চীৎকার বন্ধ হইল। মুখ চাপিয়া ধরিলে মানুষে যেমন অস্পষ্ট শব্দ করে, সেইরূপ শব্দ হইতে লাগিল। যতীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখিয়া আসিব শোভা?" শোভা গৃহের কোণে যে অস্ত্র ছিল তাহা আনিল, যতীন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল "চল যাই"।

য। তুমিও যাবে নাকি?

শো। এই আঁধারে এই বিপদে তুমি একা যাবে, আমি বাঁচিয়া থাকিয়া কি তাই দেখিব?

যতীন্দ্রের হাতে অস্ত্র, শোভার হাতে আলো, আগু পাছু হইয়া দুজনে সেই জঙ্গলের দিকে ছুটিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে শোভার কথা দূরে থা’ক, যতীন্দ্রেরও সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। একটী পরম সুন্দর বালক বয়স পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক হইবেনা, তাহাকে একজন ভীষণাকৃতি মনুষ্য বাঁধিতেছে। তখনও বালকের গায়ে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার শোভা পাইতেছে, কিন্তু যমদূত তাহাকে এরূপে ধরিয়াছে যে নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা নাই। যতীন্দ্র দেখিয়াই অস্ত্র উঁচু করিয়া এক লাফে তাহাকে অক্রমণ করিলেন। সহসা অতর্কিতরূপে আক্রান্ত হওয়ায় সে দুরাত্মা বালককে ছাড়িয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। যতীন্দ্র ও দস্যুতে মারামারি বাঁধিয়া গেল, এই অবকাশে শোভা বালককে কোলে তুলিয়া কুটীরাভিমুখে ছুটিয়া গেল।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া শোভা সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিত বালকের বাঁধন ছাঁদন খুলিয়া ফেলিল। তাহার মুখে জল দিয়া আঁচলের বাতাস করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে শিশু কতকটা সুস্থ হইল; সে শোভার অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই হউক বা স্নেহ ব্যবহার পাইয়াই হউক, মায়ের মত তাহাকে আকড়িয়া ধরিয়া রাখিল। শোভা তাহাকে সেইখানে রাখিয়া স্বামীর নিকট যাইতে এত চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ছেলে সহজে ছাড়িল না। তখন

তাহাকে অনেক কষ্টে ভুলাইয়া রাখিয়া শোভা আবার জঙ্গলের দিকে চলিল।

শোভা গিয়া দেখিল দস্যু চলিয়া গিয়াছে মাত্র, যতীন্দ্রের সর্ব্ব শরীর রক্তধারায় ভাসিতেছে। দুর্ব্বৃত্তের সহিত যতীন্দ্র অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে যতীন্দ্র হইতে শারীরিক বলে বলীয়ান থাকায় যতীন্দ্রকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। যে পাপের জন্যে সংগ্রাম করে, পলায়ন তাহার অনন্যগতি।

শোভা বুঝিতে পারিল যতীন্দ্রের শরীর নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। তখন সে আপনার পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধেকটা ছিঁড়িয়া নিকটস্থ নদী হইতে ভিজাইয়া আনিল। ক্ষত স্থানে সেই ভিজা বস্ত্রের পটী করিয়া বাঁধিয়া দিল। তখন যতীন্দ্র একটু আরাম বোধ করিলেন।

শোভার কাঁধে ভর দিয়া যতীন্দ্র ধীরে ধীরে কুটীরে আসিলেন। তাঁহাকে শোয়াইয়া শোভা বিবিধ প্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলন। এদিকে সেই বালকটীও ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না ধরিল, জিজ্ঞাসা করিলে কোনও কথা বলে না, কেবলই কাঁদে। যতীন্দ্রের মিষ্ট কথা ও শোভার আদর কান্না থামাইতে পারিল না। সে "মার কাছে যাব" বলিয়া এক সুর ধরিল অথচ তাহার মা' যে কে তাহা যতীন্দ্র শোভা কিছুই জানেন না।

কিন্তু এরূপ সংশয়ে অনেকক্ষণ থাকিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে সে বনে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। কত জমাদার, কত চাকর, কত বাবু যে শোভাদের উঠানে আসিতে লাগিলেন তাহার ঠিক নাই; যতীন্দ্র উঠিতে অসমর্থ এজন্য শুইয়াই তাহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রত্যুত্তরে এইরূপ বুঝিলেন :—

বন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে এক জমীদার বাবুর বাড়ী। অপহৃত বালক সেই জমীদারের পুত্র। প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পরে "খোকা বাবুকে" সাজ গোজ করিয়া এক খানি ছোট টানা গাড়ীতে লইয়া বেড়ান হইত। এই কাজ করিবার জন্যে একজন ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। দুর্বৃত্ত ভৃত্য সোণা চীবার লোভ সামলাইতে না পারিয়া এই অমূল্য রত্ন বিনাশ করিতেছিল। ছেলে সময় মত বাড়ী না যাওয়াতে মা কাঁদিয়া হাট বসাইয়াছেন, বাপ খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছেন। প্রেরিত লোকেরা দুই এক জনের মুখে এই দিকে গাড়ী আসার কথা শুনিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়াছে।

যতীন্দ্র "খোকার" জীবন রক্ষার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে তাহাদিগকে বলিলেন। তাহারা যতীন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখিয়া অনেক দুঃখ করিল এবং সেই বালককে লইয়া চলিয়া গেল।

জমীদার বাবু মহাশয়। তাঁহার

...র পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। কিন্তু সে সম্পদ অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হয় নাই। "বড় লোক" নামধারী অনেকে যেরূপ কীর্ত্তি রাখিতেছেন, তাহাতে "ধনবান্" শব্দ কানে প্রবেশ করিলেই স্বার্থপর বিলাসপ্রিয় অহঙ্কৃত ও হীন-চরিত্র এক চেহারা মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হয়। কিন্তু দেশে আজিও এরূপ ধনী আছেন, যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়া ধনের সার্থকতা হইতেছে। তবে অনেক স্থলে ভাল জিনিষই অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অল্প বলিয়াই ভাল জিনিষ এমন মধুর ও মূল্যবান্।

জমীদার বাবু একজন ভাল লোক। হারান ধনকে পাইয়া, যে ব্যক্তি তাঁহাকে এই দারুণ অভাবনীয় বিপদ হইতে ত্রাণ করিয়াছে, যে নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এই অপরিচিত বালককে রক্ষা করিয়াছে, যে নব-ঘাতকের সাংঘাতিক আঘাতে শয্যাগত হইয়া রহিয়াছে, সেই যতীন্দ্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার চিকিৎসার জন্যে একজন ডাক্তার ও পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা প্রেরণ করিলেন।

শোভা ডাক্তারকে দেখিয়া অনেক ভরসা পাইল। টাকা লইল না. লোককে বলিয়া দিল "আমার স্বামী কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছেন, ইহাতে পুরস্কার গ্রহণ করা পাপ; আমাদের অবস্থা অন্নের দীন নহে, আমা করি যাহারা বাস্তবিক দরিদ্র, এই অর্থ দ্বারা তাহারা পালিত হইবে। জমীদার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যে ডাক্তার পাঠাইয়াছেন, ইহাতেই আমরা যারপর নাই উপকৃত হইলাম।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লোক ফিরিয়া গিয়া জমীদারকে সমস্ত বলিল। তিনি শোভার সৌজন্য ও ন্যায়পরায়ণতায় বিশেষ প্রীত হইলেন। কি উপায়ে অর্থ তাহাদিগকে গ্রহণ করাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ডাক্তার প্রত্যহ যতীন্দ্রকে দেখিয়া যান। ঔষধ ও শুশ্রূষার গুণে কোন দিন একটু আরাম বোধ হয়, আবার কোন দিন বা অসুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যতীন্দ্র বিষম জ্বরে শয্যাশায়ী, আঘাত বাস্তবিক সাংঘাতিক।

একজন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যতীন্দ্রের শিয়রে বসিয়া আছেন, আলস্য নাই, শ্রান্তি নাই, সময় নাই, অসময় নাই শোভা স্বামীর শুশ্রূষায় প্রাণপণ করিয়াছেন। বিপদ মানুষকে কত ত্যাগস্বীকার, কত সহিষ্ণুতা, কত গাম্ভীর্য্যই শিক্ষা দেয়! শোভা বিপদে পড়িয়া অমূল্য শিক্ষা পাইতেছেন।

পীড়িত যুবক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অমৃতমাখা মুখ খানি দেখিতেছেন; সেই মুখ খানি দেখিয়া অসহ্য রোগ-যাতনারও কতকটা শান্তি হইতেছে,

প্রাণে নূতন বল উপস্থিত হইতেছে, হৃদয়ে উৎসাহ দেখা দিতেছে, প্রাণের ভিতর কি এক আনন্দ সর্ব্বক্ষণই জাগরূক রহিয়াছে! তুমিই ধন্য এজগতে প্রণয়! তুমি এ মর জগতে দেবতা, তুমি এ জ্বালাময় সংসারে অমৃত।

সূর্য্য অস্ত যায় যায়। মৃদু মধুর বাতাস বহিল। শোভার উপবনের ফুল আস্তে আস্তে ফুটিল। শোভা ধীরে ধীরে যতীন্দ্রের ক্ষত স্থানে নূতন ঔষধ লাগাইলেন। তখন যুবক মৃদুভাবে ডাকিলেন "শোভা!" শোভা, উত্তর না দিয়া স্বামীর সম্মুখে বসিলেন, যুবক বলিলেন "শোভা, আমার আর সহ্য হয় না, আজ বাইশ দিন তুমি এই কষ্ট পাইতেছ, তোমার কোমল শরীরে এত সহিবে কি করিয়া? আমার অসুখ যায় না ছাই তোমার এ কষ্টও আর দেখিতে পারি না। এখন একটু ঘুমাইবে কি?"

সে মধুমাখা কথা শুনিয়া শোভার চক্ষে জল আসিতেছিল। বড় দুঃখের সময়ে স্ত্রীলোকে সব সহিতে পারে, আদর সহিতে পারে না, সে সময় একটু আদরের কথা শুনিলে প্রাণ গলিয়া যায়। সেই গলা প্রাণ চখের জলরূপে পরিণত হয়। ইহাতেই অনেক অনভিজ্ঞ পুরুষ বলেন "মেয়ে মানুষ গুলো কেঁদেই অস্থির করে" ইত্যাদি—কাঁদে যে কেন, তাহা বুঝিতেই পারেন না।

শোভার কান্না আসিয়াছিল, কিন্তু শোভা কাঁদিলেন না। একটু বিলম্বে ধীরে ধীরে বলিলেন "তুমি আমার জন্য ব্যস্ত হইও না, তোমার অসুখ সারিলে আমি ঘুমাইবার দিন পাইব। অসুখ হইবার ভয় করিতেছ, কিন্তু আমরা যে পরিশ্রমের জন্য পীড়িত হই না তাহা তো বলিয়াছি। পরমেশ্বর যখন যে অবস্থা দিবেন, তখন সেই রূপেই থাকিব। এখন কি একটু ভাল বোধ হইতেছে?"

যতীন্দ্র অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শোভার কাঁধে এক হাত দিয়া আর এক হাত তাহার হাতের উপর রাখিয়া অনেকক্ষণ শোভার মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন "শোভা, তুমি রমণীরত্ন! তোমার শ্রমশীলতায়, তোমার সহিষ্ণুতায় আমি চমৎকৃত হইয়াছি। তুমি এমন গৃহিণীপনা জান যে আমার এই গরিবের সংসারেরও কখনও কোন অপ্রতুল হয় নাই! আমি নরাধম তাই এমন পতিপ্রাণা সাধ্বীকে প্রাণ ভরিয়া যত্ন করিতে পারিলাম না, মন খুলিয়া আদর করিতে পারিলাম না; শোভা হৃদয়ে যত খানি ভালবাসা ধরে তোমার স্বামী তোমায় তাহা দিয়াছে, সেই আহ্লাদে তুমি স্বর্গ সুখও কামনা কর না; কিন্তু তোমার মত দেবীকে ভাল বাসিয়া যে কি সুখ তাহা বলিবার নয়, ভালবাসা পাওয়ার তো কথাই নাই—"

শোভার আর সহ্য হইল না, চক্ষের জল আর বাধা মানিল না। স্বামীর

কথা শেষ না হইতেই শোভা তাঁহার পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন, বলিলেন "তুমি ওরূপ কথা বলিও না, আমি তোমার দাসী, তোমার পদানতা, আমায় অত বাড়াইও না"। যতীন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। শোভা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি একটু ভাল বোধ হইতেছে?"

যতী। আমার সব সময়েই ভাল বোধ হয় শোভা, তোমার মত প্রেমময়ী দেবী যাহার হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাহার কিসের অসুখ?—আর তুমি জান তোমার স্বামী পাপ কামনা চরিতার্থ করিতে গিয়া এ শাস্তি গ্রহণ করে নাই, তবে তোমারই বা কিসের দুঃখ, আমারই বা কিসের দুঃখ?

সহসা দম্পতিকে মৌন হইতে হইল। ডাক্তার বাবুর সহিত স্বয়ং জমীদার বাবু যতীন্দ্রের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শোভা ঘোমটা টানিয়া গৃহের এক কোণে দাঁড়াইলেন। ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বিষণ্ণভাবে জমীদারের কাণে কাণে কি বলিলেন।

সঙ্গীত।

এ বিশ্ব সঙ্গীতময়। কিসে এবং কাহাতে সঙ্গীত নাই? সজীব নির্জীব সকলই সঙ্গীতের মধুময় হিল্লোলে আন্দোলিত। কাহার হৃদয় না সঙ্গীতে পরিপূর্ণ? শিশু বল, যুবা বল, বৃদ্ধ বল, পণ্ডিত বল, মূর্খ বল, ধনী বল, দরিদ্র বল সকলেরই হৃদয় সঙ্গীতময়। তুমি হয়ত ভাল সুরে ভাল গান ধরিবে, আমি হয়ত মন্দ সুরে মন্দ গান গাইব কিন্তু আমার গানে আমার হৃদয়ের কত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, তাই আমার ভাল লাগিবে। তুমি হয়ত বেশ তান লয় মিলাইয়া একতানে গান গাইবে আর কত লোক শুনিয়া মোহিত হইবে, আমিও তাহাতে মুগ্ধ হইব, কিন্তু আমি তোমার মত ভাল গান না জানিলেও গোপনে একটু গাহিলাম, মনে মনে সঙ্গীতের স্রোত বহাইলাম এবং নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইলাম। শিশু স্বর্গীয় সঙ্গীতগুলি কথায় ও উচ্চে প্রকাশ করিতে না পারিলেও তাহার চোকে মুখে সেই সঙ্গীত প্রস্ফুটিত দেখা যাইবে। মনুষ্যের কথা ছাড়িয়া দাও অথবা মনুষ্যকে অন্তরালে রাখিয়া আমরা অন্যের সঙ্গীত আলোচনা করিব। আমি বলিয়াছি বিশ্ব সঙ্গীতময়। এ বিশ্বে কিসে না সঙ্গীত আছে? উষা ঘোমটা টানিতে টানিতে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কি একটু সঙ্গীত সমীরণকে কহিয়া দিল—বায়ু ধীরে ধীরে সেই

সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে লতার নিকট, গাছের নিকট, ফুলের কানে বলিয়া— কোন স্থানে স্ফুট কাহার কাছে অস্ফুট ভাবে গাহিয়া নিজ মনে গাহিতে গাহিতে দিগন্তে মিশিয়া গেল। ফুলগুলি সেই সঙ্গীতে নিজের নীরব তান মিশাইয়া দুলিয়া দুলিয়া গাহিতে লাগিল। বৃক্ষগুলি মর মর রবে গাহিয়া উঠিল—সুপ্তোত্থিত পক্ষীগণ বৃক্ষের গান শুনিয়া সেই গান উচ্চে ঘোষিত করিবার জন্য বিমানে উঠিয়া নিজ কণ্ঠস্বর ভাসাইয়া দিল—সমস্ত প্রকৃতি সঙ্গীতে রত হইল। চারিদিকে গভীর সঙ্গীত গভীরতর হইয়া উঠিল।

এ সঙ্গীতে কাহার হৃদয় না গলিয়া যায়? এ সঙ্গীত শুনিয়া কে অন্তর্নিহিত সঙ্গীতময় ভাবগুলিকে ডুবাইয়া অন্য ভাব ভাসাইতে পারে? এ কবিত্বময় সঙ্গীত শুনিয়া—এ বিশ্বপ্রেমমাখান সঙ্গীত শুনিয়া কাহার গদ্যময় জীবন প্রেম শূন্য হৃদয় কবিত্বে ও প্রেমে পরিপূর্ণ না হয়? তবে হয়ত আমি ও গানগুলি ভাল করিয়া না শুনিয়া ও বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, ও গানে মন না দিয়া নিজ মনে নিজ গদ্যময় সংসার চিন্তাজনিত অন্তঃসারশূন্য বাস্তবিক কবিত্বহীন গান গাহিয়া চলিয়া গেলাম। তাহা হইলে ও গান আমার কাছে মধুর লাগিবে কেন—ও গানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিব কেন? চঞ্চল চিত্তে এ গান শুনা যায় না—হৃদয় মন প্রাণ সমস্ত উহাতে না ডুবাইলে উহার মধুরতা উপলব্ধি হয় না। উহাতে মন যত ডুবাইবে, ততই মধুর—সুমধুর—আরও সুমধুর বোধ হইবে। তোমার সঙ্গীত আমার সঙ্গীত যখন গীত হইল, তখনই ফুরাইল; হয়ত একটু চিহ্ন মনে রহিয়া গেল—ঘুমন্ত ভাবে রহিয়া গেল। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গীত ফুরায় না, এ সঙ্গীত চিরস্থায়ী। তোমার আমার সঙ্গীত আমাদের সাথে লয় পাইয়া গেল বিশ্বের সঙ্গীত সমভাবে জগৎ ভরিয়া রহিল। আমাদের যেমন একসুর সকল সময় ভাল লাগে না তাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন সুরে গান করি। বিশ্বের সঙ্গীতেও তাই। প্রভাতে যে সুর, দুপরে সে সুর নাই, আবার দুপরের সুর সন্ধ্যায় নাই। বালক একসুরে গাহিল, যুবা আবার অন্য সুরে গাহিল, বৃদ্ধ আবার অন্য সুরে গান ধরিয়া দিল। একঘেয়ে সুর ভাল লাগে না। সুরের পরিবর্তন না হইলে সঙ্গীত মধুর বোধ হয় না। আমরা কত ভাবের কত গান গাহিতেছি—একটা গান দুইবার গীত হইলে সেটী পুরাণ বলিয়া আমাদের ভাল লাগিবে না। কিন্তু বিশ্বের একই গান। কল্পনার কল্পনাতীত—সৃষ্টির সৃষ্টি পরিভূত কত দূর অজানা দিন হইতে এই একই গান গীত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তবুও পুরাতন হয় না, প্রত্যহ নূতন। এ গান রামচন্দ্র শুনিয়াছেন, এ গান যুধিষ্ঠির শুনিয়াছেন,

এ সঙ্গীতে ধ্রুব প্রহ্লাদ শৈশব কালে মোহিত হইয়া অন্য গানে মনঃ সংযোগ করেন নাই—এই বিশ্বের গানই তাঁহাদের এক গান ছিল এবং তাহাতেই তাল মিশাইয়া একমনে গাহিয়া গিয়াছেন। এ সঙ্গীতে খ্রীষ্ট তান মিশাইয়াছেন, এ সঙ্গীতে চৈতন্য তান মিশাইয়াছেন। এ গান তখনও ছিল, এখনও আছে এবং চিরকাল থাকিবে। মনুষ্য এতকাল যত গান গাহিয়াছেন, সে সমস্তই উহাতে ডুবিয়া যায়—উহার অণুতে লুকাইয়া যায়। আমরা সারাদিন হয়ত কত গান গাহিতেছি—কখন ইচ্ছায় কখন অনিচ্ছায়, কখন একমনে কখন আনমান গাহিয়া গাহিয়া চলিয়া যাই, কিন্তু ও গানে হৃদয় মিশাই না—ও গান বুঝিতে চেষ্টা করি না। এ সংসারে সকল বিষয়ে আমরা ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাই—ডুবিতে চাই না, কিন্তু বিশ্বের এই সঙ্গীতে না ডুবিলে বুঝিতে পারা যায় না।—এ সঙ্গীতে যাঁহারা ডুবিয়াছেন, তাঁহারা রত্ন পাইয়াছেন। সুরের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেলাম, গান বুঝিলাম না, সে সুর কিছু দূর যাইয়া আর ভাল লাগিবে না, তখন তাহা পুরাণ হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে আর সে সুখ হর্ষ কিছুই পাওয়া যাইবে না—সে সুর তখন কষ্টজনক হইয়া উঠিবে। কিন্তু ঐ সুরের সঙ্গে সঙ্গে যদি গান হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন মধুরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বের সঙ্গীত এখনও ফুরায় না এবং এই নিত্য নূতন-ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত কখন পুরাণ হয় না। এ গানে যত ডুবিবে, তত নূতন ভাব, নূতন কবিত্ব, নূতন মাধুর্য্য, নূতন সুখ, নূতন হর্ষ, নূতন প্রাণ সমস্তই নূতন দেখিবে—অথচ এক গান—এক অনন্ত সঙ্গীত। এ গান মনুষ্য গাহিয়া শেষ করিতে পারে না—ও গান সুধু মনুষ্য কেন সমস্ত জীব জন্তু কেহই শেষ করিতে পারে না। এ গান অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া গাহিয়া বিরক্ত হইবেন না।

ঐ যে নদী কুল কুল করিয়া গাহিয়া যাইতেছে, উহারও ঐ এক গান। নদী ঐ গান কত কাল হইতে গাহিয়া আসিতেছে, তবু ও ফুরায় না—তবুও আবার নিত্য নূতন প্রাণে নূতন উদ্যমে, নূতন ভাবে নাচিতে নাচিতে সেই গান সেই কুলস্বর গাহিয়া যাইতেছে, বিরাম নাই, আলস্য নাই—অবিরাম গাহিয়া চলিতেছে।

আবার ঐ যে নক্ষত্রাবলী সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য গগনে এক এক করিয়া ফুটিয়া উঠে, উহাদেরও ঐ এক সঙ্গীত। কিন্তু উহাদের সঙ্গীতে সাড়া নাই শব্দ নাই —মত্ততা নাই, চঞ্চলতা নাই। উহাদের সঙ্গীত নীরব নিস্তব্ধ, নিশ্চল, নিষ্কাম, নির্ব্বেগ, নির্ব্বিকার। সরলতা গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত হাসিতে ঐ গান ফুটিয়া রহিয়াছে। যাহারা সঙ্গীতে যত

ডুবিতে পারে, তাহাদের উচ্চ সঙ্গীত তত থামিয়া যাইয়া নীরব হয়। উচ্চ ঘোষিত সঙ্গীত যতই মধুর হউক না কেন, নীরব সঙ্গীত মধুরতর। উচ্চ ঘোষিত সঙ্গীত বাহিরে মিলাইয়া যায়, নীরব সঙ্গীত শিরায় প্রবেশ করিয়া দ্রুত প্রবাহিত হয় এবং হৃদয়ে মিশিয়া যায়। উচ্চ ঘোষিত সঙ্গীতের সুরে অরুচি আছে, ইহাতে অরুচি নাই। এই নীরব সঙ্গীত সুধা যতই পান করা যাইবে, ততই আরও ইচ্ছা হইবে এবং পান করিয়া শেষে অমর হইবে। তাই বলি সকলই সঙ্গীতের স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া তাহাতে ডুবিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে সঙ্গীতের যথার্থ মহিমা বুঝিতে পারিবেন এবং সেই সঙ্গীতে ডুবিতে পারিলে সংসারের তাপ জ্বালা সমস্তই প্রশমিত হইবে—অনন্ত প্রেমের অনন্ত সুখ শান্তি ঐ সঙ্গীতে তান মিশাইবে।

বঙ্গমহিলা সমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসব।

বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের মধ্যে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতির জন্য ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিবার জন্য এই কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা হয়—প্রবন্ধলিখন, আলোচনা, উপদেশ, সদালাপ ও বিশুদ্ধ আমোদসম্ভোগের জন্য সম্মিলনসমিতি। ঈশ্বর কৃপায় এই নারীসমাজটী নয় বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গত ১৭ই আগষ্ট ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর বাটীতে এই উপলক্ষে একটী বৃহৎ সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে প্রায় ১০০ মহিলা তাঁহাদের স্বামী ও আত্মীয়গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। বাটীটী বেশ সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। একটী গৃহ বৈদ্যুতিক আলোকে দীপ্তি পাইতেছিল, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বিদ্যুৎ বা তাড়িত শক্তি দ্বারা কাপড় সেলাই ও অন্যান্য কতকগুলি প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। তাহার মধ্যে একটী বড় আশ্চর্য্য। এক বস্ত্রের অপরদিকে হাত রাখিয়া বিদ্যুদালোকে দেখিলে হাত দেখা যায় না; হাত বাতাসের মত নিরাকার ও স্বচ্ছ হইয়া যায় এবং তাহার ভিতর দিয়া অপর দিকের বস্তু সকল দেখা যায়। আর এক গৃহে মানবদেহ তত্ত্বের অনেকগুলি সুন্দর ছবি এবং মোমনির্ম্মিত মনুষ্যের মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড ধমনীর মূল ও শাখা সকল ছিল। ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সকল অবলম্বন করিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা কয়েকটী

আশ্চর্য্য দর্শনেরও সুবিধা করা হয়। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত, বাজনা, ইংরাজী ও বাঙ্গালা আবৃত্তি হয় এবং উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে থাকেন। অবশেষে জলযোগ হইয়া রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সমিতি ভঙ্গ হয়, এবং মহিলারা সকলেই প্রীত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বঙ্গমহিলা সমাজ নারীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একটী প্রকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বর এই সমাজকে দীর্ঘায়ু করুন্। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার মঙ্গল ও উন্নতির প্রার্থনা করি।

ধ্বজা-রোপণ ব্রত।

হিন্দুর বিবাহ একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। "সহধর্ম্মিণী" বিশেষণটি হিন্দু স্ত্রীর প্রতি যেরূপ অসঙ্কুচিত ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, বোধ হয় সভ্য জগতের আর কোনও জাতির স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সেরূপ ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। হিন্দু স্ত্রী, সতীত্ব, পতিপরায়ণতা, লজ্জা, বিনয়, কোমলতা, ন্যায়পরতা, ভক্তি প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিস্বরূপ। সুবিস্তৃত হিন্দু শাস্ত্র ইহার জীবন্ত সাক্ষী। বৃহৎ নারদীয় পুরাণ হইতে একটি পবিত্র অধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া আমরা হিন্দু নারীর দেবভক্তি ও গার্হস্থ ধর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আজি একটি সুন্দর প্রমাণ সন্নিবেশিত করিতেছি।

এদেশের রমণীদিগের কৃত সাবিত্রী ব্রত, মনসা ব্রত, পুণ্য পুকানীর ব্রত, অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রত, হরিপঞ্চক ব্রত, মাসোপবাস ব্রত, প্রভৃতি সদুপদেশপূর্ণ ও সদ্ভাব উত্তেজক। হিন্দু স্ত্রীর "ধ্বজা রোপণ ব্রত" আরও সুন্দর, আরও চমৎকার। এই ব্রত যেরূপ জ্ঞানোপদেশ পূর্ণ, সেইরূপ অতি প্রাচীন ও পবিত্র। এই ধ্বজারোপণ ব্রতের অনুষ্ঠানে গৃহ পবিত্র, চিত্ত শান্ত, অহঙ্কার চূর্ণ, কুল উজ্জ্বল, বংশগৌরব সম্পন্ন এবং ভক্তের ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে স্ফূরিত হয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী এই ব্রতাচরণের প্রশস্ত দিবস। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশী দিনে সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ঈশ্বরোপাসনা পূর্ব্বক বিরামদায়িনী নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নিশা যাপন করিতে হয়; পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া পরব্রহ্মের পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। পূজা শেষ হইলে সতী স্ত্রী আপন স্বামীর সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া গললগ্নীকৃত বাসে

অকপট চিত্তে বলিবেন "হে প্রভো! আপনার সহিত আমার শুভ মিলন হইবার দিবস হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত যে সকল অপরাধ করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আপনার দাসীকে তজ্জন্য ক্ষমা করুন। আপনি অনুগ্রহ করিলে আমি পাপ হইতে মুক্তা হইতে পারি।" স্বামীও স্ত্রীর সম্মুখে ঐ রূপে বলিবেন "হে সাধ্বী! তুমি আমার ধর্ম্মপথের সহায় স্বরূপা, তুমি আমার শরীরের অর্দ্ধেক অংশ,অতএব হে ভামিনী! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না ও সরলা হও। আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত যে অপরাধ করিয়াছি,তুমি তাহার জন্য সন্তোষ সহকারে আমাকে মার্জ্জনা কর।" দেবতার সম্মুখে উভয়ে এইরূপ সরল চিত্তে পরস্পরের প্রীতি আকর্ষণ করিবেন। তদনন্তর পিতা, মাতা এবং গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া নিভৃত গৃহে ঈশ্বর চিন্তায় সেই দিবস যাপন করিতে হইবে, সেই দিনে বৈষয়িক চিন্তায় চিত্তকে চঞ্চল করিবেন না। পরদিন প্রত্যূষে (ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে) সূর্য্যদেবের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া গন্ধ দ্রব্য ও কুসুমাদি দ্বারা গৃহদেবতার অর্চ্চনা করিবেন। তাহার পর সূক্ত ও স্তোত্র পাঠ এবং মনোহর নৃত্য গীত বাদ্য সহকারে দেবমন্দিরের দিকে এক সুদৃঢ় ও সুন্দর ধ্বজা লইয়া যাইতে হয়। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে ঐ ধ্বজদণ্ড একত্রে বহন করিবেন। ঐ সুশোভন ধ্বজ দেবালয়ে স্থাপিত হইলে ভক্তি সহকারে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দম্পতী এই স্তোত্র উচ্চারণ করিবেন :—

"হে বিশ্বভাবন! হে দেব দেব নারায়ণ! তোমাকে আমরা নমস্কার করিতেছি। যাঁহা কর্ত্তৃক এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; যাঁহাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত মধ্যে যিনি প্রতিষ্ঠিত; অন্তে যাঁহাতে সকলই লয় প্রাপ্ত হইবে; সেই জগন্ময় প্রেমপুরুষ বিষ্ণুর আমরা শরণাগত হইলাম। ব্রহ্মাদি সুরগণও যাঁহার মহিমা বুঝিতে অক্ষম, যোগিগণ নিরন্তর যাঁহার প্রশংসায় নিরত, ভক্তের হৃদয় যাঁহার সিংহাসন, সেই জ্ঞানরূপ পরমেশ্বরকে আমরা নমস্কার করি। স্বর্গ যাঁহার মূর্দ্ধা, অন্তরীক্ষ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার পদতল, দশদিক্ যাঁহার শ্রোত্র এবং দিনকর ও শশাঙ্ক যাঁহার চক্ষু, সেই সর্ব্বেশ্বর, শুদ্ধাত্ম, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন নারায়ণকে নমস্কার। তত্ত্বজ্ঞানী যোগীন্দ্রগণ যাঁহাকে সর্ব্বভূতে, সকল স্থানে, সকল কারণে এবং সকল সময়ে নিরীক্ষণ করিয়া মানব জীবনকে কৃতার্থ করেন, যিনি নিরাকার, নির্বিকার, অজ, পুরাণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজীবে প্রণয়, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে নমস্কার।

"ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠের কৃপায় আমাদের পাপ মুক্ত হউক, আমাদের ভ্রমের নিরসন হউক এবং বিষয় বাসনা হইতে

আমাদের মায়া খণ্ডন হউক। আমরা অনিত্য পার্থিব পদার্থে মত্ত হইয়া যেন নিত্য সনাতন পদার্থকে না ভুলিয়া যাই, যেন ধর্ম্মে আমাদের মতি ও গতি হয়। আমরা যেন মধ্যাহ্নভাগে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসিতকে নির্ম্মল নীর, এবং ক্লান্তকে শান্তি দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি; আমরা যেন পীড়িতকে ঔষধ এবং দরিদ্রকে যথাসাধ্য ধন দিতে কাতরতা প্রকাশ না করি; আমরা (স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে) যেন কখনও কাহাকে শরীর, মন বা আত্মা সম্বন্ধে ক্লেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে পশ্চাৎপদ না হই।

"আমাদের জিহ্বা অসত্য বচনোচ্চারণে যেন কুণ্ঠিত হয়। কর্ণ যেন মিথ্যা কথা শ্রবণে কাতর হয়, চক্ষু যেন কুদৃশ্য দর্শন না করে। আমরা যেন ভক্ত ও সাধকের নিন্দা শ্রবণ না করি। আমরা যেন কাহারও নিন্দায় উৎফুল্ল না হই। আমাদের আবাস যেন ভক্ত, সাধু, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানীর পদধূলি দ্বারা পবিত্র হয়। আমাদের গৃহ প্রাঙ্গণে বিহঙ্গদিগের ক্ষুধাশান্তির জন্য সুরসফল যুক্ত সুন্দর মহীরূহ এবং পিপাসিত জীবের জন্য স্বচ্ছ সরোবর থাকে, আমাদের উপদেষ্টা গুরু যেন সতত আমাদের সন্নিকটে থাকেন।"

এইরূপে স্তোত্র পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে দম্পতী যথাশক্তি দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুত্র মিত্র আদি সহ উদ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। দান ভোজন ইত্যাদির উপসংহার হইলে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি বন্ধু, আত্মীয় ও ইহাঁদের হিতচিকির্ষুগণ ব্রাহ্মণ, ভক্ত, সাধু, উপদেষ্টা, পুরোহিত এবং দর্শকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তি পূর্ণ চিত্তে বসিবেন :—

"হে হিতচিকীর্ষুগণ! তোমরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও; হে বৈরিগণ! তোমরাও প্রসন্ন হও। হে স্থাবর জঙ্গম সমন্বিত সমগ্র জগৎ! তুমিও প্রসন্ন হও! আমাদের অপরাধ জন্য আমরা যেন কাহারও অসন্তোষের ভাজন না হই এবং কেহ যেন আমাদেরও অসন্তোষের ভাজন না হয়েন। পরব্রহ্মে আমাদের চিত্ত রত হউক, আমরা যেন জগতের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করিতে পারি।" তদনন্তর স্বামী ও স্ত্রী পুনরায় আত্মীয় বান্ধবাদি সহ ভগবানের পবিত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে আসিবেন এবং গৃহে আসিয়াই অনুতপ্ত চিত্তে গৃহ দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধ পুঞ্জের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। এখন হইতে পাপময় কার্য্য হইতে ইহাঁরা স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

এই ধ্বজারোপণ ব্রত বহুকাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালাদেশে ইহা বড় কম দেখা যায়, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ইহার এখনও খুব প্রচলন আছে।

এই ব্রতক্ষেত্র স্ত্রী ও স্বামীর শিক্ষার স্থল এবং সাধারণের চক্ষু সম্মুখে ইহা নিতান্ত জ্ঞানগর্ভ ও গম্ভীর ভাবোদ্দীপক পবিত্র দৃশ্য।

বিষয় বিজ্ঞান।

অনামিক গুল্ম—যাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট দুই একটী বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা উপস্থিত করি, তাঁহারা তাহার মীমাংসা করিলে নিতান্ত বাধিত হইব। সম্প্রতি অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার গুল্ম দেখিলাম। তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহাকে শৈবাল বলাও যাইতে পারে। তবে সে প্রকার শৈবাল কখন দেখি নাই বলিয়া ইহাকে গুল্ম বলিলাম। নাম না জানা থাকায় উহার অগ্রে "অনামিক" এই বিশেষণ যোগ করা গেল। পত্রগুলি শাঁড়া পত্রের ন্যায়,—কিন্তু তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। একটী গুল্মে চারিটী হইতে ছয়টীর অধিক পত্র নাই। তাহাতে আর অধিক পত্র জন্মায় কিনা, আমি তাহা দেখিব বলিয়া কয়েকটা যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি। তাহার কেশবৎ সূক্ষ্ম একটী মূল আছে। মূলটী আর্দ্র মৃত্তিকা বা সানের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিলেই উদ্ভিদটী জীবিত থাকে। এমন কি, বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হইয়া থাকে, তথাপি মৃত্যুর কোন লক্ষণ প্রকাশ করে না। হঠাৎ দেখিলে একটী মূলোৎপাটিত উদ্ভিদ্ বলিয়া বোধ হয়। ভূমির উপর এক পার্শ্বে শয়ান থাকে,—কেবল মূলটী জল মৃত্তিকাদির সহিত সংযুক্ত থাকে। তাহার মূলটীকে আর্দ্র ভূমি হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি, পর দিন দেখি সেই মূল ঘুরিয়া ফিরিয়া জল সংযুক্ত হইয়াছে। উদ্ভিদ্ বিদ্যায় যাঁহাদিগের বিদ্যা অধিক, তাঁহারা অবশ্যই এরূপ উদ্ভিদের সন্ধান রাখেন, কিন্তু আমরা এই নূতন দেখিলাম।

পতঙ্গাণু—যদি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়টী সম্পূর্ণ হইত, দৃষ্টি শক্তি বলিলে যাহা বুঝায়, যদি আমাদের তাহা থাকিত, তাহা হইলে আমরা এই জগতের মধ্যে কত নূতন জগৎ দেখিতে পাইতাম—এই মনুষ্য লোকের মধ্যে কত নূতন জীব লোক দেখিতে পাইতাম। আমাদের চক্ষু কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় সকল এবং মনবুদ্ধি আদি অন্তরিন্দ্রিয় সকল যে অবস্থায় থাকিলে স্থূলতঃ বিষয়কার্য্যের কোন বিঘ্ন ঘটেনা, তখনই আমাদিগকে সুস্থ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন মনে করি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা সকলেই বিকলেন্দ্রিয়। যেমন কূপভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়া কূপমণ্ডূকের বোধ নাই, তদ্রূপ দৃষ্টেন্দ্রিয়গত পদার্থ ভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়া আমাদের বোধ নাই। কিন্তু আমরা

যাহা দেখিতে পাই, এ বিশ্বসংসারে দেখিবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আছে। আমরা যাহা শুনিতে পাই, শুনিবার তদপেক্ষা অনেক আছে। অতএব সব দেখিয়াছি, সব শুনিয়াছি, সব জানিয়াছি, এরূপ ভ্রমটা আমাদের না হইলেই ভাল হয়। এত কথা কেন হইতেছে, এখন তাহা বলি।

সম্প্রতি কোন স্থলে কয়েক যোড়া কবাটে গ্রীন রঙ্গ দেওয়া হয়। এক দিন অপরাহ্নে দেখা যায়, রঙ্গটী অতীব সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া শ্যামল উদ্ভিদ্ শোভা প্রকাশ করিতেছে। ঐ রঙ্গে বিলক্ষণ আটা ছিল। পর দিন প্রাতে দেখা গেল, ঐ দ্বার ঈষৎ কৃষ্ণাভ দেখাইতেছে। কেহ কেহ বলিলেন, রঙ্গটা বিকৃত হইয়া ঐরূপ হইয়াছে। আমি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পতঙ্গাণু রঙ্গের আটায় সংযুক্ত ও গতাসু হইয়া উহাকে কৃষ্ণাভ করিয়াছে। যে সকল পতঙ্গাণু বায়ু প্রবাহের মস্তকে চড়িয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে গমন করে, তাহাদেরই এই দশা হইয়াছে। প্রকৃতি এই সামান্ত বর্ণীকরণ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া কোটি কোটি জীবের জীবনলীলা শেষ করিয়াছে! ভাল! বায়ু মধ্যে যদি এত অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করিয়া থাকে, তবে আমরা তাহা দেখিতে পাই না কেন? এবং যখন তাহাদের কোটি কোটি টা একত্রে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখনই বা দেখিতে পাইলাম কেন? বোধ হয় বিরলত্ব ও ঘনত্বই তাহার কারণ। বায়ু ও সমুদ্র বারির বর্ণ আছে; কিন্তু অল্প পরিমিত বায়ু ও সমুদ্র জলের বর্ণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। বায়ু রাশির ও সমুদ্রের জল রাশির বর্ণ দেখা যায়। উভয়কেই নীলাভ বোধ হয়। যখন আকাশে মেঘ থাকে না, তখন উর্দ্ধদেশে দৃষ্টিপাত করিলে যে বর্ণ দেখা যায়, তাহাই বায়ুর বর্ণ। সমুদ্রযাত্রী ব্যক্তিগণ জলধি বারিরও ঐ বর্ণ দেখিতেপান। পূর্ব্বোক্ত পতঙ্গাণুগণ বোধ হয়, বায়ু সহ তত ঘন ভাবে বিচরণ করে না, —তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই না। কবাটে ক্রমশঃ বহু একত্রীকৃত হইয়াছে, তাই দেখিতে পাইয়াছি। পতঙ্গাণুগণ বায়ু প্রবাহ সহ স্বভাবতঃ গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে বিপদে (আটায়) পড়িয়া প্রাণ হারাইল। কি, রূপের পাগল পতঙ্গজাতি! শ্যামরূপে দেহ বিসর্জ্জন করিল, আমরা তাহা জানিনা। বামাবোধিনীর কোন পাঠক পাঠিকা ইহার মীমাংসা করিলে, সুখী হইব।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী জুবিলী।

আগামী ২৭এ ভাদ্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সিটী কলেজ গৃহে বামাবোধিনীর জুবিলী উৎসব হইবে, তদুপলক্ষে বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ মহাশয় "বঙ্গীয় রমণী—২৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময়ে" এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করিবেন। কলিকাতার কৃতবিদ্য রমণী ও স্ত্রীশিক্ষা হিতৈষী সকল লোকই সভাস্থলে আহূত হইয়াছেন।

জুবিলী উপলক্ষে ১০টী পারিতোষিক রচনার পুরস্কার দিবার কথা আছে। রচনাগুলি এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে, আমরা আশা করি শীঘ্র তাহার ফল বাহির হইবে এবং আমরা আগামী বারে তাহা প্রকাশ করিতে পারিব। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, তারাকুমার কবিরত্ন ও সম্পাদক পরীক্ষার ভার লইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়—প্রস্তাবিত সকল বিষয়েরই রচনা পাওয়া গিয়াছে এবং কয়েকটী রমণী পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যে যে বিষয়ে যিনি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল।

১ম শ্রেণীর রচনা।

১—আদর্শ বঙ্গ রমণী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দে, রামকেশব মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল নাথ, কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুরেশচন্দ্র সরকার এবং শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায় ও মানকুমারী বসু।

২—ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে?—শ্রীযুক্ত সীতানাথ নন্দী, কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রামকেশব মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল নাথ, জয়কৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়, শৈলজাকুমারী দেবী ও সুসমাসুন্দরী দাসী।

৩—স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায় ও মানকুমারী বসু।

৪—অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধনের উপায়—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রামকেশব মুখোপাধ্যায়, কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়, শৈলজাসুন্দরী দেবী ও সুসমাসুন্দরী দাসী।

৫—দিশসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, জয়কৃষ্ণ মিত্র, রামকেশব মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী ও কুমুদিনী রায়।

২য় শ্রেণীর রচনা।

১—গৃহচিকিৎসা—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায় মানকুমারী বসু, বরদাসুন্দরী দেবী, সুসমাসুন্দরী দাসী, শৈলজাকুমারী দেবী।

২—প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও ইহার উন্নতির উপায়—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়, শৈলজাকুমারী দেবী।

৩—বাঙ্গালী স্ত্রীপরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়।

৪—স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়, মানকুমারী বসু, শৈলজাকুমারী দেবী ও সুসমাসুন্দরী দাসী।

৫—নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়।

জুবিলী উপলক্ষে যাঁহারা যৌতুক দান করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের দাতব্য যথাস্থানে স্বীকৃত হইল। রঙ্গিন কাগজে কয়েকটী হিত-গর্ভ পদ্য মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা গ্রাহক গ্রাহকাগণকে বিতরিত হইবে। আশা করি, তাহা তাঁহারা বাঁধাইয়া গৃহে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। আমাদিগের কোন সহৃদয়া গ্রাহিকা তাঁহার লিখিত 'বনবাসিনী' নামে এক উপন্যাস উপহার দিয়াছেন, তাহাও মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে বিতরিত হইবে।

নূতন সংবাদ।

১। পৃথিবীতে বৎসরের মধ্যে যিনি সকলের অপেক্ষা সাধুকার্য্য করিয়া থাকেন, পোপ তাঁহাকে বৎসরান্তে একটী সুবর্ণ গোলাপ পুরস্কার দিয়া থাকেন। গত পূর্ব্ব বৎসর একজন আমেরিকাবাসী উক্ত গোলাপ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ বৎসরেও আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরের মেরি গল্ডলিন ক্যালউযেন নাম্নী একটী রমণী উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ওয়াসিংটন নগরে একটী ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এককালীন ৯ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২। বোম্বাইয়ের দাদাভাই নওরোজি পার্লামেণ্ট সভায় কিম্সবরির লিবরেল প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন। এ সংবাদ এত সুখের, যে সত্য বলিয়া সহসা বিশ্বাস হয় না।

৩। সমগ্র ভারতবর্ষে এক্ষণে বিধবার সংখ্যা প্রায় ৫০০০০; ইহাঁদের বয়ঃক্রম দশমবর্ষের ন্যূন এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ জাতীয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

সুরাপান বা বিষপান—

কলিকাতা আশা দলের জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, ২৪৫ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা। বাঙ্গালাভাষায় সুরাপান সম্বন্ধে এরূপ সুবিস্তৃত পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইহার ভাষা সরল এবং ইহার মধ্যে সুরাপান সম্বন্ধীয় প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। এতৎ সঙ্কলনে গ্রন্থকার বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সাধু চেষ্টাকে আমরা শতমুখে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। পুস্তকখানি কলিকাতা ১০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসাখের নিকট প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৫ সংখ্যা। আশ্বিন ১২৯৫—অক্টোবর ১৮৮৮। ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। আগামী ডিসেম্বর মাসে জাতীয় ভারতসভার সম্পাদিকা কুমারী ম্যানিঙ বিলাত হইতে এ দেশ দর্শনার্থ আগমন করিবেন। এই ভারত নারীহিতৈষিণী মহিলাকে সমাদরে গ্রহণার্থ বঙ্গীয় ভগিনীগণ প্রস্তুত হউন।

২। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ৩ হাজার ১০০ স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

৩। গত ১৮ই ভাদ্র কলিকাতা টাউন-হলে এলাহাবাদের গোরক্ষিণী সভার সম্পাদক শ্রীমান স্বামী গোহত্যা নিবারণ বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন; সার রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরেও ইহার এক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। এ শুভ আন্দোলনে সকলেরই যোগ দেওয়া উচিত।

৪। আফ্রিকার সোফিয়া প্রদেশে দুই দল উট পক্ষীতে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। একদলে ২০০ এবং অন্য দলে ৩০০ পক্ষী ছিল। অনেক পক্ষী হত ও আহত হইয়াছে।

৫। হিমালয়ের শৃঙ্গ এভারেষ্ট এত দিন পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া খ্যাত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি নিউগিনিতে হার্কু-লেস নামক একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার উচ্চতা ৩২,৭৮৬ ফিট। এভারেষ্ট ২৯,০০০ ফিট উচ্চ। হিমালয়ের আরও উচ্চতর শৃঙ্গ থাকা অসম্ভব নয়।

৬। আবদুল করিম নামক একটী ভারতীয় মুসলমান ১,৮৭২ টাকা বেতনে

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী মহারাণীর মুন্সী এবং ভারতীয় কেরাণীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদের বেতন ক্রমে ৪,১৪০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

৭। বোম্বাইয়ের লাট সাহেব ও তাঁহার পত্নী এ দেশীয় মহিলাদিগকে এবং যাঁহারা প্রকাশ্যে তাঁহাদিগের পত্নী-দিগকে বাহিরে লইয়া যাইতে সমর্থ, তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। এ দেশের লোকদিগকে ইংরাজগণ ভাল বাসিলে ও যত্ন করিলে অনেক সুফল ফলিবে।

৮। হায়দ্রাবাদ মেডিকাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা অধ্যাপনা কার্য্যে একজন মহিলা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পুরুষ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন। ভারতে ইহা এক নূতন ব্যাপার।

৯। জর্ম্মণির ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ফ্রেড-রিক ইংলণ্ডের কোম্পানির কাগজে দেড় লক্ষ পাউণ্ড বা ২২,৫০,০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। উহা তাঁহার উইল অনুসারে তদীয় মহিষী এম্প্রেস ভিক্টো-রিয়া আজীবন ভোগ করিবেন। এম্প্রেস তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান, তিনিই তাঁহার মৃত্যুর পর উহা ভোগ করিবেন।

১০। কলাগাছ ম্যালেরিয়ানাশক, সুতরাং বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে কলাগাছ থাকিলে ম্যালেরিয়ার ভয় অনেকটা দূর হয়।

১১। জন ব্রাইটের অনেক আত্মীয়া বিবী মুলার রুক্মাবাইকে ইংলণ্ডে নিজ গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত হইয়া-ছেন। বিবী মুলার রুক্মাবাইকে এক বৎসরকাল নিজ গৃহে রাখিবেন ও ৩,৫০০ টাকা তাঁহার ব্যয়ার্থ দিবেন। আরও কোন কোন মহিলা এরূপ সাহায্য প্রদানে সম্মত আছেন। সম্ভবতঃ রুক্মাবাই চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

১২। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজাম গবর্ণমেণ্টের বড় চেষ্টা দেখা যাইতেছে। নিজাম গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত হইবার জন্য কোনও মহিলাকে পনর হাজার টাকা ব্যয়ে ইংলণ্ডে পাঠাইবেন, এরূপ স্থির করিয়া-ছেন। তিনি ভালরূপ শিক্ষা করিয়া আসিলে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। উক্ত গবর্ণমেণ্ট আফজালগঞ্জ হাঁসপাতালে এক জন শিক্ষিতা ইংরাজ ধাত্রী ও ধাত্রীবিদ্যা অধ্যাপনার জন্য ডাক্তার কুমারী হোয়াইটকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তথায় অনেক দেশী স্ত্রীলোক চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষিতা হইতেছেন। ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে অনেকগুলি পিতৃমাতৃহীনবালিকা নিজামের ব্যয়ে প্রতিপালিত হইতেছে; ওয়ারেজেলে নূতন হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া এই সমুদায় বালিকাকে ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে।

ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদে যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে পুরুষ ছাত্রদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কুমারী ফর্দ্দনসী প্রথম হইয়াছেন। সকল দেশীয় রাজাদিগেরই এ বিষয়ে নিজাম গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করা উচিত।

১৩। ইভনিং-নিউস বলেন যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহে এখনও কন্যাহত্যা হয় বলিয়া সন্দেহ হইয়াছে। যে সমুদায় কুলে এ প্রথার অস্তিত্ব আছে এরূপ অনুমান হয়, আগামী শীত ঋতুতে তাহাদের লোকসংখ্যা আবার গণনা করা হইবে।

১৪। সিয়ালকোর্ট সহরে স্ত্রীলোক-দিগের চিকিৎসার্থ একটী হাঁসপাতাল স্থাপিত হইবে। ঐ উপলক্ষে তথায় ১৮০০০৲টাকা ইতিমধ্যেই চাঁদা উঠিয়াছে।

১৫। চীনরাজ্যের রাজধানীর মন্তব্যানের পার্শ্বেই একটী বৃহৎ ঢালাইখানাই আছে। সেখানে মিশ্রিত ধাতু লইয়া একটী বুদ্ধের মূর্ত্তি ঢালাই করা হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তির দৈর্ঘ্য ৩০ হাত, কর্ণবিবরে একটী মানুষ স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিতে পারে। হাত পা সবই অনুরূপ। বুদ্ধমূর্ত্তি তিব্বতের লামার বাড়ী আসিবে। লামা চীন সম্রাটের গুরু।

১৬। বিলাতে এক ৭২ বৎসরের বৃদ্ধার সহিত এক ২৫ বৎসরের যুবকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা একজন ডচেস, বিলক্ষণ সম্পত্তিপন্ন। বৃদ্ধার পুত্র কন্যা অনেকগুলি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড়।

তিব্বত।

ধর্ম্ম ও শাসন প্রণালী।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত। উহার তিনটী শাখা। প্রথমটীর নাম পিয়ান্ বিন্, দ্বিতীয়টীর নাম লোহিত লামা সম্প্রদায়, তৃতীয়টীর নাম পীত লামা সম্প্রদায়। পিয়ান্ বিন্ ধর্ম্ম মত খ্রীষ্টাব্দের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হয়, লোহিত লামাদিগের সম্প্রদায় ৭৫০ খৃঃঅব্দে উদিত হয়, আর পীত লামা সম্প্রদায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রথম উদ্ভূত হয়। পিয়ান্ বিন্ ধর্ম্ম তিব্বতের প্রাচীন ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তিত আকার মাত্র। এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়। পিয়ান্ বিন্দিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহারা বলিয়া থাকে উহারা বৌদ্ধ মতাবলম্বী, কিন্তু ইহারা যে সকল দেব দেবীর পূজা করে তাহা হিন্দু দেব দেবী, এবং উহাদিগের সাজ সজ্জা হিন্দু দেব দেবীদিগের সাজসজ্জার

শ্রীশ্রীমতী প্রতীতি হয় যে খৃষ্টাব্দের এক্তাই শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রচারিত হয়, এবং তৎকালে প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ পিয়ান্ বিন্ মতাবলম্বীগণ অনেকেই ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করে, কেবল অল্পসংখ্যক ব্যক্তি রাজার নির্যাতন সহ্য করিয়াও ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। পরে তাহারা মুখে আপনাদিগকে বৌদ্ধ মতাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু কার্য্যে প্রাচীন ধর্ম্ম মতানুযায়ীই থাকে। এইজন্য পিয়ান্ বিন্‌দিগের মধ্যে বৌদ্ধ মত কার্য্যতঃ খুব কম প্রচলিত দেখা যায়। লোহিত লামা সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে অনেক গুলি ছোট ছোট সম্প্রদায় আছে, তাহাদিগের পরস্পরের মতের মধ্যে কিছু কিছু অনৈক্য দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু পীত লামা সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণকে চিরকাল অবিবাহিত থাকিতে হয়। সকল দেশের চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী পুরোহিতদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও সকলের চরিত্র বিশুদ্ধ দেখা যায় না। লামাগণ মঠেই অধিকাংশ সময় যাপন করে। পুরোহিত হইলেই যে লামা নাম গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহা নহে। ধর্ম্ম ও বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটী পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিলেই লামা নামের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ হইলেই যে গায়ত্রী জানিবে বা বিদ্বান হইবে এরূপ বুঝায় না, তিব্বত দেশে সেইরূপ লামা হইলেই যে বিদ্বান ও ধার্ম্মিক হইতে হইবে তাহা নহে। বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও অবিদ্বান ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্বান লামা ও অবিদ্বান লামা আছে। মঠধারী লামাগণ প্রাতঃকালে ঢাক বাজাইয়া তৎপরে কিয়ৎক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। যাহার ইচ্ছা সে তাঁহাদিগের পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য মঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ভিন্ন মঠধারী লামাদিগের অন্য কার্য্য নাই। এক একটী মঠের লামাগণ অসচ্চরিত্র বলিয়া খ্যাত, কিন্তু সাধারণ লোক তাহাদিগকে কুচরিত্র জানিয়াও তাহাদিগকে ভক্তি করিতে বিরত হয় না। লামাগণ সাধারণের প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিয়া মঠ রক্ষা করে, এবং আপনাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক উপদেশ সকল অতি উচ্চ ও দুঃসাধ্য, সুতরাং ঐ সকল নীতি সকলের দ্বারা প্রতিপালিত হয় না। তিব্বতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ হয়েন নাই, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত তিব্বতে কিছুমাত্র স্থান পায় নাই। তিব্বতীয়গণ সহজে স্বমত পরিত্যাগ করে না, করিলে রাজার ও সমাজের কঠোর নির্যাতন সহ্য করিতে হয়।

তিব্বতের যিনি রাজা, তিনি "তেশি লামা" বা সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত নামে খ্যাত। ইনি তিব্বতের পীত লামা-দিগের ধর্ম্মগুরু, কিন্তু লোহিত লামা ও পীত লামা উভয় সম্প্রদায়েরই রাজা। তিব্বতের সীমার বাহিরে মধ্য এসিয়ায় যত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী আছে, তাহারা সকলেই ইহাঁকে গুরু বলিয়া সম্মান করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমের পোপ যেমন সমস্ত ইয়োরোপের কেথ-লিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহারই আদেশ ও উপ-দেশ শিরোধার্য্য করিতেন, তেমনি তিব্বত ও সমগ্র মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই "তেশি লামা"র আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে এবং তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থা অভ্রান্ত মনে করে।

তিব্বতের রাজা চীনের সম্রাটের অধীন। চীনের সম্রাটের অভিমত না হইলে কেহ তিব্বতের সিংহাসনে বসিতে পারেন না। চীনসম্রাট ইচ্ছা করিলে ইহাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন। তিব্বতের রাজার ভিন্নপ্রদেশীয় কোন রাজার সহিত কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইলে তাঁহাকে চীনের সম্রাটের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। তিব্বত রাজ্যের সহিত বিদেশীয় রাজাদিগের যে সম্বন্ধ, তাহা চীন সম্রাট কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে চীন সম্রাটের একজন দূত আছেন। তিব্বত-রাজ সম্রাটকে স্বয়ং পত্র লিখিতে পারেন না। তাঁহার যাহা কিছু মন্তব্য ও বক্তব্য থাকে.তাহা এই দূতের দ্বারাই সম্রাটকে অবগত করাইতে হয়। তিব্বতাধিপতির চারিজন মন্ত্রী আছেন, ইহাঁদিগকে কালুনস্ বলা হয়। ইহাঁরা লামা বা পুরোহিত নহেন। ইহাঁরা মান্দারিণ্ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনী ব্যক্তি। এই চারিজন মন্ত্রীর অধীনে ষোলজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, তন্মধ্যে চারিজন যুদ্ধবিভাগের অধিনেতা, চারিজন রাজস্ববিভাগের নিয়ন্তা, এবং আটজন বিচারবিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তা। তিব্বতীয়গণ বড়ই স্বদেশ-প্রিয়। ইহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় যে কোন না কোন ইয়োরোপীয় জাতি ইহাদিগের দেশে ছলক্রমে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম নষ্ট করিবে। এজন্য এ পর্য্যন্ত রুশ বা ইংরাজগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তিব্বত রাজ্যের মধ্যে কিছু মাত্র আধি-পত্য লাভ করিতে পারে নাই।

রাজধানী লাসা নগর সুরক্ষিত। তিব্বতীয়গণ যুদ্ধে নিপুণ না হউক, কিন্তু যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে। লাসা নগরে চীন দেশীয় বহুসংখ্যক সৈন্য আছে। চীনসম্রাটের আদেশ অনুসারে ইহারা তিব্বত রক্ষার্থ যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

তিব্বতের রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। রাজনির্ব্বাচন প্রথা বড় কৌতুককর। তিব্বতবাসীদিগের বিশ্বাস

যে তেলি লামার অর্থাৎ রাজার আত্মা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এক রাজার মৃত্যু হইলে, যে সময়ে রাজার মৃত্যু হইয়াছে ঠিক্ সেই সময়ে কাহার গৃহে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার অনুসন্ধান করেন, পরে যে সকল শিশু তৎকালে জন্মিয়াছে প্রমাণিত হয়, তাহাদিগকে একত্রিত করা হয় এবং বুদ্ধদেব বাল্যকালে যে সকল খেলনা লইয়া ক্রীড়া করিতেন এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন তাহা এক স্থানে রক্ষা করা হয়। উক্ত শিশুগুলির মধ্যে যে শিশু ঐ দ্রব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দ্রব্য হস্তে লইতে চেষ্টা করে, তাহাকেই মৃত রাজার আত্মার অধিকারী বলিয়া স্থির করা হয় এবং তাহাকেই রাজপদে নিযুক্ত করা হয়। এই রাজপদে নির্ব্বাচিত শিশুটী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তেলি লামা অষ্টাদশ বৎসরে বয়ঃ প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান "তেলি লামা" ১৮৭৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে তের বৎসর মাত্র।

মধুক্রম।

মধুক্রমের সাধারণ নাম মৌয়াফুলের গাছ, ইহা সাঁওতাল পরগণা বিশেষতঃ পালামৌ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই বৃক্ষের গুণ ও শক্তি অসাধারণ; এরূপ অসাধারণ প্রকৃতির বৃক্ষ এ প্রদেশে অতি কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল, বল্কল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধারণ করিয়া থাকে, এজন্য ইহাকে হিন্দিতে কেহ কেহ "গুণিয়া" বলিয়া অভিহিত করেন। জগদীশ্বর জীবকুলের রোগ নাশন ও সুখ স্বচ্ছন্দতার সম্বর্দ্ধন জন্য পৃথিবীর কত স্থানে কত প্রকার তরুলতার সৃষ্টি করিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? ফলতঃ তাঁহার সৃষ্টির কিছুই অনর্থক নহে; অভ্রভেদী অত্যুচ্চ মহীরুহ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘাসটি পর্য্যন্ত জগতের প্রভূত হিতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; অণুচৈতন্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব সহজে কি তাহা বুঝিতে পারিবে? এই জন্যই উদ্ভিদবিজ্ঞানের আলোচনায় মানবের পরমায়ু সম্বর্দ্ধিত হয় এবং মানব ভক্তিভরে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতে শিখে। প্রস্তাব শীর্ষোক্ত বৃক্ষের অসাধারণ গুণ পাঠিকারা একবার পাঠ করিয়া দেখুন।

মৌয়াগাছের আবাদ ও প্রচলন এদেশে অতি পুরাকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দিন হইতে অর্থলোলুপ বণিকশ্রেষ্ঠ ইংরাজ জাতি

ইহার ফুল হইতে মদ প্রস্তুত হয় ইহা জানিতে পারিয়াছেন, সেই দিন হইতে ইহার গৌরব সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আবগারী-দৈত্যদিগের এক্ষণে পরীক্ষার বিষয় এবং বিভাগীয় কমিশনরগণের রিপোর্টের অন্যতম সামগ্রী। জমিদার ও বণিকদিগের ইহা অন্যতম আয়োপায়। সাঁওতালগণের পক্ষে মৌয়াগাছ অমূল্য সম্পত্তি; ইহা তাহাদের সুখ, আরাম, আয় ও জীবিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহা তাহাদের ব্যবহারের সামগ্রী। এই জন্য এই বৃক্ষকে তাহারা পবিত্র ও পূজনীয় বলিয়া জ্ঞান করে। ইংরাজ জাতি এই গাছের উপর একবার ট্যাক্স বসাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র সাঁওতাল জাতি ক্রোধান্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠে; প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের ইহা অন্যতম কারণ। বর্ষে বর্ষে যখন মৌয়াগাছ 'জমা' দেওয়া হয় এবং পাট্টার দ্বারা ইহার 'বিলী' হয়, তখন দলে দলে সাঁওতাল আসিয়া একত্রিত হয়। নিলামের সময়ে সাঁওতালদিগের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিলে মনে কৌতুক ও আনন্দের সঞ্চার হয়।

মৌয়াফুল সজিনা বা সেফালিকার ন্যায় ঝরিয়া পড়ে। প্রাতঃকালে বৃক্ষতল একেবারে ঐ ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা বিস্তার করে। সহস্র সহস্র মক্ষিকা সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং গুণ গুণ স্বরে দিগদিগন্ত নিনাদিত করে। ফুলের গন্ধ অন্যান্য সুবাসিত কুসুমের ন্যায় মনোহর নহে; আস্বাদন করিলে ফুলকে কষায় মধুর বলিয়া বোধ হয়। পাতার স্বাদ কিছু অম্ল, কিছু তিক্ত, কিছু মিষ্ট। মৌয়াফুলে উত্তম মদ্য প্রস্তুত হয়, এই মদ্য সুস্বাদু এবং মত্ততাজনক, কিন্তু অন্যান্য মদে যেমন সুরাপায়ীর উদর নামক বৃহৎ গহ্বরে প্লীহা যকৃৎ নামধেয় প্রস্তরবৎ মারাত্মক পদার্থের সৃষ্টি করে ইহাতে সেরূপ করে না। মৌয়াফুলের মদ ক্ষুধাজনক, মাদক, স্নিগ্ধকর, পাচক, বিবিধ রোগনাশক অথচ বিস্বাদু বা উগ্র কিম্বা পানের পক্ষে কষ্টদায়ক নহে। বৈদ্যক শাস্ত্র মতে এই মদের অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। "তৃষ্ণাশোষশমনত্ব, স্নিগ্ধত্ব, পিত্তনাশিত্ব, রসপাকে মধুরত্ব, সুখদায়িত্ব, বলকরত্ব, বীর্য্যবর্দ্ধনত্ব, পিত্তপীনসতৃষাপ্রবিদাহভ্রান্তি-শোষ-শমনত্ব, সন্তাপহারিত্ব, অরোচক-নাশিত্ব, হৃদ্যত্ব, জরঘ্নত্ব, ইত্যাদি।" যাহাহউক ইহাতে যখন মাদকতা আছে, তখন ঔষধার্থ ভিন্ন ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রথমে ফুলের কথাই বলিব। ফুলের মদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফুলের মধুর কথা এক্ষণে বলিতেছি। এই মধু পদ্ম মধু অপেক্ষাও অত্যন্ত হিতকর এবং পদ্ম মধুর পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার বিধান আছে। চক্ষু রোগের পক্ষে এই মধু

অতিশয় উপকারী। রৌদ্রে গরম বা শুষ্ক করিয়া শিশা বা বোতলের মধ্যে অধিক দিন রাখিলেও পচিয়া দুর্গন্ধ হয় না। ফুলগুলি ঘৃতে ভাজিয়া অর্শ রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে তিন চারি মাস খাইতে দাও, তাহার প্রবল অর্শ লুপ্ত হইয়া যাইবে। মান্দ্রাজী ডাক্তারেরা প্রায়ই ইহা ব্যবহার করেন এবং এই জন্যই সাঁওতালদিগের মধ্যে বুঝি অর্শ রোগের অস্তিত্ব নাই। পুষ্পগুলি বিছানার পার্শ্বে বা গৃহে রাখিলে সর্প ভয় দূর হয়। আজি পর্য্যন্ত কেহ মৌয়াগাছের শাখায় বা তলদেশে সর্প দেখেন নাই। মৌয়া ফলের অতি উৎকৃষ্ট মোরব্বা এবং অম্ল মধুর "চাট্‌নি" বা "আচার" তৈয়ার হইয়া থাকে। ইহার কাশিন্দা অতীব মুখরুচিকর এবং জারক। ফুল শুখা-ইয়া রাখিলে গুড়ের কার্য্য করে এবং অরুচিগ্রস্তা গর্ভিণী রমণী অথবা পুরাতন জ্বরভোগী পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত উপা-দেয় উপকরণ বলিয়া গৃহীত হয়।

মৌয়াগাছের মূল নানা ঔষধে ব্যব-হৃত হয়, এবং শুষ্ক করিয়া অগ্নিতে ইহাকে ভস্ম করিতে পারিলে ঐ ভস্ম শস্য ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম "সার" বলিয়া বিক্রীত হয়। মৌয়া গাছের বল্কল অনন্তমূল বা সালসার কার্য্য করে, ইহা কেবল রক্তপরিষ্কারক নহে, জ্বর চর্ম্ম-রোগ প্রভৃতি নিবারণের পক্ষেও মহৌ-ষধি। ইহার পত্রে, রং প্রস্তুত হয়। স্বর্ণভস্ম, পারাভস্ম, হরিতাল জারণ প্রভৃতি মহৌষধি প্রস্তুত কালে কোমল প্রকৃতির লঘু কাষ্ঠের প্রয়োজন হইলে ইহার শাখা পোড়াইয়া তজ্জনিত অগ্নি দ্বারা ঐ ঔষধি প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন এই গাছ শোভাময় ও ইহার বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। ইহার মূল্যও অধিক নহে।

পাঠক পাঠিকারা উদ্ভিদ তত্ত্বের আলোচনা করিলে অথবা নানাস্থান ভ্রমণ করিলে কিম্বা ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া কিছুকাল বাস করিলে এই প্রকার বহুবিধ তরু-লতার আশ্চর্য্য গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহাতে যেমন আনন্দ ও কৌতুকের উদয় হইবে, তেমনি ঈশ্বরের মহিমার পরিচয় পাইয়া মন ভক্তি রসার্দ্র হইবে এবং এই সকল উপ-কারের সঙ্গে সঙ্গে, রোগ নাশক এবং স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধক বহুবিধ উপায়েরও আবিষ্কার হইতে পারিবে।

পেনসিলভেনিয়া স্ত্রী মেডিকেল কলেজ।

৩৮ বৎসর হইল ইউনাইটেড ষ্টেটের ফিলাডেলফিয়া নগরে এই চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ছাত্রী সংখ্যা ১৬৩রও অধিক। ছাত্রী-দিগকে ৩ বৎসর নিয়মিত ক্লাশে অধ্যয়ন করিতে হয়; আর এক বৎসর কাল

পাঠ ইচ্ছাধীন রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর শীত ও বসন্ত এই দুই অয়নে (term) বিভক্ত এবং প্রত্যেক অয়নে এক এক প্রস্ত বক্তৃতা দেওয়া হয়। পরীক্ষা মৌখিক প্রতি সপ্তাহে হইয়া থাকে, এক এক প্রস্ত বক্তৃতার পর লিখিত পরীক্ষা হয়। ছাত্রীদিগের বয়স সচরাচর ২৪ হইতে ৩০ বৎসর। সমুদয় বক্তৃতা শুনিতে প্রায় ৬০০ টাকা ব্যয় হয়। কলেজের সঙ্গে হাঁসপাতাল, পাঠাগার, মিউজিয়ম, লেবরেটরী ও ছাত্রীসমাজ আছে, তজ্জন্যও কিছু কিছু ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। সুযোগ্য ছাত্রীদিগকে ছাত্রীবৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। আর যাঁহারা চিকিৎসা দ্বারা প্রচারিকার কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অল্প ব্যয়ে বক্তৃতা শুনিবার অধিকার পান। রসায়ন, শারীরস্থান, শারীর বিধান, স্বাস্থ্যরক্ষা, ভৈষজ্যতত্ত্ব, রোগনিদান, অস্ত্রচিকিৎসা, শিশুচিকিৎসা, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রীগণ এম ডি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গত ১৫ই মার্চ্চ এই উপাধি বিতরণের এক সভা হয়, তাহাতে মরিস পেরট সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন এবং ২৭টী রমণীকে এম ডি উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। এই কলেজ হইতে বর্ষে বর্ষে এইরূপ বহুসংখ্যক চিকিৎসাবিদ্যা পারদর্শিনী রমণী বাহির হইতেছেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে পুরুষ ডাক্তারদিগের সহিত তুল্যাধিকার পাইয়া কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ সভায় ও অধ্যাপক দলে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই আছেন এবং পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও অতি দক্ষতা সহকারে কলেজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পেনসিলভেনিয়া চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পাঠ্য ও পাঠকাল আমাদিগের কলিকাতা মেডিকেল কলেজ অপেক্ষা কম এবং তথায় ২।৩ বৎসরের মধ্যেই এম ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহাতে বড় সুবিধা। মহারাষ্ট্রীয় রমণী আনন্দী বাই যোশী এই সুবিধা গ্রহণ করিয়া তুই বৎসরান্তেই এম ডি উপাধি লাভে সমর্থ হন। আর কোন ভারতমহিলা কি তাঁহার সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন না?

এই উপলক্ষে আমাদিগের একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হয়। কলিকাতায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হউক। এখন চিকিৎসা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু কলিকাতা মেডিকাল কলেজের নিয়ম ও ব্যবস্থার অধীন হইয়া যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক শিক্ষিত বা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। এখন স্ত্রীডাক্তারের অভাব যেরূপ অনুভূত হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা

শিক্ষার অনুরূপ বন্দোবস্তের প্রয়োজন বোধ হয়। আমরা আশা করি লেডী ডফারিণ যে নূতন স্ত্রী-হাঁসপাতাল খুলিবেন, তাহার সহিত একটী স্ত্রী-মেডিকাল কলেজের সূচনা হইবে। ইহা হইলে দেশের যথার্থ অভাব মোচন হইবে এবং তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে।

—:—

বিষয় বিজ্ঞান।

চাসের একটী কথা—কতকগুলি শস্য একত্রে হয় দেখিয়া অনেক কৃষক মনে করেন,যে যে কোন ফলমূলের গাছ একত্রে আবাদ করা যাইতে পারে। সেটী আমাদের ভ্রম বলিয়াই বোধ হয়। আশুধান্যের সহিত অরহর, অরহরের সহিত কলায় বা মুগ, মুগ বা কলায়ের সহিত কার্পাস, বেগুনের সহিত আদা, কলার সহিত আম্র কাঁটাল, আম্র কাঁটালের সহিত আনারস ইত্যাদি অনেক গুলি শস্য একত্র হইয়া থাকে। কিন্তু দুই বা তদধিক প্রকারের লতানে গাছ একত্রে আবাদ করিলে তাহাতে উত্তম রূপ শস্য হয় না। আমরা ঝিঙ্গে, শসা, দেশীকুমড়া, শিম, করলা ইত্যাদি এক স্থানে রোপণ ও এক মাচায় তুলিয়া দিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ফল হয় নাই। অধিকন্তু বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ পরস্পরের সংসর্গে কেহই সতেজ হইতে পায় নাই। ঐ সকল গাছের মধ্যে যেটী পৃথক্ ভাবে এক দিকে যায়, সেটী যথেষ্ট শস্য প্রসব করে। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটী কি কৃষক কি গৃহস্থ, সকলেরই মনোযোগের বিষয়।

বাহিরে তাপ ভিতরে শুকা।—যেমন গৃহের বাহিরে রৌদ্র হইলে অভ্যন্তরের আর্দ্র বস্তু শুষ্ক হয়, তেমনি বাহিরে বৃষ্টি হইলে ভিতরকার শুষ্ক বস্তু আর্দ্র হইয়া যায়। শীতকালে কি বাহিরে, কি ভিতরে, সর্ব্বত্রই সকল বস্তু শুষ্ক ভাব ধারণ করে; এবং বর্ষাকালে ভিতর বাহিরে শুষ্ক বস্তু আর্দ্র হয়। একদা বর্ষাকালে কোন নৈয়ায়িক অধ্যাপকের একটী বালিকা কন্যা তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,"বাবা, শীতকালে তোমার কৌটার আফিং কত শক্ত ছিল, কত ঘসিয়া ঘসিয়া জলে গুলিতে; আর এখন তোমার আফিং যেন কালরঙ্গের পাতলা আটা হইয়াছে। শীতকালে আমার নারিকেল তেলের বোতল রৌদ্রে দিয়া গলাইতে হইত; আর এখন সেই তেল সর্ব্বদাই পাতলা, জলের মত। আর এখন টিকিটের থামগুলা এমন যোড়া লাগিয়া থাকে যে, খুলিতে ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু থামের গায়ে জল লাগে নাই, উহা বাক্স মধ্যে ছিল। মা একখানা মিছরির মত শক্ত খেজুরে গুড়, কাদা দিয়া মুখ

আঁটিয়া আলমারির মধ্যে রাখিয়াছিলেন, এখন সেই গুড় গলিয়া যেন গুড়ের সরবৎ তৈয়ার হইয়াছে। কেন বাবা, এমন হয় ?"

নৈয়ায়িক অধ্যাপক মহাশয় কিয়ৎকাল বালিকার মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে মুখ ব্যাদান করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুই এখন খেলা করিতে যা, আমি ঠাকুর পূজা করি।" বালিকা একটু অপ্রতিভ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার একটী ভ্রাতা সেই স্থানে আসিল। সে বাহির হইতে তাহার ভগ্নীর কথা শুনিয়াছিল। সে বাঙ্গালা পাঠশালায় পড়ে। পদার্থ বিদ্যার কয়েক পাত তাহার পড়া হইয়াছিল। পিতা তাহার ভগ্নীর কথার উত্তর দিতে পারিলেন না বুঝিয়া ভগ্নীকে কহিল,—"আয়, আমি তোকে বুঝাইয়া দি। যে বস্তুর ভিতর দিয়া তাপ ও শৈত্য গতাগতি করিতে পারে, তাহাকে পরিচালক কহে। বাতাস একটী প্রধান পরিচালক পদার্থ। বাতাসের আর দুইটী গুণ আছে—বিস্তৃতি ও দ্রুতগতি। পৃথিবীতে এমন শূন্য স্থান নাই, যেখানে বায়ু নাই, বা বায়ু যাইতে পারে না। আমরা যে সকল স্থানকে শূন্য মনে করি, তাহা বায়ু দ্বারা পূর্ণ। ঘরের মধ্যে কি ? ঘরের মধ্যে যে সকল পেটরা-বাক্সাদি থাকে, তাহার মধ্যেও বায়ু আছে। এমন কি আমাদের উদর মধ্যেও প্রচুর বায়ু আছে। এই বায়ু শীতকালে শীতল ও শুষ্ক এবং গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও সজল থাকে। বায়ুর বিস্তৃতি ও পরিচালকতা শক্তি বশতঃ বায়ুতে যখন যে ভাব উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বত্রই সমান, কেননা ভূপৃষ্ঠের যেখানে যত বায়ু আছে সকলই পরস্পর সংযুক্ত। এই জন্যই শীতকালে শুষ্ক বায়ু সংসর্গে সকল বস্তু শুষ্ক এবং গ্রীষ্মকালে সজল বায়ুর সংসর্গে সকল বস্তু তরল হয়। শীতকালে শীতল বায়ুর স্পর্শে তৈলাদি জমিয়া যায় এবং গ্রীষ্মকালে বায়ুর উত্তাপেই ঐ সকল স্নেহ পদার্থ গলিয়া থাকে। বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে গৃহ মধ্যে জল রৌদ্র শৈত্য ও শুষ্কতা প্রবেশ করিয়া গৃহ মধ্যেও বাহিরের ন্যায় পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। এখন আফিং, গুড়, পত্রের খামের কথা বুঝিলি ?"

ভগ্নী কহিল—"দাদা, তুমি এলোমেলো অনেক কথা বলিলে, আমি একবার মাকে জিজ্ঞাসা করব।"

ভ্রাতা কহিল,—"তবে তুই অধঃপাতে যা, আমি চলিলাম।" বলিয়া বেগে প্রস্থান করিল।

সাধের মরণ।

"কি জানি যদি মা একটী সন্তান
জেগে উঠে শুনি এ বীণা-তান"
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১

এক বীণা গাহিছে কি গান,
আকাশ ছাপায়ে দেছে তান,
এ গান শুনিতে হায়
লক্ষ তারা কেন চায়!
শিহরি উঠিছে কেন এ নির্জ্জীব প্রাণ!
জননি জনম ভূমি!
শুনিছ কি গান তুমি,
যে গীতি ঢালিছে তব স্নেহের সন্তান?

২

অই শুন :—
মরণের বায়ু বয়ে যায়,
কে তোরা মরিতে যাবি আয়!
অই দেখ ঘরে ঘরে,
কত কে কাঁদিয়া মরে,
অনেক কাঁদিছে ওরা অসহ জ্বালায়,
নীরবে কাঁদিবে যারা
বিজনে কাঁদুক তারা;
আয় কে ডুবিতে যাবি সাগর-তলায়।

৩

মরিবার সাধ কার আছে,
কে যাবিরে মরণের কাছে?
মায়ের নয়ন জল,
ভাই বোন হতবল,
[illegible] পাইয়া শিশু ভূমে পড়ি আছে,
মুখেতে তুলিতে গ্রাস
মরমে জনমে ত্রাস—
আগেতো মরিব আমি তোরা আয় পাছে।

৪

শুয়েছি তো মরণের দ্বারে,
নিতান্ত ছুঁইতে হবে তারে।
তবে রে কিসের লাগি,
দিবা রাতি ভিক্ষা মাগি,
কেন রে কাঁদিবে মাতা এ সহস্র ধারে?
আর কি চাহিব ছাই,
মরিতে যেতেছি ভাই,
আসুক সে সাথে সাথে ভাল বাসি যারে।

৫

আমি গাই মরণের গান,
তোরাও মিশায়ে দে'না তান?
"বন্দে মাতরং" গেয়ে,
চল রে পড়িব ধেয়ে,
করিব জীবন ব্রত শুভ অবসান;
সময় ফুরায়ে যায়,
কে আসিবি ত্বরা আয়,
হৃদি রক্তে মাতৃস্নেহ দিবি প্রতিদান!

৬

কপালে যা আছে তাই হবে,
মরণ বিমুখ কারে কবে?
ভীষ্ম দ্রোণ সূর্য্য-সুত,
প্রতাপাদি রাজপুত,
দেখ না কেমনে প্রাণ তেয়াগিল সবে,
মরেছে কি সুখে মরি!
দুর্গাবতী ঝাঁসীশ্বরী!
আমাদেরি কথা কিরে কথা শুধু রবে?

৭

কত জন ম'ল মা'র তরে,
মোরা সবে ঘুমাব কি করে?
এ দগ্ধ হৃদয় দিয়া
উঠে নাকি উথলিয়া,
মায়ের নয়নে নিতি কত জল ঝরে,
পাপ তাপ পূর্ণ ঘর
ভাই বোন পর পর,
কলঙ্ক-কালিমা মাখা পাঁজরে পাঁজরে!

৮

একবার ম'লে যদি হায়
এত জ্বালা জুড়াইয়া যায়,
এখনি মরিয়া ভাই
ওপারে চলিয়া যাই,
চল করি প্রণিপাত জননীর পায়;
(শুধু অশ্রু হাহাকার
চাহি না ছাড়িতে আর!
এ জড় জীবন বয়ে কাঁদাবে কি মা'য়?)

৯

কে তোমরা আমিরে তা জানি
মুখ ফুটে, সরমে, বলিনি,
এ যে অন্ন বস্ত্র হীন
ভিখারী কাঙ্গালি দীন,
তাবলে কি ভুলে গেছি জীবন কাহিনী?
দেবতার অস্থি দিয়া
গঠিত তোদেরি হিয়া
বহিছে অমর রক্ত ও ছিন্ন ধমনী!

১০

কর দেখি অতীত স্মরণ,
তোমাদেরি অধীন মরণ,
"সপ্ত সিন্ধুময়ী ধরা"
ছিল যার কীর্ত্তি ভরা,
সেই পূজ্য আর্য্যকুল তোদেরো জনন!
আজ যে মরণ তরে
কত জন কেঁপে মরে,
সেই মৃত্যু ছিল তাঁর প্রিয় আভরণ!

১১

তাই—
আমাদের মরণ পিপাসা,
মরণে প্রাণের ভালবাসা।
বুকের ভিতর ঢালা
অনন্ত অসীম জ্বালা,
একটু একটু করে সরে গেছে আশা,
এখন উন্মত্ত প্রাণে
চেয়ে আছি শূন্য পানে
বুঝিতে একটী বার মরণের ভাষা!

১২

এ বিষাদ "আহা" "উহুঃ" রব
পলকে নিভিয়া যাবে সব,
লয়ে এই রক্ত বিন্দু
অনন্তে বহিবে সিন্ধু,
ফুটিবে অযুত তারা আভা ঢালি নব,
হৃদি পিণ্ড উপাড়িব
বজ্রানলে ফেলি দিব,
মায়ের এ অশ্রু কিরে বেঁচে থেকে স'ব?

১৩

অই দেখ জীবন বেলায়
মরণের তরঙ্গ খেলায়,
এ ক্ষুদ্র বালুকা কণা
সে স্রোতে কি ডুবিবে না,
রাখিবি এ পরমাণু বেঁধে কি ভেলায়?
জানে না অবোধ হায়,
তবুও ফিরিতে চায়!
কি জানি কিসের নেশা এতই ভুলায়!

১৪

আর যাই সমাকুল চিতে
মরণেরে ডাকিতে ডাকিতে,
এক সুর এক রবে
গাহিব আমরা সবে
"বন্দে মাতরং" গাথা মরিতে মরিতে।
শুনিতে অন্তিম তান
উথলিবে মা'র প্রাণ,
সে গীতি আকাশে যাবে ভাসিতে ভাসিতে।

১৫

দেবতারা অশীর্ব্বাদ দিবে,
নব প্রাণ ফিরিয়া আসিবে,
পবন প্রবল বেগে
উড়াবে কুয়াসা মেঘে,
সুখের তপন ফিরে গগণে উঠিবে,
জননী পাইয়া বল
মুছিবেন আঁখি জল,
কি শুভ মরণ যাহে এ সুখ ঘটিবে!!

নারীচরিত।

কাউণ্টেস ওয়ারিক মেরী।

ইনি দানধর্ম্মে ও সাধু চরিত্রে ইংরাজ ধনাঢ্য রমণীদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর পিতা কর্কের প্রথম আরল রিচার্ড বয়েল একজন স্বনাম-ধন্য পুরুষ। তিনি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মিলেও কনিষ্ঠ পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া পিতৃ পিতামহ-দিগের কোন ধন সম্পত্তির অধিকারী হন নাই। প্রত্যুত তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। কিন্তু দুঃখ কষ্টে অবসন্ন হইয়াও "ঈশ্বরের করুণা আমার বিষয় সম্পত্তি" তিনি এই বাক্য সার করিয়াছিলেন এবং পরে পরিশ্রম, সাধুতা ও সদ্বিবেচনা গুণে প্রভূত সম্পত্তি ও মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে দুরবস্থার মধ্যে তাঁহার যে সাধুতা ও নম্রতা লক্ষিত হইয়াছিল, সৌভাগ্যের পূর্ণাবস্থাতেও তাঁহার ব্যবহারে হয় নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও দারিদ্র্যে অর্জিত উল্লিখিত সার-বাক্য আপনার প্রাসাদে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়াছিলেন। কেবল তাহা নয়, তাঁহার সমাধিস্তম্ভে ঐ কথা লিখিয়া রাখিতে আদেশ দেন।

এ প্রকার সাধু পিতার কন্যা যে ধর্ম্মশীলা হইবেন আশ্চর্য্য নহে। রিচার্ড বয়েলের ১৫টী সন্তান, তন্মধ্যে মেরী ত্রয়োদশ। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাতেও তাঁহার চিত্ত সমুন্নত হইয়াছিল। তাঁহার সহোদর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্ম্ম-পরায়ণ রবার্ট বয়েল এবিষয়ে অনেক সহায়তা করেন। নির্জ্জন বাস ও সাংসা-রিক কতকগুলি দুর্ঘটনাতে তাঁহার ধর্ম্ম প্রকৃতি গঠনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিল। তিনি সাংসারিক আমোদ ... মৃত্যু হয়। কাউণ্টেস বৈধব্য দশার

প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা ও পর সেবা পরম প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। প্রার্থনাকে তিনি জীবনের আরাম ও অবলম্বন বলিয়া অভিহিত করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কাল তিনি ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। রবিবার অন্য কর্ম্ম করিতেন না, তাহা কেবল ধর্ম্ম সাধনের জন্য জানিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিতেন। ধর্ম্মবিষয়ে কাহারও শিথিলতা দেখিলে তিনি তাহার অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন, কিন্তু ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা দূরে পরিহার করিতেন। তাহার সহিত কথোপকথনে লোক প্রীত ও উপকৃত হইত, কারণ তিনি অজ্ঞাতসারে সদুৎসাহ ও পবিত্রতার ভাব মনোমধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেন। "কাহারও বিষয়ে কিছু মন্দ বলিও না" এই কথা তিনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। অন্যের দোষ লঘু ও গুণ ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল, যে স্থলে অপরের প্রশংসা করিতে পারিতেন না, মৌন ভাব অবলম্বন করিতেন। পিতৃ মাতৃ ভক্তি ও পতিসেবায় তিনি আদর্শ দুহিতা ও আদর্শ ভার্য্যা, স্নেহ ও সৌজন্যে সহৃদয় ভগিনী, এবং ত্যাগ স্বীকার ও বিশ্বস্ততায় পরম সুহৃৎ ছিলেন।

ওয়ারউইকের আর্ল চার্লসের সহিত এই গুণবতী রমণীর শুভ পরিণয় হয়। ইহাতে তিনি কাউণ্টেস ওয়ারিক নামে আখ্যাত হন। তাঁহার স্বামী তাহার গুণের বিশেষ সমাদর করিতেন এবং তাহার পরহিতৈষণায় মুগ্ধ হইয়া আপনার সম্পত্তি দান ধর্ম্মে নিয়োজিত করেন। তিনিও স্বামীর সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করিতেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তায় ত্রুটি করিতেন না। কাউণ্টেস স্বামীর জীবদ্দশায় আপনার ইচ্ছামত ব্যয়ের জন্য নিয়মিত অনেক টাকা পাইতেন। এক দিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন তাহার বাৎসরিক আয় হইতে কত টাকা দরিদ্রদিগের জন্য রাখা উচিত। মন্ত্রী বলিলেন "সাত অংশের একাংশ।" দয়াবতী রমণী বলিলেন, অন্ততঃ তিন অংশের এক অংশ ব্যয় না করিলে আমার মন পরিতুষ্ট হয় না। অন্যান্য প্রয়োজনের সময়েও এটাকা কখনও কমাইতেন না।

ঈশ্বরের অনুকম্পায় ইহাঁর একটী পুত্র সন্তান হয়। তাহার চরিত্র সুন্দররূপে গঠন করিবার জন্য জননীর প্রাণের বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্বর্গের কুসুম যিনি দিয়াছিলেন, মুকুলেই তিনি হরণ করিলেন। কাউণ্টেস শোকবেগ সংবরণ করিয়া তিনটী বালিকাকে কন্যারূপে বরণ করিলেন এবং তাহাদিগের লালন পালন ও শিক্ষা বিধানে নিযুক্ত হইয়া অন্তরের দুঃখ নিবারণ করিলেন। এই কন্যাত্রয় তাঁহার আশার উপযুক্ত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে আর্ল ওয়ারিকের

৫ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তিনি স্বামীর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া এক জন উচ্চপদস্থ লোকের মন্তব্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ঐ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "ওয়ারিকের আরল সৎকার্য্যের জন্যই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন।" অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে তাহার ক্ষণমাত্র ইচ্ছা ছিল না। পরোপকার ও দানব্রতে ব্যয় না করিলে ইহা একটী দুর্ব্বহ ভার বলিয়া তাঁহার অনুভব হইত। দানকার্য্যে অধিকতর তৎপর ও নিয়মবদ্ধ থাকিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতেন :—

যে সকল লোকের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল এবং স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাশীলতা বশতঃ সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিতে না, তিনি তাহাদিগকে বিনয়ের সহিত এরূপ ভাবে সাহায্য করিতেন, যাহাতে তাহাদিগের মনে কোনও রূপ কষ্ট না হয়। তাঁহার ব্যবহারে অনায়াসে অনুমিত হইত যে তিনি ধন্যবাদের আশা করেন নাই, দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের সেবা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মের জন্য যে সকল লোক স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি সম্মান, আদর ও প্রতিপালন করিতেন, এমন কি কর্ম্ম জুটাইয়া দিতেন, যদ্দ্বারা তাহারা চিরকাল আপনাদিগের ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে পারে।

সামান্যাবস্থ অথচ সচ্চরিত্র ধর্ম্ম পরায়ণ উচ্চ শিক্ষার্থীদিগকে তিনি আপনার খরচে বিশ্ববিদ্যালয়ে ত পড়াইতেন; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অভাব দূরীকরণার্থ ২০।৩০ পাউণ্ড করিয়া প্রতি বৎসর বৃত্তি প্রদান করিতেন।

দরিদ্র বালকবালিকাগণের অন্তঃকরণে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান করাইয়া শিক্ষার সমস্ত ব্যয় এমন কি সময়ে সময়ে অশন বসনের ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিতেন। এই দান কার্য্যটি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল এবং অনেক দূর দেশবাসীদিগের প্রতিও এরূপ অনুগ্রহ বিস্তার করিতেন।

যাজকগণ যে কোন মতাবলম্বী হউক না কেন, তাহাদিগের অবস্থা সচ্ছল না হইলে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইতেন।

সর্ব্বশেষে আমরা নৈমিত্তিক আবেদনকারিগণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ইহাদিগের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা প্রতারিত হইতেন; তথাপি তাঁহার হিতৈষণার খর্ব্বতা দৃষ্ট হইত না। তিনি বলিতেন যে, একজন যোগ্য পাত্র যথার্থ দুঃখীকে বিমুখ করা অপেক্ষা দশ জন বঞ্চক দ্বারা প্রবঞ্চিত হওয়া ভাল। তাহারা আমাকে প্রবঞ্চনা করিবে, কিন্তু ঈশ্বরের নামে এক মনে যাহা আমি করিব তাহা কখনই অসার্থক হইবে না।

দরিদ্র প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইলে

তিনি ঔষধ দান করিতেন এবং তাহাদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া উপদেশ ও সান্ত্বনা দিতেন। রোগশয্যা ও পর্ণকুটীরে ধর্ম্মোপদেশ দান করিবার জন্য গমন করিতেন। উইলে ইহাদিগের নিমিত্ত সাহায্যের বন্দোবস্ত, এবং ১০০ একশত পাউণ্ড ইহাদিগকে বিতরণ করিতে আদেশ করেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি আপনার প্রজাবর্গের অবস্থা বিশেষরূপে অবগত থাকিতেন। যদি কাহারও কোন বিশেষ ক্ষতি হইত, তিনি খাজনা কমাইয়া ঐ ক্ষতি পূরণ করিতেন। তাহাদিগের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল জন্য বিশেষ যত্নবতী হইতেন। যাহাতে তাহারা হৃষ্টচিত্তে স্বর্গীয় পিতার সেবায় আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখিতে পারে এই উদ্দেশে স্ব স্ব অবস্থায় সর্ব্বদা পরিতুষ্ট হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। ধার্ম্মিক পরিবারের গৃহকর্ত্রী হইবার আশা তাঁহার অন্তরে সাতিশয় বলবতী ছিল। এই হেতু তিনি সকলের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনে আপনাকে দায়ী মনে করিতেন। উত্তম ধর্ম্মবিষয়ক ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ সকল তিনি বাটীর এমন স্থানে রাখাইতেন, যাহাতে সকলে ইচ্ছামত ও সুবিধামত অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিই তাঁহার শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শান্তিময় মৃত্যু ইহার আদর্শ জীবনের পরিণাম। তিনি যে অল্পকাল পীড়িতা ছিলেন, তাহা প্রফুল্ল মনে কথোপকথনে ক্ষেপণ করেন। পরে বিশ্বপতির সুধামাখা নাম লইতে লইতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। পুণ্যাত্মার মৃত্যু এইরূপই হইয়া থাকে। ক্ষণস্থায়ী জগৎ, ক্ষণস্থায়ী জীবন। মানব! যাহা সার, তাহা চিনিতে পারিলে না, বুঝিতে পারিলে না—মোহে অন্ধ হইয়াছ। পর-হিতসাধন, সৎপথালম্বন ও ঈশ্বরে প্রীতিই যে সার ধর্ম্ম, তাহা আর অধিকতর বিশদরূপে বলিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তাহা ওয়ারিকের কাউন্টেসের জীবনে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাঁর বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কি তোমার চিত্তমুকুরে একটী রমণীয় পুণ্যের ছবি প্রতিফলিত হইবে না?

আহার ও পাক।

(প্রথমপ্রস্তাব)

শরীর রক্ষার জন্য আহারের নিতান্ত প্রয়োজন, আহার ভিন্ন সংসারী জীব কোনও মতেই প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হয় না, এ জন্য প্রতিদিন আহার করা

আমাদের একটি অতীব আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু আমাদিগের আহার্য্য বস্তু সমূহের মধ্যে এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহা আমরা অপক্ক বা অসিদ্ধ অবস্থায় খাইতে পারি না, সুতরাং অনেক দ্রব্যকেই আহারের পূর্ব্বে পাক করিয়া লইতে হয়। আহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ অনেক পরিমাণ পাক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে; ভোজ্য বস্তুর সুস্বাদ, সাত্ত্বিকতা, পচন, দেহরক্ষাকারী গুণ প্রভৃতি পাক ক্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ, এই জন্য পাকক্রিয়ার পারদর্শী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই প্রধানতঃ পাকক্রিয়ার ভার অর্পিত আছে, কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, স্ত্রীজাতিকে সেই নিত্যাবশ্যক বিষয়ে শিক্ষিতা করিবার কোনও প্রশস্ত উপায় নাই। বালিকা ও বধূরা মাতা কিম্বা শাশুড়ী মহাশয়াদিগের নিকটে প্রায়ই এই বিষয় শিক্ষা করিয়া লয়; কিন্তু মাতা বা শাশুড়ীর পাকে যে সমস্ত দোষ থাকে, শিষ্যাদিগের পাকেও প্রায় সেই সকল দোষ লক্ষিত হয়। যত দিন পর্য্যন্ত এ দেশে পাক সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন, বিদ্যালয় স্থাপন অথবা শিক্ষয়িত্রীর অভ্যুদয় না হইবে, ততদিন এই মহাবিদ্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে পারিবে না।

প্রাচীন ভারতে রন্ধন কার্য্যে উৎসাহ দিবার অনেক উপায় ছিল। অনেকে বিজ্ঞান শিক্ষার ন্যায় বিশেষ যত্ন, অধ্যবসায় ও আগ্রহের সহিত ইহা শিক্ষা করিতেন। ভীমসেন প্রভৃতি মহাত্মা ব্যক্তিগণ রন্ধন কার্য্যে অতীব পারদর্শিতা লাভ করতঃ অসাধারণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। স্বহস্তে রন্ধন এবং অন্নদান হিন্দু গৃহস্থের একটি মহাধর্ম্ম। অতিথি আসিলে বৃদ্ধ পুরুষ কিম্বা বৃদ্ধা গৃহিণী স্বহস্তে অন্ন পাক করিয়া যদি অতিথিকে খাওয়াইতে পারেন, তাহাহইলে (শাস্ত্র মতে) তাঁহার মহাপুণ্য লাভের ব্যবস্থা আছে। "পাক-প্রণালী" সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন "এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক প্রাচীনা যোষিদগণ স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইলে মহানন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক্রিয়া কলাপে প্রাচীনা যোষিদগণকে রন্ধন জন্য আহ্বান না করিলে তাঁহারা ক্ষুণ্ণমনা হয়েন এবং বিষম অপমান বোধ করেন। তাঁহারা রন্ধনের পূর্ব্বে কিছু মাত্র আহার না করিয়া ভক্তির সহিত পাক ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। ভোক্তাদিগের আহার সমাপ্ত না হইলে তাঁহারা জল গ্রহণ করেন না। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তি সহকারে রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অন্নদানের যে কি মাহাত্ম্য তাহা পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিল। ভারতের প্রত্যেক হিন্দুগৃহ অতিথি-

শালা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গৃহস্থাশ্রম হইতে অতিথি বিমুখ হইলে, আহার না করিয়া অতিথি অপূর্ণ উদরে চলিয়া গেলে, তাহার সমুদয় পাপ গৃহীর প্রতি অর্শিবে এবং গৃহস্থের পুণ্যের ভাগ অতিথি লাভ করিবে, যে জাতির শাস্ত্রের এরূপ শাসন এবং হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, সে জাতির মধ্যে অন্নদানের প্রথা যে, কতদূর প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। হিন্দু জাতির এমন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই নাই, যাহাতে অন্ন দান নাই। সাধারণকে আহার করান যে জাতির চির প্রথা, যে দেশের ক্ষেত্র নানা জাতীয় আহার্য্য বস্তু প্রতি ঋতুতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করে, সেই জাতির মধ্যে যে সেই খাদ্য দ্রব্য পাকেরও বহুল পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, এ বাক্য প্রমাণ জন্য কোনও প্রকার আয়াস পাইতে হয় না।”

হিন্দু জাতির মধ্যে পাক ক্রিয়ার নানাবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি বহুপ্রকার উপাদেয় খাদ্য আমাদের মধ্যে প্রচলিত। এরূপ সুন্দর পাক প্রণালী এবং আহারের নিয়ম বোধ হয় আর কোনও দেশে নাই। আমাদের দেশে পিত্তনাশক ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য অগ্রে খাইতে হয়, এই জন্য সুক্তাদি প্রথমেই খাওয়া যায়; ইহার কারণ এই যে মানবদেহে পিত্তের প্রকোপ অধিক থাকে এবং তাহা অধিকতররূপে বৃদ্ধি হইলে নানা প্রকার রোগের সম্ভাবনা এই জন্য প্রথমে পিত্ত, তদনন্তর অন্যান্য রস, তাহার পর অম্ল এবং সর্ব্বশেষে মিষ্টান্নাদি খাইয়া “মধুরেণ সমাপয়েৎ” করিতে হয়। তিথি বিশেষে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ-জনিত পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের জলীয় অংশ বৃদ্ধি হয়, এ জন্য যে যে দ্রব্য আহার করিলে শরীরে রসের আধিক্য হইতে পারে, তিথি বিশেষে তাহার ভোজন নিষেধ করিয়া আর্য্য ঋষিগণ খাদ্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানের চরম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুজাতি প্রধানতঃ উদ্ভিদ্ ভোজী, মাংসাশী নহে। মানব সমাজ যখন ধর্ম্মজগতে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে এবং আধ্যাত্মিক জগৎস্থ মুক্তি গিরির শিখরে আরোহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন জীব হিংসা দ্বারা লালসা পূরণ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হ্রাস হয়। সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকায় এই কারণেই অনেকে আজি কালি মাংস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে দিন বিলাতের থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি এক সভায় বলিয়াছিলেন “ইংরাজের অথবা খৃষ্টানের আহারের স্থান দর্শন করিলে বোধহয় যেন ইহা মহাশ্মশান বা গোভাগাড়। প্রকাণ্ড স্তূপাকার অস্থি রাশি, এক একটী আকার বিশিষ্ট জন্তুদেহ দেখিলে বাস্তবিক ইংরাজকে শ্মশান

ভোজী বলিয়া বোধ হয়।" আমরা তৃণ ভোজী, সুতরাং তৃণের দিকেই আমাদিগের লক্ষ্য রাখা উচিত। কিরূপ প্রণালীতে পাক করিলে খাদ্য দ্রব্যের রসাদি ও প্রকৃতি এবং গুণ আমাদের শরীর রক্ষার পক্ষে সহায়তা করে, আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের তাহা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। কাহার দ্বারা পাক করান উচিত এবং কাহার হস্তের পাক খাওয়া বিহিত নহে, তাহাও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে জানিয়া রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। বর্তমান প্রবন্ধে ক্রমে ক্রমে আমরা এই গুরুতর ও উপাদেয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ফুল বা ফুলজানী বেগম।*

"এত প্রেম ফুলে চায় আগে যদি জানিতাম,
তবে কিরে ছিঁড়ে তায় বৃন্ত হতে আনিতাম।"
কি করিলি নরাধম ?
স্বর্গের পবিত্র ধন—
পরশনে অপবিত্র করিলি তাহায় !
প্রকৃতির অনুকূল
ফুটেছিল প্রেমফুল,
ছিঁড়ে এনে দিলি তায় ইন্দ্রিয় সেবায় !
না রহিল জাতি কুল
আশা তরু ছিন্নমূল—
হইল, পামর তোর কলঙ্কিত করে ;
কত আশা-ভাল বাসা
ভরসা-সুখ প্রত্যাশা—
নিরাশা-সাগরে মগ্ন জনমের তরে !
পবিত্র প্রণয় যার
তুই কি বুঝিবি তার—
অন্তরের ভাব, ওরে পাপিষ্ঠ 'নবাব' ?
দম্পতির পূত প্রেম
বহ্নি যোগে যথা হেম—
উজ্জ্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত—পবিত্র স্বভাব !

ওই দেখ 'পুরন্দর'—
শোকে শীর্ণ কলেবর !
কেমনে হেরিবে তার হৃদয়ের ধনে ?
আকুল পরাণ অতি
চলে যায় দ্রুতগতি
ছন্ন মতি—চায় সেই পরশ-রতনে !
ম্লানমুখী দুখিনীব
নয়নে বহিছে নীর,
অধীব, 'ধীবব' লাগি শোকে নিমগন !
খুঁজিতেছে অবসর
এল কই প্রাণেশ্বর ?
বারেক সে মুখহেরি জুড়াই জীবন !
দুটী আত্মা পরস্পরে
চাহে যদি প্রেম ভরে—
মিলিবারে, সাধ্য কার রোধে সে মিলন ?
হৃদয়ের ভাব জানি,
আপনি সে অন্তর্যামী
দেখান সুযোগ, করি উপায় সৃজন।
দেখ্, দেখ্, দুরাচার
ভেবেছিলি আপনার—

* বা, বো, পত্রিকা ২৮২ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

যার জন্যে করেছিলি এত আয়োজন,
কত মত উপহারে
তুষিয়াছ বারে বারে
অতুল সম্পদে যারে করেছ বরণ;
ওই দেখ্ চোখ্ মেলি,
সে সম্পদ পায়ে ঠেলি,
যার ধন তার করে সঁপি দেহমন,
চলিগেল স্বর্গধাম,
জ্বলে মর অবিরাম
অনুতাপ তুষানলে পাপীষ্ঠ যবন!

—:—

সদুপদেশের ফল।

এদ্মিরেল ফারাগে আমেরিকার একজন প্রধান যোদ্ধা ছিলেন। বাল্য-কালে তাঁহার কয়েকটী দোষ ছিল। তিনি সদুপদেশের বলে সে দোষগুলির হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইয়া একজন চরিত্রবান লোক হইলেন, তাহার বৃত্তান্ত তিনি নিজেই এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—যখন আমার দশ বৎ-সর বয়স, তখন আমি আমার পিতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করিতাম। তখন আমার কতকগুলি দোষ ছিল, কিন্তু সেই দোষগুলি মনুষ্যোচিত গুণ মনে করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি-তাম। তখন আমি খুব মদ্যপান করি-তাম, অত্যন্ত ধূম পান করিতাম, এবং সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিতাম। আমার পিতা আমার এই তিনটী দোষে আমার প্রতি সর্ব্বদাই বিরক্ত হইতেন, এবং উহা পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনিতাম না। একদিন পিতা আমাকে জাহা-জের একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডেবিড্ তুমি কি কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছ?" আমি বলিলাম, "কেন, জলযুদ্ধের কাজই করিব।" পিতা বলিলেন "তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার যে তিনটী দোষ আছে তাহা ত্যাগ কর। না হইলে তোমার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকিবে না! তোমার যে সকল দোষ আছে সে সকল দোষ লইয়া কেহ কখন জলযুদ্ধে দক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।" এই বলিয়া পিতা মহাশয় চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার এই গম্ভীর উপদেশ বাক্যে মুগ্ধ হইলাম, মনে কড়ই ক্লেশ পাইলাম— প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর মদ্য পান করিব না, আর তামাক ব্যবহার করিব না, আর নীচ লোকের মত শপথ করিব না। দৃঢ় মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই দিন হইতে আমার চরিত্র পরি-বর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই দিন হইতে আমি প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হইলাম।

পিতা মাতার হৃদয় মুগ্ধকারী উপদেশ দ্বারা সন্তানের চরিত্র কত সহজে উন্নত হইতে পারে, উপরে বর্ণিত ঘটনা দ্বারা তাহা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে। পিতা অপেক্ষা মাতার উপদেশ দ্বারা সন্তানের চরিত্র যে গাঢ়তর রূপে ও অপেক্ষাকৃত সহজে সংশোধিত হইয়া থাকে, তাহা অনেকের জীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছে। সুশিক্ষিতা বঙ্গরমণীগণ সদুপদেশ দ্বারা সন্তানগণের কুচরিত্র সংশোধন ও সাধুতা বৰ্দ্ধন করিতে যেন কখনই বিমুখ না হয়েন। সমাজের নৈতিক উন্নতির গুরুতর ভার তাঁহাদিগের হস্তে।

একটী বাঙ্গালী বালকের সাধুতা।

বিগত গ্রীষ্মকালে বসির মহম্মদ খাঁ নামক একজন কাবুলি বণিক বঙ্গদেশ হইতে আফগানিস্থানে প্রত্যাগমন কালে পঞ্জাবের বান্দা নামক নগরে দুই চারি দিন অবস্থিতি করেন। ঐ নগরের প্রান্তভাগে একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। মহম্মদ খাঁ সেই উদ্যানে জিনিশ পত্র লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। যাইবার সময় তাড়াতাড়ি তিনি একটী টাকার থলি ভুলিয়া যান। ঐ থলিতে ৫ হাজার টাকা ছিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মুদ্রার থলি না দেখিতে পাইয়া মহম্মদ খাঁ পুনরায় ঐ উদ্যানের অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে তের বা চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক একটী বাঙ্গালী বালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঐ বালকটী তাঁহাকে ব্যস্ত সমস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কিছু হারাইয়াছেন?" মহম্মদ খাঁ উত্তর করিলেন "আমার একটী টাকার থলি খোয়া গিয়াছে।" বালক তাঁহাকে থলি দেখাইয়া প্রত্যর্পণ করিল। কাবুলি থলি খুলিয়া বালককে উহার মধ্যস্থিত ৫ হাজার টাকা দেখাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এ টাকার লোভ কি করিয়া দমন করিলে?" বাঙ্গালী বালক বলিল "আমি ছেলে বেলা হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি যে পরের দ্রব্য কাষ্ঠ বা প্রস্তরের ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।" বালকের এই কথা শুনিয়া কাবুলির বড়ই আনন্দ হইল এবং তিনি ভাবিলেন যে যে জনক জননীর এরূপ পুত্ররত্ন, না জানি তাহারা কত সুখী। বণিক বালকটীকে তাহার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ৫টী টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু বালক বলিল,—"আমি ত আপনার কোন বিশেষ উপকার করি নাই, যে তজ্জন্য টাকা লইতে পারি। আপনারই টাকা আপনাকে দিয়াছি, ইহা ত আমার কর্ত্তব্য

কার্য্য।" উক্ত কাবুলি একটী ইংরাজী সংবাদপত্রে উপরোক্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "টাকাগুলি আমার নহে। আমি যাঁহার চাকুরি করি তাঁহারই। যদি বালক টাকার থলিটী আত্মসাৎ করিত, তাহাহইলে আমাকে কারারুদ্ধ হইতে হইত। বালকটী যে আমার কি উপকার করিয়াছে তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। উহার প্রতি আমি যে কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিরূপে উহার সাধুতার প্রশংসা করিব তাহা জানি না। আমি ঐ বাঙ্গালী বালকটীকে ইহজীবনে ভুলিব না। তাহার দীর্ঘ জীবন ও সুখ সম্পদের জন্য আমি চিরকাল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। আমার হৃদগত বাসনা এই যে যেন সে জীবনে কখন কোন দুঃখ না পায় এবং সফলতা লাভ করে।" বালকটীর নাম বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বান্দা জিলা স্কুলের এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র। বীরেশ্বরের এই সৎকার্য্যের বৃত্তান্ত জগতে প্রচারিত হউক, তাহাহইলে অন্যান্য বালকেরা তাহার সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে।

বীরভূমি।

রাঢ় অঞ্চল মধ্যে বীরভূমি অতি প্রসিদ্ধ ও পবিত্র স্থান। মুসলমান শাসন সময়ের অস্তিমদশায় বীরভূমি হিন্দু-প্রতাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাজনগর, হুব্রাজপুর, তান্তিনল, দুর্লভপুর, রাণীবাঙাল প্রভৃতি স্থানে হিন্দুর গৌরবের অনেক জিনিষ ছিল। বীররাজা এবং আলিনখির প্রভুত্বের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমির গৌরব একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। ঘাটছুলভপুরে বীররাজার মৃণ্ময় প্রকাণ্ড দুর্গ এখনও অভ্রভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; রাজনগরের রাজাদিগের প্রাসাদের শেষ চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। বীরভূমির অধিকাংশ এখন সাঁওতাল, বাউরী কাওড়া ও ধাঙ্গড়দিগের দ্বারা অধিবাসিত হইয়াছে, ইহার প্রায় চারিদিকে পর্ব্বত এবং অধিকাংশই নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে রমণীয় অরণ্যসমূহ বীরভূমি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অধিকতর মনোমোহন করিয়া তুলিয়াছে; বনময় স্থানসমূহে ব্যাঘ্রাদি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অসংখ্য উদ্বিড়াল, বিষদন্তী মার্জ্জার, ভয়ানক বিষধর অহিকুল এবং বৃহদাকার শিবা সমূহ সর্ব্বত্র বিচরণ করে। অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিলে নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা ও কুসুম দেখিতে পাওয়া যায়। অজয়, ময়ূরাক্ষী, ময়ূরেশ্বরী, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা এবং কপোতাক্ষী এতদঞ্চলের প্রধান নদী। রামপুরহাট

একমাত্র মহকুমা এবং জেলার লোক-সংখ্যা ন্যূনাধিক ৬০ লক্ষ। অধিকাংশই হিন্দু এবং অনার্য্য; মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব গোস্বামী এখানকার প্রধান কবি এবং বোলপুর ষ্টেশনের নিকট কঙ্কালী দেবী, নল-হাটীর নিকট ললাটেশ্বরী দেবী, রাম-পুরহাটের নিকট তারা পীড়, উদয়-পুরের নিকট গাজনী কালী এবং সাঁইতা রেল ষ্টেশনের নিকট নন্দেশ্বরী দেবী এখানকার প্রধান তীর্থ স্থান। তারাপীড় নামক স্থানে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তারাপীড় অতি পবিত্র স্থান, ইহা বাস্তবিক ভক্তের আশ্রম। এক্ষণে একটী বাঙ্গালী সাধু এই স্থানে অবস্থান করেন, ইনি জীবন্মুক্ত বলিয়া খ্যাত। তারাপীড়ের মন্দির অতীব উচ্চ এবং সুদর্শন; মল্লার পুরের রায় বাবুরা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার অতি অল্পদূরস্থিত সিমুলতলা নামক মহাবনে অনেক সাধুর সমাধি হয়; অনেক ভক্ত এখানে এখনও বাস করিয়া আছেন। ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়াও গণ্য। সিউড়ী হইতে এক ক্রোশ অন্তরস্থিত কোড়্ডে নামক গ্রামে লেংটা গোঁসাই অনেক দিন হইতে বাস করিয়া আছেন, ইনি দেবতার ন্যায় সহস্র সহস্র লোকের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হয়েন। শুনা যায় ইহাঁর অসাধারণ ক্ষমতা আছে এবং ইনি একজন মহাযোগী। ইহাঁর সহযোগী শ্রীমৎঝলকসাঁই বাবা এক্ষণে বালুচরে গাঙ্গাতটে অবস্থান করেন, তিনিও একজন প্রকৃত সাধক এবং পরমভক্ত সন্ন্যাসী। লেংটা গোঁসাই 'খাকী বাবা' নামে খ্যাত, ইহাঁর নিবাস রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর। ঝলকসাঁই পঞ্জাব প্রদেশের লোক এবং রাজা রণজিতের আত্মীয় বলিয়া খ্যাত। সিউড়ী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে পাথরচাপুড়ী গ্রামে দাতা মহাবুব সাহা নামে এক অতি প্রসিদ্ধ ফকির বাস করেন, এই পল্লী মুসলমান দিগের অন্যতম তীর্থ বলিয়া সম্মানিত হইয়া উঠিয়াছে। পাথর চাপুড়ী হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে সুবিখ্যাত বক্রেশ্বর স্থান; বঙ্গের ইতি-হাস ও ভূগোলে নানা কারণে ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব স্থানের সকল কাণ্ডই অপূর্ব্ব; কবি, ভাবুক, বৈজ্ঞানিক এবং ভক্তের ইহা দেখিবার জিনিষ। এই স্থানের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। এই প্রস্তাব লিখিবার প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে লেখক স্বয়ং ঐ স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। পাঠক ও পাঠিকা দিগের পক্ষে এই কৌতুককর স্থানের কিঞ্চিৎ বিবরণ জানিয়া রাখা অথবা এই স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নয়নযুগল চরিতার্থ করা নিতান্ত আব-শ্যক। প্রায় সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র নামে জনৈক সুযোগ্য

লেখক ও ভ্রমণকারী একবার এই স্থান দর্শন করিয়া স্বপ্রণীত "হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থে ইহার কথঞ্চিৎ বিবরণ সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে আর কাহাকেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় নাই।

আমরা সিউড়ীর নিকট কোড়্ডে গ্রাম হইতে প্রভাতে রওনা হইয়া প্রায় তিন পোয়া পথ অন্তরে এক জঙ্গল দেখিতে পাইলাম। ঐ জঙ্গল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বক্রেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। জঙ্গলের কোনও অংশ নিবিড়, কোনও অংশ বা সামান্য সংখ্যক বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি বাস করিত, এখন আর সে ভয় নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ জঙ্গলের মধ্যদিয়া অতি সুন্দর এবং প্রশস্ত এক রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, আমরা মনের সুখে বিবিধ চিত্রিত বর্ণের বিমান-বিহারী বিহঙ্গমবর্গের কাকলী লহরী শুনিতে শুনিতে প্রায় সার্দ্ধ চারি ঘণ্টা পরে বক্রেশ্বরে পৌছিলাম। বক্রেশ্বর "বক্রেশ্বর" নামক নদীতটে এবং এক অতীব প্রশস্ত মাঠের মধ্যদেশে অবস্থিত। কথিত আছে, অষ্টাবক্র মুনি এই স্থানে তপস্যা বলে শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্য এস্থানের মহাদেব বক্রেশ্বর নামে খ্যাত। শতাধিক দেব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় এবং সম্মুখে কয়েকটি মনোরম দীর্ঘিকাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাদেবের মন্দিরে প্রতিদিন শত শত লোক উপস্থিত হয় এবং পূজা দিয়া থাকে। মূর্ত্তির পূজা এবং সম্পত্তির অবস্থা অতীব উত্তম। অন্যান্য বিষয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া আমরা আপাততঃ বক্রেশ্বরের জলকৌতুকের কথা উল্লেখ করিব। বক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে ও পশ্চাতে কয়েকটি বড় বড় কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমুদয় কুণ্ডের জল সকল ঋতুর সকল সময়েই ভয়ানক উষ্ণ থাকে। এক একটা কুণ্ডের জল এত উষ্ণ যে হাত দিলে মানুষ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। বার মাস এবং চর্ব্বিশ ঘণ্টা এইরূপ থাকে। কোনও কোনও কুণ্ডের কিয়দংশ অতীব উষ্ণ এবং কিয়দংশ অতীব শীতল! একটা কুণ্ড হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রচুর পরিমাণে ধূম নির্গত হইতেছে; ঐ ধূমে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়। এই কুণ্ডের প্রায় ১২ হাত দূরে ২০ হস্ত প্রশস্ত এবং ১৫০ হস্ত দীর্ঘ এক খাল আছে, এই খালের সমগ্র অংশই ভয়ঙ্কর গরম জলে পরিপূর্ণ। এই জলে হস্তক্ষেপ করা সাধারণ মানবের সাধ্য নহে। তিনমাস ধরিয়া বর্ষার জল পতিত হইল, তবুও ইহার উষ্ণতা কমিল না। আর একটা ছোট কুণ্ড দিবসে প্রায় ১০ বার শুষ্ক হয়, ১০ বার জলে পূর্ণ হয়, ইহার জল সর্ব্বাপেক্ষা গরম। কোনও জীব ইহাতে পতিত হইলে প্রাণে রক্ষা পায় না, ইহার গভীরতা ১৬ হাতের অধিক নহে।

বালকের ধনী হইবার বাসনা এবং বুদ্ধিমতী মাতার উপদেশ।

একটী দশ বৎসরের বালক একদিন তাহার মাতার পার্শ্বে চিন্তান্বিত বদনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। মাতা তাহার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভাবিতেছ?" বালক উত্তর করিল, "আমি কিসে ধনী হইব, তাহাই ভাবিতেছি।" "ধনী হইবার তোমার এত ইচ্ছা হইল কেন?" বালক উত্তর করিল, "সকলের মুখেই ধনীর কথা, ধনীর প্রশংসা শুনিতে পাই। সকলেই ধনীর কথা আগে জিজ্ঞাসা করে। সে দিন আমাদিগের বাটীতে দুর দেশ হইতে যে ভদ্র লোকটী আসিয়াছিলেন তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কে? আমাদের স্কুলে একটী বালক আছে, সে পাঠ অভ্যাস করে না, কেবল বেড়িয়া বেড়ায় বা বসিয়া থাকে। কখন কখন সে সহপাঠীদিগকে মন্দ কথা বলে। কিন্তু তাহাকে কেহই ভর্ৎসনা করেন না,শিক্ষক প্রহার করেন না,কারণ সে একজন ধনীর ছেলে।"

বালকটীর মাতা দেখিলেন যে তাঁহার সন্তানের মনে ধনের প্রতি এরূপ ঝোঁক হইয়াছে যে সে যেন ধনের জন্য সকলই করিতে পারে। মাতা সুশিক্ষিতা, তিনি বুঝিলেন যে যদি তাঁহার সন্তান ধনের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝে, তাহাহইলে সে কালে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধনের সেবক হইয়া উঠিবে। ইহা ভাবিয়া তিনি তাহার ভ্রম অপনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি ধনী হওয়া মানে কি?" বালক "তাহা ত আমি জানি না। কিসে আমি ধনী হইব, মা তুমি আমাকে তাহা বলিয়া দেও। ধনী হইলে সকলে আমাকে সম্মান করিবে। সকলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে।" মাতা "ধনী হওয়ার অর্থ অনেক টাকা উপার্জ্জন করা। বেশী বয়স না হইলে টাকা উপার্জ্জন করা সম্ভব নহে।" বালক "ধনী হইবার কি এমন কোন উপায় নাই। যাহা আমি এখন হইতে অবলম্বন করিতে পারি?"

মাতা উত্তর করিলেন;—"টাকা উপার্জ্জন করা একমাত্র ধন নহে, আর উহা প্রকৃত ধন নহে। টাকা আগুণে পুড়িয়া যাইতে পারে, জলে ভাসিয়া যাইতে পারে, চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে, মানুষ ধন উপার্জ্জনে জীবন ক্ষয় করে, কিন্তু উহা মৃত্যুর সময় সঙ্গে যায় না। মহা ধনী যে রাজা, মৃত্যুর পর তাহারও আত্মা অতি দরিদ্র যে পথ-ভিখারী তাহার আত্মার ন্যায় একই পথে যায়। আর

এক প্রকার ধন আছে, তাহা বাক্সের মধ্যে থাকে না, তাহা হৃদয়ে অবস্থিতি করে। যাহারা সে ধনে ধনী, সকল মানুষ তাহাদিগকে প্রশংসা করে না বটে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা জগৎপাতা ঈশ্বরের প্রশংসা প্রাপ্ত হয়।”

বালক—“এই যে ধনের কথা বলিলে তাহা কি মা আমি এখন হইতে উপার্জ্জন করিতে পারি, না তাহার জন্যও অপেক্ষা করিতে হইবে?”

মাতা পুলকিত হইয়া সস্নেহে তাঁহার প্রিয় সন্তানের মস্তকের উপর হাত দিয়া বলিলেন “বাবা, এ ধন উপার্জ্জনের জন্য বিলম্ব করিতে হয় না। আজই এই ধনলাভে প্রবৃত্ত হও। ঈশ্বর বলিয়া দিতেছেন যে যাহারা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে অন্বেষণ করিবে, তাহারা তাঁহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।”

বালক—তবে মা ঈশ্বরের চক্ষে কি প্রকারে ধনী হইতে হয়, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও।

মাতা সস্নেহে সন্তানের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“প্রতি দিন সকালে ও রাত্রে অবনত-জানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট সরলহৃদয়ে কাতরভাবে এই প্রার্থনা করিবে যে তিনি যেন তোমার প্রতি দয়া করেন, যেন তুমি ভাল হইতে পার এবং চিরজীবন সকলের ভাল করিতে পার। প্রত্যহ এই প্রার্থনা করিবে, এবং সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে তোমাকে ভাল হইতেই হইবে এবং সকলের ভাল করিতেই হইবে। ইহা স্মরণ রাখিয়া পবিত্র মনে সর্ব্বদা সৎচিন্তা, সদালাপ ও সৎকার্য্য করিবে, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃতরূপে ধনী হইতে পারিবে—সেই জগৎ পালকের চক্ষে তুমি ধনবান বলিয়া বিবেচিত এবং পুরস্কৃত হইবে।”

এই উপদেশ বালকের মনে গ্রথিত হইয়া গেল এবং সে মাতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

———:———

ভক্তি কথা।

১। প্রাণের সামগ্রী ঈশ্বর, সংসার নহে।

২। ঈশ্বরের প্রিয়তম আসন ভক্তের ক্ষুদ্র প্রাণ—অনন্ত আকাশ নহে।

৩। ঈশ্বর আমাদিগকে যোগ্যতানুসারে দর্শন দেন। আমাদিগের দর্শন দিবার জন্য তিনি বড় হইয়াও ছোট হন।

৪। পাপই আত্মার মৃত্যু, পুণ্যই আত্মার জীবন।

৫। বিনয়ই ধর্ম্মের আরম্ভ।

৬। যাহার আমিত্ব নাই, সেই বিনয়ী।

৭। কি ভাল কার্য্য করিয়াছ, তাহা তত না ভাবিয়া কি মন্দ কার্য্য করিয়াছ ও করিতেছ তাহাই ভাবিবে।

৮। আরাধনা আত্মার স্নান, ধ্যান আত্মার ভোগ।

৯। চক্ষুর জলই আত্মার স্নানের জল।

১০। বাহিরের মলা জল দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, অন্তরের মলা ভক্তি জলে পরিষ্কৃত হয়।

১১। যাহা বিনাশ পাইবে, তাহারই আশু বড় বৃদ্ধি। যাহা নিত্য, তাহা ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে।

১২। যে পুণ্যের ফল চায়, সে পুণ্যময়কে পায় না।

১৩। যে আপনার সৎক্রিয়ার প্রশংসা প্রিয় হয়, সে নিজেরই শ্রী হরণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি সে কার্য্যের ফলভোগী হইতে পারে না।

১৪। ভোগ বাসনা যত যায়, প্রাণ তাঁরে তত চায়।

১৫। আপনার অহঙ্কার যত যায়, আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভুত্ব তত স্থাপিত হয় এবং আত্মা তাঁহার বলে বলীয়ান হইতে থাকে।

১৬। কে বলে মনুষ্য অসহায়? প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার সহায়তা পাইতেছি, তবু বলিব আমি অসহায়?

১৭। সংসার নির্ধনকে বলে দীন। স্বর্গ নিরহঙ্কারী ও নিষ্কাম ব্যক্তিকে বলে দীন।

১৮। আত্মা যখন অনন্তকাল জীবিত থাকিবে ও অসীম রাজ্য ভ্রমণ করিবে, তখন এ পৃথিবী ও পার্থিব জীবন কি? এখানকার লীলা আত্মার বাল্যখেলা মাত্র।

বামাবোধিনী জুবিলী।

প্রচারিত বিজ্ঞাপনানুসারে গত ২৭এ ভাদ্র মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সিটী কলেজের তৃতীয় তলস্থ সুপ্রশস্ত হলে বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসবের অধিবেশন হয়। ৪ টা হইতে লোকের সমাগম আরম্ভ হইয়া ৪॥ র মধ্যে গৃহটী প্রায় পূর্ণ হইয়া যায়। পরে ঠেলাঠেলি করিয়া স্থান সমাবেশ করিতে হইল এবং দুঃখের বিষয় অবশেষে স্থানাভাবে বহুসংখ্যক লোককে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইল। বর্ষাকালের দিনে এত লোকের ভিড় হইবে আমরা মনে করি নাই, তাহা হইলে টিকিটের বন্দোবস্ত করা যাইত। যাহা হউক স্থানাভাবে যে সকল মহিলা ও মহোদয় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা নিজগুণে আমাদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

উপস্থিত সহস্রাধিক লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ ছিলেন:—

রেবরেণ্ড জনসন, রেবরেণ্ড টাউনসেণ্ড, বিবী গ্রাণ্ট, বিবী মরে, কুমারী মরে; বাবু আনন্দ মোহন বসু, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ডাক্তার মোহিনী-মোহন বসু, বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সকলেই সস্ত্রীক; বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম এ, রাধারাণী লাহিড়ী, কামিনী সেন বি এ, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, তারাকুমার কবিরত্ন, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে রেবরেণ্ড জনসন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে "জয় বিশ্বপতি ত্রাণ বিঘ্নহারী" এই সঙ্গীত হারমোনিয়ম সহকারে গীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল। তৎপরে সম্পাদক স্থানাভাব প্রযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্ত্রীজাতির কল্যাণকর কার্য্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য যাঁহারা কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্যের সহায়তা করিবেন এই আশা প্রকাশ করত বামাবোধিনী পত্রিকার গত ২৫ বৎসরের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বক্তা বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় "২৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গরমণীর অবস্থা" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিলেন। যেরূপ অসম্ভব জনতা ও কোলাহল হইয়াছিল, তাহাতে বক্তৃতা করা অপরের পক্ষে অসাধ্য বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কালীচরণ বাবু এরূপ সুউচ্চ পরিষ্কার স্বরে ও মধুর কণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন যে সকলে স্তব্ধ ও পুলকিত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা প্রায় এক ঘণ্টাকাল হইয়াছিল। ইহা যেরূপ বাগ্মিতাপূর্ণ, সেইরূপ সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা পশ্চাৎ ইহার সারভাগ প্রকাশ করিব।

বক্তৃতান্তে বক্তা মহাশয় সকলকে জানাইলেন যে আগামী বড়দিনের সময় জাতীয় ভারত সভার সম্পাদক কুমারী ম্যানিঙ বিলাত হইতে এদেশে আসিবেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দসূচক করতালিধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। বামাবোধিনী পত্রিকার বয়োবৃদ্ধির জন্যও আনন্দধ্বনি হইল। পরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সভারম্ভের পূর্ব্বেই সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে রঙ্গিল কাগজে মুদ্রিত 'জয় বিশ্বপতি' সঙ্গীত এবং বামাহিতার্থীর আশা, নারীর আভরণ, [ষট সহোদরা এবং ধ্যানমগ্না গৃহস্থ রমণী এই চারিটী পদ্যোপহার বিতরিত হয়। সভা ভঙ্গ হইলে ভূবিনী উপহার 'বনবাসিনী'

পুস্তক এবং গোলাপ পুষ্পস্তবক অনেকগুলি মহিলা ও মহোদয়কে প্রদান করা হয়।

জুবিলী উপলক্ষে যে রচনা পারিতোষিক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত লেখক লেখিকাগণ তাহা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন;

১। আদর্শ বঙ্গরমণী ৪০৲—বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার।

২। ভারতের দুঃখিনী বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে ৪০৲—বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র।

৩। বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা অর্দ্ধ ২০৲—বাবু রামকেশব মুখোপাধ্যায়

৪। স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার ২০৲—শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

৫। প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ২০৲—শ্রীমতী কুমুদিনী রায়।

৬। নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব। অর্দ্ধ ১০৲—শ্রীমতী মানকুমারী বসু।*

পারিতোষিক রচনাগুলি বামাবোধিনীর সম্পত্তি হইবে এবং আমরা তাহা পুস্তকাকারে বা পত্রিকাতে প্রকাশ করিব। এতদ্ভিন্ন অপর রচনা সকলের মধ্যেও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে, আমরা সেগুলিও ক্রমে ক্রমে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি, আশা করি, তাহাতে লেখক লেখিকাদিগের আপত্তি হইবে না।

ত্রুটি সংশোধন।

বামাবোধিনীর পঞ্চবিংশ শুভ জন্মোৎসবের বিবরণে বামাবোধিনীর প্রধান লেখকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী নাম বিস্মৃতিক্রমে উল্লেখ করা হয় নাই :—

বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষ (বসুর পরিবর্ত্তে), শ্যামল ধন মিত্র বি এ, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত অন্নদা প্রসাদ সরস্বতী, চণ্ডিচরণ কুশারী।

বামাবোধিনী আরও দুইটী যন্ত্রালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রথমটা বসুপ্রেস, এখান হইতে বামাবোধিনীর পুনরভ্যুদয় হয় এবং এই প্রেসের অধ্যক্ষ বামাবোধিনীর হিত সাধনার্থ যথেষ্ট সহানুভূতি, অনুরাগ ও ত্যাগশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয়টী, ব্রাহ্মমিসন প্রেস, এখান হইতে বামাবোধিনী এখনও মুদ্রিত হইতেছে। বামাবোধিনী বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষদ্বয়ও বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের গুণেই বামাবোধিনীর পুনরুন্নতি হইয়াছে এবং ইহার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সম্পূর্ণ আশা করা যায়।

---

* মুষ্টিযোগের রচনা পশ্চাৎ বিবেচ্য।

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড ডফরীণ বৈদ্যনাথের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ ওঝা মহাশয়কে লেডী ডফরীণের এক খানি ছবি উপহার দিয়াছেন।

২। বলরামপুরের দানশীলা মহারাণী লক্ষ্ণৌ নগরের স্ত্রীহাঁসপাতালে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী বহুবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ১৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ মালট নাম্নী একটী মহিলা লণ্ডন নগরে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন।

৫। পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের লালা বেণীপ্রসাদের কন্যা শ্রীমতী প্রেমদেবী ডাক্তারী শিখিয়া তাঁহার লাহোরস্থ বাটীতে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনপূর্ব্বক স্ত্রীরোগিণীদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিতেছেন।

৬। কাউণ্টেস্ অব ডফরীণ নাগপুরের ডফরীণ হাঁসপাতালে তাঁহার এক খানি বৃহদাকার ফটোগ্রাফ ছবি স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ পাঠাইয়াছেন; ছবিখানি হাঁসপাতালের স্ত্রীলোকদিগের ওয়ার্ডে রক্ষিত হইবে।

৭। সম্প্রতি কানপুরে এক সতীদাহ হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণের শবদাহান্তে চিতানল জ্বলিতেছিল, তাহার স্ত্রী তাহাতে আপনাকে দগ্ধ করেন।

৮। পটলডাঙ্গার পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের ১১ বৎসর বয়স্কা মধ্যমা পুত্রবধূ তাহার স্বামিকর্ত্তৃক হত বলিয়া করণারের জুরিরা রায় দিয়াছেন, এবং স্বামীকে হাজত দেওয়া হইয়াছে। শেষ বিচার কি হয়!

৯। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ বৎসর ১৮০ জনের অধিক রমণী উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতি বর্ষেই পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা বাড়িতেছে।

বামা রচনা।

সময়।

অনন্ত সময়! চলেছ কোথায়
বলনা বলনা বলনা আমায়,
জীবনের কোন মন্ত্র সাধনায়
অবিরাম গতি চাহনা ফিরে?
অতীতকে ঠেলে পশ্চাতে রাখিয়া
চির কাল তরে চাহনা ফিরিয়া
বর্ত্তমানে রাখ বুকেতে ধরিয়া
সেও কি অতীত হবেনা ফিরে?
বাহু পসারিয়া আলিঙ্গন আশে
চলিয়াছ বুঝি ভবিষ্যৎ পাশে
সময় আবার সুময়ে বিনাশে,
এই কি নিয়ম তোমাতে রয়?

অনন্তের অণু তুমি ত সময়,
তব দোষ গান মম যোগ্য নয়,
জানিনাত আমি কিসেতে কি হয়,
তাহাতেই "দোষ" বলিতে ভয়।
নতুবা সময় মুক্তকণ্ঠে আজ
বলিতাম আমি জগতের মাঝ
"তুমিরে যেমন, তোমার যে কাজ
জানি জানি আর বলিব কত?
সুখের শৈশব তুমিই হরেছ,
সুখের সঙ্গীতে নীরব করেছ,
শান্তি মূল কাটি দফাটী সেরেছ
তুমিত ঘটালে অনর্থ যত।
তুমিই হরেছ সরলতা রাশি
পরায়ে দিয়াছ গরলের ফাঁসী
তুমিই করেছ এমন উদাসী
তুমি চিনায়েছ আপন পর।
তুমিই সে দিন এই বসুধারে
সাজাইয়াছিলে নানা অলঙ্কারে,
তুমিই আবার আরেক আকারে
আঁকিয়া ধরেছ আঁখির পর।
তুমিই সুখের সেদিন হরেছ,
বাল্য সখী সনে বিচ্ছেদ করেছ,
প্রত্যেক সখীকে চাকায় বেঁধেছ,
সে চক্রঘূর্ণনে কে কোথা এবে?
ছিঁড়িয়া বাল্যের প্রণয় বন্ধন
তব স্রোতে সঁপে দিয়াছে জীবন
সংসারে পশিয়া সকলে এখন
মাথাটী নোয়ায়ে অদৃষ্টে সেবে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদিনী রায়—যশোহর।

সাধের কুঞ্জটি আমার।

সাধের কুঞ্জটি মোর আহা কি সুন্দর,
আছে কি জগতে কিছু ইহার সোসর?
ফুল কুলে যত শোভা
কি সৌরভ কিবা বিভা,
আমার কুঞ্জেতে তাহা আছে সমুদয়,
যত দেখি তোষে মন প্রাণ হরি লয়। ১

বসন্তের মৃদু বায়ু অঙ্গেতে লাগিয়া,
আদরেতে খেলে কুঞ্জে হেলিয়া দুলিয়া,
সরলা বালিকা বেশ
মনে নাহি চিন্তা লেশ,
দুঃখ বলি আছে কিছু জানে না কখন,
সদা যেন ভাসে সুখে হইয়া মগন। ২

আছে কাছে জলাশয় মৃণাল তাহাতে,
কুঞ্জের হৃদয় ছবি পতিত উহাতে।
কুঞ্জ দেখে মৃণালেরে
মৃণালও কুঞ্জেরে হেরে,
অনিমিষ মেলি আঁখি প্রাকে তাকাইয়ে,
দাঁড়া আছে যেন দোঁহে হৃদয়ে হৃদয়ে।৩

হেন কালে কাল মেঘ গগন ছাইল,
আন্ধারিয়া চারিদিক বাতাস ছুটিল।
তখন বিজলী বালা
আলো দিয়ে গাঁথি মালা,
কুঞ্জপানে তাকাইয়া হাঁসিতে লাগিল,
তাহাতে কুঞ্জের হৃদি কাঁপিয়া উঠিল। ৪

লইয়া আলোক মালা বিজলী সুন্দরী,
রাখিয়া দিলেক যেন জলের উপরি!
আলোর মালার ছায়া
জলেতে পড়িল গিয়া
বোধ হ'ল ঠিক যেন মৃণালের গলে,
বিজলী বালার মালা থরে থরে দোলে।৫

তরাসে কাঁপিয়া কুঞ্জ অস্থির হইল,
সরল হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।
মৃণালের গল দেশে
বিজলীর ছটা ভাসে
এই ভাবি জলে পড়ি হারায় চেতন,
মৃণাল ধরিল তারে হৃদয়ে আপন। ৬

শ্রীমতী সন্তোষ কুমারী দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৬ সংখ্যা | কার্ত্তিক ১২৯৫—নবেম্বর ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ—তিব্বতীয় যুদ্ধে বৃটিষ সিংহ জয় লাভ করিয়াছেন, সিকিমরাজ সপুত্র দার্জ্জিলিঙে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন, সন্ধিপত্র স্থির হইবে। বিজয়ী জেনারেল গ্রেহাম ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষ বিশেষ পুরস্কার পাইবেন।

কৃষ্ণপর্ব্বতে যুদ্ধ চলিতেছে, পার্ব্বত্যগণ কয়েকটী ইংরাজ সেনাপতিকে মারিয়াছে। তাহাদের পক্ষেও অনেক হতাহত হইয়াছে, তথাপি তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

জর্ম্মণ যুবতীগণের কৌশল—আমরা সে দিন একখানি কাগজে পড়িতেছিলাম, তাহাতে তাহাতে নিঃশব্দে কথা হয় এবং ১২টী নিশান দ্বারা প্রায় ৫০ হাজার কথা প্রকাশ করা যায়। জর্ম্মণ যুবতীরা খামের টিকিট দ্বারা অনেক প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করেন। টিকিট বামদিকের উর্দ্ধে দিলে "আমি তোমায় ভাল বাসি" ডাইনদিকে উল্টাইয়া বসাইলে, "তোমার বন্ধুত্বের প্রার্থী" এইরূপ বুঝায়। টিকিটে সব কথা প্রকাশ হইলে আর বড় কালী কলম খরচের প্রয়োজন থাকিবে না।

জাতীয় মহাসমিতি—আগামী ডিসেম্বরে প্রয়াগতীর্থে ইহার যে অধিবেশন হইবে, তাহার জন্য বেশ উদ্যোগ হইতেছে, এদেশ ছাড়াইয়া বিলাত পর্য্যন্ত ইহার আন্দোলন চলিতেছে।

জেলায় জেলায় সভা হইয়া প্রতিনিধি সকল মনোনীত হইতেছে। বিপক্ষগণ ইহার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য কতকগুলি মুসলমান ও ভীরু রাজাদিগকে লইয়া "দেশহিতৈষিণী" নামে এক সভা করিয়া গোলযোগ করিতেছেন।

হীরক বিবাহ—ইউরোপে ২৫ বৎসরে দম্পতিদিগের রজত ও ৫০ বৎসরে সুবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে পাঠিকাগণ জানেন। আবার শুনুন ৬০ বৎসরে হীরক বিবাহ হইয়া থাকে। সম্প্রতি ব্যাভেরিয়ার বৃদ্ধ ডিউকের এই হীরক বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

করিন্থ যোজক ছেদন—এক ফরাসী কোম্পানি এই যোজক ছেদনার্থ ৩০ হাজার লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, ১৮৯২ সালের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তাহাদের মূলধন এক কোটী টাকার অধিক।

মুষ্টিযোগ—মেডিকাল ও সার্জিকাল রিপোর্টার নামক সংবাদ পত্র প্রচার করিয়াছেন প্রতি ঘণ্টায় এক চামিচা করিয়া চূণের জল খাওয়াইলে ডিপ্থিরিয়া নামক উৎকট রোগ যাহা কণ্ঠনালীতে হইয়া থাকে, তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয়, ঔষধ গিলিতেও কষ্ট নাই।

লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল—ইহা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের নিকট হইবার কথা হইতেছে। নির্ম্মাণে লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, ইতিমধ্যে ৪২ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

———:———

জৈন সম্প্রদায়।

ভারতের হিন্দুধর্ম্ম রূপ প্রকাণ্ড কল্পদ্রুম হইতে যে সকল প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা নিঃসৃত হইয়াছে; জৈনধর্ম্ম তাহাদের অন্যতম। যেরূপ অপ্রশস্ত এবং কুসংস্কৃত ভাবে জৈনধর্ম্ম সমালোচিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জৈনদিগের ধর্ম্ম তদ্রূপ নহে; ইহা অতি প্রাচীন এবং ইহার মতাবলী অত্যন্ত পবিত্র ও নীতিগর্ভ। জৈনগণ সংখ্যায় ন্যূন হইলেও সামাজিক আধিপত্যে হীনবল নহে। ইহাঁদের জাতীয় হিসাব ধরিলে, প্রতি শতে ৯৮ জন জৈন প্রায় ধনবান অর্থাৎ দরিদ্র জৈনের সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। শতকরা ৯০ জন বণিক, ব্যবসায়ী অথবা ভূস্বামী; প্রতি শতে গড়ে তিন জনের অধিক পরপাদ-সেবী (চাকুরে) নহে; যাহারা চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের অধিকাংশই স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রভু ব্যতীত প্রায় অপর কাহারই দাসত্ব স্বীকার করে না। ইহারা সাধারণতঃ নম্রস্বভাব, শান্তিপ্রিয়, সবল, সুশ্রীকার,

শ্যাম বা গৌরবর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত বিলাসপ্রিয়। কৃষিকার্য্যে ইহাদের দৃষ্টি বড় কম, ইংরাজি শিক্ষায় অনুরাগ অতি অল্প, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে এ পর্য্যন্ত কেহই অগ্রসর হয় নাই এবং সকলেই চিরাগত প্রথার নিতান্ত অনুরক্ত। ইহারা সকলেই মিতাচারী ও নিরামিষভোজী। মদ্যপান ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। জৈনদের মধ্যে কুৎসিতাকার, কৃষ্ণবর্ণ বা দরিদ্র ব্যক্তি খুব কম। ইহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী। এতদুভয় মধ্যে প্রভেদ এই যে, দিগম্বরীগণ মূর্ত্তি পূজা করে না, শ্বেতাম্বরীগণ তাহা করিয়া থাকে। শ্বেতাম্বরীদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ভারত পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কেহ যায় নাই; দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন মাত্র একদা বিলাত গমন করিয়াছিলেন, তিনি সমাজচ্যুত হইয়া আছেন। বাঙ্গালা দেশে জৈনগণ প্রভূত ধনের অধিকারী এবং তজ্জন্য সাধারণ কার্য্যে বৃটিষ গবর্ণমেণ্ট ও সংস্কারকগণ প্রায়ই সতত ইহাঁদের সাহায্য অবলম্বন করেন। বঙ্গের অন্তর্গত মুর্শীদাবাদ জেলা জৈনদিগের সর্ব্বপ্রধান উপনিবেশ বলিয়া খ্যাত, দাক্ষিণাত্য (ডেকান) ব্যতীত আর কোথাও এত জৈনের একত্রে বাস নাই। আজিমগঞ্জ, বালুচর, খাগড়া, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সহস্র সহস্র জৈন এবং শত শত জৈন-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইহাদের প্রভুত্ব অসীম, আর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর এখানে মুখব্যাদান করিবার অধিকার নাই। অনেকে মুর্শীদাবাদ জেলার এই স্থান গুলিকে জৈন রাজ্য বলিয়া অভিহিত করেন। ধনে, মানে, ক্ষমতায় ও অধিকারে জৈনগণ এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা। আজিমগঞ্জ ও বালুচর গঙ্গার উপরে স্থিত, স্থানটিও অতি রমণীয়, নানাবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। রাস্তা ঘাট অতীব পরিচ্ছন্ন এবং লোকের অবস্থা নিতান্ত সচ্ছল। অন্য হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা এস্থানে শতকরা দুই জনেরও কম, তাহাদের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। সুপ্রসিদ্ধ লছমিপৎ, ধনপৎ, মাণিকচাঁদ, মেধরাজ, বিশনচাঁদ, প্রসনচাঁদ, শেতাবচাঁদ, সুরপৎ, গণপৎ, ছত্রপৎ প্রভৃতি এখানকার অধিবাসী। সমগ্র জৈনের সম্পত্তি ও ধন ধান্য রত্নাদি একত্র করিলে কোটি কোটি টাকা মূল্য হইতে পারে। কাঠগোলায় রায় লছমিপৎ সিংহ বাহাদুরের প্রমোদোদ্যান এত মনোহর, মূল্যবান ও প্রশস্ত যে, সমগ্র বাঙ্গালায় আর তেমন নাই। ইহা গঙ্গাতটে সংস্থিত। এই উদ্যানের কেন্দ্রস্থলস্থিত শ্বেতমর্ম্মরের বেদীর উপরে বসিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। এই মন্দির দেখিবার সামগ্রী; ইহা বিবিধ বিচিত্র পদার্থে বিভূষিত; অভ্যন্তরস্থ জিনু দেবের মূর্ত্তি বহুমূল্য রত্নে খচিত। এক অনতিপ্রসর গৃহ মধ্যে সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক ও বহুশত রূপার পাত্র দেখিতে পাইবেন। আজিমগঞ্জ হইতে

বহরমপুরে ষ্টীমার যোগে যাইতে হয়, পথিমধ্যে নশীপুর নামক ক্ষুদ্র নগর দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া থাকে। এই নশীপুর সুপ্রসিদ্ধ জগৎসেটের জন্ম ভূমি এবং এই স্থানেই তাঁহার গৃহ ও কার্য্যালয় ছিল। ঐ গৃহ ইংরাজেরা আজি পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন। ইহা গঙ্গাগর্ভ হইতে দুইশত হস্তের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। জগৎসেট জৈন ছিলেন, ইহাঁরই অনেক সম্পত্তি আজিমগঞ্জ ও বালুচরের জৈন মহাশয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগৎ-সেটের বংশ মধ্যে এক্ষণে কেবল একটি বৃদ্ধা রমণী আছেন, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহার নাম জগৎসেঠানী কৃপাময়ী।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্দে ঋষভ দেবের উল্লেখ আছে, তিনিই জৈন ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার সময়ে ইহা "ঋষভ ধর্ম্ম" বলিয়া আখ্যাত হইত। অনেক কাল পরে জিনু দেব প্রাদুর্ভূত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতের নানা স্থানে ইহা প্রচার করেন। তদবধি ইহা জৈন ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁরা ধর্ম্মসংস্থাপককে অর্হত আখ্যা প্রদান করেন। ঈশ্বরও কখন কখন অর্হত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভক্তগণকে শ্রাবক, সাধুগণকে শ্রমণ এবং সংসারী প্রাণীকুলকে "ভব্যজীব" সংজ্ঞায় জৈনেরা সম্বোধন করেন। কোনও প্রকার জীবিত বা মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ ইহাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অষ্টমী ও দশমী তিথিতে ফল মূল খাওয়া অবিধি। পাছে কোন কীট পতঙ্গ উদরস্থ হয় বলিয়া রাত্রি কালে জৈনেরা আহার করেন না; সূর্য্যাস্ত হইলে সূর্য্যের পুনরুদয় পর্য্যন্ত জল ভিন্ন আর কিছু উদরস্থ করা জৈন মতের বিরুদ্ধ। অহিংসা পরম ধর্ম্ম জৈনদিগের ইহা মূল নীতি, ইহাঁরা জীব হিংসা করেন না এবং সংশয়ারূঢ় হইয়া অথবা বিনা দোষে কোন প্রাণীর অনিষ্ট করেন না। সাধুগণ উষ্ণজল পান করেন। সাধুরা অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, যান প্রভৃতিতে আরোহণ করেন না; বড় নদী পার হন না এবং স্বহস্তে পাক করেন না। জৈনেরা জাতিভেদ মানিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পাক করা দ্রব্য কখন কখন খান, বৈশ্য ও শূদ্রের পাক করা দ্রব্য গ্রহণ করেন না। আপনার জাতির মধ্যে ইহাঁদের জাতি বিচার নাই। বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টানের কোনও দ্রব্যই ইহাঁরা গ্রহণ করেন না।

কাটিয়োয়ার, পালিটান, দাক্ষিণাত্য, আবু, শত্রুঞ্জয়, গির্ণার প্রভৃতি স্থানে অনেক জৈন আছেন। রাজপুতানার নানা স্থানে ইহাঁদের জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিকানীর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদেরই প্রথম অভ্যুদয় হয়। আবু পাহাড়ে নানাবিধ রত্নখচিত ও কারু-কার্য্যসম্পন্ন জৈন মন্দির দেখা যায়। জৈনেরা যুদ্ধ বিদ্যায় অমনোযোগী এবং

ইহা ইহাঁদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ। জৈন শাস্ত্র প্রাকৃত ও পালি ভাষায় লিখিত; সাংখ্য শাস্ত্রের প্রায় সকলগুলি অনুকরণ। জৈনেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, পাপ ও পুণ্য মানিয়া থাকেন এবং কর্ম্মফল স্বীকার করেন। ইহাঁদের মতে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় এবং তদ্ধেতু সৃষ্টিকর্ত্তা বা দণ্ডদাতা অথবা পুরস্কারপ্রদাতা নহেন। মনুষ্য পূর্ব্ব জন্ম ও ইহজন্মের আপনাপন কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। জৈনদিগের রামায়ণ ও মহাভারত আছে, তাহা হিন্দু রামায়ণ ও ভারতের ন্যায়। জৈন রমণীগণ অত্যন্ত আতিথ্যপ্রিয়া এবং পত্যনুরাগিণী। ইহাঁদের মধ্যে শিক্ষারও প্রচলন আছে, কিন্তু গড়ে শতকরা প্রায় তিন জনের অধিক জৈন লেখা পড়া জানেনা। কার্য্য ও ব্যবসা চলিতে পারে এইরূপ যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াই ইহারা শিক্ষা সমাপ্ত করে। ইহাঁদের পত্র ও খাতা মুণ্ডী অক্ষরে লিখিত হয়, ইহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। জৈন রমণীগণের বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবি কিংসফোর্ড।

এনা কিংসফোর্ড নাম্নী সুবিখ্যাতা ইংরাজ রমণীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। বর্ত্তমান কালে ইহাঁর ন্যায় পূতচরিত্রা, উচ্চমনা, চিন্তাশীলা রমণী অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। পাঠিকাগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ পশু-শরীরতত্ত্ব কিম্বা পশু-শরীর সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য জীবিত পশুগণের শরীর ছেদন করিয়া থাকেন। এনা কিংসফোর্ড এই নির্দ্দয় প্রথার ঘোরতর বিরোধিনী ছিলেন। বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন উক্ত নিষ্ঠুর প্রথার উদ্দেশ্য বলিয়া ইউরোপীয় কোন গবর্ণমেন্ট উহা রহিত করেন নাই, কিন্তু এনা কিংসফোর্ড এই যুক্তি দেখাইতে আরম্ভ করেন যে যাহা সুনীতির অনুমোদিত নহে, তাহা বিজ্ঞানানুমোদিত হইতে পারে না। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে জীবিত জীবের শরীর ছেদন করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবার আবশ্যকতা নাই। যিনি ঈশ্বরের ও ধর্ম্মের রাজত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তিনি বিবি কিংসফোর্ডের যুক্তি মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবেন না। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ কখনও হইতে পারে না যে বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য জীবন্ত জীবকে বিনাশ করিতে হইবে। বিবি কিংসফোর্ড পুস্তক লিখিয়া বক্তৃতা করিয়া উক্ত নিষ্ঠুর প্রথা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,

এবং স্বীয় চেষ্টায় বহু সংখ্যক ইউরোপীয় নরনারীকে স্বীয় মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালে যে বিবি কিংসফোর্ডের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইনি যে অতি প্রগাঢ় চিন্তাশীলা রমণী ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার বিরচিত "The Perfect Way" নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ইউরোপীয় ধর্ম্মতত্ত্ব বিদ্দিগের নিকট অতীব সমাদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সারবত্তা ও চিন্তাশীলতায় বহুসংখ্যক সদ্বিদ্বান লোক মুগ্ধ হইয়াছেন। বিবি কিংসফোর্ড রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, সত্যই আমার ধর্ম্ম, সরলভাবে সত্য অন্বেষণ করিব, হৃদয় যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে তাহাই গ্রহণ করিব। এরূপ মানসিক বলের পরিচয় ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অতি অল্প পাওয়া যায়।

ইনি অতি অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে সত্য-প্রিয় ইংরাজ মাত্রেই শোকান্বিত হইয়াছেন এবং ইঁহার অকাল মৃত্যুতে পৃথিবী যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান।

প্রথম অধ্যায়।

সেক্ষপীয়রের "চতুর্থ হেন্‌রি" নামক নাটকের এক স্থলে হেন্‌রি এই মর্ম্মে দুঃখী লোকের সহিত তাঁহার নিজের অবস্থা তুলনা করিয়াছেন,—"সুসজ্জিত এবং সুবাসিত গৃহে থাকিয়াও আমার নিদ্রা হয় না, কিন্তু আমার শত শত দীন দুঃখী প্রজা সামান্য বিছানায় শয়ন করিয়া এবং সহস্র সহস্র মশকে পরিবৃত হইয়াও সুনিদ্রা ভোগ করে।" উক্ত কবি তাঁহার "পঞ্চম হেন্‌রি" নামক নাটকের এক স্থলেও ঐ কথা কয়েকটিই সুন্দর ছন্দে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ স্থলে পঞ্চম হেনরি গাঢ় চিন্তামগ্ন হইয়া ধনীদিগকে দুঃখী লোকদিগের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতেছেন, যে ধনীদিগের সমুদয় ধন মান সম্পত্তিকে, রাজার প্রার্থিত অথচ দরিদ্র-কর্ত্তৃক উপভুক্ত স্বাস্থ্যের সহিত কোন ক্রমেই তুলনা করা যাইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন,যে "সমস্ত দিনের গুরু-পরিশ্রমে পীড়িত অতি দরিদ্রের, এমন কি ভিক্ষুক পর্য্যন্তেরও রাজার অপেক্ষা অধিক সুখ আছে; কারণ যে ক্ষমতা দরিদ্রকে অবনত রাখিতে পারে, তাহার স্বাস্থ্যকে সে ক্ষমতা বশে আনিতে পারে না।"

লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অবস্থার—কতক লোকের সুখ সম্পত্তির সহিত কতক লোকের দুঃখ দরিদ্রতার—তুলনা করিতে যাইয়া আমরা প্রায়ই ব্যাধির দেখিয়া ভুলিয়া যাই ; কিন্তু ইহা দেখি না যে সুখ ভিতর হইতে উৎপন্ন হয়। স্বাস্থ্য সুখের একটি প্রধান অঙ্গ ; ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের অধীন নহে। এ ধন রাজায় অনেক চেষ্টা করিয়াও পায় না, অথচ ভিক্ষুকে ইহা ভোগ করে। অবশ্য ইহা বলিতে হইবে যে এ তুলনা সকল সময়ে ও সকল স্থলে খাটে না। সকল ধনীই কিছু রোগী নয় এবং সকলেই দরিদ্রের স্বাস্থ্য দেখিয়া দুঃখ করে না। আবার অনেক স্থলে দরিদ্রও ধনীর স্বাস্থ্য সুখ দেখিয়া হিংসা করে। অনেক ধনী প্রায়ই, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকে। কিন্তু তথাপি উল্লিখিত তুলনা মিথ্যা নহে। স্বাস্থ্য সুখ এত বড় সুখ ও এত অমূল্য, যে এ সুখের সহিত ধন, মান, সম্পত্তি কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। ইহা ঈশ্বরদত্ত ধন এবং যে সুবোধ, সে বোধ হয় এ ধনের বিনিময়ে সহস্র রাজ্যের সম্পত্তি লইতেও স্বীকার করিবে না।

তবে কেন অধিকাংশ লোকে স্বাস্থ্যের মর্ম্ম বুঝে না ? যদিও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝে,তাহা বহু বিলম্বে ; যখন স্বাস্থ্য চলিয়া যায় এবং আর পুনরায় আইসে না তখন তাহারা ইহার মূল্য বুঝিতে পারে।

শারীরিক কষ্টের অব্যাহতিই যে কেবল স্বাস্থ্য, তাহা নহে। আমাদের সমুদয় বৃত্তির সম্যক্ এবং স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি এবং আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ সমুদয় দ্রব্য হইতেই সুখ অনুভব করা,—ইহারই নাম স্বাস্থ্য। যথার্থ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির কোন পরিশ্রমে কষ্ট অনুভব হয় না ;—বরং তাহাতে সুখ বোধ হয়। একজন দরিদ্র কৃষক উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যতাপে কার্য্য করে, কিন্তু রাত্রে সে সুনিদ্রায় স্বর্গ সুখ ভোগ করে। রাজায় কৃষকের এই সুখেরই হিংসা করে। এই সুখই কুবেরের ধন অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।

তথাপি লোকে এই অমূল্য ধন সুধু অসাবধানতায় ও অজ্ঞতায় নষ্ট করে। অনেকে ক্ষণ কালের ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ঈশ্বর দত্ত এই অমূল্য নিধি চির কালের জন্য বিসর্জ্জন দেয় !!

পৃথিবীতে রোগ, শোক, কষ্টের বিষয় অনেক শুনা যায় ; এবং এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকে পরম করুণাময় জগদীশ্বরের করুণার প্রতিও সন্দিহান হন। তাঁহারা বলেন যে জগদীশ্বর পরম কারুণিক হইলে, কেমন করিয়া তিনি এই রোগ শোক মৃত্যুময় পৃথিবী সৃজন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা দেখেন না যে আমরাই আমাদের অধিকাংশ রোগ ও দুঃখের মূল এবং অনেক স্থলে রোগ ঘটিবার পূর্ব্বেই উহা নিরাকরণ করা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন। যাঁহারা রোগের কারণ নির্ণয় বিষয়ে অনেক অনু-

সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস যে সহজ জ্ঞানের অভাবে ও সামান্ত সামান্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মের অবহেলনে পৃথিবীস্থ অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয়; এবং আমরা চেষ্টা করিলে অধিকাংশ রোগই পৃথিবী হইতে অনায়াসে বিদূরিত করিতে পারি। এই বিশ্বাস সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইবার এবং ঐ বিশ্বাস-সম্ভূত সুখময় ফল ফলিবার এখনও বহু বিলম্ব আছে; কিন্তু জ্ঞান ও বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে এ বিশ্বাসও লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

বিলাতে আজকাল এই বিশ্বাসের বহুল প্রচার হইয়াছে এবং ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়া অনেক শুভকর ফল প্রসব করিয়াছে। অনেক কারণে বিশেষতঃ বাৎসরিক মৃত্যু সংখ্যার গণনা দ্বারা তথাকার সাধারণ লোকের হৃদয়ে এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে অধিকাংশ রোগই সময়ে নিবারণসাধ্য। তথায় এই বিশ্বাস-সম্ভূত অনেক মঙ্গলময় ফল ফলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যের জন্ম অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। লোকে যাহাতে বিশুদ্ধ জল, বায়ু, ও খাদ্য প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক জীবন রক্ষা হইয়াছে, লোকে অনেক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এবং সেই পরিমাণে সাধারণ লোকের সুখ বৃদ্ধি হইয়াছে। এখানকার গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের প্রত্যেক সহরের মিউনিসিপালিটী রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত আছে। যাহাতে লোকে বিশুদ্ধ জল পায়, গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী তাহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যাহাতে লোকে বিশুদ্ধ খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্যও আইন বাহির হইতেছে। এইরূপে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা লোকের স্বাস্থ্য রক্ষায় যথাসম্ভব বিধান করিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সমুদয় কার্য্য করিতে পারেন না। দুই চারি অথবা দশজন লোকের চেষ্টাদ্বারা যাহা হইতে পারে না, গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধান করিতে পারেন, কিন্তু স্বাস্থ্যবিষয়ক অনেক নিয়ম রক্ষাই নিজের নিজের যত্নের উপর নির্ভর করে। গবর্ণমেণ্ট সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না— করিলে তাহার ফল সম্পূর্ণ শুভকর হয় না। অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি আমাদের নিজের অসাবধানতা দ্বারা হয়, অতএব নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক লোকেরই নিজের দৃষ্টি রাখা উচিত।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রধান প্রধান নিয়ম সরল ভাষায় বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঐ সকল নিয়ম অতি সহজ এবং একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লোকে ঐ সমস্ত নিয়মই অধিক পরিমাণে লঙ্ঘন করেন।

আমি এই প্রবন্ধে বালক বালিকাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কোন উল্লেখ করি নাই। যৌবন কাল পর্য্যন্ত তাহারা পিতা মাতার অধীনে থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে তাহারা ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অধীনতা হইতে মুক্ত হয় এবং আপনারা কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এ সময়ে তাহারা নিজের শরীরের যত্ন নিজেই করিতে সমর্থ হয়। এই সময়েই শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধীয় উপদেশ কার্য্যকর হয় এবং এই সময়েই এই উপদেশের অধিক আবশ্যকতা হয়। অনেক যুবক যুবতী স্বাস্থ্যবিষয়ক সামান্য সামান্য নিয়ম না জানিয়া রোগগ্রস্ত হয় এবং চির জীবন ক্লেশ ভোগ করে। এই কারণে আমি যৌবনের প্রাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত পালনীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম এই প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি। (ক্রমশঃ)

———:———

ষট্ সহোদর।

ছয়টী সোদর ;
মর দেহে যেন তারা ছয়টী অমর।
বিরলে গঠিলা বিধি,
ভুতলে অতুল নিধি—
ছয়টী মানস পুত্র সুরেন্দ্র সোদর।
স্বর্গীয় প্রসূন প্রায়,
স্বর্গীয় সুরভি গায় ;
স্বর্গীয় সুষমা মাখা মুখ সুধাকর।
স্বর্গের প্রতিভা তারা,
পবিত্র পীযূষ ধারা ;
নন্দন কাননে ছটী কল্পতরুবর,
অথবা ভুতলে ছটী পরশ পাতর ;
তারা ষট্ সহোদর।

———

অগ্রজ শ্রীপ্রেমানন্দ পরাণ উদার,
সর্ব্বজীবে সমভাবে ভাবে আপনার,
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা,
চক্ষে ঝর ঝর ধারা,
আত্মহারা হয়ে সদা ফিরে যথা তথা,
প্রচারে জগৎময় প্রেমের বারতা!
মুখে শব্দ ভাই ভাই
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই,
যারে তারে গাঢ় আলিঙ্গন।
তীক্ষ্ণ "কলসীর কাণা" করিয়া ক্ষেপণ,
রক্ত পাত করে যে দুর্জ্জন ;
তারে ও সে দেয় কোল ;
মুখে বলি "হরি বোল,"
ইষ্ট নাম করায় শ্রবণ।
লৌহশলা বিঁধি কলেবরে,
যারা তার প্রাণ বধ করে,
তাদের কল্যাণ মনসাধ,
বলে "পিতঃ প্রেমময়,
অবোধ সন্তানচয়
ক্ষম ইহাদের অপরাধ।"
প্রেমেতে গঠিত দেহ,
অনাদরে করে স্নেহ,

অভিশাপে আশীষ বচন,
অহো ত্রিদিবের ভাব,
অহো বিশুদ্ধ স্বভাব,
অহহ মলয়জাত অগুরুচন্দন,
সুগন্ধি বিতরি তোষে ঘাতকের মন।

দ্বিতীয় করুণচন্দ্র স্নেহের নিধান;
ধর্ম্মের বিজয় ভেরী, মুক্তির নিশান।
দুর্ব্বলের দেহ বল,
তৃষিতের স্বচ্ছ জল,
নিরন্নের স্বাদু অন্ন, নগ্নের পিধান।
হতাশের আশা সূত্র,
অপুত্রের প্রিয় পুত্র;
পিতৃহীনে পিত্রোপম, নির্জীবের প্রাণ।
বিপন্নের হাহাকারে,
ব্যথিতের অশ্রুধারে,
বাজে অঙ্গে শাণিত কৃপাণ;
হৃদয় নিলয় ভাঙ্গি হয় শত খান।
পর সুখে সুখী মন,
পর হিতে প্রাণপণ,
পর শুভ সদা অনুধ্যান;
পর দুঃখ নাশে প্রীতি প্রফুল্ল বয়ান;
পরার্থে বিক্রীত দেহ তুচ্ছ ধন প্রাণ।

তৃতীয় শ্রীনির্ব্বেদ কুমার;
নির্ব্বাত তড়াগ সম হৃদয় আগার।
সংসারের সুখ রাজি,
মণিমুক্তা গজ বাজী,
পূজ্য পিতা, প্রিয় পুত্র, পত্নী, পরিবার;
কিছুতেই পরিলিপ্ত নহে চিত্ত তার।
ভবের সংশ্লেষে রয়,
ভবেতে সংশ্লিষ্ট নয়,
পদ্ম পত্রে বারি যে প্রকার;
বীতস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয়, নিত্য নির্বিকার।
এক মাত্র লক্ষ্য স্থান
ব্রহ্মে মনঃ সমাধান;
সে নামে হৃদয় তন্ত্রী বাজে অনিবার;
সেই তন্ত্র, সেই মন্ত্র, জীবনের সার।

শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র চতুর্থ কুমার,
দিব্যালোকে পূর্ণ তার মানস ভাণ্ডার,
খুলেছে অন্তর দৃষ্টি,
দেখিছে নূতন সৃষ্টি,
আত্মতত্ত্বে বিশ্বতত্ত্ব সব আবিষ্কার।
ঘুচিয়াছে ভ্রম মোহ সংশয় আঁধার।
জ্ঞাত শত শাস্ত্র ভেদ,
নিদান দর্শন বেদ,
নখ দরপণে দেখে কোটী চরাচর,
ভূতভাবী বর্ত্তমান সাক্ষাৎ গোচর।
দিবানিশি সচেতন,
সারধনে সযতন,
তত্ত্বসুধাপানে মত্ত আকুল অন্তর,
জ্ঞানার্ণবে ডুবে লুটে রতন নিকর।
মহামোহ রাজ্য বহু দূরেতে ফেলিয়া,
রিপু ষট চক্র মায়া কুহক কাটিয়া,
পরিহরি চিন্তা ভয়,
মৃত্যুরে করিয়া জয়,
সাধে জীবনের ব্রত প্রাণ মন দিয়া,
অমৃতের সঙ্গে মিলি অমৃত হইয়া।

পঞ্চম বিনয়চন্দ্র সুশান্ত সুধীর ;
স্বভাব সুন্দর বপু সারল্য মন্দির।
মুখরুচি সুনির্ম্মল,
ব্রীড়ার সুক্রীড়া স্থল ;
ফলন্ত তরুর সম সদা নতশির।
নিয়ত নিম্নগ যেন জাহ্নবীর নীর।
মৃদুল লোচন-বিভা,
মৃদুল-ভাষিণী জিভা,
মৃদুল গমন যেন মলয় সমীর।
দীনাত্মা দাসের দাস,
গললগ্নীকৃতবাস,
তৃণ হতে হীন সবে শ্রদ্ধা সুগভীর ;
ভক্তির আশ্রম তার হৃদয় কুটীর।

কনিষ্ঠ শ্রীসন্তোষ কুমার ;
মরতে অমরাবতী সৃষ্টি বিধাতার।
গন্ধর্ব্ব নিছনি তনু,
ভ্রূযুগল শক্র ধনু ;
প্রফুল্ল সরোজনিভ নেত্র সুধাধার।
শ্রীমুখে বিশদ হাসি,
শারদীয় পৌর্ণমাসী ;
বাক্য যেন অমিয়া আসার।
অভাবে, সম্পদ কালে,
সৌভাগ্য ব্যসন জালে,
উথলে হৃদয়ে সদা আনন্দ পাথার।
নাহি লোভ দ্বেষ, রোষ ;
স্বল্পস্পৃহ আশুতোষ ;
শান্তির জীবন্ত উৎস প্রীতির আধার ;
শ্রীসন্তোষ কুমার। *

পুস্তক পাঠ।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ একটী নূতন সুখের অধিকারী হইয়াছে। ইহা গ্রন্থ পাঠের সুখ। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতবর্ষে দিন দিন বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লেখক লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও বাড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিবর্ষে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন, তৎপাঠে দেখা যায় যে বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সকল স্থানেই প্রতি বৎসর পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সুখের বিষয় এই যে বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর যত সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়, তত ভারতের আর অন্য কোন স্থানে হয় না।

উত্তম পুস্তকপাঠ মনের অতীব আনন্দকর। মানুষের জ্ঞানলাভের ইচ্ছা স্বভাবতঃই বলবতী, এই ইচ্ছা পুস্তক পাঠ দ্বারা যেমন সহজে চরিতার্থ হয়,

---

* বাঃ সহোদর—প্রেম, দয়া, বৈরাগ্য, বিবেক বিনয় ও সন্তোষ—এই ছয়টী মানসিক দেব ভাব।

তেমন আর অন্য কোন উপায়ে নহে; সুতরাং পুস্তক পাঠে যে মানুষ আনন্দ পাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

অধ্যয়নে সুখ অনুভব করা সকলের পক্ষে ঘটে না, ইহা শিক্ষার দোষ। বাল্যকালে বালকের জ্ঞানলাভের ইচ্ছাটীকে যদি বেশ করিয়া উত্তেজিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। জ্ঞান লাভের যে সুখ তাহা বালকদিগকে স্পষ্ট করিয়া অনুভব করাইয়া দিবার সুকৌশলের অভাব বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর একটী প্রধান দোষ। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে আমাদিগের সকলের হৃদয়ে জ্ঞান লাভের বাসনা সমানরূপে তেজস্বী নহে। ইংরাজদিগের শিক্ষাপ্রণালী অনেক পরিমাণে এই দোষ-বিবর্জ্জিত। সেই জন্যই শিক্ষিত ইংরাজদিগের মধ্যে যত অধ্যয়ন-প্রিয় লোক আছেন, আমাদের মধ্যে তাহার দশমাংশের একাংশও নাই।

অধ্যয়ন হইতে আনন্দ লাভ করিবার জন্য আমাদিগের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত, কেননা উহা একটী উচ্চ ও পবিত্র আনন্দ এবং মনের উন্নতি-সাধক। মানসিক উন্নতিসাধন, আত্মার উন্নতিসাধনের ন্যায় একটী পরম কর্ত্তব্য, কিন্তু অধ্যয়নশীলতা ব্যতিরেকে আমরা কখনই সেই মানসিক উন্নতিসাধন করিতে পারি না।

অধ্যয়ন-প্রিয়তা থাকিলে অনেক দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করা যায়। অধ্যয়নের আনন্দে মগ্ন হইলে আমরা দারিদ্র্যতা ও রোগের কষ্ট ভুলিয়া যাই, জনহীন মরুদেশ বাসের ক্লেশ বিস্মৃত হই, বন্ধুহীন হইয়াও বন্ধুত্বের সুখ উপভোগ করি, বিষাদের মধ্যে থাকিয়াও হর্ষ প্রাপ্ত হই এবং অনেক সময় পাপপ্রলোভনের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই।

আমরা আশা করি, আমাদের পাঠিকাগণ অধ্যয়ন-প্রিয়তা লাভ করিতে সচেষ্ট হইবেন। ইহা লাভ করিলে তাঁহারা মনের উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। সকল বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোযোগী হইলে তাঁহারা সংসাররক্ষায় ও ধর্ম্মপালনে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালাভাষায় আজ কাল উত্তম পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তথাপি ইংরাজী ভাষা না জানিলে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, বার্ত্তা শাস্ত্র প্রভৃতি নানা উচ্চতর বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুবিধা হয় না। বাঙ্গালাভাষায় বহুসংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইলেও তন্মধ্যে যাহা পড়িবার উপযুক্ত, অল্পকাল মধ্যেই তাহার পাঠ শেষ করা যায়। এই জন্য এ দেশীয় স্ত্রীলোকগণের ইংরাজী শিক্ষার বড়ই প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষা করিতে গেলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতেই হইবে, ইহা যেন কেহ মনে না

করেন। আমাদিগের বিশ্বাস আমাদিগের স্ত্রীলোকগণ যেরূপ বুদ্ধিমতী, চারি পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া গৃহে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিলে তাঁহারা ঐ ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীতও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাগুণে কত লোক সুশিক্ষিত হইয়াছেন।

বঙ্গমহিলার পত্র।*

(আদর্শ বঙ্গরমণী)

প্রিয় হেম!

আজ ছয় মাস এখানে আসিয়াছি। পল্লী গ্রাম যে এত সুন্দর এত মনোহর, এত নবীনতর, ইহা আগে জানিতাম না। এ গ্রামের নাম মুক্তাপুর, গ্রাম খানি ক্ষুদ্র, আমার বোধ হয় ইহা প্রকৃতির ক্রীড়া-কানন। শ্যামল বৃক্ষ লতায় তটিনীর মৃদুল স্রোতে বিশাল প্রান্তরে মনোরম শস্য ক্ষেত্রে যে দিকেই দেখি, প্রকৃতি দেবী যেন সরলা বালিকার মত খেলিয়া বেড়াইতেছেন! সহরে শোভা দেখিয়া দেখিয়া দর্শনেচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু গ্রামের শোভা যতই দেখ ততই নূতন, আজ ছয় মাসের মধ্যে আমার চক্ষের শ্রান্তি জন্মিল না।

এ শোভার কথা আর এক দিন বলিব, আজ একটী জীবন্ত শোভার চিত্র তোমাদিগকে দেখাইব বলিয়াই এ পত্র লিখিতেছি। এখানে আসিয়া আমরা গ্রামের "মাষ্টার বাবুর" বাটীতে বাসা লইয়াছি। মাষ্টার বাবুর বাটীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, দুটী ছোট ছোটপুত্র, এক জন চাকর একজন "ঝি" এই কয়টী লোক মাত্র। মাষ্টার বাবুর পত্নী কমলা দেবী কিরূপ চরিত্রের লোক তাহাই লিখিতেছি, ভরসা করি তুমি ও অপর ভগিনীরা মন দিয়া শুনিবে।

ধর্ম্ম ভাব—মাষ্টার বাবুর স্ত্রীর ধর্ম্ম ভাব দেখিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। শুনিলে বিস্মিত হইবে তিনি সকল প্রকার বিপদ, দুঃখ এই বলিয়া সহ্য করেন "ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহা জীবের অবশ্য কল্যাণীয়, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" যখন একমনে ঈশ্বরের চরণ পূজা করেন, তখনকার ভক্তি ভাব, দীন ভাব ও পবিত্র ভাব দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। বোধ হয় তিনি এ জ্বালাময়ী পৃথিবী হইতে কোন শান্তিধামে গমন করিয়াছেন, বোধ হয় সেই অনন্ত মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, বোধ

---

*পারিতোষিক রচনা উপলক্ষে শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিত। পারিতোষিক যোগ্য না হইলেও লেখাটি পাঠিকাগণের পক্ষে উপাদেয় হইবে বলিয়া প্রকাশ হইল। বা, বো, স.

হয় তিনি এ মর জগতে দেবীরূপিণী হইয়া আছেন! প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে স্বর্গীয় দেবের চরণ বন্দনা করিয়া সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন। বিশ্বদেবের "আজ্ঞা পালন" করাই, তাঁহার প্রতি কার্য্যের উদ্দেশ্য। বোধ হয় বুঝিতেছ ইহা দ্বারা তাঁহার প্রকৃতি কত দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

সেবা পরায়ণতা—আজিকার দিনে কমলা দেবীর মত সেবা পরায়ণা মহিলা অতি অল্পই দেখা যায়, পরের সেবা করিতে ইঁহার যে কত আনন্দ, তাহা আর বলিতে পারি না। প্রচীনা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করেন, অনেক কন্যা মাতাকেও সেরূপ করিতে পারে না। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে, আত্মীয় স্বজনের সেবা সকলেরই প্রিয়, কিন্তু প্রতিবাসী, বৃদ্ধ, পীড়িত, অধিক কি পশুপক্ষীদিগের সেবা করিতেও কমলা দেবী সর্ব্বদা প্রস্তুত; এই সেবার জন্যে কতখানি দয়া সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক, তাহা সকলের অনুভব করাও কঠিন!

পতি অনুরাগ—স্বামীর প্রতি ভাল বাসা বঙ্গমহিলার স্বাভাবিক সংস্কার হইলেও কমলা দেবীর পতি অনুরাগে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি স্বামীর প্রতি ভ্রমেও রুক্ষভাষিণী বা পরুষ-ব্যবহার কারিণী নহেন, ক্রোধ অভিমানাদিকে তিনি প্রেম দ্বারা জয় করেন; স্বামীর রোগে স্নেহময়ী, দোষে ক্ষমাময়ী, মনোবিকারে সান্ত্বনাময়ী এবং সর্ব্বথা প্রেমময়ী রূপে রহিয়াছেন। আমরা মাষ্টার বাবুকে মনস্বী ও দেবোপম চরিত্রবান পুরুষ দেখিলাম, বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম, কেবল সাধ্বী রমণীর গুণেই তিনি এতাধিক উন্নত হইয়াছেন। স্পর্শমণি সহযোগে লৌহ স্বর্ণ হওয়ার কথা শুনিয়াছি, বোধ হয় সাধু পুরুষ ও সাধ্বী রমণী এ জগতের স্পর্শমণি, ইঁহাদের সাহচর্য্যে মনুষ্য মাত্রে দেবতা হইতে পারে!

শিশু পালন—কমলা দেবীর পুত্র দুটীর বয়স দশ বার বছরের অধিক হইবে না; তাহারা মাতার যে কত দূর বাধ্য তাহা আর কি বলিব? এই অল্প বয়সে তাহাদের সত্যানুরাগ, মিথ্যায় ঘৃণা ও ঈশ্বরপরায়ণতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তাহাদের এরূপ শিক্ষা হইতেছে যাহাতে তাহারা সময়ে দেশের উন্নতির জন্যে, পরোপকারের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। মনুষ্যজীবন যে নিজের জন্যে নহে ইহা তাহাদের দৃঢ় ধারণা। লেখা পড়াতে তাহাদের যেরূপ মনোযোগ, বোধ হয় এ বয়সে এরূপ অতি অল্পই দেখা যায়। পাঠনা বিষয়ে তাহারা পিতার সাহায্য পায় বটে, কিন্তু চরিত্র শিক্ষা, জ্ঞান পিপাসা, অভিজ্ঞতা লাভ, মাতার নিকটেই হইতেছে। কঠিন বিষয় সকল, তিনি এত সরল ও এত

সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন যে বালকদিগের সুকোমল মনে তাহা অঙ্কিত থাকিয়া যায়। সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি মাতার সর্ব্বদাই দৃষ্টি, তিনি বলেন "শারীরীক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন রূপ মহা পাতক হয় এবং শরীর রোগময় ও নিস্তেজ হইয়া মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে।" ইঁহার বালকেরা পুষ্টিকর আহার পানীয় গ্রহণ, নির্ম্মল বায়ু সেবন এবং উৎকৃষ্ট ব্যায়াম শিক্ষা দ্বারা সর্ব্বদা প্রায় সুস্থ থাকে। সন্তানকে, অযথা আদর, অকারণ তাড়না এবং কর্ত্তব্য লঙ্ঘন একয়টী বিষয়ে মাতার বিশেষ নিষেধ। তাহারা ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি, সত্যের প্রতি সম্মান এবং সাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিশেষ আদিষ্ট হইয়াছে। প্রিয় বোন! আমি যত দূর বুঝি তাহাতে বোধ হয় এমন এক দিন আসিবে, যে দিন এই দুটী বালক দেশের দুটী রত্ন বলিয়া গণনীয় হইবে এবং এই মাতার পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গ মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে।

গৃহকার্য্য—যাঁহারা এখনকার মেয়েদিগকে "আলস্য প্রিয়া" বা "গৃহকর্ম্মে অমনোযোগিনী" প্রভৃতি বলেন, তাঁহাদিগকে কমলা দেবীর গৃহ কার্য্য দেখাইতে আমার বড় ইচ্ছা করে। এ গৃহিণী বয়সে অল্প হইয়াও "উত্তমা গৃহিণী" আখ্যা পাইবার যোগ্যা। আলস্য নাই, বিরক্তি নাই, শ্রান্তি নাই, কমলা দেবী প্রায়ই গৃহের কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছেন, আবার সে সকল কাজ এত সুন্দর এত পরিপাটি যে দেখিলে চক্ষুর পরিতৃপ্তি জন্মে। এ দিকে সহরের মত রাঁধুনী রাখা রীতি নাই, কমলা দেবী স্বহস্তে রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এ কার্য্যে হাত এমন পাকিয়া গিয়াছে যে শাকান্ন হইতে পলান্ন মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত অতি উপাদেয় রূপে প্রস্তুত করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক গৃহিণী এইরূপ শিখেন, তবে গৃহ স্বামীর মিঠাইকর ও হালুইকরের খরচটা বাঁচিয়া যায়।

গৃহসজ্জা দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইলাম, এত সামান্য বস্তু এত সুশৃঙ্খল রূপে সাজাইলে গৃহ যে এত সুন্দর হয়, ইহা আগে কখনই জানিতাম না। ইহার নিকটে কিছুই উপেক্ষিত হইবার নাই, কোনও বস্তুর বিশৃঙ্খলা নাই। গোয়াল ঘর ভাঁড়ার ঘর, রসুই ঘর, শয়ন ঘর যাহাই কেন দেখ না সুশৃঙ্খল, সুপরিষ্কৃত ও সুন্দর। গৃহে এমন একটু স্থান দেখিলাম না যে এই খানে গৃহিণীর অমনোযোগ, এমন একটী বস্তু দেখিলাম না যে ইহাতে গৃহিণীর উপেক্ষা, এমন এক ব্যক্তি দেখিলাম না যে ইহার মঙ্গলের জন্য গৃহিণী নিশ্চেষ্ট।

দাস দাসীর প্রতি ব্যবহার—গৃহে এক জন দাস ও এক জন দাসী আছে আগেই বলিয়াছি। ইহারাও গৃহস্বামিনীর গুণে পরিশ্রমী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র

হইয়াছে। ইহারা তাঁহার এমনি বাধ্য যে তাঁহার জন্মে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। তিনি ইহাদিগকে বিশ্রামের জন্তে সময়, সুকার্য্যে পুরস্কার এবং ক্রটীতে উপদেশ দিতে কখনই ক্ষান্ত হন না; ইহাদের পীড়া হইলে স্বহস্তে সেবা শুশ্রূষা করেন। ফলতঃ দাস দাসীরা এক মুহূর্ত্তের জন্তেও এ গৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে।

দাস দাসীরা তো মানুষ, নির্ব্বোধ পশুরাও বুঝি তাঁহাকে চিনিয়াছে। গরু বাছুরেরা "মা"কে দেখিলে যেন কত আনন্দ পায়! কুকুরের তো কথাই নাই, সে যেন ছেলেদের তৃতীয় ভাই। কমলাদেবীর প্রশস্ত হৃদয় সকলকেই ভাল বাসিতে সক্ষম।

সাধারণতঃ—১ম। সংসারের আয় ব্যয়ের ভার কমলা দেবীর হস্তে। মাষ্টার বাবু নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন তিনি এ সকল কর্ম্মে "গৃহিণীর" মত পারদর্শী নহেন। কমলা দেবী মিতব্যয়ী, সিকি পয়সাটী তাঁহারা নিকট হইতে অযথা খরচ হইবার যো নাই, তাই বলিয়া ইঁহাকে তুমি কৃপণ ভাবিও না—কানা খোঁড়া বৃদ্ধ অনাথ প্রভৃতি লোককে ইনি মুক্তহস্তে দান করেন; কিন্তু সে দান অতি গোপনে সাধিত হয়, আমাদের রাজা বাহাদুরের বা রাণীচৌধুরাণীর দানের মত সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় না, দেশের প্রধানতম ব্যক্তিদিগেরও কর্ণগোচর হয় না। মাতার ন্যায় নিঃস্বার্থ ভাবে কমলা দেবী দীন দুঃখীর উপকার করেন।

২য়। কমলা দেবীর শিল্প কার্য্য সকল দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। উলের সুচের জরীর পুঁতির সকল কাজই মনোহর; সামান্ত কাঁথা সেলাই হইতে শালের কল্কা পর্য্যন্ত অভ্যাস করিয়াছেন। গৃহের লেপ তোষক পিরাণ পেন্টুলান আসন ছুলিচা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই ইঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত। দেখিয়া বুঝিলাম দরজীকে মাষ্টার বাবুর পয়সা দিতে হয় না।*

৩য়। প্রতিবাসিনীগণ কমলা দেবীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। কেহ উপদেশ লইতে, কেহ গৃহকার্য্য শিখিতে ও কেহ বা মনের কথা কহিতে সর্ব্বদাই কমলা দেবীর বাটীতে যাতায়াত করিতেছে। কমলা দেবী সকলেরই বিশ্বাসভাজন। দুষ্টা স্ত্রীগণ তাঁহার সাহিত বিবাদেচ্ছা করিয়া অপ্রতিভ হয়, কারণ সকলের ঈর্ষা ক্রোধ অবিমৃশ্যকারিতা তিনি বিনয় প্রেম ও ক্ষমা দ্বারা জয় করেন।

৪র্থ। সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত থাকিয়াও কমলাদেবী জ্ঞানোন্নতি সাধনের পরাঙ্মুখী নহেন। অবকাশ মত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ, বিদুষী মহিলাদিগের

* দেশীয় ভগিনীরা রন্ধন শিল্প প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণ হইলে কেবল পয়সার সুসার, একথা বলা লেখিকার অভিপ্রেত নহে। এ বিষয় বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বজাতীয় ভগিনী-দিগের উন্নতি বিষয়ে আলাপ করিতে এবং সাময়িক পত্রাদিতে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে ইহাঁর বিশেষ আগ্রহ। এই গৃহাবরণে থাকিয়া এত নূতন বিষয় শিখিয়াছেন, যে ইহাঁর সহিত আলাপ করিলেও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

হেম। কমলাদেবী সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখী ও প্রিয়ভাষিণী। মুখখানি এমন গাম্ভীর্য্য—এমন পবিত্রতা—আর এমন লজ্জাশীলতা মাখা, এই তিনটী মিশিয়া এমন মধুরতা উৎপাদন করিয়াছে যে সে মুখ দেখিলে আনন্দ ভালবাসা সম্ভ্রম আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

আর পত্র বাড়াইব না। হেম! কমলাদেবীর চরিত্র ব্যবহার ও কথায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার বোধ হয় এই দেবীটি বঙ্গরমণীর আদর্শস্বরূপা। যে দিন বাঙ্গালির ঘরে ঘরে এইরূপ দেবীগণ বিরাজিতা হইবেন, সেই দিন বঙ্গমাতার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে। কাহারও প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হয় না, একবার দুইবার তিনবার বহুবার চেষ্টা করিয়াও যদি এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারি, তবে কেন চেষ্টা করিব না?

আজিকার মত বিদায় হইলাম ইতি।

তোমার স্নেহের ভগ্নী—

———:———

বিশ্ব-সেবা-ব্রতে রমণীর সহকারিতা। (১)

সর্ব্বাগ্রে এই বিশ্ব-সেবা-ব্রতের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাই স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া নির্ণয় করা যাউক। তৎপরে তাহা রমণীগণের কতদূর সাহায্য-সাপেক্ষ তাহা বিবেচিত ও লিখিত হইবে।

বিশ্ব সেবা ব্রত বলিলে আমরা তাহার দুইটী অর্থ বুঝি, একটী অর্থ বিস্তৃত, অন্যটী সীমাবদ্ধ। যখন বিস্তৃত অর্থে বুঝিতে যাই, তখন বিশ্ব-সেবা বলিলে, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের প্রত্যেক প্রাণিজগতের প্রত্যেক সেবনীয় জীবের যে সেবা তাহাই বুঝি। অথবা, বিশ্ব-সেবা আর জীব-সেবা প্রতিবাক্য স্বরূপে বুঝি। ২য় অর্থে, যখন ঐ বিস্তৃত অর্থটীকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া আনি, তখন বিশ্ব সেবা ব্রত বলিলে ধরাবাসী মানব জগতের সেবা বলিয়াই বুঝি অর্থাৎ বিশ্ব-সেবা আর মানব সেবা তখন একই অর্থ প্রতিপ্রদান করে।

আর্য্য ঋষিগণ বিশ্ব সেবা বলিলে তাহার প্রথম অর্থই বুঝিতেন। মহাত্মা শাক্যসিংহ বলিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বজীবে সমভাব, সর্ব্বজীবের প্রতি সমান দয়া, এবং সর্ব্বজীবেরই সুখোৎপাদনের চেষ্টায়

(১) এ লেখাটি এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনায় পারিতোষিক যোগ্য হইয়াছে।

নাম বিশ্ব-সেবা ব্রত। কিন্তু আমাদের উপস্থিত রচনার বিষয়টী বোধ হইতেছে যেন উপরিউক্ত বিশ্বব্যাপী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার সীমা মানব জাতিকে লইয়াই আবদ্ধ। অতএব প্রকৃত পক্ষে "মানব সেবা ব্রতে" রমণীর সহায়তার কতদুর আবশ্যকতা আছে, তাহাই নির্ণয় করা আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ বিশ্ব সেবা ব্রত সম্বন্ধে কোন কিছু লিখিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ যাহাকে সেবা কহে, তাহার সহিত ইহার কি পার্থক্য বিদ্যমান আছে, তাহাই আমাদিগকে অগ্রে দেখিতে হইবে। তৎপরে ইহার উপাদান, নিয়ম, কার্য্য প্রণালী, উদ্‌যাপন কাল ও সেবনীয় পাত্র স্থির করা যাইবে। অবশেষে এই বিশ্ব-সেবা ব্রত যে, রমণীগণের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কখনই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, তাহাই বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

সেবা বলিলে আমরা সাধারণতঃ যে সকল কার্য্য শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে গুরুজনের সুখ সাধনের নিমিত্ত সম্পাদন করিয়া থাকি, তাহাই বুঝায়; অর্থাৎ সন্তান শিষ্য ও ভৃত্য গুরুজনের শুশ্রূষার্থে যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারই নাম সেবা। কিন্তু আমরা যে সেবার বিষয়ে আজি আলোচনা করিব, অর্থাৎ বিশ্বসেবা, তাহা আরও পবিত্র, আরও মহান্ এবং আরও উচ্চ। এ সেবার সহিত পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যে ভাব, শিষ্যের সহিত গুরুর যে ভাব, প্রভুর সহিত ভৃত্যের যে ভাব, সেই সঙ্কীর্ণ ভাব মিশ্রিত নয়। যে ভাবে বিভোর হইয়া মহাত্মা শাক্য সিংহ, মৈত্রী ও সাম্য মন্ত্র জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে ভাবে মত্ত হইয়া মহাত্মা ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে পর সেবার্থে "অগ্রে তোমার পিতা মাতাকে পরিত্যাগ কর, তৎপরে আমার নিকটে আসিও" এই উপদেশ দিয়াছিলেন, যে ভাবে আকুল হইয়া মহাত্মা চৈতন্য ও মহাত্মা মার্টিন লুথার জগতে প্রেমধারা ও জ্ঞানামৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, যে ভাবে মগ্ন হইয়া হাউয়ার্ড-দি-ফিলান থ্রফিষ্ট, কারাগারে ভ্রমণ করিয়া স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন; যে ভাবের স্বর্গীয় প্রভায় আলোকিত হইয়া পুণ্যশীলা নাইটিংগেল কোমলপ্রাণা রমণী হইয়াও নিঃস্বার্থভাবে সমরক্ষেত্রে আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষার্থ সদা প্রস্তুত; যে ভাবে আত্মহারা হইয়া ভগিনী ডোরা চির কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক নবীন বয়সে পিতা মাতা পরিত্যাগিনী হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই; যে ভাবের শারদ কৌমুদী প্রভায় প্রভান্বিতা হইয়া আজি "মুক্তি সৈনিক সম্প্রদায়স্থ" রমণীগণ, সর্ব্বত্যাগিনী বিশ্ব-সেবাব্রতধারিণী দেবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই মহাভাবে মগ্ন না

হইতেও পারিলে এই বিশ্বসেবাব্রতের গভীর মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এ ব্রতের উপাদান স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ; নিয়ম, প্রাণান্ত কষ্ট, সহিষ্ণুতা ও সর্ব্ব প্রকার সুখ বাসনার সংযম। ইহার উদ্‌যাপন দ্বাদশ বৎসর কিম্বা চতুর্দ্দশ বৎসরে সম্পন্ন হয় না, যতদিন প্রাণ থাকিবে, প্রাণান্ত চেষ্টায় ইহার নিয়ম পালন করিতে হইবে। এ ব্রতে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণী,দানের পাত্র নহেন, ইহাতে সমস্ত মানব ব্রাহ্মণ, সমস্ত মানবী ব্রাহ্মণী; এ ব্রতে পণ্ডিত মূর্খ, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বিচারের অধিকার নাই। বড় কঠিন ব্রত, যখনই যাহার সেবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবে, অক্ষুব্ধচিত্তে তাহারই সেবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। তোমার সেবার পাত্র অন্ধ হউন, খঞ্জ হউন, যক্ষ্মাকাশগ্রস্ত হউন, অথবা পূতিগন্ধময় কুষ্ঠরোগগ্রস্তই হউন, তোমাকে নির্ব্বিকারচিত্তে, অচল অটল হৃদয়ে সমভাবে সকলকে ক্রোড়ে স্থান দিতে হইবে। এ ব্রতে সমস্ত জগৎবাসী মানব পিতৃ মাতৃস্থানীয়,যাবতীয় বালক বালিকা সন্তান স্থানীয়, সমগ্র যুবক ভ্রাতৃ স্থানীয় এবং সমস্ত যুবতী ভগ্নী স্থানীয়। সকলেই সমান শ্রদ্ধা, সমান স্নেহ, সমান ভক্তি ও প্রীতির পাত্র। পক্ষপাতদৃষ্টি ও আত্মজ্ঞান এ ব্রতের সর্ব্বপ্রারম্ভেই উৎসর্গ করিতে হইবে। বড় কঠিন, বড় কঠিন, ইহা অপেক্ষা কঠিনতর ব্রত জগতে আর দ্বিতীয় নাই। যে ব্রত এত কঠিন, যে ব্রতের উৎসর্গ আত্মসুখবাসনাসংযম, প্রাণান্ত কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্‌যাপন মৃত্যুকালে, যে ব্রতের সহিত সমস্ত জগতের সম্বন্ধ—কোমলপ্রাণা সুখবাসনাপূর্ণ চঞ্চলমতি রমণী কি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে? স্বার্থই যাহাদের প্রাণের একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই স্বার্থের সহিত যখন ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন কি রমণী তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া এ ব্রত অখণ্ডভাবে পালন করিতে সমর্থ হইবে? হাঁ আমি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছি—রমণী নিশ্চয়ই এব্রত ধারণ করিতেপারিবে। রমণীই এ ব্রতের প্রকৃত অধিকারিণী। রমণী ভিন্ন বিশ্ব সেবা ব্রত অখণ্ড ভাবে সম্পূর্ণভাবে কখনও সাধিত হইতে পারি না। তুমি সংশয়-বাদী, নীচ স্বার্থপরতায় কলুষিতহৃদয়, নারীচরিত্রের দোষান্বেষী, রমণীচরিত্রের প্রকৃত মর্ম্মানভিজ্ঞ দাম্ভিক পণ্ডিত, তুমি রমণীকে উপেক্ষা ও সকল বিষয়ে অযোগ্য বিবেচনা করিতে পার, কিন্তু ইহা দিবালোক অপেক্ষাও স্পষ্টতর সত্য যে জগতের কোন মহৎ কার্য্যই আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয় নাই। স্ত্রীলোকের মঙ্গল ভিন্ন মানব-সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। এক্ষণে আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে বিশ্বসেবা কার্য্য স্ত্রীলোক ভিন্ন

কখনই উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বিশ্বেশ্বর তাঁহার বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় জীব-জগতের সেবা কার্য্যের ভার স্ত্রী জাতির উপরেই অর্পণ করিয়াছেন। পশুপক্ষী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেও তাহাই বোধ হয়। ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে সন্তানের লালনপালন কার্য্য প্রায় সমস্তই স্ত্রী পশু ও স্ত্রী পক্ষীগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাবতীয় পুংপশু অথবা পুংপক্ষী আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত। গাভীগণ ও পক্ষীগণ, তাহাদের বৎস ও শাবকের জন্য কি প্রকার গভীর স্নেহ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। বিধাতা, জীব জগতের সেবা কার্য্যের জন্য স্ত্রীজাতির হৃদয় ও শরীর তদুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেবা কার্য্যের জন্য যাহা যাহা বিশেষ উপযোগী যথা:—কোমলতা, মধুরতা, স্নেহ, অনুরাগ ও আত্ম-সুখবাসনা-শূন্যতা, বিধাতা তৎসমুদায়ই স্ত্রীজাতিকে অধিক পরিমাণে প্রদান করিয়াছেন। ঐ যে মানব শিশু প্রসব-গৃহে পদ সঞ্চালন করিয়া স্বর্গীয় খেলা খেলিতেছে, সুধামাখা হাসিতে দর্শক বৃন্দের মন কাড়িয়া লইতেছে, কাহার প্রসাদে কাহার প্রাণভরা যত্নে, ঐ শিশু জীবন ধারণ করিতেছে? অদূরে ঐ যে দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছ, জলন্ত স্নেহ প্রতিমা অবলোকন করিতেছ, তাঁহারই যত্নে তাঁহারই প্রসাদে ঐ শিশু এত খেলা খেলিতেছে। আবার ঐ যে যখন সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রাণান্ত ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া চারিদিক আঁধার দেখ, মানব, তখন ভাবিয়া দেখ সেই দারুণ যন্ত্রণার সময় কাহার নিকট আসিয়া প্রাণে শান্তি পাও। কে তখন আবার এই উত্তপ্ত মরুভূমিবৎ সংসারকে সুশীতল শান্তিনিকেতনে পরিণত করিয়া দেয়? তখন মায়ের সেই স্নেহমাখা সম্ভাষণ, ভগ্নীর সেই প্রীতিমাখা যত্ন, প্রণয়িনীর সেই প্রেমময় আলিঙ্গন ভিন্ন কিসে তোমার দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতে পারে? ঐ যে তাঁহারা তোমার সেবার জন্য, তোমার উপকারের জন্য, তোমার আহারের জন্য যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এখন সমগ্র চিন্তা, পাছে তোমার কোন কষ্ট তোমার সেবার কিছু ত্রুটি হয়; তাহা হইলে তাঁহাদের যে, মনে আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। তাই কোন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, যাহার গৃহে মা নাই ও প্রেমময়ী প্রিয়-বাদিনী প্রণয়িনী নাই, তাঁহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য একই। একথা প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে সত্য। (ক্রমশঃ)

———:০:———

মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ।

১৮৮৮ বৎসর পূর্ব্বে তুরস্ক দেশের অন্তঃপাতী জুডিয়া প্রদেশের বেথলহাম নামক স্থানে মহর্ষি ঈশার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম যোজেফ ও মাতার নাম মেরী। এই সময়ে হেরড নামক এক দুর্বৃত্ত নৃপতি রোম সম্রাটের অধীনে জুডিয়ার রাজা ছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়াছিলেন যে ইহুদীদের যে রাজা হইবে,সে বেথলহামে জন্মিয়াছে। এই সংবাদে ভীত হইয়া হেরড বেথলহাম-জাত ২ বৎসর বা তাহার ন্যূনবয়স্ক সকল শিশুকে হত্যা করেন। ঈশার পিতা মাতা এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বেই শিশুকে লইয়া মিসরে পলায়ন করেন। হেরডের মৃত্যুর পর যোজেফ স্ত্রী পুত্র লইয়া জুডিয়াতে ফিরিয়া আসেন এবং নিজারেথ নামক গ্রামে বাস করেন। ইনি সূত্রধার ব্যবসায়ী ছিলেন, সম্ভবতঃ ঈশা বাল্যকালে পিতৃব্যবসায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা বা বাল্য জীবন সম্বন্ধে প্রায় কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তিনি অল্প বয়সেই ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার জীবন চরিত্রের এক স্থানে বর্ণিত আছে, যখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র, তিনি ইহুদী দেবমন্দিরে শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৩০ বৎসর, তখন তিনি ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং ৩ বৎসর মাত্র এই কার্য্য করিতে করিতে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া হত হন। তাঁহার জীবনের ৩ বৎসরের কার্য্যের বিবরণই "সুসমাচার" বলিয়া বাইবেল ধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তিনি ১২ জন লোককে আপনার শিষ্য বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে লইয়া "ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে" বলিয়া নানাস্থানে ঘোষণা করিয়া বেড়ান। তাঁহার জীবন অতি পবিত্র ছিল, এবং লোকের হিতসাধন কার্য্যে তিনি নিয়তই রত হইতেন। তিনি যে একজন মহাযোগী ছিলেন, তাহারও সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ৪০ দিন ৪০ রাত্রি অনাহারে অরণ্য মধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন,বর্ণিত আছে। অন্য সময়েও যখনি অবসর পাইতেন,নির্জ্জনে পর্ব্বতপ্রদেশে ধ্যানধারণা ও ঈশ্বর সাধনার জন্য প্রস্থান করিতেন। জন বাপ্‌টিষ্ট ইঁহার ধর্ম্ম গুরু বলিয়া উল্লিখিত। ঈশা আপনাকে ইহুদীদিগের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি আরও আপনাকে প্রাচীন বাইবেলউল্লিখিত ত্রাণকর্ত্তা বলিতেন। এই জন্যই ইহুদীদিগের পুরোহিতগণ তাঁহার ঘোর শত্রু হন ও শাস্ত্র বিধিমতে তাঁহাকে মৃত্যু দণ্ডাই বলিয়া স্থির

করেন। জুডাস্ নামে ঈশার এক প্রিয় শিষ্য ৩০ টাকা উৎকোচ পাইয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে ধরাইয়া দেন। পাইলেট নামক এক ব্যক্তি রোমান্ দিগের গবর্ণর ছিলেন, তাঁহার নিকট ঈশার বিচার হয়। বিচারক তাঁহাকে বিশেষ অপরাধের অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও ইহুদীদিগের সন্তোষ বিধানার্থ তাহাদিগের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। ধর্ম্মান্ধ ইহুদীরা মহর্ষি ঈশাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা, নিন্দা ও অবমাননা করিয়া দুই জন চোরের সহিত ক্রুশ কাষ্ঠে প্রেক বিদ্ধ করিয়া বধ করিল। ঈশা মরণ কালে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে, জানে না।"

মহর্ষি ঈশাকে জীবদ্দশায় ধর্ম্মান্ধ লোকে যেমন ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর আবার অন্ধবিশ্বাসী লোকে সেইরূপ তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। যাহা হউক বর্ত্তমান কালের সভ্যজগৎ তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং পৃথিবী জুড়িয়া তাঁহার নাম বিস্তৃত হইয়াছে, ইহাতে তিনি যে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন কে না স্বীকার করিবেন? তিনি একজন ঈশ্বর-প্রেমিক ধর্ম্মাত্মা, গভীর তত্ত্বদর্শী ঋষি ও আশ্চর্য্য নীতি-উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহার উপদেশ সকল আলোচনা করিলে তাহা অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। এই উপদেশ গুলি অতি অপূর্ব্ব ও অমূল্য এবং সকল জাতীয় মনুষ্যের উপযোগী। এতদনুসারে চলিলে মনুষ্য মাত্রেই প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সাধু চরিত্র হইতে পারেন, এবং মনুষ্য সমাজ উন্নত, পবিত্র ও শান্তিময় হইতে পারে, এজন্য এই উপদেশ গুলি পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আশা করি সারগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ ইহার মর্ম্ম গ্রহণে সযত্ন হইবেন।

শৈলোপরি শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ।

১। দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদিগেরই জন্য।

২। শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।

৩। বিনয়ীরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

৪। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

৫। দয়ালুরা ধন্য, কারণ তাহারা (ঈশ্বরের) দয়া পাইবে।

৬। নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

৭। শান্তিসংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে।

৮। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িতেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য।

৯। আমার জন্য লোকে যখন তোমাদিগকে বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন

করিবে, এবং তোমাদিগের নামে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাপবাদ রটনা করিবে, তখন তোমরা ধন্য হইবে।

১০। আনন্দ কর এবং মহোল্লাসে উল্লসিত হও, কারণ তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাত্মারাও এইরূপে নিপীড়িত হইয়াছিলেন।

১১। তোমারা পৃথিবীর লবণস্বরূপ, কিন্তু লবণের আস্বাদন যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে আর কিরূপে পৃথিবী লবণাক্ত হইবে? ইহা তখন আর কোন কার্য্যেরই হইবে না, ইহা পরিত্যক্ত ও মনুষ্যের পদদ্বারা দলিত হইবার যোগ্য হইবে।

১২। তোমরা পৃথিবীর জ্যোতি। পর্ব্বত শিখরস্থ গৃহ কখনও লুক্কায়িত থাকিতে পারে না।

১৩। মনুষ্যেরা বাতি জ্বালিয়া ধামার ভিতর রাখিয়া দেয় না, কিন্তু তাহা বাতিদানের উপর রাখে এবং তাহা গৃহস্থ সমুদায় লোককে আলোক দান করে।

১৪। মানবদিগের চক্ষের সমক্ষে তোমাদের জ্যোতি এরূপ দীপ্তিমান হউক যে তাহারা যেন তোমাদের সাধু কার্য্য দর্শন করিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে।

১৫। এরূপ মনে করিও না, আমি প্রচলিত বিধি ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ধ্বংস করিতে আসিয়াছি, আমার আগমন তাহাদের ধ্বংসের জন্য নয়, কিন্তু পূর্ণতারই জন্য।

১৬। আমি নিশ্চয় [illegible] পর্য্যন্ত সমুদায় বিধি পূর্ণ [illegible], পৃথিবী ও স্বর্গ চূর্ণ হইলেও [illegible] তাহার বিন্দু বিসর্গ বিলুপ্ত হইবে না।

১৭। ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাকেও যে লঙ্ঘন করিবে বা লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দিবে, স্বর্গে সে হতমান হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা পালন করিবে ও পালন করিতে শিক্ষা দিবে, স্বর্গে সে গৌরবান্বিত হইবে।

১৮। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি (স্ক্রাইব ও ফেরুসী) বিধিবাদী ও শাস্ত্রবাদীদিগের অপেক্ষা তোমাদিগের ধর্ম্মজীবন যদি উন্নত না হয়, তোমরা কোন ক্রমেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১৯। তোমরা শুনিয়াছ প্রাচীনকালের শাস্ত্রে উক্ত আছে হত্যা করিবে না এবং যে ব্যক্তি হত্যা করিবেক, তাহাকে বিচারাধীন হইতে হইবেক।

২০। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে ব্যক্তি অকারণে ভ্রাতার প্রতি রাগান্বিত হইবেক, তাহাকে বিচারাধীন হইতে হইবেক। ভ্রাতাকে যে (রেকা) দুর্ব্বাক্য বলিবেক, তাহাকে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইবে। ভ্রাতাকে যে নির্ব্বোধ বলিবে, তাহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে।

২১। অতএব বেদীর সম্মুখে নৈবেদ্য আনিয়া যদি স্মরণ হয়, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কিছু অভিযোগ করি-

করে আছে অর্থাৎ তাহার প্রতি তুমি কিছু অন্যায়াচরণ করিয়াছ, তাহা হইলে নৈবেদ্য বেদীর সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া যাও, প্রথমে ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব স্থাপন কর, পরে ফিরিয়া আসিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও।

২২। এক পথযাত্রী বিপক্ষের সহিত অবিলম্বে সন্ধি স্থাপন কর, নতুবা সে তোমাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত গণিয়া না দিলে সে স্থান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

২৩। তোমরা প্রাচীনকালের উক্তি শুনিয়াছ ব্যভিচার করিবে না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করে সে অন্তরে ব্যভিচার করিয়াছে।

২৪। তোমার দক্ষিণচক্ষু যদি দোষী হয়, তাহাকে উৎপাটন করিয়া দূরে পরিহার কর, কারণ তোমার সমুদায় শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত না হইয়া যদি তোমার একটী মাত্র অঙ্গ বিনষ্ট হয়, তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

২৫। কথিত আছে যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে, সে তাহাকে একখানি বিবাহচ্ছেদ লিপি দিউক। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি একমাত্র ব্যভিচার দোষ ভিন্ন যে আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভিচারে প্রবর্ত্তিত করে এবং পরিত্যক্ত পত্নীকে যে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচারী।

২৬। আরও প্রাচীনকালের উক্তি তোমরা শুনিয়াছ, বৃথা শপথ করিও না, কিন্তু প্রভুর নিকট যে শপথ করিবে, তাহা পালন করিও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি আদৌ শপথ করিও না। স্বর্গের নামে শপথ করিও না, কারণ ইহা ঈশ্বরের সিংহাসন। পৃথিবীর নামে শপথ করিও না, কারণ ইহা ঈশ্বরের পাদপীঠ। (জিরুজলমের) পুণ্য তীর্থের নামে শপথ করিও না, কারণ ইহা বিশ্বপতির (মহারাজের) অধিষ্ঠান ভূমি।

২৭। মাথার দিব্য করিও না, কারণ তুমি তোমার মস্তকের একগাছি কেশকে শাদা কিম্বা কাল করিতে পার না।

২৮। অতএব তোমার বাক্য যেন হাঁ কিম্বা না এই মাত্র হয়। ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহাই দূষ্য।

২৯। প্রচীনকালের উক্তি তোমরা শুনিয়াছ, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার করিও না। তোমার দক্ষিণ গণ্ডে যদি কেহ চপেটাঘাত করে, বামগণ্ডও তাহার নিকট পাতিয়া দেও।

৩০। কোন ব্যক্তি যদি আদালতে তোমার নামে অভিযোগ করে এবং

তোমার কোরতা লইয়া যায়, তোমার গা-জামাও তাহাকে দেও।

৩১। যে ব্যক্তি তোমাকে অর্দ্ধক্রোশ যাইতে বাধ্য করে, তাহার সহিত এক ক্রোশ পথ যাও।

৩২। যে তোমার নিকট যাহা চায়, তাহাকে তাহা দেও। কেহ তোমার নিকট ধার চাহিতে আসিলে তাহাকে বিমুখ করিও না।

৩৩। তোমরা শুনিয়াছ কথিত আছে, তোমার প্রতিবাসীকে ভাল বাসিবে ও শত্রুকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমাদিগের শত্রুদিগকে ভাল বসিবে, যাহারা অভিসম্পাত করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে; যাহারা ঘৃণা করে, তাহাদের উপকার করিবে এবং যাহারা তোমাদিগকে হিংসা করে ও পীড়ন করে, তাহাদিগের কল্যাণ প্রার্থনা করিবে।

৩৪। ইহা হইলে তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার উপযুক্ত সন্তান হইবে। দেখ তিনি তাঁহার সূর্য্যকে পাপী ও পুণ্যবানের গৃহে উদিত করেন এবং সাধু ও অসাধু উভয়েরই জন্য তাঁহার বৃষ্টিকে প্রেরণ করেন।

৩৫। যাহারা তোমাদিগকে ভাল বাসে, তোমরা যদি কেবল তাহাদিগকে ভালবাস, তাহাতে তোমাদিগের আর গৌরব কি? ইতর লোকেরা কি এরূপ করে না?

৩৬। যদি তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদিগকেই কেবল অভিবাদন কর, অন্যের অপেক্ষা অধিক আর কি করিলে? ইতর লোকেরা কি ইহা করে না?

৩৭। অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরা সেইরূপ পূর্ণ হও।

মৃত্তিকাভোজী জাতি।

ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ফ্রাঙ্ক জিবেল আমেরিকার উত্তর কারোলিনা দেশে মৃগয়া করিতে করিতে এক বন্য প্রদেশে উপনীত হন। তথাকার লোকদিগকে দেখিয়া তিনি প্রথমে জীবিত মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাহাদের শরীর এক একটী কঙ্কালাবশিষ্ট, তাহাতে দেহের কান্তি থাকা দূরের কথা, কিছুমাত্র মাংস আছে বলিয়া প্রতীত হইল না। ডাক্তার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরে জানিতে পরিলেন ইহারা প্রায় পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে না, মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। মৃত্তিকা খাইয়া লোকে কেমন করিয়া বাঁচে এবং

কেন যে বা ইহারা মৃত্তিকা খায়, তাহা জানিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন। পরে অবগত হইলেন ইহারা যে সে মৃত্তিকা খায় না, তত্রত্য নদীগর্ভ হইতে এক প্রকার মৃত্তিকা আনিয়া ভক্ষণ করে। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে বরফ গলিতে আরম্ভ করে, সেই গলিত জলরাশি স্রোতে বহিয়া পাহাড়ের পার্শ্বদেশ ধুইয়া লইয়া যায়। এই ধোয়াট নদীগর্ভে গিয়া পড়ে। যখন জল চলিয়া যায়, তখন উপত্যকা ভূমিতে তাল তাল হইয়া কাদা জমিয়া থাকে। দেশবাসীরা এই কাদা যত্ন করিয়া গৃহে আনে এবং লোলুপ হইয়া ভক্ষণ করে। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ইহা অধিক খাইয়া থাকে। এই মৃত্তিকা ভক্ষণে তত্রত্য লোকদিগের কত আগ্রহ, তাহা একটী দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতে পারে। ডাক্তার নিজে দেখিলেন এক বাটীতে একখানি টেবিলের পায়ার সহিত একটী ছোট বালকের পা বাঁধা রহিয়াছে এবং সে কান্নাকাটি করিতেছে। সেই টেবিলের উপরে রুটী, মাংস ও গোল আলু সিদ্ধ সাজান রহিয়াছে। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারিলেন, ছেলেটী মৃত্তিকা খাইবার জন্য ধুম করিতেছিল, রুটী তরকারী প্রভৃতি খাইতে চায় না। তাহার মাতা কিছুতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

সুখাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া মৃত্তিকা খাইতে মানুষের যে এত আগ্রহ হয়, ইহার অবশ্য কিছু নিগূঢ় কারণ আছে। ডাক্তার ফ্রাঙ্ক ও অধ্যাপক টিলান সেই নদীগর্ভস্থ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ইহার মধ্যে সেঁকো বিষ (arsenic) আছে। পর্ব্বতবাসী অনেক জাতি অনেক স্থানে এই বিষ কোন না কোন আকারে ভক্ষণ করে, তাহাতে শরীরের স্ফূর্ত্তি হয় এবং পাহাড়ে উঠিবার বল পায়! এই বিষে চক্ষু ও মুখ কিছু রক্তাভ করিয়া তাহাদের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করে, এজন্য সুইটজর্লণ্ড, জর্ম্মণি ও স্কাণ্ডিনেবিয়ার কৃষক বালিকারা ইহা ভক্ষণ করে। ইহা বাতঘ্ন এবং পালাজ্বরেরও মহৌষধ। ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল প্রদেশের লোকেরা বহুকাল এই জ্বরে ভুগিতেছিল, তথায় তামার কারখানা হইয়া অবধি রোগ অদৃশ্য হইয়াছে। ইহার কারণ তামার সঙ্গে এই বিষ থাকে এবং কারখানা দ্বারা ইহার ধোঁয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রোগের শান্তি করিয়াছে। যাহাহউক "বিষস্য বিষমৌষধং" হইলেও বিষ সুস্থ শরীরের পক্ষে অপকারী। মৃত্তিকাভোজী জাতি নেশার বশে মৃত্তিকার সঙ্গে অধিক পরিমাণে বিষ খায়, সেই জন্য তাহারা এত শীর্ণ ও নিস্তেজ।

---:o:---

প্রথম তারের খবর।

কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসর হইল, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সপ্রমাণ করেন যে বিদ্যুৎ ও তাড়িত একই পদার্থ। কিন্তু তৎপরে অনেকদিন চলিয়া যায়, তথাপি তাড়িতকে কেহ জন সাধারণের হিতকর কার্য্যে খাটাইয়া লইতে পারেন নাই। আমেরিকাবাসীরাই আবার সর্ব্বপ্রথমে গগনবিহারিণী বিদ্যুল্লতাকে দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন অর্থাৎ ইহা দ্বারা তারের খবর চালাইবার কৌশল আবিষ্কার করেন। ১৮৪৪ সালের ১লা মে সর্ব্ব প্রথম টেলিগ্রাম অর্থাৎ তারের খবর চলে. ইহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। এখনত ইংরাজ জাতি ৫০০০ মাইল দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডে বসিয়া তারযোগে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, এখনত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এক পিঠ হইতে অন্য পিঠে কথাবার্ত্তা চলিতেছে. এখনত পরস্পরের সংবাদ পরস্পরকে জানাইবার জন্য স্থানের ব্যবধান মানিতে হয় না; কিন্তু ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কথা শুনিলে স্বপ্ন বোধ হইত। অজ্ঞ লোকের কথা দূরে থাকুক, আমেরিকার কৃতবিদ্য সমাজও ইহা পাগলামির কথা বলিয়া হাস্য করিতেন। ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে!

১৮৪৪ সালের ১লা মে ওয়াসিংটন, ও আনপ্যালিস জংসনের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম তারের সংবাদ চলে। অধ্যাপক মর্স ও ভেল সাহেব এই যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক মর্স ওয়াসিংটন নগরের একটী গৃহে আপনার তাড়িত যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া উৎসুক নেত্রে বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ তাহাতে "টক্ টক্" শব্দ হইল। তিনি এক খণ্ড কাগজ লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন, লেখা শেষ হইল উপস্থিত বন্ধুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"মহাশয়গণ, সভা স্থগিত হইয়াছে, এই সংবাদ লইয়া বাল্‌টিমোর হইতে ওয়াসিংটনে প্রতিনিধিগণ আসিতেছেন। তাঁহাদের ট্রেণ এই মাত্র আনাপোলিস জংসন ছাড়িল। টিকিটে কাহার কাহার নাম উঠিয়াছে সে বিষয়ে ভেল সাহেব তারযোগে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা এই—"ক্লে এবং ফ্রেলিংঘয়সেন।"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিলেন "ক্লে উচ্চ স্থান পাইবেন অনায়াসে অনুমান করা যায়, কিন্তু ফ্রেলিংঘয়সেন কোন্ সন্তান?" মর্স বলিলেন "আমি আর কিছু জানি না. এই মাত্র জানি প্রতিনিধিগণকে লইয়া যে ট্রেণ আসিতেছে, তাহার নিকট হইতে ৫ মিনিট পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া ভেল সাহেব আমার নিকট এই নাম পাঠাইয়াছেন।"

জংসন ও ওয়াসিংটন ২২ মাইল পথ,

অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিলেও ট্রেণ আসিতে ১। ঘণ্টা সময় লাগে। ওয়াসিংটনে ট্রেণ পৌছিবার অনেক পূর্ব্বে "তারের খবর" বলিয়া সংবাদ পত্রের ক্রোড়পত্র বাহির হইয়াছে। "তারের খবর" নূতন ব্যাপার, রাস্তায় রাস্তায় কাগজে মারা, বালকেরা তাহা লইয়া চিৎকার করিতেছে। ষ্টেসনে লোকে লোকারণ্য। প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে এই সংবাদ প্রথম দিবেন বলিয়া ব্যস্ত হইয়া ট্রেণ হইতে বাহির হইতেছেন, দেখিয়া অবাক্— সংবাদ অগ্রেই আসিয়া নগরময় প্রচারিত হইয়াছে। কোন্ ভূতে এত শীঘ্র সংবাদ আনিয়া দিল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহারা কংসন পর্য্যন্ত তার টাঙ্গান দেখিয়া কোনও পাগলের কাণ্ড বলিয়া হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আসিতেছিলেন, 'এখন "তারের খবর" ছাপার অক্ষরে ইহা মুদ্রিত এবং তাহার নিম্নে তাঁহাদিগের আনীত সংবাদও মুদ্রিত, ইহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন।

উল্লিখিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ইলিনইসের বর্ত্তমান কনগ্রেস প্রতিনিধি অনরেবল রাল্‌ফ প্লেষ একজন ছিলেন, অদ্যাপি জীবিত আছেন। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, "প্রথম তারের সংবাদদাতা ভেল সাহেবের পুত্র ঘটনা সম্বন্ধে ঠিক্ বিবরণ জানিতে উৎসুক হওয়াতে আমি তাহা প্রদান করিলাম। ৪৪ বৎসরের মধ্যে কি অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম। যে তার প্রথম টাঙ্গান দেখিয়াছিলাম, এখন সেই তারে সমুদয় সভ্য দেশকে ছাইয়াছে !!!"

—*—

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৯। রস বিনা বাহ্যজগৎ নাই, রস বিনা আধ্যাত্মিক জগৎও নাই। জল বাহ্যজগতের রস, প্রেম আধ্যাত্মিক জগতের রস। এই পৃথিবীর বাসগৃহনির্ম্মাণে ও জীবনরক্ষার্থে যেরূপ প্রচুর জল আবশ্যক, আত্মার গৃহনির্ম্মাণ ও জীবন রক্ষার্থ সেইরূপ প্রচুর প্রেম আবশ্যক।

২০। আনন্দময়ের আনন্দ অসংখ্য কণারূপ ধারণ করিয়া অসংখ্য জীবের আনন্দ সম্পাদন করিতেছে !

২১। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি প্রতিক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক নির্জীব ও সজীব পদার্থে শক্তি দান করিতেছেন, অথচ তিনি সদা পূর্ণশক্তি, যেমন তেমনি আছেন। অনন্তশক্তির কি ক্ষয় আছে ? ক্ষুদ্র মানবাত্মারও আধ্যা-

ষিক শোণের ব্যয়ে কম দেখিতে পাই না।

২২। কিসের জন্য পক্ষীদিগের সৃষ্টি! তাহারা কি নদীকূলে,কি প্রসারিত প্রান্তরে, কি শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, কি পর্ব্বতশিখরে গিরিকাননে বন উপবনে, কি সুসজ্জীভূত মনোরম উদ্যানে সর্ব্বত্রই তাহাদের মধুময় কণ্ঠরবে মনঃ প্রাণ হরণ করিয়া তোমারই অমৃতময় চরণে লইয়া যায়! ভক্তদিগের প্রাণে অমৃত দান করিবার এ আবার তোমার কি কৌশল? হা করুণাময়, ধন্য তোমার করুণা।

২৩। নানাপ্রকার বাহ্যশোভা যেমন আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়, সেইরূপ সাধুজীবনের সৌন্দর্য্যও প্রাণকে তাঁহার সহিত সম্মিলিত করে।

২৪। গুণময়কে গুণ দ্বারাই জানা যায়। সে গুণ জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস।

২৫। অন্তরের চক্ষু দ্বারা দর্শন করাই বিশ্বাস।

২৬। ঈশ্বরের সহিত প্রেমবন্ধনই আমাদের মুক্তি, তাঁহার প্রেমবন্ধনে যত বদ্ধ হইবে, তত আর আর বন্ধন শিথিল হইতে থাকিবে।

২৭। ঈশ্বর নিজের জন্য আমাদিগের নিকট কিছুই চাহেন না। যাহা চাহেন, তাহা আমাদিগেরই মঙ্গলের জন্য।

২৮। যিনি পূর্ণস্বভাব ও অপাপবিদ্ধ, তাঁহার চক্ষে অপূর্ণ হইয়া কি প্রকারে নির্ম্মল হইব? দাও প্রাণ মন, দাও চিত্ত ধন তাঁহার চরণে, আসিবে তাঁহার শক্তি তোমার প্রাণে, হইবে তুমি নির্ম্মল তাঁহারই গুণে, ইহজীবনে কিম্বা অনন্ত জীবনে।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ডফরিণকে অভিনন্দন দিবার জন্য পঞ্জাব রমণীগণ গত ২রা অক্টোবর এক সভা করেন। তাঁহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য এক মহিলা সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন। বঙ্গমহিলাগণ কি করিতেছেন? এ বিষয়ে তাঁহাদেরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ হওয়া উচিত ছিল।

২। সে দিন কানপুরে এক সহমরণ হইয়াছে। আবার অযোধ্যায় রাঢ়ি নামক গ্রামে সম্প্রতি একটী স্ত্রীলোক স্বামীর সহমৃতা হইয়াছেন। কানপুরের রমণীর আত্মীয় বন্ধুগণ কোন উৎসাহ দান করেন নাই,কিন্তু অযোধ্যায় স্ত্রীলোকের আত্মীয়েরা না কি এ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী অগ্নিশিখার মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া দেহান্ত করিয়াছেন!

৩। জর্ম্মণ সম্রাট পোপ কর্ত্তৃক

অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। ইটালীরাজ হম্বার্টও তাঁহার যথোচিত সমাদর করিয়াছেন।

৪। সিন্ধুদেশের আলী মুরাদ খাঁ এবং অযোধ্যার রাজা মহম্মদ আমীর হোসেন খাঁ বাহাদুর প্রত্যেকে কাউন্টেস ডফরিণ ফণ্ডে ৫০০০৲ টাকা দিয়া জাতীয় সভার আজীবন কৌন্সিলর হইয়াছেন।

৫। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের অন্যতম জজ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। ইংলণ্ডেশ্বরী কোচবেহার মহারাজার কনিষ্ঠপুত্রের ধর্ম্মমাতা হইয়াছেন এবং তাহার নাম প্রিন্স বিক্টর হইয়াছে।

৭। উড়িষ্যার অনেকস্থানে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা হইতেছে। পুরীর মহারাণী সূর্য্যমণি অন্নকষ্ট নিবারণার্থ ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৮। স্পেনে সুন্দরী প্রদর্শন হয়, তাহাতে ২৫টী রমণী উপস্থিত হন। ১ম পুরস্কার একটী ফরাসী, ২য় বেলজীয়, ৩য় অস্ট্রীয় ও চতুর্থ ডচ রূপসী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯। আমেরিকার ডেমরেষ্ট সংবাদপত্র লিখিয়াছেন, পণ্ডিতা রমাবাই বিধবাশ্রম ফণ্ডের জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা আশার কথা বটে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। দুখানি ছবি—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ⌣৹ আনা। গ্রন্থকার তাঁহার "মা ও ছেলে" পুস্তক দ্বারা সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তক খানি উপন্যাস—উচ্চদরের না হইলেও ইহা নির্দ্দোষ এবং সুপাঠ্য। ইহাতে বিধবা প্রেমমালার ব্রহ্মচর্য্যের যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সুন্দর। গ্রন্থের অনেক স্থানে সমাজ ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতের বিশুদ্ধতা এবং হৃদয়ের প্রশস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।

২। প্রবন্ধাঙ্কুর—বিদ্যানন্দ কাটী নিবাসিনী শ্রীমতী কুমুদিনী রায় প্রণীত, মূল্য ৵৹ আনা। বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্ত্রীলোক লিখিত রচনার উৎসাহদানার্থ বার্ষিক যে ৩০৲ টাকা পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই প্রবন্ধটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে ইহার রচয়িত্রী এ বৎসর সেই পারিতোষিক লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, লেখিকা বেশ বিজ্ঞতা ও দক্ষতার সহিত তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক পাঠিকার ইহা এক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩। ললনা সুহৃদ—গ্রন্থকারের সহিত

মত বিষয়ে অনেকস্থলে অনৈক্য হইলেও আমরা অবশ্য স্বীকার করিব, এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এ প্রকার আলোচনায় অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

বামা রচনা।

স্ত্রী শিক্ষা।

সময়ে সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। যে বঙ্গদেশে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে বামাগণ পিতা মাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকের নিন্দার ভয়ে বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন না, সে বঙ্গদেশ আজ নবভাব ধারণ করিয়াছে। এখন কেহ স্বীয় ভগ্নী বা স্ত্রীকে পুস্তক পাঠ করিতে বা রচনা করিতে দেখিলে নিন্দা করেন না বা অনিষ্ট আশঙ্কা করেন না। প্রত্যুত অনেকে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে গ্রামে গ্রামে স্ত্রী শিক্ষার উপায় সংস্থাপিত হইতেছে এবং যে সকল স্থানে জ্ঞানালোক পূর্ব্বে কখনও প্রবেশ করে নাই, সে সকল স্থান নূতন মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে, পূর্ব্বের ধারণা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে এবং লোকের মত দিন দিন উন্নত হইতেছে।

বহুদিনাবধি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বঙ্গদেশে বাদানুবাদ চলিয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেকের মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহারা এ প্রশ্নে কিঞ্চিৎ সময় ব্যয় করিয়াছেন তাঁহারা সকলে বলিয়াছেন যে স্ত্রী শিক্ষা আবশ্যক এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে। কবিবর মিল্‌টন্, যিনি স্ত্রী জাতিকে হীন এবং নীচ ("Inferior and subordinate class) জ্ঞান করিতেন এবং স্বীয় অমর রচনায় বলিয়াছেন

"He, for God only; she, for God in him.

Par. Lost IV 299.

স্বয়ং বলিয়াছেন যে স্বামী স্ত্রীর সহিত জ্ঞানের ও ধর্ম্ম জীবনের কথা আলোচনা করিবেন ইহাই বিবাহের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বীয় কন্যাদিগকে তিনি কখনও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রবিষ্ট করেন নাই, গৃহে শিক্ষা দিতেন।

স্ত্রী শিক্ষা-বিরোধীদিগের শিক্ষিতা মহিলাগণের নামে অভিযোগ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে। অভিযোগ শুনিতে একদেশদর্শিতা, মত-পক্ষপাতিতা ও দুষ্টফল গ্রহণের সঙ্কোচভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। স্ত্রী শিক্ষার ফল সর্ব্বত্র

মঙ্গলজনক নহে স্বীকার করি, কিন্তু সে দোষ স্ত্রীলোকের নহে, তাহার শিক্ষার। অধিকাংশ বালিকা ষোধোদয়ের অধিক কোন পুস্তক বিবাহের পূর্ব্বে পড়িতে পায় না এবং বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের পাঠশিক্ষা একরকম বন্ধ হইয়া যায়। পরে তাহারা কুভক্ষ্য ভক্ষণে সময় নষ্ট করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে। তাহারা উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক পাঠ করে কি না অভিভাবকেরা তাহা দেখেন না।

আমাদের দেশ ক্রমে গরিব হইতেছে। অর্থ উপার্জ্জন করা শক্ত হইয়া পড়িতেছে। "বাবুদের" আফিসে সারা দিন দাসত্বের পর ভগ্নী, কন্যা বা স্ত্রীর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর থাকে না এবং ইচ্ছাও হয় না। সকলেই মনে জানেন যে উচ্চশিক্ষার কি সুখময় ফল, কিন্তু সে শিক্ষা হিন্দুরমণীর কিরূপে হইতে পারে? বিবাহের পর পিতা মাতা বিদ্যালয়ে যাইতে দিবেন না, গৃহে থাকিলেও পাঠে মন যায় না। খৃষ্টান্ শিক্ষয়ত্রী নিযুক্ত করিলে তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া সমস্ত সময় কাটাইতে চাহেন, এজন্য অনেক ভদ্র লোক কুলবধূদিগকে তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লইতে দেন না। আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে সত্য বটে, কিন্তু এখনও হিন্দু মহিলাদিগকে হিন্দুয়ানী রক্ষা করিয়া উচ্চ শিক্ষা দিবার উপায় বাহির হয় নাই। সময়ের ভাব দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে ক্রমে প্রাচীন সংস্কার নষ্ট হইতেছে, কিন্তু তত্রাপি প্রায় কোন হিন্দু স্বীয় কন্যা বা স্ত্রীকে বিবাহের পর বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চাহেন না। ইহার পরিণাম এই হয় যে অনেকেরই শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং উহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। হিন্দু রমণীদিগকে সহজে উচ্চ শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক।

উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন সম্পূর্ণ আছে সন্দেহ নাই। বিদ্যানুশীলনে অসীম আনন্দ লাভ করা যায় এবং শরীর সেইরূপ স্ফূর্ত্তিমান এবং মন ও আত্মা উৎসাহিত হয়। বলা বাহুল্য যে এতদ্দ্বারা বল এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে কি স্ত্রী জীবন সার্থক হয় না? যাহাতে হিন্দু মহিলা হিন্দু থাকিয়া উচ্চ শিক্ষা করিতে পারেন এবং সেই বিদ্যার প্রভাবে নিজ নিজ সন্তান পালন এবং গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে সামান্য সামান্য মত প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর অবস্থা বুঝিতে পারেন, সেই চেষ্টা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য।

শ্রীমতী নলিনী সুন্দরী মিত্র।
ঠনঠনিয়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৭ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১২৯৫—ডিসেম্বর ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সামযিক প্রসঙ্গ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—ভারতবর্ষের নব গবর্ণর জেনরেল লর্ড লান্স ডাউন পত্নী ও অনুচরবর্গের সহিত ১৭ই নবেম্বর লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়াছেন, আগামী ৩রা ডিসেম্বর ভারতে পদার্পণ করিবেন।

লর্ড ও লেডী ডফারীণ—লর্ড ডফারীণ ব্রহ্মজয় করিয়া মার্কুইস ডফারিণ ও আবার আরল উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। লেডী ডফারিণ ভারতবাসীদের হৃদয় জয় করিয়া তাঁহাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। উভয়ে আপনার আপনার কৃতকার্য্যের ফল লইয়া নিরাপদে স্বদেশে গমন করুন।

রমণীর দানশীলতা—(১) হুগলি জেলার অন্তর্গত বৈঁচির জমিদার শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী স্বগ্রামে একটী অতিথিশালা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এতদুদ্দেশে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিবেন, এই টাকার সুদ হইতে অতিথিশালার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। ইঁহার পরলোকগত স্বামী বিখ্যাত দানশীল বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া নিজ গ্রামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

(২) মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার [illegible]

দুই হাজার টাকা এবং সিটী কলেজের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে দেড় হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

লেডী ডফারীণের মেয়ে হাঁসপাতাল—ইহার ফণ্ডে মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুর ২ হাজার টাকা এবং ঢাকার নবাব আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ফণ্ডে চাঁদা প্রায় ৭০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। কলিকাতা ভবানীচরণ দত্তের লেনে ইহার জন্য এক খণ্ড প্রশস্ত ভূমি পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। ত্বরায় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে।

লেডী ডফারীণের অভিনন্দন—সুলভ বলেন, লেডী ডফারীণকে একটী অভিনন্দন দিবার জন্য কলিকাতায় একটী দেশীয় মহিলা-সমিতি বসিবে। বর্দ্ধমানের মহারাণী এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীও নাকি সেই সমিতিতে যোগদান করিবেন। এ দেশের পুরুষ রমণী সর্ব্বসাধারণের এ কার্য্যে যোগদান কর্ত্তব্য।

স্ত্রী শিক্ষা—(১) বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার ক্রফট সাহেব সমগ্র ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে একটী রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ২ জন মাত্র বিদ্যা শিক্ষা করে! এই জন্য ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহাশয় দুঃখ [illegible] লিখিয়াছেন, ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হউক।

(২) মহিলাবান্ধব লিখিয়াছেন, পঞ্জাবে ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীসংখ্যা দ্বিগুণ। গণনার ভুল না হইলে স্ত্রীশিক্ষায় পঞ্জাবের নিকট ভারতের আর সকল প্রদেশকেই পরাভব মানিতে হইবে।

দুর্ঘটনা—(১) ২১শে কার্ত্তিক মঙ্গলা নামক ষ্টীমার প্রায় দুই শত আরোহী লইয়া কলিকাতা হইতে শাঁকরাইল প্রভৃতি স্থানের জন্য যাত্রা করিয়া পথে মেটিয়াব্রুজ ঘাটের নিকট ক্লাইব নামক ষ্টীমারে ঠেকিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। কেহ বলে ৮০, কেহ বলে ১৫০ জন যাত্রী মারা গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!!

(২) গত ১লা নবেম্বর মান্দ্রাজে যে প্রবল ঝটিকা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক ঘর ও গাছ পড়িয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

(৩) রুসিয়ার সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছেন। সেণ্ট পিটার্সবর্গের নিকট তাঁহারা যে বিশেষ ট্রেণে যাইতেছিলেন, তাহা রেলভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, সঙ্গী ২৩ জন লোক তদ্দণ্ডে হত ও ৩৭ জন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। সম্রাট সম্রাজ্ঞীও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্ত্রী চিকিৎসক—স্ত্রী ডাক্তারের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; পারিসে ১৮৮৮ সালের ফাকলটি অব মেডিসিনের

সভ্যদিগের তালিকায় ১১৪ জন ছাত্রীর নাম মুদ্রিত হইয়াছে ; এই সকল ছাত্রীদিগের মধ্যে একজন মার্কিন, ৮ জন ইংরাজ, ১ জন অষ্ট্রীয়, ১ জন গ্রীক, ৪০ জন রুষ মহিলা এবং উন্নতিশীলা তুরুষ্ক মহিলাও একজন আছেন।

বঙ্গীয় রমণীর প্রশংসা—সম্প্রতি লণ্ডনে এতদ্দেশীয় জানানা সম্বন্ধীয় এক সভায় রেভরেণ্ড এ, মাক্‌কেনা তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—"আমার নিকট বঙ্গদেশের পুরুষগণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক সম্মানার্হ ; আমি বঙ্গীয় মহিলা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভদ্রমহিলা কুত্রাপি দেখি নাই।"

দুর্ভিক্ষ—উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য দান করা হইতেছে। আমরা যেরূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে সাহায্যের অন্য প্রকার আয়োজন আবশ্যক হইবে না।

যুক্তরাজ্যের নূতন সভাপতি—জেনারল হারিসন ক্লিবলণ্ডের স্থলে ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেলের সঙ্কট পীড়া—পাঠক পাঠিকা মাত্রেই শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, বিশ্বহিতৈষিণী মিস্‌ ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল লণ্ডন হাঁসপাতালে শয্যাগত হইয়া আছেন। ক্রিমীয় যুদ্ধে আহত সৈন্যদিগকে সেবা করিতে গিয়া তিনি মেরুদণ্ডে যে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন,তাহাই তাঁহার বর্ত্তমান পীড়ার কারণ। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ করিয়া জগতের হিতব্রতে পুনরায় নিযুক্ত করুন্‌।

মেষবেশধারী ব্যাঘ্র—আজি কালি সংবাদপত্রে সার চার্লস ডিল্‌কের ভারত আগমন একটী স্মরণীয় ঘটনারূপে প্রচারিত হইতেছে। তিনি নাকি ভারতের প্রধান সেনাপতি সার এফ রবার্টের অতিথি হইবেন এবং তাঁহার সঙ্গে নানাস্থান পরিদর্শন করিবেন। এ ব্যক্তি কে ? বোম্বাই গার্ডিয়েন নামক সংবাদ পত্র ইহাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ইংরাজসমাজ যে জঘন্য লোকটাকে বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, ভারতে সে সম্মানলাভার্থ আসিতেছে। ইনি এমন গুণপুরুষ যে এক বিশস্ত বন্ধুর নববিবাহিত বালিকা স্ত্রীকে বিপথগামী করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য তাহাকে নষ্ট করিয়াছেন! ভারতের সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মসাহস অবলম্বন করিয়া ইহার প্রতি যথোপযুক্ত বিরাগ প্রদর্শন করুন্‌। ভারত গবর্ণমেণ্ট বড় লোক বলিয়া ইহাকে সম্মান করিলে নীতি ও ধর্ম্মের এবং তৎসঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীদিগের অবমাননা করিবেন।

বাঙ্গালীর সম্মান—ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় হায়দ্রাবাদের টেঁকশালের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

বিজ্ঞানের বিডম্বনা—সুপ্রসিদ্ধ নীতিবেদিনী ও ব্রহ্মবিদ্যা পরায়ণা কুমারী কব "কন্টেম্‌পোরারি রিবিউ" নামক পত্রিকায় বর্ত্তমান বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রণালীর ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইহাতে তাঁহার বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান আক্ষেপ—বিজ্ঞান একদিকে ধর্ম্মের সহায় হইয়া মানবসমাজের যে মহৎ কল্যাণ করিবেন আশা দিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে পারিতেছেন না; অন্য দিকে সকল বিষয়ে মনুষ্যের নেতা হইবার ভান করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে অজ্ঞতাবশতঃ তাহার প্রতি সাধারণকে বীতশ্রদ্ধ করিতেছেন, ইহাতে বিজ্ঞান ঐহিক বিষয়ে জনসমাজের মহোপকারী হইয়াও পারলৌকিক কল্যাণের পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। কুমারী কবের প্রবন্ধের মর্ম্ম সময়ান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

কুমারী ম্যানিঙ—এই ভারতহিতৈষিণী রমণী নির্ব্বিঘ্নে বোম্বাইনগরে পৌঁছিয়া তত্রত্য বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি আগামী ডিসেম্বরে কলিকাতায় আসিবেন। বোম্বাইয়ে এক সভা করিয়া তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহার ভারত আগমনের এই কয়টী উদ্দেশ্য বলিয়াছেন:—(১) এদেশের বিষয়ে যত দূর সাধ্য জানা; (২) পুরাতন বন্ধুদের সহিত পরিচিত হওয়া, নূতন বন্ধু সংগ্রহ এবং এদেশের মহিলাগণের সহিত পরিচয় লাভ; (৩) বিদ্যালয়, (বিশেষতঃ বালিকা বিদ্যালয়) ও হাঁসপাতাল প্রভৃতি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান সকল পরিদর্শন; (৪) জাতীয় ভারত সভার শাখা সকলের কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা। আমরা আশা করি ভারত হিতৈষী মাত্রেই মিস ম্যানিঙকে সমাদর করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন।

নারীচরিত।

জননী আনা।

যে রমণী তাঁহার হিতৈষণা ও প্রজাবাৎসল্যগুণে সাধারণের নিকট, 'জননী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠিকাগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

আনা ডেন্মার্কের অধিপতি ৩য় ক্রিশ্চিয়ানের কন্যা, ১৫৩১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ডোরোথিয়ার তিনি অত্যন্ত আদরের বস্তু

ছিলেন, কিন্তু কন্যার ভাবী মঙ্গলোদ্দেশে তিনি তাঁহাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য একজন উপযুক্ত পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করেন। দুহিতা কেবল রাজকন্যার উপযুক্ত শিক্ষা পান, ইহা জননীর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি যাহাতে আদর্শ গৃহিণী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য শিক্ষককে অনুরোধ করেন। শিক্ষকও তদনুসারে তাঁহাকে সমুদায় গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য—এমন কি শ্রমজনক ভৃত্যের কার্য্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দেন।

১৫৪৮ সালে সাক্সনির ইলেক্‌ট অগষ্টের সহিত আনার বিবাহ হয়। তিনি ১৫টী সন্তানের জননী হন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক একটী করিয়া ইহাদের ১১টী বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতে হইতেই মরিয়া যায়। বিবাহিত হইয়াই আনা রাজ্যের শুভচিন্তায় স্বামীর সহকারিণী হন, এবং প্রজাদিগের মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনে উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হন। তাহাদিগের হিতোদ্দেশে তিনি অনেক সময় আপনার সুখ স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করেন এবং বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও ঈশ্বরনিষ্ঠার জীবন্ত দৃষ্টান্ত তাহাদিগের নিকট প্রদর্শন করেন। এই কারণে প্রজারা তাঁহাকে 'রাজ্যের জননী' বলিয়া ডাকিত।

আনা একদিকে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া দেশে বিদ্যালয় ও ধর্ম্মমন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির উপায় করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তাহাদিগের সাংসারিক অবস্থার উৎকর্ষসাধনেও মনোযোগী হইলেন। দেশে অনেক জমী পতিত ছিল, অলসপ্রকৃতিবশতঃ লোকে তাহা কর্ষণ করিত না। তিনি সেই সকল চাষ আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এক সময় লোকদিগকে এই নূতন ও শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য স্বয়ং হস্তে কোদাল লইয়া কতকগুলি শ্রমজীবীর সহিত মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিজ্জবিদ্যার চর্চ্চায় তিনি অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, এবং সকল সময়েই উপার্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা ভূমির উন্নতি ও প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। হলণ্ড দেশ হইতে অনেক তন্তুবায় ধর্ম্মোৎপীড়নে নির্ব্বাসিত হয়, তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিয়া আপন রাজ্যে উহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা আনন্দে তথায় বাস স্থাপন করিয়া ডেন্মর্কের শিল্পোন্নতির সহায়তা করিল।

আনা স্বামীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া যেখানে ফলের উৎকৃষ্ট বীজ পাইতেন সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং স্বদেশের কৃষকদিগের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতেন। তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিয়া একটী উৎকৃষ্ট আইন জারী করাইয়া ছিলেন।

তাহা এই যে নববিবাহিত প্রত্যেক দম্পতি বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে ২টী ফলকর বৃক্ষ রোপণ ও বর্দ্ধন করিবে। এই উপায়ে দেশ সুন্দর বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইল। রাজ্ঞী যেখানে সুবিধা পাইতেন, সেইখানে বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও উদ্যানপ্রতিষ্ঠার ত্রুটি করিতেন না। বাহিরে তাঁহার এত কাজ সত্ত্বেও রাজগৃহের সকল কার্য্যের নিজেই তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন, গৃহস্থালী সম্বন্ধে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইত না এবং তাঁহার গৃহিণীপনা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইত।

১৮৮৫ সালের ১লা অক্টোবর এই সদাশয়া রমণীর মৃত্যু হয়। এই বর্ষে দেশে ঘোর মারীভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে আনা দরিদ্র লোকদিগের গৃহে গৃহে গিয়া চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে স্বয়ং রোগাক্রান্ত হইয়া পরোপকার ব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করেন। সাক্সনির নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অদ্যাপি তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই এবং তাঁহার নাম করিতে হইলে "মা আনা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

নব্যাগৃহিণী। *

(নব্যাগৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়)

নব্যা গৃহিণীদিগের "মার্জ্জিত বুদ্ধি" "পরিষ্কৃত রুচি" এবং "শিক্ষিতা" উপাধি সত্ত্বেও উত্তমা গৃহিণী বা আদর্শ গৃহিণী হইবার অনেক ত্রুটী দেখা যায়। যে কয়েকটী বিষয়ের অভাবে তাঁহাদের এ অসম্পূর্ণতা দূর হইতেছে না, আমরা তাহাই বিবৃত করিব।

সাধারণতঃ নব্যা গৃহিণীদের সহিষ্ণুতা, উদারতা, শ্রমপারগতা, ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা এই কয়টী উপকরণের অভাব রহিয়াছে। এই জন্যেই বঙ্গগৃহে উপযুক্ত সন্তোষ [illegible] নাই। আমরা এই কয়টী রোগের ও তৎপ্রতীকারক ঔষধের বিষয় লিখিতেছি, ইচ্ছা হইলে ও একটু যত্ন করিলে দেশীয় ভগিনীরা আপনারা আপনাদের চিকিৎসা করিয়া রোগ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। †

---

* শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিত। পারিতোষিক রচনা সকলের মধ্যে এ বিষয়ে এইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে পারিতোষিকযোগ্য হইয়াছে। বা, বো, স।

† নব্যা গৃহিণী দিগের যে অভাবের কথা লেখা হইল, অবশ্য সকলের চরিত্রে এ অভাব লক্ষিত হইবে না। যাঁহাদের এ সকল অভাব, তাঁহারাও আমার উপর বিরক্ত হইবেন না।

সহিষ্ণুতা—আগেকার সেই "অশিক্ষিতা" "নিরক্ষরা" গৃহিণীরা সহিষ্ণুতার বলেই গৃহদেবীস্বরূপা ছিলেন। তখন হিন্দুজাতি দূরসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের সহিতও একান্নভুক্ত থাকিতে পারিতেন। এই জন্যেই হিন্দুনারী মুখের গ্রাস অতিথিকে দিয়া সন্তুষ্টমনে উপবাস করিতেন। রোগ শোক অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতি কোন কষ্টেই হিন্দু রমণী অধৈর্য্যতা প্রকাশ করেন নাই! এই সহিষ্ণুতার জন্যেই তো পৃথিবীর ধৈর্য্যের সহিত আর্য্য কবি রমণী-ধৈর্য্যের উপমা দিয়াছেন। আবার বলি, শুদ্ধ যে দৈহিক কষ্ট লইতে পুরাতন গৃহিণীরা সহিষ্ণু, এমন যেন কেহ না ভাবেন। তাঁহারা বহু পরিবার মধ্যে বাস করিয়াও অনেক সময়ে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। নিজে গৃহ-স্বামিনী হইয়া কত সামান্য ব্যক্তির উপদ্রব সহিয়াছেন এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। আহা! এমন রত্ন বঙ্গবাসার হাত ছাড়া হইয়াছে, তাঁহাদের অমূল্য সম্পত্তি বিদেশে গিয়া পড়িয়াছে! আজ সহিষ্ণুতার আদর্শ খুঁজিতে হইলে দেশান্তর যাইতে হয়, ইহা কি সামান্য লজ্জা ও দুঃখের কথা?

কারণ বিদেশীয় প্লাবনে দেশের যে সকল রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা পুনঃ সংগ্রহ আর দেশীয় দূষিত বায়ুর পরিবর্তে বিদেশীয় স্বাস্থ্যকর বাতাস গ্রহণই আমাদের অভিপ্রেত। সমাজের পরিবর্তন সময়ে প্রকৃতি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বাঃ বোঃ।

উদারতা—দেশের শিক্ষিত উন্নত জ্ঞানাভিমানী অনেক পুরুষের স্বার্থপরতা প্রবল। তাঁহাদের নিকট হইতে (কি কিসে জানি না) এই বৃত্তি সংক্রামক রোগের মত রমণী-হৃদয়ও আক্রমণ করিতেছে। নব্য মহিলার হৃদয়ে আর এত টুকু স্থান নাই যে স্বামী পুত্র প্রভৃতি কয়টী লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও একটু স্নেহ কি সহানুভূতি দিতে পারেন। এই জন্যেই "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—স্বামী পুত্র ব্যতীত গৃহিণীদিগের সবই পর হইয়াছে। শুধু ইহাই নয়, কেবল আত্মত্যাগ অভাবে কত গৃহ উৎসন্ন যাইতেছে, কত আত্মহত্যা ঘটনা হইতেছে, দেখিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়! এই সঙ্কীর্ণতা রূপ ম্যালেরিয়া ত্বরায় দেশ হইতে অপনীত না হইলে দেশের যে কি পরিণাম হইবে তাহা বলিতে পারি না।

নব্যাগৃহিণীগণের তৃতীয় অভাব শ্রমপারগতা—এখনকার লক্ষ্মীদের আগুণের কাছে গেলে মাথা ঘোরে, রৌদ্র লাগিলে গরম হয়, ভোরে উঠিলে সর্দ্দি লাগে এবং সকালে আহার না হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। সেকালে—সত্য দ্বাপরের কথা বলিতেছি না—নলীর দিদিমা, সুরেশের ঠাকুর মা প্রভৃতির সময়ে এত রোগ ছিল না; তাঁহারা ধনীর পরিবার হইলেও সংসারের কার্য্য নিজ হস্তে নির্ব্বাহ করিতেন। এখনও দেখিতে পাই শাশুড়ী বৌয়ে কত

পার্থক্য! এখনও ৬০।৭০ বর্ষ বয়স্কা শাশুড়ী প্রাতঃ স্নান করিয়া অনায়াসে ২০।২৫ জনের আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন, অতিথি সেবার অনুরোধে তৃতীয় প্রহর বেলা পর্য্যন্তও "বাসি মুখে জল" দেন নাই। আর বৌমাকে হয়ত দশ জনের ভাত রাঁধিতে গিয়া তিন বার মিছিরি ভিজা খাইতে হয়; শিশুর অনুরোধে ধাত্রী, গৃহকর্ম্মের অনুরোধে চাকরাণী তো আছেই, এবার কিন্তু যেমন করিয়াই হউক একটা রাঁধুনি রাখিতেই হইবে, নয়ত ও রোগা বৌ দুই দিন পরেই মারা যাইবে!

এ দেশে যখন এত সৌখীনতার—এত অলসতার ছড়া ছড়ি, যখন মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহিণীগণ পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া লজ্জা রাখিবার স্থান পান না, তখন এ দেশের লোক তো "নির্ধন" ও "নিরন্ন" হইবেই হইবে!

ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা—যখন ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মনোবিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়, সেইখানে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—"যদি গোবিন্দলালের মাতা পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে এ মেঘ এক ফুৎকারে উড়াইতে পারিতেন"। আবার সুশীলার উপাখ্যানে বর্ণিত আছে সুশীলা একদিন পোড়া দিয়াশেলাই হারান'তে বিমাতা বলিয়াছেন "সুশীলা, আজ তুমি বিস্তর অপচয় করিলে"। আমাদের স্থির বিশ্বাস পাকা গৃহিণীর কার্য্যই এইরূপ। ক্ষুদ্র ঘটনার ফলাফল গণনা, ক্ষুদ্র বস্তুর সদ্ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র আয় ব্যয়ের হিসাব করিতে তিনি বিরত হন না। আজি কালি নব্যা গৃহিণীরা ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষা করেন ইহা বড় দুঃখের বিষয়। গৃহিণী যতদিন ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করিবেন, ততদিন তিনি গৃহকর্ম্মের নিশ্চয়ই সুবিধা করিতে পারিবেন না।

গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা—যেরূপ রাজ্যের অবলম্বন মাতা, সেইরূপ গৃহের অবলম্বন গৃহিণী। গৃহধর্ম্ম উত্তমরূপে সংরক্ষণ না হইলে গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালন হয় না। গৃহিণীর প্রতিকার্য্য ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত না হইলে কর্ত্তব্য পালন হয় না। গৃহিণী সুবিবেচনা পূর্ব্বক সুশৃঙ্খলরূপে দৈনিক কার্য্য না করিলে কর্ত্তব্য পালন হয় না। যে গৃহে গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালন না হয়, সে গৃহে বিবাদ, অনুতাপ, রোগ, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি যে নিয়ত অধিষ্ঠিত থাকিবে—এরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ যে বনবাসী হওয়া সুখকর মনে করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ফলতঃ গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা পালন না হইলে গৃহাশ্রম কেবলই কষ্টদায়ক মাত্র, এই মনে করিয়া প্রতি নব্যা গৃহিণী নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

আমরা গৃহিণীদিগের অভাব বিবৃত করিলাম, এখন সেই অভাব মোচনের বিষয় লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১ম। নব্যা গৃহিণীদিগের প্রথম অভাব সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা যাঁহার অভ্যাস

হইয়াছে, তাঁহার নিকট রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি সকল কষ্টই পরাভূত হয়। একদিনেই কেহ পৃথিবীর মত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারেন না। অন্যান্য মানসিক গুণের মত সহিষ্ণুতাও অভ্যাস করিতে হয়। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে আত্মসংযমও আয়ত্ত হইবে, তাই বলিতেছি, ভগিনী! তুমি সহিষ্ণুতা গ্রহণ কর, এই ঐশিক অভেদ্য বর্ম্মে তোমার হৃদয় আচ্ছাদিত হউক, তাহা হইলে জগতের কোনও অস্ত্র তাহা ভেদ করিতে পারিবে না।

২য়। উদারতার কথা বলিতেছি, ভাল বাসার সীমা বৃদ্ধি কর, উদারতা নিজেই আসিবে। কেবল কয়টী "আপনার জনের" জন্যে তোমার জীবন নয়, প্রত্যেক নিকটস্থ ব্যক্তি হইতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর। হৃদয়কে যত বড় করিবে, ততই বাড়িবে। আপনার জনের দুঃখ দূর করিতে ত অনায়াসে প্রাণটা ছুড়িয়া ফেলিতে পার, পরের সুখের জন্য কেন হৃদয়টী উৎসর্গ কর না? তোমার চক্ষে অশ্রু দেখিলে অশ্রুর মূল্য মনে হয় না, কেন না অধিকাংশ সময়েই সে অশ্রু ক্রোধের অশ্রু, সে অশ্রু অভিমানের অশ্রু, সে অশ্রু হিংসার অশ্রু; যদি পরের দুঃখের অশ্রুধারা চক্ষে বহাইতে পার, তবেই তোমার অশ্রু মুক্তা হইতেও বহুমূল্য, তবেই "অশ্রুপরতা" তোমার [illegible]

আত্মীয় কুপথগামী হইয়াছেন বলিয়া আত্মহত্যা করিবে কেন, প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিবে। মরিতে হয় ত বুঁদীর অধীশ্বরীর মত, ঝান্সীর দেবীর মত কাজ করিতে করিতে মরিবে; আর যদি রাগ করিতে হয়, তবে ঝি বা চাকরের প্রতি অথবা প্রতিবেশীর প্রতি কেন রাগ করিবে, মনের পাপগুলার উপর রাগ কর, তাহাদের জন্য একটুকু স্থানও রাখিও না। হৃদয়ের সীমা বৃদ্ধি কর, উদারতার অভাব দূর হইয়া বিমল জ্যোৎস্না ফুটিবে।

৩য়। শ্রমপরাঙ্মুখতার এক আপত্তি শুনিতে পাই, "এক্ষণকার রমণীগণ বিদ্যাভ্যাস করেন বলিয়া বাল্যকালে শ্রমাভ্যাস করিতে পারেন না, সেই জন্যই পরিশ্রম করিতে অপটু"। এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মনে করা উচিত, খনা বিদ্যোত্তমা প্রভৃতি (অসাধারণ বিদ্যাবতী) দেশীয় মহিলাগণ গৃহকর্ম্ম করিতে নিপুণা ছিলেন। বিদেশীয় রমণীর মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট, সারলট ব্রন্টি, আরনিণী প্রভৃতি অধিকাংশ সময় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও "সুকবি, সুলেখিকা" আখ্যা পাইয়াছেন। এখন কথা এই যে, নব্য মহিলারা শ্রম করিতে লজ্জিতা না হন, এবং বালিকাদিগকে শ্রম অভ্যাস করাইতে যেন ত্রুটি না করেন। বিলাসিতা বিদেশীয় বস্তু, ইহার বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলিয়া [illegible]

করে, সেই প্রকৃতরূপে "নির্ব্বোধ" উপাধির উপযুক্ত। ভরসা করি, দেশীয় গৃহিণীগণ এরূপ নির্ব্বোধতা দেখাইবেন না।

৪র্থ। সামান্য বলিয়া কিছুই উপেক্ষা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য নহে। বীজ হইতে যে মহা মহীরূহের উৎপত্তি, ইহা তিনি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন। একজনের ক্ষুদ্র অসন্তোষ (বর্দ্ধিত হইয়া) কালক্রমে গৃহ বিচ্ছেদের কারণ হইতে পারে, একটী ক্ষুদ্র অগ্নিকণায় হয় ত একটী গ্রাম দগ্ধ হইতে পারে, একটী ক্ষুদ্র সূচের অভাবে হয় ত একদিনের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে, এমন কত বলিব যে সকল গৃহিণী ক্ষুদ্র বিষয়ে অনভিজ্ঞা, তাঁহারা প্রতিদিনই নির্ব্বোধতার প্রতিফল পাইতেছেন; প্রতি ক্ষুদ্র বস্তু ও ক্ষুদ্র ঘটনায় গৃহিণী মনোযোগ করিলে এ দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে এবং গৃহস্থেরও সুবিধা হইতে পারে।

৫ম। গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা—গৃহিণী সর্ব্বাগ্রে নিজের উপযুক্ত গুণগুলি গ্রহণ করিবেন। নির্ব্বোধ, বিজ্ঞতাহীনা, মুখরা, পক্ষপাতিনী ও আত্মসংযমবিমুখী রমণী কখনও গৃহিণী পদের উপযুক্তা নহেন। গৃহিণীকে বুদ্ধিমতী, শান্তস্বভাবা, পক্ষপাতহীনা ও আত্মসংযমে সক্ষমা হইতে হইবে। গৃহিণীকে অনেক সময়ে ত্যাগস্বীকার, পরসেবা ও ক্ষমা বিতরণ করিতে হইবে। গৃহের অন্যান্য লোকের নিকট যাহাতে তিনি সম্মান পাইতে পারেন, এরূপ গাম্ভীর্য্য—এরূপ বিজ্ঞতা রক্ষা করিবেন। তিনি প্রত্যেক গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন। তিনি গৃহের সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন। গৃহের অপর রমণী, (দাস দাসী থাকিলে তাহারাও) যাহাতে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণ হয়, এরূপ সুশিক্ষা দিবেন। যাহাতে তাহারা আলস্য বা অবহেলা বশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মে ক্রটি না করে, গৃহিণীকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে অথচ কেহ তাঁহাকে যেন সন্দিগ্ধচিত্তা বলিয়া সন্দেহ না করে তাহাতে সাবধান হইবেন। যাহাতে আয় হইতে ব্যয় অল্প হয়, গৃহস্থকে দরিদ্র বা ঋণী হইতে না হয়, গৃহিণী বিশেষ মতে তাহার চেষ্টা করিবেন। তাই বলিয়া গৃহিণীকে কৃপণা হইতে পরামর্শ দিতেছি না, মিতব্যয় করিলেই এরূপ সুবিধা হইবে।

গৃহিণীকে লেখা পড়া, আবশ্যক ব্যবহার্য্য সেলাই, ধাত্রী বিদ্যা, শিশু পালন, গৃহচিকিৎসা, আহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ এবং দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব জানা কর্ত্তব্য। এই কয়টী বিষয় গৃহাশ্রমে বিশেষ আবশ্যক।

গৃহ যাহাতে ধর্ম্মালোকহীন শ্মশান না হয়, তদ্বিষয়ে গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহের প্রতিজনের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে তিনি যত্নবতী হইবেন। সকলের পক্ষেই তিনি হিতকারিণী, ...

ময়ী দেবীরূপা হইবেন। ঈশ্বরের উপরি-নির্ভর করিয়া, আপনাকে গৃহের—গৃহাশ্রমের নেত্রী জানিয়া গৃহিণী নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন, তাহা হইলেই বঙ্গ গৃহের নূতন অভাব সকল মোচন হইবেক।

প্রাচীন মন্দির ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(প্রথম প্রস্তাব)

অনন্ত রত্নপ্রসবিত্রী ভারত ভূমির কোথায় কি কি রত্ন আছে, তাহার সংখ্যা করা সহজসাধ্য নহে। যাবজ্জীবন একজন পরিব্রাজক ভারতের কীর্ত্তি-কলাপ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেও তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। ভারতভূমি বাস্তবিক প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা ক্ষেত্র, ইহা সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্থল বলিলেও বলা যায়। সমগ্র ভারত ভূমিকে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কামধেনুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভক্তাধিক ভক্ত, অতুল প্রেমিক সাধক, স্থিতধী ভাবুক, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যশালী বৈজ্ঞানিক, প্রকৃতির বরপুত্র স্বরূপ কাব্যকার, আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণকারী যোগী, শিল্পকর, কিম্বা চিন্তাশীল ঐতিহাসিক, ইহাদের যে কেহ ভারত ভূমিকে আপনাদের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত করিতে পারেন। অদ্যকার এই প্রস্তাবে অসীম কারুকার্য্যখচিত, প্রাচীনতম পবিত্র হইতেও পবিত্রতর এবং অশেষ সৌন্দর্য্যের আস্পদ স্বরূপ যে অত্যুচ্চ ও অদ্ভুত হিন্দু দেব মন্দিরের বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে, তাহা বিশেষ মনো-নিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা আমাদের বাক্যের তাৎপর্য্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

কলিকাতার সন্নিহিত হাবড়া রেল-ওয়ের প্লাটফরম হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লৌহ বর্ত্ম দিয়া কর্ডলাইন যোগে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে হইলে পথিমধ্যে সীতারামপুর নামে একটী রেলওয়ে ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়, এই ষ্টেশন হইতে শাখা লাইন দিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মধ্যে বরাকর নামক একটী স্থানে উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই স্থানটী জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত। ইহার একদিকে সুপ্রসিদ্ধ বরাকর নদ নির্ম্মল সলিল তরঙ্গ বক্ষে লইয়া অতি প্রশান্ত ভাবে পঞ্চকোট অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, ইহার উপরে লৌহ বিনির্ম্মিত এক সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত সেতু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই ভারত বিখ্যাত "বরাকর ব্রিজ"। এই নদের উত্তর পার্শ্ব

বর্দ্ধমান জেলার শেষ সীমা এবং দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে মানভূম জেলার আরম্ভ। বরাকর গ্রামের আর তিন দিকে সুপ্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড্, রেলওয়ে ষ্টেশন এবং বেগুনিয়া পল্লী। এই স্থানটী কয়লা, প্রস্তর, খড়িমৃত্তিকা এবং লৌহের অনন্ত আকর বলিলেও বলা যায়। কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী-স্বর্ণময়ী বরাকরের অধিস্বামিনী। লৌহ সেতুর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সায়াহ্ন-কালীন প্রকৃতিকে দর্শন করিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়, প্রকৃতির প্রেমে মন আকুল হয়। শ্যাম বর্ণের তৃণ ও পাদপাদিতে পরিপূর্ণ অসংখ্য গিরি শ্রেণী, নিবিড় জঙ্গল, নানাজাতীয় বিমানবিহারী বিচিত্র বিহঙ্গ বর্গ, চতুর্দ্দিকস্থ কয়লা খাদের লৌহকল সংযুক্ত "বয়েলার" সমুত্থিত প্রভূত ধূমরাশি, পদতলে বরাকর নদের অমল জল তরঙ্গ, সম্মুখে সায়াহ্ন সমীরণের সুখদ হিল্লোল এবং ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল গগনের ক্রোড়ে ক্ষীণাভ সূর্য্যরশ্মি ও বিবিধ বিচিত্র বর্ণের মেঘরাশি অবলোকন করিয়া গৃহ সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। এই সেতুর প্রায় ষষ্টি হস্ত অন্তরে বরাকর নদতটে চারিটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির মস্তকোত্তোলন করিয়া এখনও হিন্দু জাতির শিল্প চাতুরির প্রাচীন গৌরবকে অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতেছে। এই স্থানটি বাস্তবিকই দেখিবার যোগ্য, এখানকার জল ও বায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যপ্রদ এবং আহার্য্য দ্রব্যাদি অসুলভ নহে। কয়লার নিরন্তর আমদানী ও রপ্তানী বশতঃ স্থানটি যদি অতিরিক্ত ধূলিময় ও কৃষ্ণকায় না হইত, তাহা হইলে সৌখীন, ভদ্র লোকদিগের পক্ষে বরাকর এক অপূর্ব্ব স্থান বলিয়া পরিচিত হইত।

সীতারামপুর হইতে বরাকর গ্রাম পদব্রজে গমনের পক্ষে অতি দুর্গম স্থান ছিল, এখন লৌহবর্ত্ম হওয়ায় পথিক বৃন্দের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। দুই একটি অনতি উচ্চ পাহাড় ভেদ করিয়া লৌহবর্ত্ম চলিয়াছে। নদের একদিকে বরাকর এবং অপর দিকে প্রসিদ্ধ চিরকুণ্ডা গ্রাম, মধ্যে লৌহসেতু; এই সেতুর দুই পার্শ্বেই পুলীশ আউট্ পোষ্ট—একটি বর্দ্ধমান এবং আর একটি মানভূম জেলার অন্তর্গত। মানভূমের অপর নাম পুরুলীয়া। আমরা কয়েক দিন বরাকরের ডাক্তার মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়া চিরকুণ্ডা গ্রামের ভূস্বামী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলাম। এখান হইতে প্রায় ৯ ক্রোশে অন্তরে বরাকর নদ দামোদরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। চিরকুণ্ডা গ্রামের পার্শ্বস্থ প্রশস্ত ময়দানে দণ্ডায়মান হইলে চারিটি অত্যুচ্চ শৈল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের নাম পঞ্চকোট, পরেশনাথ, বেহারীনাথ এবং কল্যাণেশ্বরী। পঞ্চকোট পর্ব্বত কাশীপুরের রাজার রাজ্যভুক্ত, বঙ্গদেশে পরেশনাথ ব্যতীত আর কোন পর্ব্বত এরূপ উচ্চ এবং

সৌন্দর্য্যময় নহে। এক সময়ে পঞ্চকোট শৈলে কাশীপুরের রাজার সুদৃঢ় পাষাণ দুর্গ এবং দেশীয় (জঙ্গলী) সৈন্য ছিল। বৃটীষের বিক্রমে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল, শিখরোপরি পুষ্করিণী, মহাদেবের মন্দির, একটী গোমুখী প্রস্রবণ এবং দুর্গের প্রাচীর। প্রতি বৎসর রামনবমীর সময় (চৈত্র মাসে) এখানে বৃহতী মেলার অধিবেশন হয়। চিরকুণ্ডা হইতে এই পর্ব্বত প্রায় ৫ ক্রোশ; অদূরে তাঁতলুন্ গ্রাম—এখানে কয়েকটী উষ্ণ প্রস্রবণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারই নিকটে সুপ্রসিদ্ধ মহারাণী শ্রীমতী হিদিন্ কুমারীর পাণ্ডা রাজ্য। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চকোট পর্ব্বতস্থ পুকুরে সময়ে সময়ে নীল পদ্ম পাওয়া যায়, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমি তাহা প্রাপ্ত হই নাই। বহুল উৎকৃষ্ট শতদল সহস্রদল পদ্ম জন্মিতে দেখিয়াছি। এই গিরির অসংখ্য সর্প ও ব্যাঘ্রের নিবাস স্থল। মাঘমাসে জঙ্গলে অগ্নি লাগাইলে সর্প ও শার্দ্দূলগণ নিকটস্থ গ্রামের প্রান্তরে আশ্রয় লইয়া থাকে। কল্যাণেশ্বরী পর্ব্বতের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে; কেদারীনাথ গিরির নিকটে আমি যাই নাই। পরেশনাথ গিরি জৈনদিগের অন্যতম প্রধান তীর্থ, শীত ঋতুতে বহুসংখ্যক জৈন এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। মধুপুর ষ্টেশন হইতে শাখা লাইন দিয়া গিরিডি গ্রামে উত্তীর্ণ হইলে গো শকট সংযোগে প্রায় ১৫ ঘণ্টা এবং নরযানে ৭।৮ ঘণ্টা পরে এই পর্ব্বতে পৌঁছিতে পারা যায়। ইহা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত; পাদ দেশে প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রংক্ রোড লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং আর এক দিকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের চা ক্ষেত্র। এখানকার চা অতিশয় প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান। এই পাহাড়ের সর্ব্বত্র নিবিড় অরণ্য এবং শার্দ্দূলের ভয়াল নিবাস। জৈন মন্দির পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, দেখিতে অতি মনোরম। পাদ দেশে জৈন মহাজনেরা অতিথি অভ্যাগতের জন্য সুন্দর সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এই আশ্রম গুলির বন্দোবস্ত নিতান্ত প্রশংসার্হ। *

আমরা ১০এ অক্টোবর তারিখে (শনিবার) প্রাতঃকালে বরাকর হইতে (লালনা ও রামনগর গ্রামে অতিক্রম করিয়া) কল্যাণেশ্বরী পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। বরাকর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে স্থানটি তিন মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। পথিমধ্যে আমরা অসংখ্য প্রস্তর ও কয়লার খনি এবং তাহাদের কল দেখিলাম। শ্বেত, পীত,

---

* বা, বো, ২৮০ সংখ্যা ২৩১ পৃষ্ঠা পরেশনাথ দর্শন প্রস্তাব দেখ।

নীল, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের কৌতুকময় মৃত্তিকা সমূহ নয়ন পথে পতিত হইল। সমুদয় স্থানটি কাশিম-বাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, সিয়াড়-শোলের রাজা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মালিয়া এবং কাশীপুরাধিপতির জমিদারীভুক্ত। কল্যাণেশ্বরী, হিন্দুর একটি (মহা) সিদ্ধ পীঠ স্থান, ইহা দেখিবার উপযুক্ত বটে। পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ প্রসিদ্ধ কল্যা-ণেশ্বরী মন্দির এক অদ্ভুত পদার্থ। বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং রাম-পুর হাটের নিকট তারাপীঠের মন্দির ব্যতীত সমগ্র বঙ্গে এরূপ উৎকৃষ্ট মন্দির আর নাই। একদিকে বরাকর নদ, একদিকে পর্ব্বত, একদিকে নিবিড় অরণ্য এবং আর একদিকে শৈলসম উচ্চ প্রস্তর ভূমি—এই চতুঃসীমার অভ্যন্তরে (বরাকর নদতটে) মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের পাদদেশে একটী নির্ম্মলসলিলা ক্ষুদ্রা স্রোতস্বতী কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে, তাহার স্থানে স্থানে এক সময়ে "দহ" ছিল। এই মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ের উদয় হয়; যতক্ষণ তথায় থাকিয়াছিলাম,ততক্ষণ বহির্জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই স্থানটী সাধন ও সাধকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত—সমগ্র স্থানটী সম্পূর্ণ নিভৃত ও উপদ্রবশূন্য। পর্ব্বত-গুলি সংখ্যায় ৯টী; লতা, পাতা, ফল, ফুল ও মূলে পরিপূর্ণ। স্রোতস্বতীর চারি পার্শ্বেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর রাশি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন উদ্ধতপ্রকৃতির ইংরাজ হিন্দুমন্দিরের পবি-ত্রতাকে তুচ্ছ করিয়া সবুট পদে এই প্রস্তরসমূহ উঠাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। বড় বড় পাথরের মধ্যস্থলে সাবল দিয়া গর্ত্ত করতঃ তাহার অভ্য-ন্তরে আগুন দিয়া পাথর ফাটাইত; কি জন্য জানিনা ইংরাজের চেষ্টা বিফল হয়, এবং শ্বেতপুরুষ ঐ স্থানেই পঞ্চত্ব লাভ করেন। অনেক প্রস্তরের গাত্রে এখনও বড় বড় গর্ত্ত রহিয়াছে এবং একখানি পাহাড়ের মধ্যে প্রোথিত সাবলের অগ্রভাগ আজিও দৃষ্ট হয়, ঐ সাবলকে আর কেহই উঠাইতে পারে নাই। কল্যাণেশ্বরী দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আরও চারি পাঁচটী মন্দির আছে। প্রতিদিন এস্থানে পশু বলি হইয়া থাকে; শুনিয়াছি, একসময়ে নরবলিও হইত। প্রতিদিন শত শত লোক মন্দিরে পূজা দিতে আইসে এবং সকলেই দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি প্রদ-র্শন করে। দ্বিতীয় সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতাল মাঝিরা এই দেবীর সম্মুখে নরবলি দিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। স্রোতস্বতীর পার্শ্বে দেবীর স্নানাগার। অন্যান্য মন্দিরে মহাদেব মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, সকল মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য্য ও দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র স্থানটী প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, গেটের উপরে বিবিধ মূর্ত্তি এবং প্রধান দ্বারেই

পর্ব্বলির প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত হাড়-কাঠি। তদনন্তর দ্বিতীয় গেটে প্রবেশ করিলে একটী সুন্দর বিল্ব ও নিম্ববৃক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। এখানে একজন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী থাকেন, তাঁহার যত্নে মন্দিরের পার্শ্বে একটী রন্ধনশালা ও অতিথি-আগার প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ অন্তরে সংস্কৃতভাষায় একটী শ্লোক আছে, তাহার সমুদয় অংশ পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির যে অতীব প্রাচীন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; ইহার গাঁথুনী ও শিল্প কার্য্য আজিকালিকার নহে। মুসলমান শাসনের প্রথমাবস্থায় বোধ হয় ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত অতীব উচ্চ এবং ইহার গাত্রদেশ পুরাতন ধরণের মনোহর চিত্রাদিতে পরিপূর্ণ। এরূপ গাঁথুনীর মন্দির আমি আর কোথাও দেখি নাই। পাথরের গাঁথুনী এত শক্ত যে, বন্দুকের গুলিতে তাহা ফাটান যায় না। এই মন্দিরের সম্মুখে আসিলে নাস্তিক আস্তিক হয়, আবস্থাগীর হৃদয় ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়। বাস্তবিক এইরূপ স্থানই সাধন ও সাধকের উপযুক্ত। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে এড়াইয়া আসিয়া কিছু কাল শান্তিসুখ লাভ করিতে হইলে এইরূপ স্থানেই আসা উচিত। সে দিন একজন সহৃদয় ইংরাজ বলিলেন, "হিন্দুরা কিরূপ সাধক, এই মন্দির তাহার সুন্দর নিদর্শন এবং এই সুন্দর স্থান তাহার পরিচায়ক।" কাশীপুরের মহারাজা এই মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক।

(ক্রমশঃ)

গৃহিণীপনা।

(প্রথম পত্র)

প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, এ দেশের কোন গৃহস্থ কতকগুলি পরিবার লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার চারিটী পুত্র তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্রটীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর, প্রকাশ পাইল যে, তাহার নূতন নূতন গ্রন্থ পাঠ করার বাতিক বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুত্রের পাঠলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নূতন নূতন পুস্তক সংগ্রহ করা পিতার পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিল। পিতা উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এমন একখানি অসাধারণ বৃহত্তম গ্রন্থ

দেবপ্রসাদ স্বরূপে সংগ্রহ করিলেন, পুত্র যাহা চিরজীবন পাড়য়াও শেষ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। ঐ পুত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান, বয়সও অনেক হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর ঐ গ্রন্থ পড়িতেছেন, কিন্তু এতদিনে গ্রন্থের কত অংশ পড়িলেন,তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে গণিতশাস্ত্রে কিছু অধিকার থাকায় অনুপাতে জ্ঞান আছে, তাই বলিতেছেন, সূর্য্য ও সূর্য্যাণুর যে অনুপাত; সমস্ত গ্রন্থ ও তাঁহার পঠিত অংশের সেই অনুপাত। যাহা হউক, সম্প্রতি তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার পাঠ্য পুস্তকের খণ্ডগত উপরিউক্ত শিরোনামবিশিষ্ট একটী প্রবন্ধ আমাদিগকে শুনাইতেছেন। প্রবন্ধটী অপূর্ব্ব বলিয়াই আমাদিগের বোধ হইতেছে। এই জন্য আমরাও তাহা বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের করকমলে উপহাররূপে প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভয় হইতেছে, কেননা, আমাদের পুঁজি প্রথমতঃ পুস্তকস্থ,—দ্বিতীয়তঃ পরহস্তগত।

যে গৃহের গৃহিণীচরিত উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গৃহের গৃহীর নাম, ধাম, অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আমরা কিছুকাল তাহা অপ্রকাশ রাখিব। তবে আভাসে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। গৃহীর বাসস্থান [illegible] কেহই

স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, অনেকেই অনেক স্থানকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যখন সেই স্থানগুলির নাম প্রকাশ করিব, তখন যাঁহার যে স্থানটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে, তিনি সেই স্থানটীকেই গৃহীর স্বধাম বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমরা কত গ্রন্থে কত মহা মহোপাধ্যায় ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কাহারও নাম ধাম লইয়া এত গোলযোগের কথা শুনা যায় নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বোপদেব, শ্রীধর, চাণক্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের বাসস্থান ও প্রাদুর্ভাব কাল লইয়া অনেক গোল শুনা যায় বটে; কিন্তু তাঁহাদের নাম লইয়া কেহ গোল করেন না। আমরা যে গৃহীর বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম লইয়াও যথেষ্ট গোলযোগ। কেহ তাঁহার শতাধিক, কেহবা সহস্রাধিক নামের উল্লেখ করেন। তাঁহার ঐ সকলনামেরমধ্যে যে কোন্ নামটী ঠিক্, তাহা একজন আর একজনকে বলিয়া দিতে পারে না। যে নামে যাঁহার রুচি হয়, তিনি সেই নামটীই গ্রহণ করিয়া থাকেন। গোত্র, উদ্ভবকাল, আদি মধ্য বা অন্ত্য বাসস্থান এ সকলই অপরিজ্ঞেয়। এমন আশ্চর্য্য বিবরণ কেহ কখন শুনিয়াছেন বা কোন গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। গৃহী [illegible]

পরিজন, বাসস্থান, কীর্ত্তিকলাপ ইত্যাদি সকলই বর্ত্তমান ও জাজ্বল্যমান; তথাপি কেহ বলিতে পারেন না যে, গৃহী কোন্ বংশ হইতে কোন্ সময়ে জন্মিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান নিবাস কোথায়।

যে গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, সেই গ্রন্থের এই স্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার সিদ্ধান্ত আছে। পূর্ব্বপক্ষ এই, যাঁহার বিবরণ লিখিত হইতেছে, তিনি যখন বর্ত্তমান, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার প্রকৃত নাম, ধাম, বংশ বিবরণাদি জানিয়া লইবার বাধা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ লিখিত আছে;—অনেক বংশে এক একটা কৌলিক রীতি দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন কোন বংশের এই রীতি ছিল এবং অদ্যাপি স্থানে স্থানে আছে যে, তাঁহারা চিরকাল গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকেন। জন্মকালের সূতিকা কার্য্য ও মৃত্যু কালের শ্মশান কার্য্য সকলই সেই অগ্নিদ্বারা সম্পন্ন হয়। তাঁহাদিগকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কহে। সেইরূপ বর্ত্তমান গৃহীর কৌলিক রীতি আছে, যাঁহারা স্ব স্ব বংশ-গৌরব, জাত্যভিমান, সামাজিক পদ, সাংসারিক শিক্ষা, দীক্ষা, অভ্যাস, রাগ, বিরাগ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অধিকারে গিয়া বাস করিবেন এবং চিরকালের জন্য তাঁহার সঙ্গ ... ভিন্ন অন্যের নিকট তিনি আত্মপরিচয় দান করেন না। একটা লোকের পরিচয় জানিবার জন্য এত বিপত্তি স্বন্ধে করিতে কাহার প্রবৃত্তি হয়? নিতান্ত ভূতাবিষ্ট না হইলে আর কাহারও এরূপ প্রবৃত্তি হয় না। এই জন্য প্রায় কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানে না। যে এক একটা লোকের বায়ুরোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, তাহারাই উপরি উক্ত সর্ত্ত সকল স্বীকার করিয়া তাঁহার পরিচয় লাভের চেষ্টা করে। এই সংসারের সুখ সৌভাগ্য, আশাভরসা, স্নেহপ্রণয় ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একটা লোকের শরণাগত হইতে যাওয়ার অপেক্ষা বাতুলতা আর কি হইতে পারে? তবে ঐ লোকটার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে; সেই বিদ্যার প্রভাবে তিনি আপন শরীরে বিশ্বস্থ অনন্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব আকর্ষণ করিতে এবং বিশ্বের অনন্ত বস্তু মধ্যে স্বয়ং প্রবেশ করিতে পারেন। এই মায়ায় মোহিত হইয়া কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা এই গৃহীর গৃহিণী চরিত লিখিবার সংকল্প করিয়াছি।

গৃহীর ন্যায় গৃহিণীরও নাম, ধাম, বংশবিবরণাদি জানা যাইবে না। তাহা সম্ভবপরই বটে, কেননা কর্ত্তার আচার ব্যবহার যেরূপ, তাঁহার গৃহিণীর তাহা হইতে অন্যরূপ হইতে পারে না।

গৃহিণী কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস, কোন্ সময়ে বিবাহ হইয়াছে ইত্যাদি কোনও বিষয় জানিবার উপায় নাই। এই জন্য অনেকে বলিয়া থাকেন, উপরিউক্ত ঐন্দ্রজালিক গৃহী ইন্দ্রজাল প্রভাবে স্বকীয় অঙ্গ হইতে একটী কন্যা উৎপন্ন করিয়া বিবাহ করেন। এই কথার প্রমাণ্য সংস্থাপনার্থ তাঁহারা বলিয়া থাকেন, গৃহিণী যদি কর্ত্তার স্বাঙ্গ-সম্ভূতা না হইবেন, তবে তাঁহার দেহকান্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনাদি অবিকল কর্ত্তার ন্যায় হইবে কেন? সে সাদৃশ্য ত যেমন তেমন নহে; স্ত্রী পুং অবয়বগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে আর সর্ব্বাংশে একরূপ। যাহা হউক, আমাদের কর্ত্তাটী যখন প্রকৃতি পরিগ্রহ করিলেন, তখন হইতেই ক্রমশঃ হত-প্রভাব হইতে লাগিলেন। আপনার সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও কৃতিত্ব গৃহিণী হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাণ হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, যেমন প্রজাপতি কীটাবস্থায় আপন নাসারন্ধ্র নির্গত লালা দ্বারা কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, উক্ত কর্ত্তারও সেই দশা হইয়াছে। গৃহিণীর অতুল প্রভাব, অসাধারণ গুণগ্রাম, লোকাতীত সৌন্দর্য্য, অপার্থিব সতীত্ব প্রভৃতিতে মোহিত হইয়া লোকে কর্ত্তার নাম প্রায় ভুলিয়া গেল। কোন বিভবশালী ব্যক্তির তাঁহার স্ত্রীর নামে চলিয়া থাকে, যেমন মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎ সুন্দরী, জমিদার পত্নী বর্ণময়ী ইত্যাদি; সেইরূপ এই গৃহীর সমস্ত কার্য্য গৃহিণীর নামে চলিয়া থাকে। গৃহিণীর অতুল প্রভাবে ও অলৌকিক গৃহিণীপনায় অনেকের চিত্ত এতই মোহিত হইয়াছে যে এই সংসারের একটী কর্ত্তা এখনত নাইই, কোন কালে যে ছিল, তাঁহারা তাহা স্মরণ করিবারও অবকাশ পান না। গৃহিণীও তেমনি বটে! যেমন ঈষদুষ্ণ সূর্য্য কিরণ আতস্ নামক কাচ বিশেষে পতিত হইলে অগ্নিকান্তি ধারণ করে, তেমনি কর্ত্তার বিদ্যা, বুদ্ধি শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলী যেন শতগুণে প্রবল হইয়া গৃহিণীকে আশ্রয় করিয়াছে। কর্ত্তার যে ইন্দ্রজাল বিদ্যার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই ইন্দ্রজাল বিদ্যা গৃহিণীতে যে কত অদ্ভুত শক্তি ধারণ করিয়াছে, একটী মাত্র উদাহরণ দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। গৃহিণী গৃহ কার্য্যের সৌকর্য্য সাধনার্থ উক্ত বিদ্যা প্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ তিনটী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাহার একটী মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, কেবল বাহ্য চক্ষু মুদিয়া মনশ্চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে হয়। একটী অতিশয় চঞ্চলা;—কখন এখানে কখন সেখানে, কখন সূক্ষ্ম কখন স্থূল, কখন বা তাহার ক্ষয় কখন উদয়, কখন তিরোভাব

[illegible]

না। আর একটী মূর্ত্তি জড় প্রতিমার ন্যায় অচল অটল; যেখানে থাকিতে বলা যায়, সেইখানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকেন, কোনখানে যাইতে বলিয়া যতক্ষণ নিষেধ করা না যায় ততক্ষণ গমনে বিরত হন না এবং কেহ কোন থানে যাইতে বা কোন কাজ করিতে না বলিলে একস্থানে অলসভাবে বসিয়া থাকেন। গৃহিণী এই তিন মূর্ত্তিতে * গৃহ কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি এতাদৃশ অসামান্য শক্তিশালিনী হইলেও পতিসেবা ও পতির সুখ সাধন ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্য ও অন্য সংকল্প নাই। তিনি ত বাস্তবিক স্বর্ণময়ী বা বর্ণময়ীর ন্যায় বিধবা নহেন। তাঁহার সর্ব্বগুণে সুভূষিত, অনুপম রূপবান হৃদয়বল্লভ স্বামী চিরবর্ত্তমান আছেন।

গৃহিণীর গৃহিণীপনা দেখাইবার পূর্ব্বে কর্ত্তা ও গৃহিণীর মধ্যে প্রণয় ও দাম্পত্য ধর্ম্ম কিরূপ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন আবশ্যক। এই দম্পতির সকলই অদ্ভুত ও অলৌকিক। সচরাচর দেখা যায়, প্রণয়ি-যুগলের মধ্যে যাহার প্রতি যাহার যত অধিক অনুরাগ, অনুরাগ ভাজনের সুখ দুঃখের অনুভূতি অনুরাগীর তত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। পুত্রের সুখ দুঃখ পিতা, বা স্বামীর সুখ দুঃখ স্ত্রী, যে পরিমাণে বুঝিতে পারেন, অন্যে সেরূপ পারে না। পুত্রাদির প্রতি পিত্রাদির অনুরাগই তাহার মূল। পিতা পুত্রকে যতই ভাল বাসুন, স্ত্রী স্বামীকে যতই অনুরাগ করুন, এক জনের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে কাহাকেই দেখা যায় না। সম্পূর্ণ অনুরাগের অভাবই তাহার কারণ, কেননা পূর্ণ প্রেমই পূর্ণ সহানুভূতির কারণ। আমাদিগের বর্ণনীয় দম্পতির মধ্যে পূর্ণ প্রেম আছে বলিয়াই বোধ হয়। যেহেতু তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পূর্ণ সহানুভূতি দেখা যায়। আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখের ত কথাই নাই।—এক জনের ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দৈহিক ক্লেশও আর এক জনে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন। একজনে পান ভোজন করিলে আর এক জনের ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বৈচিত্র আছে। কর্ত্তা কি গৃহিণী যদি আত্মসুখ কামনায় আহার বিহারাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাহইলে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। কর্ত্তা গৃহিণীর সুখোদ্দেশে এবং গৃহিণী কর্ত্তার সুখোদ্দেশে কার্য্য করিয়া শতগুণ তৃপ্তি অনুভব করেন। এই জন্য বলিতেছিলাম, আমাদের বর্ণনীয় দম্পতির সকলই অদ্ভুত। এইরূপ প্রণয় ও এইরূপ দাম্পত্য ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের মধ্যে বরাবর চলিয়া আসিতেছে।

গৃহিণীর এইরূপ সুচরিত্র দর্শনে তাঁহার সুখোদ্দেশে কর্ত্তা আপনার যথা-

* ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, মায়াশক্তি।

সর্ব্বস্ব গৃহিণী হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন; সংসারের কোন কাজ আপনার হস্তে রাখিলেন না, সকলই গৃহিণীর উপর ভার দিলেন। গৃহিণীর ও কর্ত্তার প্রতি এমনই জীবন্ত প্রেম যে, কর্ত্তার মনে একটী ক্ষুদ্র ইচ্ছার সঞ্চার মাত্রেই তিনি তাহা বুঝিতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করেন। সুতরাং কর্ত্তাকে স্বয়ং কিছুই করিতে হয় না,—তিনি পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

ঘণ্টারাম ঠাকুরের কথকতা।

আমাদের সেই পূর্ব্বেকার সুপরিচিত ঘণ্টারাম ঠাকুর এবং তাহার সেই সুরসিক মুটিয়া এক্ষণে আবার কলিকাতার সন্নিহিত কোনও স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্র খাদ অতিক্রমপূর্ব্বক শিবাদহের অভিমুখে যাইতে যাইতে অনেকগুলি শস্য ক্ষেত্র পার হইয়া তাঁহারা এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রান্তরের এক পার্শ্বে একটি প্রবীণ পুরুষ বিরস বদনে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন এবং এক এক বার "হায়! হায়!" করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেছিলেন। মুটিয়া বলিল "প্রভো! এই লোকটি এই রূপে এস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন কেন? বৈশাখের এই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে এমন উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে প্রবীণ পুরুষ দাঁড়াইয়া বক্ষে করাঘাত করেন কেন? ইহাঁর কি দুর্ঘটনা হইয়াছে, বলুন।" ঘণ্টারাম বলিলেন "দেখ, পুরুষের ভাগ্য এবং স্ত্রীলোকের চরিত্র শীঘ্র বুঝিয়া উঠা কাহারও সাধ্য নহে। স্ত্রীজাতির হৃদয় পবিত্রতার সিংহাসন, আবার অসরলতার আগার। স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধিবলে না করিতে পারে এমন কাজই নাই। এই বুদ্ধিমান পুরুষটি একটি দুষ্টবুদ্ধি স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য কৌশলে প্রতারিত হইয়া এক্ষণে হতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার বিবরণ শুনিলে তুমি স্ত্রীজাতির বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। ইনি যে স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, সেটি এ দেশীয় স্ত্রীলোক নহেন, বিলাতী রমণী। তোমার কৌতুকের জন্য এই রহস্যময় বিবরণ শুনাইতেছি; তুমি এইরূপ প্রকৃতির নারীগণ হইতে সাবধান থাকিও।" মুটিয়া একান্তমনে ঘণ্টারাম ঠাকুরের মুখে গল্প শুনিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঠাকুর বলিলেন, বোম্বাই সহরে এক জন সাহেব ডাক্তার বাস করিতেন। তিনি চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা

বহুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গতাসু হয়েন। চিকিৎসক মহাশয় অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া মৃত্যুর সময়ে একটি পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র বা কন্যা ছিল না, একমাত্র যুবতী স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং স্ত্রীর বড় কষ্ট হইল। দ্রব্যাদি যাহা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া এবং ভিক্ষা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিবি বোম্বাই সহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় উপনীত হইলেন। এখানে একদিন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় চিকিৎসকের নিকট গিয়া বিবি কাতরস্বরে বলিল "মহাশয়! আপনার যশ ও পারদর্শিতা আমি বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি; আমি কয়েক সপ্তাহ হইতে আপনার নিকটে আসিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আসিতে পারি নাই।" সাহেব বলিলেন" আমার কাছে আপনার কি কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে?" বিবি উত্তর দিল "আছে বৈকি মহাশয়! সংসারে আমার একমাত্র ভরসাস্বরূপ আমার প্রিয়তম স্বামী প্রায় গত দুই বর্ষকাল হইতে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া নিজেও বড় কষ্ট পাইতেছেন এবং আমাদিগকেও বড় বিপদ সাগরে ভাসাইতেছেন। স্বামী, পাগল হইয়া গোলমাল অথবা উপদ্রব করেন না, কিন্তু প্রতিনিয়ত "টাকা দাও" "টাকা দাও" এইরূপ চিৎকার করিতে থাকেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত টাকা দিব বা টাকা দিতেছি এই রূপ প্রত্যুত্তর দেওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাগল চীৎকার করিতে থাকে; ঐ রূপ উত্তর দিলেই ক্ষান্ত হইয়া যায়। মহাশয়! অল্প টাকায় আমার স্বামীর এই ভয়ানক ব্যাধির আপনি চিকিৎসা করিতে পারিবেন কি?" এই কথা বলিয়া স্ত্রীলোকটি রোদন করিতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব বিলাতী বিবির কাতরোক্তি শ্রবণ এবং ক্রন্দন দর্শন করিয়া প্রাণে ব্যথা পাইলেন এবং সরলমনে তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। ডাক্তার বলিলেন, তোমার একটি পয়সাও ব্যয় হইবে না, তুমি আগামী শনিবার মধ্যাহ্নে তোমার স্বামীকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইও। বিবিটি সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেল। সাহেব বুঝিতে পারিলেন না যে, দুষ্টমতি স্ত্রীলোক বিধবা এবং তাহার প্রার্থনা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শনিবার প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করতঃ দুষ্টমতি বিবি এক সাহেবের নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি ভাল পোষাক এবং সুন্দর অশ্বযুক্ত একখানি গাড়ী চাহিয়া আনিল। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ বিলাতী জহরীর দোকানে গিয়া বিবি কহিল, "আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার দাও। কার্য্যাধ্যক্ষ ও কারিকর উভয়ে বিশেষ সন্তোষ ও যত্নের

সহিত ভাল ভাল অলঙ্কার নির্ব্বাচন করিয়া বিবিজির হস্তে দিয়া মূল্য প্রার্থনা করিলেন। বিবি উত্তর দিল, "টাকা আমার সঙ্গে নাই, আমার সঙ্গে তোমরা এক কিম্বা দুই জন আমার কুঠিতে আইস, তথায় টাকা পাইবে। আমার স্বামী একজন জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসক এবং আমার শ্বশুর প্রসিদ্ধ ধনবান মহাজন। আমাদের কুঠিতে আসিলেই স্বামী টাকা দিবেন।" অনেক টাকার অলঙ্কার বলিয়া, ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং বিবির সঙ্গে এক গাড়ীতে চলিলেন। বিবি ঐ সাহেবকে লইয়া মধ্যাহ্নকালে সেই চিকিৎসক সাহেবের কুঠীতে গেলেন।

ম্যানেজার সাহেব পৌছিলে, ডাক্তারের কাণে কাণে বিবি বলিয়া দিলেন, ইনিই আমার সেই পাগ্‌লা স্বামী। ম্যানেজার সাহেবের সহিত ডাক্তার সাহেবের পরিচয় না থাকাতে, ম্যানেজার নিস্তব্ধে এক চেয়ারে উপবেশন করিয়া রহিলেন। পাগ্‌লা ভাবিয়া ডাক্তার সাহেবও বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন না। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ম্যানেজার সাহেব, ডাক্তার সাহবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমার টাকা দিউন।" এই সময়ে বিবিজি ডাক্তারের কাণে কাণে বলিল, "দেখিতেছেন না, টাকা টাকা করিয়া আমার স্বামী কেমন পাগ্‌লা হইয়াছে?" ডাক্তার তাহাই বিশ্বাস করিয়া ম্যানেজারকে বলিলেন "তোমার টাকা শীঘ্র দিতেছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।" "টাকা দিতেছি" শুনিয়া ম্যানেজার নিঃসংশয় চিত্তে বিশ্বাস করিল এই সাহেবই ঐ বিবির স্বামী, বিশেষতঃ কাণে কাণে মধ্যে মধ্যে কথা হইতেছে দেখিয়া কোনও সন্দেহেরই কারণ রহিল না। ঠিক এই সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার মণিমাণিক্যের অলঙ্কারের বাক্স লইয়া স্ত্রীলোকটি গোপনে পলায়ন করিল, কেহই জানিতে পারিল না।

ক্রমে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ম্যানেজার সাহেব নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং পুনঃ পুনঃ টাকার কথা উল্লেখ করিতে লাগিলেন। তিনি যতই টাকার কথা তুলেন, ডাক্তার ততই তাহাকে পাগল বলিয়া বিশ্বাস করেন। অনেক বিলম্বের পর, ম্যানেজার বলিলেন "আপনি শীঘ্র টাকা না দিলে আমি পুলিসে সম্বাদ দিব এবং আপনাকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিব।" ডাক্তার সাহেব, পাগলের সহিত বিবাদে প্রয়োজন নাই ভাবিয়া, চারিজন বলবান লোককে উহার হস্ত পদ ধরিয়া ঘাড়ে "কিটিং" * করিবার আদেশ দিলেন। ক্রমে উভয়ে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এমন সময়ে পুলিসের লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কারণ জিজ্ঞাসা করায় চিকিৎসক

* পাগল প্রকৃতিক লোকের ঘাড় বিঁধিয়া অশুদ্ধ রক্ত বাহির করিয়া দেওয়ার নাম কিটিং করা।

বলিলেন, "এই পাগলা লোকটার সহধর্ম্মিণী ইহাকে আমার নিকটে চিকিৎসা করাইবার জন্য লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহার উপদ্রবে আমি জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছি।" পুলীশের লোকেরা ম্যানেজার সাহেবকে চিনিত, তাহারা সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া সেই বিবির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। বিবি তখন অন্তর্দ্ধান! তাহাকে কোথায় পাইবে?"

গল্প সমাপ্ত করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "দেখিলে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির দৌড় কত! ইহাদিগকে ভাল কাজ শিখাইলে ইহারা কত উচ্চ দরের লোক হইতে পারে। এই প্রবীণ পুরুষ সেই ম্যানেজার সাহেব; ঐ দুষ্টার কৌশলে প্রবঞ্চিত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতেই বুকে ও গালে হাত দিয়া নির্জ্জনে এই স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন।"

গল্পের পরে উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

বিশ্বসেবাব্রতে রমণীর সহকারিতা।

(শেষ)

অতএব এক্ষণে ইহা এক প্রকার সুস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইবে যে, যখন রমণী ভিন্ন আমাদের সামান্য দৈনন্দিন সেবা কার্য্যও এক দিনের জন্য চলিতে পারে না, তখন এ প্রকার সুমহৎ, সুকঠিন, বিশ্বসেবাব্রতও কোন প্রকারেই রমণীর সহায়তা ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। স্বীকার করি পুরুষের সহায়তা ভিন্ন রমণীর নিরাপদে অবস্থান সম্ভবে না। স্বীকার করি, পুরুষ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য অপার জলধি বক্ষ তুচ্ছ করিয়া দূর দেশান্তরে গমনাগমন করেন। এ সমস্তই সত্য। কিন্তু ঐ যে তোমায় স্বীকার করিলেন, যদি তোমার গৃহিণী ধর্ম্মশীলা, কাম্যষ্ঠা ও মধুরভাষিণী না-হয়েন, তাহা হইলে বল দেখি কিপ্রকারে তোমার আতিথ্য সৎকার ব্রত সুসম্পন্ন হইবে? যদি গৃহিণী অনুরাগের সহিত ও ভক্তির সহিত রন্ধন, পরিবেশন ও পরিচর্য্যার উদ্যোগ করিয়া না দিলেন, তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে তোমার অতিথির মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সমর্থ হইবে? ঐ যে তোমার দ্বারে ভিক্ষুক দণ্ডায়মান, যদি তোমার গৃহিণী কর্কশভাষিণী হয়েন, দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত না হয়, যদি নিজ সুখান্বেষণে সদা ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে

পীড়িত হৃদয়ে মর্ম্মাহত হইয়া বিষণ্ণ বদনে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইবে, তাহার দীর্ঘ নিশ্বাসে তোমার যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। ভাই পুরুষ! তুমি তোমার উপার্জ্জন ও বিষয় কার্য্যে সদা ব্যস্ত থাক, তুমি তো কখন এ সকলের খোঁজ খবর রাখিবার অবসর পাওনা; তাই বলিতেছিলাম রমণীর সহায়তা ভিন্ন এ সংসারাশ্রমে কোন পবিত্র কার্য্যই উত্তমরূপে সুসম্পাদিত হইতে পারে না। ভাই! ঐ যে তোমার গৃহপার্শ্বে একটী পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক অবিরল অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে, তুমি কি উহার কিছু সংবাদ রাখ? তুমি যে প্রতি নিয়ত স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছ, কেমন করিয়া ঐ সংবাদ তোমার কর্ণে পৌঁছিবে? আজ ঐ বালকের শিশু ভ্রাতাটী ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে, কি উপায়ে তাহার চিকিৎসা করাইবে, কেইবা চিকিৎসক ডাকিয়া আনিবে, সেই চিন্তাতেই জ্যেষ্ঠ আজ বিগলিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু ক্ষণেক পরে কি দেখিলাম? বালকের মনে একটু সাহসের একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে। কে বালকের মৃতদেহে জীবনী সঞ্চার করিল, কে বালকের কোমল নেত্রের পবিত্র অশ্রু মুছাইল? ঐ যে তুমি কি চিনিতে পারিতেছ না উনি যে তোমার স্নেহময়ী জননী, উনিই প্রদান করিয়াছেন; উহারই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া বালক ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিয়াছে। ঐ দেখ মা তোমার উহার কনিষ্ঠকে ক্রোড়ে করিয়া সেবা করিতেছেন এবং বালককে বলিতেছেন, "বাবা তোমার কোন চিন্তা নাই; চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় আমি নিজে দিব; তুমি ভাবিয়া ভাবিয়া আপনার শরীর মাটি করিও না।" বালক অবাক্, মনে মনে করিতেছে সম্মুখে ঐ যে দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা কি মানবী, না, না, যে হৃদয়ে এত স্নেহ, এত পবিত্রতা, এত প্রেম সে হৃদয় কি মানুষের সম্ভবে! মাগো তুমি মানবরূপিণী দেবী। ভাই পুরুষ! স্নেহময়ী জননীর কোমল হৃদয় ভিন্ন কখন কি পুরুষের কঠোর হৃদয় হইতে এত মধুমাখা এত আশাপ্রদ সুধামাখা বাণী বিনির্গত হইতে পারে? এই দগ্ধ সংসার মরুতে যদি মাঝে মাঝে নারী হৃদয়রূপ পবিত্র সুমিষ্ট স্বচ্ছসলিল সরোবর না থাকিত, তাহাহইলে মানব প্রাণান্ত তৃষ্ণায় আকুল হইয়া কখনই এখানে তিষ্ঠিতে পারিত না। ঐ যে বালবিধবা পতিশোকে আকুল হইয়া সমস্ত জগৎ শূন্য ও আঁধার দেখিতেছে, উহার পার্শ্বে বসিয়া কে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে? ঐ যে পুত্রশোকাতুরা জননী প্রাণাধিক পুত্রকে হারাইয়া আজ তিনদিন অনশনে আছেন, তাহার

তাঁহার সেবার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ঐ যে ঐ দেখ, তোমার জ্যেষ্ঠাভগিনী ও জননী কাতরকণ্ঠে কত বুঝাইতেছেন এবং আহার করাইবার নিমিত্ত কত সাধ্য সাধনা করিতেছেন। ভাই পুরুষ স্বীকার করি, তোমারও হৃদয়ে উঁহাদের শোকে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে; কিন্তু ভাই তুমি তোমার কথায় অত মধুরতা, কার্য্যে অত কোমলতা, দুঃখে অত সহানুভূতি ও কাতরতা কোথায় পাইবে? তোমার হৃদয় যে শুষ্ক, তোমার প্রাণ যে কঠিন। তাই বলি ভাই! বিশ্বসেবাব্রতে রমণীর সহায়তা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। রমণীর সহায়তা ভিন্ন বিশ্বসেবাব্রত কখনই সুসম্পন্ন হইবে না।

একক্ষণে আমরা "Golden Deeds" অর্থাৎ সুবর্ণময় কার্য্যকলাপ নামক পুস্তক হইতে দুই চারিটী আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও পর-সেবা-ব্রতধারিণী মহিলার বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব। দয়া-সহোদরা লেডী নাইটিংগেলের ক্রিমিয় ক্ষেত্রের কীর্ত্তিকলাপ তাঁহার যশোরাশি অনন্ত কাল দিগ্‌দিগন্তে ঘোষণা করিবে। তাঁহার সেই স্বর্গীয় পদশব্দ, তাঁহার সেই দেবীমূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া, যাহা আহত সৈনিকগণকে প্রফুল্লতা ও আরোগ্য প্রদান করিয়াছে, তাহা এখনও সুস্পষ্ট ভাবে আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এ আবার কে? ভগিনী ডোরা, এলিজাবেথ ফ্রাই, ইয়ুরোপের বিশ্বসেবা ব্রতধারিণী "ভগিনী সম্প্রদায়ের" তোমরাই না শিরোভূষণ? জগদ্বাসিনী রমণীগণ! তোমরা একবার ভগিনী ডোরার জীবনী পাঠ করিয়া দেখ, দেখ কি স্বর্গীয় অনুপম সুষমারাশিতে তাঁহার হৃদয় কুসুমপরিপূরিত। দেখ, কি জ্বলন্ত আত্মত্যাগ, কি অবিচলিত অধ্যবসায়, কি অগাধ পরিশ্রমশীলতা, পরসেবার্থে প্রাণের প্রতি কি মহান্ তাচ্ছিল্য, কি অপরিসীম স্নেহ সে হৃদয়ে বাস করিত। দেখ দেখ, রমণীগণ! তোমরা দেখ, তোমাদের একজন ভগিনী অবলা ও কোমলা হইয়াও কি কঠোর ব্রত সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা হীন, আমরা দুর্ব্বল পুরুষজাতি, আমরা কি ও হৃদয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব? যে বলে রমণী দুর্ব্বল, যে বলে রমণী অসহিষ্ণু ও স্বার্থপর, একবার সে অন্ধ দেখুক, যে সেই রমণী জগতে কি অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আবার এ দিকে চাহিয়া দেখ, মেডেলনি সালিয়ার তুমি দরিদ্র মেষপালকের কন্যা হইয়াও যে অনুপম হৃদয় রাজ্যের অধিকারিণী ছিলে, তাহা একবার তোমার ভগিনীগণ নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন, তুমি যে নিজে না খাইয়া পরকে খাওয়াইতে, তুমি স্বজনপরিত্যক্তা নিঃসহায়া কুষ্ঠরোগগ্রস্তা বালিকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন করিতে, পরসেবার্থে তুমি যে উত্তাল তরঙ্গের ভ্রূকুটী

ভঙ্গি ও ভয়াল শার্দ্দূল গ্রাসকে উপেক্ষা করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে কুণ্ঠিত হইতে না, তাহা কি আমরা এ জন্মে ভুলিতে পারিব? ভগিনী ডোরা, পুণ্যশীলা সানিয়ার, দেবী গ্রেস, লেখনী যে নিশ্চল, হৃদয় যে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কি যে লিখিব, কি যে ভাবিব, কি অপূর্ব্ব বিশেষণে যে তোমাদের গুণরাশি বিশেষিত করিতে পারিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। ভগিনীগণ! তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আবার যেন তোমাদের মত রমণী আমরা সংসারে দেখিতে পাই। তোমরা যে আমার বিশ্বজননীর প্রিয় কন্যা; তোমরাই যে আমার জগন্মাতার বিশ্বগৃহের প্রধান পরিচারিকা; মা যে আমার তোমাদেরই হস্ত দিয়া তাঁহার রোগ, শোক, জ্বালা যন্ত্রণাপ্রপীড়িত সন্তানগণের হৃদয়ে শান্তি দেন। তোমাদেরই অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব, তোমাদেরই বিলয়ে জগতের বিলয়! রমণীগণ! লেডী নাইটিংগেল, ভগিনী ডোরা, তোমাদের সম্মুখে যে দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা দেখিয়াও কি তোমাদের নির্জীব, নিশ্চেষ্ট ও জড়প্রায় অবস্থান করা সাজে? আইস, তোমাদের জীবনের প্রকৃত কার্য্য যে বিশ্বসেবাব্রত তাহা গ্রহণ কর, হৃদয়ের ক্ষুদ্রভাব, সঙ্কীর্ণভাব, সুখবাসনা ও অহংজ্ঞান সমুদায় দূরে পরিহার কর। একবার জগজ্জননীর মহা ভাবে প্রভাবিতা হইয়া জননীরূপে ও ভগ্নীরূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে "দেখ মানব! যখন তোমরা আমাদের মত স্নেহ, আমাদের মত প্রেম, আমাদের মত অনুরাগের সহিত সমস্ত জগতের সেবা করিতে শিখিবে, যখন আমাদের মত আত্মত্যাগে, আমাদের মত সুখবাসনা সংযম করিয়া পরসেবা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখিবে, তখন তোমরা প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হইবে।"

রমণীগণ! আমরা তোমাদিগকেই বিশ্বসেবাব্রতে গুরুস্থানীয় করিলাম; তোমাদের সহায়তা ভিন্ন কখনই আমরা এই কঠিন ও মহৎ ব্রত গ্রহণ করিতে পারিব না। এ ব্রতের নিয়ম, এ ব্রতের সংযম আমরা তোমাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিব। করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন।

ঝান্সিরাণী লক্ষ্মীবাই।

বৃটিষ-কেশরী যবে বিশাল ভারতে—
নিনাদিছে ভীমনাদে কাঁপায়ে ধরণী,
সম্রাট নৃপতিগণ কম্পিত ভয়েতে,
রণরঙ্গে মত্ত কিবা ভারত রমণী। ১

অধীনতা-পাশে বদ্ধ—শৃগাল কুক্কুর—
হীনবল হীনতেজ—পুরুষত্ব হীন,
(সে দিনের কথা কিছু নহে বহু দূর)
তার মাঝে বীর নারী সমরে প্রবীণ।। ২

এ কি কল্পনার চিত্র—বিচিত্র আখ্যান?
অথবা বাস্তব যাহা ঘটেছে ভারতে,
অবিকল ইতিহাস করেছে ব্যাখ্যান
স্বর্ণাক্ষরে লিপিকরি প্রত্যেক পংক্তিতে?৩

তবে কি ভারত ভূমি বীর-প্রসবিনী?
ছিলবটে একদিন—সেদিন কোথায়?
ক্ষত্রিয় রমণী যার বীরত্ব-কাহিনী—
শুনিলে অবাক্ মন—স্তম্ভিত হৃদয়! ৪

সমর প্রাঙ্গণে পশি,সম্মুখ-সমরে
বীরদাপে বসুমতী দলি পদতলে,
অতুল বিক্রমে নাশি অরাতিনিকরে
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি অবনী মণ্ডলে! ৫

ভারত-রমণী-রত্ন বীর চূড়ামণি
প্রাতঃ স্মরণীয়া ঝান্সি-রাণী লক্ষ্মীবাই,
ঊনবিংশ শতাব্দীর সমর অগ্রণী!
লেখনী বর্ণিবে যশ হেন সাধ্য নাই। ৬

অক্ষয় অতুল কীর্ত্তি রাখি ধরাতলে,
বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী বাই, স্বদেশের তরে
যুঝিয়া অসীম বলে অদ্ভুত কৌশলে
ত্যজিলা নশ্বর দেহ সম্মুখ সমরে! ৭

অবলার এ সাহস কিবা অলৌকিক!
অবলার এ বীরত্ব কিবা চমৎকার!
অবলার রণসাজ—এ নহে অলীক,
অহো! কি অপূর্ব্বদৃশ্য ভারতে আবার!৮

পরাধীন ভারতের সৌভাগ্য স্যন্দন—
চির অন্ধকারময়—দুঃখের আঁধারে,
কে বলিবে ভবিষ্যত—কি ঘোর দুর্দ্দিন—
কবে এসে অমানিশা—ঘেরিবে তাহারে।৯

বীরভূমি রাজস্থান—বীরত্ব বিহীন,
দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র প্রনষ্ট গৌরব,
বাঙ্গালায় শৃগালের বৃদ্ধি দিন দিন
অযোধ্যায় সূর্য্য বংশ ধ্বংসশেষ সব! ১০

অধীনতা-মহারোগে বিকৃত রুধির,
মানসিক বল বীর্য্য নাহিক তাহার,
দুর্ব্বল বিবেক কর্ণ একান্ত বধির,
ভারত সন্তান কিসে পাইবে নিস্তার?১১

দেশ-হিত মহাব্রতে যে দেশের নারী
বিলাস বাসনা দূরে দিয়ে বিসর্জ্জন,
বীর সাজে সাজি রণে হ'ল অস্ত্রধারী,
যুঝিলা বিপক্ষ সনে করি প্রাণপণ! ১২

অবলা ষোড়শী বালা রাজপুতানায়
স্বার্থত্যাগ—মহা যজ্ঞে জীবন আহুতি
অবিবাদে অসঙ্কোচে জলন্ত চিতায়
দিয়েছিলা দেশহিতে, পশিয়া যেমতি;১৩

তেমন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিব কি আর
এ ভারতে?—বীরসুতা কল্পনা অতীত!
অপদার্থ যে দেশে অপুত্র কুলাঙ্গার—
বিশ কোটি মৃত প্রাণ-পশুর ঘৃণিত!!!১৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত সেনা
সুনিপুণ সেনানীর সহ অগ্রসর—
যুঝিবারে যে রমণী,—ধন্যা ধন্যা ধন্যা
ধন্যা তার জন্মভূমি—ধন্য সহচর! ১৫

দু'ষত রসনা যার করুক দুর্নাম,
হৃদয় বিহীন যার দি'ক গালা'গালি,
ভারত ঘোষিবে কীর্ত্তি স্মরিয়ে ও নাম,
সুতগণ গাবে যশ দিয়ে করতালি! ১৬

রমণীর শিরোমণি—স্মরিয়ে তাঁহার,
দেশহিত-মহাব্রতে * করপ্রাণ পণ,
আশায় বাঁধিয়া বুক এসহে সবায়
দেশের কল্যাণসাধি সঁপি দেহ মন। ১৭

* দেশহিতের জন্য আত্মোৎসর্গই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যৌবনের প্রারম্ভ এবং অবয়বাদির বৃদ্ধি সমাপ্তি।

যৌবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ বালকদিগের পনর বা ষোল বৎসর এবং বালিকাদিগের ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়ক্রমের সময় শরীরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়; স্ত্রী পুরুষের প্রভেদসূচক লক্ষণ সকল বিশেষরূপে লক্ষিত হয়; হস্ত পদাদি অবয়বের বাল্যকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়; এবং মানসিক বৃত্তি সকলের সমধিক বিকাশ হয়। শরীরের যে সকল অস্থির (হাড়ের) অনেক অংশ এ পর্য্যন্ত যুক্ত হয় নাই, তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর যুক্ত হয়; কিন্তু সমুদয় অস্থির সম্পূর্ণ যোগ ২০ হইতে ২২ বৎসরের পূর্ব্বে প্রায় সম্পন্ন হয় না। এ সময়ের পূর্ব্বে অস্থিসকল অপরিণত থাকে। যেমন অস্থি সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও কঠিন হয়, সেই সঙ্গে শরীরের মাংসপেশী ও শিরা সকলও বৃদ্ধি এবং বল প্রাপ্ত হয়; এবং এই কালের শেষে তাহারা পূর্ণাবয়ব ও পূর্ণবলবিশিষ্ট হয়। মনের স্ফূর্ত্তিও বাড়িতে থাকে এবং উত্তর কালে ইহা যে সকল ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে, এই সময় হইতেই সেই সকল বৈশেষিক ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে থাকে।

এই কাল স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। স্বাস্থ্যই অবয়বাদির সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হইবার একমাত্র উপায়। সকল রোগেই কম অথবা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা সাধন করে। এই কালেই স্বাস্থ্যের দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপন অথবা পতনের সূত্রপাত হইয়া থাকে; এই সময়েই শারীরিক বল ও স্ফূর্ত্তির শ্রীবৃদ্ধি অথবা অবনতি সাধন হইয়া থাকে; এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের সম্যক্ বিকাশের পথ প্রসারিত অথবা অবরুদ্ধ হয়। শরীর এবং মন বাল্যকালের অবস্থা দ্বারা কিয়দংশে গঠিত হয় বটে, কিন্তু ১৪।১৫ বৎসর হইতে ২০।২১ বৎসরের মধ্যেই ইহারা সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়। এই সকল অবস্থা অনেক অংশে আমাদের আয়ত্তাধীন; যদিও অনেক স্থলে আমাদিগকে অন্যের উপদেশ অনুসারে অথবা অন্য প্রদর্শিত পথে চলিতে হয় বটে, তথাপি ঐ সকল অবস্থা ইচ্ছানুসারে গড়িবার ভাঙ্গিবার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে আমাদের থাকে। শরীরের অপরিণতি অথবা ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য কেবল পিতা মাতা অথবা অবস্থার প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়। অনেক স্থলে ইহা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশ

সূত্রে যদি রুগ্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের অঙ্গের অপরিণতি, দুর্ব্বলতা অথবা স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন তাহাহইলে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের আপনাদের দোষেই কেবল ঐ ফল ফলিয়াছে। এই সময়ের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম গুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়া যাইতেছে।

১ শ্রম—অঙ্গ চালনা।

ব্যবহারে, শারীরিক অঙ্গাদির ও মানসিক বৃত্তি সমূহের বৃদ্ধি হয়, অব্যবহারে অবনতি এবং ক্ষয় হয়। কোন অঙ্গ বা বৃত্তির বৃদ্ধি পাইবার নিয়ম এই যে সেই অঙ্গ অথবা সেই বৃত্তির যথোচিত চালনা হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্য বা পোষক বস্তু দ্বারা তৃপ্ত রাখা আবশ্যক। এই কালে অঙ্গাদির যথোচিত চালনা অত্যন্ত প্রয়োজন। যুবক ও যুবতী-দিগের পক্ষে এই কালে সময়ের এই প্রকার বিভাগ হওয়া উচিত:—

(১) এই সময়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ আট ঘণ্টা নিদ্রার জন্য আব-শ্যক; ৯ ঘণ্টা হইলে ভাল হয়।

(২) অবশিষ্ট ১৫।১৬ ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ ঘণ্টা আহারাদি এবং বিশ্রামের জন্য দেওয়া আবশ্যক।

(৩) অবশিষ্ট যাহা থাকে, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক অঙ্গাদির এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের চালনায় ব্যয় করা প্রয়োজন।

এই সময়ের অর্দ্ধেক মানসিক চালনায় ও অর্দ্ধেক শারীরিক চালনায় দিলে বোধ হয় ভাল হয়, কিন্তু সকলের পক্ষেই যে এক নিয়ম খাটিবে তাহা আমি বলিতে পারি না। শারীরিক ও মান-সিক শ্রম পর্য্যায়ক্রমে করা উচিত। আমার বোধ হয়, মনোযোগের সহিত কার্য্য করিলে, এক কালে দুই ঘণ্টা মান-সিক চালনা যথেষ্ট হয়। অনবরত কার্য্য দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকলকে ক্লান্ত করিলে তাহাদের দ্বারা ভাল কার্য্য প্রত্যাশা করা যায় না। ইহারা সুস্থ অবস্থায় থাকিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। যথোপযুক্ত চালনার দ্বারা মানসিক বৃত্তি সমূহের কিরূপে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা আমি এ প্রবন্ধে বলিব না। শারীরিক অঙ্গাদির চালনার বিষয়ই আমি ইহাতে বলিব। সকল সময়েই অবয়বাদির উপযুক্ত চালনা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ তাহা ব্যতীত শরীরের মধ্য দিয়া, বিশেষতঃ যকৃতের মধ্যদিয়া সুন্দর রূপে রক্ত সঞ্চালন হইতে পারে না, রক্তস্থলী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ফুসফুসের কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। অঙ্গ চালনার অভাবে যকৃৎ, রক্তস্থলী, এবং ফুস্ফুসের বিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু এই কালে যৌব-নের প্রাক্কালে অঙ্গ চালনা যেমন আব-শ্যক, অন্য কোন সময়েই সেরূপ নহে, [illegible]

মাংসপেশী ও শিরাসকল উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ও পরিণত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

মহর্ষি ঈষা ও তাঁহার উপদেশ।

গতবারে আমরা ঈশার যে স্বর্গীয় উপদেশের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তিনি পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে একমাত্র আদর্শ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন গঠন করিতে বলিয়াছেন। আত্মার দীনতা, ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্যাকুলতা, বিনয়, ধৈর্য্য, দয়া, চিত্তের নির্ম্মলতা ও শান্তিপ্রিয়তাকে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য সকল প্রকার নিপীড়ন সহ্য করিয়া প্রেমদ্বারা অপ্রেমকে পরাজয় করাতেই ধর্ম্মের গৌরব এই উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন। পাপ পুণ্যের মূল বাহিরের কার্য্যে নহে, কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে, এবং সর্ব্বদর্শী ন্যায়বান্ ঈশ্বর অন্তরের সাধু ও অসাধু ভাব দেখিয়া পুরস্কার ও দণ্ড বিধান করেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক সত্যধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব নিম্নলিখিত উপদেশ সকল দ্বারা আরও স্পষ্টতররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং জ্বলন্ত সত্য বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া লোকের চক্ষের সমক্ষে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে জীবন ধারণ করিবার জন্য শিষ্যদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছেন। পৃথিবীর অসার বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হইয়া ঈশ্বরে ... ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পরবর্ত্তী উপদেশ গুলি প্রকটন করিতেছি :—

৩৮। সাবধান! মনুষ্যদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে বলিয়া তাহাদের সম্মুখে কোন দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, তাহাহইলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট পুরস্কার পাইবে না।

৩৯। কপট ধর্ম্মধ্বজীরা মনুষ্যের নিকট প্রশংসিত হইবার জন্য মন্দিরে ও পথে পথে ঢাক বাজাইয়া যেরূপ দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তোমরা সেরূপ করিও না। আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি তাহাদের পুরস্কার তাহারা পাইবে।

৪০। তুমি যখন দান করিবে, দেখিও তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তোমার বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে। তোমার দান যেন গোপনে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাহইলে তোমার পিতা যিনি গোপনে দর্শন করেন, সর্ব্বসমক্ষে তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন।

৪১। যখন প্রার্থনা করিবে, কপটদিগের অনুবর্ত্তী হইও না; তাহারা

প্রার্থনা করিতে ভালবাসে, কেননা মনুষ্যেরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহাদের পুরস্কার তাহারা পাইবে।

৪২। তুমি যখন প্রার্থনা করিবে গৃহ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর, তৎপরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই গোপনস্থিত পিতার নিকট প্রার্থনা কর। তোমার পিতা যিনি গোপনে দর্শন করেন, সর্ব্বসমক্ষে তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন।

৪৩। তোমরা যখন প্রার্থনা করিবে, ধর্ম্মান্ধদিগের ন্যায় বৃথা পুনরুক্তি করিও না, কারণ তাহারা মনে করে অধিক কথা বলিলেই ঈশ্বরের গ্রাহ্য হইবে। অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না; কারণ তোমাদের অভাব কি তোমাদের বলবার পূর্ব্বে তোমাদের পিতা তাহা জানেন।

৪৪। অতএব তোমরা এইরূপে প্রার্থনা করিও :—

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম ধন্য হউক। তোমার রাজ্য সমাগত হউক, স্বর্গেতে যেমন পৃথিবীতেও তেমনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাদিগকে অদ্যকার আহার দেও। আমরা অপরাধীদিগকে যেরূপ ক্ষমা করি, সেইরূপ তুমি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদিগকে প্রলোভনে পতিত হইতে দিও না, কিন্তু পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। কারণ, রাজ্য এবং ক্ষমতা এবং গৌরব চিরকালই তোমার। স্বস্তিঃ। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। বরিশাল বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ছোট লাট ১৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

২। লেডী ডফারিণের ঢাকা সহরে পদার্পণ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে। তথাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালে একটী ওয়ার্ড নির্ম্মিত হইবে; ইহার নাম "লেডী ডফারিণ ওয়ার্ড" হইবে। একজন লেডী ডাক্তারকে ওয়ার্ডের কর্তৃত্বভার দেওয়া হইবে, আর যুবতীদিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করা হইবে। ইহাতে নবাব আশানুল্লা খাঁ বাহাদুর ৫০ হাজার টাকা ও জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব ১০ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

৩। গত ২৯শে নবেম্বর লর্ড ও লেডী ডফারিণ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

বামা রচনা।

হিন্দু বিবাহ।

হিন্দুদিগের বিবাহ আট প্রকারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রশস্ত ও কতকগুলি সংকীর্ণ। প্রাজাপত্য ব্যতীত অন্য সাত প্রকার বিবাহ অধুনা নাই বলিলেই হয়। যে প্রকারে রুক্ষক সাধু ও সাধ্বীদিগের বিবাহ বিলাসারম্ভ না হইয়া ধর্ম্মেই পরিণত হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস তদীয় "রঘুবংশ" নামক কাব্যে দিলীপের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন —"পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে। অপ্যর্থ কামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ।" অর্থাৎ

দিলীপ সন্তানার্থে বিবাহ করিয়াছিলেন। জ্ঞানসম্পন্ন দিলীপের অর্থ ও কাম ধর্ম্মান্তর্গত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ প্রবচনের ন্যায় চলিত—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনং।" উক্ত কবি কালিদাস উমার বিবাহে আরও বলিয়াছেন—

বধূং দ্বিজ প্রাহ তবৈষ বৎসে!
বহ্নি বিবাহং প্রতি কর্ম্ম সাক্ষী
শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মচর্য্যা
কার্য্যাত্বয়া মুক্ত বিচারয়েতি॥

কুমার সম্ভব।

বিবাহ সভায় পুরোহিত উমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে বৎসে! এই অগ্নি তোমার বিবাহ কর্ম্মের সাক্ষী, অতএব স্বামী শিবের সহিত নির্ব্বিচারে তোমার ধর্ম্মচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। যদিও কালিদাস শাস্ত্রকার ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই, যেহেতু লোকে তাঁহাকে সরস্বতীর বর পুত্র বলিয়া জানে, সুতরাং তেমন বিদ্বান ব্যক্তি যে স্বধর্ম্ম শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা কোন মতে সম্ভবপর নহে। তাহা হইলেই তাঁহাকর্ত্তৃক বিবাহের যে শ্লোক লিখিত হইয়াছে তাহা শাস্ত্রের সারাংশ হইতে উদ্ধৃত ইহা নিশ্চয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে হিন্দুদিগের বিবাহ ধর্ম্মার্থেই হইয়া থাকে, চিত্ত বিনোদনের জন্য নহে। ইন্দ্রিয়সংযম যে ধর্ম্মের একটী প্রধান সোপান, ইহা বোধ হয় সকল ধর্ম্মাবলম্বীই স্বীকার করিবেন; বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মে ইন্দ্রিয় সংযম একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগুণ বলিয়া উল্লিখিত। ব্রহ্মচর্য্যা ও প্রব্রজ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অধীন হওয়ার মূল কেবল ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা করা মাত্র। এই জিতেন্দ্রিয়তা কেবল পুরুষের প্রশংসনীয় এমন নহে, ইহা স্ত্রীর পক্ষেও সৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্ব কালে বনবসী মুনিগণের কথা দূরে থাকুক, রাজা ও রাজবালা গণের ইন্দ্রিয় নিগ্রহের কথা শুনিলে হৃদয় স্নিগ্ধ ও মন আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। ইক্ষাকুকুলোদ্ভব রাজা রামচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নীকে বনবাসে দিয়া আজীবন দার পরিগ্রহে বিমুখ ছিলেন, এবং নির্লিপ্ত চিত্তে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজ্যভার বহন করিয়াছিলেন, তাই উদারচেতা হিন্দুগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া থাকেন। আজও প্রভাতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে প্রতি হিন্দু গৃহ "রাম রাম" ধ্বনিতে ধ্বনিত হইয়া যেন উপস্থিত দিনটীকে পবিত্র করে। বেণ রাজা এই ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম ছিলেন বলিয়া তৎকালের প্রজা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুকুমারাঙ্গী রাজসুতা লোপামুদ্রা বর্ষীয়ান, ভীষণমূর্ত্তি বনবাসী অগস্ত্যকে পতি পাইয়া সেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বিশ্বজনীনবৃত্তি মুনির অনুগমন করতঃ তদীয় আজ্ঞাকারিণী হইয়া আপনাকে রাজপ্রাসাদ ভোগিনী হইতেও সুখিনী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে হিন্দুধর্ম্ম আজ নিজের সাধু উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কুজ্ঝটিকাময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরুষেরা মনে করেন স্ত্রী ক্রীড়ার পুত্তলী আর স্ত্রীগণ মনে করেন যে তাঁহাদের কার্য্য খাওয়া শওয়া ও শরীর সাজান। তাঁহাদের বিবাহের মূলে যে ধর্ম্মোদ্দেশ্য নিহিত, তাহা কি ভাবিয়া থাকেন?

শ্রীকুমুদিনী রায়।

(SUPPLEMENT TO BÁMÁBODHINÍ.)

হিতোপদেশের উপদেশ।

কতিপয় কুপথগামী রাজপুত্রকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে বিষ্ণুশর্ম্মা সমভাবে সর্ব্বসাধারণকেই উপদেশ দিয়াছেন। মনুষ্য ও কীটাণু, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, পৃথ্বীশ্বর ও অকিঞ্চন, সকলকেই তিনি সমভাবে দর্শন করিয়াছেন। অরুণদেব উদয়াচলে প্রকাশিত হইয়া স্নিগ্ধ বালাতপে যেমন সমস্ত জগৎ পুলকিত করেন, তিনিও তেমনি রাজভবনের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া (১) স্নিগ্ধ উপদেশে সমস্ত জগৎ পুলকিত করিয়াছেন।

এস্থলে তাঁহার কয়েকটি উপদেশের মর্ম্ম গল্প হইতে পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে প্রদর্শিত হইল।

১। হস্তে রাজশক্তি পাইয়া যে ব্যক্তি সে শক্তির অপব্যবহার করে, সে স্বহস্তেই রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন করে ;—

> ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেবং বর্ত্তিতব্যমসাম্প্রতম্।
> শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হন্তি জরা রূপমিবোত্তমম্॥

অনুবাদ,—

> রাজ্য পাইয়াছি হস্তে আর কিবা ভয়,
> ইহা ভাবি' কভু না করিবে অবিনয় ;
> জরায় দেহের কান্তি বিনাশে যেমন,
> অবিনয়ে রাজলক্ষ্মী বিনাশে তেমন।

(বিগ্রহ, ১১৫ শ্লোক)

---

(১) "অথ প্রাসাদপৃষ্ঠে সুখোপবিষ্টানাং রাজপুত্রাণাং পুরস্তাৎ প্রস্তাবক্রমেণ স পণ্ডিতোঽব্রবীৎ—ভো রাজপুত্রাঃ শৃণুত"।—"অনন্তর সেই রাজপুত্রেরা প্রাসাদতলে সুখে উপবেশন করিলে, সেই পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন,—হে রাজপুত্রগণ শ্রবণ কর"। ইহা বলিয়া তিনি কথারম্ভ করিলেন। (হিতোপদেশের [illegible]

২। অসীম সমুদ্রের ন্যায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অর্জ্জুন যেমন কৃষ্ণকে সারথি করিয়া, এবং অক্ষয় তূণ ও অজেয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া, সমর-সাগর পার হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও ধর্ম্মকে সহায় করিয়া, এবং অটল অধ্যবসায় ও অমেয় উদ্যোগ ধারণ করিয়া, এই কর্ম্ম-সাগর পার হও। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিও না। দৈবও, পুরুষকার (১) ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না। অতএব পুরুষকারই মানুষের একমাত্র গতি ;—

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি ॥ ৩০ ॥
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ॥ ৩১ ॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৩২ ॥
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪ ॥
কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥ ৩৫ ॥
উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ,—

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়। ৩০।
লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
কাপুরুষে দৈবে সদা করয়ে নির্ভর ;

১। 'পুরুষকার'—মানুষের নিজের চেষ্টা।

দৈব ছাড়ি' দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে,
কি দোষ? রতন যদি না মিলে যতনে। ৩১।
শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে। ৩২।
যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার,
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার;
তেমতি করিয়া কার্য্য আপন ইচ্ছায়,
আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায়। ৩৪।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি,
হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি?
কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
পুরুষের চেষ্টা বিনা কোনো সিদ্ধি নাই। ৩৫।
ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে,
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে। ৩৬।

(হিতোপদেশ, অবতরণিকা দেখ)

পুনশ্চ,—

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম্
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ॥

অনুবাদ,—

অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস,
কোনোরূপ ব্যসনের নহে পরবশ;
কার্য্যের ব্যবস্থাজ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
প্রণয়ে অটল আর কৃতজ্ঞ যে জন;
আপনি কমলা দেবী বসতির তরে,
গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।

(মিত্রলাভ, ১৮৪ শ্লোক)

৩। আত্মার উন্নতি বা অবনতি সকলেরি স্বযত্নায়ত্ত। আপন কর্ম্মগুণেই উন্নতি এবং আপন কর্ম্মদোষেই অবনতি ঘটিয়া থাকে;—

যাত্যধোঽধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ॥

অনুবাদ,—

কর্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি,
কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি;
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক,
ঊর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক।

(সুহৃদ্ভেদ, ৪৫ শ্লোক)

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—উন্নতির পথে অনেক বিঘ্ন। এজন্য, একাগ্রচিত্তে ভাবনা ও কঠোর সাধনা ভিন্ন কদাচ উন্নতি হয় না। কিন্তু, অবনতির পথ অতি পরিষ্কার। একটু অসাবধান হইলে ক্ষণকালমধ্যেই অধঃপাত ঘটিতে পারে;—

আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাঽধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ॥

অনুবাদ,—

অনেক যতনে হয় আত্মার উন্নতি,
সহজেই কিন্তু তার হয় অবনতি;
পর্ব্বতে তুলিতে শিলা কত কষ্ট হয়,
নিম্নেতে ফেলিতে কিন্তু না লাগে সময়।

(সুহৃদ্ভেদ, ৪৪ শ্লোক)

৪। চিত্তের সম্পূর্ণ স্থৈর্য্যই সকল সিদ্ধির মূল। উত্তাপের ন্যায় সিদ্ধির ব্যাঘাত আর নাই। রিপুর উত্তেজনায় চিত্ত উত্তপ্ত হইলে, বিবেচনাশক্তি তিরোহিত হয়, এবং বিন্দুমাত্র উপলক্ষ্য পাইলেই, চিত্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়;—

প্রত্যূহঃ সর্ব্বসিদ্ধীনামুত্তাপঃ প্রথমঃ কিল।
অতিশীতলমপ্যম্ভঃ কিং ভিনত্তি ন ভূভৃতম্॥

অনুবাদ,—

চিত্তের উত্তাপ অতি দোষের বিষয়,
সর্ব্বসিদ্ধি-নাশ তাহে জানিবে নিশ্চয়;
কঠোর উত্তাপে ভূমি হইলে তাপিত,
শীতল জলেও তাহা হয় বিদারিত।

(বিগ্রহ, ১৮ শ্লোক)

৫। কোনও কার্য্যে উদ্যোগ করিয়াই ফললাভের জন্য ব্যগ্র হইও না। যথাকালে যথোচিত উদ্যোগ করিলে সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ফলিবে। ফলের সময় উপস্থিত হইলে, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না, এবং অসময়ে কেহই তাহা দিতে পারিবে না ;—

যথা কালকৃতোদ্যোগাৎ কৃষিঃ ফলবতী ভবেৎ।
তদ্বন্নীতিরিয়ং দেব চিরাৎ ফলতি ন ক্ষণাৎ ॥

অনুবাদ,—

কৃষিকার্য্যে একদিনে ফল নাহি মিলে,
ফল তাহে ফলে কালে উদ্যোগ করিলে ;
তেমনি সময়ে ফলে সুনীতি সকল,
ক্ষণমাত্রে কোনো নীতি না হয় সফল।

(বিগ্রহ, ৪৬ শ্লোক)

৬। একমাত্র সরলতা দ্বারাই গুণের সদ্ব্যবহার হয়। খলের হস্তে গুণ পড়িলে সে গুণের দুর্গতির সীমা থাকে না। তাহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে ;—

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে ॥

অনুবাদ,—

দুঃশীল জনেরে যদি শিখাও সুনীত,
হিত না হইয়া তাহে ঘটে বিপরীত ;
দুগ্ধপান করে যদি বিষধরগণ,
তাহাতে কেবল হয় বিষের বর্দ্ধন।

(বিগ্রহ, ৪ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়াঽলঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥

অনুবাদ,—

দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যায় ভূষিত,
তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত ;

যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর,
তবু কি সে বিষধর নহে ভয়ঙ্কর ?।

(মিত্রলাভ, ৯০ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হালাহলং বিষম্॥

অনুবাদ,—

দুর্জ্জন যদ্যপি কয় সুমিষ্ট বচন,
তার সে কথায় না ভুলিবে কদাচন;
জিহ্বার আগায় তার মধু সদা রয়,
কালকূটে ভরা তার জানিবে হৃদয়।

(বিগ্রহ, ৮১ শ্লোক)

৭। যাঁহার জ্ঞান আছে, অনুষ্ঠান নাই; ধন আছে, দান-ভোগ নাই; বল আছে, শত্রুনিবারণের সাহস নাই; আত্মা আছে, ইন্দ্রিয়সংযম নাই; তাঁহার সে জ্ঞান, সে ধন, সে বল ও সে আত্মা থাকা বিড়ম্বনামাত্র;—

ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥

অনুবাদ,—

দান ভোগ-হীন ধন কি ফল থাকায় ?
কি ফল সে বলে, যাহে শত্রু না পলায় ?
কি ফল বিদ্যায়, যাহে ধর্ম্ম নাহি হয় ?
কি ফল আত্মায়, যাহা বশে নাহি রয় ?।

(মিত্রলাভ, ১৬৯ শ্লোক)

অপি চ,—

দুর্ভগাভরণপ্রায়ো জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং বিনা।

অনুবাদ,—

দুর্ভগা নারীর অঙ্গে আভরণ প্রায়,
অনুষ্ঠান বিনা জ্ঞান ভারমাত্র হয়।

(মিত্রলাভ, ১৭ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।
সুচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্ ॥১৮০॥
ন স্বল্পমপ্যধ্যবসায়ভীরোঃ করোতি বিজ্ঞানবিধির্গুণং হি।
অন্ধস্য কিং হস্ততলস্থিতোঽপি প্রকাশয়ত্যর্থমিহ প্রদীপঃ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ,—

বহু শাস্ত্র পড়িলেও নাহি হয় জ্ঞান,
অনুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান্;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায় ? । ১৮০ ।
জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠানে অশক্ত যে জন,
সে জ্ঞান থাকায় তার কিবা প্রয়োজন ?
অন্ধের হস্তেও যদি দীপালোক রয়,
তাহে কি পদার্থ তার দরশন হয় ? । ১৮১ ।

(মিত্রলাভ, ১৮০, ১৮১ শ্লোক)

৮। পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতে কদাচ বিস্মৃত হইও না। পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রমে মঙ্গলের পথ অবরুদ্ধ হয়। চরিত্রই এ জগতে একমাত্র পূজ্য। অতএব, জাতি, কুল বা সম্বন্ধের দিকে দৃক্পাত না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে চরিত্রের পূজা কর ;—

জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিদ্ধন্যতে পূজ্যতে কচিৎ।
ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পূজ্যোঽথবা ভবেৎ ॥

অনুবাদ,—

জাতিমাত্রে কেহ কারো বধ্য পূজ্য নয়,
ব্যবহারে বধ্য কিম্বা পূজনীয় হয়।

(মিত্রলাভ, ৫৯ শ্লোক)

৯। স্বজাতির অভ্যুদয়, স্বজাতির সম্পূর্ণ একতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-সাধারণ অভ্যুদয়ের ইহাই মূলসূত্র। যাঁহারা এই মূলসূত্র ছিন্ন করেন, তাঁহারা বিদেশের শত্রুকে স্বদেশে আহ্বান করেন। গৃহচ্ছিদ্র না পাইলে বাহিরের শত্রু ভিতরে

প্রবেশ করিতে পারে না(১)। জন্মভূমির সকল সন্তানেরা যদি একপ্রাণ হয়, সকল ভ্রাতায় যদি একাত্মা হয়, তবে কার সাধ্য যে সে জাতিকে উচ্ছিন্ন করে (২) ;—

সংহতত্বাদ্ যথা বেণুর্নিবিড়ঃ কণ্টকৈর্বৃতঃ।
ন শক্যতে সমুচ্ছেত্তুং ভ্রাতৃসঙ্ঘাতবাংস্তথা ॥

অনুবাদ,—

যে বংশ নিবিড় ঝাড়ে দৃঢ়াবৃত হয়,
ছেদন যেমন তার সহজে না হয় ;
তেমনি সকল ভ্রাতা একাত্মা যথায়,
সে দেশ সহজে জয় করা নাহি যায়।

(সন্ধি ৩০ শ্লোক)

যে জাতি পরাধীন, সে জাতি নিতান্তই অভিশাপগ্রস্ত। অতএব, স্বজাতির অতি ক্ষুদ্রটিকেও অসার ভাবিয়া পরিত্যাগ করিবে না। সদ্ভাবের (৩) একটি পরমাণু খসিলেও তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

---

(১) এই জন্যই শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র গোপনের ব্যবস্থা,—

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
তপোদানাপমানং চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ ॥

(মিত্রলাভ, ১৩৮)

(২) হিতোপদেশের মূলগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের তৃতীয় তন্ত্রে এইরূপ আছে,—

"লঘূনামপি সংশ্রয়ো রক্ষায়ৈ ভবতি,—
মহানপ্যেকজো বৃক্ষো বলবান্ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
সুমন্দেনাপি বাতেন শক্যো ধূনয়িতুং যতঃ ॥
এবং মনুষ্যমপ্যেকং শৌর্য্যেণাপি সমন্বিতম্।
শক্যং দ্বিষন্তো মন্যন্তে হিংসন্তি চ ততঃপরম্ ॥
বলিনাপি ন বাধ্যন্তে লঘবোঽপ্যেকসংশ্রয়াৎ।
প্রভঞ্জনবিপক্ষেণ যথৈকস্থা মহীরুহাঃ" ॥

একতার গুণে দুর্ব্বলগণেও আত্মরক্ষা করিতে পারে। দেখ! বৃহৎ বৃক্ষও যদি ঘনসন্নিবিষ্ট না থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তবে যেমন অল্প বায়ুতেও তাহাকে কম্পিত করে, তেমনি বলিষ্ঠ জাতিও পরস্পর একতাবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ না হইলে, সামান্য বিপক্ষেও তাহাকে পরাভব করিতে পারে। আর, ক্ষুদ্র বৃক্ষও পরস্পর দৃঢ়-সংশ্লিষ্ট থাকিলে, যেমন প্রবল বায়ুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্ব্বল জাতিও সম্মিলিত হইলে, বলবান্ শত্রুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

(৩) সদ্ভাবের ব্যাখ্যা,—

"বিশেষাং হৃদয়ানাং যদৈক্যং পরিবন্ধনম্।
একত্রজমহাসূত্রেণৈব সদ্ভাব ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈগুর্ণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ ॥ ৩৫ ॥
সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ.—

দুর্ব্বলগণেও সিদ্ধি লভে একতায়,
তৃণের রজ্জুতে মত্ত হস্তী বাঁধা যায়। ৩৫।
স্বজাতির ক্ষুদ্রটিও ছাড়া ভাল নয়,
তুষও খসিলে ধানে গাছ নাহি হয়। ৩৬।

(মিত্রলাভ, ৩৫, ৩৬ শ্লোক)

১০। অর্থের গুণাগুণ, ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কৃপণতায় অর্থের অস্তিত্ব থাকে না (১), অপব্যয়ে ইহা বিষের ন্যায় এবং সদ্ব্যয়ে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। অতএব, হস্তে অসীম ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি বলিয়া, এক কড়া কড়িও অপব্যয় করিও না। যখনি এক কড়া অপব্যয় করিতে যাইবে, তখনি একবার মনে করা

প্রীতির্নো বর্দ্ধতাং নিত্যং বয়ং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ইতি মৈত্রীময়ী বুদ্ধিঃ সদ্ভাবাদুপজায়তে ॥ ২ ॥
মৈত্রীবুদ্ধের্মহাশক্তিরনন্তা জায়তেঽক্ষয়া।
মহাশক্তিময়ো লোকঃ প্রলয়েঽপি ন লীয়তে ॥ ৩ ॥

এক-ব্রহ্ম-রূপ মহাসূত্র দ্বারা সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়মণ্ডলের যে অক্ষয় বন্ধন, তাহারি নাম 'সদ্ভাব'। ১। নিত্যই আমাদের মধ্যে প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, এই মৈত্রীময়ী বুদ্ধি 'সদ্ভাব' হইতে উৎপন্ন হয়। ২। মৈত্রীময়ী বুদ্ধি হইতে অনন্ত ও অক্ষয় মহাশক্তি উৎপন্ন হয়; যে মনুষ্য-সমাজ সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান্, মহাপ্রলয়েও তাহার বিলয় নাই"। ৩।

(১) মিত্রলাভ, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪ শ্লোক দেখ। ১৬৭ শ্লোক যথা,—

দানোপভোগহীনেন ধনেন ধনিনো যদি।
পৃথ্বীখাতনিখাতেন ধনেন ধনিনো বয়ম্ ॥

অনুবাদ.—

উপভোগ নাহি যার নাহি আছে দান,
সে ধনে তাহাকে যদি বল ধনবান্;
তবে ত মাটির নীচে কি বা ধন নাই,
সে ধনেও ধনবান্ আমরা সবাই।

উচিত যে, ঐ কড়িটি দ্বারা হয় ত একটি মুমূর্ষু মহাপ্রাণীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। অথচ, সদ্ব্যয়ে সর্ব্বস্ব দিতেও কাতর হইও না ;--

যঃ কাকিণীমপ্যপথপ্রপন্নাং সমুদ্ধরেন্নিষ্কসহস্রতুল্যাম্।
কালে চ কোটিষ্বপি মুক্তহস্তঃ তং রাজসিংহং ন জহাতি লক্ষ্মীঃ ॥

অনুবাদ,—

এক কড়া কড়ি যদি অকার্য্যেতে যায়,
কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি যে তাহা বাঁচায় ;
কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ সুকার্য্যে ত্যজিতে,
অণুমাত্র মমতা না হয় যার চিতে ;
সেই ত নৃপতিসিংহ জানিবে নিশ্চয়,
কমলা অচলা হ'য়ে তারি কাছে রয়।

(বিগ্রহ, ১২৬ শ্লোক)

১১। ধান্যই শ্রেষ্ঠ ধন। ধান্যই রাজার রাজলক্ষ্মী ও প্রজার প্রাণবায়ু। যে দেশে গৃহে গৃহে ধান্য সঞ্চিত থাকে, সে দেশ, দুর্ভিক্ষ বা বিগ্রহ কোনও বিপদেই সহসা অবসন্ন হয় না। অন্য ধনের বিনিময় ভিন্ন প্রাণরক্ষা হয় না, কিন্তু ধান্য, বিনা বিনিময়েই প্রাণরক্ষা করে। অতএব, প্রজার অন্নবলই রাজার রাজশক্তি, ইহা অবধারিত জানিয়া, রাজা স্বরাজ্যে প্রচুর ধান্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন (১) ;—

ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্নুত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।
নিক্ষিপ্তং হি মুখে রত্নং ন কুর্য্যাৎ প্রাণধারণম্ ॥

অনুবাদ,--

ধান্যের সংগ্রহ অগ্রে করিবে যতনে,
ধান্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহি এ ভুবনে ;
মণি রত্ন মুখে দিলে ক্ষুধা নাহি যায়,
ধান্য যদি থাকে তবে সবে প্রাণ পায়।

(বিগ্রহ, ৫৮ শ্লোক)

---

(১) অতি পূর্ব্বকাল হইতে ধান্যই এ দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। এজন্য ধান্যেরই কথা বলা হইয়াছে। বিদেশীয় লোকেরা 'ধান্য'-শব্দে স্ব স্ব দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য বুঝিবেন।

১২। এ সংসারে যাঁহার কোনও অভাব নাই, তিনিই প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবান্ ও স্বাধীন। যদি তুমি তৃষ্ণাকে না জয় করিতে পার, তবে, সমস্ত বসুধার ঐশ্বর্য্য হস্তে আসিলেও তোমার ন্যায় দরিদ্র আর নাই, এবং সমস্ত ভূমণ্ডল অধীনতা স্বীকার করিলেও তোমার ন্যায় পরাধীন আর নাই। যিনি তৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগতের সিংহাসনে স্বাধীন রাজা; তিনি, সংসারের প্রলোভনকে তৃণজ্ঞান করিয়া সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে বিচরণ করেন (১); তিনি মর্ত্ত্যলোকে আপনার জন্য স্বর্গের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন (২)। আর যিনি সেই তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তিনি চিরজীবনের জন্য দারিদ্র্য ও দাসত্বের বোঝা মাথায় করিয়াছেন ;—

সা তৃষ্ণা চেৎ পরিত্যক্তা কো দরিদ্রঃ ক ঈশ্বরঃ।
তস্যাশ্চেৎ প্রসরো দত্তো দাস্যং চ শিরসি স্থিতম্॥

অনুবাদ,—

কে বা রাজা কে বা প্রজা? তৃষ্ণা যদি যায়,
তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিলে দাসত্ব মাথায়।

(হিতোপদেশ, ১২৬ শ্লোক)

অপি চ,—

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥ ১৪৯॥
ধনলুব্ধো হ্যসন্তুষ্টোঽনিয়তাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বা এবাপদস্তস্য যস্য তুষ্টং ন মানসম্॥ ১৫০॥

---

(১) "তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গস্তৃণং শূরস্য জীবিতম্।
জিতাক্ষস্য তৃণং নারী নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ"॥

ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট স্বর্গ তৃণতুল্য, বীরের নিকট জীবন তৃণতুল্য, জিতেন্দ্রিয়ের নিকট নারী তৃণতুল্য, এবং নিস্পৃহের নিকট জগৎ তৃণতুল্য। (বৃদ্ধ চাণক্য)

(২) ৪০ নং চাণক্য শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ দেখ,—

"অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গতোঽপি মহীতলে"।

"অভাবেও সদাই সন্তুষ্ট যার মন,
মর্ত্ত্যেও স্বর্গের সুখ ভুঞ্জে সেই জন"।

সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ ॥ ১৫১ ॥
সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥ ১৫২ ॥
তেনাঽধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্ ॥ ১৫৩ ॥
অসেবিতেশ্বরদ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথম্।
অনুক্তক্লীববচনং ধন্যং কস্যাঽপি জীবনম্ ॥ ১৫৪ ॥
ন যোজনশতং দূরং বাহ্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেঽপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ,—

লোভেই সবার বুদ্ধি হয় বিচলিত,
লোভেই ঘটায় তৃষ্ণা জানিবে নিশ্চিত ;
একবার পড়ে যদি দারুণ তৃষ্ণায়,
ইহকালে পরকালে ঘোর দুঃখ পায়। ১৪৯।
ধনলোভী আর যেবা অসন্তুষ্ট হয়,
যাহার ইন্দ্রিয় মন আত্মবশে নয় ;
এ সংসারে আপদ বিপদ যত আছে,
সে সকল যায় সেই অভাগার কাছে। ১৫০।
সদাই সন্তোষপূর্ণ যাহার হৃদয়,
সকলি সম্পদ তার সকল সময় ;
চর্ম্মের পাদুকা যার পদতলে রয়,
তার পক্ষে সব স্থান হয় চর্ম্মময়। ১৫১।
সন্তোষ-অমৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা যে না জানে
শান্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায়,
ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা
হায়! তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায়? । ১৫২।
সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা,
সম্মুখে বৈরাগ্য যার পশ্চাতে কামনা। ১৫৩।
যে জন ধনীর দ্বার সেবা নাহি করে,
বিরহ-দুঃখের মুখ যে কভু না হেরে ;

বদনে না সরে যার নিস্তেজ বচন,
ভুবনে তাহারি ধন্য জানিবে জীবন। ১৫৪।
তৃষ্ণায় বাহিত হোলে   নাহি মানে দূর বোলে
শত শত যোজন সে জন,
সন্তুষ্ট যাহার মন   তুচ্ছ করে সেই জন
হাতেও পাইলে বহু ধন। ১৫৫।

(মিত্রলাভ, ১১৯—১৫৫ শ্লোক)

১৩। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকে রক্ষা করিবে। কেন না,—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতম্॥

অনুবাদ,—

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহা কিছু বল!
জীবন থাকিলে লোক লভে সে সকল;
সে জীবন হারাইলে কি বা না হারায়?
সে জীবন থাকে যদি কি না রক্ষা পায়?।

(মিত্রলাভ, ৪৪ শ্লোক)

কিন্তু যদি পরোপকারের জন্য আত্মাকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতে অণুমাত্র দ্বিধা করিও না। জানিও যে,—একমাত্র পরোপকার দ্বারাই চতুর্ব্বর্গ-ফল লাভ করা যায়। অনিত্য ও অশুচি দেহের বিনিময়ে যাঁহার ভাগ্যে নিত্য ও নির্ম্মল যশ লাভ হয়, তাঁহার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কে আছে?—

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥ ৪৫॥
যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্॥ ৪৯॥

অনুবাদ,—

পর-হিতে ধন প্রাণ   'যেই জন করে দান
তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি' জানিবে নিশ্চয়,
চিরদিন এই ভবে   এ জীবন নাহি রবে
সুকার্য্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়। ৪৫।

দিয়া এই মলাধার বিনশ্বর দেহ,
নিত্য নিরমল যশ লভে যদি কেহ ;
তবে সেই ভাগ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়া,
অক্ষয় অমূল্য নিধি লইল কিনিয়া। ৪৯।

(মিত্রলাভ, ৪৫, ৪৯ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

ভবেঽস্মিন্ পবনোদ্ভ্রান্তবীচিবিভ্রমভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ॥

অনুবাদ,—

বাতাসে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন ;
যে করে অনিত্যদেহ পরহিতে দান,
সার্থক জীবন তার, সেই পুণ্যবান্।

(বিগ্রহ, ১৪৫ শ্লোক)

১৪। পুণ্য জাহ্নবীজলে অবগাহন করিলে দেহ ও মন পুলকিত হয়, সাধুসঙ্গে চরিত্র পবিত্র হয়, এবং ঈশ্বর ভক্তি দ্বারা আত্মা ধৃতপাপ হয়। অতএব, গঙ্গাস্নান, সাধুসঙ্গ ও নারায়ণে ভক্তি, এই তিনটি, অসার সংসারে সার বলিয়া জানিও (১) ;—

সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ॥

অনুবাদ,—

নারায়ণে ভক্তি আর সাধু সহবাস,
বিমল গঙ্গার জলে স্নান বার মাস ;
অসার সংসারমধ্যে এই তিন সার,
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর ?।

(মিত্রলাভ, ১৬২ শ্লোক)

১৫। মনুষ্যের যত প্রকার শুদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ভাব-শুদ্ধিই

---

(১) শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমঞ্জসভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষাই মনুষ্যের পূর্ণ শিক্ষা। এই তিন সার বস্তু দ্বারা সেই পূর্ণ শিক্ষার কথা বলা হইল।

প্রকৃত শুদ্ধি (১)। অন্য তীর্থে স্নান করিলে দেহ পূত হয় বটে, কিন্তু আত্মা-রূপ মহাতীর্থে অবগাহন না করিলে অন্তরাত্মা পূত হয় না;—

আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাঽভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুধ্যতি চাঽন্তরাত্মা॥

অনুবাদ,—

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট;
সকল জীবের প্রতি করুণা অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বারেবার;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডু-তনয়!
অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয়:

(সঙ্কি, ১০ শ্লোক)

১৬। দান, পুণ্যের প্রধান অঙ্গ। যে দান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে উচ্ছলিত হয়, সেই সাত্ত্বিক দানই পুণ্যের অঙ্গ। যে গুণে জগদীশ্বর এই অনন্তকোটি জীবের পালন করিতেছেন; যাহার প্রভাবে জীবের জন্মমাত্র মাতৃস্তন হইতে

---

(১) শুদ্ধি দুই প্রকার,—বাহ্য-শুদ্ধি ও ভাব শুদ্ধি। মৃত্তিকা, গোময়, জল প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য-শুদ্ধি হয়; সত্য, সংযম, দয়া, শীল ও ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আত্মার শুদ্ধিকে ভাব-শুদ্ধি বলে,—

"সত্যশৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াশৌচং জলশৌচং তু পঞ্চমম॥
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাদিকৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম"॥ (গারুড়)

ভাব-শুদ্ধিই পুরুষার্থসিদ্ধির মূল; এজন্য ভাব শুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ,—

"অগ্নিহোত্রং বিনা বেদা ন চ দানং বিনা ক্রিয়া।
ন ভাবেন বিনা সিদ্ধিস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্॥
ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্"॥ (বৃদ্ধচাণক্য)

যেমন অগ্নিহোত্র বিনা বৈদিক অনুষ্ঠান হয় না, দান বিনা পুণ্যকর্ম্ম হয় না, তেমনি, ভাব অর্থাৎ আত্মার পবিত্র প্রেম বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠ, পাষাণ, ধাতু ও মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভাবেই ঈশ্বর বিদ্যমান। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ।

অমৃতধারা নিঃসৃত হয় (১); যে গুণের প্রভাবে অনশন-মুমূর্ষু একটি প্রাণী আপনার মুখের অন্ন অন্যের মুখে প্রদান করে; যাহাতে স্বার্থরূপ আমিষের সংস্পর্শও নাই; তাহাকেই সত্ত্বগুণ বলে। অতএব, অভিমানের স্পর্শশূন্য হইয়া পরিশুদ্ধ হৃদয়ে সৎপাত্রে দান করিবে;—

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

অনুবাদ,—

যাহে নাই স্বার্থমাত্র   যাহে দেশ কাল পাত্র
বিচার করিয়া দেখা হয়,
বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞান   করি' যাহা কর দান
তাকেই সাত্ত্বিক দান কয়।

(মিত্রলাভ, ১৫ শ্লোক)

দরিদ্রই দানের পাত্র, আর কেহ নহে;—

মরুস্থল্যাং যথা বৃষ্টিঃ ক্ষুধার্ত্তে ভোজনং তথা।
দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন!॥ ১০॥
দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥ ১৪॥

অনুবাদ.—

মরুভূমে বৃষ্টিতুল্য ক্ষুধার্ত্তে ভোজন,
সার্থক দরিদ্রে দান হে পাণ্ডুনন্দন!। ১০।
কুন্তীর নন্দন!   কর হে! ভরণ
দীন দুঃখী যে সকল;
ঔষধে মঙ্গল   রোগীর কেবল
সুস্থ জনে কিবা ফল?। ১৪।

(মিত্রলাভ, ১০, ১৪ শ্লোক)

১৭। পরদুঃখই দয়ার আলম্বন। শিশুর কাতরস্বরে জননীর হৃদয় যেমন আর্দ্র হয়, এবং সেই শিশু মলমূত্রে লিপ্ত হইলেও

---

(১) গর্ভাদুৎপতিতে জন্তৌ মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ।
যখনি জনমে জীব দেখ! এ ভুবনে,
দুগ্ধধারা বহে তার জননীর স্তনে।

(মিত্রলাভ, ১৮৮ শ্লোক)

জননী যেমন নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাকে ক্রোড়ে লয়েন, তেমনি দুঃখিতের কাতরস্বরে যাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয়, এবং সেই দুঃখিত প্রাণী অস্পৃশ্য হইলেও যিনি নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাকে বক্ষে ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত দয়ালু। অতএব, দয়া করিতে চণ্ডালের প্রতিও বিমুখ হইও না। যে, চণ্ডাল দেখিয়া মুখ ফিরায়, সে কর্ম্ম-চণ্ডাল। নির্দ্দয় ব্যক্তিকেই কর্ম্মচণ্ডাল বলে (১)। কর্ম্মচণ্ডালের ন্যায় অধম আর নাই ;—

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি॥

অনুবাদ,—

অধম জনেও দয়া সাধুগণ করে,
চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে?।

(মিত্রলাভ, ৬৩ শ্লোক)

১৮। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের উপজীব্য। প্রাণিগণ যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণ ধারণ করে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলেই জীবিত থাকে। সকলের উপজীব্য বলিয়াই, পণ্ডিতেরা এই আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া থাকেন (২)। মনুষ্যকে, সর্ব্ব-জীবের তৃপ্তিকামনায় অতি সংযতভাবে এই আশ্রমে প্রবেশ

---

(১) রামচন্দ্র, সীতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াই আপনাকে 'কর্ম্মচণ্ডাল' বলিয়াছিলেন ;—

"অপূর্ব্বকর্ম্মচণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্" ॥

(উত্তররামচরিত)

(২) "যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥
স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ" ॥

করিতে হয়। আতিথ্যই এই শ্রেষ্ঠ আশ্রমের শ্রেষ্ঠতম ব্রত। যিনি এই আতিথ্য-ব্রত প্রাণপণে পালন করিয়া থাকেন, তিনিই গৃহস্থ। যাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, চিরশীতল ভাগীরথী-বক্ষের ন্যায় প্রাণিমাত্রেরই তাপ-শান্তির জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকে, তিনিই গৃহস্থ। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন, সকলকেই যিনি সমভাবে আশ্রয় দান করেন, তিনিই গৃহস্থ,—

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥ ৬০ ॥
উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ,—

পরম শত্রুও গৃহে হ'লে উপস্থিত,
অতিথি-সৎকার তার করিবে বিহিত ;
পাশে বসি' কাঠুরিয়া করিছে ছেদন,
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ ॥ ৬০ ॥
নীচও আসিলে উচ্চ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাবিধি পূজিবে যতনে ;
একমাত্র অতিথিই সর্ব্বদেবময়,
অতিথি-পূজায় সর্ব্বদেব-পূজা হয়। ৬৫।

(মিত্রলাভ, ৬০, ৬৫ শ্লোক)

অপিচ,—

শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাম্ স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা নাশাবিভিন্না বিমুখাঃ প্রযান্তি ॥

অনুবাদ,—

এ ভুবনে একমাত্র শ্লাঘ্য সেই জন,
ধন্য পুণ্যবান্ সেই পুরুষরতন ;

"সর্ব্বেষামেব চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীন্ এতান্ বিভর্ত্তি হি ॥
যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্" ॥
(মনু, ৩য় অধ্যায়, ৭৭, ৭৮, ৭৯, এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৮৯, ৯০ শ্লোক)

যার কাছে যাচক শরণাগত জনে,
আশায় আসিয়া নাহি ফিরে ভগ্নমনে।

(মিত্রলাভ, ২০১ শ্লোক)

গৃহীর হৃদয়ের প্রীতিই অতিথির তৃপ্তির কারণ (১)। অতিথি পরিতৃপ্ত হইলেই আতিথ্য সম্পূর্ণ হয়। অভিমানে অতুল রাজ-ভোগ দান করিলেও অতিথিসৎকার হয় না; অথচ, শ্রদ্ধায় এক মুষ্টি শাকান্ন দান করিলেও অতিথিসৎকার হয়। অতিথিকে যদি শাকান্ন দিবারও সামর্থ্য না থাকে, তবে,—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

অনুবাদ,—

তৃণ, ভূমি, জল আর সূনৃত বচন,
ইহাও ত সাধু-গৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ।

(মিত্রলাভ, ৬১ শ্লোক)

১৯। আত্মার নীচতাই ভেদজ্ঞানের মূল। যেমন, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলে, আর সম বিষম জ্ঞান হয় না, সকল পদার্থই সমতল দেখায়, তেমনি মোহভেদী উন্নত আত্মা হইতে এই জীবলোকে দৃষ্টিপাত করিলে, আর ভেদজ্ঞান হয় না, সকল জীবকেই সমান জ্ঞান হয়। যিনি সেই অভেদ-চক্ষে সমস্ত জীবকেই সমান প্রেমে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা (২);—

---

(১) আতিথেয়ী দ্রৌপদী, প্রীতিগুণেই শাকান্নের কণিকায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং আতিথেয় বিদুর, প্রীতিগুণেই তণ্ডুল-কণায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

(২) "ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানম্ সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্"॥ (মোহমুদগর)

তুমি, আমি,—সর্ব্বঘটে একই ঈশ্বর,
তবে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব কর পরস্পর;
সর্ব্বভূতে সর্ব্বমতে ছাড় ভেদজ্ঞান,
আত্মা-মধ্যে পরমাত্মা দেখ! বিদ্যমান।

অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

অনুবাদ,—

আপনার পর ভাবে ক্ষুদ্রমতি নর,
মহাত্মার বিশ্বই আপন পরিবার।

(মিত্রলাভ, ৭২ শ্লোক)

২০। যদি ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাক, তোমার অন্ন ভগবান্‌ই বিধান করিবেন ;—

যেন শুক্লীকৃতা হংসা শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি॥

অনুবাদ,—

শুক্লবর্ণে শোভে হংস যাঁহার কৃপায়,
অপূর্ব্ব হরিতবর্ণে শুক শোভা পায় ;
ময়ূরে করেন যিনি বিচিত্র-বরণ,
তাঁহারি কৃপায় হবে তোমার ভরণ।

(মিত্রলাভ, ১৮৯ শ্লোক)

২১। যাঁহার হৃদয় মধুময়, তাঁহার বদন হইতে মধুর বচনই নির্গত হয়। সুশীল মিষ্টভাষীর কেহ শত্রু নাই (১)। যিনি লোককে মিষ্টকথা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে জানেন না, তিনিই 'অজাতশত্রু' ;—

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥

অনুবাদ,—

সমর্থের কাছে কিবা আছে অতি ভার ?
ব্যবসায়ী যেই জন, দূর কিবা তার ?
কি আছে বিদেশ তার ? বিদ্বান্ যে হয়,
কেবা শত্রু তার ? যেই প্রিয়কথা কয়।

(সুহৃদ্ভেদ, ১১ শ্লোক)

---

(১) "শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ"॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম)।

প্রণয়-মধুর সান্ত্বনাবাক্যে সকল বিবাদ ভঞ্জন হয়। রাজ-নীতিশাস্ত্রে, 'সাম', 'দান', 'ভেদ', 'বিগ্রহ',—এই চারি উপায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু, সিদ্ধিলাভ, 'সাম' অর্থাৎ মিষ্টকথার উপর প্রতিষ্ঠিত ;—

যদ্যপ্যুপায়াশ্চত্বারো নির্দ্দিষ্টাঃ সাধ্যসাধনে।
সংখ্যামাত্রং ফলং তেষাং সিদ্ধিঃ সাম্নি ব্যবস্থিতা ॥

অনুবাদ,—

সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ,-চারিটি কৌশল,
দান, ভেদ, যুদ্ধ, আছে নামেই কেবল ;
সর্ব্বকালে সাম সবে করিবে আশ্রয়,
সামেই সকল সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।
(সন্ধি, ১০২ শ্লোক)

২২। যিনি পরের বেদনায় আত্মবেদনা অনুভব করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে স্বতই নিবৃত্ত হন। যিনি সর্ব্ব-হিংসা-নিবৃত্ত, তিনিই সাধুপুরুষ। অতএব, আত্মতুলনায় পরের কষ্ট ভাবিয়া দেখ, এবং "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—এই স্বর্গীয় অক্ষর কয়টি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখ (১) ;—

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥
প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥ ১২ ॥

---

(১) "পরস্পরং বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রাণাম অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যত্রৈকমত্যম্"—"প্রমাণস্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রসকলে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে স্বীকার করে"।
(মিত্রলাভ, ৩৩পৃষ্ঠা)।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" ॥
(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪৫ অধ্যায়)

"ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
সংগ্রহেণৈব ধর্ম্মঃ স্যাৎ কামাদন্যঃ প্রবর্ত্ততে" ॥
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৩৮ অধ্যায়)

সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বংসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ,—

আমি ভালবাসি নিজ জীবন যেমনি,
অন্যে ভাল বাসে তার জীবন তেমনি ;
সাধুগণ এইরূপ আত্ম-তুলনায়,
প্রকাশেন পরদুঃখে দয়া অতিশয়। ১১।
পর-চিত্তে সুখ কিম্বা দুঃখ-উৎপাদন,
পর প্রতি প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় কথন ;
প্রত্যাখ্যান কিম্বা দান, কোনটি বিহিত,
আত্ম-তুলনায় তাহা বুঝিবে নিশ্চিত। ১২।
যাঁদের স্বভাবে নাহি থাকে হিংসা-লেশ,
আনন্দে সহেন যাঁরা সমুদয় ক্লেশ ;
সর্ব্বজীবে দেন যাঁরা যতনে আশ্রয়,
সেই সব মহাত্মার স্বর্গে গতি হয়। ৬৬।

(মিত্রলাভ, ১১, ১২, ৬৬ শ্লোক)

২৩। অধর্ম্ম দ্বারা যে অন্ন লাভ হয়, তাহা রাজভোগ হইলেও, বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। কেন না, সে অন্নের সঙ্গে বহু বিঘ্ন, বহু বিপত্তি, বিস্তর শঙ্কা ও বিষম আত্মগ্লানি। এজন্য, তাহা রাজভোগ হইলেও, নরকভোগে পরিণত হয়। অতএব, যে অন্নে বিঘ্ন নাই, বিপত্তি নাই, শঙ্কা নাই, আত্মগ্লানি নাই, এবং যাহা প্রফুল্ল মনে ও প্রফুল্ল বদনে চিরদিন সমান উপভোগ করিতে পারিবে, সেই নিষ্পাপ অন্নই উপার্জ্জন কর। তাহা শাকান্ন হইলেও অমৃত (২)। শান্তিদেবী, রাবণের স্বর্ণপুরীতে বাস করেন না, বাল্মীকির পর্ণকুটীরেই তাঁহার অধিষ্ঠান ;—

---

(২) ভদ্রলোকের জীবিকার বিষয় মনু বলেন,—
"ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাম্ ॥
যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ ॥

পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বন্নং বা ভয়োত্তরম্।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ ॥ ১৫৯ ॥
স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ,—

নিরাপদে জলমাত্র যদি লাভ হয়,
আর যদি পরমান্নে থাকে নানা ভয়;
এ উভয় বিচারিয়া বুঝিনু নিশ্চয়,
তাহাই সুখের, যাহে মনে শান্তি হয়। ১৫৯।
অরণ্যে স্বভাব-জাত শাকেও যা ভরে,
সে পোড়া পেটের দায়ে পাপ কেন করে? । ৭০।

(মিত্রলাভ, ১৫৯, ৭০ শ্লোক)

২৪। ভিক্ষা করিয়া বা পরের গলগ্রহ হইয়া আত্মপোষণ করার ন্যায় অধম জীবিকা আর নাই। মনস্বী ব্যক্তি বরং প্রাণ-ত্যাগ করেন, তথাপি পরপিণ্ডে আত্মপোষণ করেন না;—

মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং নতু গচ্ছতি।
অপি নির্ব্বাণমায়াতি নাহনলো যাতি শীততাম্ ॥ ১৪০ ॥
কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ।
সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধ্নি বা তিষ্ঠেদ্ বিশীর্য্যেত বনেহথবা ॥ ১৪১ ॥
বরং বিভবহীনেন প্রাণৈঃ সন্তর্পিতোহনলঃ।
নোপচারপরিভ্রষ্টঃ কৃপণঃ প্রার্থিতো জনঃ ॥ ১৪২ ॥

অধার্ম্মিকো নরো যোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে ॥
ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোহধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্ ॥
অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলং তু বিনশ্যতি" ॥ (মনু, ৪র্থ অধ্যায়)

জীবিকার জন্য কদাচ ঘৃণিত কার্য্য করিবে না, নিষ্পাপ সাধুজীবিকাই আশ্রয় করিবে। যে কর্ম্মে অন্তরাত্মার নির্ম্মল পরিতোষ জন্মে, তাহাই করিবে। অস-দুপায়ে উপার্জ্জন করিয়া এ জগতে কেহই সুখী হইতে পারে না। পাপিষ্ঠগণের বিষম পরিণাম দেখিয়া, প্রাণান্তেও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ সমৃদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়।

রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোগী পরাবসথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য-বিশ্রামঃ॥ ১৪৮॥

অনুবাদ,—

যতক্ষণ বাঁচে মানী দৈন্য না জানায়,
যতক্ষণ জ্বলে অগ্নি তাপ কি হারায়?। ১৪০।
যেই জন গুণবান্ তেজীয়ান্ অতি,
সুগন্ধি পুষ্পের ন্যায় তার দুই গতি;
হয় সে আদরে থাকে সবার মাথায়,
নয় সে বিজন বনে শুকাইয়া যায়। ১৪১।
অধম হৃদয়-শূন্য ধনীদের কাছে,
প্রার্থনা করিয়া তাহে যদি প্রাণ বাঁচে;
তা হ'তে জানিবে ভাল বরঞ্চ মরণ,
জ্বলন্ত অনলে প্রাণ করি বিসর্জ্জন। ১৪২।
যেই জন চিরকাল রোগ ভোগ করে,
পরদেশে চিরকাল যেবা কাল হরে;
পর-অন্ন চিরকাল যে করে ভোজন,
পর-গৃহে চিরকাল যে করে শয়ন;
সে সবার বেঁচে থাকা, সেই ত মরণ,
আর যে মরণ, সেই বিশ্রাম-কারণ। ১৪৮।

(মিত্রলাভ, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৮ শ্লোক)

২৫। অগ্নি-তাপে দ্রবীভূত হইয়া যেমন কাঞ্চনে কাঞ্চন মিশ্রিত হয়, প্রণয়ে দ্রবীভূত হইয়া তেমনি হৃদয়ে হৃদয় মিশ্রিত হয়। যথায় সেই সাধু মিত্রের সম্মিলন, তথায় স্বর্গের সৌন্দর্য্য বিরাজমান। যাঁহারা সেই দুর্লভ সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, তাঁহাদের ন্যায় পুণ্যবান্ আর কে আছে? যাহার দর্শনমাত্রেই সমস্ত অভাব দূরে যায়, সেই মিত্ররত্নের ন্যায় অমূল্য রত্ন আর কি আছে? (১);—

---

(১) "অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্তপোহতি।
তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ" ॥ (ভবভূতি)
কিছু যদি নাহি করে, শুধু কাছে রয়, তথাপি আনন্দে সব দুঃখ দূর হয়;
অতএব জগতে যে যার প্রিয় জন, না জানি সে তার কিবা অমূল্য রতন ॥

যস্য মিত্রেণ সম্ভাষো যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ।
যস্য মিত্রেণ সংলাপস্ততো নাস্তীহ পুণ্যবান্ ॥ ৪০ ॥
ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে ॥ ২২০ ॥
শোকারাতিভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২২৩ ॥
মিত্রং প্রীতিরসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ
পাত্রং যৎ সুখদুঃখয়োঃ সহ ভবেন্মিত্রেণ তদ্ দুর্লভম্।
যে চান্যে সুহৃদঃ সমৃদ্ধিসময়ে দ্রব্যাভিলাষাকুলাঃ
তে সর্ব্বত্র মিলন্তি তত্ত্বনিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ,—

প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা সম্ভাষণ,
প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা আলাপন;
প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা অবস্থান,
তার তুল্য কে বা আর আছে পুণ্যবান্? । ৪০ ।
যার সনে অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন,
সে জন যেমন হয় বিশ্বাস-ভাজন;
জননী, গৃহিণী আর সোদর, তনয়,
তেমন বিশ্বাসপাত্র কেহই ত নয়। ২২০ ।
বিশ্বাসে প্রণয়ে যায় হৃদয় ভরিয়া,
শোক দুঃখ শত্রুভয় যায় পলাইয়া;
'মিত্র—এ অমৃতময় দুইটি অক্ষর,
আহা! কে আনিল ইহা ভবের ভিতর? । ২২৩ ।
যে জন অমৃতময় নেত্রের অঞ্জন,
যে জন আনন্দময় হৃদয়-বন্ধন;
সুখে সুখী দুখে দুখী সদা যেই জন,
জানিবে দুর্লভ ভবে সে মিত্র-রতন;
মিলিবে অনেক, যারা সম্পদ-সময়,
কেবল স্বার্থের তরে আসি' মিত্র হয়;
নিকষে পরীক্ষা হয় স্বর্ণের যেমন,
বিপদে [illegible] মিত্র চিনিবে তেমন [illegible]

২৬। পঞ্চভূতের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষে ভৌতিক পিণ্ডের অনুক্ষণ রূপান্তর ঘটিতেছে। ইহাই সংসারের প্রকৃতি। মূঢ় লোকে ইহা না বুঝিয়াই শোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু, পণ্ডিতের নিকট সকলি সুপ্রকাশ। তিনি সংসারের স্বরূপ বুঝিয়া শোকসাগর উত্তীর্ণ হয়েন। তাঁহার আত্মা মোহ-তিমির ভেদ করিয়া নিত্যানন্দময় জ্ঞানালোক উপভোগ করে ;—

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥ (মিত্রলাভ, ২ শ্লোক)
নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ (মিত্রলাভ, ১৭৯ শ্লোক)
অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ॥ (সন্ধি, ৭১ শ্লোক)

অনুবাদ,—

সহস্র সহস্র শোক, শত শত ভয়,
মূঢ়েই প্রবেশে নিত্য, জ্ঞানী সুখে রয়।
অলভ্য বিষয়ে যেই না করে বাসনা,
বিনষ্ট বিষয়ে যেই না করে শোচনা ;
বিপদেও যেই জন মুগ্ধ নাহি হয়,
প্রকৃত পণ্ডিত সেই জানিবে নিশ্চয়।
জীবন, যৌবন, রূপ, বিষয়, বৈভব,
প্রিয়জন-সহবাস, অনিত্য এ সব ;
প্রকৃতির এই গতি যে জন বুঝিবে,
সে কভু বিয়োগ-শোকে মুগ্ধ না হইবে।

অপি চ,—

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ১২॥
[illegible] পথিকঃ কশ্চিৎ ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
[illegible] চ পুনর্গচ্ছেৎ তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ১৩॥
[illegible] তিষ্ঠতে [illegible] [illegible]।
[illegible]

[illegible]সংযোগো সত্যকে যেন কেনচিৎ।
অপি যেন শরীরেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ ॥ ১৬ ॥
যান্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতাং যথা।
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানাং সদা রাত্র্যহনী তথা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ,—

সংসার অনন্ত মহাসাগরের প্রায়,
কাষ্ঠসম জীব যত ভাসিতেছে তায় ;
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন,
জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন ;
ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈবঘটনায়,
আবার কালের স্রোতে কে কোথায় যায়। ১২।
যেমন পথিকগণ এক তরু-তলে,
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' পুনরায় চলে ;
তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে,
পরস্পরে দেখাশুনা কিছুক্ষণ তরে। ১৩।
পাঁচেই নির্ম্মিত দেহ পাঁচেই মিশায়,
তবে কেন তার তরে করে হায় হায় ?। ১৪।
আপনারি দেহ দেখ ! আপনার নয়,
কিছু দিন পরে তার অবশ্য বিলয় ;
তবে কেন পর-দেহ হইবে আপন ?
চিরস্থায়ী নহে কিছু, সকলি স্বপন। ১৬।
তটিনীর খরতর প্রবাহ যেমতি,
অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি ;
তেমতি জীবের আয়ু সঙ্গেতে লইয়া,
অনন্ত কালের স্রোত চলিছে বহিয়া। ১৭।

(সবি)

২৭। ভগবান্ অনন্তদেব, যে কল্যাণময়ী মহাশক্তির প্রভাবে অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, তাহাকে ধর্ম্ম বলে(১)।

---

(১) "নমো ধর্ম্মায় মহতে ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ"। ইত্যাদি।
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৩৭ অধ্যায়)।
"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ"।
(মহাভারত, [illegible] অধ্যায়)।

সেই বিশ্বম্ভর ধর্ম্মের অপর নাম সত্য (১)। সত্য, স্বয়ং 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বকাল অদ্বৈতভাবে বিদ্যমান। সত্যের বিকার নাই, ব্যভিচার নাই। প্রলয়কালের শত শত কালরাত্রিও সত্য-জ্যোতি বিলুপ্ত করিতে পারে না ;—

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যৎ ছলমভ্যুপৈতি॥

অনুবাদ,—

সভা নহে তাহা, যথা বৃদ্ধ নাহি রয়,
বৃদ্ধ নহে সেই, যেবা ধর্ম্ম নাহি কয় ;

---

(১) প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,—'ধর্ম্ম' ও 'সত্য' একই পদার্থ। এজন্য, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা ধর্ম্মের যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন ; ধর্ম্মের যে যে উপাদান স্থির করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই উপাদান স্থির করিয়াছেন ; ধর্ম্মের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ধর্ম্মকে যে আকারে যে ভাবে দেখিয়াছেন, সত্যকেও সেই আকারে সেই ভাবে দেখিয়াছেন ;—

"সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ।
সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি॥
অনৃতং তমসো রূপং তমসা নীয়তে হ্যধঃ।
তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃতাঃ॥
স্বর্গঃ প্রকাশইত্যাহুর্নরকং তম এব চ।
সত্যানৃতং তদুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ॥
রাহুগ্রস্তস্য সোমস্য যথা জ্যোৎস্না ন ভাসতে।
তথা তমোঽভিভূতানাং ভূতানাং নশ্যতে সুখম্"॥

তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশস্তৎ সুখমিতি। তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মো যোঽধর্ম্মস্তৎ তমো যৎ তমস্তৎ দুঃখমিতি"।

(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম, ১৯০ অধ্যায়)।

—অর্থাৎ,—সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ, সত্যই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-কর্ত্তা। আত্মা, সত্য দ্বারাই জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গমধ্যে নীত হয়। তমই অসত্যের মূর্ত্তি। আত্মা, তমোগ্রস্ত হইয়া অধোগামী হইতে থাকে। চন্দ্র, রাহুগ্রস্ত হইলে, যেমন তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রকাশ পায় না, আত্মা তমোগ্রস্ত হইলেও, তাহা হইতে আনন্দময় সত্য-জ্যোতি প্রকাশ পায় না। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম ; যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ ; যাহা প্রকাশ, তাহাই [illegible] এবং যাহা স্বর্গ, তাহাই সুখ। যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম ; যাহা [illegible] তাহাই তম ; যাহা তম, তাহাই নরক, এবং যাহা নরক, তাহাই দুঃখ। অতএব, 'ধর্ম্ম' ও 'সত্য'—একাত্মা, অভিন্ন মঙ্গলময় পদার্থ ; কেবল [illegible] ভেদ।

ধর্ম্ম নহে তাহা, যাহে সত্য নাহি রয়,
বিকৃতি ঘটয়ে যার, সত্য তাহা নয়।

(বিগ্রহ, ৬৪ শ্লোক)

অপিচ,—

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥

অনুবাদ,—

বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন,
সত্যের সমান নাই তপের সাধন;
রাগের সমান দুঃখ আর কিছু নাই,
ত্যাগের সমান সুখ দেখিতে না পাই:

(মিত্রলাভ, ১০ পৃষ্ঠা)

অপিচ,—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

অনুবাদ,—

দশ শত অশ্বমেধ এক দিকে দিয়া,
অন্য দিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া;
প্রজাপতি তুলাদণ্ড ধরিয়া দেখিল,
সত্যের গুরুত্ব তাহে অধিক হইল।

(সন্ধি, ১৩৬ শ্লোক)

২৮। সহস্র সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেহ কখনও গুণী ব্যক্তির গুণের অপলাপ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি গুণের অপলাপ করিতে চেষ্টা করে, সে, গুণের অণুমাত্র অপলাপ না করিয়া, নিজেরই নীচতার পরিচয় দেয়। "শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ"—অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠ ভেদ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, গুণও তেমনি অপলাপ-কারীর সমস্ত কুহক ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত হয়;—

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
ক্রয়বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ॥ ৬৬।
মুকুটে রোপিতঃ কাচশ্চরণাভরণে মণিঃ।
[illegible] কিন্তু সাধোরবিজ্ঞতা॥ ৭২॥

কদর্থিতস্যাপি চ ধৈর্য্যবৃত্তের্বুদ্ধের্বিনাশো নহি শঙ্কনীয়ঃ।
অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতো নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ,—

মণি যদি করে কেহ চরণে দলন,
আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ;
ক্রয় বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়,
কাচ কাচ গণ্য হয়, মণি মণি হয়। ৬৬।
মুকুট-উপরে কাচে করিলে স্থাপন,
করিলে অমূল্য মণি পদের ভূষণ;
মণির তাহাতে কিছু হানি নাহি হয়,
যে করে স্থাপন তারে মূর্খ সবে কয়। ৭২।
খাঁট করি' রাখিলেও ধীরবুদ্ধি জনে,
বুদ্ধি তার খাঁট হয়, না ভাবিও মনে;
নীচু করি' ধর যদি দীপ্ত হুতাশন,
শিখা তার নীচু দিকে যায় না কখন। ৬৭।

(মিত্রলাভ, ৬৬, ৬৭, ৭২ শ্লোক)

২৯। যে ব্যক্তি যৌবনে পরিণাম না ভাবিয়া কার্য্য করে, সে নিজ বৃদ্ধবয়সের জন্য স্বহস্তেই তুষানলের আয়োজন করে। কেন না, শেষে অনুতাপরূপ কঠোর তুষানলে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন তাহার পাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই;—

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনম্
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনম্
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥

অনুবাদ,—

পায়ের ধূলার ন্যায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্ব প্রায়,
জী[illegible] ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায়;
[illegible] অক্ষয় স্বর্গ-সুখের সাধন,
[illegible] যে না করে [illegible]

বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার।

(মিত্রলাভ, ১৬৩ শ্লোক)

৩০। নির্ম্মল আত্মাই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছেন (১), তিনি বনেই গমন করুন, আর গৃহেই অবস্থান করুন, সকল স্থানই তাঁহার পক্ষে পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে সকলি সুবর্ণ হয়, তেমনি পবিত্র আত্মার স্পর্শে সকলি তপোবন হয়;—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ৮৭ ॥
দুঃখিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র কুত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ,—

এ ভবে ইন্দ্রিয়-জয় নাহি হয় যার,
বনে যাইলেও তার ঘটে অনাচার;
আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয়,
গৃহেও থাকিয়া তার তপ সিদ্ধ হয়;
বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন,
গৃহই তাহার পক্ষে হয় তপোবন। ৮৭।
অশেষ ক্লেশের ভার করিয়া বহন,
যে কোনো আশ্রমে ধর্ম্ম করিবে সাধন;
ভেকধারী হইলেই ধর্ম্ম নাহি হয়,
সর্ব্বভূতে সমতাই ধর্ম্ম-পরিচয়। ৮৮।

(মিত্রলাভ, ৮৭, ৮৮ শ্লোক)

৩১। দুই দিনের বন্ধুকে পাইয়া চিরদিনের সখাকে বিস্মৃত হইও না। ধন, জন, জীবন ও যৌবন, কিছুই চিরদিনের সখা নহে; ধর্ম্মই অনন্তকালের সখা (২);—

---

(১) 'সর্ব্বত্র সমদর্শন',—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি।

(২) মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ১৪২ শ্লোক যথা,—

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
[illegible] তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥
বাতাভ্রবিভ্রমমিদং বসুধাধিপত্যমাপাতমাত্রমধুরো বিষয়োপভোগঃ।
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুসমা নরাণাং ধর্ম্মঃ সখা পরমহো পরলোকযানে॥

অনুবাদ,—

একমাত্র ধর্ম্মই কেবল বন্ধু জন,
যে হয় সঙ্গের সাথী হ'লেও মরণ;
আর দেখ! যাহা কিছু আছে এ ধরায়,
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সব লয় পায়।
বায়ুবেগে বিতাড়িত বারিদ যেমন,
বসুধার এ ঐশ্বর্য্য অস্থির তেমন;
উপভোগে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ হয়,
কিন্তু পরিণামে তাহা হয় বিষময়;
তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
পরলোকে সহচর ধর্ম্মই কেবল।

(মিত্রলাভ, ৬৭; সন্ধি, ১৩৪ শ্লোক)

প্রশ্ন। "কো ধর্ম্মঃ"?—ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

উত্তর। "ভূতদয়া"—সর্ব্বভূতে দয়া। (১)

এক: প্রজায়তে জন্তুরেকএব হি লীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকএব চ দুষ্কৃতম্॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্"॥

(১) কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ।
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ॥
সেই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে যদি দয়া রয়,
সেই সুখ, যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয়;
সেই স্নেহ, সর্ব্বজীবে সমান প্রণয়,
সেই ত পাণ্ডিত্য, হিতাহিতের নির্ণয়।

হিতোপদেশে এইরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। বিষ্ণুশর্ম্মা এই সকল উপদেশ এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে সঙ্কলন করিয়াছেন যে ইহার প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রার পথদর্শক হইতে পারে। যেটি দেখি, সেইটিই তুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হয়। যিনি হিতোপদেশের আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তিনিই এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় হিতোপদেশের ন্যায় উপদেশ-শাস্ত্রের যে কিরূপ উপযোগিতা, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব ?। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও ঐ সকল প্রাচীন উপদেশ, যিনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে নীতি ও যে সমাজ আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, একমাত্র ধর্ম্মই তাহার মূল; অর্থ ও কাম সেই ধর্ম্ম-মূলেই সংস্থাপিত, এজন্য ধর্ম্মেরই সহায়। কিন্তু আমরা ঠিক্ তাহার বিপরীত করিয়াছি। ধর্ম্মকে মূল না করিয়া কামকেই মূল করিয়াছি, এবং ধর্ম্ম অর্থ সকলি সেই কাম-মূলে স্থাপন করিয়াছি। সুতরাং, আমাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম না হইয়া, ধর্ম্মের ভানমাত্র বা কামের সহায়, এবং আমাদের অর্থ, অর্থ না হইয়া, অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা কূল ছাড়িয়া অকূলে পড়িয়াছি, পথ ছাড়িয়া অপথে চলিয়াছি (১)। একমাত্র মূল ছাড়িয়াই আমরা নির্ম্মূল হইতেছি। অতএব, আমাদের এ দুর্দ্দশা স্বকৃত

(১) আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

অনুবাদ,—

অনর্থের পথ হয় ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম,
সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয়সংযম;
এই দুই পথ তুমি জানিয়া নিশ্চয়,
[illegible]ই পথে চল। যাহে ইষ্টলাভ হয়।

(মিত্রলাভ, ২৯ শ্লোক।

পাপেরই ফল (১)। ইহার জন্য দৈব দোষী নহেন (২)। পূর্ব্ব-পুরুষগণের উপদেশবাক্য ও নিজের দুর্গতির বিষয় একবার চিন্তা করিলে, বোধ হয়, অতি বড় পাষণ্ডকেও অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। হায়! সমাজ যদি পূর্ব্বপুরুষগণের মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া চলিত, তবে আজি, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণ-হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণ মহাপাতকের কথা শুনিতে হইত না। সুহৃদ্ভেদে সমাজ উচ্ছিন্ন হইত না। বিগ্রহের অনলে এ স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হইত না। এত অল্প আয়ু, এত অল্প ভোগ, এত অধিক রোগ ও এত অধিক শোক পাইতে হইত না।

হিতোপদেশের উপদেশ এই যে,—এ জগতে সকলেই মিত্র-লাভ কর। যদি না বুঝিয়া সুহৃদ্ভেদে ছিন্নভিন্ন হইয়া থাক, পুনরায় সন্ধি অর্থাৎ সদ্ভাব স্থাপন কর, অবশ্যই শক্তি ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

"সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু"। ইতি।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

---

(১) রোগশোকপরীতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥

অনুবাদ,—

রোগ, শোক, বন্ধন, ব্যসন, পরিতাপ,
এ সব প্রসবে নিজ দুষ্কৃত-পাদপ।

(মিত্রলাভ, ৪২ শ্লোক)।

(২) বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষাংস্তু নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ॥

অনুবাদ,—

বিপাকে পড়িয়া মূঢ় দৈব নিন্দা করে,
আপনার কর্ম্মদোষ বুঝিতে না পারে।

(সন্ধি, ৬ শ্লোক)।

হিতোপদেশ।

মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির সহিত প্রকাশিত। বঙ্গদেশের সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত। মুদ্রাঙ্কনকার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত। রয়াল ৮ পেজি ফরমার প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।——মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

১। মূল সংস্কৃত।

ভারতবর্ষ ও ইউরোপে প্রচলিত বিবিধ পুস্তকের সহিত মিলাইয়া সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ পাঠ মূলে প্রদান করিয়াছি। কবিতাগুলির মধ্যে যে সকল অশুদ্ধ পাঠ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছিল, সে সকলের মূলানুসন্ধান পূর্ব্বক যথাসাধ্য সংশোধন করিয়াছি।

২। বাঙ্গালা অনুবাদ।

প্রতি পৃষ্ঠায় মূলের নিম্নে গদ্যের অনুবাদ গদ্যে এবং পদ্যের অনুবাদ পদ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদ যতদূর সরল ও অবিকল হইতে পারে, তাহা করিয়াছি।

৩। বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রভৃতি।

সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণরূপে সুগম করিবার জন্য, অনুবাদের নিম্নে প্রয়োজনমত অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রমাণ প্রয়োগ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ভূমিকা।

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তা বিষ্ণুশর্ম্মার বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা ভূমিকায় সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত, ইহার সার সার নীতিগুলিও ভূমিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। নির্ঘণ্ট।

প্রথম নির্ঘণ্টে সমস্ত গল্পের সংখ্যা ও সে সকলের পত্রাঙ্ক যথাক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় নির্ঘণ্টে হিতোপদেশের সমস্ত নীতির একটি সুবিস্তৃত তালিকা ও সে সকলের পত্রাঙ্ক এরূপে প্রদত্ত হইয়াছে যে, ঐ তালিকা দৃষ্টে পাঠকগণ আবশ্যকমত নীতি ও তাহার প্রমাণ প্রয়োগাদি ক্ষণমধ্যেই বাহির করিতে পারিবেন।

৬। পরিশিষ্ট।

বিষ্ণুশর্ম্মা, যে যে মূল হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যেরূপ আকারে নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহা সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূলানুসন্ধান ও বিবিধ পাঠের সমালোচনা পরিশিষ্টের উদ্দেশ্য।

চাণক্যশ্লোক।

পরিশুদ্ধ মূল, বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা, এবং মূলানুসন্ধান, প্রমাণ, প্রয়োগ ও পাঠান্তর প্রভৃতির সহিত প্রকাশিত। চাণক্যের জীবনচরিত-সম্বলিত। বাঙ্গালা অক্ষরে অতি উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটিরূপে মুদ্রিত।

মূল্য ।০ চারি আনা।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

জে, এন্, বানর্জি এণ্ড্ সন্, ১১৯নং ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড্, প্রকাশকের নিকট, এবং কলিকাতায় প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে বিক্রয় হয়।

প্রকাশক,—

জে, এন্, বানর্জি এণ্ড সন্,

নং ১১৯, ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৮ সংখ্যা | পৌষ ১২৯৫—জানুয়ারি ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—মার্কুইস অব লান্সডাউন সস্ত্রীক গত ৩রা ডিসেম্বর বোম্বাই এবং ৮ই, ডিসেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১০ই ডিসেম্বর লর্ড ডফারিণের হস্ত হইতে তিনি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, লেডী লান্সডাউন লেডী ডফারিণের অনুষ্ঠিত দেশহিতকর কার্য্য সকলের উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নশীল হইবেন। আমরা লর্ড ও লেডী লাণ্ডসডনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি এবং তাঁহারা ভারতের হিতব্রতসাধন করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হউন, জগদীশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিতেছি।

গবর্ণমেণ্ট হাউসে স্ত্রী সভা—এ কি নূতন ব্যাপার, প্রায় সাত শত হিন্দুরমণী ৪ সহস্র দেশীয় মহিলার স্বাক্ষরিত অভিনন্দন পত্র লইয়া গত ৪ঠা ডিসেম্বর অপরাহ্নে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে উপস্থিত হন, ইহাঁদের মধ্যে কতকগুলি অন্তঃপুরিকাও ছিলেন। লাট ভবনের কোন পুরুষ সে সময় বাহির হইতে পারেন নাই। লেডী ডফারিণের দুইটী কন্যা ও কতকগুলি সম্ভ্রান্তা বিবী সমাগত মহিলাগণের অভ্যর্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের যে প্রকোষ্ঠে রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেইখানে স্ত্রীলোকদিগের সভা হয়। ৫টার সময় লেডী ডফারিণ উপস্থিত হইলে ছোট লাটের

পত্নী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন এবং লেডী ডফারিণ যথোচিত শিষ্টতার সহিত তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন। ধন্য লেডী ডফারিণ, রাজ প্রতিনিধি পত্নীর প্রথম আদর্শ তিনিই দেখাইলেন।

লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল—গত ৫ই ডিসেম্বর বৈকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর পূর্ব্ব একখণ্ড প্রশস্ত ভূমিতে অতি সমারোহে এই হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে কমিটীর সম্পাদক কটন সাহেব রিপোর্ট পাঠ করেন, তৎপরে ছোট লাট লেডী ডফারিণকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিলে, তিনি সুবর্ণ কর্ণিক হস্তে লইয়া ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে লর্ড ডফারিণ একটী বক্তৃতা করিলে, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও নবাব আব্দুল লতিফ লর্ড ও লেডী ডফারিণকে ধন্যবাদ দিয়া কার্য্য শেষ করেন। হাঁসপাতাল গৃহের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবে।

মাইকেল মধুসূদন সমাধিস্তম্ভ—গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সমাধিক্ষেত্রে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এই সুন্দর স্তম্ভ সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন। মাইকেলের যুবক পুত্র কবরোপরি প্রথম পুষ্পার্ঘ্য স্থাপন করেন, পরে সমাগত বন্ধুগণ তাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করেন। তৎপরে সুবক্তা বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সময়োচিত বক্তৃতা করেন। প্রথম ও শেষে এক একটী সঙ্গীত হয়। কবিবরের ভ্রাতুস্পুত্রীর রচিত "উচ্ছ্বাস" নামক একটী কবিতা এই উপলক্ষে বিতরিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) কুমারী রত্নবাই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

(২) লাহোর মেডিকাল কলেজে ছাত্রসংখ্যা ২৬৫, ইহার মধ্যে ছাত্রী ২০টী। পারিতোষিক বিতরণে একটী ছাত্রীই সর্ব্বপ্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩) বেথুন স্কুলের ছাত্রী-আশ্রমে বরাবর ১২।১৩টী ছাত্রী ছিল, এ বৎসর ২৩।২৪টি দাঁড়াইয়াছে, আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা। একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা স্থির হইয়াছে।

(৪) বরাহনগরে মহিলাশ্রমে ১৬।১৭টী মহিলা শিক্ষালাভ করিতেছেন।

সখী-সমিতি—ইহাঁরা ধীরভাবে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেছি। আগামী বড় দিনের সময় বেথুন স্কুলের বাটীতে ইহাঁদের এক সখের বাজার হইবে। অন্তঃপুরিকা মহিলাদিগকে একত্র সম্মিলিত করা ও তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীসমাজের উন্নতির সহায়তা করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্ত্রীলোকের কার্য্যদক্ষতা—আমেরিকায় এক ট্রাম কোম্পানির কার্য্যে সমূহ ক্ষতি হইতেছিল, মেরী দাউ নাম্নী জনৈক বিবির তত্ত্বাবধানে কোম্পানি এখানে বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছে।

ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল—মান্দ্রাজের গবর্ণর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নেল্লোরের মেয়ে হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, ইহার নাম ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল হইয়াছে।

স্ত্রীহত্যার ফাঁসা—গুরু বোধ ভট্টাচার্য্য তাহার বালিকা স্ত্রীর হত্যার জন্য ফাঁসী দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। জুরীরা সকলে একবাক্যে তাহাকে অপরাধী বলিয়া রায় দিয়াছেন!!

বিমাতা।

ভারতবাসী আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম সোপানে পৌঁছিয়াছিলেন। ইহাঁর আহ্নিক কার্য্যকলাপে, এমন কি অশনে পানে, শয়নে স্বপনে, আধ্যাত্মিকতার পরিচয় ভূয়োভূয়ঃ পাওয়া যায়। প্রাচীনেরা স্থির করিয়াছেন যে জননী জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী। মহা তীর্থ পরিভ্রমণ কর, মহা দান ধ্যান ও পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, ইহাঁদিগের মতে একবার এ সমস্ত পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের পর জননীর পদ পঙ্কজ ও সর্ব্বতীর্থসার জন্মভূমি দর্শন না করিলে কোনও ফল হয় না। সংসারের মধ্যে মাতা যদি এরূপ দুর্লভ পদার্থ, বিমাতা যে তাঁহার স্থলাভিষিক্তা হইয়া ঘৃণনীয়া ও বিরাগপাত্রী হইবেন, তাহা কোনও মতে সম্ভবপর নহে। ইনিও তাঁহার তুল্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী। সন্তানগণের সর্ব্বতোভাবে উচিত ইহাঁরও মনস্তুষ্টি ও সেবার দিকে অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখা। কিন্তু একটী কথা আছে। অন্তরের টান না থাকিলে এবম্বিধ চেষ্টা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। বালুকাময় ভূমিতে যেরূপ গৃহ-ভিত্তি সংস্থাপিত হইলে স্থায়ী হয় না, সেইরূপ আন্তরিক ভালবাসা না থাকিলে সে ভাল বাসিবার চেষ্টা কখনও সূক্ষ্ম পরীক্ষায় রক্ষা পায় না। আবার আন্তরিক ভালবাসা উভয়তঃ না থাকিলে সুফলপ্রদ হয় না। "তুমি আমার ত, আমি তোমার" এটী বড় ঠিক কথা, ইহার মূলে মহামূল্য সত্য নিহিত আছে। সন্তান চেষ্টা করিতে লাগিল যে কায়মনোবাক্যে বিমাতার সেবায় যাবজ্জীবন রত থাকিবেন। কিন্তু বিমাতা স্বার্থপরায়ণা হইয়া সন্তানের মঙ্গলের প্রতি বীতরাগ। এ অবস্থায় কি আশা করা যাইতে পারে? কিছুই নয়? বরং অমঙ্গল। বিমাতারও

উচিত যাহাতে তিনি, মৌখিক নয়, বিশুদ্ধ, পবিত্র অন্তরের ভালবাসায় সন্তানের স্নেহ আকৃষ্ট করিয়া সপত্নীক সন্তানের ভালবাসা—অকৃত্রিম ভালবাসা রূপ কঠোর ব্রতে ব্রতিনী থাকিতে সাধ্যমত প্রয়াস পান। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সুশিক্ষা ও সৎ সংসর্গ ভিন্ন হৃদয়ের এরূপ উন্নত ভাব কুত্রাপি হইতে পারে না। এস্থলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, আমাদিগের সাংসারিক বন্ধন অবিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষণ করিবার জন্য স্ত্রী-শিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণ সমীপে সম্যক্‌রূপে বিবৃত করিতে আমরা অসমর্থ রহিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ কখনও ইহা ভাবিবেন না যে, আমরা কেবল মাত্র বিদ্যাশিক্ষার পক্ষপাতী। যদ্যপি একান্ত ভাবেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভুল! কারণ, আমরা অষ্ট প্রহর দেখিতেছি যে, অনেকে সাক্ষরা হইয়াও বিশেষ উৎপাত ও অনিষ্টের হেতু স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কি পুরুষ কি স্ত্রী আমাদিগের সকলের সম্বন্ধ নির্ণয় করা প্রধানতঃ শিক্ষণীয়। রাজাতে প্রজাতে কি সম্বন্ধ, স্বামী ও স্ত্রীতে কি সম্বন্ধ, পিতা মাতা ও সন্তানে কি সম্বন্ধ এবং সর্ব্বশেষ কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আত্মীয় পরিজন ও সমাজের সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ আর কিরূপেই বা এই সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হয়। এই গুরুতর সম্বন্ধ বিচারটা আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয়া বামাগণ আদৌ লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহারা পারিবারিক সম্বন্ধ বিচার করিতে পিত্রালয়ে শ্বশুরালয়ে শিক্ষা পাইতেন, শিক্ষা পাইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। একান্নবর্ত্তিতা কিয়ৎ পরিমাণে দূষণীয় হইলেও ইহার একটী মহদ্‌গুণ আছে। ইহার দ্বারা এক পরিবারের সকলে 'অলঙ্ঘ্য একতা অভ্যাস করিতে পায়। অপরিপক্বমতি বধূগণ ও যুবকগণ কি প্রকারে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা শিখিতে হয়, ইহাতে তাহার যথেষ্ট সুযোগ পান, কেন না বিবিধ প্রকৃতির লোকসমূহ একত্রে বাস করিতে গেলে অনেক বিরোধী ভাবের উৎপত্তির সম্ভাবনা। এই ভাবের সামঞ্জস্য করিয়া চলা বড় সহজ নহে। ইহা অভ্যাস করিতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। একজন কলহপ্রিয়, দুর্মুখ ও দুশ্চরিত্র লোককে লইয়া ঘর করিতে কত সহ্য করিতে হয় তাহা, যাঁহার দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সুন্দররূপে অনুভব করিতে সমর্থ হন না। মন্দলোক হইতে পর সুদূরে থাকিতে পারে, কিন্তু একান্নবর্ত্তিগণ কখনও পারেন না। সে কালের কথা যাউক, এখনও

অনেক ভদ্র পরিবারের প্রৌঢ়গণ—এমন কি শাশুড়ীও ইচ্ছা করিয়া নববধূকে বহু প্রকার কষ্ট দিয়া থাকে। তবে যে বাড়ীতে বিমাতা কর্ত্রী, সেখানে সপত্নীক পুত্র বা তাহার ভার্য্যা নিগৃহীত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

নীতিগর্ভ রামায়ণে রামের পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, কৈকেয়ীর চরিত্র সেইরূপে যারপরনাই ঘৃণনীয় করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহাহইতে নীতিশিক্ষা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া সহসা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বিমাতা যেমনই গুণবতী হউন না কেন সপত্নীক সন্তানের প্রতি তিনি কখনও সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না, প্রত্যুত অনুক্ষণ তাহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখেন ও তাহার অমঙ্গল কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন। ইহাতে যে সমাজের কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এস্থলে পুনরুল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সত্য এমন অনেক বিমাতা আছেন, যাঁহারা দেবপ্রকৃতি এবং সপত্নীকে সহোদরা ভগিনী ও সপত্নী পুত্রকে গর্ভস্থ সন্তাননির্ব্বিশেষে মমতা করেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিমাতা কালসর্পিণীরূপে সপত্নীক সন্তানের বুকে যাবজ্জীবন দংশন করিতে থাকেন। ইহাতে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, মানবজাতি দুর্ব্বলতায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীজাতিতে আরও দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহাতে আবার ভারত রমণীর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা নাই; সুতরাং মূর্খা দুর্ব্বলা নারী হইতে অধিক বিবেচনা ও মঙ্গলের কাজ কি আশা করা যাইতে পারে? কখনই নয়। এরূপ স্থলে সন্তানাদি বর্ত্তমানে পুনঃ দার পরিগ্রহ করা বিড়ম্বনা মাত্র। জানিয়া শুনিয়া স্বগৃহে কাল ভুজঙ্গনী আনয়ন করা অনেকস্থলে তাহার দংশনে আপনি বিষে জরিয়া মরিবার এবং পুত্র কন্যাগণকে যাবজ্জীবন জর্জ্জরীভূত করিয়া অবশেষে মারিয়া ফেলিবার জন্য। যে ব্যক্তি পিতা হইয়া এই প্রকার নৃশংস কার্য্য করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। যে আপনার আত্মজ ও আত্মজার ভাবী সুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপনার সুখকেই সর্ব্বস্ব মনে করে, আমরা নির্ভীকচিত্তে বলিতে পারি, সে ব্যক্তি মনুষ্য নহে—পশু। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, পুত্রের জন্য ভার্য্যা, কেননা পুত নামক নরক হইতে পিণ্ডদানে সে রক্ষা করিবে। হিন্দু পিতা কি মনে করিতে পারেন না, নরকত্রাতা সেই পুত্ররত্ন যখন সৌভাগ্যক্রমে পাইলাম, তবে আর পুনঃ দার পরিগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন? অপিচ ভারতবর্ষের কথা সুদূরে থাকুক, এই বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইতেছে ও আরও হইবে। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়ের অমঙ্গল,বিশেষতঃ গরিবপ্রজার। এ অবস্থায় উপনিবেশ বা বিবাহের পথ সঙ্কীর্ণ করা ভিন্ন বাঙ্গালীর উপায়ান্তর নাই। উপনিবেশ আমাদিগের তত সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা গৃহপ্রিয় অর্থাৎ 'ঘরমুখো'—মহা অন্ন বস্ত্রের কষ্ট সত্ত্বেও স্বদেশে বাস করিতে ভাল বাসি, সুতরাং জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে একবারে গিয়া বাস করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিবেচনাপূর্ব্বক বিবাহ করা ব্যতীত আমাদিগের আর গতি নাই। আর্য্যগণ যে সময়ে পুত্রের নিমিত্ত স্ত্রী এই বিধি প্রকটিত করেন, তৎকালে উহার আবশ্যকতা ছিল। তখন দস্যু প্রভৃতি দুরন্ত অনার্য্যদিগের ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন; তাঁহাদিগের সংখ্যা এত অধিক ছিল না যে, তাঁহারা অনায়াসে সমবেত হইয়া বৈর-নির্য্যাতনে পারগ হন। উল্লিখিত বিধি দিয়া আপনাদিগের মধ্যে বিবাহে প্রবৃত্তি বিধান করাইতে সচেষ্ট থাকিতেন। এখন সে সময় নয়; সুতরাং উক্ত বিধিও প্রযুক্ত হইতে পারে না। সন্তানাদি বর্ত্তমানে পুনর্ব্বার বিবাহ করা কত অনর্থের মূল, তাহা নিম্নলিখিত প্রকৃত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

এই মহানগরী কলিকাতার নিকট-কোন এক গ্রামে এক ঘর গৃহস্থ ছিল। কর্ত্তার প্রথম পরিবার পুত্র কন্যায় গুটি কত সন্তান রাখিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। যেরূপ হইয়া থাকে অচিরে দ্বিতীয় পরিবারের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। বিবাহ দিয়া কন্যাটির হস্ত এড়াইলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেও কিছু দিন পরে বিধবা হইল। বিধবা কন্যাকে যেরূপ দেখা শুনা আবশ্যক, তাহার কিছুই করেন না। পূর্ব্ব স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রদিগকে যেরূপ লালনপালন ও শিক্ষা দান করা উচিত,তাহা কিছুই করিলেন না। দ্বিতীয়া স্ত্রী যাহা বলেন, তাহা শিরোধার্য্য। কৈকেয়ী কখন রামের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন কি? এই বিমাতা ও স্বীয় সপত্নীক পুত্রগণের প্রতি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সন্তানদিগের ক্রমশঃ দুরবস্থা হইতে লাগিল। বিশেষ বাহাদুরীর বিষয় (বাহাদুরী বলুন আর যাই বলুন) "যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙ্গ দাঁতের গোড়া।" এই প্রবচনের সার্থকতা দিন দিন সম্পাদিত হইতে লাগিল। যিনি (সপত্নীকপুত্র) ভরণ পোষণ করেন, তাঁহারই অনিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি সামান্য পৈত্রিক তৈজসাদি হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। লোকে একটী পুত্রের কামনা করিয়া থাকে, বিকায়

প্রভু পিতা পুত্রের মৃত্যু কামনা করিতে রহিলেন। পুত্রের অসুখ, একবার ভুল ক্রমে জিজ্ঞাসা করেন না যে সে কেমন আছে, কিন্তু তাঁহার একটী ফুস্‌কুড়ি হইলে ছেলে না জিজ্ঞাসা করিলে বড় রাগ। বুঝিবার ভ্রম! তুমি আমার ত আমি তোমার। তুমি আমার নও, আমি কি কখনও চেষ্টা করিয়াও তোমার হইতে পারিব, কখনই নয়। যে পারে সে মনুষ্য নহে—দেবতা। এক্ষণে পুত্রকে পথে বসাইবার জন্য পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ইহা অপেক্ষা অধিকতর নির্ঘৃণ ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কাহার এমন হৃদয় আছে, যে ইহা পাঠে মর্ম্মাহত না হয়? এবম্বিধ ঘটনায় কে বিপত্নীককে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের পরামর্শ দিয়া মহা পাপে পতিত হইবেন?

ইন্দ্রদ্যুম্নদুর্গ।

বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত অতি পবিত্র, প্রাচীন ও প্রশস্ত স্থান। ইহা একদিকে নিবিড় অরণ্যপূর্ণ, ভয়াল শ্বাপদ ও সর্প সমাচ্ছন্ন বলিয়া যেমন আশঙ্কার আলয়, আর একদিকে ইহা দেবদুর্লভ বনলতা, রমণীয় প্রসূনপুঞ্জ, স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ুর হিল্লোল, মুনিদিগের আশ্রম প্রভৃতির জন্য তেমনি পবিত্রতা, ভক্তি ও আরামের জিনিষ। ইহা অপূর্ব্ব শোভার আকর; অপূর্ব্ব বিস্ময়, কৌতুক, আশঙ্কা ও আনন্দের উৎস। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর মৃজাপুর ষ্টেশন হইতে প্রকৃত বিন্ধ্যাচল আরম্ভ; লুপ ও কর্ড লাইন মধ্যে যে সকল পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উহার শাখা ও প্রশাখা মাত্র। এই শাখা প্রশাখা সমূহ বহু অংশে বিভক্ত, তন্মধ্যে একটি অংশের নাম চম্পক কানন। মুঙ্গের জেলার অন্তঃপাতী (সুবে বেহারের সীমাভুক্ত) গিধোড়, খয়রা, লছুয়াড়া, নওয়াডী, জামুই প্রভৃতি স্থান এই চম্পক কাননের মধ্যবর্ত্তী। ইহার চারি পার্শ্ব বিন্ধ্যাচল শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; যেন একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্য পর্ব্বত মালার অভ্যন্তরে নীরবে ও নিরাপদে অবস্থান করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। জামুই নগর হইতে প্রায় এক ক্রোশ পথ অন্তরে সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রদ্যুম্ন গড়, ইহা এক অপূর্ব্ব পদার্থ। এই প্রাচীন দুর্গ ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াও আজি পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির শিল্পচাতুরী, সমরকৌশল এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা গুণের ভূরি ভূরি অকাট্য নিদর্শন প্রদান করিতেছে। এই প্রস্তাবটি ঐ দুর্গের শীর্ষদেশে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং স্থানটির কোনও অংশ বিবৃত করিতে আমরা বিস্মৃত হই নাই।

সম্মুখে গিধোড় রাজধানী, পার্শ্বে খয়রা নামক ক্ষত্রিয় রাজ্য এবং আর একদিকে জামুই, ইহার মধ্যদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন দুর্গ; জামুইমাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে একটি সুদৃঢ় ও মনোহর রাজবর্ত্ম এই দুর্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। আমরা সম্প্রতি ঐ দুর্গে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। ইহা অতীব প্রাচীন ও অতীব সুদৃঢ়। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা এখানে এক সময়ে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার বংশাবলী বা বিশেষ পরিচয় আমরা পাই নাই। বৃদ্ধদের মুখে শুনিলাম, ভাগলপুর জেলার খড়্গপুর বা খড়কপুর গ্রামে উহার বংশ আছে। ইহা জন প্রবাদ মাত্র, কেহ কখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়াত বোধ হয় না। ঐ বংশ জাতিতে যে ক্ষত্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মহাভারত বা পুরাণোক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত প্রস্তাবোক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের যে সম্পর্ক নাই তাহাও ঠিক; একথা ভৌগলিক জেনেরল কনিংহাম সাহেব এক প্রকার অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। সাহেবের এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; গড়ের গাঁথুনী দেখিলে উহাকে দ্বাপরের শেষভাগের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সমসাময়িক বলিয়াই বোধ হয় না; তদপেক্ষা ইহা আধুনিক। যতদিন পর্য্যন্ত এই মতের বিরুদ্ধে আমরা প্রবলতর যুক্তি প্রাপ্ত না হইব, ততদিন এই মতেরই পোষকতা করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি।

গড়ের দ্বারে উক্ত রাজার প্রতিষ্ঠিত মহাদেব দেখিতে পাওয়া যায়। মহাদেবের নিকটে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত কালভৈরব মূর্ত্তি নয়ন পথে পতিত হয়। এই প্রকার প্রস্তর মূর্ত্তি আমরা গিধোড় পাহাড়ে দেখিয়াছি। মহাদেব মূর্ত্তি একটি উচ্চ মৃণ্ময় বেদীর উপরে স্থাপিত। তথা হইতে প্রায় ৫০ হস্ত দূরে গড়ের প্রাচীর আরম্ভ। প্রায় এক মাইল পথ বেষ্টন করিয়া এই প্রাচীর বিদ্যামান আছে, সর্ব্বশুদ্ধ ২০ সহস্র সৈন্য এই গড়ে থাকিতে পারে। প্রথমে প্রস্তর, তদনন্তর ইষ্টক, তাহার পরে মৃত্তিকা দিয়া এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তোপের দ্বারা সহজে উহা বিদীর্ণ করা যায় না। এই প্রাচীরের ভিতরে আবার একটী প্রাচীর আছে, তাহাতে রাজকোষ থাকিত। তাহার পরে মন্ত্রীদের নিবাস, তদনন্তর একটী বৃহৎ সরোবর (এখনও বিদ্যমান), ইহার কিছু দূরে রাজার দরবার গৃহ ও বৈঠকখানা। এই স্থান হইতে ১৫ হস্ত দূরে একটী অত্যুচ্চ "টিলা" দেখিতে পাইবেন। ঐ টিলার উপরে রাজা ও রাণী বাস করিতেন। উহা ইষ্টকনির্ম্মিত, সুদৃঢ়, প্রশস্ত, রমণীয় কুঞ্জপূর্ণ এবং অতিশয় উচ্চ। জেনেরল কনিংহাম সাহেব, কয়েক বৎসর হইল, গিধোড় মহারাজার অনুমতি লইয়া ঐ টিলার উপর হইতে

নীচে পর্য্যন্ত খাদ করাইয়াছিলেন। শুনা যায়, কয়েকটা স্বর্ণইষ্টক পাওয়া গিয়াছিল। নীচে এক ভয়ানক গহ্বর হইয়া গিয়াছে। টিলার উপরে দাঁড়াইলে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে; বড় বড় পাহাড়গুলিকে নীল নভোমণ্ডলের কোলে ঘন কাল মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল পাহাড় যেমন সাধুদিগের আবাস, সেইরূপ ভয়াল শ্বাপদদিগের বাসভূমি। সর্ব্বত্রই নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ।

গড়ের ইষ্টকসমূহ এত বড় যে, সেরূপ ইট এখন আর দেখা যায় না। পুরাকালে ইটের আকার এইরূপই বড় ছিল। দুর্গের ভিতর এখন গ্রাম বসিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে ইক্ষু, যব, গোধূম ও ধান্যের চাষ হয়। পুকুরে বড় বড় কুম্ভীর দেখা যায়, এবং গড়ের ভগ্ন প্রাচীরাদিতে বড় বড় অজগর সর্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে শার্দ্দূলাদিও এখানে প্রাণভয়ে পলাইয়া আইসে। স্থানটী গিধোড় মহারাজার অধিকারভুক্ত। কলিকাতার সন্নিহিত আলিপুর পশুশালায় গিধোড় মহারাজা কর্ত্তৃক উপহার-প্রদত্ত যে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই গড়েই ধৃত হইয়াছিল। এই ব্যাঘ্র ধরিতে দুই সহস্র টাকা ব্যয় পড়ে এবং এক বৎসরে ইহা প্রায় দেড়শত জীবের প্রাণ সংহার করে। ইহার উপদ্রবে মধ্য বেহার রাজ্য বর্ষাধিককাল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

গড়ের মধ্যস্থ টিলার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিক্ দৃষ্টি করিলে অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ হয়, ধনীর ধনগর্ব্ব খর্ব্ব হয়, প্রবলের বলগৌরব দমিয়া যায়। হায়! কোথা সেই প্রবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন, আর কোথায় তাঁহার প্রবল পরাক্রম! কালে সকলই বিলয় পায়। এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিলে সংসারের নশ্বরতা ও অনিত্যতা হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া পড়ে, ভগবানের দিকে মন স্বতঃই প্রধাবিত হয়।

প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও তাহার উন্নতির উপায়।*

আমরা প্রাচীন গৃহ কার্য্য প্রণালীতে প্রাচীনাগণের এবং নূতন গৃহ কার্য্য প্রণালীতে নব্যাগণের নামোল্লেখ করিব। প্রাচীন গৃহকার্য্যের মধ্যে রান্না বড় আদরের কাজ ছিল, ইহাতে প্রাচীনাগণের বিন্দুমাত্র আলস্য বা ঔদাস্য ছিলনা

*যশোহর বিদ্যানন্দকাটীর শ্রীমতী কুমুদিনী রায় লিখিত। পারিতোষিক রচনার এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে পুরস্কৃত হইয়াছে। বা, বো, স।

(এই প্রবন্ধ আমরা কেবল হিন্দু সমাজ লক্ষ্য করিয়া লিখিব। অবশ্য ইহাতে অতি প্রাচীন কালের কথা উল্লিখিত হইবেনা।) ভোরে উঠিয়া পিঁড়ি, ঝাঁটা, ঘর ধৌত করা, বালক বালিকাদের প্রাতের খাদ্য তৈয়ারি করিয়া, তৎপরে তরকারী কুটিয়া স্নানান্তে রন্ধই করিয়া আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজন করান প্রাচীনাদিগের স্বতঃসিদ্ধ কার্য্য ছিল। তদ্ব্যতীত অবস্থাভেদে কোন কোন পল্লী গ্রামে চাউল কাঁড়া, জল তোলা কার্য্যও গৃহিণীকে করিতে হইত। প্রদীপ জলে ভিজান, তাহা পরিষ্কার করা, সলিতা প্রস্তুত, ঘর দরজা ঝাঁটদিয়া পরিষ্কার করা, গাভীকে ভাত খাওয়ান, বিছানা পাতা, সন্ধ্যার প্রারম্ভে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতি-ঘরে আলো দেওয়া এবং প্রতিঘরে ধুনার ধোঁয়া দেওয়া শাঁখ বাজান প্রভৃতি কার্য্যও গৃহিণীগণ করিতেন। এক কথায় তাঁহারা গৃহের সমস্ত কাজ স্বহস্তে করি-তেন, তখন অধিক দাস দাসী আবশ্যক ছিল না। ধনী লোকের পক্ষে অন্যরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত দিগের মধ্যে অধিক দাস দাসীর প্রয়ো-জন ছিল না। যাহাহউক যতদূর দেখি-য়াছি আর যতদূর জানি তাহাতে বোধ হয় যে এই সকল কার্য্যে তাঁহাদের বিন্দু-মাত্র আলস্য বা বিরক্তি ছিল না। তাঁহারা অনেকে লেখা পড়া জানিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা গৃহ কার্য্যে অতি সুনিপুণা ছিলেন এবং শিশুপালনেও নিতান্ত অনভিজ্ঞা ছিলেন না। প্রাচীনা-গণ অভাবের সংসারে নিজের সাধ্যমত অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এমনি কুসং-স্কারের বশীভূতা ছিলেন, যে কর্ত্তব্য কাজ-কেও অবহেলা করিতেন। বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবেযে আমাদের সূতিকাগার নির্ম্মাণপ্রণালী প্রাচীনা-গণের কুসংস্কারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আধুনিক গৃহকার্য্যপ্রণালীর কথা আর কি বলিব? নব্যাগৃহিণীগণ গৃহ-কার্য্য নিজের কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করেন না তা- আর কিসের প্রণালী বলিব? অনেকেই এখন স্বামী বা অন্য আত্মীয়ের চাকরী স্থলে বাস করেন এবং দাস দাসীও রন্ধয়ের দ্বারাই সমস্ত গৃহ কার্য্য চলে। তবে অনেক নব্যাগৃহিণী টাকাকড়ি গুলা নিজ হাতে করিয়া খরচ করিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু তাহারও কি সদ্ব্যবহার করিতে জানেন? নিজের গহনা ও কাপড়ের জন্য অনেক সময় ভাবিতে হয়। আপ-নাদের সংসারে অন্যান্য অভাব থাকি-লেও ইহাঁরা অলঙ্কার ও অন্য বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার মনে করেন। আধুনিক নব্যা গৃহিণী-গণের মধ্যে যাঁহারা দুরদৃষ্টক্রমে পল্লীগ্রামে থাকেন এবং সংসার কার্য্য সকল যাহাদের ঘাড়ে পড়ে, তাঁহারা নিতান্ত দুঃখের সহিত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কোনমতে কার্য্য সমাধা করেন।

কিন্তু আধুনিক নব্যাগণের মধ্যে অর্থাৎ যাঁহারা গৃহকার্য্য অকর্ত্তব্য বা মানহানিকর মনে করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন কি যে তাঁহাদের স্বামী মোটা বেতন পাইলেও যে কার্য্য করেন সেই কার্য্যের নাম চাকরী। স্ত্রী যাঁহার অর্থে দাসদাসী খাটাইয়া নিজে পুতলী সাজিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকেন, সেই আত্মীয়কে কত খাটিতে হয়—কত পরিশ্রম করিতে হয়!! তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া, পরের খাটুনি খাটিয়া টাকা আনিবেন আর আমি বসিয়া থাকিয়া সেই টাকার শ্রাদ্ধ করিব এবং আপনার নিজের ঘরের কাজ নিজে করিতে অপমান বোধ করিব ছি! এবৃথাভিমান কেন? শুধু স্ত্রীর দোষ দেই কেন? প্রধানতঃ পুরুষকেই দোষী করিতে ইচ্ছা করে, কারণ তাঁহাদের মধ্যেও এই বৃথা অভিমান দেখা যায়, অর্থাৎ নিজে মজুরী খাটিয়া খান, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর চারিটা রসুয়ে পাঁচটা দাসী দশটা চাকর না থাকিলে মান থাকে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়ের সাহায্য করুন, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া বোধ হয়। কাহারও বেশী থাকিলে তিনি সঞ্চয় করুন, সাধ্যমত দীন দরিদ্রের সাহার্য্য করুন, এ বৃথা টাকা উড়ান কেন? আবার বলি এ দোষ নব্যা গৃহিণীদের নহে, পুরুষের মনঃ সন্তোষের জন্য শিক্ষাবদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় হিন্দু ললনা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই পুরুষেরা যাহাতে সন্তোষে থাকেন, রমণীগণও তাহাই করিতে শিখেন। আমাদের পুরুষেরা এখন পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া হিন্দু সদাচার ভুলিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা এখন ইংরেজ রাজের প্রজা, ইংরেজ একে রাজা, তাহাতে আবার বিদ্বান ও সভ্যজাতি বলিয়া অভিহিত। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বড় লোকের অনুসরণ করিতে ভাল বাসেন, তাই আজ বিলাসী ইংরাজের অনুকরণ করিতে গিয়া, ধর্ম্মভীরু স্বার্থত্যাগী হিন্দু শনৈঃ শনৈঃ বিলাসের দিকে পাদক্ষেপ করিতেছেন, কাজেই নব্যাগণ তদনুসারে বিলাসিনী ও গৃহকার্য্যে অপারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছেন এবং "সঁপেছেন সুকুমার ধাত্রী মা'র করে।" অবশ্যই কোন বাটীতে বা পল্লীতে ইহার অন্যথা হলেও হইতে পারে। এখন গৃহিণীর কর্ত্তব্য কি ও কি করিলে গৃহকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে?

প্রথমতঃ গৃহিণীকে আয় ব্যয় হিসাব রাখিয়া সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। যদি অভাবের সংসার হয়। তবে নিজের চেষ্টা দ্বারা যতদূর অভাব মোচন হইতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য, বাড়ীতে ঘৃত তৈয়ারী, ঘুঁটে তৈয়ারি করিলে এবং লেপ, কাঁথা, গদি, তোষক, জামা, কম্ফর্টর, টুপি, মোটাক্লথ, সেলাই ও পাখা প্রভৃতি বাড়ীতে নিজে

প্রস্তুত করিলে অভাবের সংসারে অনেক উপকারে আইসে। গৃহিণী দ্বারাই গৃহ কার্য্যের উন্নতি, সুতরাং গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা গৃহ কার্য্যের উন্নতির বিষয় বলিতে চেষ্টা করিব। গৃহিণী অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারেন এরূপ অভ্যাস রাখা উচিত; গৃহিণী বলিয়া কেন,মনুষ্য মাত্রকেই পরিশ্রমশীল হওয়া উচিত। ভাড়ার ঘরের ভার গৃহিণী স্বহস্তে রাখিবেন, তাহাতে আবশ্যক জিনিষ আছে কিনা তাহা প্রত্যহ দেখিবেন, অল্প পরিমাণে থাকিলে পুনরানায়ন করিবেন, ভাঁড়ার ঘর প্রত্যহ পরিষ্কার করিবেন, যাহাতে জিনিষের পাত্রগুলি সুশৃঙ্খল থাকে ও পাত্রের মুখ ঢাকা থাকে, তাহা করিবেন। কারণ চাউল ডাউল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদি যেখানে থাকে সেখানে ছুঁচা ইঁদুর তেলাপোকা, পিপীলিকা প্রভৃতি থাকিবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য ভাঁড়ার ঘর প্রত্যহ পরিষ্কার করা ও পাত্রাদির মুখ ঢাকা আবশ্যক। গৃহের কে খাইল কে না খাইল কাহার কিসে খাওয়া ভাল হয় কাহার না হয়, সে সমস্ত গৃহিণীর দ্রষ্টব্য। বালক বালিকাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গৃহিণী তথায় থাকিয়া তাহার দোষ ও অনাবশ্যকতা বুঝাইয়া মিটাইয়া দিবেন, কিন্তু চটিবেন না। গৃহের পালিত পশু পক্ষীদিগের প্রতিও গৃহিণীর দৃষ্টি সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক। গোয়াল ঘর যদি বাটীর ভিতর হয়, তবে গৃহিণী প্রত্যহ গোয়াল ঘরের তত্ত্বাবধান করিবেন, তথায় চোনা সরিবার ও বাতাস খেলিবার উত্তম পথ আছে কিনা—ঘরটা বেশ শুখনা খটখটে হইয়াছে কিনা—গোবর গুলা বাটী হইতে দূরে ফেলা হয় কিনা প্রভাতে গরু বাহির হইলে ঘরখানা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পরিষ্কার করা ও ছাই কিম্বা শুষ্ক ধূলা ছড়াইয়া দেওয়া হয় কিনা—এবং শীতের সময় সাবধানে সাঁজাল দেওয়া হয় কিনা এবং গরু পেট ভরিয়া খায় কিনা গৃহিণী তাহারও তত্ত্বাবধান করিবেন। রন্ধন কার্য্যে পারদর্শিনী হওয়া গৃহিণীর নিতান্ত দরকার। চাকর চাকরাণী থাকিলেও গৃহিণী স্বহস্তে গৃহের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে ক্রটী করিবেন না। সেকালে সিকা বুনার বড় আদর দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর তাহা দেখা যায় না। কিন্তু সিকাও গৃহের আবশ্যক জিনিষ। রসুই ঘরে সিকা টাঙ্গাইয়া উপর্য্যুপরি হাঁড়ি সাজাইয়া তাহাতে রন্ধনের মসলা ও জল খাবার দ্রব্যাদি রাখিলে বেশ সুবিধা হয়। গৃহের বাসনগুলি ও শয্যাগুলি সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত রাখা উচিত। অনেকে শিশু সন্তানকে কাপড়ের তোষক পাতিয়া শয়ন করান, কিন্তু উহাতে ঐ তোষকে শিশুর প্রস্রাবজনিত এমত দুর্গন্ধ হয়, যে সে ঘরে তিষ্ঠান ভার হয়। চামড়ার গদিতে শোয়াইলে এরূপ হয় না, অভাবের পক্ষে

ছোট ছোট কাঁথা ২।৩ খানা ভাঁজিয়া পাতিয়া দিলেও প্রত্যহ জলে ধৌতকরিলে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। এরূপ সুগৃহিণী প্রত্যেক বাড়ীতে থাকিলে গৃহকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর আমাদের সে দিন নাই, এখন আর আমরা অন্নপূর্ণার মত রাঁধুনি হইতে চেষ্টা করি না, দ্রৌপদী সম্রাটপত্নী হইয়াও রন্ধনে সুনিপুণা ছিলেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। চাণক্য পণ্ডিত বলেন, "বসন না থাকে যদি ভূষণ বিফল,, বাস্তবিক গৃহকার্য্য শিক্ষা না করিয়া মেঘনাদ বধ, কাদম্বরী, স্কট, রামায়ণ অধ্যয়ন করা, আমাদের পক্ষে বসনহীন ভূষণের ন্যায়। তা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে আমরা অধ্যয়ন বাদা শিক্ষা প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিন্দা করিতেছি। তবে গৃহকার্য্য শিক্ষা না করিয়া অন্য বিষয় খুব অধিক শিখিলেও আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে।

'লেডী ডফারিণ।'

সাধিলে যে কাজ স্বজাতির তরে,
ভুলিবেনা কেহ যুগ যুগান্তরে।
স্মরিয়ে একথা শত শত নারী—
গাইবে নিয়ত সুযশ তোমারি।
দিয়েছ যে ঋণ 'লেডী ডফারিণ'
শুধিবার নয়, রবে চিরদিন—
আবদ্ধ সে ঋণে অবলাকুল!

কে জানিত আজ অবলার প্রাণ
বাঁচাবার তরে স্বার্থ বলিদান
দিবে গো জননী? ভারত রমণী—
আশীষ করিবে দিবস রজনী!
প্রাতঃস্মরণীয় হবে তব নাম
বিশাল ভারতে মুখে অবিরাম
লইবে সকলে; ভুলিবেনা আর
ঘরে ঘরে পূজা করিবে তোমার,
কৃতাঞ্জলি হয়ে অকপট মুখে!

ভারত মহিলা—অজ্ঞান আঁধারে—
চির নিমগন, ছার দেশাচারে!
প্রসব যাতনা নাহে ঘুচিবার,
কপালের ফের কে ফিরাবে তার!
দয়ার প্রতিমা আসিয়ে ভারতে,
দেখিলা যে দশা কেমনে তাহ'তে
বাঁচে নারীকুল,—ভাবিয়া আকুল
কি হবে উপায়? উৎসাহ অতুল,
সাহসেতে ভর করি অতঃপর
আরম্ভিলা কাজ, পাতি নিরন্তর
সফলযতন; অমূল্য রতন
দিলা অবলারে, তোমার মতন
অবলা বান্ধব কে আছে আর?
যাইবার বেলা দুটিকথা বলি
(বলিবার নাহি জানিছু—সকলি)
ভারত ঈশ্বরী—ভিক্টোরিয়া, যাঁর
দয়াতে পরাস্ত সমস্ত সংসার!

দুহিতার দশা দেখিলে যা তুমি
আপন চোখেতে, গিয়ে মাতৃভূমি
কহিও তাঁহারে, (দুঃখিনীর হয়ে),
ভারত রমণী থাকিবে কি লয়ে ?
নাহি জ্ঞানবল—অজ্ঞান সকল
শত শত নারী, জনম বিফল !
ঘোর অমানিশি—অজ্ঞান আঁধার
হিমালয় হতে কুমারিকা পার !
ঘুচাও বিতরি জ্ঞানের আলো।

গুল ও বাহার।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্লাইবের নানাবিধ অন্যায় ও অসঙ্গত প্রস্তাবে নিতান্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নবাব মীরকাসিম আলি খাঁ মুর্শীদাবাদ পরিত্যাগ করতঃ মুঙ্গের নগরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। গঙ্গাতটে সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত প্রস্তরময় দুর্গে সসৈন্যে নবাব সাহেব অবস্থান করিতেছেন। সঙ্গে অমাত্য ও সদস্যবর্গ, সৈন্য সামন্ত, দাস দাসী. পারিষদ, মৌলবী ও হাফেজ, বাদ্যকর গায়ক, নায়ক নৃতকী, এবং বহুসংখ্যক পরিচারক ও পরিচারিকা আসিয়াছেন, কিন্তু অন্তঃপুর মধ্যে কোনও স্ত্রীলোকের পদার্পণ হয় নাই। নবাব সাহেব তিনবার বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু কোনও বেগমই জীবিতা নাই, ক্রমে ক্রমে সকল গুলিই অকালে কাল কবলে পতিত হইয়াছেন। শেষবারের বিবাহিতা স্ত্রীর দুইটি অপত্য ছিল, তদ্ভিন্ন আর কোন ও স্ত্রী কোনও অপত্য রাখিয়া যান নাই। উপ্রোক্ত অপত্যদ্বয়ের মধ্যে একটি বালক আর একটি বালিকা; বালকের নাম গুল, বালিকার নাম বাহার। যে বেগমের গর্ভে এই অপত্যদ্বয় জন্ম গ্রহণ করে, তাহার নাম ময়না বিবি। অপত্য দুইটি যমজ, উভয়ের বয়ক্রম এক ঘণ্টা কাল মাত্র প্রভেদ। বালক ও বালিকাটি এক্ষণে পঞ্চদশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে, উভয়েই অবিবাহিত।

নবাব মীর কাশিম আলি খাঁ বালক ও বালিকাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। স্নেহ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। ছেলে দুইটি যেমন রূপে তেমনি গুণে অতুলন ছিল। বাল্যকালে মাতা মরিয়া গিয়াছিল বলিয়া, ছেলে দুইটি নবাবের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছিল। পারস্য গুল শব্দের অর্থ পুষ্প, বাহার শব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য। গঙ্গাতটে নবাবের "দেওয়ানী আম্" অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যালয় ছিল এবং ইহারই পার্শ্বে "দেল্ খোস্" অর্থাৎ হৃদয়ানন্দদায়ক অত্যুচ্চ বিশ্রামাগার অভ্রভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে মার্ব্বেল নির্ম্মিত চূড়া

বিস্তার পূর্ব্বক শত্রুদলের অন্তরে আশঙ্কা উৎপাদন করিত। এই মনোহর সৌধের সন্নিকটস্থ শ্বেতমর্ম্মর বিনির্ম্মিত প্রাসাদে অপত্য দুইটিকে লইয়া নবাব সাহেব বাস করিতেন।

এদিকে লর্ড ক্লাইব শুনিলেন যে, নবাব মীর কাশিম তাঁহার অসঙ্গত প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুঙ্গেরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ক্লাইব ছাড়িবার লোক নহেন, পুনঃ পুনঃ সেই সকল প্রস্তাব নবাবের নিকটে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নবাবও সহজে প্রতারিত হইবার লোক ছিলেন না, সুতরাং সত্বরেই উভয়ের মধ্যে ভয়ানক মনোবাদ জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে নবাব সাহেব সমর সজ্জার আয়োজন করিতে লাগিলেন; লর্ড ক্লাইব তাহা শ্রবণ করিলেন। যবন চমূদল যুদ্ধের আয়োজন সমাপ্ত করিয়া বৃটীষ বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ক্লাইবের সৈন্য সামন্ত গঙ্গানদী পার হইয়া মুঙ্গের মুখে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে পাষাণ দুর্গ ভেদ করিয়া ইংরাজ সেনানী যবনের সম্মুখীন হইল। কৌশলে চতুর চূড়ামণি ক্লাইবকে হারাইবার লোক সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে আর ছিল না; ক্লাইব মুঙ্গেরে আসিয়া নবাবের সেনাপতি গুর্গন খাঁকে হস্তগত করিলেন। গুর্গন খাঁ উৎকোচ পাইয়া ক্লাইবের সহায়তা করিতে সম্মত হইল। প্রকৃত যুদ্ধ যাহাকে বলে তাহা হইল না; কূটচক্রী ক্লাইবের কূট কৌশলে এবং গুর্গনের বিশ্বাস ঘাতকতায় নবাব পরাজিত হইলেন। মুঙ্গেরের যবনদুর্গ বৃটীষসাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং এই দিন হইতে বাঙ্গালা ও বেহারের দেওয়ানী বিভাগ ইংরাজের করতলে ন্যস্ত হইল; ইংরাজ এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। নবাবকে পরাজিত করিয়া ক্লাইব সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিকে সামান্য কয়েদীর ন্যায় বন্দী করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ বা বন্ধন গ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা পলায়ন শ্রেয়স্কর ভাবিয়া নবাব সাহেব মুঙ্গের পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ছেলে দুইটির জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। গুল বলিল "বাবা! তুমি যদি মুঙ্গের নগর পরিত্যাগ করিতে একান্তই মানস করিয়া থাক, তাহা হইলে অগ্রে নৌকার বন্দোবস্ত করা চাই; জলপথ ভিন্ন পলায়নের অন্য উপায় নাই।" নবাবের আজ্ঞানুসারে গুল ও বাহার অতি গোপনে গঙ্গাতটে গিয়া এক মাঝির সহিত বন্দোবস্ত করিল; নবাব দুর্গমধ্যে তত্ক্ষণ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে লাগিলেন। ছেলে দুইটী ও ফকির বালকের বেশ গ্রহণ করিয়াছে। উভয়ের কটিদেশে কৌপীন, শিরে কৃত্রিম জটা, গলায় কাটির মালা, গাত্রে ব্যাঘ্র চর্ম্মের পরিচ্ছদ। বালক ও বালিকা দুই জনেই এক একটা বংশী হস্তে

করিয়াছে, উভয়েই বংশী বাদন বিদ্যায় পরিপক্ক। নবাব ইহাদিগকে উহা উত্তমরূপে শিখইয়া ছিলেন।

নদের তটে বালক বালিকা অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু পিতা আসিয়া পৌঁছিল না। নানা কারণে নবাবের পলাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। এদিকে নৌকার মাঝিরা বিলম্ব না করিয়া নৌকা বাহিয়া পলাইল, সুতরাং নবাব কিম্বা তাঁহার সন্তানদিগের কাহারও আর পলায়ন হইল না। মাঝিরা নৌকা লইয়া প্রাণ ভয়ে পলাইল সুতরাং নবাব এবং তাঁহার গুল ও বাহার মুঙ্গের মধ্যে বদ্ধ রহিলেন। দুই তিন দিন পরে গুল আসিয়া নবাবকে বলিল "বাবা! দুর্গ মধ্যে থাকিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ইংরাজহস্তে বন্দী ও নিহত হইতে হইবে সুতরাং এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল। দুর্গের সম্মুখস্থ গঙ্গা পার্শ্বে যে প্রশস্ত ময়দান দেখিতেছ, ঐ ময়দানের মধ্যে এক অতি বৃহৎ প্রাচীন, অথচ গোপনীয় গহ্বর আছে, উহার চারিধারে বড় বড় বট বৃক্ষ, তাহার স্থানে স্থানে শিবা ও সর্পের নিবাস। চল, তোমাকে ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখি। আমরা দুই ভাই ভগ্নী ফকিরী বেশে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইব, তদ্বারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গোপনে তোমাকে ঐ গর্ত্তে দিয়া আসিব। যাহাতে ঐ গহ্বরের নিকটে কেহ না আইসে সে জন্য ও আমরা বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছি। লোকে ভয়ে এদিকে আসিবে না।" নবাব এই সুন্দর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ঐ গহ্বরে বাস করিতে লাগিলেন, এদিকে তাঁহার কন্যা ও পুত্র ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে সার্দ্ধ ত্রিমাস কাল অতিবাহিত হইলে পর, ইংরাজ সেনার দেশীয় সিপাহীরা কাপ্তেন সাহেবকে বলিল "হুজুর! আমরা আর কোনও মতেই মুঙ্গেরে থাকিতে ইচ্ছা করি না, এখানে অত্যন্ত ভূতের উপদ্রব হইয়াছে। ঐ যে ময়দান দেখিতেছেন, নিশীথ রাত্রে ঐ স্থান হইতে বংশীস্বর শুনিতে পাওয়া যায়, আমরা দিবাকালে দ্বিপ্রহরেও ঐ রূপ স্বর শুনিয়াছি। আমরা দলে দলে ঐ প্রান্তরে গিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি, অথচ কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। ইহা নিশ্চয়ই ভৌতিক ব্যাপার।" ক্রমে ইংরাজ সেনার মধ্যে ও একথা প্রকাশ পাইল, তাহারাও বংশী বাদন শুনিল অথচ অনুসন্ধানে কিছুই পাইল না। পরিশেষে লর্ড ক্লাইবের কর্ণে একথা গেল। তিনি ও নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভূত ধরা পড়িল না। ক্রমে যখন বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, তখন দিবসে কি রাত্রে বংশীস্বর আর শুনা গেল না। সাহেবেরা পর্য্যন্ত চমকিত হইল, সকলেই অন্নে অন্নে ভৌতিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করিল।

ভূতের ভয়ে গবর্ণর জেনেরল হইতে চাপ্‌রাশী পর্য্যন্ত কেহই ঐ প্রান্তরে একাকী নির্গত হন না।

এই ঘটনার দুইমাস পরে, সিপাহীরা বলিল "হুজুর! ঐ ময়দানে এক্ষণে ভূতেরা, ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করিয়া বেড়াইয়া থাকে। আমরা স্বচক্ষে প্রভাতে এবং অপরাহ্নে বাঘ দেখিয়াছি। কল্য গভীর রাত্রে দুইটা বাঘ দর্শন করিয়াছিলাম। প্রান্তরে যখন পাহাড় বা জঙ্গল নাই, তখন নিশ্চয়ই ভূতরূপী ব্যাঘ্র বিচরণ করে;" ক্লাইব একদিন একথা শুনিলেন। তিন চারিদিন ক্রমাগত লক্ষ করিয়া একদিন রাত্রে ক্লাইবসাহেব ব্যাঘ্রকে দর্শন করিলেন। পর রাত্রে গুলি করিয়া ক্লাইব সাহেব ব্যাঘ্রকে বধ করেন। প্রভাত হইলে সকলে দেখিল মৃত দেহটি ব্যাঘ্রের নহে; একটী সুন্দর-দেহ অতি রূপবান বালক ব্যাঘ্র চর্ম্ম গায়ে দিয়া ছদ্মবেশী বাঘ হইয়াছিল। ক্লাইব ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঐ দিন সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের সময়ে ক্লাইব আর একটী ব্যাঘ্রকে বধ করেন, ঐ বাঘটী সেই গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। ঠিক এই সময়ে এই বাঘটী সাহেবের গুলিতে নিধন প্রাপ্ত হয়। সৈনিক পুরুষেরা ব্যাঘ্রদেহ তুলিয়া দেখিল, একটী অপ্সরাসম দেহযুক্ত অতীব সুন্দরী বালিকা! তদনন্তর ক্লাইবের আদেশ মতে সেনাগণ ঐ গর্ত্তের অভ্যন্তর অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে মীরকাশিম আলিখাঁ ধরা পড়িলেন! ক্লাইব সাহেব মীরকাশীমের মুখে তাঁহার মৃত কন্যা ও পুত্রের পিতৃভক্তি শুনিলেন, শুনিয়া চমকিত ও পুলকিত হইলেন। গল্প শেষ হইলে লাট সাহেব অশ্রুপূর্ণলোচনে নবাবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "বন্ধো! তুমিই ধন্য, তুমিই সৌভাগ্যবান। যাঁহার ঔরসে এমন পুত্র ও এমন কন্যা জন্মে, সে ঔরস জগতের শিক্ষকের যোগ্য।" এই কথা বলিতে বলিতে ক্লাইব এবং সমস্ত সেনা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্লাইবের আদেশে মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ কষ্টহারিণী ঘাটের নিকট গঙ্গাতটে গুল ও বাহারের সমাধি হইল, প্রায় সহস্র ইংরাজ পুরুষ সঙ্গিন খাড়া করিয়া শিশুদের জন্য ঊর্দ্ধমুখে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রীতিমত তোপধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইল, মৌলবীগণ আসিয়া কোরাণ পড়িতে আরম্ভ করিল। ঐ সমাধি এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও সহস্র সহস্র মুসলমান ঐ সমাধিকে ভক্তিভরে সেলাম করে এবং পূজা দেয়। ক্লাইব যতদিন জীবিত থাকিয়া ভারতবর্ষে ছিলেন ততদিন প্রতিবর্ষে ঐ সমাধির বর্ষোৎসব করিতেন। মুঙ্গেরের শত সহস্র কণ্ঠে আজিও ঐ শিশুদের পিতৃভক্তির গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।*

* মুঙ্গের বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এ

শুক্রবারে ঐ বালক দুইটী নিহত হয়, এই জন্য শুক্রবারে "সিন্নী" দিয়া ঐ স্থানে মুসলমানেরা "ধন্না" বা "হত্যা" দিয়া থাকে। বার্ষিকোৎসবের সময় ক্লাইবের অনুজ্ঞামতে ঐ স্থানে ফকির দিগকে ভোজন করান হইত, কোরাণ পাঠ হইত, বন্দুকধ্বনি হইত এবং মৃতাত্মাদিগের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রার্থনা হইত। ক্লাইবের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু গুণও কম ছিল না। বীরের হৃদয় কি সামান্য? প্রস্তাব লেখক সম্প্রতি মুঙ্গের নগরের বহুসংখ্যক সম্মানিত লোকের সহিত ঐ সমাধি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ঐ সমাধির নিকটে এক প্রশস্ত কুপ আছে, তাহা অতিশয় গভীর, উহার স্থানে স্থানে নদীর "পলি" পড়িয়াছে, কোথাও প্রস্তর ও মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখনও সময় সময় ঐ কুপের ভিতর হইতে সেতার ও বংশীধ্বনি শুনাযায়। সাহেব ও বিবিরা পর্য্যন্ত ইহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। লোকে ইহাকেও এক ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করেন। মুঙ্গেরের সহস্র সহস্র লোক ইহার সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। এই প্রস্তাব লেখক, এই আশ্চর্য্য নৈসর্গিক কারন বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার বুঝা বড় সহজ নয়।

---:o:---

অভ্যর্থনা।

এস এস "শিবনাথ" জননীর কোলে।
বহুদিন পরে আজ নিরখি তোমায়
ডাকিছেন স্নেহময়ী সুমধুর বোলে,
অঞ্চলের নিধি মোর আয় কোলে আয়।১

সাধিবে দেশের শিব কামনা করিয়া
গিয়াছিলে শিক্ষাহেতু সুসভ্য সমাজে,
এনেছ কি রত্নরাজি কোঁচড় ভরিয়া,
সাজাইতে জননীরে অপরূপ সাজে? ২

দাও আজি সে সকল অমূল্য রতন—
খুঁজিয়ে পেয়েছ যাহা জ্ঞানের ভাণ্ডার;
ইংলণ্ড রতন খনি করিয়ে খনন,
যোগ্য পুত্র জননীর কেবা আছে আর?৩

আপনার স্বাস্থ্য সুখ দিয়ে বিসর্জ্জন
অপার জলধিজলে ভাসাইলে তরি,

গল্পের উল্লেখ করেন নাই; কলিকাতা বাল্মীকি পুস্তকালয় হইতে নবকুমার দত্ত প্রকাশিত "রমণী ঐশ্বর্য্য" নামক গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় এ গল্পের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি "ভারতীয় গ্রন্থাবলী" পুস্তকের প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত অনেক খানি ইংরাজি সংবাদ পত্রে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবে ইহা সবিস্তারে বিবৃত করিলাম।

অতিক্রম করি পথ সহস্র যোজন
উত্তরিলা রাজধানী লণ্ডন নগরী। ৪

সে দেশের রীতিনীতি আচার ব্যাভার
নিরখি অবাক্ মন বিস্ময়ে মগন।
রমণীর ভাবহেরি আনন্দ অপার,
আনন্দ প্রতিমা যেন করে বিচরণ! ৫

অগাধ পণ্ডিত কত ধার্ম্মিক প্রবর
বিরাজিছে বীরভূমে বীর চূড়ামণি,
স্বাধীনতা প্রিয় সবে শিক্ষিত বর্ব্বর
রাজা প্রজা ধনী দীন পুরুষ রমণী! ৬

কার্য্যদক্ষ পরিশ্রমী অসম সাহসী
ইংরেজ কিছুতে নাহি মানে পরাজয়,
সাধিছে অসাধ্য কাজ লণ্ডনেতে বসি
সমগ্র পৃথিবী হেরি মানিছে বিস্ময়! ৭

বণিকের জাত ওরা অর্থ রাশি রাশি
সঞ্চয় করিছে করি বাণিজ্য ব্যবসা,
ছাড়িয়া স্বদেশ পরে বিদেশেতে আসি,
কিছুতে মিটেনা আর ধনের পিপাসা। ৮

কারখানা অগণন সদা কারবার
চলিতেছে বিকী-কিনী যেখানে সেখানে।
লণ্ডন নগরী যেন একটী সংসার
মিলিবে সকল সেথা যাহা চায় প্রাণে।৯

সার্থক জীবন তব নিরখি ও সব
"শিবনাথ" এস ভাই গাঢ় আলিঙ্গনে
তুমি আজ। কর বৃদ্ধি দেশের গৌরব
দিয়ে রত্ন উপহার মায়ের চরণে। ১০

মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ।

(২৮৭ সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

৪৫। তোমরা যদি মনুষ্যের কৃত অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু মনুষ্যের কৃত অপরাধ যদি মার্জ্জনা না কর, তোমাদের পিতা তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন না।

৪৬। আরও যখন তোমরা উপবাস করিবে, কপটদিগের ন্যায় মুখম্লান করিও না; তাহারা তাহাদিগের মুখ বিকৃত করে, কেননা মনুষ্যেরা দেখিবে যে তাহারা উপবাস করিয়াছে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি তাহাদের পুরস্কার তাহারা পাইবে। কিন্তু তুমি যখন উপবাস করিবে, তোমার মস্তক তৈলাক্ত ও মুখ প্রক্ষালিত করিবে। মনুষ্যের চক্ষে নয়, কিন্তু সেই গোপনস্থিত পিতার নিকট উপবাসী বলিয়া প্রতীত হও। তোমার পিতা যিনি গোপনে থাকেন, প্রকাশ্যরূপে তোমাকে পুরস্কার করিবেন।

৪৭। পৃথিবীতে তোমাদের জন্ত

ধন সঞ্চয় করিও না; সেথানে কীট ও মরিচায় নষ্ট করে এবং চোরে গৃহ ভাঙ্গিয়া অপহরণ করে। স্বর্গে তোমাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর, সেথানে কীট ও মরিচায় নষ্ট করিতে পারে না এবং চোরে গৃহ ভাঙ্গিয়া অপহরণ করিতেও পারে না। কারণ যেথানে তোমার ধন, সেইথানে তোমার মন থাকিবে।

৪৮। শরীরের আলোক চক্ষু; তোমার চক্ষু যদি নির্ম্মল হয়, তোমার সমস্ত শরীর আলোকময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি অন্ধ হয়, তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেথ তোমার অন্তরের যে আলোক, তাহা যদি অন্ধকার হয় কি ভয়ঙ্কর সে অন্ধকার!

৪৯। কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না; কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা ও অন্যকে প্রীতি করিবে, নতুবা একের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অন্যকে অবহেলা করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না।

৫০। অতএব তোমাদিগকে বলিতেছি, কি আহার করিব, কি পান করিব বলিয়া এই জীবনের জন্য চিন্তা করিও না, কি পরিধান করিব বলিয়া এই শরীরের জন্যও ভাবিও না। আহার অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি অধিক প্রয়োজনীয় নয়?

৫১। আকাশের পক্ষিগণকে দেথ, তাহারা শস্য বপন করে না, ছেদনও করে না এবং গোলাঘরে তাহা সঞ্চয় করিয়াও রাথে না; তথাপি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে আহার দেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও?

৫২। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, শরীরের জন্য ভাবিয়া তাহার দৈর্ঘ্য এক হাত বাড়াইতে পার?

৫৩। আর পোসাকের জন্য এত চিন্তা কেন? স্থলপদ্মগুলির বিষয় ভাবিয়া দেথ তাহারা পরিশ্রম করে না, সুতাও কাটে না। তথাপি তোমাদিগকে বলিতেছি সলোমন সমস্ত রাজ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াও ইহাদের একটীর মত সুসজ্জিত হইতে পাবেন নাই।

৫৪। অতএব হে অল্পবিশ্বাসিগণ! মাঠের যে তৃণ অদ্য আছে কল্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, ঈশ্বর তাহাকে যদি এরূপ সুসজ্জিত করিতে পারেন, তদপেক্ষা তোমাদিগকে কি অধিক সুশোভিত করিবেন না?

৫৫। অতএব কি আহার করিব, কি পান করিব, কি পরিধান করিব এই বলিয়া চিন্তা করিও না। ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিরা এই সকল বস্তুর অন্বেষণ করে। তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন, যে তোমাদের এ সকল বস্তুর প্রয়োজন।

৫৬। প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এ সকল বস্তুও অতিরিক্ত দান স্বরূপ তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

৫৭। কল্যকার জন্য ভাবিও না, কল্য আপনার ভাবনা আপনি ভাবিবে। অদ্যকার দিন এবং ইহার বিপদ সকলের চিন্তাই অদ্যকার পক্ষে যথেষ্ট।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

(২৮৭ সংখ্যা ২৫৪ পৃষ্ঠার পর।

মন ও শরীরের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। একের অভাবে অন্যটীর কার্য্য চলিতে পারে না; একটী দুর্ব্বল হইলে অন্যটীও সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হয়। উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত উৎপন্ন না হওয়াতে মস্তিষ্কও যথেষ্ট রক্ত প্রাপ্ত হয় না, ইহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মানসিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। শারীরিক পরিশ্রম বিষয়ে উদাসীন যুবকযুবতী এইরূপে তাহাদের পাপের ফল প্রাপ্ত হয়। শরীর, মন, উভয়েরই তেজ হারাইয়া তাহাদের পৃথিবীতে জীবিত থাকা বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে, এবং যে কয়েক দিন জীবিত থাকে অবিরত শারীরিক ও মানসিক যাতনা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

নিয়মিত অঙ্গ চালনা পুরুষের পক্ষে যেরূপ, স্ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ আবশ্যক। ভবিষ্যৎ বংশের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ স্ত্রীলোকদিগের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইহারা দুর্ব্বল হইলে, ইহাদের অস্থি, মাংসপেশী ও শিরা সকল উপযুক্ত রূপে পরিণত ও সবল না হইলে, ইহাদের সন্তান সন্ততিগণও যে দুর্ব্বল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য ইহাদের শিক্ষা এত আবশ্যক। অবশ্য আমি ইহা বলিতেছিনা যে ইহাদের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা ঠিক পুরুষের মত হইবে। তাহা হওয়া উচিত নয়, হইতে পারে না, হইলেও তাহার ফল সর্ব্বত্র মঙ্গল জনক হইবে না। স্পষ্টই দেখা যায় যে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা না হইলে ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকার আবশ্যকতা ছিলনা। সুতরাং ইহাদের শিক্ষাও তদুপযোগী হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোকে যে ঠিক পুরুষের মত শারীরিক পরিশ্রম করিবে ও ঠিক ঐরূপ সবল হইবে ইহা বোধ হয় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাহাদের অঙ্গের যে যথোচিত চালনা হওয়া আবশ্যক, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকে পুরুষের মত বলশালিনী না হউন, কিন্তু তাহাদের অস্থি, মাংসপেশী ও শিরা সকল পরিণত ও সবল হওয়া উচিত। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার বোধ

হয় প্রত্যহ ৪। ৫ ঘণ্টা নিয়মিত অঙ্গ-চালনা ইঁহাদের পক্ষেও অধিক নহে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহের রমণীগণ জল তোলা বাটনা বাটা ধান ভানা প্রভৃতি অনেক শ্রমকর কার্য্য করেন, কিন্তু ধনাঢ্য গৃহে স্ত্রীলোকের শারীরিক পরিশ্রমের অত্যন্ত অভাব এ কারণে রোগেরও প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অঙ্গচালনার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া ইহার নিরাকরণ কর্ত্তব্য। যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রমই করা হউক না কেন এ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা সকলেরই পালন করা উচিত। ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত শরীরের অস্থি মাংসপেশী ও শিরা সকল অপরিণত অবস্থায় থাকে। এই সময় হইতে ইহারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণা-কৃতি প্রাপ্ত হয় ও সবল হয়; সুতরাং এ সময়ে তাহাদের সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। অঙ্গাদির দ্রুত বা অপরি-মিত চালনা কোন ক্রমে উচিত নয়। ব্যায়াম করিতে হইলে মৃদু ব্যায়াম করা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিশ্রাম লওয়া উচিত। মনে করুন কোন যুবক জিম্‌ন্যাস্‌টিক করিতেছেন। এই ব্যায়ামে যাহাতে তাঁহার সমুদয় অঙ্গের সুচারু-রূপ চালনা হয়, ইহাই দেখা উচিত। ইহাতে কোন বিশেষ কৌশল শিখিবার জন্য অপরিমিত এবং দ্রুতব্যায়াম করা কোন ক্রমে উচিত নহে। ধীরে ধীরে রীতিমত ব্যায়াম করিতে করিতে কৌশল আপনিই আসিবে। কোন বিশেষ কৌশল শিখা হউক বা না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না;—ক্লান্ত না হইয়া যাহাতে সমুদয় অঙ্গের নিয়-মিত এবং পরিমিত চালনা হয় ইহাই প্রত্যেকের দেখা আবশ্যক। প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের কার্য্য দেখিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের তাহা করিতে চেষ্টা করা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে অপকার বই উপকার সাধিত হয় না। দৌড়ানতে ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দৌড়ান অতি উত্তম ব্যায়াম, কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকেরা অপরিমিত দৌড়াইয়া তাহাদের রক্ত-স্থলী ও ফুস্‌ফুসের অনিষ্ট সাধন করে। অতএব প্রত্যেকেরই যে কোন ব্যায়াম হউক না কেন, ধীরে ধীরে আরম্ভ করা উচিত।

পরিমিত ব্যায়ামের নিয়ম এই যে ব্যায়ামের অতি অল্পক্ষণ পরেই সমুদয় অঙ্গ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যখনই দেখা যাইবে যে ব্যায়া-মের পর অনেক্ষণ পর্য্যন্ত, অঙ্গে বেদনা অনুভূত হইতেছে; অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস ভালরূপ প্রবাহিত হইতেছে না—অথবা প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হই-তেছে, তখনই বুঝা যাইবে যে ব্যায়াম অপরিমিত বা অতি দ্রুত হইতেছে।

ব্যায়ামের আর এক নিয়ম এই যে সমুদয় অঙ্গের চালনা হওয়া আবশ্যক। বেড়ান মন্দ ব্যায়াম নহে। ইহাতে

পায়ের এবং শরীরের কোন কোন স্থলের মাংসপেশী ও শিরার চালনা হয় এবং ইহাতে ফুস্ফুসের কার্য্যেরও কিছু পরিমাণে সাহায্য হয়। কিন্তু ইহাতে শরীরের অন্যান্য অংশের চালনা হয় না;—সুতরাং শুধু বেড়ানতে সমুদয় অঙ্গের সম্পূর্ণরূপে চালনা হয় না। বোধ হয় সন্তরণ বেড়ান অপেক্ষা ভাল ব্যায়াম। ইহাতে প্রায় সমুদয় অঙ্গেরই চালনা হয় এবং ইহাতে ফুস্ফুসের কার্য্যের অনেক সহায়তা করে। ইহা অতি সহজ ব্যায়াম এবং ইতর, ভদ্র সকলেই ইহা করিতে পারেন।* নৌকায় দাঁড় টানা উত্তম ব্যায়ম; এবং ইহাতে অনেক মাংসপেশীর চালনা হয়। কিন্তু ইহাতে কাঁধ বাহু প্রভৃতির চালনা অধিক হয় বলিয়া ইহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলে চলে না। আজ কাল ক্রিকেট, লন্ টেনিস্ প্রভৃতি অনেক উত্তম উত্তম ব্যায়ামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব ব্যায়ামে যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হইতে পারে। এবং ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে মধ্যে মধ্যে অনেক বিশ্রাম পাওয়া যায়; সুতরাং ইহাতে শরীর একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। সমুদায় অঙ্গচালনার জন্য, বোধ হয় জিমন্যাস্টিকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। নিয়মিত এবং পরিমিতরূপে এই ব্যায়াম করিলে ইহাতে সমুদয় অঙ্গের সুন্দর চালনা হয়; মাংসপেশী ও শিরাসকল ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত ও সবল হয়, এবং কিছু কাল পরে সমুদয় অবয়ব মাংসল, পুষ্ট, সবল, সৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং দেখিতে অতি সুন্দর হয়। আমাদের দেশের প্রত্যেক স্থানে এই ব্যায়ামের অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। ঘরের ভিতর অপেক্ষা খোলা যায়গায় এই ব্যায়াম করিলে সমধিক কার্য্যকর হয়।

কি ছোট কি বড়, কি ইতর, কি ভদ্র, সকলেরই নিয়মিত পরিমাণে অঙ্গ চালনা করা আবশ্যক। অনেকে সময় নাই বলিয়া এই প্রয়োজনীয় বিষয় একেবারে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ইহা ওজর মাত্র; এমন লোক নাই যিনি দিনের মধ্যে অন্ততঃ এক ঘণ্টা এই কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন না। স্কুল এবং ছাত্রদিগের মধ্যে এই ওজর প্রায়ই শুনা যায়। ইহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, অথচ ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে যে তাহারা শরীর, মন উভয়ই নষ্ট করে, এ বিষয়ে কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখে না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি সুতরাং এখন আর উহার পুনরুল্লেখ করিব না।

গৃহিণীপনা।

(গতবারের শেষ)

এখন দেখাইতে হইবে, গৃহিণী কিরূপে গৃহকার্য্য করেন এবং তাঁহার গৃহের উপকরণ কি? তাঁহার দাস দাসী অসংখ্য, কেহ গণিয়া ইয়ত্তা করিতে পারে না; বোধ হয়, যেন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ স্ত্রীই তাঁহার দাস দাসী এবং সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার অধিকার। যাঁহারা পুনঃ পুনঃ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাও কখন বলেন না যে, এমন বস্তু দেখিয়াছেন, যাহাতে এই গৃহীর অধিকার নাই এবং এমন ব্যক্তি দেখিয়াছেন, যে এই গৃহীর কার্য্য না করে। তবে ইহাতেও একটু বিচিত্র আছে, বোধ হয়, গৃহিণীর ইন্দ্রজাল বিদ্যাই সে বিচিত্রের মূল। সকলেই ঐ গৃহিণীর দাসত্ব করে, অথচ বলে নিজের কাজ করি, অথবা অন্যান্য প্রভুর নাম করে। যেমন আমি গবর্ণমেণ্টের চাকর,—আমি মহাজনের চাকর,—আমি জমিদারের চাকর,—ইত্যাদি। ঐ ইন্দ্রজাল প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া কতকগুলি দাস দাসী আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে; যেমন কৃষক,—শিল্পী,—বণিক,—ইত্যাদি। জানে না যে, সকল কার্য্যই, ঐ গৃহিণীর ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া করে, একটী অণুর সঞ্চালনেও নিজের স্বাধীনতা নাই। যেমন রুদ্ধ-নেত্র তৈলিক বলদ সকল তৈলযন্ত্রে বদ্ধ হইয়া এক গৃহে নিয়ত চক্রভ্রমণ করিয়া একটী মাত্র তৈলনিষ্কাশন কার্য্য করিতেছে;—অথচ মনে করে আমি কতদূর যাইতেছি, আমাদের গৃহিণীর দাস দাসীগণেরও সেই দশা! তাহারা গৃহিণীর আদিষ্ট একটী মাত্র কার্য্য সম্পাদনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপকরণ মাত্র হইয়াও আপনাদিগকে স্বতন্ত্র ও অনন্ত কার্য্যকারী মনে করে। গৃহিণীর ইন্দ্রজালের কি দুরত্যয়া শক্তি! যাহা হউক দাসদাসীগণের এরূপ মোহাবেশে গৃহিণীর কিছুমাত্র কার্য্য হানি হয় না; বরং আনন্দের পুষ্টি হয়। প্রেম-সেবা অতি গুহ্য বস্তু,—তাই দাসদাসীগণ কি করে, বুঝিতে পারে না। সাধ্বী রমণীগণ অতি গোপনে স্বামি সেবা করেন, কেহই জানিতে পারেন না। আমাদের গৃহিণী-চরিতই তাঁহাদের আদর্শ। আমাদের গৃহিণীর অনন্ত দাসদাসীর মধ্যে আটটী দাসী প্রধানা, তাঁহাদের সাধারণ নাম অষ্ট প্রকৃতি। স্বামি-সুখ সম্পাদনের যত উপকরণ আছে, তৎ সমস্তই এই অষ্ট প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। যদিও এই অষ্ট প্রকৃতির পৃথক্ আটটী নাম আছে এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পদমর্য্যাদারও তারতম্য আছে, তথাপি তাঁহাদিগের পর-

স্পরের প্রণয় ও আত্মহারা হইয়া একান্ত ভাবে প্রভুসেবার উপমা নাই। যদিও তাঁহাদিগের নিজের ঘরে ঘরে পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, স্বামী পুত্র সকলই আছে, কিন্তু তাঁহারা স্বামিনী-সেবানন্দে সকলই বিস্মৃত। তাঁহারা আটজনে সহোদরা নহেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রণয় সহোদরার অধিক। সে প্রণয়ের উপমা নাই,—সে প্রীতির আদর্শ নাই। যখন তাঁহারা প্রভুকার্য্য সম্পাদন করেন, তখন অষ্টমূর্ত্তি একীভূতা বলিয়া বোধ হয়। এই আটটী দাসীর নাম এই স্থানেই প্রকাশ করা গেল; যথা- (১) পরা (২) মায়া (৩) অহঙ্কার (৪) ব্যোম, (৫) মরুৎ (৬) তেজঃ (৭) অপ (৮) ক্ষিতি। যে গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে, সেই গ্রন্থে এই আট দাসীর আর আটটী গুহ্য নাম আছে। আমাদিগের গৃহিণীর স্থাবর অস্থাবর যত সম্পত্তি আছে এবং আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, দাসদাসী প্রভৃতি যত পরিজন আছে; সকলই ঐ প্রধান দাসীগণের আশ্রিত, রক্ষিত ও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত।

কোন গৃহস্থের পরিবার সংখ্যা অল্প, কাহারও বা অধিক। যে গৃহীর পরিবার সংখ্যা যতই কেন অধিক হউক না, গণিয়া সংখ্যা করা যায়। কিন্তু আমাদের গৃহীর পরিজন অসংখ্য। এই অসংখ্য পরিবার চারিশ্রেণীতে বিভক্ত; যথা উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ। অনেক গৃহস্থ পাঁচ প্রকারের পাঁচটী পরিবার লইয়া বহুতর ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদিগের গৃহীণীর গৃহিণীপণা-গুণে অসংখ্য পরিজনের একটীও অনায়ত্ত বা দুর্ব্বৃত্ত নহে, সকলেই কর্ত্তার তুষ্টিকর কার্য্যে মনোযোগী।

সকল গৃহস্থেরই কিছু না কিছু আয় আছে এবং সকলেই কিছু না কিছু ব্যয় ও সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা যে গৃহীর গার্হস্থ্য বর্ণন করিতেছি, তাঁহার সকলই কুহকময়!—তাঁহার আয়, ব্যয়, সঞ্চয় কিছুই নাই। যে সকল গৃহোপকরণ লইয়া সংসার-লীলা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই সংযোগ বিয়োগ ও রূপান্তর দ্বারা সংসারধর্ম্ম চলিয়া থাকে। অথচ কেহ কখন পুরাতন বলিয়া কোন দ্রব্যের অনাদর করে না। সকল বস্তুই সর্ব্বদা সকলে নূতন বোধ করিয়া থাকে। আমরা যদি কোন দাস দাসীকে এ-বেলার ভাত তরকারী ও-বেলা দিই; সে পরদিনই কর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, এবং লোকের নিকট কতই নিন্দা করে; কিন্তু বর্ণনীয়া গৃহিণীর গুণে তাঁহার গৃহে কখনই এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটেনা। বিশেষতঃ কেহ কখন এই ঘরে অপব্যয় দেখিতে পায় না। তাঁহার মানব জাতীয় পরিজনেরা স্নান আহার করিলেন; তাঁহাদের গাত্রধৌত জল পশু, পক্ষী, উদ্ভিদগণ পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

মনুষ্যেরা আহার করিয়া আচমন করে, সে জলও ঐ-রূপে কাজে লাগে। দন্ত খুঁচিয়া খাদ্যের কণা পরিত্যাগ করে, পিপীলিকা মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র২ প্রাণি-গণ তৎক্ষণাৎ তাহা আহার করিয়া শরীর পোষণ করে। মনুষ্যেরা মলমূত্র ত্যাগ করে, সেই মলমূত্রে অন্যান্য প্রাণিগণ দেহ পোষণ করে। এইরূপ, তাঁহার সংসারের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সংসারীয় বস্তু সকলের যথোপযুক্ত উপ-যোগ এবং অপব্যয় নিবারণের সুপ্র-ণালী দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

আমাদের গৃহিণী ঠাকুরাণীর অনন্ত কার্য্যের অনন্ত প্রণালী,—তাহার বর্ণন করা কাহার সাধ্য নহে। তবে তাঁহার অষ্ট প্রধানা দাসী কি প্রণালীতে তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করে, যদি তাহার কিছু কিছু বর্ণন করা যায়, তাহা হইলেও ঐ সংসারের কার্য্যপ্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রধানা অষ্ট দাসী এমনি গৃহিণীর মন বুঝিয়া কার্য্য করেন এবং তাঁহার কার্য্য সম্পাদন জন্য এতই প্রাণপণ যত্ন করেন যে, গৃহিণী তাঁহাদিগকে দাসী না বলিয়া সখী সম্বোধন করেন এবং স্বামী-সেবার যাব-তীয় ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত আছেন। পতি-প্রসাদনের কোন আয়োজন স্বয়ং প্রস্তুত করেন না, দাসী বা—সখীগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে প্রদান করেন এই মাত্র। একটী মাত্র উদাহরণে ইহা প্রতিপন্ন হইবে। মনে কর, কনিষ্ঠা সখী ক্ষিতি, গর্ভে মালতীর বীজ ধারণ করিলেন; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী সখী অপ-তেজ-মরুৎ একত্র মিলিত হইয়া সেই বীজকে মনোহারিণী লতা রূপে পরিণত করিয়া তাহাতে ফুল ফুটাইলেন! ব্যোম ও মায়া এই পঞ্চমী ও সপ্তমী সখীদ্বয় ও মালতী ফুল প্রস্তুতীকরণে সাহায্য করিয়া থাকেন! অনন্তর অহঙ্কার ও পরা এই ষষ্ঠী ও অষ্টমী সখীদ্বয় মালতীর মালারচনা করিয়া গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন। গৃহিণীও সাদরে সখীদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া প্রাণ-বল্লভের কণ্ঠে পরাইয়া দেন। কর্ত্তার বসন-ভূষণ-শয়ন-ভোজন-যান-আসন ইত্যাদি সর্ব্বত্রই ঐ ব্যবস্থা। পরিজন ও অন্যান্য দাসদাসীগণের জীবিকা নির্ব্বাহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, সুখবিলাস ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদনের ভারও সখীগণের হস্তেই অর্পিত।

আমরা দুই চারিজন পরিবার, বা দুই একটী অতিথি কুটুম্বকে অন্নদান করিয়া এবং পরের উপকারজনক সামান্য সামান্য দুই একটী ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পাদন করিয়া কর্ত্তা নামে অভিহিত হই। কিন্তু আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি সেরূপ কর্ত্তা নহেন। তিনি কি করেন, আর কি না করেন, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারে না। কেহ তাঁহাকে সকলই করিতে দেখে;—কেহ তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় দেখে। আমরা বলি, তাঁহার

ইচ্ছা যখন গৃহিণীতে সঞ্চারিত হয় এবং গৃহিণী সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন সকলই তাঁহার কৃত, সকল কার্য্যের কর্ত্তা তিনি।

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষকে দম্পতী এবং দম্পতীর বিশেষ ভাবকে দাম্পত্য কহে, একথা সকলেই বুঝেন; সুতরাং তাহা বুঝাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা নাই। আমরা যে গৃহীর কথা বলিতেছি, সেই গৃহীর গৃহে কিরূপ দাম্পত্যধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ করা যাইবে। পূর্ণ প্রেম হইতেই পূর্ণ সহানুভূতির উৎপত্তি, একথা পূর্ব্বে এক বার বলা হইয়াছে। এই গৃহস্থ-দম্পতির মধ্যে পূর্ণ প্রেম; সুতরাং পূর্ণ সহানুভূতির প্রভাবে একের সুখদুঃখ, অপরে সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারেন। যেমন তরুর মূলদেশে জল-সিঞ্চন করিলে তাহার স্কন্ধ, ভুজ, শাখা উপশাখা, পত্র, পল্লব, ফলাদি তৃপ্তি অনুভব করে; সেইরূপ কর্ত্তার সুখদুঃখ গৃহিণী সম্পূর্ণরূপে অনুভব করেন। কর্ত্তা আহার বিহারে যে তৃপ্তি পান, গৃহিণী আহার বিহার না করিলেও সেই তৃপ্তি পান। এইরূপ পূর্ণ প্রেম যে, কেবল দম্পতীর মধ্যেই আছে, তাহা নহে; কর্ত্তা ও তাঁহার অন্যান্য পরিজন ও দাসদাসীর মধ্যেও সেইরূপ আছে। তাঁহার অধিকৃত প্রদেশস্থিত প্রকৃতিবর্গেরও] প্রভুর প্রতি ঐরূপ ভাব। সকলের নিকট হইতে এরূপ সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভক্তিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বোধ হয়, এই গৃহীর জন্ম-জন্মান্তরীন্ বহু ভাগ্য আছে, বা তাঁহার সিদ্ধ-বিদ্যা, ইন্দ্রজাল প্রভাবেই এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।

আমাদের গার্হস্থ্য প্রণালীর সহিত বক্ষ্যমান্ গৃহস্থের গার্হস্থ্য প্রণালীর সম্পূর্ণই ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আমরা নিজের বা পরিজনবর্গের একটু পীড়া দৃষ্ট হইলেই কত ব্যস্ত হই এবং চিকিৎসক ও ঔষধ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই। সেই গৃহিণীর গৃহিণীপণায় এ সকল কিছুই করিতে হয় না। পৃথিবীতে এমন তরু, গুল্ম, লতা নাই, যাহা এই গৃহিণীর উদ্যান সকলে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল উদ্‌ভিদের অনেকই ভৈষজ্য গুণবিশিষ্ট। তাঁহার কি পরিজন, কি দাসদাসী পীড়িত হইলে, গৃহিণী গোপনভাবে স্বয়ং তাহাদের চিকিৎসা করেন। আমরা এমনি অজ্ঞ, কখন কখন ঐ গৃহিণীর রোগ নিরাকরণের গোপন চেষ্টাকে স্বতন্ত্র পীড়া বলিয়া মনে করি। যেমন ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া শ্বাস-ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইলে ঐ গৃহিণী নাসিকা ও কণ্ঠনালী দ্বারা তাহা বাহির করিয়া দেন; কিন্তু আমরা ঐ প্রক্রিয়াকে সর্দ্দি রোগ বলিয়া মনে করি এবং কখন কখন ঐ ক্রিয়া রোধ করিবার চেষ্টা করি। শরীরের কোন স্থানের রক্ত দুষ্ট হইলে, গৃহিণী সেই

রক্তকে পুঁজে পরিণত করিয়া সেই স্থানকে বিদারণ পূর্ব্বক তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু আমরা ঐ চেষ্টাকেই ফোড়া পাঁচড়া, বসন্ত ইত্যাদি রোগ মনে করি। এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্র। আমাদেরও সে কালের গৃহিণীগণের এক একটি "খাতা কাতার" হাঁড়ি থাকিত, তাহাতে বহুতর ঔষধ থাকিত, তাঁহারাও গৃহস্থ বালক বালিকাগণের পীড়া কালে চিকিৎসক ডাকিতেন না। আমাদের এই গৃহিণীই তাঁহাদের আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন, কিন্তু এখন আর সেই অনুকরণ নাই।

ফল ফুলের তরুলতা-শোভিত উদ্যান প্রস্তুত করিবার স্পৃহা সকলেরই বলবতী, কেননা উদ্যান অতি সুখের সামগ্রী। এই জন্য এক একটি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ উদ্যান প্রস্তুত করিয়া প্রায় সকলেই তজ্জনিত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের গৃহিণীর উদ্যানের বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যদিও তাঁহার উদ্যান সংখ্যায় একটী, কিন্তু তাহার ভূমি পরিমাণ ও বৃক্ষাদির সংখ্যা করিতে এপর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। অনেকেই তাঁহার ভূমিপরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার দুই একটা হিসাব বিশ্বাস করিলেও করা যায়, কিন্তু বৃক্ষাদির সংখ্যা ও শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়া "উদ্ভিদ বিদ্যা" নামে যে গাছ-পালার হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এই বিশাল মেদিনী মণ্ডলের যেখানে যত তরু-গুল্ম-লতাদি আছে,—আমাদের গৃহিণীর উদ্যানে তৎ সমস্তই দৃষ্ট হয়। আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, এই উদ্যানোৎপন্ন সামগ্রী দ্বারাই তাঁহার অসংখ্য পরিজন ও দাসদাসীর ভরণপোষণ হইয়া থাকে। হাট বাজারের অপেক্ষা রাখিতে হয় না। এমন কি! যাহাদের সহিত এই গৃহস্থের কোন সম্পর্কই নাই;—তাদৃশ নিঃসম্বল ব্যক্তিরাও এই উদ্যানের ফল ভোগে বঞ্চিত হয় না! কিন্তু তাহারা এমনি কৃতঘ্ন যে, খায় পরের,—গুণ গায় আপনার।

এই উদ্যানে না আছে, এমন বস্তু নাই। বৃহৎ বৃহৎ রাজধানীর বাজারে কন্দ, মূল, ত্বক, পত্র, ফুল, ফল, ধাতু, আকরিকাদি জাতীয় যত দ্রব্য দেখিতে পাও, আমাদের গৃহিণীর উদ্যানে তৎ সমস্তই দেখিতে পাইবে। উদ্যানের শোভাই বা কত! কোন স্থানে দিগন্ত-প্রসারিত শুভ্র সৈকতভূমি বিশদ শোভা প্রকাশ করিতেছে; কোন স্থানে অভ্রভেদী ভূধর নিচয় স্থির গম্ভীর ভাবে উদ্যান শোভা বিলোকন করিতেছে; কোন স্থানে সমুদ্রবৎ অসীম জলাশয় সকল, কোন স্থানে ঐ জলাশয়ের সহিত সংলগ্ন খাত সমূহ;—কোন স্থানে শত সহস্র হস্ত পরিধি

বিশিষ্ট গগনভেদী বৃক্ষ,—কোন স্থানে অণুবীক্ষণ দর্শনীয় শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ, কোন স্থানে অজগরবৎ স্থূলবল্লী পাদপ বেষ্টন করিয়া আছে, কোন স্থানে কেশবৎ সূক্ষ্ম লতা নয়নের ভ্রম জন্মাইতেছে। ইত্যাদি,—ইত্যাদি। এই উদ্যান নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রধানা অষ্ট দাসীর প্রতি অর্পিত ;—তাঁহারা স্বয়ং উহার কার্য্য কলাপ সম্পাদন করেন।

এই গৃহিণীর সকলই অদ্‌ভুত,—সকলই বিস্ময়কর, সকলই কুহকময়। আমরা দুই একটী পশু পক্ষী পুষিয়া থাকি। কাহাকে পিঞ্জরে,কাহাকে দাঁড়ে, কাহাকে শৃঙ্খলে, কাহাকে রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া রাখি ;—কত যত্নে কত উত্তম বস্তু আহার করিতে দেই ; কিন্তু প্রায় কেহই পোষ মানে না,সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে। আমাদের গৃহিণী অনন্ত পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ পুষিয়াছেন, কাহারও জন্য পিঞ্জরাদির ব্যবস্থা নাই, সকলেই ঐ উদ্যানে পরম সুখে বিচরণ করে, উদ্যান জাত ফল-মূল-বীজাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, উদ্যানের জলাশয়ে জল পান করে, উদ্যানের যথাযোগ্য স্থানে আপন আপন ইচ্ছামত গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সন্তান পালন করে, তাহাদের ভাব দেখিলে বোধ হয়, তাহাদের আনন্দের সীমা নাই, বোধ হয় তাহারা আপন আপন স্বরে কর্ত্রী গৃহিণীর গুণ গান করে! সকলে এমনি পোষ মানিয়াছে, কেহ কখন উদ্যান ত্যাগ করে না এবং ঐ উদ্যান ভিন্ন যাইবার অন্য স্থান দেখিতে পায় না। তাহাদের প্রতি গৃহিণীর স্নেহেরও সীমা নাই। বোধ হয় ঐ স্নেহের মধ্যে এমনি কুহক আছে, যাহা দ্বারা উদ্যানস্থিত প্রাণীগণ আত্মহারা হইয়া গৃহিণীর বশবর্ত্তী হইয়াছে।

আমরা শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের রন্ধন শালার এক এক চুল্লীতে দশ হইতে দুই শত স্থালী অন্ন পাক হইয়া থাকে! ঠাকুরের মহিমায় এরূপ হয়। আমাদের গৃহিণীর রন্ধন শালায় একটি মাত্র চুল্লী, তাহাতে অসংখ্য পরিজন ও দাস দাসীর জন্য অনন্ত বস্তু পাক হইয়া থাকে! সকলই ঐন্দ্রজালিক!

আমাদিগের গৃহ সকল মৃত্তিকা, ইষ্টক, প্রস্তর, কাচ, তৃণ, কাষ্ঠাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ঐ গৃহীর গৃহ কেহ কখন চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায় না ; তাহার উপাদানেরও নির্ণয় করিতে পারে না। তবে অনুমান দ্বারা কেহ বলেন, ঐ গৃহ আত্মময়, কেহ বলেন, মনোময় ; কেহ বলেন, চিন্ময় ;—ইত্যাদি। আমরা এ সকল কথা কিছুই বুঝিতে পারি না। তবে এই মাত্র বোধ হয়, কেহ কেহ ঐ গৃহ দেখিতে পান, কিন্তু উহার নির্ম্মাণ-কৌশল, উপাদান ও শোভা সমৃদ্ধি বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারেন না। আমরা পূর্ব্বে

একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন ঐ গৃহস্থের নাম, ধাম, চরিত্রাদি অন্যে অবগত হইতে পারেন না। এই স্থলে সেই কথা আর একবার বলিব। ঐ গৃহীর সম্বন্ধে যে দুইচারিটী কথার সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল, তাহাতে তাঁহার গুণ ভিন্ন কোন দোষের আভাস দেওয়া হয় নাই; কাহারও চরিত্রাদি বর্ণন করিতে হইলে, দোষ গুণ উভয়ই বলিতে হয়। এই গৃহীটী অতিশয় স্ত্রৈণ, তাঁহার ন্যায় স্ত্রীভক্ত বা স্ত্রীসেবক জগতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। তিনি পত্নীর প্রীতি সাধনার্থ সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পত্নীটী গুণবতী বটে; কিন্তু পত্নী গুণবতী হইলেই যে,পতিকে "লঙ্কার বানর" হইতে হইবে, এমন কি কথা আছে! যাহারা তাঁহার পত্নীকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং পত্নীর মন বুঝিয়া কার্য্য করে, তিনি তাহাদিগকে মস্তকে করিয়া নৃত্য করেন এবং আপন অন্তঃপুরে কেবল তাহাদিগকেই প্রবেশাধিকার, প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদনের অন্যপ্রকার সাধন নাই। দ্বিতীয় দোষ, তাঁহার উদ্যানে মায়ানাম্নী দাসী নিত্য নিত্য বহুতর হিংসাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; বিশেষতঃ গৃহিণী যে সকল পশু, পক্ষী,কীট, পতঙ্গাদি পুষিয়া যত্নে পালন করিয়া থাকেন; তাহাদিগের মধ্যেই ঐ সকল হিংসা হইয়া থাকে;—গৃহিণী তদ্দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেন,—নিবারণের কিছু মাত্র চেষ্টা করেন না। কর্ত্তা এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও নীরব থাকেন,—কথাটী কহেন না। বোধ হয়, তাঁহারও ইহাতে সুখ হয়;—কেননা, তাঁহার গৃহে—তাঁহার পরিজনগণ দ্বারা—তাঁহার সুখ সাধন-চেষ্টা ভিন্ন দ্বিতীয় কার্য্য নাই। ইহা বড়ই দোষের কথা! একটী অণুবৎ পরম সুন্দর কীট,—গোলাপের পাঁপড়িতে আনন্দে বিচরণ করিতেছে;—একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। ঐ কীটটী মক্ষিকার উদরস্থ হইতে না হইতে একটী মাকড়সা আসিয়া মক্ষিকাকে ভক্ষণ করিল। মক্ষিকাটী মাকড়ের গলাধঃ কৃত হইবার পূর্ব্বেই একটী ভ্রমর-কৃষ্ণ ক্ষুদ্র মনুয়া পক্ষী মাকড়কে চঞ্চু-বিদ্ধ করিয়া উড্ডীন হইল এবং উচ্চ বৃক্ষের পল্লব কুঞ্জে লুক্কায়িত হইল। তথায় একটী পেচক দিবালোক ভয়ে আশ্রয় লইয়াছিল;—সশিকার মনুয়াকে নিকটে পাইয়া গ্রাস করিল। সেই তরুর উচ্চতম শাখায় একটী শ্যেনপক্ষী নিদ্রিত ছিল, পেচকের পক্ষাস্ফালন শব্দে বিনিদ্র হইয়া তাহার উপর পতিত হইল এবং চঞ্চু ও নখরাঘাতে পেচককে বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিছু ক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই ব্যাধ তরুতলে সপ্ত-নলী যোজনা করিতেছিল; সে এক্ষণে সুযোগ পাইয়া পেচক ভক্ষণকারী শ্যেনের

বক্ষে লৌহবড়শী বিদ্ধ করিল। ব্যাধ অনেকঃ ক্ষণ হইতে পক্ষী লক্ষ্য করায় ঊর্দ্ধেক্ষণ হইয়াছিল; সুতরাং দেখিতে না পাইয়া একটী বিষধর সর্পের লাঙ্গুল পদ-পীড়িত করায় সর্প আহত হইয়া সরোষে ব্যাধের জংঘায় দংশন করিল। সে দংশন অমোঘ,—ব্যাধ ভূপাতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। এই সময়ে একটী ময়ূর আসিয়া দেখিতে দেখিতে সর্পকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ইত্যাকার হিংসা কার্য্য গৃহিণীর উদ্যানে অহরহ চলিতেছে;—নিবারণের কোন চেষ্টাই নাই। যে মহাগ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধ সংগ্রহ করা যাইতেছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, তাঁহার বহিরুদ্যানে এইরূপ হিংসা পরস্পরা সংঘটিত হয় বটে; কিন্তু অন্তঃপুরে হিংসা দ্বেষের গন্ধও নাই। তথায় হিংসা কারী জীবগণের একত্র সমাবেশ আছে, কিন্তু কেহ কাহার হিংসা করে না;—বরং পরস্পরে সস্নেহ ব্যবহার করে। ইহা সত্য মিথ্যা জগদীশ্বর জানেন, ফলে আমাদের অপবিত্র হৃদয় ইহা বিশ্বাস করিতে চাহে না! তবে ইন্দ্রজালে সকল অসম্ভব ঘটনাকেই সম্ভব করিয়া দেয়।

এই গৃহস্থের বিবরণ অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইল। সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে সুবৃহৎ গ্রন্থেও তাহার স্থান হয় না। আমরা এতক্ষণ যে গৃহিণীর চরিত্র বর্ণন করিয়া আসিলাম, তিনিই হিন্দুর বেদান্ত দর্শনের পুরুষ-সঙ্গতা প্রকৃতি।

নূতন সংবাদ।

১। মুক্তিফৌজ নামক খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত বালক বালিকাগণ এক সপ্তাহ জল খাইবার ও চিত্রশালা দেখিবার পয়সা বাঁচাইয়া মুক্তি-ফৌজের হস্তে পনর হাজার টাকা দান করিয়াছে।

২। হুগলি জেলার অন্তঃপাতী বৈঁচির জামদার শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী পান্থশালা স্থাপনার্থ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন!

৩। সুদানের রাজকুমারী ইউজিনী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া খঞ্জদিগের জন্য একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

৪। জাপান সম্রাজ্ঞী একটী স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহা বিদেশীয় রমণীদিগের দ্বারাই চালিত হইবে। দুটি ইংরাজ, দুটি মার্কিন, দুটি ফরাসী ও দুটি জর্ম্মাণ মহিলাদিগের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হইবে।

৫। মিস্ মেরী সামুয়েল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বি, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহুদী জাতীয় মহিলাদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম বি, এ, উপাধি লাভ করিলেন।

৬। ১২ই পৌষ বুধবার সখী-সমিতির প্রতিনিধি স্বরূপ কতিপয় মহিলা

গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া লেডী ল্যান্স-ডাউনকে একখানি অভিনন্দন পত্র দিয়া আসিয়াছেন।

৭। ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই পৌষ তিন দিবস বেথুন স্কুলে সখী-সমিতির মেলা বসিয়াছিল। লেডী বেলী ও লেডী ল্যান্সডাউন মেলাক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া সখীদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষের ঐ মেলায় প্রবেশের অধিকার ছিল না। শিল্পজাত দ্রব্যই অধিক সংখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বামা রচনা।

গয়া বালিকা বিদ্যালয়।

অত্র গয়া জিলার কালেক্টর সাহেবের মহিলা মিসেস্ গ্রিয়ারসন্ এই স্থানের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদ্বয় ও বালিকা দিগকে তাঁহার বাড়ীতে বিগত ২৮ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে যাইবার জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করেন। উক্ত দিবস বেলা ৩ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়-গৃহ হইতে শিক্ষয়িত্রীদ্বয় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনখানা গাড়ীতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হন। আমরা পৌঁছিয়া দেখি মিসেস্ গ্রিয়ারসন ও আর একটী মাত্র মেম সেখানে আছেন। তাঁহারা আমাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কা বালিকা দিগের সহিত নানা রকম আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আরও কয়েকটী মেমের সেখানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল; কিন্তু তাঁহারা সময়মত না আসিতে পারায় উপরোক্ত মেম দুইটী অতঃপর আমাদিগকে একটী সুসজ্জিত ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে একখানি টেবিলের উপর পারিতোষিক সাজান ছিল। যতগুলি বালিকা গিয়াছিলেন, সকলকেই যোগ্যতা অনুসারে কিছু কিছু পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। পারিতোষিক বিতরণ হওয়ার পর এখানকার জজ সাহেবের মেম প্রভৃতি ৫। ৬ টী মেম আসিলেন। সকলেই আমাদের সহিত অতি সরলভাবে স্নেহসূচক আলাপ করিতে লাগিলেন। ছোট ছোট মেয়েদের সহিত দৌড়া দৌড়ি, দোলায় চড়া ইত্যাদি খেলা করিয়া সকলকেই কিছু কিছু খাবার দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদায় দিলেন। গত বৎসর বড় দিনের পূর্ব্বেও মিসেস্ গ্রিয়ারসন্ বালিকা দিগকে এইরূপ নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া পারিতোষিক বিতরণ এবং আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন। মিসেস্ গ্রিয়ারসন্ বাঙ্গালী বালিকা-দিগের সহিত যেরূপ অমায়িক ব্যবহার করেন এবং তাহাদিগকে যেরূপ ভাল-বাসেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। ঈশ্বরের নিকট কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া এইরূপে স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহ প্রদান করিয়া আমাদের দেশের মঙ্গল সাধন করুন। ইতি সন ১২৯৫ সাল, তারিখ ৯ই পৌষ।

নিঃ

শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৭ সংখ্যা | পৌষ ১২৯৫—জানুয়ারি ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। কুমারী ম্যানিঙ কলিকাতায় আসিয়া সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়াছেন ও সর্ব্বপ্রকারে দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তিনি সাধারণের সমধিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

২। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে [illegible] যে ১৮৮৬-৮৭ সালে ২১৯৮ বালিকা বিদ্যালয় ও ৮১০৫৫ জন ছাত্রী ছিল, ১৮৮৭-৮৮ সালে ২২০৭টি বিদ্যালয় [illegible] জন ছাত্রী হইয়াছে, গত [illegible] বিদ্যালয় সংখ্যা [illegible] ছাত্রী [illegible] বর্ষে স্ত্রীশিক্ষার এরূপ উন্নতি যায় পর নাই আনন্দকর।

৩। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। ইউরোপের প্রা[illegible] প্রত্যেক দেশেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। ব্রিটিশ ভারতে ১৮১·২ জন পুরুষে ৯৭·[illegible] জন স্ত্রীলোক। দেশীয় রাজাদের অধিকারে ২৮·৭ জন পুরুষে ২৬·৪ জন স্ত্রীলোক। ১৮৮১ সালে স্ত্রীলোক অপেক্ষা ৬০,[illegible]৪১৯ জন পুরুষ বেশী ছিল।

৪। বিগত বহু দিন [illegible] বিলাতের কোন [illegible] কোন ভিক্টোরিয়া [illegible] ২৮ [illegible]

৩৬ প্রকার পিঠা প্রস্তুত হইয়াছিল। দুই টাকার কমে বড় দিনের একখানা পিঠাও বিক্রয় হয় নাই।

৫। আমেরিকার দরিদ্র অথচ সৌখীন রমণীরা নিজের মাথার চুল বিক্রয় করিয়া অলঙ্কার ও পোষাক কিনিয়া থাকেন। রমণীগণ ভাল চুল জন্মাইবার জন্য খুব দৈহিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন। পরচুলার জন্য ভাল চুল অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

৬। লণ্ডন নগরে প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার টাকার ফুল ও পাতা বিক্রয় হয়। ইংরাজেরাই স্বভাবের শোভার মর্য্যাদা জানেন।

৭। গত ২৯শে পৌষ ময়মনসিংহ জিলা স্কুল গৃহে "ব্যাণ্ড অব হোপ" সভায় মিস্ স্নুলার নাম্নী একটী ইউরোপীয় মহিলা মাদক সেবনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ শুনিয়া অনেকেই আর মাদক সেবন করিবেন না বলিয়া প্রাতজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।—সুলভ।

৮। অক্সফোর্ডের প্রসিদ্ধ বডলিয়ান লাইব্রেরিতে মোটে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পুস্তক আছে! এত বড় পুস্তকালয় পৃথিবীতে আর নাই। আলেকজাণ্ড্রিয়ার জগদ্বিখ্যাত পুস্তকালয়ও ইহার সমান নহে।

৯। মান্দ্রাজে মিঃ স্পেন্সর নামক একটী সাহেব বেলুনে উঠিয়া ২ হাজার ফুট উচ্চ হইতে একটী ছাতা ধরিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বেলুন বাজি দেখাইবার জন্য কলিকাতায় আসিবেন।

১০। আমেরিকা ও ইউরোপ মধ্যে রুমানিয়া, সার্ভিয়া এবং রুশিয়ায় গড়ে শতকরা ৮০ জন লোক লেখা পড়া জানে না। স্পেনে শতকরা ৬৩ জন, ইটালীতে ৪৮ জন, ফ্রান্স ও বেলজিয়মে ১৫ জন, হঙ্গারিতে ৪৩ জন, অষ্ট্রীয়ায় ৩৯, আয়ার্লণ্ডে ২৩, ইংলণ্ডে ১৩, হলণ্ডে ১০, ইউনাইটেড ষ্টেট ৮, স্কটলণ্ডে ৭, এবং সুইজারলণ্ডে শতকরা আড়াই জন মাত্র লেখা পড়া জানে না। ভারতে মূর্খ নরনারীর সংখ্যা অনেক অধিক হইবে।

১১। বিজনোরের কায়স্থ সভা এইরূপ সঙ্কল্প ধার্য্য করিয়াছেন যে, বিবাহে মদ্য ব্যবহার করিবেন না এবং স্ত্রীলোকের ১২ বৎসরে এবং পুরুষের ১৬ বৎসরের পর বিবাহ দিবেন। বিবাহের তিন শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ১ম শ্রেণীর বিবাহে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫০০ টাকা মাত্র ব্যয় হইবে। আমরা ভারতের অপরাপর প্রদেশীয় কায়স্থদিগের সর্ব্বনাশক বিবাহের ব্যয়সংক্ষেপার্থ উদ্যোগ দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি, বঙ্গীয় কায়স্থেরাই উদাসীন।

১২। মনুষ্যের জীবনের গড় পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃটীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে যখন মানুষের গড় আয়ু ...

ছিল, তবে হইতে এখন ঐ পরিমাণ ৪৭ বৎসর ৮ মাসে দাঁড়াইয়াছে। ১৮১৪ হইতে ১৮৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এই শেষোক্ত পরিমাণ স্থির হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে জীবনের দৈর্ঘ্য পূর্ব্বতন অন্যান্য শতাব্দ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।—এডুকেশন গেজেট।

১৩। জাপান-সম্রাজ্ঞী নানা বিষয়িনী বিদ্যা শিক্ষায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন। তিনি অধ্যবসায়ের সহিত জর্ম্মণ, রুশ, ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

১৪। গত ইংরাজি নববর্ষের দিনে সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস গ্রহণ হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর প্রান্ত হইতে ঐ গ্রহণ দৃষ্ট হয়।

১৫। সম্প্রতি পারিস নগরে এক রমণীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নগদ ১৭।১৮ কোটী টাকা ছিল। তিনি মৃত্যুকালে অনাথ আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য ৭০ লক্ষ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫০ লক্ষ, দরিদ্রদিগের বাসগৃহের জন্য ১০ লক্ষ, হাঁসপাতালের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন এবং বার্ষিক ২০ হাজার টাকা আয় হইতে পারে, এমন মূলধন দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ দিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ২ শত দরিদ্র পুরুষ, ১ শত দরিদ্রা নারী, এবং বৃদ্ধ ও রুগ্ন দুইপরায়ণ লোকের জন্য তিনটি আশ্রম নির্ম্মাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রচুর অর্থ দিয়া গিয়াছেন। এই তো ধনের সদ্ব্যয়।

১৬। নিউইয়র্ক সহরে কুমারী গেরেট সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্যা স্ত্রীলোক। ইনি পিতার ৫ কোটী টাকার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন। ইনি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ও অঙ্কশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই, দান-ধ্যানে দিন কাটাইতেছেন।

১৭। ত্রিবাঙ্কুরের মৃত দেওয়ান অনারেবল রামিঙ্গারের বিধবা পত্নী সম্প্রতি মান্দ্রাজের পচেপা কলেজের জন্য ৪৫০ পুস্তক সমেত একটী পুস্তকাগার দান করিয়াছেন। মেঃ রামিঙ্গার পূর্ব্বে ঐ কলেজের ট্রষ্টী ছিলেন। তাঁহার পত্নীর এই সৎকার্য্যে সাধারণের নিকট তাঁহার নাম আরও চিরস্মরণীয় হইল।—সুরভি-পতাকা।

১৮। পৃথিবীতে রমণীমণ্ডলীর শীর্ষস্থান কোন দাদশটী নারী পাইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে অধুনা কয়েকটি বিখ্যাতা মহিলার মত সংগৃহীত হয়। ইঁহারা এত সুশিক্ষিতা হইয়াও ভারত সম্বন্ধে এমনি অনভিজ্ঞা যে, ফসেট পত্নী ব্যতীত কেহই অহল্যা বাইয়ের নাম জানেন না।

১৯। লেডী হড উইওহাম কুইন, ভারত ভ্রমণে আসিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৫টি বাঘ শিকার করিয়াছেন !!

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

(বৈদিক সময়)

২৮—জুহূ।

(২৭০ সংখ্যার ৭৭ পৃষ্ঠার পর)

জুহূ, বৃহস্পতির পত্নী। সোমের প্রযত্নে, মিত্র ও বরুণের সম্মতিক্রমে জুহূ দেবীর সহিত বৃহস্পতি ঋষিকে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। বৃহস্পতি, পাপ-দোষ প্রাপ্ত হইলে, প্রণয়িনীকে পরিবর্জ্জন করেন। পরে বরুণ, সূর্য্য, প্রজাতির জ্যেষ্ঠ তনয়বৃন্দ ও অন্যান্য কেহ কেহ কহিলেন, 'এই পত্নীকে গ্রহণ করা উচিত; কেন না ইঁহাকে যথাবিধানে বিবাহ করা হইয়াছে।' জুহূর চরিত্র পরীক্ষার কারণ দেবতারা দূত প্রেরণ করেন। দেবী জুহূ তাহাতে স্বীয় বিশুদ্ধ স্বভাবের যে পরিচয় দেন, তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হন। প্রবলপরাক্রান্ত নরপতির সুরক্ষিত রাজ্য-সদৃশ তাঁহার সৎস্বভাব অটলভাবে সৎপথেই ধাবমান হইত। দেবতারা বলিতে লাগিলেন, প্রাচীন দেবতারা ও তপস্যানিরত সপ্ত ঋষি, এই জুহূর পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুপ্রকৃতিবলে ও তপস্যাপ্রভাবে অমুৎকৃষ্ট বস্তুও উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করে। ঋষিপ্রবর বৃহস্পতি, প্রেয়সী-পরিত্যাগের পর হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরিণয়-কালে যে সোম, আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক উভয়কে দাম্পত্য-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেন, তিনিই উভয়ের পুনর্ম্মিলন করিয়া দিলেন। কেবল যে সোমই, ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হন, তাহা নয়; দেবতাগণ, রাজারা ও অপরাপর লোকে সকলেই শপথ করিয়া ঋষিসমক্ষে তদীয় প্রিয়তমার গুণবাদ ঘোষণা করিলে, তিনি ভার্য্যাকে অনেক পরীক্ষার পর গ্রহণ করেন। বৃহস্পতি, মনে মনে এতদিন নিষ্কলঙ্ক ভার্য্যার পবিত্র চরিত্রে সন্দিহান হইয়া যে পাপে নিপতিত হইয়াছিলেন, বনিতাকে পুনর্গ্রহণ করাতে, তাহা দূরীকৃত হইল। অতঃপর তাঁহারা পরমানন্দে কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন। জুহূর প্রণীত বাক্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১১০ দশাধিক শততম সূক্তে ৭ সাতটি ঋকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যিনি বিনা দোষে ভর্ত্তৃত্যক্তা হইয়া পুনরায় পতির অনুরাগপাত্রী হইয়াছিলেন, তাঁহার বিমল চরিত্রের কত গৌরব ও মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে! সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা ব্যাপার এই জুহূর চরিত্র-পরীক্ষার অনুকরণ বৈ আর কিছুই নয়। রামায়ণেও দেবতা, মনুষ্য, রাক্ষসাদি সীতার সাধু স্বভাবের সপক্ষে সাক্ষী, এখানেও দেবতা, রাজা, মানব, ঋষি প্রভৃতি সাক্ষী। যিনি কোন কারণে বা

অকারণে পতিতা-মধ্যে গণ্য হইয়া পুনরু-থিত হইতে পারেন, তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য, যে কখনও পতিত হয় নাই, তাহার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। যে পতিত হয় নাই, সে পতিত হইয়া উত্থান করিতে পারিবে কি না, কে বলিতে পারে? মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন, চাঞ্চল্যের কারণ উপস্থিত থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত অচল থাকে, তাঁহাদিগকে প্রকৃত ধীর বলা যায়,—সেই রূপ আমরা অপরীক্ষিত জীবন অপেক্ষা পরীক্ষিত জীবনের সমধিক সমাদর করিতে পারি।

২৯—সরমা।

ঋগ্বেদ সংহিতায় দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে পণিগণ ও সরমার প্রশ্নোত্তরস্থলে যে বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, সরমা ইন্দ্রের দূতীস্বরূপা। পণিগণ ও সরমার কথোপকথন পশ্চাৎ বর্ণিত হইল।

পণিগণ।—সরমা! তুমি কি কামনা করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ? ইহা অতি দূর পথ। এ স্থানে আসিতে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিলে আগমন করিবার উপায় নাই। আমাদের নিকট কোন্ দ্রব্যের অভিলাষে আসিলে? কত রজনী অতিবাহন করিয়া এস্থলে উপনীত হইলে? কি উপায়ে তরঙ্গিণীর বারি-রাশি অতিক্রম করিয়াছ?

সরমা।—ইন্দ্রের দৌত্য-পদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তোমাদের অনেক গবাদি আছে, তাহা লুটিবার উদ্দেশে আমি এখানে আসিলাম। পাছে, আমি নীর-রাশি অতিক্রম করি, জলের এই ভীতি জন্মিল। এই প্রকারে নদীর জল অতিক্রম করিয়াছি। জল আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে।

পণিগণ।—ইন্দ্রের দূতীস্বরূপে তুমি সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়াছ। ইন্দ্র কি প্রকার? তিনি কি আকার-প্রকার-বিশিষ্ট? তাঁহাকে আমরা আত্মীয় ভাবে গ্রহণার্থ সমুদ্যত হইলাম। তিনি আমাদের ধেনুর অধিকারী হউন।

সরমা।—আমি যে ইন্দ্রের দূতী, তাঁহাকে পরাভূত করা কাহার সাধ্য? তিনিই বরং সকলকে পরাজিত করিয়া দেন। গভীর কল্লোলিনীরা তাঁহার গতির প্রতিরোধে অসমর্থ। তোমরা নিঃসংশয়িত রূপে তদীয় ভুজবলে নিহত হইবে।

পণিগণ।—সরমা সুন্দরী! তুমি ত্রিদিবের অত্যন্ত প্রান্ত হইতে আগমন করিয়াছ; তুমি যথেচ্ছ গাভী লও। দেখ, সংগ্রাম ব্যতিরেকে কেহই তোমাকে ধেনু দিবে না। আমাদের রাশি রাশি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র রহিয়াছে।

সরমা।—এ সকল সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত বাক্য নয়। বোধ হইতেছে, তোমাদের দেহে অধর্মস্পর্শ হইয়াছে। দেখি যেন তোমাদের শরীরে ইন্দ্রের শর যেন প্রবিষ্ট না হয়। তোমাদের আবাসে আসিবার পথটি, যেন দেবগণ

কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয়। যদি তোমরা স্বকলে বিনীত হইয়া আমাকে ধেনুগুলি সম্প্রদান না কর, তবে তোমাদের বিপত্তি নিকটবর্ত্তিনী জানিবে। আমার ভয় হয়, কি জানি, বৃহস্পতি যদি তোমাদিগকে কষ্ট দেন।

পণিগণ।—সরমা! জানিও, আমাদের সম্পত্তি, গিরিরাজি দ্বারা সুরক্ষিত। গাভী, বাজী, অপরাপর ধনও আমাদের যথেষ্ট আছে। আমাদের মধ্যে যে সকল পণি, রক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ, তাহারাই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। তুমি ধেনু-রব শ্রবণ করিয়া এস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমার আগমন ব্যর্থ হইল।

সরমা।—যখন অযাস্য নামক ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানেরা ও নবগুগণ, সোমপানার্থ প্রোৎসাহিত হইয়া এখানে আগমন করিবেন ও পরে তোমাদের এই গাভী সমুদয় বিভাগ করিয়া লইবেন, তখন তোমাদের দম্ভ কোথায় রহিবে?

পণিগণ।—হে সরমা! দেবগণ আমাদিগকে ভয় দেখাইবার কারণ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন আসিয়াছ। তুমি আমাদের ভগিনীস্বরূপা। তোমার আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা তোমাকে ধেনু-সমূহের অংশ দিতেছি।

সরমা।—ভাই ভগ্নী সম্বন্ধে কোন কথা বুঝি না। দুর্দ্ধর্ষ অঙ্গিরার তনয় সকল ও ইন্দ্র, সমুদায়ই অবগত আছেন। তাঁহারা গোধন-প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদের আশ্রিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি। পণিগণ! অতএব তোমরা দূরে প্রস্থান কর। ধেনু সমূহ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহারা ধর্ম্মের আশ্রয়ে এই অচল হইতে গমন করুক। সোম, বৃহস্পতি, ঋষিকুল, মেধাবীরা, ও সোমপ্রস্তুতকারক পাষাণ সমূহ, এই প্রচ্ছন্ন স্থানস্থিত এই সকল গোধনের বৃত্তান্ত জানিয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ও তাঁহাদের মতানুবর্ত্তীরা কহেন, গ্রীকজাতির মধ্যে ট্রয়-সমরের যেরূপ গল্প প্রচলিত আছে, ভারতে আর্য্যগণের মধ্যেও তদ্রূপ কিংবদন্তী চলিয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের মতে উষা কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে আলোকের উদ্ধারই উপমাচ্ছলে সরমা কর্ত্তৃক গাভী উদ্ধার-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের স্থল-বিশেষে রূপক-বর্ণন আছে, অতএব সর্ব্বস্থানেই সেইরূপ হইবে, এমন কোন কথা নাই; ফলতঃ এ দেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঐ মতাবলম্বী নহেন। এ মতে আমাদেরও সম্মতি নাই।

উপরে সরমার বিবরণ যাহা বর্ণিত হইল, তাহাতে তাঁহার অদম্য সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, কার্য্যকারিণী শক্তি, কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে। অধি

প্রাচীন কালেও নারীরা দৌত্যকর্ম্মে কীদৃশী নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন, সরমার ইতিহাসেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সরমার বর্ণিত প্রসঙ্গে জানা যায়, অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ ইত্যাদি ঋষিদের কি প্রকার প্রবল দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল! তথাপি তখনও এদেশে অজ্ঞাত ছিল না। বীরনীতিজ্ঞা সরমা, পবিত্র গুরুতর দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, পণিগণের ভ্রাতৃ-ভগ্নী-সম্বন্ধের কথায় ভুলিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই।

——:•:——

ক্ষমা।

ক্ষমা এ মর জগতে স্বর্গীয় জ্যোতি, ক্ষমা মানব-হৃদয়ে অতুল ঐশ্বর্য্য, ক্ষমা জীবন-যুদ্ধে অভেদ্য বর্ম্ম। যিনি আপন পর শত্রু মিত্র সকলকেই সমভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই এ জগতে অজেয়। মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, অতএব সংসারের কুটিল পথে মানব পদে পদে যে পদস্খলিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যে ব্যক্তি বিবেচনাহীন, অপরিণামদর্শী, সে ব্যক্তিরতো পলকে পলকে ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়; আবার যিনি জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী, তিনিও কখন কখন ভ্রম, অসাবধানতা প্রভৃতি কারণে ত্রুটী দেখাইয়া থাকেন। জগতে এমন কে আছেন যাঁহার জীবনে কখনও কোন ত্রুটী হয় না? যখন মানব-জীবন অসম্পূর্ণ, তখন ত্রুটী মানবের স্বাভাবিক, একথা বলা যাইতে পারে। তবে এ ত্রুটীময় সংসারে ক্ষমা যে কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা কি আর বলিতে হইবে?

যাহারা ক্ষমা করিতে পারে না, তাহারা—নিজে যাহাই হউক, পরের অণুমাত্র দোষ দেখিলেই জলিয়া উঠে। অপরাধীকে নিজেও ক্ষমা করিতে পারে না, অপর কেহ যাহাতে ক্ষমা না করে তদ্বিষয়েও চেষ্টা করে; কাহারও সামান্য ত্রুটী দেখিলেই তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করে। তাহাদের কার্য্য দেখিলে বোধ হয় পরের দোষ বাহির করিতেই তাহারা জগতে আসিয়াছে। ক্রমে পরদ্বেষ, পরনিন্দা ও পরপীড়ন তাহাদের সুখের একমাত্র উপাদান হইয়া উঠে। তাহারা যে কার্য্যই করুক, তাহাতেই পরপীড়নের ছায়া প্রতিভাত হইতে থাকে। যিনি মানবকে অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া, মুখের উপর দোষ সমালোচনা করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিতে চান, তিনি তো মানবের প্রকৃত বন্ধু; আমরা যে শ্রেণীর লোকের কথা বলিতেছি ইহারা সেরূপ মহৎ ও সাধু উদ্দেশ্যে

বাধ্য করিতে পারে না। ইহাদের উদ্দেশ্য অপরের সুনাম কলঙ্কিত করা, ইহাদিগের কার্য্য, ক্রোধ ও হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা! এই সকল পর-পীড়ক লোক হইতে বিবাদ, গৃহবিচ্ছেদ ও সময়ে সময়ে নরনারী হত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষমার অভাবে মনুষ্যজগতে শৃঙ্খলা থাকে না, এবং মানবসমাজ পিশাচসমাজ বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে।

যিনি ক্ষমাশীল, তিনি অপরের হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারেন। দোষ দেখিলে যিনি উগ্রতা ও রুক্ষতার পরিবর্ত্তে মৃদুতা ও কোমলতা দিয়া শাসন করেন, মিষ্ট ভর্ৎসনায় ও সদুপদেশে সে দোষ দূর করিতে চেষ্টা করেন, দোষীর হৃদয় আপনা হইতেই তাঁহার পাদমূলে বিক্রীত হয়! যখন কোন দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিকে দশজনে উপহাস করিতেছে, দশজনে তিরস্কার করিতেছে, তখন যিনি তাহাকে একটু ভালবাসা ও দুইটী মিষ্ট কথা দিতে পারেন, তিনিই তাহাকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম! যে উদ্ধত চিত্ত গুরুজনের তিরস্কারে, বন্ধু বান্ধবের অভিমানে ও সামাজিক কঠোর শাসনে বিনম্র হয় নাই, তাহাই হয়তো কোন সদাশয় ব্যক্তির দুই ফোঁটা স্নেহের অশ্রু পাইয়া, ক্ষমার স্বর্গীয় মধুরতা পাইয়া তাঁহারই চরণ ধূলি হইয়াছে! উদ্ধত বীর ফুলাসিংহের [illegible] বিক্রম পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ নিজের আয়ত্ত করিয়াছিলেন কি করিয়া? কেবল ক্ষমা করিতে জানিতো ছিল বলিয়া, শাণিত তরবারির নিম্নে নিজের মস্তক রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া! তাই বলিতেছি যে কার্য্য ধনবলে বাহুবলে ও প্রভুত্ববলে সাধিত না হয়, এক ক্ষমা হইতেই তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই সেই পুরাকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ক্ষমার মহিমা সমভাবে কীর্ত্তিত হইতেছে।

মনুষ্য প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের নিকট যেরূপ অপরাধ করিতেছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচারী তাহারতো কথাই নাই, যিনি ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকেও সময়ে সময়ে পাপচিন্তা পাপকামনা প্রভৃতি দুর্ব্বলতার হস্তে পতিত হইতে হয়! কিন্তু ক্ষমাময় ঈশ্বর সকলকেই সমভাবে ক্ষমা করিতেছেন! তাঁহার করুণার ধারায় সকলেই স্নাত হইতেছেন! মানব! বিশ্বজননীর মহা ক্ষমার প্রতি একবার চাহিয়া দেখ, যে ক্ষমার মহত্ত্বে মহর্ষি ঈশা ও মহাত্মা সক্রেটিসের জীবন "মহৎ" হইয়াছিল, মৃত্যুকালে প্রাণহন্তাদিগকে অম্লানমুখে আশীর্ব্বাদ করাইয়াছিল, সেই জীবন্ত ক্ষমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, তোমারও প্রাণের মলিনতা মুছিয়া যাইবে, তুমিও ক্ষমা করিতে শিখিবে।

পৃথিবীতে প্রধান ধর্ম্মাবলম্বি [illegible]

মা'র কাছে সন্তান চিরদিনই ক্ষমা পাইয়া আসিতেছে। সুসন্তানই হউক আর কুসন্তানই হউক, মায়ের প্রাণ সন্তানের দিকে চিরদিনই টানিতেছে। অমন ক্ষমাশীলা বলিয়াই বুঝি মা'কে "দেবতার মেয়ে" বলিয়া মনে হয়!

ক্ষমা পারিবারিক বন্ধনের জীবন স্বরূপ। সেখানে ক্ষমার প্রভাব না থাকিলে সে বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। ইহারই ফলে সন্তান পিতা মাতাকে সেবা করিতে অনিচ্ছুক, ভ্রাতা ভগ্নীতে বিচ্ছেদ, স্বামী স্ত্রীতে মনান্তর, প্রভু ভৃত্যের অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়! যে পরিবার সর্ব্বদা ক্ষমা প্রদান করিতে কৃপণ না হন, সেই পরিবারেই চিরদিনের মত শান্তি বিরাজমান থাকে।

ক্ষমা রমণীগণের কণ্ঠ-রত্ন স্বরূপ। ক্ষমাহীনা রমণী গৃহধর্ম্মের অনুপযোগিনী। শিশুর উপদ্রব, পীড়িতের অসহিষ্ণুতা, নির্ব্বোধের অকারণ উত্তেজনা প্রভৃতি—গৃহবাসে যে প্রতিক্ষণ কত বিরক্তিকর ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা ভোগ করিতেছেন তাঁহারাই বুঝিতেছেন। রমণীর পরীক্ষাক্ষেত্র নিজ গৃহ। যিনি গৃহে সর্ব্বদাই ক্ষমা দেখাইতে পারেন—'দিদী শুধু শুধু মুখ ভার করিয়া আছে; এত করে খেটে মরি তবু গৃহিণীর মন উঠে না; দূর ছাই এই বিয়ের সময়ে আবার ভিন্ন জন অতিথি এল; খুঁটু আমার, খোকাকে দেখিলেই মারে" প্রভৃতি যিনি অকাতরে ক্ষমা করিতে পারেন, ক্ষমাগুণ তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে বলা যায়। ক্ষমা অভ্যাস করিতে হইলে আগে ছোট ছোট বিষয়েই আত্মপরীক্ষা করিতে হয়, তার পর অভ্যস্ত হইলে সামান্য ব্যক্তিও সুপ্রসিদ্ধ নিউটনের মত ক্ষমা করিতে পারে—নিজের বহুদিনের পরিশ্রম জলন্ত সলিতায় ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া কেবল ধীরতা সহকারে অনিষ্টকারীকে একটী মাত্র কথা বলে "ডায়মণ্ড! আজি যে আমার কি ক্ষতি করিয়াছ, তাহা তুমি নিজে জান না।"

যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহার দোষ প্রায়ই ক্ষমা করি। অনেকে বলেন "ভালবাসার চক্ষে দোষকে গুণ বলিয়া ভ্রম হয়," কিন্তু এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। আমাদের বিশ্বাস, যাহাকে ভাল বাসি তাহার দোষ বিশেষরূপে দেখি, তাহার হৃদয়ের সহিত বাহ্য ঘটনার কি সম্বন্ধ তাহা বিচার করি, আর তাহার অবস্থায় পড়িলে সে দোষ অনেকেরই অনিবার্য্য হইয়া উঠে ইহাও বুঝিতে পারি। দোষের তত্ত্ব বুঝিলে ক্ষমা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। এইরূপে আমরা সকলেই ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমা করিতে পারি ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে ক্ষমা পাইতে পারি। অতএব এরূপ আশা করা যায় যে যখন মানবের ভালি

বাসার সীমা বৃদ্ধি হইবে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির দোষের তত্ত্ব বুঝিবে, তখন ক্ষমা মানব-হৃদয়ে একাধিপত্য করিতে পারিবে। ক্ষমার স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইয়া জগৎ কত সুখ ও শান্তির আগার হইবে, গালি বিদ্রূপ প্রভৃতি অভদ্রোচিত ব্যবহার, যুদ্ধ বিগ্রহ নর নারী হত্যা প্রভৃতি রোমহর্ষণ মহাপাতক সমূলে উচ্ছেদ হইবে। সকল নর নারী দেবতার পুত্র কন্যা রূপে সময় যাপন করিতে পারিবেন। যে সকল ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষমাকে ভীরুতা, দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষোচিত সৌজন্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা ক্ষমার অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িবে! যাহাতে সেই দিন আইসে, নিজের হৃদয়কে এই ভাবে প্রস্তুত করা মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এ চেষ্টার ফল নিজ জীবনে যতটুকু প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাই আশা ও মঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ।

ক্ষমা এ মর জগতের অমৃত স্বরূপ। সকলেই ক্ষমা অভ্যাস করিবেন। কিন্তু সময় বিশেষে অমৃতেও গরল উৎপন্ন হয়। যে সকল নরঘাতক পরস্বাপহারক নরাধমদিগের মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে কোন ক্রমেই সত্যের জ্যোতি সহিতে পারে না, পুনঃ পুনঃ পাপ-পঙ্কে মগ্ন হইতে থাকে ও ক্রমে অধিক দুঃসাহস হইতে থাকে, তাহারা মনুষ্য সমাজে বাস করিয়া সমাজ কলঙ্কিত করে মাত্র, তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে গেলে অনেক সময় বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে। অতএব তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। দিল্লীর বৃদ্ধ সম্রাট জেলাল উদ্দিন, দুরাশয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনকে ক্ষমা করিতে গিয়াই তাহার অনুচর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন! তাই বলিতেছি সময়ে সময়ে অমৃতেও বিষ উৎপন্ন হয়। তবে যাহাদিগকে সৎ পথে ফিরাইবার সময় আছে, তাহারা ক্ষমা হইতেই ফিরিবে। গালির পরিবর্ত্তে গালি, নিন্দার পরিবর্ত্তে নিন্দা, হিংসার পরিবর্ত্তে হিংসা অনেকেই দিয়া থাকে, যিনি গালি নিন্দা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ভালবাসা দিতে পারেন, ক্ষমা দেখাইতে পারেন, তিনিই দেবতা, তিনিই জগতে অজেয়।

বুটিয়া পাশ।

বেহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মুঙ্গের জেলার অধীন এবং জামুই নামক মহকুমার সীমান্তবর্ত্তী বুটিয়া পাশ অতি প্রসিদ্ধ স্থান। কৌতুক, বিস্ময় এবং আশঙ্কা একাধারে এই ত্রিবিধ রসোৎপাদক দ্রব্য সমূহ এস্থানে ভূরি পরিমাণে

বর্ত্তমান আছে। আমরা সম্প্রতি স্বচক্ষে এই স্থান দর্শন করিয়া নয়ন যুগলের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছি। আমুই সহর হইতে আনুমানিক বিংশতি মাইল অথবা বাঙ্গালা হিসাবে প্রায় দশ ক্রোশ অন্তরে এই গিরিবর্ত্ম দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি প্রকাণ্ড এবং বহুদূর বিস্তৃত গিরিমালা এই স্থানকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই পর্ব্বতমালার স্থানীয় নাম "গিরিধর," "গিদ্ধাড়," "গিদ্ধাচল" প্রভৃতি। এই অচলমালা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের লুপ ও কর্ড এই দুই দিক বেষ্টন করিয়া পরিশেষে জগদ্বিখ্যাত বিন্ধ্যাচলে গিয়া সংমিশ্রিত হইয়াছে। গিদ্ধাচল বা গিদ্ধাড় পর্ব্বতমালা নানা স্থানে নানা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ এগুলি বিন্ধ্যাগিরির শাখা মাত্র। দুই পার্শ্বে অত্যুচ্চ সুদৃঢ় পর্ব্বতমালা আপনার পাষাণ গাত্রকে নিবিড় অরণ্যে আবৃত করিয়া ঊর্দ্ধে আকাশ ভেদ পূর্ব্বক মেঘের কোলে মিশিয়াছে, ইহার দুই দিকে অসংখ্য তরুরাজি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। পার্শ্বে প্রায় সপ্ত ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ভীষণ হইতেও ভীষণতর জঙ্গল, তাহা এমন নিবিড় যে তাহার দিকে তাকাইলেই অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। ন্যূনাধিক ৮ মাইল পথ পূর্ব্বোক্ত দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, ইহারই নাম মুটিয়া পাস্। গৃহের মধ্যে সামান্য গুড় বা শর্করা ফেলিয়া রাখিলে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে পিপীলিকা আসিয়া পড়ে, এই অরণ্যে ব্যাঘ্র ও ভল্লুক সেইরূপ পালে পালে ও দলে দলে দিবা নিশি বিচরণ করে। এই স্থানের ভীষণতার শতাংশের একাংশও এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিতে পারি না। ঐ স্থান দেখিয়া হৃদয়ে এতই ভয় হইয়াছিল যে, এই প্রস্তাব লিখিতে লিখিতেও প্রাণে আতঙ্কের উদয় হইতেছে। ব্যাঘ্র ভল্লুক ব্যতীত পক্ষী, মৃগ, উল্লু, বানর, শৃগাল, হেঁড়েল, ভোঁদড় প্রভৃতি কত প্রকার অগণ্য জন্তু এবং বৃহদাকার সর্প ঐ বনমালায় বিচরণ করে, তাহার কে নির্ণয় করিবে? কোথাও ফুলের সৌরভ, কোথাও জন্তুর চিৎকার, কোথাও বৃহৎ জন্তু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ক্ষুদ্র পশুর আর্ত্তনাদ, কোথাও ফলের মনোহর বর্ণ, কোথাও পাহাড়ের গাত্রভেদ করিয়া নিঃসৃত ঝরণার জলের কুল কুল শব্দ, এ সকল ভাবিলে পরমেশ্বরের অপার মহিমা ও অনন্ত লীলায় হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। পথিকেরা অন্ততঃ দশ পনর জন একত্র না হইলে এই পথ দিয়া চলে না; অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত এই পথ ভেদ করিয়া যাওয়া সামান্য মানবের সাধ্য নহে। গিধোড়ের রাজা শ্রীযুক্ত রাবণেশ্বরপ্রসাদ সিংহ রাও সাহেব বাহাদুর এই পাশের স্বত্বাধিকারী। তিনি অনুগ্রহ করিয়া পথিকবৃন্দের প্রাণরক্ষার জন্য একটি সুবিধা করিয়া

দিয়াছেন। ঐ ৮ মাইল পাশের মধ্যে প্রতি মাইলে এক একটি কাষ্ঠ-মঞ্চ আছে, মঞ্চগুলি প্রায় ত্রিতল অট্টালিকা পরিমাণ উচ্চ। ঐ মঞ্চের সর্ব্বোচ্চে দুই জন করিয়া সশস্ত্র সিপাহি সতত বাস করে, এইরূপে প্রত্যেক মাচাতে লোক আছে। প্রথম মাচার সিপাহি দিগের এলাকা এক মাইল, তাহার এলাকায় পথিক আসিলে ঐ পথিককে সে পার করিয়া দিবে; তদনন্তর দ্বিতীয় এলাকায় পথিক গেলে সেখানকার সিপাহী তৃতীয় সীমার প্রথমাংশ পর্য্যন্ত পার করিয়া দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে, এইরূপে পথিকেরা দলবদ্ধ হইয়া মধ্য স্থানে এবং সিপাহিরা বন্দুক লইয়া দুই পার্শ্বে গমন করিতে থাকে। তবুও ব্যাঘ্রেরা সুবিধা পাইলে শিকার ছাড়ে না। সে দিন কয়েক জন কনেষ্টবল কয়েকটা দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া জামুই মহকুমায় আনিতেছিল, ঐ পাশের ভিতরে তাহাদের সকলেই ব্যাঘ্র সম্প্রদায়ের সম্মুখে পতিত হওয়ায় একেবারে শমন-সদনে গমন করিয়াছে। ঐ পাশের ভিতরে দাঁড়াইলে দুই বাহুর পার্শ্বেই জঙ্গল স্পর্শ করা যায়, পাহাড়ের ভিতর এত নিস্তব্ধ ও শীতল যে, ৫০ জন লোক একত্র চিৎকার করিলেও শুনা যায় না। বোধ হয় যেন সংসার ছাড়িয়া কোনও নূতন জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই রীতিমত লোক-জনের বন্দোবস্ত করিতে হয়, অস্ত্র, ঘোটক প্রভৃতি সঙ্গে না থাকিলে আসা বড় দুষ্কর। আমরা রীতিমত সাজ সজ্জা করিয়া বহুলোকে একত্র হইয়া তবে এই পাশে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

জামুই নগর হইতে ৬ ক্রোশ অন্তরে আর একদিকে বিখ্যাত মগরাং পাহাড়। এই স্থানে সাঁওতাল জাতি একবার মিলিত হইয়া ইংরাজ-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। নিকটে একটি অনতিপ্রশস্তা নির্ম্মল-সলিলা তটিনী, তাহার দুই পার্শ্বেই পর্ব্বত, এই পর্ব্বতের অরণ্য দেশ ব্যাঘ্রের আড্ডা বলিলেও বলা যায়। পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইলে চারি দিকেই পাহাড় ও জঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, যেন সমগ্র স্থানটি শ্রীমদ্ভগবৎগীতার "সূত্রে মণি গণাইব" সূতায় মণিগাথা বলিয়া বোধ হয়। বৈদ্যনাথের নিকট সিমুলতলায় সাহেবেরা প্রতিমাসেই শিকার করিতে যাইয়া দুই চারিটি করিয়া ব্যাঘ্র মারে। নারগঞ্জ নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ ষ্টেশন আছে, ইহা নওয়াডি রেলওয়ে ষ্টেশনের ন্যায় পাহাড়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। পূর্ব্বে ব্যাঘ্র আসিয়া বাঙ্গালী বাবু কর্ম্মচারীদিগকে রাত্রিতে ধরিয়া লইয়া যাইত, সেই জন্য এক্ষণে অতি উচ্চ স্থানে দ্বিতল বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল ব্যাঘ্র "রয়েল টাইগার" অর্থাৎ রাজকীয় শার্দ্দূল নামে খ্যাত। বাঘ

দেখিতে খুব বড় এবং নিতান্ত বলবন্ত ও হিংস্রক। ফলতঃ বেহারের মধ্যে মুঙ্গের জেলার নানা স্থান এইরূপ ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমাগত রেলগাড়িতে চড়িয়া যাইলে এই সকল অপূর্ব্ব পদার্থ দেখা যায় না, মধ্যে মধ্যে অবতরণ করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হয়।

বসন্ত-কাল।

না জানি কি মহোৎসবে মাতিল ভুবন?
বাজিছে বাদিত্র শত, অবিশ্রান্ত অবিরত,
গাইছে মঙ্গল গীত বিহঙ্গমগণ!
নব নব কিশলয়, দেহ মন কাড়ি লয়,
ইচ্ছা হয় পলক না ফিরায় নয়ন,
বিজয় কেতন যেন, উড়িতেছে অগণন,
মরি কিবা সুশোভন—তরুলতা বন।
বহিছে মৃদুল বায়, অমিয়া ঢালিছে গায়,
ছড়াইছে স্নিগ্ধতায়—জুড়াতে জীবন,—
জীবন-সঞ্চার নব—প্রকৃতির, অভিনব—
পরশনে মলয়ের মন্দ সমীরণ;
আনন্দের পারাবারে, ভাসাইয়া বসুধারে,
ধরিছে মোহন বেশ—বসন্ত বাহার!
অপরূপ রূপে সাজি, মোহিতেছে তরুরাজি
পরিয়াছে গলে কিবা কুসুমের হার!
ধরা যেন কুসুমিত, নবভাবে বিকসিত,
আমোদিত দশদিশ সৌরভে তাহার,—
পূরিল গহন বন, —গিরিগুহা উপবন,
আনন্দেতে নিমগন নিখিল সংসার!
অহো-কি অপূর্ব্বভাব! স্বভাবের চারু-ভাব,
চাহিলে পলকশূন্য যুগল নয়ন!
ভাবুক প্রেমিক যারা, ভাব রসে মাতোয়ারা,
থাকেন নিরখি তাঁরা—ভাবেতে মগন।
কহ কহ 'ঋতুরাজ', পরায়ে অতুল সাজ,
কে আনিল আজ তোরে অবনী-মাঝার?
কার সুধা করি দান, কাড়িয়া লইছ প্রাণ?
করিয়াছ সুধাময় সমস্ত সংসার।
প্রকৃতির অন্তরালে, রেখেছ কি এককালে
লুকাইয়ে,—সকলের সুকন মাণিক?
না হেরি সে ভব-প্রাণ, হারা নিধি কতজ্ঞান
চেতনা না পায় প্রাণ,—চাহে প্রাণাধিক।
এসহে প্রাণের সখা, প্রাণমাঝে দাও দেখা
বিরাজ হৃদয়-মাঝে ওহে বিশ্বরাজ!
হইপ্রেমে মাখামাখি, করিবোহেদেখাদেখি,
প্রাণে প্রাণে একেবারে মিশে যাই আজ
বসন্তের আগমনে, মাতিছে জগতজনে,
গাইছে বিহঙ্গগণে বিজন সমাজে,
বাজিছে বিজয়ভেরী,—হৃদি মন মুগ্ধকরি
কুহরিছে পিকবর পেকে মাঝে মাঝে।
সকলেই মত্ত ভবে, আমি কেন একা তবে
থাকিব ছাড়িয়া সেই হৃদয়ের ধন?
লভিয়ে অমূল্য নিধি, নিরন্তর নিরবধি,
হৃদয়ে রাখিব করি অতুল যতন।
প্রেমেতে পাগল হয়ে, বিজনে সখারে লয়ে
বিহরিব প্রেমানন্দে দিবস-যামিনী,
দেখিব নয়ন ভরি, অরূপ রূপ-মাধুরী,
উৎসরিবে হৃদিমাঝে প্রেম-প্রবাহিনী;

উথলিবে সুধারাশি, ফুটিবে প্রেমের হাসি,
বিকশিবে প্রেম শশী বিমল কিরণে,—

পবিত্র ক... কৃত, কিন্তু উৎকোচে বশীভূত হইয়া পড়ে। এই ভিক্ষুকগণ আবার প্রভু যিশুখৃষ্টের প্রিয় শিষ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হা খৃষ্ট! তোমার ...ম কত খৃষ্টান কত পাপ করিতেছে!

রুশীয় ভিক্ষা

ভিক্ষা-সমিতি! এ আবার কি? অনেকে বলিতে পারেন এ একটা নূতন কথা। ইহার কি কোনরূপ অর্থ আছে? আছে বৈকি? না থাকিলেই বা আমরা এ কথার উল্লেখ করিব কেন? শুধু অর্থ নয়, ইহার অস্তিত্বও আছে। ইংলণ্ড হইতে আজ কাল আমরা প্রায় প্রতিদিন তাড়িতবার্ত্তায় সংবাদপ্রাপ্ত হইতেছি যে, তথাকার বিষয়-কার্য্যশূন্য লোক দলবদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ট্রাফলগার স্কোয়্যারে সমবেত হইয়া স্বাধীনতার রক্ত বর্ণের টুপী শিরে ধারণ করিয়া "অন্ন বা কার্য্য" এই কথা কএকটী লিখিত কৃষ্ণ বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া মহানগরী লণ্ডনের রাজবর্ত্ম দিয়া অত্যাচার করিতে করিতে কখনও বা নগরাধ্যক্ষ লর্ড মেয়রের বাটী, কখনও বা ভুবন-বিখ্যাত ওয়েষ্ট মিনিষ্টার নামে উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। পুলিষ ও অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারিগণ বহু কষ্টে উহাদিগকে শাসনাধীনে আনয়ন করিতেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের কর্ণকুহরে এ বিষম সংবাদ একটী অভিনব অদ্ভুত-পূর্ব্ব ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীন দেশে ইহা অদ্ভুত বলিয়া আদৌ বোধ হয় না। তদ্রূপ ভিক্ষা-সমিতি-সম্বন্ধে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি, কিন্তু ইহা বিশ্বাস-যোগ্য সত্য ঘটনা। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সকলেই জানেন যে, রুশিয়া একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য। অপরাপর স্বাধীন দেশের মত ইহার স্বাধীনচেতা প্রজাবর্গ সময়ে সময়ে অনেক উপদ্রব করিয়া থাকেন ও অনেক বিষয়ের অধিকার পাইবার জন্য কখনও বা সম্রাটের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হন। এরূপ দেশে যে একটি ভিক্ষা-সমিতি থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? মস্কো হইতে কিয়দ্দূরে পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী ৩০ খানি পল্লীগ্রাম আছে। তত্তৎ স্থানের নিবাসিগণকর্ত্তৃক উল্লিখিত সমিতি সংগঠিত। শুভলাভ নামক অনৈক কাউণ্টের নামানুসারে ইহার সভ্যগণ 'শুভলোক' নামে পরিচিত। ইহারা আলস্যপ্রিয়, পর-ভাগ্যোপজীবী—দিন আনে, দিন খায়। ইহাদিগের ব্যবসায় সামান্য ভিক্ষুকদিগের ন্যায় নহে, কৌশ-

নানা কারণে ব্রাহ্মণের সহিত সমাজের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন। যে দিকেই তাকাও, কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণ হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে।

নিম্নবঙ্গে রাঢ়ী কায়স্থেরা দুই সম্প্র-

ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ গুলি অবলম্বন করে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে গৃহাদি সমস্ত অগ্নিতে বিনষ্ট হইলে, তাহারা সাধারণের দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া কাল ক্ষেপণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে তাহারা এরূপ আশাতীত ফল লাভ করে যে, তখন হইতে এই ভিক্ষার্থে ভ্রমণ-বিধায়িনী সভা সংস্থাপন করিয়া তাহার উপস্বত্ব আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া সুখে বাস করিবার পন্থা অবলম্বন করে। সমিতির কর্ম্মচারিগণ ও নিয়মাবলী আছে।

শরৎ কালের প্রারম্ভে পলাণ্ডু সংগৃহীত ও বিক্রীত হয়। বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহার কিছু সমিতির মূলধন-স্বরূপ সঞ্চিত, কিছু সঞ্চিত ধনের হিসাবে থাকে; অবশিষ্ট সভ্যশ্রেণী ভাগ করিয়া লয়। অবশেষে ভিক্ষা-যাত্রার কার্য্য প্রণালী স্থির করণার্থে প্রতিগ্রাম কর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আহূত হয়। ইহাতে যে সকল বিষয় স্থিরীকৃত হয়, ভিক্ষা-সমিতির সকল সভ্য, তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, কোন মতে তাহার

চতুর, অল্পে সন্তুষ্ট এবং সকর্ম্মী। বাঙ্গালী কায়স্থ যেমন বাবু হইয়া উঠে, বেহারী কায়স্থ তেমন বিলাসী বাবু হয় না। বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবাদ আছে, প্রত্যেক ভিখারী দেয়ালে ও খেয়ালে স্থানীয় আচার-ব্যবহারই যে, আমাদের একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা হইলে থাকে। যে রকম গল্পের ভাব, সেই রকম অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ও অপটু লোককে অর্থ দিয়া দলভুক্ত করা হয়। যথা, বিমাতা কর্তৃক উত্তেজিত নির্ম্মম পিতা দ্বারা সন্তানগণ নিগৃহীত হইতেছে, বিধবা মাতা ব্যাধিগ্রস্ত সন্তান-ভারে ভারাক্রান্তা হইয়া আপনার বা সন্তানের প্রিয়তম প্রাণ বিসর্জ্জনের কামনা করিয়া অনৈসর্গিক ব্যবহারের বা স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। শুভ লোকদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু সংঘটিত হওয়া একটি পরম শুভ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয়। সম্ভবতঃ কিছু কৃত্রিম শোক প্রকাশের পর শব ব্যবসায়ের দ্রব্য হইয়া যায়। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত শোকার্ত্ত পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীত হয়; তাহারা কাতর স্বরে সমাধির জন্য অর্থ যাচ্ঞা করিতে থাকে। যখন আপনাদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয়, তখন এই নির্ঘৃণ পাষণ্ডগণ অন্যের প্রাণ বধ করিয়া এই লাঞ্ছনক দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এবম্বিধ প্রতারণা কার্য্যে ইহারা এরূপ পটু যে অন্য লোকের কথা দূরে

উথলিবে সুধারাশি, ফুটিবে প্রেমের হাসি,
বিকশিবে প্রেম শশী বিমল কিরণে,—

...ও
...গুণ
...ভ করে, সে বায়
এই দুর্বৃত্তির আবার
ভিক্ষা-সমি...
...দার) থাকে। ইহারা
...অর্থ দিয়া ভিক্ষাবৃত্তি শেখে। রুষিয়ার
পুলিষ ইহাদিগের বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর

পবিত্র ...
হ্রুত, কিন্তু উৎকোচে বশীভূত হইয়া পড়ে। এই ভিক্ষুকগণ আবার প্রভু যিশুখৃষ্টের প্রিয় শিষ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হা খৃষ্ট! তোমার না... কত খৃষ্টান কত পাপ করিতেছে! তোমার পবিত্র নাম লইয়া শুভলোকগণ ধরাতলে এমন ভয়াবহ ব্যাপার নাই, যাহা সম্পন্ন না করিতেছে!!

কায়স্থ জাতি। *

ভারতবর্ষে কায়স্থ জাতি প্রধানতঃ রাঢ়ী, বঙ্গজ, লালা, কান্যকুব্জীয় অথবা কনোজী, গিঠুরী, বরাতী, শুনারী, প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। কায়স্থ জাতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন্ বর্ণের অন্তর্ভূত, তাহার বিচার করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু এই দুইটি কথা ঠিক যে, কায়স্থজাতি কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের সহচর; সখা বা দাস নহে। প্রোক্ত পঞ্চ দ্বিজের সঙ্গী সেবকগণ বাঙ্গালা দেশে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি করে একথা অলীক জনশ্রুতি মাত্র, প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার বিপরীত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, কায়স্থ সম্প্রদায় অধম শূদ্র নহে, হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র তাহা বলেন না; ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া কায়স্থ জাতি প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ পুরাতন সাহিত্য সাগর হইতে শ্লোক মন্থন করিয়া ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বর্ণকে কায়স্থ বলেন, কেহ বা কায়স্থকে স্বতন্ত্র সম্মানিত সম্প্রদায় বলিয়া গৌরবান্বিত করেন। ফলতঃ কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান আধিপত্য, উন্নতি, বিদ্যা, সভ্যতা, বিচক্ষণতা প্রভৃতি অবলোকন করিলে, ইহাদিগকে কখন শুদ্র-শুদ্রজ বলিয়া আদৌ বোধই হয় না। কেবল বাঙ্গালা দেশ নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই এখন কায়স্থ জাতি

---

† রুষিয় মুদ্রা।

* কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে হিন্দীভাষায় বেহারের অন্তর্গত কোনও স্থানে এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া মৌখিক বক্তৃতা করা হয়। বহু সংখ্যক কায়স্থ এবং কতকগুলি শিক্ষিতা কায়স্থ রমণী উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সারাংশ। অনেকের মত ভেদ হইতে পারে কিন্তু লেখক যাহা ঠিক জানেন তাহাই লিখিয়াছেন।—লেখক।

নানা কারণে ব্রাহ্মণের সহিত সমাজের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন। যে দিকেই তাকাও, কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণ হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে।

নিম্নবঙ্গে রাঢ়ী কায়স্থেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। গঙ্গানদীর পশ্চিম রাঢ় প্রদেশে কায়স্থেরা, বহুদিন হইল, আবাস স্থাপন করেন। রাঢ় অঞ্চলের উত্তরাংশে যাহাদের বাস, তাহারা উত্তররাঢ়ী বা উত্তরাঢ়ী এবং দক্ষিণাংশে যাহাদের বাস, তাহারা দক্ষিণ রাঢ়ী বা দক্ষিণাঢ়ী নামে খ্যাত। পূর্ব্বাঞ্চল বাসীরা বঙ্গজ নামে অভিহিত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার চলিতে পারে, কিন্তু বিবাহাদি হয় না। ভাগলপুর, কান্দি, সেওড়াফুলী, পাইকপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তরাঢ়ী কায়স্থের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। উত্তরাঢ়ী কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করেন না। ঢাকা, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অংশের কায়স্থগণ "বঙ্গজ" নামে পরিচিত। বিগত আদম্ সুমারি (সেন্‌সস্ রিপোর্ট) অর্থাৎ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকৃত লোকসংখ্যার বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, নিম্নবঙ্গের কায়স্থজাতির মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক।

বেহারে কায়স্থজাতি বাঙ্গালা দেশের কায়স্থদিগের ন্যায় ধনবান, বিদ্বান; বলী বা সাহসী নহে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, চতুর, অল্পে সন্তুষ্ট এবং সঞ্চয়ী। বাঙ্গালী কায়স্থ যেমন বাবু হইয়া উঠে, বেহারী কায়স্থ তেমন বিলাসী বাবু হয় না। বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবাদ আছে, কায়েতের কড়ি দেয়ালে ও খেয়ালে যায়, ইহার অর্থ এই যে, আমাদের দেশে কায়স্থ ভদ্র লোকে টাকা হইলে অগ্রেই বড় বড় অট্টালিকা এবং নানা প্রকার আজগুবী খেয়ালী কাণ্ড করিতে থাকে। বেহারী কায়স্থগণ দাতা বা স্বজাতিপ্রিয় নহে। বঙ্গীয় কায়স্থগণের দানশক্তির প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাহারা স্বজাতি পরিপালনের জন্য বিখ্যাত। একজন কায়স্থ অর্থবান হইলে, দশ জন বসিয়া খায় এবং "মানুষ" হয়; বেহারে তেমন দেখিতে পাই না। বেহারে কায়স্থ জাতি এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্বতন্ত্র এক ভাষার সৃষ্টি করেন। তাঁহারা নিজে ঐ ভাষায় বলিতেন এবং লিখিতেন, আজি পর্য্যন্তও ইহার বিলক্ষণ প্রচলন আছে। সমগ্র বেহারে বিশেষতঃ আদালতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়; ইহার নাম কায়থী। "কায়থী শব্দ কায়স্থী শব্দ হইতে উৎপন্ন। পৃথিবীর আর কোনও দেশে কোনও সম্প্রদায়বিশেষ এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইতে পারে নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থ জাতি বিশেষ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। তথাকার বড় বড় পদে, বড় বড় কার্য্যে

কায়স্থ প্রবেশ করিয়াছেন। পেশোয়ার পর্য্যন্ত কায়স্থের উপনিবেশ। কায়স্থ সভা, কায়স্থ পাঠশালা, কায়স্থ সাহিত্য সমাজ প্রভৃতির কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। এখন প্রতি বৎসর আলাহাবাদে একটি কায়স্থ কংগ্রেশ বসে। লক্ষ্ণৌ নগরীর কায়স্থসমিতি বিশেষ সম্মান ও প্রশংসা পাইবার যোগ্য, তাহাদের দ্বারা অনেক ভাল ভাল কাজ হইয়া থাকে। কনৌজী কায়েতগণ শুদ্ধাচারী, গৌরবর্ণ, নিরামিষাশী, বলবান ও স্বধর্ম্মপ্রিয়। শুণারী ও বরাতী কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে না।

দাক্ষিণাত্যের গিঠুরী কায়স্থগণ অত্যন্ত বলবান, দীর্ঘাকার, শাস্ত্রপ্রিয়, শস্ত্রধারী এবং পবিভ্রমণশীল। ইহাঁরা উপবীত ধারণ করেন। উত্তর পশ্চিম এবং বেহারের কায়স্থেরা সাধারণতঃ যেমন "লালা" ও "মুন্সী" উপাধিতে বিখ্যাত, ইহারা তেমন "লিপা সাহেব" আখ্যায় অভিহিত হয়। অন্যান্য কায়স্থের ন্যায় ইহারাও অঙ্কশাস্ত্রে এবং লিপিকর কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বলবতী ও সাহসী। গিঠুরী কায়স্থ নারীগণের আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই যে, ইহারা সন্তরণ বিদ্যায় অসাধারণ পটু। আমি স্বচক্ষে দাক্ষিণাত্যে কয়েকবার ইহাদের সন্তরণাভিনয় দেখিয়াছিলাম। এমন আশ্চর্য্য সন্তরণ-পটুতা আর কোথাও কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। একবার কলিকাতায় স্মিথ সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ "সুইমিং বাথ্" (Swimming Bath) অভিনয়ে কয়েক জন বিখ্যাত সন্তরকের কয়েক প্রকার ক্রীড়া দেখিয়াছিলাম, তাহাও গিঠুরী অপেক্ষা ভাল নহে। "ককনী" (Cockney) এবং "ডক্ এণ্ড ড্রেক্ (Duck and Drake) সন্তরণে গিঠুরিণীগণ বিশেষ পটু। ভেক সন্তরণ, নৌ-সন্তরণ ও ভাসা সন্তরণ (Frog swim, Boat swim, Float swim) প্রভৃতিতেও ইংরাজাপেক্ষা ইহারা অধিকতর পারদর্শিনী। বড় বড় পুকুর ও দিঘীতে বিশেষতঃ নদে ইহাদের সন্তরণ দেখিতে বড় আমোদ হয়।

উড়িষ্যা অঞ্চলের কায়স্থ জাতি সাধারণতঃ "কট্কী কায়েৎ" নামে খ্যাত। ইহাদের সহিত ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশের কায়েৎদিগের চলন হইয়া আসিতেছে। উড়ে কায়েৎগণ দরিদ্র, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী। উড়িষ্যার কায়স্থদিগেব আত্মমর্য্যাদা বড় কম, ইহারা পয়সার জন্য সকল প্রকার কার্য্যই করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। উড়িষ্যার কায়স্থগণ নিপুণ শিল্পকর।

বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতি বিশেষ প্রবল। বাঙ্গালায় কায়স্থ জাতি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত পুরাবৃত্তকার ডাক্তার রাজেন্দ্র

[illegible] মিত্র রাজা বাহাদুর মনোহর এক জন কায়স্থ; ভুবনপ্রসিদ্ধ আভিধানিক সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এক জন কায়স্থ ছিলেন; ভারতে বৃটীষ রাজ্যের তৃতীয় ক্ষমতা অর্থাৎ হাইকোর্টের (কেবল জজ পদ নহে)—চিফ্ জষ্টিশ অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পদও বাঙ্গালার এক জন কায়স্থ (রমেশ মিত্র) উপভোগ করিয়াছেন; প্রসিদ্ধ কাব্যকার মাইকেল মধুসূদন, অসাধারণ লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, অঙ্ক শাস্ত্রে সুনিপুণ এবং গবর্ণমেণ্টের সম্মানিত শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও ঈশানচন্দ্র বসু, বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার বসু ও সর্ব্ব প্রথম কেম্ব্রিজ রাঙ্গালার মেঃ বসু ইহাঁরা সকলেই কায়স্থ। সুবিখ্যাত বক্তা বাবু রামগোপাল ঘোষ ও অতি উচ্চ দরের লেখক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, তেজস্বী সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ, পার্লামেণ্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় মেম্বর পদপ্রার্থী বারিষ্টার লালমোহন ঘোষ, ইহাঁরাও সকলে কায়স্থ। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কাশীরাম দাস, অঙ্ক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় সঙ্কেতকার শুভঙ্কর ইহাঁরা কায়স্থ বংশ-সমুদ্ভূত। উপন্যাস লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত, সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও জষ্টিশ দ্বারিকানাথ মিত্র, ইহাঁরাও কায়স্থ। যে মহাত্মা অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নগ্নদেহে নগ্নপদে বৃন্দাবনে ভিখারীর ন্যায় গমন করিয়া প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি অতিথি ও দেবতার ভোগের জন্য প্রদান করেন এবং যাঁহার ভক্তিবলে সমগ্র ভারত মোহিত হয়, তিনিও একজন বাঙ্গালী কায়স্থ ছিলেন—তাঁহার নাম লালা বাবু। দেশীয় রাজা দিগের রাজকার্য্যে অনেক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সহায় স্বরূপ হইয়াছেন; কলেজ, গবর্ণমেণ্ট আফীশ, বাণিজ্য, জমিদারী প্রভৃতি কার্য্যে বাঙ্গালী কায়স্থ অগ্রগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষোত্তীর্ণের তালিকায় কায়স্থ খুব বেশী; যে সকল মহাত্মা মুসলমান রাজ্য নিধন করিয়া ইংরাজকে বাঙ্গালা প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন কায়স্থ সহায় স্বরূপ ছিলেন। বাঙ্গালার অনেক ধনবান ও ক্ষমতাবান জমিদার কায়স্থ। এই রূপে মিউনীসপালীটী, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাহিত্য, সাধারণ হিতকর কার্য্য প্রভৃতি যাহাতে বা যে দিকে তাকাও, বাঙ্গালী কায়স্থ কোন অংশেই কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে।

রাঢ় অঞ্চলের কায়স্থগণ বড় দরিদ্র। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার কায়স্থদের অধিকাংশ গুরু মহাশয়, পাচক, সরকার মুহুরী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত। আমাদের দেশের কায়স্থগণ লাঙ্গল ধরিলে জাতিচ্যুত হয়েন। বাঙ্গালার কায়স্থগণ ব্রাহ্মণকে বিশেষ সম্মান করেন। অস্মদ্দেশে এক প্রবাদ আছে, "কায়েৎ ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।" বাস্তবিক কায়স্থ জাতি বড়ই বুদ্ধিমান ও চতুর হইয়া থাকে।

যাহাহউক, একই বংশ ও একই শুক্র হইতে যাঁহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পরস্পর বিশেষ সম্প্রীতি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। একতায় সমাজ পুষ্ট, দেশ সভ্য এবং বংশ প্রবল হয়। সকল কায়স্থ এক হইলে এই জাতি ক্রমে আরও উন্নত হইবে এবং ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে। কলিকাতার "কায়স্থ কুল সংরক্ষিণী সভা"র ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র এই রূপ সভা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন মন্দির ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পর দিবস ২১ এ অক্টোবর তারিখে আমরা প্রথম প্রস্তাবোক্ত সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বর মন্দির দেখিতে গেলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মন্দির গুলি বরা-কর নদতটে এবং সুবিখ্যাত লৌহ-সেতুর অনতিদূরে অবস্থিত। স্থানটি মহারাণী স্বর্ণময়ীর জমিদারী এবং তাঁহা-রই তত্ত্বাবধানে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবতার পূজাদি সম্পন্ন হয়। নিকটে স্বর্ণময়ীর কাছারী এবং কয়েক জন সাহেবের বাঙ্গালা ঘর। অদূরে কেন্দো গ্রামে বেঙ্গল আইরণ কোম্পানীর প্রকাণ্ড লৌহের কারখানা। মন্দির গুলি সংখ্যায় চারিটি, সকল গুলিই সুদৃঢ় ও মনোরম প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অতিশয় উচ্চ। ভূমিকার উপরিভাগ হইতে প্রায় [illegible] উচ্চ এমন একটি প্রস্তর-ময় [illegible] উপরে মন্দিরগুলি অবস্থিত। [illegible] সমগ্র ভারত ছুইবার পরি-[illegible] আসিয়াছি, এতদপেক্ষা উচ্চ ও মূল্যবান মন্দির দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ অসাধারণ ধরণের গাঁথুনী আর কোথাও দেখি নাই। ভারতের কোনও অট্টালিকা বা মন্দিরের সহিত ইহার গাঁথুনী ও আকৃতির সৌসাদৃশ্য নাই, এই জন্যই এগুলি আমার এতা-দৃশ চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। একটি মন্দিরের মার্ব্বলনির্ম্মিত দ্বারে প্রস্তরের উপরে নিম্নলিখিত পংক্তি গুলি খোদিত আছে। অক্ষরগুলি আজিও অতীব স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান আছে, ভাষা কিয়দংশ সংস্কৃত এবং বোধ হয় কিয়দংশ প্রাকৃত বা পালী। অক্ষর বাঙ্গালার ন্যায়, কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত সাদৃশ্য নাই। লিথোগ্রাফ না হইলে অক্ষরের আকৃতি দেখাইতে পারিব না। পংক্তিগুলিতে ব্যাকরণ ভুল এবং বর্ণাশুদ্ধি আছে, আমি যেমন তুলিয়াছি ঠিক্ তেমনই এস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার

কিছুই পরিবর্তন করি নাই, কেবল অক্ষরের ও বিসর্গাদির আকার বর্ত্তমান প্রথানুসারে দিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার প্রাথমিক অবস্থায় বর্ণাদির আদিম আকার এই লেখার দ্বারা অনেকাংশ বেশ বুঝিতে পারা যায়। পংক্তিগুলি এই—"(ক) S শাকে তে এব মুত্রিচন্দ্র গুলতে পুল্যে বুধাহে তিথাবষুম্যাং বঠিবং প্রতিষ্ঠিত বতী পক্ষে মিতে ফাল্গুনে। ঐ শং দেবকুৎ যথাবিধি হরিশ্চন্দ্রশ্চ হবিপ্রিয়ো দৃশ ক্রমা হবি প্রিয়া প্রিয়তমা উ ঊ চথ্ন প্রাপ্ত্যয়েব। সাকে বসুবস সমুদ্র চন্দ্রীবিতে পক্ষা-সিতে মার্গগে সপ্তমাঙ্ক শুক্র দিনে প্রতিষ্ঠিত্ S হর পূণ্যে বুধাই অবতে সাং বিপক্ষতে কুলন্যাং শিবচন্দ্র শ্রীচন্দ্র লাল ধেম্নাং স্বাভাজ্যা তি হর পদ্মাবাদতীং বিষে্সরি তৎপূর্য়াং প্রণম্যং মাধবং দেবং নন্দনামা দ্বিজ ক্ষমাহরি স্কন্ধম্য নৃপুত্য কিত্রিঃ তুপ্ত বিস্বাতভৎ কিঞ্চি রক্ষনাথায় পুন্কিাত্রক বোম্মাহং।"

পূর্ব্বোক্ত চারিটি মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম মন্দিরের ভিতরে তিনটি গণেশ মূর্ত্তি আছে, এগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, পুরাতন, জীর্ণ ও ভগ্নাকারে বর্ত্তমান। অন্য দেব-মূর্ত্তিও প্রস্তর বিনির্ম্মিত। সম্মুখে একটি লোহিত বর্ণের প্রস্তর আছে, তাহাতে চন্দন ঘসা হইয়া থাকে। ইংরাজীতে এই পাথরকে Sardanyx stone কহে। প্রথম গণেশ মূর্ত্তির শুণ্ডটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিষ্ণুমূর্ত্তিও ভগ্ন। মন্দিরের শিখর ভাগে বৌদ্ধমূর্ত্তি মত আকৃতি দেখা যায়। সর্ব্বোচ্চে ধ্যাননিমগ্ন ঋষিগণের মূর্ত্তি আছে।

দ্বিতীয় মন্দিরের ভিতরে ৪টী মহাদেব, সকল গুলিই বাণলিঙ্গ। একটি ভগ্নাকার গণেশ মূর্ত্তি। পদ্মধারী বিষ্ণু। ভগ্ন হনুমান মূর্ত্তি। উপরে (মন্দিরের গাত্রে) ব্যাঘ্র মূর্ত্তি। সমুদয় মূর্ত্তি পাথরের।

তৃতীয় ও চতুর্থ মন্দিরের গাত্রে অসংখ্য দেব দেবীর (পৌরাণিক) মূর্ত্তি।

তৃতীয় মন্দিরে তিনটি শিব, তিনটি হনুমান (দুইটি ভগ্ন) এবং কয়েক খণ্ড প্রস্তর। মন্দিরের গাত্রে (উপরে) চারিটি ক্ষুদ্র সিংহ মূর্ত্তি।

চতুর্থ মন্দিরের গাত্রে (উপরে) চারিটি ব্যাঘ্র মূর্ত্তি। ভিতরে এক প্রকাণ্ড গণেশ মূর্ত্তি, ইহা অভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান। দ্বারে তিন শিব মূর্ত্তি। মার্ব্বল গেটে বহু সংখ্যক সুন্দর চিত্র। এই স্থানেই পূর্ব্বোক্ত খোদিত শ্লোক দেখা যায়।

মন্দির গুলির নিকটে এক বৃহদা-কার হস্তিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, এক জন ইংরাজ ইহার শুণ্ডটি ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছেন। শোহাজ মাঝে এক জন জর্ম্মণ মহাজন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪র্থ মন্দিরের

(ক) প্রথমেই ইং S অক্ষরের মত এক চিহ্ন আছে।

অনুকরণে একটি কাষ্ঠের মন্দির প্রস্তুত করাইয়া লণ্ডন একজিবিশনে পাঠাইয়া দেন। সোরাজ সাহেব এক্ষণে বেঙ্গল আইরণ ওয়ার্কশ কোম্পানীর ম্যানেজার আছেন।

চতুর্থ মন্দিরের গেটের উপরে গণেশ, চতুর্ম্মুখ ও হনুমানাদি মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। ইহার সম্মুখে বৃষ ও গোবৎসের প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ মূর্ত্তি দেখা যায়। আর একটি বৃষমূর্ত্তি অভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্দিরের গাত্রে জগন্নাথ দেব, বিষ্ণুমূর্ত্তি, গোপীমূর্ত্তি ইত্যাদি দেখিয়াছি। তৃতীয় মন্দিরে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চবেদী দেখিতে পাইবেন। এই বেদীর উপরে উঠিলে নিম্নলিখিত অত্যুৎকৃষ্ট প্রাচীন ও মনোহর মূর্ত্তিগুলি দেখা যায়।

(১) মুনিক মূর্ত্তি—[illegible], (২) অর্দ্ধভগ্ন গণেশ, (৫) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, (৬) পার্ব্বতী, (৭) মহিষাসুর, (৮) প্রায় ভগ্ন কিন্তু মনোহর মূর্ত্তি, ইহার সঙ্গে উত্তম শিল্প কার্য্যের অনেকমূর্ত্তি, মূর্ত্তিগুলি ঠিক করা যায় না। (৯) তৃতীয় মূর্ত্তির মত, (১০) স্কন্ধে সর্পধারী বিষ্ণু, (১১) অষ্টম মূর্ত্তির মত। এই সকল মূর্ত্তির পার্শ্বে কয়লা খাদ, শস্যক্ষেত্র, একটি বৃক্ষ এবং বাউরী ও সাঁওতালদিগের কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মূর্ত্তি এবং সকল মন্দির গুলি প্রস্তর বিনির্ম্মিত। ইহাদের গাঁথুনী ও আকৃতি অতি মনোহর। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এই স্থানটি ১৫ মিনিটের পথ, বর্দ্ধমান জেলার ইহাই শেষ সীমা।

মহর্ষি ঈষা ও তাঁহার উপদেশ।

(২৬৮ সংখ্যা। ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

৫৮। যখন বিচার করিবে, তখন মনে করিও না যে তোমাদের বিচার হইবে না। যে বিচার দ্বারা অপরের বিচার করিবে, তাহাদ্বারা তোমাদেরও বিচার হইবে। অন্যের প্রতি যে দণ্ড বিধান করিবে, তোমাদের প্রতিও তাহা বিধান করা হইবে।

[illegible]। আর তুমি তোমার ভ্রাতার চক্ষের তিল দেখিবার জন্য এত ব্যগ্র কেন? তোমার নিজের চক্ষে যে তাল রহিয়াছে, তাহা দেখিতেছ না।

তোমার নিজের চক্ষে যখন তাল রহিয়াছে, তখন তাহাকে কেমন করিয়া বলিবে এস ভাই তোমার চক্ষের তিল তুলিয়া দি।

হে কপট, অগ্রে আপনার চক্ষুর

তীর তুলিয়া ফেল, তাহাহইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে এবং ভ্রাতার চক্ষুর তিল তুলিতে সমর্থ হইবে।

৬০। পবিত্র সামগ্রী কুক্কুরদিগকে দিও না এবং শূকরের সম্মুখেও মুক্তা ছড়াইও না; কারণ তাহারা তাহা পদ দ্বারা দলন করিবে এবং রুষ্ট হইয়া তোমাকে দংশন করিবে।

৬১। যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে; অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হইবে। কারণ যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে প্রাপ্ত হয়; যে কেহ অন্বেষণ করে, সে লাভ করে; এবং যে কেহ দ্বারে আঘাত করে, তাহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হয়।

৬২। আর তোমাদের মধ্যে এমন মানুষ কে আছ যে সন্তান রুটি চাহিলে তাহাকে একখণ্ড প্রস্তর দিবে এবং মৎস্য খাইতে চাহিলে তাহাকে একটি সর্প প্রদান করিবে?

তোমরা পাপী হইয়া যখন সন্তানকে ভাল বস্তু দিতে জান, তখন ভাবিয়া দেখ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা প্রার্থী সন্তানদিগকে আরও কত ভাল দ্রব্য দিতে সমর্থ!

৬৩। অতএব অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তুমি তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। ইহাই সমুদায় বিধি ও ধর্ম্মশাস্ত্র।

৬৪। সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কারণ যে দ্বার বৃহৎ ও যে পথ প্রশস্ত, তাহা মৃত্যুভবনে লইয়া যায় এবং অনেক লোক তাহা দিয়া গমন করে।

আর যে দ্বার ক্ষুদ্র ও যে পথ সঙ্কীর্ণ তাহা অমৃতলোকে (জীবনে) লইয়া যায় এবং অল্প লোক তাহা খুঁজিয়া পায়।

৬৫। কপট ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের প্রতি সতর্ক থাকিও, কারণ তাহারা বাহিরে মেষের বেশ ধারণ করিয়া আইসে, কিন্তু ভিতরে রক্তপিপাসু শার্দ্দূল।

তোমরা ফলদ্বারা তাহাদের পরিচয় পাইবে। কণ্টকীলতা হইতে কি রসাল ফল (আঙ্গুর) প্রাপ্ত হওয়া যায়? না আগাছা হইতে ডুম্বুর সংগৃহীত হয়?

৬৬। সুবৃক্ষে সুফল জন্মে, কুবৃক্ষে কুফল উৎপন্ন হয়। সুবৃক্ষ কখনও কুফল এবং কুবৃক্ষ সুফল প্রদান করিতে পারে না।

যে বৃক্ষে কুফল জন্মে, তাহা ছেদিত ও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব তাহাদিগের ফলদ্বারা তাহাদিগকে জানিতে পারিবে।

৬৭। আমাকে প্রভু প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিলেই কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার আজ্ঞা পালন করিবে, সেই ব্যক্তিই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হইবে।

৬৮। আমার উপদেশ সকল শুনিয়া

যে ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করে, সে শৈলোপরি গৃহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানী লোকের তুল্য।

বৃষ্টিপাত হইল, বন্যা আসিল, ঝঞ্ঝা-বাত মস্তকোপরি বহিয়া গেল, তথাপি সে গৃহ পতিত হইল না, কারণ তাহা শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত।

৬৯। আর আমার উপদেশ শুনিয়া যে ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য না করে, সে নির্ব্বোধ, সে বালুকার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে।

বৃষ্টিপাত হইল, বন্যা আসিল, মস্তকোপরি ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গেল আর সে গৃহ পতিত হইল এবং তাহার পতন অতি ভয়ঙ্কর।

———:০:———

জাতীয় মহা সমিতি।

এত দিন ধরিয়া যে ন্যাসান্যাল কনগ্রেস বা জাতীয় সমিতির আন্দোলন হইতেছিল, গত ডিসেম্বরের শেষে (২৬এ হইতে ২৯এ) তাহার চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্য অভূতপূর্ব্ব সমারোহে ও উৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছে। এলাহাবাদের লোথর কাসল নামক প্রসিদ্ধ রাজভবনের প্রাঙ্গণে দুই সহস্র লোকের বাসের জন্য শত শত তাম্বু স্থাপিত ও আহারাদির প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। মধ্য ভাগে "পাণ্ডল" নামক এক প্রশস্ত, সুন্দর, সুসজ্জিত পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রায় ৫ সহস্র লোক চিত্রার্পিত ছবির ন্যায় ৫.৬ ঘণ্টা করিয়া এই গৃহ মধ্যে প্রতীয়মান হইত। এক দিকে মান্দ্রাজ, এক দিকে বোম্বাই, এক দিকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা, এক দিকে উত্তর পশ্চিম এবং এক দিকে পঞ্জাবের প্রতিনিধিগণ, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্শক-মণ্ডলী আর মধ্যস্থলে মঞ্চোপরি সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও প্রধানোদ্যোগী সদস্যগণ এবং তাহার বিপরীত দিকে সম্ভ্রান্ত দর্শক পুরুষ বা মহিলাগণ! এ জীবন্ত ছবি দেখিবার যোগ্য, দুঃখের বিষয় এক জন ভিন্ন ভারত মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি ও কয়েকটী ইউরোপীয় রমণী প্রতিনিধি হইয়া এই মহা যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন।

প্রথম দিনে সভার কার্য্যের সূচনা ও সভাপতি মহামতি ইউল সাহেবের বক্তৃতা হয়। আর তিন দিনে যে সকল প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রত্যেক প্রস্তাবের প্রবর্ত্তক ও অনুমোদকগণ অতি সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সকল অধিকাংশ ইংরাজীতে হয়, হিন্দী, উর্দ্দু, তৈলুগু প্রভৃতি ভাষাতেও কেহ

কেহ বলিয়া ছিলেন, স্থানাভাবে আমরা তাহার মর্ম্ম এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় সমাবেশ করিতে পারিলাম না, পাঠিকারা সাময়িক পত্রে পাঠ করিবেন। সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। কংগ্রেস বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার এবং প্রদেশীয় বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা গুলির প্রসারণ ও সংস্কারের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করেন এবং পঞ্জাবে একটী সুসংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

২। পবলিক সার্ব্বিস কমিশন এদেশীয়দিগের উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে গুলি এদেশীয়দিগের পক্ষে অনুকূল হইলেও কংগ্রেসের মত এই যে সিবিল সর্ব্বিসে নিয়োগ জন্য পরীক্ষা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ত্রই গৃহীত না হইলে এদেশবাসীদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যায় বিচার করা হইবে না।

৩। কংগ্রেসের মত এই যে বিচার ও শাসন কার্য্যের পার্থক্য একান্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের অনতিবিলম্বে এই পার্থক্য বিধান করা কর্ত্তব্য।

৪। কংগ্রেসের মত এই যে রাজ্যের যে যে অংশে জুরি দ্বারা বিচার প্রণালী প্রচলিত নাই, সেই সেই অংশে উক্ত প্রথা নিরাপদে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে এবং জুরিদিগকে বিচার নিষ্পত্তির পূর্ব্ব ক্ষমতা প্রদত্ত হউক।

৫। এদেশের বর্ত্তমান পুলিশ প্রণালীর অনুসন্ধানার্থ একটী কমিশন নিযুক্ত হউক এবং এই কমিশনে যেন সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষের লোক নিযুক্ত হন।

৬। কংগ্রেস উচ্চ সৈনিক কার্য্যে এদেশীয়দিগের নিয়োগের জন্য এবং তাহাদিগকে সমরকৌশল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন এবং দেশীয় জনসাধারণ যেরূপ রাজভক্ত তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অস্ত্র আইনের ধারাসকলের কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন করা উচিত মনে করেন।

৭। বর্ত্তমান আবকারী প্রণালীর দোষে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে সসম্মান অনুরোধ করিতেছেন যে যাহাতে মদ্যপান বহুল পরিমাণে নিবারণ হয় এই রূপ প্রকৃষ্ট প্রথা অবলম্বন করুন।

৮। ইন্‌কম ট্যাক্স ১০০০ টাকার ন্যূন আয়ের উপর ধার্য্য হওয়ায় লোকের কষ্ট হইতেছে। অতএব কংগ্রেসের মত এই যে ১০০০ টাকার ন্যূন আয়ের উপর স্থাপিত আয় কর যেন উঠাইয়া লওয়া হয়।

৯। কংগ্রেসের মত এই যে ভারতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য

সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তার করা এবং বিবিধ শিল্প শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও সংবর্দ্ধন; কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় সংকোচনের পরামর্শ দিয়াছেন; প্রত্যুত গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য যে শিক্ষাকার্য্যে বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় করেন, অন্ততঃ বর্ত্তমানে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা কদাচ সংকোচন না করেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় সকল প্রকার বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন।

১০। একটী মিশ্র কমিশন দ্বারা এদেশীয় জনগণের শিল্প কার্য্য সম্বন্ধে যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার বিশেষ অনুসন্ধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক।

১১। কংগ্রেসের পরিগৃহীত মন্তব্য গুলির অনুলিপি গবর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করা হউক এবং তদনুযায়ী কার্য্যারম্ভের সত্বরতার জন্য অনুরোধ করা হউক।

১২। ইংলণ্ডে চৌদ্দ আইন উঠাইবার চেষ্টা হইতেছে, কংগ্রেস তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এদেশ হইতে এককালীন ঐ আইন উঠাইবার জন্য প্রার্থনা করেন।

১৩। যে সকল মন্তব্য ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস সভায় গৃহীত হইয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর যে কোন প্রস্তাবে সমুদায় বা অধিকাংশ হিন্দু বা মুসলমান প্রতিনিধিরা আপত্তি উত্থাপন করিবেন, সে সকল প্রস্তাব কংগ্রেসে বিচারিত হইবে না।

১৪। এদেশের সর্ব্বত্র ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক্রমশঃ বিস্তৃত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ কংগ্রেসের চিরস্থায়ী সমিতিগুলির দ্বারা ঐ বিষয়ের আলোচনা হওয়া বিধেয়।

১৫। কংগ্রেসের মতে সম্প্রতি লবণ-কর বৃদ্ধি হওয়ায় সর্ব্বত্র দরিদ্রদিগের কষ্ট হইতেছে, এই জন্য এই কর বৃদ্ধি করা ভাল হয় নাই।

১৬। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বোম্বাই বা পুনা নগরে আগামী বৎসরে ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে সভার মহাসম্মিলনীর ৫ম অধিবেশন হইবে।

১৭। মাননীয় বন্ধু ও সাধারণনেতা মিষ্টর এ ও হিউম আগামী বৎসরে কংগ্রেসের সাধারণ সেক্রেটারীর পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হউন।

স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার। *

প্রত্যেক নরনারী লইয়াই মানব সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। সামাজিক নরনারীকে পরস্পরের প্রতি অনেক গুলি সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তন্মধ্যে শিষ্টাচারকে এক প্রধান অঙ্গ বলা যায়। শিষ্টাচারের অভাবে সমাজবন্ধন ঘোর শিথিল হইয়া পড়ে।

সামাজিক শিষ্টাচারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগকে পারিবারিক শিষ্টাচার ও দ্বিতীয় ভাগকে লৌকিক শিষ্টাচার বলা যায়। ইহার ভাব অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

১ম পারিবারিক শিষ্টাচার—দয়া দাক্ষিণ্যাদি অনেক উৎকৃষ্ট বৃত্তির প্রথম শিক্ষা স্থল গৃহ। আমরা বিশ্বাস করি শিষ্টাচারের প্রথম উৎপত্তিও পরিবার মধ্যে। যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে পারে না, সে ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহ্যিক বা লৌকিক শিষ্টাচার উপযুক্তরূপে রক্ষিত হওয়া দুষ্কর, আর হইলেও তাহা নিষ্ফল বলিতে হইবে।

পিতা পিতৃব্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সমুচিত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করাই শিষ্টাচার-সঙ্গত। রমণীগণের শ্বশুর শ্বশ্রূ ভাশুরও ঐরূপ ভক্তি ও সম্মান পাইবেন। গুরুজনদিগের নিকটে সকল প্রকার চাপল্য পরিহার্য্য। গুরুজনেরাও স্নেহ ক্ষমা ও সদুপদেশ দান করিতে ক্রুটী করিবেন না।

মাতা সন্তানকে (প্রাপ্তবয়স্ক) সম্মান করিবেন অর্থাৎ যাহাতে সন্তান অসম্মানিত হয় এরূপ কার্য্য বা বাক্য পরিত্যাগ করিবেন। সন্তানও যতই উন্নত, যতই যশস্বী হউন—মাতার চরণ সেবা করিয়া জীবন সফল করিবেন।

দেবর কনিষ্ঠ ভগ্নী-পতি প্রভৃতিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ-ভাজন। অতএব ভ্রাতৃবধূ বা শ্যালিকা ইঁহাদিগকে স্নেহ করিবেন এবং ইঁহারা তাঁহাদিগকে গুরুজনের প্রাপ্য সম্মানাদি দিবেন। কিন্তু অনেক স্থলে পরস্পরের প্রতি বন্ধুর ব্যবহার হইয়া থাকে। দেবরাদি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই প্রায় এরূপ হয়। কিন্তু আবার কত স্থানে এই রূপ সম্পর্কে অনুচিত হাসি তামাসা প্রচলিত। যদি পরস্পরে পরস্পরের মান সম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তবে এরূপ ব্যবহার কখনই হয় না। এই কৌতুক বা রহস্যে একটী বিশেষ অনিষ্ট এই হয় যে এইরূপ ঠাট্টা অভ্যাস করিয়া কত স্ত্রী

* ইহা শ্রীমতী বামহৃদয়ী বসুর লিখিত, পারিতোষিক রচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।

ও পুরুষকে "পাকা ইয়ার" হইতে দেখা গিয়াছে। সেরূপ লোক ভদ্র লোকের চক্ষু-শূল!

যিনি ভগ্নী-পতি প্রভৃতির সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সুরুচি ও সদ্ভাবের উত্তেজক বাক্যালাপাদি করিবেন। ইহাতে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিয়া মনের প্রফুল্লতা সম্পাদিত হইবে এবং ইহা শিষ্টাচারেরও অনুমোদিত বটে। এই বিশুদ্ধ আমোদ কিসে পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অঙ্গীভূত নহে, এজন্য সময়ান্তরে আলোচ্য।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও শিষ্টাচার আবশ্যক। অনেকেই হয়ত এতক্ষণে বলিয়া উঠিয়াছেন "স্বামী স্ত্রী যখন একাত্মা-স্বরূপ, তখন এতদুভয়ের মধ্যে আবার শিষ্টাচার কি?" এ বিষয়ের উত্তর ক্রমে যথাসাধ্য বলিতেছি। দম্পতি অপরের সাক্ষাতে পরস্পরের প্রতি রুক্ষ ভাব বা কর্কশ ব্যবহার প্রকাশ করিবেন না। নির্জ্জন ব্যতীত কখনই প্রণয় প্রদর্শন বা রহস্যালাপ করিবেন না। অধিকাংশ সময় আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিবেন না। দাম্পত্য সম্বন্ধ শারীরিক বা সাংসারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, ইহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ জানিয়া উভয়ে উভয়ের কল্যাণানুষ্ঠান করিবেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ের হৃদয়ের মলিনতা দেখিতে দিবেন না। অনেকের মন এরূপ অসংযত, যে হৃদয়ের যত লুকানো কালিমা লইয়া প্রণয়ীকে উপহার দেন এবং ইহাকেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা বলেন। কিন্তু ইহাহইতে যে কত সময় কত অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না*। কত স্বামী স্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া অন্যায় কাজে অভ্যস্তা করেন, কত স্ত্রী অম্লানমুখে স্বামীকে, দেবরটীকে পৃথক করিবার উপায় বলিতে থাকেন, ইহাদিগের মধ্য স্থলে যদি শিষ্টাচারের আবরণটী রক্ষা পায়, তাহাহইলে কখনই এরূপ দুর্ঘটনা হইতে পারে না!—"বোধ হয় "স্বামী স্ত্রীর শিষ্টাচার কেন আবশ্যক" তাহা একরূপ বুঝান হইল।

অনেক নব্যাগৃহিণী ভৃত্যাদির সাক্ষাতে গাত্রমার্জ্জন ও তাহাদিগের প্রতি বড় কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেন। ইহা শিষ্টাচারের বহির্ভূত। ভৃত্য বেতনভোগী ও সেবক হইলেও তাহার প্রতি অশিষ্টাচরণ প্রকাশ করা ন্যায়-বিরুদ্ধ।

পারিবারিক শিষ্টাচার একরূপ শেষ করিয়া লৌকিক শিষ্টাচার বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* সকলেই জানেন, যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করিয়াও অপরের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হয়, তাহাকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যে নির্লজ্জ নিজের অন্যায় কাজের বিষয় অম্লানমুখে আত্মীয় স্বজনের নিকট প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকে ন্যায় পথে আনাই কঠিন হইয়া উঠে।

২য় লৌকিক শিষ্টাচার—সামাজিক শিষ্টাচার যখন পরিবারগণের বাহিরে আইসে, তখন তাহা লৌকিক শিষ্টাচার। এই শিষ্টাচার অল্প সম্পর্কীয় নিঃসম্পর্কীয় পরিচিত অপরিচিত সকলের প্রতিই ব্যবহার্য্য। পুরুষ রমণী পরস্পরে পরস্পরকে সম্মান করিবেন। তরুণবয়স্ক স্ত্রী পুরুষের অধিক মিশামিশি হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ,তাহা শিষ্টাচারেরও অননুমোদিত। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পুরুষ নির্জ্জন বাস, একাসনে উপবেশন, রহস্যালাপ অঙ্গাদি স্পর্শ প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে স্ত্রী পুরুষ অধিক মিশামিশি তো করিবেন না, তাহার পরে বিনা প্রয়োজনে কোন রমণীর যে সে পুরুষের সম্মুখীনা হওয়া ও বিনা প্রয়োজনে কোন পুরুষের পরস্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করা অকর্ত্তব্য। তবে জ্ঞানলাভ, পীড়িতের শুশ্রূষা, দুরবস্থাপন্নকে দয়া প্রভৃতি আবশ্যকস্থল উপস্থিত হইলে অবশ্য আপত্তি অগ্রাহ্য।

রমণী (যে কারণেই হউক) যখন পর পুরুষের সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন, তখন এমন একটী পবিত্রতা মুখে বিকশিত হইবে, যেন তাঁহাকে দেখিলে সম্ভ্রম উপস্থিত হইতে থাকে। পুরুষ যখন অপর স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিবেন, তখন তাঁহার মন যেন এরূপ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকে, যে তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া বোধ না হইয়া দেবতার ন্যায় বিমল বলিয়া মনে হইতে থাকে।

যখন নিঃসম্পর্কীয় কোন স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎআলাপের আবশ্যক হয়, তখন মাতা পুত্র ও ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি সম্বোধন হইয়া থাকে, ইহা শিষ্টাচারের অনুমোদিত। একজনের সহিত নিতান্ত "পর" ভাবে আলাপাদি করা অপেক্ষা ঐ রূপ একটী পবিত্র বিশ্বাস্য সম্বোধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া—উভয়ের মধ্যে যতই আত্মীয়তার ভাব আসুক না কেন, যতই বিশ্বাস হউক না কেন, যতই চরিত্র বিষয়ে দৃঢ় শাসন থাকুক না কেন-শিষ্টাচারের সীমা যেন অতিক্রান্ত না হয়; সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সামাজিক শিষ্টাচার সম্বন্ধে রমণীর কয়েকটী কর্ত্তব্যের বিষয় লিখিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। রমণী নির্লজ্জ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বা কোন প্রকার অসংযতাবস্থায় পুরুষের সম্মুখীন হইবেন না।

২। পুরুষের সহিত প্রগলভতা প্রকাশ করিবেন না।

৩। পুরুষের আমোদ প্রমোদ স্থলে গমন করিবেন না।

৪। পুরুষের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর সম্ভব স্থলে সমবয়স্কাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ, দূষিত ভাবোত্তেজক সঙ্গীত বা কবিতা আবৃত্তি করিবেন না।

৫। কোন পুরুষের সাধুতার বিষয়ে সন্দিহান হইলে তাহার সংস্রব বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। (কিন্তু তাহার আত্মীয়া হইলে তাহাকে সৎপথে আনিতে প্রাণপণ চেষ্টা পাইবেন)

৬। কোন উৎসবে, অপরিচিত স্থলে, রাজ পথ বা বন পথে, রেলওয়ে কি ষ্টীমার প্রভৃতি আরোহণে আত্মীয় পুরুষের সঙ্গ ব্যতীত কখন যাইবেন না।

৭। রমণী আত্মীয় পুরুষদিগের সহিতও সর্ব্বদা মিলিত থাকিবেন না; "অধিক মিশামিশিতে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়"।

৮। যে রমণী সর্ব্বদা পুরুষের নিকটে থাকেন তাঁহার অপর কোনও ক্ষতি না হইলে, প্রকৃতি-দত্ত লজ্জা, যাহাকে পুরুষের প্রতি সম্ভ্রম বলা যায় সেই বৃত্তি হ্রাস হইয়া যায়।

এই সামাজিক শিষ্টাচার "কুৎসিত দেশাচার" নয়। ইহা হইতে নর নারীর নৈতিক বৃত্তি সকল পরিস্ফুট ও সমাজের পবিত্রতা সংরক্ষণ হয়। সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে পুরুষ সর্ব্বদাই রমণীর মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন। যাহাতে স্ত্রী চরিত্র উপযুক্তরূপে বিকাশিত হয়, তাহার চেষ্টা পাইবেন। আশা করি এইরূপ শিষ্টাচার সকলের অভ্যাস হইয়া গেলে এক সময় এমন দিন আসিবে যে পুরুষেরা রমণীদিগকে পবিত্রতার ছবি ও রমণীগণ পুরুষদিগকে দুর্ব্বলের সহায় বলিয়া মনে করিবেন। প্রত্যেকের সেইরূপ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

নূতন সংবাদ।

১। ১৮৭৮ সালে চিনে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে ১ কোটী ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, তদপেক্ষাও ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চিনে এবৎসর হওয়াতে বিলাতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

২। বিলাতের বিখ্যাত ব্যবহার নীতিবিদ্ মিঃ কব্‌ডেনের কন্যা কুমারী কব্‌ডেন লণ্ডন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একজন সভ্য মনোনীতা হইয়াছেন।

৩। যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগর দাঁড়ি গ্রামের শ্রীমতী মানকুমারী বসুর রচনা উৎকৃষ্ট হওয়াতে এবৎসর তিনিই ব্রজমোহন দত্তের পুরস্কার পাইয়াছেন।

৪। সিমলাতে অত্যন্ত বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে; এবং শীতের এত আতিশয্য হইয়াছে যে একজন হৃদ্‌রোগগ্রস্ত বাঙ্গালি আফিস ঘরে চেয়ারের উপরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আর দুইজন আফিস হইতে বাসায় আসিতে পথে মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।

৪। সারাঘাটে পদ্মানদী পারাপার হওয়ার জন্য নদীগর্ভে মাটির নীচে দিয়া এক সুড়ঙ্গ খননের প্রস্তাব হইতেছে। সেই সুড়ঙ্গ ৪ মাইল লম্বা হইবে এবং ৩০ ফিট মৃত্তিকার নীচ খোদিত হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। মা ও ছেলে ২য় ভাগ, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵৹ আনা। এই পুস্তকের ১ম ভাগ যেরূপ সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও আদৃত হইয়াছে, এ ভাগও সেইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে এরূপ পুস্তক রাখা উচিত, পিতা মাতা ইহার দ্বারা সন্তানের সুশিক্ষা বিধানের অনেক সঙ্কেত ও সুবিধা পাইবেন। আমরা স্থানাভাবে এবার ইহার বিশেষ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

২। প্রকৃতির শিক্ষা—প্রকৃতি-শিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত। লেখক ভাবুক, সহৃদয় ও ধর্ম্মানুরাগী। প্রভাতে, অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, পর্ব্বতে, সাগরে, প্রকৃতির যে তত্ত্ব অনুশীলন করিয়াছেন ও যে ছবি গুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হৃদ্য হইয়াছে।

৩। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি মূল প্রশ্ন বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এখানি তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে এক খানি সুন্দর পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাদ্বারা পাঠকদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তি ভাবেরও উদ্দীপন হইবে।

বামা রচনা।

অনন্ত প্রহেলিকা।

১

কে মোরে শুনাবি আজ অনন্তের কথা?
সে দেশে কি কালো জল,
রাঙা ফুল, পীত ফল,
দোলে কি তরুর গায়ে কুসুমিত লতা?
সে দেশে কি চাঁদ হাসে,
শীতান্তে বসন্ত আসে?
সে দেশে কি ঢালে কেউ ব্যথিতে মমতা?
কাহারে সুধিব আজ অনন্তের কথা!

২

সেথা কি চাঁদিমা আলো উঠিলে উথলি,
হইয়া আপনা হারা,
চেয়ে থাকে ছুটি তারা,
জাগিয়া ঘুমের ঘোরে বিভোর কেবলি?
নবফুট ফুল-বেশে,
কচি মুখে আধ হেসে,

"চাঁদ আয়" বলে কেউ দেয় করতালি !
ঊষার আঁচলে রবি ফোটে কি উজলি ?

৩

সেখানে কি সুমধুর মলয়ের বায়
লইয়া সুরভি রাশি,
মাখিয়া উষার হাসি,
বহে কি মৃদুলতর, সুধা ঢালি গায় ?
করুণা-লহরী সমা,
সে দেশে কি আছেরে মা,
ডাকে নিতি সন্ধ্যাকালে "যাদু কোলে আয় ?"
সেখানে কি ভালবাসা হৃদয় জুড়ায় ?

৪

সে দেশ কেমন তর ? শুধু আলোময় ?
প্রভাতি-তপন হাসি,
শারদ-কৌমুদী রাশি,
বিজলীর চারু ছটা, তার কাছে নয় ?
অথবা আঁধার শুধু
কেবলি করিছে ধূ ধূ,
কোথা বা অমার রেতে জলদ উদয়,
সে দেশ কেমন তর কে জানে নিশ্চয় ?

৫

যারা তথা যায় আর ফিরে তো আসে না !
ডাকিয়া হয়েছি সারা,
কেমন নিঠুর তারা !
নাই শব্দ নাই সাড়া, কিছুই বলে না !
ভাবি তাই দিবা রাতি—
কিসের উৎসবে মাতি
ভুলিয়া রয়েছে হায় সকল কামনা,
একেবারে গেল চলে ফিরিয়া এল না !

৬

চলি যায় নব শিশু আসে নাকো আর,
ফেলিয়া বুকের ধন
করে মাতা পলায়ন,
যায় পতি ফেলি প্রিয়া প্রিয় কণ্ঠহার !
যায় বোন ছেড়ে ভাই,
কারো মনে দয়া নাই,
জনমের মত গেল, এল নাক আর।
র'ল শুধু শোক-অশ্রু শুধু হাহাকার !

৭

কিজানি অনন্ত কোথা নীলিমের পার,
আঁধার আঁধার যেন,
আমি তা বুঝিনে কেন !
যে গেল সে ফিরে কেন এল না আবার ?
চলি গেছ কত দিন,
নিতি আমি গণি দিন,
ফিরে কি জগতে তুমি আসিবে না আর ?
ফুরাবে না শুকাবে না এই অশ্রুধার ?

৮

আর কি জগতে তুমি ফিরিবে না হায় !
আর কি তেমন করে,
হাসিবে না শূন্য ঘরে,
ভরিবে না শূন্য হৃদি সুধার ধারায় ?
তবে এ মলিন প্রাণ
হোক্ হোক্ অবসান,
হোক্ সুখ বলিদান এ মহাপূজায়।
আপনি দেখিব চোখে অনন্ত কোথায় !

(প্রিয়-প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯০ সংখ্যা | ফাল্গুন ১২৯৫—মার্চ্চ ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বেথুন কলেজ—গত ২০এ ফেব্রুয়ারি ইহার পারিতোষিক কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লেডী লান্সডাউন বালিকাদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক দেন এবং চিফ্ জষ্টিস পিথারাম একটী বক্তৃতা করেন।

দান—(১) রঙ্গপুর, কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী স্বীয় জনৈক পরলোকগত অমাত্য নন্দকুমার নিয়োগীকে ২৫৪৩৸৵০ ঋণদায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং তাহার বিধবা পত্নীর ভরণ পোষণের জন্ত মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়াছেন।

(২) মিস্ কোম নাম্নী এক বিলাতী মহিলা ভারত ভ্রমণে আসিয়া লেডী ডফরিণ ফণ্ডে ৬০০৲ টাকা দিয়া এক ছাত্রী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

(৩) মহারাণী স্বর্ণময়ী উড়িষ্যার অন্ন কষ্ট নিবারণের জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

পণ্ডিতা রমাবাই—ইনি সম্প্রতি প্রবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং পুনা নগরীতে বাস করিতেছেন। তিনি দেশীয় প্রথানুযায়ী পরিচ্ছদ পরেন ও নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকেন। "উচ্চ জাতীয় হিন্দু মহিলা" নামক একখানি পুস্তক

রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এই পুস্তকে তিনি আপনার জীবনের ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করিয়া উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিধবা হিন্দু মহিলাদিগের দুঃখ-কাহিনী সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন। হিন্দু মহিলাদিগের বাল্যাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈধব্য ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত মহিলাশ্রম পুনা নগরে স্থাপন করিবেন, পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহা বোম্বাই নগরে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কেবল বিধবাদিগকেই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে একটী বিধবা প্রবেশর্থিনী হইয়াছেন।

বার্ষিক সভা—গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে টাউন হলে লর্ড ডফরিন প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্ত্রীচিকিৎসা সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বয়ং বড়লাট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

ব্রহ্মে উপনিবেশ—ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম দেশে ১৮৮৬ সালে ৭০,০০০ উপনিবেশী গমন করে, ১৮৮৭ সালে ৮২০৭৭ গিয়াছে। ভারতে এক একজন কৃষকের মাসিক আয় ৬৲ টাকা মাত্র, ব্রহ্ম দেশে ১৫৲ টাকার ন্যূন নহে, কোন কোন স্থলে ২০।২৫ টাকাও হইয়া থাকে। বাঙ্গালা বেহার হইতে অধিক সংখ্যক লোক উপনিবেশী হইলে তাহাদেরও অবস্থার উন্নতি হয় এবং ব্রহ্মেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে।

সেবিংস ব্যাঙ্ক—এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ক্রমশঃ অর্থ সঞ্চয় করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। ১৮৮৮ সালের ৩১এ মার্চ্চ ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট সেবিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৬১৫২, ইহাতে ৩ লক্ষ, ৩২ হাজার, ১৭৩ জন লোকের নামে হিসাব আছে। ইহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে ২২ লক্ষ, ৩৮ হাজার, ৬০৯ টাকা সুদ পাইয়াছে এবং ৬ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকার অধিক ইহাদের পাওনা আছে। গবর্ণমেণ্ট সেবিংস ব্যাঙ্ক দ্বারা সাধারণের যথার্থ উপকারের পথ খুলিয়াছেন, ইহার আরও উন্নতি হওয়া আবশ্যক।

বিদুষী রাণী—কাটিবারের ঠাকুর সাহেবের সহধর্ম্মিণী রাণীজি নন্দকনবর্ম্মা ভারতের একজন প্রতিভাসম্পন্না রমণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন, ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতেছেন। বেদান্ত ও পুরাণ সকল অনেক অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইনি স্বামীর সহিত ইংলণ্ড-দর্শনার্থ গমন করিবেন। সম্প্রতি গণ্ডালের বালিকা বিদ্যালয়ের পরিতোষিক বিতরণ স্থলে তিনি একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। স্বদেশীয় নারীজাতির উন্নতিকল্পে ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

বিধবা বিবাহ—সম্প্রতি হুগলিতে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৩০ বৎসর, ব্যবসা ডাক্তারী। পাত্রী আসাম নৌওগাঁর উকীল বাবু ঘনশ্যাম বড়ুয়ার কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী; তাঁহার বয়স প্রায় ২৫।২৬ বৎসর।

বাল্য বিবাহের দোষ—জোসেফ করোসি অষ্ট্রীয়ার এক জন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ৩০ হাজার লোককে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন যে, ২৪ বৎসরের কম বয়স্ক পিতা ও ২০ বৎসরের কম বয়স্ক মাতার সন্তান তত বলিষ্ঠ হয় না। প্রাচীন বৈদ্যরাজ সুশ্রুতেরও এইরূপ মত।

কুমারী ম্যানিঙ—লাহোরের ব্রাহ্ম মহিলারা মিস্ ই, এ ম্যানিংকে এক অভিনন্দন দিয়াছেন। তত্রত্য সেণ্ট্রাল মুসলমান সভাও তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়াছেন।

রূপসী মেলা—বিলাতের প্রসিদ্ধ সাবন্‌ওয়ালা পিয়াস´ কোম্পানী এক রূপসী মেলা খুলিবেন। দেশ-বিদেশ হইতে সুন্দরীদিগের সমাগম হইবে। প্রথম পারিতোষিক দুই সহস্র টাকা প্রধান রূপসীকে প্রদত্ত হইবে। পুরুষেরা রূপসীকে দেখিয়া বিচার করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিবেন।

কুমারী ষ্টীল—মিসেস ষ্টীল পঞ্জাবী রমণীদিগের বিদ্যোন্নতির জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন এবং এই নিমিত্ত পঞ্জাবের সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া থাকে। তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-ক্রমে বিনা বেতনে ৩ বৎসর কাল তত্রত্য স্ত্রী-বিদ্যালয় সকলের ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্জাব প্রদেশের সঙ্গে তাঁহার ঐ পবিত্র সম্বন্ধ বর্ত্তমান বৎসর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পঞ্জাববাসী সকল শ্রেণীর লোক দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

(বৈদিক কাল)।

২৪—ঘোষা।*

ঘোষা যে বংশে উৎপন্ন হন, সে বংশ যে নিতান্ত শ্লাঘ্য বংশ, অদ্যকার আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হইবে। এই বংশে ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ, সঞ্জাত হইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মাই

* ১৮০০ সালের চৈত্র মাসের বামাবোধিনী

ঘোষার বংশাবলি।

১ ব্রহ্মা

২ স্বায়ম্ভুব মনু + শতরূপা (পত্নী)

আকূতি + (রুচি মুনি) প্রসূতি + (দক্ষ) ৩ দেবহূতি + কর্দ্দম মুনি প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ

(সুরুচি) | (সুনীতি)

সতী উত্তম ধ্রুব

কলা (মরীচি) অনসূয়া + অত্রি ৪ শ্রদ্ধা হবির্ভূ (পুলস্ত্য) গতি (পুলহ) ক্রিয়া (ক্রতু) খ্যাতি (ভৃগু) অরুন্ধতী (বশিষ্ঠ) শান্তি (অথর্ব্ব) অঙ্গিরা প্রয়োগ

শাণ্ডিল্য অপালা, বিশ্ববারা

অসিত ৫ উতথ্য + মমতা (পত্নী) বৃহস্পতি শশ্বতী + অসঙ্গ

দেবল ৬ দীর্ঘতমা + উশিজ (পত্নী) গোতম ভরদ্বাজ

মহেশ্বর ৭ কাক্ষীবান্ দীর্ঘশ্রবা মায়ণ + শ্রীমতী (পত্নী)

ভাস্করাচার্য্য সায়ণাচার্য্য মাধবাচার্য্য

লীলাবতী ৮ ঘোষা

☞ যেখানে নামের নীচে রেখা নাই—বিন্দু বিন্দু আছে, তথায় পুত্র কন্যা না বুঝাইয়া সেই বংশোৎপন্ন বুঝাইবে।

সৃষ্টির প্রথম পুরুষ। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্ম-পুস্তকের মতে আদম যেমন আদি ব্যক্তি, হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মা সেইরূপ। ব্রহ্মার যে সকল পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে এখানে স্বায়ম্ভুব মনু ও কেবল অঙ্গিরার নাম নির্দ্দেশিত হইল। স্বায়ম্ভুব মনু, ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশ-নিবাসী ছিলেন। রাজ্ঞী শতরূপা, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা। যদি পুত্র-কন্যার গুণাগুণ বিচার দ্বারাই জনক-জননীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে, স্বায়ম্ভুব মনুর ও তদীয় মহিষী শতরূপার সৌভাগ্যের সীমা করা যায় না। এতদ্ভিন্ন আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত দম্পতির রাশি রাশি সুখ্যাতিবাদ অবলোকিত হয়। সে সকল কথা এখন থাকুক, আপাততঃ আকুতি, প্রসূতি, দেবহূতি শতরূপার এই কন্যাগুলির এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। উত্তানপাদ রাজার মহিষী সুনীতিদেবী, নিজগর্ভে ধার্ম্মিক-প্রবর ভক্ত-শিরোমণি ধ্রুবকে ধারণ করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিয়াছেন। তিনি সন্তানকে যে হিতোপদেশ প্রদান করেন, তাহা অমূল্য। সুনীতির সপত্নীর নাম সুরুচি। দেবহূতির বিস্তারিত বর্ণনা ১২৯২ সালের মাঘ মাসের বামাবোধিনীতে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার গুণধর পুত্র কপিল, কেবল নিজ প্রভাবে স্বীয় মাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, এমন নয়; দেবহূতি স্বয়ং ধর্ম্মাতত্ত্বানুরাগে প্রগাঢ় আসক্তিমতী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আকুতি, রুচি মুনির পত্নী। দ্বিতীয়া ভগ্নী প্রসূতি, দক্ষের বনিতা। তদীয় গর্ভে বিস্তর কন্যার উদ্ভব হয়। "সতী" বয়সে সকল ভগিনী অপেক্ষা কনিষ্ঠা বটেন, কিন্তু গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তাঁহার "সতী" নাম হইতে পতিব্রতা কামিনীদের গুণবোধক সাধারণ উপাধি "সতী" হইয়াছে। পতিনিন্দা-শ্রবণে তিনি দেহত্যাগ করেন, এটি সর্ব্বজন-বিদিত ও চিরপ্রসিদ্ধ বিষয়। এই একমাত্র ঘটনায় সতীর মনঃপ্রবৃত্তির অত্যুচ্চ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

স্বনাম-বিখ্যাত কর্দ্দম মুনি, দেবহূতি দেবীর পাণিপীড়ন করেন। দেবহূতির গর্ভে কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী ও শান্তি এই ৯ নয় তনয়া ও একমাত্র পুত্র কপিল সঞ্জাত হন। মরীচি, অত্রি,

পত্রিকায় অতি সংক্ষেপে ঘোষার বিষয় মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রাচীন তত্ত্বানুশীলন যে কত বড় গুরুতর ব্যাপার, যাঁহারা ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। অনেক সময় লেখক স্বয়ং নিজের পূর্ব্ব মত খণ্ডিত করেন। লেখক, সম্প্রতি সবিশেষ অনুসন্ধান, যত্ন ও প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে ঘোষার বংশাবলির তালিকা সহিত যে বিস্তৃত বর্ণনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্ববারে ঘোষার নামের পূর্ব্বে ২০ সংখ্যা ছিল, এবারও সেই সংখ্যা দেওয়া গেল। বা, স,।

অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও অথর্ব্ব এই ৯ নয় ঋষি, দেবহূতির জামাতৃগণ। অনসূয়ার গুণ-গরিমার অপর পরিচয় আর কি দিব? তাঁহার নামের অর্থগ্রহ করিলেই,যথেষ্ট বোধগম্য হইবে। যিনি গুণবানের গুণ অস্বীকার করেন না এবং অন্যের দোষ উল্লেখ পূর্ব্বক আহ্লাদ প্রকাশ করেন না, তাঁহাকেই অনসূয় কহা যায়, (১) সুতরাং এই অংশেই কি অনসূয়ার মনের উন্নত ভাব প্রকটিত হইতেছে না? অরুন্ধতীর সম্বন্ধে বলিতে গেলে, অনেক কথাই লিখিতে হয়, এস্থলে সম্প্রতি এই মাত্র বিবৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে, তাঁহার পাতিব্রত্য, ভারতের—সমগ্র জগতেরও গৌরবনিকেতন। হিন্দুশাস্ত্রে অরুন্ধতী, আদর্শ সাধ্বী। বিবাহমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বিবাহ-সময়ে কন্যা, এই রূপ কহিবেন, "হে অরুন্ধতী! আমি তোমার মত স্বীয় স্বামীতে যেন অনুরক্ত থাকিতে পারি (২), এই আমার প্রার্থনা।" অক্ষমালা-নাম্নী কামিনী, তাঁহার সপত্নী ছিলেন। অরুন্ধতী, তাঁহার প্রতি অকপট সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াও, ভারতের শীর্ষস্থানে বিরাজমানা। তাঁহার বিষয়, পৃথক্ প্রবন্ধে আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন না করিলে, পাঠিকাদের নিকট প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে।

ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ঋষি, দেবহূতির গর্ভোৎপন্না কর্দ্দম মুনির ঔরসজাতা তৃতীয় দুহিতা "শ্রদ্ধা" নাম্নী তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। অঙ্গিরা ঋষি ও তদ্বংশীয়গণ দ্বারা অগ্নির আরাধনা প্রচলিত হইয়াছিল, বেদসংহিতাপাঠে ইহা অবগত হওয়া যায়। বশিষ্ঠ প্রেয়সী অরুন্ধতী, শ্রদ্ধার অষ্টমা ভগিনী। শ্রদ্ধার অগ্রজাতা মধ্যমা ভগ্নী অনসূয়ার সহিত অত্রি মুনির বিবাহ হয়। অত্রিগোত্রে অপালা ও বিশ্ববারা নাম্নী দুই রমণী-রত্ন উদ্ভূত হন। ১২৯২ জ্যৈষ্ঠে বিশ্ববারা ও ১২৯৩ চৈত্রে অপালার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইবে। শ্রদ্ধার সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কলা। তিনি মরীচির (৩) সহধর্ম্মিণী। অঙ্গিরার ঔরসে ও শ্রদ্ধার গর্ভে ২ দুই সুপ্রসিদ্ধ পুত্র ও কুহু,রাকাসিনী, বালী ও অনুমতি এই ৪ চারি কন্যার উদ্ভব হয়। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে উতথ্যই অগ্রজ, কনিষ্ঠের নাম বৃহস্পতি। অঙ্গিরার আর এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম শশ্বতী। তিনি, "শ্রদ্ধা" দেবীর গর্ভজাত কি না, স্থিরীকৃত হয় নাই। শশ্বতীর বিরচিত মন্ত্র, ঋগ্বেদসংহিতার ৮ অষ্টম মণ্ডলের ২ দ্বিতীয় সূক্তের ৩৪ চৌত্রিশ ঋকে নিবদ্ধ

(১) বংপ্রণীত "প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত" ১০৭-এ ১০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) [illegible] প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত" [illegible]

(৩) মরীচি ঋষির গোত্রে শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল প্রভৃতি ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হন। শাণ্ডিল্যকুলে, আচার্য্য মহেশ্বর, তৎপুত্র ভাস্করাচার্য্য ও তৎকন্যা লীলাবতী জন্ম গ্রহণ করেন।

হইয়াছে। অন্যান্য বিবরণ এই পত্রিকার ১২৯৩ সালের চৈত্র মাসে ৩৭০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। শশ্বতী, প্রযোগ রাজার পুত্রবধূ। তাঁহার স্বামী অসঙ্গ, অত্যন্ত দাতা। বৃহস্পতি, এক জন অলোকিক বুদ্ধিজীবী ও দেবগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। সচরাচর লোকে কথায় বলে, "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।" বৃহস্পতির বিরচিত এক খানি স্মৃতি গ্রন্থও আছে। তিনি দর্শনশাস্ত্র প্রণেতাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। বৃহস্পতির একটি সর্ব্বজনাদৃত, মহান্, উন্নত-মত-পরিপোষক শ্লোক এই,—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য
ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারেণ,
ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া অর্থনির্ণয় করা কর্ত্তব্য নয়, অযৌক্তিক বিচারে ধর্ম্ম-ক্ষয় হয়।

কি অপক্ষপাতী, বিশুদ্ধ বুদ্ধির অনুমোদিত উদার মত! এই বৃহস্পতির অতি উপযুক্ত পুত্র ভরদ্বাজ মুনি। ইনি বিদ্বান্ ও বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। ব্রহ্মা, বৃহস্পতি ও উতথ্যের বরে ইঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইঁহার গোত্রে সায়ণ উদিত হন। সায়ণের পত্নী "শ্রীমতী" অতি সৌভাগ্যবতী নারী। তাঁহারই উদরে সুবিখ্যাত সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতায় বেদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। তাঁহারা দুই জনে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয় নগরের হরিহর ও বুক্ক নৃপদ্বয়ের অমাত্য ছিলেন। মাধবাচার্য্য প্রণীত বহুসংখ্যক শাস্ত্রের বহুসংখ্যক গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীতীরবর্ত্তী পম্পানগরে অধিবাস করিতেন। ভরদ্বাজের নামে ভারদ্বাজ গোত্র চলিতেছে, সুতরাং অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর উতথ্য। তিনি বেদের রচয়িতা। মমতা, তদীয় বনিতা। মমতার বিষয় বামাবোধিনী পত্রিকার ১২৯৩ সালের চৈত্র মাসে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় ইতিপূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। মমতা ব্রহ্মবাদিনী নারী। উতথ্যের ঔরসে ও মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা ও গৌতম উদ্ভূত হন। এই গৌতম, ন্যায়দর্শন-প্রণেতা কি না, বলিতে পারা যায় না। উশিজ, দীর্ঘতমার সহধর্ম্মিণী। তাঁহার বিবরণও উক্ত-সংখ্যক বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছিল। দীর্ঘতমার ঔরসজাত উশিজের উদরোৎপন্ন কাক্ষীবান্ ও দীর্ঘশ্রবা দুই খ্যাত্যাপন্ন বেদ-মন্ত্র রচয়িতা ঋষি। কাক্ষীবানের রচিত বাক্যগুলি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২১ সূক্তে নিবেশিত রহিয়াছে। দীর্ঘতমার সুদেষ্ণা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে কলিঙ্গ নামক এক তনয় জন্মে। এই কলিঙ্গই, স্বনাম খ্যাত প্রদেশের স্থাপনকর্ত্তা। সুদেষ্ণা যাঁহার ধর্ম্মপত্নী এবং কলিঙ্গ, যাঁহার

আত্মজ, (৪) সেই দীর্ঘতমা, এবং উতথ্য-সুত দীর্ঘতমা, দুই পৃথক লোক, কি একই ব্যক্তি, অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সে যাহা হউক, উতথ্যাত্মজ দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবানের ঘোষা নামে যে নন্দিনী ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইতেছে। কাক্ষীবান্ যাঁহার জনক, দীর্ঘতমা যাঁহার পিতামহ, উতথ্য যাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ—ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সকলেই বেদ বিখ্যাত সর্ব্বত্রাদৃত সর্ব্বজন পূজ্য ব্যক্তি; উশিজ যাঁহার পিতামহী, ব্রহ্মপরায়ণা মমতা যাঁহার প্রপিতামহী এবং শ্রদ্ধা দেবী, যাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহী—তাঁহার কুলের স্বতন্ত্র পরিচয় আর কি দিব? তিনি, অত্রিবংশীয়া উৎকৃষ্টস্বভাবা মহিলা, অপালার মত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু চরিত্র গৌরবে নারীজাতির শীর্ষস্থানীয়।

ঘোষা নিতান্ত পিতৃপরায়ণা অঙ্গনা। কেন না, তিনি বেদের এক স্থলে স্বয়ং বলিয়াছেন, পিতৃনাম উচ্চারণে সুখোদয় হয়। তিনি বিদ্যাবতী ও নৃপনন্দিনী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দম্ভ, অভিমান বা কপটতা ছিল না। যিনি জ্ঞানভাণ্ডার বেদাংশ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি, আবার কহিয়াছেন, আমার যেন জ্ঞানোৎপত্তি হয়! কি বিনয়! অশ্বিনীকুমার যুগলের চিকিৎসার গুণে ঘোষা রোগমুক্ত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি যাবজ্জীবন যারপরনাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। যৎকালে ঘোষা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করেন, তখনকার এক ঋকে জানা যায়, তিনি নিঃসহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের অশ্ব রথাদি ছিল। সে, ঘোষার বড় অবাধ্য ছিল। সেই কারণেই বোধ হয়, তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তবে জানাইয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয়! তাঁহাকে শাসিত করুন। একটি শ্লোকে ঘোষার বিবাহ সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আভাস পাওয়া গিয়াছে। তিনি স্তোত্রে কহিয়াছেন, আমার বিবাহের জন্য বর উপনীত হইয়াছেন। আবার আর এক মন্ত্রে বুঝা যায়, পরিণয়ের অনেক দিন পরেও তাঁহার পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয় নাই। উদ্বাহের পূর্ব্ব কথার বিবরণ বহু স্থানেই বিবৃত হইয়াছে। ঘোষার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছিল, একস্থানে মন্ত্রের আভাসে অনুমান হয়। বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও, ঘোষার মাতৃনাম পাইলাম না, একজন্য মনের এক ক্ষোভ রহিল। বেদের মধ্যে ঘোষার প্রণীত অনেক মন্ত্র আছে এবং তাহাতে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব জানা যায়। পুরুমিত্র রাজার শুন্ধ্যু নাম্নী সুতার সহিত বিবাহ, বধ্রিমতী নামক রমণীর প্রসব বেদনা ও তাহার অবসান, [illegible]

(৪) এই মতেরও বিরোধী প্রমাণ আছে। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার তৃতীয় পুত্র কলিঙ্গের নামানুসারে কলিঙ্গপ্রদেশের [illegible] হইয়াছে।

কলি নামক ব্যক্তির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি, কূপ হইতে বন্দন নামে এক ব্যক্তির নিষ্কৃতি, মুমূর্ষু রেভের (এক জনের নাম) প্রাণত্রাণ, সপ্তবন্ধনে আবদ্ধ অত্রি ঋষির উদ্ধার, পেদু রাজার বিবরণ, শংযু নামক কোন ব্যক্তির বৃদ্ধা গাভীর স্তনে দুগ্ধসঞ্চার, ভৃগু পুত্রগণের রথ নির্ম্মাণের বৃত্তান্ত, বিধবা নারীর দেবরের সহিত উদ্বাহ, কুৎস মহাশয়ের বন্দনাকারী ব্যক্তির ভবনে গমন, ভুজ্যু নামধেয় কোন ব্যক্তির সমুদ্র হইতে উত্থান, বশরাজা, কৃশ, শৈযুব ও উশনার উদ্ধার সাধন, পতিহীনা অঙ্গনার প্রতি অত্যাচার ও তাহার প্রতিবিধান ইত্যাদি বিষয় ঘোষার প্রণীত বেদাংশে জানিতে পারা যাইবে, এই আশায়, মন্ত্রগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের সর্ব্বত্রগামী যে সুদৃশ্য রথ আছে, যে রথের উদ্দেশে যজমান ব্যক্তির অহোরাত্র আহ্বান করা উচিত, আমরা অহরহঃ সেই রথের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। পিতৃনামোচ্চারণে যেরূপ আনন্দ হয়, আপনাদের নাম কীর্ত্তনেও সেই প্রকার আহ্লাদ জন্মে।

আমাদিগকে মনোমোহন বচন উচ্চারণে নিযুক্ত করুন, আমাদের কার্য্য সমাধা করিয়া দিন। যাহাতে অশেষ রূপ আনন্দোদয় হয়, তাহারই প্রার্থনা করিতেছি। প্রশংসনীয় ধনের অংশ আমাদিগকে প্রদান করুন। সোমরস যাদৃশ প্রীতিকর, আমাদিগকে যজমানের সকাশে তাদৃশ প্রণয়াস্পদ করিয়া দিন।

জনকাবাসে একটি স্ত্রী বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইতেছিল, আপনারা তাহার শুভাদৃষ্টস্বরূপ তাঁহার বর আনাইয়া দিলেন। যাহারা গতিশক্তিহীন বা নিকৃষ্ট, আপনারাই শক্তিহীন, অন্ধ ও রোগ-জ্বালা-জর্জ্জরিত লোকের চিকিৎসক, সকলেই ইহা নির্দ্দেশ করে।

যেমন পুরাতন রথের জীর্ণ সংস্কার পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাতায়াত করা যায়, তদ্রূপ আপনারা বার্দ্ধক্য প্রপীড়িত চ্যবন ঋষিকে পুনরায় যৌবনাবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। আপনারাই তুগ্রকে সলিলোপরি নিরাপদে বহন করিয়া কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। আপনাদের উভয়ের উক্ত কার্য্যগুলি যজ্ঞ কালে সবিশেষ বর্ণনোপযুক্ত।

আপনাদের ভূতপূর্ব্ব বীরত্বের কথা আমি লোকের নিকট বর্ণন করিতেছি। আপনারা উভয়ে সুদক্ষ চিকিৎসক, অতএব আপনাদের আশ্রিতা হইবার কারণ আপনাদের স্তোত্র পাঠ করিতেছি যে, যজমান তাহা নিশ্চয়ই প্রত্যয় করিবে।

আমি আপনাদিকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা শ্রুতিগোচর করুন। সন্তান, যেমন জন্মদাতার নিকট সুশিক্ষিত হয়, আমিও যেন আপনাদের নিকট তদ্রূপ শিক্ষিতা হই। আমার

বন্ধু বা জাতি নাই, আমি অনাথা। আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই আপনারা তাহা বিদূরিত করিয়া দিন।

পুরুমিত্র রাজার তনয়া শুন্ধ্যব নাম্নী স্ত্রীকে আপনারা রথে আরূঢ় করিয়া লইয়া গিয়াছেন, বিমদের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বধ্রমতী আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আপনারাও তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছিলেন। আপনারাও তাঁহার প্রসব-ব্যথা দূরীকৃত করিয়া দিয়া, তাঁহাকে নিরুপদ্রবে প্রসব করাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোক-দিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে? *

দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোক-দিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নানা প্রকার উপায় আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে গেলে রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন। সেই সেই কার্য্যে স্ত্রীলোকগণ রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহারা আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের ও দেশের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন।

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জীবনোপায় উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন এবং কি প্রকারে সেই উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যে সকল বিষয়ে, নিপুণতা, ধৈর্য্য ও কারুকার্য্য আবশ্যক, সেই সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা শীঘ্র শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং সেই সকল কার্য্য তাঁহাদের হস্তে এতদূর সুন্দর ও পরিষ্কার হয় যে পুরুষদিগের হস্তে তত সুন্দর আশা করা যায় না।

যদি একটী সমিতি সংগঠন করিয়া তাঁহাদের অধীনে বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দেওয়া যায় এবং সেই সমিতির ব্যয়ে স্ত্রীলোকদিগের রুচি ও অনুরাগ অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া যায়,

---

* প্রাদেশিক [illegible] সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।

তাহার পর তাঁহারা রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যাদি বিক্রয় কম্ম হয়, তাহাহইলে অর্থাগমের বেশ সুবিধা হয়। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে কিছু অর্থ আবশ্যক। যত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভরণ পোষণ এবং শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। কিন্তু একবার কয়েক জনকে শিক্ষিতা করিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা শিক্ষকতা কার্য্য এবং উপার্জ্জনের কার্য্য উভয়ই সম্পন্ন হইতে পারিবে।

উপায়।

১। কাষ্ঠ খোদাই (wood engraving) এই কার্য্যটী আমার বিবেচনায় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অতি সুন্দর ও পরিষ্কার হয়। এ কার্য্যটী শিক্ষা করিতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক। কিন্তু একবার শিক্ষা করিতে পারিলে প্রত্যেক স্ত্রীলোক এই কার্য্য দ্বারা বেশ উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং আজ কাল এই কার্য্যের আবশ্যকতা ও আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

২। মকমল প্রভৃতি কাপড়ের উপর জরীর ফুল তোলা—এ কার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা করা যায় এবং ইহার আদরও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা দ্বারা টুপী জামা প্রভৃতির উপর জরীর ফুল তোলা যায়। মুরশিদাবাদের শিল্পবিদ্যালয়ে ইহার শিক্ষা দেওয়া হয়। তথাকার ছাত্রেরা ছোট লাটকে ঐরূপ একটী থলি (purse) উপহার দিয়াছিল; তাহার উপর সুন্দর জরীর কাজ ছিল। ছোট লাট তাহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ছোট লাট পত্নী সেই প্রকার কয়েকটী কাজের ফরমাইস্ দিয়া আসিয়াছেন। অতি অল্প দিন পরিশ্রম করিলে এই কার্য্য শিক্ষা করা যায়।

৩। সৈন্যদিগের জামার হাতের উপর যে নম্বর দেওয়া থাকে, কাপড়ে সুতা, রেশম অথবা জরীর দ্বারা সেই নম্বর লেখা—এই কার্য্য বিলক্ষণ লাভের, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। পল্টন হইতে কণ্ট্রাক্ট লইয়া এই কার্য্য করিতে হয়। যদি স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্য করিতে শিক্ষিতা হন, তাহাহইলে সমিতি স্বয়ং কণ্ট্রাক্ট লইয়া এই কার্য্য করিতে পারেন অথবা যাঁহারা কণ্ট্রাক্ট লন, সমিতি তাঁহাদিগের কার্য্য সরবরাহ করিতে পারেন।

৪। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য—একজন স্ত্রীলোক ৭।৮ মাস শিক্ষা করিলে এই বিষয়ে মোটামুটী কাজ করিতে পারেন। একটী সমিতির সাহায্য ভিন্ন এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। সমিতির অধীনে একটী ছাপাখানা থাকিবে। তথায় কম্পোজ ও ডিষ্ট্রিবিউট স্ত্রীলোকের দ্বারা হইবে। কিন্তু ছাপা অবশ্য পুরুষের দ্বারা হইবে।

৫। পুস্তক বান্ধান (Book Binding) এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পুরুষের সাহায্য আবশ্যক। সমিতির তত্ত্বাবধানে একটী (পুস্তক বাঁধাই) কার্য্যালয় থাকিবে যে যে অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা হইতে পারে, তাহা স্ত্রীলোকে সম্পন্ন করিবে; পরে বাকী অংশ পুরুষেরা করিবে।

৬। চিত্র বিদ্যা—ইহা শিক্ষা করিতে বিশেষ সময় আবশ্যক এবং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। এ কার্য্যে লাভ বিলক্ষণ আছে।

৭। অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা—এটী অতি গুরুতর বিষয়। এই কলিকাতার অনেক শিক্ষিত লোকের বাটীতে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকগণ শিক্ষা দান করেন। যাঁহারা এই সকল স্ত্রীলোককে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্য এক নহে। কেহ কেহ নিজ নিজ অন্তঃপুরিকাগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার অভিপ্রায়ে, কেহ কেহ সূচী কার্য্য শিক্ষা করাইবার অভিপ্রায়ে, কেহ কেহ বা উভয় অভিপ্রায়ে ইহাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেন। আবার শিক্ষয়িত্রীদিগের উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র; কেহ কেহ বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কেহ কেহ বা অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। এখানে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষয়িত্রী উভয়েরই উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু যদি এই কার্য্য সাধনের জন্য (অর্থাৎ অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে শিল্প কার্য্যের বিস্তার এবং অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ এই তিন উদ্দেশ্য স্থির করিয়া) হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম সমাজস্থ স্ত্রীলোকদিগকে প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। কারণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয় না এবং তাঁহাদের উপর অনেকের শ্রদ্ধাও কম। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে ইহাঁদের সাহায্যপ্রার্থী হইতে লোকে অধিক ইচ্ছুক হইবে। ইহাঁদের দ্বারা আরও একটী কার্য্য সিদ্ধ হইবে, পরিবারের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি বিস্তার করিতে ইহাঁরা চেষ্টা করিবেন। যদি এই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া একটী সমিতি গঠন করা হয় এবং সেই সমিতি হইতে স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষাকার্য্যের উপযুক্ত করিয়া অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বিধান করা যায়, তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হয়। আমি বহু দিবস হইতে এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। এই কার্য্যে প্রথম কিছু অর্থ আবশ্যক; কারণ গাড়ী ঘোড়ার প্রয়োজন। কিন্তু ইহা হইতে স্ত্রীলোকদিগের ব্যয় বাদে অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত হইতে পারে। সেই উদ্বৃত্ত অর্থে নিরাশ্রয়া রমণীগণের প্রতিপালনের জন্য স্থায়ী ফণ্ড স্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ একখানি গাড়ী ও দুইটী ঘোড়ার মাসিক ব্যয়—

চাবুকের বেতন

২ জন সহিস ১৩৲

ঘোড়ার খোরাক ১০৲

গাড়ি মেরামত ১৲

কামাই প্রভৃতিতে ঠিকা

গাড়ি ভাড়া ২৲

খড় ঘাস চর্ব্বি জায়গা ভাড়া

প্রভৃতি ১৪৲

৫০৲

একখানি অমনিবাস গাড়ীতে ১২ জনের অধিক স্ত্রীলোক যাইতে পারেন। যদি নিতান্ত পক্ষে ১২ জন যান, তাহা হইলে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের জন্য মাসে প্রায় ৪৵০ ব্যয় পড়িতেছে। এখন দেখা যাউক, প্রত্যেক স্ত্রীলোক শিক্ষা দান করিয়া মাসে কত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। প্রতি বাটীতে এক ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ১॥০ করিয়া বেতন লওয়া হইবে। এরূপ শিক্ষা প্রতিদিন নহে, একদিন অন্তর (খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোকগণ এক দিবস অন্তর শিক্ষা দিয়া মাসে দুই টাকা করিয়া বেতন লন)। বেলা ১১টার পূর্ব্বে এবং অপরাহ্ণ ৪টার পর সকল স্ত্রীলোকের পড়িবার সুবিধা হইবে না। সুতরাং সমিতির শিক্ষয়িত্রীগণ বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দান করিবেন। এই ৫ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৪ ঘণ্টায় ৪টী বাটীতে শিক্ষা কার্য্যে গেল এবং বাকী এক ঘণ্টা তাঁহার যাতায়াতের সময় ধরা গেল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক স্ত্রীলোক প্রতি দিবস ৪টী বাটীতে শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু এক দিবস অন্তর শিক্ষা দিবার প্রণালী থাকায় প্রত্যেক স্ত্রীলোক মাসে ৮টী বাটীতে শিক্ষা দান করিয়া মাসে ১২৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। ঐ ১২৲ টাকা পারদর্শিতানুসারে বিভাগ করিয়া দিয়া বাকী টাকায় গাড়ী ঘোড়ার খরচ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা দ্বারা এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। আবার এই সকল স্ত্রীলোক অধিকতর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রাতঃকালে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করিবেন।

৮। ব্রুস প্রস্তুত—একার্য্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সাহায্য আবশ্যক। যে সকল নগরে বা গ্রামে ব্রুস প্রস্তুতের কারখানা আছে, তথায় ব্যবসায়ীরা প্রথমে কাষ্ঠে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রিত কাষ্ঠ ও তৎসহ লোম এবং পিত্তলের তার গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের বাটীতে দিয়া আসে। স্ত্রীলোকেরা সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠে তারের সাহায্যে লোম সকল বসাইয়া দেয়। পরে ব্যবসায়ীরা তাহা লইয়া তাহাতে আর এক খণ্ড কাষ্ঠ সংযোগ করিয়া লোম সকল সমভাবে কাটে, পরে উপরে পালিষ করিয়া বিক্রয় করে। যদি কোন একজন লোক অথবা সমিতি দিয়ে একটী ব্রুসের

ব্যবস্থা করিয়া গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা ক্রস প্রস্তুতের ঐ অংশটী করাইয়া লয়েন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগেরও আয় হয় এবং তাঁহাদিগেরও লাভ হয়। ইহার সঙ্কেত এত সহজ যে স্ত্রীলোকেরা এক ঘণ্টার মধ্যে এই প্রণালী শিক্ষা করিতে পারেন।

২। স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া মফস্বলে বিদ্যালয় খোলা—সমিতির দ্বারা স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিয়া মফস্বলের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলিয়া তথায় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরে শিক্ষয়িত্রী হইয়া নিজের জীবনোপায় উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন।

আজ কাল মফঃস্বলের অনেক বিদ্যালয় হইতে স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা শুনিতে পাওয়া যায়। যদি অনাথা বিধবারা লেখা পড়া শিক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই বর্ত্তমান অভাব দূর করিতে সক্ষম হইবেন।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে সাধূক্তি।

(২য় প্রস্তাব)

জর্জ হারবার্ট বলেন "এক উত্তম মাতা শত শিক্ষকের সমান। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, ধ্রুব নক্ষত্র যেমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গৃহে মাতা কর্ত্তৃক সেইরূপ সকলের হৃদয় আকৃষ্ট ও তাঁহার দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয়।" বেকন্ মাতৃ অনুকরণকে নিয়মাবলীর জগৎ অর্থাৎ সকল নীতি শিক্ষার মূল বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। আধুনিক বহুবিধ নীতি উপদেষ্টা ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত স্যামুল স্মাইল্‌স্ এইরূপ মত প্রকটিত করিয়াছেন "পিতা অপেক্ষা মাতা সন্তানের চরিত্র গঠনে ও কার্য্যপ্রণালীর পথ প্রদর্শনে অধিক সক্ষম। গৃহ তাঁহার রাজ্য; সেখানে তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। কোমলমতি প্রজাবর্গের উপর তাঁহার একাধিপত্য, তাহারা আবশ্যক দ্রব্যজাতের জন্য তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকে। তাহাদিগের দৃষ্টিপথে সতত উপস্থিত তিনিই তাহাদিগের আদর্শ। তাহারা অজ্ঞাতসারে তাঁহার সমস্ত কার্য্য অবলোকন ও অনুকরণ করে। মাতৃ-স্নেহ মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুকম্পার নিদর্শন।" মার্কিন পণ্ডিত এমারসন্ লিখিয়া গিয়াছেন "উত্তম নারীগণের গুণে অনেক পরিমাণে সভ্যতার [illegible]

জন রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি একদা হঠাৎ "আমাদিগের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন" এই মাতৃউপদেশ সারটি স্মরণ করিয়া নাস্তিকতা রূপ মহা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। গান বাদ্য বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা গ্রেট্রি উত্তম মাতা'সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফরাশীয় প্রবচনে আছে যে, নারী ব্যতীত পুরুষ মলিন হিংস্র জন্তুশাবক মাত্র নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি বলিতেন যে সন্তানের চরিত্রের ভাবী গুণাগুণ মাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 'রাসেলাস' রচনা করিয়া ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্যামুয়েল জন্ সন্ মাতৃ-স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কবি কাউপার মাতার প্রতিকৃতি দেখিয়া "On the Receipt of my mother's Picture" "আমার মার ছবি" নামে সুমধুর নীতিগর্ভ কবিতা লেখেন। এতদ্ভিন্ন আর এক জন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন "আহা! মাতা, এই অতীব সুন্দর মধু মাখা কথাটিতে কত অনির্ব্বচনীয় ভাব আছে, স্নেহের সাগর আছে, তাহা বলিয়া কে ইয়ত্তা করিতে পারে?" পাঠক পাঠিকা জানেন যে, এনাপিয়স ও এম্ফিনোমস্ বহুমূল্য দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যান।

উত্তম পুণ্যবতী মাতা দ্বারা যেরূপ সন্তানের মঙ্গল সাধিত হয়, গুণবিহীনা দুঃশীলা মাতা দ্বারা সেইরূপ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। প্রথম নেপোলিয়ন্ "ফ্রান্সের প্রধান অভাব মাতা অর্থাৎ উত্তম মাতা" এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। বাস্তবিক, এই কথার মূলে একটি সত্য নিহিত আছে, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল না। স্মাইল্স ইহার পোষকতায় ফরাশী বিদ্রোহের মূল উত্তম মাতার অভাব এই যুক্তিযুক্ত মত দিয়াছেন। মাতা খিটখিটা, ক্রোধপরতন্ত্রা, কলহপ্রিয়া হইলে সন্তান যে কখনও অন্যরূপ হইবে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কবেট বলেন যে, জননী বিলম্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে বিলম্বে গাত্রোত্থানের বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র উপদেশ দিলেও, সন্তান (কন্যা) কুত্রাপি শীঘ্র শীঘ্র শয্যা পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিতে সক্ষম হইবে না। লর্ড বায়রণ স্বীয় চরিত্রগত দোষ স্বীয় দুঃশীলা জননীতে আরোপ করিয়াছেন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, অনেক উত্তম সন্তান মন্দ মাতার দ্বারা খারাপ হইয়াছে। অতএব বলা বাহুল্য, মাতা কত ভাল হওয়া উচিত। মানব দৌর্ব্বল্যের সমষ্টি। দুর্ব্বল মানব সুশিক্ষিত হইয়াও যখন বিপদগামী হইতে পারে, তবে আর অশিক্ষিতের কথা কি? অস্মদ্দেশে স্ত্রী শিক্ষা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মূর্খ পুরুষে যত সমাজের অনিষ্ট সম্ভাবনা, মূর্খা নারীতে

কিছু তাহা অপেক্ষা ন্যূন নয়। বিলাতের কোন এক কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বকীয় কর্ম্মে বালকদিগকে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের স্ব স্ব জননীর কিরূপ স্বভাব, তদ্বিষয়ে উত্তমরূপ অনুসন্ধান করিতেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মাতার স্বভাব ভাল হইলে সন্তানের স্বভাব ভাল হইবেই হইবে। অতএব হে জননীগণ! সাবধান! সংসারে একটু সতর্কতার সহিত অগ্রসর হউন। আপনাদিগের উপর গুরুতর ভার ন্যস্ত আছে। হে ভারত সন্তানগণ! তোমাদের প্রকৃত উন্নতি তখনই নিকটবর্ত্তী হইবে, যখন তোমরা সুশিক্ষিতা সদ্‌গুণান্বিতা জননীগণ কর্ত্তৃক পালিত ও শিক্ষিত হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে।

মায়ের সাধ।

১

আয় বাপধন! আয় কোলে আয়,
কেন আঁখি তোর ভরেছে জলে?
কি যেন হলোনা—কি যেন পেলেনা—
কি যেন যাতনা মরম তলে।

২

কেনরে নিশ্বাস ফেলিছ তরাসি,
অধরে ফোটেনি মধুর হাসি,
কি ব্যথা লেগেছে কোমল পরাণে,
বল বল বাপ কোলেতে আসি।

৩

শুকায়ে গিয়েছে চাঁদ মুখ খানি,
বিমলা জ্যোছনা খেলে না চোখে—
নিঠুর সংসার ভয়াল মুরতি!
গরাসিতে বুঝি আসিছে তোকে!

৪

ভয়ে ভয়ে তাই চলে না চরণ,
উদাসী বিদেশী পথিক হেন!
আমাদের [illegible] তোর যেন নাই—
[illegible] রয়েছে কেন?

৫

—নিদাঘের খরা বরিষার ধারা
দিব না লাগিতে সোণার গায়,
পাবে না দেখিতে নিদয় জগত,
আয়, মোর বুকে লুকাবি আয়!

৬

হরি! হরি! লাজ কার কাছে আজ!
মায়ের মমতা কে কোথা ভোলে?
কাহার শোণিতে পেয়েছ জীবন,
মানুষ হ'তেছ কাহার কোলে?

৭

ঘুমে ঢল ঢল শিশু দুরবল
পঞ্চবিংশ কোটী—আঁচলে রাখি,
এ আঁধার রাতি, জ্বালি আশা বাতি,
আমি অভাগিনী জাগিয়া থাকি।

৮

মশা'টী পড়িলে,পাতাটী নড়িলে—
পাছে বাছা মোর চমকি উঠে,
বুক পেতে তাই পদাঘাত খাই,—
[illegible] কাঁদিয়ে মুখখানি ফুটে।

৯

আগে ছিনু আমি রাজ-রাজেন্দ্রাণী,
আমার গৌরবে পূরিত ধরা!—
আজি ভিখারিণী তোদেরি জননী,
বেঁচে থাকা আজ, মরমে মরা!

১০

সে কালের কথা স্মরিলে এখনো
পুলকে শিহরে এ ভাঙা প্রাণ!—
বারো বছরের "বাদল" আমার
শোণিতে আমারে করা'লে স্নান!

১১

সে কালের কথা সাধের স্বপন
সোনায় গাঁথিয়া রেখেছি মনে,
আমার "প্রতাপ" ছাড়ি রাজাসন,
পূজিল আমারে গহন বনে!

১২

সে কালের কথা সুধার কাহিনী—
আমারে রাখিতে, অবলা মেয়ে
সমরে পশিল, অরাতি নাশিল!
কেউ বা মরিল গরল খেয়ে!

১৩

আজি তোরা একি অপরূপ দেখি
অভাগীর দুখে চাও না ফিরে,
সহোদর ভাই তারে মায়া নাই
পরের চরণে লুটাও শিরে!

১৪

নিতি মারা মারি ভাই ভাই সনে,
নিতি গালি নিতি বিবাদে রত,
এ হৃদয়-জ্বালা আর তো সহে না—
বাজে মোর বুকে বাজের মত!

১৫

তোর বোন গুলি আমারি দুহিতা,
তাদেরো কারণে পরাণ কাঁদে,
কেউ চাও তারা উড়ুক বিমানে,
কেউ চাও বাঁধা থাকুক ফাঁদে!

১৬

তোদের করম কহিতে সরম,
ঘৃণা উপহাস ভগিনী প'রে!—
স্নেহের লতায় পবিত্র বালায়
আঁকিছ, গড়িছ, ভীষণা ক'রে!

১৭

কত দুখ আর স'ব বাপ ধন!
কত দিনে তোরা মানুষ হবি?
কবেরে আমার পোহাবে আঁধার,
পূরবে উদিবে উজল রবি?

১৮

বিষাদ বিবাদ দলাদলি যত
এক দিন তোরা যাবি কি ভুলে,
"ভাই ভাই" বলি হবে গলাগলি
দিবি ভালবাসা মরম খুলে?

১৯

তোদের সঙ্গিনী তোদের ভগিনী—
মুছায়ে তাদের নয়ন-জল,
দেখাবি কি সত্য জ্ঞানের আলোক,
দিবি কি অভয় ভরসা বল?

২০

ছেলে গুলি হবে উজল তপন,
মেয়ে গুলি হবে চাঁদিমা-আলো,
হৃদয় আমার জ্যোছনা আগার,
ডুবিবে অতলে বিষাদ কালো!

২১

সে দিন আমার কত দিনে হবে
যেই দিন তোরা "মানুষ" হবি,
কাঙ্গালিনী মা'র সাধের মাণিক
এক সাথে বুক উজলি র'বি!

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

(২৮৮ সংখ্যা ২৭৯ পৃষ্ঠার পর)

২ খাদ্য।

শরীরের অবয়বাদির বৃদ্ধির জন্য দুইটী নিয়ম প্রয়োজনীয়,—তাহাদিগকে যথোচিত চালনা করা এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্যে পুষ্ট করা। ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে গিয়া জীর্ণ হইবার পর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং রক্ত-স্থলীর দ্বারা সমস্ত শরীরে অতি দ্রুত-বেগে চালিত হয়। অঙ্গাদির চালনা করিবার সময়ে অথবা অল্পক্ষণ পরেই মাংসপেশী এবং শিরা সকল রক্ত হইতে ইহাদের পুষ্টিসাধক উপকরণ টানিয়া লয়। এইরূপে শরীর চালনা জনিত ইহাদের অপব্যয়ের পূরণ হয় এবং ইহারা পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অঙ্গাদির উপযুক্ত চালনা হইলে মাংসপেশী ও শিরা সকলের খাদ্য টানিয়া লইবার এই শক্তি বৃদ্ধি হয়।

এই কালে অর্থাৎ যৌবনের প্রাক্কালে, ঘন ঘন আহার করা উচিত; কারণ এ সময়ে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র শীঘ্র জীর্ণ হয়, রক্ত সঞ্চালন শীঘ্র শীঘ্র হয় এবং মাংসপেশী প্রভৃতির অপচয়ও ঘন ঘন হয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এত ঘন ঘন আহার করিবার আবশ্যকতা হয় না; কারণ তাহাদের পরিপাক শক্তি ও শারীরিক স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়। কিন্তু যে সময়ে অঙ্গাদির বৃদ্ধি হইতে থাকে, সে সময় অন্ততঃ চারি ঘণ্টা অন্তর আহার করা উচিত।* পরিশ্রমশীল অনেক যুবকের দিনে পাঁচ-বার আহারও আবশ্যক হয়। অধিক-বয়স্ক লোকের পক্ষে এত আহার অপরিমিত হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম-শীল যুবকের পক্ষে এ পরিমাণে আহার অপরিমিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দিনে দুইবারের অধিক আহার করিবার নিয়ম

* দুই তিনবার তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলে যে চলিতে পারে না এমত বোধ হয় না। রাত্রি-কালে ৪ ঘণ্টা অন্তর আহার অসম্ভব। আমাদের মতে আহারের বার, অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।—বা, বো, স।

ছিল না। অনেকে দিনে একবার বই আহার করিতেন না। কিন্তু এখন আর সে নিয়ম চলিতে পারে না। পূর্ব্বকাল অপেক্ষা আজকাল পরিশ্রম অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। পরিশ্রম বৃদ্ধির জন্য মাংসপেশী প্রভৃতির অপচয় বৃদ্ধি হইতেছে; সুতরাং সেই অপচয় পূরণের জন্য ঘন ঘন আহারেরও আবশ্যকতা হইয়াছে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই কালে যুবক যুবতীদিগের কি কি দ্রব্য আহার করা উচিত এবং কি পরিমাণে আহার করা উচিত।

আহারের কোন নির্দ্ধারিত পরিমাণ স্থির করা বড় কঠিন; কারণ বয়স ও পরিশ্রম বৃদ্ধির সহিত আহারের অবশ্যই পরিবর্ত্তন হইবে। বিশেষতঃ এক প্রকার ও এক পরিমাণের আহার সকলের পক্ষে বিধান করা যাইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহারে রুচি হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তৃপ্তি হয়। বোধ হয় স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষুধাই আমাদের এ বিষয়ে যথার্থ বিধান কর্ত্তা, ক্ষুধা অনুসারে আহার করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা ঈশ্বরদত্ত বৃত্তি গুলির চিরকাল হইতে এতদূর অপব্যবহার করিয়া আসিতেছি যে তাহাদের উপর নির্ভর করিলে অনেক সময়েই আমাদিগকে কষ্টে পড়িতে হয়।

সুস্থ এবং পরিশ্রমশীল প্রত্যেক যুবক যুবতীরই ভালরূপ আহার করা উচিত। অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপে শান্তি না হইতেই আহার ত্যাগ করা উচিত; অর্থাৎ সোজা কথায়, পেট ভরিয়া খাওয়া উচিত নয়। বৃদ্ধ বয়সে এ নিয়ম চলিলেও চলিতে পারে (যদিও এ বিষয়ে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে); কিন্তু এই সময়ে এ নিয়ম আদবেই খাটিতে পারে না। যথোচিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমশীল যুবক যুবতীর, স্বাভাবিক অবস্থায়, যতক্ষণ ক্ষুধা শান্তি না হয়, ততক্ষণ আহার করা উচিত। কিন্তু ইহা বলাতে যেন কেহ না বুঝেন যে আমি অতিরিক্ত আহার করিতে বলিতেছি। সকল বিষয়েই অপরিমিত হওয়া মন্দ। আহার পরিমিত হইল, কি অপরিমিত হইল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অপরিমিত আহার করিলে উদরে গুরুভার বোধ হয়; শরীর অসুস্থ বোধ হয় এবং তন্দ্রা আইসে। বিশেষ অপরিমিত আহারের আর একটী লক্ষণ এই যে রাত্রে সুনিদ্রা হয় না; প্রায়ই স্বপ্ন দেখা যায় ও ঘন ঘন নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহাতে রাত্রে সামান্য জ্বর হয় এবং তজ্জন্য প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম হয়। সহজ জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক লোকেই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম অনুসারে, আহারের পরিমাণ স্থির করিতে পারেন।

এই কালের পক্ষে কোন্ কোন্

প্রকারের খাদ্য উত্তম ও উপযোগী, তাহা নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ বিষয় বিস্তারিত রূপে লেখা যাইতে পারে না, কেবল এই বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটী বিষয় লেখা যাইতেছে।

আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে নাইট্রোজেন গ্যাস (nitrogen gas) বা যবক্ষার জান নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। বায়ুর ⅘ অংশ প্রায় এই গ্যাসে পরিপূর্ণ। বায়ুতে এই পদার্থ বাষ্পীয় অবস্থায় আছে! কিন্তু রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে সমুদয় উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহে এই পদার্থ কঠিন ভাবেও অবস্থিত আছে। প্রাণীগণের মাংসপেশী, শিরা মস্তিষ্ক সকল স্থানেই এই পদার্থ আছে। এক কথায়, যেখানে জীবন আছে, সেখানে এ পদার্থও বিদ্যমান আছে।

এই পদার্থের উপর প্রাণিদেহের বৃদ্ধি অনেক অংশে নির্ভর করে। যদি একটি কুকুরকে নাইট্রোজেন বিশিষ্ট কোন খাদ্য না দিয়া অন্য প্রকার খাদ্য দেওয়া যায় (চিনি, অথবা চর্ব্বি প্রভৃতি), তাহাহইলে ইহার বৃদ্ধি বন্ধ হইবে এবং ইহা শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। অতএব অবয়বাদির বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য এবং অঙ্গচালনায় প্রত্যহ আমাদের শরীর হইতে যে নাইট্রোজেন বাহির হইয়া যাইতেছে সেই অপচয় পূরণের জন্য, আমাদিগের নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্য খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকি তাহাদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) নাইট্রোজেন (যবক্ষার জান) বিশিষ্ট (nitrogenous) খাদ্য;

(২) কারবন (অঙ্গারজান) বিশিষ্ট (carbonaceous) খাদ্য;

(৩) ষ্টার্চ (starch) (শ্বেত সার বা মাড়) যুক্ত খাদ্য; এবং

(৪) ধাতব (mineral) এবং ক্ষার (salt) যুক্ত খাদ্য।

আমাদের শরীরের জন্য যে নাইট্রোজেন আবশ্যক হয়, তাহা আমরা নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হই। সুতরাং কি কি খাদ্য দ্রব্যে নাইট্রোজেন আছে তাহা জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ মাংস; শুষ্ক মাংসে ১০০ গ্রেণের মধ্যে প্রায় ১৫½ গ্রেণ নাইট্রোজেন আছে। সুতরাং মাংসে আমরা অনেক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাইয়া থাকি। কিন্তু শুধু মাংসেই যে নাইট্রোজেন আছে এমন নহে। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যেও অনেক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যহ যে দুগ্ধ খাই, তাহাতে অনেক পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। দুগ্ধ উদরস্থ হইবা মাত্র এক প্রকার অম্লরস সংযুক্ত হইয়া উহা দধি হইয়া যায়। ঐ দধিতেই নাইট্রোজেন থাকে। শুষ্ক দধিতে ১০০ গ্রেণের মধ্যে প্রায় ১৫½ গ্রেণ

নাইট্রোজেন আছে অর্থাৎ ইহাতে প্রায় মাংসের মত নাইট্রোজেন আছে। হাঁসের ও অন্যান্য পক্ষীর ডিম্বের সাদা তরল ভাগেও ঐ পরিমাণে নাইট্রোজেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অনেক উদ্ভিদে ও শস্যে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। গমে গ্লুটেন (glutten) বা আটা নামক এক প্রকার ধূষর বর্ণের শক্ত পদার্থ আছে, তাহাতে প্রায় মাংসের মত নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন চাউল, যব, জই, জনার, বাজরা ইত্যাদি অনেক শস্যেও ঐ পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। অনেক ডালে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। কলায়ের ডালে মাংসের সমান নাইট্রোজেন আছে। মটর, মসুর, খেঁসারি, বরবটি প্রভৃতি অনেক ডালে মাংস অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।*

বীরধাত্রী—'পান্না'। (১)

আহা কি নিঃস্বার্থভাব দেখালে জগতে!
'বীরধাত্রি'—ধন্যা তব 'বীরত্বে ধরণী।'
পরাণ পুতলি সেই অমূল্য রতন—
বিসর্জ্জন দিলা আজ কোন্ প্রলোভনে?

বীরনারী এ ভারতে হেরিব কি আর?
উদার নিঃস্বার্থ ভাব আছে কি এমন?
ধরিত্রী গাইবে যশ ধন্য ধন্য করি—
অনুদিন অনুক্ষণ—শয়নে স্বপনে।

স্মরি ও পবিত্র নাম ভারত রমণী—
পরহিত-মহাব্রতে কর প্রাণপণ;
দেখাও জগতে মহাপ্রাণের প্রতিভা,
বীরত্ব কাহিনী সবে শুনুক আবার।

এ মহাপ্রাণতা শুধু ভারতে সম্ভবে!
'প্রভুর' সেবায় সুখ স্বার্থ বলিদান
(অসামান্য অলৌকিক অপার্থিব যাহা).
কে কবে দেখেছে আর অবনী মাঝার?

সন্তানে সঁপিয়ে দিলা 'ঘাতকের' করে?
মায়ের পরাণ—কিরে পাষাণে গঠিত?
অটল—অচল—দৃঢ় যেন হিমাচল,
বিবেকের অনুরোধে,—কোমল হৃদয়!!!

* দুগ্ধ ও শস্যে যখন মাংসের সমান বা তদপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর পদার্থ আছে, তখন মাংসাহার (অন্ততঃ ভারতবর্ষে) অকারণ প্রাণি-হিংসা পাপের কারণ বলিয়া বোধ হয়।—বাঃ বোঃ পঃ।

(১) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মিবারের রাজ-সিংহাসন লইয়া ঘোরতর বিবাদ হয়। রাণা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দাসীপুত্র বন-বীর সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজা বিক্রম-জিতের প্রাণনাশ করেন। ছয় বর্ষীয় রাজ-কুমার উদয় সিংহ তখন সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরা-ধিকারী। এই বালক নিদ্রিত, এমন সময় তাহার প্রাণ বধার্থ বনবীর শাণিত অস্ত্র লইয়া আসিতেছে, এই কথা তাঁহার ধাত্রী পান্নার কর্ণ-গোচর হয়। পান্না অবিলম্বে রাজপুত্রকে এক নাপিত দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া তাহার শয্যায় আপনার শিশু পুত্রকে শয়ান করিয়া রাখে। শত্রু আসিয়া ধাত্রীর সম্মুখে ধাত্রীপুত্রকে বিনাশ করে, ইহাতে রাজপুত্র ও রাজবংশ রক্ষা পায়।

ধন্য তুমি—বীরধাত্রি 'পান্না' ধরাধামে—
রাখিলা যে কীর্ত্তি আজ—অনন্ত অক্ষয়!
মৃতপ্রাণ বিশ কোটী ভারতসন্তান—
বুঝিবে কি সে মহত্ত্ব—দেবের দুর্লভ?

কত নারী করিয়াছে আত্ম-বিসর্জ্জন—
পরহিতে, ইতিহাস করিছে বর্ণন;
কিন্তু সে অমূল্য নিধি—হৃদয়ের ধন,
জননী সন্তানে কোথা করেছে অর্পণ—
পরহিতে?

বলিতে রসনা কাঁপে,—বর্ণিতে লেখনী—
অবশ,—স্তম্ভিত মন—ভাবিয়ে অবাক!
কল্পনা অতীত—একি অলৌকিক ভাব—
অচিন্ত্য—মহান্,—হেরি তোমার
জীবনে?

কে দেখাবে এজগতে—মানসিক বল—
তেজস্বিতা,—দেখা'লে যা 'ভারতরমণী'?
দুর্ব্বল অসাড় মনে নহে সে আয়ত্ত,
বীরত্ব-বিহীন আজ ভারত সন্তান!!!

ব্রহ্মবাদিনীদিগের সমীপে নিবেদন।*

মাতৃগণ!

"কেন এত অচেতন চির জীবন, এত কেন অচেতন!" তোমরা কি জান না, যে যতই দেবত্ব, ততই মনুষ্যত্ব, যে পরিমাণে দেবত্বের জয়, সেই পরিমাণে পাশবতার ক্ষয়।" তোমরা কি ভাবিয়া দেখ, কীদৃশ উচ্চ ব্রত পালনোদ্দেশে তোমরা এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমরা কি সর্ব্বদা স্মরণ কর যে "উদ্যানে যেমন গোলাপ ফুল অধিক রমণীয়, মানব সমাজে সেইরূপ ঈশ্বর-প্রাণা ও পর-সেবিকা নারী অধিক মনোহারিণী?" তোমাদিগের চিন্তার পথে সতত ইহা কি উদয় হয় না, যে "যে পরিমাণে ঈশ্বর-সহবাস ভোগ ও পরোপকার-সাধন, সেই পরিমাণে আমাদিগের জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ?" তোমরা কি দেখিতেছ না, যে তোমাদিগের বাহ্যিক গঠনে, কণ্ঠরবে ও প্রকৃতিতে কত কোমলতা রহিয়াছে? কিসের জন্য এত কোমলতা? ইহারই জন্য কি নয়, যে তোমাদিগের বাক্য মধুময় হয়; ব্যবহার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, প্রেম ও শান্তিতে পূর্ণ হয়; এবং তোমাদিগের হৃদয়, মন, প্রাণ সদা আড়ম্বর বিনা পর-সেবা ও আত্মসুখ-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পর-সুখ-সাধন, সত্য-পরায়ণতা, লজ্জাশীলতা, ধীরতা, ভক্ত-জীবনানুমোদিত সদ্ব্রত পালন, কষ্ট সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস ও পবিত্রতা গুণে ভূষিত হয়? এ সমস্ত গুণই, বড় কোমল, বড় সুমধুর। কি কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা সকলেরই ঐ সকল গুণ আদরণীয়, সকলেরই তৎসমুদয় পালনীয়।

* কোন শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন ব্রহ্মপরায়ণ বন্ধুর লিখিত।

বৎসগণ! তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সধবা, তাহারা কি জানে না, যে "আপনার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য নানা কষ্ট সত্ত্বেও যে নারী জীবন ধারণ করেন, তিনিই সতীর মহৎগুণে ভূষিতা হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক নানা সুখের কারণ" হন! কেবল পতিতে অনুরক্তা ও পতিব্রতা হইলেই, যে নারী সতীর পবিত্র জীবনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেন, ইহা মনে করা নিতান্ত ভ্রম। ঐ রূপ সদাচরণ বহু-গুণবতী সতীর একটি মাত্র গুণ। যাহার সে গুণও নাই সে ঘোর পাপীয়সী, ও নারীকুলের অবমাননাকারিণী কলঙ্ক-স্বরূপা। তাহার মুখ দর্শন করিলে পাপ হয়। পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেমানেনেরই সঙ্গে শিশুর কোমল বদন ও ভক্তের ভক্তিপূর্ণ আস্যের তুলনা হয়। সতী-দর্শনে, সতীর সহবাস গুণে, সতীর অমৃতময় ভাষায়, সতীর পাক-কার্য্যাদির নিপুণতায়, সতীর ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, বিশ্বাস, তিতিক্ষা ও আত্মসুখ-বিসর্জ্জনে সকলের হৃদয়, মন, প্রাণ পুলকিত ও কৃতার্থ হয়। যে খানে সতীর বাস সেই স্থানে স্বর্গের ভাব প্রকাশিত হয়। সতীর গৃহবাসীরা, সতীর প্রতিবেশীরা সতীর আত্মীয়গণ সকলেই সুখী হন, সকলেই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হন। সতীর মত সতী হইতে পারিলে জীবন সার্থক হয়। পতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্যই সতীর জীবন। পতির মত তাঁহার আর কেহ নাই। পতি সম প্রিয় তাঁহার আর কেহ নাই। সন্তানাপেক্ষা স্বামী তাঁহার অধিকতর প্রিয়। সতীর সদ্গুণ এত অধিক যে তাহার প্রভাবে তাঁহার ভর্ত্তার জীবন ঈশ্বর-প্রেম ও পবিত্রতার দিকে প্রধাবিত হইতে থাকে। তখন তাঁহারা দুই জনে একপ্রাণ হইয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন সতী যথার্থই তাঁহার পবিত্র জীবনের সহচরী হন। সতীর এই আদর্শ-জীবনানুসারে কি তোমাদের দেহ-মনঃপ্রাণ পরিচালিত হইতেছে?

ব্রহ্মবাদিনীগণ! তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়াছ বলিয়া তোমরা বড় উচ্চ পদস্থ হইয়াছ, তোমাদিগের উপর সাতিশয় গুরুভার পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে পর দৃষ্টি তোমাদিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তোমাদিগের সদ্গুণাপেক্ষা দোষই অধিকতর আন্দোলিত হয়। ইহাতে মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে। তোমরা যত লোক-শাসনে দোষবিহীনা হইতে থাকিবে, ততই তোমাদিগের মঙ্গল, ও তোমাদের দেখাদেখি অপরাপর ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের যথেষ্ট মঙ্গল হইবেক। যেখানে সদৃষ্টান্তের ফল যত অধিক, সেই খানে অসদাচরণের ফল তদপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গলোৎপাদক। ঈশ্বরের এই মঙ্গল বিধান তোমরা বিস্মৃত হইও না। তোমরা ব্রাহ্মিকা, তোমরা তোমা-

দিগের সেই নিত্য পিতার উপযুক্ত সন্তান হও। তোমরা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মিকা হইতে দেবীর উচ্চ আসনে আসীনা হও। তোমরা যেরূপ নানা কষ্ট সহ্য করিয়া তোমাদিগের শিশু সন্তানগণের প্রতি স্নেহ দয়া প্রকাশ কর, সেই রূপ যত দিন তোমরা তোমাদিগের নিকৃষ্ট জীবন দেব-জীবনের অধীন করিতে না পার; যত দিন তোমরা পর-সেবা-ব্রতানুষ্ঠানে যত্নবতী না হও; যত দিন তোমরা মধুর-ভাষিণী হইতে অভ্যাস না কর; যত দিন তোমরা শরীরের বেশ-ভূষার অপেক্ষা আত্মার বেশ-ভূষার (অর্থাৎ পবিত্রতা বিশ্বাস ও জ্ঞান-প্রেমের) প্রতি অধিকতর যত্নশীল না হও; যতদিন তোমরা ঈশ্বর-প্রাণা না হও; তত দিন তোমরা সতীর উচ্চ আসনে আসীনা হইতে সমর্থ হইবে না, তত দিন তোমরা ব্রহ্মবাদিনীর উন্নত পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। লোকে তোমাদিগেরই নিকট হইতে সকল ব্রহ্ম-সন্তানের প্রতি, জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, সমান ব্যবহার প্রত্যাশা করে। এ আশা অপূর্ণ হইবার কারণ যেন তোমরা নিজে নিজে হইও না। যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি পূজনীয়া দেবীগণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরা কি সেই দেশের নারী হইয়া সতীর উচ্চ ও পবিত্র আসনে আরোহণ করিবার জন্য [illegible] হইবে না?

মাতৃগণ! স্বদেশীয় বিদ্যাপেক্ষা পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি এখন তোমাদিগের অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঐ দ্বিবিধ বিদ্যালাভের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে সেই জ্ঞানময়ের জ্ঞান বিনা জ্ঞানের তৃপ্তি ও সার্থকতা কখনই হয় না। তাঁহার দর্শন লাভ করাই আমাদিগের সকল জ্ঞানের চরম ফল। "কি হবে সে জ্ঞানে, যাতে তোমারে না পাই" এই মহাবাক্যের গভীর মর্ম্ম সদা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যত্নবতী হইও। তোমরা যত চিন্তা, আরাধনা ও প্রার্থনা-পরায়ণা হইবে, যতই তোমরা মনঃপ্রাণ তাঁহাতে সমাধান করিবার অভ্যাস করিবে, ততই তোমরা তাঁহার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে।

কেবল পুস্তক পড়িলে চলিবে না; গ্রন্থাধ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা, আরাধনা ও প্রার্থনারূপ উপায়ত্রয় অবলম্বন করিতে হইবে। যতই ঐ তিন পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই দেখিবে যে সত্যের আলোক তোমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হইতেছে। তখন সেই সত্য স্বরূপের বাণী তোমাদিগের অন্তরে শুনিতে পাইবে। তখন তাঁহার জ্ঞানালোকে তোমাদিগের জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে; তখন তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞানের উপর তোমরা নির্ভর করিয়া জীবনের পথে চলিতে থাকিবে; তখন তিনি তোমাদিগকে নিরাপদে তাঁহার সত্যের [illegible]

লইয়া যাইবেন। আর তোমাদিগের ভয়, ভাবনা, ভ্রম, বা প্রমাদ থাকিবে না।

(ক্রমশঃ)

কুমারী ম্যানিঙ।

বিগত জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে জাতীয় ভারত সভার সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীমতী কুমারী ই, এ, ম্যানিঙ অত্র কলিকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান স্থান সকল পরিদর্শন করেন। জাতীয় ভারত সভার একটী প্রধান কার্য্য এই যে, ভারতবর্ষীয় মহিলাগণের শিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা। প্রাতঃস্মরণীয়া মেরী কারপেন্টার এই সভা সংস্থাপন করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর, কুমারী ম্যানিঙ সেই সভার সমস্ত কার্য্য-ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া এতাবৎ কাল অতি যত্নের সহিত তাহা সুসম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, এবার তিনি নিজে ভারতের নারীগণের অবস্থা দর্শনার্থে এদেশে আসিয়াছেন। এই প্রবীণা

ইংরেজমহিলা নিজের নানা প্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া এখনও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। আমরা অল্প কথায় এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধার গুণাবলী বর্ণনা করিতে অসমর্থ। তবে সংক্ষেপে তাঁহার বিষয় কিছু বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এদেশে মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় সুপরিচিত গ্রন্থকার দ্বারা যখনই কোন স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়, ইহাঁদের সভা কর্ত্তৃক সে রূপ পুস্তক পুরস্কৃত হইয়া থাকে। ইহাঁরা এইরূপে অনেকগুলি পুস্তকের উপর পুরস্কার দিয়াছেন। যে সকল ভারত-যুবক বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত ইনি নিজে সাক্ষাৎ করেন, এবং যাহাতে তাঁহারা সৎসঙ্গে বাস করিয়া ইংলণ্ডের নানা প্রকার কুশিক্ষা ও কুভাবের হস্ত হইতে রক্ষা পান, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। লণ্ডনে কোন নবাগত ব্যক্তি কোন ভারতবাসীর সন্ধান না পাইলে, যদি কুমারী ম্যানিঙের নিকট যান, তখনই তাঁহার সন্ধান পাইবেন। এই একটী ঘটনা হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ইনি আমাদের পরম আত্মীয়া। যখন ইনি সেই বিদেশে আমাদের অসহিত [illegible] যুবকগণের জননীর ন্যায় তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, তখন ইহাঁকে বাস্তবিকই আমাদের পরমাত্মীয়া বলা উচিত। কুমারী ই, এ, ম্যানিঙ, মিস্ কারপেণ্টারের ন্যায় আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির পাত্রী, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অনেক সময়ে ইহাঁর যত্নে জাতীয় ভারত সভার গৃহে ইংরেজ ও ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতবাসীগণের সন্মিলন হইয়া থাকে। তাহাতে এমন সকল উপায় অবলম্বিত হয় যাহাতে এই উভয় দেশের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, মনের ভাব ও রুচি, আচার ও ব্যবহার বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন। কুমারী ম্যানিঙ এইরূপে লণ্ডন নগরে বাস করিয়া আমাদের হতভাগ্য দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। কলিকাতায় পদার্পণ করিতে না করিতে, তাঁহার আগমন বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এখানে আসিয়া তিনি বারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, বারিষ্টার ও জমিদার শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায়ের গৃহিণী শ্রীমতী ললিতা রায়, এবং শ্রীযুক্ত আমীর আলীর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

সর্ব্ব প্রথমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পার্ক ষ্ট্রীটস্থ ভবনে কুমারী ম্যানিঙের অভ্যর্থনার জন্য এক সাক্ষাৎ সমিতি হয়। তাহাতে আমাদের পরিচিত অনেকগুলি [illegible]

উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কলিকাতার যে সখীসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সভ্যগণ একত্র হইয়া এক দিন তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আলবার্ট হলে যে সভা হইয়াছিল, তিনি তথায় উপস্থিত থাকিয়া সভার সমস্ত কার্য্য দর্শন করেন এবং বিশেষ আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সংক্ষেপে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। শ্রীহট্ট ক্ষে সম্মিলনী হইতে শিশু-পালন সম[illegible]বতে কোন মহিলা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা ক[illegible]কার পারিলে তাঁহাকে তিনি ১০৲ টা[illegible]ন। এক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন. জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন তিনি ছোট লাট বাহাদুরের বেলভেডিয়ার রাজভবনে উপস্থিত ছিলেন এবং কিরূপে ইহার কার্য্য চালাইলে এদেশের অধিকতর কল্যাণ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন। বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা বোর্ডিং স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে মাননীয়া লেডী বেলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুমারী ম্যানিঙ্ সে দিন সেখানে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার অন্তরের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন; এবং বরাহনগরের বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা বোর্ডিং স্কুলে [illegible] ২০ [illegible]

১৫০ শত টাকা দান) করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অনেকগুলি বন্ধু বান্ধবে সমবেত হইয়া একদিন তাঁহার নিজ ভবনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে কুমারী ম্যানিঙ প্রত্যেকের সহিত অতি আগ্রহের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, এবং লণ্ডন ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি[illegible] সন্তো[illegible]দের প্রত্যেক কথার অতি বঙ্গমহিলার দেন।

হইয়া তাঁহাদের মহিলারা একত্র এবং আগ্রহের [illegible]ক অভিনন্দন পত্র প্রকার কারুকা[illegible]নির্ম্মিত এবং নানা [illegible]রকারী উপহার পচিত এক খানি [illegible] দেন। অভিনন্দন বর্ত্তম[illegible] গেল। [illegible] তিনি বিশেষভাবে এই সকল সদ্ভাব প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য চালাইতে অনুরোধ করেন।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য এক একটী সম্মিলনী আছে। ঢাকা বাঙ্গালা সম্মিলনীর উদ্যোগে প্রায় সমস্ত সম্মিলনী একত্র হন এবং সকলে সমবেত হইয়া কুমারী ম্যানিঙকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন এবং একটী পুষ্প স্তবকাধার উপহার দেন। সেই রৌপ্য পাত্রে (flower vase) সমস্ত সম্মিলনী গুলির নামাঙ্কিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে—ত্রিপুরা হিতসাধিনী, বাখরগঞ্জ

হিতসাধিনী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, যশোহর খুলনা সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃদ সভা, ময়মনসিং সম্মিলনী, মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী, পশ্চিম ঢাকা হিতকরী এবং পাবনা সম্মিলনীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চিহ্ন।

ঐ সকল সম্মিলনীর নামে যে সভা আহূত হয়, সেখানে সহরের এবং অন্যান্য স্থানের বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ... উপস্থিত ছিলেন। মাননী[য়] ... ছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... পতির আসন গ্রহণ ... তাঁহা- এবং মাননীয় জষ্টিস র... দের সভা বাবু প্রতাপ চন্দ্র ... পুরস্কৃত হইয়া আনন্দ মোহন বসু, ... অনেকগুলি শাস্ত্রী, বাবু রজনীনাথ রা[য়], ... পি, কে, রায় প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সিটি কলেজের ত্রিতল গৃহে উঠিতে অসমর্থ বলিয়া সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই সকল অনুষ্ঠান আমাদের দেশীয় লোকের যত্নে হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক সংবাদ নিজে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমরা বরাহনগর বোর্ডিং স্কুল, সিটী কলেজ, বেথুন কলেজ ও মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করায় সংবাদ অবগত হইয়াছি। বরাহনগর বোর্ডিং স্কুলের মহিলাদের জন্য তিনি নিজব্যয়ে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য উপহার দিয়াছেন সিটী ও বেথুন কলেজের উন্নতিতে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে রোগীদের অবস্থা, তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত সমস্ত দেখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যিনি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, ধ বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ অবল[ম্বন ক]রিয়া নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া- লোকা।

পরস্প ইহাকেই বলে জীবনের সার্থকতা। মনে ...র পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বয়স হইয়াছে, অথচ কেমন উৎসাহ ও উদ্যম! কেমন কার্য্যতৎপরতা! কেমন কাজের শৃঙ্খলা!! এ সকল দেখিলে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিলে প্রাণ জুড়ায়, জীবনের মূল্য বুঝিতে পারা যায়, আমরা এ সংসারে কি করিতে আসিয়াছি, আর কি করিলে ভাল হয়, এ সকল অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। আমরা পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই প্রার্থনা করি যেন এই ধর্ম্মপরায়ণা ও সেবাপ্রিয়া রমণীরত্ন তাঁহার কৃপায় সুস্থশরীরে ও নিরাপদে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র লণ্ডন নগরীতে পৌঁছিতে পারেন এবং এখনও বহুকাল জীবিত থাকিয়া আমাদের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হন।

টোট্‌কা ঔষধ।

ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে, কালের অচিন্তনীয় প্রভাবে, আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের পূর্ব্ব রত্নগুলি হারাইতেছি। আমাদের অনেক মূল্যবান বস্তু আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু চেষ্টা করিলে এখনও দুই একটা রক্ষা করিতে পারি। স্ত্রীলোকেরা যত্নশীলা হইলে কয়েকটি ভাল বিষয় বজায় রাখিতে পারেন। আমাদের দেশের পূর্ব্বকার বৃদ্ধা গৃহিণীরা অনেক গাছ গাছড়া চিনিতেন, অনেক প্রকার রোগের অনেক প্রকার টোট্‌কা ঔষধ মুখে মুখে মুখস্থ রাখিতেন। তাঁহাদের খাতা পত্র ছিল না, তাঁহারা লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু অনেক ঔষধ কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিতেন। গৃহের স্থান বিশেষে হাঁড়িতে তাঁহারা ফুল ফল মূল পাতা শুকাইয়া রাখিতেন এবং আবশ্যক হইলে স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রয়োগ করিতেন। এখন দেশীয় চিকিৎসার আদর কমিয়াছে, সংস্কৃত বৈদ্যক শাস্ত্রে আস্থা নাই, সুতরাং গাছ গাছড়া গুলিরও নাম ভুলিয়া গিয়াছি। এখন একটী ছোট বালকেরও মাথা ধরিলে আমরা ডাকিতে লোক পাঠাই, কিন্তু দেশীয় টোট্‌কা ঔষধে অনেক রোগের আশু উপকার হয় অথচ সময়, ক্লেশ এবং পয়সা বাঁচে একথা আমরা সহজে বুঝি না। যে দেশে যাহার জন্ম, ঈশ্বর সেই দেশেই তাহার রোগের ঔষধ রাখিয়া দেন, ইহা আমাদের জানা উচিত। বামাবোধিনীর পাঠিকা মহাশয়ারা একথা বুঝিতে পারিবেন কি? যাহাই হউক, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে শিখাইয়া না দিলে আর স্ত্রীলোকে শিখিবে না। আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া কতকগুলি উপকারী টোট্‌কা ঔষধের বিবরণ দিব। পাঠিকারা এ গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, আমরা ইহাদের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে কতকগুলি ঔষধ ব্যক্ত করা গেল।

বৃশ্চিক দংশন।—বিছা কামড়াইলে বড় যাতনা হয় এবং কখনও কখনও দুই তিন দিন পর্য্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা থাকে। বৃশ্চিক দংশন করিয়াছে জানিতে পারিলে, ক্ষুদ্র মুনে (ক্ষুদ্র মুনীয়া) নামক তৃণ দষ্ট স্থানে ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণা তন্মুহূর্ত্তে লোপ পায়। ক্ষুদে মুনে অতি ক্ষুদ্রজাতীয় শাক, সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, এবং অনেকে পাক করিয়া শাকের মত ইহা খাইয়া থাকে।

অর্শ।—গাঁদা ফুলের গাছের পাতা ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া অন্ততঃ তিন সপ্তাহ প্রাতঃকালে খাইতে হইবে। পরিমাণ এক তোলার ন্যূন না হয়। মলত্যাগ করিবার পরে উক্ত জলে শৌচকর্ম্ম আবশ্যক। অধিক দিনের অর্শ

হইলে, উক্ত পাতা কাঁচা অবস্থায় বাটিয়া তিন সপ্তাহ যথা স্থানে প্রলেপ দিবে।

প্লীহা যকৃৎ।—উষ্ট্রের মূত্র এক ছটাক পরিমাণে ৭ দিন প্রাতে এবং এক ছটাক শীতলজলে ২০ বিন্দু আকন্দ গাছের দুগ্ধ সন্ধ্যায় খাইলে প্রবল প্লীহা ও যকৃৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। মৎস্য মাংস ও দুগ্ধ নিষিদ্ধ। শাক ও অম্বল না খাইলে ভাল হয়।

ছুলী—চুল্লী বা ছুলী বশতঃ অনেককে অনেক সময়ে কষ্ট পাইতে হয়, ইহা এক প্রকার চর্ম্মরোগ, ইহার দ্বারা শরীরকে বিবর্ণ ও কদাকার করে। ছুলী হইলে আশশ্যাওড়ার বীজ জল দ্বারা চন্দনের সহিত বাঁটিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

হিক্কা—ময়ূরের পুচ্ছ ভস্ম করিয়া গলায় দিলে অথবা নারিকেল জলে মুড়ি ভিজাইয়া ঐ জল খাইলে হিক্কা তদ্দণ্ডে প্রশমিত হয়।

রাত্রান্ধতা—রাৎকাণা এক আশ্চর্য্য প্রকারের পীড়া, অনেক সবল যুবা পুরুষেরও ইহা হইয়া থাকে, কেন যে ইহা হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। স্তনদুগ্ধে হরিতকী ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে ৫ দিন রাত্রে অঞ্জন দিবে এবং পানের রসের সহিত কোমল বটপত্র বাঁটিয়া চক্ষুর চারি পার্শ্বে ৫ দিন প্রাতে প্রলেপ দিবে। ইহাতে ঐ পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে।

মথাধরা—ঘোলাগাছের মূল বাটিয়া মাথার দুই পার্শ্বে লাগাইয়া দিবে, বাঁটিবার সময় জল মিশাইওনা। এই মূল বরফের ন্যায় শীতল। পুকুরের ধারে ঘোলা পাওয়া যায়, ইহা এক প্রকার লতা, শতমূলীর ন্যায় আকার।

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলে ৩ জন রমণী সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম—বিবী সান্ডষ্ট, বিবী মান্সফিল্ড ও কুমারী কবডেন।

২। মহারাণী ভিক্টোরিয়া কুচবিহারের কুমার বিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের ধর্ম্ম মাতা, এই বালকের জন্ম দিনের নাম খোদিত এক রৌপ্য পাত্র কুচবিহার মহারাণীর নিকট উপহার পাঠাইয়াছেন।

৩। লণ্ডনের রাস্তায় ২।৩ বৎসর হইল এক প্রকার সচল বাক্স চলে, তাহাতে একটী পেনী ফেলিয়া দিলে দেশলাই বাক্স ও মিষ্টান্ন পাওয়া যায়—এখন বাক্স হইতে বড় বড় লোকের ছবিও পাওয়া যায়। যে এক পেনী দিবে, বাক্স তাহারই ফটো তৎক্ষণাৎ দিবে, এমন কৌশলও হইয়াছে।

৪। মহারাণীর গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক [illegible]

৫। ২৭এ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে রেঙ্গুণ ম্যাণ্ডালে রেলওয়ে খুলিয়াছে।

৬। গত ১লা জানুয়ারি জয়নগর উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান সম্পন্ন হয়। বৎসর বৎসর এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেক দেশহিতৈষী ও কৃতবিদ্য লোকের সমাগমে মহা সমারোহ হয়, এ বৎসরও সেইরূপ হইয়াছিল।

৭। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্রের পৌত্র জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র লণ্ডনে রোমীয় আইন পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান হওয়াতে ১০০ গিনি পারিতোষিক পাইয়াছেন।

৮। লেডী ডফারিণ ফণ্ডের সাহায্যতার জন্য সকের বাজার হইয়া কলিকাতায় ৭ হাজার ও বোম্বাইয়ে ৪০ হাজারের অধিক টাকা উঠিয়াছে।

৯। ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ২৫৲ হাজার টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহ নগরে এক টাউনহল ও পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন।

১০। কলিকাতার বাবু নৃসিংহ আঢ্য হরিপাল হইতে চাত্রহাটী পর্য্যন্ত এক রাস্তা নির্ম্মাণার্থ ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বামা রচনা।

কে তুমি ?

বসিয়া শাখার পরে,
অমৃত বর্ষণ ক'রে,
ললিত পঞ্চম তানে,
কে তুমি ঢালিছ প্রাণে,
মধুময় সুধাস্বরে সঙ্গীত লহরী ? (১)

মনোহর কুঞ্জ বনে,
ললিত মধুর স্বনে,
পাদপ উপরে থেকে,
ক্ষণে ক্ষণে উঠ ডেকে,
কেমনে মানব মন বিমোহিত করি? (২)

পরিয়া কুসুম সাজ,
হাসে যবে ঋতুরাজ,
[illegible]

তুমিও পুলক প্রাণে,
ধর গো বসন্ত-সখা সঙ্গীত মোহন? (৩)

কার দূত তুমি পাখি ?
পাদপ উপরে থাকি,
পাগল করিয়া প্রাণ,
ধরি কুহু কুহু তান,
জানাও জগত জনে মধু আগমন। (৪)

চুমিয়া কুসুমগণে,
বায়ু প্রেমানন্দমনে,
মন্ মন্ স্বনে ধীরে,
গাইছে সুখ অন্তরে,
তব আগমনী গান বিহঙ্গম বর ; (৫)

সুখ সে কেমন, আহা !
তুমি ত জানহ তাহা,

কোমল অন্তরে তব
নাহি কর অনুভব
শীত গ্রীষ্ম জ্বালা কভু বিমল অন্তর; (৬)

যেখানে বসন্ত যায়
ভ্রম, তারি সনে, হায়!
পাখীরে বুঝিতে নারি,
পথ প্রদর্শন কারী,
বসন্তের সনে সদা কে হয় তোমার? (৭)

স্বাধীন আনন্দ মনে,
বেড়াও গগনে বনে,
অধীনতা দুঃখ পাখি,
জাননা ত, চির সুখী
তোমার মতন নাহি বিপুল ধরায়; (৮)

কি অসীম পুণ্যবলে,
আসিয়াছ ধরাতলে
এত সুখ, শান্তি নিয়ে,
মোহিতে মানব হিয়ে
দেখাইয়ে,স্বাধীনতা কি মহারতন; (৯)

সাধ হয় তব সনে
বেড়াই সানন্দ মনে,
গেয়ে গেয়ে নীলাম্বরে,
আজীবন সুখ ভরে,
ত্যজি এই অসুখের মানব জীবন; (১০)

সুখের ত্রিদিব হতে,
এসেছ কি এ ভারতে,
দেখিবারে অধীনতা,
[illegible] হৃদয় ব্যথা,
জান না[illegible] কভু কোমল অন্তরে!(১১)

[illegible] মোহন গানে,
[illegible] ভাবে,

স্বপ্নময়ী সুখ স্মৃতি,
অতীতের কেন নিতি,
জাগিয়া উঠেরে মোর বিমুগ্ধ অন্তরে? (১২)

এমনি উষার কোলে
বন ফুল দুলে দুলে,
যখন সমীরে ধীরে,
হাসিত তরুর শিরে,
তুলিবারে যাইতাম পুলক হৃদয়ে, (১৩)

কাঁপাইয়া নীলাম্বর,
তোর ওই সুধাস্বর,
মিশিত কানন কোলে
অনন্ত জগত ভুলে,
কি জানি কি ভাবিতাম নীরবে দাঁড়ায়ে,(১৪)

তোর সে তেমনি প্রাণ,
আজ (ও) আছে সেই গান,
সুধুই হৃদয় মোর
কেন সে ভাবেতে ভোর
নাই এবে,হয়ে গেছে কেনরে এমন ?(১৫)

আরত তেমনি ক'রে,
খুঁজিনে কাননে তোরে;
দিনে দিনে কেন নয়,
হয় রে এমনতর?
তোর মত এক ভাবে থাকেনা জীবন; (১৬)

স্মৃতিটুকু সুধু হায়।
থাকে প্রাণে স্বপ্ন প্রায়!
কে তুমি, হৃদয় খুলে,
সে স্মৃতি দাও গো তুলে,
কালের সমাধিতলে আছে যা লুকান। ([illegible]

[illegible]

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯১ সংখ্যা	ফাল্গুন ১২৯৫—মার্চ্চ ১৮৮৯।	৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিএ ১১৬৮ এফ এ ২৪৮১ এবং এণ্ট্রান্স ৫৯৩০ হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন্য এলাহাবাদে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াও পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২২২৫ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে দেশে বিদ্যা শিক্ষার উন্নতির বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

২। বড়লাট লান্সডাউন আগামী ২রা এপ্রেল সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন। তিনি উত্তর পশ্চিম ও লক্ষ্ণৌ হইয়া সিমলায় যাইবেন।

৩। বহরমপুরের রাণী স্বর্ণময়ী-দেবীর সংস্কৃত টোলের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। তিনি ইহার জন্য প্রশস্ত ভূমিখণ্ড সহিত এক বৃহৎ দ্বিতল বাটী ক্রয় করিয়া বহু টাকা ব্যয়ে তাহার মেরামত সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে ছাত্রদিগের বাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং হাজার টাকার সংস্কৃত পুস্তক ক্রয় করিয়া একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে।

৪। গত ২৬এ ফাল্গুন ছোটলাট পত্নী ইটালীর বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষাকার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

৫। কলিকাতার সহরতলী সকল

ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার আকার দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন ইহা ২৫টী মিউনিসিপাল বিভাগে বিভক্ত হইল। মহা ধুমধামের সহিত নূতন মিউনিসিপাল কমিসনর সকল মনোনীত হইয়াছেন।

৬। সারদাশ্রম—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম পণ্ডিতা রমাবাই সারদাশ্রম নামে আশ্রম খুলিয়াছেন এবং ৫০টী হিন্দুবিধবা ইহাতে প্রবেশার্থিনী হইয়াছেন। একজন আমেরিকান মহিলা ইহার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবেন। আমেরিকার বোষ্টন নগরের কমিটী ১০ বৎসরের জন্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই আশ্রম অনাথা হিন্দুবিধবাগণের জন্য স্থাপিত হইলেও সধবা ও কুমারীগণও এখানে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। ইংরেজী, মারহাট্টী, গুজরাটী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৭। স্ত্রীজাতির প্রভাব—কলঙ্কিত চরিত্র প্রসিদ্ধ ডিল্কে সাহেব লণ্ডন কাউণ্টী সভার সভ্য হইবার যোগাড় করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রমণী মণ্ডলী এই সংবাদ পাইয়াই এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করেন যে সভ্য তালিকা হইতে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৮। আফ্রিকার নয়েজা হ্রদের তীরে অক্কা নামে এক জাতীয় মনুষ্য আছে তাহারা দীর্ঘে ৪ ফিটের অধিক হয় না।

৯। ঝান্সি গোয়ালিয়র রেলওয়ে গত ১লা মার্চ্চ খুলিয়াছে।

১০। আমেরিকার বাড়ী সরাইবার সংবাদ পাঠিকাগণকে আমরা পূর্ব্বে অবগত করিয়াছি। সম্প্রতি ৪৮০ ফিট দীর্ঘ ও ২০০ ফিট প্রশস্ত এক পাঁচতালা প্রকাণ্ড হোটেল স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, অথচ তাহার একটু চুনও খসে নাই !!

১১। গত ৭ই চৈত্র স্পেন্সার পার্শিবাল গড়ের মাঠে লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মুখে বেলুনে চড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যান। তিনি ১৩, ১৪ হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া টাকীর নিকট একস্থানে নির্ব্বিঘ্নে নামিয়াছিলেন। ৩ দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১২। চিনের আশ্চর্য্য মাতৃভক্তি—চিনের কোন পরিবারে মাতৃবিয়োগ হওয়াতে অর্থাভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইহাতে দুটি সহোদর দাস রূপে বিক্রীত হইবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ফিরিয়াছিল। ক্রেতা অনুগ্রহপূর্ব্বক দুইজনের মধ্যে যাহাকে মনোনীত করেন ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য অপরের হস্তে দেন এই তাহাদের প্রার্থনা।

১৩। এডিসন নামক একজন আমেরিকান দুইমাস মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া জননীর যত্নে ও আপনার চেষ্টায় সুশিক্ষিত হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ফনোগ্রাফের সৃষ্টি করিয়া তারের খবর আদান প্রদানের যুগান্তর ঘটাইয়াছেন। তিনি শিল্প-

নাবালকের কার্য্য করিতে করিতে রাত্রে টেলিগ্রাফ শিখিতেন।

১৪। মুরসিদাবাদে একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে, প্রথম দিনে ১০ হাজার দর্শক উপস্থিত হন। হস্তিদন্তের কাজ, রেশম, ধান্য প্রভৃতির প্রদর্শন হইতেছে।

১৫। পুনার রাজা মতিসিং পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কাশ্মীর এটকিন্স কলেজের পুস্তকালয়ে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৬। ত্রিবঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট শিল্প শিক্ষার উন্নতির জন্য বর্ষে ২১০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৭। কুচবিহারের বৃদ্ধা মহারাণী যিনি বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহী ছিলেন, গত ২৬শে ফাল্গুন বিসূচিকা রোগে কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজের নাবালক অবস্থায় তিনি রাজকার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮। আমেরিকার একজন লোক বায়ুপূর্ণ জুতা পায় দিয়া হডসন হ্রদের উপর ১৫০মাইল হাঁটিয়া গিয়াছে। প্রতি দিন ২৪ মাইল করিয়া চলিয়াছিল।

১৯। গত ২৩এ ফেব্রুয়ারী লেডী ডফরিণ অসবরন্ প্রাসাদে ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাণী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা জর্ম্মণ সম্রাজ্ঞী বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন।

২০। 'সীতা ও দময়ন্তী' বিষয়ে যে মহিলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিবেন, তিনি আগামী বর্ষে বাবু ব্রজমোহন দত্তের প্রদত্ত ৪০ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

২৪—ঘোষা।

কলি নামক স্তবকারী জরাজীর্ণ হইয়াছিলেন, আপনারা তাঁহাকে পুনরায় যৌবনাবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। বন্দনকে আপনারাই কূপ হইতে উদ্ধার করেন। আপনারাই ছিন্নচরণা বিশ্পলাকে লৌহ-পদ দিয়া তদ্দণ্ডেই চলিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন। রেভকে যৎকালে অরাতিরা মুমূর্ষু করিয়া রাখিয়াছিল, আপনারাই তখন তাহাকে ত্রাণ করেন। অত্রি ঋষি, সপ্ত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে যখন নিক্ষিপ্ত হন, তখন আপনারাই তাহার প্রতিবিধান করিয়া দেন (অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্ন করেন)।

আপনারা পেদু নরপালকে নবনবতি (৯৯) তুরঙ্গের সহিত আর একটি মনোহর শ্বেতাশ্ব দিয়াছিলেন। সেই ঘোটক উত্তম বীর্য্যবান্। তাহাকে সন্দর্শন করিলে, বিপক্ষেরা পশ্চাৎপাদ হয়। তাহা নরলোকের মহামূল্য ধনতুল্য। তাহার নাম শুনিলে আহ্লাদ জন্মে। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, চিত্ত-ক্ষেত্রে শান্তির উদয় হয়।

হে অক্ষয় নৃপদ্বয়! আপনাদের নামোচ্চারণে সুখ জন্মে; আপনাদের গমন-কালে চারি দিক হইতে, সকলেই বন্দনা করে। আপনারা কোন সস্ত্রীক পুরুষকে রথাগ্রভাগে সংস্থাপিত করিয়া আশ্রয় দিলে, তাহার কোনই বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটে না; পাপ, তাহাকে স্পর্শ করিতেও অসমর্থ।

ঋভুরা "(দেবতারা) আপনাদিগকে যে রথ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন, সেই রথের আবির্ভাব হইলে, আকাশাত্মজা ঊষা উদিত হন, সূর্য্য হইতে সুমনোরম দিবা-রজনী জন্ম পরিগ্রহ করে। মনের গতি হইতেও, দ্রুততর বেগগামী সেই রথারোহণ পুরঃসর আপনারা এখানে আসুন।

আপনারা সেই রথে চড়িয়া গিরি-অভিমুখে গমন করেন। শংযুর (এক ব্যক্তির) স্থবির ধেনুকে পুনঃ পয়স্বিনী করিয়া দেন। বর্ত্তিকা, ব্যাঘ্রের গ্রাসে নিপতিত হইয়াছিল, আপনারা তাহাকে তরক্ষুর বদন-গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন, আপনাদের এত সামর্থ্য।

ভৃগুতনয়েরা যেমন রথ নির্ম্মাণ করেন, আমিও সেইরূপ আপনাদের স্তুতি নির্ম্মাণ (রচনা) করিলাম। (লোকে) জামাতাকে সুতা-সম্প্রদান-সময়ে যেরূপ বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিতা করিয়া পাত্রস্থা করে, সেইরূপ আমি এই স্তোত্রকে বিভূষিত করিয়াছি, যেন চিরকাল আমাদের পুত্র পৌত্র প্রতিষ্ঠিত রহে।

হে কার্য্যোপদেশক অশ্বিদ্বয়! আপনাদের বিশাল রথ প্রাতে যে সময়ে গমন করে ও সকলের সমীপে বিত্ত বহন করিতে থাকে, সেই সময় কোন্ যজমান, সেই সমুজ্জ্বল স্বীয় যজ্ঞের সফলতা নিষ্পাদিত করিতে রথের স্তুতি করে? আপনাদের সেই রথ কোন্ স্থানে যায়?

অশ্বিদ্বয়! আপনারা দিবসে ও রজনীযোগে কোন্ স্থলে যান? আপনারা কোথায়ই বা কালাতিবাহন করেন? পতিহীনা অঙ্গনা, যেমন * * * দেবরকে সম্মান করে,— রমণীরা স্ব স্ব ভর্ত্তাকে যদ্রূপ সমাদর প্রদর্শন করে, তাদৃশ সম্মাননা সহকারে কে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে?

আপনারা উভয়ে দুই স্থবির ভূপতি সদৃশ। আপনাদের নিদ্রাপগমের কারণ যেন স্তোত্র পঠিত হইয়াছে। যজ্ঞ-প্রাপ্তির আশয়ে আপনারা প্রত্যহ

কাহার নিকেতনে যান? কোন্ লোকেরই বা অধর্ম্ম নষ্ট করেন? হে ক্রিয়োপদেষ্টা! আপনারা কাহার যজ্ঞে নৃপকুমার-যুগলবৎ গতিবিধি করেন?

ব্যাধগণ, যেমন প্রকাণ্ড মৃগকুলকে কামনা করে, আমি সেইরূপে অহর্নিশ যজ্ঞীয় দ্রব্য সংগ্রহ পুরঃসর আপনাদিগকে আহ্বান করি। হে উপদেশকারিযুগল! লোকে আপনাদিগকে উদ্দেশ করিয়া, হোম করে, আপনারা তাহাদের নিকট অন্ন বহন করেন; আপনারাই যাবতীয় মঙ্গলের বিধাতা।

আমি ভূপ-তনয়া ঘোষা। আমি সর্ব্বত্র গতায়াত দ্বারা আপনাদের বিষয়ই কীর্ত্তন করি, আপনাদের কথাই প্রশ্ন করি। আপনারা আমার সমীপে দিবানিশি অবস্থান করুন। অশ্ববিশিষ্ট রথারোহী ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাসিত করুন।

হে কবিগণ! আপনারা রথারোহণ করিয়াছেন। আপনারা রথোপরি আরোহণ করিয়া কুৎসের মত স্তোত্রকারীর নিকেতনে গিয়া থাকেন * * *।

আপনারা ভুজ্যুকে (এক জন লোককে) সাগর হইতে, উদ্ধার করিয়াছিলেন। আপনারা বশ (এক রাজা), অত্রি এবং উশনাকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন। বদান্য লোকেই, আপনাদের মিত্র হয়। আপনাদের আশ্রিত হইলে, যে আনন্দ লাভ করা যায়, আমি তাহারই প্রার্থিনী।

আপনারা, কৃশ, শৈয়ুর, আপনাদের সেবক ও বিধবা নারী—এই সকলকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আপনারা যজ্ঞকারক লোকদিগেরে নিমিত্ত নভঃস্থল বিদারিত করেন; মেঘাবলি সপ্ত বদন উদ্ঘাটন করিয়া ধ্বনি সহকারে বারি বর্ষিত করে।

আমার নাম ঘোষা। আমি স্ত্রীলক্ষণ-যুক্তা হইয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছি। আমার বিবাহার্থে বর আগমন করিয়াছেন। আপনারা বারিবর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নিমিত্ত শস্য সঞ্জাত হইয়াছে। তরঙ্গিণী-শ্রেণি, নিম্নাভিমুখে বহমান হইতেছে। তিনি নীরোগ, ঐ সমুদয় সুখ-সম্ভোগের অনুরূপ বল তাঁহার সঞ্জাত হইয়াছে।

অশ্বিযুগল! যাঁহারা নিজ-প্রণয়-ভগিনীর জীবন-ত্রাণ-হেতু শোক করেন, যাঁহারা তাঁহাদিগকে যাগযজ্ঞে নিয়োজিত করেন, * * * * * ও যাঁহারা অপত্যোৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃগণের যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত করেন, সেই সহধর্ম্মিণীরাই সুখিনী।

তাঁহাদের সেই সুখ আমার অবিদিত। আপনারা সেই সুখের বর্ণনা করুন। আমার বাঞ্ছা, পত্নীবৎসল হৃষ্টপুষ্ট ভর্ত্তার ভবনে যেন যাইতে পাই।

আপনারা ধন-ধান্য-সম্পন্ন। আপনারা দুই জনে আমার উপর প্রসন্ন হউন। আমার অন্তঃকরণের সমুদয় আকাঙ্ক্ষা সফল হউক। আপনারা মঙ্গলবিধাতা; আপনারা আমার রক্ষাকর্ত্তা হউন।

আমরা পতি-সদনে গিয়া, যেন তাঁহার প্রীতি-ভাজন হই।

আমি আপনাদের বন্দনা করিতেছি। আপনারা আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার ভর্ত্তৃভবনে জন-ধন-বল অর্পণ করুন। আমি যে স্থানে জলপান করি, তাহা যেন সুবিধা-জনক হয়। স্বামিগৃহে গমনকালে পথে যদি কেহ, আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহার ধ্বংস করুন।

হে রম্যাকৃতি অশ্বিদ্বয়! আজ আপনারা কোন্ লোকের আলয়ে আমোদ করিতেছেন? কে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে? কোন্ জ্ঞানী যজমানের আবাসে গিয়াছেন? *

আনন্দবাই যশীর মানসিক প্রকৃতির ছবি।

পরলোকগত আনন্দ বাই যশীর নাম আমাদিগের পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। ইনি এক জন অসামান্যা মহারাষ্ট্রীয়া রমণী। গাঢ় বিদ্যানুরাগ ও আন্তরিক ধর্ম্মানুরাগ জন্য ইনি অল্পকাল মধ্যে সুবিদিতা ও বহু লোকের প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। ইনি ইঁহার স্বামীর সম্মতিতে আমেরিকায় গমন করেন এবং সেখানে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তথাকার অনেক বড় বড় লোকের প্রশংসাভাজন হয়েন। ইনি যখন ইউনাইটেড ষ্টেটসের বোষ্টন নগরে বেড়াইতে যান, তখন সেখানে তাঁহার কোন ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন, আনন্দ বাই সেই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক প্রকৃতির ছবি স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই প্রশ্নোত্তরমালা আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি। পাঠিকা ইহা পাঠে বুঝিতে পারিবেন, আনন্দ বাই যশী কিরূপ উচ্চ প্রকৃতির মহিলা ছিলেন।

প্রশ্ন—আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর—মানব সমাজের উপকার করা।

প্র—আপনার জীবন—পরিচালক বাক্য কি?

উ—"ঈশ্বর একমাত্র সহায়।"

প্র—আপনি কাহাকে যথার্থ সুখ মনে করেন।

উ—ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস।

প্র—আপনার মতে দুঃখ কি?

উ—কেবল নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা।

প্র—কোন্ বস্তু আপনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করেন?

উ—দাসত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতা।

---

* ঋগ্বেদসংহিতার ৭ সপ্তম অষ্টকের ৮ অষ্টম অধ্যায়ে ঘোষার রচনাবলি নিবদ্ধ আছে।

প্র—কিসে আপনার মনে খুব আনন্দ হয়?

উ—যে ভাল কার্য্য করি, তাহার জন্য পুরস্কার পাইলে।

প্র—আপনার চরিত্রের বিশেষত্ব কি?

উ—তাহা আমি আজও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

প্র—মানব হৃদয়ের কোন্ ভাবকে আপনি অতি মহান বলিয়া মনে করেন?

উ—প্রেম।

প্র—মানব চরিত্রের কোন গুণটীকে আপনি বড় ভাল বাসেন।

উ—সরলতা।

প্র—কোন্ দোষকে আপনি বড় ঘৃণা করেন?

উ—কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।

প্র—আপনার প্রিয় আমোদ কি?

উ—পুস্তক পাঠ।

প্র—আপনার প্রিয় কাজ কি?

উ—সাধারণের মঙ্গল সাধন।

প্র—কোন্ পুস্তক আপনি অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে ভাল বাসেন?

উ—ভগবদ্গীতা।

প্র—ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন্ পুস্তক আপনার নিকট খুব শিক্ষাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়?

উ—পৃথিবীর ইতিহাস।

প্র—কোন্ কালে আপনি পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ভাল বাসেন?

উ—বর্ত্তমান কালে।

প্র—কোন্ স্থানে আপনি থাকিতে ভাল বাসেন?

উ—এখন এই বোম্বেল নগরে, ইহার পর স্বর্গে।

প্র—যদি আপনি আনন্দ বাই যশী না হন, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্য কোন লোকের ন্যায় হইতে ইচ্ছা করিবেন?

উ—কাহারও ন্যায় নয়।

প্র—আপনার মতে অতি সুমিষ্ট কথা কোন্ গুলি?

উ—প্রেম, দয়া, সত্য ও আশা।

প্র—আপনি কোন্ কোন্ কবির গ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসেন?

উ—পোপ ও কালিদাসের।

প্র—কোন্ কোন্ মহিলা কবির গ্রন্থ আপনার প্রিয়?

উ—মুক্তাবাই জানাবাই।

প্র—কোন্ কোন্ সাহিত্যকারের গ্রন্থ আপনার নিকট আদরণীয়?

উ—গোল্ড স্মিথ, মেকলে, এডিসন ও শাস্ত্রী চিপ্‌লুঙকার।

প্র—স্থাপত্য বিদ্যার পরিচায়ক কোন্ বস্তু আপনার নিকট খুব সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে?

উ—তাজমহল।

প্র—কিরূপ বাদ্যকর আপনার মনোমোহন করে?

উ—যাঁহারা বেহালা ও বীণা বাদন করেন।

প্র—কোন্ চিত্রকরকে আপনি প্রশংসা করেন?

উ—সকল চিত্রকরকে।

প্র—কিরূপ সৌন্দর্য্য আপনার নিকট সুন্দর?

উ—অঙ্গসৌষ্ঠবজনিত সৌন্দর্য্য ও সৌজন্যের সৌন্দর্য্য।

প্র—কোন্ পার্থিব রত্ন আপনার প্রিয়?

উ—হীরক।

প্র—প্রকৃতির কোন্ বস্তু আপনার মনকে অত্যন্ত সুখী করে?

উ—অভ্রভেদী পর্ব্বত।

প্র—দিবসের কোন্ সময় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল?

উ—সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়।

প্র—কোন্ সুগন্ধে আপনি প্রফুল্লিত হয়েন?

উ—মল্লিকাফুলের সুগন্ধে।

প্র—কোন্ বর্ণ আপনার চক্ষে বড় সুন্দর?

উ—শ্বেতবর্ণ।

প্র—কোন্ ঋতু আপনার অত্যন্ত ভাল লাগে?

উ—বসন্ত।

প্র—কোন ফুল?

উ—গোলাপ।

তুরস্কীয় প্রবাদ বাক্য।

কোন দেশের লোকদিগের মানসিক অবস্থা জানিবার সহজ উপায় সেই দেশের প্রচলিত প্রবাদ বাক্য গুলি অবগত হওয়া। আমরা অদ্য তুরস্ক জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রবাদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঐ জাতির মানসিক উন্নতির কথঞ্চিৎ আভাস দিব।

তুরস্ক জাতি মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সরল অথচ গভীর বিশ্বাস দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের কতকগুলি প্রবাদ বাক্য এই স্থলে প্রদান করা যাইতেছে;—

(১) ঈশ্বর দয়াময়। দয়ার কূপ অতি গভীর।

(২) মানুষ যতটুকু সহ্য করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার অধিক কষ্ট বা সুখ প্রদান করেন না।

(৩) যে ঈশ্বরের পদানত হয়, সে কখন নিরাশ্রয় হয় না।

(৪) ঈশ্বর যাহাকে ভাল বাসেন, তাহাকেও তিনি দুঃখ দেন।

(৫) ঈশ্বর মানব হৃদয়ের পবিত্র আশা পূর্ণ করেন, কিন্তু বিলম্বে।

(৬) ঈশ্বর দান করিবার সময় পদ গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করেন না।

(৭) ঈশ্বর যাহার সম্বন্ধে একটী দ্বার বন্ধ করেন, তাহার সম্মুখে আর সহস্র দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন।

তুরস্ক জাতি গভীররূপে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইলেও অদৃষ্টে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের মধ্যে অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। দুই চারিটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) মানুষ যদি তাহার অদৃষ্ট খুঁজিয়া না লয়, তাহার অদৃষ্ট তাহাকে যেমন করিয়া হউক খুঁজিয়া লইবে।

(২) যাহা ঘটিবে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। কাহারও বলে তাহা অতিক্রম করা যাইবেক না।

(৩) পৃথিবী একটী চক্র, যত চেষ্টা করি না কেন, সে চক্রের পেষণী হইতে নিস্তার নাই।

(৪) এমনি অদৃষ্টের দোষ যে কত লোক সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া পরে নদীতে ডুবিয়া মরিতেছে।

মানুষের নানা সদ্‌গুণের প্রতি তুরস্ক জাতির বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবাদ বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে :—

(১) যে প্রকৃত মানুষ, সে কখনও দুইবার ভুল করে না।

(২) যে দোষ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই মানুষ।

(৩) যে প্রকৃত মানুষ তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে হয় না। তীব্র দৃষ্টিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

(৪) যে অল্পভাষী, সেই সুভাষী হইতে পারে।

(৫) যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগের জন্য ক্রন্দন করিও না; মূর্খদিগের জন্য অশ্রুপাত কর।

(৬) যে প্রকৃত মানুষ সে প্রস্তরের মধ্য হইতে রুটী সংগ্রহ করিতে পারে অর্থাৎ অসার বস্তুর ভিতর হইতেও সার বস্তু লাভ করিতে পারে।

তুরস্কদিগের মধ্যে বিবেক বৃত্তির প্রতি সম্মাননা দেখা যায়। তাহাদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। তাহারা সর্ব্বদাই বলে ;—"বিবেক অর্দ্ধেক ধর্ম্ম।"

তুরস্কদিগের মধ্যে নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম ভাব অনেক দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ বাক্য এই—"সৎকার্য্য করিয়া তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ কর—মৎস্যগণ তাহার বিষয় না বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যিনি স্রষ্টা, তিনি তাহা দেখিবেন ও বুঝিবেন।"

তুরস্কদিগের মধ্যে দয়ার ভাবের অভাব নাই। দুঃখী দরিদ্রের প্রতি তাহারা খুব দয়ালু। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের মনের ভাব প্রকাশক অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত দেখা যায়।

দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা দিগের জীবিকার উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিম্নলিখিত কার্য্যসকল সমিতির সাহায্য ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং শিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু বিক্রয় জন্য পুরুষের সাহায্য আবশ্যক।

১। নানা প্রকার আচার প্রস্তুত—পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা, আম্র, লেবু, ওল, বেগুণ, শিম, জলপাই, করমচা, নোড়, আমলকী, হরীতকী, শতমূল, বেল, নানা প্রকার তরকারী প্রভৃতি দ্রব্যের আচার প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়, এবং কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণ, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার জ্যাম, জেলি, পিক্‌ল (pickle) প্রভৃতি পাঠাইয়া দেয়। এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীরা বিস্তর টাকা লাভ করিয়া থাকে। কলিকাতার বড়বাজারে ঐসকল আচার অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। কলিকাতার অধিবাসীরা এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা যাঁহারা কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহারা অতি উপাদেয় জ্ঞানে তাহা ক্রয় করিয়া প্রতি দিবস ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই আচার বিক্রয়ে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। যে দ্রব্য যখন যেখানে পাওয়া যায়, সেই স্থানের স্ত্রীলোকগণ যদি সেই সময়ে সেই দ্রব্যের আচার প্রস্তুত করেন, তাহাহইলে অতি অল্প ব্যয়ে উহা প্রস্তুত হইতে পারে। পরে কলিকাতায় বিক্রয়ের সুবিধা করিতে পারিলেই হইল।

২। ফল ও ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহার চারা বিক্রয়—আজ কাল আমাদের দেশের লোকের রুচি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুষ্প ও পুষ্প বৃক্ষের প্রতি তাহাদের অনুরাগ ও আদর অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। মফস্বলে একটী ছোট বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানা প্রকার ফুলের গাছ রোপণ করিয়া চারা প্রস্তুত করিলে এবং সেই চারা বিক্রয় করিলে তাহা দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করা যায়। মনে করুন এক প্রকার একটী গাছের মূল্য চারি আনা। সেই গাছ ক্রয় করিয়া এক বৎসর পরে তাহার ডাল কাটিয়া চারা প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক গাছে হয়ত ৫।৬ টা চারা প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ নানা প্রকার মূল্যের নানাবিধ গাছ আছে। তাহাদের সকলেরই এইরূপে চারা হয়। তাহা ব্যতীত ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার চারা বিক্রয় করিলে আরও বেশ লাভ হইতে পারে—যেমন নারিকেল, সুপারি, বেল, জাম, বিলাতি আমড়া, নারিকেলী কুল, জামরুল, লেবু, আম্র ইত্যাদি। এত প্রকার ফুল ও সুন্দর পাতার গাছ আছে, যাহা সৌখিনের

যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে উদ্ভিদ্‌তত্ব পাঠ করিতে হয় না, নিজের বহুদর্শিতায় অনেক শিক্ষা করা যায়। কোন্ বৃক্ষ কোন্ সময়ে সতেজ থাকে, মাটীর মধ্যে কি কি দ্রব্য মিশ্রিত করিলে ইহার তেজ বৃদ্ধি হয়, এইগুলি জানা আবশ্যক। এই কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলে একটী উদ্যান প্রস্তুত করিতে হইবে। এই স্থান যদি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাহইলে এই বাগানের ফুলসকল কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলে বেশ মূল্যে বিক্রয় হয়। বেল, চাঁপা, গোলাপ, টগর, জুঁই, মল্লিকা, গাঁদা প্রভৃতি ফুল সকল বেশ দরে বিক্রয় হয়। এই কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলে কিছু সময় ও অর্থ আবশ্যক। ইহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা আরও লাভ হইতে পারে। একটী ভৃত্য রাখিয়া তাহা দ্বারা নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারী প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিলে অনেক বিক্রয় হয় এবং তাহা দ্বারা বিস্তর লাভও হয়। যে সময়ে যে তরকারী জন্মে, সেই সময়ে সেই গাছ রোপণ করিতে হইবে। সকল সময়ে কোন না কোন প্রকার তরকারী প্রস্তুত হইলে সহজে বিক্রয়েরও সুবিধা হইবে।

৩। চেরায় দড়িকাটা—যাহারা তাঁতে চট প্রস্তুত করে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত চেরায় দড়ি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। তাহা ব্যতীত গৃহাদি প্রস্তুত প্রভৃতি নানা সাংসারিক কার্য্যেও দড়ী আবশ্যক হয়। পাট কিনিয়া চেরায় দড়ী কাটিয়া সেই দড়ী বিক্রয় করিলে লাভ হয়।

৪। বালক বালিকাদিগের ক্রীড়ার উপযোগী মাটীর পুতুল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রং দিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হয়। এই সকল দ্রব্য মেলা প্রভৃতিতে বেশ বিক্রয় হইতে পারে। মেলা প্রভৃতিতে সুরঞ্জিত হাঁড়ী বিক্রয় হইতে দেখা যায়। অল্প মূল্যে হাঁড়ী ক্রয় করিয়া সুন্দররূপে তাহা চিত্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

৫। সূতা দ্বারা ঘুন্‌সি, কার, বাঁকড়ী (দেশী লেস্) এবং দড়ী দ্বারা সিকা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলেও অনাথা স্ত্রীলোকগণ জীবনোপায় উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন।

৬। বেণের দোকানে কাগজের বগলী বিক্রয় হয় অর্থাৎ বেণেরা মসলা বিক্রয় করিবার জন্য কাগজের বগলী ক্রয় করে। অল্প মূল্যে অনাবশ্যক পুরাতন সংবাদ পত্র ক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা বগলী প্রস্তুত করিলে বিক্রয় হইতে পারে। বেণের দোকানে যে সকল বগলী ব্যবহৃত হয়, সেই সকল বগলীর এক একটি নমুনা আনাইয়া সেই মাপে অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়।

প্রস্তুত করিতে কেবলমাত্র একটু ময়দার বা গঁদেরআটা আবশ্যক। ইহাতে বেশ লাভ হয়।

৭। খ্যাংরা প্রস্তুত—পল্লীগ্রামে অনেক নারিকেল পাতা পাওয়া যায়। তথায় ঐ সকল পাতার মূল্য যৎসামান্য। বিধবা স্ত্রীলোকগণ যদি ঐ সকল পাতা সংগ্রহ করিয়া এবং সেই সকল পাতা চাঁচিয়া ঝাঁটার কাটী প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাহাতে অনেক লাভ হয়। কলিকাতায় ঐ সকল কাটী অনেক মূল্যে ওজন দরে বিক্রয় হয়।

৮। পাথা প্রস্তুত—কলিকাতার বাজারে যে সকল সুরঞ্জিত ঝালর দেওয়া পাথা বিক্রয় হয়, তাহা বাজারের সামান্য পাথার রং করিয়া এবং ঝালর দিয়া বিক্রয় করে। তাহার প্রত্যেক খানির মূল্য দুই পয়সা। সাদা পাথা এক কুড়ির মূল্য ৶৹ কিম্বা ৶১৹ আনা। তাহাতে রং করিতে ও ঝালর দিতে পরিশ্রম বাদে বোধ হয় দুই আনা খরচ পড়ে। তাহা হইলে প্রত্যেক কুড়িতে সর্ব্বশুদ্ধ ।/৹ পাঁচ আনা অথবা সাড়ে পাঁচ আনা খরচ পড়িল। দুই পয়সা করিয়া প্রত্যেক খানি বিক্রয় করিলে এক কুড়িতে ॥৶৹ দশ আনা হয়। ইহা হইতে বিক্রয়কারীর পারিশ্রমিক (কমিসন) এক আনা কি দেড় আনা বাদ দিলে আড়াই আনা কি তিন আনা লাভ রহিল। একজন স্ত্রী-লোক প্রতিদিন অনায়াসে এককুড়ি পাথা প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাতে মাসে ৫.৬ টাকা হইতে পারে।

এই কার্য্য সম্পন্ন করাও খুব সহজ। প্রথমে পুরাতন কাপড় গুলিকে সাজি মাটী অথবা সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কাররূপে কাচিতে হইবে। তাহার পর সেই গুলিতে নানা প্রকার রং করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। ঐ রং করা কাপড়ের কিয়দংশ সরু করিয়া চিরিয়া পাথার মুখে সেলাই করিয়া দিতে হইবে। তারপর ঐ কাপড় আন্দাজ ৮ অঙ্গুলি চওড়া করিয়া চিরিয়া তাহাকে দুই ভাঁজ করিয়া ঐ পাথার চতুর্দ্দিকে ঝালরের আকারে সেলাই করিয়া দিবে। পরে একটী তুলি দিয়া পাথার মাঝে মাঝে ২।৪ স্থানে সুন্দর রূপে রং লাগাইয়া দিলে দেখিতে বেশ হইবে।

৯। পাপোষ প্রস্তুত—নারিকেলের ছোবড়া হইতে তাহার সুতার ন্যায় অংশ (আঁশ) গুলি পৃথক করিয়া লইয়া তাহাহইতে অতি সহজে পাপোষ প্রস্তুত করা যায়। ইহাও বিলক্ষণ লাভ-জনক।

১০। যে যে স্থানের লোকেরা কাঁসার মল ও পিত্তলের বালা প্রস্তুত করে, সেই সেই স্থানের স্ত্রীলোকেরা উখা দ্বারা ঐ মল ও বালা ঘষিয়া মসৃণ করে। ইহা দ্বারা তাহারা বেশ উপা-র্জ্জন করে।

১১। অনেক স্থলে স্বর্ণকারেরা হার

প্রস্তুতের জন্ত তার তৈয়ার করিয়া আপনারা হার বুনিয়া থাকে। যদি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ হার বুনিবার কৌশল শিক্ষা করেন, তাহা হইলে হার বুনিয়া স্বর্ণকারগণের নিকট হইতে বেশ উপার্জ্জন করিতে পারেন।

১২। স্বর্ণকারেরা সোণা রূপা গলাইবার জন্ত এবং কাঁসারিরা কাঁসা ও পিত্তল গলাইবার নিমিত্ত একপ্রকার মাটীর পাত্র ব্যবহার করে, তাহাকে মুচি বলে। তাহারা সচরাচর অপর লোককে পারিশ্রমিক দিয়া ঐ মুচি প্রস্তুত করায়। যদি স্ত্রীলোকেরা ঐ প্রকার মুচি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে স্বর্ণকার প্রভৃতিকে বিক্রয় করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন।

১৩। আল্‌তা প্রস্তুত—আল্‌তা প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীলোকগণ অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। আল্‌তা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া অতি সহজ। তুলা ভিজিয়া তাহাতে লাক্ষার রং মাখাইয়া আল্‌তা প্রস্তুত হয়।

১৪। সূচী কর্ম্ম—সূচীকর্ম্ম করিয়া স্ত্রীলোকগণ অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সূচীকর্ম্ম নানা প্রকার আছে। প্রকার ভেদে পারিশ্রমিকেরও ভেদাভেদ হইয়া থাকে।

(ক) সেলাই—সামান্ত সেলাই শিক্ষা করিয়া তাহা দ্বারা ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্ত জামা, ইজের, স্ত্রীলোকদিগের জন্ত সেমিজ, জ্যাকেট প্রস্তুত করিতে পারেন। কাপড় কিনিয়া তাহাতে বালিসের খোল, ও মশারি, প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারেন।

(খ) লংক্লথ কিনিয়া তাহাকে রুমালের আকারে কাটিয়া তাহার চারিধার সেলাই করিয়া রুমাল প্রস্তুত করিলে বেশ বিক্রয় হয়।

(গ) পশমের কাজ—পশমের মোজা, টুপী, কম্ফর্টার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা যায়। কিন্তু আজ কাল সকল গৃহে এই সকল প্রস্তুত হওয়ায় উহার বিক্রয়ের তেমন সুবিধা নাই।

(ঘ) পশমকে চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইয়া তাহাদ্বারা সুন্দর কৃত্রিম ফল ও ফুল প্রস্তুত হয়, সে গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ঐ সকল ফল ও ফুলের সাজী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে অনেক লাভ হয়। একটী সাজী প্রস্তুত করিতে চৌদ্দ আনার পশম লাগে এবং সাংসারিক কার্য্যবাদে এক সপ্তাহে পরিশ্রম করিলে উহা প্রস্তুত হয়। কিন্তু এক একটী সাজী ২৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে।

(ঙ) ক্রোসেট ছুঁচের দ্বারা পূর্ণবয়স্ক পুরুষদিগের জন্ত শীতকালের ব্যবহার উপযোগী বেশ টুপী প্রস্তুত হয়। ইহাতে খরচ কম এবং বিক্রয় করিলে অধিক মূল্যও পাওয়া যায়।

(চ) কার্ড—চাঁদনীর বাজারে এক প্রকার ছিদ্র বিশিষ্ট কাগজ পাওয়া

যায়, ইংরাজতে উহাকে Perforated card বলে। রেসম দ্বারা ঐ কার্ডে নানারূপ অক্ষরে সুন্দর সুন্দর শাস্ত্রীয় বচন ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে রেসমের লতা পাতা ও ফুল দিয়া সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দিলে অতি সুন্দর দেখায় এবং তাহাকে ছবির ন্যায় কাচের মধ্যে রাখিয়া গৃহে টাঙ্গাইয়া দিলে অতি সুন্দর দেখায়। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এত সহজ যে একজন স্ত্রীলোক ঐ প্রকারের একখানা কার্ড দেখিলেই কি প্রকারে বোনা যাইবে, বুঝিতে পারিবেন। এই সকল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হয়।

(ছ) চাঁদনীর বাজারে এক প্রকার কাগজ পাওয়া যায়; উহা পাতলা, উহার বিস্তার ২॥ ইঞ্চি পরিমাণ এবং উহা লম্বে প্রায় ১৫।১৬ গজ। উহাতে লাল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণে নানা প্রকার লতা পাতা অঙ্কিত থাকে। বস্ত্রে শাড়ীর পাড় ও টুপীর ফুল (যে সকল টুপীতে রেসমের ফুল থাকে) উহা দ্বারা প্রস্তুত হয়। যে কাপড় কিম্বা ফিতায় ঐরূপ রেসমের ফুল অথবা লতা পাতা তুলিবার ইচ্ছা হইবে, তাহার উপর ঐ কাগজ রাখিয়া গরম ইস্ত্রি (দরজিরা যে ইস্ত্রি ব্যবহার করে) ঘসিলেই কাগজের সেই দাগ সকল ঐ কাপড়ে লাগিয়া যায়। তাহার পর ঐ ফুল ও লতা পাতায় যেখানে যে প্রকার রং আবশ্যক, সেই স্থানে সেই প্রকার বর্ণের রেসম দিয়া বুনিলেই হইবে। ঐ ফুল বোনাতে বিশেষ কোন কৌশল কিছুই নাই, কেবল ছুঁচ দিয়া দাগে দাগে সেলাই করিলেই হইল। যাঁহারা কার্পেটের জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা অতি সহজ। কোন কোন স্থলে কিরূপ রং পড়িবে ইহা জানা আবশ্যক। কয়েক প্রকারের শাড়ীর পাড়ের নমুনা ও ঐটুপীর ফুলের নমুনা (যাহা কাগজে থাকে) আনাইলেই হইল। ইহাতে লাভ বিলক্ষণ আছে এবং ইহা শিক্ষা করিলে আমাদিগের জাতির একটী উন্নতি সাধিত হয়। চাঁদনীর কয়েকটী দোকানে ঐ প্রকারের নানা প্রকার প্যাটানের কাগজ, ছুঁচ, রেশম ও অন্যান্য অনেক আবশ্যক দ্রব্য যাহা ঐ কার্য্যের জন্য আবশ্যক হয়, তাহা পাওয়া যায়। টুপীর যে অংশ মস্তকের উপর থাকে, তাহারও কাগজ ঐ সকল দোকানে পাওয়া যায়।

ধাত্রীবিদ্যা—মেডিকেল কলেজে স্ত্রীলোকদিগকে প্রতি বৎসর ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থিনীগণের এক বৎসর পরে পরীক্ষা হয়। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের বেশী লেখা পড়ার আবশ্যক নাই। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অনেকে বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।

চিকিৎসা বিদ্যা—সম্প্রতি কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী শ্রেণী খোলা হইতেছে। এই শ্রেণীতে প্রবেশার্থিনীগণের অতি যৎসামান্য লেখা পড়া জানিলেই চলিতে পারে। প্রবেশের পূর্ব্বে একটী পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবেশার্থিনীগণের প্রথম ১০ জন মাসিক ৭৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন এবং বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিবেন। তাঁহাদিগকে ৩ বৎসর শিক্ষা করিতে হইবে। এই নিয়ম অত্যন্ত আশাজনক। কলিকাতার মেডিকেল কলেজেও স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা করিতেছেন কিন্তু তথায় প্রবেশ করিতে হইলে অধিক লেখা পড়া জানা আবশ্যক। ইংরাজী ভাল না জানিলে চলিবে না। আপাততঃ স্ত্রীচিকিৎসকের আবশ্যক হইয়াছে। যদি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ কিছু কিছু বাঙ্গালা ও সামান্যরূপ গণিত শিক্ষা করিয়া এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের একটী প্রকৃত অভাব মোচন হয় এবং তাঁহারাও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারেন।

সংগ্রাম।

রিপু অত্যাচার আর সহিব না,
অনেক সয়েছি প্রহার-যাতনা!
করিয়াছি পণ করিব নিধন
কাম ক্রোধ আদি রিপু ছয়জন।
তুমুল সংগ্রাম বাধাইব আজ,
জাগরে মানস লও রণসাজ।
সত্যের কবচে আচ্ছাদি শরীরে
'ব্রহ্মাস্ত্র' পূরিয়ে সাধন-তূণীরে,
সারথি কররে বিশ্বাস অটল,
দিব্য-রথে চড়ি যোঝ অবিরল,—
অতুল বিক্রমে বিনাশ অরি!

দেখ যেন কভু অতর্কিত ভাবে—
এসে রিপুগণ বিকৃত স্বভাবে,
পাছে মায়াজাল না ভুলায় মন;
সতর্ক থাকিবে সদা অনুক্ষণ।
জ্ঞান আঁখি যার খোলে একবার,
রিপুর চাতুরী-ছলনা, তাহার
কি করিতে পারে? মোহেরআঁধারে—
বিশ্বাস আলোকে নাশে একেবারে;
সংশয় তিমির রহেনা আর!
'ব্রহ্মমন্ত্রে যার হইয়াছে দীক্ষা,'
সে কি করে কভু সময় প্রতীক্ষা?

ভীরুতার দাস নহে সে কখন,
ছিঁড়িয়াছে মায়া-মোহের বন্ধন!
ধন জন সব অনিত্য অসার,—
জানিয়াছে ভবে বিভুপদ সার!
ব্রহ্ম বলে বলী ওই নাম বলি
আয়ত্ত করেছে ইন্দ্রিয় সকলি—
লয়েছে আশ্রয় চরণে তাঁর।
জিতেন্দ্রিয় এবে করি পরাজয়—
রিপু ছয়জন।—অনন্ত অক্ষয়
সুখ অধিকারী হয়েছে সাধনে,
পূর্ণ মনস্কাম পিতার ভবনে!
নাই শত্রু আর—সকলে তাহার
অনুগত দাস;—আনন্দ অপার!
শত্রু হয়ে মিত্র সাধিছে মঙ্গল!
লভিয়াছে মোক্ষ—চতুর্বর্গ ফল।

বাসনা বিগতি—ব্রহ্মে সদা রতি
সদাশয় সাধু—মধুর প্রকৃতি!—
মোহিত সকলে স্বভাব গুণে!
ধরাধামে থাকি ক'রে স্বর্গবাস,
পূর্ণ প্রেমশশী হৃদয়ে বিকাশ!
চলিছে অন্তরে বিমল কিরণ
তৃষিত পরাণে—সুধা বরিষণ!
উথলিছে তার সুখ পারাবার,
নিরখি সে মুখ আনন্দ অপার!
বাসনার তৃপ্তি—নিবৃত্তি সাধন
করিয়াছে তাই সার্থক জীবন
সিদ্ধকাম ভবে, পরমার্থ জ্ঞান
উদয় মানসে—করিতেছে ধ্যান,—
আরাধ্য দেবতা ঈশ্বর তাঁর।

স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

স্ত্রী জাতির পক্ষে পালনীয় ব্রত স্বরূপ যে যে কার্য্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে রুচি অনুসারে অনেক মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যাহা স্ত্রী জাতির পালনীয় ব্রত স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপতঃ বিবৃত করা হইল, যদি ইহাতে একটী রমণীও উপকৃতা হন, তবে আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে।

১। নারী ধর্ম্মালোকে আলোকিত হইবেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বরের পবিত্র নামে উৎসর্গ হইবে। তিনি স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জগতের প্রতি সোপানে পাদ ক্ষেপণ করিবেন। শোক রোগ ও বিপদ-জড়িত সংসারে ঈশ্বরের নামই তাঁহার সুখও শান্তিপ্রদ হইবেক। ধর্ম্মভাবই তাঁহার জীবনের প্রধান পালনীয় ব্রত হইবেক।

২য়। পরোপকার রমণীর পালনীয় ব্রত। পরোপকারের জন্যে বীর রমণী পান্না নিজের হৃদয়-রক্ত স্নেহের পুত্তলী পুত্রকে হত্যা করিতে দেখিয়াছিলেন, বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর খড়্গাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, রমণীকুল এইরূপ কত শত অমানুষিক কার্য্য করিয়াছেন! অতএব পরোপকারের জন্যে

রমণী সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিবেন। শোকী রোগী পাপী তাপী দরিদ্র মূর্খ প্রভৃতির সান্ত্বনার জন্যে তাঁহাকে বদ্ধাঞ্জলি থাকিতে হইবে। সকল প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ঈশ্বরের কার্য্য বিবেচনায় কেবল দয়া প্রবৃত্তির উত্তেজনায় পরোপকারে নিরতা হইবেন।

৩য়। রমণীর হৃদয় দয়ার আধার স্বরূপ হইবেক। কেবল মনুষ্য নহে, গৃহপালিত পশু পক্ষীরাও তাঁহার দয়া স্রোতে স্নাত হইবেক। অবস্থানুসারে তিনি সাধারণের অভাব দূর করিতে যত্ন করিবেন। দয়াশীলা দরিদ্র রমণী দত্ত একটি পয়সার যে মূল্য, অনেকের শত মুদ্রাতেও সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ।

৪র্থ। ঐশিক নিয়মে মাতৃ অবস্থা রমণীর অখণ্ডনীয়। অতএব মাতা শিশুকে "সুসন্তান" করিতে যত্নবতী থাকিবেন। শিশুর শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যাহাতে সুমার্জ্জিত হয়; তাঁহার সন্তান যাহাতে ভবিষ্যতে দেশের জগতের কল্যাণকারক হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মাতা সন্তান প্রতিপালন করিবেন। তিনি শিশুর চরিত্র সংগঠনের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট দায়ী, অতএব সন্তান সুপালন করা মাতার কর্ত্তব্যের এক মহা পালনীয় ব্রত।

৫। নারী হিতৈষিতা—নারী জাতির অভাব ও তন্মোচনের উপায় প্রভৃতি রমণী যেরূপ বুঝিতে পারেন, অনেক স্থলে পুরুষ তাহা পারেন না, এবং বুঝিলেও অনেকের সাধ্যাতীত হইয়া থাকে। এমত স্থলে ভগ্নীদিগের অভাব দূর করা ও তাঁহাদের উন্নতি বিষয়ে যত্নবতী হওয়া রমণীর অবশ্য পালনীয় ব্রত।

৬ষ্ঠ। সতীত্ব—যে গুণ রমণীর শিরোভূষণ, যাহা থাকিলে রমণী "দেবী" রূপে আদৃতা হন, তাহাই সতীত্ব। শুদ্ধ পতিপরায়ণা রমণীকে আমরা 'সতী' এই স্বর্গীয় আখ্যা দিতে প্রস্তুত নহি। ধর্ম্মভাব, লজ্জা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, পতি পরায়ণতা, প্রেম, পরসেবা ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি গুণের সমবায়ে সতীত্ব গঠিত। যিনি ইহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই নরজগতে দেবী। তাঁহার মনে স্বপ্নেও পাপের ছায়া প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার পবিত্র মুখের জ্যোতিঃ দর্শনে মহা পাপীর মনও মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হয়। সাধ্বী রমণী উজ্জ্বলতম রত্ন! তাঁহার হৃদয় স্বর্গের সোপান, তাঁহার সংসার পুণ্যক্ষেত্র! তাঁহার সাহচর্য্যে মঙ্গল-চেতা স্বামী, অনুদার আত্মীয় স্বজন ও মূর্খ পাপিষ্ঠ দাস দাসীরাও পবিত্র, উন্নত ও মনুষ্যত্বপ্রাপ্ত হয়। এই সতীত্ব ধর্ম্মই স্ত্রী জাতির চির পালনীয় ব্রত।

৭। গৃহধর্ম্ম—রাজা যেরূপ রাজ্যের প্রাণ স্বরূপ, গৃহিণীও সেইরূপ গৃহের প্রাণ স্বরূপ। গৃহিণী গৃহধর্ম্মে সুনিপুণা হইলে সে গৃহ "আনন্দ ধাম" রূপে পরি-

গত হয়। অতএব গৃহিণী গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা সংসারের আয় ব্যয় স্থিতি পরিদর্শন পূর্ব্বক গৃহস্থের উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। তিনি প্রতি গুরুজনের সেবা পরায়ণা দুহিতা, প্রতি বয়স্থার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী, স্বামীর প্রকৃত বন্ধু এবং দাস দাসীর স্নেহময়ী মাতা স্বরূপা হইবেন। তাঁহার সদৃষ্টান্তে তাঁহার কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতিও গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা পাইবেন। গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে রক্ষা করা স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত স্বরূপ হইবেক।

আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিবার সময়ে আর একটী বিষয় বলি, আত্মোন্নতি সকল অবস্থায় সকলেরই গ্রহণীয়, অতএব যাহাতে নিজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, তাহাতে সকল রমণীই যত্নবতী হইবেন।

চূণার দুর্গ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সহযোগে পশ্চিম প্রদেশে যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে প্রায় সার্দ্ধ চারিশত মাইল অন্তরে চূণার নামে একটী প্রাচীন নগর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত এবং তদ্দেশীয় মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধিকারভুক্ত। চূণারে একটি সুন্দর রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, এই ষ্টেশনে মূল্যবান এবং মনোহর কার্পেট, আসন, প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র ও মূর্ত্তি সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে কতকগুলি অনতিবৃহৎ পর্ব্বত দেখা যায়, এইগুলি সুপ্রসিদ্ধ বিন্ধ্যাচলের শাখা ও প্রশাখা বলিয়া পরিগণিত। নগরে প্রবেশ করিবার প্রথম স্তবকে একটি উচ্চ ও বৃহৎ পর্ব্বত দণ্ডায়মান হইয়া নগরকে সুদৃঢ় ভাবে রক্ষা করিতেছে। এই পাহাড়ের উপরে বহুকালের প্রাচীন একটি মনোরম দুর্গ আজি পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। চূণার গঙ্গানদীর উপরে অবস্থিত; সহরের প্রান্তে জাগুই নামে আর একটি নদীও দৃষ্ট হয়। মুসলমানেরা প্রায় আটশত বৎসর কাল এদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু চূণার দুর্গ একবারও তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই; অতি অল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা হিন্দুরাজার শাসন ও অধিকারভুক্ত ছিল। বেনারসের মহারাজা সুপ্রসিদ্ধ চেৎসিংহ লর্ড হেষ্টীংসের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চূণার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন পর্য্যন্ত ইহা কাশীর রাজাদিগের অধীনে ছিল এবং হেষ্টীংসের পূর্ব্বে কাশীর নরপতিগণ

সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, কেবল দিল্লীর সম্রাটের মর্য্যাদা স্বরূপ তাঁহারা অযোধ্যাস্থ প্রতিনিধি নবাবকে প্রতিবর্ষে কিছু কিছু উপঢৌকন পাঠাইতে হইত। ইংরেজেরা কামান বসাইয়া তোপের দ্বারা এই দুর্গের একটি গবাক্ষ ভগ্ন করেন, এখন পর্য্যন্ত ঐ সুবৃহৎ ভগ্ন গবাক্ষের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই সময় হইতেই চুণারস্থ বহু কালের প্রাচীন হিন্দু দুর্গ ইউরোপীয় শাসকের হস্তগত হয়, সেই অবধি ইংরাজ সৈন্য এই দুর্গ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। নিয়ত প্রায় সার্দ্ধ দুই শত সেনা এখানে অবস্থান করে। সম্প্রতি এই দুর্গের এক স্থান খনন করিতে করিতে পার্ব্বতী ও মহাদেবের প্রস্তরময় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সাহেবেরা অনুমান করেন এই মূর্ত্তি এক সহস্র বর্ষ অপেক্ষাও প্রাচীন। অনেকের বিশ্বাস, এই দুর্গ মহাভারতের সমসাময়িক, কিন্তু পাণ্ডব রাজত্ব অপেক্ষাও যে ইহা পুরাতন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

চুণার নগরের কতক গুলি প্রাচীন নাম আছে, যথা চুর্ণক, চর্ণূর, চণূর, চুর্ণাবতী এবং চর্ম্মবতী। এই সকল নাম রামায়ণে পাওয়া যায়। চুণারের বর্ত্তমান নাম "চুণার গড়", প্রাচীন নাম চণ্ডাল গড়। রামায়ণখ্যাত গুহক চণ্ডালের এই স্থানে রাজ্য ছিল। অতি পূর্ব্বে সম্মুখস্থ পর্ব্বত সমূহ নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকিত, শ্বাপদের ভয়ে পথিকেরা একাকী গমনাগমন করিতে পারিত না। রাজা রামচন্দ্রকে গুহক আপনার গৃহে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন এবং তদনন্তর গঙ্গা পার করিয়া দিয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছাইয়া দেন। একথা ঠিক; সম্মুখে গঙ্গানদী অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান এবং এই গঙ্গা পার হইয়া পর্ব্বতের ক্রোড়দেশ দিয়া গেলে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম পাওয়া যায়। এই আশ্রম প্রয়াগে যমুনা তীরে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যমুনা পার হইলে মৌ মহকুমার অন্তর্গত রামপুর থানার অধীন রামনগর নামক গ্রামে রামকূপ নামে এক অতীব প্রাচীন স্থান দৃষ্ট হয়, এই স্থানে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। তাহা হইলে চণ্ডালগড় যে অতীব পুরাতন এবং গুহকের রাজ্যভুক্ত বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে তাহা অবিসম্বাদী হইলে ইহা যে রামায়ণের সমসাময়িক, তাহাতে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা নাই।

জনৈক ইউরোপীয় সৈনিকের সহায়তায় আমরা একদিবস বসন্তের সুশীতল সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে চুণার দুর্গের শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলাম। ইংরাজের কল্যাণে সহজে উঠিবার জন্য একটি মনোরম ও সুপ্রশস্ত বর্ত্ম প্রস্তুত হইয়াছে, নতুবা পূর্ণ দুই ঘন্টার কমে একরূপ উচ্চ দুর্গে উঠা দুষ্কর। প্রবাদ আছে, পৌষ কিম্বা মাঘের দুরন্ত শীতের সময়ে

এই পর্ব্বতে উঠিতে হইলে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের ন্যায় গ্রীষ্ম বোধ হয়। আমরা উপরিস্থিত প্রকোষ্ঠের ছাদে দণ্ডায়মান হইয়া যাহা নিরীক্ষণ করিলাম, তাহা সম্পূর্ণ অদ্ভুত ও মনোমোহন। সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ গিরিমালার প্রান্তদেশে সূর্য্যদেব এই সময়ে ধীরে ধীরে অস্তাচলাভিমুখে গমন করিতেছেন এবং নিজে হেমবর্ণ ধারণ করতঃ সমস্ত চুণারকে সুবর্ণময় করিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য শোভা বিস্তার পূর্ব্বক দর্শকের চিত্তকে ভুলাইয়া দিতেছেন। চারিদিকে সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না; কোথাও কৃষ্ণসার হরিণসমূহ সারস সম্প্রদায়ের তাড়নায় প্রাণের ভয়ে বনাভিমুখে দীর্ঘশৃঙ্গ লইয়া দৌড়িতেছে, কোথাও ময়ুরসমূহ কেকা রব করিতে করিতে বৃক্ষের শাখায় বসিয়া অস্তাচলাভিমুখী সায়াহ্ন সূর্য্যের হেমাভ কিরণে পুচ্ছ বিস্তার করতঃ ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে, কোথাও বা বনের কুসুমসমূহ সুগন্ধ বিস্তারপূর্ব্বক সম্মুখস্থ সমুদায় স্থানটিকে সৌরভপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। দেখিতে দেখিতে মন প্রাণ প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়; পূর্ণানন্দে উৎফুল্ল হয়। হিন্দু রাজাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ এইরূপ অদ্ভুত লীলায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কালের কুটিল প্রভাবে ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল নিয়মে সৌভাগ্যলক্ষ্মী হিন্দুক্রোড় পরিত্যাগ করিয়াছে; তাই এ শোভা দেখিতে গেলে স্বদেশহিতৈষী যুবার মনে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়।

স্ত্রীযাত্রী ও রেলআইন।

সংসারী হইয়া গৃহে বাস করিতে গেলে যেমন মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী অথবা শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দাস, দাসী, অভিভাবক, অভিভাবিকা প্রভৃতির নাম, প্রকৃতি, রীতি ও চরিত্র জানিতে হয়, সেইরূপ কোনও দেশে বা রাজ্যে বাস করিতে হইলে তদ্দেশীয় রাজার প্রকৃতি ও রাজনিয়ম এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রাজবিধি (আইন) না জানিলে অনেক সময়ে অনেক প্রকার অসুবিধায় পতিত হইয়া ক্লেশ পাইতে হয় এবং অনর্থক অর্থের ও সম্মানের হানি হয়। প্রজার আহার, বিহার, শয্যা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজা কোনও বিধি করেন না এবং করিবারও কোনও ক্ষমতা তাঁহার নাই, কিন্তু এমন অনেক বিষয়ে তিনি আইন করেন যাহার সহিত আমাদের প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, সুতরাং আইন না জানিলে সংসার যাত্রা সুকৌশলে নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর। ইংরাজ

গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় কোটি কোটি প্রজা পুঞ্জের সুবিধা সৌকর্য্যার্থ যে অত্যাশ্চর্য্য লৌহবর্ত্ম ও বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, উহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আমাদিগকে প্রতিদিন ঐ যানের সহায়তা অবলম্বন করিয়া যাতায়াত করিতে হয়। রেল-ওয়েরও একটি আইন আছে, তাহা বিস্তৃত। এদেশের পুরুষের মধ্যে অনেকে ইংরাজী শিখিয়াছেন ও শিখিতেছেন, সুতরাং ইংরাজী ভাষায় রেলের আইন জানিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাও আজ কালি বহু সংখ্যায় রেলে গমনাগমন করিতেছেন; তাঁহাদের পক্ষে রেলের কিঞ্চিৎ নিয়ম জানিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। অনেক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে কেবল দাসী সহযোগে রেলে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি; রেলের আইন না জানায় ইহাদিগের অসুবিধা কম হয় না। এইজন্য রেল বিধির কতকগুলি প্রয়োজনীয় ধারা এই স্থলে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম, ভরসা করি অনেকের উপকার হইবে।

ইং ১৮৭৯ অব্দের ৪ আইনের নাম ভারতবর্ষীয় রেল আইন, ইহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

(উদ্ধৃত)

১। স্ত্রীলোক ও পুরুষের হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন জন্য প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে, রেলের যাত্রী ও যাত্রিণী ভিন্ন উহাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন না। কোনও পুরুষ স্ত্রীলোকের গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার একশত টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারে।

২। প্রত্যেক প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে স্ত্রীলোকের থাকিবার স্বতন্ত্র কুঠরী আছে; প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করণার্থ স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র বিশ্রামঘর আছে। কোনও পুরুষ ভিতরে প্রবেশ করিলে তদ্দণ্ডে গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়।

৩। কোনও স্ত্রীলোক যাত্রীর বিশ্বাসী অভিভাবক, নিতান্ত আত্মীয় কুটুম্ব অথবা স্বামী সঙ্গে থাকিলে স্ত্রীলোক তাহার সহিত পুরুষের গাড়ীতে বসিতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থলে তাহার মান মর্য্যাদা রক্ষার ভার তাহার অভিভাবকের উপর নির্ভর করে।

৪। কোনও স্ত্রীলোক নিতান্ত অভদ্র পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক কিম্বা সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় গাড়ীতে বসিতে কিম্বা আপনার কুপ্রকৃতির পরিচয় দিতে পারে না। কেহ আপত্তি করিলে তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া টীকেট কাড়িয়া লওয়া হয় ও বিশেষ উৎপাত করিলে দণ্ডের জন্য হাকিমের নিকট পাঠান হয়।

৫। সঙ্গীদিগের

গাড়ীর ভিতর কেহ তামাকু, গাঁজা, চরস, চুরট বা মজুর ধূমপান করিলে ২০৲ টাকা দণ্ড হয়। নিষেধ না শুনিলে তাহাকেগাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়া টীকিট কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে।

৬। বিনা টিকিটে গাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, করিলে অনধিকার প্রবেশের মোকর্দ্দমা হয়।

৭। মীর্জ্জাপুর ও দিল্লী সহরে বিনা হুকুমে কেহ প্লাটফরমে যাইতে পারে না।

৮। বারুদ, গন্ধক, বিষ, বিষাক্ত ঔষধ, দেশালাই বাক্স প্রভৃতি বিপদজনক বা দাহ্য পদার্থ রেলের গাড়ীতে বিনাহুকুমে সঙ্গে রাখিলে দুই শত টাকা দণ্ড হয়।

৯। কোনও যাত্রী টিকিট লইয়া পীড়া বিপদ বা অনিচ্ছাবশতঃ যদি গাড়ীতে না আরোহণ করে, তাহা হইলে ষ্টেসন মাষ্টারকে টিকিট ফিরিয়া দিলে টিকিটের টাকা ফেরত পাইবেন।

১০। রেল কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী বা চাকর ঘুস স্বরূপে টাকা বা কোনও দ্রব্য চহিতে পারে না। চাহিলে বা লইলে বিশেষ রূপে দণ্ডিত হয়।

১১। কোনও কিছু বিপদ হইলে বা পীড়া হইলে ষ্টেশন মাষ্টার কিম্বা গাড়ীর গার্ডকে বলিতে হয়। প্রত্যেক কুঠুরীর নীচে দড়ি ঝুলান থাকে, ঐ দড়ি টানিলে গার্ড গাড়ী থামাইয়া অনুসন্ধান লয়। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবাদিনীদিগের প্রতি নিবেদন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

ব্রহ্মবাদিনীগণ, তোমরা কি জান না, যে "সাকারবাদীরা" বলিতে পারেন না, যে যিনি অনাদি, অনন্ত, নিরাধার নিরবলম্ব, তিনি নিরাকার নন। যাঁহারা যথাবস্থক জ্ঞানাভাবে প্রতিমোপাসক হন, তাঁহাদিগের জ্ঞান যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, সেই পরিমাণে তাঁহারা অপ্রতিমোপসক হইবেন এবং ব্রহ্মের সকল সন্তান একদিন না এক দিন তাঁহার চরণে আশ্রয় লাভে সমর্থ হইবেন। অপ্রতিম-ব্রহ্মোপাসক না হইলে কেহই মুক্তিলাভ বিধি। পারিবেন না, ইহা সকল শাস্ত্র ও সময়ে অনেক প্র-দিত বাক্য।" নিরাকার বাদীরাও স্বীকার করেন নিরাকার সত্য স্বরূপ ঈশ্বর এই সাকার জগতের প্রাণ-রূপে বর্ত্তমান, এবং সাকার বস্তু উপায় রূপে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাধনা করিলে দোষ নাই। এ প্রকার জ্ঞান সত্বেও কি তোমরা কেবল মতামত বা সাম্প্রদায়িক ভাবের অধীনা হইবে? এরূপ মতামতের আন্দোলন বা সাম্প্রদায়িকতা হইতেই বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। বিদ্বেষ হইতে নীচতার বিষ উৎপন্ন হইয়া মনকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিতে থাকে। যে মতামত বা সাম্প্রদায়িকতার ফল এমন গরলময়, তাহাকে কি হৃদয়ে স্থান দিতে আছে?

অসাম্প্রদায়িক, উদার, বিশ্বব্যাপী পবিত্র প্রেমই এ বিষম বিষ হইতে রক্ষা পাইবার মহৌষধ। ঈদৃশ প্রেম স্থানে, কালে, এবং স্বজাতি বা বিজাতিতে বদ্ধ নহে। উহা মান, অপমান, অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থ, পরার্থ, মোহ, মায়া, বিষয়াসক্তি ও নানারূপ পার্থিব ভেদাভেদ জ্ঞান অতিক্রম করিয়া নিত্যকাল চলিতে থাকে। সেই অনন্ত প্রেমদাতা ভিন্ন আর কিছুতেই উহার তৃপ্তি ও চরিতার্থতা হয় না। এরূপ নিত্য পবিত্র প্রেম যেমন তোমরা তোমাদিগের বাক্য ও ব্যবহারে দেখাইতে পার, তেমন কি পুরুষে পারে? তোমরা মানবসমাজ রূপ উদ্যানের গোলাপ পুষ্প হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমরাই কথিত প্রেমাভ্যাসে পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিকতর সমর্থ হইতে পার। এ দেশের নারীগণ কত প্রকার ব্রতাবলম্বন করেন; কিন্তু ব্রাহ্মিকাগণ! প্রেম ব্রত পালনই তোমাদিগের উপযুক্ত। তোমরা কি জান না, যে "যাঁহারা জ্ঞান-প্রেমের প্রভাবে সত্যাসত্য হইতে সত্যকে চিনিয়া লইতে ও আপনাদিগের জীবনকে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ও পবিত্র করিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার যোগ্য।" তোমরা যখন ব্রাহ্মিকা হইয়াছ, তখন তোমরা অন্যান্য স্ত্রীলোকাপেক্ষা উন্নত ও পবিত্রমনা হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছ ইহাই সম্ভবনীয়। অতএব বিশুদ্ধ-প্রেম-ব্রত পালন করা তোমাদিগের যোগ্য। তোমরা মাতৃপদ-বাচ্য, মার মত সুমিষ্ট শব্দ আর নাই। মা যেমন আপনার পয়োধর নিঃসৃত স্নেহ-নীর দ্বারা শিশুর জীবন পোষণ করেন, মাতৃগণ! তোমরা সেইরূপ তোমাদিগের হৃদয়ের পবিত্র প্রীতি-সুধা-দানে জাতি বর্ণ, স্বদেশ বিদেশ, আপনার পর, স্বধর্ম্ম বিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল প্রকার লোকের পার্থিব ও নিত্য জীবন পালনে সাধ্যমত যত্নশীলা হও। যতদিন বিশুদ্ধ প্রীতির বলে এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও ও আফ্রিকা, পৃথিবীর এই চারি মহা খণ্ডের লোকদিগকে ব্রহ্ম-সন্তান বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার; যত দিন ঐ সমস্ত লোকদিগকে সেই পূর্ণ ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত প্রেম বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য তিনি নিজে সহায় হইতেছেন, ইহা প্রতীত করিতে না পার; যত দিন জ্ঞান করিয়া বুঝিতে না পার, যে সেই প্রেমদাতা, সেই মঙ্গলদাতা তাঁহার প্রেম, মঙ্গল অজস্রধারে বর্ষণ করিবার জন্যই এই সৃষ্টির উৎপাদন করিয়াছেন, যত দিন সুস্পষ্টরূপে জানিতে না পার যে তাঁহারই প্রেমে পরিচালিত হইয়া সমস্ত সৃষ্টি চরমে তাঁহারই প্রেম ভোগের জন্য প্রধাবিত হইতেছে; যত দিন লতা পাতায়, ফল ফুলে, বৃক্ষ রাজিতে, পর্ব্বত শ্রেণীতে, নদ নদী সাগর মহাসা" মেঘ বিদ্যুতে, সূর্য্য চ"

আকাশে, স্থানে কালে, অগণ্য তারকায় অনল অনিলে, কীট পতঙ্গে, পশু পক্ষীতে, অসংখ্য মানব মানবীতে, আকর্ষণ, স্নেহ, দয়া, প্রীতি, পরহিতৈষণা, প্রভৃতি বিবিধ শক্তি রূপে তাঁহার প্রসৃত অনন্ত প্রেম পাশ দেখিতে না পাও; যত দিন পরদুঃখ-মোচন ও সুখোন্নতি-সাধন জন্য তোমাদিগের কোমল হৃদয়ে ব্যাকুলতা উপস্থিত না হয়; যত দিন তোমাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান, বিশ্বাস ও চিন্তা বিশুদ্ধ প্রেম-রসে আর্দ্রীভূত না হয়; যত দিন বৃক্ষ যেমন নানা কঠোর আঘাত নীরবে সহ্য করে, সেই রূপ তোমরা সাংসারিক দুঃখ কষ্ট নিঃশব্দে বহন করিতে না পার; যত দিন তৃণ যেমন পদ-দলিত হইয়াও আপনার নিরভিমানিতা প্রকাশ করে, সেই রূপ তোমরা নিরভিমানিনী না হও, যত দিন তোমাদের কোমল প্রাণ সেই প্রেমদাতার প্রেম-জলধিতে সদা মগ্ন থাকিতে না পারে; যত দিন তোমরা সশরীরে স্বর্গ-ভোগ না কর; তত দিন নিশ্চয় জানিও তোমাদিগের বিশুদ্ধ-প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। তত দিন তোমরা কায়-মনো-বাক্যে ঐ ব্রত পালনে চেষ্টা করিবে। তত দিন তোমরা এই বলিয়া সেই প্রেমময়ের চরণ-তলে প্রতিদিন কাঁদিবে, যে "হে মঙ্গল নিধান! আমার বিধি ', জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, সময়ে অনেক আ বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহার সকলই সম্পূর্ণরূপে ও নির্ব্বিশেষ তোমার পবিত্রতম চরণের অধীন কর, আমি যাহাতে নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমাকে প্রীতি ও প্রাণগত চেষ্টায় তোমার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য এই অনিত্য সংসারে বাস করিতে পারি, তাহার মত আমায় বল দাও, তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা আমার অনিত্য ও নিত্য জীবনে পূর্ণ হউক, তোমার জয় আমার সমস্ত দেহ-মনঃ-প্রাণে হউক।"

প্রার্থনার ফল কিছু কিছু হাতে হাতে হয়, তাহা অধিকতর ও স্থায়ী করিবার জন্য বারম্বার দীর্ঘকাল প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন। প্রার্থনা বিষয়ক এই নিয়ম ভুলিও না।

বৎসগণ! আমি এতক্ষণ তোমাদিগকে যাহা বলিলাম তাহার মধ্যে যাহা কিছু অসার, তাহাই আমার, আর যাহা সার, সত্য, তাহা সেই অভ্রান্ত, সারবান্ সত্যস্বরূপের আদেশ। তৎ পালনে যতই তোমরা যত্নবতী হইবে, ততই তোমরা প্রভূত মঙ্গল লাভ করিবে। দেখ যেন তৎপ্রতি অযত্ন জন্য তোমাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ভক্তি, প্রেম ও সেই প্রাণেশ্বরের স্নেহ করুণার অবমাননা না হয়। তিনি তোমাদিগকে এরূপ মহাপরাধ ও মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন।

হে করুণানিধান! তোমার দুরব-গাহ্য প্রেমে তোমার যে সকল এ দেশীয়

কন্যা ব্রাহ্মিকা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনের পবিত্রতা প্রভাবে যেন ব্রাহ্ম-দিগের প্রভূত মঙ্গল হয়! বিশুদ্ধ-প্রীতি নিহিত কোমলতা ও মৃদুতার অনতিক্রমণীয় শক্তি কেমন ধীরে ধীরে শান্তি ও আনন্দ বিস্তার করে, তাহাই যেন তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনে প্রদ-র্শন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা যেন সতী লক্ষ্মীর গুণ ভূষণে ভূষিত হইয়া তোমাকেই নিত্য-গৃহ-লক্ষ্মীরূপে দেখিতে দেখিতে পরিবার মধ্যে তোমারই অপ্র-তিমোপাসনা-জনিত অমৃতানন্দ বিতরণ করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। ইহাঁ-দিগের যে বক্ষঃস্থল শিশুর কোমল প্রাণ-পোষণ সুধার আধার হইয়াছে, তাহা হইতে যেন তোমার বিশুদ্ধ প্রেম-ধারা নির্গত হইয়া জনগণের মঙ্গলোন্নতি সাধন করিতে থাকে। ইহাঁদিগের যে মুখশ্রীতে ভক্তি, প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা ও বিশ্বাসের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবে, তাহাতে যেন পাপের জীবনের রেখাও না পড়ে। ইহাঁদিগের যে রসনা ও কণ্ঠ হইতে সুমধুর ভাষায় ও মন চিত্ত-হারী রবে পবিত্র সঙ্গীত লহরী উত্থিত হইয়া তোমার মহাসিংহাসন-তলে উপ-নীত হইবে, সেই রসনা ও কণ্ঠ হইতে যেন নানা দুঃখ-যন্ত্রণার কারণরূপ কর্কশ ভাষা ও কর্কশ শব্দ বিনির্গত না হয়। ইহাঁদিগের যে হৃদয় পদ্ম সদা তোমার পবিত্র আসনোপযোগী হইবে, তাহা যেন সংসারাসক্তি ও পাপের বৃত্তি দ্বারা হীন ক্ষীণ না হয়। দেখ প্রভো ইহাঁদিগের ইচ্ছা যেন তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন থাকিয়া বল ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। আমরা যতই তোমার ইচ্ছার অনধীন হই, ততই পাপের অধীন হই, এই মহা-বাক্য যেন ইহাঁদিগের স্মরণপথে সদা উদয় হয়।

হে নিত্য মঙ্গলময়! যে নিত্য, পবিত্র, বিশ্বব্যাপী প্রেমের বলে ঈশা চৈতন্যাদি ভক্তগণের প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল, যাহার তরঙ্গে দেব-জীবন পাপের-জীবনকে পরাভব করে, ও মর্ত্ত্য-লোক ও দেবলোক এক হইয়া যায়, যাহার শক্তি পাপ তাপ, শোক সন্তাপ, শত্রুমিত্রাদির ভেদ জ্ঞান অতিক্রম করিয়া সাধককে অনন্ত-কাল তোমার মঙ্গল চরণে মিলিত করে, তোমার সেই অগাধ ও অহেতুক প্রেম-নীরে ব্রাহ্ম-সমাজের এই বৃদ্ধ সেবক ব্রাহ্মিকাদিগকে অল্পদিনের জন্যও মগ্ন থাকিতে দেখিয়া যদি তাহার দেহ ত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহার জীবন কৃতার্থ ও সার্থক হয়। হে প্রেমাকর! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক! তোমারই জয় হউক!

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

২৮৩ সংখ্যা, শ্রাবণ—আগষ্ট।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৯৭
নারীজীবনের মহত্ব ৯৯
বৈদিককালে নারীগণের অবস্থা ১০৩
ফুল ১০৫
সন্তোষ ক্ষেত্র ১০৬
ভিক্টোরিয়া কলেজ ১০৯
ভাষার উৎপত্তি ১১০
ষট্ সহোদরা (পদ্য) ১১৬
ষ্ট্রাসবর্গের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি ১১৮
বিষয়-বিজ্ঞান ১২০
বাষ্পীয় যন্ত্র ১২৪
নূতন সংবাদ ১২৫
বামারচনা—বিজলী (পদ্য) ১২৬
স্বতনের অশ্রুবারি (পদ্য) ১২৮

---

২৮৪ সংখ্যা, ভাদ্র—সেপ্টেম্বর

বন্দনা (পদ্য) ১২৯
বামাবোধিনীর পঞ্চবিংশ শুভ জন্মোৎসব ১৩০
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩৬
মহা আহ্বান ১৩৮
প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহারাদি ১৪১
বনবাসিনী ১৪৩
সঙ্গীত ১৫০
বঙ্গমহিলা সমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসব ১৫৩
ধ্বজা-রোপণ ব্রত ১৫৪
বিষয় বিজ্ঞান ১৫৭
বামাবোধিনী জুবিলী ১৫৯
নূতন সংবাদ ১৬০
পুস্তকাদি সমালোচনা ঐ

---

২৮৫ সংখ্যা, আশ্বিন—অক্টোবর

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৬১
তিব্বত ১৬৩
মধুক্রম ১৬৬
পেনসিলভেনিয়া স্ত্রী মেডিকেল কলেজ ১৬৮
বিষয় বিজ্ঞান ১৭০
সাধের মরণ (পদ্য) ১৭২
নারীচরিত ১৭৪
আহার ও পাক ১৭৭
ফুল বা ফুলজানী বেগম (পদ্য) ১৮০
সদুপদেশের ফল ১৮১
একটী বাঙ্গালী বালকের সাধুতা ১৮২
বীরভূম ১৮৩
বালকের ধনী হইবার বাসনা এবং বুদ্ধিমতী মাতার উপদেশ ১৮৬
ভক্তিকথা ১৮৭
বামাবোধিনী জুবিলী ১৮৮
ত্রুটি সংশোধন ১৯০
নূতন সংবাদ ১৯১
বামারচনা—সময় (পদ্য) ১৯১
সাধের কুঞ্জটী আমার (পদ্য) ১৯২

---

২৮৬ সংখ্যা, কার্ত্তিক—নবেম্বর

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯৩
জৈন সম্প্রদায় ১৯৪

বিবি কিংসফোর্ড ১৯৭
শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ১৯৮
ষট্ সহোদর (পদ্য) ২০১
পুস্তক পাঠ ২০৩
বঙ্গমহিলার পত্র ২০৫
বিশ্ব সেবা-ব্রতে রমণীর সহকারিতা ২০৯
মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ ২১৩
মৃত্তিকা ভোজী জাতি ২১৭
প্রথম তারের খবর ২১৯
ভক্তি কথা ২২০
নূতন সংবাদ ২২১
পুস্তকাদি সমালোচনা ২২২
বামারচনা—স্ত্রী শিক্ষা ২২৩

২৮৭সংখ্যা, অগ্রহায়ণ—ডিসেম্বর

সাময়িক প্রসঙ্গ ২২৫
নারীচরিত—জননী আনা ২২৮
নব্যাগৃহিণী ২৩০
প্রাচীন মন্দির ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ২৩৫
গৃহিণীপনা ২৩৯
ঘণ্টারাম ঠাকুরের কথকতা ২৪৪
বিশ্বসেবাব্রতে রমণীর সহকারিতা ২৪৭
ঝান্সীরাণী লক্ষ্মীবাই (পদ্য) ২৫০
শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ২৫২
মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ ২৫৪
নূতন সংবাদ ২৫৫
বামারচনা—হিন্দু বিবাহ ২৫৫

২৮৮ সংখ্যা, পৌষ—জানুয়ারি

সাময়িক প্রসঙ্গ ২৫৭
বিমাতা ২৫৭
ইন্দ্রদ্যুম্ন দুর্গ ২৬৩
প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও তাহার উন্নতির উপায় ২৬৫
লেডী ডফারিণ ২৬৯
ফুল ও বাহার ২৭০
অভ্যর্থনা (পদ্য) ২৭৪
মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ ২৭৫
শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ২৭৭
গৃহিণীপনা ২৮০
নূতন সংবাদ ২৮৭
বামারচনা—গয়া বালিকা-বিদ্যালয় ২৮৮

২৮৯ সংখ্যা, মাঘ—ফেব্রুয়ারি।

সাময়িক প্রসঙ্গ ২৮৯
প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ ২৯২
ক্ষমা ২৯৫
বুটিয়া পাশ ২৯৮
বসন্ত কাল (পদ্য) ৩০১
কৃষীয় শিক্ষা সমিতি ৩০২
কায়স্থ জাতি ৩০৪
প্রাচীন মন্দির ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ৩০৮
মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ ৩১০
জাতীয় মহা সমিতি ৩১২
স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার ৩১৫
নূতন সংবাদ ৩১৮
পুস্তকাদি সমালোচনা ৩১৯
বামা রচনা—অনন্ত প্রহেলিকা ৩১৯

২৯০ সংখ্যা, ফাল্গুন—মার্চ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩২১

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ ৩২৩
ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা
স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের
কত প্রকার উপায় হইতে পারে? ৩৩০
স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধুক্তি ৩৩৪
মায়ের সাধ (পদ্য) ৩৩৬
শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ৩৩৮
বীর ধাত্রী "পান্না" ৩৪১
ব্রহ্মবাদিনীদিগের সমীপে
নিবেদন ৩৪১
কুমারী ম্যানিঙ ৩৪৫
টোট্‌কা ঔষধ ৩৪৯
নূতন সংবাদ ৩৫০
বামারচনা—কে তুমি? (পদ্য) ৩৫১

২৯১ সংখ্যা, চৈত্র—এপ্রেল।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৫৩
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ৩৫৫
আনন্দবাই যশীর মানসিক
প্রকৃতির ছবি ৩৫৮
তুরস্কীয় প্রবাদ বাক্য ৩৬০
দুঃখিনী বিধবা ও অনাথাদিগের
জীবিকার উপায় ৩৬২
সংগ্রাম (পদ্য) ৩৬৭
স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত ৩৬৮
চুণার দুর্গ ৩৭০
স্ত্রীযাত্রী ও রেলআইন ৩৭২
ব্রহ্মবাদিনীদিগের প্রতি নিবেদন ৩৭৪
নূতন সংবাদ ৩৭৮
পুস্তকাদি সমালোচনা ঐ
১২৯৫ সালের বামাবোধিনীর
সংখ্যানুসারে সূচীপত্র ৩৭৯
ঐ বিষয়ানুসারে ৩৮২

১২৯৫ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীশিক্ষা।

নববর্ষ ৩
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য
স[illegible]প্রস্তাব ৮৫
[illegible] কলেজ ১৯০
বামাবোধিনীর পঞ্চবিংশ
শুভ জন্মোৎসব ১৩০
বঙ্গমহিলা সমাজের [illegible]
বামাবোধিনীর জুবিলী ১৫৯, ১৯৮
পেনসিলভেনিয়া স্ত্রীমেডিকেল
কলেজ ১৬৮
ত্রুটিসংশোধন ১৯০

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকার্য্য।

কুমারী ভিনিসি ৫
[illegible]

সীতা ... ১৫
মুক্তিফৌজ সম্প্রদায়ের ধুরন্ধরিণী ২৭
মহিষারী রাজমহিলা ৪০
ফুলজানি বেগম ৭০
অসামান্যা রমণী ৭৯
নারীজীবনের মহত্ত্ব ৯৯
কাউণ্টেস ওয়ারিক মেরী ১৭৪
বিবী কিংসফোর্ড ১৯৭
জননী আনা ২২৮
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ৩
জুহূ ও সরমা ১৯২
ঘোষা ৩২৩, ৩৫৫
কুমারী মার্টিনং (সচিত্র) ৩৪৫
আনন্দবাই যশীর মানসিক প্রকৃতির ছবি ৩৫৮

৩। ধর্ম্ম ও নীতি।

শরণাগত পালন ১৯
হাঁসি ২৫
উমামহেশ্বর সংবাদ ৩৭
স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধুক্তি ৫৮, ৩৩৪
হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুরমণী ৭৪
পরিবর্ত্তন ৭৭
দুইটী ছবি ৮৩
ফুল ১০৫
মহা আহ্বান ১৩৮
সঙ্গীত ১৫০
ধ্বজারোপণ ব্রত ১৫৪
সদুপদেশের ফল ১৮১
একটী বাঙ্গালী বালকের সাধুতা ১৮২
বুদ্ধিমতী মাতার উপদেশ ১৮৬
[illegible] ১৮৭, ২২০
[illegible] ২০৫
বিধবা ব্রতে [illegible] সহায়তা [illegible]
মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ ২১৩, ২৫৪, ২৭[illegible], ৩[illegible]
নব্যা গৃহিণী [illegible]
গৃহিণীপনা ২৩৯, [illegible]
বিমাতা [illegible]
প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকর্ম্ম প্রণালী ২৩৫
ক্ষমা ২৯৪
স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার ৩১৫
ব্রহ্মচারিণীদিগের সমীপে নিবেদন ৩৪২, ৩৭[illegible]
তুরস্কীয় প্রবাদ বাক্য [illegible]
স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত ৩৬৮

৪। বিজ্ঞান।

দুগ্ধ ২৩
রামধনু ৫০
অদ্ভুত বিবরণ ৬০
মনুষ্যের মস্তিষ্ক ৭৩
ভাষার উৎপত্তি ১১০
বিষয় বিজ্ঞান ১২০, ১৫৮, ১৭০
বাষ্পীয় যন্ত্র ১২৫
মধুক্রম ১৬৬
আহার ও পাক ১৭[illegible]
শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ১৯৮, ২৫[illegible], ২৭৭, ৩৩৮
প্রথম তারের খবর ২[illegible]

৫। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

জয়পুর ও জয়পুররাজের সৌজন্য [illegible]
বঙ্গের প্রাচীন গৌরব (তমলুক) [illegible]
বৈদিককালের নারীগণের আচার ব্যবহার ৩৭, ১০[illegible]
আলাস্কা দেশীয় স্ত্রীলোক ৮[illegible]
জৈন সম্প্রদায় ১১৫

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহারাদি ১৪১
... ১৬৩
বীরভূম ১৭৩
প্রাচীন মন্দির ও ভ্রমণবৃত্তান্ত ২৩৫,৩০৪
... দুর্গ ২৬৩
... পাশ ২৯৮
... দুর্গ ৩৭০

৬। অদ্ভুত বিবরণ ও উপন্যাস।

... দুর্গ ১১
... আশ্চর্য্য বৃক্ষ ১৩
...গ্রামের কথকতা ৪৩, ২৪৪
... কেন ? ৪৯
জীবন্ত উপন্যাস ৫৯
সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ৮৭
... সাহসিক কার্য্য ৯২
...বর্গের আশ্চর্য্য কার্য্য ১১৮
বনবাসিনী ১৪৩
মৃত্তিকাভোজী জাতি ২১৭
... বাহার ২৭০

৭। পদ্য।

... মৃতাপত্নী ৫১
... ৪৮
...মধ্যে সুষুপ্তা দময়ন্তী ৫৫
...রথী তটে সন্ন্যাসী ৮৮
... সহোদরা ১১৬
... ১২৯
... মরণ ১৭২
... ফুলজানি বেগম ১৮০
... ২০১
... বাই ২৫০
... ২৭৪
... ৩০১
... সাধ ৩৩৬
... পাল্লা ৩৪১
... ৩৬৭

৮। বিবিধ।

পুস্তকপাঠ ২০৩
রুষীয় ভিক্ষা সমিতি ৩০২
কায়স্থ জাতি ৩০৪
জাতীয় মহাসমিতি ৩১২
ভারতের দুঃখিনী অনাথা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে ৩৩০ ও ৩৬২
টোট্‌কা ঔষধ ৩৪৯
স্ত্রীযাত্রী ও রেল আইন ৩৭২

৯। বামারচনা।

ভাইবোন ৬১
ভুলনা আমায় ৬৩
খোকার হাসি ৯৫
বিজলী ১২৬
যতনের অশ্রুবারি ১২৮
সময় ১৯১
সাধের কুঞ্জটী আমার ১৯২
স্ত্রীশিক্ষা ২২৩
হিন্দুবিবাহ ২৪৫
গয়া বালিকাবিদ্যালয় ২৮৮
অনন্ত প্রহেলিকা ৩১৯
কে তুমি ? ৩৫১

১০। সামায়িক প্রসঙ্গ।

১, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১৩৬, ১৬১, ১৯৩, ২২৫, ২৯৭, ২৯০, ৩২১, ৩৫৩।

১১। নূতন সংবাদ।

২৯, ৬১, ৯৩, ১২৫, ১৬০, ২২১, ২৫৫, ২৮৭, ৩১৮, ৩৫০, ৩৭৮।

১২। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৩০, ৬২, ১৬০, ২২১, ৩১৯, ৩৭৮।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯২ সংখ্যা । বৈশাখ ১২৯৬—মে ১৮৮৯। ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

নববর্ষ।

নীরবে ডুবিয়া গেল বর্ষ পুরাতন
অনন্ত কালের গর্ভে, ফিরিবেনা আর!
নিমেষ, পলক, দণ্ড, প্রহর, দিবস,
পক্ষ, মাস, ঋতু তার সহচর দল
কত বিধি বিধাতার করিল প্রচার,
সাধিলেক কত কাজ না হয় গণন।
সকলি কালের খেলা মহাকাল করে—
ডাকে মর্ত্ত্য জীব নরে সঁপিতে জীবন
জীবন-আধারে, ইচ্ছাস্রোতে
ভাসিবারে
তাঁর, পাইবারে নিত্য অমৃত জীবন।
কয়জন শুনিল সে ডাক, উঠে জাগি
[illegible] জীবনের ইষ্ট মহাব্রত?

হায় হায়! মহামোহ ঘুমে অচেতন,
জাগিয়া না জাগে জীব, হয়ে অবিরত
আলস্য পাপের দাস—স্বহস্তে বিনাশে
আপনার প্রাণ—হত দণ্ড পল দিন
হাজার হাজার, ফুরাইছে গণা দিন,
মৃত্যু সহ ঘণ্টানাদে ফুরাইবে সব।
কে আছ সুজ্ঞানী জাগ থাকিতে
সময়,

নববর্ষ দিল পুনঃ নব অবসর।
ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিয়া যেমন,
সুরধুনী লয়ে পাছে হয়ে আগুসার,
মাটিটী সহস্র পিতৃপুরুষে উদ্ধারি
প্রসারিল জগতের উদ্ধারের পথ।

চল জীব আগুসারি ব্রহ্মজয় ধ্বনি
করি, সময়ের স্রোত আসুক পশ্চাতে-
স্বর্গ মন্দাকিনী স্রোতে ভাসিবে
জীবন,
মৃত জীবনের ভস্ম পরশে তাহার,
শত দিব্য মূর্ত্তি ধরি উঠিবে জাগিয়া,
আপনি তরিবে, তরাইবে ত্রিসংসার।
নববর্ষ-শঙ্খধ্বনি কর মহোৎসাহে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একমনে একপ্রাণে,—
যাক্ দূরে পুরাতন আলস্য জড়তা,
আসুক বিশ্বাস আশা উদ্যম অটল,
যাক্ দূরে স্বার্থভাব বিষয় বন্ধন,
জাগুক অন্তরে বিশ্ব হিতের কামনা।
যাক্ দূরে ইন্দ্রিয় লালসা নীচভাব,
আসুক বৈরাগ্য ব্রত পবিত্র সাধনা।
যাক্ দূরে হিংসা দ্বেষ ছল কপটতা,
জ্বলুক অন্তরে প্রেম পুণ্যের অনল,
যাক্ ধনমান সুখ অনিত্য বাসনা,
নিত্য ধনে অনুরাগ হউক প্রবল।
শুভ শঙ্খধ্বনি করে চল অবিরাম,
রক্তবীজ সম পাপ চিন্তা সুদুর্জ্জয়
নাশ হুহুঙ্কারে, কর কর শঙ্খনাদ।
শঙ্খনাদে দেবভাব উঠুক জাগিয়া
প্রাণ মাঝে; দেববলে হয়ে বলীয়ান্,
জীবন সংগ্রামে হও সিদ্ধ-মনোরথ,
বিজয় মুকুট শিরে শোভিবে অতুল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইংরাজ বাঙ্গালীর সম্মিলন— গত ২০ [illegible] এপ্রেল আমাদের সহৃদয় ছোট লাট বাহাদুর জাতীয় [illegible] সভার পক্ষ হইয়া আপনার বেলবেডিয়ার রাজ-প্রাসাদে এক সায়ংসমিতি আহ্বান করেন, তাহাতে অনেক গণ্য মান্য সাহেব বিবী এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও মহিলা বন্ধু ভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহিত আলাপাদি করেন। সার ষ্টিওয়ার্ট বেলী ও লেডী বেলীর সৌজন্যে সকলেই বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছেন। এইরূপ মিলনে ইংরাজ বাঙ্গালী উভয় জাতির বহু কল্যাণের [illegible]

মরা মানুষ বাঁচা— সাপুরে একটী স্ত্রীলোকের ওলাউঠা হইয়াছিল, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে বলিয়া আত্মীয়েরা অন্তর্জলী করিয়া পরে তাহার দাহের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সে সচেতন হইয়া উঠে। সে মরে নাই, মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। প্রাণ থাকিতে কত লোককে দগ্ধ করা হয় এবং দানা পাইয়াছে বলিয়া জীবন্ত লোককে মারিয়া ফেলা হয়। মৃত্যুর পর অন্ততঃ ৫। ৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করা উচিত।

গগন বিহার— স্পেন্সার সাহেব কলিকাতায় বেলুন আনিয়া [illegible]

বাঁধাইয়াছেন, সহরশুদ্ধ লোক আবাল-বৃদ্ধবনিতা বেলুন বেলুন করিয়া পাগল হইয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা কাগজ ও কাপড়ের বেলুন উড়াইতেছে। গত ১০ই এপ্রেল বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক বাঙ্গালী স্পেন্সারের সহিত বেলুন আরোহণ করিয়া নির্বিঘ্নে ভূমিতলে অবতীর্ণ হন। এদেশে বাঙ্গালীর আকাশে উড়াব এই প্রথম দৃষ্টান্ত। ইনি নিজের জন্য একটী বেলুন ক্রয় করিয়াছেন। স্পেন্সার কয়েকবার নারিকেল ডাঙ্গা, কাশীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বেলুনে উড়িয়া সাধারণকে আমোদিত করেন, তন্মধ্যে গত চৈত্র সংক্রান্তির দিন কাশীপুরের প্রদর্শনী সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। প্রায় ১০ হাজার ফিট উপরে উঠিয়া তিনি একটী প্যারাসুট ছত্র হস্তে বেলুন হইতে লম্ফ প্রদান করেন। তীরবেগে ৩০০ ফিট নামিলে ছত্রটী খুলিয়া যায়, তখন তিনি ছত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে অতি চমৎকার ভাবে ভূতলে আসিয়া অবতীর্ণ হন।

বিধবাশ্রম—চারিদিকে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে পুনাতে পণ্ডিতা রমাবাই আশ্রম করিয়াছেন। জলপাইগুড়ীতে এক মুন্সেফ ১০০ বিধবার সমাবেশ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আবার শুনিতে পাই, কৃষ্ণনগরে এইরূপ একটী আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। বিধবাদিগকে বিবাহ দেওয়া এই সকল আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তাহাদিগকে শিল্প ও বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া কাজের উপযুক্ত করাই উদ্দেশ্য। এরূপ আশ্রম চালান বড় কঠিন, সুব্যবস্থার সহিত কার্য্য হয়, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

সুরাটে অগ্নিকাণ্ড—এত বড় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের কথা অনেক কাল শুনা যায় নাই। সুরাটের ২৫ হাজার লোক গৃহহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথের কাঙ্গাল হইয়াছে, প্রায় ১ কোটী টাকার দ্রব্য সামগ্রী ভস্মসাৎ হইয়াছে। নিরাশ্রয় লোকদিগের সাহায্যের জন্য দাতব্য ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বরদার গুইকুমার ৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোক চাঁদা দিয়াছেন। সার মানকজী পেটিট দাতব্য ফণ্ডের পক্ষ হইতে প্রত্যেক বিপন্ন ব্যক্তিকে ৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য দান করিয়াছেন। এ প্রদেশ হইতে চাঁদা তোলা আবশ্যক।

দান—(১) বোম্বাইয়ের এক ধনী লোক তত্রত্য গ্রাণ্ট মেডিকাল হাসপাতালে স্ত্রীলোক দগের জন্য ঔষধালয় স্থাপনার্থ ১০ হাজার টাকা এবং জিজিভাই হাসপাতালে ওলাউঠা রোগী রাখিবার সুব্যবস্থার জন্য ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (২) লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ভাগলপুরের অন্যতম জমীদার বাবু হরিমোহন ঠাকুর ১০০০ ও বেত্তিয়ার মহারাজা ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

নূতন রেজিষ্ট্রার—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব ২ বৎসরের

জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার পি, কে, রায় ২॥ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত এই কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সুন্দর মেলা—পৃথিবীর নানা স্থানে সুন্দরী মেলা হইতেছে দেখিয়া জর্ম্মণিতে এক সুন্দর মেলা বসিয়াছে। ভাল গোঁপ, বড় নাক ও উত্তম টাকওয়ালা লোক সুন্দর শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সুন্দরীরা সুন্দররাজ নির্ব্বাচন করিবেন।

আমেরিকার নূতন প্রেসিডেণ্ট—প্রেসিডেণ্ট হারিসন অতি ঈশ্বরপরায়ণ লোক। যুক্তরাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ কালে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন ঃ—

"সাধারণ গুরুতর কর্ত্তব্য ভার বহনের সময় মানুষ অনন্যসহায় হইয়া পড়ে। কিন্তু একজন আছেন যিনি নির্জ্জন মন্ত্রগৃহে সাহায্য প্রেরণ করেন। আমি সেই জ্ঞানময়ের অমোঘ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া নিরাপদে চলিব, এই আমার ভরসা।"

আদর্শ বঙ্গরমণী। *

পুরুষ ও প্রকৃতি, এই উভয়ের মিলনে সৃষ্টি, এইরূপ কথিত আছে। এই "হরগৌরী" মিলনের উপরে সমাজেরও অস্তিত্ব নির্ভর করে। রমণী সমাজে শক্তিরূপিণী; সমাজ জীবন এই শক্তির দ্বারাই রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। রমণীর শরীর, মন ও জীবনের উপর সমাজের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং স্ত্রীজাতির আদর্শ যত উন্নত হয়, ততই মঙ্গল।

জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যতই হীনতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দিই না কেন, আমাদের কল্পনা প্রায়ই উচ্চতর রাজ্যে ভ্রমণ করে। আমরা প্রত্যেক বিষয়েরই আদর্শ গঠিত করিয়া রাখি। সে আদর্শ লাভ করা জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না; আকাশের সীমান্ত রেখার ন্যায় যতই তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই তাহা দূরে পলায়ন করে।

সকল জাতির আদর্শ সকল বিষয়ে সমান নহে। কাব্যে, সাহিত্যে এবং সামাজিক জীবনে প্রত্যেক জাতির আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। যে জাতি নারীর আদর্শ যত উচ্চরূপে ভাবিতে পারিয়াছে, সে জাতি তত উন্নত,—সে জাতির জীবনে তত পবিত্রতা এবং

* বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার কর্তৃক লিখিত এবং পারিতোষিক রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।

আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইয়াছে। সভ্যজাতি সমূহের সাহিত্য তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। নারীচরিত্রের উৎকর্ষ চিত্রণেই কবির কবিত্ব; যিনি ইহার স্বর্গীয় আদর্শ কল্পনার শিল্প তুলিকায় সর্ব্বোত্তমরূপে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কবিশ্রেষ্ঠ। যে দেশে রমণীর সদ্‌গুণসমূহ পূজা এবং আদর পাইয়াছে, যে জাতি নারীকে উপযুক্ত সম্মান দিতে শিখিয়াছে, সেই দেশ এবং সেই জাতি ধন্য!

পুরুষ জ্ঞান, রমণী ভক্তি; জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়ের মিলন না হইলে মানব সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় না। রমণী প্রেমরূপিণী হইয়া সমাজ রক্ষা ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। প্রেমের শিক্ষা দিবার জন্যই রমণী সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। রমণীর যে আদর্শ, তাহাতে এই প্রেমের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রমণীর স্বাভাবিক আদর্শ কত কত জনসমাজে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতি অতি ঘৃণিত, অপমানিত এবং পদ-দলিত। ভারতীয় কাব্যে ও সাহিত্যে যে উচ্চ উচ্চ আদর্শের অভাব, তাহা নহে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সে আদর্শভাব তত সম্মানিত হয় নাই। এখানে রমণী গৃহ ধর্ম্মের অত্যাবশ্যক বস্তু। গৃহিণী না থাকিলে গৃহ "গৃহ" নামের উপযুক্ত নয়, এই রমণীর যাহা কিছু আদর। এ সমাজে স্ত্রীজাতি দাসী ও বিলাস ভোগের সহচরী মাত্র। পুরুষের উপকার, তৃপ্তি সাধন এবং গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যই যেন রমণীর জন্ম হয়। এদেশে নারী সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে। কৈশোরে পিতা বা অভিভাবক আত্মীয়ের, যৌবনে স্বামীর, ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকাই এ দেশে নারীর প্রকৃতি। বিলাস-সামগ্রী ও সুখের উপকরণ হইয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে এবং উপযুক্তরূপে সন্তান পালন করিতে সক্ষম হইলেই বঙ্গরমণী আপনার জীবন সার্থক মনে করেন। স্বপক্ষ সাংসারিক সম্পদ লাভ করিতে পারিলেই তাঁহারা ধন্য হন। তাঁহার জীবনের [illegible] উদ্দেশ্য। কাহারও

[illegible], সামাজিক, আধ্যাত্মিক —সকল প্রকার অধীনতার মধ্যে দুর্বল [illegible] থাকিয়া বঙ্গনারীর জীবন অবসন্ন ও নিস্তেজ। কুলাচার, দেশাচার, প্রথা, শাস্ত্র, গুরুর উপদেশ, রাজবিধি এই সকল মিলিয়া বাঙ্গালীর চরিত্র গঠিত করিয়াছে। স্বাধীন চিন্তা নাই বলিলেই হয়। শত সুবিধা সত্ত্বেও পুরুষ নির্জীব,—রমণীর ত কথাই নাই। অধীনতার উপর অধীনতা। বঙ্গদেশের নারী জীবন যেন কলের পুতুলের মত, আত্মদৃষ্টি ও স্বাধীন চিন্তা যেন তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত।

বঙ্গ কবিগণের মধ্যে আদর্শ নারী চরিত্র প্রায়ই কেহ চিত্রিত করিতে পারেন নাই। বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের ত কথাই নাই; তাঁহারা রমণীর শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা এবং ভোগ বিলাসের ছবি অঙ্কনেই একাগ্র। প্রেম তাঁহাদের নিকট যেন শারীরিক একটা ভাব ছিল, বলিয়াই বোধ হয়। উচ্চ, পবিত্র কল্পনা, অতৃপ্ত অনন্তের বাসনা, নারীর প্রেম ও স্বার্থত্যাগের উপাসনা,—এ সমস্ত ভাব তখন বোধ হয় মূলেই প্রস্ফুটিত হয় নাই। আজকাল সুসভ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোকে বঙ্গীয় কাব্য কাননে অনেক উচ্চ দরের ফুল ফুটিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নিকট হইতে আমাদের প্রাচীন সময়ের নারীপূজা ফিরিয়া পাইতেছি। তাঁহাদের আদর্শ হইতেই আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শ গঠিত করিয়া লইতেছি।

সৌন্দর্য্যের পিপাসা মানবের প্রাকৃতিগত। সৌন্দর্য্যের জয় সর্ব্বত্র। সুন্দরের উপাসনার জন্য মানুষের প্রাণ ব্যগ্র। সে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত সৌন্দর্য্যের জন্য ছুটিয়া বেড়ায়। রমণী সেই সৌন্দর্য্যের বাহ্যিক প্রতিমূর্ত্তি। রমণীর রূপ, গুণ প্রেম, পবিত্রতা ও স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে মানুষ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের আদর্শ অনেকটা স্ত্রীজাতিতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য প্রেমের অনুবৃত্তি। প্রেম [illegible] আধ্যাত্মিক। সৌন্দর্য্য [illegible] প্রেম। নারীর আদর্শ প্রতিমা প্রেম এবং পবিত্রতা-অলঙ্কারে ভূষিত।

জনসমাজে যত সম্বন্ধ আছে, রমণী সে সকলের প্রাণ। নারীর প্রেম পাত্র বিশেষে বিভিন্ন আকার ও নাম ধারণ করিয়া থাকে। মাতার অনুপম স্নেহ, ভার্য্যার বিশুদ্ধ প্রেম, ভগিনীর অকৃত্রিম আদর,—এ তিনের অপেক্ষা পৃথিবীতে মধুরতর আর কি আছে? রমণী সংসারের বন্ধন-রজ্জু।

সকল অবস্থাতে রমণী গৃহে এবং সমাজে আনন্দ ও স্নেহ বিকীর্ণ করেন। বাঙ্গালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন অত্যন্ত দৃঢ়। সমাজ ও পরিবার ছাড়িয়া বাঙ্গালীর আর অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। সংসারে সুখী হইতে হইবে, এই সংকল্পই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র; সুতরাং পারিবারিক সুখ লাভের সকল প্রকার উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন।

বঙ্গরমণী শৈশবে জনক জননীর স্নেহ যত্ন এবং সহোদরের আদরের মধ্যে প্রতিপালিত হন। তাঁহার সুস্থ ও সবল দেহ, সরল স্নিগ্ধ লাবণ্য, অর্দ্ধোন্মেষিত স্নেহকলিকা সকলের হৃদয় মন স্নিগ্ধ করিবে। ক্রীড়ার মধ্যেও তাঁহার কমনীয়তা, ধৈর্য্য এবং শান্তভাবের পরিচয় থাকিবে, যাহাতে ভবিষ্যতে গৃহকর্ম্মের ভার সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, এইরূপ খেলাই বঙ্গ বালিকার বেশী প্রিয়। সেই সামান্য খেলার ভিতর দিয়াও মাতা সন্ততিকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

কৈশোরে বঙ্গবালা গৃহকর্ম্মে জননীর সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। পিতা ও মাতার আজ্ঞাবহ হইয়া, সকলের নিকট বিনীত হইয়া বালিকা সকলের নিকট স্নেহ ও আদর প্রাপ্ত হইবেন। শশিকলা যেমন দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া লোক-লোচনের আনন্দ উৎপাদন করে, আদর্শ বালিকাও তেমনি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকের আনন্দের কারণ হইয়া উঠিবেন; তাঁহার সদ্‌গুণ জ্যোৎস্না অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। তাঁহার প্রফুল্লতা, ফুলের নীরব হাসির ন্যায়, অলক্ষিতভাবে চারিদিকের শোক তাপ বিদূরিত করিবে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ বঙ্গবালা জ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করিবেন। এদেশের স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য এখন অনেক প্রকার সদুপায় অবলম্বিত হইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোক এমন আছেন, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন। বালিকাগণও বালকদিগের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে। বুদ্ধি ও মেধা স্ত্রী বা পুরুষভেদে ভিন্ন হয় না। ব্যক্তি বিশেষ যে বিশেষরূপে বুদ্ধিমান, ও মেধাবান হয়, তাহা নিয়ত চর্চ্চার গুণে। যে বংশে বুদ্ধির অধিক চর্চ্চা হইয়াছে, সে বংশের সন্তান বুদ্ধি- [illegible] হয়। আমাদের দেশে নারীজাতির বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা প্রায়ই হয় নাই; আজীবন পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের চিন্তা করিবার শক্তি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। এখন বঙ্গনারীর কোমল হৃদয় ব্যতীত আর কিছুই শ্লাঘার বিষয় নাই। মানবের যত প্রকার ক্ষমতা আছে, সকল গুলিরই উৎকর্ষ সাধন এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলে তবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়। নারীপ্রকৃতি যে অঙ্গহীন, হইয়া পড়িয়াছে, স্বাধীন চিন্তার অভাবে নারীজীবন যে বদ্ধ জলাশয়ের মত নিশ্চল এবং বিবিধ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। জ্ঞানের আলোক যেখানে থাকে না, সেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কলহ ও অশান্তি পূর্ণভাবে রাজত্ব করিতে পায়। যিনি বঙ্গরমণীকুলের আদর্শস্বরূপা হইবেন, তিনি আপনার প্রবৃত্তি এবং শক্তি সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবেন। হৃদয় মনের যত সাধু বৃত্তি আছে, সকলেরই চর্চ্চা করিবেন। বুদ্ধিকে পুরুষপ্রকৃতির অঙ্গ বলিয়া মনে করিবেন না। যতদূর সম্ভব সুশিক্ষিতা হইয়া তিনি গৃহ পরিবারে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস বামাগণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তৃত হইলে এ সমাজের অধিকাংশ কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অত্যাচার অন্তর্হিত হইবে। আদর্শ বঙ্গরমণী জ্ঞানকে ভক্তিকে ধারণ করিয়া হৃদয়ে নারীজনোচিত [illegible] ও প্রেম [illegible]

করিবেন। শরীরের স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তি সমূহের উপযুক্ত চর্চ্চা, হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন, সকলই তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

বঙ্গসমাজে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার উপর লোকের তত আস্থা এবং আগ্রহ নাই। বহুশতাব্দী ধরিয়া স্ত্রী জাতির উপর অপরাজিতভাবে প্রভুত্ব করিতে পাইয়া পুরুষজাতি এখন সে প্রভুত্বের সুখ এবং সুবিধা হারাইতে বড়ই অনিচ্ছুক। সুতরাং দেশ-প্রচলিত অন্যায় অধিকারকে তাঁহারা স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। রমণী প্রকৃতি বশতঃই পুরুষের শক্তির উপরে নির্ভর করেন, এবং এরূপ অধীন না হইলে সমাজ চলে না, স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষে ইহা এক প্রবল যুক্তি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতির স্রোতে আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এ অস্বাভাবিক যুক্তি ভাসিয়া গিয়াছে, সে সকল জাতির মধ্যে রমণী আপনার স্বাভাবিক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ লোকস্থিতি ভঙ্গ হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে স্ত্রী স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতা না থাকিলে শিক্ষা লাভ কিরূপে হইবে? জগতের বিবিধ পদার্থ এবং দৃশ্য সমূহ না দেখিয়া বেড়াইলে মন প্রশস্ত হইবে কিরূপে? শরীরের বিবিধ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে না। শুধু পুস্তকের জ্ঞান যথেষ্ট নহে।

আদর্শ রমণী অন্তঃপুরের কারাগারে চিরবদ্ধ থাকিবেন না। বাসগৃহের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেওয়ালগুলিতেই তাঁহার বিচরণ শেষ হইবে না। তিনি মুক্তশৃঙ্খল বিহঙ্গিনীর ন্যায় সংসারে ও সমাজে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞান ও প্রেম বিস্তার করিবেন। যখন বিদ্যাশিক্ষায় একান্তভাবে নিযুক্ত থাকিয়া বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে, তখন তাঁহার আত্মজীবনের মূল্য এবং উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে, আত্মীয় স্বজনের সদুপদেশে এবং আত্মচিন্তার সাহায্যে তখন তাঁহার জীবনের গতি নির্ণীত হইবে। তিনি পরজীবনে সেই লক্ষ্য সাধনে নিরত থাকিবেন। সেই মূলভাবই জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ নারীর জীবনে একটা বিশেষ সাধু লক্ষ্য নাই। অবস্থা ভেদে চিন্তার গতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু আদর্শ রমণী আপনার জীবনের লক্ষ্য এবং মত স্থির করিয়া লইবেন, এবং তদনুসারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এক এবং মহান্, উদ্যম অক্লান্ত, এবং অধ্যবসায় অটল থাকিবে।

বাল্যবিবাহ সমাজের বিষম অনিষ্টের

যহ। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উপরে ইহার বিশেষ ক্রিয়া। ইহাতে নারীগণের শরীর,মন উভয়ই হীনাবস্থ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। অকাল বার্দ্ধক্য, অবসাদ, শিক্ষার শেষ,প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট বাল্যবিবাহের পদচিহ্ন নিয়ত অনুসরণ করে। ইহাতে নৈতিক অবনতিও বড় অল্প হয় না। অপ্রাপ্তবয়সে যৌবনোদয় ইহারই অন্ত-তম ফল। অকালে সন্তানের প্রসূতি হইয়া সন্তান পালন করিতে বাধ্য হওয়া, তাহাও বাল্যবিবাহের গুণে! আবার অপর দিকে স্ত্রীশিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে বাল্যবিবাহ একেবারেই রহিত করিয়া দিতে হয়। দশ বা দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সামান্য স্কুল স্কুল পাঠ শিক্ষা করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই শিক্ষা হয় না। জ্ঞান এত সহজে করতলস্থ হয় না। সরস্বতী এত অল্প তপস্যায়, বালিকার ক্রীড়ায় প্রসন্ন হন না। জ্ঞানা-র্জ্জনে গাঢ় মনোনিবেশ এবং দীর্ঘ অধ্য-বসায় না থাকিলে কিছুই হয় না। "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।" কোন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন যে যদি জ্ঞানের প্রস্র-বণে বারি পান করিয়া পিপাসা নিবা-রণ করিতে চাও, তাহা হইলে খুব বেশী করিয়া পান কর; নতুবা সে পবিত্র জল স্পর্শ করিও না! এই বঙ্গসমাজে, প্রায় সকল স্থলে, স্ত্রীশিক্ষা "সখের" জিনিষ মাত্র; কর্ত্তব্য বলিয়া আজও পিতা মাতার বিশ্বাস হয় নাই। আদর্শ রমণী শিক্ষাকে জীবনের চিরন্তন কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিবেন। সুতরাং কৈশোর কাল অতিক্রান্ত না হইতে হইতেই বিদ্যাশিক্ষা হইতে তিনি বিরত হইবেন না। জ্ঞান-ব্রত কখনও এত শীঘ্র উদ্‌-যাপন হয় না।

পুষ্পবৃক্ষ বসন্তকালে নব পল্লব ও ফুলফলে শোভিত হইলে যেরূপ আনন্দ-জনক হয়, যৌবনে রমণীও তেমনই আনন্দরূপিণী। এই সময়ে তাঁহার হৃদয় মনের বৃত্তিগুলি বিকশিত ও পরি-পুষ্ট হইতে থাকে। মধুরতা ও কোম-লতা রমণীর ভূষণ। বিনয়, লজ্জা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, এ গুলি নারীচরিত্রেই সমধিক শোভা পায়। আদর্শ বঙ্গবালা, এই সমস্ত সদ্‌গুণ কুসুমে বিভূষিত হই-বেন। তাঁহার অন্য অলঙ্কারের প্রয়ো-জন নাই। স্বভাব-সুন্দর চরিত্র সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধ্বীশীলা রমণী পার্থিব ধন এবং বিলাস সম্পদ অপেক্ষা চরিত্রকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিবেন।

(ক্রমশঃ)

কুমারী ম্যানিঙের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

ভারত হিতৈষিণী ইংরাজ মহিলা কুমারী ম্যানিঙের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমরা গত ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছি। এই সংখ্যায় আমরা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রকটিত করিব।

কুমারী ম্যানিঙের সম্পূর্ণ নাম এলিজাবেথ্ এডিলেড্ ম্যানিঙ্। ইনি ১৮৩৪ সালে লণ্ডন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। ইহাঁর মাতাও একজন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি চিত্র বিদ্যা ও সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন। কুমারী ম্যানিঙের পিতা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। পিতা মাতা আপনাদিগের নিকটে রাখিয়া সন্তান সন্ততিদিগকে শিক্ষা দিলে তাহারা বিদ্যালয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার এই মত ছিল। তিনি এই মতানুসারে কার্য্যও করিতেন—কুমারী ম্যানিঙ্ ও তাঁহার ভগ্নীদিগকে বাটীতে রাখিয়াই তিনি বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মিষ্টার ম্যানিঙ দেশ পর্য্যটন করিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং যখনই ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখনই কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যখন কুমারী ম্যানিঙ্ যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কুমারী ম্যানিঙের বিমাতা অতি বিদ্যাবতী মহিলা ছিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বেই "Life in Anceint India" অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবাসীর আচার ব্যবহার ও জীবন যাপন প্রণালী সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কুমারী ম্যানিঙের পিতার সহিত বিবাহ হইবার পর, তাঁহার সাহায্যে তিনি ঐ গ্রন্থ "প্রাচীন ও মধ্যকালের ভারতবর্ষ" (Anceint and Medieæval India) নাম দিয়া বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৬৬ সালে ম্যানিঙ্ সাহেবের মৃত্যু হয়।

বিমাতাকে কুমারী ম্যানিঙ প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন এবং তিনিও তাঁহাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন। এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে প্রধান কালেজ আছে, তাহাকে গার্টন্ কালেজ বলিয়া থাকে। উহার সংস্থাপয়িতা কুমারী এমিলি ডেবিজ। তাঁহার সহিত বিবি ম্যানিঙের ও কুমারী ম্যানিঙের পরিচয় ছিল। ইহাঁরা কুমারী ডেবিজকে উক্ত কালেজ সংস্থাপনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কুমারী ম্যানিঙ সেই অবধি গার্টন্ কালে-

জের প্রধান উদ্যোগিনীদিগের মধ্যে একজন বলিয়া পরিচিত। উক্ত কালেজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যপদে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া তিনি বহুকাল উহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও সহায়তা করিয়াছিলেন। কিণ্ডার গার্টেন্ শিক্ষা প্রণালী নামে এক্ প্রকার সরল ও আমোদজনক শিশু শিক্ষা প্রণালী জার্ম্মেণীতে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। কুমারী ম্যানিঙ ঐ প্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার্ সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফলও হইয়াছে। ইনি শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়া ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জনদিগের সমাজে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সামাজিক অনেক সদনুষ্ঠানে কুমারী ম্যানিঙের যত্ন ও চেষ্টার ফল ফলিয়াছে এবং অনেকগুলি পরোপকারজনক কার্য্যে প্রাণ মনের সহিত যোগ দিয়া ইনি আপনাকে ধন্য করিয়াছেন।

যখন তাঁহার বিমাতা "প্রাচীন ও মধ্য কালের ভারতবর্ষ" নামক পুস্তক রচনা করেন, তখন ভারতবর্ষের প্রতি কুমারী ম্যানিঙের মন প্রথম আকৃষ্ট হয় এবং সেই সময় হইতে তিনি ভারতবাসীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব অবগত হইতে এবং তাঁহাদিগের হিতসাধন জন্য চেষ্টিত হইতে উন্মুখী হয়েন্। পরে ১৮৭০ সালে যখন পরলোকগত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার সহিত কুমারী ম্যানিঙের পরিচয় হয়। কুমারী কার্পেণ্টার ও বাবু কেশবচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কুমারী ম্যানিঙ লণ্ডন নগরে ব্রিষ্টল নগরস্থ জাতীয় ভারতবর্ষীয় সভার একটী শাখা সভা সংস্থাপন করেন। যে সকল ভারতবর্ষীয় যুবক ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগের বাসের সুবিধা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮৭৭ সালে কুমারী কার্পেণ্টারের মৃত্যু হইলে ব্রিষ্টল নগরে যে সভা ছিল তাহা কুমারী ম্যানিঙের প্রতিষ্ঠিত লণ্ডন নগরস্থ সভার সহিত মিলিত হইয়া যায়, এবং তিনিই উহার অবৈতনিক সম্পাদিকা নিযুক্তা হয়েন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত কুমারী ম্যানিঙ্ ভারত হিতকরী এই সভার কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্য্যেই তিনি এখন তাঁহার অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। এই সভা যে যে কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে। (১) ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতবর্ষীয় শিক্ষার্থী যুবকদিগের তত্ত্বাবধান, (২) তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজন মতে সাহায্য দান, (৩) যে সকল ভারতবর্ষীয় বয়স্ক ভদ্র লোক ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা এবং আবশ্যক মতে সাহায্য

করা, (৪). "ইণ্ডিয়ান মেগাজিন" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ইংরাজদিগের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিস্তার করা, (৫) অভিজ্ঞ লোক দ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করান, (৬) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যিনি যাহা জানিতে চাহেন তাহা তাঁহাকে জানান, (৭) ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করা, (৮) ভারতবর্ষস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করা, (৯) ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় পুরুষ রমণীদিগের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন করা। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ইহার শাখা সকল আছে।

উদ্ভিজ্জীয় বায়ুমান যন্ত্র।

বায়ুমান যন্ত্রের কথা অবশ্যই পাঠিকা শুনিয়াছেন। উহা দ্বারা আকাশের অবস্থা বা আব্‌হাওয়ার প্রকৃতি অবগত হইতে পারা যায়। এরূপ কতকগুলি বৃক্ষ লতা আছে, যাহারা স্বভাবতঃ বায়ুমান যন্ত্রের কার্য্য করে। সাইবিরিয়া প্রদেশে (Sow-thistle) নামক এক জাতীয় বন্য গাছ দেখা যায় তাহার পাতা গুলি যদি রাত্রি কালে মুদিত হয়, তাহা হইলে তৎপর দিন আকাশ পরিষ্কার থাকে; আর যদি পাতা গুলি খোলা থাকে, তাহা হইলে পরদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং বৃষ্টি হয়। আফ্রিকার এক জাতীয় গাঁদা ফুলের গাছ আছে, উহার ফুলের পাপড়ি গুলি যদি কোন দিন প্রাতে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহাহইলে সে দিন বৈকালে বা তৎপূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া থাকে। Bind-weed নামে এক প্রকার ছোট ফুলের গাছ আছে, উহাও আকাশের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। দুই বৎসর পূর্ব্বে বিয়েনা নগরে একটী পুষ্প প্রদর্শনী হয়, তাহাতে এক জন উদ্ভিজ্জ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনীত একটী চারা গাছ প্রদর্শন করেন। ঐ গাছ লজ্জাবতী লতা জাতীয়। ইহার আশ্চর্য্য গুণ এই যে আব্‌হাওয়ার পরিবর্ত্তন ইহার সাহায্যে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মেঘশূন্য আকাশ, ঝড় ও বৃষ্টি ইহার প্রকৃতি দেখিয়া ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভূমিকম্প হইবার পূর্ব্বেও এই গাছে এক প্রকার বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে যখন এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে বিশ্বাস করেন নাই। পরে ইয়োরোপের কয়েক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিলিত হইয়া ছয় মাস কাল এই গাছের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সম্প্রতি বলিয়া-

ছেন যে ইহাকে উদ্ভিজ্জীয় বায়ু পরিমাপক যন্ত্র নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যিনি এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে এই বৃক্ষের সাহায্যে ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে আব্‌হাওয়ার অবস্থা ইয়োরোপের সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে এই গাছ জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে ইয়োরোপে অনেকে ঐ গাছ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনাইয়া স্ব স্ব উদ্যানে রোপণ করিবার বাসনা করিতেছেন।

কার্লাইলের পত্নী।

টমাস্ কার্লাইল্ বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন ভুবন-বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার। প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, অপরিমেয় সত্যানুসন্ধিৎসা, গভীর আধ্যাত্মিকতা, এবং অবিচলিত ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য কার্লাইল পৃথিবী-পূজিত। কিন্তু দোষশূন্য মানুষ নাই। কার্লাইলের চরিত্রের এই একটী মহা দোষ ছিল যে তিনি তাঁহার পত্নীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার পত্নীর নাম জেন্ ওয়েলস্, ইনি স্কটলেণ্ডের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা। যৌবন কালে ইনি অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও সুন্দরী ছিলেন। কার্লাইলের সহিত ইঁহার যখন পরিচয় হয়, তখন কার্লাইল সামান্য শিক্ষকের কার্য্য করিতেন, কিন্তু জেন্ ওয়েলস্ কার্লাইলের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার প্রতিভার গভীরতা উপলব্ধি করেন, এবং তিনি রূপ, ধন ও পদগৌরব বর্জ্জিত হইলেও, কেবল তাঁহার প্রতিভার মোহিত হইয়া এবং সেই প্রতিভা যাহাতে ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তজ্জন্য তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে, কার্লাইলকে বিবাহ করেন। কার্লাইলকে বিবাহ করিতে জেন্ ওয়েলসেরই অধিকতর আগ্রহ ছিল বলিয়াই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, কার্লাইল প্রথম হইতে তাঁহার প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করিতেন যেন তাঁহার পত্নীর প্রতি তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই। যতদিন তাঁহার পত্নী জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য কার্লাইলের চেষ্টার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্বামীর মিষ্ট কথা শুনিয়া হৃদয়ে আনন্দ পাওয়া প্রায় সকল রমণীরই ভাগ্যে ঘটে, কিন্তু কার্লাইল পত্নী সে আনন্দটুকু হইতেও বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত কার্লাইল এক প্রকোষ্ঠে থাকিতে ভাল বাসিতেন না। সকল ইংরাজ পুরুষ পত্নীর সহিত একত্র বসিয়া আহার করেন, কিন্তু কার্লাইল

তাঁহার পত্নীর সঙ্গে বসিয়া খাইতেন না। যখন বায়ু পরিবর্তন জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত, তখন কার্লাইল একাকী যাইতেন, পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। যখন কার্লাইল গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত থাকিতেন, তখন পত্নীর কোন সংবাদই লইতেন না। নিজে পত্নীর প্রতি এইরূপ উদাসীন ছিলেন, কিন্তু পত্নী যদি তাঁহার সুখ-সচ্ছন্দতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। সমস্ত জীবন কার্লাইল তাঁহার স্ত্রীর প্রতি এইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়া ছিলেন, সুতরাং জেন্ ওয়েলসের জীবন যার পর নাই দুঃখে ও বিষাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। কার্লাইল-পত্নীর পক্ষে অতীব প্রশংসার কথা যে তিনি ইচ্ছা করিলে কার্লাইলকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেও এরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে কখন বাসনাও করিতেন না। ভারতবর্ষে স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহার জন্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু ইংরাজ রমণীর সে অধিকার আছে। এরূপ অধিকার সত্ত্বেও কার্লাইল পত্নী স্বামীর সুযশ রক্ষার জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েন নাই, ইংরাজ মহিলার পক্ষে ইহা সমান্য আত্ম সংযমের কথা নহে।

যখন স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তখন কার্লাইলের মনে স্ত্রীর প্রতি অনাদর জন্য অনুতাপের উদয় হয়। তিনি তখন পত্নীর কতদূর সাধুতা, নিষ্ঠা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা গুণ ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, এবং তাঁহার বিয়োগ শোকে একেবারে আকুল হইয়া পড়েন। পত্নীর মৃত্যুর পর কার্লাইল যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার স্ত্রীর স্মৃতির প্রতি গভীর ভক্তির পরিচয় দিয়া ছিলেন। প্রতি বৎসর তাঁহার পত্নীর মৃত্যু দিবসে তাঁহার সমাধিতে গমন করিতেন, এবং তথায় অবনতজানু হইয়া তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার আত্মাকে সম্বোধন করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিতেন; "আমি তোমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। এখন যদি আমি তোমাকে পুনরায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে তোমার চরণ ধরিয়া কাঁদিব, আর আমার সকল দোষের কথা ভুলিয়া যাইতে কাতর হৃদয়ে অনুরোধ করিব।"

কার্লাইলের মনে পরিশেষে যে এইরূপ অকপট অনুতাপ আসিয়াছিল, ইহাতে তাঁহার মনের স্বভাব-সিদ্ধ উচ্চ প্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সকল স্বামীরই ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য।

বাতায়নস্থ প্রদীপ।

স্কটলণ্ডের উত্তরে অর্কিনি দ্বীপের পশ্চিম ভাগে সমুদ্রতীরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামখানি একটী পর্ব্বতের উপরে স্থিত। পর্ব্বতটী সমুদ্রের ভিতর কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এক দরিদ্রা বিধবা মহিলার কুটীর। একদিন প্রাতঃকালে এই মহিলাটী সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিতে গিয়া দেখিল যে পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে ঝড়ের সময় একখানি নৌকা ঐ পর্ব্বতের গাত্রে আহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আরোহিগণ বহুকষ্টে সন্তরণ দ্বারা পর্ব্বতের উপর উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইল। তাঁহার কুটীরের নিকট এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল দেখিয়া উক্ত মহিলার দয়ার্দ্র হৃদয়ে বড়ই কষ্ট হইল। সেই দিন হইতে তিনি প্রত্যহ রাত্রে স্বীয় কুটীরের যে বাতায়নটী সমুদ্রের দিকে অবস্থিত, তাহার পার্শ্বে একটী প্রজ্বলিত প্রদীপ রাখিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত মহিলাটী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি বাতায়নে প্রদীপ রাখিতে ত্রুটী করিতেন না। জাহাজ ও নৌকার নাবিকগণ ঐ প্রদীপের আলোক দেখিয়া পর্ব্বতটী চিনিয়া লইতে পারিত, সুতরাং উহাতে যাহাতে আঘাত না লাগে, এরূপে জাহাজ বা নৌকা চালনা করিয়া সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইত। ঐ একটী প্রদীপের আলোক দ্বারা উক্ত মহিলা কত লোকের যে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

যদি উপকার করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে সকলেই অতি সামান্য উপায়েই ঐ স্কট বিধবা মহিলার ন্যায় জন সমাজের মহোপকার সাধন করিতে পারেন।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

(২৯০ সংখ্যা ৩৩১ পৃষ্ঠার পর)

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে উপযুক্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন পাইবার জন্য ইহার মধ্যে কোন্ খাদ্য গুলি খাওয়া আবশ্যক। ইহার উত্তর এই যে, ইহার মধ্যে যে কোন একটী অথবা দুই তিনটী একত্রে খাইয়া লোক সবল ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই সব খাদ্যের সহিত, অঙ্গারক, শ্বেতসার (ষ্টার্চ) প্রভৃতি পদার্থ যুক্ত খাদ্য দ্রব্য আহার করাও আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস যে মাংস না খাইলে শরীর উপযুক্তরূপে সবল হয় না।

তাঁহারা বলেন যে মাংস শস্যাদি অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয় এবং চর্ব্বি প্রভৃতি তৈলাক্ত পদার্থ অন্য প্রকারে খাইলে শীঘ্র জীর্ণ হয় না; কিন্তু চর্ব্বি মাংসের সহিত এরূপে মিশ্রিত আছে যে উহা সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও বলেন যে, যে সকল জীব কেবল মাংসভোজী, তাহাদের দন্ত তীক্ষ্ণ এবং সূচল; আর যে সকল জীব উদ্ভিদ্‌ভোজী তাহাদের দন্ত চেপ্‌টা। ইহাতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে যাহাদের দন্ত সূচল তাহাদের পক্ষে মাংস অধিক উপযোগী এবং যাহাদের দন্ত চেপ্‌টা তাহাদের পক্ষে উদ্ভিদ্ অধিক উপযোগী। কিন্তু মনুষ্যের দুই প্রকারেরই দন্ত আছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে মনুষ্যের পক্ষে দুই প্রকার খাদ্যই উপযোগী এবং ইহাদের দুই প্রকার খাদ্যই খাওয়া উচিত।

এই কথাগুলিতে অনেক যুক্তি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাংস না খাইয়াও যে লোকে জীবন ধারণ করিতে পারে এবং শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের লোকেরা মাংসভোজী নহে; ইহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে শস্যভোজী। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুরা শারীরিক ও মানসিক বলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আজকালও ভারতবর্ষের অনেক শস্যভোজী লোকেরা শারীরিক বলে মাংসভোজীদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। শুধু ভারতবর্ষে নহে; স্কটলণ্ডের অনেক স্থানের লোকেরা পূর্ব্বকালে কেবল অই (oat) ও দুগ্ধ খাইত। এখনও ঐ সকল স্থানের অনেক লোকে উহা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। তাহারা মাংসভোজীদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। আফ্রিকার নিগ্রোরা একপ্রকার বাজরা ও শাকসবজি খাইয়াও অতিশয় বলশালী হইয়া থাকে। অনেকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে শীতপ্রধান দেশে মাংস না খাইলে চলে না; কিন্তু বিলাতে আজকাল নিরামিষভোজীদিগের সংখ্যা দেখিলে তাঁহাদের সে ভ্রম তিরোহিত হইবে। বিশেষ, মাংসভোজীদিগের যে সব কঠিন ও কষ্টকর রোগ উৎপন্ন হয়, শস্যভোজীদের সে সব রোগ কখনই হইতে পারে না। আমাদের শরীরের জন্য নাইট্রোজেন আবশ্যক। মাংস এবং শস্য এই উভয়েতেই নাইট্রোজেন আছে; সুতরাং ইহার মধ্যে যে কোনটি খাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা যাইতে পারে।

আমরা এতক্ষণ কেবল নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্যের কথাই বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু নাইট্রোজেন-হীন এমন অনেক খাদ্য আছে যাহা আমাদের শরীরের পক্ষে অতিশয় উপযোগী। ফ্যাট (fat) নামক পদার্থ তাহার মধ্যে একটি। ইহা প্রাণিশরীর এবং উদ্ভিদ এই উভয়ে-

তেই পাওয়া যায়। প্রাণিশরীরস্থ এই পদার্থকে চর্ব্বি বলা হয়, এবং উদ্ভিদস্থ এই পদার্থকে তৈল বলা হয়। এই দ্রব্যে কিছুমাত্র নাইট্রোজেন নাই, ইহাতে কারবন (carbon) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। সকল দেশের লোকেই কোন না কোন প্রকারে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা ঘৃত তৈল এবং দুগ্ধে ইহা খাইয়া থাকি; অধিকাংশ ইউরোপীয় লোকেরা মাখন, মাংস এবং দুগ্ধে ইহা খাইয়া থাকে। আফ্রিকার অনেক লোকে নানা প্রকার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে; গ্রীন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি হিমপ্রধান দেশের লোকেরা অনেক পরিমাণে মৎস্যের চর্ব্বি ব্যবহার করে। কারবন নাইট্রোজেনের ন্যায় শরীরের পুষ্টিসাধন করে না বটে; কিন্তু নাইট্রোজেনের ন্যায় আমাদের শরীর ধারণের পক্ষে ইহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীরের উত্তাপ কারবন হইতে উৎপন্ন হয়। কারবন আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ অম্লজন নামক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের ভিতরে তাপ উৎপন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাতে কিছু মাত্র নাইট্রোজেন নাই, সুতরাং কেবল ইহা খাইয়া আমরা কোনক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারি না।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য ষ্টার্চ বা শ্বেতসার বিশিষ্ট। ইহাতেও নাইট্রোজেন নাই। ইহা কেবল উদ্‌যান (hydrojen) অম্লজন (Oxyxen) ও অঙ্গারকে (Carbon) নির্ম্মিত, সুতরাং চর্ব্বি প্রভৃতির ন্যায় ইহাতেও শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না। কিন্তু ইহাও শরীরের পক্ষে অতিশয় উপযোগী, কারণ ইহাতে শারীরিক শ্রম শক্তি ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। চিনি জাতীয় সামগ্রীতে এবং আটাযুক্ত দ্রব্যে ইহা অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শস্যের মধ্যে গম, চাউল এবং জই প্রভৃতিতে এবং আলু, আরোরুট প্রভৃতিতেও ইহা অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

যাহারা গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের পক্ষে এই প্রকারের খাদ্য অতিশয় আবশ্যক এবং যে সময় অঙ্গাদির বৃদ্ধি হইতে থাকে সে সময় ইহা অধিক পরিমাণে আহার করা উচিত। যাহাদের ঘৃত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা তৈল ব্যবহার করিতে পারে, অথবা যাহাতে অধিক পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ আছে, এরূপ শস্য আহার করিতে পারে। গম অপেক্ষা জনারে তৈলাক্ত পদার্থ (fat) অধিক পরিমাণে আছে।

ষ্টার্চ যুক্ত খাদ্যের জন্য অধিক আয়াস পাইতে হয় না, কারণ এই পদার্থ গম, চাউল, আলু প্রভৃতিতে অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্য অতি দুঃখী লোকেরও অনায়াস-লভ্য। বিশেষতঃ গুড় অথবা চিনিতে ইহা অনেক

পরিমাণে আছে। প্রায় সকল গরীব লোকেই গুড় খাইতে পারে।

চতুর্থ প্রকারের খাদ্য ধাতব(mineral) এবং ক্ষার (salt) সংযুক্ত। নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্য আমাদের শরীরের জন্য যেমন আবশ্যক, ধাতব এবং ক্ষার যুক্ত পদার্থও সেইরূপ। আমাদের শরীরের অস্থির জন্য চুণের এবং মস্তিষ্কের জন্য ফস্ফরস (phosphorus) নামক পদার্থের আবশ্যক হয়; রক্তের জন্য লৌহ উপকারে আইসে; চুলের জন্য গন্ধক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার ধাতব এবং ক্ষার যুক্ত দ্রব্য আমাদের শরীরের নানা কার্য্যে আইসে। আমরা যাহা আহার করি, তাহার মধ্যে প্রায় সমুদয় দ্রব্যেতেই এই শ্রেণীর দ্রব্য পাওয়া যায়, সুতরাং ইহার জন্য আমাদের আর বিশেষ কোন কষ্ট স্বীকার আবশ্যক করে না।

খাদ্য দ্রব্য সুন্দররূপে চর্ব্বিত এবং মুখস্থিত লালার সহিত উত্তম রূপে মিলিত না হইলে ভাল রূপে জীর্ণ হয় না। এই জন্য সকলেরই খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া ও লালার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া উদরস্থ করা উচিত। স্কুল, কালেজের ছাত্রেরা এ বিষয় প্রায়ই অগ্রাহ্য করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য উদরাময় প্রভৃতি রোগ অধিক ভোগ করিয়া থাকে। আফিসের চাকুরেদিগেরও এই দুর্দ্দশা হয়। (ক্রমশঃ)

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

সকলেই বিদ্যুৎ দেখিয়াছেন। সুধু দেখিয়াছেন বলিলে কিছু বলা হইল না, কারণ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিদ্যুৎ লইয়া টানা টানি করেন। কেহ মেঘেতে চপলা হাসি বড় ভাল বাসেন এবং সেই হাসি কত হাসির সহিত তুলনা করেন। অতি দুঃখের সময় একটু হাসি দেখা দিল অমনি, কবি গাহিয়া উঠিলেন "মেঘেতে বিজলী হাসি" ইত্যাদি। শিক্ষিতদিগের কথা ছাড়িয়া যাও, অনেক অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের নিকট শুনিয়াছি" অমুক যে গয়না পরিয়াছিল তাহার দিকে তাকাইলে বিদ্যুতের মত চোক ঝলসায়, অমুকের গায়ের রং ঠিক বিদ্যুতের মত ইত্যাদি।" সুতরাং শিক্ষিত অশিক্ষিত বিদ্যুৎ সকলেরই পরিচিত বস্তু। বজ্র সম্বন্ধেও ঐ রূপ বলা যাইতে পারে। অনেক সময় শুনিতে পাই "অমুকের মাথায় বাজ পড়ুক।" বাজ পড়ার কথা ছেলে বেলা থেকে শুনিয়া আসিতেছি। কেহ বলেন "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি সে প্রকাণ্ড এক আগুণের গোলার মত।" কেহ বলেন সে একখানা প্রকাণ্ড লোহার ছুরীর মত, যাহাতে পড়ে তাহা পোড়াইয়া আবার চলিয়া যায়। কিন্তু

কলা গাছে পড়িলে বড় অল্প হয়, পড়িবা-মাত্র অমনি বাধিয়া যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা শুনিয়া আসিতেছি। আজ এই প্রবন্ধে বিদ্যুৎ ও বজ্র কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পূর্ব্বে আর কতকগুলি বিষয় বলা আবশ্যক।

চোঙ্গার মত লম্বা অথচ বেশ গোল কাচের নলের অগ্রভাগ বেশ শুষ্ক করিয়া একখানি শুষ্ক রেশমের রুমাল দিয়া যদি ঘষা যায়, তাহা হইলে সেই অগ্রভাগে তাড়িত উৎপন্ন হইবে। সেই ঘর্ষিত অগ্রভাগ যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা কিম্বা করাতের গুঁড়ার নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ কাগজের টুকরা কিম্বা করাতের গুঁড়া কাচে উৎপন্ন তাড়িতের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া স্থানচ্যুত হইবে। আবার সেই অগ্রভাগ যদি মুখের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে মাকড়সার জাল মুখে লাগিলে যেরূপ বোধ হয়, সেইরূপ বোধ হইবে। আবার যদি অঙ্গুলির গ্রন্থি বা গেরো সেই অগ্রভাগের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত কোন পদার্থ একটু চট্ চট্ শব্দের সহিত সেই গেরোতে লাগিবে। এই পদার্থকে তাড়িত কহে। শুধু কাচে পূর্ব্বোক্তরূপ ঘষিলে তাড়িত উৎপন্ন হয় এবং আর কিছুতে হয় না এমত নহে। গন্ধক, ধুনা প্রভৃতি অন্য পদার্থে ঘর্ষণেও তাড়িত উৎপন্ন হয়। কাচের পা-ওয়ালা একখানা চৌকীর উপর যদি কেহ দাঁড়ায় এবং অন্য একজন তাহাকে বিড়ালের চর্ম্ম দ্বারা কিম্বা ফ্লানেল দ্বারা আঘাত করে, তাহা হইলে চৌকির উপবিষ্ট ব্যক্তির শরীরের যে কোন অংশের নিকট অঙ্গুলির গেরো ধরিলে চট্ চট্ শব্দে তাড়িত নির্গত হইবে। কাচের পা থাকার অর্থ এই যে কাচের ভিতর দিয়া তাড়িত চলিয়া যাইতে পারে না।

কাঠের নরম অংশের ছোট বল (Pith ball) যদি রেশমের সুতা দিয়া কাচের কাটী হইতে ঝুলান যায় এবং সেই বলের নিকট পূর্ব্বোক্ত কাচের ঘর্ষিত অগ্রভাগ ধরা যায়, তাহা হইলে সেই বল উহা দ্বারা আকর্ষিত হইবে। কিন্তু যখন উহাকে স্পর্শ করিবে, তখনি আবার তাড়িত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঘর্ষণে ধুনাতেও তাড়িত উৎপন্ন হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বলের নিকট ধরিলে 'বল' পূর্ব্বোক্তরূপে আকর্ষিত ও তাড়িত হইবে। কিন্তু যে বল পূর্ব্বোক্ত কাচাগ্রভাগ দ্বারা তাড়িত হইবে, তাহা ধুনায় উৎপাদিত তাড়িতের দ্বারা আকর্ষিত হইবে এবং যাহা কাচাগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষিত হইবে তাহা ধুনা দ্বারা তাড়িত হইবে সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে উপরোক্ত দুই তাড়িত সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। রেশমের রুমাল দ্বারা ঘর্ষিত কাচে যে তাড়িত

উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাজীতে পজি-টিভ (Positve) এবং ফ্ল্যানেল দ্বারা ঘর্ষিত ধুনায় যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহাকে নেগেটিভ (Negative) তাড়িত কহে। বিপরীত স্বভাবের তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এক স্বভাবের তাড়িত পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। "পজিটিভ" ও "নেগেটিভ" তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং "পজিটিভ" 'পজিটিভ'কে এবং 'নেগেটিভ' 'নেগেটিভ'কে দূরে ঠেলিয়া দেয়। বিপরীত প্রকৃতির তাড়িত উৎপাদিত পদার্থ নিকটে ধরিলে সেই পূর্ব্বোক্ত স্ফুলিঙ্গ বাহির হয় অর্থাৎ পরস্পর তাড়িত আকর্ষণ করে। এখন বিদ্যুৎ ও বজ্র বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ পূর্ব্বোক্ত স্ফুলিঙ্গ ও বিদ্যুতের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া এ বিষয় ভালরূপ জানিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। লৌহ শলাকা সংযুক্ত একখানা ঘুঁড়ী শোণের সূতায় বাঁধিয়া উড়াইয়া দিলেন। এই সূতার সহিত ঐ লৌহ শলাকার সংযোগ ছিল। এই সূতার নিম্ন ভাগ অন্য যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। খুব মেঘ দেখিয়া তিনি ঘুঁড়ী উড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘুঁড়ীর সূতা হইতে একরকম শব্দ হইতে লাগিল। তখন তিনি অঙ্গুলির গেরো সেই যন্ত্রের নিকট ধরিয়া অনেক গুলি স্ফুলিঙ্গ পাইলেন। [illegible] ডালিবার্ড ইহার কিছু পূর্ব্বে খুব এক লম্বা লৌহ শলাকা খাড়া করিয়াছিলেন। যাহার মধ্য দিয়া তাড়িত না যায়, এমন পদার্থ (যেমন কাচ) মাটী ও শলাকাকে সংযোগ করিয়াছিল। সেই লৌহ শলাকার নিম্ন ভাগের নিকট তিনি অঙ্গুলির গেরো ধরিয়া অনেক গুলি স্ফুলিঙ্গ পাইয়াছিলেন। রুশিয়ার রিচ্ম্যান্ ডালিবার্ডের যন্ত্রের অনুকরণে স্ফুলিঙ্গ পাইতে যাইয়া এমন এক স্ফুলিঙ্গ পাইয়াছিলেন যে তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। এইরূপ অনেক পরীক্ষা দ্বারা ঠিক হইয়াছে যে মেঘে তাড়িত উৎপন্ন হয়। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি মেঘে মেঘে ঘর্ষণে তাড়িত উৎপন্ন হয়। ইহা কতদূর সত্য পরে দেখা যাইবে। বিপরীত প্রকৃতির তাড়িত যুক্ত দুইখানি মেঘ নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে, সুতরাং স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া উভয় তাড়িতের মিশ্রণ হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যখন স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তখন চট্ চট্ শব্দ হয়। বিপরীত স্বভাবের তাড়িত যত বেশী হইবে, তাহা তত বেগে ও শব্দে মিশিবে। মেঘে অত্যন্ত বেশী তাড়িত উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেই তাড়িত সকলের সংমিশ্রণ খুব জোরে শব্দিত হয়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দ থাকার কারণ এই যে মেঘ ত আর মোটে দুইখানা নয় এবং তাহাদের কেবল একস্থানে আকর্ষণ ও সংমি-

শ্রণ হয় এমন নহে। ক্রমাগত মেঘে মেঘে বিপরীত স্বভাবের তাড়িত সকলের আকর্ষণে ও সংমিশ্রণে শব্দও ক্রমাগত হয়। আবার অনেক গুলি মেঘের তাড়িত এককালে মিশিলে ভয়ানক শব্দ হয়। কিন্তু ইহা বলিলে ঠিক বলা হইল না। যদি অনেক গুলি মেঘের তাড়িতের সংমিশ্রণ শব্দ শ্রোতার কানে একেবারে আইসে, তাহা হইলে শব্দ খুব ভয়ানক হইবে। আবার এই শব্দ যখন নিকটবর্ত্তী কোন তাড়িতের সংমিশ্রণে হয়, তখন আরও ভয়ানক হয়। অনেকে বলিতে পারেন বিদ্যুৎ চমকান থামিয়া গেলে তার কত পরে শব্দ শোনা যায়; তবে বিদ্যুতের অর্থাৎ তাড়িতের সংমিশ্রণে শব্দ হইলে কি রূপে? এ কথা বুঝাইতে আমরা একটী উদাহরণ দিব। একটা ফাঁকা জায়গায় অনেক দূরে এক জন কাট চেলা করিতেছে। এখন যদি ভাল করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে যখন কুড়ুল পড়িল দেখা গেল তার খানিক পরে শব্দ শুনা যাইবে। কিন্তু যখনই কুড়ুল পড়িয়াছে তখনই শব্দ হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে শব্দ, দেখার অনেক পরে আমাদের কানে আসে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি বজ্র না পড়িবে তবে গাছ ও মানুষ মরে কেন? মেঘে যে তাড়িত উৎপন্ন হয় উহার নিম্নে পৃথিবীতে উহার বিপরীত তাড়িত উৎপন্ন হয়, ইহা অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিপরীত স্বভাবের তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই বৃক্ষ অথবা মনুষ্যের তাড়িত যখন মেঘের তাড়িতের সহিত মিশে, তখন এত বেগে মিশে যে তাহাতে ভয়ানক শব্দ হয় এবং সেই বেগে মিশার জন্য এত আঘাত লাগে যে মনুষ্য তাহাতে মরিয়া যায় এবং বড় বড় গাছও চিরিয়া যায়। বজ্র সাধারণতঃ উঁচু গাছে পড়িবার কারণ এই যে, যে সকল বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করে, তাহারা যত নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদের আকর্ষণ শক্তি তত বৃদ্ধি পায়। মেঘ হইতে বড় গাছ যত নিকট, মনুষ্য তত নিকট নহে। মেঘ যখন ডাকে, সে সময় গাছ তলায় যাওয়া নিতান্ত ভুল। ধাতু তাড়িত অধিক আকর্ষণ করে। এই জন্য বড় বড় দালানের গায়ে লৌহ-শলাকা মাটীর সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ঐ শলাকার অগ্রভাগ খুব সরু করায় সেরূপ আঘাত লাগে না। মেঘে তাড়িত হয় কিরূপে? প্রশ্ন হইতে পারে। আমরা তাড়িত ও বিদ্যুৎ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। মেঘের তাড়িতের পরস্পর সংমিশ্রণকে আমরা বিদ্যুৎ বলিয়াছি। এখন সকলেই জানেন মেঘ জলীয় বাষ্প ভিন্ন কিছুই নহে। পরস্পর জল বিন্দুর সংঘর্ষণে এবং জল বিন্দু ও অন্য বস্তু ইত্যাদির সংঘর্ষণে মেঘে তাড়িত

উৎপন্ন হয়। যখন বিপরীত স্বভাবের তাড়িত পরস্পর মিশে, তখন বিদ্যুৎ হয়, বজ্র কি তাহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। মেঘে মেঘে ঘষিয়া বিদ্যুৎ হয়, পূর্ব্বোক্ত অর্থে সত্য বলা যাইতে পারে। অতএব কবি পাঠিকাগণ ধৈর্য্য সহকারে এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

স্ত্রীশিক্ষার বার্ষিক বিবরণ।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ১৮৮৭—৮৮ সালের যে শিক্ষা বিবরণ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ৮৬-৮৭ সালে মোটে বিদ্যালয় সংখ্যা ২১৯৮ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৮১,০৫৪ ছিল, ৮৭-৮৮ সালে তাহা যথাক্রমে ২২৪৭ ও ৮৩,৮২৩ হইয়াছে। বিদ্যালয় ৪৯টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ২৭৬৯ বাড়িয়াছে। লোয়ার প্রাইমারী বা নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি আরও অধিক দেখা যায়। ১৮৯০ স্থানে ১৯৪৭টী বিদ্যালয় এবং ৩২৩০৩ স্থানে ৩৫১১৬ ছাত্রীসংখ্যা হইয়াছে। ঢাকা বিভাগে এই উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় চিন্তার স্থল, বালকবিদ্যালয়ে বালিকা সংখ্যা বড় অধিক বাড়িতেছে না। মিশ্রশিক্ষাদানে লোকের রুচি বোধ হয় বড় প্রশস্ত নহে।

বালিকাবিদ্যালয় সকলের জন্য গত বর্ষে ৩,০৭,৮৭৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১,০৯,৯৫৮ টাকা মাত্র দিয়াছেন, ইহার প্রায় দ্বিগুণ প্রাইভেট ফণ্ড হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী মোট ৭২৬৬ টাকা মাত্র সাহায্য করিয়াছেন। দেশের লোকে নিজে স্ত্রীশিক্ষার অধিকাংশ ভার বহনে অগ্রসর, ইহা সন্তোষের বিষয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এখনও হস্তসংক্ষেপের সময় উপস্থিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইয়া অনেক স্কুল উঠিয়া গিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষার বিস্তার বিশেষ সন্তোষকর। ছোট লাট সার রিভার্স টমসন্ মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বর্ত্তমান ছোট লাট ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াও দেশের মহোপকার করিয়াছেন। মেডিকাল কলেজে এখন ৫টী ছাত্রী—২ প্রথম, ১ তৃতীয় এবং ২ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীস্থ। শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী মেডিকেল কলেজের সর্ব্ব প্রথম ছাত্রী এবং তিনি সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য শেষ করেন। দুঃখের বিষয় এক তৈবমাসে উত্তীর্ণ

হইতে না পারিয়া তিনি সিনিয়ার ডিপ্লোমা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা করিতেছেন, আশা করা যায় আগামী বর্ষে আবার এম, বি পরীক্ষা দিবেন। ১৮৮৮ সালের ১ম এম বি পরীক্ষায় কুমারী বার্জিনিয়া মিত্র ও বিধুমুখী বসু উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বার্জিনিয়া মিত্র ছাত্র ছাত্রীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইউরোপীয় ও ইউরেসীয় ২১টী মহিলা অতিরিক্ত ছাত্রী হইয়াছেন। তাঁহারা আগামী বর্ষে সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিয়া চিকিৎসার অধিকারিণী হইবেন। ধাত্রীর শ্রেণী হইতে ৭টী ধাই এবং ১৬টী দেশীয় সেবিকা (nurse) সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। ১৮৮৮ সালের নবেম্বর মাসে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে অন্যূন ১৬ বর্ষীয়া বালিকাদিগকে ছাত্রীরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং ৩ বৎসরকাল তাহাদের পাঠের সীমা ধার্য্য হয়। অপার প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অথবা পাঠ, শ্রুতলিখন ও অঙ্কে বিশেষ পরীক্ষা দিলে স্ত্রীলোকেরা ইহাতে গৃহীত হন। তাঁহাদের ভদ্র ও সাধুচরিত্র হওয়া আবশ্যক। বেতন লওয়া হয় না, ছাত্রীবৃত্তি ও পারিতোষিক যথেষ্ট দেওয়া হয়। ওমনিবস গাড়ী ও পাঠের বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা আছে। দূরের ছাত্রীরা, সর্ব্বদা ছাত্রীনিবাসে বাস করিতে পারেন। ১৫টী স্ত্রীলোক লইয়া এই শ্রেণীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বালিকাবিদ্যালয় ২টী মাত্র—বেথুন ও ইডেন স্কুল। বেথুন স্কুল কলেজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার এম এ ক্লাসে ১, বিএ ৩ এবং এফ এ ক্লাসে ৭টী ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। স্কুল বিভাগে ১১৮টী ছাত্রী আছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ব্ব বৎসর ৪ জন, এবৎসর ২ জন ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ ফণ্ডে ১৫৯০০ টাকা জমিয়াছিল, তাহাদ্বারা বেথুন কলেজের অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইবে। ইডেন স্কুলে ছাত্রী ৮৭ জন, এ পর্য্যন্ত একটী বালিকাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

ফ্রিচার্চ নর্ম্মাল এবং ডবটন বালিকা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীরা এণ্ট্রান্স ও এফ এ পরীক্ষা দিয়াছে। ক্রাইষ্ট চার্চ বালিকাবিদ্যালয়েও প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য খৃষ্টীয় মিসনারী দিগের ৪টী এজেন্সী আছে—আমেরিকান মিসন, ইংলণ্ডীয় চার্চ, স্কচ চার্চ এবং ফ্রিচার্চ। ইংলণ্ডীয় চার্চ ও ফ্রিচার্চ সংক্রান্ত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় আছে। স্কচ, আমেরিকান ও ফ্রিচার্চ জনানাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সকল বিদ্যা-

লয়ে এবং তদ্ভিন্ন আর ১৭টি বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদত্ত হয়। ১৩টী বিদ্যালয় প্রাইমারী ফণ্ড হইতে সাহায্য পায়। একল বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী-সংখ্যা ৪০৩৮, গবর্ণমেণ্টের মাসিক সাহায্য ২৪৮৪৷৴৮ অর্থাৎ ছাত্রী প্রতি ৷৷০ আনার অধিক লাগে। এই সকল বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় না। ইনস্পেকট্রেস বিবী হুইলারের পরীক্ষায় ১১টী মাত্র ছাত্রী অপার প্রাইমারীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, অবশিষ্ট সকলের শিক্ষা নিতান্ত সামান্য।

অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য যে সকল সম্মিলনী আছে, ডিরেক্টর তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যের যথোচিত বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। উত্তরপাড়া হিতকরীসভার জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ২২৯, সিনিয়ার ৬৯ এবং শেষ পরীক্ষায় ১৬ জন উপস্থিত হইয়াছে। ২৬৩ পরীক্ষোত্তীর্ণ, ইহার মধ্যে ৬৭টী বালিকা ছাত্রী বৃত্তি পাইয়াছে। এই সভার কার্য্য প্রায় বর্দ্ধমান বিভাগে বদ্ধ।

মফস্বল স্থান সকলে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থার উন্নতির বড় পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রেসিডেন্সী, চট্টগ্রাম, রাজসাহি, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর বিভাগে স্কুল ও ছাত্রীসংখ্যা কমিয়াছে। উড়িষ্যার অবস্থা বরং ভাল। তথায় ১২টী ছাত্রী অপার প্রাইমারী এবং ৮৬টী নিম্ন প্রাইমারীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বালেশ্বর মিউনিসিপালিটী ইহার অধীনস্থ বালিকা বিদ্যালয় সকলের পরিদর্শনার্থ এক জন সব ইনেস্পেকট্রেস নিযুক্ত করিয়াছেন। বালেশ্বর জেনানা সভা বিবাহিত রমণীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের পরমায়ু।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার টার্ণার এবং তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণী সম্প্রতি নারীজাতির একটী মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। ইঁহারা অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বহুদর্শী পুরুষ এবং স্ত্রী চিকিৎসকের সহায়তায় স্ত্রীজাতির পরমায়ুর সীমা, দৈহিক সামর্থের পরিমাণ, আহারের নিয়ম, পরিশ্রমের ব্যবস্থা এবং অসুস্থতার হেতু নির্দ্দেশ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস স্বীকার করতঃ এক্ষণে কতিপয় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের সহিত স্ত্রীর কিপর্য্যন্ত সম্বন্ধ—ধর্ম্ম, দেশাচার, সমাজ ও আইন অনুসারে স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের কর্তৃত্ব অধিকার চলিতে পারে, এবং বাধীন

সহিত সহধর্ম্মিণীর কি কি বিষয়ে কত-
দূর পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠতা রাখিলে স্বামী ও
স্ত্রী এতদুভয়ের দৈহিক, মানসিক ও
আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সুশৃঙ্খলায় রক্ষিত
হইতে পারে, এ সকল গুরুতর বিষয়েও
তাঁহারা মূকভাব অবলম্বন করেন
নাই। আমরা ষ্টার্ণের সাহেব প্রকা-
শিত পুস্তক এপর্য্যন্ত দেখি নাই;
আমেরিকার সংবাদ পত্র সমূহে
স্ত্রী জাতির পরমায়ু সম্বন্ধে তিনি যে
অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই
কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত
করিয়া দেওয়া গেল। সাহেব অনেক
প্রয়োজনীয় কথা ব্যক্ত করিয়াছেন,
সুতরাং তাঁহার অভিমতি মনোযোগের
সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সাহেবের মতে সধবা কিম্বা চির-
কুমারী ব্রতাবলম্বিনী রমণীগণ অপেক্ষা
বিধবার পরমায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।
যে সকল বিধবা পুনঃ পুনঃ বিবাহ করে
ও সন্তানবতী হয়, তাহারা অধিক কাল
বাঁচে না, বাঁচিলেও সুস্থ দেহে ও শান্ত
মনে কাল যাপন করিতে সক্ষম হয়
না। সাহেব বলেন, স্ত্রীলোকের ৩৫
বৎসর বয়ক্রম অতীত হইয়া গেলে,
যদি তাহারা সন্তানোৎপাদনের আশা
পরিত্যাগ করে এবং দাম্পত্য ভাব মাত্র
মনে পোষণ না করে, তাহা হইলে
তাহারা বলবতী, বুদ্ধিমতী, নীরোগা
ও ধার্ম্মিকা হইতে পারে। পৃথিবীর
প্রধান প্রধান সভ্য দেশের রমণী পুরুষের
পরমায়ু নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হই-
য়াছে। চীন রাজ্য ৩৫·৩ ফ্রান্স ২৯·২
জার্ম্মণী ৩৮, ভারত ৬২, আমেরিকা ৩৬,
রুসিয়া ৪০, ইটালী ৩২·৩, গ্রীশ ৩৭·৮,
ইংলণ্ড ৩১·১, আয়র্লণ্ড ৩৩·৫, স্কটলণ্ড
৩৫·১মাত্র। এই তালিকা পাঠে বেশ জানা
যায় ভারতের রমণীর পরমায়ু গড়ে সকল
দেশের রমণী অপেক্ষা অধিক এবং
ফরাসী দেশের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা
স্বল্পায়ুষ্মতী। ফ্রান্সের ভোগ বিলাস,পৈশা-
চিক ভাব এবং অপরিমিত ইন্দ্রিয়
লালসা কি স্ত্রী জাতির অধঃপতনের
কারণ নহে?

স্ত্রীলোকের পরিশ্রম করা নিতান্ত
কর্ত্তব্য। শুশ্রুতের একস্থানে পড়িয়াছি
উত্তম উত্তম দ্রব্য প্রতিদিন আহার
করিয়া কোনও ব্যক্তি যদি পরিশ্রম-
জনক কার্য্য না করে এবং নির্দ্দিষ্ট
সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকে, তাহা
হইলে সে ব্যক্তি সুন্দর ও পুষ্ট এবং
তাহার শরীর প্রচুর মাংসযুক্ত হইতে
পারে বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি কখনই
সাহসী, বলবান, সুকৌশলসম্পন্ন ও
দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। তাহার
হৃদয় প্রশস্ত, মস্তিষ্ক চিন্তাশীল, মন
উদার এবং স্বভাব মর্য্যাদাসম্পন্ন হওয়া
কখনই সম্ভবপর নহে। এই জন্য
স্ত্রীজাতিকে পরিশ্রমজনক কার্য্যে বাল্য
কাল হইতে অভ্যস্ত করান নিতান্ত
আবশ্যক। কেবল পরিশ্রম করিতে
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না,বাহি-

য়ের বিমল বায়ু সেবন ও প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে দেওয়াও কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে দেশ দেশান্তরে লইয়া গিয়া সাধ্যমত ভ্রমণ করান উচিত। আমাদের দেশের তীর্থ দর্শন স্ত্রীলোকের পক্ষে উভয় প্রকারে উপকরী। এদেশে অন্তঃপুর প্রথায় সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। আমরা বিলাতের সমাজের ন্যায় বাঙ্গালী রমণীকে একেবারে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নহি, যেহেতু সমাজ এখনও সে জন্য প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক বাহিরে আসিলে তাহার ধর্ম্ম ও জাতি নষ্ট হয় বলিয়া যাহারা কৃত্রিম শাস্ত্রীয় বচনের দোহাই দেন, তাহারা সমাজের যে কি পর্য্যন্ত শত্রু তাহা ভাবিলে দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আমি নিজে দুইবার প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি; ভারত ভূমিতে এমন কোনও প্রয়োজনীয় স্থান বা দৃশ্য নাই যাহা আমি দেখি নাই; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত অন্তঃপুর প্রথার কড়াকড়ি নিয়ম আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়াত বিশ্বাস হয় না। বাঙ্গালা ব্যতীত সকল স্থানে হিন্দু রমণীগণ নদীতে স্নান করিতে যায়, যুবতী রমণীগণ একাকিনী ক্ষেত্রে যাইয়া কৃষিকার্য্য করে, পথে পথে গান করে, উৎসবে যোগ দেয় এবং অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পরপুরুষের সহিত নির্দ্দোষ ভাবে কথোপকথন করে। কেহ কুতার প্রকাশ করিলে, আপনার সতীত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করে। বাঙ্গালা দেশের কয় জন অন্তঃপুরিকা ভদ্র গৃহিণী এরূপ সাহস দেখাইতে পারেন? কয় জন স্ত্রী লোক আপনার সতীত্ব ও মর্য্যাদা একাকিনী রক্ষা করিতে পারেন? আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা নিয়ত অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়া সুখাদ্য গলাধঃকরণ করেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের শরীরে যথেষ্ট মেদও জন্মে, কিন্তু সাহস, উদারতা ও বীর্য্যবত্তায় কখনই তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। পুরুষেরাও এমনি নীচমনা যে, পথে একাকিনী স্ত্রীলোক দেখিলে কথায়, ইঙ্গিতে বা অন্য প্রকারে তাহার মর্য্যাদা লোপের চেষ্টা করে। এই জন্যই বোধ হয় এদেশে অন্তঃপুর প্রথার এত কড়াকড়ি; অন্য দেশের পুরুষেরা এবিষয়ে বাঙ্গালীর শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত। যাহা হউক, যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা রীতিমত পরিশ্রম এবং বাহিরের শোভা দর্শন ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পাইবে, ততদিন স্ত্রী সমাজের উন্নতি ও পরমায়ু বৃদ্ধির আশা কোথায়?

সুরাপান ও মাংস ভক্ষণ স্ত্রীলোকের পরমায়ু হ্রাস করিবার পক্ষে প্রশস্ত উপায়। ভারতের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে মাংস ভক্ষণ, সুরাপান, তাপোৎপাদক প্রচুর খাদ্য গ্রহণ অথবা অতি-

রিক লালসার অধিকতর চরিতার্থতা আদৌ আবশ্যক করে না। ষ্টার্ণার সাহেব বলেন, পতিতা, কুলটা, ব্যবসায়িনী অথবা বৃক্ষ বাটিকার অধিবাসিনী স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়ে সময়ে সুরাপান আবশ্যক বটে, কিন্তু গৃহস্থ রমণীর পক্ষে ঔষধরূপেও ইহা কখনই প্রয়োজনীয় হয় না। প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে এক কি দুই দিন মাংস খাইবার ব্যবস্থা থাকিলে, স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয় লালসা কেবল যে বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, ইহা দ্বারা তাহার দেহস্থ শোণিত এবং জরায়ু ও অন্যান্য গুরুতর স্থান বিকৃত হইয়া যায়। কোনও অবস্থাতেই স্ত্রীলোকের পক্ষে মাংস ভক্ষণ বিধেয় নহে, ইহা তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ; দেহস্থ গঠনের নিয়ম সমূহের বিরোধী। সুতরাং রমণীদিগের আহার্য্য দ্রব্য হইতে আমিষকে স্বতন্ত্র করা অতীব উচিত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

পুরুষে অবিবাহিত অবস্থায় যত কাল বাঁচিতে পারে, স্ত্রীলোকে তাহা পারে না, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারের ইহা মত। অবিবাহিতা থাকিয়া কেহ কেহ অধিক দিন বাঁচিয়াছেন ইহা শুনা গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের শরীর ও মস্তিষ্ক অতীব দুর্ব্বলাকারে বর্ত্তমান ছিল। স্ত্রীলোকের বাল্য বিবাহ যেমন অপকারী, নিতান্ত অধিক বয়সেও বিবাহ করা তেমনি অপকারজনক। যে সময়েই বিবাহ হউক না, অন্ততঃ ১৬ বৎসর বয়ক্রম হইবার পূর্ব্বে এবং ৩৫ বৎসর বয়স হইবার পরে গর্ভধারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে হিতজনক নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রেরও তাহাই মত। অসভ্য সাঁওতাল জাতি একথার গুরুত্ব বুঝে, তাহাতেই তাহারা অশিক্ষিত হইয়াও সাহসী, সবল ও সত্যপ্রিয়।

"রাণী ভবানী।"

প্রাতঃ স্মরণীয়া হইলা কি গুণে ?
কেন আজ সবে ওই নাম শুনে—
গৌরবে মাতিয়া গাইছে সুযশ,
কিগুণে করিলা জগজনে বশ ?
বঙ্গবাসিগণ আনন্দে মগন,
করিয়া তোমার মহিমা কীর্ত্তন !
শত শত নারী স্মরিয়া ও নাম
ভকতি-ভাবেতে করিছে প্রণাম
উদ্দেশে তোমার,—শত শত বার ;
বঙ্গ ভূমে তুমি পূজ্যা সবাকার,—
অমূল্য রতন রমণী কুলে।
রাজসাহী জিলা অন্তর্গত ধাম,
ছাতিম নামক অতি ক্ষুদ্র গ্রাম—
জন্মভূমি তব,—খ্যাতি অভিনব
লভিয়াছে তাই—বাড়িছে গৌরব !
তোমার গুণেতে, ক্ষীণ বঙ্গ প্রাণ—

বিশাল ভারতে লভি শীর্ষ দেশ,
রমণী সমাজে—অদ্বিতীয় নাম!
তোমার প্রসাদে পূর্ণ মনস্কাম;
ধন্য ধন্য আজ ধরণী মাঝে।
সামান্য অবস্থা হইতে ভবানী—
নাজানি কিগুণে হলে রাজরাণী?
গুণের গরিমা—রূপের গরব,
রাণীর উপাধি—অতুল বৈভব,
তুচ্ছ তব কাছে—বৃথা ও সকল;
দেখালে যেরূপ চরিত্রের বল
কিবা ধর্ম্মনিষ্ঠা জীবনে প্রবল!
পর দুঃখে মন কাঁদে অনুক্ষণ
পরহিত ব্রতে একান্ত যতন—
কে করিবে আর? তোমার মতন
কোথা পাব হেন রমণী রতন?
কৃতার্থ সকলে তোমার গুণে!
রূপে নিরুপমা সদ্গুণে অতুল
সংসার-উদ্যানে স্বরগের ফুল!
রূপ গুণ দুই শোভে একাধারে,
(হাজারে একটি মিলে না সংসারে!)
রূপ হতে গুণ বরঞ্চ অধিক,
স্বরূপ বচন—নহে সে অলীক!
দয়ার প্রতিমা যে করে ধরায়
জীবন উৎসর্গ পরের সেবায়!
দানে অদ্বিতীয়া—নিঃস্বার্থ উদার,
জীবনের ব্রত—পর উপকার।
নাটোরাধিপতি—"রাম জীবনের"—
পুত্রবধূ,—রাজলক্ষ্মী নাটোরের।
'রামকান্ত' স্বামী—সঙ্গিনী 'ভবানী'
প্রতিভার বলে হ'ল রাজ রাণী!
[illegible] আখ্যানে সকলে জানে।

পতিব্রতা সতী—পতির কারণ
সদুপায় কত করিলা সৃজন।
না মানে বারণ এবে অনুপায়
কি করিবে সতী ভাবিয়ে না পায়?
'মন্ত্রিবরে' পুনঃ করিতে বরণ
অনুনয় কত করিলা যতন।
কিন্তু 'রামকান্ত' নাশুনি সে কথা
প্রণয়িনী মনে দিলা বড় ব্যথা,
হইলা ভবানী মরম-হত!
'রামকান্ত' যবে রাজ্যচ্যুত হয়ে,
সঙ্গিনীর সহ 'শেঠের' আশ্রয়ে—
ছিলা অবস্থিত,—ভবানী তখন
'মন্ত্রি' সনে করি সৌহৃদ্য স্থাপন,
আশ্চর্য্য কৌশলে নিজ বুদ্ধি বলে
পাইলা স্বরাজ্য বিদিত সকলে।
গাত্র আভরণ—'দয়ারাম' করে
অর্পিলা সকল সরল অন্তরে;
বিশ্বাস করিলা—হিতৈষী যেজন
অবশ্য করিবে মঙ্গল সাধন,
বিচক্ষণ তাঁরে জানিতা রাণী।
হয়ে পতিহারা বিধবা রমণী
শাসনের ভার লইলা আপনি।
পাষণ্ড 'সিরাজ' নবাব যখন
'পলাসির যুদ্ধে' হৃতসিংহাসন;
চির অস্তমিত—সৌভাগ্য তপন
গভীর আঁধারে ভারত মগন!
দেখালে বীরত্ব—প্রতিভা অতুল
ভবানীর গুণে ধন্য নারী কুল!
ভুলিবেনা কভু—বুদ্ধির কৌশল
দেখিয়া অবাক্ স্তম্ভিত সকল!
অলৌকিক তেজঃ রমণী স্বভাবে?

বিস্ময়ে মগন নিরখি সে ভাবে,—
কমনা পরাস্ত বির্ণিতে আজ!
পাপিষ্ঠ 'সিরাজ' রিপুর অধীন,
পাপ কার্য্যে তাই লিপ্ত চিরদিন।
রাজপুত্রী 'তারা'—পরমা রূপসী
শৈশবে বিধবা অকলঙ্ক শশী!
'পামর,' তাহারে পরশিতে চায়,
সতীত্ব কি ধন বুঝিবে কি তায়
দুর্ব্বৃত্ত যবন?—বাঁচেনা লজ্জায়
শুনিয়া জননী,—রোষে ও ঘৃণায়
উপেক্ষি তাহার ঘৃণিত প্রস্তাব,
ভর্ৎসনা করিলা—নিকৃষ্ট-স্বভাব—
দুর্মতি 'নবাব,'—সিরাজে, অতি!
পুত্রীকে পাঠালে 'তীর্থ কাশী ধাম,
সৈন্য ঠাটসহ, ভেবে পরিণাম
দিলা উপদেশঃ—'বিজয় প্রত্যাশা
নাহি থাকে যদি জীবনের আশা;
সর্ব্বাগ্রে বিনাশি তারারে তখন,
আত্মরক্ষা ক'র পরে সৈন্যগণ!
ধর্ম্মরক্ষা হেতু—স্নেহ ও মমতা—
বিসর্জ্জন দিতে হবে কি কুণ্ঠিতা
ভারত রমণী? কিবা তেজস্বিনী!
(সিংহী কি শিহরে হেরিলে হরিণী?)
প্রস্তুত হইলা—যুঝিবে আপান,
কে শুনিবে আজ বীরত্ব কাহিনী,
বীরাঙ্গনা বলে হবে কি আর?
অবলা রমণী—আছে অপবাদ!
ভবানী করিছে তার প্রতিবাদ।
অতুল বিক্রমে করি শত্রু হত,
কুলের মর্য্যাদা রাখিবে অক্ষত!
প্রজারা পূজিত দেবতার মত—

রাণী ভবানীরে, যতনে নিয়ত।
দেখি অত্যাচার—লক্ষ লক্ষ লোক
যুদ্ধে অগ্রসর, কে থামাবে রোক্?
'নবাবের' সেনা—সাহস না পায়!
পাপিষ্ঠ 'সিরাজ' ভেবে ক্ষুণ্ণ তাঁয়,
পূরিলনা পাপ বাসনা আর।
অন্ন বিতরণে যেন অন্ন পূর্ণা,
দয়া গুণে তাঁর—ধরণী সে ধন্যা।
দীনে অন্ন বস্ত্র—রোগীরে ঔষধ
যোগাতেন তাই তারা নিরাপদ।
মাতার মতন করিয়ে যতন
পালিতেন প্রজা করি প্রাণপণ।
পাঁচ লক্ষ বিঘা জমি সে নিষ্কর,
(নানা শ্রেণী লোক—অনাত্মীয়-পর)
করিত সম্ভোগ—কিবা উদারতা
রাণী ভবানীর! স্নেহ ও মমতা
তুলা দিতে নারি—যাই বলিহারী;
রমণী সমাজে রতন সে নারী!
অসীম অপার করুণা তাঁর।
বিদুষী না হয়ে বিদ্যার আদর
কে করিবে এত? দানে অকাতর!
কিবা বদান্যতা! পঁচিশ হাজার
রৌপ্য মুদ্রা দিলা পণ্ডিত মজ্জার!
বেশ ভূষা হীন! সামান্য ভাবেতে
দিনপাত করি, বিশাল ভারতে
সেখানে যে ভাব—যেন স্বর্গদেবী,
বড় সাধ মনে ও চরণ সেবি।
ধরম বিশ্বাস কিবা অবিচল
কি দিব তুলনা—একান্ত বিরল,
খুঁজিয়ে না পাই অবনী মাঝে!
আমি দুই হস্তা হীরকের হার

দিলা 'রামকান্ত' ; ভবানী তোমায়
লও ঝড়গাছা, ছোট গাছা সেই
ভবানীপুরের 'বিগ্রহেরে' দেই।
কিন্তু রাজরাণী করিলা মনন,
বড় গাছ 'তাঁরে' করিব অর্পণ ;
রামকান্ত তারে কহিলা তখন
আমার সে ইচ্ছা হবে না পূরণ ?
কহিলা ভবানী—কিবা হাস্যমুখ !
উভয়েরই ইচ্ছা তবে পূর্ণ হ'ক ;
এই বলি 'হার' দুই গাছি 'তাঁরে'
মনের হরষে দিলা একেবারে,
কোথায় দেখিব এ দৃশ্য আর ?
অবরোধ প্রথা ছিল না তাঁহার।
অমাত্যের সনে বসিয়ে বিচার
করিতেন তিনি—সে 'মন্ত্র ভবনে' ;
শ্রবণে সে কথা ধাধা লাগে মনে !
রমণী-সমাজে একি অপরূপ !
খোলা দরবারে বসিতা কিরূপ ?
সময়েরে তিনি তিন ভাগ করি
করিতেন ব্যয়, বাঁধা ছিল ঘড়ি।
'ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,' 'পর উপকার'
'রাজ কার্য্য দেখা'—বিভাগ তাহার।
শেষ কালে 'রাণী' সন্ন্যাস আশ্রমে
'বড় নগরেতে' ধরম করমে,
গঙ্গাতীরে থাকি ব্রত অনুষ্ঠান
করিতেন সদা সঁপি মন প্রাণ।
উনাশী বছর বয়সে ভবানী
ইহলোক ছাড়ি গেলা রাজরাণী,
শান্তি নিকেতনে মায়ের কোলে।
ভুবন ভরিয়া ভবানীর নাম
গাইবে সকলে স্মরি অবিরাম !
নাহি ভাষাজ্ঞান কল্পনা শকতি
কিগুণে আঁকিব পবিত্র মূরতি ?
সতীত্ব বীরত্ব মহত্ত্ব যেখানে,—
নীচ ভাব কিছু থাকে কি সেখানে ?
অনন্ত অক্ষয় সুখে নিমগন
পতিব্রতা সতী ভবানীর মন !
চির শান্তিময় নিত্য নিকেতনে,
স্বর্গ-দেবী রূপে দিব্য আভরণে ;
বিভূষিতা আজ ভারত রমণী,
ধন্যা যাঁর গুণে বিশাল ধরণী !
ধন্য বঙ্গবাসী স্মরণে তাঁর !!!

নূতন সংবাদ

১। বর্দ্ধমান বিভাগে ১টী এবং প্রেসিডেন্সী সার্কেলে ১৯টী বালিকা গত অপার প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

২। লেডী ডফরিণ লণ্ডনে লেডী ডফরিণ ফণ্ডের এক কমিটী করিয়াছেন, কুপার সাহেব তাহার সম্পাদক।

৩। সুরাটের সাহায্যার্থ কলিকাতায় প্রায় ৯ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এচ, এম, রষ্টমজী সম্পাদক। এই ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বামা রচনা।

নব বর্ষ।

একটী বরষ ক্ষুদ্র প্রবাহ মতন,
মিশে গেল ধীরে ধীরে কালের সাগরে
হাসাইয়া, কাঁদাইয়া মানব-জীবন
অদৃশ্যে চলিয়া যায় চিরদিন তরে। ১

বিগত বরষে কেহ হৃদয় কাননে
রোপেছিল আশালতা অতীব যতনে,
ভেবেছিল ভ্রান্তপ্রাণে আশার মায়ায়,
ফলিবে সুফল কত বরষের সনে। ২

উপাড়িয়া আশালতা নিরাশাবাত্যায়,
আঘাতিয়া হৃদি তার বিষাদ প্রস্তরে,
আপন অভীষ্ট সাধি বর্ষ গেল হায়,
স্মৃতি মাত্র রাখি সুধু মানব অন্তরে; ৩

কার(ও) গৃহে নববর্ষে আনন্দ উৎসব,
বিষাদ তমস জালে কাহার(ও) হৃদয়
ঢেকেছে, শোকাশ্রু ধারা ঝরিছে নয়নে,
নিঠুর কালের লীলা প্রহেলিকাময়। ৪

চিরদিন তরে হায় স্বজন কাহার
নিদয়, নির্ম্মম, কাল লয়ে গেছে হরে,
সুখের আলয় আহা, করিয়ে আঁধার!
ভাসে পরিজন তার শোক পারাবারে। ৫

নয়নের কাছে আহা! ছিল যে সে দিন,
চিহ্ন মাত্র রহিবে না আর এ জগতে,
বর্ত্তমানে মুগ্ধ নর, কল্পনা অতীত,
অজ্ঞাত ভবিষ্য দুঃখ, ভাবে নাই চিতে। ৬

এই যে এসেছে বর্ষ নব সাজ পরি,
হায় কারে ডুবাইতে বিপদ সাগরে,
এই বর্ষ সনে কার জীবন শর্ব্বরী
পোহাইবে ধরণীতে চিরদিন তরে। ৭

মোহে মুগ্ধ অন্ধনর! দেখ আঁখি খুলে,
নিশিদিন স্রোত মত হতেছে বিগত,
অলীক আমোদ সব রেখে দিয়ে ফেলে,
ভবের কর্ত্তব্য কাজ সাধহ সতত; ৮

বর্ষ যায় বর্ষ আসে এইরূপে কত,
ক্ষণস্থায়ী হায় এই মানব জীবন,
এইরূপে একদিন বরষের মত,
শুকাইবে আশালতা, ভাঙ্গিবে স্বপন; ৯

জগদীশ! নববর্ষে করি বার বার,
প্রণিপাত ভক্তি সহ তোমার চরণে,
ধর্ম্মপথে থাকে যেন হৃদয় আমার,
সুস্থকায়ে রেখো দেব পরিজন সনে। ১০

শ্রীপ্রমীলা বসু।

মহা যাত্রা। *

"উচ্চতর রক্ত স্রোত ধমনীতে ধরি
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি"
নবীনচন্দ্র সেন।

আজি মহারাজ তোমার চরণে
এদাসী বিদায় মাগে,
জনমের মত দুই এক কথা
কহিতে বাসনা জাগে।
তোমার আশীষে চলিনু স্বরগে
মর-লীলা করি সায়,
কৃতজ্ঞতা রসে উথলিছে প্রাণ
শেষ নমস্কার পায়!
হীরক রতন রাজ-সিংহাসন
দিয়াছিলে আশ্রীরে,

* ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে খুরী-রাজ সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজ-

কত ভাল বাসা সোহাগ যতন
সতত ঢেলেছ শিরে।
এ মর জগতে নশ্বর জীবনে
ছিল না অভাব লেশ,
বিষাদ বেদন বুঝিনি কখন
তোমা হ'তে হৃদয়েশ।
তুমি স্নেহময় তুমি প্রেমময়
তুমি বীর মহাযোধ,
নীচাশয়া কভু ভেবনা দাসীরে,
এই শেষ অনুরোধ।
"অরাতি মহিলা—কুসুম কোমলা—
কাচ শিশুসহ হায়,
অনাহারে মরে নিবিড় কাননে
অনাথা কাঙালী প্রায়!"
শুনি এ বারতা গলিল পরাণ
উঠে হৃদি উথলিয়া,
করিনু যতন মনের মতন
বসন ভূষণ দিয়া।
মনসাধ পূরে আহার পানীয়
দিয়াছিনু সবাকায়,
নিরাপদে তারা গেছে নিজ ঠাঁই
কৃতার্থ হয়েছি তায়।
মুছায়ে পরের নয়নের জল,
বাঁচায়ে পরের প্রাণ,
কিবা সুখ মরণে!—যে মরে সে জানে
কি আনন্দ প্রাণ দান!
আপনার তরে মরে যেই জন
মরণে তাহারি ব্যথা,
যেই নরাধম পাপে পুড়ে মরে
অসহ তাহারি কথা!"
নয়নের জল উথলি আসিছে
পুলকে সরে না বাণী,
পরের লাগিয়া এ মর জীবন
ত্যজিল তোমার রাণী!
কখন ভেবনা তোমার ললনা
মরণেরে করে ভয়,
ক্ষত্রিয় শোণিতে যাহার জনম
মৃত্যু তার "সুখময়"!
"নিজ প্রাণ দিয়া সর্ব্বস্ব সঁপিয়া
বাঁচাবে শরণাগতে"
তোমার প্রসাদে শিখেছে অধীনী
আর্য্যনীতি এ জগতে।
সফল জনম সার্থক জীবন
বীরতা সাধিয়া যাই,
বীরাঙ্গনা হয়ে হীন মম ম'লে
সে লাজের সীমা নাই।
ভেব না রাজন! তোমার আঘাতে
পেয়েছি মরম ব্যথা,
আমার হৃদয় ভরিয়া রয়েছে
তোমার স্নেহের কথা!
স্বপনেও দাসী পলকের তরে
তোমারে ভাবেনি ভিন,
মরণেও তুমি প্রেমময় তার
স্নেহময় চির দিন!
তোমার প্রেয়সী হয়ে ধরাতলে
ছিলাম অতুল সুখে,
বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিলে আবার
কাঁদিব কিসের দুখে?
মনে রেখ নাথ, রমণীহৃদয়
ভালবাসা প্রস্রবণ
প্রিয়তম পতি জগতের গতি
প্রাণের সর্ব্বস্বধন!
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
তুমিই আমার সার,
এ জনম তরে চলিলাম তবে
করি শেষ নমস্কার।

শ্রীম [illegible] চট্টরাজী।

গণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান সময়ে তদীয় মহিষী, অনাশ্রিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীদিগকে আহার পানীয় প্রভৃতি দিয়া যথা বৃত্তি চরিতার্থ করেন; রাণীর সহায়তায় ইউরোপীয়দিগের দিল্লী শিবির প্রস্থানের পর খুঁদীরাজ স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন ও রাণী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। অনপ্রকৃতি শত্রু পক্ষের প্রতি দয়া প্রকাশ করাতে ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা রাণীকে নিহত করেন। তদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯১ সংখ্যা। লজ নগরে অল্প দিন ৬০ কল্প। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬—জুন ১৮৮৯। ১৮ ... ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—বি, এ, পরীক্ষায় ৪৪০ বি. এলে, ১৮৫, এফ, এ, ৭১৫ এবং এণ্ট্রান্সে ১৪৭৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শতকরা পাস সাধারণতঃ বড় কম হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বেথুন কলেজে ফাষ্টআর্টে ৪ জনের মধ্যে ২, এবং প্রবেশিকায় ৫ জনের মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সারদাশ্রম—রমাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত সারদাশ্রমে শিক্ষা লাভার্থ বেথুন স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রী বঙ্গমহিলা এক বৎসরের ছুটী লইয়া যাইতেছেন।

দলীপ সিং—রণজিৎপুত্র এবার বড় পাকা চাল চালিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীকে রুসিয়া হইতে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য পুনর্লাভার্থ তিনি ইংরাজের অনুগ্রহ চান না, কিন্তু তাঁর সম্পত্তি কোহিনুর মণি মহারাণী যে নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছেন, হয় তাহা ফিরাইয়া দেন, নয় তাহার উচিত মূল্য প্রদান করেন। মহারাণী খৃষ্টান ও ধার্ম্মিকা, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন, এই তাঁহার দৃঢ় আশা। আমরা শুনিয়াছিলাম রণজিৎ কোন আফগান সর্দ্দারকে পরাজয়

করিয়া যখন কোহিনুর হরণ করেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ইহার দাম কত? সে ব্যক্তি তখনি স্পষ্ট জবাব দেয় "পাঁচ জুতি।" দলীপ সিংহের এ কথা স্মরণ থাকিলে কোহিনুরের দাম চাহিতেন না। যতদিন বীরভোগ্যবসুন্ধরা রহিয়াছে, ততদিন অশক্তদিগের ক্ষমাগুণই পরম ভূষণ।

সতীদাহ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ছিল?—সহমরণ প্রথা রহিত হইবার সময় গণনা দ্বারা স্থির হয়, ২৫ বৎসরের মধ্যে ৭০ হাজার রমণী অ[illegible]ত আত্মবিসর্জন ক[illegible] উঠে যদি উথলিয়া, [illegible]ক সংখ্যা [illegible] হওয়াই সম্ভব। পতির সহিত অক্ষয় স্বর্গভোগের কামনায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনেকে জীবন্ত দেহ অগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বার্থপর আত্মীয় বন্ধুর প্রবর্ত্তনায় এবং বাদ্য রোলের গোলে অনিচ্ছাতেও কত নারী প্রাণ হারাইয়াছেন।

নায়াগ্রা জল-প্রপাতের শব্দ—আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ নায়াগ্রা জলপ্রপাতের শব্দ ফনোগ্রাফ যন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া সেই যন্ত্র ইংলণ্ডে আনিয়া লোকে সেই ভীষণ শব্দ অবিকল শুনিতেছে।

স্ত্রী-প্রহরী—আমেরিকায় নিউ-ইয়র্ক সহরে স্ত্রী-প্রহরী আছে। ইহারা রাত্রিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কেবল মেয়ে মাতালদিগকে ধরিয়া বেড়ায়। পুরুষ প্রহরীরা মেয়ে মাতালদিগের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করে বলিয়া স্ত্রী-প্রহরীর আবশ্যকতা।

স্ত্রী কর্ম্মচারী—রুষ দেশে প্রায় সমস্ত টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী স্ত্রীলোক।

মৌমাছি ও পারাবতের দৌড়—ওয়েষ্ট ফেলিয়াতে ইতিমধ্যে মৌমাছি ও পারাবতের দৌড় হইয়াছিল, ৪টী মধুমক্ষিকা ও ৪টী পারাবত ৩॥০ মাইল দূর হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথম মৌমাছিটী প্রথম পরাবতের ২৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে। অপর ৩টী দ্বিতীয় পারাবতের পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিল।

আশ্চর্য্য সংবাদ—(১) মার্কিণ দেশে এক রমণী ৭ বৎসর কাল কেবল মাত্র জল খাইয়া বাঁচিয়াছিল।

(২) ফ্রান্সে একটী বানর পিয়ানোতে গান ও গৎ বেশ বাজাইতে শিখিয়াছে।

দান—(১) আলীগড়ের মহম্মদীয় এংলোওরিয়েণ্টাল কলেজের সাহায্যের জন্য কাশীমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(২) মহিষাদলের রাজা জ্যোতিষ প্রসাদ গর্গ তাঁহার জমীদারীর বন্যাপীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যার্থে বাঁধ বাঁধিবার জন্য ২০ হাজার টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

বেলুন যাত্রা (১)—বাঙ্গালীর সাহস—২২শে বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ণে বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একাকী বেলুনে উঠিয়াছিলেন।

৪০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া বেলুন নিম্নগামী হয়, এবং সোদপুর ষ্টেসনের নিকটস্থ নাটাগড়ে গ্রামে অবতীর্ণ হয়।

(২) ২৯এ বৈশাখ স্পেন্সার সাহেব জামালপুরে বেলুন আরোহণ করেন। পাবাড়ুটে নামিবার সময় পাহাড়ের উপরে পড়িয়া বড় আঘাত পাইয়াছেন।

কথোপকথনের ভাষা—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকে অর্থাৎ ৩০ কোটী লোকে চিনীয় ভাষায় কথা কয়। তাহার নীচে হিন্দী ও ইংরাজী; ১০ কোটী হিন্দীতে ও প্রায় ১০ কোটী লোক ইংরাজীতে কথা বলিয়া থাকে। রুষভাষী লোক ৭ কোটী, জর্ম্মণ ভাষী ৫ কোটী এবং স্পেনীয় ভাষায় কথা কহে এরূপ লোকের সংখ্যা ৪ কোটী ৭০ লক্ষ।

কীর্ত্তিস্তম্ভ—কলিকাতার মনুমেণ্ট ১৬৫ ফিট উচ্চ। সম্প্রতি পারিস নগরে একটী টাউয়ার নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার উচ্চতা ৯৮৪ ফিট। ইহার ন্যায় উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীতে আর নাই।

বিধবা সংখ্যা—ভারতে ২১০০০,০০০ বিধবা। ইহার মধ্যে ৭৯০০০র বয়স ৯ বৎসরের কম। ২০৭০০০র ১৪ বৎসরের কম এবং ৩৮২০০০র ১৯ বৎসরের কম।

স্ত্রী-কীর্ত্তি—বিলাতে একটী মদ্য-নিবারিণী সভা কেবল স্ত্রীলোক দ্বারা চালিত হয়। ইহার সভ্যের সংখ্যা ২৮০০০। ৩৭৭টী শাখা সভা আছে, সকল গুলিই স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত।

স্ত্রীমিত্র—বোম্বাইয়ের কয়েকজন পার্সি মহিলা স্ত্রীমিত্র নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন।

অপূর্ব্ব বিবাহ—সঞ্জীবনী বলেন যে লক্ষ্ণৌ নগরে অল্প দিন হইল এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ১৮ বৎসরের পাত্র এবং ৭৪ বৎসরের পাত্রী। নবোঢ়া বধূর ১১টি পুত্র কন্যা। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তানের বয়স ৫৩ বৎসর, এতদ্ব্যতীত সেই পাত্রীর ২৩টী পৌত্র ও পৌত্রী এবং ২৩টী প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী আছে। তাহাদের কাহারও বয়স ১৮ বৎসরের ন্যূন নহে; বর নাকি বেশ অবস্থাপন্ন, নব বধূর ধন সম্পত্তি কিছুই নাই, অথচ কিসের দায়ে এই বিবাহ হইল তাহাই ভাবিয়া লোক অস্থির।

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

এক দিন প্রাতঃকালে গোদাবরী নদীর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থঘাটে এক প্রৌঢ় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার দুই কন্যা ছিলেন। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একের বয়ক্রম নয় বৎসর, অপরের বয়ক্রম সাত বৎসর। তৎকালে সেই ঘাটে এক রূপবান্ ব্রাহ্মণ-যুবক স্নানার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। স্নান ক্রিয়া ও আহ্নিক পূজাদি সমাপন

করিয়া প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ উক্ত যুবককে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার নাম ধাম জাতি ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে বিপত্নীক জানিয়া তিনি তাঁহার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। যুবক ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলে অবিলম্বে পবিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিয়দ্দিবস পরে যুবক সস্ত্রীক স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুবকের কথা বলিতেছি, তাঁহার নাম অনন্ত শাস্ত্রী; আর যে নবম বর্ষীয়া বালিকাকে তিনি বিবাহ করিয়া লইয়া যান, তিনি পণ্ডিতা রমাবাইয়ের মাতা। অনন্ত শাস্ত্রী পশ্চিম ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী মাঙ্গালোর পরগণা নিবাসী। বাল্যকালে ইহাঁর এক বিবাহ হয়। সেই বিবাহের পরেই ইনি পুনা নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাম চন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। রামচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় পুনার পেশওয়ার সহধর্ম্মিণীর অধ্যাপক ছিলেন। যখন তিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে গমন করিতেন, তখন প্রিয় শিষ্য অনন্ত শাস্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। পেশওয়ার রাণীকে সংস্কৃত পাঠ করিতে দেখিয়া বালক অনন্ত শাস্ত্রীর মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের উদ্রেক হয় এবং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে বাটী ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে (তাঁহার প্রথমা স্ত্রী—রমাবাইএর মাতা নহেন) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবেন। তেইশ বৎসর বয়সে অনন্ত শাস্ত্রী গুরুদেব রামচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বাটী গমন করিয়া তিনি স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় হইলেন সুতরাং তিনি উক্ত সাধু কামনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন অনন্ত শাস্ত্রী দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া ঘরে আসিলেন, তখনও তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বীতরাগ হয়েন নাই। কিন্তু এবারও নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। অনন্ত শাস্ত্রী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে বিদ্যাবতী করিবার জন্য এবার গৃহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের নিকট গঙ্গামূল নামক একটী ক্ষুদ্র অরণ্য আছে, তথায় গমন করিলে কেহ আর তাঁহার শুভ সংকল্প সাধনে কোন বাধা দিতে পরিবে না উপলব্ধি করিয়া সেই জনবিহীন বিপদসঙ্কুল স্থানে তিনি সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন। প্রথম দিবস বৃক্ষতলেই যাপন করিলেন। রাত্রে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি বিকট চিৎকারে অরণ্য

প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, অনন্ত শাস্ত্রী জাগরিত থাকিয়া তাঁহার বালিকা সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মী বাইকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে অল্প দিবসের মধ্যে তিনি একটী সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। এখানে স্ত্রীকে শিক্ষা প্রদানে কেহই বাধা দিবার ছিল না। প্রত্যহ প্রাতে শাস্ত্রী মহাশয় স্ত্রীকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সুযশ পার্শ্বস্থ গ্রামাদিতে প্রচারিত হইলে কতক গুলি বালক তাঁহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতে লাগিল। ক্রমে শাস্ত্রী মহাশয়ের দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মিল। অনন্ত শাস্ত্রী স্বয়ং স্ত্রী ও শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যাকেও পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা রমাবাই জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং রমাবাইকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার ভার নিজের স্ত্রীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রিয়া কন্যা রমার বয়ক্রম যখন পাঁচ ছয় বৎসর, তখন মাতা লক্ষ্মীবাই প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া অতি সস্নেহে মুখে মুখে সংস্কৃত ভাষার বর্ণ গুলি আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

রমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন জন্য শাস্ত্রী মহাশয় ঋণগ্রস্ত হয়েন। ঋণ পরিশোধার্থ পৈতৃক বিষয় বিক্রয় হইয়া যায়। গৃহহীন হইয়া তিনি সপরিবারে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হয়েন। সাত বৎসর কাল তিনি কেবল পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। যখন পর্য্যটনে বহির্গত হয়েন, তখন রমার বয়ক্রম নয় বৎসর।

যে নয় বৎসর এই উচ্চমনা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত সপরিবারে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান, তাহার এক দিনও ইহাঁদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি অবহেলা দেখা যায় নাই। রমাবাই ক্রমে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা অতীব সন্তুষ্ট হয়েন। অর্থাভাবে রমাবাইয়ের এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। তাঁহার যখন ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম তখন তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই এককালে পরলোক যাত্রা করেন। তখন ইহাঁদের এতই দরিদ্রাবস্থা যে পিতামাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনোপযোগী সঙ্গতি ছিল না। পরে দুই জন ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তাঁহাদিগের দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দেন।

রমাবাইয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী পূর্ব্বেই পরলোকগতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত রহিলেন। পিতৃমাতৃ ও ভগিনী হীন হইয়া ইহাঁরা দুই জনে কলিকাতায় আগমন করেন। রমাবাইয়ের অসা-

ধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শিতা গুণে কলিকাতায় তিনি অনেক বড় লোকের অনুগ্রহ পাত্রী হয়েন এবং সংস্কৃত কালেজ হইতে তাঁহাকে স্বরস্বতী উপাধি প্রদত্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে রমাবাইয়ের ভ্রাতার মৃত্যু হয়। রমাবাই ভ্রাতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—"রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া তিনি কেবল একমাত্র আমার বিষয় চিন্তা করিতেন। বলিতেন যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমার কি হইবে। যখন তিনি এই কথা বলিতেন তখনই আমি তাঁহাকে বলিতাম ;—"আপনি আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। ঈশ্বর আমাদের উভয়ের একমাত্র সহায়।" এই কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিতেন, "যদি ঈশ্বর আমাদের সহায় হন, তবে আর ভাবনার বিষয় কি আছে ?" বাস্তবিক এই সকল বিপদের সময় আমার বোধ হইত যেন ঈশ্বর আমাদের পার্শ্বে রহিয়াছেন—আমি তখন তাঁহার উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করিতাম।" রমাবাইয়ের ভ্রাতার মৃত্যুর ছয় মাস পরে তিনি শ্রীহট্ট নিবাসী ও আরা প্রবাসী বাবু বিপিন বিহারী বসু এম, এ, বি, এলকে বিবাহ করে। ইনি বেহার অঞ্চলে উকীলের ব্যবসায় করিতেন। সিবিল বিবাহ আইন অনুসারে ইহাঁদের বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। বিবাহের উনিশ মাস পরে ওলাউঠা রোগে বিপিন বাবুর কাল হয়। স্বামীর পরলোক গমনের তিন চারি মাস পরে রমাবাইয়ের একটী কন্যা সন্তান হয়। এই কন্যাটীর নাম মনোরমা।

আর বিবাহাদি না করিয়া স্বদেশীয় নারী-সমাজের উপকারার্থ জীবন সমর্পণ করিব, রমাবাই এক্ষণে এই সংকল্প করিলেন, এবং বোম্বাই প্রদেশে গমন করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও মর্ম্মানুসারে হিন্দু নারীগণের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনা নগরে "আর্য্য মহিলা সমাজ" নাম দিয়া মহিলাদিগের একটী সভা সংস্থাপন করিলেন। উহার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, দ্বিতীয়, বাল্য বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন। রমাবাই সুবক্তা। এক্ষণে তিনি বোম্বাই অঞ্চলের নগরে নগরে উক্ত দুইটী সংস্কার সাধনের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান করিয়া এবং পুনা নগরীস্থ "আর্য্য মহিলা সভার" শাখা সভা সংস্থাপন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রমাবাইয়ের এই বিশ্বাস হইল যে তিনি যে মহৎ সংকল্প সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সুন্দর রূপে সংসাধন জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক সে শিক্ষা তাঁহার নাই। তাঁহার মনে এই ধারণা হইল যে উক্ত প্রকার শিক্ষা লাভ জন্য তাঁহার ইংলণ্ডে গমন করা আবশ্যক। এই সময়ে কোন খ্রীষ্টীয় ইংরাজ মহিলার সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়াতে ইংলণ্ডে গমন করিবার সুবিধা উপস্থিত হয়,

এবং তিনি স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে উক্ত মহিলার সহিত ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তথায় বান্টেজ্ (Wantage) নামক নগরে "Sisters of St. Mary's home" নামক খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের আবাসে তিনি বাস করিতে থাকেন। তথায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়া রমাবাই উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া উক্ত ধর্ম্মে সম্পূর্ণ আস্থাবতী হয়েন। তিনি বলেন এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের দয়ার পাত্রী হইতে পারিব বলিয়া আমার অকপট বিশ্বাস হয়, সুতরাং আমি সরল অন্তঃকরণে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করি। ১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রমাবাই ও তাঁহার কন্যা উভয়েই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বান্টেজ নগরে তিনি এক বৎসর কাল ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় নিযুক্তা থাকেন। পরে চেল-টেন্হাম (Cheltenham) নগরের স্ত্রী-লোকদিগের বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্তা হয়েন। অধ্যয়নের পর যে সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহা তিনি বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষায় ক্ষেপণ করিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি এই সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষমা হয়েন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষা বিভাগে একটী উচ্চ কার্য্য দিবেন, ১৮৮৫ সালে যখন এইরূপ প্রস্তাব হই-তেছিল, তখন আমেরিকা হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আইসে। রমাবাই সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মার্কিন দেশে যাত্রা করিলেন। তিন বৎসর কাল উক্ত দেশে অবস্থিতি করিয়া পাণ্ডিতা রমাবাই অল্পকাল হইল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সে সংবাদ আমরা যথাসময়ে প্রকটিত করিয়াছি। আমেরিকায় অবস্থিতি কালে রমা-বাই আমেরিকার শিশু বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। আমেরিকায় শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে প্রণালীতে পুস্তক রচিত হয় রমাবাই সেই প্রণালী অনুসারে মহারা-ষ্ট্রীয় ভাষায় কয়েক খানি পুস্তক রচনা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা আজও প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। আমেরিকায় অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাদিগের সহিত আলাপ করিয়া ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধন জন্য ইনি একটী সমিতি গঠিত করিয়া আসিয়াছেন। সেই সমিতি হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই নগরস্থ বিধবাদিগের আবাসের সাহায্যার্থ বৎ-সর বৎসর প্রয়োজন মত অর্থ প্রদত্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত রমাবাই "উচ্চ জাতীয় হিন্দু স্ত্রীলোক" নাম দিয়া এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক হইতে যে অর্থলাভ হইবে, তাহা

"বিধবা নিবাসের" জন্য ব্যয়িত হইবে। রমাবাইয়ের জীবন বৃত্তান্তে পাঠিকা অনেক শিক্ষার বিষয় পাইবেন। তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্না রমণী ভারতে অতি বিরল। তাঁহার ন্যায় গুণবতী মহিলার সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ তত প্রসারিত হবে।

আদর্শ রমণী।

(২৯২ সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার পর)

আদর্শ বঙ্গললনা শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা আপন বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবেন। সেই পরিষ্কার বুদ্ধির আলোকে জীবনের সকল প্রশ্ন তাঁহার নিকট মীমাংসিত হইবে। তিনি না বুঝিয়া দেশাচার-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন না। তাঁহার শিক্ষা যতদিন না সমাপ্ত হইবে, ততদিন ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের ছবি তাঁহার মানসপটে চিত্রিত হইবে না। প্রকৃতির নিয়মক্রমে যখন তাঁহার শরীর ও মন পূর্ণতার দিকে সম্যক্ অগ্রসর হইবে, তখন বিবাহের চিন্তা সহজ ভাবেই উপস্থিত হইবে। যতদিন না আপনা আপনি এ চিন্তা উদয় হয়, ততদিন বিবাহের আবশ্যকতা নাই বুঝিতে হইবে। স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য যথাসময়ে হইবেই হইবে। বিবাহ,—পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন,—প্রকৃতিগত অখণ্ডনীয় নিয়ম। শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ, মানসিক বৃত্তির উন্মেষ, হৃদয়ের চর্চ্চা স্বাভাবিক ক্রম অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; অকাল বিকাশ বিনাশের পূর্ব্ব পন্থা। নানাপ্রকার উপায়ে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ উপযুক্ত সময়ের অগ্রে করান যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির শৃঙ্খলা ভগ্ন হইয়া মহা অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। কুসংসর্গে, কুচিন্তায় এবং অসদ্গ্রন্থ পাঠে মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহা শরীরের উপরেও কার্য্য করিয়া থাকে। বঙ্গীয় পরিবার এইরূপ অকাল বিকাশের এক একটী যন্ত্র স্বরূপ। বালক বালিকাগণকে যেরূপ শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের মধ্যে রাখা হয়, তাহাতে উপযুক্ত বয়সের বহু পূর্ব্বেই তাহাদের যৌবন উন্মেষিত হয় এবং বিবাহের চিন্তা মনে প্রবেশ করে। আদর্শ রমণী এই সমস্ত শক্তির কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিবেন। তিনি স্বভাব শিশু হইয়া স্বভাবের নিয়মেই পরিচালিত হইবেন।

বিবাহের প্রাণ ধর্ম্ম,—শারীরিক সম্বন্ধ শুধু উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু সংসা-

য়ের লোক চিরকালই উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। বিবাহের যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহাতে বিকৃতির লক্ষণই বেশী। শরীরের মিলন নহে, প্রাণে প্রাণে মিলনই বিবাহের উদ্দেশ্য। আদর্শ রমণী শারীরিক বিবাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। তাঁহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক হইবে। তাঁহার হৃদয় তাঁহার পথ প্রদর্শক হইবে। বাহিরের কোন গণনা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিবে না। হৃদয় যদি আর এক জনের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, অনন্ত মিলনের জন্য প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে থাকে, কণ্টকময় জীবন-পথে যদি সহচর লাভ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলেই রমণী বিবাহ করিতে অধিকারিণী। হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত না হইলে বিবাহের অধিকার জন্মে না। অগ্রে প্রণয়, তাহার পরে পরিণয়,—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

আদর্শ রমণী লজ্জাশীলা হইলেও স্বাধীন ভাবে সমাজে বিচরণ করিতে থাকিবেন। ধর্ম্মই তাঁহার বর্ম্ম ও আবরণ; তিনি আপনাকে আপনিই সুরক্ষিত করেন। জনসমাজে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার সামাজিক বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি হইবে। যাঁহার প্রতি তাঁহার মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকেই তিনি জীবনের সহচর করিতে অধিকারিণী। পিতামাতা বা অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন বটে; কিন্তু কেবল তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করা অত্যন্ত হীনতা। যদি অবস্থা নিতান্ত প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে নারী বরং যাবজ্জীবন কুমারী থাকিবেন, কিন্তু আপনার হৃদয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আত্মঘাতিনী হইবেন না।

জ্ঞান ও প্রেমের মিলনে মানব প্রকৃতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই মণি কাঞ্চন যোগে রমণী দেবীরূপে বিরাজ করেন। প্রেমের দ্বারা তিনি সংসারকে বশ করেন। তিনি সংসারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া পড়েন। পুরুষের বাহুবল নারীর প্রেমের বলের নিকট আনন্দে পরাজয় স্বীকার করে। রমণী যখন গৃহিণী হন, তখন তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজ্ঞী।

হৃদয়ের অপরূপ শোভা রমণী এই সংসারের গরল সমুদ্রে সুধাবিন্দু। সাধুশীলের চরিত্রের সৌরভ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোককে আমোদিত করে। তাঁহার প্রভাব সকলেরই হৃদয়ে অনুভূত হ ।

আদর্শ রমণী যদি কুমারী থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্মের নামে পরসেবাব্রতে জীবনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন। তাঁহার পবিত্র জীবন পবিত্র কর্ত্তব্য সাধনেই অতীত হইবে। সংসারের মঙ্গল সাধনই তাঁহার অন্তরতম উদ্দেশ্য হইবে; তিনি ব্রহ্মচারিণী ভাবে জীবন যাপন করিবেন। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া হৃদয় মনের বৃত্তিগুলি

স্ববশে আনয়ন করিবেন। সংযম দ্বারা স্বভাবকে নির্ম্মল রাখিবেন।

বিবাহিতা হইলে আদর্শ বঙ্গললনা স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী এবং সহভোগিনী হইবেন। হৃদয়ে হৃদয়ে যখন বিনিময় হয়, তখন জীবনে লক্ষ্যেরও বিনিময় হয়। এক উদ্দেশ্য না হইলে বন্ধন সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয় না। ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিত হইবেন, ধর্ম্মকেই সম্মুখে রাখিয়া [illegible]

(২৯২ সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] তাঁহারা জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। আমাদের শাস্ত্রে সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থআশ্রমেরই অধিক সাধুবাদ আছে। সংসারে থাকিয়া যেটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। ধর্ম্মাচরণে স্ত্রী স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইবেন। শাস্ত্রের উপদেশ গৃহস্থকে সস্ত্রীক ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। স্বামী যে কর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ করিবেন, ভার্য্যা তাহার সহকারিণী হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবেন। যতপ্রকার সাধু কার্য্য আছে, তাহাতে উভয়ে মিলিয়া খাটিলে অতুল আনন্দ হয়। এদেশে স্বামীর জীবন ব্রতের সহিত স্ত্রীর কোন সহানুভূতি নাই। স্বামী স্ত্রী পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভ্রমণ করেন। যতটুকু স্বার্থ, ততটুকুতেই মিলন। স্ত্রী এ সমাজে শূন্য,—তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। পুরুষের দ্বারাই তিনি সকল বিষয়ে চালিত হন। স্রোতের উপরে ভাসমান তৃণের ন্যায় তিনি পুরুষের ইচ্ছা স্রোতে ভাসিয়া যান। আদর্শ বঙ্গবালা স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াও আপনার স্বাধীন ইচ্ছা হারাইবেন না। স্বামী যে একেবারে ভ্রম, অন্যায় ও পাপের অতীত, স্ত্রীর যে স্বামীকে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, ইহা অন্ধতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রেমে উন্মত্ত হইলেও প্রেমা[illegible] [illegible]পদের ক্রটী সংশোধন করা [illegible] কর্ত্তব্য। প্রেমের সহিত মঙ্গল ইচ্ছা না থাকিলে সে প্রেম স্বার্থ প্রণোদিত বলিতে হইবে। আমাদের সমাজের অর্দ্ধেক অংশ একেবারে নির্জ্জীব; এই অর্দ্ধাংশ সচেতন এবং কর্ম্মশীল হইয়া উঠিলে দেশের বহুল উন্নতি সাধিত হইতে পারে। রমণী যখন এ দেশে পুরুষের বাহুর বল, হৃদয়ের প্রেম, শরীরের শোণিত হইবেন, তখন কার্য্য ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত হইবে,—তখন এ জাতি আবার জাগিয়া উঠিবে। তখনই এ জাতির চরিত্রে পুরুষকারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এক হৃদয় স্বেচ্ছায় অন্য হৃদয়ে মিলিত হইলে ধর্ম্মে, অর্থে বা ভোগে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিতে পারে না। সংসারের সকল প্রকার অবস্থায়, শরীর মনের সর্ব্বাবস্থায় স্বামী স্ত্রী একই প্রকার ভাবের অধীন হইবেন। পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইবেন। দাম্পত্য

প্রণয় সংসার মরুভূমে শান্তি প্রস্রবণ। ইহাতে বিষকেও অমৃত করিয়া লয়। প্রণয়ের প্রভাবে তরুতলও স্বর্ণ সিংহাসন হয়। স্ত্রী স্বামীতে অন্তরের আনন্দ ভোগ করিবেন, স্বামীও স্ত্রীকে আনন্দ ও প্রেমরূপিণী বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবেন। স্বামীর প্রেমে স্ত্রী আপনাকে সম্মানিত মনে করিবেন। স্ত্রী স্বামীর জন্য, স্বামী স্ত্রীর জন্যই যেন জীবিত থাকিবেন। দুই হৃদয়ে এক এবং এক হৃদয়ে দুই হইবে। এই সম্বন্ধই সকল সম্বন্ধের চরমোৎকর্ষ। এই মধুর সম্বন্ধই সংসারের মূল গ্রন্থি।

সতীর পবিত্র প্রেম মর্ত্ত্যের পারিজাত। মানবের যত প্রকার সুখ আছে তাহার মধ্যে পতিব্রতা ভার্য্যালাভ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নানা সদ্‌গুণ ভূষিতা রত্নসমা আদর্শ নারী আপনার চরিত্রপ্রভা বিস্তার করিয়া সংসারকে সুখময় করিবেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ন্যায় আত্মীয় স্বজনের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিবে; তাঁহার মধুর প্রশান্ত হাসি দুঃখান্ধকারের মধ্যেও সুদিনের শুভ্রালোক উৎপন্ন করিবে। তাঁহার সন্নিধানে যে আসিবে, তাহার মুখ প্রফুল্ল হইবে। সতীর ধৈর্য্য বিপদের সহায়, তাঁহার প্রফুল্লতা সম্পদের সুখ শতগুণ বৃদ্ধি করে। স্বামীর প্রেমে, আদরে, শুশ্রূষায় সতী আপনাকে ঢালিয়া দিবেন। তিনি স্বামীর স্বাস্থ্যের সুখ, রোগের অমৃত হইবেন। যখন প্রিয়তমের মর্ম্মস্থানে যাতনা হইবে, তখন সতী স্ত্রীই তাঁহাকে সান্ত্বনা-সলিলে অভিষিক্ত করিবেন; অবসন্ন হৃদয়ে তিনিই নূতন তেজ ও উৎসাহ অনুপ্রবিষ্ট করিবেন। স্বামীর নিরাশায় তিনিই আশালতা হইয়া থাকিবেন। ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত ফুলদল যেমন নবীন তপন-কিরণে পুনঃপ্রফুল্ল হইয়া উঠে, সতীর প্রেমজ্যোতির সংস্পর্শে মানবের ছিন্ন ভিন্ন হৃদয়ও তেমনই নবীভূত হইয়া থাকে।

আদর্শ বঙ্গনারী "স্বামীর প্রিয়চারিণী, হিতকারিণী, সদাচারা, জিতেন্দ্রিয়া এবং ব্রহ্মপরায়ণা" হইবেন। তিনি এইরূপ হইয়া একটী আদর্শ সুখী পরিবার স্থাপন করিবেন। পরিবারসমষ্টি লইয়াই সমাজ; সুতরাং প্রত্যেক পরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করে। বঙ্গরমণী আদর্শ গৃহিণী হইয়া পরিবার গঠন ও শাসন করিবেন, নতুবা তাঁহার জীবন বিশেষ কাজে আসিল না। তাঁহার উপর গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বঙ্গসমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথাই প্রচলিত। এই প্রথা অনুসারে চলিতে হইলে বঙ্গরমণীকে অনেক কঠোর পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হয়। কেবল স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যশীলা হইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার অনেক কর্ত্তব্য আছে; লোক লৌকিকতার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হয়। আদর্শ রমণী

আপনার হৃদয়ের উচ্ছসিত প্রেমের বেগেই সংসারে চলিতে থাকিবেন। তাঁহার প্রীতি স্রোতস্বিনী নদীর মত সংসার-ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহাকে ফলশালী করিবে।

আত্মীয় পরিবার বন্ধু বান্ধব সকলে তাঁহার প্রীতিগুণে বশীভূত হইবে। পরিবারের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও উন্নতির দিকে তাঁহার একান্ত লক্ষ্য থাকিবে। তিনি পরিবারের প্রত্যেকের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকিবেন। প্রত্যেকের সুখসাধন তাঁহার ইষ্টমন্ত্র হইবে। সংসারে প্রতিকূল ঘটনারাজির মধ্যে অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্য সাধনে রত হইবার জন্য তিনি ধৈর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবেন। সহিষ্ণুতা পরম ধর্ম্ম। আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা ভুলিয়া অহরহঃ অপরের কল্যাণ কামনা করিলে সহিষ্ণুতা উপার্জ্জন করা যায়। রমণী এমন দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, যাহাতে তাঁহার সম্পর্কিত সকলেই প্রেমে মিলিত হয়।

আমাদের দেশে রমণীর হৃদয় অন্ধ ভাবুকতায় পূর্ণ। পরের দুঃখে অশ্রুজল পড়ে বটে, কিন্তু কার্য্যশীল জীবন পরিচালিত করা তাঁহাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। তাঁহাদের বিবেচনা শক্তির কিছু অভাব দেখা যায়। এই বুদ্ধির অভাব নিবন্ধন নানা প্রকার কল্পিত ভয় ও দুঃখে তাঁহারা অভিভূত হইয়া থাকেন। আদর্শ রমণী বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করিয়া এবং হৃদয়কে পরদুঃখকাতরতায় পরিপূর্ণ করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিষ্কার জ্ঞান লইয়া তিনি সংসারের অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বিপদের সময় অশ্রুমাত্রকে সম্বল করিয়া অসহায় হওয়া তাঁহার সাজে না; তিনি ঘোর দুর্দ্দিনেও প্রকৃতিস্থ এবং প্রশান্ত থাকিয়া যথা কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। এক দিকে ভাবস্রোত, আর এক দিকে কঠিন কর্ম্ম-ভূমি। তিনি কখনও স্রোতে গা ঢালিয়া দিবেন না। নির্ভরশীলা হইয়া তিনি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য সেই মুহূর্ত্তেই সম্পন্ন করিবেন।

বঙ্গসমাজে নারীর হৃদয় প্রশস্ত ও উদার নহে। অজ্ঞানতা-নিবন্ধন নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রতা রমণীহৃদয়ে রাজত্ব করে। স্বার্থপরতা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি গরলময় ভাব অধিকাংশ স্থলে অত্যন্ত প্রবল। এই সকল বিষে কত সংসার যে চিরটা কাল জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত স্থলে সঙ্কীর্ণপ্রকৃতি নারী বিচ্ছেদের কারণ, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন। ক্ষুদ্র কথা, নীচ বিষয় লইয়া যাহারা মত্ত, আহার, বেশবিন্যাস, গল্প, শয়ন ভিন্ন যাহাদের কার্য্য আর কিছুই নাই,—তাহারা যে সংসারে শান্তি বিনাশ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?—আদর্শ বঙ্গবালা উদার প্রেমের সাধন করিবেন। তাঁহার সহানুভূতি সকলের

সুখ দুঃখকেই আলিঙ্গন করিবে। তিনি বঙ্গীয় পরিবারকে শান্তির আশ্রম করিয়া তুলিবেন। নিজে প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণকেও প্রীতি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। তাঁহার আদর্শে শত শত ললনা আপনাদের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অনেক বুদ্ধি, প্রচুর কৌশল, প্রভূত ধৈর্য্য এবং গভীর সহৃদয়তার প্রয়োজন। গৃহধর্ম্ম বড় উপেক্ষার জিনিষ নয়। গৃহিণী সুবিধা ও সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহের সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। বিলাসিতাকে তিনি বিষবৎ পরিহার করিবেন। মিতব্যয়কেই তিনি নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পরিশ্রমে তাঁহার অতুল আনন্দ হইবে। পরিবারস্থ আত্মীয় এবং প্রতিবেশীগণের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য, তাহা প্রাণপণে সাধন করিতে চেষ্টা না করিলে কখনও তাহা হইবে না।

গৃহিণীর চরিত্রে আর একটী গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সেটী সেবাশীলতা। সেবার ভাব রমণী প্রকৃতিতে নিহিত। বিশেষতঃ, বঙ্গসমাজে পরের সেবার জন্যই নারীর জন্ম। প্রভাত হইতে নিশীথ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটিয়া যিনি প্রফুল্ল থাকিতে পারেন, তাঁহার জীবনই ধন্য। এদেশে সাংসারিক সকল কার্য্য পরিবারস্থ রমণীরা করিয়া থাকেন। এমন কি, আমাদের মহিলাগণ অভ্যাস ও প্রথার ফলে পরের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনিক কার্য্যেও এই সেবার ভাব দেখা যায়। যিনি আদর্শ স্থানীয়া হইবেন, তাঁহার সেবার মূলে প্রেমপূর্ণ হৃদয় থাকিবে। শুধু হস্তের কর্ম্মে কিছু পুণ্য নাই,—হৃদয়ের সাধুতাই পুণ্যের নিদান। আত্মোৎসর্গ না করিলে সহস্র সেবা শুশ্রূষার কোন মূল্য থাকে না,—তাহাতে আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয় না।

অতিথি-সৎকার আমাদের দেশের লোকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। অতিথির পূজা দেবতার ন্যায়। দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের জাতিগত গুণ। আমাদের দেশের নানা স্থানে অতিথি পরিচর্য্যার নিমিত্ত কত আশ্রম, কত অতিথিশালা, কত সরাই, কত তীর্থ রহিয়াছে। দেশের ধনীলোক মাত্রেই যে কারণে হউক, অতিথির জন্য বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করিয়া থাকেন। আজকাল এ বিষয়ে একটু বিপরীত ভাব আসিতেছে বটে, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতকে যে আদর করে না, তাহার সর্ব্বত্রই অপযশঃ হইয়া থাকে। আমাদের মহিলাগণ এ বিষয়ে কুল ক্রমাগত শিক্ষা ও সংস্কারের অধীন। আদর্শ রমণী অতিথি সেবাতে হৃদয়ের প্রীতি ঢালিয়া দিবেন। নিজে অভুক্ত থাকিয়া ক্ষুধার্ত্তকে অগ্রে আহার্য্য প্রদান করিবেন। দয়া স্ত্রীজাতি-সুলভ বৃত্তি ; আদর্শ নারী

দয়ার অবতার হইবেন। দুঃখী, দরিদ্র, শোকসন্তপ্ত মানবের অশ্রুজল নিবারণ করাই তাঁহার কর্ম্ম হইবে।

সন্তানের লালন পালন সংসারের সকল কর্ত্তব্য হইতে গুরুতর। ইহাতে ক্রটী হইলে যতদূর অনিষ্ট হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। অজ্ঞানতা নিবন্ধন এই বিষয়ে যত ক্রটী হয়, তাহা কে সংখ্যা করে? সংসারের কত অনিষ্ট ফল আমরা নিজেদের অজ্ঞতা দোষে অলক্ষিতে উৎপন্ন করিতেছি; পৃথিবীর দুঃখভার আমরাই হয়ত ইচ্ছা করিয়া বাড়াইতেছি! ক্ষুদ্র পদার্থ হইতেই অনেক সময়ে বৃহৎ পদার্থ উদ্ভূত হয়। ক্ষুদ্র শিশুর শরীর ও মনের উপযুক্ত সংগঠনের উপরে ভবিষ্যৎ মানুষের জীবন নির্ভর করে; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ফলাফল অনুসারে সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ। নারী এই অর্থে সমাজের রক্ষয়িত্রী দেবী। মানবজাতির উৎপত্তি,স্থিতি এবং বৃদ্ধি মাতার করুণাসাপেক্ষ। জননীর স্নেহ মাধ্যাকর্ষণ স্বরূপ,—এই বিশ্বপালনী শক্তি অপসারিত করিলে জনসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই দায়িত্ব মস্তকে করিয়া যখন রমণী দণ্ডায়মান হন, তখনই তাঁহার প্রকৃত শোভা। মাতার কর্ত্তব্য অপেক্ষা নিঃস্বার্থ, উচ্চতর, পবিত্রতর কর্ত্তব্য আর জগতে কি আছে?

আদর্শ বঙ্গরমণী আদর্শ মাতা হইবেন। শিশু পালন সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যয়নলব্ধ যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়া বয়স্থা আত্মীয়াগণের অভিজ্ঞতার ফল গ্রহণ করাও যুক্তিসিদ্ধ। সন্তানের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন বিষয়ে তাঁহার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি থাকা অত্যাবশ্যক। সন্তান সন্ততির শিক্ষা ও চরিত্রের জন্য জননীই দায়ী। নিজের জীবন পবিত্র ও উন্নত না হইলে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্ব কল্পনা পথে আনাই দুরাশা।

মহাবীর নেপোলিয়ন্ একদিন কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত কথাবর্ত্তায় বুঝিয়াছিলেন যে ফরাসী দেশের তখন উত্তম "জননী"র অভাব ছিল। আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে সেই উপযুক্ত মাতার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। বাঙ্গালী জাতি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারীকুলকে পদ-দলিত, কারারুদ্ধ এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া দিন দিন গভীর 'অবসাদ-হিমে' ডুবিয়া যাইতেছে। যতদিন না দেশের মহিলাগণ আদর্শ জননীর সদ্‌গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, যতদিন না জননীর স্তন্যদুগ্ধের সহিত বালক বালিকা বীরত্ব, তেজ, ও সাধুতার বীজ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে,—ততদিন এ জাতির মঙ্গল নাই। স্ত্রীজাতি জাগিয়া উন্নতির পথে পুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনী না হইলে এ দেশ আর জাগিবে না।

শান্তি শতক।

১ম প্রস্তাব।

সংস্কৃত সাহিত্য অসংখ্য অমূল্য রত্নের প্রশস্ত ভাণ্ডার, ইহাতে না আছে এমন জিনিষই নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু গৌরব সূর্য্য অকালে অস্তমিত হওয়ায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন ভাষা ভাষী রাজাদিগের ক্রমান্বয়িক শাসনে ভারতে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা ও প্রচলন বহুল পরিমাণে লঘুতর হইয়া পড়িয়াছে; ব্রাহ্মণেরা হিন্দু গৃহস্থের জ্ঞাতব্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় কতকগুলি গ্রন্থ এবং কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের সামান্য সামান্য অংশ পাঠ করে, তদ্ভিন্ন এদেশে প্রকৃত রূপে সংস্কৃতের চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের অর্দ্ধ সভ্য (বানর) জাতিও সংস্কৃতে কথোপকথন করিত। মূল রামায়ণে আছে, সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে অশোক কানন সমীপে যখন হনুমান * উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি সীতার সহিত কিরূপে কথোপকথন করিবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন "যদিবাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতং"। দেখ, তখন সংস্কৃতে চিন্তা করিতে মনুষ্য সমর্থ হইত; কালে কি বিপরীত দশাই উপস্থিত হইয়াছে!! যাহা হউক, নানা কারণে এ দেশে সংস্কৃতের পুনরায় চর্চ্চা হওয়া উচিত। দেশীয় মূল সাহিত্যের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি ও আলোচনা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও জাতিই সভ্যতা-গিরির উচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অনেক অংশ ভাষার উপর নির্ভর করে। যাহা হউক, এই প্রশস্ত ভাণ্ডার হইতে আমরা শান্তিশতককে নির্ব্বাচন করিয়া আজ কয়েকটী উচ্চোপদেশের নমুনা দেখাইব। শান্তিশতক অতি উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ, ইহা আধ্যাত্মিক উপদেশে পূর্ণ। এরূপ বৈরাগ্য মার্গের পুস্তক অতি কমই দেখা যায়; ইহা ভক্তিভরা, প্রেমপূর্ণ, বিবেকোত্তেজক, কাব্যাংশে ও শ্রেষ্ঠ এবং শান্তি রসাত্মক। কবিবর শিহ্লন মিশ্র ইহার প্রণেতা।

সংসারকে এক মাত্র মানব জীবনের সারাৎসার জ্ঞান করিয়া পরব্রহ্মকে যাঁহারা ভুলিয়া যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে শিহ্লন বলিতেছেন

"জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া। কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ম্ময়া॥"

হায়! অকিঞ্চিৎকর বিষয় সম্ভোগ বাসনায় আমার এহেন মনুষ্য জন্ম বৃথা

* হনুমান বাঁদর বা "গেছো" জীব নহে ইহা তৎকালীন অর্দ্ধ সভ্য ও বলবান জাতি বিশেষ।

অতিবাহিত হইল। আমি সুদুর্লভ চিন্তামণিকে অতি তুচ্ছ কাচ মূল্যে বিক্রয় করিলাম!

আবার, যাহারা সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া উদাসী হয়েন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন

"বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহ্যেপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ স্তপঃ। অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।"

অর্থাৎ, বিষয়ে যাহাদের ঘোরতর আসক্তি রহিয়াছে অথবা রাগাদি বৃত্তি যাহাদের এখনও দমিত হয় নাই, তাহারা উদাসীন হইয়া বনে গেলেও দোষযুক্ত হয়,আর যাহারা গৃহে থাকিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়কে নিগ্রহযুক্ত করতঃ সংযমী পুরুষের ন্যায় থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত তপস্বী এবং তাঁহাদের গৃহ তপোবন স্বরূপ। পাঠক! কি মধুর যুক্তি ও কি মধুর উপদেশ! একটী শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন।

বিবেকঃ কি সোপি স্বরসজনিতা যত্র ন কৃপা, স কিং মার্গো যস্মিন্ন ভবতি পরাণুগ্রহ রসঃ। স কিং ধর্ম্মো যত্র স্ফুরতি ন পরদ্রোহবিরতিঃ শ্রুতং তদ্বা কিং স্যাদুপশম ফলং যন্ন নয়তি॥

যাহাতে স্বচ্ছন্দে কৃপা স্রোত প্রবাহিত না হয় সে বিবেক বিবেকই নহে; যাহাতে পর দুঃখ নিবারণে অনুরাগ না জন্মে, সে পন্থা পন্থাই নহে; যাহাতে পর হিংসা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হয় সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে; যে শাস্ত্র জ্ঞান হইতে শান্তিরূপ ফল উৎপন্ন না হয় সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে।

"কে যূয়ং নো বয়মপিচ বঃ কিং ভবামো ভবাব্ধৌ। কর্ম্মোর্ম্মীণাং বিষমবলনৈঃ ফেণবৎ পুঞ্জিতাঃ স্মঃ॥ তৎ ক্ষেপীয়ঃ ক্ষয়িণি বিষয়ে চিত্তমাধায় পুত্রাঃ। সর্ব্বারৈর্ব্বিশত জগতামন্তরাত্মন্যনন্তে॥

পুত্রগণ! তোমরা আমাদিগের কে এবং আমরাই বা তোমাদের কে? পরস্পরে কেহই কাহার নহি, ভবসমুদ্রে যে প্রবল কর্ম্ম রূপ কল্লোল মালা প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই বিষম সঙ্ঘট্টনে ফেণরাশির ন্যায় আমরা একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াছি মাত্র। বিষয় সকল যখন এই রূপ ক্ষয়শীল, তখন তোমরা অবিলম্বে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক নিখিল জগতের অন্তরাত্মা স্বরূপই সেই অনন্ত ব্রহ্ম পদার্থে সর্ব্বপ্রযত্নে নিবিষ্ট হও।

নিন্দুকের প্রতি আশীর্ব্বাদ এবং অপকারীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন, মহর্ষি ঈশার অমূল্য উপদেশ। শিহ্লন কবিও

সেই রূপ উপদেশ কেমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

মন্নিন্দয়া যদি পরঃ পরিতোষমেতি, নম্বপ্রযত্নসুলভোয়মনুগ্রহো মে। শ্রেয়োর্থিনো হি পুরুষাঃ পরতুষ্টি হেতোর্দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥" "কশ্চিৎ পুমান্ শপতি মামতি রুক্ষ বাক্যৈঃ সোহং ক্ষমাভবনমেত্য মুদং প্রযামি। শোকং ব্রজামি পুনরেষ যত স্তপস্বী চারিত্র্যতঃ স্খলিতবানিতি মন্নিমিত্তম্॥" "স্বধর্ম্ম পীড়ামবিচিন্ত্য যোয়ং মৎপাপশুদ্ধ্যর্থমিহ প্রবৃত্তঃ। নচেৎ ক্ষমামপ্য হমস্য কুর্য্যাং মত্তঃ কৃতঘ্নোবদ ঈদৃশোন্যঃ॥

অর্থাৎ, আমার নিন্দায় যদি কেহ পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে আমি তো তাহা আমার প্রতি তাঁহার অযত্নলব্ধ অনুগ্রহ বিশেষ বলিয়া মনে করি। দেখ, শুভাকাঙ্ক্ষী লোকেরা পরের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত কত দুঃখে উপার্জ্জিত ধনরাশিও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আমি বিনা প্রয়াসেই সেই পরপরিতোষ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইলাম।—কেহ যদি আমার প্রতি অতি রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন, আমি ক্ষমাগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাতে সন্তোষই প্রকাশ করিব। কিন্তু এই কারণে দুঃখিত হইব যে, হায় এই নির্দ্দোষ ব্যক্তি আমার নিমিত্ত আপন চরিত্র হইতে স্খলিত হইলেন।— যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মভ্রংশের বিষয়ে চিন্তা মাত্র না করিয়া আমার পাপ শোধনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহার প্রতি যদি ক্ষমা প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা কৃতঘ্ন এ জগতে আর কে আছে ?

তাঁহার চরম উপদেশ এই এবং ইহা বর্ষীয়ান্দিগের প্রতি প্রযুজ্য ;—

ন স্বাত্মন্যবধীয়তাং গৃহসুখা দ্বৈরাগ্যমাধীয়তাং। বন্ধুভ্যোব্যবধীয়তাং সুরসরিত্তীরে সদা স্থীয়তাম্॥ ভিক্ষার্থং ব্যবসীয়তাং সমুচিতং সৎকর্ম্ম সঞ্চীয়তাং। বিষ্ণুশ্চেতসি ধীয়তাং পরতরং ব্রহ্মানুসন্ধীয়তাম্॥"

এক্ষণে হে মানবগণ! তোমরা আত্মতত্ত্বে অনুরাগ ও গৃহ সুখে বিরাগ, বন্ধুগণ হইতে ব্যবধান ও জাহ্নবী তীরে সন্নিধান, ভিক্ষার মাত্র ব্যবসায়, সৎকর্ম্ম রাশির সঞ্চয়, হৃদয়ে হরিধ্যান ও সতত পরব্রহ্মের অনুসন্ধান অবলম্বন কর।

ভারত হিতৈষী মহাত্মা জন ব্রাইট।

২৭ মার্চ্চ ১৮৮৯।

মঙ্গলের নিশি গতে বুধবার—
সুপ্রভাতে—যাত্রা করি, এ সংসার—
ছাড়ি গেলা 'সেথা,' দিব্য রথে চড়ি,
'দেবতার দেশ'—স্বর্ণস্বর্গপুরি!
অতুলিত কীর্ত্তি—সুযশ সুনাম
গাইবে সকলে থাকি ধরাধাম।
ধন্য হব মোরা স্মরণে তোমার,
'ব্রাইটের' নাম—ভুলিব কি আর?
ব্রিটন—ভারত—সমগ্র পৃথিবী—
শোক পরিচ্ছদ কর পরিধান,
সম্মান করিতে চাও যদি কারে,
দাও তাঁরে আজ প্রকৃত সম্মান!
উপযুক্ত পাত্র কোথা পাবে আর?
'ব্রাইটের' নাম করিয়ে স্মরণ
ধন্য হও আজ ধরাবাসিগণ!
রত্নগর্ভা তুমি 'গেরেট ব্রিটন'
ধরিলে গর্ভেতে অমূল্য রতন!
পশ্চিম আকাশ করিয়ে আঁধার
খসিয়া পড়েছে—'নক্ষত্র উজ্জ্বল,'
অঞ্চলের নিধি হারায়ে জননী
পাগলিনী—পুত্র শোকেতে বিহ্বল,
নয়নে বহিছে অজস্র ধারা!
দুখিনী ভারত কাঁদ একবার!
তোর পানে ফিরে কে চাহিবে আর?
পরম হিতৈষী ছিল একজন।
ভারতের হয়ে সে 'মহা সভায়,'
মাঝে মাঝে দুটো হিতকথা বলি
কত উপকার সাধিতরে হায়!

আছে 'গ্লাডষ্টোন' বান্ধব তোমার।
কে জানে কখন করিবে আঁধার—
'গেরেট ব্রিটনে'?—'ব্রাইট' যেমতি
করিয়াছে, এবে ক্ষুণ্ণা বসুমতী!
সে দুখ বারতা ভারতে যাই
পৌঁছিল—'ব্রাইট জীবিত নাই,'
শত বাজ যেন বাজিলরে বুকে,
মূরছা পড়িলা ভারত মাতা!
হানি করাঘাত বক্ষে বার বার
জানাইলা সবে মরম ব্যথা!
হৃদয় বেদনা কে বুঝিবে তাঁর?
বাগ্মী সে 'ব্রাইট' বিখ্যাত ভুবন!
পরহিত ব্রতে ব্রতী চিরদিন;
উদার নিঃস্বার্থ ভাবে প্রণোদিত—
সরলহৃদয়, মলিনতাহীন।
স্বাধীনতাপ্রিয় অতি ন্যায়বান,
পরদুখে সদা কাঁদিত সে প্রাণ!
প্রজার মঙ্গল—মূলমন্ত্র সার,
প্রজা সুখ বই জানিত না আর।
'মহা সভা' মাঝে—অদম্যঅটল,
সাধারণ কাজে উৎসাহ প্রবল!
বিরোধ বিরোধী; সাম্য সংস্থাপন
করিতে প্রয়াস—একান্ত যতন।
পরস্বাপহারী—দস্যু যেই জন
পরের অনিষ্ট করিছে সাধন;
দমনে সে রিপু 'প্রকাশ্য সভায়,'
দাঁড়াইয়া যবে জলন্ত ভাষায়,
তীব্র প্রতিবাদ করিতেন তার,

চমকিত সব সদস্য সভার !
বক্তৃতা শ্রবণে স্তম্ভিত মন !
নীতি বিশারদ সুধীর প্রবীণ
'ব্রাইট' বিহনে প্রতিভা বিহীন
'গেরেট ব্রিটন'; বিনে 'গ্লাডষ্টোন'
সমকক্ষ তাঁর আছে কয়জন ?
যাঁর বাগ্মিতায় "শস্য বিধি"* যায়,
জন সাধারণ কত সুখী তায়।
তাঁহার গুণের আছে কি তুলনা ?
এমন হিতৈষী জগতে মিলেনা।
ভারতের তরে কেবা অতঃপর,
যতন করিবে—খাটি নিরন্তর ?
'ব্রাইটের' নাম—সুবর্ণ অক্ষরে,
রাখ খোদি সবে হৃদয় পঞ্জরে।
প্রভাতে স্মরিবে পুণ্য শ্লোক ব'লে,
কলঙ্ক রটিবে অকৃতজ্ঞ হ'লে,
কেমনে ভুলিবে হিতৈষী জনে ?

* ব্রাইটের বক্তৃতায় অন্যায় শস্যবিধি (Corn Law) উঠিয়াযায়।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান।

৩। পানীয়।

শরীর ধারণের জন্য অন্যান্য খাদ্য যেমন আবশ্যক, পানীয়ও সেইরূপ। আমাদের শরীর ধারণের জন্য কেবল জলেরই প্রয়োজন এবং তাহা ভুক্ত দ্রব্যকে তরল করিবার জন্যই; কারণ ভুক্ত দ্রব্য তরল না হইলে রক্তের সহিত মিলিত হইতে পারে না। ইহার আরও এক উপকারিতা আছে; আমাদের শরীরস্থ যাবতীয় তরল পদার্থ ইহা ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই কার্য্য জল দ্বারা যেরূপ সুচারুরূপে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, এমন আর অন্য কিছুতেই হয় না।

জলই যে আমাদের স্বাভাবিক পানীয় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে জল যেমন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও অনায়াসে পাওয়া যায়, এমন আর কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না। নদী, হ্রদ, সরোবর, কূপ সকলই সর্ব্বদা জলে পূর্ণ আছে। বিশেষতঃ ইতর জন্তুরা কেবল জল পান করিয়া থাকে। ইহাতেই তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা সবল ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। মানুষও স্বাভাবিক অবস্থায় কেবল জল পান করিয়া সুস্থ শরীরে বহুকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে আমরা পানের জন্য যে কেবল জলই ব্যবহার করিব, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

কৃত্রিম পানীয় (চা, কাফি, মদ্য প্রভৃতিতে) যে জলের কার্য্য সাধিত হইতে পারে ইহা বিবেচনা করা ভ্রান্তি মাত্র। অনেকে বলেন যে ঐ প্রকার

পানীয় জলের অবস্থান্তর মাত্র, সুতরাং জলে যে কার্য্য সাধিত হয়, উহাতেও সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। ভুক্ত দ্রব্যকে তরল করা জলের প্রধান কার্য্য; এবং ইহা যেমন বিশুদ্ধ জলে সম্পন্ন হয়, জলের সহিত অন্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে সেরূপ কখনই হইতে পারে না। ইহাতে শরীরের অপকার হইতে পারে, কিন্তু কখনই উপকার হইবে না।

আমরা মেঘ হইতেই যত জল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু বৃষ্টির জল এবং নদী, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির জলে অনেক প্রভেদ আছে। বৃষ্টির জল লোকে প্রায় ব্যবহার করে না, কিন্তু ইহা ব্যবহার করিলেও আমরা যে স্বচ্ছন্দ শরীরে থাকিতে পারি তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ক্ষার ও ধাতব পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই ক্ষার ও ধাতব পদার্থ আমরা জল হইতে অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হই। মেঘ হইতে জল বৃষ্টি রূপে পতিত হইয়া মাটির ভিতর যাওয়াতে ঐ সব পদার্থের সহিত মিলিত হয়। সচরাচর ঐ সব পদার্থ জলে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু জলে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ সংযোগ করিলেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পদার্থ জলে অধিক পরিমাণে থাকিলে উহা অনিষ্টকর হয়।

বিশুদ্ধ জল সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। কূপের জলই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ; কারণ নানা প্রকার মাটির ভিতর দিয়া আসাতে ইহা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল কূপের জলই যে বিশুদ্ধ তাহা নহে। নগর মধ্যস্থ অগভীর কূপাদির জল প্রায়ই বিশুদ্ধ হয় না। এই প্রকার কূপের সহিত নগরের দূষিত পয়ঃপ্রণালীর প্রায়ই যোগ থাকে এবং তাহাতে উহার জল বিকৃত হইয়া যায়। নানা প্রকার দূষিত বাষ্প হইতেও জল বিকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং পানীয় জল যাহাতে ঐরূপ বাষ্পযোগে দূষিত না হইতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

দূষিত জলকে বিশুদ্ধ করিবার উপায় অতি সহজ। ঐ প্রকার জলকে অগ্নির উত্তাপে কিছুক্ষণ বসাইয়া রাখিলে তন্মধ্যস্থ দূষিত পদার্থ সকল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। তৎপরে উহা শীতল করিয়া রাখিলেই উত্তম পানীয় জল প্রস্তুত হয়। আজ কাল কয়লা ও বালির যে ফিল্টার ব্যবহৃত হয়, তাহাতেও দূষিত জল বিশুদ্ধ হইয়া যায়। দূষিত জলকে বিশুদ্ধ করিবার কয়লার অতি চমৎকার ক্ষমতা আছে। ইহাতে অতি অল্পই ব্যয় হয়; অথচ স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। একটী কাষ্ঠ বা বাঁশের ফ্রেমে উপরি উপরি ৩। ৪ টী ছিদ্রযুক্ত কলস রাখিয়া

একটীতে কয়লা, একটীতে বালি এবং একটীতে জলপূর্ণ করিয়া চোয়াইলে সর্ব্বনিম্নের খালি কলসীতে পরিষ্কার জল সঞ্চিত হইবে। কলিকাতার যে নির্ম্মল কলের জল পাওয়া যায় এবং যাহাতে কলিকাতার স্বাস্থ্যের এত উন্নতি হইয়াছে, তাহা গঙ্গার অপরিষ্কৃত জল এইরূপ কৌশলে পারিষ্কার করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বিশুদ্ধ জল পানের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

নাস্তিকতার ফল।

ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ অধিক কাল তিষ্ঠিতে পারে না। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া মানবাত্মা আর কিছুতেই স্থায়ী তৃপ্তি পাইতে পারে না। সংসারের যত প্রকার সুখ আছে তাহার কোনটীই ধর্ম্মের স্থান—ঈশ্বরের স্থান-পূর্ণ করিতে পারে না। আত্মপ্রভাব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মানুষ পবিত্র হইতে পারে, পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, জীবনের নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া সুখের পথে বিচরণ করিতে পারে, কেহ কেহ এইরূপ বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস তাঁহাদের আপনাদের অভিজ্ঞতাই মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দেয়। ঈশ্বরের স্থানে আত্মপ্রভাবকে স্থাপন করা সূর্য্যের স্থানে উল্কাপিণ্ড স্থাপন করান সমতুল্য। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম সাধন করা, পাপমুক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া অসম্ভব! মানব জীবনে যেমন, তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন যে জাতি ঈশ্বরকে ভুলিয়াছে, ঈশ্বরে বিশ্বাসশূন্য হইয়াছে, তখনই সেই জাতি পাপপঙ্কে ডুবিয়া ঘোর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রীস ও রোম ঈশ্বরে বিশ্বাসশূন্য হইয়া এক সময়ে অত্যন্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অধিকাংশ প্রদেশবাসী নাস্তিক হইয়া কতদূর দুর্নীতি পরায়ণ—কতদূর ধর্ম্মশূন্য হইয়াছিল, তাহা কোন ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স দেশে বলটেয়ার রুসো প্রভৃতি সংশয়বাদী ও নাস্তিক গ্রন্থকর্ত্তাগণ উদিত হইয়া দেশময় নাস্তিকতা প্রচার করিয়া ফরাসী জাতিকে নিরীশ্বরবাদী করিয়া ফেলিলে, তাহার কত দূর বিষময় ফল হইয়াছিল, অরাজকতা, রাজ্যবিপ্লব, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, দ্বেষ, হিংসা ও নৃশংসতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া ফ্রান্স রাজ্যের কতদূর ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ঐ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্ম্মণীর সহিত যুদ্ধে ফ্রান্স যখন পরাজিত হইল, তখন দুষ্ট

জন প্রধান ফরাসী গ্রন্থকার—রিয়াঁ ও দুর্মা (Reuan and Durmas)—উচ্চৈঃস্বরে এই মহাসত্য প্রচার করিতে লাগিলেন যে ফরাসী জাতির পতনের এক মাত্র কারণ তাহাদিগের নাস্তিকতা-সম্ভূত ধর্ম্মশূন্যতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা। কিন্তু এ সত্যের অর্থ ফরাসী জাতি আজিও বুঝিতে সক্ষম হইল না। ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ প্রায় সকলেই নাস্তিক—ফরাসী জাতিও ঈশ্বরে বিশ্বাসশূন্য হইতেছে। ফ্রান্সের বিদ্যালয়সমূহে পঠিত কোন পুস্তকে যাহাতে ঈশ্বরের নাম গন্ধ না থাকে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহকগণ এই ব্যবস্থাকরিয়া দিয়াছেন। বড় বড় ফরাসী রাজনীতিজ্ঞগণ বক্তৃতায় ঈশ্বরের নামোল্লেখ করিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। ফরাসী সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়, উহা পাপের স্রোতে ভাসমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ফরাসী সমাজেরআভ্যন্তরিকঅবস্থার বিষয় বোধ গম্য হয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রধান প্রধান ফরাসী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থরাশি অশ্লীলতা ও কুরুচি দোষে দূষিত। যে রিয়াঁ বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ভীমনাদে বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বরকে ছাড়িলে ফরাসী জাতির কল্যাণ নাই, সেই রিয়াঁ আজি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে প্রকৃতির এমনি নিয়ম যে পবিত্র চরিত্রের পুরস্কার নাই, যে পান দোষে সর্ব্বদা দূষণীয় নহে, আর যাহারা উচ্ছৃঙ্খল ও শিথিলচরিত্র তাহারা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়াচারী নহে। কি ঘোর অবনতি! না জানি ফ্রান্সের ভাবী দুর্দ্দশা কতদূর শোচনীয় হইবে!

ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে একটী দেশের মধ্যে, একটী জাতির মধ্যে যে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা ফ্রান্সের ইতিহাসে, ফরাসী জাতির জীবনে আমরা জাজ্বল্যরূপে দেখিতে পাইতেছি। ভারতবাসীগণ যে কখন ঈশ্বরবিহীন হইবে তাহা আমাদের সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমাদের মনে বড়ই শঙ্কা হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-বিহীনতার একমাত্র কারণ বিদ্যালয়ে ও গৃহে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব। বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট তৎপর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি, কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে গৃহে ধর্ম্ম শিক্ষাদানের প্রথা অবলম্বিত না হইলে জাতীয় জীবন সুদৃঢ় ধর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে না। গৃহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের ভার প্রধানতঃ স্ত্রী জাতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। মাতা সন্তানকে যেমন ধর্ম্ম-জীবনে গঠিত করিতে সক্ষম হইবেন, এমন আর কেহ পারিবেন না। কিন্তু অশিক্ষিতা মাতা এই দুরূহ কার্য্যে

কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এই জন্য আমরা বলি যে স্ত্রীশিক্ষা সুবিস্তৃত না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে গভীর রূপে ধর্ম্মের প্রভাব প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে মহৎ জাতিতে পরিণত করিতে পারিবে না।

মিশরীয় নারী।

জল তোলা, রাস্তায় গল্প করা, কুক্কুট শাবক, মেষ ও ধূলা কাদা মাখা, ময়লা ছেলে লইয়া বাড়ীর বাহিরে বার হইয়া বসা, নীল নদীতে স্নান ও বস্ত্র ও গৃহ-পালিত প্রাণিগণের পাত্র প্রক্ষালন প্রভৃতি কার্য্যে দরিদ্র স্ত্রীলোকগণের সময় অতিবাহিত হয়। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা কটিদেশে কলসী সংস্থাপন করতঃ কক্ষে ধারণ করে; কিন্তু পশ্চিমের নারীগণ মস্তকোপরি একটি এমন কি সময়ে সময়ে দুটি পূর্ণ পাত্র উপর্য্যুপরি সংস্থাপন করতঃ না ধরিয়া অবলীলা ক্রমে গতিবিধি করিতে পারেন। মিশরে সেইরূপ। এখানে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে নদী উপকূলে সাবগুণ্ঠনা কলস বিভূষিত শির প্রধানা ও নবীনা বামা কুলকে সারিসারি যাইতে দেখা যায়। ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণে অনন্যমনা মাতৃস্কন্ধে আরোপিত শিশু কুটীর বাসিনী জননীর পবিত্র অনির্ব্বচনীয় স্নেহের প্রতিক্ষণ পরিচয় দেয়। বিদেশীয় আগনকদিগের সম্মুখে লজ্জাশীলা তরুণীগণ বাহির হইতে কুণ্ঠিত হয় না এবং মল, বাজু, বালা, তাবিজ, চীক, মাকড়ি, নত, নোলক, অঙ্গুরী প্রভৃতি প্রাচ্য অলঙ্কারাদিতে অলঙ্কৃতা ও দণ্ডায়-মানা হইয়া তাঁহাদিগের পরিচ্ছদাদি বস্ত্র ও আগ্রহের সহিত দর্শন করে। পুরুষেরা একাকী কখনও হয়ত ছেলেকে সম্মুখে বসাইয়া গর্দ্দভ বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করে; স্ত্রীলোকে শিশু লইয়া চলিয়া যায়। বন্ধুবর্গ পাছে জানিতে পারে, এই ভয়ে নগরের পথে পুরুষ স্ত্রীর সহিত বা বাটীর কোন বৃদ্ধার সহিত (যিনি অবগুণ্ঠনে আবৃত হইতে অক্ষম) অপরিচিত ভাবে গমনাগমন করে। নীল নদীর তট মিশরবাসিগণের বৈঠকখানা ও ক্রীড়াভূমি। স্বামী কোন বন্ধু সমভিব্যাহারে গৃহে প্রবেশ করিবার সময় করতালি দিয়া বাটীর স্ত্রীলোক-দিগকে সতর্ক করিয়া দেন এবং যদ্যপি কেহ অকস্মাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হন, উচ্চৈঃস্বরে অবগুণ্ঠনে আবৃত হইতে বলেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে যদি কোন অতিথি গৃহে আগমন করেন, তাহা হইলে অন্তরাল হইতে স্ত্রী তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। প্রভাতে স্বামী যখন ঈশ্বরোপাসনা করিতে থাকেন, স্ত্রী কাফি ও তামাক প্রস্তুত করিয়া রাখেন ও তিনি ভোজন করিতে বসি-

বার পূর্ব্বে তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দেন। কোন কোন পরিবারে স্ত্রী পুরুষে একত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। যাহাতে স্বামীর সম্মান সংরক্ষিত হয় এবং স্ত্রী স্বামিভক্তি ও তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য শিখিতে পারেন, তন্নিবন্ধন শাশুড়ীকে বিবাহের পর কিছুদিন পুত্র বধুর সহিত বাস করিতে হয়। কিন্তু প্রায়ই তিনি প্রতারণা ও শঠতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। হিত করিতে গিয়া অহিত হইয়া পড়ে। কিসে? কেবল শিক্ষার অভাবে। শিক্ষার বলে নারীর হৃদয়ের বন্ধুরতা নীচ সমান হয়, শিক্ষার বলে নারীর হৃদয়ের বক্রতা সরল হয়; শিক্ষার বলে সঙ্কীর্ণ হৃদয় প্রশস্ত হয়; [illegible] চরিত্র দৃঢ়ীভূত হয়; শিক্ষার বলে [illegible] শিক্ষার বলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সোপানে উত্তরোত্তর আরোহণ করিতে পারা যায়; শিক্ষার বলে পিঞ্জরাবদ্ধ জীবাত্মা অপার ভব সাগর পার হইয়া পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হইতে কৃতনিশ্চয় হয়; শিক্ষার বলে অবনত পদতল বিদলিত জাতি উন্নত হয়। যে জাতির মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অভিলষিত পরিমাণে বিস্তৃত হয় নাই, সে জাতির প্রকৃত উন্নতি এখনও সুদূরে।

স্ত্রীলোকের ঘরে ভৃত্যের প্রবেশ নিষেধ। যাহাদিগের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, এরূপ শোণিত স্রোতঃ সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজন ব্যতীত অত্রত্য অবলাগণ অপর কাহারও সকাশে অবগুণ্ঠন মুক্ত করেন না। মাতৃত্বে ইহাঁদিগের উচ্চতম সম্মান। পুত্র হিন্দু সমাজে যেরূপ পুত নামক নরক হইতে উদ্ধারের কারণ বলিয়া আদরণীয়, মিশরীয় সমাসমাজেও তদ্রূপ। মিশরীয়রাও ইহাঁকে ভয়ঙ্কর নরকের যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। এ প্রকার রত্নের যিনি প্রসূতি, সুতরাং তিনি যে অত্যন্ত আদরণীয়া বলিয়া বিবেচিত হইবেন তাহা সম্ভবপর। সন্তানের প্রতি যত্ন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু শুনা যায় কোরাণের মতে দুই বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সন্তানের শিক্ষার ভার তিনি আর গ্রহণ করিতে পারেন না; ইহার পর পিতা তাহাকে রীতি, নীতি প্রভৃতিতে শিক্ষা দান করেন; সাত বৎসর বয়স হইলে ভজনা করিতে শিখান, দশ বৎসরের সময় আপনি ভজনা না করিলে কশাঘাত করেন। ভদ্র পরিবারে সূচিকার্য্য, দরিদ্র পরিবারে সূত্র প্রস্তুত অর্থাৎ কাটনা কাটা বালিকাদিগকে শেখান হয়। মাতা দুহিতাকে অঙ্গভঙ্গি চাল চলন ও অন্যান্য নারী-সুলভ গুণ কলাপে শিক্ষিত করেন, যদ্দ্বারা সে ভবিষ্যতে ভর্ত্তার মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম হইতে পারে।

জনার জীবন ত্যাগ।*

যখন যুদ্ধান্তে মাহেশ্বরী পুরাধিপতি নীলধ্বজ, মহারথী পার্থের নিকট পরাজিত হইয়া যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করতঃ সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছেন—যখন তিনি পুত্র-হন্তা পাণ্ডবকে অতীগতের ন্যায় সযত্নে স্বীয় পুর মধ্যে আনিয়া মহাসমারোহে পূজা করিতেছেন—যখন সেই ঘোর শত্রুকে নিজ সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত পরম মিত্রের ন্যায় বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন—যখন রাজাজ্ঞায়, সূপকারগণ বীরবর পার্থের খাদ্য আয়োজনের জন্য ব্যস্ত, বরাঙ্গণা কিঙ্করীগণ পার্থ অঙ্গে চামর ব্যজন কার্য্যে ব্যস্ত, কোন কিঙ্করী রাশি রাশি পুষ্পমালা স্বর্ণথালায় স্থাপন করিয়া পার্থ পদতলে রাখিতে ব্যস্ত, কোন কিঙ্করী হীরকখচিত স্বর্ণপাত্রে অগুরু পূর্ণিত স্বর্ণবাটী সকল সাজাইয়া তদীয় প্রভু জেতার নিকট লইয়া যাইতে ব্যস্ত, কোথায়ও যোদ্ধাগণ কুরুশ্রেষ্ঠকে কৃত্রিম যুদ্ধ কৌশল দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত, কোথাও নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ পার্থকে নৃত্য দর্শাইয়া বিমোহিত করিবার জন্য ব্যস্ত, কোথাও গায়ক গায়িকাগণ বীণা, তম্বুরা, তবলা, মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত সুসজ্জিত হইয়া অর্জ্জুনের সম্মুখে গমন করিবার জন্য ব্যস্ত, কোথাও ভাণ্ডারীগণ রাজ-কোষ হইতে সূর্য্যপ্রভ হীরক, বাল-বেণু-প্রভ মণি, উৎকৃষ্ট মুক্তা ও স্বর্ণ সকল পার্থ পূজার জন্য আহরণে ব্যস্ত, কোথাও অশ্বপালগণ সৈন্ধব তুরঙ্গ সকল পার্থের জন্য বাছিয়া বাছিয়া লইতে ব্যস্ত, কোথাও মাগধ স্তাবক বালকগণ অর্জ্জু-নের গুণগাথা কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত, তখন মহারাজ নীলধ্বজ স্বীয় তেজস্বী—পিতৃভক্ত—প্রজাবৎসল—তরুণবয়স্ক পুত্র-বর প্রবীরকে কি ভুলিয়া ছিলেন? ভুলিয়া ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার বাহ্য কার্য্য সমূহে সম্পূর্ণ ভুলি-বার সম্ভাবনা। আর রাজমহিষী? রাজমহিষী একে কোমলহৃদয়া স্ত্রীজাতি, তাহাতে আবার জননী, পুত্রবর প্রবী-রকে ভুলিয়া তিনিও কি এই বৃথামোদে যোগ দিয়াছেন? না না তাও কি হয়? যদি সতী পতি-স্নেহ, ভগিনী ভ্রাতৃস্নেহ ও কন্যা পিতৃস্নেহ ত্যাগ করিতে পারে, তথাপি মায়ের স্নেহ অচল, অটল, অতুল। যদি পৃথিবীতে সমগ্র অস্বাভাবিক ক্রিয়া এককালে সম্পন্ন হয়, তবুও মাতৃস্নেহের নৈসর্গিক ভাব যাই-বার নহে।

মহারাজ নীলধ্বজকে অর্জ্জুন যজ্ঞ দর্শনার্থে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ ও অনু-

---

* বামাবোধিনীর কোন পরিচিত লেখিকার রচিত।

রোধ করিতেছেন, মহারাজও তাহাতে সন্তোষজনক উত্তর দিতেছেন। এমন সময় রাজমহিষী ছিন্ন বেশে এলোকেশে রাজসভায় উপনীত হইলেন, তাঁহার সহচরীগণ বিনত বদনে নয়নাসারে ধরাতল অভিষিঞ্চন করিয়া রাজ্ঞীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। এই দৃশ্য মুহূর্ত্ত জন্য মহারাজ নীলধ্বজের হৃদয়ে শোকানল প্রদীপ্ত করিল। কিন্তু রাজ্ঞীর মুখপানে চাহিয়া তিনি সেই মুহূর্ত্তেই লজ্জিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। এই দৃশ্যে যুদ্ধবিজয়ী পার্থের মুখশ্রী নিশ্বাস-কলুষিত স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। মহারাজ্ঞীর নয়নে এক বিন্দু অশ্রু নাই; ক্রোধ, শোক ও অপমান যে তাঁহার হৃদয়-হ্রদকে আন্দোলিত করিয়াছে, বাত্যাতাড়িত রক্তপদ্মের ন্যায় তাঁহার ঘূর্ণায়মান চক্ষু তাহার পরিচয় দিতেছে। তিনি রাজাসনে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রহন্তাকে আসীন দেখিয়া অল্পক্ষণের জন্য কথা কহিতে পারিলেন না,—ক্রোধ, শোক ও অপমান যুগপৎ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তাঁহার কোমল গণ্ডদ্বয় আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—কণ্ঠের শিরা সকল স্ফীত ও ললাট স্বেদাক্ত হইল, রক্ত কোকনদ সদৃশ অক্ষিদ্বয় যেন অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল, সে অনলে হতভাগ্য নীলধ্বজের হৃদয় কানন দহ্‌ দহ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি পার্থের হস্ত ছাড়িয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন, মহিষীর দর্শনে যুবরাজের বিয়োগ শোকানল যেন সভ্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল, কিঙ্করী চামর ভূতলে নিক্ষেপ করিল, ছত্রধরের হস্ত হইতে আপনা আপনি ছত্র খসিয়া পড়িল, সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগের জন্য মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিল ও রাজাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সভ্যগণ নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ, বুঝি পবনও সেখানে চঞ্চল গমনে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদু মৃদু চলিতেছেন। পূর্ব্বে যে কেশজাল সুগন্ধি তৈলে মার্জ্জিত ও সুগন্ধি পুষ্পসমূহে বেষ্টিত থাকিত, আজ সেই এলো কেশদাম মহিষী সজোরে বাম হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেনঃ—"এ কি মহারাজ নীলধ্বজের সভা? পুত্রহন্তা পার্থকে কি মহারাজ রণে পরাজয় করিয়া কারারুদ্ধ করিবার মানসে রাজসভায় আনয়ন করিয়াছেন? তবে রণজয়ী সেনাগণকে কি জন্য পুরস্কারস্বরূপ উচ্চপদ প্রদান করিতেছেন না? মহারাজ কি পুত্র শোকে বিহ্বল হইয়া নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতেছেন?" বলিতে বলিতে মহিষীর ক্রোধ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে হিন্দুরাজরাণী হিন্দুশাস্ত্রকার মনুর উপদেশ মুহূর্ত্ত জন্য বিস্মৃত হইলেন। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "না না মহারাজ! যে বালক বীর-গৌরব রক্ষায় জন্য নিজ বংশ-গৌরব রক্ষার জন্য জগতে পিতৃভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য তরুণ

বয়সে রাজ্য সুখে—রাজ্য সুখে কি পার্থিব সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে পুত্ররত্ন কি শত্রুর শরণাগত কাপুরুষ নীলধ্বজের পুত্র? কখনই নহে। তাহাকে শত্রু-ভীত নীলধ্বজের পুত্র বলিলে তাহার বিমল বীর-যশ কলঙ্কিত হইবে। তুমি বৃদ্ধ বয়সে শত্রু ভয়ে তাহার শরণাগত হইয়াছ, বীরবর প্রবীর আমার তরুণ বয়সে যমকেও ভয় করে নাই। মহারাজ! প্রবীর শত্রুর পদানত না হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তুমি শত্রুর পদানত হইয়া প্রাণ রাখিয়াছ, সুতরাং যম তোমাকে আর স্পর্শও করিবে না। তুমি অমর, আমার প্রবীর মর, সুতরাং অমরের পুত্র মর হইবে কি প্রকারে? তাই বলিতেছি প্রবীর তোমার পুত্র নহে।" মহিষীর ক্রোধ-প্রজ্বলিত হৃদয় মুহূর্ত্ত জন্য শোক সাগরে নিমগ্ন হইল। গাণ্ডীবীকে ও স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধ ও অভিমান আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! পুত্র রত্ন প্রবীর যে কাহার পুত্র, তাহা এখনই আমি সকলকে জানাইতাম। কিন্তু তুমি আমার স্বামী, তোমার মিত্র পার্থ, আর কি বলিব? তুমি যেমন পিতৃকুলে, শশুর-কুলে ও ক্ষত্রিয়কুলে কালি দিয়াছ, আমি তেমনি তোমার কার্য্য অবহেলা করিয়া আমার পিতৃকুলের, শশুর কুলের ও হিন্দুকুলের অবমাননা করিতে চাহি না, নতুবা তোমার মিত্রের শোণিতে আজ জনার হস্ত রঞ্জিত দেখিতে পাইতে অথবা রণক্ষেত্রে জনার নয়নানন্দ প্রবীরের পার্শ্বে তাহার মাতার শরীর দেখিতে পাইতে; কিন্তু কি বলিব মহারাজ, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার কর্কশ বাক্যজনিত অপরাধ ক্ষমা করিও। প্রবীর আমারই পুত্র, আমিই প্রবীরের জননী; লোকে পিতার নামে পুত্রের পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু প্রবীর আমার মাতার পুত্র বলিয়া পরিচিত হউক। বীরের দুহিতা, বীরপ্রসূতি আমি আজ কেমন করিয়া শত্রুভীত কাপুরুষের রমণী হইয়া জীবন ধারণ করিব? প্রবীর আমার রণস্থলে শত্রু ক্ষয় করিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছে, আমাদ্বারা শত্রু ক্ষয় ঘটিল না সত্য, কিন্তু আমি প্রবীরের জননী মরিতে জানিতো,তবে এ অপমান সহ্য করিয়া শূন্য গৃহে কেন থাকিব?" এই বলিয়া নীলধ্বজ রাজমহিষী উন্মাদিনীর ন্যায় গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিলেন। তথায় গিয়া বলিলেন, "মা জাহ্নবি! অভাগিনী জনার পৃথিবীতে আর স্থান নাই, মাতঃ আজ এ হতভাগিনীকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দাও" বলিতে বলিতে ভাগীরথী বক্ষে লম্ফ প্রদান করিলেন। দয়াময়ী জাহ্নবী জনাকে তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, অভাগিনীর সকল জ্বালা জুড়াইল।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ৬৯ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭০ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবিনী হউন্।

২। বিদুষী রমাবাই সম্প্রতি পুনা নগরে "মার্কিণ রমণীদিগের স্বত্ব ও অধিকার" বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে দুই সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সন্তান ক্রোড়ে অনেক রমণী আগমন করিয়াছিলেন।

৩। কৃষ্ণাবাই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন এবং লরেন নামক এক সাহেবের বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছেন। এই সাহেব ইহাঁর শিক্ষাদির সমুদায় ব্যয় বহন করিবেন।

৪। ইতিমধ্যে অনেক গুলি দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত বিষাদিত হইলাম। কটক এবং ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। বিহারের আকবরপুর নামক স্থানে এক রজপুতের বাটীর বিবাহস্থলে অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বজ্রপাতে ঢাকা অঞ্চলে ১০। ১২ টী লোক মরিয়াছে। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে ঘূর্ণাবায়ু হইয়া অনেক লোক প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাদিগের নাম:—

এফ, এ, ২য় বিভাগ—জীবনবালা ঘোষ, বেথুন কলেজ। রথ্‌কার্ট ল্যাণ্ড, ডভটন কলেজ ৩য় বিভাগ—কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য, বেথুন কলেজ।

এণ্ট্রেন্স ১ম বিভাগ—এডামশ গ্রেশ রেঙ্গুন কনভেণ্ট স্কুল। ডোরাথ মেরি, গ্রিমিংস্যাবেল, লোরেটো হাউস। কারোলাইন জি মার্টিণ্ডেল, ডভটন কলেজ। স্কোমিডট অলগা, লোরেটো প্রাইমারি হাজারিবাগ। গডফ্রিইভা, প্রাইভেট ছাত্রী। ইয়ংমার্গারেট এমি, প্রাইভেট ছাত্রী।

২য় বিভাগ,—কুমারী সরলাবালা রক্ষিত, চারুপ্রভা বসু, সুরবালা ঘোষ, শশীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেথুন কলেজ। রংমেবেল, লোরেটো হাউস। গ্রেশ এল বেনার্জি, ডভটন কলেজ। জোসেফিন ব্রাউন, রেঙ্গুন কনভেণ্ট স্কুল। জেন ডি ক্রুশ, জেনানা মিশন স্কুল। ফিক আইডা গার্টরুড, ষ্টিভেন্ এমেলিন মণ্ড, লামার্টিনিয়ার। লুইশা টিয়ার্ণ, ডায়োশিসন স্কুল নৈনিতাল। এলেন চন্দ্রা ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল।

৩ বিভাগ—এনিবেল থেয়ার, লোরেটো হাউস। কাউন্সেল লিলিয়ান, আইডা টুইডেল, ডভটন কলেজ।

মেটিলডা রাম্‌সবটম, কলিকাতা গার্ল্‌স স্কুল।

৬। গত ১৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের মাধ্য নগর ষ্টেসন হইতে ১॥ মাইল উত্তরে এক রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, ৩০ খানা মাল ও যাত্রী গাড়ী ২০ ফিট উচ্চ পোল হইতে নীচে পড়িয়া যায়। কয়েক খানা গাড়ী একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কয়েক খানা জলে কাদায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে ৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১০ জন সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে, আর ৬০ জন আহত হইয়াছে এবং ঝটিকার প্রাবল্য হেতুই গাড়ি রেল হইতে বিচ্যুত হয়।

৭। ফরাসী দেশে লুই গুলন নামক একজন শ্রমজীবী বাস করে। ১২বৎসরের সময় তাহার দাড়ী গোঁপ উঠিতে থাকে। ১৪ বৎসরের সময় তাহা ১ ফুট লম্বা হয়। এখন তাহার ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছে এবং দাড়ী ৬ হাত লম্বা হইয়াছে, এখনও তাহা বাড়িতেছে।

৮। মিসরের কোন ধর্ম্মমন্দিরে ১ কড়িকাঠ পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার অপেক্ষা পুরাতন কাঠ আর দেখা যায় না।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। গোতত্ত্ব ১ম ভাগ গোচিকিৎসা—ইহা হালেন সাহেবের ইংরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত তাজপুর কৃষি কার্য্যালয় হইতে বঙ্গীয় কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণার্থ প্রকাশিত। এ দেশের গোজাতির উন্নতি সাধন যেরূপ আবশ্যক হইয়াছে, এইরূপ এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তাও সেইরূপ। এই পুস্তকের আরও ৩ খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। এই মহৎ কার্য্যের জন্য তাজির পুরের দেশহিতৈষী সহৃদয় রাজা শশিশেখরেশ্বরকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি।

২। ধর্ম্মবন্ধু—গত বৈশাখ হইতে পুনঃ প্রচারিত হইতেছে, ইহার বার্ষিক মূল্য ১৷৹ টাকা। এ পত্রিকাখানিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব লিখিত হয়, তৎপাঠে ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে ইহা একবৎসরকাল বন্ধ ছিল। এক্ষণে ইহার যথোচিত সমাদর দেখিলে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইব।

৩। নারীতত্ত্ব—শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত—ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক প্রকৃতির

হিতকর অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে এবং লেখকের সহিত অনেক বিষয়ে আমাদিগের মতের ঐক্য আছে। তবে ইহা যখন সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ, ইহার ভাষা সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে অসতর্কতা লক্ষিত হয় তাহা সংশোধিত হওয়া উচিত। মোটের উপর এরূপ পুস্তক বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪। First English Book for Bengali boys & girls, অর্থাৎ বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ প্রথম ইংরাজী পুস্তক, বাবু অতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তফী প্রণীত, ১ম ভাগ মূল্য /১০ এবং ২য় ভাগ ৵০ আনা। সহজ প্রণালীতে ইংরাজী শিক্ষার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, গৃহশিক্ষার্থীরাও উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামা রচনা।

অনুরাগ।

যজ্ঞ উপলক্ষে দক্ষপুর আজ
হয়েছে উৎসবময়,
নানা স্থান হতে নিমন্ত্রিতগণ
সমাগত দক্ষালয়।
পুরবাসীগণ আনন্দ অন্তরে
বিহার করিছে সবে,
যেন এ আমোদ কল্প কল্পান্তর
সমভাবে সদা রবে।
প্রমোদ কুহক বিশ্বের নয়ন
ধূলায় ঢাকিয়া রাখে,
হায় কয়জন সে ধূলা ঠেলিয়া
অচির বিপদ দেখে?
এ আমোদ গর্ভে মহান বিপদ
নিহিত আছে কে জানে?
বাল, বৃদ্ধ, যুবা, তাই দক্ষপুরে
রত হর্ষ নাচ গানে।
অন্তঃপুর মাঝে দক্ষরাণী আজ
বেষ্টিতা কন্যার দলে,
কনিষ্ঠা তনয়া কমলনয়না
সতীকে লইয়া কোলে।
স্নেহাশ্রু মোচনে সতীর বসন
ভিজাইছে দক্ষরাণী,
বলিছে সতীরে! আজ কতকাল
শুনিনি মধুর বাণী।
নিষ্ঠুরা হইয়া কেন মা! আমাকে
ভুলিয়া ছিলিরে তথা,
উৎসঙ্গ উদ্যানে তুইরে আমার
স্নেহের কাঞ্চনলতা।
হায় সতি! নাকি সুকুমার দেহে
ভস্ম বিলেপন কর?
সুচামর কেশে বেণী তুচ্ছ করে
কেন জটাজুট ধর?
কোমল উরসে কঠিন রুদ্রাক্ষ,
শুনিয়া বিদরে মন,
নির্ম্মল গগণে তারাহীন শশী
হায় বিধি এ কেমন।

বল্ কোন দুঃখে উদাসীনী হলি
এহেন শিশু বয়সে,
কোন প্রিয় আশ বিনাশ হয়েছে
বিরাগ কোন হতাশে ?
শুনিয়া সুন্দরী লাজে অধোমুখে
কহিলা মধুর স্বরে—
তৈলের অভাবে বিভূতি লেপন
তব সতী নাহি করে।
রাজার নন্দিনী স্বর্ণ হার বিনা
রুদ্রাক্ষ কি প’রে থাকে ?
মনের বিরাগে তনয়া তোমার
শিরে জটা নাহি রাখে।
তবে কেন মাতঃ! দুঃখিতহৃদয়া
হও তুমি নাহি জানি,
রতন মুকুট পরিহরি জটা
ধরেন পিণাক-পাণি।
সে জটার ছটা হেরিয়া নয়নে
মোহিত হয়েছে মন,
চাঁচর চিকুর ত্যজি জটে সাধ
কি জানি হয় কেমন!
অগুরু চন্দনে ঘৃণা মনে হয়
হেরি হর অঙ্গে ছাই,
বলি গো জননি মনের সুখেতে
বিভূতি মেখেছি তাই।
নীল কণ্ঠে অক্ষ অপূর্ব্ব বিরাজে
স্বর্ণ কি তুলনা তার ?
তাই সমাদরে অক্ষ পরে থাকি
রত্নে সাধ নাহি আর।
বিলাসি-বিলাসে অসারতা বুঝি
বিলাস ত্যজেছে হর,
অনন্ত প্রেমের প্রেমিক সেজন
মৃত্যুঞ্জয় সুধীবর।
বিশ্বে দয়াময় বীরেতে বীরেন্দ্র
ত্রিলোকে যোগীশ যোগে,
বিরত সর্ব্বদা বাহ্যিক ভোগের
বৃথা সুখ উপভোগে।
জটা অক্ষমালা ভস্ম বিলেপন
জননি! নহে বিরাগে,
এ সকল মম প্রিয় আভরণ
সতীশের অনুরাগে।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

শুক তারা।

দাঁড়া ভাই শুক তারা!
দিব অশ্রু ছাটো ধারা,
বলিব কয়টী কথা, তুমি কি তা বুঝিবে ?
কি দেখিছ চেয়ে চেয়ে
আমি তো পাগল মেয়ে!
শুনিয়া কাহিনী মম,হাসিবে না কাঁদিবে? ১
ভাই ভাই আগে কও
তুমি তো নিঠুর নও ?—
না না না তেমন কথা কভু মনে লয় না;
অমন মুরতি যার সে নিদয় হয় না। ২
তবে তো তোমারে ভাই
একটু সংশয় নাই,
মরম খুলিয়া আজ দুটো কথা কহিব,
রাখ যদি ও চরণে"কেনা" হয়ে রহিব।৩
সেথা হতে দূরে—দূরে,
স্বরগে অমর পুরে

উপাস্য দেবতা মম কত দিন গিয়েছে—
না না না, যাননি তিনি তারা ধরে
নিয়েছে। ৪

—সে সব মরমে রো'ক,
আমারি পরাণে সো'ক,
সে আগুণ এ হৃদয়ে জ্বলিতেছে,জ্বলিবে,
কাজ কি দেখায়ে পরে, তার বুকে
বাজিবে! ৫

—তুমি ভাই মাথা খাও
সে দেশে বারেক যাও—
আমার পূজিত দেব দরশনে চিনিবে;
কত অভাগিনী আমি, দেখিলে তা
মানিবে! ৬

হেরি সে পবিত্র কান্তি,
তোমারো ঘটিবে ভ্রান্তি,
জীবন মরণ তুমি সব যাবে ভুলিয়া,
তোমারো হইবে সাধ "পায়ে থাকি
পড়িয়া"! ৭

তাঁর কাছে গুণধাম,
কহিও আমার নাম,
দেখিবে দেবতা তোমা কত ভাল বাসিবে—
ফুটে বলিওনা কিছু মনে মনে হাসিবে।৮

প্রণাম জানায়ে তাঁয়,
সুধিও "যে পড়া পা'য়,
তারে কাঁদাবার সাধ আজিও কি পোরেনা?
সাবাস্ অমর প্রাণ,নরে এত করে না!৯

বলিও "যে মর ধাম
অমর অমৃত নাম
যেখানে রয়েছে, তারে দেখিবে কি সদরে?
কত আর সবে তার ছোট খাট হৃদয়ে?"১০

বলিও "লাজের কথা—
যেই চির পদানতা,
তারে কি পোড়া'তে হয় মরমের আগুণে?
জলধি শুকায় হায় কপালের বিগুণে!"১১

বলিও "ছাড়িয়া রোষ
ক্ষমিতে যাহার দোষ,
আবার তেমনি করে ক্ষমা সেই মাগিছে,
অনন্ত পিপাসা তার প্রাণে প্রাণে
জাগিছে!" ১২

বলিও "পাতিয়া কর
শূন্যে শূন্যে মেগে বর
বুক ভরা তৃষা তার নিবারিত হয় না"
দারুণ আগুন জ্বলে,চাপা কভু রয় না।১৩

বলিও "সে স্তব্ধ প্রাণে
চেয়ে আছে শূন্য পানে,
করুণ নয়নে তারে কত দিনে হেরিবে,
কবে তার'নন্দাব্রত'সমাপন করিবে?"১৪

বলিও "তোমার কাছে
কি তার লুকানো আছে?
হৃদয় খুলিয়া দেছে,দেখেছতো সকলি—
বাকি আছে ক'টা কথা কহিবারে
কেবলি," ১৫

বলিও বলিও পাছে—
তাঁর কি তা মনে আছে,
"দুজনে একাত্মা হয়ে দেব পুরে মিলিব"
সুধিও সে দিন আমি কত দিনে পাইব?১৬

দুর হোক্ ছাই—ভাই!
আর কয়ে কাজ নাই
নয়নে উথলে সিন্ধু, নিবারিতে পারিনে,
কত কি আসিছে মনে ভাষা তার
জানিনে! ১৭

ও গীত তুলিলে তারা,
হয়ে যাই আত্মহারা!
দোষ না লইয়া তুমি আশীর্ব্বাদ করিও;
যা বলে দেবতা,মোরে ত্বরা এসে বলিও।১৮

প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৪ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯৬—জুলাই ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দলীপের বিবাহ—অল্পদিন হইল মহারাজ দলীপ সিং পারিস নগরে কুমারী আডা ডগলাস উইদারিল নাম্নী এক সুন্দরী ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর নাম বাম্বা মুলার ছিল, তাহার গর্ভজাত সন্তানেরা লণ্ডন নগরে আছেন। দলীপ আপনাকে শিখ জাতির অধিপতি বলিয়া নামি রেজিষ্টারী করিয়াছেন এবং খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই বলিয়া মেয়রের (নগরাধ্যক্ষের) আফিসে সিবিল বিবাহের নিয়মানুসারে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে সস্ত্রীক রুসিয়াতে গিয়া বাস করিবেন। দলীপের অবস্থা দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়?

ছাত্রীবৃত্তি—বেথুন কলেজের এফ, এ পরীক্ষোত্তীর্ণা কুমারী জীবনবালা ঘোষ ও হেমলতা ভট্টাচার্য্য ১ম ও ২য় শ্রেণীর এক একটী সিনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন। তাঁহারা বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

জমীদারী পঞ্চায়েৎ—এদেশে জমীদারে জমীদারে বিবাদ ও মোকর্দ্দমা হইয়া অনেক বড় বড় মজিয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া এক এক বংশে জমীদারী রহিয়াছে, কিন্তু এদেশে ৩। ৪ পুরুষে তাহা শেষ হয়। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রাজসাহীর কতকগুলি সদ্দর জমীদারের উৎসাহে এই পঞ্চায়েৎ সভা হইয়াছে,

ইহা দ্বারা জমীদারদের বিবাদ ভঞ্জন ও বিবিধ কল্যাণ সাধন করা হইবে। আমরা ইহার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করি।

গর্জ্জন তৈলের গুণ—বোম্বাই গেজেট লিখিয়াছেন ইহা কুষ্ঠ রোগের অব্যর্থ ঔষধ। আণ্ডামান দ্বীপস্থ দায়-মালদিগের মধ্যে অনেক কুষ্ঠ রোগী ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। প্রতি-দিন ৪ ঘণ্টা করিয়া সমস্ত শরীরে ইহা মালিস করিতে হয় এবং দুইবার একটু একটু তৈল খাইতে হয়।

দান—(১) বাবু শ্যামাচরণ লাহা চক্ষু রোগের হাঁসপাতাল জন্ত ৬০ হাজার টাকা দিয়াছেন, কলিকাতার ফিবার হাঁসপাতালের পার্শ্বে ইহা নির্ম্মিত হইবে। (২) কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলের দ্বিতীয় তল নির্ম্মাণার্থ মহিষাদলের রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন। (৩) হোলকারের মহারাজা গাঞ্জাম দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ—ডায়মণ্ডহারবর, উড়িষ্যা ও বেহারে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। মান্দ্রাজের গাঞ্জামে শুনা যায় মানুষে মানুষের মাংস খাই-তেছে এবং সহস্রাধিক লোক অনাহারে মরিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও দেশ-হিতৈষী লোক এখনও চুপ করিয়া থাকিবেন?

রাজসংবাদ—ইংলণ্ডের যুবরাজ সস্ত্রীক পারিস প্রদর্শনী দর্শনে গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাবী যুবরাজ বা আমাদের ভাবী সম্রাট শীঘ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসিবেন। রাজকুমার কনটের ডিউক ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইবেন।

স্ত্রীলোকের বক্তৃতা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি,এ উপাধি-ধারিণী ও গুজরাট আর্টস কলেজের সাহিত্য অধ্যাপিকা কুমারী কর্ণিলিয়া সরাবজী গত ৬ই জুন পুনানগরে "গ্রীক-জাতি" সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মাদিগের সম্মাননা—গত ১লা জুন হেয়ার সাহেবের মৃত্যু-দিনে পটলডাঙ্গা গোলদীঘিস্থ তাঁহার সমাধিস্থলে এবং ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-মন্দিরে বহুলোক সমবেত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। মহাত্মা বেথুনের সমাধি বহুদিন বিস্মৃতি-গর্ভে নিমগ্ন ছিল, আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আগামী জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যুদিনে সেখানেও উৎসব হইবে।

স্ত্রীলোকের নাসিকাচ্ছেদ—কয়েক দিবসের মধ্যে পঞ্জাবে নিষ্ঠুর স্বামীরা ৫০৬টী স্ত্রীর-নাসিকাচ্ছেদ করি-য়াছেন। অবলাদের উপর অত্যাচারের কি শাসনকর্ত্তা কেহ নাই?

মহারাণীর সমবেদনা—ভারতে শ্বরী মান্দ্রাজের গবর্ণর কনিমারাকে

লিখিয়াছেন "আপনি যে গ্রামবাসী-দের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি আশা করি লোকের কষ্ট নিবারণে যত্নের ত্রুটি হইবে না। আমি আমার প্রজাদের কষ্টে বেদনা অনুভব করিতেছি।"

মদ ত্যাগ করাইবার সহজ উপায়—মদের সহিত কয়েক ফোঁটা ষ্ট্রীকনিয়া দিলে তাহা খাইতে ঘোর মাতালেরও বিতৃষ্ণা হইবে। বিলাতের এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার ১ গ্রেণ ষ্ট্রীকনিয়া ২০০ ফোঁটা জলে গুলিয়া শরীরে ছিদ্র করিয়া পিচাকরী দিয়া অনেক মাতালকে মদ ছাড়াইয়াছেন।

স্ত্রীলোকের জন্য নূতন পত্রিকা—লাহোর নগরে হরদেবী "ভারত ভগিনী" নামে এক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন। আমরা ইহার উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

মহৎ লোকের মৃত্যু—বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্রলাল দত্ত এদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্তক এবং বিদ্যোৎসাহিতা ও হিতৈষিতার জন্য বিখ্যাত। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে বিশেষ শোকগ্রস্ত হইয়াছেন।

নারী-চরিত।

হারিয়েট বিচার ষ্টৌ।

সুপ্রসিদ্ধ "Uncle Tom's Cabin" অর্থাৎ টম খুড়োর কুটির নামক ইংরেজী পুস্তক লক্ষ লক্ষ বিক্রীত হইয়াছে এবং ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রণেত্রী হারিয়েট বিচার ষ্টৌ। ১৮৫২ সালে পুস্তকখানি প্রথম প্রচারিত হয়। তৎপূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম ইংলণ্ডে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। তিনি মার্কিন দেশীয়া রমণী এবং আমেরিকায় বহু দিন পূর্ব্বে উপন্যাস গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকসমাজে কিছু কিছু পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বর্ত্তমান সময়ের উপন্যাস-লেখকদিগের প্রথম শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দাস ব্যবসায়ের প্রতিকূল পক্ষে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি একখানি গ্রন্থ লিখিয়া কোথায়ও এরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নিগ্রো জাতির অপরাপর বন্ধুগণ বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া ধীর ভাবে চেষ্টা করিয়া এবং উদ্দেশ্য ব্রতে কায়মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, এই ভাগ্যবতী রমণী একবার লেখনী ধরিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থের নাম প্রথম "Life Among the Lowly" অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর জীবন নামে আখ্যাত হয়। এই গ্রন্থের প্রচার মাত্র পুরাতন ও নূতন উভয় মহাদেশেই ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং দাসত্ব প্রথার অন্যায় অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের প্রতি ভয়ঙ্কর ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার পুস্তকে অশেষ গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠ করিতে করিতে তাঁহার কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তিনি অন্যায় কার্য্যের যেমন তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ধৈর্য্য, প্রেম ও আততায়ী অপকারীর প্রতি ক্ষমা ও উদারতার সেইরূপ উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন; তাঁহার গ্রন্থের হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা, চিত্ত দ্রবকারী করুণ রস, অব্যর্থ রসিকতা, মানব চরিত্র বিশেষতঃ নিগ্রো চরিত্রের অতুলন চিত্রাঙ্কণ সকলই যারপর নাই প্রশংসনীয়। এই সকল কারণে তাঁহার নাম ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে ঘরে ঘরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জপমালা হইয়াছে।

এই গুণবতী রমণীর পিতার নাম লিমান বিচার। তিনি প্রথমে তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায় কর্ম্মকারের কার্য্য করিতেন, পরে ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া ডাক্তার বিচার নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার বাগ্মিতার জন্ত তিনি প্রথম শ্রেণীর উপদেষ্টাদিগের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। হারিয়েট তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা, ১৮১২ সালে কনেক্টিকেট প্রদেশের লিচফিল্ড নগরে তাঁহার জন্ম হয়। আমেরিকার বোষ্টন নগর বিদ্যার প্রধান স্থান, সেখানে তিনি সুশিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চরিত্র-বল বিলক্ষণ দৃষ্ট হইত। অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য অবলম্বন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাথারিণ অতি উচ্চ প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি প্রথমে লিচফিল্ডে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তাঁহাদের পরিবার সিনসিনেটাই নগরে স্থানান্তরিত হইলে সেখানেও আর এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দুই ভগিনীতে মিলিত হইয়া এই দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

হারিয়েটের বয়স যখন ২১ বৎসর, তখন কালবিন ষ্টৌ নামক বাইবেল বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহার পিতা এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার পর ১৭ বৎসর কাল হারিয়েটের জীবন শান্ত ভাবে গত হয়। তাঁহার অনেক গুলি সন্তান হয়, তন্মধ্যে ৫টী জীবিত আছেন। তিনি একজন আদর্শ মাতা, অতি যত্নে সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। গৃহকার্য্য ও সন্তান পালন করিয়াও তিনি সাহিত্যানুশীলনে অমনোযোগী ছিলেন না। যখনই সময় পাইতেন, প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার লিখিত

অনেকগুলি প্রবন্ধ ও উপন্যাস স্থানীয় সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার সকল লেখাই উচ্চ নৈতিক ভাবে পরিপূর্ণ।

হ্যারিয়েট, তাঁহার পিতা ও স্বামী তিন জনে মিলিত হইয়া নিগ্রোদিগের উদ্ধারার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, এবং ঐ হতভাগ্যদিগকে সুবিধা পাইলেই সাহায্য প্রদান ও শিক্ষা দান করিতে ত্রুটি করিতেন না। শ্বশুর ও জামাতা যে কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছিলেন, তথায় দাসত্ববিরোধী পুস্তক ও পত্রিকা আসিতে লাগিল এবং ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিল। ইহাতে দাসত্বপোষক কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইলেন এবং তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ছাত্রগণ তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ও তাঁহাদিগের মতের এরূপ অনুবর্ত্তী হইয়াছিল যে তাহারাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। ১৮৫০ সালে অধ্যাপক ষ্টৌ মাসাচুসেটস নগরের এক তত্ত্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই বৎসরেই তাঁহার পত্নী দাসত্ব প্রথা-ঘটিত দোষ সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান পূর্ব্বক "ওয়াসিংটন ন্যাসন্যাল ইরা" নামক পত্রিকায় 'নিম্ন-শ্রেণীর জীবন' নাম দিয়া সংখ্যাক্রমে কতকগুলি প্রস্তাব প্রকটিত করিলেন, তাহাতে তাঁহার লেখার তেজস্বিতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য ও উচ্চ ধর্ম্মভাব জন্য তাঁহার খ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইল। এই পুস্তক মুদ্রিত হইলে আমেরিকায় অচির কাল মধ্যে তাহার নূতন নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে যে কিরূপ উৎসাহ ও মহোল্লাসের সহিত পঠিত হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। নিগ্রো জাতির অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন দোষে দূষিত বলিয়া কেহ কেহ সমালোচনা করায় 'টম খুড়োর কুটিরের টীকা' নাম এক পুস্তক তিনি মুদ্রিত করেন, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে নিগ্রোদিগের প্রকৃত দুর্দ্দশা তাঁহার পুস্তকের বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ও হৃদয়-বিদারক। ইংলণ্ডীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে ১৮৫৩ সালে তিনি ইংলণ্ড পরিদর্শন করেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের নিকট পূজিত হন। তৎপরে ইউরোপের অন্যান্য দেশও ভ্রমণ করেন। ১৮৫৪ সালে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। ১৮৫৬ সালে "ড্রেড" নামক পুস্তক প্রচার করেন, ইহাতে ড্রেড নামা এক পলাতক নিগ্রোদাসের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহা "টমখুড়োর কুটিরের" সমতুল্য না হইলেও ইহাতে যে দৃশ্য বর্ণন ও চরিত্র অঙ্কন আছে, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

চীন জাতির বিবরণ।*

চীনেরা কোন্ জাতি-সম্ভূত, তাহারা আর্য্য, কি সেমেটিক, কি মঙ্গলীয়, তাহা একাল পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্ব-বিদেরা বলেন যে উহারা মঙ্গলীয় বংশ-সম্ভূত, কিন্তু পুরাণে লিখিত আছে যে উহারা পতিত আর্য্য সন্তান। এখন পৃথিবীর অনেক জাতি আর্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে ভাল বাসে, তবে চীন কেন এরূপ লিখিত প্রমাণ সত্বেও সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়?

চীনদিগের ভাষা ও সাহিত্য বড়ই আশ্চর্য্য, এরূপ আশ্চর্য্য যে তাহাদের ভাষায় ব্যাকরণ নাই ও তাহা বর্ণমালা-বর্জ্জিত। অন্যান্য ভাষায় পাঁচ ছয়টি অক্ষরে এক একটি শব্দ নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু চীনদিগের ভাষায় এক একটি অক্ষরে এক একটি শব্দ নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে তাহাদের ভাষায় শব্দ কত অক্ষর বর্ত্তমান তাহা ঠিক করা কঠিন।

চীনে শাক্য মুনির বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও প্রবলরূপে বিরাজমান, এখনও এই ধর্ম্ম চীনবাসীর অতি যত্নের সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। চীনের সাধারণ সকল লোকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কন্‌ফিউসস্ নামা অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির মতের উপর বড়ই ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কন্‌ফিউসসের মতে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা, ন্যায়াচরণ, পরোপকার ও অন্যান্য সৎকার্য্যই প্রধান ধর্ম্ম। এখনও চীনে প্রাচীনকালীন অনেক বৌদ্ধ মন্দির দৃষ্ট হয়, এই সকল মন্দিরে বুদ্ধ দেবের অনেক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, চীনেরা সেই সকল প্রতিমূর্ত্তির নিকট ধূপ ধুনা প্রজ্বলিত করিয়া বুদ্ধদেবের উপাসনা করে ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থের শ্লোক পাঠ করিতে থাকে। সেই সকল শ্লোকের মধ্যে অধিকাংশ শ্লোক প্রাচীন সংস্কৃত অথবা পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। চীনের প্রাচীন মন্দির সকলে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই একটি সংস্কৃত গ্রন্থও কখন কখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের প্রাচীন ভ্রমণকারীগণ এই সকল গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যান। চীনেরা এই সকল গ্রন্থের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের যে সকল অলৌকিক কার্য্যকলাপ বর্ণিত আছে, তাহারা অতি শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল কাল্পনিক বিষয়ে বিশ্বাস করে। এই সকল মন্দিরে যে সকল পুরোহিত নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের চরিত্র অতি উন্নত। তাঁহারা যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়া সৎ-কার্য্যে ও বহু বিদ্যার আলোচনায় জীবন ক্ষেপণ করেন, কিন্তু চীনদিগের প্রধান গুরু প্রধান লামা তিব্বতে বাস

* কোন মহিলা প্রণীত।

করেন, চীনেরা তিব্বতের লামাকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

বহুকাল হইতে চীন জগতের নিকট সভ্য বলিয়া পরিচিত। খৃষ্টীয় মিসনরিরা চীন দেশের প্রাচীন গ্রন্থ সকল ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতায় চীনেরা অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতি হইতে কোনক্রমে ন্যূন নহে। প্রবাদ আছে যে চীনেরাই মুদ্রা যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা ও দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার প্রথমে চীনদেশে হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে চীনেরা প্রাচীন কাল হইতে চুম্বক লৌহের গুণ পরিজ্ঞাত আছে। ভারতবর্ষের নিকট চীনেরা বহুকাল হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পী বলিয়া পরিচিত। মহাভারতে চীন জাতি ও চীন দেশের কৌষেয় বস্ত্রের উল্লেখ আছে। আসিয়ার জাতিদিগের মধ্যে কি স্থাপত্যবিদ্যায়, কি রসায়ন বিদ্যার, কি শিল্পবিদ্যায় চীনেরাই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন মিসরিয়েরা রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিল। ঐ বিদ্যার সাহায্যে তাহারা মৃত মনুষ্য-দেহ বহুকাল অবিকৃত রাখিতে সমর্থ হইত। চীনেরা প্রাচীন মিসরিয়দিগের ন্যায় রসায়ন শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। কিছুকাল হইল চীনের কতকগুলি প্রাচীন সমাধি-মন্দির হইতে,মিসরের ন্যায় সংরক্ষিত শব (মমি) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল মৃত দেহ বহুদিন পূর্ব্বে সমাধিস্থ হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের অবস্থা অবিকল জীবন্ত শরীরের ন্যায় ছিল। এক্ষণেও অনেক চীন তাহাদের পিতৃপুরুষের মৃত দেহ মমি করিয়া থাকে। স্থাপত্য বিদ্যায় তাহারা যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহাদের নির্ম্মিত অদ্ভুত প্রাচীর ও কৃত্রিম সরিৎ তাহার সাক্ষী। প্রাচীনকালে দুর্দ্দান্ত তাতার জাতি চীন সাম্রাজ্যের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত। তাতারীয়দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য এই প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। এই প্রাচীর প্রায় ১৫০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং অনেক নদী ও পর্ব্বতের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। উপরি-লিখিত কৃত্রিম সরিৎ অথবা খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০ ক্রোশ। ইহা ছাড়া বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের সংখ্যাও বহুল। আমাদের দেশের প্রবাদ বাক্য চীন জাতিকে "হুজুরে" বলিয়া বর্ণনা করে। "হুজুরে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গালী।" হুজুরে শব্দ চীন-জাতির প্রতি যেরূপ প্রযোজিত হইতে পারে, এরূপ আর কোন জাতির প্রতি হইতে পারে না। সত্য সত্যই চীনেরা সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করে যে, অন্যান্য সভ্য জাতির তাহা অনুকরণীয়। চীনদিগের এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, তাহারা একটি প্রাচীন সুসভ্য জাতি, কিন্তু চীনেরা রক্ষণশীল-প্রকৃতি। তাহা-

দের প্রকৃতি এরূপ রক্ষণশীল, যে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের সভ্যতার অবস্থা যেরূপ ছিল, অদ্যাপিও অবিকল সেইরূপ আছে। তাহারা বলে চিরকাল যাহা আছে তাহাই ভাল, তা ছাড়া আর কিছুকে তাহারা ভাল বলে না,তাল গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় না, একারণ একাল পর্য্যন্ত তাহাদের সভ্যতার আর কোন উন্নতি হয় নাই ; নতুবা যে চীন বহুকাল পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র কম্পাস যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই চীন যদি রক্ষণশীল মত ত্যাগ করিত, তাহা হইলে তাহাদের সভ্যতার নিকট, আজ কালকার এই উজ্জ্বল ইয়োরোপীয় সভ্যতা পরাভূত হইত।

চীনদিগের পরিচ্ছদ অনেকটা তাতারদিগের ন্যায়, তাহাদের পরিচ্ছদের অনেকটা পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে একটা দীর্ঘ বেণী রাখিয়া তাহারা পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে। চীনেরা পীত বর্ণের বড়ই অনুরাগী। সম্রাট হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই পীত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করে।

চীনদিগের আহার করিবার নিয়ম বড় কৌতুকাবহ। একটা লম্বা হাঁড়িতে আহারীয় দ্রব্য রক্ষা করিয়া, দুইটা কাটির সাহায্যে এরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে আহার কার্য্য সমাধা করে, যে দেখিলে বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইতে হয়। "মনুষ্য সর্ব্বভুক" এই বাক্য চীনদিগের প্রতি অত্যন্ত খাটে। এমন দ্রব্য নাই যাহা তাহারা আহার করে না। অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর জন্তু সকল উপাদেয় খাদ্য জ্ঞানে বাজারে বিক্রীত হয়। কুকুর ও ভেকের মাংস রৌদ্রেতে শুষ্ক করিয়া তাহা সুস্বাদু খাদ্য জ্ঞানে চীনেরা অতি আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে।

চীনে জুয়া খেলা ও ঘুড়ি উড়ানই প্রধান আমোদ। অতি বৃদ্ধ লোকেও ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদে মত্ত হয়। চীনেরা এরূপ ভয়ানক জুয়ারি যে ঘর বাড়ী ও নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়। পণ রাখিয়া হস্তের অঙ্গুলি কাটিয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। মুরগী ফড়িং ইহাদের লড়াই লইয়াও জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়। পরস্পর দুই ব্যক্তি পণ রাখিয়া দুইটা মুরগী কিম্বা দুইটা ফড়িঙ্গের লড়াই বাধাইয়া দেয়, যাহার পক্ষীয় জন্তুটা হারিয়া যায়, সেই ব্যক্তি পণের টাকা দিতে বাধ্য। ছোট বালকেরাও এরূপ খেলায় প্রবৃত্ত হয়।

চীনেরা স্বভাবতঃ নম্র ও বিনয়ী। বৃদ্ধের প্রতি সম্মান উহাদের একটা জাতীয় গুণ। উহাদের মধ্যে বিদ্যার অত্যন্ত সমাদর। উহাদের মধ্যে যিনি বিদ্বান, উহারা তাঁহার অত্যন্ত সম্মান করে। চীনেরা অতিথিপ্রিয়, কিন্তু বিদেশী লোককে অত্যন্ত ঘৃণা করে। বিদেশী লোকে যদি উহাদের সম্মুখে অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়,

তথাপি উহারা তাহার প্রতি দয়া করে না ও তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। চীনেরা পিতা মাতার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিশীল। তাহাদের পিতা মাতার প্রতি ভক্তি এতদূর প্রবল যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গল্প আছে যে একজন চল্লিশ বৎসর বয়স্ক চীন তাহার বৃদ্ধ মাতার নিকট প্রতিদিন প্রহারিত হইত, প্রহারিত হইয়া সে কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করিত না। একদিন দেখা গেল যে সে অত্যন্ত কাতর ভাবে রোদন করিতেছে। তাহার বন্ধু রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে "আমার বৃদ্ধ মাতা বোধ হয় আর অধিক দিন বাঁচিবেন না, তিনি আমাকে পূর্ব্বে যেরূপ জোরের সহিত প্রহার করিতেন, এক্ষণে তিনি আমাকে সেরূপ জোরের সহিত প্রহার করিতে পারেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বল অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, এহেতু আমি তাঁহার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতেছি।" কিছুদিন হইল একটি চীন বালিকার অদ্ভুত পিতৃ ভক্তির বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল। চীনদিগের রাজভক্তিও অত্যন্ত প্রবল। চীন সাম্রাজ্যের রাজত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে, তাহাতে দেখা যায় চীন দেশে কখনও প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। উহারা প্রজাতন্ত্র শাসন অত্যন্ত ঘৃণা করে, রাজতন্ত্র শাসনই উহাদের অত্যন্ত মনোনীত। রাজাকে উহারা অত্যন্ত ভক্তি করে। রাজা একজন দেবতা, এই বিশ্বাস সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল। রাজা দেবতা, তিনি সর্ব্ব ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহা পাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই বিশ্বাসই চীনদিগকে দুই এক সময় ব্যতীত কখনও রাজবিদ্রোহী হইতে দেয় নাই, সুতরাং চীনের কোন সম্রাটকে কখনও প্রজাদের হস্তে মাথা দিতে হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

কেন ফুরাইয়া যায় ?

(১)

থাকে না থাকে না কেন,
জগতের শোভা যেন,
দেখিতে দেখিতে হায় ফুরাইয়া যায় ;
কালের কুটিল গতি,
অদ্ভুত বিচিত্র অতি,
নানা রঙ্গে জীবগণে হাসায় কাঁদায়।

(২)

এই দেখিলাম প্রাতে,
সুমন্দ মলয় বাতে,
হেলিয়া দুলিয়া নাচে গোলাপ সুন্দরী ;
নবীন যৌবন ভরে,
সুধা বিতরণ করে,
রঞ্জিত লোহিত রাগে লাবণ্য লহরী।

(৩)

সন্ধ্যাকালে দেখি তার,
নাহি সে সৌন্দর্য্য আর,
কালের আঘাতে মুখ বিষণ্ণ মলিন ;
শুকায়েছে পরিমল,
ঝরিয়া পড়েছে দল,
মাটীর সহিত যেন হতেছে বিলীন।

(৪)

সে দিন দেখিনু যায়,
ননীর পুঁতুল প্রায়,
জননীর কোলে বসি করে স্তন পান ;
বিমল কমল মুখে,
হাসিছে পরম সুখে,
হাতে তালি দিয়া নাচে গায় কত গান।

(৫)

মধুর অধরে ঝরে,
মৃদু মধু আধ স্বরে,
সুধামাখা বাণী, শুনি জুড়ায় শ্রবণ ;
সরল স্বভাব অতি,
নির্দ্দোষ নির্ম্মল মতি,
মোহন মুরতি খানি নয়ন-রঞ্জন।

(৬)

এবে হেরি রূপ তার,
চিনিতে না পারি আর,
নাহি সে লাবণ্য নাই মধুর স্বভাব ;
কাল স্রোতে নিরন্তর,
হইতেছে রূপান্তর,
শৈশবের মনোহর অপরূপ ভাব।

(৭)

কুটিল কটাক্ষে চায়,
ধরা ছোঁয়া নাহি যায়,
গুণে গুণে কথা কয় চাপিয়া চাপিয়া ;
তফাতে তফাতে থাকে,
ফিরে যেন পাকে পাকে,
শত আবরণে রাখে হৃদয় ঢাকিয়া।

(৮)

এই ভাবে প্রতিক্ষণে,
কালের পরিবর্ত্তনে,
মরে লোক তবু হায় মোহে অচেতন ;
"আমি ধনী আমি জ্ঞানী,
আমি কর্ত্তা আমি মানী,
আমি আমি আমি ভিন্ন না কহে বচন।"

(৯)

কিছুই রবে না ভবে,
একে একে ধ্বংস হবে,
থাকিবে যা ছিল আগে অনন্ত অমর ;
যাহাতে উৎপত্তি হয়,
তাহাতেই হবে লয়,
এই বিশ্ব সমুদয় প্রপঞ্চ নশ্বর।

(১০)

থাকিবে কেবল আর,
অমরাত্মা নির্ব্বিকার,
বিশ্বাসে জীবিত হয়ে অনন্ত জীবনে ;
স্থায় সত্য প্রেম পুণ্যে,
দয়া ধর্ম্ম সাধু গুণে,—
ভূষিত যে জন তার কি ভয় মরণে।

অভাব।

প্রাকৃতিক জগতের কথা বলিতেছি না, মানব জগতের দিকে চাহিলে অনেক অভাব পরিলক্ষিত হয়। মানুষের যাহা কিছু—ধর্ম্ম,জ্ঞান,বিদ্যা,খ্যাতি ধন ও মান উপার্জ্জন, সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণালঙ্কৃত আত্মীয় স্বজনের সহিত সুখ ও শান্তিতে বাস, নীরোগ ও নিষ্পাপ হইয়া জীবন যাপন,এ সকল এক জনের ভাগ্যে কখনই ঘটে না, সুতরাং মানুষের তৃষ্ণারও শেষ হয় না। একটী আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইলে আর একটী পাইতে লোকের স্বভাবতঃ আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা পূর্ণ না হইলেই মানুষ দারুণ অশান্তি ভোগ করে। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে আকাঙ্ক্ষাই অনেক সময়ে অভাব বাড়াইয়া দেয়। এই অশান্তি ঘুচাইবার জন্যই জ্ঞানিগণ "নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হও" বলিয়া এত উপদেশ দিয়াছেন। লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়া, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়াই মানুষের কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজের অবস্থায় কয়জন সন্তুষ্ট? আমাদের চারি পাশে কত লোক কত অভাবে পড়িয়া আকুল হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হয়তো এক জন খাইতে পায় না, তাহার দারুণ অভাব; আর একজন মনের মত জিনিস পায় না, তাহারও দারুণ অভাব! বাবু, টাকার অভাবে কষ্ট পাইতেছেন, বৌ ঠাকুরাণী একটী সুন্দর জরীর ফিতার অভাবে কষ্ট পাইতেছেন, অভাব কার নাই? তবে কাল্পনিক বা সৌখীন অভাবগুলি ঘরে ঢুকিতে না দেওয়াই ভাল। একে তো মানুষ কত বাস্তবিক অভাবে পড়িয়া দুঃখ পাইতেছে, তাহার পরে কাল্পনিক অভাব যেন সে দুঃখের সীমা না বাড়াইয়া দেয়, এই বিষয়ে সকলেই সাবধান হইবেন।

মানবের এই এক কেমন সংস্কার যে যখন যে জিনিষের অভাব হয়,তখন সেই জিনিসই "বড় মিষ্ট, বড় সুন্দর" বলিয়া মনে হয়। গ্রীষ্মের সময়ে শীতের মধুরতা, শীতের সময়ে গ্রীষ্মের উপকারিতা, বসন্তের দিনে শরৎ, শরতের দিনে বসন্ত যেন শতগুণ সৌন্দর্য্য ঢালিয়া আমাদের স্মৃতিপথে বিরাজ করে। যখন রোগ আসিয়া আক্রমণ করে, তখনই সুস্থ শরীরের সুখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পাই, যখন দরিদ্রতার ভীষণ ছায়া চক্ষের সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন ধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। যে দিন বাড়ী হইতে স্থানান্তরে যাই, সে দিন আত্মীয় স্বজনের তো কথাই নাই, বাড়ীর পোষা পশু পাখী, ঘর দরজা,গাছটী লতাটি তাহারাও যেন কত ভালবাসার বাঁধনে আমাদের মন প্রাণ বাঁধিতে থাকে! কাহাকে কত ভালবাসি তা সেই ছাড়াছাড়ির দিনেই বুঝিতে পারি। যখন আপনার জন কাছে না

থাকে, তখন তাহাতে মন এত সংযুক্ত থাকে, যে তাহার প্রতি অণু পরমাণুর খবর পর্য্যন্ত জানিতে পারি। দূরে থাকিলে মনে হয়, মা'কে সুখী করিবার জন্যে, এ বিশাল বিশ্বও অনন্ত স্রোতে ভাসাইতে পারি! আমার জন্য মা'র কত সহিতে হয়, কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, আমার মত হীন, অধমকেও মা' কত পবিত্র, উন্নত স্নেহধারায় স্নান করাইতেছেন, কি করিয়া আপনা ভুলিয়া আমার কল্যাণার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন! তখন তাঁহার পূর্ণ ছবিই যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, তাই তখন ইচ্ছা করে যে মায়ের পদতলে এ অযোগ্য প্রাণ শত বলি দিয়া এ মহাপাপের—এ অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত করি! এ অপরিসীম স্নেহের যথাসাধ্য প্রতিদান করি।—মায়ের কাছে আসিলে তো কই, ততখানি পারিয়া উঠি না! আবার মা'কে মনের দুঃখ জানাইতে ইচ্ছা করে, আবার আপনার সুখ দুঃখের উপর দৃষ্টি পড়ে, আবার ব্যারাম হইলে মা কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করেন তেমন ইচ্ছাও করে! প্রাণের সে ধৈর্য্য, সে পণ, সে অনুভূতি কে জানে আবার প্রাণের ভিতর কেমনে মিশিয়া যায়! মানুষ বড় দুর্ব্বল! মানুষ বড় স্বার্থপর! আবার মানুষ বড় "আত্ম-বিস্মৃত"!

যতক্ষণ আমরা কোন পদার্থের মধ্যে জড়াইয়া থাকি, ততক্ষণ তাহার রমণীয়তা, তাহার মধুরতা, ভোগ করিতে পাই না। যেন সে জিনিসটাতে আমাদের অনুভূতি পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে। তার পর যখন সে জিনিসটা হইতে সরিয়া পড়ি, তখনই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। আগে বুঝি না বলিয়াই শেষে তাহা মধুরতম হইয়া উঠে! তাহার মাধুরী তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটাইয়া আমাদের চেতনা ডুবাইয়া দেয়! তাই প্রিয় বস্তুর স্মৃতিতে আমরা পাগল হইয়া যাই! তাই আত্মীয় স্বজনের শোকে মানুষ আত্মবিহ্বল হইয়া পড়ে! যতদিন সে কাছে থাকে, ততদিন তাহার রহস্য ভেদ করা যায় না, তার পর সে যখন চলিয়া যায়, যখন ইহলোকে আর তাহার ছায়াও দেখা না যায়, তখনই সে যে কি ছিল তাহা বুঝিবার ক্ষমতা হয়! তখন তাহার ইতিহাস লিখিতে পারি, এবং গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিতে পারি। এ জগতে থাকিতে সে যত ভালবাসা পাইয়াছে, পরজগতে গেলে সেই ভালবাসা সহস্রমুখী হইয়া তাহার পানে ধাবিত হয়; তখন যথার্থই সে "সকলের সব, সবের সকল"! এই ভাবের উচ্ছ্বাসেই একজন কবি বলিয়াছেন,

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে, বরমপি বিরহো ন
সঙ্গম স্তস্যা।
সঙ্গে সৈব যদেকা, ত্রিভুবন মপি
তন্ময়ং বিরহে॥"

অর্থাৎ বিচ্ছেদ ও মিলন পরস্পরকে

তুলনা করিলে বরং বিচ্ছেদকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, মিলন শ্রেষ্ঠ নহে। (কারণ) মিলনের সময়ে আমি ও সে (প্রিয় ব্যক্তি) এক হইয়া যাই, বিচ্ছেদের সময়ে ত্রিভুবনই সে ময় হইয়া উঠে। কেন না সর্ব্বত্রই তাহার কথা মনে জাগরূক থাকে।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে সকলই মঙ্গলপ্রদ। অভাবকে আমরা বড় দুঃখদায়ক মনে করি, কিন্তু অভাব হইতেই অনেক সময়ে মানবের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হয়। অভাবে না পড়িলে মানুষ থাকে না। যে চির-দিন সুখ সচ্ছন্দে কাটাইয়াছে, এক দিনের জন্যেও কোন বাস্তবিক অভাবে পড়ে নাই, তাহার হৃদয়ে "মহত্ব" জন্মে নাই। ব্যক্তি বিশেষের স্বতন্ত্র অবস্থা হইতে পারে, সাধারণের কথাই আমরা বলিতেছি। অভাবে পড়িয়াই মানুষ দুঃখী; দুঃখ হইতেই উন্নতি ইচ্ছা, উন্নতির ইচ্ছার ফলেই মনুষ্যত্ব, এইরূপ ঘটনাই সর্ব্বদা দেখা যায়। স্ত্রীর কাছে অপমানিত হইয়াই কালিদাস "সরস্বতীর বর পুত্র", দেশের বড় বিপ্লবের সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াই শিবজী "মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি," নিজে বৈধব্যদশা ভোগ করিয়াছেন বলিয়াই বুঝি রমাবাই আজি সারদাশ্রম প্রতিষ্ঠাকারিণী। অভাবে না পড়িয়া মানুষ, মানুষ হইয়াছে কবে?

অভাব আমাদের স্বার্থপরতা চূর্ণ করিয়া দেয়, সহানুভূতির সীমা বাড়াইয়া দেয় এবং ঈশ্বরকে "আপনার" বলিয়া চিনাইয়া দেয়। আমরা নিজে দুঃখ পাইলেই পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারি, তাই সে সময়ে পরের সুখের অনুরোধে নিজের সুখ দুঃখও উপেক্ষিত হয়। যখন এ যাতনা-ময় সংসারের উপর বিরক্তি আসিয়া পড়ে, তখনই বিশ্বমাতার স্নেহমাখা কোলে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করে; যখন জগৎ বালুকারণ্যের মত ধূ ধূ করিতে থাকে, একটু সুখের ছায়া একটু শান্তির সলিল কোথাও পাওয়া যায় না, তখন সেই প্রেমময় করুণাময় দেবতাকে ডাকিলে যেন সকল বিভীষিকা লুকাইয়া যায়, প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব আরাম ঢালিয়া দেয়! যদি জগতে অভাব না থাকিত, তবে কয়জনে ঈশ্বরের পবিত্র নাম মনে করিত? কয়জনের বুকে বিমল সুখের তরঙ্গ উঠিত? জগতের কয়জন চৈতন্য দেবের মত কেবল হরিনামের ভিখারী হইয়া সংসার ছাড়িতে পারে? সে দিগন্তব্যাপী উচ্ছ্বাস কয়জনের মরমে বহিয়া থাকে? এই সকল দেখিয়াও কি আমরা অভাবের প্রয়োজনীয়তা বুঝি না?

আমরা আগেই বলিয়াছি অভাব দুই প্রকার—এক কাল্পনিক অভাব আর বাস্তবিক অভাব। নিজের অবস্থার সন্তুষ্ট হওয়াই কাল্পনিক অভাব মোচনের উপায়। আর রোগী, শোকী, দরিদ্র মূর্খ প্রভৃতি লোককেই বাস্তবিক

অভাবগ্রস্ত বলা যায়। ইহারা প্রকৃত দয়ার পাত্র। রোগীকে সেবা, শোকীকে সান্ত্বনা, দরিদ্রকে অর্থ, মূর্খকে বিদ্যা প্রভৃতি দান করিয়া দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করা মনুষ্যমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। দয়াময় জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে দয়া দিয়াছেন, জগতে দয়ার পাত্র রাখিয়াছেন, ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতে পারিলেই মানব জীবন সফলতা লাভ করে।—মা।

মিসরীয় নারী।

(২৯৩ সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠার পর)

মামাতো, পিশতুতো প্রভৃতি নিকট সম্পর্কীয় ভাই ভগিনীর সহিত বিবাহ মিসরীয়দিগের অধিক বাঞ্ছনীয়। যখন এরূপ পাত্র পাত্রী না পাওয়া যায়, তখন অন্যত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালিকা যৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার বিনা সম্মতিতে পিতা মাতা বিবাহের সমস্ত কথা ঠিক করিয়া রাখেন; তাহার পর কন্যার সম্মতি লইতে হয়। যত দিন না সন্তান পৃথক্ থাকিতে পারগ হয়, তত দিন পিতা পুত্র ও পুত্রবধূকে প্রতিপালন করেন। স্ত্রী যত দিন স্বামীর নিকট অবগুণ্ঠন বিমুক্ত না করে, তত দিন বিবাহ সাব্যস্ত নয়। বিবাহ দিবার সময় কন্যাকে দান সামগ্রী দিতে হইবেই হইবে; কিন্তু এদেশের মত বরের উদর পূরণ জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইবার প্রথা নাই, ঈশ্বর করুন যেন কুত্রাপিও এরূপ প্রথা না হয়। বরকর্ত্তাও কন্যাকর্ত্তাকে কিছু দান করিয়া থাকেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উদ্বাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে কন্যাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া জন্মের মত বিদায় দান করেন। ধনবান্ বর কন্যাকে অর্থ বা বস্ত্র দান করিয়া থাকে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মতে মিসরীয় নারীরাও বড় পরিহাস-প্রিয়। কন্যা ও তৎসঙ্গিনীগণ কর্ত্তৃক বর অনেক সময় প্রতারিত হইয়া থাকে। কন্যাকে চৌকির উপর বসাইয়া ও বস্ত্রাদি জড়াইয়া দীর্ঘকায় করিয়া তাহাকে প্রতারণা করা হয়।

বালকগণ অতি অল্পকাল মাত্র বিদ্যালয়ে পড়িতে পায়; সুতরাং একটু পড়া ও সেলাই ভিন্ন তথায় আর কিছু শিক্ষা হয় না। মহানগরী কেরোর বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য কিছু ব্যয় করিতে হয় না। ইহার অঙ্গীভূত মেডিকেল স্কুলে স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত একটি বিভাগ আছে। স্ত্রী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে এই অতীব বাঞ্ছনীয় সাধু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ কখনও বিশ্বাস হয় না। সচরাচর

চিকিৎসকগণ অবরোধে প্রবেশ করিতে পারেন না বলিয়াই স্ত্রীলোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। নদীর তটস্থ বড় বড় নগর গুলিতে বালকদিগের জন্য গ্রীক্ যাজক ও রোমান ক্যাথলিক্ মঙ্কগণ বিদ্যালয় করিয়াছেন। অল্পসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে, কারণ তত্রত্য লোকদিগের বালিকার পাঠ ও গণনা শিক্ষা সম্বন্ধে বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে। আত্মীয়বর্গের সন্তান ভিন্ন অন্যান্য বালকদিগের সহিত একত্রে এক ঘরে উপবেশন করা বালিকাদিগের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তাহারা গৃহের বাহিরে উহাদিগের সহিত অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতে পারে। এদেশে আমেরিকান খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের স্কুল কলেজ আছে। তথায় ১৩৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। ৬টী বালিকাবিদ্যালয়ে গড়ে ৬৫০ বালিকা অধ্যয়ন করে, এতদ্ভিন্ন আরও ৫০টী বিদ্যালয় আছে, এগুলি যদিও খৃষ্টীয় নয়, কিন্তু খৃষ্টানদিগের যত্ন ও উৎসাহে পালিত।

মিসরীয় ভার্য্যা দুইবার পরিত্যক্তা হইতে পারেন। পরিত্যাগ কালে স্ত্রী-ধন প্রত্যর্পিত হয়; এবং যে তিন মাস কাল তিনি ভর্ত্তান্তর পরিগ্রহ করিতে না পারেন, সে তিন মাস তাঁহার পূর্ব্ব স্বামী তাঁহার ভরণ পোষণের ভার লন। স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্ থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরিত্যক্ত না হইয়া প্রতিসপ্তাহে খোর পোষ স্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। দুই বৎসরের নূান বয়সের সন্তানকে পরিত্যক্তা পত্নী আপনার নিকট রাখিতে পারেন, কিন্তু ইহার বয়ঃক্রম সাত বৎসর হইলে পিতা তাহার দাবি করিতে পারেন। বর বিবাহের পণ রক্ষা করিতে না পারিলে, স্ত্রীকে দণ্ড স্বরূপ কিছু অর্থ দিলে তিনি অনায়াসে তদ্দণ্ডে অন্য পাত্রকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অধিকারিণী। মিসর দেশ এককালে সভ্য ছিল, এখন অসভ্য, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন। আবার যত সভ্য হইবে, স্ত্রীজাতির সম্মাননা করিতে তত শিখিবে। হিন্দু জাতির প্রকৃত উন্নতাবস্থায় স্ত্রীলোকের কত মর্য্যাদা ছিল, মনু প্রভৃতি ঋষিবাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিন্দু সৌভাগ্য রবি অস্তাচলে গমন করিলে মুসলমানদের দৃষ্টান্ত বা প্রভাবে হিন্দু নারীগণ পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় অবোরোধবর্ত্তিনী হন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, নারীগণকে যত অধিকার দেওয়া সম্ভব, ধর্ম্মবীর মহম্মদ আপনি কোরাণে তাহা বিধিবদ্ধ করেন নাই—এমন কি ঈশ্বরোপাসনা করিতেও তাঁহাদিগকে এক প্রকার বঞ্চিত করিয়াছেন।

মুসলমানেরা নারীকে যে লেখা পড়া শিখান না এমত নহে। তবে ইহাদিগের মতে পাখীকে পড়ান ও স্ত্রীলোককে লেখা পড়া শিখান উভয়ই

সমান। ফল কথা ইহাঁরা তাঁহাকে দুর্ব্বল অধিকার মাত্র প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীর আদেশানুবর্ত্তিনী না হইলে প্রহারিতা হইয়া থাকেন। তবে আদালতে স্ত্রীলোকের ইজ্জত রক্ষা করা হয়। স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কলহ করিলেও বিচারালয়ে তাঁহাদিগের নামে অভিযোগে হইলে, স্ত্রীর দণ্ড না হইয়া স্বামীর দণ্ড হয়। এক জন দোষ করিল, শাস্তি হইলে আর এক জনের, একেই বলে কাজির বিচার। কিন্তু ইহার যুক্তি এই হইতে পারে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই সুতরাং পাপ পুণ্যের দায়িত্ব নাই। বস্তুতঃ মুসলমানের চক্ষে স্ত্রীর স্বাধীনতা নাই। স্বামী স্ত্রীকে ইচ্ছামত পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী কেবল ইচ্ছা হইলে কেন বিশেষ যুক্তিযুক্ত কারণেও স্বামী ত্যাগ করিতে পারেন না।

আমাদিগের দেশের অজ্ঞ মহিলাগণের ন্যায় মিসরীয় নারীগণ কুসংস্কারে পূর্ণ। ডাইনে খাইয়া ছেলে মারিয়া ফেলে। মন্ত্র বলে কাহারও পীড়া— এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, এই তাহাদিগের বিশ্বাস।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ভারতবর্ষীয় মুসলমান মহিলাগণের সহিত ইহাঁদিগের অনেকাংশে কি সৌসাদৃশ্য নাই? আছে। যে যে বিষয়ে মিল নাই, সে গুলি কেবল দেশ ভেদে। খৃষ্টীয় প্রচারকগণ মিশরে মুসলমান বালিকাদিগের উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এদেশে প্রায় তদ্রূপ কিছুই হইতেছে না। ইহার কারণ এদেশের মুসলমানেরা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা অদ্যাপিও বুঝেন নাই, যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না, ঘরে মুন্সী রাখিয়া কোরাণ পড়ান, বেশি করেন তো ক খ পড়ান। হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষার অনেক ত্রুটি থাকিলেও মুসলমান ভগিনীদিগের সহিত তুলনায় তাহারা অনেক উন্নত।

হে ভগবন্! অখিল-ভারতনারীর অবস্থা উন্নত কর; কারণ, মহিলাগণের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সংসাধিত না হইলে, ভারতবাসীদিগের সামাজিক উন্নতি কখনই হইবে না, আর সামাজিক উন্নতি না হইলে কুত্রাপি দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না।

হলদি ঘাটের যুদ্ধ।

কি বীরত্ব!—মহত্ব কে বুঝিবে তাঁর?
অসংখ্য যবন সেনা
তার মাঝে মহারাণা—

উদয় সিংহের পুত্র—প্রবলপ্রতাপ—
'প্রতাপ সিংহের' বল,
অদ্ভুত রণকৌশল,

বুঝিবে কি বিশকোটি শৃগাল মার্জ্জার!
ক্ষত্রিয় কুলগৌরব
রাজপুত যোদ্ধা সব
(অসম সাহস কিবা বীরপরাক্রম!)
করি মহারণ সাজ,
'যুবরাজ' সনে আজ
যুঝিলা যবন সেনা করি অতিক্রম।
অধিনেতা মহাবীর,
স্বাধীনতা জননীর
রাখিতে প্রতাপ সিংহ-বীরেন্দ্র কেশরী;
সমর-প্রাঙ্গণে পশি
চালাইছে খর অসি
নাশিছে বিপক্ষ দলে বিদলিত করি।
ভীম নাদে বজ্র প্রায়
গর্জ্জিয়া বলিছে তায়
ধিক্ 'মান সিংহ'—ওরে ধিক্-নরাধম,
রাজপুত কুলাঙ্গার
কাপুরুষ—দুরাচার
যবনের দাস—তোর কিসের বিক্রম?
ভুলি নিজ দেশ হিত
এই কি রে বীরোচিত
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আজ করিলি পালন?
স্বাধীনতা অপহারী
গৌরব বিনষ্টকারী—
যবনের পদানত—ধিক সে জীবন!
ক্ষত্রকুল-ধর্ম্ম ত্যজি
বিধর্ম্মী যবনে ভজি
যে কলঙ্ক কুলাঙ্গার রাখিলি জগতে,
ঘুচিবে না সে কালিমা,—
অপযশ অমহিমা
ঘোষিবে অনন্তকাল—অনন্ত মুখেতে।

প্রাণপণে দেশোদ্ধার
করিতে বাসনা যার
ধন্য ধন্য ধন্য সেই ক্ষত্রিয় তনয়,
দেশহিত মহাব্রতে
দীক্ষিত যে প্রাণ দিতে—
অকাতরে,—সে কি করে মরণের ভয়?
ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম
জীবনের নিত্য কর্ম্ম
শত্রু বধে দৃঢ় পণ—উল্লসিত মন,
শৃগাল কুকুর সম
নাহি করি পলায়ন
সম্মুখ সমরে দেয় আত্ম বিসর্জ্জন!
'বীরেন্দ্রকেশরী' আজ
বিরাজে সে রণমাঝ
অসির আঘাতে নাশি অসংখ্য যবন;
'সেলিমের' পানে ধায়,—
মত্ত মাতঙ্গের প্রায়!
নিমেষে বিপক্ষ সেনা করিছে নিধন!
শত্রু সেনা অগণিত
(কভু নহে ভয়ে ভীত)
রাজপুত সেনাপতি—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,
প্রতাপ সিংহের কীর্ত্তি,
নিরত গাইবে ক্ষিতি
ক্ষত্রিয় কুল-তিলক—ধন্য বীরদাপ!
গুলি বর্শা খড়্গাঘাতে
রুধির বহিছে গাত্রে
তথাপি উন্মত্ত রণে পশিয়ে আবার,—
বিষম সঙ্কটাপন্ন!
চারিদিগে শত্রু সৈন্য—
অগণ্য,—তাহার মাঝে কে করে নিস্তার,

'বীরমল্ল' হেরি তায়
দ্রুতবেগে ধেয়ে যায়
আসন্ন বিপদ হ'তে করি পরিত্রাণ,
আসন্ন মৃত্যুর মুখে
আপনি চলিলা সুখে
সাধিলা প্রভুর কার্য্য দিয়ে নিজ প্রাণ!
ধন্য ক্ষত্রিয় তনয়ে!
স্বার্থ সুখ বিনিময়ে
কিনিলা অনন্ত সুখ, সার্থক জীবন!
জীবনের পুরস্কার
এ হ'তে কি আছে তার?
দেশহিতে দেহ পাত করে যেই জন।
'আর্য্যকীর্ত্তি হলদি ঘাট'
খুলি হৃদয়-কপাট
পুণ্যক্ষেত্র বলি আজ পূজি গো তোমায়,
সহস্র সহস্র প্রাণ
দিয়ে স্বার্থ বলিদান
শায়িত স্নেহের ক্রোড়ে,—যুঝিয়া যথায়!
রুধিরে রঞ্জিত করি,
কিবা শোভা মরি মরি
রচিলা অমরাপুরী ইন্দ্রের ভবন!
বীরেন্দ্রকেশরী যত
চির জনমের মত
লভিলা অনন্ত সুখ—শান্তি নিকেতন!
জাগরে ভারতবাসী
অজ্ঞান-তিমির নাশি
দেশহিত-মহাব্রতে আত্ম বিসর্জ্জন,—
কর কর কর সবে
কভু কি সম্ভব হবে—
ভারত সৌভাগ্য-র'বে ঘুমে অচেতন?

মাতৃশৈল।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী হম্‌বোল্‌ট তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণ বৃত্তান্তে নিম্নলিখিত অদ্ভুত মাতৃস্নেহের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭৯৭ খৃঃঅব্দে সান্ ফরনণ্ডোনগরে স্পেন দেশীয় মিশনারিদিগের এক আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের পাদরী সাহেব তত্রত্য আদিমনিবাসীদিগের শিশু সন্তানগণকে হরণ করিয়া আনিয়া খৃষ্টান করিতেন এবং দাসবৎ তাহাদিগকে স্বদেশীয়বর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিতেন।

একবার তিনি ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে ঐ উদ্দেশে জলপথে কিয়দ্দূর গিয়া দুইটি শিশুর সহিত একটী রমণীকে প্রাপ্ত হইলেন। এই নারী শিকারী পুরুষদিগকে দেখিয়া পলাইতেছিল, পরে ধরা পড়িল ও নৌকার নিকট আনীত হইল। তাহার স্বামী ও আর দুই তিনটি সন্তান দূরে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল। সে এই বিপদ দেখিয়া এবং হয়ত স্বামী ও সেই সন্তানগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না এই শোকে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

মিশনারী সাহেব তাহাকে বলপূর্ব্বক নৌকাতে তুলিয়া সার ফারনণ্ডোর আশ্রমে আনয়ন করিলেন। হতভাগ্যা নারী স্থলপথে নিজ আবাসে ফিরিয়া যাইবার পথ জানিত না, তথাপি ঐ শিশু দুইটিকে লইয়া কয়েকবার পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। পলাইয়া গেলে পাদ্‌রী সাহেব তাহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনাইতেন এবং প্রহার করিতেন। অবশেষে তিনি উহাকে সন্তানদিগের হইতে বিচ্যুতা করিয়া আতাবাপো নদীর তীরবর্ত্তী রায়োনিগ্রো প্রদেশের এক মিশনারী আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। নৌকাযানে যাইতে যাইতে ঐ স্ত্রীলোকটি ভাবিল যে কোথায় যাইতেছি? সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিল যে দিকে তাহাদের দেশ, তাহার বিপরীত দিকে নৌকা যাইতেছে। তখন সে পাদ্‌রি সাহেবের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক নদীর জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। পরে সে নদীর স্রোতে কতক দূর ভাসিয়া গিয়া বাম তীরে এক গণ্ড শৈলের নিকট আশ্রয় পাইল। এই ঘটনাপ্রযুক্ত ঐ গণ্ড শৈল "মাতৃশৈল" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি তীরে উঠিয়া সন্নিহিত অরণ্য মধ্যে লুকাইয়াছিল; মিশনারীর ভৃত্যগণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সন্ধ্যাকালে তাহাকে তথা হইতে ধরিয়া আনিল। হতভাগ্যা নারী পাদ্‌রী সাহেবের হস্তে প্রথম অবধি পুনঃ পুনঃ প্রহার সহ্য করিতেছে, ঐ উপলক্ষে নির্দ্দয় পাষণ্ড মিশনারী ভৃত্যেরা অতিক্রোধে তাহাকে কত যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। অবশেষে তাহারা তাহাকে পিচমোড়া করিয়া বাঁধিয়া জাবিতার মিশনারী আশ্রমে উপনীত করিল, জাবিতায় নীত হইয়া সেই নারী এক গৃহে রুদ্ধ হইল। সার ফরনণ্ডো হইতে এই স্থান প্রায় চল্লিশ ক্রোশ অন্তর। এই মধ্যবর্ত্তী স্থান ভীষণ বনাকীর্ণ এবং এমত দুর্গম যে তন্মধ্য দিয়া কেহ কখন কোথাও যাইতে চেষ্টা বা সাহস করে নাই। জলপথ ভিন্ন অন্য পথ ছিল না, কিন্তু পুত্র-বিরহ-কাতরা নারীর পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে। সে সন্তানগণকে দেখিবে, নৃশংস খৃষ্টানদিগের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে এবং তাহাদিগকে লইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবে, ইহার নিমিত্ত কোনও প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। সে মাতৃস্নেহের দুর্দ্দমনীয় বেগে আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। তাহার হস্তের বন্ধনস্থানে ক্ষত হইয়াছিল, আর তাহার সেই স্থান হইতে পলায়ন সম্ভব নহে এই ভাবিয়া তাহার রক্ষকেরা তাহার হস্তের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিও রাখে নাই। সে এই সুযোগে দন্তদ্বারা হস্তের বন্ধন ছেদন

তাহাদিগকে ফ্রি ভরতি করা যাইবে।

৭। নিরাশ্রয় বিদ্যার্থিনীদিগকে আশ্রয় দান—সাহায্যকারী মণ্ডলী যাহাদিগকে আপন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ মনে করিবেন, তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র পুস্তক ও বিদ্যালয়ে থাকিতে দিবেন। এই প্রকার বিদ্যার্থিনীদিগের মধ্যেও বিধবাদের বিষয় প্রথম বিবেচিত হইবে।

৮। বিদ্যালয়বাসিনী—যাহারা সাধারণ রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ এবং বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বাড়ী ভাড়া ভিন্ন অন্য খরচ দিতে হইবে। যাহারা সকল খরচ দিতে সমর্থ,শুধু তাহাদের নিকট হইতেই সকল খরচ গ্রহণ করা যাইবে।

৯। ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য—বিদ্যার্থিনীদের ধর্ম্মমত ও রীতি নীতি সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে পণ্ডিতা রমা বাই কিম্বা নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগের নিকট পত্র লিখিয়া অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিবেন। সাহায্যকারী মণ্ডলীর মধ্যে কয়েক জনের নাম :—রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রেনেডে (পুনা), ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডকার (পুনা), রাও বাহাদুর শঙ্কর পণ্ডিত (আহমদনগর), রাও সাহেব মহিপতরাম রূপরাম (আহমদাবাদ), অনারেবল কাশীনাথ ত্রৈম্বক তেলাঙ (বোম্বাই), রাও সাহেব বাবন আবজি মোদক (বোম্বাই), ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাম (বোম্বাই), ডাক্তার সদাশিব বামন কাক (বোম্বাই)।

পণ্ডিতা রমাবাই,
বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপিকা।

আমেরিকার দয়াবতী স্ত্রীগণ।

তুরুস্কীয়দিগের সহিত গ্রীকদিগের যে যুদ্ধ হয়,তাহাতে গ্রীকরমণীগণ নিস্তর দুঃখে পড়িয়াছিল। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমেরিকার কতকগুলি স্ত্রীলোক আপনাদের হস্ত নির্ম্মিত বহুবিধ অলঙ্কার পরিচ্ছদাদির সহিত একখানি জাহাজ গ্রীকদিগের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেন। এই সঙ্গে হার্টফোর্ড নগরের সিগোর্নি সাহেবের পত্নী উক্ত নগরস্থ নারীগণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া গ্রীক নারীদিগের নিকট যে পত্র* প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম এই।:—

ইউনাইটেড ষ্টেটস্
১২ই মার্চ্চ ১৮২৮।

* এই পত্রখানি যেরূপ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত সরল ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা অনুবাদে সম্যক প্রকাশিত হইবার নয়। এইজন্য আমরা মূল ইংরাজী পত্রখানি অবিকল মুদ্রিত করিলাম :—

"United States of America, March 12, 1828. The Ladies of Hartford, in Connecticut, to the ladies of Greece.

হইয়া

…প।

…বধি আমরা তোমাদের দেশের …ন করিয়া থাকি। যে দেশে …রিস্তইদিস্, সোলন ও সক্রেটিস্ …করিয়াছিলেন, আমরা আমা- …ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রথম …ইতে সেই দেশের প্রতি অনুরাগ … করিতে শিখিয়াছি। প্রাচীন …গের মহোচ্চ মহিমার বিষয় চিন্তা … করিতে আমাদের মনে যে …নল প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে …র বংশধরদিগের প্রতিও আমা- অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। …দিগের সহিত যুদ্ধে আপনাদের …নতা রক্ষার নিমিত্ত আপনারা যে …র ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহাতে …নাদের দুঃখে আমরা অতীব দুঃখ …ব করিতেছি।

এতৎ সমভিব্যাহারে আপনারা আমা- দের অন্তঃকরণের সহানুভূতি প্রকাশক উপঢৌকন স্বরূপ কতকগুলি দ্রব্য পাই- বেন। দ্রব্যগুলি অতি সামান্য। কিন্তু যদি আপনারা জানিতেন, যে আমাদের মধ্যে কত দরিদ্র ব্যক্তি কত যত্ন করিয়া এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনারা কতই সুখী হইতেন। যে সকল দরিদ্রা রমণী বহু পরিশ্রমে আপনাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাও আপনাদের বিশ্রাম কালের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা সময় বাঁচাইয়া সেই সময়ে আপনাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী

…Sisters and friends,—From the …s of childhood your native clime …een the theme of our admiration: …her with our brothers and our …ands, we early leraned to love the …try of Homer, Aristides, of Solon, … of Socrates. That enthusiasm …h the glory of ancient Greece en…dled in our bosoms has preserved …rvent friendship for her descend…s. We have beheld, with deep …npathy, the horrors of Turkish do…ination, and the struggle so long and …obly sustained by them for existence …nd for liberty.

"The communications of Dr. Howe, …nce his return from your land, have …ade us more intimately acquainted …ith your personal sufferings. He has presented many of you to us, in his vivid descriptions, as seeking refuge in caves, and under the branches of Olive trees, listening for the footsteps of the destroyer, and mourning over your dearest ones slain in battle.

"Sisters and friends, our hearts bleed for you. Deprived of your protectors by the fortune of war, and continually in fear of evils worse than death, our prayers are with you, in all your wanderings, your wants, and your griefs. In the vessel (which may God send in sefety to your shores!) you will receive a portion of that bounty wherewith He hath blessed us. The poor among us have given according to their ability, and our little children have cheerfully aided, that some of you and your children might have bread to eat, and raiment to put on. Could you but behold the faces of our littles ones brighten, and their eyes sparkle with joy, while they give up their holidays, that they might work with their needles for Greece;

প্রস্তুত করিয়াছেন। গ্রীকদিগের সাহায্য হইবে এই বলিয়া আমাদের সন্তানগণ ছুটির দিবসে বিরামসুখ ত্যাগ করিয়া কতকগুলি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে। আহা! তাহাদের তৎকালীন উৎসাহোজ্জ্বল এবং হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডল যদি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইত,তাহা হইলে আপনারা কতই আনন্দ অনুভব করিতেন। বস্তুত আপনাদের ক্লেশ দূর করিবার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগের মধ্যে যেরূপ ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা যদি আপনারা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে অল্পক্ষণের জন্যও আপনাদের প্রফুল্লতার উদয় হইয়া দুঃখভার লঘু বোধ হইত।

ভগিনীগণ! তোমাদের দুঃখের ... শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয় ... হইয়া যাইতেছে। তোমরা ... পতি পুত্র হারাইয়াছ, আবার ... মরণাধিক যন্ত্রণাকর অপমানে ... ভীত হইয়া রহিয়াছ। আমরা ... কি করিব? আমরা সমুদ্রের ... পার হইতে তোমাদিগের নিমিত্ত ... সহানুভূতির হস্ত প্রসারণ করিতেছি। সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রা... করি, তিনি তোমাদিগের শো... হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন; তোমাদের সকল অভাব মোচন করুন, তোমরা যেখানে পলাইতেছ, তিনি সেখানে তোমাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করুন।

Could you see these females who earn a subsistence by labor gladly casting their mite into our treasury, and taking hours from their repose, that an additional garment might be furnished for you; could you witness the active spirit that pervades all classes of our community, it would cheer for a moment the darkness and misery of your lot.

"We are inhabitants of a part of one of the smallest of the United States, and our donations, must, therefore, of necessity, be more limited than those from the larger and more wealthy cities; yet, such as we have, we give in the name of our dear Saviour, with our blessings and our prayers.

"We know the value of sympathy—how it arms the heart to endure—how it plucks the sting from sorrow—therefore, we have written these few lines to assure you, that, in the remoter parts of our country, as ... as in her high places, you are remembered with pity and with affection.

"Sisters and friends, we ex... across the ocean our hands to you ... the fellowship of Christ. We ... that his cross and the banner of ... land may rise together over the ... cent and the Minaret—That your ... may hail the freedom of ancient Gr... restored, and build again the w... places which the oppressor hath tr... den down; and that you, admit... once more to the felicities of ho... may gather from past perils and ... versities a brighter wreath the ki... dom of Heaven!

Lydia H. Sigourney,

Secretary of the Greek Commi...
of Hartford Connecti...

প্রস্তাব

মা।

ইষ্টদেবি জননি! তোমার স্বর্গীয় পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে এ দেহের অবসান করিব, ইহাই আমার সংকল্প। বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বর মাতৃভক্ত সন্তানকে অবশ্যই ক্রোড়ে স্থান দিবেন। লোকে যেমন নদী দ্বারা সাগরবক্ষে নীত হয়, তেমনি মাতৃভক্তি দ্বারাই সেই অনন্তদেবের বক্ষে নীত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর মাতৃভক্তকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

মা! তুমি আমার আত্মার পুণ্য ও সনাতন জন্মক্ষেত্র (১)। আমি তোমার জঠরে জন্মলাভ করিয়া তোমারি প্রাণনাড়ী শোষণ করিয়া নিজ প্রাণনাড়ী পোষণ করিয়াছি। ওঃ! তোমার সে উগ্র তপস্যার কথা মনে হইলে আত্মাপুরুষ শুখাইয়া যায়, চেতনাশক্তি নিমীলিত হয়। মাতঃ! তোমার ঋণের এক কণাও আমি এজন্মে শুধিতে পারি নাই, এবং কোটি কল্প তপস্যা করিলেও শুধিতে পারিব না (২)।

তুমি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগতের পরিপূর্ণ তৃপ্তিকামনায় গৃহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। সকলের মুখে অন্নজল দান না করিয়া কখনই নিজ মুখে অন্ন জল প্রদান কর নাই। ব্রহ্মময়ি! তুমি জীবের পালনার্থেই ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তোমার সেই মাতৃরূপিণী ব্রহ্মমূর্ত্তি ধ্যান করিলে আমার হৃদয়মধ্যে অরুণোদয় হয়, হৃৎকুণ্ডে হোমানল প্রজ্বলিত হয়, অন্তরাত্মায় স্বর্গগঙ্গা প্রবাহিত হয়। তোমার সেই স্নেহের কথা মনে হইলে আমার দেহের নাড়ীচক্র অমৃতরসে প্লাবিত হয়, ভক্তিসাগর উথলিয়া উঠে, একপ্রকার অপূর্ব্ব ভাবে আত্মা এরূপ বিমুগ্ধ হয়, যে, বলিতে পারি না, সে অবস্থা আমার শোকের কি হর্ষের!

মা! তোমার সেই স্নেহরসাক্ত শাকান্নে বিধাতা যে মিষ্ট দান করিয়াছিলেন, সে মিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনও পদার্থেই দেন নাই; তাহা দেবলোকেও দুর্লভ। সেই শাকান্নের কথা স্মরণ হইলে অন্তিমকালেও

(১) "আত্মনো জননঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রাম সনাতনম্"—(ভারত)।

"যো হ্যয়ং ময়ি সংঘাতো মর্ত্ত্যত্বে পাঞ্চভৌতিকঃ।
অস্য মে জননী হেতুঃ পাবকস্য যথারণিঃ॥
মাতা দেহারণিঃ পুংসাং সর্ব্বস্যার্ত্তস্য নির্বৃতিঃ।
মাতৃলাভে সনাথত্বমনাথত্বং বিপর্য্যয়ে"॥

অরণি অর্থাৎ যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই কাষ্ঠ যেমন অগ্নির কারণ, মাতাও তেমনি সন্তানের এই পাঞ্চভৌতিক দেহপিণ্ডের কারণ। মাতাই সন্তানের দেহের অরণি, মাতাই সর্ব্ব দুঃখের শান্তি, মাতাই একমাত্র আশ্রয়, মাতা না থাকিলেই লোকে অনাথ হয়।

(২) "যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি" (মনু)

আমার মহাপ্রাণী—'তৃপ্তোঽস্মি'—শব্দে প্রতিধ্বনিত হইবে।

মহাশক্তি মাতঃ! আমি সঙ্কট-পীড়ায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে, তুমি সাক্ষাৎ কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ, দুর্জ্জয় কৃপাণহস্তে তুমি কৃতান্তকে শাসাইয়াছ, তোমার হুহুঙ্কারে যমের হস্ত হইতে যমদণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে, তুমি কালের হস্ত হইতে সন্তানকে কাড়িয়া লইয়াছ। তুমি উগ্রচণ্ডার ন্যায় জ্বলন্ত অগ্নিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সন্তানকে উদ্ধার করিয়াছ, আমি তোমার বক্ষের ছায়ায় কোনও সন্তাপ জানিতে পারি নাই (৩)। তুমি ছিন্নমস্তার ন্যায় স্বহস্তে নিজ মুণ্ড কাটিয়া সেই রুধিরধারায় সন্তানের প্রাণনাড়ীর তর্পণ করিয়াছ। অভয়ে! তুমি একবার ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় তোমার অভয় বক্ষে সন্তানকে ধারণ কর।

জননি! আমি অদৃষ্টচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া তোমায় ছাড়িয়া দূরে গমন করিলে, আবার যতক্ষণ না তোমার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইতাম, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মা সুস্থির হইত না। তোমার আকর্ষণশক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির ন্যায় অল[illegible] অনুক্ষণ ক্রোড়ে আকর্ষণ করে; সে[ই] ক্রোড়ে সংলগ্ন হইলেই সকলের সক[ল] বেগ ও সকল চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়। সে[ই] ক্রোড়ের ছায়ায় সকলের সকল শো[ক] ও সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ হয়। যে গৃ[হ] সেই করুণাময়ীর অধিষ্ঠান, তাহা জী[র্ণ] পর্ণশালা হইলেও আনন্দধাম, তাহা[র] নিকট বৈকুণ্ঠধামও তুচ্ছ। যে গৃ[হে] মাতা নাই, তাহা স্বর্ণ অট্টালিকা হইলে[ও] শ্মশানের ন্যায় শোচনীয়।

এ জগতে মাতৃস্নেহের শ[ক্তি]র ইয়ত্তা নাই, তাহা অগাধ ও অপ্রমে[য়]। সে শক্তির নিকট মহাভূতও (৪) প[রা]স্ত হয়, দৈবশক্তিও পরাভব মানে। [ক্ষুধা] পিপাসা, বাত, বৃষ্টি, শীত, উষ্ণ, [রোগ] ব্যাধি, কোন বিঘ্নই মাতৃশক্তিকে [বাধা] দিতে পারে না। সম্মুখে দুর্জ্জয় [তরঙ্গ] উচ্ছলিত মহাসাগর, দুর্গম গহন, [ভীষণ] দাবাগ্নি, দুরন্ত হিমানী, কোনও স[ঙ্কট] পুত্রপ্রাণার্থিনী উন্মাদিনীর গ[তি] প্রতিহত করিতে পারে না; [সেই] চরণতলে সকলকেই নত হইতে[...]

এ জগতে কোন্ মহাপুরুষ, দিব্যপুরুষ, মাতার নিকট বীরত্ব [দেখা]ইতে পারে? দিব্যপ্রভাব ভীষ্ম শরশয্যা ত কেবল শেষের কয়েক [দিনের] জন্য; কিন্তু সন্তানধাত্রী জননীর [শয্যা] প্রথম হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত।

(৩) "নাস্তি মাতৃসমা ছায়া"—মাতার ন্যায় ছায়া আর নাই। যে ছায়ায় বসিলে সদ্য সর্ব্বসন্তাপ দূরে যায়, সেই—"সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী" জননীর ন্যায় ছায়া এ জগতে আর কি আছে?

(৪) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, [ব্যোম] পঞ্চ মহাভূত।

প্রভাব যীশু ত একবারমাত্র লৌহ-কণ্টকে বিদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু সন্তানের পাপে গর্ভধারিণী অহরহঃ অনুক্ষণ শোক-শল্যে বিদীর্ণ হইয়া থাকেন। মাতার সে যন্ত্রণা ও সে সহিষ্ণুতা অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কে জানিতে পারে? মা গো! তুমি যখন পুত্রের আরোগ্য-কামনায় ইষ্টদেবতার মন্দিরে সাত দিন সাত রাত্রি অনশনে হত্যা দিয়া পড়িয়াছিলে, যখন তুমি কঙ্কালসার হইয়া সন্তানের জন্য শবসাধনায় মগ্ন ছিলে, তখন কোন্ যোগী, কোন্ ঋষি, কোন্ সাধক, সে শবসাধনা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে? তুমি যখন পুত্রের আরোগ্য-কামনায় ইষ্টদেবতার স্থানে বীরাসন পাতিয়া সর্ব্বশরীরে জলন্ত হুতাশন ধারণপূর্ব্বক বুক চিরিয়া সেই রক্তে ইষ্টদেবতার পূজা দিয়াছিলে, তখন তোমার সেই জ্বালাময়ী রৌদ্রমূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং রুদ্রদেবও শিহরিয়া উঠিতেন।

মা! আমার শৈশবের কথা সকলি বিস্মৃতি-তামসে অদৃশ্য হইয়াছে। যখন গভীর ধ্যানযোগে নিমগ্ন হই, তখন স্মৃতিপথাতীত সেই সকল অক্রবাণ-কালের কথা এক একবার হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হয়, পরক্ষণেই আবার ঘোর অন্ধকারে বিলীন হয়। যখন আমি দোলায় শয়ন করিয়া রোদন করিতাম, শিশুর যে রোদন বিশ্বসংসারের আর কেহই আসিয়া থামাইতে পারিত না, তখন তুমি যত দূরেই থাক, সে রোদন শুনিতে পাইতে, হাতের কর্ম্ম ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিতে; সুদূর হইতে তোমার আগমনের সেই অব্যক্ত পদসঞ্চারের শব্দ আর কেহই শুনিতে পাইত না, কিন্তু সেই সূক্ষ্ম ও অলক্ষ্য মাতৃপদশব্দে আমার হৃদয়তন্ত্রী কেমন বাজিয়া উঠিত, অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ হইতাম। যোগীরা যেমন অনাহত নাদ শুনিতে পান (৫), শিশুরাও তেমনি সূক্ষ্ম মাতৃপদশব্দ শুনিতে পায়।

হা বিধাতঃ! তুমি মাতৃবদনে কি মমতা, কি মাধুরীই দিয়াছিলে! যখন শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া তদীয় স্তন্যরূপী হৃদয়সার পান করিতে করিতে, সেই বদনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতাম, জানি না তখন তাহাতে কি মাধুরী দেখি-

(৫) নাদ অর্থাৎ শব্দ দুই প্রকার, 'আহত' ও 'অনাহত'। যাহা সর্ব্বসাধারণের শ্রুতিগোচর হয়, তাহা 'আহত' নাদ। যোগীরা একতান চিত্তে যোগমগ্ন হইয়া যাহার উপাসনা করেন, যাহা তাঁহাদের হৃৎপদ্মে সূক্ষ্ম ওঙ্কাররূপে প্রতীত হয়, সেই অশ্রের অগম্য সূক্ষ্ম ধ্বনিকে 'অনাহত নাদ' বলে; যথা,—

"আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।
তত্রাঽনাহতনাদং তু মুনয়ঃ সমুপাসতে"।

(সঙ্গীতদর্পণ)

"ধ্যানমেকাগ্রচিত্তৈকসাধ্যং স সুকরং নৃণাম্।
তস্মাদত্র সুখোপায়ং শ্রীমদাদ্যমনাহতম্।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ মুনয়ঃ সমুপাসতে"।

(সঙ্গীতরত্নাকর)

তাম! কি ভাবে আত্মা বিমূঢ় হইত!

সর্ব্বসন্তাপহারিণি জননি! উদ্দাম দাহজ্বরের জ্বালায় দেহ দহ্যমান হইলে, সেই জ্বলন্ত দেহ যখন তুমি আসিয়া স্পর্শ করিতে, সন্তানের জ্বালা যন্ত্রণা সকলি জুড়াইয়া যাইত। অমৃতময় মাতৃকরস্পর্শ ভিন্ন আর কোন্ মহৌষধ সে বিষময়ী দাহজ্বালা নিবারণ করিতে পারে? নিদারুণ ক্ষুধানলে জ্বলিত ও কঠোর পিপাসায় বিশুষ্ককণ্ঠ হইয়া গৃহে আসিয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাইত, অন্তরাত্মা যেন আকণ্ঠ অমৃতরসে পূরিত হইত। মা! সন্তানের কষ্ট তুমিই বুঝিতে, এবং সে কষ্টের প্রতীকারের মহৌষধও তুমিই জানিতে। হা মাতঃ! সে স্নেহমমতা, সে নাড়ীর টান আর কোথায় পাইব?

মা! তুমি সন্তানের কুশল ভিন্ন আর কিছুই প্রত্যাশা কর নাই, ভগবানের নিকটও আর কিছুই কামনা কর নাই, সত্য; কিন্তু সন্তান যে তোমায় অসময়েই চিনিয়াছিল, সময়ে চিনিতে পারে নাই, এ অনুতাপে এ আপ্‌সোসে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র স্ফুটিত হইলেও, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

স্ত্রীলোকের অবসর শিক্ষা।

কুসংস্কার, আশঙ্কা, গোঁড়ামি, শাস্ত্রানভিজ্ঞতা অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, এ দেশের বহুসংখ্যক লোক এখনও স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সংখ্যা কম নহে, ইহাঁদের অধিকাংশ স্থিতিশীল শ্রেণীর সভ্য। শাস্ত্রীয় প্রমাণ,অকাট্য যুক্তি, সামাজিক উন্নতি, সময়োচিত প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি যে কোনও বিষয় লইয়া বিচার কর, (বিচার সত্য এবং নিরপেক্ষ হইলেও,) কিছুতেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, স্ত্রীজাতির মধ্যে উত্তমরূপে সুশিক্ষা প্রচলিত না হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। শরীরের একাংশমাত্র স্থূল এবং সম্পূরিত হইলে অন্যাংশ যেমন কৃশ, নিস্তেজ ও অসম্পূরিত হইয়া ক্রমে পক্ষাঘাত নামক উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি করে, সেইরূপ যদি মানব সমাজের কেবল পুরুষজাতির উন্নতি পক্ষে বিশেষ যত্ন করা হয় এবং নারীজাতির শিক্ষা ও সমুন্নতির জন্য সংস্কারক মহাশয়েরা বিরত থাকেন, তাহা হইলে সমাজ কথনই সমুন্নত, সভ্য, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। নারীজাতি সমাজের কিরূপ

প্রয়োজনীয় অংশ, অদ্যাপি অনেক শিক্ষিত লোকেও তাহা বুঝেন না। সমাজের উপরে স্ত্রীজাতির কিরূপ আধিপত্য এবং স্ত্রীজাতির উন্নতি ও অবনতিতে সমাজের কিরূপ ফলাফল হয়, ইহা যাঁহারা কখনও প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর ন্যায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারেন না; এইজন্য হিন্দু জাতির সমুদায় প্রাচীন শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিধান আছে। অর্দ্ধশিক্ষা, অল্পশিক্ষা ও কুশিক্ষায় এ দেশীয় অনেক স্ত্রীলোকের স্বভাব বিপরীত হইয়া গিয়াছে এ কথা ঠিক্; কেহ কেহ বা বিদেশীয়া পাদ্রিণী বা শিক্ষয়িত্রীর নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ও দেশাচার এককালে পরিত্যাগ করিয়াছে একথাও ঠিক্; কোনও কোনও স্থানের যুবতীরা বিলাসিনী, পরিশ্রমকাতরা, আদরিণী, সোহাগিনী, বাবু-প্রকৃতিক হইয়া উঠিয়াছেন এবং পূর্ব্বকার রমণীগণের ন্যায় গুরুভক্তি, স্বামিভক্তির আধিক্য দেখাইতে পারেন না, ইহাও অপ্রকৃত কথা নহে। ফলতঃ প্রকৃত শিক্ষা যাহাকে বলে তাহা এখনও প্রকৃতরূপে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। হয় নাই বলিয়া এত গণ্ডগোল ও সাম্প্রদায়িকতা দাঁড়াইয়াছে। যাহাই হউক, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া যাঁহারা শিক্ষা দিতে ইচ্ছা না করেন অথবা গৃহেও পুস্তকাদি পড়াইতে যাঁহারা একেবারেই অসম্মত, তাঁহাদিগকে দুই একটী পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রীলোকদিগকে পুঁথি পড়াও আর নাই পড়াও, তাহাদিগকে "কাজের লোক" করিয়া রাখা উচিত। পুস্তক পড়িতে বা পত্র লিখিতে পারিলেই যে "কাজের লোক" হয় এমন নহে, অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে রমণীদিগকে বুদ্ধিমতী, জ্ঞানবতী, কর্ম্মঠা, পরিশ্রমপরায়ণা এবং "কাজের লোক" করা যাইতে পারে। আমরা এই প্রবন্ধে কয়েকটী উপায়ের প্রস্তাব করিতেছি। যে কোনও শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান গৃহস্থ এতদনুসারে আপনাপন পারিবারিক সীমামধ্যে নারীজাতির সমূহ উপকার সাধন করিতে পারেন এবং সমাজও তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটে আজীবন ঋণী থাকিবেন। উপায়গুলি কঠিন বা ব্যয়সাধ্য নহে; ইহা ধর্ম্ম ও দেশাচার উভয় প্রকারেই সঙ্গত।

প্রথম উপায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পড়িয়া এদেশের মধ্যশ্রেণীর ও তদুপরিস্থ সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন বিলাসী ও বাবু হইয়া পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ "পোজিশন" নামে এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য ইহাদিগকে এত প্রকার কৌশল অবলম্বন ও "হঁসি-

হার" হইয়া থাকিতে হয় যে, বোধ হয়, ক্রমে ক্রমে এ দেশের ধনিসম্প্রদায় ঘোরতর অলস হইয়া পড়িবেন। বিলাতের পার্লামেন্টের মেম্বর কিম্বা লর্ড-বংশের লোকেরা অনেকে নিজে বাজারে গিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করেন, জুতার দোকান করিয়া জুতা বিক্রয় করেন, স্বহস্তে বৃক্ষ কাটেন, টোপী প্রস্তুত করেন, মোজার ফাঁত কাটেন এবং নানা প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। এদেশে ৫০ টাকা বেতনের কেরাণী মহাশয়ের, বাবুগিরি ও বিলাসিতা দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। একশত টাকা বেতনওয়ালা বাবুর সহধর্ম্মিণীর বাবুগিরি, সৌখীনতা, বিলাসিতা, পরিশ্রম-কাতরতা দেখিলে মনে মনে ঘোরতর ঘৃণার উদ্রেক হয়। ভদ্র পরিবার মধ্যে এই সকল বিষম দোষের কি সহজে প্রতীকার হয় না? পুরুষ মহাশয়ের একটু যত্ন থাকিলে এসকল দোষ অনায়াসেই দূরীভূত হয় এবং গৃহস্থও লাভবান হইতে পারেন। অনেক গৃহস্থকে মাসে মাসে কামীজ, কম্ফর্টার, গামোছা, তোয়ালে, দোপাট্টা, বিছানার চাদর, কার্পেটের জুতা, তোষক, উপাধানের আবরণ, উপাধান, ছেলের পোষাক প্রভৃতি ক্রয় করিতে বা প্রস্তুত করাইতে হয়। দেশীয় স্ত্রীলোকেরা অবকাশকাল যদি গল্প, আমোদ, ক্রীড়া প্রভৃতিতে ক্ষেপণ না করিয়া আপনাপন গৃহে এসকল প্রস্তুত করিতে শিখেন, তাহা হইলে গৃহস্থের মাসে মাসে অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায় এবং অবসর কাল কর্ম্মে লিপ্ত থাকা হেতু অন্য দিকে চিত্তবৃত্তিও প্রধাবিত হয় না। ইহার আর এক ফল এই যে, কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে এবং নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ হয়। ক্রমশঃ কর্ম্মে পরিপক্কা হইলে নূতন নূতন বুদ্ধি ও উপায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তজ্জনিত মেধাশক্তি প্রখরা হইয়া উঠে। উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে এ সকল শিখাইয়া দিলে তাহারা সহজেই কর্ম্ম করিতে পারে, যে হেতু ব্যাপার কিছু কঠিন নহে। সিংগার সাহেবের শেলাইয়ের কল আনাইয়া প্রথমে অল্পে অল্পে শিখাইতে হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শিখাইয়া দিতে হয়। ইহার শুভ ফল এই হয় যে, ঈশ্বর না করুন, যদি স্ত্রীলোকের স্বামী অসময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং সহধর্ম্মিণী অনন্যগতি হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তিতা হয়, তাহাহইলে এই উপায়ে সহজে সৎ পথে থাকিয়া আপনার ভরণ পোষণ আপনিই নির্ব্বাহ করিতে পারে, অন্যের গলগ্রহ হইতে হয় না। অনেক পরিবারের বিধবারা এই উপায়ে প্রাণ ধারণ করে। ভদ্র বাবুদের সহধর্ম্মিণী স্বামীর বিয়োগের পরে অর্থ বা সহায়শূন্যা হইলে প্রায়ই বিষম বিপদে পড়েন, কেহ কেহ বা ধর্ম্ম

পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। প্রথমাবস্থা হইতে বিলাসিতার হাত হইতে বাঁচাইয়া ইহাদিগকে এই উপায়ে শিক্ষিতা করিতে পারিলে অনেক সময়ে অনেক প্রকারের উপকার পাওয়া যায়। আমরা বিবেচনা করি, এই উপায়ের বহুল প্রচারে সমাজ ধনী, নারী জাতি পরিশ্রমপরায়ণা এবং সহায়প্রাপ্তা হইতে পারে। কর্ম্মটাও কিছু হীন কর্ম্ম নহে, এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম বা দেশাচারের প্রত্যবায় হয় না। এই সুউপায়টা একবার প্রতি ঘরে ঘরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না? পরিবারকে যদি সুখের আকর, সুস্থতার নিদান, ধনের ভাণ্ডার এবং পরিশ্রম পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিতে চাও, তাহা হইলে এই উপায়টা বিচার করিয়া দেখ।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস লুসির সহিত ফাইফের আরল মহোদয়ের শীঘ্র শুভ বিবাহ হইবে; ইনি স্কটলণ্ডের একজন অতি উচ্চ পদস্থ লোক। যুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত প্রুসীয় রাজকুমারী বিক্টোরিয়ার শুভ বিবাহ স্থির হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর পৌত্রের সহিত দৌহিত্রীর বিবাহ, ইহা ইংরাজ নীতিবিরুদ্ধ নহে।

২। অতি বৃষ্টি বশতঃ মার্কিনের পেন্‌সিলভেনিয়া প্রদেশে অতি ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। এই বন্যায় দেড় হাজার লোক মারা গিয়াছে এবং ৮।৯ কোটী টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। প্রবল স্রোতের মুখে যাহা পড়িয়াছে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া গিয়াছে। সমগ্র গ্রাম, গাছ পালা, ঘর বাড়ী গাড়ি ঘোড়া এমন কি একখানা সমগ্র ট্রেণ স্রোতের বেগে ভাসিয়া গিয়াছে। জনষ্টৌন নগর একবারে অদৃশ্য হইয়াছে!

৩। পারস্যের সাহ বিলাতে পৌছিয়াছেন। তিনি মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ গ্রেবসেণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। যুবরাজপত্নী স্বয়ং তথায় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন, রাজকুমারীরাও তৎকালে উপস্থিত ছিলেন।

৪। এবারকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ডবটন কলেজের ছাত্রী কুমারী কারোলিন মার্টিণ্ডেল তৃতীয় স্থানীয় হইয়াছেন, ইহা স্ত্রীজাতির পক্ষে বিশেষ গৌরব। স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র ছাত্রীবৃত্তি থাকাতে পুরুষ প্রতিযোগীদিগের তালিকায় তাঁহার নামভুক্ত হয় নাই।

বামা রচনা

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার উপায়।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা কোন কালেই ছিলনা, একারণ বাঙ্গালীর স্ত্রীলোকেরা কেবল পিঞ্জরবন্দিনী বিহঙ্গিনী স্বরূপ হইয়া আছেন। ইহাদের মনের উৎসাহও নাই, কোন ক্ষমতাও নাই। সৎশিক্ষা পাইলে যে কিরূপ উপকার দর্শে, এই বিহঙ্গিনীরা সে আস্বাদ কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এখনকার নব্যা-ব্যক্তিগণ বরং এক আধটুকু পড়িতে শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রাচীন গৃহিণীদের লেখাপড়ার সঙ্গে আলাপ নাই। নব্যা স্ত্রীলোকদের হস্তে পুস্তক দেখিলে তাঁহারা জ্বলিয়া যান। সুতরাং প্রাচীন স্ত্রীলোকেদের ভয়ে নব্যাব্যক্তিগণও পুস্তকাদি হাতে করিতে ভয়ার্ত্ত হয়েন। একারণ লিখিতেছি, আমাদের বিবেচনায় ইহা করা কর্ত্তব্য মহাশয়েরা অগ্রে স্থানে স্থানে স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রী রাখিবার ব্যবস্থা করুন, পরে এমন একটি প্রথা আবিষ্কার করুন, যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছানুযায়ী স্থানে স্থানে এইরূপ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা করেন। বঙ্গদেশীয় অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন অবকাশমত এই শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা পাইবেন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হউক এই আদেশ প্রতিপালন না হইলে বঙ্গদেশের পৃথক পৃথক ঘরে মাসে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। এইমত ব্যবস্থা করিলেই বঙ্গদেশের অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শিক্ষার উপায় হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত বঙ্গ রমণীর লেখাপড়া শিক্ষার উপায় কিছুই দেখি না। যে স্ত্রীলোকেরা স্বামি সঙ্গে স্থানান্তরে গিয়াছেন, তাঁহাদের লেখাপড়া অক্লেশে হইবে, কিন্তু যাঁহারা স্বামি সঙ্গে যাইতে না পান, তাঁহাদের শিক্ষার এইমত ব্যবস্থা না করিলে হইতে পারিবে না। বারম্বার বলিতেছি বঙ্গদেশে অন্যায় কুরীতি, এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে কখনও ইহার সংশোধন হইবার উপায় হইবে না। অধিক কি লিখিব আমাদের বঙ্গদেশের পুরুষ মহাশয়েরা এসকল বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না। স্ত্রীলোকদিগকে সৎশিক্ষা কিরূপে দিতে হয়, এদেশীয় পুরুষ মহাশয়েরা ইহা কিছুই জ্ঞাত নহেন। একারণ বঙ্গরমণীর এতাধিক দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। একারণ লিখিতেছি আমার পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবস্থানুযায়ী প্রথা বাহির করিলে বঙ্গরমণীর সৎশিক্ষার উপায় হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। ইহাতে মহাশয়দের কিরূপ মত হয়, ইহা আমরা জানিতে পারিলে পরমানন্দিত হই।

সুসমাসুন্দরী দাসী
কৃষ্ণনগর—ঘোষপাড়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৫ সংখ্যা | শ্রাবণ ১২৯৬—আগষ্ট ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গত বি এ, এফ এ ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের সংখ্যা এত অধিক হইল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানার্থে সেনেট হইতে এক কমিসন নিযুক্ত হইয়াছে। এবারে অধিকাংশ বালিকাবিদ্যালয়ের ফল সন্তোষকর হইয়াছে ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। প্রতিযোগী পরীক্ষায় বালকেরা বালিকাদিগের নিকট হারিয়া যাইতেছেন, স্ত্রীলোকদিগকে হীনবুদ্ধি বলিয়া আর কে ঘৃণা করিতে সাহসী হইবে? প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের বৃত্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা, ইহার জন্য সময় এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার জন্য আমাদের লেডী এম এ কি প্রস্তুত হইতে পারিবেন না?

বিধবা-বিবাহ—(১) সুলভ লিখিয়াছেন যশোহরের নাপিত সম্প্রদায় বিধবা বিবাহ প্রচলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। তাহারা ইতিমধ্যে ৩টী বিধবার বিবাহ দিয়াছে। বিবাহের সপক্ষদলের ক্রমশঃ পুষ্টি হইতেছে। (২) বোম্বাইয়ের এক বিধবাকে আত্মীয়েরা উৎপীড়ন করাতে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত তাহাকে

বিধবা-বিবাহ দলের অধিনায়কের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহার বিবাহের উদ্‌যোগ হইতেছে।

ভুপালের বেগম—শ্রীমতী নবাব সাহাম্নান এক বিদুষী রমণী। তিনি "ভাষার ভাণ্ডার" নামে এক অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে উর্দ্দু, ইংরাজী, পারসী, আরবী, সংস্কৃত ও তুরুস্ক ভাষায় শব্দ ও প্রতিশব্দ সকল আছে। ইনি রাজভক্তির প্রমাণস্বরূপ সীমা প্রদেশ রক্ষার্থ নিজব্যয়ে গোলন্দাজ সৈন্য রক্ষার প্রস্তাব করিয়াছেন।

পারিসের নারীগণ—পারিসে এক নূতন মহিলা-সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী ডিরেইসমিস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই বলিয়া কার্য্যারম্ভ করেন যে তাঁহারা ডিনামাইট, কামান বা দুর্গের সাহায্য ব্যতীত এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সংঘটনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আইনের চক্ষে স্ত্রী পুরুষকে সমান ভাবে দাঁড় করান এবং রমণীগণ এখন যে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত আছেন, তাহাদিগকে তাহা প্রদান করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

যুবরাজ তনয়ের ভ্রমণ ব্যবস্থা—প্রিন্স আলবার্ট বিক্টর আগামী নবেম্বর মাসের প্রারম্ভেই বোম্বাইয়ে পৌঁছিবেন। রেলযোগে তথা হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে করিতে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবেন। তথা হইতে বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া বড়দিনের সময় কলিকাতায় আসিবেন। এখান হইতে উত্তর পশ্চিমের বড় বড় নগর দর্শন করিতে যাইবেন।

বিজ্ঞান রহস্য—(১) পারিসের নূতন শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ব্রাউন সিকাওয়ার্ড এক নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন তরুণ ও সবল জন্তুর ধমনী সকল বৃদ্ধ ব্যক্তির শরীরে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাকে সবল ও যুবা করা যায়। তিনি নিজের শরীরে ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন এবং বলেন তাঁহার বয়স দশ বৎসর ন্যূন হইয়াছে।

(২) মুসো বিচো নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক জীব জন্তুদিগের অনশন মৃত্যুর পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন:—অনাহারে কুকুর ৩৩, ঘোড়া ২১, বিড়াল ২০, মুরগী ১৪, শশক ১৩, ইন্দুর ও ছুঁচা ৩ দিনে মরিয়া থাকে।

(৩) পৃথিবীতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার প্রকার পতঙ্গ এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৫ হাজার প্রকার মৌমাছি ও বোলতা এবং ২৫ হাজার প্রকার প্রজাপতি জাতীয়; ৯০ হাজার প্রকার ভ্রমর ও গোবর পোকা জাতীয় এবং ২৪ হাজার প্রকার দ্বিপতত্র গৃহ-মক্ষিকা প্রভৃতি জাতীয়। ৪ হাজার ৬ শত প্রকার মাকড়সা দৃষ্ট হইয়াছে। বিছা প্রভৃতি আরও কত জাতীয় কীট আছে !!

দুর্ভিক্ষ—ডায়মণ্ড হারবর, বেহার

ও উড়িষ্যায় যদিও বৃষ্টিপাত হইয়া ভবিষ্যতের আশা হইয়াছে, কিন্তু আগামী অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত লোকদিগকে বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ডায়মণ্ড হারবারে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০৲, বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৫০০৲, এবং আরও অনেক দয়ালু লোক দান করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান মিররের ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সম্পাদকের নিকট টাকা সংগৃহীত হইতেছে।

দুর্ঘটনা—সিন্ধুনদের জলোচ্ছ্বাসে তীরস্থ অনেক গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে এবং অনেক লোক প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়ছে। কয়েক স্থানে রেল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সিন্ধুনদের এরূপ উচ্ছ্বাস কেহ কখনও দেখে নাই।

বিক্টোরিয়ার রাজত্ব—মহারাণী বিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সালের ২০এ জুন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন, সুতরাং গত ২০ এ জুন তাঁহার ৫৩ বর্ষ রাজত্বের আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের ২ জন মাত্র রাজা তাঁহার অপেক্ষা অধিক দিন রাজত্ব করেন—৩য় হেনরী ৫৬ এবং ৩য় জর্জ্জ প্রায় ৬০ বৎসর। কিন্তু হেনরী প্রায় ৮ বৎসরকাল নাবালক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত রাজত্ব ৪৮ বৎসর মাত্র। জর্জ্জের প্রকৃত রাজত্ব ৫০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক, কারণ প্রায় ৯ বৎসরকাল তিনি জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য শাসন করেন। প্রকৃত পক্ষে দেখিলে বিক্টোরিয়া অবাধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন রাজত্ব করিয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি আরও দীর্ঘায়ু হইয়া সুদীর্ঘকাল পরম সুখে রাজধর্ম্ম পালন করুন্।

নারী চরিত।

লেডী মেরী সিপলী।

প্রিয়তম স্বামীর জন্য সতী রমণী অসমসাহসিক কার্য্যে আত্মজীবন অনায়াসে সমর্পণ করিতে পারেন, এই রমণী তাহার দৃষ্টান্ত।

১৭৬৩ সালে কাণ্টরবরী নগরে লেডী মেরী সিপলীর জন্ম হয়। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। ইঁহার পিতা জেমস টিল এবং জননী মেরী ইংলণ্ডেশ্বর ২য় চার্লসের পুরোহিতের কন্যা। কেণ্টের প্রথম ডিউক যিনি ৮৫৩ সালে দিনামারদিগকে পরাভব করেন, তাঁহার সহিত ইঁহার রক্তের সংস্রব আছে। ১৭৮১ সালে চার্লস সিপলীর সহিত ইঁহার শুভবিবাহ হয়। এ ব্যক্তি বিশুদ্ধ সাক্সন বংশীয় এবং বিদ্যাবত্তা ও সচ্চরিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। ইনি উলউইচে সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা

শিক্ষা করেন। ১৪ বৎসরের সময় মিনর্কাতে কার্য্য ভার প্রাপ্ত হন এবং ১৭৭৮ সাল পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করেন। যে বৎসর তাঁহার বিবাহ হয়, সেই বৎসর লিউয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন এবং সেণ্ট লুসিয়ার রক্ষা কার্য্যে সুকৌশল প্রদর্শন করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট যথেষ্ট ধন্যবাদ লাভ করেন। ১৭৯২ সালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ডোবার-কাসল ও হাইট্স প্রভৃতি দুর্গের নির্ম্মাণ প্রণালী কল্পনা করিয়া আপনার ইঞ্জিনিয়ারীং বিজ্ঞান ও স্থাপত্য-চিত্র বিদ্যার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেন।

১৭৯৪ সালে প্রধান সেনাপতির আদেশে চার্লস সিপলী উডলী নামক জাহাজে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপে যাত্রা করেন। এই জাহাজ খানি পুরাতন ও বিকল হওয়াতে সঙ্গী জাহাজ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ছিদ্র হইয়া ইহাতে জল উঠিতে লাগিল। একটী ঝটিকায় জাহাজ ভূমধ্য সাগরে জলমগ্নপ্রায় হইয়াছিল, ঈশ্বরকৃপায় জিব্রালটার বন্দরে গিয়া রক্ষা পায়। ৩ সপ্তাহ পরে আবার যাত্রা করে, কিন্তু ঝটিকার উৎপাতে কেডিজে আশ্রয় লয়। পুনরায় যাত্রা করিয়া বার্বাডোজ দ্বীপ হইতে ৫০ মাইল দূরে আসিয়া এক ফরাসী জাহাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। তৎকালে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের ভয়ঙ্কর শত্রুতা চলিতেছিল। সিপলী পত্নী ও সন্তানগণ সহ কয়েদীরূপে গোয়াডেলোপ নামক স্থানে প্রেরিত হন! এই স্থানের গবর্ণর জেনারল বিক্টর হিউগ বড় দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তিনি ইংরাজ কয়েদীদিগকে—বিশেষতঃ ভদ্র বংশীয় ইংরাজদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেন। সুতরাং তাঁহার হস্তে সিপলী পরিবারের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

লেডী সিপলী যে হৃদয়স্পর্শী আত্ম-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাহইতে কিছু কিছু বিবরণ সংগৃহীত হইল। কয়েদীগণ গোয়াডেলোপে চালান যাইবার পূর্ব্বে মেজর সিপলী তাঁহার পরিবারদিগের গমনের সুব্যবস্থার জন্য জাহাজ দেখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি যে বোটে করিয়া জাহাজে যাইতেছিলেন, দুষ্টামি করিয়া শত্রুপক্ষীয় কোন কোন লোক তাহা উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়। তাঁহার পত্নী পাগলের মত হইয়া দেখিলেন স্বামী জলে পড়িয়া আঁকু পাঁকু করিতেছেন! অনেক কষ্টে যখন তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আহত এবং শরীর অবসন্ন। ধৃতকারীদিগের হস্তে যে কষ্ট ও অপমান সহ্য করিতে হয়, এই তাহার সূত্রপাত মাত্র। যখন এই ইংরাজ পরিবার বন্দর হইতে কারাগারে যাইতেছিলেন, তখন নৃশংসপ্রকৃতি সাধারণ লোক ঠাট্টা, বিদ্রূপ, চিৎকার প্রভৃতি নানা উপায়ে তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও বৈর ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণরের নিকট আনীত হইলে তিনি তাহাদের ও তাহাদের জাতির

প্রতি যথেষ্ট কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কঠোর শাসনের ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া কোমল-হৃদয়া রমণীর হৃদয় কিরূপ ভয়ার্ত্ত হইল এবং স্বদেশহিতৈষী স্বামীর চিত্ত কিরূপ কোপজ্বলিত হইতে লাগিল, তাহা কে না বুঝিতে পারেন?

কিছু দিন পরে স্থির হইল কয়েদীদিগের মধ্যে যাহারা অস্ত্রধারণে অসমর্থ, তাহাদিগকে ইংরাজ সেনানিবাস মার্টিনিকে পাঠান হইবে। বিবী সিপলীকে সন্তানগণসহ প্রস্তুত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। তাঁহার একটী সন্তান হামরোগে এরূপ আক্রান্ত যে স্থানান্তরিত করা কঠিন। তাঁহার স্বামীকে সঙ্গে পাঠান হয়, এই প্রার্থনা করাতে গবর্ণর অতি দুর্ব্বাক্যে তাঁহাকে তাড়না করেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন তিন মাসকাল দুরবস্থায় থাকিয়া তিনি আত্মসমর্পণ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং শেষ দেখার মত প্রিয়তমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন।

মার্টিনিকে পৌঁছিবামাত্র সকলে তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহার প্রতি অধিক যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শনে ব্যস্ত হইল। তিনি স্বদেশীয়দিগের এই স্নেহ নিদর্শনের জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেন, কিন্তু স্বামীর বিচ্ছেদ ও তাঁহার সঙ্কট অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার মন এরূপ দুঃখাভিভূত হইল যে বর্ত্তমান সমুদয় সুখ তাঁহার নিকট বিষ বোধ হইতে লাগিল। স্বামীর উদ্ধারের জন্য তিনি নানাবিধ পন্থা কল্পনা করিতে লাগিলেন এবং জাহাজের কাপ্তেন ও সেনার অধ্যক্ষদিগকে সানুনয় ও কাতর ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা সেই উপায় অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিউন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার স্বামীর সমপদস্থ একজন কয়েদী ফরাসী সেনাপতিকে বিনিময় করিয়া তাঁহার স্বামীকে উদ্ধার করা হউক। যদি তাহাতে শত্রুদের মন না উঠে, কয়েক জন নিম্নপদস্থ কয়েদী সৈনিককেও মুক্ত করা হউক এবং তাঁহার স্বামীর উদ্ধার কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হউক। শত্রুপক্ষ যেরূপ অভদ্র তাহাতে মহিলাটীর নিজের জীবন-সংশয় ঘটিতে পারে, এজন্য এ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত না হওয়াতে অবশেষে সংকল্পিত কার্য্য সাধনের জন্য তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করা হয়।

দেখ পতিপরায়ণা রমণী কি সংকট পথে যাত্রা করিলেন! গভীর কল্লোলময় সমুদ্রে এক খানি ক্ষুদ্র তরণীতে বিপ্লাটীর যে কয়েকটী লোককে স্বামীর জন্য বিনিময় করিতে যাইতেছেন, তাহারাই তাঁহার সঙ্গী। তাঁহার সঙ্গিনী একটী মাত্র কাফ্রি স্ত্রীলোক। অপর লোকের মধ্যে একজন কাপ্তেন ও পাঁচ জন নাবিক। এই আয়োজন লইয়া তিনি সাহসভরে

শত্রুরাজ্যে যাইতেছেন, যে রাজ্যের শাসন কর্ত্তা ঘোর নিষ্ঠুর এবং তাঁহার ও তাঁহার জাতির নামে কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা বেশ জানিয়াছেন !!

একজন অসহায়া রমণীর এইরূপ সাহসিকতা দর্শনে কে না চমৎকৃত হইবেন এবং তাঁহার কৃতকার্য্যতায় ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ না করিয়া কে নিরস্ত থাকিতে পারেন? তিনি নিজেই বলেন যখন ইংরাজ বন্দর পোর্টরয়াল পরিত্যাগ করিলেন, তখন "তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে" এই ভাবে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিলেন। তাঁহার অপর সাহায্যের মধ্যে যাত্রাকালে তাঁহার বন্ধুদিগের প্রার্থনা ও শুভ ইচ্ছা তাঁহার অনুবল হইল। ছোট পোতখানি রাত্রির ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে অনেক কষ্টে চলিল, কিন্তু নিরাপদে গোয়াডেলোপে পৌছিল। ঈশ্বরকৃপায় সেখানে কতকগুলি লোক তাঁহার অনুকূল হইলেন। তাঁহারা গবর্ণরের নিকট তাঁহার জন্য সুপারিস করিলেন। গবর্ণর তাঁহার সাহসিকতা ও পতিপরায়ণতার অসাধারণ উদাহরণ দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং তাহার স্বামীকে তাঁহার সমভিব্যাহারে মার্টিনিকে যাইবার অনুমতি দিলেন। ক্লারেন্সের ডিউক যিনি পরে ৪র্থ উইলিয়ম নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হন, তিনি এই সাধ্বী রমণীর কার্য্যে এত মুগ্ধ হন যে তাঁহার গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া মেজর সিপলীকে স্বহস্তে এক পত্র লেখেন। মেজর সিপলী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে স্বজাতির কল্যাণকর অনেক মহৎ কার্য্য সাধন করাতে মেজর জেনারল পদ ও কুলীন উপাধি প্রাপ্ত হন এবং অবশেষে গ্রানাডার গবর্ণর পদে অভিষিক্ত হন। ১৮১৫ সালের ৩০এ নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। ফরাসীস সম্রাট অষ্টাদশ লুই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ লেডী সিপলীকে সেণ্ট ক্লাউড নগরে বাসস্থান প্রদান করেন এবং তাঁহার ও তৎকন্যাগণের প্রতি অনেক সৌজন্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। বিধবা রমণী এ রাজ-বদান্যতা অধিককাল ভোগ করিতে পারিলেন না—১৮২০ সালে তিনি পতিলোকে গমন করিলেন। তাঁহার শব প্রথমে বলোনের ইংরাজ সমাধি-ক্ষেত্রে প্রোথিত হয়, কিন্তু ১৮৩১ সালের গোলযোগের সময় পাছে তাঁহার প্রতি অত্যাচার হয় এই ভয়ে তাহা ইংলণ্ডে আনীত হইয়া কাণ্টারবারী কাথিড্রলে সমাহিত হইয়াছে। এই সমাধির অধিকাংশ ব্যয় ক্লারেন্সের ডিউক স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

লেডী সিপলী ৩ কন্যা রাখিয়া যান, তাঁহারা সকলেই উচ্চ সম্ভ্রান্ত ঘরে বিবাহিত হন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্যাথারিন-জেন মাতার লিখিত সরল হৃদয়গ্রাহী বৃত্তান্ত নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করেন, তাহাতেই এই গুণবতী রমণীর জীবনী চির-স্মরণীয় হইয়াছে।

চীনজাতির বিবরণ।

(২৯৪ সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

চীনদিগের সংস্কার সকল বড়ই অদ্ভুত। আমরা মস্তকেই বুদ্ধির স্থান বলিয়া জানি, কিন্তু চীনেরা উদরকেই বুদ্ধি ও সাহসের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পায়ের গোড়ালি চুলকাইলে চীনেরা তাহা বুদ্ধি-বিভ্রমের চিহ্ন বলিয়া মনে করে। তাহারা বামপার্শ্বকে সম্মানের স্থান বলে। ইয়ুরোপে টুপি খোলা সম্মান করার চিহ্ন, কিন্তু চীনে টুপি খোলা অপমানের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। সকল দেশের নগরস্থ সকল লোকেই বাটীতে বাস করে, কিন্তু চীনে দেখিতে পাইবে তাহাদের মধ্যে নগরস্থ লোকের অনেকেই নৌকাতে চিরকাল বাস করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। নৌকাই তাহাদের বাটী, সেখানেই তাহাদের সংসার। বাটীতে বাস অপেক্ষা নৌকায় বাস ভাল, অনেক নাগরিক চীনের সংস্কার। বিবাহ কার্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার আমোদের কার্য্য তাহারা নৌকাতে সম্পন্ন করে। ইয়ুরোপে শোকার্ত্ত ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে, কিন্তু চীনে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাই শোক প্রকাশের চিহ্ন। চীনে বৃদ্ধলোক পীড়িত হইলে পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার এই রোগের চিকিৎসা জন্য যে টাকা খরচ হইবে, সে টাকা তুমি চিকিৎসায় খরচ করিতে চাও, না যাহাতে তোমার শবাধার (সমাধি দিবার কফিন) উৎকৃষ্ট হয়, তাহাতে খরচ করিতে চাও। বৃদ্ধ রোগী সমাধি দিবার কফিন যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, তাহাতেই খরচ করিতে বলেন। চিকিৎসক মনোযোগ করিলে সকল রোগই আরাম করিতে পারেন, ইহা চীনদিগের সংস্কার। চীনে চিকিৎসক মহাশয়দিগকে অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, চিকিৎসক যদি কোন রোগীর রোগ আরোগ্য করিবেন, এই চুক্তি করেন, আর দৈবাৎ যদি সে রোগীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে চিকিৎসকের আর নিস্তার নাই। এরূপ ঘটনা হইলে চিকিৎসক কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত হয়েন। কিন্তু তিনি যেখানেই লুক্কায়িত হউন না কেন, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা তাহাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া বাহির করে, ও বাঁশ দ্বারা অত্যন্ত প্রহার করিতে থাকে। চীনে বাঁশ দ্বারা প্রহার করাই রীতি। সম্রাট হইতে মেজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকলের পার্শ্বে এক একটা বাঁশ থাকে, সম্রাট পার্শ্বস্থ মন্ত্রীর উপর কোন কারণে কুপিত হইলে তৎক্ষণাৎ নিজ পার্শ্বস্থিত বাঁশ দ্বারা মন্ত্রীকে প্রহার করিতে পারেন। আদালতে বাদী প্রতিবাদী পরস্পর ঝগড়া করিতেছে, মেজিষ্ট্রেট ক্রোধান্বিত হইয়া, কম্পান্বিত প্রকাণ্ড বাঁশ দ্বারা উভয়কে বিলক্ষণ প্রহার করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রও বাঁশ প্রহার

ভোগ করে। চীনদিগের অদ্ভুত সংস্কারের কথা বলিতে বলিতে তাহাদিগের প্রহার রীতির কথা আসিয়া পড়িল, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

চীনদেশে এক্ষণে অনেক খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজক বাস করিতেছেন, তাঁহারা চীন দেশের অদ্ভুত সংস্কারানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হন। চীনের নিয়মানুসারে মস্তকের সম্মুখস্থ চুল চাঁচিয়া ফেলেন ও পৃষ্ঠদেশে একটা প্রকাণ্ড বেণী ঝুলাইয়া দেন। যখন পাদ্রী মহাশয় বক্তৃতা করিতে থাকেন এবং বক্তৃতার প্রভাবে যখন তাঁহার পৃষ্ঠদেশস্থিত শোভন বেণীটি আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন সে দৃশ্য দেখিতে বড়ই কৌতুকজনক। এই সকল পাদরী মহাশয় চীন ভাষায় অনেক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, ও সেই সকল গ্রন্থ সর্ব্বত্র বিতরণ করেন, কিন্তু চীনেরা এই সকল পাদরীর প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট নয়। চীনদিগের সৌন্দর্য্য জ্ঞান বড় চমৎকার, ক্ষুদ্র চক্ষু ও ক্ষুদ্র পদকেই তাহারা অসামান্য সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে করে, এজন্য সেখানকার সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকেরা অতি শৈশব কাল হইতে পদদেশ ক্ষুদ্র করিবার জন্য যত্ন করেন। তাহাদের মধ্যে বড় পা নীচত্বের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু গরিব লোকদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র পা প্রায় দেখা যায় না। আমাদের দেশ অপেক্ষা চীনে অবরোধ প্রথা কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়। বড় বড় সহরে সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে বাটীর বাহির হইতে প্রায় দেখা যায় না। তা ছাড়া হিন্দুদিগের ন্যায় পূর্ব্বে চীনের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে দেবালয়ে যাইয়া দেব দর্শনের অধিকারিণী ছিল, কিন্তু সম্প্রতি চীন গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া সে প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

চীনেরা সচরাচর অল্প বয়সে বিবাহ করে। তাহাদের বিবাহ পদ্ধতি ইয়ুরোপীয় জাতি হইতে ভিন্ন ভাবে সম্পাদিত হয়। ইয়ুরোপে বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা পরস্পর আলাপ করিয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েন, কিন্তু চীনে সেরূপ নিয়ম নাই, তথায় আমাদের দেশের ন্যায় অভিভাবকেরা পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করেন। পরস্পরের অভিভাবকদিগের পাত্র পাত্রী মনোনীত হইলে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু এস্থলে পাত্রের একটু স্বাধীনতা আছে। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বর ও কন্যার সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় যদি বর কন্যা পরস্পর পরস্পরকে মনোনীত করেন, তবেই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সকল সভ্যদেশে কন্যার বাটীতেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু চীনে ভিন্ন রূপ নিয়ম, কন্যা বিবাহার্থ বরের বাটীতে গমন করে। কন্যা যানারোহণ করিয়া বরের বাটীতে যাত্রা করেন। তিনি যে যানে যাত্রা করেন, তাহার দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আর সে চাবি কন্যার একজন আত্মীয়ের নিকট থাকে। কন্যার যান বরের বাটীতে

পৌছিলে, বরের নিকট চাবি সমর্পিত হয়। বর যানের দ্বার খুলিয়া কন্যার অবগুণ্ঠন মোচন করেন। তখন যদি তাঁহার কন্যা মনোনীত হয়, তবেই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, নতুবা বর বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এরূপ স্থলে কন্যার অভিভাবকেরা আপনাদিগকে বড়ই অপমানিত বোধ করেন, সুতরাং ঘোর বিভ্রাট ঘটে। কিন্তু পুরোহিতের যত্নে এরূপ বিভ্রাট ঘটিতে প্রায় দেখা যায় না। বর প্রথমতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, পুরোহিত অনেক যত্নে শেষকালে তাহাকে বিবাহে সম্মত হইতে বাধ্য করেন, তৎপরে বহুতর বৈবাহিক আচার আচরিত হইয়া, বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। বাহুল্য ভয়ে সে সকল এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

চীন দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। অন্য দেশের ন্যায়, চীনে কোন উচ্চ বংশীয় সম্প্রদায় নাই, পণ্ডিত ব্যক্তিই উচ্চ বংশীয়ের সম্মানে সম্মানিত হয়েন। বিদ্যার এতদূর গৌরব হেতু, চীনের সাধারণ লোকেরা বিদ্যা লাভার্থ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, এজন্য সেখানে অনেক উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় দৃষ্ট হয় ও অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি সামান্য উপাধি জন্য পরীক্ষা দিতে দেখা যায়।

চীনদিগের শিষ্টাচার বড়ই উন্নত প্রকারের। সকল ধর্ম্মাবলম্বী চীন নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রশংসা করিবে, অথচ তাহাতে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বিরক্ত হইবে না, ইহাই তাহাদের শিষ্টাচার। তাঁহারা তাঁহাদিগের শিষ্টাচারকে ইহা অপেক্ষা আরও দূরে লইয়া যান। খৃষ্টান, মুসলমান, কনফিউসান ও বৌদ্ধ এই চতুর্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া বন্ধুর ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে থাকেন, তৎপরে তাঁহারা এই কথা বলেন ধর্ম্ম মত ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধি একই পদার্থ, অতএব আমরা ভাই ভাই। উপরোক্ত কথাগুলি চীনেরা এরূপ ভাবে বলিলে আরো ভাল হয়, যে ধর্ম্ম মত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম্ম একই পদার্থ, অতএব আমরা ভাই ভাই। চীনদিগের এইরূপ শিষ্টাচার যখন সমস্ত জগতে অবলম্বিত হইবে, তখন এ জগৎ অন্য প্রকারের শ্রী ধারণ করিবে।

চীনে অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি অতি কঠোর ভাবে প্রদত্ত হয়। একটা তিন চারি হাত তক্তা তাহার মধ্যে একটা গর্ত্ত করা হয়, সেই তক্তাটা অপরাধী ব্যক্তির গলদেশে দেওয়া হয়। কত দিন যে তাহাকে সেই তক্তা বহন করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, উপযুক্ত সময়ে তাহা খুলিয়া লওয়া হয়। যত দিন সেই তক্তা তাহার গলায় থাকে, তত দিন সে নিদ্রা যাইতে পারে না, আহার করিতে পারে না, সুতরাং অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে থাকে। আদালতে অপরাধী বাঁশ দ্বারা অত্যন্ত কঠোর ভাবে প্রহারিত হন। শাস্তি বিষয়ে বড় ছোট

ইতর বিশেষ নাই, অপরাধী হইলে সকলকেই সমান ভাবে একরূপ শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়।

পূর্ব্বে চীনের অভ্যন্তরীণ প্রদেশে, ইংরাজ কি ফরাসী কি অন্য কোন জাতির প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না ও কোন বিদেশীয় বণিককে রাজ্যের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যে চীন গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। অর্দ্ধ শতাব্দী হইল ইংরাজ ও ফরাসীর নিকট চীন পরাজিত হইলে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই সন্ধির নিয়মানুসারে এক্ষণে বিদেশীয় লোককে রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে বিদেশীয় বণিকদিগকে রাজনির্দ্দিষ্ট কয়েক জন বণিকের নিকট পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইত, তাহাতে বিদেশীয় বণিকদিগের চীন বাণিজ্যে বড় অধিক লাভ হইত না, বরং কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। এই সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চীনে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা চালাইতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে চীনে বাণিজ্যার্থ ইংরাজদিগের যত জাহাজ আসিত, তাহার মধ্যে অধিকাংশ জাহাজেই অন্যান্য দ্রব্যাপেক্ষা মাদক দ্রব্যই বহুল আমদানী হইত। কিন্তু চীন গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্য যাহাতে দেশ মধ্যে আমদানী না হয়, এই জন্য বিশেষ যত্ন ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাদিগের এ অনুরোধ কোন কার্য্যকর হইল না, তখন চীন গবর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্যস্থ বিদেশীয় বণিকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন, ও তাহাদের জাহাজস্থিত দ্রব্য সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। এই সূত্রেই ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত চীনদিগের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসী জয়লাভ করেন ও তৎপরবর্ত্তী সন্ধিতে বাণিজ্যের অনেক বাধা দূরীকৃত হয়। পূর্ব্বে চীন গবর্ণমেণ্ট যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এখন চীনে প্রতিনিয়ত সেই ঘটনা ঘটিতেছে। এখন অহিফেন চীনে বহুলরূপে আমদানী হইতেছে। এই মারাত্মক বিষ সেবন করিয়া, চীনের সাধারণ লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। এখন গ্রাম ও নগরে অহিফেন-ভক্ষকের সংখ্যা এত বহুল, যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একটী শক্তিশালী জাতির মুখে, এই মারাত্মক বিষ তুলিয়া দিয়া তাহাদের শক্তি সামর্থ্য ও নৈতিক বল সকলই হরণ করিতেছেন, ইহাই খৃষ্টান ধর্ম্মানুমোদিত বটে। যে খৃষ্ট প্রতিবেশীকে আত্মতুল্য দেখিতে বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উপাসকদিগের এই আচরণই ন্যায়ানুমোদিত তাহার সন্দেহ কি? আমদানী অহিফেন ছাড়া চীনে এক্ষণে অহিফেন চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বোধ হয় আর কিছু দিন পরে চীনে আর বিদেশীয় অহিফেন ব্যবহৃত হইবে না।

চীনদিগের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, তাহারা একটি প্রাচীন সুসভ্য

জাতি। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির ভাগ্যে যেরূপ শোচনীয় অধঃপতন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের সেরূপ অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যা কিছু উন্নতি, বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত একরূপেই আছে। বর্ত্তমান কালে তাহারা কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। তাহারাই মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার প্রথমে জানিয়াছিল, কিন্তু সেই প্রথমে যেরূপ কাষ্ঠফলকে অক্ষর মুদ্রিত হইত, আজও তাহারা সেই কাষ্ঠফলকেই অক্ষর মুদ্রিত করে, বর্ত্তমানের এই উন্নত লৌহ মুদ্রা যন্ত্র তাহারা ব্যবহার করে না। চারিদিকে এত উন্নতি; পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসীরা রেলরোড, টেলিগ্রাফ, বাষ্পীয় পোত দ্বারা ও অন্যান্য প্রকারে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করিতেছে, কিন্তু চীনে এ সব কিছুই নাই—রেলরোড নাই, টেলিগ্রাফের তার নাই ও বর্ত্তমানের আর যা কিছু উন্নতি তাহা তাহারা কিছুই গ্রহণ করে না। সেই প্রাচীন কালের প্রণালীতে তাহারা জাহাজ নির্ম্মাণ করে, ও প্রাচীন কালের নিয়মানুসারে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকা উত্তর অভিমুখে স্থাপিত না করিয়া দক্ষিণাভিমুখে স্থাপিত করে, সেই প্রাচীন কালের প্রণালীতেই তাহাদের সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়। যাহা আছে তাহাই সর্ব্বোত্তম, তা ছাড়া আর কিছুই ভাল হইতে পারে না, এই ভ্রান্ত মতই তাহাদের উন্নতির প্রতিরোধক।

ভাষা বিচার।

ভারতবর্ষের ন্যায় অদ্ভুত দেশ পৃথিবীতে আর নাই। পৃথিবীর কোনও মহাদেশে একত্রে ৩২ কোটী লোকের অধিবাস অসম্ভব। প্রতি অৰ্দ্ধশত ক্রোশ দূরে এদেশে আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পরিচ্ছদ এবং ভোজনপ্রণালী স্বতন্ত্র। জগতের আর কোথাও ক্রমান্বয়ে ষড়্‌ঋতুর পূর্ণ বিকাশ এবং তৎসহ শতসহস্রবিধ চিত্তরঞ্জক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে ভারতে কবিত্বশক্তি, প্রেম, এবং চিন্তাশীলতার এত প্রাদুর্ভাব; এই কারণে ভারতে বৈরাগ্য, মোক্ষাভিলাষ ও মুক্তির এত দূর চূড়ান্ত অনুশীলন। ভারত কেবল যে মানব দেহের আকার বিচিত্রতায় পূর্ণ তাহা নহে, কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন অভিনব দৃশ্য সমূহে পূর্ণ তাহা নহে, ভাষার বিচিত্রতাতে ইহা অদ্বিতীয়। একই দেশে একই ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে এত প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রকার ভাষার সৃষ্টি, প্রচলন ও অনুশীলন আর কোথায় দেখিতে পাইবে? শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, প্রায় ৩৬ প্রকার ভাষা ভারতে প্রচলিত! আরও এমন অনেক ভাষা আছে, যাহা সভ্যজগতে প্রকাশিত হয়

নাই। বাস্তবিক, ভারত ভাষার বিচিত্র লীলাক্ষেত্র। বল দেখি, শব্দতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মহাশয়েরা ভাষাসাগর মন্থনের জন্য ভারতীয় সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া কেমনে আপনাদের মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন? ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভাষী ব্যক্তিবৃন্দকে একতাসূত্রে গ্রথিত করা যেমন দুর্ঘট, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মূলানুসন্ধান করাও তেমনি কঠিন।

উপরে যে ৩৬ প্রকার ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা প্রধানতঃ একই মূল হইতে সমুৎপন্ন। সংস্কৃত ইহাদের প্রসূতি স্বরূপ। সংস্কৃতে যাঁহাদের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি আছে এবং যাঁহারা তৎসহ দুই একটী প্রাচীন ও প্রচলিত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা সহজে বুঝিতে পারেন। সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন আর কোন ভাষা নাই। ইহা পৃথিবীর অন্যান্য সকল ভাষা হইতে পরিশুদ্ধ, প্রাচীনতম, বিস্তৃত এবং পূর্ণ। কতকগুলি ভাষা একটী মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন, আর কতকগুলি স্বয়ংসিদ্ধ। স্বয়ংসিদ্ধ ভাষার মধ্যে আরব্য, সংস্কৃত গ্রীক, লাটিন, হিব্রু এবং চীনই বিশেষ পরিচিত। শাখা ভাষার মধ্যে ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মন, রোমান, বাঙ্গালা, পারস্য, গুজরাটী, পার্সি, এবং তৈলঙ্গী সর্ব্বপ্রধান। মিশ্রিত বা সঙ্কর ভাষার মধ্যে উর্দ্দু ও হিন্দীর ন্যায় আর কোনও ভাষা অধিকতর দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই, অথবা অতি অল্পকাল মধ্যে বহুস্থান ব্যাপিয়া আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। সঙ্কর, মিশ্রিত এবং শাখা ভাষা ভিন্ন প্রধান প্রধান মূল ভাষাকে ইংরাজিতে ক্লাশিকেল ল্যাংগোয়েজ অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষা কহা গিয়া থাকে। এই সকল ভাষার মধ্যে এক-টিতে ও অভিজ্ঞান না থাকিলে প্রাচীন লোকেরা "পণ্ডিত"* বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করেন না। ইউরোপীয় শব্দে এই রূপ লোককে "স্কলার" বলিয়া থাকে।

শব্দশাস্ত্র মন্থন করিলে অথবা নানা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিলে মনে যে কত অপূর্ব্ব আনন্দের অভ্যুদয় হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দেশীয় সাহিত্যে দেশীয় লোকের (ধাতু) প্রকৃতির বিবৃতি পাওয়া যায়; দেশীয় সাহিত্যে দেশের উন্নতি ও অবনতির কারণের অনুসন্ধান করা যায় এবং দেশীয় সাহিত্যে ইতিহাস ও ভূগোলের চরম জ্ঞান লাভ করা যায়। দেশীয় সাহিত্যের আলোচনা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও সভ্য সমাজ উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই, এই কারণে দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। কবিবর নিধু বাবু গাহিতেন "নানান দেশে নানান ভাষা। বিনা স্বদেশীয় ভাষা, পূরে কি আশা?"। কথাটি নিতান্তই প্রকৃত।

বর্ত্তমান কালে সমগ্র ভারতের ভাষা সমূহের বিচার করা এক প্রকার অসম্ভব।

সমুদয় ভারতীয় ভাষার একত্র সংস্কার করিয়া এক সাধারণ ভাষার সৃষ্টি বা প্রচলন করাও দুরূহ ব্যাপার। ইউরোপে এক সময়ে ফরাসী ভাষা (লিংগোয়া ফ্রাঙ্ক) যেমন সাধারণ ভাষারূপে কার্য্য করিয়াছিল, আজি কালি ইংরাজী ভাষা ভারতে প্রকারান্তরে সেই কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত লোকের ভাষা। সাধারণ লোকের নিকটে ইহা এখনও সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইংরাজীর খুব প্রচলন হইলেও ইহা কখনও ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে না, ইহার অনেক কারণ আছে। ইংরাজ যদি কখনও মুসলমানের ন্যায় এদেশে শাসন ও বাস করিতে পারেন এবং ভারতকে আপনার গৃহ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে একথা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজ তাহা কখনও করিবেন না এবং করিতে সক্ষমও নহেন, সুতরাং ইংরাজ শাসন যত দিন, ইংরাজী ভাষার প্রচলনও তত দিন।

ভারতে মুসলমান শাসন কেমন দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল, ভারতীয় ভাষা তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষের কোন দেশে মুসলমান শাসন বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয়, ভাষার দ্বারা তাহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর এক জাতীয় ভাষা আছে, নাম বাঙ্গালা; উড়িষ্যাবাসীর এক জাতীয় ভাষা আছে, নাম উড়িয়া; তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, গুজরাটি প্রভৃতি অঞ্চলেও জাতীয় ভাষার প্রচলন দেখা যায়। বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে বহুল সংস্কৃত-মিশ্রিত হিন্দী দেখিতে পাইবেন, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যে জাতীয় ভাষা (ন্যাশনাল ল্যাংগোয়েজ) নাই। ইহাদের ভাষা উর্দ্দু, অধিকাংশ পারস্য মিশ্রিত খাস্ উর্দ্দু। উর্দ্দু কি হিন্দুর জাতীয় ভাষা? ইহাত মুসলমানের ভাষা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানের অধিক আধিপত্য জন্মিয়াছিল এবং আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি মুসলমান রাজধানী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই স্থিত। এতদঞ্চলের লোকের ভাষা, পরিচ্ছদ, আহারপ্রণালী অধিকাংশ মুসলমানের মত; জাতিভেদ বিচার করিতে গেলে বলা যায় যে, মুসলমানের সহিত ইহাদের এত অধিক সংসর্গ যে, ইহাদের হিন্দুত্ব অর্দ্ধেকাংশ কমিয়া গিয়াছে। ইহাদের ভাষা (মাতৃভাষা) উর্দ্দু, অনেকে দেবনাগর লিখিতে বা (হিন্দী বলিলে) বুঝিতে পারে না, সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থের উর্দ্দু অনুবাদ পড়ে। ভারতের সর্ব্বত্র দেখ, হিন্দু ও মুসলমান একত্রে বাস করে, উভয়ে ধর্ম্মে ভিন্ন হইলেও যেন ব্যবহারে একই সমাজের লোক। ইংরাজ কখনও কি এমন হইতে পারেন? সুতরাং ইংরাজী ভাষার উপরে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আকাশ।

(১)

বিস্মিত নয়নে চেয়ে থাকি
অসীম অনন্ত দেহ পানে,
ইচ্ছা হয় লুকাতে অণুতে
দূর করি বৃথা অভিমানে।
কূল না পাইয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া
অতৃপ্ত অশান্ত মনে
তোমাকে আবার, দেখি বার বার
মিশাতে আঁখির সনে।
অসীম নীলিমা পানে আমাব এ ক্ষুদ্র আঁখি
মেলিয়া বিস্ময়ে আমি অনিমেষে চেয়ে থাকি

(২)

শৈশব হইতে নিরবধি
দেখিতেছি তোমা প্রাণভরে ;
তবুও ত মিটেনারে আশা
তবু তৃপ্তি নাই এ অন্তরে।
পড়িছ নমিয়া, তোমাকে দেখিয়া
গিয়াছি ছুটিয়া কত,
ছুটিয়া ছুটিয়া, না পাই খুজিয়া
ক্লান্ত হইয়াছি তত।
চেয়েছি তোমার পানে হইয়া বিস্মিত
অজ্ঞান এ আঁখি দুটী করিয়া বিস্তৃত।

(৩)

প্রভাত জাগিয়া তব কোলে
ধরা পানে দেখে উঁকি চেয়ে,
কুসুম অধরে হাসি ভরা,
পাখীগণ উঠিয়াছে গেয়ে।
ঝজিল কাপড় দিয়ে, তুমি তাবে সাজাইয়ে
কোলের ভিতর রাখি দেখাও সকলে,
দীপ্তিশালী মণিশিরে, পরাইয়া দাও ধীরে,
কেনা জানে সেই মণি কেমন উজলে !
স্বর্গের ও চিত্র হেরি অঙ্কেতে তোমার,
তবু নহে তৃপ্ত আঁখি, দেখি বার বার।

(৪)

সে মণির জ্যোতি ধীরে ধীরে
ছেয়ে ফেলে বিশ্ব চরাচর,
এক বিন্দু থাকে না আঁধার
তব বুকে আলোকের ঘর।
প্রভাত ডুবিয়া যায়, সে মণির পরকাশে,
অদৃশ্য তোমার বুকে সারাদিন যায় চলে।
গাইতে সাঁঝের কোলে, অস্ফুট মধুব বোলে
শুদ্ধ হয়ে স্নান করি অগাধ সাগর জলে
নিশাদেবী ধীবে ধীবে প্রশান্ত মূরতি ধরে
তারকা চন্দ্রমা সহ ভাসে তব বুক পরে।

(৫)

কত কোটী তারা তব বুকে
ধিকি ধিকি উঠে ধীরে জ্বলে,
কোন দিন তার মাঝে শশী
দেখা দেয় কিরণ বিমলে।
দেখিয়া আমরা, কল্পনায় মরা,
বুঝিতে অক্ষম মন,
বিস্ময় মানিয়া, দেখি নিরখিয়া
দেখি ও তারকাগণ,
কি জানি লিখেছে বিধি নক্ষত্র অক্ষবে
মানবের পরিণাম তব বক্ষোপরে।

(৬)

একটী চন্দ্রমা এক রবি
দেখি মোরা কতই হর্ষিত !

তব দেহ দেখি এক ভাগ*
তাহাতে বা কতই গর্ব্বিত।
অনন্তের ছায়া, তব ওই কায়া
অসংখ্য নক্ষত্র গণ,
কত রবি শশী, ঘূরে দিবানিশি
জানে না নর-নয়ন ;
কত পৃথ্বী কত চন্দ্র কত রবি তারা
নিয়ত তোমার বক্ষে ঘুরে হ'ল সারা।
বিবিধ রঙ্গেতে সাজ কভু,
খেলে কোলে জলদের দল,
কত গিরি তব বক্ষ ভেদি
তবু চেয়ে নিষ্পন্দ নিশ্চল!
আমরা সামান্য নর, কেমনে বুঝি অম্বর
অসীম অনন্ত তুমি, মোরা সীমাধীন।
দৃষ্টির সাহায্য দিয়া, তব বক্ষ বিদারিয়া
যাহা কিছু দেখি তাহা তোমাতে বিলীন।
তাই নিতি নিতি চাই বিস্ময়ে তোমার পানে,
তাইত মোহিত হই অস্ফুট মধুর গানে।

(৮)

প্রসারি অনন্ত দেহ তুমি
করিয়াছ ধরাকে আড়াল,
সকলেই ঘুরে হ'ল সারা,
ঘুরিতেছে ব্রহ্মাণ্ড বিশাল।
ঈশ্বর মহিমা তরে, তাই কি অনন্ত করে
মানবের দৃষ্টিপথে রেখেছেন আঁকি?
বিশ্বের সঙ্গীত রাশি, তোমাতে রয়েছে ভাসি,
অনিমেষ তোমাপানে তাই চেয়ে থাকি!
অনন্ত প্রেমের ধারা ধরায় বর্ষণ করে
শীতল করোনা নভঃ পাপ-সন্তাপিত নরে।

* চন্দ্রের এক দিক মাত্র পৃথিবীর দিকে থাকে, সুতরাং ইহার অন্য দিক কিরূপ তাহা পৃথিবীবাসীদিগের কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিষয় বিজ্ঞান।

পুত্তিকা ও পিপীলিকা এই দ্বিবিধ ক্ষুদ্র প্রাণী সর্ব্বজন পরিচিত। পৃথিবীর সকল দেশেই ঐ দুই প্রকার প্রাণী দৃষ্ট হয়। তবে সকল স্থানে ঐ জীবের আকার প্রকার সমান নহে। কিন্তু বোধ হয়, ঐ দ্বিবিধ জীবসৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সকল দেশেই একরূপ। যাহা হউক, ঐ দ্বিবিধ জীবের আকার প্রকার, বাসনির্ম্মাণনৈপুণ্য, খাদ্যসংগ্রহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে অনেকে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটী জীবের জীবনে প্রকৃতির সামঞ্জস্য প্রণালী কিরূপ সুস্পষ্ট, কেহ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন কি না, আমার তাহা স্মরণ হয় না। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সে পরিমাণে খাদ্য বৃদ্ধি পায় না। প্রকৃতি কিরূপ অচিন্ত্য কৌশলে লোকসংখ্যা ও খাদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন, তাহা মিল, ম্যালথস্ প্রভৃতির গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিলক্ষণ জানা আছে।

উপরিলিখিত জীব দুইটীর সংখ্যা-বাহুল্য এবং মনুষ্যের প্রতি উহাদিগের অনিষ্টকারিণী শক্তি দর্শনে আমরা বড়ই বিরক্ত। উহারা আমাদের যে ক্ষতি করে, তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে

পাই; কিন্তু উহাদিগের দ্বারা আমাদিগের কোনও উপকার হয় কি না, তাহা বিস্তর ভাবিয়াও বুঝিতে পারি না। সুতরাং উহাদিগের প্রতি আমরা বড়ই বিরক্ত। আমরা স্বার্থের দাস। যেখানে নিজ মঙ্গল দেখিতে না পাই, সেখানে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবও দেখিতে পাই না। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, তিনি যদি পৃথিবী ভিন্ন দাঁড়াইবার অন্য স্থান পান, তাহা হইলে পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে পারেন। সেইরূপ মানুষ যদি দেহাভিমান কাটাইয়া আত্মভাবে দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে ভগবান্ প্রকৃতির সহিত কোথায় কি খেলা খেলিতেছেন, তাহা অন্ততঃ কিয়দংশেও বুঝিতে পারে।

যাহা হউক, পুত্তিকা ও পিপীলিকা সংসারের যে সকল কার্য্য করে, তাহা সকলেই জানেন, তাহার বর্ণন অনাবশ্যক। তবে উহাদিগের জীবনে আর একটী প্রাকৃতিক ঘটনা আছে, সে দিকে সকলের পূর্ণ অভিনিবেশ হয় কি না, সন্দেহ। এ দেশে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, "পিপীলিকার পাখা উঠে, মরিবার তরে।" কিন্তু পিপীলিকার পাখা কেন উঠে, কিরূপে উঠে, পাখা উঠিলেই মরে কেন? এ সকল বিষয় অনুসন্ধানের যোগ্য। আমি এ সকল বিষয় কিছুই জানি না, অথচ জানিতে ইচ্ছা হয়; এই জন্য এ সকল বিষয়ের আন্দোলন করি। আশা এই, কোন অনুসন্ধিৎসু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই আন্দোলন দেখিয়া এ সকল বিষয়ের তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বপিপাসু চাতকগণের তৃপ্তি হইতে পারে।

আমি স্থূলদৃষ্টিতে যে টুকু দেখিয়াছি, তাহা এই:—অপত্র, অর্দ্ধপত্র, দ্বিপত্র, সরলপত্র, শিরালপত্র প্রভৃতি যে দ্বাদশজাতীয় পতঙ্গ আছে, তন্মধ্যে পুত্তিকা ও পিপীলিকা অপত্র জাতীয়। সর্ব্বদা ইহাদিগের পাখা থাকে না, মধ্যে মধ্যে পক্ষ উদ্গত হয়। বর্ষাকালেই ইহাদিগের পাখা উঠিবার প্রধান সময়। পাখা উঠিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে উহারা মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে। যাহারা মৃত্তিকা মধ্যে থাকে, তাহারা বহুসংখ্যক একত্র সমাগত হয়। ঐ সময়ে তাহাদিগের শরীর স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা চারিখানি করিয়া পাখা বাহির হয়। পাখাগুলির আয়তন শরীরায়তন হইতে কিছু বৃহৎ। পাখা বাহির হইলেই তাহারা গর্ত্ত হইতে অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত সত্বর বহির্গত হয়, এবং উড়িতে আরম্ভ করে। ঐ দুই জাতীয় পতঙ্গের কোন কালে উড্ডয়নের অভ্যাস না থাকায় হঠাৎ ঐ শক্তির প্রয়োগে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। গর্ত্ত হইতে বহির্গমনকালেই শৃগাল, নকুল, ভেক, কুকুর প্রভৃতি অসংখ্য স্থলচর জন্তু তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। উড়িতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য খেচর পক্ষী তাহাদের বিনাশ সাধন করে। উড়িয়া জলাশয়ে পতিত হইবা মাত্র মৎস্যাদি

জলচর জন্তু তাহাদিগকে আহার করে। যাহারা উপরিউক্ত বিনাশ-দ্বার সকল অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, তাহারা রূপানলে দেহ বিসর্জ্জন করে। নিশার অন্ধকারে যেখানে একটী আলোক দেখিবে, সেইখানে অসংখ্য পতঙ্গ গিয়া দগ্ধ হইবে। মৃত্যুই জীবের প্রধান ভয়, কিন্তু ইহাদের জীবনে মৃত্যু প্রধান উৎসব বলিয়া বোধ হয়।

কোন সৃষ্টিই লক্ষ্যশূন্য নহে। ঐ লক্ষ্য যিনি যাহাই বলুন, সচ্চিদানন্দের আনন্দ-বিকাশ ভিন্ন আমরা উহাকে আর কিছু বলিয়া কল্পনা করিতে ইচ্ছা করি না। তবে উহাদিগের জীবন ও কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যে উহাদিগের সংখ্যার একটী ইয়ত্তা আছে। যখন উহাদিগের সংখ্যা ঐ ইয়ত্তা অতিক্রম করে, তখনই উহাদিগের সংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন জন্যই পুত্তিকা ও পিপীলিকার পাখা উঠে, এবং উহারা নাচিতে নাচিতে হাঁসিতে হাঁসিতে মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করিয়া আনন্দময়ের আনন্দ বৃদ্ধি করে। পিপীলিকা ও পুত্তিকার পাখা উঠিলে উহাদিগকে "গাঁদিপোকা" কহে।

মশা ও ছারপোকা।—পৃথিবীতে এমন স্থান আছে কিনা সন্দেহ,যেখানকার লোকদিগের এই দ্বিবিধ প্রাণীর সহিত পরিচয় নাই। সকলেই মনে করিয়া থাকেন, এই দুইটা প্রাণী মানুষকে কেবল জ্বালাতন করে। আমরাও সেরূপ মনে করি বটে; কিন্তু সেরূপ মনে করিয়া তৃপ্তি হয় না। ভাবি এই, মানুষও পৃথক্ বস্তু নহে,—ভগবানের আনন্দ-বিধায়িনী লীলার একটী উপকরণ মাত্র। এক বস্তুর সমস্ত উপকরণ পরস্পর সাপেক্ষ;—কেহ কাহাহইতে নিরপেক্ষ বা কেহ কাহার ক্ষতিজনক নহে। মশা, ছার-পোকা আমাদিগের শোণিত পান করে, নিদ্রার ব্যাঘাত করে, শরীরে ক্লেশজনক অনুভূতি উৎপাদন করে, সকলই সত্য। কিন্তু আমার বোধ হয়, মনুষ্য-দেহ যখন ভগবানের একটী লীলোপ-করণ, তখন যাহাকে আমরা মশা ছার পোকার উৎপাত মনে করি, সে সকলই নরদেহের মঙ্গলের নিমিত্ত। আমার বোধ হয়, মশা ছার-পোকা মনুষ্য রক্তের বিষদোষ ও অতিরিক্ত বৃদ্ধি নিবারণ করে। এক অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-সিদ্ধি ঐশী সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ। যেমন প্রথম প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, গাঁদি পোকা মরে, অথচ অসংখ্য জীব তাহাদিগের শরীর দ্বারা মহানন্দে উদরপূর্ত্তি করে; এখানেও এক দিকে নরদেহের হিত-সাধন, অন্য দিকে মশা ছার পোকার জীবন ধারণ। এ বিষয়ে আমার অনু-সন্ধান ও অভিজ্ঞতা অল্প; তথাপি যে সন্ধানটুকু আছে, তদ্দ্বারা বোধ হয়, যে যে গৃহে মশা ছার পোকা অধিক, সে গৃহে অন্যান্য পীড়া অল্প।

লাউডগা সাপ, গাং ফড়িং,—ইত্যাদি;—আমরা দৈবী সৃষ্টির মহামোহে

মুগ্ধ হইয়া আছি। ঐ সৃষ্টির প্রভাব আমাদিগের শোণিতাস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। যেমন নদী বা সরোবরে নিমগ্ন ব্যক্তি জলের বাহিরের ঘটনা জানিতে পারে না, সেইরূপ আমরা দৈবী সৃষ্টির মহাসমুদ্রে ডুবিয়া আছি,ঐশীসৃষ্টির কোথায় কি হইতেছে, দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ অভ্যাস অতি প্রবল! অনাদিকাল হইতে পুরুষে পুরুষে পদার্থের উপর উপর দেখা এতই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, কোন বস্তু বা কোন ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সকল বস্তুর উপর চক্ষু ভাসে,—চক্ষুর উপর বস্তু ভাসে। কদাচিৎ কোন বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্রম দেখিতে ইচ্ছা হইলেও দৈবী সৃষ্টি বাধা দেয় অর্থাৎ যতক্ষণ পদার্থতত্ব চিন্তা করিব, ততক্ষণ সংসার চিন্তা করিলে "কাজ" হইবে, এইরূপ ভাবোদয়ে তত্বচিন্তার অবসান হয়। সুতরাং ঐশী সৃষ্টির কান্ত ও শান্ত মূর্ত্তি চক্ষুর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইলেও আমরা দেখিতে পাই না।

হয়ত, অনেকের সংস্কার আছে, লাউডগা সাপ লাউগাছেই অবস্থান করে এবং গাংফড়িং বা গঙ্গাফড়িং গঙ্গায় বাস করে। বাস্তবিক তাহা নহে, লাউ লতার ডাল অর্থাৎ অগ্রভাগ যেমন সরল ও গাঢ় হরিৎ বর্ণ, উক্ত সর্পও তদ্রূপ। গঙ্গাফড়িং গঙ্গায় বাস করে না, তাহারা হরিৎ বর্ণ তৃণাবৃত ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যে কোন নদীর তীরবর্ত্তী ঐরূপ ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকে। তাহাদেরও অঙ্গ, গাঢ় হরিৎবর্ণে রঞ্জিত। আর এক প্রকার মাকড়সা জাতীয় জীব আছে, তাহারা মলপূর্ণ ভিত্তিগাত্রে বাস করিয়া থাকে। ঐ ভিত্তির গায়ে যে রঙ্গের ও যে আকারের মলা থাকে, ঐ জীবের গাত্রেও ঠিক সেই রূপ মলায় আবৃত থাকে। হঠাৎ দেখিয়া তাহাকে একটী প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না,—ভিত্তি গাত্রের মলাংশ বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ কি উদ্দেশে এই তিনটী জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে ঐ তিনটী জীব কিরূপ সাহায্য করিয়া থাকে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না, কেবল এই মাত্র বুঝি, ঐ তিনটী ক্ষুদ্র ও সামান্য জীবেরও ঐশী সৃষ্টির মধ্যে থাকার প্রয়োজন আছে, কেন না উহাদিগের শরীর রক্ষারও স্বাভাবিক উপায় রহিয়াছে। লাউডগা সাপ গাছের পাতায় পাতায় অঙ্গ মিশইয়া অবস্থান করে। গাংফড়িং হরিৎবর্ণ তৃণের মধ্যে হরিৎবর্ণ অঙ্গ লুকাইয়া ক্রীড়া করে। শেষোক্ত মাকড়সা জাতীয় প্রাণীটী মলীভূত হইয়া অবস্থান করে। উহাদিগের অবস্থান প্রণালী ঐরূপ হওয়াতে অন্য কোন হিংস্র প্রাণী সহসা উহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে না। এই রূপ কত শত প্রাণী আছে যাহারা ঐরূপ স্বাভাবিক উপায়ে প্রাণ রক্ষা করে।

তবে কি উহাদিগের বিনাশ নাই? আছে বই কি! মরিবার সময় উহারা আপন চেষ্টায় মরে। যেমন জীবন ধারণ,

আনন্দ ভোগ প্রভৃতির জন্য জীবের চেষ্টা আছে, মরিবার জন্যও সেইরূপ তাহাদিগের চেষ্টা আছে। কিন্তু মরিবার সকল চেষ্টা জীবের জ্ঞানকৃত নহে। বরং স্থল বিশেষে বিপরীত চেষ্টায় তাহারা মরিয়া থাকে। যথা, কোন তৃণ ক্ষেত্রে একটী পক্ষী আসিয়া বসিল, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। সেই স্থানে যে ফড়িং থাকে, সে পক্ষীর ভয়ে আকুল হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তৃণাভ্যন্তর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়নের চেষ্টা করে। পক্ষী সেই সুযোগে তাহাকে উদরস্থ করিয়া ফেলে। সে যদি পক্ষীর ভয়ে না বাহির হয়, তাহা হইলে হয়ত, মারা পড়ে না। ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের সৎকীর্ত্তি।

গম্বারক রদরিং।

ইটালির মধ্যে যে লম্বার্ডদিগের রাজ্য স্থাপিত হয়, গম্বারক রদরিং নাম্নী একটী রমণীর লোকহিতৈষণা তাহার মূল।

দেন্মার্কের রাজা স্নাইওর রাজত্বকালে সমস্ত রাজ্যে বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রাজা কোন উপায়ে অন্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। অন্নাভাবে প্রায় সকল লোক মারা যাইবে, এরূপ সম্ভাবনা হইল। তখন দেশের লোকেরা একত্রিত হইয়া স্থির করিল, দেশ মধ্যে যত বৃদ্ধ ও শিশু আছে, তাহাদিগকে হত্যা করা যাউক, তাহা হইলে যে অন্ন সংস্থান আছে তাহাতে অবশিষ্ট লোকেরা বাঁচিতে পারিবে। অপারগ্যমানে রাজাও এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন সময় গম্বারক-রদরিং নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলা এই নিষ্ঠুর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে আপনারা এই নিদারুণ রাক্ষসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া দেশকে কলঙ্কিত করিবেন না। আপনারা আর এক কার্য্য করুন, দেশ মধ্যে যত যুবা ব্যক্তি আছেন, তন্মধ্যে কতকগুলিকে এদেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বসতি করিতে বলুন, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইবে। এই প্রস্তাব সকলের মনোনীত হইলে কতকগুলি যুবা ব্যক্তি দেন্মার্ক ত্যাগ করিয়া প্যানোনিয়া দেশে চলিয়া গেল। তথা হইতে তাহারা ইতালির মধ্যে প্রবেশ করিয়া লম্বার্ডী রাজ্য স্থাপন করিল।

কারারুদ্ধা স্ত্রীদিগের কারুণ্য।

দেশে দুর্ভিক্ষ বা মরক উপস্থিত হইলে রমণীগণ যে সেই দুর্ভিক্ষ বা মরকপীড়িত লোকদিগের সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অনেক উদাহরণ পাঠ করা যায়। কিন্তু যাহারা নানাবিধ অপরাধে কারারুদ্ধা, এমন স্ত্রীগণের মনেও যে তাদৃশ

স্থলে প্রশস্ত কারুণ্য রসের সঞ্চার দেখা যায় তাহা অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য।

এক সময় ফিলাডেলফিয়া নগরে পীত জ্বর উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণ লোককে এরূপ অভিভূত করে, যে চিকিৎসালয়ের রোগীদিগের নিমিত্ত শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তখন পরামর্শ হইল যে কারাগৃহ হইতে কারারুদ্ধা স্ত্রীদিগকে এই কার্য্যের জন্য আনয়ন করা হউক। তদনুসারে তাহাদিগের নিকট এই ক্লেশের কথা ব্যক্ত করিয়া প্রার্থনা করা হইল যে তাহারা আসিয়া রোগীদিগের কষ্ট নিবারণ করে। কারাবন্দিনীগণ এই কথা শুনিয়া সেবাকার্য্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। এই অবসরে তাহারা নারীসুলভ দয়ার্দ্র ভাব ও শুশ্রূষা নৈপুণ্য যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছিল। যতগুলি স্ত্রীলোক আবশ্যক, ততগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ঐ জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিঃশেষ হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসালয়ে থাকিয়া পীড়িত লোকদের সেবা করিয়াছিল। রোগীদিগের জন্য যদি আবশ্যক হইত, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের শয্যাও ছাড়িয়া দিত। সাধারণতঃ তাহারা আপনাদের সচ্ছন্দতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা কার্য্য সযত্নে সম্পাদন করিত।

অষ্টাবক্র মুনির প্রশ্ন।

কোনও সময়ে রাজর্ষি জনকের প্রাসাদে কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সাধু, ত্যাগী, উদাসী এবং ধর্ম্মপ্রচারকের সম্প্রদায় উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। মহারাজ জনক জ্ঞানে ও ধনে তৎকালে ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইনি ইঁহাদের সকলকে নিজ স্বভাবসুলভ অমায়িকতায় এরূপ বিমোহিত করিয়া তুলেন যে, নিমন্ত্রিত মহাত্মাগণ ইঁহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরমসুখে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবক্র মুনি আসিয়া জনক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জনক! নিয়ত সাধুসংসর্গে তুমি আপনার ইহ জীবনকে উন্নত করিতেছ দেখিয়া আমি নিতান্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি; গৃহস্থের পক্ষে এতদপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সকল প্রকার উজ্জ্বল্যশালী পদার্থ মাত্রই কি সুবর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে? তোমার সৌভাগ্যবলে তোমার পবিত্র ও প্রশস্ত প্রাসাদে বহুসংখ্যক সাধুশাস্তের সমাগম হইয়াছে, কিন্তু বল দেখি ইঁহাদের সকলেই কি প্রকৃত পরমহংস পদের অধিকারী? গৈরিক বসনধারী মাত্রেই কি উদাসী ও ত্যাগী পুরুষ? সম্মুখস্থিত বহুসংখ্যক "সাধু" সম্প্রদায় মধ্যে প্রকৃত

সাধু ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়াও নিতান্ত দুষ্কর। ইহাঁদের মধ্য হইতে প্রকৃত পরমহংস পুরুষকে নির্ব্বাচন করিয়া যদি আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমার সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিব।" মহামুনি অষ্টাবক্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে, জনক বলিলেন "মহাশয়! আমি নিতান্ত অজ্ঞান; ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আমার এখনও জন্মে নাই। মহাত্মারা অনুগ্রহ করিয়া আমার কুটিরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি সকলকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকি।" অষ্টাবক্র কহিলেন, সপ্তাহ কাল মধ্যে তুমি প্রকৃত পরমহংস পুরুষকে নির্ব্বাচন করিয়া লইবার জ্ঞানমূলক দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। এই কথা বলিয়া অষ্টাবক্র চলিয়া গেলে, জনক-রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তাহ কাল অতীত হইতে না হইতে অষ্টাবক্র মুনি যোগবলে এক পরম রমণীয় সুন্দরীর আকার ধারণ পূর্ব্বক সাধু সমিতিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঐ সমিতির পূর্ব্ব দিকে জনক, উত্তর দিকে পরমহংসগণ, পশ্চিমে ত্যাগী পুরুষ সম্প্রদায় এবং দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মচারী প্রভৃতি পুরুষবর্গ উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছিলেন। হঠাৎ রমণীয় বেশে, মনোহর অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া এক সুন্দরী রমণী সভা মধ্যে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় উপনীত হইলে সভাস্থ সকলের দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হইল এবং ধর্ম্মালাপ বন্ধ হইয়া গেল। পশ্চিম দিকস্থ ত্যাগী পুরুষ সম্প্রদায় সমিতি মধ্যে রমণীর লজ্জাহীনতা দেখিয়া আপনাপন বদন নত করিলেন; দক্ষিণ দিকস্থ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মনে মনে ভাবিলেন এরূপ স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করা অন্যায়, এই জন্য তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিলেন। উত্তর দিকের পরমহংস বর্গের মধ্যে অনেকে ঐ স্ত্রীলোককে দুষ্টভাবে দেখিতে লাগিলেন; ইহাঁদের মধ্যে কেবল একজন যুবা পুরুষকে কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচালিত হইতে দেখা গেল না। সমিতি মধ্যে নগ্না সুন্দরী আসিবার পূর্ব্বে ইনি যেমন ছিলেন, এখনও সেইরূপ; শরীর কিম্বা মনের অথবা ইন্দ্রিয়বর্গের কোন অংশই সামান্য রূপেও বিচলিত হয় নাই। ছদ্মবেশিনী সুন্দরী সমিতিস্থ জনগণের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ নৃত্যাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবা পুরুষের ভালদেশে একটি অনতিক্ষুদ্র তিলক প্রদান করতঃ স্বস্থানে গমন করিলেন। যুবা পুরুষ নির্লজ্জভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

পর দিবস অষ্টাবক্র মুনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত বেশে রাজা জনকের গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "গত কল্য সাধুদিগের সভায় এক নগ্না সুন্দরী আগমন করিয়া যে যুবা পুরুষটির মস্তকে তিলক প্রদান করিয়া গিয়াছে,

সেই যুবা পুরুষ কোথায়?" অষ্টাবক্রের অনুজ্ঞানুসারে যুবা পুরুষ সম্মুখে আনীত হইলে, মুনি কহিলেন "জনক! তোমার প্রাসাদস্থ বহুসংখ্যক সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিই প্রকৃত পরমহংস, অন্যান্য সকলে বসনমাত্রধারী সাধু। এই যুবা পুরুষ যথার্থই ত্যাগী এবং ব্রহ্মপদাকাঙ্ক্ষী; অন্যান্য সকলে উদরের জন্য, অর্থের জন্য, সম্মানের জন্য অথবা ভ্রমণের জন্য সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছে।" জনক জিজ্ঞাসিলেন "মহাশয়! ইনিই যে প্রকৃত সাধু, তাহা কেমন করিয়া জানিলেন?"

অষ্টাবক্র কহিলেন "জনক! উত্তরদিকের পরমহংসবর্গ অতীব দুষ্টভাবে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা ধর্ম্মপথ হইতে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট; পশ্চিম দিকস্থ ত্যাগী পুরুষ সম্প্রদায় রমণীর লজ্জাহীনতা দেখিয়া আপনাপন বদন নত করিয়াছিল, সুতরাং ইহারাও প্রকৃত ধর্ম্মপথ এখনও জানিতে পারেন নাই, কারণ যাহাদিগের হৃদয়ে এত লজ্জা ও অভিমান তাহারা কেমন করিয়া ত্যাগ স্বীকারের ক্লেশ সহ্য করিতে পারে? দক্ষিণ দিকস্থ ব্রহ্মচারীবর্গ নিতান্ত কুসংস্কারান্ধ ও তরলমতি যুবা, সুতরাং তাহারা এই পথের এখনও অধিকারী হয় নাই; কিন্তু এই যুবা বাস্তবিকই ঐ পথের পথিক। নগ্না সুন্দরী সভা মধ্যে যখন উপস্থিত হইল, তখন ইনি বুঝিতেই পারেন নাই যে, আগন্তুক ব্যক্তি পুরুষ কি স্ত্রী অথবা নগ্না কি বস্ত্রপরিহিতা। জনক! যাহার চিত্তভৃঙ্গ সদত হরিচরণারবিন্দের শান্তিমধু পান করিতেছে, সদত যাহার চিত্তবৃত্তি কেবল সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের দিকে নিয়োজিত, তাহার মনে কি ভাল মন্দের জ্ঞান থাকে? এতাদৃশ ব্যক্তি সমগ্র জগৎকে একমাত্র পরমাত্মাময় বলিয়া ভাবেন, ইহাঁদের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, ইহাঁরা জাতি, সম্প্রদায়, ব্যবহার, আচার, শাস্ত্র, তর্ক, বিচার এ সকলের কিছুই মান্য করেন না। এরূপ ব্যক্তি কোন বস্তুতে মন্দ ভাব দেখেন না, সকলই তাঁহার নিকট ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ।

পূর্ণিমার চাঁদ।

কে তুমি হাসিছ সুনীল অম্বরে?
মাতায়ে তুলিছ অবশ প্রাণ!
গাইছে নীরবে নিখিল ভুবন—
অনন্ত সুরেতে মিলায়ে তান! (১)
সুধার লহরী সুখ-সিন্ধু মাঝে—
উঠিছে পড়িছে খেলিছে তায়,
বিমল বিভাতি রজত জোছনা—
মুকুতার পাতি শোভিছে গায়। (২)
মলয়-অনিল মৃদুল হিল্লোলে—
হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া যায়,
আনন্দে মগন-প্রেমে মাতোয়ারা
কি করিবে কিছু ভেবে না পায়। (৩)
পাখীরা গাহে না-ভাবেতে বিভোর!
শাখীরা নীরব—নাহিক সাড়া,

নিস্তব্ধ নিস্পন্দ—প্রকৃতি সুন্দরী,
কি মহা ভাবেতে হয়েছে হারা ? (৪)
গহন বিজন—নিরমল ঠাঁই—
পেয়ে বুঝি আজ কৌমুদী সতী,
পাদপ নিচয়ে রচি যোগাসন,
ধ্যায়িছে হৃদয়ে নিখিলপতি। (৫)
ছড়ায়ে সুরভি বন ফুলগুলি
আমোদিত করি তুলিছে বন,
চুপি চুপি আসি চুমিছে ভ্রমরা,
মধুরসে আজ মজিছে মন। (৬)
চকোর চকোরী চাহি কার পানে—
ধাইছে উরধে উল্লাসে মাতি ?
প্রফুল্ল হৃদয়—আনন্দ ধরে না,
মরি কি সুন্দর জোছনা রাতি ! (৭)
ভাবুক যে জন—জন কোলাহল
পরিহরি আজ বিজনে একা,
বসিয়া রয়েছে আশায় আশায়
কার সনে যেন করিবে দেখা ? (৮)
কে রচিলা এই ভুবনমোহন
অপরূপ ছবি—দেখাসে আজ ?
কি শিল্প-চাতুরী আহা মরি মরি !
বলিহারি যাই মোহন সাজ। (৯)

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি।

(৩য় প্রস্তাব)

ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত পাপপঙ্কে নিমজ্জিত দুরাত্মা সন্তানের হৃদয়ে অন্য সকলই তিরোহিত হইলেও যে মাতৃভক্তি থাকে, সামুয়েল ওয়ারেন্ বোস্যাম্প তাহার উদাহরণ। বোস্যাম্পের মুখে "মা, আমার মা, এই তোমার পুত্র।" "মা, অভাগিনী স্নেহময়ী মা," "মা তুমি কি তোমার অত্যাচারী অমিতব্যয়ী সন্তানকে দেখিবে" প্রভৃতি হৃদয়-বিদারক বাক্যগুলি উচ্চারিত হইয়া মাতৃস্নেহের সারবত্তা দেখাইয়া দিয়াছে। মহাত্মা থিওডোর পার্কার উপদেশ দিয়াছেন যে, গর্ভধারিণী মাতাকে অন্তরের অকৃত্রিম প্রগাঢ় ভক্তি করিবে, শুভানুধ্যায়িনী ভগিনীগণকে ও যাঁহাকে প্রীতি-নয়নে দেখ এমন অবলাকে সম্মান করিবে, যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, সেই প্রণয়িনীকে স্নেহ করিবে।" আর একস্থানে বলেন "স্বভাব ও চরিত্রগত বিশেষ গুণের অধিকারিণী বলিয়াই নারী ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দানে বিশেষ পারদর্শিনী।" "অধুনাতন অধ্যাপনা কার্য্যের অধিকাংশ ভার মহিলাদিগের হস্তে ন্যস্ত।" কবিশ্রেষ্ঠ ওয়ার্ডসওয়ার্থ—স্বপত্নী মেরী হচিন্সন্‌কে অবলম্বন করিয়া A "perfect woman" আদর্শনারী নামে যে দুর্লভ ক্ষুদ্র কবিতা রত্নে ইংরাজী ভাষাকে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদিত হইল :—

হেরিনু রূপের জ্যোতি প্রথমে যখন
ভাবিনু আনন্দ দেবী দিলা দরশন,
মনোলোভা দেবদূতা প্রেরিত ভুবনে
শোভিতে ক্ষণেক তরে সুষমা ভূষণে ;

কাছে গিয়া হেরি তারে অপূর্ব্ব মোহিনী
মানবিনী নয়, সেত মানব রূপিণী ;
এহেন সুহৃদ বিনা কিসে শান্ত হয়
প্রতি দিন মনুষ্যের ব্যথিত হৃদয় ?
অসার জীবন-পথ বিপদ নিধান
প্রকৃত রমণী সৃষ্টি অপূর্ব্ব বিধান !
গুরু ভার সমর্পিত তার শির পরে
সতর্ক সান্ত্বনা নরে চালনার তরে ;
দেবী সেত নারী নয়, কিরণ বিমল
স্বরগের, করিয়াছে তারে সমুজ্জ্বল ॥”

আর্সেনিয়স্ যখন ফিলামনের নিকট তাঁহার ভগিনী পেল্যাজিয়ার কথা উত্থাপন করেন, তখন তিনি যে অনির্ব্বচনীয় দেব ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা কিংসলির নীতিগর্ভ উপন্যাস যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবগত আছেন। আমরা তাহার কিঞ্চিৎ অনুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—“ভগিনী, শুধু ঈশ্বরদত্ত বন্ধু তুল্য ব্যক্তি বা সহকারিণী নয়। তাঁহাকে ভাল বাসিলে কেহ—এমন কি কোন মঠবাসী সন্ন্যাসীও দোষারোপ করিতে পারিবেন না। “ভগ্নী” এই পবিত্র কথাটিতে বলিয়া দেয় যে যে শোণিত ভ্রাতার নিজের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, যে মাংসে তাহার দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই রক্ত মাংসে ভগিনীরও দেহের পুষ্টি সাধন হইতেছে, এক পিতা এক মাতা হইতে উভয়ের জন্ম, এমন ভগিনী তাহার, চির কালের জন্য তাহার, তাহার নিজের।” বৈবাহিক প্রীতি সম্বন্ধে অন্যত্র লেখা আছে ;—“নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা যাহাতে এক জন কুমারী এক জন বলীয়ান পবিত্রচিত্ত যুবকের (বরের) নিকট মস্তক অবনত করিতেছে, কিম্বা যাহাতে এক ব্যগ্র যুবক এক জ্ঞানবতী কোমলহৃদয়া পাত্রীতে (কন্যাতে) আসক্ত হয়, যে নারী সংসারের বিপজ্জালে সৌন্দর্য্যের গরিমায় ও স্ত্রী জনোচিত দায়িত্ব ও চিন্তারাশি সত্বেও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করে, এ পবিত্র বৈবাহিক সম্বন্ধ ব্যতীত ধরাধামে সুন্দরতর পদার্থ আর কি হইতে পারে ? এই সম্বন্ধ ভগিনী সম্বন্ধ হইতেও অধিক, ইহাতে মাতৃ সম্বন্ধ বিদ্যমান।” ভয়সী বলেন নবপ্রসূত শিশুর প্রতি যে অনির্ব্বচনীয় মাতৃস্নেহ, শিশুর জন্মের বহু পূর্ব্বজাত জীবনপোষক অটল যে মাতৃস্নেহ, প্রকৃত ভালবাসা যে রূপ অকৃত্রিম, স্বার্থপরতাশূন্য এবং কষ্টদায়ক ত্যাগ স্বীকারে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, ইহাও তাহাই। ঐ স্নেহকে ভালবাসার আদর্শ করিয়া উহার দ্বারা স্বর্গের কি পৃথিবীর অন্য ভালবাসা পরীক্ষা করা যায়, কোন স্থানেরই প্রেম আর একটী নূতন ভাবের উদ্ভাবন বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহারই দ্বারা ঈশ্বর নিজ প্রেম মনুষ্য সমাজে জ্ঞাপন করেন।” চ্যানিং ‘এডুকেশান’ অর্থাৎ শিক্ষা নামক নীতিগর্ভ প্রবন্ধসারে সন্তানের চরিত্র গঠন ও সৎশিক্ষার উপকারিতা সুন্দররূপে বুঝাইবার জন্য শিক্ষককে পিতা মাতার সহিত সমান অধিকার দিয়াও এক স্থানে বলিয়াছেন যে “পিতা মাতার সন্তানের

উপর প্রয়োজনীয় কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা আছে এবং সেই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে তাঁহারা বাধ্য হন। সুলেখক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবন চরিত ইংরাজীতে লিখিয়া আপনার লেখনীকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। প্রতাপ বাবু উল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "কেশব বাবুর মহত্ত্ব কেশব বাবুর মাতারই গুণে। তিনি অন্তিমকালে জননীর সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ এই;— মাতা বলিয়াছেন "আমার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া সে বলিল কিছুতেই কি আমার যন্ত্রণা আরোগ্য হয় না?" "আমি বলিলাম বাছা! তোমার যন্ত্রণা আমার পাপের ফল, ধার্ম্মিক পুত্র অধার্ম্মিকা পাপপরায়ণা মাতার পাপের ফল ভোগ করে। "কেশব করুণ স্বরে বলিল 'মা! এমন কথা বলিবেন না, পরম মাতা স্বর্গস্থ জননী আমারই মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত আমার নিকট পাঠাইতেছেন।" সন্তানের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া তাঁহাকে শোকে বিহ্বলা হইয়া অনুতপ্তহৃদয়ে অতিশয় রোদন করিতে শুনিয়া তিনি কাতরস্বরে বলিলেন "আপনার মত মাতা কোথায়? আপনার সমস্ত সদ্‌গুণকলাপ ঈশ্বর আমাকে দিয়াছেন। যাহা কিছু আমার তাহা সকলি আপনার।" এই বলিয়া তিনি জন্মের মত জননীর পদ রেণু মস্তকে ধারণ করিলেন।

পৃথিবীতে স্ত্রীলোক অধিক না পুরুষ অধিক?

ভারতবর্ষ ও কলিকাতার লোকসংখ্যা গণনায় প্রকাশিত হইয়াছে যে এ দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক। পুরাতন মহাদেশের অনেক স্থলেই এই রূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। কিন্তু নূতন মহাদেশ আমেরিকার সকলই নূতন। যুক্ত রাজ্যের (ইউনাইটেড ষ্টেটসের) লোক সংখ্যা গণনায় যেরূপ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক প্রদেশে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষই অধিক। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও নগরের পত্তনকাল অনুসারে স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার যে রূপ ন্যূনাধিক্য দেখা যায় তাহা আশ্চর্য্য এবং তাহাহইতে অতি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ফিলাডেলফিয়া টাইম্‌স নামক সাময়িক পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

যুক্তরাজ্যে পুরুষ সংখ্যা ৫ কোটী, কিন্তু স্ত্রীলোক সংখ্যা প্রায় ৪ কোটী, ৯১ লক্ষ অর্থাৎ সে দেশে পুরুষ অপেক্ষা প্রায় ৯ লক্ষ অধিক স্ত্রীলোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রকৃতির একটী রহস্য বুঝা কঠিন। স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অল্পসংখ্যক হইলেও দীর্ঘজীবিনী। শতায়ুদিগের মধ্যে পুরুষ ১৪০৯, কিন্তু স্ত্রীলোক ২৬০৭ জন। বয়স অনুসারে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার অনেক কম বেশী দেখা যায়। বাল্যকালে পুরুষ সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ অধিক থাকে, ১৬ বৎসরের পর পুরুষের সংখ্যা কমিতে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ৩৬ বৎসর বয়স কালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হয় এবং ৭৫ বর্ষের পর স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া যায় অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়। প্রকৃতির নিয়মের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে। স্ত্রী সংখ্যার আধিক্য নিবারণার্থ আবার অধিক সংখ্যক বালক ভূমিষ্ঠ হয়। যুক্তরাজ্য ৪৯টী প্রদেশে বিভক্ত, তন্মধ্যে অরিজানা, ডেলাওয়ার, ফ্লরিডা, লাউসিয়ানা, মন্টানা ও উত্তর কারোলিনা এই ছয়টী মাত্র প্রদেশে অধিক বালিকার জন্ম হয় এবং ১১ হইতে ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষাপেক্ষা তাহাদের সংখ্যা অধিক থাকে। যে দেশ যত প্রাচীন, তাহাতে স্ত্রীলোক সংখ্যা তত অধিক দেখা যায়। এই কারণে যুক্তরাজ্যের ১৩টী আদিম উপনিবেশে স্ত্রীলোকের ভাগ অধিক। কিন্তু ডেলাওয়ার ও উত্তর কারোলিনা তাহাদের অন্তর্ভূত নহে। লোকের প্রকৃতি এবং জল বায়ুর তারতম্যানুসারেও পুরুষ ও স্ত্রী জন্মের যে প্রভেদ হইতে পারে, তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

যুক্তরাজ্যের পূর্ব্ব প্রদেশ সকলে পুরুষ সংখ্যা কম এবং পশ্চিম প্রদেশ সকলে স্ত্রী সংখ্যা কম। ইডোহা নামক একটী নূতন উপনিবেশে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা দ্বিগুণ। মাসাচুসেট্স সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিবেশ, তথায় পুরুষ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। এস্থলে প্রাচীন ও নূতন বসতি ভেদে স্ত্রী পুরুষ সংখ্যা নিয়মিত হইতেছে বলা যায়। এই সকল প্রদেশে বালক ও বালিকাদিগের মধ্যে সংখ্যায় যত প্রভেদ দেখা যায়, প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়াদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে অনেক পুরুষ কার্য্যোপলক্ষে পশ্চিম প্রদেশে গমন করে, ইহাও প্রভেদের একটী কারণ বলিয়া লক্ষিত হয়।

পূর্ব্ব প্রদেশ এবং পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার যেমন তারতম্য দেখা যায়; প্রদেশ এবং নগরের মধ্যে আবার সেইরূপ দেখা যায়। নগর সকলে প্রায়ই স্ত্রী সংখ্যা অধিক। প্রদেশ অপেক্ষা নগর অধিক প্রাচীন, ইহা তারতম্যের কারণ হইতে পারে। যে নগর আবার যত প্রাচীন, তাহাতে স্ত্রী সংখ্যা তত অধিক। নিউইয়র্ক একটী অতি প্রাচীন নগর, তথায় ৫ ও ১৭ বৎসরের মধ্যে বালক অপেক্ষা বালিকা ৪৬৮০ অধিক;

কিংস কাউণ্টীতে ১৭০৮, বালটীমোরে ১১২৫, সকোকে ১০১৩ এবং অর্লিয়ান্সে ২২৩৩ অধিক। নিউ অর্লিয়ান্স ছাড়া আর সকল প্রদেশে বালক অধিক জন্মে। জর্জিয়া প্রদেশে ১৪৭টী কাউণ্টী বা জেলা তন্মধ্যে কেবল ২৬টী জেলায় বালিকা অপেক্ষা অধিক বালকের জন্ম হয়। নিউ অর্লিয়ান্সে ফরাসী অধিবাসী সংখ্যা অধিক বলিয়া বালিকার সংখ্যা অধিক কেহ কেহ অনুমান করেন। জর্জিয়া অপেক্ষাকৃত নূতন উপনিবেশ বলিয়া পুরুষাধিক্য স্বাভাবিক।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার ন্যূনাতিরেক সম্বন্ধে যে সকল কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কারণও থাকিতে পারে এবং মানবের স্বভাব চরিত্র ও নৈতিকভাব একটী প্রবল কারণ বলিয়া বোধ হয়। যাহাহউক এ বিষয়টী বিশেষ অনুসন্ধানযোগ্য এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে জলই মানুষের স্বাভাবিক পানীয়। বিশুদ্ধ জল পাইলে অন্য কোন প্রকার পানীয় আবশ্যক হয় না। কিন্তু মানুষে অনেক প্রকার কৃত্রিম পানীয় প্রস্তুত করিয়াছে, তন্মধ্যে চা, কাফি ও মদ্য প্রধান। চা ও কাফি অল্প পরিমাণে পাইলে বোধ হয় কোন অপকার হয় না। প্রাতঃকালে উঠিয়া অল্প পরিমাণে চা অথবা কাফি খাইলে শরীরের জড়তা নষ্ট হয় এবং শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। অথবা গুরু পরিশ্রমে যখন শরীরের অতিশয় ক্লান্তি বোধ হয়, তখন অল্প পরিমাণে ইহা খাইলে সেই ক্লান্তি দূর হয় এবং শরীরের সজীবতা সম্পাদিত হয়। কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ইহাতে অবশ্যই অপকার হয়। শুইতে যাইবার পূর্ব্বে ইহা খাওয়া উচিত নয়, কারণ ইহাতে ঘুমের ব্যাঘাত করে।

আমাদের দেশে এই দুই দ্রব্যের যত ব্যবহার হউক না হউক, মদ্য পানের বহুল প্রচার হইয়াছে। দিন দিন ইহার ব্যবহার যেরূপ বাড়িতেছে এবং ইহা হইতে যেরূপ অপকার সাধিত হইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে দুই একটী কথা বলিলে বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণের অরুচিকর হইবে না।

মদ্যপান করা উচিত কি না? এপ্রশ্ন স্বভাবতই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে মদ্য পান উপকারী কি অপকারী তাহা এখন আলোচ্য নয়, যুবকদিগের ইহা পান করা উচিত কি না

আপাততঃ তাহা দেখা যাউক। এ বিষয়ে উত্তর অতি সহজ এবং তাহা এই যে—যুবকদিগের সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান হইতে বিরত থাকা উচিত। আমাদের এই প্রকার মত হইবার কারণ এই :—

এই কালে অবয়বাদির বৃদ্ধির জন্য মদ্য কোন উপকারে আইসে না। এই কালে অঙ্গাদির বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শ্রম ও নাইট্রোজেনবিশিষ্ট খাদ্যের আবশ্যক হয়। মদ্যে কিছুমাত্র নাইট্রোজেন নাই; সুতরাং ইহাতে শরীরের কিছুমাত্র পুষ্টি-সাধন হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন যে ইহাতে অন্য প্রকারে শরীরের উপকার সাধন করিতে পারে। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে ইহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি করে; শরীর এবং মনের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে; এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ বৃদ্ধির সহায়তা করে। কিন্তু মদ্য পানে ইহার মধ্যে একটি কার্য্যও সম্পন্ন হয় না। মদ্য পান করিলে ক্ষণকালের জন্য বল বৃদ্ধি অনুভব হয় বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর দুর্ব্বলতা অনুভব হয়। গুরুতর পরিশ্রম-জনিত ক্লান্তি অনুভব হইলে, মদ্যপান করিলে ক্ষণকালের জন্য সে ক্লান্তির অব-সান হয় বটে,কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দ্বিগুণ-তর ক্লান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মদ্য পানে আপাততঃ যে বল ও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি অনুভব হয়, সে সকলই ক্ষণস্থায়ী এবং অধিকতর ক্লান্তি এবং কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। মদ্যপানে শরীরের অভ্যন্তরস্থ উত্তাপের কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না। মদ্য পান করিলে ক্ষণকালের জন্য যে উত্তাপ অনুভূত হয়, তাহা শরীরের অভ্যন্তরীণ নহে, বাহ্যিক উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং ইহাতে উত্তাপ হ্রাস করে। তাহার কারণ এই যে আমাদের শরীরের মধ্যস্থ উত্তাপ, শরীরের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গারক পদার্থ (Carbon) এবং অম্লজন (Oxygen) সংযোগে হইয়া থাকে। কিন্তু মদ্য পান করিলে আমাদের রক্তস্থিত অম্লজন মদ্যের সহিত মিলিত হইয়া বাহ্যিক তাপ উৎপাদন করে। সুতরাং কতক অম্লজন ঐরূপে নষ্ট হওয়াতে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ তাপও ঐ পরিমাণে কমিয়া যায়। ইহাতে কি তবে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়? অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ইহাতে ক্ষুধা নষ্ট করে, বৃদ্ধি করে না। বিশেষতঃ শ্রমশীল যুব-কের পক্ষে ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ ঔষধ আবশ্যক হয় না।

উল্লিখিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে মদ্য পানে কোন উপকার নাই, সমূহ অপকারের সম্ভাবনা আছে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে শিশুদিগকে মদ্য পান করা-ইলে তাহাদিগের বল ও বুদ্ধির হ্রাস হয়, তাহাদের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়, এবং অন্যান্য প্রকারে তাহাদের নানা অনিষ্ট সাধিত হয়। যদি মদ্য পানে কোন উপকার না হয়, বরং অপকারের আশঙ্কা থাকে, তাহাইহলে সুধু সুধু

বিপদে গিয়া পড়া নির্ব্বোধের কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

মদ্য পানে যে কেবল শরীরেরই অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা নহে। মদ্য পান করিলেই মস্তিষ্কে অপরিমিত রক্ত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্ষণ কাল পরেই সেই পরিমাণে রক্ত মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া যায়। এই উভয়ই মস্তিষ্কের পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাতে ইহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয় এবং কিছুকালের মধ্যে ইহা বিকৃত হইয়া যায়। মস্তিষ্ক মনের আধার সুতরাং মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে নানা প্রকার মানসিক বিকার উপস্থিত হয় এবং মনুষ্যের ধর্ম্মভাব ও চরিত্র হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

এই কালে, মদ্য পান হইতে যে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকা উচিত, তাহার আর এক কারণ এই যে এই কালে যাবতীয় অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। এ সময়ের অভ্যাস দৃঢ় বদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহা সহজে উৎপাটিত হইবার নহে। মদ্য পানের এমনই গুণ যে ইহাতে নিয়ম রাখা (বিশেষতঃ এই কালে) অতিশয় কঠিন কার্য্য। অনেকে প্রথমতঃ নিয়মিতরূপে মদ্য পান করিতে যাইয়া পরিশেষে ঘোর মাতাল হইয়া পড়েন। যে কোন অভ্যাস হউক না কেন, উহা সহজে দূরীকৃত করা যায় না। বিশেষতঃ এই অভ্যাস দূর করা এক প্রকার অসাধ্য সাধন হইয়া উঠে। কত শত বুদ্ধিমান কৃতবিদ্য যুবক এইরূপে নিয়মিতরূপে মদ্য পান করিতে যাইয়া ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সব হারাইয়াছেন এবং পরিশেষে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মদ্য পানের ফলে প্রতি দিন কত রোগ, কত শোক, কত অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে; প্রত্যহ কত শত হৃদয়-বিদারক ও লোমহর্ষণ কাণ্ড হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে?

নূতন সংবাদ।

১। জর্ম্মণ সম্রাট্ ইংলণ্ডে উপস্থিত। দিদীমা ইংলণ্ডেশ্বরীর অতিথি হইয়া কিছু দিন থাকিবেন। আমরা আশা করি এই উপলক্ষে তাঁহার জননীর সহিত মনোবাদের শান্তি হইবে।

২। কোলাপুরের বিধবা রাণী শাকবার বাই সাহেব স্থানীয় বালিকাগণের পারিতোষিক বিতরণ কালে স্বয়ং ইংরাজীতে এক বক্তৃতা পাঠ করেন এবং বিদ্যা শিক্ষায় ছাত্রীদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন।

৩। লেডী লান্সডাউন পীড়িত হইয়াছিলেন, আরোগ্য লাভ করিতেছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।

৪। গত ১লা জুলাই লণ্ডন বিক্‌টোরিয়া ইনষ্টিটিউট সভার বার্ষিক অধিবেশন মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক সাইস ৩৫০০ বৎসরের পুরাতন এক আসিরীয় পুস্তকালয় আবিষ্কার করিয়া তাহার যে আশ্চর্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহা সভাস্থলে পঠিত হয়। এই প্রাচীন সময়ে সমুদয় সভ্য জগতে বাবিলোনীয় ভাষা প্রচলিত ছিল, বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত ছিল এবং আরও অনেক পুরাতত্ত্ব ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কতকগুলি খোদিত প্রস্তর ফলকও প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। গত ৩রা আগষ্ট বঙ্গ-মহিলা সমাজের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ আগামী বারে প্রকাশ্য।

৬। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলান্তর্গত এটোয়া নগরীতে সম্প্রতি একটি শিক্ষিতা রমণী উপনীত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ অঙ্গের এমন কোনও গ্রন্থ নাই, যাহা ইনি পাঠ করেন নাই। বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, স্মৃতি, কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে ইনি অতি উচ্চ দরের পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিন চারি ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া সংস্কৃত ভাষায় মৌখিক বক্তৃতা করিতে পারেন। আমাদের সংবাদদাতা ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন। রমণীর নাম জানকী বাই, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম ২২ বৎসর, সধবা এবং পুত্রবতী, নিবাস জয়পুরের নিকট নার্ণুর গ্রাম। ইঁহার স্বামীও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম এই বিদুষী রমণী কলিকাতায় আগমন করিয়া বাঙ্গালী ভগ্নীদিগের মধ্যে সুনীতি প্রচার করিবেন এরূপ মানস করিয়াছেন।

৭। গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজধানী লস্কর নগরে সম্প্রতি একটি বিধবা বিবাহ হইয়াগিয়াছে। পাত্রের নাম রামচরণ, জাতি ক্ষত্রিয়, বয়স ২৬ বৎসর; পাত্রী যশোদা দেবী, জাতি ব্রাহ্মণ, বয়স ১৮ বৎসর; উভয়েই শিক্ষিত। বিবাহ হিন্দু মতে সম্পন্ন হইয়াছে।

বামা রচনা।

বঙ্গ মহিলার পত্র।

প্রিয় ভগ্নী শ্রীমতী ন :—

আমরা সবাই এসেছি ভাই
ভাগীরথীর কোলে;
হেথায় শোভা নয়নলোভা
দেখ্‌লে আঁখি ভোলে!
করি মধুর ধ্বনি সুরধুনী
সাগর পানে যান,
কত লহরী চল্‌ছে মরি

তুলি সুধার তান।
বাতাস পেয়ে উঠ্‌ছে ধেয়ে
ছোট্টো ছোট্টো ঢেউ,
ব্যস্ত হেন, ডাকছে যেন
আদর করি কেউ!
তরুর শাখে, বিহগ ডাকে
"বউ কথা কও" বলে;
ঘোম্‌টা খুলে বউরা মিলে
ডুব দিতেছে জলে!
ভাগ্যে বঙ্গে ছিলেন গঙ্গে
তাই এ "সু" যোগ পেয়ে,
কোলের ছেলে আস্‌ছে ফেলে
দেশ বিদেশের মেয়ে!
আমরা তো ভাই, সময় কাটাই
বসি ঘরের কোণে,
কপাল লেখা হয় না দেখা
সাগর ভূধর সনে!
আঁধার মতন, সোণার জীবন
যাপন করি মোরা,
কপালে ছাই হবে কি ভাই
দেশ বিদেশে ঘোরা!
বিধির সৃষ্টি কতই মিষ্টি
দেখা কি হায় হবে,
বল দেখি বোন। জুড়াবে মন,
সাধ পূরিবে কবে?
নূতন কথা, দেখ্‌লেম হেথা
"গঙ্গা-তীরে মেয়ে"
সাজা গোজা, ভূতের বোঝা
বেড়ান শুধুই বয়ে!
গৃহধর্ম্ম কাজ কর্ম্ম
মর্ম্ম নাহি বোঝেন;
ষোল আনা বিবিয়ানা
তাই কেবলি খোঁজেন!
সিঁথির পাশে "পেথাম" ভাসে
হয়ে ময়ূর হারা,
গাউন, বডি, লাখ্ কি কোটী
দ্রৌপদী-বাস পারা!
চোখ রাঙ্গিয়ে মুখ বাঁকিয়ে
ছাড়েন "কেকা তান;
কথায় কথায় "রাগের মাথায়"!
"সভ্য" অভিমান।
সভ্য কিসে—বিলাস বিষে
দেহে ধরেছে ঘুণ;
নভেল নাটক পড়ায় চটক
অইটী আছে গুণ!
ভাবেন মনে অনুক্ষণে
আকাশ পানে চেয়ে,
"রসুই ঘরে কেমন করে
থাকে বঙ্গ মেয়ে!
হয়ে ভার্য্যা পরিচর্য্যা
করে পতির পায়!
গুরু যেবা তাকেই সেবা
খাটুনি পেটে খায়!
হায় রে কি পাপ, আতর গোলাপ
ল্যাবেণ্ডার না মাখে,
পাড়াগেঁয়ে পেত্নীগুলো
কিসের সুখে থাকে!"
ভেবে এ কথা, সোণার লতা
হাসেন কতই হাসি;
(তাঁদের) খাইয়ে দেয় "বামুন দিদী"
আঁচিয়ে দেয় দাসী!
বিনীত বেশে পতি এসে

সারাদিনের পরে,
ছেলে রাখেন, আলো জ্বালেন
শয্যা পাতেন ঘরে !
হোথা "বুড় মাগী" (শ্বশ্রূ না-কি)
চাউল ডাউল মাপেন,
মনেতে ভয় পাছে কি হয়
"বৌমা" আস্ত খাবেন !
এমন হলে কদিন চলে
এই কাঙ্গালের দেশ ?
রক্ত মাংস ক্রমে ধ্বংস
হাড় ক খানি শেষ !
যে দেশেতে হরষেতে
অন্নপূর্ণা পূজে,
ধান্য ধন সমর্পণ
লক্ষ্মী-পদাম্বুজে,
সে দেশ যুড়ে, আলসে কুড়ে,
লক্ষ্মী ছাড়ার মেলা,
এর চেয়ে হায় দেখ্‌বে কোথায়
নূতন তর খেলা !
বল্‌ছি তাও আছেন হেথাও
দেবীর মত নারী,
কেমন নরম কতই সরম
সদাই সদাচারী ;
পরের দুঃখে কমল চোখে
অশ্রু-ধারা ঝরে,
আপ্‌না ভোলা, হৃদয় খোলা,
খাটেন পরের তরে !
শুক্তি মাঝে মুক্তা সাজে,
ফুল তো ফোটে বনে.
কে দেখে তায় গুণেই জানায়
এইটী রেখ মনে।
সম্ম্‌খেতে আনন্দেতে
খেল্‌ছে গিরিবালা,
দেখ্‌লে তায় জুড়ায় হায়
হৃদয় ভরা জ্বালা।
যেখানে যাই সেই খানে ভাই
"আর্য্য-কীর্ত্তি" রাশি,
(কিবা) স্বরগ মেয়ে পড়্‌লো ছেড়ে
ভারত ভূমে আসি !
শুভ জনম ধন্য করম
ভগীরথের ভাই !
তাঁর প্রসাদে মনের সাধে
গঙ্গা নেয়ে যাই।
আজ মনের কথা বুকের ব্যথা
তোমার কাছে ব'লে,
দিতেছি হার (এ উপহার)
বামা-বোধিনী-গলে।

শ্রীম—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৬ সংখ্যা | ভাদ্র ১২৯৬—সেপ্টেম্বর ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ষড়্‌বিংশ শুভ জন্মোৎসব।

মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় বামাবোধিনী গত বর্ষে ইহার পঞ্চবিংশ বার্ষিক জুবিলী সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতে ইহার হিতৈষী বন্ধুগণ ইহার প্রতি যেরূপ আশাতীত সহানুভূতি ও স্নেহ-নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইহা জীবনে ভুলিবে না। ইহার ভাগ্যে পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব ঘটিবে কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাহা না হইলেও ইহা ইহার জীবনে নারীজাতির যে উন্নতি দর্শন করিয়াছে এবং নারীজাতির সেবায় নিযুক্ত হইয়া সাধারণের যে অনুরাগ ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাহাতে কৃতার্থ হইয়াছে। ঈশ্বর-কৃপায় ইহার জীবন যত দিন থাকিবে, সেই স্মৃতি ইহার অবলম্বিত ব্রত পালনে ইহাকে উৎসাহিত ও সবল করিয়া রাখিবে। আজি বামাবোধিনী

২৬ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২৭ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজি বামাবোধিনী ভক্তিভরে জীবন-দাতার চরণে প্রণত হইতেছে এবং ইহার হিতকারী বন্ধু ও অনুগ্রাহক গ্রাহক গ্রাহিকা সকলকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপ-হার অর্পণ করিতেছে। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন ইহার সপ্ত-বিংশ বর্ষ যেন নিরাপদে গত হয় এবং ইহা উপযুক্তরূপে আপনার কর্ত্তব্য ভার বহনে সক্ষম হয়। সকলের স্নেহ ও অনুগ্রহ দৃষ্টি ইহার উপরে থাকিলে ইহার উন্নতি ও কল্যাণের পক্ষে আর কোন সংশয় থাকিবে না। আজি ইহার শুভ জন্মদিনে দিক্ সকল ইহার প্রতি প্রসন্ন হউক, ভুলোক দ্যুলোক মধুর হাস্য করিতে থাকুক, আজি ভুলোকের বায়ুহিল্লোল ইহার জন্য মধু বহন করুক, আজি দ্যুলোকস্থ নক্ষত্ররাজি মধুর জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ইহার পথ দিব্যালোকে আলোকিত এবং ইহার জীবন নবভাবে পূর্ণ করুক।

সপ্তবিংশ সহোদরা আকাশের তারা,
আগুসারি এসো লয়ে মুখে জয়ধ্বনি,
বর্ষে বর্ষে ঢালি কত আনন্দের ধারা,
সুধাময় সুখময় করেছ অবনী। ১
কত রবি কত চন্দ্র কত গ্রহদল,
তোমাদের জ্যোতিচক্রে হয় বিঘূর্ণিত,
সবে মেলি করি আজি গগন উজ্জ্বল
নৃত্য কর, গাও মহা প্রেমের সঙ্গীত। ২
অশ্বিনী ভরণী এস কৃত্তিকা রোহিণী,
মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, স্বাতি, ভাদ্রপদ,
হাত ধরাধরি করি যতেক ভগিনী,
সঙ্গে লয়ে এস যত স্বর্গের সম্পদ। ৩
আজি সপ্তবিংশ বর্ষে করি পদার্পণ,
একে একে তোমাদের যাচিছে প্রসাদ,
একে একে করি সবে কর প্রসারণ,
বামাবোধিনীর শিরে কর আশীর্ব্বাদ!
যুড়িয়া অনন্ত দেশ অনন্তের লীলা
দেখিয়াছ দেখিতেছ দেখিবে বা কত,
ইহার এ ক্ষুদ্র প্রাণ দুদিনের খেলা,
সীমাবদ্ধ স্থানে কালে হইবে বিগত। ৫
তবু যাঁর কৃপাবলে তোমরা রক্ষিত,
নিশি দিন কর যাঁর করুণা কীর্ত্তন,
তাঁর দয়া এ বালার নহে অবিদিত,
তাঁর কার্য্য সাধিবারে ইহার জীবন। ৬
লও এবে সাথী করে তোমাদের সনে,
তোমাদের মত দেব-ইচ্ছা শিরে ধরি,
যথাশক্তি রত হয়ে কর্ত্তব্য সাধনে,
সার্থক করুক প্রাণ আপনা পাশরি। ৭
ইহার এ নব বর্ষ বিধির বিধান,
নব ভাবে পূর্ণ হো'ক নবোৎসহময়,
দেখি, শুনি, সাধি—নারী কুলের কল্যাণ,
গাউক উৎসাহভরে জগদীশ জয়। ৮

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সিংহ শার্দ্দুল যুদ্ধ—সম্প্রতি আলিপুরের পশুশালায় এক সিংহী ও ব্যাঘ্রীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ভৃত্যাদিগের অসাবধানতা বশতঃ একের ঘরে অন্যটি প্রবেশ করিয়াছিল। কয়েক মিনিট যুদ্ধের পর রণে সিংহীই হত হইয়াছে।

অদ্ভুত মনুষ্য—(১) তিন বৎসর অতীত হইল দীর্ঘলোমা মাতা পুত্র ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত হইয়া ভারতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, সম্প্রতি মধ্য এসিয়ায় এরূপ লোমশ স্ত্রীলোক পাওয়া গিয়াছে। এক জন লোক পেলবোরণ নগরে তাহাকে প্রদর্শন করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন।

(২) মেক্সিকোর উত্তরাংশে কতকগুলি অসভ্য আদিমবাসী আছে, তাহারা শৃগালাদির ন্যায় গর্ত্তে বাস করে।

রাজসংবাদ—মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী বাতরোগে বড় কষ্ট পাইতেছেন, শুনিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। পারস্যের শাহার সম্মানার্থ মারলবরো রাজপ্রাসাদে যে উদ্যান-ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে তিনি যুবরাজকে বাম হস্তে ধরিয়া ও যষ্টির উপর ভর দিয়া তবে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।

(২) জর্ম্মণ সম্রাট ২য় উইলিয়ম ইংলণ্ড দর্শনে বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বরী এক দল জর্ম্মণ সৈন্যের "কাপ্তেন" উপাধি পাইয়াছেন।

(৩) স্পেনের রাজমাতা বেলুন চড়িয়া শূন্যে উড়িয়াছিলেন। প্রজাপুঞ্জ তাঁহার সাহস দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

(৪) ২০ শে জুলাই লর্ড ফাইফের সহিত রাজকুমারী লুইসের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রাজকুমারী প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছেন।

(৫) স্যাক্সনীর রাজ্ঞী অনেক সৎকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সকল শ্রেণীর রমণীগণ ধাত্রী (Nurse) কার্য্য শিক্ষা করেন, এজন্য তাঁহার বড় অনুরাগ। ড্রেসডেন নগরে এক বৎসর মধ্যে তাঁহার উৎসাহে ১২০০ কার্য্যক্ষম ধাত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।

স্ত্রী চিকিৎসা—শোলাপুরে একটী স্ত্রী-মেডিকেল স্কুল ও একটী স্ত্রী হাঁসপাতাল স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই জন্য একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। সোরাবজী নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলা স্বজাতীয় ও ইংরাজী ভাষায় সদনুষ্ঠানের সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

স্ত্রী বিদ্যালয়—২১শে শ্রাবণ সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ইটালী হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের বাটীর ভিত্তি-

প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী কলকোহন গ্রাণ্ট স্বহস্তে রৌপ্য কর্ণিক্ দ্বারা ভিত্তি মূলে পঞ্চ রত্ন প্রোথিত করিয়াছেন। সভাস্থলে মিঃ বিভারিজ মহোদয়, কয়েকটী ইংরাজ মহিলা ও দেশীয় ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

দাতব্য—(১) লেডী ডফরীণ ফণ্ডে যুবরাজপত্নী ৫০ গিনি এবং এক সওদাগর কোম্পানি ৫০০ গিনি দান করিয়াছেন।

(২) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মহিষাদলের রাজা যতিপ্রসাদ গর্গের নিকট হইতে হিন্দুহোষ্টেলের দ্বিতল নির্ম্মাণার্থ ৩২ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আরও শুনা যায় তিনি কাসিম বাজারে গিয়া প্রচুর সাহায্যের আশা পাইয়াছেন।

(৩)বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিধবা পত্নী রাণী রাজকুমারী দাসী সংস্কৃত কলেজে এক টাকা বেতনে ৫০ জন ছাত্রের পড়ার জন্য কতকগুলি টাকা দান করিয়াছেন।

(৪) মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুর মুরসিদাবাদে এক হিন্দু ধর্ম্মালয় স্থাপন জন্য ৫০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

কীট রহস্য—আমেরিকার এক পত্রিকাতে প্রজাপতির এক অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। হাজার হাজার প্রজাপতি একখানা রেল গাড়ির চাকা এমনি আটকাইয়া ধরিয়াছিল যে দুখানি এঞ্জিন দিয়া টানাইয়াও তাহা নড়ান যায় নাই।

স্ত্রী ডাক্তার—মান্দ্রাজের কুমারী জগনাথম এডিনবর্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া L. R. C. P. উপাধি পাইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য জাতীয় সভা হইতে ২৫০ টাকা পাইয়াছেন।

অদ্ভুত বিবাহ—সোমপ্রকাশ লিখিয়াছেন যে সম্প্রতি জনাইয়ের সন্নিকট বামডাঙ্গা নামক স্থানে, ২৮ বর্ষ বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ ৮ মাস বয়স্কা একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন! জামাতা কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে ২০০ টাকা পণ গ্রহণ করিয়াছেন!

মহোচ্চ প্রাসাদ—পৃথিবীতে ৭টী মহোচ্চ প্রাসাদ আছে, তন্মধ্যে ইফেল টাউয়ার ৯৮৪ ফুট, ইউনাইটেড ষ্টেটসের ওয়াসিংটন নগরে ওবেলিস্ক প্রাসাদ ৫২২ ফুট, ফরাসী রাজ্যে রাওয়েল কেথিড্রেল ৪৯২ ফুট, মিসর দেশান্তর্গত ঘিজের পিরামীড ৪৭৮ ফুট, ভিয়েনা নগরের সেণ্ট ষ্টিভেন্স প্রাসাদ ৪৫২ ফুট, রোমের সেণ্ট পিটার্স কেথিড্রেল ৪৪২ ফুট, এবং লণ্ডনের সেণ্ট পলস কেথিড্রেল ৪২০ ফুট উচ্চ। সঞ্জীবনী!

পুস্তকালয়—বোম্বের পরলোক গত সিবিল সার্জ্জেণ্ট শ্রীপদ বাবাজি ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের এক পুস্তকালয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে মা আর স্ত্রী, সন্তানাদি কিছুই নাই। তাঁহার মার ইচ্ছা এই পুস্তকালয়টী ঠাকুর সাহেবের নামে নামকরণ করিয়া সাধারণকে দান করেন।

শ্রমদক্ষ নারী—জর্জিয়ার কুমারী জেন স্মিথ কাপ্তেন জেন স্মিথ নামে বিখ্যাত। তিনি তাঁহার ভগিনীর সাহায্যে গত যুদ্ধের পর ২০০ একর বা প্রায় ৪৮০ বিঘা ভূমি চাষ করিয়াছেন। তাঁহারা কফি ছাড়া আর সকল প্রকার গাছ তৈয়ার করেন। নিজের জন্য বস্ত্রবয়ন করেন।

স্ত্রী-কমিসনর—কুমারী মেরী সেমোর নিউইয়র্ক প্রদেশের হইয়া যুক্তরাজ্যে কোর্ট অব ক্লেমের কমিসনার কার্য্য হইবার করিয়াছেন, এক্ষণে সমগ্র যুক্তরাজ্যের কোর্ট অব ক্লেমের কমিসনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলির কুবের—আমেরিকাবাসী জে সাহেব বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় ধনবান। তাঁহার সম্পত্তি অন্যূন ষাটি কোটী মুদ্রা। এক জন গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার স্বর্ণ মুদ্রা উপর্য্যুপরি রাখিলে ১৩ মাইল অর্থাৎ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরের বিশ গুণ উচ্চ এবং পঞ্চাশৎ টাকার নোট যোড়া দিলে লণ্ডন হইতে মস্কাউ পর্য্যন্ত যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যত লোক আছে, তিনি প্রত্যেককে এক সিলিং (প্রায় ৷৵০ আনা) করিয়া দিতে পারেন।

ধনাঢ্যা রমণী—কুমারী নেলী গুলড আমেরিকার কুমারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্যা, তাঁহার হস্তে ৬০ লক্ষ ডলার আছে। তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। তিনি অতি শান্তভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁহার ব্যয়ে দরিদ্র স্ত্রীলোক ও পীড়িত শিশুদিগের জন্য স্থাপিত ৬টী আশ্রমের কার্য্য চলিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকার দানও আছে।

কুমারী মেরিয়া মিচেল, এল, এল, ডি।

সম্প্রতি এই অসাধারণ গুণবতী রমণী পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ উইলিয়ম মিচেলের কন্যা। ১৮১৮ খৃঃঅব্দের ১লা আগষ্ট মেসেচুসেট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার গণিত শাস্ত্রের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে এবং শীঘ্রই পিতার গাঢ় গবেষণার সহকারিণী হইতে শিক্ষা করেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি নানটুকেট এথিনিয়ম পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। তদবধি তিনি ছুর্লক্ষ্য তারাবলী (Nebulæ) এবং ধূমকেতু সকলের গতি নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একটী নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন—ইহার জন্য ডেনমার্কের অধিপতি তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক পুর-

স্কার দেন। তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের প্রধান প্রধান মানমন্দির সকল দর্শন করিয়াছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে তিনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা সার জন হারসেল ও সার জর্জ এরি, পারিসের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লিভেসিয়ার এবং বার্লিনের বিখ্যাত ভ্রমণকারী হামবোল্টের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ অব্দে তিনি ভাসার কলেজের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং তত্রত্য মানমন্দিরের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রতিদিন নিয়মিত অধ্যাপনা কার্য্য সমাপন করিয়া অবশিষ্ট সময় সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্ক সকল (spots) এবং বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের উপগ্রহ সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলম্বিয়া কলেজ হইতে এল এল ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। হানোভার কলেজ বহুদিন পূর্ব্বে (১৮৫২ সালে) তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তিনি বহুসংখ্যক বিজ্ঞান সমিতির সভ্য ছিলেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে তিনিই প্রথম আমেরিকার একাডমি অব আর্টস এণ্ড সায়েন্স সভা কর্ত্তৃক সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি কল্পে তিনি এক জন প্রধান উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন। আমেরিকার অনেকগুলি নারী সমাজ তাঁহা হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন বিদুষী রমণীরত্নের তিরোভাবে কেবল আমেরিকা কেন, সমগ্র সভ্য জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

মহাভারতের গল্প।

কৃতঘ্ন।

(শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম—১৬৮ অধ্যায়)

দাক্ষিণাত্যবাসী গৌতম নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ একদা ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে এক ম্লেচ্ছরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্রহ্মবর্জ্জিত চণ্ডালদেশে কেবল দস্যুগণের বাস। এক সমৃদ্ধিশালী দস্যুর আলয়ে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিল। গৃহস্বামী চণ্ডাল হইলেও অতিশয় আতিথেয় ছিল (১)।

(১) আতিথেয়তা ধর্ম্মটি পূর্ব্বে এ দেশের দস্যু চণ্ডালেও পালন করিত। এক্ষণে উহা ভদ্রসমাজেও দুর্লভদর্শন হইয়াছে। দস্যু, চণ্ডাল, শবর, কিরাত, ব্যাধ, অনার্য্য, ম্লেচ্ছ, প্রভৃতি শব্দ সচরাচর সংস্কৃত শাস্ত্রে একার্থেই ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। ইহারা পার্ব্বত্য ও অরণ্যময় স্থানে বাস করে। পশুমারণ ও পরস্বহরণ প্রভৃতি ইহাদের জীবিকা।

সে পরম যত্নে সেই ভিক্ষার্থী অভ্যাগতের সৎকার করিল। অনন্তর তাহাকে নিরাশ্রয় জানিয়া সেই স্থানে বাস করিতে অনুরোধ করিল। ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলে, দস্যু তদীয় বাসোপযোগী গৃহ ও গৃহসামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে সেই স্থানে বাস করাইল। ব্রাহ্মণকে তথায় স্থায়ী করিবার জন্য দস্যু তাহার বার্ষিক বৃত্তি স্থির করিয়া দিল, এবং এক বিধবা চণ্ডালযুবতীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে স্বজাতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ব্রাহ্মণ চণ্ডালদেশে বাস করিতে করিতে ক্রমে চণ্ডালপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল। নিষ্পাপ পশু পক্ষী ও নিরীহ পথিকগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আত্মপোষণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, একদা তাহার স্বদেশীয় আর এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া দৈবঘটনায় সেই ম্লেচ্ছদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি শুদ্ধাচার ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; সেই দস্যুসমাকীর্ণ স্থানে সাধু লোকের আবাস অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে সেই স্বদেশীয় পরিচিত ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৌতমও সেই সময় পশু পক্ষী বধ করিয়া বন হইতে প্রত্যাগত হইল। তাহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ, স্কন্ধে পশু পক্ষীর মাংসভার, এবং সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত। রাক্ষসের ন্যায় বীভৎসবেশে গৌতমকে আসিতে দেখিয়া অভ্যাগত ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অনন্তর তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ওরে কুলাঙ্গার! তোর একি দুর্দ্দশা? তুই না আমার স্বদেশীয় সেই চিরপরিচিত গৌতম? হায়! তুই পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া কর্ম্মদোষে এককালে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিস্! তোর ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতৃলোক ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করিয়া দেখ! তোর কুলোচিত সদাচারপরম্পরা স্মরণ করিয়া দেখ! তোর দুর্গতি দেখিয়া দুঃখে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তিনি এইরূপে তাহাকে বিস্তর ভৎর্সনা করিলেন, এবং স্বদেশে গিয়া পুনরায় সদাচারে থাকিবার জন্য বিস্তর বুঝাইলেন। গৌতম শেষে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিল, আমি কল্যই এ চণ্ডাল সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিব। ধনলোভেই আমার এ দুর্গতি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আপনার তিরস্কারে আমার চৈতন্য হইল, আজি আপনার দর্শনলাভে আমি কৃতার্থ হইলাম।

অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সে রাত্রি গৌতমের গৃহে বাস করিলেন বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম-চণ্ডালের প্রদত্ত অন্ন জল স্পর্শও করিলেন না। রাত্রি প্রভাত না হইতেই তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গৌতমও প্রত্যূষে উঠিয়া সেই দস্যুদেশ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে দেখিল, এক দল বণিক্ সমুদ্রযাত্রায় চলিয়াছে। গৌতম ধনলাভের চেষ্টায় তাহাদেরই সমভিব্যাহারে চলিল। তাহারা যেমন এক গিরিগহ্বর পার হইবে, অমনি এক মত্ত হস্তী আসিয়া তাহাদিগকে আক্র-

মণ করিল। বণিক্‌দলের প্রায় সকলেই হত হইল। গৌতম প্রাণভয়ে দৌড়িতে দৌড়িতে বহুদূরে গিয়া এক রমণীয় বনভূমি প্রাপ্ত হইল।

সেই বনভূমি অতি প্রশান্ত ও পবিত্র। অপূর্ব্ব ফলপুষ্পের শোভায় যেন তাহা নন্দন-লক্ষ্মী বিস্তার করিয়াছে। যেন তাহা অমৃতময় সরসে আর্দ্র রহিয়াছে। প্রতি পলকেই যেন শান্তি ও করুণা উচ্ছ্বাসিত করিতেছে। শান্তিদেবীর প্রফুল্ল নিশ্বাসবায়ুর ন্যায় দিব্য গন্ধবহ সঞ্চারিত হইয়া তত্রত্য প্রাণিমাত্রেরই আত্মা পুলকিত করিতেছে। মকরন্দনিস্যন্দে অভিষিক্ত থাকায় তরুলতা সকল যেন ভূত-করুণায় দ্রবীভূত হইতেছে। উন্মাদ বিহঙ্গকুলের মধুময় কলকলে বনস্থলী উচ্ছলিত হইতেছে, যেন পতত্রিকুল প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রমুক্তকণ্ঠে সেই রাজরাজেশ্বর বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি করিতেছে। সমস্ত কাননভূমি যেন তপ্তকাঞ্চনময়ী; তাহার অভ্যন্তর হইতে যেন এক শান্ত পাবন অচিন্ত্য বৈভব নিষ্ঠ্যূত হইতেছে। বিশ্ববিধাতা যেন সেই বনভূমিকে সর্ব্ব প্রাণীর জননীরূপে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল; সুমেরুশিখরের ন্যায় তাহার চূড়া ঊর্দ্ধলোক স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার দিগন্তব্যাপিনী অসংখ্য শাখা দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন আশ্রয়ার্থিগণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বয়ং বিরাট পুরুষ সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

প্রাণভয়ে, পরিশ্রমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় গৌতম মৃতকল্প হইয়াছিল। সেই তরুবরের সুশীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইল। সেই বৃক্ষে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক দিব্যস্বভাব বকরাজ বাস করিতেন। তিনি সায়ংকালে আবাসবৃক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তরুতলে একজন অভ্যাগত ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তির হিংসাপূর্ণ পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণিমাত্রকেই চমকিত হইতে হয়; কিন্তু তাহাকে বিপন্ন ও শরণাগত জানিয়া আতিথেয় পক্ষিরাজের হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গিয়া মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে সাধো! আজি আমার কি সৌভাগ্য! আমি ভবাদৃশ প্রিয়তম অতিথির সমাগম লাভ করিলাম। আপনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন হইয়াছেন, এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। এ রাত্রি আমার আলয়ে অবস্থান করুন, কৃপা করিয়া এ ভক্তজনের পূজা গ্রহণ করুন। আমি প্রাণপণ যত্নে আপনার শুশ্রূষা করিতেছি। আপনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া কল্য প্রাতে গমন করিবেন।

কশ্যপতনয় শকুন্তরাজের অমৃতায়মান সম্ভাষণে গৌতম উঠিয়া বসিল। পক্ষীও তাহার যথাবিধি পূজা করিয়া তাহার জন্য দিব্য পুষ্পময় আসন ও সুমধুর ফল জল আহরণ করিলেন, এবং পরম যত্নে তাহার সেবা করিতে লাগি-

লেন। অতিথি আহারে ও পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত হইলে, তিনি কুসুমবাসিত কোমল কিসলয়শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া পক্ষপুটে বীজন করিতে করিতে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৌতম কহিল, আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার নিবাস মধ্যদেশে। ধনলাভের প্রত্যাশায় সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে বিপন্ন হইয়া এস্থানে আসিয়াছি। পক্ষিরাজ কহিলেন,—মহাত্মন্! আপনি আমার পরম প্রীতিপাত্র অতিথি। আপনি পূর্ণকাম হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। যাহাতে আপনার প্রভূত অর্থলাভ হয়, আমি তাহার উপায় করিয়া দিব।

গৌতম পরমাহ্লাদে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে যখন গমন করে, তখন নাড়ীজঙ্ঘ তাহাকে কহিলেন,—হে সৌম্য। আপনি এই পথ দিয়া গমন করুন। এস্থান হইতে তিন যোজন দূরে মেরুব্রজ নামে এক নগর আছে; তথায় বিরূপাক্ষ নামে এক পরাক্রান্ত রাক্ষসপতি বাস করেন। তিনি আমার পরমবন্ধু ও অতি বদান্য। আপনি আমার নাম করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি সমাদর পূর্ব্বক আপনার আতিথ্য করিবেন, এবং প্রচুর ধনদানে আপনাকে পরিতুষ্ট করিবেন। গৌতম, পক্ষিরাজের উপদেশক্রমে সেই রমণীয় বনভূমি অতিক্রম করিয়া মেরুব্রজে উপস্থিত হইল। রাক্ষসপতি, প্রিয়বন্ধুর নিকট হইতে অতিথি আসিয়াছে শুনিয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং স্বগৃহে লইয়া গিয়া বিবিধ বিধানে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসরাজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; জাতিতে রাক্ষস হইলেও দানে সাক্ষাৎ কল্পতরু (১)। যে দিন গৌতম তথায় উপস্থিত হইল, সে দিন শুভ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। সেই পুণ্য দিনে তদীয় দানধর্ম্ম চন্দ্রমার ন্যায় যেন ষোল কলায় পূর্ণ হইল; তদীয় পুণ্যব্রত যেন অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইল।

ঐ সকল পুণ্য তিথিতে অসংখ্য দীন দরিদ্র ব্যক্তি নানা দেশ হইতে তথায়

(১) পূর্ব্বকালে এ দেশের দস্যুগণের দানধর্ম্মের প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিখ্যাত রঘো ডাকাতের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। সে ব্যক্তি কৃপণ ধনকুবেরগণের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সেই অর্থরাশি দীনদরিদ্রগণের উপর বর্ষণ করিত। বোধ হয়, তাহারা ভাবিত যে, যে জল হ্রদমধ্যে বদ্ধ হইয়া আছে, যাহা লোকের কোনও উপকারেই আসিতেছে না, নালা কাটিয়া তাহা ক্ষেত্র সকলে সঞ্চারিত করিলে তাহাতে ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম নাই।

"উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগএবহি রক্ষণম্।
তড়াগোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্॥

ডাকাতরে সুপাত্রে করিলে বিতরণ,
তবেই সার্থক হয় ধনের রক্ষণ;
নতুবা, হ্রদের জল হ্রদেই রহিল,
ক্ষেত্রে না পড়িল, তাহে শস্য না ফলিল।"

(হিতোপদেশ)

আগমন করিত। রাজাজ্ঞায় রাজ্যমধ্যে কেহ প্রাণিহিংসা করিতে পারিত না। মনুষ্যে ও রাক্ষসে মিলিত হইয়া প্রেমালিঙ্গন করিত। সকলই যেন আনন্দময়, উৎসবময়, আলোকময় ও পুলকময় বলিয়া বোধ হইত।

রাক্ষসপতি অভ্যাগতমাত্রকেই দানে মানে ও প্রীতিভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন। অনন্তর বন্ধু-প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণকে বহুমূল্য কনকরাশি দান করিয়া যথোচিত সম্মান সহকারে বিদায় করিলেন। গৌতমও সেই গুরুতর স্বর্ণভার অতি কষ্টে বহন পূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ভারবহনে প্রপীড়িত এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া গৌতম পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ পুনরায় সেই বটবৃক্ষের তলে উপস্থিত হইল। প্রিয়তম অতিথিকে দেখিবামাত্র পক্ষিরাজ সসম্ভ্রমে আসিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক কুশল সম্ভাষণ করিলেন, এবং পক্ষপুটে বীজন পূর্ব্বক তদীয় শ্রান্তিদূর করিলেন, অনন্তর, অতিথিকে পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া রাত্রিকালে তদীয় ব্যালভয়াদি নিবারণার্থ চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলেন (১)। অতিথি, রাক্ষসরাজের নিকট প্রচুর অর্থলাভে পূর্ণকাম হইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। গৌতম সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিলে, পক্ষিরাজও বহুক্ষণ পরিচর্য্যার পর স্বয়ং তদীয় পার্শ্বে বিশ্রব্ধমনে শয়ন করিলেন।

গৌতম শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল,—আমি লোভপ্রযুক্ত অতিরিক্ত স্বর্ণভার গ্রহণ করিয়াছি। এই গুরুতর ভার বহন করিয়া আমাকে বহুদূর যাইতে হইবে। সঙ্গে আহারের সম্বল কিছুই নাই। এক্ষণে পার্শ্বে এই অপূর্ব্ব আহার উপস্থিত। এই পক্ষীটাকে মারিয়া লইলেই পথে আহারের সংস্থান হইবে। কৃতঘ্ন নরপিশাচ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠের নিদারুণ আঘাতে সেই বিশ্বস্তচিত্ত পরমমিত্র পক্ষিরাজের প্রাণ বধ করিল। পক্ষী তাহার প্রাণভয় নিবারণার্থে যে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, নরাধম সেই কাষ্ঠের আঘাতেই সেই প্রাণদাতার প্রাণ সংহার করিল। যে পক্ষপুটের সুস্নিগ্ধ বায়ু দ্বারা পক্ষী তাহার সন্তাপ হরণ করিয়াছিলেন, তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা সে তাহা ছিন্ন করিল। পক্ষীর যে হৃদয় তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমরসে দ্রবীভূত হইয়াছিল, দুরাত্মা তাঁহার সেই হৃদয় শস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ করিল। অনন্তর তাঁহার দেহমাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লইল। এইরূপে আহারের সংস্থান করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

(১) 'ব্যালভয়'—সর্প ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর ভয়। পর্ব্বতে বা অরণ্যে রাত্রিকালে বাস করিতে হইলে, চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে আর কোনও হিংস্র জন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

এদিকে, ঐ পক্ষীর প্রিয়বন্ধু সেই বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসরাজের মন অকস্মাৎ কেমন বিচলিত হইল। তিনি যেন কোনও প্রিয়তম বস্তুর শোকে অস্থির হইলেন। ভাবিলেন,—হায়! আজি আমার সেই প্রিয়মিত্র পক্ষিরাজের জন্য প্রাণ কেন আকুল হইতেছে। তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া পরম ব্রহ্মের উপাসনা সাঙ্গ করিয়া যখন গৃহে প্রতিগমন করেন, তখন আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই যান না। আজি তিনি আমাকে দর্শন দিলেন না কেন?

আমার নিকটে তিনি যে অতিথিকে পাঠাইয়াছিলেন, সে ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও প্রকৃতিতে সাক্ষাৎ পিশাচ। তাহার ভাবগতিকেই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম। বুঝি সেই কৃতঘ্নই তাঁহার প্রাণহত্যা করিয়াছে।

রাক্ষসপতি এইরূপ আশঙ্কা করিয়া প্রিয়বন্ধুর সংবাদ লইবার জন্য তৎক্ষণাৎ আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। রাক্ষসকুমার পিতার আজ্ঞায় বিদ্যুদ্বেগে প্রস্থান করিল। সে সেই বটবৃক্ষে গিয়া দেখিল, তথায় পক্ষিরাজ নাই, সমস্ত অরণ্য গভীর শোকে নীরব। বৃক্ষতলে কতকগুলি ভস্মাবশেষ কাষ্ঠ পতিত আছে এবং তাহার এক পার্শ্বে সেই পক্ষীর ছিন্ন পদ ও পক্ষ সকল বিকীর্ণ রহিয়াছে। উহা দেখিবামাত্র সে সেই সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝিতে পারিল, এবং দুরাত্মা গৌতমকে ধৃত করিবার জন্য প্রলয়বেগে ধাবমান হইল। রাক্ষসকুমার অনতিবিলম্বে গৌতমকে পথিমধ্যে ধৃত করিয়া রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত করিল।

রাক্ষসেন্দ্র সেই কৃতঘ্নের নিকটে প্রিয়বন্ধুর দেহমাংস দর্শন করিয়া মহাশোকে গভীর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসনগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা হাহাকার করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি শোকে ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রাক্ষসগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই দণ্ডেই এই দুরাত্মাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহার দেহ ভক্ষণ কর। রাজাজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড হইল বটে, কিন্তু রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! আমরা প্রাণান্তেও এই কৃতঘ্নের দেহ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অনন্তর, তিনি তাহার দেহমাংস দস্যুগণকে প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দস্যুরাও সেই পাপিষ্ঠের মাংস পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তিনি মাংসলোলুপ শ্বাপদগণকে সেই মাংস বণ্টন করিয়া দেওয়াইলেন। শ্বাপদেরাও সেই কৃতঘ্নের মাংস ঘৃণায় পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তাহা কৃমিকীটগণকে প্রদত্ত হইল। নরকের কৃমিকীটেরাও সেই কৃতঘ্নের দেহ স্পর্শ করিল না (১)।

(১) "ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ নৃশংসশ্চ নরাধমঃ।
ক্রব্যাদৈঃ কৃমিভিশ্চান্যৈর্ন ভুজ্যন্তে হি তাদৃশাঃ"॥

অতঃপর, রাক্ষসরাজ প্রিয় সুহৃদের অক্ষয়স্বর্গকামনায় সপরিবারে মিলিত হইয়া তদীয় অগ্নিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার পক্ষ, পদ ও মাংস প্রভৃতি যাহা কিছু দেহাবশেষ পাইলেন, সমস্ত চিতামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিলেন। রাক্ষসপতির শোকাগ্নির সহিত সেই চিতাগ্নি প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইল। বিশ্বনাথের অভাবনীয় ঘটনাচক্রের গতি কে বলিতে পারে? ঠিক সেই সময় দেবমাতা দাক্ষায়ণী কামধেনু সুরভি ঊর্দ্ধপথে গমন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ সুরভির বদন হইতে মৃতসঞ্জীবনী সুধা স্খলিত হইয়া সেই চিতামধ্যে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে চিতানলের মধ্য হইতে সেই দিব্যস্বভাব পক্ষী অক্ষত শরীরে বহির্গত হইলেন। সেই ঘোর শ্মশান তৎক্ষণাৎ মহোৎসবে পরিণত হইল। বন্ধুকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন। ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া রাক্ষসকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তদীয় আনন্দে পরমানন্দ প্রকাশ করিলেন। স্বয়ং দেবরাজকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া পক্ষী তৎক্ষণাৎ তদীয় চরণতলে নিপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে সুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রাণাধিক অতিথি গৌতমকে জীবিত করুন; তিনি জীবন পাইলেই আমার জীবনলাভ সার্থক হইবে।

দেবেন্দ্র তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইয়া অমৃতসেচনে গৌতমকে জীবিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গৌতমকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া পক্ষিরাজ আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাহাকে প্রেমভরে গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। তিনি পূর্ব্ববৎ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে গৌতমের অতিথিসৎকার করিয়া তাহাকে পরম সমাদরে বিদায় দিলেন, এবং পথে তাহার কোনও কষ্ট না হয়, তাহারও উপায় বিধান করিলেন।

মহাভারতে এইরূপ পরঃসহস্র গল্প আছে। এক একটি গল্পের প্রকৃতি যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই সেই দিব্য-প্রকৃতি ভারতীয় আচার্য্যগণের প্রতি হৃদয়ে ভক্তিরস উচ্ছলিত হয়। কি শুভক্ষণেই তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! লোকশিক্ষার জন্য কি মহীয়ান্ আদর্শই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন! জগতে কি অমূল্য নিধিই রাখিয়া গিয়াছেন! যাহার দেহ নরকের কৃমিকীট পর্য্যন্ত ঘৃণায় স্পর্শ করিল না, পরমকারুণিক ভারতীয় আচার্য্যেরা সেই নরককীটাধম মহাপাপীকেও প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। ধন্য সেই পুণ্যশ্লোক আচার্য্যগণ! ধন্য তাঁহা-

ব্রহ্মহত্যাকারীরও নিষ্কৃতি আছে, সুরাপায়ীরও নিস্তার আছে, চৌরেরও পরিত্রাণ আছে, যে ব্যক্তি ব্রত হইতে স্খলিত হয়, তাহারও উদ্ধার আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের পরিত্রাণ নাই।

মিত্রদ্রোহী, নৃশংস, নরাধম, কৃতঘ্ন পাপীর দেহ শ্বাপদেরাও ভোজন করে না, কৃমিকীটেও তাহা ভোজন করে না।

দের শিক্ষা! ধন্য তাঁহাদের যোগসিদ্ধি! তাঁহারা প্রাণহন্তাকেও প্রাণমধ্যে, হৃদয়ভেদীকেও হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। করুণাময় বিশ্বপতির রাজ্যে তাঁহারাই রাজভক্ত প্রজা।

এ সংসারে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা তাঁহারাই শিখিয়াছিলেন। যাহার প্রভাবে জীবলোক জীবন্মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দধামে বিহার করে, সেই 'তারকব্রহ্ম'—মহামন্ত্রের তাঁহারাই উপদেষ্টা। সেই নির্ব্বিকার যোগসিদ্ধ আচার্য্যগণের অনুশাসন এই ;—

"বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তয়োঃপিচ চিন্তয়েৎ" ॥

তোমার এক বাহুতে একজন কুঠার হানিতেছে, এবং অন্য বাহুতে আর একজন চন্দন মাখাইতেছে; তুমি একের অকল্যাণ ও অন্যের কল্যাণ চিন্তা করিও না। অভেদে উভয়েরই যুগপৎ কল্যাণ কামনা করিও।

এ উপদেশে কে না চমকিত হইবেন? ইহার লোমহর্ষণ কঠোরতায় কে না শীহরিয়া উঠিবেন? কিন্তু সেই মহাপুরুষেরা যে অবস্থায় এই সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, সেই সত্ত্বময়ী অবস্থা অগ্রে প্রাপ্ত হও, তখন ইহার স্বর্গীয় কোমলতা অনুভব করিতে পারিবে।

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।"

সেই সত্ত্বময় অলৌকিক কাব্যরসে রসিক হও, তবে ইহার অলৌকিকী মাধুরী আস্বাদ করিতে পারিবে। তখন বুঝিবে,—"আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্"—যাহা অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তাহা অগ্নি নহে, তাহা হৃদয়স্নিগ্ধকারী মণি।

আফগানদিগের দণ্ডবিধি।

পাঠিকা অবশ্যই অবগত আছেন যে আফগানিস্থানের আমীর এক্ষণে ভারত গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী। ঐ প্রদেশে এক্ষণে ইংরাজদিগের গতিবিধি হইতেছে, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ঐ প্রদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি কোন ইংরাজ পরিব্রাজক আফগানদিগের দণ্ডবিধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহা অতি কৌতুককর। আমরা উহার সারসঙ্কলন করিয়া নিম্নে বিবৃত করিতেছি। চাবুক প্রহার দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবার নিয়ম আফগানিস্থানে খুব প্রচলিত। এই চাবুক প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত আছে। ইহা প্রস্তুত করণে তিন খণ্ড চর্ম্ম ব্যবহৃত হয়—এক খণ্ড গাণ্ডার, অপর

খণ্ড উষ্ট্রের এবং তৃতীয় খণ্ড মেষের চর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। এই তিনটী একত্র সেলাই করিয়া একটী চাবুক প্রস্তুত হয়। প্রহারকর্ত্তা কোন দোষীকে এই চাবুক দ্বারা প্রহার করিবার পূর্ব্বে কোরাণ হইতে কয়েকটী মন্ত্র উচ্চারণ করে। প্রহারকর্ত্তার প্রতি আদেশ আছে যে দোষীর প্রতি সে কখনও স্বীয় মনে ক্রোধের উদ্রেক হইতে দিবেক না, বরং তাহার দোষের জন্য দুঃখিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিবে। এই নিয়মটী বেশ যুক্তিসিদ্ধ, কেননা প্রহারক ক্রোধোদ্দীপ্ত হইলে সে সহজে অপরিমিত বলের সহিত প্রহার করিতে পরিচালিত হইতে পারে। আফগান দণ্ডনীতি অনুসারে রাজপথে কাহাকেও কুবাক্য বলা দণ্ডনীয়। যদি কোন পদস্থ বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে কেহ কুবাক্য বলে, তাহা হইলে তাহার কুড়ি চাবুক ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। সামান্য লোককে গালি দিলে দশ চাবুক ও দশ টাকা জরিমানা হয়। যদি কেহ কোন আফগানের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতের কোন অবমাননা করে, তাহা হইলে তাহার ৭২ চাবুক ও ৭২ দিন কারাদণ্ড হইয়া থাকে। ঐ দোষ দ্বিতীয় বার করিলে ছয় মাস কারাদণ্ড এবং তৃতীয় বার করিলে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। সামান্য নিন্দার জন্যও চাবুকাঘাত দ্বারা দণ্ড দিবার নিয়ম আছে। যদি কেহ কাহারও মুখ, বা চক্ষু বা হস্ত পদের নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহাও রাজদ্বারে ঐ প্রকার দণ্ডনীয় হয়। যদি কেহ কোন প্রকাশ্য স্থানে স্নান করিবার সময় উলঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহার দণ্ড হইয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মানুসারে প্রত্যহ প্রার্থনা করিবার এবং মধ্যে মধ্যে উপবাসের নিয়ম আছে। এই নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিলে জরিমানা বা কারাদণ্ড হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা সম্বন্ধে আফগানদিগের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। কেহ কোন মহিলার সতীত্ব অপহরণ বা অপহরণের চেষ্টা করিলে তাহার কঠোর দণ্ড হইয়া থাকে। যদি কোন পুরুষ স্বীয় পরিণীতা মহিলা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোককে চুম্বন করে, তাহা হইলে তাহার কুড়ি চাবুক হইয়া থাকে। আমীর নিজে যথেচ্ছাচারী, কিন্তু প্রজাগণ যাহাতে কোরাণোক্ত নীতির বিপরীতাচরণ না করে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যের দণ্ড-নীতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজদিগের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অবধি আমীর স্বীয় রাজ্যের শাসন প্রণালী কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর আদর্শ অনুসারে গঠন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। তদনুসারে দণ্ডনীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ সম্ভাবনা আছে।

সামুদ্রিক উৎপাত।

সমুদ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি নিবন্ধন পৃথিবীর যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। সিন্ধু মধ্যে আগ্নেয় গিরির মহোৎপাতে কত শত মহাদ্বীপ একেবারে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং কত শত নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল যাবাদ্বীপের প্রকাণ্ড আগ্নেয় উৎপাতে তাহার কিয়-দংশ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিল এবং কিঞ্চিৎ দূরে নূতন দ্বীপ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। সিংহলের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে লঙ্কেশ্বর রাবণের সময় সিংহলের আয়তন বর্ত্তমান সিংহলের অপেক্ষা বহুগুণ বিস্তৃত ছিল। রাজধানী শ্রীলঙ্কাপুর উপকূল হইতে বহুদূরে সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন আছে। অদ্যাপি সমুদ্র জলের বিশেষ হ্রাসতা হইলে সিংহলের উত্তরে পিত্তলের প্রাসাদ ও প্রকাণ্ড প্রাকার সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত চিন পরিব্রাজক ফাহিয়েন যখন ভারতে আসি-য়াছিলেন, তখন তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তম-লুক) বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ প্রধান নগর ছিল। এক্ষণে তমলুক হইতে সমুদ্র কতদূর দক্ষিণে অপসারিত হইয়াছে। এক সময় বালী, যাবা, সুমত্রা প্রভৃতি দ্বীপ সকল ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহারা যে ভারতের সহিত সংযুক্ত বা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরস্পর সংমিলিত ছিল না তাহা কে বলিতে পারে? পুরাণে চারি মহা সাগরের উল্লেখ আছে, সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের স্থলে প্রকাণ্ড ভূমি খণ্ডের অবস্থিতিপ্রযুক্ত আমেরিকা ও আসিয়া যে এক দেশ ছিল না তাহাই বা কে বলিতে পারে? বরঞ্চ ইহারা যে এক ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ এক্ষণে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রশান্ত সাগর গর্ভে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহার কোন কোন-টীতে বর্ব্বর জাতির বসতি এবং কোন কোনটী মনুষ্যসমাগমশূন্য। অথচ ইহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধ মন্দির, ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি অনেক সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার অস্তিত্ব কেবল সভ্য দেশেই সম্ভব। মেক্সিকো প্রদেশেও অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হই-য়াছে। বেরিং প্রণালীর উভয় পার্শ্বে আমেরিকা ও আসিয়ার বর্ব্বর জাতি-দিগের মধ্যে রীতি নীতি ও আচার ব্যব-হারে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সাহারা মহামরু যে এককালে মহাসাগর ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহা বালুময় ঊষর ভূমি, অতীব দুর্গম, কেহ এপর্য্যন্ত ইহার সীমা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু যদি ইহা সাগর

রূপে অবস্থিত থাকিত, তাহাহইলে ইহার সীমা নির্ণীত ও বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ পথ সুগম হইত! এই জন্যই ইহা পুনর্ব্বার সাগরে পরিণত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

অনেকে অনুমান করেন ইংলণ্ড দ্বীপও এককালে ইউরোপের সহিত সংযুক্ত ছিল! উত্তর সাগর বা জর্ম্মণ সমুদ্র তখন একটী সামান্য খাড়ি ছিল মাত্র, সুতরাং গ্রিনলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ সমূহের সহযোগে ইউরোপ ও আমেরিকা অভিন্ন ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে ইংলণ্ড প্রভৃতি ব্রিটিষ দ্বীপ সকল অপেক্ষাকৃত অল্পকালে ইউরোপ হইতে পৃথক হইয়াছে! ফ্রান্সের উপকূলস্থ গ্রিসনেজ অন্তরীপই ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী। এস্থান হইতে ইংলণ্ডস্থ ফক্‌ষ্টোন ন্যূনাধিক ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী। বিগত শতাব্দী মধ্যে গ্রিসনেজ অন্তরীপের প্রায় ৫০ পঞ্চাশৎ হস্ত পরিমিত স্থান সমুদ্রসাৎ হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে ৬০০০০ ষষ্টি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একটী যোজক দ্বারা সংযুক্ত ছিল। অধুনা ইঞ্জিনিয়ার অগ্রণী ডি লিসেপ্‌সের উদ্যোগে যেরূপ যোজক সকল কৃত্রিম নদীর (খালের) দ্বারা বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে সমুদ্রে সংযোগ হইতেছে, বোধ হয় সেই পুরাকালেও কোন বিশারদ ইঞ্জিনিয়ার এইরূপে এই যোজকের উচ্ছেদ করিয়া থাকিবেন। ইহাতে যে কেবল স্থল পথের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে এরূপ নহে, সমুদ্র স্রোত ক্রমে প্রসারিত হইয়া ফান্স উপকূলের ধ্বংস সাধন করিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস যে কালে রাজধানী পারিস একটী উপকূলস্থ নগর হইয়া ক্রমে সমুদ্রসাৎ হইবে। সম্প্রতি ব্রিটেনির উপকূলস্থ বালুকারাশির নিম্নে একটী প্রোথিত অটবী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সেণ্ট মেলোর ঠিক সম্মুখে। ফরাসী ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এতদ্দেশে সমুদ্রের উৎপাত সন্দর্শনে গণনা করিয়াছেন যে প্রতি শতাব্দীতে ব্রিটেনি, নরমাণ্ডি, আরটলস্, বেলজিয়ম এবং ইংলণ্ডের অনধিক সপ্তপাদ ভূমি সমুদ্রসাৎ করিতেছে। অদ্যাপি ইজ নগরের চিহ্ন সমুদ্রগর্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রিটেনির কৃষকেরা বলিয়া থাকে যে তাহারা প্রবল বাত্যার সময় জলমগ্ন গির্জ্জা সকলের ঘণ্টানাদ স্পষ্ট শুনিতে পায়। বাত্যাঘাতে উদ্বেলিত হইয়া তরঙ্গ সকল যখন আবর্ত্তাকারে জলমগ্ন নগর মধ্যে প্রধাবিত হয়, তখন তাহাদিগের অন্তঃপ্রবাহের প্রতিঘাতে জলমগ্ন গির্জ্জাস্থিত ঘণ্টা সকল আন্দোলিত হইয়া উঠে ও বিকট শব্দ করিতে থাকে। শব্দের কিয়দংশ মাত্র জলজ বায়ুদ্বারা উপরে নীত হইয়া শ্রুতিগোচর হয়। সময়ে সময়ে সমুদ্র জলের হ্রাস হইলেও গৃহশিখর ও গির্জ্জার চূড়া সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চৌর্য্য কর্কট।*

পাঠিকারা স্বল্পতোয় পল্বলের ক্ষুদ্রকায় কর্কট হইতে প্রশস্ত জলাশয়স্থ বাদার (সচরাচর যাহাকে সামুদ্রিক কর্কট বলে) প্রভৃতি অনেক জাতীয় কর্কট দেখিয়াছেন। সকল জাতীয় কর্কটের দশ দশ দাড়া বা পদ আছে, এই জন্য ইহাকে দশবথ বলিয়া থাকে। এই দাড়া গুলির মধ্যে সম্মুখের দুইটীই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও স্থূল এবং দেখিতে তীক্ষ্ণধার সাঁড়াশির ন্যায়; অপরগুলি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ। সম্মুখের দাড়াদ্বয় দ্বারা ইহারা খাদ্যাহরণ, শিকার আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা—সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহারাই ইহাদিগের জীবনোপায়। কোন কোন জাতির পুচ্ছও আছে। জাতিভেদে এই পুচ্ছেরও আবার হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্য দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ কর্কট জাতি অতি সাবধান। দূর হইতে মনুষ্য বা অন্য কোন শত্রুর শব্দ শুনিবামাত্র তড়িতের ন্যায় বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শিকার দর্শন করিলে নিঃশব্দে নিকটস্থ হইয়া তীরের ন্যায় তাহার উপর পতিত হয় ও তাহাকে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্রে বিদ্ধ করিয়া কবলিত করিয়া থাকে। ইহাদিগের বুদ্ধিও অতীব প্রখর। জলাশয়ের সন্নিধানে ক্ষেত্রের মধ্যে ও বৃক্ষের মূলদেশে ইহারা কতই কৌশলে বিবর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আরব্যোপসাগরের উপকূলে এক জাতীয় শ্বেত কর্কট দৃষ্ট হয়; ইহাদিগের আকার নিতান্ত বড় নহে, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা এমনি সতর্ক যে অনেক কৌশলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের নির্ম্মিত বিবর গুলি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন বৈজ্ঞানিক নিয়মে প্রস্তুত হইয়াছে। বেলা ভূমির আল্‌গা বালুকা মধ্যে এরূপ সুন্দর বিবর নির্ম্মাণ চমৎকার ব্যাপার। আমরা প্রথমতঃ এই বিবরগুলি সন্দর্শন করিয়া কিছুই ঠিক্ করিতে পারি নাই। বেলাভূমি বহিয়া যতই জলরাশির নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, ততই এই বিবরের আধিক্য দেখিতে পাইলাম। ক্রমে যখন কল্লোলিত তরঙ্গের অনুসরণ করিয়া লবণাম্বুরাশি স্পর্শ করিলাম, হঠাৎ তরঙ্গনিঃসৃত একটী শ্বেত কর্কট বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিতে পাইলাম। অনুসন্ধানের অবসর নাই, পরক্ষণেই উত্তাল ঊর্ম্মি মালা ভীষণ কল্লোলে বেলাভিমুখে প্রধাবিত হইল, আমরাও সত্বর দৌড়িয়া জলাঙ্কের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়া তরঙ্গ লীলা অবলোকন করিতে লাগিলাম। এবারেও উত্থিত জলরাশির সহিত কতিপয় কর্কট দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহারাও চকিতের ন্যায় বিবরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

* Robber Crab.

বেলাতটে বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াও একটী কর্কট ধরিতে বা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম বহু আয়াসে ও কৌশলে কখন কখন দুই একটী সংগৃহীত হয়।

প্রস্তাবিত চৌর কর্কট কেবল ভারত সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মালদ্বীপ, সিংহল ও আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপ সকলের উপকূলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহাদের আকার বৃহৎ। ইহাদিগের সম্মুখস্থ দাড়াদ্বয় অতীব তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। ইহারা কেবল নারিকেল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা দ্বারা শুষ্ক (ঝুনা) নারিকেল ছুলিয়া তাহা ভগ্ন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি ইহাদিগের এই কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

কর্কট নারিকেল পাইবামাত্র প্রথমতঃ যে স্থলে তাহার তিনটী চক্ষু থাকা সম্ভব, সেই স্থানটী লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে বিদারণ করে এবং শনৈঃ শনৈঃ এক একটী ছোবড়া অবলীলাক্রমে ছাড়াইয়া থাকে। যখন সমস্ত ছোবড়া ছাড়াইয়া খোলটী স্বতন্ত্ররূপে বাহির হয়, তখন তাহার একটী চোখের উপর হাতুড়ীর ন্যায় তাহার পীন দংষ্ট্রা বার বার আঘাত করিতে থাকে, খানিক পরেই তাহা বিদীর্ণ হইয়া একটী ছিদ্র হয়। তখন সে ঘুরিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগের দুইটী ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ দাড়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া শস্য (শাঁস) বাহির করিয়া আহার করিতে থাকে। ইহারা নারিকেল বৃক্ষের মূল দেশেই বিবর খনন করিয়া বাস করে। যখনি শুষ্ক পক্ক নারিকেল পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ বিবর হইতে বহির্গত হইয়া উপরোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে ভোজন করিয়া থাকে এবং ছোবড়াগুলি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া বিবর মধ্যে শয্যা প্রস্তুত করে ও তদুপরি আরোহণ করিয়া সুখে নিদ্রা যায়। মালদ্বোপদ্বীপবাসীরা অনুসন্ধান করিয়া বিবরস্থ ছোবড়া সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহা নানা কার্য্যে ব্যবহার করে। তাহারা এই কর্কট ভক্ষণ করে। ইহা খাইতে সুস্বাদু, ইহার পুচ্ছদেশে অনেক বশা সঞ্চিত হয়, গলাইলে এক একটী হইতে প্রায় এক কোয়াট (ন্যূনাধিক তিন পোয়া) তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন প্রাণিবিদ্যাবিদের মতে ইহারা নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া নারিকেল অপহরণ করিয়া থাকে, এই জন্যই ইহারা চৌর কর্কট বলিয়া অভিহিত। কিন্তু পণ্ডিত ডারউইন বলেন ইহারা নারিকেল বৃক্ষে উঠে না বা উঠিতে পারে না—কেবল বৃক্ষ-পতিত ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে। তবে ছোট ছোট বৃক্ষ সকলে সহজে উঠিয়া থাকে। সম্প্রতি এই জাতীয় চারিটী কর্কট বোম্বাই চিত্রশালিকায় প্রদর্শিত হইতেছে। ইহারা আণ্ডামান দ্বীপে ধৃত হয়। চিত্রশালিকার একটী প্রকোষ্ঠে ইহাদিগকে রাখা হইয়াছে। ইহারা যখন ঝুনা নারিকেল ছুলিয়া অবলীলাক্রমে

আহার করিতে থাকে, তখন তাহা বাস্তবিক দর্শনযোগ্য। প্রতি দিন বহুসংখ্যক লোক এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধূক্তি।

(গত প্রকাশিতের পর)

পরমহংস রামকৃষ্ণ শক্তি উপাসক ছিলেন। অনেকে বলেন কেশব বাবু ঈশ্বরের মাতৃত্ব ভাব উহাঁর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া নব-বিধান প্রবর্ত্তিত করেন। রামকৃষ্ণ শক্তিরূপিণী নারীকে দেখিলেই ছোট বড় বিচার না করিয়া প্রণাম করিতেন ও মাতৃ সম্বোধন করিতেন। এইরূপে সংযত হইয়া ধর্ম্ম সাধনের ও ঈশ্বর জ্ঞানের ভয়ানক প্রতিবন্ধক ইন্দ্রিয় ভোগ লালসা হইতে আপনাকে সুদূরে রাখিতে সমর্থ হন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রন ঠাকুর অতুল অক্ষয় জ্ঞান রত্নাকর হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম," রূপ সার সংগ্রহ করেন, তাহার অনুশাসন হইতে আমরা অদ্য কিছু অমূল্য নিধি লইয়া পাঠক পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতেছি ;—

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতাপরমকোগুরুঃ।

অর্থাৎ সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরমগুরু।

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্

অর্থাৎ পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। এই হেতু স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলে। ইংরাজীতে স্ত্রীর অন্যতম নাম better half অর্থাৎ শ্রেষ্ঠার্দ্ধ।

স্ত্রিয়ঃশ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন। অর্থাৎ স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। বালিকা স্নেহ ও কৃপার পাত্রী, যুবতী প্রণয়িনী অর্থাৎ ভালবাসা ও সম্মানের পাত্রী; প্রবীণা ও বৃদ্ধা পূজনীয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী।

কবিবর রামরণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নারী-উপাসক। তিনি কিছু সংযত হইলে তাঁহার প্রতিভা সহস্রগুণে প্রতিভাত হইত।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী "পরম কল্যাণ গীতায় লিখিয়াছেন " রাহ্ম/ প্রহ্ম ! আপনারা বিচার পূর্ব্বক দেখুন যে অবলা স্ত্রীলোকগণের কি অপরাধ যে, উহাদিগকে অশুদ্ধ বলিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছ না, আর সত্য-ধর্ম্ম ওঁকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের উপদেশ দিতেছ না, পশু করিয়া রাখিতেছ, অতএব উহাদিগের অপরাধ কি ?

উইলিয়ম্ হোএওএল 'Elements of morality' অর্থাৎ নীতিসূত্র নামক গ্রন্থরচনা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ যেরূপ শীর্ষস্থানীয়, সেইরূপ শীর্ষস্থানীয় লোককে অর্থাৎ রাজকবি মহাত্মা

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে তিনি উৎসর্গ করেন। তিনি এতৎ সম্বন্ধে উহাতে আপনার যাহা অভি-মত ব্যক্ত করেন, তাহা এই স্থানে প্রকটিত হইল ;—আইনে স্বামীকে স্ত্রীর যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য যোগাইতে বাধ্য করিয়াছে। অভাব পূরণের জন্য যদি তিনি ঋণ করেন, স্বামী তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য। যদ্যপি বিবাহের পূর্ব্বে ঋণ করেন, স্বামীর তাহাও পরিশোধনীয়, কারণ তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া পরিণয়সূত্রে তাঁহাকে ও তাঁহার অবস্থাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। উইলিয়ম কবেট প্রথমতঃ একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। তিনি নিজের প্রতিভা বলে সভ্যজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য ও নৈতিক ভাণ্ডারে অনেক অমূল্য রত্ন দান করিয়া যান। আমরা তাঁহার জ্ঞান নীতি ও সাহিত্য ভাণ্ডার "Advice to Young men" অর্থাৎ যুবকদিগের প্রতি উপদেশ ও তৎসঙ্গে যুবতীদিগের প্রতি উপদেশ মালা গ্রন্থ হইতে কতক গুলি রত্ন অদ্য পাঠক ও পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। "স্ত্রীজাতি স্বদেশ হিতৈষিণী। নারীর হৃদয় অধিকতর বোধক্ষম। তাহাদিগের প্রণয় অধিক-তর গম্ভীর, বিশুদ্ধ, এবং অধিক কালস্থায়ী! তাহাদিগের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে তাঁহারা অধিক-তর সরলতা ও একাগ্রতার পরিচয় দেন। যথোচিত সদ্বিবেচনার সহিত তাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাঁহাদিগের দোষ গুলি শশাঙ্কের কলঙ্কবৎ গুণরাশিতে বিলুপ্ত করিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহাদিগের মনঃপীড়া উপস্থিত হয় এরূপ কার্য্যকে কোনরূপে উপেক্ষা করা উচিত নহে। বিবাহের দিন হইতে তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা—এমন কি দেহ পর্য্যন্ত পতিসেবায় নিয়োজিত করেন।" এই গ্রন্থকারের একটি বিশেষত্ব আছে, তাহা আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি নিজের জীবনের পরীক্ষার ফল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করি-য়াছেন ; যথা পরিণীত জীবনের চিন্তা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "চিন্তা। চিন্তা যে কি তাহা আমি কথনও কি জানি? আমি এই ক্ষমতাশালী দণ্ডবিধাতা গবর্ণ-মেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত ও দণ্ডিত হইয়াছি। বার বার আমার পরিশ্রমের ফল আমার হস্ত হইতে বল পূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু আমার সহধর্ম্মিণী কদাপি বিরক্ত, বিষণ্ণ বা কাতর হন নাই ; তাঁহার হাস্যের হ্রাসতা দৃষ্ট হয় নাই, তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বলীয়ান ও রক্ষিত করিয়াছেন ; তিনি সৌভাগ্যেও যেরূপ, দুর্ভাগ্যেও সেইরূপ, তিনি নিজের সুখময় গৃহেও যেরূপ, দুঃখময় ভাড়াটীয়া বাটীতেও সেইরূপ প্রফুল্লা ও প্রেমময়ী। কেহ জানিত না যে, তিনি অবস্থান্তরে কাতর। অতএব চিন্তা কি?"

দরিদ্রা রমণীর ন্যায়পরতা।

১৭৭৬ খৃঃ অব্দে লিসবন নগরে একটী দুঃখিনী বিধবা নারী পুনঃ পুনঃ রাজসভার সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মচারীরা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে আবার পরদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দেয়, আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক দিবস রাজা সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, বৃদ্ধা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তে একটী বাক্স ছিল, সে তাহা রাজার নিকট স্থাপিত করিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! গত বৎসর ভূমিকম্পে যে সকল গৃহ পতিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক স্থানে ভগ্ন ইষ্টক রাশির নিম্নে আমি এই বাক্স পাইয়াছি। আমি অতিশয় দীন; আমার ছয়টি সন্তান। ইহাতে যাহা আছে, তাহা আত্মসাৎ করিলে আমার দুরবস্থা মোচন হয়; কিন্তু আমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি অপেক্ষা সাধুতার মর্য্যাদা এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করি। এজন্য আমি এতৎ সমুদয় আপনার নিকট অর্পণ করিলাম, আপনি ইহার যথার্থ অধিকারী ব্যক্তিকে ইহা দান করুন্। আর আমায় পারিতোষিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ আমাকে দিউন!" রাজা সেই বাক্সের ডালা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, তাহা মনোহর রত্ন রাজিতে পরিপূর্ণ! রাজা বৃদ্ধার ন্যায়পরতা ও অলোভ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিংশ সহস্র মুদ্রা (পিয়াওর) পুরস্কার দিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন, এই সম্পত্তির অধিকারীর অনুসন্ধান কর; যদি যথার্থ অধিকারীর তত্ত্ব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই সকল রত্ন বিক্রয় পূর্ব্বক সেই অর্থ ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী ও তাহার সন্তানগণকে প্রদান করা যাইবে।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে ফ্রান্স দেশে ন্যায়পরতা ও লোভহীনতা ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত উদাহরণ অপেক্ষা আরও মহত্তর উদাহরণ দেখা গিয়াছিল।

এক ব্যক্তি একটী দরিদ্রা স্ত্রীর হস্তে কতকগুলি সম্পত্তি ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি নিঃসন্তান অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিবে; আর যদি তোমার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহার কিয়দংশ লইয়া আপনার দুরবস্থা মোচন করিবে। কিছু দিন পরে সেই দরিদ্রা স্ত্রী অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক গুলি সন্তান। সুতরাং তাহার সকল প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও তাহার এমন প্রত্যয়

হইল না যে, যে অবস্থায় সে উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ গ্রহণ করিতে পারে, সে অবস্থা আগত হইয়াছে। পরে সে সংবাদ পাইল যে উক্ত সম্পত্তির অধিকারীর মৃত্যু হইয়াছে। তথনও তাহার সেই সম্পত্তি-গত আচরণের অন্যথা হইল না; সে ভাবিল তাঁহার সন্তান থাকিলে সেই ব্যক্তি এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

চারি বৎসর গত হইল, তাহার প্রতিজ্ঞা বিচলিত না। সে বিবেচনা করিল, যদি তাঁহার সন্তান না থাকে, তাঁহার অন্য কোন উত্তরাধিকারী থাকিতে পারে; যদি তাহাও না থাকে, তাহার উত্তমর্ণ কেহ থাকিতে পারে; থাকিলে উক্ত সম্পত্তি তাহাদেরই প্রাপ্য। ইত্যবসরে রোগ, জরা ও কষ্ট প্রযুক্ত তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার সর্ব্বাপেক্ষা এই চিন্তা অধিক হইল, পাছে ঐ ন্যস্ত সম্পত্তি যথার্থ অধিকারীর হস্তে গচ্ছিত না করিয়া তাহার মৃত্যু হয়। অবশেষে সে শুনিতে পাইল যে উক্ত ধনাধিকারী প্রুসিয়াদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তথায় তাহার বিধবা স্ত্রী ও সন্তান আছে। সে তৎক্ষণাৎ ঐ বিধবা স্ত্রীকে এই সংবাদ দিল। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই ন্যস্তধনরক্ষিণীর আনন্দের সীমা রহিল না। যাহার ধন তিনি তাহা পাইলেন! অতঃপর ন্যস্তরক্ষিণীর পুরস্কারের কথা। কিন্তু সে কোন পুরস্কার লইবে না। সে উক্ত বিধবা ধনাধিকারিণীকে বলিল, আপনার স্বামী আমার গাঢ় ভক্তির ভাজন। আমি যে তাঁহার পরিবারের কোন সাহায্য করিতে পারিলাম, ইহাতেই কৃতার্থম্মন্য হইতেছি। আপনি আমাকে স্মরণে রাখিবেন, এই মাত্র আমার প্রার্থনা।

মিবারের কুল-পুরোহিতেব আত্মত্যাগ।

(১)

তেজস্বী যুবকদ্বয় বর্শা লয়ে করে—
সম্মুখীন পরস্পর.—কেশরীর প্রায়—
মহাবল পরাক্রান্ত! কারেওনা ডরে;
দুলিছে জীবন দুটী সংশয় দোলায়!

(২)

এমন সময় এক সৌম্য মূর্ত্তি সেথা—
আবির্ভূত আচম্বিতে! করি সম্বোধন,
গভীর উন্নত স্বরে কহিলা এ কথা;—
'ক্রোড়া তুমি' সাবধান ভুলনা কখন।

(৩)

'ভাই ভাই রণ' নহে ক্ষত্রিয় লক্ষণ।
ক্ষান্ত হও খোয়া'ওনা বংশের মর্য্যাদা;
'বাপ্পারাও' কুলোদ্ভব রাখিও স্মরণ;
যে কুল কালিমাশূন্য রয়েছে সর্ব্বদা।

(৪)

ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম অরাতি নিপাত,
বিঁধিবে বরশাঘাতে তাহার হৃদয়,
ভা'য়ের শরীরে কভু তুলিবে না হাত,
রাখিবে অক্ষয় কীর্ত্তি করি শত্রু ক্ষয়।

(৫)

ভা'য়ের শোণিতে 'অস্ত্র' কলঙ্কিত করি
ক্ষত্রিয়ের অপযশ রটো না জগতে ;
যে অস্ত্র নাশিয়ে রণে শত শত অরি
চির-স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ভারতে !

(৬)

কিন্তু সে কথায় নাহি হল ফলোদয়,
শাণিত বরশা করে ক্রুরিয়ে ধারণ
চালাইছে মুহুর্মুহু, জীবন সংশয় ।
শূন্য হয় মিবারের রাজ সিংহাসন

(৭)

দেখিলা স্বচক্ষে ইহা কুল পুরোহিত ।
কি যেন চিন্তিলা মনে মুহূর্ত্তের তরে ?
ভ্রূযুগ কি লাগি যেন করিলা কুঞ্চিত,
না জানি কি মর্ম্মকথা জাগিছে অন্তরে !

(৮)

কুল-পুরোহিত এবে নিস্তব্ধ নীরব !
নিমেষে বাহির করি ক্ষুদ্র তরবারি,
বিধিলা আপন বক্ষ ক্ষত্রিয় গৌরব
রাখিলা অক্ষুণ্ণ ভবে—কিবা হিতকারী;

(৯)

নিরখিয়ে দুই ভাই,—অবাক্ স্তম্ভিত ।
অবশ হইল অঙ্গ—শিথিল উদ্যম,
'শক্ত' ও প্রতাপ সিংহ বড়ই ব্যথিত,
অনুতাপ তুষানলে দহিছে মরম ।

(১০)

না করিয়ে অস্ত্রাঘাত কনিষ্ঠের গায়
রাজ্য ছাড়ি যেতে তারে করিলা আদেশ,
শিরোধার্য্য করি শক্ত যাইলা সেথায়—
সম্রাটের সন্নিকটে, ত্যজি নিজ দেশ ।

(১১)

বিদ্বেষ বুদ্ধির বশ—কুটিল হৃদয় !
দাদার অনিষ্ট চিন্তা মূল মন্ত্র সার—
জপমালা দিবানিশি ভুলিবার নয়,
কে জানিত পদানত হইবে আবার ?

(১২)

উদার প্রতাপ সিংহ—কনিষ্ঠকে ধরি
প্রেমভরে দিলা আজ গাঢ় আলিঙ্গন ;
মিশি গেলা পরস্পর বিদ্বেষ পাসরি :
ভায়ে ভায়ে হল পুন সৌহৃদ্য স্থাপন ।

(১৩)

দেশহিতে আত্মোৎসর্গ করে যেই জন
রাজ্যের কুশলে দেয় স্বার্থ বলিদান,
ধন্য তার জন্মভূমি, ধন্য সে জীবন—
প্রাণ দিয়ে সাধে নিজ দেশের কল্যাণ ।

(১৪)

ধন্য 'কুল-পুরোহিত'—ব্রহ্ম তেজোময় !
গাইবে তোমার গুণ ভাবী বংশধর,
রাখিলা যে কীর্ত্তি ভবে—অনন্ত অক্ষয় !
স্মরণ করিবে সবে যুগ যুগান্তর ।

(১৫)

অমর হইলা ভবে করি দেহপাত !
'স্বনামের' সার্থকতা করিলা সাধন,
বাঁচাইয়ে 'যুবারয়ে'—মরি অকস্মাৎ !
জীবনের মহাব্রত করিলা পালন ।

(১৬)

এ 'মহাপ্রাণতা'—আর কে বুঝিবে হায় !
কোথায় সে আর্য্যকীর্ত্তি—প্রাচীন গৌরব ?
ভারত সন্তান এবে 'পুতুলের' প্রায়,
পুরুষত্ব-হীনতায়—অকর্ম্মণ্য সব ।

(১৭)

এ মহান আত্মোৎসর্গ জগতে বিরল !
সভ্যজাতি হেট-মাথা ছিল যার কাছে,
সেজাতির অধঃপাত অধর্ম্মের ফল,—
অবশ্য ভুগিতে হবে, অদৃষ্টে যা আছে !

(১৮)

বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান যশ সমুদয়
গিয়াছে ভারত ছাড়ি—জনমের মত !
সৌভাগ্য তপন আর হবে না উদয়,
অজ্ঞানতা-অন্ধকার থাকিবে নিয়ত।

(১৯)

সেজাতির অভ্যুদয়—কথনো কি হয় ?
'ভাই ভাই' ঠাঁই ঠাঁই—বৈরতা-বিদ্বেষ,
কাটাকাটি মারামারি—নাহিক প্রণয়,
বিচ্ছেদ-অনলে পুড়ি ছারখার দেশ।

(২০)

থাকিও না মৃতপ্রায় ঘুমে অচেতন।
একতা-বন্ধনে বদ্ধ হও অধিবাসী,
জাগিয়া উঠুক পুনঃ মোহ-মুগ্ধ মন,
দ্বেষ হিংসা অজ্ঞানতা সমূলে বিনাশি !

প্রতিজ্ঞা পালন।

মোগল সম্রাট আকবরের মৃত্যু হইয়াছে। কুমার সলিম জাহাঁগীর নাম পরিগ্রহ করিয়া দিল্লীর রত্ন সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। জাহাঁগীর ভারতের চারি দিকে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার পিতা, যে বিজয়িনী শক্তিতে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, জাহাগীর সে শক্তি সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। পরাক্রান্ত রাজপুত রাজ্য, আকবরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ আপনার বীরত্ব ও সহিষ্ণুতাবলে, দীর্ঘকাল মোগল সৈন্যের সমক্ষে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। জাহাঁগীর প্রতাপের ঐ বীরত্ব ও তেজস্বিতার বিষয় বিস্মৃত হন নাই। এখন তিনি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া, মিবার অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর অভিনব সম্রাট, চিতোরের প্রাচীন দুর্গ হস্তগত করিলেন। চিতোরের অধিপতি, দুর্গম পর্ব্বতের বিজন অরণ্যে যাইয়া, আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যের সীমান্তভাগে অণ্ডল নামে একটি দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গেও সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু পরাক্রান্ত রাজপুতগণ ইহাতে উদ্যমশূন্য হইল না। চিতোরের অধিপতি দুর্গ হস্তগত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজপুতনার বীরত্ব-দৃপ্ত রাজপুতগণ আপনাদের প্রনষ্টগৌরবের উদ্ধারসাধনবাসনায় আত্ম জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে রাজপুতনার বীরপুরুষগণ অসাধারণ তেজস্বিতার সহিত আপনাদের প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

রাজপুতনার বীরগণ দুর্গম পার্ব্বত্য

প্রদেশে একত্র হইয়াছেন। মিবারের রাণা পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্য এই বীরগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন! এই সময়ে সকলেই আপনাদের বীরত্বগৌরব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহাদের রাজ্যে শত্রুগণ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের দুর্গে শত্রুর পতাকা উড়িতেছে, তাঁহারা শত্রুর আক্রমণে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন। এখন সকলেই এই শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে যত্নশীল। বীরভূমির সাহসসম্পন্ন চন্দ্রাবত ও শুক্তাবতগণ (১) একত্র হইয়াছেন। সকলেই আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষোচিত তেজস্বিতা দেখাইতে অগ্রসর চন্দাবতগণ যুদ্ধযাত্রী সৈন্যগণের অগ্রগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবতগণও ঐ সম্মান পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। এখন উভয়েই উভয়ের অগ্রে যাইয়া আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উভয় দলই আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু রাণা কৌশলক্রমে এই আত্মবিগ্রহের রোধ করিলেন। তিনি ধীরভাবে কহিলেন "যিনি শত্রুর অধিকৃত অণ্ডল দুর্গে অগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহারই সৈন্যদলের অগ্রে যাইবার সম্মান লাভ হইবে। চন্দাবত ও শক্তাবতগণ রাণার আদেশে ঐ গৌরবান্বিত সম্মান লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিপুল উৎসাহসহকারে অণ্ডল দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অণ্ডল মিবারের একটি দুর্গ। উহা রাজ্যের সীমান্তভাগে অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরবর্ত্তী। দুর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। একটি স্রোতস্বতী উহার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, উহার প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত। দুর্গে যাইবার জন্য কেবল একটী মাত্র পথ। ঐ পথ দুর্গের লৌহ কীলকময় সুদৃঢ় সিংহদ্বারে অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

চন্দাবত ও শক্তাবতগণ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ না হইতেই আপনাদের প্রতিজ্ঞা পালন জন্য ঐ দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চারণগণ মধুর কণ্ঠে তেজস্বিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে উভয় দলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। উভয় দল এই সঙ্গীতে উৎসাহযুক্ত হইয়া বীরদর্পে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাত সময়ে শক্তাবতগণ দুর্গদ্বারের নিকটে উপনীত হইলেন। এই সময়ে শত্রুগণ নিরস্ত্র ছিল, কিন্তু তাহারা আক্রমণ সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াইল। রাজপুতগণ প্রবল বেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্য ও

---

(১) চিতোরের এক জন প্রাচীন রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চন্দ। ইহার দলস্থগণ চন্দাবত নামে প্রসিদ্ধ। শক্ত রাণা উদয়সংহের পুত্র। এই নামে শক্তাবত দল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। এদিকে চন্দাবতগণ জলাভূমি পার হইয়া দুর্গের অভিমুখে আসিতে-ছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায় তাঁহারা কতকগুলি মই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শক্তাবত দলের অধিনায়ক ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে মই ছিল না, সুতরাং তিনি দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অগ্রেই দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে কামানের গোলার আঘাতে চন্দাবতদলের অধিনায়ক পড়িয়া গেলেন। মোগল সৈন্য উভয় দলকেই সমান ভাবে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শক্তাবতদিগের তেজস্বী অধিনায়ক নিরস্ত হইলেন না। তিনি যে হস্তীতে ছিলেন সেই হস্তিদ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ দ্বার সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল, সুতরাং হস্তী আপনার বল প্রকাশের সুবিধা পাইল না। সাহসী শক্তাবত, ইহা দেখিয়া হাওদা হইতে নামিলেন এবং ধীর প্রশান্তভাবে সেই তীক্ষ্ণ লৌহশলাকাময় দ্বারে বক্ষস্থল পাতিয়া মাহুতকে আপনার পৃষ্ঠদেশে হাতী চালাইতে কহিলেন। হস্তী তেজস্বী শক্তাবতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া দিল। বীর পুরুষ প্রতিজ্ঞা পালন জন্য ধীরভাবে লৌহশলা-কায় বুক পাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

শক্তাবতগণ আপনাদের অধিনায়কের ঐ লোকাতীত তেজস্বিতাতেও অভীষ্ট সম্মান লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা অধিনায়কের মৃত দেহর উপর দিয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে চন্দাবতদলের অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর একটী সাহসী ব্যক্তি এই দলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি নিহত অধিনায়কের দেহ পৃষ্ঠদেশে বান্ধিয়া বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইলেন এবং হস্তস্থিত শাণিত অস্ত্র দ্বারা আপনার পথ মুক্ত করিয়া পৃষ্ঠস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ দুর্গের মধ্যে ফেলিয়া ভৈরব রবে কহিলেন, "চন্দাবত অগ্রে অগ্রসর দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন, সুতরাং তিনিই যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদলের অগ্রণী"।

মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর সপ্তম সাংবৎসরিক সভা।

গত ১৯এ আগষ্ট সিটী কলেজ গৃহে মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর ৭ম বাৎসরিক অধিবেশন হয়, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী উপাদেয় বক্তৃতা করেন। পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণ হয়। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর উত্তীর্ণা পরীক্ষার্থিনী নিরুপমা বসু ও সুবোধবালা

ঘোষ বার্ষিক ১২৲ টাকার এক একটী ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মধ্য বাঙ্গালার আগামী পরীক্ষা চৈত্র মাসে হইবে। পরীক্ষণীয় পুস্তকাদি গত বর্ষে যাহা ছিল, তাহাই স্থির আছে। গত পরীক্ষায় শ্রীমতী ষোড়শীবালা ঘোষ রন্ধন বিদ্যার পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুত্তরের কিয়দংশ নিম্নে প্রকটিত হইল :—

১। কলাই শুটির ডাল্‌না বা ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা আলু ও ছাড়ান কলাইগুলি ঘৃতে বেশ করিয়া ভাজিয়া রাখিয়া জলে হলুদ জীরামরীচ বাটা গুলিয়া দিয়া তাহাতে ঐ আলু কলাইগুলি দিতে হয়। সিদ্ধ হইলে লবণ ধনে বাটা তেজপাত বাটা ময়দা অল্প মিষ্ট গুলিয়া দিতে হয়। ফুটিয়া উঠিলে ঘি ও গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

২। কাঁকুড়ের ডাঁল্লা।

কোটা কাঁকুড়গুলি লবণ দিয়া ভাজিয়া লইবে। ভাজিবার সময় তাহাতে যে জল বাহির হইবে ঐ জল শুকাইয়া আসিলে তাহাতে হলুদ জীরামরীচ বাটা গুলিয়া দিবে। আগে বড়ি ভাজিয়া রাখিতে হয়, এক্ষণে সেই বড়ি দিতে হয়। তার পর সিদ্ধ হইলে তেজপাত ঘি দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলে দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি দিয়া নামাইবে।

৩। কাঁচা পেঁপের ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা পেঁপেগুলি সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া তদুপরি লবণ হলুদ জীরামরীচ বাটা গুলিয়া দিবে। সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত দিয়া সাঁতলাইয়া তাহাতে ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি দিয়া নামাইতে হয়।

৪। ইচড়ের ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা ইচড়গুলি সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া তদুপরি হলুদ জীরামরীচ বাটা লবণ গুলিয়া দিতে হয়। আগে বড়ি ভাজিয়া রাখিতে হয়, এক্ষণে সেই বড়ি দিতে হয়। তারপর সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত জীরা দিয়া সাতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

৫। বাঁধাকপির ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা কপি, আলু, ভিজে মটর গুলি বেশ করিয়া ভাজিয়া তাহাতে হলুদ জীরামরীচ লবঙ্গ বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত জীরা দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি ও গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

৬। পলতার ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা আলু, পটল, কাঁচকলা, মূল, রাঙ্গা আলু, ভিজে ছোলা, পলতা কুচান এই গুলি বেশ করিয়া ভাজিয়া তাহাতে

হলুদ শরষে জীরামরীচ বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া সিদ্ধ হইলে আগে বড়ি ভাজিয়া রাখিতে হয়, সেই বড়ি এক্ষণে দিতে হয়। পরে ঘি তেজপাত জীরা পাঁচফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া ময়দা ধনে বাটা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি দিয়া নামইতে হয়।

৭। কুমড়ার ডাঁল্না।

প্রথমে কোটা কুমড়া, আলু, ভিজে ছোলা ভাজিয়া তাহাতে হলুদ জিরামরিচ একটু লঙ্কাবাটা লবণ গুলিয়া দিতে হয়, সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত লবঙ্গ দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা, ময়দা, মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

৮। পাণিফলের ডাঁল্না।

প্রথমে কোটা পাণিফল, আলু, ভিজে ছোলা এইগুলি ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে জীরামরীচ হলুদ বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া সিদ্ধ হইলে আগে বড়ি ভাজিয়া রাখিতে হয় এক্ষণে সেই বড়ি দিতে হয়, পরে ঘৃতে তেজপাত জীরা দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি দিয়া নামাইতে হয়।

৯। ওলের ডাঁল্না।

প্রথমে কোটা ওলগুলি তেঁতুল জলে সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া ওলগুলি ঘৃতে ভাজিয়া হলুদ জীরামরীচ বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত জীরা ফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া আদা বাটা ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলে দিয়া ফুটিয়া উঠিলে নামাইতে হয়।

১০। আলু পটলের ডাঁল্না।

প্রথমে কোটা আলু পটল ভিজেছোলা ঘৃতে ভাজিয়া হলুদ জীরামরীচ বাটা লবণ গুলিয়া দিতে হয়। সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

১১। ছানার ডাঁল্না।

প্রথমে ছানার কুচি গুলি ঘৃতে ভাজিয়া যখন বাদামি রং হইয়া আসিবে, তাহাকে পাত্রান্তরে রাখিয়া ঘৃতে তেজপাত ও ফোঁড়ন দিয়া, হলুদ জীরামরীচ বাটা আদা বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ছানা গুলি তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ফুটাইয়া ঘৃতে এলাচ লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা দিতে হয়, ফুটিয়া উঠিলে গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

১২। মোচাচিংড়ির ডাঁল্না।

প্রথমে আলু ও চিংড়ি মাছ বেশ করিয়া তৈলে ভাজিয়া লইবে। মাছ গুলি রাখিয়া লবণ হলুদ জীরামরীচ বাটা গুলিয়া দিতে হয়। ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে মাছগুলি দিবে। সিদ্ধ হইলে ঘৃতে তেজপাত ফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া ময়দা ধনে বাটা দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়। (ক্রমশঃ)

বঙ্গমহিলা সমাজের দশম সাংবৎসরিক জন্মোৎসব।

গত ৩রা আগষ্ট এই সমাজের দশম জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভ্যাদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি ও জ্ঞানের আলোচনা, মাঝে মাঝে সায়ংসমিতিতে (এ বিষয়ে বঙ্গদেশে এই সমাজই প্রথমত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন) সভ্য ও তাহাদের আত্মীয়গণের প্রীতি-সম্মিলন, বিজ্ঞান বিষয়ে প্রক্রিয়া প্রদর্শন বা নির্দ্দোষ আমোদ দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন, শিশুদের জন্য পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্য এই সমাজ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। গত উৎসবে প্রায় একশত ভদ্র মহিলা ও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। রাজার বাজারে ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর ভবনে সভার অধিবেশন হয়। ঘরগুলি বেশ সজ্জিত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে সংগীত ও বাদ্য হইতেছিল। নদীর উৎপত্তি, বিশেষতঃ ভাগীরথীর নিম্নদেশে কি কি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—কর্দ্দম, কয়লা, ও পর্ব্বত কি প্রকারে নির্ম্মিত হয় ইত্যাদি বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নানা প্রকার উপকরণ ও চিত্রদ্বারা বিবৃত হইয়াছিল। মস্তকে শোভিত ফুল ও অঙ্কারের মধ্য দিয়া জ্যোতিষ্মান বৈদ্যুতিক আলোক প্রদর্শন ও সামতলিক রেখা টানিবার একটি যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। জলযোগের পর সভ্য ও তাঁহাদের বন্ধুগণ সায়ংসমিতিতে নির্দ্দোষ আমোদ ভোগ ও সমাজের মঙ্গল কামনা প্রকাশ করিয়া বিদায় লন। বলা বহুল্য যে আমরা বিশ্বাস করি এ প্রকার মহিলাসমাজ দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। যাঁহার কৃপায় এই সমাজ দশবৎসর জীবিত থাকিয়া মহিলাদিগের মধ্যে নানা হিতকর কার্য্য করিতেছে, তিনিই ইহাকে দীর্ঘজীবী করুন। সভ্যাদিগকেও এই অবসরে আমরা আবার সহানুভূতি জানাইতেছি। মফস্বলস্থ ভগিনীগণও এই প্রকার সভা সংস্থাপন করিয়া সমাজের কল্যাণার্থ কিছু কিছু কাজ করেন, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

লেডি ডফরিণের স্ত্রী চিকিৎসালয়ের সূচনা।

পান্নার মহারাণী বহুদিন পীড়িত ছিলেন, গোপনে অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য লাভ করেন নাই। রাজবাটীর প্রথানুসারে বিজ্ঞ পুরুষ চিকিৎসকের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইবার অনুমতি ছিল না, সুতরাং তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে মহারাজা পীড়ার বিষয়

অবগত হইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে স্ত্রী চিকিৎসক কুমারী বিলবিকে আনাইয়া চিকিৎসা করান, ইহাতে মহারাণী শীঘ্র আরোগ্য হন। এই ঘটনার পরে কুমারী বিলবি মেডিকেল কালেজের ডিগ্রি অর্থাৎ উপাধি লইবার জন্য ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। যাত্রাকালে পান্নার মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি ইংলণ্ডে যাইতেছ, আমি তোমাকে বলিতেছি কুইন, যুবরাজ, রাজবধূ ও ইংলণ্ডস্থ সমস্ত নর নারীকে বলিবে ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা পীড়িত হইলে কিরূপ অসুখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। তিনি কুমারী বিলবিকে স্বয়ং রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সংবাদ দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাকে তাঁহার [illegible] লিখিয়া লইতে বলিলেন এবং অনুরোধ করিলেন যে সেই লেখা তাহার গলদেশস্থ পদকের (লকেটের) মধ্যে বদ্ধ রাখিবেন এবং স্বহস্তে কুইনের হস্তে প্রদান করিবেন। কুমারী বিলবি ইংলণ্ডে পৌঁছিলে ও তিনি এরূপ সংবাদ আনিয়াছেন মহারাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কুমারী বিলবি পান্নার মহারাণীর সমস্ত কথা রাজ্ঞীকে বলিলেন এবং পদক-হইতে ক্ষুদ্র লিপি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। মহারাণী শুনিয়া ও পাঠ করিয়া বিশেষ উৎসাহিতা হন এবং যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর পত্র লিখিয়া তাঁহা দ্বারা প্রেরণ করেন। তদবধি তিনি উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। পরে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে যখন লেডি ডফরিণ ভারতে স্বামীর সহিত আগমন করেন, তখন তাঁহাকে স্ত্রী চিকিৎসার বিশেষ কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ দেন। লেডি ডফরিণের স্ত্রী-চিকিৎসালয়া তাহারই ফল।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় ডাক্তার সূর্য্য গুডিব চক্রবর্ত্তীর পুত্র এ ডবলিউ চক্রবর্ত্তী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বৎসর এ দেশীয় আর কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

২। সুপ্রসিদ্ধ দস্যু তাঁতিয়া ভিল তাহার এক বিশ্বাসঘাতক অনুচর দ্বারা হোলকার রাজ্যে ধৃত হইয়াছে।

৩। মধুপুরের নিকট যে অজয়ী সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়া রেলওয়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। ১২ই আগষ্ট হইতে কর্ড লাইনে গাড়ী পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

৪। ভুপালের বেগম ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁহার রাজধানীতে এক ভজনালয় নির্ম্মাণ করাতেছেন।

৫। ইউনাইটেড ষ্টেটসে ২০০০ স্ত্রী ডাক্তার আছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ— পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন মূল, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, পরিশিষ্ট প্রভৃতির সহিত সুন্দর অক্ষরে, সুন্দর কাগজে ইহার যেরূপ সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। গদ্য পদ্যের অনুবাদ গদ্যে ও পদ্যে অতি সরল ও সরস বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন। হিতোপদেশের উপদেশগুলি সাধারণের হৃদগত করিবার জন্য বিশেষ কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তক সঙ্কলনে ও মুদ্রাঙ্কণে তিনি বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তদনুসারে ইহার মূল্য ২॥০ টাকা অধিক নহে। ভারতের এই অমূল্য রত্ন প্রত্যেক সমর্থ গৃহস্থের গৃহে রক্ষা করা উচিত।

২। ছিন্নলতা, গীতিকাব্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী প্রণীত। মূল্য ৫০ আনা। পদ্যগুলি সুললিত ও সুভাবপূর্ণ। স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। পঞ্চোপনিষদ—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৫০ আনা। তলবকার, কঠ, ঈশ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচ খানি উপনিষদের মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ যাহা রাজা রামমোহন রায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দর আকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। উপনিষদ যে হিন্দু শাস্ত্র সকলের সার এবং নিগূঢ় ঈশ্বর-তত্ত্বের শিক্ষাদাত্রী, এই পঞ্চোপনিষদ পাঠে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। ধর্ম্মার্থীদিগের ইহা অবশ্য পাঠ্য।

৪। বিক্টোরিয়া পাঠ ১ম ভাগ—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সেন প্রণীত, মূল্য চারি আনা। ইহার ছবি ও মুদ্রাঙ্কণ অতি সুন্দর এবং বিষয়গুলি বালক বালিকাদিগের উপযোগী। এ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

বামা রচনা।

সেইত সকল!

(গোলাপের প্রতি।)

গোলাপ ফুটন্ত মুখে কেনলো আবার,
হাঁসিছ মধুর হাঁসি, ছুটায়ে অমৃত রাশি,
মিছে তুমি ফুটিয়াছ, মিছে ও বাহার,
দিব যাঁর হাতে তুলি, কোথা সে আমার? ১

সে দিন যেদিন, হায়, আজিরে কোথায় ?
সোহাগ আদর ভরে,কে আর তেমন করে
গোলাপ তোমারে নিয়ে জুড়াবে আমায়,
কে দেখে মরম ব্যথা মরম ছাপায় ? ২
তুমি রে সাধের ধন, কপাল আমার,
নহিলে স্বপন হেন, সকলি লুকাবে কেন,
অথবা তাহাই আছে, ভুল বুঝিবার,
যা আছে থাকিল, বুক বাঁধিব আবার। ৩
ছড়ায়ে হাঁসির রাশি তেমনি আদরে,
সোহাগে গলিয়া সই, তেমনি ফুটেছ ওই,
কিন্তু সে মাধুরী কোথা হৃদয় ভিতরে,
কি ছিল, নাহিক তাহা পরাণ বিদরে ! ৪
কি হয়ে রয়েছি আমি কোথা সে আমার,
দেখিল না এ যাতনা, বুঝিল না এ বেদনা,
কি বলে ভুলিয়ে গেল, কি নাই তাহার,
চির প্রেমময় তবু, কপাল আমার।
সেইত হাঁসিছ তুমি কুসুম সুন্দরী,
সেই উপমার ধন, সেই পূত ও বদন,
সকলি রয়েছে সেই, কেবল আমারি
হয় প্রাণ খান খান, দিবস শর্ব্বরী। ৬
সেইত সরসী বুকে বিনোদ লহরে,
নলিনী হাঁসিয়ে সারা,যেন পাগলিনী পারা,
দিগন্ত মোহিত করি সুরভি বিতরে,
সোহাগে সমীর সেই ভুলায় সু-ধীরে। ৭
সেই কল কল স্বরে সাগর সঙ্গিনী,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি, উঠায় সে ভাবরাশি,
ভালবাসা ছিল কোথা, ললিত রাগিণী,
সেই কথা কল কলে জানায় তটিনী। ৮
আজিও আকাশে সেই রজনী-রঞ্জন,
সেইত মাধুরীময়, অমৃত প্রবাহ বয়,
হাসিয়া ঢালিয়ে দেয় কনক কিরণ,
সেইত সকলি কোথা হৃদয়-রতন ? ৯
মলয় অনিল সেই তেমনি সোহাগে,
কাঁপায় তোমার দল, ছুটাইয়া পরিমল,
চুমিয়া ভ্রমর তোমা কত অনুরাগে,
সেই গুণ গুণ রবে প্রেম ভিক্ষা মাগে।১০
সকলি ফুরাল যদি কেনগো আবার,
বিকাশি প্রেমের হাসি,মাখিয়ে সুরভিরাশি,
ফুটেছে কোথায় আজ দেবতা আমার,
দেখিল না দুখরাশি অকূল পাথার ! ১১
আবার মরমে পশি, কেনগো কাঁদায়,
এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাক, এ সব পড়িয়া থাক,
হৃদয়-দেবতা সুখী কিসের আশায় ?
জ্বালাবে তাঁহারে দাসী ধিক্ পিপাসায়। ১২
ব্যথিব তাঁহারে অহো ! সবে না পরাণে,
যাক ভেঙ্গে বুক তবু, আমার হৃদয়প্রভু,
সুখী ত কণ্টক আর বব না চরণে,
দেব না দেব না বাধা,যা থাকে জীবনে।১৩
সুখ শান্তি সাধ, আশা সে যে রে আমার,
হৃদয় সাহারা মাঝে, ফুল্ল শতদল সে যে,
সুবাসে পরাণ ভরা, প্রবাহ সুধার,
হৃদয় আরাধ্য দেব সে যেবে আমার।১৪
সেবিব তাঁহারে তবে উন্মত্ত পরাণে ;
পূজার সামগ্রী সেই, সে ছাড়া যে কিছুনেই
উপাস্য দেবতা সে যে, হৃদয় জীবনে,
অমৃত সে প্রেমরাশি অতুল ভুবনে।১৫
স্বরগ আমার সে যে এ মর সংসারে,
চিনি না সে দেবতায়,কত গুণ আছে তায়,
সে যেয়ে জ্যোৎস্না মোর হৃদয়-আঁধারে।
সেই ধ্রুব তারা এই জীবন পাথারে। ১৬

শ্রী—— দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৭ সংখ্যা | আশ্বিন ১২৯৬—অক্টোবর ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সামকিক প্রসঙ্গ।

বন্যা—জলপ্লাবনে ফরিদপুর সহরের প্রায় সমস্ত বাড়ীর ভিতর জল প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঢাকার কতক অংশ ডুবিয়া গিয়াছে ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমা ভাসিয়া গিয়াছে। মতিহারীতে অনেক দিন হইল জলপ্লাবনে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি মুরশিদাবাদের ৩০টী গ্রামের লোক এই উৎপাতে গৃহশূন্য হইয়াছে, সুখের বিষয় তত্রত্য নবাব বাহাদুর এসময় নিরাশ্রয়দিগের আশ্রয়দানে বিশেষ সদাশয়তা প্রদর্শন করিতেছেন। গোরক্ষপুর নিমজ্জিত প্রায়।

নুতন রেলওয়ে—গত ২৬এ আগষ্ট ·ধি মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রেল গাড়ী চলিতেছে। থষ্টা্র্দিলা স্কল নাম্নী জরুজলে যাইবার ও ডেলফিয়ার শিক্ষয়িত্রীর আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য। গ্রীক পুরাণের প্রতি

দান—হু অনুরাগ, এই জন্য তিনি ইষ্ট জানসোনী এথেন্স নগরে গমন করিয়া দিগের সাহা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। কেম্ব্রিজ য়াছেন। মুন ও ব্রিটিষ চিত্রশালিকা দিগের জন্য সংস্কৃপাদান সংগ্রহ করিয়া ও নবাব বাহাদুর ৩০০০ ০৲ গ্রীক পুরাণ য়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫ বিদ্যালয়ে জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবেতন হিসাবে বার্ষিক ৬০০ টাকা করিয়া দিবেন।

প্রাচীন রাজবংশ—জাপানের

মিকাডো বংশ ১২১ পুরুষ রাজত্ব করি-তেছেন, এরূপ প্রাচীন বংশ না কি পৃথিবীতে আর নাই।

নূতন কল—রৌদ্র ধরিবার এক নূতন কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বাক্সের ন্যায়, প্রখর রৌদ্রে এই বাক্স রাখিলে তন্মধ্যস্থ বায়ু এত উ[illegible] হয় যে ঠাণ্ডা ঘরে তাহা লইয়া গে[illegible] তাহাও গরম হইয়া উঠে।

মহারাণীর বক্তৃতা—গত ৩০এ আগষ্ট পার্লেমেণ্ট বন্ধ হইবার সময় ইংল-ণ্ডেশ্বরীর বক্তৃতা পঠিত হয়। ভারতের রাজগণ সৈন্য দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে অগ্রসর বলিয়া মহারাণী তাঁহা-দের রাজভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন।

নূতন স্বর্ণখনি—মালয় ও বোর্ণিও [illegible]পে অতি উৎকৃষ্ট স্বর্ণের খনি বাহির হই-[illegible] ইহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধি-

[illegible]—হিন্দুরা যেমন [illegible]য়া পূজা করে, [illegible]রূপ করিত। [illegible]র্জ্জার-সমাধি [illegible]ত সমকোণ [illegible]ইত। পিত্তল [illegible] তথায় অনেক পাওয়া [illegible] হইতে কয়েকটী কায়রোর [illegible] রক্ষিত হইয়াছে।

স্ত্রী ডাক্তারের প্রয়োজন—পাতিয়ালার মহারাজা রাজবাটীর ও প্রধান কর্ম্মচারীদিগের অন্তঃপুরে চিকিৎসার জ[illegible] এক জন স্ত্রী ডাক্তার চাহিয়াছেন। ক্র[illegible] অন্যান্য স্থান হইতে এইরূপ আহ্ব[illegible] আসিবে।

রাজ-প্রসাদ—হিন্দী ভাষা শিক্ষা জন্য মহারাণী যে দুই জন হিন্দুস্থানী নিযুক্ত করেন, শ্বেত প্রস্তরে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতেছেন।

ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা—গত জন সংখ্যায় দেখা যায় যে পুরুষ অপেক্ষা ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক তাহাদের অধিকাংশই আবার বিধবা। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ড এ বিষয়ে সম-তুল্য। তবে হিন্দু বিধবাদিগের আর বিবাহের যো নাই, ইংরাজদের আছে।

কুষ্ঠরোগের ঔষধ—অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক "এসিয়াটিক রিসার্চ" পত্রিকায় কুষ্ঠ রোগের মহৌষধ শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডাক্তার মহাশয়ের মতে ঔষধটী অমোঘ। ঔষধটী এইরূপে প্রস্তুত হয়:—এক তোলা শেঁকো বিষ ও ছয় তোলা কাল মরীচ একত্র করতঃ ৪ দিবস একটা হাঁমানদিস্তায় কুটিতে হইবে। ইহার পর উহাকে খুব মিহি করিয়া গুঁড়া করিবার জন্য একটা প্রস্তরের খলে পেষণ করিতে হইবে। পরে অল্প জল দিয়া উহা দ্বারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ পানের পাতার সহিত এক একটী গুলি খাইতে হইবে। ইহার পর তিনি শেঁকো বিষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে

শ্বেতবর্ণ শেঁকো পীড়ার চরমাবস্থায় ব্যবহার্য্য, হরিদ্রাবর্ণ শেঁকো অপেক্ষাকৃত কম তেজস্কর, ব্যাধির প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য।

স্ত্রী শিক্ষা—সার ষ্টিওয়ার্ট বেলী বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বিদুষী রমা বাই—পুনা নগরে ক্রমান্বয় প্রকাশ্য বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শ্রোতাদিগের অত্যন্ত ভিড় হইয়া থাকে।

বিদেশীয় স্ত্রী—বিবি গারেট আণ্ডারসন ইংলণ্ডের প্রধান স্ত্রী চিকিৎসক। তাঁহার বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকারও অধিক।

(২) যে সকল অনাথ ও অপরাপর বালক ও বালিকা গৃহ অভাবে পথে পথে খেলাইয়া বেড়ায়, বিব স্মিথ তাহাদিগের জন্য একটী গৃহ প্রতিষ্ঠার্থ প্রায় ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

(৩) ফ্রান্সে সেভারস নগরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য উচ্চ শ্রেণীর নর্ম্যাল স্কুল আছে। এখানকার ছাত্রী সকল ফ্রান্সের বিদ্যালয় সকলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। ম্যাডাম জুলস্ ফেভার এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ইনি পণ্ডিতপ্রবর ইমারসনের সমগ্র গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

(৪) নিউইয়র্ক প্রাইমারি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কুমারী হমিলী হানাওয়ের যত্নে তথায় বালক বালিকাদিগের জন্য একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। তথায় শিশুদিগের উপযোগী বিবিধ পুস্তক সংগৃহীত আছে। শিশুরা বিনাব্যয়ে তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিতে পারে।

(৫) ডেনমার্কে আহিরী ব্যবসায় শিক্ষার জন্য একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে। গব্যরসে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তথায় তাহার শিক্ষাদান হইয়া থাকে। বিবি হানা নিলসন এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা। ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কাউণ্ট, ব্যারণ প্রভৃতি ইউরোপের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিবি নিলসন এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার রৌপ্য বিবাহ উপলক্ষে রয়াল ডেবিস কৃষিসভা আহিরী ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য তাঁহাকে একটী বৃহৎ রৌপ্য পাত্র উপহার দিয়াছেন।

(৬) কুমারী এস্ এমিলা স্কল নাম্নী একটী মহিলা ফিলেডেল্ফিয়ার শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন। গ্রীক পুরাণের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ, এই জন্য তিনি গ্রীক রাজধানী এথেন্স নগরে গমন করিয়া গ্রীক পুরাণানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয় ও ব্রিটিষ চিত্রশালিকা হইতেও অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি এক খানি বৃহৎ গ্রীক পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক বিদ্যালয়ে তাঁহার সংকলিত পুরাণ প্রামাণিক বলিয়া পঠিত হইতেছে।

ভারতের দুঃখিনী অনাথা বিধবাদিগের জীবিকোপায়।

জীবনে কাহারও অধিকার আছে, স্বীকার করিলে জীবিকাতেও তাহার অধিকার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং জীবিকালাভের পক্ষে যে সমস্ত উপায় থাকা প্রয়োজন, তাহাতেও যে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও ন্যায়ের অবিকৃত আদেশ। যাহা কিছু এই একান্ত প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জ্জনের পথে অন্তরায় উপস্থিত করে, তাহাই জীবনের কণ্টক, ন্যায়ের সুদৃঢ় হস্ত সেই অন্তরায় দূরীকরণার্থ কদাপি সঙ্কুচিত হয় না। স্বেচ্ছামত ও প্রয়োজনমত কাহারও জীবনে তাহার নিজের অধিকার আছে স্বীকার করিলে সেই জীবন রক্ষার্থ যাহা কিছু আবশ্যক তাহা অবলম্বন করিতেও যে তাহার স্বাধীনতা আছে ইহা কোন সুবিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। স্বতন্ত্র ভাবে জীবন ধারণ করিবার অধিকার এবং সেই অভিপ্রায়ে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য কারবার অধিকার এ দুইই এক কথা। ন্যায় ও স্বাধীনতা একই সত্যের দুইটী দিক্ মাত্র।

এই কয়েকটী মূল সত্য আমাদের লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইলে আমাদের পথ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইব, অনেক অন্ধকারময় প্রদেশ আলোকিত হইয়া উঠিবে, স্বার্থ বা সন্দেহের কুজ্ঝটিকা আমাদের কর্ত্তব্যের পথ, ন্যায়ের পথ আবৃত করিয়া দৃষ্টিভ্রম ঘটাইতে পারিবে না।

জীবরাজ্যের সর্ব্বত্রই আমরা এই একটী নিয়ম দেখিতে পাই যে প্রত্যেকেই নিতান্ত শৈশবাবস্থা ভিন্ন সকল সময়েই স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। মানব জাতির শৈশবাবস্থাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। অসভ্যাবস্থায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নিজে নিজে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। স্বজাতীয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্ততঃ সকলেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। কিন্তু মানব যখন সভ্যতার পদবীতে অধিরোহণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে এই নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। একে অন্যের অধীন ও মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল; একের জীবন মরণ অপরের ইচ্ছার উপর—অপরের প্রীতি অপ্রীতির উপর নির্ভর করিল। এই বিষম বৈষম্য স্রোতের প্রভাবে মানব জাতির একার্দ্ধ অপরার্দ্ধের সম্পূর্ণ অধীন হইল, স্ত্রী জাতি সর্ব্ব প্রকারে পুরুষ জাতির দাসী হইয়া পড়িল। পুরুষ জাতির মধ্যেও এই বৈষম্যের অভাব নাই। একের ভ্রূ ভঙ্গির উপর কত অসংখ্য লোকের ধন প্রাণ নির্ভর করিত। সৌভাগ্যের বিষয়

সাম্য নীতির প্রভাবে পুরুষ জাতির অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ন্যায়ের অধিকার আজিও বিস্তৃত হয় নাই। এই পৃথিবীর ভূমিতে এখনও লোক সাধারণের কোনও অধিকার নাই, ইহা শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি, ইহাতে কেবল তাঁহাদের বা তাঁহাদের বংশধরগণেরই ভোগ দখল করিবার অধিকার আছে; অপরাপর লোকের পক্ষে তাঁহাদের অনুমতি বা অনুগ্রহ ভিন্ন মুহূর্ত্তের জন্যও এ সংসারে থাকিবার অধিকার নাই,—দুখানি পা রাখিয়া দাঁড়াইবার জন্য যত টুকু ভূমির প্রয়োজন তাহাতেও তাহাদের নিজের কোন অধিকার নাই। যাহার দুখানি পা রাখিবার স্থান নাই তাহাকে স্বাধীন বলা, জীবিকা উপার্জ্জনে তাহার অধিকার আছে বলা কি সর্ব্বতোভাবে ব্যঙ্গোক্তি নয়? এই ত পুরুষ সাধারণের অবস্থা। এখন ইহাদের মুখাপেক্ষী যাহারা, তাহাদের অবস্থা অনুমান করিতে কল্পনাশক্তির বড় বেশী সাহায্যের প্রয়োজন নাই। পুরুষ একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইলে আত্মশক্তি পরিচালন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ, কিন্তু স্ত্রীলোকের তাহাতেও অধিকার নাই, তাঁহার হস্ত পদ অষ্টবন্ধনে বদ্ধ, তাঁহাকে মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য আমরণ পুরুষের মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। তিনি আশৈশব পুরুষের মুখেরদিকে তাকাইতে শিখিয়াছেন, ভিন্নরূপ অবস্থা তাঁহার কল্পনাতেও স্থান পায় না। ইউরোপের স্ত্রী-সমাজ আজ কাল নিজেদের অবস্থা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতেছেন, কেহ কেহ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া জীবিকা লাভের অর্থাৎ প্রাণ ধারণের চেষ্টাও করিতেছেন। আমাদের দেশের তুলনায় তাঁহাদের সুবিধাও বিস্তর। তাঁহারা অন্তঃপুর নিবদ্ধা নহেন, সংসার সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন। কিন্তু যে দেশের রমণীগণ অসূর্য্যম্পশ্যা, গৃহ প্রাঙ্গণই যাঁহাদের সুবিশাল পৃথিবী, বাড়ীর ঘর গুলি জানিতে পারিলেই যাঁহাদের সমস্ত ভূগোল বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইল; যাঁহারা চির দিন জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের জন্য—জীবন মরণের জন্য কেবল মাত্র দুই এক খানি মুখের দিকে তাকাইয়া আসিয়াছেন, যে মুখ নিঃসৃত কথাই তাঁহাদের সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র আকর; হঠাৎ এক দিন যদি সেই আশ্রয় সরিয়া যায়, যে মুখের দিকে তাকাইয়া এত দিন জীবন ধারণ করিতেছিলেন, সে মুখ খানি যদি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়, যে হস্তখানি এতদিন অন্নগ্রাস মুখে তুলিয়া দিতেছিল, সে হস্তখানি যদি আর উত্তোলিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থা যে কি হয় তাহা একবার সহৃদয় পাঠক ভাবিয়া দেখুন। হয় অনাহারে মৃত্যু, না হয় ভিক্ষালব্ধ জীবন ভিন্ন তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশের বিধবা অনাথা রমণীদের অবস্থা কি ঠিক ইহাই নহে? এই সমস্ত নিরাশ্রয়া অনাথা বিধবাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন রূপ

ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কি মনুষ্য মাত্রেরই একটী প্রধান কর্ত্তব্য নহে ? আমি ন্যায়ের কথা—স্ত্রী জাতির অধিকারের কথা বলিতেছি না। তাহাহইলেত স্ত্রী জাতির অনেক হৃত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলেত পুরুষ জাতির অনেক স্বার্থে আঘাত পড়ে। কিন্তু যে সমাজ তাঁহাদিগকে এমন ভাবে নিরাশ্রয় ও নিঃশক্তি করিয়া রাখিয়াছে, সে সমাজের কি এত টুকু দয়া হয় না যে খাটিয়া খাইবার জন্য তাঁহাদিগের যতটুকু স্বাধীনতা ও সুবিধা থাকা প্রয়োজন ততটুকু স্বাধীনতা ও সুবিধা করিয়া দেয় ? যদি সমাজ এই দয়ার কার্য্যটী করিতে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে ইহা যে নিশ্চয়ই অভিশপ্ত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

এতদিন যাবৎ আমাদের দেশীয়া অনাথা বিধবারা কি কি উপায়ে জীবন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন প্রথমে সেই বিষয়টি একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। এই বিষয়টির উপযুক্ত রূপ বিচার করিতে হইলে দেশের লোকদিগকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রয়োজন, ধনী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণী।

প্রথমোক্ত শ্রেণীটি আমাদের অদ্যকার বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে পড়িতেছে না। এই শ্রেণীস্থ অনাথা বিধবাদিগকে সাধারণতঃ কখনই অন্নের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইউরোপীয় সমাজে মধ্যবিত্ত বলিলে যে শ্রেণীর লোক বুঝায়, আমাদের মধ্যবিত্ত কথার সেরূপ অর্থ নহে। ইউরোপে অর্থ লইয়া শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা বা অন্য প্রকার কাজ কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারাই তথাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আমাদের দেশে বংশমর্য্যদা অনুসারে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। জমীদার শ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিলে ভদ্র বংশ সম্ভূত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যবংশ সম্ভূত সমস্ত লোকই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহাদের মধ্যে কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল, কেহ বা নিঃস্ব। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাহার দিনান্তে উদরান্নের সংস্থান হওয়া সুকঠিন, তিনিও ভদ্রলোক, তাঁহার আত্মমর্য্যাদা আছে, সমাজে তাঁহার সম্ভ্রম আছে। অবস্থা চক্রে পড়িয়া এই শ্রেণীর লোকে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেও এক সময়ে ইহাঁদের সকলেরই কিছু না কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এমন এক সময় ছিল যখন ভূসম্পত্তি হীন ভদ্রলোক কথাটি ভাষা বিপর্য্যয় বলিয়া গণ্য হইত। আজ কাল এই শ্রেণীর মধ্যে এমন লোক বিস্তর পাওয়া যায় যাহাদিগকে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে হইলে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। কিন্তু এমন সময় ছিল যখন ইহাঁরাই দেশের শিক্ষিত সমাজ ছিলেন, সেই শিক্ষিত সমাজের অর্থ যাহাই হউক না কেন। এই শ্রেণীর মহিলাদের অবস্থা সকলেরই সামাজিক

ভাবে সমান, সকলেই কুলাঙ্গনা, সকলেই অসূর্য্যম্পশ্যা, সংসার সম্বন্ধে সকলেই তুল্যরূপে অনভিজ্ঞা। অনাথ ও নিঃস্ব অবস্থায় পড়িলে ইঁহারা বরং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন বরং অতিদূর সম্পর্কীয় কোন কুটুম্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অশ্রুজলের সহিত অনিচ্ছা-প্রদত্ত অন্নগ্রাস গলাধঃকরণ করিবেন, তথাপি গৃহের বাহির হইয়া কোন রূপ কার্য্য দ্বারা আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিবেন না। এই কুলাঙ্গনাদের পক্ষে একবার অন্তঃপুর ত্যাগ করিলে স্বজাতীয়ের নিকট মুখ দেখান ভার। কোন অসম্পর্কীয় লোকের গৃহে গৃহকর্ম্ম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিলে তাঁহার জাতিপাত হয়। আমাদের দেশের লোক সাধারণের এ বিষয়ে মতামত পরিবর্ত্তন না হইলে, ন্যায়-সম্মত উদারভাব এ দেশের লোকের অন্তরে প্রবাহিত না হইলে, আমাদের অনাথা বিধবাদের উদরান্নের সুব্যবস্থা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। ম্যাঞ্চেষ্টারের আশীর্ব্বাদ আমাদের দেশ সুসভ্য হইবার পূর্ব্বে ঘরে বসিয়া এই অনাথাদের অন্নগ্রাস উপার্জ্জনের কতকটা উপায় ছিল। তখন প্রায় সকল গৃহস্থেরই চরকা থাকিত—অনাথারা কাটনা কাটিতেন ও কোন সহৃদয় প্রতিবেশীর সাহায্যে বাজারে কাটনা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তাহাদ্বারা কোন প্রকারে দিন গুজরান করিতেন। এখন ম্যাঞ্চেষ্টারের সুলভ ও সুদৃশ্য কলের কাপড় ও কলের সূতা দেশ মধ্যে আমদানী হওয়াতে কাটনা ও কাটনার কাপড়ের আর আদর নাই। যাঁহারা কাটনা কাটিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, তাঁহারা এখন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া বৃথা গল্পে, না হয় নিজের ... ভাবনা ভাবিয়া সেই সময় কাটাইতেছেন। কেহ ২ কন্থাদি সেলাই করিয়া বিক্রয় করিতেন বা অন্য ২ শিল্প কার্য্য দ্বারাও কিছু ২ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু পরিবর্ত্তিত রুচির সময়ে আর তাঁহাদের সে কাঁথা ও শিল্পকার্য্যের আদর নাই। তাঁহাদের সে শিল্প আর বর্ত্তমান রুচিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

তৃতীয় নিম্ন শ্রেণী।—এই শ্রেণীর অনাথা বিধবাদিগের অবস্থা উচ্চতর শ্রেণীর অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার একটী কারণ উচ্চতর শ্রেণীতে সুখের দিনে ও দুঃখের দিনে বৈষম্য যত বেশী, নিম্নতর শ্রেণীতে তত নহে। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোককে দুঃখের দিনে স্বামীর পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যের সহায়তা করিতে হয়, সুখের দিনেও অভাব তাঁহার অপরিচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি তাঁহার উচ্চতর শ্রেণীর ভগিনীদের ন্যায় অসূর্য্যম্পশ্যা নহেন, অন্তঃপুরই তাঁহার পৃথিবীর সমস্তটা নহে। সমাজ তাঁহার গতি বিধি সেরূপ কঠোর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে না—তিনি আবশ্যক মত মাঠে, ঘাটে, বিপণিতে গমনাগমন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার জাতিপাত হয় না—সমাজের চক্ষে তাঁহাকে হীন হইতে হয় না। নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে সাধারণ ভাবে এই বিবরণটি সত্য

হইলেও অধুনা স্থানে ২ ইহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভদ্র লোকের সান্নিধ্য হেতু ইহাদের মধ্যেও স্থানে ২ ভদ্রয়ানী চাল চলন আরম্ভ হইয়াছে—বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণ করাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে। এই অনুচিকির্ষা বৃত্তির ফলাফল দুই একটী লোকের মধ্যেই বদ্ধ নহে—ক্রমে ইহা সমস্ত শ্রেণীতেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এখনও পর্য্যন্ত ইহার ফলাফল তাদৃশ শোচনীয় হইয়া উঠে নাই। এখনও শারীরিক পরিশ্রম ইহাদের মধ্যে ঘৃণার চক্ষে উপেক্ষিত হয় না—এখনও গৃহের বাহির হওয়া ইহারা তাদৃশ লজ্জাকর বলিয়া মনে করে না।

এই শ্রেণী দুইটী ক্ষুদ্রতর শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রথম কৃষক, দ্বিতীয় (artisan) কারীকর। কৃষক রমণীরা বাল্যকাল হইতেই পিতা, স্বামী বা পুত্রের কৃষিকার্য্যের ক্ষুদ্র২ উপায়ে সহায়তা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভূমিকর্ষণ প্রভৃতি বিশেষ আয়াসসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন না। ক্ষেত্র হইতে শস্য আসিলে তাহা দলন, ঝাড়ন, চাউল ডাউল প্রস্তুত করা ও শাক সবজি প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে তাহা বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করা এ সমস্ত কার্য্য প্রায়ই কৃষক রমণীরা করিয়া থাকেন। হইতে যাহাদের কার্য্য অন্য-নিরপেক্ষ নহে। দ্বিতীয় কার্য্য তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, পীয় সমাজে মধ্যবিত্ত বলিলে, বড় সুবিধাজনক নহে। কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিলেও সুবিধা নাই। তবে ভদ্র মহিলাদের অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা অনেক ভাল। ইহারা নিঃসহায় অবস্থায় পড়িলে কোন ২ স্থলে ধান্য ক্রয় করিয়াও চাউল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে বা কোন গৃহস্থের গৃহে ধান ভানিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে; কোথায় ও বা শাক সবজি বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকার ক্ষুদ্র ২ ব্যবসা করিয়া থাকে; কোথাও গোপালন ও দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন প্রকার ব্যবসার সুবিধা না হইলে অন্ততঃ দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থা।

২য় কারীকর শ্রেণী। এই শ্রেণীর মধ্যে নানা প্রকার ব্যবসা প্রচলিত এবং বংশ পরম্পরা ক্রমে সেই সেই ব্যবসা তাহাদের জীবনোপায় হইয়া আসিয়াছে। এই শ্রেণীর রমণীগণ প্রায়ই এই সমস্ত ব্যবসায়ের সহায়তা করিয়া থাকেন। ইহারা স্ব ২ জাতীয় ব্যবসা বাল্যকাল হইতে দেখিতে২ কথঞ্চিৎরূপে শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু বালকদিগকে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, বালিকা দিগকে কেহ সে ভাবে শিক্ষা দেয় না, সুতরাং তাহাদের কার্য্যকারিতা নিতান্ত হীন। তাহারা প্রধানতঃ গৃহ কার্য্যই অভ্যাস করে, জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা তাহাদের নিকট নিতান্ত গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের মধ্যেও সকল শ্রেণীর রমণীদের পক্ষে জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা

করা তুল্য রূপে সুবিধাজনক নহে। তন্তুবায়, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতি কয়েকটি জাতীয় রমণীগণ অভাবে পড়িলে জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করে, কিন্তু উপযুক্তরূপ শিক্ষা না থাকা বশতঃ তাহারা কখনই পুরুষদের সহিত জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে না। তৎপরে আবার সুসভ্য বৈদেশিকদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধুনা প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, জীবন সংগ্রাম দিন দিন কঠিন হইতেছে—জাতীয় জীবন সমস্যা দিন দিন গুরুতর ও ভীতিজনক হইয়া উঠিতেছে।

(ক্রমশঃ)

লিখিবার উপাদান।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যেরূপ স্বরগত ভাষার সৃষ্টি হইল, অনুপস্থিত দূরবর্ত্তী লোকদিগের নিকট ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য তদ্রূপ সাঙ্কেতিক ভাষা অর্থাৎ লেখার সৃষ্টি হইল। লেখন প্রণালী অতি প্রাচীন-কাল হইতে কি রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং অস্মদ্দেশে সম্পন্ন হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রকটিত হইতেছে। প্রাচীনেরা প্রস্তর ও ইষ্টকোপরি লিখিতেন। লেখার পক্ষে এইগুলি অসুবিধা-জনক বলিয়া বিবেচিত হইলে সীস প্রভৃতি ধাতু সকল অবলম্বিত হয়। একটি সীস-দণ্ডে জড়াইয়া সীস-পত্রগুলি একটি আংটা দ্বারা সংলগ্ন থাকিত। প্লিনী বলেন যে, ট্রোজান যুদ্ধের পূর্ব্বে তক্তায় লেখা হইত। ধনাঢ্য রোমানেরা তক্তার পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম হস্তি-দন্ত-খণ্ডে লিখিতেন। ইহার পর তালপত্র প্রভৃতি বৃক্ষ পত্রে লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। উক্ত মহাত্মার মতে মিসরীয়েরাই প্রথমে তালপত্র ব্যবহার করেন। প্রাচীন পারস্য ও আওনিয়া-বাসিগণ প্রাণিগণের চর্ম্ম, অস্থি ও অন্ত্রে লিখিতেন। মিসরীয়েরা 'প্যাপিরস' নামক এক জাতীয় গুল্ম ব্যবহার করিতেন। ইহা নীল নদের বদ্বীপে জন্মে বলিয়া গ্রীকগণ ইহাকে 'ডেল্টস' বলিতেন এবং ইহা হইতে ইংরাজী কথা Paper অর্থাৎ কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্যাপিরস একপ্রকার খাঁকড়া, জলা ভূমিতে জন্মে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ দশ হাত পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহার গুঁড়ি ত্রিকোণ, এবং পরিধি একটি বংশের মত, মূলদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রে বেষ্টিত এবং শিরো-দেশ পত্র ও পুষ্পে সুশোভিত। 'সিপিরস প্যাপিরস' এখন আর মিসরদেশে দেখা যায় না। খৃষ্টাব্দের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে পারগেমস-নিবাসিগণ পার্চমেণ্ট বা চামড়ার কাগজ প্রস্তুত করেন। এই কারণে ইহার আর একটি নাম 'পারগে-

মিনা'। গো-বৎস, মেষ ও ছাগলের অন্তঃচর্ম্মে ইহা প্রস্তুত হয়। তদনন্তর ভাল মোম জামার ন্যায় বস্ত্রে লেখা হইত। স্মরণাতীত অতি প্রাচীন কাল হইতে চীন দেশে রেসম নির্ম্মিত কাগজ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্বশেষে আমাদিগের আদৃত কাগজ আবিষ্কৃত হয়। আরবগণ ইহার আবিষ্কর্ত্তা। আরবদেশ হইতে স্পেনে, স্পেন হইতে ফ্রান্সে, ফ্রান্স হইতে জর্ম্মণিতে, জর্ম্মণি হইতে ইংলণ্ডে ইহার প্রবর্ত্তন হয়। স্পিলম্যান নামে এক জন জর্ম্মণ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে কেণ্ট শায়ারের অন্তর্গত ডার্টফোর্ড নগরে প্রথমে কাগজের কল সংস্থাপন করেন। ইনি রাজ্ঞী এলিজেবেথের নিকট হইতে 'সার' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৬০৭ অব্দে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন।

কালী, কলম ও কাগজ তিনই মিসরীয়গণ নীল নদের আশীর্ব্বাদে অপর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইতেন। প্লিনী ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকারগণ বলেন যে, মসীতে ঝুল, হস্তিদন্ত ভস্ম বা ভূষা* বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং পুরাতন হস্তলিপি দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনেরা যে কোনও উপাদানে মসী প্রস্তুত করুন না কেন উহা গাঢ়তর, সহজে উঠে না ও কালের ক্ষয়কারিণী শক্তিতে কিছুমাত্র বিকৃত হয় না। কাল কালীর ব্যবহার প্রথমে আরম্ভ হইলে পরে নানাবর্ণের কালী উদ্ভাবিত হয়।

*See Disraili's Curiosities of Literature and moon's King's English

পূর্ব্বে যখন ছাপার সৃষ্টি হয় নাই, হস্তলিখিত পুস্তক প্রচলিত ছিল। এবম্বিধ প্রণালী যৎপরোনাস্তি ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য। চীনদিগের অনুকরণে ছাপার আবিষ্কার হয়। ইহা কাষ্ঠ-খোদিত অক্ষরে নিষ্পন্ন হইত। মেএন্স নগরবাসী ফষ্ট বা ফষ্টস ইদানীন্তন ছাপার অক্ষরের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই শুভকরী বিদ্যা জর্ম্মণী হইতে বোহিমিয়া, তথা হইতে ইতালী, ইতালী হইতে হলণ্ড, এবং হলণ্ড হইতে ইংলণ্ডে আনীত হয়।

আংলো-সাক্সন boc (যাহার অর্থ বীচ নামে বৃক্ষ বিশেষ) শব্দ হইতে ইংরাজী book হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, কাষ্ঠফলকে পূর্ব্বে ইংলণ্ডে পুস্তক লিখিত হইত। লাটীন ভাষায় পুস্তক ও বৃক্ষের অন্তর্বল্কলকে liber বলে, যাহা হইতে library কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে। পত্র কথাটি ঐরূপ folium কথা হইতে হইয়াছে। বইএর পাতাকেও পাতা বলে, গাছের পাতাকেও পাতা বলে।* আমাদিগের 'গ্রন্থ' যখন গ্রন্থিদ্বারা সংবদ্ধ, তখন উহা যে ঐরূপে প্রথমে প্রস্তুত হইত তাহা সম্ভব। অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে তালপত্র ও ভূর্জ্জপত্র চলিয়া আসিতেছে। উড়িষ্যা অঞ্চলে তাল পাতায় লেখার রীতি অদ্যাপি আছে। কবচ মন্ত্রাদি এখনও ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আরব দেশে সর্ব্ব প্রথমে কাগজ ব্যবহৃত হয়।

* See Desraeli's Curiosities of Literature and Moon's King's English.

ইংলণ্ডে যখন ইহা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার অনেক পূর্ব্বে, অনুমান খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। আমরা দুরদৃষ্ট বশতঃ বিলাতী সামগ্রীর অনুরাগী হইয়াছি। দেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্পাদি আর ভাল লাগে না। তজ্জন্য বিলাতি মন্দ জিনিষও দেশী ভাল জিনিষ অপেক্ষা মনঃপূত হয়। কবে আমাদিগের এই বিষম ভ্রম দূর হইবে? কবে আমরা আপনার দেশের দ্রব্যের আদর করিতে শিখিব? ইংরাজ শাসনাধীনে দেশীয় শিল্পজাত ক্রমে২ বিনষ্ট হইতেছে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি দেখ, যে ইংরাজী বিলাত প্রস্তুত কালীর আমরা এত আদর করিয়া থাকি, তাহা কি আমাদিগের প্রাচীনদিগের দ্বারা প্রস্তুত কালীর কাছে দাঁড়াইতে পারে? কখনই নয়। শত শত বর্ষের হস্ত লিপি দেখিলে বোধ হয় যেন উহা অদ্য কি কল্য লিখিত হইয়াছে। কি কি উপাদানে এই উৎকৃষ্ট মসী প্রস্তুত হইত, তৎসমস্ত আমরা অবগত নহি। তবে অনুসন্ধান করিয়া আজ কালের টোলের অধ্যাপকভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ যাহাতে উহা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহা এই, খয়েরের জল, ভূষা, বয়ড়ার জল ইত্যাদি। প্রাচীন রোমানেরা যে (stylus) কলম ব্যবহার করিতেন, অস্মদ্দেশে উড়িষ্যা অঞ্চলে তালপত্রে লিখিবার নিমিত্ত ঐ রূপ লৌহ লেখনীর চলন আছে। আর উহারা যে রূপ তক্তার মোম মাখাইয়া লিখিতেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাবধি তদ্রূপ তক্তায় কর্দ্দম লিপ্ত করিয়া উর্দ্দু পারসীক বালকেরা লিখিয়া থাকে। এই বঙ্গদেশে ব্যবসায়ীগণ বিশেষতঃ বস্ত্রব্যবসায়ীগণ বড় চট সেলাইয়ের সূচের মত লৌহ লেখনী দিয়া চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ডে আজ কাল হিসাব লিখিয়া রাখে। আমরা বহুদিন হইতে খাঁকড়ার কলমে লিখিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালা লেখার পক্ষে ইহাতে যেরূপ সুবিধা হয়, অন্য কোন কলমে তাহা হয় না। পেন কলম বোধ হয় ইংরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে আসিয়াছে, কারণ উর্দ্দুই বল, বাঙ্গালাই বল, হিন্দিই বল, খাঁকড়ার কলমে যেমন লেখা হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। আজ কাল ষ্টীল পেনের ব্যবহার অতিশয় হইতেছে, কিন্তু ইহাতে এতদ্দেশীয় কোন ভাষা ভাল লেখা যায় না। পেন কলমে ইংরাজী লেখা যেমন উত্তম হয় ও শীঘ্র শীঘ্র লেখা যায় ইহাতে সেরূপ হয় না। গুণের মধ্যে ইহা দুই এক দিন ব্যবহারে অব্যবহার্য্য হয়, আবার নূতন লেখনী চাই, ইহাতে ব্যবসাদারদেরই লাভ। মুদ্রাযন্ত্র সকল দেশে যুগান্তর উপস্থিত করে। অল্পদিন হইল এদেশে ইহার শুভাগমন হইয়াছে। ইংরাজ শাসন কাল আরম্ভ হইবার পর মার্শম্যান্ প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের যত্নে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের সূত্রপাত হয়। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থ হস্তলিখিত ছিল, আদৌ মুদ্রিত হয় নাই। মিশনরীগণ বাঙ্গালার ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করান। কথিত আছে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার

দত্তের শ্রেষ্ঠতাত ৺ চূড়ামণি দত্তের হস্ত লিপির আদর্শে প্রথমে বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর ঢালাই হয় *। অনেক দিন হইতে এ দেশে কাগজ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু উহা ছাপার কাগজ নয়, মোটা ছোট আকারের সামান্য কাগজ, তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে ছাপার সহিত ছাপার কাগজেরও আমদানী হইতে আরম্ভ হইল। শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুত হউক বা না হউক, শ্রীরাম-পুরের ছাপাখানার জন্য যে কাগজ আমদানী হইয়া বাজারে বিক্রীত হইতে লাগিল, তাহা "শ্রীরামপুরে কাগজ" নামে খ্যাত হইল। ইহা তখনকার সচরাচর প্রচলিত কাগজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু এখনকার কাগজ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বালী ও টিটাগড়ের কলে অতি উত্তম ছাপার কাগজ আজ কাল প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালার ভাল ভাল ইংরাজী সংবাদ পত্রাদি এক্ষণে প্রায় সকলি এই কাগজে মুদ্রিত হইতেছে। এতদ্দেশীয়েরা উত্তম ছাপার ও লিখিবার কালী প্রস্তুত করিতে-ছেন। ইহারা নিজের মূল ধনে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রভৃতি মনোহর ব্যবহার্য্য দ্রব্য সকল যখন উৎপন্ন করিতে সমর্থ হই-বেন, তখন জানিব প্রকৃত উন্নতির দিকে ইহাঁরা কিছু অগ্রসর হইয়াছেন।

* অক্ষয় চরিত ২য় পৃষ্ঠা।

আর্য্যসমাজ অনাথাশ্রম।

তিন বৎসর হইল বেরিলী নগরে এই অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে অবগত হইয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার প্রতিপোষক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট সার অকলাণ্ড কলাবন, সভাপতি দামোদর দাস রইস, সম্পাদক পণ্ডিত রাজা বাহাদুর। অধ্যক্ষ সভায় ১৭ জন ভদ্রলোক আছেন, অধিকাংশই স্থানীয়। তিন জন অধ্যক্ষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত। গত অক্টোবর পর্য্যন্ত ইহাতে ৩২টী অনাথ অনাথা গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩ জন বিদায় প্রাপ্ত, ২ জন মৃত, অবশিষ্ট ১৭ জন আশ্রমে বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ৯ জন বালক ও ৮ জন বালিকা। বিদায়-প্রাপ্ত দিগের মধ্যে ১ জনকে কোন ভদ্র লোক দত্তক লইয়াছেন, ২ জন আত্মীয়-দিগের হস্তে প্রত্যর্পিত হইয়াছে, কাহার জাতীয় ১ টী বালিকা স্বজাতিতে বিবাহিত হইয়াছে, ১২ বর্ষীয় ১টী বালক পলাইয়া গিয়াছে। যে ২টী মরিয়া যায়, তাহারা বালিকা, পূর্ব্ব হইতেই রোগ ভোগ করিতে-ছিল। ইহাদের মধ্যে একটী নিকটবর্ত্তী কোন জঙ্গলে মৃত মাতার বক্ষোপরি বসিয়া কাঁদিতেছিল, এইরূপ অবস্থায় একজন পুলিস সব-ইন্স্পেক্টর কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও গৃহীত হয়।

আশ্রমে পরিত্যক্ত শিশু এবং কয়েদী স্ত্রীলোকদিগের অবগণ্ড সন্তানদিগকে (যাহাদিগকে কারাগারে থাকিতে দেওয়া হয় না) লালন পালন করা হয়। কেবল হিন্দু নহে, মুসলমানদের সন্তানদিগকেও গ্রহণ করা হয়। এখনও আশ্রমে ২টী মুসলমান বালিকা আছে। একটী মুসলমান বালিকার এক মুসলমান যুবার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তাহাতে চাঁদা করিয়া বিবাহের ব্যয় ৪৫ টাকা উঠে। বিলাস নাম্নী কাহার জাতীয় বালিকার বিবাহেও চাদা করিয়া ৫০ টাকা ব্যয় করা হয়। ইহাতে জাতিধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও কোন ব্যাঘাত করা হয় না। বালক বালিকা-দিগের শিক্ষা ও চিকিৎসাদিরও উত্তম ব্যবস্থা আছে। তদ্ভিন্ন ধাত্রী, পাচক পাচিকা, দাস দাসী, সরকার গোমস্তা, চৌকিদার প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা আছে। আশ্রমে গত বর্ষে ১৯৮৫।১৫ আয় এবং ১৭৮২।৶১০ ব্যয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক শিশুর জন্য মাসে ২॥০ করিয়া দেন, কিন্তু ইহাতে ব্যয়ের অল্পাংশ মাত্রের সংকুলান হয়। সভ্যগণ অন্য প্রকার আয়ের জন্য অতি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। জন্ম, বিবাহ, পদোন্নতি, মোকদ্দমা জয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, পীড়াশান্তি, অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি এই সকল শুভ উপলক্ষে তাঁহারা দান সংগ্রহ করেন, তাহাতে লোকে আনন্দের সহিত সাহায্য দান করে। বড় বড় লোকে চাঁদাও দিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে কোন কোন ধনী অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থে দান করিয়া গিয়াছেন। কমিসারিয়েট আফিস হইতে কাপড় প্রভৃতিও মধ্যে ২ পাওয়া যায়।

এই আশ্রম এ দেশে প্রথম দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। যেরূপ সুন্দররূপে ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে এবং ইহার সভ্য-গণ যেরূপ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, তাহাতে ইহা ভারতবাসী সর্ব্ব সাধারণের নিকট উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার যোগ্য। আশ্রমের একটী গৃহ নির্ম্মাণার্থ সভ্যগণ সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হইলে ইহার স্থায়িত্বের অনেকটা আশা করা যায়। ধনাঢ্য নর নারীগণ এ রূপ শুভকার্য্যে অর্থদান করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশ্রমের কল্যাণ ও উন্নতি প্রার্থনা করি এবং অন্যান্য ধর্ম্মসমাজকে অনুরোধ করি তাঁহারা এই আর্য্য সমাজের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া স্থানে স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক দেশের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করুন এবং নিরাশ্রয় অনাথাদিগকে পালন করিয়া অনাথনাথ বিধাতার অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হউন।

কাঁচা দুগ্ধ পানের অপকারিতা।

আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে দুগ্ধের বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রাতে সদ্যো-দোহিত কাঁচা দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। উহা কবিরাজী মতে পাক করা দুগ্ধ অপেক্ষা বলকর এবং কোন কোন ধাতুর লোকের পক্ষে বিশেষ হিতকর। কিন্তু আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ও অকাট্য সত্য নহে এবং তাহা সকল স্থলেই প্রয়োজ্য হইতে পারে না। ইউরোপীয়গণ আজ কাল যেরূপ বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন, বিশেষতঃ আহার্য্য পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহারা সদাই যেরূপ অনুসন্ধিৎসু, তাহাতে ঐ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনেক স্থলে শিরোধার্য্য করিতে হয়। আজ কালিকার ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের মত এই যে ধারোষ্ণ বা অপক্ক দুগ্ধ অবিচারে সেবন করা কোন ক্রমেই বিহিত নহে। অনেক অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শিশু যেমন মাতৃস্তনের দুগ্ধপানের সহিত মাতার স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের ভাগী হয়, মাতার যে রোগ থাকে তাহাদ্বারা আক্রান্ত হয়, গাভীদুগ্ধপানে বয়স্ক লোকের সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। গাভীর যে রোগ থাকে, দুগ্ধপানকারী ব্যক্তিরও সেই রোগ জন্মে। কিন্তু দুগ্ধ জ্বাল দিয়া লইলে দুগ্ধের সহিত রোগের যে বীজ থাকে, অগ্নি সংস্পর্শে অনেক স্থলে তাহার কার্য্যকারিতা বিনষ্ট হয়। সাহেবদিগের মধ্যে কাঁচা দুগ্ধ পান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, এই নিমিত্ত বিলাতের চিকিৎসকগণ এই বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনা করিতেছেন। সম্প্রতি লণ্ডনের কোন বৈজ্ঞানিক সভায় খ্যাটক নামক কোন চিকিৎসক অপক্ক দুগ্ধ সেবনের অপকারিতা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। একদা একটী গাভীর গাত্রে একটী ক্ষত হয়, সেই ক্ষত রোগে ছয় সাত মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। উক্ত চিকিৎসক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ গাভীর দুগ্ধ যাহারা পান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকের ঐ ক্ষত রোগ জন্মিয়াছিল এবং তাহাতেই তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে। শিশুদিগের অন্ত্রের ক্ষয় রোগ নামে এক প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। এবারডিনের ডাক্তার হেমিল্টন্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে উক্ত রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ জ্বাল না দিয়া পান করান হয়, তাহাতেই অনেক শিশু ঐ রোগাক্রান্ত হইয়াছে। কাঁচা দুগ্ধ পান করার আরও একটী দোষ আছে। জল বা দুগ্ধ যে স্থানে রক্ষিত হয়, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে যাহা কিছু দূষিত পদার্থ, তাহা ঐ জলে বা দুগ্ধে সংক্রামিত হয়। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে বাটীর জানালায় নূতন রঙ লাগাইবার পরে তাহার নিকট যদি কোন পাত্রে

করিয়া জল রাখা যায়, তাহা হইলে রঙের অতি সূক্ষ্ম রেণু সকল আকৃষ্ট হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে রঙের দুর্গন্ধ হ্রাস পায়। দুগ্ধেরও এইরূপ নিকটস্থ বায়ু বা অন্য কোন দ্রব্যের রেণু আকর্ষণ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি আছে। যেখানে দুগ্ধ রক্ষিত হয়, তাহার নিকট যদি দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা থাকে, তাহা হইলে ঐ নর্দ্দমা হইতে উদ্ভূত দূষিত পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই প্রকারে দূষিত দুগ্ধপান দ্বারা অনেকে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুগ্ধ এইরূপে দূষিত হইবার পর যদি তাহা অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন দোষ থাকে না। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে কাঁচা দুগ্ধ ব্যবহার না করিয়া উহা জাল দিয়া পান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব কাঁচা দুগ্ধ যেখানে পান করিতে হয়, অনেক সতর্ক হইয়া করা কর্ত্তব্য।

মহরম মহোৎসব।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের দৌহিত্র হোসেন ও হাসেন অন্যায় যুদ্ধে নিহত হন, তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশার্থ এই মহোৎসব। মহরমের সময় মুসলমানেরা (হিন্দুদিগের ন্যায়) কোনও দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করে না, কিন্তু অনেক প্রকার চিত্র, নিশান ও চিহ্নের কল্পনা করিয়া থাকে। সেহাদ্দা নামক একবিধ ধ্বজা এই সময়ে ভক্ত মুসলমানের গৃহ পোস্তয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে উষ্ট্র, কবর, মক্কার মন্দির, কোরাণ সরিফের নক্সা চিত্রিত হয়। মহম্মদের বংশীয় কয়েক ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আর এক প্রকার ধ্বজা প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা বৃদ্ধেরা তাজিয়ার উৎসবের সময় স্ব স্ব স্কন্ধে বহন করে। এই পতাকা যখন প্রকাশ্য বর্ত্ম মধ্য দিয়া বাহিত হয়, তখন মুসলমানদিগকে হাত তুলিতে হয়। সুন্নীগণ এই সময়ে আপনাপন ধ্বজায় তিনটী এবং সিয়াগণ পাঁচটি নক্সা দেখাইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উৎসব কালে সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ কার্ব্বালার মাঠে হোসেন নিহত হয়। মুসলমানেরা কার্ব্বালা প্রান্তরস্থ হোসেনের সুবৃহৎ কবরের অনুকরণে কাগজ, সোলা বা কোনও প্রকার ধাতুর কৃত্রিম কবরের (যাহার যেমন সাধ্য সেই মত) সুশোভিত করিয়া থাকেন। এই কবরের নাম তাজিয়া। মহরমের শেষ

দিনে ইহা স্কন্ধে করিয়া প্রকাশ্য ভাবে বাজার বা রাস্তা দিয়া বহন করা হয়, এবং তৎসঙ্গে মহা সমারোহের আবির্ভাব হয়। অবশেষে এই তাজিয়াকে কেহ নদী বা সরোবরের জলে নিক্ষেপ করেন, কেহ বা প্রান্তরে প্রোথিত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসেন। এই উৎসব কয়েক দিবস ব্যাপিয়া সম্পন্ন হয়, একদিন সমস্ত রাত্রি মুসলমানদিগকে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রৎ থাকিয়া নৃত্য, গীত, লাঠী ও তলোয়ার ক্রীড়া প্রভৃতি করিতে হয়; আর এক দিবস মধ্যাহ্নে ঐরূপ করিবার বিধি আছে, ইহার নাম "দুপুরে মাতন"।

তাজিয়া প্রতিরোধ চেষ্টা করা মুসলমান শাস্ত্র মতে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম, এই জন্য হিন্দু ও মুসলমানে প্রায়ই বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অনেক হিন্দু বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রগণ তাজিয়া উৎসবে সানন্দে যোগ দেয়। আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি, অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান পির, কবর, মসিদ প্রভৃতিকে ভক্তির সহিত মান্য করে, এবং অনেক মুসলমানকেও হিন্দু দেব দেবীর সম্মাননা করিতে দেখিয়াছি। আজমীরের জগদ্বিখ্যাত খাজেসাহেবের দরগায় বহু সংখ্যক হিন্দু ভক্তিভরে পূজা দেয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশে জাতিভেদের নিতান্ত টানাটানি ও কষাকষি, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা রাজপুতানায় এ সকল কিছুই নাই। সেখানে মুসলমানের সহিত হিন্দু এক শয্যায় পান ও তমাক খায়, বাটীর ভিতরে ও দেবালয়ে যবন প্রবেশ করে এবং কেবল ভাত ও রুটি খাওয়া ভিন্ন আর সকল প্রকার ব্যবহার মুসলমানের সহিত হিন্দুর চলিয়া থাকে।

মালব ও দাক্ষিণাত্যে মহরমের ভারি ধুম হয়। শত শত হস্তী, অশ্ব, ও উষ্ট্র এবং লক্ষ লক্ষ মনুষ্য তাজিয়ার সহিত গমন করে। পশুদিগকে সুবর্ণ, হীরক, মণি মাণিক্য খচিত বহুমূল্য ও দুর্লভ পরিচ্ছদে সুশোভিত করা হয়। কলিকাতার মির্জ্জা মেহেদি ও হাজি কার্ব্বালার তাজিয়োৎসব মন্দ নহে। মুর্শিদাবাদের নবাবের মহরমে অনেক টাকা ব্যয় হয় এবং ভূপালের বেগম লক্ষ লক্ষ টাকা তদুপলক্ষে দান করেন। রাজপুতানার অনেক হিন্দু রাজা তাজিয়া প্রস্তুত করিয়া উৎসব সম্পন্ন করেন। ছোটনাগপুর ও বেহারের অনেক ধনাঢ্য হিন্দু অতি সমারোহে হোসেনের মহরম উদযাপন করিয়া থাকেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয়েই সমান উৎসাহ ও আনন্দে লাঠি ও তলবার খেলিয়া থাকে। মুসলমান জাতির "তাজিয়াখানা" ভারত ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইহার অন্য নাম "ইমাম বাড়া', অনেক ভক্ত ও ধনী মুসলমান মৃত্যুর পূর্ব্বে ইমাম বাড়া প্রস্তুত করিয়া রাখেন এবং মৃত্যু হইলে ইহাতে সমাহিত হয়েন। হুগলীর মহম্মদ মসীন্ কৃত ইমাম বাড়া এবং লক্ষ্ণৌয়ের আসফউদ্দৌলার ইমামবাড়া দেখিবার যোগ্য।

শরৎকাল।

কি মোহন সাজে প্রকৃতি সুন্দর
সাজিছে শরতে, তরুলতা বন,
সবুজ রঙ্গের শাড়ী খানি পরি
মোহিত করিছে মনুষ্যের মন! (১)

নাহি ঘন ঘটা প্রাবৃটে যেমন,
সুনীল অম্বর, অনন্ত প্রসার—
সুধাকর করে—শোভিছে কেমন,
আনন্দে মগন নিখিল সংসার। (২)

শোভার ভাণ্ডার বিশাল মেদিনী
ধন ধান্যে আজ ভূষিছে অন্তর,
মোহিছে মানস ভুবনমোহিনী
স্বভাবের শোভা—মরি কি সুন্দর!(৩)

শারদ উৎসবে পতিব্রতা সতী
প্রতীক্ষা করিছে পতি আগমন
সম্বৎসর পরে হেরি সে মূরতি
আনন্দ-সাগরে হইবে মগন! (৪)

স্নেহময়ী মাতা আছে পথ চেয়ে
কখন আসিবে অঞ্চলের ধন?
বহু দিন পরে হারানিধি পেয়ে
সে চাঁদ বদন করিবে চুম্বন। (৫)

তনয় তনয়া ঝাঁপ দিয়ে কোলে
উঠিবে কখন?—ভাবিয়া আকুল।
ওই বুঝি এল 'বাবা বাবা' বলে
ছুটে যায় বেগে তটিনীর কুল। (৬)

নানা জাতি ফুল,—রয়েছে ফুটিয়া
পাদপ-জড়িতা—লতিকার গায়,
ভোমরা আসিয়া লইছে লুটিয়া
মধু পিয়ে মত্ত গুন গুন গায়। (৭)

বিজনে বসিয়ে করিছে কূজন
'ঘুঘু পাখী',—কিবা সুমধুর স্বর!
করিয়ে শ্রবণ ভাবুক সুজন
ভাবেতে বিভোর বিমুগ্ধ অন্তর!(৮)

এমন শরৎ সৃজিলেন যিনি
না জানি সে জন কতই সুন্দর?
কিবা সুনিপুণ তাঁহার লেখনী
চিত্রিলা এ চিত্র? ধন্য শিল্পিবর! (৯)

পতিব্রতা কামিনী।

দেশ পর্য্যটক এবরার্ডের যে সকল পত্র ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একখানি পত্রে পতিপরায়ণতার এক আশ্চর্য্য উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন:—"আমি আল্পস পর্ব্বতের নানা অংশে ও জর্ম্মণিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বিবেচনা করিলাম, ইড্রিয়াতে যে ভয়ঙ্কর পারদের আকর আছে, তাহা না দেখিয়া স্বদেশে প্রতি-নিবৃত্ত হইব না। এই ভাবিয়া আমি আকরে প্রবেশ করিলাম। উহা একটী গভীর গর্ত্ত বিশেষ; সেখানে

সূর্য্যালোক কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা উৎকট অপরাধে অপরাধী, তাহারা রাজদণ্ড অনুসারে সেই স্থানে যাবজ্জীবন বদ্ধ থাকিয়া কর্ম্ম করে। এই হতভাগ্য লোকদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। একে সেই অন্ধকারাবৃত ভীষণ স্থানে বাস, তায় আবার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিষ্ঠুর প্রহার ও অত্যাচার! সর্ব্বদা পারা ঘাঁটিয়া তাহাদের শরীর এরূপ তেজোহীন কৃষ্ণবর্ণ হয় যে দেখিলেই ভয় লাগে। সেই পারার দোষে শীঘ্র তাহাদের অগ্নিমান্দ্য ঘটে এবং শরীরের সন্ধিস্থল সকল সঙ্কুচিত হইয়া যায়। প্রায়ই দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদের মৃত্যু সংঘটিত হয়।

এই ভয়ঙ্কর স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম. মনুষ্য অর্থের লালসায় অন্যের উপর কি বিষম অত্যাচারই করিয়া থাকে! এই সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে এক ব্যক্তি আমার নাম গ্রহণ ও সপ্রেম সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তুমি কেমন আছ?" আমি চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, সর্ব্বাবয়ব কৃষ্ণবর্ণ বিকটমূর্ত্তি এক পুরুষ আমার নিকট আসিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, "কি ভাই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?" হা! দুর্দৈব! আমি একটু পরেই চিনিলাম, তিনি আমার বহুকালের বন্ধু—কৌণ্ট আলবর্টি। তাঁহাকে তোমার স্মরণ হইবে। তিনি বিয়েনার রাজসভায় একজন সভ্য ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির সর্ব্ব লোকের আদরভাজন ও সুযোগ্য পুরুষ ছিলেন। তুমিই বলিতে তিনি ইদানীন্তন কালের অলঙ্কার স্বরূপ; তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য প্রচুর পরিমাণে আছে; তিনি স্বীয় সম্পত্তি দ্বারা কেবল দীন দুঃখীদিগের ক্লেশ বিমোচন করিয়া থাকেন।

তাঁহার ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শনে শোকাভিভূত হইয়া আমি অশ্রুপাত করিতে লাগিলাম। অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখানে কিরূপে আইলেন? তিনি বলিলেন, আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে এক সেনাপতিকে মৃতপ্রায় করিয়া পলাইয়া ইষ্ট্রিয়ার জঙ্গলে কতকগুলি দস্যুর আশ্রয়ে প্রায় নয় মাস লুকাইয়া ছিলাম। পরে সেই দস্যুদিগের সহিত আমি ধরা পড়িয়া প্রাণদণ্ডার্থ রাজধানীতে নীত হই। তথায় আমাকে অনেকে চিনিলেন এবং বন্ধুগণ আমার অব্যাহতি জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তাহাতে আমার প্রতি প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে এই স্থানে যাবজ্জীবন রুদ্ধ থাকিয়া কর্ম্ম করিবার আদেশ হইয়াছে।

এইরূপে আমার নিকট আলবর্টি আত্মবিবরণ বর্ণন করিতেছেন এমন সময় একটী স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, তিনি অবশ্য কোন সম্রান্তলোকের কন্যা হইবেন। তাদৃশ বিষমাবস্থায় থাকাতেও তাঁহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয় নাই। তখনও তাঁহার রূপমাধুরী বিলক্ষণ মনোহারিণী ছিল। তিনি জর্ম্মণির এক অতি সম্রান্তবংশীয় কন্যা; কাউণ্ট

আলবর্টি'র পত্নী। তিনি পতির অপরাধ মোচনের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়া তাহাতে বিফল-প্রযত্ন হওয়াতে অবশেষে তাঁহারসুখ দুঃখভাগিনী হইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। তিনি পতি-সহবাসে সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছেন; তাঁহার সহিত আকরে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার যে কিরূপ সুখ সৌভাগ্যের অবস্থা ছিল, তাহার বিষয় একবার স্মরণও করেন না। কেবল আপনার ব্রত পালন সুখেই সুখী হইয়া আছেন।”

এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা একবারে নিষ্ফল হয় না। এই পত্র লিখিবার নয় দিবস পরে এবরার্ড আর এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে,—

“আমি সেই আকরের সন্নিকটে একটী গ্রামে থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, তথায় বিয়েনা হইতে তিনটী পুরুষ পরেপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন আলবর্টি'র পত্নীর সহোদর; দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র; তৃতীয় ব্যক্তি সহযোদ্ধা ও পরম বন্ধু। আলবর্টি যে সেনাপতির সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া এই বিপদে পতিত হইয়াছেন, তিনি মুমূর্ষু দশা হইতে উঠিয়া সুস্থ হইয়া আলবর্টি'র অপরাধ মার্জ্জনা করাতে সম্রাট তাঁহার দণ্ড মোচন করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহারা তাহাদের স্ত্রী পুরুষকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

এই সংবাদ শ্রবণে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে লইয়া আকরে গমন করিলাম। এই অভাবনীয় সুখের সংবাদে নিপীড়িত কাউণ্ট আলবর্টি'র শ্রমশুষ্ক মুখমণ্ডলে যে কিরূপ আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, তাহা বর্ণন করা যায় না। আর তাদৃশ যন্ত্রণাময় কারাগারে আত্মীয় জনের মুখ দর্শনে এবং পতির বিমুক্তির সংবাদ শ্রবণে সেই পতিপ্রাণা কামিনীর যে কি অপরিসীম আনন্দোদয় হইয়াছিল, তাহাই বা কিরূপে বর্ণন করিব? অতঃপর তাঁহাদের সেই কয়েদীর বেশ পরিবর্ত্তন ও গাত্র সংস্কারাদি করিতে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। যখন তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে সেই স্থানের অপর দুর্ভাগ্য সহচরদিগের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।”

পূতচরিত্রা পত্নীর সহিত আলবর্টি আকর হইতে উঠিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যের মুখ দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ সম্পদ প্রত্যাগমন করিল।

মৃত্যু।

আমরা মনে করি, একদিনে—এক দিনে কেন,—একক্ষণে মৃত্যু হয়। ইহা আমাদের বদ্ধমূল ভ্রান্তি। আমরা ভাবি, মুমূর্ষু'র নাভিশ্বাস হইতে কণ্ঠশ্বাস পর্য্যন্ত

যে সময় টুকু, তাহাই মৃত্যুকালের প্রকৃত পরিমাণ। বাস্তবিক তাহা নহে। এরূপ মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বহইতে মানুষের মৃত্যুর আরম্ভ হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু মৃত্যু আমাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংযোগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। বোধ হয় পৃথিবীর শ্বাপদ জন্তুগণ মৃত্যুর নিকট শিকার কৌশল অভ্যাস করিয়াছে। সেই জন্য তাহারা যখন অন্য জন্তুকে আক্রমণ করে,তাহাদের গ্রাসে পতিত হইবার পূর্ব্বে আক্রান্ত জন্তুগণ কিছুই জানিতে পারে না। কিছুকাল পর্য্যন্ত মানুষের শরীর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহার পর কিছুকাল ক্ষয়োদয়শূন্য হইয়া সমভাবে থাকে, তাহার পর ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। যাহারা বৃদ্ধকাল বা সাম্যকালের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা পরিণত বয়সে মরে, বোধ হয়, ৪০ বৎসর বয়সের সময় হইতেই তাহাদের প্রতি মৃত্যুর দৃষ্টি পতিত হয়। অন্যান্য জড় বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃতি যে নিয়ম বিধান করিয়াছেন, মনুষ্যেরা অহঙ্কার প্রযুক্ত যাহাই ভাবুন, তাঁহাদের দেহ সম্বন্ধেও সেই একই নিয়ম প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন একখণ্ড কাষ্ঠ বা অন্য কোন বস্তু মৃত্তিকার উপর পতিত থাকিলে, তাহার চতুঃপার্শ্ব হইতে ক্ষয় আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মনুষ্যের মৃত্যুর ক্রমও সেইরূপ। অগ্রে বাহ্যেন্দ্রিয়-গণের মৃত্যু হয়, চক্ষে চালসে ধরা, জিহ্বায় বস্তুর স্বাদ না পাওয়া, শ্রবণশক্তির হ্রাস হওয়া ইত্যাদি ঐ মৃত্যুর লক্ষণ। অনেক পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্ব কালের ন্যায় এখন আর খাদ্য বস্তুর আস্বাদ নাই;— কিন্তু তাঁহারা নিজে যে আর পূর্ব্বকালের মত নাই, ইহা একবার ভ্রমেও মনে করেন না। মানুষের যত বয়স হয়, বিষয়ে ততই বিরাগ জন্মে; কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যই যে ইহার কারণ তাহা নহে; বিষয় ভোগে বাহ্যেন্দ্রিয়ের আনন্দ-জননশক্তির হ্রাসও তাহার প্রবল কারণ, এই রূপে বাহ্যেন্দ্রিয়ের মৃত্যুর আয়োজন পূর্ণ হইলে পরে অন্তরিন্দ্রিয়গণ মরিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধিভ্রংশ, অনুৎ-সাহ, ভ্রমরতি প্রভৃতি তাহার বাহ্য লক্ষণ। যখন দেহের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, তখনও হয়ত অনেকে মৃত্যুর আক্রমণ দেখিতে পান না, তখনও হয়ত কেহ কেহ এরূপ মনে করেন, আর সকলে মরিবে, কেবল আমি নহি। সকলই ভগবৎ-লীলা, ইহার উপর কথা নাই। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ছাড়িবার পাত্র নহেন,—তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশের অধিক বয়স হইলে বনে যাওয়া বা সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চিন্তায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যখন দেহ ও মনের নিস্তেজ অবস্থা হয়, তখন আর সংসারে সুখ থাকে না,—বরং পদে পদে অসুখী হইতে হয়। বর্ত্তমান কালে

শাস্ত্রকারগণের উক্ত উপদেশ কিরূপে পালন করা উচিত, যাঁহারা সুপণ্ডিত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রণীত "পারিবারিক প্রবন্ধ" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন; অবশিষ্ট পাঠকগণকে সেই গ্রন্থ পাঠ করিতেই অনুরোধ করিলাম।

সাহেবগঞ্জ।

সাহেবগঞ্জ কলিকাতা হইতে অনুমান ১০৫ ক্রোশ। ইহা একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্য স্থান। পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে যে সমস্ত গোধূম, সর্ষপ প্রভৃতি জন্মায়, এখান হইতে সেগুলি কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে রপ্তানী হইয়া থাকে। বলিতে কি রেলওয়ে কোম্পানীর প্রসাদেই এই স্থানটির এত আদর হইয়াছে। ইহাঁদিগের এখানে একটি বড় ষ্টেশন আছে। ইহা গঙ্গা নদীর তটে। রেলওয়ে কোম্পানীর "ব্রাডফোর্ড লেস্‌লি" নামে বাষ্পীয় জলযানে এখান হইতে পরপারবর্ত্তী মণিহারী, কারাগোলা ও বেহারের অপরাপর স্থানে এবং আসাম প্রদেশে অনায়াসে গতিবিধি করা যায়। কারাগোলায় মাঘী পৌর্ণমাসীতে এক প্রকাণ্ড মেলা হয়। ঐ মেলায় বহুদূর দেশ হইতে নানাবিধ বাণিজ্য ও শিল্পজাত সমূহ এবং বহু সংখ্যক অশ্ব মেষাদি আনীত ও বিক্রীত হয়। সাহেবগঞ্জ হইতে কারাগোলা যাইতে ।০ আনা করিয়া ও মণিহারীতে যাইতে হইলে ৷/০ আনা করিয়া ভাড়া লাগে। শেষোক্ত স্থানে আসাম বেহার রেলওয়ের একটি ষ্টেসন আছে। সাহেবগঞ্জে খাদ্য দ্রব্য বহুল পরিমাণে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। অল্প আয়ে এখানে বেশ সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, রুই ও আর আর ভাল ভাল মৎস্য বেশ পাওয়া যায়। মাগুর প্রভৃতি বিলজ মৎস্য আদৌ পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এখানে বিল ও পুষ্করিণী কিছুই নাই। স্থানটি কিছু গরম হইলেও বেশ স্বাস্থ্যকর, জল বায়ু অতি উত্তম, অতি সহজে উত্তমরূপে পরিপাক হয়। স্থানটি পর্ব্বতময়। ষ্টেশনের অতি নিকটে ভূধর শ্রেণী সদর্পে মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। পশ্চিম হইতে কিছু বক্রভাবে এখান দিয়া লৌহবর্ত্ম যাওয়াতে গাড়ী যখন ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখন এক অতীব মনোহর দৃশ্য হয়, বোধ হয় যেন গিরিগহ্বর হইতে বৃহৎকায় ভুজঙ্গ বিনির্গত হইয়া ক্রোধভরে আস্ফালন করিতে করিতে আসিতেছে। প্রকৃত সাহেবগঞ্জ নব-প্রতিষ্ঠিত নগরী হইতে কিছু দূরে। উহা কয়েক খানি খোলার ঘরের সমষ্টি একটি সামান্য পল্লী মাত্র। আমরা উহাও দেখিয়াছি। এখন যে স্থানটি উক্ত

নামে পরিচিত, তাহাকে সক্রিগলি বলে। এখানেই ডাক ঘর, রেলওয়ে কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারীগণের বাঙ্গালা, টেলিগ্রাফ আপিস, ডাক বাঙ্গালা, ডাক, মধ্য ইংরাজীস্কুল, গির্জ্জাঘর, ক্লব হউস অর্থাৎ সাধারণ পাঠাগার, চিকিৎসালয় ও বাজার সকলি এই নূতন সাহেব গঞ্জে অর্থাৎ সক্রিগলিতে। ষ্টেশনটী দ্বিতল গৃহ। নিম্নতলে ষ্টেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, উপরতলে টাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আপিস। সাধারণতঃ বাড়ীগুলি খোলা নির্ম্মিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্থানটি ক্ষুদ্র, লোক সংখ্যা বড় অধিক হইবে না। সাহেব ও বাঙ্গালী ভিন্ন হিন্দুস্থানী ও পাহাড়িয়াগণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল হিন্দুস্থানী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বোধ হয় অনেকে বেহার অঞ্চলের কার্য্যসূত্রে এখানে আসিয়া নিবাসী বা প্রবাসী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীগণ আছে। মুসলমানের সংখ্যা কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া বোধ হয়। পাহাড়িয়াগণ জড় ও সূর্য্যের উপাসক। ইহারা নিম্ন ভূমিতে অর্থাৎ সহরে প্রায় থাকে না, পাহাড় হইতে হাট বাজার করিতে আসে যায়। ইহাদিগের বর্ণ শ্যাম, দেহ বলিষ্ঠ ও ব্রচিষ্ঠ, কেশ স্ত্রীলোকদিগের মত দীর্ঘ ও ঝাপটা কাটা এবং চুলে চিরুণী সংলগ্ন। ইহারা মোটা দেশী কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরিয়া থাকে। অনেকের এক এক খানি শালুর উত্তরীয় এবং হস্তে প্রায় এক এক গাছি যষ্টি থাকে। পুরুষদিগকে দেখিলে অনেকটা মেয়েদিগের মত বোধ হয়—গোঁফ দাড়ি যাহা পুরুষের একটী প্রধান চিহ্ন, তাহা নাই, কামাইয়া ফেলে। স্ত্রীলোকগণ অসভ্য ধাঙ্গড়দিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি কসি দিয়া কাপড় না পরিয়া মোটা সুতা বা দড়ি দিয়া এমন ভাবে দোহারা করিয়া বাঁধিয়া রাখে যে উপর হইতে এক পাটের কিয়দংশ নাভিস্থল হইতে কটিদেশে আসিয়া পড়াতে বোধ হয় যেন একখানি মোটা পাছা পেড়ে কাপড় পরিয়াছে। এই পর্ব্বতবাসিনীগণ কাচের চুড়ী, মোটা পিত্তল বা কাঁসার গহনা কুমুই পর্য্যন্ত এবং উপর হাতে বড় বড় মোটা কাচের চুড়ি পরিয়া থাকে। কর্ণদ্বয় সমস্ত ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশ পর্য্যন্ত কর্ণভূষণে (মাকড়িতে) বিভূষিত ও ছিদ্রময়। সকল স্ত্রীলোকের বাম স্কন্ধদেশের উপরিভাগ হইতে দক্ষিণ বাহুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত এক খানি লালবস্ত্রে (শালুতে) সমস্ত বক্ষঃস্থল আবৃত। ইহাদিগের অনেকের এরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে যে তাহাদিগকে যথার্থ স্বভাব-সুন্দরী বলা যাইতে পারে। পাহাড়িয়ারা সুরাপায়ী বটে, কিন্তু ইহারা স্ত্রী পুরুষ বড় ধূমপানাসক্ত বিশেষতঃ গঞ্জিকা। গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্য সেবন প্রচারে যত্নবান থাকিয়া গরিব প্রজাবর্গকে বিপদ সাগরে ভাসাইয়া সর্ব্বত্র লাভবান হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হইতেছেন না। এই উক্তির সার্থকতা এস্থলেও প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহারা খাইতে পরিতে পায়

না, তাহারা বহুকষ্টে অর্জ্জিত পয়সাটি পাইবামাত্র অমনি গাঁজায় বা মদে ব্যয় করিতেছে। ইহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত হয়?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাহেবগঞ্জে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টি রেলওয়ে কোম্পানীর একটি ছোট বাড়ীতে হয়। কোম্পানী অনুগ্রহ করিয়া বাড়ীটি দিয়াছেন। শিক্ষকগণ বাঙ্গালী। ইহাতে ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও কায়েথী অধীত হয়। ছাত্রসংখ্যা অধিক নহে, বেশির ভাগ বাঙ্গালা ও হিন্দুস্তানী, অবশিষ্ট অল্পাংশ মাত্র পাহাড়িয়া। বেতন হার তুলনায় অল্প। পাহাড়িয়াদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র বেতন লইবার সরকারের হুকুম নাই সত্য, কিন্তু এক আবগারিতে সব মাটি করিয়াছে।

এই অঞ্চলের পাহাড়ে অতি উপাদেয় আহার দ্রব্য জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে আতা, অলাবু ও তরমুজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাহাড়ের বাঁশ ছোট ও সরু হইলেও নিরেট, সুতরাং বড় শক্ত। ইহাতে অতি উত্তম যষ্টি হয়। পর্ব্বতশিখর এরূপ রমণীয় ফল মূল ও ঝরণার নির্ম্মল পানীয় জলে সুশোভিত যে, ঋষিরা যে কেন এ সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া দেহের ও মনের সচ্ছন্দে যোগাভ্যাস করিতেন, তাহা সুন্দররূপে বোধগম্য হয়।

ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্।

ভক্তিশাস্ত্রে অভিন্ন তত্ত্ব; কেন না ভক্তি হইলে ভক্ত পাই, ভক্ত পাইলে ভাবাকর্ষণ হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর নিকট একথা বাতুল প্রলাপবৎ বোধ হইতে পারে; কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি জানেন, একথা,—কেমন কথা। যাঁহার মন বিষয়ে সুখ না পাইয়া প্রতিহত হইয়াছে, তিনিই ভক্তির দ্বারে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া মনে মনে বুঝিতেছেন, ভক্তি ভিন্ন জীবের গতি নাই, কেন না ত্রিতাপদগ্ধ জীবের জুড়াইবার যে একটী মাত্র স্থান আছে, ভক্তিই সেই স্থান দর্শনের দর্পণ স্বরূপ, ভক্তিই সেই উচ্চস্থানে উঠিবার সোপানস্বরূপ।

জীব চায় কি, তাহা নিজে জানে না; জীবের গতি কোন্ দিকে, তাহা নিজে দেখিতে পায় না, এই জন্যই তাহার এত দুঃখ। সে লঘুতম তৃণখণ্ডের ন্যায় প্রকৃতির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গম্য স্থানে যাইতেছে। যেখানে সুখের গন্ধ পায়, সেইখানে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, কিন্তু দাঁড়াইতে পারে না। কেন না নদী সমুদ্রে মিলিবে; পথে দাঁড়াইবে কেন? এই জন্যই

জীবের কামিনী-কাঞ্চনাদি বিষয় ভোগে ক্রমশঃ বিতৃষ্ণা জন্মে। যেমন জড় পদার্থে সংহতি নামে একটী শক্তি দেখা যায়, তাহার প্রভাবে স্বজাতীয় পরমাণুগণ একত্র মিলিত হয়; চিন্ময় রাজ্যেও সেই নিয়ম। জীব,—চিদণু,—মহা চিতে মিলিত হওয়া তাহার প্রকৃতি। চিন্ময় পুরুষ ভিন্ন, চিন্ময়ী জীবশক্তির অন্য আশ্রয় নাই। যেমন আমরা লৌকিক আবাস ত্যাগ করিয়া বহু কালের জন্য প্রবাসী হইলে নিজের দেশ ও নিজের ঘর দ্বার ক্রমশঃ বিস্মিত হই; জীবও সেইরূপ মায়ার কুহকে বিদেশে আসিয়া আপন দেশ ও আপন জন ভুলিয়াছে। যদি একখানি পরের গহনা আপন অঙ্গে ধারণ করিয়া সুখ বোধ করি, সে সুখ কতক্ষণ থাকে? জীবের দশাও ঠিক্ সেইরূপ,—যাহা নিজের নহে,—তাহাকে সুখের মনে করিয়া এত দুঃখ পাইতেছে। এই সর্ব্বনাশিনী বিস্মৃতি —এই বিপরীত অভ্যাস,—আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে। ঐ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কেবল ভক্তি-যাজন ও ভক্তসঙ্গ।

আমরা অন্যকে ভালবাসি আপনার জন্য। ধন ভালবাসি—আত্মার সুখের জন্য, স্ত্রী স্বামী ভালবাসি—আত্মার সুখের জন্য,—পুত্র ভালবাসি আত্মার সুখের জন্য;—ইত্যাদি। কিন্তু আত্মাকে ভালবাসি কাহার জন্য,—প্রায়ই আমাদের মনে এ চিন্তার উদয় হয় না। ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, আত্মাকে ভালবাসি, আত্মারই জন্য;—কেন না নিত্য জ্ঞান ও নিত্যানন্দ ভিন্ন আত্মার তৃপ্তি নাই। বাহিরের সকল বস্তুই ক্ষণিক সুখপ্রদ। এই জন্য কিছুকাল ধন ভোগ করিয়া আর ধনে তৃপ্তি হয় না, ধন ভাল লাগে না। কিছুকাল শারীরিক সুখ ভোগ করিয়া তাহাতেও বিতৃষ্ণা জন্মে। সংসারের সকল বস্তু সম্বন্ধেই আত্মার এইরূপ ভাব। আত্মা যেন নিত্য তৃপ্তির জন্য আর কি চাহে—কিন্তু এ সংসারে খুঁজিয়া পায় না; এই জন্য ভিখারিণীর ন্যায় সর্ব্বদা ব্যাকুল ভাবে কাল যাপন করে। বোধ হয়, আত্মার এই ব্যাকুলতা নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দের জন্য। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান ভিন্ন নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ আর কোথাও নাই। জীব যদি কোন উপায়ে তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারে, তবেই রক্ষা; নচেৎ অকূল সমুদ্রবৎ হতাশার গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। ভক্তি ও ভক্তই সেই উপায়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কেন না—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি,—ভক্তিরেবৈনং সাধয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি অতো ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।"

বিষয় বিজ্ঞান।

এই শিরোনাম যুক্ত প্রবন্ধ বামাবোধিনীর কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবে। তাঁহাদিগের বিষয় বিজ্ঞান ও তৎসঙ্গে আত্মচিন্তার সাহায্যের জন্য আরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

তির্য্যক্ দস্যু,—মনুষ্যের মধ্যে যাহারা দস্যুবৃত্তি করে, তাহাদের বল ও সাহস অসাধারণ। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি সকলেরই ভয়াবহ। বোধ হয়, পিপীলিকা মাকড়সা ইত্যাদি জাতি, তির্য্যক বা ইতর জীবের মধ্যে দস্যুবৃত্তি পরায়ণ। ইহাদিগের শক্তি, সাহস, দ্রুতগতি অন্যান্য জীবের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী প্রকৃতির সহিত অনন্ত পুরুষের নিগূঢ় লীলার কতই উচ্ছ্বাস হৃদয়ে প্রকাশ পায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না; কেবল অন্তর্নিহিত অনুভবেই থাকিয়া যায়। পিপীলিকা দেহে যেরূপ শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রাণিদেহে সেরূপ বল আছে কি না, সন্দেহ। উহারা আপন দেহ অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে বৃহৎ দেহবিশিষ্ট প্রাণীকে অনায়াসে আক্রমণ ও বিনাশ করে এবং তাহার শরীর ক্ষণকালের মধ্যে অসংখ্য অণুপরিমিত অংশে বিভক্ত ও আপন আপন আবাস গৃহের ভাণ্ডারসাৎ করিয়া ফেলে। স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে, এক বিতং পরিমিত বৃশ্চিককে চক্ষুর অগোচরপ্রায় ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ ধরিয়া অবাধে বধ করিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার শরীর সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়া গেল। একটী ক্ষুদ্রতম মাকড়সা এক লম্ফে একটী তদপেক্ষা অনেক গুণ বৃহৎ মক্ষিকার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার গ্রীবাদেশ দংশন করিয়া ধরিল এবং পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয় দ্বারা গুহ্যদেশ হইতে কি (বোধ হয় বিষ) বাহির করিয়া মক্ষিকার গাত্রে মাখাইতে লাগিল। মক্ষিকা মাকড়সার করাল আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। অবশেষে প্রাণত্যাগ করিয়া মাকড়সার উদরসাৎ হইল।

একটী বাঁচপোকা, একটী তৈলপায়ী বা উচ্চুঙ্গের পৃষ্ঠে উঠিয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। ঐ দুইটী প্রাণীর দেহ কাচপোকার দেহ হইতে অনেক বড়, তথাপি তাহার আক্রমণ মাত্রেই মৃতপ্রায় হইল। কাচপোকা তাহাদিগকে লইয়া কখন উড্ডীন হয়, কখন উল্লম্ফন করে। তাহার তৎকালীন চেষ্টাদি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এইরূপ কত স্থানে কত প্রাণী আছে, যাহারা অন্যান্য অসংখ্য প্রাণীর উপর বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করে।

ঐ সকল তির্য্যক্ জাতির ব্যবহার মনুষ্য কর্ত্তৃক কৃত হইলে, মনুষ্যেরা আইন অনুসারে অপরাধী হন, দস্যু বলিয়া জনসমাজে ঘৃণিত হন এবং রাজদ্বারে অপরাধ সপ্রমাণ হইলে দণ্ডিত হইয়া থাকেন। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে এ সকল কিছুই নাই। আমাদের এইরূপ ধারণা আছে, আমরা উন্নত প্রাণী, সেই জন্য আমাদের মধ্যে ঐরূপ সুব্যবস্থা ও শাসনাদি আছে; মনুষ্যেতর প্রাণিগণ নিকৃষ্ট, সেই জন্য উহাদিগের মধ্যে ঐ সকল সুব্যবস্থা নাই। আমাদের বোধ হয় মনুষ্য জাতির কতকগুলি দোষ হইতে ঐ সকল ব্যবস্থাদির উৎপত্তি হইয়াছে। দোষগুলি এই যথা,—সে সকল পাত্রভেদ বুদ্ধি, দেহাত্মবুদ্ধি, অসমদর্শিতা, আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাস,—ইত্যাদি। তির্য্যক জাতির মধ্যে যেন ঐ সকল দোষ ঘটে নাই.—তাহারা যেন এক হইয়াই আছে। তাহারা যেন ভাবে—"মরিলে কেহ মরে না, দুঃখ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না,—আমরা [illegible] মুক্তি লাভের উপায় কেবল ত[illegible] আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা সকলেই এক, [illegible] নাই, আমরা এক ইচ্ছায় পরিচালিত, ইত্যাদি।" এই সকল চিন্তা হাড় পাগলের প্রলাপ হইতেও পারে;—অথবা ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

একটী ভেক শাবক—অনেকে বলেন জগতের সকল বিষয়ে ভগবানের অভিনিবেশ নাই। অনেক শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতের মুখেও এ কথা শুনা যায়। আমার এ কথাটা ভাল লাগে না। যদি বিশ্বের কোন অংশে তাঁহার অভিনিবেশ না থাকে, তবে সেখানে কাহার অভিনিবেশ আছে? তবে কি তিনি ভিন্ন আর কিছু আছে? কেহ বলিবেন, আছে বই কি! মায়া! আমি বলি, মায়া কার? এ ঢেঁকির কচ্‌কচির অন্ধিসন্ধি নাই, ভেক শাবকের কথা বলি। আমি প্রতিদিন প্রাতে এবং অপরাহ্নে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করি। দেখিতে পাই, একটী ভেক শাবক একটী বক্র রেখার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিয়ত গতাগতি করে। বক্র রেখাটী একটী ত্রিভুজের দুইটী রেখাবৎ। ভেক শাবককে প্রতিদিন দুই বেলা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাতায়াত করিতে দেখিতে পাই কেন? এক দিন বিশেষরূপে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া দেখি, ভেকটী যাইতে যাইতে সম্মুখ ও উভয় পার্শ্বে যে কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বা পতঙ্গ দেখিতেছে, অমনি আপনার আটাযুক্ত জিহ্বাস্পর্শে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে। সে স্থানে [illegible] সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গগুলি প্রতিদিন জন্মায় বা কোথা হইতে আইসে, কাহার জন্য? আমার দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই ভেক শাবকের জন্য। ভেকটী যে এত যত্নে কেন পালিত হইতেছে, তাহা সেই ভেকস্রষ্টা ভগবানই জানেন। আমি হয়ত, একদিন দেখিব, একটী সর্প ভেকটীকে উদরসাৎ করিয়াছে।

সরল গৃহ-চিকিৎসা।

(হোমিওপাথি)

শ্বাসনলী সম্বন্ধীয় পীড়া।

সর্দ্দি (Catarrh)

এই পীড়া শ্বাস প্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহের লক্ষণ। নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইলে তাহাকে কোরাইজা বলে। লেরিংসের (বায়ু নালীর) প্রদাহ হইলে তাহাকে লেরিঞ্জিয়েল কেটার বলে। ট্রেকিয়ার প্রদাহ হইলে তাহাকে ট্রেকিয়েল কেটার বলে এবং ব্রাঙ্কাইয়ের প্রদাহ হইলে তাহাকে ব্রাঙ্কিয়েল কেটার বলে।

কারণ।

হঠাৎ শৈত্য লাগিয়া, গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা, অধিক শীতল বায়ু সেবন, সর্ব্বদা জল কাদায় ভিজা, হিম লাগান, আর্দ্র বস্ত্রাদি পরিধান, শরীর হইতে ঘাম নিঃসরণকালে উহা ঠাণ্ডা বাতাস দ্বারা নিবারণ ইত্যাদি কারণে সর্দ্দি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

প্রথমে নাসারন্ধ্র শুষ্ক হইয়া সুড় সুড় করে, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, এবং নাক দিয়া জলবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। চক্ষু হইতে জলস্রাব, কপালে ভারবোধ, শিরঃ পীড়া, আলস্য, চক্ষু ছল ছল করে, জ্বর, নাসিকা বন্ধ, শরীরে বেদনা অনুভব, কণ্ঠ শুষ্ক, স্বর পরিবর্ত্তন, খুশ খুশে কাশী, নাড়ী দ্রুত, ক্ষুধা মান্দ্য, পিপাসা, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

সর্দ্দি হইবামাত্র ক্যাম্ফার দুই ফোঁটা মাত্রায়, চিনির সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৪।৫ বার সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হইয়া যায়। যদি সর্দ্দি হইবামাত্র ক্যাম্ফার ব্যবহার করা না হয়, তাহাহইলে ইহাতে কোন উপকার হইবে না।

নাসিকা হইতে যদি জলবৎ পদার্থ স্রাব হয়, তবে ইউফেসিয়া ব্যবহারে সারিয়া যাইতে পারে। নাসিকা হইতে অল্প পরিমাণে গাঢ় পদার্থ নির্গত হইলে মার্কিউরিয়স্ ব্যবহার করিবে। যদি প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তবে আর্সেনিক দিবে। কপালে ভার বোধ, অতিশয় বেদনা, ও নাসিকা শুষ্ক হইলে নক্সভোমিকা এবং ব্রাইওনিয়া দ্বারা আরোগ্য হইবে। দিবসে নাসিকা রুদ্ধ ও রাত্রেতে শ্লেষ্মা ক্ষরণ হইলে নক্সভোমিকা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, বহির্বাতাসে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে, এ প্রকার লক্ষণ দেখিলে পলসেটিলার দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাতে

দুর্গন্ধ হইলে মার্কিউরিয়স দিবে। শিরঃপীড়া থাকিলে বেলেডোনা দিবে। গাত্রে বেদনা, নাসিকা লালবর্ণ ও ক্ষত অনুভব হইলে মার্কিউরিয়স ব্যবহার হয়। ঘ্রাণ শক্তি রহিত হইলে পলসেটিলা, ও ইপিকাকুয়েনাই দিবে। সর্ব্বদা হাঁচি থাকিলে বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষে সাইক্লেমেটিস বিশেষ উপকারী। জ্বর, শিরঃপীড়া থাকিলে বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, একোনাইট ব্যবহার্য্য। সর্দ্দি [illegible] কাশী হইলে ইপিকা, আর্সেনিক দ্বারা উপকার হইতে পারে। সর্দ্দি যদি পুরাতন হইয়া যায়, তাহা হইলে সলফার, ক্যালকেরিয়া, সিলিসিয়া, সাইক্লেমেটিস, ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইয়া যাইবে।

একোনাইট—ইহা একটী সর্দ্দির প্রথম অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বর শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব। ইহার ১ম অথবা ৩য় ক্রম (dilution) দিবসে ৩।৪ বার সেবন বিধেয়।

আর্সেনিক—জলে ভিজিলে, বরফ খাইলে, টক ফল খাইলে, গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে, অনবরত নাসিকা ও চক্ষু হইতে স্রাব, হাঁচি, নাসিকাতে জ্বালা ও ব্যথা, পিপাসা, বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণে ৬।৩০ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ব্রাইওনিয়া—ওষ্ঠ শুষ্ক, শ্লেষ্মা শুষ্ক, শুষ্ক কাশী, কোষ্ঠ বদ্ধ, অতিশয় শিরঃপীড়া, রোগীর যকৃতের এবং বাতের পীড়া থাকিলে ৬ বা ১২ ক্রম ঔষধ ব্যবহার করিবে।

বেলেডোনা—৬।৩০ ক্রম। শরীরে বেদনা, শিরঃপীড়া, শুষ্ক কাশী, শিশু হইলে কাশিবার সময় কাঁদিয়া ফেলে, জ্বর থাকে ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য্য।

নক্সভোমিকা—সর্দ্দি শুকাইয়া শ্লেষ্মা পড়া বন্ধ হইলে, নাসিকা বন্ধ, মাথা ভার বোধ, জ্বর, কোষ্ঠ বদ্ধ, শুষ্ক কাশী, রোগী খিটখিটে হইলে, একলা থাকিতে ভাল বাসিলে ৩ বা ৬ বা ৩০ ক্রম ব্যবহার্য্য।

পলসেটিলা—শ্লেষ্মাতে গন্ধ, গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব, ঈষৎ হরিদ্রা ও সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব, জিহ্বায় আস্বাদ থাকে না, নাসিকায় ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, মাথা ভার, দন্তে ও কর্ণে শূল বেদনাবৎ বেদনা, উষ্ণ ঘরে অসুখের বৃদ্ধি, সন্ধ্যার সময় অসুখের লক্ষণ সকল বৃদ্ধি পায়, রোগী অতিশয় শান্তপ্রকৃতি, ৬।১২ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ইপিকাকুয়েনা—নাসিকাতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার, নাসিকা রুদ্ধ, বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, কাশীতে কাশীতে বমি হইয়া পড়ে, হাঁপানি কাশীর ন্যায়।

মার্কিউরিয়স সলিউবিলিস—গাঢ় শ্লেষ্মা, অতিশয় হাঁচি, ঘাম, গলায় বেদনা, চক্ষু লাল ও প্রদাহযুক্ত, চক্ষু হইতে জল পড়ে, দন্তমাড়িতে বেদনা, তালু পার্শ্বস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ, উষ্ণ ঘরে উপশম বোধ, বহুদিন ব্যাপক সর্দ্দির পক্ষে ইহা একটী ভাল ঔষধ।

ক্যামোমিলা— শিশু সর্ব্বদা

কোলে থাকিতে ভাল বাসে। স্বর ভঙ্গ, কাশি রাত্রে বৃদ্ধি, প্রচুর স্রাব।

হিপার সলফার—সামান্য কারণে যাহাদিগের সর্দ্দি হইয়া থাকে, পারার অপব্যবহার অন্তে সর্দ্দি হইলে, গলার মধ্যে খস খস বোধ, ঘুংরি কাশী।

ঔষধের মাত্রা ও ক্রম—কোন ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিবে তাহা অগ্রে স্থির করিয়া, সেই ঔষধ রোগের অবস্থানুসারে প্রত্যহ ২।৪।৬ বার সেবন করিবে।

সাধারণতঃ তরুণ পীড়ায় নিম্ন ক্রম ও পুরাতন পীড়ায় উচ্চ ক্রম (ডাইলুইসন) ব্যবহার হইয়া থাকে। ১।৬।১২ ইত্যাদি নিম্ন ক্রম, ৩০।১০০।২০০ ইত্যাদি উচ্চ ক্রম বলা যায়। প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে এক ফোঁটা, বালক দিগের পক্ষে অর্দ্ধ ফোঁটা, নিতান্ত শিশু যাহারা তাহাদিগের পক্ষে সিকি ফোঁটা ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—সাধারণতঃ এই রোগের প্রথমাবস্থায় একটু সাবধানে থাকিলে আপনা হইতেই রোগ আরোগ্য হইয়া যাইতে পারে। এই পীড়া অধিক দিন থাকিলে ইহা হইতে নানা প্রকার সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তজ্জন্য এই রোগ হইবামাত্র খুব সাবধানে থাকিবে। যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তাহার চেষ্টা করিবে। শরীর উষ্ণ বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত রাখিবে। পদ দ্বয় কিছুক্ষণ উষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখিলে উপকার হইতে পারে। গরম চা ব্যবহার করিবে, লঘু পথ্য আবশ্যক। পিপাসা পাইলে শীতল জল পান করিবে। কাঁচা জলে স্নান করিলে বসা সর্দ্দি তরল হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে।

রামমোহন রায়ের স্মরণ।

২৭ সেপ্টেম্বরে রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টলে প্রাণ ত্যাগ করেন। কলিকাতাস্থ দেশহিতৈষিগণ প্রতি বৎসর তাঁহার সেই মৃত্যুর দিনে বন্ধু বান্ধবে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। তদুপলক্ষে সিটী কালেজগৃহে বা টাউন-হলে যে রূপ মহতী সভা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল, এ বৎসর সে রূপ সভা হইতেছে না। কারণ, এ বৎসর সেই দিন (২৭ সেপ্টেম্বর) আপিসের কর্ম্ম সমাপন করিতে এবং বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে সকলেই ব্যস্ত থাকিবেন। সভাস্থলে আসিতে কাহারও সময় ও স্বস্তি থাকিবে না। তথাপি এবৎসর আমরা গৃহে গৃহে সেই মহাপুরুষের সেই জীবনান্ত দিনে তাঁহার উদযাপিত মহাব্রতের এবং তাঁহার সুমহৎ কীর্ত্তি কলাপের চিন্তা করিব;—আমাদের প্রতি তাঁহার সুগভীর অতুল স্নেহের অনুধ্যান করিব।

তাঁহার অন্তিমকালে যে সকল ইংরাজ

রমণী তাঁহার কন্যার কার্য্য করিয়া তাঁহার মৃত্যুশয্যাকে অশোচনীয় ও এক প্রকার সুখের শয্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কারুণ্য, ঔদার্য্য, সহৃদয়তা এবং রাম মোহন রায়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন জন্য তাঁহাদের রচিত রামমোহন রায় বিষয়ক অনেকগুলি সঙ্গীতের মধ্যে একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা সুপ্রসিদ্ধ হারিয়েট মাটিনোর রচিত। পাঠিকাগণ রামমোহন রায়ের সেই বিদেশিনী কন্যাগণের সহিত সমভাবিনী হইয়া তাহা পাঠ করুন।

No faithless tears, O God! we shed
For him who, to Thine altars led,
A swallow from a distant clime,
Found rest beneath the cherubim;
In Thee he rests from toil and pain
O Father! hear our true Amen.

No faithless tears! Led forth by Thee
Meek pilgrim to the sepulchre,
For him Thy truth from day to day,
Sprang up andblossomed by the way;
Shalt Thou not claim Thine own again?
O bend to hear our deep Amen!

No faithless tears! Though many dream
To see his face by Ganges' stream;
Though thousands wait on many a shore,
The voice that shallbe heard no more;
O, breathe Thy peace amid their pain,
And hear Thy children's loud Amen

না ফেলি কপট অশ্রু, দেব নিরঞ্জন,
তাঁর তরে, দূর দেশ হতে যেই জন,
চাতক পক্ষীর মত আসি তব ধাম
স্বর্গ দূতদের মাঝে করিছে বিশ্রাম,
বিরমে তোমাতে শ্রান্তি ক্লেশ অবসান,
শুন পিতা মোদের সরল শান্তি গানে।

না ফেলি কপট অশ্রু, তোমার আনীত
শান্ত সে পথিক এই স্থানে সমাহিত,
তাঁর তরে তব সত্য হয়ে অঙ্কুরিত
জীবনের পথে নিত্য হলো কুসুমিত,
তব ভক্তে তব পদে দিবে না কি স্থান?
কৃপা করি শুন এ গভীর শান্তি গান।

না ফেলি কপট অশ্রু, আজি বহুজনে
গঙ্গা বক্ষে তাঁর মুখ লোলুপ দর্শনে,
তীরে তীরে বহু লোক শুনিবারে চায়
সেই স্বর, আর যাহা শুনা নাহি যায়,
শান্তিজলে কর শোক তাদের নির্ব্বাণ,
শুন পিতা উচ্চ আমাদের শান্তিগান।

ইংরাজীর ভাবার্থ অবলম্বন করিয়া অনুবাদিত।

নূতন সংবাদ।

১। বোম্বাইয়ের "দাক্ষিণাত্য মহিলা সমিতি" নামে এক স্ত্রী সভা আছে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর তাহার এক সাম্বৎসরিক হয়, তাহাতে গবর্ণরপত্নী লেডী রে ও রাজবধূ ডচেস অব কনট উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্র মহিলা সমবেত হন।

২। মৈনমিয়ে সম্প্রতি কাজুল বিবী নাম্নী এক মুসলমান মহিলার ১৫০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পৌত্রের বয়স ৯০ বৎসর। স্ত্রীলোকটী শেষ দশায় অন্ধ, কালা ও বাকশক্তি হীন হইয়াছিল, কেবল অল্প পরিমাণে আরারুট খাইয়া জীবন ধারণ করিত।

৩। বিলাতের স্ত্রীলোকেরা কামান ছোড়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। কিছু দিন হইল মারেজিয়নে এক কামান প্রদর্শনী হয়, লেডী সেণ্ট লেবেন তাহার

উৎসর্গ কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ২৬টী মহিলা তাহার কামান দাগা কার্য্য নিপুণ রূপে সম্পন্ন করেন। রয়াল হলওয়ে কলেজ এবং গার্টেন কলেজের ছাত্রীরাও অগ্নিবাণ পরীক্ষা শিক্ষা করিয়া থাকেন।

৪। বিছুটী জাতীয় (Nettle) বৃক্ষ হইতে ড্রেসডেনের শিল্পীরা এরূপ সূক্ষ্ম-সূত্র বাহির করিয়াছেন যে তাহা ৬০মাইল দীর্ঘ হইলে ওজনে /২।।০ সেরের অধিক হয় না।

বামা রচনা।

দোষ।

নির্দ্দোষী বস্তু কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে বস্তু বা ব্যক্তিগত দোষের মধ্যে কম বেশী দেখা যায় মাত্র। বস্তুগত দোষ স্বাভাবিক, আর ব্যক্তিগত দোষ শিক্ষা ও সঙ্গ দোষেই অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিগত দোষকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। তবে বস্তুগত দোষের স্বাভাবিকত্ব প্রত্যক্ষ আর বক্তিগত দোষের স্বাভাবিকত্ব অপ্রত্যক্ষ, কারণ মনুষ্যের স্বভাবও দোষের দিকে ধায়, কিন্তু ইহা সংশোধন হইতে পারে ও হইয়াও থাকে, আর বস্তুগত দোষ তাহা হয় না, তজ্জন্য উভয়ের দোষের স্বাভাবিকত্ব প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বলা হইল। ঝড়, শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প ও আগ্নেয় পর্ব্বতের অনলোদ্গীরণ প্রভৃতি পৃথিবীর উপকার সাধন করিলেও অন্য পক্ষে অপকার সাধন করে সন্দেহ নাই, অবশ্যই আমরা উহার শেষোক্তিটীকে দোষ বলিতে পারি, কিন্তু উহাদের ঐ দোষটা চিরকাল সমভাবে চলে বলিয়া উহার দোষ প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক বলিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষ চিরকাল সমভাবে নাও চলিতে পারে এবং সম্ভবতঃ চলে না কারণ মনুষ্য জ্ঞান বশতঃ গুণের পক্ষপাতী; ব্যক্তি মাত্রেরই গুণবান হইবার ইচ্ছা প্রবলা থাকে, অন্যথা তাহাকে বিকৃতচিত্ত বলিতে হইবে. অর্থাৎ কেহ ভয়ানক সুরাপায়ী অথচ তিনি জানেন যে সুরাপান করা একটী দোষের কার্য্য, অবশ্যই এস্থলে তাঁহার চিত্ত-বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। মনুষ্যের স্বভাব দোষের দিকে টানিলেও গুণের দিকে ইচ্ছা থাকে, কাজেই ইচ্ছা যে দিকে কার্য্যও সেই দিকে যায়; তাহাতে আবার অন্যান্য জীব জন্তু অপেক্ষা মনুষ্য দোষজ্ঞ ও গুণজ্ঞ, তাহাতেই তাঁহাদের দোষের স্বাভাবিকত্ব অপ্রত্যক্ষ। গুণের বিষয়ও উক্তরূপ হইবে, কিন্তু আমাদের প্রবন্ধের নাম "দোষ" তজ্জন্য গুণ অনালোচ্য।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মনুষ্য দোষজ্ঞ, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজের দোষ যে নিজে প্রথমে বুঝিতে পারেন তাহা নহে, ইহাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দোষ বুঝিতে সক্ষম। মনে করুন, কেহ আপনার প্রতি প্রবঞ্চনা করিয়া ভাবিলেন আমি বেশ জিতিয়াছি এবং আমার বুদ্ধিখানাও খুব তীক্ষ্ম, কিন্তু প্রতারিত আপনি বুঝিতে পারিলেন যে প্রতারক দোষের কার্য্য করিলেন, কেন না আপনি তাঁহার কার্যের ফলভোগী সুতরাং আপনি তাঁহাকে যেমন তাঁহার দোষ বুঝাইতে পারিবেন, তিনি নিজে সেই দোষ তেমন পারিবেন না,—আপনি তাঁহার কার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যথিত হইয়াছেন, তিনি নিজে নিজের কার্য্যে তাহা হয়েন নাই, সংসারে দুঃখ কষ্ট ভোগ না করিলে কেহ প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। আর আমি একটী দোষের কার্য্য করিলে আমার আত্মীয়ও সে দোষটী বুঝিতে পারেন কারণ আমার আত্মীয় ব্যথিত আর শত্রু ক্রোধান্বিত তজ্জন্য শত্রু ও মিত্রদ্বারা দোষ সংশোধন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ শত্রু কর্ত্তৃক আমার দোষ বুঝিয়া আমি সংশোধিত হইতে পারি, আর বুদ্ধিমান আত্মীয়ের নিকট আমার দোষের কথা শুনিয়া আমি সংশোধিত হইতে পারি, এবং অনেকেই তাহাই হইয়া থাকেন। কিন্তু আমি কথনই নিজের দোষ নিজে বুঝিতে সক্ষম নহি, যদি আমি আমার নিজের দোষ বুঝিতে পারিতাম তাহাহইলে দোষের কার্য্য করিব কেন? যাহারা অন্যের মুখে নিজের দোষোল্লেখ শুনিয়া তাহা সাদরে গ্রহণ না করিয়া আরক্ত গণ্ডে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে থাকেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে—" Trust not yourself, but

your defects to know

Make use of every friend and every foe." অর্থাৎ নিজে নিজকে বিশ্বাস করিও না। তোমার যে সমস্ত দোষ আছে তাহা যদি জানিতে চাও, তাহাহইলে প্রত্যেক শত্রু এবং মিত্রকে নিযুক্ত কর। কারণ শত্রু কথনও তোমার অসন্তোষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না আর মিত্রও তোমার দোষের প্রশ্রয় দিবেন না; এথানে শত্রু ও মিত্র উভয়ে তোমার দোষ গুণের বিচারক জানিবে। কিন্তু যাঁহারা তোমার তোষামোদ করেন বা তোমাকে ভয় করেন, তাঁহারা তোমার দোষ সংশোধন স্থলে শত্রু হইতেও শত্রু। এইরূপে ব্যক্তিগত দোষ সংশোধন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তবুও নির্দ্দোষী লোক অতি বিরল। তজ্জন্যই মনস্বীগণ বলেন যে—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" অথবা যে সকল নির্দ্দোষী ব্যক্তির নাম শুনিয়াছি বা যাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানি, তাঁহাদের মধ্যে গুণের ভাগ অধিক ও দোষের ভাগ অতি অল্প। কিন্তু তিনি নির্দ্দোষী নহেন, তবে তাঁহার দোষের ভাগ কম বলিয়া আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলি, কেন না—"একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দো কিরণেম্বিবাঙ্কে ॥"

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৮ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১২৯৬—নবেম্বর ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রিন্স আলবার্ট বিক্টর— ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ও সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী আগামী নবেম্বর মাসে ভারতে পদার্পণ করিবেন, ইহা পরমানন্দের সংবাদ। আমরা যুবরাজ-পুত্রকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজ দর্শন করিয়া নূতন অর্জিত ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে যাইবেন। সম্ভবতঃ বড় দিনের পর কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ত্রিবাঙ্কুরের রাজা দুই দিনে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আরও কত অর্থ সমুদ্রে ডুবিবে। [illegible] ধুমধামে টাকা নষ্ট না করিয়া তাঁহার সম্মানার্থ দেশহিতকর অনুষ্ঠান করিলেই ভাল হয়।

রামমোহন রায় স্মরণ সভা— গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের যে বার্ষিক সভা হয়, তাহা আশাতীত হইয়াছিল। জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অতি সুন্দররূপে আপনার কর্ত্তব্য সংসাধন করিয়াছেন। বক্তাদিগের মধ্যে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; রেবরণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সকলেই আপনাদিগের নির্দিষ্ট বিষয়ে যোগ্য-

তার পরিচয় দিয়াছেন। ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড সাহেব রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কার কার্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া এদেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কার্য্যের আলোচনা করেন। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ করেন, স্ত্রীলোকদিগের স্বত্বাধিকার আইনের সমর্থন করেন, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন এবং বিবিধ উপায়ে পুরুষ জাতির সহিত স্ত্রীজাতির তুল্যাধিকার স্থাপনের পোষকতা করেন। বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্য সকল অবগত হইলে এদেশের নারীগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন। রামমোহন রায় যে সুন্দর সালের পাগড়ী পরিধান করিতেন, বিলাতের এক ডাক্তার অতি যত্নের সহিত তাহা এত দিন রক্ষা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী সেই পাগড়ী বিলাত হইতে আনিয়াছিলেন, তাহা সকলকে দেখাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। এবার সভার কার্য্য অতি শান্ত ও পবিত্র ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মফঃস্বলের অনেক স্থানেও রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তীগণ এই দিনের উৎসব করিয়াছেন।

তাঁতিয়া ভিলের বিচার—জব্বলপুর সেসন্স কোর্টে ইহার বিচার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড হইয়াছে। ডাকাইতী, অঙ্গচ্ছেদন ও হত্যা এই কয়েকটী অপরাধের অভিযোগ হয়। তাঁতিয়ার উকীল কেহ ছিল না, নিজে দুই অপরাধ স্বীকার করে। শেষ অপরাধ সপ্রমাণ হয় নাই। তাঁতিয়ার সাহস ও কার্য্য সকল অতি আশ্চর্য্য। বর্ত্তমান যুগে ব্রিটিষ রাজ্যে এত বৎসর ধরিয়া নিরাপদে ডাকাইতী করিবার দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। তাহার বদান্যতাও অসাধারণ, তাহাতেই অনেক লোক বশীভূত ছিল। যাহা হউক এখন মধ্য ভারত এক প্রকার নিষ্কণ্টক হইল।

লেডী ডফারিণ—ভারতবন্ধু এই মহিলা বিলাতে গিয়াও নানা সৎকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গত ১৯এ সেপ্টেম্বর বেলফাষ্টের অদূরবর্ত্তী নকব্রিডা নামক স্থানে "Queen Victoria convalascent Home" রাজ্ঞী বিক্‌টোরিয়া স্বাস্থ্যাবাস গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ভারত বাস বিবরণ "Our Viceregal Life" নামক বৃহৎ দুই খণ্ড পুস্তকে শীঘ্র প্রকাশ করিবেন।

কলিকাতা পশুশালা—গত বর্ষে এই উদ্যানের অনেক বিষয়ে সন্তোষকর উন্নতি হইয়াছে। ১৮৮৭ সালে বার্ষিক আয় ৪৫,২৭৯ ছিল, এ বৎসর ৫২,৭৩৭ টাকা এবং ব্যয় ৪৩,৯৯২ স্থলে ৪১,৪৫৮ হইয়াছে। ৮ বৎসরের ন্যূন বয়সের ছেলেরা বিনা ব্যয়ে উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং তাহাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই। গত বর্ষে এই উদ্যানে একটী গণ্ডার-শিশু জন্মিয়াছে, ইহার স্থাপনাবধি ১৩ বৎসরের মধ্যে এরূপ ঘটনা হয় নাই।

পারিসে কৌ[illegible] [illegible]মন্দির—পারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে [illegible] আফ্রিক-আমার

ও চুইন হইতে অনেক বৌদ্ধ গিয়াছেন, তাহাদিগকে লইয়া পারিসে এখন প্রায় ৩০০ বৌদ্ধ বাস করিতেছেন। ইহারা এই মহানগরে এক বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এই মন্দির এক জন পূর্ব্ব দেশীয় রাজ মিস্ত্রী দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

বিবী বেসাণ্ট।—ইনি এত দিন নাস্তিক ব্রাডল সাহেবের সহচরী ছিলেন, সম্প্রতি "থিওসফিষ্ট" ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

শিক্ষা কর—বঙ্গদেশে খোলাভাটি তুলিয়া দিলে বার্ষিক এক কোটী টাকার অধিক রাজস্ব কমিয়া যাইবে। এই ক্ষতি পূরণার্থ শিক্ষাকর স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। দেশের কল্যাণার্থ এই অতিরিক্ত কর ভার মস্তকে লইতে দেশবাসিগণ প্রস্তুত হউন।

দাতব্য—(১) পাটনার কাজী সায়েদ রেজা হোসেনের স্ত্রী মসম্মত কোয়াসিমুন মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার্থ বার্ষিক ৯০০ টাকা আয়ের এবং বালিকাদিগের শিক্ষার্থ ২৫০ টাকা আয়ের বিষয় প্রদান করিয়াছেন। এরূপ সদৃষ্টান্ত বিশেষ অনুকরণীয়।

(২) টাঙ্গাইলের জমীদার হাবেজ মহম্মদ আলি খাঁ টাঙ্গাইলের স্কুল ঘর নির্ম্মাণে ইষ্টক চুন ছাড়া ৪০০০ টাকা, ঢাকা মাদ্রাসায় ৫০০০, ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ৫০০০, টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্ম্মাণে ৫০০ এবং সিটী কলেজ বিল্‌ডিং ফণ্ডে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ দাতা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

ইউরোপীয় যোগী—পঞ্জাবের নন্দীপুরে এক দণ্ডী আসিয়াছেন, তিনি কেবল দুগ্ধ ও ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করেন। কখনও কখনও বহু দিন ধরিয়া যোগে মগ্ন থাকেন। অনেক লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসে ও মিষ্টান্নাদি দেয়। তিনি বলেন ইউরোপীয় সভ্যতা দূর হইতে দেখিতে ভাল, কিন্তু ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সারগর্ভ, ইহা লুপ্ত হইলে আর্য্য সন্তানদিগের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

পুরাণের কাল।

৩০-বিদুলা।*

রাজস্থানে রমণী বীরত্বের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু অতি সুপ্রাচীন কালেও যে [illegible] বীরাঙ্গনা ছিলেন, বিদুলার জীবনীতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বিদুলা এক মহদ্বংশোৎপন্না সু-

* মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্ব হইতে গৃহীত।

দর্শিনী ও তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় রমণী ছিলেন। স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের তুলনা নাই। তিনি ক্ষত্রিয় রাজমণ্ডলীতে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদুলা রাজকুমারী ও বদান্যা নাম্নী ছিলেন। তদীয় তনয়ের নাম সঞ্জয়। মহাভারত বক্তা সঞ্জয় ও এই সঞ্জয় ভিন্ন। সঞ্জয়ের পিতা ও মাতামহের নাম ধাম নিরূপিত হয় নাই। বিদুলা উত্তেজনাময় উপদেশে স্বপুত্রকে দাতা হইবার উৎসাহও দিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের পিতাও অতি তেজস্বী ওদানশীল ভূপাল ছিলেন। তিনি সৌবীর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। সঞ্জয়, বিদুলার একমাত্র পুত্র, তথাপি অকাতরে তিনি পুত্রকে যুদ্ধোদ্যোগে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। না হইবে কেন? তিনি বীররমণী, বীর প্রণয়িনী এবং বীরনন্দিনী। তন্নিমিত্তই পুত্রকে রণমদে উৎসাহী হইতে বলিতেন। পরিশেষে তিনি বীরজননী আখ্যা পাইয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজনীতিতে সূক্ষ্ম বুদ্ধিও রাজকার্য্যের সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রশংসনীয়। তিনি পতিহীনা হইবার পর একদা সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাভূত এবং হতোদ্যম হইতে দেখিয়া যেরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ তিরস্কার করেন, তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

বিদুলা—তুমি আমার সন্তান নও। তুমি স্বগোত্রের কণ্টক তুল্য। তোমাতে অণুমাত্রও পুরুষত্ব দেখিতেছি না। স্বল্প বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া অসীমবৎ আত্মাকে বৃথা অবমানিত করিও না। ভয় দূরে পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহাধ্যবসায় সহকারে ত্রস্তচিত্তকে প্রশান্ত ও দৃঢ়ীকৃত কর। পরাস্ত ও হীন হইয়া আত্মীয় জনের শোককারণ ও অরাতির প্রীতিবর্দ্ধন হইয়া শয্যায় শয়ান রহিও না। দেখ, ক্ষুদ্র নদ নদী যেমন অল্প জলেই পূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ কাপুরুষেরা স্বল্প লাভেই তৃপ্ত হয়। ক্রুদ্ধ বিষধরের দংশন উৎপাদন করিয়া গতাসু হওয়াও বরং শ্রেয়ঃ। জীবনাশা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ কর। আকাশবিহারী শ্যেন পক্ষী যেরূপ নির্ভয়ে সর্ব্বত্র পর্য্যটন, মৌনাবলম্বন বা আক্রোশ করিয়া বৈরীর দোষানুসন্ধান করে, তুমিও তাদৃশ ব্যবহার কর। তুমি কি বজ্রাহত হইয়াছ যে, শয়ন করিয়া রহিবে? শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া নিদ্রিত হইও না। উপায় চতুর্ব্বিধ; তন্মধ্যে সন্ধি—মধ্যম, ভেদ—অধম. দান—অধমাধম, দণ্ড—উত্তম। প্রথমোক্ত উপায়ত্রয় আশ্রয় করিতে কামনা করিও না। দণ্ডই উপায়, অতএব দণ্ড প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হও। জ্বালাহীন তুষানলবৎ অবসন্নতারূপ ধূমে আচ্ছাদিত হইওনা। চিরদিন ধূমায়মান হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকাল প্রজ্বলিত হওয়াও শ্রেয়স্কর। রণকুশল যোদ্ধৃপুরুষ সম্মুখসমরে যাত্রা করিয়া মনুষ্যের ক্ষমতাসাধ্য তাবৎ উত্তমোত্তম ক্রিয়া নিষ্পাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মসমীপে ঋণমুক্ত হইয়া থাকেন এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

যাঁহারা বিদ্বান, তাঁহারা কদাচ লাভা-

লাভে সন্তুষ্ট বা সন্তপ্ত হন না, অর্থ লোভ পরিত্যাগ করিয়া নিরাবচ্ছিন্ন শ্রমসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অতএব পুত্র, হয়, ভুজবল প্রদর্শন কর, নতুবা জীবন ত্যাগ কর। পুণ্যকর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া অনর্থক জীবনের ভার বহন করিবার আবশ্যকতা কি? তোমার উৎসাহের অভাবে এই বংশ উৎসন্নপ্রায় হইল, ইহার উদ্ধার করা তোমারই উচিত। লোকসমাজে যাহার চরিত্র পরমাদ্ভুত ও বিচিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত না হয়, সে না পুরুষ, না স্ত্রী। সত্য কথন, তপশ্চরণ, বদান্যতা, বিদ্যাবিত্ত লাভ বিষয়ে যে লোকের সুযশ বিঘোষিত না হয়, সে ব্যক্তি নিজ মাতার পুরীষ তুল্য। যে লোক তপস্যা, অধ্যয়ন, বিক্রম ও ধন সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বারা অপরকে পরাস্ত করিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পুরুষ পদবাচ্য। যে ব্যক্তি, অবজ্ঞাযোগ্য, বলহীন, ক্ষুদ্রাশয়, আহার জন্য লালায়িত ও অরাতির আনন্দবর্দ্ধক, তাহার আত্মীয়েরা কদাপি তাহাকে সমাদর করে না।

আমার বিলক্ষণ মনে হইতেছে, আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত, সর্ব্বকর্ম্মভ্রষ্ট, দৈন্যদশাপন্ন ও জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে এবং জীবিকাভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও হইবে। তোমারে গর্ভে ধারণ করিয়া আমাকে কলির জননী বলিয়া সমাজ মধ্যে পরিচিত হইতে হইয়াছে। কোন রমণীই যেন মৎসদৃশ এরূপ অক্রোধ, নিরুৎসাহ, উদ্যমহীন, হতবীর্য্য সন্তান প্রসব না করেন।

সঞ্জয়।—জননী! আমি তোমার নয়নের অন্তরাল (মৃত) হইলে, তোমার সুখ সম্পদ অলঙ্কার, রাজত্ব বা জীবনের কি প্রয়োজন?

বিদুলা।—বৎস সঞ্জয়! আমার কামনা এই, তোমার বিপক্ষ পক্ষ অনাদৃত লোকদের এবং তোমার আত্মীয় পক্ষ সমাদৃত নরগণের প্রাপ্য স্থান লাভ করুক। প্রাণিগণ, যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, দেবতারা, ইন্দ্রের অনুজীবী হন, তদ্রূপ দ্বিজাতিরা ও মিত্রবৃন্দ, তোমার আশ্রিত হইয়া, জীবনোপায় বিধান করুন।

যে ক্ষত্রিয় জীবিতাশায় যথাশক্তি বাহুবল প্রদর্শন না করে, পণ্ডিতকুল তাঁহাকে তস্কর মনে করেন। মৃতপ্রায় লোকের ঔষধ যেমন তৃপ্তিকর বোধ হয় না, যুক্তিবহুল, যথার্থ স্বার্থশালী সদ্বাক্যগুলিও তোমার তাদৃশ রুচিকর হইতেছে না। বিবেচনা করিয়া দেখ, সিন্ধুরাজ যতই সসহায় হউন না কেন, তাঁহার প্রতি কেহই প্রকৃত অনুরাগী নন। উপায় পরিজ্ঞানের অভাবে ও তেজোহীনতা প্রযুক্ত সিন্ধুরাজের লোকেরা, নিরন্তর রাজার বিপৎপাতের অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহার প্রকাশ্য শত্রুরা তোমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নিরীক্ষণে নিঃসন্দেহ তোমার সাহায্যকারী হইবেন। তুমি সিন্ধুরাজের প্রকাশ্য শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার ব্যসন (বিপদ) প্রতীক্ষা কর। সিন্ধু-ভূপতি কি অজের বা অমর যে তুমি

শঙ্কিত হইতেছ ? তুমি নামে সঞ্জয় (জেতা,) কার্য্যে তোমার পরাজয়ই লক্ষিত হইতেছে। স্বীয় নাম অগ্রে অন্বর্থ কর। এক বিজ্ঞ দ্বিজ, তোমার শৈশবে কহিয়াছিলেন, "এই শিশু সর্ব্ব প্রথমে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইবে, পরিশেষে অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।" অদ্য তাঁহার বচন স্মরণ করিয়া তোমায় উৎসাহিত করিতেছি। পূর্ব্বসঞ্চিত বিষয়ের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হউক, কোন মতেই ক্ষান্ত হইব না, এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মনোযোগ দাও। আমি সদ্‌গোষ্ঠীসম্ভূতা। হ্রদ হইতে অন্য হ্রদগতা স্রোতস্বতীর মত শ্বশুরবংশে সর্ব্বোপরি কর্ত্রীর পদ পাইয়াছি। স্বামী আমায় যথেষ্ট সমাদর করিতেন। যে সুহৃদগণ পূর্ব্বে আমাকে বহুমূল্য মাল্যাভরণ সুগন্ধানুলেপন-বিমণ্ডিত দেহে সদাই হৃষ্টা অবলোকন করিতেন, এখন তাঁহারা আমায় কঠোর দুরবস্থাপন্ন সন্দর্শন করিতেছেন। যখন তুমি আমাকে ও তোমার পত্নীকে দুঃখিনী ও ম্লানমুখী দেখিবে, তখন তোমার জীবন অসারবৎ প্রতীয়মান হইবে।

আচার্য্য, ও দাস দাসীর জীবিকা নির্ব্বাহের বিরহে তোমার জীবন ধারণের প্রয়োজনও পর্য্যবসিত হইবে। যদি তোমাকে পূর্ব্ববৎ গৌরবাত্মক ক্রিয়াকলাপের উদ্যোগ করিতে না দেখিতে পাই, তবে কেমন করিয়া আমার হৃদয়ই বা প্রশান্ত হইবে কোন বিপ্র আমার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে, তাঁহাকে "নাই" বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার অথবা আমার পতির মুখ হইতে ইতিপূর্ব্বে কখনই "নাই" শব্দ বাহির হয় নাই। আমরা উভয়ে সকলের আশ্রয়স্থল ছিলাম, অথচ কদাচ কাহারও আশ্রিত হই নাই। এখন পরমুখাপেক্ষিনী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব। অতএব সম্প্রতি দুস্তর বিপত্তি-সাগর হইতে তুমি ভেলাস্বরূপ হইয়া, আমাদিগকে উদ্ধার কর। তন্নিবন্ধন যদি তোমায় অযোগ্য স্থানেও অবস্থান করিতে হয়, তাহাও স্বীকার কর। আমাদের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চার কর। প্রাণ ধারণের যদি কামনা থাকে, তবে বৈরিবিনাশে উদ্যত হও। শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্নেরা কেবল বিপক্ষের পরাভব দ্বারা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে। দেখ, শচীপতি দেবরাজ, বৃত্রাসুর নাশ করিয়াই "মহেন্দ্র" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্যই দেবসমূহের প্রভু ও সর্ব্বলোকের অধিপতি হইয়াছেন। উৎসাহী বীরপুরুষগণ সংগ্রামে স্ব স্ব নাম সংগোপন করিয়া বিক্রম প্রভাবে সেনার অগ্রভাগ দলন ও প্রধান সৈনিককে সংহার পুরঃসর যশোলাভ করিতে পারিলে অপরাপর শত্রুরা ভয়াকুল হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

কাপুরুষেরা অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া শত্রুকেও সফলকাম করে। সাহসিক বীরেরা রাজ্যনাশ বা জীবন ধ্বংস হই-

লেও অরাতিকে পরাজিত না করিয়া নিরস্ত হন না। পরাক্রম প্রকাশই ক্ষত্রিয়ের ত্রিদিব-প্রাপ্তির এক মাত্র উপায়, তাহাতে পীযুষকল্প রাজ্যপদও সুরক্ষিত হইতে পারে। তোমার মত রূপগুণ খ্যাতিসম্পন্ন-বিদ্যাগোত্র-বিশিষ্ট যুবক বৃষের ন্যায় অপরের আদেশবর্ত্তী হইয়া নিন্দনীয় আচরণে রত হইলে, তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃকল্প।

সঞ্জয়।—বীরাভিমানিনী জননী! জগদীশ্বর বোধ করি, তোমার হৃদয় পাষাণময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার কি কঠোর! কি পরমাদ্ভুত! আমি তোমার একমাত্র সন্তান, তথাপি আমাকে নিদারুণ বচন-বাণে বিদ্ধ করিতেছ। আমারে কাল-কবলে প্রক্ষিপ্ত করিবার কারণ তোমার এত চেষ্টা কেন হইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার বিয়োগ হয়, তবে এই রাজ্যপদ, ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ, বসন ভূষণ বা জীবনে তোমার ফল কি?

বিদুলা।—পুত্র! ধর্ম্মার্থের প্রয়োজনেই মানবের যাবতীয় উদ্দেশ্য আরম্ভ হয়। আমি ধর্ম্ম ও অর্থ উদ্দেশ করিয়া তোমাকে সমর ক্ষেত্রে প্রেরণের নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছি। শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শনের ইহা অপেক্ষা আর উপযুক্ত অবসর পাইবে না। এমন সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে, তোমাকে জনসমাজে অপমানিত ও অপদস্থ হইতে হইবে এবং তদ্দ্বারা আমারও যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিবে। তোমার কুখ্যাতি শ্রবণেও তোমাকে যদি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না করি, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাহা প্রকৃত দয়ার কার্য্য করা হয় না। ঈদৃশ বাৎসল্য সামর্থহীন গর্দ্দভ-স্নেহ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। অবোধেরা সজ্জন—জুগুপ্সিত যে মার্গে পদ চারণা করে, তথায় তুমি পদক্ষেপ করিও না। যে জন সদ্বৃত্তিশালী, বিনয়ী পুত্রাদির উপর আসক্ত হয়, তাহার প্রীতিই প্রকৃত প্রীতি। যিনি নিরুদ্যম, অবিনীত তনয়কে প্রীতি করেন, তাঁহার পুত্রোৎপাদনের ফল নিরর্থক। যাহারা মানবোচিত কর্ম্মে বিমুখ, কুৎসিত ক্রিয়ায় বশীভূত, তাহারা কোন প্রকারেই আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। রণ-সজ্জা ও যুদ্ধজয় নিমিত্ত বিধাতা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ লোকে বৈরী কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে ক্রোধবহ্নিতে বিদগ্ধ ও অরাতিলাষী হইয়া আত্মনাশ বা বিপক্ষধ্বংস দুয়ের অন্যতর আশ্রয় করেন।

সঞ্জয়।—মাতঃ! পুত্রের প্রতি এ প্রকার রোষ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত নয়। তুমি আমার অবস্থা দর্শন করিয়া আমার উপর অনুকম্পা প্রদর্শন কর।

বিদুলা।—সঞ্জয়, তোমার বিনীত বচন বিন্যাসে প্রীত হইলাম। তুমি আমাকে জনয়িত্রীর কর্ত্তব্য কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছ। আমিও তোমায় কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে অনুরোধ করি। যখন তোমা কর্ত্তৃক সৈন্ধব কুল নির্মূল

হইবে, তখনই তোমাকে যত্ন, স্নেহ ও আদর করিব।

সঞ্জয়।—নির্দ্ধন ও নিঃসহায় অবস্থায় কিরূপে জয়ী হইব? আপন দুর্দ্দশা চিন্তা করিয়া আমি জিগীষায় নিরুৎসাহ হইতেছি। স্বর্গপ্রাপ্তি যাদৃশ দুরূহ ব্যাপার, জয়াশা আমার সেইরূপ বোধ হইতেছে। জয়লাভে যদি আমার সম্ভাবনা থাকে, বলুন, তদনুযায়ী আপনার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিব।

বিদুলা।—বৎস! কার্য্যে সফলতা ঘটিবে না, প্রথম হইতে এই কল্পনায় আত্মাকে অপমানিত করা কদাচ বিধেয় নয়। ঘটনাবলে অসিদ্ধ বিষয়ও সুসিদ্ধ হয়, হয়তো উপস্থিত বিষয়ও বিনষ্ট হইতে পারে। রীতিমত উপায় অবলম্বনে সিদ্ধি লাভের কোনই প্রতিবন্ধক হয় না। মোহ নিবন্ধন আক্রোশ প্রকাশ করিয়া কর্ম্মের উদ্যোগ করা অনুচিত। কোন কর্ম্মের ফল সিদ্ধির নিশ্চয় নাই। যিনি এবংবিধ সন্দেহ বুঝিয়াও, কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন না, তাঁহার অভিমত ব্যাপারে সফলতা সম্বন্ধে অসম্ভাবনা ও সম্ভাবনা উভয়ই আছে। কার্য্য সিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া যিনি কর্ম্মে বিরত থাকেন, তাহার সিদ্ধি কোথায়? চেষ্টায় অসিদ্ধও সিদ্ধ হইতে পারে, বিনা চেষ্টায় সুসিদ্ধ বিষয়ও অসিদ্ধ হইয়া যায়। কর্ম্মসিদ্ধি নিঃসংশয় হইবে, সিদ্ধান্ত করিয়া উদ্যম সহকারে তাবৎ কর্ম্মে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। অরুণদেবকে পূর্ব্বদিক যেমন আশ্রয় করে, লক্ষ্মী সেইরূপ বিজিগীষুর আশ্রিত হন।

আমি তোমাকে উপদেশ দিবার কারণ যে সকল উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য ও উপায় বলিলাম, তোমাকে তাহার উপযুক্ত মনে করিতেছি। তুমি পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে অভিলষিত পুরুষার্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত থাক ও যত্নবান হইয়া লুব্ধ, ক্ষুব্ধ, অহঙ্কৃত, তিরস্কৃত ও স্পর্দ্ধা পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে আয়ত্ত কর। অগ্রিম বিত্ত বিতরণ দ্বারা সকলের কল্যাণ সাধনে নিরত হও; বেগবান্ পবন যেমন নিবিড় ঘনঘটা ছিন্ন ভিন্ন করে,সেইরূপ তুমি শত্রুদিগকে নির্ভিন্ন করিতে পারিবে এবং সকলের প্রণয়াস্পদ হইবে। যে শত্রু জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধামোদে প্রবৃত্ত হয়, সে বক্তি গৃহপ্রবিষ্ট ভুজঙ্গপ্রতিম অত্যন্ত ভীম। বিক্রান্ত শত্রুকে বশীভূত করা অসাধ্য হইলে, দূত দ্বারা তৎসকাশে সন্ধি প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে এবং তদ্দ্বারাই সে বশীভূত হইবে।

নরপাল, কোন বিপদেই বিচলিত হইবেন না। তাঁহার মনে ভয়ের আবির্ভাব হইলেও, মুখভাবভঙ্গীতে তাহা ব্যক্ত হওয়া প্রার্থনীয় নয়। কেন না, অমাত্য সৈন্য প্রভৃতি তাহা হইলে ভীত হইবে। তোমার পূর্ব্বতন মিত্রবৃন্দ অদ্যাপি জীবিত আছেন। যাহাতে তোমার রাজত্ব-স্থিতি হয়, একবাক্যে তাঁহারা বাসনা করেন। তুমি তাঁহাদিগকে ভীতি-প্রপীড়িত করিও

না। তুমি শঙ্কিত হইয়াছ, বুঝিতে পারিলে, তাঁহারা তোমায় ত্যাগ করিবেন।

বৎস! আমি তোমার বুদ্ধি ও পুরুষত্ব-প্রভাব পরীক্ষার্থ ও শক্তি বর্দ্ধন জন্য এই সকল কহিলাম। এগুলি যদি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তবে সহিষ্ণুতা সহকারে জয় জন্য অভ্যুত্থান কর। আমাদের সুবিপুল ধনভাণ্ডার আছে, তাহা তুমি জান না। আমি ব্যতীত অপর কেহ তাহা জাত নয়। তোমার ব্যথায় ব্যথী কত শত মিত্র আছে, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। তাঁহারা মঙ্গলবিধাতা, গৌরবাভিলাষী পুরুষের সহায় ও অমাত্য তুল্য।

বলা বাহুল্য, বিদুলার উৎসাহ, সদুপদেশ, ও যুক্তিতে সঞ্জয়ের দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিয়া অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

বিবি গ্লাডষ্টোন্।

ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী উইলিয়ম ইওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতের এক জন প্রধানতম লোক। ইনি গত ৫০ বৎসরের মধ্যে অনেক বার মহারাণীর মন্ত্রিত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি এক জন অসাধারণ ব্যক্তি, বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের মস্তকস্বরূপ। ইনি যখন মন্ত্রীর পদে অধিরূঢ় থাকেন না, তখনও লক্ষ লক্ষ ইংরাজ ইহাঁর রাজনৈতিক মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

গ্লাডষ্টোনের বিবি এক সদ্‌গুণসম্পন্না রমণী, গ্লাডষ্টোন সাহেব স্বয়ং সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে তিনি যদি তাঁহার স্ত্রীর সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইতেন, তাহা হইলে আজ তিনি যে উচ্চপদে আরূঢ় হইয়াছেন, তথায় উত্থিত হইতে পারিতেন না। গ্লাডষ্টোন যখন যে বৃহৎ কার্য্য করিয়াছেন, বিবি গ্লাডষ্টোন তখন তাঁহার সেই কার্য্যেরই সহকারিণী হইয়াছেন। যেখানে তিনি গমন করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীও ছায়ার ন্যায় তথায় তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোন যখন যে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন, সেই বিষয়ে তাঁহার পত্নী তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন। কোন একটী রাজনৈতিক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে, বা কোন রাজনৈতিক সংস্কার সংসাধন করিতে হইলে, কত পুস্তক ও পত্রিকা অধ্যয়ন করিতে হয়, কত লোকের সঙ্গে চিঠি পত্র লেখালেখি করিতে হয়, কত কত নগরে বক্তৃতা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গ্লাডষ্টোন এইরূপ রাজনৈতিক কার্য্যে গত পঞ্চাশ বৎসর অবধি ব্যাপৃত আছেন, এবং বিবাহ হওয়া অবধি পত্নীর নিকট হইতে

সকল কার্য্যে সকল সময়ে সম্যক্ সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ গম্ভীর ও অকপট সদ্ভাব অব্যাহত রূপে চলিয়া আসিতেছে, মহারাণী ও তাঁহার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন দম্পতির মধ্যে ঐ রূপ অকৃত্রিম প্রগাঢ় সদ্ভাব হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডবাসীরা সন্দেহ করিয়া থাকেন। অল্প দিন হইল ইহাঁদের ৫০ বৎসর সুখের দাম্পত্য জীবন পূর্ণ হওয়াতে স্বর্ণ-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অল্প লোকের অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে।

কার্য্যপ্রিয়তা ও কার্য্যকুশলতা বিবি গ্লাডষ্টোনের এই দুইটী বিশেষ গুণ। যখন তিনি বালিকা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন, তখন তিনি এক দিন তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন যে "যদি কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবে প্রত্যাশা কর, তাহা হইলে সে কাজটী নিজে করিও" এই বাক্য যেন তাঁহার জীবন-পরিচালক বাক্য হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত এই বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, কিন্তু আজও তিনি গার্হস্থ্য, সামাজিক ও দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন।

বিবি গ্লাডষ্টোন অতিশয় দয়ার্দ্রহৃদয়া। প্রিয়বাক্য, অর্থ ও কার্য্য এই তিন উপায়ে তিনি দুঃখীদিগের দুঃখ দূরীকরণে সর্ব্বদা তৎপরা। এক দিন কোন এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা বিবি গ্লাডষ্টোনকে বলিতেছিলেন "অর্থবল না থাকাতে লোকের কিছু উপকার করিতে পারি না।" বিবি গ্লাডষ্টোন তাঁহাকে বলিলেন "অর্থ বল না থাকিলেও আপনি লোকের বিশেষ উপকার করিতে সক্ষমা। আপনি তাঁহাদেরত ভাল বাসিতে পারেন।" উক্ত মহিলা উত্তর করিলেন "কেবল ভাল বাসিলে দরিদ্রের দারিদ্র্য কষ্ট ঘুচিবে না, রোগীর রোগ দূর হইবে না।" বিবি গ্লাডষ্টোন উত্তর করিলেন "ভালবাসা দ্বারা আপনি রোগীর নিরাশা এবং দরিদ্রের মনোদুঃখের অনেক লাঘব করিতে পারিবেন এবং আপনি ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।" বিবি গ্লাডষ্টোনের এই উপদেশ বাক্যে উক্ত মহিলার চৈতন্য হইল। তিনি সেই হইতে বুঝিলেন যে সকল লোকের প্রতি প্রেম করাই এই পৃথিবীতে আনন্দের প্রস্রবণ।

প্রয়াগে রামলীলা।

রামলীলা যদিও বাঙ্গালীর উৎসব নয়, ইহার নাম পাঠিকারা অবশ্যই অবগত আছেন। বিশেষতঃ কয়েক বৎসর হইতে রামলীলা ও মহরম এক সময়ে হওয়াতে তদুপলক্ষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কয়েকটী সহরের হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে

যেরূপ শোচনীয় বিবাদের কথা সংবাদ পত্রাদিতে আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে ইহার সম্বন্ধে একটী ধারণাও অনেকের মনে জন্মিয়াছে। তথাপি যাঁহারা কখনও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য রামলীলার একটু সামান্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

রামের বিবাহ হইতে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত রামচরিতের এই অংশটুকু উপলক্ষ করিয়া রামলীলা হইয়া থাকে। ইহাকে রামচরিতের ঐ অংশটুকুর এক প্রকার অভিনয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। বাস্তবিকই ইহা এক প্রকার জীবন্ত অভিনয়। নাটকাদির অভিনয়ের ন্যায় ইহাতে কথাবার্ত্তার ভাগ নাই, তদ্ভিন্ন অন্য সমুদয় কার্য্যই প্রায় হইয়া থাকে এবং এ অভিনয় এক দিনে হয় না, সাত আট দিনে সমাপ্ত হয়।

বঙ্গদেশে রামলীলা হয় না এবং রামের আধিপত্য বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। অবশ্য রামের জন্ম, বিবাহ, বন গমন, বনবাস, সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ প্রভৃতি বৃত্তান্ত প্রায় সকলেই অবগত আছেন; এবং তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াও অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশীয়দিগের মনের উপর রামের যেরূপ প্রবল আধিপত্য, ইহারা যেমন রামনামকে ঈশ্বরের প্রতিশব্দ বলিয়া মনে করে, এবং খাইতে, বসিতে, শুইতে, এমন কি অভিবাদন করিবার সময়েও রাম নাম ব্যবহার করিয়া থাকে, আমাদের দেশে সেরূপ নাই। আমাদের দেশে কৃষ্ণই সর্ব্বে সর্ব্বা। আশ্চর্য্য, কৃষ্ণের জন্মভূমি এই দেশে, তথাপি তিনি এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদূর বঙ্গদেশে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয় যে, এই দুই জাতির স্বভাবের বৈলক্ষণ্যবশতঃ এই প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর স্বভাবে দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্তি গুলি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এদেশীয়দিগের স্বভাবে শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণের ভাগ অধিক। বাঙ্গালীর স্বভাবে কবিত্বের ভাগ অধিক; এদেশীয়দিগের স্বভাবে তাহা নাই বলিলেই হয়। কৃষ্ণচরিতে ভক্তি প্রেম প্রভৃতির অধিক অবসর আছে, সুতরাং কৃষ্ণচরিত অধিকতর কবিত্বময়, রামচরিত সেরূপ নয়। রাম চরিতে শেষোক্ত গুণগুলির অধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণ বশতঃই বোধ হয়, এই দুই জাতি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে স্ব স্ব স্বভাবোপযোগী এই দুইটি চরিত্র অবলম্বন করিয়াছে।

আর একটি ঘটনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তিটি প্রমাণীকৃত হইতেছে। পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, রামচন্দ্রই দুর্গা পূজার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা। এদেশীয় লোকেরা রাম চরিত্রের এ অংশটুকু একেবারে ছাড়িয়া

দিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন স্থলে দুর্গার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। আমাদের দেশের লোকেরা রাম চরিতের বীর-রসময় অংশ ছাড়িয়া দিয়া এই ভক্তিরসময় অংশটুকুই লইয়াছে। এদেশীয় লোকেরা ভক্তিরসময় অংশটি একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বীররসময় অংশগুলি অবলম্বন করিয়াছে।

রামলীলা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। ইহা একটি জাতীয় উৎসব এবং ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলেই প্রায় অতিশয় আনন্দের সহিত ইহাতে যোগদান করিয়া থাকে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রভূত চাঁদা সংগ্রহ হয়। এতদ্দেশীয় ধনী, মহাজন এবং ছোট বড় সকল প্রকারের দোকানদারদিগের নিকট হইতেই প্রায় তাহাদের অবস্থানুযায়ী চাঁদা লওয়া হয়। সকলেই আহ্লাদের সহিত চাঁদা দিয়া থাকে। সুধু আহ্লাদ নহে, লোকে ধর্ম্মভয়েও এই সকল চাঁদা দিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে এসব কার্য্যে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য না করিলে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। দোকানদার প্রভৃতি একেবারে চাঁদাদান করা কষ্টকর বিবেচনায় প্রত্যহ দোকান বন্দ করিবার সময় একটি নির্দ্দিষ্ট পাত্রে, আপন আপন অবস্থানুসারে দুকড়া, চারি কড়া, এক পয়সা, দু পয়সা করিয়া ফেলিয়া রাখে। অন্য কোন কার্য্যের জন্য তাহারা ঐ অর্থ কদাচ স্পর্শ করে না। বৎসরান্তে রামলীলার সময় সেইগুলি একত্র করিয়া চাঁদা দিয়া থাকে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে কাশীতে রামলীলার বেশ জাঁক হইয়া থাকে। প্রয়াগেও খুব ধুমধাম হয়। রামলীলা হইবার প্রায় এক মাস পুর্ব্বে হইতে সমুদয় বন্দোবস্ত হইতে থাকে। আমাদের যে সময়ে দুর্গা পূজা হয়, সেই সময়েই রামলীলা হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে হইতে রামলীলা আরম্ভ হয়, বিজয়াদশমীর দিন সমাপ্ত হয়। প্রয়াগে চারি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন রাম লীলা হয়। কার্য্যাবলী সব গুলিতেই এক রূপ, তবে ধুমধাম জাঁক জমকের অবশ্যই প্রভেদ আছে। আমরা ইহার মধ্যে একটি দেখিতে গিয়াছিলাম।

রামের জীবনের ঘটনা গুলি যেটি যাহার পর হইয়াছিল, রামলীলাতে সেইরূপ হয়। প্রথম দিন রামের বিবাহ হয়, সেই দিন দুইটি বালককে রাম ও লক্ষ্মণ সাজাইয়া ও অপর একটী বালককে সীতা সাজাইয়া তাহাদিগকে একটী চতুর্দ্দোলায় বসাইয়া বাজনা বাদ্য, লোক জনের সহিত খুব ধুমধাম করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট মাঠে লইয়া যাওয়া হয়। সেই মাঠটিতে লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে, নানাবিধ দোকানদার আসিয়া বসে; নাচ গান রং তামাসা প্রভৃতিরও অভাব থাকে না। সেই মাঠে এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া সন্ধ্যার সময় রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতাকে লইয়া সেই রূপ বাজনা বাদ্য করিয়া এবং অনেক

আলো জালিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসা হয়। এই সময়ে এই নকল রাম লক্ষণের বিষয়ে একটি কথা বলা আবশ্যক। এ দেশের লোকের একটি কুসংস্কার আছে যে, যাহাদিগকে রাম লক্ষ্মণ সাজান হয়, তাহাদের মধ্যে এক জন অতি শীঘ্রই মরিবে। এই জন্য রাম লক্ষ্মণ সাজাইবার জন্য বালক সর্ব্বদা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং যাহাদিগকে রাম লক্ষ্মণ করা হয়, তাহাদিগের পিতা মাতা প্রভৃতিকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। এ বিশ্বাসের কোন মূল আছে কিনা জানি না এবং যথার্থই ইহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয় কি না তাহা আমি অবগত নহি। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে যদিও ইহাদের মধ্যে কেহ কখন মরিয়া যায়, তাহা তাহাদিগকে রাম লক্ষ্মণ করা হয় বলিয়া হয় না, কিন্তু এতদুপলক্ষে তাহাদের যে অনিয়ম হয় তাহাতেই উহা হয় বলিয়া বোধ হয়। কারণ, এই নকল রাম লক্ষ্মণদিগকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। যে কয়েক দিন রামলীলা হয়, সে কয়েক দিবস তাহাদিগকে সমস্ত দিন উপবাসে থাকিয়া রাত্রে হবিষ্য করিতে হয়। আরও অনেক অনিয়ম হয়। ইহারা প্রায়ই অতি অল্পবয়স্ক; সুতরাং এরূপ অনিয়মে তাহারা যে রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যাইবে ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে।

দ্বিতীয় দিবসে রামের বন গমন। সে দিবসও ঐরূপে নিয়মিত সময়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেই মাঠে লইয়া যাওয়া হয় এবং সন্ধ্যার সময় সেইরূপ করিয়া আবার বাড়ী ফিরাইয়া আনা হয়। তৃতীয় দিবসে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পনখার নাসা কর্ণ ছেদন ও রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ। তার পর হইতে কেবল রাম ও লক্ষ্মণকে মাঠে লইয়া যাওয়া হয়। অনন্তর ক্রমান্বয়ে হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দাহন এবং রাম ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতি রাক্ষস বধ হইয়া, দশমীর দিন রাবণ বধ হইয়া রাম লীলা শেষ হয়। এই কয়েক দিবসই রাম লীলা দেখিতে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। লঙ্কা দাহের দিন গিয়া দেখিলাম যে সেই মাঠে কাগজের একটি লঙ্কাপুরী তৈয়ার করা হইয়াছে। তাহার উপর হনুমান মুখোসধারী এক জন লোক বসিয়া আছেন। তিনিই বীর হনুমান; সাগর ডিঙ্গাইয়া লঙ্কাতে গিয়া বসিয়াছেন। আমাদের যাইতে কিছু দেরি হইয়াছিল, সমুদ্র লঙ্ঘনটা কিরূপ হয় দেখি নাই। অন্য দিকে নানা প্রকার দৃশ্য দেখা গেল। কপি-বেশধারী রামের অনুচরগণের লম্ফ, ঝম্ফ, চিৎকার; রাক্ষসবেশী রাবণ চরদিগের বিকট আস্ফালন; লোকদিগের কলকল রব ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দে স্থানটী অতিশয় কোলাহলময় হইয়া উঠে। এইরূপ করিয়া কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে হনুমানজী স্বহস্তে একটি মশাল লইয়া সেই কাগজের লঙ্কায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই

তুবড়ি, বোম, হাউই প্রভৃতি বাজি সংযুক্ত ছিল। অগ্নি সংস্পর্শ মাত্র অতি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল।

লঙ্কা দাহের পর হইতে রাক্ষস বধ আরম্ভ হয়। এ কয়েক দিনও দেখিতে বিলক্ষণ আমোদ পাওয়া যায়। সেই মাঠে বাঁশ, কাগজ, ও কাপড় নির্ম্মিত এক একটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসমূর্ত্তি লইয়া যাওয়া হয়। সেই মূর্ত্তিগুলির পদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে যেখানে সেখানে ঠেলিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের মুখ ও হস্তের সহিত এক একটি দড়ি সংলগ্ন থাকে। সেই দড়িগুলি টানিলে রাক্ষসটি মুখ ব্যাদান করে এবং হস্তস্থিত কৃত্রিম তরবারী নাড়িতে থাকে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাক্ষস বধ হয়, অর্থাৎ সেই সময়ে সেই মূর্ত্তিগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দড়ি টানিতে টানিতে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই তীর দ্বারা তাহাদিগকে ভেদ করিতে করিতে যাইতে থাকেন। সেই প্রদোষ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ সেই প্রকাণ্ড বিকট মূর্ত্তিগুলি দেখিলে সত্য সত্যই রাক্ষস বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে! কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া তাহাদের কলেবর রাম লক্ষ্মণ শরে ছিদ্রময় হইলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

নবমী ও দশমীর দিনই এখানে রাম লীলার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধুম। নবমীর দিন 'রাম দল' বাহির হয়। 'রাম-দল' আর কিছুই নহে, কেবল সহরের একটি প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে অতিশয় সমারোহের সহিত লইয়া যাওয়া হয়। এই রাম দল দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলির ছাদ, বারাণ্ডা, গবাক্ষ, সমুদয়ই স্ত্রীলোকে পূর্ণ হইয়া যায়। আমরাও একটি ছাদের উপর হইতে 'রাম দল' দেখিলাম। প্রথমে কতকগুলি নিশানধারী লোক চলিয়া গেল। তার পর উষ্ট্রের উপর চড়িয়া আরও কতকগুলি লোক নিশান ধরিয়া গেল! তৎপরে একটি গণেশ মূর্ত্তি ও তৎপরে নন্দী, ভৃঙ্গি সহিত বৃষভারূঢ় মহাদেব মূর্ত্তি। মহাদেবের সহিত অগ্র পশ্চাতে কতক গুলি লোক গায়ে ভস্ম প্রভৃতি মাখিয়া, সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়া নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিতে করিতে চলিয়া গেল। তৎপরে দোলায় চড়িয়া দশমুণ্ডের একটি মুখোস পরিয়া ও বামে রাণী মন্দোদরীকে লইয়া রাবণ চলিয়া গেল। তৎপশ্চাতে রাবণের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য। তার পর বহুসংখ্যক দোলায় চড়িয়া কপিবেশধারী কতকগুলি লোক বিকট চিৎকারে কাণ ঝালা পালা করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহারা রামের সৈন্য সামন্ত। তৎপরে হস্তীর উপর চড়িয়া রাম লক্ষ্মণ আসিলেন। হস্তীর অগ্র পশ্চাতে শত শত লোক 'রাজা রামচন্দ্রকী জয়' বলিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহাই 'রাম দল'। রাত্রে ইহারাই আবার

অনেক আলো জ্বালিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। একটি কথা বলিতে ভুল হইয়াছে, রাম লক্ষ্মণ আসিবামাত্র চারি দিক হইতে তাহাদের উপর ফুল তুলসীর মালা বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত হস্তীর উপর এক জন লোক বসিয়াছিল, সে সেই মালাগুলি রাম লক্ষ্মণের পায়ে ছুয়াইয়া পুনরায় ফেলিয়া দিতে লাগিল। সেই মালা পাইবার জন্য লোকের কতই আগ্রহ। শুনিয়াছি সেই মালার অনেক গুণ। দোকানদারগণ সেই মালা গুলিকে শুভ চিহ্ন স্বরূপ বলিয়া দোকানে টাঙ্গাইয়া রাখে। শুনিতে পাই যে, রাম লক্ষ্মণ বেশধারী এই বালকদিগকে রীতিমত পূজা করা হয়। ইহা শুনিয়া আমাদের এক জন বন্ধু বলিলেন যে এদেশে পৌত্তলিকতার চরম সীমা দেখিতেছি। মনুষ্য পূজা অপেক্ষা প্রতিমাপূজা অনেক ভাল। কিন্তু ইহাকেইবা পৌত্তলিকতার চরম অবস্থা কেমন করিয়া বলিব? আমাদের দেশে সর্প, বিড়াল প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট জীবের পূজা হইয়া থাকে। মনুষ্যত শ্রেষ্ঠ জীব।

দশমীর দিনও অবিকল এইরূপ হইয়া থাকে। কেবল প্রভেদ এই যে, সেই দিন যমুনা তীরস্থ একটি প্রশস্ত মাঠে ইহারা সকলে একত্রিত হয় এবং তথায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাবণের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া অনেক বাজি পোড়াইয়া যে যাহার গৃহে প্রত্যাগমন করে।

উজ্জয়িনী।

ভারতের পুরাকালীন ইতিহাসে উজ্জয়িনী নগরের নাম জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। শিক্ষিতা পাঠিকার নিকট ঐ নাম প্রাচীন ভারতের কত কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আজও ঐ সুবিখ্যাত নগরী বর্ত্তমান। উজ্জয়িনী মালওয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম অবন্তী। মিসরীয় বিজ্ঞান ও ভূগোলবৃত্তান্ত-লেখক টলেমি তাঁহার কৃত গ্রন্থে উজ্জয়িনীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লাটিন ভাষায় উহাকে 'Ozeni' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যখন ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তখন এই নগরবাসীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে বহির্গত হয়েন। খৃষ্টের জন্ম গ্রহণের ২৭৪ বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজা উজ্জয়িনী নগর তাঁহার কয়েকটী রাজধানীর মধ্যে প্রধান জ্ঞান করিতেন, এবং তিনি কিছু

কাল ঐ নগরে বাস করিয়া তথা হইতে স্বীয় সুবিস্তৃত রাজ্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে গ্রীক বণিকগণ উজ্জয়িনী নগরে আগমন করিতেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া গ্রীক ক্রীত দাস দাসী, গ্রীশ দেশ-জাত মদ্য ও স্বর্ণ রৌপ্য পাত্র বিক্রয় করিতেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী বলিয়া উজ্জয়িনী নগরী সুবিখ্যাত। খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন এবং এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে মধ্য-ভারতবর্ষে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এই নগরী প্রায় ধ্বংসাবশেষ হয়। বিক্রমাদিত্যের পরে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে ভোজরাজা স্বীয় বাহু বলে ও অন্যান্য রাজোচিত গুণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি উজ্জয়িনী নগরের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু পরে ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ১২০০ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ইহার পর উজ্জয়িনী মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন হয় এবং অদ্যাবধি উহা সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত আছে। ইহা কিছু কাল মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়াদিগের রাজধানী ছিল। ১৮১০ শালে গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া রাজ্যের রাজধানী হয়, তদবধি উজ্জয়িনী নগরীর গৌরব লুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান উজ্জয়িনী একটী ছয় ক্রোশ ব্যাপিনী নগরী। তাহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার প্রাচীন গৌরবের নানা চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানে অনেক গুলি হিন্দুমন্দির আজও দেখা যায়। উহার মধ্যে কোন কোনটী যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালীন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নগরের স্থানে স্থানে মৃত্তিকার নীচে অদ্যাপি পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাংশ ও প্রাচীন কালের মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান বাদসাহ মহম্মদ শার রাজত্ব কালে জয়সিংহ নামে জয়পুরের একজন জ্যোতির্বিদ এই স্থানে মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে এই হিন্দু জ্যোতির্বিদই জয়পুর, দিল্লি, কাশী মথুরা প্রভৃতি স্থানে এক একটী মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সহিত জড়িত বলিয়া উজ্জয়িনী নগরী প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ভারতবাসীর পক্ষে একটী প্রধান দর্শনীয় স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

বাহ্যত্বকের উপরিভাগ কঠিন ও অতিশয় বন্ধুর; কিন্তু সর্ব্বদা অঙ্গবস্ত্রাদির ঘর্ষণে উহা প্রায় এরূপ সমান হইয়া যায় যে উহাকে মৎস্যের আঁইসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই কঠিন ত্বক ভিতরকার কোমল ত্বক্‌কে আঘাত প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে। এই চর্ম্মে অন্য কোন দ্রব্যের আঘাত লাগিলে আমরা ব্যথা অনুভব করি না, কেবল সেই দ্রব্যের স্পর্শ অনুভব করি। কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ উপরকার এই ত্বক্‌ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ভিতরের ত্বকের সহিত কোন বস্তুর সামান্য সংযোগ হইবা মাত্র আমরা ঘোরতর যাতনা অনুভব করিয়া থাকি।

বাহ্যত্বকের নিম্নে এবং অন্তস্ত্বকের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক মাংস গ্রন্থি (glands)* আছে, ইহাদিগকে ঘর্ম্ম গ্রন্থি (sweat glands) বলা যাইতে পারে। বাহ্যত্বকের উপরিভাগের সহিত এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র সরু সরু নল দ্বারা ইহাদের যোগ আছে। ইহাদিগকেই লোমকূপ কহে। ঐ গ্রন্থিসকল রক্ত হইতে কারবনিক গ্যাস প্রভৃতি দূষিত পদার্থ সকল বাহির করিয়া ঘর্ম্মরূপে ঐ সকল নলপথে শরীরের বাহিরে নিক্ষেপ করে। কেবল ঘর্ম্মরূপেই যে ঐ সব পদার্থ আমাদের চর্ম্ম হইতে নির্গত হয়, তাহা নহে। যে সময় ঘর্ম্ম হয় না, তখনও আমাদের শরীরস্থ সহস্র সহস্র লোমকূপ পথে ঐ সব দূষিত পদার্থ বাষ্পরূপে অদৃশ্যভাবে আমাদের শরীর হইতে অনিরত বহির্গত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাহ্যত্বকের উপরিভাগ মৎস্যের আঁইসের ন্যায়। অঙ্গ বস্ত্রাদির ঘর্ষণে ঐ সব আঁইস সর্ব্বদা ভাঙ্গিয়া যাই-তেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন আঁইসের সৃষ্টি হইতেছে। ঐ সব শল্কবৎ পদার্থ ভগ্ন হইয়া এত সূক্ষ্ম চূর্ণ হইয়া যায়, যে আমরা সচরাচর তাহা দেখিতে পাই না, রোগের পর মরা মাসরূপে দেখা যায়।

শরীরের চর্ম্ম পরিষ্কার রাখা উচিত কেন তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন এবং ইহার উপকারিতা ও প্রয়োজন কিরূপ তাহাও বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। চর্ম্ম উত্তমরূপে পরিষ্কার না রাখিলে উল্লিখিত শল্ক-চূর্ণ সকল শরীর-বিনির্গত ঘর্ম্মের সহিত ও ধূলা প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহ্যত্বকের উপর জমাট বান্ধিয়া যায়। ইহাতে লোমকূপ সকলের মুখ রুদ্ধ সুতরাং রক্ত-স্থিত দূষিত পদার্থ সকল আর এ পথে বাহির হইতে পারিবে না। ইহাতে নানা প্রকার চর্ম্ম রোগ জন্মে এবং অন্যান্য নানাবিধ উৎকট ব্যাধি উৎপন্ন হয়; এমন কি ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে যদি কাহারও শরীর কোন ঘন রং বা ঐরূপ অন্য কোন পদার্থ দ্বারা এরূপ ভাবে লেপিয়া দেওয়া যায় যে তাহার সমুদয় লোমকূপের মুখ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

অতএব প্রত্যেক লোকেরই, যাহাতে

শরীরের চর্ম্ম পরিষ্কার থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে শীতল জলে স্নান করা অতি উত্তম নিয়ম। ইহাতে চর্ম্ম পরিষ্কার রাখে, বল বৃদ্ধি করে, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করে, এবং শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু শীতল জলে স্নান করিবার পরেই শুষ্ক বস্ত্র দিয়া সমুদয় গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করা উচিত। ইহাতে যে কেবল চর্ম্ম পরিষ্কার হয় তাহা নহে; ইহার আরও এক উপকারিতা আছে। শীতল জল স্পর্শে আমাদের শরীরের চর্ম্ম শীতল হইয়া যায়। ইহাতে চর্ম্মের নিম্নস্থ রক্ত ভিতর দিকে চলিয়া যায়। শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গাত্র উত্তমরূপ ঘর্ষণ করিলে সে শীতলতা দূর হয়; গাত্রচর্ম্ম স্বাভাবিক উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং রক্ত পুনরায় স্বস্থানে আইসে।

দন্তের যথোচিত যত্ন করা অতিশয় আবশ্যক। খাদ্য দ্রব্য সুন্দররূপে জীর্ণ করিবার পক্ষে দন্ত কিরূপ সহায়তা করে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা দন্তের মহৎ উপকারিতা যথার্থ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। জঠ-রের খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ করিবার শক্তি আছে বটে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য দন্ত দ্বারা সুন্দররূপে চর্ব্বিত না হইলে জঠর তাহা জীর্ণ করিতে পারে না। সুতরাং দন্ত যাহাতে ভাল থাকে, সে বিষয়ে আমাদের যত্ন করা উচিত।

আহারের পর খাদ্য দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল দন্তের পার্শ্বে লাগিয়া থাকে, ইহাতে প্রায়ই দন্তের অনিষ্ট ঘটে। অত-এব আহারান্তে জল দ্বারা উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। এই সকল দ্রব্য বাহির না হইলে মুখের লালার সহিত মিলিত হইয়া দন্তের নিম্নে ও পার্শ্বে এক প্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয়; ইহাকে সচরাচর পাথুরি বলিয়া থাকে। ইহা দন্তের পক্ষে অতিশয় অপকারী এবং প্রায়ই দন্ত নষ্ট করিয়া থাকে। এই জন্য প্রতিদিন আমাদের দন্ত পরিষ্কার করা উচিত। দন্তমার্জ্জনের জন্য আজকাল নানা প্রকর দন্ত চূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই সকল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উত্তম-রূপে ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। যদি ইহাতে অম্লরসযুক্ত কোন পদার্থ থাকে, তাহাহইলে ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ অম্লরসে দন্তের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে উঠিয়া দন্তমার্জ্জনী দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিলে অনায়াসে চলিতে পারে। অথবা কর্পূর, খড়ি এবং কয়লা অতি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। ঐ তিনটি দ্রব্য অতি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইলে উত্তম দন্ত চূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে। যদি সুবিধা হয় দিনে দুই বার করিয়া দন্ত মর্জ্জন করিলে ভাল হয়।

কোষ্ঠ শুদ্ধির বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে নানা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সচরাচর তলপেটের কতকগুলি নাড়ীর

‘নওশেরার যুদ্ধ’।

শঠতার বলে—যে পাঠান জাতি
করেছিল আর্য্যভূমি অধিকার,
সে পাঠানে শিক্ষা দিতে সমুচিত
রণমদে মত্ত ‘রণজিৎ’ আজ।

প্রাতঃস্মরণীয় সে পবিত্র দিন!
বিজয়-পতাকা উড়িল যে দিন
‘আফগানি স্থানে;’—‘পঞ্জাব-কেশরী’
শিখ সেনাসহ সেথায় উতরি,
‘কাবুল নদীর’ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান—
রঙ্গভূমি—যার ‘নওশেরা’ নাম;
মহাবীর দাপে আরম্ভিলা রণ,
নাশিলা সমরে অসংখ্য যবন!
মহাবীর সেই শিখ সেনাপতি
‘রণজিৎ সিংহ’—রাখিলা যে খ্যাতি,
অতুল সে যশ—বীর পরাক্রম
দেখালে জগতে, বীর্য্য অনুপম!
গাইবে সকলে অনন্ত কাল।
সমস্ত দিবস করিলা সংগ্রাম,
শ্রান্তি নাহি পল—তিলেক বিশ্রাম;
ব্যূহভেদ করি শিখ সৈন্যগণ
করিলা সবেগে শত্রু আক্রমণ।
সমাগত নিশি—ঘোর অন্ধকার
সে দিগে ভ্রূক্ষেপ নাহিক কাহার;
রণমদে মত্ত—মাতঙ্গের প্রায়—
উন্মত্ত সকলে, শত্রুপানে ধায়।
লোকাতীত বল—সাহস বিক্রম
প্রকাশিলা রণে,—উৎসাহ-উদ্যম!
শিখ সেনাদল—সমর-কুশল
যুঝিলা কিরূপে? নির্ভীক অটল

অসম সাহসী কিবা দৃঢ়কায়,
ভীষণ মূরতি—অসুরের প্রায়—
পাঠানের সনে?—করি মহারণ
রাখিলা যে কীর্ত্তি. করিয়ে স্মরণ
কৃতার্থ সকলে ভারত বাসী।
পার হয়ে ‘সিন্ধু’—হিন্দুজয় ভেরী
বাজাইলা আজ বীরেন্দ্র-কেশরী!
ধন্য রণজিৎ, তব যশোগীত
গাবে কোটিকণ্ঠে জানিও নিশ্চিত।
যে বীরত্ব আজ দেখাইলা ভবে,
ধন্যা আর্য্যভূমি তাহার গৌরবে।
মহা মহা বীর জনমিলা যারা
(যাহাদের যশে ধন্যা বসুন্ধরা!)
তাঁদের সমাজে তুমি এক জন,—
বীর চূড়ামণি—বিখ্যাত ভুবন!
বীরদাপে ‘সিংহ’ ছাড়ি সিংহনাদ
যুঝিলা ‘পাঠানে,’—গণি পরমাদ
ভঙ্গ দিল রণে! সহিতে না পারি;
সিংহের বিক্রম—যাই বলিহারী!
বিজয় নিশান উড্ডীন সেথায়
পাঠানের দেশ—বিখ্যাত ধরায়—
পরাস্ত মানিল শিখের করে!
কোথা সে বীরত্ব—কোথা রণজিৎ,
কোথা সেই সিংহ—? এবে তিরোহিত!
নাহি সে গৌরব—শৌর্য্য বীর্য্য সব

আইসে। বর ইহাতে আপত্তি করে না, বরং শিষ্টাচার ও সুশিক্ষার চিহ্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু অধিকবার সেরূপ করিলে বিরক্ত হয়। ডাক্তার নান্‌সেন বলেন একটী স্ত্রীলোককে বার বার তাহার স্বামী কেশাকর্ষণ করিয়া নিজ বাটীতে আনে এবং সে বার বার চলিয়া যায়। স্বামী কিছুদিন ক্ষান্ত থাকিয়া পুনরায় চেষ্টা করে। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রী আত্মীয় বন্ধুগণের সাহায্য চায়, তাহাতে স্বামী বিরক্ত হইয়া চলিয়া যায়। পর দিন যুবতী অদৃশ্য হইল। তাহার বন্ধু বান্ধবেরা খুঁজিয়া দেখে সে স্বামীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাহার গৃহে গিয়াছে!

পুরুষেরা সচরাচর অলস। তাহারা সমুদ্রে সিল মৎস্য ধরে, অস্ত্র সুশাণিত করিয়া রাখে এবং গৃহে বসিয়া পরিপাটীরূপে আহারাদি করে। স্ত্রীলোকেরা সূতা কাটে, বস্ত্র বয়ন করে, সন্তানের লালনপালন এবং গৃহের অন্যান্য সমস্ত কার্য্য করে। সিল মৎস্য ধৃত হইলে তাহার ছাল ছাড়ান ও আর আর কাজও স্ত্রীলোকদিগকে করিতে হয়। এসকুইমা রমণীগণ সন্তানদিগের প্রতি অত্যন্ত যত্নবতী। পুরুষেরা সিলের চামড়া ও বস্ত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণ জন্যই দার-পরিগ্রহ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করে! পূর্ব্বাঞ্চলীয় এসকুমাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক মৎস্য ধরে, তাহাদের একাধিক স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হয়, এজন্য দুইটী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, ইহার অধিক বড় দেখা যায় না। বড় নৌকা চালাইবার জন্যও দুইটী স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এরূপ স্থলে প্রথম স্ত্রী কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। ইহাদের স্বামিস্ত্রীর সোহাগের বা অভ্যর্থনার চিহ্ন নাকে নাক ঘর্ষণ, অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এ প্রথা দেখা যায়। পিতা মাতা সন্তানদিগকে দণ্ড দেয় না, অথচ তাহারা বেশ বাধ্য হয়। শৈশবকাল হইতে ছেলেরা সীল ধরিতে এবং মেয়েরা তাহার চামড়ার কাজ করিতে শিক্ষা করে। ইহারা সন্তানদিগকে সবল ও সুস্থকায় দেখিতে চায়। এই জন্য রুগ্ন, বিকলাঙ্গ ও মাতৃহীন সন্তানদিগকে বাটীর বাহির করিয়া দিয়া বা জলে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলে। কি কুসংস্কার ও তজ্জনিত নিষ্ঠুরতা! কিন্তু গ্রীনলণ্ডবাসীরা যেরূপ আতিথেয়, এরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না।

বিবাহ অনুষ্ঠানের ন্যায় এসকুইমাদের বিবাহচ্ছেদও বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। স্ত্রী ও পুরুষ ৭।৮ বার বিবাহ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়। তবে সন্তানাদি হইলে পরস্পরের প্রতি আসক্তি দৃঢ় হয় এবং বিবাহচ্ছেদের সম্ভাবনা কম হয়। স্ত্রী পুরুষে বিবাদ কলহেও খুব হয়, তবে অচিরে ভাব হইয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে একটী সুপ্রথা দেখা যায়, নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রী পুরুষ প্রায় পরস্পরের সহিত বিবাহিত হয় না, বিবাহস্থলে বর কন্যা যত দূর সম্পর্কীয় হয়, তাহাই প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করে।

দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, অথবা পাকস্থালীর খাদ্য জীর্ণকারী দুই একটী রসের অল্পতা প্রযুক্ত কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে। যদি প্রথমোক্ত কারণ বশতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল নাড়ীর যথোচিত চালনা হওয়া আবশ্যক। মাটি খুঁড়িলে অথবা ঐ প্রকারের অন্য কোন ব্যায়াম করিলে ঐ সকল নাড়ীর যথেষ্ট চালনা হইতে পারে। যদি দ্বিতীয়োক্ত কারণ বশতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া এক গ্লাস শীতল জল পান করিলে উহা প্রায়ই আরোগ্য হইয়া যায়। যে সকল খাদ্যে কোষ্ঠ বদ্ধ করে সে সকল খাওয়া উচিত নহে। রুটী খাইতে হইলে ময়দার রুটি না খাইয়া আটার রুটি খাওয়া উচিত। ময়দার রুটিতে কেবল যে কোষ্ঠ বদ্ধ হয় তাহা নহে; ময়দাতে গমের সার অংশ অতি অল্প পরিমাণেই থাকে। সময়ের ফল খাওয়া উচিত; ইহাতে বিলক্ষণ কোষ্ঠ শুদ্ধি করে। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে কতকগুলা ঔষধ প্রভৃতি খাওয়া উচিত নহে। সর্ব্বদা জোলাপ লওয়াও অতিশয় মন্দ অভ্যাস। ইহাতে জীর্ণ করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। জোলাপ লইতে হইলে মৃদু জোলাপ লওয়া উচিত। মৃদু জোলাপ দুই তিন দিন উপরি উপরি লওয়া ভাল, কিন্তু এক দিনে অতি তীব্র জোলাপ লওয়া ভাল নয়। ঔষধ যথাসাধ্য ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল হয়। আহারের সুনিয়ম করিতে পারিলে প্রায়ই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

ব্রহ্মমহিলা।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান। ব্রহ্মমহিলা অবগুণ্ঠনবতী নহেন। তিনি স্বামীর সহিত বা একাকিনী হাটে, বাজারে, আত্মীয় পরিজনের আলয়ে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা ব্রহ্মদেশে অতি আদিম কাল হইতে প্রচলিত আছে, ব্রহ্মবাসীগণের মধ্যে এই প্রবাদ। এক জন ইংরাজ বহুকাল ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া ঐ জাতির আচার ব্যবহার বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডে আজ পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে আইনের চক্ষে যে পার্থক্য আছে, ব্রহ্ম পুরুষ ও রমণীগণের মধ্যে সে পার্থক্যও বর্ত্তমান নাই। অল্প দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন রাজার প্রবর্ত্তিত আইনানুসারে স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ করা হইত না। ইংরাজাধীনে ব্রহ্মদেশে সে প্রথা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ব্রহ্মদেশে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যভাব রক্ষা

করিবার এতদূর চেষ্টা যে স্বামী সন্তান দিগের মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকারী ও স্ত্রী কন্যার সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়া থাকেন। যদি মনোবাদ বশতঃ কোন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে স্বামী পুত্র সন্তান লইয়া স্ত্রী হইতে বিভিন্ন হয়েন, এবং স্ত্রী কন্যা লইয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করেন! বিষয় সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধেও স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ সমান অধিকার।

পারসী মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত সাধভক্ষণ রীতি।

বোম্বাইয়ের পারসী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত সাধভক্ষণ রীতি প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা এই রীতিটী হিন্দুদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। গর্ভাবস্থার নয় মাস পূর্ণ হইলে সাধ ভক্ষণোপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের দিন প্রাতে শ্বশ্রূ গর্ভবতী বধূকে নূতন পরিচ্ছদে সুশোভিতা করিয়া দেন। তৎপরে বধূর পিতামাতাকে নানা আহারীয় দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। তৎপরে বধূর পিতা মাতাও জামাতার পিতা মাতাকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তৎপরে সন্ধ্যাকালে দুই পরিবারের সকলে একত্রিত হয়েন। বাটীর যে প্রকোষ্ঠের দ্বার পূর্ব্বদিকে, সেই প্রকোষ্ঠটী পুষ্প ও লতা পত্রে সুসজ্জিত করা হয় এবং মেজের উপর নানা প্রকার সুগন্ধময় দ্রব্য রক্ষিত হয়। প্রকোষ্ঠের একটী উচ্চ স্থানে বধূ উপবিষ্টা হইলে তাহার ললাটে সিন্দুরের চিহ্ন দেওয়া হয় এবং তাহাকে এক সুট নূতন পরিচ্ছদ উপহার প্রদত্ত হয়। পরে একটী নারিকেল, একটী পান ও অন্যান্য ফল তাঁহার ক্রোড়ে রক্ষিত হয়। এই অবস্থায় তিনি সমস্ত আত্মীয় পরিজন পরিবৃতা হইয়া পিতৃগৃহে আগমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহার হস্তে এক থালা অন্ন প্রদান করেন এবং তাঁহার সম্মুখে একটী হাঁসের ডিম ও একটী নারিকেল ভাঙ্গেন। তৎপরে যে ঘরটি সূতিকাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইবে, গর্ভবতী মহিলা তথায় গমন করেন এবং সেই ঘরটীর চারিদিক সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া এই প্রার্থনা করেন যে তাঁহার যে সন্তান হইবে তাহার যেন কখনও জল ও সূর্য্যালোকের অভাব না হয়।

নিরাহারিণী মহিলা মলিফান্সার।

আমেরিকার ব্রুক্লিন নগরে মলিফান্সার নাম্নী একটী মহিলা আছেন, তাঁহার জীবনের ঘটনা অতি কৌতুককর। আজ কুড়ি বৎসর হইল ইনি নিরাহারে আছেন। ইনি ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এক দিন অশ্বারোহণে বেড়াইবার কালে ফান্সার অশ্ব হইতে ভূপতিতা হয়েন। পৃষ্ঠে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসালয়ে নীত হয়েন

গৃহধর্ম্ম।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ,
করিবেন সব কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ।১

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।

মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা জানি মনে,
করিবে তাঁদের সেবা সদা প্রাণ-পণে।২

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ।

আজ্ঞাবহ মৃদুভাষী প্রিয়কারী যেই,
সুপুত্রকুলপাবন ধন্য ধন্য সেই।৩

গুরূণামেব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥

জননী পরম গুরু ধরার উপর,
আকাশ হইতে পিতা হন উচ্চতর।৪

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষ শতৈরপি।

সন্তান জন্মিলে তাঁরা লহেন যে ক্লেশ,
শতবর্ষে ঋণ তার নাহি হয় শেষ।৫

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যাপুত্রঃ স্বকা তনুঃ।
ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং।
তস্মাদেতৈ রধিক্ষিপ্তঃ সহেতা সংজ্বরঃ সদা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা-পুত্র কায়া,
দুহিতা কৃপার পাত্রী দাস দাসী ছায়া।
উত্ত্যক্ত করিলে তারা সদা সর্ব্বক্ষণ
সহিবেক, না হইবে সন্তাপিত মন।৬

অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরীং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।

সহিবে অত্যুক্তি না হেলিবে কোনজনে,
বৈরিতা এ দেহে না করিবে কারো সনে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড হইতে অনুবাদিত।

পতির পরিবর্ত্তে পত্নীর আত্মসমর্পণ।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এত লোকের জীবন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তদুপলক্ষে কত ব্যক্তি আপনাপন ধর্ম্মের উজ্জল উদাহরণ সকল প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, যে তাহার ইয়ত্তা নাই, ঐ সময়ে লাইয়ন্স নগরে এক ব্যক্তিকে

বিদ্রোহী বলিয়া ধরিবার আদেশ হইয়াছে, শুনিয়া তাহার পত্নী ব্যাকুল হইয়া স্বামীকে বলিলেন, তুমি আমার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রস্থান কর। সুযোগক্রমে সে ব্যক্তি তাহাই করিয়া পলায়ন করিল, তাহার প্রতি কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। তাঁহার পত্নী স্বামীর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার নামে ধরা দিল। পরে বিচারসভায় নীত হইলে তাহার ছদ্মতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিচারকেরা বলিল,—তোমার স্বামীকে উপস্থিত কর। সে বলিল, তিনি এক্ষণে তোমাদের অধিকার স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। পরে তাহারা তাহাকে দণ্ডকাষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভয় দেখাইয়া বলিল, "তোমার স্বামী কোন্ পথে গিয়াছে, শীঘ্র সে পথ বলিয়া দাও।" তাহাতে সেই নির্ভীকা স্ত্রী বলিল, "দুরাত্মাগণ! আমাকে বধ কর, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত আছি।" বিচারকেরা বলিল, "দেখ, তোমার দেশের কুশলের নিমিত্ত সেই ব্যক্তিকে ধরাইয়া দেওয়া উচিত। তখন সেই পতিপরায়ণা নারী উত্তর করিল—"রে বর্ব্বরগণ! আমাকে স্বদেশের হিতসাধন ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে বলিতেছিস্, কিন্তু আমি কেমন করিয়া তদপেক্ষা মহত্তর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিব?" বিচারসভা এই স্ত্রীর দৃঢ়তা ও মহত্ত্ব দর্শন করিয়া তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিল।

মৃত্যু বিষয়ক প্রার্থনা।*

হে ধ্রুব সত্য সনাতন, একমাত্র তুমিই নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। আর সকলই পরিবর্ত্তনশীল; কিছুই চিরস্থায়ী নহে। নাথ! আমরাও পরিবর্ত্তনশীল, আমরা এক্ষণে এলোকে অবস্থিতি করিতেছি, আবার তোমার ইচ্ছা হইলে পরলোকে গমন করিব। প্রভো! তোমার ইচ্ছা হইলে আমরা এককালে বিনষ্ট হইতে পারি, কিন্তু হে বিশ্বপালক! আশা বলবতী হইয়া অন্তর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে যে "যিনি প্রীতির উৎস, মনুষ্যের প্রতি যাঁহার প্রীতিপ্রবাহ অশেষ প্রকারে নিরন্তর বহমান হইতেছে, যিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্যের সুখোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহবাসের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি সেই মনুষ্যের প্রাণস্বরূপ আত্মাকে বিনাশ করিবেন? সে আত্মা যতকাল তাঁহার সহিত শাশ্বত পরমানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ না হয়, তত কাল এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা, উন্নত অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থাতে অবস্থিতি করিতে থাকিবেক।"

আশার এই সকল বাক্য নিয়ত শ্রবণ করিয়াও আমরা ইহলোক হইতে লোকান্তরিত হইবার কাল উপস্থিত হইলে বৎ-

* কোন প্রাচীন ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুর লিখিত।

পয়োনাধি ভীত ও দুঃখিত হই, সংসার মোহে আমরা এমনই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি; নাথ! এ মোহ হইতে উদ্ধার কর। সংসার আকর্ষণ শক্তি হইতে রক্ষা কর। আমাদিগকে তোমার প্রতি প্রীতিবলে বলীয়ান কর।

হে বিশ্ববিধাতা করুণাময় পরমপিতা! ইহ জীবনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আমাদিগকে এরূপ ক্ষমতা দাও, যেন মৃত্যুকালে অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে

"হে জগৎপতে!

"মরণ সময়ে প্রভো! তোমাকে যেন ভুলিনে,
এই ভিন্ন তব ঠাঁই বাসনা কিছু করিনে॥
স্বজন আত্মীয় যত, কেহ নাহি করে হিত
সে সময় দয়াময়! তোমার করুণা বিনে।
ইন্দ্রিয় অবশ হবে, বাক্য যবে না সরিবে,
দরশন দিও নাথ! হৃদি মাঝে দীন হীনে॥"

নাথ! এই প্রাণের অভিলাষ যেন পূর্ণ হয়।

ভারতের দুঃখিনী অনাথা বিধবাদিগের জীবিকোপায়।

(২৯৭ সংখ্যা ১৬৯ পৃষ্ঠার পর)

আলোকে অন্ধকারে, স্থানে অস্থানে কখনই সংগ্রাম চলিতে পারে না। ধর্ম্মনীতির আদেশ যাহাই হউক না কেন, সংসার সমরাঙ্গণে জীবন রক্ষা করিতে হইলে স্বার্থরক্ষাই প্রধান আদেশ। "Survival of the fittest" অযোগ্যের বিনাশ হইয়া যোগ্যের স্থিতি, ইহা দর্শনের প্রলাপ বাক্য নহে—জীবনের কঠোর সত্য। অন্নসংগ্রামে সুনিপুণ পাশ্চাত্য জাতিদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদিগকেও সে সংগ্রামের সমস্ত রণকৌশল শিক্ষা করিতে হইবে, নহিলে জাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। একদিকে যেমন আমাদিগকে সমরকুশল হইতে হইবে—অন্য পক্ষে আমাদের তেমনই লোকবল থাকা প্রয়োজন। একেইত আমরা সুসভ্য, সুশিক্ষিত পুরুষদিগের দ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছিলাম, তাহাতে আবার শৌর্য্যশালিনী রমণীগণ এই সমরাঙ্গণে দেখা দিয়াছেন। অনতিকাল মধ্যেই পাশ্চাত্য পুরুষদিগের হস্ত দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। তখন এই জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদিগের আত্মরক্ষা করা অধিকতর দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এখন হইতেই আমাদিগের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে এই অন্ন সংগ্রামের মধ্যে অন্ন সংস্থান করিয়া জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হই, তদ্বিষয়ে সকলেরই বিশেষ মনোযোগী হওয়া বিধেয়। উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা হয়, তাহার যথেষ্ট আয়োজন না হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিতান্তই অন্ধকারময়। চারিদিকে বিজ্ঞানপ্রদর্শিত পন্থানুযায়ী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ধনাগমের সুবিধা করিয়া দেওয়া সমস্ত

দেশহিতৈষি লোকের একটী সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতে দেশের ধনী দরিদ্র সকলেরই সমান স্বার্থ।

পুরুষদিগের জন্য এরূপ শিল্প বিদ্যালয়ের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা আজ কাল দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং চারি দিকে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে। আশা করা যায় অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই আমাদের এই জাতীয় মহা অভাব বিদূরিত হইবে। কিন্তু পুরুষ জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বোধ হইলেও স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে ইহার প্রয়োজনীয়তা আজও পর্য্যন্ত—এমন কি যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদেরও অন্তরে প্রবেশ লাভ করে নাই। স্ত্রীজাতির যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহাদের যে আবার স্বীয় স্বীয় জীবন ধারণের স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের অধিকার আছে—এক কথায় স্ত্রীলোক যে আবার পুরুষের কৃপা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জীব, ইহা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের নিকট হাস্যরসোদ্দীপক বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে কতকগুলি উদারচেতা অবলাবান্ধব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা মানব প্রকৃতিকে মানব প্রকৃতি বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন—তাঁহারা মানব প্রকৃতিতে কোন প্রকার জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই উদারহৃদয় মহাত্মাগণ আমাদের মাতৃজাতিকে ন্যায্য অধিকার সমস্ত দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদেরই বিবেচনা ও সহৃদয়তার জন্য এ প্রস্তাবের বিশেষ অবতারণা।

আমাদের মাতা ও ভগিনীগণ যাহাতে কোন প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ না করিয়া সৎপথে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তজ্জন্য নানাপ্রকার বিদ্যালয় সংস্থাপন করা আবশ্যক। আমাদের দেশে রমণীগণের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দুই একটী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের জন্য মেডিকেল কলেজের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তথায় যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরুষ ছাত্রদিগের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ও তাঁহাদের সহিত তুল্য অধিকার লাভ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন তথায় অল্প শিক্ষিতা রমণীদের জন্য একটি 'Certificate Class' খোলা হইয়াছে। উদারচরিতা উন্নতপ্রাণা শ্রীমতী লেডী ডফারিণের প্রযত্নে মহিলাদের চিকিৎসা ব্যবসায়ের পথ প্রমুক্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট কাম্বেল সাহেব প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল স্কুলেও মহিলাদের জন্য একটি শ্রেণী খোলা হইয়াছে। আশা করা যায় সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সমস্ত উন্নতির পথই স্ত্রীজাতির জন্য নির্ম্মুক্ত করিয়া দিবেন।

কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর রমণীগণের জন্য চিন্তা করিতেছি, তাঁহাদের পক্ষে ইহার কোনও পথই (বর্ত্তমান সময়ে) উন্মুক্ত নহে। তাঁহারা হিন্দু সমাজের

অন্তঃপুর কারায় চিরবন্দিনী। তাঁহাদের পক্ষে স্কুল কলেজের অতটা মুক্ত বায়ু সহ্য হইবে না। তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে কোন ব্যবসাতেই উদারান্নের সংস্থান করিতে পারা যায় না। আরও ইহা বলিয়াছি যে শিক্ষা দিতে হইলে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনুদার, কঠোর মত ও রীতিপদ্ধতির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। সকলের গৃহে গৃহে যাইয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব। শিক্ষা দিতে হইলে আমাদিগের নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে না। যে সুসভ্য জাতির দৃষ্টান্তে আমরা পুনরায় আত্মচিন্তা করিতে শিখিতেছি—নবপ্রাণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হইতেছি—এবিষয়েও সেই জাতির পন্থানুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিব। আবশ্যকস্থলে দেশ কাল পাত্র ভেদে কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই হইবে। (ক্রমশঃ)

কৃষি-কার্য্য।

বারমেসে।

যে কার্য্য বৎসরের মধ্যে বার মাসই চলিয়া থাকে, তাহাকে বারমেসে কহে। যতপ্রকার দরকারী ফুল, শাক ও শস্য আছে, সে সমস্ত তৈয়ার করিতে লইলে বার মাসই চাসবাস করিতে হয়,একটি দিনও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলে না। তবে বৈশাখ মাস ও কার্ত্তিক মাসই বপনের প্রধান সময়। যে সকল ফসল বর্ষাকালে হয়, তাহার অধিকাংশরই বীজ বা চারা বৈশাখ মাসে বপন বা রোপণ করিতে হয়—যেমন আউশ ধান, পাট, হলুদ, কচু, শশা, কুমড়া ইত্যাদি। আর যে সকল ফসল শীতকালে জন্মে তাহার অধিকাংশের আবাদ কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়—যেমন ছোলা, মটর, তামাক, আলু, মূলা, কপি ইত্যাদি। বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে যেমন কোন কোন শস্যের আবাদ করিতে হয়, তেমনি অন্যান্য মাসেও কোন কোন শস্যের আবাদ করা যায়। এই রূপে বৎসরের মধ্যে সকল মাসেই কৃষি সম্বন্ধীয় কিছু না কিছু কার্য্য করিতে হয়। কৃষিপ্রবেশের তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠে সার ও পাইট বিষয়ে যে সকল উপদেশ আছে, তদনুসারে ঐ সকলের আবাদ করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতে কৃষিকার্য্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা সংসারের উপকার এবং সেই সঙ্গে বিলক্ষণ আমোদ লাভ হইবে।

কার্ত্তিক।

ফল পাকিলেই যে সকল গাছ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি কহে। এই মাসে

অনেক প্রকার ওষধির গাছই রোপণ করিতে পার। সকল প্রকার তরু, গুল্ম ও লতার গোড়া খুঁড়িয়া, পরিষ্কার করিয়া এবং গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিবে। আলু কপি, মূলা ইত্যাদি এ মাসেও রোপণ করা যাইতে পারে। যদি তোমার ফুলের বাগান থাকে, তবে গোলাপ ও করবীর শাখা কলম করিবে। উহাদিগের পাকা ডাল আধ হাত পরিমাণে কাটিয়া হাপরে ঈষৎ হেলাইয়া পুতিবে এবং প্রত্যহ জল দিবে। ঐ হাপোরের নীচে বালি কিম্বা খোয়া দিবে, নহিলে কলম পচিয়া যাইবে। গোলাপের গোড়া খুঁড়িয়া যদি এই মাসের রৌদ্র ও শিশির লাগাইতে পার, তাহা হইলে ফুল অতি উত্তম হইবে। ধনে, কাপাস, তরমুজ, কাঁকুড়, ভুঁয়ে শশা, উচ্ছে পটোল, পিঁয়াজ, মটর, বরবটি, ছোলা ইত্যাদি আবাদ করিবে। এ মাসেও বিলাতী কুমড়া পোতা যায়। ধনে যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলেই যথেষ্ট পরিমাণে হইতে পারে। সুলফা, মেথি, কালজিরে, মৌরি, রাঁধুনি ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পার। কাপাসের দুই চারিটী গাছ, বাগানের এক পাশে দিয়া রাখিতে পারিলে গৃহস্থের কাজে লাগে। তরমুজাদি, বালুকা মিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চড়া জমিতেই ভাল হয়। তুমি যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিবে, তাহাতে অন্য অন্য সারের সঙ্গে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। চড়ায় কাঁকুড় কার্ত্তিক মাসে পুতিতে হয়। তরমুজ, মাটি চাপা দিতে পারিলে বড় হয়। তিন চারি হাত অন্তর উচ্ছের থানা দিবে, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটি থানায় তিন চারিটীর অধিক পুতিবেনা। ভুয়েশশার পাইট কাঁকুড়ের ন্যায়। পটোলের গেঁড়, সকল প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে দুই তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে, তাহাতে ঐ সকল গেঁড় হইতে নূতন কল বাহির হইলে ভূমিতে পুতিয়া দিবে। পুনঃ পুনঃ নিড়াইয়া ও খুঁড়িয়া দেওয়াই পটোল ক্ষেতের প্রধান পাইট। পিয়াজের এক একটী কলি আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া খুঁড়িয়া দিবে। শুটী খাইবার জন্য মটর বরবটী ও ছোলা বুনিবে। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না। আলু, কপি ইত্যাদির জমিতে জল দিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহা-দিগের আর কোন পাইট নাই।

কৃষি পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

নূতন সংবাদ।

১। দস্যু তান্তিয়া ভীলের পুনর্বিচার হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। এ দণ্ড অনেকেরই নিকট অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে।

২। ৫ম ভারত জাতীয় কনগ্রেস সভা আগামী ডিসেম্বরের শেষে বোম্বাইতে হইবে। সার উইলিয়ম ওয়েডার বরন্ ইহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

৩। ধর্ম্মবীর ডামিয়েনের স্মরণার্থ যে ফণ্ড হইতেছে, আমাদের যুবরাজ তাহার প্রধান উদ্যোগী। তিনি বলিয়াছেন এই ফণ্ড হইতে ২॥ লক্ষ ভারতবর্ষীয় কুষ্ঠ রোগীকে সাহায্য করা হইবে। এরূপ হিতকর কার্য্যে এ দেশের ধনীদিগের সহায়তা করা উচিত।

৪। মেঃ শিবরাম সস্ত্রীক বিলাত হইতে লাহোরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। কৃতবিদ্য দল—বিশেষতঃ তত্রত্য কায়স্থ সমাজ তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ২য় ভাগ শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ইহাতে প্রার্থনাতত্ত্ব, প্রকৃত শাস্ত্র, আত্মার স্বাধীনতা, পাপ কি? এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ৫টী গুরুতর বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম ভাগের ন্যায় এ ভাগও ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

২। ছায়াময়ীর পরিণয়—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি রূপক কাব্য এবং ধর্ম্মজীবনের সাধনারম্ভ হইতে সিদ্ধি লাভের অবস্থা পর্য্যন্ত সুন্দর ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সহজ ভাষায় উচ্চভাবের কাব্য রচনায় ইহা এক প্রকার প্রথম দৃষ্টান্ত এবং ইহার অনেক স্থানে কবির প্রতিভার বেশ পরিচয় আছে। পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

৩। কমলিনী—নীতিবিষয়ক উপন্যাস—শ্রীপ্যারীশঙ্কর গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহার রচনা সহজ, বিশুদ্ধ ও মধুর হইয়াছে। ইহাতে বিধবা নারী জীবনের অতি উৎকৃষ্ট আদর্শ আছে। ইহা একখানি সুপাঠ্য নীতিগর্ভ উপন্যাস বলিয়া গণনীয়।

৪। কৃষিপঞ্জিকা, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ঘটক প্রণীত, মূল্য /০ আনা। কৃষি শিক্ষার ইহা প্রথম পুস্তক। ইহা আমাদের এত ভাল লাগিল যে ইহার দুইটী প্রবন্ধ পত্রিকাতে উদ্ধৃত করা গেল। আমাদের মফস্বলের পাঠিকারা ইহার ও ইহার আদর্শ-গ্রন্থের সাহায্যে কিছু কিছু কৃষিকার্য্য শিক্ষা করেন, ইহা আমাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

বামা রচনা।

সোহাগ।

(সন্তানের প্রতি)

আয়রে সুধীর, প্রাণের কুমার !
আয় আয় তোরে হৃদয়ে ধরি।
বহুক্ষণ হ'ল মুখানি তোমার,
না হেরিয়া আমি পরাণে মরি। ১
কত ভাল বাসি, দেখিতে মুখানি,
কি আছে ও মুখে তা'ত জানি না।
সরলতাময়, যেন ছবি খানি ;
আছে কি মরতে এর তুলনা ? ২
কতই সৌন্দর্য্য কতই মাধুরী,
কেমনে বলিব, আছে ঐ মুখে ?
যখনি মুখের সুসমা নেহারি,
অমনি হৃদয় উথলে সুখে। ৩
রোগ শোক আর সংসারের দুঃখ
যখনি হৃদয় অধীর করে,
হেরিলে তখন ঐ চন্দ্রমুখ,
সকল যাতনা যায়রে দূরে। ৪
যখন মাণিক ! মৃদু মৃদু হেসে,
কররে খেলা আধ আধ বোলে।
আবার যখন নেচে নেচে এসে
আঁচল ধরিয়া উঠরে কোলে ; ৫
হেরিলে তখন ওরে যাদুমণি !
তোমার কোমল মূরতি মোহন,
শুনিলে মধুর আধ আধ বাণী,
গলে যায় সুখে পরাণ মন। ৬
চারু কর দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া,
'তাই তাই তাই' যখন কর ;
হামা দিতে দিতে হাসিয়া হাসিয়া,
নিকটে আসিয়া আঁচল ধর। ৭
আবার যখন উঠি মম কোলে,
ছোট ছোট ছোট আঙ্গুল নাড়ি,
চাঁদ পানে চেয়ে 'চাঁদ আয়' বলে
ডাকরে, তখন কি সুখ হেরি ? ৮
হেরিয়ে নয়নে এরূপ মাধুরী,
সুধা সম স্বর শুনিয়ে যবে,
কি সুখ যে হয় বুঝিতে না পারি,
স্বর্গে কি মরতে না পাই ভেবে। ৯
কোলেতে যখন করিয়ে ধারণ,
ওই চাঁদমুখে চুম্বন করি,
আপনা পাশরি যাইরে তখন,
এখানেই যেন স্বরগ হেরি। ১০
ইচ্ছা হয় সদা ওরে যাদুমণি !
তোমা ধনে সদা রাখিয়ে বুকে :
দিন রাত সুহু হেরি ও মুখানি,
আধ আধ ভাষা শুনিরে মুখে। ১১
হাসরে সুধীর ! প্রাণের রতন
সুমধুর হাসি হাসরে ও,
আধ আধ বোলে বলরে বচন,
শুনি জুড়াক তাপিত প্রাণ ! ১২
তাথেই তাথেই নাচ নীলমণি !
তাই তাই তাই কররে ফিরি ;
'চাঁদ আয়' বসি তুলি হাত খানি,
ডাক পুন, দেখি নয়ন ভরি। ১৩
হাসিতে তোমার, কথাতে তোমার,
কতই অমৃত আছে না জানি,
করিয়া বিধাতা অমৃতভাণ্ডার,
সৃজেছেন তব ঐ মুখ খানি। ১৪
এ নশ্বর ভবে সকলি অসার,
দুঃখময়, যত হেরি সকলি ;
এক মাত্র সুখ, স্নেহের আধার,
প্রাণের কুমার, নয়ন পুতলি। ১৫
হে মঙ্গলময় করুণানিধান !
মাগে এই ভিক্ষা চরণে দাসী,
দিয়াছ যেমন দুইটি রতন,
অধীনীরে কত দয়া প্রকাশি। ১৬
সেইরূপ দয়া করি, দয়াময় !
বাঁচাইয়ে রাখ, বিপদ হয় !
দেখিতে যেমন মধুরতাময়,
অন্তর (ও) তাদের মধুর কর। ১৭

কলিকাতা — শ্রীনী—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৯ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১২৯৬—ডিসেম্বর ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রিন্স বিক্টর আলবার্ট— গত ৯ই নবেম্বর বোম্বাই পদার্পণ করিয়াছেন। নানাস্থান হইতে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন লাভ করিতেছেন। নবেম্বরের শেষে মান্দ্রাজ ভ্রমণ করিয়া ডিসেম্বরে ব্রহ্মদেশে ও জানুয়ারিতে কলিকাতায় আসিবেন।

রাজকুমারের ভ্রমণাদির বিবরণ—২৭এ কার্ত্তিক (৯ নবেম্বর) শনিবার বোম্বাইয়ের মিউনিসিপাল কমিশনরগণের অভিনন্দন গ্রহণ ও তাহার প্রত্যুত্তর দান, তৎপরে নগর ভ্রমণ ও পুনা যাত্রা। ২৫এ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে পুনার গির্জায় গিয়া উপাসনা, অপরাহ্নে দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ। সোমবার—পার্ব্বতীদেবীর মন্দির দর্শন। মঙ্গলবার সৈন্য প্রদর্শন ও নৃত্য ভোজ। বুধবার—অশ্বারোহীদলের ক্রীড়া দর্শন। বৃহস্পতিবার পুনা হইতে হায়দ্রাবাদ যাত্রা।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা— ইষ্ট ইণ্ডিয়ার হাটাবগ ষ্টেসনে রেলগাড়ী পয়েণ্টস্‌মানের দোষে বিপথগামী হইয়া উল্টাইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকের গাড়ী এঞ্জিনের নিকট ছিল তাহা এবং আর একখানি আরোহি-শকট এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। কত লোক হত ও আহত হইয়াছে এখনও ঠিক-সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অশ্লীল পুস্তকের শাসন— ইংলণ্ডের উভয় পার্লেমেণ্টের মতে আইন যারী হইয়াছে অশ্লীল পুস্তক বা অশ্লীলতাব্যঞ্জক ছবি বিজ্ঞাপনাদি যে ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইবে, তাহার ৪০১ সিলিং জরিমানা ও এক মাস মেয়াদ হইবে। যাহার আদেশে এ কার্য্য হইবে, তাহার ৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা ও তিন মাস

মেয়াদ হইবে। এ দেশে এ সম্বন্ধে আইনের কড়াকড় হওয়া উচিত, কারণ খারাব পুস্তক প্রচারের বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে।

তাঁতিয়ার আপিল—দস্যু তাঁতিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করাতে তাহার বিচার হইতেছে। তাহার একজন দ্বীপান্তরিত সঙ্গীকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আনান হইয়াছে।

কন্যাচুরি—একজন চুড়িওয়ালা গৌরীভার একটী ছোট মেয়েকে সোনার গহনা দিবার লোভ দেখাইয়া কলিকাতায় লইয়া আইসে এবং এক বেশ্যার নিকট বিক্রয় করে। চুড়ীওয়ালী ও বেশ্যা পুলিস কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াছে। বেশ্যার দালালেরা গঙ্গার ঘাটে বা অন্যত্র সুযোগ পাইলে মেয়ে চুরি করে, আমরা মধ্যে মধ্যে এরূপ সংবাদ পাই। সকলের বিশেষ সাবধান হওয়া এবং পুলিসের চৌকস থাকা উচিত।

দাক্ষিণাত্যে সমাজ সংস্কার—জাতীয় মহাসভা কনগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মহাসমিতিও হইয়া থাকে, ইহার সাধারণ সম্পাদক প্রসিদ্ধ রঘুনাথ রাও। ইঁহার ও ইঁহার কতকগুলি বন্ধুর উদ্যোগে সমাজ সংস্কার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ইঁহারা যে স্থানীয় সংস্কার সভা করিয়াছেন, মহারাজা হলকার ও গাইকুমার তাহার প্রতিপোষক এবং মিরাজের রাজা তাহার সভাপতি হইয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় একশত ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেনঃ—

(১) কন্যার বিবাহ ব্যয় বার্ষিক আয়ের এবং পুত্রের—ষাণ্মাসিক আয়ের অনধিক; (২) পুত্রের ১৬, ১৮, ও ২০ বৎসরের ন্যূনে এবং কন্যার ১০, ১২ ও ১৪ বৎসরের ন্যূনে বিবাহ না দেওয়া; (৩) এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ না করা; (৪) ৫০ বৎসরের অধিক বয়সে বিবাহ না করা; (৫) চিকিৎসকের ব্যবস্থা ভিন্ন মদ্য পান না করা; (৬) কন্যার সুশিক্ষার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা।

দাতব্য—নবাব আসান উল্লা লেডী ডফারিণ ফণ্ডে বার্ষিক ৫০০ টাকা দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। সিটী কলেজের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে ময়মনসিংহের কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ৫০০০ এবং সন্তোষের জমিদার শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী ও জাহ্নবী চৌধুরাণী যথাক্রমে ২০০০ ও ১০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ব্রেজিলের রাষ্ট্র বিপ্লব—ব্রেজিলের সম্রাট পেড্রো সপরিবারে রাজবিদ্রোহীদিগের হস্তে কয়েদ হইয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে উপযুক্তরূপে রক্ষা ও পালন করিবার আশ্বাস দিয়াছে। সাধারণ তন্ত্রে রাজ্য মধ্যে ঘোষিত হইয়াছে এবং ফনসেকা ইহার প্রেসিডেণ্ট বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

কুপার্স হিল পরীক্ষা—বিলাতের কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে এন্ ঘোষ নামক এক বাঙ্গালী ছাত্র এবং সব সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষো-

ত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বিষয়ে এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

কায়স্থ সমিতি—বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর সমস্ত প্রদেশের কায়স্থদিগকে লইয়া বৎসর বৎসর এক একটী মহাসমিতি হয়। গত ৭ই নবেম্বর বাঁকীপুরে ইহার তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ২ সহস্রের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হন। মদ্যপান ও শিশুবিবাহ নিবারণ, বিবাহের ব্যয় হ্রাস, নীতি ও ব্যায়াম শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, পঞ্চায়ত দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। জয়ন্তী প্রসাদ নামক এক বিখ্যাত কায়স্থ সভাপতির আসনে ছিলেন।

জেন্ ওয়েল্স কার্লাইল্।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ বিবি কার্লাইলের কিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইয়াছেন। এই অসাধারণ রমণীর জীবনী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইতেছে। ইহাঁর পূর্ণ নাম জেন্ বেলি ওয়েল্স কার্লাইল। ইহাঁর পিতা হ্যাডিংটন নিবাসী ডাক্তার জন ওয়েল্স সুবিখ্যাত জন নক্সের বংশধর; ইহাঁর মাতা গ্রেস্ বা গ্রিজি ওয়েল্স সুবিখ্যাত ওয়ালেসের বংশোদ্ভবা ছিলেন। সুতরাং পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুল লইয়া বিচার করিলে ইহাঁকে স্কটলণ্ডের অতি প্রাচীন উচ্চবংশীয়া মহিলা বলিতে হইবে। ইনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যেরূপ দেখিতে পরমাসুন্দরী, সেইরূপ অসামান্য মানসিক গুণেও বিভূষিতা ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত লালিত ও পালিত হন। গীত বাদ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্ত্রীজনোচিত অতি জাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য সাতিশয় আগ্রহ ও অনুরাগ প্রকাশ করাতে হ্যাডিংটন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। এখানে বালক বালিকা উভয়েই শিক্ষা লাভ করিত। বালিকাগণের শ্রেণী ভিন্ন গৃহে ছিল, গণিত ও বীজগণিত তাহারা বালকদিগের সহিত একত্রে শিখিত। এই দুই বিষয়ে তিনি অচিরে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাঁর স্বামী টমাস্ কার্লাইলের পরম বন্ধু ও সহপাঠী এড্ওয়ার্ড আরভিং ইহাঁর শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর পিতা আরভিংকে সন্তানের ন্যায় ভাবিতেন। শিক্ষক ছাত্রীর বিদ্যানুরাগ দেখিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে বিশেষ যত্নবান হন। তিনি রাত্রিকালে তাহাকে নক্ষত্র ও নক্ষত্রের গতিবিধি প্রদর্শন করাইবার জন্য বাটীর বহির্দ্দেশে লইয়া যাইতেন। কুমারী প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৫ টার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া

সমস্ত দিন অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। অতঃপর বর্জ্জিল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা পাঠ করিয়া তিনি স্বধর্ম্মে কথঞ্চিৎ বীতরাগ হইলেন। ইহাঁর বয়ক্রম যথন চৌদ্দ বৎসর, তখন ইনি একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন; ইহাতে যদিও প্রশংসার কিছুই ছিলনা, কিন্তু অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তরুণ বয়সের লেখনী বালার্কের মত প্রতিভার আভাস দেখাইয়া সম্পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিতামাতাই তাঁহার পরম আরাধ্য দেবতা। পিতা সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা সম্মানের সহিত কথা কহিতেন। পিতাই কেবল তাঁহাকে শাসনাধীনে রাখিতে পারিতেন, কারণ তিনি 'আদরের ঘরের দুলাল'। তিনি যেমনই যথেচ্ছাচারিণী হউন না কেন, পিতার আদেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া শিরোধার্য্য করিতেন। ইহা তাঁহার জীবনের ভিত্তি স্বরূপ ছিল। ইহাঁর বয়স অষ্টাদশ বৎসর হইলে অর্থাৎ জীবনের যে সময়ে পিত্রাদেশ বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেই সময়ে ইহাঁর পিতা মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মাতার নিকট হ্যাডিংটনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর নিমিত্ত কিছু বার্ষিক বন্দোবস্ত করিয়া ডাক্তার ওয়েলস্ সমস্তই কন্যাকে দিয়া যান। বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান রূপ লাবণ্য সকলই ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছেন। এমন অবস্থায় অনেক কৃতবিদ্য ভদ্রবংশীয়েরা তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইলেন। ইহাঁর শিক্ষক আরভিং বিবাহার্থীদিগের মধ্যে একজন। কুমারী ওয়েলস্ তাঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় তিনি শেষে কুমারী মার্টিন নামে জনৈক ভদ্র মহিলার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হন। 'গ্রন্থকর্ত্রী হইব, নাম খ্যাতি চারিদিকে বিঘোষিত হইবে' কুমারী ওএলসের অন্তঃকরণে এই ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল; তিনি অধিকতর উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যানুশীলনে রত হইলেন। আরভিং স্বীয় বন্ধু টমাস্ কার্লাইলের সহিত এই বিদুষী যুবতী রমণীর আলাপ পরিচয় করিয়া দেন। এখন হইতে কুমারী ওয়েলসের দিকে কার্লাইলের মন একটু আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। এই আকর্ষণী শক্তির বলে তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হয়। কুমারী কথনও তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া ভাবেন নাই, যে হেতু কার্লাইলের বংশ ও পদ উভয় এরূপ বিবাহের প্রতিকূল। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুরাগে একটু অভিমানিনী হইয়া উঠেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হয়। ইহাঁদিগের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল ও পত্রাদি লেখা চলিতে থাকে। ইহাতে নারীর কোমল হৃদয়মুকুরে কার্লাইলের একটী স্বতন্ত্র মূর্ত্তি প্রতিভাত হইল। উভয়েই উভয়কে বুঝিতে পারিলেন, চিনিতে পারিলেন; জানিতে পারিলেন—কি অমূল্য নিধি উভয়ের অন্তরে নিহিত আছে। ভাল-

বাসার সঞ্চার হইল। কার্লাইলকে কুমারী দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। পাত্রীও না বুঝিয়া তাঁহাকে মনোনীত করেন নাই। পাত্রও তাঁহাকে কোনও প্রকারে ভুলাইয়া পত্নীত্বে অভিষেক করেন নাই। প্রত্যুত, কার্লাইল তাঁহাকে কি বৈষয়িক, কি দৈহিক, কি আধ্যাত্মিক, কি স্বভাব, কি চরিত্র—কোন বিষয় অণুমাত্র গোপন না রাখিয়া সমস্ত আদ্যোপান্ত বিস্তৃতরূপে খুলিয়া লেখেন; এমন কি অনেক বিষয়ে সতর্কও করেন। তথাপি কুমারী অবিচলিত রহিলেন। টমাসকে তিনি পতিত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বে এক বার ১৮২৫ সালে তাঁহার কুটীরে যাইয়া তাঁহার পারিবারিক সমস্ত অবস্থা ও আত্মীয় পরিজনবর্গ দেখিয়া আসেন। ১৮২৬ সালের ১৭ই অক্টোবর ইঁহাদিগের বিবাহ হয়। বৈবাহিক জীবনের আরম্ভে কার্লাইল বলিয়াছিলেন যে, বিবাহের পর দেড় বৎসর কাল তাঁহার জীবনের মধ্যে পরম সুখের কাল। তাঁহার স্ত্রী কোমল-হৃদয়া, চিন্তাশীলা, স্নেহবতী ও ধৈর্য্যশীলা ছিলেন। জেন কার্লাইল (এখন হইতে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত জেন বেলি ওয়েলসকে এই নামে পাঠক পাঠিকা বর্গের নিকট পরিচিত করিব) এই সময়ে তাঁহার শ্বশ্রুকে যে পত্র খানি লেখেন, তাহাতে তাঁহার কিরূপ পতিভক্তি ও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে কিরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন তাহা লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলিয়াছেন "যে দিন বিধাতা আমাকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, সে দিন যদ্যপি আমি পরম প্রীতির সহিত স্মরণ না রাখি, তাহা হইলে কেবল মূঢ়মতি নহি, অতি নিন্দার্হ। পতি আমার প্রতি সদয়, ও আমার মনোমত ধন। এক দিন পীড়িত হইলাম, মায়ে যেরূপ করেন, তিনিও তদ্রূপ আমার রোগের শুশ্রূষা করিলেন। আমি কর্কশ ভাষার যোগ্য না হইলে, তিনি আমাকে কদাচ কর্কশ কথা বলেন নাই।" কার্লাইল একস্থলে একখানি পত্রে স্ত্রীকে লেখেন "আমি অনুপযুক্ত পাত্র, আমাকে ঈশ্বর যে মহামূল্য নিধি দিয়াছেন, তাহা আমি অবশেষে আদর করিতে শিখিব। আমি জানি আমার অমূল্যরত্ন—আমার সদাশয় জেনের হৃদয়—আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে। পীড়া নিবন্ধন অথবা দুরদৃষ্ট বশতঃ যদি আমি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য তবে ইঁহাদিগের মধ্যে কেন পরে অসদ্ভাব জন্মিয়াছিল? আমরা এক্ষণে এ বিষয়টি বুঝাইতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব।

মানবজাতি দুর্ব্বল। আমাদিগের যতই গুণ থাকুক বা কেন, চরিত্রে দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হইবেই হইবে। বিবী কার্লাইল ও তাঁহার স্বামী টমাস্ কার্লাইল-এই নিয়মের বহির্ভূত নহেন। বিশেষতঃ মহাকবি শেক্সপিয়র নারীকে যখন দুর্ব্বলতা রূপিণী কহিয়াছেন, তখন অবশ্য

বুঝিতে হইবে এই মহাজনোক্তির মূলে সত্য আছে। টমাস্ কার্লাইলের চরিতাখ্যায়ক ফ্রুড একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি কার্লাইলের কিছু অবাধ্যা ছিলেন। ইহাঁর দোষ ও ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু আমরা তো তাঁহার সমস্ত বিবরণ পাঠে তাঁহার প্রতি এই দোষারোপ করিতে প্রস্তুত নহি। প্রত্যুত, তাঁহার মত ললনা ইংরাজ মহিলাদিগের মধ্যে অতি বিরল। যদি অত্যুক্তি না হয়, তাহা হইলে আমরা বলি যে, তিনি ভর্ত্তার ইচ্ছা আইন স্বরূপ মান্য করিতেন। তাঁহার একটী দৌর্ব্বল্য ছিল। সেটি এই,—মর্য্যাদা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে কিছু প্রবলা ছিল। ইহা 'গুণ সন্নিপাতে' অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইত। তিনি আপনি বলিয়াছেন "আমি গৌরব ও মান বৃদ্ধির নিমিত্ত (কার্লাইলকে) বিবাহ করি। কৃষির কুটীরে তিনি কি মান সম্ভ্রমের আশা করিতে পারেন? তিনি কি উত্তমরূপে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে বরণ করেন নাই? তিনি উচ্চ কুলোদ্ভবা পদমর্য্যাদামণ্ডিতা ও বিত্তশালিনী হইয়া কেন এক গরিব কৃষিসন্তানে আপনার ভাবী জীবন অবলীলাক্রমে, বিসর্জ্জন করিলেন? তিনি নিজে তাহার কুটীরে যাইয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া তবে কার্লাইলকে বিবাহ করেন। মহানুভব কার্লাইলও তাঁহার সহিত কোনও রূপ কপটাচরণ করেন নাই। মিলিত জীবনের পূর্ব্বে ইনি আপনার হৃদয়কপাট তাঁহার সমক্ষে উদ্ঘাটিত করেন। স্ত্রীর সকাশে তিনি যাহা যাহা প্রত্যাশা করেন, যে সকল কর্ত্তব্যে নিপুণা হইলে ভর্ত্রী ভর্ত্তার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা তিনি বিশদরূপে বুঝাইতে যত্ন পান। এই সকল কথার উত্তরে আমরা বলি যে, ওয়েলস কার্লাইলকে বিবাহ করেন নাই; তিনি স্বকীয় প্রতিভার সহিত কার্লাইলের প্রতিভার বিবাহ দিয়া ছিলেন। দিয়া দেখিলেন তিনি পূর্ণমনোরথ হইলেন—প্রতিভার পূজা হইল, প্রতিভা পূজিত হইল। কিন্তু ঐহিকের সুখ তাঁহাকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে হইল। (ক্রমশঃ)

ভারতের দুঃখিনী অনাথা ও বিধবাদিগের জীবিকোপায়।

(২৯৮ সংখ্যা ২২১ পৃষ্ঠার পর)

এ বিষয়ে আমার প্রস্তাব এই রূপঃ—

যে সমস্ত রমণী আপনাপন জীবিকা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক ও তজ্জন্য শিক্ষা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের জন্য একটি আশ্রম খুলিতে হইবে। সাধারণের অর্থে সে আশ্রমের সমস্ত ব্যয় তার নির্ব্বাহ হইবে ও সাধারণের বিশ্বাসী ধার্ম্মিক

লোকের উপর তাহার সমস্ত তত্বাবধানের ভার ন্যস্ত থাকিবে। অসাম্প্রদায়িক ভাবে এ আশ্রমের সমস্ত কার্য্য হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য আবশ্যক বোধ হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইবে ও তাহাদের আহারাদিরও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে। যদি কোনও মহাশয়া মহিলা এই আশ্রমের কর্তৃত্বভার লইতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইতে পারে। এই আশ্রমে নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যা লাভের জন্য নানা প্রকার শ্রেণী খুলিতে হইবে। তথায় যাহার যে কোন বিদ্যা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করিতে পারিবেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে আপাততঃ হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। রমণী শিক্ষক। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে একটি বিশেষ অভাব আমরা অনুভব করিতেছি। বালিকাদিগের শিক্ষার ভার অগঠিত-চরিত্র পুরুষ শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করা কখনই প্রার্থনীয় নহে; এবং এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতা মাতা যত দিন পর্য্যন্ত কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করিতে দিতে প্রস্তুত, ততদিন পর্য্যন্তও পারিয়া উঠেন না। যতদিন এই সমস্ত স্থলে রমণীশিক্ষক সুলভ না হইবে, ততদিন দেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ শিক্ষক প্রাপ্ত হইলে পুরস্ত্রীরা পর্য্যন্তও অনেক স্থলে বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। প্রস্তাবিত আশ্রম হইতে এরূপ শিক্ষা কার্য্যে দক্ষ শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া নানা স্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারে। সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাতে এরূপ শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের অভাব নাই।

২। শিল্পবিদ্যা। এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির বিশেষ পারদর্শিতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের "Society for promoting employment of women" নামক সমাজের বিবরণে এইরূপ লেখা আছে:—Delicate handling which is so frequently characteristic of girls, has long since pointed out artistic works of all kinds as especially siuitable to women. অর্থাৎ কোমল হস্তে বালিকারা যেমন কাজ করিতে পারে, বালকেরা পারে না। অতএব শিল্প কার্য্য সকল স্ত্রীজাতিরই উপযুক্ত। নানা প্রকার শিল্প বিদ্যার জন্য নানা শ্রেণী খোলা যাইতে পারে এবং এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকেই ঘরে বসিয়া অনায়াসে জীবিকা লাভে সমর্থ হন। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চিত্র বিদ্যা। ইহা এক সময়ে হিন্দু রমণীর নিকট নূতন ছিল না। যখন ভারত যবন পদদলিত হয় নাই, তখন আর্য্য নারী চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন —সংস্কৃত নাটকাদিতে ইহার বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। খোদাই কার্য্য (Engraving) কাষ্ঠ, ইস্পাত বা তাম্রফলকে নানা প্রকার চিত্র খোদাই ও রবার বা পিত্তলের

শীল মোহর প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসেই অন্ন সংস্থান হইতে পারে এবং এই আশ্রমের সাহায্যেই অনায়াসে কর্ম্ম যোগান যাইতে পারে।

৪। সূচী বিদ্যা। এবিষয়ে শিক্ষা লাভ করা নিতান্তই সহজ। আশ্রমে যদি এরূপ একটি শ্রেণী খোলা হয়, তাহা হইলে অনেকেরই জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং একবার কায শিখিলে কর্ম্মেরও অভাব হইবে না। অধুনা আমাদের দেশের শিক্ষিতা মহিলারা যে সমস্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে অনায়াসেই স্ত্রী দরজির দোকান খোলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ সূচী নির্ম্মিত কারুকার্য্যের দ্বারাও অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

৫। রন্ধন। এবিষয়ে আমাদের দেশে যে কি অভাব, তাহা হয়ত অনেকেরই ধারণা নাই। যাঁহাদিগকে বেতনভোগী ব্রাহ্মণ পাচক পাচিকার হস্তে আহার করিতে হয়, তাঁহারাই জানেন এবিষয়ে শিক্ষার কত দূর প্রয়োজন। যে হয়ত কখনই রন্ধন করিতে দেখে নাই—অভাবে পড়িলে সেও পাচক সাজিয়া বসিল এবং যখন সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তাহার রান্না খাইতে হয়—তখন অনেককে অশ্রুজলের সহিত আহার গলাধঃকরণ করিতে হয়। যদি আশ্রমে শিক্ষার জন্য একটি রন্ধনশালা খোলা হয়, তাহা হইলে এই অভাব সহজেই বিদূরিত হইতে পারে এবং যাহারা এখানে রন্ধন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবেন, তাহারা যে উপযুক্ত বেতন পাইবেন এবং সহজেই কর্ম্ম যোগাড় করিতে পারিবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই রন্ধন বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি হোটেল থাকিলে ইহার সমস্ত ব্যয় ভার নির্ব্বাহ হইতে পারে। বার্লিন সহরে (Let Vireni) লেট বিরিনি স্কুলের সংশ্রবে একটী রন্ধনশালা আছে ও মহিলাদের জন্য একটি আহার স্থান আছে। পারিস মহানগরীতে ও বেলজিয়ামে এরূপ রন্ধনবিদ্যালয় আছে। তাহাতে দেশের লোকেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং শিক্ষিতা পাচিকাদেরও অবস্থা ভাল হইয়াছে।

৬। রন্ধনের সংস্রবে অন্য একটি কার্য্য চলিতে পারে। বিলাতি 'জেলী' প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রকার ফলের 'আচার' প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে বেশ লাভের সম্ভাবনা। বিসকুট প্রভৃতিও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নানা প্রকার দেশী মিঠাই প্রস্তুত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখার বন্দোবস্ত করাও বোধ হয় নিতান্ত কষ্টসাধ্য হয় না। এ বিষয়ে কার্য্যতঃ যাঁহারা সুদক্ষ, তাঁহারাই সুবিচারক।

৭। সঙ্গীত ও বাদ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে এই মহতী বিদ্যা পাপের পঙ্কিলতা হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে বিশেষ

সহায়তা করিয়াছেন। এক সময়ে এ বিদ্যায় চর্চ্চা করা ও উৎসন্নের পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা ছিল—এখনও বৃদ্ধ শ্রেণীর লোকের নিকট প্রায় সেই বিশ্বাস। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শিক্ষিত সমাজ এখন আর এই বিদ্যাদ্বয়কে গৃহের বাহির করিয়া দেন না। গৃহে ও পরিবারের মধ্যে সঙ্গীত ও বাদ্য চর্চ্চা দিন দিন লব্ধ-প্রবেশ হইতেছে। যদি কোন সাধ্বী নারী এ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে সহজে সম্ভ্রমের সহিত জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থা হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত আশ্রমের সংশ্রবে এরূপ একটি শ্রেণী থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৮। ঘড়ী মেরামত কার্য্য। অতি অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসেই এই ব্যবসাটি রমণীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে সুদক্ষ হইতে পারিলে যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান হইতে পারে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চেষ্টা করিলে এবিষয় শিক্ষা দিবার জন্য লোকেরও অভাব হইবে না। আমি জানি হামিল্টন কোম্পানীর বাটীর কোন একটী সুদক্ষ ভদ্র শিল্পী স্বেচ্ছাক্রমে মহিলাদিগকে এ কার্য্য শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

৯। স্বর্ণ রৌপ্যের কারু কার্য্য শিক্ষা করাও রমণীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য নহে। সুসভ্য পাশ্চাত্য জগতে রমণীরা একার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পারিস মহানগরীতে এরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ভদ্র মহিলারা একার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে তাঁহাদের কার্য্যের কত সুবিধা তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বর্ণকারদের সাধুতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে! এরূপ স্থলে যেখানে চুরি ও প্রবঞ্চনার ভয় নাই, সেখানে যে সকলেই কাজ দিতে প্রস্তুত হইবেন ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

১০। মুদ্রাঙ্কণ। মুদ্রাযন্ত্র চালন ভিন্ন মুদ্রাঙ্কণ সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত কার্য্য যে রমণীদিগের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় কেহ সন্দেহ করিবেন না। অক্ষর সাজান, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি কার্য্যে শারীরিক বলের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না—[illegible] দেশেও রমণীদ্বারা এ কার্য্য চলিতেছে। [illegible] বিলাতে দিন দিন স্ত্রীলোকেরা এ কার্য্যে অধিকতর সংখ্যায় নিযুক্ত হইতেছেন ও তাঁহাদের দক্ষতা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সভা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—"Several masters are glad to employ them, though the unionist men do all in their power to obstruct their progress. Women do the work well and quickly". ফরাসী দেশেও ইহার অভাব নাই।

১১। পুস্তক বাঁধাইবার কার্য্যও ভারতরমণী অনায়াসেই চালাইতে পারেন। ইহা শিক্ষা করা সহজ, কার্য্যও বিশেষ পরিশ্রম-সাধ্য নহে—কার্য্যও প্রচুর, অর্থাগমও নিতান্ত মন্দ নহে। এ কার্য্য

করিতে হইলে গৃহের বাহির হইবার প্রয়োজন নাই—সুতরাং ইহাতে সকল দিকেই সুবিধা।

১২। বয়ন। বস্ত্র বয়নের কথা বলিতেছি না—ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের নিকট সামান্য হস্ত কতটুকু করিতে পারে? সামান্য ছোট ছোট কলের সাহায্যে লেস বা জরী প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়, অসাধ্য নহে। ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ... নির্ব্বাহ হইতে অনেকে এই ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

চুলের চেইন প্রস্তুত করা অতীব সহজ ও এ বিষয়ে শিক্ষা পাইলে অনেক রমণী জীবিকা লাভ করিতে পারেন। নানা প্রকার উলের কার্য্য দ্বারাও অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে।

রুসিয়ার অন্তর্গত ফিনল্যাণ্ড দেশে একটি সুন্দর ব্যবসা রমণীদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে—আমাদের দেশের রমণীদের পক্ষেও তাহা কষ্টকর নহে। ঝুড়ি, (সাজী, ঝাঁপী ইত্যাদি), ব্রস, খড়ের টুপী প্রভৃতি প্রস্তুত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। এই ব্যবসা অতি অল্প মূল ধনে চলিতে পারে ও ইহা সাধারণের এত ব্যবহারোপযোগী, যে এ ব্যবসা শিক্ষা করিলে কাহাকেও অন্নাভাবে কখনই কষ্ট পাইতে হয় না।

১৪। গিল্টীর কার্য্যও স্ত্রীলোকের দ্বারা অক্লেশে চলিতে পারে। পিত্তল নির্ম্মিত গহনা ও বাসন ইত্যাদি গিল্টী করা। Electroplating ও electro-guilding বেশ অর্থকরী ব্যবসা—ইহার দ্বারা অনেকের জীবিকা উপার্জ্জন করা দুর্ঘট নহে।

১৫। ভাস্কর কার্য্য (Medelling) ষ্টকহলম নগরে স্ত্রীজাতির জন্য যে শিল্প বিদ্যালয় আছে, তথায় সাধারণ মৃত্তিকা মোম, ও পারিয়ান নামক সুন্দর পোরসেলেন মৃত্তিকা দ্বারা সুন্দর সুন্দর পুত্তলিকা ও অন্যান্য সুদৃশ্য দ্রব্য প্রস্তুতকরিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক প্রদেশেও এরূপ শিক্ষার স্কুলের অভাব নাই। আমাদের দেশেও যে এ ব্যবসা সুন্দররূপ চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নদিয়ার ভাস্করদিগের এবিষয়ে ক্ষমতা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা একবারে এ বাক্যের যাথার্থ্য অস্বীকার করিতে পারিবেন না। একটু চেষ্টা করিলে রমণীদিগকেও একার্য্য শিখান যাইতে পারে।

ভারত রমণী বর্ত্তমান অবস্থায় যে যে কার্য্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন,—অপরের গলগ্রহ হইয়া তাহার অনিচ্ছাপ্রদত্ত অন্ন গ্রাস লাঞ্ছনার সহিত উদরস্থ না করিয়া যাহাতে স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন—তাহা স্থূলত উল্লেখ করিয়াছি। যতই তাঁহারা এই সমস্ত কার্য্য অধিকার করিয়া বসিবেন—ততই ক্রমশঃ উচ্চ শ্রেণীর কার্য্যের দ্বার তাঁহাদিগের নিকট আপনাহইতেই উদ্ঘাটিত

হইয়া আসিবে। ক্রমে তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের সমকক্ষ হইবেন—আর তাঁহাদের পদানত থাকিতে হইবে না। কিন্তু সে সুদূর ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমান সময়ে ভারত রমণীদের মধ্যে অনেকেরই পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে জীবিকা লাভের কোনও প্রকার উপায়ই নাই—অষ্ট বন্ধনে তাঁহাদের হস্ত পদ বদ্ধ—কিন্তু যাহাদের পক্ষে এরূপ কোন বাধা নাই—যাঁহাদের পথ কতক পরিমাণে মুক্ত, তাঁহাদেরও সেই সেই বিষয়ে শিক্ষা এত কম, সুবিধার অভাব এত বেশী, যে তাঁহাদের পক্ষেও সে পথ অবলম্বন করিয়া আহার সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। স্ত্রীজাতির স্বাধীন জীবিকার কোনও প্রকার উপায় করিতে গেলেই তাহাদের শিক্ষার প্রয়োজন—শিক্ষা না হইলে এই ঘোর জীবন সংগ্রামে স্থির হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব।

এই দুর্ভাগ্য দেশে যে কতিপয় প্রকৃত অবলাবান্ধব আছেন—এ দেশে যে সমস্ত পরদুঃখকাতর করুণ হৃদয়, দরিদ্রবৎসল পুরুষ রমণী আছেন—এ দেশে যে কয়েকটি ন্যায়পরায়ণ মহাত্মা আছেন—তাঁহাদের সকলেরই একত্র হইয়া কায়মনঃপ্রাণে অত্যাচার-প্রপীড়িত, শোক-সন্তপ্ত, জঠর-জ্বালায় চিরলাঞ্ছিত এই অনাথ নিরাশ্রয় ভারত বিধবাদের জন্য এইরূপ আশ্রম সংস্থাপন করা সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় দুঃখের ঘনান্ধকার রজনীর মধ্যে আজ একটি উষার আশা-রেখা দেখা দিয়াছে—আজ ভারতনন্দিনী মাতার ললাট দেশ হইতে কালিমা রেখা মুছাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—আজ ভারতদুহিতা শ্রীমতী পণ্ডিতা রমা বাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—আজ তিনি ভারতের চিরদুঃখিনী বিধবা তনয়াদের জন্য দেশ বিদেশে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। যদি ভিক্ষা করাতে গৌরব থাকে, তবে এখানে। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের অন্নহীনা অনাথা তনয়ার ন্যায় দয়ার পাত্র আর কে আছে? ঐ যে সমাজের অবিচারে, ও অন্যায় বিধি-নিগড়ে ভগ্নহৃদয়া রমণী বিষন্ন মুখে বসিয়া আছেন—ঐ যে রমণী পিতার অতুল সম্পত্তি থাকিতেও আজ পথের ভিখারিণী—উদরে অন্ন নাই—পৃষ্ঠে বস্ত্র নাই—মাথা রাখিবার স্থান নাই—মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন—ইঁহার ন্যায় অন্যায়-প্রপীড়িত আর কে? ইঁহার জন্য না হইলে, আর কাহার জন্য ন্যায়বানের ন্যায় দণ্ড উত্থিত হইবে? ভারতের বিধবার ন্যায় দুর্ভাগিনী আর সম্ভব নহে। ভারত দুহিতা রমার ভিক্ষা-লব্ধ অর্থে একটি রমণী-আশ্রমের সূত্রপাত দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ভগবানের কৃপায় এই অনুষ্ঠান সুসিদ্ধি লাভ করুক এবং ইহার দৃষ্টান্তে আরও শত শত আশ্রম স্থাপিত হইয়া অনাথা বিধবাদের জীবিকার সহিত তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সহায়তা বিধান করুক।

জীবন-প্রহেলিকা।

১

ছোট বড় ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া
রঙ্গে তরঙ্গিণী চলিছে বহিয়া ;
কত ফুল, পাতা, খড়, কুটা, লতা,
হাসিছে—ভাসিছে—যেতেছে ডুবিয়া।

২

কোথা যায় কেন, কে জানে কারণ,
সংসারের বুকে মানব যেমন ;
কেন আসে যায়, জানিতে না পায়,
রয় এ আঁধারে মুদিয়া নয়ন !

৩

"স্বজন আমার, সম্পদ আমার
এ ও তা আমারি—আমারি সংসার,
কিবা আমা বিনা !"—কিন্তু বে ভাবিনা
কোন কীট "আমি"?—আছে কি "আমার?"

৪

শোক তাপ ক্ষোভে হই হতবল,
প্রণয়ে পাগল, আনন্দে চঞ্চল,
"সুখ" লক্ষ্য করি সদা ঘুরে মরি !
আমি যেন সবি আমারি সকল !

৫

নাহি মানি অন্ত, বুঝিনা অনন্ত,
"আমাময় বিশ্ব" জেনেছি নিতান্ত,
"আমি" কে ভুলিয়া "আমি" তে মজিয়া
হয়েছি পাগল, পাগল একান্ত !

৬

কোটী বিশ্বপূর্ণ এ মহা ব্রহ্মাণ্ড,
কোটী মহা সূর্য্যে সৌর কি প্রকাণ্ড !
কোটী কোটী তারা, কি বিশালতারা,
প্রতি ক্ষণ গতি কি দূর প্রচণ্ড !

৭

সে বিরাট বিশ্ব, পরমাণু কণা,
জড় পিণ্ড বই আর তো কিছুনা !
পলকে ডুবিছে পলকে জাগিছে,
ভাবিতে নয়নে পলক পড়ে না !

৮

কত তলে আমি কত ক্ষুদ্রতম,
অণু, রেণু, কণা, পরমাণু সম !
সংসারের অঙ্গে ভেসে যাই রঙ্গে,
এ গরব দাপ কিসে আসে মম !

৯

কেনরে ও কথা কেনরে আবার
"আমি ই সকল, সকলি আমার"
কেমনে ভুলিনু, কেমনে মজিনু,
এ দেহ যে হবে চিতার অঙ্গার !

১০

মরণ স্মরণে মুখ ঢেকে যাই,
মরণ স্মরণে শরণ "বালাই" !
কেমনে সহিব আমি যে মরিব,
হরি ! হরি ! তাই ভুলিবারে চাই !

১১

এত দেখি শুনি তবুও বুঝিনা
"আমা ময় বিশ্ব" তবু এ ধারণা,
'আমিই সকল আমি ই কেবল'
ভুলেও ভাবিনে "আমি তো কিছু না।"

১২

নহি আমি গ্রহ অথবা তারকা,
নহি সৌদামিনী অথবা করকা,
আমি কি জগৎ, আমি কি মহৎ,
আমি কি শুধুই শ্মশান-বালুকা ?

১৩

যাঁর মহাতেজে তেজোময় ভানু,
শৃঙ্গবান গিরি যাঁর পদরেণু,
পলকে যাঁহার, নিখিল সংসার ;
আমিও তাঁহারি ক্ষুদ্র এক অণু।

১৪

"আমি ময় বিশ্ব" আর নাহি কব,
"বিশ্বময় আমি" কত দিনে হব ?
"আমির মমতা ছাড়ি এক বারে,
এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে দিব ?

১৫

কোথা সেই দিন যার শুভ ক্ষণে,
মিলিব অনন্তে—অনন্ত মিলনে ;
কবে রে আমার পোহাবে আঁধার,
আমিত্ব ঘুচিবে নিত্য-পরশনে !

স্থায়ী সুখ কোথায় ?

এ সংসার কদিন !—এইত দেখিতে দেখিতে ফুল ঝরিয়া পড়ে—কত দীপ নিবিয়া যায়, কত তারা খসিয়া পড়ে—কত বুদবুদ্ মিলাইয়া যায়—কত প্রাণ উড়িয়া যায়। এই যে এত অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের জন্য লালায়িত, ইহাই বা কদিনের জন্য ? যে কদিন থাকে, তাহাতেই বা সুখ কৈ ? যাহা সুন্দর—যাহা দেখিলে মন প্রাণ স্নিগ্ধ হয়—যাহার অস্ফুট মধুময় হাসি হৃদয়ের স্তরে স্তরে শান্তিসুধা ঢালিতে থাকে—তাহাই আগে ফুরাইয়া যায়, আর অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়গুলি অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকে। মনপ্রাণমুগ্ধকরী কুসুমের হাসিগুলি দেখিতে দেখিতে ম্লান হইয়া যায়, প্রভাতের মুকুতা-গঞ্জিত শিশির বিন্দু সকল দেখিতে দেখিতে লুকাইয়া যায়—সাধ্য-গগণের রক্তিমছটা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়, উষার পবন-বাহিত সুস্নিগ্ধ মধুময় ভাব কতক্ষণ ? জীবনের সুখের অংশটুকু দুঃখের মধ্যে দেখিতে দেখিতে লুকায়—শিশুর হাসি—ই বা কত দিন থাকে ! তাই বলিতেছি যাহা সুন্দর—যাহা মনোরঞ্জন, তাহাই শীঘ্র ফুরায়। যদিও স্মৃতি এই ঘটনার সময় জাগিয়া থাকে, কিন্তু সকল সময় জীবন্ত ভাবে থাকে না। সংসারের ঘটনাবলী দিন দিন এত অভিনীত হইয়া যাইতেছে, যে স্মৃতি কদাচিৎ সমস্ত ধারণা করিতে পারে। যাহা সাধারণ ভাবে অভিনীত হইতেছে, স্মৃতি তাহার প্রতি তত লক্ষ্য করে না, দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু যাহা শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় সুখ কিম্বা দুঃখ রাশি ঢালিয়া যাইতেছে, স্মৃতি যাহা বিশেষ ঘটনা, বলিয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছে, অপরের স্মৃতি হয়ত তাহা সাধারণ ঘটনা বলিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চুপে দেখি-

য়াও দেখিতেছে না। এই যে প্রতিদিন কত ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে—কত তারা খসিয়া পড়িতেছে—কত শিশুর হাসি নিবিয়া যাইতেছে, সকল স্মৃতি ই কি তাহা লক্ষ্য করিতেছ—তা নয়। সংসার রঙ্গ-ভূমি। সেখানে প্রতিনিয়ত ঘটনাবলী অভিনীত হইতেছে—আমরা সকলে দর্শক। আমি দেখিলাম শত ফুলের মধ্যে আমার নির্দ্দিষ্ট ফুলটী ঝরিয়া পড়িল—অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে আমার লক্ষিত নক্ষত্রটী খসিয়া পড়িল—শত সহস্র শিশুর মধ্যে আমার শিশুর হাসি—চির দিনের জন্য নিবিয়া গেল, আমার স্মৃতি অমনি তাহা অনিমেষ নয়নে দেখিয়া রাখিল—অস্থিমজ্জায় এই দৃশ্য আঁকিয়া রাখিল। এই যেমন একটী দুঃখকাহিনী স্মৃতিকে ধারণা করিতে দিলাম, আবার ঘটনাবলীর মধ্যে স্মৃতির জন্য একটী সুখের কাহিনীও মিলিবে।

স্থায়ী সুখ স্মৃতিতে কৈ? সকল সময়েই স্মৃতিতে সুখ কৈ? অতি বড় সুখের মধ্যে দুঃখের স্মৃতি সুখের হাসিটুকু দুঃখের অশ্রুতে ডুবাইয়া দেয়, আবার অত্যন্ত দুঃখে রমধ্যে সুখের স্মৃতি দুঃখের অশ্রুজল মুছাইয়া সুখের হাসি আনিয়া দেয়। তবে অবিমিশ্র স্থায়ী সুখ শান্তি কোথায় মিলে? যাহা ক্ষণভঙ্গুর—যাহা ধরিতে ধরিতে মরিয়া যায়—যাহা দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, আমরা চিরস্থায়ী মনে করিয়া তাহাতে সুখ শান্তি আশা ভরসা বাঁধিয়া শেষে বঞ্চিত হই। প্রতিদিন আমরা এইরূপ আমাদের সুখশান্তিতে বঞ্চিত হইতেছি, কিন্তু তবুও আমরা বুঝি কৈ? এই যে মৃত্যু এ কোথায় না আছে? তোমার ঘরে আছে—আমার ঘরে আছে—সকলেরই ঘরে আছে। তুমি উহার হাত. হইতে উদ্ধার পাও না, আমিও পাই না। এ প্রতিদিনই কাহার না কাহার ঘরে উপস্থিত হইতেছে। তবে উহার নামে অত ভয় কেন? তবে উহার কার্য্যে অত দুঃখই বা কেন? যাহাতে সুখ সম্পত্তি বাধিয়া ছিলাম, ঐ মৃত্যু দ্বারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি উহার কার্য্যে দুঃখ করিতেছি কিন্তু আমি যে উহার হাতে পড়িব তাহা ভাবি কৈ! কিম্বা যাহার উপর আমার আশা ভরসা সুখ শান্তি ন্যস্ত, সেই হয়ত উহার হাতে পড়িবে তাহাইবা বুঝি কৈ? যদিও বুঝি তবু আশা ভরসা বাধিয়া ক্ষান্ত হই কৈ? যাহা নিশ্চিত, তাহার জন্য আবার দুঃখই বা ক? দুঃখ এই যে যাহাকে দেখিয়া জীবন জুড়াইল—যাহার হাসি শিরায় শিরায় শান্তি প্রবেশ করাইল—যাহার সুধামাখা স্বর অন্য অন্য দুঃখপূর্ণ স্বর ডুবাইয়া দিল, মৃত্যু তাহাকেই গ্রাস করিল, আর আমি আমার জীবন্ত স্মৃতি লইয়া উদাস মনে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম—তাই আমার দুঃখ। আমরা যে পরিমাণে আশা ভরসা সুখ শান্তি একের উপর নির্ভর করি, তাহাকে হারাইলে সেই পরিমাণে আমাদের দুঃখ হয়। তাই বলিতেছি স্থায়ী সুখ শান্তি কোথায়? আমরা কি

এমন একজন খুঁজিয়া পাই না, যাঁহাকে আমাদের শেষ মুহূর্ত্তেও হারাইব না?—যাঁহার উপর সুখ শান্তি আশা ভরসা বাঁধিলে সে বন্ধন না ছিঁড়িয়া বরঞ্চ দিন দিন দৃঢ়তর হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখ শান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে? অবশ্য এমন একজন আছেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা চিনিয়াও চিনিনা, জানিয়াও জানিনা। তিনি অনন্ত হৃদয় খুলিয়া দিয়া অনন্ত দিকে অনন্ত প্রেম ছড়াইতেছেন। তাঁহার সেই ভালবাসার কণামাত্র পাইলে আমাদের হৃদয় পূরিয়া যায়—আমরা তাহাতে অমর হই। ভালবাসা পাওয়া যায় না এবং পাইলেও তাহার মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। তুমি তাঁহাকে যে পরিমাণে ভাল বাসিবে—সেই পরিমাণে সুখ ও শান্তি অনুভব করিতে পারিবে। এই যে মৃত্যুর জন্য আমরা দিন দিন কত কাঁদিতেছি, দিন দিন উহার সঙ্গে কত আশা ভরসা সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতেছি, এখানে সে ভয় নাই—এসুখ শান্তির অন্ত নাই—এ সুখ শান্তির মরণ নাই—ইহা অমর। এই অনন্ত জীবনে সুখ শান্তি আশা ভরসা বাঁধিলে কোন ভয় নাই—এখানে নিরাশার হৃদয় দগ্ধকারী জলন্ত হুতাশন নাই—অশান্তির কুজ্ঝটিকা নাই—দুঃখের ঘোর অন্ধকার নাই। এ প্রেম শরৎকালের অনন্ত জ্যোৎস্না-বিধৌত অনন্ত বিভাবরী। এ প্রেমে অনন্ত আকাশে অনন্ত কালের জন্য চাঁদ হাসে, তারকা ভাসে, ফুল ফুটে, তটিনী ছুটে—এপ্রেমে পাখী গায়, প্রাণ মাতায়, সকলেই হাসে, কেউ কাঁদে না।

আদর্শ বঙ্গরমণী।*

সুশীলার উপাখ্যান।

১৮৬৮ খ্রীঃঅব্দে হুগলীর অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামে শ্যামাচরণ বসু নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ কুলোদ্ভব কায়স্থ বাস করিতেন। যদিও তিনি তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না, তথাপি তাঁহার ঔদার্য্য ও ধর্ম্মপরায়ণতায় তিনি লোকসমাজে বিশেষ মাননীয় ছিলেন। তিনি স্বকীয় মাতৃভাষায় পারদর্শী হইয়াও কোন উপযুক্ত চাকরী পান নাই, এজন্য জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ, একটী ধান্য গোলার উপস্বত্বে কষ্টেস্রেষ্টে দিনপাত করিতেন। শ্যামাচরণের সহধর্ম্মিণীর নাম বসুমতী। বসুমতী অত্যন্ত পতিপ্রাণা ছিলেন। শ্যামাচরণের পত্নীকে যে যে স্ত্রীলোক দেখিত, তাহারা তাঁহাকে পতিভক্তির প্রতিমূর্ত্তি বলিত। যে যে রূপ ও গুণ থাকিলে নারীকে বিধাতৃ-সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারুস্থল বলা যাইতে পারে, বসুমতীতে তত্তাবতই লক্ষিত হইত। কালক্রমে বসুমতী সুশীলা ও সরলা নাম্নী দুইটী কন্যাসন্তান

* বামাবোধিনী জুবিলী উপলক্ষে বাবু চারুচন্দ্র দে কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রসব করিয়া কয়েক বৎসর পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মাতৃবিয়োগের সময় সুশীলার বয়স সাত ও সরলার বয়স চারি বৎসর ছিল। পিতা প্রৌঢ়াবস্থায় দারান্তর পরিগ্রহে বিমুখ হইয়া সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তজ্জন্য সরলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সপ্তবর্ষীয়া সুশীলার হস্তে ন্যস্ত হইল।

বসুমতী অবিবাহিতা অবস্থায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে সুশীলাকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করিতে পারিয়াছিলেন। মাতৃদত্ত সেই বিদ্যা ও স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্যবলে দ্বাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি পিতার সাহায্যে সুচারুরূপে বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। একে স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা গুণে নামের সার্থকতা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার বিদ্যাশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গাম্ভীর্য্য, চিত্তৌদার্য্য এবং ঈশ্বরপরায়ণতা গুণে অলঙ্কৃত হইয়া বালার্কের ন্যায় দীপ্তিমতী হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যদিও পৃথিবীতে জীবনের একমাত্র অবলম্বন, স্নেহ ও বাৎসল্যের একমাত্র আস্পদ এবং সদুপদেশের অদ্বিতীয় আধারস্বরূপা জননীরত্নে শৈশবাবস্থায় বঞ্চিতা হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি উক্ত গুণত্রয়ের অভাব কখনও অনুভব করেন নাই বরং উহা ঈশ্বরানুগ্রহে প্রচুররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুশীলা পিতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার পাদোদক প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া অতি ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিতেন। তিনি সতত যত্নবতী থাকিতেন পিতা যাহাতে পত্নীবিয়োগ-জনিত কোনরূপ কায়িক বা মানসিক ক্লেশ না পান। সায়ংকালে শ্যামাচরণ ধান্যাগার হইতে গৃহিণীশূন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতেন যে তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধৌত প্রাঙ্গণে একখানি কাষ্ঠপীঠিকা ও একটী সুমার্জ্জিত ভৃঙ্গারে পাদোদক ও তদুপরি একখানি পরিষ্কার গাত্রমার্জ্জনী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। পিতা আসিবামাত্র সুশীলা অন্য গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সরলাকে উৎসঙ্গে স্থাপন পূর্ব্বক স্বাভাবিক প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে পিতৃদেবের সম্মুখীনা হইয়া সরলা আধ আধ স্বরে যাহা যাহা ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা তাঁহার গোচর করিয়া তাঁহাকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতেন। তৎপরে প্রেমের পুত্তলি ভগ্নীকে পিতৃক্রোড়ে দিয়া পিতাকে তামাক সাজিয়া দিতেন। পিতার তামাক সেবনের পর স্বয়ং তাঁহার চরণ ধোয়াইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইতেন। স্বর্গীয়া মাতাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া সুশীলা বাল্যকালে তাঁহার অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিলেন।

পত্নীবিয়োগের পর শ্যামাচরণ রন্ধনের নিমিত্ত একটী স্ত্রীলোককে মাসিক তিন টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুশীলা বয়স্থা হইয়া রন্ধনের ভার নিজে লইয়া পিতাকে ঐ ব্যয় হইতে মুক্ত করিলেন। সেই স্ত্রীলোক সেই পরিবারের

বিশেষতঃ দেবীস্বরূপা সুশীলার দয়াগুণে এতদূর অনুরক্তা হইয়াছিল যে সে ঐ বাটী পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সে বলিল "মা সুশীলা! আমি চিরদুঃখিনী, আমার ইচ্ছা আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ তোমাদের সহবাসে কাটাই। আমার বেতনে কোন্ আবশ্যক নাই, দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন পাইলেই যথেষ্ট।" সুশীলা ইহা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন এবং যেমন ঐ পরিবারের কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল, দুঃখিনী স্ত্রীলোকটী ও এক এক মুঠা অন্ন পাইতে লাগিল। তদবধি সুশীলার অনেক কার্য্য উহাদ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তিনি ভগিনীকে লালনপালন করিতে ও তাহার সহিত বালিকাসুলভ আমোদ প্রমোদে কাটাইতে অধিকাংশ সময় প্রাপ্ত হইতেন। মাতৃস্থানীয়া সুশীলা সরলাকে অতি যত্নে লালনপালন করিতেন এবং কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে একটু আধটু করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সরলা সুশীলাকে না দেখিয়া একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারিত না। দুই ভগ্নীর অকৃত্রিম ভালবাসার বিষয় ভাবিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাস্তবিক তাহাদিগের এক প্রাণ ও এক চিত্ত, দেহ কেবল ভিন্ন ছিল। বাল্যকালে সর্ব্বদা দুইজনে এক স্থানে খেলা করিত, এক স্থানে বসিয়া আহার করিত, এক দ্রব্য দুই ভাগ করিয়া ভক্ষণ করিত এবং এক স্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। এক বৃন্তোদ্ভব কুসুমদ্বয়ের ন্যায় অভিন্নহৃদয়া দুই ভগ্নী মহোল্লাসে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। গ্রামের অপরাপর লোকেরা স্ব স্ব পুত্র কন্যাদিগকে সদ্ভাব শিখাইবার জন্য সুশীলা ও সরলাকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়াছিল।

সুশীলা এখন দ্বাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করাতে শ্যামাচরণ তাঁহার বিবাহের চেষ্টায় রহিলেন। অনেক স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, শ্যামাচরণও দেখিতে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পাত্র তাঁহার মনোমত হইল না। তাঁহার ইচ্ছা তিনি সুশীলাকে একটী সদ্গুণান্বিত পাত্রের হস্তে দিয়া আপনাকে সুখী করেন। যতগুলি পাত্র দেখিলেন তাহাদিগের একটী না একটী দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বরের অনুসন্ধানে বৎসরাধিক কাল গত হইলে অবশেষে বহু অন্বেষণের পর তিনি শ্রীরামপুরে নরেন্দ্রনাথ নামে ধীরপ্রকৃতি, গম্ভীর, সুশীল এবং বিদ্যানুরাগী এক যুবককে মনোনীত করিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল। যথাসময়ে শ্যামাচরণ একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্না সুশীলাকে পাত্রস্থ করিলেন। কন্যা সম্প্রদানের সময় মৃতদার শ্যামাচরণের অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত কঠিনহৃদয় পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। এতদিনে তাঁহার পত্নীবিয়োগদুঃখ নবীভূত হইল, তাঁহার নয়নের পুতলী গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা সুশীলা পরের হইল। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার গুরুদাস বাবুর মাতা।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ সভ্য দেশের মহিলাগণের মহজ্জীবনের কাহিনী অনেক শুনিয়াছেন, একটী প্রবীণা হিন্দু মহিলা কেবল সহজ জ্ঞান এবং ঈশ্বর-নির্ভরের গুণে কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে গৃহধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিবরণ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন।

হাইকোর্টের জজ মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা একটী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু রমণী ছিলেন। ডাক্তার গুরুদাস যখন তিন বৎসরের, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তদীয় জননী এক মাত্র সন্তানকে লইয়া আপনার পিতৃভবনে ছিলেন। তথায় থাকিয়া সন্তানকে লেখা পড়া শিখান। গুরুদাস বাবু বলেন, "যখন আমি চারি বৎসরের, সেই কালে ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে ইট এবং মাটীর ঢিল লইয়া খেলা করিতেছিলাম, মাসী ঠাকুরাণী ঠাকুরের ভোগ লইয়া যাইবার সময় আমাকে ধমক দিয়া খেলার সামগ্রী পদ দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন। তাহাতে আমার বড় রাগ হয় এবং রাগবশতঃ এক ঢিল তাঁহার পায়ে ছুড়িয়া মারি, তাহাতে আঘাত লাগে। এই ঘটনায় মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ও আমাকে ক্রমাগত দশ বার ঘণ্টা ভর্ৎসনা করেন। সেই হইতে আমি ও রূপ কার্য্য জীবনে কখনও করি নাই। আমার মাতুল আমাকে আদর দেখাইতেছিলেন, কিন্তু জননী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। এই ঘটনাটী আমার চিরস্মরণীয় এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।"

ষোল বৎসর বয়সে গুরুদাস বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। যখন তিনি রাত্রি জাগিয়া অধিক পরিশ্রম করিতেন, তখন জননী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"এত পরিশ্রম করিলে কি হইবে? ঠাকুরের উপর নির্ভর রাখিয়া পরিমিত পরিশ্রম কর। যদি হ'বার হয় তাহাতেই হইবে।" জগদীশ্বর কৃপা না করিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, এই কথা পুত্রকে তিনি সচরাচর বলিতেন। পরে যখন প্রথম বারে তিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইলেন এবং এল,এ, দিবার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তখনও জননী বলিলেন, "বেশী আশা করা ভাল নয়। যদি পাশ না হও, কি করিবে?"

নিজের জলপানির টাকায় গুরুদাস বাবু এম, এ, পর্য্যন্ত পড়িলেন। তদনন্তর কিছু দিন কলিকাতায় শিক্ষকের কাজে ব্রতী হন। দূরে গেলে বেশী বেতন পাইতেন, মাতৃঅনুরোধে যাইতে পারিতেন না। শেষে বহরমপুর কলেজের আইন শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। মাতা জিজ্ঞাসা

করিলেন, "সে কাজে কি আগে কেউ ছিল?"

উত্তর। "যিনি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" জননী বলিলেন, "এক জনের স্ত্রী পুত্র সেখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিতেছে? আর তুমি সেই চাকরী করিয়া সুখভোগ করিবে? না যাওয়া হইবে না। এখানে যা কিছু পাও, তাই আমার ভাল।" পরে আত্মীয়গণের অনুরোধে তিনি সন্তানকে উক্ত স্থানে যাইতে অনুমতি দেন।

গুরুদাস বাবু বহরমপুরে ছয় বৎসর কাল থাকেন। তথায় ওকালতিতে বেশ পসার হইল। মাসে হাজার বার শত টাকা পাইতে লাগিলেন। তখন জননী বলিলেন, "কলিকাতায় চল, এখানে আর থাকা হইবে না। সেখানে যাহা পাইবে, তাহাতেই চলিবে। চিরকাল বিদেশে থাকা যায় না।"

গুরুদাস বাবু বলেন, "জননীর বিশেষ অনুরোধেই কলিকাতায় আসিতে হইল, আমার ইচ্ছা ছিল না। তথায় বেশী অর্থ লাভের প্রত্যাশা ছিল। এখন দেখিতেছি, তাঁর কথায় মঙ্গল হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষার গুণে অর্থ উপার্জ্জনের লালসাও আমার কমিয়া গিয়াছে।"

জননী যে দিন শুনিলেন পুত্র হাই-কোর্টের জজ হইয়াছেন, সে দিন তাঁহার এক অতিরিক্ত ভাবনা বাড়িল। পুত্রকে বলিলেন, "ওকালতির কাজে তোমার নিজের উপর দায়িত্ব ছিল না, এখন তোমার কথার উপরে লোকের মঙ্গলামঙ্গল অনেক নির্ভর করিবে! এ কাজ তোমার যেমন ভাল হইল, তেমনি ভাবিবার বিষয় হইল।"

এই ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু মহিলা ৭৫ বৎসর বয়সে সম্প্রতি দেহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রতি দিন তিনি গৃহের সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং বরাবর স্বহস্তে রাঁধিতেন। এত রাঁধিতেন যে তাহাতে পরিবারস্থ লোকদিগের অৰ্দ্ধেক আহার্য্য প্রস্তুত হইত। ছোট ছোট সন্তানদিগকে কখনও তিনি প্রহার করেন নাই। বলিতেন "যে মারে, ছেলেরা তাহাকে শত্রু জ্ঞান করে।" অথচ ছোট ছোট ছেলেরা তাঁর কাছে আসিলেই শান্তভাব ধারণ করিত। পান ভোজন বিষয়ে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের অনুরূপ আচরণ ছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠা বা কঠোরতা সম্বন্ধে বেশী বাড়াবাড়ি ছিল না, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ভগবানের প্রতি নির্ভর করিতেন এবং অপরকে করিতে বলিতেন। ব্রাহ্মেরা এক সময়ে তাঁহার ভবনে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীত শুনিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে সেইরূপ কীর্ত্তনের প্রশংসা করেন।

লেখা পড়া না শিখিয়া স্বভাবতঃ ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে হিন্দুমহিলা কেমন বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যদক্ষা হইতে পারেন, ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গুরুদাস বাবু এমন বিদ্বান্ এবং উচ্চপদস্থ হইয়াও জননীর সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন গুরুতর কার্য্যে হাত দিতেন না। তিনি

বলেন, "এত দিন কেবল তাঁহাকে সংসারের মা বলিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি। এখন তাঁহাকে স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।" অন্তিম কালে পুত্র বলিলেন, "গঙ্গা আপনাকে আমাদের কোলশূন্য করিয়া লইতে পারিতেছেন না।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আর অমন কথা বলিও না। আমার এখন আর কাহারও প্রতি মায়া নাই।"

এই মহিলা কিরূপ উন্নতমনা ছিলেন, পুত্রের সদ্‌গুণ, ভদ্র ব্যবহার, বিনয়, সচ্চরিত্রতা দেখিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুরুদাস বাবু মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। শেষের দিনে ব্রাহ্মদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন। বলিয়াছিলেন, "আমার মায়ের নামে এক দিন সার্ব্বভৌমিক প্রার্থনা "universal prayer" হয় এইটী ইচ্ছা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপা জননীর ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সৎপুত্র।

অভ্যর্থনা।

এস যুবরাজ—এলবার্ট ভিক্‌টর!
ওহে ভারতের ভাবী অধীশ্বর?
রাজ-রাজেশ্বরী পিতামহী যার,
হেন সুভাজন কোথা পাব আর?
এসহে কুমার—বিশকোটি প্রাণ
একান্তে করিছে তোমার সম্মান!
আশীষ করিছে দুই বাহু তুলি
প্রজা সাধারণ, মন প্রাণ খুলি।
কামনা করিছে তোমার কল্যাণ
কায় মন প্রাণে, ভারত সন্তান।
দিছে উলুধ্বনি—যতেক রমণী
তব আগমনে, কাঁপায়ে ধরণী।
দেখিবার আশে—ছাদে আশে পাশে
দাঁড়ায়ে রয়েছে—মনের উল্লাসে—
পুরনারীগণ—ও চাঁদ বদন
নিরখি কৃতার্থ হইবে কখন?
পথ পানে তাই তাকায়ে আছে।
কিবা ভাগ্যবতী!—তোমা হেন ধনে
গর্ভে ধরি আজ—ধন্যা এভুবনে—
তোমার জননী; জনক তোমার
কত সুখী আজ—অবনী মাঝার।
পেয়ে পুত্রনিধি—অমূল্য রতন;
কেবা ভাগ্যবান্ তাঁহার মতন?
আহা মরি মরি কি সুন্দর কায়,
রূপে গুণে যেন কার্ত্তিকেয় প্রায়!
ধন্য সেই বিধি গড়িল যেবা!
দেখ যুবরাজ—এ ভারত আজ
পরিয়াছে কিবা অপরূপ সাজ!
কেন তব তরে—প্রতি ঘরে ঘরে
উৎসব করিছে প্রফুল্ল অন্তরে—
নরনারী গণ—এত আয়োজন
করিয়াছে কেন তোমার কারণ?
কেন করে সবে তব যশোগান
কিসে হ'লে তুমি এত ভাগ্যবান?
শত শত লোক চাহি মুখ পানে
কৃতার্থ মানিছে কৃতজ্ঞতা দানে,—

ভকতি ভরেতে করিয়ে প্রণাম
ঘোষিছে সকলে তোমার সুনাম।
রাজভক্ত প্রজা—ভারত সন্তান
বিদিত সংসারে, সঁপে দেহ প্রাণ
রাজকরে, করি আত্ম সমর্পণ;
রাজ-হিতে জানে আপন কল্যাণ,
রাজ-দরশনে স্বর্গ পায় করে।
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার
সমস্ত ভারতে আনন্দ অপার!
রাজা—মহারাজা—প্রজা অগণন
যুবরাজে হেরি আনন্দে মগন।
পূর্ণ জনপদ—আনন্দ উৎসবে
নৃত্য গীত বাদ্যে মাতিয়াছে সবে।
জনতার ভিড়—গাড়ীর ঘর্ঘরী
পশিছে শ্রবণে দিবা বিভাবরী।
নগর সকল ইন্দ্রের ভবন,
আলোক মালায় শোভিছে কেমন?
চাহিলে মানস মোহিত হয়!
বিলুপ্ত ভারতে আর্য্যকীর্ত্তি সব,
দেখাবার কিছু নাহি অভিনব।
শৌর্য্য বীর্য্য এবে স্বপনের কথা
পুরাণেতে শুনি, যেন উপকথা!
জাহ্নবী যমুনা আছে হিমালয়
জাগাইতে স্মৃতি, কত কিছু লয়
পেয়েছে ভারতে—কাল-স্রোতে গতি;
ধারা বহে চোখে সে সকল স্মরি।
যাও যুবরাজ দেখ ভ্রমি সব,
কোথাও না পাবে প্রাচীন গৌরব।
নীরব সকল গিরি গুহা বন
নদনদী সিন্ধু সুধাংশু তপন।

মরমে মরিয়া আছে যেন সব!
অতুল ঐশ্বর্য্য—বিপুল বৈভব—
নাহি কিছু তার,—কি দেখাবে আর?
সোণার ভারত এবে ছার খার।
নিরখি বিষাদে নয়ন ঝরে।

বিন্ধ্য হিমাচল জাহ্নবী যমুনা!
এ সময় কেহ নীরব থেকনা।
দেও বিসর্জ্জন [illegible]তি সাগরে
পূর্ব্ব কথা, কো[illegible]ধনা অন্তরে।
'জয় ভিক্টরি[illegible]—জয় যুবরাজ'
কোটি কণ্ঠে [illegible]ল গাও সবে আজ।
অচেতন দেহে আ[illegible]সুক পরাণ,
[illegible] সন্তান।
মস্ত বাটি জলমগ্ন [illegible]
চাল ও দারুরাশি স্তূপা[illegible]য়ে নিশান,
[illegible]াজে সবে করুক সম্মান।
গাওরে বিহঙ্গ সুমধুর স্বরে,
গাইয়ে জনম সফল কররে।
হেন শুভ দিন কবে হবে আর,
বিজন সমাজে করিবি প্রচার
রাজ আগমন? শুনি সে বারতা
আনন্দে ভাসিবে বন্য তরু লতা
মাতায়ে তুলিবি গহন বন?

দীর্ঘজীবী হয়ে থাক যুবরাজ।
রাজ-সিংহাসনে যখন বিরাজ
করিবে ভিক্টর, প্রজানুরঞ্জন
রাজা বলি যেন সুযশ কীর্ত্তন
করে প্রজাগণ,— এই ভিক্ষা চাই
সাধ প্রজাহিত থাকি সুদ্ধকায়,
ভুঞ্জ রাজ্য-সুখ 'ব্রিটনে' বসি॥

অপূর্ব্ব গহ্বর।

আমেরিকার ওহাইও প্রদেশস্থ ওয়েন-ডট কাউন্টিতে পাথুরিয়া চুণের পাহাড়ে সম্প্রতি একটী অদ্ভুত নৈসর্গিক গহ্বর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পরিসর প্রায় ৪০ হস্ত এবং উপরের ছাদ প্রকাণ্ড গুম্বজ ন্যূনাধিক ৩৪ হস্ত প[illegible]ত। আবিষ্কর্ত্তারা একটী বৃহৎ রজ্জু অ[illegible]ম্বন করিয়া গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। গহ্বরের সকল অংশ সমান নহে। প[illegible]ধি দুই হস্ত হইতে বিংশতি হস্ত হইবে তাঁহারা এইরূপে প্রায় ১০০ পাদ নি[illegible] অবতরণ করিয়া সহসা আর এক[illegible] । ইহা প্রথমোক্ত গহ্[illegible] বৃহৎ এবং অতীব আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত। প্রাচীর সকল শুভ্র মার্ব্বেলের ন্যায় ধপ্ ধপ্ করিতেছে। আবিষ্কারকদের নিকট আলোক ছিল। সেই আলোকে শুভ্রতা এত উজ্জ্বল হইল যে তাহার দিকে চাওয়া যায় না। আবিষ্কর্ত্তারা অনুসন্ধান করিয়া গহ্বরের গঠন উপাদানে প্রভূত সুন্দরাকৃতি (Stalactiles and Stalagmites) প্রস্তর দেখিতে পাইলেন। ক্ষণেক অবস্থানের পর পুনর্ব্বার রজ্জু অবলম্বনে উপরে অধিরোহণ করিয়া পার্শ্বস্থ স্থান সকল সম্পূর্ণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। গহ্বরের কিছু দূরে ইহারা একটী হ্রদ দেখিতে পান। ইহার জল যেমনি পরিষ্কার ও নির্ম্মল, তেমনি শীতল। পরিমাণেও অগাধ বলিয়া প্রতীতি হইল। জল এমন পরিষ্কার যে একটী চক্‌চকে তাম্রমুদ্রা ফেলিয়া দিলে, জলের ৫০ পাদ নিম্ন পর্য্যন্ত তাহা মগ্ন হইতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে কোন প্রকার জীব জন্তু নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটীও জীবন্ত প্রাণী দৃষ্ট হয় নাই। অন্য দিকেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই হ্রদের অব্যবহিত পরে আর একটী ভয়ানক গহ্বর বিদ্যমান আছে। ইহা দুর্গম গিরিসঙ্কটে পরিরক্ষিত, তথায় গমন করিবার কোন উপায় নাই। আবিষ্কর্ত্তারা কাজে কাজেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার সম্পূর্ণ আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেতেছেন।

-এলবার্ট ভিক্টর!
[illegible]বী অধীশ্বর ?

কনিমগ দুর্ঘটনা।

আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া প্রদেশের পশ্চিমে কনিমগ নামে একটী গিরিনদী প্রবাহিত। ইহারই উপকূলে জনষ্টাউন নগর অবস্থিত। প্রায় ২৫ বৎসর হইল পেনসিলভেনিয়ার পশ্চিম প্রদেশস্থ খালে প্রচুর পরিমাণে জল যোগাইবার জন্য

নদীর কিয়দংশ একটী প্রকাণ্ড সুদৃঢ় সেতু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া বৃহদাকার একটী কৃত্রিম হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার নাম সাউথ ফর্ক লেক বা দক্ষিণ কণ্টক হ্রদ। ইহা প্রস্থে সার্দ্ধ এক মাইল পরিসর এবং দৈর্ঘ্যে দুই মাইল। সেতুটী প্রস্তরময় ৭০ ফিট উচ্চ ও ইহার ভিত্তি ২০ ফিট। জলরাশির উর্দ্ধতম গভীরতা ১০০ ফিট। সেতুটী গিরি-সঙ্কটের উপর নির্ম্মিত, সুতরাং ইহা এক প্রকার দুর্ভেদ্য। পঞ্চ বৎসর অতীত হইল, ইহাতে মৎস্যের উৎপাদন করা হইয়াছিল, মৎস্যও বিলক্ষণ জন্মিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারেরা পরিদর্শন করিয়া সেতুটীকে নিরাপদ বিবেচনা করেন নাই। গত মে মাসে প্রবল বন্যায় নদী উচ্ছ্সিত হইয়া জনষ্টাউন নগরের কিয়দংশ ভাসিয়া যায় এবং সেই সময়েই সেতুর প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল। ৩১এ মে জনষ্টাউন, কনিমগ প্রভৃতি জনপদে বিপদের বার্ত্তা প্রচারিত হয়। লোকেরা তখনও বিপদের অবশ্যম্ভাবিতা বুঝিতে না পারিয়া অব্যাহতি পাইবার উপায় অবলম্বন করে নাই। এই দিন অপরাহ্ণ দুইটার সময় সেতু ছাপাইয়া জলরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল—এই সময় বিপদের শেষ সংবাদ লইয়া একজন অশ্বারোহি দূত জনপদ অভিমুখে আগমন করে—সেতুর নিকট প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী জনপদে ছয় মিনিট মধ্যে আগমন করে—জলরাশি কেবল তাহার দুই মিনিট পশ্চাৎ ছিল—সুতরাং অবিলম্বে পশ্চাৎ ধাবিত প্রবল প্রবাহ তাহার নাগাল ধরিয়া জল মগ্ন করিয়া ফেলে।

সেতুর যে অংশ ছাপাইয়া প্রবাহ বহিতেছিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা ভগ্ন হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেতুর মধ্যদেশ ভিত্তি সমেত উৎপাটিত হইল। অপরাহ্ণ চারিটার সময় সমস্ত জল বহির্গত হইয়া হ্রদ শূন্য হইল। কিন্তু নিম্নস্থ জনপদের অবস্থা ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। উত্তাল তরঙ্গ-বেগে প্রপতিত সহস্র সহস্র পর্ণকুটীর, অট্টালিকা, কারখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নদীগর্ভে কবলিত হইতেছে! জনষ্টাউন নগরের ভয়ানক দুর্দ্দশা। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বাটি জলমগ্ন বা প্লাবিত—ছাদ, চাল ও দারুরাশি স্তূপাকারে নদী আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে—সহস্র সহস্র হতভাগ্য বাসিন্দা তদুপরি আরোহণ করিয়া কোন ক্রমে প্রাণ রক্ষা করিতেছে। গৃহ পরিজন স্বজন কে কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, সম্মুখে যে যাহা পাইয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়াছে। বিপদের উপর বিপদ! গৃহের ভগ্নাংশ বা কাষ্ঠের স্তূপ সকল পরস্পর সংসৃষ্ট হইয়া মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যাহারা জল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইল। জীবনাশে অগ্নি ও বরুণ-দেবের এরূপ সখ্যতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। কত লোক বিনষ্ট হইয়াছে, অদ্যাপিও তাহার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই—আনুমানিক ১০০০০ সহস্রেরও

অধিক হইবে। সম্পত্তিও প্রায় ৩।৪ কোটী টাকার ক্ষতি হইয়াছে। এরূপ দৈবোৎপাত অল্পই ঘটিয়া থাকে। পেনসিলভেনিয়া প্রদেশের অধিকাংশ স্থান এই বন্যায় উৎপীড়িত হইয়াছে। ওয়াসিংটন নগরও অক্ষত নহ—তবে জনষ্টাউন নগরও তৎ সন্নিহিত জনসমাজই বিশেষ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। এই নগরেই কেম্বিয়ার বৃহৎ লৌহ কারখানা। এই কারখানা হইতেই নগরের শ্রীবৃদ্ধি। এখানে প্রায় ২০০০০ লোকের বসতি ছিল। নগরটী মুহূর্ত্তে সমভূমি হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ আমেরিকার স্থানে স্থানে প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। এক নিউইয়র্ক নগর হইতেই দুই দিনে দুই লক্ষ ডলার (প্রায় ৬ লক্ষ টাকা) উঠিয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ব।*

গায়ক বানর।

গিবন নামে এক জাতীয় বানর আছে, তাহারা গান করিয়া থাকে। পরিব্রাজক ওয়াটরহাউস্ সাহেব গিবনের সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন ইহার স্বর কিছু কর্কশ বটে, কিন্তু ইহার গীত অতি সুশ্রাব্য। তিনি আরও বলেন যে গিবন যে সুরে গান করে, তাহা এত স্পষ্ট যে সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহা লিপিবদ্ধ করিলে সেই সুরে গান বাঁধা যাইতে পারে। অধ্যাপক ওয়েলস্ বলেন যে গিবন জাতীয় বানর ব্যতীত অন্য কোন পশুকে গীত করিতে দেখা যায় না। আমার অনুমান হয় গিবনেরা বিবাহের পূর্ব্বে মনোনীত পাত্রীর চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত গান করিয়া থাকে।

সুরঞ্জিত বানর।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে মান্দ্রিল নামে এক জাতীয় বানর দেখিতে পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ মান্দ্রিলের গাত্র অতি সুন্দররূপে রঞ্জিত। ইহার মুখ গাঢ় নীল বর্ণ। কোন কোন মান্দ্রিলের নীল বর্ণ মুখের উপর শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণের আভা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সুরঞ্জিত জন্তু আর নাই।

উচ্চরবকারী কীট।

সিকাডা নামে পক্ষপাল জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে। এই জাতীয় কীটের পুরুষদিগের স্বর যেরূপ উচ্চ ও কর্কশ, এমন আর অন্য কোন জাতীয় কীটের নহে। কাপ্তেন হানকক্ অৰ্দ্ধ ক্রোশ দূর হইতে সিকাডা কীটের রব শুনিয়াছিলেন। পুরাকালে গ্রীকেরা এই কীটকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া পাখীর ন্যায় পুষিত। পুরুষ সিকাডারা এরূপ উচ্চ রব করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী সিকাডারা একবারে বাক্‌শক্তিহীন। তজ্জন্য গ্রীকেরা

* ডারউইন ও অন্যান্য প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের লেখা হইতে সংগৃহীত।

বলিত যে সিকাডারাই সুখী, কেননা তাহাদের স্ত্রীরা বাক্যস্ফুট করিতে পারে না।

ঘটিকা পক্ষী।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহাদের স্বর অবিকল ঘটিকার বাদ্যের ন্যায়, তাহাদিগকে ঘটিকা পক্ষী বলিয়া থাকে। ঘটিকা পক্ষী শ্বেতবর্ণ, ইহার আকৃতি কাকের ন্যায়, লম্ব প্রায় এক ফুট। ইহার স্বর অতি গম্ভীর ও উচ্চ, প্রায় দুই ক্রোশ দূর হইতে শুনা যায়। দূর হইতে বোধ হয় যেন ঘটিকার শব্দ হইতেছে।

জিহ্বাশূন্য পক্ষী।

অষ্ট্রেলিয়ায় এমিউ নামক এক জাতীয় পক্ষী আছে, ইহাদের জিহ্বা নাই বলিয়া ইহারা সঙ্গীত করিতে কিম্বা কোন প্রকার শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না।

হাস্যকারী পক্ষী।

অষ্ট্রেলিয়ায় নানাজাতীয় হাস্যকারী পক্ষী আছে, তন্মধ্যে জ্যাকাশ নামধারী পক্ষীদিগের হাস্যরব অতি স্পষ্ট ও শ্রুতি-মধুর। মনুষ্য হাস্য করিলে যেরূপ শব্দ হয়, ইহারাও হাস্য করিলে ঠিক তদনুরূপ শব্দ হয়। ইহারা প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে নিয়মিতরূপে হাস্য করিয়া থাকে। একটা শৃগাল চীৎকার করিলে যেমন নিকটস্থ শৃগালেরা চিৎকার করিতে থাকে, তেমনি একটা জ্যাকাস পক্ষী হাস্য করিলে, নিকটস্থ সমস্ত জ্যাকাস পক্ষী হাস্য করিতে থাকে।

সেনেকা।

রোমীয় পণ্ডিত মহাত্মা সেনেকার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। খৃষ্টের জন্মের কিছু-কাল পূর্ব্বেই কর্ডোভা নগরে ইঁহার অভ্যুদয় হয়। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক রোমীয় সমাজে থাকিয়া ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও ইনি এরূপ জীবন দেখাইয়াছেন, ও এরূপ মহৎ কথা সকল বলিয়া গিয়াছেন যে খৃষ্টানেরা বলেন নিশ্চয়ই তিনি খৃষ্টের উচ্চ উপদেশ সকল সেণ্ট পলের নিকট শুনিয়াছিলেন। এই মহাত্মার চরিতাখ্যায়ক বলেন যে সেনেকা জননীর স্তন্যের সহিত তাঁহার মহত্বলাভ করিয়াছিলেন। রোমসম্রাট দ্বেষপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে দ্বীপান্তরিত করিলে পর জননীকে সান্ত্বনা দিয়া একবার লিখিয়াছিলেন "মা! তুমি বেশ-ভূষার প্রতি আদৌ অনুরক্ত নও। তোমার একমাত্র উৎকৃষ্ট ভূষণ আছে, কাল ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না; উহা তোমার সর্ব্বজনপ্রশংসিত সতীত্ব রত্ন"। সেই কালে রোমীয় বালকেরা সাত আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে রমণী-দের নিকটেই থাকিত। মহাত্মা সেনেকা জীবনে যে সকল সদ্গুণ দেখাইয়া জগৎকে

মোহিত করিয়াছেন ও যে সকল সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘোর খৃষ্টানেরাও তাঁহাকে খৃষ্টান সেণ্ট বা পুণ্যাত্মাদের দলে স্থান দিয়াছেন, সেই মহৎগুণ সমূহের বীজ বাল্য জীবনেই মাতা, মাতৃস্বসা ও ভগ্নীর দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে রোপিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সত্যই বলিয়াছেন যে একজন সুমাতা একশত শিক্ষকের সমান। বস্তুত পৃথিবীর পূর্ব্বতন কাল হইতে যত মহৎ লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা লইলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় শতকরা ৯৯ জন সুমাতাদের গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। সেনেকা যৎকালে অসাধারণ জ্ঞান ও বাগ্মিতার দ্বারা জগৎকে স্তম্ভিত ও মোহিত করিতেছিলেন, সেই সময়ের রোমীয় সমাজের অবস্থার বর্ণনা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু এই জঘন্য ও অতীব ভয়ানক কালে জন্মিয়াও তিনি যে সকল অতি উচ্চ কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল। এই সকল কথার সহিত সকল দেশের ধর্ম্মগ্রন্থস্থ উচ্চ কথার আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যায়।

১। ঈশ্বর তোমার নিকটে আছেন, তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমার মধ্যে আছেন। পবিত্রস্বরূপ পরমাত্মা আমাদের পাপ পুণ্য সকলই দেখেন। তিনি মনুষ্যের নিকট আছেন, কেবল তাহাই নহে, তিনি মনুষ্যের মধ্যে আছেন। কোন সাধুহৃদয় ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইতে পারে না।

২। আমরা ঈশ্বরের নিকট খোলা রহিয়াছি। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন নাই। তিনি আমাদের অন্তরে উপস্থিত রহিয়াছেন এবং আমাদের গূঢ় চিন্তা সকলেও প্রবেশ করেন। আমরা সমগ্র মানবজাতির চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছি ভাবিয়া চিন্তা ও কার্য্য করা উচিত, আর মনে করা উচিত যে কোন না কোন ব্যক্তি আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন ও দেখিতেছেন।

৩। তুমি কি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে চাও? তবে পবিত্র হও ও দেবভাব সকলের অনুকরণ কর।

৪। যদি ন্যায়পরায়ণ হইতে হয়, তবে এইটী বুঝা উচিত ও মনে গাঁথিয়া রাখা উচিত যে আমাদের মধ্যে কেহই নিষ্কলঙ্ক নাই। এমন কেহই নাই যিনি নিজের সকল দোষ ক্ষালন করিতে পারেন। যিনি নিজকে নির্ম্মল বলেন, তিনি বোধ হয় অন্য লোকে তাঁহাকে যাহা বলে তাহাই বলেন, তাঁহার বিবেক যাহা বলে তাহা বলেন না।

৫। ধনই মানবের অসুখ ও অশান্তির প্রধান কারণ। তোমরা ধনে এত মুগ্ধ হও কেন? ও কেবল দেখিতে চক্‌চকে। বরং যথার্থ ঐশ্বর্য্যের (মনের, যাহা নষ্ট হইবে না ও চিরদিন সুখের প্রস্রবণ স্বরূপ রহিবে) দিকে লক্ষ্য কর; সামান্য ধন পাইয়াই সুখী হইতে শিক্ষা কর। ধনী

হইবার প্রধান উপায় ধনের মায়া ছাড়া ও ধনকে ঘৃণা করা। (ও কেবল নেশার মত, খাইলেই ভাল বোধ হয় ও ক্রমেই নেশা বাড়ে; কিন্তু ফলে উহা বিষ বই আর কিছুই নহে)।

৬। মনুষ্যেরা পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য জন্মিয়াছে। যদি নিজের জন্য বাঁচিতে চাও, তবে পরের জন্যও বাঁচা উচিত। যত দিন আমরা মনুষ্যদের মধ্যে থাকিব, তত দিনই প্রেম ও দয়া বিতরণ করা উচিত। আমরা যেন কাহারও দুঃখ বা বিপদের কারণ না হই। আমরা এক পরিবারের লোক; পথভ্রান্ত-দিগকে পথ নির্দ্দেশ করিব এবং অন্নহীন কাঙ্গালের সহিত অন্ন ভাগ করিয়া খাইব।

৭। কাহারও উপকার করিতে পারিলে জিহ্বাকে সংযত করিবে, যেন সে জগৎকে তোমার সৎকার্য্যের কথা না বলিয়া দেয়। উপকার করিতে যাইয়া অহংকার অপেক্ষা পরিত্যাজ্য বিষয় আর নাই।

৮। ভগবানের কতই দয়া! আমরা কিসের উপযুক্ত? তথাপি দেখ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন জ্ঞানের আলোক পাই। দেখ তাঁহাকে যাহারা মানে না, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অস্বীকার করে, তাহাদিগকেও কত কি (প্রতিক্ষণই) দিতেছেন—যাহারা এত পাইয়াও অকৃতজ্ঞ রহিয়াছে—তাহারাও আবার করুণা পাইতেছে।

গৃহধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যাবন্ন বিন্দতে যায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্
যন্ন বালৈঃপরিবৃতং শ্মশানমেব তদ্গৃহং।

যাবৎ পুরুষ দারা না করে গ্রহণ,
তাবৎ অর্দ্ধাঙ্গ বলি তাহার গণন।
শিশুগণে যে গৃহ না হয় পরিবৃত,
সে গৃহ শ্মশানভূমি, নহে বাসোচিত। ১

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

বহু কল্যাণের পাত্রী সম্মান-ভাজন,
সন্তান-উৎপত্তিহেতু হন ভার্য্যাগণ,
শ্রী স্বরূপা নারীগণ গৃহের ভূষণ,
স্ত্রীতে শ্রীতে ভেদ না জানিবে কদাচন। ২

সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুব্রতামুদ্বহেন্নরঃ।
ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে॥

সর্ব্ব অঙ্গে সুসম্পূর্ণা সুশীলা রমণী,
বিবাহ করিবে নর ধর্ম্মপত্নী গণি।
মূল্য দিয়া ভার্য্যারূপে ক্রীত যেই হয়,
বৈধ পত্নী বলি কভু গণনীয় নয়। ৩

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥

আমরণ না করিবে কোন ব্যভিচার
পরস্পরে, দম্পতির এই ধর্ম্ম সার। ৪

তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রী-পুংসৌতু কৃতক্রিয়ৌ
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরং॥

গৃহ যুক্ত ভাবে ধর্ম্ম করিবে পালন,
পতি পত্নী বিযুক্ত না রবে কদাচন। ৫

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

স্বামী ভার্য্যা পরস্পরে সদা তুষ্টচিত্ত
যে গৃহে, সে গৃহে যেন কল্যাণ নিশ্চিত।

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥
পতিপ্রাণা প্রজাবতী পতি-আজ্ঞাধীন
বাক্য মন কর্ম্মে শুদ্ধা ভার্য্যা চির দিন। ৭

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥
অনুগতা ছায়া যথা স্বচ্ছ দেহ মন,
সখী যথা পতিহিত করিতে সাধন,
গৃহ কর্ম্মে সুনিপুণ সদা হৃষ্টচিত,
উত্তম গৃহিণী সেই জগতে বিদিত। ৮

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী
নচাতিব্যয়শীলাস্যাৎ ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী॥
অবিবাদী মিতব্যয়ী সুমিতভাষিণী,
ধর্ম্মে অর্থে পতির না হবে বিরোধিনী। ৯

পতি প্রিয়হিতে যুক্তা সাচারা সংযতেন্দ্রিয়া,
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং।
যে নারী পতির প্রিয় কর্ম্মে সদা রত,
সদাচারা ইন্দ্রিয়-সংযমে দৃঢ়ব্রত,
ইহকালে তাঁর যশ গায় সর্ব্ব জন,
পরকালে তাঁর সুখ না যায় বর্ণন। ১০

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজকুমার এলবার্ট বিক্টর হায়দ্রাবাদ হইতে মান্দ্রাজে গিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৬ ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবেন এবং সমুদ্র পথ দিয়া ২০এ তারিখে রেঙ্গুণে উপস্থিত হইবেন। ২৪এ ব্রহ্মরাজধানী [illegible] এবং [illegible] ব্রহ্মদেশের নানাস্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক মাসের শেষ দিন কলিকাতা যাত্রা করিয়া ৩রা জানুয়ারি শুক্রবার অপরাহ্ন ৩টার সময় কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। ১৩ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিবেন। পরে কাশী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, লাহোর, পেশোয়ার দর্শন করিয়া ১লা ফেব্রুয়ারি ফিরিবেন এবং কপূরতলা, জয়পুর, নেপাল প্রভৃতি রাজ্য পরিদর্শন করিবেন, তাহাতে প্রায় দেড় মাস কাল যাইবে। ২৩এ মার্চ্চ বোম্বাই প্রত্যাগত হইয়া ২৭এ মার্চ্চ ইংলণ্ডে পুনর্যাত্রা করিবেন।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৭ই না হইয়া ২৪ এ ফেব্রুয়ারি এবং বি এ ও এফ এ পরীক্ষা ১০ই মার্চ্চ হইবে।

৩। স্ত্রীলোকদিগকে কার্য্যকরী শিল্প বিদ্যা শিখাইয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য বোম্বাইতে একটী কমিটী হইয়াছে।

৪। আগামী জাতীয় মহাসমিতিতে রমণী-প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা।

৫। ইউরোপ মধ্যে সংবাদ পত্র প্রচারে জর্ম্মণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথায় ৫৫০০ থানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৮০০ খান দৈনিক।

৬। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মাননীয় জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন হাইকোর্টের বিচারক পদ হইতে শীঘ্র অবসর লইতেছেন।

৭। বাবু লালচাঁদ মিল নামে এক মাড়ওয়ারী পুরী যাত্রীদিগের জন্য কটকে

এক বিশ্রামস্থান, নির্ম্মাণার্থ ৮ হাজার টাকা ও গৃহের অনেক মাল মসলা দান করিয়াছেন। ছোট লাট ইহার সৎকার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমলোচনা।

১। Practical English Primer, First Book অর্থাৎ ইংরাজী প্রথম শিক্ষার পুস্তক, বাবু কেদার নাথ বসু প্রণীত মূল্য ৴১০ আনা। এই পুস্তকখানি এমন সুন্দর রূপে মুদ্রিত হইয়াছে যে দেখিলে বিলাতী ছাপা বলিয়া বোধ হয়। ইহার বাহ্য দৃশ্য যেমন সুন্দর, ইহাকে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্য গ্রন্থকার সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইংরাজী কথার উচ্চারণ ও অর্থ এবং ইংরাজী হাতের লেখা ও ব্যাকরণের সহজ সূত্র সকল ইহাতে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গৃহে বসিয়া এক ব্যক্তি ইহা অবলম্বন করিয়া অল্লায়াসে ইংরাজী শিখিতে পারে। অন্তঃপুরিকাগণ ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষার বেশ সাহায্য পাইবেন। ইহা বিদ্যালয়ে পাঠ্য মধ্যে গণনীয়।

২। চাণক্য শ্লোক—পণ্ডিতবর তারা কুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক মূল, বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রমাণ প্রয়োগ, পাঠান্তর ও চাণক্যের জীবনচরিত প্রভৃতির সহিত সম্পাদিত, মূল্য ।০ আনা। হিতোপদেশের ন্যায় এই পুস্তকখানিও ভারতের অমূল্য রত্ন এবং ইহা অতি সুন্দর আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া /৫ মূল্যের ইহার এক সংস্করণ হইয়াছে, তাহাতেও ১০৮টী শ্লোক আছে এবং সকলগুলি সুনীতি শিক্ষার বিশেষ সহায়। প্রত্যেক ছাত্রেরই ইহা শিক্ষণীয়।

বামা রচনা।

দুরন্ত সিন্ধু।

সুনীল অম্বর তলে
চালিয়া বিশাল কায়,
ঘোর নীল বারি রাশি,
করিতেছে হায় হায়!১

অবোধ শিশুর মত
কাঁদিতেছে অবিরত,
ধাইতেছে অবিশ্রাম
অনন্তের পানে? ২

কিসের অশান্তি এত
গভীর সাগর প্রাণে?

কত যুগ যুগান্তর যায়,
অবিরাম একস্বরে

গাইতেছে মহাসিন্ধু
মহাদেব-বাণী
আকাশ গগণ ভেদি
উঠিতেছে ধ্বনি। ৩

সুগভীর গরজনে
কাঁপায়ে জগত প্রাণ
উচ্ছ্বসিত জলরাশি করিছে গর্জ্জন,
পাষাণ বন্ধন গুলি
ছিন্ন ভিন্ন করি ফেলি
আর্ত্তনাদ করে অণুক্ষণ। ৪

প্রসারি সহস্র বাহু
দিবানিশি 'হু হু' 'হু হু'
দারুণ উন্মাদ
তুলিতেছে ভীষণ নিনাদ।
গরজিয়া শূন্যে উঠে
আকুল পরাণ,
আছাড়েতে ধনী টুটে
হয় শত খান। ৫

আত্মঘাতী পাগলের পারা
চারিদিগে ছুটে দিশাহারা,
একান্ত অধীর প্রাণ
না মানে সান্ত্বনা,
আবরি রাখিতে নারে
প্রাণের যাতনা। ৬

আপন গাম্ভীর্য্য ভুলি
ফেণিল তরঙ্গ তুলি
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে
রোষেতে মাতিয়া
ধরণীর পদপ্রান্তে
পড়ে আছাড়িয়া। ৭

মহা বেগে ছুটিতেছে
আবর্ত্তের জল।
নিজ বক্ষে টানিতেছে
বিশ্ব ভূমণ্ডল।
আকাশ দাঁড়ায়ে
যেন স্তম্ভিত অচল,
নীরবেতে শুনিতেছে
মহা কোলাহল। ৮

দিবস রজনী রয়েছি পাশ,
কাটিয়া যাইছে বরষ মাস,
দেখিলাম দিন রাতি
বিরাম নাই এক রতি
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই—
অবিরাম অবিশ্রাম
বিদ্রোহী হৃদয় সম
করিছে সংগ্রাম। ৯

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বার মাস
অবিরাম তুলিতেছে আকুল নিশ্বাস,
ভেদিয়া গভীর নিশি
ঐ শ্বাস মর্ম্মে পশি
শিহরিয়া উঠিছে পরাণ;
সতত উন্মত্ত পারা
একেবারে দিশা হারা,
ধরণীর কোলে যেন
যেতে চায় মিশি,
গভীর প্রাণের ব্যথা
কহি নিরালায় বসি। ১০

দিবসের কোলাহল
দূরে করে পলায়ন,

জগৎ ঘুমায় সুখে
বিরামের কোলে।
নিঝুম নীরব চারি ভিত,
নিস্তব্ধতা ধীরে
বসিয়া শিয়রে
গায় মৃদু শান্তির সংগীত। ১১
নিদ্রাহীন স্বপনের মত
সুধু সিন্ধু জেগে অবিরত,
জাগাইয়া জগতেরে
একাকী লইয়া বসি
গোপনে প্রাণের কথা
কহে দিবা নিশি। ১২
মধু নিশি পূর্ণিমায়
যাতায়াতে বার বার
বসন্ত সমীরে খেলে
জোছনা লহরী,
আকাশ বিজনবনে
ধরে না মাধুরী। ১৩
পুলকে অবশ হিয়া
পাখীটী গায় হরষে
কি জানি কি স্মৃতি লয়ে
তুমি উঠ আকুলিয়ে
অধীর হুতাশে। ১৪

অকূল বাসনা নীরে
ফিরিতেছ চারিভিত,
ডাকিতেছ কার নাম গেয়ে ?
হারায়ে গিয়াছে যেন
হৃদয়ের ধন,
পর্ব্বত সমান ব্যথা
করিছ পোষণ। ১৫
কি দারুণ অশান্তি সদা
জাগিছে অন্তরে,
তাই বুক ভাঙ্গিতেছ
কঠিন প্রস্তরে!
তব এ অবুঝ ভাষা
বুঝে ওঠা দায়,
আভাসে শুনিনু যেন
সুধু হায়! হায়! ১৬
কি গভীর বেদনা তব
আছে সঙ্গোপনে,
ইচ্ছা হয় অতলে পশি
করি অন্বেষণ,
গম্ভীর রহস্য ভেদি
করি প্রাণপণ। ১৭

শ্রীমতী দেবী—
মাদ্রাজ।

আদরিণী।

নেচে নেচে দুলে দুলে,
আদরিণী আয় কোলে,
ঢেলে দেরে প্রাণে মোর,
সুখ হাসিখানি তোর,
আয় বোন, আলোটুকু

আয়রে আঁধার বুকে
রাঙ্গা ছোট দুটী ঠোঁটে
হাসি ফুটে ফুটে ওঠে
উজল চপল পারা,
চঞ্চল আঁখির তারা

মধুর হাসিতে ভরা,
আয় দেখি যাদুমণি !
এসেছ মলিন মুখে,
আয় দিদি, আয় বুকে,
সুখের স্বপন রাশি
আঁধারে চাঁদের হাসি,
আয়রে তাপিত প্রাণে,
শীতল স্নিগধ বারি !
আধ আধ মধু বোলে
দেরে কানে সুধা ঢেলে
মোহিত বিভল পারা,
করিয়ে আপনা হারা,
ভাসায়ে আবার প্রাণ
ও তোর হাসির ঢেউয়ে,
কোথা হতে এত হাসি।
এ অনন্ত সুখ রাশি
এত স্নেহ এত মায়া,
স্বরগের শান্তি ছায়া,
জুড়াতে পরাণ কার
এনেছিস মাথে করে ?
স্বরগের আলোরাণি !
তোর ওই হাসি খানি
কি জানি কি ভেবে ভুলে,
কে কবে দিয়েছে জেলে,
এ পাপের ধরা বুকে,
আমাদের ভাঙ্গা ঘরে।
কোন্ চাঁদিমার দেশে,
কোন্ তারকার পাশে
কোন্ অলকার পুরে,
কোন্ মন্দাকিনী তীরে
ছিলি তুই কোথাকার
কোন্ অমরার রাণী ?
কোন্ রাতে দেবপুরে,
কার বীণা চুরি ক'রে
স্বর্গের কমল ছিঁড়ে
চাঁদের কিরণ হরে
পলাইয়া এসেছিস
লুকাইতে ভবপুরে ?
পাপময় মর্ত্ত্য ভুমি,
জগতের নও তুমি,
কাহার পুণ্যের বলে,
এসেছিস ধরা তলে ;
কি জানি কাহার পাপে,
কি জানি কিসের তরে !
কথায় কথায় তাই,
ছুঁতে তোরে ভয় পাই
ব্যথা পাছে লাগে প্রাণে,
চলে যাস্ কোন খানে,
ভয়ে তাই সারা হই,
দেখিলে নয়নে বারি।
আজ কেন আঁখি জল,
দুটী চোকে ছল ছল,
ঢাকা অভিমান ভরে,
অধর কাঁপিছে ধীরে,
কেন রে কিসের ব্যথা,
কে দিয়েছে গরবিণী ?
কেন রে কিসের তরে,
এক ধারে আছ স'রে
এত ভাবি আয় রাণি,
গরবিণী, অভিমানী,
মুছে ফেলে আঁখি বারি
আয় যাদু ছুটে আয় ! শ্রীপ্রমীলা বসু—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০০ সংখ্যা। } পৌষ ১২৯৬—জানুয়ারি ১৮৯০। { ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজকুমারের অভ্যর্থনা—আগামী ৩রা জানুয়ারি প্রিন্স আবলার্ট বিক্টর কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন। কি প্রকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইবে, এজন্য মিউনিসিপালিটিতে, টাউন-হলে এবং অন্যান্য স্থানে ধুমধামের সহিত সভা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কলিকাতা-বাসীদিগের মধ্যে দুই দল হইয়াছে। একদল ধনিপ্রধান, তাঁহারা, আলো ও তামাসাতে রাজকুমারকে বিমোহিত করিতে চান; আর এক দল অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবক ও মধ্যশ্রেণী, তাঁহারা কোন স্থায়ী কীর্ত্তিদ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিতে চান। এই উভয় দলের সম্মিলনে একটা সাধারণ কণ্ড হইয়া তামসিক ব্যাপারে কতক টাকা ব্যয়িত এবং অবশিষ্ট দেশ-হিতকর একটা সদনুষ্ঠানে নিয়োজিত দেখিলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতাম। দ্বিতীয় দল-অনাথাশ্রমের পক্ষপাতী, কিন্তু তদপেক্ষা "Technical Institute" অর্থাৎ অর্থকরী শিল্পশিক্ষালয় স্থাপনের আবশ্যকতা আমরা অধিক অনুভব করি, ইহাহইলে দেশের সাধারণ লোকের জঠরজ্বালা নিবারণের কিঞ্চিৎ উপায় হইতে পারে।

দেশীয় বাইস চ্যান্সেলর—সুপণ্ডিত অনারেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটী উচ্চপদ পাইয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সার পিথারাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস-

চান্সেলর পদ ত্যাগ করাতে তাঁহার শূন্যপদে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর ইহাঁকেই বরণ করিয়াছেন। এ পদ বাঙ্গালী কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও পান নাই।

বর্দ্ধমান রাজসংসারে শান্তি—বৃদ্ধা রাণী ১৩ লক্ষ টাকা ও তাঁহার দাবীকৃত অলঙ্কারাদি পাইয়া পোষ্য পুত্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া চুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। এই মিলন সংবাদে আমরা যার পর নাই সুখী হইলাম।

হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান জজ—অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতার হাইকোর্টের জজীয়তী পদ পরিত্যাগ করাতে আমীর আলী তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। রমেশ বাবু একজন আদর্শ জজ এবং ১৫ বৎসরের অধিক কাল অপক্ষপাতে অতি সুখ্যাতির সহিত পদোচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশহিতকর রাখুন, এই আমাদের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রার্থনা।

জাতীয় মহাসমিতি—২৬এ ডিসেম্বর হইতে বোম্বাই নগরে কন্‌গ্রেস্ মহাসমিতির অধিবেশন। ভারতের নানাস্থান হইতে প্রতিনিধিগণ এবং ইংলণ্ড হইতে ইহার সভাপতি সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ সমাগত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমিতির সিদ্ধি ও কল্যাণ প্রার্থনা করি।

খৃষ্টীয় মহিলাদের সদুৎসাহ—মহিলাবান্ধব লিখিয়াছেন এডিনবরার ৩টী ভগিনী আফ্রিকায় ধর্ম্মপ্রচারে ব্যগ্র হন। তাঁহারা দুঃখিনী, এজন্য এক ভগিনী আফ্রিকায় গিয়া প্রচার করিবেন ও আর দুই-ভগিনী দেশে থাকিয়া খাটিয়া তাঁহার খরচ যোগাইবেন, এইরূপ স্থির করেন। এই নিয়মে তাঁহাদের কার্য্য বেশ চলিতেছে।

কুপাস হিল পরীক্ষা—কোন বন্ধু আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লিখিয়াছেন যে এন্, ঘোষের পূর্ব্বে ললিত মোহন বসু এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য এবং পরলোকগত রাজকৃষ্ণ সেনের পুত্র এম, সেন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এই পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম উত্তীর্ণ হন।

বিনয় ও তেজস্বিতা।

জল কত তরল! অথবা তরলতা বুঝিতে হইলেই আমরা জলের দৃষ্টান্তে বুঝি। আমরা নদীর জলে প্রবেশ করিয়া স্নান করি, জল বাধা দেয় না; পানের জন্য এবং অন্য ব্যবহারে জল তুলিয়া আনি। আমাদেরও আয়াস নাই, জলেরও আপত্তি নাই। জলের উপরে হউক, মধ্যে হউক, আমরা যেখানে পথ চাই, সেখানেই পথ পাই; তাই, আমাদের বাণিজ্যপোত জলস্রোতে ভাসিয়া দেশদেশান্তর হইতে সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে। এই তরল জল, অথবা মূর্ত্তিমতী তরলতা

সঙ্কুচিত হইতে জানে না। জলকে চাপিয়া ক্ষুদ্রায়তন করিবে সে সাধ্য নাই। লৌহ আগুণে উত্তপ্ত হইলে হাতুড়ির প্রহারে সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু তুমি যত বড় বীর হওনা কেন, এক ছটাক জলকেও চাপিয়া অল্লায়তন করিতে পারিবে না। লৌহের একটী ক্ষুদ্র কণিকা বাহির করিতে হইলে কত ক্লেশ! কিন্তু সে লৌহও আঘাতে সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু জল? অবাধে অক্লেশে যাহাকে বিভাগ করা যায়, তাহাকে বহু আয়াসেও সঙ্কুচিত করা যায় না। আয়াস কথাটাই অয়স (লৌহ) শব্দ হইতে উৎপন্ন। আর একটী কথা; শীতল করিয়া এ সংসারে সকলকেই সঙ্কুচিত করা যায়; জলও কিছুদূর পর্য্যন্ত বাগ মানে। কিন্তু তার পর? কিছু দূর পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াই আবার তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে; যত শীতল করিবে, তত তাহার অবয়বের বৃদ্ধি! অল্প একটুকু জলে বড় এক খানা বরফ হয়। লৌহ ও জলে যে প্রকার প্রভেদ, এসংসারের অনেক লোকের মধ্যেও সেই প্রকার প্রভেদ দেখা যায়। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কর্কশভাষী, স্বার্থপর, দয়ার লেশমাত্রশূন্য। ক্ষুদ্র একটুকু পরোপকারেও তাঁহাদের এক কণিকা মাত্র সহজে ব্যয়িত হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা চাপের ভয়ে—অত্যাচারীর ভয়ে জড়সড়। হাতুড়ীর আঘাতে ইহাঁরা সঙ্কুচিত হয়েন—প্রসারিত হয়েন। সাধারণ শ্রেণীর একজন পেতাজপুরুষের ভ্রূকুটিতে ইহাঁদের অনেক কণিকার ক্ষয় হয়। ইহাঁরা বীরবেশে কাপুরুষ; স্বার্থভয়ে সত্যভ্রষ্ট! কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক দেখ। সকলের কাছে বিনীত, সকলের কথার বশ! জলের মত পরোপকারে এমনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন যে, তাঁহার ভাণ্ডারে যাহা কিছু আছে, প্রয়োজন অনুসারে সকলেই তাহা অবাধে পাইতে পারে। তাঁহার দয়া, তাঁহার স্নেহ এ বিশ্বসংসারের জন্য সর্ব্বদাই প্রসারিত আছে। কিন্তু যিনি এইরূপ সদ্গুণের আধার, বিনয় যাঁহার ভূষণ, তিনি এসংসারের বৃথা ভ্রূকুটীতে ভয় পান না। কেহ চোখ্ রাঙ্গাইয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য বুদ্ধি-ভ্রষ্ট করিবে সে যো নাই। তাঁহার ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির খর্ব্ব করিবার জন্য তুমি যত চাপ দিবে, সকলি ব্যর্থ হইবে। ইনি বিনীত বলিয়া দাস নহেন, তেজস্বী। ইনি নরম বলিয়া ইহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইবে, সে পথ নাই। যেখানে বিনয় এইরূপ তেজস্বিতার সহিত যুক্ত হয়, সেখানে খাঁটি মনুষ্যত্বের বিকাশ। আমরা লৌহ হইতে চাই না; তরল হইতে চাই—জল হইতে চাই। পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে চাই, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা ব্যক্তিত্ব কখনও কাহারও ভয়ে, কোন দায়ে যেন সঙ্কুচিত না হয়।

পুরাণ কথা।

কয়াধু।

"সাধু ইচ্ছা যার হরি বন্ধু তার।"

প্রিয় ভগ্নীগণ! আপনারা সকলেই ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথা শুনিয়াছেন। এখানে পুনরায় প্রহ্লাদের বিষয় বর্ণনা অনাবশ্যক বোধে কেবল প্রহ্লাদের জননী কয়াধুর কথা কিছু বলিব। প্রহ্লাদের এরূপ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার মূল কারণ যে তাঁহার জননী তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। এক পিতা মাতার সন্তান হইয়া ও এক স্থানে শিক্ষা পাইয়া প্রহ্লাদ কেন এরূপ হইলেন, আর তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ কেন সেরূপ হইল না? জন্মাবধি হরিদ্বেষী অসুরের নিকট থাকিয়া তিনি কিরূপে এরূপ হরিভক্ত হইলেন, পুরাণে প... [illegible] আছে। কথিত আছে কয়াধু তাহার [illegible] দেবাসুরে ভয়ানক যখন গর্ভবতী, তখন [illegible]। যুদ্ধ হইতেছিল। সেই যুদ্ধে দেবতারা জয়ী ও অসুরেরা পরাজিত হইলেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু যখন দেখিলেন তাঁহার আর জয়াশা নাই, সমস্ত সৈন্যাদি হত হইয়াছে, তখন ক্রোধে ও অভিমানে কাহাকে কিছু না বলিয়া তপস্যার্থে প্রস্থান করিলেন—মহিষীদিগের কি পুরজনদিগের একবার অনুসন্ধানও লইলেন না। এদিকে অসুর-পত্নীরা যখন শুনিলেন তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছে ও রাজা পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া গর্ভবতী কয়াধুকে রথে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। কয়াধু ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নারদ ঋষি সেই পথে যাইতেছিলেন। কয়াধুর রোদনের শব্দ শুনিয়া নারদ ইন্দ্রের সমীপাগত হইয়া দেখিলেন দৈত্য-পত্নী কয়াধুকে ইন্দ্র হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। নারদ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্রকে বলিলেন "হে ইন্দ্র! ঈশ্বর-কৃপায় তোমরা জয়ী হইয়াছ, আর সমস্ত অসুরকুলের ধ্বংস করিয়াছ, এখন অবলা সরলা দৈত্যপত্নীদিগকে কি জন্য কষ্ট দিতেছ? বিশেষতঃ এই সাধ্বী মহিষী কয়াধু গর্ভবতী।" ইন্দ্র বলিলেন "হে [illegible] মুনি! মহিষী গর্ভবতী বলিয়াই হরণ করিয়াছি, বাস্তবিক আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই; মহিষী প্রসব করিলে সন্তানটীকে হত্যা করিব। কারণ ঐ পুত্র পরে আবার আমার শত্রু হইতে পারে।" নারদ শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন "হে দেবরাজ! তুমি সেজন্য ভীত হইওনা। এই বার মহিষীর গর্ভে যে পুত্র হইবে, তাহার তুল্য ভক্ত আর কেহ জন্মে নাই, সে অত্যন্ত হরিভক্ত হইবে, এমন কি সেই কুলপাবন সৎপুত্র শিব অপেক্ষাও

হরির প্রিয় হইবে।" ইন্দ্র নারদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কয়াধুকে পরিত্যাগ করিলেন। কয়াধু নারদের সহিত যাইয়া তাঁহার আশ্রমে রহিলেন। নারদ তাঁহাকে প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। নারদের উপদেশে কয়াধু সমস্ত শোক তাপ ভুলিলেন, তাঁহার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল ও তিনি পরমানন্দিতা হইলেন। কিছুদিন পরে হিরণ্যকশিপু ঈপ্সিত বর পাইয়া নারদের আশ্রম হইতে কয়াধুকে লইয়া গেলেন। প্রবাদ আছে নারদ কয়াধুকে যে সকল উপদেশ দিতেন, গর্ভস্থ অবস্থায় প্রহ্লাদ সে সমস্ত শিক্ষা করিতেন। ইহা অসম্ভব হইলেও মাতার গর্ভাবস্থায় মনের ভাব যেরূপ থাকে, সন্তান যে তাহা প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহারই এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নারদের উপদেশে কয়াধু ভক্তিমতী ও বিশ্বাসিনী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য প্রহ্লাদ এই জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রাদিতে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক পাওয়া যায়। বাস্তবিক মাতা ভাল না হইলে সন্তান কখনই ভাল হইবে না। আমাদের আধুনিক অবস্থা ইহার আর এক প্রমাণ। আমাদের নিজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সন্তান ভাল হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। অধিকন্তু বাঙ্গালী জাতির দুরবস্থার আমরা যে এক প্রধান কারণ, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। অগ্রে নিজে ঠিক হও, পরে অপরকে ভাল করিবে, নচেৎ অন্ধের অন্ধকে পথ দেখান কখনই হইতে পারে না। জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন দেয়াশেলাইয়ের কাটী ভাল করিয়া না জ্বলিলে যদি প্রদীপে ধরাইতে যাও, তবে প্রদীপত ধরিবেই না, অধিক কি কাটীটীর নির্ব্বাণ হইবার খুব সম্ভাবনা। প্রথমে কাটীটীকে ভাল করিয়া জ্বালাইয়া যাহাতে দিবে, তাহাই খুব জ্বলিবে, এমন কি ক্ষুদ্র কাটীটীর দ্বারা পৃথিবী পোড়াইতে পারা যায়। ইহা বড় সত্য কথা। মাতা নিজে সুশিক্ষিতা হইয়া সন্তানকে সুশিক্ষা দিলে তাহার খারাপ হইবার অল্প সম্ভাবনা। কিন্তু অশিক্ষিতা মাতার সন্তান যে প্রায় ভাল হয় না ও হইবে না, তাহা আর কাহাকেও বলা অনাবশ্যক। পৃথিবীতে যত বড় লোক জন্মিয়াছিলেন, মাতার গুণই যে তাঁহাদের উন্নতির এক প্রধান কারণ তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু আর [illegible] আপনারা বিরক্ত হইবে না। ফলতঃ তাঁহারা ক্ষমা করিবেন, কয়াধুর বিষয় বলিতে বলিতে মনের আবেগে অন্য কথা পাড়িয়া আপনাদিগকে হয়ত বিরক্ত করিলাম। তারপর দেখুন, হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে নানারূপে কষ্ট দিয়া হরিনাম করিতে নিষেধ করিতেছেন, তখন কয়াধু তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। অস্ত্রাঘাতে, হস্তিপদে ও তপ্ত তৈলে যখন প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না, তখন দুষ্ট হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জলন্ত অগ্নিতে পোড়াইয়া বধ করিতে আদেশ দিলেন। অন্তঃপুর হইতে কয়াধু

তাহা শুনিয়া প্রহ্লাদকে ডাকাইয়া কহিলেন "বাছা! এবার আর তোমার নিস্তার নাই, কিন্তু তোমার হরি বড় দয়াল, আমি জানি তাঁহার নামের অনন্ত মহিমা। তুমি যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছ, বস্তুতঃ তিনিই তোমার সম্বল ও সহায় হইয়াছেন, তুমি অদ্য তাঁহাকে "বিপদভঞ্জন দয়াল হরি" বলিয়া ডাকিও, দেখিবে তোমার আর কোন বিপদ হইবে না।" ইহাতেও যখন প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না, তখন হিরণ্যকশিপু পুনরায় আদেশ করিলেন যে উহার গলদেশে শিলা বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। তখন কয়াধু প্রহ্লাদকে বলিলেন "বাছা! ভয় করিও না, হরিই তোমাকে রক্ষা করিবেন; যেরূপে তুমি তাঁহার নাম করিতে শিক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ করিয়া তাঁহার নাম করিবে, তোমার কোন বিপদ হইবে না। সেই নামের এমন গুণ যে জলেও শিলা ভাসে, ঐ প্রভুর নামের গুণে অসম্ভবও সম্ভব হয়।" এরূপ মাতা না হইলে কি এমন ছেলে হয়? সত্য বটে অনন্ত বিশ্বাস, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নির্ভরশীলতার নিকট কোন যন্ত্রণা তাদৃশ কষ্টকর হয় না, বরং আমার প্রভুর জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া আমার জীবন ধন্য হইতেছে বলিয়া বোধ হয়; তথাচ এরূপ মাতা অত্যন্ত বিরল। প্রথমতঃ প্রিয়তম পুত্রকে অনন্ত অগ্নিতে পুড়িবার সময় বিশ্বাস করিয়া নাম করিতে কয়জন বলিতে পারেন? দ্বিতীয়তঃ স্বামীর বিরুদ্ধেও কয়াধু পুত্রকে উৎসাহ দিতেছেন, হিরণ্যকশিপু জানিতে পারিলে তাঁহার জীবনও রক্ষা হইবে না ইহা জানিয়াও সাহস করিয়া উৎসাহ দেওয়া অল্প বিশ্বাসের কার্য্য নহে! আজ কালকার বিলাসিনী বঙ্গমহিলা হইলে বলিতেন "কাজ কি বাছা ওসব কথা বলে? উনি যদি বিরক্ত হয়েন, নাই বলিলে? বলিয়া এত কষ্ট কেন ভোগ করিতেছ?" আবার উহার মধ্যে কেহ কেহ ছেলেকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেন ও বলিতেন "হরিনাম করা যেমন উচিত, পিতা মাতার আদেশ পালন করা তদপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্য। আর তোমার কিছু এখন হরিনাম করিবার বয়স হয় নাই, তোমার পিতা যাহা বলেন তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।" যেমন মাতাদের স্বভাব, সন্তানগণও সেইরূপ হইতেছে কবে আমাদের ভগ্নীগণ কয়াধু সুনীতির মত হইবেন? কবে তাঁহাদের সন্তানেরা ধ্রুব প্রহ্লাদের মত হইয়া ভারত পবিত্র করিবেন? কবে তাঁহারা সুশিক্ষিতা হইয়া পুত্র কন্যাগণকে সুশিক্ষিত করিবেন? কবে তাঁহারা ভারত মাতার উপযুক্তা কন্যা হইয়া দুঃখিনী ভারত জননীকে সুখী করিবেন? কবে তাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মরত্নে ভূষিতা হইয়া জগৎকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইবেন ও অন্যান্য দেশের ভগ্নীদিগকে নিজেদের মত করিবেন? ভারত ভূমির অবস্থা আবার ফিরিবে কি? না ভারতের গৌরব ভারত মহিলা সীতা সাবিত্রী কয়াধু সুনীতির সহিত একবারেই অস্ত গিয়াছে?

সুশীলাবালা সিংহ।

আদর্শ রমণী।

সুশীলার উপাখ্যান।

(২৯৯ সংখ্যা ২৪১ পৃষ্ঠার পর)

পিতৃস্নেহে বর্দ্ধিত, স্বস্থগতচিত্ত সুশীলা অতি কষ্টে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন। তাঁহার শ্বশুর নিতান্ত ধনী ছিলেন না, তবে শ্যামাচরণের ন্যায় দরিদ্রও ছিলেন না। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। এখানে পরিজনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। গৃহস্থের মধ্যে বৃদ্ধ শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেবর ও একটী বিধবা ননদ্। এতদ্ব্যতীত একটী চাকর, এক দাসী ও এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। কর্ত্তামহাশয়ের গ্রামের অনতিদূরে একটু জমী ছিল, সেই জমীর উপস্বত্ব ও নরেন্দ্রনাথের বেতন ৩০৲ টাকা এই উভয় দ্বারা তাঁহার সংসারযাত্রা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। পরিজনবর্গ নূতন বধূকে পাইয়া তাঁহার নানাবিধ গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতে লাগিল। শ্বশুর শাশুড়ীকে আপনার পিতামাতার ন্যায়, দেবর ও ননদকে আপন সহোদর ভ্রাতা ও সহোদরা ভগিনীর ন্যায় যথাযোগ্য ভক্তি ও আদর করিতে লাগিলেন।

নববধূকে দেখিতে এপাড়া ওপাড়া হইতে অনেক স্ত্রীলোকের সমাগম হইল। সকলেই সুশীলাকে দেখিয়া তাঁহার রূপগুণের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রত্যুত অনেককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশংসা করিতে হইয়াছিল। সমবয়স্কাদিগের সহিত সদ্ভাবে মিলিত হইতে সুশীলার বেশী বিলম্ব হইল না। তাহারা যেন বহুদিনের বিদেশ হইতে প্রত্যাগত সহোদরা ভগ্নীকে প্রাপ্ত হইল। প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে তাহারা আসিয়া সুশীলাকে বেষ্টন করিয়া বসিত। এদিকে তিনি বৃথা সময় অপব্যয় না করিয়া নীতিপূর্ণ এক একটী গল্প রচনা করিয়া তাহাদিগকে সেই সকল দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে উত্তেজিত করিতেন। সুশীলা দেখিলেন যে ঐ উপায় অবলম্বন না করিলে —তাঁহার নীতিগুলিকে ঐরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া বাহির না করিলে তাহাদিগের ভাল লাগিবে না এবং তাহারা আর তাঁহার কাছে আসিতে ইচ্ছুক হইবে না। ফলতঃ তাঁহার হিতেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। ছোট ছোট বালিকাদিগকে তিনি পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ঐ সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিবিধান করিতেন।

এস্থলে বলা বাহুল্য যে তৎকালে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত অনাদর ছিল, কারণ সকল স্থানের বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের সমাজনেতাগণ উহার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা তাহাদিগের নিকট অতি ঘৃণিত, সুতরাং পুত্তলিকাবৎ তাহাদের হস্তে পরিচালিত, সর্ব্বসাধারণেও উহার বিরোধী

কেহ বিরক্ত হইয়া দুই একদিন আসিতেন না, কিন্তু না আসিয়া কত দিন থাকিবেন? যে সুশীলার সহিত একবার আলাপ করিয়াছে সে কি আর তাহার মোহিনীশক্তির হস্ত এড়াইতে পারে! কাজেই তাঁহার আবার গুটি গুটি আসি...লেন যোগ দিতেন। এইরূ... হয় না, কথার আলোচনা ... দ্বেষ হিংসা হইয়া অল্পদিনের ... দূরীভূত হয় না; তাহাদিগের নাম ... উপর যখন শিশু-সুশীলার সভ... হিয়াছে, যখন শিশুর উন্নতি সোপা... কারে হয়, সে বিষয়ে লাগিল। ... ইতে হইবে, যখন

নরেন্দ্রনাথ ... নৈতিক ও মানসিক তাঁহার মনোমত ... স্বরূপা এবং যখন ... সর্বপ্রথম শিক্ষয়িত্রী, ... য়ের একমাত্র উপায় ... বঞ্চিত হইয়া ভবার্ণবে ... রীর সহায়হীন ও দিশা-... কর্ণধারের ন্যায় [বেড়ান অত্যন্ত ... জনক। উক্ত চিন্তায় কষ্টকর ও বিপদজনক এরূপ ... একেবারে উত্তেজিত হইয়া তিনি লোক-লজ্জার ভয় রাখিলেন না। সমবেত প্রতিবেশিনী বালিকামণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজের ব্যয়ে পুস্তক ক্রয় করিয়া শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার শাশুড়ী এবিষয়ে অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, তথাপি অত্যন্ত আদরের পাত্রী একমাত্র পুত্রবধূকে এবিষয়ে কিছু বলিতেন না। ইহা সুশীলার পক্ষে অত্যন্ত শুভজনক বলিতে হইবে, কারণ দুই চারিটীর ঘরে পড়িলে তাঁহার

দিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন তবে বুঝি সুশীলা ... বিব ... বর্জ্জিতা হইয়া তিনি সমাজে অতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। বালিকারা তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত শিক্ষয়িত্রী, যুবতীরা তাঁহাকে প্রেমময়ী সহোদরা এবং বর্ষীয়সীরা তাঁহাকে ভূতলাবতীর্ণা দিব্যাঙ্গনার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ইহা ত গেল পরের কথা। ঘরের কথা কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়ী তাঁহাকে সাবিত্রীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া সংসারের কর্ত্রীত্বপদ তাঁহাকে দিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। দেবর এবং ননদ প্রেমময়ী গৃহলক্ষ্মীকে বহুকাল-সমাগতা অভিন্নহৃদয় ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। চাকরেরা তাঁহাকে স্নেহ ও মমতার একমাত্র আধার দেখিয়া গর্ভধারিণীর মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহার সম্পূর্ণ আধিপত্যে স্বাধীনতার লেশ... কোথায়? কদ্রে থাকুক, আপনাদিগকে পুত্র কন্যাগণ করিত। আর স্বামীর কথা কি বলিব? নরেন্দ্রনাথ নিজ প্রেয়সীর বিদ্যাবুদ্ধি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সতীত্ব, সচ্চরিত্রাদি সদ্গুণনিচয়ে সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ সর্ব্বগুণবতী সুলক্ষণা ভার্য্যালাভে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিলেন। আর সুশীলাও আলস্যশূন্য হইয়া পিতামাতার ন্যায় শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, দেবতার ন্যায় পতিকে ভক্তি করিতে লাগিলেন, গৃহকার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে

আপনার সর্ব্বনাশ করে তথাপি মানবের অন্তর যে কেমন যে দুর্ব্বলতা, পত-করিলেন। ...পুড়ে!

সুশীলা সময়ের কোন অপব্যয় করিতেন না। দিবারাত্রির চর্ব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টাকাল নিদ্রার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ষোল ঘণ্টা নানাকাজে ব্যয় করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। সেই সময়োচিত গললগ্নবাসা ও অর্দ্ধনিমীলিতনয়না স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় তাঁহাকে দেখিলে কাহার না চিত্তে ভক্তিরসের উদ্রেক হইত? তৎপরে অবশিষ্ট সময় গৃহকার্য্যে, সূচিকার্য্যে, ভাল ভাল পুস্তক পাঠে এবং নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন। একাকিনী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বিধবা বলিকার মনে নানা চিন্তার উদয় হয় বলিয়া তিনি স্বীয় ননদকে নয়নপথের বাহিরে রাখিতেন না। তিনি সতত সতর্ক থাকিতেন যেন কখনও অতি সামান্য মনোবেদনাও উপস্থিত হইয়া তাঁহার তাপিত প্রাণকে ব্যথিত না করে। তিনি বলিতেন যে নিঃসহায়া বিধবার এক এক বিন্দু নেত্রবারি ঈশ্বরের কাছে এক একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় পরিণত হইয়া অপরাধীকে অঙ্গেহ বিদ্ধিয়া জর্জ্জরীভূত করিবে। তিনি তাঁহাকে একাকিনী বা বিষণ্ণ দেখিলে সুমধুর বাক্যামৃতে তৃপ্ত করিতেন অথবা ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকের আলোচনায় বা উপদেশপূর্ণ গল্প কথনে তাঁহার

এক স্বার্থপরতাই তাহার সর্ব্বস্ব হয়; স্বার্থপরতার অনুরোধে সে দুষ্প্রবৃত্তির চরণে আপনাকে বলি দেয়! সে গোপনের জলে তাহার বিশ্ব-সংসার ডুবায়! সে তাহার জগদ্ব্যাপী প্রাণ, হাতের মুঠায় ... তাহার এমনি দৃষ্টি-ভ্রম লীর সর্ব্বতোভ... ...ভৎস মূর্ত্তিকেও সে পরম তাহা সকলকে মুহ... ...; সে কাল সর্পকে হইবে। প্রায় প্রত... ...গ গলায় জড়াইয়া তাঁহার বাটীতে একপ্র... সেই ছবি আঁকিয়া ছোট খাট সভা হইত... ...তবে সে লজ্জায় হয় না। তাহাতে যে ব... ...পলকের জন্য স্ত্রীলোকের সমাগম হই... অস্পষ্ট আলোক বিচিত্র কি? প্রথম প্র... ...য নিজের ছায়া কেহ কেহ পরের নিন্দা... ...ই চমকিয়া উঠে; বিরত থাকিয়া মাথা ধ... ...র তীব্র কশাঘাতে কেহ কেহ আবার পরস্পর... ...য়া যায়। তাই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃ... ...ত্ত হইয়া যত যদিও এসব বিষয় সুশীলার ... ...কর ... বিপরীত, তথাপি তিনি কোনপ্রকা... ...কোপ বা অশান্তির চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া অতি সাবধানে অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে আকর্ষণ করিতেন। প্রকাশ্যে বারণ করিলে পাছে তাঁহাদিগের রাগ হয় এই ভাবিয়া গল্প ও ইতিহাসচ্ছলে পুরাণোক্ত আদর্শ-রমণীগণের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের দোষ দেখাইয়া দিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চতুরাগণ ইহাতেই সতর্ক হইতেন। যাহাদের ইহাতেও অন্ধত্ব ঘুচিত না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। কেহ

।

া সেই সভায়
প উপায়ে অসৎ
ইত্যাদি অপসারিত
মধ্যে সভা হইতে
গন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।
। অচিরে সংস্কৃতা হইয়া
ন অধিরোহণ করিতে

স্ত্রীর বিদ্যানুরাগ দেখিয়া
পুস্তক সকল ক্রয় করিয়া

কেশ্বরী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বপ্নেও কখনও নাটক নবেল পাঠলিপ্সার উদ্রেক হয় নাই। তাঁহার পুস্তকের মধ্যে একখানি রামায়ণ, একখানি মহাভারত, আরও দুই একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রার্থনা পুস্তক, স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরপালন, গৃহিণীপনা, রন্ধন প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত কয়েকখানি পুস্তক, কয়েকখানি নানাদেশীয় পতিব্রতা নারীদিগের জীবনচরিত এবং দুই এক খানি ইতিহাস ছিল। ইহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এক একখানি সংবাদ পত্র পাইলেও পড়িতে যত্নবতী হইতেন।

(ক্রমশঃ)

চরিত্র।

। মানবের স্বর্গীয় সম্পত্তি। হীন-চরিত্র মানব পশু হইতেও নিকৃষ্ট। পশু, প্রাকৃতিক নিয়মে বিবেচনা-হীন বলিয়া, পশ্বাচার তাহার স্বাভাবিক সংস্কার বলিয়া সে পশু, নিকৃষ্ট জন্তু। আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানব বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া আত্ম-সংযমে সক্ষম হইয়া যদি পাশবাচার করে, তবে তাহাকে "পশুর অধম" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সচ্চরিত্র হইয়া জীবন যাপন করা কখনই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান প্রভৃতি উপার্জ্জন করিতে মানুষের যত আয়াস স্বীকার করিতে হয়, চরিত্র রক্ষা করিতে কখনই সেরূপ হয় না, বরং অসচ্চরিত্র মানবকে আত্মগোপন জন্য অনেক শঠতা ও প্রবঞ্চনা করা আবশ্যক। যে পথ সত্য ও সরল, সেই পথে থাকিয়াই লোকে চরিত্রবান্ হইতে পারে। কিন্তু পতঙ্গ যেমন আগুণের শিখা দেখিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, অপরিণামদর্শী মানুষও সেইরূপ আপাত-মধুর প্রলোভনে ভুলিয়া চরিত্র বিনিময় করে। লক্ষ লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে এক কড়া কাণা কড়ি কিনিলে ক্রেতা যে ক্ষতি-গ্রস্ত না হন—যে কোন রিপুর উত্তে-জনাতেই হউক, অস্থায়ী সুখের জন্য, চরিত্র বিনিময় করিয়া মানব তদধিক

আপনার সর্ব্বনাশ করে; তথাপি মানবের কেমন যে ভুল, কেমন যে দুর্ব্বলতা, পতঙ্গের মত জ্বলন্ত আগুণে ঝাঁপ দিয়া পড়ে! সে আপনিও পুড়িয়া মরে, পরকেও পোড়াইবার জন্যে চিতা সাজাইয়া রাখে!

মানুষের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই সৎপথে ধাবিত হয়। যাবৎ মনোবৃত্তি সকল অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তাবৎ মানবের নিকটে পাপকার্য্য রাক্ষসের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও পিশাচের ন্যায় ঘৃণার্হ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়াছেন "মনুষ্যের হৃদয় যে সমস্ত কার্য্যকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করে, মনুষ্য সেই সমস্ত কার্য্যে আপনা হইতে আপনি প্রথমতঃ আসক্ত হয় না। পাপের দুর্গন্ধময় বিকটচ্ছবি তাহার চিত্তে কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জন্মায় যে উহা হইতে ভয়ে দূরে রহিতে পারিলেই ভাল বাসে।" যতক্ষণ মন প্রকৃতিস্থ থাকে, যতক্ষণ ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলির উপর ধূলা মাটী পড়িয়া তাহাদিগকে মলিন করিয়া না ফেলে, ততক্ষণ মনুষ্য এইরূপ মানসিক অবস্থাতেই থাকে। তার পর যখন মনের ভিতর পাপ কীট প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বিনাশ করিতে থাকে, যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তারকার মত ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলি এক একটী করিয়া আঁধারে ডুবিতে থাকে, তখন মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে; তখন কর্ত্তব্য বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, চরিত্রের মহত্ব, আত্মার দেবত্ব সবই মহা-সমুদ্রে বিসর্জ্জন করে; কেবল এক স্বার্থপরতাই তাহার সর্ব্বস্ব হয়; স্বার্থপরতার অনুরোধে সে দুষ্প্রবৃত্তির চরণে আপনাকে বলি দেয়! সে গোষ্পদের জলে তাহার বিশ্ব-সংসার ডুবায়! সে তাহার জগদ্ব্যাপী প্রাণ, হাতের মুঠার ভিতরে রাখে! তাহার এমনি দৃষ্টি-ভ্রম হয় যে পাপের বীভৎস মূর্ত্তিকেও সে পরম রমণীয় মনে করে; সে কাল সর্পকে ফুলের মালা বলিয়া গলায় জড়াইয়া রাখে!—যদি তাহার সেই ছবি আঁকিয়া তাহাকে দেখান যায়, তবে সে লজ্জায় মরিয়া যায়! যখন এক পলকের জন্য তাহার ক্ষীণ বিবেক রশ্মি অস্পষ্ট আলোক বিকীরণ করে, তখন সে নিজের ছায়া দেখিতে পাইয়া নিজেই চমকিয়া উঠে; অনুতাপের ও আত্মগ্লানির তীব্র কশাঘাতে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। তাই পাপগ্রস্ত মানব যাতনায় অধীর হইয়া যত মনের কালি ঢালিয়া বিবেকের ক্ষীণ আলো ঢাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে! এই যাতনাই জীবন্তে নরক যাতনা! ভাই মানুষ, সাবধান হও, জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া নরককুণ্ড কিনিও না, এ জনমের মত সুখ শান্তি অতল জলে ডুবাইওনা।

হীনচরিত্র মানব সমাজে অশ্রদ্ধেয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন প্রভৃতি তাঁহার যতই থাকুক না কেন, তিনি যে কোনও বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, যাঁহার চরিত্র কলঙ্ক কালিমাময়, তাঁহার মত নীচ কে? তাঁহার মহত্ব কিসে? যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি রাখিতে অক্ষম, যে

ব্যক্তি ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তিগণের ক্রীত দাস, তাহার উপর লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি করিয়া? সে কোন্ দিন কোন প্রবৃত্তি-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে কে বলিতে পারে? লঙ্কাধিপতি রাবণ কিসে হীন ছিলেন? তাঁহার মত রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার মত রণ-দক্ষ, তাঁহার মত দিগ্বিজয়ী সে সময়ে কয় জন ছিল? কেবল দুষ্প্রবৃত্তিবশে, অশাসিত চরিত্রের আগুণে তাঁহার সকল গুণ-গৌরব পুড়িয়া ছাই হইল! তাঁহার মত খ্যাত-নামা ব্যক্তি কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া জীব-লীলা সমাপ্তি করিল। যে মহাপুরুষ——এ অনেক দিনের কথা নয়, এখনও যাঁহার জীবনী কল্পনা-স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই ফ্রান্সের উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি বীরদর্পে "অসম্ভব" শব্দকে উপহাস করিয়াছিলেন, বিজয়-লক্ষ্মী যাঁহার আজ্ঞাকারিণী, সেই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক এমন শোচনীয় কিসের জন্য? ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, তৃতীয় রিপুর সন্তুষ্টির জন্য! অন্য বিষয়ে সহস্র ক্ষমতা-পন্ন হইয়াও চরিত্র রক্ষা করিতে অক্ষম ছিলেন সেই জন্য! তাই বলিতেছি মানুষ চরিত্র রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, রাবণই হউন, বোনাপার্টেই হউন, এণ্টনিই হউন আর তাহা হইতে অধিক ক্ষমতা বা প্রতিভা-সম্পন্ন যে কেহই হউন, তিনি "মনুষ্যত্ব-হীন," তিনি অপদার্থ! বিশেষতঃ কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হন, তবে অনেকেই তাঁহাকে আদর্শ জানিয়া তাঁহার অনুকরণ করে! "অধোগতির লম্বরেখা" দোষের অনুকরণ শীঘ্রই হয়! এই কারণে বলিয়াছি, হীনচরিত্র ব্যক্তি নিজেও অসীম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরেরও সর্ব্বনাশ করে, তাহার বিষাক্ত নিশ্বাস যাহার গায়ে লাগে, তাহারই রক্ত শুকাইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

কুকুরের বিবেক শক্তি।

স্কটলণ্ডবাসী কোন দরিদ্র স্ত্রীলোকের কোন আত্মীয় মৃত্যুকালে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া যান। দরিদ্র ঐ অর্থ অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন এবং পাছে উহা অপহৃত হয় তজ্জন্য সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। কিছুকাল পরে তিনি এক প্রতিবাসীকে তাঁহার শঙ্কার কারণ জানাইয়া কি উপায়ে টাকাগুলি চোরের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে, তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিবাসী বলিল "তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। আমার এক অতি বিশ্বস্ত কুকুর আছে, তাহাকে আমি প্রতিদিন রাত্রে তোমার বাটীতে রাখিয়া আসিব। সে থাকিলে কখনই চোর আসিতে পারিবে না।" এইরূপ স্বীকার করিয়া সে

রাত্রে কুকুরটীকে তাহার টাকার সিন্দুকের পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল। রাত্রে উক্ত প্রতিবাসী স্ত্রীলোকটির অর্থ অপহরণ মানসে তাহার গৃহে গমন করিল। সে মনে করিয়াছিল তাহার নিজের কুকুর তাহাকে কখনই কিছু বলিবে না। কিন্তু সে যখন সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিবে, কুকুর অমনি তাহার হাত কামড়াইয়া ধরিল ও চীৎকার করিতে লাগিল। যতক্ষণ না ঐ স্ত্রীলোকটী জাগরিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়িল না। কুকুরটীর তাহার প্রভুর অপেক্ষা কর্ত্তব্য বোধ ছিল। একজন নিঃসহায়া স্ত্রীলোককে প্রবঞ্চনা না করিয়া তাহার প্রভুর অপ্রিয় হওয়া যে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

২। কোন ইংরাজ ভদ্রলোকের বাটীতে কাঠ রাখিবার একটী স্বতন্ত্র গৃহ ছিল। মধ্যে মধ্যে উহা হইতে কাঠ চুরী যাইত; বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত ভদ্রলোক চোর ধরিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি তাঁহার "হেলপ্" নামক কুকুরকে ঐ কাঠের গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন যে তাঁহার এক জন ভৃত্য গৃহের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর হেলপ তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া উপবিষ্ট আছে। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সে কাঠ চুরী করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করে। হেল্‌প তাহার সুপরিচিত, তজ্জন্য সে মনে করিয়াছিল তাহাকে কিছুই বলিবে না। কিন্তু সে যেমন এক বোঝা কাঠ লইয়া পলাইবার উপক্রম করিল; হেলপ্ সক্রোধে অমনি তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল, তৎপরে সে যতবার পলাইবার চেষ্টা করিল, ততবার তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। হেল্‌প ভৃত্যকে বেশ চিনিত, তথাপি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিজ কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইল না।

৩। "সেণ্ট বার্ণার্ড" কুকুরের বিষয় অনেকে জানেন। এল্‌প্‌স পর্ব্বতের অতি দুর্গম স্থানে "সেণ্ট বার্ণার্ড" নামক একটী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক বাস করেন। তাঁহাদের অনেকগুলি সেবক কুকুর আছে। উহাদের প্রত্যেকের গলদেশে একখানি কম্বল, কিছু পরিধেয় বস্ত্র, কিঞ্চিৎ আহার এবং দুই এক বোতল মদিরা বাঁধা থাকে। উহারা তুষারাচ্ছন্ন এলপস্ পর্ব্বতের উপর পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়, কোন পথিক পথভ্রান্ত হইয়া শীতে কষ্ট পাইলে এই সকল সেবক তাহাদের গলদেশস্থ দ্রব্য দিয়া তাঁহাদের সেবা করে ও তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া আসে। দুঃখের বিষয় মনুষ্যও কুকুর জাতির ন্যায় বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পরোপকারী হইতে পারে না।

জীবন প্রভাত।

ঘুচিল আঁধার উদিল তপন
বহিল মৃদুল বায়,
ফুটিল কুসুম
ছুটিল ভ্রমরা—
মধুর পিয়াসে ধায়। ১

বিহগ বিপীনে গাইছে ললিত
মোহিছে মনুষ্য মন,
শিশিরের কণা বিভাকর করে
মরি কিবা সুশোভন! ২

আনন্দে মগন—নিখিল সংসার!
পেয়ে বল অভিনব,
জাগিয়া উঠিছে
অচেতন প্রাণ
ঘুমাইয়া ছিল সব। ৩

প্রকৃতির শোভা নিরখি ভাবুক
ভাবেতে বিভোর এবে,
ভকতি ভরেতে মন প্রাণ খুলি
ব্রহ্ম সনাতনে সেবে। ৪

মানস বিহঙ্গ তুই শুধু র'লি—
নীরব, ভবের মাঝে?
মহেশ মহিমা গাও একবার
ভুলনা সে বিশ্বরাজে। ৫

জীবন প্রভাতে না ভজিলি যদি
হবে কি সময় আর?
এমন সুযোগ পাইবিনা কভু
আসিছে ঘোর আঁধার! ৬

জীবন সন্ধ্যায় ফুরাইলে বেলা
অস্ত যাবে আয়ু-রবি,
শিথিল—অবশ
হইবে এ দেহ
থাকিবে না রাঙ্গা ছবি! ৭

বার্দ্ধক্যে জড়তা স্বভাবের গতি
কে রোধিতে পারে তার?
শমন আসিবে হেরিয়ে তখন
করিবিরে হায় হায়! ৮

অতএব বলি প্রভাত সময়
বিভু পদে সঁপে মন,
মানব জনম সফল কররে
ছাড়ি পাপ প্রলোভন। ৯

সেক্সপিয়ারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন সংগ্রহ।

১। বিবেক সহস্র অসির সমান।

২। অজ্ঞানতা ঈশ্বরের অভিসম্পাত, জ্ঞানরূপ পক্ষ দ্বারা আমরা স্বর্গে উঠিতে পারি।

৩। দুরাশারূপ কীটকে হৃদয় হইতে দূর কর।

৪। কাল পুরাতন বিচারক; সময়ে সকল দোষীরই দণ্ড হয় ও কার্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

৫। নির্ম্মল বিবেক প্রচুর আনন্দ প্রদান করিতে পারে।

৬। শান্তভাবে শুনিবে ও দয়ার সহিত বিচার করিবে।

৭। বিবেকও মহৌষধি হয়। (সুখে বিপদও মঙ্গলের কারণ হয়।

৮। ভালবাসা ও দয়া চিরদিনই প্রতিহিংসা অপেক্ষা ভাল।

৯। যদি প্রত্যেক মনুষ্যকে দোষগুণ অনুসারে বিচার করিতে হয়, তবে কে না চাবুক খায়?

১০। তুমি যত প্রকাশ কর, তাহা অপেক্ষা অধিক তোমার থাকা উচিত; তুমি যত জান, তাহা অপেক্ষা কম বলিবে; তোমার যাহা আছে, তদপেক্ষা অল্প ধার দিবে।

১১। একটী পাপ আর একটীকে জাগায়।

১২। জীবন অপেক্ষা সত্যের আদর করিবে ও সত্যকে ভাল বাসিবে।

স্বপ্ন।

স্বপ্ন কি? ইহা অতি পুরাতন প্রশ্ন হইলেও অদ্যাপি ইহার মীমাংসা হয় নাই। জড়বাদী ইহাকে শারীরিক অবস্থা বিশেষ হইতে উৎপন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাহারা অজীর্ণ বা উদারাময় রোগে প্রপীড়িত, তাহারা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বিখ্যাত বিবি র্যাডক্লিফ ইহা জ্ঞাত ছিলেন, অধিক রাত্রিতে অপক্ক বস্তু (যাহা শীঘ্র জীর্ণ হয় না) ভোজন করিয়া শয্যায় শয়ন করিতেন এবং নানা বিভীষিকাময় স্বপ্ন দর্শন করিতেন। তাঁহার রচিত "Mysteries of Udolpho "উডলফের রহস্য" পুস্তক এইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বিকৃত ভয়ানক বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। মিলানের একজন ছাত্র একদা স্বপ্ন দেখে প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডে বিশ্বসংসার জ্বলিয়া যাইতেছে এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে কড়ায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে—শয়নের সময় অগ্নি উস্কান ছিল, কিন্তু নিদ্রার পূর্ব্বে নির্ব্বাণ করা হয় নাই। স্বপ্নাবস্থায় মন ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে। স্বপ্নে আমরা আমাদিগের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারি। জাগ্রৎ অবস্থাতেই সতর্ক হইয়া ছদ্মবেশে সংসারে চলিতে হয়, কিন্তু নিদ্রাকালে সেরূপ কোন বাধা থাকে না, সুতরাং আপনার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়ে যিনি আপনার চরিত্রের প্রকৃত অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন তাঁহার স্বপ্নের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। মিথ্যাবাদী স্বপ্নে কখনই আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করে না— কৃপণও আপনাকে সদাশয়, বা ভীরু আপনাকে সাহসী বলিয়া কখনই প্রতিপন্ন করে না। স্বপ্নে সময়ের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না, বোধ হয় যেন সমস্ত একবারে সংসাধিত হইতেছে। ডি কুইন্সী

অহিফেন সেবন করিয়া নিদ্রিত হন ও স্বপ্নে এক রাত্রিতে আপনাকে শত বৎসরের বলিয়া প্রতীত করেন। লর্ড হলাণ্ড একদা একটী বক্তৃর পাঠ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়েন, এবং যাহা স্বপ্ন দেখেন তাহা লিখিতে প্রায় কুড়ী মিনিট লাগে। অথচ তিনি ঘুমাইবার পূর্ব্বে একটী বাক্য (Sentence) শুনিয়াছিলেন, তাহা এবং পর বাক্যের শেষ ভাগ তাঁহার বিলক্ষণ মনে ছিল। ইহাতে বোধ হয় তিনি কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ঘুমাইয়াছিলেন। মহম্মদের বিষয়ে বর্ণিত আছে যে তিনি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একটা জলপূর্ণ বদনা(গাড়ু)ফেলিয়া দেন, এবং ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলেন যে তখনও বদনার জল পড়িতেছে, সম্পূর্ণ খালি হয় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে দেবদুত গাব্রিয়েলের সমভিব্যাহারে সপ্ত স্বর্গ ও তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসেন। সামান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও স্বপ্নে অলৌকিক ভাব প্রাপ্ত হয়। যদি স্বপ্নের কথা সমুদায় যথাযথ মনে থাকে, তাহা সংগ্রহ করিলে অপূর্ব্ব পুস্তক রচিত হয়। কোলরিজ স্বপ্নাবস্থায় "কবলা খাঁ" রচনা করিয়া জাগ্রদবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিখ্যাত বীণাবাদক টার্টিণী একদা স্বপ্নে একটী প্রেতাত্মার সহিত মিলিত হন ও তাহাকে বীণা বাজাইতে দেখেন। সে এমনি সুন্দর বাজাইল যে তিনি শুনিয়া মোহিত হইলেন—জাগ্রত হইয়া সেইরূপ বাজাইবার অভিপ্রায়ে "Devil's sonatre" 'প্রেতের সুর" রচনা করেন, কিন্তু সেরূপ হইল না বলিয়া বীণা ভগ্ন করিয়া সঙ্গীত অনুশীলন পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন। স্বপ্নে আমরা জগতের বহির্দ্দেশে ও সর্ব্বত্র বিচরণ করি—কখনও কখনও অনায়াসে শূন্যে উড়ি বা শূন্য হইতে পতিত হই। জাগ্রদবস্থায় পতনের সময় যেরূপ ভাব, স্বপ্নেও প্রায় সেইরূপ হয়। উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময় শীতল বায়ু পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া থাকি। স্বপ্নে-ভ্রমণ, উড্ডয়ন, পতন ইত্যাদি কত অবস্থাই অনুভূত হয়। স্বপ্নে পূর্ব্বস্মৃতি সকল মনে জাগরূক হয়। হয়তো অনেক দিন হইল কোথায়ও কি দেখিয়াছিলাম, একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, স্বপ্নে আজিও তাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়। বাল্যসখার সহিত কতকাল পূর্ব্বে কি করিয়াছি, স্বপ্নে সে ঘটনাগুলি জাগিয়া উঠে। অনেক মৃত বন্ধুর সহিত আলাপ ও সম্ভাষণ করি। ইহাতে বোধ হয়, কিছুই একেবারে বিস্মৃত হওয়া যায় না। আমাদের কৃত প্রত্যেক কার্য্যের স্মৃতি আমাদের সঙ্গে চির-বিরাজমান। যেমন সার্সিতে অঙ্কিত কোন চিত্র ধূলায় আবৃত হইলে দেখা যায় না, ফুৎকার দিলে বা মুছিলে স্পষ্ট দেখিলে পাওয়া যায়, স্মৃতিমার্জ্জন বিস্মৃতবৎ ঘটনা সকল স্পষ্ট মনে পড়ে, স্বপ্ন আশ্চর্য্যরূপে এই স্মৃতিমার্জ্জন কার্য্য সাধন করে। স্বপ্নে যেরূপ অতীত কালের সেইরূপ ভবিষ্যৎকালের ফল বলা যায়। আমরা পূর্ব্বে যাহা দেখি নাই বা শুনি নাই, স্বপ্নে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ও

শুনিতে পাই। যাহা মানব মধ্যে অসম্ভব, তাহাও স্বপ্নে সহজ সম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারি। স্বপ্নে যাহা দেখা গিয়াছে, অনেক দিন পরে তাহা সফল হইয়াছে। কখনও কখনও দূরতর স্থানে যাহা হইয়াছে এবং স্বপ্নে দেখা গিয়াছে, জাগিয়া সংবাদ পাওয়া গেল ঠিক্ তাহা ঘটিয়াছে। আত্মীয়দিগের মৃত্যু বা অন্য প্রকার অমঙ্গল স্বপ্নে যেরূপ দেখা যায়, অনেক স্থলে ঘটনায় তাহা ঠিক্ প্রকাশ পায়। এরূপ সৌসাদৃশ্যের কারণ কি? দর্শন, বিজ্ঞান বা ন্যায় শাস্ত্র, অদ্যাপি অবধারণ করিতে পারেন নাই। কারণ যে কিছু আছে, তাহার সন্দেহ নাই এবং তাহা-বিশেষ অনুসন্ধানের যোগ্য। তবে একথা ঠিক্, যত স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার শতকরা ১টা যদি সফল হয়, ৯৯টা বিফল হইয়া যায়। এজন্য স্বপ্নে রাজ্য লাভ দেখিয়া বৃথা লোভে লুব্ধ হওয়া উচিত নয় এবং সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়াও বিধেয় নয়। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া স্বপ্নের ফলাফল বিষয়ে তাঁহার উপরে নির্ভর করাই উচিত। স্বপ্নে আমাদের জীবনের যে অনিত্যতা ও চরিত্রের যে হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

"কোহিনুর" হীরক।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিহাস অনুসন্ধানের মধুময় ফল, অদ্যকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় কোহিনুরের অত্যল্প মাত্র বিবরণ সংগ্রহ হইল; তৎপরে ইংরাজী সাহিত্য হইতে অবশিষ্ট ভাগ সংগৃহীত হইল।

কোহিনুর শব্দের অর্থ 'জ্যোতিঃ পর্ব্বত' বা আলোক-গিরি। হিন্দু গ্রন্থানুসারে গোলকুণ্ডার আকরে ৩০০০ তিন হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও কোহিনুরের উৎপত্তি। অঙ্গ-রাজ্যাধীশ্বর কাম, ঐ রত্নের অধিস্বামী ছিলেন।

২। মতান্তরে গোলকুণ্ডাধিপতির গৃহেই এই মহারত্ন ছিল। মিরজুম্লা নামক তাঁহার এক সেনাধ্যক্ষ কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক ইহা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া সাজাহান সম্রাটকে উপঢৌকন প্রদান করে। অনেকেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, ন্যূনাধিক ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

৩। যৎকালে উক্ত বাদশাহকে উল্লিখিত হীরক খণ্ড সমর্পিত হয়, তখন উহার তাদৃশ দীপ্তি, চাকচিক্য বা মসৃণতা ছিল না। উহা দেখিতে বিশ্রী ও বর্ত্তমান সময়ের অবয়ব অপেক্ষা দ্বিগুণতরাকার লক্ষিত হইত। সুতরাং সম্রাট উহা এক মণিকারের করে প্রদান করেন। মণিকার,

কোহিনুরের কোথায় কমনীয় কান্তি প্রকটিত করিয়া দিবে, না তাহার আদিম অবস্থা অপেক্ষা বরং কোনও বিষয়ে হীনতা করিয়া দেয়, সে হীরার অবয়বও অর্দ্ধ ভাগ মাত্র রাখিয়াছিল। সাজাহান ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া পুরস্কারের বিনিময়ে মণিকারকে কেবল তিরস্কার ও প্রহার করিয়া নিরস্ত হইলেন না, তাহার ২,২৫০ মুদ্রা অর্থদণ্ড করিলেন। সম্রাটের কোপ হইবার কারণ ছিল বটে, কিন্তু ব্যবসায়ীর প্রতি এত দূর কঠোর শাস্তি দেওয়া সুসঙ্গত নয়, কেহ কেহ মনে করেন। অন্যেরা কহেন, যদি জহুরী, বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তবে তাহার ভাগ্যে অনেক পারিতোষিকও ঘটিত। রাজানুগ্রহ প্রত্যাশা করিলে রাজনিগ্রহও ভোগ করিতে হয়।

৪। প্রায় ২০০ দ্বিশত বর্ষ বিগত হইল, ট্র্যাভার্নির্ নামক এক ফরাসিদেশীয় [illegible] প্রাপ্ত [illegible]বর্ষ পরিভ্রমণোপলক্ষে পর্য্যটক, ভারত... [illegible] সমাগত হইয়া উক্ত মাণিক্য অবলোকন করিয়াছিলেন। তদবধি কোহিনুর কত বিক্রান্ত লোকের গ্রাসে কবলিত হইয়াছিল। যাহাহউক, তৎপরে উহা কাবুলের খাঁর করে নিপতিত হয়। তাঁহার নিকট হইতে নিক্রান্ত হইয়া কোহিনুর, পুরুষসিংহ রণজিৎ সিংহের প্রাসাদ সমুজ্জ্বল করে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, পঞ্জাবকেশরী প্রথমতঃ ছলে ও কৌশলে, অবশেষে বলে উহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, পঞ্জাব-পতি খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন ভবনে আনয়ন করেন। খাঁর মনে সন্দেহ হওয়ায়, প্রকৃত কোহিনুর আপন প্রাসাদে রাখিয়া একটি নকল মণি লইয়া ও সেই কৃত্রিম মণির কোহিনুর নাম দিয়া তাহা সঙ্গে করিয়া রণজিতের রাজ্যে উপস্থিত হন। রণজিৎ, তাঁহাকে কোহিনুর প্রদান করিতে বলিলে খাঁ নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক দিলেন। তৎক্ষণাৎ সংস্কারার্থ মণিকারের বিপণিতে উহা প্রেরিত হয়। অবিলম্বে রণজিতের শ্রুতিগোচর হইল, উহা প্রকৃত কোহিনুর নয়। অতঃপর পঞ্জাব-সিংহ, রোষ-পরবশ হইয়া নিতান্ত অধীরভাবে সসৈন্যে কাবুল আক্রমণ করিলেন। খাঁর সুরম্য হর্ম্ম্য সমুদায়ের সকল স্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও কোহিনুর হস্তগত করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক ধূর্ত্ত ভৃত্য, অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক স্তূপাকার ভস্মপ্রচ্ছন্ন মণি দেখাইয়া দিল। মহাড়ম্বরে ও পরম সমারোহে উহা পঞ্জাবে আনীত হ[illegible]। তাঁহার পরলোক গমনের পর সঙ্গে [illegible] খণ্ডে, তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারীর [illegible] মুকুট সুসজ্জিত হইয়াছিল।

৫। পঞ্জাব প্রদেশের লোকেরা যখন বৃটিশ বীরগণের বশ্যতা স্বীকার করে, তদবধি অর্থাৎ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বজনমনোহর কোহিনুর, ইংরেজ-ভাগ্যে নিপতিত হইয়া যেন আর ভারতের জল বায়ু সহ্য হইল না বলিয়াই, সুদূর ইংলণ্ড যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই হইতে এ দেশের লোকে ভারতবর্ষে কোহিনুরের তিরো-

তাবে নিরাশা পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। হায়! কোহিনুর! তুমি দেশের মায়ায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলে! তুমি বিদেশ বিলাতে গেলে, তথাপি তোমার নিস্তার নাই। সাহাজান রণজিতের অধীনে তোমার অঙ্গসংস্কার হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তোমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয় নাই, কে বলিতে পারে? যাহাহউক, তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অবস্থান পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দমনে কালাতিবাহন করিবে ভাবিয়াছিলে, কিন্তু তোমার অদৃষ্টের দোষ—তোমার শরীরের স্থূলতা দূরীকরণ ও কৃশতা সম্পাদন দ্বারা তোমার কায়-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য ইংলণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডম্ নগরে কষ্টার কোম্প্যানির কর্ম্মালয়ে তোমাকে গমন করিতে হইল! বিধাতা তোমাকে বুঝি ভ্রমণার্থেই সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।

আমষ্টার্ডমে মণিকারের বিপণিতে ৩৮ আটত্রিশ দিবস ক্রমাগত হীরাটীর কারুকার্য্য হইয়াছিল। ঐ দীর্ঘ কালে প্রতিদিন ১২ দ্বাদশ ঘটিকা ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হইত। ওয়েলিংটনের ডিয়ুক ঐ সূত্রে মণিকারের কর্ম্ম শিক্ষা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে উহা রাজ্ঞীর করে সমর্পিত হয়। কোহিনুর, তদবধি অদ্যাপি ইংলণ্ডেশ্বরীর শিরোভূষণ হইয়া আছে। উহাই সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি।

জেন ওএল্‌স কার্লাইল।

আমাদিগের দেশে অল্প আয়ের লোকেও চাকর চাকরাণী রাখিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডে আমরা যাঁহাদিগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বলি, তাঁহারাও পারেন কি না সন্দেহ। এখন বিবেচ্য দার-পরিগ্রহ করিবার পরেও কার্লাইল কিরূপ অবস্থার লোক ছিলেন। কৃষকসন্তান এই সময় আপনার অবস্থা যে কিছু উন্নত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা অনুমিত হয় না। কোন কোন মাসিক পত্রিকায় লিখিয়া তিনি কিছু কিছু পাইতে ছিলেন। তাহাতে তাঁহার এক প্রকারে মোটা ভাত মোটা কাপড় চলিত। অপিচ, তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন, মিতব্যয়িতাগুণে তিনি এই অল্প আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি আদর্শ সাংসা[illegible] লোক ছিলেন। [illegible] মাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহাদিগকে তাঁহাকে দেখিতে হইত। ভাই ভগিনী গুলিকে তিনি প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, তাঁহাদিগের অভাব মোচন করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন, সহোদর ভ্রাতা জন কার্লাইল চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাহার সমস্ত ব্যয় তাঁহাকে যোগাইতে হইত। জন যদিও তার পর কাউণ্টেস্ অব্ ক্লেয়ারের চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে রোম ও নেপল্‌স নগরীতে গিয়া এই টাকা ঋণ পরিশোধের ন্যায়

প্রতিপ্রেরণ করেন, তথাপি এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, তিনি সেই অনাটনের সময় আপনার আরাম ব্যারামের দিকে দৃষ্টি-পাত না করিয়া ভ্রাতাকে আবশ্যকমত অর্থ-সাহায্য করিতেন। উল্লিখিত সমস্ত ব্যয় কুলান করিয়া একটী মাত্র দাসী রাখিতে সক্ষম ছিলেন। ইহাকে "জুতা গড়া হইতে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত" সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইত। এবিম্বিধ পরিচারিকাকে স্কটলণ্ডে "Maid of all work" সর্ব্বকর্ম্মান্বিতা পরিচারিকা বলে। কার্লা-ইলের দাসী বেসিবার্ণেটকে বাজার করা, গোয়াল ঝাঁট দেওয়া, দুগ্ধ দোহন করা, রন্ধন, বস্ত্র ও ভোজন পাত্র ধৌত করা, মার্জ্জনী দ্বারা গৃহ পরিষ্কার ও ধৌত করা, ধূলা ঝাড়া, শয্যা করা, জুতা ব্রুশ করা ও ঝাড়, এবং আমাদিগের দেশের অপেক্ষা বেশির ভাগ রজকের কার্য্য প্রভৃতি বিস্তর কর্ম্ম করিতে হইত। আর যে কিছু বাকি ছিল, তাহা বোধ হয় না। ইহার ফল এই হইত যে, তাহা দ্বারা কোন কর্ম্ম সুচারু-রূপে নিষ্পন্ন হইত না, হইবারও কথা নয়। ইহার রন্ধন অনেক সময়ে ভাল হইত না, অনেক সময়ে ভাল হইলেও গৃহস্বামী কার্লাইলের মুখে ভাল লাগিত না; সুতরাং পতিপ্রাণা জেন ওএলস অনেক সময়ে স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। উদরাময়গ্রস্ত উগ্রস্বভাব কার্লাইল ইহার অন্যান্য কার্য্যেও কতবার অসন্তুষ্ট হইতেন। জেন স্বামীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সে সকল পর্য্যন্তও করিতে ত্রুটি করেন নাই। বলিতে কি তিনি স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও যথার্থ ভালবাসায় উদ্বেলিত-হৃদয় হইয়া তাঁহার জুতা ব্রুশ, জুতা ঝাড়া, দুগ্ধ দোহন প্রভৃতি অতি নীচ কর্ম্মও আনন্দের সহিত করি-তেন, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কার্লাইল বিবি জেন ওলসকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। এই কি সেই ভালবাসার নিদর্শন? তিনি ভাবিতেন যে, স্ত্রীর এই সকল কর্ত্তব্য; যে স্ত্রী এই সকল কার্য্যে পরাঙ্মুখ, তিনি কথনই কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী নহেন, যেহেতু তিনি আপনার মাতা মার-গেরেটকে এবম্বিধ কার্য্যে দিবানিশি নিয়ো-জিত থাকিয়া স্বামিশুশ্রূষায় পরম প্রীতি লাভ করিতে দেখিয়াছিলেন, এবং আপ-নার স্ত্রীর নিকট ঐরূপ কঠোর পাতিব্রত্য প্রত্যাশা করিতেন। জেন কার্লাইল এ সমস্তও করিয়া দেখিলেন, যে তবু স্বামীর মন পান না, স্বামীর সকাশে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, তাহা প্রাপ্ত হন না। কারণ, কার্লাইলের স্বভাবতঃ কতক-গুলি দোষ ছিল, যে সকল দোষ কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। তিনি কিয়ৎ-পরিমাণে রোষ-পরতন্ত্র ছিলেন, লোকে ভাষায় 'বদমেজাজ' যাহাকে বলে, তাহা তাঁহার চরিত্রে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইত। তিনি সময়ে সময়ে নৈরাশ্য ও দাম্ভিকতার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেন। আপনার মুখে ব্যক্ত করেন যে, তিনি কথনও কথনও দুষ্টমতি 'শয়তানের আয়ত্তাধীন' হইতেন। এই সময়ে প্রকৃতিস্থ থাকা দূরে থাকুক,

মানব-প্রকৃতির অধস্তন সোপানে অবতীর্ণ হইতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জীবনে এমন মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইত, যখন তিনি কাহরও সঙ্গলাভেচ্ছা করিতেন না। আগন্তুকদিগকে "Nauseous intruders" "জঘন্য কার্য্যহন্তা" নামে অভিহিত করিতেন। তিনি শয়তানের এই সুখের রাজত্ব কালে—এমন কি স্ত্রীর সঙ্গও সহ্য করিতে পারিতেন না। যে স্ত্রী তাঁহারি প্রতিভা স্ফুরণ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন, যে স্ত্রীকে তিনি প্রথমতঃ আপনার রচনাবলী দেখাইয়া প্রীত করিতে পারিলে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিতেন এবং যে স্ত্রীর প্রতিভাও তাঁহার চিদাকাশে প্রতিভাত হইয়া তাঁহার প্রতিভার উদ্দীপন করে, যে স্ত্রীর লেখনীপ্রসূত ভাবময়ী রচনাবলীর প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না, সেই স্ত্রীর সহিত ভোজন পান দূরে থাকুক, তিনি সময় সময় তাঁহাকে ত্রিসীমায় আসিতে দিতেন না। যে ব্যক্তি আশ পাশে কো[illegible] [illegible] আ[illegible] [illegible] মর্দ্দন [illegible] করিতে পারেন, তিনি যে অন্যের প্রতি কঠিনতর ব্যবহার করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইটি তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব বা বিধির বিড়ম্বনা। এই কারণে জেন্ কার্লাইল পরিণীত জীবনে হতাশ হইয়া অনেক দুঃখে বলিয়াছেন "ভগিনীগণ! কুত্রাপি প্রতিভাশালী মহাত্মাগণকে বিবাহ করিও না। তুঙ্গতম গিরি-চূড়াসম মহানুভব ব্যক্তিগণের প্রতিভা সাধারণের উপযোগী নহে।" সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমরা এই বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি যে বিবি কার্লাইল শিক্ষায় বিচক্ষণা, গৃহকার্য্যে দ্রৌপদী এবং স্বামী ভক্তিতে সীতা ছিলেন। স্বামীর স্বভাব ও চরিত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর হওয়া বড় সহজ বলিয়া অনুমিত হয় না; তিনি তাহা করিয়াছিলেন। কার্লাইল খাদ্য সামগ্রী সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান থাকিতেন, জেন্ ওএল্‌স্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া আহারের সুব্যস্থা কবিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাঁর জন্য অতি নীচ পাচিকা ও পরিচারিকার কার্য্য করিয়া তিনি আপনাকে শ্লাঘ্য মনে করিতেন। মা, কার্লাইল-কুল-লক্ষ্মি! তুমি ভারত মহিলার তুল্য গুণাবলী ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডে প্রকাশ করিয়াছ। তুমি যে প্রকারে পতিসেবা করিয়াছিলে, সেরূপ তোমার স্বদেশ ও ইংলণ্ডের কথা দূরে থাকুক, পতি-ভক্তিতে চিরপ্রসিদ্ধ [illegible] কন্যাগণও এখন [illegible]রেন কি না সন্দেহ। তোমার দৃষ্টান্ত বঙ্গের গৃহে গৃহে পূজিত হউক।

কার্লাইল প্রায় সকল বিষয়ে হতাশ ও বিফলপ্রযত্ন হইয়া অবশেষে 'সার্টর রিসার্টস্' রচনা করিয়া ইহার যদি কোনও প্রকাশক পান, এই আশায় মহানগরী লণ্ডনে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। জেন ওএল্‌সও তাঁহার অনুগমন করিলেন। ইনি ১৮৩১ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে তথায় পৌছিলেন। পৌছিয়া পিতৃব্যপত্নী বিবী ওএল্‌সকে, লিবরপুলে, ননন্দিনী

কুমারী স্মিন্ কার্লাইলকে, স্বাট্‌স্ ব্রিগে যে দুই খানি পত্র লেখেন, তাহাতে লণ্ডন ও লণ্ডনের বিদ্বন্মণ্ডলী সম্বন্ধে বলেন যে "আমি অন্য কোথাও এবম্বিধ দয়াশীলতাগুণ-কলাপ দেখি নাই। লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমরা আরও এইপ্রকার মহাশয় ব্যক্তিগণকে দেখিবার আশা করি। সকলেই স্বামীকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। সে দিন পণ্ডিতদিগের একটী সভা আহূত হয়। তিনি তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় উঁহার হগ,লকার্ট,গ'ট, এল্‌গন, কনিংহ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

বিবি কার্লাইল রুগ্ন ও কৃশ ছিলেন। তাহাতে আবার স্নায়বীয় পীড়ায়, দুর্ব্বল ছিলেন। ইহাতে তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। এই কঠিন দুরারোগ্য পীড়ায় তিনি দেহত্যাগ করেন। কার্লাইলের হৃদয় প্রধানতঃ দুই ব্যক্তি দ্বারা অধিকৃত হয়। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মাতৃ-দেবতা, তৎপরে পত্নী। তিনি নিজে এবিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখক সুবিখ্যাত ফ্রুডও তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক একটী ত্রুটি বশতঃ এই বিশুদ্ধ পত্নী-প্রেম ও পত্নী-অনু-রাগ কথঞ্চিৎ কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি আপনি সুস্থ ও সবল দেহ থাকিলে সকলেই সুস্থ ও সবল-দেহ আছে, ভাবিতেন। তিনি আপনি অসুস্থ ও ক্ষীণকায় থাকিলে সকলেই অসুস্থ ও ক্ষীণকায় ভাবিতেন। আপনার পীড়া হইলে, তাঁহার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার অবধি থাকিত না এবং আপনি ভাল থাকিলে, স্ত্রীর উৎকট পীড়া হইলেও একবার জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

(ক্রমশঃ)

গৃহ চিকিৎসা।

কলেরা—ওলাউঠা।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ও ইউ-রোপের কোন কোন স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জেলায় বহু ব্যাপকরূপে এই রোগ প্রকাশ পায়; এক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রায় সকল সময়েই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

কারণ।

এই রোগ এক প্রকার বিশেষ বিষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অপরিষ্কার জল পান, অপরি-মিত আহার, অধিক অম্ল সংযুক্ত কাঁচা ফল খাওয়া, নূতন চাউলের অন্ন, লোণা মৎস্য, রাত্রি জাগরণ, অধিক শোক বা ভয় পাওয়া, অধিক মাদক দ্রব্য সেবন, অধিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।

প্রথমে জলবৎ মলত্যাগ হয়, বিবমিষা বা বমনেচ্ছা ও বমন, দুর্ব্বলতা, মুখাকৃতি পরিবর্ত্তন, অপ্রফুল্লতা, শিরোঘূর্ণন, আলস্য, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পরে পীড়া ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করিলে ঘন ঘন চাউল ধোয়ানি জলের ন্যায় দাস্ত, মলে দুর্গন্ধ, পুনঃ পুনঃ বমন, শরীর নিস্তেজ, হাতে পায় খিল ধরে, নাড়ী দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং পাওয়া যায়না। শরীর শীতল ও নীল বর্ণ, হাত পায়ের অঙ্গুলি কোঁকড়ান বা চোপসান, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, স্বর ভঙ্গ, গায়ের জ্বালা, রোগী বিছানায় ছটপট করে, অসাড়ে মল ত্যাগ, ওষ্ঠ নীল বর্ণ, নেত্র অর্দ্ধ মুদ্রিত, শ্বাস কষ্ট, শয্যা কণ্টক, মূত্র বন্ধ, পেট ফাঁপে, উদরে অতিশয় বেদনা, শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক, জিহ্বা শীতল, হৃৎপিণ্ডের বেগ ও শব্দ অতিশয় ক্ষ[illegible] বাটার জল পান কা[illegible] আশ পাশে কোন প্রকার গয়না [illegible] রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া অবশেষে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।

ক্যাম্ফার।—(ডাঃ রুবিনীর আবিষ্কৃত) পীড়ায় প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ পরিষ্কার চিনির সহিত ১০।১৫ মিনিট অন্তর ৪।৫ বার সেবন করাইবে, মাত্রা বয়স অনুসারে ১ হইতে ৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত। পীড়ার চরমাবস্থায় এই ঔষধেও বিশেষ উপকার দর্শে।

একোনাইট।—ডাঃ হেম্পল এই ঔষধের মাদার টিংচার অথবা ১ ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন। রোগের প্রথম অবস্থায় ভেদ ও বমন, উদরে বেদনা, মুখশ্রী মলিন ও নীল বর্ণ, এই ঔষধ পীড়ার শেষ অবস্থায়ও বিশেষ উপকার দেয়।

ভিরাট্রাম-এলবম।—ঘন ঘন চাউল ধোয়ানি জলের ন্যায় ভেদ, বমন, অতিশয় দুর্ব্বলতা, মুহুর্মুহু জল পানে ইচ্ছা, শরীর নীলবর্ণ, সাদা দুর্গন্ধ যুক্ত আমমিশ্রিত দাস্ত, নাড়ী সূক্ষ্ম, সর্ব্ব শরীর খিল ধরা, অসাড়ে ভেদ, মুখ শুষ্ক, জিহ্বা ঠাণ্ডা, চক্ষে অতিশয় যন্ত্রণা, চক্ষু বসিয়া যায়। পেটে বেদনা, দাস্তের বর্ণ কটা ও কালচে, বমনে পিত্ত ও শ্লেষ্মা থাকে, বমনের বর্ণ সবুজ অথবা হরিদ্রা বর্ণ। এই ঔষধের ৩।৬ ক্রম ব্যবহার করিবে। বমন অপেক্ষা অধিক ভেদে ইহা ব্যবহার্য্য।

কুপ্রম-মেটালিকম।—পদ দ্বয়ে, হস্তে ও উদরে খিলধরা, জল পান করিলে ঘড় ঘড় শব্দ, মুখাকৃতির বিকৃতি, উদরে অসহ্য বেদনা, নাড়ী লুপ্ত, বিবমিষা ও বমন অন্তে চক্ষু হইতে জল পড়া, শরীর শীতল ও নীল বর্ণ, শ্বাসাবরোধ। এই ঔষধ ব্যবহারে আক্ষেপ যুক্ত বিসূচিকায় বিশেষ উপকার দর্শে। ৩।৬ ক্রম ব্যবস্থা।—

আর্সেনিক-আলবম।—অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা, মূত্রাবরোধ, অসাড়ে ভেদ, হস্ত পদাদির অঙ্গুলি সঙ্কোচ,

অপরিহার্য্য তৃষ্ণা, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক, পুনঃ পুনঃ বমন, গাত্র শীতল, অতিশয় ঘর্ম্ম, পাকাশয়ে প্রবল বেদনা ও জ্বালা, দুর্গন্ধযুক্ত তরল কৃষ্ণবর্ণের বা সাদা বর্ণের ভেদ, রোগী ছটফট করে, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, আক্ষেপ ৬।৩০ ক্রম ব্যবস্থা। ভেদ অপেক্ষা অধিক বমনে ইহা ব্যবহার্য্য। আদ্যন্ত কেবল এই ঔষধ সেবনে ও ওলাউঠা রোগীর আরোগ্য হইয়াছে।

ইপিকাকুয়েনা।—এই পীড়ায় ভেদ অপেক্ষা বমন অধিক হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। পুনঃ পুনঃ বমন, উদরে খামচান ও মুচড়ে ধরার ন্যায় বেদনা, শিরোঘূর্ণন। গ্রীষ্মকালে শিশুদিগের পীড়ায় সাদা ও সবুজ বর্ণের ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা মিশ্রিত ভেদ হইলে এই ঔষধের দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ৩।১২ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ন—ভামিকা।—রাত্রি জাগরণ, ...ক. মানসিক পরিশ্রম মাদকদ্রব্য সেবন, অপ... ইত্যাদি কারণে পীড়া হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। মাথার পশ্চাতে বেদনা, টক গন্ধযুক্ত বমন, ৬।৩০ ক্রম।

পলসেটিলা।—তৈলাক্ত ও ঘৃতাক্ত দ্রব্যাদি আহার করিয়া এই পীড়া জন্মিলে এই ঔষধ দিবে। হরিদ্রা বর্ণ ও আম যুক্ত ভেদ, জিহ্বা লেপযুক্ত, দাস্তের রং সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন। ৩।৬ ক্রম।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস।—রোগী অবসন্ন মৃতবৎ, পতনাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে, মলে দুর্গন্ধ, স্বর ভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, রোগী বিছানায় ছটফট করে, শরীর শীতল, নীল বর্ণ, নাড়ী পাওয়া যায় না, পেট ফাঁপে, কপালে ও গলায় অল্প অল্প ঘাম হয়। ৬।৩০ ক্রম।

হাইড্রোসিয়েনিক এসিড।—শীতল চট চোটে ঘর্ম্ম, স্থির দৃষ্টি, অসাড়ে মল ত্যাগ, আক্ষেপ, নাড়ী লুপ্ত, কনীনিকা প্রসারিত, মুখ মণ্ডল মলিন, ৬।৩০ ক্রম দিবে। ইহা বিষ, শেষ অবস্থায় ও সাবধানে ইহা ব্যবহার্য্য।

রিসেনস।—অতিসারিক বিসূচিকা, চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ, বেদনা শূন্য বিসূচিকায় বিশেষ উপকারী, মুখ মলিন, নাড়ী পাওয়া যায় না, স্বরভঙ্গ, শরীর শীতল, চক্ষু বসিয়া যায়, ৬।১২ ক্রম।

গ্রীষ্ম কালীন বিসূচিকা।—আস *, চায়না, ক্যাম, কলো, ডালকা, ইপি, ...

বমন বেশী থাকিলে।—ইপি, আইরিস, আর্স, নক্স, ইপি, ইউপে।

হিক্কা থাকিলে।—বেল, কার্ব্বো, ...য়োসিয়মাস, ইগ্নেসিয়া, সলফার, নক্স।

...বিকার হইলে।—রসটক্স, ব্রাই, ...য়স, ওপিয়ম, ষ্ট্রামোনিয়া। আস, বেল, ...

রেগের প্রথম হইতে নাড়ী বিলুপ্ত হইলে।—আর্স, ভেরাট, ক্যাম্ফো, কার্ব্বো, হাইড্রো।

* ঔষধের সংক্ষিপ্ত নাম—আর্স—আর্সিনিক, ক্যাম॥ ক্যামমিলা, কল—কলসিন্থ; ইপি—ইপিকাক, ব্রাই—ব্রাইওনিয়া ইত্যাদি।

শরীর নীল বর্ণ হইলে।—কার্ব্বোভেজ্, ক্যাম্ফো, ভেরাট, আর্স, ওপিয়ম।

ভেদ অধিক হইলে।—ভেরাট, আর্স, সিকেল, কুপ্রম, এসিড—ফস, ডলকামেরা, পডো, সলফার।

উদরে বেদনা থাকিলে।—কলোসিন্থ, আর্স, কুপ্রম, নক্স।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—যখন চারিদিকে এই রোগ হইতেছে, তখন ভিরাট্রাম—আলবম ও কুপ্রম—মেটালিকম এক মাত্রা করিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে; এবং গন্ধকচূর্ণ পায়ের তলাতে বা জুতার মধ্যে রাখিবে। কর্পূরের আঘ্রাণ লইবে, একখণ্ড তাম্র কটিদেশে ধারণ করিবে।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাটীতে কর্পূরের ও গন্ধকের ধূম দিবে। অম্ল দ্রব্য ভোজন, উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও দুষ্পাচ্য ভোজন করিবে না, বাটীর মধ্যে বা আশ পাশে কোন প্রকার ময়লা রাখিবে না, শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বমন গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলিবে। ওলাউঠা রোগীর সেবা করিতে হইলে খালি পেটে থাকিবে না। সর্ব্বদা আনন্দচিত্তে থাকিবে। কুচিন্তা করিবে না।

রোগীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল মনে রাখিবে, সাহস দিবে, রোগীর বাসগৃহ পরিষ্কার রাখিবে, যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চালন হয় তাহার চেষ্টা করিবে। রোগীর গৃহে গোলমাল করিবে না। রোগীর পিপাসা পাইলে শীতল জল ও বরফ দিবে। রোগী ক্রমশঃ স্বচ্ছন্দ বোধ করিলে সাগু, বার্লি, ও এরারুট দিবে। রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইলে ফ্লানেল দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে গরম সেক দিবে।

রোগীকে ২।১ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন করাইবে, আবশ্যক হইলে ৩০। ১৫। ১০ মিনিট অন্তর ঔষধ দিবে। পূর্ণবয়স্কের মাত্রা এক ফোঁটা, শিশুর পক্ষে বয়স বিবেচনায় এক ফোঁটা ২।৩ বা ৪ বার দিবে। ধাতু পাত্রে ঔষধ রাখিবে না [illegible] পাথরের অথবা বেলোয়ারের পাত্রে ঔষধ রাখিবে। যে জল ব্যবহার করিবে তাহা পরিষ্কার, কর্পূরহীন ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধবিহীন হইবে।

দেশাচার।

১। ব্যাবিলনীয় বিবাহ প্রথা,—ব্যাবিলনীয়দিগের মধ্যে বিবাহের জন্য কন্যা "নিলাম" হইত। সৌন্দর্য্য ও গুণানুসারে প্রত্যেক কন্যার মূল্য স্থিরীকৃত হইত, এবং যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে পারিত, সেই তাহার বাঞ্ছিত কন্যাকে লাভ করিত। এইরূপে সুন্দরী কন্যা বিক্রয় দ্বারা যে ধন লাভ হইত, ঐ ধন পুনরায় সৌন্দর্য্যহীনাদিগকে যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হইত। কুরূপাদিগের

বিবাহ দিবার সময় ঐ ধন দান দ্বারা রূপের ক্ষতি পূরণ হইত এবং অর্থ-লোভী পুরুষগণ উহাদের পাণিগ্রহণ করিত।

২। পুরাতন রোমীয় উদ্বাহ প্রথা—বিবাহের সময় পাত্রীর ইচ্ছানুসারে বিবাহ হইত। পিতামাতা কি অন্য অন্য অভিভাবক ইচ্ছা করিলেই কোন রমণীকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিতেন না। সেই সময়ে রোমীয়মহিলাগণ বড়ই স্বাধীনতাপ্রিয়া ছিলেন। স্বামীদের উপর তাঁহাদের অনেকটা আধিপত্য খাটিত এবং স্বামী স্ত্রীর স্বাধীনতায় অণুমাত্র হস্তক্ষেপ করিলেই স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেন। খৃষ্টের জন্মিবার ২৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে রোমে উদ্বাহ শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎকালীন রোমানেরা বিবাহকে পবিত্র ও গুরুতর ব্যাপার মনে [illegible]বিতেন না। অনেক সময়ে সন্তান না জন্মিলেও [illegible] পরিত্যক্তা হইতেন।

৩। নারী সৌন্দর্য্য—জাপানীয় বালিকাগণ সোণার জলদ্বারা দন্ত রঞ্জিত করে এবং আমেরিকার আদিমবাসীদিগের বালিকাগণ দন্তে লাল রং করে। শুভ্র দন্তকে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ না করিলে গুজরাটী রমণীদের সৌন্দর্য্য হয় না। গ্রীণলণ্ডে নারীগণ মুখে নীল ও হরিদ্রা বর্ণের রং করে; রুসীয়ায় মস্কোবাসিনী বালিকাগণ মুখে এক প্রকার প্রলেপ দেয়। চিন স্ত্রীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহপাদুকা ব্যবহার দ্বারা চরণ-যুগলকে আশ্চর্য্যরূপে ক্ষুদ্র করেন। পূর্ব্বকালে পারস্য দেশে নাসিকার সৌন্দর্য্য দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী যুবরাজদের মধ্যে সিংহাসনারোহণের অধিকার স্থিরীকৃত হইত। কোন কোনও দেশে জননীগণ সন্তানের নাসিকা "খান্দা" করিয়া দেন; কোনও দেশে আবার দুইটী কাঠের পাটার মধ্যে সন্তানের মস্তক রাখিয়া উহাকে চাপ দিয়া সুন্দর চতুষ্কোণ করা হয়। আধুনিক পারস্য-জাতি লাল চুল বড়ই ঘৃণা করে, এবং তুরুস্কেরা আবার উহারই ভক্ত। ইংরাজেরা হরিদ্রা ও ভারতবর্ষীয়েরা কৃষ্ণ বর্ণের কেশ পছন্দ করেন।

চীনদেশে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুই সুন্দর বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং ভ্রূর চুল দীর্ঘ করিবার জন্য সর্ব্বদাই চীন বালিকারা উহা টানিরা তুলিয়া ফেলে। তুর্কীনারীগণ ভ্রূতে ঘোর কাল রং লাগাইয়া থাকেন; উহা দিবাভাগে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু রজনীতে বড়ই চকচকে বোধ হয়। ইং[illegible] গোলাপী রং [illegible] আফ্রিক-বাসিনী সুন্দরীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তৃত ওষ্ঠ, খান্দা নাক ও সুন্দর কৃষ্ণবর্ণের বড়ই আদর করেন। বিবাহকালে ইঁহারা গাত্রে মনের সাধে জুতার কালি ঘর্ষণ করেন। ইংরাজ মহিলাগণ নাসিকায় কোন অলঙ্কার ব্যবহার করেন না। পেরু-দেশস্থ মহিলাগণ স্বামীর পদমর্য্যাদানুসারে এক প্রকার ভাবী "নথ" ব্যবহার করিয়া থাকেন; এদেশীয় মহিলাদের মধ্যেত অছিদ্র কর্ণ বা নাসিকা খুঁজিয়া পাওয়াই দুর্লভ।

ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়া নারীগণ নাসিকা ও কর্ণে বিভিন্ন প্রকার বহু আকারের, প্রস্তর, কাঁচ ইত্যাদি লাগাইয়া রাখেন। ভুটীয়া স্ত্রীগণ বৃদ্ধ অঙ্গুলীতে বৃহৎ হস্তিদন্তের অঙ্গুরীয় ব্যবহার করে; নাসিকা ও কর্ণেও হস্তিদন্তের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙ্গে যাইলেই দেখা যায় সন্ধ্যাকালে ভুট্ স্ত্রীগণ "ঝাঁটা" দ্বারা কেশ বিন্যাস করেন, ইহাই তাঁহাদের "চিরুণী"।

চীন নারীগণ অবস্থানুযায়ী তাম্র বা সুবর্ণ নির্ম্মিত পক্ষী মস্তকে পরিধান করেন; তাহার দুই পক্ষ মস্তকের দুই পার্শ্ব আচ্ছাদন করিয়া থাকে। উহার সুদীর্ঘ চঞ্চু নাসিকার উপরিভাগে আচ্ছাদন করিয়া থাকে।

মায়াণ্টিজাতীয়াগণ— মস্তকোপরি অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ ও ৫।৬ অঙ্গুলী বিস্তৃত কাষ্ঠের পাট্টা ব্যবহার করেন। অনেক জাতির মধ্যেই "উল্কি" লওয়ার প্রথা দেখা যায়। আফ্রিকার এক অসভ্য জাতীয়া রমণীগণ নিম্ন ওষ্ঠে "নথ" ব্যবহার করেন ও উহা উল্টাইয়া দন্তের মাড়ি প্রদর্শনে মুখ সৌন্দর্য্য প্রকাশ মনে করেন।

লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ।

আমাদের দেশে প্রবাদ "লক্ষ্মী সরস্বতীতে চির-বিবাদ।" লক্ষ্মীর পুত্র হইলে প্রায়ই সরস্বতীর এবং সরস্বতীর পুত্র হইলে লক্ষ্মীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সকল দেশের পক্ষেই একথা সত্য। একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতীর পূর্ণ রূপা প্রায় অবতীর্ণ হয় না। যাঁহারা কেবল লক্ষ্মীর প্রিয় পাত্র হইয়া সরস্বতীর ত্যাজ্য পুত্র হইয়াছেন, তাঁহাদের গৌরব কোথায়? কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্মীর বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াও সরস্বতীর বরলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি ও গৌরব চিরস্থায়ী। এইরূপ মহাত্মাদিগের পরিচয় দান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আধুনিক কালের গ্রন্থকারগণের দারিদ্র্যের বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক। অস্মদ্দেশীয় গ্রন্থকারদিগের বিষয়েও অনেকেই অবগত আছেন। অতএব প্রাচীন কালের বিদেশীয় প্রধান প্রধান প্রতিভাশালী ও দুঃখপীড়িত গ্রন্থকারগণের দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। অদ্বিতীয় গ্রীক কবি হোমার সঙ্গীত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও সামান্য ভিক্ষার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন। ইনি নিজ রচিত "ওডেসী" ও "ইলিয়াড্" গান করিয়া প্রচার করিতেন। তৎকালে পুস্তক লেখা হইত না। আরও দুঃখের বিষয় যে এই মহাত্মা জন্মান্ধ ছিলেন।

২। সক্রেটিস পশ্চিম দেশের দার্শনিকাগ্রগণ্য! ইহাঁর তুল্য নীতিবেত্তা

ও সত্যপ্রিয় সাধু জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইনি অতি সামান্য অবস্থায় ছিলেন; ও তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহাকে "হেমলক্" বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল।

৩। মহাবীর আলেকজেণ্ডারের শিক্ষক আরিষ্টটল্ দেশীয়গণের উৎপীড়নে বিষপান করিয়াছিলেন। ইনি রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক গভীর চিন্তা পূর্ণ গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছিলেন।

৪। যিনি বিজ্ঞানের গূঢ় সত্য আবিষ্কার করত সমসাময়িক সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অজ্ঞান ও অসত্যের প্রতিবাদ পূর্ব্বক সূর্য্যকে এই সৌরজগতের মধ্যস্থিত জ্যোতিষ্ক বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, যিনি বৃদ্ধবয়সে ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াও সত্য প্রচারেরই জন্য [illegible] আত্মীয়স্বজনকে [illegible] ছাড়িয়া [illegible] কারাগারে যাইতেও ভীত হন নাই, সেই [illegible] ক্ষীণশক্তি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক জগতের বীর গেলিলিওর বিষয় কে না শুনিয়াছেন? একজন ধর্ম্ম যাজক এই মহাত্মার স্ত্রীর নিকট হইতে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহ হস্তগত করিয়াছিল ও যাহাতে তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল লিখিত ছিল উহা দগ্ধ করিয়া দেয়।

৫। ইতালীয় মহাকবি পেট্রার্ককে সর্ব্বদাই সভয়ে থাকিতে হইত, কারণ তৎকালে তাঁহার স্বদেশীয়গণের বিশ্বাস ছিল যে কবি হইতে হইলে পিশাচী সাধন ও ভোজবিদ্যা জানা আবশ্যক। কেবল যে ইহাই তাহার জীবনকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা নহে। তিনি ঈপ্সিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পান নাই বলিয়াও চিরজীবন দুঃখেই কাটাইয়াছিলেন।

৬। দার্শনিক ডেকার্ট্রে প্রথমে হলণ্ড দেশে তাঁহার মত প্রচার করেন। সেই জন্য তিনি নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ভিসিয়াস নামক জনৈক ধনবান ব্যক্তি নাস্তিক বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার মানস করিয়াছিলেন।

৭। স্পেন দেশের গ্রন্থকার, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন "সার্ভেণ্টিস্" এত দুঃখে কাল কাটাইতেন যে অবশেষে তিনি অনাহারে জীবন হারাইয়াছিলেন। ইহাঁরই লিখিত "ডন্কুইক্সো" পাঠ করিয়া অদ্য আমরা কতই আনন্দ লাভ করিতেছি।

৮। পর্টুগেল্ দেশের কবিশ্রেষ্ঠ "কেমোএনস" জীবিকোপায়-শূন্য হইয়া লিস্বন নগরে এক দরিদ্রনিবাসে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর গ্রন্থের নাম "লুসিয়েড"।

৯। ইলণ্ড দেশীয় মহাকবি স্পেন্সর নব্বুই বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি মহা দারিদ্র্যে কালযাপন করিয়াছিলেন।

১০। ইতালীয় মহাকবি টেসো এক সপ্তাহ কাল কিরূপে জীবন কাটাইবেন ভাবিয়া অস্থির হইতেন ও ২।১ টাকার

জন্য বন্ধুগণের নিকট ঋণ করিতেন তাঁহার রক্ষিত বিড়ালটীর চক্ষের জ্যোতি দ্বারা দীপের অভাব মোচন করিতেন।

১১। এরিয়ষ্টো একজন প্রধান ইতালীয় কবি। আলফনসোর সাহায্যে একটী সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিলে পর কেহ কেহ বলিয়াছিল "যে ব্যক্তি গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর প্রসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার গৃহ এমন সামান্য কেন?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "পদবিন্যাস ও হর্ম্ম্যার্থে প্রস্তর বিন্যাসত এক নহে।"

১২। প্লাটাস, খ্রীষ্টের জন্মিবার দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে রোমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, ও নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করণার্থে একজনের দাস হইয়া ময়দার "জাঁতা" ঘুরাইতেন।

১৩। ইতালীয় কবি টিরেনস ও দার্শনিক শিরোভূষণ এপিক্‌টিটাস ক্রীতদাস ছিলেন।

১৪। কার্ডিনেল বেণ্টিভোলী ইটালী ও ইটালীয় সাহিত্যের ভূষণ স্বরূপ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অতুল বৈভব হারাইয়া ঘোরতর দীনাবস্থায় বহু ক্লেশ পাইয়া মরেন।

১৫। দারিদ্র্যে ও অনাদরে স্পেন্সারও কলিন্‌স ইংরাজ কবিদ্বয়ের মৃত্যু হয়।

১৬। মহাকবি মিল্‌টন্ "পেরেডাইস লষ্ট" নামক তাঁহার প্রধান গ্রন্থ ১৫০টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, ও শেষ দশায় অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেন।

১৭। বিখ্যাত ফরাশি কবি ডু রায়ার বহু ক্লেশে দিনপাত করিতেন।

১৮। ড্রাইডেন্, অটওয়ে, লী, গোল্ডস্মিথ, সেভেজ, চেটার্টন্ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবিগণ দারিদ্র্য ও কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও অনেকে অকালে গতাসু হন।

১৯। বাট্‌লার ও ষ্টীল নামক বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকারগণ দারিদ্র্যে অন্নাভাবে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

২০। সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি উপন্যাসলেখক লা সেজ্ অতি কষ্টে উদর পূর্ণ করিতেন ও সামান্য কুটীরে বাস করিতেন। ইঁহার পিতৃভক্ত পুত্র যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা বৃদ্ধ বয়সে পিতার কষ্ট মোচন করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হন।

প্রিন্স আলবার্ট বিক্‌টর।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স আলবার্ট চার্লস বিক্‌টর। ইঁহার পিতা যুবরাজ অতি সুন্দর পুরুষ; ইঁহার জননী প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা ভুবনবিখ্যাত সুন্দরী। তাঁহাদের প্রথম সন্তান যে প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রিন্স বিক্‌টর ১৮৬৪ সালের ৮ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং তিনি ঠিক্ ২৫ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার

কনিষ্ঠ এক ভ্রাতা ও তিন ভগিনী। যুবরাজের পর ইনিই সমুদায় ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর।

প্রিন্স বিক্‌টরের প্রথম শিক্ষা গৃহেই হয়, পরে তিনি ইংলণ্ডের কেম্‌ব্রিজ ও জর্ম্মাণির "হালদবর্ট" বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮৩ সালে মহারাণীর নিকট "গার্টার" নামক কৌলীন্যসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৮ সালে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল এল ডি উপাধি লাভ করেন।

বাল্যকাল হইতেই দেশ ভ্রমণে কুমারের প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হয়। ১৮৭৯ সালে যখন ইহাঁর বয়স ১৫ বৎসর মাত্র, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা জর্জকে সঙ্গে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন এবং সমুদ্রপথে ২।৩ বৎসর ভ্রমণ করেন। তৎপূর্ব্বে ভ্রাতার সঙ্গে রণপোতের কার্য্য শিক্ষা করেন। সৈনিক কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্যও অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করেন এবং ইয়র্ক সায়ারের হসার্স সৈনিকদলের লেপ্‌টনেণ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজ-পরিবার হইতে সর্ব্বপ্রথম মধ্যম রাজকুমার এডিনবরার ডিউক ভারতে পদার্পণ করেন, তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ স্বয়ং যুবরাজ ও কনিষ্ঠ কনটের ডিউক এ দেশ দর্শন করেন। এ ক্ষণ মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পৌত্রের শুভাগমন হইয়াছে। শতাধিক বর্ষ ভারত ইংরাজের অধীন হইয়াও রাজদর্শনে এককালে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু গত ২০ বর্ষের মধ্যে চারিবার রাজবংশধরগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহা দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। রাজমুখশ্রী দর্শন এখন আর বিরল নহে। মহারাণীর তৃতীয় পুত্র কনটের ডিউক সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া সস্ত্রীক এদেশে বাস করিতেছেন। মহারাণী স্বচক্ষে একবার ভারত দর্শন করিবেন, এরূপ জনরবও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। এখন ইহা আর অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

রাজভক্ত ভারতবাসিগণ সর্ব্বদাই মহারাণীর জয় কামনা করিতেছেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার পরিজনগণের অভ্যর্থনা ও পরিচারণায় পরম পরিতুষ্ট। যুবরাজপুত্র রাজ্যে রাজ্যে নগরে নগরে মহা সমারোহে গৃহীত হইতেছেন এবং যতদিন এখানে থাকিবেন রাজভক্তির অসংখ্য নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন। আমরা মঙ্গলময় বিধাতার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তিনি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে থাকিয়া ভারতের সম্পূর্ণ চিত্র হৃদয়পটে মুদ্রিত করিয়া লউন এবং আশ্রিত দরিদ্র ভারতবাসীদিগের কল্যাণ চিন্তায় কায়মনোবাক্যে রত হইয়া রাজধর্ম্ম শিক্ষার পরিচয় প্রদান করুন্।

নূতন সংবাদ।

১। বোম্বাই কন্‌গ্রেসে যে সকল ভারত-মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম :—পণ্ডিতা রমা বাই, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি এ, শ্রীমতী * * দাস, শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী কুমারী দেবী, কর্ল্টন, শ্রীমতী ত্রিম্বক কনারেল, ও নিকাম্বে। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে তত্রত্য সামাজিক সমিতি ও ব্রাহ্মসম্মিলন সভাতেও যোগদান করিয়াছিলেন। ক্রমে অধিক সংখ্যক রমণী দেশহিত ব্রতে প্রকাশ্যভাবে যোগ দিতেছেন ইহা এ দেশের বর্ত্তমান উন্নতি ও ভাবী কল্যাণের নিদর্শন।

২। কনগ্রেস মহাসভায় পার্লেমেণ্টের অন্যতম সভ্য সুপ্রসিদ্ধ ব্রাড্‌ল সাহেব উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন এবং ভারতের সভ্য হইয়া পার্লেমেণ্টে ইহার সপক্ষে বিশেষরূপে আন্দোলন করিবেন আশ্বাস দান করিয়াছেন, ইহা এ বৎসরের পরম লাভ। কন্‌গ্রেসে দুই হাজারের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হন এবং ইংলণ্ডে ভারত সম্বন্ধীয় আন্দোলনের জন্য ৬০ হাজারের অধিক টাকা চাঁদা উঠে, ইহাও সামান্য আনন্দের বিষয় নয়। ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার এ বৎসরের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। তাহা স্থিরীকৃত এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের নির্দ্ধারণ সকল পুনর্নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

৩। যুবরাজকুমার আলবার্ট বিক্টর ৩রা জানুয়ারি অপরাহ্ণে মহা সমারোহে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন।

বামা রচনা।

কুমার আগমনে বঙ্গমহিলার কথোপকথন।

প্রথমা—

একি কেন আজ ভারতবাসীরা
আনন্দ হৃদয়ে বলিছে জয়,
বল কেন আজ হাসিছে নগরী
সকলি নেহারি আনন্দময় ?
রাজ রাজধানী কলিকাতা মাঠে
লাল বর্ম সব বিরাজ করে,
আলোক মালায় হয়েছে সজ্জিত
জ্বলে দীপাবলী কত থরে থরে !
নূতন করিয়া সাজায়েছে পুন
বিপণি গবাক্ষ বণিক গণে,
পুষ্প-দাম শোভে নগরীর ভালে
দেখিলে হরিষ উপজে মনে।
বল সখি বল ইহার কারণ,
কে আসিবে এই নগর পরে,
কার তরে এত সুসজ্জিত বেশ
বল রূপবতী নগরী ধরে ?

দ্বিতীয়—

জান না কি ভাই কারণ ইহার ?
রাণীর নন্দন—নন্দন এবে,
আসিছে নগরে জয় ডঙ্কা তুলে,
ভেটিতে কুমারে যাইছে সবে।
ছাড়িয়া ইংলণ্ড কুমার এবার
এসেছেন এই ভারত পরে,
তাই লো সজনি এতই আনন্দ
সুমঙ্গল ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে
দেখ দেখ কত সিপাহীর দল
ধাইছে করেতে বন্দুক লয়ে,
আসিবে কুমার নগর ভিতরে
কতই মনের উল্লাস ভরে।
ভারতবাসীরা পরম যতনে
পূজিবে কুমারে দেবের মত,
সাথে রবে কত রাজা মহারাজা,
সম্মুখে পশ্চাতে ধাইবে শত।

পূজা।

১

পূজিতে পবিত্র প্রাণে, বাসনা মানস মাঝে,
কি আছে গো এহৃদয়ে কি দিলে ওপদ সাজে?
এ প্রেম পূজার নয়,
কেবল কলঙ্ক-ময়,
এ নহে গো ভালবাসা,স্বার্থের বিকাশ এ যে
তোমার হবেনা প্রাণ,লাগিবেনা কোনকাজে।
কোথা আত্ম বিসর্জ্জন,
কোথায় জীবন মন,
বিভোর উন্মত্ত প্রাণ, সেবিতে হৃদয়রাজে,
ছিছিরে কোথায় আমি মরি যে কহিতে লাজে।

২

দাসী বুঝি দাসী হতে পারিল না প্রাণনাথ ?
পারিল না বিকাইতে ওপদে জনমমত ?
এ নহেত ভালবাসা,
সুধু নিজ সুখ আশা,
হৃদয় জীবন দূরে, মুখে সদা অনুগত,
এ প্রাণ পূজার নয়, স্বার্থে ভরা কলঙ্কিত,
তোমার অধীনে রব,
তোমারে পরাণ দিব,
জানিনা ক তোমা বিনা তুমিই হৃদয়-নাথ,
রাখিব ওপদ, রবে জীবনে মনের মত।

৩

তোমার ওরূপ রাশি নয়নে লাগিয়ে থাকে,
অমৃত মধুর ভাবে পরাণ ভরিয়া রাখে।
পবিত্র প্রেমের নেত্রে,
পারিব কি নিরখিতে,
কি আছে তোমাতে দেব,কি মাধুরী চাঁদমুখে,
অজানা রহিল বুঝি, বেশ নাথ এ দাসীকে,
হয় ত গো এ জনমে,
সুধু নিরমল প্রেমে
ভাসিব না, দেখিব না-পিপাসা রহিল বুকে,
হয়ত স্বতন্ত্র রব তোমা ছাড়া সুখে দুখে।

৪

আশীষ দাসীরে দেব, যেন এ পরাণ মন,
পারি গো তোমার পদে করিবারে সমর্পণ,
হৃদয় আনন্দ ভূমি,
প্রাণের দেবতা তুমি,
তুমিই "গৌরব" আশা সুখ সাধ প্রিয় জন,
প্রাণ সিংহাসন মাঝ,
বসায়ে হৃদয়রাজ,
মলিন অযোগ্য তবু পূজি সাধ শ্রীচরণ,
পূরিবে কি এ বাসনা জুড়াইবে প্রাণ মন?

৫

দাসী কি "তোমার" হতে পারিবে না প্রাণেশ্বর!
পারিবেনা সমর্পিতে যা আছে হৃদয় পর ?
কি মন্ত্র কি যাদু গুণে,
মোহিয়াছ এ অধীনে,
যে ভাবে পরাণ ভোর করিয়াছ যাদুকর,
পারিবেনা—জানেনা যে মোহিতে অমর নর
আত্ম সুখ পরিহরি,
আত্ম সমর্পণ করি,
লুটাব আদরে কবে চরণে হৃদয়েশ্বর,
সেবিব মনের সাধে, জীবন শীতল কর।

৬

কবে গো পূজিব তোমা মানস গোলাপফুলে,
ওপদ সেবিব কবে আমাকে আমার ভুলে?
বিষাদ বিষমানল,
কবে হবে সুশীতল,
চরণ রাখিব কবে আদরে হৃদয়ে তুলে,
পূজিব পঙ্কজ পদ কবে গো প্রেমের ফুলে,
হৃদয় জীবন ঢালি,
"স্বতন্ত্র" এ যাই ভুলি,
ওশোভা হেরিব কবে আলোকেতে আঁখি খুলে,
সুখের দাসত্বে সাধে বিকাইয়া বিনা মূলে।

৭

তোমারে সঁপিয়া প্রাণ তোমার হইব কবে ?
আত্ম সুখ এ বাসনা কবে গো ঘুচিয়া যাবে?
আর কি তোমার হাতে,
পারিব আমাকে দিতে,
বিভোর থাকিবে প্রাণ, সদত প্রেমের ভাবে,
কবে ও চরণামৃতে হৃদি নিমগন রবে,
তোমা ছাড়া ভাবিব না,
তোমা ছাড়া জানিব না,
তুমিই আমার প্রভু, সকল সঁপিব কবে ?
রাখিও শরণাগতে,এ দাসী তোমারি হবে।

শ্রী——দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০১ সংখ্যা। | মাঘ ১২৯৬—ফেব্রুয়ারি ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী-প্রচারক—খৃষ্টীয় রমণীগণের ধর্ম্মানুরাগ ধন্য! কুমারী এলেন পাস নাম্নী এক ইংরাজ বালিকা গর্টেন কলেজের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। তিনি মুক্তি-ফৌজের প্রচারিকা হইয়া আসিয়া বোম্বাই সহরে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা—বঙ্গদেশের গত প্রাইমারী পরীক্ষায় ২০টী ছাত্রবৃত্তির মধ্যে ৮টী বালিকারা পাইয়াছে। ক্রমেই বালিকারা বালকদিগকে হারাইয়া দিতেছে।

রচনা পারিতোষিক—বাবু ব্রজ-মোহন দত্ত প্রদত্ত গত বর্ষের পারিতোষিক ৪০৲ টাকা, কুমারী শ্রাবণ প্রভা বসু প্রাপ্ত হইয়াছেন, রচনার বিষয় "সীতা ও দম-য়ন্তী।" ইহা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। আগামী বর্ষের রচনা "বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।" বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে যে কোন স্ত্রীলোক এই রচনা লিখিয়া আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে "সেণ্ট্রাল টেকসট্ বুক কামটী"তে পাঠা-ইতে পারেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর নিজস্ব সম্পত্তি—ইনি পৃথিবীর সকল রাণী অপেক্ষা ধন-শালিনী। আপনার আয়ের উদ্বৃত্ত হইতে ৪ কোটী টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন।

রাজদুর্ঘটনা—জর্ম্মণ সম্রাটের পিতামহী ও ইংলণ্ডপতীর বৈবাহিকপত্নী বৃদ্ধা মহারাণী অগষ্টা পরলোক গমন করিয়াছেন। জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

সম্রাট্ উইলিয়ম যেমন জর্ম্মণির "পিতা," ইনি সেইরূপ "মাতা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইনি অনেক সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। ব্রেজিল সম্রাট্ পেড্রো সাম্রাজ্য হারাইয়া রাজমহিষীকেও হারাইয়াছেন। সম্রাজ্ঞী মৃত্যুর আলিঙ্গনে সকল জ্বালা জুড়াইয়াছেন।

প্রিন্স আলবার্ট বিক্‌টর—৩রা হইতে ১৩ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া পশ্চিম অঞ্চল ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ গড়ের মাঠে আলোকোৎসবে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ভোজ, কৃত্রিমযুদ্ধ প্রদর্শন,মৃগয়াযাত্রা প্রভৃতি দ্বারাও তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করা হইয়াছে। তাঁহার পিতৃব্য ডিউক অব কনট সস্ত্রীক এ সময়ে উপস্থিত হইয়াও রাজধানীকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যুবরাজপুত্র কলিকাতা ভ্রমণ করিয়া কয়েকটী বিদ্যালয় দেখিয়াছেন, বেথুন বালিকাবিদ্যালয় তাহার অন্যতম। তিনি সব দেখিয়া শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতা দর্শনের স্থায়ী চিহ্ন স্থাপনার্থ যে ফণ্ড হইয়াছে, তাহাতে ইতিমধ্যে ৪২,০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তিনি কুষ্ঠাশ্রমের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত করিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি এ ফণ্ডের আরও উন্নতি হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

মাঘোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের ক্রম ৬০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এ বৎসরের মাঘোৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই অধিক সমারোহ। ব্রাহ্মিকাগণও উৎসাহের সহিত কতকগুলি সদনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

সমাজ সংস্কার—রাজপুতানার রাজগণ স্বজাতিমধ্যে অনেক প্রকার সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত করিয়াছেন। বিজয়নগরের মহারাজও আপনার রাজ্যমধ্যে বৃদ্ধ পুরুষদিগকে বালিকা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে দিবেন না, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

শ্রীহট্ট সম্মিলনী—গত ১৫ই জানুয়ারি মহাসমারোহে এই সম্মিলনীর ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে, আসামের চিফ কমিসনর কুইণ্টন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। গত বর্ষে এই সম্মিলনী ৬০৩ জন রমণীর পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাদের উৎসাহদানার্থ যথেষ্ট পুরস্কার ও ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সভার শ্রীবৃদ্ধিতে আমরা আনন্দিত, ঈশ্বর ইহার আরও উন্নতিবিধান করুন্।

ভক্তি ও মুক্তি।

"সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

অনেক লোকে মুক্তি চান, কিন্তু মুক্তির প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝেন না। সাধারণ লোকে মনে করে, সংসার একটা বন্ধন, বৈরাগী হইয়া এই বন্ধন কাটিলেই মুক্তি হয়। এইজন্য লোকে সহজে ধার্ম্মিক সাজ সাজিয়া বসে। গৈরিক পরিয়া, ভস্ম মাখিয়া, জটা ধারণ করিয়া কত লোকে বৈরাগী হইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জনকে সংসার-বাসনা-শূন্য দেখা যায়? মোহন্ত সন্ন্যাসী হইয়াও কত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিষয়াসক্ত, আত্মসুখে রত! আত্মসুখের বাসনা মন হইতে দুর না হইলে প্রকৃত বৈরাগ্য হয় না—মুক্তির সম্ভাবনাও হয় না। আত্মসুখের বাসনা কি সহজে যায়? কঠোর করিয়াও কি তাহা দুর হইতে পারে? ভূমিশয্যা, মলিন বাস, ছিন্নকন্থা ও দণ্ড কমণ্ডলুর মধ্য হইতেও মানুষের অহঙ্কার ও বিলাস-বাসনা ফুটিয়া উঠে। ইহার প্রকৃত কারণ এই মানুষের অন্তরের বাসনা ও প্রবৃত্তি সকল বন্য জন্তুর ন্যায়, তাহাদিগকে জোর করিয়া দমন করা যায় না। কাটগড়া করিয়া তাহার মধ্যে একটী বন্য হরিণকে যদি রাখা যায় এবং ক্রমাগত প্রহার করা যায়, তথাপি সে পোষ মানিবে না, চ মারিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। কষ্ট করিয়া আত্মসংযম ও রিপুদমনের চেষ্টার ফলও সেইরূপ। কিন্তু ব্যাধেরা যে কৌশলে হরিণ ধরে, সেই কৌশলে অন্তরিন্দ্রিয় সহজে বশীভূত হয়। সুমধুর বংশীধ্বনি করিলে বন্যমৃগ এমনি মুগ্ধ হয় যে সে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহাকে প্রহার করিয়াও কেহ স্থানান্তরিত করিতে পারে না। ভক্তি এই বংশীধ্বনি, ইহার মধুরতার আস্বাদন পাইলে মানুষের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যায় এবং সেই সুস্থিরচিত্ত সহজে ভগবানের বশীভূত হয়।

বলদ্বারা আসক্তি ছিন্ন হয় না, আসক্তি দ্বারাই আসক্তি জয় হয়। ভগবানে ভক্তি যত হয়, সংসারের আসক্তি ততই আপনা হইতে শিথিল হইয়া পড়ে। সুতরাং মুক্তির প্রকৃত অর্থ ভগবানের সহিত প্রাণের যোগ। যে যত তাঁহাতে যুক্ত, সে তত সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত। ভক্তিই মানুষের প্রাণের সহিত ভগবানের মধুর যোগ স্থাপন করে; সুতরাং ভক্তি আসিলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মুক্তির জন্য মানুষকে ভাবিতে হইবে না, প্রাণকে ভক্তিতে—ভগবানের অনুরাগ ও প্রেমে পূর্ণ কর, মুক্তি আপনা আপনি আসিয়া দেখা দিবে। জপ, তপ, সাধন, বৈরাগ্য, যাগযজ্ঞ এ সকলের সার ভক্তি। শাস্ত্র, বিধি, তীর্থ, গুরু, সাধুসঙ্গ—

এ সকলের মূলে ভক্তি। অনুতাপ, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণা, উপাসনা ও সমাধি এ সকলের সার ভক্তি। জীবে দয়া ও বিশ্বসেবা এ সকলের মূলে ভক্তি। ভক্তির গাঢ় অবস্থাই প্রেম। ভগবানে প্রেম হইয়া আত্মা তন্ময় হইলে সে তাঁহাতেই স্থিতি করে, তাঁহাতেই বিচরণ করে, তাঁহাতে জীবিত থাকিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। ভক্তের এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা—ইহার নিকটে মুক্তি অর্থাৎ কেবল বিষয়বাসনা-শূন্য হওয়া চার। ভক্ত মুক্তি চান না, কিন্তু মুক্তি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দাসী হইয়া তাঁহার সেবা করে। অতএব "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

সীতা ও দময়ন্তী।

মহাকবি বাল্মীকি সীতাচরিত্র অঙ্কনে যে আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বকালে অন্য কোন কবি এরূপ অতুলনীয়া রমণী চরিত্র অঙ্কন করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না। সারল্য, সৌকুমার্য্য, অসাধারণ পাতিব্রত্য, আশ্চর্য্য ক্লেশসহিষ্ণুতা ও অদ্ভুত তেজোময় পবিত্র চরিত্র প্রভাবে সীতা জগতের রমণীকুলের শিরোমণিরূপে গণ্যা হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে বালিকার সারল্য ও কমনীয়তা, যুবতীর গভীর অনুরাগ ও অক্ষুব্ধ আত্মত্যাগ, প্রৌঢ়ার অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অদ্ভুত চরিত্র গৌরব এবং প্রাচীনার স্থৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা একাধারে বর্ত্তমান। রমণীর প্রকৃতির কঠিন ও কোমল গুণগুলি তাঁহাতে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট বলিয়াই, সীতা হিন্দুরমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া হইয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রমণী-চিত্র অতি দুর্লভ।

সীতা রাজর্ষি জনকের দুহিতা। মহারাজ জনক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ। এই উন্নতমনা, তত্ত্বজ্ঞ, পবিত্রজীবন, স্নেহময় পিতার স্নিগ্ধ বাৎসল্যের শীতল ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া জনককুমারীর হৃদয়ের উন্নত বৃত্তিগুলি অল্পবয়সেই উন্মেষিত হয়; কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণরাশি পিতৃ ও শ্বশুর গৃহে বিবিধ ঐহিক সুখে পরিবৃত থাকিয়া সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই। পার্থিব সুখের সমুদয় উপকরণ থাকিতেও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল দুঃসহ দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছে এবং সুগন্ধি ধূপের ন্যায় দুঃখাগ্নিতে অবিরত দগ্ধ হইয়াই তাঁহার চরিত্র সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে।

কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র যখন নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেন, তখন সীতা তরুণবয়স্কা। সংসারের দুঃখতাপ রাজোদ্যানে সযত্নে বর্দ্ধিত বিকাশোন্মুখী এই কোমল নলিনীকে স্পর্শও করে নাই। রাজ-অট্টালিকায়

পিতার স্নেহময় পক্ষপুটের আবরণে তাঁহার বাল্যকাল, এবং ভারত-সম্রাটের গৃহে অতুল বিভব ও সুখরাশির অন্তরালে তাঁহার বধূজীবন এপর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ সম্পদসুখময় রাজ-জীবন হইতে সহসা চীবধারিণী বন-বাসিনীর জীবন অবলম্বন করা যে কি দুঃসহ ক্লেশকর, তাহা পৌরজন সকলেই বুঝাইলেন; কিন্তু সীতার প্রেমপূর্ণ হৃদয় সে প্রবোধ মানিল না। যে বনবাসের ক্লেশের কথা শ্রবণ করিতে পৌরুষময় নর-হৃদয়ও কাঁপিতে হয়, প্রেমময়ী পত্নী প্রিয়-তম স্বামীর পার্শ্বস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহা অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই ঘটনা হইতেই সীতার চরিত্র বিকাশ প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়।

রমণী হৃদয়-বৈচিত্র্য এই স্থানে অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরুষ দৈহিক বলে বলিষ্ঠ, রমণী হৃদয়ের শক্তিতে শক্তিশালিনী। যে কার্য্য করিতে দৃঢ়দেহ পুরুষ কুণ্ঠিত বোধ করেন, রমণী হৃদয়ের উত্তেজনায় তাহা অবলীলাক্রমে সংসাধন করেন। তাঁহার দুর্ব্বল দেহযষ্টিতে তখন অমিত বলের আবির্ভাব হয়; তাঁহার কোমল মন তখন আশ্চর্য্য তেজস্বিতায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই শক্তি প্রভা-বেই আজন্ম অতুল সম্পদ ও স্নেহে লালিতা বধূবর, অনভ্যস্ত ক্লেশে আপনাকে নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নিমেষে রাজবধূত্ব ত্যাগ করিয়া চীরধারিণীরূপে কাননে গমনোন্মুখ স্বামীর পার্শ্বস্থ হইলেন।

নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহা-কেও বৈদেহীর ন্যায় পরস্পর-বিরোধী ঘটনাবলীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু ইহাঁর চরিত্রের একটী প্রাণমুগ্ধকর ভাব এই, যে যখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহাতেই চরিত্রের সুন্দর পরিণতি প্রদর্শন করিয়া-ছেন। তাঁহার চরিত্রের কি এক সুমিষ্ট স্বাভাবিক ভাব, যে অবস্থাতে পতিত হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার পবিত্র প্রাণের আভা প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। ইহারই গুণে তিনি রাজকুমারী ও যুবরাজ-পত্নী হইয়াও পঞ্চবটীবনে আজন্ম প্রকৃতি কোলে বর্দ্ধিতা সরলা কাননবালা; রাবণ-পুরে শত চেড়ীবেষ্টিতা বন্দিনী হইয়াও পুণ্যদীপ্তা গাম্ভীর্য্যময়ী মানবকুল ঈশ্বরী; রাজপ্রাসাদে পতির সৌভাগ্যে সৌভাগ্যা-ন্বিতা ভারত-সম্রাজ্ঞী হইয়াও মুগ্ধস্বভাবা রমণী এবং বিনা অপরাধে বাল্মীকির আশ্রমপদে নির্ম্মমরূপে পরিত্যক্তা হইয়াও সন্তুষ্ট চিত্ত কঠোর ব্রতধারিণী তপস্বিনী। পঞ্চবটী অবস্থান সময়ে সীতার চরিত্রমাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। তথায় তিনি যেরূপ সুন্দর স্বাভাবিক সরলতা সহকারে বাস করিতেন, যেরূপ স্বভাব-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া হৃদয়ের আনন্দ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেন, তাহা অতি মনোহর। তাঁহার তদানীন্তন জীবন পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, যে আজন্ম কাননে বর্দ্ধিতা মুগ্ধস্বভাবা কোন তাপস-

তনয়ার জীবন কাহিনী পাঠ করিতেছি। মনুষ্যালয়ে বিবিধ উত্তেজনার মধ্যে বাস করিয়া অনেক সময় সুন্দর রমণীপ্রকৃতিকে বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সীতার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গৌরব এই, যে আজন্ম রাজকুলে অতুল ধন সম্পদের ক্রোড়ে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও স্বভাব-বর্দ্ধিতা সুস্নিগ্ধ-কান্তি লতার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের নিত্য নবীন মাধুরী, প্রাণবিমুগ্ধ করে।

পঞ্চবটী বনস্থলী স্বভাব সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার। তাহা ভীম ও মধুর সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন ভূমি। কোথাও নিবিড় অরণ্য, তথায় চির হরিৎপত্র শোভিত সরল তাল তরু শ্রেণী উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান; কোথাও ঘননিবিষ্টপত্র বনস্পতিরাজি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখাবাহু বিস্তার করিয়া আছে এবং নবীন কিশলয়যুক্তা পুষ্পাভরণা সহর্ষা লতা সাদরে বিশাল বৃক্ষদেহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। বিশাল বৃক্ষছায়ায় মধ্যাহ্ন রৌদ্র ক্লান্ত শয়ান মৃগদম্পতীর পার্শ্বে প্রফুল্ল মৃগশিশুর অবিরাম নৃত্য। অপর স্থানে ভীমকান্তি ঘননীল পর্ব্বত তপোরত ঋষির ন্যায় নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে দিক্ পূর্ণ করিয়া বিরাজমান। শৈলদেহ ধৌত করিয়া স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী ঝর ঝর শব্দে নিম্নে অবতরণ করিতেছে; সহর্ষ ক্ষুদ্র বিহঙ্গকুল তৎপার্শ্ববর্ত্তী বেতসলতার উপর বার বার উপবেশন করিতেছে এবং তাহাদের পক্ষ সঞ্চালনে বৃন্তচ্যুত কুসুমকুল জলধারার উপর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে। পত্রান্তরালে অদৃশ্য দেহ সুকণ্ঠবিহঙ্গ মধুর সঙ্গীত ধারায় নিস্তব্ধ পর্ব্বত ভূমি প্লাবিত করিতেছে। পঞ্চবটীর প্রান্তভাগে পুণ্য-সলিলা গোদাবরী কূল প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইত এবং গোদাবরী সৈকতে ক্রীড়াশীল মরালকুল সতত তাহার শোভা বর্দ্ধন করিত।

এই মনোহর স্থানে বাস করিয়া সরলা পবিত্রপ্রাণা হৃদয়ময়ী সীতার হৃদয়-স্থিত গুণাবলী অতি আশ্চর্য্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাষাবিহীন জড় প্রকৃতির, মানব মনের উপর, অতি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইহার প্রভাবে রিপু-কলুষিত উত্তেজিত কঠোর মানবহৃদয়েও অনেক সময় অভূতপূর্ব্ব উন্নত ভাবের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এইরূপ মধুর স্বভাব-সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া দেবরের অকৃত্রিম প্রীতিপূর্ণ পরিচর্য্যায় ও পতির গভীর অনুরাগে উৎফুল্লহৃদয়া রঘুপত্নীর বিশুদ্ধহৃদয়ের রমণীয় বৃত্তিগুলি যে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বসন্তাগমে স্নিগ্ধ মলয় পবনের মৃদু মধুর হিল্লোলে, প্রাণপ্রদ বৃষ্টিধারায় ও সুখদ রবিকিরণ সংস্পর্শে যেমন শোভনা মাধবীর সুন্দর অঙ্গে ধীরে ধীরে কোমল পল্লব ও সুগন্ধি কুসুমগুচ্ছের উদ্ভব হয়, সেইরূপ সীতার সুন্দর হৃদয়বৃত্তি গুলি পবিত্রপ্রেমে ও প্রকৃতির শুভ্র লাবণ্যের সংস্পর্শে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সীতার ভগিনীস্নেহ নবলতিকার

উপর, ভ্রাতৃস্নেহ নবতরুর উপর, পুত্র-স্নেহ মৃগশিশু ও করি-শাবকের উপর। তিনি লতা ও তরুদেহে পুষ্পোদগম হইতে দেখিলে আনন্দে অধীর হন। মৃগ শিশু ও করিশাবককে সহস্তে নবপল্লবাগ্র আহার করাইয়া অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করেন এবং গোদাবরী সৈকতে মরাল-দম্পতীসহ ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইয়া আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া যান। কদম্বতরুশাখায় উপবিষ্ট ময়ূর তাঁহার করতালি ধ্বনি শুনিয়া বিহ্বলচিত্তে নৃত্য আরম্ভ করে। তিনি কখনও পতিহস্তরচিত সুগন্ধি তমাল পল্লব ভূষণে সজ্জিত হইয়া পতির আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। এমনি আশ্চর্য্য ভাবে আপনাকে প্রকৃতির মধ্যে মিশাইয়া দিয়া-ছিলেন যে তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। স্বভাবজ পদা-র্থের মধ্যে মিশিয়া তাহাদের ন্যায় আড়ম্বরহীন প্রকৃত সৌন্দর্য্য লাভ করাই যেন তাঁহার সংকল্প। বনস্থলী অনন্ত স্বভাবসৌন্দর্য্যে চির শোভাময়ী; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের সারভূতা লাবণ্য স্বয়ং পৃথ্বী-দুহিতা সীতা। প্রকৃতিজননীর জ্যেষ্ঠা তনয়া তিনি; তিনিই সেই পবিত্র ভূমির প্রাণস্বরূপ। তাই সুন্দর ফুল, আন্দো-লিতা লতা, কোমলপল্লব, মধুর কিরণ, সুকণ্ঠ বিহঙ্গ, নৃত্যশীল মৃগশিশু সকলেই তাঁহার প্রতি সোদর-স্নেহ প্রকাশ করে। কেহ সুন্দর সৌরভ আনে, কেহ কোমল বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করে, কেহ সৌন্দর্য্যের আলোক ধরে, কেহ কলকণ্ঠে প্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করে. কেহ নৃত্য করিয়া স্বাগত জানায়। যাহা-রই নিকটে যাইতেন, সেই কিছু প্রেমের উপহার সাদরে আনিয়া দিত। তাঁহার প্রীতিতে সকলেই তৃপ্ত।

নিষ্ঠুর লঙ্কাধিপতি যখন এই কানন জ্যোতিকে হরণকরিয়া লইয়াগেল,তখন যে শুদ্ধ রামচন্দ্রের হৃদয় অন্ধকার হইল তাহা নহে; বস্তুতঃ সমগ্র কানন ভূমির সস্মিত মুখশ্রীও যেন বিলুপ্ত হইল। এতদিনে জানকীর প্রকৃত চরিত্রপরীক্ষা উপস্থিত হইল। যে আশ্চর্য্য মানসিক তেজস্বিতায়, যে অদ্ভুত তেজোময় চরিত্রগৌরবে, তিনি নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই অনুপম চরিত্রের মহিমাচ্ছটা এই রক্ষঃ-পুরেই বিকশিত হয়। এতদিন জানকী চরিত্রের সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্যে সকলের মন বিমুগ্ধ করিয়াছেন; নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকা-পুষ্পের ন্যায় তাঁহার শুভ্রহৃদয়ের মধুর সৌরভ, দিগন্ত সুগন্ধ বিকীর্ণ করিয়াছে। কিন্তু সুনীল আকাশবক্ষে ভাসমান, অমৃত-ধারা নিষেকনিরতা নয়নানন্দদায়িনী এই কাদম্বিনী-হৃদয়ে ঈশ্বর যে অদ্ভুত জ্যোতি-র্ম্ময় প্রখর তেজ নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা তখনও কেহ জানিত না; এই রক্ষপুরেই তাহার অপার্থিব আভা প্রথম বিস্ফারিত হইয়াছে, যাহা দেখিয়া জগৎ বিস্মিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেবগণ কম্পিত, যাহার চরণতলে পৃথিবী বিলুণ্ঠিত, যাহার অবৈধ বাসনায় অগ্নিতে শত শত

কুলনারী নিরীহ মেষযূথের স্থায় নিত্য উৎসৃষ্ট হয়, সেই মূর্ত্তিমান পাপের পুরীতে তাহার পাপ আকাঙ্ক্ষার অন্যতম বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইবার জন্য তিনি নীত হইয়াছেন। সীতা দুর্ব্বল রমণী। তাঁহার বাহিরের বল যাহা কিছু ছিল, সকলই পশ্চাতে রহিয়াছে। তাহাদের আলিঙ্গন পাশ হইতে দুরাত্মা তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

ঈশ্বর মানবাত্মায় যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা যে জগতের সকল শক্তি হইতে বলবতী, সেই শক্তি প্রভাবে মানব যে সকল শক্তির প্রতিকূলে আপনার উন্নত গৌরব অব্যাহত রাখিতে পারেন, কবি এই ঘটনা দ্বারা তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দৈহিক বলহীনা সীতা সম্পূর্ণ সহায়শূন্য অবস্থায় রক্ষোগৃহে বন্দিনী। দুর্দান্ত রাক্ষস ঐহিক সকল শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া তাঁহার পবিত্রতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। কিন্তু বৈদেহীর হৃদয়ে ঈশ্বর যে শক্তি নিহিত করিয়াছেন, তাহা দেবতেজ; স্থূলনেত্রে অদৃশ্য হইলেও উহা বিদ্যুতের ন্যায় প্রখর ও নিমেষে সর্ব্বপাপ-ধ্বংসক্ষম। এই অলৌকিক তেজোমণ্ডিতা বলিয়াই তিনি এইরূপ বিপদসংকুল অবস্থায় পতিত হইয়াও বিপদে অজেয়া, ভয়ে অসঙ্কুচিতা, আপনার চিত্তগৌরবে সুদৃঢ় সংস্থাপিতা এবং স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে মহামহিমাময়ী রমণীসাম্রাজ্ঞী। এই অদ্ভুত জ্যোতি দর্শনে দশানন তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। বাহুবলদৃপ্ত পাপাসুর ধর্ম্মের উন্নত সিংহাসনে আসীনা পবিত্রতার শুভ্র-পরিচ্ছদপরিহিতা উজ্জ্বল কিরিটধারিণী রমণীকুল-রাজ্ঞীকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিল না। ধর্ম্মের জয় হইল।

অলীক লোকাপবাদে ভগ্নহৃদয় পতি কর্ত্তৃক অতি দুঃসময়ে পরিত্যক্তা হইয়াও অপরিমিত স্নেহশালিনীর অপার প্রেম ক্ষণকালের জন্য পতিহইতে অপসারিত হইল না। রসনা হইতে একটী অসন্তোষ-ব্যঞ্জক বাণী বাহির হইল না। ক্লেশে প্রাণ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, অথচ আহন্তকারীর প্রতি নিমেষের জন্য বিরক্তি ভাব নাই। এমনি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা! এমনি অদ্ভুত প্রেমময় হৃদয়! লক্ষ্মণের নিকট সাভিমান উক্তি কি মনোহর!

বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা
বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদ শ্রবণাদহাসীঃ
শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য॥

যে বিখ্যাত কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে রামের এত দার্ঢ্য, আমার প্রতি অন্যায়াচরণ দ্বারা সেই রঘুকুলের ন্যায়পরতাকে কি খর্ব্ব করা হইতেছে না? বিনা অপরাধে পরিত্যক্তা রমণীর সীমাতিক্রান্ত লোকানুরঞ্জন-স্পৃহ স্বামীর প্রতি হৃদয়ের এই ভাব কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়! তৎপরেই,

কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফুর্জ্জথুর প্রসহ্যঃ॥

যেন হৃদয়ের আবেগে তীব্র কথা বলিয়া ফেলিলেন বলিয়া অনুতপ্তচিত্তে

তাহা আবার সংশোধন করিয়া লইলেন। কি অবিচলিত গাঢ় অনুরাগ ও সানুরাগ বিশ্বাস! পতি যে তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ নিষ্ঠু-রাচরণ করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধ ব্যবহার দর্শন করিয়াও সাধ্বীর অন্তরে এ কথা এক বারও উদয় হইল না। চিরজীবন এমন প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে রাম-হৃদয় পাঠ করিয়াছেন, যে সুনিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে তাঁহার পক্ষে আমার প্রতি অপ্রিয় আচরণ করা একেবারে অসম্ভব। এই যে কেশ পাইতেছি, ইহাতে তাঁহার কোন ত্রুটি নাই; ইহা আমারই জন্মান্তরা-র্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল মাত্র। তাহা না হইলে যিনি আমার প্রতি চিরকল্যাণময়, তাঁহার অন্তরে সহসা এই ভ্রান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল কেন? এই কথা ভিন্ন পতিপ্রাণার বিশুদ্ধ হৃদয়ে অন্য কোন ভাব মুহূর্ত্তের জন্য উদিত হইল না। এমন আশ্চর্য্যরূপে পতির হৃদয়ের সঙ্গে আপন হৃদয়,কে মিলা-ইতে পারিয়াছে? স্বামীর হৃদয়ের গূঢ় কথা এমন করিয়া অক্ষরে অক্ষরে আর কে পড়িতে পারিয়াছে? সুগন্ধি কুসুম-যুক্তা প্রফুল্ললাবণ্য মাধবীর ও হরিৎ পত্রশোভিত উন্নত দেবদারুর শাখায় শাখায় জড়িত যুগল মূর্ত্তি অতৃপ্তনয়নে অনেক বার দর্শন করিয়াছি, কিন্তু আত্মায় আত্মায় জড়িত মানব জীবনের এমন হৃদয়মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। পৃথিবীতে এ দৃশ্য সম্ভবে না, স্বর্গে দেব-সমাজে ইহার অনুরূপ ছবি আছে কি?

বিদায় সময় লক্ষ্মণকে বলিয়া দিলেন,

সাহং তপঃ সূর্য্য নিবিষ্ট দৃষ্টিঃ
ঊর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ॥

"জন্মান্তরে তুমিই যেন আমার ভর্ত্তা হও, কিন্তু তখন যেন বিচ্ছেদ না ঘটে।" এই কথা গুলির প্রতি অক্ষরে কি অলৌ-কিক মৃত্যুঞ্জয় প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। দ্বাদশ বর্ষান্তর রামচন্দ্র সর্ব্বসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধতার পুনরায় পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নি পরীক্ষা নহে—শপথ। শান্ত সন্ধ্যার সায়ন্তন শ্রীর ন্যায় গাম্ভীর্য্যের অপরিস্ফুট আভা চারি দিকে বিকীর্ণ করিতে করিতে কাষায়পরিহিতা কঠোর তপস্যায় কঙ্কালগাত্র পর্য্যবসিতা রঘুকুলমহিষী সেই বিপুল সভাতলে পৌর-জনবর্গ, জানপদগণ, বীরমণ্ডলী ও ঋষিকুল সমক্ষে মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক নীত হইলেন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যায় ও কঠোর মানসিক ক্লেশে তাঁহার শরীরের পূর্ব্বলাবণ্য বিলুপ্ত হই-য়াছে, কিন্তু গোধূলি ধূসরিত-আকাশদেহে সূর্য্যের আরক্তিম শেষ ছটার ন্যায় উন্নত আত্মার গৌরবচ্ছটা তপঃশুষ্ক দেহযষ্টিতে আশ্চর্য্য মহিমা বিকাশ করিতেছে। তিনি ধীর ও গম্ভীর পাদবিক্ষেপে সভা-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ধরণীতলে দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন "সীতে! এই সভা-মধ্যে তোমার বিশুদ্ধতা শপথ গ্রহণ করিয়া প্রমাণ কর।" আবার শপথ! পতিমুখের এই বাণী শাণিত ক্ষুরধারের

ন্যায় তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। ধর্ম্মের অটল ভিত্তির উপর যিনি চির জীবন সুদৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান; বাল্যাবধি যাহার অন্তরে পার্থিব কলুষ, রেখা মাত্র পাত করিতে পারে নাই; উন্নতচেতা, সত্যব্রত, মানবকুল-গৌরব পতিতে যাঁহার হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি পর্য্যবসিত; বিবাহ অবধি পতিহিত চিন্তাই যাঁহার জীবনের অবলম্বন, তাঁহাকে আবার শপথ গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিতে হইবে। তাঁহার সমস্ত জীবন কি একাগ্র পতি-নিষ্ঠার উজ্জ্বল নিদর্শন নহে? যিনি তরুণ বয়স হইতে বিবিধ ক্লেশ ও মনস্তাপ জননী ধরিত্রীর ন্যায় নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার আজন্মবিশুদ্ধ হৃদয়ে সংসারের এই নিদারুণ অত্যাচার আর সহিল না, তীব্র আত্মগ্লানি ও লজ্জায় তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন, কিন্তু হৃদয়ের সে গভীর সন্তাপ, রুদ্ধমুখ পাকপাত্রের অন্তর্দাহের ন্যায় মর্ম্মের গভীর প্রদেশে নিহিত রহিল, বাক্যে সে জ্বালা উৎগীর্ণ হইবার নহে, বাহ্য লক্ষণে সে অগ্নি প্রকাশিত হইবার নহে। তিনি নীরবে বাল্মীকি শিষ্যাহৃত পবিত্র বারি দ্বারা আচমন পূর্ব্বক ধীর ও অবিকম্পিত কণ্ঠে জননী ধরণীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন:—

যথাহং রাঘবাদন্য মনসাপি ন চিন্তয়ে,
তথামে মাধবি দেবি বিবরং দাতুমর্হসি।
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে,
তথা মে মাধবি দেবি বিবরং দাতুমর্হসি।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎপরংনচ
তথা মে মাধবি দেবি বিবরং দাতুমর্হসি।

ক্লিষ্টহৃদয়া পৃথ্বী দুহিতা, এইরূপে দেবী ধরণীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। মাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহসা ধরণী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং প্রদীপ্ত সিংহাসনারূঢ় দেবী বসুন্ধরা আবির্ভূতা হইয়া বাহুবেষ্টন পূর্ব্বক পুণ্যময়ী দুহিতাকে গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দময়ন্তীকে সীতার ন্যায় জীবনের বিবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিতে হয় নাই বটে, কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও আত্ম-বিস্মৃত প্রেমে তিনিও প্রথম শ্রেণীর রমণীকূলের মধ্যে আসন পাইবার অধি-কারিণী। যদিও অন্য প্রমুখাৎ গুণ-গ্রামের পরিচয় পাইয়া নলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার হওয়া কিয়ৎ পরিমাণে অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি স্বয়ম্বর সভায় সমাগত দেবকূলকে অতিক্রমপূর্ব্বক নলকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া তিনি আশ্চর্য্য সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অক্ষক্রীড়ায় স্বামী রাজ্যহারা হইলে তিনিও তাঁহার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলেন এবং পবিত্রতার তেজে দুরাচার ব্যাধের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাঁদের উভয়ের চরিত্রগত সাদৃশ্য দর্শনে অনুমান হয়, মহাভারতকার সীতা চরি-ত্রের অনুকরণে দময়ন্তীকে গঠন করি-

য়াছিলেন। উভয়েই তুল্যরূপ মানসিক তেজস্বিতা ও হৃদয়ের বলের অধিকারিণী। উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে এক জনের চরিত্র সুন্দররূপে প্রদীপ্ত, এবং তাহার অভাবে অপরের কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্প্রভ। সীতা বাল্যাবধি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, কাননে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যেও তদপেক্ষা সুন্দরতর সরলা সংসারানভিজ্ঞা ঋষি রমণীগণের সাহচর্য্যের উন্নত প্রভাবে, তাঁহার হৃদয়ের যেরূপ সংপ্রসারণ হইয়াছিল, রাজগৃহের জটিল রীতিজালে পরিবেষ্টিতা, অবরোধবাসিনী ভীমতনয়ার সেরূপ হয় নাই। এই স্থানেই উভয়ের প্রভেদ। নতুবা যে সকল উন্নত গুণাবলী দ্বারা রমণী মানব সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও রমণীচরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন, তাহা এই উভয় চরিত্রেই সমভাবে বিদ্যমান।

জাতীয় মহা সমিতি।

ওই দেখ চেয়ে মহা সম্মিলন!
এ দৃশ্য জগৎ দেখেছ কখন?
কি বিরাট সভা! যত ভাবি, মন—
স্তম্ভিত অবাক—বিস্ময়ে মগন!
কি জানি কি ব্রত উদ্‌যাপনে আজ,
হিন্দু মুসলমান পারস ইংরাজ—
করেছে এ মহা যজ্ঞ আয়োজন,
সুদূর হইতে প্রতিনিধিগণ—
তাই সমাগত, অদ্ভুত ব্যাপার,
এ হেন ঘটনা কে দেখেছে আর?
কে জানিত আজি বোম্বাই মান্দ্রাজী
বাঙ্গালী বিহারী উড়িয়া পাঞ্জাবী
মাতি মহোৎসবে—বিশ কোটি প্রাণ
উড়াবে ভারতে বিজয় নিশান?
ছাড়ি সিংহনাদ—কাঁপায়ে ধরণী
ঘোষিবে জগতে—দিবস রজনী,
মোহনিদ্রা ভাঙ্গি—ভারত সন্তান
জাগিয়াছে সবে—এবে একপ্রাণ।

স্বার্থ-সুখ ভুলি—মিলিত সকল
চেয়ে দেখ—কিবা একতার বল,
এখনো বলিব এ সব খেলা?]

ভারতের জয়—ভারতের জয়
জাহ্নবী যমুনা বিন্ধ্য হিমালয়
গাইছে সকলে—তরুলতা বন,
রবি শশী তারা—অসীম গগন
অনন্ত সুরেতে ধরি এক তান;
বিমোহিত বিশ্ব—শুনিয়ে সে গান,
গভীর গহন—পর্ব্বত গুহায়
প্রতিধ্বনি তার ওই শুনা যায়।

ভেরীর আওয়াজ বাজিতেছে কাণে,
মাতায়ে তুলিছে অচেতন প্রাণে।
এ অধম জাতি জগতে আবার
কে জানিত প্রভা করিবে বিস্তার?
পূর্ব্ব স্মৃতি সব জাগাইয়ে তারা
দেশহিত ব্রতে হবে আত্মহারা,
নূতন জীবন পাইয়ে সকলে

ধন্য হবে পুনঃ এই ধরাতলে।
এখনো বলিবি এ সব খেলা ?

কি মহাপ্রাণতা, ওই দেখ চেয়ে
'হিউম' সুমতি কিসে মত্ত হয়ে—
স্বাস্থ্য সুখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
খাটিছে নিয়ত করি প্রাণপণ ?
রাশি রাশি অর্থ ঢালি অকাতরে
সর্ব্বস্বান্ত আজ ভারতের তরে,
উৎসাহ শোণিত শিরায় শিরায়
বহিতেছে তাই বার্দ্ধক্য দশায়
দেখিতেছি মোরা তেজস্বী কেমন,
ভারত সুহৃদ হবে কি এমন ?
কি সূত্র হিউম সুদৃঢ় বন্ধনে
আবদ্ধ হইলা আমাদের সনে ?
'হিউম' মোদের, আমরা তাঁহার,
পর সে ভাবিতে পারি কিরে আর
এখনো বলিবি এসব খেলা ?

'ওয়েডারবারণ—কি মহত্ত্ব তাঁর,
প্রজার মঙ্গল মূল মন্ত্র সার।
নিঃস্বার্থ উদার—গম্ভীরপ্রকৃতি,
জাতীয় সভায় তিনি সভাপতি,
দুর্ম্মতি যাহারা নীচ স্বার্থপর
সংকীর্ণ হৃদয়—কুটিল অন্তর
উদার নীতির—মহা অন্তরায়
মহতের কুৎসা অপযশ গায়,
কুৎসিত জঘন্য—অশিষ্ট আচার
করিছে নিয়ত ভারতে প্রচার ;
তাহারাই তার মহাশত্রু সব,
অযথা কলঙ্ক তুলি জনরব
সমিতি গৌরব বিনাশিতে চায়,
মিছামিছি তার দুর্নাম রটায়।

শুভকাজে বিঘ্ন ঘটাইতে রত,
ব্যবহার ঘোর পাষণ্ডের মত।
ওই দেখ চেয়ে শত শত ভাই
অগ্নিমন্ত্রে আজ দীক্ষিত সবাই,
উৎসাহে মাতিয়ে স্বার্থ পায় ঠেলে
কি জানি কি ভাবে উন্মত্ত সকলে !
রাশীকৃত অর্থ করিছে সঞ্চয়,
দেখিয়া জগৎ মানিছে বিস্ময়,
শুনিতে অবাক্ দর্শক মণ্ডলী
সংশয় নিরাশা কোথা গেছে চলি !
এখনো বলিবি এ সব খেলা ?

লঙ্ঘিয়ে জলধি ইংরেজ কেশরী,
উদার নীতির জাগ্রত প্রহরী,
এসেছেন ওই জাগাইতে সবে,
এখনো ভারত ঘুমাইয়ে রবে ?
হিমালয় হতে কুমারিকা পার
সমস্ত ভারত করি তোলপাড়
মাতায়ে তুলিছে একাসে ব্রাডলা ;
দিছে করতালি পরাইছে মালা,
ভাবে গদ গদ ভারত সন্তান—
ভকতি ভরেতে করিছে প্রণাম।
করি গুণ গান কৃতার্থ সকলে,
তুমিহে ব্রাডলা ধন্য ধরাতলে,
কি দিয়ে মিটাবে মনের সাধ ?
বাহু তুলি সবে করে আশীর্ব্বাদ।
মনের আবেগ সম্বরিতে নারি
ছুটিছে সবেগে দু'বাহু পশারি !
দিবে আলিঙ্গন—বড় আকিঞ্চন
আনন্দে বিহ্বল—পুলকিত মন !
এখনো বলিবি এসব খেলা ?

রত্নগর্ভা মাতা এক দিন ছিল,
আবার কি তবে সে দিন আসিল?
দ্বিসহস্র সুত—কিবা সুশিক্ষিত
দেশহিত-ব্রতে সকলে দীক্ষিত।
পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত মন,
ভারত মাতার উজ্জ্বল রতন!
নাহি দ্বেষ হিংসা;—বিদ্বেষ-অনল—
নিভিয়াছে, সুখ শান্তি অবিরল।
গলাগলি আজ হিন্দু মুসলমান!
কিসে হ'ল তারা এত ভাগ্যবান?
রাজ্যের কুশল—প্রজার মঙ্গল
সভার উদ্দেশ্য—সাধিছে কেবল।
নাহি স্বার্থলেশ—অভিসন্ধি নাই,
দেশের মঙ্গলে নিরত সবাই।
এখনো বলিবি এসব খেলা?

কে রোধে এ গতি—উন্নতির স্রোত
বহিছে ভারতে—বাধা বিঘ্ন শত
অতিক্রম করি,—ধ্রুব সুনিশ্চয়
সময়ের গতি রোধিবার নয়।
আসুক প্রলয়—পর্ব্বত পাহাড়
ফেলুক উপাড়ি—হ'ক চুরমার!
চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়ুক ভূতলে
যা'ক সৃষ্টি নাশ—যা'ক রসাতলে!
তথাপি এ স্রোত থামিবে না আর
রোধিবে যে—হেন সাধ্য আছে কার
তর্জ্জন গর্জ্জন বিভীষিকা-ভয়
দেখালে কি হবে?—ভারত নির্ভয়!
এক সূত্রে বাঁধা বিশকোটী প্রাণ—
বদ্ধ পরিকার,—দেশের কল্যাণ
সাধিবে নিশ্চয়,—যাচি অনিবার
আয়ত্ত করিবে স্বত্ব—অধিকার?
তাই সংগঠন জাতীয় সমিতি,
তাই শতকণ্ঠে ভারতের গীতি—
গাইছে সকলে,—কিবা সুলক্ষণ—
অবশ্য ফলিবে আশার স্বপন!
এখনো বলিবি এসব খেলা?

ধন্য ধন্য আজ 'জাতীয় সমিতি'
ধন্য সে ব্রাডলা—ধন্য সভাপতি!
ধন্য সে 'হিউম'—ধন্য সে 'নর্টন'
ধন্য ধন্য আজ প্রতিনিধিগণ!
জয় 'ভিক্টোরিয়া'—জয় 'গ্লাডষ্টোন'
জয় 'যুবরাজ'—জয় প্রজাগণ!
ওই দেখ চেয়ে—সৌভাগ্য-তপন
উদিছে পূরবে প্রকাশি ভুবন।
বিলাইছে কর লক্ষলক্ষ নরে
অজ্ঞান আঁধার পলাইছে ডরে!
নূতন আলোক পাইয়ে সকলে
জাগিয়া উঠিছে দলে দলে দলে।
মৃতদেহে পুনঃ সঞ্চারিছে প্রাণ,
নব বলে বলী ভারত-সন্তান।
সবে একপ্রাণ অভিন্নহৃদয়,
ভারত ভবিষ্য—কে করে সংশয়?
এখনো বলিবি এসব খেলা?

জাহ্নবী যমুনা বিন্ধ্য হিমাচল
রবি শশী তারা গ্রহ ভূমণ্ডল,
তরুলতা ফুল বন উপবন
নদ নদী গিরি জীব জন্তুগণ,
থেক না নীরবে—গাও আজ সবে

ভারতের জয়—মাতিয়ে গৌরবে ;
কোটি কণ্ঠ মিলে ধর একতান—

'দুখ অমানিশা হল অবসান,
সুদিন ভারতে আসিছে ওই॥'

বরাহনগর মহিলাশ্রম।

(প্রাপ্ত)

বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধা রমাবাই স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য শারদাশ্রম নামক যে আশ্রম খুলিয়াছেন, তাহা দেশ বিদেশে অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু শারদাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর পুর্ব্বে বঙ্গদেশে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহ নগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা ও শিল্পাদি শিক্ষার জন্য যে বোর্ডিং স্কুল হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি সাধারণে অবগত নহেন। এই বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিনা আড়ম্বরে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া প্রথমে সকলে ইহার বিষয় জানিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে আজ চারি বৎসর এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় সমূহের উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইতে পারেন, এই বিদ্যালয়ের ইহা প্রথম উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকাগণের ও বালিকাগণের শিক্ষার ভার অনেক পরিমাণে খৃষ্টান মিশনারিগণের হস্তে রহিয়াছে। কখন কখন দেখা যায় যে এরূপ শিক্ষায় সুফল না হইয়া কুফল উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অনেক ভদ্রলোক আপন আপন বাড়ীর পরিবারদিগকে এই খৃষ্টান মিশনারি স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা শিক্ষাদান করিতে বিরত হইয়াছেন। এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকগণ শিক্ষয়িত্রী রূপে শিক্ষিতা হইলে উক্ত অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে ইহার একটী বয়স্কা ছাত্রী গয়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

আজ ২৫ বৎসর হইল বরাহনগর গ্রামে শশী বাবুর যত্নে যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এই বোর্ডিং স্কুল তাহার শাখা মাত্র। এই বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সেলাই, রন্ধন ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে গৃহকর্ম্মাদি করিতে পারেন, তাহা এইবিদ্যালয়ের অপর একটী উদ্দেশ্য। সুপ্রসিদ্ধা দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই বিদ্যালয়ে রন্ধনাদি শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বোর্ডিংয়ে বর্ত্তমান ছাত্রীর সংখ্যা ২১ জন, তন্মধ্যে ১০ জন বিধবা। এখানে বিধবা-

দিগকে শিক্ষয়িত্রী করিবার চেষ্টা হইতেছে। অসমর্থ বিধবাগণ এখানে বিনা ব্যয়ে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন কর্ত্তৃপক্ষগণ এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন। দেশের মধ্যে বিধবাগণ যদি বালিকাগণের শিক্ষাভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হন, তাহার তুল্য সুখের বিষয় আর নাই। বোর্ডিংয়ের নিয়ম এই ইহাতে তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রীর শিক্ষা ও আহার প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। ঐ টাকার মধ্যে ছাত্রীগণ বস্ত্রও পাইয়া থাকেন। কেবল পীড়ার ব্যয় অভিভাবককে স্বতন্ত্র দিতে হয়।

মফস্বলে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণ অনেক সময় বড় কষ্ট পাইয়া থাকেন। অনেকে বালিকাদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষা দিবার ভার বহন করিতে সমর্থ হন না। অনেকে আবার কলিকাতাস্থ স্ত্রী-বিদ্যালয় সমূহের বোর্ডিংয়ে যেরূপ বিদেশীয় ভাবে বালিকাগণ অবস্থিতি করে, তাহা মনোনীত করেন না। বরাহনগর মহিলাশ্রমে দেশীয় ভাবে অল্প ব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বালিকা ও মহিলাগণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরগণ এই মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন যে বালকদিগের বিদ্যালয়ে সমশ্রেণীস্থ বালকগণের তুলনায় এখানকার বালিকাগণ লেখা পড়ায় অপেক্ষাকৃত অধিক পারদর্শী। বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থার অভাবই তাহাদের অনুন্নতির কারণ। এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অভাব সকল দূর হইতেছে সন্দেহ নাই।

বরাহনগর মহিলাশ্রমে যাঁহারা হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পূজা অর্চ্চনা ও ভোজনাদি করেন, এরূপ বিধবা ও অন্য ছাত্রীগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। যাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসমতে চলিতে পারেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সুবিধা করিয়াছেন এবং কোন কোন ছাত্রী এইভাবে বোর্ডিংয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন।

বোর্ডিং বলিলে কতকগুলি শুষ্ক নিয়ম ও কঠোরতা মনে হয়। কিন্তু এখানে সেরূপ কঠোরতা কিছু নাই, সুনিয়ম আছে অথচ যাহাতে ছাত্রীগণ পারিবারিক শান্তিতে এখানে সুখে অবস্থিতি করিতে পারেন—শশীবাবু ও তাঁহার পত্নী তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। গৃহ ও পিতামাতা প্রভৃতির স্নেহহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও ছাত্রীগণ এখানে মনের সুখে অবস্থিতি করেন।

দেশের যে অবস্থা তাহাতে বিদ্যালয়টী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাহাতে ইহা চিরস্থায়ী হইয়া এদেশের মহিলাবর্গের কল্যাণ সাধন করিতে পারে ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে অদ্যাপি সেরূপ কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই। যদিও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক সুহৃদয় মহাত্মা ও দয়াবতী মহিলা ইহার সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি

ইহাতে সাধারণের দৃষ্টি পতিত না হইলে ইহার স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা অল্প। এখন সর্ব্ব সাধারণ ইহার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করেন, এই মাত্র অনুরোধ।

চরিত্র।

(৩০০ সংখ্যা—২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

মানুষের চরিত্র হীনতার মুল অনুসন্ধান করিলে (প্রায়ই) তিনটী কারণ অনুভূত হয়। প্রথম, নীতিবিহীন শিক্ষা লাভ, দ্বিতীয় মানসিক অলসতা, তৃতীয় কুসংসর্গ। নীতি (ধর্ম্মনীতি) বিহীন শিক্ষা লাভ করিতে করিতে মানব চরিত্রের মহত্ব ভুলিয়া যায়; হিতবাদ, প্রত্যক্ষ বাদ, প্রভৃতি লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে মানবের মাথা ঘুরিয়া যায়। কাহারও বা বুদ্ধি কিংবা শিক্ষাতে তত থানিও হইয়া উঠে না। বাল্য কালে পড়া হইল "সত্য কথা কহিবে" "চুরী করা বড় দোষ" পিতা মাতা বানান ধরিয়া, শিক্ষক অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া বিদ্যার্থীকে অব্যাহতি দিলেন, কিন্তু কথায় কাযে এক হইল কি না, পুস্তকপ্রাপ্ত উপদেশ চরিত্রে পরিণত হইল কিনা, সে দিকে কেহই দৃষ্টি রাখিলেন না। পুত্রকন্যাকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিলেই মাতা পিতা রক্ষা পান, কিন্তু লেখাপড়ার উপরের যে জিনিস, কই তাহার জন্য তো তাঁহাদিগকে অধিক লালায়িত দেখা যায় না। আমাদের ভক্তিভাজন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াছেন "সন্তান যদি মূর্খ হইয়া সৎ হয়, তাহাও ভাল" এই কথাটীর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সকল পিতা মাতারই উচিত। প্রায়ই দেখা যায় বাল্য কালের শিক্ষা. ও অভ্যাস, পরিণত হইয়া চরিত্র হইয়া থাকে।

মনের অলসতা চরিত্র হানি করিবার দ্বিতীয় কারণ। যাহার মন সচ্চিন্তাশূন্য, যে নিজের মনকে এই বিশাল জগতের কোনও কায করাইতে চাহে না, তাহার মনই পাপের খনি। মানুষের মনের গতি অনন্ত। মনকে যত বাড়াইবে, তত বাড়িবে। বাড়িতে না দাও, তোমার মন পাপের বোঝা মাথায় করিয়া এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে থাকিবে। যে সকল মহাত্মা পরের জন্যে ধন মান প্রাণ প্রভৃতি অকাতরে দান করেন, তাঁহারাও যে মনুষ, যে ক্ষুদ্রপ্রাণ জেলে পচিতেছে, নির্ব্বাসন বা প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা যাহার জন্যে প্রস্তুত হইতেছে সেও সেই মনুষ্য !! তবে এ স্বর্গ নরক প্রভেদ কেন? এক জনের মন সহস্র কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে, আর এক জনের মন নেশার ঝোঁকে ঘুমাইতেছে, এক জনের মন জগতের জন্যে আত্ম বলি দিয়াছে, আর এক জনের মন আপনার জন্যে জগৎ বলি দিয়াছে; তাই এক জন নরদেবতা বুদ্ধদেব, আর এক জন নরপিশাচ তৈমুরলঙ্গ। উদ্যানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া না দিলে সেখানে কাঁটাবন হয়, পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে

মানুষ রাক্ষস হয় ; সেইরূপ মানুষের মনও মহত্বের অভাবে ক্ষুদ্র হইয়া যায়, অলসতার প্রশ্রয় পাইয়া পাপে জড়াইয়া পড়ে। অতএব মনের আলস্য ভাঙিয়া দেওয়া, সচ্চিন্তা ও সাধুতায় মনকে ব্যাপৃত রাখা মনুষ্যের এক প্রধান কর্ত্তব্য।

কুসংসর্গ চরিত্র হীনত্বের তৃতীয় কারণ। সঙ্গদোষে মানুষ 'পশু' হয়। মানব সতর্ক থাকিলেও কুসংসর্গে পড়িয়া নিজের অজ্ঞাতে পাপের পথে চলিয়া থাকে। কুসংসর্গে পড়িয়া মানবের কি প্রকার অধঃপতন হইয়াছে, তাহা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষরূপে বুঝাইয়াছেন, বাহুল্য বিবেচনায় সে সকলের পুনরুল্লেখ করিলাম না। তবে এই মাত্র বলিতে চাই, যদি সচ্চরিত্র হইয়া জীবন যাপন করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে অসৎ লোকের সহবাস, অসৎ পুস্তক পাঠ ও অসৎ-বিষয়ক চিন্তা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে।

স্ত্রী জাতির প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত মৃদু ও কোমল বলিয়াই বোধ হয় হিন্দুগণ ইহাদিগের জন্য এতাধিক উপদেশ ও শাসন বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন। রমণীর পবিত্র চরিত্র কোনও রূপ দূষিত হইলে তাহা গরল হইতেও ভয়ানক, নরক হইতেও ঘৃণিত। এমন কথা বলি না হীনচরিত্র রমণী অপেক্ষা হীনচরিত্র পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এমন কথা বলি না ধর্ম্মের চক্ষে হীনচরিত্র পুরুষের জীবনের কিছুমাত্র মূল্য আছে, তবে এ কথা সত্য যে পবিত্রতা প্রধানতঃ বামা কুলের শিরোভূষণ; রমণী হৃদয়েই ইহার পূর্ণ বিকাশ। তাই পবিত্রতা-হারা হইলে রমণী জীবন মর্য্যাদাশূন্য হইয়া পড়ে, সে রমণী ঘৃণা ও বিভীষিকাময়ী স্বপ্ন। এই কারণে রমণী কুলের পবিত্রতা রক্ষা করিতে আর্য্য জাতি এত শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল স্ত্রীলোক কেন যাবৎ মতির তরল অবস্থা থাকে, যাবৎ মনোবৃত্তি সকলের দৃঢ়তা না জন্মে, যাবৎ ধর্ম্মনীতির গৌরব রক্ষার্থ জীবন ও যৌবনের সর্ব্বস্ব অনায়াসে ত্যাগ করিতে না পারা যায়, তাবৎ কেবল স্ত্রীলোক কেন, পুরুষেরও সকল প্রকার প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া সাবধানে চরিত্র রক্ষা করা উচিত। তার পর যখন চরিত্র মানুষের আয়ত্তাধীন হয়, তখন স্ত্রীই হউন আর পুরুষই হউন, তিনি রণে বনে সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করেন। রমণীরত্ন দময়ন্তীর প্রতি পাপ দৃষ্টি করিয়া নীচাশয় ব্যাধ ভস্মীভূত হইয়াছিল, পবিত্র-প্রাণা পৃথীরাজ-বনিতার করে শাণিত অস্ত্র দেখিয়া দিল্লী সম্রাট নতশির হইয়াছিলেন, কেনা জানে বীরাঙ্গনা মুক্তিফৌজভগিনী সম্প্রদায়ের অলৌকিক বীরত্বে পাষণ্ড মাতালেরাও মানুষ হইতেছে। উন্নতচরিত্র কখনই পরাজিত হয় না। তাই আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন "যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তিনিই সুরক্ষিতা।"

ঈশ্বর-পরায়ণতা চরিত্র লাভের

জীবন স্বরূপ। ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে কোন কুপ্রবৃত্তিই তোমাকে ছুঁইতে পারিবে না। ফণাধারী ভুজঙ্গ যেমন দ্রব্য বিশেষের গন্ধে মাটীতে মাথা লুটাইয়া পড়ে, উত্তেজিত রিপু সকলও সেইরূপ ঈশ্বরের পবিত্র আলোক সহিতে না পারিয়া মনের কোণে মিশিয়া থাকে। তখন তাহারা চরিত্র হানি করিবে কি? খুজিয়াও তাহাদিগকে পাওয়া যায় না।

আত্মসংযম চরিত্র রক্ষার শাসনদণ্ড। এই পৃথিবী বুঝি মানুষের পরীক্ষা-ক্ষেত্র। ইহাতে এত রাশি রাশি পাপ প্রলোভন আছে, যে যদি আত্মসংযমে মানুষের ক্ষমতা না থাকিত, তবে সকলেই পাপের বোঝা মাথায় বহিত, আদর্শ মানবদিগের ইতিহাস আর এক রকম হইয়া যাইত। কিন্তু আত্মসংযমে মানুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে বলিয়া মানুষ চেষ্টা করিলেই এই সকল প্রলোভন কাটাইয়া উঠিতে পারে। প্রথমে আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যস্ত হইলে ইহার বলে মানুষ দেবতা হয়। যখন আত্মসংযম প্রভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, তখন সকলেরই ইহা অবশ্যই গ্রহণীয়।

আত্মাদর চরিত্র রক্ষার মহামন্ত্র স্বরূপ। যাহার প্রকৃত আত্মাদর আছে, তিনি কখনই মনুষ্য নামের গৌরব হারাইতে চাহেন না, মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পশুর মত কাজ করিতে পারেন না। নিজের দোষ নিজে দেখিয়া দুঃখ ও লজ্জায় অধীর হন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দোষ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি লাভ হয় না। তিনি আপনাকে চঞ্চল সংসার তরঙ্গের জলবিম্ব বলিয়া মনে করেন না, তিনি জানেন তিনি অনন্ত আকাশের তারকা; তিনি আপনাকে "দুদিনের মানুষ" বলিয়া মনে করেন না, তিনি জানেন তিনি দেবতার পরমাণু; তাঁহার শেষ স্থান শ্মশান বা কবর নহে, সেই অনন্ত দেবতার ক্রোড়। এই প্রকার আত্মাদরবিশিষ্ট লোকে কখনই চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া আত্মাবমাননা করিতে পারেন না।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, আবার তাহাই বলি, ভাই, বোন, চরিত্র হারাইও না। এ দেবত্ব জলে ভাসাইও না। প্রাণপণে চরিত্র রক্ষা কর। তোমার উদ্দেশ্যকে মহৎ কর, মনকে চিন্তাশীল কর, আত্মাদর শিক্ষা কর, আত্মসংযম অভ্যাস কর, সজ্জনের সঙ্গে বাস কর, সকলের উপরে পবিত্রতার প্রথম ও পূর্ণ আদর্শ জগদীশ্বরের চরণে আপনাকে উৎসর্গ কর, তাহা হইলে তোমার চরিত্র চিরদিনই বিশুদ্ধ রহিবে। ধন মান বিদ্যা প্রভৃতি উপার্জ্জন না করিতে পার, তাহাতে তুমি বহিয়া যাইবে না, অসচ্চরিত্র বিদ্বান বা বিদ্যাবতী অপেক্ষা সচ্চরিত্র মূর্খও শত-গুণে শ্রেষ্ঠ।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি।

৪র্থ প্রস্তাব।

টমাস কার্লাইল জগতের সার মাতার বিষয়ে যাহা একখানি পত্রে লিখিয়াছেন তাহা এই,—"পবিত্র দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা সকলে তোমার (মাতার) নিকট কি বদ্ধ নহি? কে আমাকে শৈশব কাল হইতে এই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পীড়া ও অবিবেচনার কার্য্য হইতে সংরক্ষণ এবং লালন পালন করিয়াছেন? আমার মা। কে আমাকে সেই সুধামাখা পবিত্র স্নেহের সহিত ভাল বাসেন ও বাসিতেন যে স্নেহকে কোনও রূপ দৈব ঘটনা, দুঃখ বা আমার কোনও দোষ কখনও দূর করিতে পারে না? মা তুমিই। যাহাতে আমি তোমার কষ্ট দূর করিয়া সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য তোমার সহায়তা করিতে পারি, এই আমার ভিক্ষা। এই মহা অনুগ্রহ আমাকে কর। এই পৃথিবীর তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া যদ্যপি আমি তোমাকে কিছু সুখী করিতে পারি, তাহা হইলে আমা দ্বারা একটি মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইল অনুভব করিব।"

পোপ লিখিয়াছেন :—

ভাগ্যবলে লভে নর যাহা কিছু চায়,
ভার্য্যা-নিধি দেন বিধি বিশেষ কৃপায়।
শূন্য ছায়া মত দেখ সৌভাগ্যের ফল,
নহে কভু স্থায়ী সেতো সদাই চঞ্চল।
সুখে দুঃখে চিরকাল যে জন সঙ্গিনী,
প্রবোধরূপিণী সেতো সন্তোষদায়িনী।
ইহারে পাবার আগে আদম একাকী
ভ্রমে দুঃখে, নাহি হয়ে স্বরগেও সুখী।
দয়া করি শেষে বিধি প্রদানিলা তারে,
নারীরত্ন, যত্ন করি রাখিলেন যারে।
ভার্য্যা সতী! সে কি জানে যন্ত্রণা কেমন,
তোমা হেন আছে যার পরম রতন!

সংস্কৃতে আছে,—স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ। স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি। অর্থাৎ স্ত্রীকে যত্নের সহিত রক্ষা করিবে, যেহেতু স্ত্রী সংরক্ষিত হইলে চরিত্র, বংশ, আত্মা ধর্ম্ম প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়। আর এক স্থানে,—ইমং সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমং। যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলাঽপি। অর্থাৎ স্বামী দুর্ব্বল হইলেও স্ত্রীর রক্ষার জন্য যত্নবান থাকেন, এই সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কার্লাইল আর এক স্থানে বলিয়াছেন "সহস্র মাতাকে সমবেত কর এবং তন্মধ্যে আমার মাতাকে রাখ। যদি কেহ বলেন যে ইহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম তাঁহাকে বাছিয়া লও, তাহা হইলে আমি আমার মাতাকে বাছিয়া লইব।" মাতা তাঁহার এত প্রিয় ছিলেন,

তাঁহার চরিতাখ্যায়ক স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে তিনি মাতার নীচে ভার্য্যাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

জন এঞ্জেল জেম্‌স "Female Piety" অর্থাৎ নারী ধর্ম্ম অথবা যুবতীর বন্ধু ও নেতা নামে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। ইহা পরে উঁহার পুত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। ইহাতে প্রকটিত আছে,—মাতা এই মধুময় সুখের কথাটিতে জগতের যাহা কিছু কমনীয়, সমুদয় সমন্বিত হইয়াছে। এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রে সুসভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মানবহৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলি যেন জাগিয়া উঠে। রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ সকলে ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও অনুভব করিয়া বিমোহিত হন। শিশুর কণ্ঠ হইতে এই মধুমাখা কথাটি প্রথমে নিঃসৃত হয়। শিশুর কোমল অন্তঃকরণ ইহাঁর মোহিনীশক্তি প্রথম অনুভব করে। ডাক্তার জেবেজ-বরন্স প্রণীত "Mothers of the Wise and Good" অর্থাৎ জ্ঞানী ও সাধুগণের জননীগণ নামে অতি ব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র পুস্তকে পুণ্যবতী ও বিচক্ষণা মাতৃবর্গের সুবিখ্যাত সন্তানগণের চরিতাখ্যায়িকায় আলফ্রেড দি গ্রেট, লর্ড বেকন, সার আইজ্যাক নিউটন, ডাক্তার জনসন, সার উইলিয়ম জোন্স, জর্জ ওয়াশিংটন, সেণ্ট আগষ্টিন, প্রেসিডেণ্ট এডওয়ার্ডস, ডাক্তার ডড্রিজ, ডাক্তার হোয়াইট নিউটন, সিসিল লি রিচমণ্ড প্রভৃতি চিরস্মরণীয় ৫০ জন মহাত্মার জীবন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তাঁহারা একমাত্র সারগর্ভ মাতৃ-শিক্ষার বলে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া ধরাধামে অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করেন ও ধর্ম্মের পথে সুখে বিচরণ করিয়া ধর্ম্ম জীবনের আদর্শ হন। এডল্‌ফ মোনোড এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, মাতা সন্তানের উপর যে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেন, তাহা প্রধানতঃ নীতিমূলক। আর এক স্থানে আছে "যিনি দোলনা দেন, তিনিই জগৎ শাসন করেন।" বাই-বেলের এক স্থানে আছে যে, "যে ভার্য্যা পুণ্যবতী, তাঁহার মূল্য অমূল্য রত্ন অপেক্ষাও অধিক।" মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছেন "আমাকে এক জন সুমাতা দাও, আমি শত জন সুশিক্ষিত পুরুষ দিব।" অপহাম ম্যাডাম গয়নের জীবনবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, "স্ত্রীলোকের উপস্থিতি ও চরিত্রের প্রাণ সঞ্চারিণীশক্তি হইতে পুরুষ বিচ্ছিন্ন থাকিলে, তাহার পদে পদে বিপদ্‌ ও সে কুত্রাপিও অপরের হিত সাধনব্রতে ব্রতী থাকিতে পারে না।" মহাকবি মিণ্টন একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমি আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস, আপনাকেই আপনার সম্মুখে দেখি, পুরুষ হইতে উৎপন্ন তাহার নাম নারী।" কাশীর "ধর্ম্ম প্রচারক" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে "ঈশ্বর নিজে মা হইয়া অপত্যস্নেহ হইয়া নিঃশব্দে দেহমন্দিরে প্রবেশ করিলেন; যে দেখিল সে চরিতার্থ হইল, আর যে দেখিবে

না, সে আর দেখিতে পাইবে না। জননীর স্নেহের পূজা কর, ফুল জগদীশ্বরের চরণে গিয়া পড়িবে।" বাস্তবিক মায়ের ভাল বাসার কি পরিমাণ আছে? আমরা বলি যেরূপ যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থের ছায়া ভূতলে নিপতিত হয় ও তাহার অনুগামিনী হয়, সেইরূপ আমরা পিতৃমাতৃ অস্তিত্বের ছায়া মাত্র হইয়া তাঁহাদিগের অস্তিত্বের অনুসরণ করিয়া আপনাদিগের অসারত্ব ও ঐ দেবতাদ্বয়ের সারবত্তার পদে পদে পরিচয় দিতেছি। ভাই ভগিনীগণে স্ব স্ব গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে আমাদিগের অগ্র-পশ্চাৎ রহিয়াছে। অতএব হে মানব! পিতা মাতা ছাড়া তোমার অস্তিত্ব কোথায়?

আখ্যানমালা।

১। জর্ম্মণি দেশে এক রেলওয়ে ষ্টেসনে কলের গাড়ি আসিতেছে, এমন সময়ে যে পইণ্টস্‌ম্যান দুইটী রেল যথাস্থানে সরাইয়া দিতেছিল সে দেখিল যে সম্মুখে রেল গাড়ি উপস্থিত, কিন্তু উহার শিশু সন্তান রেলের উপর রহিয়াছে। সে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সন্তান বাঁচাইতে যাইলে গাড়ির ভিতরের সকল লোকের জীবন নষ্ট হয় এবং না যাইলেও সে তাহার সন্তানটিকে হারায়। তাহার উভয় সঙ্কট। অবশেষে সে কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারেই কার্য্য করিল। সে যেখানে ছিল, সেই স্থানেই পইণ্ট ধরিয়া রহিল এবং উচ্চৈঃস্বরে "শুয়ে পড়, শুয়ে পড়" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। বিবেকবাণী নাকি পরমেশ্বরেরই বাণী, তাই গাড়ির সকল লোকও বাঁচিল ও ভগবান তাহার সন্তানটীকেও বাঁচাইলেন। বালক ভয়ে শুইয়া পড়িয়াছিল। এক জন সামান্য লোকের কর্ত্তব্যবোধ দেখিলে আমাদিগকে লজ্জিত হইয়া গর্ব্বে স্ফীত মস্তকও অবনত করিতে হয়।

২। বোম্বাই প্রদেশে আর একজন "পইণ্টস্‌ম্যান" ঐরূপ "পইণ্ট" (যে লৌহদণ্ড দ্বারা রেল সরান যায়) ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড সর্প তাহার দিকে আসিতে লাগিল। সর্প ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিয়া তাহার পদ হইতে মস্তকের দিকে উঠিতে লাগিল, কিন্তু পইণ্টস্‌ম্যান নিশ্বাস বদ্ধ করতঃ শরীরকে কঠিন করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল— নিজ সামান্য জীবন রক্ষার জন্য সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন বিপদে ফেলিতে ইচ্ছাও করিল না। গাড়ি "সোঁ, সোঁ" করিয়া চলিয়া গেল, সর্প নামিয়া বনে লুকাইল, সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে! বোম্বাইয়ের রাজকর্ম্মচারীগণ ইহাকে বিশেষরূপ পুরস্কার দিয়াছিলেন।

৩। একদা এলকিবায়েডিস্ নিজ বিষয়ের গর্ব্ব করিতেছিলেন। তৎকালে তিনি এথেন্স নগরের ধনবানগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার গুরু মহর্ষি সক্রেটীস্ তাঁহাকে একটী মানচিত্রের নিকটে লইয়া গিয়া "এটিকা" দেখা ইতে আদেশ করিলেন। এথেন্স যে প্রদেশের রাজধানী ছিল, তাহারনাম এটিকা। মানচিত্রের উপর উহা নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখায়। তিনি বহুকষ্টে এটিকা খুজিয়া বাহির করিলেন। মহর্ষি কহিলেন "তোমার অট্টালিকা ও সম্পত্তি কোথায় দেখাও।" এলকিবায়েডিস উত্তর করিলেন "প্রভো! উহা এত ক্ষুদ্র যে দেখাই যায় না।" মহাত্মা সহাস্যবদনে কহিলেন "দেখ তুমি কি সামান্য বিষয়ের জন্য গর্ব্বে অন্ধ হইতেছিলে!" শিষ্য লজ্জিত ও উপদিষ্ট হইয়া নীরবেই রহিলেন।

৪। নারীভূষণ রোমীয়া কর্ণেলিয়ার বিষয় কে না শুনিয়াছেন? একদা কেম্পেনীয়া প্রদেশস্থা কোন মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মহিলা ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন। তিনি নিজ অলঙ্কারাদি কর্ণেলীয়াকে এক একটী করিয়া দেখাইলেন এবং তদনন্তর কর্ণেলীয়ার রত্নভূষণাদি দেখিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। গ্রেকাইজননী চতুর ভাবে অন্য কথা তুলিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমরত্ন তাঁহার দুইটী সন্তান বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিল। তাঁহাদের মা সগৌরবে ধনাঢ্যা রমণীকে বলিলেন "ইহারাই আমার ধন রত্ন।"

৫। সামুয়েল জনসন্ এক কালে ইংলণ্ডীয় সাহিত্য জগতের অগ্রণী ছিলেন। ইহাঁর মানসিক শক্তি যেমন অসাধারণ ছিল, শরীর সেইরূপ সবল এবং হৃদয় ধর্ম্মভাবে বিভূষিত ছিল। তিনি বলিতেন যে শৈশবে শয়নকালে জননীর নিকট অধিকাংশ ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াছিলেন। ইহাঁর মা শিখাইয়াছিলেন "যেখানে ভাল লোকেরা যায় উহাই স্বর্গ, চিরসুখের স্থান এবং যেখানে দুষ্ট লোকেরা যায়, তাহাই নরক, চিরদুঃখের স্থান।" তাঁহার জননী উপদেশ দিয়া বলিতেন "যাও ভৃত্যদিগকে উহা বলিয়া আইস।" জনসন্ এই কথা যখনই উত্থাপন করিতেন তখনই বলিতেন যে "শিশুগণকে যাহা শিখান যায়, তাহা তাহাদেরই মুখে অন্য লোককে, কি ভাই ভগিনীদিগকে বলাইতে হয়। এইরূপ করিলে অন্য চিন্তা আসিয়া উপদেশগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না, উহা হৃদয়ে এবং মনে চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।"

মহাকবি বাইরণ দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর কবিত্বশক্তি আরও সুন্দর ছিল। তাঁহার হৃদয় মহৎ ও স্বাধীনভাবে পূর্ণ ছিল। এত বড় মহৎ লোকের দুঃখময় জীবনের বিষয় পাঠ করিলে অশ্রুপাত করিতে হয়। তাঁহার মাতার অত্যন্ত ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা ছিল। সন্তান তাঁহা হইতে এই সকল দোষ পাইয়াছিলেন বলিয়া অসাধারণ প্রতিভা পাইয়াও জীবনের অধিকাংশ কাল বৃথা কাটাইয়া-

ছিলেন। ইনি ছত্রিশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শেষ জীবনে যখন অনুতাপানল বাইরণকে দগ্ধ করিতে লাগিল, তখনকার হতাশাময় আক্ষেপ পাঠ করিলে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ইনি নিজ কবিত্ব দ্বারা গ্রীক জাতিকে স্বাধীন ভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের তিনিই প্রধান কারণ। কুমাতার গর্ভে না জন্মিলে এই মহাত্মা জগতের যে আরও কত উপকার করিতে পারিতেন বলা যায় না। কিন্তু এস্থলে ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে বাইরণ তাঁহার মনের তেজস্বিতা স্তন্যের সহিত মাতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। রোমদেশে খৃষ্ট জন্মিবার সময় সময় ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। জুলিয়াস্ সিজার তখন সম্রাট হইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার বন্ধু সাধু ব্রুটাস স্বাধীনতার পক্ষ। কেসিয়াস ব্রুটাসের প্রাণের বন্ধু। এই দুই জন সিজারের হত্যাকারিগণের মধ্যে প্রধান। হত্যার কিছু কাল পরে ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া সার্ডিস নগরে একত্রিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে ভয়ানক বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। ব্রুটাস গম্ভীর, কেসিয়াস ক্রোধে অন্ধ। কেসিয়াস বলিলেন "আমার মা আমাকে যে তীব্রতা ও খিটখিটে স্বভাব দিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা আমার অসাধ্য বলিয়া কি আপনি আমাকে নিজপ্রেমে ক্ষমা করিতে পারেন না?" ব্রুটাস "হাঁ কেসিয়াস; এই বার যখন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবে, আমি ভাবিব যে তোমার মা বকিতেছেন এবং তোমাকে ক্ষমা করিব।"—সেক্‌সপিয়ারের জুলিয়াস্ সিজার। ইহা দ্বারা আর কিছুই প্রতীয়মান হউক বা নাই হউক, সেক্‌সপিয়ার ইহাই দেখাইয়াছেন যে সন্তান মাতারই অনুরূপ হয়।

৮। বস্তুতঃ জগতের সর্ব্ব লোকাপেক্ষা মাতারই সহিত আমাদের অধিক সম্বন্ধ; এবং শিক্ষা ও অনুকরণের সময় অর্থাৎ জন্ম হইতে যৌবন কাল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই মাতার নিকট থাকি ও তাঁহারই স্বভাব প্রাপ্ত হই। এই জন্যই একজন মহাত্মা বলিয়াছেন "we are what our mothers have made us" অর্থাৎ আমাদের মাতারা আমাদিগকে যাহা করিয়াছেন, আমরা তাহাই। মহাভারতে পড়া যায় যে অম্বিকা গর্ভসঞ্চারকালে ত্রাসে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, বলিয়া পুত্রটী পাণ্ডুবর্ণ হইল। এই পাণ্ডুর অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। তাহার কারণ এই, যে গর্ভ সঞ্চারের সময় তাঁহার মাতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রাতা ধর্ম্মভীরু বিদুরের মাতার গর্ভ সঞ্চারের সময় পবিত্র মনে ছিলেন বলিয়া সাধু ও ভক্ত সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। মানবের নিত্য জীবন আলোচনা না করিলেও মহাভারতের এই আখ্যায়িকা আমাদিগকে সুন্দর ভাবে শিখাইতেছে যে গর্ভা-

বস্থাতে জননীর মন ও শরীর যেরূপ অবস্থাতে থাকে, সন্তানেরও অবস্থা তদ্রূপ হয়।

শিশুশিক্ষা।

"The child is father of the man"
Wordsworth.

মুকুল যেমন বিকসিত হইয়া পুষ্পে পরিণত হয়, শিশুগণ তেমনি বৃদ্ধি পাইয়া নরনারীতে পরিণত হয়। বৃক্ষের শৈশবাবস্থাতে শাখা যে দিকে নোয়াইবে, সেই দিকেই অবনত হইবে; উহার একটী স্থান কাটিয়া দাও, ঐ চিহ্ন চিরকালই থাকিয়া যাইবে। সেই রূপ শৈশবকালে যে শিক্ষা ও অভ্যাস হয়, শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও উহা কখনও বিস্মৃত হয় না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাত্যহিক জীবনে দেখা যায়। শিশুর শিক্ষা ও পালনের ভার ভগবান নারীগণকে দিয়াছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর "জাতি কি?" বলিব "এক একটী লোকের সমষ্টি।" এক একটী লোক কি? উত্তর—আমাদের জননীগণ যাহা তৈয়ার করেন তাহাই। অতএব দেখ, নারীদ্বারা জাতি প্রস্তুত হইতেছে। নারীদের অবস্থা যেরূপ হইবে, জাতীয় অবস্থাও তদনুরূপ হইবে। হিন্দুদিগের গৌরবের দিনে নারীগণ স্বাধীন ও পবিত্রভাবে পূর্ণ ছিলেন এবং সেই সময়ে ভারতে অনেক জগদ্বিখ্যাতা সতী, বিদুষী ও বীরাঙ্গনা জন্মিয়াছিলেন। রোম্ ও গ্রীশদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উন্নতির কালে নারীগণের অবস্থা বিশেষরূপ উন্নত ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে শিখাইতেন "দেশের জন্য প্রাণ দিবে; ঢালের উপরে শুইয়া সমরক্ষেত্র হইতে আসিবে, তথাচ ঢাল স্কন্ধে করিয়া ফিরিয়া আসিও না।" ইহার অর্থ এই যে যুদ্ধে মরিবে, তথাচ বিমুখ হইবে না। শিশুদের অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল। ইংরাজ শিশু পিতাকে অশ্বে আরোহণ ও বন্দুক ব্যবহার করিতে দেখিলে সেও কাষ্ঠের বন্দুক ব্যবহার ও কাষ্ঠের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবে। বাঙ্গালি শিশু "জুজু" এবং "ছেলেধরার" ভয়েই অদ্ধমৃত। এই স্থানেই দেখ শিক্ষার কত প্রভেদ! কাজেই শিক্ষার ফলও বিভিন্ন হয়। এইত আমাদের জাতির সাহসের বিষয় গেল। দ্বিতীয়তঃ সত্যপ্রিয়তা। সন্তানকে ভুলাইতে হইলেই মা বলেন "পুতুল দিব," "সন্দেশ দিব" ইত্যাদি। এই সকল কথার সৃষ্টি হইতে অদ্যকার দিন পর্য্যন্ত বোধ হয় অধিকসংখ্যক মাতাই সন্তানকে বাক্যানুরূপ সন্দেশ বা পুতুল দেন নাই। এই রূপে বিন্দু বিন্দু করিয়া মিথ্যা কথার বিষ শিশুর রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং শিশুকে অসত্য ও কপটতা শিক্ষা দেয়। বালক বালিকা কথা বুঝিতে পারিলেই তাহার কর্ত্তা মশাই বা দিদি মা "আমাকে বিয়ে কর্ব্বি?" ইত্যাদি নীতিগর্ভ শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ছেলে পুতুলের বিবাহ দিতে শেখে ও ঘর করিতে

শেখে, অন্য শিক্ষা কিছুই লাভ করে না। এইরূপ শিক্ষা চরিত্রের পক্ষে যে কতদূর স্বাস্থ্যকর সকলেই জানেন। বালিকারা মনে করে, যে শ্বশুরবাড়িগমনরূপ তাহাদের এক ভীষণ পরীক্ষা আছে। এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিলে গর্ভে শিশু ধারণ করিতে হইবে। ইহার জন্যই যেন তাহারা মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে। এই সকল অপকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়াতে বালক বালিকাদের হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায়, অসত্য, ইন্দ্রিয়লালসা, সাহসহীনতা ও পরাধীনতা, প্রবেশ করে বলিয়াই এ জাতির সর্ব্ব বিষয়ে এত দুরবস্থা। শিক্ষাভাবেই এককালে জগদারাধ্যা ভারত মহিলাদের এখন এত দুর্গতি হইয়াছে এবং তাহার সহিত এতদূর জাতীয় দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও যাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই ভারত মহিলাগণ কি আর জাগিবেন না? যে জাতির মধ্যে গার্গী, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি রমণীরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে জাতি উনবিংশ শতাব্দির শেষার্দ্ধে ঝান্সির রাণী প্রভৃতির ন্যায় বীরাঙ্গনার ধর্ম্ম দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে, সে জাতি কি তাহার ভবিষ্যতের বিষয়ে কখনও হতাশ হইবে? কখনই না। সে দিন বহুদূরে নয় যখন ভারত মহিলাগণ জাগিয়া নিজ নিজ পুত্র, ভাই, স্বামী প্রভৃতি জাগাইবেন এবং সত্য ও পবিত্রতার নিশান উড়াইয়া ভারতের জয় ঘোষণা করিতে করিতে সকলকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব নূতন দৃশ্য দেখাইবেন।

জন্তু বিজ্ঞান।

(অবতরণিকা।)

বিধাতার অনন্ত সৃষ্টিপুঞ্জের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী এক ক্ষুদ্র কণা। সেই কণারও একটী ক্ষুদ্রতম অংশের তত্ত্বসংগ্রহ করিতে মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তি পরাস্ত হয়। ইহা অপেক্ষা মনুষ্য জ্ঞানের ক্ষুদ্রতার আর অধিক প্রমাণ কি চাই? জড় ও জীব, ইহার মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়া লওয়া সহজ; কিন্তু জীব-সৃষ্টির শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে প্রভেদ, তাহা আজিও বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই; উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ ও নিম্ন শ্রেণীর জন্তুজাতির মধ্যে যে পার্থক্য তাহাও বিশেষ রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। আমরা অন্ধকার ও আলোকের প্রভেদ বুঝি, কিন্তু কোথায় অন্ধকারের শেষ হইয়া আলোকের আরম্ভ হয়, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

জড় পদার্থ, হয় একটী ভৌতিক পদার্থ লইয়া, অথবা একাধিক ভৌতিক পদার্থের সহজ সম্মিলনের ফলে উৎপন্ন। স্বর্ণে একই ভৌতিক পদার্থ; আবার লবণ প্রভৃতিতে বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের সংযোগ আছে বটে, কিন্তু সহজেই সে গুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিতে পারা যায়। কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব শরীরে, অঙ্গার, জলযান, অম্লযান, যবক্ষার যান প্রভৃতির এরূপ গাঢ় সংযোগ যে উল্লিখিত ভৌতিক পদার্থ গুলির স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে এবং একটী সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। অপিচ, আমরা শরীর বলিলে যাহা বুঝি তাহা জড়ের নাই, উদ্ভিদের আছে, জন্তুর আছে। একটী জড়পিণ্ডের অংশবিশেষ ছেদ করিলে, একইরূপ দুইটী জড়পিণ্ড হয়, পচে না, কিম্বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ ও জন্তুদিগের অবস্থা যে অন্যরূপ, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। জড়ের এক অংশের সহিত অন্য অংশের সম্বন্ধ নাই; কিন্তু উদ্ভিদ ও জন্তু জাতির প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট। কিন্তু প্রভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জন্য ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার পদ্ধতিতে জড়পিণ্ড বাহ্যিকভাবে অন্য জড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব, শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, সে খাদ্য দ্রব্যগুলি নূতন অবস্থায় পরিণত করিয়া ফেলে এবং পরে সে গুলি শরীরের বৃদ্ধির অনুকূল হয়। এ পর্য্যন্ত যে কয়টী প্রভেদের উল্লেখ করা গেল, তাহাও বাহ্যিক অবস্থা। জীবন যে কি, বিজ্ঞান তাহা জানে না; সুতরাং প্রভেদের প্রকৃত অবস্থা বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে না।

তাহার পর উদ্ভিদ ও জন্তুর পার্থক্য বিচারের কথা।

১ম। বাহ্যিক আকৃতিতে অনেক স্থলে উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। এক শ্রেণীর শৈবাল (Algæ), আছে যাহা এক শ্রেণীস্থ (Infusoria) কীটাণুর সম্পূর্ণ অনুরূপ। সমুদ্রে একরূপ জীবশরীর দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি উদ্ভিদ্ শ্রেণীস্থ বলিয়া এত ভ্রম হয়, যে সর্ব্বদেশেই প্রায় উদ্ভিদের নামে সে গুলির নাম! বিলাতে সে গুলিকে (Sea flower) সমুদ্রপুষ্প বলে। পুরীর সমুদ্রতীরস্থ লোকদিগের মুখে সে গুলিকে "সাগর ঝাটি", বলিতে শুনিয়াছি।

২য়। অভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রণালীতেও অনেক স্থলে প্রভেদ দেখা যায় না। একথাটা এখানে বুঝাইতে পারিব না, ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে প্রয়োজন অনুসারে বুঝাইব।

৩য়। শরীরে বিভিন্ন প্রকারের ভৌতিক পদার্থের সংযোগ বিষয়ে একটু প্রভেদ দেখা যায়। যবক্ষারযান (Nitrogen) জন্তুর শরীরে প্রয়শঃ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই প্রভেদের ফলে উদ্ভিদে হরিৎ আবরণের (Chlorophyd) উৎপত্তি। কিন্তু এমন জন্তুও

আছে, যাহাদের শরীরে এই হরিৎ আবরণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এসম্বন্ধেও বিশেষ কথা ভবিষ্যতে বলিব।

৪। চলৎশক্তি-হীনতাতে অথবা চলৎ শক্তি বিশিষ্টতাতেও কোথায় কোথায় পার্থক্য নাই। ইহারও বিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

৫ম। খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি। এই খানেই সত্য সত্য কিছু বেশী প্রভেদ দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ জাতি অসম্বদ্ধ জড় পদার্থ আহার করিয়া, সুসম্বদ্ধ শরীরজ পদার্থের উৎপত্তি সাধন করে। উদ্ভিদ সাধারণতঃ জল, অঙ্গারযান এবং এমোনিয়া আহার করে; কিন্তু সেগুলি হইতে শরীরজ (organic) পদার্থের উৎপত্তি সাধন করে; বৃক্ষাদি হইতে চিনি, ষ্টার্চ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু জন্তু সম্বন্ধে ঠিক্ বিপরীত নিয়ম। জন্তুশ্রেণী, শরীরজ পদার্থই অধিক আহার করে, কিন্তু যাহা উৎপন্ন করে, সেগুলি অসম্বদ্ধ জড় পদার্থ। এই জন্য অনেকে বৃক্ষাদিকে উৎপাদক এবং জন্তুদিগকে খাদক সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু এখানেও গোল আছে। বাঙ্গালা দেশে যে গুলিকে বেঙের ছাতি বলে (Fungi), সেগুলির আহার শরীরজ পদার্থই অধিক।

যাহা হউক এইরূপ সূক্ষ্ম বিচারে যদিও উদ্ভিদ ও জন্তুকে কোনবিশেষ সংজ্ঞা দ্বারা পৃথক পৃথক করা যায় না, তথাপিও সাধারণতঃ আমরা যেরূপ বুঝি, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও উদ্ভিদ ও জন্তুতে সেইরূপ প্রভেদ বুঝিয়া থাকেন।

জীব বলিতে বিজ্ঞান শাস্ত্রে উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়কেই বুঝায়। কিন্তু আমরা জন্তুদিগের তত্ত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। সুতরাং আমরা এবারে পরস্পরের প্রভেদ বিচারের কথা কিছু বলিয়া রাখিলাম। আরও কথা আছে, এই কয়টী কথা স্মরণ না রাখিলে পর পর প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিতে হইবে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

তৃতীয় সংখ্যা।

কুকুরের বুদ্ধিশক্তি।

ইংলণ্ডের কোন বড়লোকের একটী কুকুর ছিল। উহার নাম ছিল নেপচুন। ঐ কুকুরটী মেষ ও শূকরের মাংস বড় ভালবাসিত। তাহাকে ছাড়িয়া দিলেই সে মেষ ও শূকরের পশ্চাৎ ধাবমান হইত বলিয়া উহার প্রভু তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতেন। কখনও দূরে শিকার করিতে যাইলে উহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

উক্ত বড়লোক এক দিন বন্ধুবান্ধব সহ শিকারে যাইবার সময় কুকুরটীকেও সঙ্গে লইলেন। পথে যাইতে যাইতে ধনী মহাশয় একটী খালের ধারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুরা সকলেই ঘোড়ার সহিত লাফাইয়া পার হইলেন। কেবল তাঁহার ঘোড়াই উহা পার হইতে পারিল না দেখিয়া তিনি নামিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া পার করিতেছেন, এমত সময়ে বাতাসে তাঁহার টুপী উড়িয়া গেল। টুপী রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করাতে লাগাম তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। ঘোড়া ছাড়া পাইয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। নেপচুন প্রভুর বিপদ দেখিয়া দৌড়িয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল; তখন ঘোড়া আর দ্রুত দৌড়াইতে না পারায় তাহার প্রভু আসিয়া ঘোড়া ধরিলেন। নেপচুনকে ঘোড়ার লাগাম ধরিতে কখনও শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, সে আপনি বুদ্ধি করিয়া ঐরূপে ঘোড়া আটকাইয়া রাখিল।

কোন একটী ভদ্রলোকের একটী কুকুর ছিল। সে প্রত্যহ এক একটী পয়সা লইয়া বিসকুট কিনিয়া খাইত। সে পয়সাটী লইয়া গিয়া পা দিয়া চাপিয়া রাখিত; বিসকুট পাইলেই পয়সাটী দিত। এক দিন বিসকুট-ওয়ালা তাহাকে পোড়া বিসকুট দিল। যে দিন কুকুর পোড়া বিসকুট খাইল, তাহার পর দিন হইতে সে আর সে দোকানে বিসকুট লইলনা। তাহার সম্মুখস্থ অপর দোকান হইতে বিসকুট লইতে লাগিল এবং সে পূর্ব্বোক্ত বিসকুট-ওয়ালাকে একবার পয়সাটী দেখাইয়া নূতন দোকানে যাইয়া বিসকুট কিনিয়া খাইত।

মূর্খ পক্ষী।

বুবি নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। তাহার আকার হংসের ন্যায়; পৃষ্ঠদেশ ধূসরবর্ণ; বক্ষস্থল শ্বেতবর্ণ। বুবির ন্যায় নির্ব্বোধ পক্ষী আর নাই, কেননা ইহাকে ধরিতে যাইলে বা প্রহার করিলে পলায়নের কিছুমাত্র চেষ্টা করে না। শিকারীরা বিনা আয়াসে ঐ পক্ষী ধরিয়া বিক্রয় করে। কাপ্তেন কুক ভারত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপে বুবি পক্ষী দেখিয়াছিলেন।

বুদ্ধিমান পক্ষী।

জনৈক স্কটলণ্ড-দেশীয় ব্যক্তি বলেন যে সেই দেশে এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারা রেল-গাড়ীর পশ্চাতে যে ধূলা উত্থিত হয় তাহাতে লুকাইয়া রেলগাড়ীরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িয়া যায়, এবং সম্মুখে কোন পক্ষী দেখিলেই লুক্কায়িত স্থান হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া শিকার করে। ইহারা আজ কাল এইরূপে শিকার করিয়াই জীবন ধারণ করে।

সরল গৃহ চিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথিক মতে)

Liver Diseases.

জ্যাণ্ডিস—কামল বা নেবারোগ।

ইহার আর একটী নাম পাণ্ডুরোগ। যকৃতের বিবিধ প্রকার রোগের ইহা একটী লক্ষণ মাত্র।

কারণ।

যকৃতের কোন অংশ ধ্বংস হইলে, যকৃতে রক্ত সঞ্চার হইলে, যকৃতে অতিরিক্ত পিত্ত সঞ্চার, অপরিষ্কৃত রক্ত সঞ্চালন, পিত্ত নিঃসরণের কার্য্যের ব্যাঘাত, পিত্ত নিঃসরণ, নালিতে চাপ লাগা, অকস্মাৎ মানসিক উত্তেজনা, কোষ্ঠবদ্ধ, ম্যালেরিয়া জ্বর, পিত্ত জ্বর, পালা জ্বর, ইত্যাদি বিষাক্ত জ্বর দ্বারা এই রোগ জন্মিতে পারে; এবং পারা, ফসফরাস, তাম্র দ্বারা বিষাক্ত হইলেও ক্লোরোফরম, অথবা ইথার আঘ্রাণে রক্ত বিষাক্ত হইলে ইত্যাদি কারণে এই নেবারোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।

শরীরের ত্বক হরিদ্রাবর্ণ, চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ, মল কর্দ্দমাকার বা শ্বেতবর্ণ, প্রস্রাব গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, রোগী সমস্ত দ্রব্য হরিদ্রাবর্ণ দেখে। মূত্রে ইউরিয়া ও ইউরিক এসিডের অংশ কমিয়া যায়, এবং রোগ কঠিন হইলে কখন কখন মূত্রে শর্করা থাকে। মুখে সর্ব্বদাই তিক্তাস্বাদ, শরীর কম্পন, দুর্ব্বলতা, চিত্তচাঞ্চল্য থাকে, জিহ্বা অপরিষ্কার, সর্ব্বদা আলস্য বোধ, শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, নাড়ী মৃদুগামী, জ্বরবোধ হয়। রোগ কঠিন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে মস্তিষ্কের ও স্নায়বীয় পীড়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। একোনাইটের পরে মার্কুরিয়স দিবে। ইহাতে উপকার না হইলে চায়না এক সপ্তাহ ব্যবহার করিবে। সে স্থানে চায়না ও মার্কুরিয়স ব্যবহারে ফল পাওয়া যায় নাই, সে স্থানে সলফার, নক্সভমিকা, বেলেডোনা, সিপিয়া ও আর্সেনিক লক্ষণানুসারে সেবন করাইলে রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে। যদি নাড়ী অসমান অথবা ক্ষীণ হয়, তবে ডিজিটেলিস ব্যবহারে উপকার হয়।

তরুণ পীড়ায়—একোনাইট, মার্কুরিয়স, নক্সভমিকা, হাইড্রাষ্টিস, কেমোমিলা।

পুরাতন পীড়ায়—চেলিডোনিয়ম্, পডোফাইলম, চায়না, ডিজিটেলিস, আর্সেনিক, ফরফরাস, এসিড-নাইট্রিক।

রাগ অথবা মনোবিকার হেতু রোগ

হইলে—সলফার, একোন, ব্রাইওনিয়া, ইগ্নেসিয়া, নেটম।

কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু রোগ হইলে—মার্ক, বেলেডোনা, নক্স।

পারার অপব্যবহার হেতু রোগোৎপন্ন হইলে !—চায়না; হিপার, লাইকো, সলফার।

অখাদ্য ও অতিশয় আহার হইতে হইলে—পলসেটিলা,এণ্টি ক্রু, ব্রাই, কার্ব্বো ভেজি, ক্যামোমিলা, নক্স।

বালকদিগের পীড়ায়—ক্যামোমিলা, মার্ক, ব্রাই, ইগ্নেসিয়া, এসিড-নাইট্রিক, নক্স, পলস, সলফার।

শির;পীড়া থাকিলে—বেল, নক্স, সিপি, ফস।

আহারে অনিচ্ছা থাকিলে—কার্ব্বো, সলফার।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—একোন, ব্রাই, নক্স, ক্যাল।

উদরাময় থাকিলে—মার্ক, চায়না, আর্স।

শরীরে জ্বালা থাকিলে—মার্ক, লাইকো, আর্স।

যকৃতে টনটনানি থাকিলে—একোন, ব্রাই, ক্যামো, কার্ব্ব।

যকৃত স্ফীত থাকিলে—ক্যাল, চায়না, আর্স।

যকৃত কঠিন বোধ হইলে।—বেল, ব্রাই, ক্যালি-কার্ব্ব, ম্যাগে।

ভারবোধ হইলে—কার্ব্বো, মার্ক সলফার।

নড়িলে বেদনা বোধ—একোন, ব্রাই, বেল, নক্স, মার্ক।

ডাক্তার লিলিয়ান্থান বলেন নেবা রোগে চায়না ও মার্কুরিয়স পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

একোনাইট।—এই রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। প্রবল জ্বর, যকৃতে সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা, হরিদ্রাবর্ণ চর্ম্ম, মূত্র-লালও পরিমাণে অল্প। ১।৩ ক্রম।

চায়না।—চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, ম্যালেরিয়ার জ্বর অন্তে এই রোগ। উদর স্ফীত ও পূর্ণ, বমনোদ্রেক, কাদার ন্যায় মল। ৬।১২।৩০ ক্রম।

মার্কিউরিয়স।—পিত্ত মিশ্রিত উদরাময়, জিহ্বা লেপযুক্ত, মুখে দুর্গন্ধ, মূত্র লালবর্ণ,আহারে অরুচি, বমনোদ্রেক, যকৃতে বেদনা, ক্ষীণ নাড়ী, ইহা একটী এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬।১২ ক্রম।

ক্যামোমিলা—মুখমণ্ডল ও চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ। রোগী অধৈর্য্য, পিত্ত বমন। এই ঔষধ শিশুর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। ৬।৩০ ক্রম।

নক্সভমিকা—কোষ্ঠবদ্ধ,যকৃত স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও কঠিন, অরুচি,মুখে পচা ও টক স্বাদ। রোগী খিটখিটে, একলা থাকিতে ভালবাসে। যাহারা মদ্যপানাদি অত্যাচার করে, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ৩।৩০।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ৪ঠা জানুয়ারি বিকটোরিয়া কলেজের ছাত্রীগণকে রাজ-প্রতিনিধি পত্নী লেডী লান্সডাউন স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। ১ম শ্রেণীর কুমারী সুচারু সেন ও শান্তশীলা দত্ত যথাক্রমে রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক (মেডাল) প্রাপ্ত হন।

২। লেডী ডফরিণ হাঁসপাতালের গাঁথনি কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। ৭ই জানুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে ইহার সহায়তাজন্য মহাসমারোহে এক সভা হইয়াছে। লর্ড লান্সডাউন তাহার সভাপতির কার্য্য করেন।

৩। গত ৩রা জানুয়ারি ছোট লাটের বেলবিডিয়ার ভবনে জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

৪। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী সার মাণিকজী পেটিট প্রিন্স বিকটরের ভারত ভ্রমণ স্মরণার্থ বোম্বাই নগরে এক কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন জন্য লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৫ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষায় প্রবেশিকায় ৫৩০১, এফ এতে ২৮৭২ এবং বিএতে ১০৪৯ পরীক্ষার্থী হইয়াছে।

বামা রচনা।

শোকোচ্ছ্বাস।

(স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, বি, মহাশয়ের মৃত্যু-উপলক্ষে লিখিত)

অরে কাল! কি করিলি,
কারে আজ কেড়ে নিলি,
কেমনে এমন জ্যোতিঃ সহসা নিবালি?—
কাঁদালি কাঁদালি কার
ভাই বন্ধু পরিবার—
এঃ! আবার বঙ্গ মা'র কপাল পোড়ালি!১

ছাড়ি এ অমরাবতী
কোথা যাও মহামতি,
কোথা যাও ফেলি তব সোণার সংসার?—
প্রিয় পুত্র কন্যা দারা,
কোথায় রহিল তারা,
একেলা চলিলে সব করিয়া আঁধার!২

কি দুঃখ কি অভিমানে
এতই বেজেছে প্রাণে,
এ "ইন্দ্রত্ব" পানে আহা চাহিলে না ফিরে,
তুচ্ছ তৃণ রাশি প্রায়
অবহেলি সমুদায়,
চলেছ অজানা দেশে—আলো কি তিমিরে!৩

ধর্ম্মশীল সত্যপ্রাণ,
জিতেন্দ্রিয় সুবিদ্বান,
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা ঘরে বিরাজিত;
স্বদেশ-কল্যাণে রত
উচ্চসাধ অবিরত
কোমলতা মধুরতা মরমে পূরিত।৪

গৃহলক্ষ্মী, শুদ্ধমতি
সরলা সুশীলা সতী,
পতির মঙ্গল চিন্তা করে কায়মনে;
"আশু"—এ অমূল নিধি,
যাঁরে দিয়াছেন বিধি,
কিসের অভাব তার এ ভব ভবনে!৫

এ সুখ সম্পদ হায়!
অবহেলি সমুদায়,
কোথা যাও মহামতি কি সুখ লভিতে,
কি কাজ রয়েছে বাঁকি
এ জগতে হ'ল নাকি
যাও তাই বিভু-আজ্ঞা যতনে পালিতে?৬

সে দেশে কি ধন-হীন
কাঁদিছে কাঙাল দীন,
ত্বরায় যেতেছ তাই করিতে সন্ত্বনা ?—
রোগার্ত্ত ঔষধ পাবে
ক্ষুধার্ত্ত আনন্দে খাবে,
তোমারে ডাকিছে বুঝি বিলম্ব করো না ?৭

অথবা পেয়েছ ব্যথা
জানি সে দারুণ কথা,
সে দিন কনিষ্ঠ সুত গিয়াছে ছাড়িয়া,
পুত্র শোক-হৃদি মাঝে
বাজের অধিক বাজে
গেল কি ও হৃদি তাই শতধা হইয়া !৮

—না না তুমি মহাজ্ঞান
মহা ধৈর্য্যশীল মানি,
শোক দুঃখ সঁপে সাধু পরমেশ পায় ;
নাহি জানি কেন কেন
উদাসীন বেশে হেন
সর্ব্বস্ব ত্যাজিয়া আজি চলিছ কোথায় !৯

হয় তো এ বসুন্ধরা
জরামৃত্যু স্বার্থ ভরা
বিষের বাতাস বুঝি লেগেছে ও গায়,
দেবতা আদরে হায়
লুকা'তে লইয়া যায়,
সেই চারু দেব-দেশে যতনে তোমায় ।১০

কি দারুণ গণ্ডগোল !
কি গভীর হরি বোল !
বঙ্গ-ভূমি-মৃত-বক্ষে একি বজ্রাঘাত !—
দেশের উজ্জ্বল নিধি
অকালে হরিল বিধি
"গঙ্গাপ্রসাদের" দেহ হইল নিপাত ।১১

উহুঃ কি বিষম কথা
প্রাণে প্রাণে লাগে ব্যথা
মধ্যাহ্নে তপন আজি পড়িল খসিয়া,
এ দুঃখ এ শোকোচ্ছাসে
বঙ্গ অভাগিনীভ াসে !
আকাশে সুধাংশু রবি উঠিছে কাঁদিয়া ।১২

তুমি তো চলিছ গঙ্গে,
মিশিতে সাগর সঙ্গে
দিগন্তে লইয়া যাও এ দুঃখ বারতা,
কহিও মা দূরাদূর
"শূন্য সে ভবানীপুর"
বঞ্চিত প্রসাদে তব করেছে বিধাতা ।১৩

মাতৃগণে দিতে শিক্ষা
কে রচিবে "মাতৃ শিক্ষা"
কে চাবে ঘুচাতে দেশে অকাল মরণ ?
অনাথ দুর্ব্বল জনে
কে আর সদয় মনে,
করিতে অভাব দূর করিবে যতন ?১৪

পবিত্র জাহ্নবী কূলে
আগুণ উঠিছে জ্বলে
সুখ সাধ শান্তি সহ এক অবলার,
তার রবি তারা শশী
পলকে পড়িল খসি
আজ হতে হল তার জগৎ আঁধার ।১৫

সুভগা সরলা আজি
রহিল বিধবা সাজি,
শত চিতা রাবণের হৃদয়ে বহিয়া ।
লিখিতে পরাণ ডরে,
লেখনী খসিয়া পড়ে,
বিধাতঃ,কিবেশে কাবে দাও সাজাইয়া ।১৬

যাও তবে যশো ধাম,
যেথা সে স্বরগ নাম
অজর অমর দেশ সুখ-শান্তিময় ;
রোগ শোক তাপ শূন্য
আনন্দ অমৃত পূর্ণ,
গুণী জ্ঞানী সাধু চির পবিত্র আলয় ।১৭

সাধি জীবনের কাজ
যে মহাত্মা যায় আজ,
পসারি স্নেহের কোল নেবে কি তুলিয়া ?
শান্তিময় পরমেশ,
শান্তিপূর্ণ কর দেশ,
থামাও শোকার্ত্ত প্রাণ, করুণা করিয়া ।১৮

প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০২ সংখ্যা।	ফাল্গুন ১২৯৬—মার্চ্চ ১৮৯০।	৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহাসভা পার্লেমেণ্ট—গত ১১ই ফেব্রুয়ারি মহারাণী স্বয়ং খুলিয়াছেন। রাজ্ঞীর বক্তৃতায় ভারতের বিষয় কিছু না থাকা দুঃখের বিষয় হইয়াছে। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই :—

বিদেশীয় রাজ্য সকলের সহিত সদ্ভাব আছে, কেবল পর্টুগাল ব্রিটিষ পতাকার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করাতে বিবাদের সম্ভাবনা হইয়াছে। ব্রসেল্‌সের দাস-বিরোধী সভার চেষ্টা সফল হইবে আশা করা যায়। মিশরের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য সন্ধি এবং সামোয়ার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। আয়র্লণ্ডের অবস্থা ক্রমে ভাল হইয়া আসিতেছে, সরাসরি বিচারের সীমা সঙ্কীর্ণ করা হইবে। মেন্দবোর্ণ কথোপকথন সভার পরামর্শানুসারে যতদূর সাধ্য কার্য্য করা যাইবে।

প্রিন্স বিক্‌টর—লাহোর দিল্লী ও আজমীর পরিদর্শন করিয়াছেন। পাতিয়ালার মহারাজা ইহাঁর স্মরণার্থ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি স্থাপনার্থ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সখী-সমিতি—সমিতির কয়েকটী প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া লেডী লান্সডাউনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি সমিতির প্রতিপোষিকা। নূতন বৎসরে সখের বাজার খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন।

পণ্ডিতা রমাবাই—বেরারের অমরাবতী এবং হাইদ্রাবাদ নগরে গিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের সাহসিকতা—১৭ বৎসরের এক যুবতী আরারাট পর্ব্বতের যে উচ্চ শৃঙ্গে মহাপ্রলয়ের সময় নোয়ার জাহাজ ঠেকিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে সেইখানে উঠিয়াছিলেন। শিখরে উঠিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন, অন্য লোকে নামাইয়া লইয়া আইসে।

আয় কর—কেবল বঙ্গদেশ হইতে গত বৎসর ৩৯ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। এমন অনায়াস-লব্ধ আয় গবর্ণমেণ্ট কি ছাড়িতে পারেন?

কুমারী এলেন পাশ—গার্টেন কলেজের বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণা এই যুবতী মুক্তিফৌজের প্রচারিকা হইয়া কলিকাতায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

বিধবা বিবাহ সভা—শ্রীহট্টে বালবিধবাদিগের বিবাহ সম্পাদনার্থ এক সভা হইয়াছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। অবগণ্ড বালিকাদিগের উদ্ধারের জন্য প্রত্যেক জেলায় এরূপ উদ্যোগ হওয়া আবশ্যক।

ডাকবিভাগের অনুগ্রহ—ইংলণ্ডেশ্বরী ও পার্লেমেণ্টের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ডাক মাসুল লাগিবে না।

দান—কাণপুরের দুইটী হিন্দু রমণী তথায় একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপনার্থ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বাঙ্গালি রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম।*

সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া তৎপ্রয়োজনীয় কার্য্য সমুদায় সুচারু ও সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করাকেই গৃহধর্ম্ম বলা যায়। গৃহধর্ম্ম উপযুক্তরূপে পালন করা রমণী জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রে "ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে।' গৃহিণীরাই গৃহ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষো হস্তি কশ্চন" রমণীর সহিত ধন ধান্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর প্রভেদ নাই, ইহাও বলা হইয়াছে। এই সকল কারণে ও লৌকিক ব্যবহার দেখিয়া আমাদের স্থির বিশ্বাস এই যে দেশীয় ভগিনীরা অন্যান্য বিষয়ে যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, যতই যশস্বিনী হউন না কেন, গৃহ-ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহারা সমুচিত অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য সাধিত হয় না এবং তাঁহাদের গৃহেও বিশুদ্ধ সুখ শান্তি বিরাজ করে না।

যে রমণী গৃহধর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাকে গৃহিণী বলা হইয়া থাকে।

---

* ১২৯০ সালের ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিকপ্রাপ্ত রচনা, শ্রীমতী শ্যামসুন্দরী বসুর লিখিত।

গৃহিণী গৃহ ধর্ম্ম রক্ষা করেন বর্ম্মাচরণের জন্য, পারিবারিক জীবনে সুখ আনয়ন জন্য এবং সাধারণের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য। এই সকল মহদুদ্দেশ্য রক্ষা করিতে পারাই উত্তমা গৃহিণীর কার্য্য। যেমন অনুপযুক্ত রাজার হস্তে রাজ্য সমর্পিত হইলে সে রাজ্য রক্ষা না পাইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই রূপ অনভিজ্ঞা রমণীর প্রতি গৃহধর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে তাহা সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া দূরে থাকুক, দারুণ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। এই কারণে অনেক বাঙ্গালি গৃহস্থ উৎসন্ন গিয়াছেন, অনেক সন্তান পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দেশেরও প্রধান অভাব মোচন হইতেছে না।

গৃহধর্ম্ম উপযুক্তরূপে পালন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রমণীর আত্মগঠন করা আবশ্যক। ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন পীড়িতা, আলস্যপরায়ণা, নির্ব্বোধ, নিরক্ষরা,* অসংযতেন্দ্রিয়া বা নীচাশয়া রমণীগণের দ্বারা গৃহ কর্ম্ম কখনই উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে না; বরং তাহাদের অবস্থান প্রযুক্ত গৃহ বিষময় হইয়া উঠে। অতএব রমণী শরীর মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার্থে প্রাণপণ যত্ন করিবেন। কিরূপে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটী স্থূল নিয়ম লিখিত হইল।

শরীর—শারীরিক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন রূপ মহাপাপে লিপ্ত হই, এবং পীড়াক্রান্ত হইয়া শরীর এরূপ যন্ত্রণাদায়ক হয় যে জীবনকেও দুর্ব্বহ মনে হইতে থাকে। অতএব শরীরকে সুস্থ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। স্নান, আহার, পান, নিদ্রা, পরিশ্রম, বিশ্রাম প্রভৃতি দৈনিক কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পাদিত হইলে শারীরিক কর্ত্তব্য পালন করা হয়। এই সকল নিয়মাবলী অনেক সুবিজ্ঞ মহোদয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, 'স্বাস্থ্যরক্ষা', "শরীর পালন" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া তন্নিয়মে চলিলেই হইতে পারে; ইহা অধিক আয়াস-সাধ্য নহে।

মন—বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া রমণী মানসিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। পরিণামদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আশুভাবগ্রাহিতা শক্তি গৃহিণীর বিশেষ আবশ্যক। কোন কথায় কোন কার্য্যে ভবিষ্যতে কিরূপ ফল হইতে পারে, ইহার আলোচনাকে পরিণামদর্শিতা, কোনও অতর্কিত রূপে বিপদাক্রান্ত হইয়া মুক্তির উপায় সহসা উদ্ভাবনকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অপরের হৃদয়স্থ ভাব (আকারেঙ্গিতে) শীঘ্র বুঝিতে পারাকেই আশুভাবগ্রাহিতা বলা হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির চালনার

* আমাদিগের পূর্ব্বগামিনী অনেক মহিলা কিছুমাত্র লেখা পড়া না জানিয়াও গৃহধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তথাপি তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে দারুণ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস সে কালে যাহাই হউক, একালে রমণীর বিদ্যাভ্যাস অপরিহার্য্য।

ও ক্রম অভ্যাসবলে রমণী ইহা নিজের আয়ত্ত করিতে পারিবেন। বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত ও কার্য্যোপযোগিনী করিবেন। অনেক লোক এরূপ যে গৃহধর্ম্মে রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষা কেন আবশ্যক তাহা বুঝিতেই পারেন না। তাঁহাদিগের বুঝা উচিত. আবশ্যক পত্রাদি লিখন পঠন, আয় ব্যয়াদির সুন্দর মত হিসাব রাখা, শিশুদিগকে প্রথম বিদ্যা শিক্ষা করান প্রভৃতি কার্য্যে গৃহিণীরা অক্ষম হইলে কতদূর অসুবিধা ঘটিতে পারে। অপর বিষয় অবস্থা-সাপেক্ষ বলিয়া না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

চরিত্র—হীনচরিত্রা রমণী গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে কখনই সমর্থ হয় না। যে আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না, সে আবার গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে কেমনে? অতএব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে রমণী প্রাণপণ যত্ন করিবেন। প্রথমে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া এপথ সুগম করিয়া লইবেন, তাহা হইলে ত্যাগস্বীকার, পরসেবা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রভৃতি গৃহধর্ম্মের আবশ্যক সদ্গুণ গুলি শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং শ্রমকুশলা, সত্যপরায়ণা, মিতচারিণী, অপক্ষপাতিনী ও সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহার শরীর মন ও আত্মার কর্ত্তব্য পালিত হইলে তাঁহা কর্ত্তৃক সুন্দররূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইবেক।

বঙ্গরমণী এইরূপে আত্মগঠন করিয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। গৃহধর্ম্ম যে তাঁহার গুরুতর কার্য্য ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। যিনি যত শান্তস্বভাবা, তিনি তত সুন্দররূপে এই ভার বহন করিতে পারিবেন।

হিন্দুশাস্ত্রে গৃহধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে ধর্ম্মাচরণই গৃহ ধর্ম্মের প্রথম সোপান। রমণী আপনার সহিত সমস্ত গৃহ ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত করিবেন। ঈশ্বরকে সমস্ত দান করিলে অবশ্য ন্যায়পরায়ণা হইতে হইবে। সকল বিষয় প্রীতিকর না হইলেও কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্যের তীব্র কশাঘাত তাঁহাকে কখনই ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট হইতে দিবে না।

আমার প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কার্য্যের ফলাফল এক জন উপরে বসিয়া দেখিতেছেন ইহা মনে করিয়া যদি সংসারে পদক্ষেপ করি, তাহা হইলে পাপ যে মূর্ত্তি ধরিয়াই আসুক না কেন, আমি তাহাকে ধরা দিতে চাহিব না।

ঈশ্বরের পূজার জন্যে গৃহে নির্দ্দিষ্ট স্থান রাখা আবশ্যক। সেই শান্তিময় মঙ্গলময়ের চরণ ধ্যান করিয়া রোগে শান্তি, শোকে ধৈর্য্য ও বিপদে অভয় পাইতে পারিবেন। যে গৃহে সেই দয়াময়ের মধুর নামোচ্চারিত না হয়, সে গৃহ তো শ্মশান, সেখানে বাস করিয়া মানুষে কখনই প্রকৃত সুখ শান্তি পাইতে পারে না।

আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, গৃহধর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক রমণী গৃহধর্ম্মের অনুরোধে ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকেন। সামান্য সংসারের মায়ায় পড়িয়া এ ঘটনা সংঘটিত হয়, অথচ এরূপ ব্যবহারে গৃহ ধর্ম্মের কর্ত্তব্য পালন হয় না। যে গৃহিণী ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করেন, সর্ব্বস্ব ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেন এবং আর্য্যমহিলা মৈত্রেয়ীর সহিত "যে নাহং নামৃতাস্যাং কি মহং তেন কুর্য্যাং" "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া কি করিব?" বলিতে পারেন, তিনিই রমণীরত্ন, তাঁহারই হস্তে গৃহধর্ম্ম উপযুক্ত রূপে প্রতিপালিত হইতে পারে।

পারিবারিক জীবন সুখময় করাকেই গৃহ ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান বলা যাইতে পারে। পারিবারিক জীবনে সুখ সঞ্চারিত হয় কিসে? কর্ত্তব্যপালন দ্বারা। পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে হিন্দু-নীতি সকলের অগ্রগণ্য হইতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রে গুরুসেবা, সৌভ্রাত্র, ভগ্নীভাব, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি হইতে পশু পক্ষীর প্রতি সদ্ব্যবহারের বিধান পর্য্যন্ত দেখা যায়। যখন হিন্দুগণ হিন্দু নীতি অনুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন, তখন অপর সহস্র অসুবিধাসত্বেও কি সুখের সময় ছিল।

হিন্দু নিয়মানুসারে পিতা মাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি বঙ্গরমণীর গুরুজন। গুরুজনের আদেশ পালন করিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। গুরুজনের নিকট সর্ব্ব প্রকার চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন। গুরুজন কোন অন্যায় আদেশ করিলে বিনীতভাবে তাহার ফলাফল বুঝাইয়া দিবেন, প্রাণান্তেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবেন না। গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি রাখা উচিত। তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় ক্লেশানুভব দূরে থাকুক, মনে বিমল আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। মহাভারতে নারীধর্ম্মে কথিত হইয়াছে "শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা পিতৃমাতৃ পরানিত্যংযা নারী সা তপোধন।"

যে গুণবতী নারী নিত্য শ্বশুর শাশুড়ীর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন এবং সদা পিতা মাতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত তপস্বিনী ভার্য্যা। এইরূপ ভক্তিমতী রমণী গৃহের অলঙ্কার।

স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশার্থে উক্ত হইয়াছে;—"আর্ত্তা আর্ত্তে মুদিতা হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা" অর্থাৎ "যিনি স্বামীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, বিচ্ছেদে মলিনা ও মৃত্যুতে ম্রিয়মাণা, তিনিই পতিব্রতা রমণী।" আমাদের বিশ্বাস যেখানে স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা আছে, সেখানে ইহা স্বাভাবিক সংস্কার। স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে স্ত্রী প্রাণপণ যত্ন করিবেন। স্বামী কোনওরূপ অনিয়মে

রোগাক্রান্ত না হন, অমিত ব্যয়ে ঋণগ্রস্ত না হন ও কুসংসর্গে পড়িয়া পাপাচারে লিপ্ত না হন, তৎপক্ষে রমণী বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের দেশের কোনও সদাশয় ব্যক্তি বলিয়াছেন "যিনি পরিবার মধ্যে প্রকৃত সুখ উপভোগ করেন, পৃথিবীর পাপপূর্ণ ঘটনা সকল তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না।" ফলতঃ স্বামী যেরূপ লোকই হউন না কেন, তাঁহার যদি একটুকুও হৃদয় থাকে, তবে সাধ্বী স্ত্রীর বিমল প্রেম ও সদ্ব্যবহার অবশ্য তাঁহাকে মনুষ্য করিয়া তুলিবে। মহাভারতে একস্থলে লিখিত আছে "তথা রোগাভিভূতস্য নিত্যং কৃচ্ছ্র গতস্য চ। নাস্তি ভার্য্যা সমং কিঞ্চিৎ নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্॥" "মনুষ্য রোগে অভিভূত ও সর্ব্বদা নানা কষ্টে পীড়িত হয়, তাহার যাতনা শান্তির বিষয়ে ভার্য্যা ভিন্ন মহৌষধ আর নাই।" এবং "নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধু নাস্তি ভার্য্যা সমা গতি। নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়োধর্ম্মসংগ্রহে" অর্থাৎ এ জগতে ভার্য্যার ন্যায় বন্ধু পুরুষের আর নাই, ভার্য্যার ন্যায় আশ্রয় পুরুষের আর নাই এবং ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায় পুরুষের আর নাই।" ইহা দ্বারা স্বামীর শরীর, মন ও আত্মার উন্নতির জন্যে স্ত্রী কত দূর দায়ী, তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে।

রমণী কৌশলক্রমে স্বামীর উদ্দেশ্য মহৎ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসীমা বৃদ্ধি করিবেন। মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে অপ্রশস্ত মন যে পাপের আলয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহাতে স্বামীর কুপ্রবৃত্তি সকল দূর হইয়া ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি সকল উপযুক্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, রমণী তদুপায় অবলম্বন করিবেন। এইরূপ ব্যবহারে কেবল স্বামীর নয়, মলিনচেতা আত্মীয় বন্ধুমাত্রেরই নীচাশয়তা দূর করিতে পারিবেন।

মাতৃপ্রকৃতি রমণীর অখণ্ডনীয়, ঐশিক নিয়ম। শিশুপালন মাতার গুরুতর কর্ত্তব্য। সন্তানের দৈহিক বিকাশ মাতার হস্তে, সেইরূপ তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রথম গঠনের ভারও মাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। মাতার অনভিজ্ঞতায় অনেক সন্তান রোগগ্রস্ত, নির্ব্বোধ ও হীন চরিত্র হইয়া থাকে ইহা কে অস্বীকার করিবেন? অতএব রমণী শিশু-পালন ভার গ্রহণ করিয়া শিশুর ত্রিবিধ উন্নতি সাধনে যত্নবতী হইবেন।

সন্তানের প্রতি অনুকূলা ও স্নেহময়ী হইয়া মাতা ন্যায়পরতার দ্বারা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিবেন। শিশুকে বাধ্যতা, সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় অভ্যাস করাইবেন। এ কয়টী গুণ অভ্যস্ত হইলে শিশু সময়ে "মনুষ্য" নামের উপযুক্ত হইতে পারিবে। শিশুর জ্ঞানেচ্ছা বৃদ্ধি করা, বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট করা ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিকশিত করা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমতী মাতা সন্তানকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবেন। যাহাতে শিশুর পাপে ঘৃণা, অন্যায়ে ও কুকর্ম্মে

ভয় হয়, সেইরূপ শিক্ষা দিবেন। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকর, অতএব মাতার হৃদয়ে জীবের প্রতি প্রেম, সত্যের প্রতি সম্মাননা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দেখিতে পাইলে সন্তানও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। বলা বাহুল্য শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মাতাকে বিশেষ অভিজ্ঞা হইতে হইবে। যে মাতা সু-পালনের দ্বারা সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারেন, তিনি যে কেবল গৃহ ধর্ম্মের কর্ত্তব্য পালন করিলেন এমত নহে, তাঁহা কর্ত্তৃক জগতের এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিতে হইবে। ইহা হইতে গৌরবের বিষয় আর কি আছে?

"বাঙ্গালায় আদর্শ মাতা নাই" বলিয়া অনেকে দুঃখ করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় আদর্শ মাতা একেবারে নাই একথা কখনই সত্য নহে। যদিও ওয়েলিংটন, ওয়াসিংটন বা সার উইলিয়ম জোন্সের মাতার ন্যায় বঙ্গীয় মাতাগণ সুপ্রসিদ্ধ নহেন, তথাপি আমরা শুনিতে পাই মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন মৃত্যুকালে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া বলেন "মা, তোমার গুণগুলি পাইয়া আমি মানুষ হইয়াছিলাম, তোমার মত মা যেন সকলেই পায়।" কে বলিতে পারে দেশে এরূপ প্রমাণ আর নাই? যাহা হউক যে দিন এইরূপ মাতা সকল ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিতা হইবেন, সেই দিন দেশের আর এক শ্রী হইবে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী দেবর প্রভৃতির পালনের ভারও কত রমণীকে গ্রহণ করিতে হয়। সন্তান যাহারই হউক না কেন, পালন করিতে হইলে তাহাকে নিজ শিশুর ন্যায় ভাবিতে হইবে।

অর্থের সঙ্গতি থাকিলে দাস দাসী রাখিতে সকলেই ইচ্ছা করেন। সে কালে দাস দাসীরা পরিবারের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। তাহাদের সহিত প্রভু-পরিবার একটা সম্পর্ক পাতাইতেন, কাজেও প্রায় সম্পর্কানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। এখন ঐ সকল "ছোট লোকের" সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতে অনেকেই লজ্জিত হন, সেই সঙ্গে নূতন রকম শাসন প্রণালীও প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি দুঃখের বিষয় এই যে অনেক দাস দাসীর মুখে শুনিতে পাই "বাবু তো মন্দ নয়, তা মা ঠাকুরাণীর জন্যে থাকিতে পারি না" ইত্যাদি। আমাদের সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত তখনকার দিনে ভৃত্য প্রভুর মঙ্গলের জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিত, আর আজি প্রভুর চক্ষু এড়াইতে পারিলেই যেন তাহারা রক্ষা পায়। তখন ভক্তি ছিল, এখন ভয় হইয়াছে, তাই এ দুর্দ্দশা! যদি এখনও বঙ্গমহিলা দাস দাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখান, তাহাদিগকে কঠোরতার পরিবর্ত্তে কোমলতা দিয়া শাসন করেন, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত বিশ্রাম পুরস্কার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারাও উপযুক্ত প্রতিদান দিতে ইচ্ছুক হয়। দাস দাসীকে খাটাইতে হইলে তাহাদের সকল কার্য্যে

দৃষ্টি রাখিতে হয়, নয়ত মনের মত কাজ পাওয়া কঠিন। বলা বাহুল্য তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রে গাভীকে মাতার ন্যায় পালন করিতে বলা হইয়াছে। আমরাও সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি কেবল গাভী কেন যে সকল পশু আমাদের উপকারে আইসে তাহাদিগকে সুখে সচ্ছন্দে রাখা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

স্থির নক্ষত্র।

কতকগুলি নক্ষত্রকে জ্যোতির্ব্বিদেরা স্থির নক্ষত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহারা গ্রহ উপগ্রহদিগের ন্যায় আমাদের দৃশ্যতঃ স্থান পরিবর্ত্তন করে না বলিয়া ইহাদিগকে "স্থির নক্ষত্র' বলা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল স্থির নক্ষত্র যেটী, তাহার ইংরাজী নাম সিরিয়স্। পৃথিবীর নিকটতম স্থির নক্ষত্র এতদূরে অবস্থিত যে তাহার আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে তিন বৎসর তিন মাস সময় লাগে। স্থির নক্ষত্রের মধ্যে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে গুলি এতদূরে অবস্থিত যে তাহাদিগের আলোক অদ্যাপি পৃথিবীতে পৌঁছে নাই। স্থির নক্ষত্রের মধ্যে কতকগুলি আমাদিগের সূর্য্যের ন্যায়, কতকগুলি সূর্য্য অপেক্ষা অনেক বড়। সিরিয়স নামক যে নক্ষত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সূর্য্য অপেক্ষা ২৭০০ গুণ বড়। স্থির নক্ষত্রাবলীর মধ্যে কতকগুলি সূর্য্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি পীত, কতকগুলি লোহিত, কতকগুলি অন্যান্য নানা বর্ণের। অনেকগুলি স্থির নক্ষত্র একটীর ন্যায় দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা দুই তিন চারি বা ততোধিক নক্ষত্রের সমষ্টি। যেমন আমাদিগের সৌরমণ্ডল সূর্য্য কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহ বিশিষ্ট, সেইরূপ বহুসংখ্যক স্থির নক্ষত্রের প্রত্যেকটী অনেক গুলি গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত এক একটী সৌরমণ্ডল। এই সকল সৌরমণ্ডলের সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহ আমাদিগের সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহ অপেক্ষা বৃহদাকার বা ক্ষুদ্রাকার। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা আকাশমণ্ডলে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদিগের সংখ্যা ছয় সহস্রের অধিক হইবে না, কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নয়নগোচর হইয়া থাকে। স্থির নক্ষত্র গুলি যে বাস্তবিক স্থির বা অচল তাহা নহে, উহারা আমাদের অতিদূরে অবস্থিত বলিয়া স্ব স্ব পথে ভ্রাম্যমাণ হইলেও আমাদের চক্ষে স্থির বলিয়া প্রতীত হয়।

প্রাণিতত্ত্ব।

(৪ সংখ্যক)

১। পিপীলিকা সিংহ—ইহারা দেখিতে অতি মনোহর। ইহাদের আশ্চর্য্য উড়িবার শক্তি আছে। বালুকাময় গৃহে ইহাদের বাস। "ফলার" করিবার শক্তি প্রচুর; যতই আহার করে, উদর যেন পূর্ণ হয় না। ইহাদের আহার সংগ্রহ করিবার উপায় অতি বিচিত্র। ইহারা বালুকার স্তূপ প্রস্তুত করিয়া তাহার নিম্নে লুক্কায়িত থাকে। কোন চিন্তাশূন্য কীট বা মক্ষিকা উহার উপর বসিলেই বালুকা সরিয়া যায় ও আগন্তুক বালুকা-রাশির ভিতরে পড়িয়া যায়; অমনি সিংহ মহাশয় বালুকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া বিপন্ন আগন্তুকের উপর বালুকা বৃষ্টি করিতে থাকেন। তৎপরে তাঁহাকে ভোজন করিয়া অস্থিসমূহ দূরে নিক্ষেপ করেন, কারণ তাহা না হইলে অস্থি দর্শনে ভীত হইয়া অন্য জন্তু আর নিকটে আসিবে না।

২। লণ্ঠন মক্ষিকা—দক্ষিণ আমেরিকাতে ইহাদের বাসস্থান। আকৃতি বৃহৎ, প্রায় ৩।৪ বুরুল। ইহাদের পক্ষ সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ; স্থানে স্থানে হরিৎবর্ণের রেখা আছে, এবং লাল বর্ণের চিহ্নও অনেক থাকে। ইহাদের মস্তক হরিদ্রাবর্ণ। মস্তকে লাল লাল রেখা আছে। ইহাদের মস্তকই "লণ্ঠন"। এই মস্তকরূপ দীপ হইতে এত জ্যোতি বাহির হয় যে এই মক্ষিকা দুই একটী নিকটে থাকিলে দীপের আর আবশ্যকতা থাকে না। কথিত আছে যে ভ্রমণকারিগণ যষ্টিদণ্ডে তিন চারিটী লণ্ঠন-মক্ষি বাঁধিয়া রজনীযোগে পথে চলিয়া যান। আমাদের সাধারণ খদ্যোত অপেক্ষা ইহাদের লণ্ঠন বা মস্তকের জ্যোতি অধিক।

৩। মধুমক্ষিকা,—ইহাদিগকে সকলেই দেখিয়াছেন, কিন্তু অনেকের বোধ হয় ইহাদের সহিত বিশেষ পরিচয় নাই। ইহারা বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া এক একটী নগর নির্ম্মাণ করে, উহাকে আমরা চাক বলি। এই মক্ষিকা-নগরের বিষয় চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চাকের দ্বারে শত শত মক্ষিকা কার্য্যে নিযুক্ত; কেহ মধুভার লইয়া প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা বহির্গত হইতেছে ইত্যাদি। ইহাদের শাসন প্রণালী ও সামাজিক কার্য্য অতীব বিস্ময়কর। স্ত্রীজাতির প্রতি ইহাদের বিলক্ষণ সম্মান আছে। স্ত্রী জাতির এক জন ইহাদের শাসনকর্ত্রী। কর্ম্মচারিগণ দলে দলে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু ইহাদের পুরুষেরা বড়ই অলস ও অকর্ম্মণ্য; অনেকেই গৃহে বসিয়া থাকে। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে নানাবিধ কর্ম্ম বিভাগ আছে।

১। গৃহ নির্ম্মাতা বা মিস্তিরী—ইহারা গৃহ বা চাক নির্ম্মাণ ও মেরামত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং ধাত্রী কার্য্যও করে।

২। সহকারী মিস্তিরী,—ইহারা কেবল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে।

৩। তৃতীয় সম্প্রদায় কেবল মধু আহরণ করে।

গৃহের প্রকোষ্ঠগুলি "ভাণ্ডার ঘর"। ইহাতে পুত্র পৌত্রাদির জন্য মধু সঞ্চিত থাকে।

রাণী ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের তীক্ষ্ণ হুল আছে; কিন্তু অলস পুরুষদের তাহা নাই। হুল শরীরে বিদ্ধ হইলে বড়ই জ্বালা করে।

ইহাদের রাজভক্তি এত অধিক যে রাণীর মৃত্যু হইলে প্রজাগণ আহার পরিত্যাগ করে ও রাজ্যে অশান্তির সীমা থাকে না। বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই ইহারা জানিতে পারে ও সকলে তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করে।

ইহাদের কুটুম্বদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কেহ বা মধুর পরিবর্ত্তে কেবল মোম প্রস্তুত করে। কেহ বা সূত্রধর; ইহারা কাষ্ঠের ভিতর গৃহ নির্ম্মাণ করে। কেহ বা মিস্তিরী; ইহারা ঘরে বা দেওয়ালে মৃত্তিকার গৃহ প্রস্তুত করে। অন্য এক জাতি ভূমি-মক্ষি নামে অভিহিত; ইহারা মাটির ভিতর বাসগৃহ তৈয়ার করে। পঞ্চম জাতি মালির কার্য্য করে, ইহারা গাছের পাতা দ্বারা গৃহ আচ্ছাদিত করে।

এক সম্প্রদায়ের নীতি বড়ই দূষিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা চৌর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। দলে দলে অন্যের মধুচক্র আক্রমণ করিয়া মধু লুট করিয়া লয়। কখনও বা তিন চারি জন একত্রিত হইয়া পথে বসিয়া থাকে, অন্য মক্ষিকা মধু আহরণ করিয়া গৃহে যাইতেছে দেখিতে পাইলেই সকলে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। কেহ বা পক্ষ, কেহ বা শরীর ধরিয়া টানিতে থাকে, অবশেষে বেচারী অনন্যোপায় হইয়া মধু উদগার করিয়া দিতে বাধ্য হয়। চোরেরা উদর পূর্ণ হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এই দস্যুমক্ষিগণ বড়ই চতুর। ইহাদের বেয়াদবির শেষ নাই।

৪। উচ্চরবকারী মক্ষিকা,—ইহারা প্রাতঃকালে বসিয়াই থাকে। কিছু বেলা হইলে বৃদ্ধ ও বৃহৎ একটী মক্ষিকা বাসার উপরের একটী দ্বারের মধ্য হইতে শরীরের অর্দ্ধভাগ বাহির করিয়া প্রায় এক দণ্ড ব্যাপিয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে এক প্রকার গম্ভীর শব্দ করে। শব্দ শুনিয়া অবশিষ্ট সকলেই কার্য্যার্থে গৃহ হইতে বহির্গত হয়। ইহাদের স্বর বড়ই মধুর।

মিষ্ট কথা।

দুইটা মিষ্ট কথায় অনেক বল! ইহা পরম সত্য, কিন্তু আমরা ইহা জানিয়াও জানি না।

মিষ্ট কথা বলিলে জিহ্বা বা ওষ্ঠ দগ্ধ হয় না, মনেও কষ্ট হয় না, তবে কেন আমরা সর্ব্বদা মিষ্ট কথা বলি না?

মিষ্ট কথা বলিবার জন্য কিছু ব্যয় হয় না, কিন্তু অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও যাহা করিতে পারা যায় না, দশটা মিষ্ট কথায় তাহা সাধিত হয়। মিষ্ট কথা যিনি বলেন, যিনি তাহা শ্রবণ করেন, উভয়ের হৃদয় শান্তভাবে পরিপ্লুত হয়, প্রাণ যেন আনন্দে ভাসিতে থাকে, অন্তর পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়।

মিষ্ট কথা যিনি বলেন তাঁহার হৃদয় মধুর হয়, যিনি শুনেন তাঁহারও হৃদয় মধুর হয়। যেখানে মিষ্ট কথা উচ্চারিত হয় সেখানকার বায়ু মধুময় হয়।

একটী মিষ্টভাষী লোক শত লোকের সুখের কারণ হয়েন। দুঃখ, শোক, বিপদ, অবসাদ দূর করিবার জন্য মিষ্ট কথার কার্য্যকারিতা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

মিষ্ট কথার উৎপত্তিস্থল প্রেম, স্নেহ ও দয়া। মিষ্ট কথা কহিব যিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি অলক্ষ্যভাবে আপনার প্রেম, স্নেহ ও দয়াবৃত্তি গুলির পরিচালনা করেন।

প্রত্যেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে আমরা যত পারি, তত মিষ্ট কথা ব্যবহার করি না। ইহা পরিতাপের বিষয়।

স্ত্রী-প্রকৃতির সহিত কোমলতা ও মিষ্টতার এমনি সাদৃশ্য, যে কোন মহিলাকে রূঢ় বা কর্কশবাক্য ব্যবহার করিতে দেখিলে আমরা বড়ই ব্যথিত হই। মিষ্টকথা ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

বাঙ্গালীর গৌরব।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশ ভারতের শীর্ষ স্থানীয়। বঙ্গদেশের প্রধান গৌরব এই যে অধুনাতন কালের ভারতের প্রথম ধর্ম্মসংস্কারক বাঙ্গালী, প্রথম সমাজ-সংস্কারক বাঙ্গালী, হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ বাঙ্গালী*, বিশ্ব বিদ্যালয়ের

*রমাপ্রসাদ রায় প্রথম জজ নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু নিযুক্ত হইবার অনতিবিলম্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

বাইস চেন্সেলার বাঙ্গালী, বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম দেশীয় সভ্য বাঙ্গালী, প্রথম বারিষ্টার বাঙ্গালী, প্রথম গ্রাজুয়েট বাঙ্গালী, প্রথম বিলাতগামী হিন্দু বাঙ্গালী, শবচ্ছেদনে যে হিন্দু প্রথম প্রবৃত্ত হয়েন তিনি বাঙ্গালী, প্রথম হিন্দু বিধবা যিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন তিনি বাঙ্গালী, প্রথম ইংরাজী ধরণের চিকিৎসক বাঙ্গালী এবং ইঞ্জিনিয়ার বাঙ্গালী। কয়েকটী বিষয়ে বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীন, কিন্তু সচেষ্ট হইলে তত্তৎ বিষয়ে তাঁহারা প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

শিশুদিগকে জুতা মোজা পরান উচিত কি না?

শিশুদিগকে মোজা বা জুতা পরিধান করান স্বাস্থ্যকর কি না এই বিষয় লইয়া কিছুকাল ইংলণ্ডে চিকিৎসকদিগের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। অধিকাংশ ইংরাজ শরীর-তত্ত্ববিদদিগের মত এই যে শিশুদিগকে জুতা বা মোজা পরিধান করান তাহাদের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। প্রায়ই দেখা যায় অনেক শিশু জুতা বা মোজা পরিতে বড়ই অনিচ্ছু, পরাইয়া দিলেই পা ছুড়িতে থাকে, ক্রন্দন করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং কোনও শিশু স্বহস্তে তাহা খুলিয়া ফেলে। বিলাতের ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে ছেলেবেলা হইতে মোজা ও জুতা পরাইবার রীতি অবলম্বন করিলে শিশুদিগের জ্বর ও সর্দ্দি হয় এবং এইরূপে শৈশবকালে শরীর রুগ্ন হইলে অনেকে চিরকালের জন্য অসুস্থ হইয়া পড়ে। আজ কাল "পরিচ্ছদ" বিষয়ক ইংরাজী অনেক পুস্তকে মোজা জুতা পরিধানের অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা দেখা যায়। নব মতাবলম্বীদিগের আরও অভিপ্রায় এই যে বয়স্ক হইলেও কেবল বাহিরে গমন করিবার সময় ইংলণ্ডের ন্যায় শীতদেশে জুতা মোজা পরিধান করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালে জুতা মোজার কোন আবশ্যকতা নাই। যত পা খোলা থাকে, ততই শরীরের পক্ষে উপকারী। ইংলণ্ডে যদি এই নিয়ম পালনীয় হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে উহা বিশেষরূপে পালনীয়, সন্দেহ নাই।

তিব্বতীয়দিগের কয়েকটী আচার ব্যবহার।

তিব্বতীয়দিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও স্ত্রী স্বাধীনতা বিশেষরূপে বর্ত্তমান নাই। এককালে তিব্বতের সহিত ভারতবাসীদিগের বিশেষ যোগ ছিল, তাহাদিগের আচার ব্যবহারে তাহার অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। তিব্বতে দাহপ্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। দাহ করিবার জন্য যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহার সহিত হিন্দুদিগের

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। তিব্বতীয়দিগের মধ্যে বসন্ত রোগ নিবারণ করিবার জন্য টীকা না দিয়া সুবসন্তের বীজ এক প্রকার চূর্ণের সহিত নাসারন্ধ্র মধ্যে ফুৎকার দ্বারা প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহাই শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া টীকার কার্য্য করে।

ইংলণ্ডে স্ত্রী বিক্রয় প্রথা।

১৮১০ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে স্ত্রী বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজী অনেক সংবাদ পত্রে এই স্ত্রী বিক্রয় প্রথার অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮০২ সালের মার্চ্চ মাসের মর্ণিং হেরালড্ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, "গত বুধবার ক্রিদ নগরের বাজারে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এগার সিলিং(ন্যূনাধিক ৫৷৷০ টাকা) মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে।" ১৮০৩ সালে ডনকেষ্টার গেজেট নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল; "সেদিন সেফিল্ডের বাজারে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে, একজন কসাই তাহাকে এক গিনি মূল্যে ক্রয় করিয়াছে।' ১৮০৭ সালের মর্ণিং-পোষ্ট নামক পত্রিকার কোন সংখ্যায় পাঠ করা যায় "এক ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাদ ও মনোবিচ্ছেদ হওয়াতে সে তাহাকে নারেসবরোর বাজারে আনিয়া ছয় পেনি ও খানিকটা তামাক লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সুখের বিষয় ইংলণ্ড হইতে এবং পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য দেশ হইতে স্ত্রী বিক্রয় প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

আখ্যান মালা।

(২য় সংখ্যক)।

১। গ্রীক রাজা পির্হসের ইটালী অক্রমণ করিবার সময় তাঁহার বন্ধু সিলিয়াস্ তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য বলিলেন "ইটালী জয় করিলে পর কি করিবে?"

পির্হস,—"নিকটেই সিসিলী আছে, লইলেই হইল।"

সিলিয়স,—"তাহার পর?"

পি,—"আফ্রিকা যাইয়া কার্থেজ্ ইত্যাদি লইব।"

সি,—"তাহার পর?"

পি,—"সমগ্র গ্রীস ও মেসিডন লইব এবং দেশে যে যে অধিকার হারাইয়াছি তাহা পুনরুদ্ধার করিব।"

সি,—"আচ্ছা এ সমুদায় না হয় হইল; ইহার ফল কি হইবে?"

পি,—"কেন? আমরা ঘরে বসিয়া সুখ সম্পদ উপভোগ করিব।"

সি,—"এখনই কি আমরা তাহা

করিতে পারি না? তোমার ত একটী রাজত্ব আছে। যে একটী রাজ্য লইয়া সুখে থাকিতে পারে না, সে সমস্ত পৃথিবী পাইলেও সুখী হইবে না।"

২। রোমীয় বীর বেলিসেরিয়স্ যৎকালে ভেণ্ডেলরাজ গিলিমেকস্কে বন্দি করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন তৎকালে গিলিমেকস্ বলিয়াছিলেন "বৃথা বৃথা—সকলি বৃথা।"

৩। পঞ্চম চার্লস ইউরোপের সর্ব্ব প্রধান সম্রাট ছিলেন। ইউরোপে তাঁহার অপেক্ষা কেহ রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। সকলেই তাঁহাকে সুখী মনে করিত। কিন্তু কেহ তাঁহার সমক্ষে "এই বস্তু ভাল ও সুখকর" বলিলে তিনি তিরস্কার করিয়া বলিতেন "যাও যাও; তোমার কথা শুনিতে চাহিনা।"

৪। খৃষ্টান ধর্ম্ম যুদ্ধ ক্রুসেডের সময় সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান সম্রাট সালাদিন দি গ্রেট্ বীর্য্য, ধনবল ও লোক বলে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার একজন পতাকাবাহীকে ডাকিয়া বলিলেন "যে কাপড়ে আমার মৃত দেহ আবৃত হইবে, সেই বস্ত্র এক যষ্টিদণ্ডে লাগাইয়া সকলের সমক্ষে উড়াইয়া প্রচার করিয়া আইস যে বিজয়ী সম্রাট মহান সালাদিনের গৌরবের কেবল এই মাত্র অবশিষ্ট আছে।"

৫। কন্স্টেনটাইন, দি গ্রেট রোম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এক দিন সম্রাট কন্ষ্টেন্টাইন জনৈক কৃপণ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বর্শা লইয়া ভূমির উপর একটী মানুষের অবয়ব আঁকিয়া বলিলেন "স্তূপের উপর স্তূপ ধন সঞ্চয় কর, তোমার বিষয়াদি বর্দ্ধিত কর,সমগ্র পৃথিবী জয় কর, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তোমার এত টুকু ভূমিখণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।"

৬। একদা এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন "এই সমুদায় সংগ্রহ করিতে কতই ব্যয় ও পরিশ্রম হইয়াছে! দুঃখের বিষয় এই যে রত্ন মাণিক্য, এই অমূল্য অলঙ্কারাদি আমার আয় বাড়াইতে পারে না।" তাঁহার বন্ধু বলিলেন যে তাঁহার দুইটী প্রস্তর আছে; তাহাদের মূল্য অধিক না হইলেও তাহা হইতে বেশ আয় হয়। এই বলিয়া তিনি তাঁহার ধনী বন্ধুটীকে লইয়া যাইয়া তাঁহার দুইটী ময়দার জাঁতা দেখাইলেন। ধনী দেখিলেন যে জাঁতা দুইটী সহস্র সহস্র লোকের জীবিকার উপায় করিতেছে ও তাঁহার দুর্মূল্য রত্নালঙ্কারাদি অপেক্ষা জাঁতা দুইটী সংসারের অধিক পরিমাণে উপকার করিতেছে!

৭। মহাত্মা হাওয়ার্ডের বিষয় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শুনিয়াছেন। একদা এক জর্ম্মণ রাজকর্ম্মচারী সস্ত্রীক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। জর্ম্মাণ উত্তর অষ্ট্রিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা।

জর্ম্মাণ রাজকর্ম্মচারী—আমার অধীনস্থ কারাগার সমূহের অবস্থা কিরূপ দেখিলেন?

হাওয়ার্ড—"জর্ম্মাণির মধ্যে নিকৃষ্ট।

এবং রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রীকে বলিলেন, "আপনি যাইয়া নারীগণের অবস্থা দেখিবেন।"

রা—স্ত্রী—"আমি! আমি কারাগারে যাব?"

হাওয়ার্ড—সতেজে বলিলেন "মহাশয়া! মনে রাখিবেন যে আপনিও স্ত্রীলোক এবং কিছু দিনের মধ্যে আপনিও জননী পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র কারাগারে শয়ন করিবেন।"

৮। ধর্ম্মবীর মার্টিন লুথারের শেষ উইলে এইরূপ লিখিত আছে যে "প্রভু পরমেশ্বর! আমার দারিদ্র্যের জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। পৃথিবীতে আমার বাড়ি, জমি, ধন কিছুই নাই। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার দিয়াছিলে। এখন সে সকলের ভার তুমিই লও। প্রভু, তুমি আমাকে যেরূপ খাওয়াইয়া, পরাইয়া, রক্ষা করিয়াছিলে, তাহাদিগকেও তেমনি কর।"

৯। কথামালার রচয়িতা বিখ্যাত ইসপ জেন্থাস Xanthus নামক কোন ধনাঢ্যের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার প্রভু জেন্থস ইসপকে বাজারে উৎকৃষ্ট যাহা কিছু ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, আনিতে আদেশ করিলেন। ইসপ কেবল কতকগুলি পশু জিহ্বা ক্রয় করিয়া আনিলেন। জেন্থাস সবান্ধবে খাইতে বসিয়া দেখেন কেবলি জিহ্বা। তিনি ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং ইসপকে বলিলেন "তোমাকে বাজারের উৎকৃষ্ট সামগ্রী ক্রয় করিতে না বলিয়াছিলাম?

ইসপ,—"আমি কি আপনার আদেশ পালন করি নাই? জিহ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে? জিহ্বা কি সমাজের শৃঙ্খলা এবং সত্য ও বিজ্ঞানের অস্ত্র নহে? জিহ্বা দ্বারা আমাদের নগর নির্ম্মিত হয়, রাজ্য শাসিত হয়, মনের ভাব জিহ্বারই দ্বারা প্রকাশিত হয়, জিহ্বার মিষ্টবাক্যই মনুষ্যকে সুখী করে এবং জিহ্বারই দ্বারা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য অর্থাৎ ভগবানের নাম গান করিতে পারি।"

জেন্থাস্—"বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ দ্রব্য যাহা পাইবে, তাহাই আনিবে। ইহাঁরাই পুনঃ কল্য অন্য খাদ্য খাইবেন।'

পর দিন আবার জিহ্বাই রসুই হইল। জেন্থাস,—"কি হে! ব্যাপারটা কি?"

ইসপ,—"কেন মশায়? জিহ্বাইত নিকৃষ্ট পদার্থ। যত বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, মিথ্যা, নিন্দা, মানবহৃদয়ের ক্লেশ, ও ভগবানের অবমাননা ত জিহ্বারই দ্বারা হয়। অতএব জিহ্বাপেক্ষা জঘন্য বস্তু আর কি আছে?"

১০। কোন এথেনীয় ভদ্রলোক মহাত্মা থেমিষ্টক্লিসের নিকট তাঁহার কন্যার বিবাহের বিষয়ে পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন।

ভদ্রলোক,—"সামান্য ধনসম্পন্ন সচ্চরিত্র লোককে বিবাহ দিব, না, নির্গুণ ধনবানের সহিত কন্যার বিবাহ দিব?"

থেমিষ্টক্লিস্—"আমি হ'লে আমার মেয়েকে ধনহীন গুণী ও সাধু মনুষ্যের সহিত বিবাহ দিব, তবুও মনুষ্যত্বহীন ধনীর হস্তে কন্যা দিব না।"

বঙ্গ মহিলা সমাজ।

গত মাঘোৎসব উপলক্ষে ৯ই মাঘ ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব হয়। সংবৎসরের পর ব্রাহ্মিকা ভগিনীরা আবার বিশেষ ভাবে, এদিনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে একত্রিত হইয়া, পরমাত্মার পূজা করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করেন। হিন্দু গৃহের অনেক মহিলা আসিয়াও উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সে দিনকার দৃশ্য বড়ই মনোহর ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া একভাবে বিশ্বমাতার পূজা করাতে যে কি সুখ, তাহা ভগিনীদিগের মুখে সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

প্রীতিভোজনের পর অপরাহ্নে আবার সকলে একত্রিত হইলে জনৈক মহিলা প্রার্থনাপূর্ব্বক বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্যারম্ভ করেন। পরে বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পঠিত হয়। গত বর্ষে সভার ১৫টী অধিবেশন হয়, তাহাতে দুইবার সায়ংসমিতি ভিন্ন অন্যান্য অধিবেশনে ধর্ম্ম ও জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, রচনা পাঠ বা উপদেশ প্রদত্ত হয়। সভ্য সংখ্যা পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধি হইয়াছে। কার্য্যবিবরণ পাঠের পর দুইটী সভ্য "শিশুদিগের নীতি শিক্ষা ও পারিবারিক সুখ" বিষয়ের প্রস্তাবনা অবতরণ করেন। তৎপরে কোন কোন ভাল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কতক গুলি বিষয় পাঠের পর সঙ্গীত হইয়া বার্ষিক সভার কার্য্য শেষ হয়।

১৩ই মাঘ শনিবার রাত্রিতে, একটী উদ্যান ভবনে সায়ংসমিতি হয়। বাহিরের প্রাঙ্গণ বৃক্ষরাজিতে স্বচ্ছ লণ্ঠন দ্বারা এবং দ্বার ও ভিতরকার ঘরগুলি নানাবিধ পুষ্পে ও নিশানে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সকল গৃহই লোকে পরিপূর্ণ ছিল। সম্মুখের হলে রাসায়নিক কার্য্য—যথা নানা প্রকার রঙ্গের পরিবর্ত্তন, দাহ্য পদার্থ সংযোগে শব্দ উৎপাদন প্রভৃতি; মধ্য ঘরে কাচনির্ম্মিত চক্ষুতে দর্শন কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়, চক্ষুর নানা স্তর বিভাগ, ধমনী স্নায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থায় কি ভাবে বদ্ধ থাকে তাহা ও একটী সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ দ্বারা জবা ফুলের রেণু, বেঙ্গের পায়ের রক্ত সঞ্চালন, পতঙ্গের পাখা মৌমাছির হুল প্রভৃতিও সুন্দররূপে দেখান হইয়াছিল— যাঁহারা তাহা একবার দেখিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তৃতীয় ঘরে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া—যথা বাষ্পের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক কণার গতি, বৈদ্যুতিক আলো ও নানা প্রকারের দর্পণ দ্বারা বিবিধ হাস্যজনক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মহিলারা সুন্দর গান ও বাদ্য দ্বারা সমাগত জনগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেই নানা প্রকার নির্দোষ

অথচ জ্ঞানপ্রদ আমোদ সম্ভোগ ও জল-যোগ করিয়া প্রায় ১১ টার সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দশ বৎসরের অধিক হইল বঙ্গমহিলাসমাজের সভ্যগণ নানা উপায়ে বঙ্গীয় নারীদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব প্রবর্দ্ধিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সে জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। আশা করি আমাদের মফস্বলের পাঠিকারা বাস গ্রামে বা নগরে নিজদের উন্নতির জন্য এই প্রকার সমিতি স্থাপন করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে সকল ভগিনী জ্ঞান ও ধর্ম্ম রত্ন লাভ করিতেছেন, তাঁহারাই আপনাদের দায়িত্ব বিশেষরূপে অনুভব করিয়া এ প্রকার শুভকর অনুষ্ঠান দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও দেশ মধ্যে উচ্চতর জ্ঞান প্রচারের উপায় অবলম্বন করুন। বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যগণও ভগবানের কৃপায় আরও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া নারী সমাজে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে থাকুন। সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর তাঁহাদের ক্ষুদ্র চেষ্টার মহাফল বিধান করিবেন।

সুশীলার উপাখ্যান।

(৩০০ সংখ্যা—২২৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমতী সুশীলা বসন ভূষণের অনুরাগিণী ছিলেন না। যদিও তিনি ইচ্ছা করিলে বহুমূল্য ভাল ভাল শাটী ও অনেক অলঙ্কার পরিধান করিতে পারিতেন, তথাপি বৃথা আড়ম্বর মনে করিয়া এ সকলে তত মনোযোগ করিতেন না। যে দুই এক খানি অলঙ্কার না পরিলে লোক সমাজে নিন্দা হইবে, তাহাই গাত্রে ধারণ করিতেন। তিনি কখনও শান্তিপুরে শাটী ইত্যাদির ন্যায় পাতলা কাপড় ব্যবহার করিতেন না। পুরু অথচ অল্প দামের কাপড় ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপ আবৃত রাখিতেন। যদিও তিনি অলঙ্কারের প্রয়াসী ছিলেন না, তথাপি তিনি এরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন যে অধুনা প্রধান প্রধান ধনীদিগের ন্যায় দুঃখীদিগের বাটীতেও তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার নাম বিনয় ও সুশীলতা। এই অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তিনি শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী ইত্যাদি সকলের পরম প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি গুরুজনের সঙ্গে চরণার্পিতনেত্রা হইয়া কথা কহিতেন। বাহিরের কেহ কখন গৃহাভ্যন্তর হইতে সুশীলার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় নাই।

সুশীলা যদিও উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন, তথাপি নিজের শরীরের ও কার্য্যকর্ম্মের বিষয়ে

অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি সতত শুভ্র বসন পরিধান করিতেন। কেহ তাঁহাকে মলিন বস্ত্র কখন পরিতে দেখে নাই। তিনি সতত শরীর ও কেশ পরিষ্কার রাখিতেন। তাঁহার ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র, আহার সামগ্রী, শয্যা ও অন্যান্য তৈজসাদি দেখিলে তাঁহার বাটী যে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থান, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। সিন্দুক, বাক্স, আলমায়েরা প্রভৃতি পরিষ্কার করণ ও সাজান এ সমস্ত তিনি স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন যে চাকর চাকরাণী সত্ত্বেও সুশীলা কেন এসব আপনি করিতেন, হয়ত তাহারা তাঁহার কথা শুনিত না। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদর পাইলে প্রায় চাকর দাসীরা প্রশ্রয় পাইয়া মাথায় উঠে, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার আদেশ পালনেও বিমুখ হয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে যে কর্ত্রীঠাকুরাণীরই দোষ, সুশীলাই তাহার প্রমাণ। যদিও তিনি উহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তথাপি তাহারা উহাঁকে অত্যন্ত মান্য এবং ভয় করিত। তাহার কারণ এই তিনি নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া কাজ করিতেন—যাহাতে চাকর চাকরাণীর স্পর্দ্ধা বাড়িতে পারে এমন কোন কার্য্য কখনও করিতেন না। তাঁহার স্নেহের সহিত শাসনও বিলক্ষণ ছিল। তিনি তাঁহাদের সহিত প্রয়োজনাতীত বাক্য ব্যয় করিতেন না। তিনি তাহাদিগের সঙ্গে অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত কথা কহিতেন। কোন দোষ দেখিলে তখনি তাহার প্রতীকার করাইতেন, এজন্য তাঁহাকে তাহারা আন্তরিক ভক্তি ও ভয় করিত। তিনি তাহাদিগকে উপরিউক্তপদার্থ গুলি পরিষ্কার করিয়া সাজাইতে আদেশ দিতেন না, কারণ তাহারা উহা ভাল পারিত না। তবে তিনি তাহাদিগকে ঘরের ঝুল প্রভৃতি ঝাড়ুনের ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার পরিষ্কার পাঠ্য পুস্তকগুলি দেখিয়া অনেক পুরুষও লজ্জিত হইতেন। প্রত্যহ সায়ংকালে ধুনা ও গন্ধকের ধূমে গৃহের দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু দূরীকৃত করিয়া গৃহস্থ সকলের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেন।

সপ্তদশ বর্ষ বয়সে সুশীলা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। তখন তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়ী একেবারে ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় তাঁহারা পৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পারিবেন বলিয়া যেরূপ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন সেরূপ আনন্দ কখনও অনুভব করেন নাই। প্রথম পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহারা দুই বৎসর জীবিত থাকিয়া পুত্র পৌত্র রাখিয়া সুখে শান্তিতে ভবার্ণব পার হইলেন। এই পুত্রটির পর সুশীলার আর দুইটি পুত্র সন্তান এবং একটী কন্যা সন্তান হইয়াছিল।

সন্তান পালন বিষয়ে জননী মাত্রেরই সুশীলার অনুকরণ করা উচিত। তিনি সন্তানগণকে মল মূত্রে জড়িত হইয়া সিক্ত

শয্যায় কখন পড়িয়া থাকিতে দিতেন না। সর্ব্বদাই গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিতেন। তৈল রসাঞ্জন ইত্যাদি যথা সময়ে ব্যবহার করিতেন। ঠিক সময়ে দুগ্ধ ও স্তন্যপান করাইতেন এবং প্রত্যহ স্নান করাইতেন। এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া তিনি উচিতমত পুরস্কৃত হইতেন। তাঁহার সন্তানগুলি রোগশূন্য ও হৃষ্টপুষ্ট হইত। যে দেখিত সেই তাহাদিগকে কোলে লইয়া আপনার জীবন সার্থক মনে করিত। এত গেল তাহাদিগের নিতান্ত শৈশব অবস্থার কথা। তাহাদিগের দেড় দুই বৎসর বয়স হইলে যখন তাহারা আধ আধ স্বরে কথা কহিতে আরম্ভ করিত, সেই সময় হইতে তিনি অধিক সাবধান হইতেন; কারণ জননী যে শিশুর প্রথম শিক্ষয়িত্রী এবং আদর্শস্থল, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন যে সুকুমার অবস্থায় বালক বালিকার হৃদয় মোমের ন্যায় নরম থাকে। তখন তাহারা যাহা দেখে ও যাহা শ্রবণ করে, তাহাই তাহাদিগের অন্তঃকরণে নিহিত হয় এবং তাহাদিগের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে গুলিও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি বা অবনতির দ্বার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ইহাই উপযুক্ত অবসর জানিয়া তিনি অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগের মনে জ্ঞানাঙ্কুর রোপণ করিতে যত্নবতী হইতেন। তাহার পর ৩।৪ বৎসর হইলে তিনি তাহাদিগকে ভাল মন্দের পার্থক্য দেখাইতেন। দয়া মায়া, স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলি অতি যত্নের সহিত বিকসিত করিয়া অসৎবৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটন করিতেন। তাহাদিগকে কখন অসৎ সঙ্গে মিশিতে দিতেন না, কখন কোন মন্দ কার্য্য করিলে তাহার জন্য গুরুতর প্রহার না করিয়া নানা উপদেশপূর্ণ বাক্যে শাসন করিতেন ও যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। কোন কোন অন্যায় কার্য্য পুরস্কার দ্বারা ত্যাগ করাইতেন। নিতান্ত মন্দ কর্ম্ম করিলে একবার মাত্র চক্ষু রাঙ্গাইতেন, তাহাতেই তাহারা শশব্যস্ত। এইরূপ করাতে তিনি তাহাদিগের প্রতি ভালবাসার কৃপণতা করিতেন তাহা যেন কেহ মনে না করেন। তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অথচ যথোচিত শাসনের গুণে তাহারা প্রশ্রয় পাইতে পারিত না। বালকদিগের হাতে খড়ি হইবার পূর্ব্বে সকাল ও সন্ধ্যায় ক, খ ইত্যাদি মুখে পড়াইতেন এবং দুই বেলা প্রার্থনা করিতে শিখাইতেন। তিনি তাহাদিগকে কেবল উপদেশ দ্বারা নহে, দৃষ্টান্ত দ্বারাও শিক্ষা দিতেন।

শ্বশুর শাশুড়ীর পরলোক গমনের পর সংসারের সকল ভার সুশীলার উপর পড়িল। তাঁহাকে এখন প্রকৃত গৃহিণী হইয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। বলা বাহুল্য, যে তিনি বুদ্ধির প্রাখর্য্য, স্বভাব চরিত্রের উৎকর্ষ, দয়া, মায়া, ভক্তি স্নেহ ও নিঃস্বার্থপরতা দ্বারা তাঁহার সুকঠিন দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে

কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পড়াশুনায় অত্যল্প সময় ব্যয় করিতে পারিতেন। বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সদা-লাপের অবকাশ আদৌ পাইতেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে হইত ও কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে হইত। তাঁহার কর্ত্রীত্ব সময়ে গৃহে কখনও বিশৃঙ্খলা কিম্বা অমিতব্যয়িতা দৃষ্ট হয় নাই। মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় এরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন। আবশ্যক পদার্থ সকল প্রচুররূপে সঞ্চিত থাকিত, তাঁহার দৃষ্টির প্রাখর্য্যবশতঃ কোন বস্তু স্থানভ্রষ্ট বা নষ্ট হইত না, চাকর চাক-রাণীরা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিত, কখনও কোন প্রতারণা বা অন্যায় কর্ম্ম করিতে সাহসী হইত না। সুশীলার গৃহে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজমানা থাকিত, সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত এবং স্বামী ও অপ-রাপর পরিজনবর্গের কোন সুখের অভাব হইত না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দাস দাসীর প্রতি তাঁহার প্রভুত্ব ছিল এবং তাহাদের দ্বারা তাঁহার আদেশ কখনও লঙ্ঘিত হইত না। তথাপি তাহাদিগের প্রতি তাঁহাকে কর্কশবাক্যপ্রয়োগ করিতে হইত না। তিনি তাহাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ ও ভরণ পোষণ করিতেন, সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্ব লইতেন এবং অভাব মোচনে তৎপরা হইতেন; তাহারাও তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া সমুদায় কার্য্য করিত।

(ক্রমশঃ)

পরের জন্য জীবন উৎসর্গ।

কুমারী ফাউলার।

আমরা স্ত্রী-চরিত্রের আখ্যায়িকায় পরোপকার-ব্রতধারিণী অনেক রমণীর দেবজীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ এক দেবী অবতীর্ণা হইয়াছেন দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? ইহাঁর নাম কুমারী ফাউলার, বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। মহাত্মা সেণ্ট পল "দুঃখী পীড়িতদিগের জন্য ক্লেশ-বহনক্ষম" বলিয়া যে প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইনি সেই প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

কুমারী ফাউলার এক ইংরাজ যুবতী। তাঁহার পিতা এফ্ ফাউলার একজন ধর্ম্মযাজক। দক্ষিণ মহাসমুদ্রের মলকাই নামক দ্বীপের যে কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবায় পুণ্যশ্লোক ফাদার ডামিয়েন জীবন বিসর্জ্জন করিয়া-ছেন, তাহাদিগেরই সেবাশুশ্রূষার জন্য গত ১৮ই জানুয়ারী এই রমণী লিবরপুল হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাঁর এই উদ্যম কোনও সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে। ৭ বৎসরের অধিক হইল, যখন

তাঁহার বয়ক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র তখন এই ব্রত আপনার অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করেন। তদবধি শারিরীক পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পারিস মহানগরীতে বাস করেন এবং পীড়িতদিগের শুশ্রূষার বিষয় বিধিমতে শিক্ষা করিয়া প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ব্যাষ্টাই-য়ের মতে যক্ষ্মারোগে যেমন দূষিত পরমাণু দ্বারা ফুসফুস আক্রান্ত হয়, কুষ্ঠ-রোগীর শরীরে তদ্রূপ দূষিত অণু উদ্ভূত হয়। কুমারী ফাউলার কুষ্ঠ রোগীদিগের শরীরে এই অণুর অস্তিত্ব পরীক্ষা করিবেন এবং তাহা পাইলে তাহা দূরীকরণের উপায়ও উদ্ভাবন করিয়া এই মহাব্যাধির মূলোৎপাটনের চেষ্টা করিবেন। ক্ষত স্থান ধৌত করিবার জন্য একটি বিশেষ শোধক আরক ও আশ্রমে পীড়িতদিগকে প্রফুল্ল চিত্তে রাখিবার জন্য নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য ও একটি বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

কি মহত্বের পরিচয়! যৌবনের সুন্দর শরীর এবং সুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই, সে বিষয় ভাবিবারও সময় নাই। তিনি বলিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রিয় রোগীদের শুশ্রূষা হয়, তাহাই তাঁহার এক মাত্র ভাবনার বিষয় হইবে। আমরা যাহাকে রোগ মধ্যে অতি ঘৃণিত ও সংক্রামক বলিয়া মনে করি, তাহাকে আমাদের এই শ্রদ্ধেয়া ভগিনী পরম শুশ্রূষার বিষয় মনে করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি পারিস নগরী প্রদর্শনীতে ও চিকিৎসালয়ে কুষ্ঠরোগীদের গলিত হস্ত পদ দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি ভীত হন নাই। সংসারের যত কিছু প্রিয়—পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলকে ছাড়িয়া, এই কার্য্য তাঁহার মুখ্য ব্রত মনে করিয়া ঈশ্বরের আহ্বানে কুষ্ঠাশ্রম দ্বীপে যাইতেছেন। বিলাত পরিত্যাগের পূর্ব্বে ধর্ম্মগুরু কার্ডিনাল ম্যানিঙ্ তাঁহাকে বিদায় দান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে "কন্যা তোমার প্রতি বিশেষ আদেশ আসিয়াছে একটি মহৎ কার্য্যে তুমি বৃত হইয়াছ—এখন যে ধ্বনি তোমাকে এ ব্রত সাধনে প্রবৃত্ত করিতেছে, তাহা হইতে আমি তোমাকে কখনও প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিব না।"

ইংলণ্ডের "পেলমেল বজেট" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের এক রমণী প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সঞ্জীবনী পত্রিকায় তাহা অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠিকাগণের অবগতির জন্য তাহাহইতে কতক অংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

পেলমেলের প্রতিনিধি ভগিনী রোজকে (কুমারী ফাউলারের অন্য নাম) দেখিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু তারকা-সমুজ্জ্বল, তাঁহার কণ্ঠস্বর মনোমুগ্ধকর। তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তি, অসাধারণ রূপলাবণ্য-সম্পন্ন মুখমণ্ডল, গোলাপাভ দ্যুতি, ক্ষুদ্র দেহের তেজ ও কর্ম্মিষ্ঠতা, মাঝে মাঝে পৃথিবীর অতীত উদাস ভাব দেখিয়া তিনি দেবী কি মানবী কিছুই বুঝা যায় না।"

পেলমেলের প্রতিনিধি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারী ফাউলার, কেন আপনি কুষ্ঠ রোগীর সেবার জন্য কৃত-সংকল্প হইয়াছেন?" কুমারী বলিলেন "ফাদার ডামিয়েনের পীড়ার পূর্ব্বাবস্থা হইতেই আমি কুষ্ঠরোগীদের কথা ভাবিতাম, কিন্তু যখন শুনিলাম ডামিয়েনের মৃত্যু হইয়াছে,তখনই আমি মলকাই দ্বীপে যাইয়া কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিতে সঙ্কল্প করিলাম। সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার মলকাই যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমার বয়স অতি অল্প ছিল। এখন আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি। বাল্যকালে চারিদিক দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হয় না। বিশেষতঃ আমার আত্মীয় স্বজনগণ আমার মনের বাসনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এখন এমন কাজে প্রবৃত্ত হইও না, যে জন্য ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইলেও হইতে পারে।

কুমারী কিয়ংকাল পরে আবার বলিলেন, "আমার বহুদিন হইতে এই বাসনা ছিল যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরাদিষ্ট এমন কোন কাজে নিযুক্ত হইব, যাহাতে জীবন মন সমর্পণ করিয়া খাটিতে পারি;—যে কাজে আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের সেই আদেশ পালন করিতে পারি, যে আদেশে ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আত্মীয়ের জন্য প্রাণ দান অপেক্ষা মানুষের অধিকতর প্রেমের কার্য্য আর নাই।" কুমারী এই কথা বলিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার বদন মণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তখন তিনি বলিলেন "আমি নগণ্য লোক। আমার বন্ধু বান্ধব ছাড়া আর কেহই আমার জীবনের তুচ্ছ ঘটনার কথা শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারেন না। আপনি যদি আমার কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন, তবে বড়ই লজ্জা পাইব। আমি স্বার্থত্যাগের কিছুই করি নাই—আমি স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিলে আমি আপনাকে কপটাচারী বলিয়া মনে করিব। মলকাই যাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই যাইতেছি—ইহাতে স্বার্থত্যাগ কিছুই নাই। যদি মনে করেন আমার কথা প্রকাশ করিলে কুষ্ঠরোগীদের উপর লোকের অনুকম্পা হইবে, তবেই প্রকাশ করিতে পারেন—তবু একটী অনুরোধ এই, আমি এদেশ পরিত্যাগ না করিলে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না। আগামী শুক্রবার আমি স্বদেশ ছাড়িয়া যাইব।"

প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি কুষ্ঠরোগের চিকিৎসাদি শিক্ষা করিয়াছেন?" কুমারী বলিলেন, প্যারিসে আমি বহুদিন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। কোন উপাধি লাভ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; কিরূপে রোগীর সেবা করিতে হয়, আমি তাহাই শিখিয়াছি। পাস্তর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া কুষ্ঠের বৈজিক তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছি। কুষ্ঠ নষ্ট করিবার জন্য যে সকল ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, আশা করি তাহা প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইব।"

"আপনি নিজকে রক্ষা করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হই বেন কি না?" প্রতিনিধি এই প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে কুমারী বলিলেন, আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ কোন উপায় নাই। সচরাচর লোকে যে উপায় অবলম্বন করে, আমিও তাহাই অবলম্বন করিব। আপনার কথা ভাবিবার জন্য মলকাই যাইতেছি না; কিসে কুষ্ঠরোগী সুখী হইবে, তাহাই আমার ভাবনার বিষয়। যদি আমি রোগাক্রান্ত হই, তবে এই ভাবিয়া আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব যে, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। কিন্তু মৃত্যুর কথা এখন আমার মনে উঠিতেছে না। আমি যে কাজের জন্য যাইতেছি, সেই কাজের কথায় আমার মন ব্যস্ত আছে। আমার তত্ত্বাবধানে এক হাঁসপাতাল থাকিবে। কয়েকটী দেশীয় ধাত্রীর সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা করিতে হইবে। হাঁসপাতাল সাজাইবার জন্য অনেকে সুন্দর ছবি দিয়াছেন। ফরাসীরা অনেকগুলি রমণীয় প্রস্তর মূর্ত্তি ও অন্যান্য গৃহসজ্জা ও সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন। আমি সঙ্গীত করিয়া রোগীদের মন প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিব। তার পর আমার বেতন হইতে যে টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব তদ্দ্বারা একটী পিয়ানো বাদ্য যন্ত্র ক্রয় করিব এবং তাহা বাজাইয়া রোগীদের চিত্তবিনোদন করিব।' তবে আপনি কি বেতন পাইবেন? কুমারী বলিলেন, "হাঁ সাণ্ডউইচ দ্বীপের গবর্ণমেণ্ট আমাকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি বেতন গ্রহণ করিতে স্বীকার করি নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমার নিজের জন্য টাকার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমার বেতনের টাকাতে হাঁসপাতাল ও রোগীর সেবা চলিবে।'

"কুমারী ফাউলার! আপনি কুষ্ঠরোগীর গলিত মাংস, দুর্গন্ধময় রক্ত পূঁযের কথা শুনিয়াছেন, তাহাতে কি আপনার ঘৃণা হইবে না?" কুমারী বলিলেন "পারিস হাঁসপাতালে আমি কুষ্ঠরোগী দেখিয়াছি, তাহাতে আমার একটুকুও ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই।'

"আচ্ছা আপনার পিতা প্রটেষ্টাণ্ট দলভুক্ত, আর আপনি রোমান কাথলিক হইলেন কেন?" কুমারী বলিলেন, "রোমান কাথলিক ধর্ম্ম প্রাণে শান্তি দেয়, তাই আট বৎসর হইল সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম সমাজের একজন পাদ্রি। আমার মা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা ছিল না যে, আমি রোমান কাথলিক হই। কিন্তু পিতা আমার বড় ভাল লোক, তিনি আমার বিশ্বাসের পথে বিঘ্ন হইলেন না। আমি মলকাই যাই. ইহাও তাঁহারা পসন্দ করেন না। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য পথে বাধা দিতে ইচ্ছা করেন না। আমার বড় ভগিনী আছেন, তিনি আমাকে যাইতে একেবারেই বারণ করিতেছেন।

আমার ছোট এক ভগিনী ও ভাই আছে, ইহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে হইবে। কাহার আহ্বান ধ্বনি আমি শুনিতেছি? কার্ডিনেল ম্যানিং আমাকে বলিয়াছেন, 'প্রিয় সন্তান, তুমি বিশেষ ডাক শুনিয়াছ। তোমার হাতে গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। যে বাণী তোমাকে আহ্বান করিতেছে, সে বাণী শুনিয়া চলিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিব না, নিষেধ করিতে পারি না।'

কুমারী কাউলার মলকাই দ্বীপে গিয়া ভগিনীরোজ গার্ট্রুড নাম ধারণ করিয়াছেন। পরার্থে প্রাণ উৎসর্গের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! আমরা আশা করি বামাবোধিনীর ধর্ম্ম-প্রাণা ও উন্নতহৃদয়া পাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তের এককালে অভাব হইবে না। সকল সৎসঙ্কল্পের সহায় ভগবান আমাদের আশা পূর্ণ করুন।

অবলা সৈন্য।*

শ্যাম দেশের রাজার চারি শত অবলা সৈন্য আছে। ইহারা অন্তঃপুর এবং রাজার রক্ষয়িত্রী। তাহাদের মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ও বুদ্ধিমতী সে সর্ব্বদাই রাজার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। তের বৎসরের কম বয়সে কেহ এই দলে মিশিতে পারে না—পরমা সুন্দরী ও বিলক্ষণ বলবতী হওয়া আবশ্যক। বার বৎসর এই দলে ভাল রকম কার্য্য করিলে তাহাদিগকে আর বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয় না, দরকার পড়িলে ডাকা হইবে বলিয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। যে সর্ব্বদা মহারাজার সঙ্গে থাকে, তাহাকে এই শেষের দল হইতেই লওয়া হয়। যে সময় ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়, তখন কেবল রূপ ও বল দেখিয়াই লওয়া হয় না। যাহাদের চরিত্র একেবারে নির্দ্দোষ নয়, তাহাদিগকে লওয়া হয় না, এবং পরেও এমনভাবে থাকিতে হয় যে কোন্ রূপে চরিত্রে কলঙ্ক হইতে না পারে। মহারাজার বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ লোক ব্যতীত কেহই রাজার প্রাণরক্ষক হইতে পারে না। ইহাদের পোষাক খুব মূল্যবান, একটী সাদা রেসমের সোণার নানা প্রকার কাজ করা লম্বা জামা গলা হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে। মস্তকে একটী সোণার কাজ করা সুন্দর পাগড়ী, এবং দক্ষিণ হস্তে খোলা তলবার থাকে। যখন রাজা কোন পর্ব্ব উপলক্ষে বাহির হন, তখন এই সকল সৈন্য বাজনার তালে তালে তরবার ঘুরাইয়া নৃত্য করিতে করিতে যায়। সপ্তাহে দুই দিন ইহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হয় এবং প্রত্যেকেই

* সুলভ সংবাদ হইতে উদ্ধৃত।

নানা প্রকার বন্দুক চালনায় খুব পটু। তা ছাড়া (মূর্খা) অবলাদিগের প্রধান অস্ত্র কোন্দলেও ইহাঁরা পেছ-পা নহেন, প্রায়ই তাহা হইয়া থাকে। অন্য নারীর মত কেবল হাত নাড়াতেই ফুরায় না, তরবার পর্য্যন্ত নড়িয়া থাকে, কিন্তু এই সময় প্রধানা সৈন্যকর্ত্রী'র হুকুম চাই। যখন সমস্ত সৈন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন কলহকারিণী দুইটী নারী এমন ভাবে অস্ত্র চালাইতে থাকেন যে একটিকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন মহা ধূম-ধামে মৃত নারীকে গোর দেওয়া হইলে আঘাতকারিণী দুই মাসের বিদায় লইয়া উপবাস ও প্রার্থনা ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার আপনার দলে মিলিত হয়।

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করুণা।

জন.ফক্স ও বিবী হনিউড।

হনিউড নাম্নী এক রূপবতী ও গুণবতী ইংরাজ রমণী যৌবনকালে নিদারুণ চিন্তা-রোগে আক্রান্ত হন। কবিবর কাউ-পারের ন্যায় তিনি আপনার মুক্তি বিষয়ে ঘোর নিরাশ এবং অনন্ত নরকযন্ত্রণার ভয়ে সর্ব্বক্ষণ কম্পান্বিত হইতেন। মনের উদ্বেগে ক্রমে তাঁহার শরীরও ভগ্ন হইয়া পড়িল এবং অনেক বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুদক্ষ চিকিৎসকগণ আসিয়া তাঁহার রোগ নিরূ-পণে অক্ষম হইলেন—তাঁহাদিগের ঔষধে তাঁহার রোগের কোন প্রতিকার দর্শিল না। প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম যাজকেরা আসিয়া তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগি-লেন, বাইবেলের সান্ত্বনার কথা, ঈশ্বরের অতুল সম্পদ এবং পাপীর প্রতি তাঁহার অনন্ত করুণা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না।

ধর্ম্মবীরদিগের ইতিবৃত্ত-লেখক জন ফক্স এ সময় তথায় বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে আহ্বান করা হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন সমস্ত পরিবার শোকা-চ্ছন্ন এবং পরিবারের কর্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থাপন্ন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন এবং ঈশ্বরের করুণার কথা অনেক করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। যুবতী যতই সংশয় প্রকাশ করিয়া বলেন, ঈশ্বরের অঙ্গীকার তাঁর জন্য নয়, তাঁর মত পাপীয়সী নরক যন্ত্রণা ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, ততই ধর্ম্মাত্মা ফক্স দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন যে পরিণামে তাঁহার সকল যন্ত্রণার শান্তি হইবে এবং তিনি

স্বর্গ রাজ্যে নিশ্চয়ই গৃহীত হইবেন। তাঁহার মুখে এই বিশ্বাসের কথা শুনিয়া রমণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং হস্তস্থ একটী কাচের গ্লাস প্রাচীরের দিক্ লক্ষ্য করিয়া এই বলিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন যে "এই গ্লাস যেমন চুরমার হইবে, আমিও নিশ্চয় সেই রূপ ধ্বংস হইব।" আশ্চর্য্য, গ্লাসটী একটী সিন্দুকে ঠেকিয়া ভূমিতে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল, ভগ্ন হইল না, একটু ফাটিলও না। অলৌকিক প্রত্যক্ষ ঘটনায় রমণী চমৎকৃত হইলেন। তখন ধর্ম্মোপদেষ্টার কথা সত্য বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি প্রাণে পরম শান্তি লাভ করিয়া সুস্থ হইতে লাগিলেন। বিবী হনিউড ৯৭ বৎসরের অধিক বাঁচিয়াছিলেন এবং মৃত্যু সময়ে গণনা করিয়া দেখা যায় পুত্র পৌত্র কন্যা দৌহিত্র প্রভৃতিতে তাঁহার বংশে ৩৬০ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বরের করুণাতে আস্থাবতী হইয়া তিনি সুদীর্ঘ জীবন সুখে অতিবাহন করিয়া পরম শান্তিতে পরলোক যাত্রা করিলেন।

বিল্বমঙ্গল।

বসিয়াছে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যখন,
চমকি উঠিল মন সহসা তখন।
খোলা ডোঙ্গা ছুড়ে ফেলি ছুটি উর্দ্ধশ্বাসে,
বাড়ীর বাহিরে গেলা না জানি কি আশে?
অস্তাচলে দিনমণি করিছে গমন,
সাজিয়াছে কালো মেঘ ছাইয়া গগন।
চমকিছে সৌদামিনী—কাদম্বিনী কোলে,
প্রভঞ্জন আস্ফালনে তরুগণ দোলে।
বহিছে প্রলয় ঝড়—অতি ভয়ঙ্কর
নদীর নিনাদ শুনি কাঁপিছে অন্তর!
দাঁড়ী মাঝি নৌকা ছাড়ি উঠিয়াছে পারে,
দিশাহারা সকলেই—গভীর আঁধারে।
একা সে বিল্বমঙ্গল বসি নদী কূলে
চিন্তিছে 'চিন্তার'* কথা—বাহ্যজ্ঞান ভুলে।
বাধা পেলে স্রোতোবেগ বাড়ে যে প্রকার,
তেমনি হৃদয়োচ্ছ্বাস বাড়িছে তাহার।
বড়ই ব্যাকুল মন না হেরি চিন্তারে,
ঝাঁপ দিলা অবশেষে অকূল পাথারে।
অহো! কি অপূর্ব্ব ভাব—একি ভালবাসা?
অনায়াসে তুচ্ছ করি জীবনের আশা,
ভাসাইলা দেহ তরি প্রলয়ের ঝড়ে,
বাহ্য স্মৃতি বিস্মরণ—ভালবাসা তরে!
হাবু ডবু খাইতেছে—মুখে চিন্তামণি,
ওই ধ্যান ওই জ্ঞান—বিপদ না গণি!
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে এবে ভাসমান,

* কোন সুন্দরী রমণী যাঁহার প্রেমে তিনি আসক্ত ছিলেন।

'হারাইবে চিন্তামণি'—চাহে না সে প্রাণ!
ব্যাকুলিত চিত অতি—দেখিবে মুখখানি,
অন্য চিন্তা নাহি মনে বিনা চিন্তামণি।
দেখিলা সে কাষ্ঠখণ্ড—কোথা ভেসে যায়?
পার হ'লা অতি কষ্টে ধরিয়া তাহায়।
আসিয়া সে বাড়ী কাছে রুদ্ধ হেরি দ্বার,
পলকে জগত্ যেন দেখিলা আঁধার!
কেমনে ভিতরে যাবে লঙ্ঘিয়ে প্রাচীর,
তাই ভাবি বিল্ব-মন একান্ত অধীর।
বিলম্ব না সহে আর;—কি করে উপায়?
ঝুলিয়া রহেছে রজ্জু দেয়ালের গায়,
দেখিয়ে অমনি করে সেই রজ্জু ধরি,
পশিলা সে অন্তঃপুরে আপনা পাসরি।
শিহরি উঠিছে 'চিন্তা' নিরখিয়ে তায়,
অবাক্ স্তম্ভিত—কিছু ভাবিয়ে না পায়!
কহিছে বিল্বমঙ্গলে করি সম্বোধন,
কেমনে আসিলে বল আমার ভবন?
আঁধার রজনী, ঝড় বহে ভয়ঙ্কর,
হতেছে করকাপাত—কাঁপিছে অন্তর;
এহেন দুর্যোগে আজ হয়ে নদী পার
আসিবে নির্ব্বিঘ্নে—বল সাধ্য আছে কার?
লুকাইয়ে ছিলে বুঝি,—নিকটে—গোপনে
'চিন্তার পরীক্ষা হেতু'—এই লয় মনে।
দেখাইতে পার যদি করিব বিশ্বাস,
কিরূপে আসিলে আজ অধীনীর পাশ?
চল যাই নদীকূলে—সঙ্গেতে আমার,
এখনি ভাঙ্গিয়া দিব চাতুরি তোমার।
দেখে এক 'মৃত শব' ভাসিছে তথায়,
(কোথায় সে কাষ্ঠখণ্ড?—খুজিয়ে না পায়)
কহিলা বিল্বমঙ্গল—এই কাষ্ঠ ধরি
হইয়াছি নদী পার—শুনগো সুন্দরী।

সে কথা শ্রবণে চিন্তা চমকিত অতি,
'মৃত শবে কাষ্ঠ ভ্রম'—একি ভ্রান্ত মতি!
দূর হ'তে দেখাইল দেয়ালের দড়ি,
সর্ব্বনাশ! সর্প হেরি'—উঠিছে শিহরি!
দংশিলে নিস্তার নাই—কি প্রকারে তায়
সেজ্ঞ ধরি দড়ি ভ্রমে—হইয়াছ পার?
'চিন্তাধনী' সবিনয়ে কহিলা তখন
"এই ভালবাসা যদি করিতে অর্পণ
পার হরি-পদে, মুক্তি হইবে তোমার,
ইন্দ্রিয়-সুখেতে মগ্ন থাকিও না আর।"
অন্ধ যেন চক্ষু পেল—হল দিব্য জ্ঞান,
চিন্তার কথায় বিল্ব পেল পরিত্রাণ।
অসার বাসনা ছাড়ি হরি নাম সার
করিলা বিল্বমঙ্গল, জীবনে তাহার।
সহজে কি ছাড়ে দুষ্ট পাপ প্রলোভন,
ভুলাইল আর বার উদাসীর মন।
পরমা রূপসী এক বণিক-ললনা
দেখিয়ে উপজে মনে মলিন কামনা।
অদ্ভুত বিল্বমঙ্গল দেখিতে তাহায়,
জানাইলা বণিকেরে নিজ অভিপ্রায়।
কহিল বণিক তাবে পূরাইব আশ,
ক্ষণেক বিলম্ব কর যাই ভার্য্যা-পাশ।
এই বলি অন্তঃপুরে পশিয়ে তখন,
প্রকাশিলা সন্ন্যাসীর সেই আকিঞ্চন।
অগ্নি-পরীক্ষায় আজি ফেলিল তোমারে,
দেখাও মনের বল মলিন সংসারে।
পতিব্রতা সাধ্বী সতী—পতি বিনে আর
জানে না সে—অন্য জনে অবনী মাঝার!
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তার সতীত্ব রতন,
জানে সে কেমনে তাহা করিবে রক্ষণ।
স্বামীরে বলিলা "সত্য পালিব তোমার,

বিপদ-ভঞ্জন হরি সহায় আমার।
আন, কোন্ পাপাসুর আছে এ সংসারে,
পতি-গত সতী মন টলাইতে পারে ?"
উপনীত বিপ্র তথা ছলিতে, অবলা,
চঞ্চল নয়নদ্বয়, পরাণ উতলা।
কহিলা বিল্বমঙ্গল 'মুখ আবরণ
খোল হেরি প্রাণ ভরি ও চাঁদ বদন।
তৃপ্ত হ'ক নয়নের বিষম লালসা,
মিটুক মনের সাধ—পূর্ণ হ'ক আশা।
আবরণ খুলি মুখ দেখাইলা তারে
দেখিয়ে বিল্বমঙ্গল মুগ্ধ একেবারে।
কহিলা বাসনা তৃপ্ত হয়েছে আমার।
আরেক প্রার্থনা—খুলি কবরী তোমার
দুইটী লৌহ-কণ্টক দেও মোর হাতে,
বিদ্ধ করি আঁখি যুগ তোমার সাক্ষাতে।
এইরূপে অন্ধ হয়ে জন্মের মতন,
বণিক পত্নীকে করি মাতৃ-সম্বোধন,
বাহির হইলা পুনঃ হরি অন্বেষণে,
'দেখা দেও দীনবন্ধু'—সর্ব্বদা বদনে !
অবশেষে 'দয়াময়' দিলা দরশন
ভকত-বৎসল হরি পতিত-পাবন। —

আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ।

আমাদের মহারাণী বিক্টোরিয়ার পিতামহ ৩য় জর্জ্জ যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনস্থ, তখন আমাদের ভারতবর্ষের ন্যায় আমেরিকার সভ্যতম ভূমিখণ্ড ইংলণ্ডের অধীন ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবিবেচনায় ১৭৭৫ সালে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘটিল এবং ৭ বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া ১৭৮৩ সালে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করিল।

এই যুদ্ধের মূল কারণ আমেরিকার উপর ইংলণ্ডের অবৈধ ক্ষমতা প্রকাশ। আমেরিকার কানাডা প্রদেশে ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ হইয়া অনেক ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের কতক অংশ অধীন আমেরিকা হইতে আদায় করিবার জন্য ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃগণ ব্যগ্র হন। লর্ড গ্রানবিলের মন্ত্রিত্বকালে পার্লেমেণ্ট এক আইন জারী করেন তাহার নাম ষ্ট্যাম্প আইন। ইহা দ্বারা আমেরিকাবাসীদিগকে মোকদ্দমায় ষ্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহারে বাধ্য করা হয়। তাহারা কখনও তাহা করে নাই, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। গ্রানবিল মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিলেন। লর্ড রকিংহাম তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া ষ্ট্যাম্প আইন তুলিয়া দিলেন, আমেরিকানেরা শান্ত হইল। অনতিবিলম্বে পিট প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহার পীড়িতাবস্থায় অন্যান্য মন্ত্রিগণ পার্লেমেণ্ট দ্বারা এক আইন বিধিবদ্ধ করাইলেন, ইংলণ্ড হইতে চা প্রভৃতি দ্রব্য

আমেরিকায় চালান হইলে দেশবাসীদিগকে মাসুল দিতে হইবে। এই সময় লর্ড নর্থ প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া বোষ্টনে এক জাহাজ চা পাঠাইলেন। মার্কিনেরা মহা ক্রুদ্ধ। জাহাজখানিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তাহাদের গবর্ণরকে জিদ করিয়া ধরিল। তিনি এ বিষয়ে সম্মতি দিতে না দিতে কতকগুলি লোক জাহাজ হইতে চার বস্তা সকল জলে নিক্ষেপ করিল।

মার্কিনদিগের দুর্ব্যবহারে পার্লেমেণ্ট কুপিত হইয়া দুই আইন জারী করিলেন। এক আইনে বোষ্টনে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী নিষিদ্ধ হইল। দ্বিতীয় আইনে মাসাচুসেট্‌স উপনিবেশের*শাসনকর্ত্তা ইংলণ্ডেশ্বর কর্তৃক মনোনীত হইবেন স্থির হইল। পিট, বর্ক প্রভৃতি দূরদর্শী ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ এইরূপ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু পার্লেমেণ্ট বলদ্বারা মার্কিনদিগকে শাসন করিবার প্রয়াসী হইয়া প্রবল সৈন্যদল আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। মার্কিনদিগের দেহে ইংরাজ-রক্ত, তাহারা ভয় পাইবার লোক নহে। তাহারা প্রাণপণে রাজ-অত্যাচারে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল। উপনিবেশ সকল বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়া আপনাদিগের প্রতিনিধি দ্বারা 'কনগ্রেস' নামক সভা স্থাপন করিলেন এবং তাহার ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

১৭৭৫ সালে এক দল ব্রিটিষ সৈন্য মার্কিনদিগের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে যায়, তাহাতে অনেকে আহত এবং কতকগুলি হত হয়। অনতিবিলম্বে ব্রেড্‌স পাহাড়ে ইংরাজ ও মার্কিনদিগের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এক সংগ্রাম হয়, ইহা 'বাঙ্কার্স হিল' যুদ্ধ নামে খ্যাত। ব্রিটিস সৈন্য দুইবার পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করে, দুইবারই প্রতিহত হয়। তৃতীয় বারে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া মার্কিনদিগকে হারাইয়া দেয়। ইহাদিগের গোলা গুলি ও বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাই সমর পরিত্যাগে বাধ্য হয়। যাহাহউক এই যুদ্ধের পর ইংরাজ সেনাপতি স্বদেশে লিখিয়া পাঠান "মার্কিনেরা সামান্য বিদ্রোহী বলিয়া উপেক্ষণীয় নয়।"

মার্কিনদিগের তৎকালীন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহারা কোনক্রমেই ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য ছিল না। ইহাদিগের অসংখ্য সৈন্য, তাহারা যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ও রণসজ্জার সকল দ্রব্যই প্রচুর। মার্কিনদিগের সকল বিষয়েরই অভাব। কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাহারা প্রাণ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর, তাহাদের উৎসাহ ও তেজস্বিতা দেখে কে? অভাবে পড়িয়া তাহারা নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। দেশশুদ্ধ লোক যোদ্ধা হইয়া দাঁড়াইল এবং যুদ্ধকার্য্য

* বোষ্টন এই উপনিবেশের প্রধান নগর ছিল।

শিখিতে লাগিল। যুদ্ধের আবশ্যক আয়োজন সকল করিতে লাগিল। দিবা রাত্রির মধ্যে তাহাদিগের বিশ্রাম নাই, ক্লেশ দুঃখ বহনে কেহ পরাঙ্মুখ নয়। তাহারা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশ মধ্যে প্রচার করিয়া দিল "রাজা জর্জের অধীনতা স্বীকার করিব না।" এই সময় আমেরিকায় কয়েকটী মহাপুরুষের উদয় হইয়াছিল, জর্জ ওয়াসিংটন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁর যেমন বীরত্ব, সেই রূপ শিষ্টাচার, সেইরূপ নিঃস্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষিতা। স্বদেশের হিতব্রতে আপনি মাতিয়া দেশবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটনের ন্যায় সাহসী, সুবুদ্ধি ও সুদক্ষ লোক মার্কিনদিগের সেনানায়ক হইলেও দুই বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে ঘোর দুরবস্থাপন্ন হইতে হইয়াছিল। জয় পরাজয় উভয় পক্ষেরই। ইংরাজেরা নিউইয়র্ক বহুদিন হস্তগত করিয়া রাখে, মার্কিনেরা সারাটোগা নামক স্থানে সেনাপতি বর্গয়েনকে বেষ্টন করিয়া পরাস্ত করে। মার্কিনদের কিছুতেই সাহসের ভঙ্গ নাই। এক সময় তাহাদিগের এমন অবস্থা ঘটিল যে তাহাদের ঘোড়ার দানা নাই, সৈন্যগণ একাদিক্রমে ৬ দিন উপবাসী, সমুদায় শিবিরে এক যোড়া পাদুকা মিলা ভার। তথাপি তাহারা অদম্য। তাহারা যেন দৈববলে বলী হইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিল।

এই সময় প্রথমে ফরাসীরা, পরে স্পেনীয়েরা আমেরিকার পক্ষ হইয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ভীত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, স্বাধীনতা ছাড়া মার্কিনেরা যাহা চাহিবে তাহা দিবেন। পিট ফরাসীদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রুগ্ন শরীরে লর্ড সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে এক দিন তিনি এরূপ উত্তেজিত হইলেন যে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং কয়েক দিন পরে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। মার্কিনেরা পুনরায় সবল হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ব্রিটিষ সেনাদলের এক জন অধ্যক্ষ ছিলেন, ইয়র্কটাউনে সসৈন্যে অবরুদ্ধ হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। ইংরাজেরা যদিও জলযুদ্ধে ফরাসী ও স্পেনীয়দিগকে হারাইয়া দিলেন, কিন্তু আমেরিকায় আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপনে এক বারে হতাশ হইলেন। ১৭৮২ সালে লর্ড নর্থ পদত্যাগ করিলে রকিংহাম পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিতে করিতে গতাসু হইলেন। তাঁহার পদাভিষিক্ত লর্ড সেলবোর্ণ সন্ধি স্থির করিলেন এবং ১৭৮৩ সালে পারিস নগরে আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল।

আমেরিকাবাসীরা আত্মোৎসর্গ করিয়া

দেশের যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে তাহার উপযুক্ত, অল্প দিনের মধ্যে এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

নূতন সংবাদ।

১। প্রিন্স বিক্টর আগামী ২৭এ মার্চ্চ ভারত পরিত্যাগ করিবেন। জগদীশ্বর কৃপায় যুবরাজ-কুমার কুশলে গৃহে প্রত্যাগত হউন।

২। অধ্যাপক এস,পি,লাংসলে চন্দ্রমণ্ডলের উত্তাপ মাপিয়া দেখিয়াছেন উহা তাপমানের ৩২ অংশ। এরূপ উত্তাপে পৃথিবীতে জল জমিয়া বরফ হয়।

৩। গত ২২এ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার দাতব্যসভার ষষ্ঠ সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়াছে। এই সভা হইতে গত বর্ষে ৮৮ জন মাসিক দাতব্য পাইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৪ জন বিধবা স্ত্রীলোক এবং ৪৪ জন দরিদ্র ছাত্র। এরূপ হিতকর অনুষ্ঠান স্থায়ী হউক একান্ত প্রার্থনীয়।

৪। রাওলপিণ্ডীতে ইংরেজ পুরুষ রমণীদিগের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয়, তাহাতে বিবীরা ১০ বাজী অধিক জিতিয়া সাহেবদিগকে হারাইয়া দিয়াছেন।

৫। বিলাতে একব্যক্তি দুর্ব্বল লোকদিগের স্বাস্থ্য বিধানার্থ একটী আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য আপনার নাম প্রকাশ না করিয়া ১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এরূপ নিঃস্বার্থ দানের দৃষ্টান্ত বিরল হইতেছে।

৬। বর্ত্তমান মাস হইতে সুলভ সংবাদ নামক ৫০ এক পয়সা দামের একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সুলভ সমাচারের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ইহার সম্পাদকীয় ভার লইয়াছেন এবং ইহা প্রথম প্রকাশিত সুলভের প্রণালীতে লিখিত হইতেছে। ইহার একটী প্রবন্ধ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতিপ্রার্থনা করি।

বামা রচনা।

আবার।

মধুর বসন্ত এলো আবার,
স'রে যায় শীত কোয়াসা আঁধার,
উদাস উদাস বহে বসন্তের বায়,
শুষ্ক পাতা ঝরে ঝরে ধূলায় লুকায়।

২

না পড়ে শিশির কুসুম শুকায়,
তাই ছুটে এল মধুর দক্ষিণা বায়,
তরুলতা গুলি মুকুলে ছাইল,
কোকিলার ধ্বনি আবার জাগিল।

৩

মৃদুল মধুর সমীর পরশে,
মুদিত কুসুম ফুটিছে অলসে,
মেলিছে নয়ন আধ ঘুমঘোরে
মধুর বসন্ত সরস মাঝারে।

৪

গুঞ্জরিছে অলি কুসুম কাননে,
নবীন বাসনা উথলিছে প্রাণে,
কুহুরিছে পিক কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে,
অদূরে বাঁশরী বাজিতেছে ধীরে।

৫

হরিত পাতার আড়ালে বসি,
গাইছে বিহগ অমিয়া বরষি,
হরষেতে যেন নাচে গাছ পালা,
তরু, লতা মিলে করে হেলাদোলা।

৬

আবার সুধীর সাঁঝের বাতাস,
চুরি করে ফিরে ফুলের সুবাস,
ধীরে প্রবেশিয়ে বৃক্ষের ভিতর,
ঘুমন্ত লতাটীর চুমিছে অধর।

৭

মধুর মৃদুল সমীর ভরে
তটিনী সোহাগে এলিয়ে পড়ে,
প্রেমের লহরী খেলিছে আপনি,
সরমে উথলে হইয়া থানি।

৮

অসীম পুলকে অবশ ধরা—
আকাশে ফুটিছে সাঁঝের তারা
মধুর বসন্ত মধুর যামিনী,
সুখে ঢল ঢল, বিভলা নলিনী।

৯

গাছে গাছে ফুল ফুটে রাশি রাশি,
বন উপবনে বসন্তের হাসি,
বিজনে সঙ্গীত ধ্বনি কুসুমের বাস
প্রকৃতির হৃদিখানি হয়েছে উদাস।

কত মিলনের গীত কত দীর্ঘশ্বাস
সাথে নিয়ে এসেছে বসন্ত বাতাস,
কোথা হতে নিয়ে এল এসব বারতা,
পরশে জাগিয়ে দেয় মরমের কথা।

১১

ছিল এ ধরণী মরুভূমি মত,
কে করিল তায় মধুময় এত ?
কোথা বাজি বীণা উঠিছে মিলন গান,
আবার কবিতা পূর্ণ জগতের প্রাণ।

শ্রী——দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৩ সংখ্যা। চৈত্র ১২৯৬—এপ্রেল ১৮৯০। ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা—দমদমার সলিম নামক এক মুসলমানকে গোরারা রাত্রিকালে বাটী হইতে টানিয়া বাহির করিয়া গুলি করিয়া মারে, তাহার হত্যাকারী ঠিক হইবার পূর্ব্বেই লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহার বিধবার জন্য ৫ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অভিযুক্ত গোরারা হাইকোর্টের বিচারে বেকসুর খালাস পাইয়াছে!

পরসেবায় আত্মোৎসর্গ—ফাদার লুইস নামক একজন ফরাসী পাদরী কুষ্ঠরোগীদের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে কার্য্য করিবেন।

নূতন ব্যাধি—ইনফ্লুয়েনজা নামক যে রোগ ইউরোপকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত। উত্তর পশ্চিমের স্থানে স্থানে শত শত লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কলিকাতাতেও ইহা দেখা দিয়াছে।

আর্য্য-বালিকা পাঠশালা—বাঙ্গালোর খৃষ্টীয় বালিকা বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রী খৃষ্টান হওয়াতে তত্রত্য হিন্দুরা একটী নূতন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় অনাথা স্ত্রীলোকদিগের আশ্রম—গত ৪ঠা মার্চ্চ বড় লাট পত্নী লেডী লান্সডাউন বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৫৩ নং ভবনে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় অনাথা বিধবা ও দুঃখিনী স্ত্রীলোক-

দিগের শিক্ষা ও পালন উদ্দেশে এই আশ্রম স্থাপিত হইল। হিন্দু দুঃখিনী-দিগের জন্য এপ্রকার অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

চিনের সহিত সন্ধি—চিনের তিব্বতীয় প্রতিনিধি আম্বান গত ১৭ই মার্চ্চ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হইয়া সিকিম গোলযোগের নিষ্পত্তি-সূচক সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

পত্নীর স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন—(১) ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী আপনার পরলোকগতা স্ত্রী রাণী রাজরাজেশ্বরীর স্মরণার্থ মিউনিসিপালিটীর হস্তে লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ইহার সহিত মিউনিসিপালিটীর টাকা যোগ করিয়া ময়মনসিংহ নগরবাসীদিগের সুবিধার জন্য জলের কল নির্ম্মিত হইবে। ছোট লাট রাজা সূর্য্যকান্তের সদাশয়তার জন্য ধন্যবাদ করিয়াছেন।

(২) বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সার দিনসা পেটিটের পত্নীর মৃত্যু হওয়াতে স্বামী তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনার্থ ১ লক্ষ, ১৩ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বালিকা ব্যবসায়ীদিগের দণ্ড—বেলজিয়মের আণ্টোয়ার্প নগর হইতে আমেরিকায় অনেক বালিকা চালান করা হয়, ৪৭ জন লোক ইহার সংশ্রবে আছে বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াতে নগর হইতে তাড়িত হইয়াছে। এ দেশে গবর্ণমেণ্টের এরূপ বিষয়ে দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক।

ধার্ম্মিকা বীরাঙ্গনা—ফ্রান্সের উদ্ধারকর্ত্রী জোয়ান অব আর্ককে সেণ্ট বা পুণ্যাত্মাদিগের মধ্যে স্থান দান করিবার জন্য রোমান্ কাথলিক চর্চ্চ উদ্যোগী হইয়াছেন। ইংরাজ বীরপুরুষগণ ডাইনী বলিয়া ইঁহাকে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন।

আশ্চর্য্য সতী—গয়া জেলার লোয়ী নামক গ্রামে বিষণ সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণের ২০।২২ বৎসরের যুবক সন্তান গত ২৪এ জানুয়ারি গতাসু হন। মৃতের ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা পত্নী আত্মীয় বন্ধু-দিগের বাধা না মানিয়া পতির সহিত সহমৃতা হইয়াছেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম ঘটনাটী সত্য।

বাঙ্গালি রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম।

(৩০২ সংখ্যা ৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

শিষ্টাচারকে আমরা গৃহধর্ম্মের তৃতীয় সোপান বলিলাম। রমণী শিষ্টাচারিণী হইলে সর্ব্ব সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিবেন। যিনি শিষ্টাচারিণী তিনি গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি অনুকূলা, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ-ময়ী ও সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থিনী হইয়া উঠেন। লজ্জা, নম্রতা, দয়া ও কৃতজ্ঞতা

তাঁহার হৃদয়-ভূষণ। অপরের সুখ, দুঃখ, মান, সম্ভ্রমের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; সুতরাং তাঁহার নিকটে রোগী শুশ্রূষা, শোকী সান্ত্বনা, দুর্দ্দশাগ্রস্ত দয়া ও সকলেই প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

অতিথি-সেবা, শিষ্টাচারের অঙ্গীভূত। অতিথি সেবার জন্য পূর্ব্বতন হিন্দুগণ সর্ব্বস্ব পণ করিতেও বিমুখ হইতেন না। হিন্দু জানিতেন "অতিথি তুষ্ট হইলে দেবতা তুষ্ট হন, হিন্দু জানিতেন "অতিথি দেবতা স্বরূপ," হিন্দু জানিতেন "সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ" অতিথি সকলেরই গুরু তুল্য; তখন প্রতি গৃহেই অতিথি সৎকার হইত। এখন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে! তুমি ক্ষান্ত হইওনা দেশীয় ভগিনী, তুমি অতিথি সেবা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। ক্ষুধার্ত্তকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় ও ভয়ার্ত্তকে অভয় দিয়া তুমি তোমার দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। হিন্দুর সংসারাশ্রম নিজের জন্য নহে, সাধারণের মঙ্গলানুষ্ঠানই হিন্দুর প্রাণগত কামনা, ইহা হিন্দু রমণীর চিরস্মরণীয়।

গৃহিণীপনায় অভিজ্ঞতা লাভ করাই গৃহধর্ম্মের চরম সোপান। গৃহিণীকে কখন কি অবস্থায় পড়িতে হয় এবং কি কার্য্য করিতে হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অতএব সর্ব্ববিধ গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করাই রমণীর উচিত। অনেক রমণী গৃহধর্ম্মকে নিতান্ত সহজ মনে করিয়া প্রথমে কিছুমাত্র গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করেন না। পরে গৃহিণী হইয়া ইহার প্রতিফল ভোগ করেন। অবশ্য কয় জনের এরূপ প্রতিভা আছে যে অগ্রে অভ্যাস না থাকিলেও কার্য্যকালে নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন? এরূপ ক্ষমতা ব্যক্তি বিশেষে দৃষ্ট হয় মাত্র। অতএব সাধারণতঃ রমণীগণের গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা হওয়াই বিধেয়। সকল কার্য্য পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। রন্ধন-প্রণালী শিখিতে হইলে কেবল রাঁধিতে পারাই যথেষ্ট নহে, তৎসহ আহার্য্যের গুণাগুণ শিক্ষা, সুস্বাদু রন্ধন ও সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করান আবশ্যক। রোগীকে সেবা করাই শুশ্রূষাকারিণীর সর্ব্বোচ্চ কার্য্য নহে, যাহাতে রোগের উপশম হয় এরূপ চিকিৎসা-ত্বের শিক্ষা করাও আবশ্যক। শিশুকে রক্ষা করাই যথেষ্ট নহে, ধাত্রীকার্য্য ও শিশুপালনে অভিজ্ঞতা থাকা কর্ত্তব্য। গৃহধর্ম্মে কোনও কার্য্য অবহেলনীয় নহে; "সামান্য" বলিয়া কার্য্যে উপেক্ষা করা উচিত নহে। কোনও কার্য্য শিখিতে রমণী যেন লজ্জাবোধ না করেন।

রমণী মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়া গৃহস্বামীকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দিবেন। ঋণগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে "যে অঋণী হইয়া মধ্যাহ্নকালে শাকান্ন মাত্রও ভোজন করিতে পায়, সেই প্রকৃত সুখী।" প্রতি বঙ্গরমণী ইহা স্মরণ করিবেন। দেশের অনেক পুরুষ

"স্ত্রীলোকের জন্যেই ঋণগ্রস্ত হইতে হয়" বলিয়া দুঃখ করেন, এ কথা সত্য হইলে বঙ্গ মহিলাদিগের একটী দারুণ কলঙ্ক। যাহাতে এ কলঙ্ক ত্বরায় অপনীত হয়, তাহা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্থূলভাবে এই কথাটী বলা যাইতে পারে যাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইতে কাতর, তাঁহারা আয় বুঝিয়া ব্যয় ও সঞ্চয় করিবেন। সকল অবস্থায় কিছু কিছু সঞ্চয় করা গৃহিণীর একটী অত্যাবশ্যক গুণ; যেহেতু ভবিষ্যতে যদি নিতান্ত মন্দ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন ঐ সঞ্চিত অর্থে প্রাণ মান রক্ষা ও ঋণ হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। আয় ব্যয় ও সঞ্চয়কার্য্য করিতে হইলে অঙ্ক শাস্ত্র জানা আবশ্যক।

গৃহকে সুনিয়মের বশবর্ত্তী করা রমণীর কর্ত্তব্য। নিয়মাধীন না হইলে গৃহের শৃঙ্খলা থাকা দুষ্কর। বিশৃঙ্খল গৃহে সুখের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কি গৃহসজ্জা কি দৈনিক কার্য্য সর্ব্ব বিষয়ে রমণী শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন। যিনি শৃঙ্খলাপ্রিয়, তাঁহার শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যও উত্তমরূপ থাকে। প্রায়ই দেখা যায় অনুপযুক্ত সময়ে বা অপরিমিতরূপে ভোজন, পান, নিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এই সমস্ত বিষয়ে যথেচ্ছাচারিতাই প্রধান দোষ। যিনি শৃঙ্খলা-প্রিয় তিনি কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না; নিয়মের অধীন থাকাই তাঁহার শৃঙ্খলা, সুতরাং এই সকল কারণে তাঁহার এবং তাঁহার অধীনস্থ পরিবারবর্গের শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে না। মানসিক স্বাস্থ্যও এই রূপে রক্ষা করা যায়। অতএব মানব জীবনের সুখ ও উন্নতি অনেক পরিমাণে শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিতেছে বলিতে হইবে।

সুগৃহিণী প্রত্যহই গৃহের সমস্ত বস্তু পরিদর্শন করিবেন। কোথায় কি দ্রব্য নষ্ট হইতেছে, কোথায় কোন্ বস্তু আবশ্যক, পরিবারস্থ কে কিরূপ ভাবে আছে, তাহাদের প্রতি ন্যস্ত কার্য্য কিরূপ চলিতেছে এ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করা রমণীগণের বিশেষতঃ গৃহস্বামিনীর একান্ত আবশ্যক। কেবল পর্য্যবেক্ষণ যথেষ্ট নহে, যাহা তিনি পারেন সংশোধন করিবেন, যাহা তাঁহার সাধ্যাতীত তদ্বিষয় যথাসময়ে গৃহস্বামীকে জানাইয়া প্রতিবিধান চেষ্টা পাইবেন।

রমণী গৃহের শান্তি রক্ষা করিবেন। হিংসা, স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিতা ও বিবাদ বিসম্বাদই গৃহের অশান্তির মূল। যে গৃহে বহুপরিবার, সেখানে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। গৃহিণী ধীরতা ও বিজ্ঞতা সহকারে গৃহকে সর্ব্বপ্রকার অশান্তি হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি সকলের নিকট স্নেহময়ী ও বিশ্বাসভাজন হইবেন। ও তাঁহার প্রতি "মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী" বলিয়া সকলের বিশ্বাস থাকিলে তিনি অপরের হৃদয়াকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন। ভুক্তভোগী বলিবেন "এ কার্য্যটী গুরুতর কার্য্য," তথাপি সুবিবেচিকা ও কৌশলজ্ঞা মহিলা যে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

উত্তমা গৃহিণীর নিকটে কিছুই উপেক্ষিত হইবার নাই। সামান্য বস্তু হইতেই গৃহিণীর গৃহিণী-পনা পরীক্ষা করা যায়। অপরে যে বস্তু অব্যবহার্য্য মনে করে, সুগৃহিণী তাহাই গৃহস্থালীর উপযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। এ বিষয়ে (সংস্কৃত দশ কুমারচরিত গ্রন্থ হইতে) কোন বিখ্যাত সাময়িক পত্রে * একটী সুন্দর আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত করিলাম।

"দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী নামে এক নগর আছে। তথায় বহুকোটী ধনের অধিপতি শক্তিকুমার নামে এক শ্রেষ্ঠি-পুত্র বাস করিতেন। যখন তাঁহার বয়স প্রায় আঠার বৎসর, তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'যাহাদের ভার্য্যা—বিশেষতঃ গুণবতী ভার্য্যা নাই, তাহাদের সুখ নাই। অতএব আমি কি উপায়ে গুণবতী ভার্য্যা লাভ করি। অন্যে মনোনীত করিয়া যে ভার্য্যার ঘটকতা করে, তাহাতে আপনার মনের মত গুণ সম্ভবে না।' তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া দৈবজ্ঞ বেশ ধারণ করিলেন এবং উত্তরীয় প্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ ধান্য বন্ধন করতঃ পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের কন্যা আছে, তাঁহারা তাঁহাকে লক্ষণজ্ঞ বিবেচনা করিয়া আপন আপন কন্যার লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন, তিনিও সুলক্ষণা কন্যা দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ভদ্রে! এই যৎকিঞ্চিৎ ধান্যদ্বারা আমাকে পরিতোষপূর্ব্বক অন্ন ভোজন করাইতে পার?' তাঁহার এই কথায় সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া তাড়াইয়া দিত। তিনিও এইরূপে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি শিবিদেশে আসিয়া কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে কোন নগরে একটী সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যা দেখিয়া তৎপ্রতি সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কল্যাণি! এই ধান্যগুলি দ্বারা আমাকে অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করাইতে পার?' তাহা শুনিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধা দাসীর দিকে চাহিয়া সঙ্কেত করিলে সে তাঁহার হস্ত হইতে সেই ধান্যগুলি লইয়া, সুধৌত ও সুমার্জ্জিত বহির্দ্বারের বেদিকায় তাঁহার পাদোদক প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইল। কন্যা সেই ধান্যগুলি লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, কঠিন ও সমতল স্থানে রাখিয়া উলট পালট করিয়া বাছিয়া লইলেন। অনন্তর চাউলগুলি বাছিয়া লইয়া তুষ সেই দাসীর হস্তে দিয়া কহিলেন 'মা এ সকল তুষে অলঙ্কার বিশুদ্ধ হয় এজন্য স্বর্ণকারেরা ইহা কিনিয়া থাকে, আপনি তাহাদিগকে ইহা বেচিয়া যে কড়ি পাইবেন, তাহাতে খুব ভিজাও নয় খুব শুকানো নয় এরূপ কয়েক খানি কাষ্ঠ এবং অল্প ভাত ধরে এরূপ একটী হাঁড়ী ও দুই খানি সরা লইয়া আসুন।" দাসী তাহাই করিল। অনন্তর কন্যা সেই তণ্ডুলগুলি উত্তমরূপ কাঁড়াইয়া পরিষ্কৃত জলে

* বামাবোধিনী পত্রিকা, ২৬৫ সংখ্যা দেখ।

ধৌত করিলেন। পরে চুল্লী পূজা করিয়া তণ্ডুলের পাঁচ গুণ উষ্ণ জলে সেই তণ্ডুল চড়াইয়া দিলেন।

অনন্তর সমস্ত অন্ন সমভাবে সুসিদ্ধ হইলে জ্বাল কমাইয়া, একখানি শরা হাঁড়ির মুখে ঢাকা দিয়া, মাড় গালিবার জন্য হাঁড়িটী আর একখানি শরার উপর উবুড় করিয়া বসাইলেন। যে কাষ্ঠগুলি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় নাই, তিনি সেগুলি জল দিয়া নিভাইয়া স্বতন্ত্র রাখিলেন এবং দগ্ধ কাষ্ঠগুলি নিভাইয়া কয়লা করিলেন। অনন্তর সেই কয়লাগুলি এবং কাঁড়াইতে তণ্ডুলের যে ক্ষুদ ও কুঁড়া গুলি বাহির হইয়াছিল, সেগুলি অতি যত্নে বৃদ্ধা দাসীর হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন "মা। এই কয়লা ও ক্ষুদ কুঁড়া বেচিয়া যে কড়ি হইবে, তাহাতে আপনি যথাসম্ভব শাক ঘৃত লবণ দধি তৈল আমলক এবং তেঁতুল কিনিয়া আনুন।" বৃদ্ধা সেই সকল আনয়ন করিলে তিনি সেই যৎসামান্য শাকদ্বারা দুই তিন প্রকারের ভাজি ও চাট্‌নি প্রস্তুত করিলেন। পরে ভিজা বালির উপর নূতন শরায় সেই ভাতের মাড় রাখিয়া, মৃদু মৃদু তালবৃন্ত বায়ু দ্বারা তাহা কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া তাহাতে লবণাদি সংযোগে উত্তম পেয়া প্রস্তুত করিলেন। সে আমলকও অল্প পেষণে পদ্ম গন্ধযুক্ত করিয়া শ্রেষ্ঠি-কুমারকে স্নানার্থ তৈল ও আমলক প্রদান করিলেন।

শ্রেষ্ঠিকুমার তৈল ও আমলকে গাত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান ও ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া ধৌত সুমার্জ্জিত কুট্টিমে কাষ্ঠের পিঁড়ায় বসিলেন। কন্যা, প্রাঙ্গণের কদলী বৃক্ষ হইতে একখানি সমগ্র কদলী পত্রের এক তৃতীয়াংশ, যাহা খুব কচিও নয় পাকাও নয়, এরূপ একখণ্ড কাটিয়া তাহা ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে পাতিয়া তদুপরি সেই জলধৌত শরাখানি স্থাপন করিলেন। শ্রেষ্ঠিকুমার শরাখানি স্পর্শ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কন্যা সেই মণ্ড নির্ম্মিত পেয়া সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিলেন। তাহা পান করিবামাত্র তাঁহার সমস্ত শ্রান্তি দূর হইল, চিত্ত পুলকিত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি সেই ভাবে ক্ষণকাল রহিলেন। অনন্তর কন্যা সেই তণ্ডুলের অন্ন দুই হাতা তাঁহার পাত্রে দিয়া তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘৃত, সূপ, ভাজি ও চাট্‌নি প্রদান করিলেন। হাঁড়িতে যে কয়টী অন্ন ছিল, তাহা তাঁহাকে দধি দিয়া ভোজন করাইলেন। পাত্রে কিঞ্চিৎ অন্ন অবশিষ্ট থাকিতেই তিনি ভোজনে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিলেন ও পানীয় চাহিলেন।

তখন শ্রেষ্ঠি-কন্যা একটী নূতন ভৃঙ্গারে জল আনিয়া নল বিনির্গত ধারাকারে পাতিত করিতে লাগিলেন, তিনিও শরাখানি মুখে ধরিয়া সেই সুশীতল সুবাসিত নির্ম্মল জল আকণ্ঠ পান করিলেন। জলপান শেষ হইলে কন্যা আচমনার্থ জল দিলেন। পরে সেই সুপরিষ্কৃত কুট্টিমে সুপরিষ্কৃত শয্যায় শ্রেষ্ঠি-তনয়

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর কন্যার পিতার সম্মতিক্রমে সেই কন্যা বিবাহ করিয়া নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠি-কন্যা আলস্য-শূন্য হইয়া পতিসেবা ও পরিজন-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত গৃহকার্য্যই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং দয়া ও দাক্ষিণ্য গুণের আধার হইয়া সকলকেই বশীভূত করিলেন। তাঁহার পতিও তদীয়গুণে বশীভূত হইয়া সমস্ত পরিবারবর্গকে তাঁহারই পালনাধীনে রাখিয়া পবিত্রভাবে ত্রিবর্গ উপভোগ করিতে লাগিলেন।"

এই গল্পটী প্রত্যেক বঙ্গ রমণীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকা আবশ্যক।

পরিশেষে 'রমণীর জ্ঞাতব্য কতকগুলি সাধারণ বিধি' লিখিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গৃহিণী, চপলতা, বৃথামোদ প্রিয়তা, লঘুচিত্ততা প্রভৃতি দোষ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার স্বভাব এরূপ পবিত্র ও গম্ভীর ভাবের পরিচায়ক হইবে যেন পরিবারস্থ সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে। গৃহিণী পরিবারবর্গের মাতৃস্বরূপা। মাতা যেমন সন্তানগণকে পালন করেন, শিক্ষা দেন, অন্যায় কার্য্য করিলে বাৎসল্যভাবে তিরস্কার করেন, এবং সাধুকার্য্যে উত্তেজিত করেন, গৃহিণীও পরিবারস্থ সকলের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন। তিনি সরলহৃদয়া, আত্মাভিমানশূন্যা, কার্য্যকুশলা, ক্ষমাশীলা ও আলস্যবিহীনা হইবেন। এইরূপ সুদক্ষ রমণী যে গৃহ আলোকিত করিয়া আছেন,সে গৃহই স্বর্গ। সূর্য্যের যদি প্রভা না থাকে, শশধরের যদি স্নিগ্ধতা না থাকে এবং শরীরের যদি আত্মা বা জীবনীশক্তি না থাকে, তাহা হইলে যেরূপ অবস্থা ঘটে, গৃহধর্ম্মে সুশিক্ষিতা রমণী অভাবে গৃহেরও সেইরূপ দুর্দশা ঘটিয়া থাকে। এরূপ গৃহকে শ্মশান সদৃশ—নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রথীদিগের রথ যেরূপ সুনিপুণ কার্য্যকুশল সারথি কর্ত্তৃক চালিত হয় সংসারীদিগের গৃহও তদ্রূপ সুশিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা রমণীদিগের কর্ত্তৃক সুখ ও স্বাস্থ্যময় হয়। ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা, ভালবাসা, শান্তি প্রভৃতির চিরনিবাস গৃহ। সেই গৃহ যদ্যপি অসুখের কারণ হয়, তাহা হইলে গৃহস্থের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। অতএব দেশীয় ভগিনীগণের নিকটে এই প্রার্থনা, যে তাঁহারা বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষিতা ও গৃহধর্ম্মে সুন্দররূপ দীক্ষিতা হয়েন। প্রাণপণ চেষ্টায় ঈশ্বরের উপর আত্মনির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে অবশ্য ফললাভ করিবেন। ইহা নিশ্চয় কথা।

পূর্ব্বতন দেশীয় মহিলাগণ গৃহধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, আজি আমরা তাঁহাদের শোণিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি! লিখিতে লজ্জা করে এখন বঙ্গাঙ্গিনা গৃহে যে দারুণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, গৃহলক্ষ্মীদের

প্রকৃতিবৈচিত্র্যই তাহার এক প্রধান কারণ। বিদেশীয় দুইটী জিনিস—দুইটী দারুণ সংক্রামক রোগ বাঙ্গালিকে আক্রমণ করিয়াছে। বাঙ্গালি রমণীরাও অনেকে এই রোগগ্রস্তা হইয়াছেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ এই ব্যাধিতে জর জর হইবে। এ দুইটী রোগ আর কি? স্বার্থপরতা ও বিলাসিতা। যে গৃহে ইহা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে গুরুজন আর ভক্তি পান না, স্বামী আর স্ত্রীর হাতের অন্ন পান না, শিশু আর মাতৃস্তন্য পায় না, প্রতিবাসী আর দুর্দ্দিনে সাহায্য পান না। পাইবেন কেমনে? যাহারা আপনাকে লইয়া, আপনার সাজ গোজ লইয়া ব্যস্ত, তাহারা কি পরের বিষয় ভাবিবার সময় পায়? অথচ প্রকৃতিস্থ হইয়া এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে অনেকের চক্ষে অনুতাপের অশ্রু বহিবে। যাহাই হউক গৃহধর্ম্মের প্রধান অন্তরায় ও সাংসারিক সুখের বিষাক্ত কণ্টক স্বরূপ এই দুই রোগ দূর করিতে বঙ্গমহিলাগণ প্রাণপণে যত্ন করিবেন। ভালবাসা ও শ্রমশীলতা দ্বারা ইহা নিবারিত হইবেক। এই আপদ হইতে মুক্ত হইলে পুনর্জ্জীবন লাভ করা হইল।

প্রত্যেক বাঙ্গালি রমণী এই রূপে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য পালন করিবেন। নিজ নিজ কন্যা ও পুত্রবধূকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে সুশিক্ষিতা করিতে যত্ন পাইবেন। রমণী অন্যান্য বিষয়ে সহস্র শিক্ষিতা হইয়া যদি গৃহধর্ম্মে অশিক্ষিতা থাকেন, তবে তাঁহার শিক্ষা যে অস্বাভাবিক, এ কথা বলা যাইতে পারে। যখন বঙ্গাঙ্গনা গৃহধর্ম্মে ব্যুৎপন্না হইবেন, তখন বঙ্গবাসীগণের হাহাকার ঘুচিবে আশা করিতে পারি—সে দিন দেশের এক প্রধান অভাব পূর্ণ হইবে। করুণাময় পরমেশ্বর অসীম কৃপাবলে এই নিরানন্দ বঙ্গভূমিকে উপযুক্ত রমণীরত্নে ভূষিত করুন; গৃহিণী, বধূ, বালিকা, সকলেই সুমাতা, সুভার্য্যা, সুভগিনী ও সুকন্যা হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সংরক্ষণ করুন, এই দরিদ্রদেশ রমণীর গুণে উন্নতিপ্রাপ্ত হউন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

মহাপ্লাবন!

(কোন মহিলা প্রণীত।)

পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাসে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান। কেননা ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না যে এক সময় সমস্ত পৃথিবী জল প্লাবনে মগ্ন হইয়া যাইবে। ফলতঃ ইহাই সম্ভব যে এই জলপ্লাবন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী না হইয়া আদিমকালীন মনুষ্যেরা পৃথিবীর যে বিভাগে বাস করিত, সেই বিভাগে

এই জলপ্লাবন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এক্ষণে পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে আদিম কালে মনুষ্য জাতি প্রথমে একত্রে এক স্থানে বাস করিত। পরে খাদ্য সংস্থানের অপ্রতুলতা হেতু তাহারা স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে সেই আদিমকালীন মনুষ্যেরা পৃথিবীর যে স্থানে বাস করিত, সেই স্থানে কোন সময় ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার বিবরণই সমস্ত মনুষ্য জাতির ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ঐ সমস্ত মনুষ্য জাতির ইতিহাসোক্ত জলপ্লাবনের বিবরণে মূলতঃ এক রূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তখন এই অনুমান আরও দৃঢ় আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষীয়েরা যেরূপ সত্যব্রত রাজাকে জলপ্লাবন-রক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল, ইহুদিরা সেইরূপ নোয়াকে ও কালডিয়া দেশের লোকেরা জিজুথ্রুস, সিরিয়া দেশের লোকেরা ডিউকেলিয়ন নামক রাজাকে জলপ্লাবন-রক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল। আমেরিকা দেশীয় লোকের জনপ্রবাদেও এই প্রকার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীন ও গ্রীস দেশের প্রাচীন ইতিহাসে জলপ্লাবনের ঐ প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন পৃথিবীর কোন বিভাগে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তথাচ পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বিবিধ তত্ত্বানুসন্ধানে আসিয়া মহাদেশকেই সেই ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন ঘটিত স্থান বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা আসিয়াকেই মানবজাতির আদিম বাসস্থান বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাসোক্ত জলপ্লাবনের বিবরণে মূলতঃ কিরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রকটিত করিতেছি।

খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে জলপ্লাবনের বিবরণে এইরূপ বর্ণনা আছে ;—যখন পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য পাপে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইল, তখন ঈশ্বর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং এরূপ পাপী মনুষ্যকুলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে মনস্থ করিলেন। তৎকালে পৃথিবীমণ্ডলে তাঁহার অনুগৃহীত নোয়া নামক এক পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সমক্ষে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তিনি তাহাকে তরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে নিজ পরিবার, এক এক যোড়া জীবিত জন্তু ও তাহাদের সকলের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সমভিব্যাহারে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে সপ্তাহের পরে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইল ও স্বর্গের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া ৪০ দিন ৪০ রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে জল এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে তাহা পৃথিবীস্থ উচ্চ পর্ব্বত, সকলের ঊর্দ্ধভাগে পঞ্চদশ হস্ত পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। ইহাতে নোয়া ও তাহার সমভিব্যাহারি ব্যতীত পৃথিবীস্থ

সমস্ত জীবজন্তু ও মনুষ্যকুল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গেল।

সিরিয়া দেশের জলপ্লাবনের বিবরণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে যখন পৃথিবীস্থ মনুষ্যেরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাপে নিমগ্ন হইল, তখন ঈশ্বর কুপিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত করিয়া তাহাদের ধ্বংস করিলেন। কেবল ডিউকেলিয়ন নামক এক জন রাজা তরি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে জলপ্লাবনের জল সিরিয়া দেশে এক প্রকাণ্ড গহ্বর উৎপাদন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলে সেই গহ্বরোপরি ডিউকেলিয়ন জুনো নামক দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং বৎসরের মধ্যে দুইবার সমুদ্র জল দ্বারা ঐ মন্দির ধৌত করিবার ব্যবস্থা করেন।

(ক্রমশঃ)

মানুষ কতকাল পৃথিবীতে?

মানুষ কতকাল পৃথিবীতে? এই প্রশ্ন দেখিয়া অনেক পাঠিকা হয়ত মনে করিবেন এ কথা এত দিন পরে উঠিল কেন? মানুষত এই পৃথিবীতে চিরকালই বাস করিতেছে সকলেই জানে। আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এমন এক সময় ছিল যখন এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয় নাই, অথচ তখন এখানে অন্যান্য জীবজন্তুর বাস ছিল। মানুষের সৃষ্টি অনেক পরে হইয়াছে।

যাঁহারা ভূগোল বিবরণ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর বাস। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে ব্যাঘ্রের [illegible]; কিন্তু ইংলণ্ডে একটীও ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আফ্রিকা দেশে সিংহের প্রধান বাসভূমি, কিন্তু আমাদের এদেশে পশুশালা ভিন্ন আর কোথাও সিংহ দেখা যায় না। সমস্ত ইউরোপ পরিভ্রমণ করিলে একটী সিংহও দেখা যাইবে না। বড় বড় জন্তুদিগের সম্বন্ধে যেরূপ দেখা যায়, সামান্য সামান্য কীট পতঙ্গ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এ দেশে যে সকল কীট পতঙ্গ দেখা যায়, অন্য দেশে তাহার একটীও পাওয়া ভার। বৃক্ষ লতাদি সম্বন্ধেও এই এক নিয়ম। সকলেই অবগত আছেন, এ দেশে আম্রের ছড়াছড়ি, কিন্তু বিলাতে একটীও জন্মে না। আমাদের দেশে ধান্য জন্মায়, কিন্তু বিলাতে কখনও জন্মিতে পারে না। এদেশে যে জল বাতাস, বিলাতের সেরূপ জল নয়, এজন্য এদেশের বৃক্ষ লতাদি বিলাতে জন্মান কখনও সম্ভব নয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কারণ আছে যে

অন্য এদেশের বৃক্ষলতাদি, জীবজন্তু অন্য দেশে কখনও জন্মিতে পারে না। যাঁহারা এ সকল বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত নন, তাঁহারা সহজে এ সকল কথা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু আমরা উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিব যে আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য।

এই যে আমরা দেখলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃক্ষলতাদি ও জীবজন্তু বাস করিতেছে, ইহারা কি চিরকালই একদেশে এক ভাবে বাস করিতেছে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মানুষ পৃথিবীতে জন্মিবার পূর্ব্বে এই পৃথিবী অপরাপর জীবজন্তুর আবাসভূমি ছিল। তখনও কি এখনকার মত জীব জন্তু অর্থাৎ ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, গো, মেষ, মহিষাদি বাস করিত? তখনও কি এখনকার মত আম, জাম, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষে পৃথিবী সুশোভিত ছিল? মানুষ জন্মিবার পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, মানুষ যদি তখন না জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা কে দেখিল, কে তাহার বর্ণনা করিল? মানুষ যে ছিল না, তাহা বলিল কে? মানুষ পৃথিবীতে যতকাল বাস করিতেছে, যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা ইতিহাসে সব লিখিত রহিয়াছে; মানুষ ছিল না যখন তখনকার বিবরণ লিখিল কে? এই রূপ কত প্রশ্ন উদয় হইবে ও হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যতদূর সাধ্য সব কথার জবাব দিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই দেশ এখন ইংরাজদিগের অধিকৃত। আমরা দেশের লোক বটি, কিন্তু ইংরাজেরা আমাদের প্রভু। ইংরাজেরা এদেশের লোক নন; ইহারা বিলাত হইতে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন ইংরাজও এদেশে আসেন নাই, এখন ইংরাজেরা আমাদের রাজা ও অনেকে এখন এদেশে বাস করিতেছেন। ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত ছিল। মুসলমানেরাও দেশের লোক নন। তাঁহারা ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া এদেশ জয় করিয়া এখানে বাস করেন, এবং এদেশের অনেক লোককে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিজেদের দলভুক্ত করেন। মুসলমানদিগের এদেশে আগমনের পূর্ব্বে এদেশ হিন্দুর দেশ ছিল। কিন্তু আমরা পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া অবগত হই যে হিন্দুরাও এদেশবাসী ছিলেন না, তাঁহারা মধ্য আসিয়া হইতে এদেশে আসিয়া এদেশের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া এদেশ নিজেদের করিয়া লইয়াছেন। এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাস পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল?

ভারতবর্ষের সকল দেশে কি একপ্রকার লোকের বাস? বাঙ্গালাতে বাঙ্গা-

লীর বাস, উড়িষ্যায় উড়িয়ার বাস, আসামে আসামীর বাস, সাঁওতাল পরগণায় ও পশ্চিম বাঙ্গালার পার্ব্বত্য প্রদেশে সাঁওতাল ও কোল প্রভৃতি জাতির বাস, খাসিয়া পর্ব্বতে খাসিয়ার বাস, নাগা-পর্ব্বতে নাগাদিগের বাস। এই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন প্রকার লোকের বাস। সমস্ত পৃথিবীর কথা আলোচনা করিলে যতপ্রকার লোক দেখা যাইবে তাহার গণনা করিয়া কে শেষ করিবে? একদিকে সুসভ্য ইউরোপীয়ের বাস, আর দিকে নর-খাদক অষ্ট্রেলিয়দিগের বাস। ইউরোপীয়েরা সুসভ্য নগর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কত শত অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কত প্রকার সুখের আয়োজন করিয়া বাস করিতেছে। আর একদিকে নরদেহধারী পশুগুণবিশিষ্ট অষ্ট্রেলিয় নিবিড় জঙ্গল মধ্যে পশুসংহার পূর্ব্বক তাহার আম মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে এবং বিদেশীয় লোক পাইলে তাহার জীবন সংহার করিয়া তাহার মাংসে উদর পূরণ করিতেছে। ইহারা সকলেই এক মনুষ্য জাতি, কিন্তু অবস্থার বিভিন্নতা কত! আমাদের এদেশেই আমরা কত বিভিন্নতা দেখিতে পাই। এই দেশেই সাঁওতাল ও ইংরাজ দুইজাতি বাস করিতেছে, কিন্তু অবস্থার প্রভেদ কত? কিন্তু চিরকালই কি এই প্রকার অবস্থার প্রভেদ ছিল! আমাদের সহজেই মনে হয় চিরকালই এইরূপ ছিল? কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা তাহা নহে।

(ক্রমশঃ)

আখ্যান মালা।

৩য় সংখ্যক।

১। দুইটী ইংরাজ মহিলা আপনাপন স্বামীর অনাচারে নিতান্ত দুঃখিত ও নিরুপায় হইয়া পরমেশ্বরের উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ উভয়ে মিলিত হইয়াও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। এইরূপ দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গেল, কোন ফলই দর্শিল না। কিন্তু ঈশ্বরের উপর তাঁহাদের অচল বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও টলিল না। এইরূপে সাত বৎসর গত হইল। তাঁহারা আরও তিন বৎসর এইরূপেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন রাত্রিতে একটী মহিলার স্বামীর হৃদয়ে বিবেকের উদয় হইল। সে অনুতাপাশ্রুতে ধরা সিক্ত করিতে লাগিল। ভগবান আজ পতিব্রতা স্ত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। মহিলার হৃদয় ভক্তি ও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি আজ সখীকে সম্বাদ দিতে চলিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৃহ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই সখীর সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারও আগমনের কারণ তাহাই। সেই রাত্রিতে তাঁহার স্বামীর চৈতন্যোদয় হইয়াছে। ইহা সত্য ঘটনা। রমণি! তোমার ধৈর্য্য ও বিশ্বাস ধন্য! তোমার ধৈর্য্যে জননী বসুন্ধরাও পরাস্ত মানিয়াছেন।

২। এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি প্রসিদ্ধ প্রচারক পেসণের উপদেশ যত্নপূর্ব্বক শুনিতেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীন্য ছিলেন। ডাক্তার পেসণ এক দিন তাঁহার শিষ্যের স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "আমার বোধ হয় আপনার স্বামী সংসারের ধূলা ছাড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছেন। স্বর্গই তাঁহার লক্ষ্য। আপনি তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া রাখিবেন না। স্বামী এইরূপে একাকী সংসারের দুর্গন্ধ ছাড়িয়া স্বর্গের পানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিলেই বোধ হয় যেন এক পক্ষ বিশিষ্ট একটী কপোত উড়িতে প্রয়াস পাইতেছে। কপোতটী যেমন বার বার উড়িতে যাইয়া পড়িয়া যায়, পুনরায় চেষ্টা করে, কিন্তু অন্য পক্ষটীরও সাহায্য ব্যতীত পারে না, তদ্রূপ মানুষের স্ত্রী "সহধর্ম্মিণী" না হইলে মানুষ সংসারের উপর পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া স্বর্গ পানে উঠিতে পারে না।

৩। এক জন শিশু-শিক্ষক তাঁহার একটি শিশু ছাত্রকে বলিলেন "বসিবার কাষ্ঠাসনটী কি চলিতেছে না, কেহ কি উহাকে সরাইতেছে না?

শিশু,—না, মহাশয়, ও ত বেঁচে নাই; কখন ছিলও না। কেহ না চালাইলে ত উহা সরিয়া নড়িয়া বেড়াইতে পারে না।

শিক্ষক,—"তুমি বোধহয় দেখিতেছ না যে কোন লোক উহা সরাইতেছে; (বস্তুতঃ শিক্ষক নিজেই গুপ্ত ভাবে উহা নড়াইতেছিলেন)। বোধ হয় উহা আপনিই চলিতেছে!"

শিশু,—কাহাকেও না দেখিতে পাইলেও তাহাতে কিছু যায় আসে না। উহা নিজে কখনই চলিতে পারে না।"

শিক্ষক,—"এই যে লক্ষ লক্ষ গ্রহতারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদিগকে কেহ চালাইতেছে বলিয়াত দেখা যায় না, তবে কে উহাদিগকে নড়াইয়া নড়াইয়া দিতেছে? নিশ্চয়ই পরমেশ্বর। আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তিনিই এ সমুদায় করিতেছেন।"

শিশু,—"হাঁ, মশায়। এ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কার্য্য।"

শিক্ষক,—"কিন্তু তোমরা ত তাঁহাকে দেখিতেছ না?"

শিশু,—"শুনুন, মশায়, উহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে।"

শিক্ষক,—"তবে তোমরা ইহা বিশ্বাস কর?"

শিশু,—"হাঁ।"

শিক্ষক,—"ইহাকেই "বিশ্বাস" বলে।"

শিশু,—"তবে কি, মশায়, বিশ্বাস না থাকার চেয়ে অল্প বিশ্বাস থাকা ভাল?

শিক্ষক,—"তোমাদের যদি অল্প বিশ্বাস থাকে তবে কি করিবে ?"

অনেক শিশু,—"গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিব যে "হে ঈশ্বর। আমি তোমাতে বিশ্বাস করি ; তুমি আমার অবিশ্বাসের ভাবটুকু দূর কর।""

৪। যখন আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন এক দিবস একজন "কর্পোরেল" সৈনিক একটী কড়িকাঠ গৃহের ছাদে তুলিবার জন্য আদেশ দিতে ছিলেন। কড়িটী বড়ই ভারি। অতএব, তাহা উঠান বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। সর্ব্বদাই "মার টান" "দাও ঠেলা" "হোত্ত মারে জোয়ান্" "ঐঃ চল্ল" "হেই রোসে"বলিয়া কর্পোরেল চিৎকার করিতেছেন শুনা যাইতে লাগিল। অসৈনিক বেশে একজন সৈনিক পুরুষ সেই সময়ে সেই পথ দিয়া যাইতে[illegible]লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি [illegible]হাদিগকে সাহায্য করিতেছেন না কেন ?"

কর্পোরেল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া "মহাশয় ! আমি একজন কর্পোরেল !"

সৈনিক,—"বটে ? আমি তাহা জানিতাম না।"

এই বলিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কড়ি তুলিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া কার্য্য সমাধা হইলে পর বলিলেন "কর্পোরেল মহাশয় ! যখনই এরূপ কাজ পড়িবে ও প্রচুর সংখ্যক লোক না থাকিবে, তখনই প্রধান সেনাপতিকে ডাকিয়া পাঠাইবেন ; তাহাহইলেই আমি আসিয়া সাহায্য করিব।" কর্পোরেল ত অবাক ! দেখেন ইনিই যে মহাবীর ওয়াসিংটন্ স্বয়ং।

প্রাণিতত্ত্ব।

(৫ম সংখ্যক।)

আই আই।

এই জন্তু "আই-আই" বলিয়া ডাকে ; তজ্জন্য ইহার নাম "আই-আই" হইয়াছে। আইআই দেখিতে কটা আর কটাশে সাদা। ইহাদের পা কালো। মাথা হইতে লেজের মূল পর্য্যন্ত এক হাত, লেজও আর এক হাত, সুতরাং ইহারা লম্বে ২ হাত। আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে মাডো-গাস্কার নামে যে দ্বীপ আছে, তাহারই নিবিড় জঙ্গলে ইহারা বাস করে। দিনের বেলায় ইহারা ভালরূপ দেখিতে পায় না, তাই রাত্রিতে চরিয়া বেড়ায়। আই আইয়ের আহার ফুলের কুঁড়ি, ফল, নানারূপ পোকা। ইহারা তাহাদের ডিমও কখন কখন খায়। সনাত নামক এক জন

ফরাসী পণ্ডিত প্রথমে আই আই দেখিয়াছিলেন।

কেরাণী পাখী।

এই পাখী আফ্রিকাতে ও অন্যান্য গরম দেশে বাস করে। ইহারা দেখিতে অনেকটা টিয়া পাখীর মত, কেবল মাথাতে একটী ঝুটি আছে। এই ঝুটি পেন কলমের মত বলিয়া ইহার নাম পেনকলমধারী বা কেরাণী পাখী। ইহার আহার সাপ বেঙ, পোকা। কেরাণী পাখী যখন শিকার করে, তখন ইহাকে খুব তেজাল বোধ হয়; কিন্তু অন্যান্য সময় বড় শান্ত ভাবে থাকে। পুষিলে ইহারা কখন কখনও পোষ মানে।

হয়-মক্ষিকা।

এই মক্ষিকা সকল দেশেই আছে। ইহার বুদ্ধি শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই মক্ষিকা অশ্বের পাকস্থলীতে বাস না করিলে বাঁচিতে ও পরিপুষ্ট হইতে পারে না, তজ্জন্য ইহাদের জননীরা (ঘোড়া নিজে গায়ের যে যে স্থান চাটিতে পারে এমন স্থানে) লোমের অগ্রভাগে অণ্ড প্রসব করিয়া রাখে। পরে ঐ অণ্ড অশ্বের লালার সহিত তাহার পাকস্থলীতে নীত হয় এবং তাহাহইতে কীটের জন্ম হয়। এই কীট ক্রমে সেখানে বর্দ্ধিত হইয়া বিষ্ঠা মূত্রাদির সহিত বাহির হইয়া যায়। বিশ্বপাতা জীব পালনের জন্য কত অদ্ভুত কৌশলই করিয়াছেন।

সমাধিকৃত পতঙ্গ।

এই পতঙ্গ প্রায়ই সকল দেশে আছে, ইহাদের শাবকেরা প্রসব হইবামাত্র কোনও মরা জীব আহার করে। তজ্জন্য ইহারা প্রসবের পূর্ব্বহইতে একটী মৃতজীব অন্বেষণ করে। উহা পাইলে পর পাঁচ ছয়টী পতঙ্গ উহার নীচে গর্ত্ত খনন করে। উহা গর্ত্তের মধ্যে পড়িলে, প্রসূতি ঐ শবের উপর অণ্ড প্রসব করিয়া রাখে। পরে শাবকেরা জন্মিবামাত্রই আপনাদের আহার প্রাপ্ত হয়।

শিশুশিক্ষা।

২য় সংখ্যা।

No one has such need of varied knowledge and accomplishments as a wife and mother. A mother ought to keep growing mentally—she is expected, by her children, to be a perfect encyclopedia to draw from. She who gives up her reading and interest in living questions of the day loses half her proper self.—*St. Louis Magazine.*

বাইবেলে লিখিত আছে, সন্তানেরা পিতা মাতার দোষের ফলভোগী হয়। বাল্য বিবাহ অগঠিত অস্থি ও অগঠিত চরিত্র বালক বালিকাকে অশেষ দুঃখ ও পাপের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। এইরূপ যুবক পিতা মাতা "পুতুল-খাল" ও

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শিশু-শিক্ষার বিষয় কি জানিবে? অতএব যাঁহারা নিজ শরীর ও আত্মাকে রক্ষা করিতে জানেন না ও পারেন না, তাঁহারা সন্তান-দিগকে কিরূপে শিক্ষা দিবেন ও পালন করিবেন? তাঁহারা যাহা শিক্ষা দিবেন তাহাহইতে কখনই মঙ্গলের আশা করা যায় না। মানব সমাজের শিক্ষা ও পালন কার্য্য ভগবান প্রধানতঃ নারীর হস্তেই দিয়াছেন। শিশুদিগের অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি বড়ই প্রবল। তাহারা পিতা মাতার চরিত্র সর্ব্বাগ্রে অনুকরণ করে। বস্তুতঃ, এই অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি আছে বলিয়াই মানব জাতি এত উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে। বাঙ্গালি জাতি শরীর ও আত্মার এত অনাদর কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে আমাদের যাহা কিছু দোষ গুণ আছে, তাহা কেবল শিক্ষারই ফল। প্রসিদ্ধ (Locke) লক্ তাঁহার (Education) শিক্ষা নামক পুস্তকের প্রথমেই একটী লাটিন প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, সুস্থ শরীরে সুস্থ আত্মা। শিক্ষার লক্ষ্য তাহাই।

বৃক্ষোৎপত্তির নিমিত্ত বৃষ্টি রৌদ্রাদি যেরূপই হউক না কেন, বীজ ও ক্ষেত্রও ভাল হওয়া চাই। ক্ষীণশরীর পিতা মাতার সন্তান স্বভাবতঃই ক্ষীণ হয়। ইন্দ্রিয়াসক্ত পিতামাতার সন্তানগণও পিতা মাতার কুপ্রবৃত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী হয়। অতএব প্রথমতঃ, পিতামাতাকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে।

শরীর, মন হৃদয়, ও আত্মার শিক্ষা এককালেই হওয়া আবশ্যক। গ্রীক প্রবচনে আছে "যুবাগণের বলই তাহাদের গৌরব।" শরীর ভাল না হইলে জীবনে যে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য বাসস্থান স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, অর্থাৎ সেখানে নির্ম্মল বায়ু, জল ও সূর্য্যকিরণ পাওয়া আবশ্যক। তৎপরে, সন্তানদিগকে প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর আহার দেওয়া চাই। বলা বাহুল্য যে নিরামিষ ভোজনে সাত্বিক প্রবৃত্তি সমূহ প্রস্ফুটিত হয়, দৃষ্টান্ত নিরামিষভোজী পশু ও মানব জাতি প্রায়ই সাত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন; আমিষভোজী পশু ও জাতি রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান। তৃতীয়তঃ উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। এবিষয়ে ইহাই বলা যায় যে "শরীরকে বলে মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।" প্রমাণ সুইজারলণ্ডদেশে অনাবৃত পদে শিশুগণ তুষারের উপর অক্লেশে চলিয়া বেড়ায়। হিমালয়স্থ জাতিগণ অনাবৃত পদে বিচরণ করে এবং দারিদ্র্য বশতঃ খোলা স্থানে তুষার শীতল নির্ঝরের জলে স্নান করে, অথচ তাহাদের কোনই রোগ হয় না। চতুর্থতঃ, প্রচুর পরিমাণে ব্যায়াম আবশ্যক। যে শারীরিক মূলধন লইয়া আমরা সংসারে আসি, তাহা ধরিতে গেলেও আমরা দেউলে বলিলেও চলে। আমাদের পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসও নহে এবং শিশুদিগকে উপযুক্ত

পরিমাণে বলকারী আহারও দেওয়া হয় না।

অধিকাংশ সময়েই সাজাইবার জন্য শিশুকে বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হয়। বস্ত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য শরীরকে শীত ও গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা করা। অতএব ঐ উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় এরূপ বস্ত্র ব্যবহার করাই উচিত। হয় ত শিশুর গাত্রে পোষাক ও কাপড় আছে,কিন্তু পদ অনাবৃত রহিয়াছে। ইহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। গরম দেহ ও শীতল পদ শর্দ্দী ইত্যাদি রোগকে আহ্বান করিয়া আনে। ইংরাজিতে বলে "Keep your feet warm and head cool, And call the doctor a fool." পা গরম ও মাথা শীতল রাখিও, এবং ডাক্তারকে মূর্খ বলিও। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,তাহা হইলে চিকিৎসকের প্রয়োজন হইবে না। ব্যায়াম না করার জন্য বাঙ্গালি বালক বালিকার শরীরের অশেষ অমঙ্গল হয়। ছেলে যদি দৌড়িয়া বেড়ায়, পিতা মাতা তাহাকে "দুষ্ট ছেলে মনে করেন এবং ভৃত্যকে "কোলে নেরে, কোলে নেরে" বলিয়া তাহার চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার উপায় করিয়া দেন। কিন্তু ইংরাজ বালকগণ সর্ব্বদাই দৌড়াদৌড়ি করে বলিয়াই তাহারা এত সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়।

অতএব শিশুদের শরীর যাহাতে বলিষ্ঠ ও নীরোগ হয়, তদ্বিষয়ে পিতা মাতার বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

অন্ধকার নিশি।

১

সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গেছে কোথায় লুকায়ে,
উলঙ্গ আঁধার ছায়,
আঁধার মিশিছে হায়!
আঁধার রয়েছে এ যে আঁধার জড়ায়ে;
আঁধার গরজি হায়,
ধরা গরাসিতে চায়,
অগণ্য জ্যোতিষ্ক সব ফেলেছে নিভায়ে;
গেছে সে অসীম বিশ্ব আঁধারে হারায়ে!

২

দেখেছি ফুটিতে ফুল ভুবন উজলি,
উষার আলোক মাখি
মধুর গাহিত পাখি,
ছড়াইত শিশু-রবি কনক-অঞ্জলি,
দেখেছি সায়াহ্ন কালে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ-জালে,
চাঁদের চাঁদনী নব উঠিতে উথলি,
দেখেছি মেঘের পাশে ছুটিতে বিজলী।

৩

দেখেছি নগরে নিতি জন-কোলাহল,
দেখিয়াছি বীরপণা,
আস্ফালন, শক্তি নানা,
দেখিয়াছি বেঁচে মরে কত হীনবল;
কত কান্না কত হাসি,
কত ভাল বাসা বাসি,

কতই অমৃত তাহে কতই গরল,
দেখেছি সুখের সাধ সংসারে কেবল!

৪

সে সব গিয়াছে আজি অন্তরে মিশিয়া,
অসীম অনন্ত গা'য়
বসুধা মিশিছে হায়,
অণু রেণু কণা তার পড়েছে ঘুমিয়া;
আকাশে জাগে না তারা,
ভূতল জোনাকী-হারা,
নিশাচর উচ্চ কণ্ঠে উঠে না ডাকিয়া,
ধরণী আঁধারে আজ রয়েছে ডুবিয়া।

৫

গগনে প্রকৃতি দেবী মহা সাধনায়,
কি গভীর কি মহান্
বিশ্বদেবী মহা প্রাণ,
মিশাইছে যোগ বলে বিশ্ব-দেবতায়!
প্রেম অশ্রু দু কপোলে
দর দর বেয়ে চলে,
নীরব নিস্পন্দ ধরা তাঁর পানে চায়,
গভীর সৌন্দর্য্য হেন দেখিনি কোথায়!

৬

চাই না উষার হাসি, আলো চাঁদিমার,
চাই না জলদ-কোলে
সোণালী চপলা দোলে,
চাই না গগণে তারা হীরকের হার:
ঢাল, ঢাল, অমা, ঢালো
আঁধার আঁধার কালো,
আঁধারে যোগিনী বেশ প্রকৃতি-বালার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইয়া করে একাকার!

৭

প্রকৃতি গো!
বিচিত্র তোমার লীলা সকল (ই) সুন্দর,
পলকে দেখাও কত যুগ যুগান্তর!
কখন বেড়াও হেসে
সরলা মেয়েটী বেশে,
আঁচলে আঁচলে দোলে কুসুমের থর!
কভু দেখি, লজ্জা-নত
বঙ্গ-বধূটীর মত,
কোয়াসা ঘোমটা মুখে, গতি মৃদুতর;
কখন হাসির ঘা'য়
ভূতল চমকি চায়!
ব্রহ্মাণ্ড ভাসায় কভু অশ্রু দর দর!—
সে বেশ লুকায়ে ক্ষণে,
ভীম ঝটিকার সনে,
উগ্রচণ্ডা হয়ে হও রণে অগ্রসর!
আজি এ আঁধার রেতে
যেখানে গিয়েছ যেতে!
অনন্তে ঢালিয়ে দেহ বিশাল অন্তর!
তুমি ই দেখাতে পার মরতে ঈশ্বর!

(প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী)

সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী।

গ্রন্থকার ও কবিগণ চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে সদাই বিচরণ করিতে ভাল বাসেন। যাঁহারা তাঁহাদিগের ন্যায় চিন্তা-শীল ও কল্পনাপ্রিয়, তাঁহারা স্বভাবতই তাঁহাদিগের সঙ্গ ভাল বাসিয়া থাকেন। সুতরাং গ্রন্থকার ও কবিগণ ইচ্ছা করেন

যে তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণ তাঁহাদিগের সহকর্ম্মিণীও হইবেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই ন্যায় অধ্যয়ন, চিন্তা ও কল্পনা শক্তির পরিচালনায় অনুরাগিণী হইবেন এবং তাহাতেই আনন্দ ও সুখ অনুভব করিবেন। সকল দেশেই আজও বিদ্যার চর্চ্চা ও বুদ্ধির অনুশীলন স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যে অধিকতর রূপে প্রচলিত থাকাতে গ্রন্থকার ও কবিগণের মধ্যে তাঁহাদিগের মনোমত পরিণয় অল্পই হইতে দেখা যায়, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উহা একেকালে বিরল নহে। স্বামীকে সন্তুষ্ট ও সুখী করিবার জন্য অনেকানেক পতিব্রতা মহিলা স্বামীর যাহা প্রিয়, তাহাই নিজের প্রিয় করিয়া লইতে সাহসী হইয়াছেন—স্বামীকে কল্পনা দেবীর সেবায় অথবা নানা কঠোর ও উচ্চ বিষয়ের চিন্তায় নিয়ত থাকিতে দেখিয়া তাঁহারাও তদনুরূপ হইয়াছেন। এরূপ পতিভক্তির পরিচয় অতীব প্রশংসনীয়। আমরা নিম্নে ইহার কএকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের স্ত্রীর কথা অনেকেই অবগত আছেন। মিলের সহিত পরিণয় হইবার পর হইতেই তিনি তাঁহার সহিত অধ্যয়নে ও চিন্তায় প্রবৃত্তা হয়েন। ক্রমে তিনি এরূপ গভীর চিন্তাশীলতা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন যে মিল আশ্চর্য্য হইয়া যান এবং বিবাহের পর তিনি যে কিছু গ্রন্থাদি লিখেন তাহা তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সমবেত চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল বলিয়া স্বীকার করেন। মিল তাঁহার কোন গ্রন্থ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নামে উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থাদিতে যে সকল অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা তাঁহার স্ত্রীরই চিন্তার ফল, এবং তাঁহার স্ত্রীর মনে যে সকল মহৎ চিন্তা নিহিত আছে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র যদি তিনি জগৎকে জানাইতে পারিতেন তাহাহইলে তিনি জগতের বিশেষ উপকার করিতে পারিতেন। মিলের সহধর্ম্মিণী স্বামীর সহিত একত্র অধ্যয়ন করিয়া—একত্র চিন্তা করিয়া চিন্তাশীলতায় যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন,—তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল গ্রন্থকারের স্ত্রীর অর্জ্জনীয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী ডিস্রেলি যিনি পরিশেষে লর্ড বিকন্সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও স্বামীর অধ্যয়ন ও চিন্তার সহকারিণী ছিলেন। বিকন্সফিল্ড কেবল রাজনৈতিক ছিলেন না, তিনি ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কালের একজন প্রধান উপন্যাসকার। তাঁহার সিবীল (Sibyl) নামে একখানি উপন্যাস আছে। সেই উপন্যাসখানি তিনি তাঁহার স্ত্রীকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার উৎসর্গ পত্রে লিখিত আছে,—"তাঁহার মহৎ আত্মা ও কোমল স্বভাব আমাকে সর্ব্বদা দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত লোকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে, যিনি স্বীয় মধুর বচনে এই গ্রন্থ লিখিতে সর্ব্বদাই

আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, যাঁহার সুরুচি ও সদ্বিবেচনা শক্তি এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছে, যিনি তীব্র সমালোচক এবং যিনি আদর্শ সহধর্ম্মিণী, তাঁহাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।" বিকন্সফিল্ড মিলের ন্যায় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে গ্রন্থ রচনায় যে বিশেষ সাহায্য পাইতেন, তাহা এই উৎসর্গ পত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। ক্লপষ্টক নামক জর্ম্মন্ দেশীয় মহাকবির সহধর্ম্মিণী চিন্তা ও রচনা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহকারিণী ছিলেন। তিনি কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন ;—আমার স্ত্রী প্রায় সর্ব্বক্ষণই আমার নিকট থাকেন। আমি যখনই যাহা লিখি, তাহা তাঁহার নিকট পাঠ করি, তিনি অতি আনন্দের সহিত তৎসম্বন্ধে আপনার মত আমার নিকট ব্যক্ত করেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার জনসনের স্ত্রীও তাঁহার স্বামীর রচনা কার্য্যে সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিতেন। লবার নামক ইংরাজ উপন্যাসকার বলিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী রচনাকার্য্যে বিশেষ সহকারিণী ছিলেন। পাস্ত্রি এস, কি হলের সহধর্ম্মিণী নিজে এক জন গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উইলিয়ম ও মেরি হাউইট উভয়ে গ্রন্থ রচনা করিতেন। কবি ব্রাউনিংয়ের সহধর্ম্মিণী একজন উচ্চ দরের কবি। তাঁহারা রচনা কার্য্যে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। স্ত্রী যে স্বামীর কেবল সহধর্ম্মিণী নহেন, স্বামীর অবলম্বিত অতি কঠিন কার্য্যেও সহায়তা করিয়া তাঁহার সহকর্ম্মিণী হইতে পারেন, তাহা এই সকল এবং অন্যান্য নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

মৃতের সৎকার।

মৃতের সৎকার মানব সমাজের একটী অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়া। ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ প্রকাশ করি। পুত্র কর্ত্তব্যবোধে মৃত পিতামাতার মুখাগ্নি করিবে—এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়া শাস্ত্রকারেরা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দায়িত্ব এবং পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সম্যক্ সমালোচনা করা আমার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার কি কি রূপ রূপান্তর হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উন্নতি অবনতির সহিত তাহাদের সৎকার পদ্ধতির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখাইয়াই আমি নিরস্ত হইব।

জগতের সভ্য জাতির মধ্যে এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুই প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় ;—সমাধি এবং দাহ। খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে সমাধি প্রথা

ধর্মানুমোদিত; সুতরাং সম্যক্ বা বহুল প্রচলিত। আবার হিন্দু জাতির মধ্যে দাহ প্রথা প্রাচীন সভ্যতা এবং ধর্মানুমোদিত বলিয়া অতিপূর্ব্ব কাল হইতে সমাদৃত। ফলতঃ এ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তি হিন্দু প্রথারই পক্ষ সমর্থন করিতেছে। সমাধির পর আমাদের দেহ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিবে, এবং কৃমি কীটের ভক্ষ্য হইবে—ইহা কল্পনা করিতেই মনে বীভৎস ভাবের উদয় হয়। দাহপ্রথা আজ কাল অল্পে অল্পে ইউরোপের স্থানে স্থানে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে;—এই ঘটনায় প্রমাণ করিতেছে যে আমাদের প্রথাই অপেক্ষাকৃত ভাল।

কাফ্রি জাতির মধ্যে কেবল রাজার শবই সমাধি পাইবার উপযুক্ত; অপর সাধারণের শব অস্পর্শীয় বোধে অরণ্যে বন্য পশুর মুখে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাদের সংস্কার এই যে মানুষ ঘরে মরিলে সে গৃহের দুরবস্থার একশেষ হয়। এই কারণে তাহারা মুমূর্ষু আত্মীয় স্বজনকে মৃত্যুর পূর্ব্বেই বনে বিসর্জ্জন দিয়া আসে। ফলতঃ এই জাতির জঘন্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ইহাদের অসভ্যতার সম্পূর্ণ অনুরূপ।

নিউ হলণ্ড দ্বীপের অধিবাসীগণ তাহাদিগের মৃত দেহ গুলিকে বৃক্ষের কোটরে দাঁড় করাইয়া রাখে। নরকঙ্কালের মস্তকে সাদা বা লাল রং মাখাইয়া দেওয়া ইহাদের মধ্যে একটী প্রচলিত প্রথা।

দক্ষিণ আমেরিকার অরিনকো নামক নদীর তীরবর্ত্তী লোকেরা মৃত দেহকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করে, এবং রজ্জু নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখে। মৎস্যাদি জলচর জীব শবের সমস্ত মাংস উদরসাৎ করিলে তাহারা কঙ্কালটীকে টানিয়া তুলে, এবং তাহা যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করে। ঐ প্রদেশের আর এক অসভ্য জাতি ঐ কঙ্কালের আর এক প্রকার অদ্ভুত ব্যবহার করে। তাহারা তাহা গুঁড়া করিয়া ভক্ষ্য বস্তুর সহিত মিশাইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞানে আহার করে। তত্রত্য মকো নামক জাতির মধ্যে মিত্রতা সংস্থাপনের সময় এক প্রকার পিষ্টক ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে। এই পিষ্টক জনারের আটার সহিত পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতির অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়।

আফ্রিকাদেশে কঙ্গো নদীর তীরে ইহা অপেক্ষা আরও জঘন্যতর একপ্রকার রীতি প্রচলিত আছে। তথাকার লোকেরা ক্রমাগত ৬।৭ বৎসর ধরিয়া মৃতদেহ গৃহে রক্ষা করে এবং দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য তাহাকে উপর্য্যুপরি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে। সমৃদ্ধিশালী লোকের মৃত দেহে এত অধিক পরিমাণে বস্ত্র বেষ্টন করা হয় যে মৃত্যুগৃহে সেই পর্ব্বত প্রমাণ বস্ত্র রাশির স্থান সংকুলান হয় না। তখন সেই শবকে অন্য একটী তদপেক্ষা বৃহৎ গৃহে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার উপর আরও অধিক বস্ত্র জড়িত করা হয়। সে গৃহেও যখন ক্রমশঃ শবের স্থানাভাব হইয়া উঠে,

তখন তাহাকে আবার একটী তৃতীয় গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। এইরূপে ঐ শব ছয়টী গৃহ ভ্রমণ করিলে তাহাকে অবশেষে সমাধিস্থ করা হয়।

গেয়ানো দেশে ইহা অপেক্ষাও এক কুৎসিত ও ভয়ানক প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদিগের কোন দলপতির মৃত্যু হইলে তাহার শব ত্রিশ দিন গৃহে রক্ষিত হয়। গলিত শবের গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির স্ত্রীগণ শবের পার্শ্বে বসিয়া দিন রাত সেই সকল মাছি তাড়াইতে থাকে। একটী মাছিও শবের উপর বসিতে পারে না। এই রূপে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে তাহার সমাধি দেওয়া হয়; এবং ঐ শবের সহিত তাহার এক জীবিত স্ত্রীকেও মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা হয়।

পেরু দেশের পার্ব্বত্য লোকেরা মৃত দেহকে সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত অবস্থায় দুর্গের উপরে রাখিয়া দেয়। পূর্ব্বকালে ফেজিয়া দেশে কোনও অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে, যাহাতে তিনি মরণান্তেও লোক সাধারণকে উপদেশ দিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে তাঁহার মৃতদেহ একটী উচ্চ স্তম্ভের উপর স্থাপিত হইত।

কোনও মুসলমান ভ্রমণকারী সিংহল দ্বীপ বাসীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রচলিত প্রথাটী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তথায় কোনও রাজার মৃত্যু হইলে দেশীয় লোকেরা তাহার শব এরূপ ভাবে একটী শকটের উপর স্থাপিত করে যাহাতে তাহার মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকে। এই ভাবে ঐ শবকে লইয়া তাহারা তিন দিন নগর প্রদক্ষিণ করে। নগরের যাবতীয় স্ত্রীলোক সেই শবের মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই রূপে দিবস ত্রয় অতীত হইলে তাহারা ঐ শব দেহ চন্দন কর্পূর ও কেশরাদি গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত করিয়া প্রজ্বলিত চিতার উপর সংস্থাপিত করিয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। পরে ভস্ম আকাশে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

সারকেশীয়া দেশের লোকেরা তাহাদিগের মান্য গণ্য ব্যক্তির শব একটী সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া ঐ সিন্দুকের গায়ে (শবচক্ষুর সম স্থানে) দুইটী ছিদ্র করিয়া দেয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে মৃত ব্যক্তি ঐ ছিদ্র দিয়া স্বর্গ দেখিতে পাইবে। পরে তাহারা ঐ সিন্দুক একটী বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখে। চারিদিক হইতে মধুমক্ষিকা আসিয়া ঐ সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করে; এবং শবের গায়ে বৃহৎ মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধু ও মোম দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলে। সারকেশীয়াবাসীরা যথা সময়ে এই মধু বাজারে বিক্রয় করে।

অতি পূর্ব্বকালে মিশরদেশে শব সংরক্ষণের জন্য এক প্রকার বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইত। এই উপায়ে শব রক্ষা করিতে মোমের প্রয়োজন হইত বলিয়া ঐ রক্ষিত শবগুলিকে 'মমি' বলিত। ঐ সকল মমি সাধারণ সমাধি-

গৃহে রক্ষিত হইত। কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের মৃত্যু হইলে, অথবা স্বামী বর্ত্তমানে প্রিয়তমা ভার্য্যার মৃত্যু হইলে তাহাদিগের মমি স্বস্ব গৃহে রক্ষিত হইত। কথিত আছে সম্পত্তিশালী লোকদিগের মমি প্রস্তুত করিতে দশ হাজার টাকা ব্যয় হইত। পূর্ব্বকালে যবন চিকিৎসকেরা (হাকিম) নানাবিধ ব্যাধির জন্য এই মমির টুকরা ঔষধিরূপে ব্যবস্থা করিতেন। মিশরের জগদ্বিখ্যাত পিরামিড গুলির মধ্যে তিন সহস্র বৎসরের প্রাচীন মমিও অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতার মেডিকেল মিউজিয়মে এইরূপ একটী মমি আনিয়া রক্ষিত হইয়াছে। যাহাহউক এইরূপ মমি প্রস্তুতক... মিশরের তাংকালিক উচ্চ...

৪। ইংলণ্ডেশ্বরী বি...

...করিয়া বাহিরে বাহিরে ...

...তেছেন। কয়েক দিন হইল তি...

...করেন।

...স্মার সরকারের

...মহা...

সরল গৃহ-চি...

ইনফ্লুয়েঞ্জা—Influenza.

ইহা একটী বহুস্থান ব্যাপী সর্দ্দি জ্বর। এক সময়ে এই রোগ একে বারে বহু লোকের হইয়া থাকে।

কারণ।

এক প্রকার বিশেষ বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন ব্যাকটেরিয়া নামক এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণু শরীরে প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মে। কেহ কেহ এই রোগকে স্পর্শাক্রামক বলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে ম্যালেরিয়া হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ সকল সময়ে জন্মিতে পারে, যে স্থান আর্দ্র ও শীতল এবং যে স্থানে অধিক লোকের বাস সেই স্থানে এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগান, দুর্ব্বলতা, ফুস্ফুস ও হৃদপিণ্ডের পীড়া থাকিলে এই রোগ জন্মিতে পারে।

প্রথমে অল্প জ্বর, অস্থির শিরঃপীড়া, শীত, দুর্ব্বলতা, হাত পায়ে বেদনা, বিবমিষা বা বমন। পরে ক্রমে ক্রমে রোগের কষ্টকর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। অত্যন্ত জ্বর, নাড়ী দ্রুত কঠিন, শরীরের চর্ম্ম গরম শুষ্ক। সর্দ্দি, নাসিকা গরম ও শুষ্ক। নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব। হাঁচি, ঘ্রাণশক্তি কম হয়, মুখের মধ্যে ক্ষত। কপালে বেদনা, কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শোনা যায়। স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, বক্ষ স্থলে বেদনা। কাশি, কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা উঠে। জিহ্বা ফাটা ও লাল, ওষ্ঠে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হয়। পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, পেটে অতিশয় বেদনা, উদরাময়, কার্য্যে অনিচ্ছা, বক্ষে, পৃষ্ঠে, ঘাড়ে সর্ব্ব শরীরে অতিশয় কন্‌কনানিযুক্ত বেদনা, মাথা ঘোরে, মূত্র লাল বর্ণ, জ্বর ছাড়িয়া দ্বর হইতে পারে, বৈকালে জ্বরের বৃদ্ধি

হয়। এই রোগ ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভোগ হইতে পারে। ৫ হইতে ১০।১২ দিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। কিন্তু কাশি, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গাদি থাকিলে অনেক দিবস রোগ থাকে। কাহারও বা রোগ অতি সামান্য হইয়া আরোগ্য হইয়া যায়। রোগ কঠিন হইলে, জিহ্বা ক[illegible] শুষ্ক হয়, প্রলাপ, দুর্ব্বলতা, আক্ষে[illegible]ন গৃহে রাখ[illegible] নিউমেনিয়া হইয়া[illegible]ন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মা[illegible]র। স্ত্রীলোক[illegible]স্থিত হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির দিগে[illegible]বের পার্শ্বে বসিয়া দিন রাত সেই [illegible] মাছি তাড়াইতে থাকে। [illegible] বলিতে [illegible] শবের উপর বসিতে হইবে [illegible] দপিণ্ডের পীড়া ও [illegible] ফুস্ফুসের [illegible]ড়া প্রভৃতি রোগ আছে, তাহাদিগের এই রোগ জন্মিলে শেষ ফল অতি ভয়ানক হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট।—প্রদাহযুক্ত জ্বর, শুষ্ক চর্ম্ম, অস্থির, শুষ্ক যন্ত্রণাযুক্ত কাশি, বক্ষে বেদনা, পিপাসা।

ইউপেটোরিয়ম প্যর্ফোলিয়ম—সন্ধ্যাবেলা কাশির বৃদ্ধি, অতিশয় সর্দ্দি, হাত পায়ে কনকনানি, সর্ব্বশরীরে বেদনা, হাঁচি, বুকে ক্ষত বোধ।

নক্সভমিকা—অতিশয় শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, হাত পায়ে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, অনিদ্রা, স্বপ্নদেখা, চক্ষুমূলে খোঁচানে বেদনা, অতিশয় কাশি, কাশির সহিত শ্লেষ্মা নির্গম, এই ঔষধটী এই রোগের বিশেষ উপকারী।

বেলেডোনা—শরীর উষ্ণ, নিদ্রার ইচ্ছা থাকে কিন্তু নিদ্রা হয় না, নাসিকা শুষ্ক, অতিশয় শিরঃপীড়া, চক্ষু লালবর্ণ, প্রলাপ, আক্ষেপিক কাশি, হাঁচি, সম্মুখ কপালে বেদনা, রোগ কঠিন আকার ধারণ করিলে এই ঔষধে উপকার দর্শে।

এণ্টিমোনিয়ম টারটারস—কাশি, বক্ষঃস্থল কম্পমান, অতিশয় শিরঃপীড়া, জিহ্বা পুরু সাদা, বিবমিষা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, পাকস্থলি শূন্যবোধ।

আর্সেনিক—নাসিকা হইতে পাতলা সর্দ্দিস্রাব, ওষ্ঠে ক্ষত, রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি, অতিশয় দুর্ব্বলতা, আক্ষেপিক কাশি, শ্লেষ্মা বমন, আলো অসহ্য, চক্ষু প্রদাহ। ডাক্তার হিউজের মতে রোগ যদি এপিডেমিক হয় তবে এই ঔষধে উপকার হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া—গরম গৃহে রোগের বৃদ্ধি, পাকাশয়ে বেদনা, বুকে সর্দ্দি বসিয়া যায়, কষ্টকর কাশি, অল্প জ্বর, গাত্রে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্[illegible]রা ও ফুস্ফুসের প্রদাহ হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়।

রসটক্স—অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ী চঞ্চল, প্রলাপ, নিদ্রাশূন্য, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, বিকার লক্ষণ থাকিলে।

মার্কিউরিয়স—মুখে, মাথায়, দন্তে, হাত পায়ে ও কর্ণে বাতের ন্যায় বেদনা, শুষ্ক অথবা তরল কাশি, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, আমযুক্ত পাতলা মল। ডাক্তার বেয়ারের মতে এ রোগের এই ঔষধটী বিশেষ উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ও পথ্য—পীড়ার প্রথমে ক্যাম্ফারের ঘ্রাণ লইলে আরোগ্য হইতে পারে। সাধারণতঃ নিম্ন ক্রম ঔষধ ব্যবহার করিবে, আবশ্যক মত উচ্চ ক্রম ঔষধ ব্যবহার করা যায়। রোগের প্রথমে প্রত্যহ ২।৩ বার ঔষধ সেবন করিলে যথেষ্ট হইবে। আবশ্যক হইলে প্রত্যহ ২।১ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দিবে। সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে, পিপাসা থাকিলে জল দিবে, রোগীকে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালিত গৃহে রাখিবে। যাহাতে হিম না লাগে এমন করিবে।

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজপুত্র আলবার্ট বিক্টর নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি কুশলে রাজ পরিবারের মধ্যে প্রত্যাগত হউন এই আমাদের প্রার্থনা।

২। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বিভারায় ও ইন্দুমতী সেন নাম্নী আর দুইটী বাঙ্গালী বালিকা কেম্ব্রিজের নিউহাম কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছেন।

৩। কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গার এক বৃহৎ বাটীতে এ বৎসর মহিলা শিল্প-মেলার কার্য্য ৪ দিবস সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উচ্চবংশীয়, সভ্য ও বিদুষী বঙ্গমহিলারা স্বহস্তে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছেন এবং হিন্দু অন্তঃপুর হইতেও বহু সংখ্যক রমণী দর্শক ও ক্রেতারূপে উপস্থিত হইয়াছেন।

৪। ইংলণ্ডেশ্বরী বিলাত পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতেছেন। কয়েক দিন হইল তিনি ফ্রান্স দর্শন করেন।

৫। ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার জন্য বিজয় নগরের মহারাজা এক 'লেবরেটরী' নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয় ৩০ হাজার টাকা দেওয়াতে তাহা বিজয়নগর লেবরেটরী নামে আখ্যাত হইবে। ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনোপলক্ষে বড় লাট ছোট লাট ও কলিকাতার অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন! বেতিয়ার মহারাজাও বিজ্ঞান সভায় ১০ হাজার টাকা দান করিয়া তাঁহার বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

৬। ভারত হিতৈষী কনগ্রেস মহাসভার সম্পাদক হিউম সাহেবের সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হইয়াছে, এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইলাম।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। স্নেহলতা—সামাজিক উপন্যাস, কোন মহিলা কর্ত্তৃক প্রণীত, আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১ টাকা। এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। লেখিকা ইহাতে যেরূপ ভাষার লালিত্য, বর্ণনায় পারিপাট্য, কল্পনার বৈচিত্র এবং চরিত্র সকলের স্ফুটভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে

তাঁহাকে একজন নিপুণ গ্রন্থকার বলিয়া প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি আছে, ইহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে চাই। এই পুস্তকে কৌলীন্য প্রথার দূষণীয়তা এবং পবিত্র প্রণয়ের অপার্থিব ত্যাগ স্বীকারের ভাব বিশেষ-রূপে প্রকটিত হইয়াছে।

১২৯৬ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র।

২৯২ সংখ্যা, বৈশাখ—মে ১৮৮৯।

নববর্ষ ১
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪
আদর্শ বঙ্গরমণী ৪
কুমারী ম্যানিঙের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত ১০
উদ্ভিজ্জীয় বায়ুমান যন্ত্র ১২
কার্লাইলের পত্নী ১৩
বাতায়নস্থ প্রদীপ ১৫
শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১৫
বিদ্যুৎ ও বজ্র ১৮
স্ত্রীশিক্ষার বার্ষিক বিবরণ ২২
স্ত্রীলোকের পরমায়ু ২৪
রাণী ভবানী (পদ্য) ২৭
নূতন সংবাদ ৩০
বামারচনা—
নব বর্ষ (পদ্য) ৩১
মহা যাত্রা (পদ্য) ৩১

২৯৩ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ—জুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৩
পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৫
আদর্শ বঙ্গ রমণী ৪০
শান্তি শতক ৪৭
ভারত হিতৈষী মহাত্মা জন ব্রাইট (পদ্য) ৫০
শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ৫১
নাস্তিকতার ফল ৫৩
মিশরীয় নারী ৫৪
জনার জীবন ত্যাগ ৫৭
নূতন সংবাদ ৬০
পুস্তকাদি সমালোচনা ৬১
বামারচনা—অনুরাগ (পদ্য) ৬২
শুকতারা (পদ্য) ৬৩

২৯৪ সংখ্যা, আষাঢ়—জুলাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৫
নারী চরিত ৬৭
চীন জাতির বিবরণ ৭০
কেন ফুরাইয়া যায়? (পদ্য) ৭৩
অভাব ৭৫
মিসরীয় নারী ৭৮
হলদি ঘাটের যুদ্ধ (পদ্য) ৮০
মাতৃশৈল ৮২
শারদা সদন ৮৪
আমেরিকার দয়াবতী স্ত্রীগণ ৮৬
মা ৮৬
স্ত্রীলোকের অবসর শিক্ষা ২৯

নূতন সংবাদ ৯৫
বামারচনা—অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ৯৬

——

২৯৫ সংখ্যা, শ্রাবণ—আগষ্ট।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৯৭
নারী চরিত ৯৯
চীন জাতির বিবরণ ১০৩
ভাষা-বিচার ১০৭
আকাশ (পদ্য) ১১০
বিবিধ বিজ্ঞান ১১১
স্ত্রীলোকের সংকীর্ত্তি—
গম্বারক রদরিং ১১৫
কারারুদ্ধা স্ত্রীদিগের কারুণ্য ১১৫
অষ্টাবক্র মুনির প্রশ্ন ১১৬
পূর্ণিমার চাঁদ (পদ্য) ১১৮
স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি ১১৯
পৃথিবীতে স্ত্রীলোক অধিক না পুরুষ অধিক? ১২১
শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ১২৩
নূতন সংবাদ ১২৫
বামারচনা—বঙ্গমহিলার পত্র (পদ্য) ১২৬

——

২৯৬ সংখ্যা, ভাদ্র—সেপ্টেম্বর।

বামাবোধিনীর ষড়বিংশ শুভ জন্মোৎসব ১২৯
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩১
কুমারী মেরিয়া মিচেল, এল, এল, ডি ১৩৩
মহাভারতের গল্প—কৃতঘ্ন ১৩৪
আফগানদিগের দণ্ডবিধি ১৪১
সামুদ্রিক উৎপাত ১৪৩
চৌর কর্কট ১৪৫
স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধূক্তি ১৪৭
দরিদ্রা রমণীর ন্যায়পরতা ১৪৯
মিবারের কুল-পুরোহিতের আত্মত্যাগ (পদ্য) ১৫০
প্রতিজ্ঞা পালন ১৫২
মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর সপ্তম সাংবৎসরিক সভা ১৫৪
বঙ্গমহিলা সমাজের দশম সাংবৎসরিক জন্মোৎসব ১৫৭
লেডি ডফরিণের স্ত্রী চিকিৎসালয়ের সূচনা ১৫৭
নূতন সংবাদ ১৫৮
পুস্তকাদি সমালোচনা ১৫৯
বামারচনা—সেইত সকল ১৫৯

——

২৯৭ সংখ্যা, আশ্বিন—অক্টোবর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৬১
ভারতে দুঃখিনী অনাথা বিধবাদিগের জীবিকোপায় ১৬৪
লিখিবার উপাদান ১৬৯
আর্য্যসমাজ অনাথাশ্রম ১৭২
কাঁচা দুগ্ধ পানের অপকারিতা ১৭৪
মহরম মহোৎসব ১৭৫
শরৎকাল (পদ্য) ১৭৭
পতিব্রতা কামিনী ১৭৭
মৃত্যু ১৭৯
সাহেবগঞ্জ ১৮১
ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান ১৮৩
বিবিধ বিজ্ঞান ১৮৫
সরল গৃহ-চিকিৎসা (হোমিওপ্যাথি) ১৮৭
রামমোহন রায়ের স্মরণ ১৮৯

নূতন সংবাদ ১৯০
বামারচনা—দোষ ১৯১

—

২৯৮ সংখ্যা, কার্ত্তিক—নবেম্বর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯৩
প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ (পুরাণের কাল) ১৯৫
বিবি গ্লাডষ্টোন ২০১
প্রয়াগে রামলীলা ২০২
উজ্জয়িনী ২০৭
নওশেরার যুদ্ধ ২০৯
শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান (চর্ম্ম দন্তাদির ব্যবহার) ২১০
বিবিধ তত্ব সংগ্রহ—ব্রহ্মমহিলা ২১৩
পারসী মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত
প্রচলিত সাধ ভক্ষণ রীতি ২১৪
নিরাহারিণী মহিলা মলিক্রাস্পার ২১৪
এসকুইমা জাতির বিবরণ ২১৫
গৃহধর্ম্ম ২১৭
পতির পরিবর্ত্তে পত্নীর আত্মসমর্পণ ২১৭
মৃত্যু বিষয়ক প্রার্থনা ২১৮
ভারতের দুঃখিনী অনাথা বিধবাদিগের জীবিকোপায় ২১৯
কৃষিকার্য্য-বারমেসে ও কার্ত্তিক ২২১
নূতন সংবাদ ২২৩
পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা ২২৩
বামারচনা—সোহাগ ২২৪

—

২৯৯সংখ্যা, অগ্রহায়ণ—ডিসেম্বর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ২২৫
জেন ওয়েলস কার্লাইল ২২৭
ভারতের দুঃখিনী অনাথা ও বিধবাদিগের জীবিকোপায় ২৩০
জীবন-প্রহেলিকা ২৩৬
স্থায়ী সুখ কোথায়? ২৩৭
আদর্শ বঙ্গরমণী (সুশীলার উপাখ্যান) ২৩৯
ডাক্তার গুরুদাস বাবুর মাতা ২৪২
অভ্যর্থনা ২৪৪
অপূর্ব্ব গহ্বর ২৪৬
কনিমগ দুর্ঘটনা ঐ
প্রাণিতত্ব ২৪৮
সেনেকা ২৪৯
গৃহধর্ম্ম ২৫১
নূতন সংবাদ ২৫২
পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা ২৫৩
বামা রচনা—দুরন্ত সিন্ধু (পদ্য) ঐ
আদরিণী (পদ্য) ২৫৫

—

৩০০ সংখ্যা, পৌষ—জানুয়ারি।

সাময়িক প্রসঙ্গ ২৫৭
বিনয় ও তেজস্বিতা ২৫৮
পুরাণ কথা—কয়াধু ২৬০
আদর্শ রমণী (উপন্যাস) ২৬৩
চরিত্র ২৬৬
প্রাণিতত্ব ২৬৮
জীবন প্রভাত (পদ্য) ২৭০
সেক্সপিয়রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন সংগ্রহ ২৭০
স্বপ্ন ২৭১
কোহীনুর হীরক ২৭৩

ষেন ওয়েলস্ কার্লাইল	২৭৫
গৃহ চিকিৎসা	২৭৮
দেশাচার	২৮১
লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ	২৮৩
প্রিন্স আলবার্ট বিক্টর	২৮৫
নূতন সংবাদ	২৮৭
বামারচনা—কুমার আগমনে বঙ্গ মহিলার কথোপকথন (পদ্য)	২৮৭
পূজা (পদ্য)	২৮৮

---

৩০১ সংখ্যা, মাঘ—ফেব্রুয়ারি।

সাময়িক প্রসঙ্গ	২৮৯
ভক্তি ও মুক্তি	২৯১
সীতা ও দময়ন্তী	২৯২
জাতীয় মহাসমিতি (পদ্য)	২৯৯
বরাহনগর মহিলাশ্রম	৩০২
চরিত্র	৩০৪
স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি	৩০৭
আখ্যানমালা	৩০৯
স্বাস্থ্য বিজ্ঞান	৩১৩
প্রাণিতত্ব	৩১৫
সরল গৃহ চিকিৎসা	৩১৭
নূতন সংবাদ	৩১৯
বামারচনা—শোকোচ্ছ্বাস (পদ্য)	ঐ

---

৩০২ সংখ্যা, ফাল্গুন—মার্চ্চ।

সাময়িক প্রসঙ্গ	৩২১
বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম	৩২২
স্থির নক্ষত্র	৩২৮
প্রাণিতত্ব	৩২৯
মিষ্ট কথা	৩৩১
বিবিধতত্ব সংগ্রহ	৩৩১
আখ্যানমালা	৩৩৩
বঙ্গমহিলা সমাজ	৩৩৬
সুশীলার উপাখ্যান	৩৩৭
পরের জন্য জীবন উৎসর্গ—(কুমারী কাউলার)	৩৪০
অবলা সৈন্য	৩৪৪
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করুণা—(জন কক্স বিবী হনিউড)	৩৪৫
বিল্বমঙ্গল—(পদ্য)	৩৪৬
আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ	৩৪৮
নূতন সংবাদ	৩৫১
বামারচনা—আবার (পদ)	ঐ

---

৩০৩ সংখ্যা, চৈত্র—এপ্রেল।

সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৫৩
বাঙ্গালি রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম	৩৫৪
মহাপ্লাবন	৩৬০
আখ্যানমালা	৩৬৪
মানুষ কতকাল পৃথিবীতে?	৩৬২
শিশুশিক্ষা	৩৬৭
প্রাণিতত্ব	৩৬৬
অন্ধকার মিশি (পদ্য)	৩৬৯
সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী	৩৭০
মৃতের সংকার	৩৭২
সরল গৃহ-চিকিৎসা	৩৭৫
নূতন সংবাদ	৩৭৭
পুস্তকাদি সমালোচনা	ঐ

১২৯৬ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রী-হিতকর অনুষ্ঠান।

নববর্ষ ১
স্ত্রীশিক্ষার বার্ষিক বিবরণ ২২
শারদা সদন ৮৪
বামাবোধিনীর ষড়বিংশ শুভ জন্মোৎসব ১২৯
লেডি ডফরিণের স্ত্রীচিকিৎসালয়ের সূচনা ১৪৭
মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর ৭ম সাংবৎসরিক সভা ১৫৪
বঙ্গমহিলা সমাজ ৩৩৬
বরাহনগর মহিলাশ্রম ৩০২
১২৯৬ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র ৩৭৮
ঐ বিষয়ানুসারে ৩৮২

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকার্য্য।

কুমারী ম্যানিঙের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ১০
কার্লাইলের পত্নী ১৩
বাতায়নস্থ প্রদীপ ১৫
পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৫
হারিয়েট বিচার ষ্টো ৬৭
মাতৃশৈল ৮২
আমেরিকার দয়াবতী স্ত্রীলোক ৮৬
লেডী মেরী সিপলী ৯১
গঙ্গাবক্ষ রুদরিং ১১৬
কারারুদ্ধা স্ত্রীদিগের কারুণ্য ১১৪
কুমারী মেরিয়া মিচেল ১৩৬
দরিদ্রা রমণীর ন্যায়পরতা ১৪৯
ডাক্তার গুরুদাস বাবুর মাতা ২৪২
পতিব্রতা কামিনী ১৭৭
বিবি গ্লাডষ্টোন ২০১
পতির পরিবর্ত্তে পত্নীর আত্মসমর্পণ ২১৮
কুমারী ফাউলার ৩৪০
সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী ৩৭০

ধর্ম্ম ও নীতি।

আদর্শ বঙ্গ রমণী ৪ ও ৪০
শান্তিশতক ৪৭
নাস্তিকতার ফল ৫৩
অভাব ৭৫
মা ৮১
স্ত্রীলোকের অবসর শিক্ষা ৯২
অষ্টাবক্র মুনির প্রশ্ন ১১৬
স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি ১১৯,১৪৭
কৃতঘ্ন ১৩৪
মৃত্যু ১৬৯
ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান ১৮৩
গৃহধর্ম্ম ২১৭,২[illegible]
মৃত্যু বিষয়ক প্রার্থনা ২১৮
বাস্তে সুখ কোথায়? [illegible]
সেনেকা [illegible]

[illegible]

চরিত্র ২৬৬,৩০৪

সেক্সপিয়রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন সংগ্রহ ২৭০

লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ ২৮৩

ভক্তি ও মুক্তি ২৯১

আখ্যানমালা ৩০৯,৩৩৩,৩৬৪

শিশুশিক্ষা ৩৬৭

বাঙ্গালি রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম ৩৩২,৩৫৪

মিষ্ট কথা ৩৩১

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করণ ৩৪৫

৩। বিজ্ঞান।

উদ্ভিজ্জীয় বায়ুমান যন্ত্র ১২

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ১৫,৫১

বিদ্যুৎ ও বজ্র ১৮

বিশ্ব বিজ্ঞান ১১১,১৮৫

সামুদ্রিক উৎপাত ১৪৩

চৌরকর্কট ১৪৫

গাঁচা দুগ্ধ পানের অপকারিতা ১৭৪

সরল গৃহ চিকিৎসা—শ্বাসনালী সম্বন্ধীয় পীড়া ১৮৭

ওলাউঠা ২১৮

নেবা রোগ ৩১৭

সর্দ্দীজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ৩৭৫

অপূর্ব্ব গহ্বর ২৪৬

প্রাণিতত্ত্ব ২৪৮,২৬৮,৩২৯,৩৬৬

বস্তু বিজ্ঞান ৩১৩

স্থির নক্ষত্র ৩২৮

[illegible] [illegible]

৪। —[illegible]

মিশরীয় নারী ৫৫,৭৮

চীন জাতির বিবরণ ৭০,১০৩

আফগানদিগের দণ্ড বিধি ১৪২

প্রতিজ্ঞাপালন ১৫২

লিখিবার উপাদান ১৬৯

মহরম মহোৎসব ১৭৫

সাহেবগঞ্জ ১৮১

প্রয়াগে রামলীলা ২০২

উজ্জয়িনী ২০৭

ব্রহ্ম মহিলা ২১৩

পারসী মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত সাধ ভক্ষণ রীতি ২১৪

এসকুইমা জাতির বিবরণ ২১[illegible]

কনিমগ দুর্ঘটনা ২৪৬

কোহিনুর হীরক ২৭৩

দেশাচার ২৮১

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ ৩০১

অবলা সৈন্য ৩৪০

আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ ৩৪৮

৫। পুরাণ ও উপন্যাস।

অনার জীবন ত্যাগ ৫৭

বিপুলা ১৯৫

সুশীলার উপাখ্যান ২৩৯,২৮৩,৩৩৭

কয়াধু ২৬০

সীতা ও দময়ন্তী ২৯২

জলপ্লাবন [illegible]

মানুষ কতকাল পৃথিবীতে [illegible]

মৃতের সংস্কার [illegible]

৬। পদ্য।

রাণী ভবানী ২৭
ভারতহিতৈষী মহাত্মা জন ব্রাইট ৫০
কেন ফুরাইয়া যায়? ৭৩
হলদি ঘাটের যুদ্ধ ৮০
আকাশ ৮০
পূর্ণিমার চাঁদ ১১৫
মিবারের কুল-পুরোহিতের
আত্মত্যাগ ১৪০
শরৎকাল ১৭৭
নওশেরার যুদ্ধ ২০৯
জীবন প্রহেলিকা ২৩৬
অভ্যর্থনা ২৪৪
জীবন প্রভাত ২৭০
জাতীয় মহাসমিতি ২৯৯
বিল্বমঙ্গল ৩৪৬
অন্ধকার নিশি ৩৬৯

৭। বিবিধ।

স্ত্রীলোকের পরমায়ু ২৪
ভাষাবিচার ১০৭
পৃথিবীতে স্ত্রীলোক অধিক না
পুরুষ অধিক? ১২১
ভারতের দুঃখিনী অনাথা বিধবা-
দিগের জীবিকোপায় ১৬৪, ২১৯, ২৩০
আর্য্য সমাজ অনাথাশ্রম ১৭২
রামমোহন রায়ের স্মরণ ১৮৯
নিরাহারিণী মহিলা মলি ফ্যান্সার ২১৪
কৃষিকার্য্য ২২১
স্বপ্ন ২৭১
প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ২৮৪

৮। বামারচনা।

নব বর্ষ (পদ্য) ৩১
মহাযাত্রা (ঐ) ৩৫
অনুরাগ (ঐ) ৬২
শুকতারা (ঐ) ৬৩
অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার উপায় ৯৬
বঙ্গ মহিলার পত্র (পদ্য) ১২৬
সেই ত সকল (ঐ) ১৫৯
দোষ ১৯১
সোহাগ (পদ্য) ২১৪
ডুবন্ত সিন্ধু (ঐ) ২৫৩
আদরিণী (ঐ) ২৫৫
কুমার আগমনে বঙ্গ মহিলার
কথোপকথন (ঐ) ২৮৭
পূজা (ঐ) ১৮৮
শোকোচ্ছ্বাস (ঐ) ৩১৯
আবার (ঐ) ৩৫১

৯। সাময়িক প্রসঙ্গ।

২, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১৩১ ১৬১, ১৯৩, ২২৫, ২৫৭, ২৮৯, ৩২১, ৩১৩।

১০। নূতন সংবাদ।

৩৩, ৬০, ৯২, ১২৫, ১৫৮, ১৯০, ২২৩, ২৫২, ২৮৭, ৩১১, ৩৫১ ও ৩৭৭।

১১। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৬১, ১৫৯, ২২৩, ২৫৩ ও ৩৭৭।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৪ সংখ্যা। | বৈশাখ ১২৯৭—মে ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প ৪র্থ ভাগ।

নব বর্ষ।

পুরাতন পরে আবার নূতন,
বিধির বিধান কে করে খণ্ডন?
মাস বর্ষ কত যুগ কল্প গত,
না হলো পুরাণ—জীর্ণ এ জগত!
সেই রবি চন্দ্র গ্রহ তারা দল,
চির নব বেশে শোভন উজ্জ্বল!
আকাশ আসরে দিগঙ্গনাগণ
নবরাগে করে মঙ্গলাচরণ—
'জয় দেব নিত্য জীবন্ত চেতন
জগতের শোভা, জগত জীবন।'
পুরাতন তাই হইছে নূতন,
অমৃত পরশে মৃত-সঞ্জীবন।

সারা বর্ষ ধরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া
শীতাতপ, বর্ষা নীরবে সহিয়া,
আসিলেক করি রবি প্রদক্ষিণ
নীরস হৃদয়—শোভা কান্তিহীন;
মৃত্যু করি সার বৈরাগীর বেশে,
স্রষ্টার ধেয়ানে হৃদয় নিবেশে;
জীবনের উৎস পরশে আবার,
নব জীবনের কি শুভ সঞ্চার!
নব রস ভরা ভাবে মাতোয়ারা
ছুটিল সুখের সহস্র ফোয়ারা—
তাই নব শোভা ধরে তরুগণে
নব কিশলয় কুসুম ভূষণে;
সুস্বর লহরী ছড়ায় আকাশে,
বিহঙ্গম তাই ভাসে মহোল্লাসে,
উদাস মলয় মৃদুল খেলেছে,
জীবজন্তু সবে মাতায়ে তুলিছে;

সুখের সম্ভার অনন্ত অক্ষয়,
চারিদিক্ ধরা মহোৎসবময়।
মৃত্যু মাঝে প্রাণরূপে বিদ্যমান,
যে দেবতা তাঁর আশ্চর্য্য বিধান,
পুরাতন পরে আবার নূতন,
মৃত্যু অবসানে নবীন জীবন!
নবীন জীবন—প্রচারে দ্যুলোক,
নবীন জীবন—প্রচারে ভূলোক।
মানব জীবন স্মুধুই কি তবে,
পুরাতন ভাবে চিরদিন রবে?
অবস্থার স্রোতে অবাধে ভাসিয়া
মৃত্যু পারাবারে যাইবে ডুবিয়া?
নববর্ষ লয়ে শুভ সমাচার,
শত কণ্ঠে আজি করিছে প্রচার—
পুরাণ রবে না, হইবে নূতন,
মৃত্যু মাঝে পাবে অমৃত জীবন।
অন্তরাত্মা রূপে হৃদয়ের মাঝে,
সদানন্দময় যে দেব বিরাজে,
পরশে তাঁহার নবীন জীবন
নব বলবীর্য্য নবীন চেতন,
পায় জীব তাহে নাহিক সংশয়,
নব জীবনের দেয় পরিচয়।
বিশ্বাসী ভকত প্রাণযোগে স্থির,
পিয়ে প্রেমরস গভীর গভীর,
সদাই সরস নব ভাবে ভোর,
চিরযুব, নাহি উৎসাহের ওর,
না জানে নিরাশা জরা জীর্ণ ভাব,
সদানন্দে ভরা প্রফুল্লস্বভাব।
ইন্দ্রিয় সকল হউক বিকল,
জীর্ণ কলেবর স্থবির অচল—
নাহি ক্ষতি তাহে, আত্মা নব বেশে,
বিকাশিবে সদা আত্মময় দেশে।
অনন্ত উন্নতি অনন্ত কল্যাণ,
আছে তার ভাগ্যে, কে করিবে আন?
সত্য শিবময় অখিলের পতি,
প্রকৃতির মাঝে করিয়া বসতি,
শত ধারে সুখ সৌন্দর্য্য জীবন,
বরষিয়া তারে করেন পোষণ।
মানবের আত্মা অতি প্রিয় তাঁর,
যতনের ধন—স্নেহের আধার।
জরা মৃত্যু ভয় পাপ তাপ ভার,
সংসার দুর্গতি করিয়া সংহার,
প্রেম পুণ্য শান্তি করি বিতরণ,
লবেন তাহারে আপন ভবন,
নিত্য সুখ রাজ্যে তাঁহার সহিত
অনন্ত জীবনে হবে সে বর্দ্ধিত।
মৃত্যুমাঝে সেই অমৃত পরশে,
ভাস জীব নব প্রেমানন্দ রসে;
যাবে পুরাতন—হইতে নূতন,
মৃত্যু মাঝে পাবে অমৃত জীবন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ড যাত্রা—লেডী বেলী আর দুইটী মহিলার সহিত গত ১৬ই এপ্রেল ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

বিলাতে কনগ্রেস সভা—ইংলণ্ডে কনগ্রেস মহাসভার সপক্ষে এক অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে

বোম্বাই কন্‌গ্রেস সভার সভাপতি ওয়েডার বরণ সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক তেজস্বী বক্তৃতা করেন। দাদাভাই নৌরজী, ব্রাডল সাহেব প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আরও স্থানে স্থানে সভা ও বক্তৃতা হইবে।

বেলুন বিহারিণী রমণী—অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের সিডনী নগরের বোণী ও গ্রেডিস্ নাম্নী দুই মহিলা বেলুনে চড়িয়া বহু দূর উঠেন এবং পেরাসুট যোগে অবতরণ করেন। ইহাদিগের কার্য্য দেখিয়া দর্শকবৃন্দ যারপরনাই আশ্চর্য্য হইয়াছেন।

স্মৃতি-চিহ্ন—বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ও তাঁহার পত্নী লেডী রে বোম্বাই প্রদেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন, এজন্য বোম্বাইবাসীগণ তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন। মহিলারা লেডী রের জন্য ১২০০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। লর্ড রের জন্য ৩৩ হাজার টাকার অধিক স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

সোণামণি পারিতোষিক—অনরেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মাতা সোণামণি দেবীর স্মরণার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে শতকরা ৪৲ টাকা সুদের এক সহস্র দশ ডব্ গবর্ণমেণ্ট কাগজ দিয়াছেন, ইহার টাকা— সভ্যা যে আয় হইবে, তাহা বার্ষিক সুদে সংস্কৃতে সর্ব্বপ্রথম এম, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে প্রদত্ত হইবে। পারিতোষিক প্রাপ্তদিগের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কালেণ্ডারে প্রকাশিত হইবে।

দাক্ষিণাত্যে বিধবাদের সৌভাগ্য—স্ত্রীলোক যত অল্প বয়সের হউক না কেন, বিধবা হইলেই দাক্ষিণাত্যে নেড়া করিয়া দেয়। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী ক্ষৌরকারগণ বোম্বাই সহরে এক বিরাট সভা করিয়া ঠিক করিয়াছে যে কোন নাপিত আর বিধবার মস্তক মুণ্ডন করিবে না এবং যে এ কার্য্য করিবে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে।

সখের মেলা—বোম্বেতে লেডী রের সখের মেলায় ৩৮ হাজার টাকারও অধিক উঠিয়াছে। সমুদায় টাকাই সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

কাগজের গৃহ—সম্প্রতি হাম্বার্গে একটী বৃহৎ কাগজের গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, উহা ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। এই গৃহের দেয়াল ডুপরদা কাগজে মোড়া এবং ভিতরের দিকের এক পরদা কাগজ এরূপ ভাবে দেওয়া যেন ইহার ভিতরে আর্দ্রতা প্রবেশ করিতে না পারে। ফ্রেমের উপর কাগজ লাগান, কাজেই সহজে একটীর সঙ্গে অপরটী আঁটিয়া দেওয়া যায়। গৃহটী ভোজনাগারের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহাতে ৯০ ফিট লম্বা একটী খাবার ঘর আছে।

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(১২৯৫। ভাদ্র, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

১। লৌহ পুরী।

বশিষ্ঠ মুনি, বহ্নির স্তোত্র পাঠ সময়ে আয়স নগরের অর্থাৎ লৌহ বিনির্ম্মিত পুরীর বর্ণনা করিয়াছেন (৭ মণ্ডল ৩, ১৫ ও ৯৫ সুক্ত।) নানা স্থলেই ঐ বিষয়ের নির্দ্দেশ অবলোকিত হয়। সুতরাং বৈদিক সময়ে লৌহ নির্ম্মিত নগরের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র দ্বিধা হইতে পারে না।

২। আরণ্য ও গ্রাম্য জন্তু।

আর্য্যগণ বন্য জন্তুকে গ্রাম্য করিয়াছিলেন। গো, মহিষ, উষ্ট্র, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, কুক্কুর ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণিগণের নির্দ্দেশ কালে, ইহাদের নাম বেদ সংহিতা মধ্যে প্রায়ই উক্ত হইয়াছে (৮ মণ্ডল,৫, ৩১, ৪৬,৫৫,৫৬, ৬৮ সুক্ত)। উপরি-বর্ণিত প্রাণি ভিন্ন অন্যান্য আরণ্য জন্তুর প্রসঙ্গেরও অভাব নাই। মৃগেন্দ্র, বরাহ, মৃগ, শশক, শৃগাল, সর্প, গোধা প্রভৃতির বৃত্তান্ত শ্রুতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, বলা বাহুল্য মাত্র। (১০ মণ্ডল ২৮ সুক্ত ৪ ঋক)।

৩। নানাবিধ নদীর নাম।

ঋগ্বেদ সংহিতায়, তিন ও সপ্ত নদীর উল্লেখের পর স্থল বিশেষে কয়েকটী তরঙ্গিণীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শিকা, অঞ্জসী, কুলিনী, বীরপত্নী, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, সুষোমা, শতদ্রী, অর্জ্জীকিয়া বা বিপাশা, পরুষ্ণী বা ঐরাবতী, বিতস্তা, মরুদ্বৃধা, অশিক্নী, সরস্বতী, তৃষ্টামা, সুসর্ত্তু, রসা, শ্বেত্যী, ক্রমু, গোমতী কুভা (কাবুল নদী) মেহত্নু এই সকল নদী, উপনদী বা শাখানদীর আখ্যা ঋগ্বেদ সংহিতাদি শ্রুতিশাস্ত্রের বহু স্থানেই বিবৃত দেখা যায়। ইহার মধ্যে সপ্ত নদী কোন্ গুলি, এই স্বাভাবিক প্রশ্ন সহজেই প্রত্যেক প্রাজ্ঞ জনের অন্তরে উপস্থিত হইতে পারে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সিন্ধু, শতদ্রী, অর্জ্জীকিয়া, পরুষ্ণী, বিতস্তা, অশিক্নী, শোতয়াবরী, শর্য্যণাবতী, অংশুমতী, সরস্বতী এইগুলি সাধারণ নদী। এই মত অবিসংবাদী নয়, ইহাতে অনেক আপত্তি উপাপিত হয়। বেদ সংহিতার বিশেষ বিশেষ স্থানে সিন্ধুকে স্রোতস্বিনী জননী ও সরস্বতী স্রোতস্বতীকে সপ্তম স্থানীয়া বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সপ্তম মণ্ডলের ৩৬ সুক্তে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বিবরণে সুষোমা, অর্জ্জিকীয়া, পরুষ্ণী, এই তিনটি তটিনী ক্রমান্বয়ে সিন্ধু, বিপাসা ও ঐরাবতী এই তিন আখ্যায় উল্লিখিত হ[illegible] কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডি[illegible] সায় দিতে সম্মত নন।

ভা—
সপক্ষে
হাতে

বেদের অভিধানকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় যাস্ক, ঐ মতাবলম্বী, পশ্চিমদেশীয় সুধীগণ উল্লিখিত নদীগণের যেরূপ নিদ্ধারণ করিয়াছেন, পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইল।

১। শতদ্রী (শতদ্রু) শটলেজ।

২। পরুষ্ণী (ঐরাবতী) রাভি।

৩। অশিক্লী অর্থাৎ "কাল"চেনাব

৪। মরুদ্বৃধা নদীবাচক শব্দ। রোথ সাহেব বলেন, উহা আকেসেনিস ও হাইডাসেপাস দুই নদীর সম্মিলিত গতি।

৫। বিতস্তা—হাইড্রাসপাস, বর্ত্তমান বিহত বা ঝিলম।

৬। আর্জিকীয়া—বিয়াস কিম্বা বেহা।

৭। কুভা—কোফেন, কাবুল নদী।

৮। গোমতী—গোমল।

৯। ক্রমু—কুরম।

১০। দৃষদ্বতী—কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তিনী তরঙ্গিনী।

৪। সুবর্ণকার ও স্বর্ণ।

যে সময়ে আর্য্যেরা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন, তৎকালে তাঁহারা ভৃত্য পরিচারিকাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। স্বর্ণালঙ্কার ঋষিমুনিদেরও ব্যবহার্য্য বস্তু ছিল; অতএব বলিতে হইতেছে, স্বর্ণকার দল তৎকালের সমাজে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। তখন দ্রব্যসামগ্রী নিতান্ত মহার্ঘ বা দুর্লভ ছিল, বলিতে পারা যায় না। দুর্মূল্যতা সভ্যতাবৃদ্ধির এক নিদর্শন বটে। স্বর্ণাদি সুসভ্যতা গুণের পরিচয় দেয় না। ফলতঃ এতদ্দ্বারা তাৎকালিক একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের প্রমাণ দিতেছে। (৮ মণ্ডল, ৪৬ ও ৫৬ সূক্ত)।

৫। বৈদ্য, সূত্রধর ও কর্ম্মকার প্রভৃতি।

মৎপ্রণীত প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের ইতিবৃত্তে বিশ্ববারার বৃত্তান্তে পুরাকালের শ্রীবৃদ্ধির সময়ে যে যে বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি; এবং পূর্ব্বসংখ্যক বামাবোধিনী পত্রিকাতেও* সে সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছিল, এই প্রবন্ধে তৎসমুদয় বিশদ ও অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে কীর্ত্তিত হইতেছে। ৯ নবম মণ্ডলে সঙ্কলিত ঋক গুলির আলোচনায় স্তোত্রপাঠক, বৈদ্য, কর্ম্মকার সূত্রধরাদির বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্বতন্ত্র ভাবে স্ব স্ব করণীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিত কি না, উক্ত নবম মণ্ডলে তাহার কোনই প্রামাণিক চিহ্ন পাইবার উপায় নাই। একটি সূক্তের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম, পাঠিকাগণ পাঠ করিয়া দেখুন "হে সোম! সমস্ত ব্যক্তির কার্য্য এক রূপ নহে। সকলেরই কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। আমাদের কর্ম্ম বহু প্রকার। সূত্রধর

* ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বামাবোধিনী দেখ।

কাষ্ঠ তক্ষণ করে (চাঁচে), বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকারক লোকের কামনা করিয়া থাকে। অতএব, সোম! ইন্দ্রের জন্ত তুমি ক্ষরিত হও।"

"কর্ম্মকার শুষ্ক বৃক্ষ-শাখা, পক্ষীর পক্ষ, অস্ত্র শস্ত্র শাণিত করিবার হেতু প্রস্তর, এই কয়েক পদার্থে বাণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমি স্তবকারক, আমার সন্তান চিকিৎসক, আমার তনয়া প্রস্তরের উপরে যব ভর্জ্জন করে।" (৮ মণ্ডল ১১২ সূক্ত ১, ২, ৩, ঋক্)।

৬। বৃষাদি রন্ধন ও ভোজন।

বৃষাদি রন্ধন ও ভোজনের এবং সমর-সময় ব্যতিরেকে অপর সময়েও জন্তু হননের বৃত্তান্ত ভূরি পরিমাণে উল্লিখিত হইয়াছে। ১০ মণ্ডলের ২৭ সূক্ত ১ ঋকে ঐ বিষয়ের সুব্যক্ত প্রসঙ্গ রহিয়াছে। অধিক কি আর্য্যগণের উপাস্য দেবতা ইন্দ্রও, বৃষ ভক্ষণ হইতে নির্লিপ্ত ছিলেন কিনা দেখ। দশম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের তৃতীয় ঋকে উক্ত হইয়াছে, 'ইন্দ্র! তাহারা বৃষ রন্ধন করে, তুমি তাহা আহার কর।'

৭। ঋষিদের সাংসারিক প্রবৃত্তি।

হিরণ্যস্তব ঋষি, সোমের এইরূপ স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন,'হে সোম! এরূপে তোমার ক্ষরণ হউক, যেন তাহাতে আমরা সম্পত্তি,হিরণ্য, ঘোটক, ধেনু ও সন্ততি পাই। এই স্তোত্র পাঠে ঋষিগণের সাংসারিক সুখভোগ প্রবৃত্তি কত অধিক, জানা যায়।

উদাসীনের চিন্তা।

মানব আত্মা পরিবর্ত্তন শীল। সৃষ্টিকালে ইহার অবস্থা যেরূপ থাকে, চিরকাল সেরূপ থাকে না। নীল নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, উজ্জ্বল হীরকোপম তারকা মণ্ডলী কি কথা বলিবে? তাহারা বলিবে জীবনের প্রারম্ভকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সময়ের তরঙ্গাভিঘাতে তাহাদের সৌন্দর্য্যের কণা মাত্রও ক্ষয় হয় নাই, প্রকৃতির ক্রিয়াশীল শক্তি জন্ত তাহাদের সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি হয় নাই। নক্ষত্রমালা পরিত্যাগ করিয়া জননী ধরিত্রী দেবীর বক্ষোপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে এখানে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং ঘটিতেছে। সময় ধরণীর পক্ষে নিরর্থক বহিয়া যাইতেছে না, কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য কি পৃথিবী তাহা জানে না। পৃথিবী সংজ্ঞাবিহীন, জড় পদার্থ, নিষ্ক্রিয় ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রিয়াশীল শক্তি সমূহ তাহাকে হস্তের ক্রীড়নক করিয়া দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিধির অনুবর্ত্তন করিতেছে। মানব আত্মার পরিবর্ত্তন কি এ শ্রেণীর পরিবর্ত্তন? মানব-স্বাধীনতার বিরোধী অদৃষ্টবাদী দার্শনিক

যাহাই বলুন না কেন, আমরা মানবকে নির্জীব ধরিত্রীর ন্যায় কেবল জড় শক্তির ক্রীড়নক মনে করি না। যাঁহার শক্তিতে বিশ্বের সমস্ত পদার্থ নিয়মিত হইতেছে, সমস্ত জড় পদার্থ যাঁহার অমোঘ বিধির বশবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, সেই বিশ্বশিল্পীই মানব সৃষ্টিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করিয়া বিচিত্র জগতের বৈচিত্র আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। মানব-পরিবর্ত্তন ধ্রুব। তাহাতে মানবের হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। যদি কোন পুরুষ বা রমণী মনে করেন, তিনি যেখানে আছেন সেই খানেই দণ্ডায়মান থাকিবেন, এক পা অগ্রসর কিম্বা পশ্চাৎপদ হইবেন না, তাহা হইলে আমরা বলিব তাঁহার মত বিকৃত-মস্তিষ্ক ভ্রান্তবুদ্ধি জীব জগতে আর দুইটী নাই। মানুষ! তুমি চলিবে, ইহা বিধাতার বিধান। সাধ্য কি তুমি বিধাতার বিধান অতিক্রম করিতে পার? এখন কোন্ দিকে চলিবে, সেইটী বিচার করিয়া নির্দ্ধারণের ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই খানেই মানবের প্রকৃত স্বাধীনতার পরিচয়। মানব অগ্রসর হইবে কি পশ্চাৎপদ হইবে? তাহার বিচার স্বয়ং করিবে। জড় পৃথিবী, কিংবা জীবন্ত উদ্ভিদ উন্নতি ও অবনতির পার্থক্য জানিতে পারে না। মানব সর্ব্বশক্তিবিধাতা মহান্ ঈশ্বর হইতে এই শক্তিও লাভ করিয়াছে। মানুষ জানে সৎ কি, সাধুতা কি? মানুষের সে জ্ঞান না থাকিলে মানুষ কিছু করিতে সমর্থ হইত না। জ্ঞানশক্তি দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিয়া ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে লক্ষ্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। যাহার কেবল জ্ঞান আছে, অর্থাৎ যে জানে যে কি কাজ ভাল এবং কি কাজ মন্দ, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির তেমন বল নাই, সে অকর্ম্মণ্য জড়পিণ্ড অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। মনে কর কোন এক রমণী বুঝিতে পারিলেন যে, স্বার্থপরতাই মানব জীবনের ভয়ানক শত্রু, নরনারীর সেবার জন্য আত্ম-ভোগ বিলাসের ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দেওয়াই প্রকৃত মহত্ব এবং নারী জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, অথচ তাঁহার দুঃখিনী প্রতিবেশিনী যখন অনাহারে ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইয়াছেন, তখন তিনি দিব্য হর্ম্ম্যোপরি উপবেশন করিয়া চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় সংযোগে আপনার ভোগবাসনাকে চরিতার্থ করিতেছেন! আমরা এই রমণীকে কি বলিব? তাঁহার জ্ঞান-কুসুম ফুটিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি এত দূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে আর স্বার্থপরতার সহিত সংগ্রাম করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মানবের এই ইচ্ছার দৌর্ব্বল্যের মূল কোথা? এখন তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সু-অভ্যাসে যেমন মানব ইচ্ছাকে সবল করে, কু-অভ্যাসে সেইরূপ তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। শৈশব কালে যে ইচ্ছা স্বার্থপরতার অনুগমন করে, সে ইচ্ছা যৌবন-

কালে অমিয় বল দেখাইতে পারে না। শৈশব কাল হইতে যদি সু অভ্যাস জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে যৌবনে বড়ই বিপদ। কিন্তু শৈশব কালের অনেক অভ্যাস মাতা, পিতা, শিক্ষক এবং প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালক বালিকার উপর নির্ভর করে। এই সকল ব্যক্তি যদি শৈশব কাল হইতে মানব চরিত্র বিকৃত করিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে ইচ্ছা তাহার প্রাকৃতিক শক্তি বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে স্নেহের বিকৃতি নিবন্ধন অনেক পিতা মাতা, শিক্ষক, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন শৈশব কালে মানব চরিত্রে মারাত্মক রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেন। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে সন্তান মাত্রই বাল্যকালে আবদার করিয়া থাকে। প্রতিরোধ করিতে গেলে ভীষণস্বরে চীৎকার করিয়া দয়ার প্রবাহ উত্তেজিত করিবার জন্য প্রয়াস পায়। দুর্ব্বলচিত্ত স্থূলদর্শী সন্তানের কুশলানভিজ্ঞ আত্মীয় সন্তানের নয়নধারা দেখিয়াই বিগলিত হইয়া যান এবং তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। এই-রূপ কু অভ্যাস গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা শক্তির স্বাভাবিক বলক্ষয় হইতে থাকে। এই ইচ্ছা শক্তিকে আবার পুনর্জীবিত ও সবল করিতে হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত অভ্যাসের বিরুদ্ধ অভ্যাস সংগঠন করিতে হইবে। তাহা না হইলে আত্মা কথনও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, ববং ক্রমশঃ হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া অধোগমন করিতে থাকিবে।

স্ত্রীজাতি।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইয়োরোপের কতক-গুলি মহৎ লোকের অভিমত নিম্নে লিপি-বদ্ধ হইতেছে। এই সকল অভিমত অতীব পবিত্র ও উচ্চভাবপূর্ণ। আদর্শ মহিলাগণের প্রতিই ইহাঁদের অধিকাংশ প্রশংসা বাক্য প্রযুজ্য, কিন্তু পাঠিকার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এইরূপ আদর্শ মহিলা হওয়া সকলেরই সাধ্যায়ত্ত।

জর্ম্মণ কবি ও লেখক হীন্ বলেন যে "যে সকল সুন্দরী মহিলা ধর্ম্মশূন্যা, তাঁহারা সৌরভবিহীন পুষ্পের ন্যায়।" রিক্টার নামক অন্যতম জর্ম্মণ কবি বলেন "সহধর্ম্মিণীর সাহায্য ব্যতিরেকে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন এরূপ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।" মহামতি গ্লাডষ্টোন্ বলেন, "যে মহিলা স্নেহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি নিচয়ে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ মহিলা নামের বাচ্য।" বল্‌টেয়ার নামক খ্যাতনামা ফরাসীস্ গ্রন্থকার বলেন যে "স্ত্রীলোকের নিকট প্রত্যহ পুরুষগণ ভদ্রতা, সদাচার ও আত্ম-

সন্তান শিক্ষা করিয়া থাকে।" হার্ডার নামক ইংরাজ গ্রন্থকার বলেন "স্ত্রীলোকই সৃষ্টির মুকুট।" লেসিং নামক জর্ম্মণ গ্রন্থকার বলেন "যে প্রকৃতির সর্ব্বোত্তম ধন স্ত্রীলোক।" হুইটিয়ার্ নামক আমেরিকান কবি বলেন "যে খৃষ্টীয়ানগণের বিশ্বাস যদি সত্য হয় যে স্ত্রীলোকের দোষে মানবজাতি পৃথিবীতে স্বর্গ সুখ হারাইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে পুনরায় স্ত্রীলোকের সাহায্যেই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে।" পূর্ব্বোক্ত বল্‌টেয়ার আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "পুরুষগণের সমস্ত জ্ঞান স্ত্রীলোকের বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত তুলনা হয় না।" সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীর লুথার বলিয়াছেন "স্ত্রীলোকের দয়ার্দ্রচিত্তের ন্যায় কমনীয় বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।" এমারসন্ নামক সুবিখ্যাত আমেরিকান্ গ্রন্থকার বলেন "স্ত্রীলোক মূর্ত্তিমতী কবিতা।"

বোম্বাই জাতীয় মহাসমিতির মহিলা প্রতিনিধিগণ।

গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির যে পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে যে কয়েক জন দেশীয়া মহিলা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিয়াছি। অদ্য তাঁহাদিগের কাহার কাহার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে। ইঁহাদিগের মধ্যে দুইজন ইংরাজ মহিলা ছিলেন—কুমারী রয়েস্ কারলটন, এম, ডি, ও বিবি এমা রাইডার,এম,ডি। কুমারী কারলটন অম্বালা নগরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এবং অতি অল্প পারিশ্রমিক গ্রহণ পূর্ব্বক দেশীয় স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অম্বালার দেশীয় পুরুষ ও মহিলাগণ সকলেই ইঁহার গুণে মুগ্ধ। ইনি অম্বালার দেশীয় মহিলা সমাজের প্রতিনিধিরূপে জাতীয় মহাসমিতিতে উপস্থিত হয়েন। বিবি রাইডার আমেরিকার এম, ডি, উপাধিধারী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। ইনি পণ্ডিতা রমাবাইয়ের সঙ্গে এদেশে আগমন করিয়াছেন। ভারত মহিলার উপকার সাধনই ইঁহার ভারতে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি বোম্বাই নগরে একটী মহিলা সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। উহা দ্বারা তথাকার দেশীয় মহিলাগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। যে সকল দেশীয় অল্পবয়স্কা বিধবা মহিলা আশ্রয়হীনা, তাহারা যাহাতে কুপথে গমন না করিয়া সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তজ্জন্য তাহাদের নিমিত্ত ইনি একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায়

শিল্প শিক্ষা করিয়া এই সকল মহিলা সৎপথে থাকিয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। শ্রীমতী ত্রিম্বক কালারান্‌ একজন মহারাষ্ট্রীয়া ব্রাহ্মণমহিলা। ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। ইঁহার স্থাপিত অনেকগুলি ছোট বড় বিদ্যালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদিগের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। শ্রীমতী কাশীবাই কনিৎকার, ইনিও একজন মহারাষ্ট্রীয়া মহিলা। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সুবিখ্যাতা ডাক্তার আনন্দবাই যশীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। "মনোরঞ্জন" নামক যে মাসিক মহারাষ্ট্রীয় পত্রিকা পুনা নগর হইতে প্রকাশিত হয়, শ্রীমতী কনিৎকার ও তাঁহার স্বামী তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীমতী নিকম্বী ইনি মহারাষ্ট্রীয়া খ্রীষ্টীয় মহিলা। ইঁহার স্বামী মহারাষ্ট্রীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের মধ্যে খ্যাত্যাপন্ন। স্বদেশীয়া মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কুমারী মাণিকৃজি কর্‌সেটজী পারসীক মহিলা। বোম্বাই নগরে এলেকজান্দ্রা বালিকা বিদ্যালয় নামে যে বিদ্যালয় আছে,ইনি তাহার পরিচালিকা। ইনি সুশিক্ষিতা ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি ধনী ও উচ্চ পারসীক বংশ-সম্ভূতা। এই কয়েকটী মহিলা ব্যতীত পণ্ডিতা রমাবাই ও তিনজন বাঙ্গালী মহিলা প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের বিষয়ে এখন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

দাস বিক্রয় প্রথার উৎপত্তি।

১৪৪২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগেলের রাজা হেন্‌রি সহচর অনুচর সহ সমুদ্রে বিহার করিতে করিতে আফ্রিকার উপকূলে উপস্থিত হন। রসাডর নামক স্থানের মুরজাতীয় কতকগুলি ভদ্র লোক রাজা হেনরির সহ পরিচিত হন এবং প্রত্যাগমন কালে তাঁহাকে কয়েকটী নিগ্রোদাস উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। হেন্‌রি তাহাদিগকে লিসবন্‌ নগরে লইয়া আসিয়া ক্রীত দাসস্বরূপ পরিগণিত করেন। আফ্রিকা মহাদেশে দাস বিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে ইয়োরোপের লোক উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা প্রথম জানিতে সক্ষম হয়। ১৪৮১ খৃঃ অব্দে কয়েক জন পর্ত্তুগীজ বণিক আফ্রিকায় গমন করিয়া তথা হইতে কতকগুলি নিগ্রোদাস ক্রয় করিয়া লইয়া আসেন। ইহার পর হইতে ইয়োরোপস্থ নানা প্রদেশের বণিকগণ দাস বিক্রয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। জন্‌ হকিন্স নামক একজন ইংরাজ ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দাস

ব্যবসায় আরম্ভ করেন। রাজ্ঞী এলিজে-বেথ তাঁহাকে নাইট্ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন! ১৬১৮ খৃঃ অব্দে রাজা জেম্-সের রাজত্ব কালে সার রবার্ট রিচ-প্রমুখ অনেকগুলি ইংরাজ বণিক আফ্রিকা খণ্ডে দাস ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার পর এই জঘন্য প্রথার বিষময়ফল আমেরিকায় ফলিতে থাকে এবং সুসভ্য ইয়োরোপীয়গণ এক দাসজাতির সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের নীচতম প্রকৃতির পরিচয় দান করেন।

আমেরিকায় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা।

স্ত্রীলোকগণের বিদ্যা শিক্ষা তাঁহা-দিগের নিজের পক্ষে ও মানব সমাজের পক্ষে কতদূর শুভফলপ্রদ, এ বিষয়ে আজও সভ্যজগতে বাদানুবাদ চলিতেছে। বাস্তবিক পুরুষগণের অনুরূপ স্ত্রীলোক গণকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করায় কোন প্রকার অহিতকর ফল হইতে পারে কিনা এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। আজ কাল আমেরিকায় যে সকল মহিলা বিশ্ব বিদ্যা-লয়ের নানা বিষয়ক উচ্চ উচ্চ পরীক্ষা প্রদান করিতেছেন, দেখা যাইতেছে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিবাহের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছেন! যে সকল স্ত্রীলোক নানাবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন, তাঁহারা যদি বিবাহ না করেন, তাহা হইলে উচ্চ স্ত্রী শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের সন্তানগণের স্বভাবতঃ যেমন বুদ্ধিমান, মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন এবং বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষিত হইবার সম্ভাবনা, এমন অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা মহিলাদিগের নহে। অতএব উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ স্বীয় স্বীয় উপ-জীবিকা নির্ব্বাহে সক্ষমা বলিয়া যদি বিবাহ না করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যে উপকার লাভের আশা করা যায়, তাহার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। সুসভ্য আমেরিকায় উচ্চ স্ত্রী শিক্ষা হইতে সমাজের কতদূর স্থায়ী উপ-কার হইবে, সে বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল লেখক সন্দিহান হইয়াছেন। কিন্তু অধিক-তর সংখ্যায় স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই যে বিবাহপরাঙ্মুখা থাকিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে।

মুসলমানদিগের নমাজ।

মুসলমানধর্ম্মের এই কঠোর নিয়ম যে বিশ্বাসী মুসলমান প্রতিদিবস পাঁচ বার নমাজ বা ঈশ্বর-স্তব করিবে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ উপাসনা বা প্রার্থনা করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বা নিকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু মুসল-মান ধর্ম্মে উপাসনার জন্য স্থানের সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নমাজের সময় উপ-

স্থিত হইলে, বিশ্বাসী মুসলমান যদি তখন লোকালয়ে থাকেন, তাহাহইলে তিনি তথায় নমাজে প্রবৃত্ত হন। তুরস্ক দেশের নগর বা গ্রামের পথপার্শ্বে ঐরূপ দৃশ্য দেখা গিয়া থাকে। বণিক বা দোকানদার নমাজের সময় উপস্থিত হইলে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নমাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টীয়ান বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে প্রার্থনা বা উপাসনা সম্বন্ধে মুসলমানদিগের ন্যায় নিয়ম-পরায়ণ দেখা যায় না। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগের ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার বিধি আছে, কিন্তু তাহা এখন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

মহর্ষি সক্রেটিস।

সাধুগণ আমাদের নিদ্রিত আত্মাকে জাগাইয়া দেন এবং অস্ফুট শক্তি ও সৎপ্রবৃত্তি সমূহকে বিকশিত করিয়া তুলেন। আমাদের আত্মার যে সকল অভাব আছে, মহৎ লোকের জীবনে সেই সকলের পূরণ দেখিলে স্বতঃই আমাদের প্রীতি ও ভক্তি তাঁহাদের দিকে ধাবিত হয়। আমাদের জীবনে জড়তা ও বিষাদের ভাব সর্ব্বদা আসিয়া থাকে; কিন্তু মহৎ জীবনী ইন্দ্রজালের ন্যায় নির্জ্জীবকে সজীব করে এবং হতাশ ও বিষন্নকে জলন্ত উৎসাহে পূর্ণ করে। সেই জন্যই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনুষ্য স্বভাবতঃই মহৎ ব্যক্তিগণের পক্ষপাতী হয় এবং অসামান্য প্রতিভাশালী লোকদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

পৃথিবীতে যত সাধু ও মহাত্মা জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মের জন্য জীবন পর্য্যন্ত অম্লান মুখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহারাই চিরকাল মানব হৃদয়ে উচ্চতম স্থান পাইয়া থাকেন। ইতিহাস এই সকল মহাত্মাদেরই জীবনচরিত। ইঁহারা ঐশ্বরিক শক্তির বলে কুসংস্কারের অন্ধকার ও কুজ্ঝটিকা ভেদ পূর্ব্বক সত্যের আলোক বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে আমাদের বাসোপযোগী করিয়াছেন। ইয়ুরোপ খণ্ডের ধর্ম্মবীরগণের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মা সক্রেটিসের জীবন বৃত্তান্ত এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশার জন্মের ৪৬৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরে মহামতি সক্রেটিসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সোফ্রোনিস্কাস্ একজন প্রস্তর-খোদক ছিলেন এবং তাঁহার জননী ধাত্রীর কার্য্য করিতেন।

বাল্যকালে সক্রেটিস পৈতৃক ব্যবসায় প্রস্তর-খোদকের কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমাজে সত্য ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে পেলিষ্টা বা বাজারে যাইয়া প্রচার করিতেন। তিনি পথে

পথে ভ্রমণপূর্ব্বক শিষ্যবর্গকে উপদেশ দান করিতেন, কোনও স্থানে বিশেষ বক্তৃতা বা আলোচনা করিতেন না। তিনি অল্প স্থলেই উপদেশ দিতেন,প্রত্যুত প্রশ্ন পরম্পরা দ্বারা শ্রোতার মনে তাঁহার মত ও উপদেশের মর্ম্ম দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতেন। এইরূপ শিক্ষা প্রণালীকে "সক্রেটিক্ শিক্ষা-প্রণালী" কহে। তিনি নূতন তর্ক-প্রণালী ব্যবহার করিতেন। আমাদের দেশস্থ মহাত্মা রামমোহন রায় সেইরূপ তর্ক-প্রণালী প্রভাবে বিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সক্রেটিসের সাংসারিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না। তিনি দেখিতে কদাকার ছিলেন; তাঁহার ওষ্ঠ, নাসিকা ও শরীর বড়ই স্থূল ছিল। জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার চেহারা দেখিয়া বোধ হয় তুমি নিতান্ত বদমায়েস্ লোক।" মহাত্মা বিনীতভাবে বলিলেন,"যথার্থ আমার দেহ যেমন কদর্য্য, মনও তেমনি। আমি কেবল মানসিক বল দ্বারা কুপ্রবৃত্তিগুলিকে শাসনে রাখিয়াছি।" তাঁহার একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন— "তিনি দেখিতে পশুবৎ, কিন্তু এই পশুবৎ বাহ্য মুখসের ভিতর এক দেবতা লুক্কায়িত আছেন। যখনই এই নররূপী দেবতা প্রকাশ্য স্থানে সত্য-সুধা বিতরণ করিতেন, তখনই সকল প্রকৃতির ও সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত।" তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে প্লেটো, জেনোফন্, ইউক্লিড্, এপলোডোরাস্, এরিষ্টিপিয়াস্, পিরো ও ক্রিটিয়াস্ ইহারাই প্রধান। ধনী নির্ধন, মূর্খ পণ্ডিত, সকলেই সমানভাবে সক্রেটিসের নিকট স্নেহ ও সমাদর পাইতেন। ইনি ধনের মর্য্যাদা করিতেন না। শীত, গ্রীষ্ম সকল সময়েই একই পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। কখনও পাদুকা ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু তুষারের উপর দিয়াও সর্ব্বাগ্রে পদব্রজে চলিতে পারিতেন। তাঁহার সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতাও অসাধারণ ছিল। ডেলিয়াম্ যুদ্ধে মিত্র-দল পলায়নোন্মুখ হইলে সক্রেটিস্ গম্ভীরভাবে শত্রুমিত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজ শয়ন-মন্দিরে পদচালনার ন্যায় ধীরে ধীরে রণক্ষেত্র হইতে গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পটিডিয়ার যুদ্ধেও বিশেষ কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ অকুতোভয়ে নিজ নির্দ্দিষ্টস্থানে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন, রাজনৈতিক আন্দোলন কালেও সেইরূপ। যদিও কেবল দুইবারমাত্র রাজনৈতিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তথাচ তাহাতে বিলক্ষণ বীরত্ব ও সত্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথমবার, আর্গিনুসী যুদ্ধ-প্রত্যাগত সেনানীগণের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে কেবল সক্রেটিস্ই তাহার প্রতিবাদ করেন। দ্বিতীয়বার, বিখ্যাত ত্রিংশৎ অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা (Tyrants) জনৈক নির্দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধানের

জন্ম আজ্ঞা করিলে সক্রেটিস্ নিজ জীবন রক্ষার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ঐশ্বরিক বাণী সক্রেটিসকে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। জীবনের পরীক্ষার ও বিপদাপদের সময় তিনি এই ঐশ্বরিক বাণী শুনিতে পাইতেন। যুদ্ধ কাল ব্যতীত তিনি কখনও এথেন্সের বাহিরে যাইতেন না। দুইজন থেসেলী-দেশীয় যুবরাজ অর্থের লোভ দেখাইয়া তাঁহাদের দেশে বাস করিতে সক্রেটিসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা স্বাধীনভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে,যাহার প্রতিদান দিতে পারিবেন না, এরূপ উপহার লইতে পারেন না; এবং তাঁহার অভাব অল্পই, কারণ দুই তিন আনা পয়সামাত্র হইলেই এথেন্সে উদরপূর্ত্তি করা যায়, ও নির্ঝর সর্ব্বদাই নির্ম্মল-বারিপূর্ণ থাকে, অতএব অধিক ধনেরও প্রয়োজন নাই।"

সক্রেটিসের রসিকতা ও স্বাধীন-চিন্তাতে সকলেই মুগ্ধ হইত। তৎ-কালের সফিষ্ট নামক পাণ্ডিত্যাভিমানী সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি ছাত্রগণের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। সফিষ্টদের ন্যায় কাল্পনিক মত প্রচারে মাথা না ঘুরাইয়া, তিনি জ্ঞানকে দেবগণের নিকট হইতে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। সিসিরো তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছেন "তিনি দর্শনকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আনিয়াছেন।" সত্য, ধর্ম্ম, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার মতে মনুষ্যই মনুষ্যের প্রকৃত আলোচ্য বিষয়।

সক্রেটিসের বন্ধু চিরেফন ডেল্‌ফির ধর্ম্মযাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সক্রেটিস্ অপেক্ষা কেহ জ্ঞানী আছেন কি না?" উত্তরে দৈববাণী বলিল, "কেহই না।" মহাত্মা এই দৈববাণীর সত্যাসত্য জ্ঞাত হইবার জন্ম কবি, দার্শনিকাদি সকলের নিকটেই যাইতেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের যেরূপ খ্যাতি, তদনুরূপ জ্ঞান ত কিছুই নাই, অথচ সকলেই জ্ঞানাভি-মানী। এইরূপে অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার মত অপরেও কিছু জানেন না, তবে তাঁহারা যে জানেন না, ইহা বুঝেন না। কিন্তু তিনি যে কিছুই জানেন না এই সত্যটী তিনি বেশ বুঝেন। বিদ্বান লোকের নিকট যাইয়া তিনি হাবা সাজিয়া বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিতেন ও তাঁহারা উত্তর করিলে ক্রমে ক্রমে অকাট্য তর্কজাল বিস্তার পূর্ব্বক তর্কচূড়ামণি মহাশয়দিগকে ভূতল-শায়ী করিয়া নিজ-তর্কজালেই বদ্ধ করিয়া লজ্জিত করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ রোষ ও লজ্জাতে পূর্ণ হইয়া অধীর হইয়া পড়িত, কিন্তু সক্রেটিসের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই শীতল থাকিত ও তিনি সহাস্য বদনে তর্ক করিতেন। এই জন্য শত্রুরা তাঁহাকে ভয় ও ঘৃণা করিত। তিনি তাহা-

দের অপ্রিয় ত হইবেনই। কে বল প্রকাশ্য স্থানে অজ্ঞানতার জন্য উপহসিত হইতে চাহে? ইউপলিস নামক জনৈক কবি বলিয়াছিলেন "আমি এই ছোট লোক-টাকে ঘৃণা করি। এ সর্ব্বদাই বকিতেছে ও কোথায় অন্ন পাইবে এই বিষয়টী ভিন্ন আর সকল বিষয়ই তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।" দেশাচারের বিরুদ্ধে বলাতে সমাজ তাঁহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। সক্রেটিস্ নিঃশঙ্কচিত্তে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন ও দেশাচার লোকাচারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজ বিবেকের বা তাঁহার "ঐশ্বরিক বাণীর" বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা নির্ভয়ে অসত্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সত্যের ধ্বজা উড়াইয়া তর্কবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাজনেতৃগণ ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চির-বাস পথের কাঙ্গাল এক ব্যক্তি সকলকেই তুচ্ছ করিবে,"বাপ পিতামহ" হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে সকলি উলটাইয়া দিবে, জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত চূড়ামণিদিগকে সর্ব্বলোকসমক্ষে অপদস্থ ও লজ্জিত করিবে, ইহা কে সহ্য করিতে পারে?

(ক্রমশঃ)।

জন্তু-বিজ্ঞান।

(৩০১ সংখ্যা ৩১৫ পৃষ্ঠার পর।)

১। শ্রেণী বিভাগ।

একটী ঘরে যদি ৫০ খানি ব্যবহারের কাপড়, ২০০ খানা পুস্তক, ২১ দিস্তা কাগজ, চারি পাঁচটী কলম, যদৃচ্ছাক্রমে চারিদিকে ছড়ান থাকে, তবে তাহার কোন একটা জিনিষ প্রয়োজনের সময় খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। একখানি চিঠি লিখিতে গেলে কাগজ কলম ঠিক করিয়া গুছাইয়া লওয়া বড় সহজ হয় না। কিন্তু যদি যথাস্থানে জিনিষ গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গুছান থাকে, তবে যত ইচ্ছা কাগজ, কলম, বই, কাপড় এক ঘরে রাখিয়া দেও, যখন যেটির প্রয়োজন, ঠিক্ সেইটি তৎ-ক্ষণাৎ পাইবে। এক মুষ্টি চাউল যদি একটা ঘরে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে দেখিতে যেন অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আবার দুই মুষ্টি চাউল যদি একটী স্থানে রাখা যায়, তবে দেখিতে বড়ই অল্প বলিয়া মনে হয়। শৃঙ্খলার গুণে অধিক যেন অল্প বলিয়া মনে হয়, অসংখ্যও যেন আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে। শরতের নির্ম্মল আকাশে, নীল আকাশভরা যত নক্ষত্র দেখিতে পাই, সাধারণতঃ আমরা সেগুলি অসংখ্য বলিয়া ভাবি। বাস্তবিকও অসংখ্য অনন্ত লোক, এই অনন্ত শূন্য ব্যাপিয়া আছে। কিন্তু আমরা [illegible] যতগুলি

নক্ষত্র দেখিতে পাই, সেগুলি গণিয়া শেষ করা গিয়াছে। শৃঙ্খলার বলে, শ্রেণী বিভাগের ফলে, আকাশে কত তারা আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত এ জগৎ-ভরা কত জীব, কত জন্তু! কিন্তু একটু গুছাইয়া লইতে পারিলে, ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। একবার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে সমগ্র জন্তু জাতির বৈজ্ঞানিক তত্ব, কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করাও সহজ হয়। সুতরাং শ্রেণী বিভাগ বিজ্ঞানের প্রথম সোপান। কিন্তু কার্য্যটি বড় কঠিন।

এ দেশে জাতির একটী নাম বর্ণ। যখন আর্য্যেরা সকলে শুক্লকায় ছিলেন, তখন বর্ণ লইয়া জাতির প্রভেদ করা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছিল। এখন কিন্তু আমরা শত শত অতিবড় কুলীন সন্তানদিগকেও নিবিড় কৃষ্ণকায় দেখিতে পাই। বর্ণ একটা অতি পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা। ইহার উপর জাতি বিভাগ চলে না। বাহ্যিক আকৃতিতেও জাতি স্থির হয় না। চারিখানি পা দেখিয়া যদি চতুষ্পদ বলিয়া একটী জাতি স্বীকার করা যায় এবং ঐ জাতি হইতে পক্ষী, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য প্রভৃতি বাদ দেওয়া যায়, তবে বড় ভ্রমে পড়িতে হয়। কারণ, পক্ষী জাতির ডানা, সম্মুখের দুখানি পায়ের রূপান্তর মাত্র। যদিও তদ্দ্বারা এখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, [illegible]ড়িয়া যাওয়া ও ভ্রমণ উভয়ই এক জাতীয় কার্য্য। আবার ইহাও বুঝা যায় যে, চারিখানি পা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া মৎস্য জাতিতে তাহাদের ডানার সৃষ্টি করিয়াছে। সাপের পা নাই, ইহাই লোকের বিশ্বাস; তাই কথায় বলে, সাপের পা দেখিলে রাজা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাপের চারিখানি পার চিহ্ন ও অঙ্কুর রহিয়াছে। এ হিসাবে স্তন্যপায়ী জাতি, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর জাতি ও মৎস্য চতুষ্পদের অন্তর্গত। সুতরাং এরূপ বিচারে শ্রেণী বিভাগ চলে না। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন প্রণালী, আকৃতি এ গুলির উপর জাতি বিভাগ অবশ্যই নির্ভর করে। কিন্তু সুধু তাহাতেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাদির আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী ও কার্য্যোপযোগিতার বিচার করা চাই।

মনেকর একস্থানে দুইটী কল আছে। কল দুইটীই বন্ধ। দুইটী কলেই দেখা গেল যে, দুইখানি করিয়া দীর্ঘ হাতা, এবং দুটী করিয়া বড় পেঁচ আছে। যদি ইহা দেখিয়াই দুইটিকে এক শ্রেণীর কল বলিয়া স্থির করিয়া লওয়া যায়, তবে ভুল হইলেও হইতে পারে। যখন কল দুইটী কার্য্য করিতে থাকে, তখন মনে কর, দেখাগেল, যে, একটীর হাতা দুইখানি অগ্নিতে বাতাস দিবার জন্য; একটীর পেঁচ, অগ্নির উত্তাপ নিয়মিত করে; অপরটির পেঁচ চাকা ঘুরায়। তখন হাতা বা পেঁচের লক্ষণে যন্ত্র দুইটী লক্ষণাক্রান্ত করিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে

পারে না বরং একটীর যাহা হাতা, অপরটীর তাহাই পেঁচ। "ভোঁ ভোঁ করিলেই ভোমরা হয় না। গলায় পৈতে থাকিলেই বামন হয় না।" এজন্ম শ্রেণী বিভাগের সময় অঙ্গ গঠন প্রক্রিয়া (Morphology) এবং অঙ্গের ক্রিয়া (Physiology) স্থির করিতে হয়। এইরূপ বাহ্যিক আকৃতিতে সহস্র প্রভেদ সত্বেও অঙ্গগঠন প্রক্রিয়ার গণনায় সমগ্র জন্তু জাতি গুটিকতক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রতি গোষ্ঠীর জন্তু, অঙ্গের-কার্য্যোদ্দেশ্যের হিসাবে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোত্রে বিভক্ত। এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, শরীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। যাঁহারা পারেন, করিবেন। আমরা এস্থলে কেবল মোটামুটি উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রথা দ্বারা নির্দ্ধারিত, জন্তুদিগের বিভাগের কথাই উল্লেখ করিব এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্তুর, প্রকৃতি, অবস্থা, কার্য্য প্রভৃতির পরিচয় দিব। এবারকার প্রবন্ধ সাধারণশ্রেণী বিভাগ করিয়াই শেষ করিব।

সমগ্র জন্তু সৃষ্টি, দুইটী বৃহৎ জাতিতে বিভক্ত। এই দুইটী জাতিকে "মেরুদণ্ডী" ও "মেরুদণ্ডহীন" নামকরণ করা যাউক। একটু অভ্যন্তরীণ লক্ষণ দ্বারা এই দুই বৃহৎ শ্রেণীর পার্থক্য বুঝাইতেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটী কাঁকড়া কিম্বা বিছা, কোন একটী পতঙ্গ লও, এবং প্রথম শ্রেণীর পক্ষ হইতে একটী মাছ কিম্বা বেঙ লওয়া যাইতে পারে। মাছ অনেকে আহার করিয়া থাকেন; না হইলেও, অনেক মরা মাছ পাওয়া যাইতে পারে। একটা মরা কাঁকড়া, পতঙ্গ বা বিছা পাওয়া খুব সহজ। প্রথম একটী পতঙ্গকে সযত্নে অ[illegible] (transversely) দুইভাগে [illegible] করিলেন। [illegible] প্রতি যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যা[illegible] যে তাহার শরীরের মধ্যে একটীমাত্র রন্ধ্র আছে এবং ঐ রন্ধ্রের মধ্যেই তাহার একটী আহার রন্ধ্র, একটী রক্ত সংক্রমণ প্রণালী, এবং একটী স্নায়ুচক্র। কিন্তু যদি বেঙ উক্তরূপে কাটিয়া লওয়া যায়, তবে তাহার শরীরের মধ্যে দুইটী রন্ধ্র দেখা যাইবে। একটী রন্ধ্রের মধ্যে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডসহ স্নায়ুচক্র; এবং অন্য রন্ধ্রের মধ্যে, আহার রন্ধ্র, রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুচক্রের কিয়ৎভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি; শেষোক্ত শ্রেণীর ২টী রন্ধ্রের স্নায়ুচক্রের প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

(ক) মেরুদণ্ডহীন জন্তুর কর্ত্তিতাংশ।
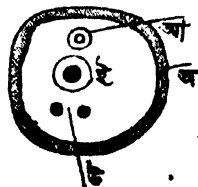
(খ) মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুর কর্ত্তিতাংশ।
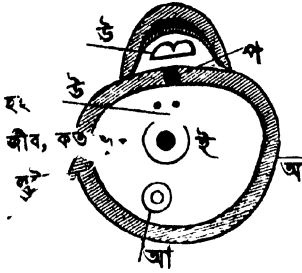
অ, দেহের ভিত্তিরূপ আবরণ। আ, রক্ত সংক্রমণ প্রণালী। ই, খাদ্য রন্ধ্র। উ, স্নায়ুচক্র। উ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর সহিত মেরুদণ্ডাংশ। প, পৃষ্ঠতন্ত্রী।

অধিকন্তু মেরুদণ্ডী জন্তুর অভ্যন্তরে, একটী কঙ্কাল দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নাম অন্তঃ কঙ্কাল (Endo-skeleton) রাখিলাম। এই অন্তঃ কঙ্কালের মধ্য ভাগে একটী দণ্ড আছে; সেটী মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠদণ্ড। এই শ্রেণীর যে জন্তুতে ঠিক্ মেরুদণ্ডটী নাই, সেখানে তদনুরূপ আর একটী জিনিষ আছে; তাহাকে পৃষ্ঠতন্ত্রী (Noto-chord or Chordo-dorsalis) নামে অভিহিত করিব। আর একটী কথা, মেরুদণ্ডী জন্তুর প্রত্যঙ্গ চারি খানির অধিক নহে এবং সেগুলি, মেরুদণ্ডহীন জন্তুর মত শরীরের স্নায়ুচক্রের দিকে গুটাইয়া থাকে না, বরং দূরে প্রসারিত থাকে। এগুলি পরীক্ষায় না বুঝিলে চলিবে না। এখন থাকুক, এ সকল কথায় পরে প্রয়োজন হইবে। এই দুই শ্রেণী আবার অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। মেরুদণ্ডহীন জন্তু ৫টী বিশেষ শ্রেণীতে এবং মেরুদণ্ডী জন্তুও ৫টী শ্রেণীতে বিভক্ত! ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া তাহাদের পরিচয় দিব।

জন্তুবিজ্ঞানের তিক্ত ও কঠোর ভাগের উল্লেখ সংক্ষেপে করিলাম। আগামী বার হইতে এক একটী শ্রেণীর নাম করিয়া তদন্তর্গত এক একটী বিশেষ শ্রেণী ধরিয়া ধারাবাহিকরূপে এই জন্তু জাতির বর্ণন করা যাইবে। বর্ণনাংশ সরস করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু নীরস কথাও বিজ্ঞানে অনেক বলিবার থাকে। সে সকল পাঠ করিতে হইলে একটু ধৈর্য্য চাই। স্ত্রীজাতি ধীরতা গুণে চিরপ্রসিদ্ধ; সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া কিছু উপরোধ অনুরোধের প্রয়োজন দেখি না।

অহঙ্কারীর পরিণাম।

আমি ভোর বেলায় জমিদার বাবুর বাগানে ফুটিয়াছি। আমার সুমুখে, পিছনে, দুপাশে অনেকেই ফুটিয়াছেন। আমার অতি নিকটে যিনি ফুটিয়াছেন, তাঁর নাম গোলাপ। এমন সৌন্দর্য্য আমার জীবনে কখনও দেখি নাই, তার

উপরে সৌরভ! সবাইকে পাছে রাখিয়া বাতাস আগে তাঁরই গন্ধ বহিতেছিল, তাঁর হাসিতেই আমাদের বন আলোময় হইয়াছে দেখিয়া আমার প্রাণে কত আহ্লাদ হইল তা আর কি বলিব? বড় সাধ হইল যে মন খুলিয়া তাঁহাকে ভালবাসা জানাই। কিন্তু তিনি বড়লোক, আমি গরিব, তাঁর কত শোভা, কত বাহার—আমার তো কিছুই নাই; পাছে আমার মত অযোগ্য বন্ধুর ভালবাসা পাইয়া তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন, সেই ভয়ে চুপে চুপে, পাতার আড়াল থেকে, তাঁহার গোলাপী দেহের মনোহর মাধুরী দেখিতে লাগিলাম।

একটু খানি পরে গোলাপ আমার দিকে চাহিলেন; চাহিয়া একটু হাসিলেন। আমি মনে মনে খুব আশ্বাসিত হইলাম; তাঁর সুমধুর কথা শুনিবার আশয়ে কতবার মুখ পানে চাহিতে লাগিলাম। বোধ হয় আমার ভাব দেখিয়া সুললিত কণ্ঠে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কি লো মল্লিকে, অমন করে আমার পানে তাকাচ্চিস যে?" আমার পাশে যূথিকা ছিল, সে আমার কানে কানে বলিল "ও হরি! অমন সুন্দর মুখে অমন কটমটে কথা কেন?" আমি কথা কহিলাম না—সত্য বলিতেছি গোলাপের কথাটী ভদ্র লোকের নিকট তত ভাল বোধ না হইলেও সেদিকে আমার মন ছিল না। আমি বক্তার কণ্ঠস্বরে প্রীত হইয়া উত্তর করিলাম "আপনার স্রষ্টাকে মনে করিতেছি।" গোলাপ মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কেন?" আমি বলিলাম "ভাবিতেছি এমন সৌন্দর্য্য—এমন সৌরভ—এমন চল চল মাধুরী যিনি করিয়াছেন, তাঁহাতে নাজানি কি আছে!—"

আবার গোলাপ অভদ্রতা করিলেন। আমি যে কথা বলিলাম তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, কেবল সৌন্দর্য্যের কথাটীই বুঝিলেন! আমার মুখের কথা না ফুরাইতেই বলিয়া উঠিলেন "আমি যে কি, তা এখনও বুঝিস্ নি, আমার আদর—আমার গৌরব তা এখনও দেখিস্ নি! বাবুর মেয়েরা আমায় মাথায় পরে রাখে, ছেলে বাবুরা আমায় পকেটে পুরিয়া থাকে, যে দেখে সেই বাহবা দেয়!—যেন আমায় দেখিয়াই তারা ধন্য হইল! তাই বলিতেছি আমার মহত্ব এখনও বুঝতে তোদের বাকি আছে।"

গোলাপ আপনা আপনি এই কথা বলিতেছে দেখিয়া লজ্জায় আমার বুক কেমন করিতে লাগিল। সে মধুরতা—সে রমণীয়তা যেন এই কয়টী কথায় মুছিয়া গেল। আমি কোন উত্তর করিলাম না, যূথি আবার আমার কানে কানে বলিল "সপ্তমে চ'ড়ে রয়েছেন যে! ওর চাইতে উনি আগাছার ফুল হ'লে সুখে থাকতে পার্ত্তেন!" আমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া গোলাপ আবার বলিল "তোদের জনম বিফল

মল্লিকে! মেয়েরা তোদের মাথায় পরে না, ছেলেরা গলার হার করে না, তোদের কি গতি হবে?—এক সেই জগন্নেথে মালী, সেই যদি ঠাকুর ঘরে দেয়, আর তো কোন কাজেই লাগ্‌বিনে।”

আমার আর সহ্য হইল না। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম “তুমি যাহা বলিলে, তাহাই আমার প্রার্থনীয়। আমার এ ক্ষুদ্র জীবন মানুষের ভোগবিলাসে না লাগিয়া উপকারে লাগে, তার উপরে দেবতার উদ্দেশে সমর্পিত হয়, তাহাই আমার প্রাণের একমাত্র প্রার্থনা।” গোলাপ অবহেলার হাসি হাসিয়া বলিল “ছোট লোকের দশাই ঐ রকম! অমন সোণার চাঁদদের কাজে লাগ্‌বি কেন? —উড়ে মালীর কশ্‌কশে হাতে উঠ্‌বি, ঠাকুর বাড়ীর ডোবায় পচে মর্‌বি, হা! হা! হা!” শুনিয়া যুথিকা উত্তর করিল “ও মা, এটা কোথাকার পাপ, এক কথায় আর উত্তর দিচ্ছে কেন?” গোলাপ রাগে আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমার বড় ভয় হইল, সরলা বালিকাকে মুখরা না জানি কি বলে!—কিন্তু গোলাপ কথা কহিবার অবকাশ পাইল না, সহসা টুন টুন ঝনাৎ শব্দে বাগান পূরিয়া গেল, আমরা চাহিয়া দেখিলাম, বাবুর মেয়েরা বাগানে আসিয়াছেন। তাঁরা কেউ গন্ধরাজ, কেউ রজনীগন্ধা তুলিয়া মাথায় দিলেন, একজন সেই গোলাপকে পাড়িয়া খোঁপায় পরিলেন। গোলাপ যাইবার সময়ে আমাদের মুখপানে চাহিয়া এক তীব্র হাসি হাসিয়া গেল, সে হাসির অর্থ “এই দেখ্‌ আমি কত বড় লোক!” যথার্থ বলিতেছি যখন বাবুর মেয়ের মাথার উপরে সে উঠিল, তখন তার শোভা যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল! কালো কুচ্‌কুচে চুল, তার উপরে গোলাপ; যেমন মেয়েটী তেমনি গোলাপটী! দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইল, আমি সেই বিশ্ব-স্রষ্টা দেবকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণের পরে মেয়েরা চলিয়া গেলেন।

আর একটু পরে গোলাপের কথিত “জগন্নেথে মালী” দেখা দিল। আমি ও যুথি আহ্লাদে তার সাজিতে উঠিলাম। সে সাজি পূর্ণ করিয়া আমাদের লইয়া ঠাকুর ঘরে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা চন্দন মাখিয়া আমাদিগকে বিশ্বনাথের উদ্দেশে, তাঁরই চরণে দিলেন; আহ্লাদে আমি অবশাঙ্গ হইলাম! তখন করযোড়ে বলিলাম “হরি হে, দীনবন্ধো, যে তোমায় কায়মনোবাক্যে ডাকে, তুমি তাকে এমনই দয়া কর! আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থও তোমার অনুগ্রহ এত পাইতেছে! এই জন্যই তুমি করুণাময়, পতিতপাবন!” আমি এই সকল বলিতেছি, এমন সময়ে কয়জন লোক সেই ঘরে উপস্থিত হইল। একজন আগন্তুক বলিলেন “ঠাকুর মশাই! মল্লিকা ফুল কয়টী ফেলিয়া দিবেন না, পূজা শেষ হইলে আমি লইয়া যাইব। উহা দিয়া একটা অষুধ তয়েরি করিব।”

আহ্লাদের উপর আহ্লাদ! আমার এ দেহ পরের কাজে লাগিবে! আমার ফুল-জীবনে ইহার অধিক আর সার্থকতা কি?

এইখানে দুইটী বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। একজন বলিতেছে ভাই সে গোলাপটা কি হইল? উত্তরে শুনিলাম "আহা! সে গোলাপটা মাথা থেকে খুলে পচা নর্দ্দামার ভিতরে পোড়ে গিয়েছে।" এ কণ্ঠস্বর আমি চিনিলাম, সেই যিনি গোলাপকে মাথায় দিয়াছিলেন, শেষ স্বর তাঁরই। কথা শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল!—আহা গোলাপ! তুই রূপে গুণে অতুলনীয় হইয়া অহঙ্কারের ফলে নর্দ্দামায় পচিয়া মরিলি! অহঙ্কারীর এইরূপ অধঃপতনই হয়! আমরা দুদিনের জন্য আসিয়াছি, মানব! তোমরা অনেক দিন থাকিবে, তোমরাই ভাল করিয়া শিক্ষা কর। শ্রীমাঃ—

মহাপ্লাবন।

(৩০৩ সংখ্যা ৩৭২ পৃষ্ঠার পর)

আরব ও সিরিয়া দেশের লোকেরা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ কল্পিত কালের ব্যবস্থানুসারে জুনো দেবীর মন্দির বৎসরের মধ্যে দুইবার সমুদ্র জলদ্বারা ধৌত করিত। কালডিয়া দেশের জলপ্লাবনের বিবরণ এইরূপ। যখন জিজ্মথ্রস্ নামক ব্যক্তি কালডিয়া দেশের রাজা ছিলেন, তখন একদা অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধমৎস্যাকৃতি ওনিস্ নামক দেবতা স্বপ্নেতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথিবী জলপ্লাবিত হইবে, ইহা তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। আরও তিনি তাহাকে ভূতকালের সকল বিষয়ের ইতিহাস লিখিয়া কোন স্থানে তাহা সমাহিত করিয়া রাখিতে এবং তরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিজ বন্ধু বান্ধব ও চতুষ্পদ জন্তু ও পশু পক্ষি সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে রাজা সমুদয় প্রস্তুত করিয়া তরীতে আরোহণ করিলে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইল। কিয়ৎকাল পরে জলের হ্রাসতা হইলে রাজা স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে ভূমিতে অবতরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বহুকাল পরে আকাশবাণীর উপদেশানুসারে তদ্দেশবাসীরা সেই সকল ভূতকালের ইতিহাস ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করে! গ্রীস দেশের জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত এইরূপ:—সত্যকালে ওনেকস নামক এক ব্যক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিবাসীরা তাঁহার জীবন কালের পরিমাণ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইল। তাহাদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য দৈববাণী হইল যে যখন ওনেকসের জীবন কালের শেষ হইবে, তখন পৃথিবী ধ্বংস হইয়া সমস্ত মনুষ্যজাতি

বিনষ্ট হইবে। তদনন্তর গ্রীস দেশীয় ডিউকেলিয়ন্ * নামক ব্যক্তির জীবিত কাল সময়ে জলপ্লাবন হইয়া সমস্ত মনুষ্য কুল বিনষ্ট হইল তখন দেবতারা মৃত্তিকায় নরাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বায়ু দ্বারা সেই প্রতিমূর্ত্তিকে জীবন দান করিলে পুনরায় পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাব হইল।

হিন্দুশাস্ত্র মৎস্য পুরাণে বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মশীল রাজা সত্যব্রতকে জলপ্লাবনের বিষয় জ্ঞাত করান ও তরণী প্রেরণপূর্ব্বক সপ্ত ঋষি ও সত্যব্রত রাজাকে সেই মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন। পরে তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কিয়ৎকাল নৌকা পরিচালিত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার আদেশে ঋষিরা হিমালয়ের যে শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন, পরে তাহা 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত হইয়াছিল। আমেরিকাস্থ ব্রেজিল, কুবা ও তরাফর্ম্মার(পেরুদেশস্থ) জন প্রবাদের সহিত বাইবেলোক্ত নোয়া ও তৎঘটিত বৃত্তান্তের অবিকল ঐক্য দৃষ্ট হয়। চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ঐ প্রকার বিবরণ লিখিত আছে। যাস্ নামক রাজার রাজত্বকালে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল এবং তাঁহার আজ্ঞায় প্লাবনের জল পৃথিবী হইতে অপসারিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রসঙ্গ চীনের প্রাচীন ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* সিরিয়া দেশের প্রবাদেও ডিউকেলিয়ন নাম পাওয়া যায়।

এইরূপ যখন সমস্ত জাতির ইতিহাসে জল প্লাবনের বিবরণে মূলতঃ একরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তখন আদিমকালীন মনুষ্যজাতি যে প্রথমে একত্রে একস্থানে বাস করিত ও সেইস্থানে এই ভয়ঙ্কর জল প্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ইহার সম্বন্ধে বিপরীত মত ব্যক্ত করেন। তাঁহারা ইহাকে পৃথিবীর একস্থানব্যাপী না বলিয়া সর্ব্বদেশব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহারা পৃথিবীঘটিত আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ ঘটনাকে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে ধারণা করেন না। তাঁহারা বলেন আদিম কালে কোন সময় সমস্ত পৃথিবীতে জল-প্লাবন সংঘটিত হইয়া থাকিবেক এবং সেই প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনুষ্যেরা সেই সেই দেশের পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইয়া থাকিবেক। তাহাতেই সকল জাতির ইতিহাসে জলপ্লাবনের বিবরণে একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস্য নহে, কেন না এরূপ ঘটিলে সকল জাতির ইতিহাসে মূলতঃ একরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব— অবশ্য বাহুল্যরূপে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত। কিন্তু যখন এরূপ ঘটে নাই, তখন ইহা একস্থানব্যাপী বলিয়াই বিশ্বাস করা অধিক সঙ্গত।

মাতার প্রতি উপদেশ।

কয়েক বৎসর গত হইল আমেরিকায় একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শতাধিক ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁরা কি কি উপায়ে সচ্চরিত্র ও মার্জ্জিত-হৃদয় হন, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে অধিকাংশ ব্যক্তি উত্তর করেন যে, শুধু এক মাতৃশিক্ষার গুণেই। মাতার প্রদত্ত শিক্ষার এমত ক্ষমতা কেন? প্রথমতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তানের ভাবী জীবন গঠন বিষয়িণী শক্তি মাতৃহস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মাতৃস্নেহ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া অমিয়ময় স্তন্যপান করাইয়া ও নানা প্রকার আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া লালন পালন করিয়া তাহার শারীরিক মঙ্গল বিধান করেন। এই প্রকার যত্ন হইতে মনে এক কমনীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। মানবচরিত্র গঠনবিষয়ে ভালবাসার আকর্ষণীশক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুভূত হয়। ইহারই দ্বারা মানব স্বভাব সুশাসিত ও পরিচালিত হয়। নারীর কোমলহৃদয় ভালবাসার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব নারী ভিন্ন কাহার ভালবাসা অধিকতর কার্য্যকরী হইবে? ভালবাসাই তাঁহাকে ধৈর্য্যশীলা, সরলা ও ক্ষমতাশালিনী করে। তাঁহার বাক্য মৃদু ও মধুর; তাঁহার হাস্য সুমধুর; তাঁহার ভ্রূকুটি অপেক্ষাকৃত কম ভীতি ও বিরক্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে অন্তঃকরণে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁহার বদন-জ্যোতিতে ক্ষুদ্র-শি[illegible]শুর প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য মনড[illegible]র্থাই বলিয়াছেন যে, যিনি দোলনা দেন, তিনিই জগৎ শাসন করেন। শিশুর চরিত্র কোমল মৃৎপিণ্ডবৎ, ইহাতে যাহা পড়িবে তাহার অনুরূপ ছবি থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বলা বাহুল্য তাহার মনোবৃত্তি স্ফুরণ বিষয়ে জনয়িত্রীই মুখ্য উপায়। শুধু শরীরের কল্যাণ বিধান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, হওয়াও উচিত নহে, আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিধান বিষয়েও তাঁহাকে বিশেষ যত্নবতী হইতে হইবে। সন্তানের মন ও অন্তর তাঁহার হস্তে সমর্পিত। অস্মদ্দেশীয়া মাতৃগণ—এ বিষয় আদৌ মনোযোগপূর্ব্বক দেখেন না। তাঁহারা ভাবেন যে, সন্তানের দৈহিক কুশল কামনা করিলে ও দৈহিক কুশল বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইল। ইহা বিষম ভ্রম। এই বিষম ভ্রমের বিষময় ফল মাতাকে ও সন্তানকে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে হয়। মাতৃশিক্ষার বলে শিশু প্রথমে কথা কহিতে শিখে, ভাবভঙ্গি শিখে। উত্তরকালবর্ত্তী যাহা কিছু শিক্ষা তৎসমস্তের ইহাই ভিত্তি। মাতৃশিক্ষা ভাল হইলে সন্তান সুশিক্ষা পাইবে, মাতৃ-শিক্ষা মন্দ হইলে, সন্তান কু শিক্ষা

পাইবে। অনেকে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, শৈশব শিক্ষা যেরূপ হউক না কেন, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পরকালবর্ত্তী শিক্ষাই বিশেষ কার্য্যকরী। এই কথার উত্তরে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাতৃশিক্ষাই ভিত্তিস্বরূপ। পরে যেরূপ শিক্ষা হউক না কেন, খারাব ভিত্তির উপর উত্তম অট্টালিকা যেরূপ স্থায়ী হয় না সেইরূপ কুসংস্কার-সঙ্কুল মন্দ মাতৃ শিক্ষার উপর সুশিক্ষা স্থাপন করিলে তাহাও পরিণামে মন্দ হইয়া উঠে। তিনিই সন্তানগণের সমক্ষে আদর্শ। তিনিই ন্যায়ের সুন্দর প্রতিমা। তাঁহার কথায়,কার্য্যে ও স্বভাবে তিনি যাহা পরিচয় দেন, সেগুলি তাহারা সতত সূক্ষ্মরূপে দর্শন করে। তিনি অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে কথায় ও কার্য্যে যাহা শিক্ষা দেন, তাহারা তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে। এই হেতু আমরা বলিতেছি যে, মাতাকে সর্ব্বদা আপন দায়িত্ব ও শক্তির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ণ-চেতা থাকিতে হইবে। সমাজের আশা ভরসা, পরিবারের অগ্রণী, ও অনন্তের শিক্ষার্থী জ্ঞানে তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। মাতৃগণ! মাতৃ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অগ্রে একাগ্রতা ও সদনুষ্ঠান দ্বারা শিক্ষা করুন। আশা করি আপনারা কখনও বিস্মৃত হইবেন না যে, আপনাদিগের চতুঃপার্শ্বে যাহারা ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে অমর আত্মা আছে।

বিচক্ষণা জননী অতি সাবধানে বিচরণ করেন। সন্তানদিগের চরিত্র বুঝিয়া তিনি যেন তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার করেন। সংসারে যত সন্তান তত প্রকার পৃথক্ স্বভাব। যে উগ্রস্বভাব ও সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে দমন করিতে হইবে; যে ভীরু-স্বভাব লোকের সহিত বড় মিশিতে চাহে না, তাহাকে সাহস দান ও প্রোৎসাহিত করিতে হইবে। এইরূপে এক একটির স্বভাব ও চরিত্র অভ্যাস করিয়া চলিতে হইবে। যিনি এই সকল বুঝেন না, তিনি কুত্রাপি সুমাতা নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

(৬ সংখ্যক)

১। পিপীলিকা,—মধুমক্ষিকা জাতির ন্যায় ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা পর্ব্বতের আকারে বালুকা, মৃত্তিকা ও বৃক্ষপত্রাদি দ্বারা আবাস নির্ম্মাণ করে। এই পিপীলিকাবাসের উপরিভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকার দ্বার থাকে এবং ইহার অভ্যন্তরে সোপান পরম্পরা দ্বারা গৃহগুলি সজ্জিত হয়। এই সোপান

অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহ-প্রবেশ এবং গৃহ হইতে বহির্গমনের বিশেষ সুবিধা হয়।

উপরি উক্ত শ্রেণীত্রয় যথা,—পুং, স্ত্রী, এবং কর্ম্মোপজীবী। গ্রীষ্মাগমে সমগ্র জাতি গৃহসংস্কার এবং শীত ঋতুর জন্য আহারীয় সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার-পূরণে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়। এই জন্য বাইবেল আলস্য ও জড়তাকে তিরস্কার করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, "হে অলস ব্যক্তি! পিপীলিকার কার্য্যপ্রণালী অবলোকন কর, তাহাদের নিকট হইতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় শিক্ষা কর।" ইহারা দূর হইতে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া আনে। কোন বস্তু অধিক ভারী হইলে একাধিক পিপীলিকা সমবেত হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে প্রিয় বস্তুটিকে গৃহে আনিয়া "গুদামে" যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে।

কোন বিপদের আশঙ্কা হইলে এই পরিশ্রমশীল ক্ষুদ্র জাতি শান্তিময় স্থান দেখিয়া তথায় গমন করে এবং পুনরায় তথায় পূর্ব্ববৎ কার্য্যারম্ভ করে।

বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকাগণ পরস্পরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়া থাকে। যুদ্ধকালে তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, প্রাণপণ যুদ্ধ করে, আহত ও ক্ষতদিগকে সমরভূমি হইতে স্থানান্তরিত করে, এবং বিপক্ষদলের পরাজিতদিগকে দাস করিয়া কুটীরমধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে বা কঠোর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেয়।

পিপীলিকাদিগের কুটুম্বাদিও অনেক। উই, বড় পিপীলিকা, কাঠ-পিপীলিকা ইত্যাদি ইহাদের "দায়াদ" বা জ্ঞাতি। পিপীলিকার বৃত্তান্ত বহু-বিস্তীর্ণরূপে ডারউইন্ সাহেব তাঁহার এক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে এই ক্ষুদ্র জীবের বিষয় আলোচনা করিলে ইতর জাতীয় জীবগণের যে জ্ঞান বুদ্ধি একবারেই নাই এ কথা বলা যায় না।

২। মাকড়্সা,—ইহাদের মধ্যে বহু জাতি-বিভাগ আছে। কিন্তু সকলেরই চারি জোড়া পা, চারি জোড়া চক্ষু, দুইটী হস্ত, এবং জাল বুনিবার জন্য হস্তের ন্যায় অস্ত্র বিশেষ আছে। ইহারা জাল দ্বারা আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সকল জাল এক প্রকার আঠাল বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। অসতর্ক কীট পতঙ্গাদি জালের মধ্যে পড়িলে তাহাদের আর নিস্তার থাকে না। ধূর্ত্ত মাকড়্সা লুক্কায়িত স্থান হইতে নির্গত হইয়া ঐ অসাবধান কীট পতঙ্গদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক "হনন" করে। যদি জালের কোন ভাগ ছিন্ন হয়, তবে মাকড়সাগণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে উহা মেরামত করিয়া লয়; এবং জালে ধূলা লাগিলে হস্ত দ্বয় দ্বারা সবলে জাল ঝাড়িয়া ফেলে, তাহা হইলেই ধূলা ঝরিয়া যায়। তৎপরে নিজ গাত্রের ধূলা ঝাড়িতে প্রবৃত্ত

হয়। ইহাদের গৃহ ও জাল রচনা অতীব বিচিত্র। সর্ব্ব-জাতীয় মাকড়সাদের উদরের পার্শ্বে চারি বা ছয়টী বুনিবার যন্ত্র থাকে। এই উচ্চ উচ্চ যন্ত্রের অগ্র-ভাগে বহু-সংখ্যক ছিদ্র বা মুখ আছে। এই ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে সূচ্যগ্র প্রমাণ স্থানের মধ্যে সহস্রাধিক এইরূপ মুখ থাকিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে একটী অস্ত্র হইতে এক সহস্র সূক্ষ্ম সূতা একী-ভূত হইয়া বাহির হয়। ঐ মিলিত সূক্ষ্ম সূতা সকল এই বুনন্ যন্ত্রের এক দশমাংশ ইঞ্চ দূরে মিলিত হইয়া, দৃশ্যমান মাকড়্-সার সূতায় পরিণত হয়। এই সকল সূতার দ্বারা মাকড়্সা জাতি জাল রচনা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কীট-পতঙ্গ-সঙ্কুল বৃক্ষলতাদির মধ্যে, কেহ বা গবাক্ষ এবং প্রকোষ্ঠের কোণে, কেহ বা পরিত্যক্ত গৃহাদির মধ্যে জাল ও আবাস নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু এখনও গুপ্ত শিবির নির্ম্মাণের বিষয় বলিতে অবশিষ্ট আছে। শ্রুতিকটু-নামানুরূপ বিকটাকার ভৈরব মূর্ত্তি লুকাইয়া না রাখিলে ভয়ে কোন প্রকার কীট পত-ঙ্গাদি নিকটবর্ত্তী হইবে কেন? চতুর মাকড়্সা ইহা বেশ জানে, তাই জালের নিম্নে রেশম সদৃশ সূতার দ্বারা ছাউনি নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুকাইয়া থাকে। ইহারা এই ছাউনির কিরূপ ব্যবহার করে তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বীরবালা কর্ম্মদেবী।

ধন্য রাজস্থান! তুমি পূজ্য সবাকার,
শত শত বীরাঙ্গনা,
গুণগ্রামে অতুলনা,
বাড়াল গৌরব কত, সুনাম তোমার!
অরিন্ত রাজ-দুহিতা
দেখালে যে তেজস্বিতা,
অসামান্য অলৌকিক চরিত্রের বল;
ভারতের ইতিহাসে
সীতা ও সাবিত্রী পাশে
স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন থাকিবে উজ্জ্বল।
চাহিয়ে পতির পানে
সাহস উৎসাহ দানে
কহিলেন বীরবালা—"সমর কৌশল
দেখিব স্বচক্ষে আজ,
পর নাথ রণ-সাজ;
রণশায়ী হও যদি—থাকিয়ে অটল,

হইব অনুগামিনী
আপনারে ধন্যা মানি
রাজপুত বালা কবে শমনেরে ডরে?
ক্ষত্রিয় মরিবে রণে
যুদ্ধ করি প্রাণপণে
জনম লয়েছে তাই ক্ষত্রিয়ের ঘরে।"

বাধিল তুমুল রণ,
করি অসি উত্তোলন
আঘাত করিলা 'সাধু' 'অরণ্যকমলে,'

অরণ্যকযবন (ও) তার
তরবারি খরধার
লক্ষ্য করি সাধু-শির হানিলা সবলে।
দেখিলেন কর্ম্মদেবী
তাঁহার সৌভাগ্য রবি
চির অস্তমিত, ছাড়ি সমর প্রাঙ্গণ,
প্রাণের অধিক ধন
দিতে হ'ল বিসর্জ্জন
ভেঙ্গে গেল অকস্মাৎ সুখের স্বপন!
কাতর না হয়ে তায়
শৈল সম ধীরতায়
অসি লয়ে নিজ হাতে এক বাহু তাঁর—
কাটিয়া কহিলা সতী
(ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিমতী)—
"বলিও বলিও দিয়ে শ্বশুরে আমার;—
পুত্রবধূ আপনার
আছিল সে এপ্রকার।"
আদেশিলা অন্য বাহু কাটিতে আবার।
কাটা হলে,—ছিন্ন কর,
কহিলা "হে অনুচর
বিবাহের মণি মুক্তা যত অলঙ্কার
বাহু সহ সঙ্গে লয়ে,—
দিও নতশির হয়ে
অভাগিনী অবলার ক্ষুদ্র উপহার।"
যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা জ্বালি
দিলা তাতে প্রাণ-ঢালি
সহাস্য বদনে সতী ত্যজিলা জীবন,
আহা কি স্বর্গীয় ভাব!
পবিত্র বীর স্বভাব
কে দেখাবে কর্ম্মদেবী তোমার মতন?

ধন্যা রাজপুত বালা
সাজায়ে বরণ ডালা
ওই দেখ সাধ্বীগণ স্বর্গ হতে আজ,
এসেছেন ধরাতলে,
নিতে তাঁহাদের দলে,
তোমারে লভিয়ে ধন্যা রমণীসমাজ।
অতুল সৌন্দর্য্য রাশি
যেনরে শারদ-শশী
ভস্ম হ'ল চিতানলে চক্ষের নিমেষে,
কিন্তু সে চরিত্র গুণ
পরশনে চিতাগুণ
উজলিল শত গুণ অজানিত দেশে।
পঁহুছিল যথাকালে—
সে ছিন্ন বাহু যুগলে
দাহন করিতে আজ্ঞা দিল নৃপবর,
সতীর সম্ভ্রম তরে
(সেথা) পুকুর খনন করে
'কর্ম্মদেবী সরোবর' নাম দিলা তার।
এই কি সে রাজস্থান
যার কীর্ত্তি যশোগান
গাইত ভুবন ভরি আর্য্যকবিগণ?
যেখানেতে বীরবালা
কর্ম্মদেবী জনমিলা
এই কি সে বীরভূমি বিখ্যাত ভুবন?
ঘটনা চক্রেতে ঘুরি
আজ সে বীরের পুরি
শৃগালের বাসযোগ্য গভীর বিজন,
কোথা বীর—বীরাঙ্গনা?
শ্রীভ্রষ্ট রাজপুতনা,
অস্তমিত মিবারের সৌভাগ্য-তপন।

দীন হীনা ভারতের
ফিরিবে কপাল ফের,
হবে কি সে শুভদিন সৌভাগ্য আবার,
বিশ কোটী মৃত-প্রাণ
করিয়ে পুনরুত্থান
উড়াবেক আর্য্যক্ষেত্রে সত্যের নিশান ?

আশা-কুহকিনী এসে,
কহিতেছে কাছে ঘেসে
কাণে কাণে চুপি চুপি—নিরাশ না হও,
জানিবে অবলা কুল
(সুনিশ্চয়-নাহি ভুল)
জাগাবে পতিত দেশ—'অলস না রও।'

যে দেশের নারীজাতি
গৃহে রুদ্ধা দিবারাতি
পিঞ্জরের পাখীবৎ উড়িতে না পায়—
মুক্ত বায়ু—মুক্ত করে,
বাহির না হয় ডরে,
সমাজ নিগড় সবে পরিয়াছে পায় ;

তাদের :—
পাশ্চাত্য শিক্ষায় না কি
ফুটায়েছে অন্ধ আঁখি
জ্ঞানের আলোক দানে, তাই বুঝি আজ
দু একটী নারীনিধি
আবার দিতেছে বিধি,
জাগিতেছে ভারতের রমণী সমাজ।

শুনে সে আশার কথা
আশ্বস্তা ভারতমাতা
ভাসিছেন নিরবধি আনন্দ-সলিলে,
সে দিনের প্রতীক্ষায়,
কবে অভাগিনী মায়
উদ্ধারিবে সব তাঁর কন্যাদল মিলে !

জ্ঞানিগণের আমোদ।

দার্শনিক বেন (Bain) তাঁহার মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে অকাট্য যুক্তি-সোপান অবলম্বন পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে শরীরের সহিত মনের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একমত হইয়া বলিতেছেন যে "সুস্থ শরীরে সুস্থ আত্মাই" আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, এই লক্ষ্যটি প্রায় সকলেরই চক্ষের অন্তরাল হইতেছে এবং শরীর রক্ষার জন্ত ব্যায়ামাদিতে সময় অতিবাহিত করা নির্ব্বোধ পাগলের কার্য্য,প্রায় এই ধারণাই বিজ্ঞ সমাজে প্রচলিত। এই জন্যই জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমোদ ও ব্যায়াম দ্বারা শরীর ও মনকে কিরূপ সতেজ করিতেন, তাহাব কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। জেশুইট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নিয়মটী প্রচলিত ছিল যে, পাঠের প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর সকল অধ্যয়নশীল ব্যক্তিই কিছু না কিছু আমোদ বা ব্যায়াম করিবে।

২। পেটাভিয়াস্ তাঁহার গভীর

গবেষণাপূর্ণ "Dogmata Theologica" নামক গ্রন্থ রচনা কালে দুই ঘণ্টা অন্তর ৫ মিনিট ধরিয়া তাঁহার কাষ্ঠাসনটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া লাঠিমের ন্যায় ঘুরিতেন।

৩। ভুবন-বিখ্যাত দার্শনিক স্পাই-নোজা কঠোর দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন কালে, যে পরিবারে বাস করিতেন, সামান্য কার্য্যে তাহাদের সহিত যোগ দিতেন, বা দুইটী মাকড়সা ধরিয়া গৃহের কোণে যুদ্ধ লাগাইয়া দিতেন এবং তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া খুন হইতেন। তিনি এইরূপেই শরীর মনের স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেন।

৪। মহাত্মা সেনেকা তাঁহার "আত্মার শান্তি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, স্বাস্থ্যের জন্য কোন না কোন প্রকার আমোদ ও ব্যায়াম নিতান্ত আবশ্যক।

৫। মহর্ষি সক্রেটিস্—এমন কি বালক বালিকাদের সঙ্গে—সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে লজ্জানুভব করিতেন না। তিনি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন।

৬। ভক্ত দার্শনিক ডেকার্টে বন্ধু-সহবাসে ও উদ্যানের কার্য্যে অবকাশ সময় কাটাইতেন।

৭। প্রসিদ্ধ ফরাশিশ্ গ্রন্থকার কার্ডিনেল্ রিচেলিউ লাফাইতে বড় ভাল বাসিতেন। এক দিন এক ভৃত্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দেখিতেছিলেন যে কে লাফাইয়া একটী দেওয়ালে উঠিতে পারে।

৮। ন্যায়বিশারদ সেমুয়েল্ ক্লার্ক টেবিল চেয়ারের উপর দিয়া লম্ফ প্রদান করিতে ভালবাসিতেন। কিছুক্ষণ পাঠাদির পরেই তিনি এইরূপে লাফাইতে আরম্ভ করিতেন।

৯। মহর্ষি সক্রেটিসের তর্ক-প্রণালীর সহিত অস্মদ্দেশীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের তর্ক-প্রণালীর যেমন সাদৃশ্য আছে, উভয়ের আমোদ ও দৈহিক বলের বিষয়েও তেমনি সাদৃশ্য দেখা যায়। রামমোহন অবকাশ পাইলে নিজ পালিত দরিদ্র বালকদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

চিত্রকার্য্য, সূত্রধরের কার্য্য, বৈজ্ঞানিক আমোদ, সঙ্গীত, উদ্যানের কার্য্য, নৌকায় বাচ খেলা, এই সকলই উৎকৃষ্ট আমোদ। ঐ সকল আমোদ অনেক জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ভালবাসিতেন। কিন্তু কঠোর ও অত্যধিক ব্যায়াম বিদ্যার্থীদের পক্ষে হানিজনক। সেনেকার কথায় বলিতে গেলে "এ প্রকার কঠোর ব্যায়াম মানসিক শক্তির হ্রাস করে।" উপরিউক্ত বিবরণ সকল পাঠ করিয়া ব্যায়াম ও আমোদের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য কমিয়া গিয়া অনুরাগের ভাব যেন বর্দ্ধিত হয়।

কারাবাসে গ্রন্থরচনা।

কিছুদিন পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে "লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ" নামক প্রবন্ধে জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিগণের অর্থ-কষ্টের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। অদ্য তাঁহাদের অন্যবিধ কষ্টের বিষয় লিখিত হইতেছে। চলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলে সমাজ যে কাহাকেও সহসা অব্যাহতি দিবেন ইহা আশা করা বৃথা। এই দুঃসাহসিকতার জন্য যে সকল গ্রন্থকার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন ও কারাগারেই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১। বারবারী দেশে কারারুদ্ধাবস্থাতেই সার্‌ভেন্‌টিস্ ডন্ কুইক্‌জোট (Don Quixote) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই ডন্ কুইক্‌জোট স্পেনিশ্ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসোদ্দীপক গ্রন্থ। ইহা ইউরোপীয় প্রায় সকল ভাষায় ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

২। ইংলণ্ড দেশীয় সুলেখক মহাত্মা সার ওয়াল্টার র‍্যালি একাদশ বর্ষব্যাপি কারাবাস কালে তাঁহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ "পৃথিবীর ইতিহাস" লিখিয়াছিলেন।

৩। জগদ্বিখ্যাত ফরাশিশ্ বিপ্লবের প্রধান কারণ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহামতি ভল্টেয়ার্ ব্যাষ্টাইল দুর্গে আবদ্ধ থাকিবার সময়েই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেন্‌রিয়েডের "Henriade" বা হেন্‌রি চরিত্রের অধিকাংশ রচনা করিয়াছিলেন।

৪। সুবিখ্যাত ইংরাজি গদ্য রূপক গ্রন্থ 'Pilgrim's Progress' যাহা ধর্ম্মশিক্ষা দানে বাইবেলের নিম্নেই গণনীয় হইয়াছে, তাহা জন্ বেনিয়ান্ কারাগারে অবস্থান কালে রচনা করেন। ইহার তুল্য উপাদেয় রূপক গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় আর নাই, অন্য ভাষাতেও বিরল।

৫। ইউরোপীয় পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি সেল্‌ডেন্ কারাগারেই তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "এড্‌মারের ইতিহাস" রচনা করেন।

৬। এতদ্ব্যতীত কারাগারে বাস কালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার ডি ফো তাঁহার "Review" বা সমালোচনা নামক সংবাদ পত্র লেখেন, ডেভেনেণ্ট তাঁহার "Gondibert" গণ্ডিবার্ট নামক গ্রন্থ রচনা করেন, হাউয়েল তাঁহার "Familiar Letters" বা "পরিচিত পত্র" সকল লেখেন। ফরাশিশ্ গ্রন্থকার পলিগ্‌নেক এবং ফ্রেরেট্, পর্টুগেলদেশীয় বুকানান্, ও তভিন্ন বিথিয়াস্ এবং গ্রোসাস্ তাঁহাদের প্রধান প্রধান গ্রন্থ কারাগারেই লিখিয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ ।

১। মুক্তিফৌজের মার্শাল বুথ চিকাগোর সৈন্ত পরিদর্শন কালে বলিয়াছেন যে ১২ বৎসরের মধ্যে লক্ষ পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের যত্নে পাপ-পথ হইতে উদ্ধার হইয়াছে এবং সৎপথ অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। তিনি লণ্ডনে আর ২০টী আশ্রয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চান, তাহাতে আরও সহস্র সহস্র নরনারীর উদ্ধারের পথ হইবে। এজন্ত ৭৫ হাজার ডলার চাঁদা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুক্তিফৌজের সদুৎসাহকে ধন্তবাদ !

২। যুবরাজ পুত্র আলবার্ট বিক্টর সুস্থশরীরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

৩। পুনার কুমারী সেরাবজী বি, এ বিলাতে ভারত রমণীদিগের সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। বিবী রিচার্ডসন পুনানগরে এক কারখানা খুলিতেছেন। যে সকল স্ত্রীলোক উদরান্নের জন্ত পাপ পথে যায়, তাহাদিগকে জীবিকা দিয়া সৎপথে রাখা ইহার উদ্দেশ্ত।

৫। পারিসে এক সুইস যুবতী আছেন, জন্মাবধি তাঁহার দুইটী হাত নাই। তিনি পা দিয়া এমন ছবি অঙ্কিত করেন, যে সকলে দেখিয়া চমৎকৃত !

৬। ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে এক ঘূর্ণাবায়ু উঠিয়া ময়নসিংহ জেলার জামালপুরের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। হিমানী—বিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। কোন পবিত্র স্মৃতির চিহ্ন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অসাধারণ যত্ন সহকারে ও অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। লেখক হৃদয়ের ভাষায় হৃদয়ের গূঢ়ভাব চিত্রিত করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিয়া হৃদয় বিগলিত হয়। ইহা দ্বারা লেখকের আন্তরিক উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হউক।

২। অপরাজিতা—শ্রী দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৵০ আনা। দেবী বাবু একজন প্রসিদ্ধ নৈতিক উপন্তাস লেখক, তাঁহার বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। একটী সাধ্বী রমণী বিপক্ষদিগের সহস্র সহস্র ষড়্‌যন্ত্র ও উৎপীড়নের মধ্যে আপনার চরিত্রের বিশুদ্ধতা কেমন করিয়া রক্ষা করিতে পারেন অপরাজিতার চরিত্র তাহার সুন্দর চিত্র। গ্রন্থকার বড় সাধে আপনার নবজাত কন্তার এই নাম রাখিয়াছিলেন। তাহার অকাল বিয়োগে তাহার স্মরণার্থ কতকগুলি স্থায়ী হিতকর কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপত্যস্নেহ ও পরহিতৈষিতার ইহা সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বামারচনা।

নবজাত শিশুর প্রতি।

১

এ কুটীর আলো করি;
কোথা হতে এলে তুমি ?
এসেছে কি বল সার,
ছাড়িয়ে স্বরগ ভূমি ?
ছিলে তুমি কোথাকার,
কোন্ আকাশের তারা;
উজলিতে প্রাণ কার
এসেছ ভাবিয়া সারা।
নিবাইতে দুঃখ কার
এসেছ এ ধরাতলে ?
হোতে কার কণ্ঠহার
প্রাণধন, দেখা দিলে ?

২

ছিলে কি নীরদ মাঝে,
সৌদামিনী রূপে সেজে ?
হাসি রাশি যবে ফোটে
পবিত্র ও চাঁদ মুখে,
চাঁদের আলোক ছোটে
যেনরে নিরখি সুখে।

৩

কিন্তু ভয় হয় মনে,
ভীষণ এ ভব বনে,
বিচরিছে অবিরত
হিংস্র ধূর্ত্ত পাপ কত;
কি জানি বা তোরে তারা
পরশি করয় সারা।

৪

যাঁহারি আজ্ঞার বলে
বিশাল্ ব্রহ্মাণ্ড চলে,
সমুদ্র গর্জ্জন করি
ছুটিছে দিগন্ত ভরি;
যাঁহারি আজ্ঞার বলে
সবারি কল্যাণছলে
দিবানিশি অবিরাম
বহে বায়ু অবিশ্রাম,
না মানি বারণ কার
দর্প চূর্ণ সবাকার
আছাড়িয়ে তরুলতা
ভ্রমিতেছে যথা তথা;

৫

তাঁহারি কৃপার বলে
পবিত্র এ রূপে সাজি,
আমাদের ধরাতলে
আসিয়াছ তুমি আজি।
থাক দিবা বিভাবরী
তাঁহারি কোলে সতত;
তাহা হলে আদরিণী
দুষ্ট পাপ রিপু যত,
দূরে পলাইবে সব,
ছোঁবে না ও বপু তব।

৬

অবশেষে নিবেদন
তব শ্রীচরণে হরি,
তোমারি প্রদত্ত ধন
তুমি রেখ দয়া করি।
হয় কর রাজরাণী
কিংবা কর ভিখারিণী,
যাহা ইচ্ছা কর তারে
কিন্তু সদা এ সংসারে
তোমার চরণে তার
মতি রাখো অনিবার।

শ্রীমতী রেবাবাই
কটক। *

* একটী অল্পবয়স্কা মহারাষ্ট্রীয় বালিকার রচিত, স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধিত। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৫ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭—জুন ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—১৮৮৮-৮৯ সালে বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয় সংখ্যা ২৩০২ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪৭,৮৮৮ হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিদ্যালয় ৬২ এবং ছাত্রী ১,৮৫০ বাড়িয়াছে, ইহা অবশ্য সন্তোষজনক, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর বালকদিগের সহিত পাঠশালে ৩৭০,৭৮৫টী ছাত্রী পাঠ করিত, এ বৎসর কমিয়া ৩৫,০৭৯ হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজে শিল্পশিক্ষা—৫ বৎসর পূর্ব্বে ছুতার, কামার প্রভৃতির কাজ শিখিবার জন্য মান্দ্রাজে ৭৪টী বিদ্যালয় ছিল, এখন ৯৬টী হইয়াছে এবং তথায় ৩৬,০০ ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে।

বঙ্গদেশে লোকের বাক্যই কি সর্ব্বস্ব?

বরফ-স্তম্ভ—রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গে "ইকেল টাউয়ার" নামে ১৬০ হাত উচ্চ এক বরফের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, রাত্রিকালে উহা তাড়িতালোকে আলোকিত হয় এবং অনেক সৌখীন লোক তথায় গিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

আয়ুষ্মতী রমণী—ত্রিনিদাদের এক স্ত্রীলোক ১১৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

দান—মক্কার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থে হাইদ্রাবাদের নিজাম ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বিলাতে ভারতবাসী—যে ইংলণ্ডে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় প্রথম পদার্পণ করিয়া সাহসিকতার পরিচয় দেন, আজি সেখানে ২০৭ জন ভারতবাসী বাস করিতেছেন।

ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ৫৩, বোম্বাইবাসী ৬৩, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাববাসী ৫০, মান্দ্রাজী ২০ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য স্থান বাসী, বাঙ্গালী ও পারসী স্ত্রীলোক ১০ জন।

কাশীকিশোর শিল্প বিদ্যালয়— ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ এই শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনে ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ভীষণ বিবাহ-বাসর— জর্ম্মণিতে কোন বরকন্যার শুভ বিবাহ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইলে তাঁহারা এক নির্জন গৃহে গিয়া শয়ন করেন। পরদিন বৈকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া লোকে ঘর ভাঙ্গিয়া দেখে বিশেষ কাণ্ড। স্ত্রীলোকটীর নাক, কাণ, বক্ষস্থল ও কয়েকটী অঙ্গুলি কে চিবাইয়া খাইয়াছে ও তাহার মৃত শরীর ভূতলে লুণ্ঠিত! পুরুষটী মৃতবৎ শয্যায় শয়ান, তাহার মুখ দিয়া লাল ভাঙ্গিতেছে এবং তাহার নিজের ডান হাত চিবান রহিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিবামাত্র কুকুরের মত 'ভেউ ভেউ' শব্দে ডাকিয়া কামড়াইতে আসিল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলা হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় বরটীকে কয়েক দিন পূর্ব্বে পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছিল।

কারাগারে রমণী— কুমারী লিণ্ডা গিলবার্ট গত ১৫ বৎসর কারাগারের সংস্কারার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জেলে ২২টী পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবং প্রায় ৬ সহস্র কারামুক্ত ব্যক্তির কাজ যুটাইয়া দিয়াছেন।

রুসীয় সম্রাজ্ঞীর শ্রমশীলতা— রাজবাটীতে দরজীর অভাব না থাকিলেও সম্রাজ্ঞী নিজে ছেলেমেয়েদিগের অঙ্গরক্ষা প্রভৃতি তৈয়ার করেন। বাজার হইতে টুপি কিনিয়া আনিয়া তাহার উপর মনোমত জরীর কাজ করেন। সূচিকার্য্য ও সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

মানব-চুম্বক— মেডিকাল রিপোর্টার নামক চিকিৎসা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে একটী ৩৷৷ বৎসরের বালিকা অঙ্গুলিস্পর্শে চামচ লইয়া খেলা করিয়া থাকে। চামচ ও ধাতব অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তু চুম্বক পাথরের ন্যায় তাহার অঙ্গুলিস্পর্শে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে। বালিকাটী রুগ্ন ও কৃশকায়, কোন স্নায়বীর বৈলক্ষণ্য তাহার এই শক্তিস্ফূর্ত্তির মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

সদাচার রক্ষিণী সভা— এইরূপ নাম দিয়া জর্ম্মণ সম্রাজ্ঞী প্রুসীয় মহিলাদিগের মধ্যে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সভ্যগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহারা নিজে সামান্য ও সুলভ মূল্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন

এবং অন্য রমণীদিগকেও তাঁহাদের অনু-বর্ত্তিনী করিতে চেষ্টা করিবেন। সর্ব্ব-প্রকার বিলাসিতা যাহাতে খর্ব্ব হয়, এইটী সভার সঙ্কল্প।

সভ্যতার উজ্জ্বলতম 'আলোকপ্রাপ্ত ইউরো-পীয় কামিনীগণ বিলাসিতা অলক্ষ্মীকে দূরীভূত করিবার জন্য সসজ্জ হইতেছেন, আর ভারতলক্ষ্মী-গণ কি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন? তাঁহাদিগের সম্মার্জ্জনী আর কোন্ কাজের জন্য?

মহাবৃক্ষ—অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে শাম খুড়া (uncle sam) নামে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তাহার গুঁড়ির পরিধি ৪৪ ফিট, অর্থাৎ প্রায় ৩০ হাত। ভারতের কবীর বট চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার তলে সহস্র সহস্র লোক অবলীলাক্রমে বিশ্রাম করিয়া থাকে এবং ইহার ঝুরি দ্বারা এরূপ স্বাভাবিক গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে ঐ সমস্ত লোক পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করিতে পারে!

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারাদি।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

(৩০৪ সংখ্যা, ৬ পৃষ্ঠার পর)

৮। যুদ্ধের-বাদ্য।

পুরাকালে রণস্থলে দুন্দুভি (সমর বাদ্য) সেনাধ্যক্ষ, গজ, বাজি প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করা যায়। দুন্দুভির বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, 'হে দুন্দুভি! তুমি আপন নিনাদে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া থাক। তুমি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সঙ্গে আমা-দের প্রতিপক্ষসমূহ দূরীকৃত করিয়া দাও। তুমিই অরাতিদিগকে রোদন ও শোক করাইয়া থাক। তুমি আমা-দিগকে দণ্ড বিধান কর।' (৬ মণ্ডল, ৪৭ সূক্ত)। সচরাচর নদীতীরের ও উর্ব্বর স্থানের অধিকার লাভার্থ আর্য্যেরা যুদ্ধসজ্জায় আমোদিত হইতেন ও অঙ্গ-শোভার্থে' বেশ বিন্যাস করিতেন। অনুর্ব্বরা ভূমি অর্থাৎ মরুভূমির বৃত্তান্তও বেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

৯। সমর সময়ে অশ্বের ব্যবহার।

সংগ্রাম-ক্ষেত্রে রণকালে ঘোটক প্রেরণের নিয়ম ছিল, এটি অনুমান-সিদ্ধ বিষয় নয়। যুদ্ধার্থ রথ প্রায়ই গোচর্ম্মাচ্ছাদিত হইত। রথখানি উৎ-কৃষ্ট সজ্জায় বিমণ্ডিত করিয়া সমর প্রাঙ্গণে আনীত হইত। এই বিষয়টি বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

১০। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির সূত্রপাত হয়, ইহা বেদের ব্যাখ্যাকার মহাত্মা সায়নাচার্য্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ মণ্ডলে বর্ণিত হইয়াছে, পরাক্রান্ত বলশালী তুরঙ্গগণের অধিস্বামী ইন্দ্র সলিল বর্ষণ করেন। সেই জল, নিয়ত সিন্ধু মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। সেই স্থানে প্রতিগমন করা সম্ভাবিত নয় (৬ মণ্ডল—৩৩ সূক্ত)। সূর্য্য কিরণে সাগর হইতে নীর রাশির আকর্ষণ বিষয়ক তত্ত্ব এই ঋকে উল্লিখিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন রঘুবংশ কাব্যে ও অপরাপর স্থানে তাহার নির্দ্দেশ আছে। রঘুবংশে লিখিত আছে,—"সহস্র গুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।" অর্থাৎ সূর্য্য, সহস্রগুণ দিবার জন্য জল গ্রহণ (আকর্ষণ) করেন।

১১। শতবর্ষ পরমায়ু।

বেদশাস্ত্রের আলোচনায় পুরা কালে মানবের পরমায়ু যে একশত বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন সময়ে লোকে শতবর্ষজীবী হইবার কামনা করিত। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম মণ্ডল ও অন্যান্য স্থল অনুশীলনে ঐ বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় সংস্কার পাঠকের অন্তরে বদ্ধমূল হইবে। সুতরাং পুরাণবর্ণিত লক্ষ বা সহস্র বৎসর মানবের পরমায়ু কবির কল্পনামাত্র।

১২। ধাতুদ্রব্য ও মুদ্রাদি।

বৈদিককালীন জনগণ মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র অর্থাৎ কলসী, ঘটী, বাটী প্রভৃতি বস্তু ব্যতিরেকে, কাঞ্চন-ভাজন ও লৌহ কলসাদির ব্যবহার করিতেন। সুরা সলিলাদি তরল পদার্থ স্থাপনার্থ চর্ম্ম নির্ম্মিত আধারের প্রচলন বিলক্ষণ ছিল। (৬ মণ্ডল ৪৮ সূক্ত)। তদানীন্তন সমাজে কেবল ধাতুপাত্রই ব্যবহৃত হইত, অপর কোন বস্তু প্রচলিত ছিল না, এমন নয়। প্রত্যুত লৌহাদি ধাতুদ্বারা প্রস্তুত আধার বা দ্রব্যাদি সুপ্রাপ্য ছিল না, নির্দ্দেশ করাই অবশ্যক। স্থল বিশেষে লৌহময় অস্ত্রশস্ত্রাদি সমাজের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন (৫ম ৬ষ্ঠ মণ্ডল)। ধাতব পাত্রের ব্যবহার বৃত্তান্ত শুনিয়া, সহজেই অনুমিত হইতে পারে, যে স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাদিও তৎকালীন লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিতেন। কেবল অনুমানের আশ্রয় লইবার আবশ্যকতা নাই, সত্য সত্যই ধাতু মুদ্রা তৎকালে অপ্রচলিত ছিল না। সমাজের লোক কর্ত্তৃক সেই সময়ে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রাদি বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইত। (৫ম ২৭সূ ৩৩সূক্ত)। গল দেশে এক প্রকার হৈম আভরণ অর্থাৎ নিষ্ক পরিধানের প্রসঙ্গও বেদে পরিলক্ষিত হইতেছে (৫ম ১৯সূ)।

১৩। কর্ম্মকার ও তদীয় যন্ত্র।

ভস্ত্রের অর্থাৎ জাঁতার বর্ণনাও বেদের নবম মণ্ডলের ৫ম সূক্তে পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা শিল্প নৈপুণ্য প্রভূত পরিমাণে প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমুদায়ে ও এই বৃত্তান্তেও আর্য্য-

সমাজের প্রাচীন উন্নতির পরাকাষ্ঠা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় কদাচ সভ্যতার প্রথমাবস্থায় ফল হইতে পারে না। যে জাতি অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন, এ গুলি তাদৃশ সভ্য ও ভদ্র সমাজেরই লক্ষণ।

১৪। দস্যু, অনার্য্য ও যুদ্ধ।

বেদ সংহিতায় অনার্য্য-তস্করাদির নির্দ্দেশ দেখিয়া, অনায়াসে মনে হয়, আর্য্যদিগকে উহাদিগের সহিত নিয়ত না হউক, অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে যুদ্ধামোদে আমোদিত থাকিতে হইত। আর্য্যগণের সমর-সজ্জার বর্ণনা বহু স্থলেই কীর্ত্তিত। অনার্য্য সম্প্রদায়ের সহিত আর্য্যদিগের রণ-নৈপুণ্য প্রসঙ্গ বিবিধ স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়। যুদ্ধের বাজিরাজি কনকালঙ্কারে বিমণ্ডিত হইয়া শত্রু-বিনাশে প্রেরিত হইত (২ ম, ১২ সূ)। ভূপাল মণ্ডলী, অমাত্য বেষ্টিত ও অশ্বারূঢ় হইয়া, রণ-প্রাঙ্গণে উপনীত হইতেন (৪ মণ্ডল)।

১৫। পাষাণ পুরী।

অতি প্রাচীন সময়ে প্রস্তর বিনির্ম্মিত নগরীর বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করিলে কে না স্তম্ভিত ও পুলকিত হইবেন? আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্যতা-সৌধের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ছিলেন, এই বিবরণ ও অপরাপর ঘটনায় তাহা সুব্যক্ত হইতেছে। তনুত্রাণ, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণাদি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে না জানি, প্রাচীন আর্য্যেরা কি সমর-পাণ্ডিত্যই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যধ্বনির বর্ণনা অবলোকন করিলেও মানস-সাগরে কতই অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময় রসের সঞ্চার হয়! হায়, প্রাচীন বৈদিক কাল, তুমি ধন্ত! তোমার প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিলেও পুণ্য, শ্রবণ করিলেও পুণ্য, কাহাকে শ্রবণ করাইলে তদপেক্ষা অধিকতর পুণ্য।

১৬। সমুদ্র-যাত্রা।

ঋষিগণের ও বণিকদলের সমুদ্র-যাত্রা নানা স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে। বশিষ্ঠ ঋষি ভীষণ সিন্ধুগর্ভে অর্ণবপোত লইয়া গতিবিধি করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় প্রথম মণ্ডলে সমুদ্র গমনের এরূপ কত শত ঘটনাই বিবৃত আছে, সংখ্যা করা যায় না। সমগ্র পঞ্চম মণ্ডলটি এই বিষয়ের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কেবল বেদের দোহাই দিবারই বা প্রয়োজন কি? বৃহন্নারদীয় পুরাণে

"সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ * * *
কলৌ বর্জ্জ্যেদ্দ্বিজাতিভিঃ॥"

অর্থাৎ সমুদ্র গমনাদি কলিতে ব্রাহ্মণেরা ত্যাগ করিবেন। এই নিষেধ বচনেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়, পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সমুদ্রগমন প্রচলিত ছিল।

উদাসীনের চিন্তা।

এদেশে এখন নারীরত্ন জন্মিতেছে না কেন? দেশের যে সকল চিন্তাশীল লোক নারীজাতির উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই প্রশ্নটী উদিত হইয়া থাকিবে। বঙ্গদেশে নারী শিক্ষার জন্য একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় রহিয়াছে। দুই চারিজন রমণী যথেষ্ট অধ্যবসায় এবং যত্নের সহিত সেই বিদ্যালয় হইতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা প্রদান করিয়া উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ছাত্রী সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আরও বাড়িবে আশা করা যায়। কিন্তু তবুও এখান হইতে অত্যুজ্জ্বল নয়নতৃপ্তিকর রমণী রত্ন বাহির হইতেছেন না কেন? এখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, রমণীর কোন্ গুণ থাকিলে আমরা তাহাকে পূজনীয়া শিরঃ স্থানীয়া মনে করিব। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পুরুষ মানসিক এবং রমণী হৃদয়ের শক্তি বিকশিত করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রমণী বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবে, দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিবে, অশেষ বিদ্যায় বিভূষিতা হইয়া জ্ঞানের আলোকে মানব জগতের মুখ সমুজ্জল করিবে, সংসারে যে সকল কার্য্য সম্পাদনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান-চর্চ্চার প্রয়োজন এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, কোন কোন পুরুষ তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। তাঁহাদের মতে সন্তান লালনপালন, অল্পবয়স্ক বালক বালিকার চরিত্র গঠন ও শিক্ষা বিধান, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, রুগ্নের শুশ্রূষা, অক্ষমের সেবা, পুরুষের পরিচর্য্যা, সংসারের হিসাব পত্র রাখা, দাস দাসীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা রমণীর কর্ত্তব্য কার্য্য। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা এবং অন্যান্য শিল্প বিদ্যা রমণীদিগের বিশেষ চর্চ্চার বিষয়। রমণীর যাহা কর্ত্তব্য, পুরুষ তাহা করিবেন না; পুরুষ যাহা করিবেন, রমণী তাহা করিবেন না। আমরা আজি পুরুষ রমণীর কার্য্যের পূর্ণ তালিকা লইয়া পাঠক পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইব না। পুরুষগণেই কেবল মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দায়ী, আর রমণীগণ হৃদয়ের উন্নতি সাধন জন্য ব্রতী হইবেন, আমরা এই পক্ষপাতী মতেরও পোষণ করিব না। পুরুষ রমণীর শরীরগত পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির কোন বৈষম্য আছে, মনোবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। পুরুষের আত্মার যেরূপ ত্রিবিধ শক্তি, রমণীর আত্মারও তাহাই দেখিতে পাই। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা পুরুষের আত্মাতে বর্ত্তমান, রমণীর আত্মাতে নাই, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মনোবিজ্ঞানের তত ধার ধারেন না বলিয়া

বোধ হয়। এই ত্রিবিধ শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সামঞ্জস্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ যদি অধিক পরিমাণে জ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল হইবে। পক্ষান্তরে রমণী যদি কেবল হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্যই শক্তি নিয়োজিত করেন তাহা হইলে জ্ঞানের দিক্‌টা অকর্ম্মণ্য ও অসার হইয়া পড়িবে। আংশিক শিক্ষায় মানবাত্মা প্রকৃতরূপে পরিপুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত না হইয়া আংশিক ভাবে [illegible] হইবে। বিশ্বস্রষ্টা পুরুষ [illegible] আংশিক বিকাশের ব্যবস্থা [illegible] রাখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পুরুষ এবং রমণীর জীবনকে কিরূপে গঠিত করিতে হইবে, আমরা সংক্ষেপে তাহা নির্দ্ধারণ করিলাম। এখন দেখা যাউক বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ রমণীগণ এরূপ জীবন গঠনের প্রয়াস পাইতেছেন কি না? আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহা দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা রমণীগণ হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন না। জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিলে হৃদয় উন্নত হইবে ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভ্রমের গভীর কূপে পতিতা হইতেছেন। যেমন জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিতে হইবে, সেইরূপ হৃদয়ের পরিপুষ্টির জন্য অপ্রেম, দ্বেষ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অপসারিত করিয়া পরার্থে আত্মবলিদান দিতে হইবে? কোথায়ও তাহা দেখিতে পাই না। বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান চর্চ্চারও অবসান হইতে দেখা যায়। যে গভীর জ্ঞানতৃষ্ণা মানুষকে সুখ ভোগে উন্মত্ত হইতে দেয় না, যে গভীর জ্ঞান চর্চ্চা করিতে যাইয়া জ্ঞানপিপাসু আত্মবিস্মৃত হইয়া যান, কোথায় সেই জ্ঞানপিপাসা? আবার [illegible] প্রেমের সঞ্চার হইলে মা[illegible] সেবার জন্য ব্যাকুল হয়, [illegible] পর মস্তকে পদাঘাত স্বদেশের মায়া [illegible]টিয়া মরে, সেই শত যোজন সুপণ্ডিত এপিক[illegible] স্ত্রীজাতিকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি বলিতেন, যাঁহারা কেবল বেশভূষা এবং ধনী স্বামী খুঁজিয়া বেড়ান, তাহাদের জীবনের আর একটা মূল্য কি? বাস্তবিক এপিকটেটাস্ যে সময়ে রোম রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, রোমের সেই সময়ে বড় দুর্গতি ছিল। এপিকটেটাস্ সর্ব্বদা এইরূপ রমণীর জীবন দেখিতে পাইতেন। রমণী যে দেবীর আসন অধিকার করিয়া মানব হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতে পারে, রোমের রমণীগণের জীবন-গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত দার্শনিক ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দোষী করিতে পারি না। যখন পুরুষদিগের মধ্যে তিনি দেব-প্রকৃ-

তির লোক দেখিয়াছিলেন, তখন রমণী জাতির দুর্গতি তাঁহার দৃষ্টিতে আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। এপিক্‌টেটাসের সময়ে রোমের রমণীগণের যে দুর্গতি হইয়াছিল, ঈশ্বরকৃপায় বঙ্গের রমণীগণের সেরূপ দশা ঘটে নাই। তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের সুগন্ধে এখনও প্রাণ পুলকিত হয়, কিন্তু তাঁহারা এখনও গন্তব্য পথে সমুচিত অগ্রসর হইতেছেন না। এপিকটেটাস্ রোমের রমণীগণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা দুঃখের সহিত বঙ্গের অনেক রমণীর ও বা... মত ...বুও এখান হইতে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নই। গ্রাম্য অবলাগণ অন্য কোন মহৎ এবং উচ্চ আদর্শ কল্পনাতে চিত্র করিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষিতা রমণীগণ, তাঁহাদিগের অশিক্ষিতা ভগ্নীদিগকে অধিক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এখন আমরা তাঁহাদিগের হইতে অধিক আশা করি। বর্ত্তমানে ভারতীয় রমণী কুলাগ্রগণ্যা রমাবাই যে পথ প্রদর্শন করিতেছেন, অনেকের পক্ষে তাহা অনুকরণীয়। আমরা কার্য্যক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তীর্ণ দেখিতেছি, কিন্তু সেবিকা কোথায়?

রমণী রত্ন ...উলার।*

সুদূর হইতে কার
শুনিয়ে মধুর বাণী
পরসেবা মহাব্রতে
ব্রতী হ'লে আজ?
'পর প্রেমে আত্মদান—
জীবনের লক্ষ্য জানি,
কাহার আদেশে বল
সাধিলে একাজ?
কি মহাপ্রাণতা আহা!
স্বাস্থ্য সুখ ভুলি সব
রোগীর শুশ্রূষা তরে
কোথায় চলেছ?
কুষ্ঠ রোগ—সংক্রামক
(ছুঁলে প্রাণে বাঁচা ভার)
জেনে শুনে মৃত্যু মুখে
জীবন সঁপেছ!

আঠারই জানুয়ারি (১৮৯০)
বুঝি এ জনমতরে
ভাসাইলে দেহতরী
অকূল সাগরে,
যৌবনের রূপরাশি
তুচ্ছ করি—অকাতরে
ছুটেছ কোথায় আজ
ব্যাকুল অন্তরে?
'মলকাই কুষ্ঠাশ্রমে'
যাইছেন 'ফাউলার'
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী
ছাড়িয়ে সকলে,
না জানি কার আহ্বানে,
ভুলি স্বার্থ আপনার,

* ১২৯৬ সালের বামাবোধিনী পত্রিকার ৩৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

ঝাঁপ দিলা বীরবালা
দুস্তর সলিলে।
আর কি থাকিতে পারে
ব্যস্ত আপনারে লয়ে—
বিশ্ব-প্রেমে উন্মাদিনী—
ছুটিছে সেথায়।

একেবারে আত্মহারা!
কি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
যাইছে যুবতী আজ
পরের সেবায়?

যখন ষোড়শী বালা
তখনি এ মহাব্রত
জীবনের কার্য্য বলি
জানিলা যুবতী,

কে তাহারে হাতে ধরি
দেখাল এ সত্য পথ
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য
জীবে দয়া অতি?

যাও যাও ফাউলার
'মলকাই কুষ্ঠাশ্রমে'
করগে রোগীর সেবা
এবে কায়মনে,

ওই দেখ সুরদেবী
থাকিয়ে স্বরগধামে
আশীষ করিছে আজ
মধুর বচনে!

এহেন রমণী রত্ন—
দেবের দুর্লভ ধন
গর্ব্ভে ধরি রত্নগর্ভা
হবে কি ভারত?

কবে সে রমণীকুল
পরসেবা মহাব্রতে
জীবন উৎসর্গ করি
মাতাবে জগৎ?

আদর্শ রমণী চিত্র
নিরখি ভগিনীগণ
হও সবে অগ্রসর
রোগীর সেবায়,

দাও আত্ম বলিদান,
সংকীর্ণতা যাও ভুলি,
দেখাও মহাপ্রাণতা
ফাউলার প্রায়!

ওই দেখ বীরবালা
স্বদেশের মায়া ছাড়ি
শত যোজনের পথে
ছুটিছে একেলা,

পাসরিয়ে আত্মসুখ
নাজানি কি সুখে মাতি
অকূল জলধি জলে
ভাসাইছে ভেলা!

অপার্থিব সুখ-রত্ন
সঞ্চিত রয়েছে সেথা—
পবিত্র স্বরগধামে
ফাউলার তরে,

যখন মায়ের কাছে
যাইবেন পুণ্যবতী,
প্রেমবাহু পসারিয়া
লইবেন ঘরে—

আদরে বিশ্বজননী,—
কোলে তুলি স্নেহ ভরে
বদন চুম্বন করি
সুধাবেন তায়,

যে কাজ সাধিলে তুমি
থাকিয়ে পাপ সংসারে
মোহিত করেছ বাছা
সে কাজে আমায় ;
তাই আজ সযতনে
ডাকিয়া লয়েছি ঘরে!
পরাইব নিজ হাতে
পুণ্যের মুকুট—
তোমার পবিত্র শিরে,
ছিনু তার প্রতীক্ষায়
পেয়েছি সুযোগ আজ—
দাও কর পুট ;
লয়ে যাই সুর পুরে,
আদরে সোহাগে ধরি
বসাই তাদের পাশে,—
বীর নারীগণ
যেথায় বিরাজ করে
মণিময় সিংহাসনে—
পুণ্যের ভূষণ পরি,—
এস বাছা ধন।

ইয়োরোপে উপনিষদের সমাদর।

উপনিষদ বেদের সার ভাগ। উপনিষদ ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উপনিষদুক্ত সকল ধর্ম্মবাক্য সকলের অনুমোদিত না হইলেও ইহার অধিকাংশ শ্লোকের উচ্চতা, পবিত্রতা ও গভীরতা অনেক ধর্ম্মপ্রাণ জ্ঞানীদিগের শিরোধার্য্য। উপনিষদের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থের আদর ইদানীং ইয়োরোপ খণ্ডেও বৃদ্ধি হইতেছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন, এবং ইয়োরোপীয়গণ ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উহার মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছেন। ভগবদ্গীতা গ্রন্থ আজ কাল ইয়োরোপে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে, কিন্তু উপনিষদের সমাদর বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে আঁকতিল দুপেঁরো নামক ফরাসীস প্রাচ্যভাষাজ্ঞ পণ্ডিত উপনিষদ লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া জর্ম্মণীর দার্শনিক পণ্ডিত আরথার্ সুপেন্‌হয়ার মুগ্ধ হইয়া যান। উপনিষদের ঐ লাটিন অনুবাদ তাঁহার মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত দার্শনিক মত উপনিষদের কোন কোন প্রধান মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইনি জর্ম্মণ ভাষায় উপনিষদ সমালোচনা করিয়া নানা প্রবন্ধ লিখেন এবং জর্ম্মণ রাজ্যে উপনিষদের অনুশীলন বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। উপনিষদের সমালোচনা করিয়া সুপেন্‌হয়ার এক স্থানে লিখিয়াছেন, "উপনিষদের প্রত্যেক শ্লোকে গভীর মৌলিক ও পরম সত্য

নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ খানি এমন একটী উচ্চ ও পবিত্র ভাবে পূর্ণ, যে তৎপাঠে প্রাণ মন বিমোহিত হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয়ান ইহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হয়েন, কেননা ইহা পাঠ করিলে তাঁহার অনেক কুসংস্কার অপনোদিত হইয়া যায়। সমস্ত পৃথিবীতে এমন আর অন্য কোন গ্রন্থ নাই। ইহা অধ্যয়ন করিলে মন উন্নত হয় ও মহদুপকার লাভ হয়। সমস্ত জীবন আমি ইহা পাঠে প্রীতি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি, মৃত্যুকালেও ইহা আমাকে শান্তি প্রদান করিবে।" সুপেন্‌হয়ার্ জর্ম্মণ রাজ্যে উপনিষদের চর্চ্চা ও উহার আদর বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়া যান। তৎপরে জর্ম্মণীর প্রাচ্য তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ উপনিষদের অনুবাদ, উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম মতের সমালোচনা, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান ও পুস্তক প্রচার দ্বারা উপনিষদের আদর বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইংলণ্ডে অধ্যাপক মোক্ষমূলার বর্ত্তমান সময়ে উপনিষদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং কবি এড্‌উইন্ আরনোলড্ উপনিষদ্ বর্ণিত কোন কোন ধর্ম্মোপাখ্যান ইংরাজী কাব্যে অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ভাষাজ্ঞ জাতিদিগের মধ্যে উপনিষদের নাম ও শিক্ষা আদরণীয় করিয়াছেন।

চীন সম্রাটের উদার ধর্ম্ম মত।

চীন দেশে তিনটী ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। একটী কং‌ফুচের ধর্ম্ম (Confuciamism), দ্বিতীয়টী লেয়োটসির ধর্ম্ম (Taoism) এবং তৃতীয়টী বৌদ্ধ ধর্ম্ম। কংফুচে ও লেয়োটসি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইহাঁরা কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচলিত করেন নাই। যে কালে ইহাঁরা জীবিত ছিলেন, সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীন দেশে বড়ই হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ ও প্রতিভাসম্পন্ন কংফুচে ও লেয়োটসি বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্মের মতই ইহাঁরা আপনাদিগের কথায় প্রচার করেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা দুইজন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল চীনবাসী ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, তাঁহারা কংফুচের অথবা লেয়োটসির মতাবলম্বী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধদিগের বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও এই তিন দলে তর্ক বিতর্ক ও বিরোধ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটী ধর্ম্মই চীনের সম্রাট কর্ত্তৃক চীন জাতির স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। চীন সাম্রাজ্যের সম্রাটীয় ব্যবস্থা এই যে যিনি যখন সম্রাটপদে অধিরূঢ় হইবেন, তাঁহাকে ঐ রাজ্যে প্রচলিত তিনটী

ধর্ম্মেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তিনি তিনটী ধর্ম্মের কোন একটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেবল সেই ধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্নবান হইবেন এবং অপর দুইটীর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন, এরূপ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ঐ তিনটী ধর্ম্মের প্রধান প্রধান উৎসবে সম্রাটকে উপস্থিত থাকিতে হয়। আপাততঃ বিবেচনা করিতে গেলে চীন সম্রাটকে কপটাচরণ দোষে দোষী বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার কপটাচরণ না হইয়া যে উদারতার চিহ্ন তাহাই চীনদিগের বিশ্বাস। চীনে প্রচলিত যে তিনটী ধর্ম্মের উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই তিনটী ধর্ম্মের মধ্যে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু এমন কতকগুলি মত আছে, যাহা তিনটী ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গুলিই ঐ ধর্ম্মসকলের সার মত। এই সদৃশ সার মত গুলিতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং বিসদৃশ অসার মতগুলি অগ্রাহ্য করিয়া চীন সম্রাট তিনটী ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলেন, চীন সম্রাটের এরূপ উদারতা সভ্যজগতের রাজ পুরুষদিগের অনুকরণীয়।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধূক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নেথ্যানিএল্ হথরণ্ বলেন "পুরুষে পুরুষে একটি অলঙ্ঘ্য দূরতা আছে। তাহারা পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিতে পারে না, এই হেতু তাহারা নারী ভিন্ন পরস্পরে পরস্পরের নিকট হৃদয়-পরিপোষক বিশেষ সাহায্য পায় না।" মার্টিন লুথার আপনার ভার্য্যা সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকটিত করেন;—তাঁহাকে দিয়া আমি ক্রিশশের (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য রাজা) অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত আমার দারিদ্র্য বিনিময় করিতে পারি না। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার এই অভিমত;—উত্তম পুণ্যবতী স্ত্রীই জগদীশ্বর-প্রদত্ত সুখের পরাকাষ্ঠা, যাঁহার সহিত মনের শান্তিতে ও কুশলে স্বামী বাস করিতে পারেন, কি জীবন কি ধন সম্পত্তি যাঁহাকে সকলি দিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন। অলিভর ওএণ্ডেল্ হোম্স্ বলিয়াছেন যে "সুন্দরবতী নারী আমাদিগের যে রূপ যত্নের ধন, বুদ্ধিমতী কখনই সেরূপ নয়।" আর্থর হেল্প্স লিখিয়াছেন "মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়ার প্রমাণ স্ত্রী পুরুষের আত্ম-গত সুচারু প্রভেদ, যে বিভিন্নতায় পুরুষ যেরূপ কল্পনা করিতে পারেন, নারী সেইরূপ প্রবোধদায়িনী ও মোহিনী সঙ্গিনী রূপে সৃষ্টা হইয়াছেন।" ভুবনবিখ্যাত আডিসন্ বলিয়াছেন যে, "যখন আমি কোন লোকের বিরস মলিন বদন দেখি, তখন

তাহার স্ত্রীর নিমিত্ত দুঃখ না করিয়া থাকিতে পারি না। যখন সরল সরস মূর্ত্তি অবলোকন করি, আমি তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও পরিবার বর্গের সুখের বিষয় ভাবি।" ডি টকিভিল্ আপনার ললনা সম্বন্ধে পরম বন্ধু ডি কার্গোয়লেকে একখানি পত্রে লেখেন "আমার শরীর ও মনের চির-দুর্ব্বলতায় তিনি সুখের আকর।"

স্বামীর জন্য স্ত্রীর ত্যাগ-স্বীকারের শীর্ষস্থান এই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতে সক্ষম, ইহা কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে? কিন্তু পাশ্চাত্য রমণীগণের মধ্যে যে এই গুণের অভাব আছে, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দুই একটির কথা এখানে উল্লেখ করিলাম। গ্রোসস ও মার্সাল বেজান স্ব স্ব স্ত্রীর প্রযত্নে কারাগার হইতে মুক্ত হন। জেনবার প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অন্ধ হিউবার স্ত্রীর সাহায্যে জগৎ বিখ্যাত হন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক ও দার্শনিক সর্ উইলিয়ম্ হামিল্টনের বিষয় বঙ্গীয় কৃতবিদ্য মাত্রেই অবগত আছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীর নিকট কত ঋণী, তাহা তিনি "Liberty" স্বাধীনতা নামক স্বীয় গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে স্বীকার করিয়াছেন। অন্ধ মিল্টন, প্রেস্কট্ ও ফসেট্ উক্ত মহাত্মার ন্যায় স্ব স্ব পত্নীর নিকট ঋণী।

প্রাণিতত্ত্ব।

৭ম সংখ্যক।

১। মাকড়সা,—ইহাদিগের ন্যায় সুনিপুণ তন্তুবায় আর দেখা যায় না। ইহারা সময়ে সময়ে নদীর উভয় তীরস্থ বৃক্ষ লতা অবলম্বন করিয়া নদীর উপর দিয়া সেতু ও জাল নির্ম্মাণ করে।

শূন্যবিহারী মাকড়সা,—ইহারা শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা পক্ষ-বিহীন হইলেও আশ্চর্য্য কৌশলে শরীরকে বায়ুর তরঙ্গে ভাসাইয়া দেয়। ইহাদের জাল মধ্যে মধ্যে একাধিক ক্রোশ বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। বোমেন সাহেব ইহাদের কার্য্য-প্রণালী অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "ইহারা কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ করিয়া দেখে; পরে বায়ুর মুখ হইতে অন্য দিকে উদর সরাইয়া লয় এবং অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া চারি পাঁচ বা ছয়টী সূক্ষ্ম সূতা বাহির করে। এই সূতা একস্থান হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সূর্য্যালোকে ঝিকিমিকি করিতে থাকে। কিছুক্ষণ এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়াইয়া

থাকিয়া বেগের সহিত বিপরীত মুখে শূন্যে উঠে এবং পূর্ব্ববর্ণিত সূতা অবলম্বন পূর্ব্বক শূন্যে ঝুলিয়া বেড়ায়।

বায়ু-বেগে সূতা যেমন শূন্যে ভাসিয়া যায়, বুদ্ধিমান মাকড়সাও তেমনি ঐ অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় "পেরাসুট্" অবলম্বনে স্থির ভাবে ধীরে ধীরে সংযত-পদ হইয়া শূন্যমার্গে বিচরণ করে। ইহাদের নিকট বেলুনারোহী মানুষ হার মানিয়া যায়।

জলীয় মাকড়্সা,—ইহারাও পূর্ব্বোল্লিখিত তীর্য্যক্‌গণাপেক্ষা "ইঞ্জিনিয়ারিং" কার্য্যে কম সুনিপুণ নয়। ইহাদের গৃহ-রচনা প্রণালী অদ্ভুত।

প্রথমতঃ জলীয় উদ্ভিদের পত্রে পত্রে যোগ করিয়া সূক্ষ্ম সূতা বয়ন করে। তৎপরে উহার উপর গলিত কাঁচের ন্যায় এক প্রকার স্বচ্ছ "রং" ঢালে এবং উহাকে বিস্তীর্ণ করিয়া ছাদ নির্ম্মাণ করে। এই "রং" মধ্যস্থ বুনন যন্ত্র হইতে বাহির হয়। উদরে ঐ "রং" লেপিয়া জলের উপরে উঠে। জলের উপর হইতে অজানিত কৌশল দ্বারা জল-বুদ্বুদের মধ্যে বায়ু লইয়া গিয়া ঐ ছাদের নীচে ছাড়িয়া দেয়। দশ বার বার এইরূপ বায়ু লইয়া যাইয়া ছাদের নিম্নে দিলে উহা প্রসারিত হয়। এই-রূপে ইহার কুটীর প্রসারিত করিয়া জলের নীচে শুষ্ক স্থানে বসবাস করে। জলের উপরি ভাগে ঘোরতর ঝটিকা বহিলেও ইহারা নিরাপদে এই আবাসে থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করে।

২। বৈদ্যুতিক মৎস্য,—বৈজ্ঞানিক আমেরিকাই এই সকল বৈদ্যুতিক মৎস্যের জন্য বিখ্যাত।

টর্পেডো,—ইহার শরীরে একটী তাড়িত যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রে তাড়িত সঞ্চিত থাকে। তাড়িত যন্ত্র হস্তে ধারণ করিলে যেরূপ আঘাত পাওয়া যায়, এই ভয়ঙ্কর মৎস্যকে ছুঁইলেও সেইরূপ আঘাত পাইতে হয়। ইহাদের দেহ প্রায় গোলাকার। ইহারা কখনও কখনও ৪০।৫০ সের ভারী হয়। ইহাদের ত্বক্ মসৃণ ও ধূষর বর্ণ। টর্পেডো স্পর্শ করিলে হঠাৎ পাকস্থলীর পীড়া হয়, সর্ব্ব শরীরের স্পন্দন হইতে থাকে, এবং হস্ত পদ "খেঁচিতে" থাকে; কখনও কখনও আবার মানসিক শক্তি সকলও নষ্ট হইয়া যায়।

ঈল্ মৎস্য,—ইহারাও টরপেডোর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হস্ত; শরীরের বেড় অর্দ্ধ হস্তের অধিক হইবে না। শরীর চেপ্‌টা, মুখ প্রশস্ত ও দন্ত-শূন্য।

অনেকে ইহাদের লাঙ্গুলের আঘাতে ধরাশায়ী হন। এক জন ইংরাজ নাবিক একবার জিদ করিয়া হস্ত দ্বারা একটী ঈল মৎস্য ধরিবা মাত্র মূর্চ্ছিতের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িল। বহু কষ্টের পর তাহার সংজ্ঞা লাভ হয়। এই বৈদ্যুতিক মৎস্যাবতার কেবল

দক্ষিণ আমেরিকার লবণশূন্য জলেই কেলি করিয়া থাকে।

৩। মৎস্য-রাজ হেরিঙ্গ,—ইহারা সমুদ্রে বাস করে। ইহাদের চক্ষু রক্তিম বর্ণ, দৈর্ঘ্য ৮।৯ ইঞ্চ। ইহাদের নাম "মৎস্য-রাজ।"

ইহাদের বংশ-বৃদ্ধি অতি ভয়ানক। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে একটী হেরিঙ্গের বংশাবলী বিংশতি বর্ষ মধ্যে যদি বিনষ্ট না হয় এবং পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে এই স্তূপ পৃথিবীর দশ গুণ হইবে। পাছে এই বিপদ ঘটে বলিয়া বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাদের অসংখ্য শত্রু করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণিগণ ইহাদের শত্রু। জলবাসী পক্ষিগণ উপর হইতে এবং মৎস্য প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণ নিম্ন হইতে ইহাদের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে।

এক বিবরণে পাঠ করা যায় যে খৃষ্টীয় ১৭৭৩ সালে স্কট্‌লণ্ডে লচ্ টেরিডেন্ নামক স্থানে এক দিন এবং এক রাত্রির মধ্যে এক সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ নৌকা হেরিঙ্গ মৎস্য ধৃত হইয়াছিল।

হেরিঙ্গ ধরিবার কৌশল,—ইউরোপ এবং আমেরিকাতে অসংখ্য হেরিঙ্গ ধৃত হয়। রাত্রিতে জাল দ্বারা ইহাদিগকে ধরা হয়। ধীবর নৌকার উপর একটী মশাল রাখে। নৌকা তীর-বেগে তর তর করিয়া অন্ধকার রজনীতে সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া যায়। আমেরিকা ও ইউরোপবাসী সুসভ্য হেরিঙ্গ বড়ই জ্যোতিপ্রিয়। ইহারা আলোক দেখিয়া নৌকার পশ্চাৎ ভাগে দলবদ্ধ হইয়া সমবেত হয়। এই অবকাশে সুসভ্য অথচ সুচতুর ধীবর জাল নামাইয়া তাহাদিগকে বন্দী করে। রজনী-যোগে দীপ মালায় বিভূষিত সাগর-বক্ষে এই দৃশ্য অতীব মনোহর। বেগবতী জ্যোতিঃশালিনী নৌকা গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে মহাকবি মিল্টনের "Shooting star" বা নক্ষত্রপাতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। বহু সংখ্যক নরনারী তীর হইতে এই চিত্ত-বিনোদন নৈশ দৃশ্য দেখিবার জন্য দলে দলে গমন করে।

আখ্যানমালা।

৫ম সংখ্যক।

১। একদা মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা প্রসিদ্ধ জন্ ওয়েশ্‌লি জনৈক রাজকীয় কর্ম্মচারীর সহিত এক গাড়িতে বেড়াইতেছিলেন। কিছু দূর গিয়া গাড়ি বদলাইবার সময় মহাত্মা ওয়েশ্‌লি যুবা কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "আপনার সহবাসে বড়ই সুখী হইয়াছি; কিন্তু আপনার নিকট একটী ভিক্ষা আছে।"

যুবা—আপনাকে আপ্যায়িত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি ত কখনই অন্যায় অনুরোধ করিবেন না।"

ওয়েশ্‌লি—"এখনও আমরা অনেক দূর একত্রে যাইব। তাই আপনার নিকট এই অনুরোধ যে আমি যদি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া শপথ করি বা অশ্লীল কথা বলি, তাহা হইলে আপনি তৎ-ক্ষণাৎ আমাকে বিলক্ষণরূপে তিরস্কার করিবেন।"

বলা বাহুল্য যে ঐ যুবা পুরুষই ঐ দুই দোষে দোষী ছিলেন। তিনি "আহার ঔষধরূপ" মিষ্ট অথচ সত্য তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিলেন। যুবক সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "এইরূপ তিরস্কার ওয়েশ্‌লি ব্যতীত কাহারই নিকট হইতে আসিতে পারে না।" বস্তুতঃ উহা অব্যর্থ হইল। এই গল্পটী মিষ্ট ভৎসনার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত।

২। ক্রূর-প্রকৃতি ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞী মেরীর রাজত্ব কালে মহাত্মা গিল্পিন্ নিজ বিশ্বাসের জন্য বিচারিত হইবেন বলিয়া লণ্ডনাভিমুখে গমন করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া একটী পদে এমন আঘাত পাইলেন যে যাত্রা বন্ধ করিয়া সেই স্থানেই কিছু দিনের জন্য বাস করিতে হইল।

এই ঘটনায় তাঁহার রক্ষক উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি যে বলেন 'যাহা কিছু ঘটে, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট,' তবে কি আপনার মঙ্গলের জন্য আপনার পদ ভাঙ্গিয়া গেল?"

মহাত্মা সবিনয়ে বলিলেন,—"এ বিষয়ে ত আমি সন্দেহই করি না।"

আশ্চর্য্যের বিষয় মহাত্মা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ডেশ্বরীর পরলোক গমনের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। এইরূপে আসন্ন মৃত্যু হইতে দৈব যোগে রক্ষা পাইয়া হর্ষোন্মত্ত জনতার মধ্য দিয়া মহাত্মা গিল্পিন্ হাটনে প্রত্যাগমন করিলেন। আপামর সকলেই গিল্পিনের উদ্ধারের জন্য আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ভয়-দুঃখত্রাতা ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

৩। মহাত্মা সক্রেটিসের শিষ্য ইউক্লিড্ একদিন নিজ ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এর যদি প্রতিশোধ লইতে না পারি, তবে এ জীবন আর রাখিব না।" ইউক্লিড্—"আমি যদি স্নেহ দ্বারা তোমার হৃদয় গলাইতে না পারি ও পূর্ব্ববৎ তোমাকে, আমার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করাইতে না পারি, তবে আর এ প্রাণ রাখিব না।" উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য।

প্রাচীনকালে ইউরোপে দাস বিক্রয় প্রথা।

ইংলণ্ড,—বহুকাল হইতেই ইউরোপ খণ্ডে দাস বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাকালে ঋণগ্রস্ত বা দারিদ্র্যনিপীড়িত ব্রিটনবাসী নিজ সন্তানগণকে দাসত্বে বিক্রয় করিত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে রোমের বাজারে কতকগুলি ইংরাজ বালক দাসত্বে বিক্রয়ার্থে দণ্ডায়মান ছিল দেখিয়া মহামান্ত ও ভাবী-পোপ গ্রেগারী বিক্রেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে?" তাহারা উত্তর করিয়াছিল যে ইহারা এঙ্গেল্‌স্ বা ইংরাজ। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে প্রাচীন কালে রোমের বাজারে শাক বেগুণের ন্যায় দাস দাসী বিক্রয় হইত। এমন কি ইংলণ্ডেই ব্রিষ্টল নগর দাস বিক্রয়ের একটী প্রধান স্থান ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উল্‌ফ্‌ষ্টান্ এবং লেন্‌ফ্রেঙ্কের প্রভাবে দাসত্ব প্রথা বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়।

রোম,—খৃষ্টের অভ্যুদয়ের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বেও রোম নগরে দাস দাসী বিক্রীত হইত। মিশর ও অন্যান্য স্থান হইতে আনীত নরনারী রোমের বাজারে বিক্রয়ার্থ রাখা হইত। উহাদের কর্ণে ছিদ্র করিয়া এবং অনাবৃত পদে চা-খড়ি মাখাইয়া দেওয়া হইত। তাহারা যে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই সাধারণকে জানান হইত। মহর্ষি সেনেকা এবং এপিক্‌টিটাস্ ইত্যাদি রোমীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে রোমের দাস বিক্রয় প্রথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এপিক্‌টিটাস স্বয়ং একজন ক্রীত-দাস ছিলেন। ফ্রিজিয়া দেশে হায়্‌রোপালিস্ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। "এপিক্‌টিটাস" কথার অর্থই "ক্রীত"। দারিদ্র্য বা অন্য কারণ বশতঃ তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে দাসত্বে বিক্রয় করেন। তাঁহার প্রভু আমোদচ্ছলে তাঁহার একটী পদ মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে জর্ম্মণি, মিশর, গল, সিরিয়া, ব্রিটন, স্পেন দেশীয় নরনারীদিগকে রোমের বাজারে বিক্রয়ের জন্য খড়ি মাখাইয়া ও কর্ণ বিদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখা হইত।

গ্রীস,—প্রাচীন কবি হোমারের কাব্যে এই প্রথার উল্লেখ আছে।

তাঁহার সময়ে ডাকাতেরা জাহাজে করিয়া বিদেশ হইতে চোরা মানুষ বিক্রয়ার্থ আনিত। এমন কি ধনবান গ্রীকদিগকেও এই প্রকারে লইয়া যাইয়া অন্য দেশে বিক্রয় করিত।

সাধারণতঃ গ্রীক্ "দাস-বাজারে" দুই মিনি, ইংরাজি ৮ পাউণ্ড, বা ৮০।৯০ টাকা দরে একজন দাস ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত। স্ত্রী, পুরুষ কেহই অব্যাহতি পাইত না। সুন্দরী হইলে, বা

বিশেষ কোন গুণ থাকিলে দাস দাসীর মূল্য আরও অধিক হইত।

প্রাচীন গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা হেরডোটাস্ বলেন,সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থকার ইসপ্ (Aesop),জেস্থাসের (Zanthus) ক্রীত-দাস ছিলেন। থ্রেস্‌বাসিনী হ্রোডোপিস্ নাম্নী পরমা সুন্দরী এক জন রমণীও জেস্থাসের ক্রীত-দাসী ছিল। জেস্থাস্ তাহাকে বিক্রয়ের নিমিত্ত মিশর দেশে লইয়া যান। অবশেষে কেরেক্‌সাস্ নামক মাইটেলিন্ নিবাসী এক ব্যক্তি ঐ রূপসীকে বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া স্বাধীন করিয়া দেন। এই সমুদায় বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দাস বিক্রয় প্রথা বহুকালাবধি ইউরোপ খণ্ডে অল্লাধিক পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রাচীন ও আধুনিক কালের দাস বিক্রয় প্রথার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে ইহা সত্য।

মহর্ষি সক্রেটিস।

(২)

এথেন্সগরের জন সাধারণের গোচরার্থ যে স্থলে দণ্ডাজ্ঞা লিখিত থাকিত, সেই প্রকাশ্য স্থানে একদিন এইরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া গেল যে, "সক্রেটিস্ অপরাধী। প্রথমতঃ,সে দেবদেবীর পূজা করে না এবং অভিনব দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পূজা দেশে যাহাতে প্রচলিত হয় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যুবকদিগের নীতি কলুষিত করিতেছে। প্রাণদণ্ডই ইহার সমুচিত শাস্তি।" এনিটাশ্ নামক এক ধনাঢ্য বণিক্, মেলেটাস্ নামক এক কবি, ও লাইকন্ নামক একজন বক্তা, এই তিন জন অভিযোগকারিগণের মধ্যে প্রধান।

সক্রেটিসের বয়ঃক্রম এখন প্রায় সপ্ততি বর্ষ। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাধা হইয়াছে,এবং সেই জন্য মৃত্যু তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়াই, ভগবান তাঁহাকে অমরলোকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। বিচারকগণের নিকট কোথায় অবনতমস্তকে জীবন ভিক্ষা করিবেন, না, তিনি তাহাদের প্রভুর ন্যায় তেজের সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন "অন্যায়রূপে আমার নামে অভিযোগ করা হইয়াছে।" সক্রেটিস্ মেলেটাস্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপে বলিতেছ যে আমি যুবকদের নীতি দূষিত করিয়াছি, যখন তাহাদের পিতা মাতা অন্যরূপ কহিতেছেন?" আবার বিচারকদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইহাও কি সম্ভব যে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে সেনানীগণের বিচারকালে একাকী নির্দ্দোষীর পক্ষ হইয়া সমাজের

বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে ত্রিংশৎ সংখ্যক অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করে নাই,—ইহাও কি সম্ভব যে সেই ব্যক্তি অদ্য কর্ত্তব্যের ভূমি পরিত্যাগ করিবে?" তিনি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"হে এথিনীয়গণ! আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করি, কিন্তু যতকাল শক্তি ও জীবন থাকিবে, ততকাল সত্যের অনুসন্ধান করিতে ও তোমাদিগকে সত্যের পথে চলিবার জন্য অনুরোধ করিতে ক্ষান্ত হইব না। তোমাদিগকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য আমি ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। হে এথিনীয়গণ! যদি আমি জীবন রক্ষার জন্য তোমাদের তোষামোদ করি, তবে তোমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে যে ভগবান্ নাই। কিন্তু তাহা নহে। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আছেন, এবং আমার অভিযোগকারিগণের অপেক্ষা উচ্চতর ভাবে আমি তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমার বিচারের ভার তোমাদের এবং পরমেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিলাম।"

পাঁচ শত পঞ্চাশ জনের মধ্যে দুই শত অশীতি জন তাঁহার বিরুদ্ধে মত দিলেন। তাঁহাদের বিচারে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল। তৎকালীন প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড চাহিতে পারিতেন, কিন্তু এখন যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর অধিক তর তেজে পূর্ণ হইল। তিনি শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন যে সাধারণের হিতকারী বন্ধু বলিয়া তিনি তাঁহাদের সম্মানের পাত্র এবং সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া তাঁহাদের উচিত এবং তিনি ত অন্যরূপ দণ্ডের কোন কথাই বলিবেন না, কারণ তিনি দণ্ডনীয় কোনই কার্য্য করেন নাই; তবে তাঁহার বন্ধুগণ (তিনি নির্ধন ছিলেন) তাঁহার জন্য ত্রিশ মিনি (প্রায় দুই সহস্র টাকা) দিতে সম্মত আছেন; অতএব যদি তাহা দিলে হয়, তবে তাঁহারা তাহা দিতে পারেন। তাঁহার অবজ্ঞাসূচক বাক্যে সকলে জ্বলিয়া উঠিল। পুনরায় সকলের মত লওয়া হইল। এবার অধিকাংশ লোকই তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করিল।

অবশেষে তিনি বলিলেন, "পরলোকে কতই আনন্দ হইবে। দেবতাগণ ও মহাত্মাগণের সঙ্গে কতই জ্ঞানামৃত পান করিব! হে বিচারকগণ! তোমরা আনন্দিত হও এবং ইহা জান যে ইহকালে বা পরকালে সাধু ব্যক্তির কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। এখন যাইবার সময় উপস্থিত; আমরা নিজ নিজ পথে যাই; আমি মরিতে যাই ও তোমরা বাঁচিতে যাও। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে অধিক সুখী, ঈশ্বর তাহার বিচার কর্ত্তা!

ঐ দিবস এথিনীয়গণ ডেলস্ দ্বীপে

এক মাসের জন্ত তীর্থযাত্রা করিল; তজ্জন্ত তাহাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এক মাস কাল কাহারও প্রাণনাশ করা বিধিবিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং সক্রেটিস্ পরলোক যাত্রার জন্ত এক মাস সময় পাইলেন। এই সময় তাহাকে কারাগারে বাস করিতে হইল, এবং তিনি শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে অন্যতম শিষ্য ক্রিটো আসিয়া বলিল, "আপনি পলায়ন করুন; আমি কারারক্ষক ও সাক্ষিগণকে অর্থ দ্বারা নীরব করিব।" মহর্ষি উত্তর করিলেন, "কি! যে ব্যক্তি জীবনের অর্দ্ধশতাধিক বর্ষ স্বদেশবাসিগণকে সত্যের পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছে, সেই কি আজ প্রতারণা পূর্ব্বক ধর্ম্মের শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে? সত্য যেন বীণানিন্দিত ঝঙ্কারপূর্ব্বক কর্ণে বলিতেছে 'অন্ত কাহারও কথা শুনিও না।' ইহার পর তিন দিবস চলিয়া গেল। এখন মৃত্যুর কাল উপস্থিত। কারাগারের সম্মুখে বন্ধুগণ সমবেত, তাঁহার মুখরা স্ত্রী জেন্থিপী তাঁহার পার্শ্বে একটী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। জেন্থিপী অশ্রুজলে ধরা সিক্ত করিয়া অতি কাতর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। সক্রেটিস্ ক্রিটোকে আদেশ করিলেন "ক্রিটো! কাহাকেও বল ইহাকে গৃহে লইয়া যায়।" আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল চিত্তে বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "আমি স্বপ্নে 'সঙ্গীত করিতে' আদিষ্ট হইয়াছি।" তাই তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে ইসফের গল্পগুলি কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করিতেছিলেন। "আজি মৃত্যু হইবে," এই সংবাদ পাইয়া মহাত্মা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আত্মার অবিনশ্বরত্বের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "শরীররূপ কারাগার হইতে আত্মার মোচনই মৃত্যু। জীবনের পর মৃত্যু আসে। কিন্তু আবার মৃত্যুর পর জীবন আসে। যদি মৃত্যুই জীবনের শেষ হয়, তবে কি দুষ্ট লোকে দণ্ড এড়াইবে?" এইরূপ যুক্তি দেখাইতে দেখাইতে সহাস্য বদনে হেমলক-পাত্র হস্তে লইলেন এবং বিষ-পাত্রদাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বন্ধুদের নিকট চিরদিনের জন্ত বিদায় লইয়া খৃষ্টের চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে অমৃতলোকে চলিয়া গেলেন। মৃত্যু সময়ে সক্রেটিস্ বলিলেন "মরালগণ মৃত্যুকালে যেরূপ অধিক নৃত্য ও সঙ্গীত করে, আমিও তদ্রূপ জীবনসন্ধ্যার সঙ্গীত করিতে করিতে অমরধামে চলিয়া যাইতেছি।" এই সময়ে সান্ধ্যতমসাবৃতা পৃথিবী যেন বিধবার ন্যায় শোকবেশ পরিধান করিলেন। মৃত্যুকালেও ক্রিটোকে রহস্য করিয়া বলিলেন "এ চিৎকার কি জন্ত? সকলকে শান্ত হইতে বল।" শেষ বিদায় লইবার

জন্ত বস্ত্রে মস্তকাবৃত করিয়াছেন এরূপ সময়ে একবার বস্ত্র উন্মোচিত হইল, সকলেই শেষ কথা শুনিবার জন্ত ব্যস্ত। সক্রেটিস্ বলিলেন "ক্রিটো! আমি এস্কুপিয়াসের নিকট একটী কুক্কুটের জন্ত ঋণী। উহার ঋণ পরিশোধ করিতে ভুলিও না।"

হতভাগ্য এথিনীয়েরা মহাত্মার সমাদর বুঝিল না। উত্তর কালের গ্রীকেরা তাঁহাকে অমানুষ দেবতা মনে করিত। সেই জন্যই, তাহাদের ধারণা ছিল যে সক্রেটিসের ন্যায় ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করিতে পারে না।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে ইঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে প্লেটো ও জেনোফনের পুস্তকাদি হইতে ইঁহার বিষয় কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। যতদিন পৃথিবীতে সত্যের সমাদর থাকিবে, ততদিন মহর্ষি সক্রেটিসের নাম প্রীতি ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইবে।

মহর্ষি সক্রেটিসের বিষয়ে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। আর্কিলাস্ ও এনাক্সাগোরাস্ তাঁহার গুরু ছিলেন। আর্কিলাস্ সক্রেটিসকে ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাত্মা যে কি উত্তর দিয়াছিলেন পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

তাঁহার ভার্য্যা জেন্থিপী এক জন প্রসিদ্ধ ব্যাপিকা ছিল। মহাত্মা গৃহে স্ত্রীর ও বাহিরে সমাজের নির্য্যাতন সহিয়াও চিরদিন একই প্রকার প্রশান্ত ভাবে কাটাইয়াছিলেন। এক দিবস স্ত্রীর সহিত বিবাদ হওয়াতে, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন, এমত সময়ে জেন্থিপী গৃহোপরি হইতে স্বামীর মস্তকে সমল জল এক কলস ঢালিয়া দিল। সক্রেটিস্ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন "আমি ত জানিতামই যে যখন এত তর্জ্জন গর্জ্জন হইল, তখন বৃষ্টি নিশ্চয়ই হইবে।"

মহাত্মা ইচ্ছা করিলেই বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু ধনের সেবাকে অশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যেরই জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাংসারিক দিক হইতে দেখিলে তাঁহার সকল বিষয়েই অসুখ; কিন্তু তিনি এমনই দৃঢ়চিত্ত ছিলেন যে কিছুতেই তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হইত না। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে অযথারূপে অপমান করাতে তাঁহার শিষ্যবর্গ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; তদ্দর্শনে সক্রেটিস্ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "কেহ অসুন্দর হইলে তোমরা তাহাকে প্রহার কর কি?" শিষ্যগণ বলিল "না।" সক্রেটিস্—"উহার মন মলিন, তজ্জন্যই ঐ ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়াছে। তবে, উহাকে প্রহার করিতে যাইতেছ কেন?" ইঁহার উপদেশ এইরূপ ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ ছিল।

সক্রেটিস্ স্বভাবিক অতি গম্ভীর,

আমোদপ্রিয় অথচ ধীর ছিলেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ এমন আর কোথাও দেখা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে, নিজগৃহে, সুখে দুঃখে, কোন অবস্থাতেই তাঁহার আত্মার স্থৈর্য্য নষ্ট হইবার নহে। ইহাঁর শরীর ও আত্মার উভয়বিধ বল অসাধারণ ছিল। এমন সত্যপ্রিয় ধর্ম্মবীর আর জগতে দেখা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শিশু শিক্ষা।

৩য় সংখ্যক।

(৩০৩ সং—৩৬৯ পৃষ্ঠার পর)

শিশুদিগের হৃদয়ের শিক্ষা—অনেক পিতা মাতা সন্তানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জন্মাইয়া দেন। বেকন ইহাকে পিতা মাতার অদূরদর্শিতা বলিয়াছেন। শৈশবে যেরূপ সংস্কার হয়, চিরদিন তাহা থাকিয়া যায়। এই কাল হইতে ভাই ভগ্নীর মধ্যে যদি হিংসাদ্বেষশূন্য প্রেমের ভাব না থাকে, তবে কখনও তাহা আসিবে না। দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা এই সময়ে শিশুদিগকে নিজ পরিবারস্থ ও বাহিরের লোকদিগকে দয়া ও সম্মান করিতে এবং ভালবাসিতে শিখাইতে হয়। মনের অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা গুরুতর ব্যাপার, কারণ হৃদয়ই জগৎকে চালায় ও বাসোপযোগী করে। মানব হৃদয়ে প্রেম,দয়া, ভক্তি, বিনয় ইত্যাদি দেবভাব সমূহ আছে বলিয়াই মানুষ, মানুষ হইয়াছে।

শিশুদিগের মানসিক শিক্ষা—কৌতূহল ও অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। জ্ঞানের ক্ষুধা হইলে শিশু আপনিই শিক্ষা করিতে চাহিবে। সন্তানকে একখানি চিত্রপূর্ণ পুস্তক দেখাও, উহা পাঠ করিবার জন্য তাহার কতই যত্ন ও উৎসাহ হইবে। ফ্রেডারিক্ দি গ্রেট্, ওয়াসিংটন্, সার্ উইলিয়ম্ জোন্স প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জননীগণ এইরূপ উপায়েই সন্তানদের প্রাণে বিদ্যানুরাগ জ্বালিয়া দিতেন। সহস্র বেত্রাঘাতে যাহা না হয়, কৌতূহল জাগাইয়া দিলে তাহা আপনাপনিই হইবে।

নিতান্ত শৈশব কালে বালক বালিকাদের মস্তিষ্ককে পাঠের গুরু ভারে আক্রান্ত করা বিধেয় নহে। বালক বালিকাদিগকে জ্ঞানগর্ভ অথচ আমোদ জনক বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে শিক্ষা জ্ঞান ও আমোদ এই দুই গুণ-বিশিষ্ট নহে, তাহা শিশুদিগের উপযোগী নয়। তাহাদিগকে গল্প এবং ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা

দিতে হয়। নিতান্ত শৈশবাবস্থা হইতে সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া কখনই উচিত নহে। আজকাল তাহাদিগকে আবার এরূপ বিষয় পড়ান হয়, যাহা তাহাদের বোধগম্য নহে। তজ্জন্যই উহা তাহাদিগের ভাল লাগে না এবং শিক্ষার উপরে তাহাদের একরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। সুকবি বাইরন তাঁহার এক পুস্তকে বলিয়াছেন যে নিতান্ত বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় শিক্ষকের যষ্টির ভয়ে এক দুরূহ লাটিন্ কবিতা গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল বলিয়া আজন্ম কাল ঐ গ্রন্থের উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল।

ইয়ুরোপ খণ্ডের লোকে শিশুশিক্ষা এরূপ গুরুতর বিষয় মনে করেন যে তত্রত্য চিন্তাশীল মহামহোপাধ্যায়গণ ঐ বিষয় লইয়া যাবজ্জীবন আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিষয়ে যৎপরোনাস্তি ঔদাসীন্য দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়। বাবু ধন সঞ্চয় করেন, "গিন্নি" "ঘরকন্না" করেন, শিশু সন্তানদের বিষয় কেহ ভাবেনও না। সকলেই ছেলেকে পাঠশালা, স্কুলে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। সন্তানদের হৃদয় মন কিরূপ গঠিত হইল, কয়জন পিতামাতা তাহা দেখেন?

নৈতিক শিক্ষা,—সর্ব্বাপেক্ষা এই বিষয়ে অধিক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞপ্রবর লর্ড বেকন্ বলিয়াছেন, "An example is a globe of precepts" অর্থাৎ একটী দৃষ্টান্ত, আর এক পৃথিবীপূর্ণ উপদেশ সমান। শিশুসন্তান কাহাকে আদর্শ করে? তাহার মাকে। অতএব, মহিলাগণ! সাবধান! দৃষ্টান্ত মন্দ হইলে শত উপদেশেও কিছুই হইবে না। আমি জানি একটী দুঃখিনী রমণী তাঁহার শিশু সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন; তাই সন্তান সদা সর্ব্বদা এই বলিয়া প্রার্থনা করিত যে "হে ভগবান! তুমি আমার মাকে ভাল ছেলে কর, আমার বাবাকে আমাকে ভাল ছেলে কর।"

আর একটী ৩।৪ বৎসরের বালক মার নিকট শিখিয়াছিল যে কুকার্য্য করিতে নাই, এবং কুকথা কহিতে নাই, কারণ পরমেশ্বর উহাতে বিরক্ত হয়েন। ছেলে পিতাকে "মাত্লামি" করিতে দেখিলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিত "বাবা! অমন কর্ত্তে নাই; পরমেশ্বর রাগ্ কর্ব্বেন।" কোন কিছু মন্দ বোধ হইলে সে উহাই বলিত। দৃষ্টান্ত না দেখাইতে পারিলে দৃষ্টান্তের ছায়া গল্পেও অনেক কার্য্য হইবে। সেই জন্য ইংরাজিতে বলে "Point a moral and adorn a tale" একটী নীতি নির্দ্দেশ গল্প রূপে সাজাইবে, তাহা হইলে উহা শিশুর মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিবে।

"When truth in closest words shall fail,
Then truth embodied in a tale
Will enter in at lowly doors."

যখন কঠোর উপদেশে ফল হইবে না, তখন গল্পচ্ছলে উপদেশ দিলে সত্য হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিবে। দয়া, প্রেম, সাহস, সংযম, সত্যনিষ্ঠা, ও স্বার্থত্যাগের গল্প ও উপাখ্যান শৈশব হইতে বালক বালিকাদিগকে শিখাইলে, তাহাদিগের জীবন কখনই দুর্নীতিময় হইতে পারে না। বালক বালিকাদিগের মনে যাহাতে জাতীয় গৌরবের ভাব জাগরূক থাকে, তজ্জন্যও বিশেষ যত্নবান হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য।

সুশীলা ও সরোজের কথোপকথন।

সু। দেখ সরোজ! একটা কথা সর্ব্বদাই আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিবে। তাতে বড় উপকার হইবে।

স। কি কথা দিদি! আমাকে বলনা?

সু। কথাটী এই—'ইহা কি উচিত?'

স। এত একটি ছোট কথা? তবে কথাটা ভাল বটে।

সু। বড় ভাল, কিন্তু দেখ, একথাটী যেমন করে ভাবা উচিত, তা তুমি ভাব না।

স। এমন কথা তুমি কেন বল্লে দিদি?

সু। সব সময়ের কথা আমার মনে নাই। কিন্তু গুটিকত দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারিবে।

স। আমার কি দোষ পেয়েছ বল দেখি?

সু। আগে তুমি অঙ্গীকার কর, আমার কথায় রাগ কর্‌বে না?

স। আমি রাগ করিব না, আমিত মন্দ কাজ কর্ত্তে ইচ্ছা করি না।

সু। আচ্ছা সরোজ, মা তোমাকে সে দিন রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে বল্লেন মাঝের বাড়ীর বউকে ডেকে আন। তুমি বল্লে কেন মতিকে পাঠাও না।

স। আমি তখন যে লাঠিমটী ঘুরাইতেছিলাম, নূতন লাঠিম, সবে কিনিয়া আনিয়াছি।

সু। কিন্তু এরূপ কথা বলা কি তোমার উচিত ছিল? একবার ভেবে দেখ আমাদের উপর মার কত স্নেহ! তিনি আমাদের জন্য কত করেন!

স। মার কত স্নেহ তা আমি জানি। যতদূর সাধ্য তাঁর কথা শুনা ও তাঁর সাহায্য করাও উচিত, তাও জানি। কিন্তু সে সময় একথা মনে হয় নাই।

সু। তা ঠিক্ কথা, তুমি ভাব নাই। মাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হওয়া কি উচিত? ইহা তুমি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর নাই। আর তোমার মনে আছে কাল তোমার ছোট ভাইয়ের উপর রাগ করেছিলে?

স। না দিদি! রাগ করি নাই। আমি একটি সুন্দর গল্প পড়িতেছিলাম, তা শরৎ এমনি দুষ্ট ছেলে "দাদা কাপড় পরে দে, দাদা কাপড় পরে দে," বলে ক্রমাগত বিরক্ত করছিল, তাই তাকে ঠেলিয়া দিতে পড়িয়া গেল। সেটা ভাল কাজ হয় নাই এবং সে জন্য আমি দুঃখিত।

সু। দেখ এখানেও "ইহা কি উচিত?" তুমি ভাব নাই। আর একটি দৃষ্টান্ত বলিব। সে দিন পণ্ডিত মহাশয় আসিলে তুমি বইখানা মশারির চালে ফেলিয়া লুকাইলে কেন?

স। আমার যে পড়া হয় নাই। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করবেন, না বলতে পারলে মার্বেন।

সু। সরোজ এইটি কি উচিত কাজ হয়েছে?

স। আমি তখন অত ভাবি নাই। এখন বুঝিতেছি, আমি যা করেছিলাম উচিত হয় নাই, অন্যায় কর্ম্ম হয়েছে।

সু। আচ্ছা আর একটা কথা। তুমি সে দিন বিনয়কে আমাদের বাড়ীতে আসিতে বলিয়াছিলে কেন?

স। তার পড়া ব'লে দিবার কেউ নাই বলে, আর সে আমার নীচের ক্লাসে ৩য় ভাগ পড়ে, তাই বলেছিলাম, তুই আমার কাছে পড়া বলে নিস্।

সু। তবে তাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?

স। আমার খেলাবার সময় আসিল কেন? আর ৩য় ভাগ আমি কবে পড়েছি, তা কি আমার মনে আছে?

সু। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। তুমি যা পারবে না, কেন তবে তার জন্য অঙ্গীকার করিলে? অঙ্গীকার ক'রে পালন না করা কি উচিত? একবার একথা কেন ভাবলে না?

স। না দিদি, আর এ রকম অন্যায় কর্ম্ম করব না। আমি যা করবো, তার আগে ভাববো "ইহা কি উচিত?" যা উচিত তাই করবো, যা উচিত নয় তা কখনও করবো না। এত দিন একথা মনে হয় নাই ব'লে কত দোষ করেছি!

স্বভাব দর্শন।

পূর্ব্ব কালের ঋষিগণ বড় স্বভাবের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা আশ্রমের জন্য প্রায়ই মনোহর স্থান মনোনীত করিতেন। যেখানে সুন্দর নদী, ভাল ভাল পাহাড়, বেগ'ঝরণা, চারিদিকে ফুল গাছ, সুশ্রী পাখী, যেখানে নির্ম্মল সুগন্ধ বাতাস বহিতে থাকে, সেই স্থানে বাস করিতে তাঁহাদের অত্যন্ত ভাল লাগিত। প্রকৃতি যেমন খাঁটি সরলতা দেখাইতে পারে, এমন কি আর মানুষে পারে? মানুষে যাহা দেখায় তাহাতে সরলতাও আছে, কপটতাও আছে, কিন্তু স্বভাবের মনে

তাহা নাই। সুতরাং স্বভাবকে যাহারা ভাল বাসে, তাহাদের মন কেমন সরল হইয়া আসে! বিশেষতঃ প্রকৃতির ভিতর সুন্দর পবিত্রতা দেখিলে মন মোহিত হইয়া যায়। যাহাদের মন গাছ দেখিতে ভাল বাসে, নদী দেখিলে ভুলিয়া যায়, পাহাড়টী দেখিলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, ভাল গন্ধের আঘ্রাণে আহ্লাদে ভাসিয়া যায়,তাহারা সহজেই ভাল লোক হইতে পারে। তাহাদের মন খলতা কপটতা জানে না, অপবিত্রতাকে আদর করিতেও শিখে নাই। এখন আমরা কেবল ইংরাজদিগকেই স্বভাবের পক্ষপাতী দেখিতে পাই। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে স্বভাবের প্রতি অনুরাগ নাই বলিলেই হয়; সেই জন্য তাহাদের অনেকের মন এত কঠিন,চরিত্র এত মলিন। স্বভাবকে ভাল বাসিতে বাসিতে লোকের মনে পবিত্র গুণের প্রতি আপনাআপনি অনুরাগ জন্মে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও ভাল হইয়া আসে। এইরূপে মানুষের জীবন সুন্দর বেশ ধারণ করে। এই প্রণালীতে ধর্ম্মেও ভক্তি শ্রদ্ধা হয়। যাঁর হাতের জিনিষ তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মিলে কেন না তাঁহার প্রীতিতে জীবন পবিত্র হইবে?

মাতার প্রতি উপদেশ।

(৩০৪ সংখ্যা ২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

যে নারী আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণা, তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে ও নানা প্রকারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য বেশি আয়াস পাইতে হইবে না; একটী সামান্য দৃষ্টান্ত যথেষ্ট হইবে। ডিম্বস্থ শাবককে গরমে রাখিবার জন্য পক্ষী কত প্রয়াস পায়, কত কষ্ট সহ্য করে, কত দিন অনশনে অতিপাত করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। পক্ষিণী স্বভাবের দুর্জ্ঞেয় সঙ্কেতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া যাহা করে, জননী ধর্ম্ম ও বিবেকের আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া তাহা করেন। সন্তান লালন পালনের নিমিত্ত তিনি সামাজিক জীবন—এমন কি পুণ্য-কার্য্য জনিত পরমানন্দ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সন্তানের উপর যে আধিপত্য দিয়াছেন, তাহা হইতে যাহাতে তিনি স্খলিত-পদ না হন, তাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ এক অলোকিকী ইচ্ছা বলবতী থাকে। সন্তানেরা তাঁহার নিকট দিবানিশি থাকে, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। সন্তান ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আমোদ প্রমোদ ভোগ বিলাসে বহির্গত হওয়া তাঁহার পক্ষে গর্হিতকর্ম্ম

বলিয়া প্রতীত হয়। কেহ যেন বিবেচনা না করেন যে, জননীরা কিছু কালের নিমিত্ত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ভোগেও অনধিকারিণী। মাতা সন্তানদিগকে এক কালে ভুলিয়া ও সাংসারিক কর্ত্তব্যে বীতরাগ হইয়া আত্ম-সুখ-সর্ব্বস্ব বিলাসিনী হইতে পারেন না, ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য।

সন্তানকে অতি শৈশবাবস্থা হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে? দৈনিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কথোপকথনচ্ছলে। মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিবার জন্য সন্তানের শিক্ষার প্রতি চেষ্টিত থাকা আবশ্যক। সেইরূপ আবার বর্ণপরিচয়ের কালের পূর্ব্ব হইতেই মাতার সতর্ক দৃষ্টি, পিতার সন্তান কর্ত্তৃক সম্পাদিত সৎকর্ম্মের সাধুবাদ ও অসৎ কর্ম্মের অসাধুবাদ, ভগিনীর অকৃত্রিম ভালবাসা, ভাইয়ের সহিষ্ণুতা প্রভৃতির দ্বারা অধ্যাপনা আবশ্যক। অনেক মাতা আপনার ক্ষমতার উপর তত বিশ্বাস না করাতে শিক্ষা কার্য্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে নারী মাত্রে বিশেষতঃ গর্ভধারিণী মাত্রে যাহা অনুমান করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা তিনি অনেক অধিক করিতে পারেন।

অন্যায় আদর ও প্রশ্রয় দান অত্যন্ত সাধারণ। ইহা দ্বারা পরম শত্রুর কাজ করা হয়। সুতরাং সুমাতা এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেন। দয়ালু হওয়াও উচিত। যে মাতার হৃদয় কঠিন —যাহার স্নেহ নাই, তিনি স্বজাতির কলঙ্ক, স্বজনের কণ্টক। ভালবাসাই তাঁহার ক্ষমতা; ভালবাসাই তাঁহার অমোঘ অস্ত্র; ভালবাসাই তাঁহার কবচ; ভালবাসাই তাঁহার মন্ত্র। ভালবাসা ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারেন না। সন্তানদিগকে এই ভালবাসা দ্বারা সুশাসনে রাখিতে হইবে। পিতা মাতা অবশ্যই সম্মানিত হইবেন। এই সুনিয়মটী পরিত্যাগ কর, সন্তানের সুশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। অনেকে সন্তান পালনের নিমিত্ত সেবক সেবিকার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। স্বীকার্য্য অনেক গৃহকর্ম্ম—শিশুদিগকে খাওয়ান ধোয়ান পরান প্রভৃতি কার্য্য দাসদাসীর দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহার আর্থিক বল আছে, তাঁহার পক্ষে এ সুবিধা আছে। কিন্তু এ স্থলে আমরা ইহাও অবশ্য বলিব যে বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী মাতা যত দূর সম্ভব সন্তানকে আপনার কাছ ছাড়া কখনও করিবেন না।

জননীর আর একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। মুষ্টিযোগ প্রভৃতি টোটকা টাটকি জানা উচিত। সন্তানাদির সামান্য পীড়া হইলে মাতা স্বয়ং চিকিৎসা করিবেন। কথায় কথায় একটু হাঁচি ও হোঁচটে ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইলে গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরও কষ্ট হয় কিনা

তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহা যাহা প্রকটিত হইল, তৎ সমস্ত অবধান করিয়া প্রসূতিগণ চলিলে অন্ততঃ চলিতে চেষ্টা পাইলে সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

গৃহধর্ম্ম।

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী।

সেই ভার্য্যা পতিগত সদা যার প্রাণ,
সেই ভার্য্যা গর্ভে যেই ধরে সুসন্তান,
সাধ্বী নারী শুদ্ধ করি বাক্য কর্ম্ম মন,
যতনে পতির আজ্ঞা করেন পালন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকর্ম্মেষু দক্ষয়া।

সতী নারী ছায়াগত পতি অনুগতা,
সখী মত হিত কর্ম্ম সাধনেতে রতা;
হৃষ্ট মনে পতি মন করিবে তোষণ,
সুনিপুণা গৃহকার্য্য করিতে সাধন।

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপ বিলাপিনী।
ন চাতি ব্যয়শীলাস্যাৎ ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী॥

বাদ বিসম্বাদ না করিবে কারো সনে,
বিরত থাকিবে সদা অনর্থ ভাষণে,
অতি ব্যয়শীলা না হইবে কদাচন,
ধর্ম্মে অর্থে না করিবে ব্যাঘাত কখন।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

পতিপ্রিয় হিত কার্য্যে সতত যে রতা,
সদাচারা ইন্দ্রিয় সংযমে দৃঢ়ব্রতা,
ইহকালে তার কীর্ত্তি ঘোষে সর্ব্বজন,
পরকালে তার সুখ শান্তি অতুলন।

স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যং এষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ॥

পতি আনুগত্য রমণীর ধর্ম্মোচিত,
সতী স্ত্রী ত্যজিলে হয় ধর্ম্মেতে পতিত,

সূক্ষ্মেভ্যোহপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ঃ রক্ষ্যাঃ বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতা॥

স্বল্পমাত্র কুসঙ্গের থাকিলে কারণ,
রক্ষিবে নারীরে অতি করিয়া যতন।
নারী অরক্ষিতা যত অনর্থের মূল,
পিতৃভর্ত্তৃ দুই কুল করে শোকাকুল।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনাযাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

গৃহ মধ্যে রুদ্ধা নারী করিয়া যতন,
প্রহরী পুরুষবর্গ বিশ্বাসভাজন।
তথাপি সে অরক্ষিতা; যে রাখে আপনা,
সেই সুরক্ষিতা তার নাহিক ভাবনা।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

জ্যেষ্ঠ সোদরের ভার্য্যা গুরুপত্নী হন,
কনিষ্ঠের ভার্য্যা পুত্রবধূর গণন।

রত্নহার।

১। পাপী ঈশ্বর হইতে লুকাইয়া থাকিতে চায়, ধার্ম্মিক ঈশ্বরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে চান।

২। শোকাশ্রুতে ধৌত না হইলে চক্ষু দিব্য আলোক লাভ করিতে পারে না।

৩। প্রেম কি অদ্ভুত বস্তু, ইহার এক বিন্দু পান করিলে অশ্রুপাতে সাগর পূর্ণ হইয়া যায়।

৪। মৃত্যুকে ভিত্তি করিয়া যে জীবনের কার্য্য প্রণালী স্থির করিতে পারে, সেই যথার্থ জ্ঞানী।

৫। দুর্ব্বল মনুষ্য অবস্থা ও প্রবৃত্তির স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়, কিন্তু যখন সর্ব্বশক্তিমানের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাহাকে কাঁপায় কার সাধ্য ?

৬। সাধন বিনা সিদ্ধি লাভ হয় না।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার মধ্যস্থল দিয়া যে নূতন বৃহৎ রাস্তা শিয়ালদহ ও হাবড়ার পুলকে সংযুক্ত করিবে, তাহা লম্বে ৯০০৪ ও প্রস্থে ৭০ ফিট হইবে।

২। মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে ২ জন দুষ্ট লোক ১২ বৎসরের একটী বালিকাকে ভুলাইয়া কলিকাতায় আনে। শিয়ালদহ আদালতের বিচারে তাহাদের এক জনের ২ ও অপরের ১ বৎসর পরিশ্রমসহ কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

৩। ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে ৫টী কাগজের কল হইয়াছে এবং তাহা হইতে ক্রমে বিলাতী কাগজের মত ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় ২, বোম্বাইয়ে ৫, লক্ষ্ণৌয়ে ১ এবং গোয়ালিয়ারে ১টী কল চলিতেছে।

৪। লুসাই যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে শেষ হইয়া পার্ব্বত্য জাতিদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। সেনাপতি ট্রেজিয়ার সুখ্যাতি লইয়াছেন।

৫। কুমারী বিধুমুখী বসু দ্বিতীয় এল এম এস পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৬। বহরমপুরের কায়স্থেরা বিবাহ ব্যয় কমাইবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন, আরও কোন কোন স্থানে এরূপ সভা হইতেছে। কনগ্রেসের সামাজিক সমিতি এ বিষয়ে কি কিছু করিতে পারেন না ?

৭। কুচবিহারের মহারাজা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় মাসিক ১০০ টাকা করিয়া দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

৮। গত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৫৩০৭ মধ্যে ২৬৩৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ৩৪৭, ২য় বিভাগে ১১৮৫ ও ৩য় বিভাগে ১১০৬ জন। বেথুন স্কুল হইতে কুমারী অশোকলতা ২য় বিভাগে এবং মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও আগ্নেস দত্ত ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কবিতাকণা—বিনোদ বিহারী রায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কবিতাগুলি সরল, সুমিষ্ট ও সুভাবপূর্ণ। অনেক স্থলে লেখকের কবিত্ব শক্তির বেশ আভাস পাওয়া যায়।

২। চিকিৎসা লহরী—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মূল্য ⁄০ আনা। এই মাসিক পত্রিকা গত বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার প্রণালীর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রকটিত হইবে। যেরূপ মুষ্টিযোগ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের গৃহ চিকিৎসার সাহায্য হইবে।

৩। কণ্ঠহার—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহা একখানি সুন্দর উপন্যাস গ্রন্থ। ইহার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, কল্পনা সেইরূপ উচ্চ ও অদ্ভুত। এতৎ পাঠে পাঠিকারা প্রীত হইবেন।

৪। সাহিত্য কুসুম ১ম ভাগ—শ্রীতারিণী কান্ত মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে নীতি, বিজ্ঞান ও জীবন চরিত সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ আছে। বিষয়গুলি উপকারী এবং লেখা বিশুদ্ধ। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

বামারচনা।

চিতোরের রাজ্ঞীর প্রতি মকুল ধাত্রীর ভৎর্সনা।*

হায়! কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল তোমায়
আপনি কুঠার হান আপনার পায়—
করিলে আপনা খেয়ে, কি বলিব হায়!
কৈকেয়ীর মত পুত্রে করিলে বিদায়।

* "রাজস্থান মিবার" অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।" একদা রাণা লাক্ষা সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডের বিবাহ জন্ত রাঠোর-রাজ নারিকেল ফল প্রেরণ করেন, তখন চণ্ড সভায় ছিলেন না। যখন তিনি সভায় আসিলেন, তখন পিতার পরিহাস বাক্য শুনিয়া ঐ কন্যা বিবাহ

কেবা আছে আত্মত্যাগী চণ্ডের সমান,
না বুঝিয়া তারে করিয়াছ অপমান।
ভাল যেন চণ্ড তব সপত্নী-তনয়,
তা বলে কি নির্দ্দোষীকে দোষ দিতে হয়?
আপন ইচ্ছায় চণ্ড সব রাজ্য ধন
অর্পিলেন কনিষ্ঠেরে ভীষ্মের মতন।
স্বেচ্ছায় যদি সে রাজ্য ত্যাগ না করিত,
তা হলে কি রাণা রাজ্য মকুলকে দিত?
জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড, তারি প্রাপ্য সিংহাসন।
সে কেন রাজ্যের লাগি করিবে ছলন?
মহাবীর চণ্ড সেত নহে হীনবল,
কাপুরুষ মত কেন ধরিবে সে ছল?
একি বুদ্ধি রাণী তব হইল উদয়,
পুত্র ত্যজি নিলে কেন পিতার আশ্রয়?
পরম উদার চণ্ড, পিতা তব ক্রূর,
কি বুঝিয়া চণ্ডকে করিলা তুমি দূর?
কেশরী বিগত হলে কেশরী-কুমার
রাজা হয়ে পশু রাজ্য করে অধিকার।
পশু রাজ্য পালিতে কি ফেরু শক্তি ধরে,
অগ্নিতেজ বিনা হরি কোথা শোভা করে?

তোমার পিতার তায় পাপী দুরাশয়
শিশোদীয় সিংহাসন যোগ্য কভু নয়।
যেমন করম তব ফলিল তেমন,
কেমনে রাখিবা এবে পুত্রের জীবন?
চণ্ডবিনা রাজ্য তব হ'ল ছারখার,
কি করিবে নিঃসহায় এ শিশু কুমার?
ভেবেছ কি লোভী, পাপী দুরাশয় এবে
মকুলকে না বধিয়া ক্ষান্ত হ'য়ে রবে?
তোমা হ'তে চিতোরে এ অনর্থ ঘটন,
ঈর্ষাময়ী মূর্ত্তি তব পাপে পূর্ণ মন।
ভাল যদি চাও তবে শুনহ এখন
গোপনে গোপনে লও চণ্ডের শরণ।
লিখহ তাহারে এই বিপদের কথা,
এখনো আপনা রাখ করোনা অন্যথা।
মহাবীর চণ্ড তার সরল হৃদয়,
হইবে সহায় তব বিপদ সময়।
রাখিতে পৈতৃক রাজ্য ভ্রাতার জীবন—
অবশ্যই করিবেন চণ্ড প্রাণপণ।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় রাণা ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "আমি ঐ কন্যা বিবাহ করিয়া রাঠোর-রাজের সম্মান রক্ষা করি, কিন্তু সেই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই রাজ্য পাইবে।" চণ্ড অম্লানবদনে "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিরস্ত হইলে, রাণা সেই কন্যা বিবাহ করিলেন ও তাহার গর্ভে মকুলজি নামক একটী পুত্র জন্মিল। কিছুদিন পরে রাণা চণ্ডকে রাজ্য দিতে উদ্যত হইলে চণ্ড স্বহস্তে কনিষ্ঠ মকুলের ললাটে রাজটিকা প্রদান করিলেন। কালক্রমে রাণার মৃত্যু হইলে শিশু কুমারের ও রাজ্যের পালন চণ্ড নিজেই করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংকীর্ণমনা চণ্ডের বিমাতার তাহা সহ্য না হওয়ায় চণ্ডের প্রতি দোষারোপ করাতে চণ্ড দেশত্যাগী হইলেন। তাঁহার বিমাতা নিজ পিতাকে নিজ পুত্র ও রাজ্য রক্ষার ভার দিলেন। দুর্ব্বৃত্ত রাঠোর-রাজ দৌহিত্রকে বধ করিয়া চিতোর রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলে মকুলের মা তাহা জানিয়াছিলেন, সেই স্থানটী অবলম্বন করিয়া মকুল ধাত্রীর ভর্ৎসনা লিখিত হইল।

স্তব।

অনন্ত করুণা সিন্ধু, কোথা তুমি প্রেমময়?
কোথা তুমি জগত-জীবন?
আকুল পরাণ মম, চরণে যে চায় স্থান,
দেও পিতঃ দীনের শরণ।

চিরদিন নমি পদে, আপনি ধরণী, দেব,
শত মুখে তব স্তব ক'রে,
তোমারে খুঁজিয়া সারা, রবি, শশী, গ্রহ, তারা
কত বর্ষ কত যুগ ঘুরে!

তোমারি বন্দনা গান, গাহিতে প্রমত্ত সিন্ধু
গরজিছে গভীর কল্লোলে,
সংসার উন্মত্ত ঢেউ, আছাড়ি লুটিতে চায়,
ও চরণ সিন্ধু উপকূলে।

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, অজ্ঞান বালিকা নাথ!
কি বুঝিব তোমার মহিমা,
আমি কি করিব স্তব, মহান জগত তব,
দিতে নাহি পারে তব সীমা!

তুমি ময় এ সংসার, খুঁজি তবু তোমাতরে
আঁধারেতে পাইনে দর্শন!
অনন্ত অসীম রূপে, সংসার ঘেরিয়া তুমি,
দেখেনা যে এ অন্ধ নয়ন।

জগত জীবন তুমি, তোমারি সৌন্দর্য্যকণা
সুবিমল শশাঙ্কের মুখে,
তোমারি জ্যোতির ছায়া, অস্ফুট সুন্দর ভাতি
পড়িয়াছে প্রভাকর বুকে।

তোমারি ও হৃদয়ের, পবিত্রতা বিন্দু চির,
বহিয়াছে জাহ্নবীর ধারা,
নিশীথে দেখাতে পথ, অগণ্য নক্ষত্র রূপে,
জ্বলে তব নয়নের তারা।

তোমারি অনন্ত প্রেম, অদৃশ্যে সমীর রূপে
প্রদানিছে জীবন ধরারে,
অনন্ত আকাশ ওই, তোমারি চরণ ছায়া,
জগতেরে রাখিয়াছে ঘিরে!

ক্ষুদ্র এক বারি বিন্দু, তোমার করুণা সিন্ধু,
তুমি নাথ দয়ার আকর।
জগতের প্রতি অঙ্গে, প্রকৃতি আননে তব,
উথলিছে করুণা সাগর।

এই যে প্রকৃতি রাণী, সাজে নিতি নবরূপে
দেখাইতে তোমারি সুষমা,
এই যে মহান ধরা, জীবের জীবন এই,
প্রকাশিছে তোমার মহিমা!

জানিনা করিতে স্তব, ভাবিতে পারিনে নাথ
ক্ষুদ্র প্রাণে তোমার রচনা;
দুর্ব্বল হৃদয় শুধু, চরণে নমিতে চায়,
সন্তানের পুরাও কামনা!

জীবন আঁধরাকাশে, ফুটাও জ্ঞানেরতারা,
নয়নেতে দেও দরশন,
অনন্ত করুণা রূপে, সমুখে দাঁড়াও পিতঃ,
দেও হৃদে আরাধ্য চরণ।

শ্রীমতী—

ভ্রম সংশোধন।

গত সংখ্যক বামাবোধিনীর ২৯ পৃষ্ঠা ১ম কলমে "প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে" পরিবর্ত্তে "ঘুরাইতেন" হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৬ সংখ্যা। | আষাঢ় ১২৯৭—জুলাই ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— আর্ট ও আইন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এ বৎসর মোটামুটি পাস অধিক হইয়াছে। প্রবেশিকায় ৫৩০৭ মধ্যে ২৬৪২, এফ, এতে ২৮৭২ মধ্যে ১০৩৭, বি, এতে ১০৭৯ মধ্যে ৪৬৮ এবং বি, এলে ২৫৭ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় যে সকল রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে;—

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

১ম বিভাগ।

১ কোহেন মনি, ইহুদি বালিকা বিদ্যালয়।
২ রাচেল „ „
৩ ডি মেলো বার্থা, আণ্ড্রিয়া হডসন } রবার্ট কলিজিয়েট স্কুল।
৪ গালওয়ে এথেল, লামোর্টিনিয়ার বাঃ বিদ্যালয়।
৫ হানা এমিলী ক্রেমার, দার্জ্জিলিঙ „
৬ হাউই জে কনষ্টান্স „ „
৭ লি গ্রেস, লরেটো হাউস, কলিকাতা।

২য় বিভাগ।

১ বুঃ লিলী, লোরেটো হাউস।
২ ক এলফ্রেডা, শিক্ষয়িত্রী।
৩ কর্ণর মেরিয়া, লেডী ডফারিণ স্কুল লাহোর।
৪ অশোকলতা দে, বেথুন কলেজ।
৫ মর্ক ডোরা উইলিফ্রেড, ডবটন ইনষ্টিটিউসন।
৬ এথেল লোইসা, „
৭ গ্রেসি ইলেনর, „
৮ জুডা কেট, ইহুদী বাঃ বিদ্যালয়।
৯ হিকু জেসি, প্রাইভেট ছাত্রী।
১০ সুইফ্ট লিজি, আলেকজান্দ্রিয়া স্কুল অমৃতসর।
১১ উইলী মেরী, লেডী ডফরিণ স্কুল, লাহোর।
১২ উইলী মেলী, „

৩য় বিভাগ।

১ মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বেথুন কলেজ।

২ আগ্নেস দত্ত, বেথুন কলেজ।
৩ সরোজিনী ঘোষ, ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল
৪ মার্টিন মিলড্রেড, লা মার্টিনিয়ার
৫ পায়োজমালা পরামাণিক, ফ্রি চর্চ্চ নর্ম্মাল স্কুল।

এফ, এ পরীক্ষা।

২য় বিভাগ।

১ যামিনী সেন, বেথুন কলেজ

৩য় বিভাগ।

১ প্রিয়ম্বদা বাগচী, বেথুন কলেজ
২ হেমপ্রভা বসু, "
৩ সিদ্ধেশ্বরী আইডা, এলাহাবাদ বাঃ বিদ্যালয়
৪ সাবিল আন্টইনেট "
৫ ইন্দীরা ঠাকুর, প্রাইভেট ছাত্রী।

বি,এ, পরীক্ষা।

১ কুমারী ফ্লোরেন্স হলও } শিক্ষয়িত্রী
২ " সরলা ঘোষাল, বেথুন কলেজ
৩ " শরৎ চক্রবর্ত্তী "
৪ " এথেল রাফেল "

স্ত্রীলোকদিগের বি,এ, পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক। বিবী ফ্লোরেন্স হলও, লাটিন অনর পরীক্ষায় ২য় এবং ইংরাজী অনর পরীক্ষায় ৩য় হইয়াছেন। বেথুন কলেজের ৩টী ছাত্রীই ইংরাজী তোমারি ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পড়ি—কলিকাতা জানবাজারের ... দত্ত মৃত্যুকালে ৩৮০০০\ ... দা বিধবা ও ছাত্রদিগের ... করিয়া গিয়াছেন। গত সংখ্যক বামাবো... ক্ত দাতব্য সভা পরিবর্ত্তে "যুরাইতেন" হই... পর উক্ত টাকা ...ইবেন এবং টাকার সুদ হইতে দাতব্য কার্য্য সকল চালাইবেন।

দাতার উদারতা ধনাঢ্য ও ধর্ম্মাত্মাদিগের পক্ষে অনুকরণীয়।

নূতন হীরক—হাইদ্রাবাদের নিজাম ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় গর্ডন অর নামক একখণ্ড হীরক ক্রয় করিয়াছেন, ইহার ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হীরক কখনও দেখা যায় নাই। ইহা ওজনে ৬৭॥ কারাট ছিল, চাঁচিয়া ২৪॥ হইয়াছে।

মহিলা ডাক্তার—কুমারী এ কনর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। ইনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ প্রথম মহিলা ডাক্তার, মুলতানে কর্ম্ম পাইয়াছেন। কয়েকটী মহিলা মেডিকাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আলওয়ার, তেজপুর, ইটা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেডিকাল কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর কুমারী বিন্ধ্যবাসিনী বসু (Clinical medicine) ঔষধ প্রয়োগ বিদ্যায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার পাইয়াছেন।

স্ত্রী-চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব আছে। চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে মহিলাগণ সম্মানের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা লাভ ও সমাজের উপকার সাধন করিতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

রাঁধুনির সৎকার্য্য—ফরাসী দেশে জুলিয়ান নাম্নী এক রাঁধুনী মৃত্যু-

কালে ২০ হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার অধিকাংশ দরিদ্রদিগের হিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

সেবিংস ব্যাঙ্ক—বিলাতের মজুরদিগের হিসাবে ৬ কোটীর অধিক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে।

গবর্ণমেণ্ট গরিবদিগের সুবিধার জন্য এ দেশে ডাকঘরের সঙ্গে সঙ্গে সেবিংস ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি সফল হইতেছে? বিলাতে যারা দিন আনে, দিন খায়, তারা বর্ষে বর্ষে ৩।৬ কোটী টাকা করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান রাখিতেছে। এ দেশের গরিবেরা সঞ্চয় করিতে না শিখিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না।

কুমারী ফসেট—ভারতবন্ধু অধ্যাপক ফসেট সাহেবের কন্যা কুমারী ফিলিপা ফসেট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাঙ্গলার' পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। ইনি না কি এত নম্বর পাইয়াছেন, যে কোন পুরুষ পরীক্ষার্থী কখনও তত পান নাই।

বিবস্ত্র লোক—পৃথিবীতে অদ্যাপি ১০কোটীর অধিক লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় আছে।

যাঁহারা সভ্যসমাজে জন্মিয়া নানাবিধ বিলাস ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিউন। অনুন্নত ও দরিদ্রজাতিকে দয়া করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

প্রিন্স আলবার্ট বিকৃটর—সম্প্রতি ক্লারেন্সের ডিউক উপাধি পাইয়াছেন।

কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস—ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ঔষধ বিক্রয় করিয়া "নর" নামক এক ডাক্তার ২৮ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন!

দুর্ঘটনা—গত ৪ঠা জুন আমেরিকার নেব্রাস্ক নামক স্থানে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, তাহাতে প্রদেশটী একবারে প্রায় জনশূন্য হইয়াছে।

উপাধি লাভ—স্কটলণ্ডের চিকিৎসালয় হইতে মান্দ্রাজের জগন্নাথমের কন্যা কুমারী জগন্নাথম এল, আর, সি, পি, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতরমণীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানলাভ করিলেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের কাল।

৩১ সংজ্ঞা (অশ্বিনী), ৩২ ছায়া ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বৈদিক ও পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

বেদ ও পুরাণ, কোন কোন বিষয়ে এক-মতাবলম্বী; আবার কতকগুলি বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী। এ স্থলে বিসংবাদী একটি বিবরণ আলোচিত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা কি প্রকারে

রূপান্তরিত হইয়া পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহা লিখিত হইতেছে। বেদের অভিধানকর্ত্তা যাস্ক মহানুভব, অশ্বিদ্বয়ের সম্পর্কে ৫ পাঁচটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সে গুলি এই,—

১। কোন কোন মতানুসারে স্বর্গ ও পৃথিবী, ২ দুই অশ্বিনীকুমার।

২। কাহারও কাহারও মতে সূর্য্য ও চন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

৩। কেহ কেহ কহেন, দিবস ও রজনীই, অশ্বিনীকুমারযুগল।

৪। প্রাচীন-ইতিহাস-বেত্তাদের অভিপ্রায়ানুসারে উহাঁরা ২ দুই জন পুণ্যবান্ ভূপতি।

৫। মহামহোপাধ্যায় যাস্কের মতে নিশীথের পরবর্ত্তী ও উষার পূর্ব্ববর্ত্তী আলোকান্ধকারময় সময়। এই মতটি যাস্ক মহোদয় পরিস্ফুট করিয়া প্রকটিত করেন নাই।

সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়, এই হেতু সূর্য্যের দ্বিতীয় আখ্যা "অশ্ব"। উক্ত কারণেই রবির কিরণও "অশ্ব" অর্থাৎ ব্যাপী; সুতরাং সূর্য্য, কিরণ-সংযুক্ত অর্থাৎ 'অশ্ব'-বিশিষ্ট (ব্যাপক)। ইহা হইতেই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, অশ্ব (কিরণ) সূর্য্যের বাহন। পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইল, ভাস্করের নামান্তর "অশ্ব"। অশ্বের অর্থাৎ ভানুর পত্নী অশ্বিনী (অশ্বা†)। অশ্ব ও অশ্বিনীর পুত্রদ্বয় অশ্বিনীকুমারযুগল নামে পুরাণে কিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মৎস্যপুরাণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিবরণ বিবৃত আছে। প্রথমে মহাভারতের বর্ণনা প্রদত্ত হইল। সংজ্ঞা নামক রমণীর গর্ভে ও সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীকুমারযুগল জন্ম গ্রহণ করেন। সংজ্ঞা, বিশ্বকর্ম্মার সুতা। এই বিশ্বকর্ম্মা দেবতাগণের শিল্পী, ইহা সকলে না হউন, অনেকেই অবগত আছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, স্বর্গের বৈদ্য ছিলেন। শ্রুতিশাস্ত্রেও ইহাঁরা চিকিৎসক বলিয়া বিদিত ও সুবিখ্যাত। ইহাঁরা ২ দুই যমজ সহোদর; উভয়েই সমানাকার। অশ্বী, আশ্বিন, আশ্বিনেয়, দস্র ও নাসত্য এই ৫ পাঁচ নামে ইহাঁরা উভয়ে সর্ব্বত্র পরিচিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মবিবরণ এইরূপ;—সূর্য্যের প্রণয়িনী সংজ্ঞা, স্বামীর উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বীয় সহচরী ছায়াকে কহিলেন, —"সখী! আমি কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে পিত্রালয়ে গমন করিব। বৈবস্বত ও যম, আমার এই পুত্র ২ দুইটি ও যমুনা-নাম্নী আমার তনয়াকে তোমার করে সমর্পণ করিতেছি; যাহাতে উহারা কোন মতে কষ্ট ভোগ না করে, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। আমি জনক-ভবনে গমন করি-

† লৌকিক ব্যাকরণানুসারে অশ্বের স্ত্রীলিঙ্গে 'অশ্বা' হইয়া থাকে। পৌরাণিক গ্রন্থে পত্নী অর্থে 'অশ্বিনী' হইয়াছে।

লাম, ইহা আমার পতি যেন অবগত না হন। তুমি আমার স্থায় আকার ধারণ পূর্ব্বক মৎসদৃশ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া থাকিবে।” সংজ্ঞার বচনানুসারে ছায়া, পতির স্থায় সূর্য্যদেবের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ছায়ার গর্ভে ও সূর্য্যের ঔরসে শনি ও সাবর্ণি এই ২ দুই পুত্র এবং তপতী নামে ১ এক কন্যা জন্মিল। সূর্য্যদেব, সংজ্ঞার গর্ভজাত বৈবস্বত মনু ও যম এই পুত্রদ্বয় ও যমুনা-নাম্নী কন্যাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি ছায়ার পুত্র কন্যাগণের উপর তাদৃশ সদ্ব্যবহার করিতেন না দেখিয়া ছায়া, সংজ্ঞার পুত্রদিগের প্রতি স্নেহের শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যম, বিমাতার (ছায়ার) ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে অতীব রোষ-পরবশ হইয়া বিমাতাকে (ছায়াকে) পদাঘাত করিবার জন্য পদদ্বয় উত্তোলন করিলেন। তাহাতে ছায়া এই বলিয়া অভিশম্পাত দিলেন, “যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে, অতএব তোমার ২ দুই চরণেই শ্লীপদ (গোদ) হইবে।” অন্য গ্রন্থের মতে পাদ, ক্ষতযুক্ত ও কৃমিময় হউক, ছায়া এইরূপ অভিশপ্ত করেন। মাতৃশাপ প্রযুক্ত ক্ষতযুক্ত ও কীটপূর্ণ পদবিশিষ্ট হইয়া যমরাজ, পিতার নিকট গিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “যিনি আমাদের লালন পালন করিতেছেন, তিনি আমাদের গর্ভধারিণী নহেন। কেননা জননী কখনও সন্তানকে শাপ দেন না। এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে কি উপায়ে অব্যাহতি পাই, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।” সবিতা, স্বীয় পুত্রের রোগ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে ১ একটি কুক্কুর দিলেন। ঐ ক্ষত স্থান হইতে যে পূয ও কীট নির্গত হইত, ঐ কুক্কুরটি তৎসমস্তই ভক্ষণ করিত। এইরূপে অল্প দিনে ঐ ক্ষত নিরাময় হইল। পুত্রের বাক্য শ্রবণে সূর্য্যদেব, অবিলম্বেই ছায়াসদনে গিয়া তাঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিতে বলিলেন। ছায়া, ভয়চকিত চিত্তে বলিলেন, “প্রভু! আমি সংজ্ঞা নহি। সংজ্ঞা, আপনার প্রখর তেজ অসহ্য বোধ করিয়া নিজের কলেবর হইতে আমাকে উৎপন্ন করিয়া বৈবস্বত মনু ও যম এই ২ দুই পুত্রকে ও যমুনা নাম্নী ১ এক কন্যাকে আমার নিকট সমর্পণ পূর্ব্বক জনকালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন। যাইবার সময় আমাকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া যান, ‘আমি (সংজ্ঞা) তোমাকে (ছায়াকে) প্রতিনিধিস্বরূপে নিযুক্ত করিয়া যাইতেছি, আমার স্বামী যেন কোন প্রকারে বিদিত না হন।’ একণে আমি শাপভয়ে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিয়া সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম।” তপনদেব তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন। তথায় উপনীত হইয়া শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মাকে আপন সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞার বিষয় জিজ্ঞা-

দিলে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "সংজ্ঞা যখন আমার নিকেতনে উপস্থিত হইয়া কহিল, 'আমি পতির দুঃসহ তেজ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতে আপনার নিকটে আসিয়াছি' আমি তখনই কন্যার এই রমণীবিগর্হিত কর্ম্মের জন্য (পতির অনভিমত কার্য্যের নিমিত্ত) নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়াছি। এখন সে কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে, তাহা অবগত নহি।" তপনদেব, তদ্দণ্ডেই যোগাসনে সমারূঢ় হইয়া ধ্যান-বলে জানিলেন, সংজ্ঞা উত্তর-কুরুবর্ষে ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া আহার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। তিনিও সংজ্ঞার সমীপে ঘোটকাকারে গমন করিয়া ঘোটকরূপিণী প্রণয়িনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া কিছুকাল যাপন করিলেন। তৎপরেই অশ্বিনীকুমারযুগলের উৎপত্তি হয়।

তপনদেবের পুত্রোৎপাদন-বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের মত ও পুত্র-কন্যার সংখ্যা পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইল। সহজে বুঝিবার জন্য বংশতালিকাও প্রস্তাবের শেষে লিখিত হইল।

১। মহাভারতের মতে সূর্য্যের ঔরসে ও অশ্বিনীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হন।

২। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, অশ্বিনীর উদরে সূর্য্যের আশ্বিন নামে ২ দুই যমজ পুত্র ও রেবন্ত নামে ১ এক তনয়, সমুদায়ে এই ৩ তিন সন্তান জন্মে।

৩। মৎস্যপুরাণপ্রণেতার মতে সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞার গর্ভে মনু, যম ও যমুনার উদ্ভব হয়। রাজ্ঞী নাম্নী অপরা প্রেয়সীর উদরে রেবন্ত এবং প্রভা নামে অন্য এক প্রিয়তমার জঠরে প্রভাতের জন্ম হয়। প্রভা ও রাজ্ঞীর অপর প্রসঙ্গ দুষ্প্রাপ্য।

এইবার সূর্য্যের কয় পত্নী ও তাঁহাদের নাম কি, লেখা যাইতেছে।

১। ভাগবত পুরাণে ইহাও লিখিত আছে যে, "সংজ্ঞা" ও "ছায়া" উভয়েই দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা।*

২। মৎস্যপুরাণের মতে সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা, সূর্য্যের ৩ তিন প্রণয়িনী।

শ্রুতিশাস্ত্র-বর্ণিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুরাণে কি আকার ধারণ করিয়াছেন, ও সেই সূত্রে তাঁহাদের জনক-জননী-সম্বন্ধেও কি অত্যদ্ভুত কিংবদন্তী-স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, অশ্বিনীকুমারযুগ্মের বিমাতার বিস্ময়কর ব্যবহার পাঠে মনে মনে কতই নব ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, পাঠক-পাঠিকারা এখন বুঝিলেন।

* ইতিপূর্ব্বেই বৈদিক বিবরণের পর উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, মহাভারত-প্রণেতার মতে ছায়া সূর্য্যের সখী। বাস্তবিকও ইহা সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক পুরুষের ছায়া, তাহার সহচর। সুতরাং সকল নারীর ছায়াও তাঁহাদের সহচরী। অতএব সংজ্ঞার প্রতিবিম্বও উঁহার সহচরী। পুরাণ-মতে সূর্য্যের ৪ চারি বনিতা।

১। ব্রহ্মা
২। বিরাট
৩। স্বায়ম্ভুব মনু
৪। মরীচি + কলা (পত্নী) বিশ্বকর্ম্মা
৫। কশ্যপ
৬। সূর্য্য + সংজ্ঞা ৬ সূর্য্য + ছায়া ৬ সূর্য্য + রাজ্ঞী ৬ সূর্য্য + প্রভা
৭ বৈবস্বত মনু যম যমুনা (কন্যা) ৭অশ্বিনীকুমারদ্বয় শনি সাবর্ণি তপতী (কন্যা) ৭ রেবন্ত ৭ প্রভাত
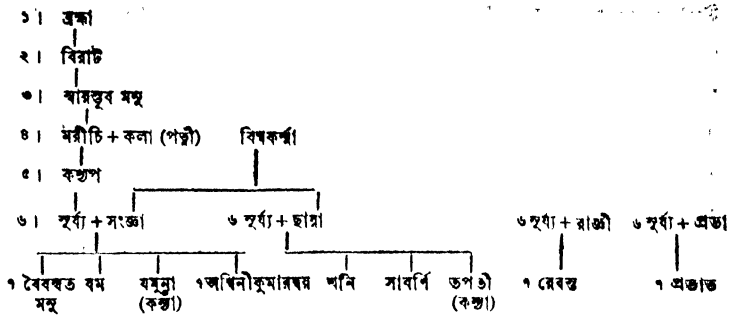
নর-সেবিকা শ্রীমতী যোসেফাইন বাট্‌লার্‌।

ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পেলমেল গেজেটের সুযোগ্য সম্পাদক ইংরেজ জাতির ভূষণস্বরূপ ধর্ম্মবীর ষ্টেড সাহেবের নাম শুনিয়াছেন। বড় বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় দুই বৎসর গত হইল, মহাত্মা ষ্টেড যে কারণে বীরের ন্যায় কারাগারে গমন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অবিদিত নাই। ইংরেজ সমাজে উচ্চ বংশীয় ইংরেজগণ দ্বারা যে সকল পাপ ও দুর্নীতি বহুদিন ধরিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, সেই সকল পাপ দুর্নীতি নিবারণ করিতে যাইয়াই মহাত্মা ষ্টেডকে নানা কুচক্রে পড়িয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। যে পুণ্যবতী রমণীর সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইনিও কোন কোন বিষয়ে ষ্টেড সাহেবের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এই সাধ্বী রমণীর বিষয় পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছি, তাই আশার সহিত পাঠিকাগণকে ইঁহার জীবনের দুই একটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীমতী বাট্‌লারের স্নেহের পুতুল প্রাণতুল্য একটী কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এই কন্যার উপর বিবি বাট্‌লার প্রাণের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই কন্যার মৃত্যুর পরে তিনি এতদূর শোকাকুল হইয়াছিলেন যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে শোকের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। একদিন হৃদয় শোক-ভারে এতদূর আক্রান্ত হইয়াছিল, প্রাণ এমন অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না, শান্তির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিছুকাল রাজপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়-জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হইল না। অবশেষে দেবীর ন্যায় ভক্তির পাত্রী জনৈক 'কোয়েকার' (quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীর গৃহে

উপস্থিত হইলেন। এই রমণীর স্বাভাবিক প্রেম ও পুণ্যের শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বিবি বাট্‌লার তাঁহার নিকট হৃদয়ের আবেগে আপন শোকের কথা বলিতে লাগিলেন, এবং এই দেবীসদৃশী রমণীর সহৃদয় ব্যবহারে ও ততোধিক তাঁহার সারগর্ভ উপদেশে আশাতীত শান্তি লাভ করিলেন। এই শ্রদ্ধেয়া রমণী বিবি বাট্‌লারকে বলিলেন, "মা! প্রভু পরমেশ্বর তোমার হৃদয়ের ধন কন্যাকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এদেশে এমন অনেক হতভাগ্য অনাথ সন্তান আছে, যাহারা তোমার হৃদয়ের একবিন্দু মাতৃ-স্নেহ পাইলে বাঁচিয়া যায়।"

এই উপদেশেই বিবি বাট্‌লারের জীবনের গতি ফিরিল, এই হইতেই তিনি জনহিতকর কার্য্যে আপন জীবন উৎসর্গ করিলেন। শোকের অগ্নি অনেক ঘরেই প্রজ্বলিত হয় বটে, শোকের কশাঘাত অনেককেই সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু শোকের আগুণে পুড়িয়া অল্প লোকই উজ্জ্বল হয়, শোকের গভীরতা অনুভব করিয়া অল্প লোকই সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় এবং স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে। শ্রীমতী বাট্‌লার আপন কার্য্যের কৈফিয়ত দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন;—

"আমি বেশ জানি যে, আমি কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই—অন্যান্য রমণীগণ অধিকতর অনুরাগ ও যোগ্যতার সহিত যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছি। তবে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমাকে এমন সকল কথা লিখিতে হইতেছে, যাহা আমি চিরকাল গোপন করিব বলিয়াই, মনস্থ করিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীতে আমাদের শয়ন গৃহ ব্যতীত আর একটী মাত্র বেশী ঘর ছিল। এই ঘরে আমি আমার প্রিয়তম স্বামীর অনুমতিক্রমে ক্রমান্বয়ে আমার এই সকল পতিতা ভগিনীগণকে আশ্রয় দিয়াছি। আমার স্বামী প্রফুল্ল হৃদয়ে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত আমার কার্য্যের সহায় হইয়াছেন। পতিতা ভগিনীগণ এক অবস্থাতে যে আমাদের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন তাহা নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। কেহ দুঃখে পড়িয়া, কেহ পীড়িতাবস্থায় আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন এবং আমরাও আমাদের বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরে ইহাদিগকে আশ্রয় দিয়া সাধ্যানুসারে ইহাদিগের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেক সময় ঘরের অভাবে আমাদের বন্ধুবান্ধবগণকে আমরা একরাত্রি বাড়ীতে রাখিতে পারি নাই, আহারের পরে শয়ন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিকট-

বর্ত্তী হোটেলে যাইতে অনুরোধ করিতে হইয়াছে। এই সকল হতভাগিনী রমণী নানাবিধ কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া আমার শুশ্রূষায় অনেক শান্তি লাভ করিয়াছেন, কেহ বা আমার কোলে শয়ন করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি সর্ব্বদাই এই সকল রমণীকে আমার ছোট বোনের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছি। যখন আমার বাটীস্থ ছোট ঘরটীতে আর স্থান হয় না, তখন আর একটী ছোট বাড়ী করিয়া তথায় পরে যাহারা আসিতে লাগিল তাহাদিগের জন্য স্থান করিলাম। নিতান্ত নীচ বংশীয়া ও গরিব রমণীগণই আমা-[illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিত। যে সকল হতভাগিনী ইন্দ্রিয়াসক্ত বিলাসপরায়ণ লোকদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া কুপথগামিনী হইয়াছে, তাহারা নিরুপায় হইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, যে সকল নারী দুরাচার জন্মদাতাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সন্তানগণকে লইয়া অকূল পাথারে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহারাও আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। আমি যে কেবল হতভাগিনী রমণীগণকেই খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি তাহা নয়, বিবিধ দুষ্ক্রিয়ান্বিত, নানা কদর্য্য রোগে আক্রান্ত গরিব নাবিকগণকেও আপনাদের গৃহে আশ্রয় দিয়াছি। লিভারপুলের ঘাটে যখন জাহাজ লাগিত, তখন তথায় উপস্থিত হইয়া গ্রীস, স্পেন ও নরওয়ে প্রভৃতি দেশবাসী দুরাচার নাবিকগণকে যে কোন ভাষা তাহারা বুঝিতে পারে এমত ভাষায় উপদেশ দিয়াছি এবং তাহাদের যে নবজীবনের আশা আছে, উন্নত জীবনের বিমল আনন্দ ও সুখ ভোগের সম্ভাবনা আছে, বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমাকে যে আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হইল, ইহা যারপরনাই লজ্জার বিষয়; কিন্তু একজন ইংরেজ পুরুষ যে একজন ইংরেজ মহিলাকে এরূপ আত্মরক্ষা করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া আমি অধিকতর লজ্জিত হইতেছি। নিজের কার্য্য সম্বন্ধে এই সকল কথা বলা বড়ই লজ্জার বিষয় এবং আমি কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিতাম না, কারণ দুঃখী এবং পতিত নরনারীগণের জন্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই করিয়াছি, সুতরাং সে বেশী কিছুই নয় এবং বলিবার কথাও নয়।”

শ্রীমতী বাটলার ইংলণ্ডীয় জনহিতৈষণী রমণীগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। “সাংক্রামিক ব্যাধি নিবারক আইন” তুলিয়া দিবার জন্য যখন তিনি ও অন্যান্য রমণী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন শ্রীমতী বাটলারের উদ্যোগ ও চরিত্রের প্রভাবেই “রমণীগণের জাতীয় সভা” নামক একটী সমিতি সংস্থাপিত হয় এবং মেরী

কার্পেণ্টার, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, হারিয়েট মার্টিনো প্রভৃতি সুবিখ্যাত রমণীগণের ন্যায় ষোল জন মহিলা এই সমিতির সভ্য হন এবং শ্রীমতী যোসেফাইন বাট্‌লার এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক মনোনীত হন। পুরুষ পুরুষের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যতদূর প্রস্তুত, রমণীগণ রমণীগণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ততদূর ব্যগ্র হন না। পুরুষের প্রতি যে অত্যাচারের জন্য পুরুষ খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়ান, রমণী রমণীর অত্যাচার দেখিয়া তাদৃশ ক্লেশ পান না। এ সম্বন্ধে পৃথিবীর সুসভ্য অসভ্য সকল দেশের অবস্থাই অল্লাধিক পরিমাণে একরূপ। এ অবস্থায় যে সহৃদয়া রমণী রমণীর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিতে যাইয়া আপনার সুখ সুবিধা মান মর্য্যাদা অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাব পাত্রী না হন তবে আর কে হইবেন? এই সকল সাধু অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া শ্রীমতী বাট্‌লারকে যার পর নাই অপমান ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে নানা লোকে নানা দিক্ হইতে গালিবর্ষণ করিয়াছে—সংবাদ পত্রের স্তম্ভে উপহাস ছলে অনেক কটূক্তি করিয়াছে, বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন—তাঁহার সহিত কথা কহিতে অপমান বোধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ধীরভাবে অকাতরে সমস্তই সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর ব্যবহার আরও চমৎকার। তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বামীর প্রেম ও অনুরাগ কোন ঘটনাতেই কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস করিতে পারে নাই। তাঁহার স্বামী আহ্লাদিত চিত্তে সমস্ত সহ্য করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই সহধর্ম্মিণীর সাধু-উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এইরূপ দেবীর এইরূপ দেবতার ন্যায় স্বামী না হইলে পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি দেখা যাইত না।

কায়স্থজাতি।

(প্রাপ্ত)

পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে মানবগণ প্রথমতঃ চারিটী জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি জাতির জীবিকাও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এই চারি জাতির উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণগণ বিদ্যার, ধর্ম্মের, সমাজ গঠনের, আইন প্রচারের এবং রাজাদিগের যজ্ঞ, বিবাহ ও অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তার অধিকারী; ক্ষত্রিয়গণ শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবেন এবং লোকনাথ হইয়া লোকদিগের ধন, মান, প্রাণ ও চরিত্র রক্ষা করিবেন; বৈশ্য বাণিজ্য ব্যবসায়

করিবেন; আর শূদ্র দাসত্ব করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু এখন অনেক মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, যেমন বৈদ্য প্রভৃতি। কিন্তু কায়স্থ ইহার মধ্যে কে? অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বলেন, কেহ কেহ কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর বলিতে চাহেন। আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নতম পুরাণাদি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মার কায়া হইতে যে যমের দেওয়ান চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি হয়, কায়স্থ সেই দেওয়ানজির বংশ। কোন ইংরেজ ইতিহাস লেখক বলেন যে সিন্ধুর পরপার হইতে যে সকল আর্য্যগণ অভিযান উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ শেষতম। উক্ত ইতিহাস-লেখক বলেন যে অডিন ও তক্ষক নামক দুই ভ্রাতা এক সময়ে কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া অডিন পশ্চিম দেশ ও তক্ষক পূর্ব্ব দেশ প্রাপ্ত হয়েন। আদিম জর্ম্মণ, ব্রিটন, অষ্ট্রিয়, ফরাসী ও নেদারল্যাণ্ডবাসী অডিন বংশ বলিয়া অভিহিত, তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অডিনকে পূজা করিতেন এবং আপনাদিগকে আর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া থাকেন। তক্ষক পূর্ব্ব দেশ জয় করিয়া ভারতে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন, তদ্বংশীয়েরা বহুকাল মগধ দেশে প্রধানতম সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উক্ত বংশের নন্দ বংশীয়েরা ভুবনবিখ্যাত এবং কায়স্থ এই বংশেরই অন্তর্গত। পুরাণ বলেন যখন পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতেছিলেন, সেই সময় সূর্য্যবংশীয় ককুৎস্থ নামক কোন রাজার কুলরমণী গর্ভিণী ছিলেন; নিষ্ঠুর পরশুরাম গর্ভিণী ক্ষত্রিয় রমণীগণের গর্ভের ভ্রূণ পর্য্যন্ত নষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। উক্ত রমণী সেই ভীষণস্বভাব জামদগ্ন্যের ভয়ে নিজের ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য যোগপরায়ণ তেজস্বী কোন মহাত্মা ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম তাহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মুনিবরের নিকট ঐ লুক্কায়িত রমণীকে প্রার্থনা করিলেন এবং নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয়ও জানাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভয়ে বিপন্না অবলা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আমার জীবন থাকিতে আমি তাঁহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিব না।" এই দ্বিজের প্রতি বল প্রকাশ করা কিম্বা তাহার প্রাণবধ করা অথবা ঐ দ্বিজের সহিত অধিক তর্ক বিতর্ক করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া পরশুরাম বলিলেন, "ঐ রমণীর গর্ভে যে সন্তান হইবে সে শূদ্রাচারী হইবে আজ্ঞা করুন।" মুনিশ্রেষ্ঠ "তাহাই হইবে" বলিয়া জামদগ্ন্যকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন। পরে ঐ রমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহারই বংশাবলী কাকুৎস্থের অপভ্রংশ কায়স্থ নামে অভিহিত

হইলেন। এই কাকুৎস্থ বা কায়স্থ বংশে লালন সিংহ নামে একটী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশাবলী লালা বলিয়া অভিহিত। সুতরাং লালাও এই কায়স্থ বংশের একটী শাখা।

কায়স্থ সম্বন্ধে প্রথমোক্ত তিনটী মত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ উহাতে কোন যুক্তি দেখা যায় না, উহা "মুখে এলেই বলে ফেলা"র মত। তথাচ প্রথমটী ব্যতীত অপর দুটী মত কায়স্থকে শূদ্র বলেন নাই। কিন্তু শেষোক্ত দুইটী মতেই সম্ভাবিত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঐ দুইটী মত কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিতেছেন, সুতরাং কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব, তাহাতে সন্দেহ অতি অল্প। আবার অন্য পক্ষে দেখুন, পুরাণ জাতি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যবসায় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ক্ষত্রিয়ই অস্ত্রব্যবসায়ী। কায়স্থ এখন মসীজীবী হইয়াছেন বলিয়া যদি কেহ কায়স্থকে দেওয়ান চিত্রগুপ্তের বংশ বলিতে চাহেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন, কারণ আজ কাল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য সকল জাতিই মসীজীবী হইয়াছেন,—সকলেই এক খুরে মাথা মুড়াইয়াছেন। কিন্তু কায়স্থও অস্ত্র ব্যবসায়ী। বিক্রমাদিত্য, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কায়স্থ ও তাঁহাদেরপূর্ব্ব পুরুষগণ অস্ত্র ব্যবসায়েই যশোহরে জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। প্রতাপাদিত্যের জামাতা জয়ন্তীর রাজকুমার এবং চাঁচড়ার রাজার পূর্ব্ব পুরুষগণ অস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। অতএব কায়স্থ যে প্রকারই হউক, শূদ্র কখনই নহেন। প্রত্যুত কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে পারেন॥

বৌমার জয়।

রাজনগরের ধনেশবাবু বড় ধনী লোক; টাকা কড়ি, জমিদারী, বাড়ী, গাড়ী, বাগান, পুকুর, কোম্পানীর কাগজ, লোক জন কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর হইল, এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই, এই জন্য তাঁহার বড় ভাবনা হইয়াছে, আর কিছুতেই সুখ নাই। লোকটী বড় ভাল, ধার্ম্মিক, শান্ত ও সরল, ফেরঘোর বড় বুঝেন না, ধূর্ত্তামী জানেন না। এইরূপে আর ২।১ বৎসর গেল, ক্রমে বৃদ্ধ বয়সে ধনেশবাবুর একটী পুত্র হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রসবের পরেই তাঁহার স্ত্রী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি যদিও স্ত্রীর শোকে কাতর হইলেন, তথাচ ধৈর্য্য ধরিয়া পুত্রের লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্রটী বড় হইল। বৃদ্ধ তাঁহার নাম

শশিশেখর রাখিলেন। একে বড় লোকের একমাত্র পুত্র, তাহার পর বৃদ্ধ বয়সে কত করিয়া সন্তান লাভ হইয়াছে, ধনেশবাবু পুত্রটীকে যারপরনাই আদুরে গোপাল করিয়া তুলিলেন। ক্রমে তাহার শিক্ষার সময় উপস্থিত হইল, বৃদ্ধ তাহাকে স্কুলে দিলেন। সে নামে স্কুলে যাইত, কার্য্যে কিছুই করিত না। যাহাহউক বৃদ্ধ বাবুটী ওদিকে আর তত মন দিতেন না; কিসে ছেলের শরীর ভাল থাকে, কিসে ছেলের মন ভাল থাকে, তাহাই করিতেন। শশিশেখর যাহা যখন চাহিত, নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলেও বৃদ্ধ তাহাই আনিয়া দিতেন। ক্রমে তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন একগুঁয়ে বখাটে দুষ্ট ছেলে হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে ইঁহার বন্ধু একে একে জুটিতে লাগিল, সুতরাং বাবু স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া বাড়ীতে আসিলেন। ছোট বাবুর আলাহিদা বৈঠকখানা হইল, সেখানে বাদ্যবিশারদ বাদকগণ ও নৃত্য গীতে সুপণ্ডিতা গায়কী নর্ত্তকীগণ একে একে আনীত হইলেন। ঐ সকলের প্রিয় ভগিনী সুরাদেবীও আসিলেন। ক্রমে আমোদ আহ্লাদের তরঙ্গে শশিশেখর ভাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পুত্রের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন যে বিবাহ দিলে চরিত্র শোধরাইতে পারে। তদনুসারে বৃদ্ধ পুত্রের বিবাহ দিলেন। পরমাসুন্দরী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটী বালিকার সহিত বিবাহ হইল, বধূর নাম কঙ্কণকুমারী। কঙ্কণের নামে মাত্র বিবাহ হইল, বিবাহের রাত্রি বই কঙ্কণ স্বামীকে আর দেখিতে পাইল না। শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ী নাই, কাজেই কঙ্কণ শ্বশুর বাড়ী আসিলে আর তাঁহাকে পাঠান হইল না। কঙ্কণ স্বামীর প্রেম কি, তাহা জানিল না সত্য, কিন্তু শ্বশুর তাহাকে তনয়াধিক স্নেহ করিতেন, তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে বৃদ্ধ মায়ের গুণে এত বশীভূত হইলেন যে, তাঁহার আর মা নহিলে নাওয়া খাওয়া হইত না; "মা কোথা, মা কোথা" বই মুখে আর কথা ছিল না।

আহা গুরুজনের মুখে মা কথাটী কি মিষ্ট লাগে! অভাগিনী কঙ্কণ পিতার অধিক শ্বশুরকে পাইয়া অনেক সান্ত্বনা পাইল। হতভাগিনী আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিত, নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিত, তজ্জন্য একদিনও কাহাকেও কিছু বলে নাই। সর্ব্বদা শ্বশুরের শুশ্রূষা করিত, সময়ক্রমে শ্বশুরের নিকট বসিয়া নানাবিধ গল্প শুনিত। বৃদ্ধকে কখনও অন্তরের কথা জানিতে দিত না —পাছে তিনি কষ্ট পান। ধনেশবাবু কত যত্ন করিলেন, কোন মতে শশিশেখরের মন ফিরিল না, তাহার চরিত্র ভাল হইল না। বৃদ্ধের ক্রমে ৭৮ বৎসর বয়স হইল, কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে

[illegible] উপস্থিত। [illegible]

[illegible] দেখা [illegible], হয়ত তখন [illegible] বাসনা। কিন্তু পুত্রের সহিত দেখা ত হইবার যো নাই, তিনি যে নেশার ঘোরে অচেতন। শশিশেখরকে ডাকিয়া আনিতে লোকের উপর লোক গেল। তিনি যখন শুনিলেন যে, পিতার অন্তিম সময় উপস্থিত, তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। ইয়ারগণ উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। লোকটী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল। যখন কোন মতে পুত্রের সহিত দেখা হইল না, তখন অশ্রুজলে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে তনয়াধিক [illegible] বলিলেন, "মা! পাপিষ্ঠকে দেখিও, উহাকে তোমার হাতে দিয়া [illegible]।" ক্রমে বৃদ্ধের শেষ নিশ্বাস [illegible] মিশাইয়া গেল। হতভাগিনী [illegible] আজ চারিদিক আঁধার দেখিল। [illegible] পরে এ সংসারে কমল আপনাকে একলা মনে করিয়া কাঁদিয়া [illegible] হইল। পুত্রের অভাবে

[illegible] ২।৩ দিন থাকিয়া সপ্তাহ [illegible] হইল, শশিশেখর খাজাঞ্চির নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। খাজাঞ্চি তাঁহার মাসহারা এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এক সপ্তাহ শেষ না হইতে হইতে আর টাকা নাই, আবার টাকা চাহিতে পাঠান হইল। খাজাঞ্চি কহিল, "উঁহার যাহা মাসহারা তাহা দিয়াছি, আবার টাকা কোথায় পাইব?" শশিশেখর সব শুনিলেন, বলি-লেন "উহাকে জবাব দিলাম।" খাজাঞ্চি বলিল, "আমি যাহার চাকর, তিনিই আমাকে জবাব দিবেন, উনি জবাব দিবার কে?" বৃদ্ধ মৃত্যুকালে কমলের নামে সমস্ত উইল করিয়া শশিশেখরকে হাজার টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। শশিশেখর ভাবিয়া অস্থির। কমলের সহিত একবার দেখা করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

(ক্রমশঃ)

দেশাচার।

২ সংখ্যা।

[illegible] দেশের বিবাহ পদ্ধতি—[illegible] স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ প্রচলিত [illegible] বয়সে কন্যা স্বামী মনো-[illegible] যায়। কিন্তু [illegible] পিতাই [illegible]

গ্রহণ করেন। যদি কন্যা পাত্রের মনোনীত হয়, তবে তাঁহার পিতা ও কন্যার পিতা উভয়ে সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের কথা [illegible] স্থির করেন। [illegible]

...স্কার দিতেন ও অন্য নানা
তদনু-
জন্মা-
অন্ন-
ী পুত্র
.. বকট

আহারের জন্য রুটী ও লবণ দেওয়া হয়, তাহারা উহা স্পর্শ করেন না। ইতিমধ্যে বালিকাগণ আসিয়া বিবাহ সঙ্গীত গান করে। পরে কতকগুলি যুবতী স্ত্রী-লোক আসিয়া কন্যাকে শয়নাগারে লইয়া শুইতে অনুরোধ করিয়া সদুপদেশ প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে যুবকগণের সহিত বর আসিয়া কন্যাকে পাদুকা খুলিতে বলেন। তাহাতে কন্যা উঠিয়া বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া জুতা খুলিয়া দেন। বরের এক পদের নীচে একটী ক্ষুদ্র যষ্টি ও অপর পদের নীচে একটী ক্ষুদ্র অলঙ্কার লুক্কায়িত থাকে, যদি কন্যা প্রথমে অলঙ্কারের পাদুকাটী খুলিয়া দেন, তবে উহা বড় শুভ নতুবা অশুভ হয়। এই গৃহে বর কন্যা দুই ঘণ্টা থাকিলে পর একজন বৃদ্ধা আসিয়া কন্যার কুন্তল বাঁধিয়া দিয়া কন্যার পিতা ...ক যাচ্ঞা করিতে ...

সম্ব...
...লিত
...রা মনে
...সুস্থ ...লিষ্ঠ
...ব্য, তজ্জন্য যে
সন্তান উৎপাদন
গবর্ণমেণ্ট

প্রক...
সারে গ্রী...
ইতে পারিত, রাজ... । কথিত
হারে কর লইতেন ... । যদি কেহ
উৎপাদন করিতে ... রাজা তাহার
কিছুই কর... ...। ...চীন গ্রীসে কন্যার
আছে ... তাই পাত্র মনোনীত করিতেন, তজ্জন্য কন্যাকে কখনও জিজ্ঞাসা করা হইত না। এরূপ বিবাহ দ্বারা দম্পতীর জীবন যে সর্ব্বদা অসুখকর হইত তাহা নহে। পাত্রের পিতা মাতা সব ঠিক্ করিতেন। কিন্তু একবার পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হইত। স্ত্রীলোকেরা উনিশ ও পুরুষেরা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিতেন। বহুবিবাহ গ্রীসে কখনও প্রচলিত ছিল না। বিক্রয় রীতিও এক সময় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল ইহার উচ্ছেদ করেন।

প্রাচীন গ্রীসে বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্-দান হইত, ইহাই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই বাগ্দানের সময় কন্যার পিতা কন্যার ও বরের আত্মীয়েরা উপস্থিত থাকিতেন, এই সময় বরকে কিছু যৌতুক দিতে হইত। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতা "হিরা ও আর্টিমিস" দেবী-দ্বয়ের পূজা করিয়া মেষ বলি দিতেন।

শীত ঋতুর পৌষ ও মাঘ মাসেই বিবাহের প্রশস্ত সময় ছিল। শীত ঋতুর পূর্ণিমা রজনীই উৎকৃষ্ট দিন। বিবাহের দিন বর কন্যার আলয়ে গিয়া উভয়ে কেলিরো নামক প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া বন্ধু, পরিজন ও বাদ্যভাণ্ডের সহিত বিবাহাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে গমন করিতেন। বন্ধু ও পরিজনেরা কন্যার স্তুতিগান করিতে করিতে যাইতেন। মন্দিরে পুরোহিত বর কন্যাকে বিবাহের দুশ্ছেদ্য বন্ধনের চিহ্নস্বরূপ আইভি-লতার শাখা উপহার দিতেন। পরে পাত্র ও কন্যা পক্ষীয়েরা দেবীর সম্মুখে বহুসংখ্যক পশু উৎসর্গ করিতেন সন্ধ্যার সময় এক পার্শ্বে বর ও এক পার্শ্বে বরের কোন আত্মীয় আর মধ্যে কন্যা শকটারোহণে বরের বাটীতে যাইতেন। আত্মীয় পরিজনেরা কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ বীণা বাদন, কেহ বা হস্তে আলোক লইয়া দম্পতীর সহিত গমন করিতেন। বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কন্যার মাতা বা তাঁহার শশ্রূ এক হস্তে একটি মশাল লইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহে লইয়া যাইতেন। গৃহপ্রবেশ কালে তাহার মস্তকে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন স্বরূপ প্রচুর মিষ্টান্ন বর্ষণ হইত। তদনন্তর বর সকলের সাক্ষাতে তাহাকে চুম্বন করিলে বিবাহ শেষ হইত। বিবাহান্তে বরের গৃহে ভোজ হইত। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পূর্ণ ছিল না, তথাচ বিবাহের ভোজের সময় স্ত্রী পুরুষে একত্র ভোজন করিতেন; স্ত্রীলোকেরা এক টেবিলে, পুরুষেরা আর এক টেবিলে বসিতেন। স্ত্রীলোকদের সহিত কন্যা ও পুরুষদের সহিত পাত্র আহারে বসিতেন। ভোজের পর বর কন্যা বাসর ঘরে যাইতেন। সেখানে দুই জনে মিলিয়া "কুইন্স" নামক এক প্রকার ফল ভক্ষণ করিতেন। দুই জনে একটা ফল খাইবার অর্থ এই যে, ঐ ফল যেমন সুমিষ্ট, তাঁহাদের উভয়ের বৈবাহিক জীবন যেন ঐরূপ সুমিষ্ট হয়। বাসর গৃহে যুবতী কুমারীরা নৃত্য গীত করিত। পরদিন প্রাতে বালিকাগণ আসিয়া নৃত্য গীত করিয়া দম্পতীর নিদ্রা ভঙ্গ করিতেন। ঐ দিন কন্যার ও পাত্রের বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে উপহার দিতেন। তাহার পর কন্যা বরকে পরিচ্ছদ উপহার দিলে, বর কিছু দিন শশুরালয়ে গিয়া থাকিতেন।

বিবাহের দিন বর কন্যা সুন্দর ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন ও মস্তকে শুভ্র ফুলের মালা পরিতেন। যে পুষ্পে ঐ মালা তৈয়ারি হইত, কন্যা তাহা স্বহস্তে চয়ন করিতেন। বিবাহের দিন কন্যা সমস্ত দিন অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতেন, পর দিন ঐ অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইত। প্রাচীন গ্রীসে বর কন্যার অঙ্গুরীয় বিনিময় রীতি ছিল না।

(ক্রমশঃ)

প্রাণি-তত্ত্ব।

৮ সংখ্যা।

মহিষ পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সর্ব্বদা বন্য মহিষের সহিত থাকে, তজ্জন্য তাহাদের নাম মহিষ পক্ষী হইয়াছে। আফ্রিকায় মহিষের গাত্রে এক রূপ কীট হয়, ইহারা চঞ্চু দ্বারা উহা তুলিয়া ভক্ষণ করে। মহিষেরা ইহাদিগকে তাহাদের পরিচালক স্বরূপ মনে করে। মহিষ পক্ষীর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যখন মহিষের কোন বিপদের সম্ভাবনা হয়, তখন মহিষ পক্ষী অগ্রে তাহা জানিতে পারে আর চীৎকার করিতে করিতে যে দিকে বিপদের কোনও কারণ নাই, সেই দিকে যায়; ঐ সময় মহিষেরা তাহাদের অনুসরণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিষ পক্ষিশূন্য মহিষের দল বা মহিষ একটীও দেখা যায় না। যেখানে এক দল মহিষ থাকে, সেখানেই বহু সংখ্যক ঐ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

গণ্ডার পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিষ পক্ষীর ন্যায় আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা গণ্ডারের সহিত থাকে বলিয়া তাহাদিগকে গণ্ডার পক্ষী বলে। মহিষ পক্ষীরা যখন মহিষের গাত্রের কীট ভক্ষণ করিয়া থাকে, তখন অনেকটা পেটের দায়ে উহাদিগকে মহিষদের সহিত থাকিতে হয় বলিতে হইবে। কিন্তু গণ্ডার পক্ষীকে এ অপবাদ দেওয়া যায় না, কারণ গণ্ডারদিগের গাত্রে কীট হইতে প্রায় দেখা যায় না। গণ্ডারদিগের প্রতি ইহাদের ভালবাসা অনেকটা নিঃস্বার্থ। মহিষ পক্ষীরা যেমন মহিষদের বিপদের কারণ অগ্রে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়, গণ্ডার পক্ষীরাও সেইরূপ গণ্ডারদিগের বিপদের কারণ অবগত হইলে চীৎকার করিয়া উহাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়।

মধুচক্র-প্রদর্শক পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহাদের ঘ্রাণশক্তি মধুর গন্ধ আঘ্রাণে বড় তীক্ষ্ণ। কোথায় মধু আছে ইহারা ঘ্রাণ দ্বারা তাহা জানিতে পারে; আর কোন মনুষ্য যদি তাহার অনুসরণ করে, তবে তাহাকে মধুচক্র দেখাইয়া দেয়। এই জন্য ইহার ঐ নাম হইয়াছে। অনেকে বলে যে এই পক্ষীরা মধুচক্রের নিকট না লইয়া গিয়া জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর নিকট লইয়া যায়, কিন্তু এ অপবাদ মিথ্যা। কারণ, ১১৪ জন কাফ্রিকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের মধ্যে ১১৩ জন এই অপবাদ মিথ্যা বলিয়াছিল, কেবল ১ জন মাত্র ইহা সত্য বলিয়াছে।

বৃষ্টিজ্ঞাপক পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, ইহারা বৃষ্টির পূর্ব্বে ডাকিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহাদিগকে বৃষ্টিজ্ঞাপক পক্ষী বলে। ইহারা যখন ডাকিতে থাকে, তখন আকাশে কিছু মাত্র বৃষ্টি হইবার চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু পরক্ষণেই বৃষ্টি হয়। ইহারা কোন অজ্ঞাত উপায়ে বৃষ্টি হইবে জানিতে পারে। এই পক্ষীকে কাফ্রিরা ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া শ্রদ্ধা করে, এবং "মক্ ওয়. বোজা" বা ঈশ্বরের জামাই বলিয়া থাকে।

আখ্যান মালা।

৭ম সংখ্যা।

(শিশুশিক্ষা বিষয়ক)

১। ধর্ম্ম প্রচারক রবার্ট হল্ এক সময় তাঁহার একটী বন্ধুর বাটীতে ছিলেন। সেই সময় আর একটী মহিলা কন্যাসহ তথায় বাস করিতেছিলেন। এক দিবস মহিলা হলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্তানটীকে ঘুম পাড়াইতে গেলেন। দুই দণ্ডের মধ্যে আসিয়া বলিলেন "শয়নের ছল করিয়া মেয়ের কাছে শুইলাম, তাই সে শীঘ্র ঘুমাইল।" হল বলিলেন,—"মহাশয়া, আমার বেয়াদবি মার্জ্জনা করুন। আপনি কি ছেলেটীকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহেন?"

মহিলা,—"ওমা! তা কেন চাহিব?"

হল,—"তবে স্বীকার করুন যে উহার নিকট কখনও মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার কার্য্য করিবেন না। শিশুরা যা দেখে, তাই শিখে। মুখে বলুন বা কাজে করুন, যাহা দেখান যায়, উহা সত্য সত্য না হইলেই মিথ্যা হইল।" এই বিনীত উপদেশে মহিলা বড়ই সম্প্রীত হইলেন এবং উহা জীবনে কখনও ভুলিলেন না। আমরাও যেন না ভুলি।

২। একটী বালক কোন কার্য্যে প্রেরিত হইয়া ভ্রমবশতঃ পথে দেরি করিয়াছে স্মরণ হওয়াতে দৌড়িয়া পুস্তকের কারখানায় যাইতেছে। এক জন কর্ম্মচারী তাহার মুখে তাহার দ্রুত গমনের কারণ শুনিয়া বলিল "ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছ কেন? তোমার কাকাকে বলিও যে তোমাকে রাস্তায় লোকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তোমাকে আসিতে দেয় নাই, তাহা হইলেই ত হইবে।"

বালক,—"এঁ্যা! সে যে মিথ্যা কথা হবে!"

কর্ম্মচারী,—"হলই বা, তাতে কি?"

বালক,—"আমি মিথ্যাবাদী হব! আমি মিথ্যা কথা বল্‌ব?" না, যদি

রোজ আর খাই, তবুও মিথ্যা বলুব না। মা আমাকে সর্ব্বদাই বলেন, মিথ্যা কথা বলা উচ্ছন্ন যাবার গোড়া।"

৩। ইংরাজ গ্রন্থকর্তা জন্‌সন্ তাঁহার অনেক বন্ধুকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "সর্ব্বাপেক্ষা শিশুদিগকে সত্যবাদী হইতে শিখাইবে।" একজন মহিলা বলিয়া উঠিলেন "এ যে দেখ্‌ছি বেশি বাড়া বাড়ি; কথা বলিতে গেলেই ত দিনের মধ্যে হাজারটী মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, সর্ব্বদা সত্যের জন্য ব্যস্ত না রহিলে ত আর ঠিক্ সত্য বলা হয় না।" ডাক্তার জন্‌সন্,—"হাঁ, মহাশয়া, সর্ব্বদাই আপনাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। পৃথিবীতে যে এত অসত্য রহিয়াছে, ইহার প্রধান কারণ সত্যাসত্যের বিষয়ে অসতর্কতা। ইচ্ছা করিয়াই যে লোকে মিথ্যা কথা বলে তাহা নহে।"

৪। যুক্তরাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা ওয়াসিংটন্ ছয় বৎসর বয়সে কাহারও নিকট হইতে একটী কুঠার উপহার পাইয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই একটী সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলেন। উহা নষ্ট করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কুঠারের ধার পরীক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার পিতা বাগানে আসিয়া দেখেন "চেরি" গাছটী নাই। তিনি রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন "এ গাছটী ... টাকা পাইলেও দিতাম না।" কিন্তু ... উহা কাটিয়াছে কেহ সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। পরে জর্জ কুঠার হস্তে পিতার নিকট উপস্থিত। তাঁহার পিতা দেখিলেন, যে উহা জর্জেরই কর্ম্ম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "জর্জ, ঐ সুন্দর চেরি গাছটী কে নষ্ট করিয়াছে জান?" জর্জ কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিলেন "বাবা, আমি ত মিথ্যা বলিতে পারি না; তুমি ত জান আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না; উহা আমিই কুঠার দ্বারা নষ্ট করিয়াছি।"

"আমার কোলে এস, বাবা, আমার বুকে এস," বলিয়া তাঁহার পিতা দৌড়িয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন "জর্জ, তুমি গাছটী নষ্ট করিয়াছ বলিয়া বড়ই সুখী হইলাম, কারণ আজ আমি তোমার নিকট উহার সহস্রগুণ মূল্য পাইলাম। রজত পুষ্প ও সুবর্ণ ফলবিশিষ্ট সহস্র চেরি গাছের অপেক্ষা, তোমার ধর্ম্মবীরত্ব অধিক আদরের ধন।" কয়জন নিজ সন্তানদিগকে এইরূপ বলিতে পারেন?

৫। একদা জন্ ওয়েস্‌লি শ্রীমতী বুশের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর বিদ্যালয়ের ছুইটী বালক কলহ করিতে করিতে মারামারি আরম্ভ করিল। শ্রীমতী বুশ তাহাদিগকে ওয়েস্‌লির নিকট আনিলেন। মহাত্মা স্নেহভরে দুই হস্তে দুই বালকে ধরিয়া বলিলেন, "পাখীরাও ... বিবাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ... লজ্জার বিষয় যে তোমরা ... এক ...

বাদের হইতেও গোলিমাল এবং মারা-মারি করিতেছ? এস তোমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন কর।" তাহারা তাহাই করিল।

ওয়েশলি,—"এই বার পরস্পরের গলা ধরিয়া পরস্পরকে চুম্বন কর।" তাহারা তাহাই করিল। এইরূপে ওয়েশলি শিশুদের বিবাদ মিটাইতেন।

৬। সুথারের শিক্ষক জন্ ট্রেব-নিয়াস্ শিষ্যগণের নিকট অনাবৃত মস্তকে যাইতেন এবং বলিতেন "কে জানে ইহাদের মধ্যে কে আছেন? হয়ত ইহাদের মধ্যেই কেহ জ্ঞানী, মহৎ, এমন দেশের রাজা হইবেন। যে শিশুদের কোন মহত্ব থাকে, তাহারা কখনই অব-মাননা সহ্য করে না। অপমান করিলে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করা হয় এবং তাহারাও অপমানকারীকে ঘৃণা ও অগ্রাহ্য করে।" ট্রেবনিয়াসের কথা সত্য হই-য়াছিল। যাহার বীরদর্পে সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সেই সুথার তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।

মা ও ছেলে।

মুখের হাসিটী বড়ই মধুর!
আধ আধ কথা—সুধামাখা তায়,
ননীর পুতুল—কি সুন্দর তনু
আয়রে বাছনি—আয় কোলে আয়? ১

ছড়াইয়ে হাসি ছুটি কার পানে
হামাগুড়ি দিয়ে যায় কুতূহলে?
অস্ফুট ভাষায়—(বুঝা নাহি যায়)
মাঝে মাঝে শিশু কি জানি কি বলে! ২

আঁচল ধরিয়া কেঁদে কি কহিছে—
সে কান্নার ভাব অন্যে কি তা জানে?
আদরে সোহাগে বাহু পসারিয়া
কোলে নিয়ে যায়—মমতার টানে। ৩

নিয়াইছে তার কতই যতনে!
(মধুক বয়ানে কেবলি তাকায়!)
[illegible] দেবেছে কিলবিল হবে
চিবুক ধরিয়া মুখে চুম খায়। ৪

'মাই' খেতে খেতে ঘুমাইল যাই,
স্নেহের অঞ্চল পাতিয়ে তায়
শোয়াইয়া কাছে আপনি শুইলা,
মশাটি মাছিটি না পড়ে গায়। ৫

কেঁদে ওঠে শিশু ঘুমের মাঝারে,
(জননীর চোখে ঘুম নাহি হায়!)
অতর্কিত ভাবে—নয়ন মুদিলে,
শিহরিয়া ওঠে যাই সাড়া পায়। ৬

দেখে চারু শোভা চাহিয়া চাহিয়া
(সে মুখ কমল অতুল ধরায়!)
মন পুরে তিতি—স্নেহের অঞ্চলে
শোয়াইয়া রাখে,—পাছে ক্লেশ পায়। ৭

জননীর স্নেহ—সন্তানের তরে
বহে অবিরল—যেন নির্ঝরিণী,
স্নেহময়ী মাতা—অতুলিত স্নেহে—
তোমের সন্তানে দিবস যামিনী। ৮

কি দিব তোমার প্রেমের তুলনা ?
অতুল সে প্রেম—অসীম-অপার !
দয়াময়ি—মাগো ধন্য তব দয়া,
দয়াধন হেন কেবা আছে আর ? ৯

উদাসীনের চিন্তা।

রজনী প্রভাত হইলে যখন কুসুম-রাজী উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিতে থাকে, তখন দেখিতে পাই, মধুমক্ষিকা সকল ফুল-মধু লোভে স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সেই উদ্যানের দিকে ধাবমান হয়। মধুপ গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইয়া গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়ায় এবং যে পুষ্পে মধু পায়, সেই পুষ্পেই বসিয়া মধু আহরণ করে। যে পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্রও মধু পুষ্পে থাকে, সে পর্য্যন্ত উহা পরিত্যাগ করে না। মধুপ কোথাও মধুশূন্য পুষ্পে উপবেশন করে না। কিন্তু মক্ষিকার স্বভাব ইহার বিপরীত। মক্ষিকা সর্ব্বদাই পঙ্কিল ও কুৎসিত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। নরদেহের গলিত ভাগ মক্ষিকার বড়ই প্রিয়, মল মূত্র তাহার অতি উপাদেয় খাদ্য। সংসারের যে স্থান আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ, যেখানে প্রীতিকর কিংবা হৃদয়ানন্দদায়ক কিছুই নাই, সেখানে দেখিবে মক্ষিকাগণ দলে দলে উল্লাসে উড়িয়া বেড়াইতেছে, দলে দলে সেখানে উপবেশন করিয়া দূষিত বিষাক্ত পদার্থ আহরণ করিতেছে। পতঙ্গকুলের মধ্যে যেরূপ এই বিভিন্ন প্রকৃতির জীব দেখিতে পাই, মানব সৃষ্টিতেও সেইরূপ দেখা যায়। এক শ্রেণীর পুরুষ রমণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের প্রকৃতির সহিত মধুমক্ষিকার প্রকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহারা রজনী প্রভাত হইলে কেবল উদ্যান অন্বেষণ করিয়াই বেড়ান, যেখানে সুন্দর সুন্দর কুসুম দাম বিকশিত হইয়া সংসার কাননের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহারা ছুটিয়া যাইয়া তাহাতেই উপবেশন করেন। তাঁহারা এই চরিত্র মাধুর্য্য বিশেষ বিশেষ পাত্রে অন্বেষণ করেন না। পুরুষ ও রমণীমাত্রই তাঁহাদের আদরের জিনিশ। তাঁহারা মধুপ, মধুই তাহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা নরচরিত্রের বিষাক্ত ভাগে অবতরণ করেন না। নরনারীর চরিত্রকুসুমের যে ভাগে মধু সঞ্চিত রহিয়াছে, তাঁহারা সেই ভাগই অন্বেষণ পূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া থাকেন। যে পুষ্পে অণুপরিমাণ মধুও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারা সে পুষ্পকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। সংসারে এ প্রকৃতির লোক অতি বিরল। যাহারা ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম সোপানে আরূঢ়

করিয়াছেন, যাহারা বিশ্বব্যাপী প্রেমের দিব্য ভূষণে হৃদয় রাজ্যকে সুশোভিত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এইরূপ প্রকৃতি সম্ভবে। কিন্তু মানব জগতে মক্ষিকা-প্রকৃতির লোকেরও অভাব নাই। মক্ষিকা-প্রকৃতির নরনারীগণ নরচরিত্রের গলিত কুষ্ঠ স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা সর্ব্বদা সাধুজনের অস্পৃশ্য খাদ্যের জন্যই ব্যাকুল হয়। জগতের লোক এই শ্রেণীর নরনারীকে নিন্দুক আখ্যা প্রদান করিয়া ধর্ম্মজগতের বাহিরে রাখিয়াছে। নিন্দুক মক্ষিকা-প্রকৃতির পুরুষ রমণীগণ কল্পনার বলে, অনেক সময় অতি মনোরম শোভন চরিত্রেও কলঙ্কের কালিমা ফেলিয়া তাহাতে সুখে উপবেশন করে। যে ব্যক্তি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া স্খলিতপদ হয়, তাহারত নিস্তারই নাই, অনেক সময় নির্দ্দোষী নিরপরাধী ব্যক্তিও এই নিন্দুকদিগের হস্তে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন। পরম যোগী বুদ্ধদেব মক্ষিকা-প্রকৃতির তীর্থঙ্করদিগের হস্তে অতিবড় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। পরম ভক্ত চৈতন্য তান্ত্রিক শাক্তদিগের উৎপীড়নে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। পরম প্রেমিক খৃষ্ট দুষ্ট য়িহুদীদিগের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। নিন্দুকগণ অতীতকালে সর্ব্বজনাদৃত ব্যক্তিদিগের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, এমত নহে। অতি নগণ্য লোকও নিন্দুকের বিষাক্ত দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া দুঃখ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। অনন্ত অতীত এবং উপস্থিত বর্ত্তমান সময়ে এই নিন্দুকের জঘন্য চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নিন্দুকের জন্মস্থানের কোন নিশ্চয়তা নাই। ইউরোপ, আশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সর্ব্বস্থলেই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। নিন্দুক জনসমাজে রাক্ষসবিশেষ, তবুও পবিত্র শোভমান মানবজগতে ইহার স্থান হইল কেন? অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে? আমরা যতদূর সাধ্য ইহার সদুত্তর প্রদানে প্রয়াস পাইব।

পরম দয়ালু পরমেশ্বর চরিত্র সমালোচনের প্রবৃত্তি এবং শক্তি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এই শক্তি প্রধানতঃ আমাদিগের আত্মচরিত্র সমালোচন জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা অন্তর্দৃষ্টিবিহীন হইয়া, শক্তির দুর্ব্যবহার করিয়া থাকি। আত্মচরিত্রের কোন্ স্থলে কোন্ কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছে, সেই দিকে লক্ষ্য বড় থাকে না, কিন্তু আমার সমশ্রেণীর লোকের চরিত্রের অতি সামান্য কেশবৎ সূক্ষ্ম রেখাটিও আমার সমালোচনা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়! প্রকৃতির এইরূপ বৈপরিত্যের অস্তিত্ব কোথায়? কেনই বা ঈশ্বরদত্ত শক্তির এই রূপ অপব্যবহার ঘটিল? পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকই সমাদর লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত। যাহাদিগের

সহিত একত্রে এক সমাজে থাকা যায়, তাহাদের সকলের নিকট হইতে ভাল বাসা পাইবার জন্য প্রায় প্রত্যেক নর নারীর মনেই এক দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করিতেছে। পুরুষই হউন কিংবা রমণীই হউন, মানব কখনও অপর কর্ত্তৃক ঘৃণিত হইতে ইচ্ছা করে না। এই প্রবৃত্তি হইতেই নিন্দুকের উৎপত্তি। নিন্দুক আত্ম নীচতা অবগত হইয়া, আপনাকে পার্শ্ববর্ত্তী লোক অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করে। সুতরাং আপনার মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অপরের মূল্য হ্রাস করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। ভুবনমোহিনী এক অতীব পূজ্যা, সুশীলা, গুণবতী রমণী জন সমাজে অতি সমাদৃতা। দুঃশীলা, দুর্মুখী কামিনী দেখিল তাহাকে কেহই প্রশংসা করিতেছে না। ভুবনমোহিনীর পবিত্র জ্যোতির সমীপে তাহার নিষ্প্রভ প্রদীপটী আর জ্বলিতেছে না। তাই ভুবনমোহিনীর উপর লোকের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া তাহার আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কোথায় কামিনী ভুবনমোহিনীর অনুকরণ করিয়া তাহাকে গুণে পরাস্ত করিবে, তাহা না করিয়া ভুবনমোহিনীকে তাহার আপনার অধঃস্থলে নামাইবার প্রয়াস পাইল। এই রূপে কামিনীর নিন্দা প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইল। ভুবনমোহিনীর চরিত্রের ছবি সম্মুখে রাখিয়া কামিনীর আত্ম পরীক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভীরু কামিনী লোক নিন্দার ভয়ে আপনি আপনাকে নিন্দা করিতে নিরস্ত হইল, এই জন্য সমালোচনা শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিল। স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া গেল, রোগের সৃষ্টি হইল।

যে সমাজে এই কামিনী প্রকৃতির পুরুষ রমণী অধিক, সে সমাজের বড়ই দুর্গতি। তাহারা সাধুতা ও সদ্‌গুণ লাভের জন্য তত প্রয়াসী নয়। কিন্তু নর-নারীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহারও মূল্য হ্রাস করিয়া সমাজকে তাহাদের অনুরূপ করিবার জন্য প্রয়াস পায়। যাহারা সমাজের উন্নত চরিত্রকে অনুকরণীয় মনে না করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে যত্নবান, তাহারা সমাজকে শৈল শিখরের সহিত বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। সেই সমাজের উন্নতি অসম্ভব। পাঠক পাঠিকাগণ! এখন বঙ্গদেশ আপনাদের হস্তে ন্যস্ত, আপনাদের চরিত্রের উপর এদেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এখন সকলের সমবেত হইয়া মক্ষিকা-প্রকৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মধু-মক্ষিকার ন্যায় সকল পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করা উচিত। অতি নিকৃষ্ট চরিত্রেও মধু আছে। আমরা বিষাক্ত ভাগ পরিত্যাগ করিয়া যেন কেবল মধুই আহরণ করিতে সচেষ্ট হই তাহাতে আমাদের ও সমাজের মঙ্গল হইবে।

পুত্রশোকে।

এত সাধিলাম "যেওনা যেওনা,
তুমি গেলে রব কেমনে ঘরে ?
একটু দাঁড়াও দেখি মুখখানি
দাঁড়ালে না হায় দু দণ্ডের তরে।"

জানেনাক শিশু মায়ার ছলন,
জানেনা জীবন কিই বা মরণ।
হাসিতে হাসিতে এসেছিল হেথা,
হাসিতে হাসিতে করিল গমন ॥

বুঝিল না অগ্নি জ্বালিল হৃদয়ে,
জানিল না কি যে বন্ধন মায়ার,
চাহিল না ফিরে যাইবার কালে,
বলিল না যায় নিকটে কাহার।

গদ গদ নিজ হাসিতে আপান,
কেন সে তাকাবে দুখীদের পানে ?
তাই দুঃখপূর্ণ ত্যজিয়া এস্থান
হাসিয়া চলিল সুখময় স্থানে।

রোদনের রোল উঠিল চৌদিকে,
কত অশ্রু হায় ঝরিল তখন।
কিছু না শুনিয়া—কিছু না দেখিয়া
হাসিতে হাসিতে মুদিল নয়ন ॥

টল টল আঁখি টলিল না আর
শুষ্ক ফুল হাসি অধরে লাগিয়া,
কচি কচি হাত উঠিল না আর
খেলিতে আমার দাড়িটী লইয়া।

সোণার বরণ তখনো রয়েছে,
নিঃশ্বাস পবন গিয়াছে ফুরায়ে।
কি জানি কোথায় লয়ে গেল তাকে,
পাগলের মত আমাকে কাঁদায়ে ॥

সে অবধি আমি রয়েছি বসিয়া
কিছু না দেখিতে পাইনু আর,
বলে সবে সে যে গিয়েছে স্বরগে,
আমি কি পাবনা যেতে কাছে তার ?

ইতিহাস অধ্যয়ন।

ভারতের স্বাধীনতা লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর সৌভাগ্য সূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছে। প্রায় সহস্র বর্ষের বিজাতীয় শাসনে ভারতভূমির প্রাচীন কলেবর অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়াছে। বহুকালের পরে, নিসর্গের নিয়ম অনুসারে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিদেশীয় বিজ্ঞানের প্রভাবে, ভারতের পুরুষ সমাজ ক্রমে ক্রমে উন্নতি মার্গে আরোহণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনীয় অংশ এবং অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা নারী জাতির সম্যক্ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। আজ কালি ইউরোপীয় প্রণালীনুযায়ী বিদ্যালয়াদিতে স্ত্রীলোকদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে নারীজাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, আমরা এরূপ শিক্ষার সর্ব্বতোভাবে পৃষ্ঠপোষণ করিতে পারি না। যে শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ভারতের

নারীজাতি শৌর্য্য, বীর্য্য, দেশহিতৈষিতা, পতিসেবা, ধর্ম্মভীরুতা, ব্রহ্মজ্ঞান, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে হিন্দু-সমাজকে অলঙ্কৃত ও আলোকিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্ত্রী-সমাজে সে শিক্ষার নিতান্ত অভাব দেখা যায়। কেবল লিখিতে ও পড়িতে সক্ষমা হইবার জন্য যদি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়, তাহা হইলে এরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই না। আমাদের স্ত্রী-সমাজের নেতা ও শিক্ষক মহাশয়দিগের সতত স্মরণ রাখা উচিত যে, সমাজ শাসনকারিণী অর্থে "স্ত্রী" শব্দের উৎপত্তি, শাস্ত্র, শস্ত্র এবং স্ত্রী এই শব্দত্রয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং প্রায়ই একই মৌলিক অর্থে প্রয়োজিত হয়। যাহাহউক, স্ত্রীলোক বৃন্দের পাঠ্য পুস্তকের উপরে স্ত্রীজাতির চরিত্র, স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক ভাব এবং জীবনের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এক্ষণে দেখা উচিত, কোন্ প্রকারের পাঠ্য পুস্তক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, বর্ত্তমান সময়ে, ইতিহাসের আলোচনা আমাদের সমাজের পক্ষে বিশেষ সুফলপ্রদ। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক গিবন বলেন, "ইতিহাস পাঠের শুভফল অসীম। ইতিহাস পাঠে দুর্ব্বল সমাজ সবল হয়, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্যজাতি স্বদেশানুরাগে উৎসাহিত হয়, অবনত নর ও নারী-সমাজ স্বদেশীয় পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব মহিমায় অনুপ্রাণিত হয় এবং অতীতের আলোচনায় ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে শিক্ষা করে। ইতিহাস পাঠে মনুষ্যের যে জ্ঞান ও বহুদর্শন জন্মে, তদ্দ্বারা মনুষ্যের শরীর, মন ও আত্মার বল ও সংস্কার হয় এবং মানব সমাজের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও শ্রমপরায়ণতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নর ও নারীর সম্যক্ প্রকার উন্নতি ঘটিয়া থাকে।" বাস্তবিক, ঐতিহাসিক পাঠের ফল এইরূপই বটে।

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাসের চর্চ্চা অধিক হয় নাই; কিন্তু কয়েকজনের সাধু চেষ্টায় যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ সুফলের সম্ভাবনা আছে। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, ডাক্তার রামদাস সেন, ফকির রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ঘোষাল, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাশয়দিগের ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ও গ্রন্থসমূহ নিতান্ত সারগর্ভ ও সমীচীন। রজনীকান্ত বাবুর প্রবন্ধ সমূহ যেরূপ সংখ্যায় বহুল, সেইরূপ অনুসন্ধান, বহুদর্শন এবং বিশাল তত্ত্বসমূহে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালা সমাচার পত্র ও সাময়িক পত্রও এ বিষয়ে উপকার সাধন করিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি-

গ্রন্থের অন্তর্গত নীতিগর্ভ উপাখ্যান সমূহ ঐতিহাসিক পাঠের যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিতে করিতে ধর্ম্ম জীবন ও জ্ঞানী মহাত্মাদিগের সাধু চরিত্রের ছায়া পাঠক ও পাঠিকার হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ভরতের ভ্রাতৃবৎসলতা, সীতা ও সাবিত্রীর পাতিব্রত্য, রামের পিতৃভক্তি, অর্জ্জুনের শৌর্য্য, ভীমের বীর্য্য, বিভীষণের মিত্রতা, হনুমানের প্রভুভক্তি, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মভীরুতা, কর্ণের বদান্যতা, হরিশ্চন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠগুণ সমূহ পাঠক পাঠিকাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিলে, দেশের কিরূপ উন্নতি সম্ভবে, সহজেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। নতুবা কেবল শুষ্ক প্রাণিতত্ত্ব, নীরস বিজ্ঞান বা গণিত অথবা মেঘগর্জ্জন, সিংহনাদ, সমরডঙ্কার ভীষণধ্বনি, সমুদ্রের কল্লোল, পার্লেমেণ্টের কোলাহল ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে, শুনিতে শুনিতে, হৃদয়ের সূক্ষ্ম মধুর ভাব সমূহ রসবিহীন হইয়া পড়ে। প্রোক্ত গুণসমূহের অভাবেই এখন পূর্ব্বকার মত স্ত্রীলোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার রমণীগণ বিলাতে যাইতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, সংবাদ পত্র লিখিতেছেন, গাড়ী হাঁকাইতেছেন, কিন্তু যে সকল গুণে মানুষ "মানুষ" হয়, সেই সকল গুণের স্ত্রীলোক কয়টী দেখাইতে পার?

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বকল্ বলিয়াছেন "যাহাকে বিদ্যা শিক্ষা বলা যায়, যাহাকে জ্ঞানোপার্জ্জন বলা যায়, তাহা কেবল একমাত্র ইতিহাসের অভ্যন্তরে প্রচুর রূপে নিহিত আছে।" হিউমের মতে "যে কখনও স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করে নাই, তাহার ভূতলে এখনও জন্ম হয় নাই।" হ্যালাম বলিতেন ("Constitutional History of England")"স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধির ও উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।" বিলাতের এক জন খ্যাতনামা লেখক (টর্ণার) ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রয়োজনীয়। ইহা অনন্ত জ্ঞান ও গুণের বিশাল ভাণ্ডার; এই ভাণ্ডার অক্ষয় এবং ধন ধান্যে পূর্ণ। তুমি যাহা কিছু চাও, তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবে। এই ইতিহাসের আলোচনায় জগতের সভ্যতার অনেক প্রাচীন তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পুরাতত্ত্ব ভারতে ইতিহাসপিপাসিতের পক্ষে যেন সুশীতল পেয়। ভারতের লোকেরা তাহাদের পূর্ব্বগৌরব ও পূর্ব্ব মহিমা তাহাদের ইতিহাসের দর্পণে দেখিতে পায়। যদি তাহারা তাহাদের ইতিহাসের আলোচনায় আবার কখনও উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতের নরনারীর অবস্থা সম্যক্ উন্নত হইয়া উঠিবে; একমাত্র ভারতের ইতিহাস

ভারতের তমসাচ্ছন্ন সৌভাগ্য সূর্য্যকে পুনরুদিত করিতে পারে। ভারতের নরনারী একথা কি বুঝিতে পারিবে?"

যাঁহারা এক্ষণে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। স্ত্রীলোকেরা ও বালিকারা যাহাতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সমূহ এবং ভারতের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস সকল পাঠ করিতে পারেন, তজ্জন্য এখন বিহিত বিধান হওয়া উচিত।

সরল গৃহ চিকিৎসা।

ক্রিমি। (WORMS.)

অন্ত্রে অনেক প্রকার ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, তাহার মধ্যে তিন প্রকার ক্রিমি সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্রিমি (Thread Worms.)

(২) লম্বা ক্রিমি (Lumbricoides.)

(৩) ফিতার ন্যায় ক্রিমি (Tape-Worm.)

সূত্রবৎ ক্রিমিগুলি বালকদিগের উদরে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা মলদ্বারের নিকটে থাকে। ইহাদিগের দৈর্ঘ্য ½ হইতে ১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। ইহাতে মলদ্বার অতিশয় চুলকায়, বিশেষ রাত্রে বৃদ্ধি, দাস্তের সর্ব্বদা বেগ, ক্ষুধামান্দ্য, ব.. ন, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ধীরভা.. ী (কনভল্‌সন), মৃগী (এপি- তাহা সম্পন্ন .. যায়ু রোগ জন্মাইতে নার গৃহের এক জন্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন না হওয়াতে নূতন অতিথি ক্ষুদ্রান্ত্রে করিয়া দিতেছেন এবং সম্প্রীধকাশয়,

গলনালী, বৃহদন্ত্র পর্য্যন্ত গমন করে। ইহারা ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। বর্ণ ঈষৎ পীত। ইহাতে অনিদ্রা, দন্তঘর্ষণ, পেটফাঁপা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, আমযুক্ত মলত্যাগ, নাসিকা কণ্ডূয়ন, বিবমিষা ও বমন, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে আক্ষেপ, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে।

ফিতার ন্যায় ক্রিমি,—এই ক্রিমি ফিতার ন্যায় চেপ্টা, দৈর্ঘ্য ৫ হইতে ১৫ ফিট লম্বা হইতে পারে, ইহাদিগের বাসস্থান ক্ষুদ্রান্ত্র, কখন কখন বৃহদন্ত্রেও দেখা যায়, ইহারা অল্প হরিদ্রাবর্ণ। ইহাতে পেট কামড়ানি, বিবমিষা, অধিক ক্ষুধা, মুখ ফেঁকাসে, নাসিকা ও মলদ্বার চুলকান, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা, মাথা ধরা, দেহের ক্ষীণতা ইত্যাদি লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।

মুখে জল উঠিলে লাইকো ও সিনি দিবে। ক্ষুদ্র সূত্রবৎ ক্রিমির পক্ষে সলফ, মার্ক, সিনা ভাল ঔষধ; মার্ক ও সল্‌ফার ব্যবহারে কৃমি মলের সহিত নির্গত হয়। লম্বা কৃমির পক্ষে সিনা ও একোন ভাল, শিরঃপীড়া ও উদর স্ফীত হইলে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থা। অতিশয় ক্ষুধা, প্রাতে বমন, উদরে বেদনা থাকিলে স্পিজি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফিতার ন্যায় কৃমিতে ফিলিকস—মাস, ক্যাল, গ্রাফাই, প্লাট, সিনি ভাল ঔষধ। শরীরের কোন অঙ্গের আক্ষেপ থাকিলে সিকিউটা দ্বারা উপকার হয়। কৃমিজনিত দড়কা ও আক্ষেপ থাকিলে বেল, মার্ক ইগ্নে, হায়স, ষ্ট্রোম ব্যবস্থা। অনবরত মল ত্যাগের ইচ্ছা থাকিলে মার্ক দিবে, মলদ্বার কণ্ডূয়ন থাকিলে ইগ্নে, মার্ক, সলফার ব্যবস্থা।

সিনা (cina)—অশান্তিকর নিদ্রা, চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে কাল চক্র, কনিনিকা প্রসারিত, অনবরত নাসিকা চুলকান, মুখ মলিন ও শীতল অথবা লাল ও উষ্ণ, অতিশয় ক্ষুধা অথবা ক্ষুধার অভাব, বিবমিষা ও বমন, নাভিদেশে বেদনা, তলপেট শক্ত ও স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ, রাত্রে শুষ্ক কাশি, জ্বর বোধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির জন্য মল দ্বার কণ্ডূয়ন। ৬।৩০,২০০ ক্রম ব্যবস্থা।

টিউক্রিয়াম (Teucrium)—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির জন্য মলদ্বার (anus) অতিশয় চুলকান, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, যুবক যুবতীদিগের ক্ষুদ্র কৃমিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী, ৩।৬।

নক্স-ভমিকা (Nox V.)—কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময়, স্নায়বীয় উত্তেজনা, বমনোদ্রেক, পেট ফাঁপা, লম্বা কৃমির পক্ষে এই ঔষধ ব্যবস্থা; ৬।৩০।

চায়না (China)—পেট পূর্ণ বোধ, পাকস্থলীতে ভার বোধ, উদরে বেদনা রাত্রে ও আহারান্তে বৃদ্ধি, অতিশয় দুর্ব্বলতা; ৬।৩০।

মার্কিয়স-কর (Marc-cor,)—গুহ্যদ্বারে কৃমি বেড়াইতেছে অনুভব, সবুজ, সাদা ও রক্ত মিশ্রিত ভেদ, মলত্যাগ কালে কোঁত পাড়ে, দুষ্ট ক্ষুধা, রোগী শীর্ণ, ৩।৬।

সেবাডিলা (Sabadilla)—কৃমি বমন, কণ্ঠনালীতে কৃমি আছে এরূপ অনুভব, নাভিদেশে জ্বালা ও বেদনা, মুখে জল উঠা, কৃমিজনিত স্নায়ু রোগ। ৩।৬।

ফিলিক্স মাস (Filix mas)—অন্ত্রে কামড়ানি—মিষ্ট সামগ্রী আহার অন্তে বৃদ্ধি, কোষ্ঠ বদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা ফাটা, মুখ মলিন, চক্ষুর চতুঃস্পার্শে কৃষ্ণ বর্ণের চক্র, নাসিকা চুলকায়; ৬।৩০।

কুসো (Kousso)—অজীর্ণ অবস্থা থাকিলে, খাদ্য দ্রব্যে [illegible] মোহ, অধিক শীতল [illegible] অন্ত্রে মৃদু বেদনা [illegible]। আমরা অন্তরের সহিত [illegible] মঙ্গল কামনা করি।

১২৯৭ শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

করিবে, পরে যাহাতে আর ক্রমি না হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমিগুলি মলদ্বারের নিকটে থাকে, সেইজন্য ঔষধ সেবনে ইহারা প্রায় বাহির হয় না। এমত স্থলে গরমজলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারে পিচকারী দিবে। জলে রসুন সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পিচকারী দিলে ক্রমি বাহির হইতে পারে। সিনা, হিপার, স্যাবাডিলা ঔষধের পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা।—"স্যাণ্টো-নাইন" ২ হইতে ৪ গ্রেন পরিমাণে রাত্রে সেবন করিতে দিয়া, পর-দিবস প্রাতে ক্যাষ্টার আইলের সহিত পিপারমেণ্ট জল অথবা টার্পিন তৈলের সহিত সেবন করিতে দিলে ক্রমি নির্গত হইয়া যায়।

শিশুদিগের পক্ষে "স্যাণ্টোনাইনের লজেঞ্জই ভাল। "বনবন"ও উপকারী;—মিষ্টস্বাদ প্রযুক্ত শিশুরা ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক খাইতে চাহে। স্যাণ্টোনাইন সংযোগে "বনবন" প্রস্তুত হয়, সেইজন্য ইহা দ্বারা আরও উত্তম ফল পাওয়া যায়।

রোগীর আহার পুষ্টিকর ও বলকারক হওয়া আবশ্যক। যাহাতে সহজে পরিপাক হয় এরূপ ব্যবস্থা করিবে। অধিক পরিমাণে ঘৃত ও তৈলাদি বিশিষ্ট দ্রব্যাদি খাইতে দিবে না, মাংস ও মিষ্ট দ্রব্য পরিত্যাজ্য।

বরাহনগর মহিলাশ্রম।

বঙ্গদেশে এই মহিলাশ্রম একটী নূতন অনুষ্ঠান। দিন দিন ইহার উন্নতি দর্শনে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইতেছি। পুনানগরে পণ্ডিতা রমাবাই বহু অর্থব্যয়, আন্দোলন ও পরিশ্রম পর্য্যটনে যাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরাহনগরে বাবু শশিপদ [illegible]ন্দ্যাপাধ্যায় আপনার ক্ষুদ্র চেষ্টায় [illegible]র কার্য্য করিয়া অতি সুন্দররূপে [illegible] করিতেছেন। তিনি আপ-[illegible] অংশ এই আশ্রমের [illegible]হাতে সংকুলান [illegible]ক গৃহ নির্ম্মাণ [illegible] প্রাণপণে ইহার সুব্যবস্থা ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে এখানে ছাত্রী-সংখ্যা ২৩টী, তন্মধ্যে ১০টী বিধবা। বিধবাদিগের মধ্যে ৪ জন ব্রাহ্মণ, ৪ জন কায়স্থ এবং ২ জন বৈদ্য জাতীয়। ১১টী রমণী শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিধবা রমণীগণ বৃত্তি পাইয়া আশ্রমে থাকিতে এবং শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তাহাদের কিছুই ব্যয় হয় না। অন্যান্য রমণী অল্পব্যয়ে সেই উপকার লাভ করিতে পারেন।

বিধবাদিগের জন্য বৃত্তি এখনও খালি আছে, প্রার্থীরা পাইতে পারেন।

এই আশ্রম সম্বন্ধে কয়েক জন বড় বড় লোক ও শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে;—

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর সার ষ্টিউয়ার্ট বেলি:—"I do not think we have expressed too strongly our thanks to Mr. and Mrs. Banerjee not only for the trouble they have taken, but also for the exceedingly charitable work that they are doing —estimated whether at a money value or a moral value.—*Statesman —4-1-90.*

আমার বিবেচনায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং আর্থিক বা নৈতিক মূল্য ধরিলে যেরূপ অসাধারণ দয়ার কার্য্য করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের প্রতি তদুপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাই।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সার আলফ্রেড ক্রফট:—

He referred to the case of a young widow who was taken from the school and re-married to a Brahmin—a professional man, a doctor. The Association had nothing to do with the marriage, but the fact that her husband chose her because he wanted an educated wife spoke in favour of the institution. He thought it desirable in presenting the report to lay particular attention to the great services rendered by Mr. and Mrs. Baunerjee. The work they did was of a very high character, and they would see from the report the great service it was to the pupils to be in such excellent hands.—*Indian Daily News*—4-1-90.

একজন ব্রাহ্মণ জাতীয় ডাক্তার একটী অল্পবয়স্কা বিধবাকে এই বিদ্যালয় হইতে মনোনীত করিয়া বিবাহ করেন। বরাহনগর সভার সহিত এই বিবাহের কোন সংস্রব নাই, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামী একটী সুশিক্ষিতা ভার্য্যা লাভের যে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ইহা বিদ্যালয়ের পক্ষে শ্লাঘাজনক। তিনি রিপোর্ট প্রদান কালে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চদরের, এরূপ সুযোগ্য লোকদিগের তত্ত্বাবধানে বালিকারা শিক্ষিত হইয়া মহোপকার লাভ করিতেছে।

আমি কাল্‌কে শশিবাবুর বোর্ডিং স্কুল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় এইরূপ ধরণের একটী স্কুল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শশিবাবু এতদিন কষ্ট করিয়া এইরূপ একটী স্কুল সংস্থাপনের জন্য এত যত্ন করিতেছেন, আমাদের সকলেরই ইহাতে সহানুভূতি দেখান কর্ত্তব্য। ঠিক স্কুল না বলিয়া ইহাকে ইংরাজিতে যাহাকে "Home" বলে, সেই নাম দিলেই ভাল হয়, কারণ স্কুলের কঠোর নিয়ম ইত্যাদির সহিত, শশি বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর যত্নে ছাত্রীরা গৃহের স্নেহ মমতা এবং নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়া থাকেন। যে সকল বালিকাদিগের ভবিষ্যতে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনাকে ভরণপোষণ করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষেও এই স্কুলটি বেশ উপযুক্ত।

১ই মে, ১৮৯০ শ্রীসরলা রায়।

সে দিন শশি বাবুর প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মহিলাশ্রম দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। শশি বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী স্কুলের বালিকাগণকে যেরূপ কন্যাবৎ যত্নে প্রতিপালন এবং বিদ্যা নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দান করেন, তাহা এই আশ্রমের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত পথ।

উক্ত রূপ সাধারণ শিক্ষার সহিত স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য রন্ধন প্রভৃতি গৃহস্থালী কার্য্যও এখানে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া এই আশ্রমের আরো একটি এই প্রধান গুণ দেখিলাম ইহা কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় নহে, কএকটি হিন্দু বিধবা হিন্দু আচার রক্ষা করিয়া এখানে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। এতদিন আমাদের দেশে অনাথাদিগের এরূপ আশ্রয় স্থানের অভাব ছিল, শশি বাবুর উদারতায় এবং অবিশ্রান্ত যত্নে সে অভাব দূর হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত এই বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করি।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৪ঠা আষাঢ় (১৭ই জুন) মঙ্গলবার যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছে, তাহা অঙ্গুরীয়াকৃতি অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থল ঢাকিয়া চারি দিকে অঙ্গুরীয়ের মত একটী আলোকময় বৃত্ত ফাঁক রাখিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অপরূপ দৃশ্য অল্প স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

২। এবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় যেমন একটী মহিলা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন সাহিত্য পরীক্ষায় একটী স্ত্রীলোকও সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

৩। কুমারী বিধুমুখী বসু ও বার্জিনিয়া মেরী নাম্নী দুইটী বঙ্গ খৃষ্টীয় মহিলা ২য় এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট।

৪। কাশীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বাপুদেব শাস্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

৫। হাইদ্রাবাদের নবাব মনোয়ার খাঁর পত্নী শ্রীমতি বেগম মক্কার দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। লামার্টিনিয়ার কলেজের এমিলিয়া ওয়াটসন এবং ডবটন কলেজের এডেন ডি সাণ্ট যথাক্রমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি ২৫ ও ২০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আভাষ—শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ৸০ মাত্র। কয়েক বৎসর হইল যে স্ত্রী-কবি তাঁহার "অশ্রুকণা" দ্বারা পাঠকদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, তিনি এই বলিয়া তাঁহার 'আভাষ' গীতি সাহিত্য সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন;—

> "হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু উচ্ছ্বাস
> 'আভাষ' তাহার মাত্র প্রকাশে আভাস।"

সার্দ্ধ শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা পুস্তক খানি গ্রথিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই সুললিত, সুমধুর, সুভাব পূর্ণ কবিত্বের পরিচায়ক, আমরা পাঠ করিতে করিতে বিমুগ্ধ হইয়াছি। গিরীন্দ্র মোহিনীর প্রতিভা অধিকতর বিকসিত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয় যথার্থই অমৃতসিন্ধু, নতুবা তাহার এক এক বিন্দু এত তৃপ্তি বিধান করিবে কেন? বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন্ ইহাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে এবং হৃদয়ের অমৃতোচ্ছ্বাসে বঙ্গসাহিত্য অমৃতভাণ্ডার হউক।

২। আদর্শ নর নারী, শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। বালক বালিকাদিগের নিকটে এরূপ আদর্শ ধারণ করিলে তাহাদের উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে।

৩। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম তিথি মহোৎসব—স্বর্গীয় কেশব বাবুর কতকগুলি সদ্গুণ ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধু চরিত্র পাঠের ফল ইহাদ্বারা লাভ হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৭ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৯৭—আগষ্ট ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

টোকিও দেশালাই—বাজারে পয়সায় ২টা করিয়া যে দেশালাই বাক্স বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশ জাপানের টোকিও নগরে প্রস্তুত হয়। ১৫ বৎসর মাত্র হইল, সেখানে দেশালাইয়ের কারখানা হইয়াছে, ইতিমধ্যে হহার উন্নতির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গত বৎসর এক কলিকাতা সহরে ২৫ হাজার টাকার এই দেশালাই বিক্রীত হইয়াছে। ইংরাজী দেশালাই বাক্সের অধিকাংশ সুইডেন ও নরওয়ে হইতে আইসে।

হেলিগোলাণ্ড পরিত্যাগ—হেলিগোলাণ্ড এতদিন ইংরাজাধিকৃত ছিল, আফ্রিকার সন্ধিসূত্রে ইংলণ্ড ইহা জর্ম্মণিকে দিয়াছেন।

নূতন পুস্তক—রাজকুমার কনটের ডিউক ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের ভারতবর্ষ দর্শন বিষয়ে যে সকল বিবরণ মহারাণীর নিকট সময় সময় প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা একত্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজবধূর স্বহস্ত চিত্রিত ছবি অঙ্কিত থাকিবে।

সুরেন্দ্র বাবুর প্রত্যাগমন—কনগ্রেসের প্রতিনিধি হইয়া বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতের নানা স্থানে ভারত সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া একজন উচ্চদরের বাগ্মী বলিয়া ইংরাজ সমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃপায় গত ১০ই জুলাই তিনি নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। পথে বোম্বাই ও এলাহাবাদের

লোকেরা মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

পরিব্রাজকের বিবাহ—আফ্রিকা পরিব্রাজক হেনরী এ ষ্টান্লী সাহেব অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া আফ্রিকার দুর্গম স্থান সকল ভ্রমণ পূর্ব্বক অনেক ভূগোলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এখন লণ্ডনে এবং এক চিত্রবিদ্যা নিপুণা রমণী তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাণিপ্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ইহাঁর গুণের পুরস্কারার্থ আপনার হীরক মণ্ডিত একখানি ক্ষুদ্র ছবি ইহাঁকে উপহার দিয়াছেন এবং ইহাঁর বৈবাহিক জীবনের সুখ প্রার্থনা করিয়াছেন।

ছাত্রীবৃত্তি—মেডিকাল কলেজের উত্তীর্ণা রমণীদিগকে উৎসাহ দানার্থ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এক ছাত্রীবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

লোক সংখ্যা গণনা—গত ১৮৮০ সালে একবার ভারতের লোক সংখ্যা গণনা হয়। গত ১০ বৎসরে ইহার হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য আগামী ২৬এ ফেব্রুয়ারি পুনরায় লোক সংখ্যা গণনা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষা—প্রবেশিকা ১৮৯১ সালের ২রা ও এফ,এ, বি,এ ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং বি,এল পরীক্ষা ২রা মার্চ্চ আরম্ভ হইবে।

নূতন বাঙ্গালী সিবিলিয়ান—অনেক বৎসরের পর ভারতবর্ষ হইতে এবার এককালে ৫ জন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী—বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র, বাবু মনোমোহন ঘোষের পুত্র মোহিনীমোহন এবং ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র অরবিন্দ।

কুমারী ফসেট।

ভারতে লীলাবতীর নাম গণিত বিদ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্র যদিও অতি দুরূহ, কিন্তু ইহা যে কোমলাঙ্গী রমণীগণের মস্তিষ্কের অনধিগম্য নয়, উহাই তাহার প্রমাণ। এ বৎসর বিলাতে এক লীলাবতীর উদয় দেখিয়া সভাজগৎ চমকিত হইয়াছেন। ইনি আর কেহ নন, ভারতের পরম হিতৈষী স্বর্গীয় অধ্যাপক ফসেটের কন্যা। ইহাঁর মাতা বিবী ফসেটও ইংরাজ বিদুষী, দেশহিতৈষিণী ও গ্রন্থকর্ত্রী রমণীগণের মধ্যে এক জন অগ্রগণ্যা। এরূপ পিতা মাতার কন্যা যে সুশিক্ষিতা হইবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু কুমারী ফসেট কেবল যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম গণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার

করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা "রাঙ্গলার" নামে খ্যাত হন। কুমারী ফসেট এবার 'রাঙ্গলার' দলের সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। একটী পুরুষ তাঁহার নিম্নে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে কোন ছাত্র তাঁহার মত অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী দেখা যায় নাই। কিন্তু কুমারীতে ও তাঁহাতে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। এ প্রভেদ দুই এক নম্বরের নয়, কুমারী তাঁহার অপেক্ষা ৪০০ নম্বর অধিক পাইয়াছেন। 'রাঙ্গলার' পরীক্ষায় পুরুষ কি রমণী কেহ এ পর্য্যন্ত এত অধিক সংখ্যা লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ ঘটনা যার পর নাই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

কুমারী ফসেটের বয়ঃক্রম ২২ বৎসর মাত্র। তিনি বিলাতের আদর্শ ছাত্রীর ন্যায় নন। এই ছাত্রী এরূপ কোমলাঙ্গী যে সূচীকার্য্য করিতে লজ্জিত হন। তাঁহার আমোদ প্রিয়তাও বেশ আছে। তিনি বড় স্থির এবং পরীক্ষাস্থলে বেশ সাহসী ও সপ্রতিভ। তাঁহার পিতার প্রকৃতি নাকি ইহার বিপরীত ছিল। পেলমেল গেজেটে তাঁহার এক বন্ধু লিখিয়াছেন তিনি পাঠ কালে ১১টার সময় শয্যায় যাইতেন ও প্রাতে ৮টার সময় উঠিতেন। তাঁহার নিদ্রা গভীর, পরীক্ষার পর কিছু মাত্র ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। তাঁহার কাজ অতি পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল, লেখাতে একটু কাটাকুটি নাই।

তিনি ক্লাফামের উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হন, কিন্তু তিনি তাঁহার উন্নতির জন্য কেম্ব্রিজের কুমারী মাক্‌ক্লিয়ড স্মিথের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। তিন বৎসর হইল ইউনিবার্সিটী কলেজ হইতে ছাত্রবৃত্তি লইয়া নিউহাম কলেজে যান। গণিত বিদ্যায় সুপণ্ডিত ডাক্তার রুথ, ট্রিনিটী হলের আটকিন্‌সন এবং ডবলিউ হবসনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ছাত্রী পিতামাতার ন্যায় শিক্ষকদিগের এবং সমগ্র স্ত্রীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

উচ্চ শাস্ত্র সকল পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা শিখিতে পারেন না এ কথা এখন আর কে বলিতে সাহসী হইবে? স্বদেশে বিদেশে পরীক্ষা দ্বারা এ কুসংস্কার নিঃসংশয়িতরূপে খণ্ডিত হইতেছে। এখন উল্‌টা প্রশ্ন উঠিতেছে, পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার ফল এত উৎকৃষ্ট হইতেছে কেন? এখনও কি ভারতে কি বিলাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ সুবিধা পাইতেছেন না, তথাপি তাঁহারা সমকক্ষতা এবং স্থলবিশেষ শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন। সে সুবিধা পাইলে তাঁহাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা আরও প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষ কি যথার্থই নির্ধন হইতেছে?

"ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ অর্থশূন্য এবং ভারতবাসীরা দিন দিন দরিদ্র ও দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছে, ইংরাজেরা ভারতের সমস্ত স্বত্ব শোষণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেছে" এই অভিযোগ প্রতিদিন অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীরও মুখে শুনা যায়, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতেরা বলিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একথা কত দূর সত্য তাহার বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের অধিকার কালের সহিত ইংরাজ রাজত্বের আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষাপকর্ষের তুলনা নিরপেক্ষ ভাবে করিতে হয়, কিন্তু আর্য্য শাসন সময়ের ইতিবৃত্তের অভাবে প্রকৃত সাদৃশ্য প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহে। তবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে স্বদেশীয় সমধর্ম্মী রাজার অধীনে প্রজার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা অধিক; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশেব ইতিহাসে এ অনুমান সিদ্ধান্তের ব্যভিচার প্রমাণও পাওয়া যায়। ব্যক্তিবিশেষের হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে অনেক সময়েই অধীন বর্গের প্রতি অবিচার অত্যাচার উপস্থিত হয়। ইহা মানব চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সীমারহিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র শাসনের কথা দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে সীমাবদ্ধ সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালীতেও ব্যক্তি বিশেষের হস্তে সমস্ত শক্তি অর্পিত হইয়া প্রজাকুলের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। হিন্দু রাজারা সকলেই যে এই স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত আচরণ করিতেন এ বিশ্বাসকে মনে স্থান দেওয়া যায় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট রাজ্যের দৃষ্টান্তস্থলে "রামরাজ্য" এ প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইত না। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আর্য্য রাজগণের শাসন তুলনায়, রামচন্দ্রের শাসন সময়ে প্রজাগণ অপেক্ষাকৃত সুখী ছিল, এ জন্যই এ প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাহউক হিন্দু রাজত্ব সময়ে প্রজা সাধারণের অর্থগত অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে বিষয়ের নিশ্চয় প্রমাণ নাই, তাহার আলোচনা বৃথা।

হিন্দু সাম্রাজ্যের পর ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের অধীন হয়। মুসলমান অধিকারের অবস্থা যাহা জন-পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায়, এবং ইংরাজ ইতিহাসলেখকদিগের পুস্তকে দৃষ্ট হয়, তাহাতে উভয়ের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধি-

কারে হিন্দু প্রজাদের উপর যে সকল অত্যাচার হইত, তাহার সবিস্তর আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সমধর্ম্মী ও স্বজাতীয় রাজার অধীনেই যখন প্রজাগণ উপক্রুত হয়, তখন বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার অধীনে তদপেক্ষা অধিক অত্যাচার হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরঞ্চ সম্ভবপর। অর্থ সম্বন্ধে মুসলমান রাজ্যের প্রথমাবধি ভারতবাসীদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাই এ প্রস্তাবের আলোচ্য।

সহস্র সহস্র বর্ষের আর্য্য সাম্রাজ্য-সময়ের সঞ্চিত ধন রত্নাদি যাহা ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ দেবালয় সমূহে সঞ্চিত ছিল, মহম্মদ গিজনী ও ঘোরী প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠন করিয়া সে সমস্ত সিন্ধু পারে লইয়া যায়। সে সময়ে ভারতবর্ষ এক প্রকার ধনশূন্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী মুসলমান কেতৃগণ ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে আবার দেশে ধন সঞ্চিত হয়; কিন্তু সেই ধন অত্যল্প উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। মুসলমান সম্রাট ও তাঁহার প্রতিনিধি নবাবেরা যে যে স্থানে বাস করিতেন, সেই সকল স্থানেই অর্থের অপ্রতিম বিকাশ দৃষ্ট হইত। দিল্লী আগরা প্রভৃতি মুসলমান সময়ের প্রাচীন রাজধানী সমূহের যে ভগ্নাবশেষ, এখনও পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, মুসলমান সম্রাটেরা কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। সত্য বটে, তাঁহারা যে ধন ব্যয় করিতেন, তাহার অধিকাংশই এদেশে থাকিত, এবং তদ্দ্বারা এদেশের লোকেরা সম্পত্তিশালী হইত, কিন্তু নগর বহির্ভাগে সে ঐশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তি প্রায় দেখা যাইত না। রাজধানী নগরে যেরূপ ধনরত্নের ছড়াছড়ি, পল্লীবাসী প্রজা সাধারণের দুরবস্থা ঠিক্ তাহার বিপরীত ছিল। পর্ণকুটীরে দেশ সমাকীর্ণ ছিল, প্রাচীনদের মুখে শুনা যাইত, অনেক পল্লীগ্রামে ইট বাণিজ্যদ্রব্য বিশেষরূপে বিক্রীত হইত। মধ্যে মধ্যে দুই একটা দেবালয় ব্যতীত প্রায় দৃষ্ট হইত না। রাজশাসনের শিথিলতা দোষে প্রজার ধন প্রাণ সতত আপদ-সঙ্কুল থাকিত, কাহার কিছু অর্থ সঙ্গতি হইলে তাহাকে সে ধন মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখিতে হইত; প্রকাশ হইলে দস্যু তস্কর ও রাজকর্ম্মচারীরা লুটিয়া লইত। ধনের সঙ্গে প্রাণও যাইত।

বহির্বাণিজ্যের উন্নতি দেশ মধ্যে ধনাগমের প্রধান উপায়; যে দেশে তাহার অভাব সে দেশের প্রজারা কখন সম্পত্তিশালী হইতে পারে না। মুসলমান রাজত্বে বৈদেশিক বাণিজ্য অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। আকবর বাদসাহের সময়ের পূর্ব্বে ইউরোপীয় বণিকদিগের বাণিজ্যপোত ভারত সমুদ্রে প্রায় দৃষ্ট হইতনা। আকবরেরপুত্র জাহাঙ্গীর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি একটু সুদৃষ্টিপাত

করায় ইংরাজ, পোর্ত্তুগীজ, দিনামার, ডচ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকেরা কলিকাতা, গোয়া, হুগলি, চট্টগ্রাম, শ্রীরামপুর, চুচুড়া, পণ্ডিচারী, চন্দননগর, প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যালয় স্থাপন করায় বহির্বাণিজ্যের কিছু কিছু উন্নতি হয়। সময়ে সময়ে বাদসাহের প্রতিনিধি নবাবেরা ইউরোপীয় বণিকদিগের প্রতি অত্যাচার এবং তাহাদের বাণিজ্যালয় লুণ্ঠন করায় মুসলমান পরাক্রমের পতন প্রাক্কালে বহির্বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। অন্তর্বাণিজ্যের অবস্থাও সুচারু ছিল না। দস্যু তস্করাদি দ্বারা সর্ব্বদা দেশ উপদ্রবসঙ্কুল থাকায় এক প্রদেশবাসী লোক অন্য প্রদেশে বাণিজ্য কার্য্যের জন্য যাইতে সাহস পাইত না। যে প্রদেশে যে সামগ্রী উৎপন্ন হইত, তাহা তত্তৎস্থানে থাকায় অতিশয় লঘু মূল্যে বিক্রীত হইত। শ্রমের মূল্যও অত্যন্ত কম থাকায় প্রজা সাধারণের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল।

এখন ইংরাজ রাজত্বের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। বহুকালব্যাপক হিন্দু সাম্রাজ্য-সময়ের সঞ্চিত ধন রত্নাদি মুসলমানেরা প্রথম প্রথম যেরূপ বিলুণ্ঠন করিয়াছিল, ৬০০।৭০০ বর্ষ ব্যাপক মুসলমান অধিকারের সঞ্চিত সম্পত্তি ইংরাজেরা ভারতবর্ষ অধিকার সময়ে সেরূপ লুণ্ঠন করেন নাই, বরঞ্চ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন-গত সুশৃঙ্খলায় এবং কঠোর রাজনিয়মে দস্যু তস্করাদি প্রকৃষ্ট রূপে শাসিত হওয়ায় প্রজারা নির্ভয়ে কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য পরিচালন করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইতেছে। দেশের সর্ব্বত্র গতায়াতের সুবিধা এবং কৃষি বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রশস্ত রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মিত এবং নানা স্থানে খাল খনিত হওয়ায় অন্তর্বাহ্য বাণিজ্যের অসীম উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। দেশ ধনশালী হওয়ার অন্য প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বে আমি একটি অকাট্য প্রমাণ দিতেছি। চিন্তাশীল শিক্ষিত পাঠক তাহাতেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন, ইংরাজ রাজত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ অভ্যুদয় ব্যতীত অবনতি হইতেছে না। সে প্রমাণ এইঃ—

মনুষ্যের শ্রমই জাতীয় সম্পত্তি। শস্য সামগ্রী এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু ইত্যাদি শ্রমের বিনিময় মাত্র। আদিম অবস্থার মানবেরা উদর পূরণ জন্য নিকৃষ্ট জীবদিগের ন্যায় সতত ব্যস্ত থাকিত। সমস্ত দিন শ্রম করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিত না। আহার আহরণ জন্য সর্ব্বদা স্বজাতীয় জীবের সহিত এবং পশ্বাদির সহিত বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ বিগ্রহ হইত, আহার অভাবে সময়ে সময়ে অনেকে মারা যাইত। আমেরিকা খণ্ডের আদিমনিবাসী তাম্রবর্ণ ইণ্ডিয়ানদের এবং আণ্ডামান ও ফিজি দ্বীপবাসী ও আসাম পর্ব্বতবাসী কুকী প্রভৃতি অসভ্যদিগের অবস্থা অদ্যাপি এইরূপ আছে। এই প্রকার অভাব জনিত ক্লেশ নিবারণ জন্য আদিম মনুষ্যেরা বুদ্ধিবৃত্তির

পরিচালনা দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তখন শ্রম বিনিময় এবং শ্রম বিভাজন প্রথা অজ্ঞাত থাকায় শস্যোৎপত্তি দ্বারাও তাহাদের কষ্ট নিবারণ হইত না। মনে কর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বন পরিষ্কার, মৃত্তিকা খনন, বীজ বপন, শস্যের গাছ উৎপন্ন হইলে বন্য পশুর আক্রমণ হইতে তাহা রক্ষণ, শস্যচ্ছেদন, সংগ্রহ, সঞ্চিত শস্যের তুষ মোক্ষণাদি নানা প্রক্রিয়া সাধনান্তে উদর পূরণ করিতে হইলে জীবনের সমস্ত সময় অতিবাহিত করিয়াও উদ্দেশ্য সফল হইত না। এত ক্লেশে শস্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিলেও তাহা সুরক্ষণের স্থানাভাব অন্য এক মহৎ কষ্টের কারণ। এই অভাব মোচনের উদ্দেশে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থান অর্থাৎ গৃহের আবশ্যক হইল। গৃহ নির্মাণ করিতে গেলে অস্ত্রাদির প্রয়োজন হইল। এই প্রকারে নিরাপদে সুখে জীবনাতিপাতের নানা উপকরণের প্রয়োজন যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মনুষ্যেরা ততই মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা শ্রম বিনিময় এবং শ্রম বিভাজন প্রথা প্রচলিত করিতে লাগিল। কিন্তু তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকারের অসুখ অসুবিধা দূর হইল না। অধিক পরিমাণে শস্যাদি বিনিময় করিতে হইলে তাহা রক্ষার জন্য অনেক গৃহ আবশ্যক। দূরতর স্থানে প্রয়োজন সাধনার্থ দীর্ঘকালের জন্য যাইতে হইলে সে সময়ের উপযুক্ত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহ বহন করিয়া লইতে হয়, অথবা তথায় যাইয়া শ্রম বিনিময় দ্বারা খাদ্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। এই প্রকার অসুবিধা নিবারণ উদ্দেশে শ্রম মূল্যের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর ও মহার্ঘ প্রস্তরাদির আবিষ্কার এবং সভ্যতা বৃদ্ধি সহ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র পিত্তলাদি মুদ্রার প্রচলন হয়। এতদ্দ্বারা অবিসম্বাদে প্রমাণ হইতেছে, মনুষ্যের শ্রমই সম্পত্তির মূল। অন্য সকল সামগ্রী তাহার বিনিময় মাত্র। অতএব যে দেশে শ্রমের মূল্য যে পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে শস্য সামগ্রী ও ধন রত্নাদির মূল্যও কম বেশী হইয়া থাকে। দেশে অধিক অর্থাগম না হইলে শ্রমের মূল্য কখনই বৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজ রাজত্বে শ্রমের মূল্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, সমধিক অর্থাগমই ইহার কারণ।

পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্রমের মূল্য অল্প থাকায় সকল দ্রব্য সামগ্রীও স্বল্প মূল্য ছিল এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রার ব্যবহার কম ছিল। হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত বিবেক গ্রন্থে বিবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তে ধেনু অথবা তত্তুল্য মূল্যের বরাটিকা অর্থাৎ কড়ি দানের ব্যবস্থা আছে। মুসলমান অধিকারেও কড়ির চলন অধিক থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে হিন্দু ও মুসলমান অধিকারে ভারতবর্ষ তত ধনী ছিল না। দেশ ঐশ্বর্য্যশালী থাকিলে স্বর্ণ

রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার বেশী না হইয়া বরাটিকার চলন কেন বেশী থাকিবে? দেশের প্রজা সাধারণ সম্পত্তিশালী হইলে মূল্যবান ধাতু মুদ্রার ব্যবহার নিশ্চয় বেশী হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ প্রভৃতি দেশে বরাটিকার ব্যবহার নাই; তাম্র মুদ্রা অপেক্ষা রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার এবং নোটের চলন বেশী। কয়েক বার ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চলিত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হউক, কিন্তু ভারতবর্ষের দরিদ্রতা নিবন্ধন সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ বটে, কিন্তু পূর্ব্ব রাজত্ব অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে ভারতের আর্থিক উন্নতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধিকারে এবং ইংরাজের প্রথম আমলে ভারতের ভদ্র মহিলারা রৌপ্যাভরণেই তৃপ্ত থাকিতেন, যাঁহারা বিশেষ অর্থশালী তাঁহাদের ঘরেই দুই এক খান স্বর্ণাভরণ থাকিত। আজ কাল চাকরাণী এবং মৎস্য বিক্রয়কারিণীরা পর্য্যন্ত স্বর্ণাভরণ-ভূষিতা হইয়াছে[illegible]। যে স্বর্ণ ১৬৲ টাকা ভরি ছিল তাহা[illegible] এখন ২০।২১ টাকা ভরি হইয়াছে।[illegible] * ইহা কি দেশের আর্থিক উন্নতির পরি[illegible]চায়ক নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাণিজ্যের উন্নতিই দেশের ধন বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বৈদেশিক বাণিজ্যের বহুল প্রচার ব্যতীত দেশে ধনাগম হয় না। অন্তর্বাণিজ্যে এক প্রদেশের অর্থ অন্য প্রদেশে চালিত হয় মাত্র। ভারতবর্ষের বার্ষিক বাণিজ্য-বিবরণী পাঠে জানা যায়, পৃথিবীর নানা দেশবাসী বণিকেরা শত কোটি টাকার অধিক মূল্যের ভারতবর্ষজাত শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য প্রতি বর্ষে লইয়া যাইতেছে। ভারতবাসী কৃষকাদি ও বণিকেরা নগদ টাকায় ঐ সকল সামগ্রী বিক্রয় করে। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, বিদেশীয় বণিকেরা যেমন নগদ টাকা দিয়া ভারতবর্ষজাত দ্রব্য লইয়া যায়, তেমন বিদেশজাত বস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্য দিয়া ভারতবর্ষের প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছে। কথা সত্য বটে, কিন্তু বিদেশে যত টাকার মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয়, বিদেশাগত দ্রব্যের মূল্য তদপেক্ষা অনেক কম। ভারতবর্ষের স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু খনি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। প্রত্যেক মেল ষ্টীমারে বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্যাদি ভারতবর্ষে আমদানী হইতেছে। রেল রাস্তার শত শত কোটি বিদেশের টাকা ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছে। ঐ সকল রেল পথ চালনা দ্বারা বিদেশীয় বণিক প্রভৃতি যদিও বহু অর্থ লইয়া যাইতেছে, তথাচ রেল রোডের প্রসাদাৎ ভারতবাসীরাও প্রভূত অর্থ লাভ করিতেছে।

---

* কোন বিশেষ কার[illegible] স্বর্ণের মূল্য সম্প্রতি কমিয়াছে। এরূপ অবস্থা [illegible] কত দিন থাকিবে বলা যায় না। বা, বো, স। [illegible]স্কর।।

সমস্ত অবস্থা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রমাণ হয়, পূর্ব্ব-রাজাধিকার অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে ভারতের ধনক্ষয় না হইয়া ধনাগম অধিক হইতেছে। যে দেশের উচ্চ শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তি কুবের তুল্য ধনশালী এবং প্রজা সাধারণ দরিদ্র, সে দেশকে সমৃদ্ধ দেশ বলা যায় না। যে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধনের বিকাশ সমভাব, সেই দেশকেই প্রকৃত সমৃদ্ধ বলা যায়। যাঁহারা বঙ্গদেশের কৃষক ও নানা শ্রমজীবী প্রজা সাধারণের ৫০ বর্ষ পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা মনোযোগের সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, ইংরাজ অধিকারে ভারতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি কি অবনতি হইতেছে? স্থূল কথা এই যে, যে দেশের মৃত্তিকা উর্ব্বরা, লোক সকল শ্রমশীল ও পরিমিতাচারী এবং রাজ-শাসনে প্রজার ধন প্রাণ সুরক্ষিত, এবং রাজা বাণিজ্যপ্রিয়, সে দেশের ধন ঐশ্বর্য্যের নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে। ম।

বৌমার জয়।

(শেষাংশ।)

শশিশেখর কঙ্কণকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া কঙ্কণ আনন্দে গলিয়া গেল। বিবাহের রাত্রি ভিন্ন সে স্বামীকে দেখে নাই, আবার সেই স্বামীকে দেখিতে পাইবে। না জানি কি উদ্দেশ্যে আবার তাহাকে ডাকিয়াছেন! যে সুখ সে কখন আশাও করে নাই, তাহার ভাগ্যে তাহাই কি ভবে হইবে? সাত পাঁচ ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবে যাইব না, তিনিই আসুন, আবার স্বামি-দর্শনের প্রবল ইচ্ছা তাহাতে বাধা দেয়, সে কোন মতে ঔৎসুক্য দমন করিতে না পারিয়া যাওয়াই স্থির করিল।

শৈশব কাল হইতে কঙ্কণের বাপের বাড়ীর একজন দাসী তাহাকে লালন পালন করিয়াছিল, সে তাহাকে বড়ই ভালবাসে। সে বাবু কঙ্কণকে ডাকিয়াছেন শুনিয়া তাহার বেশবিন্যাস করিয়া দিতে আসিল। কঙ্কণ বলিল ছি! স্বামীর নিকট যাইব, তা আবার বেশ বিন্যাস কেন? দাসী বিরক্ত হইয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। এইবার তাহার যাইবার সময় উপস্থিত। 'লইয়া যাইবে কে? কাহার সঙ্গে যাইব?' এতক্ষণ অন্যান্য চিন্তার এ চিন্তা কঙ্কণের মনে আসে নাই। কি হইবে? এমন সময় বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মহাশয় আসিলেন।

খাজাঞ্চি কর্ত্তার সময়ের লোক,

ধনেশ বাবুর অপেক্ষাও কিছু বড়। ধার্ম্মিক ও সদ্‌গুণান্বিত দেখিয়া ধনেশ বাবু তাঁহাকে খাজাঞ্চির পদে রাখিয়াছিলেন ও যথেষ্ট স্নেহ করিতেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদা অন্তঃপুরে আসিতেন। ক্রমে ক্রমে কঙ্কণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। কঙ্কণ তাঁহাকে "বুড়ো ছেলে" বলিত, আর তিনি কঙ্কণকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন ও বড়ই ভাল বাসিতেন। কঙ্কণ তাঁহাকে দেখিয়া যেন অকূলে কূল পাইল। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া অবশেষে বলিল, আমি বাহিরে যাইব ঠিক্ করিয়াছি, তবে আপনার সঙ্গেই যাইব। বৃদ্ধ শুনিয়া চমকিত হইলেন, এবং বলিলেন, "আ! অবোধ মেয়ে, বাহিরে কাহার নিকট যাইবে? কাহার সহিতই বা দেখা করিবে? তুমি কুলবধূ হইয়া কি করিয়াই বা সেখানে যাইবে? সে তোমার স্বামী, তাহা কি তার জ্ঞান আছে? সে যে পাপের স্রোতে ভাসিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ইয়ার বন্ধু, সুরা, বেশ্যা এসব দেখিতে কোথা যাইবে মা? আচ্ছা! তার যদি সত্য সত্যই দেখা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই আসুক না?" কঙ্কণ অনেক ভাবিয়া দেখিল বৃদ্ধের কথাই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব নীরবে রহিল। আর বাহিরে যাওয়া হইল না।

এদিকে এক দিন দুই দিন করিয়া আরও পাঁচ দিন চলিয়া গেল। শশিশেখর যখন দেখিলেন যে কঙ্কণ আসিল না, তখন নিজেই তাহার সহিত দেখা করিতে বাড়ীতে আসিবেন বলিয়া পাঠাইলেন।

কঙ্কণ স্বামী আসিবেন শুনিয়া খাজাঞ্চিকে সংবাদ দিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া বসিল। ক্রমে শশিশেখরের বাড়িতে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। আজ তাঁহার মন কেমন কেমন করিতেছে, প্রথমতঃ অর্থের চিন্তা, দ্বিতীয়তঃ কঙ্কণের সহিত দেখা হইলে কি বলিয়া তাহার নিকট টাকা চাহিবেন। যখন সে বলিবে "কি জন্য টাকা চাই?" তখন কি করিয়াই বা তাহাকে নিষ্ঠুর হইয়া উত্তর করিবেন। তৎপরে কঙ্কণের সহিত দেখা করিয়া টাকা চাহিতে গিয়াছেন, শুনিলে বন্ধু বান্ধবেরা কতই হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। আবার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা, অসৎসঙ্গে আসক্তি ইত্যাদিও এক একবার মনে হইয়া বড়ই প্রাণকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই সব ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ক্রমে তিনি অন্তঃপুরে কঙ্কণের শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহপ্রবেশ করিতে যেন সাহস হইতেছে না। পরে গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন কি? একটী জ্যোতির্ম্ময়ী সুবর্ণ প্রতিমা, অযত্নে আলুথালু কেশে, বিশুষ্ক মুখে, মলিন বদনে, বহুমূল্য খাটের বাজুতে মাথা দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে। তাহার মলিন মুখে চন্দ্রকিরণ ছড়াইয়া

পড়িয়াছে, সুগন্ধ সান্ধ্য সমীরণ তাঁহার আলুলায়িত চুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছে। যুবতীর শরীরে একখানিও অলঙ্কার নাই; পরিধান একখানি মলিন বসন; তবুও তাহার রূপে গৃহে যেন এক নূতন দৃশ্য হইয়াছে। এ রূপরাশি শশিশেখর আর কখনও দেখেন নাই। কত শত বিখ্যাতা রূপসীগণ তাঁহার বৈঠকখানা শোভিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে ত তাহাদের কাহারও তুলনাই হয় না। এই কি সেই বালিকা কঙ্কণ? তাহার মধ্যেই কি এত সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত ছিল?

হায়! হায়! শশিশেখর তোমার কি ভ্রম! কোথায় পুণ্যময়ী সরলা সাধ্বী ধর্ম্মপত্নী, আর কোথায় কুটিলা বার-বিলাসিনী। উভয়ের মধ্যে স্বর্গে নরকে, আলোকে অন্ধকারে, সুবর্ণে ভস্মে, সুগন্ধময়ী নলিনীতে আর সৌরভহীন পলাশ পুষ্পে যত অন্তর—তাহাই। অলঙ্কার কি সৌন্দর্য্য দিতে পারে? সৌন্দর্য্য অলঙ্কারে নাই, কেশ বিন্যাসে নাই, শরীরেও নাই। পবিত্র সৌন্দর্য্য আত্মার। আত্মার সৌন্দর্য্যেই বদন মণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া মানুষকে সুন্দর করে; উহাই প্রাণ আকর্ষণ করে, ভালবাসা আনিয়া দেয়। এই সৌন্দর্য্যই চিরস্থায়ী, অন্য সৌন্দর্য্য দুই দিনের পর চলিয়া যায়। উহা চক্ষুর সৌন্দর্য্য, পাতলা পাতলা, প্রাণের বন বিমল সৌন্দর্য্য নহে। প্রাণের সৌন্দর্য্য কখনও যায় না, চির-কাল মনে জাগে। এ সৌন্দর্য্য বারাঙ্গনার কুটিল কটাক্ষে, বা হাব ভাবে কোথায় পাইবে? এ স্বর্গের ছবি নরকের মধ্যে কোথায় দেখিবে?

পরমেশ্বর এক এক সময় মানুষের পক্ষে কি শুভ মুহূর্ত্ত আনিয়া দুঃখীর প্রাণে সুখের স্রোত, পাপীর আঁধার হৃদয়ে স্বর্গের আলো, অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাসের বল আনিয়া তাহাদের জীবন ফিরাইয়া দেন যে তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক, অনেক ক্ষণ পরে, যখন শশিশেখরের চিন্তা শক্তির পুনরুদয় হইল। তখন একে একে নিজের পাপজীবনের কথা সকল মনে পড়িতে লাগিল। বাল্য জীবন, পিতার অসীম স্নেহ, কৈশোর কাল, যৌবন, বিবাহ, পাপের প্রতি প্রাণের টান, ক্রমে পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া, পিতার প্রতি নিষ্ঠুরতা, অবশেষে এই সুবর্ণ প্রতিমা তাঁহারই অযত্নে আজ এত ম্লান, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া কঙ্কণের চরণে পড়িলেন।

এতক্ষণ কঙ্কণ দেখে নাই যে স্বামী আসিয়াছেন। কারণ শশিশেখর আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘরে তৃতীয় লোক ছিল না, তাই সে প্রাণ-ভরিয়া ভগবানের নিকট স্বামীর জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। শশিশেখর যখন কাঁদিয়া তাহার চরণে পড়িলেন, তখন সে চমকিত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া

দেখিল, স্বামী তাহার চরণে পড়িয়া কান্দিতেছেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠাইতে যাইয়া তুলিতে পারিল না; শশিশেখর দৃঢ়রূপে তাহার চরণ ধরিয়া আছেন। কঙ্কণ ক্ষণেক বিস্ময়াপন্ন ও অবাক্ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে যদিও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, তথাচ জানিত না যে এত শীঘ্র তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ক্ষণেক পরে শশিশেখর কঙ্কণের নিকট ক্ষমা চাহিলেন, কঙ্কণ ধীরে ধীরে বলিল, "ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা করুন। এস তুমি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাও, আর আমি তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই।" শশিশেখর নিঃশব্দে ভূতলে উপবেশন করিলেন। পাপীর প্রাণ ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে আর এক দৃশ্য দেখা দিল। যে শশিশেখর জীবনে অনুতাপ কি, তাহা জানিত না, আজ সে অনুতাপের দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত হইল। ক্রমে খাজাঞ্চি মহাশয় আসিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনিও শশিশেখরকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি বুঝাইলেন, সংসারে থাকিলে যেমন পুনরায় পাপে পড়িবার সম্ভাবনা, সেইরূপ সংসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যত সহজ, নির্জ্জন অরণ্যে বা গিরিগুহায় তত কখনই হইবে না। আর অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে অরণ্যও নিরাপদ স্থান নহে। সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইলে, সংসারে থাকিয়া বেশী ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যায়" ইত্যাদি ইত্যাদি। শশিশেখরের তপ্ত হৃদয় বৃদ্ধের উপদেশে ও কঙ্কণের প্রেমে অনেক শান্তিলাভ করিল। পরে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনা যায়।

একটী সামান্য সত্য ঘটনা এই উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অতি সুন্দররূপে প্রতীত হইবে যে পতিব্রতা নারীর রূপলাবণ্যে পর্য্যন্ত কি তাড়িতশক্তি লুক্কায়িত থাকে। নারীকে যে হিন্দুগণ "প্রকৃতি" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, বস্তুতঃ এ নামে রমণীরই সম্যক্ ও প্রকৃত অধিকার। প্রকৃতিতে যে শোভা ও শক্তি নাই, নারীর রূপলাবণ্যে ও আত্মার নির্ম্মল জ্যোতির স্রোতে তাহা বিদ্যমান। যে নারীর দেহ ও আত্মার শোভা হরিদ্বারে—পবিত্রস্বরূপের উজ্জ্বল সিংহাসনের পাদদেশে লইয়া যাইবার সোপান নহে, সে নারী নারী নামের যোগ্যা নহে। যে নারী চরিত্রের প্রভাবে পাপীকে সাধু করিতে পারে, সেই যথার্থ 'সতী' 'সাধ্বী' নামের উপযুক্ত।

উদাসীনের চিন্তা।

কাল তত্ত্ব।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলি সাধারণতঃই একটু জটিল, বিশেষতঃ আজি আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিব, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই একটু ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে ইহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে কি না সন্দেহ।

কবি "কালকে অনন্ত সাগরের" সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা কালকে সর্ব্বভুক্ সর্ব্বহন্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কবির কল্পনা-প্রসূত চিত্র দেখিয়া স্থূলবুদ্ধি দ্রষ্টা কালকে মনুষ্যের ন্যায় এক ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও বা কাল দেবতা রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। নর নারী ভয়ে ভীত হইয়া কল্পিত কাল দেবতার লোল জিহ্বা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই যেন মাংস রুধির প্রদান করিয়াছে। এই সকল ভ্রান্তবুদ্ধি লোকের বিশেষ কোন অপরাধ নাই। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গূঢ় সত্যকে কল্পনার পরিচ্ছদ পরাইয়া জনসমাজে উপস্থিত করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক দোষী। কালে সকল ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া যাঁহারা কালকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পান তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত। এখন কাল কি এই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

আমরা কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান উভয় দিকেই সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, তাহার এক দিকে ভূত কাল অপর দিকে ভবিষ্যৎ কাল। কিন্তু ভূত কালের এক দিকে সীমা আছে বটে, অপর দিকের সীমা নাই। কোন্ সময় হইতে ভূত কালের আরম্ভ হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু কোথায় তাহার শেষ, তাহা সকলেই বলিতে পারেন। ভূত কালের খরতর ধারা ঐ দেখ বর্ত্তমানের নিকট আসিয়া শেষ হইল। আবার ভবিষ্যতেরও এক দিকে সীমা আছে, অপর দিকে উহা অসীম ও অনন্ত। ভবিষ্যতের আরম্ভ সকলেই অনুভব করিতে পারেন। বর্ত্তমানের যেখানে শেষ, ভবিষ্যতের সেখানে আরম্ভ, ভবিষ্যতের শেষ কোথায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই ত্রিকাল সমষ্টিই কবির "অনন্ত সাগর"। ইহার আরম্ভও কেহ জানে না, ইহার শেষও কেহ জানে না।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়া আসিলাম পাঠক তাহা পড়িয়া হয়ত বিশ্বাস করিয়াছেন যে আমরাও কালকে একটা সত্তা বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তাহা নহে। পাঠক! তোমরা জান জল জমিয়া বরফ হয়, অথবা জল উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়। তোমরা জলের এই দুইটা অবস্থাই জান। কিন্তু একজন

পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাহা না বলিয়া বলিবেন যে তুই আদি বস্তুর এই ত্রিবিধ অবস্থা অর্থাৎ অম্লজান এবং জলজান বাষ্পের এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সেই রূপ অন্তর্জগতে আত্মা নামক আদিম সত্তার অবস্থা অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমি দেখিতেছি। যখন দেখিতেছি, তখন শুনিতেছি না। তারপরক্ষণে আবার একটী শব্দ শুনিতেছি, তার পরক্ষণে জলেব বিষয় ভাবিতেছি। এইরূপ আত্মার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অবস্থান্তর ঘটিতেছে। আত্মা যখন দেখিতেছে তখন তাহার যে অবস্থা, আত্মা যখন শুনিতেছে তখন তাহার সে অবস্থা নয় অর্থাৎ দেখা এবং শুনা এক কার্য্য নহে। মনে কর আত্মারূপ মহাসমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার এই বিভিন্ন কার্য্যগুলি তাহারই উপর দিয়া যেন তরঙ্গ রূপে বহিয়া যাইতেছে। একটি ফুল দেখিতেছি। যে মুহূর্ত্তে দেখিতেছি তাহাই বর্ত্তমান, কিন্তু মনে কর একটি লোকের দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু স্মৃতি শক্তি নাই। তাহার আশা এবং বুদ্ধি নাই, সে কি বর্ত্তমান, কি ভূত তাহা কি বুঝিতে পারিবে? না তাহা কখনও সমর্থ হইবে না। যেরূপ ভারত বর্ষকে জানিতে হইলে তাহার চতুঃসীমা জানা আবশ্যক, সেইরূপ বর্ত্তমানকে জানিতে হইলেও তাহার সীমাদ্বয় অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ জানা আবশ্যক। কিন্তু ভূত এবং ভবিষ্যৎকাল জানার অর্থ কি? তুমি এখন যাহা দেখিতেছ, পরক্ষণেই তাহা তোমার নিকট নাই, অতীতের গহ্বরে লুক্কায়িত হইল। আত্মা আবার আর একটী কাজে নিযুক্ত হইল। ইহাও অতীতের গর্ভে ডুবিল। এইরূপ আত্মার যে অবস্থা বর্ত্তমান, পরক্ষণে তাহাই অতীত। কিন্তু স্মৃতি শক্তি না থাকিলে এই অতীতের ঘটনা পুনর্ব্বার কখনও ত বর্ত্তমান হইত না। প্রত্যেকের জীবনেই এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা চিরকালের জন্য ডুবিয়া গিয়াছে; আর বর্ত্তমানে ভাসিয়া উঠিতেছে না।

এখন অতীতকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের বিষয় একটু আলোচনা করি। বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতে একটা উদ্দেশ্য রাখিয়া দিতেছি। এই মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া সঙ্কল্প করিলাম কাল নৌকা যাত্রা করিব। সঙ্কল্প সাধন জন্য বর্ত্তমানে নৌকার মাঝির নিকট চলিলাম, বর্ত্তমানে তাহার সহিত চুক্তি হইল। সে নৌকা লইয়া আসিবে, নৌকা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কে বলিল যে আমার পরমুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটিবে না। আশা অথবা বিশ্বাস মৃদুমধুর স্বরে বলিল তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যাহার আশা নাই, যে জানে যে পরমুহূর্ত্তেই তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা পতিত হইতে পারে, তাহার সঙ্কল্প শেষ হইয়াছে, বর্ত্তমানই তাহাকে চালাইতেছে। ভবিষ্যৎ তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

করিয়াছে। স্মৃতি যেমন এক দিকে অতীতকে বর্ত্তমানের সহিত বাঁধিয়াছে, আশা সেইরূপ ভবিষ্যৎকে অপর দিকে তাহার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। যদি কোন মানুষ স্মৃতি এবং আশাবিহীন কল্পনা করিতে পারে, তাহা হইলে বলিব তাহার সময়জ্ঞান কিছুমাত্রও নাই। পাঠক এখন বুঝিতে পারিলেন যে স্মৃতি এবং আশা আছে বলিয়াই সময় আছে, অন্যথা সময় থাকিতে পারে না। স্মৃতি এবং আশা আবার আত্মার অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। আত্মা যদি এক অবস্থায় থাকে, আর তাহার কোন পরিবর্ত্তন না হয়, অর্থাৎ আত্মা যদি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন এবং মনন প্রভৃতি কার্য্য হইতে অবসর লইতে পারে, তাহা হইলে তাহার স্মৃতি এবং আশার লোপ হইবে। কারণ, আমরা কি স্মরণ করি? আত্মার যাহা ঘটিয়াছে। আমরা কি আশা করি? আত্মার যাহা ঘটিবে। যদি স্মৃতি এবং আশার বিলোপ হয়, তাহাহইলে সময় জ্ঞান থাকিবে না। সময় জ্ঞান ভিন্ন সময়ের অস্তিত্ব আছে, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। এজন্য ভারতবর্ষীয় নিষ্ক্রিয় যোগের পক্ষপাতী মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করেন যে যতক্ষণ মানবের কাল জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ সে পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিতেছে। কাল জ্ঞানের তিরোধান হইলে আত্মা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আত্মার পরিবর্ত্তনের বিরামই নিষ্ক্রিয়তা।

সুর-সুন্দরী।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, যখন মোগল সম্রাট আকবর-সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন, সেই সময় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে একটী পর্ব্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, উহার নাম খোসরোজ বা আনন্দ বাজার রাখিয়াছিলেন। মাসের নবম দিনে ঐ পর্ব্ব হইত বলিয়া উহার অপর নাম নৌরোজা ছিল। ঐ খোসরোজ বা আনন্দ বাজার দিল্লির বেগম মহলে অর্থাৎ রাজান্তঃপুরে হইত, সুতরাং বাদসা ভিন্ন অপর কোন পুরুষ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। রমণীরাই ক্রেতা ও বিক্রেতা ছিলেন। ইহার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বাদশাহ ইহার দ্বারা সকল দেশের গুপ্ত সমাচার ও প্রজাসাধারণের মত জ্ঞাত হইতে পারিতেন। গোপনীয় উদ্দেশ্য সম্রাটের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই নৌরোজা বাজারে যাইয়া কত রমণীর যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যে একজন রাজপুত মহিলা ইহা দেখিতে যাইয়া নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সতীত্ব রত্ন অসাধারণ বীরত্ব সহকারে রক্ষা

করিয়াছিলেন তাঁহারই বিষয় কিছু বলিব, তিনিই আমাদের সুর সুন্দরী।

সতী সাধ্বী রাজপুত-রমণীর নিবাস-ভূমি রাজপুতানায় সতীর অভাব ছিল না। সতীত্ব রক্ষার্থ কত রমণী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, আত্মহত্যা করিয়া ও রমণীর অসম-সাহসিক কার্য্য, যুদ্ধ করিয়া যে প্রাণ দিয়াছেন তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক এখন মূল বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই।

যখন সমস্ত রাজপুতনার রাজাগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজ নিজ দুহিতা ও ভগ্নীগণকে সম্রাটকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময় এক-মাত্র মিবার-রাজ প্রতাপ সিংহই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মোগল বাদসার সহিত তনয় তনয়াদিগের বিবাহাদি কোন সম্বন্ধই করেন নাই। ঐ সুর-সুন্দরী তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী বীরবর শক্তি-সিংহের দুহিতা ও রাঠোররাজ রায়-মল্লের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের বনিতা ছিলেন। আকবর শাহ যখন বারবার প্রতাপের তনয়তনয়াদিগের সহিত বিবাহ প্রস্তা-বাদি করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন এই সুরসুন্দরীকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, পবিত্র মিবারের রাজকুলে কলঙ্কার্পণ। দ্বিতীয়তঃ অসাধারণ-রূপ-লাবণ্য সম্পন্না সুরসুন্দ-রীকে লাভ করা। কথিত আছে যে সেই সময়ে সুরসুন্দরী রাজপুতনার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান রূপসী ও গুণবতী ছিলেন।

আকবরের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সহজ হইল। কারণ পৃথ্বীরাজ সেই সময় দিল্লিতে বাস করিতেন, অধিকন্তু তাঁহার বন্দী ছিলেন। তিনি প্রথমে রায়মল্লের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া পরিশেষে তাহার দ্বারাই ছলনা পূর্ব্বক সরলা সুরসুন্দরীকে নৌরোজার বাজারে আনাইলেন।

সরলা বালা ইহার মধ্যে যে কি অভি-সন্ধি আছে, তাহা জানিত না। সমস্ত দিন আনন্দমনে আনন্দ বাজার দেখিয়া ও দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোন স্থানে রাশি রাশি পুষ্পের গন্ধে বাজার আমোদিত করি-তেছে, কোথায় বা সুন্দর সুন্দর পশু, পক্ষী, পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে। কোনখানে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র, নানারূপ অলঙ্কার, মনোহর বস্ত্রাদি, অপরূপ সুগন্ধ দ্রব্য, নানাপ্রকার কারুকার্য্য ও শিল্পকার্য্য খচিত খেলানা ও পুত্তলিকাদি সজ্জিত হইয়া দর্শকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, কোন স্থানে নানারূপ আহার সামগ্রী ইত্যাদি প্রস্তুত রহিয়াছে, আর অনেক নারী একত্র হইয়া ক্রয় বিক্রয় ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। এই সব দেখিতে দেখিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কাল-সর্পিণী রাঠোর-মহিষী সুরসুন্দরীকে বাজারে একলা রাখিয়া ছলক্রমে বাদ-সাকে সংবাদ দিলেন। এদিকে যখন

সুরসুন্দরী দেখিলেন যে রাঠোর মহিষী সেথায় নাই, তখন ব্যাকুল ভাবে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা-স্থান খুঁজিয়া তাঁহার অন্বেষণ না পাইয়া ভীত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। বাহিরে আসিবার পথ একটু জটিল, ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। একে সন্ধ্যা, তায় অপরিচিত স্থান, সুরসুন্দরী ভীত মনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ক্রমে একটী প্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই গৃহটীর পর একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইলেই বাহিরে আসা যায়, গৃহের মধ্যে এক-খানি প্রকাণ্ড মুকুর। চারিদিকে নানা-বিধ সুগন্ধে গৃহ আমোদিত, এবং প্রকোষ্ঠে "গড়িয়া" একখানি সুন্দর মখমল বিস্তৃত আছে। তিনি গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র হঠাৎ চতুর্দ্দিকের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল ও সমগ্র ভারতের অধিপতি আকবর সাহ মনোহর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। বাদসাহ প্রথমতঃ সুন্দরী সতীকে নানাবিধ স্তোকবাক্যে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। পরে নানারূপ মণিরত্ন, অপূর্ব্ব কৌষের বস্ত্র সকল, ও মহামূল্য জ্যোতিঃপুঞ্জ তাঁহার চরণে অর্পণ করিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় দিল্লীশ্বরের উপর প্রভুত্ব প্রভৃতিরও বার বার উল্লেখ করিতে লাগিলেন। বীররমণী অতর্কিত ভাবে এইরূপ বিপদ দেখিয়া ভীত হইলেন না। সমস্ত মণিরত্ন পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! তুমিই না ধীর, বীর, ধর্ম্মনিষ্ঠ আকবর? তুমিই না কি সকল লোককে সমান ভাব? তুমি না কি জগৎগুরু বলিয়া আখ্যা পাইয়াছ? তোমারই যশঃখ্যাতিতে না কি ভারতভূমি প্লাবিত হইয়াছে? এই কি তোমার পুণ্য-রাশির পরিচয়? দুর্ব্বলা অবলার উপর আক্রমণেই কি বীরত্ব? আমার রক্ষার্থে জগদীশ্বর রহিয়াছেন। আমি তোমার প্রলোভনকে গ্রাহ্য করি না, বা তোমার ভয়ে ভীত নই, পথ ছাড়, আমি বাহিরে যাই।" আকবর সাহ শুনিয়াই অবাক্—মনে করিলেন এ কিরূপ নারী? দেখা যাউক ইহার সতীত্বের বল কত দূর! সুরসুন্দরীর কথা শুনিয়া তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দমন হইল না। মোহাচ্ছন্ন বাদসাহ যখন দেখিলেন প্রলোভনে কিছু হইল না, তখন উন্মত্ত-ভাবে হস্ত প্রসারিত করিয়া সতীকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। সুরসুন্দরী তাঁহার গ্রীবায় হস্তার্পণপূর্ব্বক বাদসাহকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উপর দণ্ডায়মান হইলেন এবং চক্ষুর পলকে বস্ত্র-মধ্য হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ অসি বাহির করিয়া আকবরের বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন "তবে পিতৃদ্রোহ অসাধ্য কাজ এইবার শেষ করি। এইবার তৈমুর বংশ ধ্বংস হউক।

এইবার তুমি স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কর।” এই বলিয়া যেমন তাঁহার গলদেশে প্রহার করিবেন, আকবর কাতর কণ্ঠে বলিলেন, “মা! আমাকে হত্যা করিও না, রক্ষা কর। আমি তোমার প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। আমি তোমাকে মাতৃরূপে স্বীকার করিতেছি।” বাদসাহের কাতরোক্তিতে সতীর হৃদয় কথঞ্চিৎ দ্রব হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি,যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, অদ্য হইতে, বল বা ছলনাপূর্ব্বক কোনও রাজপুত রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিবে না।” আকবর নিষ্কৃতির জন্য তাহাই স্বীকার করিলেন। পরে সম্মানপুরঃসর সতী সুরসুন্দরীকে নিজালয়ে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। সতীও সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় লইলেন।

রাজপুত রমণীগণের মানসিক বলের সহিত শারীরিক বীর্য্যও যথেষ্ট ছিল, নতুবা বীরেন্দ্র আকবরকে ভূমিতে নিক্ষেপ করা কথনও দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের সাধ্য হইত না। তাঁহারা যদিও আজ কালকার রমণীদিগের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা পান নাই, তথাচ যে সকল উচ্চগুণ থাকিলে রমণী প্রকৃত “নারী” নামের যোগ্যা হয়েন, সেই সকল গুণ তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল। ইতিহাস পাঠে রাজপুত রমণীর সতীত্ব বিষয়ক সুন্দর সুন্দর গল্প অনেক অবগত হওয়া যায়।

বীরাঙ্গনা।

কর্ম্মদেবী, কর্ণবতী ও কমলাবতী।

বীরভূমি চিতোরের বীরাঙ্গনাগণ,
অসংখ্য যবনসেনা করিছে নিধন!
দুর্ভেদ্য কবচ পরি অশ্বে আরোহণ করি
করিতেছে অবিশ্রান্ত গোলা বরিষণ,—
গাছের আড়ালে থাকি, করি প্রাণপণ;
তিনটী বীর ললনা,—(ধন্য ধন্য বীরপনা!)
‘সম্রাট’* বিস্মিত হেরি তাদের সে রণ,
কত সাধুবাদ মনে করিছে তখন!
অঞ্চলের নিধি মা’র যুদ্ধক্ষেত্রে আগুসার
স্নেহের পুতলি ‘পুত্ত’—হৃদয়ের ধন
সঁপিয়ে শত্রুর করে, জননীর মন
কেমনে তিষ্ঠিবে ঘরে?—কন্যা বধূ সাথে করে
গিয়াছেন কর্ম্মদেবী নাশিতে যবন,
জগৎ—এ দৃশ্য আর দেখেছ কখন?
একাকী যুঝিবে রণে লক্ষ লক্ষ সেনা সনে
মায়ের পরাণে বল সহিবে কেমনে?
তাই আজ পশিছেন সমর প্রাঙ্গণে।
প্রাণাধিক প্রিয়তম,—(রূপে গুণে অনুপম)
যবনের সনে একা যুঝিছেন আজ,
প্রাণের সঙ্গিনী তাই ধরে রণ সাজ।

* আকবর।

অকপট-স্নেহাস্পদ—ভ্রাতার ভাবী বিপদ
ভাবিয়ে ভগিনী বসে থাকিবে কি ঘরে ?
পশিছে উৎসাহে মাতি সম্মুখ সমরে !
অহো ! কি অপূর্ব্বভাব ! (ধন্য রমণী স্বভাব !)
স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবার তরে,
যুঝিছে ক্ষত্রিয় নারী নির্ভয় অন্তরে !
প্রাণের মমতা ছাড়ি রণে মত্ত বীরনারী
বধিছে মোগল সেনা থাকিয়ে অন্তরে,
ছিন্ন ভিন্ন শত্রুগণ পলাইছে ডরে।
দেখিলা জননী হায় ! প্রাণাধিক দুহিতায়,
ভূতলশায়িনী এবে বীর্য্যবতী বালা,—
অতুল সৌন্দর্য্যরাশি জগত উজলা !
দৃকপাত নাহি তায় গোলা চালাইছে মায়
অকাতরে অবিশ্রান্ত শত্রুর উপর,
নিপাত করিছে রণে সেনা বহুতর !
ধন্য ধন্য কর্ম্মদেবী ! যেন গো তোমারে সেবি
জনম সফল করে ভাবী বংশধর,
তোমার সুযশ গায় যুগ যুগান্তর।
কমলাবতীর করে বিপক্ষের গোলা পড়ে
কাতর করিল অতি ভীষণ আঘাতে,—
সহসা মূরছা গেলা পতির সাক্ষাতে।
যাই সে ধরাশায়িনী ছুটিয়ে পতি অমনি
দ্রুতবেগে এসে তুলি লইলেন করে,
অহো কি অপূর্ব্ব ভাব সতীর অন্তরে !
বারেক পতির পানে চাহি তৃষিত নয়ানে
অভিভূত হইলেন অনন্ত নিদ্রায় !
এমন পবিত্র ভাব আছে কি ধরায় ?
নিরখি স্বর্গীয় দৃশ্য অবাক্ স্তম্ভিত বিশ্ব !
বীরত্ব কাহিনী আজ কহিব কাহায় ?
ভারত সন্তান সব শৃগালের প্রায়।
নির্জ্জীব ভারত আজ !—রমণীর রণসাজ
শৌর্য্য বীর্য্য কি বুঝিবে ?—কল্পনার কথা
নিশ্চয় ভাবিবে মনে,—নাহিক অন্যথা।
জাতীয় জীবন শূন্য, বিলোপ প্রতিষ্ঠা পুণ্য,
আর্য্যের শোণিত আর বহে না শিরায়,
নীচবৃত্তি হীনাচারে জীবন কাটায়।
পতিত অধম জাতি কি সুখে রয়েছ মাতি ?
দ্বেষ হিংসা পরস্পর একান্ত প্রবল,—
নাহি সে ধরম ভাব,—হৃদয়ে গরল।
শৃগালের বাসভূমি হয়েছ ভারত তুমি,
ভীরুতা আলস্য পাপ এবে দুর্নিবার,
রসাতলে গেল দেশ হল ছারখার।
কে জাগাবে এ জাতিরে, হেন বীর আছে কিরে
একটীও এ ভারতে ?—যাহার জীবন,
নিরখি জাগিবে এই মোহ-মুগ্ধ মন !
কোথা সে ধরম বীর প্রিয় পুত্র ভারতীর
শুনায়ে ধরম গাথা মাতাইবে সবে ?
আবার ভারতভূমি জাগিবে এ ভবে।
"ভারত হবে উদ্ধার" শুনিতে চাহিনা আর
কল্পনার কথা—শুনে জাগে না পরাণ,
কল্পনায় কবে দেশ পায় পরিত্রাণ ?
কথা কার্য্য দুই চাই, (শুধু) কথায় হবে না ভাই,
শুনেছি অনেক কথা—(ভাষা মনোহর !)
ভেসে ভেসে যায় সব—ভেজে না অন্তর।
দেও দুটি খাঁটি প্রাণ, স্বার্থ কর বলিদান,
দেশহিতে সবে মিলি কর প্রাণ পণ,
নিশ্চয় সফল হবে আশার স্বপন।
জাগগো ভগিনীগণ কর এই দৃঢ় পণ
"পরার্থে [illegible]ব্রত পালিব সবায়,"
তবে যা[illegible]এ ভারত পরিত্রাণ পায়।

প্রাণি-তত্ত্ব।

৯ম সংখ্যা।

সূর্য্য মৎস্য।

সমুদ্রে গোলাকার আলোকময় এক প্রকার মৎস্য আছে, উহাদিগকে সূর্য্য মৎস্য বলিয়া থাকে। রাত্রিকালে জল মধ্যে বহুসংখ্যক সূর্য্য মৎস্যের ক্রীড়া অতি সুন্দর দেখায়। রাত্রিতে জলমধ্যে একটী সূর্য্য মৎস্য দেখিলে বোধ হয় যেন স্থির সমুদ্রে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। সূর্য্য মৎস্যের আলোকের বর্ণ অনেকটা চন্দ্র-কিরণের ন্যায়, তজ্জন্য ইহাকে কেহ কেহ চন্দ্র মৎস্যও বলিয়া থাকেন। এই জাতীয় মৎস্যের শরীরের কোন্ উপাদান হইতে আলোক নির্গত হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয়-রূপে জানা যায় নাই। সূর্য্য মৎস্যের শরীর জ্যোতির্ম্ময় করিবার (সৃষ্টিকর্ত্তারই) বা কি উদ্দেশ্য, তাহাও এপর্য্যন্ত কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

গায়ক মৎস্য।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের নৌ-বিভাগীয় কর্ম্মচারী হোয়াইট্ সাহেব আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামক পুস্তকে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন :—"এক দিবস কম্বোডিয়ার একটী নদীতে ভ্রমণ করিতে করিতে আরোহিগণ জাহাজের চতুর্দ্দিকে সহসা এক প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিলেন। সুদূরে অনেক স্বর ঘণ্টা যুগপৎ বাজিলে বা একটী বৃহৎ বীণাযন্ত্র বাজাইলে যে প্রকার মধুর ধ্বনি হয় এই শব্দ অবিকল সেইরূপ। শব্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পোতের দুই পার্শ্বে এক সুমিষ্ট তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সৃষ্টি করিল। জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। আর উহা শুনিতে পাওয়া গেল না। দুঃখের বিষয় যত লোক এই মৎস্যের বিষয় লিখিয়াছেন, কেহই ইহার আকার প্রকারের কথা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু এই মৎস্য দুষ্প্রাপ্য নহে, লিস্বন্ নগরের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রভাগে, টেম্স্ ও মিসিসিপি নদীতে, মেক্সিকো উপসাগরের উত্তরে, নিউজিলণ্ডের অন্তর্গত গ্রে টাউন নামক বন্দরে ও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে এবং অন্যান্য স্থানেও এই মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বাশিকোয়ে পিপীলিকা।

ইহারা অতি ভয়ানক জীব। এক মাত্র মৃত্যু ভিন্ন পৃথিবীতে ইহাদের শত্রু নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বড় বড় জন্তুগণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি ইহাদের ভয়ে যার পর নাই ভীত হইয়া থাকে। এই পিপীলিকারা উচ্চরনশীল। ইহারা দল বাঁধিয়া সর্ব্বদা উড়িয়া থাকে। অন্যান্য পিপীলিকার ন্যায় ইহারা বাসা করিতে জানে না। আহার যখন পায়,

তখন দলে দলে আসিয়া ভক্ষণ করিয়া, আবার অন্যত্র আহার অন্বেষণ করে। ইহাদিগের দংশন অতি ভয়ানক। যখন কোন পশুকে ইহারা আক্রমণ করে, তখন দংশনকালে খানিকটা করিয়া মাংস কাটিয়া লইয়া নিমেষমধ্যে তাহার কঙ্কাল বাহির করিয়া দেয়। সেই জন্যই জন্তুগণ ইহাদিগকে বড় ভয় করে। ইহাদের দল খুব বড়, এমন কি এক এক দল পিপীলিকা আছে, তাহারা সমস্ত দিন এক স্থান দিয়া যাইলেও দল ফুরায় না। কাফ্রিরা তাহাদের কোন শত্রুকে হত্যা করিবার জন্য বাল্মিকোর্দে পিপীলিকার চলিবার পথে বৃক্ষেতে রজ্জু দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া রাখে। পিপীলিকারা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার শরীর নিঃশেষ করিয়া কঙ্কাল বাহির করে। মধ্য আফ্রিকার বন্য পশুরা ইহাকে যত ভয় করে, এত আর কোন জন্তুকে করে না। তাহারা কোন অজ্ঞাত উপায় দ্বারা ইহাদের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া দলে দলে ভীতির চিরপ্রসিদ্ধ নিদর্শন লাঙ্গুলধ্বজ উত্তোলনপূর্ব্বক সুদূর বনে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে।

আখ্যান মালা।

৮ম সংখ্যা।

১। কোন মহিলা এক ধর্ম্মযাজককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ছেলেটীর চারি বৎসর বয়স হইল। ইহার শিক্ষা কখন আরম্ভ হইবে?" ধর্ম্মযাজক উত্তর করিলেন, "যদি তাহার শিক্ষা ইহার মধ্যেই আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে আপনি এই চারি বৎসর হারাইয়াছেন। শিশুর অধরে যখন প্রথম শৈশবের হাসির রেখা দেখা দেয়, তখন হইতেই তাহাকে শিক্ষা দিবার সুযোগ আরম্ভ হয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশুর জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে, সদসৎ বিচার আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে শিশুর মন চতুর্দ্দিক্ হইতে ভাব সকলকে স্পঞ্জের মত চুষিয়া লয়। এই সময়ে তাহার মানস-সরোবরে যে ভাব প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গমালার মত বদ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় হইতে শুভঙ্করী দার্শনিকের "দর্শন"শিক্ষা আরম্ভ হয়।

২। জর্ম্মণ দেশীয় মহা কবি গেটে (Goethe) পিতাদের মত জননীর জন্তের সহিত যেন মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অনেক পরিব্রাজক গেটের জননীর সহিত পরিচিত হইলে পর বলিয়াছিলেন, "এখন বুঝিতে পারিতেছি, গেটে এত বড় লোক কি ক'রে হয়েছেন?" যিনিই অস্মদ্দেশীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর সহিত পরিচিত

ছিলেন, তিনিও ঐ কথা বলিতে পারেন।

৩। একটী বালক ঘুড়ি উড়াইতেছিল। সেই সময় একজন ধর্ম্মযাজক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "দড়ি ধরিয়া কি করিতেছ?"

বালক—"ঘুড়ি উড়াচ্চি, মশাই।"

ধর্ম্মযাজক—"ঘুড়ি উড়াচ্চ? কই ঘুড়ি দেখা যাচ্চে না ত, তুমিও কোন ঘুড়ি দেখ্‌তে পাচ্চ না!"

বালক,—"আমি দেখ্‌তে পাচ্চি না বটে, কিন্তু আমি জানি যে উহা রহিয়াছে, কারণ দড়িতে টান্ লাগ্‌ছে তাই বুঝ্‌তে পাচ্চি।"

ধর্ম্মযাজক। পরমেশ্বরও প্রাণের মধ্য হইতে টানেন, তাই মানুষ না দেখিলেও বুঝিতে পারে যে তিনি রহিয়াছেন।

৪। মহাত্মা পেরিক্লিস্ (Pericles) এত ধীর ও ক্ষমাশীল ছিলেন যে কিছুতেই তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারিত না। এক ব্যক্তি দিবারাত্রি পেরিক্লিসের কুৎসা করিয়া বেড়াইত। পেরিক্লিস্ কিন্তু তাহার বিষয় গ্রাহ্যই করিতেন না। সমস্ত দিন বিচারকার্য্যাদি করিয়া তিনি সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এক দিবস সেই ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার গৃহ পর্য্যন্ত আসিল। [illegible]ক্লিস্ স্বাভাবিক ক্ষমা ও দয়াবশতঃ [illegible]কার দেখিয়া নিজ ভৃত্যকে [illegible] তাঁহার কুৎসাকারীকে [illegible] আদেশ করিলেন। [illegible] একটী [illegible] দেশে গৃহের

দ্বারের উপর সৎচিন্তাপূর্ণ বচন লেখা থাকিত। চে সায়ারে এখনও পর্য্যন্ত ওয়াল্‌সাল্ এবং ট্রেটসীর মধ্যে * খৃঃ ১৬৩৬ সালে নির্ম্মিত একটী গৃহ আছে। উহার একটী জানালার উপরে একটী লাটিন বচন খোদিত আছে। তাহার অর্থ এই যে "তুমি কেবল আর এক মাস বাঁচিবে জানিলে কত কাঁদ, কিন্তু এক দিনও বাঁচিবে কি না জান না অথচ হাসিয়া বেড়াইতেছ!!"

৬। ফরাসিস দেশীয় মহাত্মা ফেনিলন (Fenelon) বড় পুস্তকপ্রিয় ছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার পুস্তকাগারে আগুণ লাগিয়া উহা পুড়িয়া যায়। এই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন "পরমেশ্বর! তুমি ধন্য যে ইহা কোন দীন দুঃখীর মস্তক রাখিবার গৃহ নহে। যদি এই পুস্তকগুলির মায়া ছাড়িতে না পারি, তবে বৃথাই উহা পাঠ করিয়াছি।"

৭। রোমের সুবিখ্যাত বীর কেয়স ডেন্‌টাটস তিনবার কন্সল বা শাসনকর্ত্তা পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি যুদ্ধে সামনাইট জাতিকে পরাভূত করিলে তাহারা উৎকোচদ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে বীরবর বলেন,—"নিজে ধনী না হইয়া ধনীদিগের শাসনকর্ত্তা হইতে অধিক ভালবাসি। আর যে লোক সমরক্ষেত্রে পরাভব স্বীকার করে নাই, সে অর্থের নিকটে পরাভব স্বীকার করিবে না।"

* Walsall and Tretsay.

গৃহধর্ম্ম।

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারং বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধুনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ২৩

যত্নশীল হবে গৃহী ভার্য্যার পালনে,
সাবধানে বিদ্যাশিক্ষা দিবে সুতগণে।
পোষিবে আদরে সদা আত্মীয় স্বজন,
গৃহস্থের এই সার ধর্ম্ম সনাতন॥

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥ ২৪

যত্নসহ কন্যার পালন—শিক্ষা দান,
পিতার কর্ত্তব্য এই ধর্ম্মের বিধান।
হইলে বিবাহযোগ্যা সহ রত্ন ধন,
বিদ্বান্ পাত্রেতে কন্যা করিবে অর্পণ॥

যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥ ২৫

পতি অনুরূপ গুণ ধরে নারীগণ,
সমুদ্রের সহ যথা নদীর মিলন।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা অজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং॥ ২৬

পতিভক্তি, পতিসেবা, ধর্ম্মজ্ঞানহীন
বালিকা বিবাহযোগ্যা নহে শাস্ত্রাধীন।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥ ২৭

জ্ঞানী পিতা কন্যাতরে পণ নাহি লয়,
পণগ্রাহী অপত্যবিক্রয়ী দুরাশয়।

বিন্ধ্যাচল।

ছাড়ি বঙ্গদেশ—যেখানে প্রকৃতি
সৌন্দর্য্যের ডালী মাথায় করে,
শ্যামল আসনে—কুসুম খচিত
সেবিছে পবন আনন্দ ভরে॥

২

—যেখানে কৃষক—হল ল'য়ে কাঁধে
মধুর রবেতে ধরিছে তান।
যেখানে বিহঙ্গ সুকণ্ঠে সতত
শ্রবণ-জুড়ান গাইছে গান॥

৩

যেখানে পাদপ শত শাখা মেলি
ক্লান্ত গাভীগণে দিতেছে ছায়।
যেখানে রাখাল তরুতলে বসি
সেবিছে সুমন্দ মধুর বায়॥

৪

শীত গ্রীষ্ম যথা নহে খরতর,
বসন্ত যেখানে সতত রাজে।
যেখানে প্রকৃতি লাজশীলা বালা—
যদিও সজ্জিতা বিবিধ সাজে॥

৫

ছাড়ি হেন দেশ—এই দূর দেশে
কেন আছ গিরি কাহার লাগি,
কেন বা নিভৃতে রয়েছ দাঁড়ায়ে
কেন বা সংসার-বাসনাত্যাগী?

৬

সু-উচ্চ আকাশ—ধরিয়াছ মাথে,
তবুও নিস্পন্দ নিশ্চল কেন?
মানব মহিমা একটু বাড়িলে
কভুত নীরব থাকেনা হেন!

৭

কত পদ ধূলি—বক্ষেতে তোমার
নীরবে সহিছ কেন এ সব ?
তব অঙ্গ কাটি করে খণ্ড খণ্ড,
তবু মুখে নাহি একটী রব !

৮

কার ধ্যানে গিরি আছ নিমগন,
সহিছ এসব কাহার তরে ?
কেন শত ধারে তব বক্ষ ভেদি
ওই বারি ধারা সতত ঝরে ?

শরৎ ও সরোজিনীর কথোপকথন।

শরৎ। আমি যদুর উপর এত চটিয়াছি, যে আমি অবশ্য—

সরো। তুমি অবশ্য—কি তাকে মারিবে ?

শ। না বোন্ তা বলিতেছিলাম না। আমি বলিতেছিলাম যে আমি অবশ্য আমার 'কৃতজ্ঞতার পুস্তক'খানি দেখিব।

স। "কৃতজ্ঞতার পুস্তক" সে কি রকম বই আমি জানিতে চাই।

শ। (এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমার জেব হইতে বাহির করিয়া) এই সে পুস্তক। আমি ইহা হইতে কিছু পাঠ করিব শুনিবে ?

স। পাঠ কর।

শ। ৮ই জ্যৈষ্ঠ—"যদু আমাকে তাহার নূতন ভূগোল পড়িতে দিয়াছিল। আমি একটী টাকা হারাইয়াছিলাম, যদু খুঁজিয়া দিয়াছিল।"

৩০এ জ্যৈষ্ঠ—"যদুদের বাগানে লিচু ফল পাকিয়াছে, যদু আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল এবং কত খাওয়াইল।" যদু বড় দয়ালু বালক।

স। শরৎ তোমার এ বইয়ে তুমি আর কি কথা লিখিয়া থাক ?

শ। যিনি আমার প্রতি যে কোন দয়ার কার্য্য করেন, ইহাতে তাহা লিখি। সে কার্য্য গুলি যে কত, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে। এ সকল লিখিয়া রাখাতে আমার বড় উপকার হয়। কেবল স্মরণ করিয়া রাখিতে গেলে ভুলিয়া যাইতে হয়। বোধ হয় আমি লোকের দয়া পাইয়া বড় অকৃতজ্ঞ হই না। আমার যখন মন খারাব হয় বা কাহারও প্রতি বিরক্ত হয়, তখন আমার এই পুস্তক দেখিয়া মন বড় খুসী হয়।

স। তুমি কি রকম কথা সকল লেখ, আমি দেখিতে চাই। শরৎ, তোমার বই খানি কি একবার পাই ?

শ। কেন পাইবে না বোন্ (এই বলিয়া তাঁহার হাতে বই দিল।)

স। (বই লইয়া পড়িতে লাগিল) "হরি এক দিন তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা

করিল।” “শ্যামের মা আমাকে ১০টী কুল দিয়াছিলেন।” “আমার যখন পীড়া হইয়াছিল, সুশীল প্রতিদিন আসিয়া খবর লইয়াছে এবং আমি আরোগ্য হইলে দেখিতে আসিয়াছে।” “আমার এক দিন জলখাবারের পয়সা ছিল না, যাদব দুইটী পয়সা ধার দিয়াছে।” বা! এত কথা লিখিয়া রাখিয়াছ। আচ্ছা শরৎ, প্রত্যেক পাতার উপরে “পিতা মাতা” বলিয়া লিখিয়াছ কেন?

শ। তাঁহারা আমার প্রতি এত দয়ালু, প্রতিদিন এত দয়ার কার্য্য করেন, যে আমি সব লিখিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের অবিরত দয়া ও স্নেহ স্মরণ রাখিবার জন্য কেবল তাঁহাদের নাম লিখিয়া রাখি। আমি জানি তাদের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। বইয়ের প্রথমে কি লিখিয়াছি একবার পড়িয়া দেখ।

স। (প্রথম পাত খুলিয়া পড়িতে লাগিল) “প্রত্যেক দয়ার কার্য্য ঈশ্বর হইতে।”

শ। আমি যত সুখ ভোগ করি, তাহার জন্য সর্ব্বসুখদাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করা উচিত, এইটী স্মরণের জন্য ওকথা লিখিয়াছি। পিতা মাতার ন্যায় ঈশ্বরের দয়ার কার্য্যও গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

স। শরৎ, তোমার এ বই খানি আমার বড় ভাল লাগিল। আমি মাকে বলিব আমাকে এক খানি বাঁধান সাদা বই কিনিয়া দেন। তোমার মত আমিও “কৃতজ্ঞতার পুস্তক” সঙ্গে সঙ্গে রাখিব।*

রোমান্ জাতির পাশব ক্রীড়া।

রোমানেরা যখন সসাগরা বসুন্ধরা করতলস্থ করিল, তখন ঘোরতর অহঙ্কারী ও ভোগবিলাসী হইয়া উঠিল। তাহাদিগের বিলাসেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য এক আশ্চর্য্য ক্রীড়া-মঞ্চ প্রস্তুত করিল। ইহার নাম কলিসিয়ম। রোমনগরের সপ্তশৈলের মধ্যস্থলে প্রায় ২০ বিঘা জমী যুড়িয়া এক গ্যালারী তৈয়ার হইল। তাহা এত বড় যে ৮৭০০০ লোক এককালে তাহাতে বসিতে পারিত এবং এরূপ ভাবে গঠিত, যে প্রত্যেক দর্শক আপনার আসন হইতে সম্মুখস্থ ক্রীড়াভূমির সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিতে পারিত। সম্মুখস্থ এই ক্রীড়াভূমির নাম এরিণা বা বালুময় ক্ষেত্র। শ্বেত প্রস্তরের গুঁড়াতে তাহা এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইত যে দেখিতে যেন তুষারময় ভূমিখণ্ড। তাহার চারি ধার দিয়া একটী প্রবল বেগশালী জলস্রোত প্রবাহিত। স্রোতের ধার হইতে একটী প্রস্তর প্রাচীর খাড়া হইয়া উঠিয়া

* বালক বালিকাদিগের জন্য অনুবাদিত।

উপরে এক প্রশস্ত (প্লাটফরম) পীঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহার উপর সম্রাটের সিংহাসন এবং চারি ধারে প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, সেনেটর ও বেষ্টা * কুমারীদিগের জন্য হস্তিদন্ত ও স্বর্ণখচিত আসন। তাহার পশ্চাতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের আসন, তৎপশ্চাতে রোমের স্বাধীন অধিবাসীদিগের বসিবার স্থান। তৎপশ্চাতে আর একটী প্রস্তর পীঠের উপর রমণীগণের আসন। তৎপরে সাধারণ লোকদিগের বসিবার জন্য কাষ্ঠাসন। আসন সকলের উর্দ্ধে ছাদ ছিল না, কিন্তু স্থূল রজ্জু সকল টাঙ্গান থাকিত, রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণার্থ ধূমল বর্ণের রেসমী চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত। নাবিকগণ এই কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল।

রোমকদিগের যখন কোন আমোদের উপলক্ষ উপস্থিত হইত, তখন কলিসিয়মে ধূম ধামের সীমা থাকিত না। নগরবাসী সকলে তথায় একত্র হইত এবং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কৌতুক দর্শন করিত। একাদিক্রমে বহুদিন ক্রীড়া প্রদর্শনী হইত। সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়ারম্ভের আদেশ করিতেন। যেরূপ প্রণালীতে সচরাচর ক্রীড়া সম্পন্ন হইত, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। প্রথমে কাছির উপর হাতীর নাচ। হস্তী অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া রজ্জু অবলম্বনে নাচিতে নাচিতে অবতরণ করিত। তৎপরে একটী ভল্লুক রোমীয় প্রাচীন রমণীর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একখানি কেদারায় বাহিত হইত, অপর একটী ভল্লুক উকীলের পোষাক পরিয়া পশ্চাতের দুই পায় দণ্ডায়মান হইয়া রমণীর সম্মুখে বক্তৃতার অভিনয় করিত। কখন কখন এক সিংহ মস্তকে রত্নোজ্জ্বল মুকুট, কণ্ঠে হীরক হার, জটায় সোণার পাত পরিধান করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত নখর প্রদর্শন পূর্ব্বক বিবিধ ক্রীড়া করিত, তাহার সম্মুখে একটী শশক নির্ভয়ে নৃত্য করিত। তৎপরে ১২টী হস্তী দর্শন দিত। তাহাদের ৬টী পুং হস্তী টোগা * এবং ৬টী স্ত্রী হস্তী অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া সুসজ্জিত পালঙ্কে বসিয়া হস্তিদন্ত নির্ম্মিত টেবিলে ভদ্রলোকের ন্যায় পান ভোজন করিত এবং শুঁড়ে করিয়া গোলাপ জল চারিদিকে ছড়াইয়া দিত। তৎপরে আরও অনেক গুলি হস্তী নৃত্যের পোষাক পরিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিকে ফুল ছড়াইত এবং নৃত্য করিতে থাকিত। কখনও কখনও উঠানে জল ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং তথায় বিবিধ অদ্ভুত জন্তুপূর্ণ জাহাজ আসিয়া ভগ্ন হইয়া যাইত এবং জন্তু সকল চারিদিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত। কখনও কখনও

* বেষ্টাদেবীর কুমারীগণ চিরকাল অবিবাহিত থাকিতেন এবং পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিতেন। রোমানেরা তাঁহাদিগের বিশেষ সম্মান করিত।

* রোমের রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা টোগা নামক পরিচ্ছদে শরীর আচ্ছাদন করিতেন।

ভূমি বিদীর্ণ হইয়া তাহার মধ্য হইতে সহসা স্বর্ণফল সমন্বিত বৃক্ষরাজী উৎপন্ন হইত। অরফিয়স * নামধারী একটী সুগায়ক বীণা বাজাইয়া গান করিত, বৃক্ষ সকল তাহার চারি দিকে নৃত্য করিতে থাকিত। পরে কতকগুলি জীবন্ত ভল্লুক আসিয়া এই গায়ককে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিত।

উপরে যে সকল আমোদ বিবৃত হইল, তাহার অধিকাংশ নির্দোষ, ইহাতে রোমানদিগের সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইত না। এই জন্য নানা প্রকার নিষ্ঠুর ও বীভৎস আমোদের সৃষ্টি হয় এবং আমোদ বৃদ্ধির জন্য ক্রমশঃ সে গুলি প্রদর্শিত হয়। পোষা ভল্লুক, সিংহ, হস্তী প্রভৃতির নৃত্য শেষ হইলে প্রাঙ্গণের চারিদিকের কতকগুলি কবাট খুলিয়া দেওয়া হইত এবং বন্য গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বৃষ, সিংহ, চিতাবাঘ ও বরাহ সকল যাহাদিগকে অল্পদিন হইল বন হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইত। দর্শকগণ কৌতূহলপূর্ণ নয়নে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আক্রমণ প্রণালী দর্শনার্থ ব্যগ্র হইত। যাহারা আক্রমণে উদ্যত না হইত, তাহাদিগকে লাল বা শ্বেত বস্ত্র দেখাইয়া, কশাঘাত করিয়া বা তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উত্তেজিত করা হইত। যখন বন্য জন্তুগণ পরস্পরের আক্রমণে হতাহত হইত ও বিকট চিৎকার করিত, রোমানদিগের চক্ষু কর্ণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত। যখন একটী জন্তু আর সকলকে মারিয়া ফেলিতে পারিত, তখন রোমানেরা তাহার জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটাইয়া মৃতদেহ সকলের উপর মুক্ত ভাবে তাহাকে বিচরণ করিতে দিত। এই প্রকার নিষ্ঠুর আমোদের জন্য অসংখ্য জন্তু আনীত হইত। রোমান শাসনকর্ত্তারা বিদেশ হইতে বিশেষ যত্ন সহকারে দলে দলে সিংহ, হস্তী, উটপক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন—যত বিচিত্র, ভয়ঙ্কর ও নূতন জন্তু পাইতেন, ততই তাঁহারা অধিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন, কারণ রোমানেরা তদ্দ্বারা অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। রোমানেরা রক্তস্রোত প্রবাহিত দেখিতে ভালবাসিত, কিন্তু তাহার দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারিত না। এজন্য ক্রীড়ামঞ্চের স্তম্ভাবলী হইতে নানাবিধ সুগন্ধ মসলা মিশ্রিত সুরার ফোয়ারা সকল খুলিয়া দিত, তাহার গন্ধে রক্তের গন্ধ ঢাকিয়া ফেলিত।

(ক্রমশঃ)

* গ্রীক পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, অরফিয়স নামে গায়ক যখন গান করিতেন, বনের পশু সকল নিস্পন্দ হইয়া শ্রবণ করিত এবং তরুগণ চারিদিকে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিত।

শিশুশিক্ষা।

এই সকল ব্যতীত শিশু শিক্ষার বিষয়ে অন্য ত্রুটীও লক্ষিত হয়। শিশু কোনও দূষণীয় কার্য্য করিলে তাহার মা হয় ত যৎপরোনাস্তি উত্তম মধ্যম দিয়া নিজ ক্রোধবৃত্তি চরিতার্থ করেন। কথা না শুনিলে মার ভ্রূকুটী বা চপেটাঘাতে শিশুর অন্তরাত্মাকে জড় সড় করিয়া দেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার উপর শিশুর প্রেম ও শ্রদ্ধা হ্রাস পায় এবং প্রেম, শ্রদ্ধা হ্রাস পাইলে তাঁহাদের উপদেশেও আর তত ফলোদয় হয় না। অন্য দিকে বরং তাহারা যথেষ্ট কুশিক্ষা লাভ করে। ভৃত্যের প্রতি ব্যবহারের বিষয়েও জনক জননী সাবধান হইবেন। বাবুরা হয় ত "শ্যালকের অপভাষা" ইত্যাদি নীতিগর্ভ বাক্য দ্বারা ক্রোধ পরবশ হইয়া ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিতেছেন, বাড়িতে সর্ব্বদাই পরনিন্দা ও হিংসা, দ্বেষ ও নীচতার কথা হইতেছে, শিশু তবে কিরূপে নীতি শিক্ষা করিবে? বালক বালিকা শৈশব হইতে চতুর্দ্দিকে মিথ্যা ও অপবিত্রতার দৃষ্টান্ত দেখিলে জীবনে ঘোর দুরাচার ভিন্ন আর কি হইবে? গৃহে দোল দুর্গোৎসব পূজার সময়, বিবাহাদি ঘটার সময় এবং হয়ত বার মাসই রীতিমত সুরাদেবীর পূজা হইতেছে এবং বেশ্যার নাচত থাকিবেই, তবে শিশু সন্তান কিরূপে নীতিমান ও সুরুচিসম্পন্ন হইবে? মা হয়ত "বাসর ঘরে" ছড়া, গান, সুরুচিসম্পন্ন উপহাসাদি দ্বারা কন্যাদিগকে সদাচার শিক্ষা দিতেছেন—এদিকে লজ্জায় জড়সড়, কিন্তু এমন কদর্য্য সঙ্গীত নাই যা ঘোমটার মধ্য হইতে বাহির হয় না। এরূপ মার ছেলে মেয়ে কি কখনও ভাল হইতে পারে? শিশুকে "কুকথা মুখে আনিও না" কেবল বলিলেই চলিবে না। অতএব প্রত্যেক জনক জননীর আপনার আচরণ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

ছেলে মেয়েকে ভৃত্যের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া কখনই উচিত নহে। তাহারা চাকর চাকরাণীর নিকট থাকিলে তাহাদেরই চরিত্র অনুকরণ করে। বহুমূল্য হীরক কি ভৃত্যকে রাখিতে দেন? তবে প্রাণের প্রিয় বস্তু বালক বালিকাদিগকে অন্যের হস্তে দেন কিরূপে? চাকর চাকরাণীর উপর নির্ভর করার যে কি বিষময় ফল, তাহা ধনীদের পুত্রাদির বিষয় ভাবিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। আমি বলিতে পারি যে ভৃত্যের নিকট তাঁহারা যত কুশিক্ষা লাভ করেন, এমন আর কোথাও নহে। অতএব এ বিষয়েও শতবার সাবধান!!!

জননীগণ! শিশুদের প্রতি কখনও উদাসীন হইবেন না। যাহারা আপনাদের হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু, তাহাদিগকে কিরূপে চিরদুঃখের রাজ্যে ভ্রমণ করিতে দিবেন? যদি কাহাকেও সুস্থ হইতে

হয়, তবে আপনাদিগের সর্ব্বাগ্রে সুস্থ হওয়া আবশ্যক। যদি কাহাকেও জ্ঞানী, ও পবিত্রচরিত্র হইতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে আপনাদিগের হৃদয় ঘরকে মাজ্জিত করিতে হইবে। আপনাদের চরণে বসিয়া মানব জাতি প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান লাভ করিবে। আমাদের মধ্যে একটী গুরুতর অভাব আছে। আমাদের "Good home" বা সুপরিবার প্রায় নাই বলিলেই হয়। ইয়োরোপীয় জাতির এই জিনিষ আছে বলিয়া তাহাদের এত উন্নতি। নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের আকর্ষণে সকলেই আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের সঙ্গ প্রিয়তম বোধ হয় বলিয়া ইয়ুরোপে পারিবারিক সুখ এত অধিক। যদি জাতিকে পরিবার-সমষ্টি বলিয়া ধরা যায়, তবে বুঝা যাইবে যে জাতীয় উন্নতির মূল কোথায়। নারীগণ যদি জ্ঞান ও চরিত্রে উন্নত না হয়েন, তবে পরিবারস্থ সকলে তাঁহাদের নিকট থাকিতে চাহিবে কেন? পরিবারের ছেলে মেয়েরা বাহিরের সঙ্গ চাহিবে, এবং অজ্ঞানতা-বশতঃ কুসঙ্গে পড়িয়া মন্দেরই দিকে যাইবে। এক দিন শ্রদ্ধেয় হাইকোর্টের জজ বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে 'তাঁহার জননীর সঙ্গ এমনই মধুর ও স্বাস্থ্যকর ছিল যে তিনি বিদ্যালয় হইতে আসিলে সকল সময়ই মার সহিত কাটাইতেন, আর কাহারও সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। মাতার দৃষ্টান্তের অনুকরণে নিজ পরিবারকে বালক বালিকাদের আকর্ষণের বস্তু করাতে তাঁহার সন্তানেরা অন্য সঙ্গের জন্য লালায়িত নহে।' বলা বাহুল্য যে তাঁহার ও তাঁহার জননীর এই সন্তান আকর্ষণী শক্তির যে কি মধুময় ফল ফলিয়াছে তাহা যিনি তাঁহার পরিবারের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই বেশ জানেন। বালক বালিকাদের মার উপর অধিক শ্রদ্ধা ও প্রেম, অতএব মার শিক্ষাই অধিক ফলদায়িনী হইবার সম্ভাবনা। ইহা একরূপ অভ্রান্ত সত্য যে সুপরিবারে, সুমাতার নিকট থাকিলে যেমন শিক্ষা হয় এমন আর কোথাও হয় না। জননীগণ! ভগ্নীগণ! আপনারা নিজ নিজ পরিবারকে এক একটী মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে সচেষ্ট হউন, যেন সেখানে পরিবারস্থ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই আসিবার জন্য লালায়িত হন এবং আসিয়া আনন্দ ও উপকার লাভ করিতে পারেন; এবং বাহিরের কোন লোক আসিলেও যেন আপনাদের জীবনের সৌরভে আকুল ও আকৃষ্ট হয়েন।

প্রেম, ক্ষমা ও ধৈর্য্যে মানব সমাজ পালিত ও রক্ষিত হইয়াছে ও হইবে। রমণীগণ! আপনারা এই সকল গুণের জীবন্ত মূর্ত্তি। আপনাদিগকেই ভগবান আমাদের রক্ষণ পালন ও শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনারা নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করিবেন না, উহার

গুরুত্ব বিস্মৃত হইবেন না। চিরদিনই মানব সমাজের উন্নতি আপনাদেরই দ্বারা সাধিত হইয়া আসিতেছে। চিরদিনই মানব সমাজে ধর্ম্মের হোমাগ্নি আপনাদের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। আজ মার্কিন রমণীগণ তাঁহাদের পুত্র কন্যা,ভাই ভগ্নীদিগের জ্ঞান শিক্ষা ও নীতি শিক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইয়াছেন, তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন। সত্য ও পবিত্রতা এবং পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা মানব সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। মানুষের মুক্তি আপনাদের হস্তে। বাইবেল বলেন নারী হইতে পাপ পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাই স্বর্গের দূতেরা আর পৃথিবীতে আইসে না। ইহা ঠিক্ কথা নহে। আমি বিশ্বাস করি নারীগণ দ্বারা জনসমাজ হইতে পাপ তাড়িত হইবে। স্বর্গের দূতগণ আপনাদেরই গুণে লজ্জিত হইয়া আর পৃথিবীতে মুখ দেখান না। নারীর সৃষ্টির পর তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই। আপনারা ভারতের রমণী। ভারত চিরদিন সতীনারী ও ধর্ম্মের জন্য জগতে বিখ্যাত। আজ কি ভারতী মাতা জগতে তাঁহার কন্যাদিগকে দেখাইতে লজ্জিত হইবেন? দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় সুসভ্য ইংরাজ এদেশে আসিয়াছে বলিয়া নারীকুলের বিলুপ্তপ্রায় গৌরবসূর্য্য আবার উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতা উষাকালের সহিত পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে এবং ভারতাকাশের ঘন তমোরাশি ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। আমাদের জননীকুল যখন জাগিতেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ যখন তাঁহাদের ও ভগবানের হস্তে, তখন আর আমাদের ভয় ভাবনা কি? আমরা রক্ষা পাইবই পাইব।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২১এ জুলাই কলিকাতার টাউন হলে মহা সমারোহে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভ্যর্থনা হইয়াছে। বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েকটী বঙ্গমহিলাও সভাধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

২। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধর্ম্ম মন্দিরে আফ্রিকা পর্য্যটক ষ্টানলী সাহেবের সহিত কুমারী ডোরথী টেনাণ্টের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনেক মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৩। ভারতের রমণীগণ যাহাতে চিকিৎসার সাহায্য পান, সেই উদ্দেশে লণ্ডনে এক সভা আছে। সম্প্রতি এই সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে সার গ্রাণ্ট ডফ সভাপতির কার্য্য করেন। লর্ড রিয়াই প্রভৃতি ভারতহিতৈষী উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ মহিলাদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

৪। বিলাতের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় এ বৎসর যে ৫টী ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

১৯।	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৮০
২১।	অরবিন্দ ঘোষ	১৮৫৪
৪২।	জি মাড গেওকর (বোম্বাই হিন্দু)	১৫৮৩
৪৩।	মহম্মদ যুস্ফ (বাবীপুর)	১৫৬৭
৪৫।	মহীমোহন ঘোষ	১৫৪৯

৫। কোন সাহেব গণনা করিয়াছেন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের গড় ওজন ১॥৫ এক মণ পঁচিশ সের এবং স্ত্রীলোকের ১॥৫ এক মণ পনর সের মাত্র। পুরুষের শরীরের গড় উচ্চতা ৫ ফিট, ৯ ইঞ্চ; স্ত্রীলোকের ৫ ফিট, ৪ ইঞ্চি মাত্র। আশ্চর্য্য, জর্ম্মণির কোন বিদ্যালয়ে একটী ছাত্রীর বয়স ১১ বৎসর মাত্র, ইতিমধ্যে তাহার শরীর দীর্ঘে ৬ ফিট বা ৪ হস্ত হইয়াছে।

৬। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ডেহোমি রাজ্যের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ হইতেছে। ডেহোমিরাজের ৮০০০ রমণী সৈন্য আছে, তাহাদের বিক্রম দেখিয়া ফরাসী সৈন্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে।

বামারচনা।

তিন দিনের কথা।

একদিন দুইদিন তিনদিন যায়,
দিন যায় রাতি আসে,
রবি গেলে শশী হাসে
ধরণী তেমনি ভরা স্নেহ মমতায়।
নিঠুর আমারি মন,
তোরে ছেড়ে প্রাণধন,
আসিয়াছি কত দূর মাগিয়া বিদায়,
স্নেহের প্রতিমা মোর রয়েছে কোথায়? ১

বোঝে না পাষাণ মন অপরের জ্বালা,
যাহারা হৃদয়হীন,
তারা বলে "তিন দিন"
বোঝে না এ তিন দিন কি আগুণ ঢালা;
তিন দণ্ড তিন ক্ষণে,
তিন যুগ লাগে মনে,
না হেরিলে তোরে প্রিয়, মণিময় মালা,
কাঙালের সবে ধন তুই প্রিয়বালা! ২

নয় বছরের মেয়ে প্রিয়টী আমার,
স্বরগের কচি উষা,
বসন্তের নব ভূষা,
আশীর্ব্বাদী ফুলটুকু ইষ্ট দেবতার!
কত সুখ কত দুখ
মাখানো ও চাঁদমুখ,
কত স্মৃতি প্রীতি কত আলোক আঁধার!
পরে কি তা বোঝে প্রিয় কি তুমি আমার? ৩

সরলা সোণার মেয়ে প্রাণের আধার,
কখন মলিন মুখে
দু ফল ভাসায় দুখে,
কখন হাসিয়া ওঠে উজলি সংসার।
দেখিয়া দেখিয়া তাই
হেসে কেঁদে মরে যাই,
কত কথা মনে জাগে কারে ক'ব আর—
সোণার সরলা মেয়ে প্রিয়টী আমার! ৪

একটী বাঁধন তুই এ উদাস প্রাণে,
আজিও সংসারে থাকা,
সুখ-সাধ বুকে রাখা,
সে কেবল চেয়ে তোর অই মুখ পানে ;
আমার ভবিষ্য রেখা
তোরই কপালে লেখা,
আশার নিভন্ত আলো মাখা ও বয়ানে,
তুই তো অমৃত-কণা এ মরু শ্মশানে। ৫

অবোধ বালিকা মোর, কিছুই বোঝ না,
আজিও সাথীর সনে
খেলা করে বনে বনে,
আজিও পুতুল পেলে পুলকে মগনা ;
সহপাঠী সহ যুটি
কত কর ছুটো ছুটি
নাই ও বিমল বুকে বিষাদ ভাবনা,
সংসারের ধার প্রিয়, কিছুই ধার না! ৬

নিঠুর সংসার এ যে নিঠুর সংসার,
ভরা কত দুখ, পাপ,
কত শোক কত তাপ,
কত হিংসা দ্বেষ আর কত হাহাকার ;
তোরে হায় স্নেহলতা,
লুকায়ে রাখিব কোথা,
আশীর্ব্বাদী ফুল টুকু ইষ্ট দেবতার,
কোথায় রাখিলে তোরে ছোঁবে না
সংসার? ৭

তোরে ত সঁপেছি প্রিয়, বিধাতার পায়,
তোর ও হৃদয় মন,
তাঁহারি পবিত্রাসন,
হো'ক হো'ক চির দিন দেব-করুণায়।
আর চাই অবিরত
যাঁর প্রিয় তাঁরি মত
হয় যেন, দেখে সুখে মরে যাই হায়,
অন্তিমের শান্তি হো'ক প্রাণ প্রতিমায়। ৮

একে একে তিন দিন হল অবসান,
দিন যায় রাতি আসে,
রবি গেলে শশী হাসে,
দেখিনি সে মনোরমা আমিরে পাষাণ!
কত দিনে ঘরে গিয়ে,
তোরে প্রিয়, কোলে নিয়ে
জুড়াব তাপিত-বুক, ব্যথিত পরাণ,
এলায়ে চিকণ চুল,
দোলায়ে গোলাপ ফুল,
ছুটিয়া আসিবি, মেখে হাসি অভিমান!—
সহস্র চুম্বনে প্রাণ
হবেনা'ক সমাধান,
জাগিবে মরমে কবে সে পুরবী তান,
ক'দিনে হেরিব প্রিয়, তোর সে বয়ান?
সে সোহাগ মাখা হাসি
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাশা পাশি!
দেব নর ছোঁয়া ছুঁয়ি, হয় না বাখান!—
ক'দিনে হেরিব প্রিয়, তোর সে বয়ান? ৯

(প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী)

ময়ূর

কি সুন্দর পাখী, এর চেয়ে নাকি
কোন পাখী আর সুরূপ নয়,
সুরঞ্জিত পাখা, অপরূপ আঁকা,
চমৎকার কারু কৌশলময়।
পুচ্ছ পসারিয়া, নাচিয়া নাচিয়া
দেখ না বেড়ায় গরবে কত,
লাজে হেঁট মুখ, প্রিয় শারী শুক,
বুল্‌বুল ময়না পাপিয়া যত।
কিন্তু বাহ্য সার, শোভা যে ইহার,
নাহি গুণ শিখি-শরীরে ধরে,
কেকারবে তার, বহে বিষ-ধার,
সবার শ্রবণ তাপিত করে।
বাহ্য রূপে নয় মন মুগ্ধ হয়,
গুণের প্রভাবে মানস হরে,
কাল কোকিলের মধুর স্বরের
কত না মহিমা প্রকাশ করে।

সুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৮ সংখ্যা। | ভাদ্র ১২৯৭—সেপ্টেম্বর ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর সপ্তবিংশ জন্মোৎসব।

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতার কৃপায় আজি বামাবোধিনী ২৭ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২৮ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আজি বামাবোধিনী সেই পরম দেবতার চরণে প্রণত হইয়া ইহার হিতৈষী বন্ধুগণকে অভিবাদন করিতেছেন এবং এই শুভদিনে সকলে ইহার শুভকামনা করিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই প্রার্থনা করিতেছেন।

বর্ষে বর্ষে এই জন্মোৎসব উপলক্ষে বামাবোধিনীর ও নারীজাতির সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু বলিয়া থাকি,এ বৎসরও সেই প্রথানুসারে দুই এক কথা বলিব। ঈশ্বর-কৃপায় বামাবোধিনীর জীবন পথের বিঘ্ন অনেক কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে ইহা যে আরও দীর্ঘজীবিনী হইবে আশা করা যায়। বামাবোধিনীর বিশেষ আনন্দের বিষয় এই, কয়েকটী সহৃদয়া ভগিনী ইহার উন্নতিকল্পে প্রাণগত যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা নিয়মিতরূপে ইহার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং তাঁহাদের লেখা এরূপ সুন্দর, বিচিত্র ও চিন্তাপূর্ণ যে, তাহা দ্বারা পত্রিকা পরিপুষ্ট ও নব নব শোভায় অনুরঞ্জিত হইতেছে। ইঁহাদের সাহায্য বামাবোধিনী অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়া বোধ করেন এবং তজ্জন্য আজি ইঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছেন।

নারীজাতি সম্বন্ধে বামাবোধিনীর অনেক আশা পূর্ণ হইয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের রমণীগণের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহার কত উন্নতি হইয়াছে ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা সময়ান্তরে তাহার সমালোচনা করিব। এখন এই মাত্র বক্তব্য যে, কি মানসিক, কি নৈতিক, কি সামাজিক সকল বিষয়ে নারীজাতির উন্নতির পথ প্রসারিত দেখিতেছি। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী দলের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সপক্ষ দলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে; জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সুখে ও স্বাধীনতায় নারীগণের স্বত্বাধিকার ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে, এবং নারীগণ আপনাদিগের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃ পরিচয় দিয়া অনেক বিষয়ে পুরুষগণের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হইতেছেন। নারীজাতি এখন নিজে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া অপনাদিগের এবং দেশের হিতব্রতে নিযুক্ত হইতেছেন, আর তাহাদিগের উন্নতির পথ অবরোধ করে কাহার সাধ্য?

আমরা আশার অতীত অনেক ফল লাভ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আশানেত্রে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছি, আমাদের দেশের নারীগণের সকল দুর্গতি ও দুরবস্থা কবে দূর হইবে এবং ভারতরমণী জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া পুরুষজাতির প্রকৃত সহায় ও সঙ্গিনী হইয়া পূর্ণোন্নতির দিকে কবে অগ্রসর হইবেন? মঙ্গলময় বিধাতার করুণার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমাদের হৃদয়ের উচ্চ আশা একদিন তিনি সুসিদ্ধ করিবেন,—একদিন তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পূর্ণ জয় লাভ হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আশ্চর্য্য ভগিনীদল—চিনদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক দল রমণী চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বিনী ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ১০ জন। বিবাহিত জীবনকে তাঁহারা অপবিত্র ও শোচনীয় মনে করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী কুমারীকে পিতামাতা বলপূর্ব্বক বিবাহ দেন। বালিকা বিবাহের পর পলাইয়া ভগিনীদলে আসিয়া মিশে। ভগিনীদল দুর্ভাগিনী ভগিনীর সহিত একত্র হইয়া সকলে 'ড্রেগন' নামক নদীতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চিনে আরও অনেক ভগিনীদল আছে, তাহারা জীবনে মরণে পরস্পরের সহিত এইরূপ দৃঢ়সম্বন্ধে আবদ্ধ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর আদর্শ বন্ধু—ইলাইয়ের মার্কুইস পত্নী সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। মহারাণী তাঁহাকে আদর্শ বন্ধু মনে করিতেন।

মুসলমান স্ত্রী-বিদ্যালয়—হায়দ্রাবাদে উচ্চশ্রেণীস্থ বয়স্কা মুসলমান রমণীদিগের জন্য এক অন্তঃপুর শিক্ষালয় হইয়াছে, তাহার ছাত্রী সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৮৫ জন।

নাপিতদিগের ধর্ম্মঘট—বোম্বাইয়ের নাপিতদিগের দৃষ্টান্তে নোবার নগরবাসী নাপিতেরা ব্রাহ্মণ বিধবার মস্তক মুণ্ডন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যে এ অপকর্ম্ম করিবে, তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে এইরূপ কঠিন নিয়ম হইয়াছে।

স্বর্ণ পালঙ্ক—তুরস্কের ডামরুজ ও বিবটের মধ্যে এক গহ্বরে একখানি আশ্চর্য্য পালঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্বর্ণ রৌপ্যে খচিত এবং নানাবিধ মণিমুক্তা জড়িত। ইহাতে ইংলণ্ডেশ্বরী এলেনোরের নাম খোদিত আছে। ৬০০ বৎসরকাল ইহা ভূগর্ভজাত ছিল।

একটী গোল আলুর মূল্য ৬০ টাকা—বালা নামক স্থানে একটী বালক তাহার খুড়ীর ক্ষেত্রে একটী গোল আলু এই বলিয়া পুতিয়াছিল যে ৪ বৎসর পরে ইহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা কোন প্রচারক সমাজে দান করিবে। বৎসরে বৎসরে ইহার ফসল হইতে লাগিল, ৪ বৎসর পরে দেখা গেল ৭০ ছালা গোল আলু হইয়াছে। ইহার বাজার দর ৬০ টাকা এবং তাহা প্রতিজ্ঞামত সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাল ইচ্ছা থাকিলে কত ভাল কাজ অনায়াসে হইয়া যায়।

ষ্টান্‌লীর উচ্চপদ লাভ—আফ্রিকা-পর্য্যটক ষ্টান্‌লী কঙ্গের গবর্ণর মনোনীত হইয়াছেন। তিনি আমেরিকা দর্শন করিয়া ১৮৯১ সালে কর্ম্মস্থানে যাইবেন।

বালকদিগের জন্য সভা-(১) মিলিত আশালতার এক জুবিলী উপলক্ষে লণ্ডনের এক্সিটার হলে এক বৃহৎ বাজার বসে। ১৭০০০ ধর্ম্মসমাজের অন্তর্গত ২০ লক্ষ বালক এই দলভুক্ত। ৫০০০ পাউণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা তোলা এই বাজারের উদ্দেশ্য। ১৮৮৯ সালে এইরূপে অনেক টাকা তুলিয়া বালকবালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

(২) পিটসবর্গে অন্তর্জাতিক রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সম্মিলনের এক অধিবেশন হয়। উত্তর আমেরিকার সর্ব্বস্থান হইতে ৩০০০ লোক আসে, তন্মধ্যে ১২০০ জন ৯০ লক্ষের অধিক ছাত্রের প্রতিনিধি। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন অধিবেশনের উদ্দেশ্য।

স্ত্রী-কেরাণী—কোচিনের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আফিসে এক রমণী কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছেন, ইঁহার নাম লিলিয়ান ডস, ইনি কালিকটের ডাক

বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একমাত্র কন্যা। ভারতবাসিনীরা আশান্বিত হউন।

নারী সমাজে সুরেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা—গত ৬ই আগষ্ট ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উদ্যোগে তাঁহাদিগের বাটীতে একটী সুন্দর সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে অনেক বঙ্গমহিলা মিলিত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু "মহাসমিতি (কন্‌গ্রেস) সম্বন্ধে নারীজাতির কর্ত্তব্য" বিষয়ে সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। রমণীগণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও সম্মাননা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রাচীন তক্ষশীলা।

ভারতের অতি পুরাকালের ইতিহাস অতীত কালের গর্ভে নিমগ্ন। মহা প্রলয়ের পরেই মনুষ্যের প্রথম বাস ভারতে ও ভারতবর্ষের নিকটস্থ পর্ব্বতে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং আর্য্যজাতি যে সকল বিষয়েই জগতের আদর্শ তাহা দেশীয় ও বিদেশীয় ইতিহাস লেখকগণের দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আদিম আর্য্যগণের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ না থাকায় তাঁহাদের কার্য্য কলাপ, রীতি, নীতি, রাজা কি রাজধানী স্থির করা বড় কঠিন। ইহার কারণ বোধহয় তখনকার সময়ে ইতিহাস বা জীবনী লেখা প্রচলিত ছিল না অথবা ভারতে একজাতির পর অন্যজাতি প্রবল হওয়াতে পূর্ব্বজাতির কীর্ত্তিকলাপ নবজাতিদ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতের অদৃষ্টচক্রে যে কত জাতি ও কত ধর্ম্ম ঘূর্ণিত হইয়াছে তাহা স্থির করা সহজ নহে। তবে আর্য্য মুনিগণকৃত যে অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যায়, তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত যে কিছু ঐতিহাসিক বিবরণের আভাস পাওয়া যায় মাত্র। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আনুমানিক প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া কিছুই স্থির করা যায় না। কিন্তু যদিও এই আর্য্যগণের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া কঠিন, তথাপি আর্য্যমুনিগণের কবিত্ব ও রূপক বর্ণনার ভিতর হইতে যে ঐতিহাসিক বিবরণটুকু পাওয়া যায়, তাহা আনুমানিক পৌরাণিক ইতিহাস অপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া গ্রহণ করা কি উচিত নহে? পুরাণ গ্রন্থ হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্যগণের যে সত্য ইতিহাসটুকু প্রাপ্ত হই, তাহা মূল্যবান বলিতে চাহি যে কেন তাহা আমাদের আলোচ্য প্রাচীন তক্ষশীলাই মীমাংসা করিবে।

তক্ষশীলা দেশ অথবা নগরী অতি প্রাচীন, এই দেশস্থ লোকদিগকে তক্ষক, তাতার ও তুর্কি ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। এই তক্ষকগণ কোন্ বংশোদ্ভূত

ও ইহাদের নগর প্রতিষ্ঠাতাই বা কোন্ মহাপুরুষ তাহাই স্থির করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আধুনিক ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড্ বলেন, "প্রাচীন কালে যে সকল বীর অভিযানোদ্যত হইয়া সুদূর শাকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তক্ষক সর্ব্বপ্রধান, ইঁহারই বিশাল বংশতরু হইতে ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমুদ্ভূত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।" আবুল গাজি বলেন, "নোয়া নৌকা ত্যাগ করিয়া ধরাতলে অবতরণ পূর্ব্বক পুত্রত্রয়কে অবনীমণ্ডল ভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রথম তনয়দ্বয় অন্যান্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে কনিষ্ঠ জ্যাফেট "কত্তম সামাগ" নামে একটী প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কাস্পিয়ান্ হ্রদ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী দেশ এই "কত্তম সামাগ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জ্যাফেটের আট পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তুর্কের প্রথম তনয় তক্ষক হইতে তক্ষশীলা স্থাপিত ও তক্ষক বংশ সমুদ্ভূত হয়।" কবিগুরু বাল্মীকি বলেন সিন্ধুনদের পশ্চিমে বর্ত্তমান কাশ্মীরের— এমন কি হিমালয়েরও উত্তর প্রদেশস্থ সমুদয় স্থান গন্ধর্ব্বগণের আবাসভূমি ছিল। এই প্রদেশ পুরাণ লিখিত কেকয় রাজ্যের (বর্ত্তমান কাশ্মীর ও কুমায়ুন) সহিত সংলিপ্ত থাকায় উভয় রাজ্যের ও জাতির মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ চলিত। কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ শৈলুষ গন্ধর্ব্বগণ দ্বারা সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইয়া সাহায্য প্রার্থনায় নিজ কুলগুরু গার্গকে রঘুকুলধুরন্ধর ভগবান রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। অযোধ্যাধিপ রামচন্দ্র সে সময়ে লঙ্কাপতি রাবণকে বধ করিয়া স্বীয় মিত্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ রাজ্যের একাধিপতি বালিকে বধ করিয়া তৎসিংহাসনে তাঁহার অন্যতম মিত্র সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদয় দক্ষিণ ভারত বিশাল কোশল রাজ্যের অধীন করিয়া রাজ-রাজেশ্বর হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার প্রবল পরাক্রমের নিকট দণ্ডায়মান হয়, তৎকালে এমন নৃপতি কিম্বা জাতি কেহই ছিল না এবং তাঁহার পরন্তপ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ স্ব স্ব বল-বিক্রমে নূতন নূতন দেশ জয়পূর্ব্বক আপনাপন রাজধানী সংস্থাপন করিতেছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন সিন্ধুনদের পরপারে ও হিমগিরির উত্তরে পরম রমণীয় সুবিস্তৃত এক গন্ধর্ব্ব রাজ্য আছে এবং তদ্দেশীয় রাজগণ নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার মাতুলের অপকার করিতেছে আর মাতুল তাঁহার শরণাগত ও সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, তখন তিনি উৎসাহিত হইয়া অনুজ বীরবর ভরতকে কোশল রাজ্যের দুর্দ্ধর্ষ অনীকিনী সমূতের অধিনায়ক করিয়া গন্ধর্ব্বদেশ জয়ার্থ প্রেরণ করিলেন এবং মাতুল যুধাজিৎকে ভরতের সহায়তা করিতে অনুরোধ

করিয়া পাঠাইলেন। সসৈন্য ভরত গন্ধর্ব্ব দেশ জয় করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার পুত্রেরা দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। জ্যেষ্ঠ তক্ষের নামানুসারে তদীয় রাজ্য তক্ষশীলা ও কনিষ্ঠ পুষ্কলের নামানুসারে তাঁহার রাজ্য পুষ্কলাবৎ নামে অভিহিত করিলেন।

মহাকবি বাল্মীকির কবিত্বসমুদ্র মন্থন করিয়া আমরা যে ঐতিহাসিক রত্ন টুকু প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র তক্ষ হইতে তক্ষশীলা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এই তক্ষকই তক্ষক কুলের প্রতিষ্ঠাতা। কালক্রমে এই তক্ষক বংশ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই তক্ষকের বংশাবলীকে তক্ষক বলা হইয়া থাকে, সুতরাং তক্ষক বলিলে একটী ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া একটী কুলকে বুঝায়। কবি বেদব্যাসের কুহকিনী কবিতাজাল উদ্ঘাটন করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে এই বংশের কোন তক্ষক কর্ত্তৃক মহারাজ পরীক্ষিত কোন রূপ কূটোপায়ে হত হইয়াছিলেন। রাজস্থানে যে আশীরগড়ের তক্ষকগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা এই তক্ষক। আবুল গাজি যে তনয়কে তক্ষশীলা স্থাপয়িতা ও যাহার বংশাবলীকে তক্ষক বলেন,এই তক্ষক আর পুরাণোক্ত তক্ষক একই। মহাত্মা কর্ণেল টড এই তক্ষক বংশ তরুর বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, তবে তাঁহার "রাজস্থানে" অনেক স্থলে তক্ষকগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। টড্ "রাজস্থানে" তক্ষশীলা সম্বন্ধে আবুল গাজির মতটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাল্মীকির মতটী উদ্ধৃত করেন নাই। যখন বাল্মীকি লিখিত অযোধ্যা, বিদেহ ও কেকয় প্রভৃতি দেশ আজও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার লিখিত ইতিহাসের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে, তখন কি তাঁহার তক্ষশীলা একেবারেই অর্থশূন্য হইবে? ইহা কখন সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে মহাপ্রলয় ঘটনা প্রায় ৪০০০ হাজার বৎসর হইল হইয়াছে এবং সেই মহাপ্রলয়ে কেবল নোয়া জীবিত ছিলেন এবং এই নোয়া হইতে সমুদয় মনুষ্য জাতির উৎপত্তি। যখন তক্ষকগণ মনুষ্য জাতি, তখন কাজে কাজে আবুল গাজি ঐ নোয়ার কোন বংশ হইতে তক্ষকগণের উৎপত্তি বলিতে পারেন। কি খৃষ্টান, কি হিব্রু, কি মুসলমান, কি হিন্দু সকলেই স্বীকার করেন যে সেই মহাপ্রলয় কালে যে মহাপুরুষ জীবিত ছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ভাষাভেদে যে এই মহাপুরুষকে কেহ মনু, কেহ নু, কেহ নোয়া ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত করেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমরা আবার পুরাণোক্ত ইতিহাসে দেখিতে পাই যে কুরু পাণ্ডবের মহাসমরও ৪০০০

হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে পৃথিবীস্থ সমুদয় বীর জাতি ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। আর বাল্মীকি লিখিত রামচন্দ্রের বিষয় পাঠ করিয়া জানা যায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এবং রামের বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে উক্ত মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল। যখন পাশ্চাত্য ইতিহাসের বহু পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণীত, তখন বাল্মীকি লিখিত তক্ষশীলা কি "কিছুই না" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে? মহর্ষি বেদব্যাসের পুরাণ ও আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ইতিহাস পাঠ করিয়া বোধ হয় যে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যদুগণ শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীর অনেক স্থলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এখন এই যদুগণ ইহুদ নামে খ্যাত এবং এই ইহুদিগণ আজও আমেরিকা ও ইয়ুরোপে উপনিবিষ্ট আছেন। কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে বসুমতা প্রায় বীরশূন্যা হইয়াছিলেন, কারণ সেই কাল সমরে পৃথিবীস্থ কি সভ্য কি অসভ্য সকল রাজগণই সসৈন্য কুরু পাণ্ডবীয় উভয় পক্ষের পুষ্টিসাধন করেন—এমন কি সুদূর শাকদ্বীপ, হূনদেশ, দরদ, পারদ, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশের রাজগণ স্বদলবলে আসিয়াছিলেন। এই সর্ব্বসংহারক যুদ্ধে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। তাহার কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় এবং এই বিবাদে ধ্বংসাবশিষ্ট যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কএক দলে সিন্ধু নদ পার হইয়া জাবালিস্থান, কহিস্থান ও তক্ষকস্থানে উপনিবিষ্ট হয়েন। ইহাঁদেরই একটী শাখা ইস্রায়েল যদু (ইহুদি) বলিয়া অভিহিত। তৎকালীন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের মুখে; কিন্তু যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যে শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও রীতি নীতি লইয়া যান, বোধ হয় তাহাই ইস্রায়েল যদুদিগের ধর্ম্ম এবং এই ইস্রায়েল ধর্ম্ম প্রায় পাশ্চাত্য সকল ধর্ম্মের মূল। এই ইস্রায়েল বংশে বিদেশীয় কৃষ্ণ (যিশুখৃষ্ট) জন্ম গ্রহণ করেন। দেখা যাইতেছে যে যদুগণ সিন্ধুর পরপারে বিস্তৃত হইবার অনেক পূর্ব্বে তক্ষকগণ পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিলেন এবং ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ তক্ষ হইতে প্রাচীন তক্ষশীলা স্থাপিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহাদের ইতিহাস ও ধর্ম্ম, উপনিবিষ্ট যদুগণের ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ভারতীয় কবিগুরু বাল্মীকির কাল ও কবিত্বে দৃষ্টি রাখিয়া জগতের ইতিহাস লিখিয়াছেন আদৌ বোধ হয় না। এ বিষয়ে এখন **তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক।** কৃ, রা।

দুইখানি ছবি।

সরলা শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া বীণা আর করুণা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। সরলা মহেশপুরের জমীদারের একমাত্র পুত্রবধূ, সুতরাং তাহার গায়ে গহনা ধরে না; গহনা কতক ঢাকাই, কতক কটকী, কতক দেশী এবং কতক বা জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের দোকানের। যেমন গহনা তেমনি নামও শুনিতে মনোহর, আমরা ছাই সে সব মনে করিয়াও রাখিতে পারি না। যাহা হউক সরলার গলার একছড়া হার, হীরা মুক্তাখচিত, আঁধার ঘরে রাখিলে আলো হয়, অমন হার না পরিলে রমণী-জীবন বিফল, বিফল, মহা বিফল! হারের বাহারে বীণার মাথা ঘুরিয়া গেল! বীণা শীঘ্র বাড়ী যাইবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইল।

বীণার তবু গহনা আছে। বীণার গহনার বাক্সে তবু পাঁচ ছয় শত টাকা দামের গহনা সাজান রহিয়াছে, করুণার তাও নাই। করুণার স্বামী তো খুব বিদ্বান, টাকাও ঢের রোজগার করেন, তা হইলে কি হয়? স্ত্রীকে গহনা দেওয়া প্রবৃত্তিটী হেমচন্দ্রের যেন একবারেই নাই। করুণার গায়ে ভদ্রোচিত যে দুই চারি খানি গহনা আছে, বাক্সে কিছুই নাই, অতএব সরলার মত গহনার বিশেষতঃ সেই মনভুলান হারের উপর করুণার যে আন্তরিক পিপাসা জন্মিবে এ আর বিচিত্র কি?

বীণা করুণায় সখীত্ব ছিল, উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিল। অনেক দিনের পরে দেখা হইয়াছে বলিয়া সরলা তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহে না, করুণাও চক্ষু লজ্জায় উঠিতে পারে না। কিন্তু বীণা ভারি চালাক, সে নানা রকম ছল ছুতা করিয়া করুণাকে লইয়া গাড়িতে উঠিল। বীণা বাড়ী গেলেই যেন বাঁচে, বাড়ী গেলেই যেন একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়। বীণা কি ঠাওরাইয়াছিল, এবং গাড়ীর ভিতর করুণার সহিত তাহার কি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ হইয়াছিল, আমাদের এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা অনুমান করাও কঠিন।

বাড়ী আসিয়া বীণা করুণায় একটীও কথা হইল না, ঝি চাকরেরা দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একেবারে নিজ নিজ শয়ন কক্ষে গেল। বীণার মেয়েটীর বয়স তিন বছর, সে একটু আগে "মা'র কাছে যাব" বলিয়া কান্না ধরিয়াছিল, এখন মা'কে দেখিয়া সে বুলি ভুলিয়া গেল, এখন বলে "রাস্তায় যাব।" চাকর তাহাকে কোলে লইয়া রাস্তার দিকে গেল।

শ্রীপতি হেমচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতা। হেমচন্দ্র এম, এ, বি, এল, উপাধিধারী,

হাইকোর্টে ওকালতি করেন, দশ জনের কাছে বেশ মান সম্ভ্রম আছে। শ্রীপতিকে তিনিই যোগাড় যন্ত্র করিয়া একশত টাকা মাস মাহিনায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে একটী চাকরী যুটাইয়া দিয়াছেন। এক শত টাকা মাহিনা, শ্রীপতির খরচপত্র অনেক। বাড়ীতে বিধবা মাতা, সধবা ভগ্নী—তাহার স্বামী মাতাল, দুইটী ভাগিনেয়ী, দুইটী গরু, একজন চাকর। ইহাদিগের ভরণপোষণ শ্রীপতিকে নির্ব্বাহ করিতে হয়। আবার কর্ম্মস্থান কলিকাতায় আপনারা দুইজন, একজন চাকর, একজন পাচক, একজন ঝি এবং একটী ছোট মেয়ে। এক শত টাকায় চালান দুষ্কর ; তবে সুবিধার মধ্যে হেমচন্দ্র নিজের (ভাড়াটীয়া) বাড়ীতে শ্রীপতিকে বাস করিতে দিতেছেন, তাই শ্রীপতির বাড়ীভাড়া দিতে হয় না। সেই জন্তে সময়ে সময়ে তিনি স্ত্রীকে "চেন হার" "পালঙ্গ পাতার বালা" "মাধবী লতার অনন্ত" প্রভৃতি গহনা দিয়া সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু পরস্পর শুনা যাইতেছে হেমচন্দ্র পূর্ণিয়া জেলায় ওকালতী করিতে যাইবেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীপতিরই দুর্ভাগ্য !

আজি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে শ্রীপতি ঘরে ফিরিলেন। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটীর সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন ; একি ! আজ অসময়ে দরজা বন্ধ কেন ? কপালে কিছু আছে নাকি ? শ্রীপতি একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন "বীণা !"

কেউ উত্তর দিল না। সন্দেহে বিশ্বাস জন্মিল; আবার ডাকিলেন "বীণা, দরজা খোল, আমার বড় অসুখ হইয়াছে।"

কেউ দরজা খুলিল না। কাতর কণ্ঠে পুনরায় মিনতি হইল "বীণা, দরজা খুলিলে না, তোমার জন্যে কি আনিয়াছি দেখিলে না, আমার অসুখ করিয়াছে শুনিলে না ?"

"তোমার জন্তে কি আনিয়াছি" কথাটী বড় উপেক্ষণীয় হইতে পারে না—তাই বীণা—কবির ভাষায় বলিতে গেলে "বীরাঙ্গনার ন্যায় বাহুবলে" দরজা খুলিল, তেজস্বিনীর তীব্র আক্রমণে ভীরু দরজা—যদি বৈয়াকরণিকেরা ক্ষমা করেন তবে বলিতে পারি যে "কাষ্ঠাধম কাপুরুষ" দরজা ঝন ঝন করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—ও হরি ! এক তোড়া ফুল ! এক তোড়া ফুল আনিয়া আবার "কি আনিয়াছি !" শ্রীপতির সহৃদয়া গৃহলক্ষ্মী ছিলেন পঞ্চমে, উঠিলেন সপ্তমে ; দরজা খুলিয়াই বীণা আবার বিছানায় পড়িল।

শ্রীপতি আফিসের সাজ খুলিতে খুলিতে আপনার অব্যাহতির উপায় ভাবিতে লাগিলেন। বাসায় না আসাই শ্রীপতির পক্ষে ভাল ছিল, আসিয়া পড়িয়াছেন এখন আর উপায় কি ? ভাবিয়া চিন্তিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন, শেষে ফুলের তোড়াটী খুঁজিতে খুঁজিতে

ধীরে ধীরে বলিলেন "বীণা, এখন শুয়েছ কেন, কোন অসুখ হয়নি তো ?"

বীণা অনেক পারে—তাঁহার প্রাণাধিক স্বামীকে আন্তরিক ব্যথা দিতে পারে, স্নেহের পুতলী মেয়েটীকে কীল চড়ে আধমরা করিতে পারে, চাকরকে ঝিকে খুব কটু ভাষায় গালি দিতে পারে, রাগের বশে দুই তিন দিন ভাত না খাইয়া কড়িকাঠ গণিয়া থাকিতে পারে,বীণার মত বীরনারীর যাহা কর্ত্তব্য বীণা তাহা সকলই করিতে পারে,কেবল অধিকক্ষণ নীরবে থাকিতে পারে না। ঐটুকুই বীণার দুর্ব্বলতা ! এমন চাঁদে অই একটু কলঙ্ক !

সুতরাং বিনীত স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া অভিমানিনী উত্তর করিল "আমার অসুখে তো বড় ভাবনা, আমি ম'লে এখন কত লোকের হাড় জুড়ায় !"

শ্রীপতি নীরব। একটু পরে সাহসে ভর করিয়া বলিলেন "তুমি রাগ করেছ কেন বীণা ?"

আগে খুব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, তার পরে উত্তর বাহির হইল "আমি কার উপরে রাগ করিব, আমার কে আছে ?"

রাগ হইলেও কথাটী অনেক লক্ষ্মী ব্যবহার করেন।

বীণার চক্ষে জল আসিয়াছিল কিনা তা বীণাই জানে,কিন্তু শ্রীপতি দেখিলেন বীণা চোক মুছিল। শ্রীপতি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন "বীণা, তোমার জন্যে আজি এইটী আনিয়াছিলাম।" বীণার মুখের কাছে ফুলের তোড়াটী ফেলিয়া দিলেন।

এ ধৃষ্টতা সে তেজস্বিনী দেবীর সহ্য হইল না। বীণা ফুলের তোড়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল, গ্রথিত কুসুমের কোমল দলগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, ফুলের গায়ের ব্যথা শ্রীপতি নিজ হৃদয়ে অনুভব করিলেন—বলিবেন কাহাকে, সম্মুখে পাষাণময়ী প্রতিমা !

কিছুক্ষণ পরে শ্রীপতি কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বীণা, আমার কি দোষ হইয়াছে জানি না; আমি তোমাগত প্রাণ; যদি কোন ত্রুটী পেয়ে থাক, তুমি অনুগ্রহ করে মাপ কর; আমি কি অন্যায় কাজ করেছি তা বল, আমি যথাসাধ্য প্রতিকার করি। বীণা, বীণা ! গরিব শ্রীপতির সর্ব্বস্ব তুমি, তুমি অমন করিলে হতভাগার মরণই মঙ্গল"।

দেবী স্তবে তুষ্টাও হইলেন,আশ্বস্তাও হইলেন। তখন অপেক্ষাকৃত মিঠা আওয়াজে উত্তর বাহির হইল "তোমার আর কাজ নাই, আমার উপর তোমার যত ভালবাসা তা আমি জানি, আজ তা দশ জনেও বলিল"।

যুবকও আশ্বস্ত হইলেন—বলিলেন "আমি তোমার ভালবাসি না বীণা ? আমি তোমার সুখের জন্যে অকাতরে জীবনটা ছুড়িয়া ফেলিতে পারি—তুমি জান না এমন নয়। দশ জনে তোমায় কি বলিয়াছে ?"

আমায় বিশ্বাস করিয়া, সোহাগে গলা গলা হইয়া শ্রীপতির সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণা ঠাকুরাণী দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগলেন—"আজি সরলার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া যে অপমান হইয়াছে, তাহা এ জনমে ভুলিব না। তার প্রায় পাঁচ সাত হাজার টাকার গহনা, দশ জনে ধন্য ধন্য করিতেছে; আর এক ছড়া হার দেখ্‌লেম, অমন তর হার আমার জন্মেও দেখি নাই—আমার গহনা দেখিয়া দশ জনে তোমায় কত নিন্দা করিতে লাগিল, তোমার নিন্দা শুনার চাইতে আমার মরণও ভাল।"

ধন্য বীণা! ধন্য তোমার পতিভক্তি!

এত ক্ষণের পর শ্রীপতি বুঝিলেন ঘটনাটী কি! বুঝিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেক কষ্টে যুবক সেভিংস ব্যাঙ্কে দুই শত আশী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহা তো গেছেই! এখন বুঝি ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে! শ্রীপতির বুকে এতটা হইতে লাগিল, কিন্তু মুখে একটী চিহ্নও প্রকাশ পাইল না। আমাদের রাজকর্ম্মচারী পেটের দায়ে প্রভুর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করিতে পারেন না—করিলে চাকরীটী যায়। নিরীহ শ্রীপতি প্রাণের দায়ে বীণার অন্যায় ইচ্ছার প্রতিকূল হইতে পারেন না, হইলে বীণা উপবাস করে!

বীণা পুনরপি বলিল, "তা আমার সেই রকম এক ছড়া হার দিতেই হবে, না দিলে আমি লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিব না, আমি কোনও জিনিসের জন্যে এমন করি না, আজ বড় মনোকষ্ট পেয়েচি।"

শেষ কথাটী শুনিয়া শ্রীপতি মনে মনে হাসিলেন। বীণার এ ভাব তো মাঝে মাঝে আছেই, তবু বীণা বলে "আজ নূতন"!

যাহাহউক কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া আপনাকে সামলাইয়া শ্রীপতি উত্তর করিলেন "এ আর কত বড় কথা বীণা, এর জন্যে আমায় এত কষ্ট দিলে? কা'ল সরলার হার আনাইয়া দেখিব।"

কথা মনের মত হইল। আজিকার মত শ্রীপতি ক্ষমা পাইলেন। হাজার হউক বীণা পতিপরায়ণা কিনা, তখন স্বামীর মাথা ধরিয়াছে শুনিয়া স্বামীর মাথায় অডিকলন ঢালিয়া, পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

যথা সময়ে হেমচন্দ্র বাসায় পৌঁছিলেন। তাঁহার জন্যে জল কাপড় প্রভৃতি হীরে চাকর বাহির বাড়ী রাখিয়াছিল; তিনি সেইখানে হাত মুখ ধুইয়া কাপড় পরিয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন; ঘরে ঢুকিতে দেখেন দরজা বন্ধ। বিস্মিত হইয়া ডাকিলেন "করুণা!"

উত্তর নাই। ব্যগ্র হইয়া হেমচন্দ্র ডাকিলেন "করুণা, ঘুমিয়েছ নাকি? ভাল আছ তো? কোন অসুখ হয় নাই তো?"

হেমচন্দ্রের সে স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া করুণার মাথা ঘুরিয়া গেল, বীণার আদেশ,

বন্ধুত্বের অনুরোধ, নিজের সাধ ক্ষণকালের জন্যে সবই ভুলিয়া, অপ্রতিভ হইয়া করুণা দরজা খুলিয়া দিল।

হেমচন্দ্র ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে করুণার মাথায় একটী টোকা মারিয়া বলিলেন "দরজা বন্ধ করিয়াছিলে কেন ক্ষেপি? আমি কতই দুর্ভাবনা ভাবিতেছিলাম।"

করুণা একটু ভদ্রতা গোচের হাসি হাসিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া ধীরে ধীরে "আমার কিছু হয়নি, দরজা বন্ধ করিয়াছিলাম"—বলিয়া শেষ কথা খুঁজিয়া পাইল না।

হেমচন্দ্র চেয়ারের উপর বসিয়া বলিলেন "খাবার আছে নাকি করুণা?" করুণা ঘরে খাবার তয়েরি করিয়া হেমচন্দ্রকে দেয়, বাজারের জলখাবার হেম ভাল বাসেন না।

বলা বাহুল্য করুণা আজি জলখাবার রাখে নাই। সুতরাং উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন "খাবার নাই?—তাহাতে এত দুঃখিত হইতেছ কেন করুণা? পাগ্‌লি! তোমার এইটুকু বুদ্ধি নাই, তুমি আমার স্নেহ-প্রতিমা, তোমায় সুস্থ ও সুখী দেখ্‌লেই আমার পরম সুখ।—ছি! তোমার স্বামীকে তুমি বড় বেশী ভাল বাস। দেখি তুমি কেমন আছ?" যুবক করুণার হাত টিপিয়া নাড়ীর গতি দেখিতে লাগিলেন।

করুণার মাথায় যদি একটা কড়িকাঠ খসিয়া পড়িত, তথাপি করুণার অতটা বাজিত না। করুণা এই স্নেহময় দেবতার উপর রাগ করিতে গিয়াছিল! করুণা রাক্ষসী! করুণা পাষাণী! সরলার সেই হার—সে তো ছাই! সে তো ভস্ম! নন্দন কাননের লোভেও কি করুণা হেমচন্দ্রের মনে এক বিন্দু কষ্ট দিতে পারে? না না না, কখনই না। আজ হারের কুহকে পড়িয়া স্বামীকে ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়াছে, যিনি করুণার জন্যে এত উৎকণ্ঠিত, এত চিন্তিত, করুণাই তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছে, আত্মগ্লানিতে বিবশা হইয়া করুণা কাঁদিতে লাগিল। তাহার সুন্দর মুখখানি শিশির সিক্ত পদ্ম ফুলের মত অশ্রুধারায় ভাসিতে লাগিল।

দেখিয়া যুবক ব্যথিত হইলেন। ব্যথিতের উপরে বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিও করুণা?" করুণা নীরব। যুবক আদর করিয়া করুণার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, পোড়া চক্ষের জল তো আদর পাইলে শত গুণে বাড়ে, করুণারও তাই হইল, করুণার এক একটা চোখে পাঁচ পাঁচটা ধারা বহিল।

কত ক্ষণের পর করুণা অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইল। তখন ধীরে ধীরে ষোড়ষবর্ষীয়া সুন্দরী, বিনীত ভাবে আপনার দোষ বিবৃত করিল; সব কথা বলা হইলে স্বামীর পদতলে মাথা লুটাইয়া ক্ষমা চাহিল।

হেমচন্দ্র নিস্পন্দ ভাবে শুনিতেছিলেন। যখন করুণা তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল, তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন, তাহার হাত আপনার হাতে লইয়া বলিলেন "করুণা অত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? এই পৃথিবীতে ক্রুটি হয় না কার? তুমি দোষ করিয়া যে অনুতাপিত হয়েছ, তাতেই আমার সকল দুঃখ গিয়েছে। আর তোমারই বা দোষ কি? গহনা পরার চাইতে জগতে যে অনেক বড় ও ভাল কাজ আছে, সে কথা আমিই তোমায় বলি নাই। আমার ক্রটীব জন্যই তোমাব এ রকম হয়েছে।"

এর চাইতে দুটা গালি দেওয়াও ভাল ছিল। করুণার চক্ষে হেমচন্দ্র দেবতা। করুণার মনে হইল সে হেমচন্দ্রের তুলনায় কীটাণুকীট! করুণা চক্ষু মুছিয়া কষ্টে বলিল "তুমি ক্ষমাময়, তুমি আমায় ক্ষমা করিলে, জগদীশ্বর ন্যায়বান্, তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন?—"কথা না ফুরাইতেই হেমচন্দ্র বলিলেন "ছি! করুণা ও কি বলিতেছ? আমি ক্ষমা করিতে পারি, জগদীশ্বর ক্ষমা করিতে পারেন না? প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর কত ক্ষমা কত দয়া পাইতেছ মনে কর না? এত দিন ধরিয়া যাহা শিখাইয়াছি সব কি ভুলিয়া গিয়াছ?"

অপ্রতিভ হইয়া করুণা চুপ করিল।

পরদিন বীণা করুণার কথা হইল। বীণা করুণাকে "মনুষ্যত্বহীন" দেখিয়া উপহাস করিল। করুণা বীণাকে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইতে অনুরোধ করিল। সুখের এবং দুঃখের বিষয় কেউ কারও কথা শুনিল না।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে করুণা স্বামীর সহিত পূর্ণিয়া জেলায় গেল। শ্রীপতি ও বীণা কলিকাতাতেই রহিলেন।

দিনে দিনে দিন যায়। ক্রমে দশ বছর অতীত হইল। দশ বছরের পরে শ্রীপতি ও বীণা, হেমচন্দ্র ও করুণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পূর্ণিয়ায় আসিলেন। করুণা দেখিয়া শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল। শ্রীপতি ঋণ জালে জড়িত, উত্তমর্ণেরা নালিস করিতে উদ্যত হইয়াছে; ঋণ পরিশোধের কোন উপায় নাই; সম্ভবতঃ শ্রীপতিকে জেলে যাইতে হইবে।

বীণা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, হেমচন্দ্র কলিকাতার দ্বিগুণ অর্থোপার্জ্জন করেন, কিন্তু করুণার সেই কয়খানি গহনা আজিও রহিয়াছে। করুণার প্রকাণ্ড বাড়ীতে অনাথনিবাস, অতিথিশালা, বালক বালিকাদিগের জন্য নৈতিক শিক্ষা গৃহ; সেই সকল তত্ত্বাবধানে আর নিজের সংসারের সকল অভাব দূরীকরণে করুণা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। করুণার মনে নিজের জন্য বোধ হয় একটুও স্থান নাই, খালি পরের সুখ শান্তির জন্য করুণা জীবনোৎসর্গ করিয়াছে। করুণাকে নিজের জন্যে কোন বস্ত্রালঙ্কার করিতে

বলিলে করুণা সস্মিত মুখে কাঙ্গাল গরীবদিগের দিকে চাহিয়া বলে "অমন মানুষ গুলি খাইতে পরিতে না পাইয়া এত কষ্ট পাইতেছে, আমরা কোন্ মুখে নিজের বিলাসের জন্য অপব্যয় করিব?" করুণার দুইটী ছেলে, তারা বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিমান, বিনীত, সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ। বীণা দেখিয়া অবাক্। বীণার সন্তানগুলি ঘোর বাবু, সহজে কথা শুনে না, তাহাদের আবদারে বীণা মহা জ্বালাতন!

শ্রীপতি হেমচন্দ্রের কাছে আপনার দুঃখের কথা বলিয়া অশ্রুপাত করিলেন। বীণার দুর্নিবার ভোগলালসা যে তাঁহার এই দুর্দ্দশার মূল, তাহাও বলিলেন। শ্রীপতির দুঃখে হেমচন্দ্র বিশেষ দুঃখিত হইলেন—বলিলেন "দাদা, শুধু বৌদিদীর অপরাধ দিও না। যদি আগে থেকে বৌ-দিদীকে সুশিক্ষা দিতে ও সুদৃষ্টান্ত দেখাইতে, তাহলে এমন হইত না। স্ত্রীকে সুখে রাখিতে হইবে বলিয়া স্ত্রীর অন্যায় ইচ্ছা পূর্ণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মরক্ষা করা, ইহা না বুঝিয়াই আমরা বিপদে পড়ি। সকলের উপর ধর্ম্ম, তার পরে সংসার। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়, সেইরূপ চেষ্টা কর। আমাদ্বারা তোমার কোন সাহায্য হইলে আমি পরম সুখী হইব।"

শ্রীপতি নিজের দোষ বুঝিলেন।

বীণা করুণাকে আর মাটীর মেয়ে না ভাবিয়া স্বর্গীয়া দেবী বলিয়া মনে করিল। করুণার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বীণার স্বভাব ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের পরামর্শে শ্রীপতি বীণার গহনা বিক্রয় করিয়া, হেমচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ও নিজে প্রাণপণ উপার্জ্জন করিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। যে হারের জন্যে শ্রীপতির এত বিপদ, বীণার এত সাধ, সেই সোহাগের হারও বীণা অম্লানমুখে বিক্রয় করিতে দিল!! বীণার সন্তান গুলিও ক্রমে সত্য সত্যই "সোণার চাঁদ" হইয়া উঠিল। শ্রীপতি সপরিবারে হেমচন্দ্রের কাছে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ছবি দুইখানি আমরা দেশীয় ভগিনীগণকে প্রীতি-উপহার স্বরূপ দিতেছি, তাঁহারা নিজে দেখিবেন ও নিজ নিজ স্বামীকে দেখাইবেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।—মা।

প্রাণিতত্ত্ব।

১০ম সংখ্যা।

চতুষ্পদ মৎস্য।

সেরমান ও কলেরেডোর নিকট সমুদ্র সমতলের ৮২০০ ফিট ঊর্দ্ধে একপ্রকার চতুষ্পদ মৎস্য দেখা যায়। এই মৎস্যগণ উভচর চতুষ্পদ। স্থলে চরিবার সময় ইহারা পদ ব্যবহার করে এবং জলে

সাঁতার দিবার কালে পদ গুটাইয়া ডানা বা "পাখনা" ব্যবহার করিয়া থাকে। যখন উহারা জলে সাঁতার দেয়, তখনই কেবল গ্রীবার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা পর্দ্দা ডানা বাহির হয়, অন্যথা স্থলে চরিবার সময় উহার সামান্য একটু চিহ্নমাত্র থাকে।

পঙ্গপাল।

ইহাদের বিষয় বোধহয় অধিকাংশ লোকেই জানেন। পঙ্গপালের ন্যায় উদ্ভিদের অনিষ্টকারী জীব আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা বায়ু দ্বারা একদেশ হইতে অপর দেশে আনীত হইয়া থাকে। যেখানে এই পঙ্গপালগণ একবার প্রবেশ করে, তথাকার উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল একবারে মরুভূমি করিয়া দেয়। সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পঙ্গপালগণ যখন উড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদিগকে মেঘের ন্যায় দেখা যায় এবং তাহাদের লক্ষ লক্ষ পক্ষের শব্দ নির্ঝরের ভীষণ ধ্বনির ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা পৃথিবীতে নামিয়াই প্রথমে বৃক্ষের পাতা ও কচি শাখা সকল খাইয়া ফেলে। যব ও অন্যান্য শস্যের মূল পর্য্যন্ত খাইয়া প্রত্যেক দ্রব্য নষ্ট করিয়া দেয়। এবং অবশেষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

উড্ডয়নশীল মৎস্য।

এই মৎস্যগণ অধিকাংশই সমুদ্রে বাস করে, কখন কখন বড় বড় নদীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পৃষ্ঠের বর্ণ ধূষর, পেট সাদা, ডানাগুলি গাঢ় নীল, কেবল অগ্রভাগে কমলা লেবুর রঙের মত এক একটী ফোঁটা আছে। ইহাদের কাহারও দুটী এবং কাহারও চারিটী মাত্র ডানা আছে। এই মৎস্য সাধারণতঃ তিন প্রকার হয়। ইহাদের মধ্যে যে মৎস্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, উহাদিগকে লোহিত ও ভূমধ্য সাগরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৎস্যগণ জল হইতে চারি হাত উর্দ্ধে উড়িতে থাকে এবং ক্রমাগত ১২০ হাত উড়িয়া একবার জলে পড়িয়া যায়, আবার উঠিয়া প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে এক একবার জলস্পর্শ করিতে হয়। ইহারা "আলো" অত্যন্ত ভাল বাসে, তজ্জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার নাবিকেরা জাহাজের উপরে (রাত্রে) আলো লইয়া বসিয়া থাকে, আর ইহারা দলে দলে জাহাজে আসিয়া পড়ে, তখন নাবিকেরা ইহাদিগকে অনায়াসে ধরে। এদেশে সাধারণতঃ ইহাকে উড়ুবধূ মৎস্য বলে। সু, সিংহ

বরষাকাল।

আসিল বরষাকাল
নিদাঘের অবসানে,—
মেঘে আবরিল নভস্থল ;
ভানুর তপত কর
দগধ না করে তনু,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জল।

থানা খন্দ—জলাশয়
জলে পরিপূর্ণ সব,
নদ নদী স্ফীত-কলেবর ;—
ধাইছে সিন্ধুর পানে
উল্লাসেতে নৃত্য করি,
কি সুন্দর খেলিছে লহর !

ফুটিছে কমল কলি
নির্ম্মল সরসী-জলে,
বায়ু ভরে দুলিছে মৃণাল ;
সে দৃশ্য কি মনোহর—
নিরখি নয়ন ভোলে !
জল কেলি করিছে মরাল।

'পানি কৌটি' ডুব দেয়
দেখিয়ে বালক দল
আনন্দেতে দেয় করতালি ;
ভাসিয়া উঠিছে পুনঃ
পুকুরের মাঝ খানে,
সাবাস পাখীর চতুরালি !

'মাছরাঙ্গা' শূন্যে থাকি
তাকাইছে মাছ পানে,
অবশেষে লক্ষ্য করি স্থির ;
ছোঁ দিয়ে সে চঞ্চুপুটে—
ধরিছে অমনি তায়,
কে দেখেছ হেন মহাবীর ?

কুমুদ মুদিয়ে আঁখি
আছে কাল-প্রতীক্ষায়—
কখন আসিবে বিভাবরী ?
হেরিয়ে প্রাণেশে তার
মিটাইবে মনসাধ,—
সুখী হবে আপনা পাসরি।

শীতল হয়েছে ধরা
পুন বহুদিন পরে,
পরিয়াছে কি সুন্দর সাজ !
সবুজ পাতায় তরু
ঢাকিয়াছে কলেবর,
সতেজ সকলি যেন আজ।

ক্ষেত মাঠ ধানভরা
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন
বিরাজিছে সুদূর প্রান্তরে,
স্বভাবের চারু শোভা—
কেড়ে লয় দেহ মন !
সুখ সিন্ধু উথলে অন্তরে।

'ডিঙ্গিনাও' বেয়ে যায়
ধান ক্ষেত মাঝ দিয়া,—
নাও পথ—সংকীর্ণ সে অতি ;
গাঁয়ের ইতর লোক—
হাট ও বাজার করে,
নাও ভিন্ন নাহি আর গতি !

জাগাইয়া দেয় স্মৃতি
শৈশবের লীলাভূমি—
জন্ম স্থান—সেই পাড়া গাঁয়,
সুহৃদ্ সকলে মিলি
কত না করেছি খেলা—
জল-ডুবা মাঠে,—চড়ি নায়।

থেকে থেকে ‘কোঁড়া পাখী’
ডাকিত সে ধান ক্ষেতে,
নায় বসি শুনিতাম সুখে;
কোথায় সে দিন আহা!
আসিবে কি ফিরে পুনঃ?
নিরখিব হাসিভরা মুখে।

ভেকের আনন্দ বড়!
গাইছে নিয়ত তারা,—
এত সুখ, কারু মনে
নাহি আর, হইয়ে মিলিত
পুকুরের কোণে বসি
উচ্চ রবে—কি অপূর্ব্ব গীত!

ঝাঁকে ঝাঁকে আসে জল,
আবার সে থেমে যায়
বরষিয়া—কিছুকাল পরে;
কখন মুষল ধারে—
ঝরিতেছে অবিরল,
ঝরণার জল যেন ঝরে!

অনলের কণা সম—
খরতর রবিকরে
পুড়িয়াছে সমস্ত শরীর;
কে আবার দয়া করি—
জুড়াইলা অভাগা রে,
ঢালি তাহে সুশীতল নীর?

এমন দয়াল যিনি
নমি তাঁর শ্রীচরণে—
বার বার,—অসীম দয়ার—
কি দিব তুলনা আমি?
অতুল সে এ জগতে!
তুলা দিতে নাহি কিছু আর॥

দেশাচার।

৩য় সংখ্যা।

প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক আচার ব্যবহার।

পুরাকালের গ্রীক জাতির সহিত আমাদের আশ্চর্য্যরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। তাহাদের শাস্ত্রাদির সহিত আমাদের শাস্ত্রের ও তাহাদিগের দেবতা-দিগের সহিত আমাদের দেবতাদিগের যেরূপ আশ্চর্য্য মিল আছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। তাহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহারও আমাদের সহিত অনেক মিলে, এস্থলে তাহাই মাত্র লিখিব। গ্রীক জাতি দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—স্পার্টান ও এথিনীয়। তন্মধ্যে এথিনীয়েরাই শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের আবাস বাটী অবস্থানুসারে প্রস্তর, ইষ্টক, বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইত। তাহাতে আবার

অবস্থানুসারে শয়ন ভোজনাদির জন্য ঘর থাকিত। বড় লোকেদের বাড়ী সাধারণতঃ দুই মহল হইত—একটী স্ত্রীলোকদিগের, অপরটী পুরুষদিগের জন্য। বলা বাহুল্য যে রন্ধনাদির জন্য গৃহ অন্দর মহলেই নির্দ্দিষ্ট হইত। বাড়ী গুলি প্রায়ই চতুষ্কোণ আকারে নির্ম্মিত এবং উহার চতুর্দ্দিকে গৃহ প্রবেশের জন্য রেল দেওয়া বারাণ্ডা ও প্রাঙ্গণ মধ্যে এক একটী ফোয়ারা থাকিত। সকল ঘর গুলিই দ্বার ও জানালা দেওয়া, পুরুষদিগের গৃহে কখন কখন পর্দ্দা দেওয়া হইত। অন্দর মহলের পশ্চাতে একটী উদ্যান থাকিত। রাজপথের সম্মুখের দ্বারে একটী ইষ্টদেবের বিগ্রহ ও বেদিকা থাকিত। গৃহসজ্জা টেবিল, কোচ, চৌকি ইত্যাদি। গ্রীকেরা কখন কখন চৌকীর পরিবর্ত্তে কোচে বসিয়া আহার করিত। দর্পণ পিতলের ছিল। ভোজন পাত্র মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। পরিধেয় বসন ইহাদের সাধারণতঃ দুই খণ্ড। ভিতরের বসনের নাম চিতোন, বাহিরের নাম হাইমেষন্। ভিতরের পরিচ্ছদটা অতি শিথিল ভাবে পরিধান করিত, ইহা কতকটা আধুনিক ইংরাজ রমণীদিগের কামিজের ন্যায় ছিল। বাহিরের পরিচ্ছদটী আমাদের চাদরের ন্যায়। ইহা লোকের রুচি ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইত এবং এরূপ ভাবে জড়ান হইত যে বাম বাহুটী ঢাকিয়া দক্ষিণ বাহুটী মুক্ত থাকিত আর নিম্নে হাঁটু কিম্বা তাহার একটু নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত। সাধারণতঃ মস্তকে টুপী আদি ব্যবহৃত হইত না। তবে কোথাও যাতায়াতের সময় টুপীর মত দুই প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করা হইত। উহার একটী ইংরাজী টুপীর ন্যায়, অপরটীর আকার মুসলমানদিগের তাজ টুপীর মত। মাথার চুল খুব বড় বড় করিয়া রাখা হইত এবং ধনিগণ অতি যত্নের সহিত কেশবিন্যাস করিতেন। ১৮বৎসরে পদার্পণ করিলে যুবকদিগের দীর্ঘ কেশ কাটিয়া ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ছোট রাখা হইত ও ঐ কেশ দেবতার নিকট দেওয়া হইত। গ্রীকেরা পুরুষের চিহ্নস্বরূপ বরাবর শ্মশ্রুধারণ করিত। স্ত্রীলোকেরা নানারূপে বেশবিন্যাস করিত এবং জাল থলে টুপী মাথায় দিত। বাটীর বাহির হইতে হইলেই লোকে পাদুকা খড়ম ইত্যাদি ব্যবহার করিত। তাহারা দুইবার ভোজন করিত। একবার মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ও আর একবার সন্ধ্যার সময়। এই শেষের ভোজনটী তাহাদিগের গুরুতর ভোজন। প্রাতে তাহারা সামান্য রুটী মদে ভিজাইয়া খাইত, তৎপরে মধ্যাহ্নে একবার আহার করিয়া স্বীয় স্বীয় কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত, তদনন্তর বৈকালে আহারাদি করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। নিত্যখাদ্যের মধ্যে গম বা যবের রুটীই প্রচলিত ছিল। ইহাই সমস্ত গ্রীসের দরিদ্র লোকদেরও

খাদ্য ছিল। ঐ রুটী কখন কখন বাড়ীতে প্রস্তুত হইত, নচেৎ দোকান হইতেই ক্রয় করিয়া আনা হইত। রুটীর সঙ্গে পনির, শাক সবজি, পলাণ্ডু, রসুন, মৎস্য, মাংস প্রভৃতিও খাইত। যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদিগের মধ্যে রুটী, পনির, পেঁয়াজ, শুষ্ক মৎস্যই প্রধান খাদ্য ছিল। মৎস্য অপেক্ষা মাংস ব্যবহার অল্প হইত। মদ্যপানও হইত, কিন্তু সাধারণতঃ ভোজ ইত্যাদিতে নহে। মৎস্য মাংস খাওয়া হইলে গ্রীকেরা মিষ্টান্ন খাইত। কাঁটার ব্যবহার ছিল না, কিন্তু চামচের ছিল। সমাজ-প্রিয় গ্রীকজাতির মধ্যে আমোদ প্রমোদ খুব প্রচলিত ছিল। ভোজের নিমন্ত্রণ তাহাদের একটী প্রধান আমোদ। ধনী লোকেরা প্রত্যেক পর্ব্বে, পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের জন্ম ও মৃত্যু দিবসে দেব দেবীর নিকট পশু উৎসর্গ করিতেন ও ভোজ দিতেন। কেহ কেহ মৃত মান্য ব্যক্তিগণের জন্মদিনেও ভোজ দিতেন। যুবকেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া চড়ীভাতি করিতেন। ভোজের সময় ছোট ছোট টেবিলে খাবার দিয়া ও কোচে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করা হইত। নিমন্ত্রিতগণ ফুলের মালা ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতেন। তাহারা আসিবা মাত্র ভৃত্যগণ পদ ধৌত করিয়া দিত। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে একজন পরিবেশন করিতেন। গ্রীকেরা তাঁহাকে "সাকী" বলিত। তিনি একটা পাত্রে মদ ঢালিতেন ও অন্যান্য খাবার রাখিতেন, পরে ভৃত্যেরা হাতা দ্বারা মদ ও অন্যান্য পাত্র দ্বারা আহারীয় দ্রব্য পরিবেশন করিত, আহারান্তে গায়কাদি দ্বারা নৃত্য গীত হইত। এই সকল ভোজে স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত হইতে পারিতেন না।

(ক্রমশঃ)

সুভার্য্যা।

পারিবারিক সুখের প্রধান উপাদান পুরুষ ও স্ত্রীতে বিশ্বাস অর্থাৎ একে অপরকে বিশ্বাস করিবে, অণুমাত্র সন্দেহ দম্পতির অন্তর মধ্যে যেন স্থান না পায়। এই বিশ্বাস-রত্ন যে গৃহ-প্রকোষ্ঠে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত না হয়, সে গৃহে শান্তি নাই, সে গৃহে কমলার কৃপা নাই, সে গৃহে পদে পদে অমঙ্গল, সে গৃহে রণকালী সর্ব্বদা খড়্গহস্তে সংহার কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন। স্ত্রী সিজরের পত্নীর ন্যায় সন্দেহের অতীত হইবেন। এই হইল সার কথা। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি একান্ত অলক্ষ্য ভক্তি থাকিবে। তাঁহার চরিত্র শুভ্রতা দিবাকরের জ্যোতির ন্যায় বিশুদ্ধ থাকিবে। হলাহলেও শান্তি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার দৌত্য কার্য্যে

যে সংশয় নিয়োজিত হয়, তাহার প্রকোপে অব্যাহতি নাই। স্বামী গৃহ-কর্ম্ম পরিচালনার নিমিত্ত স্ত্রীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, (না থাকিলেই বা চলিবে কেন?) এবং যাবতীয় পারিবারিক কার্য্য তাঁহার পত্নীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। গৃহে এইরূপ সহায়তা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি প্রাত্যহিক বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হন, দূরদেশে গমন করেন, কিম্বা দীর্ঘ কালের জন্য স্থানান্তবে অবস্থিতি করেন। সুভার্য্যা এইরূপে ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করেন, যেন তাঁহার ভর্ত্তার সংসারে সকল দিকেই সুপ্রতুল—অসচ্ছল হইলেও সচ্ছল। এক তাঁহার গৃহলক্ষ্মী স্ত্রীতে তাঁহার এত সুখ সচ্ছন্দের অবস্থা যে ধনীর ধনে তাঁহার কোনও প্রকার চক্ষুঃপীড়া উপস্থিত হয় না; কারণ তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, এক অমূল্য স্ত্রী নিধিতে সকলই কুলান হইয়া থাকে। সেই দম্পতিই সুখী, যাহাদিগেব অন্তঃকরণে এই পরম সন্তোষ বিরাজ করিতেছে। নিষ্ঠুর আচরণে অনেক স্বামী অনেক স্ত্রীকে অসুখী করেন। পক্ষান্তরে অনেক স্ত্রী অমিতব্যয়িতা দ্বারা অনেক স্বামীকে দরিদ্র করিয়া থাকেন। ইহাতে কি স্বামিগণ পাপাচরণ করিতে বাধ্য হন না? গুণবতী ললনা সর্ব্বদা স্বামীর কল্যাণ কামনা করিবেন, যে কার্য্যে স্বামীর মঙ্গল হয়, তাহাতে উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইবেন এবং সাধ্যমত যাবজ্জীবন যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, তদ্বিষয়ে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন ও যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন; মিষ্ট কথায় তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল করিবেন; অঞ্চল দিয়া ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিবেন; দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে দিবেন না; ক্রোধভরে কটুবাক্য উচ্চারিত হইলে নম্র বাক্যে উত্তর করিবেন। এইরূপে পতিসেবা ও পতিভক্তি মাঝে মাঝে করিবেন না, দিবানিশি প্রতিক্ষণ করিবেন। স্বামীর পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ও নিজের সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে অনবরত দৃষ্টি রাখিলে স্ত্রী তাঁহার মান সম্ভ্রম সংবর্দ্ধনেব সহায়তা করেন। তিনি জনসমাজে সুপত্নীর পতি বলিয়া পরিচিত হন, ইহা ভার্য্যার পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণের সান্নিধানে তাঁহার মর্য্যাদা পরিবর্দ্ধন অপেক্ষা স্ত্রীর আর অধিক প্রশংসাব বিষয় কি হইতে পাবে?

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের মহিলারা বিস্তর কর্ম্ম কবিতেন ও জানিতেন। এখন যাঁহারা জানেন, অনেক স্থানে করিবার আবশ্যকতা দেখেন না, অনেক স্থানে রুচি মার্জ্জিত বল বা বিকৃত বল ভোগ বিলাসের দিকে একটু বেশি দৃষ্টি থাকাতে তদ্রূপ গৃহস্থলী কাজ গুলি সম্পন্ন করিতে তাঁহারা কিছু লজ্জিতা ও অবমানিতা হন। এটী বড় আক্ষেপের বিষয়। এক সময় ছিল যখন কাটনা

কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেন না। এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তা মফঃস্বলে স্থানে স্থানে দেখা যায়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি রন্ধন প্রণালী শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে, তবে কেন অস্মদ্দেশীয় অবলাকুল এই গুরুতর কর্ত্তব্য শিক্ষার পক্ষে শিথিলতা প্রকাশ করেন? পাচক পাচিকা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের যে ইহা জ্ঞাত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে বোধ হয় কোনও রূপ মতদ্বৈধ থাকিবে না। বিজাতীয়দিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা স্বজাতীয়দিগের অনেক মঙ্গলময় আচার ব্যবহার ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় গুলিতে বীতরাগ হইতেছি। বিশেষতঃ অনুকরণের এই প্রধান গরলময় ধর্ম্ম যে, উহার অনুরাগে আপনা হইতে অগ্রে মন্দটি অভ্যাস হয়। এই বিষয়টি মহাত্মা টড্ Students' Manual নামক গ্রন্থে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি একান্ত অনুকরণ করাটাই এখনকার কালের ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি সুসভ্য বিজাতীয়দিগের গুণের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে? তাহাদের মধ্যে পাকশিক্ষা করিবার কি প্রথা নাই? ভারত-ইংরাজ রমণী ভোগ বিলাসিনী। তাঁহার অবস্থা ভাল হইতেও পারে। ইহাকে দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ উদরের অন্নের জন্ম অন্যের মুখাপেক্ষিনী হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি অনুকরণ কর, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় মধ্যম শ্রেণীর মহিলাদিগকে অনুকরণ কর। বিবি জেন্ ওয়েল্‌স কার্লাইল কি করিতেন? জর্ম্মণ মহিলাগণ কি করিয়া থাকেন? অলস কন্যা—কালে অলস ভার্য্যা, অলস জননী ও অলস ধাত্রী হইবে। অলস গৃহকর্ত্রী দ্বারা গৃহকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। সংসারে করিবার অনেক আছে, অতএব গৃহকর্ত্রী যেন কাজ নাই বলিয়া বসিয়া না থাকেন। থাকিলে তিনি এক কুদৃষ্টান্ত পরিবারস্থ বালকবালিকাগণকে নিশ্চয়ই দেখাইবেন। এই ব্যাধি যেরূপ সংক্রামক, আর কিছুই সেরূপ নহে।

গৃহাদি সাজান গোছান নারীর বিচক্ষণতা ও নিপুণতার আর একটি নিদর্শন।

সুগৃহিণী সময়ের মূল্য জানিবেন, কোনও মতে ইহার অপব্যয় করিবেন না। নিদ্রা ক্ষণিক মৃত্যু মাত্র। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, তাহার অধিক নিদ্রা যাইবেন না। অলস নিদ্রাপ্রিয় নারী সাক্ষাৎ অমঙ্গল! তিনি অপরকে কেমন করিয়া প্রাতরুত্থান করিতে শিখাইবেন, যখন তিনি নিজে বেলায় উঠেন? এই কারণেই মহাত্মা কবেট্ বলিয়াছেন যে কুমারী বিলম্বে

গাত্রোত্থান করে, সে কি কখনও বৈবাহিক জীবনে ছেলের মা হইয়া প্রাতরুত্থান করিতে পারিবে? কখনই নয়। প্রতি মুহূর্ত্তের কাজ আছে, সেই কাজটি সেই মুহূর্ত্তে নিষ্পন্ন করা বিধেয়। সন্তান, দাস দাসী ও স্বজনদিগের মধ্যে নীতিবিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও অনুষ্ঠান তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তিনি সাবধানে বিবেচনার সহিত কথা কহিবেন। কুৎসিত অশ্লীল বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন না। লজ্জাশীলতা তাঁহার একটী প্রধান লক্ষণ, ইহাতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ধর্ম্মই সংসারের কুটিল পথে একমাত্র নেতা। ধর্ম্মের অপেক্ষা আত্মার প্রিয়তর পদার্থ আর নাই। হিতৈষণা ইহার একটি অঙ্গ মাত্র। দয়াবতী ধার্ম্মিকা নারী দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবেন। তাঁহার দয়া চিন্তা হইতে সম্ভূত হইয়া কথার দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইবে। তাঁহার হিতৈষণা উৎস সদৃশ, শুদ্ধ নিকটবর্ত্তী জীবগণের পরিতৃপ্তি সাধন করে না, অতি দূরদেশবর্ত্তী জীবগণেরও মঙ্গল সাধনেও ব্যস্ত হয়। তিনি উপকার এইরূপে করিবেন, যাহাতে স্বার্থের কোনও গন্ধ না থাকে।

সম্পদ বিদ্যুতের প্রভা, সৌন্দর্য্য জলবিম্ব, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণা নারী প্রশংসনীয়া। যিনি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলেন, তাঁহার কি উপমা আছে? তাঁহার গুণরাশি বর্ণনা করা কি দুর্ব্বল মানবের সাধ্য? তিনি দেবতা। তিনি বর্ণনাতীত। তাঁহার জ্যোতিতে অন্ধকারময় জগৎ আলোকিত হইয়াছে, সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রতিভাত হইতেছে, পাপ বিদগ্ধ হইতেছে; সংসার পুণ্যশ্রী লাভ করিতেছে, প্রাণিগণ ধরাধামে অবস্থিতি করিতেছে, অন্ধ দেখিতেছে, রোগী শান্তি লাভ করিতেছে। তিনি অবলা কুলতিলক। তাঁহার পিতা ধন্য, মাতা ভাগ্যবতী, যে পরিবারে তাঁহার জন্ম তাহা তীর্থ স্থান, যে স্থানে তিনি অবতীর্ণা, তাহা পুণ্যক্ষেত্র!

প্রভু ভক্ত বীরের অসাধারণ সাহস।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরী সিংহ কোটার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। নগরের চারিদিকে অবিচ্ছেদে আমোদের স্রোত বহিতেছে। হস্তী ঘোটক প্রভৃতি নানা বেশে সজ্জিত হইয়া, রাজসভার এক দেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্যগণ যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়া, অপূর্ব্ব বীরত্ব মহিমার পরিচয় দিতেছে। মহারাও কিশোরী সিংহ সুসজ্জিত সভাতলে, রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়া, গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে রাজ-

ধর্ম্ম পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হর-কুল সম্ভূত বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগের জয় ধ্বনিতে পুণ্যভূমি হরবতী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বীর্য্যবন্ত হরকুলের এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না। যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে কোটার অধিবাসিগণ আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে প্রীতি দীর্ঘকাল কোটার শান্তি সুখ অব্যাহত রাখিতে পারিল না। কিছু কাল পরে রাজ্যে নিদারুণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কোটার প্রধান সচিব রাজরাণা জলিম সিংহের সহিত কিশোরী সিংহের বিরোধ ঘটিল। জলিম সিংহ কিশোরী সিংহের পিতা উমেদ সিংহের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। রাজশাসন সংক্রান্ত অনেক বিষয় তাঁহার হস্তে ছিল। এখন এই বর্ষীয়ান অমাত্য ও মহারাও কিশোরী সিংহের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। পূর্ব্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে দুর্নিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করিল। এখন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন। ঘোরতর আত্মবিগ্রহে হরবতী নর-শোণিতে রঞ্জিত হইবার উপক্রম হইল।

একদা প্রভাত সময়ে জলিম সিংহের সৈন্য একটী ক্ষুদ্র নদীর তটদেশ দিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তটভূমি অতি উচ্চ সমুন্নত পর্ব্বতের ন্যায় নভ ,ভাবে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। এই উন্নত তটভূমি দিয়া প্রায় আট হাজার সৈন্য কুড়িটি কামান লইয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে। অকস্মাৎ ইহাদের গতি রোধ হইল। নদীর তটভূমির অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের একটী উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, এই সৈন্যদলে পতিত হইতে লাগিল। গুলি-বৃষ্টির বিরাম নাই। অবিরাম গুলি আসিয়া, অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের অনেককে আহত করিল, অনেককে সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিল। সৈন্যদল বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে মৃত্তিকাস্তূপের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুইটী বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে। বীরদ্বয়ের একটি, মৃত্তিকা স্তূপের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিতেছে, অপরটী অব্যর্থ সন্ধানে গুলিবৃষ্টি করিয়া, অরাতিপক্ষ নিপাত করিতেছে। এক দিকে আট হাজার সৈন্য ও কুড়িটী কামান, অপর দিকে কেবল দুইটী মাত্র বীরপুরুষ, বীরযুগলের পরাক্রমে আজ এত গুলি সৈন্যের গতি রোধ হইয়াছে। আজ এত গুলি সৈন্য ইহাদের গুলির আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া, নদীতটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বীরযুগল মহারাও কিশোরী সিংহের প্রভুভক্ত সৈন্য—পুণ্যভূমি হরবতীর হরকুলসম্ভূত বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়। আজ এই প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয় বীর দ্বয় আপনাদের অসীম প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইতে

বহুসংখ্যক সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

বীরযুগলের তেজস্বিতার গতি রোধে অসমর্থ হইয়া, বিপক্ষগণ তাহাদের সম্মুখে দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র বীরদ্বয় সেই উন্নত মৃত্তিকার স্তূপের শিখর দেশে দণ্ডায়মান হইয়া অসীম সাহসে, গম্ভীর ভাবে, আপনাদের তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান জন্য বিপক্ষদিগকে অভিবাদন করিল। বিপক্ষ সৈন্যদল হইতে গুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে বীরযুগলের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল। সাহসী বীর দ্বয় এইরূপ আহত হইয়াও, শত্রু সংহারে নিরস্ত থাকিল না। যদিও ইহাদের আক্রমণে বিপক্ষ দল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি সেই সৈন্যদলের অধিনায়কগণ, অনেকে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের জন্য ইহাদিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সৈন্যদল আদেশ পালন করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সৈন্যদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, দুই জন মাত্র সৈনিক পুরুষ, আক্রমণকারী বীরযুগলের সহিত, যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ শুনিবামাত্র দুই জন তরুণবয়স্ক রোহিলা অগ্রসর হইল। বীরযুগল গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। অবিরত শোণিতস্রাবে তাহাদের শক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সেই উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর উভয়ে পড়িয়া গেল; আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। তেজস্বী বীরযুগল ধীরভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও হরবতীর হরগণ্ এইরূপ সাহসসম্পন্ন ছিল। এইরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া, তাহারা আপনাদের জন্মভূমি উজ্জ্বল বীরকীর্ত্তিতে উদ্‌ভাসিত করিয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৩—রাত্রি, ৩৪—শ্রদ্ধা, ৩৫—সার্পরাজ্ঞী।

ইতিপূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম, বৈদিক সময়ের নারীচরিত্র এক প্রকার নিঃশেষিত হইল। অবসর-বিরহে ও অনুসন্ধানাভাবে এত দিন ঐ বিষয়ে অভিনিবেশ করিতে পারি নাই। অদ্য পুনরায় রাত্রি, শ্রদ্ধা ও সার্পরাজ্ঞী এই রমণী-ত্রয়ের চরিত্রবর্ণনে অগ্রসর হইতেছি। ভরদ্বাজ 'মুনি-বংশীয়া-রাত্রি'

নিশার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্তে নিবদ্ধ আছে। ৮ আটটি ঋক, ঐ সূক্তের অন্তর্গত। রজনীবর্ণনা অতুলনা। উহাতে যে কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ভাবুকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ঋণভয়, তৎকালেও লোকের অপ্রীতিকর ও অসহনীয় ছিল। ষষ্ঠ ঋকে প্রতীতি হইতেছে, হিংস্র প্রাণীর ও দস্যুর ভয়ও বৈদিক সময়ে বিলক্ষণ ছিল। রাত্রিযোগে শ্বাপদ জন্তু ও চোরের প্রাদুর্ভাব সকল স্থানেই হইয়া থাকে। কুটীরবাসী ঋষি-মুনি, তৎপত্নীগণ অথবা তাঁহাদের সন্তানেরা যে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। নিম্নে 'রাত্রি' দেবীর সঙ্কলিত ঋক ছয়টির বঙ্গানুবাদ পাঠ কর। মতান্তরে কুশিক ঋষি, দশম মণ্ডলের ঐ ৩৩ তেত্রিশ সূক্তের প্রণেতা। এই কুশিক, সুভরসন্তান। বিশেষ প্রমাণাভাবে ভরদ্বাজ গোত্রজা "রাত্রি", দেবীর কবিকীর্ত্তি লোপের প্রয়াসী হইতে পারিলাম না। *

যামিনী দেবী, সমাগত হইয়া চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছেন। নক্ষত্রমণ্ডলে তিনি বিবিধ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছেন। ১।

দেবরূপা রজনী, নিতান্ত বিস্তৃত হইয়াছেন। যাঁহারা নিম্নে বা ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, তিনি সেই সমুদয়কেই সমাবৃত করিলেন। আলোক-সাহায্যে তিনি তিমিররাশি ধ্বংস করিলেন। ২।

দেবরূপিণী নিশা, সমাগমনপূর্ব্বক উষাকে স্বীয় ভগ্নী সদৃশ গ্রহণ করিলেন, তিনি তমোরাশি বিদূরিত করিলেন। ৩।

বিহঙ্গম যেমন পাদপে বসতি গ্রহণ করে, সেইরূপ যাহার উপস্থিতির জন্য শয়ন করিয়াছি, সেই নিশি আমাদিগের সেই প্রকার মঙ্গলজনক হউন। ৪।

গ্রাম সমুদয় নীরব। পাদপচারী পক্ষী, দ্রুতগামী শ্যেন (বাজপক্ষী) সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শায়িত রহিয়াছে। ৫।

হে রজনী! বৃক ও বৃকীকে আমাদের সকাশ হইতে সুদূরে লইয়া যাও, তস্করকেও দূরে লইয়া যাও। আমাদের পক্ষে তুমি বিশেষ মঙ্গলদায়িনী হও। ৬।

অসিতবর্ণ তিমির, সুব্যক্ত লক্ষ্য হইয়া দৃষ্ট হইয়াছে, আমার নিকট অবধি আবৃত করিয়াছে। উষাদেবী! তুমি যেমন আমার ঋণ শোধ করিয়া নষ্ট কর, সেইরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দাও। ৭

হে আকাশ সুতা নিশা! তুমি যাইতেছ, ধেনুর তুল্য এই সকল স্তুতি তোমাকে সমর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর। ৮।

দেবহূতির এক কন্যার নাম শ্রদ্ধা। ইনি সেই শ্রদ্ধা কি না, তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ বা নিদর্শন, বৈদিক গ্রন্থে পাই নাই। কাহারও মতে শ্রদ্ধা, স্বতন্ত্র নারী নন, পুণ্যে দৃঢ়াসক্তি শব্দে যে শ্রদ্ধা বুঝায়, ইনি সেই শ্রদ্ধা। এই আনুমানিক মতে সম্মত হইয়া আমরা প্রাচীন ও প্রামাণিক বৈদিক বিবরণে অশ্রদ্ধা করিয়া 'শ্রদ্ধা' দেবীর কবিকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। পশ্চাল্লিখিত অনুবাদাংশ পাঠে মূল বিষয়ের

* এই গোত্র পরিচয় ব্যতীত দেবী রাত্রির অন্য বিবরণ পাই নাই।

প্রকৃত কথা জানিতে পারা যাইবে। দেবী শ্রদ্ধার প্রণীত বেদাংশ, ব্যাসদেব-সঙ্কলিত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের একপঞ্চাশদধিক শততম (অর্থাৎ ১৫১) সূক্তে গ্রথিত হইয়াছে। উক্ত সূক্তে ৫ পাঁচটি ঋক অর্থাৎ শ্লোক দৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধা দেবী, শ্রদ্ধা গুণের যথেষ্ট সুখ্যাতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি নিজ শ্রদ্ধানাম সার্থক করিতে বড়ই ব্যগ্র ছিলেন, পাঠমাত্র প্রতীত হইতে থাকে।

অনল, শ্রদ্ধার গুণে জ্বলিতে থাকেন। শ্রদ্ধা হেতু যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির আহুতি প্রদত্ত হয়। সম্পত্তির শিরোপরি শ্রদ্ধা অবস্থান করেন, স্পষ্ট বাক্যে ইহা গোচর করিতেছি। ১।

শ্রদ্ধা! তুমি দাতার প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠান কর; যে লোক, দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও তুমি প্রীত ও প্রসন্ন কর। যাহারা ভক্ষণ করায়, যাগ করে, তাহারা আনন্দ প্রাপ্ত হউক। হে শ্রদ্ধা! আমার এই কথা রক্ষা কর। ২।

যৎকালে অসুরগণ, বলশালী হইয়া উঠিল, তৎকালে দেবগণ, শ্রদ্ধা (প্রত্যয়) করিলেন যে, ইহাদিগকে হত্যা করিতেই হইবে। হে শ্রদ্ধা। যাহারা আহার করায়, যজ্ঞ করে, আমি তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সেই কথা সার্থক কর। ৩।

দেবতাগণ ও যজমান লোক সকল, রক্ষকস্বরূপ অনিলকে প্রাপ্ত হইয়া, শ্রদ্ধার আরাধনা করেন। কোন সঙ্কল্প মনে উদিত হইলেই, সকলে শ্রদ্ধারই শরণাগত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার অনুগ্রহে বিত্ত প্রাপ্তি ঘটে। ৪।

প্রাতে আহ্বান করি। হে শ্রদ্ধা! এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট কর। ৫।

সার্পরাজ্ঞীর বিরচিত বেদ-ভাগ, ব্যাসদেবের সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের অষ্টাশীত্যধিক শততম (অর্থাৎ ১৮৯) সূক্তে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সূক্তে ৩ তিনটিমাত্র ঋক আছে। অতি মনোহর কবিত্ব শক্তি লইয়া সার্পরাজ্ঞী, মহীমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার মর্ম্মার্থ, নিম্নে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইল।

উজ্জ্বলবর্ণ এই বৃষ (সূর্য্য) অগ্রে নিজ জননী পূর্ব্ব দিককে আলিঙ্গন করিলেন, অনন্তর স্বকীয় জনক আকাশের প্রতি যাইতেছেন। ১।

ঔজ্জ্বল্য ইহার শরীরের মধ্যে বিচরণ করিতেছে, ইহার প্রাণের মধ্য হইতে সেই দীপ্তি নির্গত হইয়া আসিতেছে। ইনি আকাশ পরিব্যাপ্ত করিলেন। ২।

এই সূর্য্যের ত্রিংশৎ স্থান (অর্থাৎ ৩০) সুশোভিত হইতেছে। এই গতিযুক্ত ভানুকে লক্ষ্য করিয়া স্তোত্র উচ্চারিত হইতেছে। প্রত্যহ তিনি আপনার রশ্মিতে বিমণ্ডিত হন। ৩।

রাত্রি, শ্রদ্ধা ও সার্পরাজ্ঞী এই তিন জন রমণী, কোন্ কালে কীদৃশ কবিত্বশক্তিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। অতি প্রাচীন কালে তাঁহারা কেমন খ্যাতি পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন! সময়ের সঙ্গে মানুষের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হয়; অতি পুরাকালে কবিত্ব, সুন্দর পরিস্ফুট হয় না, সকলে ইহা স্মরণ রাখিবেন। এই অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহাদের রচনার লালিত্য ও মাধুর্য্যের অভাব কি?

আগামী মাসে "সূর্য্যা" দেবীর জীবন-চরিত-ঘটিত বৃত্তান্ত মুদ্রিত করা যাইবে।

পাক বিদ্যা।

১। ছোলার ডালের ভুনি খিচুড়ি রাঁধিবার নিয়ম।

প্রথমতঃ ডাল এবং চাল উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ডাল জলে ভিজাইয়া ও চালে ঘৃত মাখাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয়। পরে যখন উক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিবে, তখন তাহাতে লবণ, ছোট এলাইচ, তেজপাত ফোঁড়ন দিয়া পূর্ব্বরক্ষিত চাউল ও ডাউল একত্র করিয়া দিয়া অল্প ভাজা ভাজা করিয়া তাহাতে উপযুক্তমত লঙ্কা, জিরামরিচ ও হরিদ্রার গুঁড়া দিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাতে উপযুক্তমত জল দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে ফুটিয়া উঠিলে উহাতে পরিমাণ মত কিস্‌মিস্, পেস্তা, নারিকেল কুচি, বাদাম, ও আদার কুচি ও আস্ত ভাজা আলু ও চিনি দিয়া পুনরায় পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে যখন আবার ফুটিয়া উঠিবে, তখন তাহাতে উপযুক্তমত লবণ ও ধনের গুঁড়া দিয়া পাক পাত্রের মুখবন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। যখন সমুদয় জল মরিয়া ঝরঝরে হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে গরম মসলা দিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া ফেলিতে হইবে। উপরিউক্ত নিয়মানুসারে পাক করিলেই ভুনি খিচুড়ি রন্ধন হইল।

২। আলুর নিরামিষ চপ্ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

প্রথমতঃ আলুগুলির খোসা উত্তমরূপে ছাড়াইয়া পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধুইয়া একটি পাত্রে রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত আলু সিদ্ধ হইবার উপযুক্ত জল দিয়া তাহাতে উক্ত আলুগুলি দিয়া পাক পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে আলুগুলি সুসিদ্ধ হইলে সমুদয় জল ফেলিয়া দিয়া উক্ত আলুগুলি পাত্রান্তরে রাখিয়া উত্তমরূপে চট্‌কাইতে হয়। পরে আলুর পরিমাণমত হরিদ্রার গুঁড়া, ছেঁচা জিরা, মরিচ গুঁড়া, লঙ্কা গুঁড়া, লবণ ও আদার রস দিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া পাত্রান্তরে রাখিতে হয়। এদিকে আলুর উপযুক্তমত ছানা ছোট ছোট ডুমা ডুমা ধরণে কাটিয়া একটি পাত্রে রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত ছানা ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ছানাগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া তুলিয়া লইতে হয় এবং পাত্রান্তরে স্থাপন করিয়া ছানায় উপযুক্তমত মরিচের গুঁড়া, গরম মসলার

গুঁড়া, চিনি, বাদাম ও পেস্তা অৰ্দ্ধ বাটা ও লবণ উত্তমরূপে মাখাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত ছানা ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে উক্ত ছানা ঈষৎ ভাজিয়া লইয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। পরে পূৰ্ব্বরক্ষিত আলু দ্বারা কচুরীর ঠুলি যে নিয়মে প্রস্তুত করে, সেই নিয়মে ঠুলি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে পূৰ্ব্ব রক্ষিত ছানার পুর দিয়া লাড়ুর আকারে গড়িতে হয় এবং সফেদা কিম্বা ময়দা সেই লাড়ুতে মাখাইয়া লইতে হয়। এদিকে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে পূৰ্ব্বগঠিত চপ্ ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূৰ্ব্ব গঠিত চপ্‌গুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া লইতে হয়। উপরিউক্ত মত পাক করিলেই আলুব নিরামিষ চপ্ রন্ধন করা হইল। এখন উহা আহার করিয়া দেখিলেই হয় কিরূপ সুস্বাদু।

আখ্যানমালা।

৯ম সংখ্যা।

১। একদা কোন মুসলমান প্রান্তর মধ্যে একটী তৃষ্ণার্ত্ত কুকুর দেখিতে পাইলেন। তৃষ্ণাতে ঐ কুকুরের প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময় তিনি "শশব্যস্তে" অন্য কিছু না পাইয়া নিজের টোপরকে জলপাত্র ও উষ্ণীষকে রজ্জু স্থানীয় করিয়া কূপ হইতে জল লইয়া ঐ কুকুরকে পান করাইলেন। মহর্ষি মহম্মদ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে ঈশ্বর এই ব্যক্তির সমস্ত পাপ ক্ষমা করিলেন।

২। একদা কোন দুষ্ট লোক মহাত্মা রায়জিদকে অনেক কটু কথা বলিয়া তাঁহার মস্তকে এমন জোরে একটী তানপুরার আঘাত করেন, যে ঐ তানপুরা ভাজিয়া গিয়াছিল। মহাত্মা বাড়ীতে আসিয়া ভৃত্য-হস্তে এক থাল মিষ্টান্ন ও দুইটী টাকা দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে কল্য রাত্রে আমাকে কটু কহিয়া যে মুখ তিক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য এই মিষ্টান্নগুলি খাইবেন, আর এই টাকাতে সেইরূপ একটী বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিয়া লইবেন। লোকটী রায়জিদের ভদ্রতা ও সৌজন্য এবং নিজের অসদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া রায়জিদের শিষ্য হইল।

৩। অন্য এক সময়ে উক্ত মহাত্মা এক অপরিচিত স্থানে যাইয়া অন্ধকারে বাড়ীতে আসিতে কষ্ট বোধ হওয়ায় কোন গৃহস্থের নিকট একটী লণ্ঠন চাহিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি মহাত্মাকে অনেক গালি দিয়া—অধিকন্তু "তুই এক

ঘা” প্রহার করিয়া বিদায় করিল। এক দিবস ঐ দুর্ম্মুখ ব্যক্তি রায়জিদের গৃহে এই পথ ভুলিয়া উপস্থিত হইল। মহাত্মা তাহাকে উত্তমরূপ পরিচর্য্যা করিয়া আহার করাইয়া ভৃত্যহস্তে একটী লণ্ঠন দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। দুর্ম্মুখ রায়জিদের ব্যবহারে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পর দিন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

৪। এক সময়ে কোন ব্যক্তি মুসলমান বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রণত হইয়া পৃষ্ঠদেশ কুব্জ করিল, পরে ধরান্যস্ত হইয়া “সাষ্টাঙ্গে” দণ্ডবৎ করিয়া প্রণাম করিল। বাদশাহ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দান করিলেন। তাহার পুত্র ইহা দেখিয়া বলিল, “পিতঃ তুমিই সে দিন আমাকে বলিয়াছিলে, মক্কা ভূমিই পবিত্র, ঐ দিকেই প্রণাম করিও, তবে আজ ওকি করিলে?” সরল শিশুর কথায় লোভী পিতার চৈতন্য হইল। সেই দিন হইতে সে আর লাভের জন্য কখনও প্রণামাদি করিত না।

৫। গজনী নগরের বিখ্যাত সুলতান্ মামুদের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার কান্তিপূর্ণ মনোহর দেহকে তেজোহীন সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ করিল, যখন আর কোন ঔষধেই কোন ফল দর্শিল না, আত্মীয়গণের বিলাপ পরিতাপই সার হইল, সেই সময় সুলতান তাঁহার যে সমস্ত অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা একবার দেখিতে চাহিলেন। সুলতানের আজ্ঞাক্রমে সমস্ত দ্রব্য আনীত হইল। রাশি রাশি স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মুক্তা, মরকত, স্তূপাকার বস্ত্রাদি; নানা দেশের অপূর্ব্ব গজ, বাজী, পশু, পক্ষী, অস্ত্র, শস্ত্র, প্রভৃতি যেখানে যাহা ছিল সমস্তই আসিল। তখন মুমূর্ষু মামুদ কহিলেন “আমার ন্যায় সঙ্গতিশালী প্রতাপান্বিত ভূপতি এপর্য্যন্ত কেহই জন্মে নাই সত্য, কিন্তু এত সম্পত্তির অধীশ্বর এবং প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াও যখন আমার এই অবস্থা, তখন দেখিতেছি এ সকল কিছুই নয়। চির জীবন রাজ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভোগ করি নাই। দীন হীনের ন্যায় এখন এই অতুল ধন রাশি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, অন্যে ইহা লইবে, আমার কিছুই উপকার হইল না। যে সদাশয় ধন পাইয়া তাহার যথার্থ ব্যবহার স্বরূপ দানোপভোগ ও পরের হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন তিনিই ধন্য। আর যাঁর জীবন চিরকাল নিত্য ধনের অন্বেষণে ব্যয়িত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ ধনলাভ করিয়াছেন”।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১০ই ভাদ্র সোমবার মুর্শিদাবাদ ললিতা কুঁড়ির বাঁধ ভাঙ্গিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার লোকদিগের ভয়ানক বিপৎপাত হইয়াছে।

২। রাওলপিণ্ডিতে একজন খৃষ্টান কোন আফিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী সেই কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। মহারাজ দলীপ সিংহ মহারাণীর ক্ষমা পাইয়াছেন। সমুদ্র তীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে পঞ্জাবের উপর আর কখনও কোন দাবী করিবেন না।

৪। এলিজাবেথ পটার নাম্নী একটী ইংরাজ মহিলা ১৩৬ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ৩ বার বিবাহ করিয়া ২৭টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বংশীয় ৪৪৮৯ জন স্ত্রী পুরুষ বর্ত্তমান ছিল।

৫। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কামার বেড়া গ্রামে হৃদয় বাউরী নামক এক ব্যক্তি, তাহার স্ত্রী ও পুত্র তিন জনে মিলিয়া এক বাঘ বধ করিয়াছে। বাঘ প্রথমে হৃদয় ও তাহার পুত্রকে আক্রমণ করে, স্ত্রী এই সংবাদে লাঠীর প্রহারে বাঘের মাথা ফাটাইয়া দেয়, সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে আহত হইয়াছে।

৬। বড় লাট ২১ অক্টোবর তারিখে সিমলা শৈল পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা পৌঁছিবেন।

৭। জর্ম্মণীর একাদশ বর্ষীয়া এক অতি দীর্ঘাকার বালিকার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ভিয়েনার একটী লোক উক্ত বালিকাকে পৃথিবীর নানা স্থানে দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার আশায় তাহার পিতা মাতাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পিতা মাতা কন্যাটীকে বিক্রয় করিতে সম্মত হন নাই।

৮। বেলি গ্রাহেম নামক ইংলণ্ডের একজন সুবক্তা তথায় সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছেন, "আমি এ পর্য্যন্ত যত উৎকৃষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা তন্মধ্যে একটী।" টেনাণ্ট নামে আর একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, "প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন ব্যতীত আর কাহারও মুখে এমন বক্তৃতা কখনও শুনি নাই।"

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সরল বিজ্ঞান সোপান—শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী প্রণীত; মূল্য ১৷৷০ টাকা। এই পুস্তকে খগোল, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, প্রাণিতত্ব ও শরীরতত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিবরণ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলি সর্ব্ব সাধারণেরই জ্ঞাতব্য। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

২। প্রমীলা—মূল্য ৷৷০ আনা। এই পুস্তকখানি কোন রমণীর লেখা, কিন্তু রচয়িত্রী নাম দেন নাই। পুস্তকখানি গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল। ইহার কবিতাগুলি সরল, মধুর ও সুভাবপূর্ণ; তবে গিরিন্দ্র মোহিনী ও আলো ছায়ার রচয়িত্রীর ন্যায় ইহাতে তত উচ্চ চিন্তা নাই। কবির প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনার ক্ষমতা বেশ আছে। ইহাতে প্রায় ৪০।৫০টী কবিতা আছে, "তবে কেন" "লতিকা" "মৃত্যু মুখে" "বিফলে" এই কয়টী কবিতা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। যিনি রচয়িত্রীকে জানেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, পুস্তকখানি বড়ই আশাপ্রদ। আমরা প্রার্থনা করি যে, কবি দীর্ঘজীবিনী হইয়া "আকিঞ্চনপুরে" মাতৃভাষার "সেবা" করুন।

৩। ভাব ও চিন্তা—শ্রীফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। এখানিও একখানি সুপাঠ্য কবিতা গ্রন্থ এবং লেখক স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব ও গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

৪। মানব সখা ১ম ভাগ—শ্রীহারাণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বালক বালিকাদিগের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার পক্ষে ইহা দ্বারা সাহায্য হইতে পারে।

৫। পরিবারে শিশুশিক্ষা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার কমিটী হইতে প্রকাশিত। বালক বালিকাদিগকে প্রথম হইতে কিরূপে শিক্ষিত করিতে হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে বিষয়ে অনেকগুলি উপদেশ আছে। জননীদিগের পক্ষে এ পুস্তক খানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৬। শিশুদিগের পাঠ্য বাঙ্গালার ইতিহাস, শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় প্রাচীন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশেষ উপযোগী।

৭। মাইকেল চরিতম—পূর্ব্বখণ্ডম, —বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্ন

প্রণীত। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুরাগিগণ এই পুস্তক দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। ইহা মূল কবি এবং কবির গুণগ্রাহী সংস্কৃত কবি বিদ্যারত্ন মহাশয়—উভয়েরই গৌরবের পরিচায়ক।

বামারচনা।

ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।

১

কেন ভাই,আজি হেন ডাকিছ গো আকুলি,
পড়ে আছি এক কোণে,
কেন হেন প'ল মনে,
সহসা মমতা কেন উঠিল বা উথলি?
এসে এসে ফিরে যাই,
ভয়ে না আসিতে পাই,
আমি বোন তুমি ভাই, জানিছ তো সকলি,
তবে কেন "জাগ জাগ" ডাক আজি কেবলি?

২

দাঁড়াতে তোমার পাশে মানা করে দিয়েছ,
তুমিই দিয়েছ ভয়
"একাল সেকাল নয়"
সাহস, ভরসা, বল, তোমরাই নিয়েছ!
কি কব কপাল মন্দ
জেগে কি করিবে অন্ধ।—
আজি কি পুরাণো কথা সব ভুলে গিয়েছ,
আমাদের যাহা ছিল, তোমরাই নিয়েছ!

৩

কেন আর মিছা ডাক "জাগ জাগ" বলিয়া,
মরার উপরে খাঁড়া
দিয়ে কেন কর সারা,
কেন বা শুনাতে এস "দেশ গেল বহিয়া"
আর কি আছে সে সাধ্য
কচি ছেলে নয় বাধ্য,
তারা হাসে আমাদের জ্ঞান কাণ্ড দেখিয়া,
হায় এ জীবনে মরা কি করিবে জাগিয়া!

৪

তোমাদের মাতা কি গো আমাদের জননী,
তোমরা তো ধুরন্ধর,
আর্য্যগণ বংশধর,
কি মুখে কহিব, মোরা তোমাদের ভগিনী।
তোমরা শিক্ষিত সভ্য,
রুচিবান নব্য ভব্য,
আঁধারে আঁধারে মোরা ঘুরি দিবা রজনী,
আপনার দশা দেখি লাজে মরি আপনি!

৫

কি করিব মা'র কাজ দাও ভাই, বলিয়া,
আমরা অভাগী কুল
সমাজের চক্ষুঃশূল,
কত উপহাস, গালি খাই, কোণে পড়িয়া!
জানি না'ক ধর্ম্মাধর্ম্ম,
বুঝি না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম,
জগতে রয়েছি শুধু পর মুখ চাহিয়া,
কি ফল জাগায়ে হায়, মিছা গলা ভাঙিয়া?

৬

ভেবেছিনু, এক দিন বড় হবে তোমরা,
পুলকে দেখিব চেয়ে,
জ্ঞানের আলোক পেয়ে,
সাজাবে জনমভূমি অলকা কি অমরা,
সে আশা হয়েছে হত,
এখন ভঙ্গিমা কত,
মুখে শুধু হাঁকাহাঁকি বুকে বিষ-পসরা!—
তোমরা করিলে সব বাকি আছি আমরা!

ক্রমশঃ

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৯ সংখ্যা। | আশ্বিন ১২৯৭—অক্টোবর ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বন্যা—দামোদরের বন্যাতে বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অনেক লোক হাহাকার করিতেছিল, আবার ভাগীরথী ও পদ্মার জলপ্লাবনে মুরসিদাবাদ, নদিয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা ও ঢাকার অনেক স্থান জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং বহুসংখ্যক লোক গৃহহীন অন্নহীন হইয়া ঘোর বিপন্ন হইয়াছে। কলিকাতার গঙ্গায় এবার যেরূপ জল বৃদ্ধি হইয়াছে, অনেক কাল এরূপ দেখা যায় নাই। বন্যাপীড়িত লোকদিগের জন্য কতকগুলি সদাশয় লোক অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সাধারণের ইহাতে সাহায্য দান করা উচিত।

কুমারী কসেট ফণ্ড—বিলাতের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ কুমারী কসেটের সম্মানার্থে এক পুস্তকালয় স্থাপন জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংরাজ নবনারীরা জানেন গুণের আদর কেমন করিয়া করিতে হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়—গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা আপনাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কুমারী টমাস ইংরাজী সাহিত্যের অনর পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন। কুমারী ষ্টিওয়ার্ট এবং কুমারী হোল্ট ফরাসী ও ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে সকল পরীক্ষার্থীকে হারাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন ২য় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক নারী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অদ্ভুত সন্তরণকারী—ডাল্টন নামক একজন আমেরিকাবাসী পিঠ

সাঁতার থাইয়া ২৩ ঘণ্টায় ইংলিস প্রণালী পার হইয়াছে। বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত হইতেছিল, কিছুতে ভয় পায় নাই।

মহতের মৃত্যু—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর কার্ডিনাল নিউম্যান ৯০ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, গত ১৯এ আগষ্ট তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। ইনি রোমান কাথালিক মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর অসাধারণ বিদ্যা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে ইংরাজ সমাজ স্তম্ভিত হইয়াছিল।

সুসংবাদ—তৃতীয় রাজকুমার ভারতবর্ষ হইতে জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া বহু দিন ভুগিতেছিলেন, ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

ভারত-নারীর হিতার্থ আন্দোলন—ভারত রমণীদিগের অধিকাংশ শৈশবকালেই স্বামীর ঘর করিতে বাধ্য হইয়া যেরূপ অশেষ দুরবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্ত্রীজাতির প্রতি এই নিষ্ঠুরতা নিবারণার্থ বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মালাবারী ইংলণ্ডের বড় বড় লোকদিগের মধ্যে আন্দোলন করিয়া এক কমিটী স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপণ প্রভৃতি অনেক মহাত্মা এবং কুমারী কব, ম্যানিঙ প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজ মহিলা সভ্য হইয়াছেন। রুক্মা বাই সেখানে উক্ত দোষাকর দেশাচারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। কলিকাতায় মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী বালকের বিবাহের বয়স অন্যূন ১৮ ও বালিকার অন্যূন ১২ বৎসর স্থির করিবার জন্য সাধারণ মত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

স্ত্রীচিকিৎসক—ভারতে ২০০ স্ত্রী লোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। স্ত্রী ডাক্তারের অভাব শীঘ্র মোচন হইবে।

ইংরাজ ও দেশীয়ের সম্মিলন—বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর লর্ড হারিস এবিষয়ে লর্ড রের সদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। পুনা নগরে বিবী মার্কহামের বাটীতে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয় স্ত্রী পুরুষ একত্র হন, গবর্ণর বাহাদুর সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী।

আমাদের বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। আমরা যখন আমাদের কন্যাগণকে শিক্ষা দিতেছি, তখন এই কয়েকটী বিষয় আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে—শিক্ষার বিষয়, পরিমাণ, কাল এবং প্রণালী। আমাদের দেশে এতদিন কেবল বালিকারাই বিবাহ হইবার পূর্ব্বে

যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিত। এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় বালিকারা ৯ কিম্বা ১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যাহা কিছু শিখিতে পারিত, তাহাই এদেশের স্ত্রীশিক্ষার চরম সীমা ছিল। কিন্তু আজ কাল অনেকের মধ্যে বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বালিকাদিগের বিবাহের ন্যূনকল্প বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর এবং অনেকে তাহার অধিককালও অবিবাহিতা থাকেন। সুতরাং তাঁহারা রীতিমত প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। অনেকে ইহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া অপরের মনে উচ্চ শিক্ষার লালসা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহাদের শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে আমরা কিছু স্থির করি আর নাই করি, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের অভিভাবকেরাও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এদেশের পূর্ব্বরীতি কি ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা মনুর ব্যবস্থা শাস্ত্রে এই শ্লোকটী দেখিতে পাই,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"।

এবং কয়েকটী শিক্ষিতা স্ত্রীর নামও উপনিষৎ ও পুরাণাদিতে বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু তাঁহারা কি কি বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কতদূর শিখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ কোথাও নাই। বর্ত্তমান সময়ের প্রাচীন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে আমরা রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালী প্রভৃতি সুপাঠ্য ও অপাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়াছি। বলিতে হইবে এ পর্য্যন্ত স্ত্রীপাঠ্য বিষয়ে কোন মীমাংসাই হয় নাই।

স্ত্রী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতার জন্য উভয়ের পাঠ্য বিষয়ে বিভিন্নতা থাকা আবশ্যক কি না তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমেরিকার বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে একবার কয়েক জন তদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ডাক্তারের মধ্যে ঘোর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, অধিকাংশের মতে স্ত্রী ও পুরুষের পাঠ্য বিষয় প্রভৃতির কোন তারতম্য করিবার প্রয়োজন বোধ হইল না। আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য লইয়াই এই প্রশ্নের উত্থাপনা হয়। ডাক্তার ক্লার্ক নামক বোষ্টন নগরের জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে (নর্ম্মাল স্কুলে) যে সকল বালিকা পাঠ করে, তাহাদের গাত্রচর্ম্ম রক্তহীন, কিন্তু তাহাদের মুখে জ্ঞানের জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মেরুদণ্ড বক্র এবং ধমনী নিস্তেজ ও রুগ্ন। কিয়দ্দিবস পরে যখন

বিবাহিতা ও সন্তানবতী হইবে এবং সাংসারিক কষ্টের ভার বহন করিতে হইবে, তখন তাহারা বাত্যাহত তৃণের ন্যায় ভগ্ন হইয়া পড়িবে এবং ভবিষ্যতে আর ফলবতী হইবে না।”

আরও কয়েকজন আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ক্লার্কের মতের সমর্থন করিয়াছেন। বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার মিচেল লিখিয়াছেন যে, এখানকার স্ত্রীগণ আপনাদের স্বাভাবিক কার্য্যভারই বহন করিতে অক্ষম, তাহারা আবার পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সকল কিরূপে বহন করিবেন? আর একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় আমেরিকার স্ত্রীরা সন্তান পালন করিতে সক্ষম নহে। যে সকল ইংরেজ, জর্ম্মণ, ফরাসী স্ত্রী আমেরিকায় বাস করে, তাহারা স্ব স্ব সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে, কিন্তু আমেরিকার স্ত্রীরা ধাত্রী দ্বারা এ কার্য্য কেন সম্পন্ন করাইয়া থাকেন? কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে সন্তান পালন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের সে বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব। সন্তান পালনের কষ্ট তাহারা বহন করিতে ইচ্ছা করে না। ডাক্তার এলেন সাহেব বলেন যে, তাহা নহে; ইহা মনে করা অত্যন্ত ভ্রম, যে সুস্থ ও সবলকায় স্ত্রীর মনোবৃত্তি এরূপ হইতে পারে। এই সকল স্ত্রীলোকের শারীরিক অবস্থা শোচনীয়। কেহ কেহ হয়ত সন্তানদিগকে স্তন্যপান করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অল্পকাল আরম্ভও করেন, কিন্তু অবশেষে অক্ষম হইয়া পড়েন। আর কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধেরই সঞ্চার হয় না, সুতরাং তাহারা স্তন্যদান আরম্ভও করিতে পারেন না। ডাক্তার ক্লার্ক বলেন যে, স্ত্রীদিগকে পুরুষের সমান শিক্ষা দেওয়া ঈশ্বর ও মানব সমাজের বিরুদ্ধে পাপাচরণ। এই শিক্ষা প্রণালীর দোষে আমেরিকার স্ত্রী জাতির শরীর ও মন ক্রমেই স্বাস্থ্যহীন হইতেছে, এমন কি ক্রমে ক্রমে আমেরিকার লোক সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। তিনি ডাক্তার টোশরের সংগৃহীত বিবরণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার শিশু সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, অর্থাৎ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহিতা অথবা বিবাহোপযুক্তা স্ত্রীর সংখ্যার সহিত শিশু সংখ্যা যে পরিমাণ ছিল, এখন শতকরা তাহার ২০টী কমিয়াছে। আমেরিকার দূষিত শিক্ষা প্রণালীই ইহার কারণ বলিয়া ডাক্তারেরা স্থির করেন।

ডাক্তার ক্লার্ক এই মত পুস্তকাকারে প্রচার করায় আমেরিকায় ঘোর আন্দোলন ও হুলস্থূল হইতে লাগিল। এক সপ্তাহ না যাইতে যাইতে ঐ পুস্তক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা আবশ্যক হইল, এবং কয়েক মাস অতিবাহিত হইতে না

হইতে উহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, আমেরিকায় কি আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল।

সকল মতের প্রতিবাদী আছে, এবং কয়েকজন স্ত্রী চিকিৎসক প্রধান প্রতিবাদী হইলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের রিপোর্ট ও শিক্ষকদিগের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে, ডাক্তার ক্লার্কের মত ভ্রমাত্মক এবং স্ত্রী ও পুরুষের সমান শিক্ষা রীতি দ্বারা স্ত্রীদিগের শারীরিক ও মানসিক কোন অনিষ্ট হইতেছে না। তাঁহারা দেখাইলেন যে, স্ত্রী জাতির উপাধিধারী অপেক্ষা পুরুষ উপাধিধারী মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা অধিক। স্ত্রীদিগের মধ্যে শতকরা ১০ জন উপাধিধারীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পুরুষদিগের মধ্যে শতকরা ১৬ জন পর্য্যন্ত হইয়াছে।

এই সমস্ত বিবরণ সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আমাদের দেশে এখনও এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করিবার সময় হয় নাই। এ পর্য্যন্ত এদেশে শিক্ষিতা কিম্বা উপাধিধারী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু এদেশের স্ত্রীদিগের শারীরিক বলবীর্য্য যেরূপ, তাহাতে আমরা ইহা প্রত্যাশা করিতে পারি না যে উচ্চশিক্ষা ও সন্তান পালন এই দুইটী ভার তাহারা বহন করিতে পারিবেন। আমাদের মধ্যে বিদ্যাবতী এবং সন্তানবতী মহিলা আছেন, তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু কুমারী উপাধিধারিণীদিগের শরীর যে অধিকতর সবল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, এবং আমরা তাহা প্রত্যক্ষও করিতেছি।

শারীরিক বলবীর্য্য সম্বন্ধীয় বিভিন্নতা ব্যতীত স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক অবস্থা ও বলের যে কোন তারতম্য আছে, তাহা উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা পক্ষপাতী ব্যক্তিরা স্বীকার করেন না। সমস্ত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক বৃত্তির কোন প্রভেদ করেন না এবং আমরাও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির কোন ন্যূনতা দেখি না। বরং কোন কোন উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মভাব স্ত্রীদিগের মধ্যে পুরুষাপেক্ষা প্রবল এবং তাঁহারা যদি সুশিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে পুরুষ জাতি অপেক্ষা তাঁহারা অধিক ফল লাভ করিবেন। এক্ষণে আমাদের দেশের যে এত দুরবস্থা তাহার প্রধান কারণ স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানাভাব। ভারতবর্ষের অর্দ্ধাংশাপেক্ষা অধিক লোক অশিক্ষিত, তাহার উপর আবার স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত। এ অবস্থায় এদেশের উন্নতির আশা করা বৃথা। কোন একটী কুরীতি নিবারণের চেষ্টা কর, তাহা সফল হইবে না। বাল্যবিবাহ রীতি নিবারণ হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক স্ত্রী শিক্ষার অভাব। বালিকাদিগের মধ্যে যদি শিক্ষার লালসা বৃদ্ধি হয়, তাহারা কখনই অল্পবয়সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা

করিবে না এবং নিজ নিজ সন্তান-দিগকেও অল্প বয়সে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিবে না।

আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। কেহ বলেন স্ত্রীলোকদিগকে কেবল গৃহ কর্ম্মোপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে একমত হইতে পারি না। যেরূপ শিক্ষা দিলে, তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকল প্রবল হইতে পারে, তাহার উপায় করা চাই। এদেশের স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মনীতি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানতত্ত্ব সকলই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে দেশের পুরুষেরা সূর্য্য, চন্দ্র ও গঙ্গা যমুনাকে দেবতা বলে, সে দেশের স্ত্রীদিগকে এই সকল ভ্রম হইতে মুক্ত করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অঙ্ক শাস্ত্রের দুরুহ সম্পাদ্য সকল তাহাদিগকে শিক্ষা দেও আর নাই দেও, বিজ্ঞান সকল তাহাদের পাঠ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিজ্ঞান পাঠে তাহাদের মনের অন্ধকার সকল বিদূরিত না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই।

আর উচ্চ শিক্ষা কাহাকে বলে? যদি বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইল, তাহা হইলে অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনাও আবশ্যক হইবে। তবে স্ত্রীরা উপাধি গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট পাঠপ্রণালী অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা তাঁহাদের রুচির উপর ছাড়িয়া দেও। কিন্তু আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকেরা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীকে অতিশয় অনিষ্টকর মনে করিতেছেন। এই প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এদেশের বালকেরা অনেকে নাস্তিক অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগহীন হইতেছে। আমাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে যদি এ রোগ প্রবেশ করে, দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা সেই জন্য পিতামাতাদিগকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা আপনাদের বালিকাদিগের বিদ্যাগৌরবের লোভে তাহাদের আত্মার সর্ব্বনাশ না করেন।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার পরিমাণ বিষয়ে আমরা কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে প্রস্তুত নহি। যাহার যেরূপ ক্ষমতা ও রুচি তিনি সেইরূপ বিষয় শিক্ষা করুন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর শিক্ষক প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন এবিষয়ে কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। যেরূপ শিক্ষকের হস্তে আমাদের পুত্রগণের ভার আছে, সেই শ্রেণীর শিক্ষককেই আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদিগকে আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

বালিকারা অল্প শিক্ষাই করুক আর উচ্চ শিক্ষার পথেই ধাবিত হউক, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাহাদের ভার ন্যস্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বালকদিগের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার শোচনীয় ফল দেখিয়া বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন ইহা দেখিয়া আমাদের স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী সংশোধন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার যে উপায় অবলম্বিত হইবে তদ্বিষয়ে আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

বিশ্বাস, আশা ও প্রেম।

(একটী প্রকৃত ঘটনা)

১৮৪৯ সালের শীতকাল। রাত্রি সমাগত। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরের "রু নেপোলিয়ন" নামক রাজপথের এক পার্শ্ব দিয়া একটী বৃদ্ধ অন্ধ ব্যক্তি হস্তে একটী বীণা লইয়া ধীর পদবিক্ষেপে গমন করিতেছে। সে বার্দ্ধক্য জনিত ক্ষীণতায় ও অনাহারে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া অস্ফুট স্বরে পথিকদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিতেছে। বৃদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারগ, কিন্তু এক্ষণে বীণা বাজাইয়া ও সঙ্গে সঙ্গে গান করিয়া সে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে এমন শক্তি তাহার নাই। রাত্রি অধিক হইতেছে, রাজপথ ক্রমে পথিক শূন্য হইয়া পড়িতেছে। বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিল;—"আজ এ রাত্রে আর আমার দিকে কে চাহিবে? দুই দিন খাই নাই, আজ রাত্রে আহার না পাইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে।" এই রূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সে পথ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল, এমন সময়ে তিনটি যুবক সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা তিন জনেই উচ্চ ও সংভ্রান্ত বংশোদ্ভব এবং সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। সঙ্গীতপ্রিয় যুবকত্রয় বৃদ্ধের হস্তে বীণা দেখিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার অবস্থা সমস্ত অবগত হইয়া করুণাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথম যুবক বলিলেন; "আইস এই বৃদ্ধকে আমরা স্কন্ধে করিয়া আমাদের বাসায় লইয়া যাই।" দ্বিতীয় যুবক বলিলেন; সে ত সহজ কথা। তাহা করিলে আমরা ইহাঁর জন্য ত কিছুই ত্যাগ স্বীকার করিলাম না।" তৃতীয় যুবক বলিলেন; "আইস, ইহাঁর যে ব্যবসায়, আজ তাহাতেই প্রবৃত্ত হইয়া, উহাঁর অবস্থায় আমাদিগকে অবনত করিয়া, উহাঁর প্রতি আমাদিগের সহানুভূতি প্রদর্শন করি। আইস উহাঁরই বীণা লইয়া এই রাজপথে উহাঁরই মত গান গাইয়া আমরা পথিকগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করি এবং তাহাই উহাঁকে প্রদান

করিয়া উহাঁর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করি।" তৃতীয় যুবক যখনই এই প্রস্তাব করিলেন, অমনই প্রথম যুবক বৃদ্ধের নিকট হইতে বীণাটী চাহিয়া লইয়া তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি সুন্দর বীণা-বাদক ছিলেন। তাঁহার মনোহর বীণাবাদনে একে একে পথিক গণ সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। অমনি দ্বিতীয় যুবক গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে পারিস নগরে যে সকল স্বদেশানুরাগোদ্দীপক গীত লোক-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহারই একটী গাহিলেন। শ্রোতৃগণ মোহিত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ যাহার নিকট যে অর্থ ছিল দান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে মুদ্রা বৃষ্টি হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যুবকের সঙ্গীত শেষ হইলে তৃতীয় যুবক গান ধরিলেন। তাঁহার স্বর অতীব সুমিষ্ট ছিল। পথিকগণ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীত শেষ হইলে আবার মুদ্রা বৃষ্টি হইতে লাগিল। নিরাহারী দরিদ্র ভিক্ষুক বৃদ্ধ এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া এতদূর বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল যে সে ভাবের আবেগে বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া পড়িল। ক্রমে পথিকগণ চলিয়া গেলে যুবকত্রয় সংগৃহীত অর্থ রাশি বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিলেন। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইয়া বৃদ্ধ যুবকত্রয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বিদায় কালে সে জিজ্ঞাসা করিল ;—"আপনাদের নাম কি বলুন। আমি যত দিন বাঁচিব, ততদিন প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কালে আপনাদের নাম স্মরণ করিব, এবং আপনাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর সন্নিধানে অকপট হৃদয়ে প্রার্থনা করিব।" প্রথম যুবক বলিলেন "আমার নাম বিশ্বাস ;" দ্বিতীয় যুবক বলিলেন, "আমার নাম আশা ; তৃতীয় যুবক বলিলেন, "আমার নাম প্রেম।" এই বলিয়া তিনটী যুবক প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে ভাবিল ;—"আমি বিশ্বাসশূন্য ও আশাশূন্য এবং ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেমশূন্য হইয়া এই মাত্র হাহাকার করিতেছিলাম, এই তিনটী যুবকের মহৎ ব্যবহারে আজ আমার হৃদয়ে বিশ্বাস, আশা ও প্রেম ফিরিয়া আসিল। ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তোমার দয়া!"

সন্তানের সুশিক্ষা।

একদা এক সুশিক্ষিতা মহিলা তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে লইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগুলি বড়ই কৌতূহলপ্রিয়। তাহারা সদাই তাঁহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং তিনিও

তাহাদিগের বুদ্ধি শক্তি উন্মেষিত করিবার জন্য তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এক দিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বর সকল জিনিষই সদুদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। বল দেখি তিনি আমাদিগকে কেন জিহ্বা দিয়াছেন?" এই প্রশ্নের অগ্রে উত্তর দিবার জন্য সকলেই কোলাহল আরম্ভ করিল। মাতার আদেশে তাহারা একে একে বলিতে আরম্ভ করিল। একজন বলিল,—"আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব বলিয়া এই জিহ্বা পাইয়াছি।" আর এক জন বলিল; "গান করিব বলিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে জিহ্বা দিয়াছেন।" অপরটী বলিল, "আমরা গল্প করিব বলিয়া সুন্দর জিহ্বা পাইয়াছি।" আর একজন বলিল; "পাঠ অভ্যাস করিবার জন্যই আমাদের জিহ্বার প্রয়োজন।" মাতা বলিলেন; "তোমরা যাহা যাহা বলিলে সে সকলই ঠিক্ কথা। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে কতকগুলি কার্য্য আছে তাহার জন্য আমাদের জিহ্বার সৃষ্টি হয় নাই। মিথ্যা কথা বলার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই; অন্যের নিন্দা করিবার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই; ক্রোধ পূর্ণ কর্কশ বাক্য বলিবার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই। জিহ্বা আমাদের একটী ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়, কিন্তু উহা দ্বারা আমরা আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারি, কিম্বা আপনার বা অন্যের ঘোর অহিত সম্পাদন করিতে পারি। জিহ্বাকে সর্ব্বদা শাসন করিও। দেখিও যেন উহা ঈশ্বরেরই সেবা করে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।*

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং
সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম
প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে
ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো
বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দশ সংস্কারের মধ্যে বিবাহও হিন্দু জাতির এক সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ ক্রিয়া স্ত্রী-জাতির পক্ষে অখণ্ডনীয়। বিবাহিতা হইলে স্ত্রীজাতির উপরে কতকগুলি কর্ত্তব্য ভার পতিত হয়। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে "বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য" বিষয়ে যাহা উপলব্ধ হইল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিব।

আমাদের বোধ হয় পাতিব্রত্য-ধর্ম্মই বিবাহিতা রমণীর প্রথম কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষের আধ্যাত্মিক সংমিশ্রণই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্রকার বলিয়াছেন

* শ্রীমতী মানকুমারী বসু বিরচিত, যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত।

"পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন," অতএব বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে রমণী নিজের হৃদয়, মন ও আত্মা স্বামীতে উৎসর্গ করিবেন। স্বামীর সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। যাহাতে স্বামীর শরীর মন ও আত্মার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। স্বামী দূরে বা নিকটে থাকুন, স্ত্রীর মন যেন সর্ব্বদাই স্বামীতে লিপ্ত থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষিত ও হৃদয়াকর্ষক বস্তু যেন না থাকে। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারী দেবী—পতিব্রতা-শীর্ষ-স্থানীয় গান্ধারী দেবী দর্শন শক্তি সত্বেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। রমণী রত্ন সাবিত্রী, ঘোর নিশীথে স্বামি-শব বক্ষে করিয়া গহন বনে বাস করিয়াছিলেন, স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিলে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যাহাতে রমণী স্বামীকে অকৃত্রিম ভালবাসা দিতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করিবেন।

একজন আজন্ম অপরিচিত পুরুষকে ভালবাসা কঠিন ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ ঘটনা হিন্দু গৃহে সংঘটিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু হিন্দু রমণী জানিবেন হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মমূলক। ঈশ্বরের আদেশে স্ত্রী পুরুষের আত্মা মিলিত হওয়াই হিন্দু বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই ভার্য্যার নাম সহধর্ম্মিণী। তাই যাগ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম করিতে হইলে হিন্দুকে সস্ত্রীক হইতে হয়। অতএব ঈশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলে রমণী স্বামীকে অবশ্যই ভালবাসিতে পারিবেন। প্রথমে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভালবাসিতে গিয়াই শেষে"আত্মহারা"হইতে পারিবেন।

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ কত পবিত্র ও কত উন্নত ইহা বুঝাইবার জন্য স্বামী হিন্দু শাস্ত্রে বারংবার 'দেবতা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এবং স্বামিপূজা ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্ফল এ কথা বলিতেও আর্য্যগণ কুণ্ঠিত হন নাই; শেষোক্ত কথাটী ব্যক্তি বিশেষের নিকট অত্যুক্তি বোধ হইলেও আমরা ইহাদ্বারা এই বুঝিতে পারি, স্বামী স্ত্রীর নিকট আদর্শ মনুষ্য। স্ত্রীর প্রীতি ও ভালবাসার মূলে ভক্তিভাব থাকা উচিত। ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে ভক্তিই দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলে।

পাতিব্রত্য ভারত মহিলার চির আদরণীয় রত্ন। হিন্দুর কাছে পতিব্রতার এত গৌরব যে, হৃদয়ের পূর্ণ-উচ্ছ্বাসভরে হিন্দু সন্তান বলিয়াছেন:—

"পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যা
স্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি
ভুঞ্জতে॥"

রমণী এ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবেন।

ঐ জগতে অনেক সময়েই মানুষের ভাগ্যে বিশুদ্ধ সুখ ঘটে না। বোধ হয় জগতের অপূর্ণতাই ইহার কারণ। কুরু-বংশীয় ধৃতরাষ্ট্র যদি গান্ধারীর অনুরূপ স্বামী হইতেন, তবে হয়ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আখ্যা অন্যরূপ হইত। আমা-দিগের এ কথা বলিবার কারণ এই যে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ ও সহৃদয় স্বামী, সকল স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে সংঘটন হয় না। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে ভার্য্যা কি করিবেন?' যাহাতে স্বামীর হৃদয়ের উন্নতি হয়, যাহাতে স্বামীর উদ্দেশ্য মহৎ হয়, কার্য্য মঙ্গলজনক হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগিনি! যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে চাহ, যদি পতির প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হও, যদি পতিব্রতা-ধর্ম্ম তোমার হৃদয়ে পূজিত হইয়া থাকে, তবে পতির নীরস হৃদয়ে কোমলতা সম্পাদন কর। যাহা অপরের নিকটে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা ভার্য্যার নিকটেই সুসাধ্য হইবে। যাহা গুরুজনের উপদেশে সাধিত হয় নাই, বন্ধু বান্ধবের তিরস্কারে সাধিত হয় নাই, সাধারণের' ধিক্কারে সাধিত হয় নাই. সেই গুরুতর কার্য্য, রমণি! তোমার হৃদয়পূর্ণ ভালবাসার মোহিনী শক্তিতে সহজেই সাধিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত কম্‌টের কথা ভাবিয়া দেখ। একদিন তাঁহার শুষ্ক মস্তিষ্ক হইতে মহান্ তর্ক উঠিয়া জগতের আদি-কারণকে জড় বলাইয়াছিল। কিন্তু প্রেমময়ী ক্লোটিডার অপূর্ব্ব প্রেমবলে সে আসুরিক বিক্রম পরাস্ত হইল। ঈশ্বর অবিশ্বাসীর মনও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি প্রণয়িনীর অলৌকিক মহত্ত্বে মোহিত হইয়া তাঁহার ও সমগ্র রমণীর পূজার জন্য নব বিধান বাহির করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না! ক্লোটিডা! তোমার মহিমায় আমরাও মুগ্ধ হইয়া যাই; যে রমণী পতির শুষ্ক হৃদয় এমন কোমলতাময়—এমন মধুরতাময় করিতে পারেন, তিনি পূজা পাইবারই উপযুক্তা, তিনি দেবী, তিনি প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের পুত্তলিকা! তাঁহার স্মৃতি কত মধুর, কত আনন্দপ্রদ!

যদি স্বামী ক্ষুদ্রচেতা হন, তাঁহার মন যদি সংকীর্ণ হয়, তবে যাহাতে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, রমণী তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন। সচরাচর দেখা যায় যে সকল মানব ক্ষুদ্রচেতা, তাহারাই অসৎ-পথে অধিকাংশ ধাবিত হয়।—লিখিতে লজ্জা করে বঙ্গদেশে কত স্থানে স্ত্রীই স্বামীর মন আটকাইয়া রাখেন। তাঁহারা স্বামীর ভালবাসা সমস্তটা নিজের আয়ত্ত করিতে গিয়া, পূর্ণ মাত্রায় স্বামীকে বশীভূত করিতে গিয়া, তাঁহার মনের অবস্থা এত খারাপ করিয়া তুলেন যে সে মন পাপের আগার হইয়া উঠে।* আমরা দেখিতে পাই এক একটা ঘরের

* যাঁহার এ বিষয় বুঝিতে আবশ্যক হয়, তাঁহাকে "স্বর্ণলতার" শশিভূষণ ও প্রমদার উপা-খ্যান পড়িতে আমরা অনুরোধ করি।

দরজা জানালা প্রভৃতি অনেকদিন বন্ধ করিয়া রাখিলে, বাতাস ও আলোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া (যত দূষিত বায়ু জমিয়া ও ঘোর অন্ধকারে) সে ঘর এক রকম "যমালয়" হইয়া পড়ে। মানুষের মনও ধর্ম্মভাব, ভক্তি, স্নেহ, ন্যায়-পরতা, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি অভাবে শ্মশান বলিয়া প্রতীত হয়—নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই বলিতেছি যাহাতে স্বামীর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও নৈতিকবৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয়, স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য যদি তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদিগের আদর্শ পতিব্রতা সীতাদেবী, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও এই ভাবিয়া সুখী হইয়াছিলেন "আর্য্যপুত্র প্রজারঞ্জনার্থেই আমাকে বনবাস দিয়াছেন, ধন্য তাঁহার আত্ম সংযম!" এই কারণেই সীতাদেবী রমণী কুল-রত্ন! এই কারণেই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া!

স্ত্রীলোকের "আদর্শ দেবতা" স্বামীর চরিত্র কোনও প্রকারে দূষিত হওয়া স্ত্রী মাত্রেরই দারুণ মর্ম্মপীড়াদায়ক। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীই এই দুর্দ্দশার মূল। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে হৈমবতী ও দেবেন্দ্র দত্তের প্রসঙ্গে ইহা দেখাইয়াছেন। আমরাও বুঝিতে পারি, যেরূপ মানুষ উপযুক্ত আহার্য্য না পাইলে কুভক্ষ্য আহার করে, সেইরূপ অনেক পতি নিজ গৃহে বিশুদ্ধ সুখ ও আমোদ না পাইয়াই নরকের স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহেন। ইহা কি স্ত্রীর সামান্য লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়!

যে কারণেই হউক স্বামীতে কোনও প্রকারে কণিকামাত্র কলঙ্কস্পর্শ হইলে স্ত্রী আর নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। "এক-জনের প্রাণপণ চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয় না।" রমণী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই স্বামীকে কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবেন। তিনি মনে রাখিবেন, স্বামী পাপীই হউন আর অসাধু হউন, তাঁহার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমিই হউক, স্ত্রী তাঁহাকে জগতের অবলম্বন—ধর্ম্ম জগতের সহায় বলিয়া মানিবেন। স্বামী কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর নিকট অবহেলনীয় বা অশ্রদ্ধেয় নহেন; (এই বিষয়ে স্ত্রী বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিবেন) অতএব স্বামীর চরিত্র সৎপথে ফিরাইতে রমণী যে প্রাণপণে যত্ন করিবেন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অভিমান তিরস্কার প্রভৃতি রুক্ষভাব দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করিতে না গিয়া বিনয়, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি কোমলতা দ্বারা স্বামীকে নিজের আয়ত্ত করিবেন। আমরা বাল্যকালে সূর্য্য ও পবনের গল্পে পড়িয়াছিলাম, পবন তীব্র বেগে এক-জনের গায়ের কাপড় খুলিতে গিয়া হারিয়া আসিয়াছিলেন, আর সূর্য্য শান্ত-ভাবে কার্য্য করিয়া অনায়াসেই কৃত-

কার্য্য হইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তটী সকলের পক্ষে সর্ব্ব সময়ে সুসঙ্গত না হউক, স্ত্রীর পক্ষে এই উপদেশটী অমূল্য। উগ্রতার পরিবর্ত্তে মৃদুতা দিতে পারিলেই স্ত্রী পতির হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারিবেন। স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইতে যতই বিলম্ব হউক না কেন, স্ত্রী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সহিষ্ণুতা পরায়ণা হইয়া চেষ্টা পাইলে এক সময়ে অবশ্য সুফল পাইবেন। "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" হইবেই হইবে; তবে মনে রাখিবেন "রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই।"

অনেক স্ত্রীর মন এত দুর্ব্বল যে স্বামীর কোনও প্রকার দোষ দেখিলে কেবল অভিমান, কলহ করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সাধিত করেন। এরূপ রোমহর্ষণ কার্য্যে কি লাভ হয়, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অবোধ্য। ইহাতে স্বামীর চরিত্র সংশোধিতও হয় না, সংসারে শান্তিও জন্মে না, কেবলমাত্র স্বার্থপরতাই চরিতার্থ করা হয়! স্বার্থপরতা স্ত্রীজাতির পক্ষে অস্বাভাবিক এ কথা বলা যাইতে পারে। রমণীজীবন পরের জন্য; মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, গৃহিণী, যে রমণীকেই দেখ না, তিনি পরের জন্য আসিয়াছেন বলিয়া অনুভূত হয়। তিনি পরের জন্য খাটিতেছেন বলিয়াই কবি গাহিতেছেন—

"প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
জগতে নারী না থাকিত যদি।"

অতএব পরার্থপরায়ণা রমণীর পক্ষে "স্বার্থপরতা" যে কলঙ্ক ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। দূর আমেরিকাবাসিনীরা পরের—নিঃসম্পর্কীয় পরের মঙ্গলের জন্য কত খাটিতেছেন, তাঁহারা পরের হীন চরিত্রের কত উন্নতি সাধন করিতেছেন, আর দেশীয় ভগিনীরা সেই নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের সহায়রূপ স্বামীর মঙ্গলার্থে কি আত্মবলি দিতে পারিবেন না? স্ত্রী যখন সহধর্ম্মিণী, তখন স্বামী অধর্ম্মাচরী হইলে ঈশ্বরের নিকট তিনি অবশ্য দায়ী। তাই বলিতেছি যে কাজ করিয়াই মরিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

পোতবক্ষে।

(১)

চঞ্চল জলদ-তলে প্রাবৃট অম্বর,
তবু মরি কত স্নিগ্ধ কত মনোহর;
কচিৎ প্রকাশে কায়া,
বিদরি কুহেলি মায়া;
যেন সে গো স্নিগ্ধ প্রেম দীপ্ত জ্ঞানে মাখা;
যৌবনের কর্ম্মশীল উৎসাহেতে ঢাকা!
কাদা মাখা নদী জল,
তবু করে টল মল;

গরবে ছাপায়ে কূল থৈ থৈ করে;
যেন কলঙ্কিত প্রাণে,
বিধাতার প্রেমাহ্বানে
উথলিছে পরসেবা, ভক্তি, প্রীতিভরে।
বিস্তৃত অসীম শূন্য,
তাও যেন পরিপূর্ণ!
শরীর হয়েছে যেন স্থূল সমীরণ;
কোথা কিছু নাহি ম্লান,
সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত প্রাণ;
শ্যামল সতেজ পত্রে নবীন যৌবন!
আ মরি কি চারু ধরা,
নব অনুরাগ ভরা;
জেগেছে যতেক প্রাণ অসাড় অচল!
উৎসরে উৎসাহ বন্যা সদা অবিরল।

(২)

আমারি উৎসাহ লুপ্ত?
আমি একা রব সুপ্ত?
আমি একা রব পড়ি অবসন্ন ম্লান?
সকলি এ কর্ম্ম ক্ষেত্রে
আশা উজলিত নেত্রে,
ছুটিয়াছে লক্ষ্য পথে মানবসন্তান।
এই যে চলিছে একা,
সাগরে কাটিয়া রেখা;
মথিয়া জলধি-বক্ষঃ ভেদি জলরাশি,
তুলিয়া তরঙ্গোপরি পোত বক্ষে ভাসি;
এ তরঙ্গ, এ জলধি,
লক্ষ্য পথে নিরবধি;
কর্ম্মলিপ্ত তেজোদৃপ্ত পোত অচেতন,
আশাপূর্ণ ভীতি-শূন্য গর্জ্জিছে কেমন!

(৩)

উপরে তরঙ্গ কত
ছুটিতেছে অবিরত;
গভীর হৃদয় তলে জ্বলে মুক্তামণি;
আকাশে জলদ ছোটে
বায়ু তার পায় লোটে;
অন্তরে আলোক ফোটে উৎসাহের খনি!
চোখে মুখে অনুরাগ,
হস্ত সাধে কর্ম্ম যাগ,
কিন্তু গো অন্তর তলে অমনি আমার,
ফোটে যদি জ্ঞান ভক্তি,
অনিবার্য্য প্রেম শক্তি,
হয় স্থির অবিরাম প্রবাহ বন্যার!!

(৪)

উৎসাহে ছুটিতে চাই,
কিন্তু যেন বল নাই!
যেন জরাগ্রস্ত মোর আকাঙ্ক্ষা নবীন;
এমনি চলিয়া কিরে যাবে চিরদিন?
অস্থির চঞ্চল বক্ষঃ;
কি আছে আমার লক্ষ্য?
জড়িয়ে আসিছে পক্ষ আশার আমার;
হইতেছি দিন দিন,
সঙ্কীর্ণ, মলিন ক্ষীণ;
নয়নে আলোক নাই সকলি আঁধার!

(৫)

হে ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময়!
নিবার আঁধার ভয়,
দেও দেও পদাশ্রয় পাইগো উদ্ধার;
যেমন এ চারু ধরা,
নব অনুরাগ ভরা;
তেমনি উৎসাহদীপ্ত করগো আমার।
তেমনি কর এ প্রাণ,
রেখোনা রোখোনা ম্লান!

আসিও তোমার লক্ষ্যে ছুটি একবার!
তুমি বিনা কেবা আছে
দাঁড়াইব কার কাছে?
জগতের কাম্য তুমি, ভরসা আমার!

জাতীয় মহাসমিতি।

জাতীয় মহাসমিতি কি? ইহা দ্বারা আমাদিগের কি উপকার হইতেছে ও হইবে, বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ উত্তমরূপ তাহা অবগত আছেন। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন ও বিরক্তি-কর হইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। এখন কি উপায়ে রমণীগণ মহাসমিতিতে সাহায্য করিতে পারেন তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আলোচনা করিব।

জাতীয় সমিতিতে সাহায্য করিতে হইলে, প্রথমে ইহার অভাব কি? তাহাই দেখিতে হইবে। ইহার প্রধান অভাব অর্থ ও উপযুক্ত লোক। অন্তঃ-পুরবাসিনী অবরুদ্ধ রমণীদিগের উপযুক্ত লোক হইবার ক্ষমতা নাই। তবে প্রথম অভাব দূর করিবার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে আছে। কি কি উপায়াবলম্বন করিলে আমরা মাতৃভূমির সেবার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে পারি তাহাই এখন দেখা যাউক।

এই জাতীয় সমিতি আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান সোপান। তজ্জন্য ইহাতে সাধ্যমত সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ ক্ষমতা আছে, তিনি সেইরূপ দান করিতে পারেন। বড় লোকের এক সহস্র টাকা অপেক্ষা দীন দরিদ্রের শ্রমার্জ্জিত এক আনাও অধিক আদরের সামগ্রী। যে দিন সকল দরিদ্র লোক তাহাদিগের আহা-রের তণ্ডুল হইতে জাতীয় সমিতিতে দান করিবার জন্য এক এক মুষ্টি তুলিয়া রাখিবে, সেই দিনই ভারতের প্রকৃত সুদিন উপস্থিত হইবে এবং তাহা হইলে দীন হীন দরিদ্র ভারতবাসীর অদৃষ্ট-দেব অচিরে সুপ্রসন্ন হইবেন।

স্ত্রীলোকেরা যে শুভকার্য্যে যোগ না দেন তাহা চিরস্থায়ী হয় না, তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না, উহা সাধারণের প্রাণে তত জমাট বাঁধে না। দিনকতক ভাসা ভাসাভাবে থাকিয়া পরে তাহা অতীতের অন্ধকার গর্ভে ডুবিয়া যায়। যে দেশের যে ধর্ম্মে, বা যে কার্য্যে স্ত্রীলো-কেরা যোগ দেন নাই বা যাহা তাঁহা-দের প্রাণে প্রবেশ করে নাই, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে শুনা যায় নাই। যদি এই সময় হইতে আপনারা ইহার প্রতি সহানুভূতি না দেখান, তবে এই জাতীয় সমিতিরও কালে সেই দশা ঘটিবে ইহা নিশ্চয়।

সে যাহা হউক এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

১ম। আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই পত্নীদিগের উপর সমস্ত সাংসারিক বিষয়ের ভার দিয়া থাকেন। এস্থলে ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় একটু অল্প করিয়া, বা নিজেদের বস্ত্রালঙ্কারের সামান্য সাধ একটু কমাইয়া, অনায়াসে মহাসমিতির সাহায্যার্থ দুই চারি পয়সা দান করিতে পারেন।

২য়। আমরা যেরূপ নিজ আয়ের কর (বা ইনকম্ টেক্স) দিই, সেইরূপ বা তাহার চতুর্থাংশেরও একাংশ যদি ইহার জন্য দান করি, তবে বিশেষভাবে এই সমিতির উপকার হয়। মনে করুন যাঁহার বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা আয়, তাঁহাকে অন্ততঃ দশ টাকা গবর্ণমেণ্টকে (ইনকম টেক্স) কর দিতে হয়। ঐ সঙ্গে যদি আমরা আরও আড়াই টাকা দিই, তবে উহা তত গায়ে লাগে না এবং শুভকার্য্যে দানও হইয়া যায়।

৩য়। প্রত্যেক টাকায় এক পয়সা করিয়া দানও অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে; যথা, যাঁর স্বামীর মাসিক এক শত টাকা আয়, তিনি বৎসরে মাসিক ১৷৵০ হিসাবে এই উপায়ে ১৮৸০ আঠার টাকা বার আনা অক্লেশে দিতে পারেন। অথচ তদ্দারা কোন ক্লেশও হয় না, কারণ, আমরা টাকা ভাঙ্গাইবার সময় অনেক বার এক পয়সা করিয়া বাটা দিই। দ্বিতীয়তঃ এই উপায় দ্বারা অমিতব্যয়ী গৃহিণীর মিতব্যয়িতাও শিক্ষা হয়।

৪র্থ। পূজা, পার্ব্বণ, বিবাহাদির সময় অন্যান্য ব্যয়ের সহিত অবস্থামত ইহার জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিবার নিয়ম করা।

৫ম। বন্ধুদিগের নিকট চাঁদা করিয়া অর্থসংগ্রহ করা ও অন্য লোকের বাড়ী যাইলে তাঁহাদিগকে জাতীয় সমিতির সাহায্যের জন্য অনুরোধ করাও একটী উপায়।

৬ষ্ঠ। মহিলা মেলা করিয়া নিজ নিজ রচিত শিল্প ও পণ্য দ্রব্যাদির সমুদায় বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যের লাভাংশ ইহার জন্য দান করা।

৭। একাকী বা অনেকে মিলিয়া গ্রন্থাদি রচনা পূর্ব্বক তাহার লাভাংশ দেওয়া যাইতে পারে।

ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে অনায়াসে অক্লেশে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায় বাহির হইতে পারে। ক্ষুদ্র চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। সামান্য একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে গ্রাম দগ্ধ হয়। সামান্য একটী মানব হইতে কত দেশে কতই বিপ্লব হইয়াছে। সামান্য সামান্য মনুষ্যের দ্বারা এই বিশাল মানব সমাজ গঠিত হইয়াছে; সামান্য এক একটী পরমাণু একত্রিত হইয়া এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষুদ্র হইতেই বৃহৎ হয়। সেই জন্য আমাদের দেশে একটী প্রবচন আছে যে "রাই কুড়াইতে বেল।" ক্ষুদ্র, অল্প শক্তিকে কেহ উপেক্ষা করিবেন না। কাঠ বিড়ালের সাগর বন্ধনও বহু সমাদরের বস্তু।

স্ত্রীলোকেরা যত্ন না করিলে—যোগ না দিলে জাতীয় সমিতির উন্নতি অসম্ভব, কারণ ভবিষ্যতের ভার তাঁহাদিগেরই হস্তে রহিয়াছে। শিশু মাতার নিকট যাহা শিক্ষা পাইবে,শত চেষ্টাতেও উহা তাহার হৃদয় হইতে উন্মুলন অসম্ভব। অল্পবয়স্কা বালিকা জননীর নিকট জাতীয় সমিতির "কাহিনী" শুনিলে উহা চিরকাল তাহার স্মৃতিপটে জাগিয়া থাকিবে। পত্নীর নিকট উৎসাহ পাইলে উৎসাহশীল স্বামীর উৎসাহাগ্নি শতগুণে জ্বলিয়া উঠিবে,নতুবা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। পরিবারে যাহা প্রবেশ না করিবে, বাহিরে বাহিরেই উহা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে যাঁহার যেরূপ আয়, তিনি মহাসমিতিতে সেইরূপ দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার ও জন্মভূমির দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করুন। দুর্ব্বল স্ত্রীলোকেরা অবরুদ্ধ থাকিয়াও মাতৃভূমির যথেষ্ট উপকার করিতে পরেন।

শ্রীসু, সিংহ।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৬—সূর্য্যা।

সূর্য্যা, সূর্য্যের দুহিতা ও অশ্বিদ্বয়ের ভার্য্যা। এই বংশ-পরিচয় ব্যতিরেকে তাঁহার জীবনচরিতের অন্য ঘটনা পাওয়া যায় না। তদ্বিরচিত বাক্য সমুদয়, ব্যাসদেব-সঙ্কলিত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলে পঞ্চাধিক অশীতি (অর্থাৎ ৮৫) সূক্তে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সূক্তে ১৬ ষোলটি ঋক্ অর্থাৎ পদ্যময় রচনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে বিস্তর সংবাদ ও তত্ত্বকথা জ্ঞাত হওয়া গিয়া থাকে। প্রথমেই সত্যের মহত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। সোমের বর্ণনাও অনেক স্থানেই বিবৃত। তৃতীয় ঋকে প্রকৃত সোমরস পানের বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলেই, তৎসম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রান্ত কুসংস্কার অপনীত হইবে। "সোম" শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' —নবম ঋকে ইহা সুব্যক্ত। সূর্য্যার প্রণীত বেদভাগে সূর্য্যার নিজের বিবাহ সময়ের কিছু কিছু প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তদুপলক্ষে সাধারণ বৈবাহিক রীতি, বিশেষতঃ বৈদিক সময়ের অনেক ঘটনাই পাঠকের জ্ঞান-গোচর হইবে। সূর্য্যা, বেদভাগ প্রণয়ন করেন, অতএব রৈভ্য ও নারাশংসী নামে দুই বেদভাগও তাঁহার পরিচিত ছিল। তৎকালে বিবাহ সূত্রে উপঢৌকন, তৈল, হরিদ্রা ইত্যাদির ব্যবহার হইত, ৭ সপ্তম ঋকে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। শিবিকার

পরিবর্ত্তে শকট, তখনকার ব্যবহার্য্য যান ছিল। সুতরাং শকটযোগে সূর্য্যাও, ভর্ত্তৃভবনে গমন করিয়াছিলেন।

এস্থানে এক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক হইল। বিষয়টি এই,—

সোম, সূর্য্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই "সোম", সোমলতা, কি চন্দ্র, কি "সোম" নামক রাজা? বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা সায়ণ মহোদয় বলেন, "সোম" নামে রাজা। আমাদের বিবেচনায় তিনিই চন্দ্র হইতে পারেন। সায়ণাচার্য্য মহোদয়, সূর্য্যের বিবাহ-সম্পর্কে এইরূপ লিখিয়াছেন।

সূর্য্য, সোমের সঙ্গে নিজকন্যা সূর্য্যার বিবাহ দিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দেবতারা, সূর্য্যার স্বামী হইবার কামনা করেন। অবশেষে তাঁহারাই নিয়ম করিলেন, আদিত্য পর্য্যন্ত যিনি দৌড়িতে পারিবেন, সূর্য্যা, তাঁহারই প্রণয়িনী হইবেন। অশ্বিদ্বয়, ঐ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। অতএব সূর্য্যা, তাঁহাদের দুইজনের গৃহলক্ষ্মী হইলেন। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, অশ্বিদ্বয়ের শীঘ্রগামী বাজি থাকায়, তাঁহারাই সূর্য্যার পতি হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে স্বয়ংবর বিবাহের সুন্দর আভাস পাওয়া যাইতেছে। দ্রৌপদীর, পাঁচ পতি হওয়ার ইতিহাস সূর্য্যার দুই স্বামী দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। সূর্য্যার বিবাহ-কালে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, ৮ম ঋক্ পাঠে তাহা বিলক্ষণ বোধগম্য হইবে। পরিণয়টি যে আধ্যাত্মিক ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহাও ৮, ১১, ১২, ১৩ ঋকের আলোচনায় হৃৎপ্রত্যয় হয়। তাঁহার উদ্বাহ, পরিণত বয়সে ঘটিয়াছিল, তাহাতে সংশয় হইবার কারণ নাই। কেননা, ৯ নবম ঋকে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি মনে মনে স্বামীর কামনা করিয়াছিলেন। ১১ ও ১২, ১৩ ঋকেও ঐ বিষয়ই প্রকটিত। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, এই বিধি এই কয় ঋকে সপ্রমাণ করিতেছে, বলিতে পারা যায়। একটি অত্যদ্ভুত বিষয় আমাদের এ স্থলে আলোচ্য। দশম ঋক্-দৃষ্টে তখনকার লোকের সরল স্বভাব মনে পড়ে। সেই প্রাচীনতম সময়েও ত্রিচক্র রথের সত্তা বিদ্যমান ছিল! ১৪ ঋক্ দেখ। ঋতুর ব্যবস্থাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও তখনকার লোকের অজ্ঞাত ছিল না। পলাশ, শাল্মলী প্রভৃতি তরুর কাষ্ঠে শকট নির্ম্মিত হইত কি না, জানিবার ইচ্ছা হইলে, ২০ বিংশ ঋকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

বিবাহ-প্রণালী ও দাম্পত্য-প্রেম, পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়, সূর্য্যার ইহা প্রাণগত অভিলাষ ছিল। দম্পতীর মধ্যে জায়ার প্রাধান্য প্রাপ্তি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্বাবসু, সূর্য্যার বিবাহ-কালে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছিলেন। ২৩—৪৭ তেইশ হইতে সাতচল্লিশ ঋক

পর্য্যন্ত বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বিবাহমন্ত্রবৎ শ্লোকেরও অভাব নাই। ২৫ ঋকের অনুবাদে নেত্রপাত করিলে, ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যায়, বিবাহের পরে নারী, জনক কুল হইতে পতি-কুলে গেলেন, তাঁহার পিতৃ-গোত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া, স্বামি-গোত্র হয়। উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থে বোধ হয়, ঐ ঋকই উত্তর-কালের স্মৃতি-শাস্ত্র-সমূহের শাসনের মূল। ঐ কথা সাহস সহকারে নির্দ্দেশ করিলে, অসমসাহসিক বা অলীক উক্তি হয় না। পরিণীতা দুহিতাকে উদ্দেশ করিয়া যে যে হিতোপদেশ দেওয়া বিধেয়, ২৬ ও ২৭ ঋকের বাক্য, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বধূর পরিধেয় পরিধান করা অবৈধ; ৩০ সূক্তই তাহার নিদর্শন। ৩৪ চৌত্রিশ ঋকে বৈবাহিক আচার ব্যবহারের বিবরণ বৈ আর কি হইতে পারে? বর-কন্যা, যে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বকালে ঋত্বিকের, অর্থাৎ পুরোহিতের প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে তাহা নাপিতের প্রাপ্য হইয়াছে। ঋত্বিকের অধিকার হইতে ক্ষৌরকারের অধিকার কেমন করিয়া আসিল, কোন্ সময়েই বা উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় নাই। ৩৬ ছত্রিশ ঋকের বাক্যগুলি সূর্য্যার প্রতি তদীয় স্বামীর উক্তি।

তৎকালে লোকের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু, ১০০ এক শত বৎসর ছিল, ৩৯ উনচল্লিশ ঋকে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাইবে। পরবর্ত্তী শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণীকৃত হয়, সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট কন্যা সমর্পণ করিলে পর উদ্বাহ ব্যাপার সমাহিত হইত। ৪২ বিয়াল্লিশ ও ৪৭ সাতচল্লিশ ঋকের কথাগুলি বর ও বধূকে উপলক্ষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। ৪৩, ৪৪, ৪৫, ও ৪৬ এই চারি ঋকের বাক্য সমুদয়, বধূর প্রতি উক্তি-মাত্র। ফলতঃ বিবাহের সময়, স্ত্রী-আচার ও বিবাহমন্ত্রাদি এই ৮৫ সূক্তের অধিকাংশ স্থানের প্রতিপাদ্য বিষয়, পাঠমাত্র ইহা পাঠকের প্রতীতি হইতে থাকে। পুত্রসন্তান, অধিক সংখ্যায় জাত হউক, সূক্তের শেষাংশে ইহার পরিচয় রহিয়াছে। অশ্বিদ্বয়ের ঔরসে সূর্য্যার গর্ভে কোন পুত্র বা কন্যার উদ্ভব হওয়ার প্রসঙ্গ আমরা জ্ঞাত নহি। কেবল ১৪ চতুর্দ্দশ ঋকে জানা যাইতেছে, পূষা তাঁহাদের পুত্রস্বরূপ হইয়াছিলেন। আবার ২৬ ছাব্বিশ ঋকের ভাষা দ্বারা পূষার পুত্রত্ব নষ্ট হইয়া, বর-কন্যাদের পক্ষে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রদর্শন করা বুঝাইয়া দিতেছে।

নিম্নে সূর্য্যা দেবীর বিরচিত বেদভাগের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। বংশপরিচয় ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য সূর্য্যার বংশ-তালিকাও এইস্থলেই মুদ্রিত করিলাম।
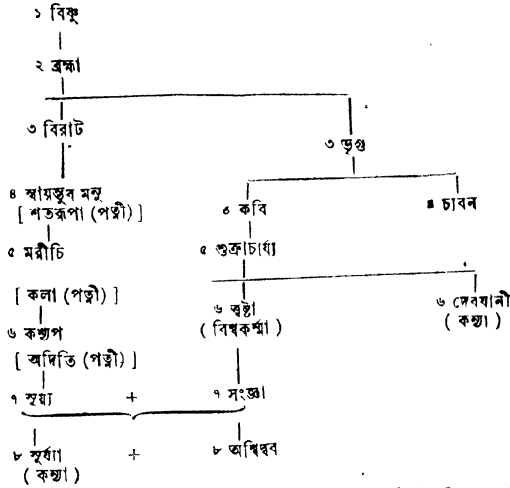
স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী রাজ্ঞী শতরূপার বিষয়, দেবহূতির জীবনচরিত-বর্ণন-সময়ে বলিয়াছি *। দেবহূতি, উঁহাদের দুইজনের নন্দিনী। এই বংশ-তালিকায় যে কয়েকটি নারীর নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহাদের বিষয় ক্রমশঃ সময়ান্তরে সুযোগমত বর্ণন করিব। পাঠিকা যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইবেন, তাহা সূর্য্যার, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত পরিণয়। অতি প্রাচীন সময়ে ঐ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। বহু কাল অতীত হইল, সমাজস্থিতি-প্রিয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক উহা রহিত হইয়াছে। তদবধি এ পর্য্যন্ত সমান সমান গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সূর্য্যার রচিত বাক্যের বঙ্গানুবাদ এই,—

সত্য, পৃথিবীকে উত্তম্ভিত (আশ্রিত) করিয়া রাখিয়াছেন। ভাস্কর, ত্রিদিবকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আদিত্যগণ, ঋতপ্রভাবে শূন্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সোম, তাঁহারই প্রভাবে সেই স্থান অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ১।

সোম, আদিত্যগণের প্রভাবে বলশালী হন। ধরিত্রী, তাঁহারই প্রভাবে বিপুল হইয়াছে। নক্ষত্রসমূহের সন্নিকটে সোম, স্থাপিত হইয়াছেন। ২।

উদ্ভিজ্জরূপী সোম, নিষ্পীড়িত হইলে লোকে মনে করে, সে সোম পান করিল; কিন্তু স্তবকারীরা যাহা যথার্থ সোম বলিয়া জানেন, কোন ব্যক্তিই সেই প্রকৃত সোম পান করিতে পায় না। ৩।

হে সোম! স্তোত্রপাঠকগণ, গোপন করিবার বিধি দ্বারা তোমারে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। পাষাণের শব্দ শ্রবণ কর, ধরণীর কোন লোকেই তোমায় পান করিতে পায় না। ৪।

দেব সোম! তোমায় পান করিলে তোমার ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মাসগুলি, বৎসরকে যেমন রক্ষা করে, তেমনই বায়ু, সোমকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উভয়ের আকৃতি (স্বরূপ), একপ্রকার। ৫।

* বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯২। অগ্রহায়ণ দেখ।

সূর্য্যার, পরিণয়-সময়ে উক্ত রৈভী নাম্নী ঋক গুলি. সূর্য্যার সখী ও নরাশংসী নামক বেদাংশ অর্থাৎ ঋক গুলি উহার পরিচারিকা হন। সূর্য্যার মনোমোহন বসন, গাথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল। ৬।

সূর্য্যা,যৎকালে পতি-নিকেতনে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য-স্বরূপ উপহার (উপঢৌকন), সঙ্গে সঙ্গে চলিল। লোচন, তাঁহার অভ্যঞ্জন (অর্থাৎ তৈল, হরিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের মালিন্য দূরীকরণ)। দ্যুলোক ও ভূলোক, তাঁহার কোশ-স্বরূপ হইয়াছিল। ৭।

স্তোত্রগুলি, তাঁহার রথের চক্রাশ্রয়। কুরীর নামক ছন্দ, রথের অভ্যন্তর ভাগ। অশ্বিদ্বয়, সূর্য্যার বর হইলেন। অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন। ৮

সূর্য্যা,মনে মনে ভর্ত্তার কামনা করিতেছিলেন। সূর্য্য, যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম, তাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত ছিলেন; কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই, তাঁহার বর-স্বরূপে স্বীকৃত হন। ৯।

মনই, তাঁহার শকট হইল। আকাশই, উর্দ্ধ আচ্ছাদন হইল। শুক্র দ্বয় (দুটী শুক তারা), তাঁহার শকটবাহক হইল। এইরূপে সূর্য্যা, পতির গৃহে গমন করিলেন। ১০।

ঋক্ ও সাম দ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ,তাঁহার শকট। এই স্থান হইতে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া গেল। হে সূর্য্যা! শ্রুতিযুগল, তোমার রথ চক্র হইল। আকাশই, সেই রথের মার্গ। তথায় সর্ব্বদা গতাগত হইয়া থাকে। ১১।

যাইবার সময় তোমার রথ-চক্রদ্বয়, অত্যুজ্জ্বল হইল। সেই শকটে প্রশস্ত অক্ষ, সংস্থাপিত ছিল। সূর্য্যা,স্বামীর ভবনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া,মনঃস্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন। ১২।

সূর্য্য, সূর্য্যার গৃহে যাইবার সময় যে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়-সময়ে সেই উপঢৌকনের অঙ্গীভূত ধেনুগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। অর্জ্জুনী (ফাল্গুনী) নামে নক্ষত্র যুগলের উদয় সময়ে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়। ১৩।

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যার বিবাহের দান গ্রহণ করিলে, তখন দেবতাগণ তোমাদিগের সেই গ্রহণ কার্য্য অঙ্গীকার করিলেন। পূষা, তোমাদিগের পুত্র হইয়া, কন্যার বর স্বরূপ তোমাদিগকে বরণ করিলেন। ১৪।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ স্ত্রী।

যিনি আদর্শ স্ত্রী নামের বাচ্য, তাঁহার জীবন গ্রন্থের পত্রে. পত্রে কেবল একটী কথা লিখিত থাকে,—"প্রেম"।

কষ্ট যন্ত্রণার পীড়নে তিনি কঠোর-স্বভাবা হয়েন না, বরং আরও মধুর-স্বভাবা হইয়া থাকেন।

আনন্দের সময় বা দুঃখের সময়, সম্পদের সময় বা বিপদের সময় তাঁহার সহানুভূতি কুত্রাপি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।

তিনি স্বামীর কর্কশ ব্যবহারের উত্তরে কোমলতা প্রদর্শন করেন, কেননা তিনি জানেন যে, সে কর্কশতার ঔষধ কোমলতা।

তাঁহার এমনই ব্যবহার ও চরিত্র যে তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি কখনও

কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

তিনি তাঁহার মধুরতর হাস্য ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমময় বাক্যে কেবল তাঁহার স্বামীকেই প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বামীর যে অধিকার ও যত্ন তাহার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে তিনি পরাঙ্মুখা হয়েন।

তিনি জানেন যে মহিলাজনোচিত প্রেম ও স্নেহমমতা ও কোমলতাই তাঁহার শক্তির মূলভিত্তি।

তিনি সন্তান লালন পালন কার্য্যে শরীর ও মনের সমস্ত বল নিয়োগে তৎপর এবং সেই মহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন জন্য জ্ঞানার্জনে উৎসুকা থাকেন।

তিনি গৃহকে নিজের রাজ্য জ্ঞান করিয়া তাহার সুশাসনে ও মঙ্গল সম্পাদনে সর্ব্বদাই নিযুক্তা থাকেন।

তিনি ভগবৎচরণে প্রণতা হইয়া স্বামী ও সন্তান সন্ততির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্পাদনে শরীর ও মনকে উৎসর্গ করিয়াই জীবনের সফলতা হয়, এই বিশ্বাসে তদনুরূপ কার্য্য করিয়া দিন যাপন করেন।

মঙ্গলকর কার্য্য করিবার প্রণালী।

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি একটী অসাধারণ সুমহৎ মঙ্গলকর কার্য্য করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অপেক্ষা করে, সে অনেক সময়ে জীবনে কিছুই করিতে পারে না। মানব-জীবন বহুসংখক ক্ষুদ্র ও সামান্য কার্য্যের সমষ্টিমাত্র। অসাধারণ সুমহৎ কার্য্য করিবার সুবিধা সকলের হয় না, সকল সময়ে পাওয়াও যায় না। বস্তুতঃ দুই একটী বড় কাজ করিলেই মহত্ব হয় না। আমাদিগের দৈনিক জীবনে নানা সামন্য কার্য্য সম্পাদনে মহত্বের পরিচয় দেওয়াই প্রকৃত মহত্ব। সৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া, যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমরা সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে সমস্ত জীবন মহান্ ও পবিত্র হইয়া যায়। জীবনে একটী অসাধারণ সুমহৎ মঙ্গলকর কার্য্য করা অপেক্ষা সমস্ত জীবনের প্রত্যেক কার্য্য যাহাতে মঙ্গলকর হয়, তদ্রূপে জীবন নির্ব্বাহ করাতেই জীবনের কৃতার্থতা হয়। আমি কোন বড় কাজ করিতে পারিলাম না, অতএব আমার জীবন বৃথা গেল, এরূপ চিন্তা যাঁহার মনে উদিত হয়, তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে তিনি যাহা কিছু করেন,তাহার ফল যাহাতে মঙ্গলকর হয়, তাহা সম্পাদন করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি যত মঙ্গল সম্পাদন

করিতে পারিবেন, একটী বা দুইটী অসামান্ত মহৎ বা মঙ্গলকর কার্য্য দ্বারা ততদূর মঙ্গল সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। অসাধারণ বড় কাজ করিতে গেলে যে শক্তি আবশ্যক, তাহা সকল মানুষের নাই, কিন্তু সর্ব্বদা মঙ্গলকর কার্য্য করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে।

ঈশ্বর যাহাকে যেরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন, সে সেই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিলেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার চক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণ বিশ্বাসী মহৎ ও ক্ষুদ্র মনুষ্য উভয়েই এক সমান।

আখ্যান মালা।

১০ সংখ্যা।

১। মহর্ষি এব্রাহিমের নিয়ম ছিল যে ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে আহার না করাইয়া আপনি জলগ্রহণ করিতেন না। একদিন অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টির জন্য একটীও অতিথি আসিল না, সুতরাং তিনিও সমস্ত দিন অনাহারে রহিলেন। অপরাহ্নে চারি দিকে ভৃত্যগণকে অতিথি অনুসন্ধানে পাঠাইয়া স্বয়ংও বাহির হইয়া ইতস্তত: অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে অদূরে একজন সিতশ্মশ্রু, জরা ও দৌর্ব্বল্যে পীড়িত, ঝড় বৃষ্টিতে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত বৃদ্ধ মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাহার নিকটে গিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন "ওহে বৃদ্ধ! অদ্য তুমি আমার বাড়ীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক অতিথি হইতে পারিবে কি?" বৃদ্ধ আনন্দের সহিত মহর্ষির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আলয়ে গমন করিল, সেখানে এব্রাহিমের ভৃত্যবর্গ অতিথি দেখিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক আসন প্রদান করিল এবং সসম্মানে অন্নপান পরিবেশন করিতে লাগিল। মহর্ষি এব্রাহিম তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বৃদ্ধ আহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া ও কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহাকে নমস্কার না করিয়া আহার করাতে এব্রাহিম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "ওহে তোমার একি ব্যবহার! যাঁহার প্রসাদে এই সুমিষ্ট অন্নপান পাইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া কুকুরের মত আহার করিতে লাগিলে। তোমাকেত বর্ষীয়ান ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতেছে না।" তদুত্তরে সে বলিল "আমি নাস্তিক।" উত্তর শুনিয়া এব্রাহিমের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে বাটীর বাহির করিয়া দিলেন। তখন এব্রাহিমের অন্তরে দৈববাণী হইল "হে এব্রাহিম, আমি যাহাকে যত্নপূর্ব্বক অন্নদান

করিয়া শত বৎসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, তুমি তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য পাইয়াই ঘৃণা করিলে? সে নাস্তিক, তজ্জন্য তুমি দানের হস্ত কেন সঙ্কুচিত রাখিলে?' এব্রাহিম আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

২। কোন দেশে একজন লোক মধু বিক্রয় করিত এবং সে সকলকে অতি মিষ্ট কথা বলিত, তজ্জন্য সমস্ত দিন তাহার বিপণি ক্রেতাদ্বারা পূর্ণ থাকিত। কিন্তু তাহার মধু বড় ভাল ছিল না। এই সংবাদ পাইয়া একজন অত্যন্ত কর্কশভাষী নানা স্থান হইতে উত্তম উত্তম মধু সংগ্রহ করিয়া একটী দোকান করিল। সমস্ত দিনের মধ্যে তাহার ক্রেতা যুটিল না, সন্ধ্যার সময় সে তাহার এক বন্ধুর নিকট বলিল। "হায় আমি এত ভাল ভাল মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম অথচ ক্রেতা হইল না, ভাই ইহার কারণ কি?" তাহার বন্ধু বলিল "ভাই! তুমি যদি সুন্দর মধু অপেক্ষা মিষ্ট কথা বলিতে, তবে তোমার মধু এখনই বিক্রয় হইয়া যাইত। লোকে উত্তম দ্রব্য অপেক্ষা উত্তম ব্যবহার অধিক ভাল বাসে।"

৩। কোন রাজা আপনার অনুচরদিগকে কয়েকটী গোপনীয় কথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু এক মাস পরে ঐ কথাগুলি নগরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন নৃপতি বিরক্ত হইয়া ভৃত্যদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে তাঁহার এক বন্ধু বলিলেন "মহারাজ! অকারণে ইহাদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেছেন। আপনি যদি ইহাদিগকে ঐ সকল কথা না বলিতেন, তবে ইহারা জানিতে পারিত না। দেখুন পূর্ব্বে যদি আপনি প্রণালী স্বরূপ আপনার মুখটী বন্ধ করিতেন, তবে ইহাদের দ্বারা এই জলপ্লাবন হইত না। যাহা নিজে গোপন করিতে না পারিবেন, তাহা অন্যের দ্বারা গোপন রাখা অসম্ভব।"

রন্ধন-প্রণালী।

১ সংখ্যা।

ওলের কচুরী।

১। প্রথমতঃ ওলগুলিকে সুন্দররূপে কুটিয়া গুড় মাখাইয়া ১ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিবে। পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া লইবে। অনন্তর ওলগুলিকে উত্তমরূপ চটকাইয়া লইবে। একটী কড়াতে (লোহার হওয়া চাই, অন্য পাত্রে মযলা হইবার সম্ভাবনা) অল্প পরিমাণ ঘৃত দিয়া ঐ ওল তেজপাত, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া,

মৌরি আধগুঁড়া দিয়া ভাজিয়া লইলে যখন আটা আটা চলিয়া যাইয়া ওল খস্‌খসে হইবে, তখন নামাইয়া উহাতে গরম মশলা দিয়া কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে। পরে ময়দার নেচি বা নই করিয়া তন্মধ্যে ঐ ওল দিয়া সাবধানে বেলিয়া ঘৃতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কচুরী গরম গরম খাইতে দিলে ভাল হয়।

ক্ষীরের লুচি।

২। বেশ পরিষ্কার ক্ষীর লইয়া তাহাতে কিছু চিনি মিশাইয়া ভাল করিয়া মাখিবে (যেন অধিকক্ষণ না হয়, কারণ তাহা হইলে ভাল "বেলা যাইবে না")। পরে উহার সহিত মোটা এলাচ ও দারুচিনি গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া নেচি করিবে। অনন্তর ময়দার দুই খানি লুচি বেলিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে এবং ঐ ক্ষীরের নেচি লইয়া সাবধানে এক খানি লুচি বেলিয়া ময়দার লুচির মধ্যে দিয়া (উপরে একখানি নীচে একখানি) উহার পাশ গুলি সুন্দররূপে মুড়িয়া দিয়া নখের দাগ দিয়া দিবে। ইহা ঘৃতে অধিকক্ষণ উল্টাইয়া ভাজিতে হয়, কারণ একবারে তিন খানি লুচি ভাজিতে হয়।

অমৃত কেলী।

৩। প্রথমতঃ খাঁটি দুগ্ধ /২ দুই সের আনিয়া উহা একটী কড়াতে করিয়া জ্বাল দিবে। যখন ঐ দুগ্ধ বেশ ফুটিয়া ঘন হইতে থাকিবে, তখন ছানা এক পোয়া নারিকেল কুরা (খুব সরু চাই) এক পোয়া, দিয়া ঘন ঘন হাতা দ্বারা নাড়িবে। পরে যখন বেশ ঘন হইয়া উঠিবে এবং ঐ নারিকেল আর ছানা দুগ্ধের সহিত আধ মিশার মত হইবে, তখন চিনি আধ সের দিবে। পরে নামাইয়া কর্পূর, মোটা এলাচ, লবঙ্গ গুঁড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। ইহার সহিত কিছু গোলাপ জল দিলে বড় সুন্দর হয়।

গোল আলুর পায়স।

৪। প্রথমতঃ বড় আলুর খোসা ছাড়াইয়া উহা খুব সরু সরু গোল করিয়া তাহা আবার লম্বা লম্বা করিয়া কুটিবে। আলু যত সরু কুটা হইবে, ততই পায়স ভাল হইবে। পরিষ্কার জলে আলুগুলি ধুইয়া একটী কড়াতে ঘৃত দিয়া উহাতে দুই একখানি তেজপাত দিয়া আলুগুলি অল্প করিয়া ভাজিয়া লইবে। পরে ভাল খাঁটি দুগ্ধ জ্বাল দিয়া অল্প গরম করিয়া তাহাতে ঐ আলু ফেলিয়া দিয়া হাতা দিয়া নাড়িবে এবং ঘন হইয়া উঠিলে পরিমাণ মত চিনি দিয়া নামাইবে। এইরূপ করিয়া লাউ, লাল আলু প্রভৃতিরও পায়স প্রস্তুত করিতে হয়।

চিড়ার পায়স।

৫। বেশ ভাল দুগ্ধ আনিয়া তাহা ঘন করিয়া জ্বাল দিবে। পরে চিড়াগুলি ভাল রূপে বাছিয়া একটু ঘৃত মাখাইয়া (ঘৃত অল্প অথচ সব গুলিতে মাখান চাই) দুগ্ধে ফেলিয়া দিবে এবং ঐ সঙ্গে পরিমাণ মত চিনি দিয়া ঘন ঘন হাতা দিয়া নাড়িবে। অনন্তর উহাতে অল্প

গাভীর ঘৃত দিয়া নাড়িয়া নামাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে। বিশেষ সাবধানে হাতা দিয়া নাড়িতে হয়, নচেৎ চিড়া গলিয়া গিয়া নষ্ট হয়। সু, সিংহ।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

পৃথিবীর উপর সূর্য্য-কলঙ্কের প্রভাব।

পৃথিবী ও গ্রহ উপগ্রহদিগের নৈসর্গিক অবস্থা সূর্য্যের নৈসর্গিক অবস্থার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের একটী স্থির সিদ্ধান্ত। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পমণ্ডল আছে, বিবিধ কারণে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। কখন কখন সেই বাষ্পমণ্ডলের কোন কোন স্থান বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সূর্য্যের মধ্য ভাগের কিয়দংশ দূরবীক্ষণের দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়। যে যে স্থানে বাষ্পমণ্ডলের এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎস্থল অন্ধকারময় দেখায় বলিয়া উহা সূর্য্য-কলঙ্ক নামে অভিহিত হয়। জ্যোতির্ব্বিদগণ পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ঘোর ঝটিকা প্রভৃতি ঘটনার সহিত সূর্য্য-কলঙ্কের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

সূর্য্য-রশ্মির শক্তি।

সূর্য্য-রশ্মি যন্ত্রের সাহায্যে ঘনীভূত করিয়া তদ্দারা কি কি কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে, ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের কোন বৈজ্ঞানিক সপ্রমাণ করিতেছেন যে সূর্য্য-রশ্মিতে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা বাষ্পের শক্তির ন্যায় আমরা নানা কার্য্য সম্পাদনে নিয়োগ করিতে পারি। তিনি একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করাইয়া তাহার শক্তির সাহায্যে গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন ও দৃঢ় প্রস্তর ভেদ প্রভৃতি কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিতেছেন।

অবিনশ্বর কাগজ।

মেয়ার নামক ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বহু পরীক্ষার পর এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা জল ও অগ্নির বিনষ্টকারী প্রভাবের অতীত। ঐ কাগজ জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে চারি ঘণ্টা কাল ও জলের মধ্যে তিন দিন রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা বিনষ্ট হয় না। উইল্, দলিল ও বহুকাল রক্ষণীয় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এই কাগজ ব্যবহৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কণ্ঠস্বরের মধুরতা সাধন।

অনেক এরূপ লোক আছেন যাঁহারা

সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পটু, কিন্তু তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ এরূপ কর্কশ যে গান গাহিয়া তাঁহারা কাহারও মনস্তুষ্টি করিতে পারেন না। মোফাট নামক স্কটলণ্ড দেশীয় কোন বৈজ্ঞানিক অনেক পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বায়ুমণ্ডলের সহিত কণ্ঠস্বরের বিশেষ সংযোগ আছে। তিনি বলেন ইটালী দেশে দেখা যায় যে তথাকার পুরুষ ও রমণী মাত্রেরই অতি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। ইটালীর বায়ুমণ্ডলে পিরক্সাইড অব্ হাইড্রোজেন নামক বাষ্পের আধিক্য থাকাতেই এইরূপ হয়, মোফাট মহোদয় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উক্ত বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন যে বাস্তবিকই উহা দ্বারা কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুক্ত মোফাট একটী সাধারণ সভায় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে উক্ত বাষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করাইয়া অকাট্যরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে ঐ উপায়ে অতি কর্কশ কণ্ঠস্বরও সুমধুর বাণীতে পরিণত করা যায়। উক্ত বাষ্পের ঘ্রাণ লওয়া যখন শরীরের পক্ষে কোন প্রকারেই অহিতকর নহে, তখন সঙ্গীতকারীদিগের মধ্যে উহা কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতাসাধন জন্য ব্যবহৃত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায়।

কৃত্রিম ডিম্ব।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন প্রভৃতি বড় বড় সহরে আজ কাল কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত করিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। অতি অল্পকাল হইল কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডিম্বের পীতবর্ণ যে অংশটুকু তাহা আমেরিকার এক প্রকার পীত বর্ণের শস্যের চূর্ণ, চাউলের মাড় ও অন্যান্য দুই একটী দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত হয়। যে অংশটুকু শ্বেত বর্ণ, তাহা আল্‌বুমেন নামক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। ডিম্বের সর্ব্বোপরি যে দৃঢ় আবরণ থাকে, তাহা পারিস নগরীর এক প্রকার মৃত্তিকার এবং ভিতরকার সূক্ষ্ম আবরণনী গিলেটাইন্ পদার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় অকৃত্রিম ডিম্বের সহিত এই কৃত্রিম ডিম্বের স্বাদের কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না এবং বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অকৃত্রিম ডিম্বের অপেক্ষা ইহার বল-প্রদায়ক গুণ কিছু মাত্র কম নহে। অকৃত্রিম ডিম্ব অল্প দিনে নষ্ট হইয়া যায় এবং পড়িলে চূর্ণ হইয়া যায়; কৃত্রিম ডিম্বের এই দুইটী দোষ নাই। ইউনাইটেড ষ্টেটসে এই ডিম্ব লোকে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। নিউইয়র্ক-নগরের একটী কারখানায় প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তত্রৈব রমতে হরিঃ।*

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বজীবনিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায় ;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ ।১।

পুণ্যব্রতো গৃহী যত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত ;
পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান ।২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৩ ॥

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, যে ভবনে ;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার ।৩।

অরিষড়্‌বর্গদমনং দীনোপগতরক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৪ ॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয় ;
যথা আসি' সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময় ।৪।

পিতা মাতা গুরুঃ পত্নী জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।
যত্রৈতে নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৫ ॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুলকিত মনে,
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে ;
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময় ।৫।

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেঽঙ্গনাঃ।
তির্য্যক্কোঽপি প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৬॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্লবদন,
প্রফুল্লবদন যথা কুলনারীগণ ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্লবদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ ।৬।

শ্রদ্ধান্নং গৃহিণা দত্তং ভুঞ্জতে সর্ব্বজন্তবঃ।
প্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৭ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে,
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে ;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার ।৭।

অহো তৃপ্তোঽস্মি জীবানামিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে।
যত্রানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৮ ॥

'আহা ! হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে,
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে ;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন ।৮।

অদ্বৈতভক্তিসূত্রেণ বদ্ধা যত্র গৃহে জনাঃ।
সর্ব্বেঽভিন্নমনঃপ্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৯ ॥

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে,
অদ্বৈত ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে ;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান ।৯।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১০ ॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায় ;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ ।১০।

(ক্রমশঃ)

* পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশের সুযোগ্য ছোট লাট সার ষ্টিওয়ার্ট বেলী তাঁহার সময় পূর্ণ না হইতেই পদ ত্যাগ করিতেছেন। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তিনি এদেশ ছাড়িয়া বিলাত যাত্রা করিবেন।

২। সিবিল ডাক্তার ১২ জনের পদ শূন্য হয়, পদপ্রার্থীদিগের মধ্যে পরীক্ষার ফলে বি, জে, সিংহ এবং বি, ডি, বসু চতুর্থ ও দ্বাদশ স্থানীয় হইয়াছেন।

৩। গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের ৫৭ বার্ষিক উৎসব হইয়াছে। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির কার্য্য করেন। অনরেবল্ ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ বন্দ্যো, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টো প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। রাজার স্মরণার্থ কিছু করিবার জন্য একটী সমিতি ৫ বৎসর গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত হইয়াছে।

৪। বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহাय্যার্থ উপযুক্তরূপ আয়োজন হইতেছে না। এজন্য সাধারণের চাঁদা দান আবশ্যক হইয়াছে।

৫। শিখদিগের এক কলেজ স্থাপনার্থ পাতিয়ালার মহারাজা দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। আমরা শুনিতেছি রুসিয়ার যুবরাজ আগামী জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

৭। লণ্ডন নগরে ১৮০০ স্ত্রীলোক নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংবাদ পত্রের সাহায্য করিয়া থাকেন।

বামারচনা।

হতাশের আক্ষেপ।

১

কেন হেন অকস্মাৎ—
হৃদয় আমার এত ব্যথিত হইল?
হৃদয় ভিতরে কেন
অনন্ত অনল হেন
নিরবধি হু হু করি পুড়িতে লাগিল?
নিভালে নিভেনা হায়,
আরো কেন বেড়ে যায়;
মানে না প্রবোধ কোন, কি দায় হইল?
কেন অকস্মাৎ মম এ দশা ঘটিল?

২

কেন কিসের কারণ
করিতেছে হু হু মম হৃদয় মাঝেতে?
ভীম দাবানল প্রায়,
এ হৃদয় জ্বলে যায়,
কিসের কারণ কিছু না পারি বুঝিতে।
কিবা দিবা কি নিশীথ,
সততই মম চিত,
প্রজ্বলিত হুতাশনে লেগেছে পুড়িতে,
কিসের কারণ কিছু না পারি বলিতে।

৩

হায় কি বলিব আর—
দেখাবার হ'ত যদি তা' হলে এখন,
হৃদি উদ্ঘাটন করে,
দেখাতাম সকলেরে
হৃদয় ভিতরে দাহ হতেছে কেমন।
যে অনল হৃদে পশি,
জ্বলিতেছে দিবা নিশি,
কেহই দেখিতে তাহা পাবে না কখন ;
কিন্তু দেখিছেন সেই ত্রিলোক-তারণ।

৪

হায় একি দশা হ'ল—
কেন মম মন হ'ল হেন উচাটন ?
রজনী দিবা সমান,
কেঁদে সদা উঠে প্রাণ,
বুঝিতে না পারি আমি ইহার কারণ !
না জানি কেন গো হায়,
অন্ধকার কারা-প্রায়,
আমার মনেতে বোধ হতেছে ভবন।
অকস্মাৎ কেন মন হেন উচাটন ! !

৫

জানি নাত কিছু আমি—
আচম্বিতে হেন ভাব হ'ল কি কারণে ?
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সব শূন্যময় দেখি,
কিছুতে সন্তোষ আর হতেছে না মনে।
কিছুই লাগে না ভাল,
পূর্ব্বে হায় যে সকল,
উত্তম বলিয়া আমি ভাবিতাম চিতে,
এবে বিষতুল্য বোধ হতেছে আঁখিতে।

৬

দেখ কিবা মনোহর—
আজি এ পূর্ণিমা নিশা কেমন সুন্দর।
নির্ম্মল গগন পরে,
তারাগণে সঙ্গে করে,
উদিয়াছে কুমুদিনী-কান্ত শশধর ;
দেখ কিবা মনোলোভা,
হয়েছে ইহার শোভা,
এ শোভা দর্শনে সবে পুলক-অন্তর ;
আমার নিকটে কিন্তু নহেত সুন্দর।

৭

ফিরে দেখ আর বার—
বহিছে মলয়ানিল শীতল কেমন ?
কুসুমে কুসুমে ফিরি,
সুগন্ধ বহন করি,
বিতরণ করিতেছে সবার সদন।
শীতল পরশে এর,
যুবা বৃদ্ধ সকলের
সুশীতল হইতেছে সন্তপ্ত জীবন ;
আমার সন্তাপ কিন্তু করে না হরণ।

৮

হায় পূর্ব্বের মতন—
কিছুই না দেখি আমি সুন্দর তেমন ;
সুমিষ্ট সুধার ধারে,
বিহঙ্গম গান করে,
তাহাতেও নাহি মম জুড়ায় শ্রবণ !
হেন ভাব হ'ল কেন,
জান কি হে কোন জন ?
(অথবা) বুঝিনা যখন আমি আপনার মন,
কেমনে জানিবে তাহা বল অন্য জন ?

৯

যদিও না বুঝি আমি—
তথাপি কারণ কিছু আছয়ে ইহার ;
নতুবা বলগো কেন,
আমার হৃদয় হেন,
মিছামিছি হু হু করি পুড়ে অনিবার ?
কারণ নহিলে হায়,
কোন কার্য্য নাহি হয় ;
তাই বলি কোন হেতু আছয়ে ইহার
জানেন সকলি সেই বিশ্ব সারাৎসার।

১০

হে বিভো করুণাময় !
যে অনলে দিবা নিশি জ্বলিছে পরাণ,
সকলি ত আছ জ্ঞাত,
অতএব ওহে তাত,
দুঃখিনীর প্রতি কর কৃপা দৃষ্টি দান ;
হৃদি পুড়ে হ'ল ক্ষার,
সহিতে পারি না আর,
কৃপা করি এ অনল করহে নির্ব্বাণ,
তাপিত হৃদয়ে পিতঃ ! কর শান্তি দান।

শ্রীনী—

ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।

(গতবারের শেষ।)

৭

কার খাও কার পর বুঝেও তা বোঝ না,
কহিতে জনমে লাজ
ধরেছ কি নব সাজ,
হলে কি অপূর্ব্ব জীব, একবারো ভা'বনা !
বাতাস, আগুন, জল,
তাও পর-করতল !
দেশের উন্নতি লাগি তবু সাধ বাসনা !—
আমরাও সাধিব কি এই মহা সাধনা ?

৮

এমন করিয়া কোথা কে মানুষ হয়েছে,
আপনারা ছেড়ে হাল,
পরের উপরে গাল,
এমন সুবিবেচনা কারা কবে করেছে ?
নাহি জানি কোন গ্রহ
হইয়াছে প্রতিগ্রহ,
না জানি কার'এ শাঁপ হাড়ে হাড়ে
লেগেছে,
বিশ কোটী প্রাণ তাই জড়পিণ্ড হয়েছে !

৯

আর কেন ডা'ক আজি কেবা আছে
বাঁচিয়া !
তেজস্বিনী আর্য্যবালা
সে উজল মণিমালা,
একটি একটি করে পড়িয়াছে খসিয়া,
রাজস্থানে ধূলা শুধু
এখন করিছে ধূ ধূ,
অযোধ্যা হস্তিনা আদি শূন্য আছে
পড়িয়া !—
সঞ্জীবন মন্ত্রে ফিরে উঠিবে কি জাগিয়া ?

১০

চল ভাই ! হরি স্মরি চল পথ দেখিয়ে,
ঢালিয়া স্নেহের ধারা
ফুটাও আঁখির তারা,
"বিশ্ব-সেবা মহাব্রত" দাও ভাই, শিখিয়ে ;
কোন্ রক্তে জন্ম ভাই,
'ভুলনা, এ ভিক্ষা চাই,
আঁধারে আঁধারে ঘুরে গেছি পথ হারিয়ে
ভোঁতা কি মরিচা ধরা, দেখ দেখি
মাজিয়ে।

প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

মিছে।

মিছে জগতের স্নেহ ভালবাসা,
মিছে হায়! নয়নের জল!
আজ তুমি আছ জীবিত ধরায়
তাই, স্নেহ, মায়া, এইটুকু বল!
ছায়াবাজী খেলা এ যে রে জগত,
এ জীবন নিশার স্বপন!
ভাঙ্গিলে, কে তুমি কে তোমার হায়,
কোথা তব সাধের ভবন!
কেন বল তবে "আমার আমার",
এ যে, জাননা কি প্রবাসের মেলা?
দু'দিনের হেথা সুধু চেনা শুনা,
দুটী দিনে ফুরাইবে খেলা!
মহা যাত্রা কালে অজানা সে পথে
কে তোমার হইবে সহায়?
এসেছ গো একা, একা যাবে চ'লে
শূন্য প্রাণে লইয়া বিদায়!
এত যতনের তনুখানি আহা!
তাও, অনাদরে রহিবে পড়িয়া!
ভুলে ভালবাসা স্নেহ পরিজন
সুধু দেবে তায় অনলে সঁপিয়া!
ভস্ম করি তোমা নিবিবে রে চিতা
হায়! চাহিয়াও দেখিবে না কেহ!
শুকাইবে অশ্রু, সময়ে আবার
হাসিবে রে বিষাদের গেহ!
শুধু, তুমি প'ড়ে র'বে শ্মশানেতে ছাই,
স্মৃতিহারা, স্বপন সমান!
এ জগতে এত— স্নেহ প্রণয়ের
এই সুধু শেষ প্রতিদান!

শ্রীপ্রমীলা বসু।

এই কি জীবন?

এই কি জীবন সখি! এই কি জীবন?
মরুভূমে প'ড়ে শুধু প্রাণের দহন?
কত স্নেহ যত্নে ওরে, জননী লালন করে,
বুকে টানে প্রেমভরে সুখের স্বপন।
জনক উল্লাসে ভাসি, দেখে সে শিশুর হাসি
গালে ঢালে চুমা রাশি—সাধের রতন।
হায়! সখি! ইহার কারণ?
দেখে বড় দিদিগণে, গণিতাম মনে মনে
আমি আর কতদিনে হইব তেমন।
শৈশবের বাল্যভাবে, হইয়ে অস্থির রবে
ভাবিতাম কবে হবে ফুটন্ত যৌবন
সুখের কানন—ইহারি কারণ?
এল সে বাঞ্ছিত কাল, শরীরের ডাল পাল
বাড়িল মলয়াগমে শাখার মতন।
ছুটিল হৃদয়ে বায় আরো যে সঘন।
কই তায় সুখ কোথা, আবার গুটায়ে পাতা
থাকিতে কতই হায়! করিনু মনন—
বৃথা আকিঞ্চন।
যৌবন ফুরালে যদি, প্রাণের চঞ্চল নদী
প্রবীণ শান্তির দেশে করিয়ে গমন—
পূরে এ জগতে তার মনের বাঞ্ছন।
এ ভাবি আকুল হয়ে, যেন দুই হাতে ব'য়ে
দিলাম অকালে তারে চির বিসর্জ্জন।
ইহারি কারণ?
কই হেথা শান্তি কই, শুধু জল থই থই,—
কোথা এ আশার শেষ—থামিবে গর্জ্জন?
সীমাশূন্য এ সংসার, অনন্ত এ পারাবার,
আমি তায় রেণুকণা সম এক জন।
কেন তবে এ লালসা, হৃদয়ের এ পিপাসা
শুধু কি সুতীক্ষ্ণ তীরে করিতে হনন?
তবে কি এসব আশা, পরাণের ভালবাসা
কোকিলের বাসা সম বৃথায় গঠন?
এই কি জীবন সখি! এই কি জীবন?
হবে না কি কভু হেথা আশার পূরণ?
কাঁদিয়ে জনমে জীব, কাঁদিয়ে মরণ!

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১০ সংখ্যা।	কার্ত্তিক ১২৯৭—নবেম্বর ১৮৯০।	৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শিল্প বিদ্যালয়—ছোট লাট রঙ্গপুর শিল্প বিদ্যালয়ে (Technical Institute) মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেশে লোকের যেরূপ অন্নাভাব, স্থানে স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ দান নিতান্ত আবশ্যক।

সংবাদ পত্র—পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ পত্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তাহা ১৭০০০ গণিত হইয়াছে।

বি এ শিক্ষয়িত্রী—বেথুন কলেজের উত্তীর্ণা ছাত্রী কুমারী কুমুদিনী খাস্তগির বেথুন কলেজে এবং কুমারী চক্রবর্ত্তী বিএ, অমৃতসরের অ্যালেক্‌জাণ্ড্রা খৃষ্টান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন।

হিতকর কার্য্যে দান—কারমজী কৌসাজী বায়রয় নামক একজন ধনাঢ্য পারসী বণিক্ মৃত্যুকালে দাতব্য কার্য্যের জন্য লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী চিকিৎসক—ইংলণ্ড হইতে দুই জন লেডী ডাক্তার আসিতেছেন। কুমারী বম্‌বার তন্মধ্যে একজন, তিনি ডাক্তার বিলবীর বিদায় কালে লেডী আচিসন হাঁসপাতালের ভার গ্রহণ করিবেন। দ্বিতীয়া কুমারী গ্রাহাম কুমারী কোটের স্থানে রেঙ্গুণ মাতৃ-হাঁস-পাতালে কার্য্য করিবেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বার্দ্ধক্য—মহারাণী বিক্টোরিয়া ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে-ছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। আগামী বসন্তকালে তাঁহার জর্ম্মণি ভ্রমণের মানস আছে। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু করিয়া রাখুন।

ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা—পৃথিবীতে

প্রায় ১৪৫ কোটী লোকের বাস, তন্মধ্যে ৪৫ কোটী খৃষ্টান, ৩৯ কোটী কংফুসের মতাবলম্বী, ১৯ কোটী হিন্দু, ১ কোটী ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১৫ কোটী জড়োপাসক, ১০ কোটী বৌদ্ধ, ২ কোটী ২০ লক্ষ সিণ্টো ধর্ম্মাবলম্বী, ৮০ লক্ষ ইহুদী, ১০ লক্ষ পারসী।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীশিক্ষা—ব্রহ্মদেশে ১৭৬টী বালিকা বিদ্যালয়ে ২ হাজারের অধিক বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে, এ সংবাদে কেনা আনন্দিত হইবেন?

মণিপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বংশধর মণিপুরের মহারাজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি হত হইতে হইতে বাঁচিয়াছেন।

কৃষ্ণানদীর উপর সেতু—হুগলীর উপর যেমন জুবিলী সেতু, কাশীর গঙ্গার উপর ডফারিণ সেতু এবং শক্করে সিন্ধুর উপর লান্সডাউন সেতু হইয়াছে, কৃষ্ণানদীর উপর সেইরূপ একটী বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইবে।

রুসীয় যুবরাজের দেশ ভ্রমণ—যুবরাজের বয়স ২২ বৎসর। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত এই নবেম্বর মাসে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ভারত, চিন, জাপান ও আমেরিকা পরিদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

গোহত্যা নিবারণ চেষ্টা—ভারতের কয়েকটী দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য মুসলমান মক্কায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্‌যোগে তথায় ভারতে গোহত্যা নিবারণার্থ এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মের জন্মস্থান মক্কা হইতে এই সাধু চেষ্টা হইলে অনেক সুফল দর্শিতে পারে।'

সংবাদপত্র ও নারীগণ—লণ্ডনে সংবাদ পত্রের সহিত সংস্পৃষ্ট ১৮০০০ রমণী আছেন। তথায় সংবাদপত্র লেখা শিখাইবার জন্য একটী স্ত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতি বর্ষে ২০০ ছাত্রী শিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছেন।

বাল্য বিবাহ—বাল্য বিবাহের কুফল নিবারণার্থ সমুদায় ভারত ব্যাপিয়া বিশেষ চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজ এবং মধ্য ভারতের মুসলমান সমাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট আইনের শাসন প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় ভদ্র মুসলমান সমাজে একটী সুপ্রথা আছে, তাহাদের মধ্যে কন্যা অল্পবয়সে বিবাহিত হইলেও যত দিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন স্বামিগৃহে প্রেরিত হয় না।

লক্ষ্ণৌয়ের স্ত্রী ডাক্তার বিবী ম্যানসেল ও ৫৫টী স্ত্রী ডাক্তার গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন, ১৪ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা বালিকাকে স্বামীর ঘর করিতে দেওয়া উচিত নহে।

যেরূপ দেখা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে শীঘ্র কোন প্রকার আইন করিবেন। সমাজ-হিতৈষীগণ এই বেলা সমাজের কুরীতি সংশোধনে সচেষ্ট হউন্।

সহধর্ম্মিণী।

স্ত্রীর জায়া ও পত্নী প্রভৃতি অনেক গুলি নাম আছে, তন্মধ্যে একটী নাম সহধর্ম্মিণী। এই নাম কেন হইল? তথ্য অনুসন্ধান করিতে গেলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কয়েকটী সার উপদেশ লব্ধ হয়। "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই পাঠক পাঠিকার মনে হঠাৎ যে অর্থের উপলব্ধি হয়, সে অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করি নাই—অর্থাৎ এই প্রবন্ধে বালিকা বিদ্যালয়ের পোষকতার কোন কথা বলা হইবে না এবং পুস্তক বা পত্রিকা পাঠের উপকারিতাও প্রদর্শিত হইবে না।

নামটী শাস্ত্র মূলক। শাস্ত্রকারগণ যে অভিপ্রায়ে ঐ নাম প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, সে অভিপ্রায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য নহে। অল্প অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, চিত্তক্ষেত্র জ্বলিয়া থাকিলে তথায় ধর্ম্মাঙ্কুর উদ্গত হয় না। ধর্ম্মকার্য্য সকল পবিত্র প্রীতিবীজের শুভময় ফল। সুতরাং তদুদ্দেশে শাস্ত্রকারগণ বিধি প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন —"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" স্ত্রী স্বামিকৃত ধর্ম্ম কর্ম্মের অর্দ্ধ ফলভাগিনী হন। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,— "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলৈঃ সমা।" পুরুষ স্ত্রীর সাহায্যেই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় এবং স্ত্রীরা সহজে পুরুষকৃত ধর্ম্মের ফলভাগিনী হয়, ইহা দেখিয়া ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী।

প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। কেবল পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে যথার্থ সহধর্ম্মিণীত্ব লাভ করা ও করান যায় না। কিরূপ শিক্ষায় যথার্থ সহধর্ম্মিণী হওয়া যায়? এবং স্ত্রীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা উচিত? তাহা আমাদেরই শাস্ত্রকারগণের পুস্তক মধ্যে লিখিত আছে। দক্ষদুহিতা সতী ও গিরিরাজকন্যা উমা, ইঁহারা ভিখারী মহাদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্বেও স্বয়ং ভিখারিণী হইতে অনিচ্ছুক হন নাই, এক দিনের জন্যও কষ্ট বোধ করেন নাই। দানব-দুহিতা শচী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়তমা গৃহিণী হইয়া সপ্ত স্বর্গের ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী কেহই সে সময়ে পাতাল প্রবেশ করিয়াও নিরাপদে থাকিতে পারেন নাই। শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দিষ্ট এই দুইটী আখ্যায়িকার মধ্যে যথেষ্ট সহধর্ম্মিণীত্ব শিক্ষার উপায় উপদিষ্ট আছে।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে ঐ দুইটী আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দাও। স্ত্রী যাহাতে বুঝিতে পারে ও বিশ্বাস করে, "মা, বাপ, ভাই, ভগিনী ইহাঁদের সম্পদ, বিপদ, আমার সম্পদ, বিপদ নহে। স্বামীর সম্পদেই আমার সম্পদ, স্বামীর বিপদেই আমার বিপদ। বাপের বাড়ী বাড়ীই নহে; শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী।" তাহার চেষ্টা কর। ক্রমে দেখিবে, তোমার স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক্য অধিকার করিতে সমর্থা হইবে।

আর একটী শিক্ষা আছে, তাহাও শাস্ত্রমূলক এবং উহা তোমারই অধীন। শাস্ত্রটী প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে,—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" ধর্ম্ম, কর্ম্ম যাহা কিছু করিবে, সমস্তই স্ত্রীর সহিত এক যোগে করিবে। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ভাবিয়া তাহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিও। সে বুঝুক বা না বুঝুক বলিতে ও গল্প করিতে অবহেলা করিও না। মনেও স্থান দিও না যে, সে তোমার কথা বুঝিবে না। সে ত বালিকা, তাহাতে আবার লেখা পড়া জানে না, তাহার সহিত আর কি কথা বলিব, এরূপ ভাব যেন তোমার মনে কখনও স্থান না পায়। যখন যা মনে আসিবে, তখন তাহাই বলিবে। ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত কথার উদ্দেশ্য বুঝিতেছে এবং সময়ে সময়ে তোমার শত শত পুস্তক পাঠের ফল স্বরূপ ব্যাবহারিক জ্ঞানের মধ্যে লুক্কায়িত দুই একটী ভুল বাহির করিয়া দিতে সমর্থা হইয়াছে। এইরূপ সদ্ব্যবহাররূপ শিক্ষা অতি সাবধানে প্রদান করিতে হয়। অনৃতবাদী, ধূর্ত্ত ও নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপর স্বামী এ শিক্ষার গুরু হইবার অনুপযুক্ত।

মহাগুরু স্বামী উল্লিখিত শিক্ষা ব্যতীত আরও কয়েকটী শিক্ষা দিতে পারেন। সেগুলিও শাস্ত্রমূলক। তাহার একটী এই—"পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ"

শাস্ত্রের এই উপদেশ স্মরণ রাখিয়া স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় অপেক্ষা অধিক সম্মানে রাখিও। সমাদর ও যত্ন করিও। সময়ে সময়ে যথাযোগ্য গৌরব প্রদর্শন করিও। অপরের সমক্ষে তাঁহার অত্যল্প ত্রুটীরও উল্লেখ করিও না। ত্রুটী দেখিলে মিষ্ট বাক্যে ত্রুটীর অবস্থা বুঝাইয়া দিও। পিত্রালয়ে যত্ন এবং সমাদর পাওয়া সহজ, কিন্তু তথায় সম্মান পাওয়া সহজ নহে। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সম্মানের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত। এই সকল একত্রিত হইলে অর্থাৎ যত্ন সমাদর, সম্মান ও গৌরব এ সকল যথোচিতরূপে প্রদর্শিত হইতে থাকিলে তাহার বলে সেই নবাগতা বালিকা তোমার সহধর্ম্মিণী পদ অধিকার করিতে চেষ্টিতা হইবেন। উল্লিখিত কয়েকটীর অনুষ্ঠান ব্যতীত নবাগতা বধূর শ্বশুরালয়ে মন বসাইবার উৎকৃষ্ট উপায়ান্তর নাই। উল্লিখিত

অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শিক্ষা প্রদান আরম্ভ করিলে এবং উদাহরণ দ্বারা উল্লিখিত শিক্ষার মর্ম্ম তাঁহার হৃদ্বোধে আরোহিত করাইতে পারিলে, তখন সেই অনক্ষরা বালিকা তোমার প্রতি অনুরাগবতী হইবে, তোমার মন কি চায়, কোন্ দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তাহাও তখন বুঝিয়া লইবে এবং আপনার মনকে তোমার মনের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবে। যখন এতদূর অগ্রগামিনী হইবে, তখন আর সে তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলা হইবে না, কাম্য কর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবে না, বরং তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের সহায়া হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক্য সাধন করিবে।

উদাসীনের চিন্তা।

উপদেশ এবং জীবন।

একদিন কোন রমণী বলিলেন "দেখুন ক—বড় মুখরা হয়ে চল্ল, ঝি চাকরের সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া করিয়া থাকে, আমি খুব শাসন করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। বলুন, কি উপায়ে ইহাকে ভাল করি"। আমি তখন কন্যাটীকে নিকটে ডাকিয়া সুমিষ্ট ভাষায় তিরস্কার করিলাম, তৎপরে স্বভাব সংশোধন জন্য উপদেশ দিলাম। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে আবার সেই রমণীই কোন দোষের জন্য চাকরকে ভৎর্সনা করিতে ছিলেন। ক—ও সেখানে দাঁড়াইয়া মায়ের সে ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। আমি তখন বুঝিলাম কেন মুখরা হইতেছে। আমি রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "দেখুন, আপনার মেয়ের স্বভাব কখনও ভাল হইবে না। আপনি যদি দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে, সন্তানগণ কখনও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে না। আপনি আপনার স্বভাবের সংস্কার করুন, দেখিবেন সন্তানদিগের জন্য বড় একটা ভাবিতে হইবে না।" এই কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন "আমাকে সমস্ত গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। আপনি চাকরদিগের স্বভাব বিলক্ষণ জানেন। তাহারা উপযুক্তরূপে শাসিত না হইলে কর্ত্তব্য করিতে চায় না। যদি তাহাদিগের অলসতার জন্য তাহাদিগকে কিছু না বলা যায়, তাহা হইলে গৃহকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। আমি যদি একটু শিথিল হই, এবং চাকরদিগকে কিছু না বলি, তাহা হইলে অনেক কাজ পড়িয়া থাকে। কিন্তু ক—কে আরত তাহা করিতে হয় না, তবে কেন সে এরূপ দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিবে? আমি তখন

বিষম সমস্যায় পড়িলাম। একদিকে দৃষ্টান্তে সন্তানের চরিত্র গঠনের বিঘ্ন এবং মায়ের চরিত্র দোষ, অন্যদিকে গৃহকার্য্য সম্পাদনের বাধা এই উভয় সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহারই ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন ভৃত্যদিগকে শাসন করিতেই হইবে, কিন্তু রূঢ় ভাষায় তিরস্কার না করিয়া অন্য উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে কিনা? কিছু অর্থদণ্ডই আমার নিকট প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ভৃত্যগণ অল্প বেতন পাইয়া থাকে, এইরূপ অর্থদণ্ড হইলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে কেন?

এদেশে শিক্ষিত কিংবা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগের কাজ পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু ভৃত্যদিগের কাজের অভাব নাই, সুতরাং তাহারা কাজ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য একটুকুও ইতস্ততঃ করিবে না। তিরস্কার অনেক ভৃত্যের পক্ষে জল ভাতের ন্যায় সাধারণ, কিন্তু অর্থদণ্ড তাহারা সহ্য করিতে পারে না। যাহাদের নিকট তিরস্কার জল ভাত তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেও কোন ফল হয় না। অথচ সন্তানগণ অনুকরণ করিয়া মুখরা হইয়া পড়ে এবং যিনি সর্ব্বদা এরূপ তিরস্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারও ক্রোধ প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং বহুদোষের আকর এই তিরস্কার করার অভ্যাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তবে ভৃত্যদিগকে শাসন জন্য অর্থদণ্ড করিয়া সময় সময় ক্ষমা করিলে কোন দোষ জন্মিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আর কি কি সদুপায় হইতে পারে, তাহা বিচক্ষণ গৃহস্বামী ও গৃহিণীর চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

(গত বারের শেষ।)

স্বামীর শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাও স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বামীর স্বাস্থ্য সুনিয়মে রক্ষা হয়, অতিশ্রমে কি হীনশ্রমে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনিক কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তিনি স্বাস্থ্যহীন না হন, স্ত্রী সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। এখনকার অনেক যুবক মানসিক শ্রমের অনুরোধে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি অমনোযোগী, ইহারই ফলে রোগগ্রস্ত, অল্পায়ু প্রভৃতি হইয়া দারুণ দুর্ঘটনা ঘটাইতেছেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ যদি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন, তবে এরূপ হইতে পারে না।

আর একটী কথা না বলিয়া উপস্থিত বিষয়টী শেষ করিতে পারি না। স্ত্রী স্বামি-প্রদত্ত সদুপদেশ সকল যথা নিয়মে

পালন করিবেন। স্বামীর নিকট সর্ব্বদা বাধ্যতা দেখাইবেন। যে কার্য্যে স্বামী প্রীত হন, সে কার্য্য সাধন করিবেন। স্বামীর হৃদয় মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হইবেন। বিবাহ ক্রিয়া ধর্ম্মমূলক। অতএব স্বামীর জন্য ধর্ম্মার্থে স্ত্রী সকল কষ্টই অকাতরে সহিবেন। স্বামী স্ত্রীর প্রভু, শিক্ষক ও বন্ধু। স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি সম্মান ও প্রীতি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। স্ত্রী, স্বামীর এরূপ আনন্দদায়িনী হইবেন যেন সকল অবস্থাতেই তিনি স্বামীর হৃদয়ে সুখ ও শান্তি প্রদান করিতে পারেন।

পরিবারগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনগণও পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মানভাজন। তাঁহাদিগের আদেশ পালন, তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা, তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা বিনীতভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সেকালে "বৌমা" ঘরে আসিলে শাশুড়ী আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেন না। "বৌমা" তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। কিসে তাঁহারা সুখে সচ্ছন্দে থাকিবেন, কিসে তাঁহাদের সন্তুষ্টি সাধন হইবে "বৌমা" দিবারাত্রই প্রায় সেই ভাবনা ভাবিতেন। আজি কালি বিলাসিতার ছড়াছড়ির দিনে "বৌমা"র অত ত্যাগস্বীকার হইয়া উঠে না। আজ কাল "বৌ" ভাবেন, তাঁহার বয়সে অমন নরম হাত দিয়া বাড়ীর কাজ, আগুণের কাজ, যত ছোট লোকের কাজ, সেতো হইতেই পারে না। তার উপরে আজিকার দিনে মাথায় সিঁথি কাটিয়া দুপাশের চুলে পেথম ধরাইয়া একটু সুগন্ধি এসেন্স গায়ে মাখিয়া যে বেড়াইতে না পারিল, যে বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিয়া তরুণ বয়সে জলের ঘড়া কাঁধে তুলিল, তার জীবনই বিফল! ওসব কাজ একদিন অশিক্ষিতা, অহৃদয়া, ভ্যানভেনে, পাকা চুলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীরই সাজে (!!) "বৌমা" কাজে কর্ম্মে আমার মত হউক, এই চাহেন শাশুড়ী; আর ময়ুর পাখীটির মত সাজ গোজ করিয়া বেড়াইব, এই চাহেন বৌমা! ইহার জন্যেই এখনকার দিনে শাশুড়ী বৌয়ে এত অবনীয়। ইহার জন্যেই পুত্রবধূ "সহুরে মেয়ে" হইলে শাশুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট! বধূ যদি ত্যাগস্বীকার করিয়া আপনাকে শ্রমশীলা ও সেবাপরায়ণা করিতে পারেন, তবে এ অশান্তি দুদিনেই ঘুচিয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্বতন মহিলাগণের আদর্শ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা আমাদের মত দু'পাতা বই পড়িতে ও দু'কলম হাতে লিখিতে না পারিলেও আমাদের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ভাব, তাঁহাদের শ্রমশীলতা, প্রাণপণে শিক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

ভাশুর-পত্নী, জ্যেষ্ঠা ননন্দা প্রভৃতিও গুরুজন, তাঁহাদের প্রতিও গুরুজনের

ব্যবহার করা উচিত। দেবর, কনিষ্ঠা ননন্দা প্রভৃতি বয়ঃকনিষ্ঠ ও সম্পর্ককনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিবেন। যে ভাবে নিজের কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নীকে দেখিয়াছেন তাহাদিগকেও সেইভাবে দেখিতে হইবে।

পারিবারিক বন্ধনের মূলমন্ত্র ভালবাসা। যিনি যে প্রকৃতির লোকই হউন, একজন যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসে, তবে তিনি তাহার প্রতিদান না দিয়াই থাকিতে পারেন না। যদিও দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সে অতি অল্প। আমরা ব্যক্তি বিশেষের কথার উল্লেখ করিতেছি না। সাধারণতঃ ভালবাসা দিলেই পায়। তাই বলিতেছি, ভগিনি! তুমি তোমার গৃহের সকলকেই ভালবাসিতে শিখ, ধৈর্য্য ও নম্রতা তোমার কণ্ঠভূষণ হউক, তুমি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি সর্ব্বদা চক্ষু না রাখিয়া পরের সুখ দুঃখে সহানুভূতি দেখাও, দেখিবে তোমার সংসারে কখনই বিরক্তি আসিবে না।

রমণী প্রিয় বাক্যে ও বিনম্র ব্যবহারে গৃহের সকলকে বশীভূত করিবেন। উদ্ধতস্বভাবা ও অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীলোক সংসারের চক্ষুশূল। তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি যদি অপ্রিয়বাদিনী ও উদ্ধতস্বভাবা হন, তবে কখনই সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবেন না।

গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা হওয়া বিবাহিতা স্ত্রীলোকের তৃতীয় কর্ত্তব্য। গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয়। মানবের সকল সুখ ও আরামের স্থান গৃহ। সে স্থানটী পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন হইবে, ক্ষুধার সময়ে আত্মীয়স্বজনকৃত সুস্বাদু আহার্য্য পাওয়া যাইবে, তৃষ্ণার সময়ে তাঁহাদিগের প্রদত্ত সুবাসিত সুনির্ম্মল পানীয় পাওয়া যাইবে, পরিশ্রান্ত হইলে শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে, রোগের সময়ে উপযুক্ত পরিচর্য্যা মিলিবে, ইত্যাদি সুখ ও আরাম সকলেরই প্রার্থনীয়। গৃহের স্ত্রীলোকেরা অলস বা গৃহকর্ম্মে অপটু হইলে সেখানে কথনই কেহ উপযুক্ত সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, এবং সুখ ও আরামের আকর স্থান গৃহই কত বিরক্তি ও যন্ত্রণার কারণ হইতে থাকে! ইহা প্রতি স্ত্রীলোক স্মরণ রাখিবেন।

গৃহকর্ম্মে সহরবাসিনী অপেক্ষা পল্লিগ্রামস্থা স্ত্রীলোকেরা অনেক শ্রেষ্ঠ। বাল্যকালে গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত না হওয়াই সহরবাসিনীদিগের গৃহকর্ম্মানভিজ্ঞতার মূল। কিন্তু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তাঁহারাও যে অল্পদিনে গৃহকর্ম্মে সুদক্ষতা লাভ করিতে পারেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রত্যেক রমণী আলস্যবিরহিতা হইয়া যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া সকল প্রকার গৃহধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। কি করিয়া গৃহ সুনিয়মের অধীন রাখা যায়, কি করিয়া গৃহকর্ম্মে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা যায়, কিরূপে কোন্ কর্ম

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সাধিত হয় এইগুলি অগ্রে শিক্ষা ও অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে গৃহকর্ম্ম "আপদ বালাই" বোধ হইবে না। অনেক স্ত্রীলোক এরূপ আছেন যে গৃহকর্ম্মের ন্যায় বিরক্তিজনক আর কিছুই দেখেন না। ইহাদিগের ব্যবহার দেখিলে হাসিকান্না দুইই আইসে। আমরা এক বঙ্গীয় ধনী পরিবারের কথা শুনিয়াছি, যে দিন তাঁহাদের পাচক পাচিকা অনুপস্থিত থাকে, সে দিন ঘরে উনান জ্বলে না, বাজারে জল খাবার বন্দোবস্ত করা হয়। সেই সকল ক্রীত জিনিস যদি কোন রকম খারাপ হয়, তবে সকলে মিলিয়া খাঁটি উপবাস করিতে বাধ্য হন! এই পরিবারে চারি পাঁচটী স্ত্রীলোক আছেন, (সৌভাগ্যেই হউক আর দুর্ভাগ্যেই হউক), ইঁহারা গৃহকর্ম্মকে বাঘের ন্যায় ভয় করেন, তাই এমন দশা হইয়াছে! যদি অধিকাংশ বঙ্গবাসীর ঘরে এই রকম গৃহলক্ষ্মীগণ আবির্ভূত হন, তবে যে কি অবস্থা হয়, শুধু গৃহ নয় দেশের অবস্থাও কি হয়, আমাদের সকলেরই তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

সুকন্যা, সুভগা, সুমাতা ও সুগৃহিনী হওয়াই নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান শিক্ষণীয়। সকল বিবাহিতা স্ত্রী সুভার্য্যা হইয়া সময় যাপন করিবেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন হইবেক।

প্রবন্ধের উপসংহার কালে আমরা মহাভারতের দান ধর্ম্ম হইতে ভার্য্যাধর্ম্ম বিষয়ক একটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না :—

"অগ্নিকার্য্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নিষাপ্য পতিনা সহ॥"

অর্থাৎ যে স্ত্রী রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত, যিনি ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পুষ্প নৈবেদ্য প্রদান করেন, এবং যিনি পতির সহিত একপ্রাণ হইয়া দেবারাধনা করেন, এবং অতিথি অভ্যাগত ও ভৃত্যগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলে।

এই উপদেশ বিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে অমূল্য। তিনি ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া যথাসাধ্য ইহা প্রতিপালন করিবেন।

হিন্দু গৃহে সাধারণতঃ বালিকা বিবাহই প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যগুলি যে কিরূপ গুরুতর ও বালিকাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া যে কিরূপ কঠিন তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব প্রত্যেক অভিভাবিকার কর্ত্তব্য যে বালিকাদিগকে এই সকল বিষয় যথোচিত শিক্ষা দান করেন। তাহা হইলে তাহারা অবশ্য শিখিতে পারিবেক। এ দেশীয় বালিকাদিগের প্রকৃতি যেরূপ মৃদু ও কোমল, তাহাতে এরূপ আশা বোধ হয় "অসঙ্গত" নহে।

দেশাচার।

৪র্থ সংখ্যা।

প্রাচীন গ্রীসের আচার ব্যবহার—ইহারা ক্রীড়া বা ব্যায়াম বড়ই ভালবাসিত। সরকারী ব্যায়ামশালায় ব্যায়ামাভ্যাস ইহাদিগের প্রধান ক্রীড়া ছিল। সরকারী ব্যায়ামশালা এইরূপে নির্ম্মিত হইত; প্রথমতঃ একটী প্রশস্ত স্থান প্রাচীর দ্বারা আবৃত করিয়া তন্মধ্যে একটী চতুষ্কোণ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত। উহার মধ্যে মধ্যে তরুশ্রেণী থাকিত ও স্থানে স্থানে উহা স্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত হইত। এই অট্টালিকায় স্নানাগার ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যায়াম শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানও থাকিত। এথেন্স নগরে এইরূপ তিনটী ব্যায়ামাগার ছিল। উহার নাম "একাডেমী", "লিসিয়ম্" ও "সিনোসার্গিস্"।

যুবকেরা অষ্টাদশ বৎসরের পর বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র স্থানে ব্যায়াম শিক্ষা করিত। সরকারী ব্যায়ামাগারে বালকেরা সাধারণতঃ অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক থাকিত। ভবিষ্যতে কাহারও সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকিলে বিবেচনামত স্বতন্ত্র ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে হইত। অপরাহ্নে এই ব্যায়ামাগারের বারাণ্ডাতে ক্রীড়া দেখিতে ও তর্কবিতর্ক করিতে অনেকানেক দার্শনিক, তার্কিক, পণ্ডিতগণ আসিতেন; তজ্জন্য বিস্তর লোকও জমিত।

হেঁয়ালীর উত্তর দেওয়া ইহাদের আর একটী আমোদ ছিল। যে ইহার ঠিক্ উত্তর দিতে পারিত, তাহাকে মিষ্টান্ন, ফুলের মালা ও চুম্বন উপহার দেওয়া হইত। আর যে ঠিক্ উত্তর দিতে অক্ষম হইত, তাহাকে জল না দিয়া খাঁটি মদ শাস্তিস্বরূপ পান করিতে হইত। "কোটাবস" নামক ইহাদিগের আর এক প্রকার খেলা ছিল, উহাতে একটী ছোট পাত্র একটী বড় পাত্রের উপর রাখিয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া দিতে দিতে উহা নীচে পড়িয়া যাইত। আর এক প্রকার ক্রীড়া ছিল উহা কতকটা আমাদিগের শতরঞ্চ খেলার ন্যায়। মুরগী ও কোকিলের লড়াই সমস্ত গ্রীসে প্রচলিত ছিল। মেয়েরা ঘুটি খেলিত।

এই সমস্ত ছাড়া ছুটীর সময় ইহাদের আরও নানাপ্রকার ক্রীড়া ছিল। ইংরাজদিগের ন্যায় ইহাদিগের সপ্তাহে সপ্তাহে ছুটী ছিল না। ছুটীর এক একটী সময় আসিত, ঐ সময়ে একবারে ২।৩ দিন ছুটী হইত। ঐ ছুটীতে দেব দেবীর পূজা, বলিদান, তদনন্তর নৃত্য গীত, ভোজ, কুস্তি ব্যায়াম প্রভৃতি নানারূপ আমোদ প্রমোদ হইত। এই সময়

ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করা হইত। গ্রীসে ৪টী প্রধান উৎসব ছিল। তাহার ২টী দুই বৎসর পরে, একটী ৩ বৎসর ও অন্য ১টী চারি বৎসর পরে পরে হইত। যে উৎসবটী চারি বৎসর অন্তর হইত, উহার নাম "ওলিম্পিক্"। অল্পাকারে আরম্ভ হইয়া ক্রমশ এই মেলা বৃহদায়তন হইয়াছিল। প্রথমে এখানে দৌড়াদৌড়ী, ঘুসাঘুসী, ঘোড়দৌড়, রথ চালন, প্রভৃতিরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া পুরস্কার লাভ করা গ্রীকদিগের একটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। "ওলিম্পিক্" মেলায় পুরস্কার প্রার্থীরূপে যে সকল লোক মনোনীত হইত, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যায়াম শিক্ষা করান হইত। "ওলিম্পিক্" মেলায় পুরস্কার পাইলে জনসমাজে শীঘ্রই তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রধান্য স্থাপিত হইত। এমন কি কখন কখন উক্ত ব্যক্তি রাজকীয় প্রধানপদারূঢ়ও হইতে পারিত। যে গ্রামের লোকে পুরস্কার পাইত, তাহার নাম চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত। বিজয়ী ব্যক্তিকে প্রথমে রথারোহণে রাজধানীতে যাইতে হইত, সেখানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ফুলের মালা প্রভৃতি তাহাকে উপহার দিতেন ও অভিনন্দন পত্রও প্রদান করিতেন। এই মেলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণও আসিতেন। তাঁহারা দেবতার নিকট বলি দিয়া, সেই মাংসে ভোজ দিতেন। এই মেলাটী গ্রীকদিগের সর্ব্বপ্রধান আমোদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অন্য মেলা তিনটীর নাম পিথিয়ান্, নিমিয়ান্ ও ইস্থমিয়ান্ ওলিম্পিক্ মেলার ন্যায় সে সকল মেলাতে এত সমারোহ ছিল না; নাটকাভিনয় তাহাদিগের একটী প্রধান আমোদ ছিল। বৎসরে তিন চারিবার অভিনয় হইত। প্রত্যেক বার ৫।৬ দিন করিয়া থাকিত। প্রথমে ইহার জন্য টিকিটাদি ছিল না, পরে অধিক লোকের সমাগম হওয়াতে ধনী ও মধ্যবিত্তদিগের জন্য টিকিট হইয়াছিল। যাহাতে প্রতি বৎসর ভাল ভাল নাটক রচিত হয়, তজ্জন্য গ্রীসে একটী পুরস্কার দেওয়া হইত। সেই জন্য সময় সময় কবিদিগের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইত। দেশের ধনীলোকগণ অভিনেতাদিগের ব্যয়ভার বহন করিতেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৬ সূর্য্যা।

সূর্য্যা-প্রণীত ঋগ্বেদের অনুবাদ গত সংখ্যায় কতক প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ঋক্গুলির অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

হে অশ্বিদ্বয়! যখন তোমরা বর হইয়া সূর্য্যাকে গ্রহণ করিতে নিকটে গমন করিলে, তখন তোমাদিগের এক খানি চক্র কোথায় ছিল? তোমরা পথ জানিবার উদ্দেশে কোন্ স্থানে দণ্ডায়মান ছিলে? ১৫।

কালে কালে অগ্রসর হয়, এরূপ চক্র দ্বয়ই, বিখ্যাত আছে। ইহা স্তোতৃগণও জানেন। এ প্রকার গোপনীয় আর এক চক্র আছে। বিদ্বানেরা তাহা অবগত। ১৬।

সূর্য্যা ও দেবতাগণ, মিত্র ও বরুণ, প্রাণীবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন। ইহাঁদিগকে প্রণিপাত করি। ১৭।

এই শিশু-যুগল, ক্ষমতা প্রভাবে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিচরণ করেন। ইহাঁরা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান। এক জন (চন্দ্র), ভুবনে ঋতুর ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার দেখিতেছেন। দ্বিতীয় (সূর্য্য), ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮।

সেই সূর্য্য, দিবসের পতাকা (বিজ্ঞাপক); তিনি প্রতিনিয়ত অভিনব হইয়া প্রভাতের অগ্রে আইসেন। আসিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র, দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন। ১৯।

হে সূর্য্যা! তোমার পতি-ভবন-গমনোপযোগী শকটে সুচারু পলাশ তরু ও সুদৃঢ় শাল্মলী ক্রম রহিয়াছে। ইহার মূর্ত্তি অত্যুত্তম; দীপ্তি, কণক সদৃশ। উহা উৎকৃষ্টরূপে পরিবেষ্টিত। উহার চক্র, মনোহর। উহা আনন্দ-ভবন। তুমি নিজ স্বামীর আলয়ে বহুল উপহার লইয়া যাও। ২০।

হে বিশ্বাবসু! এই স্থল হইতে উঠ। কেন না এই নারীর উদ্বাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্তুতি উচ্চারণ দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি ও নমস্কার করি। জনকাবাসে আর যে কোন কন্যা, উদ্বাহ-লক্ষণাক্রান্তা হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্নিধানে যাও। সেই কন্যা, তোমার ভাগস্বরূপ সমুদ্ভূত হইয়াছে। তদ্বিষয় জ্ঞাত হও। ২১।

বিশ্বাবসু! এই স্থল হইতে গাত্রোত্থান কর। তোমাকে প্রণাম করিয়া পূজা করিতেছি। অনূঢ়া, সুশ্রী, অপর কামিনীর সদনে গমন কর। তাহাকে পত্নী করিয়া পতির সহবাসকারিণী কর! ২২।

আমাদের বন্ধু বান্ধবেরা, যে পথ দিয়া পরিণয়ার্থ কন্যা প্রার্থনা করিতে গিয়া থাকেন, সেই মার্গ, যেমন নিষ্কণ্টক ও (সুগম) হয়। ভগ ও অর্য্যমা আমাদিগকে উত্তম রূপে লইয়া যাউন। দেবগণ যেন স্বামী স্ত্রী পরস্পর উৎকৃষ্ট ভাবে গ্রথিত হয়। ২৩

হে কন্যা! অভিরামাকৃতি সূর্য্যদেব, যে বন্ধনে তোমাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তোমাকে সেই বরুণের বন্ধন হইতে উন্মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাস-ভূমি-স্বরূপ, এই প্রকার স্থানে নির্ব্বিঘ্নে তোমাকে তোমার ভর্ত্তার সঙ্গে সংস্থাপিত করিতেছি। ২৪।

এই রমণীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অন্য স্থল হইতে নয়। অমর স্থানের সঙ্গে ইহাকে শ্রেষ্ঠভাবে গ্রথিত করিলাম। হে বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন শুভাদৃষ্টশালিনী ও সর্ব্বোত্তম পুত্রবতী হন। ২৫।

ভুজে ধারণ পূর্ব্বক পূষা, এ স্থান হইতে তোমাকে লইয়া চলুন। অশ্বিদ্বয়, তোমাকে রথে বহন করুন। ভবনে গিয়া কর্ত্রী হও। তুমি সকলের প্রভু হইয়া আপন গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতে থাক। ২৬।

এই স্থানে সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইয়া তোমার আনন্দ প্রাপ্তি হউক। এই স্থানে সতর্ক হইয়া গৃহকর্ম্ম নিষ্পাদন কর, এই পতির সঙ্গে নিজ দেহের সম্মিলন কর। জরা অবধি তুমি আপন নিলয়ে প্রভুত্ব করিতে থাক। ২৭।

নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে। ইহাতে অনুভব হয়, কৃত্যার (অর্থাৎ পাপ দেবতার) আক্রমণ হইয়াছে। এই ললনার জ্ঞাতিবর্গ প্রবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার স্বামী, নানা বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হইতেছে। ২৮।

সমল পরিধেয় পরিত্যাগ কর। স্তবপাঠক-কুলে বিত্ত বিতরণ কর। এই কৃত্যা, পাদযুক্তা হইয়াছে (চলিয়া গিয়াছে)। ভর্ত্তার সঙ্গে ভার্য্যা, এক হইয়া যাইতেছে। ২৯।

পতি যদি বধূর বসনে স্বীয় অবয়ব সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পান, তবে এই কৃত্যা আক্রমণ করে, কান্তকায় হতশ্রী হইয়া পড়ে। ৩০।

(ক্রমশঃ)

পূজার ছুটি।

আবার কিরে আস্‌ল ফিরে পূজার ছুটির দিন ?
(তাই) মহোৎসবে মাত্‌ল সবে যুবক প্রাচীন!
স্কুলের ছেলে দলে দলে চক্ বাজারে যায়,
সখের জিনিস্ কিন্‌ছে কত সাধ মিটেনা তায়।
কিন্‌ছে কেহ নূতন সার্ট কিন্‌ছে কেহ বুট,
বাড়ী যেয়ে পুরাণ থুয়ে পর্‌বে নূতন স্যুট।
উকিল মোক্তার আমলা সবাই বাড়ীর কথা কয়,
বছর পরে যেতে ঘরে কার্ না মনে লয় ?
ডাক্তার বাবুর পসার গেল একটী রোগী নাই,
মাথা গুঁজে ভাব্‌ছে বসি আমি কোথা যাই ?
মাষ্টার বাবুর হাড় জুড়াল বাঁচল কিছু কাল,
রাখালীর দায় এড়াল সে ঘুচিল জঞ্জাল।
দোকানদারে বিকিকিনি চল্‌ছে অবিরল,
শ্বাস ফেল্‌বে (সে) সময় নাহি কখন খাবে জল ?
মিচ্‌কিনেরা ডবল সুদে চাচ্ছে টাকা ঋণ,
টাকার খোঁজে ছুটাছুটি কর্‌ছে সারাদিন।
সখীনেরা চকে গিয়ে কিন্‌ছে ডাকের সাজ,
সাজাইবে প্রতিমারে বাড়ী যাবে আজ।
হাটে গিয়ে কলাকচু কিন্‌ছে কোন জন,
কুম্‌ড়া শশা কিন্‌ছে কেহ বুঝে প্রয়োজন।
মজা করে মাংস খাবে অজা কিন্‌ছে তাই,
পূজার আয়োজন বটে সন্দেহটী নাই।

মদের পিপা কিন্‌ছে কেহ আমোদ করা
চাই।
কিছু নেশা না করিলে চল্‌বে কেন ভাই ?
আতর গোলাপ কিনে কেহ কর্চ্চে
বাবুয়ানা,
পুতের নাম 'চন্দন বিলাস' মা পায় না
টানা।
হাকিমেরা বাড়ী যাবে পিয়ন খোঁজে নায়,
ষ্টিমার ঘাটা ঘুর্‌ছে কেহ কলের গাড়ী
চায়।
'লগেজ' করি জিনিস্ পত্র আন্‌ছে
তাড়াতাড়ি,
ভোর্ হয়েছে গাড়ী ষ্টিমার কখন যায় গো
ছাড়ি ?
নৌকা করে যাচ্ছে যারা দাঁড়ে দিচ্ছে টান,
নেয়ে মাঝি গভীর রেতে যুড়ে দিচ্ছে গান।
নৌকা এসে লাগ্‌ছে ঘাটে ছুটে আস্‌ছে
খোকা,
বাবা বলে ডাক্‌লো যাই ঘুচ্‌ল মনের
ধোকা।
আদর করি হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে
তায়,
সোয়াগ ভরে বারে বারে মুখে চুমা খায় !
গিন্নী ঘরে ভেবে মরে কই আসিল পতি ?
সকল জ্বালা দূর্ করিবে দেখে সে মুরতি।
না কহিতে এসে পড়্‌ল চোখে হল লাজ,
ঘোমটা দিয়ে ঘরের গিন্নী বউ সাজিল আজ
আড়্ নয়নে পতির পানে তাকায় বার
বার,
পোড়া পতি মুখ তুলিয়ে চায়না একটী বার।
অবশেষে ভেঙ্গে' ফেলি লজ্জা অভিমান,
সুধাইলা কিসে হলে এত কঠিন-প্রাণ ?
গিন্নী গেলা রান্না ঘরে উচাটন মন,
খায়নি পতি কর্‌ছে ত্বরা পাকের
আয়োজন ॥

বিবাহ।

কৃতবিদ্য যুবকগণের মুখে বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে অনেক প্রকার আন্দোলন শুনা যায়। কেহ প্রশ্ন করেন, স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? অন্যে জিজ্ঞাসা করেন, বিবাহ প্রথার মূল কি ? আবার অনেকেরই মুখে শুনা যায়, আমাদের দেশে যে কেহই অবিবাহিত থাকেন না, ইহাতে দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। আমরা এরূপ কোন আন্দোলন তুলিতে-ছি না। আমাদের এই বিবাহ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। এতদ্দেশীয় পূর্ব্ব-তন শাস্ত্রকারগণ বিবাহ কার্য্যকে সংস্কার সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টা-ক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, বিবাহ প্রধান সংস্কার। বিবাহকার্য্য সংস্কার কেন? তাহারই যৎকিঞ্চিৎ এই প্রস্তাবে সমা-লোচিত হইবে।

দোষ পরিশোধন ও সংস্কার সমান

কথা। বিবাহে দোষ পরিশোধন হইতে দেখা যায়, সেই কারণে বিবাহ এতদ্দেশের প্রধান সংস্কার বলিয়া গণ্য। বিবাহের দ্বারাই মানবের স্বার্থ বুদ্ধি পরিশোধিত হয়, হইয়া তাহা পরার্থের সহিত একীভূত হয়। স্বার্থকে পরার্থে মিশাইয়া দেওয়ার জন্যই বিবাহ প্রথা প্রচলিত এবং তাহাই বিবাহ শব্দের মুখ্যার্থ বা পূর্ণ লক্ষণ। অতএব বিবাহকার্য্যটী স্বার্থ পরার্থের সামঞ্জস্য বিধায়ক বলিয়া সংস্কার সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। কথাটী সূত্র সদৃশ বলিয়া একটী বিস্তীর্ণ টীকা রচিত হইতেছে।

টীকা।

মনুষ্য মাত্রেই স্বার্থপর। স্বার্থপরতা ধর্ম্মটী যে মানব জাতির সম্বন্ধে স্বাভাবিক, তাহা দুই একটী উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বেদান্তবাদীরা অশেষ বিশেষ প্রকারে ঐ কথা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সমুদায় জগতের কেন্দ্র অহং বিন্দু। আমিই সব, আমি ছাড়া কিছু নাই। আমি চক্ষু মেলিলে সৃষ্টি, আমি চক্ষু মুদিলে প্রলয়। আমি যে পুত্র কলত্র ভাল বাসি তাহা আমারই জন্য, পুত্র কলত্রের জন্য নহে। আপনারই পরিতৃপ্তির জন্য, তাহাদের তৃপ্তির জন্য নহে। আমি আমারই জন্য দান ধর্ম্মের ও দয়াধর্ম্মের বশ হই, অন্যের জন্য নহে। আমি দুঃখীর দুঃখ মোচন করি; রোগীর রোগ অপনয়ন করি সত্য; করি কেন? না, না করিলে আপনার দয়া বৃত্তি আপনাকে ক্লেশ দেয়। (দয়া-পরদুঃখ বিনাশের ইচ্ছা) সেই জন্যই করি, অর্থাৎ সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না বলিয়াই করি। এইরূপ ও অন্যরূপ প্রত্যেক ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ কর, দেখিতে পাইবে, আমিই সর্ব্বোপরি এবং জগৎ আমার নিম্নে বা অধঃস্থ। আমিই এক মাত্র ভোক্তা, জগৎ আমার ভোগের উপকরণ মাত্র। বলিতেছিলাম, মনুষ্য মাত্রেই স্বার্থপর এবং সেই স্বার্থপরতা ধর্ম্মটী তাহাদের স্বাভাবিক।

যে জন্য মনুষ্যকে স্বার্থপর বলা হইল, তাহা বোধ হয় বুঝান হইয়াছে। কি জানি, যদি না হইয়া থাকে, সুতরাং ভয়ে ভয়ে এতৎসম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিতে হইল। ভাবিয়া দেখ, মানবমনে আপনার সুখ দুঃখ যেরূপ দৃঢ় সংলগ্ন হয়, অন্যের সুখ দুঃখ কখনও সেরূপ হয় না। পুত্র কলত্রাদির মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় সত্য; কিন্তু আপনার কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেরূপ ক্লেশ এবং তজ্জন্য যদ্রূপ ব্যস্ততা উপস্থিত হয়, পুত্র কলত্রাদির মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাহার শতাংশের একাংশ হয় কিনা সন্দেহ। গৃহ দাহ, নৌকা জলমগ্ন হওয়া, অকাণ্ড বাত্যাগম অর্থাৎ প্রবলতর ঝড় ও ঘোর দুর্ভিক্ষ—এইরূপ এইরূপ সঙ্কট সময়ে স্বার্থপরতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। জননী আত্ম-প্রাণার্থ স্বীয়

ক্রোড়স্থ শিশুকে মৃত্যু মুখে নিপাতিত করে, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে!! যে সকল লোক উদ্বন্ধন-মৃত হয়, নানা উপায়ে আত্ম-হনন করে, আমরা সেই সকল বিকারা-বিষ্ট লোকের কথা বলিতেছি না, এবং যাঁহারা স্বেচ্ছাতঃ জলদগ্নি মধ্যে হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখেন, সহাস্য আস্যে স্বীয় শরীর ক্রকচ দ্বারা দ্বিধা করিতে-ছেন, গাত্র মাংস উৎকর্ত্তন পূর্ব্বক শ্যেন-পক্ষীর তৃপ্তি উৎপাদন করেন, সেই সকল পুরাণবিখ্যাত নররূপধারী দেবতার কথাও বলিতেছি না। সমাজ মধ্যে সচরাচর যে সকল নরনারী বাস করেন, আমরা তাঁহাদিগেরই কথা বলিতেছি। তাই আবার বলি, মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতায় জগতের ও সমাজের হিত হইতেছে কি অহিত হইতেছে, সে বিষয় আমাদের এই বিবাহ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে। এ স্থলে এই টুকু দেখান উদ্দেশ্য যে, মনুষ্য সাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতা অত্যন্ত বল-বতী।

মনুষ্য সাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতার যৎপরোনাস্তি প্রাবল্য আছে সত্য; কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায় যে মনুষ্য তাহা ভাল বাসে না, প্রত্যুত তাহা ঘৃণার্হ বোধ করে। কোনও মনুষ্য উহার সম্পূর্ণ অধীন হইতে ইচ্ছা করে না এবং প্রায় সকল ব্যক্তিই স্বার্থপরতার নিন্দা ও স্বার্থ শূন্যতার প্রশংসা করেন। "অমুক আপনি না খাইয়া পরকে খাও-য়ায়," "অমুক আপনার হিত না দেখিয়া কেবল পরের হিত দেখে।" এই সকল কথা শুনিলে যখন মনোমধ্যে আত্মপ্রসাদ আইসে এবং সেই সেই ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, স্বার্থশূন্যতা অপ্রবল হইলেও তাহা প্রশংসনীয়। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব স্বার্থপরতার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছে, আবার এক দিক্ হইতে স্বার্থ শূন্যতা আসিয়া তাহার অন্য দিক্ প্রতিরোধ করিতেছে। এইরূপে মানব উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সুখী হওয়া দূরে থাকুক, ক্লেশের পরাকাষ্ঠা অনুভব করি-তেছে। মনুষ্য যখন ঐরূপ বিসম্বাদী ভাবের অধীন, তখন তাহার পক্ষে সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়া যে কত কঠিন তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। আমাদের ত উহা অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রবল স্বার্থপরতা আসিয়া সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিবে, অথচ তাহার বশ্য হইলে আত্মগ্লানি আসিয়া লাঞ্ছনা করিবে, মনুষ্যের পক্ষে তাহা সামান্য সঙ্কট নহে। বিবাহপ্রথা বিদ্যমান আছে বলিয়া মনুষ্য ঐ সঙ্কটের বিষমত্ব স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিতেছে না।

বিবাহ প্রথাই মনুষ্যদিগকে ঐ বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ করায়। বিবাহ-প্রণালী ঐ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার অতি সহজ উপায়। কেমন করিয়া? তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

স্ত্রী পুরুষ দুই জনে প্রণয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইবে। অনন্তর সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে যে কার্য্য করিবে সেই সেই কার্য্যেই তাহাদের পরস্পরের স্বার্থ সিদ্ধি হইবে। সুতরাং স্বার্থপরার্থ এক হইয়া, মিশিয়া গিয়া, এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে পরিণত হইবে। সামঞ্জস্যের প্রভাবে তাহারা পূর্ণ ও আত্মগ্লানিবর্জ্জিত পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে।

কাহার না ভাল খাইতে ও ভাল পরিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু সে ইচ্ছার পূরণ করিতে গেলেই আত্মম্ভরী হইতে হইল। পরন্তু, যদি তোমার আহারে ও পরিচ্ছদে আর এক জন পরিতুষ্ট হয়, তাহা হইলে আর ঐ দোষ হইল না। যে খাওয়ায় কেবল মাত্র নিজের সুখ, সেই খাওয়াই "শূয়ার পেটে খাওয়া।" যে আহারে আর এক জনের পরিতোষ, সে আহার দেবপ্রসাদ।

এই ক্ষণভঙ্গুর রক্ত মাংসাদি নির্ম্মিত কুৎসিত দেহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকা সহৃদয় জীবের লজ্জাজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাহাতে পরতৃপ্তির যোগ থাকে, তাহা হইলে আর তাহা লজ্জা জন্মাইতে পারে না। আমার এই বেশ বিন্যাসে আমার সেই প্রিয়তম পুলকিত হইবে, এই ভাব মনে হইবামাত্র স্বার্থপরতার লজ্জা বোধ দূরে অবস্থান করিবেই করিবে।

ধন ব্যয়ে যত সুখ, ধন রাখায় তত সুখ নাই। ধনব্যয়ে পরদুঃখ মোচন দেখা যায় এবং দেখিয়া পরিতুষ্ট হওয়া যায়। লোকে যশ করে, তাহা শুনিলে আনন্দের উদ্রেক হয়। সৎকার্য্য করিতেছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় এবং তাহাও সুখের অন্যতম উচ্চাবস্থা। ধন রাখায় একত্রে এত গুলি সুখ পাইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। ধন রাখায় দীন দরিদ্র যাচকের হৃদয়-বিদারক করুণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হয়, লোকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করে, নিন্দা শ্রবণে মনে গ্লানি হয়, এবং 'সৎকার্য্য করিলাম না' ভাবিয়া সময়ে সময়ে গ্লানি ভোগ করিতেও হয়। ধন রাখায় এত দোষ, তথাপি তাহা বিবাহ প্রথার প্রভাবে শোধনীয়। পুত্র কলত্রাদিমান্ ব্যক্তি আমার অবিদ্যমানে পাছে আমার পরিবারবর্গ কষ্ট পায়, এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যয় সংকোচ করেন, করিয়াও আত্মগ্লানি ভোগ করেন না। লোকেও তাঁহাকে তত নিন্দা করে না এবং করিলে তাহা তাঁর আত্মপ্রসাদের হানি করিতে সমর্থ হয় না।

আপনি খাইব, সুখ হইবে আর এক জনের; আপনি পরিব, পরিতুষ্ট হইবে আর এক জন; আমি ধন রাখিব ভবিষ্যতে তাহাতে আর এক জনের হিত হইবেক, এই ভাবটী বিবাহ প্রথা হইতেই সাধারণতঃ অতি সহজে উদ্ভূত হইয়া থাকে। বিবাহ প্রথা

লীই পরার্থে স্বার্থ নিক্ষেপ করিবার উপায়। স্বার্থ পরার্থ মিশাইয়া দেওয়া বিবাহ সংস্কারের প্রধান কার্য্য। বিবাহের দ্বারাই স্বার্থ বুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়, সমঞ্জস ভাব ধারণ করে। সেই কারণে বিবাহ প্রথা শোভন ও সংস্কার বলিয়া গণ্য।

প্রাণিতত্ত্ব।

১১শ সংখ্যা।

পিপীলিকা।

পিপীলিকার বিষয় পূর্ব্বে দুই একবার যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। প্রায় ২২ শত বর্ষ পূর্ব্বে গ্রীক্ দার্শনিক ক্লিয়াস্থিস্ (Cleanthes) এই বিচিত্র ক্ষুদ্র জীবের কার্য্যরহস্য আলোচনা করেন। তৎপরবর্ত্তী অনেক পণ্ডিত পিপীলিকা-তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন।

পিপীলিকাদিগের শরীরের গঠন বড় সুন্দর। মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; চোয়াল দৃঢ়; মস্তকের "শুঁড়" (antennae) বড় সূক্ষ্ম ও কোমল; তাহাদের পদগুলি বড় ক্ষুদ্র ও চরণপ্রান্ত হস্তের চাটুর মত; তদ্দ্বারা সহজেই কোন না কোন অবলম্বন পাইলেই তাহারা ঝুলিতে পারে। তাহাদের দেহ অতি ক্ষুদ্র ও আচ্ছাদন-বিহীন। স্ত্রীপিপীলিকাগণ তাহাদের সন্তান সন্ততির প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। সময়মতে তাহাদিগকে রৌদ্রে দেয়, এবং রৌদ্র হইতে স্থানান্তরিত করে।

পিপীলিকাদের শরীর ক্ষীণ হইলেও তাহারা ক্ষিপ্রপদ, তীক্ষ্ণত্বক্, এবং বহুনেত্র বলিয়া অতি সহজে বিপদাপদ এড়াইতে সক্ষম হয়। তাহাদের এক প্রকার রস আছে, তদ্দ্বারা তাহারা শত্রু নাশ করে, এবং কোন কোন জাতি যে বৃক্ষে আবাস নির্ম্মাণ করে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ বা দগ্ধ করিয়া ফেলে।

তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী প্রচলিত। এই কীট-রাজ্যে সম্পত্তিগুলি সাধারণের; এমন কি পিপীলিকাশিশুগুলিও সাধারণের সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে রাজশক্তি সাধারণের হস্তে ন্যস্ত।

পিপীলিকা সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। পিপীলিকা স্ত্রীগণ ক্লান্ত হইলে স্কন্ধে নীত হন, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহারীয় সামগ্রী সমূহ তাঁহারাই পান। এমন কি তাঁহাদের মৃতদেহের সমাধি-কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। নারীভক্তি এবং সাধারণতন্ত্রপ্রণালী, পরিশ্রম এবং অধ্য-

বসায় এই চারিটী বিষয়ে অনেক কীট পতঙ্গ সুসভ্য মনুষ্যেরও আদর্শস্থানীয়।

পিপীলিকাদিগের ঘ্রাণ এবং স্পর্শেন্দ্রিয় হুলে অবস্থিত। তদ্দ্বারাই তাহাদের পথ প্রদর্শিত হয়। তাহাদের গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলে, পিপীলিকাগণ কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে হুল দ্বারা পথ নির্ণয় করিয়া পুনরায় আদি যাত্রাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তথায় স্থান পরীক্ষা ও দিক্ নির্ণয় করিয়া পুনর্ব্বার সেই পথে যাত্রা আরম্ভ করে।

এই দাড়া বা মস্তকস্থ হুল দ্বারা ইহারা শত্রু মিত্র প্রভেদ করে। সঙ্কেত বিশেষ দ্বারা উহারা একগৃহ-নিবাসী বলিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারে। ইহারা এই সাঙ্কেতিক ভাষা দ্বারা সকল প্রকার মনোগত ভাব প্রকাশ করে। প্রথমে দুইটী পিপীলিকা মুখমুখী হইয়া দাঁড়ায় এবং পরস্পর পরস্পরের এই শিরোযন্ত্র স্পর্শ করে। তাহা হইলেই একে অন্যের ভাব বুঝিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বৈর-নির্যাতন অত্যন্ত প্রবল হইলেও, ইহাদের সৌহৃদ্য এবং সৌজন্য বড়ই চমৎকার। কোন কর্ম্ম-প্রবৃত্ত পিপীলিকা নিতান্ত ব্যস্ত থাকিলে, সে হুল দ্বারা কোন বন্ধুকে সঙ্কেত করিবামাত্র খাদ্যবাহক বন্ধু ত্বরায় মুখদ্বারা আহারীয় আনিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতার মুখে প্রদান করে। ভোজনানন্তর কর্ম্মচারী পিপীলিকা হুল বুলাইয়া এবং অগ্রবর্ত্তী পদ পরোপকারী বন্ধুর মস্তকে বুলাইয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আমেরিকার বহুজাতীয় পিপীলিকা মধু চয়ন এবং মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে।

রক্তিমবর্ণ ভীম-পিপীলিকাগণ (Amazon ants) রণে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। উহারা কৃষ্ণ পিপীলিকাগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের কর্ম্মিষ্ঠা নারীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ভীম-পিপীলিকা-সমাজে শূদ্র নাই। নারীগণই কর্ম্মী-শ্রেণী ভুক্ত। তাঁহারাই সমাজের হিতার্থে সর্ব্ব প্রযত্নে শিশুপালন এবং সর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সেইজন্যই বন্দীকৃত নারীগণ ক্রীতদাসী রূপে ব্যবহৃত এবং ডিম্ব-পালন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

আধুনিক সভ্যতাভিমানী উনবিংশ-শতাব্দীয় সমাজের বক্ষেও পিপীলিকা-নগরে ক্রীতদাস-প্রথা যথাপূর্ব্ব প্রচলিত রহিয়াছে।

নিকৃষ্ট জীবের আত্মা আছে কি না, এ বিষয়ে অনেক দার্শনিক অনেক প্রকার তর্ক করিয়া থাকেন। তাহাদের আত্মা থাক্, বা নাই থাক্, পিপীলিকার কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আত্মা না থাকিলেও তাহাদের মন অর্থাৎ চিন্তা-

শক্তি নিশ্চয়ই আছে। কেবল যে স্বাভাবিক সংস্কার (Animal instints) বই তাহাদের আর কিছুই নাই, অধুনা ইহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে না।

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

(গতবারের শেষ)

গৃহী যত্রাখিলক্লেশান্ লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১১ ॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে,
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে,
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার ।১১।

পরিশ্রমো মিতাচারো যত্র ধর্ম্মেণ জীবিকা।
দেবাতিথিগুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১২ ॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায়;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ-ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১২।

প্রযত্নলালিতা যত্র ধেনবো নিত্যদুগ্ধদাঃ।
সুপুষ্পফলদা বৃক্ষাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৩ ॥

যতনে লালিত হয় যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ।১৩।

সুসংস্কৃতে সুসংমৃষ্টে যদ্গৃহে সর্ব্বতঃ শুচৌ।
বিশুদ্ধান্নপানানি তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৪ ॥

পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই।১৪।

সর্ব্বং যত্রান্নপানাদি গৃহী বিষ্ণুনিবেদিতম্।
পরিবারৈর্ভুঙ্ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্ন পান সমস্তই গৃহী যে ভবনে,
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে;
পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।১৫।

ক্ষুদ্রে মহতি তুল্যৈব মমতা যত্র গেহিনঃ।
নৈবাত্মীয়পরজ্ঞানং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৬ ॥

গৃহী যথা বড় ছোট না করি বিচার,
সকলেরে সমভাবে ভাবে আপনার;
আপনার পর জ্ঞান যে ভবনে নাই,
শ্রীহরি বিহার তথা করেন সদাই।১৬।

শাকান্নং ধর্ম্মতো লব্ধং ভোজয়ন্ স্বজনাতিথীন্।
শেষং যত্র গৃহী ভুঙ্ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১৭॥

ধর্ম্মপথে শাক অন্ন করি আয়োজন,
ভোজন করায় অগ্রে অতিথি স্বজন;
যে গৃহে শেষান্ন গৃহী করয়ে ভোজন,
বিরাজেন সেই গৃহে দেব নারায়ণ।১৭।

ধেনুর্ধান্যং পুষ্করিণী যত্রাহবন্ধ্যাশ্চ পাদপাঃ।
আতিথ্যং দম্পতীপ্রেম তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৮ ॥

ধান্য যথা সুসঞ্চিত, বৃক্ষ ফলবান,
স্বচ্ছ জলাশয়, ধেনু দুগ্ধ করে দান;
যে গৃহে দম্পতীপ্রেম, অতিথি-সৎকার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার।১৮।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগৎসন্তর্পণঃ সদা।
প্রবর্ত্ততে যত্র যজ্ঞস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার,
তৃপ্তির উদ্দেশে গৃহে নিত্য যজ্ঞ যার;

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি ভবনে তাহার,
সদাই পরমানন্দে করেন বিহার।১৯।

বসুন্ধরেব গৃহিণী যত্র সর্ব্বংসহা গৃহে।
সুখে দুঃখে নির্বিকারা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২০॥

সুখে দুঃখে নির্বিকার গৃহিণী যথায়,
সকলি সহিয়া থাকে ধরণীর প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই আশ্রমের সার,
গোলোকবিহারী তথা করেন বিহার।২০।

গৃহিণা স্মর্য্যতে যত্র সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।
সমাহিতেন শুচিনা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২১॥

যে গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে শুচি হয়,
হরিপদে সমাহিত যাহার হৃদয়;
সর্ব্বকার্য্যে করে যেই শ্রীহরি স্মরণ,
তারি গৃহে বিরাজেন প্রভু নারায়ণ।২১।

পুণ্যে তপোবনে বাপি চণ্ডালভবনেঽথবা।
যত্রৈবাবাহ্যতে ভক্ত্যা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২২॥

পূজনীয় মহর্ষির পুণ্য তপোবনে,
অথবা ঘৃণিত অতি চণ্ডাল-ভবনে;
যে যেখানে ভক্তিভাবে করে আবাহন,
বিরাজেন সেইখানে বৈকুণ্ঠরমণ।২২।

ক্ষুধার্ত্তোঽন্নং তৃষার্ত্তোঽম্বু শোকার্ত্তো যত্র সান্ত্বনাম্।
ভীতোঽভয়ং চ লভতে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২৩॥

ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত যথা লভে অন্ন পান,
শোকার্ত্তের হয় যথা শোকের নির্ব্বাণ;
যে গৃহে ভয়ার্ত্ত জীব লভয়ে অভয়,
নিত্য বিরাজেন তথা হরি দয়াময়।২৩।

শিরো নৈব করোত্যুচ্চৈঃ কুর্ব্বন্নুচ্চৈরপি ক্রিয়াঃ।
গৃহী যত্র সদা নম্রস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২৪॥

যে গৃহে গৃহস্থ কাজ করে উঁচু উঁচু,
তথাপি সবার কাছে মাথা করে নিচু;
নাহি জানে অভিমান, সদা নম্র অতি,
বিরাজেন সেই গৃহে কমলার পতি।২৪।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

আখ্যানমালা।

১১শ সংখ্যা।

১। ইংলণ্ডে একটী বিধবা সমুদ্রোপকূলে বাস করিত। অনেক নাবিক অন্ধকার রজনীতে পথহারা হইয়া কষ্টে পড়িত। দুঃখিনী বিধবার কোমল প্রাণ সহজেই পরের দুঃখে দ্রব হইয়া গেল। সে এক রজনীতে ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, না জানি কল্য কত লোকই জীবন হারাইবে এবং সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্কল্প করিল যে সে তাহার জানালার নিকট একটী দীপ সমস্ত রাত্রি জ্বালিয়া রাখিবে। ইহা সামান্য লোকের সামান্য কার্য্য, কিন্তু পাঠিকা ধর্ম্মের চক্ষে দেখিলে বুঝিবেন যে, উহা মহৎ হৃদয়ের মহৎ কার্য্য। যাবজ্জীবন সেই দুঃখিনী নারী ভগবানের এই প্রিয়কার্য্য করিয়াছিল। তদবধি কত পথভ্রান্ত, তরঙ্গাহত নাবিক তীরস্থ বিধবার দীপের সাহায্যে মৃত্যু বা মরণাধিক বিপদ এড়াইয়াছিল।

২। যুক্তরাজ্যের সভাপতি ওয়াশিংটন্, সৈন্যাধ্যক্ষাবস্থাতে একবার স্বদেশবাসীদিগের নিকট হইতে এক প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। রবিন্‌সন্ নামক জনৈক বক্তা উহা পাঠ করিলে পর, ওয়াশিংটন্ কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া লজ্জাভিভূত ভাবে কিয়ৎক্ষণ রহিলেন, তথাপি তাঁহার মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না। লজ্জার কারণ, যে তাঁহার মত সামান্য অনুপযুক্ত ব্যক্তি এত লোকের ভক্তিভাজন। তিনি রক্তিম বদনে কাঁপিতে লাগিলেন, কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহা দেখিয়া রবিন্‌সন্ বলিয়াছিলেন "মহাশয়! বসিতে আজ্ঞা হয়। আপনার শ্রী আপনার বীরত্বের সমান, এবং আপনার লজ্জাশীলতা ভাষার সকল বাগ্মিতাকে জয় করিয়াছে।"

৩। নিঃস্বার্থতা লুথারের প্রধান গুণ ছিল। লুথারের ন্যায় কাহারও অর্থোপার্জ্জনের শক্তি ও সুযোগ ছিল না, কিন্তু তিনি অর্থার্থীদিগকে অর্থচেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া এরূপ ফকীরী অবলম্বন করিয়াছিলেন, যে আমিরী ও নবাবীও তাহার নিকট পরাস্ত হয়। সেক্‌সনির ইলেক্‌টার একটী সমগ্র সুবর্ণ খনির লাভ তাঁহাকে উপহার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লুথার পাছে বিষয়লালসা জন্মায় বলিয়া, তাহা লইতে অস্বীকার করেন। তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার এই উচ্চ ও নিস্বার্থ ভাবের বিষয় অবগত ছিল। একদা এক জন পোপ্ জনৈক কার্ডিনেলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ ব্যক্তির মুখ অর্থ দ্বারা বন্ধ করা হয় না কেন? তাহাতে কার্ডিনেল্ বাবাজী বলিয়াছিলেন "ঐ জার্ম্মান্ পশুটা টাকাকে গ্রাহ্যই করে না।" একদা একটী দরিদ্র বালক তাঁহাকে তাহার পড়া শুনার অর্থের অভাব জ্ঞাত করে। তিনি ঐ বালককে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিবার জন্য সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন; কিন্তু গৃহে কিছু নাই শুনিয়া একটী নিকটবর্ত্তী মূল্যবান পাত্র ছাত্রটীকে দিয়া বলিলেন "এই লইয়া যাও।" তিনি একটী পত্রে লিখিয়াছিলেন "আমি টবারিমের (Toubereim) নিকট এক শত মুদ্রা পাইয়াছি; শার্টস্ (Scharts) আমাকে পঞ্চাশৎ মুদ্রা দিয়াছে। ইহাতে ভয় হইতেছে যে পাছে পরমেশ্বর ইহকালেই আমাকে পুরস্কার দেন। কিন্তু আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইব না। এত টাকা লইয়া আমার কি প্রয়োজন? আমি অর্দ্ধাংশ প্রায়োরাসকে (Priores) দিয়াছি এবং তাহাতে সে বড় সুখী হইয়াছে।"

বাঙ্গলা প্রবচন।

(১২৯৩ সালের বামাবোধিনী দেখ।

ইংরাজিতে প্রবচনকে "Fossil Wisdom" বলে। প্রবচনের ভাষা ইতর হইলেও, উহার মধ্যে গভীর সত্য সকল নিহিত থাকে। মানব সমাজের বহুদর্শিতার ফল প্রবচনের মধ্যে পাওয়া যায়। নূতন যতগুলি স্মরণ হইল এবার দেওয়া গেল।

অ

১ অজাত পুত্রের নামকরণ।

২ অনুরাগ বিনে, গৌর আস্‌বে কেনে ?

৩ অহঙ্কারে দেখ্‌তে পায় না।

আ

৪ আটে পিটে দড়,
ঘোড়ার উপর চড়।

৫ আপদ্‌ ফুরো।

৬ আপ্‌নি আর কপ্‌নি।

৭ আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

এ

৮ এগার হাত লম্বা বার হাত সিং।

৯ এয়াও হয়, ওয়াও হয়।

ক

১০ কয়লাকো ময়লা ছোটে যব্‌ আগ্‌ করে প্রবেশ।

১১ কায়েতের কলম্‌।

১২ কায়েতের মূর্খ।

১৩ কিলিয়ে কাঁটাল পাকান।

১৪ কুকুরের পেটে ঘি সয় না।

১৫ কুড়ি পেরুলেই বুড়ি।

খ

১৬ খেলে ডোম্‌না ত ডাক্‌ বাম্‌না।

১৭ খেতে দিলে মার্ত্তে আসে।

গ

১৮ গরু, জরু, ধান,
না দেখলেই যান।

১৯ গিন্নি হাঁড়ি ভাঙ্গলে সরা।

২০ গোকুলে বাড়া।

২১ গণ্ডূষ জলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।

২২ গোরোপো বামুন্‌কে কি সাজে ?

ঘ

২৩ ঘোঁড়া বাই।

২৪ ঘুমন্ত বাঘ চেয়ান।

চ

২৫ চটাস্‌ চাপড়্‌, কটাস্‌ কামড়্‌।

২৬ চিনির বলদ।

২৭ চন্দনং ন বনে বনে।

ছ

২৮ ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।

২৯ ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী।

৩০ ছেলের নামে পোয়াতি বাঁচে।

৩১ ছেলেকে নাই, বুড়োকে থই।

জ

৩২ জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

৩৩ জোয়ার ভাঁটার গঙ্গা।

ড

৩৪ ডাকলে জামাই কাঁঠাল খায় না,
শেষ কালেতে ভুঁতি আঁটে না।

৩৫ ডুমুরের ফুল।

ত

৩৬ তালপাতার সিপাই।

৩৭ তেলীর তামাসা কোদাল পাসা।

৩৮ তুঁষের আগুণ।

৩৯ তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

৪০ তৃণ হতে নীচ।

৪১ তিলকে তাল করা।

দ

৪২ দক্ষ যজ্ঞ।

৪৩ দিলে থুলেই মাসী পিসী,
না দিলেই সর্ব্বনাশী।

৪৪ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

৪৫ দেল্ দরিয়া।

ধ

৪৬ ধান হলাম, না, আগ্ড়া হলাম্,
কুলোর আগে নেচে মলাম্।

৪৭ ধনে প্রাণে মরা।

৪৮ ধরাকে সরা জ্ঞান।

প

৪৯ পরের সোণা দিয়োনা কানে,
প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্কা টানে।

৫০ পড়্লে শুন্লে দুদি ভাতি,
না পড়্লে ঠেঙ্গার গুঁতি।

৫১ পি পু, ফু ক্ষু [illegible]
[illegible]ধন।

৫৩ পুঁথিগত বিদ্যা।

৫৪ পেটে খেলে, পিটে সয়।

৫৫ পাখ, পায়রা, পাঁচালী
তিনে ছেলে মজালি।

৫৬ পেটের দায়।

ভ

৫৭ ভাঙ্গা ঘরে ভুতের কারখানা।

৫৮ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

৫৯ ভিটেতে ঘুঘু চরা।

ম

৬০ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

৬১ মনে মনে মিল,
লাগিয়াছে খিল।

৬২ মলো নারী হলো ছাই,
তবে তার গুণ গাই।

৬৩ মাতৃবৎ পরদারেষু।

৬৪ মাটিতে পা পড়ে না।

৬৫ মাথা নাই তার মাথাব্যথা।

৬৬ মানে মানে বাঁচা।

৬৭ মনে করি করী করি, হয় হয় হয় না।

য

৬৮ যার ছেলে যত খায়,
তার ছেলে তত হাঁকায়।

৬৯ যার যা, তার তা।

৭০ যে যা চায়, সে তা পায়।

৭১ যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

৭২ যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

৭৩ যত হাসি তত কান্না,
বলে গেল রামশর্ম্মা।

৭৪ যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।

৭৫ যার মন চাঙ্গা,
তার উঠান গঙ্গা।

৭৬ যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়্শীর ঘুম্ নাই।

৭৭ যখন যেমন,
তখন তেমন।

৭৮ যখনকার তখন।

৭৯ যার সঙ্গে ঘর করি নাই সে বড় ঘরণী,
যার হাঁতে খাই নাই সে বড় রাঁধুনী।

৮০ যেমন গড়ন্
তেমনি করণ।

৮১ যেমন মতি,
তেমনি গতি।

৮২ যেমন কুকুর
তেমন মুগুর।

৮৩ যে বলে ছাড়্
তার ঘরে না রব আর।

৮৪ যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

র

৮৫ রাম নাম সৎ হের
রাম নামে ভূত পলায়।

৮৬ রাধাও নাচ্‌বে না,
চৌদ্দ মণ তেলও পুড়্‌বে না।

ব

৮৭ বড় হবি ত ছোট হ।

৮৮ বামুন্ বাদল্ বাণ,
দক্ষিণে পেলেই যান।

৮৯ বন গাঁয়ে সেয়াল্ রাজা।

৯০ বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার।

৯১ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

৯২ বিষস্য বিষমৌষধং।

৯৩ বামুন গেল ঘর
তুলে লাঙ্গল ধর।

৯৪ বাঁদরকে কলা দেখান।

৯৫ বাঁদরের হাতে খণ্ডনী।

৯৬ বৈশাখে নরবানরঃ।

৯৭ বকা ধার্ম্মিক।

৯৮ বিড়াল তপস্বী।

৯৯ বিষকুম্ভঃ পয়োমুখঃ।

১০০ বামন হয়ে চাঁদে হাত।

১০১ বোবার শত্রু নাই।

১০২ বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ্।

(ক্রমশঃ)

সিসিলীর নারী।

সিসিলী দ্বীপে অদ্যাবধি অবরোধ প্রথা সম্পূর্ণ প্রচলিত। এই প্রথা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। মুসলমান প্রভাবে ভারতবর্ষে যাহা আছে, অন্যান্য দেশেও ন্যূনাধিক তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সিসিলী দ্বীপে তবে কি না কিছু বেশী। পরিচারক ও পরিচারিকাবর্গ এদেশে অনায়াসে এক সঙ্গে বসিয়া ভোজন পান করিতে পারে, কিন্তু তথায় তাহা পারে না। এত গেল দাস দাসীর কথা। মহিলাবর্গের উপর তথাকার সমাজ-শাসন আরও কঠোর। [illegible]

হউক না কেন, বালিকা কখনও বাহিরে বাহির হইতে পারিবে না। মাতা সংসারের সকল কার্য্য করিবেন, কন্যাকে কিছুই করিতে দিবেন না। পথিক পথ দিয়া যাইতে যাইতে কোনও গবাক্ষ সন্নিধানে দণ্ডায়মানা বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পবিত্র বালিকা চরিত্রে কলঙ্ক পড়ে। দর্শক না বিবাহ করিলে অপর কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। আর মুহূর্ত্তকাল সে একাকিনী থাকিবে না। শ্রমজীবীদিগের মধ্যেও এইরূপ। কার্য্যস্থান হইতে আসিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় বৃদ্ধাগণ বালিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। স্ত্রী স্বামীর সম্পূর্ণ আদেশানুবর্ত্তিনী। স্বামী যাহা করিতে বলিবেন, তাহা তাঁহাকে করিতেই হইবে। "কেন করিব? কি জন্য করিব?" এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে স্বামীর কথা স্ত্রীর পক্ষে আইন স্বরূপ। এ সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু বক্তব্য রহিল, পরে উল্লেখ করা যাইবে।

পাকবিদ্যা।

ছোলার দালের কচুরী প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী।

প্রথমতঃ ছোলার দাউলকে ঝাড়িয়া বাছিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া উক্ত দাউল সিদ্ধ হইবার উপযুক্তমত জল দিয়া তাহাতে সমুদয় দাউলগুলি ঢালিয়া দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে দাউল সুসিদ্ধ হইলে সমুদয় জল ফেলিয়া দিয়া দাউলগুলি পাত্রান্তরে স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে চট্কাইতে হয়। যখন উক্ত দাউল চট্কাইতে চট্কাইতে বেশ ঝুরা ঝুরা হইবে, তখন তাহাতে অর্দ্ধ পেষণ করা জিরা মরিচ ও [illegible]মসলার গুঁড়া এবং লবণ ও আদার রস উত্তমরূপে মাখাইয়া লইতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত দাউল ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয়, এবং উক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা দাউল গুলি উত্তমরূপে ভাজিয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। এদিকে উক্ত দাউলের পরিমাণমত ময়দাতে উপযুক্তমত ঘৃত ও লবণ দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হয়। পরে যখন দেখা যাইবে যে উহা বেশ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহাতে উপযুক্ত মত জল দিয়া শক্ত করিয়া মাখিতে হয় এবং ঠাসিয়া ঠাসিয়া নরম করিতে হয়। পরে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা ময়দা দ্বারা

এক একটি লেচি প্রস্তুত করিতে হয় এবং একটী একটী লেচি দ্বারা এক একটি পাতলা ঠুলি প্রস্তুত করিতে হয় এবং তন্মধ্যে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা দাউলের পুর দিয়া প্রথমে লাড়ুর আকারে গড়িয়া পরে হস্ত দ্বারা চেপ্‌টা করিয়া দিতে হয় কিম্বা একটু বেলিয়া লইলেও হয়। এরূপ ভাবে বেলিতে কিম্বা চেপ্‌টা করিতে হইবে যেন ধার বেশ পাতলা হয়, নতুবা ভালরূপ ফুলে না। কচুরির পাশগুলি বিনিয়া লইলে দেখিতে ভাল হয়। এখন একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত কচুরী ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা কচুরীগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া তুলিয়া লইয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। উপরিউক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত করিলেই ছোলার দাউলের কচুরী প্রস্তুত করা হইল।

নিমকি প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী।

প্রথমতঃ ময়দাতে উপযুক্তমত ঘৃত, লবণ, কালজিরা, লেবুর রস ও আদার রস দিয়া উত্তমরূপে দলিতে হয়। পরে যখন দেখা যাইবে যে উহা বেশ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন তাহাতে উপযুক্তমত জল দিয়া মাখিয়া লইয়া উত্তমরূপে ঠাসিতে হয়। লুচির ময়দা মাখিবার নিয়মে ময়দা মাখিতে হয়। যখন ঠাসিতে ঠাসিতে ময়দা বেশ নরম হইবে, তখন তদ্দ্বারা এক একটি লেচি প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উক্ত লেচি একখানা কাষ্ঠের পাটার উপরে স্থাপন করিয়া বেলনার দ্বারা পরটার মত বেলিতে হয় কিম্বা প্রথমে লুচির আকারে বেলিয়া ছুরিকা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, পরে তাহার এক এক খণ্ডকে ভাঁজ করিয়া পরটার গঠনে বেলিতে হয়। প্রথম হইতে পরটার ন্যায় বেলিলে চারিটা ভাঁজ হয় এবং ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া লইলে দুই ভাঁজ হয় এই মাত্র ভিন্নতা। আবার লুচির আকারে বেলিলেও হয়। এদিকে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত নিমকী ভাজিবার পরিমাণ মত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা নিমকিগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া লইতে হয়। উপরি উক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিলেই নিমকি প্রস্তুত হইল।

নূতন সংবাদ।

১। দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীশিক্ষার বেশ উন্নতি হইতেছে। ১৮৮৮—৮৯ সালে ৮৭০টী বালিকা বিদ্যালয় ও ৪১,১৪৬টী ছাত্রী ছিল, গত বৎসর ৯১৮টী বিদ্যালয় ও ৪৩,২৪৫ ছাত্রী হইয়াছে।

২। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হই-

লাম গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট বরাহনগর মহিলাশ্রমে মাসিক ৭৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। শ্রীমতী ত্রিবঙ্ক নাম্নী এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহিলা আপনার ব্যয়ে বোম্বাইয়ে এক বালিকাবিদ্যালয় চালাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি হাইদ্রাবাদে গিয়া তত্রত্য কায়স্থ সভায় স্ত্রীশিক্ষা ও মাদক সেবন নিবারণ বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। বাবু লালমোহন ঘোষ পার্লামেণ্টের মেম্বর পদে পুনঃ প্রার্থী হন, এই জন্য ডেপ্টফোর্ডের লোকেরা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

৫। মুক্তি-ফৌজের সেনাপতির পত্নী বিবী বুথের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইহাঁর স্বামীর ন্যায় ইনিও উৎসাহশীলা ও ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় ইনিও মুক্তি-ফৌজের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

৬। পৃথিবীতে ৩০৬৪টী ভাষা এবং এক সহস্র ধর্ম্ম মত প্রচলিত আছে। স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। গড়ে ৩৩ বৎসর পরমায়ু। সহস্রের মধ্যে একজন শতায়ু হয়। ছয় শত লোকের মধ্যে একজন অশীতিবর্ষ পরমায়ু লাভ করে। শতকরা ছয়জন ৬৫ বৎসর বাঁচে। পৃথিবীতে ১০০০,০০০,০০০ একশত কোটী লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রতি বৎসর ৩৩,০৩৩,০৩৩ জন, প্রত্যহ ১,৮২৪ জন, প্রতি ঘণ্টায় ৩,৭৩০ জন, প্রতি মিনিটে ৬০ জন এবং প্রতি সেকেণ্ডে একজন করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়। বিবাহিতেরা অবিবাহিতগণাপেক্ষা অধিককাল বাঁচে এবং তাহারাই অপেক্ষাকৃত সচ্চরিত্র এবং পরিশ্রমশীল হয়। দীর্ঘকায় লোকেরা খর্ব্বলোকাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়। সহস্রের মধ্যে ৭৫ জন বিবাহ করে। যাহাদের বসন্তকালে জন্ম, তাহারা অপেক্ষাকৃত সবল দেহ হয়। জন্ম মৃত্যু রাত্রিতেই অধিক হয়।—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

আমরা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নিম্নলিখিত তিন খানি পুস্তিকা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম—

(১) স্ত্রীজাতি, মূল্য তিন আনা।
(২) ভারত-ভিক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য তিন আনা।
এবং (৩) স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী; দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ছয় আনা।

এ গুলি কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেন ১৭ নং ভবনে, রায় যন্ত্রে, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কবিবর হেমচন্দ্র বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইনি যে বর্ত্তমান বঙ্গ-কবিকুলের শিরোমণি, তদ্বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহাঁর মধুর লেখনী

বিনিঃসৃত প্রতি ছত্রেতেই অনন্ত স্বদেশানুরাগ এবং বর্ত্তমান ভারত নারীর হীনাবস্থাজনিত হৃদয়-বেদনার ভাব আজ্বল্যমান রহিয়াছে। হেমচন্দ্রের "স্ত্রীজাতি" পাঠক পাঠিকা মাত্রেরই পুস্তকাধারকে যে অলঙ্কৃত করিবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই।

"ভারত ভিক্ষা" সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, বঙ্গভাষায় যাঁহার যৎসামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, এবং স্বদেশের অতীত গৌরবের স্মৃতি যাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, "ভারত ভিক্ষা" তাঁহার বিশেষ আনন্দপ্রদ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই পুস্তকের কিয়দংশ আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা পদ্যাংশরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া, সুবিবেচনায় কার্য্য করিয়াছেন। এ দেশের বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্য মধ্যে "ভারত ভিক্ষা" প্রবিষ্ট হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

"স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী" হইতে প্রকাশক দুর্ব্বোধ্য অংশ বর্জন করিয়া সুকুমারমতি ছাত্র ছাত্রীমণ্ডলীর পক্ষে অতি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে ইহার পূর্ব্ব মূল্য অনেক হ্রাস করা হইয়াছে। এখানি পাঠ্য গ্রন্থ মধ্যে স্থান পাইলে আমরা প্রীত হইব।

পুস্তিকাগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাগজে ও অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায়, পাঠক পাঠিকাগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে।

বামারচনা।

বীরা নারী।

১

যখন যবন বীর আকবর শাহ
সুন্দরী চিতোর পুরী ফেলাইতে ধ্বংস করি
বাড়াইছে যবনের বিপুল উৎসাহ;
চন্দাবৎ শাহিদাস সে মহা সমরে
সূর্য্য-তোরণের দ্বারে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে
ত্যজিল জীবন বীর চিতোরের তরে।

২

ষোড়শ বর্ষীয় এক যুবকে তখন
উপযুক্ত মনে করি অধিনেতৃ পদে বরি
সুবিবেক অবশিষ্ট চন্দাবৎগণ,
এই কথা স্থির দেখি জগবৎ * বীর
উৎসাহে পূর্ণিত মন জননীকে দরশন
করিতে চলিল সে বালক রণ-ধীর।

৩

প্রণমি জননী পদে বিদায় চাহিল,
ঈষৎ বিষাদ ভরে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করে,
জলদ-গম্ভীর স্বনে মায়েরে কহিল :—
"জননি! চলিনু মোরা যবন আহবে
শুন, রাজপুতগণে যুদ্ধ করি প্রাণপণে
চিতোরের তরে আজ প্রাণ দিব সবে।

* ইনি চন্দাবৎ কুলের একটী শাখা কৈলবার অধিপতি।

৪

বালিকা বধূকে ল'য়ে বল কি করিবে
সেই কথা তব মুখে শুনিয়া যাইব সুখে
আর আর পুরস্ত্রীর কি গতি হইবে ?"
ঈষৎ হাসিয়া মাতা বলিল তখন
শুন ওরে বাছাধন! পরিয়া পীত বসন
চিতোরের তরে কর প্রাণ বিসর্জ্জন।

৫

মা'র মুখে "মর" বাণী শুনিল সন্তান!
হেরিল বদন তাই বিষাদের চিহ্ন নাই
কঠোর কর্ত্তব্য যেন মাখা সে বয়ান
বিশাল নয়ন যুগে অগ্নি বিস্ফারিত
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাভাস অধরোষ্ঠে পরকাশ
ঈষৎ হাস্যের সহ ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত।

৬

যদিও জননী তার প্রশ্নের উত্তর
নাহি দিল স্পষ্ট ভাবে তবুও বদন ভাবে
বুঝিতে পারিল বীরা মাতার অন্তর
সহর্ষে মায়ের পদে আবার নমিল
হেরিয়া মায়ের মুখ উৎসাহে পূর্ণিত বুক
মাতৃপদে এজনমে বিদায় লইল।

৭

চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল,
বীর রাজপুতগণ পরিয়া পীত বসন
সমর সজ্জায় সবে সজ্জিত হইল,
চিতোরের ভাগ্য-রবি পশ্চিম গগনে
হইয়াছে অস্তপ্রায়; এক দৃশ্য এ সময়
উৎসাহিত করিলেক রাজপুতগণে।

৮

দিবা অবসান কালে পূরব আকাশে
সপ্ত রঙ্গে সুরঞ্জিয়া জল ধনু দেখা দিয়া
দর্শকের চিত্ত আকর্ষিয়ে অনায়াসে,
সেই মত রাজপুতগণের নয়ন
আকর্ষিয়া মুহূর্ত্তেকে নামিলেক একে একে
পর্ব্বত হইতে অসি-করা নারীগণ।

৯

সর্ব্ব অগ্রে অশ্বারূঢ়া পুত্তের জননী
কুসুম-কোমল গায় লৌহবর্ম্ম শোভা পায়
পার্শ্বেতে বালিকা চারু পুত্তের রমণী।
এইরূপে একে একে বীর নারী দল,
অশ্বারূঢ়া অসি-করা হৃদয়ে উৎসাহ ভরা
দেখাতে সমরে সুকোমল বাহুবল।

১০

সুকুমার চারু অঙ্গলতা হ'তে সবে
জন্মভূমি চিতোরেরে শেষ পূজা পূজিবারে
ভূষণ কুসুম দাম অর্পিয়া নীরবে,
লৌহের কবচে ঢাকি তনু সুকোমল
যুদ্ধ সাজে সুসজ্জিতা হইয়া বীরবনিতা
"মার" "মার" শব্দে রণে পশে নারী দল।

১১

চণ্ডীর অঙ্গজা যেন মহাবিদ্যাগণ
যবন-অসুরাহবে একত্র হইয়া সবে
যুঝিয়া বিপক্ষ দলে করিছে নিধন,
সে ভুজ-ভুজঙ্গ-রদ-তীক্ষ্ণ তরবারে
আকুল করি যবনে কত হতভাগ্য গণে
পাঠালে প্রচণ্ড বলে শমন আগারে।

১৩

কিন্তু সে যবন সৈন্য-অকূল-সাগর,
রকৃত বীজের প্রায় এক ম'লে শত হয়,
কেমনে স্ত্রীগণ আর করিবে সমর ?
প্রাণপণে রণ করে বধি শত্রুচয়
নাচিয়া সমর রঙ্গে রুধির বহিল অঙ্গে
অবশ হইল তনু অবসায় ময়।

১৪

উঁচু করি সবে হস্তস্থিত তরবারে
নিজ স্কন্ধে আঘাতিল জীব লীলা ফুরাইল
উতরিল প্রার্থনীয় স্বরগের দ্বারে।

যুঝিয়া ত্যজিল প্রাণ বীর নারীগণ,
সেই রণ অভিনয় দেখি রাজপুতচয়
নিশ্চিন্ত হইয়া করে অসি উত্তোলন।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

—§—

পত্র।*

প্রাণাধিকা শ্রীমতী—আয়ুষ্মতেষু।

১

কি লিখিব নিরুপমে, কি লিখিব বল,
যে দিকে নিরখি শুধু জল, জল, জল!
আজি ইছামতী হেন (১)
কুপিতা ভৈরবী কেন,
গরজিয়া গরাসিতে আসে এ ভূতল?
প্রবল প্রবাহ বয়,
মাঠ হাট বাড়ী ময়,
সবুজ শস্যের ক্ষেত্র ডুবেছে সকল;
চারিদিকে কুল কুল,
শুনি লাগে দিক ভুল,
চারিদিকে হাহাকার মহা কোলাহল,
কি লিখিব আর তোরে, সব জল জল!

২

কি লিখিব নিরুপমে, বুকে নাই বল,
কখন দেখিনি হেন "সৃষ্টি ছাড়া" জল!
একি ইছামতি, তোর
আসুরি, পিশাচি-জোর,
কত জনপদ হায়! দিলি রসাতল!
তবুও রাক্ষসী মেয়ে,
দেখিলি না মুখ চেয়ে,
উগ্রচণ্ড বেশে তবু হাসি খল খল,
আর কি রয়েছে সাধ, বল বল বল!

৩

কি লিখিব নিরুপমে, ভাবি অবিরল,
মাঠে ঢেউ বয়ে যায়
তরণী চলিছে তা'য়,
(গাহিছে কতই গীতি দাঁড়ি মাঝি দল)
প্রান্তরে ভাবিয়া বিল,
উড়িছে শকুনি চীল,
এ বিশ্ব সংসার বুঝি পরশে অতল—
লিখিব কেমনে অই হু হু করে জল!

৪

কেমনে লিখিব আজি খুলিয়া সকল,
পরাণে পরাণে জাগে আতঙ্ক কেবল!
ডুবে গেছে কত বাড়ী
গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি,
ফোটেনা একটী আর সোণা'র কমল!
জলে ডোবো ডোবো পথ
চলে তা'য় বাষ্পরথ,
সমরে নাচিছে ভীমা, পায়ে বাজে ম'ল!
চরণ দাপটে ধরা করে টল মল!

৫

কি লিখিব দেখি শুনি বুকে নাই বল,
বাগানে—উঠানে স্রোত খেলিতেছে জল
মৃদুল মৃদুল বা'য়
ঢেউ খেলাইয়া যায়,
ভয়েতে ভাবিনে তা'য় "নয়ন সজল"!
বন্দী যথা দ্বীপ-প'রে,
আমরা তেমনি ক'রে,
এই জলাভূমি মাঝে রয়েছি কেবল,
কি লিখিব বুকে জাগে, জল, জল, জল!

৬

কি লিখিব প্রাণাধিকে, অমৃতে গরল,
জীবনে জীবন যায় একি অমঙ্গল!
মানুষে না পায় খেতে
হাহাকার দিনে রেতে,
দেখি শুনি আঁখিবেয়ে কত পড়ে জল!

(১) ইচ্ছামতী বা ইছামতী নদী বিশেষ।

* ১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসের প্রবল জলোচ্ছ্বাস উপলক্ষে লিখিত।

হা বিভো, মঙ্গলময়,
নর-দেহে এত স'য়,
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সকল,
রাখ বা তোমার বিশ্ব দাও রসাতল !

৭

কি লিখিব নিরুপমে, কি লিখিব বল,
প্রবল জলের মাঝে রয়েছি কেবল ;
কোথা সে রূপের ভার
লীলাময়ী বরষার,
মনোরম আবিলতা সুখ শতদল ?
কই আমি আত্মহারা,
এযে দেখি সৃষ্টি ছাড়া !
জীবনে জীবন নাশ অমৃতে গরল !
এই মহাসিন্ধু পারে
তোমরা রয়েছ হাঁ রে !
ফিরে কি পারিব যেতে কাটাইয়া জল ?
জলে যদি প্রাণ বাঁচে
যাইব মায়ের কাছে,
আবার লভিব মা'র স্নেহ নিরমল ;
শুনিয়া স্নেহের কথা
ভুলিব সকল ব্যথা,
হেরিব তোদেরে মোর সোণার কমল !
হয় তো জন্মের শোধ
এ লেখা হইল রোধ,
সম্মুখে রাক্ষসী হয়ে আসিতেছে জল,
কি লিখিব নিরুপমে, বুকে নাই বল !

আঃ—
তোমার পিসীমা।

—॥—

আঁধারে।

কখন্ চলিয়া গেল বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি,
এবার গগনে বুঝি হাসেনি রে পূর্ণশশী !
ছায়নি রে ধরা হায়, এবার জ্যোছনা-ছায় ?
পশেনি পরাণে মোর কই তো সে শান্তি
ছায়া ;
পশেনি বিমুগ্ধ প্রাণে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মায়া,
ছোঁয়নি তো হৃদি হায়, মৃদুল বসন্ত বায়,
চোকে এনে ঘুম ঘোর, প্রাণে দিয়ে কি
স্বপন !

ছায়নিরে ফুলদল সাধের কুসুম-বন !
আঁধার সরসী বুকে কইতো কমল রাণী
তোলেনি বসন্ত প্রাতে সুখফুল্ল মুখখানি !
স্মৃতির লুকানো মায়া, সুখের কোমল ছায়া
সে সুখ প্রভাতে কই প্রাণে তো পশেনি
ভুলে ?

এবার বসন্ত বুঝি নামেনি ধরণী তলে !
অথবা কি ঘুমঘোরে, কোন বিষাদের নীরে
হৃদয় ডুবিয়াছিল, সুখের পরশে তার,
সে মহা আঁধারে পশি ছোঁয়নি হৃদয় আর
বিষাদে মুদিত আঁখি, দেখেনি মুকুল শাখী
দেখেনি নিকুঞ্জে কবে মুদিল ঝরিল ফুল।
ঢালিয়া কিরণ হাসি, কবে যে গগনে শশী
আবার ঢাকিল মুখ অমার তমসাঁচলে !
পশেনি ঘুমন্ত হৃদে জ্যোছনার ছায়া ভুলে
অবসাদ মাখা প্রাণ, শোনেনি কোকিল-
গান !

আঁধার হৃদয় তলে ছিল সে ঘুমায়ে হায়,
মৃদুল বসন্ত বায় জাগাতে যায় নি তায় !
(আজি,) এ তপ্ত নিদাঘ বাতে, অমার
আঁধার রাতে
বিষাদ আঁধারে আজ জেগেছে হৃদয় খানি,
মনেতে পড়েছে তাই বসন্তের মুখখানি !
প্রকৃতির হাসি মাখা, স্মৃতির কিরণে আঁকা,
চাঁদিমার মায়াময় চারু জ্যোছনার ছায়,
বিগত সুখের ছবি আঁধারে ভাসিছে হায় !

শ্রীপ্রমীলা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১১ সংখ্যা।° | অগ্রহায়ণ ১২৯৭—ডিসেম্বর ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের ছোট লাট—এই ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে প্রজাবৎসল সার ষ্টিউয়ার্ট বেলী পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাইবেন, এবং সার চার্লস ইলিয়ট ছোট লাটের আসন গ্রহণ করিবেন। রাজপ্রতিনিধি ৯ই তারিখে কলিকাতায় আসিতেছেন, সেই সময়ে সমারোহের সহিত কুমারী বেলীর বিবাহ হইবে।

লোক সংখ্যা গণনা—ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা পুনর্গণনার আয়োজন হইতেছে, বেইন্স সাহেব (সেন্সস) সংখ্যাগণন কমিসনর হইয়াছেন।

জাতীয় মহাসভা—আগামী কন্‌গ্রেসের জন্য বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক বিনা ভাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবলী উদ্যান প্রদান করিয়াছেন, তথায় ৮০০০৲ টাকা ব্যয়ে অন্যূন ৫০০০ লোকের বসিবার উপযুক্ত এক বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে। বারিষ্টার তারকনাথ পালিত বিনা ভাড়ায় তাঁহার এক বাটী দিয়াছেন, তাহাতে ১৫০ প্রতিনিধির বাস সমাবেশ হইবে। আমরা গতবার ভারতকন্যাদিগকে কন্‌গ্রেসের সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম, শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ইতিমধ্যে মহিলারা কন্‌গ্রেস ফণ্ডে দান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই জাতীয় মহাযজ্ঞে যাহার যেমন অর্থ সামর্থ, তাহা অকাতরে উৎসর্গ করিলে মাতৃভূমির পরম কল্যাণ হইবে।

লর্ড কনেমারা—ইনি মান্দ্রাজের গবর্ণর, ৬৮ বৎসর বয়সে যুবার ন্যায় উদ্যমের সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের লর্ড রিয়াইর

ন্যায় ইনি সর্ব্বজন-প্রিয়। ইহাঁর পদ-ত্যাগে মান্দ্রাজীরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন।

রুস যুবরাজের ভারত ভ্রমণ—ইনি নাকি ১১ই নবেম্বর রাজধানী সেণ্ট-পিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ডিসেম্বরের শেষে ভারতে পদার্পণ করিবেন। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দেখিয়া কলিকাতায় দেখা দিবেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর প্রতি সৌজন্য প্রকাশের ত্রুটি করিবেন না। আমাদের মধ্যম রাজপুত্র ইহাঁর পিসা মহাশয়। ইনি ভারতেশ্বরীর অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হইবেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর অঙ্গাভরণ—স্বামীর পরলোক গমন হইতে রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া আর কোন ভূষণ পরিধান করেন না, কেবল দুই হাতে দুই গাছি ব্রেসলেট রাখিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তের অলঙ্কারে স্বামী আলবার্টের মূর্ত্তি খোদিত এবং বাম হস্তের ভূষণে সর্ব্ব কনিষ্ঠ দৌহিত্রী সন্তানের ছবি আছে। এই সন্তান গ্রীকরাজ্ঞী সোফির পুত্র। রাজ্ঞী বলেন "দক্ষিণ হস্তে প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণয়ের পাত্রকে, বাম হস্তে ঈশ্বর কৃপা করিয়া যে শেষ কলিকাটী দিয়াছেন, তাহাকে বহন করি।" "বামহস্তের মূর্ত্তি কনিষ্ঠ সম্বন্ধানুসারে মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া থাকে।

হিক্কার ঔষধ—তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া কর্ণ বিবরদ্বয় চাপিয়া রাখ, আর একজন লোকে মুখে পান পাত্র ধরিলে কয়েক চুমুক পান কর, তৎক্ষণাৎ হিক্কা থামিবে। পানীয় যাহা হউক, তাহাতে আসে যায় না।

উদাসীনীর সংসার।

"মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে,
বিফলে মিশিবে কেন?"

সেদিন রেলওয়ের ভিতর একটী সদাশয়া মহিলার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দুই চারি কথার পরে আমরা * * আসিতেছি, শুনিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ী কি সেখানে?" "বাড়ী"র কথা শুনিয়া আমার কয়টী কথা মনে পড়িয়া গেল; আমি একটু ভাবিয়া উত্তর করিলাম, "আজ কাল সেইখানে।" "সন্তোষজনক উত্তর" না পাইয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম, "যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই বাড়ী।" তিনি হাসিয়া উঠিলেন; তারপর যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সুতরাং বাহিরের গোলটী মিটিল,

কিন্তু আমার বুকের ভিতর বড় গোলমাল বাঁধিয়া গেল। আমার সেই নব-পরিচিত "বন্ধু" আমার কথায় কি বুঝিয়াছেন জানি না, আমার প্রকৃত উত্তর বোধ হয়, আমার বাড়ী—আমরা যাহাকে বাড়ী বলি, ইংরেজেরা যাহাকে "হোম্" (Home) বলেন, আমার সেই নিজের বাড়ী, তা এজগতে কোথাও নাই। যখন অতি বালিকা ছিলাম, তখন বাড়ী ছিল পিতৃগৃহ; সেই বাল্যাবস্থার শেষ সীমায় না পৌছিতেই আর এক গৃহ "আমার বাড়ী" হইল। কিন্তু আজি আমার বাড়ী নাই, কালের স্রোতে আমার বাড়ী ঘর সবই মুছিয়া গিয়াছে! আজি বঙ্গমাতার বক্ষে একটুকু মাটী এমন নাই, যে আমি আমার "ভদ্রাসন" বলিতে পারি; একখানি পর্ণ কুটীর নাই যে আমি একদণ্ড মাথা রাখিতে পারি; তা থাকিলে আজ উদাসীনী হইব কেন?

বাড়ীতো আমার এই পর্য্যন্ত, তবে "বোধ হয়" বলিলাম কেন? কারণ আর একদিক দিয়া দেখিলে আমার অনেক বাড়ী। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার একখানি ঘর বাঁধা নাই বলিয়া অনেক বাড়ী—বাগান পুকুর ময়দান সমেত অনেক পাকাবাড়ী আমারই "ইজারা মহল।" আমার জন্য বুকভরা স্নেহ মমতা লইয়া অনেক বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, তাই আমি (উদাসীনী হইয়াও) সময়ে সময়ে সংসারের অনুরোধে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশও পাই না. তাই আমার আত্মীয় স্বজনের সুখ, দুঃখ "আমার সুখ, দুঃখ" ভিন্ন ভাবিতে পারি না, তাই ঈশ্বরের কাছে আগে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা না করিয়া নিজের কিছু চাহিতে পারি না। আমার বাড়ী নাই বলিয়া যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই আমার বাড়ী; সেই বাড়ীতেই আমার সংসার, সেই সংসারই আমার নিজস্ব। আমার মনে হয়, আমি না থাকিলে বুঝি সেখানকার কচু কুমুড়া গুলিকেও উপবাসী থাকিতে হইবে, আমার অভাবে বুঝি তাহাদেরও শীতে গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মে শীত বোধ হইবে; তাই এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে আমার বড় প্রাণ কেমন করে, তাই সহজে আমি এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে চাহিনা। কিন্তু এই ভব সাগরের একটী বালুকাকণা স্থানচ্যুত হইলে কিছুই হয় না, বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে আমার অভাবে সংসারেরও কিছু আসে যায় না; তবে সংসারে ও আমাতে এত ভালবাসা হইয়াছে যে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের মহাত্মা ভবভূতি বলিয়াছেন, "অকিঞ্চনপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি। তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥" সংসারের দিকে চাহিয়া আমার সেই কথাই মনে পড়ে। আমি যখনই সংসারকে মনে করি, তখনই আমার বুকে সুখ উথলিয়া উঠে; সংসারও

আমাকে দশগুণে বাড়াইয়া থাকে, আমি না থাকিলে তার চলিতে পারে না, এই রকম প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে। ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াই বুঝি আমরা "আত্মবিস্মৃত" হইয়া গিয়াছি।

এখন কথা কি, আমিতো উদাসীনী, কমলাকান্তের মত "অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসিনী" আমার আবার সংসার-বন্ধন কেন? এ কথার উত্তর দিতে হইলে আগে বলিতে হয়, মানুষ যাহাই হউক, (সন্ন্যাসাই হউক আর গৃহস্থই হউক) মানুষের মনুষ্যত্ব থাকাই উচিত।—এখানে মনুষ্যত্ব শব্দের অর্থ কেহ মহত্ত্ব মনে করিবেন না; আমি বলিতেছি, মনুষ্যের ভিতরে রাক্ষসত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি অন্য কোন ত্ব প্রত্যয় না হইয়া মনুষ্যত্ব হওয়াই আবশ্যক।—এজগতে মনুষ্যত্বেই মানুষের সুখ।* আমার বিশ্বাস, এই সংসার নিজ বক্ষে স্থান দিয়াছে বলিয়াই আমার মত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও "মানুষ" বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছে। আমার সংসার না থাকিলে, সংসারের সহিত আমার দৃঢ় সম্বন্ধ না থাকিলে, সংসার-বন্ধনে আমি এমন বাঁধা না থাকিলে, এ হৃদয় এতদিন শূন্য, মরুভূমি অথবা মহাশ্মশান হইয়া যাইত। হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের একটীও অনুশীলিত হইত না। আমার সংসার আছে, তাই এ আকাশে নক্ষত্র আছে, এ মরুভূমে ওয়েসিস্ আছে, এ শ্মশানে সুখ-স্মৃতি আছে। "কঠোরতাপূর্ণ শুষ্ক হৃদয়" আমাদের জাতির বড় কলঙ্ক, সংসার না থাকিলেই আমরা সেই কলঙ্কে কলঙ্কিত হই। এত গুণের সংসার বলিয়াই আমি সংসারকে এত ভালবাসি, এই উদাসীন প্রাণে সংসারের শত বন্ধন জড়াই। তবে একথা সত্য, সংসার নির্দ্দোষ নয়। এই "স্বার্থপরতাপূর্ণ সংসারে, এই "অর্থলোলুপ" সংসারে, এই "রোগ শোক ও বিপদের লীলাভূমি সংসারে," ঘটনা চক্রে পড়িয়া আমার মত দুর্ভাগা জীবকে সময়ে সময়ে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।—সংসারে যাঁহাদের ষোল আনা দখল, তাঁহারাই যখন এক একবার সংসারের জ্বালায় অধীর হইয়া পড়েন, তখন আমার মত আট আনীর স্বত্বাধিকারিণীর উপর সংসারের উপদ্রব একটু বেশী রকমের হইবে, এ আর বিচিত্র কি? তথাপি এই সাংসারিক জীবনে, এই পারিবারিক বন্ধনে যাহা লাভ হয়, তাহার তুলনায় ক্ষতি অতি সামান্য। সকল ব্যবসায়ীরাই লাভ করিবার আশয়ে ক্ষতি স্বীকার করে। আমরা সংসার ব্যবসায়ী, আমাদিগের সে পদ্ধতি না থাকা অসম্ভব বলিলেও বলা যায়। যাহাহউক সংসার, আমাদের প্রথম শিক্ষাগৃহ; আমাদের মনুষ্যত্ব

* ভরসা করি কেহ দেবত্বের কথা তুলিবেন না। মনুষ্যত্বের পরিণতিকেই দেবত্ব বলে। হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রও ইহা (স্পষ্টতঃ বা পাকতঃ) প্রতিপন্ন করিতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুও "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"য় এই কথা বলিয়াছেন।

দিবার জন্যে, আমাদিগকে ক্ষমা, ত্যাগ-স্বীকার, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিখাইবার জন্যেই সংসার নির্দ্দোষ নয়।

এই সংসার আমার এত ভাল লাগিয়াছে যে এখন সন্ন্যাসিনী দেখিলেই তাঁহাকে সংসারাসক্তা করিতে আমার ইচ্ছা করে। মানুষের বুকে ভালবাসা না থাকিলে যেমন হয়, বসন্তে বাতাস টুকু না থাকিলে যেমন হয়, রামায়ণে সীতার কাহিনী না থাকিলে যেমন হয়, সংসার ছাড়া মেয়ে গুলিকেও—বিদ্যা, জ্ঞান ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ হইলেও—সংসার ছাড়া মেয়ে গুলিকেও আমার সেই রকম মনে হয়। সংসারে না খাটিলে আমাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হয় না। সুতরাং নিজেরই হউক আর অপরেরই হউক, সংসারে আমাদের খাটিতেই হইবে। আমি ইহাই দেখিতে চাই, যে আমরা নিজেদের জন্যে না খাটিয়া, ধর্ম্মার্থে, পরার্থে এবং জগতের হিতার্থে সংসারে খাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের জন্যে একটী মাত্র কাজ, সে স্বার্থপরতা, বিলাসিতা বা অন্য কোনও নীচাশয়তা প্রণোদিত কাজ নয়, সে কাজের নাম "আত্মোন্নতি"। ধর্ম্মার্থে, পরার্থে ও জগতের হিতার্থে খাটিবার উপযুক্ত হইবার জন্যই আপনাকে বড় করিয়া গড়িব। যে দু'হাত জলে সাঁতার দিতে পারে না, সে সমুদ্র পাড়ি দিবে কি করিয়া? আমরা সংসার করিব বলিয়া সংসারের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিশাইতে পারিব না; দেবী চৌধুরাণীর মত একটু তফাতে দাঁড়াইয়া সংসার করিব। যখন এই সংসার হইতে আমাদিগকে আর এক মহা সংসারে যাইতে হইবে, তখন সেখানকার উপযোগী শিক্ষা সকল এই খান হইতে শিখিয়া যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

আমার প্রাণের প্রাণে একটী বড় সাধ আছে, একদিন এই বিশ্ব-সংসারকে আমার সংসার করিয়া এই মহা গৃহে "গৃহধর্ম্ম" রাখিব। একদিন বিশ্ব মাতার মাতৃস্নেহ বুকে গাঁথিয়া তাঁহার ছেলে মেয়েদিগকে "আপনার ভাই বোন" মনে করিব। তাহাদের কল্যাণের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু বলিদান করিব। একদিন এই দেহ, এই নশ্বর মাটীর দেহ, সেই সংসারের জন্য খাটাইব। একদিন পরের অস্তিত্বে—দু এক জন নয়, আমার আত্মীয় পরিবার নয়, বিশ্ব পরিবারের অস্তিত্বে, আমার অস্তিত্ব মিশাইব। আমার এ সাধ যে আমাকে ছাড়াইয়া অনেক উপরে উঠিয়াছে, আমার এ সাধ যে শিশুর চাঁদ ধরা সাধের মত, একথা আমি বুঝিতে পারি। বুঝি চিরদিনই আমার এ সাধ বুকে বহিয়া মরিতে হইবে, বুঝি একদিনও পূর্ণ হইবে না! যিনি যে কাজের উপযুক্ত, তিনি সেই কাজ করিতে পারেন; কত জনের কত সংসার-সাধ হইয়া থাকে—পণ্ডিতা রমাবাই অনাথা রমণীদিগকে লইয়া সংসার-সাধ মিটাইতেছেন,

কুমারী ফাউলার কুষ্ঠ রোগীদিগকে লইয়া সংসার সাধ মিটাইতেছেন, আমাদের দেশের কয় জন মহানুভবা মহিলা পরের মেয়েদিগকে "মানুষ" করিয়া সংসার-সাধ মিটাইতেছেন, সাধ কার নাই? উপযুক্ত লোকের সাধ পূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক; আমার মত হীন ও অক্ষম লোকের বড় ধরণের সাধই বড় অস্বাভাবিক; তাহা পূর্ণও হয় না, কেবল বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হয়!

তাই বলিয়া কি করিব? আমরা দেখিতেছি, পতঙ্গ আগুণ দেখিলে তাহাতেই ঝাঁপ দিয়া পড়ে। সে যেন আগুণে পুড়িয়া মরিতেই আসিয়াছে। আমিও সংসার ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আকাঙ্ক্ষার আগুণে পুড়িয়া মরিতেছি। পতঙ্গ আর কি কাজ করে জানি না, পুড়িয়া মরাটা তাহার বড় আকাঙ্ক্ষিত। আমি কোন কাজ করিতে পারি না পারি, সাধ-আশার বোঝা বুকে বহিতে বড় ইচ্ছা করি। যে যে রকম লোকই হও, তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, আমাকে নিবারণ করিও না। আমরা আর কোন ক্ষমতাপন্ন না হইলেও মরাটা আমাদের জাতীয় অভ্যাস, আমি মরিতে কাতর হইব না। আমি জানি যে অনেক সাধনা না করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না, আমি জানি যে কাজ না শিখিলে কেহ সংসার রাখিতে পারে না, আমি জানি যে সংসারে প্রবেশ করিতে হইলে আগে উপযুক্তরূপে আত্মগঠন করা চাই। আমার ঈপ্সিত মহা সংসারের কাজ শিখিতে শিখিতেই এ ক্ষুদ্র জীবন ফুরাইবে, এ জলবিম্ব জলে মিশাইবে, আমার "গৃহিণীপণা" হইবে না। কিন্তু জানিয়া কি করিব? আমি অগ্নি-তৃষিত পতঙ্গ, আমি ঝাঁপ না দিয়া পারিব না। বিশ্ব সংসারের কাজ অভ্যাস করিতে, এই মহাতপস্যা করিতে, অন্ততঃ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে "ক খ" লিখিতে এ জীবন ফুরায় ফুরাক্, আমি আপত্তি করিব না। এই শিক্ষার জন্য এ জীবনে যাহা কিছু ত্যাগ করিতে হয়, যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হয় এবং তদপেক্ষা আয়াসসাধ্য যে "দোকানদারী" * তাহাতেও আমার আপত্তি নাই।

আমি যখন একা, তখন আমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম বলিয়া অনুভূত হই। কিন্তু আমি যখন দশজনের মধ্যে থাকি, তখন বোধ হয় যেন আমিও একটু বড় হইয়াছি। তাই আমার বিশ্বাস আমি একা, আমার সাধের সংসারের কাজ করিতে সমক্ষ হইব না। আমার মত ছোট ছোট কতকগুলি প্রাণও একত্রে মিশাইলে একটী "মহাপ্রাণ" হয়, তাহার ক্ষমতাও অনেক বেশী হইতে পারে। আমি আর কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করি না, আমি ভিক্ষা চাই আমার সহযোগিনী ভগিনীগণের কাছে। আমাদের মা আমাদিগকে সংসারে খাটিবার উপযুক্ত উপাদানে গড়িয়াছেন, আমরা

* দেবীচৌধুরাণী দেখ, দোকানদারী বুঝিবে।

সকলে একজন হইয়া সেই শক্তি পরিস্ফুট করিব, আমরা প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া মা'র সংসারে খাটিব। অমন মহাশক্তির মেয়ে আমরা, আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে মা'র কাজ করিব। যিনি উপরে উঠিয়া থা'ক, আমাকে ঘৃণা করিও না; আমি তোমার সহোদরা, তুমি স্নেহে হাত বাড়াইয়া আমায় তোমার পাশে তুলিয়া লও; যদি কেহ নিম্নস্তরে থা'ক, ভয় পাইও না, মা'র সুকন্যাদিগের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমরাও উপরে উঠিব। মা আমাদের পথ দেখাইবেন, আমরা তাঁর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণে প্রাণে মিশাইব। রমণী-রত্ন মৈত্রেয়ীর মুখনিঃসৃত "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহংতেন কুর্য্যাং" এই অমৃতময় বাক্যাবলী মনে করিয়া প্রতি পাদক্ষেপ করিব। আইস ভগিনী, আমরা সকলে মিশিয়া সংসার-সাধ মিটাই।

আমি উদাসীনী, আমার বাড়ী ঘর নাই, বুঝি সংসারের সঙ্গেও কোন পাকা বন্দোবস্ত নাই। তাই আমার এত সংসার সাধ; যার যে জিনিসের অভাব, সেই জিনিসটী তার বড় প্রিয় হইয়া থাকে! এখন আশা করি, বামাবোধিনী পাঠিকাগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন দিনকতক বাঁচিয়া থাকিয়া, সকল ভগিনীতে একপ্রাণ হইয়া মনের সাধে বিশ্বসংসারে সংসারী হইতে পারি। তবে ভগিনি, তুমিও বল,—

"এ মাটীর দেহ ক্ষণে
মিশিবে মাটীর সনে
মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে, বিফলে
মিশিবে কেনে?"

শ্রী মাঃ

নীতিপূর্ণ আখ্যায়িকাবলী।

১—অসত্য সংযুক্ত পরিহাস সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের লোকেরা ডাইনে বিশ্বাস করিত। রাজা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ডাইন মন্ত্র দ্বারা কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। একদা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উক্ত অপরাধে এক বিচারকের সম্মুখে আনীত হয়। বিচারক স্ত্রীলোকটীর ডাইন বিদ্যা চর্চ্চার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তিতবদনে উকীলদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ! আমি আপনাদিগের নিকট আমার একটী ত্রুটী স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। যৌবনকালে আমি বড় চপলস্বভাব ছিলাম, লোকের সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে বড় ভাল

বাসিতাম। আমার স্মরণ হইতেছে তৎকালে পরিহাস করিয়া আমি এই স্ত্রীলোককে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে একটী কবিতা লিখিয়া এই বলিয়া প্রদান করি যে উহাতে একটী ডাইনের মন্ত্র লেখা আছে। আমি দেখিতেছি এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার পরিহাস না বুঝিয়া সেই কাগজখণ্ড অবলম্বন করিয়া ডাইনের ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার অপরাধ নাই, অপরাধ আমারই অধিক। ইহার নিকট মন্ত্রলিখিত যে কাগজ খানি আছে, তাহা অপনারা খুলিয়া দেখিলেই আমার কথার যথার্থ প্রমাণ পাইবেন।” উকীলগণ কাগজখানি খুলিয়া বিচারকের লিখিত কবিতা দেখিতে পাইলেন।

পরিহাস নির্দ্দোষ আমোদের প্রবর্ত্তক হইলেও উহা অনেক সময়ে অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়া থাকে। যে পরিহাসের সহিত অসত্যের কিছুমাত্র সংযোগ আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

২—আধ্যাত্মিক চলৎশক্তি।

একদা কোন ইংরাজ ভদ্রলোকের বামপদের একস্থানে বেদনা প্রযুক্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত বল ও শক্তি বিহীন হইয়া পড়েন। সুবিচক্ষণ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার উক্ত বেদনা আরোগ্য করিতে অসমর্থ হন। কি কারণে বেদনা স্থায়ী হইতেছে, ভিষকেরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং বেদনাযুক্ত স্থানটী স্ফীত হইয়া পাকিয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ অস্ত্রদ্বারা তাহা কাটিয়া দিলে, যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত ও পূয নির্গত হইল। চিকিৎসকগণ নির্গত দূষিত রক্তের সহিত একটী লম্বা কাঁটা দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে অনেক দিন পূর্ব্বে উক্ত ভদ্রলোকটী এক কাঁটাবনের মধ্যে ঘোড়ার উপর হইতে সবলে লাফাইয়া পড়েন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে ঐ কাঁটাটী তাঁহার পদদেশে এরূপ গভীর রূপে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে উপর হইতে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই।

এইরূপ দৃঢ় ভাবে আমাদের আত্মাতেও এক একটী পাপরূপ কণ্টক বিদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে আধ্যাত্মিক চলৎশক্তিবিহীন করিয়া ফেলে। উক্ত ভদ্র লোকটী কণ্টক-মুক্ত হইয়া যেমন পুনরায় চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও তেমনি পাপরূপ কণ্টক আত্মা হইতে উৎপাটন করিতে পারিলে পবিত্রতার আলয় ও আনন্দপূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতে বিবচরণ করিতে সক্ষম হই।

৩—পরহিতার্থে আত্মবিসর্জ্জন।

একদা এক ইংরাজ বালক ডিপ্থেরিয়া নামক ভীষণ কণ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। রাবেট নামক একজন সুচিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে রোগ অতিশয় কঠিন হইয়া

উঠিতে লাগিল। চিকিৎসক বালকের জীবন সংশয় দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি স্থির করিলেন যে, রোগীর কণ্ঠদেশে যে দূষিত রক্ত সূক্ষ্ম চর্ম্মাকারে সঞ্চিত হইতেছে, তাহা কোন প্রকারে দূর করিতে না পারিলে শ্বাসবদ্ধ হইয়া সে শীঘ্রই মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। উক্ত প্রাণনাশকারী পদার্থ দূর করিবার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি স্বীয় জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকটীর মুখে স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় ন্যস্ত করিয়া সজোরে শ্বাসের সাহায্যে তাহা আকর্ষণ করিয়া নিজ মুখের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন যে ঐ দূষিত পদার্থের অণুমাত্র তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও ঐ ভীষণ রোগাক্রান্ত হইবেন, এবং তাঁহার প্রাণ সংশয় হইবে, কিন্তু বালকটীর প্রাণ বাঁচাইবার পবিত্র ও নিঃস্বার্থ বাসনা তাঁহার স্বীয় জীবন রক্ষার বাসনাকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। অল্পকাল মধ্যেই উক্ত স্বার্থত্যাগী ভিষগ্‌বর ডিপ্‌থেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, আর বালকটী সুস্থ হইয়া উঠিল।

এইরূপ স্বার্থত্যাগ মানুষের আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। স্বার্থান্ধ জগৎ এইরূপ দৃষ্টান্তের বলেই স্বার্থের মোহ অপসারিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়া থাকে।

৪—পাপানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান।

কোন পরম সাধু ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে পাপ-নিরত দেখিয়া তাহার সংশোধনার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে মনস্তাপে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন; "বৎস, আমি এখন চিরকালের জন্য তোমার নিকট হইতে বিদায় লইতেছি; এক্ষণে তোমাকে যদি একটি অনুরোধ করি, তাহা কি রক্ষা করিবে? পুত্রের মন আর্দ্র হইল, তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল।" সে উত্তর করিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিব।" মুমূর্ষু বৃদ্ধ সাধু অস্ফুটস্বরে অথচ তেজের সহিত বলিলেন; "আজ হইতে যখন তোমার মনে পাপ করিবার প্রবৃত্তির উদয় হইবে, তখন তুমি এমন স্থানে গমন করিয়া সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, যেখানে ঈশ্বর তোমাকে দেখিতে পাইবেন না।" যুবক পুত্র পিতার উদ্দেশ্য বুঝিল এবং তদবধি পাপ হইতে নিরস্ত হইল।

ব্রহ্মবাসীদিগের পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস।

ব্রহ্মবাসীদিগের পুনর্জ্জন্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেখা যায়। তাহাদিগের বিশ্বাস যে মানুষ মৃত্যুর পর আবার এই পৃথিবীতে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বা মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাসীগণ পশু পক্ষী হত্যা করে না, কেননা তাহাদের সংস্কার যে তাহাদের কোন না কোন পূর্ব্ব পুরুষের আত্মা পশুপক্ষীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। অনেক ব্রহ্মবাসী নিজে পশু পক্ষী হত্যা করে না বটে, কিন্তু যদি অন্য কেহ হত্যা করিয়া তাহার মাংস তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়, তাহা হইলে তাহা আহার করিতে কোন আপত্তি করে না। ব্রহ্মবাসীগণের পূর্ব্ব জন্মে বিশ্বাস ভারতবাসী হিন্দুগণ অপেক্ষা কিছু গভীরতর বলিতে হইবে, কেননা তাহারা বলে যে তাহারা পূর্ব্ব জন্মের কথা পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া রাখে। কিছুকাল পূর্ব্বে এক ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোক রেঙ্গুণের ইংরাজ মেজিষ্ট্রেটের কোর্টে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে যে তাহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র পূর্ব্বজন্মে ঐ নগরস্থ এক স্বর্ণকারের নিকট গহনা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, এবং প্রার্থনা করে যে আদালত উক্ত স্বর্ণকারকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত স্ত্রীলোকটীর পুত্র আসিয়া শপথ করিয়া বলে যে তাহার পূর্ব্বজন্মের সকল কথা বেশ স্মরণ আছে। সে যে কথিত স্বর্ণকারের নিকট গহনা গচ্ছিত রাখিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। সে বলিল যে পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম ছিল ম্যাংউই, এবং সে কুলীর কাজ করিত; যে দিন তাহার মৃত্যু হয় সেই দিন তাহার বর্ত্তমান মাতার গর্ভসঞ্চার হয়; পূর্ব্বজন্মে তাহার পৃষ্ঠে যে কয়েকটী দাগ ছিল, ইহজন্মেও তাহার পৃষ্ঠে সেই কয়েকটী দাগ আছে। মেজিষ্ট্রেট সাহেব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য স্বর্ণকারকে ডাকাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় স্বর্ণকার বালকটীর সকল কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাহার নিকট রক্ষিত গহনা বালককে প্রত্যর্পণ করিল।

জর্ম্মণ মহিলা।

জর্ম্মণ মহিলার অবস্থার সহিত হিন্দু রমণীর প্রকৃতি ও অবস্থার অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। জর্ম্মণ মহিলা বড়ই স্বামি-নিরতা। স্বামি-ভক্তি তাহাদিগের একটী প্রধান গুণ। ইয়োরোপের অন্য কোন প্রদেশস্থ মহিলা

গণের মধ্যে এরূপ পতি-পরায়ণতা দৃষ্টি-গোচর হয় না। স্বামীর প্রতি নির্ভরের ভাব জর্ম্মণ মহিলাগণের একটী প্রধান লক্ষণ। স্বামীকে তাঁহারা তাঁহাদিগের একমাত্র ভর্ত্তা, উপদেষ্টা ও সহায় জ্ঞান করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশীয় রমণীদিগের ন্যায় জর্ম্মণির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব প্রবল নহে। স্ত্রীলোকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, জর্ম্মণির পুরুষ সম্প্রদায় তদ্বিষয়ে বড়ই অনিচ্ছু। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী স্ত্রীলোক জর্ম্মণিতে দেখা যায় না। সমস্ত জর্ম্মণ রাজ্যে অষ্টবিংশতিটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটীও স্ত্রীলোককে পরীক্ষার্থিনী হইতে দেন না। ইয়োরোপের নানা প্রদেশস্থ গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগকে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু জর্ম্মণীতে অদ্যাবধি সে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবারও কোন সুবিধা নাই। গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকাই স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, জর্ম্মণদিগের ইহাই বিশ্বাস। সুতরাং জর্ম্মণ স্ত্রীলোক মাত্রেই অতীব সুনিপুণা গৃহিণী। সীবন কার্য্যে তাঁহারা সুদক্ষা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকগণ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে প্রায় দরজির সাহায্য গ্রহণ করেন না; বাটীর সকলের পরিচ্ছদ তাঁহারা আপনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বাটীতে পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে জর্ম্মণ মহিলার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি জন্য জর্ম্মণ পুরুষ সম্প্রদায়ের এ পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। জর্ম্মণ মহিলাগণের মধ্যে যাঁহারা স্বাভাবিক তীক্ষবুদ্ধি বা উজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্না, কিম্বা যাঁহারা স্বভাবতঃ জ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্টা, তাঁহাদিগকেই বিদ্যার চর্চ্চা করিতে দেখা যায়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপেক্ষা জর্ম্মণীতে মহিলা গ্রন্থকারের সংখ্যা অনেক অল্প, এবং যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে প্রায়ই সক্ষম হয়েন না। জর্ম্মণ রমণী লিখিত কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হয় নাই। সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে কত কত ইংরাজ রমণী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন; জর্ম্মণ মহিলা ঐ সকল বিষয়ে ইংরাজ মহিলার সমকক্ষ নহেন। জর্ম্মণ মহিলাদিগের প্রধান গুণ এই যে তাঁহারা অতীব লজ্জাশীলা, গৃহকর্ম্মনিপুণা, চপলতা-বিহীনা, বিলাসিতা-শূন্যা, স্বামিনিরতা, স্নেহশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা।

সৎকর্ম্ম-নিরত দম্পতি।

ডিউক চার্লস থিয়োডোর বেভেরিয়া নামক ইয়োরোপস্থ ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি। অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হইয়াও ইনি বিলাস ও আলস্যে কালক্ষেপণ করেন না। হিতকর কার্য্যে জীবন ক্ষেপণ করাই ইহাঁর ব্রত। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ও সর্ব্বপ্রকারে ইহাঁরই প্রতিকৃতি। সকল লোকহিতকর কার্য্য সম্পাদনে ইনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসরণ করিয়া থাকেন, থিয়োডোর পরের দুঃখ মোচনার্থ এতদূর সমুৎসুক যে ইনি স্বয়ং চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দীন দরিদ্রদিগকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। চক্ষুরোগসম্বন্ধে ইনি এমনই পারদর্শী যে ইয়োরোপের সুবিখ্যাত চক্ষুরোগ চিকিৎসকগণ ইহাঁর অভিজ্ঞতা হইতে উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন। ইনি বেভেরিয়া রাজ্যের অন্তঃপাতী গারন-সি নামক নগরে স্বীয় ব্যয়ে একটী প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং চক্ষুরোগীদিগের চিকিৎসার্থ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ডিউক নিজে এই রোগীদিগের চিকিৎসা করেন এবং তাঁহার স্ত্রী এই কার্য্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করেন। যখন দরিদ্রদিগের কুটীরে থিয়োডোর তাঁহাদিগের চিকিৎসার্থ গমন করেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া রোগীদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই সৎকর্ম্ম-নিরত দম্পতি দিবারাত্রি লোকের রোগশান্তি ও দুঃখকষ্ট নিবৃত্তি করিতেই ব্যস্ত থাকেন। রাজবংশোদ্ভূত হইয়া প্রভূত পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক পরের হিত সাধনার্থ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। থিয়োডোর ও তাঁহার পত্নীর ন্যায় অসাধারণ গুণসম্পন্ন দম্পতি এই পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি আনয়ন করিয়া দেয়।

মদিনা।

মক্কা ও মদিনা এই দুইটী মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান। আরব দেশের অন্তঃপাতী এল্‌হাফেজ নামক জিলায় মদিনা নগর অবস্থিত। একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতের নিম্নস্থ উপত্যকার উপর নগরটী সংস্থাপিত বলিয়া উহার জলবায়ু বড় স্বাস্থ্যকর নহে। নগরটীর চতুর্দ্দিক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরটী কোন স্থানে পঞ্চত্রিংশ এবং কোন স্থানে বা চত্বারিংশ ফিট উচ্চ। নগরে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী বৃহৎ দ্বার আছে। রাজপথগুলি অতি সঙ্কীর্ণ। নগরটী নিম্ন ভূমির উপর স্থিত বলিয়া বর্ষাকালে ইহার জলাশয় ও কূপসকল জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সেই জল শীতকালে পরিষ্কৃত হইলে বহুদূর হইতে অনেক লোক উহা গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়া থাকে। এই নিমিত্ত মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মদিনা নগরের নাম 'ইহার উত্তম

জলের জন্য' নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিখ্যাত ছিল। মক্কার ন্যায় মদিনা নগরটী ঐশ্বর্য্যশালী নহে, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি অতিশয় উর্ব্বর। শুষ্ক ও অনুর্ব্বর আরব দেশে ঐরূপ উর্ব্বর ভূমি প্রায় দেখা যায় না। এখানে যে খেজুর উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় সুমিষ্ট খেজুর পৃথিবীর আর কোন স্থানে হয় না। মদিনা নগর অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস ভূমি। এখানে আরব্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য দুইটী বড় বড় কালেজ আছে। দূরদেশ হইতে মুসলমান যুবকগণ এই কালেজে অধ্যয়নার্থ আগমন করিয়া থাকেন।

এই নগরে মহম্মদের কবর আছে। তাহারই জন্য ইহা মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান। যে মসজিদের মধ্যে কবরটী সংস্থাপিত, তাহার নাম "হারাম"। ইহা সহরের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত। মসজিদের মধ্যে যে স্থানে কবর আছে, তাহার চতুর্দ্দিক লৌহ নির্ম্মিত রেল দ্বারা পরিবেষ্টিত। কবরের চতুর্দ্দিকে যবনিকা আছে, সে যবনিকার মধ্যে কবর-রক্ষক ভিন্ন কাহারও প্রবেশের আজ্ঞা নাই। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ বিনা দর্শনীতে কবর দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু বিধর্ম্মীদিগকে দর্শনী স্বরূপ পঁচিশ বা ত্রিশ টাকা দিতে হয়। কবরের চারিদিকে যে যবনিকা দেখা যায়, তাহা তুরকের সুলতান প্রদত্ত। নিয়ম আছে তুরকের প্রত্যেক নূতন সুলতান সিংহাসনাধিরোহণের সময় উক্ত যবনিকা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন যবনিকা প্রদান করিয়া থাকেন। উহা বহুমূল্য রত্নমণি-খচিত ও সুন্দর কারুকার্য্য-সুশোভিত। পুরাতন যবনিকা গুলি কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরিত হয়। সেখানে উহা দ্বারা সুলতানদিগের কবর আবৃত করা হয়।

মদিনা নগরের ইতিহাসলেখকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে উক্ত যবনিকার মধ্যে একটী চতুষ্কোণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে, তাহা দুইটী স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত, উক্ত প্রস্তরের মধ্যে মহম্মদ ও তাঁহার পরম বন্ধুদ্বয় আবুবেকর ও ওমারের কবর আছে। মহম্মদের মৃত শরীর রৌপ্যনির্ম্মিত সিন্ধুকে রক্ষিত। যবনিকার বাহিরে মহম্মদের কন্যা ফতেমার কবর আছে। উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মিসেস জেনারল বুথ।

(সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)।

মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মহাত্মা বুথের সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করিয়াছেন। এ পৃথিবী হইতে আর একটী সদাশয় মহাপ্রাণ আত্মা সরিয়া পড়ি-

য়াছে। সাংসারিক দুঃখক্লেশের জালে "জড়িত হইয়া যে সকল হতভাগ্য কষ্ট পাইতেছে, পাপের করাল গ্রাসে পড়িয়া যে সকল হতভাগ্য মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে, আধ্যাত্মিক ঘোর তমিস্রের মধ্যে যে সকল অভাগা কাল কাটাইতেছে—তাহারা তাহাদের একজন পরমবন্ধু হারাইল। লণ্ডনের সেই দুরন্ত শীতের মধ্যে বস্ত্রাভাবে যাহারা বৎসরের বার মাস ঠুক্ ঠুক্ করিয়া কাঁপিয়া থাকে, অনাহারে দুর্গন্ধের মধ্যে যাহারা দিবানিশি পড়িয়া থাকে—সেই সমস্ত লক্ষ লক্ষ হতভাগা লোক তাহাদের স্নেহময়ী জননী হারাইয়াছে। এমন রমণী দুঃখপূর্ণ পাপময় এ পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্য কচিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মুক্তিফৌজ লণ্ডন-দরিদ্রের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য যে আয়োজন করিতেছেন, মিসেস বুথ সেই আয়োজনের অনুপ্রাণয়িত্রী ও জীবনস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই আয়োজনের যে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইবে তাহা সম্ভব নহে কারণ মুক্তিফৌজের কার্য্যকলাপ ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। তবে ইহাঁর মৃত্যুতে এ আন্দোলনের, এ আয়োজনের যে একটী বিশেষ কার্য্যকর হস্ত খলিত হইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ কি?

কেহ যেন মনে না করেন যে মিসেস বুথ, নারীর অনুপযোগী কোন প্রকার ভাব-বিশিষ্টা ছিলেন। নারীর কোমলতা, স্বভাবভীরুতা, ও বিনয় তাঁহার চরিত্র ভূষণ ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার মাধুর্য্যগুণে এত লোককে পাপের পথ হইতে টানিয়া ধর্ম্মের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার সৎকার্য্যের কথা ভাবিতেও প্রাণে আনন্দ হয়। তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতায় লণ্ডনের এত পাপাসক্ত কঠোর-হৃদয় নর নারীর প্রাণ গলিয়াছে যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার এতটা আকর্ষণ ছিল। আমাদের দেশীয় পর্দ্দা-সুরক্ষিত কোন রমণীকে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে বলিলে তিনি যেমন লজ্জাশীলতার জন্য সে কার্য্যে সম্যক্ অপারগতা প্রদর্শন করেন, প্রথমে বক্তৃতা দেওয়ার কথা যখন উল্লিখিত হয় মিসেস বুথও তখন তেমনি লজ্জাশীলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যতদিন এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার হাত এড়াইতে তিনি সাহস করিলেন, ততদিন এড়াইলেন, কিন্তু অবশেষে যখন বিবেকের বজ্র গম্ভীর ধ্বনি তাঁহার হৃদয়কে কাঁপাইয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শন করিয়া দিল, তখন বাধ্য হইয়া বক্তৃতা দিতে অগ্রসর হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণে যে কি গভীর ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার জীবনীতে এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এমন কি তাঁহার বক্তৃতা শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের উচ্চ নীচ নর-

নারী তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র যখন হাজারে হাজারে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ধাবিত হইত, তখনও তিনি স্বামীর উপস্থিতিতে একটী কথাও লজ্জার জন্য বলিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বামী অনেক সময়েই সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া চলিয়া যাইতেন, তার পর মিসেস বুথের বক্তৃতা আরম্ভ হইত। প্রকাশ্যে লজ্জাশীলতার জন্য বক্তৃতা করা তাঁহার পক্ষে যেমন ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি শারীরিক দুর্ব্বলতাও এবিষয়ে তাঁহার ক্লেশের আর একটী কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এরূপ দুর্ব্বল শরীর লইয়া তিনি যেরূপ কার্য্য করিতে গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে চমকিত হইতে হয়। ৮টী সন্তানকে মানুষ করা প্রায় অধিকাংশ মাতার পক্ষে সারা জীবনের কাজ। কিন্তু মিসেস বুথ এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার সাধারণের উপকারজনক কার্য্যে রত থাকিতেন এবং পরামর্শপ্রার্থী ধর্ম্মপিপাসুদিগের সহিত কথোপকথনে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। নিরন্তর কর্ম্মশীলতা মিসেস বুথের জীবনস্বরূপ ছিল, অক্লান্ত দেহে তিনি ঈশ্বরের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

এমন মিষ্ট স্বভাবের নারী অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। পাপীর প্রতি তাঁহার অবিমিশ্র ঘৃণা ছিল। কিন্তু পাপী যাই পাপ পথ ছাড়িবার জন্য প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করিত, মিসেস বুথের স্নেহ অমনি শতধারে তাহার উপর বর্ষিত হইত। সত্যে ন্যায়ে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। ধর্ম্মভাববিহীন সৎকার্য্য তাঁহার চক্ষের বিষ ছিল, কিন্তু প্রকৃত সৎকার্য্য যত রকম দুরূহ হউক না কেন, ক্লেশপ্রদ হউক না কেন, হাসিতে হাসিতে বুথপত্নী তাহা সম্পাদন করিতেন।

এমন সদাশয় সৎকর্ম্মশীল রমণী ভগবানের কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাঁহার আদেশে স্থানান্তরে অপসারিত হইয়াছেন। যাহার জন্য তাঁহার এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম, সেই পবিত্র সন্নিধান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীকে অগাধ দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া তাঁহার সেনাকে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া বুথপত্নী এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। লণ্ডনের গরিব লোক মাতৃহীন হইয়াছে।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি।

মহাত্মা কাশীরাম দাস আদিপর্ব্বে লিখিয়াছেন ;—

অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যাসম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলয়॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সদাই দুঃখিত সেই সদাই উদাস॥

ভার্য্যাবন্ত লোকে ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তরে পরলোকে ॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথচাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে ॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতি শাস্ত্র রাজা করে সুরবর্গে ॥

সংস্কৃতে আছে,—মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥ এস্থলে যেরূপ একের অর্থাৎ মাতার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতেছে, অন্যের অর্থাৎ অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যার অপকর্ষও সেইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। সংসারে জননীর সমান আর কিছুই নাই, একথা এস্থলে অত্যুক্তি মাত্র, কারণ ইহা ভূয়োভূয়ঃ নীতি গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে ও হইতেছে। অশনি-ঘাতিনী পত্নী যে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া পারিবারিক সুখ বিদগ্ধ করিতে যান, স্নেহরূপিণী জননীই তাহার প্রকোপ প্রশান্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করেন। সেই পরমারাধ্যা দেবতাতে বঞ্চিত হইয়া অভাগা নর বা অভাগিনী নারী কতকাল কেন, কতক্ষণ বজ্রাহত হইয়া প্রাণধারণ করিতে পারে? সুতরাং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহার সন্তপ্ত হৃদয়ের বরং বনের অজাগবের হলাহলে অথবা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের গ্রাসেও শান্তি আছে। আধুনিক বঙ্গীয় সমাজে মাতৃভক্তি নাই, মুখরা স্ত্রীর অভাব নাই। ইহার বিষময় ফল যাহা হইবার, তাহা হইতেছে। ওএবেষ্টার বলেন যে মাতাই প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির স্নেহময়ী ও অভিলষিত ফলপ্রদায়িনী শিক্ষয়িত্রী। কৃত্তিবাস রামায়ণে লিখিয়াছেন;—

একগুণ নহে সতী অনেক লক্ষণ।
সর্ব্বগুণ ধরে দেহে সতী যেইজন ॥

রাবণের প্রলোভন-বাক্যে সীতা কর্ণপাত না করিয়া বলিতেছেন;—

কি হেতু বারণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী?
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥

আহা! কি পবিত্র ধর্ম্মভাব! কি অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা! সীতার নিকট কি পাপ অগ্রসর হইতে সাহসী হয়? না কখনই নয়। একজন ইংরাজ উপন্যাসবেত্তা যথার্থ বলিয়াছেন যে, সতীর সতীত্বই তাহার নেতা, এই নেতার নেতৃত্বের নিকট পাপ যেমনই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করুক না কেন বা যেমনই বলে বলীয়ান হউক না কেন সে অবশ্য অবশ্য শান্তিমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বলহীন ও সঙ্কুচিত হইয়া সুদূরে পলায়ন করিবে। রামচন্দ্র একস্থানে বলিতেছেন;—"সীতাতুল্য তারা (দেব কন্যা) কেহ না হয় সুন্দরী।" ধার্ম্মিকজন নিজ স্ত্রীকে এইরূপই দেখিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ পত্নীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ দেখে নাই। তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এই কথা বলেন। ভরসা করি সকলে যেন স্ব স্ব স্ত্রীকে তাঁহার মত ভাবেন। এবার এই পর্য্যন্ত।

স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব।

কোন্নগর নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় গত ২৭এ কার্ত্তিক বহু আত্মীয় ও বন্ধু লোককে শোকাকুল করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার বিয়োগে বঙ্গমাতা একজন আদর্শ সাধু পুত্র হারাইলেন। ইনি মনস্বী, হৃদয়বান্, বিবেকী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। এরূপ সর্ব্ব-গুণান্বিত লোক অতি বিরল। ইনি চিরকাল শান্ত, ধীর এবং বৃদ্ধ বয়সেও শিশুর ন্যায় বিনয়ী অথচ যুবকের ন্যায় উৎসাহী ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। ইঁহার দেশহিতৈষিতা কথায় নয়, কার্য্যে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার বয়স ৮০ বর্ষ হইয়াছিল, সুখ্যাতির সহিত সুদীর্ঘকাল রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ২৮ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। ইনি এক পুত্র, ৫ কন্যা এবং পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ও তাহাদের সন্তান সন্ততিতে এক বৃহৎ সংসার রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পত্নী ইঁহার অপেক্ষা ৬ বৎসরের কনিষ্ঠা। তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণী এবং সকল সৎকার্য্যে ইঁহার সহায় হইয়া ছিলেন। ইঁহাদের দাম্পত্য জীবন আদর্শস্থানীয়।

শিবচন্দ্র বাবু পুরাতন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষা লাভ করেন। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রামকমল সেন প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী বা বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন। ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার একজন বিশেষ গুণানুরাগী ও সুহৃদ্ ছিলেন। দেশহিতকর অনেক বিষয়ে ইঁহারা একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে কলিকাতা মেটকাফ হল ও হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই অধ্যক্ষ থাকিয়া এই দুই অনুষ্ঠানের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বাবু শিবচন্দ্র দেব অতি প্রাচীন ব্রাহ্ম এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একটী শিরোভূষণ ছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী এবং মেদিনীপুর ও কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন।

শিবচন্দ্র বাবুর দেশহিতৈষিতার জীবন্ত ক্ষেত্র তাঁহার বাসগ্রাম কোন্নগর। ইহার যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, ইহার সকল শোভা ও উন্নতির মূলে তাঁহার সাধু ইচ্ছা ও প্রাণগত চেষ্টা দেখা যায়। কোন্নগর একটী সামান্য ও হীনাবস্থ স্থান ছিল। এখন এখানে অতি উৎকৃষ্ট ইংরাজী স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় সাধারণ পুস্তকালয়, ব্রাহ্মসমাজ, পোষ্ট আপিস ও রেলওয়ে ষ্টেসন প্রভৃতি গ্রামকে সুশোভিত করিতেছে। বাবু শিবচন্দ্র দেবকে এই সকলের সংস্থাপক বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। এক সময় কোন্নগরে রজনীবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, তিনি সে সকলেরও উৎসাহদাতা ছিলেন এবং নিজগৃহে বরাবর দীনদুঃখী-দিগকে স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। বহুদিন মিউনিসি-পালিটীর অধ্যক্ষ থাকিয়াও তাহার প্রকৃত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কোন্ন-গরের কৃতবিদ্য উপার্জ্জনক্ষম লোক-দিগের অধিকাংশই তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী এবং কোন্নগরের অধিবাসী মাত্রেই তাঁহা দ্বারা উপকৃত।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ এই মহাত্মা বাল্যকাল হইতেই অনুরাগী ছিলেন। ইনি সর্ব্ব প্রথমে আপনার পত্নীকে শিক্ষা দান করেন, পরে আপ-নার কন্যাগণকে যত্নের সহিত সুশিক্ষিত করেন। শিশুপালন সম্বন্ধে দুই খানি সুন্দর পুস্তক প্রচার করিয়াও স্ত্রীজাতির অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন।

বামাবোধিনীর একজন পরম বন্ধু বলিয়া ইনি আমাদের পাঠক পাঠিকা-গণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইনি বহুদিন হইতে বামাবোধিনীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন এবং ইহার আয়োন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইহাঁর কন্যা, দৌহিত্রী প্রভৃতি অনেক আত্মীয় ইহাঁরই চেষ্টায় বামাবোধিনীর গ্রাহক হন। এক সময় বামাবোধিনী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল, প্রধানতঃ ইহাঁরই যত্নে জীবন রক্ষার উপায় লাভ করে। এই সময়ে ইহাঁর পরম বন্ধু বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নামও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি-তেছি। বামাবোধিনীর অত্যন্ত অনা-টনের সময় ইহাঁরা হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে নারীশিক্ষা ২ খণ্ড ও বামারচনা-বলী এক খণ্ড মুদ্রাঙ্কণের সাহায্য করেন। এ উপকার বামাবোধিনীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শিবচন্দ্র বাবু পবিত্র জীবন যাপন করিয়া পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন। মঙ্গলবিধাতা তাঁহার সুকৃতির পুরস্কার তাঁহাকে প্রদান করুন এবং তাঁহার মুক্ত আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করুন্। তিনি জীবনের যে সকল সাধু দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া অপরে যেন সাধু হইতে পারে।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

পশুদিগের পরমায়ু।

বিড়াল প্রায় পনের বৎসর বাঁচিয়া থাকে। কাটবিড়াল ও শশক সাত বা আট বৎসরের অধিক বাঁচে না। কুকুর ও নেকড়ে বাঘ কুড়ি বৎসর বাঁচে। শৃগাল চৌদ্দ বা পনর বৎসর জীবিত থাকে। সিংহ দীর্ঘজীবী। একটী সিংহ

সত্তর বৎসর বাঁচিয়াছিল। হস্তী চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। আলেকজাণ্ডার পুরুরাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার একটী হস্তী সঙ্গে লইয়া যান। তিনি উহাকে এজাক্‌শ নামে অভিহিত করিয়া ঐ নাম তাহার শরীরের উপর উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডের দ্বারা খোদিত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ঐ হস্তী তিনশত পঞ্চাশ বৎসর পরে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ঘোটক বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে দেখা গিয়াছে, গণ্ডার উনত্রিশ বৎসর, শূকর কুড়ি বৎসর, উষ্ট্র একশত বৎসর, মেষ দশ বৎসর ও গাভী পনর বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তিমি মৎস্য এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঈগলপক্ষী একশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। কচ্ছপ একশত সাত বৎসর এবং রাজহংস তদপেক্ষা অধিক কাল বাঁচে।

বৃহত্তম বৃক্ষ।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে বৃহৎ বৃক্ষ দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে সিসিলীর অন্তঃপাতী এটনা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত চেষ্টনট নামক ফলের এক বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই বৃক্ষটী ইশত হাত উচ্চ এবং মূল হইতে চল্লিশহাত উপরিভাগস্থ স্থানে ইহার বেড় ৭৭হাত।

বৃহত্তম গোলাপবৃক্ষ।

আমেরিকার অন্তঃপাতী কেলিফারনিয়া প্রদেশে বেন্টুরা নগরের কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী গোলাপ ফুলের গাছ আছে, তাহার গুঁড়ির বেড় দুই হাত। ইহা হইতে যে শাখাগুলি বহির্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটীর বেড় দেড় হাত। ইহা চতুর্দ্দিকে ত্রিশ হাত দূর পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহাতে প্রত্যহ হাজার হাজার ফুল প্রস্ফুটিত হয়। গাছটীর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

মানব দেহ।

মানব দেহে সর্ব্বশুদ্ধ একশত বাইট অস্থিখণ্ড ও পাঁচশত মাংসপেশী আছে। মানব দেহ মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ওজন সাড়ে বার সের হইতে পনর সের পর্য্যন্ত। হৃদপিণ্ড দীর্ঘে পাঁচ ইঞ্চি ও প্রস্থে তিন ইঞ্চি। ইহা এক এক মিনিটে সত্তরবার স্পন্দিত হয়। প্রতি স্পন্দনে একছটাক পরিমাণ রক্ত ইহার মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হয়। ফুসফুস প্রায় চারিসের বায়ু ধারণ করিতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টায় মানুষ প্রায় দুই হাজার মণ বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করে। মানব মস্তিষ্কের ওজন দেড়সের। সবিশেষ পরিপুষ্ট হইলে উহার ওজন আরও এক পোয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানবদেহস্থ শিরার সংখ্যা অন্যূন এক কোটী। ত্বক তিনটী স্তরে বিভক্ত; প্রত্যেকটীর স্থূলতা এক ইঞ্চির অষ্টমাংশের একাংশ মাত্র। সমস্ত ত্বকের পরিমাণ সতর শত

বর্গ ইঞ্চি। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মানব দেহের উপর যে বায়ুর চাপ বর্ত্তমান আছে, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। প্রতি বর্গ ইঞ্চি ত্বকের মধ্যে ঘর্ম্ম নির্গমনের জন্য সাড়ে তিন হাজার সূক্ষ্ম রন্ধ্র বা লোমকূপ আছে।

হিপোপোটেমস্।

হিপোপোটেমস্ আফ্রিকা দেশীয় জন্তু। ইহার আকৃতি অনেকাংশে গণ্ডারের ন্যায়। ইহা অধিকাংশ সময় জলে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। উভচর হইলেও ইহা জলচর জন্তু বলিয়া বিদিত। ইহা প্রাধানতঃ তৃণ ও মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহার ত্বক্ অতিশয় স্থূল। উহা দ্বারা চাবুক্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গাত্র সর্ব্বদাই এক প্রকার তৈলময় পদার্থে অভিষিক্ত থাকে। ইহার পদ চতুষ্টয় অতি ক্ষুদ্র, তজ্জন্য ইহা দ্রুত গমন করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু জলে অতি সহজে সন্তরণ করিতে পারে। হিপোপোটেমসের সম্মুখের দুইটী দাঁত ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা। উহা হাতির দাঁতের ন্যায় প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঠগীদিগের ইতিহাস।

অতি পূর্ব্ব কাল হইতেই এদেশের নানা স্থানে প্রধানতঃ মধ্য ভারতবর্ষে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রকার নরঘাতক ডাকাইতগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পথিকদিগের প্রাণ বধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ইহাদের হস্তে ভারতবর্ষের কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহারা কত রমণীকে বিধবা করিয়াছে; কত নর নারীকে পুত্রহীন করিয়াছে; কত সংসারকে শ্মশান করিয়াছে! ইহাদের ভয়ে লোকে একাকী রাজপথে বাহির হইতে সাহসী

হইত না। দলব... ক হইয়া বাহির হইলেও
নিস্তার থাকিত ... না, ইহারা সময়ে সময়ে
দলশুদ্ধ সমস্ত ... লাককে বধ করিয়া যথা
সর্ব্বস্ব হরণ করি... ত।

ইহারা ন... না নামে অভিহিত।
ইংরাজি ও বা... ালা ভাষায় ইহাদিগকে
ঠগ্ বলে; দ... ক্ষিণত্যের কোন কোন
স্থানে ইহারা ... াসিগার নামে অভিহিত;
তামীল ভাষা... ইহাদিগকে আরিতুলু-
কার (মুসলম... ন ফাঁসুড়ে) ও তেলিগু
ভাষায় ওয়ারর... হান্দকু কহে; কানাড়া
দেশের লোকে... রা ইহাদিগকে তাঁতীকে-
লেড় কহে। ... ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আধি-
পত্য স্থাপন ক... রিলেও এই সকল দস্যুদল
তাহাদের এই ... ভয়াবহ নরহত্যা ব্যবসা

এরূপ গোপনে ও প্রচ্ছন্ন ভাবে নির্ব্বাহ করিত যে রাজপুরুষগণ বহুদিবস পর্য্যন্ত ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারেন নাই।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্টন (মহীসুরের রাজধানী) জয়ের পর বাঙ্গালোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় ১০০ ঠগ্ ধৃত হয়, কিন্তু তাহারা যে একটা বিশেষ দলভুক্ত দস্যু এবং নরহত্যা যে তাহাদের ব্যবসা, ইহা তখনও বুঝিতে পারাযায় নাই, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে একদল ঠগ ত্রিবাঙ্কুর হইতে অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যে বিত্তুর এবং আর্কটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাহাদের অনেকে ধৃত হয়। এই সময় হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং কর্ণেল স্লিমান নামক একজন রাজপুরুষের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে ইহাদিগের আত্মকাহিনী দ্বারা সমুদায় বিবরণ বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। তৎপরে অনেক ঠগ্ ধৃত হয় এবং ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে ঠগ্‌দল নির্ম্মূল হয়।

ঠগেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতময় উপত্যকায় বাস করিত। ইহাদের দেশীয় ব্যবসা কৃষিকার্য্য। কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইবার সময়ে ইহারা ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন কার্য্য সমাধা করিয়া স্ত্রী ও সন্তানগণের উপর অবশিষ্ট ভার অর্পণ করিত এবং তৎপরে দস্যুতা করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইত। ইহাদের নানা দল ছিল, এক এক দলে ৫০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত লোক থাকিত। এই এক এক দল দস্যুতার সময়ে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইত। প্রত্যেক দলে আবশ্যক মত ১০ হইতে ২০ জন করিয়া লোক থাকিত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রাস্তায় পথিকদিগের সহিত পথিকদিগের ন্যায় গমনাগমন করিত এবং অপর দলের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিত। ইহাদিগকে সেই সময়ে দেখিলে পথিক ভিন্ন আর কিছু বলিয়া বোধ হইত না। কখন কখন ইহারা আপনাদিগকে বণিক বলিয়া পরিচয় দিত। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ইহারা অতি সামান্য বেশে সামান্য লোকের ন্যায় গমন করিত, কিন্তু যখন অপহরণ দ্বারা অশ্ব, বলদ, তাঁবু ও নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইত, বাটীতে ফিরিবার সময়ে সম্পত্তিশালী বণিকের ন্যায় সমারোহে গমন করিত এবং আপনাদিগকে বণিক বলিয়া পরিচয় দিত। সুতরাং ইহাদিগকে দস্যু বলিয়া জানিতে পারিবার কোন উপায় ছিল না। সময়ে সময়ে ১০ বৎসর বা তদূর্দ্ধবয়স্ক বালকেরা ইহাদের সঙ্গে থাকিত। সাধারণের নিকটে তাহাদিগকে চাকর বলিয়া পরিচয় দিত। তাহারা ইহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় সামান্য কার্য্য করিত এবং ইহাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া ঐ ব্যবসা শিক্ষা

করিত। ইহারা কখন কখন হত ব্যক্তির বালকদিগকে হত্যা না করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইত এবং এই ব্যবসা শিক্ষা দিত।

প্রকাশ্য রাজপথের মধ্যে যে সকল পান্থশালায় পথিকগণ সর্ব্বদা বিশ্রাম করিত, ঠগেরা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিত। তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ঐ সকল পান্থশালা অথবা নিকটবর্ত্তী নগরের পথিক ও বণিকগণের বিশ্রামাগারে গমন করিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিত এবং কথা প্রসঙ্গে তাহাদিগের গন্তব্য স্থান, কোথা হইতে আসিতেছে, কি কারণে ভ্রমণ এবং সঙ্গে কি কি দ্রব্য আছে ইত্যাদি সংবাদ লইত। পরে যদি তাহাদিগকে হত্যা করা সুবিধা ও লাভজনক মনে করিত, তবে তাহাদিগের অনুসরণ করিত। ঠগেরা যাহাকে হত্যা করিবার জন্য একবার অনুগমন করিত, তাহাকে হত্যা না করিয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। ইহারা তাহাদের সহিত নিরাপদে একত্র থাকিবার ছলনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিত অথবা তাহাদের সহিত একত্রে না গিয়া কিছু দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত। সুবিধা পাইলেই দলের একজন লোক নিকটে গিয়া হঠাৎ দড়ি অথবা কটীবন্ধন হতভাগ্যের গলদেশে লাগাইয়া দিত এবং অবশিষ্ট লোকেরা নিকটেআসিয়া তাহাকে সাহায্য করিত।

ঠগেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হত্যা কার্য্য সমাধা করিত। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত প্রণালীই অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত ছিল। পথিকের সহিত (যাহাকে হত্যা করিবে) গমন করিতে করিতে একজন ঠগ হঠাৎ একটা দড়ী অথবা কাপড় তাহার গলদেশে ফেলিয়া দিয়া উহার এক দিক ধরিয়া থাকিত, অপর একজন সঙ্গী তৎক্ষণাৎ ঐ দড়ী অথবা কাপড়ের অপর প্রান্ত ধরিয়া গলার পশ্চাদ্দিকে ফাঁস দিয়া বিপুল বল সহকারে তাহার মস্তক চাপিয়া ধরিত, আর একজন প্রস্তুত হইয়া পশ্চাতে থাকিত সে ঠিক সেই সময়ে তাহার পদদ্বয় ধরিয়া প্রভূত বলের সহিত টানিত। এই অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উপুড় হইয়া পড়িত এবং সেই সময়ে খড়ের বোঝা বাঁধিবার সময় যে প্রণালী অবলম্বন করা হয়, সেইরূপে ঐ ফাঁস টানিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন সংহার করিত।

কখন কখন সরাইয়ের মধ্যে রাত্রিকালে ঠগেরা নরহত্যা করিত। কিন্তু তাহারা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রাণ হনন করিবার সুবিধা পাইত না, এজন্য নিদ্রিত ব্যক্তিকে সর্প কিম্বা বৃশ্চিকের ভয় দেখাইয়া জাগ্রত করিয়া তাহার গলায় উপরোক্ত প্রকারে ফাঁসি লাগাইয়া দিত।

অশ্বারোহী ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে হইলে তাহারা নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিত। একজন অশ্বের সম্মুখে

একজন পশ্চাতে আর একজন অশ্বের পার্শ্বে থাকিত। এই অবস্থায় গমন করিবার সময় শেষোক্ত ব্যক্তি অশ্বারোহীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যাইত এবং যেই মাত্র দেখিত যে অশ্বারোহী কিঞ্চিন্মাত্র অন্যমনস্ক হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তৃতীয় ব্যক্তি তাহার হস্ত ধরিয়া টানিত, অমনি সম্মুখের ব্যক্তি অশ্বের মুখরজ্জু ধারণ করিত এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তাহার গলায় ফাঁস দিয়া তাহার জীবন সংহার করিত।

ভ্রমণ কালে যদি কোন পথিকের হস্তে অস্ত্র থাকিত, তাহা হইলে এই পাপাত্মাগণ তাহাকে হত্যা করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে তাহার হস্ত ধরিয়া অস্ত্র কাড়িয়া লইত, পরে তাহার গলদেশে ফাঁসী দিত। ইহারা যে ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে ইহা জানিতে পারিত না, বরং ইহাদের সহিত অতি বিশস্ত ভাবে গমন করিত।

ইহারা অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়াও গমন করিত, আবশ্যক হইলে অস্ত্র দ্বারা একেবারে ১০।১২ জন লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহাদের মৃত শরীর এরূপে গোপন করিত যে কেহ তাহার অণুমাত্রও জানিতে পারিত না। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

(ক্রমশঃ)

বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে মালাবারী মহাশয়ের চেষ্টা।

বাহিরামজী মালাবারী নামক জনৈক উৎসাহী পারসী ভদ্র সন্তান হিন্দুবিবাহ রীতি ও নিয়ম সংশোধনের জন্য ১৮৮৬ সাল হইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তিনি হিন্দু না হইয়াও যে হিন্দু সমাজ সংস্কার জন্য আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তিনি এই সংস্কার সাধনের জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং একবারে যেরূপ বহুল বিষয় সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তিনি যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। তিনি ১৮৮৬ সালে এই কয়েকটী সংস্কার কার্য্যের সহায়তার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন যথা,—

১। কোন বিধবাকে কেহ বলপূর্ব্বক বৈধব্য দশায় রাখিতে না পারেন।

২। কোন বিধবা ইচ্ছা করিয়া বৈধব্য দশা বহন করিতেছেন, কি অন্যে বলপূর্ব্বক তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াছে তাহা জানিবার উপায় করা আবশ্যক।

৩। যাহারা বিধবা বিবাহ করেন, তাহাদিগকে এবং তাহাদের আত্মীয়

স্বজনকে যদি কেহ সমাজচ্যুত করে, তাহা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়।

৪। বাল্যবিবাহ রীতি যাহাতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়, তজ্জন্য এই কয়েকটী উপায় অবলম্বিত হউক যথা, যে ছাত্র বাল্যবিবাহ করিয়াছে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাধি না দেন এবং কোন কর্ম্ম থালি হইলে বিবাহিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া অবিবাহিত যুবকদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

মালাবারী মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন। তিনি বলেন যে হিন্দু সমাজের অনেক কৃতবিদ্য লোক এই সংস্কার কার্য্যে তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন সকল প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার লিপি প্রেরণ করিয়া সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদিগের মত অনুসন্ধান করিলেন, তখন দেখা গেল যে, কেহ রাজবিধি দ্বারা সমাজ সংস্কারের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য ১৮৮৬ সালে মালাবারীর আবেদন পত্রের উত্তরে এই বলিয়াছিলেন যে প্রার্থিত সংস্কার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোন রাজবিধি করিতে সম্মত নহেন।

সম্প্রতি ফুলমনির শোচনীয় ঘটনা দেখিয়া অনেকের চক্ষু খুলিয়াছে এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব তিনজন গবর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য কয়েকটী প্রসিদ্ধ ইংরাজ এই বিষয়ে ইংলণ্ডে একটী সভা করিয়াছেন। এই সভায় অধ্যাপক মোক্ষমুলার, মনিয়ার উইলিয়মস, কুমারী কব, সার উইলিয়ম হণ্টার, পরলোকগত ফসেট সাহেবের সহধর্ম্মিণী, প্রসিদ্ধ কবি টেনিসন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং ভারতের আর কয়েকজন পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর ও লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর যোগ দিয়াছেন। সভাটী যেরূপ উচ্চদরের হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ডের মহাসভা তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট এই সমাজ সংস্কারবিষয়ে কোন বিধি করিতে সম্মত হইবেন কি না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ এবার আরও কয়েকটী ভয়ঙ্কর প্রস্তাব উত্থাপন করা হইতেছে, তন্মধ্যে একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

মালাবারী প্রস্তাব করিতেছেন যে যদি কোন বালিকার ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যখন তাহার বয়ঃক্রম ১২ কিম্বা ১৪ বৎসর হইবে, তখন যদি সে তাহার স্বামীকে পছন্দ না করে, তাহাদের সে বিবাহবন্ধন ছেদন হইতে পারিবে। গতবর্ষে রুক্মাবাই সম্বন্ধে মালাবারী সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন, এখন তিনি এবং তাঁহার কৃপাপাত্র

কন্যাদায় উঠয়েই বিলাতে শেষ চেষ্টা করিতেছেন।

তিনিত অতি সহজ একটী প্রস্তাব করিলেন,—বার বৎসর বয়সের একটী বালিকা যদি ইচ্ছা করে, তার স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। কিন্তু কি কারণে স্বামী পরিত্যাগ করিতে পরিবার অধিকার জন্মিবে; ১২ বৎসরের বালিকার এরূপ পরিপক্ক বুদ্ধি হইতে পারে কি না, যাহাতে ভাল মন্দ স্বামী বিচার করিতে পারা যায়; এ অধিকার একবার দিলে সমাজের কি সর্ব্বনাশ হইবে; এ সকল বিষয় কি তিনি চিন্তা করিয়াছেন? একজন ১২ বৎসরের বালিকা আদালতে আসিয়া বলিল যে, সে তাহার স্বামীকে চায় না, অমনি আদালত হুকুম দিবেন "আচ্ছা, তোমার যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পার" কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এরূপ বিবাহ সংস্কার করিতে প্রস্তুত হইবে না। ১৮৭২ সালের তিন আইন যখন বিধিবদ্ধ হয়, গবর্ণমেণ্ট অনেক বিবেচনার পর স্থির করিয়াছিলেন যে, পাত্র পাত্রীর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর না হইলে তাহারা স্ব স্ব পিতা অথবা অভিভাবকের মত না লইয়া স্বাধীন ভাবে বিবাহ করিতে পারিবে না। মালাবারী ১২ কিম্বা উর্দ্ধকল্পে ১৪ বৎসরের বালিকাকে সেই অধিকার দিতে চাহেন।

মালাবারীর প্রস্তাবের যে কি বিষম ফল হইতে পারে তাহা আমরা এস্থলে দুই চারিটী দেখাইতেছি।

১। বালিকারা আর পিতা মাতাকে গ্রাহ্য করিবে না।

২। কোন অসচ্চরিত্র পুরুষ ইচ্ছা করিলে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া একটী দ্বাদশবর্ষীয়া নির্ব্বোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে।

৩। বহুবিবাহ নিবারণের এখন কোন নিয়ম নাই, সুতরাং একজন যে এইরূপ বহু বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না তাহার প্রতিবিধান নাই।

৪। স্বামীর রূপ, বর্ণ, অর্থঘটিত অবস্থা, চরিত্র, বিদ্যা ইহার কিসের অভাব হইলে পরিত্যক্ত হইতে পারিবে তাহার কোন নিয়ম নাই। হয়ত স্বামী দরিদ্র হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। কি ভয়ঙ্কর সংস্কার! কোন সভ্য দেশে এরূপ নিয়ম নাই।

৫। পিতামাতারা অর্থ লোভে অথবা অন্য কারণে কন্যাকে তাহার প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করাইবার জন্য বাধ্য করিতে পারে।

৬। পিতামাতা আর স্বীয় বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহিবেন না, কারণ বর্ত্তমান বিবাহ রীতির পক্ষে আশিক্ষিত অবস্থা অনুকূল।

৭। বিবাহ আর পবিত্র সম্বন্ধ না হইয়া তাহা একটী ব্যবসায়ের ন্যায় হইবে।

৮। ক্রমে এদেশের স্ত্রীগণের ধর্ম্মভাব লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের গৌরব চলিয়া যাইবে।

৯। সভ্যদেশেও স্বামিত্যাগের যে ব্যবস্থা নাই, এই অশিক্ষিত স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে যদি তাহা প্রচলিত হয়, তাহা দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা বর্ত্তমান প্রচলিত বিবাহ প্রথা সংস্কারের বিরোধী তাহা কি কেহ মনে করিতেছেন? তাহা আদৌ নহে। তবে এই সর্ব্বনেশে সংস্কারকে আমরা সমাজ ধর্ম্ম ও নীতির মূলোচ্ছেদকারী বলিয়া ভয় করিতেছি। বাল্যবিবাহ রীতি যদি কল্য রহিত হয়, আমরা পরশ্ব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাহি না; কিন্তু বলপূর্ব্বক কেহ কখনও সমাজের কুরীতি নিবারণ করিতে পারে না। মালাবারীর মনে বাল্যবিবাহ যে রূপ কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছে, যদি এক জন ধর্ম্মসংস্কারক সেইরূপ পৌত্তলিকতাকে সমাজের আর একটী কণ্টক বলিয়া কাল রাজদ্বারে গিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম সংস্কারের বিধি প্রার্থনা করেন, গবর্ণমেণ্ট কি তাহা দিবেন? সেই ধর্ম্মসংস্কারক বলিবেন যে ইহকালের দুই দিনের দুঃখ আপনারা নিবারণ করিতেছেন, অনন্তকালের দুঃখ দূর করিবার উপায় করা আরও কি আবশ্যক নহে?

আমরা মালাবারীকে যথেষ্ট প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহাকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া রাজদ্বারে সংস্কার প্রার্থনা করিতে যাইতে দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। সমাজ যদি নিজে উত্থান না করে, বল পূর্ব্বক কি কেহ তাহাকে উন্নত করিতে পারে? রোগীকে ঔষধ গিলিয়া খাওয়াইলে রোগ নিবারণ হয়, কিন্তু সংস্কার গুলি খাওয়াইবার বস্তু নহে। সমাজের উদ্ধারের যে স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। পরে মালাবারীর অন্যান্য প্রস্তাবের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এ দেশে যাহাতে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তাহার যত উপায় আছে অবলম্বন কর। আমাদের গবর্ণমেণ্ট সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। স্ত্রীদিগের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে; চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। বিবাহিত ছাত্রকে বৃত্তি দিব না, কর্ম্ম দিব না, উপাধি দিব না এরূপ "কালাপাহাড়ী" সংস্কারের মূল্য নাই, ফল নাই।

চতুর্দ্দিকে উন্নত মত লইয়া আন্দোলন কর। যুবা বৃদ্ধকে লইয়া সভা কর। যেমন সুরাপান ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া সুরাপান নিবারণী সভা লোককে সুরার হস্ত হইতে মুক্ত করিতেছেন, পিতা মাতাদিগকে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ কর। বাল্যবিবাহকে ঘৃণিত করিয়া দেও।

পুস্তক, পত্রিকা, বক্তৃতা দ্বারা লোকের মনকে প্রস্তুত কর। না বুঝিয়া যাহারা সমাজ সংস্কারের প্রতিকূল হইয়া আছে, বুঝিলে তাহারাই আবার অনুকূল হইবে। ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত একবার

দেখ না। তাহারা কেমন অল্পে অল্পে বাল্যবিবাহ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে; বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিয়াছে; এমন কি জাতিভেদ প্রথা পর্য্যন্ত অনেকটা উঠাইয়া দিয়াছে। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ৩০ বৎসর দিবা রাত্রি খাটিয়া এই সংস্কার সকলের পথ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। সেই রূপ যদি কেহ খাটিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন, এবং যদি সেইরূপ বুদ্ধি কৌশলের বল থাকে, তবে হিন্দু সমাজে কি সংস্কার হইতে পারে না? রাজনীতি সংস্কারের জন্য কত হিন্দু সন্তান পাগল হইয়াছেন; সমাজ সংস্কারক একটী দেখা যায় না। যে বিবাহ বিধির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের বিধি। অতএব সমাজ সংস্কার সুসাধ্য হয় যদি তাহার মূলে অকৃত্রিম অনুরাগ থাকে। ব্রাহ্মেরা যে রূপ প্রতিজ্ঞার সহিত বিবাহ-বিধি সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, যদি হিন্দুসমাজ সেইরূপ একবাক্যে বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে রাজদ্বারে যাইতে হইবে কেন? বাল্যবিবাহ রীতি রহিত না হইলে দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না। ফুলমণির শোচনীয় ঘটনার ন্যায় কত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু গৃহকলহ লইয়া কয় জন লোক রাজদ্বারে যায়? যত দিন না এই সকল ঘটনার মূল বাল্যবিবাহ রীতি রহিত হইবে, তত দিন এই আংশিক সংস্কারে বিশেষ কোন ফল লাভ হইবে না। যাঁহারা সম্মতিদানের বয়ঃক্রম ১২ বৎসর নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের সহিত একমত, কিন্তু মালাবারীর ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের কোন ক্রমে সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্মতি দানের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমে দুইটী অল্পবুদ্ধি বালক বালিকাকে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে চির-জীবনের জন্য গ্রথিত করিয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে আনিয়া পরে তাহাদের তরুণস্বভাবসুলভ চাপল্যের জন্য শাস্তি দেওয়া আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। ১২ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালিকাকে একটী যুবকের হস্তে সমর্পণ করা প্রবীণ পিতা মাতার পক্ষে যে অপরাধ, সেই বালক বালিকার অপরাধ তদপেক্ষা লঘুতর এবং ক্ষমার যোগ্য। আবেদনকারীরা বলিয়াছেন যে কার্য্যতঃ দ্বাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালিকাদিগকে কোন ভদ্র পরিবার স্বামীর সহিত সহবাসের জন্য তাহার গৃহে প্রেরণ করে না। তাহা সত্য হইলে আমাদের আনন্দের বিষয় হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্ততঃ বঙ্গদেশে এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইতে আমরা দেখি না। আমরা সেই জন্য আবেদন

কারীদিগকে অনিষ্টের মূলস্বরূপ বাল্য-বিবাহ কুরীতি উঠাইয়া দিবার জন্ত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তাঁহারা বলিবেন যে দেশের লোক এখনো প্রস্তুত নয় এবং গবর্ণমেণ্টও আমাদের সামাজিক এবং ধর্ম্ম বিষয়ক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু আমাদের আরও একটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, যে সকল লোক এখন গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মতিদানের বয়ঃক্রম পরিবর্ত্তনের জন্ত আবেদন করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহাদের অনেকেই মালাবারীর ১৮৮৬ সালের আবেদনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাই যদি সমাজ সংস্কারের বিরোধী হন, তবে আমরা কাহার নিকট আর আশা করিব এবং কাহার দিকেই বা তাকাইব? মালাবারীর অনেকগুলি প্রস্তাব অন্যায় ছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, কিন্তু যদি আমরা বাল্য বিবাহ রহিত এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত করি, তাহা হইলে ত আর সেই সকল প্রার্থনা লইয়া রাজদ্বারে যাইতে হয় না। রোগ সৃষ্টি করিয়া পরে ঔষধের ব্যবস্থা করা আর বর্ত্তমান আন্দোলন আমরা উভয়ই সমান মনে করি।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

(১২ সংখ্যক।)

১। মাকড়সা—ইহাদের জালের বিশেষ কোন ব্যবহার হইতে দেখা যায় না। মাকড়সার সূতা রেশমের সূতার ৯০ ভাগের এক ভাগ। রুমার বলেন যে, ১৮০০ গাছি মাকড়সার সূতা একত্র করিলে বুননি কার্য্যের উপযুক্ত সূতা তৈয়ারি হইতে পারে। ফ্রান্সাধিপতি চতুর্দ্দশ লুইর এই মাকড়সার রেশমের পরিচ্ছদ ছিল।

অস্মদ্দেশীয় "ন্যাসতরঙ্গ" নামক বাদ্যযন্ত্র বিশেষে মাকড়সার জাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। মধুমক্ষিকা—ইহারা মনুষ্যের ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, নগর ও উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া থাকে।

অনেকানেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মক্ষিকা তত্বানুসন্ধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে সোয়ামারডাম্, মোরাল্ডী, রুমার, শীরাক্, হিউবার, জন হণ্টার এবং শিরাজন্ প্রধান।

ইহাদিগের বুদ্ধিশক্তি পিপীলিকাদের তুল্য। মধুচক্রের শাসনপ্রণালী অতীব বিস্ময় কর। ইহারা রাগ, ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ এবং দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে। বলবান্ শত্রুদিগের সহিত চাতুরী দ্বারাও সর্ব্বদা

আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহাদের কার্য্য-প্রণালীতে যথেষ্ট বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মধু-আহরণকারী মক্ষিকাগণ পুরাতন চক্রের সন্ধান করে; তদভাবে নূতন নীড় রচনা করে। পুরাতন-আবাসস্থল পাইলে তাহাকে মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লয়। সূত্রধর-মক্ষিগণ (xylocopes or woodborers) বৃক্ষের ছিদ্রান্বেষণ করে। এইরূপে ইহারা শ্রমের লাঘব করে।

মধুচক্রের মধ্যে প্রকোষ্ঠগুলি স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। দুইটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমাণ স্থান ব্যবধান থাকে। এই সকল স্থান তাহাদের পথ। এই পথ দিয়া এককালে একটী মাক্ষ প্রবেশ ও একটী বহিরাগমন করিতে পারে। কোন কোন চক্রে এই সকল প্রকোষ্ঠ সারি সারি সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

প্রত্যেক চক্রে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ভাণ্ডারের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হয়। এই গুলি অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলি অপেক্ষা অধিকতর গভীর। সময়ে সময়ে অধিক মধু আহৃত হইলে, মক্ষিগণ পুরাতন প্রকোষ্ঠগুলিরও আয়তন বর্দ্ধিত করে।

ইহারা ডিম্বাবস্থাতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয়। উপযুক্ত কাল না হইলে বাহিরে আসিতে পায় না। বন্দীভাবে কারাগারে রক্ষিত হয়। সুযোগ পাইলেই তাহারা বহির্গত হয়।

এককালে একমাত্র রাণী রাজত্ব করেন। যে স্ত্রী মক্ষিকাটী কুম্ভ হইতে প্রথম নির্গত হয়, সে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব রাণী ও তাহার দল বলকে হত্যা করে। কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকেই রাজ্ঞী বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহাকে কোনরূপ বাধা দেয় না।

মরিস্ গিরার্ড সাহেব মক্ষিকাগণের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক চক্রের মধ্যে ইহারা আপনাদের চক্র বাছিয়া লইতে পারে। যদি কোন স্থানের ফুল তাহাদিগকে ভাল লাগে, তবে পর বৎসর পুনরায় তাহারা তথায় মধু আহরণের নিমিত্ত আসিয়া থাকে।

একদা একদল মক্ষিকা একটী কড়ি কাঠে চাক নির্ম্মাণ করে। কিন্তু এক ব্যক্তি তাহাদিগকে সরাইয়া কৃত্রিম এক চাকের মধ্যে স্থাপন করেন। তথাচ সময়ে সময়ে তাহারা পুরাতন আবাসস্থল দেখিতে ঐ কড়িকাঠে আগমন করিত। এমন কি তাহারা কয়েক পুরুষ ক্রমাগত ঐ কড়িকাঠ দেখিতে আসিত।

আখ্যান মালা।

(১২ সংখ্যা।)

১। রাজর্ষি মার্কাস্ অরেলিয়াস্ বলিতেন যে, যে সুখ তিনি অন্য কাহারও সহিত উপভোগ করিতে না পারিতেন, তাহাতে তত তৃপ্তি পাইতেন না।

বীরপ্রধান মার্ক এণ্টনী জীবনের শেষকালে বিপদ আপদের মধ্যে পড়িলে বলিতেন যে, অপরকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত সমুদায় হারাইয়াছেন।

২। জনৈক রোমক সম্রাট তাঁহার একজন পারিষদকে বলিয়াছিলেন যে, রাজসভাতে স্বদেশের বিরুদ্ধেও আমার স্বার্থের অনুকূল মত প্রকাশ করিতে হইবে, নচেৎ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইবে। বীর-জননী রোমের সুসন্তান বীর-সাহসের সহিত উত্তর করিলেন, "আমি কি আপনাকে কখনও বলিয়াছি যে আমি অবিনশ্বর। আমার ধর্ম্ম আমার হস্তে। আমার জীবন আপনার হস্তে, তাহা আমি বেশ জানি। আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমি যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিব। যদি দেশের সেবাতে প্রাণ যায়, তাহা আপনার সকল পুরস্কারের অপেক্ষা অধিক আদর ও গৌরবের বিষয় হইবে।"

৩। জ্ঞানবান রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ আলস্য নিবারণের জন্য বড়ই শশব্যস্ত। বস্তুতঃ আলস্য অশেষ পাপের নিদান। ইংরাজিতে একটী প্রবচন আছে "Idle man's brain is the workshop of the Devil" অর্থাৎ কুঁড়ে ব্যক্তির মস্তক শয়তানের কর্ম্মস্থল। আমার মনে হয়, কুঁড়ের মন শয়তানের কর্ম্মস্থল ও বৈটকখানা।

একদা গ্রীক্ ব্যবস্থাপক পিসিষ্ট্রেটাস্ নগরের অলস ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের কি চাষের গরু চাই? যদি না থাকে, তবে আমার নিকট হইতে লইয়া যাও। যদি তোমাদের বীজের অভাব থাকে, তাহাও আমি যোগাইব।" আলস্যকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিতেন। সর্ব্বদা কোন না কোন সৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অপেক্ষা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার ও সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

৪। কথিত আছে যে জুলিয়াস্ সিজার বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইলেই লাটিন্ বর্ণমালা আদ্যন্ত মনে মনে আবৃত্তি করিতেন। এইরূপে মন স্থির না হইলে কিছু বলিতেন না, বা করিতেন না। তিনি অকৃত উপকার ভিন্ন অপকার কখনই স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সম্রাট এণ্টনিনাস্ বলিতেন, "যাহারা অনিষ্ট করে, তাহাদিগকেও ভাল বাসাই মনুষ্যের পক্ষে শোভা পায়।"

এপিকটিটাস্ বলিয়াছেন "মানুষ আমার অনিষ্ট করিয়া নিজেরই অপকার করে। তবে কেন আমি তাহার অপকার করিয়া আপনার অহিত করিব ?"

সেনেকা বলিয়াছেন, "উপকার করিতে কাহারও নিকট হারিয়া যাওয়া ও অপকার করিয়া কাহাকেও হারান বড়ই লজ্জার বিষয়।"

নূতন সংবাদ।

১। লেডী সাকার বাইর স্মরণার্থ সার ডিন্‌সা পেটিট, তাহার পুত্রগণ ও বন্ধুগণ বিবিধ হিতকর কার্য্যে ১,২৭,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। রাওলপিণ্ডীর ভাই বুটা সিং-এর স্ত্রী তত্রত্য নীতি শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী, ২৮এ সেপ্টেম্বর পুরলোক গমন করিয়াছেন। বুটা সিং তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় ১০০০ টাকা বিতরণ করিয়াছেন। এক কমিটীর হস্তে ৪০০০ টাকা দিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তক সকলের এক পুস্তকালয় হইবে।

৩। বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিল্লী নগরে বেলুনারোহণে প্রায় ৪ হাজার ফিট উঠিয়া পারাসুট ধরিয়া নামিয়াছেন। তাঁহার সাহসিকতা দর্শনে অনেক ইংরাজও চমৎকৃত হইয়াছেন।

৪। সম্প্রতি দিল্লীতে হিন্দু মহামণ্ডল নামে এক ধর্ম্মসভা বসিয়াছিল, নানাস্থান হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত হন। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় সভাপতির কার্য্য করেন। এই সভা সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার ও বিবাহ ব্যয় হ্রাস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

৫। আগামী ১৬ ডিসেম্বর সার চার্লস ইলিয়ট বঙ্গের ছোট লাটের পদে বসিবেন। আমরা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

পুস্তকাদি সমালোচনা

১। ভক্তিমালা।—জনৈক বঙ্গমহিলা বিরচিত কবিতা-পুস্তক। ইহাতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই। লেখিকা একজন বৈষ্ণব তন্ত্রের লোক বোধ হয়। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসনীয়। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ভক্তির যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে পাঠকের হৃদয়েও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগে। ভাষার দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিলে পুস্তকখানি আরও সুখপাঠ্য হইত। যাহা হউক নারী কর্ত্তৃক ভক্তি-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়।

২। কুমুদিনী চরিত্র—নববিধান

প্রচারক বাবু রামচন্দ্র সিংহের পরলোকগতা পত্নীর জীবন বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহিলা অতি শান্ত, সুশীলা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন। জীবনের অনেক কঠিন পরীক্ষা অটল বিশ্বাসের সহিত বহন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই পুস্তকে তাঁহার নিজের ও অনেক ধর্ম্ম-বন্ধুর সুন্দর সুন্দর চিঠি পত্র আছে। ধর্ম্মানুরাগিণী পাঠিকাগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

দুঃখ স্মৃতি।

(১)

আহা কি দুখের স্বপ্নে অবশ হইল প্রাণ!
আশা-সুখ এসে কবে জাগাইবে সুপ্ত গান?
বহিছে মৃদুল বায়
কুসুম সুরভি গায়
গাহিছে বিহঙ্গগণ সুললিত তানে,
পূর্ব্ব স্মৃতি এনে তারা দিল এ পরাণে।

(২)

মনে পড়িতেছে সেই শৈশব-আলয়
যেথানে আছেন মোর পিতা স্নেহময়!
হাসিছে চাঁদিমা নিশি
মধুর মধুর হাসি
তাই মনে পড়িতেছে সে মধুর হাসি
যে হাসি ঢালিয়া দিত প্রাণে সুধারাশি।

(৩)

সেই যে জোছনা রেতে ভাই বোনে মিলি
গাইতাম কত গান প্রাণ মন খুলি;
আমাদের গান শুনি
পিতার পরাণ খানি
যাইত যে একেবারে বিগলিত হ'য়ে
উথলিত সুখ-সিন্ধু তাঁহার হৃদয়ে!

(৪)

পিতা মাতা, ভাই, বোনে মিলি একসনে
ছিনু মোরা অতি সুখে মায়ের যতনে।
দুখেরি জনম যার
এত সুখ কভু তার
ঘটে কি কপালে হায়! তাই মাতৃধনে
অকালেতে হরে নিল নিঠুর শমনে!

(৫)

নিঠুর শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে
ভাই বোন পাঁচ জনে অকূলে ভাসাতে,
হরে নিল জননীরে
(তাই) ভাসিতেছি দুখ নীরে
(তাই) ভাই বোন হ'তে আমি আছি বহুদূরে;
কে আসি প্রবোধ দিয়ে তুষিবে আমারে!

(৬)

যে দিন হয়েছি আমি সংসারে দুখিনী
যে দিন হরিল কাল আমার জননী,
আজ সেই দিন হায়!
পরাণ যে ফেটে যায়
কোথা মা! বারেক তুমি দেও দেখা মোরে,
জুড়াই তাপিত প্রাণ দেখিয়ে তোমারে।

(৭)

স্নেহময়! প্রেমময়! ওহে দয়াময়
কোথা দেব! কোথা তুমি? এস এ সময়?
আজ এ অবশ প্রাণে
শান্তি-সুধা বরিষণে
কর পিতঃ শান্তিময় জীবন আমার,
ভুলে যাই দুঃখ স্মৃতি স্মরণে তোমার।

বরিশাল, বালিকা বিদ্যালয়। } কুমারী কুসুম কুমারী দাস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১২ সংখ্যা। | পৌষ ১২৯৭—জানুয়ারি ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসভা—কন্‌গ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতার ট্রিবলী গার্ডেন নামক উদ্যান বাটিকায় সম্পন্ন হইয়াছে। এবার বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ বারিষ্টার ফেরোজ সা মেটা সভাপতির কার্য্য করেন। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশ হইতেই প্রতিনিধি সকল সমাগত হওয়াতে সম্মিলনের দৃশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা কোন অংশে হীন হয় নাই। এবার কয়েকটী মহিলা প্রতিনিধি জাতীয় সভার কার্য্যে যোগ দিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সভার কার্য্য সকলের বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

ঘোর তমসাচ্ছন্ন ইংলণ্ড—সভ্যতার উজ্জ্বলতম আলোকমণ্ডিত শ্বেতদ্বীপকে এই আখ্যা প্রদান করিয়া ইহার পরিত্রাণ সাধনোদ্দেশে মুক্তিফৌজ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁদের চেষ্টায় এই কার্য্যের সাহায্যার্থ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং ৩০ লক্ষ বিঘা জমী চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতেও এই কার্য্যের সহায়তার জন্য চেষ্টা হইতেছে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এলেন পাসা বি, এ, নাম্নী এক কুমারী কলিকাতায় আসিয়া ইংলণ্ডের পরিত্রাণ জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

রুসীয় যুবরাজের ভারতাগমন—গত ২৩এ ডিসেম্বর রুসীয় যুবরাজ বা ঝারউইচ বোম্বাইয়ের আপলো বন্দরে পদার্পণ করিয়াছেন। তত্রত্য গবর্ণর ও ভারতের প্রধান সেনাপতি দলবল সহ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার প্রতি রাজ-অতিথির যোগ্য সমাদর ও যত্নের ত্রুটি হইতেছে না। আমরা সর্ব্বী-

ন্তঃকরণে প্রার্থনা করি এই উপলক্ষে রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হউক এবং ভারত নিরাপদ হউক।

তৈলাক্ত মস্তকে তৈলদান— বিলাতে আমাদের যুবরাজ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট নামে এক অনুষ্ঠান করিয়াছেন, জয়পুরের মহারাজা তাহাতে এককালে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এ দুই লক্ষ টাকায় এদেশে একটী শিল্পবিদ্যালয় হইলে দেশবাসী দরিদ্রদিগের অশেষ উপকার হইত।

পার্লেমেণ্ট মহারাণীর বক্তৃতা —নূতন পার্লেমেণ্ট খুলিয়া মহারাণীর বক্তৃতা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তাহাতে ভারতের কোন কথা নাই। যাহাহউক বিদেশীয় রাজগণের সহিত ইংলণ্ডের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ আছে, ইহা সুখের বিষয়।

বড় লাট ও ছোট লাট পত্নী —লেডী ডফারিণ ও লেডী বেলী যে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তিনী লাট পত্নীদিগকে তদনুসরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। লেডী লান্সডাউন লেডী ডফারিণ ফণ্ডের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। লেডী ইলিয়ট ইতিমধ্যেই শিক্ষা ও দেশহিতকর বিষয়ে উৎসাহ দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইটলীর বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণে তিনি সভাপতির কার্য্য করেন।

স্মরণীয় মৃত্যু—বঙ্গ দেশের ছোট লাট সার রিবর্স টমসন এবং হাইকোর্টের প্রধান জজ সার বার্ণেশ পিকক সম্প্রতি পরলোক গত হইয়াছেন। সার বার্ণেশ কিরূপ সহৃদয় লোক ছিলেন তাহার একটী উদাহরণ অনেক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরাও আহ্লাদের সহিত তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"একদা একটী দুঃখিনী রমণী এক টুকরা কাগজ হাতে করিয়া হাইকোর্টে আসিয়া উপস্থিত হয়। সার বার্ণেশ তখন বিচার কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু দুঃখিনীকে না তাড়াইয়া দিয়া তাহার হস্তস্থিত কাগজ দেখিয়া বুঝিলেন যে হতভাগিনী আইনের চরকিতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তিনি তাহাকে আপীল করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু খরচ দিবে কে? সহৃদয় বিচারপতি অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে নিজ পকেট হইতে দুই শত টাকা দেন। দুঃখিনীকে আর আদালতে যাইতে হইল না। কারণ, তাহার মোট দাওয়াই দুই শত টাকার জন্য। এরূপ সদাশয়তা অতি বিরল।"

—সহচর।

মেয়ে ডাক্তার—কুমারী স্মিথ মেডিকাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ডাক্তার। তিনি লেডী ডফারিণ হাসপাতালের অধ্যক্ষের সহকারিণীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্মৃতিচিহ্ন—সার ষ্টিওয়ার্ট বেলীর স্মৃতিচিহ্ন জন্য ইতি মধ্যে ৪৩ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

উদাসীনের চিন্তা।

ভোগ রোগের চিকিৎসা।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
(মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ৯৪ শ্লোক।)

পুরুষ এবং রমণীগণ ক্রমশঃই বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ লাভের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ ভূষা এবং আহার বিহারের জন্য যত লালসা, মন এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহার শতাংশে একাংশ নাই। মানবসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ এবং রমণীগণ মানব চরিত্রের এইরূপ বিকৃত ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইতেছেন। এই ভোগ-তৃষ্ণার পরিণতি কোথায় হইবে তাহারই ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িতেছেন। বিকৃত মানবসমাজকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাঁহাদের সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত উপায় অবলম্বনের কোনও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। এই মহা রোগ নিবারণের প্রকৃত উপায় কি? আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই বিষয় কিছু আলোচনা করিব। রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রোগের মূল অন্বেষণ করাই শ্রেয়, তাই এই রোগের মূল কোথায় একবার দেখা যাউক।

শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই রূপ রস গন্ধময়ী প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতের তত্ত্ব তাহার চৈতন্যের সমীপে ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বহির্জগতের শোভা তাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। এইরূপ ঘন ঘন মিলনের পর রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাত্মক পদার্থ সমূহের সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মিয়া যায়। কেবল ঘন ঘন সম্মিলনই যে এই বন্ধুতার এক মাত্র সূত্র, তাহা নহে। যখন শিশু পদার্থ সমূহের এই বাহ্যিক গুণ সকলের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন তাহার মনে একটু তৃপ্তি জন্মে। এই তৃপ্তিকে প্রচলিত ভাষায় ইন্দ্রিয়-সুখ বলা যায়। শিশু এই সুখের অবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। তাই বয়োবৃদ্ধির সহিত এই সকল পদার্থের নিকট ঘন ঘন গমন করে।

প্রকৃত পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় শিশুর যাহা লক্ষ্য, তাহা অতীব উচ্চ এবং বাঞ্ছনীয়। শিশু চায় চিরস্থায়ী সুখের অবস্থা, কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য শিশু যাহা অবলম্বন করিতেছে তাহা ভ্রমাত্মক। পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে অনন্ত সুখের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, শিশুর ইন্দ্রিয় সুখের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকার

বিষয়ক জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সমূহ আদর্শ চিরস্থায়ী সুখের অবস্থা লাভের জন্য নিত্য সহায় হইতে পারে না। নিত্য সুখ লাভের জন্য যে যে উপায় অবলম্বনীয়, শক্তিহীন শিশুর পক্ষে তাহা অতীব দুঃসাধ্য,সুতরাং ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বারাই তাহারা প্রথম লক্ষ্য বুঝিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু জীবনের প্রথম হইতেই জনক জননীর কর্ত্তব্য শিশুর রূপ রসাদি সম্ভোগের ইচ্ছাকে শাসন করিতে শিক্ষা দেন। যদি তাঁহারা তাহা না করিয়া সম্ভোগের বস্তু যোগাইয়া বাসনার আরও উত্তেজনা করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা এজন্য বিশেষ দায়ী। বর্ত্তমান সময়ে যদি আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? সমস্ত দেশেই প্রায় প্রত্যেক জনক জননী শিশুদিগের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক পদার্থ যোগাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল। পিতামাতা সুমিষ্ট খাদ্য এবং পানীয়, বহু মূল্য বেশ ভূষা, প্রভৃতি আশু ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তু প্রদান করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। পর্ব্বের দিনে নবকুমার যখন নববেশে সজ্জিত হইয়া পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে বেড়াইতে যায়, ভারতরমণীর মনে তখন কতই আনন্দ! বাড়ীর কাছে মিঠাইয়ের দোকান হইতে জননী নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য শিশুকে ক্রয় করিয়া দিলেন,শিশু আহার করিয়া যখন তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, তখন জননী যেন হাতে আকাশ পাইলেন, স্বর্গ সুখও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে অতি শৈশব কাল হইতেই কত জনক জননী শিশুদিগের লোভ প্রভৃতি বৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধনের সহায়তা করিয়া শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় করিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু কেহ কি ইহা দুষণীয় মনে করিতেছেন? না, হয়ত অনেক পাঠক পাঠিকা প্রবন্ধটী পড়িতে পড়িতে লেখককে অদূরদর্শী মনে করিবেন। যাহাহউক আমরা কল্পনার তুলি লইয়া কাল্পনিক জগতের চিত্র আঁকিতে বসি নাই। পুরুষ এবং রমণীর পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য কিংবা সাধনা করা অসম্ভব, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিতে বসি নাই। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যাহা মানুষ করিয়াছে, তাহা মানুষ করিতে পারে।

শিশুদিগকে ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে রক্ষা করা যায় কি না, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা মনুর সময়ের হিন্দু সমাজের প্রতি পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ তনয়দিগকে অষ্টম পক্ষান্তরে পঞ্চম, ক্ষত্রিয় তনয়দিগকে একাদশ পক্ষান্তরে ষষ্ঠ, বৈশ্য তনয়দিগকে দ্বাদশ পক্ষান্তরে অষ্টম বর্ষে উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইতে হইবে এবং এই অবস্থায় তাহারা গুরু

গৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইবে, ভূমি শয্যা, ভিক্ষার দ্বারা উদর পূরণ, মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ড ধারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণেরা শণ পাটের অধোবসন এবং কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয়, ক্ষত্রিয়েরা রুরুমৃগ চর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌম বসন এবং বৈশ্য ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষ লোমের অধোবসন পরিধান করিবে। ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবে না, কর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ভক্ষণ ও বিলেপন করিবে না, মাল্য ধারণ করিবে না। গুড় প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য আহার করিবেক না। প্রাণিহিংসা করিবে না। চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। নৃত্য, গীত, বাদ্য পরিত্যাগ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মনুর সময়ে হিন্দু সমাজ যদি এই কঠোর নিয়মে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন দুঃসাধ্য হইবে কেন? মনুর সময়ে জননী যদি সন্তানকে দণ্ডধারী সন্ন্যাসীর বেশ দিয়া আপনাকে সুখী মনে করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে জননীগণ সন্তানের ভবিষ্য মঙ্গলের কামনায় এরূপ করিতে পারিবেন না কেন? আমরা ঠিক মনুর সময়ের সকল ব্যবস্থার অনুমোদন করি না বটে, কিন্তু এইরূপ জনহিতকর ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া দুঃখ ভোগেরই জন্য। অন্য ভিন্ন শ্রেণী লোকের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের উপকারিতা অনুভব করি। মনু ধর্ম্মার্থ ঐ সকল ব্যবস্থা পালনের জন্য জিদ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে জনক এবং জননীগণ ঠিক ধর্ম্মোদ্দেশ্যে উহা না করিলেও জনসমাজের হিতকল্পে অনুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু ইহাও বলা যুক্তিসঙ্গত—যাহা জনসমাজের হিতজনক, তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত। মনুর ব্যবস্থানুরূপ কোন জননী সন্তানকে কৃষ্ণসারের চর্ম্মের উত্তরীয় না দিতে পারেন, কিন্তু সন্তানের বেশ ভূষা সম্বন্ধে এইরূপ সংস্কার করিতে পারেন যাহাতে সন্তানের সে দিকে বেশী রুচি ধাবিত না হয়। যে সকল জনক জননী সাধ করিয়া সন্তানদিগকে নাট্যালয়ে কিংবা রঙ্গভূমিতে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের মনুর মত অনুসরণ করিয়া সন্তানদিগকে একেবারে নৃত্য গীতাদি আমোদ হইতে নিবৃত্ত করিলে হানি কি?

বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে জনসমাজের কত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। নেপোলিয়ান এবং ওয়াসিংটন, মেটসিনি প্রভৃতি মহাত্মাগণ এরূপ মহত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, যদি শৈশব কাল হইতে তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে প্রয়াসী না হইতেন। সেই পুরুষ এবং রমণীই সাধ্বী, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ

করিয়াছেন। আর যাঁহারা তাহা করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ক্রীত দাস দাসীর জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের উক্তি।

ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হইয়াছেন। অর্জ্জুন, অপূর্ব্ব অস্ত্রশিক্ষা বলে তাঁহাকে শরশয্যার উপযুক্ত উপাধান দিয়াছেন, এবং নিশিত শায়কে পৃথ্বীতল বিদীর্ণ করিয়া, সুশীতল পানীয় দানে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ভীষ্ম সেই অমৃতোপম শীতল বারিধারায় পরিতৃপ্ত হইয়া, মহারথ অর্জ্জুনের সুখ্যাতি করিতেছেন। উপস্থিত যুদ্ধে যে, দুর্য্যোধনের পরাজয় হইবে, তাহাও তিনি প্রজ্ঞাবলে বুঝিতে পারিয়া সকলকে বলিয়া দিতেছেন।

আসন্নমৃত্যু ভীষ্মের বাক্যে দুর্য্যোধনের গভীর বিষাদের সঞ্চার হইল। দুর্য্যোধন বিষণ্ণভাবে, অধোবদনে রহিলেন। ভীষ্ম, তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া, কহিলেন, বৎস! আমার কথায় দুঃখিত হইওনা। আমি, চিরকাল তোমার হিতকামনা করিয়াছি, চিরকাল তোমার কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছি, এবং চিরকাল তোমার রাজশ্রী দীর্ঘস্থায়িনী করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন কুরুকুলের সেবাতেই আমার জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমি রাজাধিরাজ তনয় হইয়াও, নির্ব্বিকার চিত্তে যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তোমাদের সেবক পদে নিযুক্ত রহিয়াছি। অবলম্বিত ব্রত পালনে আমার কখনও ঔদাস্য হয় নাই। আমি, যে পরম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম, যে পরম কর্ম্মসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছিলাম এবং যে পরমাতপস্যায় আত্মসংযত হইয়াছিলাম, আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন ও সেই তপস্যা পরিসমাপ্ত হইল। তুমি আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিলেও, আমি তোমার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া, তোমারই কার্য্যে দেহপাত করিলাম। মহারথ পার্থ, যে অমৃতগন্ধ জলধারার উৎপত্তি করিলেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে। জগতে আর কেহ, এরূপ কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। যে বীরশ্রেষ্ঠের এতাদৃশ লোকাতীত ক্ষমতা, তাঁহাকে তুমি যুদ্ধে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না। বৎস! আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ সেবকের কথায় উপেক্ষা করিও না। এখন ক্রোধ সংযত করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপিত কর। যুধিষ্ঠির রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করুন। তুমি স্বজনদ্রোহী হইয়া অপকীর্ত্তি সংগ্রহ করিও না। ধনঞ্জয় এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই

যুদ্ধের অবসান হউক। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি লাভ করুন। ভীষ্মের মৃত্যুতেই এই ঘোরতর সমরানলে শান্তি-সলিল প্রক্ষিপ্ত ও পৃথিবী শান্তিময় হউক।

বর্ষীয়ান বীর পুরুষ মৃত্যু সময়েও এইরূপ মহার্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন পরসেবাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তথাপি এক দিনের জন্যও তদীয় প্রশান্ত হৃদয়ের প্রশস্ত ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি রাজাধিরাজ তনয় ও অসামান্য ক্ষমতা-শালী হইয়াও দুর্য্যোধনের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক সত্য-প্রতিজ্ঞতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও বীতস্পৃহতার সম্মান রক্ষা করিয়া-ছিলেন। এরূপ মহাপুরুষের অনবদ্য চরিত পাঠ ভিন্ন নীতি জ্ঞান প্রগাঢ় হয় না।

বালকের বীরত্ব।

পদ্মিনীর কথা শুনিয়ে সম্রাট*
মহা সমারোহে লয়ে সৈন্য ঠাট,
অচিরে চিতোর অবরোধ আশে
দ্বারে উপনীত মাতিয়ে উল্লাসে ;
কিন্তু সে দুরাশা পূরিল না তাঁর।
জানাইলা শেষ ইচ্ছা আপনার :—
"বারেক নেহারি সেরূপ মাধুরী
নয়ন-লালসা পরিতৃপ্ত করি।"
'রাজপুত বীর' কহিলা তাঁহারে
"প্রতিবিম্ব হের দর্পণ মাঝারে।
সম্রাট সম্মত হয়ে সে প্রস্তাবে
পশিলা প্রাসাদে এসে বন্ধুভাবে
দেখিয়ে দর্পণে পদ্মিনীর মুখ
উপজিল মনে না জানি কি সুখ!
রূপেতে অতুল পদ্মিনী রূপসী
রাজপুতনার অকলঙ্ক শশী!
সে রূপ-সাগরে হইলা মগন—
ক্ষণেকের তরে, পাপীষ্ঠ যবন।
পাপ-বিকারেতে বিকৃত মতি!
কপট-প্রণয় দেখাইয়ে পরে
ডেকে এনে তাঁরে দুর্গের বাহিরে,
ভীমসিংহে বন্দী করিলা তখন
আপন শিবিরে ; রাজপুতগণ
মাতি সবে মত্ত মাতঙ্গের প্রায়,
ছুটিছে সবেগে সম্রাট যথায়!
ডুবাতে কি পারে মান মর্য্যাদায়
রাজপুত বীর? শিরায় শিরায়—
বহিবে যাবৎ রক্ত বিন্দু তাঁর,
পৃষ্ঠ ভঙ্গ নাহি দিবে একবার।
বুঝিবে সমরে করি প্রাণ পণ
কে দেখাবে আত্মমর্য্যাদা এমন?
দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বাদল
অসম সাহসী—অদম্য অটল,
সমর প্রাঙ্গণে করিলা গমন।

---

* আলাউদ্দীন।

নাশিয়ে সমরে অসংখ্য যবন
উদ্ধারিবে তায় ভীম সিংহে আজ,
পরিয়াছে তাই কিবা রণসাজ।
দুর্ভেদ্য কবচে আচ্ছাদি শরীর
ছুটিল বাদল—অদ্বিতীয় বীর!
সাথে গেলা 'গোরা'—পিতৃব্য তার।
আসিল সংবাদ—সহচরীগণ
লয়ে সে পদ্মিনী—পরশ রতন,
আসিতেছে সেথা—শিবিকায় চড়ে
সাক্ষাৎ করিতে সম্রাট শিবিরে।
শুনি সে বারতা সম্রাটের মন
আনন্দ-সাগরে হইল মগন।
একে একে এসে সাত শত খানি
শিবিকা শিবিরে লাগিল তখনি।
কিন্তু সে শিবিকা পরিপূর্ণ অরি!
চিতোরের যত বীরেন্দ্র কেশরী,
ছদ্মবেশে তারা থাকি শিবিকায়
আক্রমিল সব যবন সেনায়।
তুমুল সংগ্রাম বাধিল তখন;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অসংখ্য যবন
নাশিতে লাগিলা একাকী বাদল,
ধন্য ধন্য ধন্য বালকের বল।
নিরখি যবন স্তম্ভিত অবাক,
কোথা বীর দাপ—কোথা বা সে জাঁক!
বাদলের কাছে আজি হীনবল
দিল্লীর সম্রাট,ছিন্ন দল বল
পরাস্ত মানিলা বালক-রণে!
খুল্লতাত গোরা ধরাশায়ী এবে
দেখিয়ে বাদল হতাশ কি হবে?
দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়ে তখন
কত শত্রু সেনা করিলা নিধন।

অসংখ্য যবন! রাজপুত সেনা—
জলধির মাঝে দু চারিটী ফেণা!
তাই নিয়ে শিশু যুঝিছে কেমন!
এ দৃশ্য জগৎ দেখেছ কখন?
যে বালক আজ জননীর কোলে
বসিয়ে তুষিবে সুমধুর বোলে,
হাসিবে খেলিবে নাচিবে কুঁদিবে
সঙ্গী সাথে মিশি করতালি দিবে,
(শিশুরা যেমন করিয়া থাকে,)
সেই শিশু আজ সাজি রণ সাজে,
বরণীয় হ'ল বীরের সমাজে।
লভিয়ে বিজয় ফিরিলা ভবনে
ভীম সিংহে লয়ে, আনন্দিত মনে!
নিরখি সন্তানে জননী তখন
কোলে নিয়ে করি বদন চুম্বন,
আশীষ করিলা তুলি দুই কর;
আনন্দে ডুবিল মায়ের অন্তর!
গোরার বীরত্ব করিলা কীর্ত্তন
খুড়ী মা'র কাছে, করিয়ে শ্রবণ
হাসিতে হাসিতে পশিলা অনলে
পতিব্রতা সতী পতিপ্রেমে গলে,
এদৃশ্য ভগিনী যেওনা ভুলে।
নির্জ্জীব ভারত—বীরত্ববিহীন
ভীরুতা আলস্য দুর্ভাগ্য দুর্দ্দিন
ঘেরিয়াছে তারে এসে একেবারে,
ডুবিয়াছে তাই পাপ অন্ধকারে।
ভারত সন্তান—জীর্ণশীর্ণকায়
রিপু পরবশ ভোগবাসনায়।
কে শুনিবে এই বীরত্ব কাহিনী?
গাঁথিয়ে সুগাথা দিবস যামিনী
কে শুনাবে বল গিয়ে দ্বারে দ্বারে,

জাগিয়া উঠিবে সবে একেবারে ?
অচেতন দেহে সঞ্চারিবে প্রাণ
ভারত সন্তান পাবে পরিত্রাণ ?
কোথায় সে দিন ? হেন ভাগ্যবান
কে আছে ভারতে—স্বার্থ বলিদান
দিবে অকাতরে—ভারতের তরে,
পূজিবে তাহারে কোটী কোটী নরে ?
স্মরি তার নাম—মাতিবে উৎসবে
সত্যের নিশান উড়াইবে ভবে ?
ভাবী বংশধর হবে অগ্রসর
উন্নতির পথে সদা নিরন্তর ?
আবার ভারত উন্নতি-শিখরে
আরোহণ করি কিছুদিন পরে,
পূরব প্রতিষ্ঠা মর্য্যাদা সম্মান
বজায় রাখিবে সাধিয়ে কল্যাণ
সে দিন ভারতে হবে কি আর ?

প্রাণিতত্ত্ব।

(১২ সংখ্যক।)

১। মাছি—ইহারা আমাদের নিকট সুপরিচিত হইলেও কখনই আমাদের প্রিয় নহে। গ্রীষ্মকালেই ইহাদের বংশ বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহারা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

ক্ষুদ্র মাছি—ইহারা সচরাচর আমাদের গৃহে অযাচিতভাবে আসিয়া থাকে। ইহারা সাধারণজাতীয়।

হরিৎ মাছি—ইহারা দেখিতে সুন্দর এবং সাধারণ মাছি অপেক্ষা বৃহদাকার হইলেও ইহাদের প্রবৃত্তি বড়ই নীচ। যাঁহার শরীরে কোন প্রকার ক্ষত হইয়াছে, তিনিই ইহাদের কুরীতি দেখিয়াছেন। ইহারা বিষ্ঠা ও ঘা ফোঁড়ার উপর বসিয়া থাকে। ইহাদিগকে "শূকর মাছি" বলিলেও চলে।

বড় মাছি—ইহাদের বর্ণ সাধারণ মাছির মত এবং রীতি নীতি তাহাদেরই ন্যায়।

ডাঁশ মাছি—ইহাদের আকার প্রকার বড় মাছির মত, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা শরীর কিঞ্চিৎ দৃঢ়িষ্ঠ। তাহারা কাম্ড়াইলে ভয়ানক জ্বালা করে। ইহাদের শরীর এত সবল যে লেমারী (Lamery) বলেন যে, তিনি একটা ডাঁশকে একটী রজতনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কামান টানিতে দেখিয়াছিলেন। কামানটী তাহার অপেক্ষা চব্বিশ গুণ ভারি ছিল। সে অনায়াসে উহা টানিতে পারিত ও কামানটী দাগিলেও অণুমাত্র ভয় পাইত না।

ইহাদের দংশন যন্ত্রণাদায়ক হইলেও ইহাদের হৃদয়ে কোমলতা আছে। গর্ভিণী ডাঁশ স্ত্রীগণ ধূলির উপর বা

গোপনীয় কোন একটী ক্ষুদ্র স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। ক্রমে ডিম্ববাসী শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ডিম্বকোষ হইতে নির্গত হইলে তাহার জননী আপনার মুখমধ্যে সংগৃহীত শোণিতের একবিন্দু সন্তানের মুখে প্রদান করে। ইহাই তাহাদের উপজীবিকা।

রক্তই ডাঁশের পান আহার। কিন্তু একবার তাহাদিগকে অসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলে, আর তাহারা সাধারণ মাছিদের ন্যায় অসন্তোষ-ব্যঞ্জক ভোঁভোঁ ধ্বনি করিয়া আমাদের শরীরে বসিতে চাহে না। বোধ হয় যেন তাহাদের বিবেকোদয় হইয়াছে এবং আত্মসম্মান বোধ জন্মিয়াছে।

২। ছারপোকা—ইহারা আমাদের বহুকালের বন্ধু। ডাঁশেরা দংশন করিয়া ক্ষান্ত হয়, ইহারা দষ্টস্থানে মুখ হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস প্রবিষ্ট করাইয়া না দিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইহাদের দংশন বড়ই ক্লেশজনক।

ইহাদের বুদ্ধিশক্তি আছে। ইহারা কামড়াইবামাত্র যদি বোঝে যে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, তবে তদ্দণ্ডেই অন্তর্দ্ধান হয়। ইহাদের গতি বড় দ্রুত, তজ্জন্য সহজে ইহাদিগকে খুজিয়া পাওয়া যায় না। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ জ্যোতি দেখিলেই ইহারা সাবধান হয়। ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বড় তীক্ষ্ণ। দূর হইতে ঘ্রাণ দ্বারা জানিতে পারে যে শিকার রহিয়াছে।

ইহারা নিশাচর নামের যোগ্য। রজনীতে অন্ধকারে শোণিত লুণ্ঠনের অধিক সুবিধা বলিয়া সেই সময়ে স্বজন-বর্গ সমভিব্যাহারে শিকারে বাহির হয়।

ভল্‌মণ্ট ডি বোমার বলেন যে, এক জন কৌতুকপ্রিয় লোক ছারপোকার বুদ্ধিশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একটী শূন্য প্রকোষ্ঠে একটী ঝুলান বিছানায় শয়ন করেন। ঘরের মেজেতে একটী ছার ছাড়িয়া দেন। শোণিত-চোর কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বুদ্ধি আঁটিয়া ফেলিল। সে দেওয়াল দিয়া ছাদের দিকে উঠিতে লাগিল। অবশেষে কড়িকাষ্ঠে উঠিয়া শূন্যে দোলায়মান হেমক্ শয্যার ঠিক্ উপরে যাইয়া চিত হইয়া সেই পরীক্ষকের নাসিকার উপর উঠিল। সৌভাগ্যের বিষয় পরীক্ষক মহাশয়ের ছারভীতি প্রবল ছিল না, নচেৎ তিনি শয্যা হইতে ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। অতঃপর ছার মহাশয়কে কে নির্ব্বোধ বলিতে সাহসী হইবেন?

রন্ধন প্রণালী।

(৩য় সংখ্যা—মিষ্টান্ন)

ক্ষীরের বরফী।

প্রথমতঃ টাট্‌কা ক্ষীর আনিয়া লৌহ কিম্বা পিত্তলের কটাহে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে ভাল চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ ভাজা ক্ষীর, বাদাম, পেস্তার সহিত দিয়া কিছুক্ষণ ফুটিলে দারুচিনী; লবঙ্গ, ছোট এলাচের গুঁড়া দিয়া বেশ আটা আটা হইলে নামাইয়া একটী থালা কিম্বা কলাপাতে ঘৃত মাখাইয়া উহাতে ঢালিয়া দিবে। একটু শীতল হইলে উহাতে আধ ভাঙ্গা করিয়া মিছরী ছড়াইয়া দিবে। পরে বেশ "খটখটে" হইলে উহা চৌকা করে কাটিয়া লইবে।

মোণ্ডা বা সন্দেশ।

ভাল ছানা আনিয়া অল্প ঘৃত দিয়া উহাকে কিছুক্ষণ দলিবে। পরে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ ছানা দিয়া হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে, যেন নীচে না ধরিয়া যায়। পরে উহাতে দারুচিনী,লবঙ্গ ও পেস্তা দিয়া আর একবার নাড়িয়া নামাইবে। তৎপরে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া কলা পাতের উপর পাতিয়া ঐ ছানার ডেলা লইয়া সজোরে তাহাতে ছুড়িয়া ফেলিবে, তাহা হইলে উহা মোণ্ডার মত গোলাকার অথচ চাপ্‌টা হইবে এবং ঐ দুইটী লইয়া একত্রে জোড় করিয়া লইলেই মোণ্ডা প্রস্তুত হইবে।

সর ভাজা।

ভাল দুগ্ধ আনিয়া উহাকে অল্প জ্বাল দিয়া ঘন করিবে, অধিক জ্বাল দিলে সর ভাল হইবে না। তৎপরে উহাকে ভালরূপে ফেনাইয়া কাঠের অগ্নিতে সর পাতিয়া লইবে এবং ঐ সরটী ধীরে তুলিয়া একটী থালের উল্টা দিকে রাখিয়া কিছু এরারুট ছড়াইয়া দিবে। পরে উহা লম্বাভাবে কাটিয়া তন্মধ্যে বাদামের কুচি পেস্তা পুরিয়া যত্নপূর্ব্বক মুড়িয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলাইবে।

প্রকারান্তর।

ঐরূপ সর পাতিয়া বাদাম পেস্তা না দিয়া তিন কোণা করিয়া কাটিয়া লইবে। পরে ভালরূপে রস প্রস্তুত করিয়া যখন রস ফুটিতে থাকিবে, ঐ সর তাহাতে ফেলিয়া দিবে। উহা খাইতে প্রথমোক্তের ন্যায় না হইলেও অত্যন্ত নরম এবং সুমধুর হইবে।

বালুসাই।

মোটা রকম ময়দা আনিয়া উহাতে অধিক পরিমাণে ঘৃত দিয়া মাখিবে। ঐ মাখা ময়দা একঘণ্টা রাখিয়া দিবে। পরে গোলাকাররূপে উহা গড়িয়া ঘৃতে

ভাজিয়া সেই চিনির রসে ফেলিবে। কিছুক্ষণ রসে ফেলিয়া একটী ভাঙ্গিয়া দেখিবে ভিতরে যদি রস প্রবেশ করিয়া থাকে তবে উহাতে চিনি মাথাইয়া লইলেই হইবে। আর যদি ভিতরে রস না যায়,তবে উহা থাইতে তত ভাল হইবে না। এই সকল মিষ্টান্ন তৈয়ার করিতে হইলে একবার দেখা আবশ্যক, তদভাবে বিশেষ তদারকের দরকার। চিনির রস ভল পরিষ্কার না হইলে মিষ্টান্ন ময়লা হইবে, তজ্জন্য দুগ্ধ ও জল দিয়া চিনির "গাদ" কাটিয়া লইবে।

সিংহলে স্ত্রী শিক্ষা।

যদ্যপি কেহ মনে করেন যে, সামান্য সিংহল দ্বীপে আবার শিক্ষা প্রচার কি? কথঞ্চিৎ শিক্ষা মাত্র তথায় হইয়া থাকে। আমরা বলি যে, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের বিষম ভুল। যেমন লোকের মুখাবলোকন করিলে, তাহার স্বভাব ও চরিত্র বিষয়ের কিছু আভাস পাওয়া যায়, সেইরূপ কোনও দেশে স্ত্রী শিক্ষা কতদূর প্রচার এইটি লইয়া বিবেচনা করিলে, তদ্দেশে শিক্ষা কতদূর প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে,তাহা অক্লেশে বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি সিংহলে সঙ্ঘমিত্রা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে বৌদ্ধ বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদিগের প্রধানাচার্য্য, স্থানীয় গবর্ণর, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মাননীয় শ্রীরামনাথ, কর্ণেল অলকট্ প্রভৃতি মহাশয়গণ তদুপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কেবল তত্রত্য বৌদ্ধ মতাবলম্বিনী প্রাচীনা নারীগণের উদ্যোগে এই সদনুষ্ঠান হয়। ইহাঁদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিণী নাম্নী এক সভা সংগঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা যথার্থই কার্য্য করিয়াছেন, বাক্‌চাতুরি প্রভৃতি কোনওরূপ আড়ম্বর করেন নাই। বলিতে কি ইহাঁরা যে এতদিন কি করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও জানিতে পারেন নাই। ইহাঁদিগের কার্য্য যখন ফলে পরিণত হইল, তখন তাহারা জানিতে পারিলেন, জানিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ইহাঁদিগের নিকট সভ্যতাভিমানী ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়গণ বিস্তর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যেহেতু ইহাঁদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বাস্তবিক অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়। মহানুভব উইরিকুনের বিদুষী ভার্য্যা একটি সুন্দর ওজস্বিনী চিত্তবিমোহিনী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন। মাননীয় শ্রীরামনাথ এতৎ সম্বন্ধে বলেন—"উইরিকুনের সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ও সিংহলনিবাসিনীদিগের নারী-

সমাজের উন্নতির সাধু ব্রত উদ্যাপন দেখিবার জন্য শত শত ক্রোশ পরিভ্রমণের পরিশ্রম সফল হয়।” অতীব প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটী পয়সাও সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এবম্বিধ, সাধু কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাঁরা আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। ঈশ্বর ইহাঁদিগের মঙ্গল করুন। বলা বাহুল্য ইহাঁদিগর মঙ্গলে নারীসমাজের বিশেষ মঙ্গল সংসাধিত হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এরূপ সভার অভাব নাই। ভারতেই এই অভাব। বৃটিষ ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্টে যে ইহা আছে, সিংহল তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন আর্য্য রমণী।

বৈদিক কাল।

৩৬—সূর্য্যা।

সূর্য্যার প্রণীত বেদমন্ত্রের অবশিষ্টাংশ এই বারে প্রকাশিত হইল। এতৎ পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ, সেই সুপ্রাচীন সময়ের আচার-ব্যবহার ও সভ্যতা—বিশেষতঃ বিবাহ-রীতি অবগত হইয়া পুলকিত হইবেন। সেই রীতি-নীতির অনেক চিহ্ন, এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। বহু গোষ্ঠী মিলিত হইয়া একত্র বাসের প্রসঙ্গ ৪৫ ঋকে দৃষ্ট হইবে। অন্যান্য সংবাদ এই প্রস্তাবের প্রথম অংশে পাঠ কর।

৩১। বধূর সমীপে প্রাপ্ত, প্রীতিপ্রদ উপহারকে যাহারা, বরের সমক্ষ হইতে অপহৃত করিতে চেষ্টা পায়, যেখান হইতে তাহারা আগমন করিয়াছিল, যজ্ঞাংশভাগী দেবতারা, তাহাদিগকে সেইখানে পাঠান অর্থাৎ ব্যর্থমনোরথ করিয়া দিন।

৩২। যাহারা শত্রুতাচরণ করিতে, এই দম্পতীর সকাশে সমাগত হয়, তাহাদের ধ্বংস হউক। জায়াপতি যেন সুযোগের সাহায্যে অসুবিধারাশি অতিক্রম করেন, বিপক্ষেরা দূরে পলাইয়া যাউক।

৩৩। এই বধূ, উত্তম-লক্ষণাক্রান্তা। তোমরা আইস, ইহাকে নিরীক্ষণ কর, (ইহার) সৌভাগ্য হউক অর্থাৎ ইনি (স্বামীর প্রীতিপাত্রী হউন), এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হও।

৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মলিন ও বিষাক্ত। ইহা অব্যবহার্য্য। যে ব্রহ্মা-নামক ঋত্বিক্ সুপণ্ডিত, তিনিও বধূর বস্ত্র পাইবার অধিকারী।

৩৫। সূর্য্যার মূর্ত্তি কি প্রকার, অবলোকন কর। ইহার বসনের কোন স্থান ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও বা চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন। যিনি ব্রহ্মা-নামক ঋত্বিক্, তিনি তাহা শোধন করেন (নূতন করিয়া দেন)।

৩৬। তুমি সৌভাগ্যশালিনী হইবে, এই হেতু তোমার কর ধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হও, এই কামনা করি। অর্য্যমা, ভগ ও অত্যন্ত দাতা সবিতা, এই দেবতারা আমার সঙ্গে গৃহকার্য্য করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

৩৭। হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যেরা বীজ বপন করে, তাহাকে তুমি যার পর নাই মঙ্গলময়ী করিয়া পাঠাও * * *।

৩৮। হে অগ্নি! উপঢৌকন সহিত অগ্রে সূর্য্যাকে তোমার সমক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। পুত্র-কন্যা-সহিত বনিতাকে তুমি পতিদিগের করে অর্পণ করিলে।

৩৯। অগ্নি, আবার শ্রী ও পরমায়ু দিয়া,জায়া সমর্পণ করিলেন। এই প্রিয় স্বামী, দীর্ঘজীবী হইয়া শতায়ু হইবে।

৪০। সোম,প্রথমতঃ তোমাকে বিবাহ করেন, পরে অগ্নি, বিবাহ করেন। গন্ধর্ব্ব, তোমার তৃতীয় পতি, তোমার চতুর্থ পতি, মনুষ্যসন্তান।

৪১। সোম, গন্ধর্ব্বকে সেই নারী প্রদান করেন। গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দেন। অগ্নি, ধন পুত্র সহকারে এই নারী আমাকে দিলেন।

৪২। হে বর-বধূ! তোমরা দুই জনে এই স্থানেই থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না। বিবিধ খাদ্য দ্রব্য আহার কর। আপন আবাসে থাকিয়া পুত্র-পৌত্রদের সমভিব্যাহারে, পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে থাক ও ক্রীড়া-বিহার কর।

৪৩। প্রজাপতি, আমাদিগকে পুত্র-কন্যা উৎপাদন করিয়া দিন। অর্য্যমা, আমাদিগকে স্থবির দশা পর্য্যন্ত সম্মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট-কল্যাণ-সংযুক্ত হইয়া, পতি-সদনে অধিষ্ঠান কর। আমাদের পরিচারিকাদের ও আমাদের পশুগণের কল্যাণ বিধান কর।

৪৪। তোমার লোচন যেন দোষহীন হয়। তুমি পতির শুভার্থান্বেষিণী হও। জন্তুসমূহের কল্যাণ বিধায়িনী হও। যেন মন, স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, ও কান্তি-লাবণ্য, যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীর-পুত্র-প্রসবিনী হও, দেবতাদিগের প্রতি ভক্তিমতী হও। আমাদের ভৃত্য-ভৃত্যাদের ও আমাদের পশু সকলের শুভ সম্পাদন কর।

৪৫। হে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রসূতি ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশ তনয় প্রতিষ্ঠিত কর। পতি লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর।

৪৬। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর। শ্বশ্রূকে বশীভূত কর। ননন্দগণের ও দেবর সমূহের নিকট সম্রাটের ন্যায় হও।

৪৭। দেবতারা আমাদের দুই জনের অন্তঃকরণ মিলিত করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগ্দেবী, আমাদিগের উভয়কে সংযুক্ত করুন।

ইন্দু ও যামিনী।

নিদাঘের বেলা শেষে
গোধূলি বালিকা বেশে
বসে যেন বকুল তলায়,
ফুল বাঁধি পত্র পরে
কঙ্কণ রচনা করে,
মালা গাঁথি পরিছে গলায়।

হাতে বাজু কানে দুল,
তবু কোল-ভরা ফুল,
কি করিবে ভাবিয়া না পায়,
পিপীলী দংশন সয়ে,
খুঁটে খুঁটে হেঁট হয়ে
ফুলিছে বা খেলা নাহি যায়।

সুতা টানি ক্ষিপ্র হাতে,
পুনরায় মালা গাঁথে
এ ছড়াটি আরো মনোহর ;
গ্রন্থি দিয়া সাঙ্গ করে,
দুই হাতে তুলে ধরে
মনে কেন পড়ে স্বয়ম্বর ?
মহা ভারতের কথা
মাসীমা পড়েন যথা
দুপুরেতে দিদিমার কাছে।
রাজসুত অগণন
উজলিয়া সিংহাসন
কন্যা পানে চেয়ে বসে আছে ;
মুখগুলি চেয়ে চেয়ে
ধীরে ধীরে আসে মেয়ে
দেখে দেখে আগে চলে যায়।
ধরে ছিল মনে যারে
যেমন নেহারে তারে
থমকিয়া অমনি দাঁড়ায়।
পশ্চাতে হেলিয়া মাথা
স্থির দুটী আঁখি পাতা
হাসিটুকু আধ ফোটা ফুল,
স্বর্ণ মেঘ সিংহাসনে
হেরে মনোনীত জনে
সন্ধ্যা আগে স্বপনের ভুল।
তারা মালা দিবে বলে
উঁচু করে ধরে তোলে
শূন্যে ছেড়ে চমকিয়া চায় !
মাসীমা ডাকিতে এসে
পিছে থেকে দেখে শেষে
মৃদু হেসে সম্মুখে সুধায়,—

"একেলা বকুল তলে
মালা দিলি কার গলে ?
ভুঁয়ে যে সে গড়াগড়ি যায়।"
আবার সুধালে পরে
কহে ইন্দু লাজ ভরে
"গলায় না রেখে গেনু পায়।"
মাসী বোন্‌ঝিতে ধীরে
আসিছে আলয়ে ফিরে
স্নেহভরা আঁখি মাসীমার,
ভীতি বিষাদের ভরে
বালিকার মুখোপরে
আসিয়া বসিছে [illegible] বার।
ইন্দুর বিমল হিয়া
রেখে গেছে আলোকিয়া
একাদশ শরতের ভাতি,
যুবতী যামিনী চিত
হিম জালে আবরিত
শিশিরের পূর্ণিমার রাতি।
পাশাপাশি দুটি মাথা
মাঝে দুটী হাত গাঁথা
কি ভাবনা ভাবে দুই জন ;
এ হাসে কল্পনা সুখে
যামিনীর কণ্ঠে বুকে
চাপে আসি কি যেন বেদন।
দেখে মেঘ সিংহাসনে
ইন্দু মনোনীত জনে
মালা দিতে তোলে দুটি কর,
নাগাল না পায় তায়
খুলে পড়ে ফুল হায়
ইন্দুর এমনি স্বয়ম্বর !

আঁখি দুটি স্নেহমাখা
ঘন বাষ্পে পড়ে ঢাকা
মৃদুভাষে কহে বালিকারে।"
"ইন্দু স্বয়ম্বর নাই—
স্বপ্নেও দিওনা ঠাঁই
আমাদের হতে যে তা পারে।"
"মাসীমা ভেবেছি আমি
যে আমার হবে স্বামী
নিজে আমি বেছে নিব তার,
বেছে কিনি থালা বাটী
নিজে বেছে লই শাটী
—গেলা ভাঙ্গে শাড়ী ছিঁড়ে যায়
যে যাহার স্বামী হবে
চিরদিন স্বামী রবে
বিবাহ তো ঘুচাবার নয়।
যারে বেছে দিবে পরে
মনে যদি নাই ধরে
সাবিত্রীর মত যদি হয়—
আগে আমি কোন জনে
বরিয়াছি মনে মনে
বরমাল্য দিব কি অপরে?"
"মিছা আশা ভয় মনে
কুলীনের কুল-বনে
সত্যবান নাহি তোর তরে।
আমি ভাবি পুঁথি পড়ে
কল্পনার স্বামী গড়ে
সে প্রতিমা ভাঙ্গিবার বেলা
ভাঙ্গিয়া বা যায় হিয়া—
গৃহ কাজে মন দিয়া
ভুলে মা এ কল্পনার খেলা।

যে অদৃষ্ট আমা সবে
পাঠায়েছে এই ভবে
কুলীনের গৃহে কলিকালে,
দুর্লঙ্ঘ্য সে দুর্নিয়তি
জুটাইবে যোগ্য পতি
বৃদ্ধ মূর্খ যাহা আছে ভালে।
আপন হৃদয় খানি
অজ্ঞাত জনের জানি
তার লাগি রাখ সাবধানে,
পশুবৎ হোক্ হেয়
প্রাণ প্রেম তারে দেয়,
পূজনীয় ইষ্ট দেব জ্ঞানে।"
"প্রাণ প্রেম সে জনায়
যদি মোর নাহি চায়?"
"তবু সেই হবে বৈধপতি,
দূরে রহি সে চরণ
ধেয়াইলে আমরণ
জন্মান্তরে হবে শুভগতি।"
ভবিষ্যের কথা কয়ে
আধ নিশি গেল বয়ে
অশ্রুসিক্ত একই উপাধানে
ঘুমাইল দুটি মাথা
মাঝে দুটি হাত গাঁথা
এক সাথে উঠিল বিহানে।
সে দিন দুপুরে ঘরে
সবে পুঁথি খুঁজে মরে
কত দুঃখ করিছেন মাতা;
ইন্দু জানে চুরী যাবে
কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে
লুকে গেছে একেকটি পাতা।

কুমারীরা পুণ্যফলে
বর্ষশেষে বৃদ্ধ গলে
মালা দিয়া হইল উদ্ধার।
ইন্দুর সৌন্দর্য্য জালে
বাঁধা পড়ি বৃদ্ধকালে
বর দেশে ফিরিল না আর।
তিলে তিলে দিন দিন
ইন্দুলেখা হয় ক্ষীণ
রোগ কিছু নাহি দেখে কেহ,
জীবনে অরুচি তার
ত্যজিয়াছে নিদ্রাহার
ঘৃণা করে রূপে ভরা দেহ।
অরুচি অশুচি জ্ঞান
হল শেষে অবসান
চিতানলে আর গঙ্গা জলে ;
দিন যায় গৃহ কাজে
যামিনী কেবল সাঁজে
কাঁদে আসি বকুলের তলে।

জাতীয় মহাসভা।

ন্যাসন্যাল কনগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার প্রথম ও পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন বোম্বাইয়ে, দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায়, তৃতীয় অধিবেশন মান্দ্রাজে এবং চতুর্থ অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়াছিল। এবারকার ষষ্ঠ অধিবেশন পুনরায় কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। এবারকার আয়োজনের প্রথম প্রথম কিছু কিছু গোলযোগ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সকল ব্যবস্থাই এক প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। মহাসভার অধিবেশন স্থান টিবলি গার্ডেন অতি প্রশস্ত ও সুন্দর স্থান, তাহা উদ্যানাধিকারী কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও তাঁহার সহোদরগণ বিনা ভাড়ায় প্রদান করেন। এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া বাবু তারকনাথ পালিত, সার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বাটীগণের কয়েকটী বাটী এবং বাবু নিমাইচাঁদ বসু ও ভূপেন্দ্র নাথ বসু মোহন বাগানের সুবৃহৎ ও মনোহর প্রাসাদ প্রতিনিধিদিগের বাসজন্য প্রদান করেন। সহস্রাধিক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, কলিকাতার আতিথ্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। সভামণ্ডপটী এবার বৃহত্তর ও পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়াছিল, ইহাতে প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ উপাধিধারী বা উচ্চশ্রেণীর যুবকছাত্র বলণ্টিয়ারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কনগ্রেসের রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য করেন। এবার কনগ্রেসের বিশেষ দৃশ্য বহুসংখ্যক দেশীয় মহিলার সমাগম, তন্মধ্যে কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন নারীসমাজ হইতে মহিলা-প্রতিনিধিরূপে বৃত হইয়া আসিয়া-

ছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, সভাস্থলে বক্তৃতা করিয়াও সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ২৭এ ডিসেম্বর শনিবার মহাসভার কার্য্যারম্ভ হয়। সে দিন কেবল প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনা ও নূতন সভাপতির বরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রথমতঃ এক সারগর্ভ বক্তৃতাদ্বারা প্রতিনিধিদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরে বোম্বাইয়ের বারিষ্টার ফেরোজ সা মেটা সভাপতি পদে বৃত হইয়া একটী সুদীর্ঘ সমীচীন বক্তৃতাদ্বারা সভাস্থগণকে আপ্যায়িত ও উৎসাহিত করেন। ২৮এ ডিসেম্বর রবিবার, ২৯এ ডিসেম্বর সোমবার এবং ৩০এ ডিসেম্বর মঙ্গলবার যথারীতি সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হইয়াছে: সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সকলে মিলিয়া ভারতেশ্বরীর জয়ধ্বনি করেন।

প্রথম প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত চার্লস ব্রাডল সাহেব ১৮৬১ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিয়া যে পাণ্ডুলিপি পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিয়াছেন, মহা সমিতি তাহাতে সম্মতিদান করিতেছেন, এবং বিশ্বাস করেন যে, ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে ভারতশাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইবে; এই শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন জন্যই মহাসমিতি এতকাল আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। মহাসমিতি প্রার্থনা করেন যে, ব্রাডল সাহেবের পাণ্ডুলিপি পার্লেমেণ্ট বিধিবদ্ধ করিবেন। এই মহা সমিতির সভাপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে, তিনি এই মহাসমিতির এক আবেদন পত্র ব্রাডল সাহেবের দ্বারা পার্লেমেণ্টে প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(ক) শাসন ও বিচার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে পৃথক্ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এক-জন কর্ম্মচারীর হাতে উভয় ক্ষমতা রাখা নিতান্ত অনুচিত।

(খ) যে সকল স্থানে জুরীর বিচার নাই, সেই সকল স্থানে জুরীর বিচার প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

(গ) ১৮৭৩ সন হইতে হাইকোর্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, হাই-কোর্ট জুরীর মত অবহেলা করিতে পারেন। হাইকোর্টের এই ক্ষমতা রহিত করা উচিত।

(ঘ) ওয়ারেণ্ট মোকদ্দমার আসামী ইচ্ছা করিলে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারিত না হইয়া সেসনে মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে পারিবে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন এই মর্ম্মে সংশোধন করা উচিত।

(ঙ) পুলিস বিভাগের কার্য্য নিতান্ত অসন্তোষজনক—এই বিভাগের আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন।

(চ) ভারতবর্ষে সৈনিক বিদ্যালয়

স্থাপন করিয়া ভারতবাসীকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেওয়া ও সৈনিক বিভাগের উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করা অতি সঙ্গত কার্য্য। বিপদাপদের সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ ভারতবাসীদিগকে ভলাণ্টিয়ার করাও কর্ত্তব্য।

(ছ) ইনকম ট্যাক্স আদায় প্রণালী অসন্তোষজনক। বিশেষতঃ যাহাদের হাজার টাকা অপেক্ষা কম আয়, তাহাদের পক্ষে ইহা আরও অসন্তোষজনক। যাহাদের আয় হাজার টাকার কম, তাহাদের নিকট হইতে এই ট্যাক্স আদায় করা কখনও উচিত নহে।

(জ) বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য খরচ বৃদ্ধি করা ভিন্ন হ্রাস করা কখনও উচিত নহে; কিন্তু হ্রাসের দিকেই গবর্ণমেণ্টের গতি দেখা যাইতেছে। শিল্প শিক্ষা অত্যাবশ্যক, এই শিক্ষার উন্নতি কল্পে ভারতবর্ষে শিল্পের অবস্থা নিরূপণার্থ এক কমিসন স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

(ঝ) যুদ্ধ বিভাগের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিয়া হ্রাস করা নিতান্ত বিধেয়।

(ঞ) সিবিল সার্ব্বিস প্রভৃতি যে সকল পরীক্ষা কেবল ইংলণ্ডে হয়, সেই সকল পরীক্ষা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে গ্রহণ না করিলে ভারতবাসীর প্রতি অবিচার করা হয়।

(ট) ১৮৭৮ সনের ১১ আইন অর্থাৎ অস্ত্র আইনের ধারাগুলি ভারত ভ্রমণকারী বা ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকের উপর প্রয়োগ করা উচিত। যে সকল স্থানে বন্য জন্তু সচরাচর মানুষ, গরু বা শস্য নষ্ট করে, সেই সকল স্থানে অবাধে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাকে একবার লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহার কোন অপকার্য্যের কথা প্রমাণিত না হইলে তাহার লাইসেন্স রহিত করা হইবে না। এক বৎসর কি ছয় মাস পরে লাইসেন্স নূতন করিয়া লওয়ার প্রথা রহিত করিতে হইবে। অস্ত্রের লাইসেন্স কেবল জেলাতে নয়, কিন্তু সমস্ত প্রদেশে বলবৎ থাকিবে।

তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে ভারতের আয় ব্যয়ের হিসাব পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ভারতবাসীর অভাবের কথা আলোচিত হইত, ১৮৮৮ সন হইতে এই নিয়ম রহিত করা হইয়াছে। এখন আয় ব্যয়ের হিসাবও এমন সময়ে উপস্থিত করা হয় যে, তখন ভাল করিয়া সে বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হয় না। অতএব সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক পার্লেমেণ্টের কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাইবার জন্য আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটার উপর ভার অর্পণ করা হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব।

এই মহাসমিতির প্রার্থনানুসারে ভারতসচিব ও ভারত গবর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগের যে সকল সংস্কার করিয়াছেন, বিশেষতঃ বিদেশী ও দেশী

ইংরেজী মদের মাশুল বৃদ্ধি, বাঙ্গালাগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খোলাভাটি রহিত, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৮৯-৯০ সনে ৭ হাজার মদের দোকান বন্ধ করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য এই মহা সমিতি আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ১৮৯০ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে গবর্ণমেণ্টের যে পত্র বাহির হইয়াছে, তাহার ১০৩, ১০৪ ও ১০৫ প্রকরণানুযায়ী কার্য্য করা হয় নাই। বিশেষতঃ মদের দোকান স্থাপন বা রহিত সম্বন্ধে ও স্থানীয় অধিবাসীদের মত নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতি যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন সম্বন্ধে যাহা ঐ পত্রে লেখা হইয়াছে, তাহার কিছুই করা হয় নাই, এই মহাসমিতি তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহে যাহাতে পূর্ণভাবে উক্ত পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য হয়, তাহার চেষ্টা করেন।

পঞ্চম প্রস্তাব।

ভারতের রাজস্বের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে এবং যে হেতু প্রদর্শন করিয়া লবণের মাসুল বৃদ্ধি করা হয় সে হেতু আর নাই, সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব মাসুল কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সভাপতি লবণের মাসুল হ্রাস করিবার জন্য গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত পাঠাইবেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

১৮৬২ সনে ভারত-সচিব ভারতবর্ষের যে যে স্থানে ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেই সকল স্থানের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে তথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে মত দেন; ১৮৬৫ সনে সেই মত আবার ঘোষণা করেন। অচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদেশ সমূহের অনেক স্থানে সেই বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ২৫ বৎসরাধিক হইল ভারত-সচিব যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদনুসারে ভূমির রাজস্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই মহাসমিতি ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

সপ্তম প্রস্তাব।

এই মহাসমিতি কলিকাতার সংবাদ পত্র সমূহে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি এঃ—

কংগ্রেস

কলিকাতাস্থ অনেক রাজ কর্ম্মচারীকে কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত হইবার জন্য টিকেট পাঠান হইয়াছে, এই কথা অবগত হইয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী ও প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট এই মর্ম্মে এক সারকুলার পাঠাইয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে দর্শকরূপে কংগ্রেসে উপস্থিত হওয়াও পরামর্শসিদ্ধ নয়, এইরূপ সভায় কোন কাজ করা একবারেই নিষিদ্ধ।"

বাঙ্গালার লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদককে যে পত্র

লিখিয়াছেন মহাসমিতি তাহাও পাঠ করিয়াছেন। পত্রখানি এই।—

"বেলভিডিয়ার ২৮এ ডিসেম্বর,
১৮৯০ সাল।

প্রিয় মহাশয়,

গত কল্য অপরাহ্নে আপনি কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত হইবার জন্য যে সাতখানা কার্ড অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিতেছি এবং এই কথা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর এবং তাঁহার পরিবারস্থ কেহ এই টিকেট ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন। কেননা ভারতগবর্ণমেণ্টের আদেশ স্পষ্টরূপে এইরূপ সভায় উপস্থিত হইতে রাজকর্ম্মচারীদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

আপনার বিশ্বস্ত
পি, সি, লায়ন,
প্রাইবেট সেক্রেটারী।"

উপরোক্ত বিজ্ঞাপন ও পত্র পাঠ করিয়া সভা ইহার মর্ম্ম গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের গোচর করিবার জন্য সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটাকে ক্ষমতা দিতেছেন। বাঙ্গলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশের প্রকৃত কি অপ্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সভাপতি তাহাও গবর্ণর জেনারলকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

অষ্টম প্রস্তাব।

মহাসমিতি চার্লস ব্রাডল সাহেব, সার উইলিয়াম ওয়েডারবারণ, কেইন সাহেব, জে ব্রাইট সাহেব, হিউম সাহেব ও দাদাভাই নৌরজি, ডিগবি সাহেব, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মধুলকার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নর্টন সাহেব ও চিউস সাহেবকে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও কৃতকার্য্যতার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন।

নবম প্রস্তাব।

টিভলি উদ্যানের স্বত্বাধিকারী কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, মোহন বাগানের স্বত্বাধিকারী মিঃ নিমাইচরণ বসু ও বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সার রমেশচন্দ্র মিত্র, মিঃ তারকনাথ পালিত, বাবু জানকীনাথ, গোপীমোহন, হরেন্দ্রনাথ, কিশোরীমোহন, ব্রজলাল রায়, বাবু রমানাথ ঘোষ, ও হাসি জমাদার যে প্রতিনিধিদের বাসের জন্য আপনাদের বাড়ী বিনা ভাড়ায় দিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে মহাসমিতি ধন্যবাদ দিতেছেন।

দশম প্রস্তাব।

মান্দ্রাজ, মধ্যভারত ও বেরার কংগ্রেস কমিটি ও জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটারীর সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী ২৬এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজ কি নাগপুরে মহাসমিতির অধিবেশন স্থির করা হয়।

একাদশ প্রস্তাব।

যদি সুবিধা হয়, তবে ১৮৯২ সনে ইংলণ্ডে মহাসমিতির অধিবেশন জন্য আয়োজন করা হইবে। ইংলণ্ডে

এক শতের ন্যূনসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে, তাঁহাদের নাম স্থায়ী কংগ্রেস কমিটী সমূহ আগামী কংগ্রেসে উপস্থিত করিবেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটরীর হাতে যে টাকা আছে বা যাহা আসিবে তদ্ব্যতীত আরও ২০ হাজার টাকা স্থায়ী কংগ্রেস ফণ্ডে স্থির সুদে জমা রাখা হইবে। ১৮৯০ সনের অবশিষ্ট টাকা কংগ্রেসের ব্রিটিষ কমিটির খরচের জন্য জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটরীর হাতে থাকিবে। কিন্তু ১৮৯১ সনের চাঁদা পাইলে সে টাকা স্থায়ী ফণ্ডে জমা করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব।

কেহ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে টাকা দিবেন, তদ্ব্যতীত ৪০ হাজার টাকা ব্রিটিষ কমিটির ব্যয়ের জন্য এবং ৬ হাজার টাকা জেনারেল সেক্রেটরীর আফিসের জন্য নির্দ্ধারণ করা হইল। কংগ্রেসকেন্দ্র সমূহ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।

হিউম সাহেব জেনারল সেক্রেটরী এবং পণ্ডিত অযোধ্যানাথ জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটরী নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চদশ প্রস্তাব।

ইয়ুল সাহেব, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে গিয়া আন্দোলন করিবার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

ষোড়শ প্রস্তাব।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

সপ্তদশ প্রস্তাব।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু, কাপ্তান বেনন, বাবু পশুপতিনাথ বসু, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভলণ্টিয়ারগণ এবং এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকমিটীর সভ্যদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক প্রস্তাব অবতারণা ও সমর্থন কালে প্রস্তাবক, পোষক ও সমর্থকগণ সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সংবাদ পত্রে সবিস্তার প্রকাশিত হইয়াছে।

কংগ্রেস উপলক্ষে সামাজিক সমিতি, ব্রাহ্মসম্মিলন, খৃষ্টীয় সম্মিলন প্রভৃতি দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অনেক উপকার হইয়াছে।

সভা সমিতি ও সম্মিলনী প্রভৃতি বিষয়ে একটি নিবেদন।

সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমরা দেশের হিতার্থে যে কোনও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, যেন ঐকান্তিক ভক্তিভাবেই প্রবৃত্ত হই, ভাক্তভাবে না হইয়া ভক্তভাবেই প্রবৃত্ত হই। মহাসূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন অসংখ্য গ্রহমণ্ডলী যথানিয়মে পরিভ্রমণ করে, তেমনি আমরাও যেন সেই বিশ্বাধার অনন্তদেবকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বমণ্ডলে পরিভ্রমণ করি। নতুবা, যেমন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইলে গ্রহমণ্ডলীর অনন্ত অনবস্থা, তেমনি ঈশ্বরভ্রষ্ট হইয়া চলিতে গেলে আমাদেরও অনন্ত দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রং বন্ধ্যং ধারাশতৈরপি।
ভক্তিং বিনা তথা কর্ম্ম ব্যর্থং যত্নশতৈরপি॥

বীজ বিনা ক্ষেত্র যেমন শত শত ধারাপাতেও ফলিত হয় না; ঈশ্বরভক্তি বিনা অনুষ্ঠানও তেমনি শত শত প্রযত্নেও সফল হয় না।

ক্ষত্রবল (অর্থাৎ মানবের আধিভৌতিক শক্তি) ব্রহ্মবলের (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তির) ওতপ্রোত সংযোগ ভিন্ন কদাচ সিদ্ধিলাভ করে না। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রবল সম্মিলিত হইলেই ইহকালে ও পরকালে সিদ্ধিলাভ হয়;—

"নাক্ষত্রং ব্রহ্ম ভবতি ক্ষাত্রং নাব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষাত্রে তু সংযুক্তে ইহামুত্র চ বর্দ্ধতে॥" (মনু)

আমাদের ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণ কোনও সৎকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই ভক্তিগদগদ কণ্ঠে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেন,—

"(ওঁ) প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

"প্রীত হও হরি! সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর;
তোমারি প্রীতিতে প্রীত বিশ্ব চরাচর।

যাঁহার হস্ত ও পদ সর্ব্বত্রই প্রসারিত, যাঁহার চক্ষু ও মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই প্রসারিত, আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণ সেই বিশ্বরূপ মহান্ ব্রহ্মাগ্নিকে সর্ব্বকর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত করিতেন,—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

সেই সর্ব্বমঙ্গলময়কে নমস্কার না করিয়া কোনও কর্ম্মেই হস্তক্ষেপ করিবার বিধান ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই;—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥"

সর্ব্বশুভমঙ্গলে যিনি শুভমঙ্গলময়,
বরদাতা, শিব, সর্ব্বভূতের আশ্রয়;
সর্ব্ব অগ্রে প্রণমিবে সেই নারায়ণ,
অনন্তর সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে সাধন।

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যতই আলোচনা করিবে, হৃদয়ে এই জ্ঞানই বদ্ধমূল হইবে যে, ঈশ্বরই জীবনের মূল ভিত্তি, এবং ঈশ্বরই জীবনের মূল লক্ষ্য, এবং

সেই পরমাত্মায় বিলীন হইয়া জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বজ্ঞানের বিলয়সাধনই মানবজীবনের চরম ফল। আমরা সেই মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই যে অধঃপতিত হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-কেন্দ্র হইতে পবিভ্রষ্ট হইয়া যে জগতের কত জাতি ও কত জনপদ রসাতলে গিয়াছে, ইতিহাসই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। যাঁহারা ব্যক্তি-বিশেষের জাতিবিশেষের বা জনপদ-বিশেষের পতন ও অভ্যুদয়ের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্যই এ কথা একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

ঈশ্বর বাস্তবিক অপরিজ্ঞেয় বা পরোক্ষ বা দুর্লভ বস্তু নহেন, সময়-বিশেষে ব্যবহার্য্য পোষাকি জিনিসও নহেন, তিনি আমাদের সকলেরই সমান পরিজ্ঞেয়, সকলেরই পক্ষে সমান সুলভ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ, নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। সেই পরমার্থ চিন্তামণি আমার তোমার সকলের ঘরের সিন্ধুকের মধ্যেই; কেবল সিন্ধুক খুলিলেই সেই চিন্তামণি লাভ করা যায়। কিন্তু একমাত্র ভক্তি [illegible] চাবিতে সে সিন্ধুক খোলা যায় না। যেমন চবের তালা খুলিবার জন্য শত শত মত্ত হস্তীর বল প্রয়োগ করিলেও তাহা খোলে না বরং কল বিকল হইয়া যায়, অথচ তদুপযোগী একটি সামান্য চাবি কোমলভাবে ঘুরাইলেই সেই [illegible] লোহার সিন্ধুকটা নিঃশব্দে খুলিয়া যায়, তেমনি শত সহস্র তর্কশাস্ত্র ও বাদানুবাদের শক্তি প্রয়োগ কর, বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রয়োগ কর, সে চিন্তামণির আধার সিন্ধুকটি কিছুতেই খুলিবে না, বরং বিকল হইতে থাকিবে, আবার সরল ভক্তি চাবিটি একবার কোমলভাবে ঘুরাইয়া দেখ, হৃদয়-সিন্ধুক নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত হইবে, চিন্তামণি হাতেই পাইবে। আমাদের ভক্ত পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেই চিন্তমণি হাতে পাইয়া তাহারই আলোকে সংসারের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। অন্য আলোক ব্যবহার করিতেন না।

ক্ষেমদর্শী প্রাচীন আচার্য্যেরা সংসার-যাত্রাকে অতি পবিত্র ও গুরু-তর কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অগ্রেই ভক্তিযোগে সেই, অখণ্ড-মণ্ডলাকার নারায়ণকে সর্ব্বভা[illegible] প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই সর্ব্বসাক্ষীকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারি প্রীতিকামনায় কার্য্য করিতেন। তাঁহারা কামনা করি-তেন যে, জীবনযাত্রার আদ্যোপান্তই ধর্ম্মময়, জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশও মহান্ ধর্ম্মের অংশ। যেমন ধান্য হইতে তুষ খসিলে সে ধান্যে আর গাছ হয় না, তেমনি ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইলে সকল সাধ-নই বিফল হইয়া যায়।

ঈশ্বরপ্রাণ আর্য্যগণ ঊষাকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিতেন:—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব।
শ্রীকান্ত বিষ্ণো! ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম্।
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে"॥

শ্রীনাথ! দেবাধিদেব! জগতের পতি।
হে বিষ্ণো! চৈতন্যময় অখিলের গতি।
প্রভাতে উঠিয়া তব প্রীতিকামনায়,
করিব সংসারকার্য্য তোমারি আজ্ঞায়।

তাঁহারা এইরূপে মনপ্রাণ সকলি পরমেশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম করিতেন, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিতেন। আমরাও যতদিন সেই ভাবে 'ব্রহ্মার্পণ' (১) করিতে না শিখিব, ততদিন আমাদেরও শক্তি ও সম্মিলনের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব আমাদের সভা, সমিতি ও সম্মিলনীগুলি কেবল কতকগুলি ভৌতিক পিণ্ডের সম্মিলনী না হইয়া যতদিন ক্ষত্র ও ব্রহ্মবলের প্রকৃত সম্মিলনী না হইবে, ততদিন এই সকল সম্মিলনী সভা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাণহীন নর দেহের সমবায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন ভগীরথ ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ভস্মাবশেষ দেহরাশিতে অক্ষয় দিব্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তেমনি যদি কেহ ব্রহ্মলোক হইতে সেই পতিতপাবনী ভক্তি আনয়ন করিয়া এই সকল সভা সমিতি ও সম্মিলনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তবেই এই সকলি দ্বারা স্থায়ী ফল লাভ হইবে। সেই প্রাণময় পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর কে করিতে পারে?

এই সকল সভাসমিতি ও সম্মিলনীর উদ্যোগী ও কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন এই সকল সভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই ভক্তিযোগে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ প্রাণময় পুরুষকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাকেই কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ও ধর্ম্মপ্রাণে প্রাণবান্ না হইয়া শুধু ভৌতিক বল ও ভৌতিক প্রাণবায়ুর সাহায্যে কি কখন সিদ্ধিলাভ সম্ভবে? আমাদের পিতৃলোকেরা যে ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া শুষ্ককণ্ঠে জলবিন্দুও গ্রহণ করিতেন না, আমরা কি তাঁহাদের সন্তান নহি?

এই সকল সভা সমিতি ও সম্মি-

---

(১) আচার্য্যেরা "ব্রহ্মার্পণ" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সংপ্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥১॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতদ্ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥২॥
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥৩॥
তথা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥৪॥

অর্থাৎ—যাহা কিছু দিবার আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি, আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে।১। আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন,—এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন।২। এই কর্ম্মে সেই শাশ্বত ভগবান ঈশ্বর প্রীত হউন,—সদাই এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে।৩। সমস্ত কর্ম্মফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে,—ইহাকে সর্ব্বোত্তম "ব্রহ্মার্পণ" বলে।৪। (কূর্ম্মপুরাণ)।

লনীর প্রারম্ভে প্রায়ই দুই একটী সঙ্গীতের অবতারণা হইয়া থাকে। সেই সকল সঙ্গীত শুনিলে মনে হয় যেন জন্মভূমির অন্তিমকাল উপস্থিত। যেন জননী ভারতভূমি সঙ্কট পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিতেছেন, সম্মুখে এমন কেহ নাই যে মুমূর্ষু মাতার মুখে এক গণ্ডুষ জল দেয়, একটিবারও তাঁহার কর্ণে হরিধ্বনি করে। যদি সত্য সত্যই মায়ের সেই দশাই উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তাঁহার কর্ণে হরিনাম করা কি সুপুত্রের কার্য্য নহে?

"যে নামে শবের অস্থি শীর্ণ বিগলিত,
প্রাণ পেয়ে নাচে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত;"

সেই নাম প্রকৃত ভক্তিযোগে মায়ের কর্ণে উচ্চারণ করিলে অবশ্যই তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। অতএব এই সকল সভার প্রারম্ভে ও শেষে সেই প্রাণময় পুরুষের মৃতসঞ্জীবন নাম গ্রহণ করা উচিত। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপের তেজে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ তাঁহারি প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করা উচিত। হনুমান্ যেমন বুক চিরিয়া রাম নাম দেখাইয়াছিলেন, আমরা প্রত্যেকেই যেন তেমনি বুক চিরিয়া দেখাইতে পারি যে, আমাদের হৃৎপিণ্ডে সেই "তারকব্রহ্ম" নাম জ্বলন্ত অগ্নিময় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। হৃদয়ে তারক ব্রহ্মের ছাপ দেখিলে নর-শত্রুর কথা দূরে থাক, সর্ব্বসংহারী যমও আমাদের নিকট ঘেঁসিবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেও ব্রহ্মদণ্ডে ঠেকিয়া সকলের সকল অস্ত্রই ভস্ম হইয়া যাইবে। "ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।" ইতি—শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

লংভিলের ডিউক পত্নী।

লংভিলের ডিউক্ পত্নী সত্যনিষ্ঠার উত্তম উদাহরণ দেখাইয়া ছিলেন।

তিনি রাজার নিকট অধীনস্থ প্রদেশের প্রতি কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তাঁহার এমন ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে তাহাতে তাঁহর মুখ হইতে রাজার বিরুদ্ধে কোন কোন মন্দ কথা বাহির হইয়া পড়ে। খলস্বভাব এক ব্যক্তি সেই কথা রাজার কর্ণগোচর করিয়া দেয়। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এই বৃত্তান্ত উক্ত ভূম্যধিকারিণীর (ডিউক্ বনিতার) ভ্রাতাকে শুনাইলেন, তাঁহার ভ্রাতা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ইহা কদাপি সত্য হইতে পারে না; কারণ, আমার ভগিনীর এতদূর বুদ্ধিভ্রংশ, হওয়া সম্ভবপর নহে।" রাজা বলিলেন, "যদি তিনি নিজে ইহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহা মিথ্যা বলিয়া মানিব।"

এই কথা শ্রবণানন্তর উক্ত ভূম্যধিকারিণীর ভ্রাতা সেই ভগিনীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই

গোপন করিলেন না। তাহাতে ভয়ার্ত্ত হইয়া তিনি ভগিনীকে সমস্ত অপরাহ্ণ-কাল ধরিয়া বুঝাইলেন, "উপস্থিত বিষয়ে সত্য কথা বলিলে সর্ব্বনাশ হইবে; অতএব তুমি ইহা অস্বীকার কর।" তিনি বলিলেন, "আমি ইহা মিথ্যাই মনে করিয়া রাজার নিকটে তোমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি। আর ইহা অস্বীকার করিলে তোমার রাজভক্তিই প্রকাশ পাইবে।" কিন্তু ভূম্যধিকারিণী উত্তর করিলেন, আমি এক অপরাধ প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া ঈশ্বর ও রাজার নিকট কি আর এক অধিকতর অপরাধে জড়িত হইব? যখন রাজা আমার বাক্যের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়াছেন, তখন আমি কখনই মিথ্যা বলিতে পারিব না। যে ব্যক্তি এই কথা রাজার শ্রবণ-গোচর করিয়াছে, তাহার খল স্বভাবের নিন্দা করি, কিন্তু সে মিথ্যা দোষারোপ করে নাই। আমি তাহাকে সে অপরাধে অপরাধী করিতে পারিব না।

পর দিন উক্ত ভূম্যধিকারিণী রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন, আমি নিজে অপরাধী হইয়া তদ্বিষয়ে অন্যকে অপরাধী করিতে পারি না। রাজা এই ললনার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করি-লেন এবং পরে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিকতর সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ভারত মহা-সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কার সহিত দাক্ষিণাত্যের যোগ সাধন করিয়া-ছিলেন। রামায়ণে ইহার বিষয় বিশেষ বিবৃত আছে। জলপতি বরুণদেব বন্ধন জ্বালায় অস্থির হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা ত্যাগ কালে বিনয় ও সাধ্য সাধনা করাতে সেতুর তিন স্থান ভগ্ন করিবার আদেশ হয়। কিন্তু কলিকালে কালিঞ্জরের রাজা পুনর্ব্বার সেতুর সংস্কার কার্য্য সমাধা করেন। সাগর তখন আপত্তি করিয়া-ছিলেন কি না "মহাবংশ" পুস্তকে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে এখন আমরা সেতুর বিলোপ দেখিয়া মনে করিতে পারি যে জলপতি এবারে কোন অনুরোধ না করিয়া সবলে বন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক রামে-শ্বরের সেতুর সংস্কার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সে বৎসর ডিউক অব বকিংহাম (যখন মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন) এই সেতুর পুনঃসংস্কার জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়াতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। অধুনা

সিংহল ক্রমশঃ যেরূপ উন্নত হইতেছে, তাহাতে ভারতের সহিত তাহার যোগ সাধন আবশ্যক। মান্দ্রাজের সহিত সংযুক্ত হইলে একজন শাসনকর্ত্তার দ্বারাই মান্দ্রাজ ও সিংহল সুশাসিত হইতে পারে। এই সেতু দ্বারা যে উভয় দেশেরই মহোপকার সাধন হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

ইংলিস চ্যানেলে সেতু বা সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সংযুক্ত হয়, বহু দিন হইতে এই প্রস্তাব চলিতেছে। কত প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু অদ্যাপি একটিও ফলোদায়ক হয় নাই। ইংরাজ ও ফরাসিস্‌দিগের দীর্ঘসূত্রতায় আমেরিকানগণ লাভবান হইলেন। তাঁহারা কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিলেন— ইংলিস চ্যানেলের সেতুবন্ধ কৌশল ব্রুকলিন চ্যানেলে নিয়োজিত হইল। সেতু প্রস্তুত হইল, নিউইয়র্ক নগর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

ব্রুকলিন সেতুর কৃতকার্য্যতা দর্শনে রুসীয়গণ বেরিং প্রণালী বন্ধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। বেরিং প্রণালী উত্তর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থল। ইহার বিস্তার ইংলিস চ্যানেলের অপেক্ষা অনেক বড়, তবে ইহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী থাকাতে সেতুবন্ধন অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হইবার সম্ভাবনা। এই সেতুর উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইবে এবং লৌহ অশ্ব এক নিশ্বাসে আসিয়া হইতে আমেরিকায় উত্তীর্ণ হইবে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রুসিয়ার সংশ্রব ভদ্রজনক নহে, আমেরিকানগণ এখন এই চিন্তায় আকুল হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ পারস্যাধিপতি জরাক্সিস্ ডার্ডেনেলিসে নৌকার সেতু স্থাপন করিয়াছিলেন—এক্ষণে এই প্রণালীতে সেতু বন্ধন করিবার উদ্যোগ হইতেছে। তুরস্কের সুলতান ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এই সেতু দ্বারা ইউরোপ ও আসিয়া এক হইয়া যাইবে।

অবিনশ্বর স্বর।

নশ্বর মানবের স্বর অবিনশ্বর। এই কথার যদি কোন নূতনত্ব থাকে, তাহা হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয়, নতুবা ইহাতে বিস্ময়জনক ব্যাপার কিছুই নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে বাল্মীকি বা বেদব্যাস হোমর বা কালিদাস কতকাল মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের গীতস্বর বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর যে সকল তত্ত্বদর্শী ও কবি মনোভাব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বর শিশক অক্ষরে কাগজ মধ্যে কৃষ্ণমসি দ্বারা মুদ্রিত আছে। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও

ভাব সহকারে গীত ও পঠিত হইলেই তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়া থাকে। যতকাল ভাষা বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল এই স্বরও ধ্বনিত হইবে, সুতরাং ইহাও এক প্রকার অবিনশ্বর। কিন্তু আমরা যে ভাবে স্বরকে অবিনশ্বর বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, ইহা তাহা নহে। ইহা জীবিত ব্যক্তির উচ্চারিত কণ্ঠস্বর। আমরা গতায়ু হইলেও আমাদিগের উচ্চারিত স্বর জীবিত থাকিবে—আমাদিগের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্য সকল চিরকাল উদ্গীরিত হইবে। শিশুর রোদন, শোকার্ত্ত রমণীর বিলাপন, প্রণয়ীর হৃদয়োচ্ছ্বাস, বাগ্মীর উত্তেজনা চিরকাল সংরক্ষিত হইয়া ভাবী বংশের কৌতূহল বৃদ্ধি করিবে। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে স্বরের এই নিত্যতা রক্ষা একটী সামান্য শিল্পযন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। মানব মর, কিন্তু তাঁহার আত্মা অমর, ইহা নিতান্ত সত্য হইলেও একান্ত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; সুতরাং ভাবী বংশীয়দিগের নিকট তাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীকৃত করিবার জন্য বহুকাল হইতে প্রয়াস হইতেছে। শরীরকে রাখিবার জন্য "মমী" "প্রস্তরীভূত" দেহ প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভূরি ভূরি পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ হয় নাই। নখ, কেশ, দন্ত, কপাল ও কঙ্কাল বহু যত্নে সংরক্ষিত হইলেও মনস্তুষ্টিকর নহে। এই জন্য "স্বর" রক্ষার জন্য এত যত্ন! অল্প দিন হইল প্রেততত্ত্ববাদীরা (Spiritualist) মন্ত্র বা কৌশলে পরলোক হইতে লোকদিগকে মর্ত্ত্যে আকর্ষণ করিয়া "বক্তার" করিতেন। দুঃখের বিষয় তাহাদিগের সেই মন্ত্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর প্রতারণা বা কল্পনার সময় নাই, বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রগাঢ় গবেষণায় সে সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। যে দিন হইতে টেলিফোঁর আবিষ্কার হইয়াছে, বিদ্যুচ্ছক্তি প্রভাবে তারযোগে স্বর সকল এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হইতেছে, সেই দিন হইতেই এই স্বরকে অবিনশ্বর করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

দশ বৎসর অতীত হইল টমাস এ ইডিসন একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে ইহাদ্বারা উচ্চারিত স্বর সকল লিপিবদ্ধ, সংরক্ষিত ও পুনরাবৃত্তীকৃত হইবে; সঙ্গীত, অভিনয় ও বক্তৃতা উক্ত প্রক্রিয়া যোগে সংরক্ষিত হইয়া পুনরায় শ্রুতিগোচর হইবে। এইরূপ বিজ্ঞাপনে সকলে সন্দিহান হইয়াছিল এবং পরীক্ষা সময়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাকে বিশেষ অপ্রতিভ হইতে হয়। তথাপি তিনি নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হন নাই। অটল অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত স্বীয় নির্ম্মিত যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত রহিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরিশ্রমের সাফল্য এবং বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তাঁহারা এই অভিনব অপূর্ব্ব যন্ত্রের নাম ফনোগ্রাফ। ইহাতে টেলিফোঁ বা টেলিগ্রাফ সহযোগে স্বর সকল সন্নিবিষ্ট করিতে হয় না, সামান্য শিল্প কৌশলে আশ্চর্য্যরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যন্ত্রটী আকারে একটী শিলাইয়ের কলের ন্যায়। একখণ্ড কঠিন মোম একটুকু কাঁচ ও একটী সূক্ষ্ম সূচীই ইহার প্রধান উপাদান। স্বর সকল সূচীবিদ্ধ হইয়া সংরক্ষিত হয়। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে যাঁহারা গতাসু হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বর ইহাদ্বারা রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাঁহারা আপনাদের স্বর ইহাতে সংবদ্ধ করিয়া গতাসু হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বর পুরুষানুক্রমে নিত্য কাল আবৃত্তি হইতে থাকিবে। স্বর একবার লিপিবদ্ধ বা সূচীবিদ্ধ হইলে যে কোন সময়ে যতবার ইচ্ছা পুনরাবৃত্তীভূত হইবে। ইডিসন ফনোগ্রাফ গ্রাফো ফোঁ নামক আর একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহাদ্বারা উচ্চস্বর সকল উচ্চারিত হইয়া থাকে, ইহা বধিরদিগের একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে ফনোগ্রাফে দুইটী ডায়াগ্রাম ব্যবহার করিতে হয়; একটী দ্বারা স্বর লিপিবদ্ধ করা ও অপরটীর দ্বারা আবৃত্তি করা হয়। যাহাতে এক ডায়াগ্রামেই এই উভয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, ইডিসন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিকের নিমিত্ত দেশীয় স্ত্রীলোকের রচনা।

১৮৯০ সালের ৩০এ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক রচনা সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে আমরা আহ্লাদের সহিত তাহা পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন জন্য রাজপুরুষগণ যে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহার জন্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ। আমাদের পাঠিকাগণের অনেকে এই পারিতোষিক রচনার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বর্ষেও অনেকে রচনা প্রেরণে অগ্রসর হইবেন। লেখিকারা কেবল অর্থ লাভকেই লক্ষ্য মনে করিবেন না। এরূপ কার্য্য দ্বারা আত্মোন্নতি, খ্যাতিলাভ এবং দেশের কল্যাণ সাধনেরও সহকারিতা করা হয়। বিজ্ঞাপনটী এই :—

"শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিক পাইবার নিমিত্ত ১৮৮৯—৯০ সালে কোন উত্তম রচনা প্রেরিত না হওয়ায় ১৮৯০—৯১ সালে ৪০৲ টাকা

করিয়া দুইটি পারিতোষিক দেওয়া যাইবে স্থির করা হইয়াছে। "বঙ্গ মহিলার অনুষ্ঠিত গার্হস্থ্য শিল্প" এইটি রচনার বিষয় হইবে।

পারিতোষিক দিবার নিয়ম।—

(১) বঙ্গদেশে জন্ম এমন সকল শিক্ষিত স্ত্রীলোকই, বয়স যতই হউক, এই পারিতোষিকের নিমিত্ত রচনা পাঠাইতে পারিবেন।

(২) যে রচনার নিমিত্ত পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, তাহা বাঙ্গলা বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে রচনাগুলি পরীক্ষার নিমিত্ত সেণ্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক রচনার সঙ্গে রচয়িত্রীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবকের এরূপ নির্দেশপত্র দিতে হইবে যে তাঁহার বিশ্বাসমতে রচয়িত্রী রচনা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

পারিতোষিক প্রার্থিনীরা ১৮৯১ সালের ৩০শে জুনের পর না হয় এমন সময়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে সেণ্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটীর সেক্রেটরীর নিকট আপন২ রচনা পাঠাইয়া দিবেন। যে খামের মধ্যে রচনার কাগজ থাকিবে, তাহার উপর "Brajamohan Dutt Prize Essay" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। যাঁহার রচনার নিমিত্ত পারিতোষিক দেওয়া হইবে, তাঁহার নাম গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

কোন রচয়িত্রী এক বৎসর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলে এবং ইচ্ছা করিলে আবার পারিতোষিকের নিমিত্ত রচনা করিতে পারেন। এইরূপে পরবর্ত্তী প্রতিযোগিতায় যদি তাঁহার রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে; কিন্তু তাঁহার নীচেই যে রচয়িত্রী যোগ্যতা প্রদর্শন করেন, পারিতোষিক তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে।

যদি পরীক্ষকেরা এরূপ বিবেচনা করেন যে, যে রচনাগুলি প্রেরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিও পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত নয়, তাহা হইলে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে না।"

নূতন সংবাদ।

১। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল ত্রিহুত ষ্টেট্ রেলওয়ের অন্তর্গত সমস্তিপুরে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতি স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য রেলওয়ের ট্রাফি

আনন্দ ধ্বনি হয়। রাজপ্রতিনিধি একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলে বাইস চান্সেলর অনরেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতা করেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রাজবৃত্তি—ইংলণ্ডেশ্বরী বার্ষিক ৩,৮৫,০০০ এবং রাজপরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি ১,৫৮,০০০ পাউণ্ড পান। অন্যান্য দেশের রাজবৃত্তির সহিত তুলনায় ইহা অল্প। জর্ম্মণ সম্রাট ৬,৯০,০০০ রুসীয় সম্রাট ২০ লক্ষ, অষ্ট্রীয় সম্রাট ৯,৩০,০০ এবং ইটালীরাজ ৬,৫০,০০০ পাউ পান। এক পাউণ্ডের মূল্য প্র ১০ টাকা।

রুসীয় সম্রাজ্ঞী—ইনি যেমন সাধ পতিব্রতা, তেমনি সন্তান-বৎসলা প্রতিদিন তারযোগে যুবরাজের সংবা লন এবং তাঁহার জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন যু রাজকে রাজধানীতে প্রত্যাগত দেখিবা জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। রুসীয় রাজবংশে যেরূপ গৃহ শত্রু তাহাতে উদ্বেগের কথ বটে। ঈশ্বর যুবরাজকে রক্ষা করুন্।

স্ত্রী ভক্ত চরিত।

সিদ্ধ শবরী।

বিশ্বাস, ভক্তিবাসনা, সাধুসেবা প্রভৃতি সদ্গুণনিচয় আমাদিগকে এক-কালে ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং আমরা পূর্ব্বতন ভক্তচরিত শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রীতি পাই না; বরং অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করি। "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু, তর্কে বহু দূর" ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে যে এই একটী মহামূল্য বাক্য প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতেও আমাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। বিশ্বাসহীন জীবনে,—ভক্তিহীন দেশে ভক্তচরিতালোচনা বিড়ম্বনা বলিয়াই বোধ হয়। যাহাহউক মিথ্যা গল্প বলা ও মিথ্যা গল্প শোনার প্রথা সকল দেশেই আছে; আজি না হয়, সেই হিসাবেই সিদ্ধ-শবরীর কথার আলোচনা করা যাউক।

রামায়ণ প্রমাণে শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী গমনের পূর্ব্বে সেই বনে একটী চণ্ডাল কন্যা বাস করিতেন। তৎকালে পঞ্চবটীতে যে সকল ঋষি তপস্বীর আবাস ছিল, চণ্ডাল-তনয়া তাঁহাদিগের নিকটেই থাকিতেন, কিন্তু গোপনে,—কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেন না। শবরী শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া শেষ রাত্রে গোপনে ঋষিগণের কুটীর দ্বারে রাখিয়া আসিতেন। যে পথ দিয়া ভক্তগণ নদী স্নানে যাইতেন, শবরী গোপনে গোপনে সেই পথের কণ্টক কর্করাদি স্থানান্তর

করিয়া সম্মার্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। ক্রমে এই সকল বিষয় ঋষিগণের গোচর হইল। কে গোপনে গোপনে এই সকল সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জানিবার জন্য সাধুগণের কৌতূহল হইল, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে, শবরীই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শবরীর সাধু সেবা ও ভক্তিবাসনা দর্শনে একজন ভক্তের হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি দয়াপরবশ হইয়া শবরীকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। শবরী কৃতার্থ হইল। নীচজাতীয়া স্ত্রীকে শিষ্যা করায় ঐ ভক্তের প্রতি অন্যান্য কর্ম্মজ্ঞানাভিমানী ঋষিগণ বড়ই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শবরীগুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন "যাহার ভক্তি আছে, সে সর্ব্ব বর্ণের শ্রেষ্ঠ।"

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, গুরুদেব শিষ্যা শবরীকে কহিলেন, "আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে,—আমাকে শীঘ্রই লোকান্তর গমন করিতে হইবে,—আমার ভাগ্যে প্রভু শ্রীরাম চন্দ্রের বনলীলা দর্শন ঘটিবে না। তুমি এই আশ্রমে থাকিয়া সাধুসেবা ও স্বীয় প্রভুর ভজন সাধন কর। তুমি প্রভুর লীলা দর্শন করিবে।" শবরী গুরুবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। গুরুদেব স্বধামে গমন করিলেন।

একদিন ঋষিগণ নদীর যে ঘাটে স্নানাহ্নিক করিতে ছিলেন, শবরী সেই ঘাটে স্নান করিতে যান। ঋষিগণ শবরীকে দেখিয়া অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সহিত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নিরপরাধা শবরী নীরব। তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের জল রক্ত ও কীটময় হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ঋষিগণ ঘৃণাবিরক্তচিত্তে পলায়ন করিলেন। শবরী ভজনানন্দিত মনে গুরুর আশ্রমে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যখন তিনি কিছু ভাল ফলমূল পান, আপনি না খাইয়া, কবে প্রভু রামচন্দ্র আসিবেন, তাঁহার জন্য রাখিয়া দেন। এমন কি, কোন ফলমূল খাইতে খাইতে মিষ্ট বোধ হইলে, সেই অর্দ্ধভুক্ত উচ্ছিষ্ট ফলমূলই প্রভুর জন্য রাখিয়া দেন। উৎকট প্রেমে আচার বিচার নাই।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে শ্রীরামচন্দ্র সেই বনে আগমন করিলেন। বনে প্রবেশ করিয়াই "আমার শবরী কোথা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শবরী পিপাসু চাতকীর ন্যায় তাঁহার আগমনপথ চাহিয়াছিলেন, প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়াই তাঁহার চরণে গিয়া নিপতিত হইলেন। দয়াল প্রভু তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, তখন শবরী তাঁহার অনুপম রূপসাগরে নিমগ্ন হইলেন। দরদরিত প্রেমধারা গলিত হইতে লাগিল। অনুজ লক্ষ্মণ ঠাকুর উভয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস দর্শনে বিগলিত হইতে লাগিলেন। শবরীর আনন্দের সীমা

নাই। তিনি তাঁহার কুটীর দ্বারে পত্রাসন রচনা করিয়া প্রভুকে তদুপরি বসাইলেন এবং অতি যত্নে রক্ষিত ফল মূল আহার করিতে দিলেন। প্রভু সেই ভক্তদত্ত শুষ্ক ও উচ্ছিষ্ট ফলাদি মহানন্দে ভোজন করিলেন। শুদ্ধভক্তিময়ী সিদ্ধ শবরী প্রভু ভক্তবাৎসল্য দর্শনে আত্ম হারা হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রভু নদীতটে গমন করিয়া নদীর জল শোণিতাক্ত ও কীটাকুলিত হইয়াছে কেন, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহই তাহার কারণ বলিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিজেই বলিলেন,—"তোমরা শবরীকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই ফলে জল ঐরূপ হইয়াছে। পুনরায় শবরীর পাদ-স্পর্শ মাত্রে ঐ জল পবিত্র হইবে।" ভক্তিবিরোধী ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ প্রভুর বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার্থ তথোক্ত অনু-ষ্ঠান করিলে নদীজল নির্ম্মল হইল। তখন সকলেই শবরীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু এইরূপে স্বয়ংই শবরী উপলক্ষে ভগবদ্ ভক্তির মহিমা প্রচার করিলেন।

আজিকার বাজারে এই বিবরণ ফুৎকারে উড়িয়া যাইবারই কথা। কিন্তু যাহার বিশ্বাস আছে,—ভক্তি আছে.—ভক্তি—ভক্ত--ভগবানে অভেদবুদ্ধি আছে; তিনি বুঝিবেন, ঐ বিবরণে কিছু আছে,—কি না আছে।

যদুবংশ।

আর্য্যবংশের মধ্যে যদুবংশ অতি বিস্তৃত। সভ্য জগতে এমন স্থান নাই যাহাতে যদুবংশীয়েরা বাস না করেন। যদিও দেশ ও ধর্ম্ম ভেদে এই বিশাল বংশের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি অনুপূর্ব্বিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে সভ্য জগতের অর্দ্ধেক রাজবংশ ও রাজ্য এই বিশাল বংশ তরু শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত। এই বংশে ভুবনবিখ্যাত বীর ও রাজগণ উদ্ভূত হইয়া সময়ে সময়ে [illegible] আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। এই বিশাল বংশে, যে দুই মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জনসমাজে এক নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাবধি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আমরা যথা স্থানে তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিব।

পুরাণ পাঠে জানা যায় যে নহুষ তনয় যযাতির পুত্র যদু হইতে যদু-বংশের উদ্ভব। মহারাজ যযাতির দুই স্ত্রী; প্রথমা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা—নাম দেবযানী; দ্বিতীয়া—দৈত্য-পতি বৃষপর্ব্বার কন্যা,—নাম শর্ম্মিষ্ঠা।

মহারাজ যযাতি, দেবযানীর গর্ব্ভে যদু ও অনু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও পুরু নামক পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পুরাণ বলেন, পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করায়, যদু নিজের জ্যেষ্ঠ স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হয়েন। • পুরাণ যে কেন শাস্ত্রানুসারে যদুর প্রতিলোমজত্বের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে মহামুনি ব্যাস (১) যদুর প্রতিলোমজত্ব দোষ না ধরিয়া কেবল পিতৃআজ্ঞা অবহেলনকারী বলিয়া পিতৃ রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, (২) আবার তিনিই বলিয়াছেন যে,—"অধমাতুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।" (৩) বিষ্ণু বলেন—"প্রতিলোমাস্তু আর্য্যবিগর্হিতাঃ।" (৪) গৌতম বলেন—"প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ।" (৫) দেবল বলেন,—"বহির্বর্ণাঃ প্রণিতাঃ প্রতিলোমজাঃ" এস্থলে দেবযানী উৎকৃষ্টবর্ণ ব্রাহ্মণ কন্যা, আর যযাতি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি ক্ষত্রিয়। প্রথমোক্ত শ্লোকটীতে প্রকাশ যে অধম বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণার গর্ব্ভজ সন্তানই প্রতিলোমজ। এই প্রতিলোমজের প্রতি শাস্ত্র যে রূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে যে শাস্ত্র, সবর্ণাগর্ব্ভজ পুত্র বিদ্যমান থাকিতে বা অনুলোমাজ বর্ত্তমানে প্রতিলোমাজকে জ্যেষ্ঠের সম্মান প্রদান করিবেন ইহা সম্ভব নয় সত্য, কিন্তু আমরা বলি যে পুরাণ, যদুর সময় বোধ হয়, শাস্ত্র ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। যদি কেহ বলেন যে যদু অনু সেই দোষেই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই; কিন্তু পুরাণ, যদু ও অনুর সে দোষটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, আর যদি তাহাই হইবে তবে জ্যেষ্ঠ স্বত্বানুসারে তুর্ব্বসু রাজা হইতে পারিলেন না কেন? সুতরাং এস্থলে শাস্ত্রে ও পুরাণে অনৈক্যতা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক প্রথম চারিটী পুত্র পিতার বিরাগভাজন হওয়ায় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরুই পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। এই পুরু হইতে পৌরব বংশ। এই বংশে কুরু নামে যে মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারই বংশে ভুবনবিখ্যাত কৌরবগণ সমুদ্ভূত হয়েন, সুতরাং পৌরব ও কৌরব একই বংশ। যযাতির পরিত্যক্ত চারি পুত্র পিতৃরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষার্থে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু ও তাঁহার বংশধরগণ সিন্ধুনদ হইতে সুদূর কাস্পীয়ান সাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এই যদুর রাজধানী অদ্যাপি "যদুকার্তিকা" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ২য় অনু, তৎকালের বেদরহিত পূর্ব্ব দেশে "অঙ্গ" নামে রাজ্য স্থাপন করেন। ৩য় তুর্ব্বসু, হিমালয়ের পরপার

(১) মহাভারত আদিপর্ব্ব যযাতি উপাখ্যান, (২) ব্যাস সংহিতা প্রথম অধ্যায়। (৩) বিষ্ণু সংহিতা। (৪) গৌতম সংহিতা ৪র্থ অধ্যায়। (৫) পরাশর ভাষ্য ২য় অধ্যায় ধৃত।

বিশাল ভূখণ্ডে—তিব্বত নামক দেশে নিজ বংশতরু রোপণ করেন। ৪ দ্রুহ্যু, পৌরাণিক দ্রাবিড় দেশে আধিপত্য স্থাপন করেন, ইঁহারই বংশাবলী বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং দেশ ও ভাষাভেদে তাঁহাদের রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের বিস্তর বিভিন্নতা হয়। এই ঘটনার বহু দিন পরে মহামুনি ব্যাস সর্ব্বজন হিতকর উপদেশ পূর্ণ মহাভারত প্রণয়ন করেন। সুতরাং তিনি মহারাজ যযাতি বংশকে স্বইচ্ছায় অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে না দিয়া উহা যযাতির অভিশাপ বলিয়া, যযাতির বংশীয় বিধর্ম্মীদিগের দোষ খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন, অন্য পক্ষে ইহার মূলে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে পুত্রের পক্ষে পিতৃ আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, গান্ধার (ক্যাণ্ডাহার), বাহ্লিক (বাক) তিব্বত (চীন), উত্তর কুরু ও মঙ্গোলীয়া প্রভৃতি দেশ ভারতের সীমা। * ইহার পর বোধহয় মহাজঙ্গল ছিল। পার্ব্বতীয় দেশ সমূহে অল্পসংখ্যক লোক বাস করিত। পুরাণ বলেন যে ঐ সকল দেশ সাধারণ মনুষ্যের অগম্য এবং উক্ত দেশ সকলের অধিবাসীরা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দৈত্যনামে আখ্যাত, ইহারা সংখ্যায় তিন লক্ষ! ইহাতে বোধ হয় যে এখন যেস্থান বহুলোকাকীর্ণ ও মহা মহা সাম্রাজ্যে পরিণত, সেই সকল স্থান অতি পুরাকালে অল্পলোকের বাসস্থান ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জন্য যদুগণের পশ্চিম এসিয়া—এমন কি ইয়ুরোপ ও আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক অসভ্য বন্য লোকদিগকে জয় করা সহজ হইয়াছিল। তাহা হইলে কি হয়, প্রধান প্রধান যদুগণ পূর্ব্বদিকে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া পঞ্চনদ ও নর্ম্মদার কূলে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। পুরাণ কথিত মাহিষ্মতী পুরী ইঁহাদেরই স্থাপিত। হৈহয়, কার্ত্তবীর্য্য ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি বীরগণ এই যদুকুলের শাখাবংশসম্ভূত হইয়া বহুকাল সাম্রাজ্য ভোগ করেন। এই যদুকুলের অন্যতম শাখা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া মথুরাপুরী হস্তগত করেন, এমন কি ইঁহারা দক্ষিণাপথ হইতে গোদাবরী, কাবেরী ও কৃষ্ণা নদীর তটেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাদের বল বিক্রম বহু কাল অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ হইতে সূর্য্যবংশীয়দিগকে বিতাড়িত করেন, এবং দ্বারকা পুরী ইঁহাদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে ভারতে এই বিশাল বংশ যদু, ভোজ, বৃষ্ণি, শিনি, চেদি, দেবী ও অন্ধক এই সপ্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হরিকুলেশ বলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রথমোক্ত যদুকুলকে অলঙ্কৃত করেন এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বংশ, হরি বংশ বলিয়া প্রথিত।

* উইলিয়ম কুক টেলর আদিম ইতিহাস—১০। ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

হৈহয় ও তালজঙ্ঘ যখন সূর্য্যবংশীয় সগর নৃপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয়েরা ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, অযোধ্যানগরী তাঁহাদের রাজধানী ছিল। অযোধ্যাভূষণ শ্রীরামচন্দ্রের পর হইতে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যবংশীয়দিগের তেজ, চন্দ্রবংশীয় পৌরবগণ কর্ত্তৃক হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বেই পৌরবগণ ভারত সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্ব ভারতে পৌরবগণের রাজধানী মগধ, মহাবীর জরাসন্ধ তাহার অধিপতি। জরাসন্ধ নিজের দুই কন্যা যদুপতি উগ্রসেনের পুত্র কংসকে প্রদান করেন। (আমরা "হরিবংশে" কংসের জন্ম বিবরণ লইয়া যে একটী গল্প দেখিতে পাই, তাহা এস্থলে আলোচনা করা অনাবশ্যক, সুতরাং কংসকে আমরা উগ্রসেনের পুত্র বলিতে বাধ্য হইলাম।) দুর্বৃত্ত কংস জরাসন্ধকে সহায় পাইয়া নিজ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতঃ কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া সমস্ত যাদবগণের অধিপতি হইয়া বসিলেন। এদিকে জরাসন্ধও বৃহৎ যদুসৈন্যের সাহায্য পাইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনার সংকারী রাজগণকে স্ববশে আনিয়া একেবারে অদম্য হইয়া উঠিলেন। জরাসন্ধের ও কংসের দুরাচরণে ভারত অচিরে যেন একটী পাপের নিলয় হইয়া উঠিল। যে সকল নৃপতি কংসের ও জরাসন্ধের দুষ্কর্ম্ম সমূহকে ঘৃণা করতঃ বিপক্ষতা অবলম্বন করিলেন, পাপমতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই কারাবরুদ্ধ হতভাগ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই যাদব। এই সময়ে যদুবংশাবতংস বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অতি পবিত্র, যাঁহারা ইঁহাকে লম্পট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিষয়ে আদৌ অবগত নহেন। পূত চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তরূপ দোষারোপকারীগণ নিজ কল্পনা সমুদ্র মন্থন করিয়া করিয়া অতি যত্নে যে হলাহল উৎপন্ন করেন, তাহাই কৃষ্ণের লম্পটত্ব প্রমাণ করে মাত্র; কিন্তু পুরাণ কখনও তাঁহার প্রতি উক্ত দোষারোপ করেন না। ইঁহার কোন দোষের কথা দূরে থাকুক, ইনি সচ্চরিত্র ও বিশ্বপ্রেমিকত্ব জন্য একটী আদর্শ মনুষ্য বলিয়া বর্ণিত। (ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব কথা।

স্তোত্র শ্রবণ।

এক ভট্টাচার্য্য এক যজমানের গৃহে বটুক-স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। কতক গুলি বালিকা ভট্টাচার্য্যের স্তোত্র পাঠ শুনিতেছে। ভট্টাচার্য্য মধ্যে মধ্যে সুর করিয়া সংস্কৃত উচ্চারণ করিতেছেন আর স্থানে স্থানে স্তোত্রের লিখিত বিষয় গদগদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। বটুক-স্তোত্রের প্রারম্ভে আছে—

"কৈলাস শিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্॥"

ভট্টাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী বটুকেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য শুনিবার ইচ্ছায় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া একটী বালিকা অপর একটী বালিকাকে বলিল "ভাই! সে কালে দেবতারাও ত স্ত্রীপুরুষে একত্র বসিয়া ধর্ম্মকথা বলাবলি করিতেন! এখনকার লোকে তাহা করে না কেন?"

বালিকা ঠিক্ কথাই বলিয়াছে। এখনকার লোকে স্ত্রীপুরুষের একত্র উপবেশনকেও নিন্দা করে। কেন করে, তাহার অর্থ বুঝি না। উহাতে দোষ কি? দোষ ত নাই, প্রত্যুত গুণ আছে। স্বামীই স্ত্রীজাতির গুরু, স্বামীর নিকটেই তাহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করা উচিত। স্বামীর নিকটে ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে স্ত্রী স্বামীর তুল্যধর্ম্মিণী হইয়া ইহ পরলোকে সুখিনী হইতে পারেন। অন্যের নিকট, সমাজের নিকট, পুস্তকের নিকট ও বন্ধুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করা স্ত্রীর আবশ্যক নহে। করিলে স্বামীর মতে ঐকমত্য না হইতেও পারে। এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরাও আভাসে ঐ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীর সহিত এক যোগে এক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন, এই হিসাবে তাঁহার অন্য নাম সহধর্ম্মিণী। যে নারী উহা উলঙ্ঘন করে, সে সহধর্ম্মিণী নহে। সমুদায় তন্ত্র শাস্ত্র দেখ দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্রই শিব শিবানী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শিবানীকে ধর্ম্ম কথা বলিতেছেন এবং শিবানীও শিবের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছেন। ইহার মর্ম্ম কি? উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই যে, জগতের সমুদায় নারী শিবানীর নিদর্শনে স্বামীর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিতা হউক। তাহা হইলেই যথাকালে "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া" এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তাহা হইলেই যথাকালে নরনারী এক হৃদয় হইয়া মনুষ্য জন্মের পূর্ণতা অনুভব করিয়া পরলোকেও পতিপত্নী যোগ অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

স্ত্রী শিক্ষা।

এ শিক্ষা বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত

নহে। ইহাতে বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গও নাই, পুস্তকের কথাও নাই। ইহা আমার একটী পরিজ্ঞাত ঘটনার কথা। ঘটনাটী এই—

হিন্দু স্ত্রীলোকের পুরাণ শুনিতে বড়ই প্রবৃত্তি। কএক বৎসর অতীত হইল, আমার কোন বন্ধুর গৃহে প্রাতে পুরাণ পাঠ এবং অপরাহ্ণে কথকতা হইত। তাহাতে গ্রামের অধিকাংশ নরনারী অপরাহ্ণে আমার সেই বন্ধুর গৃহে কথকতা শুনিতে যাইত। কথা উত্থাপন হওয়ার কিছু দিন পরে একটী বিস্ময়কর ঘটনার কথা শুনা গেল। কথাটী এই—"সীতারাম মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পিতা মাতার অজ্ঞাতে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছে।"

এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহারা সন্তান সম্ভাত না হওয়া পর্য্যন্ত বাপের বাড়ী থাকিতেই ভাল বাসে। আবার এমন অনেক পিতা মাতা আছেন, যাঁহারা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে ভাল বাসেন না। সীতারাম ও সীতারামের কন্যা উভয়েই ঐ শ্রেণীর লোক। সীতারামের জামাতা অনেকবার সীতারামের কন্যাকে গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। আজ যে সীতারামের কন্যা পিতা মাতাকে না বলিয়া রাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গেল, ইহার কারণ কি! এই কথা গ্রামের সর্ব্বত্রই আন্দোলিত হইল। ৫।৭ দিন পরে সীতারামের কন্যা শ্বশুরালয় হইতে সীতারামকে যে পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্রে তাহার ঐরূপ গমনের কারণ ব্যক্ত হইয়াছিল। পত্রখানির কিয়দংশ এই—

"গিরিরাজদুহিতা সতী রাজকন্যা হইয়াও ভিখারী মহাদেবের ভিখারিণী হইয়াছিলেন এবং পিতাকর্ত্তৃক স্বামীর অবমাননায় প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দানবরাজদুহিতা শচী যখন ত্রিলোকের অধীশ্বরী, তখন তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী রসাতলে গিয়াও উদ্বেগশূন্য হইতে পারেন নাই। এত দিনের পর আমি বুঝিয়াছি, বাপের বাড়ী বাড়ী নহে, শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী। পিতামাতা ভাই ভগিনীর সম্পদে বিপদে স্ত্রীজাতির সম্পদ বিপদ হয় না। স্বামীর সম্পদেই সম্পদ, স্বামীর বিপদেই বিপদ। স্বামীর সুখেই সুখ, স্বামীর দুঃখেই দুঃখ। * * * * *"

কি আশ্চর্য্য ঘটনা! কি আশ্চর্য্য জ্ঞানোদয়! কি অদ্ভুত পত্র! কি অনির্বাচ্য শিক্ষা লাভ! যদি কোন স্ত্রী নীতি, ধর্ম্ম ও পবিত্রতা শিখিতে চায়, তবে তাহাকে ঐরূপ শিক্ষা দাও। যদি কোন নারী সুখ দুঃখ চিনিতে চায়, তবে তাহাকে সীতারামের কন্যার উপদিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে বল। আমাদের বিবেচনায়, বৃথা বড় বড় অঙ্কপুস্তক না পড়াইয়া ও ভাষার জটিল চাতুর্য্যে পণ্ডিতা না করিয়া যদি তাহাদিগকে পৌরাণিক আখ্যায়িকার মর্ম্মসকল হৃদয়-

জয় করাইবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই এ জগৎ স্বর্গধাম হইবে, সন্দেহ নাই।

পুত্র ও জননী।

পুত্র স্নান করিতেছে, এমন সময় তাহার জননী আসিয়া বলিলেন, কাল আমার সংক্রান্তির ব্রত উদযাপন, তজ্জন্য আজ্ একখান কাপড় আনিতে হইবে। পুত্র শুনিল, কিন্তু প্রত্যুত্তর করিল না। পুত্রের আহারের সময়েও জননী পুনর্ব্বার ঐ কথা বলিলেন, পুত্র এবারেও হঁ। না কিছুই বলিল না। জননী ভাবিলেন, পুত্র অন্যমনস্ক আছে, তাই আমার কথায় মনোযোগ করে নাই। কিয়ৎকাল পরে পুত্র যখন পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, জননী তখন পুনর্ব্বার তাহাকে বস্ত্রের কথা বলিলেন। এবার সেই সুপুত্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল, কতবার বলিতে হইবে? আমি শুনিয়াছি। জননী পুত্রের বৈরক্তি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বাপু হে! তুমি লক্ষ বার "চাঁদ ধরে দাও, চাঁদ ধরে দাও" বলিয়া কাঁদিয়াছিলে, তাহাতে আমি একবারও বিরক্ত হই নাই। আমিত তোমাকে দুইবারের পর তিনবারমাত্র বলিয়াছি!!!...

পাঠক পাঠিকা! বুঝিয়াছ? জননী যে আপ্‌শোসের কথা বলিলেন তাহা কত গভীর? তাহার অর্থ কত দূর বিস্তৃত? ঐ অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের বশ্য হওয়া প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

একটী বৈদিক গল্প।

দেবতারা, অসুরেরা ও মানুষেরা একদা সভা করিয়া বিচারারম্ভ করিল। বিচারের বিষয় দুঃখ। "আমাদের দুঃখ হয় কেন?" এই একই প্রশ্ন সকলের মনে জাগরূক! বিচারে স্থির হইল যে, আমাদের দুঃখের কারণ আমরা নিজে নিজে জানিতে ও স্থির করিতে পারিব না, এ বিষয় পিতামহকে (ব্রহ্মাকে) জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই আমাদের দুঃখের কারণ জ্ঞাত আছেন। আমরা মোটামুটি এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, আমাদের দোষেই আমাদের দুঃখ হয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে কাহার কি দোষ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নিজের দোষ নিজের জ্ঞানে উদিত হয় না। অতএব, এ বিষয় সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বিদিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। অনন্তর দেব, অসুর, মানব, ইহারা সকলেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মার দর্শন কামনায় তপস্যারম্ভ করিল। দীর্ঘকাল তপস্যার পর, পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইলেন এবং "দ" এই মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর দেবগণ, অসুরগণ ও মানবগণ পিতামহ ব্রহ্মার ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যা-

লোচনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবতারা ভাবিতে লাগিল, পিতামহ আমাদিগকে কি বলিয়া গেলেন? "দ" শব্দের অর্থ কি? আমরা যে দোষে দুঃখ পাই, পিতামহ হয়ত আমাদের সেই দোষ সংশোধন করাইবার জন্য "দ" বলিয়া সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, আমাদের স্বভাবে কি দোষ আছে। অনুসন্ধানে স্থির হইল, আমরা বড় অদান্ত অর্থাৎ আমরা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ—ভোগবিলাসে রত। বোধ হয় পিতামহ আমাদিগকে বলিয়াছেন, দমধ্বং—দমন কর—ইন্দ্রিয়বেগ সংযত কর।

এদিকে অসুরেরা পিতামহোক্ত "দ" শব্দের অর্থ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া মনে মনে স্থির করিল, পিতামহ হয়ত আমাদের দুঃখবীজ দোষ পরিত্যাগ করাইবার জন্য সঙ্কেতে "দ" শব্দ বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, আমাদের স্বভাবে কি দোষ আছে। বিশেষ অনুসন্ধানের পর তাহারা স্থির করিল, আমরা অত্যন্ত নির্দ্দয়, সর্ব্বদাই দেবতার মনুষ্যের ও পশুর উৎপীড়নে রত আছি, তাই আমাদের দুঃখ হয়। অনুমান হয়, লোক পিতামহ ব্রহ্মা আমাদের বলিয়াছেন, দয়ধ্বং—দয়া কর।

উহাদের পরে মনুষ্যেরাও পিতামহোক্ত "দ" শব্দের অর্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। মনুষ্যেরা দেখিল, আমাদের স্বভাবে কৃপণতার আতিশয্য আছে অর্থাৎ আমরা সর্ব্বদাই স্বার্থগৃধ্নু থাকি, স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমাদের বড়ই কষ্ট হয়। অনুমান হয় উক্ত দোষই আমাদের দুঃখবীজ এবং সেই বীজ ধ্বংস করাইবার জন্য করুণাময় পিতামহ আমাদিগকে বলিয়াছেন, দ অর্থাৎ দদধ্বং—দান কর, স্বার্থ ত্যাগবুদ্ধি প্রবলা কর।

গল্পটীর তাৎপর্য্য এই যে, দান্ত হওয়া, জীবের প্রতি দয়া করা এবং অত্যন্ত স্বার্থপর না হওয়াই সুখের ও ধর্ম্মের কারণ। দম, দান, দয়া এই তিনটী দৃঢ়তররূপে স্বভাবগত বা অভ্যস্ত করিতে না পারিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইবে না; সুখী হইতেও পারিবে না। কারণ, ঐ তিনটীই ধর্ম্মের ও সুখের প্রধান অঙ্গ।

আপিচ, মানব প্রকৃতিতে দেবভাব, অসুরভাব ও মানবভাব সমস্তই বিদ্যমান আছে, পরন্তু সময়ে সময়ে ঐ ভাবের প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে। কখন বা দেবভাব প্রবল ও অন্যান্যভাব দুর্ব্বল হয়, কখন বা আসুরভাব প্রবল ও অন্যান্য ভাব দুর্ব্বল, আবার কখন বা মনুষ্যভাব প্রবল ও অন্যান্য ভাব দুর্ব্বল হয়। যখন যাহা হয় তখন তাহা বুঝিয়া লইয়া ইন্দ্রিয় দমন, দয়া ও দানাদি কার্য্য বিধেয়।

একটী সমস্যা।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় একদা এক রাক্ষসী আসিয়ের রাজাকে সম্বোধন

করিয়া বলিল, মহারাজ! আমার ৪ চারিটী প্রশ্ন আছে। আপনি অথবা আপনার সভ্যেরা যদি আমার সেই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের সদুত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে তৎশ্রবণে যে তৃপ্তি হইবে তাহাতেই আমার ভোজনস্পৃহা শান্ত হইবে। সদুত্তর না পাইলে আপনার সভাস্থ সভ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়াও তৃপ্ত হইব না, সুতরাং আপনার রাজ্য অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক হইব। রাজা রাক্ষসীর এই ভয়ানক বাক্য শ্রবণে ব্যথিত ও ভীত হইলেন এবং বলিলেন, প্রশ্নবাক্য বলুন। রাঁক্ষসী বঁলিল, (১) এখানে আছে—সেখানে নাই। (২) সেখানে আছে, এখানে নাই। (৩) এখানেও আছে, সেখানেও আছে। (৪) এখানেও নাই, সেখানেও নাই।

সপ্তাহ মধ্যে ঐ নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন চতুষ্টয়ের সদুত্তর দিতে হইবে, কিন্তু ষষ্ঠ দিবস অতীত হইলেও কোনও সভ্য উহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। পরে সপ্তম দিবসে কালিদাস রাক্ষসীকে নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন।

"রাজপুত্র! চিরং জীব, মা জীব মুনিপুত্রক!
জীব বা মর বা সাধো! ব্যাধ! মা জীব মা মর।"

অর্থ এই যে, (১) রাজপুত্র অধিক কাল বাঁচুক। (২) মুনিপুত্র শীঘ্র মরুক। (৩) সাধু মরুক অথবা বাঁচুক। (৪) ব্যাধও মরুক অথবা বাঁচুক। এই ৪ কথাতেই রাক্ষসীর প্রশ্ন চতুষ্টয়ের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। যথা—

ধনি সন্তান ধনমদে মত্ত হইয়া কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান রহিত হয়, নিরন্তর ইন্দ্রিয় পোষণে ব্যাসক্ত হইয়া ভবিষ্যতের চিন্তা করে না এবং শেষে যে পরকালের তাড়না আছে তাহা মনে করে না। সুতরাং তাদৃশ ধনি-সন্তানের সম্বন্ধে সেখানে অর্থাৎ পরলোক অতি ভয়ানক। এজন্য বলা হইল তাদৃশ ধনিসন্তানের না মরাই ভাল। মরিলেই সর্ব্বনাশ। ১

মুনিপুত্র এই লোকে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের আরাধনায় কাল কর্ত্তন করিতেছে, সেজন্য সে ইহলোকের সুখে বঞ্চিত হইলেও পরলোকে তাহার জন্য স্বর্গদ্বার খোলা রহিয়াছে। ২

সমদর্শী সাধু ব্যক্তি ইহলোকেও নিরুদ্বেগ, নির্ভয় ও সুখী এবং পরলোকেও তাহার জন্য শান্ত শিবলোক বিস্তৃত। ৩

ব্যাধ ইহলোকে দুঃখী এবং ইহলোকে হিংসাদি কার্য্য করায় পরলোকেও তাহার জন্য নরক অনাবৃত। ৪ অতএব রাজপুত্রের সুখ এই স্থানে আছে, সমস্ত স্থানে নাই। মুনিপুত্রের সুখ এখানে নাই, কিন্তু সেখানে আছে। সমদর্শী সাধুর অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর সুখ এখানেও সেখানেও আছে। ব্যাধের নীচতাও দৈন্য নিবন্ধন এখানেও সুখ নাই এবং পাপাচারী বলিয়া সেখানেও সুখের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও নাই।

সভ্যদেশীয় কুসংস্কার।

অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই জানেন, এবং তাহা শুনিয়া কেহই বিস্মিত হন না। যেখানে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে নাই, অথবা কেবল আংশিক ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে যে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার আধিপত্য করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু যে সকল জনসমাজ বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত, সেখানেও এমন অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে যাহা শুনিলে বোধ হয় অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ইউরোপীয় দেশ সমূহের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ভ্রান্ত সংস্কার প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি স্থল বিশেষে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও উহার অধীন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানী, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা এবার সভ্যদেশ প্রচলিত কয়েকটী কুসংস্কারের উল্লেখ করিব।

আল্‌পিনের ঐন্দ্রজালিক শক্তি— ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য কোন কোন দেশের অশিক্ষিত লোকদের অন্তঃকরণে আল্‌পিনের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা এইরূপ যে মাটীতে আল্‌পিন পড়িয়া আছে দেখিয়া যে তাহা কুড়াইয়া লয়, তাহার সমস্ত দিন সুখে যায়; কিন্তু যে তাহা কুড়াইয়া লয় না, তাহার সমস্ত দিন দুঃখে যায়।

ইংলণ্ডের করণওয়াল প্রদেশে ম্যাড্রন্‌ওয়েল্ নামে একটী কূপ আছে, তাহার জলে গাত্র ধৌত করিলে বেদনা আরোগ্য হয়, এই বিশ্বাসে অনেক লোক সেখানে যায় এবং উহার জলের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু আর এক কারণে ঐ কূপটী বিশেষ বিখ্যাত। অনেকের সংস্কার এই যে কোন বিশেষ মাসের তিথি বিশেষে ঐ কূপের জলে আল্‌পিন বা সুচী ফেলিয়া দিয়া তাহার নিকটস্থ ভূমিতে চাপ দিলে কূপে যে সকল বুদ্বুদ উঠে, তদ্দর্শনে অনিশ্চিত ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই ইংলণ্ডের ডার্বি প্রদেশে বেঞ্জামিন হড্‌সন্ নামক একব্যক্তি পত্নীহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার মৃত পত্নীর কামার ক্ষেবে একটী ক্ষুদ্র বগ্‌লীতে কতকগুলি আল্‌পিন ও একখানি কাগজ পাওয়া যায়। ঐ কাগজে পদ্যে নিম্নলিখিত ভাবের কয়েকটী কথা লিখিত ছিল;—

"আমি এই আল্‌পিনগুলি পুড়াইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু বেন্ হড্‌সনের

(স্বামীর) মন ফিরাইতে ইচ্ছা করি। যতক্ষণ তিনি আমার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা না কহেন, ততক্ষণ যেন তিনি পানাহার না করেন, কথা না কহেন এবং কোন সুখ না পান।”

ইহাতে বোধ হয় স্বামী স্ত্রীতে পূর্ব্বে প্রণয় ছিল, পরে কোন কারণে মনান্তর হয়। তখন স্ত্রী স্বামীর প্রণয় পুনরায় পাইবার প্রত্যাশায় আল্‌পিনের শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের অন্য কোন কোন প্রদেশে অবিবাহিতা নারীগণ প্রায়ই অন্যাসক্ত প্রণয়পাত্রের প্রেম লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও অশিক্ষিতা নারীগণ স্বামী অন্যাসক্ত হইলে তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য ঔষধ প্রয়োগাদি করিয়া থাকে। ইহাকে গুণ করা বলে। অজ্ঞাতসারে ঐরূপ ঔষধ খাইয়া অনেক স্বামীর বুদ্ধিশক্তির লোপ হইয়া গিয়াছে এরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

হাত হইতে সাবান পিছলাইয়া যাওয়া—অনেক লোক হাত হইতে সাবান পিছলাইয়া যাওয়া অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিশ্বাস করে। স্কটলণ্ডস্থ হাইলণ্ডের একস্থানে এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে:—কেট্‌ এল্‌সেণ্ডার নাম্নী একটী স্ত্রীলোক একদিন একটী পর্ব্বতগুহাস্থ কূপে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। গুহায় যাইবার সময় সে পথিমধ্যে একটী দোকান হইতে এক পোয়া সাবান কিনিয়া লইয়া যায়। ঐ সাবান তাহার হাত হইতে পিছলাইয়া জলে পড়িয়া যাওয়াতে সে ঐ দোকান হইতে আবার এক পোয়া সাবান কিনিয়া লইয়া গেল। বিক্রয়কারিণী বৃদ্ধা তাহাতে শঙ্কিত হইয়া কেট্‌কে একটু সতর্ক হইতে বলিল। কিন্তু কেট্‌ তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ঐ সাবান খানিও তাহার হাত হইতে ফস্‌কাইয়া জলে পড়িয়া যাওয়াতে সে আবার সাবান কিনিতে গেল। এইবারে বৃদ্ধা অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাহাকে কাপড় কাচিতে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া আবার কূপের নিকট চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধার আশঙ্কা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কেটের অনুসন্ধানে চলিল। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল কেট নাই, তাহার বস্ত্রগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সে আর পাঁচজনকে ডাকিয়া আনিল এবং তাহাদের অনুসন্ধানে কূপের তল হইতে কেটের মৃতদেহ পাওয়া গেল।

অন্যের ব্যবহৃত জল—ইংলণ্ডের রট্‌ল্যাণ্ড শায়ারে অনেকের ধারণা এই যে অপর কেহ যে জলে হাত ধুইয়াছে, সে জলে হাত ধুইবার পূর্ব্বে জলের উপর ক্রুশাকৃতি চিহ্ন (+) দেওয়া উচিত। নতুবা যে ব্যক্তি প্রথমে হাত ধুইয়াছে, তাহার সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির বিবাদ

হয়। ডিবন শায়ারেও এই কথা অনেকে বিশ্বাস করে এবং তথাকার লোকেরা জলের দোষক্ষালনের জন্ত কেবল ক্রুশাকৃতি চিহ্ন যথেষ্ট নহে মনে করিয়া সেই জলে থুথু নিক্ষেপ করে। ডিবন্ শায়ারের লোকের আর একটী সংস্কার এই যে একটী নির্দ্দিষ্ট বয়সের পূর্ব্বে শিশু সন্তানের হস্তের তলদেশ ধৌত করাইয়া দিলে ভবিষ্যতে সে দরিদ্র হয়। করণওয়ালের লোকের বিশ্বাস এই যে বাম হস্তের তলদেশ চুল্‌কাইলে অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দক্ষিণ হস্তের তলদেশ চুল্‌কাইলে অর্থ লাভ হয়।* আমাদের দেশেও ইহার অনুরূপ কুসংস্কার প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেরও অনেকের বিশ্বাস আছে যে হস্তের (বিশেষতঃ দক্ষিণ হস্তের) তলদেশ চুল্‌কাইলে ধন লাভ হয়, পদতলের অগ্রভাগ চুল্‌কাইবার ফল ভ্রমণ, মধ্যভাগ চুল্‌কাইবার ফল ধনলাভ, শেষভাগ (গোড়ালি) চুল্‌কাইবার ফল কলহ এবং পিট চুলকাইবার ফল প্রহার লাভ। পদতল চুল্‌কান সম্বন্ধে একটী প্রবাদ বাক্য আছে,তাহা এই—

"আগ্ চলে, মাঝ ফলে, শেষ বলে।"

এক টেবিলে তের জন;—এক টেবিলে এক সময়ে তের জন লোক আহার করিতে বসিলে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইবে এই বিশ্বাস কেবল ইংরেজদিগের নহে, কিন্তু রুষীয় ও ইটালীয়দিগের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রবল। মূর বলেন, মাদাম ব্যাটালানি একবার কতকগুলি লোককে আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যখন দেখিলেন যে ভোজনকারীর সংখ্যা তেরজন মাত্র, তখন তাঁহার গৃহের উপর তলে একজন ফরাসী কাউণ্টেস্ বাস করিতেন, মাদাম তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ত্রয়োদশের দোষ খণ্ডন করিলেন।

কোয়েটেলেট্ বলেন যে, বিভিন্ন বয়সের তের জন লোকের মধ্যে একজন যে এক বৎসরের মধ্যে মরিবে ইহা অনেকটা সম্ভব; কিন্তু ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলে ঐ সম্ভাবনা কমা দূরে থাকুক আরও বাড়িবে। কারণ, লোকের সংখ্যা যত অধিক হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন না একজনের মৃত্যুর সম্ভাবনা সেই পরিমাণে বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। আডিসন্ তাঁহার স্পেক্টেটর নামক পত্রিকায় এই কুসংস্কারকে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিয়াছেন।

লবণ সম্বন্ধে কুসংস্কার;—ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশের লোকে আহার করিবার সময় অপরের পাত্রে লবণ দেওয়া অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিশ্বাস করে। যাহাকে লবণ দেওয়া হয়, তাহার বিপদ ঘটে। কিন্তু আর একবার লবণ দিলে এই অমঙ্গল নিরাকৃত হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস এই যে কাহারও উচ্ছিষ্ট লবণ খাইতে নাই, তাহাহইলে ঐ লবণ যাহার উচ্ছিষ্ট,

তাহার পরিমায়ু হ্রাস হয়। ইংলণ্ডের লোকের আর একটী সংস্কার এই যে কাহারও দিকে লবণ পড়িয়া যাওয়া অমঙ্গলসূচক। মিঃ পেলাণ্ট বলেন, "ইংরাজ ও জর্ম্মণ জাতির মধ্যে লবণ পড়িয়া যাওয়ার ভয় অত্যন্ত প্রবল। এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস এই যে ইহাতে ভবিষ্যৎ বিপদ, বিশেষতঃ পারিবারিক বিপদ সূচিত হয়। এই অমঙ্গল নিরাকরণের জন্য মাথা ডিঙ্গাইয়া অগ্নিতে কিঞ্চিৎ লবণ নিক্ষেপের প্রথা প্রচলিত আছে।" লবণ পাত্র উল্টাইয়া লবণ ছড়াইয়া ফেলা অত্যন্ত অশুভসূচক বলিয়া গণ্য। ইহাতে সুহৃদ্ভেদ, অস্থিভঙ্গ ও অন্যান্য শারীরিক বিপদের সম্ভাবনা। মাথা ডিঙ্গাইয়া একটু লবণ ফেলিয়া দিলে এই সকল বিপদ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। কেহ কেহ এই কুসংস্কারের এইরূপ কারণ দেখান যে লবণ সকল পদার্থকে সুস্বাদু করে বলিয়া পূর্ব্বকালের লোকেরা লবণকে বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ মনে করিতেন এবং অতিসাবধানে অতিথিদিগের মধ্যে উহা পরিবেশন করিতেন; এবং কেহ অসাবধান হইয়া লবণ ফেলিয়া দিলে বন্ধুতার হানি হইবে বলিয়া মনে করিতেন।

প্রণয়ীকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে কোন কোন স্থানে উপর্য্যুপরি নয় দিবস প্রাতঃকালে একটী কবিতা উচ্চারণ করিয়া লবণ পুড়াইবার প্রথা আছে। কবিতাটীর ভাব এই;—

আমি লবণ পুড়াইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার প্রণয়ীর হৃদয় ফিরাইতে ইচ্ছা করি। যতদিন তিনি আমার কাছে আসিয়া কথা না কহেন, ততদিন যেন তিনি সুখ ও নিদ্রা হইতে বঞ্চিত থাকেন।

লবণ আহার করা সম্বন্ধেও নানারূপ কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কোথাও যাইতে হইলে লবণ সঙ্গে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও অনেক স্থলে আহারীয় দ্রব্যের সহিত লবণ না দিলে সে তাহা গ্রহণ করে না। আমাদের দেশে সংস্কার এই যে যাহার লবণ খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিতে নাই। এ দেশের দস্যুগণও এই সংস্কারকে মান্য করিয়া চলে। তাহারা যাহার লবণ খাইয়াছে, প্রাণান্তেও তাহার অনিষ্ট করে না, এবং যাহারা অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা রাখে, কদাচ তাহার লবণ খায় না। উত্তর পশ্চিমেও এই সংস্কার প্রচলিত আছে এবং 'নিমক হারাম' শব্দ কৃতঘ্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন যে আরব প্রভৃতি দেশে মরুভূমি ভ্রমণের সময় প্রায়ই লোকে লবণ সঙ্গে রাখে, কারণ উহা তৃষ্ণানিবারক এবং ঐরূপ স্থানে কাহাকেও লবণ খাইতে দেওয়া বিশেষ বন্ধুতা বা দয়ার পরিচায়ক। এই জন্য যে এরূপ ব্যক্তির অনিষ্ট করে, সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের সংশ্রবে আসিয়া আমাদের দেশেও এই সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে যে যাহার লবণ খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিতে নাই।

সতীধর্ম্ম।

১ম প্রবন্ধ।

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তি)

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥১॥

পতিই যাহার ব্রত পতিই জীবন,
পতি ভিন্ন অন্য ধনে নাহি যার মন ;
গৃহকর্ম্মে দক্ষা যেই সন্তান-জননী,
'ভার্য্যা' এ সার্থক নাম ধরে সে রমণী।১

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥২॥

মানবের অর্দ্ধ অঙ্গ জানিবে ভার্য্যায়,
মানবের শ্রেষ্ঠতম ভার্য্যাই সহায়,
মানবের ত্রিবর্গের ভার্য্যাই আশ্রয়, (১)
ভার্য্যাগুণে লোকে ভবসিন্ধু পার হয়।২

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥৩॥

ভার্য্যার আশ্রয়ে লোকে হয় ক্রিয়াবান্,
ভার্য্যাই গৃহীর গৃহ-আশ্রম-নিদান ;
ভার্য্যার প্রণয়ে লোক সদানন্দে রয়,
ভার্য্যার সদ্‌গুণে লোক লক্ষ্মীমন্ত হয়।৩।

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ ॥৪॥

ভার্য্যাই বিজন-বন্ধু মধুরভাষিণী,
পিতা হেন ধর্ম্মকর্ম্মে সদুপদেশিনী ;
রোগে শোকে দুঃখে লোক হইলে বিহ্বল,
ভার্য্যাই মাতার ন্যায় দেয় শান্তি-জল।৪।

কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরা গতিঃ ॥৫॥

সংসার-কান্তার-মাঝে বিশ্রাম যে চায়,
একমাত্র ভার্য্যা তার বিশ্রাম ধরায় ;
সেই ত বিশ্বাসপাত্র ভার্য্যা যার রয়,
ভার্য্যাই পরম গতি জানিবে নিশ্চয়।৫।

সংসরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনম্।
ভার্য্যৈবান্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা ॥৬॥

বিষম নরকে যদি গতি হয় তার,
তবু তারে ভার্য্যা নাহি করে পরিহার ;
পতিত পতিকে সতী করিয়া উদ্ধার,
তারি সনে স্বর্গধামে করয়ে বিহার।৬।

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
তদ্বদ্ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে ॥৭॥

জোরে টানি' আনি' সর্প গর্ত্তমধ্য হ'তে,
সাপুড়িয়া তার সনে খেলে নানামতে ;
তেমনি সঙ্কটে করি' পতির উদ্ধার,
সতী নারী তার সনে করয়ে বিহার।৭।

আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্ ॥৮॥

নিজ আত্মা ভার্য্যাগর্ভে হইলে উদয়,
তাহাকেই 'পুত্র' বলি' বুধজনে কয় ;

---

(১) "ত্রিবর্গ"—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

অতএব অপত্য-জননী যে রমণী,
পতি তারে হেরে যেন আপন জননী।৮।

ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননম্।
হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥৯॥

যেমতি দর্পণমধ্যে আপন মুরতি,
তেমতি ভার্য্যার গর্ভে যে হেরে সন্ততি,
কি আনন্দ লভে সে যে বলা নাহি যায়,
পুণ্যবান্ হাতে হাতে যেন স্বর্গ পায়।৯।

সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিং চ ধর্ম্মং চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥১০॥

রতি প্রীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু আছে,
সে সকল লভে লোক রমণীর কাছে;
অতএব ক্রোধভরে হারাইয়া জ্ঞান,
নারীর কদাচ না করিবে অকল্যাণ।১০।

দহ্যমানা মনোদুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চাতুরা নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলেষ্বিব ॥১১॥

কত শত মনোদুঃখ কত শত শোক,
এ সকলে দহ্যমান হয় যবে লোক;
আপন ভার্য্যায় সব যাতনা জুড়ায়,
আতপ-তাপিত যথা সলিলধারায়।১১।

আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামা সনাতনম্।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাম্ ॥১২॥

ভার্য্যাই জনম-ক্ষেত্র আপন আত্মার,
হেন পুণ্য সনাতন ক্ষেত্র নাহি আর;
প্রজাপতি হইলেও কি সাধ্য তাঁহার,
সৃজিতে রমণী বিনা এ বিশ্বসংসার।১২।

ভার্য্যাং পতিঃ সম্প্রবিশ্য স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়ো বিদুঃ ॥১৩॥

পতিই প্রবেশ করি' আপন ভার্য্যায়,
পুত্ররূপে জন্ম লাভ করে পুনরায়;
ভার্য্যা তাই 'জায়া' নাম করয়ে ধারণ,
শাস্ত্রে ইহা পৌরাণিক কবির বচন।১৩

(ক্রমশঃ)

গৃহ ও সুখ।

প্রথম অধ্যায়।

আজ ফাল্গুন মাসের ১ম দিবস। অনেক দিনের পর প্রকৃতি আজ জাগিয়াছে—কাহার আহ্বানে প্রকৃতির জড়তা, অবসাদ ও অবসন্নতা সহসা অদৃশ্য হইয়াছে কে বলিবে? ঐ প্রকৃতিই আজ হাসি মুখে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—আজ আমি জাগিয়াছি, যে ঘুম ভাঙ্গাইয়াছে—প্রকৃতি আজ তাহাকেই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে। সংবৎসরের পর আজ নূতন বসন্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রশস্ত প্রান্তরের চারিদিক্ প্রাণ পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। জড় জগৎ আজ জীবন্ত হইয়া প্রাণি-জগৎকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছে। প্রান্তরের সুবিমল সান্ধ্য সমীরণ মৃদুমন্দ লহরী তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে শ্রীধরপুরের প্রান্তবর্ত্তী পর্ণকুটীর গুলিকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই—কোন গোলমাল নাই, তথাপি নন্দকুমারের বোধ হইতেছে যেন চারি

দিক হইতে বৃক্ষ লতা—পশু পক্ষী কুটীর বাসী নরনারী বালক বালিকা সকলে সমস্বরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে—কি এক সুমিষ্ট ভাব আজ তাঁহার প্রাণে উদয় হইয়াছে! কত প্রকার সাংসারিক চিন্তার গুরুভার তাঁহার প্রাণ মনকে অবসন্ন করিয়াছিল, কিন্তু সুবিমল স্বচ্ছ আকাশে যেমন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া আপনাআপনি লুক্কায়িত হয়, ঠিক্ সেইরূপ নন্দকুমারের আনন্দ পূর্ণ প্রাণে তাহারা স্থান না পাইয়া অদৃশ্য হইতেছে। সুমিষ্ট মধুর বসন্তবায়ু তাঁহার প্রাণের উল্লাসকে তরঙ্গপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি মনে মনে বিধাতাকে স্মরণ করিলেন এবং চারিদিকে তাঁহারই স্তুতি বন্দনা হইতেছে শুনিয়া—তাঁহারই আরতি হইতেছে দেখিয়া—তাঁহারই মাহাত্মে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে অনুভব করিয়া আনন্দভরে বারবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সংসারকে তাঁহারই লীলাভূমি মনে করিতে না করিতে তাঁহার গৃহের কথা স্মরণ হইল—সেই মিষ্টভাষী ক্রীড়াপ্রিয় ক্ষুদ্র শিশু গুলিকে স্মরণ হইল—সেই প্রসন্নতার প্রতিমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন প্রিয়তমার কথা স্মরণ হইল—আদরের ছবি স্নেহের ভগ্নী নিরুপমার কথা স্মরণ হইল—তাহার সেই চিত্তবিনোদন—ক্ষুদ্র বালিকার আধ আধ মিষ্ট কথায় মা—মা রব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। এমন সময়ে নন্দকুমার দেখিলেন যে নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে সেই ক্ষুদ্র বালিকা বিস্তৃত নয়নে একটিবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অস্ফুটস্বরে মা—মা—মা—বলিতে বলিতে হামাগিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। নন্দকুমার মিষ্টতার আধার—আনন্দের ক্ষুদ্র পুত্তলিকা সেই বালিকাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্নেহভরে বালিকার কোমল গণ্ডে শত শত চুম্বন দিতে লাগিলেন। কন্যাকে নীরব দেখিয়া নিরুপমা সহসা ভয়চকিত চিত্তে বহির্বাটির দিকে তাকাইলেন এবং দেখিলেন দাদা আসিয়া তাঁহার কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। ভগ্নী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বৌকে ডাকিয়া বলিলেন :—বৌ দাদা আসিয়াছেন।

তাড়িতের সংস্পর্শে সমস্ত শরীর যেমন কম্পিত হইয়া উঠে, সহসা এই সংবাদে সাবিত্রীর হৃদয় তেমনি কম্পিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর পদশব্দ শুনিয়া এবং ভাগিনীর সহিত নানা প্রকার প্রলাপ আলাপ শুনিয়া পুলকিতচিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে হৃদয় এই সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া এই মাত্র চকিত হইয়া উঠিয়াছে, এখনও সে হৃদয়ের উত্তেজনা প্রশমিত হয় নাই,

সংবাদটিকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া গাত্রোত্থান করিতে না করিতে মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে নন্দকুমার গৃহ প্রবেশ করিলেন এবং ভগ্নী ও গৃহিণীর সম্মুখে আসিয়া ভাগিনীটিকে ভগ্নীর ক্রোড়ে দিলেন। বালিকার আনন্দ-কোলাহলে কুমারী আর তার ছোট ভাই খোকোন জাগিয়া উঠিল। জাগরিত হইয়া দেখে যে খুকি একাই গৃহের সমস্ত আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে—ছোট বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়াই হউক অথবা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই হউক, বৈশাখের বেলাবসানের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে গৃহ প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া অশ্রুবারিতে গৃহতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। পিতার স্নেহ চুম্বন প্রাপ্ত হইয়া মেজাজটী আরও একটু গরম হইল, এমন সময়ে নন্দকুমার এক কলের পুঁতুলে দম লাগাইয়া দর দালানে তাহাকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র সে ক্ষুদ্র ভদ্রলোকটি দুই হাতে একটি জয়-ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দালানের এক দিক হইতে ছুটিয়া অন্যদিকে চলিল। তখন খোকাবাবু অশ্রুজল সম্বরণ করিতে করিতে ক্রন্দনের স্বরে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া সেই ক্ষুদ্র জয় ঢাকওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, সকলে এই ক্ষুদ্র শিশুর কোমল মুখে রাম ধনুর উদয় দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসরের বালিকা কুমারী আসিয়া শান্তভাবে পিতার ক্রোড়ে বসিয়া একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল,—

কু। বাবা! সেই গেল শনিবারে একটি বাবুর অসুখের কথা বলে ছিলে। তিনি কেমন আছেন?

বাবা। মা, সে বাবুটি মারা গিয়াছেন, এত ডাক্তার দেখান হলো, সকলে এত কষ্ট স্বীকার করে তাঁহার সেবা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বাঁচান গেল না।

কু। বাবা সে বাবুটির আর কে আছে?

বাবা। তোমার মত একটি মেয়ে, খোকার মত একটি ছেলে আর তাহাদের মা আছেন।

কু। বাবা এদের কে দেখবে, এরা কি করবে? কোথা থেকে খেতে পাবে? এমন সময় নন্দকুমারের স্ত্রী ও ভগ্নী দুজনেই সম্ভ্রপ্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে বাবুটির মৃত্যুর আগে স্ত্রী কি একবার আসিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন?" নন্দকুমার বলিলেন, না দেখা হয় নাই, সে বাবুর বাড়ী কলিকাতা হইতে অনেক দূরে, আসিতে সময় লাগে। তিনি আসিয়া স্বামীর মৃত দেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিরুপমা ও সাবিত্রী দুজনে স্ত্রী-জনোচিত হৃদয়ের আবেগে নানাপ্রকার দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুমারী তাহার বাবাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল "ঐ ছোট ছেলে মেয়ে আর তাহার মায়ের কি হবে!"

বাবা। বাবুটির কিছুই ছিল না। কেবল নূতন এই কর্ম্মটুকু হয়ে ছিল। এখন সেই অসহায়া বিধবা এবং তাহার ছেলে মেয়েকে পরমেশ্বর দেখিবেন।

কু। বাবা, পরমেশ্বর কি করিয়া দেখেন? তিনি কি আমাদের দেখে থাকেন?

বাবা। যাহাদের কোন উপায় নাই, তিনিই তাহাদের এক একটি উপায় করিয়া দেন।

কু। কি করে উপায় করেন আমাকে বল না? তুমিত বলেছ তাঁর হাত পা নাই, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি আকাশে আছেন, আবার আমাদের প্রাণের ভিতর থাকিয়া আমাদের সকল কথা জানিতে পারেন, তবে তিনি কি করে লোকের বিপদ আপদে সাহায্য করেন আমাকে বুঝাইয়া দাও না।

বাবা। পরমেশ্বর আমাদের সকলের প্রাণে এমন ভাল বাসার ভাব রোপণ করিয়াছেন যে আমরা কাহারও কোন বিপদের কথা শুনিলে প্রাণে ক্লেশ পাই, হৃদয়ে বেদনা লাগে, তাহাদের অভাবের কথা স্মরণ করিলে সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়। আমাদের বাসায় যত লোক আছেন, সকলেই এই অসহায় পরিবারের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

কু। তাহাতে কত হইয়াছে?

বাবা। মাসে প্রায় ৭।৮ টাকা হইবে।

কু। ইহাতে কি চলিবে?

বাবা। খুব কষ্টে চলিবে। তাঁহারা আমাদের মত পাড়াগাঁয় থাকেন, অল্প খরচে সে সব স্থানে চলিতে পারে, তবুও ৭।৮ টাকায় হবে না।

কু। বাবা, তুমি মাসে কত দিবে বলেছ?

বাবা। মাসে আট আনা করিয়া দিব বলিছি।

কু। কেন, তুমি পঞ্চাশ টাকা পাও, আবও আমাদের জমীর খাজনা আদায় হয়, ধান আসে, কেন মাসে এক টাকা করে দিতে পার না?

বাবা। যেমন পাই, তেমনই খরচও আছে। তোমাদের জন্যই আমার কত খরচ হয়, তাহাত তোমরা জান না।

কু। আচ্ছা আমাকে যে মাসে মাসে একটি করে টাকা দাও, আমি তা চাই না, বাবা তুমি সেই টাকাটি ঐ গরিবদের জন্য মাসে মাসে খরচ কর।

পিতা কন্যার স্বার্থত্যাগ, দুঃখীর প্রতি ভালবাসা ও টান দেখিয়া বিগলিত হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যার লাবণ্য-পূর্ণ মুখে ঘন ঘন চুম্বন দিয়া বলিলেন মা—পরমেশ্বর সেই বিপন্ন পরিবারের দুঃখ কষ্ট কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য এই দেখ তোমাকেও উপলক্ষ করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার টাকাটি

ইহাদের জন্য খরচ করিতে কে শিখাইল ? এই ঈশ্বরের হাত।

কু। বাবা ঠিক্ বলিয়াছ কে যেন আমার প্রাণের ভিতর থেকে বলে দিলে তোর ঐ একটী টাকা তুই কেন তাদের জন্য খরচ কর্ না ? ঠিক বলেছ বাবা ঈশ্বর এই রকম করে মানুষের দ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন। আমি এমনি করে তাঁর কথা শুনিতে আর সেই কথার মত কাজ কর্‌তে চেষ্টা করিব।

নন্দকুমার স্নেহভরে কন্যাকে নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন মা, তোমার ইচ্ছামত আমি সেই পরিবারের জন্য প্রতি মাসে এক টাকা করিয়া দিব, আর তোমার এইরূপ দয়া বৃত্তিকে উৎসাহ দিবার জন্য তোমাকেও পূর্ব্বের মত একটাকা করিয়া দিব।

এঞ্জিলস্।

এঞ্জিলস্ একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র। ইহার আকার দীর্ঘে ২৫½ ও প্রস্থে ২১½ ইঞ্চ। চিত্রিত বিষয়টী অতি সামান্য হইলেইও চিত্র খানি সামান্য নহে। একটী কৃষক স্বীয় পত্নীর সহিত ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছেন। হঠাৎ সায়ংকালীন উপাসনাজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল, কৃষকদম্পতি ব্যস্ত হইয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং গাঢ় মনোনিবেশ সহকারে অবনতমস্তকে একবারে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পার্শ্বে কৃষিকর্ম্মোপযোগী দ্রব্য সকল নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সায়ং কিরণ ও ছায়া যুগপৎ প্রকৃতির বিকাশ ও মলিনতা সাধন করিতেছে। চিত্রকর কেবল ইহাই চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু চিত্রখানি এরূপ গম্ভীর ও সহজ ভাবসম্পন্ন, যে দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। ভাবগ্রাহী ব্যক্তির ইহা অমূল্য রত্ন। সম্প্রতি যে রূপ অত্যুচ্চ মূল্যে ইহা বিক্রীত হইয়াছে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। চিত্রকর জিয়ান ফ্রাঙ্কয়ি মিলেট (Jean Francois Millet) চিত্রখানি সম্পূর্ণ হইলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরস্থ প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরণ করেন। ইহা বিক্রয় করিয়া তিনি ৩৬০ ডলার (ন্যূনাধিক ৭৫০ টাকা) প্রাপ্ত হন। ক্রেতা ১৮৭০ অব্দে ইহাকে ৬০০ডলারে পুনরায় বিক্রয় করেন। কিছুদিন পরেই আবার ইহা ১০০০ ডলারে বিক্রীত হয়। ক্রমে ১৮৮১ অব্দে ইহা ৩২০০০ ডলারে বিক্রীত হইয়াছিল, সম্প্রতি ইহা ১১০০০০ ডলারে (প্রায় তিন লক্ষ টাকা) বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতা নিউইয়র্কবাসী একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহার নাম জেম্‌স এফ সটন। বলা বাহুল্য যে গুণবান্ ক্রেতা এই দুর্লভ রত্ন সংগ্রহ দ্বারা স্বীয় চিত্রানুরাগিতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

চিত্রকর মিলেট একজন কৃষক

সন্তান, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনি অন্তর্গত গ্রিভিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৭৫ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি ৩১ বৎসর শিল্প ব্যবসায় করিয়াছিলেন। এই কাল মধ্যে তিনি প্রায় ৮০ খানি চিত্র অঙ্কিত করেন, সমস্ত গুলিই কৃষি-সম্বন্ধীয় বা গোষ্ঠ বিষয়ক। সোয়ার "The Sower" নামক একখানি চিত্র, ২৫০০০ ডলারে বিক্রীত হয়, তাহাও এঞ্জিলসের অনুরূপ।

গুণগ্রাহিতা শক্তি।

বাগানে কত রকম ফুল ফুটিয়া থাকে। জবা, চাঁপা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, কত ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহারা কেবল সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্যে ফোটে, কেবল ফুটিতে হয় বলিয়া ফোটে, তাহারা ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে, জলবিম্বের মত কাল সাগরে লুকাইয়া যায়। আর যাহারা সৌরভ দিবার জন্যে, দশ জনের জন্যে ফোটে, তাহারা সময়ে ঝরিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু তাহাদের সুগন্ধে পাগল হইয়া সৌরভ ব্যবসায়ীরা শুধু শুধু ঝরিয়া পড়িতে দেয় না, মধুর সৌরভে অনেক সুগন্ধি জিনিষ করে। সেই "গোলাপ জল" "বেলা আতর" "কুন্তল তৈল" প্রভৃতি জিনিসে ফুলের সৌরভ মাখিয়া রাখে, সৌখীন ব্যক্তিরা তাহা গায়ে মাখিয়া "সুগন্ধময়" হইয়া থাকে; কত ঔষধে ব্যবহার হয়, কত খাদ্যে ব্যবহার হয়, যে রকমেই ব্যবহৃত হউক, ফুলের স্মৃতি, ফুলের কবিতা, ফুলের সৌরভে প্রস্তুত, দেখিলে ফুলের কথাই মনে পড়ে।— ফুলের জগতে যাহা দেখিতে পাই, আমাদের মানব জগতেও এইরূপ। সংসার-উদ্যানে কত রকমেরই ফুল ফোটে—প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, গৌতমী, সতী, সীতা, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী, বিদ্যোত্তমা প্রভৃতি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ফুল হইতে জগা, গদা, গণেশ, মালতী, রমণী, মহামায়া প্রভৃতি, কত আগাছার ফুলও ফুটিয়া থাকে। প্রথমোক্ত ফুলগুলি বনে ফুটিয়াও নিজ নিজ সৌরভে জগৎ মাতাইয়াছেন। তাহাদের সৌরভে—স্বর্গীয় সৌরভে ব্যবসায়ীরা এমন অপূর্ব্ব আতর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, যে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" তাহার সৌরভ বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না! সেই অমৃতময় সুগন্ধ যাঁহারা একবিন্দুও গায়ে মাখিতে পারেন, তাঁহারাও অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন। আর শেষোক্ত ফুল ও আগাছার ফুল কখন ফোটে, কখন শুকায়, কেহ তাহা লক্ষ্যও করে না; তাহারা শেষ হইলে আর তাহাদের চিহ্নও থাকে না! যাহাহউক সুগন্ধি ফুল বড় অপূর্ব্ব, বড়

মধুর, কিন্তু জগতে যদি সৌরভ ব্যবসায়ীরা না থাকিত, তাহা হইলে ফুলের সৌরভ ফুলের সহিতই লয় পাইত, দশজনে সে সৌরভ আঘ্রাণ করিত বা কাজে লাগাইত কি করিয়া? আর সাধের মল্লিকা, গোলাপগুলিও (নবদেহ ধরিয়া) ঘরে ঘরে চির নূতন হইয়া রহিত কি করিয়া? আমাদের জগতেও যদি গুণগ্রাহকেরা না থাকিতেন, তাহাহইলে জগতের রত্ন স্বরূপ মহাপুরুষ ও মহিলাগণ চিরদিন পূজিত হইতেন কি করিয়া? বহু শতাব্দী পরেও, তাঁহাদের পদাঙ্ক ধরিয়া আজিকার মনের প্রতি পাদক্ষেপ করিতে চাহিত কি করিয়া? আর "কীর্ত্তিযস্য স জীবতি" এ মহা বাক্যই বা লোকে হৃদয়ঙ্গম করিত কি করিয়া? অতএব গুণগ্রাহকের মহত্ত্ব কখনই উপেক্ষণীয় নহে। ঈশ্বরদত্ত সদ্গুণ গুলিকে সুমার্জ্জিত ও বিকশিত করিয়া নিজের হৃদয়, মন ও আত্মাকে উন্নত হইতে দেওয়াই গুণী ব্যক্তির কার্য্য। আর গুণীর সেই গুণের মর্ম্ম গ্রহণ করাই গুণগ্রাহকের কার্য্য। গুণী যে খানেই থাকুন যতদূরেই থাকুন গুণগ্রাহক তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে পূজা করিতে সক্ষম হন; তিনি কোন সুকাজ কিরূপে করিতেছেন, গুণগ্রাহক মনশ্চক্ষে তাহা দেখিতে পান; গুণগ্রাহক গুণীর পবিত্র হৃদয়ের ইতিহাস জানেন, জানেন বলিয়াই তাঁহাকে পূজা করেন। এই জন্যেই আমরা দেখিতে পাই, বিদেশে, সমুদ্র পারে, ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডি স্বদেশের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, রাণা প্রতাপসিংহের ম'ত জননী জন্মভূমির প্রীত্যর্থে আত্ম বলি দিয়াছেন, তাঁহাদের মহা মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গতনয় আজি তাঁহাদের উপাসক হইয়াছেন, তাঁহাদের অমৃতময় জীবন চরিত লিখিয়া জীবন পবিত্র করিতেছেন। এ দিকে ভগিনী ডোরা, কুমারী নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি দেবীগণের অলৌকিক পরার্থপরতা, দেবোচিত ত্যাগস্বীকার, প্রভৃতি অসাধারণ গুণে, শতক্রোশ দূরবর্ত্তিনী, অবরোধবাসিনী বঙ্গ মহিলাও তাহাদের পদধূলি কামনা করিতেছেন! যে বৃত্তি হইতে লোকে গুণের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়, সেই বৃত্তির নাম গুণানুরাগ বৃত্তি—অথবা প্রবন্ধের নামানুসারে আর একটু নামাইয়া বলিতে হইল যে, যে শক্তি লোকের মনকে গুণের দিকে এত টানিয়া লয়, সেই মানসিক শক্তির নাম গুণগ্রাহিতা শক্তি।

(ক্রমশঃ)

—— :*: ——

রাণী রাসমণি।

সামান্য কৈবর্ত্ত কুলে লইয়ে জনম,
মানসিক শক্তিবলে
আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশলে
দারিদ্র্যের শত বাধা করি অতিক্রম,
উন্নতি-উচ্চ-শিখরে
আরোহণ করি পরে
গরিব দুঃখীর দুঃখ করিতে মোচন,—
প্রতিজ্ঞা হইল তাঁর,
কেবা হেন আছে আর
পরদুঃখে দিবা নিশি কাঁদে যাঁর মন?
ধীবরের কষ্টকর
বসাইছে জলকর
সরকার বাহাদুর, করিয়ে শ্রবণ;
বছরে দশ হাজার
মুদ্রা দিয়ে—অধিকার
করিলেন জাহ্নবীরে, গোপনে তখন
বিস্তারি কৌশলজাল
গঙ্গাবক্ষে—সুবিশাল
'বয়ায়' ডুবায়ে রাখি—জাহাজের গতি
রোধিলেন রাসমণি;
ইংরাজ প্রমাদ গণি
জলকর রহিতের দিলা অনুমতি।
নীলকর অত্যাচারে
প্রজারা 'মকীমপুরে'
উৎপীড়িত—এই কথা শুনিলেন যাই
সাহস—উৎসাহ দিয়ে
লাঠিয়াল পাঠাইয়ে
ব'লে দিলা—তোমাদের কোন ভয় নাই,
প্রাণপণে কার্য্যোদ্ধার
কর সবে,—ব্যয়ভার—
বহন করিব শিরে সমস্ত আমার;
করিও না কোন চিন্তা
প্রজাদের সুখহন্তা
নীলকর শত্রুদের করগে প্রহার।
সব দর্প করি চূর্ণ,
করিলেন আশা পূর্ণ,
বিষদন্ত ভেঙ্গে দিলে কে দংশিবে আর?
ফণা বিস্তারে নাগফণী!
ধন্য ধন্য রাসমণি—
নিবারিলা একেবারে ঘোর অত্যাচার!
যখন বিদ্রোহানলে
দেশ যায় রসাতলে
তখন যে ভাব রাণী দেখাইলা সবে,
ভুলিবে না কোন দিন
সমস্বরে চিরদিন
গাইবে তোমার যশ মাতিয়ে উৎসবে!
যার প্রতি অত্যাচার
তাঁরে হেন ব্যবহার
ভাবিলে অবাক্ মন—বিস্ময়ে মগন!
অকাতরে অর্থরাশি
বিলায়ে বিপদ নাশি
অন্ন বস্ত্র হস্ত হস্তী করিয়ে অর্পণ,
বাঁচাইলা বিপন্নেরে,
জগৎ সে দৃশ্য হেরে
মোহিত স্তম্ভিত—আজি করে গুণগান।
(বুঝি) দয়ার মূরতি এসে

জনমিলা বঙ্গদেশে
(তাই)পরদুঃখে বিগলিত কোমল পরাণ!
রারাণসী তীর্থধামে
যাইবেন এই কামে—
করিলেন যত কিছু সব আয়োজন;
হঠাৎ শুনিলা রাণী,
যেনগো সে দৈববাণী,—
'অকাল দুর্ভিক্ষ দেশ করিছে শোষণ,
দীন দুঃখী শত শত
মরিতেছে অবিরত
তাদের ফেলিয়ে কোথা করিছ গমন?
জীবনের মহাব্রত
পালনে থাকহে রত,
অন্নছত্র খুলি সবে করাও ভোজন।'
থামাইয়ে তীর্থযাত্রা
দুঃখীর জীবন যাত্রা—
নির্ব্বাহে খুলিয়ে দিলা নিজের ভাণ্ডার,
(তাই) ভারতে রাণীর জয়,
ঘোষিল নরনিচয়
অকাল মৃত্যুর হাতে পাইয়ে নিস্তার!
একবার পিত্রালয়
গিয়ে দেখে সমুদয়
আত্মীয় স্বজন পরি মলিন বসন,
বিষাদে কাটিছে কাল
(রুক্ষ কেশ বদ্ হাল)
অমনি নিজের বস্ত্র করিলা বর্জ্জন।
বিতরি নূতন বাস
দীনতা করিলা নাশ
তেল মাখাইয়া দিলা সকলের চুলে,
অতুল সম্পদ লভি
শৈশবের সেই ছবি
স্মৃতি হ'তে [illegible]বারে যান নাই ভুলে।

সাষট্টি বছর কাল
সুখে পালি প্রজাপাল
কালের করাল মুখে করিলা প্রবেশ;
কৃষকনন্দিনী হয়ে
রাণীর উপাধি লয়ে
কতই গৌরবান্বিত করিলা এদেশ!
এনহে কবি-কল্পনা,
শুন শুন বঙ্গাঙ্গনা,
ধীবরের ঘরে হেন রমণীরতন
জনমিল যেই দেশে
তার পরিণাম শেষে
এই হল?—ভাবি নাই স্বপনে কখন!
পাইতেছে উচ্চ শিক্ষা
সভ্যতা-মন্ত্রেতে দীক্ষা
জাতীয় ভাবেতে পূর্ণ যাহাদের মন,
নিস্তেজ অসাড় তারা
এ কেমন রীতি ধারা
বুঝিতে না পারি কিছু প্রকৃতি কেমন?
হৃদয়ে মহৎ ভাব
কিসে হয় সে স্বভাব
শিক্ষায় কি হয়?—না না দেখিনা এখন,
কজন শিক্ষিতা বালা
কুটীর করিছে আলা
রূপে গুণে—বল রাসমণির মতন?
ধিক্ শিক্ষা—অভিমান!
দেশের কাজেতে প্রাণ
না দিলে সে ছার-প্রাণে নাহি প্রয়োজন;
কি হবে ফাঁপা শিক্ষায়
যদি না দুর্গতি যায়,
না হয় দুঃখীর সুখ—দেশের কল্যাণ?
তবে এ বড়াই কেন?

চাহিনা কুশিক্ষা হেন
যাহাতে নিরেট করে নারীর পরাণ।
অশিক্ষিতা রাসমণি—
রমণীর শিরোমণি !

এহেন মণির খনি যে ভারত ভূমি
তার কি দুর্দ্দশা হায় !
সকলে দলিছে পায় !
জননীর মর্ম্মব্যথা কি বুঝিবে তুমি ?

অদ্ভুত বিবাহপদ্ধতি।

পুরাকালে আমাদের দেশে রাক্ষস বিবাহ নামে এক প্রকার বিবাহপ্রণালী প্রচলিত ছিল। বিবাহার্থী কন্যার গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার আত্মীয়গণের অনভিমতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইত। এখনও ইউরোপ প্রভৃতি অনেক সভ্য দেশে তাহার অনুরূপ একপ্রকার বিবাহ প্রণালী বর্ত্তমান আছে। ফ্রান্স দেশে বেরি নামক স্থানে বিবাহ দিবসে কন্যা ও তাহার আত্মীয়গণ কন্যার গৃহে গৃহদ্বার বাতায়ন প্রভৃতি অবরুদ্ধ করিয়া লুকাইয়া থাকে। নিয়মিত সময়ে বরপক্ষীয়েরা উপস্থিত হইয়া নানা কৌশলে প্রবেশ প্রার্থনা করে। প্রচলিত প্রথানুসারে প্রথমতঃ উভয় পক্ষীয়ের প্রতিনিধিরা পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করে। বরপক্ষীয়েরা বলে যে তাহারা পথশ্রান্ত পথিক, বিশ্রাম করিবার স্থান প্রার্থনা করে; অথবা বলে তাহারা চুরি করিয়া পুলিষের ভয়ে লুকাইবার স্থান অন্বেষণ করিতেছে। কন্যাপক্ষীয়েরা তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ না করায় তাহারা বড়যন্ত্র দ্বারা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই সময়ে উভয় পক্ষ নানা প্রকার কৌতুকজনক তর্ক বিতর্ক করে। বরপক্ষীয়েরা বলে "আমরা রাজসেনা, আমাদিগকে "তোমাদিগের বাধা দিবার অধিকার "কি ?" কন্যাপক্ষীয়েরা তাহার উত্তরে বলে—"রজনীতে কত তস্কর ভ্রমণ করে, তোমরা সেই তস্করের দল হইতে পার।" এইরূপ কথা বার্ত্তার পর তাহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় এবং দুই পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে অনেক সময় কেহ কেহ আহত হইয়া থাকে। তদনন্তর বরপক্ষের নিকট হইতে নিয়মিত অর্থ গ্রহণ করিয়া বরকে কন্যা লইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

২। আবিসিনিয়া দেশে বিবাহের পূর্ব্ব রজনীতে বর ও কন্যা উভয়ের গৃহে যুদ্ধকালীন নৃত্যের ন্যায় নৃত্য হইয়া থাকে। বিবাহ দিনে বর বন্ধুবান্ধবের সহিত অশ্বতর আরোহণ করতঃ বন্দুক, তরবারী, বরষা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া কন্যার গৃহাভিমুখে গমন করে। বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহারা কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ করে, বন্দুক ছুঁড়িতে

থাকে, ঘোড়দৌড় করে, অস্ত্র সংঘর্ষণ করিতে থাকে। গৃহে প্রবেশ করিলে পর বর ও কন্যা দুইপক্ষের দুই দল দুই দিকে দণ্ডায়মান হয়। তদনন্তর বর কন্যার পিতার সম্মতি লইয়া তাহাকে স্বীয় বন্ধুদিগের নিকট রাখিয়া পুনর্ব্বার আসুরিক নৃত্যোদ্যমে উন্মত্ত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ হইতে থাকে, এবং তোপ-ধ্বনি লম্ফ ঝম্ফ, অস্ত্রচালনা পরস্পর আঘাত প্রভৃতি সমাপ্ত হইলে কন্যাকে অশ্বতরোপরি আরূঢ় করাইয়া বরের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

৩। মেকেসার দ্বীপের রাজকন্যার বিবাহোপলক্ষে নগরের সমস্ত সৈন্য রণ-বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বর ও সৈন্য সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে পর উভয় পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে কন্যাপক্ষ যেন পরাস্ত হইবার লক্ষণ দেখাইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং বরপক্ষ অগ্রসর হইল। নগরদ্বারে উপনীত হইলে পর কন্যাপক্ষেরা ভূমিতে একখানা বস্ত্র বিছাইয়া দিল। এই সঙ্কেত দ্বারা বর বুঝিতে পারে যে নগরবাসীদিগকে কিছু দান করিতে হইবে। বর নগরবাসী-দিগকে পানসুপারি প্রভৃতি উপহার দিলে পর ঐ বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হইল এবং তাহারা কিছুদূর গিয়া দেখে পুন-র্ব্বার ঐ বস্ত্র রাখা হইয়াছে। এতদ্দ-র্শনে বরপক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ না আর একবার বরপক্ষ কিছু দান করে, ততক্ষণ পরস্পরে অস্ত্রাঘাত করিতে থাকে। আবার বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হয়। এইরূপ তিন চারিবার বস্ত্র বিস্তার ও দানের পর যখন কন্যার গৃহে বর প্রবেশ করে, তখন গৃহদ্বারে আর একবার বস্ত্র বিস্তার করা হয় এবং তখন বরকে কিছু অধিক দান করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দুই একটী পানসুপারি দিয়াই বর নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, এবার তাঁহাকে পকেট হইতে এক পূর্ণমুষ্টি সুপারি বাহির করিতে হইল, কিন্তু দিতে হইল না, কারণ গৃহীতারা উপস্থিত না হইতে হইতেই বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হইল এবং বর ফাঁকি দিয়া কন্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন! এই সময়ে অত্যন্ত কৌতুক ও হাস্য হইয়া থাকে।

অবিনশ্বর স্বর।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

ফনোগ্রাফ দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১। বৈষয়িক চিঠি পত্রের মর্ম্ম সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া অবকাশ মতে টাইপ রাইটারের শৃঙ্গ বা কৃত্রিম কর্ণ কর্ণে সংযোগ করিয়া অবলীলা ক্রমে টাইপ রাইটারে লেখা যায়, শ্রুতমাত্র লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

২। সম্পাদকীয় মন্তব্য সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত প্রকারে অবকাশ সময়ে বাহুল্য করিয়া লেখা যায়।

৩। উৎসব সমারোহ ও ভোজে নৃত্য গীত বাদ্য হাস্য পরিহাস কথোপকথন ও বক্তৃতা সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে সেই সকল পুনরাবৃত্তি করিতে পারা যায়।

৪। সামাজিক,রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সভা সকলে পঠিত বা কথিত উত্তেজক বক্তৃতা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারা যায়।

৫। দৈনিক বৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া অন্ধ ও অনক্ষর ব্যক্তি সংবাদ পত্র শ্রবণ করিতে পারে। সম্প্রতি উচ্চারিত সংবাদপত্রের কল্পনা হইতেছে। যাঁহাদের পড়িবার সুযোগ অল্প, তাঁহারা আহারের সময় ফনোগ্রাফ হইতে সংবাদ সকল শুনিতে পাইবেন। বিজ্ঞানবিদ ইডিসন তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান আছেন। ইনি ইঁহার সদ্যোজাত বালিকার রোদন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যদৃচ্ছা শ্রবণ করিয়া সুখী হন। কন্যা বয়স্থা ও নিজে বৃদ্ধ হইলে সেই স্বর শুনিয়া উভয়ে কত আনন্দিত হইবেন।

বিজ্ঞানবিদ্ ইডিসন সভ্যজগতে সুপরিচিত। ইনি আমেরিকার ওহাইও প্রদেশস্থ মিলান নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইঁহার বয়স ৪২ বৎসর। প্রথমে টেলিগ্রাফ ও পয়েণ্টার বা সিগনালোরের কার্য্য করিতেন, কিন্তু কিছু দিন পরেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা জগতে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাকে "উইজার্ড অব সায়েন্স" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কুহকী বলিয়া থাকে। ইনি দেখিতে সুন্দর, নাতিদীর্ঘ নাতি খর্ব্ব, সুস্থ এবং বলবান্। মস্তকের সরল কেশ সকল ঈষৎ ধূসর বর্ণ। গম্ভীর অক্ষিদ্বয় ঈষৎ পাণ্ডুনীলাভ এবং মুখশ্রী চিন্তাশীলতাপরিব্যঞ্জক। মন সতত উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আসক্ত। "স্বনামে পুরুষ ধন্য"র অগ্রণী হইয়াও ইহার কিছুমাত্র অভিমান বা অহঙ্কার নাই। ক্রমাগত শ্রমের সাফল্যে ও উদ্দেশ্যের কৃতকার্য্যতায় [illegible]

মন উল্লসিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মহাত্মা ইডিসন সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। যতই ইহাঁর শ্রমের সাফল্য হইতেছে, ততই গবেষণা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আগ্রহাতিশয় সহকারে উন্নতিমার্গে ধাবমান হইতেছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহা দ্বারা যে কতদূর উন্নতিলাভ করিবে, তাহা এক্ষণে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৩০এ জানুয়ারি ভারত-হিতৈষী ব্রাডল সাহেব কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

২। লেডী ডফারিণের এক প্রতি-মূর্ত্তি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। ইহা নূতন লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাই হইতে ২০ হাজার স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। স্বামিঘর করিবার বয়স বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন। লক্ষ পুরুষ অপেক্ষা একজন স্ত্রীলোকের মত এ বিষয়ে মূল্যবান্, কিন্তু এ দেশে অবলা বাকৃশক্তি থাকিতেও বোবা।

৪। রত্নবাই ফ্রামজী আর্দ্দিসর ভাকীল নাম্নী বি এ উপাধিধারিণী এক কুমারী বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যাপিকা হইয়াছেন, তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবেন। ইতিপূর্ব্বে কুমারী কর্ণিলিয়া সরাবজী বি এ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

৫। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭৮ ব্যক্তি এম ডি (ডাক্তার অব মেডিসিন) উপাধি লাভ করিয়াছেন, ইহার প্রায় অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক।

৬। আমেরিকার মহিলাদিগের সুরাপান নিবারণ সম্মিলনের (Woman's Christian temperance union) প্রসিদ্ধ সভ্য বিবি মেরি সি লিভিট সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি লণ্ডন নগরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ভ্রমণ কালে অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, চিন ও জাপানে ত্রয়োদশ শত সভায় সুরাপান নিবারণ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। আমেরিকার মহিলাগণ সভ্য জগৎ হইতে সুরাসেবন বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুরার বিপক্ষে প্রচার করিবার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ!

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আলো ও ছায়া—কোন কৃতবিদ্য মহিলা কর্ত্তৃক বিরচিত। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়া ইহা জনসমাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি কবিতাগুলির যার পর নাই প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "স্থল বিশেষে (আমার) নিজের হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" হেম বাবু বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি হইয়া যে কবির এরূপ গৌরব করিয়াছেন তাঁহার লেখা যে পাঠক সমাজে সমাদরণীয় হইবে বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ নবীন কবির গভীর চিন্তাশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি, সরল সুললিত ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং বর্ণনাচাতুর্য্য দেখিয়া হেম বাবুর ন্যায় আমরাও মুগ্ধ হইয়াছি। ইঁহার প্রতিভা আরও প্রস্ফুটিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বলতা বিধান করুন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

২। অপচয় ও উন্নতি—শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র প্রণীত—মূল্য এক টাকা। ইহাতে মানসিক, শারীরিক ও সাংসারিক সকল প্রকার অপচয় সুন্দররূপে প্রদর্শিত ও তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এরূপ পুস্তক জনসমাজের বিশেষ কল্যাণকর।

বামারচনা।

তুমি তো আমার।

১

তুমিই সকল হরি! তোমারি সকল,
কে আমি যে নিত্য মাগি ভবের কুশল?
হয় হোক দিন রাত,
হয় হোক বজ্রাঘাত,
থাকুক বা ধরা ভরা আঁধার কেবল,
তাই কর ইচ্ছাময়,
যা তোমার ইচ্ছা হয়,
কে আমি যে ঢালিব এ শোক অশ্রুজল?

২

কে আমি ধরার কোণে বেঁধে ছোট ঘর,
এরে বলি "আপনার", ওরে বলি "পর"?
কেমন কুহকে ভুলি,
করি হেন দলাদলি,
কারে বলি "বেঁচে থাক", কারে বলি 'মর';
তোমার জগতে আসি,
আপনারে ভাল বাসি,
কে আমি এমন তর অবোধ পামর?

৩

এ আমি কোথার আমি পাই না ভাবিয়া,
কোথা হতে এসে যাব কোথায় চলিয়া ?
কেন বা অজানা টানে
যেতেছি মরণ পানে,
পতঙ্গ আগুণে পোড়ে কি ভুলে ভুলিয়া !
বুঝিনাক কোন তত্ত্ব,
কেবলি আমাতে মত্ত,
পড়ে আছি শত ফেরে সংসার জড়িয়া !

৪

তোমার এ ঘরে বিভো"আমি"কি আবার?
"আমারে""আমার"করি কি আছে আমার?
সকলি এখানে রবে,
আমারি যাইতে হবে,
আমারি ফুরাবে দিন ফুরাবে সংসার !
কে জানে কি হবে শেষ,
আঁধার অনন্ত দেশ,
পাব কি সেখানে কিছু ভাল বাসিবার ?

৫

যা হবার হোক মোর শুনে কাজ নাই,
এসেছি যখন আমি খেটে খুটে যাই ;
তুমি নাথ শুভময়,
জানিতেছ সমুদয়,
আমি কেন দিবা রাতি অভাব জানাই ?
এ জগৎ থাকে থাক
না থাকে এখনি যাক্,
আমি কেন মোর তরে এটা সেটা চাই ?

৬

অথবা—
তোমার এ বিশ্ব দেছ করি মোর ঘর,
যে কল্পিন রাকি কেন রব "পর পর ?"
আমার সুখের তরে
রবি শশী আলো করে,
দুকূল উছলি নদী খেলে তর তর !
জুড়ায়ে আমারি কা'য়
অনিল দিগন্তে যায়,
বনে ফোটে ফুল, মোরে তোমারি আদর !

৭

কিনা দেছ তুমি মোরে করুণাসাগর,
না পেয়েছি কিবা তব জগত ভিতর ?
আশা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ,—
মাখা মানবের গেহ,
পাকে পাকে শত পাকে বেঁধেছ অন্তর,
তাই আমি ভিক্ষা চাই,—
তাও কি চাহিতে নাই ?—
আমি যে তোমার অণু, আমি যে অমর !
যা মোর আকাঙ্ক্ষা আছে,
ক'ব না তোমার কাছে ?
তুমি যে প্রেমের ছবি, কিসে করি ডর ?
তুমি তো আমারি—আমি কেন হব পর ?

৮

তুমি তো আমারি, তবে কেন অশ্রুজল,
"তোমারি মঙ্গল"সে তো আমারো মঙ্গল ;
হয় হোক দিন রাত,
হয় হোক বজ্রাঘাত,
ডুবাক অবনী ছুটি জলধির জল,
আমি কেন তার লাগি
ও চরণে ভিক্ষা মাগি,
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সুফল !
তাই কর ইচ্ছাময়,
যা' তোমার ইচ্ছা হয়
কে আমি ফেলিব তা'য় নয়নের জল ?
তোমারি মঙ্গল সে তো আমারো মঙ্গল।

(প্রিয়প্রসঙ্গ ব্রহ্মচারী)

বোধিনী পত্রিকা।

MABODHINI PATRIKA.

পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ”

পন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

ফাল্গুন ১২৯৭—মার্চ্চ ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

য়ার পত্র গণনা
:ত ১৮২৯ সাল
• হিন্দু বিধবা
জীবন্ত চিতারোহণ করিয়াছেন।

সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ৬০ বৎসর গত হইয়াছে, ইহাতে যে অন্যূন ৬০ হাজার বিধবার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে ইহার বার্ষিক সভা হয়, গবর্ণর জেনারেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং দেশীয় ইউরোপীয় বহু লোকের সমাগম হয়। এই ফণ্ড হইতে গৃহনির্ম্মাণে ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং মাতৃসভা ৬ লক্ষ টাকা জমাইয়াছেন, তাহার সুদে ২৭০০০ টাকা বার্ষিক আয় হইয়াছে। গত বর্ষে ন্যাসন্যাল সভা হইতে প্রায় ৫ লক্ষ স্ত্রীলোক চিকিৎসার সাহায্য পাইয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে কম টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের ছোট লাট বলেন এপ্রদেশ হইতে ২০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিলে একজন ইংরাজ ১৫ হাজার টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বেতিয়ার মহারাজ ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। আর দুই একজন বদান্য লোক কটাক্ষ করিলেই অবশিষ্ট টাকা গুলি উঠিয়া যায়।

স্ত্রীলোকের চিকিৎসা শিক্ষা—মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের গত বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়; ৪৬টী স্ত্রীলোক শিক্ষার্থিনী ছিলেন, তন্মধ্যে ৪০ জন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী এবং ৬ জন দেশীয় খৃষ্টান। এই কলেজের কয়েকটী ছাত্রী

ইতিমধ্যে সুখ্যাতির সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

বঙ্গদেশ এ অংশে মান্দ্রাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ—গত ১২ই ফেব্রুয়ারি রাজ-প্রতিনিধি সস্ত্রীক এই কার্য্য এবং ছাত্রী নিবাসের জন্য অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। রাজ-প্রতিনিধির বক্তৃতার মর্ম্ম অন্যত্র প্রকাশিত হইল। অনরেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে অতি উদার মত ব্যক্ত করেন।

স্তোত্রম্। *

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে!
প্রেমসুধাকর করুণাসাগর
ভুবনমনোহর শান্তিনিধে! ।১।

জয় ভয়ভঞ্জন ভক্তসুরঞ্জন
নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে!
পাতকিতারণ পাপনিবারণ
যমভয়বারণ জীবগতে! ।২।

সত্য সনাতন পুরুষ পুরাতন
মুক্তিনিকেতন দেব হরে!
জয় নারায়ণ পরমপরায়ণ
ভীমভবার্ণবপারতরে! ।৩।

নিষ্কল নির্ম্মল ভূতিমহোজ্জ্বল
সকলসুমঙ্গলকল্পতরো!
জয় জয় শঙ্কর শিব করুণাকর
বিশ্বম্ভর জগদেকগুরো! ।৪।

গুণগ্রাহিতা শক্তি।

(৩১৩ সংখ্যা ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুণগ্রাহিতা শক্তি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিমূলক। যাঁহারা নিরহঙ্কারী, বিনীত ও পরসুখে সুখী, তাঁহারাই পরের গুণগ্রাহক হইতে পারেন। হৃদয় নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পরিষ্কৃত হইলেই তাহাতে গুণের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যাহাদের মন পঙ্কিল, যাহারা আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে, কিসে আপনাকে "বড়" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে, কিসে নিজে নির্গুণ হইয়াও গুণী ব্যক্তির উপরে দাঁড়াইবে, যাহারা দিবারাত্র এই চেষ্টায় ফিরিতেছে, তাহা-

* মাঘোৎসবে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক উপহারস্বরূপ বামাবোধিনীকে প্রদত্ত।

দের সে দুর্গন্ধময় মনে গুণগ্রাহিতা শক্তি দাঁড়াইতে পারে না। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ডিস্‌রেলি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি উর্দ্ধে দৃষ্টি করে না, সে নিম্নে দৃষ্টি করিবে। যে আত্মা আকাশে উঠিতে যত্ন করে না, তাহাই হামাগুড়ি দিয়া অধোগামী হইবে।" আমরাও দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি সদ্বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট করিতে যত্ন করে না, তাহার অসদ্বৃত্তিগুলিই বিকাশ পাইতে থাকে। এই কারণেই জ্ঞানিগণ সদ্বৃত্তির অনুশীলনকে "ধর্ম্ম" বা "পুণ্য" আখ্যা দিয়াছেন। এই কারণেই দেখা যায় যাহার গুণগ্রাহিতা শক্তি নিস্তেজ, তাহার "দোষগ্রাহিতা" প্রবল হইয়া থাকে। দোষ গ্রহণ করিবার প্রয়োজনও হইয়া থাকে, জগতে কিসের প্রয়োজনই বা না হয়—ঔষধের জন্যে বিষ প্রয়োজনীয়, বিষ হইতে মহাবিষ যে সুরা তাহাও প্রয়োজনীয়, সেইরূপ জাতীয় অথবা সমাজিক মঙ্গলের জন্যে, দেশের উন্নতির জন্যে অথবা ব্যক্তি বিশেষের ভ্রম, ত্রুটি ও অসাবধানতা বুঝাইবার জন্যে—এই সকল হিতকর কার্য্যের সময়ে দোষ-গ্রাহিতা হইতে অতি শুভ ফল উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন পর-দোষ আলোচনা করা মহাপাপ, মহা নীচত্ব। দোষগ্রাহী ব্যক্তিরা এই মহাপাপে পাপী, এই মহানীচত্বে কলঙ্কিত। এই কুপ্রবৃত্তির প্রবলতায় মানুষ এমন ঘৃণিত প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, যে লোকের প্রশংসা শুনা তাহার অসহ্য হইয়া উঠে। (১) যাহাতে গুণী ব্যক্তির গুণ ঢাকিয়া দোষ বাহির হয়, প্রাণপণে সেই চেষ্টা করে। কবে কাহার কি ত্রুটি হইয়াছিল, কবে কে কি ভুল করিয়াছেন, কবে কে 'ক' লিখিতে গিয়া 'স' লিখিয়াছেন, তাহাই কহিয়া দিনাতিপাত করে। —কেবল ইহাই নহে, পরের দোষানুসন্ধিৎসাই ইহাদের চিন্তা, পরদোষান্বেষণ ইহাদের কার্য্য, এবং পরদোষকীর্ত্তনই ইহাদের কথা। ইহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অনেক পাপ করিয়া থাকে, অধিক কি, সময়ে সময়ে অনেক বিমল চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া রাক্ষসীবৃত্তির পরিতৃপ্তি জন্মায়। এইরূপ নরপিশাচগণ হইতেই ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ দারুণ নিগ্রহ সহিয়াছেন, পতিপ্রাণা সীতাদেবী নির্ব্বাসিতা হইয়াছেন, ঈশা, সক্রেটিস্ প্রাণদণ্ড পাইয়াছেন, হাইপেসিয়া গোপনে হত হইয়াছেন, এখনও,বীরত্ব—"দস্যুতা", ধর্ম্মপরায়ণতা—"ভীরুতা" বা "দুর্ব্বলতা বলিয়া কথিত হয়!! এই সকল লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ চাণক্য "সাধুনাং দুর্জ্জনাদ্ ভয়ম্" কহিয়াছেন। এই সকল নিন্দুক নরঘাতকদিগের হইতে অল্প পাপী নহে; ইহাদিগকে সংসার বনের ব্যাঘ্র বলিলেও অধিক বলা হয় না। ব্যাঘ্র মাংসাশী, উঁহারা সুযশ নষ্ট করিতে

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "বিবিধ প্রসঙ্গ" পুস্তকে এই জাতীয় লোকদিগকে "ছিদ্রওয়ালা" বলিয়াছেন।

ইচ্ছা করে না; সুযশাশীরা যে ব্যবসায় করে, তাহাহইতে ব্যাঘ্রের ব্যবসায় অধিক ভয়ানক নহে। যাহা হউক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় জগৎ, স্বর্গের আদর্শ লইবে, এক দিন—যতই দূরে থাকুক, আজিকার অনেক দিন পরেই হউক, তবু—এমন এক দিন আসিবে, যে দিন দোষগ্রাহী পরনিন্দুক ব্যক্তিগণ, গুণগ্রাহী ও গুণানুরাগী হইতে পারিবে। গুণগ্রাহিতা শক্তির পবিত্রা-লোকে সকলের হৃদয় আলোকিত হইবে। প্রতি ব্যক্তি গুণগ্রাহী হইয়া পারিবারিক, সামাজিক ও দেশীয় উন্নতির সহায়তা করিবেন।

যে গুণগ্রাহিতা শক্তি হইতে নর মানব দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা পরিস্ফুট করা বিশেষ আয়াস-সাধ্য নহে। গুণানুরাগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একজন সাধু ব্যক্তিকে দেখিলে কাহার মনে আনন্দ না জন্মে? যখন কোন সুকবি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা তরঙ্গে মানব-হৃদয় উচ্ছ্বাসিত করেন, তখন কে না কবিকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসে? স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মহত্বের কথা শুনিতে কাহার শরীর রোমাঞ্চিত না হয়? আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণের কথা কহিতে কাহার চক্ষে জল না আইসে? যে দিন বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমযানে উঠিয়াছিলেন—প্রথম দিনের কথা বলিতেছি,—সে দিন কে না তাঁহার সাহসের, ও অধ্যবসায়ের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন? এই সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে, সহজেই বুঝা যায় গুণানুরাগ বৃত্তি পুস্তক পাঠ কি মৌখিক উপদেশের অপেক্ষা রাখে না, শোভানুভবতার ন্যায় ইহাও মানবের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি। গুণীব্যক্তিদিগের গুণানুলোচনা করিতে করিতে এ বৃত্তি পূর্ণবিকাশ পাইয়া থাকে—এই বৃত্তির পূর্ণত্ব হইলেই সকলেই প্রকৃত গুণগ্রাহী হইতে পারে। তখন "বর্ত্তমান কবিবর হেম বাবু যে কি করিয়া অপর মহাকবি ও সুকবিদিগকে প্রাণ ভরিয়া সুখ্যাতি করেন" ইহা ভাবিয়া কেহ বিস্মিত হয় না (১)।

ভারতে এক দিন গুণগ্রাহিতা শক্তি বড় প্রবলা ছিল। ব্রাহ্মণেরা দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন গুণের জন্যে; (২) আর্য্যগণ দেবাদীর উপাসক ছিলেন গুণের জন্যে; সেদিনকার চৈতন্যদেবও "ভগবানের অবতার" বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছেন। "গুণের পূজা কর" ইহা হিন্দুর ধর্ম্মনীতি। নীতিজ্ঞ হিন্দু যেখানে গুণ দেখিয়াছেন, সেই খানে নতশির হইয়া প্রণাম করিয়াছেন। যাঁহাদের গুণগ্রাহিতা বলে "হাড়ীর ঝি"ও "চণ্ডী" আখ্যা পান, সেই অতুলনীয় গুণগ্রাহিতা

(১) মেঘনাদ বধ কাব্যের এবং আলো ও ছায়ার সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

(২) ১২৯৯ সালের চৈত্রমাসের নব্য-ভারত পত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের লিখিত "ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতি" দ্রষ্টব্য।

শক্তি বর্ণনা করিবে কাহার সাধ্য? আজি ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে গুণ-গ্রাহিতার কার্য্যকারিণী শক্তি যেরূপ দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না, সে সময়ের ভারত অনেক নাতেরই আদর্শ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের কৃতবিদ্যা ব্যক্তিদিগেরমধ্যে অনেকে গুণগ্রাহী আছেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণদাস পাল ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনী প্রকাশিত, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহোদয়দিগের স্মরণার্থ সভা সমিতি স্থাপিত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের সমাধি স্থানে স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত; বেদ, উপনিষদ, নীতিশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি পুনঃ সংগৃহীত, ইত্যাদি পবিত্র হিতকর কার্য্যসকল বহুল গুণগ্রাহিতার ফল। যাঁহাদের গুণগ্রাহিতা, এই সকল মহৎ কার্য্যের কারণ, তাঁহাদের এক একজন আবার অতি সামান্য ব্যক্তির গুণ একরূপ ভাবে গ্রহণ করেন, যে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তুমি আমি একজনকে দশ দিন দেখিয়াও যাহা না বুঝিতে পারি; তাঁহারা এক দিনেই সেই গুণ খুঁজিয়া বাহির করেন; তুমি আমি লোককে প্রশংসা করিতে গিয়া ইতস্ততঃ করিয়া মরি, তাঁহারা অকপটে তাহার সহস্র সুখ্যাতি করেন। আমরা এই রকমের মানুষ বলিয়াই লোকে আমাদিগকে "ছোট লোক" বলে, আর তাঁহারা ঐ রকমের লোক বলিয়াই তাঁহাদিগকে "বড় লোক" বলে। তাঁহাদের পায়ের কাছে আমরা দাঁড়াইলে বোধ হয় তাঁহারা দেবতা, আমরা কীটাণু! তাঁহাদের আদর্শে আজি আমাদের সাধারণের গুণগ্রাহিতা শক্তি যদি পরিস্ফুট হইত, তাহা হইলে আমাদের উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলিও শস্যশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত না, আমাদের ঢাকাই মসলিনের মত অতুলনীয় জিনিস বিদেশীয় পাটশণের কুহকে ক্ষতিগ্রস্ত হইত না, আমাদের জোলা তাঁতিরাও নিরন্ন হইত না, প্রতি দিনের আবশ্যক জিনিসের জন্যেও আমাদিগকে বিদেশের পথ চাহিতে হইত না, আমাদের আর্য্য-দর্শন, বঙ্গ-দর্শন, নব-জীবন প্রভৃতি সাময়িক পত্র গুলিও অকালে মরিত না, বঙ্গ সাহিত্যের রত্নস্বরূপ পুস্তক গুলি পড়িতেও কেহ ইতস্ততঃ করিত না আর "অন্নপূর্ণার মত রাঁধুনী হই" "পৃথিবীর মত সহিষ্ণু হই" প্রার্থনা করিতেও মেয়ে গুলি লজ্জিতা হইত না!!

এখন তোমাকে বলি পাঠিকা ভগিনী, তুমি গুণানুরাগিণী হইয়া তোমার গুণ-গ্রাহিতা শক্তিকে বিকাশ কর। তোমার গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রতিবেশী, পরিচিত লোক, অধিক কি যেখানে যাহার কোন গুণ জানিতে পারিবে, প্রত্যেকের সেই গুণাবলী তুমি নিজহৃদয়ে গ্রহণ করিবে এবং গুণী ব্যক্তিকে উপযুক্ত আদর সম্মান দিবে। তোমার "গোলক" চাকর ও 'পাচীর মা' ঝিকে ছোট লোক বলিয়া

কি বেতনভোগী বলিয়া তাহাদের গুণে উপেক্ষা করিও না। তাহারা যদি সচ্চরিত্রতা, বিশ্বস্ততা, অথবা নিরালস্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয়, তবে সেই গুণের যথোচিত আদর করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মার মত লোকের গুণে আকৃষ্ট হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গদার ম'র মত লোকের গুণ খুঁজিয়া বাহির করাই প্রকৃত গুণগ্রাহকের ক্ষমতা। কিন্তু এই একটু সতর্ক হইবে যেন গুণ বলিয়া দোষের প্রতি অনুরাগ না হয়, দোষ অনেক সাজ সাজিতে জানে (১) তাই বলিতেছি গুণকে চিনিয়া গুণীর গৌরব করিও, তোমারও হৃদয় গুণের আধার হইবে।

লেখিকা শ্রীমাঃ—

সতীধর্ম্ম।

(২য় প্রবন্ধ, বরাহপুরাণ, নারদের প্রতি যমের উক্তি)

যম নারদকে কহিলেন,—

প্রসুপ্তে যা প্রস্বপিতি বিবুদ্ধে জাগ্রতি স্বয়ম্।
ভুঙক্তে তু ভোজিতে বিপ্র। সা মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবম্॥১

নিদ্রিত হইলে পতি যে হয় নিদ্রিত,
জাগরিত হ'লে পতি হয় জাগরিত;
ভোজন করিলে পতি যে করে ভোজন,
সে নারী নিশ্চয় জয় করয়ে শমন।১।

একদৃষ্টিরেকমনা ভর্ত্তুর্বচনকারিণী।
তস্যা বিভিমহে সর্ব্বে যে তথান্যে তপোধনাঃ॥২॥

পতি প্রতি একদৃষ্টি একমন যার,
পতির আদেশ পালে না করি' বিচার;
আমি যম কিম্বা অন্য মুনি-ঋষি-চয়,
এ হেন সতীরে মোরা সবে করি ভয়।২।

ভর্ত্তা বাভিহিতা রুক্ষং প্রণতাখ্যায়িনী ভবেৎ।
দেবানামপি সা সাধ্বী পূজ্যা পরমশোভনা॥৩॥

পতি যদি রোষভরে কহে অনুচিত,
তথাপি বিকৃত নাহি হয় যার চিত;
নত হ'য়ে অনুনয় করে ধীরে ধীরে,
দেবতাগণেও পূজে এ হেন সতীরে।৩।

যাঽনুবিষ্টেন ভাবেন ছায়েবানুগতা পতিম্।
সা তু মৃত্যুমুখদ্বারং ন গচ্ছেদ্ ব্রহ্মসম্ভব॥৪॥

যে নারী ভকতিভাবে হইয়া তন্ময়,
পতির ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে রয়;
শুন হে নারদ মুনি বিরিঞ্চি-তনয়!
সে নারীর নাহি কভু কৃতান্তের ভয়।৪।

এষ মাতা পিতা বন্ধুরেষ মে দৈবতং পরম্।
পতিং শুশ্রূষতে যৈবং সা মাং বিজয়তে সদা॥৫॥

পতিই আমার মাতা পিতা বন্ধুজন,
পরম দেবতা পতি নিস্তার-কারণ;
এই ভাবে করে যেই পতির সেবন,
সে নারী নিশ্চয় জয় করয়ে শমন।৫।

ভর্ত্তারমেব ধ্যায়ন্তী ভর্ত্তারমনুগচ্ছতি।
পতিব্রতা তু যা সাধ্বী তস্যাশ্চাহং কৃতাঞ্জলিঃ॥৬॥

---

(১) দোষকে গুণভ্রম কিরূপে হয়, ভবিষ্যতে তাহা বলিতে ইচ্ছা রহিল।

পতি-যার ধ্যান জ্ঞান পতি যার গতি,
সুখে দুঃখে সদা রহে পতির সংহতি ;
আমি যে বিষম যম সংহারি সকলি,
আমিও তাহার কাছে থাকি কৃতাঞ্জলি।৬

গীতবাদিত্রনৃত্যানি প্রেক্ষণীয়ান্যনেকশঃ।
ন শৃণোতি ন পশ্যেচ্চ মৃত্যুদ্বারং ন গচ্ছতি ॥৭॥

নৃত্য গীত বাদ্য আদি কত প্রলোভন,
শ্রবণ নয়ন মন করয়ে হরণ ;
পতি বিনা যার মন এ সবে না যায়,
যমের দুয়ার সেই কভু না মাড়ায়।৭।

শয়নে স্বপনে বাপি স্নানে বাথ প্রসাধনে।
নান্যং যা মনসা ধ্যায়েৎ সা মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবম্ ॥৮॥

শয়নে স্বপনে স্নানে কিম্বা প্রসাধনে,(১)
মনে জ্ঞানে নাহি যেই ভাবে অন্য জনে ;
সে সতীর প্রভাবের তুলনা না হয়,
যমভয় জয় সেই করয়ে নিশ্চয়।৮।

দেবতা অর্চ্চয়ন্তী যা ভোজয়ন্ত্যতিথীংশ্চ যা।
চিন্তাং পতিং ন ত্যজতি মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥৯॥

দেবতা-পূজনে কিম্বা অতিথি-সেবনে,
কিম্বা অন্য সংসারের কর্ত্তব্য-পালনে,
সর্ব্বকার্য্যে সদা যার মনে জাগে পতি,
যমদ্বারে সে সতীর নাহি হয় গতি।৯।

ভানৌ চানুদিতে যাতু সমুত্থায় তপোধন।
গৃহং মার্জ্জয়তে নিত্যং মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥১০॥

প্রত্যূষে গগনে ভানু না হ'তে উদয়,
যে নারী উঠিয়া নিত্য সারে সমুদয়—
পরিপাটি ছড়া ঝাঁটি গৃহের সংস্কার,
তাহার উপরে নাহি যম-অধিকার।১০।

শরীরং চ মনশ্চৈব যস্যা নিত্যং সুসংযতম্।
শৌচাচারসমাযুক্তা সাপি মৃত্যুং ন পশ্যতি ॥১১॥

যাহার শরীর মন রহে সুসংযত,
পরিশুদ্ধ সদাচারে সদা যে নিরত ;
অশুচি ভাবের যাহে নাহি আছে লেশ,
সে রমণী নাহি জানে মরণের ক্লেশ।১১।

ভর্ত্তুর্মুখং প্রপশ্যন্তী ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী।
বর্ত্ততে যা হিতে ভর্ত্তুর্মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥১২॥

সর্ব্ব কর্ম্মে সদা যেই পতি-মুখ চায়,
প্রাণপণে পতি-মন যে নারী যোগায় ;
পতির কল্যাণে যেই নিযুক্ত সদাই,
তার কাছে কৃতান্তের অধিকার নাই।১২।

ব্রতিনাং বীতরাগাণাং দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ।
মনুষ্যাণাং তু ভার্য্যা বৈ তত্র দেশে চ দৃশ্যতে ॥১৩॥

সংসার-বিরাগী মুনি ঋষি যারা রয়,
তাদের দেবতা দূরে স্বর্গলোকে রয় ;
সতী সাধ্বী পতিব্রতা রহে যার ঘরে,
তাহার দেবতা তার ঘরেরি ভিতরে।১৩।

(ক্রমশঃ)

গাণ্ডার-শাবক। *

গাণ্ডার-শাবকের বিবরণ অত্যন্ত বিস্ময়জনক। জগৎপাতা করুণাময় পরমেশ্বর ইঁহাদিগের যে অদ্ভুত স্বভাব প্রদান করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার অপার মহিমার, কারণ্যের ও সৃষ্টি চাতুর্য্যের আংশিক ভাব মানস-পটে

(১) "প্রসাধন"—বেশভূষা পরিধান।

* গাণ্ডার সচরাচর গণ্ডার নামেই অভিহিত।

প্রতিবিম্বিত হইয়া হৃদয়কে অদ্ভুত রসে প্লাবিত করে। গাণ্ডার-শাবকের যে অদ্ভুত স্বভাব বলিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল, সেটী পরে বলা যাইবে, অগ্রে গাণ্ডার-পশুর অপর কয়েকটী বিবরণ বলা যাউক।

গাণ্ডারের দেহ দীর্ঘে অষ্টহস্ত পরিমিত হইতে দেখা যায়। ইহাদের পদ খর্ব্বাকৃতি, প্রতিপদে ৩টী করিয়া নখ আছে। পুচ্ছ ক্ষুদ্র। কর্ণ দীর্ঘ এবং তাহা প্রায়ই সোজা হইয়া থাকে। মস্তক বৃহৎ, উর্দ্ধচিবুক নিম্নাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর। ওষ্ঠ অধরাপেক্ষা অষ্ট অঙ্গুলি দীর্ঘ, লম্বিত এবং প্রায় হস্তিশুণ্ড সদৃশ। পরন্তু তাহা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট ও কৌশলসম্পন্ন নহে। না হইলেও গাণ্ডার ঐ ওষ্ঠের সাহায্যে তৃণ পত্রাদি খাদ্য দ্রব্য আকর্ষণ করতঃ মুখ বিবরে অর্পণ করিতে সক্ষম হয়।

গাণ্ডারের নাসিকার উর্দ্ধভাগে একটী শৃঙ্গ জন্মে। এই শৃঙ্গকে খড়্গা বলে। ইহা অতিশয় দৃঢ়, নিরেট এবং অনধিক দুই হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। হিংস্র জন্তুর আক্রমণকালে ইহারা ঐ দৃঢ়তর শৃঙ্গ বা খড়্গা সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে বিত্রাসিত করিয়া থাকে। কোন গাণ্ডারের নাসার উর্দ্ধভাগে দুইটী খড়্গা থাকার কথাও শুনা যায়। কিন্তু তাহা সচারাচর নহে। অনুমান হয়, [illegible] গাণ্ডার ভিন্নজাতীয়। দুরন্ত [illegible] ও ব্যাঘ্র ইহারা প্রকাণ্ডকায় হস্তীকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয়, কিন্তু খড়্গাপ্রহার ভয়ে গাণ্ডারকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না।

গাণ্ডারের উদরের চর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের চর্ম্ম এমন স্থূল ও কর্কশ যে তাহাকে ছুরিকা, বর্শা, তরবারি ও অন্যান্য তীক্ষ্ণাস্ত্রে ভেদ করা যায় না। অধিক কি লৌহগুলিও ইহাদের গাত্র চর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ নহে। সীসকের গুলি চ্যাপটা হইয়া যাইবে, তথাপি অণুমাত্রও গাত্রত্বক্ বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। বিশেষতঃ ইহাদের নিতম্বের পার্শ্বচর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কর্কশ।

গাণ্ডারের খড়্গা তীক্ষ্ণাগ্র, চর্ম্ম দুর্ভেদ্য, দেহ সুদৃঢ়, এবং বল অপরিমিত। সেই কারণে ইহাদিগকে হস্তীরাও ভয় করে। ইহাদের বল হস্তিবল অপেক্ষাও অধিক।

পশুতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত পশুর স্বভাব বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহারা কিছু নির্ব্বোধ, রুক্ষস্বভাব, এবং একগুঁয়ে। ইহারা বিশেষ কারণে উত্তেজিত হয়, উত্তেজিত না হইলে ক্রুদ্ধ হয় না। ইহাদের অন্য এক স্বভাব এই যে, ইহাদের ক্রোধ হইলে সে ক্রোধ সহজে উপশান্ত হয় না, সেই জন্য ইহারা শীঘ্র শান্ত ভাব অবলম্বন করে না। ইহারা যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন ইহারা ক্রোধ ভরে এরূপ বেগে ধাবমান হয় যে সম্মুখস্থ পদার্থসকল ইহাদের আঘাতে লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়। ক্রোধের সময়

ইহারা সম্মুখে যাহাই থাকুক, উল্টাইয়া ফেলিয়া সোজা চলিয়া যাইবেই যাইবে। এই সময়ে ইহারা এত অধিক বেগে গমন করে যে, ইহাদের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষ ও প্রাচীর প্রভৃতি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়া থাকে।

গাণ্ডার যখন শ্রান্তি নিবারণার্থে কোন বৃক্ষতলে নিদ্রিত থাকে, তখন শিকারীরা গোপন ভাবে ইহাদিগের উদরের নিম্নে অথবা কর্ণমূলে গুলি প্রহার করিয়া ইহাদিগের বধ সাধন করিয়া থাকে। কোন কোন শিকারী ভূমিতে খাদ খনন করিয়া তাহার উপরি ভাগে শাখা প্রশাখা লতা গুল্মাদি এবং মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, পরে নির্ব্বোধস্বভাব গাণ্ডার বিচরণ করিতে করিতে সহসা সেই খাদ মধ্যে নিপতিত হয় এবং তখন তাহারা অতি কষ্টে ধৃত হয়।

গাণ্ডার উদ্ভিজ্জভোজী পশু, সেই জন্য ইহারা হিংস্র স্বভাবান্বিত নহে। ইহারা জনশূন্য অরণ্য মধ্যস্থ জলযুক্ত পঙ্কিল ভূমে ও নদীকূলে শূকরের ন্যায় কর্দ্দমাক্ত কলেবরে অবস্থান করিতে ভাল বাসে এবং নিকটস্থ বনে গিয়া গুল্ম লতা ও শস্য ক্ষেত্রস্থ ধান্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

আফ্রিকা, এসিয়া, শ্যাম, সুমাত্রা, যাবা, প্রভৃতি দেশে ইহারা বাস করে এবং বঙ্গের কোন কোন বনেও ইহাদিগকে অবস্থান করিতে দেখা যায়। ইহাদের চর্ম্মে উত্তম ঢাল প্রস্তুত হয় এবং ইহাদের খড়্গে কৌটা, পাশা, কুন্দী, ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব কালের হিন্দুরা ইহাদের মাংসে শ্রাদ্ধাদি করিতেন এবং পবিত্র জ্ঞানে গাণ্ডার মাংস ভক্ষণও করিতেন।

গাণ্ডার গোবৎসের ন্যায় রব করে। গাণ্ডারের জিহ্বাতে তীক্ষ্ণ কণ্টক সদৃশ এক প্রকার পদার্থ আছে, এজন্য যদি দৈবাৎ ইহারা মানবগাত্র লেহন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই লেহন স্থানের এক পর্দ্দা চর্ম্ম উঠিয়া যায়। অধিক কি বলিব, বৃক্ষ গাত্র লেহন করিলে লেহন স্থানের ত্বক্ দেহে থাকে না।

গাণ্ডারী বহুকাল ব্যবধানে একটী করিয়া সন্তান প্রসব করে। শৈশবাবস্থায় গাণ্ডার শাবক দেখিতে শূকরের ন্যায় হয়। পরে বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহাদের খড়্গোদ্গম ও শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে; সেই সময়েই তাহাদের অন্যান্য শারীরিক চিহ্ন প্রব্যক্ত হওয়ায় হঠাৎ চিনিবার যোগ্য হয়। গাণ্ডার শিশুর বিধাতৃদত্ত একটী অদ্ভুত স্বভাব—যে স্বভাব অতি আশ্চর্য্য ও বিজ্ঞ বুদ্ধিমান মাত্রেরই চিন্তনীয়—যে আশ্চর্য্য স্বভাবটী সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য এতৎ প্রবন্ধের অবতারণা—সেই আশ্চর্য্য স্বভাবটী এখন বলিব বলিয়া আনন্দে হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে।

সকলেই দেখিয়াছেন, গোশিশু, হরিণশিশু, অশ্বশিশু, অধিক কি, পশু-শাবক মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া কিয়ৎক্ষণ জড়বৎ নিপতিত থাকে; সেই অবস্থায় তাহার জননী গাত্র লেহন করিতে থাকে, তৎপরে সে জাড্যভঙ্গ লাভ করিয়া উত্থিত হয়, উত্থিত হইয়াই স্তন্যপানার্থ মাতৃক্রোড়ে প্রবেশ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গাণ্ডারশিশু উক্ত নিয়মের বহির্ভূত এবং তাহাদের স্বভাবও অন্য বিধ। গাণ্ডারী যেই প্রসব করে, গাণ্ডার-শাবক যে মুহূর্ত্তে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সে সজোরে পলায়ন করে। গাণ্ডারী ফিরিতে না ফিরিতে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে, গাণ্ডারী তাহাকে আর দেখিতে পায় না। স্নেহপরবশা গাণ্ডারী কাতরা হইয়া শাবকের অন্বেষণে গমন করে, কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। অবশেষে সে ম্লানচিত্তে পুনর্ব্বার সেই প্রসব স্থানে ফিরিয়া আসে এবং সেই স্থানেই মনোদুঃখে অবস্থান করে। এই রূপে অন্যূন ১০। ১২ দিন গত হয়, তৎপরে সেই শাবক তাহার জননীকে খুঁজিয়া লয় অর্থাৎ নিজ ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থানে আসিয়া জননী ক্রোড় প্রাপ্ত হয়।

কি অচিন্তনীয় প্রভাব! কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কি অদ্ভুত ব্যাপার! ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল! একবার ভাবিয়া দেখ। গাণ্ডারীর জিহ্বা তীক্ষ্ণ কণ্টকাকার পদার্থে পরিব্যাপ্ত, প্রসূত শাবকের গাত্রচর্ম্ম অতীব কোমল। গাণ্ডারী স্নেহের খাতিরে তাহার গাত্র লেহন করিবেই করিবে, করিলে সে বাঁচিবে না। তাই যেন দয়াময় বিধাতা বেচারী শাবককে ক্রোড়ে লইয়া দূরে পলায়ন করেন। গাণ্ডার-শিশু যে ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতেই পলায়ন করে, সে কি জানে যে মা আমার গাত্র লেহন করিবে? সে জন্মমাত্রে ঐ পলায়ন করিবার উপযুক্ত শক্তি কোথায় পায়? কে তাহাকে ঐ সামর্থ্য প্রদান করে? সে ঐ ৮।১০ দিন (৮।১০ দিনের মধ্যে তাহার গাত্রচর্ম্ম শক্ত হইয়া আইসে) কোথায় থাকে? কি আহার করে? কে তাহাকে বাঁচায়? ভাবিতে গেলে চিত্ত অস্থির হয়, হৃদয় ব্যাকুল হয়, বুদ্ধি কুণ্ঠিত (ভোঁতা) হইয়া পড়ে, কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকেই মনে পড়ে।

অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ ইংরাজ পণ্ডিত এই ব্যাপার দেখিয়া অন্য কোন গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা পূর্ব্বজন্ম থাকা মানিতে ইচ্ছুক হন। তাঁহারা যেই গাণ্ডার শিশুর উল্লিখিত স্বভাব স্মরণ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা বলেন, নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্ম আছে। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বিশেষ ইহ জন্মের প্রারম্ভে স্বভাব রূপে ব্যক্ত হয়, তাই গাণ্ডার শিশু পলায়ন করে। পূর্ব্বজন্মের কূট-তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া জীবের এই পালনী রীতিতে সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় বিধাতার বিচিত্র ও আশ্চর্য্য কৌশল প্রত্যক্ষ

করাই সুবুদ্ধি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধন্য জগদীশ! তোমার মহিমা কোন্ মানব বুঝিবে! ধন্য তোমার সৃজন শক্তি ও সমাবেশ শক্তি!

যদুবংশ।

(৩১৩ সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

রাজ্যাপহারক কংসের পিতৃব্য দেবকের দৈবকী নাম্নী একটি কন্যা যদুবংশের অন্যতম শাখাসম্ভূত বাহ্মা বসুদেবকে প্রদত্ত হয়; ভুবনবিখ্যাত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শুভ পরিণয়ের রত্ন-ফল। একদা ভবিষ্যদ্বক্তা নারদ কংসকে বলিলেন যে, "তোমার ভাগিনেয় দৈবকীর পুত্র হইতে, তুমি পিতৃদ্রোহিতার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। রাজা কংস, এই বাক্যে ভীত হইয়া বসুদেব ও দৈবকীর উপর নজরবন্দী স্বরূপ প্রহরী নিযুক্ত করেন এবং নিষ্ঠুর কংস কর্ত্তৃক দৈবকীর সাতটী পুত্র ক্রমে ক্রমে নিহত হইলে, বসুদেবের অন্য স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে বলরাম জন্ম গ্রহণ করেন। রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পুত্রবৎসল বসুদেব কংসের ভয়ে গোপনে তাহাকে ব্রজধামে স্বীয় সখা গোপপতি নন্দ ঘোষের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পর দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হয়। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র ইনিও রামের ন্যায় নন্দ ঘোষের নিকট প্রেরিত হন। এইরূপে রাম ও কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের গৃহে প্রতিপালিত ও বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রামের ন্যায় বলবান্ মনুষ্য দ্বাপর যুগে আর জন্মে নাই, এই জন্য তিনি বলরাম নামে অভিহিত হইলেন। ইঁহার বলবিক্রমে হরিবংশ তৎকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য যাদব ও গ্রীকগণ বোধ হয় ইঁহাকেই হার্কুলিস বলিয়াছেন। মহাত্মা টডের মতেও ভারতীয় হরিকুলেশ ও গ্রীসীয় হারকুলেশ এক। রাম ও কৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন যদুকুলের আশা ভরসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মূঢ়মতি কংস শৈশবকালেই ইঁহাদের বিনাশ সাধনের জন্য নানারূপ কূট পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু নন্দমহিষী যশোদার অকৃত্রিম স্নেহ ও রাম, কৃষ্ণের বল বিক্রম জন্য নৃশংস অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে তাঁহাদের নিধন জন্য আর একটী ষড়যন্ত্র করিলেন। যাহাতে রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় আসিবা মাত্র বিনষ্ট হন, এইরূপ স্থির করিয়া, রামকৃষ্ণপ্রমুখ মথুরার গোপবৃন্দকে যজ্ঞ ব্যপদেশে আমন্ত্রণ করিলেন। রাম কৃষ্ণ পূর্ব্বেই এ সকল বৃত্তান্ত যদুগণ দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন, এখন নন্দ ও যশোদার নিষেধ সত্ত্বেও মথুরায় আগমন পূর্ব্বক সহসা

কংসকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিধন করিলেন। কংসের নিধনে যাদবগণ বলরামকে রাজাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রাম কৃষ্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া কারারুদ্ধ উগ্রসেনকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অপহৃত সিংহাসন তাঁহাকেই প্রদান করিয়া যদুকুলের একমাত্র রাজা বলিয়া বরণ করিলেন; রাম কৃষ্ণের বল বিক্রমে কংসের বধ সাধন ও উগ্রসেনের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে সমস্ত যদুবংশীয়গণ ও মথুরাবাসীগণ তাঁহাদের বশীভূত ও আজ্ঞাধীন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলের সপ্তশাখা একত্র করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই মহদভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই দুর্জ্জয় মগধাধিপ মথুরা আক্রমণ করেন। যদিও রাম কৃষ্ণ কতিপয় যদুদলের অধিনায়ক হইয়া পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধের বল খর্ব্ব করেন, তথাপি রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজসিংহাসন রাখিতে আর সাহসী হইলেন না। তিনি মথুরার রাজপাট দ্বারকা উপদ্বীপে লইয়া গেলেন, এবং তদবধি তাঁহার লীলা সংবরণ কাল পর্য্যন্ত দ্বারকা যদুকুলের প্রধান রাজধানী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বল বিক্রম, আত্মত্যাগ, রাজনীতিজ্ঞতা ও বুদ্ধিকৌশল দর্শনে অবিলম্বে যদুবংশের সপ্তশাখা একসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহাতে যাদবগণের রাজ্য নিরাপদ হইল মাত্র, কিন্তু জরাসন্ধের দুরাচরণের কিছু মাত্র হ্রাস হইল না, কারণ দ্বারকা হইতে সুদূর মগধ রাজ্যে গিয়া জরাসন্ধকে দমন করা যাদবগণের পক্ষে দুঃসাধ্য। তখন সভ্যজগতের প্রধান প্রধান বল বিক্রমশালী নৃপতিগণ জরাসন্ধের সহায় ও আজ্ঞাধীন ছিলেন, আর যদুবংশের ও অন্যান্য রাজবংশের রাজগণ যাঁহারা জরাসন্ধের দুষ্কর্ম্ম সমূহের প্রতিকূল ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই জরাসন্ধের কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কেবল একমাত্র হস্তিনানগরী, ভীষ্ম ও পাণ্ডুর বাহুবলে জরাসন্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও নিরাপদ ছিল। যদুপতি কৃষ্ণ এই জন্য প্রথমে কৌরবগণের সহিত মিলিত হন। মহাভারত পাঠক মাত্রেই জানেন যে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁহার ধার্ম্মিক ও বীরেন্দ্র পুত্রগণ দুর্য্যোধনের কুচক্রে নির্ব্বাসিত হন। পাণ্ডবদিগের এই নির্ব্বাসনকালে তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুতা দৃঢ় হয়। নির্ব্বাসনের পর তাঁহারা যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইয়া ক্রতুরাজ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের নিকট কারারুদ্ধ রাজগণের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া পাঠান, কিন্তু বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। এই কারণে যুধিষ্ঠিরানুজ ভীমসেনের সহিত জরাসন্ধের একটী দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বীরবর জরাসন্ধ নিহত হন এবং কারাবদ্ধ নৃপতিগণ উদ্ধারলাভ করেন। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও

রাজনীতিজ্ঞ, দ্বিতীয় ভীম বলরামের ন্যায় শারীরিক বলের জন্য প্রসিদ্ধ, তৃতীয় অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয়, ৪র্থ নকুল অসিযুদ্ধে আদর্শ, ৫ম সহদেব বুদ্ধিমান ও তৎকালীন সচীবগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের পিতৃস্বসা কুন্তীর তনয়, সুতরাং কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। মহাত্মা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য পাপীদিগকে দমন করা ও ধার্ম্মিকদিগকে সম্মানিত করা। জরাসন্ধ বধের পর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ্যের একমাত্র রাজা বলিয়া পরিগণিত হন। এই সময় পাণ্ডবগণের যশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল, ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনের ঈর্ষার আর সীমা পরিসীমা রহিল না। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর যে সকল নৃপতি জরাসন্ধের সহায় ছিলেন, তাঁহারা অচিরে দুর্য্যোধনপ্রমুখ হইয়া কৃষ্ণের ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপনের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের দোষে কৌরবগণের মধ্যে গৃহবিবাদ এমন গুরুতর হইয়া উঠিল, যে সেই বিবাদে পৃথিবী প্রায় বীরশূন্যা হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের এই সর্ব্বনাশক মহাসমর সংঘটিত হয়। সেই সময়ে কৃষ্ণ, যদিও কতিপয় যাদবগণের সহিত সংলিপ্ত ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ যাদব এই যুদ্ধে নির্লিপ্ত ছিলেন। এই যুদ্ধের কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণের তনয়গণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় প্রভাস মহাতীর্থে প্রায় সমুদয় যদুবীরগণ হত হয়েন। যুধিষ্ঠির যদিও বহু আয়াসের পর, বিধবা-সদৃশ শ্রীহীনা বসুমতীকে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরম মিত্র শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত দিয়াছিল; তিনি কৃষ্ণশূন্য পৃথিবীতে আর থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে মথুরায় আর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষীতকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, চারিভ্রাতা ও রাজ্ঞী দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার অনুগত যাদবগণ স্ব স্ব পরিবারের সহিত তাঁহার অনুগমন করেন। ইঁহারা পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। অবশেষে হিমালয়ের উত্তর প্রদেশের কোন স্থানে যুধিষ্ঠির ৪ চারিভাই দ্রৌপদীর সহিত লোকান্তর গমন করেন। মহর্ষি বেদ ব্যাস তাঁহার কুহকিনী কবিতাজালের ভিতর যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী যাদবগণের অনুরূপ পরিণাম জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই সেই জাল উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাইবেন, যুধিষ্ঠিরের অনুগামী যাদবগণ সংখ্যায় নিতান্ত কম নহেন এবং ইঁহারা অধিকাংশ রাম ও কৃষ্ণের বংশ। যখন পাণ্ডবগণ পৃথিবী ভ্রমণ পূর্ব্বক দুরারোহ হিমপ্রধান হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেন, তখন যদুগণ আর

তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারিলেন না; সম্ভবতঃ ইঁহারা বহুদিন হিমালয়ের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া কিছুদিন তক্ষকস্থানে বাস করেন * এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক হইয়া আপনাদিগকে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি বলিয়া পরিচয় দেন। দেশ ও ভাষা ভেদে ইঁহাদিগকে যদুর অপভ্রংশ যিহুদি বলা হইয়া থাকে এবং ইঁহাদের অধিকৃত দেশ যুদা (Judah) নামে অভিহিত। ইঁহারা কিরূপে আফ্রিকা, গ্রীস ও ইটালি প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হন, তাহা বাইবল ও পাশ্চত্য ইতিহাস সমূহে বিবৃত আছে। ইঁহারা ভারত হইতে যে রীতি নীতি ও ধর্ম্ম লইয়া যান, তাহা যদিও দেশ ও ভাষাভেদে অনেকটা বিভিন্ন দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত যিহুদিদিগের মধ্যে এই যদুদিগের কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ইঁহাদের মধ্যে বেদোক্ত ব্রাহ্মণ কেহ ছিলেন না সত্য, কিন্তু তথাপি ইঁহারা পূর্ব্ব পুরুষদিগের রীতি, নীতি ভুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যীশুখৃষ্টের নাম, চরিত্র জন্ম, মৃত্যু ও উদ্দেশ্য প্রভৃতির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রায় ২০০০ হাজার বৎসর পরে মহাত্মা যীশু কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্ম ও জীবন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও জীবনের ন্যায় বিপদপূর্ণ। ইঁহারা উভয়েই বিশ্বপ্রেমিক। ভারতীয় কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেমিকতা বীর রস মিশ্রিত, পাশ্চাত্য কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেমিকতা শান্তিরস মিশ্রিত। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে একজনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্ত্র ও প্রেমের আবশ্যক হইয়াছিল, অন্যের সুধু প্রেমেই উদ্দেশ্য সাধন হয়। ইঁহারা এক জন স্বয়ং ঈশ্বর ও অপর ঈশ্বরের পুত্র বা অংশ রূপে আপনাদিগকে মানব-জাতির ত্রাণকর্ত্তা বলিতেন। ভারতীয় কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥ ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যামি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

ভগবদ্গীতা, দ্বাদশ অধ্যায়।

"যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তুমি আমাতে স্থিরতর রূপে চিত্ত ও বুদ্ধি নিবেশিত কর; তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে।"

পাশ্চাত্য কৃষ্ণ বলিতেছেন,—আমিই

* টডের রাজস্থান ১ম খণ্ড ১০৮০ পৃষ্ঠা এবং এলফিন্ষ্টনের ভারতেতিহাসের ২২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

পথ এবং এবং সত্য এবং জীবন, আমার সাহায্য ভিন্ন কেহ পিতার নিকটস্থ হইতে পারে না।

(সেন্ট জন ১০ম অধ্যায়)

এস্থলে বলিতে হইবে যে যীশু দেশ ও কাল ভেদে স্বয়ং ঈশ্বরত্বে স্থান পাইয়া আপনাকে ঈশ্বরের অংশ বা পুত্র বলিয়াছেন। বারান্তরে এই মহাত্মাদ্বয়ের সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যদিও সর্ব্বসংহারক প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, যদুও কুরুকুল ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল, তথাপি বজ্র, পরীক্ষিত ও জন্মেজয়ের রাজত্ব কালে যদু ও কুরুবংশের প্রভুত্ব অপ্রতিহত ছিল। মহারাজ জন্মেজয়ের রাজত্ব কালে, স্কন্দদেশ শাকদ্বীপ (সকোট্রা) উত্তরকুরু, গান্ধার ও তক্ষকস্থান প্রভৃতি দেশ সকল স্বাধীনতাপ্রিয় সূর্য্যবংশীয় তক্ষকগণ এবং চন্দ্র বংশীয় যদুগণ কর্তৃক অধিকৃত ছিল। যদিও সিন্ধু ও কাস্পীয়ান সাগরের মধ্যস্থিত স্থানে অগ্নি এবং অন্যান্য বংশীয়েরা বাস করিতেন, যদু ও তক্ষকগণ সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে তক্ষকগণ বিস্তৃত হইতে লাগিলেন। পুরাণ বলেন, পরীক্ষিত কোন এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অপমান করায়, তদীয় পুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তক্ষক দংশনে নিহত হন। পরীক্ষিতের জন্ম ও মৃত্যু লইয়া মহামুনি ব্যাস তাঁহার প্রতিভা শক্তিকে যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা অতীব মনোহর ও উপদেশজনক, কিন্তু এ স্থলে তাহা অনালোচ্য। পরীক্ষিত-তনয় জন্মেজয় পিতার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে তক্ষক কুল প্রায় নিঃশেষিত করেন। মহারাজ জন্মেজয়ের সময় পর্য্যন্ত পাণ্ডু ও শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, ইহার পর হইতে যদুবংশীয়দের শোচনীয় অধঃপতন ঘটে। যে যদুবংশীয়েরা আদি হইতে শত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য পালন করেন—এক দিন যে বংশ সমুদয় সভ্য জগতের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল—যে যদুবংশীয় হিন্দুগণ, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের মূল—যাহার শাখা বংশ নূতন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া একদা সমস্ত জগৎকে কম্পিত করিয়াছিল, * আজি কালের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় রাজপুত রাজস্থানের মরুভূমিতে বৃটিশ অধীনে সামান্য সামন্ত রাজা রূপে অবস্থান করিতেছেন †

---

* ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ যদিও নিজে তক্ষক দেশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ ও খলিফাগণ যদুবংশীয়। (খোরাসান, বাখ, সমরখণ্ড প্রভৃতি দেশের মুসলমান রাজগণ, যদুবংশীয় ও আতার, পারসিয়া, টর্কি ও মিশর প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ তক্ষক বংশ)। রাজস্থান, দ্বিতীয় খণ্ড ৫১৪।৫১৫ (বঙ্গোবাসীয়) এবং এলফিনোষ্টনের ভারত ইতিহাস দেখ।

† ভট, যাদা, যোহিল, ভাটিয়া প্রভৃতি।

কতিপয় ইহুদী বণিক বেশে দেশে দেশে কালযাপন করিতেছেন। অধিকাংশ যহুগণ খৃষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব ও বংশ ভুলিয়া গিয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন যে তাঁহাদিগকে যহুবংশীয় বলিয়া আদৌ বিশ্বাস হয়না।

কু, রা।

ভারতবন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রাডলা।

কে শুনালি কাণে এ দারুণ বাণী—
"ভারত-সুহৃদ্ জীবিত নাই ?
শুনি সে বারতা ফাটিছে হৃদয় !
কি করি এখন কোথায় যাই ?

অভাগীর বুঝি নয়নের জল—
শুকাবে না আর—জীবনে তার,
সৌভাগ্য সুদিন—নাহি সে কপালে
ঘুচিবে না কভু হৃদয় ভার !

কাঁদিতে এসেছে দুখিনী ভারত
কাঁদিয়া করিবে জীবনপাত,
সুদিনের মুখ হেরিবে না আর
পোহাবে না তার দুঃখের রাত।

সে মলিন মুখে ফুটে কি রে হাসি
বিষাদ কালিমা অন্তরে যার ?
আশার স্বপন জাগে না সে হৃদে
(তাই) রোদন জীবনে করেছে সার !

গিয়েছে 'ফসেট'—গিয়েছে 'ব্রাইট'
আছিল'ব্রাডলা' হিতৈষী তার,
উদার নীতির জাগ্রত প্রহরী !
এমন সুহৃদ্ হবে কি আর ?

জীবনের ব্রত—পর উপকার
পালন করেছ নিয়ত তুমি,
কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধা তব কাছে
রবে চিরকাল ভারত ভূমি।

দুখিনী ভারত দুটী অশ্রুকণা
দিতে পারে আজ তোমার তরে,
কি দিয়ে করিবে মর্য্যাদা সম্মান ?
কপর্দ্দক তার নাহিক করে !

যে ঋণে ভারত আবদ্ধ ও করে,
সে ঋণ কেহই শোধিতে নারে,
অমূল্য যে দান তার প্রতিদান
এ জগতে কেহ দিতে কি পারে ?

কৃতজ্ঞ হ'বার এইত সময়,—
বিশকোটী প্রাণ মিলিয়ে তবে,
যার যে শকতি—(একটী পয়সা)
দান কর আজ তোমরা সবে।

সমষ্টি করিয়ে—স্মরণার্থে তাঁর—
দেশ হিতকর যে কোন কাজে—
নিয়োজ সে ধন, হ'ক তাঁর নাম
চির-স্মরণীয় ভারত মাঝে।

হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার
সমস্ত ভারত বিষাদ ভরে,
শোক পরিচ্ছদ কর পরিধান
কাঁদ এক দিন 'ব্রাডলা' তরে।

জানাও সকলে—কি ঘোর বিপদ!
ভারতের হয়ে বল কে আর
সে মহাসভায় থাকিয়ে নিরত
অশেষ মঙ্গল সাধিবে তার?

'ভারত কৃতজ্ঞ' বিদিত জগতে।
অকৃতজ্ঞ বলি না যেন তায়—
অপবাদ দেয় বিদেশীয়গণে,
প্রাচীন প্রবাদ টুটে না যায়।

বল কোটিকণ্ঠে মিলাইয়ে তান
"ব্রাডলা মোদের পরম সখা,
গিয়েছে স্বরগে বীরেন্দ্রকেশরী
প্রশস্তহৃদয়—দয়াতে মাখা।"

শেষ করি আজ মরতের লীলা
অমর ভবনে—অমর সনে,—
স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়াছ তুমি;
কতই আনন্দ তোমার মনে!

দেখালে যে ভাব—নিঃস্বার্থ উদার
ভুলিবনা কভু,—কে ভোলে তাঁরে—
স্বাস্থ্যসুখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
পরহিতে প্রাণ যে দিতে পারে?

মরিয়ে অমর হইলে ব্রাডলা,
(প্রাতঃস্মরণীয় বিশাল ভবে!)
তোমার সুনাম গাইবে সকলে
যত দিন দেহে চেতনা রবে।

পরিশ্রান্ত মন—শান্তি নিকেতনে
শান্তি-সুধা সুখে করহে পান,
জননীর কোলে বসিয়ে বিরলে
গাও চিরকাল সাম্যের গান।

শুনিয়ে সে গান সুরবাসীগণ
একতানে সবে ধরুক তান,
মাতিয়ে উঠুক মরতের নর—
জাগিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ।

কে বলে ব্রাডলা নিরীশ্বরবাদী?
ক-জন আস্তিক তাঁহার মত—
আছে এ জগতে? বিশ্বপ্রেম যাঁর
মূল মন্ত্র সার—জীবনব্রত।

কথায় নাস্তিক—কার্য্যে বিপরীত
এ হেন নাস্তিক নমস্ত মোর,
(কথায় কি পায়—কিবা আসে যায়)
পরপ্রেমে যাঁর হৃদয় ভোর!

প্রেমই ঈশ্বর—ঈশ্বরই প্রেম।
প্রেমের সাধনা যে জন করে,
নাস্তিক হ'লেও আস্তিক সে জন,
স্থূলদর্শী শুধু সন্দেহ করে।

ধন্য সে ব্রিটিন—(তাঁর জন্মভূমি)
ধন্য এ ধরণী লভিয়ে যাঁরে,
আমরাও ধন্য—ভারতসন্তান
স্মরিয়ে ও নাম—পূজিয়ে তাঁরে!

শ্রীচ।

স্বর্গীয় পক্ষী।

এই আশ্চর্য্য ও সুন্দর পক্ষীর ইংরাজী নাম বার্ড অব পারাডাইজ। ইহার ছবি ও বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইংরাজী গ্রন্থাবলীতে ইহার বিবরণ যেরূপ পাঠ করিয়াছি ও ইহার প্রতিকৃতি যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই প্রকটন করিয়াছি। তাহা সুন্দর হইলেও আসল ও নকলে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। সুতরাং আমরা বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকাবর্গকে একবার আলিপুরস্থ পশুশালায় গমন করিয়া আসল পক্ষী দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিতে অনুরোধ করি। তাঁহাদিগের পরিশ্রম ও দর্শনী এক আনা পয়সা অপব্যয়িত হইবে না। পক্ষীটি উদ্যানস্থ মুর্শিদাবাদের মাননীয় নবাবের ব্যয়ে নির্ম্মিত, মুর্শিদাবাদ হাউস অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ বাটিকার মধ্যস্থলে এক পিঞ্জরে বদ্ধ আছে। ইহার চঞ্চু আকাশের বর্ণের ন্যায় নীলাভ, উপরের চঞ্চুর অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র। ইহার চতুর্দ্দিক নীল; শুধু চক্ষু ও কর্ণের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কাল মখমলের ন্যায় পালকে আবৃত। মস্তক, গ্রীবা, বক্ষঃস্থল ও স্কন্ধদেশ শুভ্র: পক্ষ ও উপরের পুচ্ছের সুদীর্ঘ পালকগুলি গৃহবাজ কপোতের মত কটা বর্ণ। মস্তকে চূড়া নাই। [illegible] হইতে অধোদেশের পুচ্ছের মূল দেশ পর্য্যন্ত মস্তকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। নিম্ন পুচ্ছের সুন্দর সুদীর্ঘ পালকগুলি সুবর্ণ বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ একটু একটু তিরোহিত হইয়া শুভ্রবর্ণে পরিণত হইয়াছে। পুচ্ছই ইহার অঙ্গের সমস্ত সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিতেছে। ইহার পালকগুলি ক্রমে ক্রমে সরু হইয়া গিয়া দৃষ্টিপ্রীতিকর গৃহ-সুশোভন একজাতীয় গুল্মের সহিত সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিতেছে। চিংড়িমাছের সম্মুখের বড় বড় লম্বা সোঁয়ার মত দুটি সোঁয়া পুচ্ছের পালকের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিয়াছে। মাছের সোঁয়া ও ইহার সোঁয়ার প্রভেদ এই যে, মাছের সোঁয়া এক প্রকার লাল বর্ণ; কিন্তু ইহার কতকটা কাল। আমরা এই দুটিকে পালক বলিতে প্রস্তুত নহি; যেহেতু ইহাতে পালকের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ইহার ডাক দুই প্রকার উচ্চ ও অনুচ্চ। উচ্চডাকে গৃহ ফাটাইয়া দেয়। অনুচ্চ ডাক যদিও তত সুমিষ্ট নহে, তথাপি আমরা মন্দ বলিতে পারি না, কারণ কতকটা ভাল লাগে। পায়ের বর্ণ চঞ্চুর বর্ণের ন্যায়। ইহা নিউগিনির সমীপস্থ এক দ্বীপ হইতে আনীত হইয়াছে। তথাকার লোকে ইহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ধরে ও ইহার সুন্দর ও সুরঞ্জিত পালকের ব্যবসা করিয়া থাকে। তাহারা

বলে ইহা শিশির পান করিয়া জীবন ধারণ করে; এই জন্য ইহার এই নাম। আমাদিগের বিশ্বাস হয় না যে, ইহা শুধু শিশির খাইয়া জীবন ধারণ করে; অবশ্য আরও কিছু খাইয়া থাকে। কিন্তু কি খায় তাহা আমরা অবগত নহি, তবে উদ্যানে পেঁপে, ফড়িং, ছুঞ্চ ও ফটি খাইতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। ভুমরাওনের মহারাজা ৮০০ শত টাকায় ক্রয় করিয়া উহা উদ্যানে দান করিয়াছেন। মূল্যেই বুঝা যাইতেছে, পক্ষী কত মূল্যবান্।

উদাসীনের চিন্তা।

বাঙ্গালির পরিবার।

আমি অনেক বাঙ্গালি পরিবারে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও সুবন্দোবস্ত, সুশৃঙ্খলা দেখিতে পাই নাই। শিবনাথ বাবু "মেজবউ' নামক গ্রন্থে মেজ বউয়ের যে ছবি আঁকিয়াছেন, সেই ছবি কদাই দেখিতে পাইয়াছি। কবি কল্পনার তুলি দ্বারা আদর্শ ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত জীবনে তাহা বিরল।

শৃঙ্খলা, বন্দোবস্ত কর্ত্তা কিংবা কর্ত্রীর বুদ্ধির পরিচায়ক। যে রাজ্যে শৃঙ্খলা নাই, বন্দোবস্ত নাই, সেই রাজ্যে অজ্ঞানতা, মূর্খতা অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। বিশ্ব সংসার পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিবে তথায় কেমন সুবন্দোবস্ত!!! কেমন শৃঙ্খলা!!! জ্যোতির্ব্বিদের চক্ষু লইয়া অমানিশায় নীল নভস্তল অন্বেষণ কর, স্বর্ণখচিত নীলাকাশ তোমাকে কি বলিবে? বলিবে সেখানে সুকৌশল বর্ত্তমান; শৃঙ্খলায় অতুল আদর্শ দেখিয়া তুমি বিশ্বশিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিবে। জগতে এইরূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া বিশ্বাসী ভক্তসন্তান জগৎকর্ত্তার অসীম জ্ঞান জাজল্যমান দেখিতে পান। বিশ্বসংসার ছাড়িয়া দাও। মানব সংসারে প্রবেশ কর, তথায় কি দেখিবে? তথায় বুদ্ধিমতী রমণী ও বুদ্ধিমান পুরুষ মাত্রেই জীবনে কিংবা পরিবারে শৃঙ্খলা দেখাইতে পারিতেছেন না! একথা সত্য যে কেহ বুদ্ধি না থাকিলে বন্দোবস্ত করিতে পারে না। কিন্তু যেখানে যেখানে বুদ্ধি, সেখানে সেখানেই বন্দোবস্ত, একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। যখন বুদ্ধিমত্তার সহিত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভেদ্য সখ্যতা স্থাপিত হয়, তখনই শৃঙ্খলা সম্ভবপর। বুদ্ধিমান পুরুষ কিংবা বুদ্ধিমতী রমণী সৌন্দর্য্যপ্রিয় না হইলে কখনও জীবন কি পরিবারকে নিয়মিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন না। আমরা মৌলিক

তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া এখন তদ্দ্বারা বাঙ্গালি জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি। বাঙ্গালি জাতির মধ্যে বুদ্ধিমান পুরুষ অথবা বুদ্ধিমতী রমণীর সংখ্যা কম নয়। তবুও তাহাদিগের অধিকাংশের জীবন কিংবা পরিবার এরূপ অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল দেখিতে পাই কেন? ইহার মূলে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইব সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। বাঙ্গালী বাবু কিংবা বাঙ্গালি রমণী যদি সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য বুঝিতে পারিতেন, যদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অপরিসীম সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বসন্ত-কালীন নব পরিচ্ছদ, কলবাহিনী কল্লোলিনীর শ্রুতিমধুর সুস্বর, ভগদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাদিগের আত্মত্যাগ এবং চরিত্রের পবিত্রতা তাঁহাদিগের মন মুগ্ধ করিতে পারিত, তাহাহইলে তাঁহারা আপনাদিগের জীবন ও পরিবারকে কখনই সৌন্দর্য্যবিহীন, বিশৃঙ্খল বন ভূভাগে পরিণত হইতে দিতেন না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যে বঙ্গবালাগণ বেশভূষার জন্য এতদূর ব্যগ্র, যাঁহারা অর্থের অভাব থাকিলেও ঋণ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর দেহকে সুসজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত নন, সেই বঙ্গবালার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা নাই এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের ভূয়োদর্শিতার বড়ই অভাব। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা এক কথা, লোকপ্রশংসাপ্রিয়তা আর এক কথা। বঙ্গবালা বেশ ভূষা করে, কিন্তু সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ইহার কারণ নহে; প্রশংসাপ্রিয়তা ইহার একমাত্র কারণ। আজ যদি দেশের লোক একমুখে বাঙ্গালি বধূর বেশভূষার নিন্দা আরম্ভ করেন, গৃহে স্বামীর নিন্দা, পিতৃগৃহে পিতা অথবা ভাইয়ের নিন্দা, বাহিরে প্রতিবেশীদের নিন্দা, চতুর্দ্দিকে বেশ ভূষার নিন্দাধ্বনিতে গগণ পরিব্যাপ্ত হইল, তাহাহইলে কি দেখিতে পাইব? রমণীগণ একবাক্যে সকল বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিতেছেন। গলার হার নামিল, কাণের দুল খসিয়া পড়িল, হাতের বালা আসন ছাড়িল। পায়ের মল বিদায় লইল। বহুমূল্যের বালার আর আদর নাই। সকলে নিরলঙ্কৃত দেহে লজ্জানিবারক অতি অল্প মূল্যের বসনে সজ্জিত হইতেছেন। আমাদের জীবনেই রমণীর কত আদরের ভূষণ চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। নত, চন্দ্রহার, চুটকী প্রভৃতি অলঙ্কারের আর ভদ্র পরিবারে বড় একটা আদর নাই। ইহাদ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে না, যে রমণীগণ লোকপ্রশংসা লাভের জন্যই বেশ ভূষা করিয়া থাকেন। একজন লেখক বলিয়াছেন "রমণীগণ যদি বনফুলে আপনাদিগের দেহ সুসজ্জিত করিতেন, তাহাহইলে বহুমূল্য হীরক পান্না চুনি মুক্তাখচিত ভূষণ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে সুন্দর দেখাইত। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বেশ ভূষার আদি কারণ হইলে রমণীগণ বহুমূল্য ভূষণের জন্য লালা-

রিতা হইতেন না। তবে ঐশ্বর্য্যের আধিক্য দেখাইয়া লোকপ্রশংসা ক্রয় করা চাই, তাই বন ফুল প্রকৃতিকেই সাজাইতেছে, আর হীরা চুনিমণি মুক্তা রমণী দেহ সুসজ্জিত করিতেছে।” আমরাও এই লেখকের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

আমরা বাঙ্গালির ঘরে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভাব দেখিতেছি। প্রকৃতরূপে সৌন্দর্য্যপ্রিয় হইলে কোন দিকেই বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। এখন কিরূপে এই অভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহারই বিষয় একটু বিবেচনা করা যাউক। জগতে যাহা সুন্দর, তাহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করা উচিত। কোন পদার্থ নয়ন, শ্রবণ কিম্বা অপরাপর ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিল বলিয়া তাহা সুন্দর নহে। পদার্থের অংশ সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কিনা, তদ্দ্বারা নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধিত হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিলে সেই জিনিস প্রকৃত সুন্দর নহে। নির্ম্মাতাকে ছাড়িয়া আমরা কোন জিনিসের সৌন্দর্য্যাসৌন্দর্য্য বিচার করিতে পারি না। ঘড়ীটা সুন্দর কেন? না ইহা সময় দেখাইয়া দেয় অর্থাৎ নির্ম্মাতা যে উদ্দেশ্যে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। কাহারও বাড়ীতে একটী ঘড়ী আছে, কিন্তু উহা নির্ব্বাক্—সময় সম্বন্ধে কিছুই বলে না। কেহ কি উহাকে সুন্দর বলিবেন? সুতরাং কোন জিনিসকে সুন্দর বলিতে হইলে উহা নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী ইহা জানিতে হইবে। এইরূপ সুন্দর বস্তুকে প্রশংসা করিতে করিতে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আসিবে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আসিলে জীবন ও কার্য্য, পরিবার ও গৃহ সকলই নিয়মিত হইবে; বিশৃঙ্খলতা যাইয়া সুশৃঙ্খলতার উদয় হইবে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা না জন্মাইয়া দিয়া কেবল বাহিরের শাসনে ও নিয়ম বন্ধনে একটা শৃঙ্খলা আনা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা জীবনশূন্য হইবে—চিরস্থায়ী হইবে না। এরূপ কার্য্য নিতান্ত ভারবহ বোধ হইবে। যে কার্য্যের সহিত সুখ নাই-তৃপ্তি নাই, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। এজন্য আমরা মনে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জন্মাইয়া দিবার পক্ষপাতী। জনক জননী যদি শৈশবকাল হইতে বালক বালিকাদিগের মনে উল্লিখিত উপায়ে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জন্মাইয়া দিতে পারেন, তাহাহইলে তাহাদিগকে পরে আর ভাবিতে হইবে না। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে, যে জনক জননী আপনারাই সৌন্দর্য্যপ্রিয় নন, তাঁহারা অধীনস্থ বালক বালিকাদিগের প্রাণে সে ভাব জন্মাইতে পারিবেন না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের নিজেরই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা শিক্ষার প্রয়োজন।

সংসারে নারীর ক্ষমতা।

স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কি গুণ ও ক্ষমতা আছে, তাহা উত্তমরূপে না বুঝিলে সংসারে তাহাদের কার্য্যকারিতা স্থির করা অসাধ্য। রমণীদিগের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, তাহা না জানিলে কিরূপ শিক্ষার দ্বারা তাহারা ঐ কাজের জন্য অধিকতর পারদর্শিনী হইবে, আমরা তাহা ঠিক্ বিবেচনা করিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান কালের ন্যায় আর কোন সময়ে স্ত্রীলোক ও পুরুষের অধিকার ও নারীজাতির কর্ত্তব্য বিষয়ে এরূপ মতভেদ ও ভ্রম কুসংস্কার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পুরুষস্বভাবের সঙ্গে নারীস্বভাবের সম্বন্ধ ও উভয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি শক্তি ও গুণ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত দুটী লোককে একমত দেখা যায় নাই। আমরা সচরাচর স্ত্রীজাতির ক্ষমতা ও পুরুষের ক্ষমতা, নারীদের স্বত্ব ও পুরুষের অধিকার—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র,—এইরূপই শুনিয়া থাকি। কিন্তু সকল দিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীলোক ও পুরুষ একেবারে পরস্পর হইতে পৃথক্ ও উভয়েই সংসারের এক অঙ্গভোগে অপারগ—এরূপ কখনও বোধ হয় না। একদিকে আমরা শুনিতে পাই যে স্ত্রী স্বামীর কেবল ছায়া মাত্র, তার নিজের শারীরিক ও মানসিক এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা সে কোন উচ্চ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় নীরবে স্বামীর বাধ্য ও একান্ত অনুগত থাকাই তার ধর্ম্ম। অন্য দিকে অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতাবশতই পুরুষেরা দয়াপূর্ব্বক তাদের পালন করিয়া থাকেন, আর পুরুষজাতির ঐ করুণা ও ধৈর্য্যই নারীজাতির উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিতেছে।

কিন্তু সংসার-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেখিলে, সাধারণ লোকের ঐ ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, আসিয়া, ইউরোপ, হিন্দু খৃষ্টান সকল সভ্য দেশ ও সভ্যজাতিদের মধ্যে নারীর নাম—পুরুষের সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী। তবে কেবল ছায়াস্বরূপ বা সামান্য একজন জ্ঞানবুদ্ধিশূন্য জীবের সাহায্যে পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্ম কি কখনও সম্পূর্ণ ও সুন্দররূপে সাধিত হইতে পারে?

এখন সাধারণ লোকের ঐ সকল ধারণা ছাড়িয়া নারীচরিত্র আলোচনা পূর্ব্বক দেখা যাউক, উহা দ্বারা আমরা কোন পরিষ্কার ও সমতান ধারণায়, (কেন না কোন ভাব সত্য হইলে তাহা অবশ্য সমতান হওয়া উচিত) আসিতে পারি কি না। প্রথম, পুরুষজাতির তুলনায় নারীজাতির প্রভাব ও কর্ত্তব্য, তাদের মানসিক অবস্থা ও গুণসমূহ কি প্রকার ও পুরুষের সঙ্গে তাদের

সকল কাজে ও সাধনায় প্রকৃত সম্বন্ধ কিরূপ ইহা অনুধাবন করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, নারীশক্তিই উভয় জাতির ক্ষমতা, সম্মান ও প্রভাবের সহায়তা করিয়া পরস্পরকে অধিকতর কার্য্যক্ষম করিয়াছে। কিন্তু সচারাচর লোকের মনে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এতদূর প্রবল যে দৈনন্দিন ঘটনা ও কার্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁদের অন্ধতা দূর করা এক প্রকার অসাধ্য। তবে অতীতকালের বিজ্ঞ লোকদের উপদেশ ও কথা পড়িয়া যদি কাহারও চোক খুলে, এই আশায় আমি বহুকালের পুরাতন লেখকদের প্রমাণ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

প্রাচীন কালের পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিকেরই যত মহৎ, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যে এ বিষয়ে মতের মিল হয় কি না, আর ঐ সব বহুদর্শী অভিজ্ঞ লোকে কি প্রকার গুণধর্ম্ম নারীজাতির যোগ্য ভাবিতেন, ও পুরুষের কাজে সহায়তা করিবার জন্য তাহাদিগকে কতদূর ক্ষমতাশালিনী ও মানসিক গুণের অধিকারিণী বলিয়া জানিতেন—আমি তাঁদের সেই সাক্ষ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলাম।

রামায়ণ আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ। সেই প্রাচীন গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকি কি প্রকার রঙ্গে সীতাকে আঁকিয়াছেন, দেখুন। কবি নায়ক রামচন্দ্রের অপেক্ষা নায়িকা সীতাকে কি অধিকতর বুদ্ধিমতী, সহিষ্ণু ও মহৎ করিয়া আঁকেন নাই? সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে কেবল দুটী দুষ্টা স্ত্রী চরিত্র দেখা যায়—সে মন্থরা ও সূর্পনখা। আর কৌশল্যা, সুমিত্রা, তারা, মন্দোদরী, সরমা, প্রমীলা সবই উন্নত নারীচরিত্র। তাঁহারা সাহসবতী, সদাচারা, দয়াশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা। সকলেই নির্ভয়ে বিপদ আলিঙ্গন করেন, সঙ্কট কালে স্বামীকে সদুপদেশ দেন ও ধৈর্য্য সহকারে যন্ত্রণা সহ্য করেন। এত উত্তমের মধ্যে বাল্মীকি ঐ দুটিমটী অধম স্ত্রীচরিত্র সৃজিয়া স্বাভাবিক নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এ সংসারে শত শত মহৎ নারীর মধ্যে দুচারিজন পাপীয়সী আমাদের চোকেও পড়ে।

কালিদাসও পুরুষের অপেক্ষা নারীর মহত্ত্বের অধিকতর প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। তাঁর শকুন্তলার তুলনায় দুষ্মন্ত কি তুচ্ছ, স্বার্থপর নয়! অত হতাশা ও যন্ত্রণার মধ্যেও শকুন্তলা যদি ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সব সহিয়া ভরতকে লালন পালন না করিতেন, তাহলে ভুলোমনা রাজা পুত্রমুখ দেখিতেন কোথা হইতে? মহাভারতেও আমরা স্ত্রীলোকের সাহস, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাই। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের আধার হইলেও দ্রৌপদী বেশী বুদ্ধিমতী; সুভদ্রা সাহসে ও তেজে বীরস্বামী অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ সমকক্ষ; পাণ্ডুর অপেক্ষা মাদ্রীর বিবেকশক্তি প্রখর। গান্ধারীও স্বামীর সুযোগ্য

ভার্য্যা। নলের চেয়ে দময়ন্তী অধিকতর বিচক্ষণা ও পরিণামদর্শিনী।

এইরূপে বিষ্ণুশর্ম্মা থেকে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত যত গ্রন্থকার আছেন, সকলেই নারীজাতিকে অতি উন্নত চরিত্রে ভূষিত করিয়াছেন, আর পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোককেও ধর্ম্ম জ্ঞান, দয়া, বিনয় ও শৌর্য্য সাহসের অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এখন দেখুন পশ্চিমদিকের মহাকবি সেক্সপিয়র কিরূপ নারীচরিত্রের উদাহরণ দেখাইয়াছেন। সর্ব্ব প্রথমে ইহা মনে রাখা উচিত যে, সেক্সপিয়রের বহু সংখ্যক নাটকের মধ্যে প্রায়একটীও নায়ক নাই—সবই নায়িকা। দুএকটী সামান্য নায়ক চরিত্র বাদ দিলে তাঁর পঞ্চাশ ষাট খানা পুস্তকের মধ্যে কেবল ওথেলোকে প্রকৃত নায়কের যোগ্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত সরলতা বা নির্বুদ্ধিতা সব মাটি করিয়াছে। আসল কাজের সময় তাঁর কথাবার্ত্তা চালচলন বড় কর্কশও অমার্জ্জিত বোধ হয়। ওরলেণ্ডোও মহচ্চরিত্র বটে, কিন্তু সংসারের ঘটনা চক্রে একান্ত হতাশ হইয়া পড়ে, রোজালিণ্ড তার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়া অবশেষে তাকে কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করে। অন্য দিকে এমন এক খানিও নাটক নাই, যাহাতে একনিষ্ঠ ও স্থিরচিত্ত আদর্শ রমণী দেখা যায় না। পোর্সিয়া, কর্ণেলিয়া, দেসদিমনা, ইসাবেলা, হারমিয়ন, ইমোজেন, রাণী ক্যাথারিণ, পার্দিতা, সিলভিয়া, ভাইওলা, হেলেনা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভার্জ্জিনিয়া—এ সকলেই দোষস্পর্শশূন্যা। সর্ব্বোচ্চ মনুষ্যত্বের উদাহরণ স্বরূপ কবি এই সকল অমূল্য নারীরত্ন কল্পনা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। বিধবার ধন,—পিতার অভাবে কৃপাময় ভগবানই পিতৃহীনের পিতা হন ও বিধবা জননী দ্বারা পিতার কর্ত্তব্য সাধন করাইয়া লন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা জর্জ ওয়াশিংটন্ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন। জেফারসন, জেক্‌সন্ ও মেডিসন্ শৈশবকালেই পিতৃস্নেহ হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছিলেন। হেরিসন্ ও গারফিল্ড যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টদ্বয় আশৈশব পিতৃহীন। জন টাইলার, এনড্রু জনসন্, প্রেসিডেণ্ট হইশ ক্লিভলেণ্ড এবং এব্রাহাম লিন্‌কন সকলেই বিধবা জননী কর্ত্তৃক লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

২। সদ্গ্রন্থের দুর্দ্দশা—খৃষ্টের জন্মের ২৮৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মিসর দেশীয় আলেক্জান্দ্রিয়া নগরস্থ টলেমি সোটার প্রতিষ্ঠিত পুস্তকাগারে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বহু সংখ্যক গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল, সংখ্যায় প্রায় সাতলক্ষ হইবে। জুলিয়াস্ সিজারের আক্রমণ কালে কতকগুলি নষ্ট হয়, অবশিষ্ট সমুদায় ৬৪০ খৃষ্টাব্দে খালিফ ওমারের আদেশমতে ভস্মীভূত হয়। * সেণ্টগল্ পোপোনোর ধূলি জঞ্জালের মধ্যে কুইণ্টালিয়ানের গ্রন্থ পাওয়া যায়। ওয়েষ্টফালিয়ার একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা টেসিটাসের একমাত্র হস্তলিখিত গ্রন্থ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। রোমক কবি পেপার্টিয়াসের একমাত্র গ্রন্থ একটী মদের কুঠারির মধ্যে মদের পিপের নীচে পাওয়া যায়। হোমারের ইলিয়াড্ গ্রন্থের প্রথম অংশ একটী মমী বা সংরক্ষিত শবের হস্তে পাওয়া গিয়াছিল। গ্রীক্ উপন্যাসিক হেলিয়োডোরসের এথিওফিস নামক গ্রন্থ হঙ্গেরীদেশে এক নগরে একব্যক্তি পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দেন। একজন সামান্য সৈনিক তাহা খুঁজিয়া পান। এই গ্রন্থ কবি রাউনিডের বড় প্রিয় ছিল।

আধুনিক কালে সার্ রবার্ট কোটন্ একজন দর্জীর হস্ত হইতে ইংলণ্ডের মেগ্না কাটার মূলপত্র উদ্ধার করেন। যে ব্যক্তি উহা কাটিয়া কাপড়ের মাপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

১৬২৬ খৃষ্টাব্দে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটী গৃহের ভিত্তি স্থাপন করাইতেছিলেন। মজুরেরা মাটি কাটিতে কাটিতে এক গভীর গর্ত্তের মধ্যে, কার্পাস বস্ত্রে বাঁধা, মোমদ্বারা বেষ্টিত ত্রয়োদশ অর্জ্জ নামক পোপের কাল হইতে লুক্কায়িত [illegible] "টেলিমেকস" নামক মনোরম পুস্তকখানি পাইয়াছিল।

বেথুন কলেজে রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতার মর্ম্ম।

এ প্রদেশে* স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় এই প্রথম দর্শন করিয়া এবং অদ্যকার কার্য্যে যোগদানে সমর্থ হইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ দেশের অর্দ্ধাংশ পুরুষদিগের শিক্ষার জন্য অনেক করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার তুলনায় অন্য অর্দ্ধাংশের জন্য অল্পই হইয়াছে। ১৮৮৩ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় বঙ্গদেশে হাজার করা একটী মাত্র স্ত্রীলোক শিক্ষাধীন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের তুলনায় এ অনুপাত অসন্তোষকর। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার পথে যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহা সকলেই জানেন। অধিকাংশ বিঘ্ন দেশের সামাজিক প্রথার

* লণ্ডন Spectator হইতে গৃহীত।

সহিত জড়িত। ইহা অস্বীকার করা যায় না এবং অচিরে ও অনায়াসে যে অতিক্রম করা যাইবে, তাহার আশাও অল্প। সান্ত্বনার বিষয় এই, অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোকের ভাগ্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ কেবল ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রেটব্রিটেনেরও এই অবস্থা ছিল। এখন তথাকার প্রত্যেক গ্রামে বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগেরও শিক্ষা একপ্রকার অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মাধীন হইয়াছে। বড় বড় সহরে উৎকৃষ্ট স্ত্রীশিক্ষালয়ের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত স্ত্রী-কলেজ সকল অঙ্গীভূত হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী সকল ছাত্রদিগের ন্যায় ছাত্রীরাও যে কেবল লাভ করিতেছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে রমণীরা পুরুষ-দিগকে বহুদূরে ফেলিয়া উচ্চ গৌরব লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই অত্যাবশ্যক সংস্কা-রের আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু বলপূর্ব্বক দেশ-বাসীদিগের উপরে কোন ভার চাপাইতে পারেন না। যাহাহউক আশা করা যায় সুসময়ে দেশবাসিগণ আপনা আপনি এই সংস্কার সাধনে যত্নপরায়ণ হইবেন। আমাদিগের একটী প্রধান অভাব এই বিদ্যালয় দ্বারা পূর্ণ হইবার আশা হইতেছে—সে অভাব সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী। ১৮৮৩ সালের শিক্ষা কমিসন এই অভাবের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বেথুন স্কুল ইহা মোচন করিতে পারিলে দেশের পরম হিত সাধন করিবেন। বলা বাহুল্য এই বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ২য় শিক্ষয়িত্রী উভয়েই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে দেশীয় রমণীদিগের মধ্যে কুমারী বসুকেই সর্ব্বপ্রথম একটী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

বুদ্ধি ও শিক্ষালাভের যোগ্যতা অংশে ভারতনারীগণকে কেহই হীন বিবেচনা করিতে পারেন না। শিক্ষাকমিসন এই বলিয়া তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "ভারতের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষালাভের উপায় অতি অল্প হইলেও তাহাদিগের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য অধিক এবং তাহাতে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট আশা করা যায়।" যাঁহারা এ প্রশ্ন অপক্ষপাতে আলোচনা করিয়া-ছেন, তাঁহারাই এই মতের পোষকতা করেন সন্দেহ নাই। চিকিৎসা বিদ্যা একটী ব্যবসায়িক বিদ্যা, ইহাতে ইতি-মধ্যেই স্ত্রীছাত্রীরা উচ্চস্থান পাইয়াছেন। সে দিন কুমারী সাইকস্ কলিকাতার মেডিকাল কলেজের সমুদায় ছাত্রকে পরাভব করিয়া অস্ত্র চিকিৎসায় স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন, বঙ্গদেশে এইরূপ সিদ্ধিলাভের এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। লাহোরে ওকনর নাম্নী এক যুবতী ভৈষজ্য ও অস্ত্র চিকিৎসা ডিগ্রীর প্রতিযোগিতা

পরীক্ষায় সকল ছাত্রকে হারাইয়া দিয়াছেন। এই কলেজের শিক্ষিত ৭টী রমণী ডাক্তারী করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার স্বরূপ বিশেষ আনন্দের সহিত বলিতেছি যে এই বিদ্যালয় ১৮৮৮ সাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ মাত্র হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন সভায় এই বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী ডিগ্রী লইবার জন্য উপস্থিত হন, তদুপলক্ষে সভাগৃহে মহানন্দ ধ্বনি শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই, পুরুষদিগের নিকট স্ত্রীশিক্ষা যে অপ্রীতিকর নয় ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহাও সন্তোষের বিষয় যে, গত বি এ পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় হইতে যে ৩টী ছাত্রী উপস্থিত হন, তাঁহারা ৩ জনেই ইংরাজীতে (অনর) গৌরবসূচক উপাধির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এফ এ পরীক্ষার্থিনী ৩টী ছাত্রীই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের এইরূপ পারদর্শিতা নিবন্ধন কলেজ বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া সন্তোষলাভ করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক সভায় বাইশ চান্সেলর জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতায় এই মহাসত্য বলিয়াছেন যে, "যে সমাজে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা নহেন, তাহাকে শিক্ষিত সমাজ বলা যায় না— শিক্ষার অর্থ কেবল লিখিতে পড়িতে জানা নহে, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থে যাহা বুঝায় তাহা।" তিনি সুবিখ্যাত ব্যবস্থাপক মনুর কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে তত্র সর্ব্বাফলাক্রিয়া।" এই দুই জ্ঞানপূর্ণ উদ্ধৃত বাক্যের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের সমুদায় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বীরাঙ্গনা।

রমণীর বীরত্বের কথা বলিব। কিন্তু রমণীর পক্ষে বীরত্ব কি সম্ভব? স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদের আবার বীরত্ব কি? দুর্ব্বল যদি বল প্রকাশ করিতে পারে, ভীরু যদি সাহসিকতা দেখাইতে পারে, তাহাহইলে জগতে অসম্ভব কি? ভীরু ও দুর্ব্বলের পক্ষে বীরত্ব সম্ভবপর নহে সত্য, কিন্তু যথার্থ বীরত্ব কাহাকে বল? শোণিতপ্লাবিত সমর ক্ষেত্রে নরহত্যা করা, শত্রুর দেশ লুণ্ঠন করা, অগ্নির দ্বারা শত্রু পক্ষীয়ের সর্ব্বস্ব বিধ্বংস করা—ইহাকেই যদি বীরত্ব বল, তাহা হইলে অবশ্য স্ত্রীজাতির মধ্যে বীরত্ব অতি বিরল। ভরসা করি এরূপ বীরত্ব যেন চিরকালই স্ত্রীজাতির মধ্যে বিরল থাকে। কিন্তু ইহাই যদি বীরত্ব হয়, তাহাহইলে দস্যুর প্রশংসা কর না কেন? সেওত কত লোকের

....বিনাশ করিয়াছে, কত লোকের সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিয়াছে, কত গৃহস্থের গৃহ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে। তবে তাহাকে বীর বল না কেন? তাহার নাম ইতিহাসের পত্রে পত্রে জাজ্বল্যমান থাকে না কেন?

বীরত্ব কাহাকে বলে? অসীম সাহসিকতা অবশ্যই ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। বীর কখনই মৃত্যুভয়ে ভীত হন না। মহা বিপদে পড়িয়াও তাঁহার হৃদয় কখন বিচলিত হয় না। যাঁহার শরীর দুর্ব্বল, তিনিও বীর হইতে পারেন; কিন্তু যাহার হৃদয় দুর্ব্বল—যাহার হৃদয়ে সাহসের অভাব—সে ব্যক্তি কখনই বীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তথাপি সাহসিকতা বীরত্বের একমাত্র লক্ষণ নহে—শুধু সাহস থাকিলেই লোকে প্রকৃত বীর হয় না। প্রকৃত বীরত্বের জন্য সাহস ত আবশ্যকই, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কিছু চাই। সেটী কি?

যাহার শুধু সাহস আছে, রণকৌশল আছে, তাঁহার সাহস ও রণকৌশলের জন্য তাঁহাকে যথাযোগ্য প্রশংসা করিব। কিন্তু তথাপি তাহাকে প্রকৃত বীর বলিব না। যে ব্যক্তি প্রকৃত বীর তাঁহার হৃদয়ে একটী মহৎ লক্ষ্য, মহৎ উদ্দেশ্য, থাকা চাই। যাঁহার হৃদয়ে ঈদৃশ উদ্দেশ্যের অভাব, তিনি অসীম সাহসিকতাসম্পন্ন হইলেও প্রকৃত বীর নহেন। প্রকৃত বীরমাত্রেরই হৃদয়ে একটী মহৎ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রাণদান করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। আসন্ন মৃত্যু, ঘোর বিপদ, জন সাধারণের নিন্দা,—এ সমুদয় তিনি অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। ঈদৃশ ব্যক্তিই প্রকৃত বীর। এইরূপ কার্য্যকেই প্রকৃত বীরত্ব বলে। ইহাই যদি প্রকৃত বীরত্ব হয়, তাহা হইলে স্ত্রী জাতির মধ্যে ইহার কিছু মাত্র অভাব নাই। ভরসা করি এই প্রবন্ধ মধ্যে আমরা অনেক বীরাঙ্গনার আখ্যায়িকা বর্ণন করিতে পারিব।

উল্লিখিত হইয়াছে যে যাহার হৃদয়ে মহৎ উদ্দেশ্যের অভাব, সে ব্যক্তি কখনই প্রকৃত বীর নহে। প্রকৃত বীর হইতে গেলে এমন একটী মহৎ উদ্দেশ্য আবশ্যক, যাহার জন্য নরনারী অম্লানবদনে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন—আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবেন। এই উদ্দেশ্য এক প্রকার নহে। কেহ বা সত্যের জয় ঘোষণা করিবার জন্য, কেহ স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, কেহ বা পরের দুঃখ, পরের যন্ত্রণা মোচন করিবার জন্য সহস্র বিঘ্ন—সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও জীবনের ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনাকে যৎপরোনাস্তি বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন, নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, এবং অবশেষে হয় জয়লাভ করিয়াছেন, কিম্বা প্রাণত্যাগ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঈদৃশ বীরগণের

নাম ইতিহাসে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস সাধারণতঃ যুদ্ধবীরদিগের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, তাহাদের নাম ইতিহাসে বড়ই বিরল। সুতরাং যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে বীর বলিয়া পরিচিত। আর যাঁহারা পরদুঃখে কাতর হইয়া মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিয়াছেন; যাঁহারা সত্যের জয় ঘোষণা করিবার জন্য লোকনিন্দায় ভীত হন নাই, সমাজের ভ্রূকুটী দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই, প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি সত্যের পথ পরিত্যাগ করেন নাই—তাঁহাদের নাম কয়জনে জানে? যাঁহারা সমর ক্ষেত্রে অসংখ্যাতীত লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রশংসা লোকের মুখে ধরে না, কিন্তু যাঁহারা পরের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম কয়জনে জানে? অবশ্য, যুদ্ধবীরগণের যে সাহসিকতা তাহা যে অসামান্য কে অস্বীকার করিবে? বজ্রনাদ কামানের গোলা এবং শাণিত বর্শার আঘাত যাঁহারা অম্লানবদনে বক্ষে পাতিয়া লইতে পারেন, তাঁহাদের নির্ভীকতার কে না প্রশংসা করিবে? কিন্তু তথাপি বিবেচনা করা উচিত যে যুদ্ধকালে সৈনিক পুরুষ রণরঙ্গে উন্মত্ত, সেই উন্মত্ততা বশতঃ সে জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজের প্রাণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করে, এবং কেবল শত্রুর সম্মুখে ধাবমান হইতে চাহে। কিন্তু আমরা এস্থলে যে শ্রেণীর বীরগণের কথা বলিতেছি—যথা, দয়াবীর, সত্যবীর, ইত্যাদি—তাঁহাদের পক্ষে এরূপ উন্মত্ততা সম্ভব নহে। তাঁহারা অপরের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, সত্যের পথে অবিচলিত থাকিবার জন্য, স্থিরভাবে, প্রশস্ত হৃদয়ে ভীষণদৃশ্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন, উত্তালতরঙ্গাকুল সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিয়াছেন, আমাদের সামান্য বিবেচনায় ঈদৃশ সাহসই সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা; এবং রমণীগণের মধ্যে ঈদৃশ সাহসিকতার অভাব নাই বলিয়াই, আমরা বীরাঙ্গনার চরিতবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সংসারে যে বীরত্বের বড় প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়—অর্থাৎ যুদ্ধবীরের বীরত্ব তাহাও স্ত্রীজাতির মধ্যে একেবারে অপ্রাপ্য নহে। বিশেষতঃ মাতৃভূমি ভারতবর্ষে এরূপ অনেক বীরাঙ্গনা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজস্থানের ইতিহাস তাহার প্রমাণ, এবং চিরস্মরণীয় লক্ষ্মীবাই তাহার শেষ দৃষ্টান্ত। কিন্তু এরূপ বীরত্ব বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ এরূপ বীরত্ব রমণীহৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আভরণ নহে। দয়ার জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যে বীরত্ব তাহাই নারীচরিত্রের উজ্জ্বলতম রত্ন, এবং বীরাঙ্গনা আখ্যায়িকায় শুধু তাদৃশ রত্নহার গ্রথিত করিয়া আমরা পাঠিকাবর্গকে সাদরে উপহার দিব।

নরমাংস ভোজন প্রথা।

আজও নরমাংস ভোজন প্রথা পৃথিবী হইতে এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই। আফ্রিকার অন্তঃপাতী কঙ্গো নামক নদী তীরে উবাঙ্গি নামক এক কাফ্রি জাতি বাস করিয়া থাকে। ইহারা নরমাংসভোজী। ইহাদিগের মধ্যে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত আছে। প্রভু ইচ্ছা করিলে দাসকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিতে পারেন। প্রত্যহ নরমাংস ভোজনের রীতি প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু কোন উৎসব উপস্থিত হইলেই নরমাংস ভোজন করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। অতি সামান্য আনন্দকর ঘটনাতেই এই জাতীয় লোকগণ উৎসব করিয়া থাকে, সুতরাং নরমাংস ভোজন প্রায়ই হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয় মিসনারী ইহাদিগকে নরমাংস ভোজন হইতে নিবৃত্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহারা বলিয়া থাকে যে নরমাংস যেরূপ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর অন্য কোন মাংস সেরূপ নহে। যে সকল দাস তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহাদিগের মাংস উৎকৃষ্টতম বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। লাহোরের আগরওয়ালা সম্প্রদায় এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন, ১২ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালিকার বিবাহ দিবেন না। এদেশের লোকে যদি বৃথা মুখভারতী ও কদাচার রক্ষার প্রয়াস না করিয়া সমাজ মধ্যে সদাচার ও সুনিয়ম স্থাপনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হন, সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

২। লণ্ডন সহরে যত ছাত্রীনিবাস আছে, তাহার বালিকারা রন্ধন ও স্বহস্ত প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যের এক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। এদেশের বালিকা বিদ্যালয় সকল কেবল পড়াইয়া স্ত্রীশিক্ষার শেষ হইল, যেন মনে না করেন। রন্ধনাদি বিদ্যায় প্রত্যেক ছাত্রীর বিশেষ পারদর্শিতা আবশ্যক।

৩। মাঘ মাসের অমাবস্যায় শ্রাবণা নক্ষত্রের উদয়ে মহাযোগ এবং গঙ্গা পৃথিবী হইতে শীঘ্র অন্তর্দ্ধান হইবেন, এই বিশ্বাসে কলিকাতা এবং গঙ্গাতীরস্থ স্থান সকলে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আজিও হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠা আছে, তাই বহুদূর দূরান্তর হইতে অনেক রমণী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যোগের স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। রেলওয়ে ও ওলাউঠার অত্যাচারে "অর্দ্ধোদয়ে" কিন্তু অর্দ্ধক্ষয় হইয়াছে!!

৪। গত ২রা মার্চ্চ লেডী লান্স ডাউন কলিকাতা লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল বাটীর প্রতিষ্ঠা ও লেডী ডফারিণের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বহু মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান ছোট লাট লেডী ডফারিণ ফণ্ডের জন্য প্রতিশ্রুত ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন। বেহিয়ার ওয়াল্টার টমসন ১০০০০ রাজা জানকীবল্লভ সেন ৪০০০ এবং তাজহাটের রাজা গোবিন্দলাল রায় ২০০০ টাকা দিয়াছেন।

৫। গত ২রা মার্চ্চ রাজপ্রতিনিধি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে সমারোহ পূর্ব্বক খুলিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোম্বাই গমনের পথ অনেক সুলভ হইবে—৪ দিনের স্থলে ৩ দিনে যাওয়া যাইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১।০ অমর কীর্ত্তি বা ফাদার দামিয়েনের জীবনচরিত—পটলডাঙ্গা সাম্যযন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আনা। মোলোকাইয়ের কুষ্ঠরোগীদিগের সেবার জন্য যে মহাত্মা আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, দেওঘরের বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু নামক বন্ধুদ্বয় বিস্তৃত আকারে তাঁহার জীবনচরিত প্রচার করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠিকাদিগের এক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২। নূতন পঞ্জিকা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসন্ন সেন মহাশয় আপনার ঔষধালয়ের বিবরণ সহ ১২৯৮ সালের পঞ্জিকা সম্পূর্ণাকারে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। কলিকাতা ৩৫ নং অপার চিৎপুর রোডে পাওয়া যায়।

বামারচনা।

প্রকৃতি-মাধুরী।

মধুর জোছনা রেতে মৃদুল বাতাসে,
ধীরে ধীরে বসিলাম এক তরু-পাশে।
কোটী কোটী তারা সাথ
হাসিছে কুমুদনাথ,
হাসিছে সমস্ত ধরা কি যেন উল্লাসে!
আন মনে নেহারিনু মনের আবেশে! ১

প্রকৃতির মধুরিমা হেরিবার তরে,
নাচিয়া উঠিল প্রাণ প্রতি স্তরে স্তরে!
বহিছে মৃদুল বায়
কুসুম সুরভি গায়,
চকোর চাহিয়া আছে সুধাকর পানে,
আমিও তেমনি আছি প্রকৃতির ধ্যানে। ২

সুগভীর নিশা ধনী মনোহর বেশে
হাসা'তে লাগিল বিশ্ব প্রেমের প্রকাশে।
পাপিয়া ধরিল গান
আমার(ও) তৃষিত প্রাণ
প্রেমময়ী—আলোময়ী—স্নিগ্ধা রজনীতে,
গভীর গম্ভীর ভাবে লাগিল ভাসিতে। ৩

কি জানি কেমন ভাবে অবশ হইল প্রাণ,
কে যেন সুধার ধারে ঢালিল একটী গান
মধুর পঞ্চমে তুলি
হৃদয় কপাট খুলি
সুদূরে ললিত তানে প্রাণ মোহনিয়া
গাইল মধুর গান আকাশ ভেদিয়া! ৪

মধুর পবিত্র প্রেমে হাসিলা প্রকৃতি-বালা,
স্নিগ্ধা নিশা সুহাসিতে করিলা জগত আলা,
আমার(ও) হৃদয়তলে
প্রেমের লহরী খেলে
শত প্রেম-উর্ম্মি হৃদে জাগিতে লাগিল,
সুমধুর প্রেমে প্রাণ অবশ হইল ! ৫

প্রেমময় ! স্নেহময় ! দেবতা আমার,
প্রেমক্রোড়ে তুমি নাথ লও একবার !
অবোধ বালিকা-তব
নাহি বোঝে এইসব
অকূল প্রেমের স্রোতে কূল নাহি পায়,
ধরগো লওগো পিতঃ কোলেতে আমায়।
কুমারী কুসুম কুমারী দাস।

সাধ।

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দুটো কথা না কহিতে,
দুটি বার না চাহিতে,
অমনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ১

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
শৈশবের সরলতা,
যৌবনের মধুরতা,
দুদিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ২

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
সুখ, সাধ, শান্তি গুলি
অকস্মাৎ পড়ে খুলি,
নিভে যায় আশা বাতি চির আদরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ৩

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
বুকচেরা ধন নিয়া,
পোড়ায় আগুন দিয়া,
শ্মশানে সমাধি করে স্নেহ প্রণয়ের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ৪

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দয়া মায়া মমতায়,
ঢাকিয়া রাখিতে যায়,
পরের চখের জল উপেখা পরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ৫

মানব দানব বুঝি বিশ্ব জগতের—
কুটিল কটাক্ষে চায়,
দুর্ব্বলের রক্ত খায়,
পদাঘাতে ভাঙ্গে বুক দীন কাঙালের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ৬

মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের—
হৃদয়ের পবিত্রতা,
বিশ্বময় বিশালতা,
তাই ঢালি করে পূজা হীন অধমের,
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ৭

কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গড়া মানবের ?
জরা, মৃত্যু, স্বার্থভরা,
শোক তাপে বেঁচে মরা,
পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ৮

এবার তো কর্ম্মভোগ ভুগিলাম ঢের—
কালের তরঙ্গে ভাসি,
ফিরে যদি ফিরে আসি,
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের,
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের ! ৯

ফুল হয়ে ফুটে থাক সুখ সোহাগের—
আমিও অনিল হ'ব,
তোমারি সুরভি ব'ব,
জুড়াব পরাণ মন কত তাপিতের,
এ আমার বড় সাধ চির জনমের ! ১০
প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৫ সংখ্যা। | চৈত্র ১২৯৭—এপ্রেল ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শৈলবিহার—রাজপ্রতিনিধি ২৪এ মার্চ্চ কলিকাতা হইতে শৈলবিহার যাত্রা করিয়াছেন, লেডী লান্সডাউন ইতিপূর্ব্বে সিমলা গিয়াছেন। ছোট লাটও শীঘ্র দার্জ্জিলিঙ প্রস্থান করিবেন।

সুদীর্ঘজীবী—আমেরিকার সানসালভেডর নগরে ১৮০ বর্ষের এক বৃদ্ধ বাস করিতেছেন। ইনি পুষ্টিকর খাদ্য অল্পুষ্ণ অবস্থায় খান, অধিক পরিমাণে জলপান করেন এবং মধ্যে মধ্যে দুই দিন করিয়া উপবাস করেন।

বরাহনগর মহিলাশ্রম—গত ২৯এ ফাল্গুন ছোটলাট সস্ত্রীক বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ স্ত্রী গ্রাজুয়েট—মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় দুইটী ফিরিঙ্গি রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রন্ধন পরীক্ষা—পুনা নগরে পারসীক বালিকাদিগের জন্য ৬ জন পরীক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের ১০৮টী বালিকা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন।

সেন্সস—নূতন লোক সংখ্যা গণনায় কলিকাতার পুরুষ ৪,১৬,১২৩ এবং স্ত্রীলোক ২,৩৪,১২৩ মোট ৬,৫০,২৪৬ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীর সংখ্যা ৩৫০০০ মাত্র।

রুসীয়েশ্বরের সহোদর—গ্রাণ্ড-ডিউক জর্জ আলেক্সিস ও সর্জ্জিয়স কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া রাজ প্রতি-

নিধির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পশুশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন।

ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষা—লাহোর শিল্পবিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক রামসিংহ মহারাণীর অস্‌বোরন্‌ প্রাসাদে এদেশীয় ধরণের একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থে আহূত হইয়া গিয়াছেন, মহারাণী তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ হিন্দিভাসাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন।

নূতন আইন—১৯এ মার্চ্চ নূতন আইন পাস হইয়াছে, এখন ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকারা রাজবিধি দ্বারা সুরক্ষিত হইবে। হিন্দুসমাজ বালিকার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন্।

অন্ধপ্রদর্শনী— আমেরিকায় ৪০০০ অন্ধের এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাকার্য্যে তাহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বেলুনারোহণ—বাঙ্গালী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লাহোরে ৪০০০ ফুটের উর্দ্ধে বেলুনে উঠিয়া লম্ফ দিয়া পড়িয়া তত্রত্য লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। হাইদ্রাবাদে ভণ টেসেন্‌ নাম্নী এক বিবী ৬০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া ৪ মিনিটের মধ্যে পারাসুটে নামিয়াছেন।

এলাহাবাদ জেনানা হাঁসপাতাল—৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার জয়—বেথুন কলেজ হইতে চারিটী ছাত্রী ফার্ষ্ট আর্টস এবং একটী বিএ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বৎসর স্ত্রীলোকদিগের শতকরা ১০০ পাস বড়ই গৌরবজনক।

পরিণামে সুরের জয়।

আমরা সুরাসুরের যুদ্ধ বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়া কতই আশ্চর্য্যান্বিত হই। আমাদের হৃদয়রূপ বাসভূমে যে নিয়ত সুরাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা কি আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি?

পুরাণ বলেন দিতি-গর্ভজ দৈত্যগণের সহিত অদিতি-গর্ভসম্ভূত আদিতেয়গণের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। এই আদিতেয়গণের অন্যতম নাম সুর ও দৈত্যগণের অন্যতম নাম অসুর। পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে পরিণামে সুরের জয় ও অসুরগণের ক্ষয়। সুরগণের জয় আর অসুরগণের ক্ষয় একই কথা, কেননা অসুরগণের ক্ষয় হইলে সুরগণের জয় হইবেই, আর সুরগণের জয় হইলে অসুরগণের ক্ষয় হইবেই।

যদিও সুরগণ মধ্যে মধ্যে অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অধীনভাবে খাটিতে বাধ্য হইতেন, তথাপি পরিণামে সুরের জয় অনিবার্য্য। যদিও সহস্ররশ্মি অসুর-সরোবরের কমলোন্মেষোচিত কর মাত্র বিস্তার করিয়া অন্য কর রাশি সংযত করিতেন; যদিও চন্দ্র, কি শুক্ল পক্ষ, কি কৃষ্ণ পক্ষ, শিব শিরোমণীকৃত লেখা ব্যতীত আর সমস্ত কলায় অসুরকে পূজা করিতেন;—পবন পুষ্প-হরণাভিযোগে দণ্ডিত হইবার ভয়ে অসুরের পুষ্পোদ্যানে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিতেন না; ষড়্ ঋতু পর্য্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উদ্যানপালের ন্যায় পুষ্পস্তোমসম্ভারে অসুরের উপাসনা করিতেন; উপঢৌকনযোগ্য রত্নাদি লইয়া সমুদ্রও অসুরের প্রতীক্ষা করিতেন, জ্বলন্মণিশিখা বাসুকিপ্রমুখ ভুজঙ্গগণ, স্থির দীপ শিখার ন্যায় অসুর গৃহ আলোকিত করিতেন, ইন্দ্রও পারিজাতপুষ্প দিয়া অসুরের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন; সুরবধূগণ অসুরের ভূষণার্থে নন্দন বৃক্ষের পুষ্প ও পল্লব সুকুমারহস্তে ছিন্ন করিতেন; সুরবন্দিনীগণ অসুর ভয়ে চুপে চুপে রোদন করিয়া অসুরের যথাযোগ্য সেবা করিতেন;—যদিও অসুর দুর্য্যাশ্বগণের খুর ও মেরুশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ক্রীড়া পর্ব্বত প্রস্তুত করিত, মন্দাকিনীর কনক কমল সমূহ উৎপাটিত হইয়া অসুরের ক্রীড়াবাপীর শোভাবর্দ্ধন করিত—যদিও সুরগণ মধ্যে মধ্যে অসুরের অত্যাচারে হিমক্লিষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় মুকুলিত পদ্মের ন্যায় মন্দ প্রভাবিশিষ্ট হইতেন, যদিও বৃত্রঘ্ন কুলিশের তেজ সময় সময় অসুরের নিকট নিস্তেজ হইত; পাশ মন্ত্রৌষধি হতবীর্য্য সর্পের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইত; ত্যক্তগদা কুবেরবাহু ভগ্নশাখ দ্রুমের ন্যায় দেখাইত; যমের দণ্ড নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় নিস্তেজ হইত; দেবগণের চরমাশ্রয় বিষ্ণুর সুদর্শন অসুরের উরোভূষণ স্বরূপ হইত; কিন্তু যখন গুণাকর দেবগণ বুঝিলেন যে দুর্জ্জনেরা প্রতীকার ব্যতীত উপকারে প্রশমন হয় না এবং তাহাদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সুরগণের জয় হইল। আমাদের হৃদয়স্বর্গ লইয়াও সুরাসুরের যুদ্ধ নিয়ত চলিতেছে। সেখানেও সুরগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কতই লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু পরিণামে সুরের জয়।

নির্ম্মল গর্ভসম্ভূত শম, দম, দয়া, সত্য, ত্যাগ, ন্যায়, প্রেম ও বিশ্বাস প্রভৃতি বিশ্বজনীন বৃত্তিগুলি সুর আর প্রবৃত্তির গর্ভসম্ভূত লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও স্বার্থ প্রভৃতি অসৎ ভাবগুলি অসুর। এই সুরাসুর মনুষ্যের হৃদয় স্বর্গ অধিকার করিবার জন্য নিয়ত ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। এস্থলেও অনেক সময় অসুরের জয় হইলেও পরিণামে সুরের জয়। একদিন দস্যু রত্নাকরের হৃদয় স্বর্গে এই যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, অসুরগণ-কর্ত্তৃক সুরগণ তখন কতই লাঞ্ছনা ভোগ

করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে সুরেরই জয় হইল। সুরগণ বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়া যখন প্রতীকারার্থ বদ্ধপরিকর হইল, তখন অসুর নিহত ও সুরগণ জয়ী হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অসুরগণের ক্ষয় ও সুরগণের জয় একই কথা, কেননা অসুর বর্ত্তমান থাকিতে সুরগণ স্বর্গলাভ করিতে পারেন না। কুবৃত্তি ও সুবৃত্তি অনেকগুলি আছে, ইহার মধ্যে এক একটী কুবৃত্তি ও সুবৃত্তি লইয়া পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যাইতে পারে অর্থাৎ স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী ত্যাগ, গর্ব্বের প্রতিদ্বন্দ্বী বিনয়, নিষ্ঠুরতার প্রতিদ্বন্দ্বী দয়া, ইত্যাদি। তাই যে কুবৃত্তিটী লয় না পায়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সুবৃত্তিটী সেখানে স্থান পায় না; অর্থাৎ যেখানে দয়া সেখানে নিষ্ঠুরতা স্থান পায়না, সুতরাং সুরের জয় অসুরের ক্ষয় একই কথা। তাই দস্যুরত্নাকরের হৃদয় হইতে যাই অসুর বিতাড়িত ও নিহত হইল, অমনি সেই মনুষ্যঘাতী রত্নাকরের প্রাণে একটী সামান্য পক্ষীর মৃত্যুও আঘাত করিল! যিনি স্বহস্তে শত শত কাতর, ভীত, অশ্রুবর্ষণকারী পথিককে বধ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও তাপিত হয়েন নাই, তিনিই ক্রৌঞ্চ মিথুনের ক্লেশ দেখিয়া প্রাণে আঘাত পাইলেন। যিনি স্বহস্তে কত স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের জীবন বিনষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারই লেখনী-বীণা অদ্ভুত ভ্রাতৃবাৎসল্যের গাঁথা গাহিয়া জগমন-মোহিত করিয়াছে। একদিন জগাই, মাধাই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের হৃদয় স্বর্গও অসুরগণ অধিকার করিয়া সুরগণকে কত লাঞ্ছিত করিয়াছিল! সুরগণ অমর, তাই নিহত হয় নাই; কিন্তু পরিণামে সুরের জয় হইল। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তোমার আমার হৃদয় লইয়াও সুরাসুরে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু এই যুদ্ধ আমার তোমার জীবন পর্য্যন্ত চলিবে, কি একদিন চিরজয়ী সুরগণ জয়লাভ করিবে তাহা কে বলিতে পারে? আমরা যদি নিরপেক্ষ ভাবে আপনাপন হৃদয় স্বর্গ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে এই সুরাসুরের যুদ্ধে আমাদের হৃদয়াগারের কত সুরগণ কক্ষভ্রষ্ট হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। তুমি সুরগণের পক্ষপাতী হইলেও (তোমার মন সমুন্নত হইলেও) দেখিবে যে জ্ঞানোদয় অবধি আজ পর্য্যন্ত সমস্ত হৃদয়ের একটী কক্ষও কোন না কোন অসুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল বা আছে। যদি তাহাই না হইবে, তবে আমরা চক্ষের উপর কত দীন দুঃখীর সন্তানকে অনাহারে অবস্ত্রে বিনাচিকিৎসায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়াও আপনাপন সন্তানকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত ও, ক্ষীর সর নবনীত ভোজন করাইয়া সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করি কেন? সন্তানের জনক জননী হইয়াও দুঃখীর সন্তানের দুঃখ লক্ষ্য করি না কেন? নিজে মনুষ্য

আমি আমার শরীরের মনের সুখের জন্য নিয়ত ব্যস্ত থাকি, কিন্তু একটী দুঃখীর অভাব বুঝিয়াও বুঝি না কেন? ইহা কাহা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া করি বল দেখি? অবশ্যই স্বার্থ কর্ত্তৃক। স্বার্থকে আমরা একটী অসুর বলিতে চাহি। যখন দয়া আসিয়া ধীরে ধীরে আমাদের কাণে বলে যে "তোমার শিশুর ৪। ৫ প্রস্ত পরিচ্ছদ আছে, তাহার একটী ঐ শীতার্ত্ত দুঃখী সন্তানকে দাও।" অমনি স্বার্থ আসিয়া দয়ার সহিত ঘোর যুদ্ধ বাধাইবে, ইহাতে অবশ্যই একজনের জয় হইবে। যদিও আমাদের মত দুর্ব্বল হৃদয়ে স্বার্থের জয়, কিন্তু বলা আবশ্যক যে স্বার্থের জয় অনিত্য ও দয়ার জয় নিত্য, কেননা স্বার্থ মর আর দয়া অমর। আমার শিশুর দশ টাকার জামাটী আমার শিশু-সমেত দশটী শিশুর শীত নিবারণ করিতে পারে, কারণ সামান্য পুরু কাপড়ের নয়টাকার দশটী জামায় দশটী শিশুর শীত নিবারণ হয়। (অবশ্যই এই দশটী জামার অংশী ধনীর শিশু নহে, দরিদ্রের শিশু।) এইরূপ একশত টাকার একযোড়া শাল এক জনের শীত নিবারণ করিতে পারে, আবার ঐ একশত টাকার এক একখানি মোটা চাদর ১০০ জনের শীত নিবারণ করিতে পারে। কিন্তু স্বার্থ সর্ব্বদা সেই ন্যায় সুরের প্রতি খড়্গাহস্ত। অনেক সময় ন্যায় তাড়িত হইলেও সে অমর এবং ইহার বাসস্থান মনুষ্যের হৃদয়াগার, সুতরাং সে তাড়িত হইলেও তাহার বাস-স্থানের মমতা ত্যাগ না করিয়া উপযুক্ত সময় খুঁজিয়া বেড়াইবে। তাই পরি-ণামে ন্যায়ের জয়, কেননা ন্যায় নিত্য। তুমি তোমার শিশুকে আনন্দিত করি-বার জন্য আকাশের চাঁদ ডাকিয়া তাহার কপালে বসাইবে, এই যে মিথ্যা কথা বলিলে, তাহাতে আপাততঃ মিথ্যার জয় হইল বটে; কিন্তু সে যখন বুঝিবে যে আকাশের চাঁদ আসিবার নহে, তখন বিজয়-লক্ষ্মী চিরজয়ী সত্যেরই অনুগত হইবে। মহাত্মা সক্রেটীস ও গালিলিয়ো অসত্যের দাস নির্ব্বোধগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্য বিনষ্ট হয় নাই, সে সত্য অমর। যদি তাহাই না হইবে, তবে মিথ্যার চেয়ে সত্য ভাল, স্বার্থচেয়ে ত্যাগ ভাল, কপটতাচেয়ে সরলতা ভাল, নির্ব্বোধ চেয়ে বুদ্ধিমান ভাল, ক্রোধ চেয়ে ক্ষমা ভাল, মন্দ চেয়ে ভাল ভাল, এসব ভালর উদ্ধার কোথা হইতে হইল? ব্যক্তিগত তোমার আমার হৃদয় অসুরাধিকৃত হইয়া যদি এই জীবনে সুরের জয় না হয় তা বলিয়া ভাবিওনা যে অসুর চির-জয়ী। অনন্ত হৃদয় অনন্তকালের জন্য রহিয়াছে ও রহিবে, কোন হৃদয়ে না কোন, হৃদয়ে চিরজয়ী সুরগণ জয়লাভ করিবেই করিবে। যদি একটী হৃদয়ে সমস্ত সুরগণ জয়লাভ করিতে না পারে, তবে সমষ্টিগত হৃদয় লইয়া জয়লাভ

করিবে—করিবে কি? করিয়াছে। মনে কর, তোমার সহিষ্ণুতা আছে, আমার দয়া আছে, তাহার বিশ্বাস আছে, এই সহিষ্ণুতা, দয়া ও বিশ্বাস প্রভৃতি কার্য্যের ফল মঙ্গলময়, সুতরাং যে কার্য্য গুলি বিশ্বের মঙ্গলজনক তাহার উত্তেজককে সৎবৃত্তি বলে; সেই সৎবৃত্তিকেই আমরা এস্থলে সুর বলিতেছি আর যাহা বিশ্বের অমঙ্গলকর তাহার উত্তেজক বৃত্তিগুলি অসুর। যে কার্য্যে বিশ্বের মঙ্গল সাধন হয়, তাহাই সৎ আর অসতের অর্থ ইহার বিপরীত। দয়া, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিশ্বের সুখকর বলিয়া আমরা ঐ কার্য্য গুলিকে ভাল বলি। যদিও আমরা ভালকে আদর করি ও মন্দকে ঘৃণা করি, তথাপি একজনেতে সমস্ত ভাল থাকিবার সম্ভাবনা কম, তাই সমষ্টিগত হৃদয় লইয়া সুরের জয় বলা হইল।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়াছি যে আসক্তির গর্ত্তজ অসৎ, অসুর; আর নিবৃত্তির গর্ত্তজ সৎ, সুর। মনুষ্যের প্রবৃত্তি মন্দের দিকে টানে, ইহা যেমন নিসর্গের আদেশ; তেমনি মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি এবং ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতাও আছে, তাই মন্দের দিকে আসক্তি থাকিলেও ভালর দিকে ইচ্ছা প্রবলা থাকে, এই কারণেই হৃদয় স্বর্গ লইয়া সুরাসুরের যুদ্ধ ঘটে। মনুষ্যেরা যে ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিয়াছেন ইহাই "পরিণামে সুরের জয়।" মন্দ চেয়ে যে ভাল ভাল, ইহাই সুরগণের চির জয়। মনুষ্য হৃদয়স্থ সুরগণ যখন বুঝিতে পারে যে "আমরা যত অসুর গণের উপকার করিব, ততই তাহারা আমাদের দুর্গতি করিবে," কেননা "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" তখন সুরগণ কর্ত্তৃক অসুর বিনষ্ট হয়। যেমন বিশ্বের জলদাতা ইন্দ্রের, বাতাসদাতা পবনের ও আলোকদাতা সূর্য্য প্রভৃতির জয়ে বিশ্ব আনন্দিত হইয়া সুরগণের জয় গাহিয়া ছিল; তেমনি যেখানে মনুষ্য হৃদয়-স্বর্গে রাজা সত্যদেব রাণী ভক্তির (প্রেমের) সহিত সিংহাসনারূঢ় হইয়া আছে—ত্যাগ ও বিশ্বাস ভৃত্যদ্বয় চামর বীজন করিতেছে—দয়া ও ক্ষমা, কন্যাদ্বয় রাজা রাজ্ঞীর ক্রোড়দেশ শোভিত করিয়াছে ও অন্যান্য সুরগণ (সৎবৃত্তি নিচয়) সেই স্বর্গস্থান আলোকিত করিয়াছে, জগৎ! তুমি সেখানে মুক্তকণ্ঠে গাও, "পরিণামে সুরের জয়।"

সতীধর্ম্ম।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৮৩ অধ্যায়)

নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী।
তদাজ্ঞারহিতং কর্ম্ম নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ১ ॥

সকল গুরুর গুরু যিনি ভগবান্,
তাঁহার পরেই সতী পতি করে ধ্যান,
স্বামী যাহা করিবারে করেন বারণ,
পতিব্রতা তাহা নাহি করে কদাচন।১।

পরপুংসাং পুরং চৈব সুবেশং পুরুষং পরম্।
যাত্রামহোৎসবং নিত্যং নর্ত্তনং গায়নং তথা।
পরক্রীড়াং চ সততং নাহি পশ্যতি সুব্রতা ॥ ২ ॥

পরপুরুষের গৃহ, সুবেশ মানব,
নৃত্য, গীত, বাদ্য, আর যাত্রা মহোৎসব,
পরপুরুষের খেলা, পরের ভূষণ
এ সকল সতী নাহি করে দরশন। ২।

যদ্ভক্ষ্যং স্বামিনাং নিত্যং তদেবমপি যোষিতাম্।
নহি ত্যজেত্তু তৎসঙ্গং ক্ষণমেব চ সুব্রতা ॥ ৩ ॥

পতি তার যাহা নিত্য করেন ভোজন,
পতিব্রতা নারী তাই করয়ে সেবন;
পতিসঙ্গ সতী নাহি ছাড়ে একক্ষণ,
এইত জানিবে পতিব্রতার লক্ষণ। ৩।

উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা তাড়নাদ্বাপি কোপতঃ ॥৪॥

নাহি করে পতিসনে কথা কাটাকাটি,
সুশীলা নারীর এই গুণ পরিপাটি;
পতি যদি ক্রোধভরে করেন প্রহার,
তথাপি সতীর,নাহি ক্রোধের সঞ্চার।৪।

ক্ষুধিতং ভোজয়েৎ কান্তং দদ্যাৎ পানং সুতাবিতম্।
ন বোধয়েত্তু নিদ্রালুং নিত্যং পুণ্যে প্রবর্ত্তয়েৎ ॥৫॥

ক্ষুধার্ত্ত পতিরে সতী করায় ভোজন,
মধুর পানীয় দেয়, বলে সুবচন;
নিদ্রিত পতির নিদ্রা ভঙ্গ নাহি করে,
প্রবর্ত্তিত করে তাঁরে সুকার্য্যের তরে।৫।

শুভং সৌম্যং সুধাতুল্যং কান্তং পশ্যতি সুন্দরী।
সস্মিতং বদনং কৃত্বা ভক্ত্যা সেবেত যত্নতঃ ॥ ৬ ॥

নিজ কান্তে হেরে সাধ্বী সকল সময়,
সুধাতুল্য সুমধুর শিব শান্তিময়;
সদাই পতির কাছে সহাস্যবদন,
ভক্তিভাবে যত্নে করে তাঁহার সেবন।৬।

পুত্রস্নেহাৎ শতগুণং স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং প্রতি।
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ ॥ ৭॥

পুত্র প্রতি সতী নারী যত স্নেহ করে,
তার শতগুণ করে পতির উপরে;
পতিই দেবতা ভর্ত্তা পতি বন্ধু তার,
একমাত্র গতি পতি কুলললনার। ৭।

সুতে স্তনান্ধে যঃ স্নেহো যেচ্ছান্নে ক্ষুধিতস্য চ।
পতিস্নেহস্য নারীণাং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৮॥

ক্ষুধার্ত্তের যে লালসা করিতে আহার,
স্তন্যপায়ী শিশু প্রতি যে স্নেহ মাতার,
সতীর পতির প্রতি সে ভালবাসার,
নাহি হয় সমতুল ষোড়শ কলার।৮।

স্তনান্ধে স্তনদানান্তং মিষ্টান্নে ভোজনাবধি।
কান্তে চিত্তং সতীনাং তু স্বপ্নে জ্ঞানে চ সন্ততম্ ॥৯॥

মিষ্টান্নে পিয়াসা ঘুচে করিলে ভোজন,
শিশুতে পিয়াসা ঘুচে পিয়াইলে স্তন;
পতির উপরে কিন্তু সতীর হৃদয়,
স্বপ্নে জাগরণে সদা সমভাবে রয়।৯।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাং চ সতীষু চ ॥১০॥

পৃথিবীতে আছে যত পুণ্যতীর্থ স্থান,
সতী পদ-তলে সবে করে অধিষ্ঠান;
সর্ব্ব দেবতার সর্ব্ব মুনির প্রভাব,
সতী-মধ্যে সকলেরি হয় আবির্ভাব।১০।

তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎ ফলং তথা।
দানে ফলং যৎ দাতৃণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্।১১

তপস্বীর তপস্যায় যত ফল হয়,
ব্রতিগণ ব্রতে করে যে ফল সঞ্চয়;
দাতারা করিয়া দান লভে যেই ফল,
একমাত্র সতীতেই রহে সে সকল।১১।

সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ॥১২॥

সতীর মহিমা--কথা কি বলিব আর,
সদ্য পূত হয় ধরা পদ-রজে যার;
পতিব্রতা নারীরে যে করে নমস্কার,
ধন্য সেই নর, পাপ দূরে যায় তার।১২।

স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততম্।১৩॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি শক্তি আছে কত,
যোগী ঋষি সিদ্ধ আদি আছে শত শত;
যিনিই যতই শক্তি করুন প্রসব,
সতীর প্রভাবে সবে মানে পরাভব।১৩।

সতীনাং চ পতিঃ সাধুঃ পুত্রো নিঃশঙ্ক এব চ।
নহি তস্য ভয়ং কিঞ্চিৎ দেবেভ্যশ্চ যমাদপি।১৪॥

যে জন সতীর পতি সেই সাধু হয়,
সতীর তনয় যেই সে রয় নির্ভয়;
সতী-পতি সতী-পুত্র ভয় নাহি জানে,
দেবতা যমেও তার কাছে হারি মানে।১৪।

শতজন্মপুণ্যবতাং গৃহে জাতা পতিব্রতা।
পতিব্রতাপ্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা॥১৫॥

শত শত জন্ম যেই করে পুণ্যরাশি,
জনমে তাহারি গৃহে পতিব্রতা আসি;
ধন্য মাতা যাঁর গর্ভে সতীর উদয়,
সতীর জনমদাতা জীবন্মুক্ত হয়।১৫।

আকাশং চ দিশঃ সর্ব্বা যদি নশ্যন্তি বায়বঃ।
সতীনাং তু পতিস্নেহো ন তথাপি বিনশ্যতি॥১৬॥

দশ দিক্ বায়ু আর আকাশমণ্ডল,
রসাতলে যদি কভু যায় এ সকল,
তথাপি পতির প্রতি সতীর প্রণয়,
অটল অচলভাবে থাকিবে নিশ্চয়।১৬।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত সরোবর।

আমেরিকার অন্তঃপাতী জর্জিয়া প্রদেশে "হ পণ্ড" নামে একটী অদ্ভুত সরোবর আছে। ইহার অগাধ জলরাশি প্রতিবৎসর জুন মাসের ১৫ই বা ১৪ই একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়—এমন কি বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ইহা যথাসময়ে পুনর্ব্বার ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া থাকে। সরোবরটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। বৃষ্টির জল বহুক্রোশ দূর হইতে প্রবাহিত হইয়া ইহার মধ্যে সঞ্চিত হয়। বসন্তকালে ইহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বহুবিধ মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহসা প্রচণ্ড কল্লোল সহকারে একবারে অদৃশ্য হইয়া

বায়। এই নৈসর্গিক অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। অনেক প্রাকৃততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ইহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর ব্যাপিয়া স্থানসকল পরীক্ষা করিয়া পর্য্যটন করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে দর্শক সকল অবধারিত সময়ে তথায় আগমন করিয়া থাকে। নিকটস্থ বাসিন্দাদিগের সে দিন একটী পর্ব্ব দিন। আবালবৃদ্ধবনিতা অনন্যকর্ম্মা হইয়া সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত ঘটনার প্রাক্কালে ভূ-কম্প হেতু জলকম্পের ন্যায় সমস্ত সরোবর একেবারে আলোড়িত হয়, শেষে প্রচণ্ড কল্লোল সহকারে সহসা সমস্ত জলরাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। দৃশ্যটী অতি অদ্ভুত, কিন্তু যেস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা সন্দর্শন করিতে হয়, তাহা নিরাপদ নহে। সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ বহুদূর-প্রসারিত জমির অস্তিত্ব সন্দেহাত্মক। কখন্ কোন্ স্থান ভূ-গর্ভে নিহিত হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এবৎসর "বগচরের" সন্নিহিত এক খণ্ড ভূমি দর্শকগণের সমক্ষে চকিতের মধ্যে ভূ-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকলের কেবল শীর্ষদেশ মাত্র "জাগিয়া" আছে, এতদ্ভিন্ন অন্য চিহ্ন আর কিছুই বর্ত্তমান নাই।

সচল অচল।

দক্ষিণ আমেরিকায় অন্তঃপাতী বিয়ুনস্‌আয়িস প্রদেশে টাণ্ডিল পর্ব্বতে এই আশ্চর্য্য শৈল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ৯০ নব্বই পাদ দীর্ঘ ২৭ সপ্তবিংশতি পাদ উচ্চ এবং ১৮ অষ্টাদশ পাদ প্রস্থ। পরিমাণ ন্যূনাধিক লক্ষবিংশতি টন। একটি অদৃষ্ট অক্ষমণ্ডল অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে দোদুল্যমান হইতেছে। এক জন মনুষ্য ইহাকে ঠেলিয়া অনায়াসে দোলাইতে পারে। শৈলটীর আকার প্রায় মন্দিরের ন্যায় এবং যে শিলাখণ্ডের উপর ইহার তলদেশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাও মন্দিরের ন্যায় ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়াছে। ইহার অগ্রভাগের ব্যাস দশ ইঞ্চ মাত্র। এই দশ ইঞ্চ ব্যাসের উপর পঞ্চবিংশতি টন পরিমিত শৈল অবস্থিত রহিয়াছে। যখন পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন এই বিশাল শৈলখণ্ড বিস্তৃত বৃক্ষ শাখার ন্যায় বেগে উত্থিত, পতিত, বিকম্পিত ও সঞ্চালিত হয়।

তাড়িত বৃক্ষ।

ভারতীয় কাননাঞ্চলে সম্প্রতি এক জাতীয় বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার পত্র ভগ্ন বা ছিন্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাড়িতপ্রবাহ নির্গত হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয়। চুম্বকশলাকা বিংশতি পাদ অন্তর হইতে ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং নিকটস্থ হইয়াই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। ইহার আকর্ষণী শক্তি বেলা দুইটার সময় অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু

রাত্রিকালে বা বৃষ্টি সময়ে কিছুই লক্ষিত হয় না। শ্যেন পক্ষী বা কীট কখনই এই বৃক্ষের নিকটে যায় না, শাখায় উপবিষ্ট বা পত্রে সংলগ্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। মূল দেশেও কোন পশুকে গমন করিতে দেখা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় যেস্থলে এই সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তথায় তাড়িতপ্রবণ কোন ধাতুরই অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। আলোক ও উত্তাপ, তাড়িত ও আকর্ষণী শক্তি যুগপৎ এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের পত্র ও মুকুলের জনয়িতা হইয়া উদ্ভিজ্জ জগতে একটী মহতী প্রহেলিকার কারণ হইয়াছে।

উদাসীনের চিন্তা।

আদর্শ রমণী।

আদর্শ রমণী এই বাক্যের অর্থ কি? এই বাক্যের অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে হইলে আদর্শ শব্দে কি বুঝায় তাহা অগ্রে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আদর্শের বিপরীত কথায় কি বুঝায়, তাহা একবার জানিতে পারিলে আদর্শের অর্থ ভালরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। আদর্শের বিপরীত কথা প্রাকৃত। আদর্শমানুষের বিপরীত প্রাকৃত মানুষ। আদর্শ মানুষে যে সকল গুণ বিদ্যমান প্রাকৃত মানুষে সে সকল গুণ বিদ্যমান নাই। আদর্শ মানুষে অভাব নাই, প্রাকৃত মানুষে অভাব আছে। আদর্শ ব্যক্তি অথবা জিনিসের যাহা হওয়া উচিত, তাহাতে তাহাই আছে; কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তি কিংবা জিনিসে তাহা নাই। আমরা এই বাক্যদ্বয়ের আর একটু স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতেছি। আদর্শ আমাদের কর্তৃত্বে [illegible] আধার। দেশ কালে [illegible] প্রাকৃত প্রাকৃতিক শক্তিতে রচিত, দেশ কালের অধীন অনন্ত আকাশ তাহার আধার। আদর্শ কিরূপে রচিত হয়, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে পাঠিকা আরও সহজে বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃতিতে একটী গোলাপ ফুল দেখিলাম। দেশ কাল বাদ দিয়া গোলাপের যে গুণ গুলি (রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি) ইন্দ্রিয় দ্বারা মনোমধ্যে গ্রহণ করিলাম, তাহাদিগকে 'গোলাপ' এই বাক্য দ্বারা মনোমধ্যে একত্র করিয়া রাখিলাম। এই যে মনোমধ্যস্থিত গোলাপ নামে আখ্যাত গুণ সমষ্টি, তাহাই আদর্শ গোলাপ। এই আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। মনে কর আমি আর একটা প্রাকৃত গোলাপে আর একটী নূতন গুণ দেখিতে পাইলাম, তাহাও আমি আমার আদর্শ গোলাপের সহিত সংযুক্ত করিয়া লইলাম। সুতরাং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ গোলাপের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান রচিত আদর্শ গোলা-

পই ধরিয়া রাখিলাম। এইরূপে রচিত গোলাপের অনুরূপ গোলাপ শেষে আর প্রকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাকৃতিক গোলাপের একটু না একটু অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্যই অনেকে বলিয়া থাকেন আদর্শ ব্যক্তি কিংবা পদার্থ প্রকৃতিতে মিলে না। এই বাক্য যে সম্পূ নিরর্থক নয়, তাহা পাঠিকা বুঝিতে পারিবেন। আদর্শের মধ্যে আমরা যে সকল গুণ যোগ করি, দেশ কালের অধীনতা পাশে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতি মধ্যে সেই গুণরাজি আর সেইরূপে সংযুক্ত হয় না। আমরা আদর্শের বিষয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া এখন আদর্শ রমণীর বিষয় বলিতেছি। আমরা সংসারে দোষগুণ-বিমিশ্রিত অনেক রমণী দেখিতে পাই। ইহাদিগের যাহার মধ্যে যে গুণটুকু দেখিতে পাই, দোষটুকু বাদ দিয়া সেই গুণটুকু লই, এরূপ গুণ সংগ্রহ করিয়া মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব রমণী বস্তু সৃষ্টি করিয়া লই এবং সেই মানসিক রমণীর ছবি দ্বারা প্রাকৃত রমণীদিগকে পরিমাণ করিয়া থাকি। এই আদর্শ রমণীর মানসিক ছবি অপরিবর্ত্তনীয়, ধ্রুব কিংবা নিত্য নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শ পরিবর্ত্তনীয়। রমণীর আদর্শ সম্বন্ধে আমরা একটু বুঝাইতে চেষ্টা করি। এইমাত্র বলিয়া আসিলাম রমণীর দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণের ভাগটুকু লই। কিন্তু আজ যাহা আমি দুষণীয় মনে করি, তাহা কালে পরিণত হইতে পারে; আজ যাহা গুণ বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা দোষের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী কথা বলি। এমন এক সময় ছিল যে রমণীদিগের গাত্র চিত্রিত করা একটী গুণ বলিয়া অনুমিত হইত, সুতরাং সেই সময়ে রমণীর আদর্শের মধ্যে গাত্রের চিত্র রূপ গুণটীও সংলগ্ন ছিল। এখন তাহা নাই, এখন যে রমণীর সর্ব্বাঙ্গে ছাপ মারা, সেই রমণীর অন্যান্য গুণ থাকিলেও তিনি আদর্শ রমণী হইতে পারেন না। আবার আমাদের দেশে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জ্ঞানশিক্ষা রমণী আদর্শের বাহিরে ছিল, সেই সময়ে কোন রমণী শিক্ষা লাভ করিলে কখনও তাহাকে আদর্শ রমণী ছবির অনুরূপ বলা যাইতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে কাহাকেও আদর্শ স্থলে উঠিতে হইলে তাঁহার আত্মাকে জ্ঞানের আলোক দ্বারা সুশোভিত করিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞান, ভূয়োদর্শিতা এবং রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রমণীর আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে।

এখন এই প্রতিপন্ন হইল যে মানবীয় শক্তিদ্বারাই আদর্শ রচিত, পরিবর্ত্তিত এবং সংস্কৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই আদর্শের রচনা, পরিবর্ত্তন কিংবা সংস্কার কি কোন সময়ে এবং কোন প্রভাবে এক ব্যক্তি দ্বারা সংগঠিত হয়, কি সকলের

মনেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে এক সময় সংসাধিত হইয়া থাকে। আমরা সেই গুরুতর সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না। পাঠক পাঠিকা চিন্তা করিয়া এবং মানব আদর্শ রচনার ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বয়ংই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লউন।

অতঃপর আমরা অপেক্ষাকৃত আর একটু জটিলতর বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে আদর্শের অনুরূপ ব্যক্তি কিংবা পদার্থ প্রকৃতিতে মিলে না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া পুরুষ ও রমণীর প্রাণে নিরাশার তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছি। যদি আদর্শের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার অনুকরণ জন্য চেষ্টা করি কেন? একথা ঠিক যে অচেতন জড় পদার্থ কোন ক্রমেই আদর্শের অনুরূপ হইতে পারে না, কারণ প্রাকৃতিক শক্তি আমার ইচ্ছার অধীন নয়। আমি ইচ্ছা করিলাম আমার বাগানের গোলাপটী আমার আদর্শের অনুরূপ হউক। আমি তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত অনেক প্রাকৃতিক শক্তি ঐ মনোরম গোলাপ ফুলটীর রচনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা নৈসর্গিক নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। আমি সেই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যতটুকু সাধ্য গোলাপটীকে পরিবর্ত্তন করিতে পারি, ঐ সকল নিয়ম অতিক্রম করিয়া গোলাপটীকে মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু আমার চরিত্রগঠনসম্বন্ধে ঠিক সেরূপ অবস্থার অধীন নই। আমি ইচ্ছা করিলে চরিত্রকে আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে পারি, পথে কোন দুর্লঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়ম আমার গতি প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারি বটে, কিন্তু আদর্শ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারি না; কেননা আদর্শ অনন্ত ও ক্রমোন্নতিশীল, যত উন্নত হই, আদর্শ তত বাড়িয়া যায়। নরনারী স্বাধীন, তাই তাহারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ। সুতরাং আদর্শের অনুরূপ হইতে পারিব না বলিয়া নিরাশ হইয়া চেষ্টা ছাড়িতে পারিব না, চেষ্টা দ্বারা যতটুকু পারা যায়, আত্মোৎকর্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য। রমণীগণ এখন পুরাতন আদর্শ উন্নত করিয়া তদ্রূপ হইতে যত্ন করুন্।

আখ্যানমালা।

১৩শ সংখ্যা।

১। সেনাপতি জর্জ ওয়াসিংটন শৈশবকালে একবার এক নৌ-কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। গমন স্থির হইলে, তাঁহার পিতৃবন্ধের

সম্মুখে জলযান আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে গমনোন্মুখ হইয়া দ্রব্য সামগ্রী যানে প্রেরণ করিয়া জননীর নিকট বিদায় লইতে যাইয়া দেখেন যে, তাঁহার জননী অশ্রুধারাতে ধরাতল সিক্ত করিতেছেন। তিনি দেখিলেন যে বিদায় চাহিলে জননী মর্ম্মে আঘাত পাইবেন। সেইজন্য তাঁহাকে কিছু না বলিয়া ভৃত্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "যাও, তাহাদিগকে আমার বাক্স ফিরাইয়া আনিতে বল। মার প্রাণে কষ্ট দিয়া আমি যাইব না।" তাঁহার জননী ইহা শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন "বাছা জর্জ্জ, যাহারা পিতা মাতাকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাদিগের মঙ্গল করেন এবং আমি বিশ্বাস করি তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন।" ধন্য সেই সন্তান, যিনি ধর্ম্ম দ্বারা পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করেন!

২। ইংলণ্ডের একস্থানে একবার ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশে একটী মণ্ডলী গঠিত হয়। যাহার যাহা ইচ্ছা, উহার সাহায্যার্থে দান করিতেন। একজন ষোড়ষবর্ষীয় যুবা নাম স্বাক্ষর করিয়া দানের স্থানে লিখিলেন "Myself" অর্থাৎ 'আমাকেই'। তিনি এক বিধবার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। আর সাতটী সন্তানের ভার তাঁহার উপর, এই কারণে জননীর সম্মতি ব্যতীত তাঁহার দান গ্রহণ করা অবিধেয় বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার জননীর নিকট গেলেন। তাঁহারা যুবার জননীর কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। বৃদ্ধা বলিলেন "বাছা যাক্, ঈশ্বর আমার ও আমার শিশুদের অন্ন জুটাইবেন। আমি কে যে আমি একজন ধর্ম্মপ্রচারক পুত্রের জননী হইব? আমি কি এত ভাগ্যবতী!" ইঁহারাই নারীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এইরূপ যুবাই যৌবনের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৩। পারস্যাধিপতি সাইরস্ একদা এক বন্ধুর অনুনয়ে তাঁহার সহিত একত্র ভোজে সম্মত হইলেন। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, কোথায়, এবং কি আহারীয় আয়োজন করিব?" সম্রাট উত্তর করিলেন নদীর তীরে, এবং এক খানি রোটিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ইহাই প্রকৃত রাজকীয় সৌজন্য ও মিতাহারিতা।

৪। প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী ওয়েব (Webb) দেহ মনের স্ফূর্ত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কেবল বারি পান করিতেন, বারুণী স্পর্শও করিতেন না। একদা তাঁহার এক সুরাপ্রিয় বন্ধুকে কেবল নির্ম্মল বারি পান করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন। বন্ধু তাহাই করিবেন স্থির করিয়া বলিলেন একবারেই অভ্যাস ছাড়িতে পারিব না, তবে ক্রমে ক্রমে সুরাত্যাগ করিব। "ক্রমে ক্রমে!" বলিয়া ওয়েব চিৎকারস্বরে বলিলেন "যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিতে পড়িয়া যাও, তবে কি তোমায়

ওয়াল্টর স্কটের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁর গ্রন্থাবলীতে প্রকৃত নায়কের অভাব না থাকিলেও নায়িকার সংখ্যা অনেক বেশী। এলেন উপন্যাস, ফ্লোরা ম্যাকইভর, রোজ ব্র্যাডওয়ার্ডিন, ক্যাথারিণ সেটন, ডিয়ানা ভর্ণণ, লিলিয়াস, আলিস লি, আলিস ব্রিজনর্থ, জিয়ানী ডীনস ও রেবেকা—এ সকল নারীর চরিত্রেই কোমলতা, বুদ্ধি-শক্তি, বিচারশক্তি, নির্ভয় আত্মবিসর্জন, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও শুদ্ধতার অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়। তারা প্রায় সকলেই নিজে-দের জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস ও বিবেক প্রভাবে পুরুষদিগকে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করে।

সেক্সপিয়রের মত স্কটের রচনাতেও আমরা দেখিতে পাই যে নারীই যুবক-দিগকে শিক্ষা দেয় ও পথ দেখাইয়া চলে। ঐ শিক্ষা ও পথদর্শকের কাজ দৈবক্রমেও কখন পুরুষের উপর পড়ে নাই।

ইংরেজী গ্রন্থকারদের ছাড়িয়া ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালীয় ও গ্রীক সাহিত্যের মধ্যেও —এমন কি মিসর দেশেও আমরা নারী-জাতির ঐরূপ অচলা ভক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান বুদ্ধির প্রভাব দেখিতে পাই। কিন্তু আর উদাহরণ সংগ্রহের কোনও আবশ্যকতা নাই। রোমীয়, গ্রীক ও মিসরী নারীদের স্নেহ, দয়া, ধৈর্য্য ও সাহসের কথা কাহার অবিদিত আছে? এখন ঐ সব অতীত সাক্ষী ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমান কালের কথায় আসি-তেছি। পাঠকেরা জগতের এই মহাকবি ও উন্নত লোকদের কথা শুনিয়া উহার যথাবিধি বিচার করিবেন। আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, এই সব বিজ্ঞ প্রতিভাশালী লোকেরা কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অপ্রকৃত ও অসম্ভব সম্বন্ধ লইয়া ঐ সব স্ত্রীচরিত্র গড়িয়াছেন? এ বিষয়ে একটা সত্য সিদ্ধান্তে আসা কি আমাদের উচিত নয়? এই সব মহোদয় ব্যক্তি কি কেবল মানুষের আমোদের জন্য কাল্পনিক পুতুল সাজাইয়া সকলের সম্মুখে স্ত্রীলোক বলিয়া ধরিয়াছেন? কিম্বা, পুতুলের চেয়েও অধম এমন অস্বাভাবিক দৃশ্যের কল্পনা করিয়াছেন যে উহাকে প্রকৃত জীবন্ত নারীতে পরিণত করিলে উহা দ্বারা সমস্ত পরিবারে বিপ-র্য্যয় ঘটিবে ও সংসার রসাতলে যাইবে!

অবশ্য প্রণয়কালে ভাবী-স্বামীর উপর ভাবী পত্নীর যে বিপুল প্রভাব দেখা যায় ও উভয়ের সম্বন্ধ অনেকাংশে সমান সমান থাকে, সে বিষয় অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু চিরজীবন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহার মীমাংসা কালেই লোকের বুদ্ধির অভাব দেখা যায়। আমরা সচরাচর উপন্যাসে ও প্রকৃত জীবনেও প্রণয়ি-প্রণয়িনীর আচরণে সাম্য-থাকায় দোষ নাই বিবেচনা করি, কিন্তু স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঐরূপ ভাব দেখিলে উহা স্বাভাবিক নিয়ম-বিরুদ্ধ বলি। এরূপ

সংস্কার যে কতদূর নীচ, ভ্রান্তিমূলক ও পক্ষপাতিতার পরিচায়ক তাহা বলা যায় না। বিবাহবন্ধনের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হয়, কিন্তু আমরা কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা যদি উভয়কে আরো দূরবর্ত্তী রাখিবার প্রয়াস পাই ও উভয় জাতির স্বত্ব অধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিতে চাই, তাহাহইলে পবিত্র বিবাহ সম্বন্ধের কি অপমান করা হয় না ?

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

প্রাণিতত্ত্ব।

(১৪শ সংখ্যা)

নখায়ুধ।

ইংরাজিতে ইহাদিগকে বিড়াল জাতীয় অর্থাৎ (Canine species) বলে। ইহাদের দেহ লঘু ও কর্ম্মঠ এবং সুন্দর পশমে আবৃত ও নানা বর্ণে চিত্রিত। ইহাদের হিংসাবৃত্তি সর্ব্ব জন্তু অপেক্ষা প্রবল বলিয়া ইহাদিগকে হিংস্রক জন্তুও বলে। ইহারা আমিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং জীবহিংসাদ্বারা উদর পূর্ণ করে। ইহাদের শরীরের গঠন জীবহত্যার ঠিক উপযোগী। লঘুদেহ, নিঃশব্দপদ, তীক্ষ্ণদর্শন ও তীক্ষ্ণশ্রবণ এবং দৌড় ও লম্ফপ্রদানে সুপটু বলিয়া ইহারা অনায়াসে শিকারের উপর পড়িয়া তাহার প্রাণনাশ করিতে পারে।

অনেকে হয়ত শুনিয়া বিস্ময়াম্বিত হইবেন যে নরমাংসাহারী সিংহ শার্দ্দূল ও মৎস্যাহারী ধার্ম্মিকপ্রবর বিড়াল মহাশয় একই শ্রেণীর জীব। বস্তুতঃ যদি উহাদের শারীরিক গঠনপ্রণালী তুলনা করা যায়, তবে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। উহাদের সাধারণ ধর্ম্ম এক, তবে আচার ব্যবহারে বিশেষত্ব আছে সন্দেহ নাই।

এই জাতির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় যে যাবতীয় জীব শ্রেণীর অধীশ্বর পশুরাজ সিংহ এই জাতিভুক্ত।

কুলপতি পশুরাজের বৃত্তান্তই প্রথমে আলোচনা করা যাইবে।

সিংহ।

বিড়ালের আকৃতি দেখিলেই সাধারণ ভাবে ইহাদের আকৃতি বুঝা যায়। সিংহের মস্তক, গ্রীবা এবং স্কন্ধদেশ স্থূল। তাহার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্মতর এবং ক্ষুদ্রতর। সিংহের শরীরের মাংস অতি অল্প, কারণ তাহার স্নায়ু অতি দৃঢ় এবং পরিমাণে অধিক। তাহার গ্রীবা-দেশে দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ লম্বিত থাকে, সেই জন্য তাহার আর এক নাম কেশরী। সিংহের শরীর অতি সুঠাম

ও শক্তিব্যঞ্জক। ইহাদের দেহের উচ্চতা দুই বা পৌনে তিন হস্তের অধিক নহে। ইহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য চারি হস্ত হইতে ছয় হস্তের মধ্যেই।

ইহাদের দৈহিক শক্তি অসাধারণ ও বিস্ময়কর। ইহারা অনায়াসে যে কোন জন্তুকে জব্দ করিতে পারে। কেবলমাত্র গজ, শার্দ্দূল ও গণ্ডার ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম। ইহারা অক্লেশে একটী বৃহৎ মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

ইহাদের বর্ণ রক্তাভ হলদে ধরণের। ইহাদের কেশ গাঢ় ধূষর বর্ণ, কিম্বা কটাবর্ণ। বিশ্রামকালে ইহাদিগকে গম্ভীর ও প্রশান্ত দেখায়। ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের আকার অতীব ভীষণ হয়। ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের কেশ সমূহ খাড়া হয়, অধর কম্পিত হইতে থাকে, ইহারা লাঙ্গুল দ্বারা শরীরের দুই পার্শ্বে আঘাত করে, ও ঈষৎ মুখব্যাদন পূর্ব্বক বৃহৎ দন্তগুলি বাহির করে। তখন তাহাদের চক্ষু এত উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ হয়, যে বোধ হয় চক্ষু হইতে অগ্নি উদ্গীরিত হইতেছে।

ইহারা গহন কাননের মধ্যে বিচরণ করে ও মধ্যে মধ্যে সুদূরশ্রুত বজ্র-নিনাদের ন্যায় গর্জ্জন করে। এই জন্য গম্ভীর ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সিংহনাদের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। ইহারা সুপ্রাপ্য স্থলে লুক্কায়িত থাকে ও কোন বন্য মৃগ, বরাহ, মহিষাদি জন্তু বা আহারান্বেষণে নিকটে আসিলে এক লম্ফে ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার উপর পড়িয়া বেচারার সর্ব্বনাশ করে। তৎপরে শিকারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ও সময়ে সময়ে অস্থি পর্য্যন্ত উদরস্থ করে। ইহারা রজনী যোগেই আহারা-ন্বেষণে নির্গত হয় এবং বিড়ালের মত লুকাইয়া লুকাইয়া শিকার ধরে।

ইহাদের নিবাস আফ্রিকার অধি-কাংশ স্থানে এবং এসিয়া খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে। এসিয়া অপেক্ষা আফ্রিকাতেই ইহাদের অধিক প্রাদুর্ভাব। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেই ইহাদের আকার বৃহত্তম এবং প্রকৃত ভয়ানক নৃশংস হয়। দাক্ষিণ মার্কিন দেশে সিংহের ন্যায় এক প্রকার জন্তু বাস করে, তাহাদের নাম পিউমা বা কাউগার।

সিংহেরা দীর্ঘজীবী হয়। পম্পি নামক একটী সিংহ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে লণ্ডন নগরে সিংহ-লীলা সম্বরণ করে।

যদিও সিংহের দেহ দেখিতে হরিণা-পেক্ষা বৃহত্তর নহে, তথাচ তাহাদের দেহের ভার অনেক পরিমাণে অধিক। ইহার কারণ, সিংহের দেহ অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠিন স্নায়ু এবং অস্থিময়। অন্য জন্তুর সহিত তুলনায় ইহাদের শরীরের অল্প অংশই মাংসল; অবশিষ্ট সমুদায় অস্থি ও স্নায়ুময়।

পুরুষ অপেক্ষা নারীরা ক্ষুদ্রতর। সিংহীদের গ্রীবাদেশে কেশ নাই বলিয়া

তাহাদিগকে আরও ক্ষুদ্র দেখায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সিংহীগণ দেখিতে শান্ত বলিয়া বোধ হইলেও স্ত্রীসুলভগুণবিরহিত। ইহাদের ধীরতা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং উগ্রতা ও নৃশংসতা পুরুষগণের অপেক্ষা অধিক।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১। আমাদের ভারতেশ্বরী কেবল রাজ্য শাসন করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন। তিনি পুষ্পের চাষ, অর্থাৎ Horticulture বড়ই ভালবাসেন। তিনি পুষ্পমেলার পুরস্কার পাইবার জন্য উত্তম উত্তম পুষ্প নিজ উদ্যান হইতে পাঠাইয়া দেন।

সৌন্দর্য্যের পিপাসা মানব আত্মার একটী শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। জর্ম্মান কবি গেটে ইহার মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া তাঁহার ফাউষ্ট চরিত্রে ইহা সুন্দররূপে প্রকটিত করিয়াছেন। কারণ ফাউষ্ট ঘোর পাতকী হইয়াও সৌন্দর্য্যলিপ্সার মাহাত্ম্যে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজ জাতির এই বৃত্তি বড়ই প্রবল। ইংরাজ যেখানেই থাকেন, সেইখানেই পুষ্পলতা দ্বারা তাঁহার গৃহ সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৌন্দর্য্যলিপ্সাই প্রাচীন আর্য্যগণকে নদীতীরে সুরম্য বন উপবনে, ও ভীমসৌন্দর্য্যশালী তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে লইয়া যাইত। তাঁহাদের প্রাণে এই বৃত্তি জাগ্রত ছিল বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মেতে এত উন্নত হইয়া "গুহায়াম্ নিহিতং ধর্ম্মস্য তত্ত্বং" আবিষ্কার পূর্ব্বক মানব জাতিকে তাহা দান করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আধুনিক হিন্দুদিগের মধ্যে সে সৌন্দর্য্যলিপ্সা আর নাই।

সৌন্দর্য্যকে ভালবাসিলেই মলিনতার প্রতি ঘৃণা হইবে। পাপ আত্মার মলিনতা। উহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইলেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলেই ধর্ম্মের অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। ইহা একটী আধ্যাত্মিক সত্য। যাহাতে এই সৌন্দর্য্যবৃত্তি [illegible] হয়, তাহা প্রত্যেক মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য।

২। সকল জাতিই কোন না কোন কুসংস্কারের বশীভূত। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বকার রোমীয় সমাজও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। একটী রোমীয় কুসংস্কার বর্ণনা করা যাইতেছে।

লুপারকেলীয় উৎসব,—

রোমীয় পেলাটাইন্ পর্ব্বতে লুপর্কেল নামক একটী গহ্বর ছিল। উহা লুপর্কাস্ নামক উর্ব্বরতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার অন্য নাম প্যান (Pan)। ঐ স্থানে এই দেবতার সম্মানার্থে প্রত্যেক বৎসর

ফেব্রুয়ারি মাসে একটী উৎসব হইত। এই লুপারকেলীয়া উৎসবের দিবস নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের পুত্রগণ বিবস্ত্র হইয়া নগরের পথে পথে দৌড়িয়া বেড়াইত ও হস্তস্থিত সলোম চর্ম্মখণ্ডের দ্বারা যাহাকে সম্মুখে পাইত, তাহাকেই প্রহার করিত। বহুসংখ্যক রমণী ঐ পথে যাইয়া কর প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা থাকিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, যে ঐরূপ হস্তে চর্ম্মাঘাত প্রাপ্ত হইবে, সে অন্তঃসত্ত্বা থাকিলে সুখপ্রসব লাভ করিবে, এবং যে বন্ধ্যা থাকিবে, সে আঘাত পাইবামাত্র বন্ধ্যা দোষ হইতে মুক্ত হইবে !!

———:o:———

দুগ্ধের নল।

পাঠিকারা জলের নল, গ্যাসের নল, প্রভৃতি অনেক নল দেখিয়াছেন ও অনেক নলের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু দুগ্ধের নলের বিষয় কেহ কি অবগত আছেন? সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে মিডলটাউন নগরে একটী কারখানা খুলিয়াছে, উদ্দেশ্য নলের দ্বারা নগরে নগরে ঘরে ঘরে দুগ্ধ যোগান। প্রথমে যখন এই উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করা হয়, তখন যে শুনিয়াছিল সেই অসম্ভব বোধে প্রস্তাবকারীদিগকে উপহাস করিয়াছিল। "দুগ্ধ প্রবাহিত দেশ" কেবল কবিরই কল্পনা-প্রসূত, কিন্তু আজি আমরা ইহার সমূলক অস্তিত্ব অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমরা যে সময়ে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি—ইহা বৈজ্ঞানিক কাল। বাষ্পযান, বিদ্যুৎশক্তি, শিল্পযন্ত্র এ সময়ের নিয়ন্তা। এমন কার্য্য নাই যাহা এই সকল শক্তি ও উপাদান দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতেছে। সুতরাং নল দ্বারা দুগ্ধ যোগান আশ্চর্য্য নহে। তবে সাধারণে নলে দুগ্ধ যোগান যেরূপ মনে করেন, ইহা ঠিক্ সেরূপ নহে। জলের ন্যায় নলে দুগ্ধ প্রবাহিত হইলে দুগ্ধ বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ বিকৃত হইলে তদ্দ্বারা মহান্ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। বাস্তবিক ইহা দুগ্ধবাহী জলেরই নল। টিনের বড় বড় চোঙ্গা দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া নলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং জলের বেগে ভাসমান হইয়া গৃহে গৃহে প্রয়োজন মত বিতরিত হইবে। প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত বিতরিত হইতে পারিবে। লোক রাখিয়া বিতরণ করিতে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে এই কার্য্য সমাধা হইবে। নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ গোয়াল সকল অনেক দূরে স্থানান্তরিত করা হইতেছে, সুতরাং বিশুদ্ধ দুগ্ধ সহজে পাইবার সম্ভাবনা নাই। গোয়ালা এক

গুণ. বিক্রয় করিলে বাহকেরা তাহার দ্বিগুণ—কোথাও বা চতুর্গুণ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে কারখানা হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বদ্ধটিনপাত্র করিয়া নলদ্বারা বিতরিত হইলে তাহা আর বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

———:○:———

প্রোথিত নগর।

হণ্ডুরাস স্বন্তঃপাতী ওলাঞ্চ প্রদেশে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা পারটুক নদের মোহনা হইতে একশত পচিঁশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নদের উপকূল দিয়াই তথায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, যাইবার অন্য পথ নাই। এই প্রদেশে পিয়াস জাতীয় (আমেরিকান) ইণ্ডিয়ানদিগের বাস। ইহারা এই বিধ্বস্ত নগরের কোন সংবাদই বলিতে পারে না। নিবিড় বনপাদপের কিছু নিম্নেই ধ্বংসাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। যতদূর খনন করা হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নগরীটী দীর্ঘে প্রায় ক্রোশ পরিমিত বিস্তৃত ছিল। সমস্তই প্রাকারে বেষ্টিত। একস্থানে একটী বৃহৎ লোহার কারখানার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে বহুবিধ ভাস্কর কার্য্যেরও নিদর্শন দৃষ্ট হয়। শুভ্র গ্রানাইট প্রস্তরের অনেক প্রতিমা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অধুনা হণ্ডুরাস প্রদেশে এরূপ প্রস্তর আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা অন্যস্থানহইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রস্তরের টাবলেট, তেপায়া বৃহৎ বাটী এবং রাশি রাশি খোদিত শিল্পময় পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পাত্রসকল অপূর্ব্ব কৌশলে অদ্ভুতরূপে নির্ম্মিত ও বিচিত্ররূপে চিত্রিত। কোনটিতে সর্প, কোনটিতে কচ্ছপ ও কোনটিতে ব্যাঘ্রের মস্তক অঙ্কিত এবং কোন কোনটিতে অসভ্য নরমূর্ত্তি সকল খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ, জে, মিলার নামে একব্যক্তি হণ্ডুরাস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অনেক স্থান খনন করিয়া অপূর্ব্ব বস্তু সকল আবিষ্কার করিতেছেন। সমস্ত আবিষ্কার হইলে সটীক বিবরণ প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা। আমেরিকা পূর্ব্বে যে একটী মহান্ সমৃদ্ধিশালী সভ্যদেশ ছিল, এই সকল ধ্বংসাবশেষই তাহার পরিচায়ক।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

১। চীন জাতি অতি প্রাচীন কালেই বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পারিস নগরের একটি পুস্তকাগারে চীনদেশীয় কোন জ্যোতির্ব্বিদের কৃত নক্ষত্র জগতের একটী মানচিত্র সংরক্ষিত আছে। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে উহা খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত করা হয়। উহাতে ১৪৬০ টী নক্ষত্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালীন ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে এই মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে ভ্রমশূন্য।

২। গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন প্রধানতঃ অতীব আবশ্যক। ইউরোপীয় ও মার্কিন জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন জন্য অহরহ ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি আমেরিকায় লিক্ নামক স্থানের মানমন্দিরে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি রক্ষিত আছে, তাহা এতদূর সংস্কৃত করা হইয়াছে যে উহার সাহায্যে দৃষ্টি করিলে দূরস্থ গ্রহ নক্ষত্রের আলোক দুই হাজার গুণ বর্দ্ধিতাকারে দৃষ্ট হইবে।

৩। অদ্যাবধি পৃথিবীতে যতগুলি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফ্রান্সের [illegible]রিয়র নামক স্থানের কয়লার খনি সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। উহার গভীরতা চারি হাজার ফুট।

৪। সুইডেনের অন্তঃপাতী ষ্টকহলম নগরে দীর্ঘতম দিবস সাড়ে আঠার ঘণ্টা, লণ্ডন নগরে সাড়ে ষোল ঘণ্টা, সেণ্টপিটার্সবর্গে সতের ঘণ্টা, নিউইয়র্ক নগরে পনের ঘণ্টা, ফিণলণ্ডের অন্তঃপাতী টোর্ণিয়া নগরে বাইশ ঘণ্টা, স্পিটস্ বারজেনে সাড়ে তিন মাস, এবং নরওয়ের অন্তঃপাতী ওয়ার্ডবরি নগরে দুই মাস এক দিন।

৫। আমেরিকায় টেলিফোন্ যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। একশত দুইশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া টেলিফোন্ সংযোগে কথা বার্ত্তা করিতে পারে এরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট টেলিফোন যন্ত্র অনেক গুলি প্রস্তুত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত একটি টেলিফোন্ যন্ত্র আছে তাহার সাহায্যে নিউইয়র্ক নগরের লোক চিকাগো নগরবাসী লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারে। নিউইয়র্ক হইতে চিকাগো নগর পাঁচ শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৬। ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে এডার নামক এক জাতীয় সর্প আছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে এই জাতীয় সর্পগণ বিপদের সময় শিশু সর্পগুলিকে গলাধঃকরণ করিয়া স্বীয় উদরে

রক্ষা করে। এক জন বিজ্ঞানবিৎ বনে উপস্থিত হইয়া সহসা একটী এডার্ সর্প ও তাহার পাঁচ ছয়টী ছানা দেখিতে পান। তিনি দেখিলেন সর্পটী ভীত হইয়া পলায়ন না করিয়া মুখ ব্যাদান করিল—ক্রমে ক্রমে ছানাগুলি তাহার উদরে প্রবেশ করিল। সে সে স্থান হইতে দূরে গমন করিল এবং কিয়দ্দূরে গমন পূর্ব্বক ছানা গুলিকে উদর হইতে বাহির করিয়া সকলে মিলিয়া এক গর্ত্তে প্রবেশ করিল।

বেথুন কলেজে রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

এখন একটী কথা বলিতে বাকী আছে—যে সকল ছাত্রী পারিতোষিক লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ, তাহাদিগের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি এই কৃতকার্য্যতা স্মরণ করিয়া তোমরা পাঠের অভ্যাস জীবনে রক্ষা করিবে এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পরেও আপনাদিগের মনের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। তোমরা নিশ্চয় জানিবে এরূপ করিলে যে শিক্ষা এখানে লাভ করিয়াছ তদ্দ্বারা তোমাদের জীবন আরও উজ্জ্বল ও কার্য্যক্ষম হইবে। ইহাদ্বারা তোমরা নিজে অধিকতর সুখী হইবে এবং অন্যের সুখ সাধনে অধিকতর সমর্থ হইবে। তোমরা ভগিনীদিগকে এরূপ সদৃষ্টান্ত দেখাইবে যে প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক তোমাদের অনুবর্ত্তী হইবে, ইহার ফল তোমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হইবে সন্দেহ নাই।

যে নূতন অট্টালিকা প্রতিষ্ঠায় আমি অগ্রসর হইতেছি, ইহা স্কুলের ছাত্রীগণের বাসস্থান হইবে। ইহাতে ৬০।৭০টী বালিকার সমাবেশ হইতে পারে এবং আমি আশা করি ইহা যথাসময়ে পূর্ণ হইবে। ইহার নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইয়াছে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট উদারতা সহকারে তাহার এক অংশ দিয়াছেন, অপর অংশ বেথুন স্কুলের স্থাপয়িতা বেথুন সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা তাঁহার স্মরণোপযুক্ত কার্য্য আর কি হইতে পারে?

লেডী লান্সডাউন এবং আমি অদ্য অপরাহ্নে এখানে আসিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

চোখ ওঠার ঔষধ। *

এই ঔষধের দ্বারা আমরা অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছি। ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতেছি। বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকা-দের মধ্যে অনেকেই বেহার প্রদেশে বাস করেন, এই চৈত্র বৈশাখ মাসে কি প্রকার চোখ উঠিতে আরম্ভ হয়, তাহা তাঁহাদের অবিদিত নাই। এ সময় বালক বালিকা লইয়া বড় কষ্ট পাইতে হয়। বালক বালিকা কেন, অনেককেই এ যন্ত্রণা ভুগিতে হয়। চোখ ওঠার যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা, যাঁহার একবার হইয়াছে, তিনিই জানেন।

আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইল, যখন আমরা গয়া সবডিবিজনে ছিলাম, তখন আমার কন্যার চোখ ওঠে, তাকে লইয়া বড় কষ্ট পাই, সেই সময় এই ঔষধ শিখি, সামান্য ঔষধের দ্বারা যে কত যন্ত্রণাদায়ক রোগ আরোগ্য হইতেছে, কয় জন জানেন?

ইদানীন্তন কালে অনেক ভাল ভাল টোটকা ঔষধ লোপ পাইয়া যাইতেছে, সেই জন্য যাঁর যা টোটকা ঔষধ জানা আছে, তাহা প্রকাশ করা উচিত। মনুষ্য জীবন ক্ষণভঙ্গুর—কখন আছে কখন নাই, শীঘ্র প্রকাশ করাই ভাল। যদি প্রেরিত ঔষধ দ্বারা এক জনেরও কষ্ট নিবারণ হয় লেখা সার্থক জ্ঞান

কাজল।

ফটকিরি ৪ রতি আর লোধছাল ২রতি পুড়াইয়া লইবে, পরে কাজল লতার উপর উত্তমরূপে ঘসিবে, পরে সর্ষপতৈল দিয়া মাড়িবে, মাড়িয়া সর্ষপ তৈলের প্রদীপে যেমন কাজল পাড়ান হয়, সেই প্রকারে পাড়াইবে, খুব চটচটে হইলে রাখিয়া দিবে। যখন কাজল পরাইবে, তখন প্রদীপে গরম করিয়া পরাইবে।

প্রলেপ।

আফিম	৪ রতি
চা খড়ি	২ রতি
মুড়হলুদ	॥ তোলা
মুসব্বর	১ তোলা
হরীতকী	১ টা
তেঁতুল পাতার রস	১॥ ছটাক

এই কয়টী দ্রব্য একত্র করিয়া বেশ করিয়া বাটিবে, পরে খুব পাতলা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। লোহার পাত্রে করিয়া ফুটাইবে। যখন চটচটে হইবে, তখন রাখিয়া দিবে। যখন লাগাইবে, তখন ঈষৎ জল দিয়া গরম গরম লাগা-ইবে। উপরে এই প্রলেপ ও ভিতরে উক্ত কাজল দিলে আশ্চর্য্য উপকার লাভ হইবে। যেমন ইচ্ছা চোক ওঠা হইলেও আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের হইলে বেশীদিন লাগাইবে। যদি ইহাতে কোন ফল হয়, তাহাহইলে দুএকটী ঔষধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

* শ্রীমত্যাদির কোন মহাশয় পত্রিকায় প্রেরিত।

নূতন সংবাদ।

১। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ীর মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

২। কাবুলের আমিরের প্রধানা মহিষী সম্প্রতি কতকগুলি সহচরী ও রক্ষিবর্গে বেষ্টিত হইয়া বিলাতী বিবির পোষাক পরিয়া অশ্বারোহণে নগর ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে অবশ্য নীল সাটিনের অবগুণ্ঠন ছিল। কাবুলে ইহা নূতন ব্যাপার।

৩। ইংলণ্ডের শবদাহ সভার রিপোর্টে জানা যায় গত বৎসরের মধ্যে ৫০টী ইংরাজের গোরের পরিবর্ত্তে অগ্নি-সংস্কার হইয়াছে। ইংরাজদের মধ্যে বড় বড় লোকে দাহপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতেছেন। বেডফোর্ডের ডিউক এই কার্য্যের সাহায্যার্থ প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। তাঁহার নিজের দেহও সম্প্রতি অগ্নিসাৎ হইয়াছে। ইংলণ্ডের শ্মশান ভূমির নাম সেণ্ট জন সরি।

৪। গত ২৪এ মার্চ্চ আসামের চিফ কমিসনর কুইণ্টন সাহেব কতকগুলি বড় বড় সাহেব ও ৪৭০ গুরখা সৈন্য লইয়া মণিপুরের বিদ্রোহী যুবরাজকে বন্দী করিতে গিয়া সঙ্গিগণসহ স্বয়ং বন্দী হইয়াছেন। গুরখা সৈন্য অধিকতর সংখ্যক মণিপুরী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করিয়াছে। মণিপুরীদিগের দমনার্থে ইংরাজ সৈন্য চারিদিক্ হইতে চলিয়াছে।

৫। কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ১০টী ছাত্রী পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র প্রথম হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সীতা—বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস এম এ প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা, রচনার গাঢ়তা এবং ভাবের মাধুর্য্য সকলই অতীব প্রশংসনীয়। কবি-গুরু বাল্মীকি রামায়ণে যে অতুলনা স্বর্গের ছবি সীতাকে অঙ্কিত করিয়াছেন, অবিনাশ বাবু তাহা বাঙ্গালী রঙ্গে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং এ চিত্র সুন্দর হই-য়াছে। পাঠিকাগণ আদর্শসতী সীতার যথোচিত সমাদর করিবেন, এজন্য অনু-রোধ করা বাহুল্য মাত্র।

২। সতীসংবাদ—শ্রীমতী হরিবালা দেবী প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে দক্ষের কন্যা সতী ও হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর বৃত্তান্ত কবিতায় বর্ণিত হই-য়াছে। লেখিকা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা, তাঁহার পক্ষে এরূপ পুস্তক প্রণয়ন প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। পুস্তকের শেষে কয়েকটী নমুনা সুন্দর কবিতা আছে।

বামারচনা।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়।

দুইটী পথ দুই দিক হইতে আসিয়া একই স্থানে একত্রিত হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে একদিন সন্ধ্যার সময় একটী পথিক আসিয়া দাঁড়াইল। একে সে স্থান অপরিচিত, তাহাতে ঘোর অন্ধকার-রাত্রি সন্নিকট, পথ জনমানব-শূন্য, নিকটে লোকালয় নাই, পথিক কোন্ দিকে যাইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। এমন সময় সেই দুই পথ দিয়া দুইটী রমণীমূর্ত্তি পথিক যে স্থলে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বামের পথ দিয়া যে রমণী আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিধানে বহুমূল্য সাটী, এবং সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। কিন্তু তিনি চঞ্চলা, লজ্জা-হীনা ও যৌবনের গৌরবে অযথা অহঙ্কৃতা। তাঁহার নাম প্রেয়। অপরা রমণী শান্ত, লজ্জাশীলা, বিনম্রমুখী। পরিধেয় বসনের বিশেষ কিছু চাকৃচিক্য নাই, কিন্তু তাঁহার পবিত্র বদনে যেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাসিত হইয়াছে। তাঁহার নাম শ্রেয়ঃ।

প্রথমা রমণী প্রেয় হাসিতে হাসিতে পথিককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক! তুমি পথ ভুলিয়াছ? আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে এক সুখের রাজ্যে লইয়া যাইব। সেখানে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই কেবল আমোদ। সেখানে দেখিবে কত বিলাস সামগ্রী রহিয়াছে, তুমি সেই স্থানে চল, সুখে থাকিবে! সাবধান! শ্রেয়ঃ যেখানে যাইতে বলে সেখানে যাইও না, সেখানে গেলে তুমি বিপদে পড়িবে, অশেষ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। অতএব চল, আমি তোমাকে লইয়া যাই।" প্রথমার কথা শেষ হইল। দ্বিতীয়া রমণী ধীরে ধীরে বিনম্রবচনে পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পথিক! তুমি অজানিত স্থানে আসিয়া পথ হারাইয়াছ, তুমি কোন্ পথে যাইবে ঠিক পাইতেছ না। যে স্থানে দাঁড়াইয়াছ, ইহা পাপ ও পুণ্যের সন্ধিস্থল। পথভ্রান্ত মানব এই থানে আসিয়া দিশাহারা হয়। বুঝিতে পারে না কোন্ পথে গেলে তাহার মঙ্গল হইবে। দুর্ব্বল মানব আপাতমনোহর পথ দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হয়, বিলাসের পাপ পঙ্কিল হ্রদে ডুবিয়া অবশেষে স্বর্গরাজ্য হইতে বঞ্চিত হয়—অনুতাপ অনলে চিরদিনের জন্য দগ্ধ হইতে থাকে। আমার পথ কুসুমাবৃত নহে। সে রাজ্যে যাইতে হইলে আপাততঃ কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে রাজ্যে যে একবার যায়, তাহার আর

জরা নাই, মৃত্যু নাই, কেবলই আনন্দ! যদি সেই দেববাঞ্ছিত আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, আইস আমি তোমাকে অতি সাবধানে সেখানে লইয়া যাইতেছি।"

পথিক মুহূর্ত্তের জন্ত চিন্তা করিল। তাঁহার বিবেক যেন তাহাকে বলিতে লাগিল "যাও, শ্রেয়ঃ যে পথে আসিয়াছে, সেই পথে যাও। আপাতমনোরম পথ দেখিয়া ভুলিও না!" বিবেক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল। পাপ পুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান পথিক আপাতলভ্য সুখের আশা ছাড়িতে পারিল না। পথিক তখন লালসার বশবর্ত্তী হইয়াছে। স্বর্গরাজ্যের কল্পনা এখন তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়াছে। সেই কল্পনাময় আপাতমনোহর রাজ্যের চিন্তায় সে দেহ, মন সমর্পিত হইয়াছে। স্বর্গরাজ্য হইতে ঈশ্বরের সেবিকা পথহারা পথিককে আহ্বান করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পথিক জীবন সংগ্রামে পাপের জালেই জড়াইয়া গিয়াছে, স্বর্গের আহ্বানে সে সুখী হইল না। পথিক স্বর্গরাজ্যে যাইতে চাহিল না, প্রেয় যে পথ দিয়া আসিয়াছে, সেই পথেই চলিল। অনতিবিলম্বে তাহারে বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ভয়াবহ প্রথম দিনে পথিক সেই নরক রাজ্যের পাপ-পঙ্কিল পূতিগন্ধের আঘ্রাণগ্রহণ করিল। মুহূর্ত্তের জন্ত তাহার হৃদয় টলিল, সে ভাব স্থায়ী হইল না। দুর্দ্দমনীয় লালসা পুনরায় তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। পথিক পুনরায় বিহ্বল হইলেন। পথিকের হৃদয়ে আর বিবেক নাই, বিচার শক্তি নাই, উন্মত্তের ন্যায় এখন লালসার সেবা করিতে ব্যতিব্যস্ত। পাপ পুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান আমাদের সেই পরিচিত পথিক এখন অধঃপাতের চরম সীমায় উপস্থিত।

পথিকের জীবন নাট্যের অভিনয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বার্দ্ধক্যের সহচর দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা প্রভৃতি তাহার শরীর আশ্রয় করিয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বিক্রম নাই, ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। তথাপি ক্রমাগত পৈশাচিক অভিনয়ে সে হৃদয় কঠোর হইতেও কঠোরতর আকার ধারণ করিয়াছে, বিবেক সে হৃদয়ে আর নাই। পাপের সেবক এখনও ভাবে নাই, জীবনলীলা ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর বেশী দিন এ সংসারে থাকিতে হইবে না। ক্রমে "শেষের সে দিন" আসিয়া উপস্থিত। আমাদের সেই পথিক মৃত্যুশয্যায় শয়ান, শিয়রে সাক্ষাৎ যম আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কঠোরহৃদয় যম পথিকের কাতর কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়াও শুনিল না। ভগবানের রাজ্যে পাপীর শাস্তি দিবার জন্ত সে নিযুক্ত, পথিকের প্রার্থনা সে শুনিবে কেন? হতভাগ্য পথিক চারিদিক্

অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এত কাল সে যে উন্মত্তের মত পাপের সেবা করিয়াছে, সে জন্য আজ অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অনুতাপের যন্ত্রণা পাপীই কেবল উপলব্ধি করিতে পারে! অনুতাপরূপ অনল পথিকের হৃদয়ে যেন শত তুষানল জ্বালিয়া দিল। অনেক দিন পরে আজ শ্রেয়ংকে মনে পড়িল। স্বর্গের প্রেরিত, সাক্ষাৎ মাতৃরূপিণী দেবীর আহ্বানে অবহেলা করিয়াছে ভাবিয়া সে দগ্ধ হইতে লাগিল। শ্রেয়ঃ তাহাকে সুমিষ্ট বচনে যে সৎ পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহার ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশা দিয়াছিলেন, আজ পথিকের তাহাই মনে পড়িয়া নয়নে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আজ প্রেয় পলায়ন করিয়াছে—সংসারের সকল সুখ সম্পদ তাহাকে নির্ম্মমের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে। পথিক সকল বুঝিল। জীবনের শেষদিনে সাক্ষাৎ যম সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এমন্ সময় একবার প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। পথিকের সে কাতর কণ্ঠের দয়া ভিক্ষা আজ বড়ই হৃদয়ভেদী। পথিকের হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদকরিয়া যে কাতর প্রার্থনা হইতেছিল, তাহাতে দয়াময় পিতা কি স্থির থাকিতে পারেন? আজ্ পাপী পথিকের সে কাতর প্রার্থনায় স্বর্গের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। বহুদিন পরে আজ্ পথিক আবার একবার শ্রেয়ংকে সম্মুখে দেখিল। দেখিল—সে মূর্ত্তি যেন করুণাময়ী। সে পবিত্র কমনীয় শান্তোজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া পথিকের পাপদগ্ধ প্রাণ শীতল হইল, যমভয় দূরে পলাইল। শ্রেয়ঃ পথিককে বলিতে লাগিলেন "বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পাপপঙ্কে ডুবিলে। তখন বুঝিতে পার নাই যে তোমার এ দশা ঘটিবে। যাহাহউক তুমি কাতরপ্রাণে ভগবানের কাছে যে দয়া ভিক্ষা করিযাছ, সর্ব্বান্তর্যামী তিনি তাহা শুনিয়া তোমাকে দয়া করিয়াছেন। আইস, আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চল, সেখানে যাই যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, তাপ নাই, সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজমান।"

সেই মুহূর্ত্তে পথিকের নরক ভয় দূরে পলাইল, হৃদয়ে অপার শান্তি পাইল। তখন হাসিতে হাসিতে পাপ পূতিগন্ধময় রাজ্য ছাড়িয়া স্বর্গ রাজ্যে পিতার কাছে চলিয়া গেল।

সরোজিনী রায়।

—:○:—

১২৯৭ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
নববর্ষ	১
বোম্বাই জাতীয় মহাসমিতির মহিলা প্রতিনিধিগণ	৯
বরাহনগর মহিলাশ্রম	৯৪
বামাবোধিনীর সপ্তবিংশ জন্মোৎসব	১২৯
বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী	১৬২
বেথুন কলেজে রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতার মর্ম্ম	৩৪৫, ৩৭৫
সংসারে নারীর ক্ষমতা	৩৪২, ৩৬৭

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ	
সংজ্ঞা, ছায়া	৬৭
রাত্রি, শ্রদ্ধা, সর্পরাজ্ঞী	১৫১
সূর্য্যা	১৭৭, ২০৪, ২৬৯
নরসেবিকা শ্রীমতী যোজেফাইন বট্‌লার	৭১
কুমারী কসেট	৯৮
সুরসুন্দরী	১১১
মিসেস জেনারল বুথ	২৩৭
লংভিলের ডিউক পত্নী	২৮২
স্ত্রীভক্ত চরিত—সিদ্ধেশ্বরী	২৯০

৩। নীতি, ধর্ম্ম ও নৈতিক উপন্যাস।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উদাসীনের চিন্তা	৬, ৩৮, ৮৬
স্ত্রীজাতি	৮
অহঙ্কারীর পরিণাম	১৮
মাতার প্রতি উপদেশ	২৩, ৫৮
স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধূক্তি	৪৪
শিশুশিক্ষা	৩৪, ১২৪
সুশীলা ও সবোধের কথোপকথন	৫৬
গৃহধর্ম্ম	৬০, ১১৯
রত্নহার	৬১
উদাসীনের চিন্তা—কালতত্ত্ব	১০৯
শরৎ ও সবোধিনীর কথোপকথন	১২০
দুইখানি ছবি	১৩৬
সুভার্য্যা	১৪৭
বিশ্বাস, আশা ও প্রেম	১৬৭
সন্তানের সুশিক্ষা	১৬৮
বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য	১৬৯, ১৯৮
আদর্শ স্ত্রী	১৮১
মঙ্গলকর কার্য্য করিবার প্রণালী	১৮২
তত্রৈব রমতে হরিঃ	১৮৮, ২১২
সহধর্ম্মিণী	১৯৫
উদাসীনের চিন্তা—উপদেশ এবং জীবন	১৯৭
বিবাহ	২০৬
বাঙ্গালা প্রবচন	২১৫
উদাসীনীর সংসার	২২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা।
স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধুক্তি	২৩৯
উদাসীনের চিন্তা—ভোগরোগের চিকিৎসা	২৫৯
বাঙ্গালীর পরিবার	৩৩৯
সভা, সমিতি ও সম্মিলনী প্রভৃতি বিষয়ে একটী নিবেদন	২৭৯
স্তোত্র শ্রবণ	২৯৬
স্ত্রীশিক্ষা	ঐ
পুত্র ও জননী	২৯৮
একটী সমস্যা	৩০০
সতীধর্ম্ম ১ম প্রবন্ধ	৩০৫
ঐ ২য় ঐ	৩২৬
গুণগ্রাহিতা শক্তি	৩১১, ৩২৩
স্তোত্রম্	৩২২
বীরাঙ্গনা	৩৪৭
বৌমার জয়	৭৬, ১০৫
গৃহ ও সুখ	৩০৬
পরিণামে ছুরের জয়	
সতীধর্ম্ম	
উদাসীনের চিন্তা—আদর্শ রমণী	৩৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষ কি যথার্থই নির্ধন হইতেছে?	১০০
রোমান্ জাতির পাশব ক্রীড়া	১২১
প্রাচীন তক্ষশীলা	১৩২
প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক আচার ব্যবহার	১৪৫, ২০২
প্রভুভক্ত বীরের অসাধারণ সাহস	১৫০
সিসিলীর নারী	২১৭
ব্রহ্মবাসীর পুনর্জন্মে বিশ্বাস	২৩৪
জর্ম্মণ মহিলা	ঐ
মদিনা	২৩৬
ঠগীদিগের ইতিহাস	২৪৪
বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে মালাবরী মহাশয়ের চেষ্টা	২৪৭
সিংহলে স্ত্রীশিক্ষা	২৬৮
যদুবংশ	২৯২, ৩৩১
সভ্যদেশীয় কুসংস্কার	৩০১
অদ্ভুত বিবাহ পদ্ধতি	৩১৫
নরমাংস ভোজন প্রথা	৩৫০
খাসিয়া জাতি	৩৬৬
প্রোথিত নগর	৩১৫

৪। ইতিহাস ও দেশাচার।

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহার	৪,৩৫
মহাপ্লাবন	২১
প্রাচীনকালে ইউরোপে দাস বিক্রয় প্রথা	৪৯
কায়স্থজাতি	৭৪
দেশাচার ২য় সংখ্যা	৭৮
ইতিহাস অধ্যয়ন	৮৯

৫। জীবন চরিত ও আখ্যায়িকা।

মহর্ষি সক্রেটিস	১২, ৫০
কারাবাসে গ্রন্থরচনা	৩৭
আখ্যানমালা ৫ম সংখ্যা	৪৭
ঐ ৭ম ঐ	৮৩
ঐ ৮ম ঐ	১১৭
ঐ ৯ম ঐ	১৫৬
ঐ ১০ম ঐ	১৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ঐ ১২শ ঐ	২৫৪
ঐ ১৩শ ঐ	৩৬৪
নীতিপূর্ণ আখ্যায়িকাবলী	২৩১
সৎকর্ম্মনিরত দম্পতি	২৩৬
স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব	২৯১
শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের উক্তি	২৬২

৬। বিজ্ঞান।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
কৃমি	৯২
পাকবিদ্যা	১৫৫, ২১৮
রন্ধন প্রণালী	১৮৪, ২৬৭
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—পৃথিবীর উপর সূর্য্যের কলঙ্ক প্রভাব	১৮৬
সূর্য্যরশ্মির শক্তি	ঐ
অবিনশ্বর কাগজ	ঐ
বৈজ্ঞানিক উপায়ে কণ্ঠস্বরের মধুরতা সাধন	ঐ
কৃত্রিম ডিম্ব	১৮৭
পশুদিগের পরমায়ু	২৪২
বৃহত্তম বৃক্ষ	২৪৩
মানব দেহ	ঐ
মহা সমুদ্রে সেতু বন্ধন	২৮৩
অবিনশ্বর স্বর	২৮৪, ৩১৭
অদ্ভুত সরোবর	
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব	৩৭৪
চোখ ওঠার ঔষধ	৩৭৬

৭। প্রাণিতত্ত্ব।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
জন্তু বিজ্ঞান	১৫
প্রাণিতত্ত্ব—পিপীলিকা	২৪, ২১০
মাকড়সা	২৫, ২৫২
ঐ	৪৫
বৈদ্যুতিক মৎস্য	৪৬
মৎস্যরাজ হেরিঙ্গ	৪৭
মহিষ পক্ষী	৮২
গণ্ডার পক্ষী	ঐ
মধুচক্র প্রদর্শক পক্ষী	ঐ
সূর্য্য মৎস্য	১১৬
গায়ক মৎস্য	ঐ
বাঁশকোয়ে পিপীলিকা	ঐ
চতুষ্পদ মৎস্য	১৪২
পঙ্গপাল	১৪৩
হিপোপটেমস	২৪৪
মধুমক্ষিকা	২৫২
মাছি	২৭৫
নখায়ুধ	৩৬৯
গাণ্ডার শাবক	৩২৭
স্বর্গীয় পক্ষী	৩৩৮

৮। পদ্য।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
বীরবালা কর্ম্মদেবী	২৬
কুমারী ফাউলার	৪০
মা ও ছেলে	৮৫
পুত্র শোকে	৮৯
বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী, কর্ণবতী ও কমলাবতী	১২৪
বিন্ধ্যাচল	১১৯
বরষাকাল	১৪৪
শোক বক্ষে	১৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা।
পূজার ছুটি	২০৫
বালকের বীরত্ব	২৬৩
ইন্দু ও যামিনী	২৭০
রাণী রাসমণি	৩১৩
ভারতবন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রাড্‌ল	৩৩৬

৯। বিবিধ।

দাসবিক্রয় প্রথার উৎপত্তি	১০
আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা	১১
মুসলমানদিগের নমাজ	৩৪৪
বিধবার ধন	ঐ
লন্ডনগ্রন্থের দুর্দ্দশা	৩৪৫
জ্ঞানিগণের আমোদ	২৮
ইয়োরোপে উপনিষদের সমাদর	৪২
চীন সম্রাটের উদার ধর্ম্মমত	৪৬
স্বভাব দর্শন	৫৭
জাতীয় মহা সমিতি	১৭৫, ২৭৩
বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিকের নিমিত্ত দেশীয় স্ত্রীলোকের রচনা	২৮৬
এঞ্জিলম	৩১০
বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ	৩৭১
দুগ্ধের নল	৩৭২

১০। [illegible]রচনা।

নবজাত [illegible]	৩২
চিরজায়ে[illegible] প্রতি মুকুল	[illegible]

বিষয়	পৃষ্ঠা।
স্ত্রী	৬৪
তিন দিনের কথা	১২৭
ময়ূর	১২৮
ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী	১৬০, ১৯১
হতাশের আক্ষেপ	১৮৯
মিছে	১৯২
এই কি জীবন	ঐ
বীরনারী	২২১
পত্র	২২৩
আঁধারে	২২৪
দুঃখস্মৃতি	২৫৬
শিবচন্দ্র স্বর্গে	২৮৮
তুমি তো আমার	৩১৯
প্রকৃতি মাধুরী	৩৫১
সঙ্গীত	৩৫২
শ্রেয় ও প্রেয়	৩৮৮

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

২, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১৩০, ১৯৩, ২২৫, ২৫৭, ২৮৯, ৩২১, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

১২। নূতন সংবাদ।

৩১, ৬১, ৯৬, ১২৩, ১৫৮, ১৮৯, ২১৯, ২৫৫, ২৮৭, ৩১৮, ৩৫০, ৩৮৭ পৃষ্ঠা।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।

২১, ৬২, ৯৩, ১৫৯, [illegible] ২৫৫, ৩১৯, ৩৫১, ৩৮৭ পৃষ্ঠা।

সংখ্যা ২২ কোটী, ৪ লক্ষ, ৯০ হাজার। মিত্র রাজ্যের সহিত ধরিলে সমুদায় ভারতবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটী ৫০ লক্ষ। ১০ বৎসরে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ বাড়িয়াছে। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৭ কোটী ১০ লক্ষ। কলিকাতায় ৬ লক্ষ, ৭৪ হাজার, বোম্বাইতে ৮ লক্ষ ৬ হাজার এবং মান্দ্রাজে ৪ লক্ষ, ৪৫ হাজার লোকের বাস।

ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষা—৪ জন এদেশীয় এবং ১ জন হিন্দীভাষাজ্ঞ ইংরাজ ইহাঁর শিক্ষক। মহারাণী হিন্দীতে চিঠীপত্র লিখিতে বেশ শিখিয়াছেন।

অহিফেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন—বিলাতে কমন্স সভায় এই তর্ক উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের খৃষ্টধর্ম্মযাজক ও প্রচারকগণ এই আন্দোলনের মূল কারণ। সুরার ন্যায় এ মাদকেরও দমন আবশ্যক।

আনি বেজাণ্ট—এই বিদুষী রমণী নাস্তিক বলিয়া পরিচিতা ছিলেন, এখন থিওজফীর প্রচারিকা হইয়া আশ্চর্য্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। আমেরিকায় থিওজফী সভার বার্ষিক অধিবেশনে ইনি ইংলণ্ড হইতে প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছেন, ইংরাজদিগের সমাজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংস্কার বিষয়ে কয়েক গুলি বক্তৃতা করিবেন।

[illegible] স্ত্রীলোক—লণ্ডন সেই আফিসে যত গুলি কর্ম্মচারী তাহার ষষ্ঠাংশ স্ত্রীলোক।

মণিপুরের ভীষণ কাণ্ড।

গত ২৪এ মার্চ্চ আসামের চিফকমিসনার কুইণ্টন সাহেব মণিপুরের সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ সিংহকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ৪ শতাধিক গুরখা সৈন্য পাঠান, ৬০০ মণিপুরী সৈন্য তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়া ইংরাজ রেসীডেন্সী ধ্বংস ও লুঠ করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বড় বড় কয়েকটী ইংরাজের সহিত চিফ কমিসনরকেও বন্দী করে। দুর্বৃত্তেরা বন্দী ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়াছে। মণিপুরের বর্ত্তমান মহারাজ কুলচন্দ্র সিংহ গবর্ণর জেনারেলকে পত্র লিখিয়াছেন, এই হত্যার জন্য তিনি তাঁহার সহোদর সেনাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন। এদিকে শুনা যায় গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত যুদ্ধে সেনাপতি হত হইয়াছেন। চারিদিক্ হইতে ইংরাজ সৈন্য চলিয়াছে, মণিপুর কৃতাপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পাইবে সন্দেহ নাই।

পার্ব্বত্য যুদ্ধ—ভারতবর্ষের পশ্চিমে কৃষ্ণপর্ব্বতের অসভ্য পার্ব্বত্যদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়াছে। কোহাটের নিকট ওরাকজাই নামক এক জাতি বিদ্রোহী হইয়া প্রায় ১০ হাজার লোক তাহাদিগের পক্ষে সমবেত করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টকে নানাদিকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। আমরা আশা করি তাঁহাদিগের [illegible] কার্য্যদক্ষতা ও সুবিবেচনায় [illegible] শান্তি স্থাপিত হইবে।

নববর্ষ।

এক যায় আর আসে,
নহে কেহ আত্মবশ ;
কত পুরাতন গেল,
আসিল নব বরষ !

এ বরষ এই ভাবে,
রবেনাক চলে যাবে,
মহা বিবর্ত্তন ভবে করি সংঘটন,—
জন্ম মৃত্যু পরিণয়,
কত জয় পরাজয়;
সুখ দুঃখ, আশাভঙ্গ, উত্থান পতন!

কালচক্রে বিশ্ব ঘোরে
কে ঘোরায় দেখা নাই,
ঘুর পাকে ঘুরে মরি
আঁধার সকল ঠাঁই।

"দে পাক চড়ক পাক,"
কাঁপে প্রাণে শুনি ডাক,
ভেঙ্গে ঘুম ঘোর সারা বছরের পর;
দেখি শূন্য আগা গোড়া,
শূন্যে ঘুরি পিট-ফোঁড়া,
চড়কীর মত দিন মাস সংবৎসর।

কত বার নব বর্ষে
প্রতিজ্ঞা করিনু নব;
জীবনের মহাব্রত
সাধিয়া মানব হব।

ঘুম পাড়ানে পিসী মাসী
চুপে ঘুম পাড়ায় আসি,
ঘুরায় অমনি কালচক্র আবর্ত্তন;
অবস্থার হয়ে দাস,
রিপুবশে সর্ব্বনাশ,
আত্ম ভুলে থাকি ঘোর মোহে অচেতন।

ক্ষুদ্র মানবের বল,
ক্ষুদ্র মানবের আশা,
সব বৃথা ; কাল দস্যু
চেতায়ে দেখে তামাসা।

ব্রহ্মকৃপা করি সার,
জীবনের সব ভার,
জীবন দাতার করে যে করে অর্পণ ;
অন্ধকারে আলো পায়,
ভববন্ধ ঘুচে যায়,
অটল পরশে হয় অটলজীবন।

কাল ভয়ে বৃথা কাল
হরিয়া কি ফল আর ?
মৃত্যু ছাড়ি অমৃতের
লও জীব সমাচার।

কালের অতীত যিনি,
কালের নিয়ন্তা তিনি,
কালভয়নিবারণ নিত্য নিরঞ্জন,
কর তাঁর পদাশ্রয়,
হইবে নিত্য নির্ভয়,
পাইবে অপার শান্তি অনন্ত জীবন।

—

আর্য্যমহিলা।

গান্ধারী।

মহাভারতরূপ রত্নাকরের ভিতরে গান্ধারী দেবী এক উজ্জ্বল রত্ন। এ রত্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় অনন্ত কাল পর্য্যন্ত, মর জগতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে। গান্ধারী পতিপ্রাণা সাধ্বী হইয়াও কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণা দেবী, সংসার জালে জড়িতা হইয়াও ভোগ সুখে বিরতা তাপসী। অন্যান্য আর্য্যমহিলাগণ যাঁহারা ভারতে "রমণীরত্ন" খ্যাতি পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে কেবল পতিপরায়ণা হইয়া দেবীত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের স্বামী দেবতার ন্যায় চরিত্রবান্, তাঁহারা কেবল পতিপরায়ণা হইয়াই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন; এ পথ স্ত্রী মাত্রেরই অতি সুগম। অসদৃশ স্থলেই রমণীর অলৌকিক পরীক্ষা; যিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তিনি প্রকৃত দেবী, মর জগতের শিক্ষয়িত্রী। গান্ধারী দেবী এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কেবল পতিপরায়ণা নহেন; পতিপরায়ণা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। তাই গান্ধারী-জীবন রমণী-জীবনের চরমোৎকর্ষ হইয়া আছে। আদর্শ সীতা দেবীর অলৌকিক জীবন, শিক্ষা ও সাহচর্য্যের ফল। যাঁহার প্রথম শিক্ষক "ব্রহ্মপরায়ণ রাজর্ষি জনক" দ্বিতীয় শিক্ষক, যিনি নিজ গুণে "ভগবান্" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ রামচন্দ্র, শেষ শিক্ষক নর-দেবতা বাল্মীকি, তিনি যে আদর্শ জীবন লাভ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কিসে? গান্ধারী দেবীর জীবন এরূপ সহজ ভাবে গঠিত হইবার অবসর পায় নাই। ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ, কর্ত্তব্যপালনে প্রাণপণ এবং পাতিব্রত্যে হৃদয়োৎসর্গ করিয়া (বিশেষ শিক্ষা না পাইলেও) নিজ হৃদয়ের বলে বলবতী হইয়া গান্ধারী দেবী নিজ জীবন বিকাস করিয়াছিলেন। অনেককে এমন ঠেকিতে হয় নাই, এমন শিখিতেও হয় নাই।

গান্ধারী গান্ধারাধিপতি সুবল রাজার কন্যা*। সুবল রাজা ধন, মান, ক্ষমতা বা কোনও বিশেষ গুণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ নহেন। তাঁহার কত গুলি সন্তান ছিল, পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। কেবল পুত্র শকুনি ও কন্যা গান্ধারীর বিষয় জানা যায়। শকুনি নিতান্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন, তাঁহাকেই গৃহবিবাদের একজন প্রধান উদ্যোগী বলা যায়। যাহা হউক, গান্ধাররাজ স্বরাজ্যের নামে কন্যার নামকরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় গান্ধারী পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

* গান্ধার বর্তমান কান্দাহার।

এতদ্ভিন্ন গান্ধারীর বাল্যজীবন বর্ণিত নাই। গান্ধারীর মত একটী আদর্শ জীবন গঠিত হইতে কি কি উপকরণ লাগিয়াছিল, এবং কাহার যত্ন ও শিক্ষায় তাঁহার মনুষ্যত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা জানিতে পারি না।

গান্ধারী বিবাহোপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে কুরুবংশীয় ধর্ম্মবীর ভীষ্মদেব নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করেন। ধৃতরাষ্ট্র ধন মান কুলে বিখ্যাত হইয়াও অন্ধ। বোধ হয়, "প্রকৃত সাধ্বী না হইলে কেহ অন্ধ স্বামীর প্রকৃত অনুরাগিণী হইতে পারিবে না" এই মনে করিয়াই ভীষ্ম, জিতেন্দ্রিয়া, সদাচারিণী ও ধর্ম্মশীলা গান্ধারীকে এ বিবাহের যোগ্য পাত্রী মনে করেন।

ভীষ্মের প্রস্তাব প্রীতিকর না হইলেও সুবল তাহাতে অসম্মত হইতে পারিলেন না। সে সময়ে ক্ষত্রিয়কুলে রাক্ষস-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে তিনি মনে করিলেন "কুরুবংশের মত মহাবংশে কন্যাদান করা আমার মত (যদুবংশীয়) ব্যক্তির বিশেষ সৌভাগ্য। বিশেষতঃ ধন মান ও বাহুবলে ভীষ্ম আমা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, আমি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ বলিয়া কন্যাদান করিতে অস্বীকৃত হই, তাহা হইলে তাঁহারা গান্ধারীকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াই যাইবে"। এই সকল মনে করিয়া সুবল ভীষ্মের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত থাকিলেও গান্ধারী দেবী পিতার আদেশানুরূপ পাত্রে পরিণীতা হইতে চলিলেন। রাজস্থান-কুসুম কৃষ্ণকুমারী স্বজাতির কল্যাণের জন্য আপন জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, বিদেশীয় গৌরাঙ্গনা জোয়ান অব্ আর্ক স্বদেশের কল্যাণের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যমহিলা গান্ধারী দেবী পিতার মঙ্গলের জন্য নিজ সুখ সাধ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। জীবন ত্যাগ করা বরং সহজ, কিন্তু জীবন থাকিতে জীবনের সুখ সাধ—(বিশেষতঃ তরুণ বয়সে) বিসর্জ্জন দেওয়া যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা করিতে যে কিরূপ দেবোচিত ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক, তাহা হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

কেবল ইহাই হইলে গান্ধারীকে স্বর্গীয়া দেবী মনে করিতাম না। যদি গান্ধারী দেবী বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজশাসিতা, স্বার্থপর পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কাণ্ডজ্ঞানহীনা বালিকার মত অপাত্রে পরিণীতা হইতেন এবং প্রাপ্ত বয়সে অযোগ্য স্বামীর জন্য জীবন্মৃতা রহিতেন, আর কোনও রূপ ত্রুটি দেখিলেই সেই হতভাগাকে "বিলক্ষণ দশ কথা" শুনাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গান্ধারী দেবীর জীবনকে স্বর্গীয় জীবন বা আদর্শ জীবন বলিতে ইচ্ছুক হইতাম না। গান্ধারী দেবী বুঝিয়াছিলেন "স্বামীই স্ত্রীলোকের অবলম্বন। তিনি অন্ধ হউন, খঞ্জ হউন, তথাপি তাঁহা

ব্যতীত রমণীর প্রীতিপাত্র আর কেহই নাই। স্বামীর সমদুঃখভাগিনী হওয়াই স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য", ইহা বুঝিয়াই গান্ধারী বিবাহের সময়ে স্বামীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী অন্ধ, কি আত্মীয় স্বজনের মধুর মূর্ত্তি, কি বাহ্য জগতের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এ সকল দর্শনে বঞ্চিত, তাঁহাকে সে সুখ হইতে বিধাতা বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া গান্ধারী দেবী সেই সকল সুখ কোন্ প্রাণে উপভোগ করিবেন? যদি স্বামীকে অন্ধ বলিয়া মনে অভক্তি হয়, তাহা হইলে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কোথায় রহিবে? এই সকল মনে করিয়া গান্ধারী দেবী চক্ষু বস্ত্রে আবৃত করিয়া অন্ধত্ব গ্রহণ করিলেন। কি গভীর পতিভক্তি! কি অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যপরায়ণতা! এ কার্য্য বালিকার কার্য্য নহে, এ হৃদয় মানবভয়ে ভীত হৃদয় নহে, এ শিক্ষা অন্ধবিশ্বাসজনিত "কুসংস্কার" নহে। তুমি আমি কে?—এই বিশ্ব জগতের একটি বিন্দুমাত্র; পারিবারিক মঙ্গলের জন্য, সামাজিক মঙ্গলের জন্য অথবা জাতীয় মঙ্গলের জন্য যদি সুখ বলিয়া দুঃখ গ্রহণ করিতে পারি, দুঃখে যদি সন্তুষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলেই এ জীবন সফল। গান্ধারী দেবী পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অমরত্ব লাভ হইয়াছে।

কালে গান্ধারী দেবী পুত্রবতী — বহু পুত্রের জননী হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী দেবীর ন্যায় ধার্ম্মিক, মনস্বী ও চরিত্রবান্ ছিলেন না বলিয়াই হউক, বা আর যে কারণে হউক, গান্ধারীতনয়েরা কেহই মাতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন না। ধার্ম্মিকবর ভীষ্ম, বিদুর, সুশিক্ষক দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দ্বারা পালিত ও শিক্ষিত হইয়াও গান্ধারী-তনয় দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি পরহিংসা, পরপীড়া, অধর্ম্মাচার প্রভৃতি অসদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শকুনির সংসর্গে তাঁহাদের অধর্ম্মবৃত্তিসকল ক্রমে বিকাস পাইয়া থাকিবে। কুসংসর্গের ফলে মানুষ পিশাচ হইয়া থাকে, মানবহৃদয় নরককুণ্ড হইয়া থাকে। জগতে যদি পাপের প্রকৃত ইতিহাস দেখা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে তিন ভাগ পাপী কেবল কুসংসর্গের জন্যই পাপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

নিজের বিবাহ হইতে পুত্রগণের বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রকে কোনও অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখা যায় নাই। বরং তিনি ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি গুণবান্ আত্মীয়দিগকে উপযুক্ত সম্মাননা করিয়াছেন, স্বীয় অনুজ পাণ্ডুকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়াছেন, ইত্যাদি পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন; ধর্ম্মশীলা গান্ধারীর সাহচর্য্য ন্যায় ও ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। পরে পাণ্ডুর অকালমৃত্যু ঘটনা হওয়াতে বিধবা কুন্তী যখন পাঁচটী বালক লইয়া হস্তিনা-পুরে প্রবেশ

করিলেন, তখনই কুরুবংশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।—যে অন্তর্বিবাদরূপ আগুনে ভারতবর্ষ ছারখার হইয়াছে, কুরুকুলে সেই অন্তর্ব্বিবাদরূপ আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল! কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে (১) সর্ব্বদা হিংসন ও পীড়ন করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র এত দিন কেবল দৃষ্টি-অন্ধ ছিলেন, এখন পুত্রগণের স্নেহান্ধ হইয়া ধর্ম্ম, ন্যায়, ও সাধুতার প্রতি অন্ধবৎ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাপাশয় পুত্রগণ জননীর নিকটে কখনই মনের ইচ্ছা জানাইতে পারিত না, পুণ্যবতী সাধ্বীর নিকটে কোনও পাপেচ্ছা ব্যক্ত করা মহাপাপীর পক্ষেও সহজ নহে—তবে "অসাধ্য" এমন কথা বলিতেছি না। যাহা হউক তাহারা এ বিষয়ে পিতার নিকটে অনেক প্রশ্রয় পাইত। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, এবং গান্ধারীর অজ্ঞাতে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিতেন।

এ জগতে "সুখ" বলিয়া একটী পদার্থ আছে, তাহা একটু আধটুও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হিংসক, কখনও তাহার ছায়া দেখিতে পায় না। এই এক বিশেষ আশ্চর্য্য, হিংসক যতই হিংসা করে, হিংসিত ব্যক্তি ততই উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

(১) উভয়ে কুরুবংশীয় হইলেও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কৌরব, পাণ্ডুপুত্রেরা পাণ্ডব নামে খ্যাত।

দুর্য্যোধনাদি যতই হিংসা করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির বিনাশ চেষ্টা করিতে লাগিল, পাণ্ডবেরা ততই সহায়,সম্পত্তি, সুখ্যাতি ও গৌরব লাভ করিতে লাগিলেন। শেষে শত দুর্য্যোধনের অসাধ্য যে "রাজসূয় যজ্ঞ", তাহাও সম্পন্ন করিলেন!

ক্রূরমতি কৌরবেরা আর সহিতে পারিল না। মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। অবশেষে উপায়ান্তর অভাবে, দুর্ব্বুদ্ধি শকুনির মন্ত্রণায় পাশা খেলা আরম্ভ করিল। কৌশলে পাণ্ডবেরা হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন ও দাসত্ব স্বীকার করিলেন; দ্রৌপদী দেবীকে সভায় আনিয়া তাঁহার প্রতি বীভৎস আচরণ করা হইল। দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবের সর্ব্বস্বের অধিপতি দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে আনন্দ ধরে না। আমাদের দেশে যেমন কোনও কোনও পিতা, জাল ফেরেবী বা মিথ্যাবাদী পুত্রকে বৈষয়িক উন্নতি করিতে দেখিয়া আনন্দে আকুল হন, কেবল রাজ-দণ্ড-ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসী হন না, ধৃতরাষ্ট্রও সেইরূপ পুত্রের উন্নতিতে অসীম আনন্দ পাইয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ বিদুরাদির ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

সহসা সেই পাপসভায় পুণ্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। যেন রাজার পাপাচারে ব্যথিত হইয়া রাজলক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইলেও এত বিস্ময়কর—এত শুভ-ফল-জনক ঘটনা হইত না।

পুণ্যময়ী, ন্যায়পরায়ণা গান্ধারী দেবী পাপের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে, কুকার্য্যলিপ্ত স্বামীকে সুপথে আনিতে, কুরু-সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। রমণীর সর্ব্বস্ব হইতে স্বামী শ্রেষ্ঠ, স্বামী হইতে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ। স্বামীর জন্যে রমণীর এ জগতের সকলই ত্যাজ্য—স্বামীর জন্যে রমণী রাজসম্পত্তি অবহেলা করিয়া বনচারিণী হইতে পারেন, স্বামীর নিন্দা শুনিয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারেন, রাজার কন্যা হইয়াও ভিখারী স্বামীর পর্ণকুটীরে বাস করিয়া জীবন সফল মনে করিতে পারেন, স্বামীর জীবনের জন্যে যমের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন,—পতিপ্রাণা সতী এ সবই পারেন, কেবল স্বামীর জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, কেবল স্বামীকে অধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিতে পারেন না। ধর্ম্মের জন্যই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। তাই স্বামীকে অধর্ম্ম-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করা স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রমণী স্বামীর অনুরোধে অধর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাঁহার স্ত্রীত্ব বিফল; সে অন্ধ পতিপ্রাণতার কোনও মূল্য থাকে না। "ভালবাস, ভালবাসিয়া আত্মহারা হও, কিন্তু ধর্ম্মহারা হইও না" ইহা রমণীর পক্ষে অমূল্য উপদেশ। গান্ধারী-জীবনে এই উপদেশের কার্য্য দেখিয়াই আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। "অনুরাগ আছে, আসক্তি নাই!" তাই যিনি স্বামীর অন্ধত্বের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই স্বামীকে অধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিয়া দৃঢ় ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আপনার সাক্ষাতে কি পাণ্ডুপুত্রগণের এই দুরবস্থা হইয়াছে? দুর্য্যোধনের পাপেচ্ছা পূর্ণ করিতে কি আপনি অনুমতি দিয়াছেন? কুপুত্রের স্নেহে অন্ধ হইয়া কি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছেন না? আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন এমন মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, তখন কুরু-বংশের সর্ব্বনাশের আর বাকি নাই; মহারাজ! আর মোহান্ধ থাকিবেন না, দুষ্ট শকুনির কুমন্ত্রণায় আর কর্ণপাত করিবেন না, এখনও পাণ্ডুপুত্রদিগকে রাজ্য ধনাদি প্রত্যর্পণ করুন, ভীমার্জ্জুনের ক্রোধ প্রশমিত হউক, মহারাজ! ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবেন না।" পুণ্য-শীলা সাধ্বীর মুখনিঃসৃত বাক্যাবলী শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; সেই গভীর বাক্য সকল তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যে হৃদয়ে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পাপের স্রোত বহিতেছিল, পর মুহূর্ত্তে সেই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইল। গান্ধারী দেবীর পবিত্র আজ্ঞা লঙ্ঘিত হইল না; অন্ধরাজ পাণ্ডবদিগকে মুক্ত করিলেন। সতীধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে।

"সংস্মরন্তমপি প্রেতং বিধুমেষেকপাতিনম্।
ভার্য্যোবাধেতি ভর্ত্তারং সততং বা পতিব্রতা।" *

---

* গত ৯৭ সালের মাঘ মাসের বামাবোধিনীতে "সতীধর্ম্ম" দেখ।

গান্ধারী দেবী, এ ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। নরক-পতিত পতিকে স্বর্গে আনিতে পাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এমন রমণীরত্ন যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশই প্রকৃত পুণ্যভূমি।

(ক্রমশঃ)

শিখ জাতি।

ভারতের উত্তর পশ্চিমে যে স্থান শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চ নদের দ্বারা বিধৌত, উহাকে পঞ্জাব বলে। এই স্থানে শিখদিগের বাস। রণকুশল বলবান্ শিখ ভারতের গৌরব। শিখদিগের রণদক্ষতার বিষয় কাহারও নিকট পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, স্বয়ং বৃটিষ সিংহ শিখদিগের অসীম সাহস ও রণকুশলতার বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে শিখদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি। বেশী দিনের কথা নয়, সে দিন মিশরের যুদ্ধে শিখ সৈন্য যেরূপ সাহস ও রণনিপুণতার পরিচয় দিয়া ইংরাজের প্রশংসাভাজন হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। যেমন ভারতের গৌরব শিখ, আবার শিখের গৌরব রণজিৎ। যে সাহসী বীরের নাম করিলে এবং কীর্ত্তিকলাপের বিষয় স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই যুদ্ধগুরু রণজিৎ শিখদিগের মস্তক ছিলেন। বীরজগতে রণজিতের নাম যেরূপ, আবার ধর্ম্মজগতে নানকের নাম সেইরূপ ঘোষিত। এই মহাত্মার প্রচারিত ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর শিখ জাতির উন্নতিসোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। শিখদিগের আদি ইতিহাস বর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিখগণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় যুদ্ধের দিকে মন না দিয়া প্রথমতঃ জাতীয় একতা কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহারই সঙ্কল্প করিলেন। হিন্দুধর্ম্ম শুনিতে যদিও এক ধর্ম্ম, কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হেতু হিন্দুধর্ম্মকে সহস্রশাখা বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। শিখেরা যদিও হিন্দু ছিলেন, কিন্তু নিজ জাতির স্বাতন্ত্র্য ও তৎ সূত্রে জাতীয় একতার জন্য হিন্দুধর্ম্মের শাখা নানকপন্থী ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন। এই ধর্ম্মে এক এক জন গুরু ধর্ম্মের নেতা এবং আর সকলেই তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী। নানকবেদী ইঁহাদের প্রথম এবং গোবিন্দ সিং সোদী শেষ গুরু। "বেদী" ও "সোদী" এই দুই স্বতন্ত্র নামে শিখগণ কেন অভিহিত, তাহার বর্ণনা আবশ্যক।

রাম যখন সীতাকে বনবাস দিবার জন্য লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করেন, লক্ষ্মণ সীতাকে অমৃতসরের তিন ক্রোশ দূরে রামতীর্থে রাখিয়া আসেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে এই স্থানের নাম রামতীর্থ

ছিল না এখন এই রামতীর্থ হিন্দুদিগের এক প্রধান তীর্থস্থান। সীতাকে বনে দিবার পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। সীতা লও (লব) এবং কুশ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। কালে ইঁহারা ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। লও নিজনামে যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম লাহোর এবং কুশ যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম কুশর রাখেন। লব ও কুশের বংশাবলী লাহোরে ও কুশরে রাজত্ব করেন। পরে যখন কুলরাও লাহোরে রাজা হন, তাঁহার ভ্রাতা কুলপৎ সে সময় কুশরের রাজা। রাজ্যবিস্তৃতি-লোভপরবশ কুলপৎ নিজভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন। কুলরাও অনন্যোপায় হইয়া দাক্ষিণাত্যের রাজা অমৃতের শরণাপন্ন হন। অমৃত তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অতি যত্ন ও সমাদরে নিজ বাটীতে স্থান দেন এবং নিজ কন্যার সহিত কুলরাওর বিবাহ দেন। অমৃতের মৃত্যুর পর কুল রাও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। পরে তাঁহার পুত্র সোদিরাও রাজা হইয়া অনেক রাজ্য জয় করেন। পিতার অপমান এবং পরাজয়ের কথা শুনিয়া তিনি কুলপতের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং তাহাকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় লাহোরের পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন।

কুলপৎ কাশীতে পলায়ন করেন এবং বেদ পড়িতে আরম্ভ করেন। বেদে এই মর্ম্মে এক উপদেশ আছে দেখিতে পাইলেন "পীড়ন মহাপাপ; যে পীড়ন করে, তাহার নিকট দয়ার আশ্রয় করা অন্যায়।" কুলপৎ তাঁহার ভ্রাতার প্রতি পূর্ব্ব ব্যবহারের বিষয় স্মরণ করিয়া সোদিরাওর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন মনস্থ করিলেন। লাহোরে পৌঁছিয়া তিনি ভ্রাতস্পুত্রের নিকট বেদ পাঠ করিলেন। সোদিরাও বেদ শুনিয়া কুলপতের ক্ষমা প্রার্থনা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন দিয়া নিজে জঙ্গলবাসী হইলেন। কুলপতের বেদ পাঠের জন্য সকলে তাঁহাকে বেদী বলিত। কুলপতের বংশাবলী সেই হইতে বেদী এবং সোদীরাওর বংশাবলী সোদী নামে অভিহিত। এখন পঞ্জাববাসী অধিকাংশ শিখ সোদী।

(ক্রমশঃ)

সতীধর্ম্ম। (১)

(৪র্থ প্রবন্ধ, মনুসংহিতা ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে।)

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হোতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥১॥

যে করে নিজেরি তরে ভক্ষ্য আয়োজন,
সে শুধু নরকভোগ, সে নহে ভোজন;
পঞ্চ যজ্ঞ করি, অবশিষ্ট যাহা রয়,
তাহাই সাধুর ভক্ষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।১।(২)

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥২॥
ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাবিধি ন হাপয়েৎ ॥৩॥

'ব্রহ্মযজ্ঞ,'—অধ্যয়ন আর অধ্যাপন,
'পিতৃযজ্ঞ,'—নিজ পিতৃলোকের তর্পণ,
'দেবযজ্ঞ,'—যথাবিধি দেবতা-পূজন,
'ভূতযজ্ঞ,'—পশু পক্ষী কীটের তর্পণ,
'নৃযজ্ঞ,'—অতিথি অভ্যাগতের সেবন,
এই পঞ্চ যজ্ঞ নিত্য করিবে পালন।২।৩।(৩)

দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ ॥৪॥

দেবতা, অতিথি, ঋষি, পিতৃলোকগণ,
এ সবারে ভক্তিভাবে করিয়া তর্পণ,

(১°) সতীধর্ম্মে এত গৃহস্থালির কথা কেন? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—উত্তর এই যে,—গৃহস্থাশ্রমই সতীধর্ম্মের জন্মভূমি, এবং গৃহস্থাশ্রমই সতীধর্ম্মের কর্ম্মভূমি। গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে সতীধর্ম্মের অস্তিত্বই থাকিত না। যেমন দ্রব্যের আশ্রয় ভিন্ন গুণের উপলব্ধি হয় না, তেমনি গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয় ভিন্ন সতীধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না। অনেকে এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ প্রবন্ধে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর বিষয় এত অধিক বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তর স্বয়ং মনুই দিয়াছেন। "যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা"—যিনি পতি, তিনিই পত্নী, অর্থাৎ পতির মধ্যেই পত্নী এবং পত্নীর মধ্যেই পতি, দুয়ে এক, একে দুই। পতি পত্নী ভগবানের "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি"—গঙ্গাসাগর সঙ্গম;—

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ" ॥(মনু)

ভগবান আপনাকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষমূর্ত্তি ও অর্দ্ধভাগে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখাইলেন। সেই 'অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি' হইতেই প্রজাপতি বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টি করিলেন।

(২) "আত্মার্থং ভোজনং যস্য রত্যর্থং যস্য মৈথুনম্।
বৃত্ত্যর্থং যস্য চাধীতং নিষ্ফলং তস্য জীবিতম্" ।
(কূর্ম্মপুরাণ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল আপনারই জন্য ভোজনের আয়োজন করে, যাহার স্ত্রী-সহবাস (ধর্ম্মমূলক নহে) কেবল কামমূলক, যাহার বিদ্যাশিক্ষা কেবল জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য, তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র।

(৩) গৃহস্থমাত্রকেই প্রতিদিন এই পাঁচটি ব্রত পালন করিতে হয়, নহিলে পিশাচ মধ্যে গণ্য হয়। দেবলোকের, ঋষিলোকের, ব্রাহ্মণসজ্জনের ও অতিথিগণের নিকট গৃহস্থমাত্রেই ঋণী থাকেন। সুপবিত্র ও সুবিনীত কর্ম্ম দ্বারা এই পাঁচটি ঋণ যথাক্রমে পরিশোধ করিয়া চলিলেই গৃহস্থধর্ম্ম পালন করা হয়,—

"ঋণমুন্মুচ্য দেবানামৃষীণাঞ্চ তথৈব চ।
পিতৄণামথ বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
পর্য্যায়েণ বিশুদ্ধেন সুবিনীতেন কর্ম্মণা।
এবং গৃহস্থঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ ধর্ম্মান্ন হীয়তে ॥"
(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব)

ভৃত্য পরিজনগণে করি তিরপিত,
শেষায় ভুঞ্জিবে গৃহী হয়ে সুস্থচিত ।৪।(৪)

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্বিনিবেদিতম্ ।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈবহি ॥৫॥
পঞ্চযজ্ঞান্ সমাপ্যৈবমন্নৈর্বিষ্ণুনিবেদিতৈঃ ।
ভুঞ্জীত স্বজনৈঃ সার্দ্ধং যথাভাগং গৃহী স্বয়ম্ ॥৬॥

সর্ব্ব অগ্রে নারায়ণে করি নিবেদন,
পরে তাহে পঞ্চ যজ্ঞ করি সমাপন,
অবশিষ্ট অন্ন গৃহী করিয়া বণ্টন,
আত্মীয় স্বজনে মিলি করিবে ভক্ষণ ।৫।৬(৫)

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি ॥৭॥

দেবাতিথি পিতৃলোক আদির তর্পণ,
যথাবিধি না করিয়া যে করে ভোজন,
সে অভাগা কামারের হাপর যেমন,
ফেলিছে নিশ্বাস কিন্তু ধরে না জীবন ।৭।

নাশ্নীয়াৎ প্রেক্ষমাণানামপ্রদায়ৈব দুর্ম্মতিঃ ।
নাযজ্ঞশিষ্টমন্নদ্ বা ন ক্রুদ্ধো নান্যমানসঃ ॥৮॥

কাহারও ভোজনকালে যদি অন্য জনে,
সে দিকে চাহিয়া থাকে সতৃষ্ণ নয়নে ;

---

(৪) দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ করিয়া গৃহস্থ তাঁহাদের নিকট এই বর প্রার্থনা করিবে,—

ওঁ

"অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাম্ ।
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ ॥
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ।
অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি ॥
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন ।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু" ॥

পিতৃগণ আমাদের নিকট সদাই সৌম্যমূর্ত্তি হউন, আমাদের বংশপরম্পরা বিস্তীর্ণ হউক, দাতাদিগের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি লাভ করুক, আমাদের পবিত্র জ্ঞান ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হউক, শ্রদ্ধা হইতে যেন আমরা কদাচ বিচলিত না হই, দানের বস্তু যেন আমরা প্রচুর লাভ করি, যেন প্রচুর অন্ন পান ও বহু অতিথি লাভ করি, আমরা যেন বহু ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করি, যেন আমরা কাহারও নিকট ভিক্ষা না করি। নিত্যই গৃহে অন্নের বৃদ্ধি হউক, এবং দাতারা চিরজীবী হউন।

(৫) ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি সর্ব্বাগ্রে নারায়ণকে ভক্তিভাবে নিবেদন না করিয়া তাহা কোনও কার্য্যেই ব্যবহার করিবে না। এ বিষয়ে শ্রুতি অর্থাৎ বেদপ্রমাণ যথা ;—"একএব নারায়ণ-আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশো দ্যাবাপৃথিব্যৌ সর্ব্বে-দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি, বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি, তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ"—অর্থাৎ একমাত্র সেই পরমব্রহ্ম নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা শিব, প্রভৃতি আর কেহই ছিলেন না ; দ্যুলোক, ভূলোক, সমস্ত দেবগণ, মানবগণ, পিতৃগণ সকলেই নারায়ণের প্রসাদ ভক্ষণ করেন, নারায়ণের প্রসাদ আঘ্রাণ করেন, নারায়ণের প্রসাদ পান করেন। অতএব জ্ঞানীরা অগ্রে বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া কিছুই ভোগ করিবেন না।

বিষ্ণুধর্ম্মে ভগবানের আদেশ যথা ;—

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমম ।
তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা প্রাণা মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ ।"

অর্থাৎ আমার প্রসাদীকৃত পরম পবিত্র অন্ন দ্বারাই পঞ্চ প্রাণবায়ুর তর্পণ করিবে। আমার প্রসাদ ভক্ষণেই সর্ব্বদা প্রাণবায়ুর তৃপ্তিসাধন হয়।

যে অন্ন ও জল অগ্রে বিষ্ণুকে নিবেদন না করা হয়, তাহা মল ও মূত্রের ন্যায় ঘৃণিত ;—
"অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ।"

যে তাহারে নাহি দিয়া আপনিই খায়,
তার সম নরাধম না হেরি ধরায় ;
প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাবে তোয়ে একমন,
পঞ্চ যজ্ঞ অবশিষ্ট করিবে ভোজন ।৮।

উপলিপ্তে সমে দেশে শুচিঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
পরৈর্বর্ণানুরূপেষু পুত্রশিষ্যাদিভির্বৃতঃ ॥
সুসংস্কৃতং হিতং স্নিগ্ধং ভুঞ্জীতান্নমকুৎসয়ন ॥৯॥

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন সমতল স্থান,
তাহে বসি সেবন করিবে অন্নপান ;
আপন সঙ্গতি মত বিশুদ্ধ ভাজনে (৬)
পান ভোজনের দ্রব্য রাখিবে যতনে,
অনন্তর শুচিভাবে শ্রদ্ধাসহকারে,
পুত্র শিষ্য আদি সহ বসিবে আহারে ;
সুসিদ্ধ সুপথ্য সুখসেব্য পরিষ্কার,
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাকালে করিবে আহার ।৯।

বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ তথা।
সত্যেন তেন মে ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা ॥১০॥

ব্রহ্মই ভক্ষক, ব্রহ্ম ভোজনের ফল,
অন্নরূপী প্রাণময় ব্রহ্মই কেবল ;
এই সত্য জানিয়াই যে করে ভোজন,
ভোজনের শুভ ফল লভে সেই জন ।১০।

ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং চাতিথিপূজনম্ ॥১১॥

যে দ্রব্য অতিথি অগ্রে না করে সেবন,
গৃহী তাহা ভোগ না করিবে কদাচন ;
ধন মান আয়ু স্বর্গ আদি সুমঙ্গল,
অতিথি-সেবার ফল জানিবে সকল ।১১।

সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥১২॥

অতিথি যদ্যপি গৃহে করে আগমন,
দিবে তারে পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন ;
পরম ভকতিভাবে করিয়া সম্মান,
পবিত্র ভোজন পান করিবে প্রদান ।১২।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥১৩॥

তৃণ, ভূমি, জল আর সুনৃত বচন (৭)
ইহাও ত সাধু-গৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ ;
অতএব গৃহে যদি কিছুই না রয়,
এ সকল দিলেও অতিথি-সেবা হয় ।১৩

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥১৪॥

নীচও আসিলে শ্রেষ্ঠ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাবিধি পূজিবে যতনে,
গৃহস্থের অতিথিই সর্ব্বদেবময়,
অতিথি-পূজায় সর্ব্বদেবপূজা হয় ।১৪।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥১৫॥

পরম শত্রুও গৃহে হৈলে উপস্থিত,
অতিথি-সৎকার তার করিবে উচিত ;
পাশে আসি কাঠুরিয়া করিছে ছেদন,
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ ।১৫ (৮)

শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নির্বপেদ্ ভুবি ॥১৬॥

পতিত, গলিত কুষ্ঠী আদি রোগী জন,
শৃগাল, কুক্কুর, কাক, কৃমি কীটগণ,
এ সবারে অকাতরে করাবে আহার,
গৃহস্থই একমাত্র গতি সবাকার ।১৬।

---

(৬) 'ভাজন'—অন্ন জল প্রভৃতি রাখিবার পাত্র।

(৭) 'তৃণ'—তৃণের আসন ; অন্য আসন না থাকিলে তৃণ বিছাইয়া অতিথিকে বসিতে দিবে। 'সুনৃতবচন'—সত্য ও প্রিয় বাক্য।

(৮) ১৪নং ১৫নং শ্লোক দুটি মহাভারত ও হিতোপদেশ হইতে গৃহীত হইল।

কুর্য্যাদেতদ্ বলিকর্মৈবমতিথিং পূর্ব্বমাশয়েৎ।
ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে ॥১৭॥

অশরণ প্রাণিগণে করিয়া তর্পণ,
প্রীতিভরে অতিথিরে করাবে ভোজন ;
ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক যদ্যপি আসে ঘরে,
সে সবারে ভিক্ষা দিয়া তুষিবে আদরে।১৭।

সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্ ॥১৮॥

নবোঢ়া, গর্ভিণী, রোগী, বাল, বৃদ্ধ যারা,
অতিথিসেবার অগ্রে খাইবে তাহারা ;
এ সবারে সর্ব্ব অগ্রে করাবে আহার,
গৃহস্থ ইহাতে নাহি করিবে বিচার।১৮।

ইতরানপি সখ্যাদীন্ সংপ্রীত্যা গৃহমাগতান্।
সৎকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্য্যয়া ॥১৯॥

গৃহিণীর সখী কিম্বা আত্মীয় স্বজন,
যদ্যপি গৃহীর গৃহে করে আগমন,
পরম প্রণয়ে তার করিয়া সৎকার,
পত্নী সহ একসঙ্গে করাবে আহার।১৯।

বৈশ্বদেবে তু নির্বৃত্তে যদ্যন্যোঽতিথিরাব্রজেৎ।
তস্যাপ্যন্নং যথাশক্তি প্রদদ্যান্ন বলিং হরেৎ ॥২০॥

দেবাতিথি সকলের হইলে তর্পণ,
অপর অতিথি যদি করে আগমন,
না দিবে উচ্ছিষ্ট অন্ন গৃহী কদাচন, (৯)
পুনরায় পাক করি' করাবে ভোজন।২০।

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥২১॥

বায়ুকে আশ্রয় করি' যত জীবগণ,
যেমতি জীবন সবে করিছে ধারণ ;
তেমতি আশ্রম সব জানিবে নিশ্চয়,
জীবিত রয়েছে করি' গৃহীকে আশ্রয়
।২১।(১০)

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥২২

যেখানে যে নদ নদী আছে এ ধরায়,
মহাসাগরের বক্ষে সবে স্থান পায় ;
তেমতি যেখানে যত আছে জীবচয়,
গৃহস্থ-ভবনে আসি' লভয়ে আশ্রয়।২২

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥২৩॥

ব্রহ্মচারী, যতি, ভিক্ষু যে আছে যথায়,
অন্ন জ্ঞান দিয়া গৃহী সবারে বাঁচায় ;
তাই ত জগতে এই গৃহস্থ আশ্রম,
সর্ব্ব আশ্রমের শ্রেষ্ঠ অতি অনুপম।২৩।

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ।২৪

পবিত্র ঐহিক সুখ যে চায় সংসারে,
যে জন অক্ষয় স্বর্গ চায় লভিবারে ;

---

(৯) ভগবান্ মনু স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—
"নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ কচিদ্ব্রজেৎ ॥"
কাহাকেও নাহি দিবে উচ্ছিষ্ট আহার,
অসময়ে আহার করিলে পরিহার ;
উচ্ছিষ্ট শরীরে নাহি যাবে কোন স্থানে,
অত্যাচার কভু না করিবে অন্নপানে।

প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীনবীনচন্দ্র পাল সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন ;—
"খাইলে অশেষ ব্যাধি, না খাইলে মরি,
অল্প নিদ্রা অল্পাহারে সর্ব্বকালে তরি।"

(১০) ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, যথাক্রমে এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে ; গৃহী অর্থাৎ গৃহস্থ আশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই অপর তিনটি জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সে পালিবে সাবধানে গৃহস্থ আশ্রম,
সে নারে পালিতে যার নাহিক সংযম।২৪(১১)

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

ধন্যবাদ।

ভারতের ইতিহাসে
ল্যান্‌সডন্ তব নাম
চিরস্মরণীয় হল আজ ;
অবলাবান্ধব বলি
পূজিবে তোমায় সবে
স্মরণ করিয়ে তব কাজ !
দুর্ব্বলা অবলাকুল
কি জঘন্য দেশাচারে
উৎপীড়িত হতেছিল হায় !
ভাবিতে শিহরে প্রাণ
শোণিত শুকায় স্মরি
অপবিত্র পাশব প্রথায়।
সাগরে ছেলেডুবান
নিবারিল ওয়েলস্‌লি,
সতীদাহ তুলিলা বেন্‌টিক্,
তেমতি স্কোবেল বিল
পাস করি ধন্য হ'লে
'ল্যান্‌সডন্'—অটল-নির্ভীক !
উদার ইংরেজ জাতি—
(দয়া-ধর্ম্ম অবতার)
ঘুচাইতে দুর্দ্দশা নারীর—
করিলেন দৃঢ়পণ ;
আন্দোলনে ডরে কিরে
বীরশ্রেষ্ঠ যাঁরা অবনীর ?
শুনিলে ফেরুর ডাক
তুচ্ছ করি পশুরাজ
সেদিকে না তাকায় কখন,
নিরীহ প্রাণীর প্রতি
ভ্রূভঙ্গি নাহিক তার,
মহতের এই সে লক্ষণ !
মুখ-সরবস্ব জীব
ভূতলে বাঙ্গালী জাতি
কি হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ?
যেমন তেমনি আছে ;
কি হবে উন্নতি তার—
ছুতা যার কাজের বেলায় ?
হুজুকে পড়িলে আর
নাহি থাকে বিবেচনা
আন্দোলন-স্রোতে যায় ভেসে ;
জলমগ্ন তৃণ সম
তরঙ্গ আঘাতে ঘুরি
হাবুডুবু খায় অবশেষে !
সাধিবে দেশের শিব
সভা ও সমিতি করি,
সুললিত মধুর ভাষায়—

(১১) সংযম'—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন। কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু দমন করিয়া না চলিলে গৃহস্থাশ্রম রক্ষা হয় না।

বক্তৃতা ঝাড়িছে কত,
সমাজের নেতা বলি—
বড় নাম হ'বে পত্রিকায়।
ব্যথায় পড়িলে হাত
ধরমের ভাণ করি
মিছামিছি করিবে চিৎকার;
চতুর ইংরেজ জাতি
জানিয়াছে গুহ্য কথা—
সত্য যাহা নহে লুকাবার!
তাই আজ অগ্রসর
তুলিতে কুরীত নীতি—
(সহজে তা উঠিবার নয়);
শিশু বিয়ে আদি করি
কত পাপ আবর্জনা—
যুগে যুগে হয়েছে সঞ্চয়!
অবলার পক্ষ হ'তে
শত শত ধন্যবাদ
দিতেছি তোমারে ভিক্টোরিয়া।
আসুরিক অত্যাচার
সে কিরে দেখিতে পারে
দয়ায় গঠিত যাঁর হিয়া?

ওহে রাজ-প্রতিনিধি
ভারতের আশীর্ব্বাদ
দয়া করি করহ গ্রহণ,

ভাবীবংশ নরনারী
কোটিকণ্ঠে তব যশঃ
চিরদিন করিবে কীর্ত্তন।

সার্ এণ্ড্ স্কোবল তুমি
লও এই উপহার—
অবলার ভকতি-প্রসূন—

গলে পর মহাত্মন্,
দেখিয়ে ভারত নারী
ভক্তিভরে গা'ক তব গুণ;

সুসভ্য ইংরেজ জাতি
জগতের পূজ্য আজ—
অবলার দুঃখ করি দূর,

দিলা যে অমূল্য ধন
দুখিনী এ ভারতেরে,
কাছে তুচ্ছ 'কোহিনুর' তার।

শ্রীচঃ—

বীরাঙ্গনা।

কৃষক রমণী।

ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন—ইহারা এক একজন বড় বড় বীর। রণস্থলে ইহারা কত শত্রুর প্রাণ নাশ করিয়াছেন—কত রমণীকে বিধবা করিয়াছেন, কত বালক বালিকাকে পিতৃহীন করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের বীরত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে আর একজনকে বাঁচাইতে গিয়া আপনি মরিয়াছে—আপনি মরিব ইহা নিশ্চয় জানিয়াও অপরের প্রাণ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছে—সে ব্যক্তি বীর কি না, এসম্বন্ধে বোধ হয় অদ্যাপি অনেকের

সন্দেহ আছে। জগতে পশুবৃত্তি অদ্যাপি বড়ই প্রবল। সুতরাং যে মারে, সেই বীর; যে মরে, সে বীর নহে।

পুরাকালে স্কটলণ্ডের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। অত্যাচার, অশান্তি, ও রাজ-দ্রোহিতাবশতঃ তদ্দেশাধিবাসিগণ যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিত। তৎকালীন দুর্দ্দমনীয় সর্দ্দার গণ রাজ-শাসন গ্রাহ্য করিত না। তাহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত, সময় সময় রাজার প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত করিত, এবং দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণ করিত। স্কটলণ্ডের এই দুর্দ্দিনে আত্মোৎসর্গের—প্রকৃত বীরত্বের—একটি অতি সুন্দর কাহিনী বর্ণিত আছে। কি অবস্থায় এবং কাহার দ্বারা এই বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে বলিতেছি।

খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডেভিড স্কটলণ্ডরাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য আলবানির ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তি তৎকালে স্কটলণ্ডে কেহ ছিল না। আলবানির ক্ষমতা ও দুরাকাঙ্ক্ষা অসীম; তাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। ডেবিড জীবিত থাকিলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, সুতরাং তিনি যে কোন প্রকারে হউক ডেভিডের প্রাণনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অচিরে নিষ্ঠুরহৃদয় আলবিন ডেভিডকে ফকলণ্ড নামক দুর্গে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে শুদ্ধ কারারুদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রাণনাশ করা চাই, কারণ তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। আলবানির আজ্ঞাক্রমে ডেভিডের আহার বন্ধ হইল। দুর্ভাগ্য ডেভিড ফকলণ্ড দুর্গে আহারাভাবে মরিতে লাগিলেন। এই শোচনীয় ব্যাপারে ডেভিডের মিত্র ও শুভানুধ্যায়িগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, এ সাহস কাহারও হইল না। আলবানির আজ্ঞাক্রমে পশুর অধম প্রহরিগণ দিবারাত্র ফকলণ্ড দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ডেভিডের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবে এমন দুঃসাহস কার? কেহই সাহস করিল না—কিঞ্চিৎ আহার দান করিয়া দুর্ভাগ্য ডেভিডের প্রাণ রক্ষা করে, এ সাহস কাহারও হইল না। অতীব দুঃসাহসিক কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ নহেন, এরূপ লোক জগতে নিতান্ত অপ্রাপ্য নহে। কিন্তু যাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অণুমাত্রও আছে কিনা সন্দেহের বিষয়, অথচ নিজের মৃত্যু নিশ্চয়,—এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। হতভাগ্য ডেভিড ঠিক্ এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া মরিতেছেন। তাঁহাকে রক্ষা করা সাধ্যাতীত; কিন্তু যে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইবে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। সুতরাং তাঁহার

শুশ্রূষাধ্যায়িগণ যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াও তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য কোন উপায়াবলম্বন করিতে সাহসী হইলেন না।

এই সময় স্কটলণ্ডে এক কৃষকরমণী বাস করিত। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে যেরূপ দরিদ্র, নিরক্ষর, ঘৃণিত কৃষক-রমণী সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সে তাহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয়টি দয়ার সাগর ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডেভিডের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত, স্তম্ভিত, ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল; কিন্তু সেই দয়াবতী কৃষক-রমণীর প্রাণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে দয়ায় পাগল হইয়াছিল। যে দয়ায় পাগল, তাহার প্রাণে ভয় থাকে না, লজ্জা থাকে না, নিজের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকে না। নিজে বাঁচিব কি মরিব, যাহার জন্য মরিব তাহাকে বাঁচাইতে পারিব কিনা, ঈদৃশ কোন চিন্তাই এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তাহার হৃদয়ের আবেগ এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাহা নিবারণ করা, তাহার সাধ্যাতীত। সুতরাং সে নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও অপরকে বাঁচাইতে চাহে। বাঁচাইতে পারুক আর না পারুক, অন্ততঃ তাহার জন্য মরিতে চাহে, কারণ মরিতে পারিলেও সে সুখী হয়। এইজন্য সেই সামান্যা কৃষকরমণী ক্ষুধাতৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হতভাগ্য ডেভিডের অসহ্য যন্ত্রণা মোচন করিতে কৃতসংকল্পা হইল। উল্লিখিত হইয়াছে যে পশুর অধম প্রহরিগণ দিবারাত্র ফক্‌লণ্ড্‌ দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সে বিভীষিকায় সে ভীত হইল না। ফক্‌লণ্ড্‌ দুর্গের প্রত্যেক প্রহরী যদি এক একটা ব্যাঘ্র ভল্লুক, কি পিশাচ হইত, তাহা হইলেও সে ভীত হইত কিনা সন্দেহ। বিহঙ্গিনী যেমন শাবককে আহার যোগায়—মুখে আহার লইয়া দূরে প্রতীক্ষা করে, এবং সুযোগ পাইলেই এক বিন্দু আহার শাবকের কণ্ঠে ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষুধা শান্তি করে—তদ্রূপ সেই কৃষক রমণী বস্ত্রের ভিতর আহার সামগ্রী লুকাইয়া দূরে অবস্থান করিত, এবং সুবিধা পাইলেই হতভাগ্য ডেভিডের কারাগারে লৌহদণ্ড রক্ষিত গবাক্ষ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভিতর দিয়া আহার সামগ্রী নিক্ষেপ করিত। এই প্রকারে সে ডেভিডের ক্ষুধা শান্তি করিতে লাগিল; কিন্তু তৃষ্ণা শান্তি হইবে কিসে? ভাবনা কি? বিধাতা নারীবক্ষে যে অমৃতবৎ পানীয়ের উৎস দিয়াছেন—যাহা পান করিয়া শিশু মানুষ হয়—যে অমৃতের বলে ভীষ্ম দ্রোণ বীর হইয়াছিলেন—সে অমৃত থাকিতে তৃষ্ণা শান্তির ভাবনা কি? কৃষক-রমণী ডেভিডকে আহার দিতে চলিল, এবং আহার সমাপ্ত হইলে নিজের বক্ষ অনাবৃত করিয়া অমৃতের উৎস হইতে অমৃত গালিয়া একটী নলের সাহায্যে

ডেভিডের শুষ্ককণ্ঠে ঢালিয়া তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন হতভাগ্য ডেভিডের প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু অচিরে সমুদয় রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রহরিগণ এক দিন তাঁহার রক্ষয়িত্রীকে ধরিয়া ফেলিল, এবং আল্‌বানির নিকট প্রেরণ করিল। পাষাণহৃদয় আল্‌বানি সেই কৃষক রমণীর চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝিবে কেমন করিয়া? সে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল—দেবীসদৃশ—সেই কৃষকরমণী প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়া দয়ার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

আমরা ভরসা করি তাহার নাম জগতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ভরসা করি নরলোকে তাহার যথার্থ মর্য্যাদা হইবে। পাঠিকা! তুমি কি সেই সামান্যা কৃষক রমণীকে বীরাঙ্গনা বলিতে প্রস্তুত হইবে?

সঙ্গীতপ্রিয় জন্তু।

হরিণ সঙ্গীত বড় ভাল বাসে। বেহালার শব্দ বা বীণারধ্বনি শ্রবণ করিয়া হরিণের পাল নিঃশঙ্কচিত্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। ব্যাধের সুমধুর বংশীরবে বিমোহিত হইয়া হরিণ আপনা হইতেই ধরা দিয়াছে, এরূপও শুনা গিয়া থাকে।

সীলমৎস্য খুব সঙ্গীতপ্রিয়। এক খানি নৌকাতে বাদ্যযন্ত্র সংযোগে মাঝিগণ গান করিতে করিতে গমন করিতে ছিল, দেখা গেল যে যতক্ষণ সেই বাদ্য ও সঙ্গীত হইতে লাগিল, ততক্ষণ বহুসংখ্যক সিল মৎস্য নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, এবং গান বাদ্য বন্ধ হইলে তাহারাও অদৃশ্য হইল।

মাকড়সাও সঙ্গীতপ্রিয়। একদা কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে দেখিতে পাইলেন যে ঘরের ছাদে যেখানে কতকগুলি মাকড়সা ছিল তাহারা সকলে একে একে তাঁহার সম্মুখস্থ দেয়ালে আসিয়া একত্রিত হইল; যতক্ষণ তিনি বাজাইলেন, ততক্ষণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল না।

বর্ফো নামক প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে হস্তীও সঙ্গীত ভালবাসে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল হস্তী নীত হয়, তাহাদিগকে বাদ্যযন্ত্রের সহিত তালে তালে নাচিতে দেখা গিয়া থাকে।

উক্ত প্রাণিতত্ত্ববিদ বলেন যে তিনি কোন কোন কুকুরকে বিশেষরূপে সঙ্গীতপ্রিয় দেখিয়াছেন।

গৃহগোধিকা জাতীয় সরীসৃপগণ সঙ্গীতে বিশেষ মুগ্ধ হয়। একদা কোন ইংরাজ পরিব্রাজক মধ্য আফ্রিকায় কোন অরণ্যের এক স্থানে গৃহগোধিকা জাতীয় নানা প্রকারের বহুসংখ্যক

সরীসৃপ দেখিতে পান। ঐ গুলি কি প্রকার জীব, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার বাসনায় তিনি তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হন, কিন্তু তাঁহার পদশব্দে তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। পরিব্রাজকের সঙ্গে একটী বীণাযন্ত্র ছিল। তিনি উহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, অনেকক্ষণ পরে সরীসৃপ গুলি স্থির হইল, এবং নিস্পন্দ ভাবে বীণা ধ্বনি শুনিতে লাগিল। ইত্যবসারে পরিব্রাজক তাহাদিগের আকার প্রকার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পত্রোত্তর।

দাদা বাবু!

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইলাম। আপনি লিখিয়াছেন "নূতন আইন পাস হইয়াছে, ইহাতে, তোমাদের মনের ভাব কি তাহা লিখিবে।" আপনার এ সদাশয়তা আমি চিরদিনই মনে রাখিয়া সুখী হইব। আমরা আজিও মানব সমাজের বাহিরে রহিয়াছি। আমাদের সুখ, দুঃখ, ইষ্ট, অনিষ্ট আজিও পুরুষদিগের অবহেলনীয়। আজিও আমরা তাঁহাদের মাথায় চিন্তা করি, তাঁহাদের রুচি-অনুসারে গঠিত হই, এবং তাঁহাদের পায়ে হাঁটিয়া বেড়াই। তাঁহারা আমাদের রক্ষক ও অভিভাবক বলিয়া যে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ এ কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য। কিন্তু—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, বাড়াবাড়ির চোটে আমাদের হাড় পিষিয়া গেল! তাঁহারা আমাদিগকে সুশিক্ষা দিতে চাহেন না, পাছে আমরা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারি। আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রাখিতে চাহেন, পাছে দাসীত্বের বদলে সখীত্ব যাচ্ঞা করি। তাঁহারা আমাদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে চাহেন না, পাছে তাঁহাদিগকে যমের মত ভয় না করি!! এইতো আমাদের সামাজিক অবস্থা!—এরূপ স্থলে যাঁহারা সহস্র ত্যাগস্বীকার করিয়া আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, যাঁহাদের শরীর মন ও অর্থ, নিঃস্বার্থভাবে আমাদের মঙ্গলের জন্যে অবিশ্রান্ত ব্যয়িত হইতেছে, যাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে আজ বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ "উচ্চশিক্ষা ও আদর্শ জীবন" প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই নারীহিতৈষী, পরার্থপর, নর-দেবতাদিগকে কি করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয়, তাহা আমরা কিছুই জানি না। যেমন মহাত্মা এব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতি নরদেবতাদিগের পবিত্র নাম, হতভাগ্য নিগ্রোজাতির বুকে চিরদিনের মত লিখিত রহিবে, সেইরূপ বামাহিতার্থী দিগের পবিত্র নামও চিরকাল

অভাগিনী বঙ্গবাসিনীদিগের প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিবে। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, বরং নিগ্রোজাতির ক্ষমতা আছে, কিন্তু বঙ্গমহিলারা সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। এই সকল কারণে, আপনার বালিকা-সম্বন্ধীয় আইনে আমাদের একটা মতামত থাকিতে পারে, এই বিশ্বাস দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম; এরূপ কথা কয়জনে জিজ্ঞাসা করেন?

এইতো গেল বিজ্ঞাপন, এখন কথার উত্তর করি। দাদাবাবু, আমাদের যেরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান, তাহাতে ঘর কন্নার বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই ভাল বুঝিতে পারি না—বিশেষতঃ যে আইনের বিষয়ে, দেশের বিখ্যাত লোকেরা অনেক অনুকূল প্রতিকূল যুক্তি দেখাইয়াছেন, যথাসাধ্য আত্ম-ক্ষমতা রক্ষা করিয়াছেন, আমি কোন্ ক্ষুদ্র কীটাণু যে সেই আইনের বিষয়ে একটী কথাও বলিব?—তবে যখন আমি বক্তা আপনি শ্রোতা, তখন ভয়ই বা কিসে, আর লজ্জাই বা কিসে? তাই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র রান্নাঘরে বসিয়া, সোজা মাথায় সহজ জ্ঞানে যাহা উপলব্ধ হইল, লিখিতেছি; মনে রাখিবেন আমি বক্তা আপনি শ্রোতা।

এ জগৎ সুখ দুঃখময়। তাই নূতন আইন পাস হওয়াতেও কতক সুখের, কতক দুঃখের কারণ হইয়াছে। সুখ এই যে রাজার সদাশয়তা। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্যে যেরূপ বহুল চেষ্টা করিতেছেন, সামাজিক অনিষ্টকারী বাল্যবিবাহ নিবারণ করিতেও সেইরূপ যত্নবান হইয়াছেন। আইনে ভুল অথবা ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু রাজার সদাশয়তার প্রশংসা কে না করিবে? তখনকার হিন্দু রাজাদের প্রজার মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল ছিল, তখনকার রাজ-শক্তি কেবল প্রজা-শক্তির সমষ্টি ছিল।—কিন্তু "এখনকার বিদেশী রাজ"কে অনেকে স্বার্থপর মনে করেন, তাই এই আইন উপলক্ষে রাজার নিঃস্বার্থ হিতৈষণা, ত্যাগস্বীকার, স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি, জানিবেন।

সুখের কথা বলিলাম, এখন দুঃখের কথা বলি। রাজার আইন করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীদিগের মঙ্গল হইবে বলিয়া, এদিকে রক্ষণশীল (১) ও উদার নৈতিক (২) দুইদলে ভয়ানক ঝগড়া বাধিয়া গেল, একদল অপর দলকে জব্দ করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন! ঝগড়া ঝগড়ী কিছু বাঙ্গালির মধ্যেই গুরুতর হইল! (তাঁহারাই আবার বলেন মেয়েগুলো ভারি ঝগড়া করে!) এই রকম বিবাদ বিসম্বাদ দেখিলে কার না দুঃখ হয়?

আমার বিশ্বাস ছিল দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই বাল্য-বিবাহের অপকারিতা বুঝিয়াছেন; আইনের নাম শুনিলে তাঁহারা আপ-

(১) Conservative.

(২) Liberal.

রাই বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবেন। বাল্য বিবাহ কেন অপকারী তাহা এ ক্ষুদ্র পত্র মধ্যে বিশেষরূপ বলিতে পারিব না, দেশে অনেক আন্দোলন হইয়াছে, আমি আবার তাহার এক সংস্করণ বাহির করিব কেন? তবে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে বালিকাদের হইয়া দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ও উন্নতিশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাপ্তবয়স্কা বালিকারা বিবাহের পরেই স্বামী ও স্বামি-গৃহ কেমন আপন করিয়া লয়; দুই দিনের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীতে কেমন হৃদ্যতা জন্মে। আর হিন্দু গৃহের কাণ্ডজ্ঞানহীনা বালিকা বিবাহিতা হইলে "স্বামী ও স্বামিগৃহ" শুনিতেই তাহার গায়ে জ্বর আইসে। অন্ততঃ ১৩।১৪ বৎসর বয়সের না হইলে, সে স্বামীকে ভাল বাসিতেই পারে না। এ কারণটী সামান্য বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা অতি অল্পবয়সে বিবাহিতা হয়, বিবাহের দুই এক বৎসর পরে যদি তাহাদের "বৈধব্য" ঘটনা হয়, তবে কি ভয়ানক কাণ্ড হয় একবার মনে করুন দেখি!—বৈধব্যাবস্থা কাহারও সুখের নহে সত্য, তবে যাহারা সজ্ঞানে স্বামীকে একদিনও দেখিয়াছে, তাহাদের ত্যাগস্বীকারের পথ অনেক সহজ—একথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই, অনুভব করা যায়। কিন্তু বিবাহের মর্ম্ম না বুঝিয়া, কেবল কঠোর শাসনে, কেবল পর-বল পীড়ায় যাঁহারা "বৈধব্য" গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা আত্মবিস্মৃত হইবে কি করিয়া?—যে শিক্ষা-বলে শিক্ষিতা রমণীগণ "কৌমার্য্য" অবলম্বন করিতে সক্ষমা হন, সে পবিত্র শিক্ষা বিধবা বালিকার স্বপ্নেরও অগোচর।—বিশেষতঃ অনেক গৃহে তাহাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা "অসহনীয়" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের পরিণাম—বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর অবলাদিগের পরিণাম যে কি শোচনীয় কি ভয়ানক, তাহা একবার বিবেচনা করুন্।—ধরিয়া বাঁধিয়া পাঁচী তেলিনীকে "ভগিনী ডোরা" সাজাইতে যাওয়া কি পাগলের কার্য্য নহে? *—তাই আমরা বলি যে যদি বাল্যবিবাহ নিবারিত হয়, তাহা হইলে আর "কুমারী বিধবা" দেখিতে হইবে না—বঙ্গভূমিও অশান্তির স্রোতে ভাসিবে না!!

যাহাহউক রক্ষণশীল সম্প্রদায় বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতে যেরূপ বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বাল্যবিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহা-

---

* বড় দুঃখের বিষয় আমাদের শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীও একথা বুঝেন নাই। তিনিও প্রাপ্তবয়স্কা অপ্রাপ্তবয়স্কা সকল বিধবার পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

দিগকে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, কারণ হিন্দুশাস্ত্রে বাল্যবিবাহের সপক্ষে বিপক্ষে দুই রকম যুক্তিই আছে। যাহা সত্য, যাহা শুভ, তাহাই গ্রহণীয়। কেহ কেহ মনে করেন বাল্যবিবাহ রহিত হইলে, রমণীগণ স্বামীর আদর্শে গঠিত হইবে না এবং স্বামীর বশীভূতা রহিবে না। বড় দুঃখের বিষয় ইহাঁরা হিন্দুশাস্ত্র ওলট পালট করিয়া, আর্য্যদিগের ইতিবৃত্ত সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াও ভুল বিশ্বাস করেন। যাঁহারা পতিব্রতা কুলের আদর্শ, সেই সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী প্রভৃতি আর্য্য মহিলাগণ কি বর্ত্তমান হিন্দু বালিকার মত নয় দশ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিলেন? যাহাহউক এই সম্প্রদায় আগে বহুবিধ যুক্তি দিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে (কেহ কেহ) বঙ্গ মহিলার ধর্ম্মনৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে এমন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিলেন, যে তাহা শুনিয়া ভদ্র লোকে কানে হাত না দিয়া থাকিতে পারে না!—ছি! ছি! ছি! আপনাদেরই মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা; আপনাদেরই আশ্রিতা, পালিতা, রক্ষিতা; আপনাদেরই সম্মান, লজ্জা ও আদরের জিনিস; স্বার্থের অনুরোধে তাহাদিগকে কি এমনি করিয়া গাড়িতে হয়?" 'প্রতিবাদ করিতে পারিবে না' ভাবিয়া কি এমনি অকথ্য কথা কহিতে হয়? শত্রুকে জব্দ করিবার আশয়ে কি সত্যসত্যই নিজের গলায় দড়ি দিতে হয়? ছি! ছি! ছি!—এতদূর গড়াইয়া শেষে দেবতার কাছে অনেক প্রার্থনা করিলেন, তার পর আইন পাস হইলে, কেহ কেহ দেবতার উপরেও কত "অভিমান" ঢালিলেন!—ইহাঁদের ভক্তি ও বিশ্বাস অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু এত বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের এত ভ্রম কেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুমান হইল না। দেবতা তো সকলেরই দেবতা, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, তিনি পক্ষপাতিতা করিবেন কেন? আর আমরা ক্ষুদ্রতম কীটাণু আমাদের কলঙ্কে দেবতাকে কলঙ্কিত করিতে যাই কেন? তাই বলিতেছি, দাদা বাবু, যাঁহারা হিন্দু সমাজ রক্ষা করিতে অগ্রসর, আমাদের সেই শ্রদ্ধাস্পদ রক্ষণশীল দলের এইরূপ কার্য্যে আমরা বিশেষ মনোবেদনা পাইয়াছি।

তারপর উদারনৈতিক দলের কথা। ইহাঁদের মত অনেকটা নিরপেক্ষ ও সত্য, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি। ইহাঁরা একেবারেই "গাধা পিটিয়া ঘোড়া" বানাইতে চাহেন। যদি এতই বোঝেন—যদি স্বদেশের মহিলার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তবে একটু ধৈর্য্য ধরিতে চাহেন না কেন? দেশকাল পাত্র মনে রাখেন না কেন? তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাদের মধ্যে আইন পাস হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আহ্লাদে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন!—আইন পাস হইয়া যে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল

হইয়াছে, আমাদের তো এরূপ বোধ হয় না। যতদিন দেশে কুসংস্কার থাকিবে, যতদিন দেশে ছেলে বিক্রয়, মেয়ে বিক্রয় চলিবে, যতদিন লোকে জাতীয় মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগ করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন যে বাল্যবিবাহ নিবারিত হইবে, এরূপ আশায় বিশ্বাস করা যায় না। যদি বাল্যবিবাহই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আইন পাসের ফল হয়তো "অমৃতে বিষ" হইয়া উঠিবে। আর এক কথা, যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন পাস হওয়ার সহায়তা করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই আইনকেই দেশের শান্তি ও উন্নতি-বর্দ্ধক বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতেছেন, তাঁহারাই বা আনন্দে "আত্মহারা" কেন? কাজ করিয়া অহঙ্কারের উদ্রেক হইলে, সে কাজ কি "মাটী" হইয়া যায় না? ভাল কাজ করিবার তুমিই বা কে, আমিই বা কে, আর স্বয়ং রাজাই বা কে? যিনি রাজার রাজা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্ তাঁহার কাজ তিনিই করাইতেছেন, তবে যে সময়ে সময়ে অসত্য প্রবল হয় সে কেবল সত্যের জয় হইবে বলিয়া। মহাত্মা খৃষ্টকে ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, খৃষ্ট-নীতি প্রচার হইবে বলিয়া, রাজা রামমোহন রায় দেশের লোকের হাতে অসহনীয় কষ্ট পাইয়াছিলেন, সত্য ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া। * তাই বলিতেছি, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই হউক, আর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হইতেই হউক, যাঁহার কাজ তিনিই করাইতেছেন, মানব কেবল উপলক্ষ মাত্র। (এই জন্যে গালিগালাজ শুনিলে ও অহঙ্কারের ভাব দেখিলে আমাদের প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।) বিশ্বজগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে আপনাআপনি মনে আসে,

"—আনন্দে বিহ্বল;
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রথে,
চলেছে উন্নতি পথে;
মহান্ উদ্দেশ্য মূলে অনন্ত মঙ্গল।"

তাই বলিতেছি কাজ করিয়া মানুষের বাহাদুরী কিসে? যদি দেখিতাম, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দুই দলেই, জগদীশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বদেশের কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে দাদা বাবু, এই মর জীবনে স্বর্গসুখ ভোগ করিতাম, তাই না দেখিয়াই বড় দুঃখ হয়।

রক্ষণশীল, উন্নতিশীল, দুই দলের কাছেই মা জন্মভূমি অনেক আশা রাখেন। দুই দলই আমাদের ভক্তি-ভাজন। তাই তাঁহাদের মধ্যে কোন রকম ভুল বা ত্রুটি দেখিলে আমাদের অসহ্য কষ্ট হয়। এই কারণেই আপনার নিকটে এসকল কথা বলিলাম।

* ব্রাহ্ম সম্প্রদায় যাহা "সত্য" বলেন, নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ও তাহাই "সত্য" বলেন। সদ্ভাব প্রথম ভাগ ও ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। আরও অনেক দেখাইতে পারি।

আশা করি আপনার অনুগ্রহ "ক্ষমা" বিতরণে কৃপণ হইবে না।

আইন পাস হইয়াছে সে মন্দের ভাল।—ভারতবাসীরা যদি আইনের অতীত হইতেন, তাঁহদের জন্যে যদি কঠোর রাজবিধির আবশ্যক না হইত, তাহাহইলেই সকল দিকে ভাল হইত। বাঙ্গালিদিগের "সুসভ্য, সুরুচিমান, কুসংস্কারহীন" বলিয়া একটা বড় গৌরব ছিল, এখন তাহা অনেক কমিয়া গেল, ভারতের অন্যান্য জাতি এখন বাঙ্গালির উপরে উঠিয়াছেন। যাহা হউক এই আইনে যদি বাঙ্গালির চোক ফোটে, যদি দেশের উন্নতির মূল দৃঢ় হয়, যদি রমণীগণের শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা হইলেই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিব। রাজার উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ বলিয়াই রাজা আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। এসম্বন্ধে আর নিষ্প্রয়োজন।

আপনার মঙ্গল সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি। জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের মঙ্গল। নিবেদন ইতি।

আপনার স্নেহের
গরিব ভগিনী * * *

প্রাণিরহস্য।

কতকগুলি সমুদ্রচর পক্ষী আছে, তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গের উপর বসিতে পারে, তরঙ্গগুলি যেমন এক একটী করিয়া উঠিতে পড়িতে থাকে, তাহারাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে পড়িতে পড়িতে চলিয়া যায়।

উষ্ট্রগণ ক্রন্দন করিয়া থাকে। উষ্ট্র অতি সহিষ্ণু, কিন্তু মরুভূমির উপর দিয়া যাত্রা করিতে করিতে যখন তাহারা কোন বিপদে পতিত হয়, তখন তাহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখা যায়।

মাকড়সা নীচে নামিবার সময় স্বীয় মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক নামিয়া থাকে, আবার উপরে উঠিবার সময় সেই সূতাটী উদরসাৎ করিতে করিতে উঠিয়া যায়।

কতকগুলি জন্তু বায়ুমান যন্ত্রের কাজ করে। তাহাদের কার্য্য ও গতি পরীক্ষা করিয়া ঝড় বৃষ্টি হইবে কিনা তাহা অবগত হওয়া যায়। এক জাতীয় শামুক আছে, তাহারা বৃষ্টির পূর্ব্বে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকে। কিয়দ্দিবস পরে যে বৃষ্টিপাত হইবে, তাহা যদি দুই চারিদিনের অধিককালব্যাপী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে শামুকগুলি বৃক্ষের পাতার নীচের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করে, নচেৎ পাতার উপর দিকে অবস্থিতি করে। অপর এক জাতীয় শামুক আছে, বৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদিগের গাত্র পীতবর্ণ ধারণ করে। মাকড়সার গতি ও কার্য্য পরীক্ষা করিয়া ও ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব সংবাদ পাওয়া যায়। যখন দেখা যায়, মাকড়সাগুলি

নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে অনধিককাল মধ্যেই বৃষ্টিপাত হইবে। বৃষ্টির সময় যদি মাকড়সাকে বিশেষ কার্য্যশীল হইতে দেখ, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে অবিলম্বে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইবে।

আখ্যান মালা।

(১৪ শ সংখ্যা।)

১। একজন বিখ্যাত পারস্য দেশাধিপতি মৃগয়ায় গমন করিয়া ভৃত্যগণকে মৃগমাংস ভোজনের আয়োজন করিতে আদেশ দেন। সঙ্গে লবণ না থাকায় এক বালক লবণানয়নার্থে এক গ্রামে প্রেরিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বালকটিকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ লবণের মূল্য লইয়া যাইও।" তাঁহার ভৃত্যেরা প্রভুর কথাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সামান্য লবণ বিনামূল্যে গ্রহণ করিলে দোষ কি?" সম্রাট উত্তর করিলেন "পৃথিবীতে যত অমঙ্গল দেখা যায়, সকলি একটু একটু করিয়া এতটুকু হইয়াছে। আমি যদি লবণ লই, আমার ভৃত্যেরা হয়ত একটি গাভী লইবে।"

মানব জীবনে সর্ব্বদাই তিল হইতে তাল পরিমাণ অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২। একদা এক ব্যক্তি আল্ভায় ডিউককে জিজ্ঞাসা করেন, "অমুক বৎসরের সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছিলেন কি?" তিনি উত্তর দেন, "আমি সংসারের কার্য্যে এত লিপ্ত যে আকাশের দিকে দৃষ্টি করিবার সময় পাই না।"

অধিকাংশ লোকেরই এই অবস্থা। আমরা সংসারে এত লিপ্ত যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে আসন পাতিতেই পান না।

৩। রোম-সম্রাট ভেস্পেসিয়ান্ নিশাকালে আত্মানুসন্ধান করিতেন। যে দিবস কোন হিতকর কার্য্য না করিতেন সে দিবস দৈনন্দিন লিপিতে "আমি এক দিন হারাইয়াছি" লিখিতেন। মহাত্মাগণ আত্মানুসন্ধান দ্বারা চরিত্র সংশোধন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ উহা উন্নতি ও পবিত্রতা লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। দৈনন্দিন লিপিতে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী ও দোষাদোষ সংক্ষেপে লেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৪। মেসিডনাধিপতি সেকেন্দার সাহ একদা জ্বর-রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসক ফিলিপ্ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। সেকেন্দার সাহ একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে একব্যক্তি ফিলিপ্‌কে

বিশ্বাসঘাতক, ও ঘুস লইয়া স্বীয় প্রভুর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল। ফিলিপ্ ঔষধ হস্তে সেকেন্দারের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেকেন্দার চিকিৎসকের হস্তে পাঠার্থে পত্রখানি দিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে ঔষধ পান করিতে লাগিলেন। এই বিশ্বাস ব্যর্থ হইল না, কারণ সেই ঔষধেই রোগীর বিশেষ উপকার হইল। সরল অকপট বিশ্বাসের নিকট যেমন মনুষ্য, তেমনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরও পরাজিত।

৫। একজন রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী সাগরবক্ষে ভয়ানক ঝড়ের সময় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রিয়তম! তুমি এত ঝড়ের সময় কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ?" তাঁহার স্বামী উঠিয়া তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া স্ত্রীর বক্ষের দিকে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমার ভয় হইতেছে না?"

তাহার স্ত্রী অমনি বলিলেন,—"না, কখনই না।" কর্ম্মচারী—কেন?"

স্ত্রী,—"কারণ আমি জানি উহা আমার স্বামীর হস্তে রহিয়াছে এবং তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন যে কখন ও আমার অনিষ্ট করিতে পারেন না।"

কর্ম্মচারী,—"স্মরণ রেখ, আমি ও জানি আমি কাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। তাঁহারই হস্তে ঝড় বায়ু রহিয়াছে। তাঁহারই হস্তে সমুদ্রের বারি রহিয়াছে, ভয় ভাবনা কিসের?"

"ধন্য সেই জন তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে সেই দান!"

মুক্তিফৌজের জয়।

মুক্তিফৌজের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ ঘটনা। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ যে গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ হইয়াছেন—পাপভারাক্রান্ত দারিদ্র্য-নিপীড়িত হতভাগ্য নরনারীগণের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য জ্ঞান শিক্ষার উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া হার্বার্ট স্পেন্সার, ম্যাথু আর্ণল্ড, ফ্রেডারিক হ্যারিসন্ প্রভৃতি জ্ঞানীগণ বহু চেষ্টা দ্বারাও যে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন নাই, মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা জেনারেল বুথ কায়াগত জীবনের বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ও সেই লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনয়ন করা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ "সবলের জয়, দুর্ব্বলের পরাজয়" এই যে নীতি প্রচার করিতেছেন, জেনারেল বুথ সেই নীতির অসারতা হাতে কলমে প্রমাণ করিয়াছেন। "মুক্তিফৌজ" ও ইহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিলে তাহা অতি

রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সহিষ্ণুতার সহিত মুক্তিফৌজের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে এসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

"মুক্তিফৌজ" এই নাম শুনিলেই অনেকের হাস্য ও অবজ্ঞার উদয় হইয়া থাকে। আমরা জানি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে যাহাদের দৃষ্টি বিকৃত হইয়াছে, তাহাদের মনে এইরূপ অবজ্ঞার ভাব হওয়াই সম্ভব। পৃথিবীতে যখনই কোন ধর্ম্মের প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সতর্ক বিষয়ী লোকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে পাগ্‌লামি জ্ঞানে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু মহৎ ভাবের নিকট আত্মবিসর্জ্জন করিয়া যে সকল মহাপুরুষ সংসারের লোকের দ্বারা পাগল পাগল বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছেন, অজ্ঞ লোকের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, সেই সকল সাধু মহাজনের অটল বিশ্বাসের কার্য্য দেখিয়াই ভবিষ্যতে জ্ঞানীগণ অবাক্ হইয়াছেন, সংসারাসক্ত সান্দগ্ধচিত্ত নরনারীগণ মহত্বের সম্মাননা করিতে ও মহৎকার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। মুক্তিফৌজ জিনিসটা কি? ইহা কোন পার্থিব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। ইহা বর্ত্তমান যুগে একটী অলৌকিক ক্রিয়া। মুক্তিফৌজ এই পরিদৃশ্যমান জগতে সেই অব্যক্ত অদৃশ্য ঐশীশক্তির প্রকাশ। মুক্তিফৌজ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের একটী লীলা মাত্র। পঁচিশ বৎসর অতীত হইল অর্থহীন সহায়হীন বুথ্ একমাত্র সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া "মুক্তিফৌজের" সৃষ্টি করেন। যেরূপ আয়োজন থাকিলে মহৎ কার্য্যে হাত দিয়া মানুষ সংসারে কৃতকার্য্য হয়, বুথের তাহার কিছুই ছিল না। অধিক কি, বুথের একটী উপাসনালয় পর্য্যন্ত ও ছিল না। কিন্তু আজ সংসারের দরিদ্র, হীন ও অকর্ম্মণ্য নরনারী সকল কুড়াইয়া লইয়া বুথ্ মুক্তিফৌজকে এক প্রবল শক্তি করিয়া তুলিয়াছেন। আজ পৃথিবীর ২,৮৬৪ স্থানে প্রচার ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে মুক্তিফৌজের ৯০০০ সহস্র কর্ম্মচারী নরনারীর মুক্তির সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে। আজ মুক্তিফৌজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বৎসরে প্রায় ৭,৫০,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৭৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা) অর্থাগম হইয়া থাকে। একদিন যে মুক্তিফৌজের হাতে এক কড়া কাণা কড়িও ছিল না, সেই মুক্তিফৌজ পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় আজ ১৮ কোটী পাউণ্ড (১৮০০০০০০০ টাকা) নগদ সম্পত্তির অধিকারী, একি সামান্য কথা!

সচরাচর ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনা যায়, তাহা অপেক্ষা এই ঘটনাটী কি কম আশ্চর্য্য!

বর্ত্তমান সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে বোধ হয় আর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই মানব সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্ম এরূপ অদ্ভুত আয়োজন করিতে সক্ষম হন নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন উনবিংশ শতাব্দীর গতি কোন্‌দিকে। ভোগসুখের দিকেই মানবের লক্ষ্য ও চেষ্টা। দৈহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই জীবন কৃতার্থ হইল বলিয়া মানুষ মনে করে। দৈহিক সুখের উপরে আর যে কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠতর সুখ থাকিতে পারে, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উপরে আর যে কোন অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ সম্ভব, উনবিংশ শতাব্দীর পোনে-ষোল আনা লোকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়। ঘটনার স্রোতে মানুষ ভাসমান, ঘটনার নিয়ন্তা আধ্যাত্মিক শক্তিকে মানুষ চিনিতেও পারে না, চিনিবার জন্ম ব্যস্তও নয়।

মহাত্মা বুথ্ এই বর্ত্তমান মানব সমাজের গতি ফিরাইয়াছেন। নাস্তিকতার ও স্বার্থপরতার কঠিন পাষাণ গালিয়া বিশ্বাস ও প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন। যে মহৎ ভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা বুথ্ এই মহৎ কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, জেনারেল বুথের মত ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি আছে কি না তাহাও আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। অপূর্ণ মানব কখনই ভুল ভ্রান্তির অতীত হইতে পারে না। অসাধারণ মহত্ত্ব ও অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইলেও বুথ্ অপূর্ণ মানব বই আর কিছুই নন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভুল ভ্রান্তির সম্পূর্ণ অতীত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। যাহাহউক জনসমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত নগণ্য বুথ্ ও তাঁহার পত্নী লণ্ডন সহরের পূর্ব্বদিকে অতি দীনভাবে জীবন কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি-প্রভাবে এমন সামান্য দুটী লোক এই মহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিলেন!

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ইন্দোরের মহারাজা তাঁহার রাজ্যের মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজার উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতাকে ধন্যবাদ।

২। কুমারী এ ফ্রামজী নাম্নী এক পারসী রমণী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে লণ্ডন স্থিত বিদ্যালয়ে ভারত হইতে যাইতেছেন। ভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

৩। কাশীতে জলের কলের জন্য এক দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পথ করা হইবে, এই জনরবে বহু লোক ক্ষেপিয়া সহর তোলপাড় ও অনেক উপদ্রব করে। ৫০০ লোক গ্রেপ্তার হইয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

৪। গত চৈত্র সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হয়, তাহাতে এত যাত্রী সমবেত হইয়াছিল যে লোক প্রতি ⁄০ আনা করিয়া মাসুল লইয়া ২৫,০০০ টাকা উঠিয়াছে। পুলিসের ভাল বন্দোবস্ত থাকাতে কোন গোলযোগ হয় নাই, তবে কয়েকটী সন্ন্যাসী ইচ্ছাপূর্ব্বক গঙ্গার গর্ভে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।

৫। বৈঁচীর এক পতিব্রতা যুবতীর কথা শুনা যায় তিনি স্বামীর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে গায়ে কাপড় জড়াইয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেবল এই মাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন, স্বামীর শ্মশানে যেন তাঁহার দেহ নিহিত হয়।

৬। ইংরাজ সৈন্য মণিপুর রাজ-বাটী দখল করিয়াছে। মহারাজ ও সেনাপতি পলায়ন করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কলিকাতা পথপ্রদর্শক—সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীপ্যারীমোহন দাস, মূল্য ।⁄০ আনা মাত্র। কলিকাতার ছোট বড় সকল রাস্তা এবং বাটী ও বাসিন্দার নাম একখানি মানচিত্রের সহিত যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পুস্তকখানি বিশেষ উপকারে আসিবে। গ্রন্থকার বিবরণগুলি সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

২। কুইনাইন ব্যবহার—শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, প্রণীত, মূল্য ৴০ মাত্র। কুইনাইন জ্বর রোগের যেরূপ প্রচলিত ঔষধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রয়োগ প্রণালী জানা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা না জানাতে অনেক স্থলে হিতে বিপরীত ঘটে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কুইনাইন ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

৩। দম্পতি সুহৃদ্—ললনা সুহৃদ প্রণেতা শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। যদিও গ্রন্থকার অনেক ভাল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ পুরাতন কথা। স্বামী স্ত্রীর পত্রগুলি যেন কিছু বাড়াবাড়ী রকমের ও বাহ্যিকতায় পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণ বিষয় ছাড়া এ পুস্তকে নূতন শিখিবার আর কিছুই নাই। ফলতঃ গ্রন্থকার ললনা সুহৃদ লিখিয়া যেরূপ প্রশংসনীয় হইয়াছেন, ইহাদ্বারা সেরূপ হইতে পারেন নাই। রূপতৃষ্ণা ও সুখ তৃষ্ণা প্রবন্ধ দুটী মন্দ নহে।

বামারচনা।

অভাগিনী। *

১

সাঁঝের বাতাস অই ধীরে বয়ে যায়।
কেবে তুই এলো চুল,
কচি মেয়ে বেল ফুল,
তোর মা, বাঁধেনি খোপা, অমন মাথায়?
অমন সোণার দেহ,
সে অভাগী ক'রে স্নেহ,
দেয় নি সাজিয়ে আহা, মণি মুকুতায়?
তার যদি নাই ধন,
দেশে আছে ফুল বন,
মালা, বালা, দুল, ফুলে সব গাঁথা যায়;
ফুলের ভূষণ দিয়ে,
দিব তোরে সাজাইয়ে,
আয়রে সরলা মেয়ে মোর বাড়ী আয়!
সাজাব ফুলের রাণী ফুলের ছটায়।

২

তোরা কারা?—কেন হেন র'লি অধোমুখে
কি ক'রি কি করি আর,
বুঝেছি তা এইবার,
সিঁথীতে সিঁদুর নাই—আলো নাই বুকে!
উহুহু। এ কচি মেয়ে,
কে দিয়েছে মাথা খেয়ে,
কেমনে কাটাবে কাল চিতা রাখি বুকে!
জলন্ত আগুণ জ্বালা,
কেমনে সবেরে বালা,
জীবন্তে পুড়িবে বাছা মা' বাপ সম্মুখে!
বোঝে না যে "বিয়ে" হায়।
তায় আজি একি দায়,
"বিধবা কহিতে বুক ফেটে যায় দুখে,
বিধি হে! এ পোড়া বিধি কে আনিল মুখে?

৩

জড়ায়ে মায়ের গলে, কয় কানে কানে,
"সাথী সব খেলা ঘরে,
কত কি গহনা পরে,
দেনা মাগো দুটোদুল দিয়ে মোর কানে।"
কভু কয় সেধে সেধে
"দেওনা মা চুল বেঁধে"
কত স'য় অভাগিনী মায়ের পরাণে?—
হায় রে কপাল পোড়া,
কি আগুণ বুক যোড়া,
সাথীদের বিয়ে হবে যাবে পতি-স্থানে,
অবোধ অভাগী মেয়ে,
বেড়াবে যে মুখ চেয়ে,
ওর যা, হয়েছে ও' তা স্বপনে না জানে!
অফুটন্ত কলিকায়,
রাক্ষসে দলিবে পা'য়!
সাবাসি সাবাসি বটে "হিন্দুর সন্তানে"
গড়া কি তোদেরি বুক নিরেট পাষাণে!

৪

কারে গো সাজা'স তাই মুক্ত সন্ন্যাসিনী?
না বাঁধিতে হাতে হাত,
আগে "হবিষ্যান্ন" ভাত,
না হ'তে "সম্রাজ্ঞী" আগে পথ-ভিখারিণী
কে তোরা হৃদয়হারা,
কি বলিলি "ধ্রুব তারা"
পাখিরে পড়ালি কেন "হরে কৃষ্ণ" বাণী?
বয়: আট, নয়, দশে,
সিঁথীর সিঁদুর খসে,
বালিকা বাধতে তোর, শাস্ত্র টানাটানি?
বোঝে না যে খাদ্যাখাদ্য,
"ব্রহ্মচার্য্য" তার সাধ্য?—
"না হ'লে থাকে না মান, লোকে কাণা
কাণি"
এই তোর শাস্ত্র তত্ত্ব—হায় অভিমানী!

---

* একটী বিধবা বালিকা দর্শনে লিখিত।

৫

"আত্মা-মেধ যজ্ঞে" এরা করিয়াছে মতি,
কচি কচি প্রাণ তায় দিতেছে আহুতি!"
অধর্ম্মে ধর্ম্মের নাম,
হতেছে তো অবিরাম,
ভারত! ভারত! তোর কি হবে মা গতি?
এদের নিঠুর প্রাণ,
মুখে করুণার গান,
শুনায় অধ্যাত্ম যোগ তপস্যা মুকতি;
কিন্তু আঃশিপান যারে,
সে কি তা বুঝিতে পারে,
দশ বছরের মেয়ে—বোঝে কি সে গতি?
বোঝে কি সে ধর্ম্ম মোক্ষ বোঝে কি সে
পতি?

৬

জানিয়া, চিনিয়া পতি হারা হয় যারা,
স্বর্গীয় পতির তরে,
তারাই জীবন ধরে,
পূজে সে দেবেরে দিয়ে প্রেম-অশ্রুধারা,
জগতের ধন রত্ন,
নাহি লোভ নাহি যত্ন,
স্বরগে সর্ব্বস্ব তাই অবনী সাহারা;
ভোগ সুখ সাধ যত,
দায়তের পদে রত,
আত্ম দান বিধাতায়, নিত্য নির্ব্বিকারা!
তারাই "বিধবা" ঠিক,
"ব্রহ্মচর্য্য বাস্তবিক,
তাদেরি পরম ব্রত "দেবাশীষ" পারা।
একি নিদারুণ এ যে কাঁচা কচি মারা!

৭

আয়রে সোণার বাছা কোলে করি আয়!
দেখাই 'গে' দেশে দেশে,
ভীষণ রাক্ষসী বেশে,
পাষাণ মানুষ তোরে কেমনে সাজায়!
নাই দয়া নাই ধর্ম্ম,
বোঝে না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম,
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়!
কি বাজে গড়া যে বুক,
রক্ত নাই এত টুক,
অনা'সে কলিকা টুকু আগুণে পোড়ায়!
কত তর্ক কত ছল,
কত আসুরিক বল,
রাখিতে আপন কথা কত কি যোগায়?—
এ রাক্ষস পুরে বাছা, দাঁড়াবি কোথায়?

৮

হাদে তোর পায়ে পড়ি, বঙ্গবাসী ভাই,
একবার দেখ' চেয়ে,'
"ননীর পুতলী মেয়ে
জীবন্তে ধরিয়া মোরা আগুণে পোড়াই"!
খেতে খেতে যার ছুটি,
হেসে হয় কুটি কুটি,
তার তরে একাদশী, কি বলিস ছাই!—
যে জানে না পতি সেবা,
পতিকে বোঝে না যেবা,
তার বিয়ে দিতে বিধি, তোর শাস্ত্রে নাই।
আমি তো বুঝনে মর্ম্ম,
"পূঃ পূজ্য আর্য্য ধর্ম্ম"
অধর্ম্মে ডুবাব কেন—কেন এ বড়াই?—
আয়রে আগুণ জ্বেলে,
দেশাচার দেই ঢেলে,
ভারত কলঙ্ক আজ, সমূলে পোড়াই—
আমরা মানুষ, আয় মানুষি দেখাই!

লেঃ শ্রী ***

ভ্রমসংশোধন।

গতবারের বামাবোধিনীতে "খাসিয়া জাতি" প্রবন্ধে ২য় ছত্রে (৩৬৬ পৃষ্ঠা) "উত্তর পূর্ব্ব দিকে" না হইয়া "দক্ষিণ পশ্চিম কোণে" হইবে। এবং "প্রাণি-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে (৩৬৯ পৃষ্ঠা) ১ম ছত্রে "বিড়াল" না হইয়া "কুকুর" হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৭ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮—জুন ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর দেশভ্রমণ।—মহারাণী ভিক্টোরিয়া ফরাসীদেশ ভ্রমণ করিয়া গত ১লা মে লণ্ডননগরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভ্রমণকালে তাঁহার সহিত কয়েকজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন তাঁহার বিশেষ প্রিয় ও বিশ্বাসী। সে তাঁহার গাড়ীর পশ্চাতে বসে; তিনি যেখানে যান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় এবং আবশ্যক হইলে তিনি তাহার বাহুর উপর ভর দিয়া পদব্রজে চলিয়া থাকেন। এই ব্যক্তি মহারাণীর ভূতপূর্ব্ব প্রিয়তম অনুচর জন ব্রাউনের স্থান অধিকার করিয়াছে।

মণিপুর অধিকার।—যুবরাজ কুলচন্দ্র ও সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ পারিষদগণ সহ পলায়ন করাতে ইংরাজ সৈন্য বিনাযুদ্ধে মণিপুর অধিকার করিয়াছে। পথে ২০০ মণিপুরীর সহিত একদল ইংরাজ সেনার যুদ্ধ হয়, তাহাতে কয়েকজন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ গুরুতর রূপে আহত হন, কিন্তু শত্রুগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। ইংরাজসৈন্য এখন মণিপুর প্রাসাদে। জেনারল কলেট মণিপুরের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া কার্য্য করিতেছেন। হত ইংরাজদিগের শব সমারোহে কবরে সমাহিত হইয়াছে। মণিপুরীরা অবাধে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতেছে। এখন দোষীদিগের দণ্ডবিধান অবশিষ্ট আছে। কয়েকজন অপরাধী ধৃত হইয়া বিচারাধীন আছে। কুলচন্দ্র ও ধরা পড়িয়াছেন। টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে ধরিবার জন্য লোক সকল

প্রেরিত হইয়াছে। মণিপুর শীঘ্রই সুশাসিত হইবার সম্ভাবনা।

দান।—গৌরীপুরের রাণী মণিপুরে বিপদ্‌গ্রস্ত ইংরাজ ও দেশীয়দিগের সাহায্যার্থে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সুরাপান নিবারণ।— প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া দ্বীপের রাজা ঘোষণা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রকার মাদক পানীয় বিক্রয় বা বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিবে, তাহার গুরুতর দণ্ড হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ সাহস নাই!

স্ত্রীলোকের সাহস—ভূতপূর্ব্ব মণিপুর রেসীডেণ্টের পত্নী বিবি গ্রিমউড পাহাড়িয়ার পোষাক পরিয়া আশ্চর্য্য সাহস ও বুদ্ধি কৌশলে ইংরাজসৈন্যদিগকে পথ দেখাইয়া মণিপুর হইতে আনেন, পরে তাহারা সেনাপতি কাউনীর সৈন্যদলের সহিত মিলিত হয়। তাঁহার শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

ঘূর্ণাবায়ু।—গত ২০এ এপ্রেল যশোহরের পুরলম নামক গ্রামে হঠাৎ এক ঘূর্ণাবায়ু উঠে, তাহাতে ৮টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং কতক স্থানের সমুদায় গৃহ, বৃক্ষ প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা।—পৃথিবীর অধিবাসী ১৫১ কোটী ২ লক্ষ ৮১ হাজার। তন্মধ্যে এসিয়ায় প্রায় ৮৩ কোটী, ইউরোপে ৩৫ কোটী, আফ্রিকায় ২০ কোটী এবং আমেরিকায় ১১ কোটী, সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের বাস।

ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কীর মৃত্যু।—থিওজফীর অধিনেত্রী অশেষ গুণবতী এই রমণীর মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত বিষাদিত হইলাম। ইনি রুসীয় মহিলা হইয়াও ভারতের পরম হিতৈষিণী ছিলেন এবং ইহার গৌরব বৃদ্ধির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন;—

শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র।
,, বসন্তকুমারী গুপ্ত।
,, কিরণশশী মুখোপাধ্যায়।
,, কৈলাসবাসিনী গুহ।
,, ক্ষীরোদাসুন্দরী রায়।
,, যাদুমণি দেবী।
,, হেমাঙ্গিনী দেবী।
,, শশীমুখী নাথ।
,, এগ্নেস্ সিসিলিয়া ব্যাষ্টিন।
,, শান্তমণি বিশ্বাস।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম উত্তীর্ণাদিগের প্রথম স্থানীয় শরৎকুমারী মিত্র কলিকাতার ৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

মণিপুরের পতন।

মহাভারতে বর্ণিত আছে অর্জ্জুন তীর্থভ্রমণকালে চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁহার যে সন্তান হয়, তিনি বভ্রুবাহন নামে অভিহিত হন এবং মাতামহ-প্রদত্ত মণিপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পাণ্ডবেরা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য অশ্ব লইয়া নানা দেশ পর্যটন করেন, তখন মণিপুর-রাজ সেই অশ্বমেধের ঘোড়াকে বাঁধিয়া রাখেন। মহাভারতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি,
তিনবৃন্দ সেনা তার নবলক্ষ হাতী.
এক লক্ষ নৃপতি রাজার সেবা করে,
নানা রত্ন আনে সেই ভূপতি গোচরে,
চিত্রাঙ্গদা পুত্র সেই অর্জ্জুন-নন্দন,
নবলক্ষ রথ যার আছে সুশোভন।
ষাটী কোটী অশ্ব আছে রণেতে যাহার,
মহাবল বভ্রুবাহ বীর অবতার।"

অশ্বরক্ষক বীরাগ্রগণ্য স্বয়ং অর্জ্জুন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-চমূ, রথী ও মহারথী সকল ছিলেন। বভ্রুবাহন মাতৃ-উপদেশে প্রথমতঃ অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া অর্জ্জুনকে সন্তুষ্ট করিতে চান, কিন্তু তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে অপ্রস্তুত হওয়াতে এবং তাঁহার মাতার প্রতি নানা প্রকার কটুকাটব্য প্রয়োগ করাতে তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। পুরাণে লিখিত আছে এই যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণবিনাশ হয়, কিন্তু পরে পাতাল হইতে মণি আনিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করা হয়। তখন অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে বীরপুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন এবং সদ্ভাবে তাঁহার নিকট হইতে যজ্ঞের অশ্ব লইয়া প্রস্থান করেন।

দ্বাপরযুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত মণিপুরে সেই বভ্রুবাহনের বংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, ১৮৯১ সালের ২৭এ মে বৃটিষ কেশরীর গ্রাসে সে রাজত্ব কবলিত হইয়াছে এবং মণিপুর রাজপ্রাসাদের উপর বৃটিষ জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। মণিপুরের সিংহাসনে গত ৬ বৎসর সুরচন্দ্র সিংহ অধিরূঢ় থাকিয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক বৃটিষরাজের সহিত মিত্রভাব রক্ষা করিতে ছিলেন। ৫০।৬০ বৎসর হইল মণিপুরের সহিত ইংরেজের মিত্রতা এবং পরস্পরে পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। ব্রহ্মদেশীয়দিগের হইতে মণিপুরকে ইংরাজেরা অনেকবার রক্ষা করিয়াছেন এবং গত ব্রহ্মযুদ্ধে মণিপুরীরাও ইংরাজদিগের প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। গত আশ্বিন মাসে মণিপুর

রাজবাটিতে এক ভয়ানক রাজদ্রোহ হয়। সুরচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র যুবরাজ ও তৎকনিষ্ঠ টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা রাজ্য লাভের বাসনায় হঠাৎ এক রজনীতে রাজাকে আক্রমণ করেন। রাজা প্রাণ লইয়া পলাইয়া কলিকাতায় আশ্রয় লন। এদিকে কুলচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পদচ্যুত রাজা সুরচন্দ্র রাজপ্রতিনিধির নিকট আত্মকাহিনী সবিস্তার বর্ণন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজপ্রতিনিধি জানি না কি অভিপ্রায়ে গত মার্চ্চমাসে চারি পাঁচশত গুর্খা সৈন্য সহিত চিফ কমিসনার কুইন্টন সাহেবকে মণিপুরে পাঠাইয়া একটী দরবার করিতে আদেশ করেন। কুইন্টনের দরবারে যুবরাজ আসেন, সেনাপতি উপস্থিত হন না। সেনাপতি রাজ্যের যত গোলযোগের মূল, এই জন্য তাহাকে বন্দী করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাহউক যুবরাজ আসিলেন না দেখিয়া ইংরাজসৈন্য তাহার বাটী আক্রমণ করেন। রাজবাটী রক্ষার্থ ৬০০০ মণিপুরী নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারা স্বল্পপরিমিত ইংরাজসৈন্যকে পরাস্ত করে। ইংরাজসৈন্য রেসিডেন্সীতে ফিরিয়া আসিলে রাজবাটী হইতে তাহার উপর অসংখ্য গোলাগুলি বর্ষিত হয়। সুবিধা নাই দেখিয়া চিফ কমিসনার সন্ধির প্রস্তাব করেন। উভয় পক্ষের সংগ্রাম স্থগিত হয়। পরে চিফ কমিসনার রেসিডেণ্ট গ্রিমউড ও আরও কয়েকটী সহচর সমভিব্যাহারে যেমন রাজবাটী উপস্থিত হইলেন, মণিপুরীদিগের দ্বারা তাঁহারা বন্দীকৃত ও হত হইলেন। তৎপরে মণিপুরীরা পুনরায় ভয়ঙ্কররূপে রেসিডেন্সী আক্রমণ করেন। কর্ণেল বয়লো ও বিবী গ্রিমউড উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈন্যদলসহ কাছাড় অঞ্চলে পলাইয়া যান।

ইংরাজসৈন্য সুসজ্জিত হইতে যে ২।৩ সপ্তাহ বিলম্ব হয়, কুলচন্দ্র ও টীকেন্দ্রজিৎ সেই স্বল্প মাত্র কাল মণিপুরের উপর একাধিপত্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে গত ২৭ শে মে তারিখে কাছাড়, টামু ও কোহিমা তিনদিক্ হইতে ৩ দল সৈন্য মণিপুরে উপনীত হইয়া দেখেন রাজধানী শূন্য, যুবরাজ সেনাপতি প্রভৃতি পলায়িত। পথে দুই স্থানে সামান্য যুদ্ধ হয়, কিন্তু ৩ দল সৈন্য আসিয়া অবাধে রাজধানী অধিকার করিয়াছে। মণিপুরবাসীরা ইংরাজদিগের প্রতি যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছে। এখন পলায়িত রাজবংশীয়দিগকে ধৃত ও দণ্ডিত করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্য ব্যস্ত।

মণিপুর লইয়া কি করা হইবে, তাহার প্রসঙ্গ চলিতেছে। যাহাই হউক ইহার চিরন্তন স্বাধীনতা যে বিলুপ্ত হইল এবং ইহা যে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাভারতের বর্ণনার সহিত এখন এই

বর্ণনা:র তুলনা কর:—

মণিপুরে কুলচন্দ্র নামে নরপতি,
কুক্ষণে ইংরাজ সনে যুঝিবারে মতি.
কুমন্ত্রী টীকেন্দ্রজিতে করিয়া সহায়,
বধিল মৃগেন্দ্র পঞ্চ দুষ্ট ছলনায়।
আইল ব্রিটিষচমূ করিবারে রণ,
প্রাণভয়ে কাপুরুষ করে পলায়ন।
মণিপুর স্বাধীনতা-রবি অস্তমিল,
কুলচন্দ্র কুলাঙ্গার সবংশে মজিল।

---o---

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা। *

প্রথম প্রস্তাব।

এই বিশাল জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে সর্ব্ব সমাজেই পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে হীনতর অবস্থায় জীবনাতিপাত করিতে হইতেছে। পূর্ব্বতন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকেরা বেদ পাঠের অনধিকারিণী; খৃষ্টান ও য়িহুদী সম্প্রদায়েরা ধর্ম্মানুশীলন হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন; মুসলমানেরা তো ইঁহাদিগের আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন; এইরূপ জন-সমাজে অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের অবস্থার হীনত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান-সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালী রমণীদিগের অবস্থা আবার অধিকতর নিকৃষ্ট দেখা যায়। অন্যান্য সমাজের ললনাগণ পুরুষজাতির নিরন্তরে থাকিয়া, কোথাও বিপুল বিদ্যা বুদ্ধি উপার্জ্জন করিতেছেন, কোথাও "স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার" দেখাইতে পুরুষজাতির প্রতিপক্ষে তুমুল আন্দোলন করিতেছেন, কোথাও মহাসভার সভ্য হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কোথাও, যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতেছেন; মেথডিষ্ট খৃষ্টান মহিলাগণ ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী ও ধর্ম্ম-দীক্ষা কারিণীরূপে ব্রতী হইয়াছেন এবং আমেরিকার ইউনাইটেড প্রদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরিতেছেন। আমরা বঙ্গমাতার কন্যা— এই সকল ঘটনার কোন কোনওটী শুনিয়া বিস্ময়াপন্না হই এবং কোন কোনওটী স্ত্রীলোকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করি। বোধহয় আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জানেন যে, বঙ্গরমণী চিরদিনই পুরুষের ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছেন। পুরুষদিগের আদেশ ও ইচ্ছাক্রমে ইঁহাদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, রুচি ও কার্য্য-কলাপ বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে। মনুষ্য, পশু, ক্রীত দাসী, কিংবা রাজ্ঞী পুরুষেরা

---

* ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক প্রবন্ধ উপলক্ষে লিখিত।

ইচ্ছামত যখন যাহা সাজাইতেছেন, বঙ্গ মহিলাকে তাহাই সাজিতে হইতেছে। বলবানের সহিত দুর্ব্বলের, প্রভুর সহিত ভৃত্যের ও ইংরেজের সহিত বাঙ্গালীর যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালী পুরুষদিগের সহিত বঙ্গরমণীগণেরও সেই সম্বন্ধ। অত্যাচারী বা ক্রূরপ্রকৃতি ইংরেজ রাজপুরুষ হইলে বাঙ্গালীকে যেরূপ তাঁহার দুর্ব্যবহার সহিতে হয়, স্বার্থপর কি হৃদয়হীন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া বাঙ্গালা রমণীকেও সেইরূপ পদে পদে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে যেমন ভারতের প্রকৃতহিতৈষী বন্ধু আছেন, দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যেও সেইরূপ স্ত্রীজাতির যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী হিতকারী ব্যক্তিগণও রহিয়াছেন; এই সকল মহোদয় আছেন বলিয়াই আজি উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিতে ও জন সমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আর বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে যিনি যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা এই নারী-হিতৈষী মহাত্মাদিগের একান্ত স্বার্থপরায়ণতা, অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার ও অসাধারণ মহত্ত্বের ফল। আশা করি আমার জাতীয় ভগিনীগণ, কৃতজ্ঞ চিত্তে ও একবাক্যে এই কথা স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে ইঁহাদিগের শিক্ষা, জ্ঞান, রুচি, কার্য্য ও ক্ষমতা আলোচনীয়। এরূপ স্থলে বঙ্গমহিলাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে পারিবারিক অবস্থা ও অপর ভাগে সামাজিক অবস্থা প্রকাশ করা যাইতে পারে। পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের যে অবস্থা তাহাকে পারিবারিক অবস্থা এবং পরিবারের বাহিরে অর্থাৎ সাধারণ লোকসমাজে যে অবস্থা, তাহাকে সামাজিক বা লৌকিক অবস্থা বলিলাম।

১ম পারিবারিক অবস্থা—পরিবারভুক্ত রমণীদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীস্থ দেখা যায়। ১ম. কুমারী, ২য় সধবা, ৩য় বিধবা। কুমারী—সাধারণতঃ বালিকাগণই বাঙ্গালাদেশে কৌমার্য্যাবস্থায় কালযাপন করেন।* বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র বালিকা প্রকৃতিমাতার হস্তে সংসারের ভাবী স্ত্রীলোক গঠিত হইতেছে। যে শিশুবালা সংসার কাননে কুসুম কলিকা, যে কয়টী মুকুতা দন্তে প্রবাল হাসি হাসে, যে মধুমাখা আধ আধ আধ কথা বলিয়া শ্রোতার কানে অমৃত ঢালিয়া দেয়, যাহার অঙ্গভঙ্গি সমস্তই স্বর্গীয়—এই শিশুবালাই একসময়ে ভগ্নীরূপে ভ্রাতার সাহায্য করিবে, ভার্য্যারূপে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবে, বধূরূপে পতি-গৃহ-সেবিকা হইবে, মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রদত্ত সন্তান প্রতিপালন করিবে, গৃহিণীরূপে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে এবং কন্যারূপে মাতাপিতার চরণে আজীবন ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিতে থাকিবে; এই কলিকা

* কুলীন ব্রাহ্মণদিগের গৃহে যুবতী ও বৃদ্ধাও কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা থাকেন।

প্রস্ফুটিত হইলে ইহা দ্বারা এতগুলি কার্য্যের সম্ভাবনা আছে। যাহাদ্বারা ভবিষ্যতে এতগুলি গুরুতর কার্য্য সাধিত হইবে, তাহাকে তদুপযোগী করিয়া পালন করা মাতার একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশীয় জননীরা অজ্ঞতা-নিবন্ধন শিশুপালনের গুরুতর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহারা সন্তানের মানসিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলার্থে ততদূর যত্নবতী হন না, শারীরিক সুস্থতার জন্যেই বিশেষ ব্যগ্র হন। সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হইতেছে কি না, তাহার মনে ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তির বীজ নিহিত হইতেছে কিনা, সে দিকে মাতার দৃষ্টি নাই; সন্তান হৃষ্টপুষ্ট হইল কি না, তাহার শরীর সবল সুস্থ রহিল কি না, সেই দিকেই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি। এই কারণে বালিকা বাল-স্বভাব-সুলভ কোনও অন্যায় কাজ করিতে গেলে মাতা কাল্পনিক ভয় ও মিথ্যালোভ দেখাইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন; সময়ে মিথ্যা কথা বলিতেও বাধ্য করেন, কখনও অযথা স্নেহ ও আদরের অনুরোধে সন্তানকে গুরুতর দোষের লঘুদণ্ড দিয়া তাহাকে নিঃশঙ্ক ও স্বেচ্ছাচারী করেন, কখনও বা লঘু দোষে গুরুদণ্ড দিয়া মাতৃস্নেহের প্রতি সন্তানের অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকেন। বালিকা জ্ঞানের উদ্রেক হইলে তাহার ঠাকুরমা, দিদীমা প্রভৃতি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বিবাদ কলহ করাইতে অভ্যস্ত করেন, এবং তাহাদিগকে কতকগুলি অশ্রাব্য এবং অকথ্য কথা শিক্ষা দেন। অপরিণামদর্শিনীগণের হস্তে বালিকা জীবনের প্রথমাবস্থা, পরম-রমণীয় শৈশবকাল এইরূপ কুশিক্ষায় ও কুদৃষ্টান্তে অতিবাহিত হয়।

বালিকা বিদ্যাশিক্ষার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা ও অভিভাবকগণ তাহাকে বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই ঘটনাটী সম্পূর্ণ আধুনিক। গত পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী বালিকারা রীতিমত লেখা পড়া শিখিতে পাইত না। গত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা দশজন রমণীর বর্ণজ্ঞান ছিল কি না সন্দেহ; এখনকার সময় অনুপাতে ভদ্র পরিবারের মধ্যে, বোধ হয় শতকরা দশজন নিরক্ষরা পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবকেরা বর্ণজ্ঞানহীনা কুমারীর পাণিগ্রহণে অনিচ্ছুক বলিয়া অনেক পিতা মাতা কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি কত মাতা কন্যাকে বলিয়া থাকেন "ওরে হতভাগা, পোড়্‌তে যা, যে ছেলের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হচ্চে, সে তিনটা পাশ কোরেছে!" কেহ বলেন "আমার মেয়ের লেখা পড়ায় মন নাই, ও'কে কোন ভাল ছেলের বিয়ে করবে না" ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ধারণা এই যে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই

বাক্যের সারত্ব বুঝিয়া যে বাঙ্গালীরা কন্যাকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন তাহা নহে; কন্যার ভাবী পতির মনোরঞ্জন করাই অনেক স্থলে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য! তবে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ও দেশহিতৈষী মহোদয়দিগের যত্নে যে সহরে ও মফঃস্বলে প্রচুর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু আর একটী কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই সকল বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলে অধিকাংশ স্থলে বিশেষ কিছুই ফল পাওয়া যায় না। বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য, চিন্তাশীলতা, সুরুচি ও সভ্যতা শিক্ষা সকলের উপর ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলি অনুশীলন দ্বারা বিকাশ করা বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য ফল। স্বাস্থ্য রক্ষা বা শরীর পালন বিষয়ে অভিজ্ঞতা; ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, গৃহচিকিৎসা ও গৃহধর্ম্ম সংরক্ষণ, এ গুলি গৌণ ফল হইলেও স্ত্রীলোকের অবশ্য জ্ঞাতব্য; এই সকল লব্ধ জ্ঞান ও কার্য্যই স্ত্রী জীবনের উপযোগী, কিন্তু এ সকল বিষয়ে বঙ্গীয় বালিকার কতদূর ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, অধিকাংশ বালিকা বোধোদয় ও শিশুবোধ ব্যাকরণ শেষ না হইতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। যিনি বেশীদিন বিদ্যালয়ে থাকিতে পান, তিনি ভূগোলের সীমা সীমান্ত হইয়া, পাটীগণিতের ভগ্নাংশ লইয়া, সীতা কিম্বা রাম বনবাসের দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস লইয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। যে যে বিষয় তাহাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য, যে যে বিষয়ে লব্ধজ্ঞান তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ-জীবন সংগঠনে সহায়তা করিতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না। যে বয়সে বঙ্গকুমারীগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাহাতে ঐ সকল গুরুতর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করাও কঠিন। যাহাহউক বিদ্যাশিক্ষার ফল এই হয় যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, এদিকে গৃহকার্য্য শিক্ষা করা প্রায়ই ঘটে না। তখনকার বার বছরের মেয়েরা ভোজের রান্না রাঁধিতে পারিতেন, ইহা এখন উপকথা বলিয়া বোধ হয়! এইরূপ শিক্ষার প্রভাব!—আবার কোনও কোনও গৃহে "প্রাইজ পাওয়া স্কুলের মেয়ে" মাতা বা পিতামহীর আদেশে গৃহকার্য্য শিখিতে বিরক্ত হইয়া উঠেন! ইহাই যদি সভ্যতা ও সুরুচি হয়, তাহাহইলে আমাদিগের উন্নতি এখনও বহুদূরে!—যাহাহউক এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া বঙ্গবালিকাগণের কৌমারাবস্থা অতীত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যমহিলা।

গান্ধারী।

(গতবারের শেষ)

কুসংসর্গ ও পাপাচরণে যাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়াছে, তাহার কি কখনও চেতনা জন্মে? দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন এবং তাহার ভ্রাতৃগণ কপটতা পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও বনবাসী করিয়াও তৃপ্ত হইল না। বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে "সূচ্যগ্র ভূমি" দিতেও সম্মত হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদির উপদেশ, গান্ধারী দেবীর অনুনয় সবই নিষ্ফল হইল; সবই স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। অবশেষে যুদ্ধই স্থির হইল।

যখন যুদ্ধকাল উপস্থিত হইল, তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতাদিগের সহিত জননীর চরণে প্রণাম করিতে গেলেন।—মার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে গেলেন। গান্ধারী দেবী পুত্রস্নেহে, ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। রোমীয় জননী, কোরিয়োলেনাসের পরিণাম জানিতেন কি না জানি না, কিন্তু গান্ধারী দেবী পুত্রের শোচনীয় পরিণাম দেখিতে পাইলেন; তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দৃঢ়তা সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয় হইবে। এমন নিষ্কাম ধর্ম্মচর্য্যা কে কোথায় দেখিয়াছে? সন্তান মার বুকের রক্ত, জীবনের জীবন, হৃদয়ের আনন্দ। কিন্তু ধর্ম্ম তার উপরের জিনিস। ধর্ম্মের অনুরোধে সবই কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের নিকট জীবনসর্ব্বস্ব সন্তানও তুচ্ছ। এমন কোনও অনুরোধ নাই, যে তাহার জন্যে ধর্ম্মকে অবমাননা করিবে। তুমি আমি কে? এ বিশাল বিশ্ব জগতের এক এক পরমাণু মাত্র। যাহা নিত্য, যাহা মঙ্গল, তাহাই হউক। তোমার আমার জন্যে, এ অণু কণিকার জন্যে বিশাল বিশ্বকে কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে বলিব? তবে যখন গোপালের সঙ্গে বিনয়ের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তুমি গোপালের মা, কার মঙ্গল কামনায় ভগবানের চরণে কাঁদিয়াছিলে? "ধার্ম্মিকের জয়" কামনা কর নাই, তাহা হইলে তোমার পুত্রকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়! কিন্তু তুমিই বা কে? আর তোমার স্নেহের গোপালই বা কে? যে তুমি অধর্ম্মাচরণ করিবে—পুত্রস্নেহে অন্ধ হইবে? যদি প্রকৃত দেবীকে দেখিতে চাও, তবে আইস ভারতকন্যা গান্ধারীদেবীকে দেখ, যিনি পুত্রের বিপক্ষদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া তাহাদিগের জয় কামনা করেন, যিনি স্বার্থশূন্য অনুরাগিণী, যিনি পুত্রপৌত্রবতী অন্তঃপুরচারিণী হইয়াও মায়ামুক্তা সন্ন্যাসিনী, এমন দেবীকে—তুমি যে দেশের লোক

হও, যে জাতিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, এ অপূর্ব্ব পবিত্র দেবীকে পূজা কর, হৃদয় পবিত্র হইবে।

সময়ে সাধ্বীর মহাবাক্য সফল হইল। কত শত মহারথীর সহিত গান্ধারীর তনয়েরা একে একে রণশয্যায় শয়ন করিলেন। পবিত্র তীর্থ কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হইল। সেই নিদারুণ সময়ে গান্ধারী দেবী, পুত্রবধূ, কন্যা ও আত্মীয়গণের সহিত সেই রণভূমি দর্শনে আগমন করিলেন। কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!—পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয় প্রভৃতির রক্তাক্ত মৃত দেহ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, স্নেহের ধন সকল ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে! সেই সকল মৃত দেহ দর্শনে ও পতিপুত্রহীনা রমণীদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণে গান্ধারীদেবীর হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। মহাপ্রাণা গান্ধারী দেবী কোমলপ্রাণা বালিকার মত রোদন করিলেন। কিন্তু এই ভগ্নহৃদয়া এই শোকপ্লাবিতা গান্ধারী, ধর্ম্মহারা হইলেন না। পুত্রহন্তা পাণ্ডবদিগকে (শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী জানিয়া) কিছুই বলিলেন না। গান্ধারীর বিশ্বাস ছিল, দুর্য্যোধনাদিকে—কৌরবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ বীরদিগকে অন্যায় যুদ্ধে হত করা হইয়াছে; গান্ধারীর বিশ্বাস ছিল, শ্রীকৃষ্ণই এই অন্যায় যুদ্ধের প্রবর্ত্তক * তাই গান্ধারী দেবী ধৈর্য্যচ্যুতা হইলেন; যিনি ধর্ম্মের চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি অধর্ম্মাচরণ বিষবৎ মনে করেন, তিনি শোকে যত কাতর না হইলেন, "অধর্ম্ম-যুদ্ধ" মনে করিয়া তত কাতর হইলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস, যিনি অধর্ম্ম করিবেন, তিনি প্রতিফল পাইবেনই, তাই গান্ধারীদেবী অবিচলিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—নির্ভীক বীরাঙ্গনা বলিতে লাগিলেন;—

"পাণ্ডবাঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ দগ্ধাঃ কৃষ্ণ! পরস্পরম্।
উপেক্ষিতা বিনশ্যন্তঃ ত্বয়া কস্মাৎ জনার্দ্দন॥
শক্তেন বহুভৃত্যেন বিপুলে তিষ্ঠতা বলে।
উভয়ত্র সমর্থেন শ্রুতবাক্যেন চৈব হি॥
ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন!
যস্মাৎ ত্বয়া মহাবাহো! ফলং তস্মাদবাপ্নুহি॥
পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জ্জিতং।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্রগদাধর॥
যস্মাৎ পরস্পরং ঘ্নন্তো জ্ঞাতয়ঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ! তস্মাজ্জ্ঞাতীন্ বধিষ্যসি॥
ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ।
কুৎসিতেনাপ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি॥
তবাপ্যেবং হতসুতা নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পরিতপিষ্যন্তি যথৈব ভরতস্ত্রিয়ঃ॥"

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে বাস্তবিকই সাধ্বীর শাপ সফল হইয়াছিল। কিন্তু এবিষয় আমরা কাহাকেও "ঐতিহাসিক সত্য" বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলি না। আমরা এই টুকু বলি যে, সেই নিদারুণ শোকসময়ে, ভগ্নহৃদয়ে,

* শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, গান্ধারীদেবীর যেমন বিশ্বাস তাহাই বলিতেছি। (প্রঃ লেঃ)

অস্থির চিত্তে যিনি এমন সুযুক্তিপূর্ণ, ন্যায়ানুগত ও গভীরভাবযুক্ত বাক্য বলিতে পারেন, তিনি যে কি অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমরা জানি না। শ্রীকৃষ্ণ "ভগবানের অবতার" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার মুখের উপর, ধীর অথচ গম্ভীর ভাবে তাঁহার দোষ গুলি বলিয়া দেওয়া, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী" বলিয়া দেওয়া অসাধারণ তেজস্বিতার কার্য্য। এ তেজস্বিতা কাহার আছে?—যিনি ধর্ম্মে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারই আছে। গান্ধারী-হৃদয় যদি প্রতিহিংসা প্রভৃতি নীচতায় উত্তেজিত হইত, তাহা হইলে, এমন ধর্ম্ম ও ন্যায়-ভাবপূর্ণ কথা বলিতে পারিতেন না, তাহা হইলে "ভীমার্জ্জুন" ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিশপ্ত করিতেন না। এবং পুত্রহন্তা পাণ্ডবদিগের গৃহেও বাস করিতে যাইতেন না।

ইহার পরে গান্ধারীদেবী কিছু দিন সংসারাশ্রমে বাস করিয়া, স্বামীর সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং তপস্যা করিয়া দেহ অবসান করেন। কথিত আছে, তাঁহারা যজ্ঞীয় অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। যেরূপেই হউক, আত্মার যত দূর সদ্‌গতি থাকে, তাহা গান্ধারী-দেবীর পবিত্রাত্মা সেই "মোক্ষ" পাইয়াছে। আর ইহলোকে তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তিরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে! "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" রহিবে!

আহা! আজ এ শ্মশানদেশে অমৃতের কথা তুলিলাম কেন? আজ "সুখের পুতুলী" বঙ্গমহিলার কাছে গান্ধারী-দেবীর কথা বলি কেন? অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাভারতকার যে অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়াছেন, আমার মত নগণ্য মূর্খের, তাহা লইয়া কলম টানা টানি কেন? বড় সাধ হইয়াছে, দেশীয় ভগিনি! আর একবার মার গলে রত্নমালা দেখিব; অভাগিনী মার কোলে "কন্যারত্ন" দেখিব; আর একবার দেখিব, মার মেয়েরা ধর্ম্মের জন্যে, জগতের হিতের জন্যে আপনা ছাড়িয়া দিয়াছে। যে মার কোলে গান্ধারীদেবী শোভা পাইয়াছিলেন, আজি সেই মার কোল শূন্য রহিয়াছে? বলিয়াই ভিক্ষা চাহিতেছি, দেবি গান্ধারি! ভক্তবৎসলে! একবার এই সকল মৃত দেহ, তোমার অমৃতময় অমর প্রাণে অনুপ্রাণিত কর! কথা কহিতে গিয়া কাজের ভুল হইতেছে, পরের শিক্ষা লইতে গিয়া আপনাদের শিক্ষা পড়িয়া থাকিতেছে, এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণ কর! ও মা! একবার এই শ্মশানে, এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, ন্যায়পরায়ণতা পাতিব্রত্য শিখাইয়া যাও—একবার অভাগিনী ভারতভূমির জন্যে, একবার জাতীয় জীবনের জন্যে, আর একবার সেই অমৃত গাথা, (তোমার মুখে শুনিব,)—গাও মা! গাও—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

লেখিকা শ্রীমাঃ—

সতীধর্ম্ম।

৫ম প্রবন্ধ।

(নানা পুরাণ হইতে)

যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা সাঽসৌভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা ॥১॥

স্বামীর সৌভাগ্যে যেই বিরহিত হয়,
সকলি দুর্ভাগ্য তার জানিবে নিশ্চয়,
শয়নে ভোজনে তার কোনো সুখ নাই,
জীবনধারণ তার জানিবে বৃথাই। ১।

যস্যাঃ কান্তে রতির্নাস্তি সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে।
সাঽশুচির্ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা ॥২॥

পরম প্রেমের বস্তু পতি অবলার,
ভকতি তাঁহার প্রতি নাহিক যাহার,
সেইত অশুচি নারী পাপের আধার,
কোনো ধর্ম্মকর্ম্মে তার নাহি অধিকার।২।

পতির্বন্ধুর্গুরুর্ভর্ত্তা দৈবতং গতিরেব চ।
সর্ব্বস্মাচ্চ গুরুঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥৩॥

পতিই দেবতা ভর্ত্তা গুরু বন্ধুজন,
পতিই নারীর গতি, পতিই জীবন ;
যে যেখানে যত গুরু আছে অবলার,
সকল গুরুর গুরু পতিই তাহার। ৩।

পিতা মাতা সুতো ভ্রাতা ক্লিষ্টো দাতুমিদং ধনম্।
সর্ব্বস্বদাতা ভবতি পতিরেব হি যোষিতঃ ॥৪॥

রমণীর পিতা মাতা পুত্র সহোদর,
প্রার্থিত প্রদানে হয় সবাই কাতর ;
সর্ব্ব-আচ্ছাদক কিন্তু পতিই তাহার,
সর্ব্বস্ব দিতেও মনে দ্বিধা নাই যার। ৪।

কাচিদ্দেবাভিজানাতি পতিরত্নং মহাসতী।
অতিসদ্বংশজাতা চ সুশীলা কুলপালিকা ॥৫॥

পরম পবিত্র বংশে যাহার জনম,
কুলের পালনকর্ত্রী শীলে অনুপম ;
সেই মহাসাধ্বী নারী চিনে পতি ধনে,
সবে কি চিনিতে পারে অমূল্য রতনে ? ।৫।

যা স্ত্রী দ্বেষ্টি সর্ব্বপরং পতিং বিষ্ণুসমং গুরুম্।
সা পতেৎ নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৬॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুতুল্য গুরু হন পতি,
যে নারী বিদ্বেষভাব করে তাঁর প্রতি ;
যতকাল চন্দ্র সূর্য্য হইবে উদয়,
ভীষণ নরকে তার জানিবে আশ্রয়।৬।

ব্রতং চাঽনশনং দানং সত্যং পুণ্যং তপশ্চিরম্।
পতিভক্তিবিহীনায়া ভস্মীভূতং নিরর্থকম্ ॥৭॥

যতই করুক ব্রত দান অনশন,
তপস্যা সুকৃত সত্য করুক সাধন ;
পতি প্রতি যদি তার ভকতি না রয়,
সমস্ত সাধনা তার ভস্মসাৎ হয়।৭।

পতিসেবা ব্রতং স্ত্রীণাং পতিসেবা পরং তপঃ।
পতিসেবা পরো ধর্ম্মঃ পতিসেবা সুরার্চ্চনম্।
পতিসেবা পরং সত্যং দানং তীর্থঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৮॥

পতিসেবা রমণীর তপস্যার সার,
পতিসেবা একমাত্র ব্রতই তাহার,
সনাতন পুণ্য তীর্থ, দেবতাপূজন,
দান, ধর্ম্ম, সত্য তার পতির সেবন।৮।

সর্ব্বদেবময়ঃ স্বামী সর্ব্বতীর্থময়ঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ ॥৯॥

পতিই নারীর পক্ষে সর্ব্বদেবময়,
সর্ব্বতীর্থময় তার পতিই নিশ্চয় ;
সকল পুণ্যের মূর্ত্তি রমণীর পতি,
পতিরূপী নারায়ণ একমাত্র গতি।৯।

ভর্তুশ্চিন্তানুগামিন্যা দেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থধর্ম্মব্রতয়া ভর্ত্তা সেব্যঃ কুলস্ত্রিয়া ॥১০॥

মন প্রাণ সমাধান করি ভগবানে,
পালিবে সংসারধর্ম্ম অতি সাবধানে ;
স্বামীর মনের মত করিবে সকল,
কুলকামিনীর এই ধর্ম্ম নিরমল।১০।

সুব্রতা প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসো বিহায় চ।
লোকেশং প্রণমেৎ কান্তং পুণ্যশ্লোকাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥১১॥

প্রাতে উঠি' রাত্রি-বেশ করি' পরিহার,
ঈশ্বরে ভকতি ভাবে নমি' বার বার ;
প্রণমিবে পরে সতী পতির চরণে,
তার পর প্রণমিবে পুণ্যশ্লোকগণে।১১।(১)

গোময়েন চ তোয়েন সংস্কুর্য্যাৎ প্রাঙ্গণং ততঃ।
সুস্নাতা শুদ্ধবেশা চ প্রবিশেৎ সুরমন্দিরম্ ॥১২॥

চৌদিকে গোময় জলে দিয়া ছড়া ঝাঁটি,
সারিবে প্রভাত-কৃত্য করি' পরিপাটি ;
অনন্তর স্নান করি' পরি' শুদ্ধ বেশ,
পূজার মন্দিরে সতী করিবে প্রবেশ।১২।

শ্রীহরিং পূজয়িত্বাথ ভক্ত্যা পত্যুর্হিতার্থিনী।
পাকযজ্ঞং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়েৎ স্বজনাতিথীন্ ॥১৩॥

পতির কল্যাণ সতী করিয়া কামনা,
একমনে নারায়ণে করিবে অর্চ্চনা ;
অনন্তর পাকযজ্ঞ করি' সমাপন,
অতিথি স্বজনগণে করাবে ভোজন।১৩।

পতিপুত্রাতিথীন্ ভৃত্যাঞ্চান্ পরিজনাংস্তথা।
তর্পয়িত্বান্নপানীয়ৈঃ স্বয়ং ভুঙ্ক্তে সুখং সতী ॥১৪॥

পতি পুত্র অভ্যাগত ভৃত্য পরিজন,
সকলে যতনে তৃপ্ত করিয়া ভোজন ;
পরে সুখে নিজ মুখে দিবে অন্ন জল,
সুশীলা নারীর এই লক্ষণ সকল।১৪।

পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানং চ রক্ষতি।
অবমন্য স্ত্রিয়ং মূঢো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি জগদম্বিকা ॥১৫॥

রমণীজাতির সদা যে রাখে সম্মান,
পদে পদে সেই জন লভয়ে কল্যাণ ;
যে মূঢ় পামর তার করে অপমান,
জগদম্বা সদা তার অশুভ ঘটান।১৫।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

---

(১) প্রাতে উঠিয়াই এই বলিয়া ঈশ্বরকে নমস্কার করিবে ;—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব।
শ্রীকান্ত বিষ্ণো। ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম্,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥

শ্রীনাথ! দেবাধিদেব! জগতের পতি!
হে বিষ্ণো। চৈতন্যময়! অখিলের গতি!
প্রভাতে উঠিয়া তব প্রীতি-কামনায়,
করিব সংসারকার্য্য তোমারি আজ্ঞায়।

অনন্তর সেই ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া পতিকে এই বলিয়া নমস্কার করিবে ;—

"পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তু তে ॥"

পতি ব্রহ্মা পতি বিষ্ণু পতি মহেশ্বর,
প্রণমি তোমায় ব্রহ্মরূপ পরাৎপর!।

'পুণ্যশ্লোক' যথা ;—
"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ"।

উদাসীনের চিন্তা।

সরযূবালা কোন এক বাঙ্গালী পরিবারের ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা। কিছু দিন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া সে এখন গৃহে বসিয়াই অধ্যয়ন করে। সরযূ উপন্যাস, নাটক, গল্প ও কৌতুকের বই ভিন্ন কোন বই বড় ভালবাসিত না। সে কখন কখন সংবাদ পত্র, মাসিক পত্রও পড়িত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সকল বিষয় সজ্জনদিগের অপাঠ্য, সরযূ তাহাই আনন্দের সহিত অধ্যয়ন করিত। যে সকল পত্র পরনিন্দা ও পরকুৎসা কীর্ত্তনে নিযুক্ত, যে সকল পত্র গভীর বিষয়ে বলিতে যাইয়াও ঠাট্টা তামাসার লহরী না তুলিয়া থাকিতে পারে না, সে সকল পত্র সরযূর প্রিয়পাঠ্য ছিল। সরযূর দাদা সুবোধ বাবুর প্রকৃতি কিন্তু অন্য উপাদানে গঠিত। তিনি ধীর, গম্ভীর ও সর্ব্বদা সদালাপ এবং সৎপ্রসঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। কখন আমোদ প্রমোদের তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া আত্ম-হারা হইতেন না। সর্ব্বদা সংযমী থাকিয়া মানবের গন্তব্য পথে বিচরণ করিতেন। অবস্থার দাস দাসীদের মত কখনও ঘটনা-প্রবাহ-দ্বারা চালিত হইতেন না। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল, তদ্ভলে কাদার মত যে ছাঁচে ফেল, সেই ছাঁচেই গড়ে উঠ্‌বে, এরূপ ছিল না। ভাই, বোনের প্রকৃতিগত লঘুতা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত ছিলেন। অনেক সময় তিনি সরযূকে কাছে বসাইয়া উপদেশ দিতেন, কিন্তু দাদার কথা সরযূর মনে বড় বসিত না। যাই দাদার কাছ-ছাড়া হইত, অমনি সরযূ আবার লঘুচেতা হইয়া পড়িত। একদিন সরযূ মায়ের ঘরে বসিয়া বটতলার কি একটা ছাই ভস্ম পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। দাদা পাশের ঘরে বসিয়া বুদ্ধদেব-চরিত পাঠ করিতেছিলেন। সরযূর অট্টহাসি শুনিয়া তাঁহার প্রাণে বড় লাগিল। তাই বই খানি হাতে করিয়া মায়ের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সরযূ দাদাকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল এবং বই খানি লুকাইবার চেষ্টা দেখিল।

সুবোধ—সরযূ তোমার হাতে ও কি বই? তাড়াতাড়ি উটা লুকাচ্ছ কেন?

সরযূ—না, কই! এই বলিয়া উঠিতে চেষ্টা দেখিল; তখন সুবোধ বলিল, সরযূ বসো। সরযূ তখন দাদার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সুবোধ তখন সরযূর নিকট আসন লইয়া উপবেশন করিলেন ও বলিতে লাগিলেন—সরযূ! আমি এই মাত্র এই বই খানিতে পড়িতেছিলাম, যোগিশ্রেষ্ঠ

বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "যাহাদিগের জীবন বিপদে পরিবেষ্টিত, তাহদের আমোদ প্রমোদের সময় ও সুবিধা কোথায়?"

সরযু—এত সত্য কথাই। বিপদের সময় কি আমোদের দিকে মন যায়? বাড়িতে কখন কারও ব্যারাম হয়েছে, কি কোন বিপদ ঘটেছে, তখন কি তুমি আমাকে আমোদ প্রমোদ কর্ত্তে দেখেছ? তবে তুমি আমাকে নতুন করে এ কথা সুনাচ্ছ কেন?

সুবোধ—না, তা কখন দেখি নাই সত্যি কথা; কিন্তু বিপদ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান একটু কম, তাই এ-কথা বল্‌ছিলেম।

সরযু—আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, ভাল কোরে বুঝিয়ে বল।

সুবোধ—শরীর ভিন্ন আত্মা বলে আর একটা জিনিশ আছে, তাকে তুমি জান?

সরযু—জানি বই কি? তার কি হয়েছে?

সুবোধ—এই আত্মা চারিদিকে প্রলোভনের পরিবেষ্টিত। হঠাৎ ইহার অধঃপতন হইতে পারে। হঠাৎ প্রলোভনের হাতে পড়ে আত্মার সর্ব্বনাশ হইতে পারে। আর মানবের শ্রেষ্ট সত্তা অমর আত্মারই যদি অধোগতি হয়, তবে কেবল রক্তমাংসপিণ্ডের ভার বহন করে কি লাভ? এখন বুঝিলে আমরা সর্ব্বদা কিরূপে বিপদজালে পরিবেষ্টিত?

সরযু—যাদা, এ সকল তোমার কল্পিত ভয়। কই, আমিত একটা প্রলোভনও দেখ্‌তে পাচ্ছি না?

সুবোধ—ভাল সরযু, আমি তোমাকে নাবিকদিগের একটা কথা বলি। কোন কোন সমুদ্রের নিম্নে পাহাড় আছে। যে সকল নাবিক সে সকল স্থান দিয়া অধিক যাতায়াত করিয়াছে, তাহারা ঠেকিয়া ঠেকিয়া কোন স্থানে কোন পাহাড় আছে তাহা জানিয়াছে। অনভিজ্ঞ একজন নাবিক তাহার কিছুই জানে না। তাহার চোখে তরঙ্গায়িত শ্যামল বারিরাশিই খেলা করিয়া থাকে, কিন্তু হায়! অদূরদর্শী নাবিকেরাই ঐ কল্পিত নিরাপদ স্থানের উপর দিয়া পোত চালাইয়া লয়, আর অমনি সলিলনিমগ্ন শৈল-শৃঙ্গের আঘাতে উহা শতভাগে ভগ্ন হইয়া যায়। তখন আর রক্ষা থাকে না। তোমার দশা কি এই শেষোক্ত অপরিণামদর্শী নাবিকের মত নয়? সংসারেরকশাঘাতে তাড়িত, প্রবৃত্তিবাণে ব্যথিত হৃদয়ে বুদ্ধদেব যেখানে বিপদচক্র ঘূর্ণায়মান দেখিতে পান, তোমার মত অদূরদর্শী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা সেখানে সমুদ্রের কিরণরাশি দেখিবে বিচিত্র কি? কিন্তু উল্লিখিত অদূরদর্শী নাবিকের মত তুমি তোমার জীবন-তরণী অকূলপাথারে ডুবাইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে। দেখ, আমরা সম্পদদাতা ঈশ্বরকে ভুলিয়া সম্পদ ভোগ করিতেছি, ইহাতেও গুরুতর অপরাধ, তার পর অভ্যাস-দোষে তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ অনেক কাজ করিয়া থাকি। অপরাধের গুরুভারে যাহারা এরূপ অবনত তাহারা

লঘুচেতা হইতে পারে না। বিশেষতঃ সর্ব্বদাই আমাদের আত্মোন্নতিবিধায়ক কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত। যাহাতে আমার আত্মাকে একটু নাবাইয়া দেয়, তাহা আমার কর্ত্তব্য নহে। লঘুচিত্ততা আর আত্মার অবনতি একই কথা; সুতরাং নাটক নভেল পড়িয়া কিংবা অলীক আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত হইয়া লঘুচিত্ততা আনয়ন করিলে আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে।

সুবোধ— তবে কি তুমি শুষ্ক কাঠ খানি হয়ে বসে থাক্‌তে বল?

সুবোধ—শুক্‌ন কাঠ হওয়া তুমি কাকে বল? আমোদ প্রমোদ, নাটক নবেল ভিন্ন আর কি কোন উপায়ে আত্মার আনন্দ সম্পাদন করা যায় না? ভাল, তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কষ্ট যাতনাই ভোগ করি? বাস্তবিক আমি এই সকল বই পড়িয়া যে বিশুদ্ধ আনন্দ ও তৃপ্তি পাই, ইন্দ্রিয়সুখাভিলষী ব্যক্তিগণ তাহার কণামাত্রও ভোগ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমিও এক সময় তোমার মত নাটক নবেল ভাল বাসিতাম, আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইতাম। এখন আমি এ আনন্দ ভোগ করিতেছি। সুতরাং আমি উভয় প্রকার আনন্দ তুলনা করিয়া কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ বুঝিতে পারি। তোমার ত সে তুলনা করিবার উপায় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কোন মতামত গ্রাহ্য নয়। যে ব্যক্তি কখনও হীরক দেখে নাই, সেত কাঁচকে আদর করিবেই। কিন্তু হীরক অকর্ম্মণ্য এ কথা সে বলিতে পারে না। এবং যে ব্যক্তি হীরক ও কাঁচের মূল্য বুঝিয়া হীরককে আদর করিতেছেন, তিনি শুক্‌ন কাঠ হইয়া গিয়াছেন, একথা বলা সঙ্গত নয়।

দাদার সহিত এই আলাপের পর সরযুর মতের যেন এক যুগ প্রলয় ঘটিল। তদবধি সরযু আস্তে আস্তে নাটক নবেল ছাড়িল এবং তৎপরিবর্ত্তে দাদার নিকট বসিয়া তাঁহার প্রিয়পাঠ্য পুস্তক সকল মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিল। শনিবার অভিনয় দেখিবার জন্য যে সরযুর মন উচাটন হইত, সে সরযু শনিবার দাদার নিকট বসিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিত। এই রূপে ভাই ভগিনী দুইজনেই বিমল স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল। পাঠিকা, আপনারা কোন আনন্দের ভিখারিণী? ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখ, যাহা সময়ের তরঙ্গ মুছিয়া লয়, তাহা কি অমর মানবাত্মার লক্ষ্য হইতে পারে? মানবাত্মা অমর, তাই উহা অক্ষয় আনন্দের জন্য পিপাসিত। কিন্তু হায়! মানুষ তজ্জন্য মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের মত ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের সেবাব্রতে নিযুক্ত হইতেছে। কবে এই মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে, একমাত্র সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামী পুরুষই তাহা জানেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয় ।

(১)

বিশ্ব-বিদ্যালয়, গুরু বিশ্বেশ্বর,
প্রকৃতি পুস্তক তাঁর ;
পড় পড় ভাই পড়িবে যতনে,
খুলিবে জ্ঞানের দ্বার ।

(২)

ভয় কি !
হেরি ধ্রুবতারা আঁধার সাগরে
চালাও নাবিক তরি ;
কি ভয় কি ভয়, প্রবল তুফানে,
জ্ঞান-কর্ণ রাখ ধরি ।

(৩)

ফলদাতা-তিনি !
শ্রম সহকারে সুখবীজ ভাই
করিবে বপন, দাওরে জল,
অঙ্কুরিয়া তিনি বাড়াবেন তরু,
ফোটাবেন ফুল, দিবেন ফল ।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার ।

শিখদিগের প্রতি মহারাণী ঝিন্দনের উক্তি ।

এই সে রমণী বত্ন—
পবনা সুন্দরী
'মহারাণী ঝিন্দন,'
পঞ্জাব কেশরী
ভুবনবিখ্যাত সেই
'রণজিৎ' জায়া ;
শোভিছে পঞ্জাবে যেন
সোণার বিজয়া !
মনের আবেগে আজ
ডাকি শিখ সবে
উন্মত্তা সিংহীর মত
মাতিয়ে গরবে,—
গভীর গর্জ্জন করি
কহিলা তখন:—
"নানকের বংশ" তোরা
নহিস্ এখন !
যে বংশেতে জনমিলা
সিংহ-রণজিৎ
শৃগালেরা সে সমাজে
একি বিপরীত !
দুরন্ত দস্যুর করে
কুলের কামিনী
নিপীড়িতা হ'তে দেখি
দিবস যামিনী,
যে জাতির মোহ-নিদ্রা
ভাঙ্গিবার নয়,
সে জাতি কি শিখ নাম
বাচ্য কভু হয় ?
নরদেহ ধরী তোরা
নরাধম জীব,
তাই বলি শিখ আজ
অসাড় নির্জীব !

ওহে শিখ—সাবধান !
স্বর্গীয় কুলের
কামিনীর মান রাখি,
'এ অত্যাচারের'
প্রতিশোধ নাহি দিয়া
যেন দেহভার
বহন না কর ভবে
মিনতি আমার।
মরিব দস্যুর হাতে
তাহাতে কি ভয় ?
'শিখ নাম' লুপ্ত হবে
নাহি সহ্য হয় !
জীবন সহজ-লব্ধ
সহজেই—যাক
কিছু ক্ষতি নাই তাতে ;
কিন্তু 'শিখ জাঁক'
সহজে না যায় যেন,
সহজে সে নাম
আসে নাই—'শিখ জাতি'
লভেছে সুনাম
কত শত যুগ পরে
জাতীয় জীবনে
এমন পবিত্র নাম,
আছে কি ভুবনে ?
ডুবাও না সেই নাম
অতল সলিলে,
একতা-বন্ধন—পাশ
বারেক খসিলে,
হইবে কলঙ্ক পাত
পবিত্র সমাজে'
স্বাধীনতা—'কহিনুর'
লুটিবে ইংরাজে !
ছাড়ি যাব মাতৃভূমি
তাহে না ডরাই,
'শিখনাম' যায় পাছে
ভেবে ক্ষুণ্ণ তাই !"
ঝিন্দনের বীর্য্যপূর্ণ
বাক্য শুনি সবে
মাতিয়া উঠিল পুনঃ
জাতীয় গৌরবে !
জড়বৎ শিখ জাতি
ঘুমে অচেতন !
শ্রবণ করিয়ে সেই
সিংহীর গর্জ্জন,—
মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গি আজ
অচেতন প্রাণ
জাগবিল, রক্ষা হেতু
জাতির সম্মান,
কিন্তু সে মুমূর্ষু-কণ্ঠ—
বিনির্গত বানী
বিধিল ইংরাজ কর্ণ,
তাই মহারাণী—
ঝিন্দনে আবদ্ধ করি
দিলা নির্ব্বাসন
দেশান্তরে—"শেখপুরে,"
(তাই) শিখের পতন।
বড়ই ব্যথিত প্রাণ
মনোবেদনায়
বন্দিত্ব-বিষম-জ্বালা
কে সহিতে চায় ?
এ বিষম নির্ব্বাসন
ইংরাজ-শাসনে

চিরদিন অশ্রুজল
আনিবে নয়নে।
ইংরাজের এ কলঙ্ক
ঘুচিবার নয়,
ইতিহাসে চিরকাল
থাকিবে নিশ্চয়॥

মুক্তিফৌজের জয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংলণ্ডের জনৈক নিরীশ্বরবাদী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মুক্তিফৌজের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে করিতে বলিয়াছেন;—"জ্ঞান ও শিক্ষার পক্ষপাতী হারবার্ট স্পেনসার, ম্যাথিউ আরনল্ড, ফ্রেডারিক হেরীসনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই বোধ হয়, পথভ্রান্ত হইয়া চলিয়াছি; নতুবা জেনারেল বুথ একাকী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন আমরা সকলে একত্র হইয়াও ত তাহা করিতে পারিলাম না এবং কখনও যে পারিব এরূপ আশাও নাই। তবে কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মমতের প্রভাবেই জেনারেল বুথ যে এতদূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বলিতেছি না। মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেম উদ্বোধিত করিয়া—বহুসংখ্যক নরনারীর দ্বারা একটী প্রেম-পরিবার গঠন করিয়া—একমাত্র মানব-প্রেমের প্রভাবেই জেনারেল বুথ জগতে এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, মানব-হৃদয়ের উপর বুথের এই অসাধারণ শক্তিই তাঁহার সিদ্ধিলাভের গূঢ় কারণ। বুথের প্রাণ হইতে এই শক্তি কাড়িয়া লও, দেখিতে পাইবে, বুথের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস জগতের কোন কাজেই আসিবে না।" মহামান্য লর্ড উল্‌সিলি (Lord Wolseley) মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, পাঠক একবার স্থির চিত্তে তাহা পাঠ করুন। "একবার ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গ্রান্থাম্ নগরের কোন হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরে জনতা দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, যে মুক্তিফৌজ ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। আমি বাহির হইয়া ভিড়ের নিকট দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য। দুইটী যুবতী নারী সঙ্গীত, প্রার্থনাদি দ্বারা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের মুখে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, প্রেমের উজ্জ্বলতা ও উৎসাহের সজীব ভাব প্রতিভাসিত। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকলের মধ্যে তাঁহারা এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করিলেন। আমি যতবার তাঁহাদের প্রচার দেখিয়াছি ততবারই তাঁহাদের এই অদ্ভুত শক্তির

পরিচয় পাইয়াছি। নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট, মেয়র, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখেও শুনিয়াছি যে, আমি যে ১৫ দিন গ্রাম্থাম্‌নগরে ছিলাম, সে কয়েক দিন মদ্যব্যবসায়ীদের বড় দুরবস্থা গিয়াছে। তাহাদের দোকান পাট প্রায় বন্ধের মধ্যে। এই সকল কথা শুনিয়া ভাবিলাম, আর কিছু না হউক যাঁহারা কেবল আপনাদের জীবনের প্রভাবে গ্রাম্থাম্‌নগরের ন্যায় একটি নগরে এক পক্ষকাল শুঁড়ীর দোকান বন্ধ রাখিতে পারেন, তাঁহারা কখনও উপহাসের পাত্রী নহেন।" মুক্তিফৌজ পতিত নরনারীগণের জীবনের যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিতেছেন তাহা দেখিলে প্রত্যেককেই লর্ড উল্‌সালির কথায় সায় দিতে হয়। হারবার্ট স্পেন্‌সারের মতাবলম্বী জনৈক উপন্যাস-লেখক বলেন, "মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমার যেমন কুসংস্কার ছিল, এমন আর কাহারও ছিল না। কিন্তু সে দিন মুক্তিফৌজের ভিতরে গিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে দূর হইয়া গেল।

"মুক্তিফৌজ যে কাজ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আর কেহ সেরূপ কাজ করা দূরে থাকুক, সেরূপ কাজের চেষ্টাও কখনও করেন নাই। মুক্তিফৌজের কাজ দেখা অবধি জেনারেল বুথের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। জেনারেল বুথ যে কোন প্রকার কাজ একবার হাতে লইলে তাহা সম্পন্ন করিতে নিশ্চয়ই পারেন, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত "পেল্‌মেল গেজেট" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক উদারস্বভাব জনহিতৈষী ষ্টেড্ সাহেব জেনারেল বুথ প্রণীত 'In Darkest England and the Way out' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ;—"মুক্তিফৌজের সহিত যে দিন আমার প্রথম পরিচয় হয়, আমার জীবনের সে একটী বিশেষ দিন। সে আজ দ্বাদশ বৎসরের কথা। দেখিতে দেখিতে বার বৎসর গত হইল কিন্তু আমার মনে হয় যেন সে কল্যকার কথা। "১৮৭৯ খৃঃ ৬ই জুলাই মুক্তিফৌজের রমণীগণ ডার্লিংটন নগরে আগমন করিবেন" নগরের ঘাটে মাঠে এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল। ডার্লিংটন্‌বাসী ভদ্রলোকদিগের বিরক্তির আর সীমা নাই, রমণীগণ আসিয়া নগর তোলপাড় করিয়া তুলিবে, ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা জ্বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ৬ই জুলাই উপস্থিত। খোলা বাজারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুক্তিসেনাদলভুক্ত দুইটী যুবতী মধুর সংগীত ও হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। বহুলোক তাঁহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে ভিড় বাড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন মেয়ে দুইটী ডার্লিংটন নগরস্থ "লিভিংষ্টোন হলের" দিকে চলিলেন, তখন

সেই অসংখ্য লোক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আজ রবিবার অপরাহ্ন। সুবিস্তৃত "লিভিংষ্টোন্ হল" লোকে লোকারণ্য। আবার সেই মনোহর সঙ্গীত ও জীবন্ত প্রার্থনা শুনা গেল। প্রচারান্তে যুবতী প্রচারিকাদ্বয় প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া কাহার ধর্ম্মজীবন কিরূপ চলিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এ ব্যাপার এক দিনেই শেষ হইল না।

সপ্তাহে সপ্তাহে প্রতিদিন ২০০০ দুই সহস্র হইতে ২৫০০ আড়াই সহস্র লোক 'ডারলিংটন হলে' উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থানীয় ভদ্রতাভিমানী লোকেরাও আর দূরে থাকিতে পারিলেন না। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারাও 'ডারলিংটন হলে' দেখা দিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে নৃত্যগীত আনন্দোল্লাস ও পাগলামী দেখিবেন আশা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না; বরং নগরের পাপাসক্ত দুরাচারী লোকদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। "এই রূপে ভদ্র লোক সকল সমভাবে মাতিয়া উঠিলেন।" ডারলিংটন নগর ধর্ম্মভাবে টলমল। যাহারা ডারলিংটন নগরকে এত মাতাইয়া তুলিয়াছেন অবশেষে আমি এক দিন তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম দুইটী ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে—একটির বয়স ২২ বৎসর কিন্তু অপরটির বয়স ১৯ বৎসরও নহে। তাহাতে আবার বড় মেয়েটী প্রায় নিরক্ষর। কিন্তু ইহাদের কি অসামান্য প্রভাব! অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ যাহাদিগকে একেবারে অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, এই দুইটী বালিকা সেই অপদার্থ ব্যক্তিগুলিকে লইয়া একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন, প্রতিদিন এই অসংখ্য লোকগুলির আধ্যাত্মিক অন্নপান যোগাইতেছে। ডারলিংটন নগরে উপস্থিত হইবার সময় যাহাদের হাতে একটী পয়সাও ছিল না, নগরে যাহাদের কোন পরিচিত লোক ছিল না, অথবা কাহারো সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না, সেই নিঃসহায় বালিকা দুটী নগরের সর্ব্বপ্রধান হল ভাড়া করিয়া তথায় প্রত্যেক রাত্রিতে ও রবিবার সমস্ত দিন উপাসনা করিবার আয়োজন করিয়াছে, গ্যাস ও ট্যাক্স খরচ, ঘর পরিষ্কার করা ও ভগ্ন জানালাদি মেরামত করার খরচ এবং ইহা ছাড়া আপনাদের খাওয়া পরার খরচপত্র ইত্যাদি অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। ডারলিংটন নগর লৌহব্যবসায়ের একটী প্রধান স্থান। লৌহের ব্যবসা হইতেই নগরবাসী লোকদিগের বহু অর্থাগম হয়। কিন্তু যে বৎসরের কথা বলা হইতেছে সেই বৎসর লৌহব্যবসায়ের বড় দুরাবস্থা ছিল। নিয়মিত চাঁদা আদায় না হওয়াতে অতি কষ্টে স্থানীয় ধর্ম্মালয় গুলির নিত্যকর্ম্ম চলিতেছিল। কিন্তু এই বালিকা দুটী নিতান্ত

দীনদরিদ্র লোকদের নিকট হইতে দুই এক পয়সা করিয়া কুড়াইয়া লইয়া, বৎসরে প্রায় ৪০০০ হাজার টাকার কাজ নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। "দুইটী সামান্য বালিকার এই সকল কাজ নিতান্ত সাংসারিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও অদ্ভুত ও অসামান্য বলিয়া মানিতে হয়।" রমণীপ্রাণে যে এমন অসাধারণ শক্তি আছে পূর্ব্বে তাহা কে জানিত? একমাত্র মুক্তি-ফৌজই রমণীচরিত্রের এই অত্যাশ্চর্য্য শক্তি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশাচার।

(চতুর্থ সংখ্যা।)

১

চীনদিগের খাদ্য। চীনেরা সর্ব্ব-ভুক্ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কুকুর, বিড়াল, পেঁচা, ঈগল, বাজ, সারস, হংস, ছাগল, মেষ, প্রভৃতি ত ইহাদের সাধারণ খাদ্য। এই সকলের অভাবে নেংটী ইন্দুর, গেছো ইন্দুর, আরসুলা, সর্প ও অন্যান্য কীটের ব্যঞ্জনও ইহাদের নিকট সুখাদ্য। মোটা সোটা কোমল কুকুরের মাংস বড়ই সুখাদ্য, তজ্জন্য বাজারে ইহা মহার্ঘ্য। উত্তম পাচিকা যদি কুকুর ছানার মাংস রন্ধন করে, তবে উহা অমৃত বলিয়া গণ্য হয়। সেখানকার ইংরাজেরাও নাকি বলেন যে যদি চীনদিগের ন্যায় কুকুরশাবক রন্ধন করিতে পারা যায়, তবে বস্তুতই উহা সুখাদ্য হয়। অধিকন্তু অনেক ইংরাজ কুকুর মাংসের বড়ই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

পার্শীদিগের মধ্যে কুকুরের আদর। বোম্বাইর অগ্নি-উপাসক পার্শিগণ মনে করে যে কুকুরের আত্মা আছে এবং উহা মৃত্যুর পর এক আধ্যাত্মিক লোকে গমন করে। উহার নাম জলাবাস। কোন কুকুরের মৃত্যু হইলে দুইটী কুকু-রাত্মা ঐ জলাবাসের দ্বারে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়। পার্শিরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে একটী সেতু আছে। সাধু, ধার্ম্মিক, মানবাত্মাই কেবল উহার পারে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে যাইতে সক্ষম হয়। এই সেতু কয়েকটী কুকুরাত্মা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। ইহারা সাধু ও ধার্ম্মিকদিগকে চিনিতে পারে এবং স্বর্গে লইয়া যায়। পাপীদিগকে কদাচ পার হইতে দেয় না। পার্থিব জীবনে যে সকল লোক কুকুরের প্রতি নিষ্ঠুরা-চরণ করে কিম্বা অনাদর দেখায় তাহা-

দিগকে কুকুরেরা ভয়ানক পাপী মনে করিয়া স্বর্গে যাইতে দেয় না। পার্শিদের এই বিশ্বাসের জন্ত তাহারা কুকুর দিগকে বড়ই সমাদর করে। ইহাদিগকে হত্যা করা তাহারা বড়ই পাপ মনে করে। কুকুরকে প্রহার করা বা অখাদ্য ভক্ষণ করিতে দেওয়া মহাদোষ ও নিতান্ত অন্যায়। ইহার জন্ত তাহাদিগের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে। যদি কুকুর শিশু হইয়া জলে ডুবিয়া মরে, তবে সেই পল্লীবাসীরা মহা বিপদ মনে করে ও শঙ্কিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ধার্ম্মিক পার্শিগণ তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক গৃহে বাঁধিয়া রাখে ও কদাচ প্রহারাদি করে না। কুকুরকে উত্তম রূপে আহার করান পার্শিদিগের মতে একটী মহৎ ধর্ম্মকার্য্য।

৩

চীনদিগের প্রধান আমোদ। জুয়া খেলা ও ঘুড় উড়ান এই দুইটী উহাদের প্রধান আমোদ। চীনেদের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে সাধারণের জন্ত একটী নির্দ্দিষ্ট জুয়াখেলার স্থান আছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক পান্থশালাতে জুয়া খেলার জন্ত একটী স্বতন্ত্র ঘর থাকে। অসংখ্য চীনবাসী এই খেলাতে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে, তথাচ ইহারা এই আমোদ হইতে বিরত হইতে পারে না। ঘুড়ি উড়ান ইহাদের অপর একটী প্রধান আমোদ। চীন দেশে বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই এই আমোদে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতে ভালবাসে। মৎস্য, পক্ষী, প্রজাপতি ইত্যাদির আকারে ঘুড় চীন দেশে খুব প্রচলিত। প্রবাদ আছে যে চীনদেশেই সর্ব্ব প্রথম ঘুড়ির সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্ত দেশবাসীরা চীন দেশের নিকট ইহা শিক্ষা করে।

জীবনের দায়িত্ব।

বাইবেলের অন্তর্গত মথি-লিখিত ধর্ম্মপুস্তকের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে, যিশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর যে সকল বৃত্তি আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীর জন্ত আমরা দায়ী। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী দ্বারা উক্ত উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি বিদেশে যাইবার সময়, তাঁহার ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিলেন; একজনকে ৫ ট্যালেণ্ট, এক জনকে দুই ট্যালেণ্ট, এবং আর এক জনকে ১ ট্যালেণ্ট * দিলেন। যে ভৃত্য ৫ ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে পাইবা মাত্র সে গুলি লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিল, ও আরও ৫ ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিল। যে দুই ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল সেও আরো দুই ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিল। কিন্তু যে এক ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল সে তাহা

* এক ট্যালেণ্ট প্রায় দুই হাজার টাকা।

পাইবা মাত্র মৃত্তিকার ভিতর লুকাইয়া রাখিল। পরে তাহাদের প্রভু আসিয়া হিসাব লইলেন। তখন যে ব্যক্তি ৫ ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে ১০ ট্যালেণ্ট সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিল, "প্রভো তুমি আমাকে ৫ ট্যালেণ্ট দিয়াছিলে, এই দেখ আমি আরও ৫ ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিয়াছি।" তাহার প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সাধু এবং বিশ্বস্ত দাস, তুমি বেশ করিয়াছ; তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়াছ, তুমি তোমার প্রভুর আনন্দের ভাগী হও। পরে যে দুই ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সেও বলিল, প্রভো, তুমি আমাকে দুই ট্যালেণ্ট দিয়াছিলে, আমি আরও দুই ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিয়াছি। তাহাকেও তাহার প্রভু বলিলেন, সাধু এবং বিশ্বস্ত দাস, বেশ করিয়াছ, তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়াছ, আমি তোমাকে আরও মহৎ কার্য্যের ভার দিব। আর যে এক ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, প্রভো! আমি জানি তুমি অতি কঠিন লোক। তুমি যেখানে ছড়াও নাই, সেখানে কুড়াও ও যেখানে বুন নাই, সেখানে কাট। তাই আমি তোমার মুদ্রা মাটীর ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এই লও, যাহা তোমার, তাহা পাইলে। কিন্তু তাঁহার প্রভু তাহাতে বলিলেন, রে অলস! তুই নিজে কিছু না করিয়া প্রভুরি উপর দোষারোপ করিতেছিস। তুই এ দানের অযোগ্য। এই বলিয়া তাহার টাকা কাড়িয়া লইয়া বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বয়কে দিলেন।

এই গল্পটী হইতে আমরা এই উপদেশ পাই যে আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল মূল ধন দিয়াছেন, তাহার অধিক চান। তিনি আমাদিগকে যাহা দিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীর সদ্ব্যবহারের জন্য আমরা দায়ী। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি, ভক্তি, দয়া, প্রেম, ন্যায়পরতা, অধ্যবসায়, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তি সকল দিয়াছেন? তিনি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগকে সে সকল দিয়াছেন? তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন যে, আমরা সেই বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিব, জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের পরিবারের, সমাজের ও দেশের দুঃখ, দুর্গতি, পাপ ও কুসংস্কার সকল দূর করিতে চেষ্টা করিব। আমরা যদি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না করি, কিম্বা কেবল স্বার্থসিদ্ধি, জঘন্য সুখ-লালসার তৃপ্তি সাধন, অথবা মানবের অনিষ্ট সাধনে বুদ্ধিকে নিয়োজিত করি, তাহা হইলে এই অপব্যবহারের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তিনি আমাদিগকে ভক্তি দিয়াছেন এই জন্য যে, আমরা মহৎ ও পূজনীয় ব্যক্তিকে উহা দান করিব। যাঁহারা বাস্তবিক ভক্তির উপযুক্ত তাঁহাদিগকে ভক্তি

করিলে অনেক সুফল হয়। ভক্তি থাকিলে বড় লোকদের জীবনে অনেক সদ্‌গুণ দেখিয়া আমাদেরও সেই সকল সদ্‌গুণ লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা জন্মে, এবং এই ইচ্ছা থাকিলে ক্রমেই আমাদের জীবন ভাল হইতে থাকে। ভক্তি না থাকিলে মানুষ সদ্‌গুণের আদর করিতে শিখে না; কেবল বিদ্রূপ ও পরনিন্দা করিতে ভাল বাসে। সুতরাং এপ্রকার মনুষ্য কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ভক্তি থাকিলে আর একটী উপকার এই হয় যে, আমরা কখনও নিজের সাধুতা কিম্বা জ্ঞানের অহঙ্কারে স্ফীত হই না। এই জন্যই, একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে জ্ঞান উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকুক, কিন্তু যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। পরমেশ্বর জ্ঞানময়, প্রেমময়, পবিত্রস্বরূপ। তাঁহাকে ভক্তি না করিলে আমরা কিরূপে প্রকৃত জ্ঞানী, চরিত্রবান, এবং পরোপকারী হইতে পারি? ভক্তির যেমন সুব্যবহার আছে তেমনি অপব্যবহারও আছে। শুধু ভক্তি থাকিলেই হয় না। ইন্দুর, বেঙ, শৃগাল, শকুনি, অসচ্চরিত্র পুরোহিত বংশীয় লোক প্রভৃতি অনেকে অনেক দেশে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি পাইয়াছে, এবং এখনও পাইতেছে। ইহা ভক্তির অপব্যবহার; এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

আখ্যানমালা।

(১৬শ সংখ্যা।)

১। বহু দিবস পূর্ব্বে একদা আমাদের পল্লীগ্রামস্থ বাড়িতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। আমাদের বাড়ির একটী ঝি পাঠ শুনিয়া গৃহের মধ্যে যাইয়া আপনার দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কাজ করিতে করিতে সে কান্দিতে লাগিল। আমার পিশিমা ঝির রোদনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন বাছা?"

ঝি,—"আই! বল কি মা! কাঁদব না? ছোট বাবু (আমার ছোট জেঠা) কাঁদ্‌চেন, বড় বাবু (আমার বড় জেঠা) কাঁদ্‌চেন; আমি কাঁদিব না?"

অধিক লোকেরই ধর্ম্মামোদ ও ধর্ম্মোৎসাহ এইরূপ ঝির রোদন। আমরা অকারণ পরের মত্ততা দেখিয়া মত্ত হই, এবং এই প্রকার মত্ততাকে প্রকৃত মত্ততা বলিয়া ভ্রম করি।

২। আমাদের বাড়ির আর একটী ঝির গল্প শুনিয়াছি। এক দিবস সে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার

পিশি, ও জেঠাই মাদের নিকট আসিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল, "বলুন কি, মা ঠাকুরুণ! আমি দেখে এলাম বড় বাবু (ঐ) 'নিজের' পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

এই ঘটনাটি বিস্ময়কর বোধ হইলেও সত্য। ইহা হইতে বাঙ্গালি বাবুদিগের আলস্য ও জড়তার কথা বেশ বুঝা যায়। বাবুরা পরিশ্রমে নিতান্ত নারাজ, এমন কি গের্দ্দা হেলান দিয়া ভুঁড়ি প্রকাশ পূর্ব্বক কালাতিপাত করা তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য মনে করেন। তবে আজ কাল জীবন-সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির টেঁকা দায় বলিয়া ভুঁড়িও যেন কর্ম্মশীল হইতে শিখিতেছে। ইংরাজি কোট্ পেণ্টুলেনের টানে দিন দিন ভুঁড়ি সঙ্কোচ হইতেছে।

কি ধর্ম্মে, কি কাব্যে, কি চিন্তায় আমরা স্বাবলম্বনের ভাব রহিত। সর্ব্ব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিয়া অভ্যাস দোষে আমাদের আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। এই স্বাবলম্বনের ভাবই উন্নতি ও মহত্ত্ব লাভের একমাত্র সোপান।

৩। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর ইস্‌লেবেন গ্রামে ধর্ম্মবীর লুথারের জন্ম হয়। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন। এই তেবট্টি বৎসরের মধ্যে নানা শত্রু তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে অর্দ্ধ ইউরোপ খণ্ডের অধিপতি ৫ম চার্লস্, রোমীয় পোপ ১০ম লিও প্রভৃতি ইউরোপের অধিপতিগণ লুথারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট্ চার্লস্ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "ওয়ার্মস্ নগরে ১৫২১ খৃঃ ১৭ই এপ্রেল রাজকীয় ডায়েট্ বা মহাসভা আহূত হইবে। তথায় লুথারকে পোপ ও সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করার জন্য জবাব্‌দিহি করিতে হইবে।" আগ্নেয় গিরির অভ্যন্তরে যেমন প্রচণ্ড তেজোময় গলিত ধাতুপুঞ্জ নিহিত থাকে, সেইরূপ এই ধর্ম্মবীরের প্রাণে অদম্য ধর্ম্মাগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল। যিনি বিশ্বরাজের অধীন, পার্থিব রাজার নিকট তাঁহার মস্তক অবনত হইবে কেন? তাঁহার বন্ধুগণ বারম্বার তাঁহাকে জীবন নাশের ভয় দেখাইয়া ওয়ার্মসের ডায়েটে যাইতে নিষেধ করিলেন। জার্ম্মণ-কেশরী লুথার বিশ্বাসের অচল শৈলের উপর অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "গৃহসমূহের ছাদে যত টাইল আছে, ওয়ার্মসে যদি ততগুলি সয়তান থাকে, তথাচ আমি যাইব।"

এইরূপ নির্ভীকতার মূলে ধর্ম্মের বল না থাকিলে, উহা টিকিতে পারে না।

"ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং
ধর্ম্মক্ষর ধর্ম্মাৎ পরংনাস্তি।"

৪। জনৈক বৈষ্ণব একজন বিধর্ম্মীকে বলিলেন "তুমি বৈষ্ণব ধর্ম্ম মান?"
বিধর্ম্মী,—"না।"

বৈষ্ণব—"তুমি যে ধর্ম্মই মান, তুমি আমারই প্রভুর সেবা কর ও তাঁহারই উপাসনা কর। পৃথিবীর সতিনদের বিবাদ বিসম্বাদ হয়, কিন্তু আমার স্বামীকে যাঁহারা প্রকৃতরূপে ভজনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ নাই।"

কেমন উদারতা! প্রকৃত ধর্ম্মের ইহাই লক্ষণ।

এমারসনের "গার্হস্থ্য জীবন" নামক প্রবন্ধ-বিশেষের চূর্ণক।

১। আমি এক বস্তু ও আমার ব্যয় আর এক বস্তু হইতে পারে না। আমার ব্যয়ই আমি। আমাদের খরচপত্র ও আমাদের চরিত্র যে স্বতন্ত্র, ইহা সমাজের দোষ।

২। কেহ যেন কখনও যাহা প্রয়োজন নাই, তাহা ক্রয় না করে, অন্যের প্রেরণায় যেন কখন কোন (হিতকর কার্য্যে) চাঁদা না দেয় এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক যেন কখনও দান না করে।

৩। প্রথমে মিতব্যয়িতা, তৎপরে সুবিধা ও আরাম।

৪। গৃহলক্ষ্মী বলেন, "অর্থ দাও, তবেই তোমার গৃহ তোমার রুচির মত হইবে ও তজ্জন্য তোমার সময় নষ্ট হইবে না।"

"ধন দাও।" সুগৃহিণীর পক্ষে একথা সঙ্গত নহে; অল্প লোকেরই ধন আছে; কিন্তু সকলেরই ঘরকন্না চাই। মানুষ ধনবান হইয়া জন্মে না; ধন উপার্জ্জন করিতে যাইয়া, মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত হয়, এবং অনেক সময়েই মনুষ্যত্ব নষ্ট হইলেও ধনাগম হয় না। তদ্ব্যতীত ইহা প্রকৃত উত্তর হইতে পারে না, ধনের সম্বন্ধে আপত্তি আছে।

এই (ধনাকাঙ্ক্ষারূপ) বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিতে হইলে আমাদের লক্ষ্যকে উন্নত করিতে হইবে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, গৃহের নির্ম্মাণ ও সজ্জা কেবল মানবের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য।

৫। যাহারা দারিদ্র্য অর্থাৎ অধিক অভাব অনুভব করে, তাহারাই দরিদ্র। যাহাদিগকে আমরা ধনী মনে করি এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই দরিদ্র ও কৃপাপাত্র।

৬। মানুষ, তবে বলুক, আমার গৃহ, ইহা এই স্থানের শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য; ইহা ভ্রমণকারিগণের আহারস্থান ও শয়নাগার হইবে, কিন্তু তদ্ব্যতীত আরও কিছু হইবে।

৭। যে সকল সাধু বন্ধু গৃহে আগমন করেন, তাঁহারাই গৃহের অলঙ্কার।

৮। হৃদয়ই সৌন্দর্য্যের উৎস। হৃদয়ের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের প্রাচীরকে চিত্রিত কর অর্থাৎ প্রত্যেক ভাবকে সুন্দর কর।

সুখের মৃত্যু।

মাতৃচরণে মুমূর্ষু সন্তানের বিদায়।

কেঁদো না কেঁদো না গো মা! এমন সময়,
হেন শুভ দিনে আজি কাঁদিতে কি হয়?
ভবসিন্ধু-পারে আমি যাব শিবধাম,
দেও মা! পারের কড়ি কর হরিনাম;
প্রেমানন্দে বাহু তুলে কর আশীর্ব্বাদ,
কেন গো জননি! কর হরিষে বিষাদ;
তারকব্রহ্মের নাম সর্ব্বাঙ্গে লিখিয়া,
যাত্রাকালে সন্তানেরে দেও সাজাইয়া;
কুতূহলে কর্ণমূলে কর হরিধ্বনি,
শেষবার তব মুখে হরিনাম শুনি;
'তারা তারা ব্রহ্মময়ী'—বলিতে বলিতে,
যাইব আনন্দধামে নাচিতে নাচিতে;
শিরে দিয়া পদধূলি দেগো মা! বিদায়,
যাইব পিতার কোলে ভাবনা কি তায়?

(১) 'তারা ব্রহ্মময়ী'—নিস্তারকারিণী ব্রহ্মশক্তি।

নবীন সন্ন্যাসী।

নবীন সন্ন্যাসী যায় কে দেখিবি আয়!—
চলে রে! অনন্ত পথে,
সঙ্গী কেহ নাহি সাথে,
সোণার প্রতিমা সে যে করেছে বিদায়; (১)
দেহে নাহি অভিমান,
নাহি মানে মানামান,
প্রাণে তার নাহি টান, চিদানন্দ চায়;
নাহি স্নেহ, নাহি দয়া,
কাটায়েছে সব মায়া,
মায়ের আজ্ঞায় সে যে একা একা যায়;
'বিষ্ণুভক্তি' মা তাহার,
বলেছেন বার বার,—
"একাকী ভাবিয়া ভয় না করিও তায়;
অলক্ষ্যে রাখিব কোলে,
যাও বাছা! যাও চোলে,
কি ভয় অনন্ত পথে মা যার সহায়?"
নবীন সন্ন্যাসী যায় কে দেখিবি আয়।

(১) 'সোণার প্রতিমা'—মায়ার সংসার।

নূতন সংবাদ।

(সংগৃহীত)

১। আমেরিকার যুক্তরাজ্য কুবেরের বাসস্থান। তথাকার ধনকুবেরগণের ধন অগাধ। জে গুল্ডের দৈনিক আয় ১,৫০০ পনের শত পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ২২,৫০০ টাকা।

২। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই পাপের নূতন পথ খুলিতেছে। সম্প্রতি আয়র্লণ্ড দেশে ঈথার (Ether) পানের ধুম পড়িয়াছে। ঈথার সুরা অপেক্ষা সুলভ। ঈথার-পান সুরাপানাপেক্ষা অধিক দুর্নীতি-জনক। মত্ত ঈথার-পায়ী ইচ্ছা মাত্রেই মত্ততা ত্যাগ করিতে পারেন। মানুষে ঈথারবাষ্প পান করিবে, কেহ কল্পনাও করে নাই।

৩। গত ৩০শে মার্চ্চ রজনীকালে মার্সেলিস্ অব্ সারজেন্টরিতে ফরাশিস মবেরিস্কী সাহেব একাদশ শ্রেণীর একটী নূতন তারকা আবিষ্কার করিয়াছেন।

৪। রমাবাইয়ের সারদা-সদন বোম্বাই হইতে পুনানগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাতে ২৬টী বিধবা ও ১৩টী কুমারী ও সধবা ছাত্রী আছে। বিধবাগণ কিছু শিক্ষালাভ করিয়া প্রত্যেকেই এক একটী সারদা-সদন স্থাপন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। উপযুক্ত ভূমিতেই বীজ পড়িয়াছে।

৫। জর্ম্মণ পণ্ডিতদিগের গণনা অনুসারে আজ কাল প্রত্যেক ভারত-বাসীর বস্ত্রের বার্ষিক ব্যয় দেড় টাকা হিসাবে; অর্থাৎ প্রায় ২৫ কোটী লোকে বৎসরে ৩৭৩৮ কোটী টাকা ব্যয় করে। বিদেশীয় কাপড়ের প্রাদুর্ভাবে বিদেশীয়েরা ইহার অধিকাংশ টাকা লুটিতেছে।

৬। "হিব্রু বাইবেল" পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ। উহা রোমের "ভেটিকেন" নামক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অট্টালিকাতে রক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থ ওজনে প্রায় ৩২৫ পাউণ্ড হইবে; দুই জন বলবান লোক না হইলে উহা তুলিতে পারে না। য়িহুদিরা এই গ্রন্থ পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পোপেরা উহা দিতে সম্মত হয় নাই।

৭। অষ্ট্রেলিয়া দেশে ইনক অন্ত-রীপে জঙ্গলের মধ্যে একটী ১৬ বৎসরের যুবক পাওয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ৪ ইঞ্চ লম্বা লোমে আবৃত,—মাথার চুল ৪ ফুট ও হাত পায় এক একটী নখ ৫ ইঞ্চ লম্বা। এখনও কথা বলিতে পারে না, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

৮। গ্লাসগো নগরের এক মহিলা মৃত্যুকালে মুক্তিফৌজের অধিনায়ক জেনারেল বুথ সাহেবকে ৮০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২॥ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। বুথ সাহেব সেই অর্থ দ্বারা লণ্ডন নগরে মুক্তি সেনাদের জন্য এক বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

৯। কাশীতে গতপূর্ব্ব বৃহস্পতি-বার আহিরী গোয়ালাদের এক পাত্র বিবাহ করিয়া পাত্রী লইয়া বাড়ী যাইতেছিল। তাহাদের জাতিগত প্রথানুসারে নৌকাতে করিয়া পঞ্চগঙ্গা ঘাটে পূজা দিতে গিয়াছিল। নৌকাতে স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা অনেক লোক ছিল,—বাদ্যকরেরা বাদ্য বাজাইয়া আনন্দ কোলাহল তুলিয়াছিল। ঘাট হইতে অল্প দূরে যাইয়াই তলা কাটিয়া নৌকা ডুবিয়া গেল। পাত্র প্রাণে বাঁচিয়াছে—পাত্রী মারা পড়িয়াছে। একটী যুবতী নৌকা-ডুবির সময় তাহার সন্তানটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, মৃত অবস্থাতেও মাতা ও সন্তানকে সেই অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে।

১০। মহীসুরে এক সাহেবের মালির স্ত্রী ৩টী সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসূতি ও সন্তানগণ বেশ সুস্থ অবস্থাতে আছে।

১১। কুমারী মেটিল্ডা এস্টন নাম্নী এক ১৭ বৎসরের অন্ধ যুবতী অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মেলবোর্ণের এক মহিলা সভা সেই অন্ধ রমণীর কলেজে পড়িবার ব্যয় বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বামারচনা।

আয় ফিরে আয়!

১

ভেঙ্গে গেছে বুক, শোক তাপ দুঃখে,
আগুন রেয়েছে পরাণ ঘিরে,
তাই যেতেছিস্, আঁধারের দেশে?—
যা'স্‌নে, আমার মাথার কিরে।

২

তুই যদি বড়, সুখ শান্তি হারা,
বড় ব্যথা যদি তোর ও বুকে,
জগত-হৃদয়ে ঢেলে দে' হৃদয়,
বেঁচে থাক্ শুধু জগত-সুখে?

৩

তোর তরে যদি রবি, শশী, তারা,
হাসে না উজল মধুর হাস,
কেন তায় চোখে শ্রাবণের ধারা?—
জলে কত ঘরে আলোক রাশ!

৪

তোর বাড়ী যদি না যায় শরৎ,
ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত-বায়,
কেন হবি "পর"—ভেঙ্গে ফেলে ঘর,
জগত সংসারে খাটিবি আয়!

৫

"সাধের কানন গেছে শুখাইয়া"
তা বোলে কি শুধু কাঁদিতে হয়?—
না ফুটিলে যুঁই, হাসিবিনে তুই?—
জগত তোমার কেউ কি নয়?

৬

কত ভাই বোন, আপনার জন,
কত কাবা হেথা করেছে মেলা,
দেখিলে হৃদয়, কি জানি কি হয়,
আয় এই ঘরে খেলিতে খেলা।

৭

তোর মুখে যদি হাসি নাহি ফোটে,
ওদেরি হাসিতে মাখিবি প্রাণ;
তোর বুকে যদি ঢেউ নাহি উঠে
ওদেরি আনন্দে গাহিবি গান।

৮

অপরের সুখে হাসি মুখে মুখে
যাবে না কি তোর মরম-ব্যথা,
"যে দিন গিয়াছে আসে না কো আর,"
"জগৎ" কি তোর কথার কথা?

৯

মধুমাখা ভাষ স্নেহের সম্ভাষে,
রাত দিন তোর পড়িছে মনে?—
তোর ছিল যা'রা, চলে গেছে তা'রা,
আগুন লেগেছে ফুলের বনে?

১০

"জগৎ" কে তোর—জগৎ তা'রাই,
তো'তে মাখা ছিল তাদেরি প্রাণ,
পরাণের গা'য় জড়াইয়া যায়,
তোদের কাহিনী, পুরাণো গান ?

১১

আজ নয় তুই পথের ভিখারী,
সুখ-সাধ সব হয়েছে ক্ষয়,
তা'বলে চা'বিনে জগতের পানে,
জগত তোমার কেউ কি নয় ?

১২

তুইও একজন জগতের তরে,
এ বিশ্ব জগত তোরও লাগি,
আয় ফিরে আয় জগতের কোলে,
আমি তোর পা'য়ে এ ভিক্ষা মাগি।

১৩

ভাল তো বাসিস্,— বাসিতে জানিস্,
ভালবাসা তোর হৃদয় মাখা ;
আয় জগতেরে ভাল বাসিবারে,
শোক তাপ সব থা'ক না ঢাকা !

১৪

দেখ অগণন তো'রি ভাই বোন,
চাঁদ মুখে ব'য় বিষাদ-ধারা,
আদরের ভাবে, সোহাগ-সম্ভাবে,
তুলে নে'গো কোলে, হাসুক তা'রা !

১৫

এদের বাগানে উঠিবে ফুটিয়া,
তোরি বেল চাঁপা গোলাপ যুঁই,
এদেরি চাঁদিমা তোরে আলো দিবে,
সবে যে গো, তোর, সবারি তুই !

১৬

তোর্ও এ জগৎ, তোর্ও এ ব্রহ্মাণ্ড,
তোরি তরে সবে দাঁড়া'ক ঘিরে,
আয় জগতেরে ভাল বাসিবারে,
ফিরে আয়, মোর মাথার কিরে !

শ্রীপ্রিয়-প্রসন্ন-রচয়িত্রী।

হরিষে বিষাদ।

আনন্দে ভাসিছে আজি সবার হৃদয়,
শরতের শশিসম,
স্নেহের বোনের মম
সুত আগমনে গৃহ পবিত্রতাময়।
তার সে সৌন্দর্য্য রাশি,
তার সে মধুর হাসি,
আ মরি আ মরি যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
অমূল্য রতন সে যে এ মর ধরায়। ১

নেহারি মুখানি তার সব দুঃখ ভার,
ভুলিয়ে মাতা যে তার,
ফেলে আনন্দাশ্রু ধার,
আনন্দে উথলি উঠে হৃদি পারাবার।
কেন চায় এ নয়ন,
কেন রে অতৃপ্ত মন,
চাহিতে তাদের পানে ইচ্ছা বার বার ?
অমূল্য রতন সে যে এমর ধরায়। ২

হরিষে বিষাদ আজি হায় হায় হায় !
অই যে মায়ের কোলে,
প্রাণ হীন দেহ দোলে,
অনিত্য পৃথিবী এযে ক্ষণেকে মিশায়।
আজিরে কাঁদাতে কারে,
কাঁদি যে তাদের তরে,
পিতা মাতা পরিজন কাঁদিছে মিছায়,
অমূল্য রতন সে যে এ মর ধরায়। ৩

বোঝেনা বোঝেনা প্রাণ বোঝেনা মাতার,
সেযে গেছে শান্তিধাম,
তবুও মায়ের প্রাণ,
কিছুতে বোঝেনা আহা কাঁদে অনিবার,
মোরা পুন দুই দিনে,
মিলিব তাদের সনে,
কেঁদনা কেঁদনা মাতা কেঁদনাক আর,
অমূল্য রতন সে যে এমর ধরায়। ৪
বিভু হে! তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার?
দেখিতেছি গৃহ আজি আলোকে আঁধার।

তব ইচ্ছা পূর্ণ করি,
তোমারি সান্ত্বনা-বারি,
ঢালি দাও প্রাণে সেই আকুলা মাতার।
হোক্ তোমাময় প্রাণ,
লইয়ে তোমার নাম,
হউক শীতল তাঁর ব্যাকুল হৃদয়;
তোমারি নামের পিতা হোক্ জয় জয়।৫

কুমারী রেবা বাই,
কটক।

সন্ধ্যা।

অবসান প্রায় দিবা,
এ সময়ে শোভা কিবা,
করেছে ধারণ প্রকৃতি সতী,
মন প্রাণ বিমোহন,
করি দৃশ্য দরশন,
আনন্দে মগন হয়েছে মতি।১

প্রকৃতির প্রিয় ছবি,
রক্তিম বরণ রবি,
বসেছে পশ্চিম আকাশ পাটে;
মনে বোধ হয় হেন,
সিন্দুরের ফোঁটা যেন,
শোভিছে প্রকৃতি সতী ললাটে।২

বহিছে শীতল বায়,
জুড়ায় তাপিত কায়,
পাখীগণ করে পুরবী গান;
যেন সবে সমস্বরে,
মঙ্গল আরতি করে,
মঙ্গলময়ের খুলিয়া প্রাণ।৩

শ্যামল শস্যের কোলে,
সুন্দর মঞ্জরী দোলে,
তার সনে খেলে মৃদুল বায়,
পড়িয়াছে তদুপর,
লোহিত ভানুর কর,
ঝিকি ঝিকি মরি কি শোভা পায়!৪

সারি সারি তরুরাজি,
সোণার মুকুটে সাজি,
কি শোভা ধরেছে হেরি নয়নে;
পাতাগুলি নড়ে ধীরে,
যেন তারা নতশিরে,
প্রণিপাত করে বিভু-চরণে।৫

ধন্য সেই চিত্রকর,
হেন মনোমুগ্ধকর,
করি যে রচিল বিশ্ব-ভবন;
প্রণিপাত পদে তাঁর,
করি আমি বার বার,
থাকে যেন তাঁর চরণে মন।৬

শ্রীনীঃ—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৮ সংখ্যা। } আষাঢ় ১২৯৮—জুলাই ১৮৯১। { ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—গত ২৪এ মে আমাদিগের সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ৭২ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৭৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব ৫৪ বৎসর হইল। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করিয়া অগণ্য প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধন করুন।

লেডী ডফারিণ—(১) এই ভারত-হিতৈষিণী মহিলা বিলাতে গিয়াও ভারতকে ভুলেন নাই। ভারতের স্ত্রী চিকিৎসার সাহায্যার্থে সম্প্রতি অক্সফোর্ডে এক সভা হয়, তাহাতে প্রায় ২০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] চান্সেলর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং লেডী ডফারিণ একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। (২) ব্লাকহিথ নামক স্থানে তাঁহার উদ্যোগে কোন হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ এক সখের মেলা হয়, তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা দোকান খুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন।

বিলাতে নিরামিষ রন্ধন—ভারতবর্ষের জনৈক সেনাধ্যক্ষের বিধবা পত্নী বিবী জি জনসন লণ্ডনে এক রন্ধনশালা খুলিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় প্রণালীতে নিরামিষ রন্ধন করিয়া ভোক্তাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন। ইনি এদেশ হইতে পাকবিদ্যা শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ৫০ প্রকার চাট্‌নী প্রস্তুত করিতে জানেন। গ্লাসগো প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষীয় লুচির কাট্‌তী যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে বেশ বোধ হয়, ইংরাজ

সমাজে এ দেশের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের যথেষ্ট সমাদর হইবে।

বিবী গ্রিমউডের পুরস্কার— মণিপুরের মৃত রেসিডেণ্ট গ্রিমউডের পত্নী দুর্ভাগ্যের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বলিতে হইবে। তিনি "Royal Red cross" রাজকীয় লাল ক্রস চিহ্নিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছেন। ৮ বৎসর হইল স্ত্রী লোকদিগের সম্মানার্থ এই নূতন সম্ভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধস্থলে আহত সৈনিক বা হাঁসপাতালে পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য সুবিখ্যাত কয়েকটী মহিলা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ স্বর্ণমণ্ডিত পাড়ে শোভিত, বাহুতে "বিশ্বাস, আশা ও দয়া" এই তিনটী ধর্ম্মাঙ্গ ইংরাজীতে লিখিত। বিবী গ্রিম উড মণিপুর বিভ্রাটের মধ্যে যেরূপ বীরত্ব ও সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি এই দুর্লভ পুরস্কারের উপযুক্ত।

ঈগল কর্ত্তৃক সন্তান হরণ— জর্ম্মণির হঙ্গেরী নগরে এক ঈগলপক্ষী ৩ বৎসরের একটী বালককে পিতামাতার সম্মুখ হইতে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে !!

মণিপুর সংবাদ— মহারাজা অমাত্য ও কয়েকটী ভ্রাতার সহিত ইতিপূর্ব্বে ধরা পড়িয়াছিলেন। যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ মণিপুর হইতে অল্পদূরে ছদ্মবেশে লুকাইয়া ছিলেন, ২ জন পুলিস কর্ম্মচারী দ্বারা ধৃত হইয়াছেন। একজনের সহিত তাঁহার মল্লযুদ্ধ হইতেছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া পড়াতে তিনি পরাস্ত হইলেন। মণিপুরে এক সৈনিক কমিসন দ্বারা বিদ্রোহীদিগের বিচার হইতেছে।

বিধবা বিবাহ— পুনার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভাণ্ডারকারের বিধবা কন্যার বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাটী ১০ বৎসরে প্রথম বিবাহিত হইয়া ১৩ বৎসরে বিধবা হন, এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর। ভাণ্ডারকারকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য এক সভা হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের সপক্ষ সংখ্যা অধিক হওয়াতে বিপক্ষেরা বিফলমনোরথ হইয়াছেন।

মুসলমান স্ত্রী ডাক্তার— ক্রিমিয়ার কোন মুসলমান রমণী ওডেসা নগরে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ডাক্তার হইয়াছেন। মুসলমান সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরনারী— আমেরিকার কোন পত্র সম্পাদক বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ও রমণীর নাম এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং উত্তরদাতাকে পুরস্কার দিয়াছেন:—

রাজনীতিজ্ঞ—গ্লাডষ্টোন, সেনাপতি—কাউণ্ট ভন মোলটকী (সম্প্রতি মৃত) উপন্যাসলেখক—রবার্ট ষ্টিভেনসন, কবি—লর্ড টেনিসন, চিত্রকর—মিসনিয়ার, অভিনেতা—মেঃ আরভিং, গায়িকা—এডেলিনা পেটি, আইন ব্যবসায়ী—সার চার্লস রসেল, ইতিহাস লেখক—ই এ ফ্রিম্যান, বৈজ্ঞানিক—টিণ্ডাল, চিকিৎসক—[illegible] পাসটিউর, সঙ্গীত রচয়িতা—ভার্ডি, ইঞ্জিনিয়ার এফ ডি লিসেপ্স, আবিষ্কারক—এডিসন।

নারীচরিত।

ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কি।

হেলেনা পেট্রোভনা ব্লাভ্যাস্কি দক্ষিণ রুশিয়ার একটারিণোসলে নামক স্থানে ১৮৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মেকলেন বরার নামক কোন ভদ্রবংশ রুশিয়ায় আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পিতা কর্ণেল পিটর হান এই বংশোদ্ভব। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে আমরা কিছু অবগত নহি। কন্যার যেরূপ অসামান্য মনস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে পিতা বাল্যকালে তাহাকে যে কিছুমাত্র শিক্ষা দেন নাই, তাহা বোধ হয় না। হেলেনা পেট্রোভনা হানের বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসর, তখন কর্ণেল ব্লাভ্যাস্কির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পাত্রের বয়স ৬০ বৎসর। এরূপ অসদৃশ বিবাহ আমাদের দেশে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রায় হয় না। যাহাহউক প্রজাপতি দম্পতিকে সুখী করিলেন না। অচিরে অর্থাৎ মাস কয়েক পরে ইহাঁদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। উভয়েই উভয়ের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিবী ব্লাভ্যাস্কি পিতৃগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বিদেশ ভ্রমণেচ্ছা ইহাঁর অন্তরে অত্যন্ত বলবতী ছিল। এই অল্প বয়সেই তুরস্ক, মিশর, গ্রীস এবং য়ুরোপের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৮৫১ সালে ইনি ক্যানেডায় যাত্রা করেন। ইহার পর ঐন্দ্রজালিক ভুডুদিগের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবার জন্য যুক্তরাজ্যের নিউ অর্লিন্সে গমন করেন। তদনন্তর টেক্সাস দিয়া মেক্‌সিকোতে যান। মেক্‌সিকো হইতে উত্তমাশার জলপথ দিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। নেপাল দিয়া তিনি তিব্বতে যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন নাই। মান্দ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান নগর পরিদর্শন করিয়া যাবা ও সিঙ্গাপুর হইয়া য়ুরোপে প্রত্যাগমন করেন। তথায় দীর্ঘকাল না থাকিয়া দুই বৎসরকাল ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে অবস্থিতি করেন। ১৮৫৫ সালে ভারতবর্ষে পুনরায় আগমন করেন। চারিজন সঙ্গী সমভিব্যাহারে কাশ্মীর সীমান্ত দেশ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করিবার জন্য পুনরুদ্যম করেন। তিনি ছদ্মবেশে পৌঁছিলেন, কিন্তু সঙ্গীগণ কেহ পৌঁছিতে সক্ষম হইল না। তথায় অনেক যোগী ঋষি মহাত্মা সাধু ও সিদ্ধ পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া পরম সুখিনী হইলেন এবং যোগাদি বহু দুরূহ আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা করিলেন। শুনা যায় এই স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বালুকাময় মরুভূমে পথহারা হন, একদল অশ্বারোহী দয়া করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের

সীমা পর্য্যন্ত রাখিয়া যান। সিপাহী বিদ্রোহে দেশ ওতপ্রোত হইলে, ম্যাডাম্ ব্লাভ্যাস্কি য়ুরোপে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে ইংলণ্ডে ও জর্ম্মণিতে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া রুষিয়ায় পুনরাগমন করেন। ১৮৫৮ সালে ককেশসের পার্ব্বত্য দেশে অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিতে করিতে অকস্মাৎ ভূতলশায়িনী হন। ইহাতে মেরুদণ্ডে বিলক্ষণ আঘাত লাগে। কথিত আছে যে, এই দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আরোগ্য লাভ করিয়া য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করেন। একদা সমুদ্র পথে ভ্রমণ কালে অর্ণবযানে অগ্নি লাগিয়া সকলে বিনষ্ট হয়, কেবল তিনি আর দুই এক জন লোক রক্ষা পান। অতঃপর প্রেত তত্ত্বানুসন্ধানে সমুৎসুক হইয়া কেরো নগরে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে সে সভার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৩ সালে আমেরিকায় পুনরায় গমন করেন। ছয়বৎসর কাল প্রধানতঃ নিউইয়র্ক নগরে বাস করেন এবং অধিকাংশ সময় প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধানে ক্ষেপণ করেন। ১৮৭৫ সালে কর্ণেল অলকটের সহিত তাঁহার মিলন হয়। থিয়সফিকেল সোসাইটী সংস্থাপন এই সম্মিলনের ফল। ১৮৭৯ সালে উঁহারা দুইজনে ভারতবর্ষে আগমন করতঃ মান্দ্রাজে এক সভা সংস্থাপন করিয়া উহাকে প্রধান বলিয়া গণ্য করেন এবং অন্য স্থানের সভাগুলিকে তাহার শাখায় পরিণত করেন এই সভা দ্বারা বিশেষ মঙ্গলকর কার্য্য সকল সাধিত হইতেছে। এই সভার ৩টী প্রধান উদ্দেশ্য :—

(১) পৃথিবীর সকল জাতীর লোককে এক ভ্রাতৃসূত্রে বদ্ধ করা।

(২) হিন্দুশাস্ত্র এবং পূর্ব্ব দেশীয় অন্যান্য শাস্ত্রের প্রচার।

(৩) প্রকৃতির অজ্ঞাত শক্তি সকলের আবিষ্কার ও স্ফুরণ।

যাঁহারা জানেন না বা জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাহারা অবশ্য সভাকে ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা জানেন বা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ইহার উদ্দেশ্য মধ্যে ঘৃণা করিবার কিছুই নাই, প্রত্যুত ভাল বাসিবার অনেক আছে। ইহাতে কোনও রূপ সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। সকল সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বিগণ এই সভাভুক্ত হইতে পারেন। সে যাহা হউক তদ্বিষয় আমাদিগের আলোচ্য নহে। ১৮৮৭ সাল হইতে ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কি মহানগরী লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। তথায় থাকিয়া লুসিফার নাম্নী পত্রিকার প্রচারারম্ভ করেন। অতঃপর সুবিখ্যাত নাস্তিকাগ্রগণ্যা বিবি আনি বেসাণ্টকে থিওজফি মতে দীক্ষিত করেন। এই বিদুষী যুবতী উঁহার সভার সভ্য হইয়া লুসিফার পত্রি-

কার্য্য সম্পাদন কর্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিতে থাকেন। ১৮৭৫ সালে Isis Unveiled'নামক বৃহৎ দুইখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। ১৮৮৮ সালে "The secret Doctrine, the Synthesis of science, Religion and Philosophy এবং ১৮৮৯ "The Key to Theosophy" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। এ সমস্ত গ্রন্থ যে সে গ্রন্থ নহে। এই সমস্ত পুস্তকে কি আধ্যাত্মিকতা, কি তত্ত্ববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান যাবতীয় দুরূহ বিষয়ের গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। পুস্তকগুলিতে রচয়িত্রীর হৃদয় ও মনের অলৌকিকী শক্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ ইহাদের কঠিন ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন।

"থিয়সফিষ্ট" নামে পত্রিকা পাঠে আমরা অবগত ছিলাম যে, ব্লাভাস্কি বহু দিবসাবধি রোগ ভোগ করিতেছিলেন। কখনও ভাল থাকিতেন, কখনও বা আবার অসুস্থ হইতেন। আমেরিকাস্থ শাখা সভার উৎসব উপলক্ষে ইনি আহূত হন, কিন্তু পীড়া নিবন্ধন স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে না পারাতে একখানি খেদসূচক পত্র লেখেন এবং তাঁহার শিষ্যা আনিবেজাণ্টকে তথায় পাঠাইয়া দেন। বিলাতে এক্ষণে বিষম মৈষিক পীড়া (সচরাচর যাহাকে ইনফ্লুএঞ্জা বলে) হইতেছে। ইঁহারও এই পীড়া হয়। গত ৮ই মে তারিখে ১৯ সংখ্যক এভেনিউ রোড, রিজেণ্ট পার্কস্থ সভার কার্য্যালয়ে ইঁহার মৃত্যু হয়। পৃথিবীর নানা স্থানের সহৃদয় লোকগণ আজ ইঁহার শোকে বিহ্বল, অনেক সম্বাদ পত্র খেদোক্তিতে পরিপূর্ণ। ইঁহার ইচ্ছানুসারে মৃতদেহ উকিং সমাধি ক্ষেত্রে দাহ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার অনেক বন্ধু ও মতাবলম্বীগণ এবং কতকগুলি ভারতবাসী তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুহৃদবর্গ তাঁহার দেহের পবিত্র ভস্মাবশেষ স্ব স্ব গৃহে আনয়ন করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন। ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কির ধর্ম্মমত ও কার্য্য প্রণালী যেরূপ হউক, তিনি একজন ভারতের পরম হিতৈষিণী ও গৌরববর্দ্ধিনী রমণী বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

উড়িষ্যার করণ জাতি।

বাঙ্গালার কায়স্থ এবং উড়িষ্যার করণে অনেক সৌসাদৃশ্য। পুরাণেতে কায়স্থ এবং করণ এক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে; তাহা ছাড়া সাধারণতঃ পদমর্য্যাদা এবং আভ্যভিমানের হিসাবেও উভয়ের মধ্যে অনেক মিল। ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে

কাহারও চাকুরী করিতেন না, কায়স্থ এবং করণেরা সমুদায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় এই উভয় জাতিই মসীজীবী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা রাজপ্রসাদে বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়া পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের অন্নদাতা এবং আশীর্ব্বাদগৃহীতা হইয়াছেন। কিন্তু এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মোত্তর এবং যজন যাজন কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া কায়স্থদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া অনেকে যেমন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, উড়িষ্যায় সেরূপ দৃষ্টান্ত নাই। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদিগের অবস্থার কথা বারান্তরে বলিব। এবারে আনুসঙ্গিক ভাবে এই কথাটি বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইলাম যে সম্পত্তিশালী বলিয়া ক্ষত্রিয় রাজাদিগের পরে করণ জাতিই উড়িষ্যায় পদস্থ ও গণ্যমান্য।

যাহারা পদস্থ, তাহারা সকলেরই অনুকরণের স্থল; ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতি অজ্ঞাতভাবে তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির বিশেষরূপে অনুকরণ করিয়াছে। সুতরাং করণ জাতির সামাজিক রীতি নীতির পরিচয় দিলে প্রায় সমগ্র উৎকলের সামাজিক অবস্থার ছবি চিত্রিত করা হয়। অতএব আশা করি এ সকল কথা জানিতে বাঙ্গালার পাঠিকাদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে।

প্রথমতঃ করণদিগের বিবাহ প্রথার কথা বলিব। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে বালবিবাহ অথবা বালিকা কন্যাদান প্রথা প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে এই প্রথা স্বীয় সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যার করণদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। ক্ষত্রিয়দিগের মত বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে করণকুমারী বিবাহিতা হইতে পারেন না। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের নিম্নে কোন করণ বালিকা বিবাহিতা হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদিও এদেশের ব্রাহ্মণ এবং অন্য কোন কোন জাতির মধ্যে শিশুবিবাহ প্রচলিত আছে, তথাপি বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে কোন বর্ণের কন্যারাই স্বামিগৃহে যাইতে অথবা স্বামি সন্দর্শন লাভ করিতে পারেন না। এসকল নিয়ম সম্বন্ধে বাঙ্গালার মত উচ্ছৃঙ্খল দেশ আর দেখি নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে যত আপত্তি, উড়িষ্যায় তাহার অর্দ্ধেকও দেখিতে পাই না। শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ দেখিলে প্রতীত হইবে যে লোক সংখ্যার হিসাবে উড়িষ্যায় যত বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বাঙ্গালায় তাহার অর্দ্ধেকও নহে।

আবার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা করণদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা একটু অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মার্জ্জিত রুচি নয় বলিয়া করণ বালিকাগণ অতিশয় কদর্য্য অশ্লীল প্রাচীন কবিতা মুখস্থ করিয়া গান করিতে শিক্ষা করে। এই শ্রেণীর গান যে বালিকার যত অভ্যস্ত, সমাজে তাহার তত প্রতিষ্ঠা। এই প্রকার বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত ইহারা অনেকে অবিবাহিতা অবস্থায় চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিয়া থাকে। এস্থলেও রুচির দোষে ইহাদিগের দ্বারা যে সকল ছবি চিত্রিত হয়, তাহা সময়ে সময়ে অতীব ঘৃণাজনক। অভিভাবকদিগের রুচি মার্জ্জিত হইলে অভ্যস্ত বিদ্যা সুফলপ্রসবিনী হইতে পারে। এতৎপ্রসঙ্গে করণ বালিকাদিগের আর একটি কৌতুকজনক শিক্ষার কথা উল্লেখ করিতেছি। বিবাহের বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বালিকাদিগকে কতকগুলি পয়ার মুখস্থ করাণ হয়; এই সকল পয়ারে বালিকা কিরূপে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া শ্বশুর গৃহে যাইতেছে, তাহা বর্ণিত থাকে। চোখে জল আসুক আর নাই আসুক, কান্নার সুরে সেই পয়ারগুলি আবৃত্তি করিয়া বালিকাকে স্বামিগৃহে যাইবার পূর্ব্বে স্বগৃহে এবং প্রতিবাসীদিগের গৃহে প্রতি জনের নিকটে বিদায় লইতে হয়। কান্না কখনও এত হাস্যপ্রদ এবং অস্বাভাবিক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয় যে অন্য কোন দেশে সেরূপ দেখা যায় না। কেবল এই কান্নার বিষয়েই নহে; আরও অনেক সামাজিক ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, করণ সমাজ অনেক নিয়মের কারাগারে পড়িয়া বড় অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ সামাজিক সৌজন্য ও মেলামেশা। বাঙ্গালার তুলনায় উড়িষ্যায় সামাজিক সৌজন্য ও মেলামেশা বড় কম। উড়িষ্যায় আসিবার পূর্ব্বে জগন্নাথ যাত্রীদিগের মুখে অবগত হইয়াছিলাম যে, অতিথি সৎকার করিবার প্রথা উড়িষ্যায় আদৌ নাই; এমন কি, একজন লোক কাহারও বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলে, বসিবার জন্য একখানা জীর্ণ মাদুরও দেয় না। যখন একথা শুনিয়াছিলাম, তখন কলিকাতার কেবল উড়িয়া বেহারা দেখিয়া বিশ্বাস ছিল, যে উৎকল বাহকপরিপূর্ণ, সুতরাং এরূপ অবস্থা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু এখন যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে উৎকলের অবস্থা সেরূপ হীন নহে, তখন জাতীয় সৌজন্য ও সামাজিকতার কিছু অভাব আছে বলিয়াই বোধ হয়। পল্লীগ্রামে যেরূপ প্রণালীতে গৃহস্থেরা গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাতে কোন অপরিচিত অতিথি যে কাহারও গৃহে আশ্রয় পাইবে সে সুবিধাই থাকে না। উড়িষ্যায় উপহার দিবার অর্থ, ব্যবসা করিয়া কিছু লাভ করা। কেহ যদি কাহারও

বাড়ীতে কিছু মিষ্টান্ন, ফলমূল বা অন্য কিছু উপহার পাঠাইল, তবে এই বুঝিতে হইবে যে উক্ত ব্যক্তি তৎবিনিময়ে কিছু অর্থের প্রার্থী। বিক্রয় করিলে যাহা পাওয়া যায়, উপঢৌকন দিলে তদপেক্ষা কিছু বেশী মিলে। কেহ মনে করিবেন না যে এ কথাটা কেবল সাধারণ লোকের পক্ষেই প্রযুজ্য, বড় লোকের মধ্যেও এইরূপ প্রথা। কাহারও বিবাহ উপলক্ষে একজন কাহাকে দশটি টাকা কিম্বা কাপড় পাঠাইলেন। তৎবিনিময়ে তাঁহাকে বিংশ মুদ্রা বা দ্বিগুণ মূল্যের আর একখানি কাপড় ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে। এই ভীষণ বিনিময় সামাজিকতার ভয়ে, মধ্য অবস্থার লোকেরা কোন কর্ম্ম উপলক্ষে বড়লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে না।

বেশভূষা। উড়িষ্যার বিশেষতঃ করণ জাতির বেশভূষার বর্ণনা করিতে গেলে, স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বারান্তরে সে বিষয়ের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

উপসংহারে একটি অবান্তর কথা লিখিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। সাধারণতঃ বঙ্গদেশে অনেকের সংস্কার আছে যে, উড়িষ্যায় বিধবা ভ্রাতৃবধূর পাণিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ প্রথা অতি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যেই কখন কখন দৃষ্ট হয় এইমাত্র। যে জাতির মধ্যে এপ্রথা প্রচলিত, তাহারা মূলতঃ অনার্য্য জাতি। ইহাদিগের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল যে দেবর ভ্রাতৃবধূ বিবাহ করিবেন, এরূপ একটি বিশেষ বাঁধা নিয়ম নাই। তবে উপযুক্ত দেবর থাকিতে বিধবার পক্ষে অন্য বিবাহ অপেক্ষা দেবর বিবাহই প্রশস্ত। কিন্তু পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আর্য্য উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতির মধ্যে এ প্রথার লেশ মাত্রও নাই।

বিমাতা।

আমরা উপন্যাসে, প্রবচনে ও পুরাণে যে সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার দ্বেষের কথা শুনিয়া থাকি, তাহা সময় সময় আমাদের প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। অতি পুরাকাল হইতে আমাদের দেশে পুরুষদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত, এখনও উহা নিতান্ত দুর্লভ হইয়া পড়ে নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে রাজাদিগের মধ্যে এই বহুবিবাহ খুব গৌরবের বিষয় ছিল। ইহার প্রধান কারণ বহু পুত্র লাভ, দ্বিতীয় কারণ রাজাদিগের বিলাসিতা। যাহা হউক এই বহু বিবাহে বহু সন্তান উৎপত্তি হইলেও পুরুষের পক্ষপাতিত্ব ও স্ত্রৈণতা দোষে সুখের সংসার নরকে পরিণত হয়। কারণ যদি কোন রাজার দশটি মহিষী থাকে, তাহার মধ্যে

এক জনের প্রতি অধিক অনুরাগ সপত্নীদিগের মধ্যে দ্বেষানল উৎপাদন করে, কিম্বা ঐ সপত্নীগণের মধ্যে একজন বন্ধ্যা, অপরা পুত্রবতী হইলে কলহের সূত্রপাত হয়, অথবা রাজা প্রিয়তমা মহিষীর গর্ভস্থ পুত্রকে রাজ্য দিয়া প্রকৃত রাজ্যাধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে তাঁহার স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত করিয়া সেই কুমারের ও তাহার মাতার মনে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করেন। এই বিদ্বেষাগুন অল্পে প্রশমিত হয় না, ইহা রাজ্য, সাম্রাজ্য, ধন প্রাণ পর্য্যন্ত ছারখার করে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বিমাতাকে রাক্ষসী অথবা নিষ্ঠুরা বলিতে পারি না। যদি সপত্নী-পুত্রের উপর বিমাতার বিদ্বেষ থাকে, তবে তাহার কারণ ঐ সপত্নী-তনয়ের পিতা ও গর্ভধারিণী মাতা। বাস্তবিক রমণী-হৃদয় শিশু সন্তানের উপর বিরূপ হয় না, ভগবান রামচন্দ্রের অভিষেক সংবাদে কৈকেয়ী আহ্লাদে কণ্ঠহার মন্থরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। চণ্ডের বিমাতা চণ্ডকে বিবাসিত করিয়া বিপদের সময় চণ্ডের জন্ত অনুতাপ করিয়াছিলেন। কুন্তীদেবী সপত্নী-তনয় সহদেবকে গর্ভজ পুত্রগণ অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন; তদ্ভিন্ন সপত্নীর অবর্ত্তমানে তৎপুত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকের হৃদয় অতীব কোমল, ইহা সামান্য কারণে ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হয়, আবার সামান্য ঘটনায় নবনীতের ন্যায় গলিয়া যায়। যদি কোন শিশু সন্তানের ভার একটী নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীর হাতেও ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী হৃদয় ভাণ্ডারের সঞ্চিত অপত্য-স্নেহ ঐ শিশুকে না দিয়া থাকিতে পারে না, বিমাতা ত পিতার স্ত্রী। পিতৃমাতৃহীন সপত্নীপুত্রের ম্লান মুখ দেখিলে যাঁহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের সঞ্চার না হয়, আমরা তাঁহাকে রাক্ষসী অপেক্ষাও ঘৃণিত নামে অভিহিতা করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমরা আজ একটী বিদ্বেষভাবাপন্না ক্রোধনস্বভাবা বিমাতার অসামান্য স্নেহে বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

হারকুলভূষণ বুধসিংহ সম্রাট্ আরঙ্গজীবের সময় বুন্দির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি তৎকালে রাজস্থানের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও রণকুশল নৃপতি ছিলেন। ইঁহারই বাহুবলে শা আলম প্রতিযোগী ভ্রাতৃগণের উপর জয়লাভ করিয়া দিল্লির সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুধসিংহের গুণগ্রামে মোহিত হইয়া অম্বর রাজকুমারী সম্রাটের সিংহাসন তুচ্ছ করিয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। বুধ সিংহ তাঁহার অন্যান্য মহিষীগণ অপেক্ষা অম্বর রাজকুমারীকে সমধিক যত্ন ও সম্মাননা করিতেন। এই কুশাবহ কুমারী বন্ধ্যা, বুধসিংহের অন্য মহিষী বৈশু-রাজকুমারীর গর্ভে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হয়। সপত্নীকে পুত্রবতী দেখিয়া কুশাবহ কুমারী ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে

লাগিলেন। অবশেষে তিনি একটী ঘৃণিত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই সময় তাঁহার স্বামী উপস্থিত ছিলেন না। এই ঘৃণিত উপায়—তিনি নিজকে গর্ভবতী বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং যথাসময়ে একটী পুত্র সন্তান সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরে বুধসিংহ নিজ সুহৃদ ও বন্ধু জয়সিংহের সহিত মোগল শিবির হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াই কুশাবহ কুমারীর দুরাচরণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা জয়সিংহকে বলিলেন। জয়সিংহ লজ্জিত হইয়া সহোদরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগিনি! তোমার সম্বন্ধে একি শুনিতে পাইতেছি?" অম্বরাধিপের মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র বুন্দিরাজ মহিষী একেবারে ক্রোধোন্মত্তা হইয়া কপালমালিনী উগ্রচণ্ডার ন্যায় স্বীয় ভ্রাতার কটি হইতে তাড়িত বেগে অসি উন্মোচন পূর্ব্বক "কর্জ্জিকা বাচ্ছা" বলিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। অম্বররাজ যদিও রাজপুত বীর, মোগল সম্রাটের প্রধান সেনাপতি এবং শত শত যুদ্ধে সহস্র সহস্র কামানের বজ্রনাদকে তুচ্ছ করিয়া কত শত বীর-কেশরীর শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, কিন্তু নিজ ভগ্নীর সর্ব্বসংহারিকা মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে জড়ীভূত হইয়া অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। ইহাতেও অম্বর-রাজকুমারীর ক্রোধের শান্তি হইল না, তিনি প্রাণাধিক পরমারাধ্য পতিকে স্বহস্তে বিনাশ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া বুধ সিংহকে কিছু না বলিয়া তৎসাক্ষাতে বুন্দি ত্যাগপূর্ব্বক বিনোদীর নগরের এক দেবালয়ে সন্ন্যাসিনী ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইনি ঈর্ষা ও ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলেন।

এদিকে অম্বরাধিপ ভগ্নীর নিকট অবমানিত হইয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় বুধসিংহের সর্ব্বনাশের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তিনি বুন্দির প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগকে প্রলোভন দ্বারা বুধসিংহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ধর্ম্মের ও বিশ্বাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ক্রূরমতি অম্বররাজ বুন্দিরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং করবার সর্দ্দার দলিলসিংহকে বুন্দির সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। বুধসিংহ বীর, কিন্তু তিনি জয়সিংহের শঠতাজালে আবদ্ধ হইয়া বীরোচিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি কি করিবেন তাঁহার সহিত কতিপয় হারবীর মাত্র, সম্মুখে বিশ্বাসঘাতক সর্দ্দার গণ শত্রুর চক্রে প্রভুর সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজলক্ষ্মীকে হস্তগত করিয়াছে, পশ্চাতে অম্বররাজের বিশাল সেনাব্যূহ তাঁহাকে তাড়না করিতেছে। বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহার অদ্ভুত

শ্বশুর বৈণ্ডরাজের নিকট পুত্র দুইটীকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং তথায় দুঃখে অপমানে নিরাশায় তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ক্রূরমতি জয়সিংহের ইহাতেও ভর্ৎসীকৃত অপমানের প্রতিশোধ পিপাসার তৃপ্তিবিধান হইল না। মিবারাধিপ রাণাকে অনুরোধ করিয়া বৈণ্ডরনৃপদ বুধসিংহের শিশু তনয়দ্বয়ের মাতামহের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। বৈণ্ড তখন মিবারের অধীন, কাজেই বৈণ্ডপতি রাণাকর্তৃক স্বস্থানচ্যুত হইলেন; এদিকে বুধসিংহের জনৈক বিশ্বস্ত সর্দ্দার শিশুতনয় দুটীকে লইয়া পুচাইলের গিরিগুহার বিজন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কালের কি বিচিত্র গতি!! মানব! অনিত্য সংসারে সুখদুঃখ কয় দিনের জন্য! যে বুধসিংহের বাহুবলে একদা ভারত সিংহাসন নিরাপদ হইয়াছিল, যিনি রাজস্থান মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন, তিনিই সময়ে প্রতিকূল স্রোতে ভাসিয়া বিদেশে নিতান্ত দীনের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার বংশধর সুকুমার উমেদ সিংহ ও দীপ সিংহ কোথায় সুখের ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া প্রতিপালিত হইবেন, তাহা না হইয়া আজ তাঁহারা মনুষ্যের আবাস স্থলেও একটু স্থান পাইলেন না—আজ তাঁহারা রাজপুত্র হইয়া সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির বিচরণ স্থলে আশ্রয় লইয়া বন্য পশুর ন্যায় শত্রুপীড়নে বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। যখন বুধসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হারকুল গৌরব উমেদ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, তখন তিনি নির্জ্জন গিরিনিলয়ে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার পিতার ভীষণ শত্রু ও তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতকারী অম্বরাধিপ জয়সিংহ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরী সিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন, আর তাহার বৈমাত্র ভ্রাতা মধুসিংহ স্বীয় মাতুল মিবারপতি রাণার উত্তেজনায় ও কতিপয় সর্দ্দারের উৎসাহে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। জয়সিংহ যদিও সুচতুর ও রাজনীতিজ্ঞ রাজা ছিলেন, তত্রাপি তিনি যে সাপত্ন্য দ্বেষ ছিদ্র পাইয়া বুন্দি রাজ্যের উপযুক্ত রাজা বুধসিংহকে ছারেখারে দিলেন, সেই সাপত্ন্য দ্বেষানল যে তাঁহার নিজ গৃহে প্রজ্বলিত হইবে, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহার বুঝিবার কথা, কারণ রাণা প্রতাপ সিংহের পর হইতে শিশোদীয় কুলের কন্যা যখন অন্য রাজপুতের হস্তে অর্পিত হইত, তখন তাহাদের মধ্যে একটী সত্যবন্ধন হইত, তাহা এই—"শিশোদীয় কুলের কন্যার গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে সে অন্যান্য মহিষীগর্ভজ পুত্রের কনিষ্ঠ হইলেও রাজ্য প্রাপ্ত হইবে আর কন্যা সন্তান

হইলে তাহাকে কখনই মোগলের করে অর্পণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু এস্থলে মধুসিংহ কনিষ্ঠ হইলেও শিশোদীয় কুলের দৌহিত্র, অপর দিকে ঈশ্বরী সিংহ জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠ স্বত্ব। এ অবস্থায় জয়সিংহ যে তাঁহার রাজ্যের শান্তির উপায় আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে করেন নাই ইহা তাঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ রাজার কম ভ্রমের কথা নয়। বীর বালক উমেদ অম্বররাজের এই গৃহছিদ্রের সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। উমেদের সহায় ও অর্থবল কিছুই ছিল না, বিশেষতঃ তিনি বুন্দি রাজ্যের সমস্ত সর্দ্দার ও সেনাবল সংগ্রহ করিতে পারিলেও অম্বরের বিশাল অনীকিনীর নিকট সামান্য। কিন্তু উমেদ বুধসিংহের উপযুক্ত পুত্র—চৌহান কুলগৌরব পৃথ্বীর উপযুক্ত বংশধর। বীর বালক উমেদ সেই নির্জ্জন গিরি কাননে হারকুলের বিশাল বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া স্বীয় সৈন্য সামন্তদিগকে একত্র করিয়া ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র দুর্গ সকল উদ্ধার করিতে লাগিলেন। বীর বালকের অদম্য উৎসাহে চারিদিক হইতে বুন্দি সর্দ্দারগণ তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। উমেদের অল্প সংখ্যক সৈন্যগণের নিকট অম্বরের সুশিক্ষিত বিশাল সৈন্যদল কতবার পরাজিত ও নিগৃহীত হইতে লাগিল—এমন কি এই বীর বালকের নিষ্কোষিত অসিবলে কত তুরস্ক যুনানী গোলন্দাজ প্রাণ হারাইতে লাগিলেন—তাঁহার ভীষণ শূলদণ্ডে কত অম্বর সেনানীর মস্তক খণ্ডিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতিশোধ-পিপাসা এত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি ভগবতী আশাপূর্ণার সম্মুখে শপথ করিলেন যে "মাতঃ! তোমার আশীর্ব্বাদে হয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিব, নয় স্বশোণিতে তোমার খর্পর পূর্ণ করিব।" কিন্তু তাঁহার সহায় বল অম্বর সৈন্যের তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও হয়—বিশাল অম্বর সৈন্য সমুদ্রের নিকট তাঁহার সৈন্যদল গোষ্পদের ন্যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যতই যুদ্ধজয় করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার সেনাবল ক্ষয় হইতে লাগিল—এমন কি তিনি দলযুদ্ধ ত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও লুণ্ঠন কার্য্যে বাধ্য হইলেন। একদা লুণ্ঠন ব্যাপারে বহির্গত হইয়া উমেদ স্বদলে বিনোদীয় নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। উক্ত নগরে হারকুলের সর্ব্বনাশের মূলীভূতা তাঁহার বিমাতা অম্বররাজকুমারী বাস করিতেছিলেন শুনিয়া তিনি বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজ্যচ্যুত সপত্নী তনয়কে দেখিয়া রাজ্ঞীর অনুতাপানল দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, একমাত্র তাঁহারই দুরাচরণে যে বীর বালক উমেদ রাজ্যভ্রষ্ট ও নির্ব্বাসিত, এই চিন্তা সহস্র সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহার হৃদয় দংশন করিতে লাগিল এবং নিজ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্যায় ব্যবহার স্মরণ করিয়া

তিনি ক্রোধে অধীরা হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রতিশোধের বিষয় মুহূর্ত্তে মধ্যে মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। কষ্টাবহ কুমারী এখন আর উমেদের ঈর্ষাপরায়ণা বিমাতা রহিলেন না, এখন তিনি উমেদের কুশলাকাঙ্ক্ষিণী স্নেহময়ী জননী, বাঁধ ভাঙ্গিয়া এখন তাঁহার স্নেহস্রোত প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি একেবারে উমেদকে ক্রোড়ে লইয়া সজলনেত্রে বলিলেন "বৎস! এই হতভাগিনীই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আমা হইতেই তুমি দীন দশায় পতিত হইয়াছ। বাছা! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তোমার আর কষ্ট পাইতে হইবেক না, তোমার যে বিমাতা হইতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ, তাহা হইতেই তুমি পুনঃ বুন্দি সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। তুমি এখন আর আমার সপত্নীতনয় নও, এখন তুমি আমার হৃদয়ের ধন, স্নেহের ভাণ্ডার, বুন্দিরাজ উমেদ।"

বুন্দিমহিষী আর এখন দেশান্তরের সন্ন্যাসিনী রহিলেন না। তিনি এখন আবার সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পুত্রের রাজ্যোদ্ধারে সচেষ্টা হইলেন। এখন তিনি উমেদকে উপস্থিত মত পরামর্শ দিয়া যথাসাধ্য সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিলেন এবং কতিপয় বিশ্বস্ত ও বলিষ্ঠ হারসৈন্য সঙ্গে লইয়া একেবারে দক্ষিণ দেশাভিমুখে গমন করিলেন; অল্প দিনে তিনি নর্ম্মদা তীরে উপনীত হইয়া পরপারে যাইতে উদ্যোগী হইলে তাঁহার লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি স্মারক স্তম্ভের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "মহিষি! আপনাদের নর্ম্মদা পার হইতে নিষেধ আছে, এই দেখুন এই স্তম্ভ সমস্ত রাজপুতের আটক হইয়া রহিয়াছে।" ইহা শুনিবামাত্র বুধ সিংহের বিধবা মহিষী প্রকৃত রাজপুত-নারীর ন্যায় সেই স্তম্ভস্থ শিলাশাসনখানিকে স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া নর্ম্মদা জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং সত্বর নর্ম্মদা পার হইয়া একেবারে ইন্দোর রাজ্যের সীমায় গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। উক্ত রাজ্য তৎকালে বিখ্যাত মাহাট্টা মূলহর রাও হুলকারের অধীন। হুলকার নিকৃষ্ট ছাগপালের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি উচ্চ ছিল এবং তিনি উচ্চ গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন, নতুবা তিনি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সেরূপ প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব ও রাজ্যলাভ করিতে পারিবেন কেন? হুলকার নিজে বীরকুলের সম্মান করিতে জানিতেন। তিনি যখন জানিলেন যে বীরশ্রেষ্ঠ বুধসিংহের বীরাঙ্গনা পত্নী, বিখ্যাতনামা জয়সিংহের ভাগিনী দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার রাজ্যে অভ্যাগতা হইয়াছেন, তখন তিনি অবিলম্বে রাজমহিষীর শিবিরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে বলিলেন "আপনি বীরপূজ্য

চৌহানকুলের রাজমহিষী, জগন্মান্ত কুশাবহ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি আমাদের পূজনীয়া, আমাকে অন্য জ্ঞান করিবেন না। আজ হইতে আমাকে সহোদর ভ্রাতা বলিয়া জানিবেন। আমাদ্বারা আপনার যদি কোন কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে, তাহা সাহ্লাদে করিব। আপনি আমাকে মার্হাট্টা দস্যু বলিয়া ঘৃণা বা অবিশ্বাস করিবেন না, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমাদ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হইতে পারে, সে উপকার সাধনের জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইতে কুণ্ঠিত হইব না।" হলকারের অভাবনীয় আতিথ্যসৎকারে বুন্দিরাজ-মহিষী যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি তখন স্বকার্য্য সাধনের একমাত্র উপায় মুলহররাউকে ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং নিজের অভিপ্রায় সমস্ত ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হলকারও একদল গোলন্দাজ সৈন্য এবং দ্বাদশ সহস্র সুশিক্ষিত মার্হাট্টা সৈন্য দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি স্বয়ং তাঁহার সমুদয় সৈন্য লইয়া তাঁহার ধর্ম্মভগিনীর সাহায্য এবং ধর্ম্ম-ভাগিনেয় উমেদকে বুন্দি সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য নর্ম্মদা পার হইবেন।

উমেদ-মাতা হলকারের নিকট এই রণনিপুণ সৈন্যদলের সাহায্য পাইয়া অগোণে নর্ম্মদা পার হইয়া তাঁহার বিশালবাহিনী একবারে বুন্দি অভিমুখে চালনা করিলেন এবং বুন্দির অদূরে বীরবালক উমেদ তাঁহার রণদুর্ম্মদ হার-সৈন্য লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মাতা পুত্রের বিষম জিঘাংসার মুখে বিশ্বাসঘাতক দলিল সিংহ ও তাহার রক্ষক অম্বর সৈন্যগণ সদলে পরাজিত ও তাড়িত হইয়া বুন্দি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। উমেদ মাতা একেবারে সদলে বুন্দি প্রবেশপূর্ব্বক প্রিয় পুত্র উমেদকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

সধবা।

সধবা—সধবার কথা বলিতে গিয়া বিবাহের কথা একটু বলি, কেন না কন্যার বিবাহ বাঙ্গালীর পক্ষে আজ কাল বড় "ভয়ানক ব্যাপার" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের অপরিমিত অর্থলালসা পরিণামদর্শিনী

বালিকাদিগের দুরদৃষ্টের কারণ হইয়াছে। এখনকার যুবকেরা শ্বশুরের নিকট হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া নিজের চিরদিনের সংস্থান করিতে চাহেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ ব্যক্তি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র; এই কারণে কন্যার বিবাহ দিতে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অর্থাভাবে দরিদ্র ঘরের বালিকারা "রূপে লক্ষ্মী" ও "গুণে সরস্বতী" হইয়াও অপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হয়। পূর্ব্বে টাকা দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হইত, * এখন সভ্যতার ছড়াছড়ির দিনে সর্ব্বস্ব দিয়—শ্বশুরকে 'সর্ব্বস্ব' দিয়া জামাতা আনিতে হয়! "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলা দপি" এই মহা বাক্য এখন বাঙ্গালায় কথার কথা হইয়া আছে! তবে বিশেষ আশা ও আহ্লাদের বিষয় এই যে কোন কোন স্বদেশ-হিতৈষী মহোদয় এই কদাচার দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কেহ কেহ নিজ পুত্র প্রভৃতির বিবাহে স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতেছেন। এই দুর্ঘটনা নিবারিত না হইলে দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িবেন ও সংসারাশ্রম অনেকের পক্ষেই দারুণ ক্লেশকর হইবে।

এইখানে বলা আবশ্যক পিতা মাতা ও অভিভাবকগণই বঙ্গীয় বালিকার বিবাহের কর্ত্তা বা কর্ত্রী। তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে বালিকার পরিণয় হইয়া থাকে। অভিভাবকেরা যদি সুবিচারক ও পরিণামদর্শী হন, তাহা হইলে এ প্রথাটী অতি কল্যাণকর সন্দেহ নাই। (১)

বর্ত্তমান সময়ে সচরাচর একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বঙ্গীয় বালিকাদিগের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (২) পূর্ব্বে নিয়ম ছিল বিবাহের একবৎসর পরে ও অযুগ্ম বয়সে নব বধূ শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন। এখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আজি কালি বিবাহের অল্প দিন পরে বালিকারা পতিগৃহে যাইতে বাধ্য হয়; কখনও বা নব-বিবাহিত যুবক শ্বশুরগৃহে আসিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ইহার অশুভ ফল অনেকে বুঝিয়াছেন; আর এ সম্বন্ধে আমরা নিজের ভাষায় কিছু বলিতেও অক্ষম, যিনি এ বিষয়ের ফলাফল জানিতে চাহেন, তিনি ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের "নব্যভারত" পত্রে "বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিবেন। উক্ত প্রবন্ধ-প্রণেতা একজন শারীরবিদ্যাবিৎ, তাঁহার যুক্তিযুক্ত লেখায়

---

* কোনও কোনও বংশে এ প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(১) স্বার্থপর কি নির্ব্বোধ আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক এ কার্য্য সম্পন্ন হইলে অমৃতে গরলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(২) ইহার অন্যথাও দেখা যায়। কোথাও বালিকারা সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়সে বিবাহিতা হয়।

বাঙ্গালীর শরীর, মন ও সমাজ বহুল পরিমাণে উপকৃত হইতে পারিবে। যাহাহউক শ্বশুরালয়ে গমন করা নব বধূর পক্ষে এক গুরুতর ব্যাপার। বালিকা-জীবনে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা এই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পিতা কন্যাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং
সপত্নীজনে (৩)
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম
প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগে-
ষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেব্যং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ
কুলস্যাধয়ঃ॥"

আজি বাঙ্গালার প্রত্যেক বিবাহিতা রমণী এই উপদেশের পাত্রী। নববধূর জীবন সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতার পূর্ণ আদর্শস্বরূপ। আমাদের বোধ হয় পুরাকালে মনুষ্যত্ব লাভের আশয়ে শিষ্যকে যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া গুরু-গৃহে দাসত্ব করিতে হইত, নব বধূকেও সেইরূপ সুগৃহিণী করণার্থে শ্বশুরালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা হয়। বিরক্তি, আলস্য প্রভৃতি মানুষের স্বাভাবিক; ইহার বশীভূতা হইয়া পাছে বালিকা রুক্ষস্বভাবা হয়, সেই আশঙ্কাতেই তাঁহারা অবগুণ্ঠনবতী এবং সেই আশঙ্কাতেই গুরুজনের সহিত বাক্যালাপ-বিবর্জ্জিতা। এই প্রথা প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকের হাতে সোণা পড়িয়া পিত্তল হইয়া যাইতেছে! তাই শ্বশ্রূ, বধূ কেহই সুখী হইতে পারিতেছেন না।

সাংসারিক নিয়মে নববধূ নিরক্ষরা বা নির্ব্বোধ হইলে শ্বশ্রূ প্রভৃতি তত বিরক্ত হন না। তিনি লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতাপরায়ণা, মৃদুস্বভাবা ও গৃহকর্ম্ম-নিরতা হইলেই পতি-গৃহে "লক্ষ্মী" আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার অন্যথায় শ্বশ্রূ, বধূকে দেখিতে পারেন না; ননন্দা বচসা করেন, যাতৃগণ হিংসার চক্ষে দেখেন। বধূরাও গৃহ-পরিচর্য্যারূপ "আপদ বালাই" ছাড়াইয়া স্বামীর সঙ্গে বিদেশবাসিনী হইতে পারিলে রক্ষা পান। কিংবা পরস্পরে বিবাদ কলহ করিয়া, গৃহকে অশান্তি ও অসুখের আগার করিতে থাকেন; এইরূপে স্ত্রীজাতি হইতেও স্ত্রীজাতিকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।

রুচি সকলের সমান নহে। একথা যে আজি নূতন বলিলাম তাহাও নহে; কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।" আমরা ঐ বিষয় সত্য বলিয়া জানি। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "এই রুচি বৈচিত্র্যই লোক বৈচিত্র্যের কারণ (৪)" আজি কালি নব্য যুবকেরা যে যেরূপ রুচিবিশিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীরাও সাধারণতঃ সেই সেই আদর্শে

(৩) বর্ত্তমান সময়ে (বহুবিবাহ নিবারিত বিবাহে) সপত্নীর পরিবর্ত্তে ভ্রাতা, ননন্দাদিগের কন্যার বিবাহ-ব্যবহার কর্ত্তব্য।

গঠিত হইতেছেন; স্বামীর একান্ত অনুগত হওয়া বঙ্গ মহিলার স্বাভাবিক সংস্কার। স্বামী বঙ্গরমণীর প্রতিপালক, শিক্ষক ও জীবন-রক্ষক। রমণীর সুখ, শান্তি, ধন, মান, অধিক কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত স্বামীর উপর নির্ভর করিতেছে; এরূপ স্থলে স্বামীর বশীভূতা হওয়া রমণীর যে প্রাকৃতিক কার্য্য, এ কথা অনেকে স্বীকার করিবেন। স্বামীই স্ত্রীর নিকট আদর্শ মানব। এই কারণে সংসর্গ গুণে, প্রায়ই দেখা যায়, স্বামীর রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে স্ত্রীর রুচি প্রকৃতি গঠিত হয়। স্বামী সাহেবী ধরণের পক্ষপাতী হইলে স্ত্রী মেম, স্বামী কৃপণ হইলে স্ত্রী কৃপণা, স্বামী স্বার্থপর হইলে স্ত্রী স্বার্থপরা, স্বামী সুশীল হইলে স্ত্রীও সুশীলা, সচরাচর এইরূপই হয়। আজি কালি অনেক পুরুষ স্ত্রীর বিলাসিতায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকে কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিবেন। স্বামী উপন্যাস পড়িয়া, স্ত্রীকে উপন্যাসের নায়িকার মত রূপবতী দেখিতে চাহেন; স্ত্রী, বঙ্গ রমণী, হীরা, মুক্তা গাউন, কৃত্রিম লাবণ্যের মাধুরীতে সৌন্দর্য্যপিপাসু পতি-দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহেন। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা বিচার করিয়া বলুন এটা কি নব্য যুবকের স্বকৃত ব্যাধি নয়? এখন "টাকায় কুলাইতে পারি না" বলিয়া নাকে কান্না ধরিলে কেন? তবে যদি নিতান্ত অক্ষম হইয়া থাক, তাহা হইলে নিজের রুচি মার্জ্জিত কর, স্ত্রীকে ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিখাও, বাঙ্গালীর মেয়েকে পরী বা অপ্সরী দেখিতে চাহিও না। স্বামী যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, রমণী সেই আদর্শে "মানুষ" হইবেন। আবার ইহাও বলি, কোন কোন স্থলে এরূপ কার্য্যের ব্যতিক্রম দেখা যায়; ব্যতিক্রম স্থলেই দম্পতির অমিল হইয়া থাকে। এমনও হইয়া থাকে যে স্বামী কম্‌টের দর্শন, মিলের যুক্তি, কিকিরোর বাগ্মিতা আলোচনা করিতে ব্যস্ত, আর স্ত্রী ভাল জ্যাকেট কিনিতে, "সরস্বতী হার" পড়িতে বা "ব্রেসলেট" (Bracelet) পরিতেই ব্যস্ত; স্বামী কখন দেশের কোন ভাল কাজে লাগিবেন সেই চেষ্টায় রহিয়াছেন, স্ত্রী নিজের ঘর কন্নার কাজ গুলি কিরূপে পরকে ধরিয়া সারিয়া লইবেন, সেই কথাই ভাবিতেছেন; স্বামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবক, স্ত্রী তিন চারি বছর ধরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে যে "কর্ম্মভোগ" ভুগিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন; এমন অবস্থায় কি কখনও দম্পতির মনে মিল হইতে পারে? আবার এদিকে কত সুশীলা ও গুণবতী ভার্য্যা অপাত্রে পরিণীতা হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন! যাহাহউক যাঁহার স্বামী কৃতবিদ্য ও স্ত্রী-শিক্ষানুরাগী, তিনি পতিগৃহে আসিয়া লেখাপড়া বা জ্ঞানালোচনা করিতে সমর্থ হন। বঙ্গদেশে

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত কিছুই নাই। মফঃস্বলের অবস্থা একান্ত শোচনীয়; সহরে খৃষ্টান মহিলারা অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী হইতেছেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ পরিবারবর্গের শিক্ষার জন্যে তাঁহাদিগকে শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, তবে দুই একখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠ, হারমোনিয়ম বা পিয়ানোর দুই, চারিটী গৎ বা গান ও কিছু শিল্পকার্য্য শিক্ষা হইয়া থাকে। বঙ্গমহিলার প্রয়োজনীয় শিক্ষা অবশ্য এ সকল নহে। শিল্পকার্য্য অর্থে আজি কালি মহিলাগণ উলের কাজ, ঢাকাই রুমাল, কি বড় জোর শালের কল্কা বুঝেন। শিল্প শিখিতে উহাই শিক্ষা করেন। আধুনিক শারীর-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা উলের টুপী, মোজা, কম্ফর্টার প্রভৃতি আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। ঢাকাই রুমাল ও শালের কল্কা কিছু অবশ্য ব্যবহার্য্য জিনিস নহে, তবে ইহা সৌখীন ব্যক্তিদিগের আদরের সামগ্রী বটে। অতএব এই সকল শিল্প অপেক্ষা জামা, বডী, দোলাই, লেপ, তোবক, মশারি, বালিস প্রভৃতি সেলাই শিখিলে তাহা আমাদের অধিক প্রয়োজনে আইসে। আমাদিগের [illegible] কাঁথা, ক্ষীরের ছাঁচে, সিকা [illegible] প্রভৃতিও আমাদের অবহেলনীয় নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই সকল কাজ শিখাইতে আজি কালি লোক জুটে না। এখন অনেক স্থানে স্ত্রী-হিতৈষিণী সভা সমিতি হইয়া অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে সত্য, কিন্তু মহিলারা উপযুক্তরূপ শিক্ষা না পাওয়াতে উত্তরপাড়া হিতকরী, মধ্য বাঙ্গলা সম্মিলনী, যশোহর-খুলনা সম্মিলনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী প্রভৃতি সভা গুলির মহদুদ্দেশ্য সকল সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতেছে না। এখনও পল্লীগ্রামে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক জ্ঞানালোচনা করিতে বিতৃষ্ণ; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন "সংসারের কাজে সময় পাই না" অথচ যে সময় তাঁহারা তাস খেলিয়া, গল্প করিয়া ও ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেন, সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে কত উন্নতি লাভ করিতে পারেন! কিন্তু অধিকাংশের মনের ভাব এইরূপ যে নিজেরা তো উন্নতি ইচ্ছা ছাড়িয়া দিয়াছেন, তারপর স্বজাতীয় কোন ভগ্নীকে জ্ঞানার্জ্জন করিতে দেখিলেও বিরক্ত হইয়া উঠেন। বলা বাহুল্য কেহ কেহ গৃহ-কর্ম্ম হইতে অবকাশ পাইলেই জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন; এরূপ অবস্থায় যিনি স্বামী বা অন্য কোন আত্মীয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে "সৌভাগ্যবতী" বলিতে পারা যায়।

এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক-

দিগের একটা বিশেষ দোষ জন্মিতেছে, সহরেই এ দোষের প্রাবল্য হইয়াছে। এখনকার বধূরা পতিগৃহে গিয়া আর বাটনা বাটা, কুটনা কুটা, দেশীয় ভাত তরকারী রাঁধা প্রভৃতি "নীচ কর্ম্ম" করিতে চাহেন না। আধুনিক সভ্যতা বা রীত্যনুসারে তাঁহারা নানা রকমের সাজগোজ করিয়া একখানা নাটক, নয় কতকটা উল, একান্ত পক্ষে এক যোড়া তাস ও তিনটী সহচরী লইয়া দিন কাটাইতে পারিলেই সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। স্বহস্তে সাংসারিক কাজ করা অপেক্ষা অনাহার-যন্ত্রণাও তাঁহারা শ্রেয়স্কর মনে করেন। যেদিন "বামুন দিদী" রন্ধনশালায় না আসিবেন, সেদিন আত্মীয় স্বজনকে দোকানের বাসি খাবার খাওয়াইবেন, তবুও কয়লার আঁচে পুড়িয়া "ডাল ভাত" রাঁধিতে পারিবেন না। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই ইহাঁদের স্বামী মহাশয়ও এরূপ কার্য্য অনুমোদন করেন; তাঁহার বিবেচনায় "ওর শরীর খারাপ, আগুণের তাপ লাগাইলে দুদিনেই শয্যাগতা হইতে হইবে।" তিনি নিজের মা'কে, ঠাকুরমা'কে, তিন বেলা আগুণের তাপ লাগাইয়া সুস্থ থাকিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু এখন এই সভ্যতার ছড়াছড়ির দিনে সে পুরাতন কথা ভুলিয়া গিয়াছেন! যাহা হউক স্ত্রীলোকের এরূপ বিলাসিতা ও আলস্যপরতা স্ত্রীমাত্রেরই বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। যাঁহাদের অনুকরণ করিতে চাও, তাঁহাদের গুণগুলি ছাড়িয়া দোষগুলি গ্রহণ কর কেন? দেখ দেখি বিবী কার্লাইল, বিবী গ্লাডষ্টোন, কুমারী সার্লট্ ব্রণ্টি প্রভৃতি মহদাশয়া রমণীরা সাহিত্য-অনুশীলন, রাজনীতি পর্য্যালোচনা প্রভৃতি উচ্চতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বহস্তে কত সামান্য গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম, আর তুমি আমি ঘরের কোণে বসিয়া কে কি দিয়া ভাত খাইতেছে, এই খবরটী সংগ্রহ করিতে গিয়া যদি গৃহকর্ম্মে অক্ষম হই, তবে সে কত লজ্জা ও কত ক্ষোভের বিষয়!

যথাসময়ে বঙ্গাঙ্গনা সন্তান-প্রসূতা হন। এখন ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ বৎসর বয়সের মধ্যেও অনেক রমণী (কি বালিকা) সন্তানের জননী হইতেছেন। এই সকল সন্তান যেরূপ সুস্থ, সবল ও মানসিক ক্ষমতাপন্ন, তাহা মাতার বয়সের হিসাবেই বুঝা যায়। মাতৃকর্ত্তব্য পালন স্ত্রীজাতির এক গুরুতর দায়িত্ব, এই সকল বালিকা-জননীরা অধিকাংশই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞা। ইহাঁরা যেরূপে সন্তান পালন করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে দেশীয় মাতাদিগের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের মাতা, মহাত্মা বিদ্যাসাগরের জননী, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মাতা, অনারেবল গুরুদাস বাবুর জননী প্রভৃতি মহোদয়াদিগের ন্যায় উন্নতমনা মাতৃগণও আছেন। তাঁহাদিগের প্রকৃত

রত্নরাজি দ্বারা এই আঁধার দেশ আলোময় হইতেছে ও হইবে। আবার দুঃশীলা ও অসংযতেন্দ্রিয়া জননীগণ এক একটী মনুষ্যাধম সন্তান প্রস্তুত করিয়া ইহলোকে নিদারুণ মর্ম্মপীড়া ও পরলোকের জন্যে পাপ সঞ্চয় করিতেছেন। * সুসন্তানই "নরাণাম্ পুণ্যলক্ষণং" কুসন্তান মহাপাপের ফল! এখন সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালায় কোন কোনও সদাশয় ব্যক্তি সন্তান পালন নীতি বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। যদি দেশীয় জননীরা ছাই ভস্ম পুস্তকের "পত্র-কীট" না হইয়া বাবু শিবচন্দ্র দেব কৃত শিশুপালন, স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত মাতৃশিক্ষা, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু কৃত নারীনীতি, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ধাত্রী ও প্রসূতিশিক্ষা, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় কৃত মা ও ছেলে, প্রভৃতি সৎগ্রন্থ গুলি পড়িয়া তদনুসারে কাজ করেন, তাহা হইলেও রমণী-জন্ম নিষ্ফল হয় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তানপ্রসূতা হইয়া অনেক রমণী লেখা পড়ার সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেন। বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শক কত ব্যক্তি কত সময় বলিয়া থাকেন "বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের প্রতিভা অধিকতর তেজস্বিনী; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাদিগের প্রতিভা যেমন শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে, তেমনি সহসা নিবিয়া যায়। প্রাপ্তবয়সে ইহারা সমস্তই ভুলিয়া যায়।" তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলে হইতে পারেন, আমরা ভুক্তভোগী; আমরা ইহার কারণ এই বুঝিয়াছি যে বৃক্ষের অঙ্কুরটী যেমন যত্ন অভাবে শুকাইয়া যায়, বঙ্গাঙ্গনার প্রতিভাও সেইরূপ অনুশীলন অভাবে বিলুপ্ত হয়। সুকবি বলিয়াছেন "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে "গাইতে গাইতে গাইয়ে হয়" অর্থাৎ অনুশীলনই উন্নতির মূল।" যে বয়সে প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে, যে বয়সে স্বাধীন চিন্তা সকল প্রদীপ্ত হইবে, যে বয়সে স্মৃতি, মেধা, কল্পনা সকল পুষ্টিলাভ করিবে, সেই বয়সে বঙ্গাঙ্গনা সরস্বতী দেবীর সঙ্গে দলাদলি করিয়া বসেন; বাল্যকালে কতকদিন যে মানসিক শ্রম করিয়াছিলেন, এখন চতুর্গুণে তাহার পরিবর্ত্তে আরাম লাভ করিতে থাকেন। এই জন্যই একাদশ বর্ষ বয়সে যে বালিকা বিদ্যালয়ে উত্তমা ছাত্রী ছিল, একবিংশতি বর্ষ বয়সে তাঁহাকে অর্দ্ধ মূর্খ রমণী বলিলে বলা যায়। দশ বৎসরে মধ্যে তিনি এতদূর পিছাইয়া পড়েন! যদি অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেশীয় সদাশয় ব্যক্তিগণ মনোযোগ করেন, যদি মুখের কথা, কাজের উপরে হইয়া

* মাতৃদোষেই কবিবর বাইরণের মত লোক চরিত্রবান্ হইতে পারেন নাই, অন্যের কথা কি বলিব।

উঠে, তাহা হইলে এরূপ শোচনীয় ঘটনা কখনই হয় না।

যে রমণীর জ্ঞানেচ্ছা প্রবল, তাঁহার আন্তরিক যত্নে তিনি কতক দূর শিক্ষিতা হইতে পারেন। এমনও দেখা যায় স্ত্রী জ্ঞানার্জ্জনে বা গৃহকর্ম্মে অমনোযোগিনী হইয়া কেবল স্বামীর শাসনের ভয়ে ঐ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আসল কথা, প্রথমে যাহা বলিয়াছি, স্বামীর রুচি অনুসারে স্ত্রীর জীবন গঠিত হইতে থাকে; মৌলিক না হইলেও আংশিকরূপে স্বামীর সহিত স্ত্রীর জীবন অথবা জীবনের সর্ব্বস্ব বিনিময় হয়।

সধবা বঙ্গ মহিলার প্রাপ্তবয়সে গৃহমধ্যে কতক দূর প্রভুত্ব থাকে। যাঁহার স্বামী যত উপার্জ্জনক্ষম ও ক্ষমতাপন্ন পরিবার মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব তত বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা (তারক বাবুর) স্বর্ণলতার প্রমদা সরলার আখ্যায়িকা পাঠ করিতে বলি। যাহা হউক একথা বোধ হয় সকলেই জানেন, রমণীগণ সধবা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত, স্বাধীনা ও ক্ষমতাপন্না হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

বেলা প্রায় এগারটা। গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ। সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত! এমন সময় সরোজিনী তাহার প্রাণসম নয়নের মণি একমাত্র শিশু কুমারকে গৃহের এক প্রান্তে শায়িত করিয়া রাখিয়াছে; সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপফুলের ন্যায় শিশুর মুখকমল প্রফুল্ল। নিদ্রার মোহিনী-শক্তি তাহাকে অচেতন করিয়া ফেলিয়াছে। তবুও মধুর হাসি চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে ওষ্ঠাধরের অপরিসীম শোভা সম্পাদন করিতেছে। সরোজিনী নিশ্চিন্তমনে রন্ধনশালায় নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তত করিতেছে। কিন্তু বিধির কি অচিন্তনীয় বিধান। হঠাৎ সরোজিনীর কর্ণে এক বিকট চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি কাজ ছাড়িয়া দৌড়িয়া যেখানে নবকুমার নিদ্রাগত ছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। দেখিল একখানি ইষ্টক স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার প্রাণাধিক সন্তানের মস্তকোপরি পতিত হইয়া শিশুর কোমল মস্তককে নিষ্পেষিত করিয়াছে। দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মায়ের প্রাণে শত শেল বিদ্ধ হইল। যাতনায় অস্থির হইয়া ভূতলে পড়িল। আর সংজ্ঞা নাই। কিছুকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সরোজিনী আর্ত্তনাদে গৃহ পরিপূর্ণ করিল। গৃহবাসী ও প্রতিবাসী

অন্যান্য সকল লোক প্রমাদ গণিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং সকলেই শোচনীয় ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

এই নরহন্তা ইষ্টকখণ্ডকে কেহ দোষী করিলেন কি? ঘটনাস্থলে যত লোক উপস্থিত ছিলেন, সকলেই শোকের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু কেহই ইষ্টকখণ্ডকে শাসন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। যদি এই হত্যাকাণ্ড সংজ্ঞাবিহীন জড় ইষ্টক কর্ত্তৃক না হইয়া একজন মনুষ্য কর্ত্তৃক সংঘটিত হইত, তাহা হইলে দর্শকদিগের কার্য্য কেবল শোকোচ্ছ্বাসে পরিসমাপ্ত হইত না। সকলেই হন্তাকে আক্রমণ করিতেন এবং তাহাকে যথোপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত বিচারালয়ে উপস্থিত করিতেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই ইষ্টক খানি দোষী নয় কেন? ইষ্টক জড় পদার্থ, জড়শক্তির অধীন। ইষ্টকের এমন কোন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা জড় শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে। আমরা যে ইষ্টকখণ্ডের প্রসঙ্গ করিলাম, সেই ইষ্টক খণ্ড যোগাকর্ষণী শক্তি দ্বারা অন্যান্য ইষ্টকের সহিত সংলগ্ন ছিল। এদিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সর্ব্বদাই তাহাকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিতেছিল। যাই মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সংগ্রামে যোগাকর্ষণী শক্তিকে পরাভূত করিল, অমনি ইষ্টক খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সরোজিনীর সুকুমার শিশু সেখানে শায়িত থাকিলেও এ ঘটনা ঘটিত, না থাকিলে এ ঘটনা ঘটিত, সুতরাং সরোজিনীর কুমারের হত্যা সম্পূর্ণ আকস্মিক। কিন্তু মানবের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে। মানুষ ইচ্ছা করিলে একজনকে হত্যা করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে তাহার জীবনও রক্ষা করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন ইট যেমন প্রাকৃতিক শক্তির অধীন, মানুষও সেরূপ প্রবৃত্তির অধীন। যখন প্রবৃত্তির উত্তাল তরঙ্গ মানবের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, তখন মানব ইচ্ছা শক্তির সঞ্চালনে আত্মস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন। তখন প্রবৃত্তির স্রোতে কোন অনভীপ্সীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। তবে কোথায় মানুষের স্বাধীনতা? আর মানুষের স্বাধীনতা না থাকিলে অর্থাৎ মানব ইষ্টকের মত বলবতী শক্তির অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে তাহাকে অপরাধী কর কেন? নরহন্তাটিকে যদি ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে মানবকে ছাড়িবে না কেন? যাঁহারা এরূপ যুক্তি করেন, তাহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। স্বীকার করিলাম প্রবৃত্তির হাতে মানুষের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু প্রবৃত্তি কি স্বভাবতঃই মানব মনে উদিত হইয়া থাকে? না প্রবৃত্তির স্বভাব সম্বন্ধে মানবের স্বাধীনতা আছে? যাঁহারা মানবের স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া থাকেন, প্রবৃত্তির আবির্ভাব সম্বন্ধেও মানবের স্বাধীনতা নাই। উহা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন:—মনে কর সরলা সৌদামিনীর অলীক কুৎসা কাহিনী সকলের নিকট কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সৌদামিনী যাই সরলার এ দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইল, অমনি তাহার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল। সৌদামিনীর এ ক্রোধের উত্তেজনা স্বাভাবিক। সৌদামিনী ইচ্ছা করিয়া ইহার বাধা জন্মাইতে পারিত না। ক্রোধ হইলে তদনুরূপ কাজ হইবেই হইবে। সৌদামিনী ক্রোধ বশতঃ সরলাকে বিলক্ষণ প্রহার করিল। এজন্য সৌদামিনীকে দোষী করা অন্যায়। আমরা বলি সৌদামিনীর ক্রোধের উদ্রেক স্বাভাবিক নহে। কারণ যে ঘটনার উপলক্ষ করিয়া সৌদামিনীর ক্রোধের সঞ্চার হইল, সুশীলা সে ঘটনাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া যায়। সুশীলা সর্ব্বদা বলে মনকে এরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে যে, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহার মনে ক্রোধ উপস্থিত হয় না। ইহাতে বোধ হইতেছে, ইচ্ছা শক্তির সঞ্চালন দ্বারা প্রকৃতির আবির্ভাবের উপরেও আধিপত্য স্থাপন সম্ভবপর। যখন সুশীলা ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ক্রোধের কারণ উপেক্ষা করিতে পারে, তখন সৌদামিনীর যে সে শক্তি আছে মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সৌদামিনী সে শক্তি ব্যবহার করে নাই বলিয়া ক্রোধের উত্তেজনায় উত্তেজিত। আত্মশক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা থাকা সত্বেও ব্যবহার করে নাই বলিয়া সৌদামিনী অপরাধী এবং দণ্ডনীয় ও নিন্দনীয়। সুশীলা প্রশংসনীয় ও আদরিণীয়, সুতরাং যাঁহারা বলেন মানুষের স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা ভ্রম করিয়া থাকেন।

মানুষ ইচ্ছা করিলে সৎ কিংবা অসৎ হইতে পারে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে একবার কোন কুঅভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হইলে সহজে তাহা দূর করা সম্ভবপর নয়। উহার সংশোধন সময়সাপেক্ষ। এখানে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু কালে অধ্যবসায় সহকারে এরূপ অভ্যাসেরও পরিবর্ত্তন সম্ভবপর। যে সকল পুরুষ এবং রমণী শৈশবের কুশিক্ষা এবং কুসংসর্গবশতঃ কু অভ্যাসের কঠিনতর নিগড় পায় পরিয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হউন। কখনও অদৃষ্টের স্কন্ধদেশে সমস্ত কার্য্যদায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হওয়া বিধেয় নহে। বহু দিনের সঞ্চিত পাপ মুহূর্ত্তে ধ্বংস না হইলেও ভয় নাই। প্রাণগত যত্ন করিলে ইচ্ছা-শক্তির দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইবেই হইবে। এই জন্য শাস্ত্রে বলিয়াছে "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।"

"ফুটেছে সুগন্ধি ফুল।"

একটী ঝরিয়া গেলে
আর কি ফোটেনা ফুল?
ঝরিতে হইবে বলে
তার কি গো ফোটা ভুল?

দীপটী নিবিয়া গেলে
জ্বলে না কি দীপ আর?
আবার নিবিবে বলে
রাখে ঘর অন্ধকার?

একটী ফুরায়ে গেলে
পুনঃ কি করে না আশা?
বারেক ভাঙ্গিলে গৃহ
ফের কি বাঁধে না বাসা?

একটী উড়িয়া গেলে
আর কি পোষে না পাখী?
মনে ভেবে সেও কবে
উড়ে যাবে দিয়ে ফাঁকী?

আমার উদ্যান আজ
বাসিত সুগন্ধি ফুলে।
ঝরুক সময়ে—কিন্তু
অসময় না কেহ তুলে॥

আবার জ্বেলেছি দীপ
নিবুক তেল ফুরা'লে,
যেন কভু নিবে নাকো,
প্রবল বাতে অকালে॥

আবার হয়েছে আশা
নিরাশ এ হৃদয়ের;
আবার নতুন গৃহ
বাঁধিয়াছি আমি ফের॥

স্নেহের পিঞ্জরে মোর
আসিয়াছে পাখী আর,
থাকে যেন দৃঢ় সদা
ভাঙ্গে না শৃঙ্খল'তার॥

গিয়াছে একটী ঝরে
ফুটিবে না আর"—ভুল,
আবার বাগানে মোর
ফুটেছে সুগন্ধি ফুল।

সতীধর্ম্ম।

(৬ষ্ঠ প্রবন্ধ, মনুসংহিতা হইতে)

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি চ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যোভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥১॥
'পুরুষ' বলিলে নাহি একটি বুঝায়,
জায়া পতি সন্তানেই পূর্ণতা সে পায়;
যেই পতি সেই জায়া সেইত তনয়,
তিনে এক, একে তিন, ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।১।
যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥২॥

তটিনী সমুদ্র-জলে মিশিলে যেমন,
সমুদ্র-জলের গুণ করয়ে ধারণ ;
যেরূপ গুণের পতি লভে যে রমণী,
সেইরূপ গুণ সেও লভয়ে তেমনি ।২। (১)

কামমা মরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ।৩।

অতএব কন্যা যদি অনূঢ়া দশায়,
পিতার আলয়ে চিরজীবন কাটায় ;
সেও ভাল, তবু তার আত্মীয় স্বজন,
অপাত্রে বিবাহ নাহি দিবে কদাচন ।৩।

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্ ॥ ৪ ॥

অধম বংশের কন্যা অক্ষমালা নামে,
বশিষ্ঠে লভিয়া পূজ্যা হৈল ধরাধামে ;
সারঙ্গীও হীন বংশে লভিয়া জনম,
মন্দপাল-পতি-গুণে হৈল অনুপম। ৪।

এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ ।৫

এরূপ দেখিবে কত শত নারীগণ,
জনমি অধম বংশে করিয়া গ্রহণ,
সাধু-পতি-সমাগম লভিয়া কেবল,
গুণের আলোকে বিশ্ব করিল উজ্জ্বল ।৫।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥ ৬ ॥

জীবের জনম-ক্ষেত্র রমণী সকল,
গৃহের আলোক তারা কুলের মঙ্গল ;
রমণী সবার পূজ্য জানিবে সদাই,
লক্ষ্মী আর রমণীতে কোনো ভেদ নাই ।৬।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্ ।৭।

জীবের জনম কিম্বা জীবের পালন,
রমণী বিহনে নাহি হয় কদাচন ;
এই যে সংসারযাত্রা চলে অনুক্ষণ,
প্রত্যক্ষ দেখিবে তার নারীই কারণ ।৭।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনস্তথা ॥ ৮ ॥

বংশরক্ষা আর ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয়,
আর্ত্তের শুশ্রূষা আর পবিত্র প্রণয়,
আপনার আর পিতৃলোকের নিস্তার,
সুভার্য্যাই একমাত্র নিদান তাহার ।৮।

---

(১) উত্তমের সংসর্গ-গুণে অধমও উত্তম হয়, এবিষয়ে হিতোপদেশে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে, কয়েকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাম্ ॥

কাঞ্চনের কাছে কাচ থাকিলে যেমন,
মরকতমণি-শোভা করয়ে ধারণ,
সেইরূপ সাধুসহবাস করি লাভ,
মূর্খও প্রবীণ হয় ছাড়য়ে স্বভাব।

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্ ॥

হীন-সহবাসে বুদ্ধি হীনতাই পাবে,
সমানের সহবাসে রহে সমভাবে ;
পরম শিষ্টের সঙ্গে হইলে মিলন,
বুদ্ধিও শিষ্টতা অতি করয়ে ধারণ।

যথোদয়গিরৌ দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।
তথা সৎসন্নিধানেন হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে ॥

উদয়গিরির কাছে যত দ্রব্য রয়,
প্রভাকর-কর-যোগে হয় প্রভাময় ;
হীন জাতি লভি' তথা সাধু-সমাগম,
হীনতা ত্যজিয়া শোভা পায় অনুপম।

(মৎপ্রকাশিত হিতোপদেশ, কথামুখ, ৪১,৪২,৪৩শ্লোক)

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৯ ॥

পিতা, ভ্রাতা, পতি, আর দেবর, স্বজনে,
ভূষিবে রমণীগণে বসনে ভূষণে ;
যতনে রাখিবে সদা করিবে সম্মান,
নারীর কল্যাণে হয় সবার কল্যাণ।৯।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥১০॥

রামাগণে যে ভবনে লভে সদা মান,
দেবতা-বিহার ক্ষেত্র স্বর্গ সেই স্থান ;
না পায় সম্মান যথা রমণী সকল,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সেই থানে সকলি বিফল।১০।

শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥১১॥

কুলনারী যে ভবনে করে হাহাকার,
জ্বলিয়া পুড়িয়া তাহা হয় ছারখার ;
যে গৃহে রমণীকুল পুলকিতচিত,
সে গৃহে সৌভাগ্যলক্ষ্মী হয় উছলিত।১১।

যাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ১২ ॥

রামাগণে অপমানে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
অভিশাপ যে ভবনে করয়ে প্রদান ;
ধন পরিজন আদি সহ সে আলয়,
সমূলে বিনষ্ট হয় জানিবে নিশ্চয়।১২।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ ॥ ১৩ ॥

অতএব অশনে বসনে বিভূষণে,
ধনে মানে নারীগণে তুষিবে যতনে ;
বিশেষতঃ ক্রিয়া কর্ম্ম আদি মহোৎসবে,
নারীর সম্মানে যেন দৃষ্টি রাখে সবে।১৩।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥১৪॥

ভার্য্যাগুণে পতি যথা সদানন্দে রয়,
পতি-গুণে ভার্য্যা যথা প্রফুল্লহৃদয় ;
এরূপে দম্পতীপ্রেমে শোভে যেই স্থান,
সর্ব্বমঙ্গলার তথা নিত্য অধিষ্ঠান।১৪।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥ ১৫ ॥

রক্ষিতে নারীর ধর্ম্ম তারে বন্ধুগণ,
গৃহে রুদ্ধ রাখিলেই না হয় রক্ষণ ;
যে নারী আপন গুণে রক্ষে আপনারে,
যথার্থই সুরক্ষিত জানিবে তাহারে।১৫।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাং চ পরিণাহ্যস্য বেক্ষণে ॥ ১৬ ॥

ধন ধান্য প্রভৃতির ব্যয় বা রক্ষণ,
গৃহ গৃহসামগ্রীর নিত্য অবেক্ষণ ;
পাক অন্নদান সর্ব্ব দ্রব্যের শোধন,
ধর্ম্মকর্ম্ম নারী-হস্তে করিবে অর্পণ।১৬।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥ ১৭ ॥

সুরাপান, যথায় তথায় বিচরণ,
পতিসনে দীর্ঘকাল বিরহ ঘটন ;
কুসঙ্গ অকালে নিদ্রা পরগৃহে বাস,
এই ছয় দোষে হয় সতীত্ব বিনাশ।১৭।

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রবসেৎ কার্য্যবান্ নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি ॥ ১৮ ॥

ভার্য্যার ব্যবস্থা অগ্রে না করি' বিশেষ,
ভার্য্যা রাখি' পতি যেন না যান বিদেশ ;
জীবিকা-অভাবে হায়! জঠর-জ্বালায়,
সুশীলাও কত নারী সতীত্ব হারায়।১৮।

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা ।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ ॥ ১৯ ॥

পত্নীর ব্যবস্থা করি' যাইলে প্রবাসে,
অতি সুনিয়মে পত্নী রবে নিজ বাসে ;
নাহি যদি থাকে তার জীবিকা-উপায়,
সাধু শিল্পকর্ম্মে যেন জীবন কাটায় ।১৯।

তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্ ॥ ২০ ॥

জায়া পতি সদা হেন করিবে যতন,
যাহে দোঁহে নাহি হয় বিরহ ঘটন ;
কার্য্যবশে ছাড়াছাড়ি হইলে দোঁহার,
কেহ যেন কভু নাহি করে ব্যভিচার ।২০।

এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োরপি ।
অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ ॥ ২১ ॥

যাবত দোঁহার দেহে রহিবে জীবন,
ব্যভিচার কেহ না করিবে কদাচন ;
পবিত্র মনের ভাব পবিত্র আচার,
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এই ধর্ম্ম সার ।২১।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া ।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ ২২ ॥

হৃষ্ট হইলেও পতি প্রসন্ন বদনে,
সুচারু সমস্ত কার্য্য করিবে যতনে ;
গৃহদ্রব্য সকলি রাখিবে পরিষ্কার,
ব্যয়ের বিষয়ে সদা হবে মিতাচার ।২২।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা ।

জীবে দয়া ।

দয়া মানব হৃদয়ের একটী শ্রেষ্ঠ ভূষণ। পরের দুঃখকে আপনার দুঃখ করিতে পারা মহত্ত্বের চিহ্ন। এই বৃত্তি অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান। অন্যান্য বৃত্তি সমূহের ন্যায় দয়া বৃত্তিও ব্যবহার দ্বারা উজ্জ্বল ও অব্যবহার দ্বারা মলিন হইয়া পড়ে। দয়ালু ব্যক্তি অন্যের জন্য অনায়াসে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন। সার ফিলিপ্ সিড্নি জাট্ফেন যুদ্ধে আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থান কালে পিপাসাতুর হইয়া এক গ্লাস জল আনিতে অনুরোধ করেন। জল আসিল, সিড্নি মুখে গ্লাস তুলিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন নিকটবর্ত্তী একজন সৈন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সকাতরে তাঁহার হস্তস্থিত বারিপূর্ণ পাত্রের দিকে তাকাইতেছে। সিড্নি দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "উহার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা অধিক। উহাকে এই বারি প্রদান কর।" একবিন্দু বারির অভাবে যখন প্রাণ বহির্গত হইতেছে, এমত সময়ে কে এরূপ আত্মোৎসর্গ ও নিঃস্বার্থভাব দেখাইতে পারে? সিড্নি জীবনে যত মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালের এই কার্য্য তৎসমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে প্রচারিত। যাহার হৃদয়ে এই বৃত্তি সে প্রকার স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই, তাহার

পক্ষে মহাত্মা সিড্‌নির তুল্য মহাজনগণের পুণ্যকাহিনী উপকথা বলিয়া বোধ হইবে।

দয়া পাপীর উদ্ধারের হেতু ও দুঃখীজনের শান্তির উৎস। বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যের প্রাণ যদি দুঃখী পাপীদের জন্য না কাঁদিত, তবে সংসার-যন্ত্রণা আরও যে কত দুঃসহ হইত বলা যায় না।

নানা বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়; কিন্তু দয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ দেখা যায় না। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান গুণত্রয়ের মধ্যে দয়া একটী। মহর্ষি ঈশা শৈলবেদীর উপদেশ কালে বলিয়াছিলেন—"দয়ালু ব্যক্তিগণ ধন্য; কারণ তাহারা (ঈশ্বরের) দয়া লাভ করিবে।" মুসলমান ধর্ম্মে বলে "উপাসনা প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম্মাঙ্গ পালন করিয়া মনুষ্য স্বর্গের দ্বারদেশে মাত্র উপস্থিত হইতে পারে, দয়াধর্ম্ম অনুষ্ঠান ভিন্ন তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রেমাবতার গৌরচন্দ্র সনাতন গোস্বামীকে উপদেশকালে বলিয়াছিলেন;—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন,
এই তিন কর্ম্ম তুমি করো সনাতন।"

বুদ্ধ সিদ্ধার্থ যে অপূর্ব্ব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। বৌদ্ধ সাধকগণ রজনীযোগে ভ্রমণ করিতেন না, কারণ পাদদলিত হইলে অনেক জীবের প্রাণ সংশয় হইতে পারে। মুখ ও নাসিকার মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিবে বলিয়া তাঁহারা ঐ দুই ইন্দ্রিয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন এবং দিবাভাগে পথে চলিতে হইলে পথ দেখিতে দেখিতে ও পরিষ্কার করিতে করিতে পদবিক্ষেপ করেন এবং একটী পিপীলিকা পাদদলিত হইলে হৃদয়ে বড় ক্লেশ অনুভব করেন। বৌদ্ধগণের দয়া সাধন এত দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে যে, তাঁহারা খট্টাতে ছারপোকা পালন করেন ও অর্থ পুরস্কার দিয়া দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সেই খট্টায় শয়ন করাইয়া তাহা দ্বারা নর-শোণিত-পান করান।

খৃষ্টানগণের দয়া নানা দেশে নানা কার্য্যে ঈশার প্রচারিত ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণবগণের মধ্যেও উহা নানা আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্বত্রই দয়াধর্ম্মের সহিত 'নিরামিষ ভোজন' প্রচারিত হইয়াছে। নানা কারণে ইউরোপ খণ্ডে আমিষ-ভোজন বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অধুনা তথায় নিরামিষ আহার প্রচলিত হইতেছে এবং দিন দিন নিরামিষভোজীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দয়াধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানে "জীবের প্রতি নির্দ্দয়তা নিবারণী সভা" সংস্থাপিত

হইতেছে। ইউরোপীয়েরা সভা স্থাপন দ্বারা সকল কার্য্য করেন। আমাদের দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া সেই সকল মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান সকলেই আজকাল বুঝিতেছেন যে, মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইল না, দয়া অর্থে জীবে দয়া। জীব অর্থে 'কৃষ্ণের জীব', কেবল মানুষ নহে। ইংলণ্ড দেশের পূর্ব্বতন মহৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কবি কাউপার ও জনসনের পশুর প্রতি দয়া যথেষ্ট ছিল।

অধুনা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ পশুগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহাদের এই নৃশংসতা নিবারণার্থে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার একজন অধিনায়িকা কুমারী ফ্রান্সিস্ পাওয়ার কব্। তিনি একজন ব্রহ্মবাদিনী। প্রেমরূপিণী নারীর সুকোমল হৃদয় যে বাক্‌শক্তিহীন পশুগণের জন্য কান্দিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কুমারী কব্ ও অন্যান্য করুণহৃদয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় মানব সমাজের মন বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠুরতা হইতেও নিবৃত্ত হইতেছে। কালে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে এবং হৃদয়ের নিকট বিজ্ঞান পরাস্ত মানিবে।

যে যত হীন, যত দুর্ব্বল, যত অযোগ্য, তাহার প্রতি ততই অধিক দয়ার ভাব উদিত হয়। বারির ন্যায় দয়া নিম্নগামিনী। মানুষ বাক্য দ্বারা দুঃখ জানাইতে পারে; তাহাদের দুঃখে ত আমাদের দুঃখ হইবেই; কিন্তু যাহারা বাক্যহীন, যাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ নাই, তাহাদের প্রতি প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তির দয়া ধাবিত হওয়া উচিত। ইংরাজেরা যে দেশকে ভল্লুকের দেশ বলেন, সেই দেশবাসী ভল্লুকগণ পর্য্যন্তও পশুদের প্রতি নির্দ্দয়তা নিবারণের জন্য চেষ্টিত। সম্প্রতি রুসিয়া দেশে ঐ উদ্দেশে সভা সমিতি সংগঠিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

বিড়াল ও ইন্দুর।

আমরা "সান ফ্রানসিস্কো কল" হইতে নিম্নলিখিত অত্যাশ্চর্য্য বিষয়টি সংগ্রহ করিলাম। ইহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি যে, স্বভাবতঃ বৈরভাবাক্রান্ত প্রাণিদ্বয় একত্রে এক স্বামীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইলে এক অদ্ভুত সখ্যভাবাপন্ন হয়।—ষুটার ক্রীক নামক স্থানে জনৈক শ্রমজীবী কর্ম্ম করিত। তাহার ঘরে একটি বিড়াল

ছিল। তাহার পাঁচটি শাবক। হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোথা হইতে একটী ইন্দুর ক্লান্তভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র, বোধ হয় জলে ডুবিতে ডুবিতে রক্ষা পাইয়াছে। সে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। বিড়ালমাতা ৫টী শাবকের সহিত যেখানে লুক্কায়িতভাবে শয়ন করিয়াছিল, ইন্দুর আস্তে আস্তে সেখানে গমন করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিড়াল মাতার হৃদয়ে বোধ হয় দয়ার সঞ্চার হইল। সে তাহাকে না মারিয়া শাবকদিগের মধ্যে গ্রহণ করিল এবং আহার দিয়া তাহার কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দুরও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন প্রদর্শনে ত্রুটি করিল না। ভক্ষ্য ভক্ষকের মধ্যে এইরূপ সম্প্রীতি দেখিয়া শ্রমজীবী পরিবার, যারপর নাই আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু কেহ ইহাদিগকে বিরক্ত না করে, এইজন্য সতর্কতা অবলম্বন করিল। দিনের পর দিন যায়, ইন্দুর বিড়ালদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিল না। প্রত্যুত ইন্দুর ও বিড়ালদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য সখ্যভাব দেখিয়া দর্শকদিগের মন বিমুগ্ধ হইল। ইন্দুর এক্ষণে যথেষ্ট আহার পাইয়া বেশ স্থূলকায় হইয়াছে। সে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, আবার বিড়াল মাতার নিকট আসিয়া বাস করে!

নূতন সংবাদ।

১। মণিপুরের রাজবিচার শেষ হইয়াছে—বিচারকদিগের মতে মহারাজ কুলচন্দ্র মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করা দোষে দোষী এবং যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ তদুপরি কুইণ্টন প্রভৃতির হত্যার সহায়তা করিয়া আর একটী দোষ করিয়াছেন। উভয়ের প্রতিই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, এখন রাজপ্রতিনিধির কি অনুগ্রহ হয়!

২। জুন মাসের শেষে ময়মনসিংহ ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বার বার ভূকম্পন হইয়া বিভীষিকা দেখাইয়াছে।

৩। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে নিরামিষ-ভোজীদিগের এক ভজনালয় স্থাপিত হইয়াছে।

৪। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ বিলাতের স্বাস্থ্য মহাসভায় উপস্থিত থাকিবেন।

৫। বেথুন কলেজের কুমারী প্রভাবতী রায়, নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমকুসুম সেন যথাক্রমে ২০৲, ১৫ এবং ১০ টাকার জুনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। উদাসীন পথিকের মনের কথা—কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া মীর মহাতাব আলি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তক খানি নীলকরের অত্যাচার বিষয়ক। গ্রন্থকার এই অত্যাচার কাহিনী অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্দান্ত নীলকরেরা কি প্রকারে কুলি সংগ্রহ করিত, চা বাগানে কি প্রকার কষ্টে তাহাদিগকে দিন কাটাইতে হইত ইত্যাদি বিষয় সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাম্য কন্যা কৃতার্থের সতীত্ব, আদরের ধর্ম্মানুরাগ, কেনীর অর্থ লালসা ইত্যাদির চিত্র, অতিশয় প্রশংসনীয়। ইহার ভাষাও বেশ সরল ও সুন্দর, মুসলমানগণ যে এত সুন্দর বাঙ্গালাভাষায় এরূপ পুস্তক লিখিতে সক্ষম, ইহা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

২। হৃদগ্রন্থ—শ্রীকালীহর বসু প্রণীত, মূল্য ।• আনা। পুস্তক খানি কাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। গ্রন্থকারের অমিত্রাক্ষর ছন্দে বোধ হয় এই প্রথম লেখা। ইহার ভাব মন্দ না হইলেও ভাষা বড়ই কঠিন। ভাষার দোষে অনেক স্থলে ভাবেরও ব্যত্যয় হইয়াগিয়াছে। স্থানে স্থানে কবিতা মন্দ হয় নাই।

৩। বিকাশ—শ্রীসুরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৶• আনা। পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণ যেমন সুন্দর, কবিতাগুলি সেইরূপ সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের বেশ কবিত্ব শক্তি আছে এবং যে বিষয় গুলিতে এই শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কবিত্বের সার্থকতা হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতা পড়িতে পড়িতে গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়।

৪। যোগনাথ—একটী চিত্র, মূল্য ।৶• আনা। ইহা একটী আদর্শ জীবন সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র গল্প। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মযোগের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল আলোচিত হইয়াছে। অনন্তের প্রেমে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া জীবন কাটাও, ইহার সার কথা। পুস্তকখানি পাঠে চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মভাবোন্নতির সম্ভাবনা।

৫। ইতিমধ্যে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকখানি নূতন সাময়িক পত্র ও পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি;—জন্মভূমি, হিতবাদী, নবযুগ, শ্রীহট্ট মিহির, উগ্র ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি এবং Indian Homœopathic Review. জন্মভূমি অতি সদ্ভাবের সুন্দর মাসিক পত্রিকা। হিতবাদী অনেকগুলি খ্যাতনামা কৃতবিদ্য ব্যক্তিদ্বারা প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র। অন্যান্য পত্রগুলিদ্বারাও বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা।

বামারচনা।

বালিকা আমার।

গাইছে পরাণ শুধু দুঃখময় গান,—
হৃদয় হয়েছে মম শ্মশান সমান।
কতবার ভাবি মনে,
সুখ স্মৃতি আলাপনে,
মুছিব হৃদয় হ'তে শোকের নিশান।
(কিন্তু) বারণ মানে না হৃদি গায় দুঃখ গান।১

কত দিন এই ভাবে রয়েছি বসিয়া,
আমার স্নেহের নিধি গিয়াছে চলিয়া—
হৃদয়ের প্রিয়তম,
সে বালিকা মনোহর,
অকালে যাইল কেন আমারে ত্যজিয়া ?
সেই দিন হ'তে আজো রয়েছি বসিয়া।২

আর কি কখন আমি সে মুখানি হেরিব ?
আর কি আদরে তারে হৃদয়েতে লইব ?
কত আশা ছিল মনে,
লইয়া স্নেহের ধনে,
সস্নেহে তাহার সেই মুখ খানি চুমিব—
যতনে সে বালিকারে হৃদয়েতে রাখিব।৩

হায়! এপোড়া কপালে যদি সেই সুখ থাকিবে—
তা হলে এ হৃদি কেন আঁখি জলে ভাসিবে?
চির অভাগিনী আমি,
সুখ কি? কভু না জানি,
চিরদিন দুঃখ স'য়ে এজীবন কাটিবে।
চিরকাল পোড়া হৃদি অশ্রুজলে ভাসিবে।৪

স্নেহের সন্তান রত্নে বঞ্চিত হইয়া,
অভাগী জননী কাঁদে বিরলে বসিয়া।
কিবা আর গৃহকাজ,
কি সুখ সংসার মাঝ?
যেথানে সন্তান তার গিয়াছে চলিয়া—
যেতে চায় মন সেথা ধাবিত হইয়া।৫
কোথায় অজানা রাজ্যে গেছে সে রতন
কেমনে পাইব আমি তার দরশন ?
সতত হেরিতে তারে,
পরাণ কেমন ক'রে,
কি ব'লে বুঝাব অন্যে হৃদয় বেদন ?
জানেন বেদনা মোর ভুক্তভোগী জন! ৬
সংসার সুখের সার ভাবি মনেমন।
যে বালিকা সুখে দিন যাপিছে এখন—
জানেনা সে পর পার;
কি যে ঘোর অন্ধকার,
জানে না এ বিশ্ব শুধু মায়ার ছলন—
"সংসার" "সুখের সার" বলে কোন্ জন? ৭
জগদীশ! কৃপা করি হের কৃপা-নয়নে!
কত ব্যথা সবে নাথ! অবলার পরাণে?
অধমা তনয়া আমি,
ভক্তি স্তুতি নাহি জানি,
কৃপা কর কৃপাময় এ অধম সন্তানে!
ঘুচাও এ দুঃখরাশি স্নেহবারি প্রদানে! ৮

——শ্রীমতী নি——
পূর্ণা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৯ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৯৮—আগষ্ট ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠনিবাস—বৈদ্যনাথে দেবতার বরে আরোগ্য হইবার জন্য অনেক দরিদ্র কুষ্ঠ রোগীর সমাগম হয়, কিন্তু বাসস্থান, আহার, পানীয় জল ও যত্নের অভাবে তাহাদের যে দুরবস্থা তাহা অবর্ণনীয়। সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ বাবু রাজনারায়ণ বসু কয়েকটী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের সাহায্যার্থে চাঁদা তুলিতেছেন, এবিষয়ে দয়াশীল ব্যক্তিদিগের যথাসাধ্য সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গনিবাসীর মোকর্দ্দমা—কয়েক মাস হইল বঙ্গনিবাসী ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম সাধারণের উপর অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করেন এবং [illegible] ভাবে একটী সম্ভ্রান্ত মহিলার চরিত্র [illegible] করেন। আদালতের বিচারে পত্রাধ্যক্ষের ১০০৲ টাকা জরিমানা ও ৬ মাস মেয়াদ, প্রকাশকের ৩ মাস মেয়াদ এবং প্রিণ্টারের ৫০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আমরা এজন্য দুঃখিত, বিশেষতঃ পত্রাধ্যক্ষ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারাদি দ্বারা সমাজের যেরূপ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জন্য বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশকগণ আপনাদিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ভদ্রপরিবার ও স্ত্রীলোকদিগেরও মিথ্যা গ্লানি অবাধে প্রচার করিবেন, ইহা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। বঙ্গনিবাসীর বিরুদ্ধে ৩টী অপরাধ সাব্যস্ত হয়, একটীর জন্য এই দণ্ড হইয়াছে, ব্রাহ্মেরা আর ২টীর দণ্ড হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

সমাজ সংস্কার—জয়পুর ও ভাউনগরের রাজারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মতি আইন স্ব স্ব রাজ্যে প্রচলিত করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগের অধিকার—যুক্তরাজ্যে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার বিধিবদ্ধ হইতেছে—কানসাস প্রতিনিধি সভা প্রায় একবাক্যে "স্ত্রীলোকদিগের পূর্ণ অধিকারের" ব্যবস্থা করিয়াছেন। উইসকনসিন প্রতিনিধি সভা অধিকাংশের মতে স্থির করিয়াছেন, বিবাহিতা রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা উকীল, তাঁহারা কোর্ট কমিসনর ও আসাইনীব কার্য্য করিতে পারিবেন। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের ওকালতী কবিবার ক্ষমতা ইতিপূর্ব্বেই ছিল। মিসৌরী প্রতিনিধি সভায় বিদ্যালয়ের মনোনয়নে স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করিবাব জন্য এক বিল উপস্থিত হইয়াছে।

নবীন সন্ন্যাসিনী—"বাল্‌টিমোর সন" সংবাদপত্র সম্পাদকের কন্যা কুমারী এবেল সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রোমান্ ক্যাথলিক চর্চ্চে উৎসর্গীকৃত হইবে।

মার্কিন দীপমক্ষিকা—ইহা ১ বুরুলের অধিক দীর্ঘ এবং ইহার শবীর দেখিতে জলন্ত মণির ন্যায়। তত্রত্য রমণীরা নৃত্য করিবার সময় অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে এই জোনাকি পোকা দ্বারা কেশ ও বস্ত্র ভূষিত করেন, দেখিতে চমৎকার হয়। মণ্টিয়েলের প্রথম ফরাসী উপনিবেশীরা বেদীর সম্মুখে বর্ত্তিকার পরিবর্ত্তে এই দীপমক্ষিকা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিতেন।

ইউরোপে শবদাহ—ইংলণ্ডে শবের সমাধির পরিবর্ত্তে দাহ হইতেছে, আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে এক পারিস নগরে ৬৩৮৮টী দাহকার্য্য হইয়াছে।

লেডী ইলিয়টের সৌজন্য—কলিকাতার কোন কোন কলেজের ছাত্রগণকে লইয়া ছোট লাট বোটে করিয়া ভ্রমণ ও তাহাদের সহিত বিশেষ আলাপ করেন। ছোট লাটপত্নী এবিষয়ে সহকারিতা কবিয়াছেন।

বানরের ভাষা—অধ্যাপক গার্ণার ফনোগ্রাফ দ্বাবা বানরের ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। কালে আরও কতই হইবে!

ভারত ভগিনী—লাহোর হইতে হিন্দী ভাষায় এই নামে একখানি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বিলাত প্রত্যাগত সুশিক্ষিতা হরদেবী ইহার সম্পাদিকা। ইহাতে সাহিত্য, সমাজসংস্কার, নীতি ও ধর্ম্ম নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিত হয়। আমরা ভগিনীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আর্য্য-মহিলা।

সাবিত্রী।

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।"

আজ ভারতভূমি যাহাই হউক, একদিন অতুল কীর্ত্তিমন্দির ছিল। আজ ভারতকে বিদেশ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, একদিন ভারতই লোক-শিক্ষায় অদ্বিতীয় ছিল। এই ভারতে এক-দিন এক দেবাঙ্গনা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একদিন ভারতের নাম চিরস্মরণীয় করিতে এক অপূর্ব্ব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, —সে অনেক দিনের কথা, আজ আর সে দেবী ভারতে নাই, ভারতের অণু পরমাণু খুঁজিলেও তাঁহার শেষ চিহ্ন পাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার অমৃত কিরণে ভারতবক্ষ অমৃতময় হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র নাম, মৃত সঞ্জীবন নাম, ভারতের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে; বুঝি ভারতবাসীর মলিন প্রাণ—নির্জ্জীব প্রাণ পবিত্র ও জীবন্ত করিতেছে। সেই সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর নাম সাবিত্রী। "সাবিত্রী সমানা হও" ইহাই ভারত রমণীর শ্রেষ্ঠ-তম আশীর্ব্বচন। যেমন একাক্ষরের উচ্চারণে পরম ব্রহ্মের অনন্ত নাম বুঝায়, সেইরূপ "সাবিত্রী সমানা হও" বলিলে আশীর্ব্বাদপাত্রীকে "জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিতা হও, ভক্তি প্রীতি রক্ষার্থে সুকুমারী হও, ধর্ম্ম রক্ষার্থে তেজস্বিনী হও, আদর্শ পতিপ্রাণা হও, স্বামীর সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সর্ব্বমঙ্গলা, মৃত্যুভয়নাশিনী হও, সুতরাং বৈধব্যাবস্থার অতীত হও" ইত্যাদি শুভময়ী হইতে বলা হয়। আর্য্য জাতির বিশ্বাস, যিনি সাবিত্রী ব্রত করিতে পারেন, সে রমণী কখনই বিধবা হন না। তাই তোমাদিগকে ডাকিতেছি, ভগিনীগণ আইস, সকলে মিলিয়া সেই অমরকীর্ত্তি রমণীর অমৃতময় নাম কীর্ত্তন করিব। আমরা অক্ষম হই, দুর্ব্বল হই, অণু হই আর পরমাণু হই, অমৃতে অরুচি হইবে কেন?

সাবিত্রী অশ্বপতি রাজার একমাত্র কন্যা। অশ্বপতির বিবরণ যতটুকু জানা যায়, তাহাতে তাঁহাকে একজন বহু-গুণান্বিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। কন্যার নামকরণেও তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সাবিত্রী অর্থে "আর্য্যগণ জনয়িত্রী, সূর্য্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভবানী, গায়ত্রী" ইত্যাদি সুপবিত্র অর্থগুলি নির্দ্দেশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কন্যাকে যেরূপে সুশিক্ষিতা করেন, তাহাতে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এ নীতি বাক্যের সার্থকতা দেখা যায়।

শত উপদেশের অপেক্ষা, একমাত্র সাধুদৃষ্টান্তের অধিক কার্য্যকরী শক্তি, এই মনে করিয়াই পিতা সাবিত্রীকে

পবিত্র ও শান্তিময় স্থানে যাইতে আদেশ দিতেন। যেখানে দুর্জ্জনের ভয় আছে, একবিন্দু পাপেরও সংস্রব আছে, সেখানে অবলার পক্ষে অবরোধপ্রথা প্রার্থনীয়। আর যেখানে পুণ্য আছে, পবিত্রতা আছে, দেবতার অভয় আছে, সেখানে রমণী মুক্ত। বিজ্ঞ অভিভাবকেরা এইরূপ ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে অনেক অভিভাবক ইহা বুঝেন না। "আমোদ" বলিয়া পুরবাসিনাগণকে নরকের চিত্র দেখাইতেও সঙ্কুচিত হন না, আবার 'লোকে কি বলিবে" ভাবিয়া পবিত্র স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে সাহসী হন না! নানা কারণে আমাদের ঘরগুলি এমন হইয়াছে। তাই, বাঙ্গালির মেয়েগুলির কপাল, এক আগুনে পোড়ে নাই!

যাহা হউক, সাবিত্রীর কথা বলিতেছিলাম—সাবিত্রী অনেক সময়ে তপোবনে যাতায়াত করিতেন। সেখানে বনজাত তরুলতার শ্যামল ছটা দেখিয়া, নব বিকশিত কুসুমকুলের শোভা ও সুগন্ধ পাইয়া, বৃক্ষশাখাসীন বিহগগণের মধুর কাকলী শুনিয়া পরম প্রীত হইতেন। তপস্বীদিগের পালিত মৃগশিশু এবং অন্যান্য নিরীহ পশু যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেছে; ক্ষীণ তটিনী কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছে; প্রকৃতির সেই রমণীয় উপবনে, প্রকৃতি দেবী সরলা বালিকা হইয়া পবিত্রতা শিক্ষা করিতেছেন! সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুর-বাসিনী সাবিত্রীর হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যাইত। তপোবন পুণ্যময়; তাই তাপস তাপসী দিগের ধর্ম্মপ্রাণতা, সত্যপ্রিয়তা, আত্মত্যাগ, পরহিতৈষণা প্রভৃতি দেখিয়া সাবিত্রী-হৃদয় বিগলিত হইত। সাধুতার প্রতি একান্ত টান হইলে তাহার কিছু না কিছু আয়ত্ত হইয়াই থাকে; বিশেষতঃ সাধুসঙ্গ জীবনের অমৃতস্বরূপ। সাধু সঙ্গের গুণেই রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি মুনি; জগাই মাধাই দুর্ব্বৃত্ত, নরদেবতা; শবরী, দেবী। তাই হিন্দু শাস্ত্রে সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ আছে। তাই আমাদের পবিত্র-হৃদয়া সরলস্বভাবা, সুশিক্ষা-প্রাপ্তা সাবিত্রী তরুণ বয়সে, সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে এক অলৌকিক, দেবী জীবন লাভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে অবন্তীরাজ দ্যমসেন, অন্ধ ও শত্রুদিগের কৌশলে রাজ্যভ্রষ্ট হন। উপায়ান্তর অভাবে নিজ সহধর্ম্মিণী এবং একমাত্র বালক পুত্র সত্যবানকে লইয়া তপোবনে বাস করেন। দ্যমসেন চক্ষু ও রাজ্য হারাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার কার্য্য বুঝিবে কাহার সাধ্য? মানুষে যাহা বিশেষ অকল্যাণকর মনে করে, তাহা হইতেই হয়তো তাহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হয়। রাজা দ্যমসেন চক্ষু ও রাজ্য হারাইয়া যাহা লাভ করিলেন, তাহা দেবতার লোভনীয়। রাজভব-

মের কূট শিকার, শৈশবের আত্মরী উত্তেজনায় এবং চাটুকারদিগের আপাত-মধুর স্তুতি বাদে, অনেক দেব চরিত্র—তরুণ বয়সে রাক্ষস চরিত্রে পরিণত হইতে পারে। রাজা দমসেনের স্নেহের ধন সত্যবান্, বালক বয়সে পর্ণ কুটীরে থাকিয়া, ব্রহ্মপরায়ণ ও সংযতেন্দ্রিয় তপস্বীদিগের শিক্ষা ও সাহচর্য্য পাইয়া, আজন্মশুদ্ধ এক আদর্শ জীবন প্রাপ্ত হইলেন। রাজা দমসেনের "গরলে অমৃত" হইল।

আগে বলিয়াছি অশ্বপতি-তনয়া সাবিত্রীদেবী তপোবনভ্রমণে যাইতেন। এইখানে সাবিত্রী সত্যবানে শুভ সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে উভয়ের গুণ বুঝিলেন। বুঝিলেন উভয়ে উভয়ের হইতে পারিলেই জীবন সফল হইবে। কিন্তু সে হৃদয় যুগল, দুর্ব্বল হৃদয় নয়; সে হৃদয় যুগল ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গীকৃত, তাই অনুরাগের আকর্ষণ বিশেষ প্রবল হইলেও সে হৃদয়-দ্বয় শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিল না, উভয়ে উভয়কে মনের কথা জানিতে দিল না। সেই বয়সে এমন বিজ্ঞতা, এমন পরিণাম-দর্শিতা, এমন সংযত-চিত্ততা সাধারণ মস্তিষ্কের ও সাধারণ চরিত্রের ক্রিয়া হইতে পারে না।

সত্যবান্ নিজের আকাঙ্ক্ষাকে "দুরাকাঙ্ক্ষা" মনে করিলেন। সত্যবান্ আশ্রয়হীন,রাজকুমারী কি তাঁহার দুর্ভাগ্য-সহচরী হইতে পারেন? সত্যবান্, সে রমণীরত্ন গ্রহণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইতে পারেন সত্য, কিন্তু স্বকুমারী রাজবালাকে বনবাসিনী করিবেন কি করিয়া? তাঁহার মত "অপাত্র"কে সাবিত্রীদেবী পতিত্বে বরণ করিবেনই বা কেন? এই সকল মনে করিয়াই সত্যবান্ মনের কথা প্রকাশ করিলেন না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল, মনের কথা প্রকাশ করিলেও সত্যবানকে নিন্দিত বলা যাইত না। এইখানেই আমরা সত্যবানের কর্ত্তব্য বোধ—সত্য-বানের আত্মসংযমের বিশেষ পরিচয় পাইতেছি। এ যদি চোখের ভালবাসা হইত, এ যদি দুষ্মন্ত রাজার অনুরাগের ঝোঁক হইত, তাহা হইলে সত্যবান্ এত ভাবিবার অবকাশ পাইতেন না।

সাবিত্রীর সেরূপ প্রতিবন্ধকতা ঘটিল না। সাবিত্রী বুঝিলেন সত্য-বানের মত নর-দেবতার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলেই সাবিত্রী-জীবন ধন্য হইবে। সত্যবান্ যাহার স্বামী, তাহার বনবাস, স্বর্গবাস। সাবিত্রী জানেন, বিবাহ বাণিজ্য ব্যবসায় নহে। সাবিত্রী জানেন, ধন গৌরব, পদ মর্য্যাদা প্রভৃতি পার্থিব জিনিসের উদ্দেশ্যে যে বিবাহ, সে বিবাহ বিবাহই নহে। সাবিত্রী জানেন, বিবাহের উদ্দেশ্য স্বামী স্ত্রীর উভয় আত্মা একত্রে যোগ করা, সেই মিলিত, সেই দুয়ে এক আত্মা, পরমাত্মায় সমর্পণ করা। এই সকল নিগূঢ় রহস্য জানেন বলিয়াই সাবিত্রী, সত্যবানের

অজ্ঞাতে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন; সাবিত্রীর পবিত্র হৃদয় মন্দিরে, পবিত্র দেবতার প্রতিষ্ঠা হইল। এখন সামাজিক সম্প্রদানের কর্ত্তা পিতা।

মাতা সাবিত্রীর এই "অপরিণামদর্শিতায় দুঃখিত হইলেন।" তাঁহার স্নেহের সাবিত্রী, রাজপুত্রের সহিত বিবাহিতা হইবেন, রাজভবনের ভোগ বিলাসে "পরম সুখী" হইবেন, এখন রাজকুমারী পরে রাজ-বধূ হইবেন, তাহা হইলেই মা'র সকল সাধ পূর্ণ হয়। সাবিত্রী রাজকুমারী; সাবিত্রী তপস্বিনী হইয়া বনে বনে ফিরিবে, যাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্যে শত শত পরিচারিকা রহিয়াছে, সে আবার অন্যের পরিচর্য্যা করিবে, যাহার জন্য কত রাজভোগ প্রস্তুত হয়, সে আবার বনজাত ফলমূল খাইবে, ইহা স্নেহময়ী মায়ের প্রাণে সহিতেই পারে না। মা সাবিত্রীকে অনেক বুঝাইয়া এ "ভীষণ কামনা" পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু মা'র অনুনয় বিনয়, সবই নিষ্ফল হইল। স্রোতের মুখের তৃণের ন্যায় সবই ভাসিয়া গেল। মাতৃ-ভক্তির অনুরোধে আর সবই পারা যায়, কেবল ধর্ম্মকে অবমাননা করিতে পারা যায় না। তাই সাবিত্রী মায়ের অন্যায় কথা রাখিতে পারিলেন না। আহা, মা! তুমিতো জান না তোমার সাবিত্রী তোমার গর্ভ পবিত্র করিতে আসিয়াছেন। তুমিতো জাননা তোমার সাবিত্রী, ভারতভূমিকে "পুণ্যময়ী" করিতে আসিয়াছেন! আর তুমিতো জাননা তোমার সাবিত্রী বসুমতীকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন! জান না বলিয়াই কাঁদিতেছ, জানিলে কতই হাসিতে!

সাবিত্রীর সঙ্কল্প, তাঁহার পিতার শ্রুতিগোচর হইল। গান্ধারী দেবীর পিতা আপনার স্বার্থের মন্দিরে কন্যা বলি দিয়াছিলেন, সাবিত্রী দেবীর পিতা কোনও সময়ে পিতৃ-কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করেন নাই। "অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাং" এ নীতি আমরা সাবিত্রীর পিতাকে পালন করিতে দেখিয়াছি। আবার এখন তিনি মনে করিলেন "সাবিত্রী যতই ধর্ম্মশীলা হউন, যতই জ্ঞানবতী হউন, তথাপি বালিকা।* বালিকার অভিপ্রায়ানুসারে অজ্ঞাত কুলশীল, অজানিত চরিত্র সত্যবানকে সহসা কন্যাদান করিতে হইলে হয়তো ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইতে হইবে।" তাই তিনি সত্যবানের পরিচয় পাইতেই বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। আজ কাল দেশের নগ্ন স্বাধীনতাবাদী যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু সাবিত্রী-জনকের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

এই আন্দোলনের সময়ে দেবর্ষি নারদ, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ

* অবশ্য দশম বর্ষীয় বালিকা নহে।

আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার মেয়ের সাবিত্রীর অভিলষিত পাত্র সত্যবানের পরিচয় সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবর্ষি সত্যবানের পরিচয় ও সদ্গুণ সকল বর্ণনা করিলেন। রাজা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন। রাজা গুণের মর্য্যাদা জানেন। ধনবান্ পাত্র অপেক্ষা গুণবান্ পাত্রে কন্যাদান করাই পিতার গৌরব। কিন্তু দেবর্ষি সত্যবানের কথা শেষ করিয়া সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৎসে ! সত্যবানকে ছাড়িয়া অন্য সুপাত্রকে পতিত্বে বরণ কর।"

তা ও কি হয়? দেবতাকে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া কি ফিরাইয়া পাওয়া যায়? দেবর্ষি, গার্হস্থ্য ধর্ম্মহীন ভগবৎ-সাধক, তাই বুঝি জগতের শিক্ষক হইয়াও সাবিত্রী হৃদয় বুঝিলেন না। সাবিত্রী যে মরজগতে বিশ্ববিধাতার প্রেমপ্রতিমা, তাহা জানিলেন না।

সাবিত্রী কর-যোড়ে উত্তর করিলেন, "দেব, যাঁহাকে একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িলে আমি সর্ব্বতঃ পতিতা হইব। অতএব আমার প্রতি সেরূপ আদেশ করিবেন না।" সেই বিনীতা অথচ তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, দেবর্ষি প্রীতও হইলেন, বিস্মিতও হইলেন। বালিকাতে এতই ধর্ম্মভাব, এতই অনুরাগ! যাহা হউক তথাপি আবার বলিলেন "বৎসে! তুমি সত্যবানকে ছাড়িয়া অপর কোনও সুপাত্রকে পতিত্বে বরণ কর।"

তখন সাবিত্রী দেবী দৃঢ় অথচ কোমল স্বরে উত্তর করিলেন "যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করা যায়, তিনিই প্রকৃত পতি। আমি জগদীশ্বরের সাক্ষাতে যাঁহাকে বরণ করিয়াছি, তিনি যাহাই হউন, তাঁহার যে কোন অযোগ্যতাই থাকুক, তিনিই আমার স্বামী। তিনি আমার অত্যাজ্য।"

এইখানে পাঠিকা, সাবিত্রীর হৃদয়ের বল দেখ! সত্যবান্ কিসে অবরণীয়, তাহা জানিতে সাবিত্রীর আকাঙ্ক্ষা নাই। যে সকল সদ্গুণ থাকিলে, সাবিত্রী স্বামী বলিয়া পূজা করিতে পারেন, সত্যবান্ সেই সকল গুণে ভূষিত। সাবিত্রী সত্যবানকে জানিয়াই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। যখন পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন সত্যবান্ যাহাই হউন, সাবিত্রী তাঁহারই অনুরক্ত। জগতে এমন ঘটনা কি আছে, যে সতী পতি ত্যাগ করিতে চাহিবে? যদি একদিন পর্ব্বত-শৃঙ্গের পতন সম্ভাবিত হয়, তথাপি সতীর হৃদয় পতিচ্যুত হইবে না। এ কথা কোথায় শিখিলাম? শিখিলাম, সাবিত্রী দেবীর কাছে। দেবর্ষির এত আগ্রহ, তথাপি সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেন না সত্যবানকে পতি-রূপে গ্রহণ করিতে বাধা কি? সে কথা সাবিত্রীর অনাবশ্যক। সাবিত্রী কেবল সত্যবানেরই! ইহারই নাম পাতিব্রত্য!!

যাহা হউক উভয়ের বাদানুবাদ

শুনিয়া রাজা যেরূপ বিস্মিত হইলেন, সেইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। সত্যবান্ সুপাত্র, ধনের জন্য দেবর্ষি কখনই আপত্তি করিবেন না। এরূপ স্থলে পুনঃ পুনঃ নিষেধের কারণ জানিবার জন্য রাজা একান্ত অস্থির হইলেন এবং দেবর্ষিকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রীর একাগ্রতা দেখিয়া ও রাজার মিনতি শুনিয়া দেবর্ষি যাহা গোপন করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে বাধ্য হইলেন।—বলিলেন "সত্যবান্, সর্ব্বাংশে সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র হইলেও অল্পায়ু, অদ্য হইতে একবৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে।"* এই কথা শুনিয়া রাজার হৃদয় বজ্রাহত হইল। তিনি উত্তর করিলেন "তবে সত্যবান্কে কন্যা দান করা আমার অকর্ত্তব্য। সাবিত্রী বালিকা, বালিকা-কৃত কার্য্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পারে না।"

যে বালিকার মঙ্গলের জন্য এই সকল কথা হইতেছিল, সে বালিকা কিন্তু এখনও তাহার অটল স্থিরতা হারাইল না! অই নবস্ফুট কুসুমে এতই জীবনী শক্তি যে বজ্রাঘাতেও তাহা শুকাইল না। দীনতাও তুচ্ছ কথা, হীনতাও তুচ্ছ কথা, পবিত্রতার প্রতিমা সাবিত্রীর হৃদয়ে এতই দৃঢ়তা, এতই বীরত্ব যে দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা, অকাল বৈধব্যের ভয়েও সে প্রাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। তখনও সাবিত্রী অবিচলিত ভাবে বলিলেন "জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই। তাই বলিয়াই কি মৃত্যু-ভয়ে অধর্ম্মাচরণ করিব? আমি যাঁহাকে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনি যাহাই হউন, তিনি আমার স্বামী!" যেন সাবিত্রী এই কথা বলিতে চান, "বৈধব্যের ভয়ে সত্যবান্কে ত্যাগ করিয়া অন্যকে বরণ করিব, সে ও তো মরিতে পারে! মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য, তখন অধর্ম্ম করিব কিসের লোভে?"

ধন্য সাবিত্রী! স্বামীর জন্য রমণীকে অনেক করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈধব্যাবস্থা উপেক্ষা করিতে দেখি নাই! যে যাতনা-ভয়ে কত শত রমণী, স্বামীর চিতায় পড়িয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন, সেই অব্যক্ত অসহ্য যাতনা, সাধিয়া লইতে এই প্রথম দেখিলাম, বুঝি এই শেষ দেখিলাম! ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে বলিয়া তরুণ বয়সে "বৈধব্য" চাহিয়া লইতে এই প্রথম দেখিলাম, বুঝি এই শেষ দেখিলাম! এমন ধর্ম্মনিষ্ঠা, এমন অনুরাগ, এমন সাহস আর কোথায় দেখিব? স্বদেশে যাও, বিদেশে যাও-

---

* শরীরবিজ্ঞানে, ক্ষয়, যক্ষ্মা, হৃদ্রোগ (প্রভৃতি) গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট সময় জানা যায়। যাঁহারা জন্মকোষ্ঠী অথবা দেবর্ষির ভবিষ্যৎ জ্ঞান, বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা সত্যবান্কে ঐরূপ কোন রোগগ্রস্ত মনে করিলেই করিতে পারেন। এখানে আমাদের [illegible] অনাবশ্যক।

হীরা পাইবে, মুক্তা পাইবে, শকুন্তলা ডেস্‌ডিমোনা পাইবে, কিন্তু সাবিত্রী আর পাইবে না! বিধাতার প্রেমপ্রতিমা, মরজগতের "মহাশক্তি," আবার ভারতে দেখিব কি?—কও মা, বিশ্বজননী! আর একবার দেখাইবে কি?

এই বারে দেবর্ষি, সব বুঝিলেন। যিনি স্রষ্টৃ-তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে তাঁর কতটুকু সময় লাগে? দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রী-হৃদয় কিরূপ উপকরণে গঠিত হইয়াছে। দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রী হৃদয়ে কোন্ বৃত্তি গুলি অনুশীলিত হইতেছে! দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রীর প্রাণ কাহার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছে! দেবর্ষি বুঝিলেন, কেন সাবিত্রী-হৃদয় যুগপৎ—"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি!" বুঝিয়া বলিলেন, মা! তুমি কখনই বিধবা হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি এ বিবাহ শুভময় হউক।"

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রী সত্যবানে বিবাহিত করিলেন। সাবিত্রী পরমানন্দে পিতৃভবন সুখময় রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া দারিদ্র্যময় স্বামীর পর্ণকুটীরে বাস করিতে গেলেন। সাবিত্রী যেমন সেবা-পরায়ণা, ভক্তিপরায়ণা, সেইরূপ গৃহ কর্ম্মে সুশিক্ষিতা। শ্বশুর শাশুড়ী সাবিত্রীকে পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। প্রতিবাসী তাপস তাপসীরা সাবিত্রীর গুণে মুগ্ধ হইলেন। সাবিত্রীর নৈপুণ্যে সেই পর্ণকুটীরও রাজ-সংসারের ন্যায় "অভাবহীন" হইল। যে মেয়ে গৃহকর্ম্মে অমনোযোগিনী—ছি! তার হাতে সোণার সংসারও "টানাটানি" করা।

যে কোন জিনিস—অমূল্যই অতুল্যই হউক, যে কোন জিনিস চিরদিন প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিবার আশা থাকে, তাহার ততটা মর্য্যাদা বোঝা যায় না। গ্রীষ্মকালের দিনে নিত্যই সূর্য্যের আলোক, সূর্য্যালোকের মর্য্যাদা তখন বোঝা যায় না। তারপর বর্ষার সময় যত নিকটে আইসে, সূর্য্য যে কেমন পদার্থ, তাহা ততই হৃদয়ঙ্গম হয়। যখন মা'র কাছে থাকা যায়, তখন মা' যে কেমন জিনিস তাহা বোঝা যায় না, তারপর মা'র কাছছাড়া হইবার দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে, ততই মা'কে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে ইচ্ছা করে না। সত্যবানের উপরে সাবিত্রীর ভাল-বাসা এই রকম শক্তিতে বাড়িয়াছিল। সাবিত্রীর এত সাধনার দেবতা, সাবিত্রী তুদিন প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে পারি-বেন না! সত্যবানকে—সেই উপাস্য দেবতাকে, সাবিত্রীর বিদায় দিতে হইবে! আর দিন কতক পরে সত্যবান্ এজগতে থাকিতে পারিবেন না! তাই সাবিত্রী—দিন ফুরাইয়া আসিতেছে বলিয়াই প্রাণ ভরিয়া, স্বামীকে ভাল বাসিয়া লইতেছেন,—নিজে ইচ্ছা করিয়া নয়, ইচ্ছা করিয়া ভালবাসা যায় না—কর্ত্তব্য পালন করা যায়। ভালবাসা, সব বুঝিয়াছে, এই কয়দিনের মধ্যে

তাহার সমস্ত কাজ করা চাই, তাই বুঝি সকল শক্তি একত্র করিয়া তাহার ক্ষমতা দেখাইতেছে। তাই এই কয় দিনেই সাবিত্রী সত্যবান্‌গতপ্রাণ হইয়াছেন। সাবিত্রীর পতিই ধ্যান, পতিই ধারণা, পতিই যোগ, পতিই সাধনা হইয়াছে। ভালবাসার "ক্রমোন্নতি" স্বীকার করি, কিন্তু পথে কোন বাধা দেখিলে ভালবাসা যে অবক্তব্য ক্ষমতা দেখাইয়া থাকে, একথা আরও স্বীকার করি। মা' যে রোগা সন্তানটীকে সকলের অপেক্ষা স্নেহ করেন, তাও এই কারণে। *

এইখানেও সাবিত্রীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায়। আমরা জগতে দেখিতে পাই, মনে কোনও দুর্ভাবনা থাকিলে, মনে আত্মীয় স্বজনের অনিষ্টাশঙ্কা প্রবল হইলে, অনেক সময়ে মানুষ ধৈর্য্যহারা হইয়া যায়। সাবিত্রীদেবী প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা হৃদয়ে রাখিয়াও ধীরতা সহকারে সকল কর্ত্তব্য গুলিই পালন করিতেছেন—সে হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলিতেছে না, সে প্রাণ যেন ভস্ম হইতেছে না! যেন কিছুই হইতেছে না! ধর্ম্ম, জ্ঞান, সাহস, সহিষ্ণুতা, পতিপ্রাণতা, গুরুভক্তি, গৃহিণীপণা, দৃঢ়চিত্ততা—আর আমরা কয়টাই বা জানি—কোন্‌টীর কি প্রশংসা করিতে হয়, তাহাও জানি না! তবে সাবিত্রী দেবীর সকল গুলিই সুন্দর, সকল গুলিই মধুর, সকল গুলিই—মনে হয়, এমন আর নাই!—কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমন মনে করিওনা, সাবিত্রী দেবীর কোমলতা কিছু অল্প। কোমলতায় সাবিত্রী-হৃদয় নারীগণ হইতে—আমাদের বঙ্গবাসিনীগণ হইতে অন্যরূপ নহে। তবে মহাত্মা সক্রেটিশ যেমন স্বাভাবিক ক্রোধন প্রকৃতি হইয়াও অলৌকিক ক্ষমতা বলে ক্রোধকে সংযত করিতেন, আমাদের সাবিত্রী দেবীও সেইরূপ স্বভাবত কোমলহৃদয়া হইয়াও এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন—রমণীর হৃদয়ে কোমলতা না থাকিলে, সে হৃদয়ের আর গৌরব কি?

(ক্রমশঃ)

* আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বলেন "সত্যবান্ সাবিত্রীতে কয়দিন দেখা শুনা হইয়াছিল যে এত অনুরাগ হইল?" শ্রদ্ধাস্পদ বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুও তাঁহার সমাজ চিন্তায় ঐ কথা প্রকাশ করিয়াছেন—তাই (আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসে) অল্প সময়ের মধ্যে গভীর অনুরাগের কারণ নির্দ্দেশ করিলাম।

প্রঃ লেঃ।

ধর্ম্মকথা।

দুঃখ যন্ত্রণা আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিয়া দেয়। যে সকল দুঃখ যন্ত্রণা আমাদিগেরই কার্য্যের ফল, তাহারই মধ্য দিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে দেখা দেন।

কোন সাধুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি কোথায় ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "যেখানে আমি আমাকে হারাইয়াছি। আর যেখানে আমি আমাকে দেখিয়াছি, সেইখানে ঈশ্বরকে হারাইয়াছি।"

তোমার ঈশ্বর-ভক্তি কত বৃদ্ধি হইতেছে, ঈশ্বরের জন্য তুমি কত ত্যাগস্বীকার করিতে শিখিতেছ, ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ পাইয়া কত সুখী হইতেছ, বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহা লোকসমাজে বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের সহিত তোমার প্রেমের কথা, তুমি ও তোমার ঈশ্বর জানিলেই যথেষ্ট।

তুমি যত তোমার নিজের কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে থাকিবে, ততই দেখিবে ঈশ্বর যেন তোমার নিকটতর হইতেছেন।

পবিত্র অন্তঃকরণ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিতে পান। পবিত্রতার পূর্ণতা যাঁহাতে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে হইলে পবিত্র হইতে হইবে; অন্য উপায় নাই। পবিত্রতা লাভের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপায় দ্বারা যিনি ক্রমে পবিত্র হইতে থাকেন, সেই পূর্ণ পবিত্র স্বরূপের জ্যোতি সেইরূপ ক্রমে তাঁহার মনশ্চক্ষু সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে।

ধর্ম্মজ্ঞান আমাদিগের প্রাণে যে সাহস উৎপন্ন করে, সে সাহস আর অন্য কোথা হইতে আসিতে পারে না। ইহা ধর্ম্মকার্য্য, ইহা সংসাধনে ঈশ্বর আমার সহায়, এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাহা আমার অমৃত জীবন লাভের সোপান স্বরূপ হইবে, এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে জন্মে, তখন মানুষ অতুলনীয় সৎসাহসের পরিচয় দেয়। ধর্ম্মেতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহা সাহসের বীজ নিহিত।

অবরোধ প্রথার উৎপত্তি।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদই যে অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তক, অনেক সত্যপ্রিয় ইতিহাসবেত্তা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মহম্মদের সময় আরব দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত ছিল। মহম্মদের সহধর্ম্মিণীগণ একদা

অবাধ্যতা দোষে দোষী হওয়াতে মহম্মদ তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এই আজ্ঞা দেন যে তাঁহারা বাটীর বাহিরে যাইতে পারিবেন না। মহম্মদ তাঁহার স্ত্রীগণের চরিত্র সম্বন্ধে অতি সন্দিগ্ধমনা ছিলেন। কথিত আছে যে জৈনাব নাম্নী তাঁহার স্ত্রীর চপলতার জন্য তিনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েন, এবং জৈনাব যাহাতে কোন পরপুরুষের নয়ন-গোচর না হয়েন, তজ্জন্য তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বার দেশে পর্দ্দা ফেলিয়া দেন। স্বীয় প্রথমা স্ত্রী আয়েসার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া মহম্মদ তাঁহাকেও পর্দ্দার অনুবর্ত্তিনী করেন। মহম্মদ এইরূপ নিয়ম করাতে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণও পর্দ্দার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। ক্রমে যতই মহম্মদের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই স্ত্রীলোকদিগের পর্দ্দার মধ্যে বাসের প্রথা বিস্তৃত হইতে লাগিল। ক্রমে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত হইলে —প্রত্যেক মুসলমান রমণী "পর্দ্দা-নসিনী—" হইলেন। যখন মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন এদেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। মুসলমান প্রথার অনুকরণে এবং যথেচ্ছাচারী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

অজাগর সর্প।

অজাগর সর্প একটা কাল্পনিক পদার্থ এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। গল্পে অজাগর সর্পের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা অসম্ভব বলিয়া বাস্তব অজাগর সর্পের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অজাগর সর্প দুই জাতীয়;—(১) বোয়া কর্নাষ্ট্রিক্টর বা পাইথন্, (২) ওফিওফেগস ইলাপ্স। বোয়া কর্নাষ্ট্রিক্টর দশ বার হাত লম্বা হইয়া থাকে। ইহারা জড়বৎ পড়িয়া থাকে, নড়িতে চড়িতে বড়ই অনিচ্ছু। খাদ্যাহরণের সময় একটু চলিয়া বেড়ায়। ছাগল ভেড়া ইত্যাদি জন্তু ইহাদের প্রিয় আহার্য্য বস্তু। দক্ষিণ ভারতবর্ষের জঙ্গলে এই জাতীয় সর্প দৃষ্টিগোচর হয়। ওফিয়োফেগস্ ইলাপ্স জাতীয় অজাগর সর্প আমেরিকা খণ্ডে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সম্প্রতি গাঞ্জাম প্রদেশের অরণ্যে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় সর্প কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহা পাইথনের ন্যায় অলস নহে। ইহা গোক্ষুরার ন্যায় তেজীয়ান ও বিষধর। হরিণ, শৃগাল, ছাগল ইত্যাদি জন্তু দেখিলে ইহা দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। মানুষকেও এই জাতীয় সর্প

আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং তাহার শরীর বেষ্টন করিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় সর্পের বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য সকল সর্প ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। গাঞ্জাম প্রদেশবাসী নীচশ্রেণীর লোকগণ এই সর্পকে পূজা করিয়া থাকে।

উৎকল রমণীর বেশভূষা।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ, বঙ্গদেশ হইতে উৎকলে যাইয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। পুরাতত্ত্ববিৎ মহাশয় বঙ্গের গঙ্গা নদী, এবং গঙ্গাবংশ, এতদুভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উড়িষ্যার সর্ব্বাদিম কেশরী রাজগণ যে বঙ্গদেশস্থ তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে গিয়া উড়িষ্যায় রাজা হয়েন তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু কেশরী রাজগণের পরবর্ত্তী গঙ্গবংশীয়েরা দাক্ষিণাত্য হইতে আগত। গোদাবরীর আর একটী নাম গঙ্গা; অবশ্য এই নাম দাক্ষিণাত্যেই প্রচলিত। গোদাবরী তীরস্থ স্থান বিশেষ হইতে যে গঙ্গবংশীয় (এই বংশের অন্য নাম চোল) প্রথম রাজা চোল বা চোরগঙ্গ উৎকলে আসিয়া শেষ কেশরীরাজকে পরাভূত করিয়া উড়িষ্যায় রাজা হয়েন, একথা এখন বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। হণ্টর প্রভৃতি অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ডাক্তার মিত্রের বিরোধী মতই প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও উৎকলের অনেক সামাজিক রীতি নীতি, এবং বিশেষরূপে বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বকালে উড়িষ্যায় অধিক ছিল। গঙ্গবংশীয় রাজগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদির গঠন প্রণালী দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনুরূপ; আর্য্যাবর্ত্তের—সঙ্গীত আদৌ প্রচলিত নাই, উড়িষ্যার সঙ্গীত সম্পূর্ণরূপে তৈলঙ্গ সঙ্গীতের অনুকরণে উৎপন্ন; এখনও "দক্ষিণীগান" উড়িষ্যায় সবিশেষ আদৃত। রাজা প্রতাপচন্দ্র দেব প্রণীত স্মৃতির গ্রন্থ উড়িষ্যায় অপ্রচলিত, কিন্তু তাহা দাক্ষিণাত্যের দায়ভাগ গ্রন্থ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। উৎকলে গোল গোল করিয়া অক্ষর লিখিবার রীতি তেলেগু লিপির অনুকরণে। ঋ এবং ৯ উড়িষ্যায় "রু" এবং "লু" উচ্চারিত হয়; একটি "ল" উড়িষ্যা ভাষায় অধিক আছে, সেটির উচ্চারণ, ল এবং ড় এই দুইটির মধ্যবর্ত্তী বর্ণের এই সমুদায় উচ্চারণ দাক্ষিণাত্যেই আছে। এতদ্ব্যতীত, কতকগুলি কয়টী অক্ষর তেলেগু অক্ষরের অনুরূপ। কেশরী

ব্রাহ্মণগণের ভাষা বাঙ্গালা অথবা ঐরূপ একটী ভাষা ছিল ; দাক্ষিণাত্যের ভাষার প্রাদুর্ভাবে তাহাও স্থানে স্থানে (অথবা অল্প পরিমাণে) পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা এসকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা গঙ্গবংশীয় রাজগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন। রাজাই দেশের প্রধান অনুকরণের স্থল। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের রীতি নীতি অল্প পরিমাণে দাক্ষিণাত্যের রীতি নীতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল প্রতিবেশী বলিয়া কেহ কখনও কাহাকেও অনুকরণ করে না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষের নিকট স্বীয় প্রাধান্য কেহ বজায় রাখিতে ছাড়ে না। এবিষয়ে যাঁহারা দৃঢ় প্রমাণ চাহেন, তাঁহারা হণ্টর সাহেবের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারেন।

বেশভূষা সম্বন্ধেও সেই কথা। উড়িষ্যায় দক্ষিণ প্রদেশীয় বেশভূষাই আদর্শস্থানীয়। প্রাচীন কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের গ্রন্থে এবং আধুনিক উৎকল রমণীর শরীরে যে সকল অলঙ্কারের নামোল্লেখ ও দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি আর্য্যাবর্ত্তের কোথাও প্রচলিত নাই। মাথার চাঁদ হইতে পায়ের ঝুণ্টিয়া পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের চক্ষে নূতন। বঙ্গরমণীর মাথার খোঁপা, সহরেই অনেকটা অনুকারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও সর্ব্বত্রই শিরে "[illegible]"। জোড়া অর্থ উড়িয়ার খোঁপা। উড়িষ্যার গৌরবস্থল সুকবি বাবু রাধানাথ রায় তাঁহার সুপাঠ্য এবং সুমিষ্ট "চন্দ্রভাগা" গ্রন্থে যেখানেই কোন রমণীর সুন্দর বেশভূষার বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানেই দক্ষিণের আদর্শ ধরিয়াছেন। একস্থলে আছে, 'প্রভা মণ্ডলরে (মণ্ডলে) মণ্ডিত তনু কণক গোরা ; তৈলাঙ্গী বশন ভূষণে পুণি (আরও) দিশই (দেখায়) তোরা (উজ্জ্বল)।' অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিয়া রাখি। বাবু রাধানাথ রায় মহাশয় বঙ্গভাষাতেও অনেক সুপদ্য লিখিয়াছেন। ইঁহার উৎকল কবিতা বঙ্গের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতাব সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

অলঙ্কারেব সম্বন্ধে একটু বিশেষ বর্ণনা করিতে হইতেছে। প্রথমতঃ শিবোভূষণ। মস্তকের উপর একটা ন্যূনকল্পে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত উচ্চ খোঁপা (জোড়া)। পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, এদেশের সকল রমণীরই খুব দীর্ঘ কেশ। মহানদীর জলের সে গুণ থাকিলে কুন্তলবৃষ্যের পরিবর্ত্তে বোতল বোতল ঐ জলই বিক্রীত হইত। যাহার চুল নাই, সেও ফিতা এবং নেকড়া জড়াইয়া কোন মতে একটি উঁচু খোঁপা বাঁধে। খোঁপার উচ্চভাগ জুড়িয়া একখানা গোলাকার সোণার চাকৃতি থাকে। (বলা বাহুল্য আমি ধনীর গৃহের রমণীদিগের কথাই লিখিতেছি)। চাকৃতি খানার পাশ জুড়িয়া আর একখানি

অর্দ্ধচন্দ্র। তদুপরি যদি দু চারিটি কণ্টকের প্রসিদ্ধ "ফুল" গোঁজা যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। এইত গেল মাথার খোঁপা। তার পর আবার চুলগুলি যাহাতে উড়িতে বা ঈষৎ স্থানচ্যুত হইতে না পারে, তাহার জন্য মোম দিয়া চুলগুলি আঁটিয়া রাখা হয় এবং সিঁথির মূলদেশ হইতে প্রায় খোঁপার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সিঁদুর লেপিয়া দেওয়া হয়। সিঁথিতে এবং খোঁপার চতুষ্পার্শ্বে যে সকল অলঙ্কার শোভা পায়, দুই একখানি হইলে তাহার নাম করিয়া শেষ করিতাম। নাসিকা অলঙ্কার ভারে এতদূর পীড়িত, যে সালঙ্কৃতা রমণীর নাক আছে কি না, অনেক কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। তাটঙ্ক প্রভৃতি কর্ণভূষণ আয়তনে এবং পরিমাণে নাসালঙ্কারের সমতুল্য বা অধিক। মণিবন্ধে এবং প্রকোষ্ঠে অন্যূন দশ রকমের অলঙ্কার; তন্মধ্যে কতুরই প্রভৃতি দুই একখানি অলঙ্কারের বহির্ব্যাস পরিমাণ হস্তের স্থূলতার দ্বিগুণের কম নহে। সেগুলি আবার ধারে এবং ভারে অনায়াসে অনেক সময়ে অস্ত্রের কার্য্য করিতে পারে। যদি কোন সালঙ্কারা রমণী ক্রোধে কাহারও উদ্দেশে বাহু নাড়া দেন, তবে খুব বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি নির্ব্বিরোধী ভারতবাসীর উপর অস্ত্র আইন জারি করিতে পারেন, তবে উৎকলের ভীতপুরুষ অবলার উপর গহনার আইন জারি করিলে কিছু কাপুরুষতা হইবে মনে করি না। বঙ্গরমণীর চরণালঙ্কার শোভার জন্য এবং ঝুম ঝুম করিয়া শব্দ করিবার জন্য। কিন্তু উৎকল রমণী যে প্রকারে মল পরিধান করেন, তাহাতে মনে হয় যে মল কোন প্রকারে খসিয়া না পড়ে অথবা চোরে খুলিয়া না লইতে পারে, এই দিকেই তাঁহারা অধিক সতর্ক। তবে উৎকল-চক্ষে তাহা শোভাশূন্য, এ কথা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না। ঝুম ঝুম শব্দ না হউক, ঠুং ঠুং শব্দের ব্যবস্থা আছে; পায়ের আঙ্গুলে যে ঝুণ্টিয়া থাকে, চলিবার সময় সে কখনো নীরব থাকে না। যাহারা নির্ধন, তাহারা এত স্বর্ণালঙ্কার বা রৌপ্যালঙ্কার কোথায় পাইবে? কিন্তু তাহারাও পিত্তল এবং কাঁসার আশীর্ব্বাদে অলঙ্কারের পরিমাণ সমান রাখিতে ত্রুটী করে না। আমি কখনো সমগ্র উড়িষ্যা দেশের মধ্যে অলঙ্কারভার-পীড়িতা নহেন, এমন স্ত্রীলোক দেখি নাই। অলঙ্কারের আর অধিক বর্ণনা করিব না। কি জানি, যদি এ মনোহর বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া কেহ আবার, শ্রীকৃষ্ণ দাসের দোকান ছাড়িয়া উড়িয়া সেক্‌রা, কাঁসারী এবং কামারদিগকে (সকলেই অলঙ্কার গড়ে) অর্ডার পাঠান।

অঙ্গরাগ এবং পরিধেয় বসনের কথা বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিতে চাই। উড়িষ্যা জগন্নাথ ক্ষেত্র; কিন্তু হরিদ্রা ক্ষেত্রও বটে। বিলাত-প্রত্যাগত একজন কৃষি-

বিদ্যা পারদর্শী পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি যে, উড়িষ্যার ভূমি হরিদ্রা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হরিদ্রাক্ষেত্র উর্ব্বর করিবার জন্য অথবা উড়িষ্যায় রং ফলাইবার জন্য উড়িষ্যার কন্দজাতি নরহত্যা করিয়া জমিতে রক্ত সিঞ্চন করিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। রমণীর অঙ্গরাগ সেই হরিদ্রা। স্নানাদি শেষ করিয়া, অথবা অপরাহ্নে বেশ ভূষা করিবার সময় রমণীগণ সর্ব্বাঙ্গে হলুদ্ মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মেথি, আমলকী প্রভৃতির মিশ্রণে এক প্রকার মস্‌লা প্রস্তুত হয়, সেইগুলি জলে গুলিয়া মাথার চুলে দিবারও পদ্ধতি আছে।

উড়িষ্যার স্ত্রীলোকদিগের কাপড় দীর্ঘে ১৫।১৬ হাত; কিন্তু সেই কাপড় এমন জড়াইয়া জড়াইয়া পরিবার রীতি যে অবশেষে গাত্রাবরণের জন্য অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। কাপড় যত বড়ই হউক না কেন, পরিবার সময় এমন গুটাইয়া পরা হয়, যে রাজবধূ হইতে ভিখারিণী পর্য্যন্ত কাহারও কাপড় হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত পড়ে না। সহরে যে সকল মেয়েরা বাঙ্গালী মেয়েদিগের সঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর মত কাপড় পরিয়া আসিয়া থাকেন; কিন্তু ঘরে গিয়া আবার দেশীয় ধরণে কাপড় পরেন। এদেশের সকল শ্রেণীর এবং সকল জাতির স্ত্রীলোকেরাই এক একখানি কৌপীন পরিধান করিয়া পরে সাড়ী পরিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও কাছা আঁটিয়া কাপড় পরিবারও রীতি আছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস।

জীবনের এক প্রধান লক্ষণ শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ। কি স্থলচর, কি জলচর সকল জীবের ঐ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষাদিতেও ঐ ক্রিয়ার অভাব নাই অর্থাৎ বৃক্ষেরাও শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। শ্বাস গ্রহণ না করিলে কোন পদার্থ জীবিত থাকিতে পারে না। শ্বাস ক্রিয়ার অপর নাম "প্রাণন"। যাহারা প্রাণন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তাহারা প্রাণী পদবাচ্য। এই লক্ষণানুসারে বৃক্ষাদিও প্রাণী হইতে পারে সত্য; কিন্তু তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস অস্মদাদির দুর্লক্ষ্য; সে কারণে পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থকে প্রাণী সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। ফল, তাহারাও শ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট জীবিত পদার্থ।

শ্বাস গ্রহণের উদ্দেশ্য বা প্রধান কার্য্য —তদ্দ্বারা গৃহীত বাহ্য বায়ু দেহস্থ শোণিত পরিশুদ্ধ করিবে। শোণিতের শুদ্ধি কার্য্যের জন্যই ঐ শ্বাস ক্রিয়া বা প্রাণন বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে।

শ্বাস-গৃহীত বাহ্য বায়ুর বলে দেহস্থ মলিন শোণিত শ্বাসযন্ত্রে আনীত হয়, তথায় নিশ্বাসানীত বাহ্যবায়ুর অমৃত ভাগ (অক্সিজন্) সেই মলিন শোণিতকে পরিশুদ্ধ করে। এই কার্য্য করিতে সেখানে যে অনিষ্টকর বায়ু উৎপন্ন হয়, সেই অনিষ্টকর বায়ু প্রশ্বাস দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং গৃহীত বায়ুর অগ্রে অমৃত ভাগ (অক্সিজন্) পরিশুদ্ধ শোণিতের সহিত দেহের পুষ্ট্যর্থে সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়।

যদিচ স্থলচর জলচর, ও উদ্ভিজ্জ এই তিন প্রকার জীবেরই শ্বাসকর্ম্ম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি, ঐ প্রাণনকার্য্য সমান দেহে সমানাকারে নিষ্পন্ন হয় না। জীবভেদে ও অবস্থাভেদে উহা বিভিন্নাকার যন্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথকরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষের শোণিত নাই, কিন্তু তাহাদের দেহে যে রস আছে, সেই রসের দ্বারা তাহাদের শোণিতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; সুতরাং তদ্‌গৃহীত বাহ্য-বায়ু ঐ রসকেই পরিশোধিত করে। সেই পরিশুদ্ধ রস বৃক্ষের ত্বক্ দ্বারা পত্রাদি মধ্যে নীত হয় এবং পত্রের পৃষ্ঠদেশে বাহ্যবায়ু সংযুক্ত হইয়া তাহার শোধন কার্য্য সম্পন্ন করে। বৃক্ষের নিশ্বাসযন্ত্র পত্র, তাহারই দ্বারা উহাদের প্রাণনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। পত্রে ও ত্বকে শিরাসদৃশ সৌত্রিক সংস্থান আছে, তদ্দ্বারা বৃক্ষের সর্ব্ব গাত্রে রসাদি সঞ্চারিত হইয়া বৃক্ষদেহ পরিপুষ্ট করে।

লতা ও পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবের দেহ পার্শ্বে এক সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, বায়ু সেই ছিদ্রের দ্বারা তাহাদের দেহমধ্যে নীত হয়, হইয়া তত্রস্থ সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে চালিত হইবার সময় ঐ সকল জীবের দেহস্থ রস পরিশোধিত করে। ঐ ছিদ্রগুলিকে শ্বাসছিদ্র, এবং নাড়ীগুলিকে শ্বাসনাড়ী বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি জীবের বুকের মধ্যে স্পঞ্জ নামক বিখ্যাত পদার্থের আকার বহু-ছিদ্র-বিশিষ্ট এক প্রকার মাংসল পদার্থ আছে, তাহাই তাহাদের শ্বাসযন্ত্র। মুখ নাসিকার দ্বারা সেই মাংসল পদার্থে বাহ্যবায়ু নীত হইয়া কথিত প্রকারে প্রাণনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

কুম্ভীর, গোধা, সর্প, ইত্যাদি উভচর জন্তুদিগকে কখন জলে কখন বা স্থলে অবস্থান করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের শ্বাসযন্ত্র অবিকল স্থলচর জীবের শ্বাসযন্ত্রের সমান হইলে চলে না। কারণ, তাহারা যে সময়ে জলমধ্যে থাকিবে, সেই সময়ে তাহাদের শ্বাসাভাবে রক্তের পরিশোধন কার্য্য বন্ধ থাকিবে, তাহাতে তাহাদের দেহে মলিন শোণিতে ব্যাপ্ত হইয়া অচিরে দেহকে পাতিত করিবে। অপিচ, যদি অবিকল জলচর জীবের ন্যায় তাহাদের নিশ্বাসযন্ত্র নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও তাহাদের স্থলবাস

কালে ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত। করুণাময় বিধাতা উক্ত উভয় দোষ নিবারণার্থ উহাদের শরীর মধ্যে একপ্রকার আধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা থাকাতে তাহাদের কোনও দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে না। ঐ সকল জীব যে সময়ে জলমধ্যে থাকে, সে সময়ে তাহাদের মলিন শোণিত সেই আধার মধ্যে ন্যস্ত থাকে; পরে যোগ্য সময়ে তাহারা যখন ভাসিয়া উঠে, তখন তাহাদের নিশ্বাসকার্য্য যথা-নিয়মে সম্পন্ন হয়, হইয়া সেই মলিন রক্তের শোধন করে। ঐ কারণে সর্প, গোধা ও কুম্ভীর প্রভৃতি কিছুকাল জল-মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে পারে এবং থাকার উপযুক্ত কাল শেষ হইলেই তাহাদের জলোপরি ভাসমান হইতে হয়। কোন কোন উভচর জীবের ধড়ে এক এক বায়ুকোষ থাকে, তাহাতে তাহারা কিয়ৎক্ষণ ব্যবহারোপযোগী বায়ু লইয়া জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিতে সমর্থ হয়।

মৎস্যেরা নিয়ত জলমধ্যে বাস করে। সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয় বায়ু সেই জল হইতেই সংগৃহীত হয়। মৎস্যের নিশ্বাসযন্ত্র কর্ণকূপ অর্থাৎ কান্‌কো। কান্‌কুয়ার শলাকা সমূহের উপর বহু সূক্ষ্ম শিরা আছে এবং সে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ত্বক্ দ্বারা আবৃত। জলে স্বভাবতঃই শুদ্ধ বায়ু মিশ্রিত থাকে, মৎস্যেরা সেই বায়ুবিশিষ্ট জল মুখের দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহা কর্ণ-কূপের (কান্‌কুয়ার) উপর সঞ্চালিত করে। সেই সংস্পর্শে উহাদের কান্‌-কুয়াস্থ শোণিত শোধিত হইয়া যায়। অতএব, এই কান্‌কুয়াই মৎস্যজীবের শ্বাসযন্ত্র এবং ইহারই দ্বারা তাহাদিগের প্রাণনকার্য্য সম্পাদিত হয়।

কোন কোন ক্ষুদ্র জলজ কীটের শ্বাসকর্ম্ম তাহাদের শুঁড় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সেই শুঁড় অতি সূক্ষ্ম ত্বকে আবৃত। তাহাতে তাহাদের দেহের মলিন শোণিত বা রস শুণ্ডে আনীত হইলেই তাহারা শুণ্ড সঞ্চালন করে। সেই সঞ্চালনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জলের গতি হয়, সেই গতিতে পুনঃ পুনঃ বায়ুপূর্ণ জলের সংস্পর্শে শুণ্ডস্থ রস পরিষ্কৃত হয়।

মলিন শোণিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অঙ্গার পদার্থ থাকে। ঐ অঙ্গার পদার্থ দূরীকরণার্থেই নিশ্বাসকর্ম্মের সৃষ্টি। বায়ুস্থ অম্বরামৃত (অক্‌সিজন্) অংশ নিশ্বাস যন্ত্রে গিয়া শোণিতের সেই আঙ্গারিক পদার্থ দগ্ধ করিয়া দেয় এবং তাহাতেই শোণিত পরিষ্কৃত হইয়া মলিন নীল বর্ণের পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল রক্ত-বর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই কার্য্য করিতে উক্ত যন্ত্রে যে পৈত্তিকাম্ল বায়ু (কার্ব্বনিক আসিড্) উৎপন্ন হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশ্বাস দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়; দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই বায়ু অর্থাৎ এবম্ভূত নিশ্বাসবায়ু বিশেষ অনিষ্টকর। এই বায়ু গরম ও শরীরনাশক পদার্থে পরি-

ব্যাপ্ত। অধিকক্ষণ ইহার ঘ্রাণ লইলে, মস্তিক শুষ্ক ও বিকল হইয়া আইসে। ক্ষুদ্র গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে অধিক লোক শয়ন করিলে গৃহমধ্য ভাগ নিঃশ্বসিত বায়ুতে পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং সেই নিঃশ্বসিত বায়ু শ্বাসপথে তত্রত্য মানবের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের পীড়া উৎপাদন করে। কলিকাতার পুরাতন দুর্গে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা এক সময়ে ১৪৬ জন ইংরাজ কয়েদ রাখিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে ১২৩ জন ইংরাজ উক্ত কারণে এক রাত্রের মধ্যে মরিয়া গিয়াছিল।

ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে যে, যদি অনেক মলিন রক্ত শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস যন্ত্রে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সকলের পরিশোধনের নিমিত্ত অধিক পরিমাণ পরিষ্কার বায়ুর ও শ্বাসকর্ম্মের শীঘ্রতার প্রয়োজন হয়। শ্বাসকর্ম্ম মৃদুভাবে হইলে অধিক শোণিত শীঘ্র পরিষ্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং রক্ত সঞ্চলন ও শ্বাসক্রিয়া উভয়েরই মৃদুতা ঘটনা হয়। এই জন্যই শ্রমের বিধান ও আবশ্যকতা আছে জানিবে। শ্রম করিলে রক্তের ও নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়, শ্বাস-যন্ত্রও দ্রুত বেগে চলিতে থাকে, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র প্রভূত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরের বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে। নিদ্রাকালে পরিশ্রম নাই। তখন সমুদায় ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ থাকে। সেই কারণে সেই সময়ে নাড়ীর ও রক্তের গতি মৃদু হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসও মন্দভাব ধারণ করে। দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত থাকিলেও ঐ কারণে শরীর অলস ও স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া পড়ে। এ সকল বাক্য মনোনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, জীবের বেগ ও বীর্য্য, বল ও উৎসাহ, নিশ্বাস কর্ম্মের উপর অনেকটা নির্ভর করে এবং নিশ্বাসের ব্যাঘাত হইলে নিশ্চিত বেগের ও বীর্য্যের, বলের ও কার্য্যোদ্যমতার হানি হইয়া থাকে।

দেহস্থ শোণিতের সংশোধন করাই প্রাণয়-ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য সত্য; পরন্তু উহার দ্বারা আমাদের আরও অনেক উপকার হইয়া থাকে। উহা দৈহিক উষ্ণতার প্রধান কারণ বায়ুর অক্সিজন্ (অম্লবায়ু) ও শোণিতস্থ মলিন অঙ্গা-রিক পদার্থ সংযুক্ত বা মিলিত হইবার সময় যে উত্তাপ নির্গত হয়, সেই উত্তাপ দ্বারা দৈহিক উষ্ণতা সংরক্ষিত হইয়া থাকে। শ্বাসের বৃদ্ধিতে উত্তাপের বৃদ্ধি, শ্বাসের অল্পতায় উত্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। পক্ষিনাড়ী মনুষ্য নাড়ী অপেক্ষা দ্রুতগতিবিশিষ্ট, সেই কারণে তাহাদের শ্বাস ও দৈহিক উষ্ণতা মনুষ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষীর স্বাভাবিক দৈহিক তাপ তাপমান যন্ত্রের ১০৮ অংশ; কিন্তু মনুষ্যের দৈহিক উষ্ণতা ৯৮ অংশ। ঠিক্ এ পরিমাণ থাকে না, কারণ বশতঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াও থাকে। (ক্রমশঃ

হইলে ১০৫।৩ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়)। কোন কোন জীবের দৈহিক তাপ ৯৫ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে।

মনুষ্য-দেহের বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য অনুসারে দৈহিক তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যৌবন অতীত হইলে তাপভাগ অনেক কমিয়া আইসে। সম্প্রতি এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন্ মনুষ্য কত বয়স্ক তাহা জানা যায়।

যে সকল জীবের শ্বাসকর্ম্ম অত্যন্ত মৃদুভাবে নিষ্পন্ন হয়, সে সকল জীবের শরীরের উষ্ণতা প্রথররূপে উপলব্ধ হয় না। মৎস্যাদি এই শ্রেণীর জীব। বায়ুর উষ্ণতা যদ্রূপ, ইহাদের দেহের উষ্ণতাও তদ্রূপ। এতদনুসারে তাদৃশ জীবকে শীতল শোণিত আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। যাহাদের দেহ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহাদিগকে উষ্ণ-শোণিত কহে। মনুষ্য ও পশু এই শ্রেণীর জীব। উষ্ণশোণিত জীবদিগের মধ্যে কোন কোন জীব শীতকালে ক্রমাগত ৩।৪ মাস নিদ্রিত থাকে, তখন তাহাদের শ্বাস-ক্রিয়াও দীর্ঘকাল ব্যবধানে মৃদুভাবে নির্ব্বাহিত হয়। এই কারণে তখন সেই সকল জীবের দেহে উষ্ণতার লেশও থাকে না। ইহা কি কারণে ও ঈশ্বরের কোন্ অভিপ্রায়ে নিষ্পন্ন হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

শ্বাসকর্ম্মের দ্বারা জীব-দেহের অপর এক উপকার হইয়া থাকে। শরীর মধ্যে বায়ু না থাকিলে বহির্বায়ুতে শরীরকে একবারে চাপিয়া চ্যাপ্টা করিয়া ফেলিত। নিশ্বাস যন্ত্রে সর্ব্বদা বায়ু থাকে, তাহারই বলে বাহ্য বায়ুর দাহন অবরোধ করতঃ এই দেহ সংরক্ষিত রাখে। খেচর সকল ইহারই সাহায্যে অনায়াসে আকাশ পথে উড্ডয়ন করে। মৎস্য সকল ঐ উপায়ে ইচ্ছানুসারে জলমধ্যে বিনা ক্লেশে পরি-ভ্রমণ করে, এবং জীবমাত্রেই স্বেচ্ছাক্রমে আপন আপন দৈহিক ভার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু ইহার দ্বারা দেহের পুষ্টিও সাধিত হইতেছে। স্বচ্ছন্দ শরীরে মধ্যম পরিমাণ পুরুষ প্রত্যহ ৭০০ চতুরস্র ফিট বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করে পরন্তু তাহার ১৫০ ফিট শরীরের পোষণার্থ ব্যয়িত হয়। ঐ ১৫০ ফিটের পরিমাণ অন্যূন ৩৭ ভরি। এখন ভাবিয়া দেখ, আমরা প্রত্যহই ৩৭।৩৮ ভরি অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ সের পরিমিত পদার্থ নিশ্বাসযন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিতেছি অথচ তাহা লক্ষ্য হইতেছে না।

উদাসীনের চিন্তা।

ঘোষালদের বাড়ীর বড় বৌয়ের নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী বিবাহের পূর্ব্বে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে কিছু দিন পড়িয়াছিল। তৎপর স্বামি-গৃহে আসিয়াও লেখা পড়ার একটু একটু চর্চ্চা রাখিয়াছিল। কুমুদিনীর প্রথম সন্তান শিশিরকুমার। পিতা সুশীলচন্দ্র শিশিরকুমারের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় একদিন শুভলগ্নে পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া শিশিরের বিদ্যারম্ভ করাইলেন। সুশীলচন্দ্র নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই বিদ্যারম্ভের পর হইতেই পুত্রের শিক্ষার ভারটা কুমুদিনীর হাতে প্রদান করিলেন। পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন শিশিরকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইল না কেন? সুশীলচন্দ্র, অল্পবয়স্ক ছেলেরা বিদ্যালয়ে যায়, এরূপ প্রথার বড় বিরোধী ছিলেন। তাহার একটু কারণও ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিবেশী শরৎ বাবুর রত্নের মত দুটী ছেলে বিদ্যালয়ের দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া বদ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের জীবনেও একটু পরিচয় পাইয়াছিলেন। দুই চারি খানি ইংরেজী গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার এ মত আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি পড়িয়াছিলেন "শিশুগণ শৈশব কালে জননীকে খুব ভালবাসে; সুতরাং মা যেমন শিশুর কোমল মনকে গড়িয়া তুলিতে পারেন এমন আর কেহই পারে না। শিশু মায়ের শিক্ষাধীনে থাকিলে যত শীঘ্র শিক্ষা লাভ করিতে পারে, বিদ্যালয়ে পুরুষশিক্ষকের অধীনে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না।" তাই শিশিরকুমার গৃহে মায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। একদিন কুমুদিনী একখানি তাসের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড তালব্য "শ" এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন—বল দেখি বাবা শিশির এটা কি?

শিশির—"ছ"

কুমুদিনী—না বাছা এটা তালব্য 'শ' আবার বল দেখি।

শিশির—তালব্য "ছ"।

কুমুদিনী—(ঈষৎ বিরক্ত হইয়া) না এটা তালব্য 'ছ' নয়, তালব্য "শ"; জিভটাকে একটু সরল করে বল।

শিশির—তালব্য "ছ"।

কুমুদিনী—তখন খুব বিরক্ত হইয়া "হতভাগ্য ছেলে বার বার বল্‌ছি তালব্য "শ" আর তুই বলবি তালব্য 'ছ'। আবার বল, এবার না বল্‌তে পারলে তোকে আচ্ছা শাস্তি দিব।"

তখন শিশির ছল ছল চোখে—তালব্য 'ছ'। এখন আর কুমুদিনী ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, অমনি শিশিরের

গালে এক চপেটাঘাত করিল। শিশির মুখ ব্যাদন করিয়া পঞ্চম স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কুমুদিনী 'চুপ কর' 'চুপ কর' বলিয়া শাসন করিতে আরম্ভ করিল। সুশীলচন্দ্র স্থানান্তরে একটা অফিষের কাগজ লইয়া মাথা ঘুরাইতে ছিলেন। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য শিশিরের পাঠের ঘরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ছেলে চোখ রগ-ড়াইতেছে, শিক্ষয়িত্রী ক্রোধ-বিস্ফারিত লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়া-ছেন। সুশীলচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া "ভাল ব্যাপার টা কি ?" কুমুদিনী স্বামীকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন "ন্যাও তোমার ছেলের শিক্ষা তুমিই দাও, আমার দ্বারা হবে না, হতভাগা ছেলেকে বার বার বল্‌লেম বল তালব্য 'শ'। পোড়ার মুখো কেবল বল্‌বে তালব্য "ছ"।

সুশীলচন্দ্র ছেলের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'বলত, বাবা তালব্য "শ"।

শিশির—তালব্য "ছ"।

তখন সুশীলচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন শিশিরের কোন দোষ নাই। তাহার জিভ একটু আড়ষ্ট, তাই তালব্য 'শ' উচ্চারণ করিতে পারে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া শিশিরকে ছাড়িয়া কুমুদিনীর দিকে ফিরিলেন,—ভাল, তুমি যে শিশি-রকে মারিলে, শিশিরের কি কোনও অপরাধ আছে ?

কুমুদিনী—অপরাধ আছে বই কি ? ওকে বার বার তালব্য "ছ" বলিতে নিষেধ ক'রেছি। ও শুন্‌লে না কেন ? এমন অবাধ্য ছেলে অপরাধ করে নাই কি ?

সুশীলচন্দ্র—ভাল কুমুদ! একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা কর মানুষকে অপরাধী বলি কখন ? যখন কোন মানুষ একটা কাজ অন্যায় বলিয়া জানে এবং সেই অন্যায় কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার তাহার শক্তি থাকে, তখন যদি সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সে কাজ করে তাহা হইলে তাহাকে অপরাধী বলা যাইতে পারে। এখন দেখ শিশির অপরাধের কাজ করেছে কিনা ? সত্য বটে শিশির জানে যে মায়ের অবাধ্য হওয়া অন্যায়, কিন্তু যে শক্তি থাকিলে মায়ের বাধ্য হইতে পারা যায়, শিশিরের সে শক্তির অভাব। জিভের দোষ স্বাভাবিক, জিভের শক্তি না থাকিলে শিশিরের দোষ হইতে পারে না।

কুমুদিনী—ন্যাও, তোমার ন্যায় এখন রেখে দাও। সকল ছেলের জিভ একরূপ আর তোমার ছেলে স্বর্গের চাঁদ কিনা তাই তার জিভ আর একরূপ হইয়াছে।

সুশীলচন্দ্র—দেখ কুমুদ আমরা মানুষ, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে। জ্ঞান-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে চলা অমানুষের কাজ। যুক্তিতর্কটা যেন কোন কাজে-রই জিনিষ নয়, এরূপ ক'রে যদি

ইহাকে উড়াইয়ে দিতে চাও, তাহা হইলে কোন কালেও সত্যে পঁহুছিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে সত্য দর্শন জন্ম এক দিব্য চোখ প্রদান করিয়াছেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বুজিয়া রাখা ঠিক নয়।

কুমুদিনী একটু ক্রুদ্ধ হইয়া—তোমরা পুরুষ মানুষ যুক্তিতর্ক লইয়া তোমরা থাক। আমাদের উহা সাজে না। এই বলিয়া উঠিতে উদ্যতা হইলেন। সুশীলচন্দ্রের অনুরোধে আবার বসিলেন।

সুশীলচন্দ্র—ভাল কুমুদ! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খোঁড়া ছেলেটি যে সোজা হইয়া চলিতে পারে না, তার জন্য কি তার কোন দোষ হয়েছে?

কুমুদ—পা নাই তার, সোজা হয়ে চলবে কি করে?

সুশীল—তবে কেন একথা বলনা যে সকলের ছেলের পা একরূপ, আর ভট্টাচার্য্যের ছেলে স্বর্গের চাঁদ কিনা যে তার পা অন্যরূপ হবে?

কুমুদিনী—ভট্টাচার্য্যের ছেলের খোঁড়া পা সবাই দেখতে পারে। কোথায় শিশিরের জিভের ত এরূপ কিছু দোষ দেখি না; দিব্যি খায়, কথা বলে, চীৎকার করে, কেবল বুঝি তালব্য "শ"র বেলায়ই তালব্য "ছ"।

সুশীল—দেখ, আর নাই দেখ নিশ্চয়ই শুশীরের জিভের কোন স্বাভাবিক দোষ আছে, কোন কোন ছেলের শৈশবকালে এরূপ দোষ থাকে, পরে অভ্যাস কর্ত্তে কর্ত্তে দোষ সেরে যায়।

কুমুদিনী এখন নিজের দোষ বুঝিতে পারিল, সে অন্যান্য মেয়েদের মত দোষ বুঝিতে পারিলেও বৃথা তর্ক করিত না। নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইল। তখন সুশীলচন্দ্র সময় পাইয়া শাস্তিসম্বন্ধে দুই চার কথা বলিতে লাগিলেন।

সুশীলচন্দ্র—কুমুদ! তুমি তোমার দোষ বুঝিতে পারিয়া যে ঈষৎ লজ্জিত হইয়াছ, তজ্জন্য আমি খুব আনন্দিত হইলাম। এখন শাস্তিসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

শাস্তি প্রদানের দুইটী উদ্দেশ্য। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ন্যায়ের পক্ষপাতী ব্যক্তিরাই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। শাস্তি প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য অপরাধীকে সংশোধন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অন্যান্য অপরাধ করণোদ্যত ব্যক্তিদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। যদি নিরপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় তাহা হইলে, শাস্তিদাতার প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিয়া থাকে এবং সে শাস্তিদাতাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী ন্যায়ের শাসন বিবর্জ্জিত বলিয়া মনে করে। সে নিতান্ত অজ্ঞ লোক হইলে, এই প্রবৃত্তির অনুকরণও করিতে পারে। সুতরাং নিরপরাধী শাস্তি না পায় সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের

দেশে বিচারকগণ এবিষয়ে বিশেষ সাবধান। তাঁহাদের মতে দশজন অপরাধী মুক্তি পায় তাহাও ভাল, তবুও যেন এক জন নিরপরাধী শাস্তি না পায়। এজন্য বিচার কালে কোনও ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আসামীকে সেই সন্দেহের ফল ভোগ করিতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সন্দেহের উপর কোনও আসামীর শাস্তি দেওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু শিশির সম্বন্ধে তুমি বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছ। তুমি নিরপরাধী শিশিরকে অনর্থক তিরস্কার এবং প্রহার করিয়াছ; সন্তানদিগকে শাসন করিবার সময় এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অন্যথা ন্যায়ের প্রতি তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মিবে না। দ্বিতীয় কথা, নিরপরাধীকে যেমন শাস্তি দেওয়া অন্যায়, গুরুপাপে লঘুদণ্ড ও লঘু পাপে গুরুদণ্ড প্রদানও তদ্রূপ অন্যায়। কিন্তু জননীগণ অধিকাংশ স্থলেই এ নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না ইহার কারণ এই যে তাঁহারা অপরাধীর সংশোধনের জন্য শাস্তি দেন না। অপরাধীর প্রতি বিরক্ত হইয়া মনের ঝাল মিটাইয়া থাকেন। এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কুমুদিনী স্বামীর এ মহামূল্য উপদেশ স্মৃতিপটে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিল। যদিও অভ্যাস দোষে কখন কখনও এ নীতি অতিক্রম করিয়াছিল, তথাপি অবশেষে আত্মদোষ স্খালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জননীর সদুপদেশ ও সদৃষ্টান্তে পুত্র কন্যাগুলিও ন্যায়তৎপর হইয়া উঠিল। আশা করি যদি ভারতের জননীগণ এই সুনীতির অনুসরণ করিয়া চলেন, তাহা হইলে ভারত সন্তানের কোমল অন্তঃকরণে শৈশব কাল হইতে ন্যায়পরতার বীজ উপ্ত হইয়া কালে সুফল প্রসব করিবে।

বৌদ্ধ ইংরাজ রমণী।

কর্ণেল্ অলকট্ অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় তিনি কুমারী কেট্ পিফেটকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ব্লাভাস্কির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কর্ণেল যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, কুমারী অষ্ট্রেলিয়া হইতে তাঁহার সহিত সিংহলে আগমন করেন। ইনি এখানে আসিয়া সঙ্ঘমিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ইনি উক্ত পদে দীর্ঘকাল থাকিয়া সিংহলবাসীগণের হিত সাধন করিতে পারিলেন না। ইনি নিশা রোগগ্রস্ত ছিলেন, সম্প্রতি জলমগ্না হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এ সাধু সংক্ষিপ্ত জীবনের বিষয় কিছু বলিবার নাই। তবে এই মাত্র আমরা অবগত আছি

যে ইহাঁর মৃতদেহের সমাধি হয় নাই, হিন্দুদিগের মত দাহকার্য্য সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দাহ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—দেহ প্রথমতঃ প্রাচীন মিশরীয়দিগের মত সংরক্ষিত হয়, তৎপরে শবাধারে সংনিবিষ্ট হয়। মুখখানি দেখা যাইতে লাগিল, কারণ আধারের ঐ স্থানে কাচের ঢাকনী ছিল। শ্মশানে ৬।৭ শত বৌদ্ধ মতাবলম্বী শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমবেত হন। প্রথমে বাদ্যকরগণ বাদ্য ধ্বনি করিতে করিতে গমন করে, তার পর বৌদ্ধ ও থিয়সফিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, তার পর শুভ্র সোনালী ও রূপালী বর্ণের কাগজমণ্ডিত শব-শকট অশ্ব-যুগল দ্বারা পরিচালিত। সর্ব্ব শেষে শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণ। নারী-শিক্ষা-সমিতির সভাপতি বিদুষী উইরিকুন, ডাক্তার ড্যানি প্রভৃতি থিয়সফিকেল সোসাইটীর সভ্যগণ শোকসূচক বক্তৃতা করেন। তৎপরে সিংহল-মহিলা উইরিকুন মৃত নারীর আত্মীয় স্থানীয় হইয়া মুখাগ্নি করেন। ইহাঁর বিষয় পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে 'সিংহলে স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। মডেল ফারমে এই শোকাবহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেক য়ুরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। রাজকীয় কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক জে: ডবলিউ অলপোর সাহেব দৃশ্যের ফটোগ্রাফ তুলিয়া লন। শুনা যায় মৃতা নারীর বৌদ্ধমতাবলম্বিনী মাতার নিকট ইহার দেহের ভস্মাবশেষ প্রেরিত হইবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় আজ কাল অনেক শবদাহ হইতেছে।

প্রাণিরহস্য।

(১৫শ সংখ্যক।)

১। পরলোকগত কবিবর ব্রাউনিং প্রেমের সূত্রে একটী ভেকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ভেক বন্ধুর গর্ত্তের নিকট যাইয়া, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ ধূলি বর্ষণ করিলেই সুহৃদ্বর প্রিয়তমের আগমন-সঙ্কেত লাভ করিয়া বহির্গমন করিতেন। কবি ভেকের মস্তকদেশে মৃদু শুড়শুড়ি প্রদান করিলে, ভেক প্রিয়তমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি পাত করিতেন এবং বারম্বার ঊর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক হৃদয়ের আনন্দ ও প্রসন্নতা প্রকাশ করিতেন। ব্রাউনিং বন্ধুকে গৃহে আহ্বান করিলেই তিনি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থুপ্ থুপ্ শব্দে গৃহে প্রবেশ করিতেন। বহুকাল তাঁহারা সুখে একত্র বাস করিয়া অবশেষে নিষ্ঠুর যমরাজ কর্ত্তৃক পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন।

২। নিম্নশ্রেণীর জীবগণ মানবের ভাষা বুঝিতে না পারিলেও, তাহারা

যে ভাব গ্রহণ করিতে কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদেরও ভাষা আছে। মার্কিন দেশে অধ্যাপক গার্ণার বানরগণের সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য বহুকাল ব্যাপিয়া চেষ্টা করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গত জুন মাসের 'নিউ রিভিউ' পত্রিকাতে গার্ণার সাহেব এক অতীব বিস্ময়কর ঘটনা-পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের নাম 'বানরের ভাষা'। ইহাতে প্রকাশ যে, তিনি 'ফনোগ্রাফ্' * যন্ত্রসহকারে বানরীয় ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছেন।

তিনি মার্কিন দেশীয় "জাতীয় পশুশালা" হইতে এক দম্পতি বানরকে লইয়া পৃথক্ ২ স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং বানরীর সম্মুখে ফনোগ্রাফ্-যন্ত্র ধরিয়া তাহার শব্দকয়েকটী যন্ত্রস্থ করিলেন। উহা বানরের সম্মুখে আনিয়া খুলিয়া দেওয়াতে ঠিক্ পূর্ব্ব শব্দ বাহির হইল ও বানর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যন্ত্রমুখে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিল, কিন্তু কোথাও প্রেয়সীর নিদর্শন না পাইয়া বারম্বার ঔৎসুক্যের সহিত তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। এক এক বার দূরে যাইতে লাগিল, আবার আসিয়া যন্ত্রটী পরীক্ষা করিতে লাগিল! ক্রমাগত পরীক্ষা দ্বারা গার্ণার সাহেব বানরীর ভাষায় দুগ্ধের প্রতিশব্দ মুখস্থ করিয়া একটী বানরের নিকট উহা উচ্চারণ করিলেন। তদ্দণ্ডেই বানর দুগ্ধপাত্র লইয়া পিঞ্জরের পার্শ্বে আসিল ও ঠিক্ সেই শব্দ উচ্চারণ করিল। তৎপরে গার্ণার মহোদয় দুগ্ধ আনাইয়া বানরভ্রাতাকে পান করাইলেন। পানান্তে বানর উল্লাসের সহিত ৩।৪ বার সেই শব্দ উচ্চারণ করিল। গার্ণার দেখিলেন পিপাসা হইলেই বানর ঐ শব্দ উচ্চারণ করে; অতএব সেই শব্দ পানীয় তরল পদার্থবাচক বা পিপাসাবাচক সন্দেহ নাই।

ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা গার্ণার স্থির করিয়াছেন যে ক্ষুধাপ্রকাশক বা ভক্ষ্য বা কঠিন আহারবাচক একটী স্বতন্ত্র শব্দ আছে। এইরূপে গার্ণার হর্ষ বিষাদ, ভয় ও বিপদবাচক শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন। ভয়বাচক শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র শাখামৃগকুল অত্যুচ্চ স্থানে আরোহণ করে ও তিন চারি বার শব্দ শুনিলে ভয়ে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে।

গার্ণার ৮।৯টী শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন। উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে ঐ ৮।৯টী হইতে উহার চতুর্গুণ শব্দ লাভ করা যায়। গার্ণার বলেন ভিন্ন ভিন্ন বানরজাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ ভাষাভেদ আছে। এমনও হইতে পারে যে, তিনি যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, ঐ সকল ভিন্ন ভাষা তাহারই উপভাষা মাত্র।

* অর্থাৎ শব্দ মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্র, যাহার মধ্যে শব্দ ভরিয়া রাখা যায় এবং ঠিক্ সেই স্বর ইচ্ছা মাত্র বাহির করা যায়।

৩। জন্তুদিগের মধ্যে উষ্ট্রেরা সাঁতার দিতে অক্ষম। তাহারা জলমধ্যে পড়িলেই উল্টাইয়া যায় এবং সন্তরণ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া জলমগ্ন হয়।

৪। কোন কোন জীব শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক আহার করে। মাকড়সা প্রত্যহ আপনার শরীরের ছাব্বিশ গুণ আহার উদরস্থ করে। শরীর সম্বন্ধে আহারের তুলনা করিলে মাকড়সার মত 'ঔদরিক' জগতে বোধ হয় আর নাই।

মুক্তিফৌজের জয়।

(৩১৬ সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারই নারীগণের একমাত্র কর্ম্ম ক্ষেত্র, পারিবারিক কর্ত্তব্য ব্যতীত জগতের সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে রমণীর হস্তক্ষেপ করা কখনও উচিত নহে, শিক্ষিত সমাজেও অনেকের এই রূপ মত। চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ক্যানন লিড্‌ন (Canon Liddon) এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং মুক্তিফৌজের প্রতি তিনি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। জনহিতৈষী ষ্টেড সাহেবের সহিত মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা বার্ত্তা হইত। তাহাতে মুক্তিফৌজের প্রচার দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মে। তিনি ষ্টেড সাহেবের সঙ্গে ১৮৮১ সালের শেষভাগে কোন এক শুক্রবার রাত্রিতে মুক্তিফৌজের একটী প্রার্থনা-সভায় গমন করেন। পাছে লোকে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলে, এজন্য গাড়ী চড়িয়াই ক্যানন লিড্‌ন ধর্ম্মযাজকের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার গলার সাদা কলারটী খুলিয়া রাখিলেন। ষ্টেড জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসকল খুলিয়া রাখিতেছেন যে?"

ক্যানন লিড্‌ন উত্তর করিলেন, "দুর্ব্বলতা বশতঃ এইরূপ করিতেছি ভাবিবেন না; আমি মুক্তিফৌজের প্রার্থনা সভায় আসিয়াছি শুনিলে কত লোকের কত প্রশ্ন ও প্রতিবাদ আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইবে। কিন্তু লোকের নিকট কৈফিয়ত দেওয়া বড় ক্লেশকর।" ক্যানন লিড্‌ন ষ্টেড সাহেবের সহিত যথা সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন। তাঁহারা গিয়া গ্যালারীর এক কোণে বসিলেন। অমনি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের অপর এক ধর্ম্মযাজক ক্যানন লিড্‌নকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; ক্যানন লিড্‌নের লুকাইয়া মুক্তিফৌজের কার্য্য দেখার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। যথা সময়ে সঙ্গীত, প্রার্থনা ও পরিত্রাণের সাক্ষ্যদান প্রভৃতি আরম্ভ হইল। একটী মনোরমা

বালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা কদাকার পুরুষও সাক্ষ্যদান করিতে দণ্ডায়মান হইল। সমস্ত দিন লণ্ডনের কোন ষ্টীমারে কয়লা উস্‌কাইয়া কয়লার রঙে সে অত্যন্ত বিকটাকৃতি হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ক্যানন লিড্‌ন তাঁহার বন্ধু ষ্টেড সাহেবকে বলিলেন, "এইরূপ লোককে ত আমরা কখনও সেণ্ট্‌পল গির্জার উপাসনায় দেখিতে পাই না।" ক্যানন লিড্‌ন মুক্তিফৌজের কার্য্য আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেন। বাড়ী যাইবার সময়ে গাড়ীতে চাপিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বন্ধু ষ্টেডকে বলিতে লাগিলেন;—

"আজ লজ্জায় আমার মুখ অবনত হইতেছে আজ আর আপনাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। এই ত কতকগুলি অজ্ঞ দরিদ্র লোক, ইহাদের সঙ্গে তুলনায় আমরা কি করিতেছি? আমাদের শিক্ষায় ধিক্, আমাদের উচ্চপদে ধিক্, আমাদের দ্বারা কিছুই হইতেছে না"!

মহাত্মা ষ্টেড আর এক স্থলে বলিয়াছেন:—

"ত্রিংশ বৎসর যাবৎ সংবাদপত্রের সম্পাদকের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বর্ত্তমান সময়ের সুবিজ্ঞতম ও শ্রেষ্ঠতম নরনারীগণের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, জ্ঞানী ও কর্ম্মী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নরনারীগণের সম্বন্ধে আমার অল্পাধিক পরিমাণে কিছু কিছু জানা আছে। কিন্তু মানসিক শক্তি, কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ ও কোন কিছু গড়িয়া পিটিয়া তুলিবার ক্ষমতাতে জেনারল বুথ, তাঁহার পত্নী ও তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় আমার সমস্ত পরিচিত লোকের মধ্যে ৫ জন লোকও দেখিতে পাই নাই।"

পৃথিবীতে এমন অনেক মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আপনাদের অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতা বলে অনেক মহৎ অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহৎব্রত পালনের জন্য একটী পরিবার গঠন করার দৃষ্টান্ত একমাত্র জেনারেল বুথই দেখাইয়াছেন। তিনি জীবনের কার্য্য বলিয়া যে মহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য এমন আশ্চর্য্য একটী পরিবার গঠন করিয়াছেন, দেখিলেই তাহাতে বুথের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

যুগ-যুগান্তর তপস্যার ফলে
পেয়েছিলে যেই অমূল্য রতন,
সে ধনে বঞ্চিতা হইলে জননী!
কে আছে দুখিনী তোমার মতন? ১

চন্দ্রহীন আজ ভারত আকাশ,
দুঃখ অমানিশা দিগন্ত প্রসার!
শোকেতে মগন সমগ্র ভারত—
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার। ২

"রত্নগর্ভা" নাম পেয়েছ জননী
যে রতন গর্ভে করিয়ে ধারণ,—
সে অমূল্য নিধি কেড়েনিছে কাল,
শূন্য করি বুক না মানি বারণ। ৩

কাঁদিতে এসেছ—কাঁদ চিরকাল
সোণার চাঁদেরা—র'লনা কেউ!
একে একে তাঁরা ছাড়ি গেলা মায়,
গণিছ কেবলি দুঃখের ঢেউ। ৪

উপাধি তোমার—'বিদ্যার সাগর'
দয়ার সাগর বাস্তবিক তুমি!
জীবনের ব্রত—পর উপকার;—
ভুলিবেনা কভু ভারত ভূমি। ৫

বাল-বিধবার বাপের অধিক—
গরীব দুঃখীর সহায় সম্বল,
স্বদেশের হিতে সদা প্রাণপণ,
কামনা কেবলি দেশের মঙ্গল। ৬

সাহিত্য-সমাজে অগ্রণী সবার!
মৃত বঙ্গভাষা—দিলে তারে প্রাণ,
সকলের নেতা সমাজ সংস্কারে,
তব ঋণে ঋণী ভারত সন্তান। ৭

আড়ম্বর-হীন অশনে বসনে,
আচরণে যেন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী,
আলাপনে তাঁর কিবা শিষ্টাচার,
মধুর ব্যাভার যাই বলিহারি। ৮

দেশের দুর্গতি করিয়ে স্মরণ
কতই যাতনা পেয়েছেন মনে,
নীরবে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন
করেছেন কত দেশের কারণে। ৯

নির্গুণে কিগুণ বলিবে তাঁহার?
একাধারে কার থাকে এত গুণ?
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান দয়া মায়া স্নেহ
ফুটেছিল তাতে সমস্ত প্রসূন। ১০

যাও স্বর্গধামে—গুণের সাগর।
ওই দেখ মায়—অমৃত ভবনে
নিয়ে যাবে তাই বাহু প্রসারণ
করেছেন আজ তোমারি কারণে। ১১

রতন-খচিত স্বর্ণ সিংহাসন
শূন্য রহিয়াছে দেবতা সমাজে,
পূরণ করগে ওহে সুভাজন—
হেন সিংহাসন আর কারে সাজে? ১২

কাঁদিওনা আর—ভারত জননী,
সুরপুরে দেখ আনন্দ অপার!
দেবতারা মিলে করিছে উৎসব,
তুমি কেন তবে ফেল অশ্রুধার? ১৩

স্বর্গে গেছে সুত সাধি দেশহিত!
এ হ'তে কি সুখ আছে জননীর!
বীর-মাতা বলি দেও পরিচয়,
ধন্যা হও গর্ভে ধরি হেন বীর। ১৪ চ.

নূতন সংবাদ।

১। পুটিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী রাজসাহী জেলার দরিদ্র লোকদিগের জলপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য কূপখননার্থ ৪৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মগণ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি জন্য ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও ছাত্রীনিবাস নামে যে দুইটী অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, অদ্যদিন

মধ্যে সেই দুইটীরই শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৮০ এবং ছাত্রী-নিবাসে প্রায় ২৫ হইয়াছে। উভয়েরই কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে।

৩। বঙ্গমাতা দুইটী অমূল্য রত্ন এককালে হারাইয়া অতল শোক সাগরে নিমগ্ন!! গত ২৬এ জুলাই রবিবার রাত্রি ৯টার সময় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ভারতবাসীদিগের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান্, এবং সাহিত্য সংসারে অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ইঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৮এ জুলাই মঙ্গলবার দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অশেষ গুণান্বিত, দয়ার অবতার ও প্রকৃত মনুষ্যত্বপূর্ণ আদর্শ বঙ্গসন্তান ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির পিতৃস্থানীয় হইয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার শূন্য স্থান কি আর পূর্ণ হইবে?

৪। বোম্বাই হইতে ৩২টী ভারত মহিলা অহিফেন ব্যবসা নির্ম্মূল করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় খৃষ্টান রমণীদিগের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বঙ্গমহিলারাও এ শুভানুষ্ঠানে যোগদান করুন।

বামারচনা।

শোকাতুরা মা।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।)

১

উহুহু রে বাপধন!
ভেঙে চুরে গেল মন,
আজ অভাগীর মাথা, কেন হেন খেলি,
তুই আঁচলের হীরা,
মাথা খোঁড়া—বুক চিরা,
কাঙালিনী মা'রে ফেলে কার কাছে গেলি?

২

ভিক্ষা মেগে দুটো খাই,
তা'য় কোন দুঃখ নাই,
ভুলে আছি সব ব্যথা তোরি মুখ চেয়ে;
তোর "মা" বলিয়া হায়,
আজো লোকে ফিরে চায়,
সকলে আমারে বলে 'ভাগ্যবতী মেয়ে'!!

৩

জানেন অন্তরযামী,
বড় অভাগিনী আমি,
অমূল রতন তুই বুক পুরাবার;
অভাগী মায়ের তরে,
চাঁদ মুখে কথা ক'রে,
"মা"বলিয়া ডাক্ বাছা, আর একবার।

৪

তুই যে "করুণাসিন্ধু"
"দীন কাঙ্গালের বন্ধু"
কেমনে ছাড়িয়া যা'স কাঙ্গালিনী মা'রে,
বোঝ না কি হায় তুমি,
আমি দীনা—বঙ্গভূমি,
তোমা বিনা বাপ ধন, বুকে নেব কারে?

৫

খেটে খেটে রাত দিন
শরীর হয়েছে ক্ষীণ,
তাই কি রয়েছ শুয়ে অলস হইয়া ?—
অভাগী মায়ের লাগি,
সারা রাতি জাগি জাগি,
আজি কি এমন তর পড়েছ ঘুমিয়া ?

৬

ওঠ যাদু ; কথা কও,
তুমি তো "অবাধ্য" নও,
জগতে তোমার নাম "মাতৃভক্ত ছেলে" ;
মায়ে তোর বড় টান,
মায়ে মাথা তোরি প্রাণ,
চাও না স্বরগ তুমি মা'র কোল পেলে !

৭

নাই সুযশের লোভ,
নাই বিনাশের ক্ষোভ,
তোমার কাহিনী তুমি কিছুই জান না,
শুধুই আমারি তরে,
খাটিছ সহস্র করে,
শুধু ভাই ভগিনীর মঙ্গল কামনা।

৮

দুরন্ত বালক গুলো,
চোখে দিয়ে আছে ধূলো,
তুই যে কি ধন মোর কি বুঝিবে তারা ?
কেউ দেয় গালাগালি,
কেউ দেয় করতালি,
কোন আহম্মক হায় হেসে হয় সারা !

৯

দেখে সেই নিঠুরতা
পরাণে লেগেছে ব্যথা,
তাই কি আমার প'রে রাগ করে যাও ?—
কভু তো শোন না তুমি,
পাগলের পাগলামি,
এস কোলে যাদুমণি, মা'র মাথা খাও।

১০

তোমারে হইলে হীন,
মরিবে কাঙ্গাল দীন,
মরম-বেদনা তারা কার কাছে ক'বে,
কেবা সে আপনা দিয়ে,
দিবে অশ্রু মুছাইয়ে,
কেই বা তাদের ব্যথা নিজ বুকে ব'বে !

১১

মেয়ে গুলো অবিরত,
আজিও কাঁদিছে কত,
আজো সেই অত্যাচার, সেই পায়ে ঠেলা,
আজো, "সতীনের ঘর"
"কচি মেয়ে বুড় বর"
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১২

তোমারে রয়েছে চেয়ে,
বালিকা বিধবা মেয়ে—
আপন কর্ত্তব্যে তুমি কবে কর হেলা—
তাদের যে কেউ নাই,
তুমি বাপ তুমি ভাই,
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১৩

আজিও সে "রুচিদোষ"
আজো কত "আপ্‌শোষ"
আজিও শ্মশানে ভূত-পিশাচের মেলা ;
কও তাই চাঁদ মুখে,
ঘুমায়ে র'লে কি সুখে,
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১৪

তুমি না থাকিলে বুকে,
অভাগী কি পোড়ামুখে,
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে ?—
পোড়া বুক ফেটে যায়,
আয় যাদু কোলে আয়!
লুকায়ে রাখিগে' তোরে শত বুক চিরে!

১৫

মরি! মরি! বাপধন!
ছিঁড়ে টুটে গেল মন,
তো'হেন পুত্রের শোক কার কবে স'য়?
তোমারে হইয়ে হারা,
কাঁদে রবি শশী তারা,
কাঁদিছে জগত সারা, আমি একা নয়!

১৬

নিঠুর শ্রাবণ মাস!
কি করিলি সর্ব্বনাশ,
আঁধারে ডুবালি মোর সরবস্ব ধন,
হৃদি-পিণ্ড করে চুর,
কেড়ে নিলি কোহিনুর,
পোড়ালি আগুন দিয়ে বুকের বাঁধন!

১৭

ওকি ও জাহ্নবী বক্ষে!—
উহু, কি দেখিনু চক্ষে,
চন্দনের কাঠে কা'রা চিতা সাজাইলি ?—
হোক্ ধরা ছাই ভস্ম,
——কাঙ্গালের সরবস্ব,
জলন্ত অনল মাঝে কোন্ প্রাণে দিলি?

১৮

ও দেহ—সোণার দেহ,
দি'স্‌নে চিতায় কেহ,
অভাগীর মুখ সাধে দি'স্‌নে আগুন;
অন্ধের হাতের নড়ি,
নি'স্‌নে মিনতি করি,
কি দোষে এ ভিখারীরে করিবিরে খুন!!

১৯

সহস্র মরণে হায়,
ভাঙিব পায়ের ঘা'য়,
সহস্র গঙ্গার জলে নিভাইব চিতে;
আনিয়া অমৃত-বায়ু,
দিব কোটী পরমায়ু,
আমার সোণার চাঁদে, কে আসিবি নিতে!!

২০

অযুত তরঙ্গ-সঙ্গে,
উথলি উঠেছ গঙ্গে!
তুমি কি পবিত্র হবে "ঈশ্বরে" পরশি?
স্বরগে দেবতা তা'য়,
ডাকিছে কি "আয় আয়!"
পাতিয়া রতনাসন তা'রা আছে বসি?

২১

যেথানে নারদ, ব্যাস,
জনকাদি করে বাস,
আমার বাছারে কি গো সেথা নিয়ে যাবি?
ঈশ্বরে "ঈশ্বর" দিয়া,
দিবি নাকি মিশাইয়া,
মরণেরে একবার অমর করাবি?

২২

তবে বাবা দেব-বেশে,
যাও চলি দেব-দেশে—
মরণের পরপার—অনন্ত যথায়!
আজ দশ দিক্ ভরি,
বল্ তোরা হরি হরি,
আমার ঈশ্বরচন্দ্র স্বর্গপুরে যায়!!

* * *

কবি যে আপনা হারা,
চোখে বয় শত ধারা,
কলিজা, পরাণ, সব হয়ে গেল জল,
বিদ্যাসাগরেরে মাগো! কেন মিশি বল্?

শ্রীমা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২০ সংখ্যা। | ভাদ্র ১২৯৮—সেপ্টেম্বর ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক জন্মোৎসব।

কালচক্র ঘুরে অবিরত,
সুখ দুঃখ চলে সাথে সাথ ;
জীবনের ভোগ সেইমত,
কভু হাসি, কভু অশ্রুপাত।

আজিকার জনম উৎসবে,
স্তরে স্তরে পুড়িছে হৃদয় ;
পূর্ণদিক্ হাহাকার রবে,
বলি তবু জগদীশ জয় !

তব ইচ্ছা হউক পূরণ,
সুখ দুঃখ যা কর বিধান ;
তব কার্য্য করিব সাধন,
সঁপি তব পদে মনঃপ্রাণ।

মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় আজি বামাবোধিনী ২৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২৯ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ভক্তিভরে সেই দেবতার চরণে প্রণত হইয়া এবং ইহার আত্মীয় পরিজন স্বদেশীয় বিদেশীয় হিতৈষী ভাই ভগিনী সকলের শুভাশীষ যাচ্ঞা করিয়া ইহা নববর্ষের কার্য্যে প্রবেশ করিতেছে।

বামাবোধিনী এবার শ্রাবণের ধারার সহিত অশ্রুধারা মিশাইয়া পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়াছে। এমত দুর্ব্বৎসর এতৎকালে ইহার হয় নাই।..বঙ্গের পরমবন্ধু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বিয়োগে বাঙ্গালীজাতি বন্ধুহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে, কিন্তু বঙ্গনারীগণ পিতৃহীন

হইয়াছে বলিয়া বামাবোধিনী তাহাদের সহিত অপার শোকসাগরে ভাসিতেছে! বামাবোধিনীর পরম হিতৈষী কোন্নগর নিবাসী সাধু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পরলোকগমনে বামাবোধিনী যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বামাবোধিনী আরও দুইটী দারুণ শোকশেলে বিদ্ধ হইয়াছেন! খাঁটুরা নিবাসী বাবু বসন্তকুমার দত্ত বামাবোধিনীর অসহায় বাল্যজীবনে ইহার প্রতিপালকের স্থান গ্রহণ করিয়া বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ইহার জীবন রক্ষণ ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, বামাবোধিনী তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। গতবর্ষে সেই বন্ধুবরকে হারাইয়া বামাবোধিনী গভীর শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর একটী ভক্তিভাজন প্রাচীনবন্ধু যিনি বামাবোধিনীকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার বহু অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফল পৃথিবীর নানাস্থানের নানাজাতীয় মনুষ্যের বৃত্তান্ত লিখিয়া বামাবোধিনীর স্তম্ভসকলকে সুশোভিত করিয়াছিলেন, আজি কয়েক দিন হইল তিনিও ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন—তিনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কুলোদ্ভব দেবর্ষি স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ মিত্র। এই সকল অন্তরঙ্গ আত্মীয় জনের বিয়োগে বামাবোধিনী শোকে জর জর হইয়াছেন, এ শোক বর্ণনীয় নয়। বামাবোধিনী যোড় করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি দুঃখিনী বঙ্গনারীগণের পরম বন্ধু এই মহাত্মাদিগের আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন। বামাবোধিনী যেন তাঁহাদের উপকার ঋণ শ্রদ্ধার সহিত চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন এবং তাঁহাদের ন্যায় বামাকুল হিতৈষী সকলের উদয়ে বঙ্গমাতার শূন্য বক্ষ যেন আবার পূর্ণ দেখিতে পান।

বামাবোধিনী আজি তাহার জন্মোৎসবের দিনে শোক বিহ্বল হইয়া আত্মকথা আর কি নিবেদন করিবে? বামাবোধিনী ইহার পাঠক পাঠিকা ও দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট কাতর প্রাণে সহৃদয়তা ভিক্ষা করিতেছে। ভারতবাসিনী দুর্ভাগিনী রমণীগণের প্রতি মুখ তুলিয়া চায়, এমত লোক অতি অল্প। ইহাদিগের হইয়া দুকথা যাহারা বলিতে যায়, তাহারাও লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। বামাবোধিনী অবলাগণের দুঃখে দুঃখিনী ও দূষিত দেশাচারের পরিবর্ত্তে সমাজ মধ্যে সদাচার প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতিনী এই জন্য কয়েকটী গ্রাহক ইহার সহিত সম্বন্ধপরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বামাবোধিনীকে ইংরাজী সভ্যতার পক্ষপাতী ও দেশীয় রীতিপদ্ধতির উপেক্ষাকারী বলিয়া ইহার প্রতি তীব্রগালি বর্ষণ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। বামাবোধিনীর প্রকৃত ভাব ও উদ্দেশ্য কি? যাহারা ইহার সহিত বহুদিন হইতে পরিচিত, তাঁহারা

বিলক্ষণ জানেন ; সে বিষয়ের উল্লেখ করা বাহুল্য বলিয়া আমরা অধিক কিছু বলিব না। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য, বামাবোধিনী এ দেশের নারীজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁর জ্ঞান শক্তি অনুসারে সেই ব্রতপালনে নিযুক্ত আছেন ও থাকিবেন। ঈশ্বর করুন্ অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থার মধ্যে নিন্দা প্রশংসা লাভালাভ সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া বামাবোধিনী যেন অবিচলিত ভাবে তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। আজি বামাবোধিনীর বন্ধুগণ সকলে ইহাঁকে সেই শুভ আশীর্ব্বাদ করুন্।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের মহাশোক—বঙ্গের মহোজ্জ্বল রত্ন কয়েকটী গত শ্রাবণের জলস্রোতে কাল-সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের বিয়োগে বঙ্গমাতা যে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন তাহা পূরণ হইবার নয়। পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্রের শোকে দেশময় হাহাকার পড়িয়াছে। ইহাদিগের স্মরণার্থে সংবাদ পত্রে বিলাপ প্রকাশ এবং নানা স্থানে সভা সমিতি হইতেছে। কালীকৃষ্ণ বাবু অতি নির্জনপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু এ দেশে স্ত্রী শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি অনেক শুভানুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কারের মূলে তিনি ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহার স্মরণ সভা হইয়া স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ না হইতেছে। রাজা রাজেন্দ্র লালেরও স্মৃতিচিহ্ন প্রস্তুত হইতেছে। কবে আমরা ইহাদিগের ন্যায় অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে আবার পাইব ?

চিনে শিশুহত্যা—চিন মহারাজ্যের মধ্যে বৎসরে ২ লক্ষ করিয়া সদ্যোজাত কন্যা হত হইয়া থাকে, এ সংবাদে কাহার না হৃৎকম্প হয়? দেশের নানা স্থানে ১০ হইতে ৩০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ এক একটী গৃহ নির্ম্মিত আছে, তাহার কেবল একটী দ্বার। সেই দ্বার দিয়া সন্তান গৃহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কলিচূণ ঢালিয়া ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ বিনাশ করা হইয়া থাকে। মফস্বল প্রদেশের গরিব দুঃখী লোকেরা কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অধিক পরিমাণে এই নৃশংস কাণ্ড করিয়া থাকে। কাস্কো নগরে এক রোমান-কাথলিক শিশু-আশ্রম হইয়াছে, যাদার পলা বিসমারা তাহার তত্ত্বাবধারিকা। নদীর ধার ও অন্যান্য স্থান হইতে কুড়াইয়া ইহারা প্রায় ৩০ হাজার শিশুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। দেশের আইন ও মাতা পিতার হস্ত

যেখানে কন্যা বধের সহায়তা করে, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ভিন্ন সেখানে শিশুদিগের প্রাণ কে রক্ষা করিবে ?

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আপনার স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ২০০০ টাকা ব্যয়ে বৈদ্যনাথে একটী বাটী নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কুষ্ঠ রোগীদিগের নিরাশ্রয় অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি সেই টাকা কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণার্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সম্প্রতি সেবাগুণে তাঁহাকে উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নামে এই কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ডাক্তার মহাশয়ের ইচ্ছা।

মণিপুর কাণ্ডের পরিণাম—যুবরাজ টেকেন্দ্রজিৎ ও সেনাধ্যক্ষ টাঙ্গাল জেনারেলের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। কুলচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সম্ভাবনা। মণিপুর ইংরাজাশ্রিত একটী রাজ্য হইবে এবং রাজবংশের কোন ব্যক্তি রাজা মনোনীত হইবে।

স্মরণার্থ দান—জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ ঢাকা কলেজে ৩০০০৲ টাকা দিয়াছেন, তাহার সুদে একটী ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে।

স্ত্রী-বারিষ্টার—রাউমেনিয়ার প্রথম স্ত্রী বারিষ্টার শর্ম্মিসা বিলসেস্কো বুচারেষ্ট নগরে ব্যবসায় খুলিতে যাইতেছেন। তিনি গত শীতকালে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনেক বাদানুবাদের পর রাউমেনীয় রাজসভা স্ত্রীলোককে বারিষ্টারী করিবার অধিকার দিয়াছেন।

সিজারউইচের স্বদেশ প্রত্যাগমন—গত ১৬ই আগষ্ট রুশীয় যুবরাজ মস্কো নগরে নিরাপদে প্রত্যাগমন করাতে নগরবাসীরা মহানন্দ প্রকাশ ও গিরজায় গিরজায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বিশেষ উপাসনা করিয়াছে।

ছোটলাটের সহৃদয়তা—গত ১১ই আগষ্ট সার চার্লস ইলিয়ট ময়মনসিংহের জলের কল এবং ১৫ই আগষ্ট বরিশাল বালিকা বিদ্যালয় গৃহের ভিত্তি স্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বরিশালস্থ মহিলাগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং বালিকাবিদ্যালয়টীকে সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের অধীন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

যুবরাজপত্নীর শিল্পদক্ষতা—ভিয়েনাতে যে অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইবে, আমাদিগের বড় রাজবধূ তাহাতে স্বহস্ত প্রস্তুত অনেকগুলি ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ লাইব্রেরি ভবনে গত ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ২॥টার সময় কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। এক পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। উপরে যে ছবি দেওয়া হইল ইহা তাঁহার যুবা বয়সের ছবি।

আমাদিগের কোন সহৃদয়া লেখিকা ১৪ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র দেহের দাহকার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

আজি বেলা ৭টার সময়ে নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যে হৃদয়—বিদারক দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভাষায় বলিতে পারি না। দেখিলাম মানব-জগতের এক প্রদীপ্ত সূর্য্য খসিয়া পড়িয়াছে, ভারতবাসীর প্রধান অহঙ্কার শেষ হইয়াছে, বঙ্গভূমির উচ্চ গৌরব ফুরাইয়াছে! দেখিলাম সেই অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এজন্মের মত আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছেন! আজি আর কাঙ্গালের দাঁড়াইবার স্থান নাই,

হতভাগ্যের অশ্রু মুছিবার স্থান নাই, দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইবার উপায় নাই! আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন! আজি বাঙ্গালার সাধ বাসনা ফুরাইল, বাঙ্গালির জাতি-গৌরব ফুরাইল, বুঝি ব্রাহ্মণ বংশের সৌভাগ্য-গর্ব্বও ফুরাইয়া আসিল —আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন! আজি বঙ্গজননী নয়নের মণি, আঁচলের নিধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন! আজি আমরা সকলেই পিতৃহীন হইয়াছি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্তান সন্ততিগণের সহিত আজি আমরা সমগ্র বঙ্গবাসী পিতৃহীন হইয়াছি! বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও নিজের সম্পত্তি নহে; জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যের মত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সকলের জিনিস। যে মূর্খ, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে দরিদ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে রমণী সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে বালিকা বৈধব্য-আগুনে পুড়িতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা অন্ন বস্ত্রের জন্যে লালায়িতা, শিশু সন্তান পালনে অক্ষমা, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; এক কথায় বলিতে গেলে যাহার হৃদয়ে একটুকু ব্যথা আছে, যাহার একটুকু অভাব আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; এই হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "আমার" "আমার" বলিতে পারি। তাই, সকলের জিনিস বলিয়া—সকলের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া আমরা সকলেই আজি পিতৃহীন, বন্ধুহীন ও আরামের স্থান হীন হইয়াছি! আজি পৃথিবী! শোন, আকাশ শোন, মানুষ শোন, দেবতা শোন, সকলেই আজি এই শোকসন্তপ্ত প্রাণের কাতরোচ্ছ্বাস শোন, সকলেই আজি আমাদের সর্ব্বনাশের কথা শোন, আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে এ জনমের মত ফাঁকি দিয়াছেন!! এই কয়টী কথার মধ্যে আমাদের কি দারুণ সর্ব্বনাশ ভরা রহিয়াছে, কি অসহ শোক তাপ ঢালা রহিয়াছে, যাহার হৃদয় আছে তিনি তাহা হৃদয়ে অনুভব করুন্। এ নিদারুণ কথা, এ হৃদয়মর্ম্ম বেদনা কহিতে পারি এমন ভাষা আজিও হয় নাই।—যদি হইয়া থাকে আমরা শিখিতে পারি নাই।

ওই জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! ওই আগুনে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে, বাঙ্গালির "পিরামিড" ভস্মসাৎ হইতেছে! ওই ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, অই আগুনে বাঙ্গালার সম্মান গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে! ওই জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালির প্রধান অহঙ্কার প্রধান গর্ব্ব পুড়িয়া যাইতেছে! ওই চিতার আগুনে আজি কত কি ফুরাইল! সহস্র সহস্র বক্ষ শ্মশান হইল! কত কাঙ্গাল গরিব একত্রে মাতা পিতা হারা হইল! কত

হৃদয় আজি আশা ভরসা হারা হইল! শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, আজি চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে, ইহার মত সর্ব্বনাশের কথা আর কি আছে, তাহা আমরা জানি না! যে দেহ পরের জন্যে, জগতের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, অবিশ্রান্ত ভাবে অবিচলিত উৎসাহে এই প্রাচীন বয়সে যুবকের খাটুনি খাটিয়াছে, আজি সেই দেহ—আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পুণ্যময় দেব-দেহ চিতার ভস্ম হইতেছে! এই ভস্ম হৃদয়ে লইয়া মা' জাহ্নবীও অধিকতর পবিত্রতা লাভ করিতেছেন! আর আত্মা? সে অক্ষয় অমরাত্মা স্বর্গে গিয়াছে। যেখানে মহর্ষি ব্যাস, পরাশর, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি দেবতাগণ বিরাজিত আছেন, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইখানে গিয়াছেন। বিশ্বজননীর স্নেহময় কোলে আমাদের সেই পরিশ্রান্ত দেবতা ঘুমাইতে গিয়াছেন। আজি ঈশ্বরে "ঈশ্বর" বিলীন হইয়াছে! একবার প্রাণ ভরিয়া সকলে হরি হরি বল! নরনারী, ইংরাজ বাঙ্গালি, বড় ছোট, চেতন অচেতন, জগৎ স্বর্গ, সকলে একত্রে প্রাণ খুলিয়া, গলায় গলা মিশাইয়া হরি হরি বল। আমাদের পিতা, শিক্ষক, বন্ধু, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আজি অনন্ত সাগরে মিলিত হইতেছেন, আজ একবার মনের মত করিয়া হরি হরি বলি! আমরা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে সহস্র ঋণী—যে বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগখানিও পড়িতেছে, সেও বিদ্যাসাগরের নিকটে বিক্রীত—তাঁহারই হাতে গড়া পুতুল, এস সকলে একবার হরি হরি বলি!!

এ চিতার আগুন নিভিবে ও দেহের শেষ চিহ্ন ফুরাইবে; কিন্তু বিধবা রমণীর বুকের আগুনের মত ভারতের বুকের স্তরে স্তরে এই শোকের আগুন জ্বলিতে থাকিবে। আজি যে ময়ূরাসন, যে রাজাসন শূন্য হইল, সেখানে বসিবার রাজা—মহারাজা—সম্রাট্ বুঝি আর মিলিবে না! এ অমূল্য রত্ন এ দেবদুর্ল্লভ রত্ন হারাইয়া ভারতের—জগতের বলিলেও ক্ষতি হয় না,—যে নিদারুণ অভাব হইল, বুঝি সহস্র বৎসরেও সে অভাব পূর্ণ হইবে না! বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতবাসী বলিয়া ভারতবর্ষ ধন্য, বাঙ্গালি বলিয়া বাঙ্গালি জাতি ধন্য, ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া ব্রাহ্মণ কুল ধন্য, "আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়" বলিয়া মানবসমাজে দাঁড়াইতে পারি, এজন্য আমাদের এ অপদার্থ জীবনও বুঝি ধন্য—সেই ব্যাস, নারদ, মনু, অত্রি ব্যতীত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আসনে বসিবার মত দেবতা কোথায়?

তবে যাও, বঙ্গবাসী, হরি হরি বলিতে বলিতে ঘরে ফিরিয়া যাও। বাঙ্গালা দেশের, ভারতবর্ষের, জগৎ

সংসারের উজ্জ্বলতম রত্ন কলিকাতার নিমতলার ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়া হরি হরি বলিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমর কীর্ত্তি মা'র বুকে অঙ্কিত কর। সকলের উপরে—যার ক্ষমতা থাকে, হরি হরি বলিয়া আত্মগঠন কর, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ কর! মানব-জীবন সফল কর। মানবত্ব, দেবত্বে মিশ্রিত কর!

তা এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় কি মরিবার ছেলে? যিনি কোটী কোটী মৃত্যু পদ-দলিত করিয়া চলেন, তাঁহার কি মৃত্যু হইতে পারে? না, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মরিতে জানেন না। অনেক রকম জানেন—মানুষ কেমন করিয়া দেবতা হয় তাহা জানেন, স্বাবলম্বনের বলে গরিবের ছেলে কেমন করিয়া রাজাধিরাজ হইতে পারে তাহা জানেন, মরজগৎকে কেমন করিয়া স্বর্গ করিতে হয় তাহা জানেন, জগতের প্রত্যেক নরনারীকে কেমন করিয়া "আপনার জন" করিতে হয় তাহা জানেন, পরের ভিতরে নিজের অস্তিত্ব কেমন করিয়া মিশাইতে হয় তাহা জানেন, এই বিশ্ব জগৎ কি করিয়া এক বাঁধনে বাঁধিতে হয় তাহা জানেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত দেবতা হইতে হইলে যাহা কিছু জানিতে হয় সবই জানেন, কেবল মরিতে জানেন না, দেবতার মৃত্যু নাই, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয়।

কে বলিল আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই! পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যায় যাউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় না থাকিলে আমাদের আর থাকিল কি? আজিতো কলিকাতা সহরের সকল স্থানেই বিদ্যাসাগর মহাশয় রহিয়াছেন। আজি তো কলিকাতার প্রতি শিরা ধমনীতে, প্রতি অণু পরমাণুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্রোত ছুটিতেছে। আজি তো কলিকাতা মহানগরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহা প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লোকে যত বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্ত্তি ধরিয়া ভয়ার্ত্তকে অভয় দিতেছেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের ব্যথা হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন! তাই বলিতেছি, রামা মরিতে জানে, শঙ্করা মরিতে জানে, তাহাদের মত শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও দিন মরিতে জানেন না। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা, সত্য ন্যায়ের অবতার, করুণার পূর্ণ আদর্শ, জগতের

দেবদুর্লভ রত্ন, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, যিনি চিরদিন সমভাবে আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই খাটিয়াছেন, যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তেও আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা, পৈশাচিক কৃতঘ্নতা, অনায়াসে পদ-দলিত করিয়াছেন, আমাদের সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া কখনও যাইতে পারেন না। আজি মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অমর হইয়াছে। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আমাদের নিকটে বিরাজ করিতেছেন। তবে আর কি,

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি।"

শ্রীমা।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ মহিলা সভা।

গত ৮ই আগষ্ট শনিবার বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় বেথুন কলেজ গৃহে পরলোকগত পূজ্যপাদ মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থে মহিলাগণের একটি সমিতি আহূত হয়। উহাতে প্রায় তিন শত রমণী সমবেত হইয়াছিলেন। যদিও এই সভাটি ব্রাহ্ম-মহিলাদিগের উদ্যোগ ও যত্নে সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি বহুসংখ্যক হিন্দু-মহিলা আগ্রহ সহকারে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং কতিপয় খৃষ্টীয় মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কুমারী কামিনী সেন সভাপতি মনোনীত হন এবং তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন:—

আমাদের দেশের গৌরব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে আমাদের দেশে যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার গুণের কথা আমাদের দেশে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন, উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে অনেকে হয় ত সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ঋষিতুল্য চরিত্র, অলোকসামান্য মনীষা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব পরদুঃখকাতরতা, তাঁহার আশ্চর্য্য দানশীলতা, তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার নির্ভীকতা—আর কত গুণের কথা বলিব? একাধারে এত গুণের সমবায় বর্ত্তমান সময়ে আর দেখা যায় না। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসমাজ—সমগ্র ভারতবর্ষ এক প্রকারে নয়—বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত। সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট ঋণী, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে সাহায্য করিয়া, বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিধি প্রণয়ন করিয়া, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কথা-

চারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া তিনি ভারত রমণীকে অপরি-শোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সর্ব্ব-প্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী হৃদয়বান্ সুহৃদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। চিরদিন অন্তরে বাহিরে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আজি কিয়ৎ পরিমাণে সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। অতঃপর তিনি কুমারী কুমুদিনী কাস্তগিরকে সভাস্থ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলিলে কুমারী কুমুদিনী কাস্তগির বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠানন্তর এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন :—

১ম প্রস্তাব। অদ্যকার সভাতে সমাগত মহিলাগণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছেন যে, পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর-লোক গমনে আমরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু অচিরে আর মিলিবে না। তিনি এদেশের নারীগণের দুর্দ্দশা বিমোচনার্থ শরীর মনের শক্তি, অর্থ ও সময় কিছুই ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সেই উদার প্রীতি ও অকৃত্রিম 'নারীহিতৈষিতা' স্মরণ করিয়া সকলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

শ্রীমতী অবলা বসু এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। শ্রীমতী কুমারী লাবণ্য-প্রভা বসু প্রস্তাব করেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যাদিগের গভীর পিতৃ-শোকের সহিত এই সভাতে সমবেত মহিলাদিগের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব। শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দে প্রস্তাব করেন যে, বেথুন কলেজে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হউক এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ, শ্রীমতী বরদা সুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, শ্রীমতী কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু এবং শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন ইঁহাদের কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া ইঁহাদের প্রতি চাঁদা আদায়ের ভার অর্পিত হউক। শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষকে সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্তা কুচ-বিহারের মহারাণীকে সভাপতি করা হউক।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গো-পাধ্যায় বেথুন কলেজেই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সর্ব্বো-

পযুক্ত স্থান, সে সম্বন্ধে বিশদরূপে আপনার সম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি বলিলেন বঙ্গরমনীগণ কোথা-ও যদি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের বাসনা করেন, তবে সে এই স্থান। যে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি জীবনের বিংশতি বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বেথুনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া তাঁহার সকল কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে বৈথুনের এই সুন্দর চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে পরলোকগত মহাত্মার এক খানি ছবি সন্নিবেশিত হউক। অথবা মহাত্মা বেথুনের প্রস্তর মূর্ত্তির পার্শ্বে তাঁহার আর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হউক। যে প্রকার স্মৃতিচিহ্ন হউক না কেন, আমার একান্ত ইচ্ছা তাহা এই বেথুন কলেজেই যেন সংস্থাপিত হয়।

অতঃপর কেহ কেহ বলেন যে চিত্র অথবা প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতে পারে এত অর্থ আমাদের মধ্যে সংগৃহীত হইবে না, অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে এই স্কুলে একটি বৃত্তি স্থাপিত হউক।

তৎপরে শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রেরিত প্রস্তাবটি পঠিত হয়—প্রস্তাবটি এই—

"তাঁহার নামে অসহায়, অক্ষম, অবলাদিগের জন্য একটি আবাস স্থান স্থাপিত হউক।"

এই প্রস্তাবে কোন কোন হিন্দুরমণী অসম্মতি প্রকাশ করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র প্রস্তাব করেন যে প্রতি বৎসরে তাঁহার মৃত্যু দিবসে তাঁহার স্মরণার্থে সভা আহূত হউক, তাঁহার সুন্দর কার্য্যাবলী তথায় আলোচিত হইবে। শ্রীমতী অচলবালা বসু এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর দুই চারি জন মহিলা সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহাদের গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থে হিন্দু অন্তঃপুরে চাঁদা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সভাস্থলে কতক চাঁদা সংগৃহীত এবং শতাধিক মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন এই বলিয়া উপসংহার করিলেন:—

আপনারা অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের অনেক কথা জানেন। এখানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীও পঠিত হইল। এই মহাত্মার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। তবে জ্ঞাত এবং পঠিত বিষয়ের মধ্যে দুই একটির প্রতি আমি বিশেষ ভাবে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

আজ কাল এদেশে অনেক সংস্কারক

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যখন সংস্কার কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাঁহার সহযোগী কেহ ছিল না, এখন যে সকল কার্য্য সহজসাধ্য মনে হয়, তখন তাহা নিতান্ত কঠিন ছিল। যে ব্যক্তি প্রথম কোন দেশপ্রচলিত প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন, তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অপমান, অনেক অত্যাচার ও অনেক মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিতে হয়।

শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন সংস্কার কার্য্য সহজ হইয়া উঠিতেছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা, বিশেষতঃ স্ত্রী সমাজের অবস্থা যাহা ছিল, তাহা শুনিলে আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া পারি না। সেই প্রতিকূল অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সত্যের এবং ন্যায়ের অনুরোধে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

বালবিধবার কষ্ট অনেকে অনেক কাল হইতে দেখিয়া আসিতে ছিলেন; সংসারে যত বালবিধবা ছিল, সকলেরই পিতামাতা অথবা আত্মীয় স্বজন ছিল—সেই আত্মীয়েরা তাঁহাদের দুঃখে অশ্রুপাত করেন নাই, এমনও নয়; কিন্তু সে করুণা কাজে প্রকাশ করিবার জন্য যে বল চাই, তাহা কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই ছিল।

রামমোহন রায় সতীদাহরূপ রাক্ষসোচিত নৃশংস প্রথা উঠাইয়া দিয়া যেমন সভ্যজগতের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে কত চিন্তা, কত পরিশ্রম ও কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এ সকল ব্যতীতও এই সংস্কার কার্য্যের মধ্যে তাঁহার আর একটি গূঢ় মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যত দিন মুখে মুখে চলে, তত দিন অনেকে সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন। অনেকে কিন্তু যাহা বাহিরে প্রচার করিয়া বেড়ান, তাহা নিজের বাড়ীতে কার্য্যে পরিণত করিতে তত চেষ্টা করেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুখে বলিয়া, শাস্ত্র দেখাইয়া, তর্ক করিয়া কেবল বিধবা বিবাহ প্রচার করেন নাই—তিনি নিজের ঘরে নিজের একমাত্র পুত্রের সহিত একটি বালবিধবার বিবাহ দিয়াছেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে তিনি যাহা অন্যায় মনে করিতেন, তাহা দেখিয়া কেবল বিলাপ, অশ্রুপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, সে অন্যায় দূর করিবার জন্য প্রাণপণ খাটিতেন—যাহা পরের পক্ষে ভাল মনে করিতেন, করিতে উপদেশ দিতেন, নিজের ঘরে, নিজের পরিবারে তাহা করিয়া দেখাইতেন।

তাহার পর, তিনি মান, সম্ভ্রম ও নামডাকের জন্য কখনও কিছু করেন নাই, যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই

করিয়াছেন—লোকের নিন্দা প্রশংসা তাঁহাকে কোন অধ্যবসায় হইতে কখন বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বীরত্বের মূলে দয়াধর্ম্ম বিরাজ করিত। তিনি স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন—যাহা করিয়াছেন বিবেকবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া করিয়াছেন। রাজা বাদসাহ, কাহাকেও তাঁহার ভয় ছিল না; তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সহিত সামান্য মতান্তরের জন্য একাধিকবার পদত্যাগ করিয়াছেন।

যদি শুদ্ধ ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে সহস্র প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকাতে বীরত্ব থাকে, যদি স্বীয় ব্রত প্রতিপালনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে উন্মুখ থাকাতে বীরত্ব থাকে—তবে তিনি প্রকৃত অর্থে বীর ছিলেন। তাঁহার অভাব আজ ভাষাতে প্রকাশ করা অসাধ্য।

সত্য বটে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, কর্ম্মবৃদ্ধ হইয়া জীবনের কার্য্য সাঙ্গ করিয়া জরা মরণের অতীতস্থানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। কিন্তু যদি সংসারে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য রাখা সম্ভব হইত—আমরা বোধ হয় কেহই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম না। তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চিরদিন পূজা করিব।

উপস্থিত মহিলাদিগের প্রতি অনুরোধ, যেন তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদ্গুণাবলী সর্ব্বদা সন্তানদিগের নিকট মুখে মুখে বিবৃত করেন এবং সন্তানদিগের চরিত্র তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন; তাহা হইলে রত্নগর্ভা বিদ্যাসাগরের মাতার ন্যায় আপনারাও ধন্য হইবেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগত হইয়াও স্বদেশীয়দিগের চরিত্রের মধ্যে জীবিত থাকিয়া চিরদিন ভারতের কল্যাণসাধন করিবেন। তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশের শ্রেষ্ঠতর উপায় আর কিছুই হইতে পারে না।

অতঃপর শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন বিরচিত একটী কবিতা শ্রীমতী কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুদিন পূর্ব্বে বিরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাশরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি;
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দস্রোতঃ চলিছে প্রবাহি।
যাওরে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে;
দেব ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যান ভরে গান করে একতানে।
যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে,
যায় যথা দান-ব্রত সত্য-ব্রত পুণ্যবান্
যাও, তাত, যাও সেই দেব সদনে।

আর্য্য মহিলা।

সাবিত্রী।

(৩১৯ সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে সত্যবানের সেই "কাল বৎসর" পূর্ণ হইল। সাবিত্রী দেবী একথা দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছেন—তাই দুই দিন পূর্ব্বেই পানাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া কেবল জগদীশ্বরের অভয় চরণ স্মরণ করিতেছেন, সেই চরণ স্মরণ করিয়া এখনও সাবিত্রীর দেহে জীবন রহিয়াছে! বিধবা হইয়া রমণীকে বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈধব্যাশঙ্কা "জীবন্মৃত" হইতেও ভয়ানক, একথা আর বিশেষ করিয়া কি বুঝাইব?

দিবাবসান সময়ে সত্যবান্ প্রতিদিনের ন্যায় কাষ্ঠচ্ছেদন ও ফল মূল আহরণ করিতে গভীর বনে যাইতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী গৃহকার্য্যেই নিযুক্তা থাকুন বা যে কার্য্যেই ব্যস্ত থাকুন, তাঁহার কেবল সত্যবানই চিন্তা। যে রকম সাধারণতঃ রমণীর হইয়া থাকে, তাহাহইতে আজি সাবিত্রীর বিশেষ চিন্তা—ভয়ানক চিন্তা, না জানি কখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়! যিনি—যে হতভাগিনী মুমূর্ষু স্বামীর অন্তিমাবস্থা প্রতীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আজি সাবিত্রীহৃদয় বুঝিতে পারিবেন! সে হৃদয়ে কত জ্বালা, কত ব্যথা—নৈরাশ্য আসিয়া করাল করে প্রাণের গ্রন্থি কি করিয়া খুলিতেছে, জানিতে পারিবেন! যাহাহউক পতিকে একাকী যাইতে দিতে, সাবিত্রীর প্রাণ সরিল না। সাবিত্রী পতির বনপথের অথবা মৃত্যু-পথের সঙ্গিনী হইলেন।

গৃহস্থ সকলে জানিতেন, সাবিত্রী কি এক "ব্রত" করিয়াছেন। তাই সত্যবান্ অনাহারক্লিষ্টা ভার্য্যাকে নিজের অনুগামিনী হইতে বিশেষ নিষেধ করিলেন। সাবিত্রীর শাশুড়ীও অনেক নিবারণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সাবিত্রীতে কি আর সাবিত্রী আছেন, যে সে সকল কথা রাখিতে পারিবেন? রমণী কি একাকী স্বামীকে মৃত্যু-মুখে পাঠাইতে পারে? তাই তিনি অনেক অনুনয় করিয়া সত্যবানের অনুগামিনী হইলেন।

দুজনে গহনবনে প্রবেশ করিলেন। সত্যবান্ কাষ্ঠ ছেদন করিতে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছেন, সাবিত্রী বৃক্ষ-তলে দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। তিনি সাবিত্রীকে নিজের অবস্থা বলিতে না বলিতে বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িতে ছিলেন, কিন্তু পতিপ্রাণা সাধ্বী স্বামীকে নিজের অঙ্কে ধারণ করিয়া প্রাণপণে

শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—আজ নিজের সকল শক্তি একত্র করিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী, স্বামীর জন্যে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন! আজ রমণীর বলে মৃত্যু অগ্রসর হইয়াও, ভয়ে ভয়ে পশ্চাদ্গামী হইতেছে! আজি সাবিত্রী পতির প্রাণরক্ষার্থে নিজের প্রাণপণ করিয়াছেন। এই বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি, এই মৃত্যুনাশিনী মূর্ত্তি যে একবার দেখিতে পায়, সেও বুঝি কোনও দিন মরে না!

এখন কাজে কাজে, আগে পৌরাণিক ঘটনা বলিতে হইতেছে। পুরাণ বলেন, সাবিত্রীর সর্ব্বস্ব ধন, সত্যবানকে গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ যমদূতেরা আগমন করে, তাহারা সেই রণ-চণ্ডী সাবিত্রীকে দেখিয়া ভয়ে "পলাতক" হয়। শেষে যমরাজ নিজেই সত্যবানকে লইতে আইসেন! তিনি সাবিত্রীর ধর্ম্মভাব ও পতিপ্রাণতা দেখিয়া এত মুগ্ধ হন যে, সাবিত্রীকে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বর দান করিয়া ফেলেন। চতুরা সাবিত্রী যমের নিকট হইতে, শ্বশুরের দৃষ্টিশক্তি, পিতার বহু পুত্র, শ্বশুরের রাজ্য, অবশেষে সাবিত্রী মাতা ও সত্যবান্ পিতা হন, এইরূপ শতপুত্র চাহিয়া বসেন! যম মহাশয়, আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্তই স্বীকার করেন। অবশেষে সতীর কৌশলে (হাবা গঙ্গারাম বা বোকা রাম মোহনের মত) অপ্রতিভ হইয়া সত্যবানকে ছাড়িয়া যান। যমের বরে সাবিত্রী চিরদিনই সুখ শান্তি ভোগ করেন (১)। যাঁহারা পুরাণের সকল কথাই "সত্য" বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক, এইখানে এ প্রবন্ধ শেষ করিতে পারেন।

পুরাণ হইতে কল্পনাগুলি সরাইতে পারিলেই, পুরাণ প্রকৃত ইতিহাস হয়। "সাবিত্রী" যে কল্পিত, একথা আমরা কখনই সহিতে পারিব না—এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক সত্যই। তবে শেষ ভাগটা অর্থাৎ সত্যবানের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কল্পিত বটে!—যদি মনুষ্য জীবনের অতিক্রান্ত কোনও ঘটনা হয়, তাহা "সরল বিশ্বাসী" বিশ্বাস করুন, কিন্তু মানুষে তাহা হইতে কোনও শিক্ষা পাইতে পারে না—ধারণা করিতেও পারে না। আজি কালি অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করেন যে, সত্যবান্ কোনও দারুণ রোগাক্রান্ত হন, সাবিত্রী প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন। সম্ভবতঃ দ্যুমৎসেন, সাবিত্রীর শুশ্রূষায় দৃষ্টি, ও বুদ্ধিকৌশলে রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাই "সাবিত্রী সমানা" হও বলিলেই সাবিত্রীর মত "স্বামীর আয়ু, যশ, ধন ও সৌভাগ্যের মূল হও" বলা হয়।

এই আধুনিক ব্যাখ্যাতেও আমার

(১) মহাভারতে এ বিষয় বিশেষরূপ বিবৃত আছে। আমরা সংক্ষেপে লিখিলাম, কারণ এ অংশটুকু বর্ণনা করিতে আমরা তত রাজি নহি।

মনে একটু গোলমাল থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ ইহাতে বোধ হয়, সাবিত্রী দেবী পতির একান্ত শুশ্রূষা করিয়াই, তাঁহাকে আরোগ্য করেন, অতএব প্রধানতঃ শুশ্রূষা-পরায়ণা হইতে পারিলেই রমণী পূর্ণ জীবন লাভ করিতে পারেন। শুশ্রূষা-পরায়ণা রমণী যে রোগযাতনা-নাশিনী একথা আমরা সহস্রবার স্বীকার করি, এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক, যাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন রোগীও শুশ্রূষা গুণে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে; ভগিনী ডোরা, শুশ্রূষা গুণে চিকিৎসককেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণপণ শুশ্রূষা করিলেও অনেক লোককে বাঁচাইতে পারা যায় না—তদ্ভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বিশেষতঃ স্বামীর রোগ সময়ে কোন্ রমণী শুশ্রূষায় বিমুখ হয়? স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে সম্বন্ধ, তাহাতে যিনি "রমণী রত্ন", তিনিও পতির রোগে আত্মবিস্মৃতা; যে রমণীকুলে "নগণ্য" সেও (সেইরূপ না হউক) অতিশয় চিন্তিতা। তবে প্রথমোক্ত "রমণী-জীবনের সর্ব্বস্ব" জানিয়াই পতি সেবা করেন, শেষোক্ত অন্ততঃ "অন্ন-বস্ত্রের যোগানদার" মনে করিয়াও পতিকে যত্ন করে। তাই বলিতেছি, "শুশ্রূষা"ই যদি আদর্শ জীবনের প্রধান উপকরণ হয়, তাহা হইলে এখনও বঙ্গগৃহে তাহার বড় অভাব হয় নাই—যে সাবিত্রী-ইতিহাস না বোঝে, সেও পতির শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ "সাবিত্রী ব্রত করিলে বৈধব্য অতিক্রম করা যায়।" কেন? শুশ্রূষা করিয়া?—এমন কথা বলিও না, তাহা হইলে বঙ্গমাতা "কত শত রত্ন" হারাইতেন না!!

যদি সাবিত্রী-কীর্ত্তির আসল কথাটা বাকি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কমলাকান্তের পথানুসরণ করিতাম না। (২) সাবিত্রীর সর্ব্বোচ্চ গৌরব, স্বামীকে "যমদণ্ড" হইতে রক্ষা করা, বা বৈধব্যাবস্থার অতীত হওয়া। এই আশয়ে মেয়েরা সাবিত্রী ব্রত করে, যে তাহারা কখনই বিধবা হইবে না; তাহারাও সাবিত্রীর মত "জন্মএয়োস্ত্রী" হইয়া থাকিবে! আজিকার দিনে—দর্শন বিজ্ঞান আলোচনার দিনে, এই রকম কথায় কয়জনের বিশ্বাস হইবে জানি না—"জন্মান্তর" বিশ্বাস করিতে না পারিলে এ সকল কথা কেহই বুঝিবে না!—সেই "জন্মান্তর" বিশ্বাস করিতেই বা কয় জনের প্রবৃত্তি হইবে? অথচ যে আর্য্যগণ, প্রতি ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অমানুষিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন,

---

(২) পণ্ডিত কমলাকান্ত ঠাকুর তাঁহার দপ্তররূপ শাস্ত্রে ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন "যখন হারিয়া যাইবে, তখন গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিবে।" আমরাও সাবিত্রী দেবীর শেষভাগের সত্য উদ্ধার করিতে পারিতেছি না—অবশ্য হারিয়া যাইতেছি, এখন আমাদের কমলাকান্তের ব্যবস্থা মত কাজ করাই ভাল! "মহাজন যে পথে যান, সেই পথই পথ"।

তাঁহারাই যে এত বড় কথাটা একটা কথার কথা—একটা "ছেলে ভুলানো" কথা বলিবেন, ইহাও অসম্ভব।

তবে সাবিত্রী-ব্রত জিনিসটা কি? সাবিত্রী ব্রতের অর্থ যে কেবল জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে ফুল চন্দন দিয়া স্বামীরচরণ পূজা করা, ইহা কখনও বিশ্বাস্য নহে। (তবে সে কার্য্যেরও মহ-দুদ্দেশ্য আছে বটে।) আমাদের বিশ্বাস, সাবিত্রী ব্রতের প্রকৃত অর্থ, সাবিত্রীর ন্যায় আত্ম-গঠন করা। সাবিত্রীর মত ধর্ম্মানুরাগ, পতিপ্রাণতা, ত্যাগস্বীকার, দৃঢ়তা ও দেবীত্ব শিক্ষা করা। সাবিত্রী দেবীর মত পতিদেবতায় আত্মোৎসর্গ কর; সাবিত্রীর মত স্বামীর ধন চাহিও না, মান চাহিও না, কিছুই চাহিও না, কেবল তাঁহাকে ভালবাসিয়াই চতুর্ব্বর্গ লাভ কর। সাবিত্রী দেবীর মত, স্বামীর দুঃখের অংশ সাধিয়া গ্রহণ কর, রাজার মেয়ে হইলেও হাসিয়া হাসিয়া বন-বাস ক্লেশ ভোগ কর, যথা নিয়মে ভার্য্যাধর্ম্ম পালন কর। সাবিত্রী দেবীর মত, স্বামীকে ভালবাসিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাও, স্বামীর মঙ্গলের জন্যে আপনার সুখ, বলিদান দাও, স্বামীর ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেল, এক দিন, দুই দিন, বহু দিন,—সাবিত্রী-ব্রত করিতে চৌদ্দ বর্ষ ব্যবস্থা—তুমি এই ব্রত চিরদিনই কর। তুমি যে কেন হও না, সাবিত্রী মাহাত্ম্যে তুমি কোনও দিন পতি হারাইবে না।

বিবি সেলডনের সাধু সংকল্প।

বিবি মে সেল্‌ডন (Mrs May Sheldon) নাম্নী মার্কিনদেশীয় এক মহিলা আফ্রিকা দেশে যাত্রা করিয়া তথাকার অজ্ঞাত অপরিচিত প্রদেশ সমূহে ভ্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য দেশবাসিনী কৃষ্ণকায়া স্ত্রীলোকদিগের সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন! এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অনেক সাহসী ইয়োরোপীয় পুরুষ আফ্রিকায় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা-দিগের মধ্যে, কেহ বা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে, কেহ বা ঐ মহাদেশের কোথায় কোন্ নদী, কোন্ পর্ব্বত, কোন্ মরুভূমি বা অরণ্য আছে তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য, কেহ বা কাফ্রিদিগের আচার ব্যবহার অবগত হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আফ্রিকার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চান নাই। বিবি সেল্‌ডনই এই কার্য্যে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে অসভ্য কাফ্রি মহিলাগণের বুদ্ধি কিরূপ, ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ, তাঁহাদের হৃদয়ের গুণ নিচয় কতদূর উন্নত তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঐ দেশের স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি

সাধন জন্য একটী মহা চেষ্টার আয়োজন করেন। বিবি সেল্ডনের অদম্য, অসাধারণ সাহস ও সুমহৎ উদ্দেশ্যের আমরা যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হউন, ইহা আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবি সেল্ডনের বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ চিকাগো নগরে। তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণা স্ত্রী-চিকিৎসক। চিকাগো নগর পরিত্যাগ করিয়া তিনি কিছুকাল পারিস নগরে অবস্থিতি করেন, এবং সেখানে সংগীত বিদ্যা ও স্থাপত্য কার্য্য শিক্ষা করেন। আফ্রিকার পরিব্রাজকগণের মধ্যে অনেকেরই সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে। তাহারাই তাঁহাকে তাঁহার সংকল্প সাধনে উৎসাহ দিয়াছেন। বিবি সেল্ডন আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন এবং একটী আরব দেশীয় ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আফ্রিকা যাত্রা করিবেন।

ছাতা।

আসিয়া খণ্ডে ছাতা অতি পুরাতন দ্রব্য। কিন্তু ইয়োরোপ উহা অপেক্ষাকৃত নূতন জিনিষ। ভারতবর্ষ, শ্যাম, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশ সমূহে রাজা ও সম্রাটগণ অতি পুরাকালে ছত্রের ব্যবহার করিতে একমাত্র অধিকারী বিবেচিত হইতেন। সংস্কৃত ভাষায় ছত্র শব্দের একটী অর্থ নৃপ। আর ছত্রভঙ্গ বলিলে নৃপনাশ বুঝায়। অদ্যাবধি ব্রহ্মদেশে ছত্রধারণ করা রাজার বিশেষ অধিকার বিবেচিত হয়। পারস্য, চীন, শ্যাম, এসকল দেশেও রাজার রাজকীয় সাজ সজ্জার মধ্যে অদ্যাপি ছাতাকে একটী প্রধান দ্রব্য মনে করা হয়। মরক্কো প্রদেশেও রাজা ও তাঁহার পরিবারস্থ লোক ব্যতীত রাজ্যের অন্য কেহ ছাতা ব্যবহার করিতে পারেন না। ইয়োরোপীয় তুরস্ক দেশে ছাতার প্রচলন অধিক হয় নাই এবং সুলতানের প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া ছাতা খুলিয়া গমন করা দণ্ডনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। গ্রীক ও রোমানদিগের মধ্যে পুরাকালে ছাতার ব্যবহার ছিল। রোমান্ পুরুষগণ ছাতা ব্যবহার করা পুরুষোচিত মনে করিতেন না, সুতরাং কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই ছাতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু রোমসাম্রাজ্যের পতনের কিছুকাল পূর্ব্বে রোম সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ছাতা ব্যবহার করিত। দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপে, ছাতার প্রচলন ছিল না। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে পুনরায় উহা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। ইয়োরোপীয়গণ ভারতবর্ষে

প্রস্তুত ছাতা দেখিয়াই উহা প্রস্তুত করেন। প্রথমে যে ছাতা প্রস্তুত করা হয়, তাহার আকার বর্ত্তমানে ব্যবহৃত ছাতা অপেক্ষা অনেকাংশে ভিন্ন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ছাতা সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে যে ইংরাজ ছাতা ব্যবহার করেন, তাঁহার নাম জোনাস্ হেনওয়ে। ইংরাজদিগের মধ্যে দুই প্রকার ছাতা প্রচলিত আছে, একটীর নাম 'পারাসল্'; অর্থাৎ 'সূর্য্য প্রতিরোধক", বৃষ্টির সময় ইহা ব্যবহার করা হয় না। 'পারাসল্' পুরুষেরা ব্যবহার করেন না, উহা কেবল ইংরাজ স্ত্রীলোকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহাকে ইংরাজীতে 'Umbrella' বলা হয়, তাহা বৃষ্টির সময়েই ব্যবহার করা হয়, এবং তাহা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের ব্যবহার্য্য। ইয়োরোপীয়গণ ছাতার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা অবধি উহা ক্রমেই সংস্কৃত ও সুলভ করা হইতেছে। এক্ষণে ইয়োরোপের নানা স্থানে যে ছাতা প্রস্তুত হয়, এসিয়া খণ্ডের লোকেরাই তাহা ব্যবহার করে। এই ভারতবর্ষে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বহুল সংখ্যায় দেশীয় ছাতা প্রস্তুত ও বিক্রীত হইত, কিন্তু এক্ষণে দেশীয় ছাতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

ভীমরুলের চাক।

ভীমরুল চাক বোলতা চাকের ন্যায় তত সুন্দর না হইলেও দেখিতে মন্দ নয়। ইহা বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত বোধ হয়। এই চক্র কি উপকরণে নির্ম্মিত হয়, অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু জানিয়াছি, তাহা বর্ণন করিব। ইহারা প্রথমে যখন চক্র নির্ম্মাণ আরম্ভ করে, তখন কোন একটী স্থান মনোনীত করিয়া তাহার কতক অংশ নির্ম্মাণ দ্রব্য দিয়া লিপ্ত করিয়া লয়। পরে সেইটুকু গোলাকার কুটারির মত যতটী কুটারী ঐ লিপ্ত স্থানে ধরে, ততটী গাঁথিয়া তোলে। পরে আবার তাহার পার্শ্বস্থিত কতকটা স্থান উক্তরূপে লিপ্ত করিয়া গাঁথিয়া তোলে, কিন্তু পূর্ব্ব কুটারী গুলির সহিত এই নূতন কুটারী গুলি সংযুক্ত থাকে। এইরূপে ইহারা চক্র বড় করিতে থাকে। বাহিরের কিম্বা বাগানের চক্র নির্ম্মাণ আমি দেখি নাই; আমাদের গোয়াল ঘরের বারাণ্ডার চালে একটা মস্ত চাক নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। চক্র নির্ম্মাণ কালে ইহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করে। আমি যেমন দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম, অবশ্যই ইহাতে ভুল থাকা অসম্ভব নহে, কেননা এই চক্র নির্ম্মাণ আমি একটা বই দেখি নাই। এই চক্রের কিয়দংশ নির্ম্মিত হইলে আমি ইহার নিকট

অবসর মত দাঁড়াইতাম এবং ভীমরুলদের কার্য্য দেখিতাম। এইরূপে ক্রমে খুব বড় চক্র হইলে পরে ইহা নষ্ট করা হয়। ইহারা যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে, তাহার এক শ্রেণী নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেয়। অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ঐ নির্ম্মাণ দ্রব্য আর কিছুই নহে, উহা কেবল শুষ্ক বাঁশ কিম্বা কোন কোঁদা কাষ্ঠের অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ভীমরুলগণের লালায় মিশ্রিত হইয়া কর্দ্দমবৎ হয়। উহারা যে স্থান হইতে লালামিশ্রিত ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ লইয়া আইসে, সে স্থানে কিছু ক্ষত দেখায় না। যাহাহউক ঐ দ্রব্য আনিয়া ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীদের মুখে দিয়াই পুনর্ব্বার ঐ দ্রব্য সংগ্রহে বহির্গত হয় এবং উহাদের তীক্ষ্ণ ও অতি সূক্ষ্ম দংষ্ট্র দ্বারা ঐ বংশ বা কাষ্ঠ হইতে কুরিয়া কুরিয়া গুঁড়া কাষ্ঠ বাহির করিতে থাকে। তাহা উহাদের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী এই সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে ঐ দ্রব্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। ইহারা ঐ দ্রব্য অল্প অল্প করিয়া মণ্ডলাকারে কক্ষমুখে বসাইয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ভীমরুলগণ উহা অতি সাবধানে নিজেদের ঠোঁট দ্বারা মসৃণ ও বিস্তৃত করে, ক্রমে উহারা ঐ কক্ষের মুখ সকল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ করিয়া আনে, পরে মুখটার যে ফাঁক থাকে, তাহা আঁটিয়া দেয়। এই সকল কক্ষের পরদা [illegible] এত পাতলা হয় যে জলপ্রপাত তাহার নিকট হার মানে। এই সকল কক্ষের ভিতর ভীমরুল স্ত্রীগণ ডিম্ব প্রসব করে, এবং বোধ হয় বড় ভীমরুলগণও রাত্রে ইহার মধ্যে বাস করে। এই ভীমরুল নগরী বোধ হয় ১০।১২ মহল হইবে। কিন্তু বাহিরের দরজা একটী কিম্বা বড় জোর দুইটী; কারণ যখন চক্র ছোট রকম ছিল, তখন একটী মাত্র বহির্দ্বার দেখিয়াছি, কিন্তু খুব বড় হইলে দুইটী দ্বার দেখিয়াছি। ভীমরুলের ডিম্ব দেখিতে কড়া পোকার ন্যায়। চতুর্থ শ্রেণীর ভীমরুলগণ কেবল ভিতর বাহির পর্য্যবেক্ষণ করে। চক্রের কোন স্থান যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা তারে সংবাদের ন্যায় ভীমরুল নগরের সকলেই জানিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান মেরামত করে কিম্বা মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। একদিন দেখিলাম যে প্রকাণ্ড চক্র যাহা গোয়ালের বারাণ্ডার চালের অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই চক্রের উপর একটী মাত্র ভীমরুল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। আমি ফিরিয়া আসিয়া একখানি চেয়ার ও ছোট একখানি কাঁচি লইয়া অতি সাবধানে চুপে চুপে সেখানে চেয়ার পাতিয়া তাহার উপর দাঁড়াইলাম, পরে যখন দেখিলাম যে ভীমরুল প্রহরী এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়াছে, তখন আমি কম্পিতহস্তে ঐ চক্রের একটী

চক্রের মুখটা চাঁচিয়া দিলাম, অমনি দেখিলাম একটী ডিম্ব তথায় অবস্থিত। পরক্ষণেই দেখি ভীমরুল প্রহরী সেই ভগ্ন কক্ষের নিকট হাজির, এবং ভগ্ন কক্ষ দেখিবা মাত্র চক্রদ্বার দিয়া চক্রের মধ্যে গেল। তার পর ১। ২ করিয়া ১০। ২০টী কিম্বা তদধিক ভীমরুল বহির্গত হইল। আমি পলাইবার চেষ্টা পাইতেছিলাম, কিন্তু তাহাদের কার্য্য যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না, কারণ ঐ ভীমরুলগণ সকলেই মনোযোগসহ ভগ্ন স্থান দেখিতে ছিল। তৎপরে মেরামত করিবার দ্রব্য সংগ্রহ জন্য কয়েকটী ভীমরুল ছুটিল। কেহ ভিতর বাহির দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, সকলেই মহাব্যস্ত, ভীমরুলনগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত ভাবে ভগ্ন স্থান মেরামত করা আরম্ভ হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভগ্ন স্থান সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গেল, আমি সে দিনের জন্য সেখান হইতে বিদায় লইলাম। পরদিন বিকালে অবকাশমত চেয়ার ও কাঁচি লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম, কিন্তু অদ্য দেখিলাম যে তিনটী প্রহরী চক্রের উপর ভ্রমণ করিতেছে। বোধ হইল আমার কল্যকার ব্যবহারে অধিক সতর্ক হইবার জন্য যেন ৩টীকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছে। আমিও অধিক সতর্কতার সহিত সুবিধার প্রতীক্ষায় রহিলাম। যাই দেখিলাম উহারা আমার কার্য্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া চক্রের অন্ত প্রান্তে গেল, অমনি আমি একটী কক্ষ কাঁচি দিয়া কাটিলাম। ইহাতে একটী আমাকে তাড়া করিয়া আসিল, বোধ হয় সে আমার কার্য্য জানিতে পারিয়াছিল। আমি বাধ্য হইয়া কিছুক্ষণের জন্য সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার তথায় আসিলাম। এবারও সেখানে অনেক ভীমরুল জমা হইয়াছে, কিন্তু বেলা নাই, কার্য্য অধিক করিতে হইবে দেখিয়া তাহারা চক্র মেরামত না করিয়া চক্রের ভিতর গেল। পরদিন বিকালে আসিয়া দেখিলাম যে চক্রের ঐ ভগ্নস্থান সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন মাত্রও নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পরদিন আমাদের রাখাল ঐ চাকের নীচে আগুন দিয়া ধূঁয়া করিল, তাহাতে ভীমরুলগণ কতক বাহির হইয়া গেল, অবশিষ্টগুলিকে ঐ রাখাল চটে দা বাঁধিয়া দূর হইতে চক্র কাটিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিয়া সডিম্ব পোড়াইয়া মারিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দিন ঐ রূপে ভীমরুলদের সর্ব্বনাশ করা হইতেছিল, সে দিন আমি ও আমাদের বাড়ীর অনেকগুলি বালক বালিকা এবং আরও অনেকে সেখানে ছিলাম, কিন্তু ধূমাকুল ভীমরুলগণ বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় কেপিয়া কোনটী আমাদের কাহাকেও না কামড়াইয়া সহিষ্ণু, ধার্ম্মিক ও ক্ষমাশীলের ন্যায় চলিয়া গেল—বহুবা

জাতি নৃসংশ এই সিদ্ধান্ত করিয়াই যেন চলিয়া গেল। সে দিন আমার মনটাও কেমন খারাপ হইয়াছিল, বোধ হয় জীবকুলদের দুর্দশাই আমার মন খারাপ হইবার কারণ হইবে।

মৃতের সৎকার।*

তিব্বতবাসিগণ মৃত শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন পূর্ব্বক হ্রদে নিক্ষেপ করে এবং মৎস্যগণকে আহ্বান করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে দেয়। পুরাকালীন বেক্‌ট্রিয়ান জাতি মৃতশরীর কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইত। মৃত শরীর ভক্ষণ করাইবার জন্য কতকগুলি কুক্কুর সাধারণের ব্যয়ে প্রতিপালিত হইত। পুরাকালে নরওয়েবাসীগণ মৃত শরীর একটী নৌকার উপর স্থাপন করিয়া তাহাতে মৃত ব্যক্তির ব্যবহার্য্য বস্ত্র সকল একত্রিত করিত, এবং ঐ নৌকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিত। ইথিয়োপিয়ান্ জাতি মৃত্তিকার বা কোন ধাতুনির্ম্মিত আধারে চির-কালের জন্য মৃত শরীর রক্ষা করিত। বেবিলোনিয়ান জাতি মৃত শরীর মধুতে রক্ষা করিত। ফ্রান্স ও বেলজিয়ম বাসীগণ পূর্ব্বে পর্ব্বত কন্দরে মৃত শরীর প্রোথিত করিত। সিকিম রাজ্যে মৃত দেহ দাহ করিয়া চারিকোণে ভস্ম বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার রীতি প্রচলিত আছে। আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে প্রথা আছে তাহারা মৃত শরীর পর্ব্বত শিখরস্থ গহ্বরে নিক্ষেপ করে এবং পথিকগণ উক্ত গহ্বর অনাবৃত দেখিলে তদুপরি এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া যায়। ব্রহ্ম-দেশের ভদ্র লোকগণের মৃত দেহ একটী কাষ্ঠাবরণের মধ্যে রক্ষিত করিয়া তাহা অগ্নি রাশি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; কাষ্ঠাবরণটী দগ্ধ হইয়া গেলে মৃত দেহটী উঠাইয়া লইয়া তাহা দাহ করা হইয়া থাকে।

চেয়েনী নামক আমেরিকার অসভ্য জাতি অরণ্য মধ্যে বৃক্ষোপরি মৃত শরীর লম্বমান করিয়া রাখে, মাংসাশী পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। চীনেরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুন্দর স্থানে মৃত শরীর কবর দিয়া থাকে। চীনদিগের বিশ্বাস যে তাহারা যেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হউক না কেন, চীন দেশে তাহাদিগের শরীর সমাহিত না হইলে পরকালে তাহাদিগের সদ্গতি হইবে না। এই বিশ্বাস থাকায় অনেক চীন বিদেশে কার্য্য করিতে যাইবার সময় নিয়োগকারীর নিকট হইতে এই

* বামাবোধিনী ৩০৩ সংখ্যা ৩৫২ পৃষ্ঠায় দেখ।

বন্দোবস্ত করিয়া লয় যে মৃত্যুর পর তাহার শরীর স্বদেশে সমাহিত করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। গ্রীক জাতির মধ্যে মৃত দেহ দাহ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। রোমানদিগের মধ্যে কিয়ৎকাল দাহ রীতি প্রচলিত থাকে এবং তৎপরে সমাধি প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

১। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কান্সাস্ নামক একটী রাজ্য আছে। ঐ রাজ্যে স্ত্রীলোকদিগকে প্রায় সকল বিষয়ে পুরুষগণের ন্যায় সমান অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। কান্সাসে নিয়ম আছে কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ না করিয়া জমী কিম্বা অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২। ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে দরিদ্রদিগের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে আইন আছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে এক একটী সভা আছে, তাহাকে "পুয়র্-ল-বোর্ড" বা "দরিদ্রদিগের আইন নির্ব্বাহক সমিতি" বলা হইয়া থাকে। এই সকল সমিতির সভ্যগণের মধ্যে কয়েক জন করিয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে ইংলণ্ডের উক্ত সমিতি সমূহে চল্লিশজন স্ত্রীলোক সভ্যরূপে নিযুক্ত আছেন।

৩। সেন্ ডোমিঙ্গো দ্বীপে একটী লবণের পর্ব্বত আছে। ইহা দুই ক্রোশ লম্বা এবং ৫০০।৬০০ হাত উচ্চ। এই পর্ব্বত একটী প্রকাণ্ড লবণের চাই। এই লবণ প্রায় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ; এক ইঞ্চি পুরু একখণ্ড লবণ কোন একখানি ছাপার কাগজের উপর রাখিয়া অনায়াসে তাহা পাঠ করা যায়। এই পর্ব্বতস্থ লবণ উক্ত দ্বীপবাসীগণ ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া ক্রমে ইহার আকৃতি হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে।

৪। বাদুড়েরা দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা অতি অল্পই করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদিগের চক্ষু নষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। স্পালান্জানি নামক ইতালীয় প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বাদুড়ের শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ শক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে একটী বাদুড়ের চক্ষু নষ্ট করিয়া যদি তাহাকে একটী ঘরে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে উড়িবার সময় সম্মুখস্থ সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থের ব্যবধান পর্য্যন্ত স্পর্শ শক্তি দ্বারা বোধ করিয়া থাকে।

৫। মস্কট নগরে এরূপ গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়া থাকে যে তথায় অনেকে দিবাভাগে ও রাত্রিকালে মাটীর উপর শয়নাবস্থায় থাকিয়া ভৃত্যদিগকে অনবরত তাহাদিগের শরীরে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দেন। সারি সারি আট দশজন

লোক শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এবং মালী যেমন গাছে জল সিঞ্চন করে, সেইরূপ এক জন ভৃত্য তাহাদিগের গাত্রে জল ছড়াইয়া দিতেছে, এই দৃশ্য মস্কট নগরে গৃহে গৃহে দেখা যায়।

৬। স্পেন্‌দেশে ত্রিশ প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত আছে। তথায় প্রত্যেক রাজা বা রাণী নূতন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বা রাণীগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করেন না। এইরূপে ক্রমেই মুদ্রার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে।

৭। যে সকল মৎস্য সমুদ্রের দুই হাজার ফিট নিম্নে জল মধ্যে সর্ব্বদা বাস করে, তাহারা মাংসাশী। অতদূর নীচে সূর্য্যালোক সম্যকরূপে প্রবেশ করে না বলিয়া সেখানে কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ জন্মে না, সুতরাং তথাকার মৎস্য-গণ জলমধ্যস্থ কীটাদি আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে।

"যেমন দেবা তেমনি দেবী।"

ভাষায় বলে "যেমন দেবা তেমনি দেবী।" এই উক্তির কি কিছু সার্থকতা আছে? যদি থাকে তো তদ্বিষয় কিছু অনুশীলন করা যাউক। সকলেই জানেন যে, এখানে "দেবা" অর্থে স্বামী আর "দেবী" অর্থে স্ত্রী, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী অর্থাৎ স্বামী যে প্রকার লোক হইবে স্ত্রী নিশ্চয় অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে তদনুরূপ প্রকৃতি পাইবে। স্থূল কথা, স্বামী স্ত্রীর আদর্শ, স্বামীকে দেখিয়া স্ত্রীর জীবন গঠিত হয়। স্বামী ভাল হইলে, স্ত্রী ভাল হইবেই হইবে। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধাতু সংশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, সেই-রূপ স্বামীর সারবত্তারূপ অনলে স্ত্রীর অসারবত্তাটুকু ভস্মীভূত হইয়া বিশুদ্ধ সারবান পদার্থে পরিণত হয়। প্রত্যুত, স্বামী অসার চরিত্রহীন পুরুষ হইলে স্ত্রী চরিত্রবতী গুণশীলা হইয়াও অনেক স্থানে দোষসঙ্কুলা হইয়া পড়েন। যেমন আলোক হইতে লোক অন্ধকারে আগ-মন করিলে সকলি অন্ধকারময় দর্শন করে, পূর্ব্বের আলোক তাহাকে কিছু-মাত্র সহায়তা করে না—সে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে; নির্গুণ স্বামীর হস্তে গুণবতী নারীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়। এই উক্তির যাথার্থ্য সমস্ত সভ্য জগতে স্বীকৃত। ইংলণ্ডীয় মহিলাগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া চরিত্রবতী হইয়া পরিণীতা হন; তথাপি তাঁহাদিগের ভাবী জীবন স্বামীর উচ্চ বা নীচ আদর্শে পুনর্গঠিত হয়। আমাদিগের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় বঙ্গমহিলার স্বামী ভিন্ন

দায়ী নহে, শিক্ষকও। বঙ্গীয় যুবক-দিগের এই দায়িত্বের বিষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। চরিত্রবান, সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক হওয়া যে তাঁহার বিশেষ আবশ্যক, বোধ হয় তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

ঐক্ষণে দেখা যাউক এখন কিরূপ দেবী বঙ্গদেশে জন্মিতেছেন। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান আগার গৃহ। গৃহে জনয়িত্রী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। বঙ্গীয় গৃহস্থগৃহে জননী নিজে লেখা পড়া জানেন না, অন্যকে শিখাইবেন কি? সুতরাং মূর্খা মাতা দ্বারা সন্তান কিরূপ শিক্ষিত হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে না। এই কথার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, লেখা পড়া না জানিলে কি নারী গুণসম্পন্না হয় না? আমরা বলি হয়, কিন্তু বিদ্যা গুণের নায়িকা, বিদ্যা গুণের শিরোভূষণ, বিদ্যাই গুণ বর্দ্ধনকারিণী। গুণ সুবর্ণ, বিদ্যা সোহাগা। বিদ্যাহীন গুণী লোক অন্ধগুণকলাপ দ্বারা পরিচালিত হয়।

পারিবারিক চক্রের মধ্যে দ্বিতীয় শিক্ষক পিতা। এখনকার পিতৃগণের মধ্যে অনেকে নীতি বিষয়ে উদাসীন। ইহারা অনেক সময়ে মিথ্যা কথা বলা যে একটি মহা পাপ, তাহা নিজে স্মরণ রাখিয়া কণ্টকাকীর্ণ সংসারমার্গে পদবিক্ষেপ করেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। কোনও ভদ্রলোক কোনও ভদ্রসন্তানের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, পিতার যদি দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে সন্তানকে দিয়া বলিয়া পাঠান "বলগে যা বাবা বাড়ী নেই।" এদিকে মুখে শিক্ষা দিতেছেন "বাবা মিথ্যা কথা বলিও না," "মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ," ওদিকে স্পষ্ট মিথ্যা বলিতে আদেশ দিতেছেন। ইহাতে কি হয়? সন্তান অনতিবিলম্বে জানিয়া লয় যে, বাবা নিজেই মিথ্যা বলিতে সময় সময় আজ্ঞা করেন। অতএব মিথ্যা বলা দেখিতেছি তত পাপ নয়। সেও ঐরূপ বলিতে চায়, শেখে, শিখিয়া কালক্রমে ভয়ানক মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে।

তৃতীয় শিক্ষক গুরুমহাশয়। এস্থলে আমরা গুরুমহাশয়ের অর্থে পাঠশালার শিক্ষক ও স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলাম, আর বিদ্যালয় অর্থে স্কুল পাঠশালা সকলি অভিহিত হইল। বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয় বলিলেন "ওরে পরের জিনিষ লওয়া দোষ, ও কাজ করিসনে।" তার পর ছাত্র দেখিল (অবশ্য বিদ্যালয়ের বহির্দেশে) শিক্ষক মহাশয় নিজে তাহা করিতেছেন। ইহাতে কি সে অন্ততঃ কলমটা বা কাগজটা তৎ তৎ অধিকারীর অজ্ঞাতসারে লওয়া চুরী বলিয়া মনে করিবে? এই দৃষ্টান্তটা সহজে মনে পড়িল, তাই উল্লেখ করিলাম। ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাপ তিনি নিজে করিয়া যে শিক্ষা

দিতেছেন ও প্রকারান্তরে আপনার নীতি শিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিতেছেন, সে সর্ব্বনাশ নিবারণের কি কিছু উপায় হইতেছে? ঘরে বাহিরে মিথ্যা কথা চুরী প্রভৃতি শিক্ষা হইতেছে। ধর্ম্মের আলোচনা, নীতির আলোচনা প্রকৃতপক্ষে আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নাই। ধর্ম্মবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই যুক্তি ভাল সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সকল সত্যে সকল ধর্ম্মের ঐক্য আছে এরূপ বিষয় বিদ্যালয়ে কেন না অধীত হয়? এই মহানগরীস্থ কোন এক গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মার প্রদত্ত সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বিষয়ক "উপদেশ" তত্রত্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইতে দেন নাই। দেওয়াতে উপকার ব্যতীত অপকার নাই, ইহা তিনি বুঝেন নাই। এরূপ লোকের হস্তে দুরূহ অধ্যাপনা কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে মহাপণ্ডিত চাণক্যের শ্লোক গুলি পঠিত হইত, এমন কি ছাত্রগণকে তাহা মুখস্থ করিয়া গুরুমহাশয়কে শুনাইতে হইত। এখনকার ছেলেরা কি চাণক্যের নাম শুনিতে পায়? পূর্ব্বে ঐ শ্লোকগুলি আবার বাটীতে ও "পঞ্চ পিতা, সপ্ত মাতা" প্রভৃতি সার নীতি বিষয় গুলি. পিতা প্রভৃতি গুরুজন সমক্ষে সন্তানগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইত। এখন কি তাহা হয়? এখনকার ছেলেরা স্বর্গীয় পিতার নামের অগ্রে শ্রী দিয়া বসে; পিতামহের মাতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলে চক্ষু স্থির। আপনার পিতামাতা শিক্ষকেরই অবমাননা করে, "অন্যে পরে কা কথা"। এই সকল কুশিক্ষায় যে কিরূপ "দেবা" হইবে, তাহার আভাস মাত্র বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিতে প্রয়াস পাইলাম।

আখ্যায়িকা।

অতি প্রাচীনকালে দুইজন খ্রীষ্টান সাধু এক পর্ব্বত গুহায় থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই মানবসমাজের সর্ব্ব প্রকার হিংসা দ্বেষাদি মলিন ভাব হইতে বহু দূরে থাকাতে তাঁহারা সংকীর্ণতা ও কুটিলতা কি জিনিস তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু বহুকাল হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মবন্ধুত্বে পরস্পর সম্বদ্ধ হওয়াতে একের সহিত অপরের কোন পার্থক্য ছিল না।

এক দিন ছোট সাধু বড় সাধুকে বলিলেন, "শুনিয়াছি লোকালয়ে কত ঝগড়া বিবাদ হয়, এস আমরা দুজনে মিলিয়া খানিকক্ষণ ঝগড়া করি।" বড়

সাধু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "তুমি কি ঝগড়া করিতে পারিবে ?" ছোট বলিলেন "কেন পারিব না ?" তুমি আমাকে একবার শিখাইয়া দিলেই আমি বেশ ঝগড়া করিতে পারিব। তখন বড় সাধু ছোটকে এক খণ্ড প্রস্তর দেখাইয়া বলিলেন, "মনে কর এই প্রস্তর খণ্ড লইয়া আমাদের ঝগড়া হইবে। তুমি বলিবে যে এ প্রস্তরখণ্ড আমার, আবার আমি বলিব যে ইহা আমার ; এই ভাবে এই সামান্য শিলাখণ্ড লইয়া আমাদের মধ্যে খুব বিবাদ বাধিবে।" বড় সাধুর নিকট এইরূপে ঝগড়া করিতে শিখিয়া ছোট সাধু বলিয়া উঠিলেন, "এ প্রস্তর-খণ্ড আমার," বড় সাধু অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার নয়, আমার।" ছোট সাধু বলিলেন, "বেশ তোমার হয় ত তুমিই লও।" দুঃখের বিষয় ঝগড়া এই-খানেই শেষ হইয়া গেল।

যীশুর প্রিয়তম শিষ্য সাধু জন (John) একটী যুবাপুরুষকে বড়ই প্রেম করিতেন। জনের সহবাসে থাকিয়া এই যুবকের হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যুবকের প্রাণে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই কার্য্যোপলক্ষে জনকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইল। যুবক কুসংসর্গে পড়িয়া বিপথগামী হইল। যুবক একজন শক্তি-শালী লোক ছিল। সুতরাং কুপথে গিয়াও কুলোকের নেতৃত্ব পদ লাভ করিল। সে একদল দস্যুর দলপতি হইয়া অশ্বারোহণে রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে জন ফিরিয়া আসিলেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়াই প্রিয় শিষ্যের পতনের কথা শুনিলেন। তাঁহার প্রাণে শেল বাজিল। তিনি অবিলম্বে প্রিয় শিষ্যের অন্বেষণ না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুল প্রাণে অন্বেষণ করিতে করিতে একদিন অকস্মাৎ দেখিতে পাই-লেন প্রাণসম যুবা শিষ্য অশ্বারোহণে যাইতেছে। সাধু পাগলের ন্যায় "প্রিয় বৎস," "প্রিয় সন্তান," বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই দস্যুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। যুবা সাধুকে চিনিয়াও চিনিল না, দেখিয়াও দেখিল না। সে অধিক-তর জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া গন্তব্য স্থানে চলিতে লাগিল। প্রেমস্বভাব জন প্রেম বলে বলীয়ান হইয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় পথে অশ্ববেগে দৌড়িতে দৌড়িতে তাঁহার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইল, শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি প্রাণের টানে সন্তানতুল্য শিষ্যকে ধরিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছেন। অবশেষে অশ্বারোহী ও সাধু উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অশ্বারোহী যুবক অশ্ব থামাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। সাধু হারাধন পাইলাম বলিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া গিয়া যুবকের গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং

চক্ষের জলে ভাসিয়া "আমার সন্তান," "প্রিয় পুত্র" ইত্যাদি সুমধুর সম্বোধনে দস্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। যুবকের পাপাসক্ত পাষাণ প্রাণ গলিয়া গেল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সেও জনের চরণ ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। প্রেম যুগে যুগে দেশে দেশে নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া কত জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার করিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে?

নূতন সংবাদ।

১। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান দেশ ব্যাপিয়া হইতেছে, তাঁহার পুত্রও এতদুপলক্ষে উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। প্রায় ২০,০০০ কাঙ্গালীকে ।০ চারি আনা করিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

২। আগামী নবেম্বর মাসে যুবরাজ প্রিন্স জর্জ ভারত ভ্রমণে আসিবেন।

৩। এ বৎসর বিলাতের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় দুইজন বাঙ্গালী যথাক্রমে ২৮ ও ৩১ স্থানীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম এস পালিত ও বি সি, সেন।

৪। বঙ্গবাসী পত্র রাজদ্রোহী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। পুলিস কোর্ট হইতে বিচার হাইকোর্টের দায়রা সোপরদ্দ হয়। আপাততঃ আসামী ৪ জন জামিন দিয়া খালাস হইয়াছেন, ২ মাস পরে তাহাদের পুনর্বিচার হইবে।

বামারচনা।

মাতৃ ও শাশুড়ী ভক্তি।

(পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।)

গুরুজনের প্রতি ভক্তি মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, তবে কোথায় কোথায় ইহার ন্যূনাধিক্য দেখা যায় বটে। যাহা আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক, আমরা যে তাহা সর্ব্বদাই করিতে পারি, এমত নহে। শিক্ষাদ্বারা আমাদের সদ্বৃত্তিগুলিকেই বিকশিত করা চাই এবং কোন্ অবস্থায় কাহার প্রতি আমাদের কি প্রকার কর্ত্তব্য, তাহাও অনেক দূর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য স্থির করিয়া রাখা উচিত। এবিষয়ে এইরূপ চিন্তা ও শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক সময়েই অনেক ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথমতঃ মাতৃভক্তির বিষয় উল্লেখ করা যাউক।

এজগতে মাতৃস্নেহের তুলনা কোথায়? মাতার স্নেহ যে জগতে অতুলনীয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিপদের সময়, পীড়ার সময় আমরা একবার 'মা' নাম মুখে করিলেও কত আনন্দ লাভ করি, সন্তানের প্রতি মা যেমন স্নেহ করেন, তেমন আর কেহই করে না, কেহই পারে না। স্নেহ অনেকেই করেন বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহের সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমি যদি মূর্খ কিম্বা পাপী হই, তবে আমি সকলের অপ্রিয় হইব বটে, কিন্তু কখনও মাতার বিরাগভাজন হইব না। যাহাকে পাপী বলিয়া সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই হতভাগ্যের জন্য মাতা ভিন্ন কে আর নীরবে অশ্রুপাত করে? মাতাকে সন্তান সম্বন্ধে যে যাহা বলুক না কেন, মাতা সন্তানের শুভ কামনা ভিন্ন অন্য ভাব মনে স্থান দিতে পারেন না। তাই লোকে বলে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" ইহার অর্থ এই যে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এমন যে মাতা, আমরা তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া কি থাকিতে পারি? সন্তান যদি দুদিনের জন্যও বিদেশে যায়, তবে মার নিকটে সেই দুইদিন দুই বৎসরের মত বোধ হয়। সর্ব্বদা সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর আমাদের একটু অসুখ হইলে মা অস্থির হইয়া পড়েন, এবং আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সন্তানের শুশ্রূষা করিতে থাকেন। আমরা যখন মাতার অবাধ্য হই, তখন ভাবি না যে মাতা আমাদের প্রতি কত স্নেহবতী। দেখিতে পাই যে তিনি আমাদের অবাধ্যতায় কষ্ট পাইলেও আমাদের সেই দুষ্ট ব্যবহার শীঘ্রই ভুলিয়া যান। আমাদিগের সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিতে পারি। তাঁহার পীড়ার সময় তাঁহার সেবা করিব, মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করিব এবং আরও নানারূপে তাঁহার বিনোদনে সযত্ন হইব। যাহার এ সংসারে মা নাই, তাহার কোথাও আদর নাই; সে হয়ত কোথায় দাঁড়াইয়া খাবার চাহিতেছে, সে কথাও কেহ শুনে না, সে কাঁদিয়া অস্থির হইলে কে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দেয়? অন্য লোক থাকিতেও সে এ সংসারে মা বিনা অনাথা। এমন যে স্নেহময়ী মাতা আমরা তাঁহাকে প্রাণপণে সুখী করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব। মা যখন যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব যেন সর্ব্বদা মাতার আজ্ঞাবহ হইতে পারি, এবং তাঁহার হৃদয়ে ক্লেশ উৎপাদন না করি।

শাশুড়ী ভক্তি।

শাশুড়ী যার অনুরূপা সত্য বটে,

কিন্তু মাতাকে জন্মাবধি দেখিতেছি, জন্মাবধি তাঁহার স্নেহ অনুভব করিতেছি, সুতরাং মাতার প্রতি ভক্তি যেরূপ স্বতঃ উৎপন্ন হয়, শাশুড়ীর প্রতি সেরূপ না হইতে পারে। তবে শাশুড়ী যে আমাদের মাতৃস্থানীয়া এবং মাতার স্বরূপ, তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত ইহাতে আর সন্দেহ নাই। রমণী, প্রণয়ে স্বামীর সহিত যুক্ত হয়েন। যদি স্বামী তাহার মাতার প্রতি ভক্তিমান থাকেন, তাহা হইলে সেই রমণীর পক্ষেও শাশুড়ী-ভক্তি অতিশয় স্বাভাবিক, এবং সহজ হইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ও সহজ হউক আর নাই হউক, সর্ব্বপ্রযত্নে শাশুড়ীর প্রতি মাতার মত ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। অনেক বধূর ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে যাহাকে সে কখনও দেখে নাই, যাঁহার স্নেহ কখনও অনুভব করে নাই, তাঁহারই বধূ হইতে হইল। সে জানে না শাশুড়ী কাহাকে কেমন স্নেহ করেন, এরূপ স্থলেও সহজে ভক্তির উদয় হয় না। আমাদের ভক্তি প্রভৃতি অন্যের ভাবসাপেক্ষ। সচরাচর দেখা যায় যে, যিনি যাহাকে যে পরিমাণে স্নেহ করেন, তিনি সেই পরিমাণে স্নেহ পাইয়া থাকেন। সেই প্রকার শাশুড়ী বধূকে স্নেহ করিলেই, বধূ তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কোন কোন স্থানে শাশুড়ীর দোষে, কোন স্থানেই বা বধূর নিজের দোষে শাশুড়ীর প্রতি ভক্তির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। এখন কাহার প্রথমে ভক্তি এবং স্নেহ করা উচিত? বধূ কন্যাস্থানীয়া, এবং শাশুড়ী মাতৃস্থানীয়া। এরূপ স্থলে বোধ হয় প্রথমে শাশুড়ীর বধূকে স্নেহ করা উচিত। কারণ বালিকা সহজেই ভ্রম করিতে পারে এবং তাহা কতকটা মার্জ্জনীয় বটে। সে নূতন স্থানে আসিয়াছে, কিরূপে চলিতে হইবে, কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা সে জানে না। প্রথম সে যখন আসে, তখন তাহাকে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তখন তাহার নূতন স্থান তাহার ভাল লাগে না। যে প্রকার অরণ্য হইতে একটী পক্ষী ধরিয়া পিঞ্জরে রাখিলে তাহার নিকট সে পিঞ্জর স্বর্ণময় হইলেও তাহার নির্ম্মিত বাসা অপেক্ষা কখন ভাল লাগে না; সেই প্রকার বধূ যখন নূতন বাড়ী আসে, তখন তাহার কিছুই ভাল বোধ হয় না। পাখী যেরূপ উত্তম খাদ্য না পাইলে পোষ মানে না, সেইরূপ বধূ কিরূপে তাহার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া শাশুড়ীকে মাতার ন্যায় দেখিতে পারে? এই জন্য শাশুড়ীর উচিত যে প্রথম সেই বালিকাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। একমাত্র স্নেহই তাহাকে ভুলাইয়া রাখে এবং কেবল স্নেহের দ্বারাই বধূগণ বশীভূত হইয়া শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী হয়েন। স্বভাবতঃ সকল বধূ শাশুড়ীকে ভয় করেন। শাশুড়ীর পক্ষে বধূর প্রতি যেরূপ স্নেহ করা উচিত, বধূরও সেইরূপ শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি করা উচিত। যদি শাশুড়ী কখন কোন বিষয়ে বিরক্ত হন, তবে বধূর উচিত যে সহিষ্ণুতা গুণে তাহা সহ্য করেন। আর কখনও তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বধূর কখনও উচিত নয়। কিন্তু আজ কাল অনেক বধূই যাঁহারা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা শাশুড়ীকে দুই একটী কথা বলিতে ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু বধূদের পক্ষে মাতার অনুরূপ সেই শাশুড়ীর প্রতি এমন ব্যবহার করিয়া শিক্ষার কুফল প্রদর্শন করা উচিত নহে। শাশুড়ী যত দুষ্ট হউন না কেন,

বধূর তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া অন্য রূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। যখন শাশুড়ীর কন্যারা নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ী থাকেন, আর শাশুড়ী কন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশে বাস করিতে থাকেন, সেই দুঃখের সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বুঝান কর্ত্তব্য যে, বধূরাই তাঁহার কন্যাস্থানীয়া। পীড়ার সময় ঠিক্ মায়ের তুল্য সেবা করিতে হইবে। এক কথায়, কন্যার যত কার্য্য সকলি বধূকে করিতে হইবে।

উল্লিখিত শাশুড়ী-ভক্তি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে প্রথমে শাশুড়ী বধূকে স্নেহ না করিলে বধূরা শাশুড়ীকে স্নেহ করেন না (অনেক স্থলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে।) তবে কি সে শাশুড়ীর প্রতি স্নেহ করা উচিত নয়? শাশুড়ী স্নেহ না করিলে বধূর শাশুড়ীর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহাই এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বধূ বালিকা, তাহার ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু বধূ আর চিরদিন বালিকা থাকেন না, ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হইয়া উঠেন; তখন আর সে বালিকা ভ্রম থাকে না। অনেক শাশুড়ী আছেন, তাঁহারা বধূকে স্নেহ করেন না, আর অনেক বধূ আছেন যাহারা শাশুড়ীর এই প্রকার ব্যবহারের সমুচিত প্রতিকার করিয়া থাকেন। শাশুড়ীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা কাহারও উচিত নয়। শিক্ষিতা হইয়াছেন, বয়স বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন একবার বধূর শাশুড়ীর প্রতি পূর্ব্বোলিখিত প্রকারে ভক্তি করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি শাশুড়ীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবেন যে শাশুড়ী পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বধূকে স্নেহ করিতে পারেন। বোধ হয় বধূর এইরূপ কোমল ব্যবহারে শাশুড়ী বধূকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাহা হইলে বধূরা যখন পীড়ায় অস্থির হইয়া মাগো, বাবাগো বলিয়া ডাকিবেন, তখন কি শাশুড়ী তাহাদের প্রতি মাতৃস্নেহ বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারিবেন? উচ্চ পদ বা উচ্চ মান সম্ভ্রমের ভ্রমে পড়িয়া যদি শাশুড়ীর কিম্বা মাতার প্রতি রূঢ় ব্যবহার বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে চরিত্রের অত্যন্ত গুরুতর দোষই প্রকাশিত হয়। দিনে দিনে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে সুশিক্ষিতা রমণীগণ গুরুজনের প্রতি অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আপনাদের সুশিক্ষার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবেন।

শ্রীমতী স্নেহবালা রায়, কটক।

বিসর্জ্জন।

১

আর কেন দিবাকর, পূরব গগনে
দিলে দরশন?—
থাক্ বঙ্গ কালি-মাখা,
থাক্ কুহেলিকা-ঢাকা,
আজি তার বুকে নাই "প্রাণাধিক ধন!"

২

তুমি কি দেখিছ মুখ লুকাইয়া হেন,
শ্রাবণের ধারা!
যত পার ঢাল' তুমি,
ডুবে যা'ক্ বঙ্গ ভূমি,
স্নেহের "ঈশ্বর" তার হয়েছে সে হারা!

৩

থাম্‌ রে বিহগ, তোরা গা'স্‌নেকো আর
ও প্রভাতি গান!
ভুলে গিয়ে "কুহু কুহু"
ডাক্ পাখি "উহু উহু"
মা'র বুকে নাই আজি প্রাণের সন্তান!

৪

আয় তুমি দিগঙ্গনে, কি দেখিতে এলে
গগন-প্রাঙ্গণে ?
চাইনে, মৃদুল বায়,
আতর ফুলের গা'য়,
আমরা এসেছি আজি দেব-বিসর্জ্জনে !

৫

মায়ের কপালে কালি দিয়েছে আগুন
নিশীথ অষ্টমী—
মুখে তা কহিতে হায়
বুক যে ফাটিয়া যায় !—
হয়েছে বঙ্গের আজি "বিজয়া দশমী !"

৬

আঁধারি অযোধ্যাপুরী বঙ্গ অভাগীর
রাম গেছে ছেড়ে !—
কি কহিব হরি হরি,
কহিব কেমন করি,
বিদ্যাসাগরেরে আজি নিয়ে গেছে কেড়ে।

৭

কেন রে অশনি, আজি পড়িলে না আসি
বঙ্গ মা'র শিরে—
তা হলে তো আজি মাতা
সহিত না হেন ব্যথা,
জীবনের সর্ব্বস্ব ফেলি গঙ্গাতীরে ! !

৮

কেন রে সাগর, তুমি না করিলে গ্রাস
বঙ্গ-অভাগিনী—
তা হলে তো এতক্ষণ
দিত না সে বিসর্জ্জন,
দুখিনীর কোটী সোণা নয়নের মণি !

৯

আজ আর দীন হীন কার কাছে ক'বে
পরাণের জ্বালা ?—
কোথা সে "অনাথবন্ধু"
কোথা সে "করুণাসিন্ধু"
কোথা সে অমর আভা দেব-দেহে ঢালা !

১০

কার আশা করে আর পতি সুতহীনা
অনাথা দুখিনী ?—
অবলা ক্ষুধার ভরে,
কে খাটিবে শত করে,
কার মুখ চাবি তোরা, ও বঙ্গ-বাসিনি !

১১

বঙ্গের উজল রবি আজি রে ডুবিল
কাল সিন্ধু-নীরে—
জননীর হৃদাকাশে,
কত তারা যায় আসে,
এমন তপন আর উজলিবে কি রে ? ?

১২

পেয়েছিলি অভাগিনি, শত জনমের—
তপস্যার ধন—
আজি এ কনক খাটে
এই নিমতলা ঘাটে,
সে দেব-দুর্ল্লভ নিধি দেরে বিসর্জ্জন ! !

১৩

কাঁদিছে পঞ্জাব বম্বে কাঁদিছে মান্দ্রাজ-
হয়ে পাগলিনী !
কাঁদিছে বৃটনবাসী—
যায় বিশ্ব শোকে ভাসি !
দিগন্তে, অনন্তে, অই হয় প্রতিধ্বনি ।

১৪

আয় মোরা, বঙ্গবাসী ! স্নেহময় দেবে—
"বিসর্জ্জন" করি !—
পাষাণে বাঁধিয়া মন,
মিলে মিশে ভাই বোন,
দিগন্ত কাঁপায়ে আজি বলি "হরি ! হরি !"

১৫

তুমি তো দেবতা-পিতঃ ! দেবতার দেশে
চাল গেলে সুখে,
আমরা কিসের আশে
র'ব এ আঁধার বাসে,
জগতে দেখাব মুখ কোন্ পোড়া মুখে ?

১৬

দিনে দিনে যাবে দিন, দেবের আশীষে-
যাবে হাহাকার !—
যাবে না ও কীর্ত্তি-গাথা,
যাবে না দীনের ব্যথা,
যাবে না এ অশ্রুজল বঙ্গ অবলার—
তাদেরি "ঈশ্বরচন্দ্র" আসিবে না আর ! !

প্রণয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২১ সংখ্যা।	আশ্বিন ১২৯৮—অক্টোবর ১৮৯১।	৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রমাবাই ও তাঁহার বিধবা পরিজন—এই শীর্ষক একখানি সুন্দর ছবি ৫ই সেপ্টেম্বরের বোম্বাই গার্ডিয়ানে দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম। ৩ বৎসর হইল তাঁহার "সারদাসদন" বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ বৎসর হইল ইহা পুনার রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট এক বৃহৎ বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক একটী করিয়া ৩০টী হিন্দুবিধবা এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। পুনা ও বরাহনগর এই দুই স্থানের বিধবাশ্রম দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাদের স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

বিবী বেসান্ট—এই সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী ইংরাজ রমণী ঘোর নাস্তিক ছিলেন, পরে মাডাম ব্লাভাস্কির একজন প্রধান শিষ্যা হন। ইনি থিয়সফী প্রচারার্থ আমেরিকায় গিয়াছিলেন, আগামী ডিসেম্বরে ভারতবর্ষে আসিবেন।

টাউন হল স্মরণ সভা—গত ১১ই ভাদ্র কলিকাতার টাউন হলে ভারতগৌরব বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলালের স্মরণার্থ মহা সভা হয়। বড় বড় গণ্যমান্য লোক ও সাধারণ ব্যক্তিগণ হলটীকে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বয়ং বঙ্গেশ্বর সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দুই মহাত্মার স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ ২টী পৃথক্ কমিটী গঠিত হইয়াছে।

বেদাধ্যাপনার সাহায্য—বাবু দ্বারকানাথ পাল গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, ইহার সুদের টাকায় বেদাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বেদ শিক্ষা দেন, ইহাই দাতার উদ্দেশ্য।

যুবকদিগের উচ্চতর শিক্ষা-সমিতি—বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের যত্নে এবং ছোটলাট ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহে এই সভা ১৫ই ভাদ্র টাউন হলে বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ৩টী বিভাগ হইয়াছে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সভাপতি কলিকাতার মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান লি সাহেব, সাহিত্য বিভাগের বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নৈতিক বিভাগের বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহার একজন প্রধান উৎসাহদাতা। তিনি ২০এ ভাদ্র তাঁহার বাটীতে এই সভার সভ্য ও অনেক বিদ্যোৎসাহী লোকদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বেদ ব্যাখ্যা ও ধ্রুব চরিত্রের কথকতা প্রভৃতি দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন করেন।

আনা বাই (বিবী লিটেলডেল।)

বড় দুর্বৎসর, কি কুক্ষণে জুলাই মাস আসিয়াছিল। আমরা এই মাসে ভারতের অনেকগুলি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হারাইলাম। বঙ্গে, দেশহিতৈষী দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর, বুধ অগ্রগণ্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় ও আমাদিগের বনপ্রসূন বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়কে আমরা হারাইয়াছি, বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক আত্মারাম পাণ্ডুরাংয়ের বিদুষী কন্যা গত ৫ই জুলাই তারিখে এডিনবরা নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন—আর একটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। এই বিদ্যাবতী ও সদ্‌গুণসম্পন্না রমণীর জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সুতরাং আমরা সংক্ষেপে ইহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে সকল ভারত মহিলা পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্ব্বপ্রথমে সুশিক্ষিতা হন, আনাবাই তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার পিতা সদালাপী, উন্নতমনা, মার্জ্জিতবুদ্ধি, জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক। ইনি বালিকা কন্যাকে অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইহাতে ইনি সমাজের বিরাগভাজন হন। কিন্তু কিছুতেই ভয় পান নাই; জাতিভেদের বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বুদ্ধিমতী আনা অলৌকিকী শক্তির পরিচায়িকা। ষোড়শ বৎসরে তিনি যেরূপ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ডাক্তার আনন্দীবাই যে অসামান্য মনস্বিতার পরিচয় দেন স্ত্রী কবি বঙ্গ যুবতী কুমারী তরুদত্ত যে কবিত্বের লালিত্যে অখিল সভ্য জগৎকে বিমুগ্ধ করেন, ইহারও সেই শক্তি ছিল, বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ

হয় নাই। কলিকা প্রস্ফুটিত না হইতে হইতে কালের কঠিন করাঘাতে বিদলিত হইল! গীতবাদ্যে তিনি সুনিপুণা ছিলেন। মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত তিনি ইংরাজী,ফরাসী, জর্ম্মণ, ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সকল ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন। তাঁহার রীতি নীতি চাল চলন এত ভাল ছিল, তিনি এরূপ সদ্যালাপিনী ছিলেন, যে একবার যিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়গ্রাহিতার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ডবলিন নগরে বব্দা কলেজের অধ্যাপক লিটেলডেলের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই প্রণয়ের মূল। এই প্রণয়ই পরিণামে পরিণয়ে পরিণত হয়। এই বিবাহে ভারতবাসীদিগের ও ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

আনাবাই "নলিনী" স্বাক্ষরিত বিবিধ প্রবন্ধ, ছোট্ট ছোট গদ্য ও পদ্য দেশীয় ও বিলাতী সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন। চিকালগোদা নামক স্থানে মনের মত একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি তাহাতে বাস করিতেন।

ভুবন বিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বালী হইতে প্রত্যাগমনকালে শকট হইতে পতনে উদরে বেদনা লাগে। এই বেদনাই তাঁহার সাংঘাতিক রোগের মুখ্য কারণ, আনাবাইয়েরও তদ্রূপ। একদা সেকন্দারেবাদে একটী শকট দুর্ঘটনা হওয়াতে ইনি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন, ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। এই বিষম দুর্ঘটনা দুই বৎসর পূর্ব্বে ঘটে, কিন্তু তদবধি ইহাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পীড়া নিবন্ধন ইনি গত এপ্রেলমাসে ইয়ুরোপ যাত্রা করেন; এবং সেখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, আনাবাই যে শ্রেণীর মহিলা, স্বর্গীয়া ডাক্তার আনন্দীবাই বা স্বর্গীয়া স্ত্রীকবি তরুদত্ত সেই শ্রেণীর। ভারতবর্ষে এই সুশিক্ষিত শ্রেণীর অভ্যুদয় এক্ষণে দিন দিন উপলব্ধি হইতেছে। ইহাঁদিগের জীবন সমগ্র ভারতমহিলার পক্ষে আদর্শ জীবন না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগের জীবন যাহাদিগের অনুকরণীয়, তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে জনসমাজে সম্মানিতা ও উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

বিধবা।

আমাদের দেশের কোনও হৃদয়বান্ বক্তি বলিয়াছেন,—

"অভাগা দেখিলে যদি দয়া হয় মনে,
বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে।"

এই কবিতার অক্ষরে অক্ষরে যে সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে তাহা আর বলিতে হইবে না। বিধবা বঙ্গমহিলার ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব বোধ হয় কোথাও নাই। যাঁহার উপর রমণী-জীবনের সমস্ত নির্ভর রহিয়াছে, যিনি রমণী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ, যিনি রমণীর ভক্তি, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের আস্পদ, যাঁহার ন্যায় শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় এ জগতে আর নাই, যিনি রমণীর শিক্ষক, প্রতিপালক ও জীবন-রক্ষক স্বরূপ, যিনি রমণীর নিকটে মানুষ হইয়াও দেবতা, দেবতা হইয়াও বন্ধু, যাঁহার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক সহস্র ক্লেশ দুঃখও অম্লানমুখে সহিত পারে, যিনি ইহ জগতের অবলম্বন, পর জগতের আলোক, সেই সর্ব্বস্ব রত্ন স্বামী এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গেলে সে শোক সে দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? সাগরে চালিত তরণী কর্ণধারঃ বিহীন হইলে যেমন অতলে নিমগ্ন হয়, রমণী জীবনও সেইরূপ জীবন-দেবতা স্বামীকে হারাইয়া অকূল দুঃখার্ণবে ডুবিয়া যায়। যাহাহউক বিধবার হৃদয়ের ক্লেশ বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, বিধবার সাংসারিক জীবন। সংসারে অথবা পরিবার মধ্যে বিধবা মহিলাগণ ক্ষমতাহীনা, পরমুখাপেক্ষিণী ও অনাদৃতা। কোনও রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে যেমন তাঁহার পূর্ব্ব সময়ের ভৃত্য বা প্রজাবর্গ তাঁহাকে পূর্ব্বের মত ভক্তি ও সম্মান দিতে চাহে না, রমণী বিধবা হইলে তাঁহার স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণও তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ মমতা ও সম্মাননা প্রদর্শনে প্রস্তুত নহেন। সধবার যে ত্রুটী গৃহের লোকেরা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, বিধবা কর্ত্তৃক সেই ত্রুটী সাধারণের কর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। আহা! বঙ্গবাসী! আপনারা যথার্থ হৃদয়বান্ হইবেন কবে?

বিধবাদিগের মধ্যে প্রাচীনা, যুবতী ও বালিকা এই তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন। প্রাচীনা রমণীরা যদি ধন ও পুত্রবতী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাংসারিক ক্লেশ অপেক্ষাকৃত সামান্য বলা যায়। ধনবতী প্রাচীনা বিধবাগণ ধর্ম্মাচরণেই কালযাপন করেন। যাঁহাদিগের সন্তান হয় নাই, তাঁহারা প্রায়ই সংসার হইতে নির্লিপ্তা থাকেন। এখানে ধর্ম্মাচরণ

অর্থে আমরা সন্ধ্যা আহ্নিক, দেবতা পূজা, দেবতা প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, ব্রাহ্মণ ভোজন, ব্রত উপবাস, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীদিগকে দান প্রভৃতি হিন্দু-নৈতিক কার্য্যই বলিতেছি; এই সকল কার্য্যেই ধনবতী প্রাচীনা বিধবাদিগের সময় অতীত হয়।* নির্ধন ও নিঃসন্তানা বিধবাগণ পরের গলগ্রহ স্বরূপ। ইহারা আশ্রয় বা অন্নদাতার গৃহ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, এই জন্যে সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা ও অবহেলনীয়া হইয়া থাকেন। নিতান্ত অনাদৃতা অবস্থায় ইহাদিগর জীবন শেষ হয়।

প্রাচীন পুত্রবতী বিধবাগণ পূর্ব্বোক্ত রূপে ধর্ম্মাচরণ করিলেও সংসারের প্রতি বিশেষ আসক্ত। হিন্দু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে বনে গমন করিবে। ইহার ভাবার্থ এই যে ঐ সময়ে সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিবে। এখন যাঁহাদিগের কথা বলিতেছি, তাঁহারা বনে গমন করিবেন কি? আজি কালি যে সকল "লক্ষ্মীরূপা বধূমাতারা" গৃহে আসিতেছেন, তাহাতেই শ্বশ্রূকে অশ্রুজলে ভাসিতে ও সংসারজালে চতুর্গুণে জড়িত হইতে হইতেছে। আধুনিক প্রথানুসারে বধূমাতাদিগের "শরীর অসুস্থ," তাঁহারা "ছেলেমানুষ" কিংবা "তাঁদের কোলে কচি ছেলে," সুতরাং শাশুড়ীকেই গৃহ কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে হয়। বৌমা সংসারের যত্ন বোঝেন না, তাই ছুঁচটী হারাইয়া গেলে, নুণটুকু পড়িয়া গেলে, কি হাঁড়িটী ভাঙ্গিয়া গেলে শাশুড়ীর সহ্য হয় না, তিনি প্রাণপণে সেই সকল গুছাইতে গুছাইতে নিজের ধর্ম্মাচরণের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। যাঁহার (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুত্রের "মেজাজ" সর্ব্বদা গরম, যে পুত্র বিশেষ রূপে "স্ত্রৈণভক্ত" হয়, যে পুত্রের বিবেচনায় মাতা "বাবার পরিবার," সে হতভাগিনী মাতা বিনা চক্ষের জলে এক দিনও কাটাইতে পারেন না। আমরা এইরূপ মাতা পুত্র দেখিয়াছি, যে দিন শাশুড়ী পুত্রবধূর মন যোগাইতে পারেন, যে দিন বৌমা শাশুড়ীর প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সেই দিন "বৌমা"র গুণবান্ স্বামী তাঁহার "বাবার পরিবার"কে "মা" বলিয়া ডাকেন ও "মা"র আহারাদির ভাল বন্দোবস্ত করেন। আর যে দিন "পোড়া বুড়ী" বৌমাকে বাক্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করে, সংসারের কার্য্য নিজে না করিয়া সেই "কোমলাঙ্গী দেবী"র ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়, সে দিন সে হৃদয়বান্ পুরুষ "আবাগের বেটীর" উপরে যথার্থ বীরত্ব দেখাইতে ত্রুটী করেন না!! যে, হতভাগিনী দশমাস গর্ভে ধরিয়াছে, ও নিজের রক্ত

* ত্রিবিধ বিধবারাই অনেক স্থলে কঠোরতার বাড়াবাড়ি করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বস্ত্র পরিধান, নির্জ্জলা উপবাস প্রভৃতি করিতে অনেকে অক্ষম হইয়াও সামাজিক শাসনে করিতে বাধ্য হন। স্থল বিশেষে এই সকল কঠোরতায় "গুরু লঘু" ভেদও আছে।

স্নেহে দিয়া পালন করিয়াছে, এখনও যে পুত্রগতপ্রাণা, তাহার প্রতি এই উপযুক্ত ব্যবহারই বটে !! † এইরূপ মাতার মত হতভাগিনী মাতা কোথাও নাই। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে "যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যাঃ কর্ত্তুং বর্ষ শতৈরপি ॥" অতএব যে গৃহে মাতার, সন্তানের দুর্ব্ব্যবহারজনিত অশ্রু পতন হয়, সে গৃহকে নরককুণ্ড এবং যে সন্তান স্বার্থপরতা ও ভোগসুখে বিহ্বল হইয়া মাতৃদেবীর অবমাননা করে, সে সন্তানকে নরক কীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সৌভাগ্য এই যে দেশে আজিও মাতৃভক্ত ব্যক্তি সকল বাস করিতেছেন, নিজেরা বিপুল অর্থ ও যশ উপার্জ্জন করিয়াও সেবকানুসেবকের মত মায়ের চরণে নতশির রহিয়াছেন, এ দৃশ্য স্বর্গীয় !

যুবতী বিধবাদিগের মধ্যে কাহারও সন্তান বর্ত্তমান, কেহ বা নিঃসন্তানা। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনবতী বা স্বামিধনের উত্তরাধিকারিণী, তাঁহারা সন্তানাদি সত্ত্বেও সচ্ছলাবস্থায় দিনাতিপাত করিতে পারেন; অন্ততঃ তাহাদিগকে পরের পদানত হইতে হয় না। আর যাহারা হীনজাতীয়া, তাহারাও কতকদূর সচ্ছলাবস্থায়, কায়িক পরিশ্রম ফলে, জীবন কাটাইতে পারে। সে কথা পরে বলিতেছি। বিধবাদিগের মধ্যে যাঁহারা নিজে নির্ধন ও সদ্বংশজাতা, যাহারা সাধারণের নিকটে সম্মানিতা অথচ যাহাদের নিজের কোন সংস্থানই নাই, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা দুরবস্থাপন্না। ইহারা সকলেই প্রায় আত্মীয় স্বজনের আশ্রিতা, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে জীবনাতিপাত করাও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইহাদিগের আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীদিগের একজনের এইরূপ ক্রূর স্বভাব, যে, সে প্রকার লোকের নিকটে অনুগৃহীতা হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও শতবার প্রার্থনীয়, মনে হয়। কিন্তু মনে হইলে কি হয়, অনন্যোপায় বলিয়া বঙ্গ বিধবাগণ স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর আত্মীয়ের পদসেবা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সেবা-পরায়ণতা রমণীর প্রধান ধর্ম্ম, পরসেবাতেই রমণীর সুখ, সে কোন্ সময়ে? যখন রমণী বিবেক বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ঐ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অনিচ্ছায়, পরবল পীড়ায়, গ্রাসাচ্ছাদনের দায়ে, হীনচেতা মনুষ্যের পদলুণ্ঠন, রমণী-ধর্ম্ম নহে; বরং অধর্ম্ম বলিলে বলা যায়, ইহা সামান্য দুঃখও নহে। অনেক বিধবার এমন দুরবস্থা যে পিত্রালয়ে (শ্বশুরালয়ে বা ঐরূপ কোন আত্মীয়ের ভবনেও) বাস করেন, তাঁহাদিগের সংসারের ভার নিজ স্কন্ধে বহন করেন, অথচ

† এ সকল কথা কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। অনেকে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন।

সে সংসারের কেহই নহেন। সকলেরই অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রী। দাসদাসী-রাও কত সময়ে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করে। বিধবা যদি পিত্রালয়ে বাস করেন, তাহা হইলে যে ভ্রাতৃবধূর (আবশ্যক মত) তিনি পাচিকা ও দাসীত্ব কার্য্যে নিযুক্তা, সেই ভ্রাতৃবধূ তাঁহার কোন ত্রুটী পাইলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি যে কত অনুগ্রহ করিয়া বিধবা ননদিনীর জাতি, কুল, মান ও প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসি-তেছেন এবং এই অপরিসীম অনুগ্রহ না পাইলে ননদিনীর ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট কিরূপ বিভীষিকাময় হইত, তাহার যথাযথ হিসাব দিতে বসেন। তাহার উপরে ননদিনীর দোষের মাত্রা যদি বেশী পরি-মাণে দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাকে অম্লান মুখে গৃহত্যাগ করিতেও ব্যবস্থা দেন। বিধবার সহোদর প্রায়ই স্ত্রীর অনুকূল স্বামী, সুতরাং তাঁহার চক্ষে ভগ্নী নিতান্ত প্রগল্‌ভা, অসহিষ্ণু ও কৃতঘ্না। তিনি স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করিতে সভ্য ভাষায় ভগ্নীকে দশ কথা শুনাইয়া দেন, কখনও বা তদধিক শাস্তি দিতে বাধ্য হন। এই ঊনবিংশ শতাব্দির উজ্জ্বল সভ্যতার দিনে যখন পুত্রের গৃহে মাতার স্থান নাই, তখন ভ্রাতার গৃহে ভগিনীর স্থান কোথায়? তাই নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় প্পীড়িত হইয়া বঙ্গবিধবাগণ সময়ে সময়ে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকেন। যাবৎ দেশীয় ভগিনীদিগের মন অপেক্ষাকৃত উন্নত না হইবে, যাবৎ পরের দুঃখে হৃদয় পূর্ণ সহানুভূতি দিতে না পারিবে এবং যাবৎ দয়ার প্রধান অন্তরায় স্বার্থপরতা হইতে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে না পারিবেন, তাবৎ এ নিদারুণ ঘটনা সকল তিরোহিত হইবে না।

আমরা ভ্রাতৃ-গৃহ-স্থিতা বিধবা বঙ্গা-ঙ্গনার বিষয়ে যেরূপ বিবৃত করিলাম, ভাশুর দেবর প্রভৃতির গৃহাশ্রিতা রমণী-গণেরও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে আশ্রয়-দাতা বা প্রতিপালক যদি হৃদয়-বান্ ও সদাশয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আশ্রিতা বিধবাগণ অপেক্ষা-কৃত স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন কাটাইতে পারেন।

তারপর বালিকা বিধবাদিগের কথা। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে বালিকা বিধবা-দিগের সাংসারিক জীবন তত অসুখ-জনক বোধ হয় না। ইহাদিগের মধ্যে যাহার পিতা মাতা প্রভৃতি বর্ত্তমান, তাহাদের আদর ও যত্নও থাকে। ইহারা অনেকেই নিজের অবস্থা বোঝে না। এখন যে সময়, তাহাতে নিজের অবস্থা অনভিজ্ঞতায় অনেকটা শান্তি আছে। কিন্তু ইহাদিগের পরিণাম নিতান্ত শোচ-নীয় ও বিভীষিকাপূর্ণ; আত্মীয়গণ তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন, আর জীবন্তে আগুনে পুড়িতে থাকেন।

. সদ্বংশজাতা বিধবাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন সদুপায় প্রচলিত না থাকা, স্ত্রীজাতির মন অমুদার থাকা

এবং স্ত্রীজাতির সকল বিষয়ে অক্ষমতা ও পরমুখাপেক্ষাই বিধবা বঙ্গাঙ্গনার সাংসারিক জীবন এত দুঃখময় করিয়াছে। ইহার অবসান কবে হইবে, ভবিষ্যৎই তাহা বলিতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিয়াছি, সে সমস্তই উচ্চবংশীয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযোজ্য। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বাল্যকাল হইতেই শারীরিক শ্রম করিতে নিপুণা। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসায়েও পারদর্শিনী। গোয়ালা, তাঁতি, কুমার, নাপিত প্রভৃতি জাতির স্ত্রীগণ স্ব স্ব ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। কৃষি ব্যবসায়ী পুরুষেরাও স্ব স্ব আত্মীয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়া থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ রমণীরা অধিকাংশই মানসিক শিক্ষা কিছুমাত্র পায় না, সকলেই প্রায় নিরক্ষরা। বৈধব্যাবস্থায় ইহারা প্রায়ই এক একটী উপজীবিকা অবলম্বন করে, তদ্দ্বারা উচ্চ বংশীয়া বিধবাদিগের হইতে সচ্ছন্দে অথবা নিরুদ্বেগে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কার্য্যতঃ ইহারা কতক দূর স্বাধীনা; যদি জীবিকা নির্ব্বাহে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে, তথাপি আত্মীয় স্বজনের নিকট অবৈতনিক ও "প্রাইভেট" দাসীত্ব করিতে রাজি হয় না। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীস্থ যাহারা ধনিবংশসম্ভূতা, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর বিধবাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্না। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান পারিবারিক অবস্থা এইরূপ—সাধারণতঃ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

বিনোদপুরে হরি বাবুর বাড়ী। হরি বাবুর দুটী ছেলে, একটী মেয়ে। ভাই ভগ্নীদের বয়সের বড় একটা পার্থক্য নাই।—হরি বাবুর বড় পুত্র সুরেশচন্দ্র। একদিন সুরেশ কতগুলি বালীশ স্তূপীকৃত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছে। হাতে এক গাছি বেত। "এক একবার সজোরে বালীশ গুলিকে কশাঘাত করিতেছে আর বলিতেছে "চল, চল"। কখন বা পদ দ্বারা কৃত্রিম অশ্বকে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। নির্জীব স্তূপীকৃত বালীশ গুলি, সুরেশের তাড়নায় বিন্দু মাত্র বিচলিত হইতেছে না। আবার সজোরে কশাঘাত। দুই একটী বালীশ প্রহারের চোটে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবুও আরোহী ছাড়িবে না। তক্তপোষের নিম্নদেশে, দ্বিতীয় পুত্র সুবিমলচন্দ্র একখানি ছোট থালা হাতে করিয়া তাহাকে বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করিয়াছে।

এক খণ্ড কাঠ দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেছে। থালা "ঢং ঢং" শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে। সুবিমল বেতালে পা ফেলিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে, আর এক একবার চিৎকার করিয়া বলিতেছে "দাদা ঘোঁড়াটাকে খুব মার।" কখন বা আপনার মনে আপনিই খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। সুরেশের "চল চল" শব্দ, সুবিমলের থালার বাদ্য, মাঝে মাঝে অট্টহাসিতে বাড়ী তোলপাড়। ভগিনী কমলকামিনী শিষ্ট শান্ত, ঘরের এক কোণে বসিয়া কচু, কুমড়া, আলুপটল কুটিয়া স্তুপ করিতেছে। হরিবাবু ঘরের এক পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ডার্ব্বিণের "মানব জাতি" বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। হরি বাবু অধ্যয়নপ্রিয় লোক, বিজ্ঞান দর্শনের প্রতি বড়ই অনুরাগ—প্রায়ই গ্রন্থ লইয়া বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, আত্মহারা হইয়া চিন্তা-সাগরে ডুবিয়া যান। এদিনও সেরূপ ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয় এদিন মাত্রাতীত গোল করিতেছিল। তাই একবার গ্রন্থ হইতে চোক তুলিয়া সুরেশ ও সুবিমলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "বাবা গোল করিও না।" এই বলিয়া আবার অবনত মস্তকে গ্রন্থাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতার নিষেধ বিধি হাওয়াতে মিশিয়া গেল। পুত্রদ্বয় এবার মাত্রাটা একটু চড়াইয়া ধরিল। নির্ব্বাত প্রশান্ত সাগরবৎ স্থিরমতি হরিবাবু এবার একটু অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওগো! দেখ তোমার ছেলেরা বড় গোল কচ্চে। এদের নে যাও" এই বলিয়া আবার গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। হরিবাবুর সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনী শিক্ষিতা রমণী বলিয়া পরিচিতা। তিনি দুই একটা ছাত্রীবৃত্তিও পাইয়াছিলেন। তিনি পাশের ঘরে বসিয়া ছেলেদের কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর আদেশ শুনিয়া বলিলেন "ওরা আমারই ছেলে, তোমার আর যেন কেউ নয়। কেন তুমি ওদের বারণ কচ্চ না?" একথা স্বামীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। অন্য দিকের ঘরে হরি বাবুর বৃদ্ধা জননী রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যা-শায়িত ছিলেন। পৌত্রদিগের গোলমালে তাঁহার রোগজনিত অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। যদিও তিনি পৌত্রদিগের সীমাতীত আবদার রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে দুর্দ্দম করিয়া তুলিয়াছিলেন, যদিও তিনি সুস্থ অবস্থায় তাহাদিগের মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত অম্লানচিত্তে সহ্য করিতেন, তথাপি রোগ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে বলিলেন "ও বৌ, তোমার ছেলেদের নে যাও।" হরিবাবু মাতৃভক্ত

ছিলেন। তাই যদিও অধ্যয়ন কালে অনেক সময় ঢাক ঢোলের শব্দ তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, তবুও মায়ের অভিযোগ ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তখন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ওগো তোমায় আমি একবার বল্লেম, তুমি শুন্‌তে পেলেনা, আবার ওঘরে মা চেঁচাচ্ছেন। তোমার হাতে এমন কি কাজ যে তুমি হতভাগাদের শাসন কর্‌তে পাল্লে না?" এখন বিন্ধ্যবাসিনীর অভিমান একটু উথলিয়া উঠিল। এ অভিমান স্বামীর তিরস্কারের জন্য নহে। শ্বশ্রূদেবীর অভিযোগের জন্য। তখন বলিয়া উঠিলেন "উনিইত ওদের মাটি করেছেন" এই বলিয়া ক্রোধভরে হাতের জামা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্তানগণ কি অনিষ্ট করিয়াছে দেখিতে পাইলেন। সুরেশ বালিশ ছিঁড়িয়াছে, সুবিমল থালা ফাঠাইয়াছে, কমলকামিনী তরকারী গুলি নষ্ট করিয়াছে। ইহা দেখিয়া ক্রোধের তরঙ্গ আরও উথলিয়া উঠিল। তখন পুত্র কন্যার পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত পড়িতে লাগিল। সকলে মুখব্যাদান করিয়া পঞ্চমে চিৎকার ধরিয়া দিল। ক্রন্দন ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। পিতামহীর হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল—চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "ওরে ও হরি! দেখ্ হতভাগিনী পোড়ারমুখী বুঝি আমার সোনার চাঁদদের খুন কল্লে! আবার বৌয়ের প্রতি "ও পোড়ারমুখী খুন কল্লি নাকি? আজ ভাল থাকলে তামাসা দেখ্‌তে পেতে।" তখন বিন্ধ্যবাসিনী "খুন করেছি না? আমি ডাকাত কি না? আমি মা হয়ে হলেম ডাকাত আর উনি হলেন ওদের পরম বন্ধু! এমনি কোরেইত ওদের মাথা খেয়েছেন, এমন সময় বাহিরের ঘরে "ওহে হরি বাবু, ঘরে আছ?"

হরি বাবু—ওকে রাম বাবু নাকি? এস ভাই। তখন বিন্ধ্যবাসিনী কি করেন? রাম বাবু বিন্ধ্যবাসিনীকে সুধীর শান্ত অতি শিক্ষিতা বলিয়া জানেন। এখন রাম বাবুর নিকট সকল গুণ গরিমা প্রকাশ হইয়া পড়িবে ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তখন শাশুড়ীকে ছাড়িয়া সন্তানদিগকে লইয়া বিব্রত হইলেন; "চুপ কর, চুপ কর" শব্দে তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিলেন। তাহারা রাগিণী আরও চড়াইয়া ধরিল, বিন্ধ্যবাসিনী নিরুপায়, ভাবিয়া অবস্থার হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। রাম বাবু প্রথম ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যাশায়িতা হরিবাবুর মাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার প্রতি—"পিশীমায়ের কোন অসুখ নাকি?

হরিবাবুর মা—হাঁ বাছা, কদিন জ্বরে ভুগছি।

রামবাবু—পিশীমা, ও ঘরে এত কান্না কেন?

হরিবাবুর মা—বাছা সে কথা আর কি বলিব—এক হতভাগিনীকে ঘরে এনেছি, পোড়ারমুখী জ্বালাতন করে মাল্লে। এঃ এঃ এঃ।"

রামবাবু—তোমার বড় কষ্ট হচ্চে নাকি? এমন সময় হরিবাবু আসিয়া "হাঁ কষ্ট হচ্চে বই কি? উনিত আর ডাক্তারের ঔষধ খাবেন না, ও ফিরিঙ্গীর জল বলিয়া উনি ঘৃণা করেন, তাই কদিন ভুগছেন।"

রামবাবু—পিশীমা "ঔষধার্থ সুরাঃ পিবেৎ" শাস্ত্রের বিধি। তবে তুমি ডাক্তারি ঔষধ খেতে ইতস্ততঃ কচ্চ কেন?

হরিবাবুর মা—যাও বাছা, আমরা আরত ম্যাম নই, আমরা সেকেলে মেয়ে, আমাদের ভিতর বাহির এক। আমরা লোকের নিকট শিষ্ট সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই না।

হরিবাবু বুঝিতে পারিলেন কথাটা বিন্ধ্যবাসিনীর উপর গড়াইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন "মা আপনি একটু চুপ করুন। তা না হলে কষ্ট আরও বাড়িবে।" এই বলিয়া বন্ধুকে লইয়া যেখানে বসিয়া বই পড়িতে ছিলেন, সেখানে যাইয়া বসিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী রামবাবুকে দেখিয়া করযুগে প্রণাম করিলেন। অবশেষে তিন জন তিন আসন গ্রহণ করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে সুরেশ, সুবিমল ও কমল কামিনীর ক্রন্দন ধ্বনি ক্রমশঃ দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। বন্ধু দ্বয়ের বাক্যালাপ সর্ব্ব প্রথমে বিষন্ন-বদন, ছল ছল চক্ষু, নিঃশব্দোপবিষ্ট বালক বালিকাদিগের সম্বন্ধেই হইতে লাগিল। হরিবাবু ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অধোবদনে ধরণী পানে চাহিয়া ছিলেন।

রামবাবু—কেন আমি সে দিনত তোমার ছেলে মেয়েদের এরূপ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলাম "বাবা সুরেশ, যে জিনিসের যে ব্যবহার সে জিনিস দ্বারা সে ব্যবহার করিবে।" তবে আজ আবার বালিসকে ঘোঁড়া, থালাকে বাদ্যযন্ত্র করিল কেন? ওদের এখানে ডাক দেখি।

হরিবাবু—ছেলেদের প্রতি—বাবা এখানে এস দেখি। তখন সন্তানগণ ক্রোঞ্চগমনে পিতৃ সন্নিধানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। রামবাবু তাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "বাবা ওদিন তোমাদের বুঝিয়ে দিলুম যে যে জিনিশ যে জন্য তৈয়ারি করা হয়েছে, সে জিনিশ দিয়ে তাই কর্ত্তে হয়। শোবার সময় মাথা রাখিবার জন্য বালিস, তবে তাদের ঘোড়া কল্লে কেন? ভাত খাবার জন্য থালা, তাকে বাজালে কেন? তোমাদের কি একটুও বুদ্ধি নাই?"

তাহারা চুপ করিয়া রহিল। তখন রামবাবু বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "দেখুন বৌ দিদি, ছেলেদের

ধারণা শক্তি বড় কম। বার বার সাবধান করিয়া না দিলে তাহারা মনে রাখিতে পারে না। আমি ওদিন যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ইহাদের মনে নাই। তাই আবার এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হরিবাবু! আপনারও বিশেষরূপে আবার আজ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। এরূপ বার বার বুঝাইয়া দিলে আর কখনও ইহারা এইরূপ ব্যবহার্য্য জিনিশের অপব্যবহার করিয়া ক্ষতি করিবে না। পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে ক্ষীণস্মৃতিশক্তি বালক বালিকাদিগের কোনও বিষয়ে স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য সামান্য—এমন কি কখন কখন গুরুতর শাস্তি দিলেও ক্ষতি নাই। মানুষ অনেক সময়ে বিস্মৃতি জন্যই অসৎ কাজ করিয়া থাকে। এই স্মৃতি সতেজ রাখিবার জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা, কিন্তু আপনি আজ যে ইহাদের প্রহার করিয়াছেন তাহা মঙ্গলপ্রসূ শাস্তি নহে। উহাকে চলিত কথায় "মনের ঝাল মিটান" বলে।

বিন্ধ্যবাসিনী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি নানা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি। উনি আর কি ওকাজটা করিতে পারেন না? ওঁর ত কেবল বই পড়াই কাজ। ওঁর ত গৃহের কাজ, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি কিছুই ক'র্ত্তে হয় না, উনি কি আর ছেলে মেয়েদের কোথায় কোন্ দোষটা গজাইতেছে দেখিয়া তুলিয়া ফেল্‌তে পারেন না? আপনারা পুরুষ জাতি কেবল সকল বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইতে চান।"

রামবাবু—"এত বুঝলেম। এখন ছেলে মেয়েগুলি যদি ব'য়ে যায়, তা'হলে আপনার কি কষ্ট হবে না? আমিত হরি বাবুকে আর নিষ্কৃতি দেই নাই। সন্তানের চরিত্র গঠনের জন্য পিতা মাতা সমান দায়ী। সুতরাং যখন যিনি দোষ দেখিবেন, তখন তিনি তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। মনে করুন হরিবাবু বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময় ছেলে একটা কুকাজ করিল, তখন কি আপনার উহা শোধন করা উচিত নয়? মনে করুন সুরেশের অসুখ হইল, হরিবাবু বিদেশে, তখন কি আপনি হরিবাবুর আশায় বসিয়া থাকিবেন? চিকিৎসক আনয়ন করিয়া চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিবেন না?"

বিন্ধ্য—ছেলে যে তা না হ'লে মারা যাবে।

রামবাবু—শরীরের মৃত্যু হইতে কি আত্মা ও বিবেকের মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয়? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সন্তানদিগের আধ্যাত্মিক ও চরিত্রগত রোগ দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? হরিবাবু কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া সন্তানদিগের প্রতি উদাসীন হইলে কি আপনিও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবেন? হরিবাবু কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করিলে তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে দায়ী। আপনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন না করিলেও

কি ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন না? মনে করুন আপনার স্বামী বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পান ভোজন পরিত্যাগ করিলেন, এ কর্ত্তব্য পালনে নিবৃত্ত হইলেন, আপনিও কি তাহাই করিবেন? তবে কেন সন্তানদিগের দোষ প্রক্ষালন সম্বন্ধে এই অসার কথা তুলিতেছেন?

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন চৈতন্য সঞ্চার হইল। তখন তিনি মনে, মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, যখনই সন্তানদিগের কোন দোষ দেখিবেন, তখন তাহা উৎপাটন করিতে চেষ্টা করিবেন।

এদিকে রামবাবু হরিবাবুর প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি গ্রন্থকীট হইয়া পড়িয়াছ, অধ্যয়নের প্রতি অপরিমিত অনুরাগ বশতঃ তুমি অন্যান্য কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছ। ঈশ্বর সন্তানদিগকে আমাদিগের হস্তে প্রদান করিয়া এই আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাদিগের সমস্ত ভার তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইল। যতদিন ইহারা স্বাধীনভাবে আত্ম সংরক্ষণ ও আত্ম শক্তি বিকাশ করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন তোমরা ইহাদিগের সমস্ত মঙ্গল সাধন জন্য দায়ী। যদি আমরা পরম পিতার এই ধ্রুব আদেশ অবহেলা করিয়া আত্মসুখে উন্মত্ত হই, নিশ্চয়ই এজন্য ফলভোগ করিতে হইবে। চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি কত কুপুত্র পিতা মাতার ঔদাসীন্য জন্য পাপকূপে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাদিগকে শোক প্রবাহে ভাসাইয়া দিতেছে, কত কুপুত্র কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া পিতা মাতার অমল নামে কলঙ্ক লেপন করিতেছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের পাপের ভোগ ভুগিতে হইবে। এই বলিয়া রামবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবাবু ও বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মেয়েদের নীতিশিক্ষা।

ছেলেদের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধেই সচরাচর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়; মেয়েরা যেন তার বড় একটা ধার ধারে না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের নীতিশিক্ষা কোন অংশে কম আবশ্যক নয়, বরং বেশী, ইহা অনেকেই ভুলিয়া আছেন, অনেককেই এ বিষয়ে বড়ই উদাসীন দেখিতে পাই। নীতির কঠিন শৃঙ্খল পাছে মেয়েদের কোমল চরণে ব্যথা দেয়! এ যে মুক্তা-হার বুঝিলেন না।

দেশশুদ্ধ এই যে কথা উঠিয়াছে আজ কালের মেয়েরা সে কালের মেয়েদের মত সতী, সাধ্বী, লক্ষ্মী হয় না— এদের নীতিনিষ্ঠা আর তেমন নাই, এটা কি মিথ্যা? আগে লেখা পড়ার তত

আলোচনা ছিল না বটে, চারুবিদ্যার চর্চ্চা কি ছিল না? তবু নীতির দিকেই মন প্রাণ ঝুঁকিয়া পড়িত। নারী-নীতির প্রতি প্রায় সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য ছিল, নীতি অতীব গৌরবের ধন ছিল। জ্ঞান বিদ্যার আলোক ফুটিয়াছে, নীতির শুভ্র জ্যোৎস্না ডুবিয়া গিয়াছে। এখন মেয়েরা লেখা পড়া, উল বুনা, গান বাজনা ইত্যাদি বেশ শিখে, কিন্তু যে জ্ঞান সমস্ত গুণকে উজ্জ্বল করে, সেই নীতি-জ্ঞানে হতাদর। তাই তাদের গুণগুলি ডোরা-ডুরি পটের মত ঠেকে, আকাশের রাম-ধনু খানির মত শোভা পায় না। একটা কেরোসিন কেনেষ্টার, একখানা কাঁসি, একটা ঘণ্টা বাজাইলে শুন্‌তে যেমন, তাদের কাজগুলি তেমনি ; বীণার সপ্ত সুরের মত মধুর বাজে না। একটি গুণ আর একটির সহচর হয় না, বিরুদ্ধ-ভাব ধারণ করিয়া সকল গুলিকেই কেমন একটা কদাকার করিয়া তুলে। মিলন-সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, হইবে না কেন? মিলন-সূত্র কি? নীতি।

ঠাকুর মা পেটের চামড়া ঢাকের মত টন্ টনে হওয়া পর্য্যন্ত নাতিনীর উদরে অন্নাদিতে পুরিয়া দিলেন, ঠাকুর দাদা বাজার হইতে নানা রঙ্গের কাপড় কিনিয়া আনিয়াছেন। নাতিনী পরিয়া বেড়াতে বাহির হইল। মাঠ, ঘাট, বাগান, যার-তার বাড়ী কিছুই বাকী রাখিল না। সে যে কোথায় কোথায় গেল, সেদিকে কেহ কিন্তু দৃষ্টিও করিল না। অতি সোহাগে সর্ব্বনাশ হইল। নাতিনীর মন আর ঘরে টেঁকে না, পাখা বাহির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়। মা মেয়েকে স্কুলে পাঠাইলেন, মেয়ে সেখানে গিয়া কুচরিত্র সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিয়া হয়ত স্লেটে কুকথা লেখালেখি করিল, কদালাপ মন্দাচার শিখিল, বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পথে হয়ত বদলোকদের বা খারাপ ছোড়াদের হাসি তামাসা ও কুকথা শুনিল। এইরূপ কত বড় ছোট কুনীতি আত্মীয়েরা দেখিয়াও দেখেন না, দেখিলেও সংশোধন করেন না তাহা বলা দুষ্কর। যে মেয়ে দুদিন পরে শ্বশুর বাড়ী যাবে, বা দুদিনের তরে বাপের বাড়ী এসেছে, তা'কে কি কিছু বলা যায় না? কাহারও মনে মেয়েদের নীতি-শিক্ষার কথা আদৌ আসেই না, কেহ বা মনে করেন যতটুকু দরকার তাহা দেখিয়া শুনিয়া আপনা আপনিই হইবে, তার জন্যে শাসন, শিক্ষা, যত্নের আবশ্যক নাই। এর কুফল পূর্ণমাত্রায় ফলে কোথায়? শ্বশুরবাড়ী। স্বামীকে ভালবাসা দেখাইতে গেলে গৃহকর্ম্মে ত্রুটি হয়, সরলতা প্রকাশ করিতে বেহায়া হইতে হয়, লেখা পড়ায় অনুরাগ দেখাইতে শাশুড়ির গঞ্জনা সহিতে হয় ইত্যাদি কত রকমেই পদে পদে লাঞ্ছনা! পিত্রালয়ে অভিভাবকগণ লেখা পড়া শিখাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৃহকার্য্য শিখাইতে অমনোযোগী ছিলেন, কিন্তু সকল গুণের সার যে নীতি-জ্ঞান

তাহাতে শিক্ষা নাই। নীতি কি? মিথ্যা না কহা, চুরি না করা কেবল এই? নীতি ক্ষুদ্র নয়, অতি ব্যাপক বিষয়। নীতি-জ্ঞান জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়, কর্ত্তব্য সাধন করিতে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে, কার্য্যে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করে, যাহা অনুচিত বলিয়া বোধ হয় তাহা করিতে বাধা দেয়, মানুষকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লয়। সংক্ষেপতঃ যাহা হইলে নারী দেবী তুল্য হইতে পারে, জীবন সুখের শান্তির হয়, নীতি জ্ঞান জীবন্ত থাকিলে তৎসমুদায় লাভ করা যায়। নীতিকে সকল গুণের ভিত্তি করিলে, সকলের অভ্যন্তরে কার্য্য করিতে দিলে সকল গুণ প্রস্ফুটিত হয় অথচ তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ-ভাব থাকে না; জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ সহজ হইয়া আসে। কে না শিষ্টা সচ্চরিত্রা কুললক্ষ্মীকে ধন্যবাদ করে?

এই নীতি শিক্ষা কি অল্প সময়ের কাজ? শৈশবাবস্থা হইতেই শিক্ষা-দান আরম্ভ করিতে হয়, নতুবা একবার চরিত্র দূষিত হইয়া গেলে আবার ভেঙ্গে চুরে গড়া বড় কঠিন কর্ম্ম। এ বিষয়ে কেহ যেন উপেক্ষা না করেন। মেয়ের চলাফেরা, আচার ব্যবহার, মনের ভাব গতি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবেন, অসঙ্গত দেখিলে বিহিত ব্যবস্থা না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। মেয়েরা যখন মা হয়, সন্তানের চরিত্রে মায়ের চরিত্রের ছায়া পড়িবেই পড়িবে, সুতরাং চরিত্রের উপর সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে অনেক বই লিখিয়াছেন; কিন্তু অনেকেরই স্ত্রীচরিত্রের সকল দিক্‌, সকল ছবি চোখে পড়ে নাই। যেমন চাই, তেমন বই অতি বিরল। স্ত্রী শিক্ষা চারিভাগে বিভক্ত করা উচিত, ১ম নীতিশিক্ষা, ২য় গৃহ কার্য্য শিক্ষা, ৩য় লেখা পড়া শিক্ষা, ৪র্থ সঙ্গীতাদি শিল্প বিদ্যা শিক্ষা। ইহার মধ্যে নীতিশিক্ষাই সর্ব্ব প্রথম। নীতিবিহীন গুণ অনেক সময়ে দোষের কারণ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন শিক্ষা হয় এমন আর কিছুতেই নয়, পরিবার মধ্যে সদ্দৃষ্টান্তের অভাব যেন না হয়।

এই প্রবন্ধ বিশেষতঃ মেয়েদের অভিভাবকদিগের জন্য। সুবুদ্ধি পাঠিকা ইহার সুবিধা লইতে ছাড়িবে না। সতী, সাধ্বী হও, জ্ঞানে গুণে কুলোজ্জ্বল কর, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা। স

দেবর্ষি নারদ ও দেবী সাবিত্রীর কথোপকথন।

সাবিত্রীর পানে চাহিয়া দেবর্ষি
কহিলেন অতঃপর :—

ছাড়ি সত্যবানে পতিত্বে বরণ
কর যাহা অন্য বর।

সে কেমনে হয় ? ওহে ঋষিবর
হৃদয় সঁপেছি যাঁরে,
সে দেবতা বিনে হেন সুভাজন
কে আছে বরিব তাঁরে ?
জগতের গুরু যে নারদ মুনি
মতিভ্রম হ'ল তাঁর !
সাবিত্রী-চরিত না জানিয়ে তায়
কহিলেন আর বার :—
সত্যবান আশ কর পরিহার
ধর মম উপদেশ,
নহিলে অশেষ অকল্যাণ হবে
পাইবে যাতনা ক্লেশ।
এ মর জগতে বিশ্ব বিধাতার
প্রেমের প্রতিমা খানি,
অবনত শিরে কহিলা নারদে
যোড় করি যুগ পাণি।
পতিত্বে বরণ করেছি যাঁহারে
মনে মনে—একবার,
ছাড়িলে তাঁহায় ধর্ম্মেতে পতিতা
হব—সন্দ * নাহি তার।
অতএব বলি ওহে ঋষিবর
নাকর আদেশ হেন,
প্রসন্ন হইয়ে দেও এই বর
"সিদ্ধকাম হই যেন।"
বিনীতা অথচ— তেজস্বিনী মূর্ত্তি !
—দেখিয়ে দেবর্ষি প্রীত,
এত ধর্ম্মভাব এত অনুরাগ
বালিকার কি বীরত্ব !!'
হ'কনা সে দীন নির্গুণ অক্ষম
কহিলা সাবিত্রী পুনঃ,

ফুটেছে যে ফুল হৃদয় কাননে
ছিঁড়িব কি সে প্রসুন ?
আরাধ্য দেবতা হৃদয়ের স্বামী
আদরের ধন পতি,
সে ধনে বঞ্চিতা হইলে নারীর
নিশ্চয় নরকে গতি।
দেখ দেখ চেয়ে হে ভগিনীগণ !
সাবিত্রী-হৃদয় বল,
সংকল্প হইতে কে ফিরাবে তায় ?
যেন দৃঢ় হিমাচল !
পতিব্রতা সতী শুনিতে না চায়
ওজর—আপত্তি যত,'
দীন দুঃখী জেনে বরেছে 'তাঁহায়'
ধন্য, ধন্য পতিব্রত !
কথোপকথন শুনি অশ্বপতি
বিস্মিত হইয়ে অতি,—
জিজ্ঞাসিলা 'তাঁরে' কহ ঋষিবর
করি ওপদে মিনতি ;
কি হেতু বারণ করিছ কন্যারে
বরিতে সে সত্যবানে ?
হেন সুভাজন কোথা পাব আর
কি আপত্তি কন্যাদানে ?
কি করেন মুনি একাগ্রতা হেরি
কহিলা রাজারে চেয়ে,
'বছর না যেতে মরিবে জামাই,
বিধবা হইবে মেয়ে।'
শুনি অশ্বপতি স্তম্ভিত অবাক্ !
তবে নাহি দিব মত,
বালিকার মতে কিবা আসে যায়
সে কি বুঝে সদসৎ ?

* সন্দেহ।

কিন্তু সে বালিকা টলিবার নয়
কিবা দৃঢ় পণ তার।
সে দারুণ বাণী করিয়ে শ্রবণ
চাহিল না প্রতিকার।
অই নবস্ফুট কুসুমে এতই
জীবনী শকতি হায়!
অশনি প্রপাতে বিকচ কমল
শুকায়ে না গেল তায়!
দীনতা হীনতা সেত তুচ্ছ কথা
দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা,—
অকাল বৈধব্য— ভয়ে না ডরায়,
ধন্য ধন্য ধর্ম্ম নিষ্ঠা!!
কহিলা সাবিত্রী 'জনম হইলে
অবশ্য মরিতে হয়,
মৃত্যু ভয়ে কেন অধর্ম্মে ডুবিয়ে
জীবন করিব ক্ষয়?
ঈশ্বর গোচর যেজনে করেছি
পতিত্বে বরণ আমি,
সেই সত্যবান (যাহাই হউন)
তিনিই আমার স্বামী।
কে আছে এমন মৃত্যুর অধীন
নহে সে,—অমর ভবে,
সত্যবান ছাড়ি, পরপুরুষেরে
কি হেতু বরিব তবে?'
ধন্যা হে সাবিত্রি! ভারত-ললনা
সাধে করি গুণগান,
যে যাতনা ভার শত শত নারী
সহিতে না পারি—প্রাণ—
সঁপি চিতানলে সে বৈধব্য-জ্বালা
ঘুচাল সহ-মরণে;
তুমি কি না তারে আলিঙ্গন করি
সাধিয়া নিলে আপনে।

রমণী সমাজে বীরাঙ্গনা তুমি
তোমার তুলনা নাই,
অপূর্ব্ব কাহিনী— 'সাবিত্রী-চরিত'
তাই শত কণ্ঠে গাই।
তরুণ বয়সে বৈধব্য যাচিয়ে—
লইতে দেখিনু এই,
আর দেখিব কি? বুঝি শেষ দেখা
—দেখা'ল সাবিত্রী সেই।
হেন ধর্ম্মনিষ্ঠা হেন অনুরাগ
এমন সাহস কার?
দেশে ও বিদেশে এহেন রতন
কোথাও না পাবে আর।
স্বরগের ছবি এ মর জগতে
কও মা—বিশ্বজননী,
আর একবার দেখাবে কি তাঁরে?
ধন্যা হবে এ ধরণী!
দেবর্ষি নারদ বুঝিলেন সব
সাবিত্রী মনের ভাব,
কি উপকরণে গঠিত হৃদয়
কি মধুর সে স্বভাব?
যে চরিত্র বলে রমণী সমাজে
অগ্রগণ্যা 'তিনি' আজ,
বুঝিয়ে এখন দেবর্ষি নারদ
পাইলেন মহা লাজ!
হ'ক পরিণয় করি আশীর্ব্বাদ
'বিধবা না হবে তুমি,'
তোমার সুযশে ছাইবে জগত
(হবে) ধন্যা এ ভারত ভূমি!
তোমার সুব্রত পালিয়ে সকলে
হইবে সফল-কাম,
ঘরে ঘরে নারী পূজিবে তোমারে
স্মরিয়ে তোমার নাম!!

শ্রীচঃ।

মুক্তি ফৌজের জয়।

(৩১৯ সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর)

জন্মলব্ধ শক্তিতে মুক্তিফৌজের যেরূপ বিশ্বাস, শিক্ষার শক্তিতেও সেই-রূপ প্রবল বিশ্বাস। বুথ-পরিবারে এই দুই প্রকার শক্তিরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বুথের কার্য্যকে তাঁহার পত্নী আপনার জীবনের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং আপনাদের বালক বালিকাগণকেও অতি শৈশবকাল হইতে এমন ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন যে তাহারাও বড় হইয়া মুক্তিফৌজের জন্যই বাঁচিতে চায়, মুক্তিফৌজের জন্যই আত্মবলিদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। জগতের ইতি-হাসে দেখা যায়, সংসারে যাঁহারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন—নরনারীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। আর যাঁহারা বিবাহিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পারিবারিক জীবনের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জগতের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু জেনা-রেল বুথ যে কেবল সপরিবারে মহৎ ব্রত সাধন করিতে সক্ষম হইয়া-ছেন এমন নয়, তাঁহার মতে সকলেরই পরিবারবদ্ধ হইয়া জগতের সেবা করা একান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক দুর্ব্বলের পক্ষে পরিণয় পাশস্বরূপ, সবলের পক্ষে মুক্তির সোপান; যে পরিবারে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মের নিয়মেই যে পরিবার চলে, স্ত্রীপুরুষ যেখানে সমভাবে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জ্ঞানের আলোক জগতে বিকীর্ণ করিতেছে, প্রেমসাধন করিয়া নিষ্কামচিত্তে জগতের সেবা করিতেছে; সেই পরিবারই প্রকৃত স্বর্গ, সে পরিবার অমৃতময় মধুময়। আত্মসুখসর্ব্বস্ব নরনারী সেখানে গিয়া আপনাদের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়, নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সেই উদার আদর্শ জীবনে পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কিন্তু কর্ত্তা কর্ত্রীর উপরেই পরিবারের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুযোগ্য রাজার অভাবে যেমন রাজ্যের অশেষ দুর্গতি, সেইরূপ, কর্ত্তা কর্ত্রীর জীবনে জীবন্ত ধর্ম্মভাব ও নিষ্কাম সেবার ভাব না থাকিলে সেই পরিবারের পুত্রকন্যা জামাতা ও পুত্রবধূদিগকে লইয়া কখনও জগতের হিতসাধক মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে না। দক্ষিণ ওয়েলসবাসী কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কন্যা জেনারেল বুথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পতিতা রমণী-

গণের জন্ত মুক্তিফৌজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার সম্পন্ন করিতেছেন। মধ্যম পুত্র এক ইংরেজ ধর্ম্মযাজকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া যুক্ত রাজ্যের সাধারণ বিভাগের কার্য্যে সস্ত্রীক নিযুক্ত রহিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র ডেনমার্ক দেশীয় জনৈক সুযোগ্যা শক্তিশালিনী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যাগণের মধ্যে কেবল দুইটীর বিবাহ হইয়াছে মাত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা আয়র্লণ্ড দেশবাসী কোয়েকার (quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক যুবাপুরুষকে বিবাহ করিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিয়া ফরাশী ও সুইজারলণ্ড দেশে মুক্তিফৌজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা "ইমা" সুপ্রসিদ্ধ কমিসনার টকারকে বিবাহ করিয়া ভারতবর্ষে মুক্তিসেনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মুক্তিফৌজ পৃথিবীর আর দশটী দলের ন্যায় একটী দল নয়। সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া ইহার জন্ম হয় নাই। ইহার প্রবর্ত্তক বলেন, "মুক্তিফৌজের প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মভাব ও জনহিতব্রত যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, মুক্তিফৌজও তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে। সাম্প্রদায়িক লোকেরা প্রাণহীন ধর্ম্মসম্প্রদায় গুলির শুধু কঙ্কাল রক্ষা করিবার জন্যই যেমন সর্ব্বদা তৎপর, প্রাণহীন হইলে মুক্তিফৌজের কঙ্কাল, আমি সেইরূপ রক্ষা করিতে চাই না।" মুক্তিফৌজ আজ প্রায় জগতের সর্ব্বত্রই আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতেছেন। অর্থ পরমার্থ সকল বিষয়েই মুক্তিফৌজ আজ ধনী। গ্রেটব্রিটেনে ৩৭, ৭৫,০০০ টাকা, ক্যানাডায় ৯৮৭, ২৮০ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় ৮৬২৫১০, নিউজিল্যাণ্ডে ১৪৭,৯৮০ টাকা, সুইডেন দেশে ১৩৫,৯৮০৲ টাকা, নরওয়ে দেশে ১১৬৭৬০৲ টাকা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০৪০১০৲ টাকা, হলণ্ডে ৭১৮৮০৲, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৬৬০১০৲, ভারতবর্ষে ৫৫৩৭০৲, ডেনমার্ক দেশে ২৩৪০০৲ টাকা, ফরাশী এবং সুইজারলণ্ড দেশে ১০০০০০৲ লক্ষ টাকা, এই বিপুল অর্থ রাশি আজ মুক্তিফৌজের সম্পত্তি। মুক্তিফৌজ যে দেশে যাইতেছেন, সেই দেশেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র সকল প্রকাশ করিয়া জীবন্ত ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন! মুক্তিফৌজের বাহিরের দিকে তাকাইলে যেমন স্তম্ভিত হইতে হয়, ভিতরের ভাব দেখিলেও তেমনি মুগ্ধ হইতে হয়। ইহাঁরা যে যে দেশে যাইতেছেন, সেই সেই দেশীয় লোকের প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কারের সম্মান করিবার জন্য আপনাদের অনেক সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন করিতেছেন। ইহাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও দেশ বিদেশের নরনারীগণের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতেছেন, মানব হইয়া দেবতার ন্যায় পরের সুখ দুঃখের জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

বাঙ্গালীর ছেলে দুই চারি বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়াই সাহেবী চাল চলনে অভ্যস্ত হইয়া স্বদেশবাসীদিগকে অবজ্ঞা করিতে শিখেন, দেশী লোকের সন্তোষ অসন্তোষ সুখ দুঃখ কিছুরই প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ইংরেজের ছেলে মেয়েরা আসিয়া বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার জন্য গৈরিক বসন পরিধান করিয়া খালি পায় বেড়াইতেছেন! ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম প্রচারকেরা গিয়া ইংলণ্ডের নরনারীগণের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিতেছেন, আর দেবস্বভাব মুক্তিসেনা কলিকাতা মহানগরীর বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সুসভ্য "আর্য্য সন্তানের" প্রহারে রক্তাক্ত কলেবর হইয়া প্রহারককে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—প্রেমালিঙ্গন দিতেছেন! মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে যাহা বলা উচিত ছিল, তাহার কিছুই বলা হয় নাই। মুক্তিফৌজ যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার তালিকা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মুক্তিফৌজের জন্ম ও ক্রম বিকাশের বিবরণ প্রকাশ করাও আমাদের অভিপ্রায় নয়। মুক্তিফৌজ আমাদের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন—স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা প্রভৃতি সমস্ত পরিবার জগতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার যে স্বর্গীয় ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—অতি সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াও সুধু হৃদয়-বলে জগৎ পরাজয় করা যায়, এই যে মহাসত্য আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কেবল এই সকল দিকে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত আকর্ষণ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রাদ্ধোৎসব।

১

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ!" কেন দিস্ গালি?
আমার মাথার কিরে,
ও কথা কস্‌নে ফিরে,
ছয় কোটী বুক যে গো হয়ে যায় খালি!
"সাত শ' রাক্ষসী-প্রাণ"
তাঁর নাকি "পিণ্ডদান!"—
ছয় কোটী হৃদি-পিণ্ড আগে, দিব ডালি,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ, বড় গালাগালি!

২

বল্—বঙ্গভূমি-শ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধ ভারতের;
এ যে শ্রাদ্ধ মাতৃ-ভাষা,
এ শ্রাদ্ধ উন্নতি-আশা,
এ শ্রাদ্ধ এ পিণ্ডদান, দীন কাঙ্গালের!
সাঁওতাল দেশময়,
হৃদয়ের শ্রাদ্ধ হয়!
সতিনী জ্বালায় হাড় জ্বলিছে যাদের—
বিদ্যাসাগরের কেন?—শ্রাদ্ধ তাহাদের!

৩

কার শ্রাদ্ধ ?—শ্রাদ্ধ আজি বেদ সংহিতার-
কার নামে তিলাঞ্জলি ?—
ন্যায়, সত্য, প্রেম, বলি!
আদ্যকৃত্য বাঙ্গালীর আশা ভরসার!
যাদের জনম-শোধ
মমতার পথ-রোধ,
"সপিণ্ড করুণ" সেই বাল বিধবার!
কার শ্রাদ্ধ ?—শ্রাদ্ধ আজি বঙ্গ-অনাথার!

৪

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ" বালাই! বালাই!
হৃদয় চমকি ওঠে,
শোণিতে আগুন ছোটে,
ছয় কোটী প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় ছাই!—
এ দীন পতিত দেশে,
পতিতপাবন বেশে,
দয়ার দেবতা আহা আজ আর নাই!—
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে, বুক ফাটে তাই।

৫

আজ যদি "পিতৃশ্রাদ্ধ" সারা বঙ্গময়—
"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম"
দেখিব তাহারি কর্ম্ম,
হৃদি পিণ্ডে পিণ্ডদান ক'র সমুদয়।
পদ ধূলি রাখি শিরে,
চল যাই গঙ্গা-তীরে,
ঘরে ঘরে হবে সেই দেব-অভ্যুদয়—
এ যে গো প্রতিষ্ঠা—এতো বিসর্জ্জন নয়!

৬

বিষাদের দিনে এই নব মহোৎসব,
ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, সবে,
"ষোড়শ" সাজাতে হবে!
কোটী ভাই বোন কেউ থেকনা নীরব।
কি করিবে "বৃষোৎসর্গ"
এ বিধি যে আত্মোৎসর্গ!
ফিরে যাবে প্রাণ পাবে কুড়ি কোটী শব!
খুলিয়া বুকের পাতা,
দেখ সঞ্জীবনী গাথা,
পড় সে 'বিরাট পুথি' বীরত্বের স্তব!
আজি পিতৃ-প্রীতি লাগি,
হও সবে স্বার্থত্যাগী,
উঠুক দিগন্ত ভেদি কোটী কণ্ঠ রব,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ—নব মহোৎসব!

৭

বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে আত্ম দাও ডালি—
কাঙ্গালী 'বিদায়' যাচে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে—
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে ভারত কাঙ্গালী!
টাকা পয়সার তরে
আসে নি মা শোকভরে,
কাঁদিছে সে, কোল তার হয়েগেছে খালি,
দাও মারে দাও ভিক্ষা,
মহামন্ত্রে হও দীক্ষা,
'ঈশ্বরের' 'ভাই' হও ছ'কোটী বাঙ্গালি!
জননী হয়েছে আজি 'ঈশ্বর কাঙ্গালী!'

৮

'বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ'; বড় গালাগালি—
ক'স্‌নে ও কথা ফিরে,
কোটী বুক যায় চিরে,
ছয় কোটী প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় কালি!
এ জাতীয় পিতৃকৃত্য
তবেই হইবে 'নিত্য"
হীনতা নীচতা দাও গঙ্গা-জলে ঢালি!
শেখ সে উদ্যম-আশা,
বুকভরা ভালবাসা,

পূর্ণ ও পরাণ পণে, মার কোল খালি !
মহাশ্রাদ্ধ হোক্ শেষ,
'ঈশ্বরে' ভরুক দেশ,
পূজিব সে পিতৃ-মূর্ত্তি হৃদয়ে উজালি,
নিতি দিব—প্রাণগলা আঁখিজল ঢালি !

শ্রী [illegible]।

ইতর প্রাণীর বন্ধু-শোক।

খিদিরপুরে এক ভদ্র পরিবার তিনটি পাতিহংসী পুষিয়াছিলেন। এরূপ জীব পোষাতে পরিবারের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। উহারা কত ডিম্ব যোগায় অথচ যা তা—এমন কি বাটীর আবর্জনা খাইয়া প্রাণধারণ করে। যাহাহউক একদিন নিশাকালে হংসীদের মধ্যে একটী হঠাৎ চিৎকার করিতে লাগিল। চিৎকারে বাটীর লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কিন্তু কেহ বুঝিতে পারিল না, কিজন্য উহা চিৎকার করিতেছে। কেহ কেহ মনে করিল যে উহা পীড়াজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কেহ কেহ অনুমান করিল উহাকে সর্পদংশন করিয়াছে। পূর্ব্বে পীড়ার কোন লক্ষণ লক্ষিত না হওয়াতে সর্পদংশনই সম্ভব বোধ হয়। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে উহাকে মৃত দেখা গেল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃত্যু অবশ্যই সংঘটিত হইয়াছিল। সঙ্গিনী সহচরী হংসীদ্বয় বন্ধুবিরহে কাতরা হইয়া বিস্তর চিৎকার করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য ইহা শোকের ক্রন্দন। তাহারা চতুর্দ্দিকে উহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোথায় পাইবে? পাওয়া কি যায়? কালের খা যে খাইয়াছে তাহাকে কি আর পাওয়া যায়? জ্ঞানবান্ মনুষ্যই এ কথা বুঝিয়া বুঝেন না, তা ক্ষুদ্রপ্রাণী কি বুঝিবে? বলিতে কি, তাহারা আহার একপ্রকার ত্যাগ করিল, চরিয়া বেড়ান হইতে বিরত হইল, প্রাতঃকালে আগার হইতে বহির্গত হয় নাই। তথায় ম্রিয়মাণা হইয়া থাকিত, যদি কেহ দয়া করিয়া কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া দিত তো আহার করিত, নচেৎ নহে। মানব-হৃদয়ে স্নেহ মমতা ও ভালবাসা স্বভাবতঃ বলবতী, স্বভাবের বিকৃত অবস্থায় এই ঐশ্বরিক পরম রত্নের খর্ব্ব দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট প্রাণিসকলে মনুষ্য-সুলভ স্নেহ ও ভালবাসা না থাকুক, উহা যে আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার বিকাশ হইতে পারে। আমাদিগের যেটি দৃষ্টিগোচর হইল, সেইটি দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, কিন্তু উত্তমরূপে যত্নের সহিত দেখিলে নিশ্চয়ই জানা যায় যে, উহারা প্রাত্যহিক জীবনে কত শত বার এইরূপ স্নেহ ও পরস্পরের প্রতি ভালবাসার পরিচয় দিয়া থাকে! প্রাণিগণকে গৃহে রক্ষা কর, লালন পালন কর, উহাদিগের প্রতি সদয়

ব্যবহার কর, নিষ্ঠুরাচরণ করিও না, দয়াধর্ম্ম নীতি অজ্ঞাতসারে শিক্ষা পাইবে। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন 'জীবে দয়া, নামে ভক্তি' ধর্ম্মসাধনের প্রধান উপায়। তবে দেখ নিকৃষ্ট গৃহপালিত প্রাণিগণকে ভালবাসা পবিত্র জীবনের অন্যতম অঙ্গ। ইহার অনুষ্ঠানে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি ও আনন্দ হয়। আমরা যেন এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করি।

গৃহ চিকিৎসা।

(মুষ্টি-যোগ)

সাময়িক প্লাবনে আমাদের যে সকল রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে, গৃহ চিকিৎসাও তাহার একটী। গৃহ চিকিৎসা কিরূপ উপকারী, ইহার অভাবে বঙ্গমহিলাদিগকে অনেক সময় কিরূপ বিপদে পড়িতে হয়, বামাবোধিনীতে এ কথা অনেক বার আলোচিত হইয়াছে। আবশ্যক বিবেচনায় এখানে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া অদ্য আমাদের পরীক্ষিত কতিপয় সুলভ ঔষধ দেশীয় ভগিনীদিগের জন্য লিখিতেছি। আজিকার এই ডাক্তার কবিরাজ ছড়াছড়ির দিনে, পেটেণ্ট ঔষধের জাঁকাল বিজ্ঞাপনের দিনে এবং ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি বাক্স রাখার দিনে, যদি কোনও ভগিনী আমাদের লিখিত "গাছ গাছড়া" প্রভৃতি হইতে উপকৃতা হন, তাহা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। তবে গুরুতর রোগে বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে উপেক্ষা করিয়া গৃহ-চিকিৎসায় নির্ভর করা সকলেরই অকর্ত্তব্য।

শিশুদিগের উদরাময়ের ঔষধ— দাস্তের রঙ, যদি হলুদে থাকে, তাহা হইলে বিশেষ ব্যস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। যদি সাদা বা সবুজ রঙের দাস্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অপাঙ্গ চিড়চিড়ে * গাছের কতক গুলি শিকড়, একটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া, লোহার পাত্রে রাখিয়া গরম করিয়া খাওয়াইতে হয়। এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর পক্ষে ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক ব্যবস্থা। সাত আট বৎসরের বালকদিগকেও এ ঔষধ দেওয়া যায়। বয়স বুঝিয়া মরিচের মাত্রা (পূর্ণ মাত্রা ৩টী) ও ঔষধের মাত্রা অধিক পরিমাণে দিতে হয়।

২।৩ বৎসরের শিশুদিগের উদরাময়ে

* অপাঙ্গ চিড়চিড়েকে কোন কোন স্থানে শিস্অপাঙ্গও বলিয়া থাকে। গার্হস্থ্য চিকিৎসার এক প্রধান অসুবিধা এই যে একই গাছ গাছড়ার নাম, কলিকাতা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন রূপে আখ্যাত। এক জেলার কথা অন্য জেলার লোকের বুঝিতে কষ্ট হয়।

এক ছটাক শীতল জলে একটী পাতি বা কাগজি লেবুর রস দিয়া প্রত্যহ দুই বার সেবন করাইলে আরাম হয়। এই ঔষধ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকেও দেওয়া যায়।

সকল প্রকার উদরাময়েই দুগ্ধ পথ্য অনুপকারী। (চুণের জল দিয়া) বার্লিই সুপথ্য। অভাবে সাগু ও এরারুট দেওয়া যাইতে পারে। মিছিরির জল দেওয়া ব্যবস্থা হইলে, খুব পাতলা দেওয়া উচিত। মিছিরির জল ঘন হইলে উদরাময়ের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

শিশুদিগের কাশির ঔষধ—ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়াইলে কাশি আরাম হয়। যদি সর্দ্দি বসিয়া গিয়া কাশি হয় এবং হাঁপানির ন্যায় কষ্টকর হয়, তাহা হইলে আকন্দের পাতায় সরিষার তৈল গরম করিয়া গলায় সেঁক দিলে হয়। একটা মাটীর গামলায় আগুন রাখিয়া তাহাতে আকন্দের পাতা তৈল দিয়া রাখিলেই গরম হয়। ঐ তৈল গরম থাকিতে থাকিতে গলায় ধরিতে হয়। এইরূপে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেঁক দিলে হাঁপানির ন্যায় কষ্ট দূর হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের কষ্টকর হাঁপানিতে এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

পেট ফাঁপার ঔষধ—পেটে টার্পিণ তৈল মালিস করিয়া গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেঁক দিলে, প্রায়ই এক ঘণ্টার মধ্যে আরাম হয়। কতক গুলি মৌরি একখানি ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া জলে রাখিতে হয়। সেই জল ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে, ইক্ষুচিনি দিয়া, রোগীকে দুই ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে পেট ফাঁপা আরোগ্য হয়।

আমাশয়ের ঔষধ—রাখাল ছিট্‌কী গাছের পাতা ৫।৬টী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া, লৌহ পাত্রে গরম করিয়া খাইলে আমাশয়ের পীড়া আরাম হয়। দিনে তিন বার সেবন করিতে হয়। শিশু হইলে মরিচের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাশয়ের রোগীর যদি জ্বর না হয়, তাহাহইলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন চাউলের অন্ন চাই। সেই সঙ্গে ডালিমের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া আমাশয়ের রোগীকে দেওয়া উচিত। জ্বর থাকিলে বেল শুঁট দিয়া সাগু, বার্লি প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা।

বেল পোড়া আমাশয়ের রোগীর পক্ষে কিরূপ মহৌষধ, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বেল কয়লা অপেক্ষা কাঠের আগুনে পোড়ানই ভাল। বেল পোড়া ইক্ষুচিনি দিয়া খাইতে হয়।

পানে চুণ বেশী হইলেই তো গাল পুড়িয়া যায়। সেই চুণ গালের যেখানে লাগে, সেখানে এক রকম ঘা হইয়া থাকে। উহা এরূপ যন্ত্রণাদায়ক যে উহার জন্য অনেক সময়ে আহারাদি করিতে বা কথা কহিতে বড় ক্লেশ হয়। এরূপ হইলে, বাজারে বেণের দোকানে "রসমাণিক্য" বলিয়া একরূপ পদার্থ

পাওয়া যায়, (তাহার আকার যার্লেট কালির ডেলার মত), তাহা মধু দিয়া পাথরে ঘসিতে হয়, তাহা হইতে হলুদের রঙের মত যে দ্রব বাহির হয় তাহা ঐ চূণে পোড়া ঘায়ের উপরে দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। সামান্য রকম চূণে পুড়িলে একটু সরিষার তৈল আঙ্গুলে লইয়া ঐ চূণে পোড়া স্থানে মালিস করিলে আরাম হয়।

দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া নিবা-রণ—বয়ের চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে আরাম হয়। যদি বেশী পরিমাণে রক্ত পড়ে, তাহা হইলে আমরুল পাতা চিবাইয়া দিলে বন্ধ হয়।

গর্ভিণীদিগের প্রসব বেদনায় দ্বিতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ ধড়্ফড়ে ব্যথার সময়ে) যদি ব্যথা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে এক গ্লাস খুব শীতল জল অথবা শীতল দুগ্ধ পান করাও, শীঘ্রই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

আমেরিকার প্রাচীন তত্ত্ব।

আমেরিকার আবিষ্কার অবধি ইহার প্রত্নতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রভূত যত্ন ও অর্থ ব্যয় হইতেছে। বর্ত্তমান আদিমবাসীরা যে ইহার প্রথম আদিমবাসী নহে, তাহা বহুকাল প্রমাণিত হইয়াছে। সমস্ত আমেরিকাময় যে সকল ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে স্বতঃই এই সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয় যে ইহা এককালে কোন মহা জাতির বাসস্থল ছিল। শিল্প ও সভ্যতায় তাহারা বর্ত্তমান সভ্যজাতি-দিগের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না, বরঞ্চ কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের প্রাধান্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরু, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর স্থানে স্থানে প্রভূত পরিমাণে মৃণ্ময় ফলক সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Earthen tablets engraved on plastic clay) ফলক সকল সুপরিষ্কৃত কোমল মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, তদুপরি ফিনিসীয় ভাষায় লিখিত। কাঁচা মৃত্তিকায় লিখিয়া ইটের ন্যায় পোড়ান হইয়াছে, এক্ষণে তাহা কঠিন প্রস্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল ফলকে খৃষ্টীয় শকের দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সকল লিপি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। "তলতেক জাতি, (ইহাদের পুরাবৃত্ত উক্ত ফলক সকলে লিপিবদ্ধ আছে) বহু দূর দেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা অত্যন্ত সভ্য ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাকেই সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলিয়া জানিতেন। ত্সুম (Tzuma) নামে এক ব্যক্তি মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্য-

বর্ত্তী আছেন। তিনি অবতার হইয়া তাঁহাদিগকে সত্য শিক্ষা ও পরিত্রাণ দিবেন, ইহা তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গ। তাঁহাদিগের রাজারা কেবল দণ্ডনীতির নহে, ধর্ম্মনীতিরও পরিচালক। সমস্ত জাতি দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শ্রমজীবী এবং চিন্তাশীল। যাজক (পুরোহিত), রাজা, ভাস্কর, শিল্পী, স্থপতি এবং সম্রান্ত ব্যক্তি সকল এই শেষ শ্রেণীভুক্ত। "অরতেক" বা শ্রমজীবী ব্যক্তিরা শূদ্রের ন্যায় অবস্থান করিত, রাজ্য শাসন বা সাধারণ কার্য্যে তাহাদের হস্তক্ষেপ করিবার যো ছিল না। এই জাতি অল্পকালের মধ্যেই মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং খৃষ্টীয় শকের ৪ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া মেক্সিকো পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। তৎকালে মেক্সিকো প্রদেশে এক বর্ব্বর জাতি বাস করিত, তাহারা স্রোতস্বতীর উত্তর তীরে বসবাস করিত; দেশের স্বভাবজাত ফল মূল, নদীর বা সমুদ্রের মৎস্য এবং বনের পত্রই তাহাদের খাদ্য ছিল। এইরূপে তলতেক জাতি সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল আমেরিকায় অবস্থান করিয়াছিল। খৃষ্টীয় শক আরম্ভের শত বৎসর পূর্ব্বে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি পূর্ব্বদেশ হইতে বহুসংখ্যক রণতরী সহ আমেজন্ নদ দিয়া দেশ মধ্যে প্রবেশ করে ও দেশবাসীদিগকে আক্রমণ করে; তাহারা আৎলান (Aztlan) বাসী ও আজতেক জাতি বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। ইহারা তলতেকদিগকে পরাজয় করিয়া দেশ মধ্যে স্বাধিকার বিস্তার করে এবং দুই তিন শত বৎসর মধ্যে প্রবল প্রতাপে সমস্ত দেশ আয়ত্তাধীন করে। আজতেক জাতিও সাত শত বৎসর ধরিয়া দেশে একাধিপত্য করিয়াছিল, ক্রমে বিলাসপরায়ণ হওয়াতে তাহাদের বাণিজ্য ও শ্রমজাত দ্রব্য সকল হ্রাস হইতে লাগিল, সুতরাং অচিরে সমস্ত জাতির অধঃপতন হইল। খৃষ্টাব্দ আট শতাব্দীতে উত্তর এবং পশ্চিম হইতে চিসিমেক নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বর্ব্বর জাতি আগমন করিয়া আজতেক জাতির অধঃপতন সম্পন্ন করে; শিল্প, সভ্যতা, সমৃদ্ধি সমস্তই বহুকালব্যাপী বর্ব্বর যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত হয়—এমন কি সভ্যতাব্যঞ্জক চিহ্ন সকলও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশিষ্ট ক্ষীণবল পীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক সকল পলাইয়া পর্ব্বতাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ত্তমান "গুহাবাসী" ও পার্ব্বতীয় (আমেরিকার) লোক সকল তাহাদিগেরই বংশসম্ভূত। কতক গুলি হীনবীর্য্য ভীরু, কাপুরুষ আজতেক আততায়ী চিসিমেকদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল।"

দগ্ধ মৃণ্ময় পদক সকল হইতে উল্লিখিত প্রাচীন বিবরণ সকল সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই যে সমস্ত মৌলিক ইতিবৃত্ত তাহা নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধায়ীদিগের মতে

সেমেটিক জাতিরা আসিয়া এখানে আধিপত্য স্থাপন করেন। শেষ চীন-তাতারই ভয়ঙ্কর তুরাণি জাতিরা। আসিয়া ইহাদের স্থানে [illegible] অদ্যাপি সেমেটিকদিগের [illegible] ব্যঞ্জক ভগ্নাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৺কালীকৃষ্ণ মিত্রের জননী।

এই রত্নপ্রসূ রমণী শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজী ১৭৯৬ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় অনৈক গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর তৃতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাদের পৈতৃক বাটী (কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া মিত্রদের বাটীতে) আনুমানিক ১৮২২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আর দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। প্রথম কৃষ্ণধন, যাঁহার বিষয় সঞ্জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র। আর একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ।

কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে বিধবা হন। এতদিন কলিকাতায় ছিলেন—প্রথমে পিতৃভবনে, পরে শ্বশুরালয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাদৃশ সঙ্গতি না থাকায় তিনি ১৮৩২ কিম্বা ১৮৩৩ সালে ৪টী পুত্রকে লইয়া বারাসত গ্রামে তাঁহার ভ্রাতার আলয়ে আসিয়া আশ্রয় লন। ভ্রাতা কলিকাতা সহরের বণিকদের নিকট সামান্য কাজ করিতেন, আয় অল্পই ছিল। তথাপিও তিনি অসহায় আত্মীয়দিগকে আশ্রয়দানে বিমুখ ছিলেন না। কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহী ও মাসী প্রভৃতিও ঐ পরিবারের মধ্যে বাস করিতেন।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ গৃহে কিরূপ রীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা হইত জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় আমাদের সমাজে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহ রামমোহন রায়ের স্থাপিত "সমাজে" যাইতেন এবং ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিতেন। সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার স্ত্রী (কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহী) একেশ্বরবাদিনী ছিলেন এবং 'পৌত্তলিক উপাসনা অলীক' একথা স্পষ্টই বলিতেন। তাঁহাদের কন্যা কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা, অল্প বয়স হইতেই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পরিচয় দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। শ্বশুর বাটীতে তাঁহাকে মাছ কুটিতে হইত—জীবন্ত কই কুটা কি নিষ্ঠুরতা তাহা আর পাঠিকাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে যে নিত্যকৃত্য এই নিষ্ঠুরতার প্রতি অনেক দয়াশীলা হিন্দু রমণীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার কথা হইতেছে

এই রমণী স্বীয় বাটী হইতে এই নিষ্ঠুরতা একেবারে নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়ক গল্পটী এইঃ—একটী বিড়াল তাঁহাদিগকে বড় বিরক্ত করিত। একদিবস কোন কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার জন্য কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা বিড়ালটীকে ধরিয়া জানালা হইতে গলাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন। তিনি দেখিলেন যে একটি কুকুর দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার বোধ হইল যেন কুকুরটী আসিয়া বিড়ালটীকে মুখে করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনাতে ধর্ম্মভীরু নারী ৬ মাস কাল শোকসন্তপ্তা হইয়া আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, তাঁহার এই পাপক্ষালন জন্য তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার এ পাপের মার্জ্জনা হইবে না এই চিন্তাতে নিরতিশয় অসুখী ছিলেন। ৩।৪ বৎসরের পর একদিন প্রার্থনার পরেই অতি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহার প্রতীতি হইল যে অদ্য তাঁহার সেই অপরাধের ক্ষমা হইল এবং তিনি পুনর্ব্বার সাবধানতার সহিত সংসারের কাজকর্ম্মে মিশ্রিত হইবার আদেশ পাইলেন। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই রমণী নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। বৈধব্যাবস্থার পর বারাসতে ৪০ বৎসরের উপর বাস করিয়া পরলোক গমন করেন।

বাল্যাবস্থার সন্তানদিগের ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগিনী ছিলেন। এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা ও মানুষ, পশু, পক্ষী সকল জীবের প্রতি দয়া—এই দুইটী শিক্ষায় তিনি বিশেষ করিয়া সন্তানগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র নবীনকৃষ্ণ মিত্র মেডিকেল কলেজ হইতে সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসার দ্বারা বিলক্ষণ যশস্বী হয়েন। তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বারাসতে একটী বাগান বাটী প্রস্তুত করেন। এই বাগানেই কালীকৃষ্ণবাবু ও তাঁহার মাতা প্রায় ৪০ বৎসর বাস করেন। এই বাগানে অনেক বড় লোকের সমাগম হইত। কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য ও পরিতৃপ্ত হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাঁকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, নিয়মিতরূপে বারাসতে গিয়া ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। এই পরিবারে এই ৪০ বৎসরের মধ্যে যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই এই নারী ঈশ্বরোপাসনা শিখাইয়াছেন। নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের পূজা এই পরিবারে তিনি তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মপ্রতিভার দ্বারা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন।

নিকটস্থ পল্লীর কৃষক ও তাহাদের পুত্রগণের সহিত তিনি বাটীর ছেলেদের

কোন বৈষম্য করিতেন না। প্রাতঃকালে "ঈশ্বরের নাম করিয়াছ কি না?" সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে যে খাদ্যদ্রব্য থাকিত, তাহা একটু একটু করিয়া ছেলেদের সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন। সেই ভাগ এইরূপে কখন কখন হোমিওপেথি ঔষধের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিত। প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে তিনি গীত, যোগবাশিষ্ঠাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার জন্য বাটীতে ঝগড়া কি কাহারও কোন অন্যায়াচরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি যে পরিবারকে ভূষিত করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মভাব ও সাধু আচরণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মৃত্যুর দিবসেও তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ খর্ব্ব দেখা যায় নাই। তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে বারাসতস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকলে আসিয়া তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যান।

নূতন সংবাদ।

১। ইংরেজরাজ মণিপুরের সিংহাসনের জন্য চূড়াচাঁদ নামে এক অষ্টম বর্ষের বালক মনোনীত করিয়াছেন, রাজকার্য্য অবশ্যই ইংরেজ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। ইনি রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র এবং কুলচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। মণিপুর এখন হইতে করদ রাজ্য হইল।

২। কাশিমবাজারের রাণী আর্ন্না-কালী স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থ নিজব্যয়ে এক স্ত্রী ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

৩। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ ৪টী বালিকা ৩ টাকা করিয়া, ২য় বিভাগে উত্তীর্ণা ১২টী ২৲ টাকা করিয়া এবং ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণা ৫৭টী ছাত্রী ১৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইয়াছেন।

৪। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ৺প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের পত্নী রাণী রাজকুমারী দাসী পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার হিন্দুধর্ম্মে যেমন নিষ্ঠা ছিল, পরোপকার ব্রতেও ইনি সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। ইঁহার সাহায্যে অনেক গরিব ছাত্র লেখাপড়া শিখিতেছিল। ইঁহার নিজস্ব সম্পত্তিসকল দাতব্য কার্য্যের জন্য ট্রষ্টির হস্তে দিয়া গিয়াছেন।

৫। বরিশাল হইতে এক রমণী লিখিয়াছেন :—

বিগত ১৯ শে শ্রাবণ স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় গৃহে বিদ্যালয়ের

উনবিংশতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বালিকা সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান (দেশীয় ও ইংরেজ মহিলাগণ) একত্র সমবেত হন। স্থানীয় সদাশয় মাজিস্ট্রেট সাহেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ছেভেঞ্জের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা হইয়াছিল, কোন বিশেষ কারণে তিনি না আসিতে পারায়, জনৈক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় একটী সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, প্রথমে কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে পর সম্পাদিকা 'ফুলরেণু' নামক একখানি উপহার পুস্তক পাঠ ও বিতরণ করেন। তৎপর কুমারী প্রমদা দাস "রমণীর শিক্ষা" এবং সম্পাদিকা কুমারী কুসুমকুমারী দাস উনবিংশ শতাব্দী ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সভাপতি সরল ভাষায় বালিকাদিগকে কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। সঙ্গীতানন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রথমভাগ, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৵০ আনা। হিন্দুশাস্ত্রে পতিব্রতা নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে বিধিব্যবস্থা আছে, তাহার অনেকগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত ও অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে গৃহিণীর প্রতি কতকগুলি হিতকর উপদেশ আছে। পুস্তকখানি সকল বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী না হউক, বুদ্ধিমতী পাঠিকা এতৎ পাঠে উপকৃত হইতে পারিবেন।

২। হোমিওপ্যাথিক মতে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এচ, এম, এস, প্রণীত, ২৪পরগণা জয়নগর রিডিং ক্লব হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে বহুমূত্র রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার উৎসাহ লাভের যোগ্য।

৩। সাহিত্যমঞ্জরী—শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা ।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি * ।

ঘন আঁধারের মত বঙ্গদেশ
ছেয়েছে গভীর শোক ;
করি উদযাপন জীবনের ব্রত,
এথাকার রবি আজি অস্তগত,
কোথায় উদিছে নূতন দিনেশ
উজলিতে নব লোক । ১

সেই দানশীল— বিধাতার দান
জ্ঞান পুণ্য তেজোময়,
কাঙ্গাল ভারতে দিয়াছিলা বিধি
কি তপস্যাফলে সে অমূল্য নিধি ?
বিপন্ন উদ্ধারে তনু ধন প্রাণ
সঁপেছিলা সমুদয় । ২

পরের সেবায় সঁপি আপনারে
শ্রম-কর্ম্ম ময় ভবে ।
অনেক খেটেছে, থাকে থাক্ কাল,
সায়াহ্ন-শীতল মৃত্যুর আড়াল,—
ভাবিলা বিধাতা, দিতে হবে পরে,
ছুটী তারে দিতে হবে ।৩

ত্যজি ধরা, দুঃখ পাপ দাহ ময়,
আর্ত্তনাদ, কোলাহল,
যশঃ অপবাদ তেয়াগিয়া দূরে
লভিলা বিশ্রাম ঋষি দেবপুরে,
বুঝেও সান্ত্বনা মানেনা হৃদয়
নয়নে উথলে জল । ৪

কাঁদে যারা, কাঁদে নিজ পানে চেয়ে
যে যায় সে চলে যায় ;
করম-অরণ্যে পড়ে আছে যারা,
তাঁহার বিরহে দুঃস্থ বলহারা,
সনাথ আছিল যারা তাঁরে পেয়ে,
আজি পুনঃ অসহায় । ৫

আজি, যুগপৎ ব্যথিত পরাণ,
ভকতি-আনত শির,
সে পুণ্য চরিত মনে পড়ে যত,
বুঝি কি দেবতা ধরা হতে গত ;
আপনারি স্থান গেলা পুণ্যবান্
ছিল না সে ধরণীর । ৬

দেব দেবধামে, অদর্শনে তাঁর
কাঁদিছে পুরুষ নারী ;
নারী কাঁদিবেনা ? তাঁর মত কেবা
করেছে ভারতে রমণীর সেবা,
রমণী নয়নে হেরি অশ্রুধার
ফেলেছে নয়ন-বারি ? ৭

সে অশ্রু কি শুধু অশ্রুই রহিল—
ধুয়ে গেল বুক তাঁর ?
সে অশ্রু উত্তপ্ত শোণিতের মত
শিরায় শিরায় বহিল নিয়ত,
উদ্দীপনা হয়ে অরাতি মাঝারে
ঘোরতর রণে নিয়োজিল তাঁরে,
অনলের মত কত না দহিল
দুর্নীতি দেশাচার । ৮

রামমোহনের করুণ হৃদয়
কেঁদেছিল এই মত ;

* বেথুন কলেজের মহিলাসভায় পঠিত ।

বীরের রোদন নহে অশ্রু জল—
ভিজাইতে শুধু নিজ বক্ষঃস্থল,
প্লাবনের মত উপাড়ি তা' লয়
দুর্গতির মূল যত। ৯

দাঁড়ায়ে আপন প্রতিভা আলোকে
ধর্ম্ম বর্ম্ম পরি,
সে বিদ্যাসাগর করিলেন রণ,
অটল অজেয় পর্ব্বত যেমন,
নিন্দা অপবাদ যা দিয়াছে লোকে
নীরবে মাথায় ধরি। ১০

তাঁর সে মমতা— কোমল হৃদয়,
অপূর্ব্ব দর্প তাঁর—
দাঁড়াত যা চির স্বাধীন গৌরবে,
স্বজন সমাজ অবহেলি সবে,—
কুসুমে বিদ্যুতে হেন সমন্বয়
ভারত দেখিবে আর ? ১১

তাঁহার অভাবে শোন চারি ভিতে
উঠিয়াছে শোক গান,
সেই শোক হেথা ডেকেছে সকলে,
ভক্তি-অর্ঘ্য আর পাদ্য অশ্রু জলে
লয়ে, তাঁর স্মৃতি এসেছি পূজিতে
হিন্দু ব্রাহ্ম খৃষ্টান। ১২

কোথা তুমি, তাত, মনীষিপ্রধান,
মূর্ত্তিমান্ দয়া স্নেহ,
লুকালে কি মুখ চির তরে তুমি ?
তোমার অভাবে দীনা জন্মভূমি ;
রহ, আর্য্য, রহ, আলোক সমান,
উজলি হৃদয় গেহ। ১৩

প্রতিষ্ঠিত রহ নারী হিয়া মাঝে,
তোমার চরিত তবে,
শিখাবে সন্তানে জননীরা সবে,
তাহাদের মাঝে তুমি জীয়ে রবে,
জাগিয়া রহিবে তাহাদের কাজে,
স্বদেশ ধন্য হবে। ১৪

ভক্তিভাজন ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনার্থ মহিলাগণের নিকট হইতে দান সংগ্রহ।

১।	শ্রীমতী ভূধরবালা সেন, বহরমপুর	২৲
	কলিকাতা হইতে	
২।	শ্রীমতী ঘোষ, ৭৬নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট	১৲
৩।	উঁহার বাটীর পরিচারিকা নিত্রাদাসী	১৲
	৫৪নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট	
৪।	কুমারী কুমুদিনী বসু,	১৲
৫।	সুষমা সুন্দরী বসু	১৲
৬।	শ্রীমতী অচলবালা বসু	২৫৲
	শোভাবাজার রাজবাটী	
৭।	শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী	৫৲
৮-৯।	২টী ভদ্র মহিলা, শোভাবাজার	২৲
	৩৪নং রামকান্ত বসুর গলি বাগবাজার	
১০।	শ্রীমতী ঘোষ, শ্যামপুকুর	২৲
১১।	শ্রীমতী জগদীশ্বরী সেন	২৲
১২।	ঐ কিরণকুমারী সেন, বহুবাজার	২৲
১৩।	শ্রীমতী মৃণালিনী রায় চৌধুরী, ৭১নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট	২৲
১৪।	শ্রীমতী রামরঙ্গিণী দত্ত	২৲
১৫।	ঐ জ্ঞানদা সুন্দরী দত্ত,	৫৲
১৬।	শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত	৬৬৷৶৹
১৭।	মধ্যভারত—পাণ্ডুয়া	১২৲
১৮।	ঐ হোসঙ্গাবাদ	৬৫৷৹

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাসুন্দরী ঘোষ
শ্রীসুবর্ণপ্রভা বসু
সম্পাদিকা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২২ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১২৯৮—নবেম্বর ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভ্রমণের কথা—মহারাণীর দৌহিত্র জর্ম্মণ সম্রাট কয়েকবার ইংলণ্ড দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি মাতামহীকে স্বদেশে আহ্বান করিয়াছেন। এই শীতকালে আমাদের মহারাণী জর্ম্মণ সাম্রাজ্য দর্শন করিবেন।

দীর্ঘজীবিনী স্ত্রীলোক—সম্প্রতি সুখচরে ১১০ বৎসর বয়সে এক হিন্দুরমণীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁর বেশ দৃষ্টি শক্তি ছিল, বিনা সাহায্যে গমনাগমন করিতে পারিতেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সজ্ঞানে ছিলেন।

মণিপুর-রাজ সুরচন্দ্র—ইনিই মণিপুরের প্রকৃত রাজা। দুঃখের বিষয় ইনি কেন পদচ্যুত হইলেন, তাহার কারণ অদ্যাপি জানা গেল না। কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ যখন ইঁহার প্রাণবধ করিয়া ইঁহার রাজ্যাপহরণ করিতে যান, তখন ইংরাজ প্রতিনিধি গ্রিমউড তাঁহাদিগের সহায় ছিলেন। এখন তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধি ও দুশ্চেষ্টার ফল তাঁহারা পাইয়াছেন, কিন্তু সুরচন্দ্র কি অপরাধে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন না, ২৫০৲ টাকার সামান্য বৃত্তিমাত্র পাইয়া বৃন্দাবন বাসে আদিষ্ট হইলেন?

রুসিয়া-ভীতি—রুসীয় সৈন্য অলক্ষ্যে হিরাটের ৪০ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী পামির নামক স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং কৃষ্ণসাগরে রণতরী সকল সুসজ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বসতর্ক হন, এজন্য কতকগুলি সংবাদ পত্র পরামর্শ দিতেছেন। রুসিয়া অচিরে কনষ্টাণ্টিনোপল আক্রমণ করিবেন ইহা একপ্রকার স্থির।

পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষা—পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ১০ হাজার বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে।

বৃদ্ধা স্ত্রী-গ্রন্থকার—সুবিখ্যাত "Uncle Tom's Cabin" (টম খুড়োর

কুটীর) পুস্তকের প্রণয়িত্রী হ্যারিয়েট বিচার ষ্টো গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার অশীতি বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসকেরা বলেন, তিনি এখনও ১০ বৎসর বেশ বাঁচিতে পারেন।

মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ—মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিবিধানের উপায় করিতেছেন।

চিনের বিপদ—চিনের লোকেরা চিনপ্রবাসী ইউরোপীয়দিগের উপর অত্যাচার করাতে ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ ও মার্কিনজাতি বৈরনির্যাতনের উদ্যোগ করিতেছেন। ইংরাজ রণতরী ইতিমধ্যেই চিন সমুদ্রে দেখা দিয়াছে। চিন গবর্ণমেণ্ট ভয়ে ভয়ে ক্ষতি পূরণে প্রস্তুত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ সম্মিলনী—গত আশ্বিন মাসে সিটী কলেজ ভবনে এই সম্মিলনীর ৯ম সাংবৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসর এই সভার অধীনে ৪৫৬টী অন্তঃপুরবাসিনী পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে ৪২৮টী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে সধবা ২৪৬, বিধবা ৪৯ জন, অবশিষ্ট কুমারী। পারিতোষিক দ্রব্য সামগ্রী স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কার, তৈজস দ্রব্য এবং পুস্তক খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ২৫০৲ টাকা এবং স্থানীয় সহৃদয় জমীদার ও অন্যান্য ভদ্রলোক ও মহিলাগণ অর্থ ও পুস্তকাদি দিয়া পারিতোষিক বিতরণের সাহায্য করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ সম্মিলনীর কল্যাণ ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

বিদ্যাসাগর স্মরণার্থ সভা—বেথুন কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে শোকপ্রকাশের জন্য যে মহিলা সভা হয়, তাহাহইতে একটী মহিলা-সমিতি নিযুক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। বারিষ্টার লালমোহন ঘোষের পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষ এবং ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু এই সমিতির সম্পাদিকা। অন্যূন ৫ সহস্র টাকা সংগ্রহ করা ইহাঁদের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ৩০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে প্রত্যেক বাঙ্গালী রমণীরই যথাসাধ্য সাহায্য দান করা যে কর্ত্তব্য ইহা বলা বাহুল্য। পাঠিকাগণের মধ্যে যিনি যাহা দান করিতে চান, বালিগঞ্জ ১১নং ষ্টোর রোড সম্পাদিকাদের নামে পাঠাইবেন, আমাদিগের নিকট পাঠাইলেও যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। ইতিমধ্যে প্রায় তিন শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

---:o:---

ষষ্ঠীর কথা।

আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মাত্রেই ষষ্ঠীর ভক্ত। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামবাসিনী পুত্রবতী নারী ষষ্ঠীর অবমাননা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহাদের বিশ্বাস ষষ্ঠী কুপিতা হইলে পুত্রের ও কন্যার অমঙ্গল হয় এবং ষষ্ঠী প্রসন্না থাকিলে তাহাদের মঙ্গল হয়। ষষ্ঠী বালক বালিকাগণের পালয়িত্রী দেবতা। বালক উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেলে ষষ্ঠী রক্ষা করেন, ঘুমাইলে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন, কোনও বিপদ হইতে দেন না। এই বিশ্বাসের বশীভূতা হইয়া পুত্রবতী হিন্দু রমণী যাবজ্জীবন ষষ্ঠী পূজার ও ষষ্ঠী ব্রতে কালযাপন করিতে পরাঙ্মুখী নহেন। বার মাসের বারটী শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীর পূজা হয়, পূজান্তে ষষ্ঠীর কথা শুনা হয়, তৎপরে আহার সংযমাদি নিয়ম পালন করা হয়।

ষষ্ঠীর কথা অতীব কৌতুকাবহ। তাহা এই:—"ষষ্ঠী শিশু-অপত্য ভাল বাসেন, ষষ্ঠীই শিশুর পালয়িত্রী দেবতা, ষষ্ঠী প্রসন্না থাকিলে বালকের বিপদ হয় না, ষষ্ঠী কুপিতা হইলেই বালকের বিপদ. যে মার্জার এই সকল মার্জারের আদি পুরুষ, সেই মার্জার (বিড়াল) ষষ্ঠীর অনুচর, ষষ্ঠীর আজ্ঞায় সে শিশু অপত্যদিগকে বিড়াল, কুকুর, শেয়াল প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করে এবং এই উপকার করিয়া অপত্য মাতার নিকট ভক্তি শ্রদ্ধাসহ পূজা পাইতে ইচ্ছা করে।" এইরূপ কথা ধর্ম্মের আখ্যায়িকা যোগে রচিত। এই কথার এক স্থানে আছে, "এক রমণী ষষ্ঠীকে ভক্তি করিত না, বিড়ালকে ঘৃণা করিত, সেই অপরাধে বিড়াল ষষ্ঠীর আজ্ঞায় তাহার প্রসূত সন্তান অপহরণ করিত। ক্রমে ৭টী সন্তান চুরি করিয়াছিল। প্রসূতি জানিত, সন্তান চুরি হইয়াছে। কিন্তু সেই কার্য্য যে বিড়ালে করে, তাহা সে জানিত না। অনন্তর সে যখন পুত্রশোকে কাতরা হইয়া ষষ্ঠীর অর্চ্চনা করিল, বিড়াল তখন সেই সকল সন্তান আনিয়া তাহাকে পুনরর্পণ করিল।* দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সকল সন্তান মাত্র বিড়ালের ন্যায় মেও মেও করিতে শিখিয়াছে, মা বাবা বলিতে শিখে নাই। শিখিবে কি? তাহারা জন্মিয়া অবধি মানুষের মুখ দেখে নাই, মানুষের কথা শুনে নাই, কেবল বিড়ালের অব্যক্ত শব্দই শুনিয়াছে। কিছুকাল ঐরূপে গেল, পরে তাহারা দীর্ঘকাল লোকালয়ে বাসের পর মানুষের মত হইল।"

* শিশু ঘুমাইয়া হাস্য করে, কখন কখন রোদন করে, হস্ত পদ সঞ্চালনও করে, মেয়েরা বলে, শিশু "দ্যায়লা" করিতেছে অর্থাৎ ষষ্ঠী আসিয়া শিশুকে উৎসাহ ভয় দেখাইতেছেন এবং তাহাকে লইয়া খেলা করিতেছেন।

ষষ্ঠীর বিড়াল সদ্যঃপ্রসূত শিশু চুরি করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা মানুষের কথা শুনিতে পায় নাই, পরে লোকালয়ে আসিয়া বহুদিন পরে মা বাবা বলিতে শিখিয়াছিল, এই কয়েকটী কথা নিতান্ত সারবান্ ও বিজ্ঞানশাস্ত্র-সম্মত। যে দিন আমি অন্তরালে থাকিয়া মেয়েদিগের ষষ্ঠীর কথা শুনিতে শুনিতে ঐ কয়েকটী কথা শুনিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি আর কোনও মেয়েলী কথায় অবিশ্বাস করি না, অধিকন্তু মনোযোগ সহকারে কাণ পাতিয়া শুনি। আমার বিশ্বাস—পাগলের মুখেও সার কথা পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ববিৎ জর্ম্মণ পণ্ডিত ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন, আমাদের মেয়েলী উপকথা ও ষষ্ঠীর কথা তাহারই "তদনুং নিষ্কর্ষঃ – তাহারই সার সঙ্কলন" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জর্ম্মণ পণ্ডিত আপনাদের উত্তম ভাষায় সাজাইয়া সাজাইয়া ঐ কথাই বলিয়াছেন ও প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতিরিক্ত বলিতে পারেন নাই। কেন? তাহা অল্প কথায় বুঝাইতেছি, প্রণিধান কর।

মনুষ্যের বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতে হয়। মানুষ আপনার বাক্‌শক্তিপ্রসূত ভাষার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা আর এক জনকে দান করিতেছে, করিয়া তাহাকেও অভিজ্ঞ করিতেছে। সদ্যঃপ্রসূত শিশু জন্ম হইতে বয়োবৃদ্ধি সহকারে, দিন দিন অল্পে অল্পে, আপনার ভাষা ও জ্ঞান অনুবাদ করিতে শিখিতেছে অথবা আপনাতে আনয়ন করিতেছে। শিশু অন্যের ভাষা শুনে বলিয়াই অল্পে অল্পে বাক্‌শক্তি ও ভাষা পদার্থের জ্ঞান লাভ করে। এই ঘটনা প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে অথচ আমরা মনে রাখিতেছি না, বা প্রণিধান করিতেছি না যে, অন্যের বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষা আমাদের মূল বা প্রধান জ্ঞানগুরু। বয়ঃস্থ যুবা ও বৃদ্ধ আজ যিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত বলিয়া ইহ সংসারে বিদিত, তিনিও একদিন বোবাসদৃশ ভাষাবিহীন ও অজ্ঞান শিশু ছিলেন, পরে অল্পে অল্পে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন যুবার ও বৃদ্ধের উচ্চারিত ভাষা শুনিয়া শুনিয়া সেই সকল জ্ঞানীর জ্ঞান ও ভাষা আপনাতে আকর্ষণ ও সঞ্চয় করতঃ অবশেষে আমাদের ও অন্যের গুরু, উপদেষ্টা ও গৌরবভাজন হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর জ্ঞান ও ভাষা দূরের কিছুই থাকে না। সে যতই বড় হইতে থাকে, ততই তাহার অন্তরে জ্ঞান ও বাহিরে ভাষা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। জ্ঞান না হইলে, জানা শেষ না হইলে, ভাষার সৃষ্টি অথবা কথা উচ্চারণ হইতে পারে না। শিশুরা সর্ব্বাগ্রে "মা" "বাবা" "দাদা" ইত্যাদি কথা বলে, তাহার কারণ, তাহারা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বদা ঐ কয়েকটী কথা শুনিতে

শার ও সর্ব্বাগ্রেই তাহারা বাপ মা ভাই প্রভৃতিকেই চেনে। বস্তুতঃ পাকা জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শিশুর কথা ফুটে না, ফুটিবার সম্ভাবনাও নাই। এই ঘটনার বা এই ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রুত ভাষার সহিত নিজের জ্ঞানের ও ভাষার নিম্নলিখিত প্রকার কারণ কার্য্য ভাব আছে। জ্ঞান না হইলে বাক্শক্তির ক্রিয়া ভাষা আয়ত্তাধীন হয় না অর্থাৎ কথা ফুটে না এবং অন্যের উচ্চারিত ভাষা না শুনিলেও জ্ঞান বা বস্তু চেনা সম্পন্ন হয় না। জ্ঞান হইলেই বাক্শক্তি বিকসিত হয়, বাক্শক্তি বিকসিত হইলে যথাযথ বাগ্‌যন্ত্র পরিচালন-সামর্থ্য আইসে, বাগ্‌যন্ত্র পরিচালন প্রবৃত্ত হইলেই শিশুর কথা ফুটে। কথা ফুটে কি? না শিশু শ্রুত কথার ও তদুপলক্ষিত জ্ঞানের অনুবাদ করিতে শিখে।

এস্থলে অনুবাদ শব্দের অর্থ—ভাষা পক্ষে অবিকল এক জনের ভাষা বলা এবং জ্ঞান পক্ষে একজনের জ্ঞান আপনাতে আনা। ইংরাজী ভাষার 'রিপিট' শব্দ ঐ অনুবাদ শব্দের স্থানাভিষিক্ত হইতে পারে। এক জনের জ্ঞান ও ভাষা আর এক জনে সঞ্চারিত হইয়া তাহা হইতে অভিব্যক্ত ও নির্গত হয় বলিয়াই আমরা অনুবাদ শব্দের ব্যবহার করিলাম। অতএব, জ্ঞান সঞ্চার উক্ত অনুবাদ প্রণালী অবলম্বনেই হইয়া থাকে, অন্যরূপে হয় না। এই অনুবাদ প্রণালী অনাদি অনন্তকাল হইতে অবিচ্ছেদে সমান ধারায় চলিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। মানুষ যদি সত্য সত্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, সত্য সত্যই যদি মানুষের কোন আদি পুরুষ থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবে যে সেই আদম বা আদি মানুষ কোথায় কাহার নিকট কেমন করিয়া ভাষা শিখিলেন এবং কেমন করিয়াই পদার্থ জ্ঞান অর্জন করিলেন? ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া সহজ নহে; পরন্তু যিনি যেমন বুঝেন তিনি তেমনি প্রত্যুত্তর দেন। হিন্দু বলিবেন, আদম বা আদি মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত অশরীরিণী বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞান বিকসিত হইয়াছিল ও কথা ফুটিয়াছিল। যোগসেবী হিন্দু বলেন, তাঁহার জন্মও অমানুষ, জ্ঞানও অমানুষ, তাঁহার জন্ম আকস্মিক এবং জ্ঞান প্রাতিভ।* প্রাতিভ জ্ঞান উদিত হইয়া তাঁহাকে বাক্শক্তি প্রদান করিয়াছিল, ভাষা বা বস্তুবোধক নাম উচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছিল। প্রকৃতিসেবক ঋষিরা বলেন, আগে পশু পক্ষ্যাদি, তৎপরে মানুষ। মানুষ প্রথমে পশু পক্ষ্যাদির-

* হঠাৎ অকারণোৎপন্ন, অনুশীলনোৎপন্ন ও অনুসন্ধানোৎপন্ন বাহ্য বিজ্ঞান 'প্রতিভ' নামে খ্যাত। * নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ জ্ঞান শিক্ষাপ্রসূত নহে, উপদেশশ্রবণ বা ভাষাশ্রবণ মূলকও নহে। তাহা এক প্রকার প্রতিভ জ্ঞান। প্রতিভ জ্ঞানে বুঝিবার এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

অব্যক্ত ধ্বনি ও ভৌতিক পদার্থের পারস্পরাক্রমজনিত ক্রিয়াদিমূলক শব্দ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র মানব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। যিনি যাহাই বলুন, না শুনিলে জ্ঞান ও ভাষা হয় না, এ কথা সকলেরই স্বীকার্য্য। আদম বা আদি মানুষ যে ভাষা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই ভাষাই শত মুখে সহস্র মুখে বিকৃত হইয়া শত সহস্র আকার ধারণ করিয়াছে। দেশভেদে, কালভেদে, শারীরিক অবস্থাভেদে ও আহারাদির প্রভেদে সকলের বাগ্‌যন্ত্র ও উচ্চারণসামর্থ্য একরূপ না হওয়ায় সেই একই মূলভাষা নানাভাষায় ও নানাউচ্চারণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, পরন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয় অবিকল সেইরূপই আছে। আমরা যাহাকে "গো" বলিয়া বুঝাই, অন্যে না হয় তাহাকে 'কাউ' বলিয়া বুঝাইবে; তাহাতে জ্ঞানের ও সেই জ্ঞেয় বস্তুর অন্যথা বা ব্যতিক্রম হইবে কেন? বস্তুতঃ দেশভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে বাগ্‌যন্ত্রের ভিন্নতা নিবন্ধন উচ্চারণের প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও জ্ঞানের অন্যথা হয় না। ফল কথা—ভাষা বা বস্তুজ্ঞাপক শব্দ রাশিই মানব মনে জ্ঞান সঞ্চারের অদ্বিতীয় কারণ।

(ক্রমশঃ)

ট্যাসমেনিয়া।

পাঠিকা! ট্যাস্‌মেনিয়া বা ভান ডিম্যানেব দ্বীপের মানচিত্র দেখিয়াছ। তোমার মনে হইতে পারে যে উহা একটী সামান্য দ্বীপ। উহার বিষয় বিশেষ কিছু জানিবার আবশ্যকতা নাই। যদ্যপি এরূপ মনে কর, তাহা হইলে তোমার সম্পূর্ণ ভুল। কি জল বায়ু, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, কি উৎপাদিকা শক্তি সকল বিষয়েই ইহা নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সকলের শ্রেষ্ঠ। বঙ্গমহিলার কথা দূরে থাকুক, এদেশের অনেক পুরুষেরও ভ্রমণ করিয়া এদেশের জ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। এই হেতু ইহার স্থূল বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল।

ওলন্দাজ এবেল জান ট্যাস্‌ম্যান ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন এবং রাজপ্রতিনিধি ভান্ ডিম্যানের নামে ইহার নাম রাখেন। সেই অবধি ইহা ওলন্দাজদিগের রাজ্যভুক্ত থাকে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নিউসাউথ ওএলস্ হইতে একদল ইংরাজ আসিয়া ইহা অধিকার করেন এবং আণ্ডামান দ্বীপের ন্যায় ইহাতে কয়েদীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই অবধি ইহা ইংরাজকর্তৃক অধিকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে কয়েদীদিগের দ্বারা ইহাতে অনেক রাস্তা ঘাট, বাড়ী ঘর নির্ম্মিত হয়। ১৮৫৩ সালে কয়েদী পাঠান বন্ধ হয় [illegible]

ভান ডিমানের দ্বীপ দিয়া ট্যাসমেনিয়া হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার জল বায়ু অতি উৎকৃষ্ট। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। ইহার তুল্য মনোহর স্বাস্থ্যকর জল বায়ু জগতের আর কোনও দেশের নয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাকৃত খরতর হয় সত্য, কিন্তু আমাদিগের দেশের মত অসহ্য হয় না; বাতাস উষ্ণ হয় না, প্রত্যুত, তাহা ভেষজ গুণাত্মক—সেবন করিলে রোগজ্বালা বিদূরিত হয় বলিয়াই বহু দূর দেশ হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে আগমন করিয়া থাকেন। শীত গ্রীষ্মে প্রভেদ এই যে, শীত ঋতুতে হিমানী পতিত হইয়া স্বভাবকে মুক্তাভরণে বিভূষিত করে, গ্রীষ্মকালে সেরূপ হয় না। অল্প আয়ে এখানে সংসার সচ্ছন্দে চলিতে পারে। এজন্য অনেক অল্প আয়ের গৃহস্থ ইংরাজ এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। একটি ছোট পরিবার ৩।৪ শত পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ে এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। আমাদিগের দেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক। ৩০০ শত পাউণ্ড ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার টাকার সমান। বৎসরে ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার টাকা আয় হইলে মাসে পৌনে চারিশত টাকা হয়। সকলেই জানেন এদেশের গরিবের কথা দূরে থাকুক, বেশীর ভাগ গৃহস্থের ২৫।৩০ টাকার অধিক আয় দেখা যায় না। তাহাতে আবার বহু পরিবার। সুতরাং এ দেশের কষ্ট যে কি, তাহা একমাত্র গৃহস্থ গরিবই জানে, অন্যে কি জানিবে? অতীব দুঃখের বিষয় দেশে হৃদয়বান্ চিন্তাশীল লোক নাই, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গরিবের জন্য কিছু উপায় অবলম্বন করিতেছেন না। আপনার উপায় আপনি না করিলে অন্যে কি করিবে? আত্মনির্ভরই সংসারে উন্নতির একমাত্র উপায়। সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী ইংরাজ স্বদেশের ব্যয়ের সহিত তুলনা করিয়া ইহা সুলভ উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা গরিব ভারতবাসী পারি না। সে যাহা হউক, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আলোচনা করা হউক। গত দশ বৎসরের মধ্যে ট্যাসমেনিয়ার লোক সংখ্যা ১১২৬৪৯ হইতে ১৫৮০০০তে দাঁড়াইয়াছে। ১৮৮৯ সালে ৩৭৪½ মাইল বিস্তৃত রেল পথ প্রস্তুত হয়, এবং ৯৭½ মাইল প্রস্তুত হইতে থাকে। এতদিনে ইহা শেষ হইয়া থাকিবে। ইহাতে বড় বড় সহর ও বাণিজ্য স্থান সমূহে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, ও দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী হইয়া জাতীয় ধন-ভাণ্ডার পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ও উত্তরোত্তর আরও হইবেক। শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে ইহা বলিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে প্রাথমিক শিক্ষা উপনিবেশিকদিগের অবশ্য শিক্ষণীয়, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে প্রাথ-

মিক শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য করিবেন। শিক্ষার এই সুব্যবস্থা অন্য কোনও দেশে বোধ হয় নাই। শিক্ষার আর একটি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত এখানে আছে, যাহা কুত্রাপি এমন কি ইংলণ্ডেও দৃষ্ট হয় না। ট্যাসমেনিয়ার ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট অর্থকরী শিল্প বিষয়ে শিক্ষা (technical Education) দান করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া যাহাতে বৃটীশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে, তজ্জন্য বাৎসরিক ২০০ দুই শত পাউণ্ডের দুটি বৃত্তি আছে।

ট্যাসমেনিয়ার ফল ভুবনবিখ্যাত। কলিকাতার গত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ঔপনিবেশিক বিভাগান্তর্গত ট্যাসমেনিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যজাত প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে আপেল, লেবু ও মেষলোম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা নামগুলি ভুলিয়া যাইতেছি। তবে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের মত এখানে সুপ্রচারিত কৃতবিদ্য মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বড় বড় সংবাদ পত্রও আছে। ট্যাসমেনিয়ায় স্বর্ণখনি আছে। হোবাইট নদীতে স্বর্ণ কুচি পাওয়া যায়। সুতরাং অনেকে এখানে অনায়াসে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। পশ্বাদির চরণের জন্য সুন্দর তৃণ সুশোভিত মাঠ আছে। তাহাতে আবার মেষাদি গৃহপালিত প্রাণিগণ বিশেষ যত্ন সহকারে লালিত পালিত হয়। এ কারণে বোধ হয় ট্যাসমেনিয়ার মেষজাত লোম এত উত্তম।

লনসেস্টন ও হবার্ট ট্যাসমেনিয়ার প্রধান নগর হয়। ইহাদিগের ব্যবধান ১২০ মাইল। রাস্তা সুপ্রশস্ত। এখানে ভাল ভাল শকট দেখিতে পাওয়া যায়। মশক ও অন্যান্য কষ্টদায়ক পতঙ্গ নাই। সুগন্ধ ফল, ফুল, ঘাসের গন্ধে পথিকের ঘ্রাণেন্দ্রিয় পুলকিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটী আছে। পথঘাট পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যের প্রতি সকলের বিশেষ লক্ষ্য। ট্যাসমেনিয়া প্রভৃতি স্থানের ইংরাজ ও ইংলণ্ডের ইংরাজ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে ট্যাসমেনিয়ার ইংরাজদিগের মুখ মণ্ডল কিছু সূর্য্যকিরণে বিবর্ণ রক্তিমা; ইংলণ্ডের ইংরাজের ফ্যাকাসে লাল। ঔপনিবেশিকের হৃদয় বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সরল। ইহারা সদালাপী, কিন্তু ইংরাজ খাস অন্যান্য জাতির ন্যায় ঔপনিবেশিক ইংরাজকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

গবর্ণর-ইন-চিফ মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, যেমন আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণ হইয়া থাকেন। ঔপনিবেশিক পার্লিমেণ্ট নাম্নী মহাসভা আছে। আইনাদি সকলই এই সভাকর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হয়। স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া অতি সুফলপ্রদ হইয়াছে।

আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসের মির-

সকি পত্রিকায় টাসমানিয়া সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ দেখিলাম। উক্ত প্রবন্ধের লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই দ্বীপের এবং ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপের আদিমনিবাসিগণ মান্দ্রাজ প্রদেশের অতি প্রাচীন অনার্য্যজাতি-সম্ভূত। ইহাতে বিশেষ জানা যায় যে, তাৎকালিক অসভ্য জাতি উক্ত দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বাস করে, যাতায়াতের জন্য কতক জল ও কতক স্থল উভয়পথ ছিল। ইহারা অনেক পরিমাণে ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়া চলিতেছিল এবং এখন ইহাদিগের বংশধরগণ এমন কার্য্যের কিছু কিছু অনুষ্ঠান করে, যাহার সৌসাদৃশ্য এদেশে পরিলক্ষিত হয়। তবে ইংরাজের সংঘর্ষণে ক্রমশঃ ইহারা ইংরাজ হইতেছে। ট্যাসমেনিয়া সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার রহিল।

উদাসীনের চিন্তা।

নীতিবিজ্ঞান।

সৌন্দর্য্যভাণ্ডার বিচিত্র বহির্জ্জগৎ পরিত্যাগ করিয়া একবার অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ কর। তথায় পরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গমালার চিন্তা ছাড়িয়া দাও। মূলে অপরিবর্ত্তনশীল "আমি"কে ধর। 'আমি' কি চায়? "আমি" যে অবস্থায় বিদ্যমান, 'আমি' সে অবস্থা ভাল বাসে না। 'আমির' নিকট বর্ত্তমান জগৎ অনভীপ্সিত, 'আমি' চায় আদর্শ রাজ্য। 'আমির' নিকট যাহা আছে, তাহা হৃদয়ানন্দকর সুমিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয় না। 'আমি' আনন্দধাম খুঁজিয়া বেড়ায়। 'আমি' সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস, শান্তির অক্ষয় ভাণ্ডার, পবিত্রতার সাগর পাইবার জন্য ব্যগ্র। যে রাজ্য নিকটে নাই, সেই রাজ্য যে আছে, 'আমি' কে একথা কে বলিয়া দিল? বর্ত্তমান জগতের অপর পারে আর এক সুস্নিগ্ধ প্রেমময় রাজ্য বিদ্যমান, অজ্ঞ—বর্ত্তমান লইয়া ব্যতিব্যস্ত 'আমি' কে সে কথা কে বলিল? এইটাই গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরের উপরে অচল নীতি দণ্ডায়মান। যাঁহারা ফুৎকারে নীতির রাজ্য উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহারা এই প্রশ্নের নানা উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ বলিতেছেন কেন? ঈষৎ প্রস্ফুটিত-চক্ষু শিশু জনক জননীর মুখ হইতে এই রাজ্যের তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে। তর্কমুখে এই কথা স্বীকার করিলেও আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে

সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি জনক জননী এই তত্ত্ব কোথা হইতে শিখিলেন? এই প্রশ্নেই তার্কিক পরাস্ত। তখন এই কথা বলিয়া থাকেন, আদি তত্ত্ব সমস্তই ঘন তিমিরাচ্ছন্ন, মানবের সেই অন্ধকারের আবরণ সরাইবার শক্তি নাই, সুতরাং সেই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। যাক্ তবে এদের কথা ছাড়িয়া দি। আর এক শ্রেণীর লোক বলেন "শাস্ত্রকথাই" লোকের নীতির বিধি, শাস্ত্রপ্রণেতা নীতির রাজা। এখন জিজ্ঞাস্য শাস্ত্রপ্রণেতার মনে এভাব কে জাগাইল? শাস্ত্রকারকে অদৃশ্য রাজ্যের কথা কে বলিল? কূট তর্কজালে যাঁহারা মানব প্রকৃতিকে ঢাকিয়া রাখিতে চান, তাঁহারা কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আমরা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব? আমরা বলি প্রত্যেক নর নারীর প্রাণে স্বতঃই এই রাজ্যের তত্ত্ব জাগৃত হইয়া থাকে। যদি কোন শিশুকে জন্মের অব্যবহিত পরে এক নিভৃত গুহায় রাখিয়া দেওয়া যায়, আর তথায় কোন পুরুষ কিংবা রমণী অতি সাবধানতার সহিত তাহার আহার যোগাইয়া আসেন, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব তাহার প্রাণে আদর্শ জগতের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ শিখায় নাই, কেহ বলে নাই, পিতা মাতা কিংবা নর নারীর বাক্য শুনে নাই, শাস্ত্র পড়ে নাই, তবুও শিশু যখন যৌবনে পদার্পণ করিবে, তখন তাহার মনে গন্তব্য জগতের কিরণ ছটা আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। একজন সুসভ্য দেশের যুবকের মনে এই রাজ্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান, আমাদের নির্জ্জন গুহাবাসী যুবকের সে জ্ঞান না থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ যে এক রাজ্য আছে তদ্বিষয়ে তাহার বিন্দু মাত্রও সন্দেহ হইবে না। আমরা যে যুবকের কল্পনা করিলাম, প্রকৃতির কোলে সেরূপ যুবককে পাওয়া যায় না, কিন্তু মানব প্রাণে যে সর্ব্বকালে স্বতঃই নীতির উৎস উৎসারিত হইতেছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সাধু কাজ পুরাকালে জনসমাজে অপরিজ্ঞাত ছিল, এমন কি কোন কোন নৃশংস ঘৃণিত নীতি-বিগর্হিত কাজ সাধুতার সাজ লইয়া তৎকালীন নর নারীর মন মুগ্ধ করিত। কালক্রমে দুই একজন সাধু অথবা সাধ্বী নর নারীর প্রাণে অপরিজ্ঞাত সাধু কাজ পরিজ্ঞাত হইল, কিংবা ছদ্মবেশী দূষিত পাপকার্য্যের অসারতা প্রতিপন্ন হইল। ইহারা অপর কাহারও নিকটে এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে নাই, তবুও এই তত্ত্ব অবগত হইল। আমরা যাহাকে স্বতঃ উৎসারণ বলিয়া আসিলাম, একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিব যে উহা ভাগবতী শক্তিরই প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর স্বয়ং জীবের প্রাণে এই আদর্শ রাজ্যের কিরণ আনিয়া ছড়াইয়া ফেলিতেছেন, তাই নর নারী উল্লসিত

হৃদয়ে সেই রাজ্যের জন্য ব্যাকুল। যেমন মধুলুব্ধ অলি অতি সামান্য সন্ধান পাইয়াই মধুর জন্য পুষ্পান্বেষণ করিয়া থাকে; যেমন তিমিরাচ্ছন্ন উষার আবির্ভাবে দুই চারিটি আলোকের রেখা দেখিয়া কানন মাঝে বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া উঠে; সেইরূপ সেই পবিত্র সূর্য্যের কিরণজাল যখন নিষ্প্রভ ভাবে আসিয়া জীবের প্রাণে পড়িতেছে, তখন জীবন উন্মত্ত হইয়া সেই অনন্তধামের জন্য অস্থির হইতেছে। অতি সংসারাসক্ত পুরুষ রমণীও সময় সময় চঞ্চল হইয়া উঠেন। এই চিত্তচাঞ্চল্য কেন জন্মে, বিষয়াসক্ত নর নারী তাহা না জানিতে পারেন কিন্তু ইহা সেই অক্ষয় অনন্ত রাজ্য লাভের জন্য অন্তরের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা ভিন্ন আর কিছু নহে। নরনারী এই নীতিকে উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই।

ঘটকালি।

১

শুভমস্তু—নমঃ প্রজাপতি;
পরাপুরে সহস্র প্রণতি।—
মেয়ের বাজার বড় সস্তা বাঙ্গালায়,
এত সুবিধার দিন ছাড়া নাহি যায়,
তাই আসা ঘটকালি তরে;
মেয়ের মা যদি "খুসী" করে।

২

আমাদেরও মনের, ভাই!
ঘরে এক "গৃহলক্ষ্মী" চাই;
যে চাও জামাই তাঁরে, এই বেলা কও,
রূপ, গুণ, ধন, মান, কিসে বাজি হও—
পাকা পাকি করিতেতো হয়,
বিয়ে তাঁর না হলেই নয়!

৩

ঘরে তো অপর কেহ নাই,
মেয়েটী সেয়ানা কিছু চাই;
"চাঁদ পানা মুখ হবে গোলাপের রঙ,
দেশী পটে আঁকা হবে বিলাতের ঢঙ্।"
সে সব চান না কিছু ছেলে—
বেঁচে যান বাঁধা ভাত পেলে।

৪

চাই নাকো সোণার বাসন,
চাই নাকো রূপার আসন,
চাই না "নগদ" নামে লাখ কি হাজার,
খুলিতে হবেনা "দান-কোম্পানি" বাজার;
সে সব কিছুতে নাহি ভয়,
মেয়ে যেন পতিপ্রাণা হয়।

৫

ছেলের রূপের নাই সীমা,
ভরভরা গুণের গরিমা;
ধনে মানে নাহি যোড়া, পাশে "মহাপাশ",
স্বাধীন ব্যবসা আছে-নাহি কার দাস।
মুখেতে সদাই ভরা হাসি,
বুকে ভরা মমতার রাশি।

৬

অথবা—

পাকা বাড়ী বাগান পুকুর,
আছে পোষা বিলাতি কুকুর,
তেড়ি আছে আলবর্ট, দাড়ি আছে ভারি,
ছড়ি, ঘড়ি-চেন আছে, হ্যাট্‌ কোট ধারী;
তা,ছাড়া চস্‌মা আছে নাকে,
সুগন্ধি এসেন্স সদা মাখে।

৭

মোরা সব খাঁটি কথা জানি,
মেয়ে হবে বড় সোহাগিনী;
শিবের পার্ব্বতী যথা অনলের স্বাহা—
রাত'দিন "মরি! মরি!" রাত দিন "আহা!"
গহনা পোষাক যাহা চাবে,
আজ্ঞা মাত্রে তখনি তা' পাবে।

৮

ঘরে নাই, শাশুড়ীর জ্বালা,
ননদীর মুখে বিষ ঢালা;
যায়ে যায়ে কটু কথা কভু নাহি হবে,
এমন সুখের বাস কে কবেছে কবে?
ঘর বর দেখে শুনে লও,
বুঝে সুঝে তবে রাজি হও।

৯

কার হায় টাকা নাহি বল,
"কন্যাদায়ে" আঁখি ছল ছল?—
কেন দাও পায়ে তেল, কেন কর গোল;
শুধু বিকাইবে মেয়ে, বল হরিবোল!
মেয়েটী দিওনা ফেলি জলে,
দাও শমনের করতলে।

১০

কে তুমি মেয়ের খেতে মাথা,
বিয়ে দিয়ে করিছ বিমাতা,
হিংসা দ্বেষ রাগ আড়ি বুকে চাপাইয়া,
গরবিনী ভুজঙ্গিনী দিলে সাজাইয়া!
মেয়েটী শমনে দাও ডালি,
আমি করে দিব ঘটকালি!*

১১

তুমি কে গো নিঠুর পাষাণ,
কুলীনে করিলে কন্যাদান?—
মিশাইছ অভাগীরে সতিনীর পালে,
ফুরাল সুখের সাধ ও পোড়া কপালে!
পতি নিয়ে কেন কাড়াকাড়ি,
সুখে যা'ক্‌ শমনের বাড়ী!

১২

কেবা তুমি, হায় রে কপাল,
বর দিলে পাপিষ্ঠ মাতাল,
দুদিন পরে যে মেয়ে ভিক্ষা করি খাবে,
আজিকার বাবুয়ানা কালি সব যাবে!
কেন গো এরূপ মাথা খাও—
আমি বলি, শমনেরে দাও!

১৩

কচি কচি স্নেহের কমল,
বুকে কেন জ্বালাও অনল;
বর যদি নাহি মিলে কেন এত ভয়,
আগুনে জীবন্ত মেয়ে না দিলে কি নয়?
বোঝ যদি, শমনেরে দিও,
মা বাপের গৌরব রাখিও।

* যাঁহারা সপত্নী-সন্তান স্বাপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিতে পারেন, তাঁহারা আমার নমস্য।— এ শুভ সম্বন্ধ তাঁহাদের জন্য নহে। লেঃ—

১৪

যাই তবে, ভাই পাঠিকারা!
পথ হেঁটে হয়ে গেছি সারা;
বেছে বেছে বড় ঘর, বর আনিয়াছি,
কনে পেলে দুই হাত এক ক'রে বাঁচি—
সে দিন সন্দেশ দিব খেও,
বোম্বায়ের শাড়ী প'রে যেও।—
বলি—
ঘটকালি কেমন লাগিল?—
"বিদায়ের" আশা কি রহিল?

পরিচিতা
আশীষাকাঙ্ক্ষিণী—

পুত্রোৎসর্গ।

কিছুদিন পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে পুত্রোৎসর্গ নামে এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল এবং তাহাতে মাতারা প্রাণ ধরিয়া একটী পুত্রকেও ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিতে পারেন কিনা? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। যথার্থ বিশ্বাসী পিতামাতার নিকট ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পুত্র উৎসর্গ করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যিনি সকলই দিয়াছেন, তাঁহার ধন তাঁহাকে দিতে আবার সঙ্কোচ কি? আমাদের দেশে গঙ্গায় সন্তান বিসর্জ্জনের যে প্রথা ছিল, তাহা ভয়ানক কুসংস্কার-মূলক হইলেও তাহাতে মানুষের অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাইত। পুত্র-বলি সম্বন্ধে ইহুদী ও হিন্দু শাস্ত্রে যে দুইটী সুন্দর গল্প আছে, তাহা এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

পুরাতন বাইবেলে বর্ণিত আছে, ইহুদীদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ আব্রাহাম অসাধারণ ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ১০০ বৎসর, তখন তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রী সারার গর্ভে আইজাক নামে এক পুত্র হয়। বৃদ্ধ বয়সের পুত্র পিতামাতার যে কতদূর আদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। আইজাক সবে স্তন্যপান (মাই) ছাড়িয়াছে এবং আইজাকের বয়োবৃদ্ধির জন্য আব্রাহাম আত্মীয় কুটুম্বদিগকে এক মহাভোজ দিয়াছেন, এমত সময় ঈশ্বর আব্রাহামকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমার পুত্র—তোমার একমাত্র পুত্র—প্রিয়পুত্র আইজাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও এবং তথায় একটী নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের উপরে তাহাকে বলি দিয়া হোম কর।" আব্রাহাম অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হোমের জন্য কাঠ কাটিলেন এবং পুত্র ও দুইটী ভৃত্য সহিত গর্দ্দভারোহণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন। পথে দুই দিন গেল, তৃতীয় দিনে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন। পরে গাধা ও ভৃত্যদ্বয়কে পশ্চাতে রাখিয়া প্রিয় পুত্র আইজাকের স্কন্ধে কাঠের বোঝা চাপাইয়া স্বয়ং এক হস্তে অগ্নি ও অপর হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া পর্ব্বতের সমীপস্থ

হইলেন। পথে যাইতে যাইতে আইজাক পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পিতঃ আগুন ও কাষ্ঠত এই, কিন্তু হোমের পশু কোথায়?" আব্রাহাম বলিলেন "পুত্র! ঈশ্বর হোমের পশু যোগাইবেন।" পরে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া এক বেদী নির্ম্মাণ করিলেন, তদুপরি কাষ্ঠগুলি সাজাইলেন এবং আইজাকের হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহার উপর স্থাপন করিলেন। আব্রাহাম পরে পুত্রকে বলিদান করিবার জন্য যেমন ছুরিকা উত্তোলন করিয়াছেন, এমত সময় ঈশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে আসিয়া তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন "আব্রাহাম! বালকের অঙ্গ স্পর্শ করিও না। তুমি যে ঈশ্বরকে ভয় কর এবং তোমার একমাত্র পুত্রকেও ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিতে যে কুণ্ঠিত নও, তাহা বুঝিয়াছি।" তখন হঠাৎ সেখানে একটী ভেড়া দেখা গেল এবং আব্রাহাম পুত্রের পরিবর্ত্তে তাহাকে বলি দিয়া হোম করিলেন। তৎপরে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক বরদান করিলেন।

এই গল্পটী বাইবেল পাঠকদিগের নিকট বড় হৃদয়স্পর্শী, কিন্তু আমাদিগের দাতাকর্ণের উপাখ্যান ইহা অপেক্ষা কম আশ্চর্য্য ও হৃদয়ভেদী নহে। অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ পরম দাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি উপবাসী আছেন—তাঁহাকে পারণ করাইতে হইবে বলিলেন। কর্ণ বলিলেন 'যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা করুন তাহাই দিব।' তখন ভগবান্ বলিলেন "তোমার একমাত্র পুত্র বৃষকেতুকে তুমি ও তোমার মহিষী হাসিতে হাসিতে করাত দিয়া কাটিবে এবং তাহার মাংস রন্ধন করিয়া দিবে, তাহা হইলে আমার তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন হইবে।" শিশু বৃষকেতু পল্লী বালকদিগের সহিত খেলাইতেছিল। তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইল এবং ব্রাহ্মণের মুখের নিদারুণ কথা তাহাকে বলা হইল। বৃষকেতুর মহা আনন্দ, "আমার মাংসে ব্রাহ্মণের ভোজন হইবে, ইহাতে আমার জীবন সার্থক হইবে বলিতে লাগিল।" পরে রাজা কর্ণ ও মহিষী পদ্মাবতী অম্লানমুখে করাত ধরিয়া পুত্রকে চিরিয়া ফেলিলেন, কাটামুণ্ড ভূমিতে পড়িয়া 'হরি হরি' বলিতে লাগিল। মার প্রাণ, পদ্মাবতী পুত্রের মুণ্ডটী লুকাইয়া রাখিয়া শরীরের মাংস রন্ধন করিলেন, এবং মনে করিলেন এই চন্দ্রমুখ লইয়া গোপনে রোদন করিব। কিন্তু ব্রাহ্মণ অন্তর্যামী জানিতে পারিয়া কর্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "মুণ্ডটী লুকাইয়াছ, ইহা দিয়া অম্বল রাঁধিতে হইবে।" অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণ চারিখানি ঠাঁই করিতে বলিলেন,

"তুমি আমি পদ্মাবতী শিশু একজন,
চারি ঠাঁই কর মিলে করিব ভোজন।"

চারিখানি ঠাঁই হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন "পাড়া হইতে একটী শিশু ডাকিয়া আন।" কর্ণ শিশু ডাকিতে গিয়া সেই সুকুমার প্রিয়পুত্র বৃষকেতুকে দেখিতে পাইলেন এবং সাদরে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাজা ও রাজমহিষী ভক্তিতে গদগদ হইয়া ব্রাহ্মণের পদতলে পড়িলেন ও তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ তখন আত্মপরিচয় দিয়া ও কর্ণের অদ্ভুত ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পাঠিকাগণ গল্প চুইটী গল্প বলিয়াই মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহার সার সংগ্রহে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারা যায় কিনা, ইহাই ধর্ম্মের পরীক্ষা। আমাদের প্রাচীন উপনিষদ্‌কার বলিয়াছেন

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতমো যদয়মাত্মা।"

অন্তরতম এই যে পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। প্রিয়তম ঈশ্বরের কার্য্যে দেহ, মন, প্রাণ, ধন, সুখ, সম্পদ সকলই অম্লানমুখে বিসর্জ্জন করা চাই। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করা অপেক্ষা পিতা মাতার সৌভাগ্য আর কি আছে?

মহাত্মা কসীস্কুর অশ্ব।

পোলণ্ডের গৌরব কসীস্কুর (Koscinco) নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। স্বদেশ-প্রাণ ম্যাটসিনী ও গ্যারীবল্‌ডীর নাম করিলে যেমন ইতালীর অতীত ঘটনা সকল স্মরণ হয়, কসীস্কুর নাম করিলেও তেমনি পোলণ্ডের অতীত ইতিহাস স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে। ম্যাটসিনী ও গ্যারীবল্‌ডী ইতালীর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া ইতালীর যেরূপ গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, রুস-কবলিত পোলণ্ডের উদ্ধার সাধনার্থে অলোকসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কসীস্কুও সেইরূপ পোলণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। রুসের হস্ত হইতে পোলণ্ডকে উদ্ধার করিবার জন্য, পোলণ্ডবাসী নরনারীগণের পরাধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন করিবার জন্য কসীস্কুকে অশেষ ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে,—রুস-হস্তে পতিত হইয়া রুসীয় কারাগারে বন্দী হইতে হইয়াছে। কসীস্কু যে কেবল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রুসজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এমত নহে; ব্রিটিস রাজ্যের সহিত যখন আমেরিকার উপনিবেশবাসীদিগের ঘোরতর সংগ্রাম বাধে, স্বাধীনতা-বৎসল কসীস্কু তখন আমেরিকায় গিয়া জর্জ্জ ওয়াসিংটনের প্রধান

সহযোগীরূপে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বীরস্বভাব কসীস্কুর হৃদয় আবার কতদূর উদারতা ও দয়াপূর্ণ ছিল, নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটীতেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

কোনও সময় মহাত্মা কসীস্কু আপন বাসস্থান হইতে কিছু দূরে কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট হইতে কিছু উত্তম সুরা আনাইবার জন্য আপন অশ্ব দিয়া একটী যুবা পুরুষকে প্রেরণ করেন। যুবক কসীস্কুর অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মযাজকের নিকট গমন করিলেন এবং যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। যুবক ফিরিয়া আসিয়া কসীস্কুকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনার অশ্বে চড়িয়া গিয়া আমি মহা বিপদে পড়িয়াছিলাম।" কসীস্কু যুবকের কথায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ বলিতেছ কেন?" যুবক কহিলেন, "হাঁ মহাশয়, এখন হইতে আপনার অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আপনার টাকার গেঁজেটীও আমাকে দিতে হইবে।" তখন কসীস্কু যুবককে তাঁহার মনের কথা খুলিয়া কহিতে বলিলে যুবক বলিতে লাগিলেন ;—"মহাশয় আপনার অশ্বে চড়িয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে একজন ভিক্ষুক আসিয়া আমার নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহিল। ভিক্ষুককে দেখিবামাত্রই অশ্ব থামিল এবং যাই ভিক্ষুককে কিছু দেওয়া হইল, অমনি অশ্বটী পুনরায় চলিতে লাগিল।

"এইরূপ অনেক ভিক্ষুক আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহাদের সকলকেই আমি কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিলাম। অবশেষে যখন আমার সম্বল ফুরাইল, তখন আমি মহা বিপদে পড়িলাম।" কসীস্কু বলিলেন, "তখন তুমি কি করিলে?" যুবক কহিলেন, "যখন টাকা একেবারে নিঃশেষিত হইল, তখনও এক একটী করিয়া অনেকগুলি ভিক্ষুক আসিয়া আমার কাছে আসিয়াছিল। তখন একটী ভিক্ষুক আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্রই, অশ্ব থামিল এবং কোন মতে তাহাকে নড়াইতে পারিলাম না। অশ্বকে চালাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করা গেল, কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—অশ্ব অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া চতুরতা অবলম্বন করিতে হইল। তখন এমন ভাবভঙ্গি করা গেল, যাহা দেখিয়া অশ্বের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে ভিক্ষুককে নিশ্চয়ই কিছু দেওয়া হইয়াছে। অশ্বের মনে এইরূপ বিশ্বাস হইবামাত্র অশ্ব পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল। ইহার পর যত ভিক্ষুক উপস্থিত হইয়াছিল, সকলকেই ঐরূপ ভাবভঙ্গি দেখাইয়া বিদায় করিতে হইয়াছে। আর কি করিব, নিরুপায় হইয়া ছলনা দ্বারা উপস্থিত বিপদ হইতে একরূপ নিস্তার পাওয়া গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে আর আপনার টাকার থলেটী সঙ্গে না লইয়া আপনার

হোতোয় চর্চ্চা হইবে না ।” মানব হৃদয়ের অকৃত্রিম সদ্গুণের এমনই প্রভাব যে পশুরাও তাহাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে!

ডিডিরো ।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে ফরাসী-দেশে যে সকল শক্তিশালী জ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করেন,ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব যাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা ও সাম্যভাবের ফলস্বরূপ, জ্ঞানীর শিরোমণি ডিডিরো তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ডিডিরো জন্ম গ্রহণ করেন এবং বড় হইয়া পারিসে আসিয়া সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনিই ফরাসী এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক। পণ্ডিতবর ডি এলেমবার্ট কিছুকাল তাঁহার সহকারীরূপে এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই গ্রন্থাবলী ডিডরোরই প্রধান কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত য়ুরোপে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। জ্ঞানী ডিডিরোর দেশ-প্রচলিত রোমান কাথলিক ধর্ম্মে আস্থা ছিল না, সুতরাং পণ্ডিত সমাজের শিরোভূষণ হইয়াও তিনি দেশের লোক-সাধারণের নিকট নাস্তিক বলিয়া নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁহাকে যতই অবজ্ঞা করুক না কেন, অবজ্ঞা বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে তিনি বুঝিতেন না। তাঁহার হৃদয় অকৃত্রিম মানব প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। কাহাকেও অর্থ দিয়া, কাহাকেও বা পরামর্শ দিয়া, কাহারও বা লেখা সংশোধন করিয়া দিয়া, এইরূপ নানা প্রকারে ডিডিরো লোকের সেবা করিতেন। কথিত আছে, বন্ধু বান্ধব ও লোক সাধারণের সেবায় তিনি তাঁহার সময়, শক্তি ও অর্থের তিন চতুর্থাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ উদার প্রেমে পূর্ণ ছিল, নিম্ন লিখিত ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাতে তাহা প্রকাশ পাইবে।

এক দিন ডিডিরো বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী যুবা পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবকের পরিচয় লইয়া ডিডিরো জানিলেন, তিনি একজন নূতন লেখক,—অল্পদিন মাত্র লেখনী সঞ্চালনে হাত দিয়াছেন। এই যুবক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ডিডিরোকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। যুবক অতি বিনীতভাবে ডিডিরোর হস্তে স্বরচিত গ্রন্থের হস্তলিপি খানি দিয়া বলিলেন, “মহাশয়! আপনি যদি দয়া করিয়া আমার এই লেখা টুকু একবার দেখিয়া দেন, তবে আমার পরম উপ-

কার হয়।” ডিডিরো গ্রন্থখানি দেখিয়া দিতে সম্মত হইলেন। যুবক ডিডিরোকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন। গ্রন্থখানি দেখা হইল কি না জানিবার জন্য পরদিন যুবক আবার আসিলেন। তখন ডিডিরো হাস্য করিয়া যুবককে বলিলেন, “ওহে দেখিতেছি তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রহসনখানি রচনা করিয়াছ। আমাকে গালাগালি দিয়া তোমার কোন লাভ আছে কি?” যুবক একটু হাসিয়া বলিল, “হাঁ মহাশয়, আপনাব নিন্দায় আমার যথেষ্ট লাভ। আমার লিখিবার এমন কোন শক্তি নাই যে আমি গ্রন্থ লিখিয়া অর্থাগম করিতে পারি। দেশের লোকেরা আপনাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখে। আপনার কুৎসা করিয়া গ্রন্থ লিখিলে নিশ্চয়ই বহু অর্থ লাভ হইবে এই আশাতে প্রহসনখানি রচনা করিয়াছি।” ডিডিরো পরম আহ্লাদের সহিত কহিলেন, “বেশ করিয়াছ। তবে একটা কাজ কর, আমি তোমার লেখা বেশ মনোযোগের সহিত দেখিয়া রাখিয়াছি। তুমি ইহা মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে কিছু অর্থ হস্তগত করিয়া লও। অমুক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করেন। তিনি একজন গোঁড়া রোমান কাথলিক খৃষ্টান। তুমি যদি গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিতে পার, তবে তিনি সুখী হইয়া নিশ্চয়ই তোমাকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিবেন।” যুবক বলিল, “না মহাশয়! অত গোলযোগের মধ্যে আমি যাইতে ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ আমার লিখিবার তত শক্তি নাই যে, আমি তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপযুক্ত করিয়া উৎসর্গ পত্র রচনা করিতে পারি।” তখন ডিডিরো বলিলেন, “উৎসর্গ পত্র রচনা করিবার জন্য তোমার কোন ভাবনার প্রয়োজন নাই। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে এমন এক উৎসর্গ পত্র লিখিয়া দিতেছি, যাহাতে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মনোরঞ্জন ও তোমার অভীষ্টসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে।” এই বলিয়া ডিডিরো একখানি উৎসর্গ পত্র লিখিয়া দিলেন। যুবক তাহা লইয়া একদিন প্রাতে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি প্রহসন ও উৎসর্গ পত্রখানি পড়িয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ বহু অর্থ দিয়া যুবককে বিদায় করিলেন।

জয়মন্ত্র।

ক্রোধীকে করিবে জয় ক্ষমা বিতরণে,
দুর্জ্জনে করিবে জয় সাধু আচরণে,
নীচকে করিবে জয় উদার সদ্ভাবে,
মিথ্যাকে করিবে জয় সত্যের প্রভাবে।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

সামাজিক অবস্থা।

বঙ্গমহিলাগণ সমাজেও হীনতর অবস্থায় সময় যাপন করেন। সামাজিক নিয়মে বঙ্গমহিলাগণ অবরোধবাসিনী ও বাহ্যিক স্বাধীনতাহীনা, ইহাই যে তাঁহাদের এ হীনত্বের কারণ এমন কথা বলিতেছি না। বঙ্গাঙ্গনাদিগের সুশিক্ষা, উচ্চ আশা, মানসিক স্বাধীনতা কিছুই নাই, একথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সেই কারণেই ইঁহারা সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। শিক্ষা ও মানসিক স্বাধীনতা অভাবে লোকের কি ধর্ম্মাচরণ, কি সদাশয়তা—কোনটীই উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বঙ্গমহিলাগণের ধর্ম্মচর্য্যা ও বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য দেখাইতেছি।

১ম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গমহিলাগণ ধর্ম্ম বিষয়ে আত্মীয় স্বজনের নিকট বহুল পরিমাণে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিতেন। আজি কালি সুরুচিসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলাগণের বিবেচনায় সেকালের ধর্ম্মচর্য্যা অনেক কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম জালে জড়িত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদানীন্তন বঙ্গমহিলাদিগের হৃদয়পূর্ণ ভক্তি ও অটল বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ না হয়েন, এমন ব্যক্তি অতি বিরল। ধর্ম্মের নামে তখন বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেরই হৃদয় ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইত। তাঁহারা ধর্ম্মের উদ্দেশে—ঈশ্বরের সন্তুষ্টি সাধন আশয়ে কত দুরূহ কার্য্য সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! এখনও যাঁহারা প্রাচীনা মহিলা, তাঁহাদিগের বিশ্বাস অনুকরণীয়। বড় দুঃখের বিষয় আমাদিগের নব্য সম্প্রদায়েরা মহিলাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে উদাসীন হইয়াছেন। পূর্ব্বকালের ধর্ম্মের যাহা কুসংস্কার, যাহা উপধর্ম্ম, যাহা ভ্রান্তি, সেইগুলি বুঝাইয়া দিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন। ইহাতে নব্য মহিলাদিগকে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। বঙ্গমহিলারা যেরূপ ধর্ম্মের অপকৃষ্ট অংশ ত্যাগ করিতেছেন, সেরূপ কোন উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে পাইতেছেন না, * ইহার ফলে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও ভক্তির মূল শিথিল হইয়া পড়িতেছে ও ধর্ম্মাচরণ

* এখন ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রসাদে আমরা দুই চারিখানি ধর্ম্ম পুস্তক পাইতেছি সত্য, কিন্তু দৃষ্টান্ত ও বাচনিক উপদেশ অধিক কার্য্যকারী।

সকলও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। পুরুষের পক্ষে যাহাই হউক (সে কথা স্ত্রীলোকের বলা তো অনধিকারচর্চ্চা) স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতি নিদারুণ ঘটনা। দেশীয় ভগিনীগণের নিকটে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, সকলেই নিজ নিজ ভক্তি বিশ্বাস-অনুসারে স্বধর্ম্মে নিরতা থাকিবেন। নাস্তিকা বা অবিশ্বাসিনী কন্যা যেন আমাদের বঙ্গমাতার পবিত্র ক্রোড় কলঙ্কিত না করে। নারীজাতির ধর্ম্মের জন্য বঙ্গজননী চির প্রসিদ্ধ, একথা যেন প্রতি ভগিনীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে।

২য়। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, কত পবিত্র ও মূল্যবান; উহাকে স্বর্গীয় ব্রত বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, উহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনেক বিধবা সমাজের ভয়েই উহা পালন করেন। যাঁহারা সেকেলে সংস্কার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের ধারণা এই যে ব্রহ্মচর্য্য করিলে পুণ্য নাই, না করিলেই পাপ হয়। পুণ্যের আশয়ে যে ধর্ম্মাচরণ তাহা ইহারা প্রাণপণে সাধন করিতে অগ্রসর হন, ব্রহ্মচর্য্যে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, অতএব পাপের ভয়ে ভীত হইয়া ও সামাজিক কঠোর শাসন ভয়ে অনেকে এই মহাব্রত পালন করেন। যাঁহারা এ প্রকার ব্রহ্মচারিণীগণের প্রশংসা করিতে চাহেন, তাঁহারা করিতে পারেন, আমরা এরূপ কার্য্যের পক্ষপাতিনী নহি। লোকাচারে বাধ্য হইয়া যে কার্য্য করা যায়, নিজে কেহ তাহার ফলভোগী হইতে পারে না। বিশেষতঃ যদি মনই পঙ্কিল রহিল, আত্মাই কলুষিত রহিল, তবে শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া কি কেহ কখন উন্নত হইতে পারে? আমাদের বিবেচনায় দেশীয় বিধবা মহিলাদিগকে নিষ্কাম ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যের মহত্ত্ব আগে শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মালোচনা, ত্যাগস্বীকার, আত্মসংযম অভ্যাস প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া সদনুষ্ঠানে রত রাখিলে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহাব্রত পালনে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইবেন। সুশিক্ষিতা, সৎকর্ম্মান্বিতা, ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ যে বঙ্গসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য, তাহা মহারাণী শরৎসুন্দরী এবং অন্যান্য কয়েকটী মহোদয়ার স্বর্গীয় জীবনে আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। আবার বিদেশে দেখিতে পাই, আমাদের ব্রতনিষ্ঠা ব্রহ্মচারিণী বিধবা হইতে ভগিনী ডোরা, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, কুমারী ফাউলার প্রভৃতি পবিত্রপ্রাণা রমণীগণ এ জগতের কম আদর্শ স্থানীয়া নহেন, তাঁহারা সকলেরই পূজা পাইবার উপযুক্ত দেবী। বাঙ্গালী বিধবারা "পরসেবা-বিমুখী," কি "ত্যাগ স্বীকারে অক্ষম" অথবা "অসহিষ্ণু" এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না, বরং দেশীয় বিধবা মহিলাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিস্ফুট করিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীনতা

দিলে, দেশে কত ডোরা, কত বাইটান্সেল পাওয়া যাইতে পারে (১)। কঠোরতার বাড়াবাড়ি করিয়া শরীর শুষ্ক করা অপেক্ষা সামর্থ্যানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া জগতের কল্যাণে নিযুক্ত থাকা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ (২)।

অন্যান্য সভ্যজাতির মহিলাগণ পুরুষ জাতির নিম্ন স্তরে থাকিয়াও সমাজে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাহ্যিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাধীনতা প্রাপ্তা ও উপযুক্তরূপে জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থা। এই জন্যে তাঁহারা সাহিত্যানুশীলন হইতে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়েও পুরুষদিগের সহকারিণী হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে কবি ব্রাউনিং-এর সহধর্ম্মিণী, সুবিখ্যাত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পত্নী, লেডী বিকন্সফিল্ড, মিসেস গ্লাডষ্টোন প্রভৃতির মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদের দেশের পুরুষেরাও বিস্ময়াপন্ন হন, কিন্তু পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। ভারত মহিলারা বেদ রচয়িত্রী ও পুরুষদিগের সহকর্ম্মিণী ছিলেন। তখন শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূতা কুমারীগণ বিশুদ্ধ স্বাধীনতা ভোগ এবং উপযুক্তরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মার্জ্জন করিতে পারিতেন। বিশ্ববারা, সুলভা, গৌতমী, গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা যে কতদূর উন্নত ছিল, তাহা তৎকালপ্রচলিত স্বয়ংবরা প্রথাতেই উপলব্ধ হয়। তখনকার রমণীগণ গৃহে সমাদৃতা ও সমাজে সম্মানিতা হইতেন। রাজবংশোদ্ভবা রমণীগণ রাজকার্য্যে যোগদান করিতেন। রঘুকুলোদ্ভব অজরাজ, সহধর্ম্মিণী ইন্দুমতীর বিয়োগে বিলাপ করিতেছেন :—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ,
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা,
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥"

সেকালে রমণীগণের সঙ্গীত শাস্ত্রও বাদ যাইত না! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহু বিপ্লবে ভারত জর্জ্জরিত হইয়াছে, হৃদয়স্থিত রত্নরাজি হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই সঙ্গে আর্য্য মহিলাগণের সে উন্নতাবস্থা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে! এখনও ভারতের অন্যান্য জাতি—পারসী, গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থায় সময় যাপন করিতেছেন। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোকই সর্ব্বাপেক্ষা হীন অবস্থায় রহিয়াছে। বঙ্গসমাজে "স্ত্রীলোক" শব্দের

(১) বিধবা রমণীগণ সাংসারিক ভোগ সুখ বিহীনা, সংযতেন্দ্রিয়া এবং ধর্ম্মানুরক্তা হন—ব্রহ্মচর্য্যের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব ইহাঁদিগকে কেবল সংসারে নিয়োজিত না করিয়া অন্যান্য হিতকর কার্য্যে অভ্যস্তা করাইলে ইহাঁদের ও সমাজের উভয়েরই কল্যাণের সম্ভাবনা।

(২) এ সকলই প্রাপ্তবয়স্কা বিধবাদিগের প্রতি প্রযোজ্য। বালবিধবাদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাহা আলোচনা করিবার স্থানও স্বতন্ত্র।

প্রতি অক্ষরে অবজ্ঞা ও অবহেলা বিরাজমান। মুখে বঙ্গসমাজ যাহাই বলুন, ব্যবহারে বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগের "মনুষ্যত্ব" স্বীকার করিতেও যেন সময়ে সময়ে কুণ্ঠিত হন!

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসমাজে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। বোধ হয় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বামাহিতৈষী মহোদয়দিগের একান্ত চেষ্টায় ও গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল হওয়াতে অনেকগুলি গ্রাম ও নগরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বালিকা ও মহিলারা অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বঙ্গরমণী যাহাই হউন, প্রতিভাহীনা নহেন, এ কথা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাই স্বীকার করিয়াছেন। উপযুক্তরূপে শিক্ষা পাইলে ইহাঁরা কার্য্যে কতদূর ক্ষমতাপন্না হইতে পারেন, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রমণী সাময়িক পত্র সম্পাদন, উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা এবং ডাক্তারের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাই ইহার উদাহরণ স্থল। এই খানে একটী কথা বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী হইলেই যে স্ত্রীলোকের সকল হইল, এমন কথা কেহ মনে করিবেন না। যে শিক্ষায় জ্ঞানের সহিত ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি সকল পরিমার্জ্জিত হয়, যে শিক্ষায় রমণীর চরিত্র পরিস্ফুট হয়, যে শিক্ষায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথোচিত রূপে পালন করা যায়, সেই শিক্ষাই বঙ্গাঙ্গনাগণের সর্ব্বাগ্রে আদরণীয়; ইহার পরে যাঁহাদিগের সুবিধা হয়, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে অবশ্যই যত্নবতী হইবেন।

আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় মহাত্মাদিগের যত্ন ও চেষ্টায় বাঙ্গলা দেশের কয়েকটী প্রধান জেলায় স্ত্রীহিতৈষিণী সভা স্থাপিত হইয়া স্ত্রীলোকদিগের বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকাদিগের বিদ্যা, শিল্প, গার্হস্থ্য, নীতি প্রভৃতি শিক্ষার সহায়তা করিতেছেন। স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পুরস্কারও স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; বালিকা ও মহিলাদিগের জন্যে কয়েক খানি সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইতেছে এবং স্ত্রীপাঠ্য কয়েক খানি—কয়েক খানিই বা বলি কেন, কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া স্ত্রীলোকের জ্ঞান ধর্ম্ম বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। যে সকল বামাহিতৈষীদিগের অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও অবিচলিত অধ্যবসায়ে এই সকল সদনুষ্ঠান হইতেছে, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যিনি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত মহাত্মাদিগের মহানুভবতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। এইক্ষণে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী

জিত করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইলে, আমাদের অনেক অভাব দূর হইতে পারে।

এই খানে আমাদের ভগিনীদিগকেও বলি, আমরা নিজেদের দোষেও মাটী হইতে বসিয়াছি; কেবল পুরুষ জাতির উপরে সমস্ত ভার চাপাইয়া আমরা সময় কাটাইতেছি! একে প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁহাদের প্রতি আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়, তাহাতে আবার আমরা সাধ করিয়াও সেই "পিঠের ঘায় ত্রস্ত, পেটের দায়ে ব্যস্ত" ব্যক্তিদিগের উপর সমস্ত ভার বোঝা দিয়া বসিয়াছি! আমরা নিজের বা দেশীয় ভগিনীগণের অবস্থার উন্নতি করিতে কয় জনে অগ্রসর হই? আমি স্বীকার করি পুরুষেরা আমাদিগকে যেরূপ জ্ঞান, কার্য্য ও কু অভ্যাসে অভ্যস্তা করিতেছেন, * তাহাতে আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। আমি স্বীকার করি তাঁহারা আমাদের কাল্পনিক অভাব দূর করিতে যেরূপ চেষ্টা করেন, বাস্তবিক অভাব দূর করিতে সেরূপ করেন না; আমি স্বীকার করি তাঁহাদেরই ভ্রম, অবহেলা, অমনোযোগ ও স্বার্থপরতা বশতঃ আমাদের অবস্থা এতদূর নিকৃষ্ট রহিয়াছে। এ সকল স্বীকার করিয়াও বলিতে হইতেছে আমরা নিজেরা নিজেদের অবস্থা কিছুই চিন্তা করি না। আজিকার দিনে "সময় অমূল্য ধন" একথা না জানেন এরূপ নব্য বঙ্গমহিলা অতি বিরল। ইহা জানিয়াও সময় নষ্ট করেন না এরূপ বঙ্গ মহিলাও অতি বিরল। আমরা ঘুমাইয়া, গল্প করিয়া, কি তাস খেলিয়া সময় কাটাইব, তথাপি আপনাদের অবস্থা আলোচনা করিব না; চিরদিন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিব, তথাপি স্বাবলম্বন শিখিব না—স্বাবলম্বন বলিতেছি বলিয়া এমন কেহ ভাবিবেন না যে আমি "অসূর্য্যম্পশ্যা" বঙ্গাঙ্গনাদিগকে রাজপথ-চারিণী, রাজকর্ম্ম কারিণী (ক) তদ্রূপ একটা কিছু হওয়ার বন্দোবস্ত করিতে বসিয়াছি। আমরা এই অন্তঃপুরে থাকিয়া, পুরুষ জাতির আশ্রিতা ও পালিতা হইয়াও স্বাবলম্বন করিতে কি পারিব না? কিসে আমাদের জ্ঞান ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইবে, কিসে আমাদের প্রত্যেকের গৃহ সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হইবে, কিসে আমরা আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিব, কিসে একজনে উন্নতি লাভ করিয়া আর দশজনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিব,

* বাঙ্গালীর মেয়েকে ধর্ম্মোপদেশ হইতে বঞ্চিত করা, বিবিয়ানা চালে চালান, স্বাভাবিক লজ্জা সম্ভ্রমের হ্রাস করা, প্রভৃতি আমরা কু অভ্যাস বলিলাম।

(ক) কোন ভদ্রবংশীয়া বঙ্গাঙ্গনা যদি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের বা নিজের উন্নতি আশয়ে কোন কাজ করেন (যেমন ধাত্রী, গৃহ-চিকিৎসাকারিণী, অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি), তাহা হইলে তাহা কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না। তবে মান সম্ভ্রম প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

এই সকল পবিত্র ইচ্ছা, এই সকল সদ্বিষয়ের আলোচনা—ইহাত বঙ্গবাসিনীর জাতি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে। আমাদের অবস্থা আমরা বুঝি না, বুঝিলেও ভাবি না, ভগিনীদিগের সহিত মিলিত হইলে কেবল গহনা পরিচ্ছদ লইয়া আলাপ করি, এবং চিন্তা করিতে হইলে কেবল স্বার্থপরতাপূর্ণ সাংসারিক ভাবনা সকল ভাবিতে থাকি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিতা ও আমাদের উন্নতি সাধনে ব্যগ্রচিত্তা, আমরা তাঁহাদের উপরে খড়্গহস্ত; তাঁহারা যেন কতই অন্যায় কাজ করিতেছেন, এই ভাবে আমরা তাঁহাদিগকে সমালোচনা করিতে বসি। ছি! ছি! ছি! এমন হ'লে কি মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে?—যাঁহাদের মন আজিও এত হীনত্ব—এত নীচত্ব পূর্ণ রহিয়াছে, তাঁহারা যদি সমাজের অতি নিম্নস্তরে না থাকিবেন, তবে সে স্থান কাহাদের জন্যে? সামান্য শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকেরাও যে "মেয়ে মানুষ" বলিয়া হাসিয়া উড়াইতে চাহে, কতকাংশে আমরা সেই উপহাসের উপযুক্ত—এই কথা অবশ্য মানিতে হইবে। হিংসা, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি কি আমরা ছাড়িতে পারিব না? কুপ্রবৃত্তির নিকটে রমণীর ধৈর্য্য ও মানসিক বল পরাস্ত হইবে, আমরা বাঁচিয়া থাকিব এই কলঙ্কের জন্যে? আমরা কি চির দিন সমাজের উপেক্ষণীয়া, অনাদৃতা ও ঘৃণ্যা থাকিয়া কেবল সাজ গোজ করিয়া, সঙ্গিনীদিগের নিকটে আপনাকে বড় দেখাইয়া বেড়াইব? দেশে অন্নাভাবে লোক মরিতেছে, আমাদের প্রতিপালকেরা গায়ের রক্ত জল করিয়া টাকা পয়সার মুখ দেখাইতেছেন, জন্মভূমির অবস্থা শোচনীয়, এই সকলই উপেক্ষা করিয়া কি আমরা আপনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিব? আমার ভগিনীগণ ইহা বিচার করুন—তাঁহারা যাহাই হউন, হৃদয়হীনা হইতে পারিবেননা ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমরা বলিয়াছি স্ত্রী স্বাধীনতা লইয়াও দেশে আন্দোলন হইতেছে; কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় যেমন কতক দূর ফল পাওয়া গিয়াছে, স্ত্রী স্বাধীনতায় সেরূপ হইতেছে না। কারণ একেতো বাঙ্গালী রমণীকে "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষিত যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রঃ ন স্ত্রী, স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" তাহাতে আবার (পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের মত) স্ত্রী স্বাধীনতার সপক্ষে ও বিপক্ষে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল এই দুই সম্প্রদায় আছেন। উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের মত (সংক্ষিপ্ত) এইরূপ "স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত না হওয়ায় দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুফল ফলিতেছে না, অতএব স্ত্রী স্বাধীনতা এখনি প্রচলিত হউক, স্ত্রীজাতির শিক্ষাপথ সম্পূর্ণ প্রসারিত হউক। স্ত্রীলোকেরা জনসমাজে প্রকাশিত হউন; স্ত্রী পুরুষ পার্থক্য দূর হইয়া উভয়েই সমান অধিকার প্রাপ্ত হউন। চন্দ্র সূর্য্যের মত পবিত্র, বিমল ও বিমুক্ত

ভাবে বিকসিত হইয়া উন্মুক্ত বায়ু, বিশুদ্ধ আলোক, জনাকীর্ণ নগর, নির্জ্জন কানন, দুরারোহ ভূধর, বিশাল সমুদ্র প্রভৃতি দর্শন, সদাশয় ব্যক্তিদিগের সহিত বাক্যালাপে সদুপদেশ ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ, জগতের নানাবিধ জাতির অবস্থা চক্ষে দেখিয়া পর্য্যালোচন, এবং সমাজ ও স্বদেশের মঙ্গলার্থে সভা সমিতিতে প্রকাশ্যরূপে যোগদান, প্রভৃতি দ্বারা মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, হৃদয় উন্নত হয়, ধর্ম্মে ভক্তি ও স্বদেশ বা সমাজের কল্যাণ চেষ্টায় প্রবৃত্তি জন্মে। পিঞ্জরাবদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় নিয়ত অন্তঃপুরবাসিনী ও শুভানুষ্ঠান পরিবর্জ্জিতা হওয়াতেই বঙ্গাঙ্গনাদিগের মনের অবস্থা ক্ষুদ্রতর; এই কারণেই তাঁহারা নুণটুকু তেলটুকু লইয়া গৃহের আত্মীয় ও প্রতিবাসীগণের সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিতে অগ্রসর। স্ত্রীজাতির হীনতা পুরুষ জাতিকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে আক্রমণ করিয়াছে, তাই "দাদার ছেলেটী রুইমাছের মুড়া খাইয়াছে" সুতরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথগন্ন হন (খ)। অতএব যদি বাঙ্গালা দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বঙ্গমহিলাদিগকে উন্নত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহারা পুরুষদিগের শৈশবে পালনকর্ত্রী, বাল্যে সঙ্গিনী, যৌবনে সহধর্ম্মিণী, প্রৌঢ়ে গৃহিণী ও বার্দ্ধক্যে সেবিকা, চিরকালই যাঁহাদিগের সহিত পুরুষ জাতির বিশেষ সংস্রব রাখিতে হয়, তাঁহারা হীন অবস্থায় থাকিলে পুরুষেরাই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্বাধীনতা অভাবে শিক্ষার কার্য্যকারিণী শক্তি থাকে না, স্বাধীনতা অভাবে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সদ্বৃত্তি সকল যথোচিতরূপে পরিস্ফুট হয় না; কার্য্যে ক্ষমতাহীন, মহদাশয়হীন, পশুর ন্যায় মানব কখনও মনুষ্যের সাহচর্য্য করিতে পারে না, অতএব স্ত্রীলোক উক্ত প্রকার অবস্থায় থাকিলে দেশে, সুমাতা, সুভগিনী, সুভার্য্যা, সুকন্যা কিছুই মিলিবে না, বাঙ্গালীরও জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

অধ্যবসায়।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র।

বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সম্পদ, ধর্ম্ম ও সুখ ইত্যাদি মনুষ্যের প্রার্থনীয় যে কোন বস্তু আছে, অধ্যবসায় সে সকলেরই প্রধান সাধন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, ওয়েলিংটন, বাল্মীকি, কালিদাস ও শিবজী প্রভৃতি যে অধ্যবসায়ের গুণে বড়লোক হইয়াছিলেন, মহারাজ বিশ্বামিত্র সেই অধ্যবসায়ের গুণে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হইয়াছি-

(খ) এ ঘটনাটি সত্য। কোন এক প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় পরিবারে ঐ কারণে স্বতন্ত্রতা জন্মিয়াছিল; শুনিলে হাসিও আইসে, কান্নাও পায়।

লেন। প্রজাহিতনিরত প্রজাপতি-নন্দন কুশ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র মহাবল ও ধার্ম্মিক কুশনাভ; কুশনাভের পুত্র গাধি, এই গাধির পুত্র খ্যাতনামা বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র যখন পিতৃসিংহাসনাসীন ছিলেন, তখন একদা সৈন্যাদি সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে নির্গত হইলেন, নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আচমনীয় ও ফল মূল উপহার দিলেন, এবং অতিথি হইতে অনুরোধ করিলেন। বিশ্বামিত্র প্রথমতঃ বিনীতভাবে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন না, অনন্তর বশিষ্ঠের যত্নাতিশয্য দর্শনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মহামুনি বশিষ্ঠের শবলা নাম্নী একটী হোম-ধেনু ছিল, সেই হোম-ধেনুটীর দুগ্ধে তিনি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সসৈন্য মহারাজা বিশ্বামিত্রকে সৎকার করিলেন। বিশ্বামিত্র এই দুগ্ধবতী সুন্দরী গাভীটী দেখিয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন, "মহাত্মন্ আপনি এক লক্ষ পয়স্বিনী গাভীর বিনিময়ে আমাকে এই শবলা প্রদান করুন। শবলা রত্নস্বরূপা, রাজাও রত্নের অধিকারী, অতএব ঐ গাভী ন্যায়ানুসারে আমারই হইতেছে, উহা আপনি আমাকে প্রদান করুন।" বশিষ্ঠ শবলাকে দিতে অস্বীকৃত হইলে বিশ্বামিত্র ঐ গাভী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া লইয়া চলিলেন। শবলা যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও বিশ্বামিত্রের লোকেরা তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। শবলা তখন দীননয়নে স্বীয় প্রভু বশিষ্ঠের মুখপানে চাহিয়া অশ্রুধারায় নিজ বদন প্লাবিত করিতে লাগিল। তপঃপরায়ণ ক্ষমাশীল বশিষ্ঠ কিন্তু কিছুই বলিলেন না। শবলা তখন হম্বা রবে তপোবন পরিপূর্ণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেই উচ্চ হম্বা রব ও বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া আশ্রমের অদূরবর্ত্তী পহ্লব, যবন, শক, কাম্বোজ, বর্ব্বর, হারীত, কিরাত প্রভৃতি বশিষ্ঠভক্ত ম্লেচ্ছগণ যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া তপোবনে যথায় বিশ্বামিত্রের সেনাগণ বশিষ্ঠের গাভী হরণ করিতেছে, তথায় উপনীত হইয়া যুদ্ধার্থে বশিষ্ঠের অনুমতি প্রার্থনা করিল। বশিষ্ঠও শবলাকে যাইতে অনিচ্ছু ও কাতরা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ঐ ম্লেচ্ছগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এখন বিশ্বামিত্র দেখিলেন যে তিনি যত সহজে গাভী হরণ করিবার আশা করিয়াছিলেন, তত সহজে ঐ গাভী হরণ করা ঘটিবে না। তিনি ভাবিয়াছিলেন বশিষ্ঠ নিঃসহায়, এখন বুঝিলেন যে তাঁহার ঐরূপ বোধ করা সম্পূর্ণ ভুল, অতএব তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল, অব-

শেষে অসভ্য ম্লেচ্ছদিগের হস্তে বিশ্বামিত্রের কয়েকটী পুত্র নিহত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রের হতাবশিষ্ট সেনাবল আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না; সুতরাং বিশ্বামিত্রের পরাজয় ও বশিষ্ঠের জয় হইল। পরাজিত বিশ্বামিত্র স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু হতপুত্রগণের শোক ও বশিষ্ঠসৈন্যকর্ত্তৃক নিজের পরাজয় রূপ অপমান তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। অবশেষে পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়া কিন্নর ও উরগগণ সেবিত হিমালয়ের পার্শ্বে গিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ, এবং কি চাহ?" মহাদেব এইরূপ বলিলে বিশ্বামিত্র প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট উত্তম অস্ত্র ও তাহার প্রয়োগ শিক্ষা করিতে চাহিলেন, মহাদেবও তাহা দিয়া প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া, আগ্নেয় অস্ত্রাদি দ্বারা আশ্রমস্থ নিরীহ জীবদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। এবার বশিষ্ঠ আশ্রমস্থ নিরীহ জীবদিগকে হত, আহত ও ভয়াকুল দেখিয়া ক্ষুভিত জলধির ন্যায় আলোড়িত হইলেন এবং সচল আগ্নেয় গিরির ন্যায় যেন ক্রোধাগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে আশ্রমস্থ সকলকে অভয় প্রদান করিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "ক্ষত্রিয়াধম গাধিপুত্র! তোমার যত সামর্থ্য আছে, আমার প্রতি প্রয়োগ কর, আশ্রমস্থ নিরীহ জীবদিগকে কেন হনন করিতেছ? রে দুর্ম্মতে! কোথায় আমার সুমহৎ ব্রহ্ম বল, আর কোথায় ক্ষত্র বল! তুমি অদ্য আমার ব্রহ্মবল অবলোকন কর।" বশিষ্ঠ এই বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। বিশ্বামিত্র মহাদেবকর্ত্তৃক প্রাপ্ত অস্ত্র সকল বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; বশিষ্ঠও স্বীয় ব্রহ্ম দণ্ড দ্বারা ঐ সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত, দর্শকগণকে চমৎকৃত ও আশ্রমস্থ লোক সমূহকে আশ্বস্ত করিলেন। বিশ্বামিত্র নিগৃহীত ও ক্ষুব্ধ চিত্ত হইয়া ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্কার দিলেন এবং ব্রহ্মবলকেই প্রকৃত বল বলিয়া মনে করিলেন; বলিলেন, "আমি প্রসন্নেন্দ্রিয় ও প্রহৃষ্টমানস হইলাম, এখন যে তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, আমি তাদৃশ সুমহৎ তপ করিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশ্বামিত্র বহু দিবস ঘোর তপশ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎকট তপস্যা দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, "হে রাজন্! এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া বোধ করিলাম।" বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবার জন্যই তপস্যা করিতেছিলেন, সুতরাং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রাজর্ষি বিবেচিত হওয়ায় সন্তোষ লাভ করিলেন না। তিনি পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন।

পুনর্ব্বার পিতামহ আসিয়া বলিলেন, "তুমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভ কর্ম্ম দ্বারা ঋষিত্ব লাভ করিলে।" কিন্তু তাহাতেও তিনি নিরস্ত না হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে মেনকা নাম্নী একটী স্বর্গ বেশ্যার ছলনায় ইনি দশ বৎসরকাল তপস্যা ভ্রষ্ট হইলেন, পরে বহুবিধ অনুতাপ করিয়া আবার ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সুমহৎ তপস্যায় বিশ্ব কম্পিত হইয়া উঠিল; পিতামহ এবার আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র মনে করিলেন যে তিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, এবং ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভো! আমার ইন্দ্রিয়গণ কি বিজিত হইয়াছে?" ব্রহ্মা বলিলেন, "না, তোমার ইন্দ্রিয়গণ আজও পরাজিত হয় নাই, ইন্দ্রিয় জয় করিতে যত্ন কর।" এই কথা বলিয়া পিতামহ প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র এখন বুঝিলেন যে তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ আজও পরাভূত হয় নাই, তখন তিনি বিশ্বকে কম্পিত করিয়া আবার সুমহৎ ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত রম্ভা নাম্নী অপ্সরা বিশ্বামিত্রের সেই তপস্যা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাওয়ায়, বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন। এই রূপে কোপ দ্বারা তাঁহার তপ অপহৃত হইলে তিনি সন্তাপিত হইয়া মনে কিছুমাত্র শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, এবং বুঝিতে পারিলেন যে ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার বশে আইসে নাই। এবার তিনি দ্বিগুণ অধ্যবসায় সহকারে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও ক্রুদ্ধ হইবেন না এবং কাহাকেও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ কিম্বা শাস্তি প্রদান করিবেন না; এবং অনাহারী ও অনুচ্ছ্বাস হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার সেই ঘোর তপস্যা দর্শনে পিতামহপ্রমুখ সুরগণ আসিয়া বলিলেন, "কৌশিক বিশ্বামিত্র! তুমি ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে, এখন যথাসুখে বিচরণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে চতুর্ব্বেদ, ওঁকার ও বষট্কার আমাকে বরণ করুন্ এবং ক্ষত্র বেদবিৎ ব্রহ্মবেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ আমাকে "ব্রহ্মর্ষি" বলিয়া সম্ভাষণ করুন।" অনন্তর দেবতারা তাপস শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে ঐরূপ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্য করিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "তোমার অভীষ্ট সফল হউক।" সুরগণ বলিলেন, "তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ, তোমার মনোরথ সকলই সম্পন্ন হইতে পারে।" এই বলিয়া দেবগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে পূজা করিলেন এবং কৃতার্থ হইয়া তপস্যা-তৎপর থাকিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।*

বিশ্বামিত্র ক্রোধী, লোভী ও অন্যান্য

* পাঠান্তরে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সংবাদের অন্যরূপ বর্ণনা আছে, কিন্তু প্রস্তাবের মূল কথা বিশ্বামিত্রের অধ্যবসায় সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। বা, বো, স।

ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াও অধ্যবসায় গুণে ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করতঃ সাধু চরিত্র ও বিশ্বমিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। "সাধনাতে সিদ্ধি" ইনি এই বাক্যের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারিলে অধ্যবসায় গুণে আমরাও আমাদের চরিত্রের দোষ সকল সংশোধন ও আত্মোন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া জীবনের মহোদ্দেশ্য সফল করিতে পারি।

কু, রা।

সতীধর্ম্ম।

৭ম প্রবন্ধ।

(দাম্পত্যই ত্রিবর্গের মূল)

পুরোহিত। "ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ম্"—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে তুমি কদাচ ইহাকে (বধূকে) উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পারিবে না।

বর। "নাতিচরামি"—কখনই উল্লঙ্ঘন করিব না।

রাজকুমার কুবলয়াশ্ব যখন মদালসাকে বিবাহ করিয়া আনেন, তখন মদালসার সখী কুণ্ডলা রাজকুমারকে বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—হে প্রিয়দর্শন কুমার! আপনার প্রজ্ঞা অসীম, আমা হেন স্বল্পবুদ্ধি অবলা আপনাকে আর কি উপদেশ দিবে। অতএব আপনাকে উপদেশ দিতেছি না, আমার প্রিয়সখীর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াই বলিতেছি;—

"ভর্ত্তব্যা রক্ষিতব্যা চ ভার্য্যা হি পতিনা সদা।
ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী ॥১॥
যদা ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গতম্ ॥২॥
কথং ভার্য্যামৃতে ধর্ম্মমর্থং বা পুরুষঃ প্রভো!।
প্রাপ্নোতি কামমথবা তস্যাং ত্রিতয়মাহিতম্ ॥৩॥
তথৈব ভর্ত্তারমৃতে ভার্য্যা ধর্ম্মাদিসাধনে।
ন সমর্থা ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৪॥
দেবতাপিতৃভৃত্যানামতিথীনাঞ্চ পূজনম্।
ন পুংভিঃ শক্যতে কর্ত্তুমৃতে ভার্য্যাং নৃপাত্মজ। ॥৫॥
প্রাপ্তোঽপি চার্থো মনুজৈরানীতোঽপি নিজং গৃহম্
ক্ষয়মেতি বিনা ভার্য্যাং কুভার্য্যাসংশ্রয়েঽপিবা ॥৬॥
কামস্তু তস্য নৈবাস্তি প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে।
দম্পত্যোঃ সহধর্ম্মেণ ত্রয়ীধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ ॥৭॥
পিতৄন্ পুত্রৈস্তথৈবান্নসাধনৈরতিথীন্ নরঃ।
পূজাভিরমরাংস্তদ্বৎ সাধ্বীং ভার্য্যাং নরোঽবতি ॥৮॥
স্ত্রিয়াশ্চাপি বিনা ভর্ত্রা ধর্ম্মকামার্থসন্ততিঃ।
নৈব তস্মাৎ ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যমধিগচ্ছতি ॥৯॥
এতত্তয়োক্তং যুবয়োর্গচ্ছামি চ যথেপ্সিতম্।
বর্দ্ধ ত্বমনয়া সার্দ্ধং ধনপুত্রসুখায়ুষা ॥১০॥"

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

—পতিই ভার্য্যাকে সদা ভরণ ও রক্ষণ করিবে; ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সুসম্পন্নভাবে সাধনার বিষয়ে ভার্য্যাই পতির একমাত্র সহায়।১। যখায় পতি ও পত্নী পরস্পরের বশতাপন্ন, তথায়

ত্রিবেণীর ন্যায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তিনটীই একত্র মিলিত হয়। ।২। ভার্য্যা নহিলে পুরুষ কিরূপে ত্রিবর্গ লাভ করিবে? পুরুষের ত্রিবর্গ ভার্য্যা-মূলেই অবস্থিত।৩। সেইরূপ পতি নহিলে ভার্য্যাও ত্রিবর্গের সাধনে সমর্থ হয় না; উভয়ের ত্রিবর্গ দাম্পত্য-মূলেই প্রতিষ্ঠিত।৪। হে রাজকুমার! স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ দেবতা, পিতৃলোক, ভৃত্যবর্গ ও অতিথি প্রভৃতির সেবা করিতে কখনই পারে না।৫। অর্থ হস্তগত করিলেও এবং তাহা গৃহে আনিলেও, যদি তাহার ভার্য্যা না থাকে, অথবা কুভার্য্যা থাকে, তবে তাহার সে ধন কড়ি উড়ে পুড়ে যায়।৬। ভার্য্যাহীন পুরুষের যে পবিত্র কামভোগে অধিকার নাই, সে ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনটীই দম্পতীর পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ।৭। সন্তান উৎপাদন দ্বারা পিতৃলোকের, অন্ন দান দ্বারা অতিথি পরিজনের এবং পূজা দ্বারা দেবতার প্রীতিসাধনের জন্যই পুরুষ সাধ্বী ভার্য্যাকে পরম যত্নে রক্ষা করেন।৮। স্বামী বিনা স্ত্রীরও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সন্তান লাভ হয় না, অতএব এই ত্রিবর্গ একমাত্র দম্পতীকেই আশ্রয় করিয়া আছে।৯। আমি আপনাদের উভয়কে এই কথা বলিলাম। এখন আমি চলিলাম; হে রাজকুমার! আপনি এই পত্নীর সহিত ধন, পুত্র, সুখ ও দীর্ঘ জীবন সম্ভোগ পূর্ব্বক দিন দিন পরমোন্নতি লাভ করুন।১০।

বহুবিবাহ দাম্পত্য অধিকারের অন্তর্ভূত নহে। বহুবিবাহের সঙ্গে দাম্পত্য ধর্ম্মের কোনও সম্পর্কই নাই। যাহারা বহুবিবাহ করে, তাহারা রত্ন বলিয়া কাচ ক্রয় করে। "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ"—যাহা সুখে, দুঃখে, নির্ব্বিকার, সকল অবস্থাতেই অনুকূল, সেই প্রেম 'একে' ভিন্ন 'দুয়ে' হয় না। এজন্য সীতা রাম, সাবিত্রী সত্যবান্ জগতে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ। রাম সীতাকে বনবাস দিলেন। সকলেই ভাবিল, হায়! সীতার ন্যায় অভাগিনী বুঝি কেহই নয়! কিন্তু,—

"শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্বংশবাসিনঃ।
অনন্যজানেঃ সৈবাসীদ্ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী।"

(রঘুবংশ, ১৫শ সর্গ, ৬১ শ্লোক)

রাম যে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেও সীতার শ্লাঘার কথা, কেন না, তাঁহারই স্বর্ণময়ী প্রতিমা যজ্ঞদীক্ষিত দারান্তরশূন্য রামের একমাত্র সহধর্ম্মচারিণী হইয়াছিলেন। কথিত আছে,—সীতা যখন শুনিলেন যে তাঁহারই স্বর্ণপ্রতিমা পতির মহাযজ্ঞের একমাত্র সহায়, তখন তিনি সকল দুঃখই ভুলিয়া গেলেন এবং আপনাকে পতিসৌভাগ্যবতীগণের মধ্যে ধন্যা বলিয়া জ্ঞান করিলেন। সীতা জানিতেন রাম লোকাপবাদভয়ে এবং অবশ্য কর্ত্তব্য প্রজারঞ্জনের অনুরোধে তাঁহাকে গৃহ হইতেই অন্তর করিয়াছেন, তাঁহাকে হৃদয় হইতে অন্তর করেন নাই;—

"কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা।
ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ।"
(রঘুবংশ, ১৪শ সর্গ, ৮৪ শ্লোক)

স্বারোচি নামক মনু বহু স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি একদা স্ত্রীগণকে লইয়া কোনও বনমধ্যে বিহার করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া এক রাজহংসী স্বারোচির দাম্পত্যসুখের প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া এক চক্রবাকী কহিল,—সখি রাজহংসি!—

"নায়ং বন্ধ্যো যতো লজ্জা নাস্যস্ত্রীসন্নিকর্ষতঃ।
অন্যাং প্রিয়তমাং ভুঙ্‌ক্তে ন সমাস্বস্য মানসম্ ॥১॥
চিত্তানুরাগ একস্মিন্নধিষ্ঠানে যতঃ সখি।
ততোহি প্রীতিমানেষ ভার্য্যাসু ভবিতা কথম্ ॥২॥
এতা ন দয়িতাঃ পত্যু নৈতাসাং দয়িতঃ পতিঃ।
বিনোদমাত্রমেবৈতা যথা পরিজনোঽপরঃ ॥৩॥
এতাসাঞ্চ যদীষ্টোঽয়ং তৎ কিং প্রাণান্ ন মুঞ্চতি।
আলিঙ্গত্যপরাং কান্তে ধ্যাতো বৈ কান্তয়ান্যয়া ॥৪॥
রূপপ্রদানমূল্যেন বিক্রীতো যেন দাসবৎ।
প্রবর্ত্ততে নহি প্রেম সমং বহ্বীষু তিষ্ঠতি ॥৫॥
কলহংসি! পতির্ধন্যো মম ধন্যাঽহমেব চ।
যস্যৈকস্যাশ্চিরং চিত্তং যস্যাশ্চৈব [illegible] ॥৬॥
একা অনেকানুগতা তথা হাস্যাস্পদং জনে।
অনেকা ভর্ত্তৃথৈবৈকো ভোগদৃষ্ট্যা নিরীক্ষতঃ ॥৭॥
তস্য ধর্ম্মক্রিয়াহানিরহন্যহনি জায়তে।
সক্তোঽন্যভার্য্যায়া চান্যকামানসঃ সদৈব সঃ ॥৮॥
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

এই বহুদারবিহারী ব্যক্তি কখনও শ্লাঘ্য নহে, এ যখন অন্য স্ত্রীর সমক্ষে অপরের সহিত ভোগাসক্ত হইতেছে, তখন ইহার ন্যায় নির্লজ্জ আর নাই।১। সখি! চিত্তের অনুরাগ সেই একমাত্র আধারেই থাকিতে পারে, তবে এ ব্যক্তির সকলের প্রতি সেই অদ্বৈত অনুরাগ কিরূপে সম্ভবে?।২। এই স্ত্রীরাও পতির প্রণয়পাত্রী নহে, আর পতিও এই সকল স্ত্রীর প্রণয়পাত্র নহে; দাস দাসী প্রভৃতির ন্যায় ইহারা কেবল ভোগেরই সহায়।৩। যদি ইহারা সত্য সত্যই পতিকে ভাল বাসিত, তবে সেই ধ্যেয় বস্তু পতিকে অন্যে আলিঙ্গন করিতেছে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করে না কেন?।৪। মূল্য দিয়া দাস ক্রয় করার ন্যায় ইহারা রূপ দিয়া এই ব্যক্তিকে কিনিয়াছে; অদ্বৈত প্রেম কদাচ বহু আধারে থাকিতে পারে না।৫। সখি রাজহংসি! আমার পতিই ধন্য আর আমিই ধন্য! তিনিও আমা ভিন্ন জানেন না, আমিও তাঁহা ভিন্ন জানি না।৬। বহুতে আসক্তা স্ত্রীর ভালবাসা যেমন, বহুতে আসক্ত পুরুষেরও ভালবাসা তেমনি হাস্যকর; ইহারা কেবল ভোগ-দৃষ্টিতেই পরস্পরকে দর্শন করে।৭। যথায় প্রণয়ের এরূপ ব্যভিচার ঘটে, তথায় অহরহ ধর্ম্মকর্ম্মসকল লোপ পাইতে থাকে।৮।

সামঞ্জস্য ভাবে (১) ত্রিবর্গের সাধনাই যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে বহু-বিবাহ কদাচ বিবাহবিধির অধিকার-ভুক্ত হইতে পারে না। অতএব ঐ দূষিত বহুবিবাহ উঠিয়া গিয়া তৎপরি-বর্ত্তে আর এক নূতন বহুবিবাহ প্রচলিত হউক, সমস্ত মানবমণ্ডলী সেই একমাত্র বরণীয় ব্রহ্মাণ্ডপতিকে বরমাল্য প্রদান করুক। এ বহুবিবাহে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কলহ ও অশান্তির সম্ভাবনা নাই, কেন না, প্রত্যেকেই মনে করিবে, সেই প্রাণেশ্বর আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। সমস্ত নদ নদী একমাত্র মহাসমুদ্রের বক্ষেই সমান স্থান পায়।

(১) 'সামঞ্জস্য ভাবে'—ধর্ম্মের অবিরোধে।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

নূতন সংবাদ।

১। ইউরোপের মধ্যে রুসিয়া সভ্যতা অংশে হীন বলিয়া পরিচিত, কিন্তু এখানে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক। রুসীয় স্ত্রীলোকেরা ডাক্তার, শিক্ষকত আছেন, আবার নিম্নস্থ শাসন কর্তৃপদে অনেকে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। জর্ম্মণিতে স্ত্রী-স্বাধীনতা অল্প। কিন্তু আজি কালি কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের, পুরুষদিগের সহিত তুল্যাধিকার দেওয়া হইতেছে। ব্যায়ামশালা স্ত্রীলোকদিগের জন্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

২। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বিদ্যাসাগর স্মরণ ফণ্ডে কুচবিহারের মাহারাজা আড়াই হাজার ও কুমার বিনয়কৃষ্ণ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৩। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার অনেক বৈষম্য দেখা যায়। সম্প্রতি গণনাদ্বারা স্থির হইয়াছে ইংলণ্ডে প্রতি হাজার ৫৮টী স্ত্রীলোক অধিক, সুইটজর্লণ্ডে ৪৬, স্পেনে ৪৪, পর্টুগালে ৪১, জর্ম্মণিতে ৩৫, ডেন্মার্কে ৩২, এবং ফ্রান্সে ৮টী অধিক। ইটালিতে হাজার পুরুষে স্ত্রীলোক ৯৮৫ এবং বেলজিয়মে ৯৫০ জন মাত্র। আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়াতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম—হাজার করা যথাক্রমে ৯৯০, ৯৭৭, ৯৪৪ ও ৮১২ মাত্র।

বামারচনা।

শরৎ যামিনী।

অই যে দেখিতে পাই নির্ম্মল আকাশ,
কোন ঠাঁই নাই বিন্দু নীরদ কালিমা;
খেলেনা চপলা দাম—হয় না প্রকাশ,
বিরাজিছে তারা সহ শারদ চন্দ্রমা। ১

কুমুদিনী জলাশয়ে সমুন্নত শিরে,
প্রিয়মুখ বিলোকনে হয়ে বিকসিত,
আনন্দে মারুত মন্দে দোলে ধীরে ধীরে,
কৌমুদী তরঙ্গে দেখে জগৎ প্লাবিত। ২

শশধর দরশনে চকোর চকোরী
পাদপ শাখায় আসি বসিয়া নির্জ্জনে;
কত অনুরাগে তারা মঙ্গল আচরি
করিছে চন্দ্রিকা পান প্রফুল্লিত মনে। ৩

ঝিল্লীগণ মনসুখে বিবরে থাকিয়া,
পরিশ্রান্ত জীবগণে করিয়া মোহিত,
নীরব মেদিনী পরে সুতান ছাড়িয়া
ঝিঁঝীরবে চন্দ্রালোকে গাইছে সংগীত। ৪

সরোজিনী সরোবরে বিষণ্ণ বদনে,
হারাইয়া দিবা অন্তে প্রিয় প্রাণেশ্বরে,
ঢাকিয়া নয়ন মণি দল আবরণে,
ধরিয়াছে শোকচিহ্ন কম কলেবরে। ৫ *

শ্রীঅছিমন্নেসা খাতুন ছিদ্দিকা।

* কবিতার দুই এক স্থান সংশোধিত হইল। যাহাহউক মুসলমান রমণীগণ বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিয়া সুন্দর কবিতা লিখিতেছেন, ইহা বার পর নাই আনন্দের বিষয়। বাঃ বোঃ স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৩ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১২৯৮—ডিসেম্বর ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঝটিকা ও স্ত্রীলোকের দয়া— সে দিবস কলিকাতা অঞ্চলে যে ঝটিকার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, আণ্ডামান দ্বীপে তাহার প্রবল পরাক্রম প্রকাশিত হইয়াছে। তথায় বাটী চাপা পড়িয়া ৬০ জন কয়েদী মৃত ও প্রায় ২০০ জন আহত হইয়াছে। তীরস্থ নৌকাদি এককালে ধ্বংস হইয়াছে। বন্দরে "এণ্টারপ্রাইজ" নামক একখানি জাহাজ ৭৭ জন আরোহীর সহিত জলমগ্ন হয়, তন্মধ্যে ৬ জন মাত্র ভগ্ন কাষ্ঠাদি অবলম্বনে কোনরূপে প্রাণরক্ষা করে, কিন্তু তাহারা তীরে উঠিতে গিয়া ভীষণ তরঙ্গাঘাতে প্রতিহত হইতে থাকে। এই সময় কয়েকটী স্ত্রী দায়-মাল হাত ধরাধরি করিয়া তরঙ্গ ঠেলিয়া জলমগ্নপ্রায় লোক কয়েকটীর নিকট আসিল এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। নারীর প্রাণ কখনও দয়াশূন্য হয় না।

মাদকতা নিবারণ চেষ্টা— আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ইংলণ্ডে ওয়েষ্টহাম নিবাসিনী ৫১৬৩টী রমণী তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যেন মদ ও অহিফেন ব্যবহারে আর সহায়তা না করেন।

ভারত পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ— বোম্বাই গার্ডিয়ান লিখিয়াছেন পৃথিবীতে সদ্যোজাত প্রত্যেক ৬টী শিশুর মধ্যে ভারতে ১টী জন্মে, ৬টী নিরাশ্রয় বালিকার মধ্যে ভারতে ১টী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক ৬টী বিধবার মধ্যে ১টী হাহাকার করে এবং প্রত্যেক ৬টী

মৃত পুরুষের মধ্যে ভারত হইতে ১টী অনন্তধামে যাত্রা করে। ভারতমাতার মত দুঃখিনী কে ?

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বেলার পরিমাণ—জর্ম্মণির হাম্বর্গ প্রদেশে দীর্ঘতম দিন ১৭ ঘণ্টা, ষ্টকহলমে ১৮॥, সেণ্ট-পিটার্সবর্গে ১৯, ফিনলণ্ডে ২১॥ ঘণ্টা। নরওয়ে দেশের উত্তর ভাগে ২১ এ মে হইতে ২রা জুলাই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১॥ মাস ক্রমাগত দিন, এ সময়ের মধ্যে সূর্য্য আর অস্ত যায় না। উত্তর কেন্দ্রের নিকট গ্রীষ্মকালে দিবা ৬ মাস ও শীতকালে রাত্রি ৬ মাস হইবে আশ্চর্য্য কি?

কাশ্মীরের নূতন বন্দোবস্ত—লর্ড লান্সডাউন সস্ত্রীক ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। রাজা প্রতাপ সিংহ এত দিন পদচ্যুত ছিলেন, এখন তিনি তথাকার কৌন্সিলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রয়াল্ রেড ক্রশ—আমাদিগের সুযোগ্য প্রধান সেনাপতির পত্নী লেডি রবার্টস আহত ও পীড়িত সেনাদিগের প্রতি দয়াশীলতার জন্য এই রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব—বর্ত্তমান সময়ে থিয়জফীর আকারে বৌদ্ধধর্ম্ম, ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের অনেক কৃতবিদ্য লোককে স্বদলভুক্ত করিয়াছে। বুদ্ধ গয়ায় কিছু দিন হইল চিন, জাপান, সিংহল ও ভারতের বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণের এক সমিতি হয়, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বুদ্ধগয়া মন্দির প্রার্থনা করিয়াছেন এবং ইহার নিকট জমি কিনিয়া এক বৌদ্ধাশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

জাপানে ভূমিকম্প—সম্প্রতি এক ভূমিকম্পে জাপানদ্বীপে ৪০০০ লোক হত ও ৫০০০ আহত হইয়াছে। ৫০০০০ পাকা বাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। "মারে গোঁসাই রাখে কে ?"

রুমানিয়ার রাজ্ঞী এলিজেবেথ্।

সভ্যজগতের বিদ্বন্মণ্ডলীতে ইনি কবি কারমেন্ সিলভার নামে পরিচিতা। এলিজেবেথ, উইডের মৃত রাজপুত্র হারম্যানের কন্যা। জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতী নিউইড নামক স্থানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। কৌমারেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেন,—দশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই অবলীলাক্রমে ছন্দোরচনা করেন এবং অতি তরুণাবস্থা হইতে সুবিখ্যাত লেখক, কবি, শিল্পী ও পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিতা হন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইনি শিক্ষণীয় সকল বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন এবং অধুনাতন ও

পূর্ব্বকালীন ভাষা সমূহে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কবি রুম্যানিয়ার রাজপুত্র চালার্সের সহিত পরিণীতা হন এবং ১৮৮১ সালের ২২মে তারিখে রাজ্ঞী উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক খণ্ড উপন্যাস ও কবিতা রুম্যানিয়া ভাষা হইতে জর্ম্মণ-ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান ১৮৭৪ সালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। রাজ্ঞী এই অতীব শোচনীয় ঘটনোপলক্ষে যে কবিতাগুলি রচনা করেন, সে গুলি অতি উৎকৃষ্ট। তৎসমুদয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। হেলেন ভেকারেস্কো ইঁহার প্রাচীনা পরিচারিকা। ইনিও রাজ্ঞী এলিজেবেথের মত গুণশালিনী কবি। রাণী চান ইঁহার সহিত স্বপুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী ফার্ডিন্যাণ্ডের বিবাহ হয়। সদস্য বর্গ চান এ বিবাহ না হয়। এই বিষয় লইয়া এখন রুম্যানিয়ায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রিগণ বলিতেছেন যে, একাধারে এরূপ রাজ্যভার ও অলৌকিকী কবিত্ব শক্তি থাকা শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে রাজ্যের বিপদ ব্যতীত মঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রুম্যানিয়া রাজ্যে যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল পুনর্ব্বার তাহা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। রাণী অনুনয় বিনয় করিয়াও—এমন কি প্রধান মন্ত্রীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজপুত্রকে ইত্যবসরে জর্ম্মণিতে পাঠান হইয়াছে। এইত অবস্থা। আবার দেখ রাণী মৃত্যুশয্যায় বসিয়াছেন। বকারেষ্ট নগরের রাজপ্রাসাদে ইনি এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছেন। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত অবস্থা বড় মন্দ ছিল। ঈশ্বর এরূপ প্রতিভাশালিনী রমণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন্ এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

আর্য্যমহিলা।

পার্ব্বতী।

সংস্কৃতে উক্ত হইয়াছে "দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা"—আমরা বুঝিতে পারি যদি মহাত্মাদিগের ভার্য্যাগণ সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুরূপী হইতে পারেন, তাহা হইলে আর স্বতন্ত্র স্বর্গ অন্বেষণ করিতে হয় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, লর্ড গ্লাডষ্টোন ও জেনারেল বুথ হইতে এ বিষয়ে আমরা অনেক শিক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু এই সকল মহাত্মা যে ভাগ্যবান্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,

সেই জাতির অস্তিত্ব যখন জগতের অগোচর, তখনই ভারতে এক দেব দম্পতীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারাই হিন্দু সম্প্রদায়ে "হর পার্ব্বতী" বলিয়া পূজিত হইতেছেন। হর পার্ব্বতী হিন্দু সম্প্রদায়ে আদর্শ দম্পতী। উভয়ের হৃদয়ের যেরূপ বিনিময় হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়াই গুণগ্রাহী আর্য্যগণ মহাদেবের "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি" কল্পনা করেন। †

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

প্রকৃত পক্ষে এ মহা শপথ হর পার্ব্বতীতেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল। হর পার্ব্বতীর চরিত্র আলোচনা করিলে "পরিণয় দুর্ব্বলের পক্ষে পাশস্বরূপ, সবলের পক্ষে মুক্তির সোপান" একথা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। হরগৌরীর দাম্পত্য প্রণয়ে নিষ্কাম ধর্ম্মচর্য্যা ও বিশ্ব প্রেমিকতা বিদ্যমান। তাই হিন্দুর অনেক ধর্ম্মতন্ত্রের উপদেশে মহাদেব বক্তা ও পার্ব্বতী শ্রোত্রী। ইহাই দাম্পত্য জীবনের চরম উৎকর্ষ। যে মেয়ে কেবল পতিপরায়ণা তাঁহাকে সুভার্য্যা বলিতে পারি না, যে মেয়ে কেবল সুগৃহিণী তাঁহাকেও সুভার্য্যা বলিতে পারি না, যিনি স্বামীর ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, কর্ম্মে সহকর্ম্মিণী ও সর্ব্বতোভাবে সহযোগিনী, স্বামীর ভিতরে যিনি অনুপ্রবিষ্টা, তিনিই প্রকৃত আদর্শ ভার্য্যা। এই সকল বিষয়ে পার্ব্বতীচরিত্র সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ। তাই পার্ব্বতী গুণগ্রাহী হিন্দুর গৃহে "সর্ব্বার্থসাধিকা দেবী" বলিয়া পূজিতা! এমন দেবীকে পূজা করিলে মানব জন্ম সফল হয়, এই জন্য আমরা অযোগ্যতা সত্ত্বেও পার্ব্বতীর পুণ্যময় চরিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, আমাদের অপূর্ণ প্রতিভা প্রতিহত হইলেও পার্ব্বতীজীবন কোন ক্রমে অসম্পূর্ণ নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগকে পার্ব্বতী চরিত্র সংগ্রহ করিতে পুরাণ ও কাব্যাদির আশ্রয় লইতে হইতেছে, আর্য্যদিগের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবই ইহার কারণ। যাহাহউক এই পুরাণ ও কাব্যাদিতে পার্ব্বতী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা ভারত মহিলাদিগের "আদর্শ" স্বরূপ হইতে পারে।

পার্ব্বতী দেবী গিরিরাজ-তনয়া। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুমিত হয়, গিরিরাজ পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা ছিলেন বলিয়া আর্য্যগণ গৌরবার্থে তাঁহাকে "হিমালয়" আখ্যা দিয়া থাকিবেন। যাহাহউক পার্ব্বতী এই গিরিরাজের পত্নী মেনকার অষ্টম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সন্তানদিগের মধ্যে মৈনাক, একপর্ণা, দ্বিপর্ণা প্রভৃতি পুত্রকন্যার নাম জানা যায়। পার্ব্বতী পিতা মাতার যেরূপ "সর্ব্বস্ব ধন" ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মৃতবৎসার

† অর্দ্ধ নারীশ্বর বিষয়ে যিনি আমাদের কথা অবিশ্বাস করেন, তিনি ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারত পত্রে "ব্রহ্মময়ী" স্তোত্র দেখিতে পারেন।

সন্তান বলিয়াও বিবেচনা হয়। মৃত-বৎসার সন্তান বলিয়াই হউক, অথবা সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটীর প্রতি পিতা মাতার মমতা কিছু বেশী বলিয়াই হউক, পার্ব্বতী পিতা মাতার বড় "আদরের মেয়ে" ছিলেন। এই কারণে তাঁহার "উমা, গৌরী, হৈমবতী" প্রভৃতি আরও অনেক নামও ছিল। পার্ব্বতী যে অতি সুবোধ ও সুশীলা ছিলেন, তাহা তাঁহার কন্যাজীবনের যে টুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেই বুঝা যায়। বস্তুতঃ "সুকন্যা" নামের উপযুক্ত।

পার্ব্বতী যখন বালিকা, তখন মহাদেব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। সতীর দেহ-ত্যাগের পরেই পার্ব্বতীর জন্ম হইয়াছিল। মহাদেবের দেবোচিত গুণ-গ্রামের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই গুণের কথা শুনিয়াই পার্ব্বতী অতি বাল্যকাল হইতে আদর্শ পুরুষ মহাদেবকে একান্ত ভক্তি করিতেন। কথিত আছে বালিকা খেলা ধুলা ছাড়িয়া শিবপূজাতেই রত থাকিতেন। শিবের নাম শুনিলে তিনি বিশুদ্ধ ভক্তি ভাবে প্রণোদিত হইয়া আত্ম-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। এই কারণে অনেকের বিশ্বাস ছিল "সতী"ই পার্ব্বতীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন!" আমরাও এইখানে পার্ব্বতীর অলৌকিক গুণানুরাগের পরিচয় পাইতেছি।

পার্ব্বতীর বয়স যত বাড়িতে লাগিল; শিব-ভক্তিও তত বাড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী যখন তরুণবয়স্কা বালিকা, সেই সময়ে সতী-বিয়োগ-কাতর মহাদেব হিমালয়ে তপস্যা করিতে আসিলেন। মহাদেব প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্ব-হিত-ব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাদেব, সতী বর্ত্তমানে গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় ত্যাগস্বীকার-পরায়ণ, আবার ত্যাগী হইয়াও দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ। মহা-দেবের ভোগ-বাসনা পরিত্যাগের জন্যেই তিনি দক্ষাদির নিকটে নিন্দিত; সেই ঘৃণার জন্যেই সতী আত্মঘাতিনী; সতীর মৃত্যুর পরেই সেই আত্মত্যাগী মহাদেব ভার্য্যার শব-দেহ লইয়া উন্মত্ত! শিশু মৃত হইলে মা তাহাকে ছাড়িয়া দেন, স্বামী মৃত হইলে ভার্য্যা তাঁহাকে— যেমন করিয়াই হউক বিদায় দেন, কিন্তু মহাদেব তাঁহার সতীর দেহ "শব" বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই! কোমত ক্লোটিডাকে পূজা করিয়াছেন, শুনিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু মহা-দেব তাহার বহুকাল পূর্ব্বে সতীর উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! এ দেবো-চিত অনুরাগ কেবল মহাদেবেই সম্ভবে! এমন স্বামীর জন্যে প্রাণত্যাগ করিয়াই সতীর স্বর্গলাভ হইয়াছে! আবার ইহাও বলি, প্রতিপ্রাণা সতীর জন্যে এইরূপ ত্যাগস্বীকার না করিলে, মহা-দেবের সহস্র দেবত্ব সত্বেও হৃদয়হীনতা অনুভব করিতে হইত, কিন্তু সে দেবত্ব সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ।

যাহাহউক মহাদেবকে হিমালয়ে

তপস্যা করিতে দেখিয়া পার্ব্বতী এক পবিত্র সংকল্প করিলেন। সে কল্প কি? মহাদেবের চরণ সেবা করা। শিব পার্ব্বতীর নিকটে আদর্শ দেবতা-রূপে পূজিত ছিলেন, তাই শিবের সেবিকা হইতে পার্ব্বতী-হৃদয় ব্যগ্র হইল।

পার্ব্বতী পিতার নিকটে মনোভাব প্রকাশ করিলেন। পিতা দুহিতার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তিনি জানেন মহাদেব দেবতা; মহাদেব ভোগ-সুখ-প্রিয় সুকুমার নহেন; মহাদেব দুর্ব্বল চেতা তরুণ বয়স্ক পুরুষ নহেন; মহাদেব আত্মসংযমী যোগী, পরব্রহ্ম পরায়ণ সাধু এবং আদর্শ চরিত্রবান্ দেবতা। তাঁহার সাহচর্য্যে পার্ব্বতীর জীবন ধন্য হইবে। স্পর্শমণির সহযোগে লৌহও যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সাধু পুরুষ বা সাধ্বী রমণীর সাহচর্য্যে সেইরূপ পঙ্কিল হৃদয়ও দেবত্ব লাভ করিতে পারে। এই সকল মনে করিয়া পিতা তাঁহার স্নেহের মুকুলটীকে মহাদেবের চরণে সংস্থাপিত করিলেন। পার্ব্বতী, শিবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিব-চরিত্র বিচিত্র, শিব-চরিত্র অতুল। পার্ব্বতী বালিকা হইলেও তাঁহার গুণগ্রাহিতা শক্তি অলৌকিক। তাই মহাদেবের চরণ-প্রান্তে বসিয়া পার্ব্বতী তাঁহার যতই গুণের পরিচয় পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই সময়ে পাঠিকা-ভগিনী মনে করিবেন, পার্ব্বতী কুমারী, মহাদেব মৃতদার। পার্ব্বতীর মনে হইল, এই আত্মসংযমী বিশ্ব-প্রেমিক দেবতার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলেই তাঁহার জীবন সফল হয়। এই দেবতা যদি পার্ব্বতীর জীবনের পরিচালক হন, তাহা হইলেই এই জীবন-কলিকা উপযুক্ত রূপে বিকাস পাইতে পারে। এই খানে বালিকা পার্ব্বতী ও অন্য রমণীর ইতর বিশেষ সহজে বুঝা যায়! ইন্দ্রাদি দেবতার প্রতি অনুরক্ত হওয়া অনেকের পক্ষে সহজ, কিন্তু পার্ব্বতীর মত হৃদয় না থাকিলে নিবৃত্তি-পরায়ণ সন্ন্যাসী মহাদেবের মূল্য কেহই বুঝিতে পারে না! এই জটা-বিলম্বিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহের অভ্যন্তরে যে কি মহত্ত্ব কি দেবত্ব বিরাজমান, তাহা বুঝিতে পারা সামান্য শক্তির কার্য্য নহে! অথচ পার্ব্বতী বালিকা! (এই জন্যেই বুঝি লোকে কথায় বলে "মূলা কত বড় হবে, তাহা প্রথম পাতায়ই বোঝা যায়"।) আর পার্ব্বতীর পতি-ভক্তিই বল, আর পতি-প্রেম বল, পার্ব্বতীর যে অনুরাগ এক সময়ে "আদর্শ" হইয়া উঠিবে, তাহা প্রথমে আমরা দেখিতেছি—গোড়ার দিকে ভক্তি, আগার দিকে ভালবাসা; ভক্তিকে 'অবলম্বন করিয়া ভালবাসা দাঁড়াইয়াছে। রমণীর দেবতাও স্বামী, তাই ভালবাসার মূলে ভক্তিভাব চাই, এই রকম ভালবাসার নামই "পবিত্র ভালবাসা!" এই রকম ভালবাসাই ভার্য্যার শিক্ষণীয়।

কিন্তু এই গৌরবান্বিত ভালবাসাও পার্ব্বতীকে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হইয়াছিল, কারণ শিব সন্ন্যাসী, তাহাতে সতী-গত প্রাণ। পার্ব্বতী শিবের প্রতি অনুরক্তা একথা জানিতে পারিলে, প্রতিদান দূরে থাকুক, হয়ত পার্ব্বতীর সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন। তাই পার্ব্বতী আত্মগোপন পূর্ব্বক শিব-সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ইহাতেই পার্ব্বতীর ভালবাসার নিঃস্বার্থ ভাব ও গভীরতা, এবং বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বিতা অনুমান করা যাইতেছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে একদিন (পার্ব্বতীর গভীর অনুরাগ বুঝিয়াও দেবগণের চক্রান্তে) মহাদেবের অজেয় হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল—একদিন ক্ষণকালের জন্য শিব পার্ব্বতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ইহা দুর্ব্বলতা নহে, শিব চরিত্র দুর্ব্বলতার অতীত। তাঁহার একদিকে সহৃদয়তা ও কোমলতা, অন্যদিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও বীরত্ব। সহৃদয়তার জন্যই শিব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধির উত্তেজনায় তৎক্ষণাৎ এ ইচ্ছা সংযত হইল। অন্য লোকের পক্ষে যাহাই হউক, পার্ব্বতীচরিত্র সম্পূর্ণরূপে না জানিয়া, পার্ব্বতী শিবের সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্য কি না তাহা বিশেষরূপে না বুঝিয়া, শিব তাঁহাকে জীবন-পথের সহচরী করিতে পারেন না। দুর্ব্বলচেতা মানবেরা আপনাকে "অবস্থার বা ঘটনার দাস" বলিতে পারে, ঘটনা-স্রোতে তাহাদের সকল কর্ত্তব্য-জ্ঞান ভাসিয়া যাইতে পারে; বিবেক শক্তি সজীব না থাকিলে, চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকিলে, যোগাভ্যাস ও আত্ম-সংযম লাভ হয় না।* মহাদেবে সংযম শক্তি সজীব, বিবেক জাগ্রত, তাই তাঁহার দেব-শক্তিতে দুর্ব্বলতা হারিয়া গেল, পবিত্রতার আগুনে প্রলোভন পুড়িয়া "ভস্ম" হইল। ইহাইতো বীরত্ব! আয়াসে আত্মসংযম ত প্রকৃত দেবত্ব!—দুঃখ না থাকিলে সুখের মধুরতা কে বুঝিত? প্রবৃত্তি না থাকিলে নিবৃত্তির গৌরব কেমনে থাকিত? এইরূপ চিত্ত-জয়ী না হইলে মহাদেবের "দেবত্ব" কে জানিতে পারিত? যিনি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া সংসারে প্রতি পদক্ষেপ করিবেন, যিনি ঈশ্বরের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি মহদ্ব্যক্তিই হউন আর ক্ষুদ্র ব্যক্তিই হউন, আত্মসংযমে তাঁহার পূর্ণ অধিকার। আর কিছু না পারিলেও তিনি "চরিত্রবান্" হইতে পারিবেন। "চরিত্র" রক্ষা বিষয়ে মহাদেব আদর্শ স্থানীয়—সে জ্ঞানের জন্য নহে; অভ্যাস গুণে।

এই দিন হইতে মহাদেব পার্ব্বতীর সংস্রব ছাড়িয়া দিলেন। মহাজ্ঞানী মহাদেব, পার্ব্বতীতে সহৃদয়তা, উচ্চাশয়তা ও পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি

*বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি ঋষিরা ইহার উদাহরণ।

সদ্গুণাবলী আছে কিনা, তাহা না জানিয়া তাঁহাকে চিরজীবনের সহকারিণী রূপে নিযুক্ত করিবেন না ; এরূপ স্থলে পার্ব্বতীর সংশ্রব পরিত্যাগ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যাহা "কর্ত্তব্য" বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হয়, সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে মহাদেব সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত আছেন। এরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান যাঁহার, তাঁহার মত মহানুভব কে?* যিনি সংসার সমুদ্রের গরল আত্মসাৎ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার স্পর্শে পাপও পুণ্য হয়, বিষও অমৃত হয়, তাঁহার মত মহাশক্তিমান্ কে? ভূত পিশাচেরা যাঁহার স্নেহাস্পদ—চিতার ভস্ম যাঁহার চন্দন, তাঁহার মত সমদর্শী কে? যিনি কুবেরের ধনেও নিস্পৃহ, শ্মশান যাঁহার সুখের গৃহ, তাঁহার মত নির্ব্বিকার কে? যিনি বিশ্ব-হিতৈষণা-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া শারীর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন (১) যাঁহার পারিবারিক জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্ব সেবা, তাঁহার মত বিশ্বপ্রেমিক কে? যিনি গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী, আসক্তিবিহীন অনুরাগী, তাঁহার মত ক্ষমতাবান্ কে? যিনি পার্ব্বতীর মত রমণী রত্নের অনুরাগভাজন হইয়া, নিজে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ধর্ম্মের জন্যে, কর্ত্তব্য পালনের জন্যে পার্ব্বতীকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার মত চিত্তজয়ী বীর কে?—এই জন্যেই বলিতেছি শিব-চরিত্র সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ, মহাদেব সকল জাতিরই পূজ্য, নমস্য ও ভক্তিভাজন হইতে পারেন।

শিব হিমালয় পরিত্যাগ করিলেন, পার্ব্বতীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। এত দিন শিবের চরণ সেবা করিয়াই তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হইতেছিল, সে সৌভাগ্য ও সহসা ফুরাইল! আর এ জীবনে মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভরসাও রহিল না! কিন্তু শিবকে না পাইলে পার্ব্বতীর জীবন বিফল! পার্ব্বতীর যদি চাহিবার কিছু থাকে, তবে সে মহাদেব। তাই শিব হিমালয় ছাড়িয়া গেলে তিনি আর পিতৃগৃহে গেলেন না—পিতা মাতার স্নেহপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, যেখানে মহাদেব সতীর জন্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী, তরুণ বয়সে তপস্বিনী হইয়া সেইখানে মহাদেবের জন্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন। প্রিয় ব্যক্তির অভাবে তাঁহার স্মৃতিই সুখের, তাঁহার জন্যে ত্যাগ স্বীকারেই শান্তি। বিধবা রমণীর ব্রহ্মচর্য্য যে কারণে, পার্ব্বতীর তপস্যাও সেই কারণে।

মহাদেব এ তপস্যার কথা জানিতে পারিলেন। সত্য সত্যই পার্ব্বতী,

---

* আর একজন আদর্শপতি রামচন্দ্র, সে কথা পরে বলিতে ইচ্ছা রহিল।

(১) মহাদেব শবচ্ছেদন করিতেন, সে কথা প্রসিদ্ধ। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সুপণ্ডিত ছিলেন, "বৈদ্যনাথ" ও "তারকেশ্বর" হইতে ইহা বোধগম্য হয়।

প্রঃ লেঃ

তাঁহার অজ্ঞাতে (?) তাঁহার সতীর স্থান অধিকার করিতেছেন! পার্ব্বতীর হৃদয়পূর্ণ ভালবাসা সত্য সত্যই সেই সন্ন্যাসী শিবের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তুমি বঙ্গীয় ভগিনি! স্বামীর স্নেহভাগিনী হইতে পারিলে না বলিয়া নীরবে কাঁদিও না—রাগ করিও না. উপবাস করিয়া স্বামীকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিও না। তোমার স্বামীকে খুব ভালবাসা দাও, স্বার্থপরতা ছাড়িয়া শুধুই ভালবাসা দাও, কেবলই দিতে থাক, একদিনও ফিরিয়া চাহিও না, ভালবাসিয়াই সুখী হও, দেখিবে একদিন তোমার স্বামী "পাষাণহৃদয়" হইলেও সহৃদয় হইবেন; একদিন তোমার নিষ্ঠুর স্বামী স্নেহময় স্বামী হইবেন, একদিন—তাঁহাতে যদি এক বিন্দু মনুষ্যত্ব থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন তিনি তোমার ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন। ভালবাসা ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাস্ত্র, বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। যাহাতে মহাদেবের অজ্ঞেয় হৃদয়ও আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা মর জগতে "অব্যর্থ" কে না বলিবে?

তথাপি, মহাদেব জীব, মহাদেব দেবতা। পার্ব্বতী মহাদেবের সহধর্ম্মিণী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী কি না, যুগল হৃদয় মিশিয়া এক হইতে পারে কি না, বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কিনা সে বিষয়ে এখনও তাঁহার সন্দেহ আছে। এমনও হইতে পারে পার্ব্বতীর হৃদয়পূর্ণ অনুরাগ, বালিকাহৃদয়ের স্বাভাবিক চঞ্চলতা মাত্র। মহাদেবের হৃদয়ের ইতিহাস বুঝিয়াছিল একজন মাত্র, শিবচরিত্রের বৈচিত্র্য জানিয়াছিল একজন মাত্র, সেই স্নেহময়ী প্রেমময়ী "সতী"। বালিকা পার্ব্বতী তাঁহার স্থান অধিকার করিবে কি করিয়া? বালিকা, সতীর মত মহাদেবের হৃদয়জ্ঞা মনোজ্ঞা হইবে কি করিয়া? তাই মহাদেব পার্ব্বতীর চিত্ত পরীক্ষার্থ ছদ্মবেশে পার্ব্বতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" মতাবলম্বী হইলে, "যেমন জোটে তেমনি" ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাদেবের উদ্দেশ্য অনেক উপরে।

ছদ্মবেশী মহাদেব পার্ব্বতীর সম্মুখে গিয়া "শিব-নিন্দা" করিতে লাগিলেন। বলার উদ্দেশ্য, মহাদেবের ভোগবিলাস নাই, তাঁহার স্ত্রী যে দশখানা অলঙ্কার পরিবেন সে আশা নাই; মহাদেবের গৃহ শ্মশানে, রাজকুমারী সেখানে থাকিতে পারে না; তার পরে মহাদেবের আত্মজ্ঞান (বা কাণ্ডজ্ঞান) কিছুই নাই, এরূপ অবস্থায় মহাদেবের সহিত বিবাহ হওয়াতে কেবল ক্লেশই লাভ হইবার সম্ভাবনা। যদি বিবাহ করিতেই "সাধ" হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণের পত্নী হইলে সকল সুখভোগ হইবে। মহাদেব—কিন্তু

মহাদেব বুঝিয়াছিলেন, যদি বালিকা কোনও পার্থিব সম্পদের লোভে শিবকাঙ্ক্ষিণী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সকল শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

পার্ব্বতী বয়সে বালিকা হইলেও তাঁহার হৃদয় বিশালতর। তাঁহার অনুরাগ, চক্ষের ভালবাসা নহে। রূপ, গুণ, ধন, মান প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্র চন্দ্র ছাড়িয়া, বায়ু বরুণ ছাড়িয়া (আমাদের দেশের ভাষায় বলিতে হইলে বলি যে, হ্যাট্ কোটপরা তেড়িকাটা, ছড়িওয়ালা ছাড়িয়া) সংসারত্যাগী, সুখভোগবিরত, মহাদেবের চরণাকাঙ্ক্ষিণী কেন? পার্ব্বতী বুঝিয়াছেন, শিব বিশ্বজগতে অমূল্য রত্ন। তাই তিনি মহাদেবেই মুগ্ধ; মহাদেবই সুন্দর, মহাদেবের যাহা কিছু তাহাই সুন্দর। মহাদেবের দেহ ভস্মাবৃত হইলে ভস্মও সুন্দর, মহাদেব ব্যাঘ্রবাসধারী হইলেও ব্যাঘ্রবাসও সুন্দর, মহাদেবের শ্মশান গৃহ, ভূত প্রেত সঙ্গী, ভিক্ষা জীবিকা, বৃষ বাহন হইলে সেই সকলও সুন্দর। মহাদেবই সৌন্দর্য্যময়!—শিবের শিবত্বই সৌন্দর্য্যময়! এ রকম তন্ময়তা না থাকিলে কি পার্ব্বতী "আদর্শ পতিপ্রাণা" শব্দের যোগ্যা হইতেন? জগতে যে (ধার্ম্মিকের বা মহাত্মার) পত্নী এইরূপ পতিপ্রাণা, তিনি যে জাতিতে জন্মিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে সহস্র প্রণাম করি, আর সমগ্র বঙ্গমহিলাকে তাঁহার পদাঙ্ক লক্ষ্য করিয়া চলিতে বলি।

সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় আরাধ্য দেবতার নিন্দা পার্ব্বতীর সহ্য হইল না, কেহই সহিতে পারে না। তাই হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে বালিকা, যোগীর সমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—

"বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং
ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলি॥"

শুনিয়া মহাদেবের সন্দেহ দূর হইল—আত্মপ্রশংসা শুনিয়া নহে। নিজের প্রশংসায় প্রীত হইয়া স্তাবকের নিকটে আত্মবিক্রয় করা মহাদেবের

মত দেবতার কার্য্য নহে। মহাদেব বুঝিলেন, যদি জগতে শিব-চরিত্রের মর্য্যাদা কেহ বুঝিয়া থাকে, তবে সে এই বালিকা! যদি মহাদেবের বাম পার্শ্বে আদর্শ সতী "সতী"র অধিকৃত স্থানে বসিবার উপযুক্ত কেহ থাকে, তবে সে এই মহাপ্রাণা বালিকা! এই বালিকাকে বিবাহ করিতে পারিলেই মহাদেব জীবন-পথের প্রকৃত সঙ্গিনী পাইতে পারেন। বালিকা পার্ব্বতীতে শিবের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। মহাদেব যথাবিধি পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মণি-কাঞ্চনে যোগ হইল।

ইহার পরে পার্ব্বতীর গার্হস্থ্য জীবন। গৃহকার্য্যে পার্ব্বতী কিরূপ সুশিক্ষিতা ও ও সুনিপুণা ছিলেন, তাঁহার "অন্নপূর্ণা" মূর্ত্তিই তাহার প্রমাণ। যে স্ত্রী স্বহস্তে স্বামীর অথবা স্বামি-গৃহের কার্য্য করিতে চাহেন না, তাঁহার "পতিপ্রাণতা" যতই গৌরবান্বিত হউক না কেন, ভারতভূমির উপযুক্ত নহে। প্রাণপণে স্বয়ং পতিসেবা করিবে, তাঁহাকে স্বহস্তে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে, তাঁহার অসুখের সময়ে নিজে তাঁহার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিবে, তাঁহার গৃহে যাহাতে কোনও অভাব, না আসিতে পারে—তাঁহার আয় যেরূপ হউক না কেন, তাঁহাকে অঋণী রাখিয়া সুগৃহিণীপণায় গৃহের সকল অভাব দূর করিতে হইবে—ইত্যাদিই ভারতমহিলার শিক্ষণীয়। দেবী পার্ব্বতীতে আমরা ইহাই দেখিতেছি। মহাদেব অন্নপূর্ণার প্রস্তুত অমৃতান্ন আহার করেন। পার্ব্বতীর শুশ্রূষায় শিব বিষপানেও অমর। মহাদেব "ভিখারী" হইয়া—অর্জ্জনস্পৃহা ত্যাগ করিয়াও রাজরাজেশ্বর; অন্নপূর্ণার গুণে তাঁহার গৃহে অভাব নাই। কেবল মহাদেব কেন, অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি মাত্রকেই আহার দান করেন; তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াই ভারতকন্যাগণ রন্ধনকার্য্যে নিয়োজিত হন, তাঁহাদের বিশ্বাস "অন্নপূর্ণার নামেও অন্নাদি 'অমৃতান্ন' হইবে, একগুণ আয়ে পাঁচ গুণ ব্যয় করা যাইবে;" ইহার অপেক্ষা গার্হস্থ্য জীবনে আর গৌরবের কি আছে?

পার্ব্বতীর ধর্ম্মজীবনও অপূর্ব্ব। মহাদেব সনাতন ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ। তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশগুলি পার্ব্বতীকে দেবীরূপে, মহাশক্তিরূপে গঠিত করিয়াছিল। "ভার্য্যা-ধর্ম্ম" শিক্ষা দিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্পূর্ণরূপে, আপনার অনুরূপ করেন। ইহাই ভার্য্যা-জীবনের চরমোৎকর্ষ। জ্ঞানী ও সাধু পতির সহিত আধ্যাত্মিক মিশ্রণই ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব। পার্ব্বতীতে তাহার সম্পূর্ণতা বিদ্যমান। আর কি চাও?

পার্ব্বতী আদর্শ রমণী, শিব আদর্শ পুরুষ। পার্ব্বতী শিবগতপ্রাণা, শিবও শক্তিগতপ্রাণ। আর্য্যগণ এই অলৌকিক প্রেম এই আধ্যাত্মিক মিলন বুঝিয়াছিলেন, তাই শিবের "অর্দ্ধনারীশ্বর"

মূর্ত্তির অবতারণা। স্নেহ, ভক্তি, প্রণয়—ভালবাসায় যত রূপান্তর থাকে হরপার্ব্বতীতে সে সমস্তই পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তাই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন—"বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্যসম্বদ্ধ জগতের পিতা মাতা হরপার্ব্বতীর বন্দনা করি"! *

ফুল—সুগন্ধি ফুল বনে ফুটিলে স্নিগ্ধ বায়ু সুগন্ধ বহন করিলেই তাহার ফুলজন্ম সার্থক হয়! আর গুণবতী রমণী গুণবান্ স্বামীর "ভার্য্যা" হইলেই তাঁহার নারী-জন্ম সার্থক হয়। পার্ব্বতী রমণীকুলের রত্ন ছিলেন, মহাদেবের মত দেবতার দেবত্ব হইতেই সে রত্ন এত উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল। পুরুষরত্ন মহাদেব সেই গুণবতী দেবীকে কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা নিম্ন লিখিত কয়েক ছত্রেই বোধগম্য হয়; মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"শক্তিং বিনা মহেশানি! শিবোঽহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি! শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ।
ঈশ্বরোঽহং মহাদেবি! কেবলং শক্তিযোগতঃ॥" ইত্যাদি

পার্ব্বতীর অভাবে শিবের শিবত্ব থাকে না। নিজগুণে যে রমণী, মহাদেবের মত আদর্শ স্বামীর নিকটে এতাদৃশী গৌরব ও প্রীতির পাত্রী তাঁহার পদধূলি স্পর্শ করিয়াও রমণীরা কৃতার্থ হইতে পারেন (১)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাদেব বিশ্বসেবাব্রতে ব্রতী। যাহাতে পৃথিবী সুখশান্তির আগার হয়, "অসুরের" পরিবর্ত্তে "দেবতার" রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, "ভূত পিশাচেরাও" কৃপাপাত্র বিবেচিত হয়, শিব এই সকল মহদুদ্দেশ্য রক্ষা করিতে ব্যস্ত। পার্ব্বতী এ সকল কার্য্যেও শিবের সহযোগিনী—সহকর্ম্মিণী। পাঠিকা ভগিনি! তুমি কি পার্ব্বতীকে "দেবী" বলিতে লজ্জিতা হইবে?—যদি হও তাহা হইলে মনে ভাবিয়া দেখিও, যে আর্য্যজাতি এই পার্ব্বতীকে "দেবী" বলিয়া পূজা করিয়াছেন তাঁহারা কুসংস্কারাপন্ন? না যাঁহারা বলিতে ইতস্ততঃ করেন তাঁহারা কুসংস্কারাপন্ন? এ রকম দেবী যে দেশে পূজিতা হন, সে দেশের লোক এক দিন না এক দিন গৌরবাস্পদ হইতে পারে।

এই আদর্শ দম্পতীর পরিণয় ফলস্বরূপ যে সন্তানটী জন্মিয়া ছিলেন তিনিও "দেবকুমার"—পার্ব্বতী যাঁহার মা, মহাদেব যাঁহার বাপ, সেই সৌভাগ্য-

* বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। রঘুবংশ।

(১) অদ্যিও হিন্দুবালিকারা ব্রতবিশেষে বর চাহে "যেন দুর্গার মত পতি-সোহাগিনী হই" "দুর্গার মত" পতিসোহাগিনী হওয়া কুমারীদিগের প্রার্থনীয় একথা স্বীকার করি, কিন্তু ভার্য্যা যদি দুর্গার মত নিঃস্বার্থ পতিপ্রাণা হন—নচেৎ স্বামীকে "স্ত্রৈণ" কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে। —বাঃ সেঃ।

বাদের যেরূপ দেবত্ব লাভ হইতে পারে, হর-পার্ব্বতীর পুত্র কুমার বা কার্ত্তিকের সেইরূপ দেবত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। শৌর্য্যে বীর্য্যে ও জিতেন্দ্রিয়তায় কার্ত্তিকের "আদর্শ" স্বরূপ। বিশ্বহিত বা লোকহিতে নিযুক্ত হইয়া তিনি কৌমার্য্য অবলম্বন করেন, সেই জন্যেই "কুমার" আখ্যা প্রাপ্ত হন। অতএব আমরা বুঝিতেছি, পার্ব্বতী আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভার্য্যা, আদর্শ মাতা ও আদর্শ গৃহিণী। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ জীবন অতি বিরল। তাই আমাদের এই ক্ষীণ ও অস্ফুট প্রতিভা সে দেবী-জীবন বর্ণনা করিতে অক্ষম। কিন্তু আমরা অক্ষম হইলেও সে দেবী সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণা।

আর একবার পার্ব্বতি! সিদ্ধেশ্বরীরূপে অভাগিনী বঙ্গ-জননীর মনোরথ সিদ্ধ করিতে আসিবে কি মা? এই নিরানন্দ ভবনে আনন্দময়ীরূপে আসিবে কি মা? এই কাঙ্গালের পুরে একবার রাজরাজেশ্বরী রূপে আসিবে কি মা? এই নিরন্ন দেশে একবার অন্নপূর্ণারূপে আসিবে কি মা? একবার বঙ্গভূমির মৃতবক্ষে অমৃতধারা ঢালিবে কি মা? যে মহাশক্তি রূপে "মহামোহকে" বিনাশ করিয়া "মহিষমর্দ্দিনী" আখ্যা পাইয়াছিলে, সেই দেবীমূর্ত্তিতে এই অশক্ত দেশে দাঁড়াইবে কি মা? এস! মা! এস! ভারতের অমূল্য রত্ন! মা'র কোলে ফিরিয়া এস!—একবার শক্তিহীনা ভক্তিহীনা, মলিনপ্রাণা বঙ্গকুমারী তোমার চরণতলে মাথা লুটিয়া বলিবে—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি
নমোঽস্তু তে।"

শ্রীমা।

ষষ্ঠীর কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাষা অতি অদ্ভুত সংক্রামক পদার্থ। ভাষার ন্যায় সংক্রামক আর নাই। মানবের মনোভাব—যাহার অন্য নাম জ্ঞান, তাহা মানবের বাক্‌যন্ত্র-প্রসূত ধ্বনিতে বাহির হইয়া বাহিরে আইসে, এবং বাহিরে আসিয়া যাহার যাহার কর্ণপথে প্রবিষ্ট হয়, তাহার তাহারই জ্ঞানসংক্রম সমাধা করে অর্থাৎ তাহাকে তাহা-কেই জ্ঞানী করায়। যে মনুষ্য জন্মাবধি কোনও মানবীয় ভাষা শুনে নাই, সে মানবে মানবীয় জ্ঞানের ও মানবীয় ভাষার অভাব থাকিবেই থাকিবে, অন্যথা হইবে না। সদ্যঃপ্রসূত শিশু ও মূক অর্থাৎ বোবা তাহার দৃষ্টান্তস্থল! শিশু শুনে নাই বলিয়া বলিতে পারে না। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক হইতেছে

যে, বোবা ও গোঙা এক নহে। বোবা স্বতন্ত্র, গোঙা স্বতন্ত্র। বোবা আদৌ বলিতে ও বুঝিতে পারে না, কিন্তু গোঙা অস্পষ্ট বলে ও সমুদায় কথা বুঝে! বোবা মাত্রেই বধির ; কিন্তু গোঙা বধির নহে। অনেকেই ভাবেন, বোবার বাগিন্দ্রিয় নাই, তাই সে কথা বলিতে কহিতে পারে না। বস্তুতঃ তাহা নহে! তাহাদের কর্ণ, তালু, আলজীব, প্রভৃতি স্থানাষ্টকবিশিষ্ট বাগ্‌যন্ত্র থাকিলেও তাহারা ভাষা জ্ঞানে বঞ্চিত। বাগ্‌যন্ত্র নাই এমন নহে, পরন্তু তাহাদের ভাষ্য বস্তুর জ্ঞানের অভাব আছে। তাহাদের কণ্ঠ ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের সেই ধ্বনি বাগ্‌যন্ত্র বিহীন পশুর ধ্বনি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের বাগ্‌যন্ত্র আছে; পরন্তু তাহাদের বলিবার যোগ্য জ্ঞান নাই। বোবারা বচনীয় পদার্থ জানে না, চেনে না, শুনে না, তাই তাহারা বোবা অর্থাৎ বলিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বোবা মাত্রেই জন্মবধির। জন্ম-বাধির্য্য ব্যতীত বোবা হয় না। বোবা বধির কিনা, তাহা তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে শব্দ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। বোবারা জন্মাবধি মানবীয় ভাষা প্রয়োগে বঞ্চিত থাকে বলিয়া তাহারা মানবীয় নানাজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। তাহারা যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানবীয় ব্যবহারাদি দর্শন করে, তাহারই দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আনুমানিক জ্ঞান জন্মে এবং তাহাতেই তাহাদের দেহযাত্রা কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু যাহারা মানবীয় ব্যবহার পর্য্যন্ত দেখে নাই বা দেখিতে পায় না, তাহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আমাদের পুরাণলেখক ঋষিরা ও উক্ত মেয়েলী ষষ্ঠীর কথা এই তথ্যটুকু গল্পছলে বুঝাইয়া দিয়াছেন বলিয়া অনুভূত হয়। পুরাণে অনেকগুলি মৃগ-পালিত, পশু-পালিত ও পক্ষিপালিত মনুষ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রোক্ত ষষ্ঠীর কথাতেও মার্জ্জারপালিত মনুষ্যের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। অবশ্যই এই সকল কথা উপবোক্ত মিলমানস্তর পোষকতা করিতে সমর্থ। হয়ত পুরাণের কথায় ও মেয়েলী ষষ্ঠীব কথায় বিশ্বাস হইবে না। যদি তাহা না হয়, তবে আধুনিক সংবাদ পত্রের প্রচারিত ব্যাঘ্র পালিত মানবের বৃত্তান্ত স্মরণ কর, তাহাতে অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। করিতে পারেই বা কে? ইংরাজদিগের দেখা ও লেখা মিথ্যা হইলে জগৎ সংসার সর্ব্বৈব মিথ্যা হইবে। যাহাই হউক, আমরা প্রস্তাবিত ষষ্ঠীর কথার পোষকার্থে পশ্চাৎ ২টী বাঘ মানুষের বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। পাঠিকাগণ দেখুন, সে গুলি যদি সত্য হয় ত তোমাদের ষষ্ঠীর কথা সত্য হইবে। আমরা ষষ্ঠীর কথা সত্য বলিতে প্রস্তুত নহি। আমরা ইহাই দেখাইতে চাহি যে, পূর্ব্বকালের রচিত মেয়েলী কথার মধ্যে কত জ্ঞান ও কত বিজ্ঞান লুক্কায়িত আছে।

বাঘ মানুষ। *

১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের সময় ফতেপুরে বাঘের ঘর হইতে একটি মানুষের বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সেখানকার সিভিল সার্জনের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, বালকটীর বয়স তখন ৬ অথবা ৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ছেলেটী কথা বলিতে পারিত না, কাপড় পরিতে চাহিত না। সে যে অনাথনিবাসে থাকিত, সেখানকার পাদ্রি সাহেব ভয়ে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতেন। ডাক্তার সাহেব গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং মাংস ও হাড় রান্না করিয়া খাইতে দিতে বলিলেন। এই মানুষ বাচ্চাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, তাহার দৌরাত্ম্যে সকল লোকই অস্থির হইয়া উঠিল। একদিন ডাক্তার সাহেব গিয়া দেখিলেন, সে বাগানে ছুটাছুটী করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার পায়ের উপর হাত দিয়া মুখের দিকে কাতরভাবে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টেও কিছু বলিতে পারিল না, কেবল "শাক" এই কথাটি বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাক ও ভাত খাওয়াইতে বলিলেন। ক্রমে তাহার ছেলেবেলাকার কথা মনে আসিতে লাগিল এবং "মা" ও "বাবা" এই দুই কথা বলিতে শিখিল। কিন্তু এরূপভাবে তাহাকে অধিক দিন বাঁচিতে হইল না। বালক খাইতে খাইতে তাহার ভয়ানক পেটের পীড়া হইল। সেরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় পড়িয়া তাহার উদ্ধত ব্যাঘ্রের স্বভাব দূর হইতে লাগিল এবং সে ক্রমেই পোষ-মানিতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব কাছে গেলে সহজে ছাড়াইয়া আসিতে পারিতেন না। যদিও তাহার গায় বাঘের ন্যায় দুর্গন্ধ ছিল এবং দেখিতে অতিশয় কদাকার, তথাপি দয়ালুস্বভাব ডাক্তার তাহার কাছে অনেকক্ষণ গিয়া থাকিতেন ও তাহাকে আদর করিতেন। কত চেষ্টাতেও তাহার সে ব্যারামের উপশম হইল না। মৃত্যুদিন যখন ডাক্তার সাহেব তাহাকে দেখিতে গেলেন, তখনও সে তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিল এবং যখন সাহেব আদর করিয়া তাহার মাথার উপর হাত দিলেন, তখন সে সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিল। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে "শাক" এই কথাটি বাহির হইল। ডাক্তারসাহেব চাহিয়া দেখিলেন, হতভাগ্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে।

[উদ্ধৃত]

কিছু দিন হইল, কানপুরে একটি

* নারীশিক্ষা ১ম ভাগে এ সম্বন্ধে যে দুইটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা বামাবোধিনীতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঘ-মানুষের কথা শুনা গিয়াছে। এক জন ইংরাজ মহিলা যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, ইহার বয়স ২৫ কি ৩০ বৎসর হইবে, দেখিতে খুব বলবান্ এবং দৃঢ়কায়। চুলগুলি ও পরিধেয় বস্ত্র বেশ মোটামুটি পরিষ্কার। দেখিলে খুব ছোটলোক অথবা ভিক্ষুকের মত বোধ হয় না। ইহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, বাঘ মানুষকে কেমন ভদ্র লোকের মত দেখায়। চক্ষু দুটি ভয়ানক রক্তবর্ণ, দেখিলে ভয় করে এবং জিহ্বা হিংস্র জন্তুর মত লকলকে, কাহারও প্রতি কোন উপদ্রব করে না, কিন্তু সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, ছোট ছোট ছেলেপিলে দেখিলেই যেন খাইবার জন্য জিহ্বা বাহির করে ও সতৃষ্ণনয়নে তাকায়। যাহাই হউক, সকলেই তাহাকে ভয় করে এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য অথবা পয়সা দিয়া থাকে।

বাঘ মানুষকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একটী ১০ বৎসরের মেয়েকে দেখাইয়া বলিল যে, যখন সে দেখিতে তত বড়, তখন এক জঙ্গল হইতে রোজ সাহেব তাহাকে ধরিয়াছিল, তখন সে চারি হাত পায়ে চলিত। কিছুকাল হাঁসপাতালে রাখার পর রোজ সাহেব নিজেই তাহাকে রাখিয়া দিলেন ও মা বাপের মত যত্ন করিতেন। রোজসাহেব বিলাত চলিয়া যাইবার পর হইতে সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। উক্ত ইংরাজমহিলা যখন তাহাকে সেই সময় সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে যোড়হাত করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় ঈশ্বর ও স্বর্গ সম্বন্ধে কত কথা বলিল। এই মানুষাকৃতি ব্যাঘ্রস্বভাব জীব মদ খাইতে শিখিয়াছিল। একটী ইংরাজ মহিলা ইহাকে অনেক দিন খাওয়া পরা দিতেন, কিন্তু হতভাগা ভয়ানক মদ খাইত ও খারাপ ব্যবহার করিত। সেই দোষে ইংরাজ মহিলা আর তাহাকে তত যত্ন করেন নাই। না করিলেও সে সেখান হইতে পলাইয়া অন্যত্র যায় নাই। এখনও সে পয়সা কড়ি পাইলে তাহা দিয়া মদ খাইয়া থাকে।

এই অদ্ভুত জন্তুর আচার ব্যবহার এখন প্রায়ই মনুষ্যের ন্যায় হইয়াছে। এখন কাহার কোন ক্ষতি করে না। শুনা গিয়াছে, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একদিন কোন স্ত্রীলোক তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াছিল এবং তাহাকে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহার বিষয়ে আর কোন কথা শুনা যায় নাই। *

* এরূপ ঘটনা অর্থাৎ বাঘের দ্বারা মনুষ্য শিশুর প্রতিপালন কি প্রকারে সংঘটন হয় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। যাহারা বাঘ মানুষ দেখিয়াছেন, তাহারা অনুমান করেন, আসন্নপ্রসবা নারী ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যাঘ্রর ক্রোড়ে প্রসব করিয়া মৃতা হয়। ব্যাঘ্রী সেই ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে আপনার মনে করে ও স্তন্য দিয়া বাঁচায়, অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহে শিশু অন্য কোন রূপে বাঁচে।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

চতুর্থ প্রস্তাব-শেষাংশ।

রক্ষণশীল সম্প্রদায় আবার ইহার ঠিক্ বিপরীত কথা বলেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রী স্বাধীনতা বিষম অনর্থকরী। উচ্চ শিক্ষার আশয়ে স্ত্রীজাতি স্কুল কলেজে পড়িতে যাইবে, তাহা হইলে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে কে? সন্তানের প্রসূতি যদি দেশে বিদেশে, সমুদ্রে, পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবে, তাহা হইলে ছেলেদের চলিবে কি করিয়া? তাহারা ক্ষুধার সময়ে আহার্য্য, পীড়ার সময়ে শুশ্রূষা ও সর্ব্বদা যত্ন, কাহার কাছে পাইবে? অতএব স্ত্রীজাতি যেরূপে আছে, সেই-রূপেই থাকুক—স্ত্রীলোকদিগকে সমাজ বা স্বদেশের ভাবনা ভাবিয়া মাথা ব্যথা করিতে হইবে না, সংসারে তাহাদের ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। স্ত্রীলোক-দিগের কর্ত্তব্য নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে না—গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, সন্তান পালন এবং পুরুষের আজ্ঞা বহন করাই স্ত্রী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল নিয়ম পালন করিতে পারাই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। এখনও যে বাঙ্গালা দেশ স্বনামখ্যাত রহিয়াছে, সে কেবল স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের শাসনা-ধীনে রহিয়াছে বলিয়া। রমণী পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিবে না, প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান আসন পাইবে, ঘরের বউ রাজপথে দাঁড়াইয়া একজন ইংরেজ কি জর্ম্মণের সহিত আলাপ করিবে, সে কি ভীষণ দৃশ্য! ভাবিতেও হৃৎপিণ্ড চমকিয়া উঠে!—জাতি বিশেষে যাহাই হউক, বাঙ্গালী কখনই সেরূপ হইতে পারে না, হইলে তাহাদের সংসার বা সমাজ কিছুই থাকে না। স্ত্রীশিক্ষা যাহা হইতেছে তাহাই ভাল; অধিক শিখাইয়া বঙ্গীয়

(গ) শিক্ষা ও সংসর্গ মানুষের মনুষ্যত্বের কারণ ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। পুরা-কালের মাতা ও ভার্য্যাগণ স্বামী প্রভৃতিকে কীর্ত্তিমান দেখিলেই প্রীত পাইতেন। শত্রু-ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদিগের আত্মীয়া-গণ উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনঃ প্রেরণ করিতেন। আর্য্য মহিলাগণ স্বামী প্রভৃতির বীরোচিত মৃত্যুতে কাতর হইতেন না, কাপুরু-ষোচিত কার্য্যে তাঁহাদিগকে রত দেখিলেই মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। বর্ত্তমান বঙ্গনারীগণ স্বামী পুত্র প্রভৃতিকে গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। বঙ্গবাসী উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া কোন শুভকার্য্য করিতে গেলে, মাতার আর্ত্তনাদে, স্ত্রীর অনুনয়ে, ও কন্যার অশ্রুধারায় বিকলচিত্ত হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। এই হেতু বাঙ্গালীরা বলেন "স্ত্রীলোক উন্নতির অন্তরায়," কিন্তু সেও তাঁহাদের গুণে; শিক্ষা সংসর্গ ও সংস্কার এ দুর্ব্বলতার মূল। বাঙ্গালীরা আর্য্য-বংশোদ্ভব, তাই বঙ্গ মহিলার কথা বলিতে আর্য্য মহিলার কথা বলিলাম।

ললনাকে "পাহাড়ে মেয়ে" সাজাইবার আবশ্যক রাখে না। পুরাতন প্রথা সমূহে দুষ্ট একটী দোষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজের অধিকতর অপকারের সম্ভাবনা। এই সকল কারণে বলা যায় বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যাহা আছে তাহাই থাকুক। ইত্যাদি।

এই পরস্পর বিরোধী মত লইয়াই দেশ আন্দোলিত হইতেছে এবং এইরূপ মতবৈষম্য দ্বারাই বঙ্গসমাজে, অনেক গুরুতর কার্য্যে সুফল পাওয়া যাইতেছে না। যাহাহউক উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উভয় মতের আংশিক সত্যগুলি স্পষ্ট অনুভূত হয়। এসম্বন্ধে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা পরে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

মঙ্গলময় জগদীশ্বরের অভিপ্রায়ে স্ত্রী ও পুরুষ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে ইহাদিগের পরস্পর পার্থক্য আছে। যে বিশ্ববিধাতা জগতে জড়াণু জীবাণু প্রভৃতি পদার্থকে স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তিনিই স্ত্রী পুরুষদিগকে তাহাদিগের কার্য্যোপযোগী বিভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। পুরুষজাতি স্বভাবতঃ দৃঢ়চেতা, বলবান্, সাহসী ও তেজস্বী; স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমলহৃদয়া, দুর্ব্বলা মৃদুস্বভাবা, লজ্জাশীলা ও ভীরু। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পুরুষজাতি স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং স্ত্রীজাতি পুরুষজাতিকে ভয়ে অভয়দাতা, বিপদে সহায় ও কার্য্যে সৎসাহসবিধাতা জানিবেন; পুরুষ জাতিও রমণীগণের নিকট দয়া, ক্ষমা, সেবা, সুখ, শান্তি পাইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিবেন, কি স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া কেবল নিজেরা জ্ঞানালোকে আলোকিত হইবেন, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। সন্তান প্রসব করণ, শিশু পালন, গৃহধর্ম্ম সংরক্ষণ এগুলি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঐশিক নিয়ম হইলেও উহা যে রমণী-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, একথা নিঃস্বার্থভাবে বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পাবেন। পুরুষের জীবনের উদ্দেশ্য যেমন আত্মোন্নতি করিয়া পরোন্নতি করা, রমণীরও সেইরূপ; তবে আধুনিক সময়ে দেশের সাধারণের মন যেরূপ অনুন্নত ও স্ত্রীজাতির প্রতি সমাজের যেরূপ অবজ্ঞা, তাহাতে রমণীদিগের বাহ্যিক স্বাধীনতা যে সময়োপযোগী এমন কথা বলিতে পারি না। বাহ্যিক স্বাধীনতা তো দূরের কথা, বঙ্গবাসিনীদিগের পরিচ্ছদের যেরূপ হীনত্ব, তাহাতে সময়ে সময়ে আত্মীয় পুরুষদিগের সম্মুখীনা হইতেও সঙ্কুচিতা হইতে হয় *। যাহাহউক

* বঙ্গাঙ্গনাদিগের পরিচ্ছদের হীনত্ব সকলেই জানেন; একখানি সাড়ী ইঁহাদের লজ্জানিবারক ও অঙ্গাবরণ। আজিকালী বডী, জ্যাকেট

বঙ্গাঙ্গনাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে পুরুষ জাতি উদাসীন থাকিলে বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। রমণী অন্তঃপুরে থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হউন; তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ ও গৃহ উপযুক্ত রূপে উন্নত হউক; যাহাতে রমণীর স্বাভাবিক চরিত্র পরিস্ফুট হয়, তদ্বিষয়ে পুরুষেরা যত্ন করুন; রমণীর ইচ্ছামত তাঁহাকে পবিত্র ও শিক্ষাপ্রদ স্থান, নিজেরা সঙ্গে করিয়া দেখান, দেশ ভ্রমণ কালে রমণীদিগকে সঙ্গে লইয়া নৈসর্গিক শোভা সকল তাঁহাদিগকে দেখাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও তত্তৎদেশীয়দিগের স্বতন্ত্র রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করাইয়া অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিন; সুশিক্ষিতা রমণীগণকে রমণী জাতির নেত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করুন, এবং নিজেদের সহকারিণী করিয়া দেশের উন্নতি স্রোত উন্মুক্ত করিতে থাকুন, তাহা হইলে দেশের —এ দুরবস্থাপন্ন বাঙ্গালা দেশের অনেক অভাব দূর হইবে এবং পুরুষেরাও সুশিক্ষিতা রমণীগণের নিকটে অনেক প্রত্যুপকার পাইতে পারিবেন। এইরূপে কার্য্য করিলে পূর্ব্বোক্ত বিরোধী মতেরও সামঞ্জস্য হইতে পারে।

বাঙ্গালী রমণীদিগের অবস্থা যাহা এতদূর বিবৃত করা হইল, তাহাই যথোচিত হইল না; ইহা ব্যতীত অপোগণ্ড বালিকার পাণিপীড়ন, বহু বিবাহ, কন্যা বিক্রয়, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি, সম্প্রদায় বিশেষে প্রচলিত থাকায় বঙ্গীয় রমণীর অবস্থা সমধিক ভীষণ ও শোচনীয় করিয়াছে। তবে আমরা যখন সাম্প্রদায়িকতা পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতেছি, তখন সে সকল কথা বিশেষরূপে অনালোচ্য। কিন্তু এই টুকু বলিতে চাহি যে সম্প্রদায় বিশেষে বঙ্গাঙ্গনার অবস্থা দারুণ বিভীষিকাময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।*

সাধারণতঃ বঙ্গাঙ্গনাগণের মানসিক অবস্থা কতকদূর উন্নত হইয়াছে। রুচিও অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে। এখন উল্কির পরিবর্ত্তে গহনা, শাঁখার পরিবর্ত্তে কত সুন্দর চুড়ী, নথের পরিবর্ত্তে মুক্তা, বাঙ্গা সাড়ীর পরিবর্ত্তে তিন, চারি পেড়ে (গবর্ণর জেনেরলের নাম পর্য্যন্ত পেড়ে) সাড়া পরিধান করেন, সেকেলের কিছুই পসন্দ করেন না। বাঙ্গালায় স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচার অল্পদিন হইয়াছে, ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই লেখা পড়া শিখিয়াছেন; কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ উচ্চ দরের সাময়িক পত্রের সম্পাদন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, কেহ গ্রন্থকর্ত্রী, কেহ বিজ্ঞানের কেহ দর্শনের গভীরতত্ত্ব সকলও গ্রন্থাকারে (সহজে) প্রকাশিত করিয়াছেন। অনেকে উচ্চ-

* প্রভৃতি ধনী পরিবারেরই ব্যবহার্য্য, সাধারণের জন্যে নহে। এবিষয় আন্দোলন হইতেছে, সহরে অপেক্ষাকৃত উন্নতিও হইয়াছে, পল্লিগ্রামের প্রতি দৃষ্টি আবশ্যক।

শ্রেণীর কবি আখ্যাও পাইয়াছেন—অধিক কি জাতীয় মহাসমিতিতেও কেহ কেহ বঙ্গমহিলার প্রতিনিধি হইয়াছেন। কিন্তু আগে যেরূপ বলিয়াছি, ইহা সাধারণ বঙ্গমহিলার চিত্র নহে; আর অনেক মহিলার অবস্থাও এসকল কার্য্যের অনুকূল নহে; তবে এ সকল কার্য্য দ্বারা তাহাদের মানসিক উন্নতির প্রারম্ভ হইয়াছে, একথা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ডি আলেমবার্ট।

ইনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সদ্যোজাত শিশু, তখন পারিস নগরের এক বৃদ্ধা রমণী ইহাঁকে একটী ধর্ম্ম মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধা শিশুটীকে পাইয়া পরম রত্ন জ্ঞানে আপন কুটীরে লইয়া গেলেন এবং অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। শিশুটীকে পাইবার দুই এক দিন পরেই জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটী বৃদ্ধাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর শিশুটীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কোথায় কি প্রকারে শিশুকে পাইয়াছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তখন সেই ভদ্রলোক বৃদ্ধার দয়ার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তুমি এই অনাথ শিশুকে আপন বুকে স্থান দিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছ। বেশ তুমি শিশুটীকে লালন পালন কর, খরচ পত্রের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই, আমিই সমস্ত যোগাইব।" বৃদ্ধা বাঁচিয়া গেলেন এবং দুহাত তুলিয়া ভদ্রলোকটীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তদবধি সেই ভদ্রলোক শিশুর খরচ পত্র যোগাইয়া আপন বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। শিশু বৃদ্ধার যত্নে ও সেই ভদ্রলোকের সাহায্যে ক্রমে মানুষ হইলেন এবং ফরাশী দেশীয় লোক সমাজে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ডি আলেমবার্ট ফরাশী দেশের গৌরব স্বরূপ হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ফরাশী "এনসাইক্লোপিডিয়া" গ্রন্থাবলীর গণিতের অংশটী সমস্তই তাঁহাদ্বারাই লিখিত হয় এবং এই গ্রন্থাবলী সম্পাদন বিষয়ে তিনি ডিডিরোকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রুসিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ডি আলেমবার্টের পরম সুহৃদ ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বার্লিন নগরে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বৃদ্ধার কুটীর হইতে

স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই। রুসিয়ার রাজ্ঞী ক্যাথারিন্ তাঁহাকে আপন পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেও ডি আলেমবার্ট বলিয়াছিলেন, যে যত দিন জীবিত থাকিবেন, তিনি এই সামান্য কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন না। ধন মান টাকাকড়ি লইয়া ডি আলেমবার্ট প্যারিস নগরে মহা সুখ ভোগে দিন কাটাইতে পারিতেন, যেরূপ আয়োজন থাকিলে জন সমাজে গণ্য মান্য হওয়া যায়, ডি' আলেমবার্টের সেইরূপ বস্তুর কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রাণ সেদিকে গেল না। তিনি মান ও সুখ্যাতি অপেক্ষা শান্তি ও স্বাধীনতাকে অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি অনাথ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, অনাথিনী দুঃখিনীর কোলে মানুষ হইয়াছিলেন এবং চিরকাল সেই দুঃখিনী পালনকর্ত্রীর কুটীরে থাকিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন।

বিদ্যাসাগরের জননী।

দরিদ্রের গৃহে জগদ্বিখ্যাত মহা পণ্ডিত, তেজস্বী ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুসন্তানের জন্মগ্রহণ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নিতান্ত বিরল না হইলেও ভারতবর্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখ দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়া, একাহার ও অনাহারে জীবন যাপন করিয়া পরিশেষে জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারা এই অলস উদ্যমবিহীন দেশে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইলেও পরলোকগত মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র জীবন কাহিনীতে সে দৃষ্টান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দরিদ্রাদপি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তর কালে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষরত্নে পরিণত হইলেন, ইহার গোপন তত্ত্ব কোথায়? কেহ কি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কেন ক্ষুদ্র দরিদ্রসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরে পরিণত হইয়াছিলেন? কেহ কি সূক্ষ্মদর্শন সহকারে অনুসন্ধান করিয়াছেন, কি কি উপকরণ একত্রিত হইয়া মহামনা মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের মহাচরিত্র গঠন করিয়াছিল? চিন্তাশীল বুদ্ধিমান লোক দেখিতে পাইয়াছেন যে বিদ্যাসাগররূপ পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ে তাঁহার জননী সেই পুণ্যবতী সহৃদয়া বঙ্গললনার কোমল হস্ত দুইখানি নিরন্তর পশ্চাৎ হইতে খাটিয়াছে, সেই দয়াবতী সাধ্বীর কোমল হৃদয় বিন্দু বিন্দু ক্ষরিয়া বিদ্যাসাগররূপ

মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই হিন্দুললনাই পরম যত্নে ঈশ্বরচন্দ্রকে লালন পালন করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগর আজ বাঙ্গালী জাতির মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পুণ্য কাহিনীর গীতধ্বনিতে সমগ্র ভারত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাই আজ আমরা সেই গরীয়সী রমণী রত্নের গুণ-পনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

তিনি বড় সরলহৃদয়া রমণী ছিলেন। লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বিপন্ন ব্যক্তি যদি দরিদ্র হইল, যদি কোন প্রকারে শুনিতে পাইতেন যে কোন অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক সাহায্যাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, তাঁহার হৃদয় অমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তিনি নিরন্তর পরসেবাতেই সময়াতিপাত করিতেন। বীরসিংহ গ্রামের অনেক দরিদ্র লোক এখনও সাক্ষ্য দিবে যে তিনি দিবারাত্রি জাতি-নির্ব্বিশেষে হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে পীড়িত লোকদের পথ্যের ব্যবস্থা করিতেও তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাকে সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যাইত যে তিনি কোন অস্পৃশ্য জাতির দ্বারে বসিয়া সে বাড়ীর রোগীর পথ্যের বা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেক সময়ে সাগু ও মিছরি সঙ্গে থাকিত, যাহাদের রাঁধিবার লোক না থাকিত, তাহাদের জন্য নিজে বাড়ী আসিয়া পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাই-তেন। এইরূপে দরিদ্রের সেবা করি-তেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।

একবার বাড়ীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যব-হারের জন্য এবং অন্য কাহারও কাহারও জন্য সে গুলি আসিয়াছিল। পাড়ার প্রতিবেশীগণের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে এক গৃহের পরিবারেরা শীতে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে—এমন শক্তি নাই যে শীত নিবারণের উপযোগী কোন বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই জননীসদৃশা গৃহিণী সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া অবশিষ্ট কয় খানিও শেষে ঐরূপে নিতান্ত শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে "ঈশ্বর, তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি এই রূপ বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া দিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠা-ইয়া দিবে।" অনেক সময় দুই প্রহরের পর পর্য্যন্ত অনাহারে বসিয়া থাকিতেন, কেন না যদি কোন অতিথি বা ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা-দিগকে না খাওয়াইয়াত আর খাওয়া হবে না। এরূপও শুনা গিয়াছে যে তিনি

ভাত রাঁধিয়া ধামায় করিয়া লইয়া পাড়ায় যাহারা খাইতে পাইত না তাহাদিগকে আহার করাইয়া শেষে আহার করিতেন।

হ্যারিসন সাহেব যখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি একবার বীরসিংহ গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল পরিদর্শনে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে বাটীতে ছিলেন। মায়ের নিকট অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান হ্যারিসন সাহেবের আগমন সংবাদ দিবামাত্র জননী অমনি বলিলেন "ছেলেটিকে একবার আমাদের বাটিতে আনিবে না? তাহাকে একবার আমাদের বাটিতে আনিয়া কিছু খাওয়াইলে ভাল হইত।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জননীর নামে হ্যারিসন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেব নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন। সাহেব বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ও অন্ন নিজ পাক করিয়া সাহেবকে খাওয়াইতে বসিলেন। এক এক করিয়া যেটির পরে যেটি খাইতে হয়, তাহা নিজে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের এরূপ উদারতা, স্নেহমমতা ও ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন "আমি আপনার বাটীতে আসিয়া, এখানে আহার করিয়া, সর্ব্বোপরি আপনার মায়ের করুণস্বভাব ও আদর যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি। চিরদিন এ স্মৃতি আমার প্রাণ মন অধিকার করিয়া থাকিবে।"

আহার করাইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাহেবকে বলিলেন, "দেখ বাছা, তুমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছ, এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরিব দুঃখীলোক তোমাকে আপনার লোক মনে করিয়া সুখী হইতে পারে, তুমি সর্ব্বদা সকলের কথা ভাল করিয়া শুনিবে, লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, তুমি এমন ভাবে এখানে থাকিবে যে, তুমি চলিয়া গেলে এখানকার লোক চিরদিন যেন তোমার নাম করিয়া কৃতজ্ঞ হয়। তুমি দুঃখীর বন্ধু হইয়া যেন এখান হইতে যাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।"

হ্যারিসন সাহেব মেদিনীপুর অবস্থান কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের পরামর্শমত চলিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে পরে বলা যাইবে।

মানুষ কতদিন অনিদ্রায় থাকিতে পারে ?

অনাহারে কতদিন জীবিত থাকা যায়, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর হইল ডাক্তার টেনার চল্লিশ দিবস কাল অনাহারে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আমেরিকার অন্য এক শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ৬০ ষাটি দিবস কাল অনাহারে ছিলেন। এখন কেহ কেহ মনে করেন যে ষাটি দিবসের অধিক কালও অনাহারে থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। অনাহারে যদি মানুষ বাঁচিতে পারে, নিদ্রা ব্যতিরেকে মানুষের কত দিবস বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, কিছু কাল হইল আমেরিকার কয়েকজন শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত তাহা স্থির করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। তাঁহাদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে ছয় জন সুস্থকায় ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেন। অন্যূন অষ্টাহ নিদ্রা যাইব না তাঁহারা এইরূপ সংকল্প করেন। ৩০এ মার্চ্চ সোমবার দিবস হইতে তাঁহারা নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। ছয় জনের মধ্যে চারিজন বিশেষ চেষ্টা করিয়া বৃহস্পতিবার রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরিত থাকিতে সক্ষম হইয়া তৎপরে নিদ্রামগ্ন হয়েন। অবশিষ্ট দুই জনের নাম টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহাম। টাউন্‌সেণ্ড রবিবার দিন বৈকালেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। একমাত্র কনিংহাম্‌ই পূর্ণ আট দিবস কাল জাগরিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নিদ্রা ত্যাগ করিলে কি প্রকার শারীরিক কষ্ট হয়, তাহা টাউন্‌সেণ্ড্ ও কনিংহাম্ সবিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন অনিদ্রা জন্য শারীরিক ও মানসিক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হয়, এমন কি বলপূর্ব্বক নিদ্রা হইতে বিরত থাকা ঘোর অপরাধীর পক্ষে কঠোর দণ্ডস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। আহার না করিলে যেমন মানুষ কৃশকায় হইয়া যায়, দীর্ঘকাল নিদ্রা ত্যাগ করিলেও যে শরীর কৃশ হয় তাহা টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহামের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যাইতেছে। তাঁহারা উভয়েই আট দিবসের অনিদ্রায় কৃশ হইয়া যান। টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহাম্ তিন সের কমিয়া গিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই জোর করিয়া একদিন অনাহার অনিদ্রায় থাকা যেখানে কঠিন, ধর্ম্মার্থে হৃদয়ের অনুরাগে সেখানে ৩ দিন ৩ রাত্রি থাকিলেও কোনও ক্লেশ হয় না। আমরা অবগত হইয়াছি কোন ব্যক্তি, ধর্ম্ম সাধনার্থ দুই মাসকাল বিনা নিদ্রায় নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্য কিছু রহস্য আছে।

নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব।

না জানি কি অপরাধে গেছে আণ্ডামান ?
চির-নির্ব্বাসিতা নারী,জীবনের মায়া ছাড়ি
ভীষণ তরঙ্গে কেন ভাসাইছে প্রাণ ?
শিকলি বাঁধিয়া করে,আশ্চর্য্য কৌশল ক'রে
তুলিছে নাবিকগণে সাগরের তীরে,
ভাবিয়ে অবাক্ মন, বিস্ময়েতে নিমগন,
দেখাবে বীরত্ব হেন বল কোন্ বীরে ?
নর-কর পরশনে, নারীর পবিত্র মনে,
পাপ প্রলোভন পাশ করে সর্ব্বনাশ,
পলকে ফিরিয়া মতি, পাপ পথে হয় গতি,
পবিত্র হৃদয় হয় নরক নিবাস।
কুসংসর্গ ছাড়ি যবে, বিচরণ করে ভবে,
স্বর্গদেবী আবির্ভূতা যেন গো ধরায় ;
উদার নিঃস্বার্থ প্রাণ, পরহিতে করে দান,
আত্মসুখ স্বার্থ পানে ফিরেও না চায়।
সোণার প্রতিমা খানি, সুধামাখা মিষ্টবাণী,
দয়াতে করেছে নারী বিশ্ব পরাজয় ;
এসেছে পরের তরে,সে কিরে শমনে ডরে,
নামিছে আকণ্ঠ জলে অটল নির্ভয় ;
বিপন্নজনেরেহেরে, নারীকিথাকিতেপারে ?
পাষাণে বাঁধিয়া বুক ? বাঁচাইবে তায়
মনেতে সংকল্প করি, জীবনাশা পরিহরি,
পশিছে জীবনে যেন পাগলিনী প্রায়।
ছিল বটে পাপীয়সী, এত যে নির্ম্মল শশী,
সেও দেখ কলঙ্কিত-নিষ্কলঙ্ক নয় ;
যে কাজ করেছে তারা,হয়েসবে আত্মহারা,
সে কাজের পুরস্কার যদি কিছু হয় ;
এক মাত্র মুক্তিদান, (উপযুক্ত প্রতিদান)
নহিলে কি দিবে আর তার বিনিময়ে ?
আসিয়ে আপন দেশে, বন্ধুবান্ধবের পাশে,
সুখেতে ভুঞ্জুক দিন তাহাদের সঙ্গে।
যতনারী এ ভারতে,সবে মিলি এক মতে,
যাচ জননীর কাছে করি প্রাণপণ ;
নিশ্চয় ভারতেশ্বরী, অপরাধ ক্ষমা করি,
দিবেন মুকতি দান ওহে ভগ্নীগণ !
পশিলে মায়ের কাণে, এ বারতা মুক্তিদানে,
কুণ্ঠিতা হবে কি মায় ? দয়াময়ী যিনি !
ধন্য। ধন্য। ক্ষমা গুণে, তুল্য নাই ত্রিভুবনে,
অবলার অপরাধ ক্ষমিবেন তিনি।
বিচূর্ণ অর্ণবযান, আরোহীরা ভাসমান,
অকূল পাথারে আজ কে বাঁচাল প্রাণ
তুলিয়া সাগর তীরে, জলমগ্ন নাবিকেরে ?
ছিল নয় এক দিন রাক্ষসী পাষাণ !
বারাঙ্গনা নাহি ভুল, দেখায়ে বীর্য্য অতুল,
রাখিল অতুলকীর্ত্তি রমণীসমাজে,
তাদের উদ্ধার লাগি,লও সবে ভিক্ষা মাগি,
মুক্তিদান দিতে রাজি হবেন ইংরাজে।
ধরামাঝে বীর জাতি,ইংরাজেরসে সুখ্যাতি,
বাড়িবে দ্বিগুণতর দিলে মুক্তিদান।
তাঁরা না করিলে আর,কোথা হবে সুবিচার
বীরাঙ্গনা বলি কেবা করিবে সম্মান ?
বঙ্গের ভগিনীগণ, কর সবে প্রাণপণ,
জ্বলন্ত উৎসাহে মাতি চালাও লেখনী,
করি ঘোর আন্দোলন, গলাও মায়ের মন
কৃপাদৃষ্টি করিবেন মোদের জননী।
সাধিতে এ মহাকাজ,করিও না কালব্যাজ,
বীর নারী বলি আজ দেও পরিচয় ;
নির্ব্বাসিতা দুখিনীর, ঘুচাও নয়ন-নীর,
নিরখি নয়ন তৃপ্ত করি এ সময়।
কি করি ভেবে না পাই,এমন শকতি নাই,

অনন্ত কবিতা লিখে জাগাই সবায়,
যেন গো পরের তরে, সকলেরি অশ্রু ঝরে,
পায় সে মহানুভূতি যেবা নিঃসহায়।
সেদিন আসিবে কবে, আমাদের ভাগ্যে সবে
দেখিব ভারতে নব-জীবন সঞ্চার,
ভারত রমণীকুল, দেখায়ে দয়া অতুল,
পরিচয় দিবে হেন মহা-প্রাণতার?

শ্রীচ।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। আমেরিকার অন্তঃপাতী কালিফরনিয়া প্রদেশের ভূমি অতি উর্ব্বর। ইহার উর্ব্বরতা শক্তির বিশেষ গুণ এই যে তদ্দেশের বৃক্ষসকল পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রকাণ্ড ও দীর্ঘ-কালস্থায়ী হয়। ঐ সকল দেশে এক্ষণে যে সকল প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর অন্যান্য কোন স্থানে দেখা যায় না। ইহার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা দীর্ঘে দুই শত হাত এবং তাহার প্রস্থ কুড়ি হাত। দৈর্ঘ্যে একশত এবং প্রস্থে পনর হাত এরূপ বৃক্ষ কালিফারনিয়ায় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন এবং সহস্র বৎসরেও কিছুমাত্র বিকৃত হয় না।

১। দক্ষিণ আমেরিকার চকৃটোয়া নামক অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত যে তাহারা মৃত দেহ দাহ না করিয়া বিবিধ দ্রব্য সংযোগে তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে প্রত্যেক মানবাত্মা এক সময়ে পুনরায় তাহার ভৌতিক দেহে প্রবেশ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিবে।

৩। পীড়িতা মাতার দুগ্ধ পান করিলে যেমন সন্তানের পীড়া হয়, সেইরূপ যে গাভী রোগগ্রস্ত, তাহার দুগ্ধ পান করিলে সেই রোগ হয়, অথবা শরীরে সেই রোগের বীজ প্রবিষ্ট হইয়া অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে। মাতা কোন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আহার করিলে যেমন তাঁহার দুগ্ধ সন্তানের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়, সেইরূপ যে গাভী কুদ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধ পান করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। গাভীর দুগ্ধ নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যপ্রদ করিতে হইলে গাভীর আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঘাসের মধ্যে অনেক বিষাক্ত বা দোষবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তৃণাদি বা চারা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীকে যে ঘাস খাইতে দেওয়া হয়, তাহার সহিত কোন অজ্ঞাত গাছ বা তৃণ না থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ বিষাক্ত তৃণ ভক্ষণে গাভীর কোন অপকার না হইতে পারে, কিন্তু তাহার দুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত হয়। গাভীর আহার ও গাভীর স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ প্রদর্শিত হয় না বলিয়া দুগ্ধের সহিত আমাদিগের শরীরে রোগের বীজ প্রবেশ করে।

৪। ওজোন্ নামক বাষ্প অম্লজন; বাষ্প অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে সুগন্ধযুক্ত পুষ্প নিচয়ের মধ্যে অধিকাংশ জাতীয় পুষ্প হইতে প্রচুর পরিমাণে এই পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর বাষ্প নিঃসৃত হয়। অনেক বৈজ্ঞানিকের এরূপ মত যে যে প্রদেশ অস্বাস্থ্যকর সেখানে যদি প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহা হইলে সে প্রদেশের অস্বাস্থ্যকরতা নিশ্চয়ই বিদূরিত হয়।

৫। নিউগ্রানাডায় একটী বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার ত্বকের রস কালী রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ঐ রসে লিখিয়া দেখা গিয়াছে যে কালীর ন্যায় উহা বহু দিন স্থায়ী হয়। প্রথমে লিখিলে উহা ঈষৎ লালবর্ণ দেখা যায়, পরে উহা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে এই বৃক্ষের চাষ করিলে কালী প্রস্তুত করিবার আর আবশ্যকতা থাকিবে না?

৬। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত বিবাহ-রীতি অতি অদ্ভুত। কোন যুবক কোন বালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বালিকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রাতঃকালে বালিকাকে বনের মধ্যে রাখিয়া আইসে এবং এক ঘণ্টার পরে তাহারা যুবকের নিকট আসিয়া বালিকাকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করে। যুবক যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বালিকাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে, তাহা হইলে সে তাহার পাণি গ্রহণের অধিকারী হয়, নচেৎ তাহাকে বিবাহ করিবার তাহার দাবী জন্মে না।

দোষ ও গুণ।

ঠিক্ যদি সকলের জীবনী সংকলন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে মনুষ্য মাত্রেরই জীবনে অন্ততঃ একটী ভুল চুক কিম্বা একটী গুণ পাওয়া যায়। "ঈশ্বর মনুষ্যকে কখনও নিরবচ্ছিন্ন গুণ কিম্বা নিরবচ্ছিন্ন দোষ দিয়া নির্ম্মাণ করেন না," প্রকৃতি নিজেই যেন এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। যেমন আঁধারকে পরিত্যাগ করিলে আলোর গৌরব বুঝিতে উঠা যায় না—যেমন দুঃখকে পরিত্যাগ করিলে সুখের স্বাদ গ্রহণ করা যায় না, তেমনি দোষ না থাকিলে গুণের উজ্জ্বলতা কেহ দেখিতে পাইতেন না। আমরা আলো আঁধার, সুখ দুঃখ, দোষ গুণ ইত্যাদি ঠিক্ পরস্পর পরস্পরের বিপরীত দেখিতে পাই; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ঠিক্ তাহা নহে—আমাদের চক্ষের অগোচরে ঈশ্বর ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়কে (অর্থাৎ সুখ দুঃখের প্রতিদ্বন্দ্বী

আলো আঁধারের প্রতিদ্বন্দ্বী, দোষ গুণের প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি) এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, কেননা উহার একটী না থাকিলে অপরটী অর্থশূন্য হইত। যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমরা পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিতে পাই অর্থাৎ সূর্য্য দিবাপতি আর চন্দ্র নিশাপতি ; সূর্য্যের উত্তাপ গরম, চন্দ্রের উত্তাপ শীতল, চন্দ্র সূর্য্যে যেমন বিলক্ষণ ঘনিষ্টতা আছে অর্থাৎ সূর্য্যের করে চন্দ্র উজ্জ্বল, তেমনি দোষ গুণ যেন বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াও একসূত্রে গ্রথিত। মনুষ্যের জীবনী নিজে না লিখিলে কিম্বা না বলিলে কেহ কাহার প্রকৃত জীবনী বলিতে বা জানিতে পারেন না। ইতিহাস সমূহে যে সমস্ত লোকের জীবনী আমরা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে হয়ত অল্প দোষীর কেবল গুণ মাত্রই বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাতে দোষমাত্রও স্পর্শ করিতে পায় নাই, আবার অন্য পক্ষে অল্প গুণীর যে অল্প পরিমাণে গুণ আছে তাহারও অপলাপ করা হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে মনুষ্য নিজ-জীবনী নিজে অপকটচিত্তে লিখিলে যেমন বিশুদ্ধ সত্য জীবনী দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্যের সঙ্কলিত জীবনী তেমন হইবে না। কবিবর বায়রণ যদি অসঙ্কুচিত মনে নিজের জীবনী নিজে না লিখিয়া যাইতেন, কিম্বা কোন কোন অংশ গোপন করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় ভক্তিভাজন অত বড় কবি-চরিত্রে অতটা দাগ কখনই দেখিতে পাইতাম না। আমরা যে লোকনিন্দার ভয়ে জীবনে সর্ব্বদা আত্ম দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করি, কি ভুল! জীবনান্তেও সেই লোকনিন্দা যাহাতে না হয় সে জন্যও আত্মকার্য্য গোপন করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি না। বায়রণ যদিও চরিত্র দোষে দোষী, তথাপি তাঁহার নিজ জীবনের সত্য ঘটনাগুলি লিখিয়া তিনি আমাদের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, কেননা সত্যের কর্কশতাও ভাল। একটী মন্দ কার্য্য করিতে যাঁহার লজ্জা বোধ না হইয়া লোকে প্রকাশ হইবে বলিয়া লজ্জা হয়, তাঁহার সে লজ্জার মূল্য অতি কম-নাই বলিলেও চলে। যাহাহউক পূর্ব্বাপর সকল লোকেই যদি নিজ নিজ জীবনী' অর্থাৎ জীবনের সত্য ঘটনাগুলি লিখিয়া বাক্সে রাখিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনী পাঠে লোকের স্বভাব, মানসিক গতি, ও কি কার্য্যের কি ফল ইত্যাদি বিষয়ে বিলক্ষণ উপদেশ কিম্বা শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যদিও উপদেশ ও শিক্ষার জন্য অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু সেই সকল পুস্তক আবার অনেকের নিকট কেবল "তোতার পড়া" মাত্র। যেমন "মিথ্যা কথা কহিলে পাপ হয়," "নবমীতে অলাবু গোমাংস" "উত্তর শিয়রে শুইলে দোষ" ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে কে কিরূপ ফল প্রাপ্ত

হইয়াছেন, তাহা যদি বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে ঐ উপদেশ গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, অন্যথা কেবল "তোতা পড়া"। তাই বাস্তবিক মনুষ্যের জীবনের ঘটনা ও কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল আদ্যোপান্ত সমস্তই জানিতে পারিলে অতি সহজে উপদিষ্ট হইতে পাবা যায়। "মনে কর রবিনসন-ক্রুসো" "জোসেফ উইলমট" "হরিদাসের গুপ্ত কথা" ইত্যাদি পুস্তক যদি কল্পনা-প্রসূত না হইয়া কোন এক ব্যক্তির বাস্তবিক জীবন হইত, উহা আমাদের মন কত আকর্ষণ করিত !

কবিগণের কাব্য ও নভেল নাটকের নায়ক নায়িকাকে লেখক নিখুঁত সুন্দর করিতে নিজের সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেন না, (অবশ্য বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসোদ্দীপক নাটকের কথা বলিতেছি না।) তিনি যেরূপ চরিত্র-সৌন্দর্য্য ভাল মনে করেন, নায়ক নায়িকাকেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যে চিত্র করেন, তিনি যেরূপ বাগ্মিতা সভ্যতাকে বুদ্ধির পরিচায়ক মনে করেন, নায়ক নায়িকাকে কিম্বা নায়ক নায়িকার অনুকূলে অন্য কাহার দ্বারা সেরূপ বাগ্মিতা ও বুদ্ধির কার্য্য প্রদর্শন করেন। কাল্পনিক কাব্যাদির কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। যে সকল গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা সেই সকল ইতিহাস ও কাব্যের লোকদিগকে লইয়া দোষ গুণের একত্র সমাবেশ দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, যাঁহার জীবনের ঘটনা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ যে তাহা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে সক্ষম, সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তাহা থাকিলেও উক্ত কাব্য ও ইতিহাসে যাহা লেখা আছে, তাহা ধরিয়া "দোষ গুণ" লিখিব। এইখানে বলিয়া রাখি যে, যিনি বিখ্যাত গুণবান্ তাঁহার গুণের বিষয় ত সকলেই জানেন, অতএব তাঁহার যে অল্পমাত্র দোষের উল্লেখ তাহাই দেখাইব, আর যিনি বিখ্যাত দোষী, তাঁহার দোষাবলী ত সকলেই জানেন, সুতরাং তাঁহার যে অল্প গুণ আছে তাহাই দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কারণ ঐ সকল গ্রন্থস্থ লোকদিগের নাম, গোত্র, কুল, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ, রাজত্ব ইত্যাদি প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহ অনেকাংশে সত্য হইলেও ঐ লোকদিগের মধ্যে গ্রন্থকার যাঁহাকে সুন্দর আঁকিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার দোষাংশ বর্ণন করিয়াও গুণ বলিয়া ঐ দোষের প্রশংসা করিয়াছেন আর দোষীর দোষ-গুলি কোন কোনস্থলে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। সে গুলি এস্থলে সবিস্তর লেখা অনাবশ্যক, কেন না আমাদের প্রবন্ধের নাম "দোষ ও গুণ।" এখন অনেক লোকের দোষ ও গুণ দুই আছে, কি না দেখা যাউক।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম এবৎসর ইংরাজী সাহিত্যে 'এম এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বাঙ্গালী রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'এম এ', ইনি দ্বিতীয়।

২। যে মুক্তিফৌজের অদ্ভুত বিবরণ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংস্থাপক জেনারেল বুথ আগামী ৮ই জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। ইনি বর্ত্তমান সময়ে একজন অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান্ লোক।

৩। মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা সুরচন্দ্র যিনি রাজ্যসম্পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া কলিকাতায় অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন, গত ৩রা ডিসেম্বর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা এড়াইয়াছেন।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। শিশুরঞ্জন রামায়ণ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। সরল সুমিষ্ট কবিতায় ৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে রামায়ণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ গুনপনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া বালকগণ রামায়ণের স্থুল গল্প ও নীতি যেমন শিখিতে পারিবে, সেইরূপ মূল রামায়ণ পাঠেও অনুরাগী হইবে।

২। প্রেমের জয়—শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তি প্রণীত, মূল্য ৶১০ আনা। কয়েকবার বামাবোধিনীতে মুক্তিফৌজের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমাদিগের লেখক বন্ধু তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। বামাবোধিনীর প্রবন্ধের আর আমরা কি সামালোচনা করিব? তবে পাঠক পাঠিকাগণকে ইহা এক একবার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

৩। বঙ্গে মহাপ্রলয়—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত, কবিতাগুলি শোকোদ্দীপক।

বামারচনা।

পথিক।

১

অচেনা পথিক আমি তোদের দুয়ারে;
ঘুরি ঘুরি সারাদিন
হয়েছে শকতি হীন,
তোরা কা'রা এলি মোরে ভালবাসিবারে?
আমি তো অচেনা শুধু রয়েছি দুয়ারে!

২

আমারে ডাকেনা কেউ 'আয় কাছে আয়;'
যতন মমতা স্নেহ,
আমারে করেনা কেহ,
কে তোরা—ডাকিলি কেন মধুর কথায়?

এ যে গো তোদেরি ঘর,
আমি তো এসেছি পর,
কেনরে বাঁধিলি মোরে স্নেহ মমতায়,
আমারে ডাকেনা কেউ "আয় কাছে আয়!"

৩

ভুলে আসিয়াছি আমি ভুলে চলে যাই,
তোদের এ দেবপুর,
আমার অনেক দূর,
হেথাকার রবি শশী মোর দেশে নাই;
এখানে চলিছে ভাসি,
আনন্দ অমৃত রাশি,
আমার সে ঘরভরা এক রা'শ ছাই;
ছেড়ে দে আমারে আমি অধম বালাই!

৪

বুকে বুকে জ্বলে মোর চিন্তার অনল,
আমার বাতাসে হায়
বসন্ত পলায়ে যায়,
শুকায় আমার তাপে বরষার জল!
বেঁধে এক কুঁড়ে ঘর,
সবে ভাবি "পর পর"
ভরেছি আপনা দিয়ে বিশ্ব ভূমণ্ডল!—
পরের সহস্র দুখে,
"আহা"টী আসেনা মুখে,
পর লাগি চোখে নাই এক ফোঁটা জল,
মরমে মরমে শুধু
আগুণ জ্বলিছে ধূধূ,
"সসাগরা ধরা" মোর মহা মরুস্থল!—
আমার কাহিনী তোরা কি শুনিবি বল?

৫

তোদের ও দেব-প্রাণ চির সুখময়,
নাই শোক নাই রোগ,
নাই "কপালের ভোগ"
জীবনে জড়া'ন নাই মরণের ভয়!
শুনিলে মধুর গীতি,
উছলে অমৃত-স্মৃতি,
চাহিলে মুখের পানে জুড়ায় হৃদয়;
তোদের স্নেহের ঘরে,
আনন্দ বিরাজ করে!—
এখানে আসিলে "পর" আপনার হয়,
এ বিশ্ব জগত ধরি
হৃদয়ে রেখেছ ভরি,
তাই ও পরাণে মরি, কেউ "পর" নয়;
তোদের ও দেব-প্রাণ নিত্য মৃত্যুঞ্জয়!

৬

তবু কি বাসিবি ভাল, স্বরগের মেয়ে,
তবু কি বাসিবি ভাল, দীন হীনে পেয়ে?—
ভালই বাসিবি যদি
এ মরু মলিন হৃদি,
স্বরগ আলোক ঢালি দাও না গো ছেয়ে,
লইয়া তোদের হাসি
মুছিব এ অশ্রুরাশি,
আমারে ভুলিয়া রব কত "পর" পেয়ে!—
ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিব ঘর
কোথাও রবে না "পর"
ছুটিব অনন্ত-পথে হরিনাম গেয়ে;
আমারো আমারো লাগি
জগত উঠিবে জাগি,
আমিও অমর হ'ব সুধা-ধারা পেয়ে,
মোরে কি শিখাবি হ'তে "দেবতার মেয়ে"?

শ্রীপ্রিয়প্রসন্ন ব্রচারিণী।

দুঃখমিলন।

১

বল দেখি কেন, বাল্যের বদন হেরি তোর,
স্মৃতিপথে আসে পুনঃ বাল্যের সে ঘুম ঘোর?
কত দিন দেখি নাই, বল কেন তবু তাই
বাল্যের সে স্মৃতি গুলি ভাসিতেছে তোর মুখে,
কত দিন কত বর্ষ চলে গেছে সুখে দুখে,

তবু যেন সেই তুই পুরাণ স্মৃতিটী মোর,
লোকে বলে বাল্য চেয়ে বাড়িয়াছে দেহ তোর,
যে যত বলেছে তোকে দেখুক নূতন চোকে,
পুরাণ দেখিছে তোরে কিন্তু আমার নয়ন;
কত ভাবে একেবারে উথলি উঠিছে মন।

২

কোমরে কাপড় বেঁধে দিতাম জলে সাঁতার,
জিদ করে একেবারে হতেম পুকুর পার!
তব জয় মম জয় সবই আনন্দময়
উল্, স্কুল্, গৃহকার্য্য উৎসাহে পূরিত প্রাণ,
প্রতিযোগিতার দোষ পেতনা হৃদয়ে স্থান,
সেই তুই সেই আমি তবে কেন আজ বোন
হেরিয়া আমাকে দুঃখে হয়েছ অধোবদন?
সেই বোন সেই তোরে সুদীর্ঘ দিনের তরে
বিদায় করিতে এসে পেয়ে অশ্রু প্রতিদান
ফিরিলাম গৃহে লয়ে আধভাঙ্গা হৃদিখান।

৩

ধরিয়া এ হাত দুটি সজল নয়ন ভরে
বলেছিলি "ভুলিস না এই ভিক্ষা মাগি তোরে।"
সেই হ'তে তোরে ভাই এক দিন ভুলি নাই,
কত দিন কত মাস কত বর্ষ ধীরে ধীরে
দুঃখেসুখে,হেসে কেঁদে গিয়াছে কাল সমীরে,
বাল্যের সঙ্গিনী তুই ছিলি সুখ সহচরী,
সুখের সময় তাই কাঁদিয়াছি তোরে স্মরি;
দুঃখের সময় সই ভুলিয়াছি তোরে কই?
হৃদয়ের দুঃখ যত রেখেছি হৃদয় ভরি,
দেখাইতে তোরে সব দ্বার উদ্ঘাটন করি।

৪

বহু দিন পরে আজ শুনাতে দুঃখকাহিনী
আসিয়াছি তোর ঠাঁই কেন তুই অভিমানী?
ফুলেছে দুটি নয়ন কাঁদিয়াছ বুঝি বোন,
তোর কি আমার মত হোরয়া স্বামীর মুখ
উথলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ের যত দুখ?
কেঁদনা কেঁদনা বোন দুঃখোচ্ছ্বাস রোধ কর,
আমিত কাঁদিনি তবে তুমি কেন কেঁদে মর?
সুখ দুঃখ যাহা পাও মঙ্গল বলিয়া লও,
লেগেছে তোমাকে ভাই ভেবনা এ অমঙ্গল,
মঙ্গলময়ের ইচ্ছা সকলই সুমঙ্গল।

৫

জাননাকি কোন্ মহাবংশেতে জন্ম লয়েছ,
কোন্ মা'র গর্ভে জন্মে এত বড় হয়েছ?
পবিত্র চরিত্রে যারা মোহিত করেছে ধরা,
চিরদিন সহিষ্ণুতা গুণে সুবিখ্যাতা;
বোন! সেই মহাজাতি হিন্দু নারী তোর মাতা।
মৃত পতি কোলে লয়ে নিশায় ঘোর কাননে,
প্রহারিতা সন্ত্রাসিতা লঙ্কার অশোক বনে,
পতিত্যক্তা বন মাঝে পতি খুজি ফিরিয়াছে,
শত পুত্র ঘাতককে পুত্র রূপে হৃদে ধরি,
সহিষ্ণুতা পরাকাষ্ঠা দেখায়েছে হিন্দুনারী।

৬

এই যে সংসার ক্ষেত্র পরীক্ষার স্থল ভাই,
উত্তীর্ণ হইতে গেলে সহিষ্ণুতা গুণ চাই।
ধূপ পুড়ে হুতাশনে তোষে বিশ্বে গন্ধ দানে,
কাঞ্চন পরীক্ষা লোক করিয়া থাকে অনলে,
মানব দেবতা হয় জানিত চরিত্র বলে।
সে চরিত্র সুপরীক্ষা হয় শোক দুঃখানলে,
না বুঝিয়া অমঙ্গল বলে লোক সুমঙ্গলে।
তাই বলি শোন বোন্ সান্ত্বনা কররে মন,
অতীতের শোক, দুঃখ জ্বালা সব ভুলি,
হাসিয়া বদন তোল শৈশবের স্মৃতি তুলি,
আগে কি কখন আর ভেবেছি স্বপনে,
দুঃখরাশি উথলিবে এ সুখ মিলনে?

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৪ সংখ্যা।	পৌষ ১২৯৮—জানুয়ারী ১৮৯২।	৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বন্ধু হস্ত হইতে রক্ষার প্রার্থনা—স্ত্রীলোকেরা যন্ত্রের কলে ১১ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে পারিবে না, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমেদাবাদের শ্রমজীবিনী রমণীগণ তাহার অন্যথার জন্য কাতরোক্তিপূর্ণ প্রার্থনা বোম্বাইয়ের গবর্ণরের নিকট অর্পণ করিয়াছেন। রাজব্যবস্থায় এদেশের কলের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগেরও উপার্জ্জনের যে ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। বিলাতের তাঁতিদের লাভের জন্য প্রজার ক্ষতি করা রাজধর্ম্ম নহে।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা দিয়া নিম্নলিখিত তিনটী পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রত্যেকে ৮০০০৲ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন:—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ও যে, ডুইগার। আজিও কোন রমণী এ পরীক্ষায় প্রতিযোগিনী হন নাই।

লর্ড ডফারিণের পদ বৃদ্ধি—তিনি রাজদূত হইয়া ৭০০০ টাকা বেতনে রোমে কার্য্য করিতেছিলেন, এখন ৯০০০ টাকা বেতনে পারিসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভারত-হিতৈষিণী লেডী ডফারিণের সৌভাগ্যে আমরাও সুখী।

লর্ড লিটনের মৃত্যু—আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন সম্প্রতি ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পারিসের ইংরাজ চর্চ্চে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপাসনায় অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত হন, রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হয় এবং পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দা-

ন্যাজ সৈন্যদল তাঁহার মৃতদেহের সম্মাননা রক্ষা করে।

লোকসংখ্যা গণনা—সেন্সসের বিবরণ এখনও পূর্ণাবয়বে বাহির হয় নাই। কয়েক স্থানের লোকসংখ্যা যেরূপ জানা গিয়াছে, প্রকাশিত হইলঃ—বোম্বাই প্রদেশে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ, সিন্ধু ২৮ লক্ষ ৭২ হাজার, আজমীর ৫ লক্ষ ৫২ হাজার, পঞ্জাব ব্রিটীষাধিকৃত ২ কোটী ও মিত্ররাজ্য ৪২ লক্ষ, বেরার ২৯ লক্ষ, আসাম ৫৪ লক্ষ, আন্দামান ১৫৬০৯, মহীশূর ৫০ লক্ষ, কাশ্মীর ২৫ লক্ষ।

উদাসীনের চিন্তা।

পুণ্যের জয়।

ঘোষদের বাড়ী বিবাহ। কমল কামিনী দশ দিন পূর্ব্বেই স্বর্ণকারের বাড়ী স্বর্ণ পাঠাইয়াছেন। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে কমলকামিনীর স্বামী শিশির বাবু স্বর্ণকারের বাড়ী ছুটিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণকার বেচারী ছোট লোক, কথা ঠিক্ রাখিতে পারে নাই। শিশির বাবু নিরুপায় হইয়া বিরসবদনে ফিরিয়া আসিলেন, এদিকে কমলকামিনী আশার কুহকে পড়িয়া মনে মনে কত জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। কোথায় কোন্ গহনা খানি কিরূপ বসাইবেন, নিমন্ত্রিত অন্যান্য মহিলাগণ অলঙ্কারের কে কিরূপ সমালোচনা করিবেন, তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় শিশিরকুমার নিদারুণ সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কমলকামিনীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ভগ্ন আশার শোক অসহ্য হইয়া উঠিল। শোকাশ্রু গণ্ডদেশ প্লাবিত করিল। শিশির কুমার দেখিলেন বড়ই বিপদ। তিনি অলঙ্কার ঋণ করিবার জন্য প্রতিবেশী বন্ধু শরৎ বাবুর বাটীতে দৌড়িলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও অকৃতকার্য্য হইলেন। তৎপরে বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কমলকামিনী মনে মনে কখন স্বামীকে, কখন বা অদৃষ্টকে দোষী করিতে লাগিলেন। যাহাহউক তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে ভিখারিণীর বেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন না। শিশির কুমার কত বুঝাইলেন, কত অনুরোধ করিলেন, ভবিষ্যতে কত বেশ ভূষার প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কমলকামিনীর সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। বেলা যখন দ্বিপ্রহর, যখন প্রতিবেশী অন্যান্য মহিলাগণ বেশ ভূষা করিয়া বিবাহ বাড়ীতে যাত্রা করিলেন, তখন কমলকামিনীর শোকের তরঙ্গ আবার

উথলিয়া উঠিল। এবার একটু উচ্চৈঃস্বরেই কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী ভগিনীদিগের দুই চারিজনের অনুরোধে অবশেষে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহাদিগের অনুগমন করিলেন। বিবাহ বাড়ীর অন্তঃপুর মহিলাবৃন্দে পরিশোভিত হইল। প্রায় সকলেই সাজ সজ্জা করিয়া আসিয়াছেন, কেবল আসেন নাই কমলকামিনী। মিথ্যাবাদী নিষ্ঠুর কর্ম্মকার ইহার কারণ। আর আসেন নাই বিভাবতী। কারণ তাঁহার স্বামী দরিদ্র, পঁচিশ টাকা বেতনভোগী একজন কেরাণী। ইনি অতি কষ্টে দারিদ্র্যের সহিত-ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। জঠর জ্বালা নিবারণ করিয়া পত্নীকে দুই চারি খানি অলঙ্কার, কি এক খানি মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করিয়া দেন, এমন সাধ্য তাঁহার নাই। তাই বিভাবতী সন্ন্যাসিনীর মত অতি সামান্য বেশভূষা করিয়া আসিয়াছেন।—বাবুর স্ত্রী সরোজিনী এখনও আসেন নাই। বেশভূষার জন্য তিনি মহিলাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় ধুমধামের উৎসবেই দুই এক খানি নূতন রকমের অলঙ্কার, পরিধান করিয়া উৎসব বাড়ীতে উপনীতা হন। আজ তিনি কোন্ সাজে উপস্থিত হইবেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলেই ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময় একটি বালিকা সংবাদ দিল— বাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন। ঘোষ পরিবারের গৃহিণী তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কারণ সরোজিনী সমাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সম্ভ্রান্ত মহিলা-সমাজের সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন। এ সম্মান তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ধন নহে; তাঁহার স্বামী ধনী এবং জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং সরোজিনী স্বামীর গুণে সর্ব্বত্র আদৃতা। যাহাহউক যখন সরোজিনী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্। আজ সামান্য এক খানি শাড়ী পরিয়াছেন। অলঙ্কার নাই বলিলেই হয়। অতি দীনবেশে উপস্থিত হইয়াছেন। অথচ বদনমণ্ডলে বিরসতার চিহ্ন মাত্র নাই, হাস্যপ্রফুল্ল মুখ। সকলেই এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই প্রথমে মুখ ফুটিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে এক বর্ষীয়সী মহিলা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা আজ এ বেশে কেন? তোমায় আর কি এ বেশ শোভা পায়? তোমার ত কিছুরই অভাব নাই। যাদের কিছু নাই, ভাত থাকিতে কাপড় নাই, কাপড় থাকিতে ভাত নাই, তাহাদের এ গরিবের বেশ সাজে। তুমি ধনীর মেয়ে, তা বড় ধনীর ঘরে

পড়েছ, তুমি সোনা হীরায় জড়িত হইবে, তুমি কেন কাঙ্গালীর বেশে এসেছ?" দ্বিতীয় বর্ষীয়সী—"এখন এর পয়সার দিকে চোখ পড়েছে। দেখ্‌বে দুদিন পরে বাতাহারী হবে। কৃপণতার হদ্দ। তা না হলে কি আর এরূপ হয়। এদের বয়সে আমরা কত পরেছি, ভাই এদের কথা ছাড়িয়া দাও। এদের বাক্‌স বোঝাই করার চেষ্টাই অধিক।" গৃহকোণে বসিয়া সরলা বিমলাকে বলিতেছে "ভাই জান, সরোজিনীর ওসুব কি? ওসব বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। বৈরাগ্যের জ্বালায় অস্থির হলেম।" বিমলা—"হাঁ ভাই। কতকগুলা ভণ্ড লোকের জ্বালায় জ্বালাতন হলেম। আমাদের গয়না গুলি যেন তাঁদের চোখের শূল। যখনই একটু সাজগোজ করি, তখনই তাঁহারা আক্রমণ করেন। যেন এসংসারে সকলই তাঁদের বাড়ীর গিন্নিদের মত সৃষ্টিছাড়া মেয়ে হবেন। ভাই তাহাদের সভাতে "বৈরাগ্য চাই, বৈরাগ্য চাই' বলিয়া চীৎকার করেন। কাগজে বৈরাগ্য বিষয়ে যেরূপ লেখেন, এতে অনেকের মন সে দিকে ঝুকিতে পারে। যাক্‌ ভাই, আমি কিন্তু তাঁদের সেকথায় মন দিই না, যারা দুর্ব্বল তাঁরাই পরের কথায় নাচিয়া থাকে। আমাকে দিয়া হবে না।"

সরলা—ভাই! ঠিক্ বলেছ। কিন্তু আর এক কথা, যাঁরা বৈরাগ্য প্রচার করেন, তাঁদের ত তেমন কিছু দেখ্‌তে পাই না। নিজের সার্টেতে সোনার বোতাম, পায়েতে উলের মোজা বুট, চোখে সোনার ফ্রেমওয়ালা চসমা, মেয়েদের গায়ে সোনা রূপার গয়না, বেনারসী সাড়ী। তবে প্রকৃত বৈরাগী ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। লক্ষ টাকার অধিকারী হয়েও পায় কখনও চটিজুতা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। গায়ে এক খানি লাংক্লথের চাদর। কোথায় তাঁর মত লোক ত আর দুটি দেখতে পাই না। কথায় বৈরাগ্যের প্রচার অনেকেই কত্তে পারে, ও আমরাও পারি। কাজের বেলায় ত সকলেই পিছ পা।"

বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়া সরোজিনী সেদিকে চলিয়া গেলেন এবং সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবনচরিত পাঠ করিয়া আমার মন কেমন হইয়াছে। তুমিও ত তাঁর প্রশংসা কল্লে, তবে আমায় ঠাট্টা করিতেছ কেন? তুমি যা ভাল বল্লে, তা যদি কেহ করে তা'হ'লে তোমার তাঁর নিন্দা না করে প্রশংসা করাই উচিত।" সরলা—"হা বিদ্যাসাগর হয়েছেন কিনা? তাই সাজ গোজ করেন না! কাল ছিলেন রাজরাণী, আজ হ'লেন ভিখারিণী। দুদিন যাক সব দেখ্‌তে পাব।"

একথা শুনিয়া সরোজিনীর মনে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই চতুর্দ্দিক হইতে তীব্র

সমালোচনা শুনিয়া মনে মনে আপনাকে দুই একবার তিরস্কার করিতেছিলেন। বেশ ভূষা পরিত্যাগ না করিলে তাঁহারে এরূপ কথা শুনিতে হইত না, ভাবিয়া দুই একবার মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে আর ওরূপ করিবেন না। বাস্তবিক মানুষ লোক-নিন্দার ভয়ে যেরূপ অনেক সময় অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ কখন কখন কোন কাজকে সৎ বলিয়া বুঝিয়াও তাহা করিতে সাহসী হয় না— কখন সাহসপূর্ব্বক কাজ করিয়া পুনর্ব্বার পশ্চাৎপদ হন। সরোজিনীর দশা ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। জাঁকাল রকমের বেশভূষা করা যে অন্যায়,সরোজিনী তাহা বুঝিয়াই উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশিনী দলের সমালোচনায় বিষাক্ত বাণে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার মনের সাধুভাব যেন একটু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সরোজিনীর মনে এখন ঘোরতর সংগ্রাম। সাধুপ্রবৃত্তি তাহাকে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল। এদিকে লোক-প্রশংসাপ্রিয়তা কর্ত্তব্য সাধনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য গিরির মত দণ্ডায়মান। সরোজিনী মনে মনে একবার অগ্রসর হইতেছেন, একবার ভয়ে ভীত হইয়া নিরস্ত হইতেছেন। হঠাৎ কবির সেই জ্বলন্ত কবিতাটী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। অমনি মনে আওড়াইলেন :— "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা জীবনে পালিব তাহা, থাকে থাকে যায় যাক ধন প্রাণ মানরে, পিতারে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমানরে।" গভীর অমানিশিতে নির্জ্জন কান্তারে পথভ্রান্ত পথিক দীপ হস্তে একজন চালককে পাইলে যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, ঘোরতর সংগ্রামে শক্তিশূন্য হইয়া পরাস্তপ্রায় সেনাপতি নিকটে সাহায্যার্থ সমাগত সৈনিক সমূহের কোলাহল শুনিয়া যেরূপ আশ্বস্ত হয়, নিরাশার হস্তে সমর্পিতা সরোজিনীর প্রাণে এই কবিতাটি সেরূপ আশার আলোক আনিয়া দিয়াছিল। সরোজিনী তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "লোকে যাহাই বলুক না কেন, কখনও সাধুসঙ্কল্প হইতে বিচ্যুতা হইব না।" তিনি এ সময়ে প্রাণে আর এক নবতেজ প্রাপ্ত হইলেন। সংস্কারক সত্যের আলোক লাভ করিয়া প্রাণে যে তেজ পান, এ তেজ সেই তেজ। কে যেন অন্তর হইতে বলিল, সরোজিনী কেবল আত্ম-রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইও না, মহিলা-দিগের প্রাণে তোমার সাধুভাব প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হও।" কোথা হইতে এই আদেশ প্রচারিত হইল, সরোজিনী তাহা কিছু বুঝিল না। কিন্তু তদবধি তাহার জীবনের ব্রত যেন অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সকল কাজের মধ্যে যেন এ ভাব তাঁহার জীবনে জাগরূক। সকল কার্য্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মিত হইতে লাগিল। তখন সরোজিনী আর ইচ্ছা করিয়াও পূর্ব্বভাব

আনয়ন করিতে পারিতেছেন না! যে অলক্ষ্য শক্তি অনন্ত বিশ্বকে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালাইয়া লইতেছেন, সে শক্তি অন্তরালে থাকিয়া সরোজিনীর জীবনের সমস্ত কার্য্য কলাপ নিয়মিত করিতেছিল। যিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি সাধুতার আশ্রয় এবং অসাধুতার বিনাশক, তিনিই সরোজিনী দ্বারা এক মহা সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে দুর্দ্দম তেজ ও অমেয় বল আনয়ন করিতেছেন, যে বল প্রাপ্ত হইয়া সরোজিনী লোক প্রশংসাকে তুচ্ছ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, যে বল লাভ করিয়া সরোজিনী বহুমূল্য বেশ ভূষায় অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের প্রবল ইচ্ছাকে অনায়াসে দূরাপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন্ অনির্ব্বচনীয় অনন্ত উৎস হইতে এই বল ও তেজ আসিয়াছিল সরোজিনী প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কালক্রমে সরোজিনীর মোহের যবনিকা অপসারিত হইল। বিশ্বাসের আলোক দ্বারা সরোজিনী তখন সেই অনন্ত মহাপুরুষের মঙ্গলময় বিধান বুঝিতে সমর্থা হইলেন। যতই তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণে অধিকতর বল সঞ্চিত হইতে লাগিল এবং দুর্দ্দম উৎসাহের সহিত মহিলা সমাজে বেশভূষার অসারতা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদৃষ্টান্তে অনেক মহিলা অকিঞ্চিৎকর বেশভূষার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রদিগের দুঃখ বিমোচনের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। যে কমলকামিনী অলঙ্কার অভাবে ক্ষুব্ধা হইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন, তিনিও পরিবর্ত্তিত হইলেন। তিনি সরোজিনীর একজন সহকারিণী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এবং ক্রমে আরও অনেক রমণী ইঁহাদিগের দলভুক্ত হইল।

বিপ্লব ও সমালোচন।

নবযুগ প্রাচীন যুগের উত্তরাধিকারী। প্রাচীন যুগের প্রথা পদ্ধতি আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি নবযুগের স্কন্ধ দেশে। জগৎ উন্নতিশীল; প্রতি নিয়ত উন্নতির পথে ধাবিত হইবার জন্য সকল যুগেরই অবিশ্রান্ত চেষ্টা। কিন্তু প্রাচীন যুগের প্রথা পদ্ধতির ভার, নবযুগের গতির বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীনার অলঙ্কার রাশি, নবীনার শোভা বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, বরং পীড়াদায়ক বোঝা হইয়া পড়ে। সুতরাং নবীনার পক্ষে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যজ্ঞাপক বেশ, শারীরিক ও মানসিক ক্লেশদায়ক এবং বর্ব্বর রুচির পরিচায়ক ভূষণ রাশি অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রতি নবযুগের সমাজ

বিপ্লবে প্রথমতঃ গঠন অপেক্ষা, ধ্বংস অধিক, সৌন্দর্য্য সংস্থাপন অপেক্ষা নীরস পবিত্রতা বিধান অধিক। যাহা এক যুগের উন্নতির স্বরূপ ছিল, তাহা অন্য যুগে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। পুষ্পদল ফল বিকাশের হেতু-ভূত; কিন্তু ফলবৃদ্ধি সময়ে, পুষ্পদল যদি ঝরিয়া না পড়িত, তবে ফল বিকাশের উন্নতি হইতে পারিত না। কিন্তু একটী বিষয়ে নবযুগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন। কোন্‌টি তাহার উন্নতির বাধক, এবং কোনটি তাহার উন্নতির অনুকূল, তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করা চাই। পুষ্পের দল ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু উপপত্র বা উপদল, অনেক সময়ে ফলের সহিত সংলগ্ন থাকে। যদি ঐ উপদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইত, তবে ফুলের বিকাশ সাধন বিষয়ে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইত। সুতরাং কাহার কি কার্য্য অনুধাবন করিয়া না বুঝিয়া লইলে, বিপ্লব যুগে অনেক মহানিষ্ট সাধিত হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ঈশ্বর প্রত্যয়, সমাজস্থিতির মূলভিত্তি; কিন্তু অন্যান্য কুসংস্কারসহ, যখন এই ধর্ম্মভাব, রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হইল, তখন পারিস নগরী বার-বনিতার পদতলে দলিত হইয়া উন্নতির নামে, ঘোর পৈশাচিকতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিপ্লব ও পরি-বর্ত্তনের পূর্ব্বে অপক্ষপাতী গভীর দৃষ্টিতে প্রাচীন রীতি নীতি প্রথা পদ্ধতি প্রভৃতি সমালোচিত হওয়া চাই।

বলা বাহুল্য যে বিদেশাগত নবভাব তরঙ্গের অভিঘাতে, এদেশের অনেক প্রাচীন সংস্কার চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। উন্নতিপ্রয়াসী নব্যসম্প্রদায়, পদে পদে প্রাচীন ভাবের বাধা অনুভব করিতেছেন; এবং কোথাও কোথাও বা উন্নতির পথের আবর্জ্জনা বিবেচনা করিয়া অনেকে অনেক প্রাচীন প্রথা, বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা এই অবশ্যম্ভাবী আসন্ন বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনকে বাধা দিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ইতিহাসানভিজ্ঞ ও বাতুল। উন্নতি কালের ধর্ম্ম; এবং উন্নতি বা বিকাশ অর্থই পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আবার গতি-সাপেক্ষ; এবং বিজ্ঞানে গতি ও তাপ সমার্থবোধক। সুতরাং এই উন্নতিতে যে তাপ সঞ্জাত হইবে তাহা অনিবার্য্য। যাহারা প্রাচীনতার অন্ধকার মধ্যে ডুবিয়া আছে, তাহাদের চক্ষে নবা-লোকের দীপ্তি অসহ্য হইবেই হইবে; এবং সহস্র হাহাকার ও প্রতিকূলাচরণ সত্ত্বেও, অচল প্রাচীন গৃহ ধূলিসাৎ হইবে এবং তৎ স্থানে, নবগৃহ মস্তক উত্তোলন করিবে। সুতরাং যাঁহারা বাধা দিতে প্রয়াসী, তাঁহারা আত্মঘাতী মাত্র। বাধা না দিয়া বরং যাহাতে উন্নতিপ্রয়াসীদিগের কার্য্যে হট্টকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষ না স্পর্শে, তাহার

জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করা চাই, নিরপেক্ষ ভাবে প্রাচীনের দোষ গুণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখা চাই এবং দেখান চাই।

এইজন্যই পরিবর্ত্তন যুগে সমালোচনা বড় প্রয়োজনীয়। একজন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন যে প্রকৃত সমালেচনার অর্থ "To see things as they are"—অর্থাৎ যে যাহা তাহাকে ঠিক্ সেই স্বরূপে দেখা এবং বোঝা। আমাদিগের দেশে যদি কোন কিছুর অভাব থাকে, তবে এই সমালোচনার সম্পূর্ণ অভাব আছে বলিতে পারি। আত্মাভিমান, জাত্যাভিমান, অন্ধ দেশ-হিতৈষণা, পরবিদ্বেষ, অনভিজ্ঞতা, মূর্খতা প্রভৃতির চাপে, চিত্তের সুব্যবস্থিত ভাব, দৃষ্টির সমতা, এবং বিচারের গাম্ভীর্য্যের অনেক ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতি, আমরা আবার কোনও অংশে ইংরাজদিগের অপেক্ষা হীন, একথা প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে চাই না। ইংরেজের কোন কোন গুণ যে আমাদের বিশেষ অনুকরণীয়, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদের সমাজ মধ্যে যে কত কুসংস্কারের বিষবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহা আদৌ জানি না। পরের ভাল গ্রহণ করিবার শক্তি নাই; অথচ চিত্তের অব্যবস্থিত ভাবের ফলে, অনেক সময়ে প্রবৃত্তির অনুরোধে, বা তাড়নায়, অন্যের যাহা মন্দ তাহা গ্রহণ করিয়া ফেলি, এবং নিজের যাহা মঙ্গলপ্রদ, তাহা পদতলে বিদলিত করি। অনেক সময়ে আমরা পরের যাহা যাহা অনুকরণ করি, বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, যখন বুদ্ধির জড়তা উপস্থিত হইয়াছিল সেই সময়েই সেই গুলি গ্রহণ করিয়াছি। মার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া অনুকরণ করিতে গেলে, ফল অন্যরূপ হইয়া পড়িত। যখন বুদ্ধি জাগরূক থাকে, তখন বৃথা অভিমান বা একটা কল্পিত দেশহিতৈষণার ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অনুকরণ দূষ্য মনে করি; কিন্তু বুদ্ধির মূঢ়াবস্থায় যখন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হই, তখন আর নিজের কার্য্যের উপর নিজের কোন প্রভাব থাকে না। তাই অজ্ঞাতসারে আর্য্যজাতির আড়ম্বর-শূন্যতা এবং চিত্তসংযম পদদলিত করিয়া আমরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িতেছি; এবং অন্য জাতির উদ্যম এবং কার্য্যশীলতা, বণিকজনোচিত বা হীনজাতির উপযোগী বলিয়া বৃথা জাতিকুলের বড়াই করিয়া, দিন দিন দারিদ্র্য সাগরে ডুবিতেছি। চিত্তের যে সমতা সমালেচনার জন্য প্রয়োজন, তাহা যে সমাজে জন্মিতে পারিতেছে না, সেখানে উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

যদি কেহ আমাদের সমাজের কোন দোষ দেখাইয়া দেয়, আমরা কদাচ সেই দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখি না বাস্তবিকই সেটি

দোষ কি না; বরং সে দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া অন্য সমাজের কত দোষ আছে তাহারই একটা গভীর গণনায় প্রবৃত্ত হই। ইহাতে লাভ তো কিছুই নাই; অতিরিক্ত লোকসানের ভাগ দ্বিগুণ। প্রথমতঃ আত্মদোষের প্রতি অন্ধ হইয়া আপনার উন্নতির মূলে আপনি কুঠারাঘাত করা হয়; দ্বিতীয়তঃ পরদোষ দর্শন ও পরদোষ কীর্ত্তনের ফলে চিত্তের ভয়ঙ্কর নীচতা জন্মিয়া উঠে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমরা আত্মদোষ দর্শনে বিমুখ নহি; তবে অন্য জাতি যদি আমাদের দোষের কথা উল্লেখ করে, তবে তাহা বড় অসহ্য হইয়া উঠে। রাগ করিয়া তাহাদের দোষ দেখাইতে প্রবৃত্তি হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অভিলাষ হয়। ইহারই নাম চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া। যদি তোমার অন্তঃকরণে বাস্তবিকই উন্নতি লাভের ইচ্ছা থাকিত, তবে তুমি দোষ প্রদর্শনকারীকে পরমবন্ধু ভাবিয়া তাঁহার কাছে বরং কৃতজ্ঞ হইয়া আত্মত্রুটী সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে। কিন্তু তোমার আচরণ যখন বিপরীত, তখন তুমি মুখে যাহাই বল, তোমাকে মূর্খ এবং অর্ব্বাচীন ভিন্ন কেহ আর কিছু বলিবে না। স্থিরচিত্তে, স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে, এবং প্রবল উন্নতির ইচ্ছা পোষণ করিয়া যিনি সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। অমুক প্রথা দেশীয়, অমুক প্রথা বিদেশীয়, অমুক প্রথা প্রাচীন, অমুক প্রথা নবীন, একথায় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সংকীর্ণচেতার কর্ম্ম। অবলম্ব্য প্রথা ভাল কিনা ইহারই বিচার করা চাই। যদি ভাল হয়, তবে বিদেশীয় বা নূতন বলিয়া উপেক্ষিত হইবে কেন? যদি মন্দ হয় তবে দেশীয় বা প্রাচীন বলিয়া রক্ষিত হইবে কেন? স্থির দৃষ্টিতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে এই মাত্র। তাহার পর তোমার অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভাঙ্গিল, কি নবীন গঠিত হইল; দেশের মর্য্যাদা রক্ষা পাইল, কি বিদেশের গৌরব বৃদ্ধি হইল, সে কথা আদৌ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার একমাত্র লক্ষ্য কর্ত্তব্যপালন, তাহাতে পৃথিবী তোমার অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক তাহা গ্রাহ্য করিও না। তবে তোমার উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ যেন হঠকারিতা বা উষ্ণমস্তিষ্কতার দ্বারা না হয়। সর্ব্বদা সাবধানে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে এবং স্থিরচিত্তে তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া সামাজিক দোষগুণের বিশেষ সমালোচনা করিবে। এ কার্য্যে সর্ব্বদা অকুতোভয় হইতে হইবে এবং মনে রাখিও যে যিনি ন্যায়পথের দিকে অগ্রসর হয়েন, বিধাতা তাঁহার নিত্য আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকেন। একটি প্রাচীন কবিতায় আছে যে—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদিবা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্,
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

নীতিবিশারদেরা নিন্দাই করুন বা প্রশংসাই করুন, ধনাগমই হউক অথবা দারিদ্র্যই হউক, অদ্যই মৃত্যু হউক বা আর এক যুগ পরে হউক, ধীর ব্যক্তি-গণ এসকল চিন্তা উপেক্ষা করিয়া থাকেন এবং কদাচ ন্যায়-পথ হইতে বিচ্যুত হয়েন না।

বি, ম।

বিবী গ্রিমউড।

ব্রিটন-ঈশ্বরী কেন সমাদরে,
'রয়াল রেড ক্রস' তব বক্ষ পরে,
পরাইছে আজ ?—রমণী-সমাজ,
কেন উল্লসিত স্মরি তব কাজ ?
বীরাঙ্গনা বলি—সমস্ত ব্রিটনে,
পূজিছে তোমায় কেন কায়মনে ?
যে বীরত্ব তুমি দেখাইলে সবে,
সে বীরত্ব আর কাহারে সম্ভবে ?
বীরজাতি মাঝে জনম তোমার,
যে জাতির যশ সর্ব্বত্র প্রচার।
বীর দাপে যাঁর কাঁপে বসুমতী,
অবনতশির কত নরপতি—
যে ব্রিটন কাছে—তাঁহার গৌরব,
বাড়াইলে তুমি দিয়ে অভিনব
অলঙ্কার এক—অমূল্য রতন—
অসম সাহস—অতুল বিক্রম !
মণিপুর হতে—হাঁটিয়ে কাছার,
রমণী হইয়ে গেলে কি প্রকার ?
লঙ্ঘিলে কিরূপে সে দুর্গম পথ,
শ্বাপদসঙ্কুল পাহাড় পর্ব্বত ?
বক্তৃতায় শুনি—অদ্ভুত কাহিনী,
আতঙ্কে শিহরি উঠি যে অমনি !
ভাবিয়ে অবাক্—রমণীর কাজ,
বীরেরাও হেরি পায় মহালাজ !
কে দেখাবে হেন বীরত্ব আর ?
সন্তান যেমন পাইলে জননী,
আহত সৈন্যেরা তোমারে তেমনি,
পেয়ে সন্নিকটে—বিষম সঙ্কটে,
গিয়েছিল ভুলি সে গিরি-সঙ্কটে।
ঘোর বিপদেও অটল-নির্ভয়,
ধন্য ধন্য ধন্য রমণী-হৃদয়।
সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ,
নিয়োজিত যেন নারীর পরাণ।
ভুলি স্বার্থ সুখ—পরের কারণ,
নারীবিনে কেবা করিবে পালন,
সেই মহাব্রত—পর উপকার;
কে আছে এমন নিঃস্বার্থ উদার !
দয়ার প্রতিমা—স্নেহের পুতলি,
কোমল হৃদয়—দুঃখে যায় গলি।
ঘুচাইতে বুঝি অবনীর ভার,
সৃজিলা নারীরে—সৃষ্টির আধার।
শিরায় শিরায় দিলা স্নেহরস,

কে দেখেছে কবে নারীরে কর্কশ!
জানেনা সে কারে কঠিনতা কয়,
দয়াগুণে তাঁর বিশ্ব পরাজয়!
সংসার-উদ্যানে স্বর্গ পারিজাত,
দুঃখের আঁধারে সুখ-সুপ্রভাত।
সৌন্দর্য্যের সার-গুণের গরিমা,
মিলে কি জগতে নারীর উপমা?
অতুলনীয়া নারী এ জগতে।
সত্য বটে তুমি হারায়েছ সব
ইহ সংসারের আনন্দ উৎসব।
ভাঙ্গিয়াছে এবে সুখের স্বপন
(স্বপন সফল হয় কি কখন?)
ঘেরিয়াছে ঘোর নিরাশা আধারে
আশার আলোক নাহি এসংসারে।
অতুল সম্পদে ছিলে মণিপুরে,
অস্থায়ী সে সুখ গেছে তাই দূরে।
দাসদাসী সেথা ছিল অগণন,
কোথায় সে সব গিয়েছে এখন?
কাটিতেছ দিন হয়ে ভর্ত্তৃহীন,
বৈধব্য-যাতনা দুর্দ্দশা দুর্দ্দিন
পেষিছে তোমারে—সদা অনুক্ষণ,
দুখের সাগরে রয়েছ মগন।
কিন্তু ভেবে দেখ চিরদিন কার
একভাবে যায়!—অনিত্য সংসার।
ওই দেখ চেয়ে—রাজপরিবার
অদৃষ্টের চক্রে ঘুরি অনিবার
কর্ম্মফল ভোগ করিছে কেমন?
সহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে এমন।
নিয়তির করে নাহিক নিস্তার,
কেবা রাজা প্রজা সব-একাকার,
আজ যে উত্থিত সম্পদ শিখরে,
কাল সে কাতর মুষ্টি ভিক্ষা তরে।
আজ যে বিপুল বৈভবের স্বামী,
কাল সে বিপত্তি সাগরেতে নামি
বহিছে দুঃখের অতি গুরু ভার,
শ্মশান সমান সুখের সংসার।
কিন্তু ভেবে দেখ বলি আর বার
চিরদিন যায় সুখেতে কাহার?
অদৃষ্টের ভোগ ভুগিতে হয়।
বীরাঙ্গনা বলি দেখ কি প্রকারে—
সমস্ত জগত পূজিছে তোমারে,
তব বেদনায় ব্যথিত সকলে।
'কণ্ডোলেন্স লিপি' তব করকমলে
আসিয়াছে কত সংখ্যা নাহি তার।
হিমালয় হতে কুমারিকা পার—
সমস্ত ভারত শোকেতে মগন
তোমার কাহিনী করিয়ে শ্রবণ।
য়ুরোপ এশিয়া আমেরিকা সব,
পরিহরি সুখ আনন্দ-উৎসব,
ভাসিতেছে সবে নয়নের জলে;
হত্যাকাণ্ড কথা শ্রবণ যুগলে
পশেছিল যাই, পাষাণ হৃদয়
গলে গিয়াছিল হয়ে দ্রবময়!
আজিও স্মরণে বিদরে বুক।
যে বীরত্ব তুমি দেখাইলে ভবে
সে বীরত্ব বল কজনে সম্ভবে?
ইহ কালে তার নাহি পুরস্কার;
স্বর্গে যবে যাবে ছাড়ি এসংসার,
তোমার জননী যতনে আদরে
চুম্বন করিয়ে ডেকে লবে ঘরে!
শোক তাপ দুঃখ ঘুচাইবে সব
আবার দিবেন আনন্দ উৎসব।

সোণার কিরীট পরাইয়া শিরে,
বসাইবে তায় মণি মুক্তাহীরে।
বসনে ভূষণে সাজাইয়ে কায়,
রত্ন-সিংহাসনে বসাবে তোমায়,
বীরাঙ্গনা যত রমণী পাশে।

শ্রীচ।

সত্য-পরায়ণতা।

১-শক্তসিংহ।

স্বদেশবৎসল বীরবর প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় যে দিন মিবাবরাজ-পুরোহিত সেই বিবাদজনিত অনর্থ বুঝিতে পারিয়া শাণিত ছুরিকা দ্বারা স্বীয় হৃৎপিণ্ড ছেদন পূর্ব্বক আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন—যে-দিন তাঁহার পূত শোণিতে সিক্ত হইয়া পৃথিবী আপনাকে পবিত্রা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই দিন রাজা প্রতাপ-সিংহের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহা-দের ভ্রাতৃদ্বয়ের এই বিবাদই হিতৈষী পুরোহিতের মৃত্যুর কারণ, এবং তজ্জন্য তিনি ক্রোধারক্ত নয়নে শক্তসিংহকে বলিলেন যে "তুমি আমার অধিকার হইতে দূর হও।" শক্ত অগ্রজের সেই কঠোরাদেশ শ্রবণে প্রতিহিংসার্থে মোগল-পতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তদবধি শক্তসিংহ প্রতাপের ঘোর শত্রুরূপে পরিণত হইলেন, এমন কি যখন হলদি-ঘাটের ঘোর সংগ্রামে প্রতাপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও শক্ত অগ্র-জের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য প্রকাশ করেন নাই, বরং প্রাণপণে বৈর-সাধনেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

যখন প্রতাপসিংহ একাকী সেই রণ-স্থল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তখন দুইজন মোগল সৈনিক অশ্বারো-হণে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতাপের অনুসরণ করিল। এই দুইজন সৈনিকের মধ্যে এক জন খোরাসানী, অপর ব্যক্তি মূলতানী। প্রতাপ, পশ্চাদ্ধাবিত সৈনিকদ্বয়ের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। তিনি শোণিতাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তম অশ্ব চৈতকও অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি সে স্বীয় প্রভুকে বহন করিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে। শক্তসিংহ মোগলবাহিনীর মধ্যে থাকিয়া এই সমস্ত দর্শন করিতে-ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্ষণিক পূর্ব্বে যিনি জ্যেষ্ঠের হৃদয় শোণিত দ্বারা বিবে-

বানল নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখন তিনি স্বদেশবৎসল বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে শোণিতসিক্ত, ক্ষতাঙ্গ, নিঃসহায়, পলায়নপরায়ণ, বিপন্নজীবন ও স্বাধীনতাভ্রষ্ট দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। তিনি তেমন স্বদেশানুরাগী ভ্রাতার পরম শত্রু, আর তেমন বিপন্নাবস্থায়ও ভ্রাতার প্রতি কিছুমাত্র আনুকূল্য প্রদর্শন না করিয়া কেবল তাঁহার জীবন ও স্বাধীনতা বিনাশের চেষ্টা করিয়া মাতৃভূমির সর্ব্বনাশে সমুদ্যত, এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় যাতনা প্রদান করিতে লাগিল, তিনি অনুতাপে অধীর হইয়া পড়িলেন। বিপন্ন ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহী মোগলসৈনিকদ্বয়কে ধাবিত দর্শনে তাঁহার কঠিন হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি আর এখন প্রতাপের শত্রু থাকিতে পারিলেন না—তিনি এখন প্রতাপের ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা ও বিপদের বন্ধু। প্রকৃতির আদেশ ও কর্ত্তব্য কার্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া সংসারে লোক কয় দিন সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারে? প্রকৃতির আদেশ ও কর্ত্তব্য অবহেলা জনিত যে অশান্তিরাশি লোক-হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই অশান্তিই মনুষ্যকে নিসর্গের আদেশ ও কর্ত্তব্য পালনে শিক্ষা দেয়, তাই শক্তসিংহ আজি অনেক দিন পরেও ভ্রাতৃস্নেহে ও স্বদেশের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রতাপসিংহের অনুকূলে ধাবমান হইলেন।

একটী গভীর ও অপ্রশস্ত গিরিনদীর পুলিনে আসিয়া প্রতাপ উপনীত হইলেন। প্রতাপের ঘোটকরাজ চৈতক এক লম্ফে সেই গভীর সংকীর্ণ তটিনীর পরপারে উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু সৈনিকদ্বয়ের অশ্ব চৈতকের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিতে পারিল না, তথাপি প্রতাপ নিরাপদ হইতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার জীবনরক্ষক চৈতকও রণশ্রমে শ্রান্ত, শোণিতাক্ত ও ক্ষতাঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতে আবার স্বীয় প্রভুকে বহন করিয়া এতদূর দ্রুতবেগে আসিয়াছে, সুতরাং তাহার দ্রুতগতি এক্ষণে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। অতএব মোগলসৈনিকদ্বয় নিজ নিজ অশ্বকে দ্রুত চালিত করিয়া প্রতাপের সন্নিহিত হইল। এমত সময় প্রতাপ বন্দুকের ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, চৈতকও যথাসাধ্য চলিতে লাগিল, বন্দুকধ্বনির ক্ষণকাল পরেই প্রতাপ শুনিতে পাইলেন যে দূরে পশ্চাৎ হইতে কে তাহার মাতৃভাষায় গম্ভীর স্বরে বলিতেছে "হো নীলঘোড়ারা আসোয়ার।" প্রতাপ চমকে চাহিলেন, চাহিয়া কি দেখিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে রোষ, অভিমান ও জিঘাংসা যুগপৎ তাঁহাকে অভিভূত করিল, তিনি পাদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন ও অশ্বকে ফিরাইয়া নিজ তরবারি উদ্যত করিয়া শক্তের সন্নিকটে আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শক্ত যখন তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, তখন তাঁহার ভ্রম দূর হইল,

শক্তের ম্লান, বিষণ্ণ ও লজ্জাবনত বদন দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন—বিস্মিতের অধিক আনন্দিত হইলেন, যে শক্ত তাঁহার রাজ্য রক্ষার্থে দক্ষিণ হস্ত, বিপদে বন্ধু, সম্পদে সুহৃদ্ ও মন্ত্রী, স্নেহে পুত্র-তুল্য, সেই শক্ত তাঁহার জীবনের স্বাধীনতা ও মাতৃভূমির ঘোর শত্রু ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? আর সেই শত্রুকে পুনরায় ভ্রাতারূপে প্রাপ্ত হওয়া যে কি আনন্দের বিষয় তাহা তখন এই শিশোদীয় বীরদ্বয়ই জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, শক্ত সত্বর জ্যেষ্ঠের চরণ বন্দনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন "আপনি দেবতা, আমি নারকী; আপনি স্বদেশবৎসল, আমি কুলাঙ্গার স্বদেশবিদ্বেষ্টা হইয়া পড়িয়াছি; আপনি মাতৃভূমির উপযুক্ত পুত্র, আমি অযোগ্য তনয়; অতএব অধুনা আমি আপনার কৃপার পাত্র, আমাকে দাস ও শিষ্য জ্ঞানে ক্ষমা করুন।" প্রতাপ ভ্রাতার বচন শ্রবণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইলেন, তিনি পদতলে পতিত ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরস্পর অশ্রুসেকে পরস্পরের বক্ষ প্লাবিত করিলেন। প্রতাপ বলিলেন, আজ আমি আমার অনেক দিনের হারাবত্ন প্রাপ্ত হইয়া দারুণ দুঃখ ও মনোবেদনা সকল ভুলিয়া গিয়াছি; প্রতাপ ভ্রাতাকে পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার অধিক উপকারী জীবনরক্ষক প্রিয়তম চৈতককে সেই স্থানে হারাইলেন, তাঁহার সেই আনন্দ-সমুদ্রে কে যেন বিষরাশি ঢালিয়া দিল। যে চৈতক ব্যতীত তিনি সেই দিন বিশাল মোগলবাহিনীর মধ্য হইতে বহির্গত হইতে পারিতেন না, সেই চৈতক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে তুরঙ্গরাজ চৈতক যথাসাধ্য স্বীয় প্রভুর উপকার সাধন করিয়া অশ্বলীলা সম্বরণ করিলে শক্ত নিজ অশ্ব ভ্রাতাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, আমি যত শীঘ্র পারি আপনার সহিত মিলিত হইব।" অনন্তর শক্তসিংহ খোরাসানী সৈনিকের অশ্বে আরোহণ করিয়া মোগল শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন, প্রতাপও শক্তের আনকারো নামক অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিতে বাধ্য হইলেন।

শক্তসিংহ মোগল শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া সম্রাটতনয় সেলিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেলিম শক্তের বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তেজস্বী শক্ত কোন কথাই গোপন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অকুতোভয়ে খোরাসানী ও মুলতানী সৈনিকদ্বয়ের বধবৃত্তান্ত ও প্রতাপকে আনুকূল্য প্রদান বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন একটী বিশাল রাজ্যভার আমার অগ্রজের স্কন্ধে, তাহাতে এখন তিনি নিতান্ত দুরবস্থায় গুপ্ত সৈনিকদ্বয়ের হস্তে জীবনহারা হন দেখিয়া আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? সেলিম শক্তের সত্যপরায়ণতা দর্শনে চমৎকৃত ও প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন

"রাজপুত! আমি আপনার সত্যপরায়ণতা দর্শনে অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছি, নতুবা আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন এই কার্য্যকারী ব্যক্তি অবশ্যই দণ্ডার্হ। কিন্তু আমি সন্তোষ সহকারে আপনাকে বিদায় দিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানুসারে আপনার ভ্রাতার সহিত মিলিত হউন।"

শক্তসিংহ সেলিমের বাক্য শ্রবণে আর তথায় তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ভ্রাতা বীরপুঙ্গবের নিকট যাত্রা করিলেন। জ্যেষ্ঠকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত ভিনসর দুর্গ পরাজয় করিয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া অগ্রজের চরণ বন্দনা করিলেন।

কু, রা।

ভিখারিণীর গীতি।

বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া রমণী-কণ্ঠে ডাকিতেছে—"জয় হরে কৃষ্ণ! ভিক্ষা চাই গো!"

ভিখারিণীকে দেখিয়া গান শুনিবার সাধটা আমার বড়ই জাগিয়া উঠিল, "বলিলাম দিচ্ছি ভিক্ষা, আগে একটা গান গাও না?"

আমার কথা না ফুরাইতেই ভিখারিণী মধুর কণ্ঠে মধুর তানে গান ধরিল—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"—

আমি মনে করিয়াছিলাম, সে গাহিবে "বল্ হরিবোল বলে পাগল" ইত্যাদি—নয়ত ঐ রকম আর কিছু—ওমা! তা নয়, পোড়ার মুখী এ কি ছাই গান গাহিতেছে?—বেগতিক দেখিয়া বাধা দিয়া বলিলাম, তুমি ও কি ছাই আরম্ভ করিলে? দেবতার গান গাও।"

তা আমার কথা শোনে কে?—দেখি গায়িকা ভাবে বিভোর হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটাইয়া, গদগদ কণ্ঠে প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালিতেছে—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ
ফুরাইবে,
কিবা জন্মান্তরে মোর সেই সাধ
পুরাইবে?
বিধি! তোরে সাধি শুন,
যদি জন্ম দিবে পুন,
আমারে আবার যেন রমণী-জনম দিবে;
লাজ ভয় তেয়াগিব,
এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছাঁচা রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি
দিবে"।

গাহিতে তাহার দুই চক্ষে ধারা বহিল! গলাটিও খুব মিষ্ট!—কিন্তু তা হইলে কি হয়? ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এ রকম গান করিতে শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল—তাহাকে বলিলাম, "তুমি এ রকম গান গাহিলে কেন? ছি!"

ভিখারিণী হাসিল, তার পরে বলিল

"আমি ভিখারিণী, আমার পুঁজি কেবল এই গান।"

আমি। তা, আর কোন ভাল গান শিখিতে পার তো?

ভিখা। আর কোনও গানে আমার প্রয়োজন দেখি না।

আমি। তোমার নিজের জন্যে প্রয়োজন দেখ আর নাই দেখ, দশ জনের জন্যে অবশ্য প্রয়োজন আছে। গৃহস্থ বাড়ীতে ও রকম গান গাইতে নাই।

ভিখারিণী আবার হাসিল, তারপর বলিল "সত্য বলিয়াছ ভাই, আমার নিজের প্রয়োজন সবই প্রায় ফুরাইয়াছে, এখন দশজনের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন। তা তোমাদের গৃহস্থ-বাড়ীতে এ গান গাইব না কেন? তোমাদের গৃহস্থ বাড়ী কি প্রবৃত্তির রাজ্য? সেখানে কি কেবল স্বার্থপরতারই ছড়াছাড়?

আমি অবাক্! এমন তর কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য মেয়েও আছে?—মুখে বলিলাম "তোমার গানটার মানে বুঝিলে ওসব কথা বলিতে পারিতে না, "প্রবৃত্তি," স্বার্থপরতা" কাহাকে বলে বোঝ কি?"

ভিখা। "প্রবৃত্তি কি স্বার্থপরতার বিষয়ে আমার বেশি জ্ঞান নাই—কিন্তু গানটা কতক দূর বুঝি। বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে কি?"

দেখ দেখি পাঠিকা ভগিনি! হাড় জলিয়া উঠে না? যেন তর্কবাগীশ মহা-[illegible] কাছে বেদ বেদান্ত ব্যাখ্যা করিবেন, তাই আমি বুঝিতে পারিব না? কিন্তু এতক্ষণ সহিয়াছি তো আরও একটু সহিব, তার পর পাঠিকা ভগিনীতে আমাতে মিলিয়া মাগীকে "অর্দ্ধচন্দ্র" দিয়া বিদায় করিব। এই ঠিক্ করিয়া বলিলাম, "বুঝি না বুঝি সে ভার আমার, তুমি বুঝাইতে পারিবে তো?"

ভিখা। তুমি বোঝ না বোঝ, আমি শুনাইব। এই গানেই আমার প্রয়োজন কেন—আমি সংসার-বন্ধন-শূন্যা, পরমুখাপেক্ষিণী, ভিক্ষা-বৃত্তি-ধারিণী, কেন যে এ গীতি-তরঙ্গে প্রাণ ঢালিয়াছি, তা তোমার কাছে বলিব—নরদেবতা কমলাকান্ত ঠাকুর বেণী বনে মুক্তা ছড়াইতে ছড়াইতে যে পথে গিয়াছেন, আমি নরাধমা সেই পদাঙ্কই লক্ষ্য করিয়াছি। আমি প্রথমে গাহিয়াছি—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"

এজনমে সাধ অনন্ত—পিপাসা অনন্ত; সকল সাধ পোরে না, জনমের সঙ্গেই ফুরাইয়া যায়। যে সকল সাধ পশুবৃত্তি-প্রসূত তাহা মানবের সহিত ফুরাইলেই মঙ্গল। কিন্তু যে সাধ, দয়াময় জগদীশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন, যে সাধ পূর্ণ হইলে এই পৃথিবী স্বর্গ-রাজ্য বলিয়া অনুভূত হয়, সে সব পবিত্র সাধ কি কোনও দিন পূর্ণ হইবে না? আমি ভিখারিণী, মনুষ্যকুলে নগণ্যা, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করাই আমার জীবিকা, আমার প্রাণের প্রাণে

সাধ জাগিতেছে, একদিন দেখিব মা জন্মভূমির মলিন মুখে হাসি ফুটিয়াছে, একদিন দেখিব মা'র বক্ষ পুত্ররত্নে কণ্ঠ রত্নে শোভিত হইয়াছে, দেখিব সকলেই আপনলিনতার আস্তর ভুলিয়া গিয়াছে, সকলেই দেবতা এবং দেবী হইয়াছেন, আমি একবার সেই দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিব—আমার এই যে একমাত্র সাধ, ইহা কি এই জনমের সঙ্গেই ফুরাইবে? এ দেহ ভস্মীভূত হইবার সঙ্গে বিলীন হইবে?

"কিবা জন্মান্তরে মোর এই সাধ পূরাইবে?"

সে প্রাণভরা দৃশ্য না দেখিলে কিন্তু আমার ভাল করিয়া মরা হবে না—আমি মরিতে পারিব না! এ পাঞ্চভৌতিক অথবা বহুভৌতিক দেহ শ্মশান-পুরী হইবে, তাহাতে দুঃখ নাই, এ যত্নমার্জ্জিত দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নদী-সৈকতে পড়িয়া রহিবে তাহাতে আমার ক্ষোভ নাই; আসিয়াছি, ফিরিয়া যাইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু যাহা বলিয়াছি—আমার প্রাণের সাধ পূর্ণ না হইলে, সে প্রাণভরা দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতে না পাইলে, আমার ভাল করিয়া মরা হবে না—তাই আমার জিজ্ঞাস্য এ জন্মে না হইলেও জন্মান্তরে আমার সাধ পূর্ণ হইবে কি? আমি "দর্শন বিজ্ঞান" চাহি না, স্বর্গে আমার কাজ নাই, সালোক্যসাযুজ্যের আমি অযোগ্য, নির্ব্বাণ মোক্ষ আমার মত নরাধমার জন্যে নহে; আমি "পুনর্জ্জন্ম" চাহি—এই জগতী-তলে বিচরণ করিয়া "কৃপা পাত্রী" হইব, দশজনের কাছে ভিক্ষা করিব, দশজনের "রাঙা মুখ" দেখিতে পারিব—এ প্রাণে সবই সহিবে—একদিন যদি মা'র মুখে হাসি দেখিতে পারি—তাহা হইলে আমার প্রাণে সবই সহিবে। আমি আমার সুখ দুঃখ বুঝি না—রাজার যেমন প্রজার সুখে সুখ, ভার্য্যার যেমন স্বামীর সুখে সুখ, মা'র যেমন সন্তানের সুখে সুখ, আমি ভিখারিণী আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি মা জন্মভূমি, তোমার সুখেই আমার সকল সুখ, তাই আমি "জন্মান্তর" চাহি। পরজন্ম আর কাহারও না থাকে, আমায় দিও জগদীশ! আমি তোমার এই অসীম কার্য্যক্ষেত্রে তোমার হইয়া তোমার কার্য্য করিব, এবার এ [illegible] ক্ষমতায় কুলাইল না—অনেক বাকি রহিল, জন্মান্তরে এসাধ পূর্ণ হবে কি?—

"বিধি! তোরে সাধি শুন,
যদি জন্ম দিবে পুন,
আমারে অবার যেন রমণী জনম দিবে"

আমায় রমণী করিও প্রভো! লোকে শুনিয়া হাসে হাসুক, আমি রমণী-জন্মই প্রার্থনা করি। আমি পরাধীনা—যখন হৃদয়হীন, কর্কশভাষী, মানবগুলার কাছে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইতে হয়, যাহারা অসত্যকে "সত্য" [illegible], সেই গুলা যখন বিধাতা হইয়া দাঁড়ায়, তখনই আমরা পরাধীন—সেই অধীনতাই বড় দুঃখের। আর যখন দেবতার সম্মুখে

হাত যোড় করিয়া দাঁড়াই—জগদীশ! তোমার পবিত্রতা, তোমার মধুরতা, তোমার প্রশস্ত সদাশয়তা, যাঁহাদের হৃদয়কে "স্বর্গ" করিয়া রাখিয়াছে, সেই দেবতাদিগের সম্মুখে যখন হাত যোড় করিয়া দাঁড়াই, তখন—তাঁহাদিগের পবিত্র আদেশ পালন করিবার মত সুখের আর কিছুই দেখি না, এ সুখ রমণীরই একচেটিয়া!

আমায় রমণী জন্ম দিও প্রভো! আমি অবরোধবাসিনী বলিয়া আমার দুঃখ কিসে? যেখানে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য, সেখানে অবরোধ প্রথা ত আমায় সাধিয়া লইতে হয়। তবে দেবমন্দিরে যাওয়ার অধিকার আমাদের চিরকালই আছে।

আমায় রমণীজন্ম দিও প্রভো! আমরা জ্ঞানহীনা সত্য, অজ্ঞানতা বড় ক্লেশকর তাহাও সত্য। কিন্তু যে জাতি, পুরুষজাতির শৈশবে মাতা, কৈশোরে ভাগনী, যৌবনে ভার্য্যা, শেষে কন্যা, যে জাতির জন্যে পুরুষজাতির সমাজ বন্ধন, যে জাতিকে নিষ্পাপ ও নির্ম্মলা দেখিতে পুরুষজাতির প্রাণপণ, সে জাতিকে অজ্ঞানাবস্থায় কতদিন রাখা যায়? আমি বেশ বুঝিতেছি, একদিন, যে জ্ঞানে আত্মগরিমা চূর্ণ হইয়া যায়, পরের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যায়, আত্মসংযম ও ত্যাগ স্বীকার অভ্যাস করা যায়, যে জ্ঞানে রমণীর ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে বিকশিত হয়, প্রতি মানব-পরিবার দেব-পরিবার বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অমূল্য জ্ঞান আমাদিগকে সাধিয়া দিতে হইবে—নহিলে পুরুষের সংসার থাকিবে না, সমাজ চলিবে না; যিনি পরার্থপর, তিনি পরার্থপরতার জন্যে আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবেন; যিনি স্বার্থপর, তিনি আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবেন—স্বার্থই হউক, পরার্থই হউক, সর্ব্বত্রই রমণী।

আমাকে আবার রমণীজন্ম দিও প্রভো!—যে কুলে সীতা জন্মিয়াছেন, সাবিত্রী জন্মিয়াছেন, খনা জন্মিয়াছেন, লীলাবতী জন্মিয়াছেন, রাণী রাসমণি জন্মিয়াছেন, দেবী সোনামণি * জন্মিয়াছেন, স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা জন্মিয়াছেন, আর আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মা—সেই জগজ্জননী ভগবতী † জন্মিয়াছেন, সেই কুলে জন্মিলে আমি যতই নরাধমা হই না কেন, তবু আমার জাতীয় গৌরব রহিবে।

আমায় রমণীজন্ম দিও প্রভো!—মেয়ে যেমন মা'র মর্ম্ম বোঝে—আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত ছেলের কথা বলিতেছি না, মার্টিসিনীর মত ছেলের কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি মেয়ে যেমন মা'র মর্ম্ম বোঝে, জগা খগার মত ছেলেরা সেরকম কোনও

* সোণামণি দেবী—জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা।

† বিদ্যাসাগরের মাতার নাম ভগবতী।

দিন বুঝিবে না। তাই বলিতেছি আমাকে রমণী জন্ম দিও, আমি মেয়ে হইয়া মা'র কাজে লাগিব।

আর এক কথা—যে দিন (সাধারণের অলক্ষ্যে) রমণীহস্ত মাতৃভূমির কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, যে দিন রমণী গৃহ-শিক্ষয়িত্রী হইয়া পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী ও পিতার ত্রিবিধ ‡ উন্নতির সহায় হইবেন, যেদিন ঘরে ঘরে সকলেই সুমাতা, সুভগ্নী, সুভার্য্যা ও সুকন্যা হইবেন, যে দিন রমণীর মঙ্গলের জন্যে স্বদেশের মঙ্গলের জন্যে—জগতের কল্যাণের জন্য রমণী-আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে, রমণী হৃদয়ে পাপমলিনতার ছায়াও থাকিবে না—সেই শুভদিনেই বঙ্গসমাজ প্রকৃত উন্নত হইবে ; আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—কিন্তু যে জাতির অভ্যুদয়ে এত বড় কাজ সাধিত হইতে পারে, বাঙ্গালির—"মুখ-সর্ব্বস্ব" কথাটা দূর হইতে পারে, আমি সেই জাতিতে পরিগণিতা হইব। সেই মহাসমুদ্রের এক জলবিন্দু হইব।—

তারপর—

"লোক ভয় তেয়াগিব,
এ সাধ মোর পুরাইব"

এবার কিছুই পারিলাম না—বড় ক্ষোভ রহিল, এবার কিছুই পারিলাম না। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, যে কাজ করিতে প্রাণের প্রাণে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে কাজ এবার বুঝি করা হইল না। কেন?—আমি ভিখারিণী, তাহার জন্যে নহে ; কাজ করিবার পক্ষে এই দরিদ্রতাপূর্ণ, এই স্নেহবন্ধন-শূন্য, এই জীবনকণাই যথেষ্ট। কর্ত্তব্য পালন করিতে রাজরাণীরও যেমন অধিকার, ভিখারিণীরও সেই রকম অধিকার ; তবু আমার এবার বুঝি কিছুই হইল না, আমার বড় লজ্জা করে! ভাই যখন শ্রান্ত হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার কাছে গিয়া শুশ্রূষা করিতে পারি না, আমার বড় লজ্জা করে! গরিবের ছেলে রাস্তায় দাঁড়াইয়া যখন কাঁদে, "যাদু গোপাল" বলিয়া তাহাকে বুকে লইতে পারি না, আমার বড় লজ্জা করে! অন্যায় কথা শুনিলে প্রতিবাদ করিতে গিয়া সরিয়া আসি, আমার বড় লজ্জা করে! মোটে ঘোমটা খুলিতে পারি না—কি যেন ছাই, বড় লজ্জা করে! স্ত্রীস্বাধীনতার কথা শুনিলে—সামাজিক সাম্য ভাবের কথা শুনিলে, কেমন যে পোড়া মন, আমার বড় লজ্জা করে! তোমরা যাই বল, আমরা কিন্তু ঘোমটা খুলিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতে পারিব না, আমাদের বড় লজ্জা করে!—

তা শুধু কি লজ্জা, বড় ভয়ও করে। যে কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়া, এ দেহ এ জীবন সফল করিব ভাবি, তা করিতে পারি না, আমার বড় ভয় করে! দেশে দেবতা কয় জন, আর প্রকৃত মানুষ কয় জন, তা ছাড়া ভূত পিশাচেরই ছড়াছড়ি; অত ভূতের গন্ধ [illegible]

‡ ত্রিবিধ উন্নতি—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।

এখন রাত্রি দিন আমার বড় ভয় করে! তাহারা নাকি সদুপদেশ লইয়াও হাসে, ধার্ম্মিককেও গালি দেয়, ভাল কাজ করিলেও কলঙ্ক করে, শুনিয়া শুনিয়া বড় ভয় করে! তাহারা নাকি পরের সুখ দেখিতে পারে না, শান্তি সহিতে পারে না। "উন্নতি" দেখিলে পুড়িয়া মরে! শুনিয়া আমার কেবলই ভয় করে! সকল কথা গুলা বলিতে পারিলাম না—বলিতেছি আমার ভয় করে!

কিন্তু যেদিন আমি পরজন্ম পাইয়া আসিব—সেই শত বৎসরের পরে কি সহস্র বৎসরের পরে যখন মা'র কোলে ফিরিয়া আসিব, তখন আর এমন দিন রহিবে না। শীতের পরে বসন্ত, অমাবস্যার পরে পূর্ণিমা, অবনতির পরে উন্নতি, অবশ্যম্ভাবী। তাই এক দিন যাহারা নগ্ন দেহে বনে বনে বেড়াইত, আজি আর্য্যসন্তানদের পরিচ্ছদের হীনাবস্থা দেখিয়া তাহারাই উপহাস করে!—আজি আর্য্যসন্তানেরা তাহাদের প্রদত্ত পরিচ্ছদে কৃতার্থ! তাই বলিতেছি শত বৎসর পরেই হউক, আর সহস্র বৎসর পরেই হউক, এক দিন দেশের গতি ফিরিবে, আজি যাহারা হিরণ্যকশিপু, তাহাদের বংশে প্রহ্লাদ আসিবে; ধর্ম্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, পরোপকারের জন্যে সকলে শরীর ও প্রাণ উৎসর্গ করিবে। একদিন সমস্ত জগৎ একপরিবার হইবে, সকলে ভাই, সকলে ভগিনী হইবে, যাহার যাহা প্রকৃতি দত্ত অলঙ্কার, সে তাহা মাজিয়া ঘসিয়া লইবে; সে রাজ্য স্বর্গ রাজ্য হইবে, পুরুষগুলি দেবতা হইবেন, মেয়েগুলি দেবী হইবেন, সকলেই সকলের শরীর মন ও আত্মার উন্নতির সহায় হইবেন—সে শুভ দিনে, সে অমৃতময় দিনে আমি লজ্জাই বা করিব কেন, ভয়ই বা করিব কেন?—দেবদেবীদের কাছে লজ্জা সঙ্কোচই বা কিসে? ভয়ই বা কিসে?—তাই সেদিন লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া আমার "সাধ" পূর্ণ করিব—সে কি?—

"সাগর ছাঁচা রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিবে!"

ইহাই আমার একমাত্র সাধ! এই হইলেই আমার সম্পূর্ণ সুখ! এই সুখের আশায় মরিয়া পুনর্বার জন্ম পাইতে—রমণী জন্ম পাইতে চাহি!! ওমা জন্মভূমি! তুমিই আমার সেই অমূল্য, দেব দুর্লভ রত্ন! তুমি অতল শোক সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছ—ইংরাজ রাজা হইয়াছে বলিয়া নহে।—বরং ইংরাজ রাজা হইয়াছে বলিয়া কেবল "দলাদলি" হইয়া কেবল "মুখোমুখি" হইয়া দেশীয়েরা ক্ষান্ত হইতেছে; নয় তো দুইবেলা বুঝি "ভাই ভাই" মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি হইত!—সে দিন এক মীরজা'ফরের জ্বালায়' জ্বলিয়াছিলে, ইংরাজ রাজা না হইলে বুঝি শত সহস্র মীরজাফরের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে! তাই বলিতেছি ইংরাজ রাজত্বে তোমার সুখ থাক্ না থাক্, শান্তি আছে। তুমি

শোকসাগরে ডুবিয়াছ, ছেলেদের নিষ্ঠু-রতা আর পরমুখাপেক্ষিতার জন্যে! মেয়েদের অবহেলা আর বিবিয়ানার জন্যে! তুমি ডুবিয়াছ মা অনৈক্যতার জন্যে—আর ডুবিয়াছ মা গলা বাজির জন্যে!!

যে দিন দেবতার আশীর্ব্বাদে তোমার নারদ ব্যাস, বশিষ্ঠ, ফিরিয়া আসিবেন, যে দিন, রঘু. রাম, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, প্রতাপ, বাদল প্রভৃতি তোমার কোলে আসিবেন, যে দিন সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, প্রভৃতি তোমায় আবার মা বলিয়া ডাকিবেন, যে দিন ভবপার্ব্বতী ঘরে ঘরে বিরাজ করিবেন, পার্ব্বতী আবার মা অন্নপূর্ণা হইয়া দাঁড়াইবেন, যেদিন আবার পান্না, কর্ম্মদেবী প্রভৃতি মিবার উজ্জ্বল করিবেন—সেই শুভদিনে মহাসাগর মন্থন করিয়া তাঁহারাই তোমাকে উদ্ধার করিবেন।—সেই দিনে সেই স্বপ্নময় অভীষ্ট লাভের দিনে, আমার চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, আমার চিরতপস্যার ফল মিলিবে, সেই দিন মা আমার সাগর ছাঁচা বত্ন! আমার চির বাঞ্ছিত নিধি! তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, ভিখারিণী আমি রাজরাজেশ্বরীর অধিক সুখ ভোগ করিব। আমি ভিখারিণী—আমি সোণার হার বা মুক্তার হারের গৌরব বুঝি না, আমি সংসার-বন্ধন শূন্যা রমণী-কণ্ঠে আর কোন্ হার বাঞ্ছিত, তাহাও বুঝি আমার মনে পড়ে না, আমার কেবল তুমি—আমার সর্ব্বস্বধন তুমি! আমার কণ্ঠ-রত্ন তুমি! যদি আমার "আমার" বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি! যদি আমার ভাল বাসিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি! আমার বুক পূরাইবার কেবল তুমি! এস! আমার সব! আমার সমুদ্র-নিহিত রত্ন! আমার প্রাণের প্রাণে লুকাইবে, এস! তোমায় দিবানিশি কণ্ঠে রাখিব!

ইহাই আমার গান, আমি এই গান গাহি, জন্মে জন্মে গাহিতে চাহি। যতদিন আমার মা'কে না পাইব, আমার সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রসাদে সিদ্ধিলাভ না করিব, ততদিন আমি এই গীতি গাহিব; এই তপস্যা করিব! লোকের দুয়ারে ভিক্ষা করিতে গিয়া গাহিব, নীরব নিভৃতে বসিয়া গাহিব, বাসন্ত কাননে "বউ কথা ক" যখন মধুর হিল্লোলে আকাশ মাতাইবে, তখন তাহার সঙ্গে গাহিব, বর্ষার আকাশে কাদম্বিনী যখন বজ্র নিনাদে জগৎ চমকিত করিবে, তখন তাহার সঙ্গে গাহিব, অগ্নিময় মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া গাহিব, শ্মশানের সৈকতে পড়িয়া গাহিব, জীবনে মরণে কেবল এই গানই গাহিব—আর যে কবি এই প্রাণময়ী গীতির রচয়িতা তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতার প্রণাম দিতে থাকিব।*

---

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত "মৃণালিনী" দেখ।

যদি কাহারও ভাল লাগে, সে আমার গান শুনিবে—নচেৎ সকল শব্দের যেখানে শেষ সীমা, কোকিল, শ্যামা, বুল্‌বুল্‌, কাক, চীল, ফিঙা, সকলের গীতির যেখানে পরিণাম, আমার গানও সেইখানে কিনারা পাইবে, সেই মহাশূন্যের যিনি অধীশ্বর, তাঁহারই চরণে পৌঁছিবে, আমি অন্য শ্রোতা চাহিনা!

"কেমন, শুনিলে তো?"

শুনিলাম বটে!! ভিখারিণীর আবল তাবল বকুনিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, অর্দ্ধ চন্দ্রের কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম! আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি, তাই তাড়াতাড়ি ভিক্ষা দিতে গেলাম, কিন্তু সে লইল না, হাসিয়া হাসিয়া বলিল "তোমার নিজের ঘরেই চাল বাড়ন্ত, তা আমায় দিবে কি?" আমি অবাক্ হইলাম।

ভিখারিণী যে পাগল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, পাঠিকা ভগিনীরও বোধ হয় তাই। কিন্তু সেই অবধি, কি করিয়া কে জানে, আমি তো জানি না, সেই ছাই গান তো আমার ভাল লাগিয়াছিল না, তবু আমায় যেন 'স সে মি রা'য় ধরিয়াছে, সেই অবধি উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, জাগিতে, ঘুমাইতে, আমার প্রাণের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"—ভাই, তোমার প্রাণে কি দাগ পড়িবে না? স্নেহময়ী পাঠিকা ভগিনি! তুমি কি আমায় একবিন্দু সহানুভূতি দিবে না?

শ্রী মা—

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

উপসংহার।

"শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী" এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি লইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। (১) ইহার কোনওটীর অভাবে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়; একটীকে খাটো করিয়া অপরটীকে বড় করিলে মানুষকে "অর্দ্ধ মাত্রার মনুষ্য" হইতে হয়; আমাদিগের দেশের কোন ভক্তিভাজন ও সুবিখ্যাত লেখক এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন; আমাদেরও সহজ জ্ঞানে এই কথার সত্যতা অনেক বোধগম্য হয়। কিন্তু জাতীয় চরিত্র—স্ত্রী পুরুষের বৃত্তিগুলি স্বতন্ত্র রূপে অনুশীলিত হওয়াই আমাদের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই বঙ্গমহিলার জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির মধ্যে ধারণা,

(১) এ বিষয়ে যিনি সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" দেখিবেন।

কল্পনা, স্মৃতি, ইত্যাদি, কোন একটীকে হীনপ্রভ দেখিলে আমরা যত ক্ষতিগ্রস্ত মনে না করি, কার্য্যকারিণী বৃত্তির মধ্যে যাহা ধর্ম্মনৈতিক বৃত্তি বলিয়া আখ্যাত,—সেই স্নেহ, ভক্তি, দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, ইহার মধ্যে কোন একটীকে হীনপ্রভ দেখিলে আমাদিগকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত মনে করি। আমাদের পুরুষেরা জ্ঞানার্জ্জিনী বৃত্তি বাড়াইতে গিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তি হ্রাস করিতেছেন, স্ত্রীলোকেরাও সুরুচি ও সভ্যতার গোলোযোগে ইহা হারাইতে বসিয়াছেন, এই শেষোক্ত দিগকে লইয়াই আশঙ্কা বেশী। "নিষ্ঠুর মেয়ে, পাহাড়ে মেয়ে, নির্লজ্জ মেয়ে" (২) প্রভৃতি অস্বাভাবিক প্রকৃতিসম্পন্না রমণী জগতের চক্ষুঃশূল; ইহার কাছে "বোকা মেয়ে, মূর্খ মেয়ে" বরং সহনীয়।—ভরসা করি একথায় কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে দুর্ভাগ্য বঙ্গমহিলাগণের মূর্খতা বা নির্ব্বোধতার সমর্থন করা আমার অভিপ্রেত। আমাদের দেশের একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াছেন "সন্তান মূর্খ হইয়া সৎ হয়, তাহাও ভাল; তথাপি অসৎ বিদ্বান্ সন্তান নিষ্প্রয়োজন"। এই কথাটীর ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আমার উপরি উক্ত সামান্য কথাটী লইয়া গোলযোগ হইবে না।

স্বার্থবিস্মৃতি, পরহিতে আত্মসমর্পণ, ধর্ম্মের উদ্দেশে গৃহধর্ম্ম-পালন ও সমাজ সেবা, ঈশ্বরে অটল ভক্তি ও বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও সাংস্কৃতার অসীম দৃঢ়তা, স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি ও দয়ার অলৌকিক মহানুভবতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভায় উচ্চাশয়তা, লজ্জা, নম্রতা, ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতার মনোহর ভাব, এই সকল উপকরণ একত্রে সমাবেশ করিয়া যে পদার্থ গঠিত হয়, বঙ্গমহিলা সেই পদার্থ। হীনত্ব দেখিলে বঙ্গ মহিলা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, মহত্বে তাঁহারা হিমশিলা, একাধারে কবি ভবভূতির সেই

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।"

অতএব যাঁহারা বঙ্গ মহিলার জীবন পরিচালক, তাঁহারা বঙ্গমহিলার "বঙ্গমহিলাত্ব" মনে রাখিবেন। যেমন বাঙ্গালির ছেলে সাহেব সাজিলেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন না, সেইরূপ বঙ্গমহিলাও 'উন্নতির পরিচায়ক'

(২) লজ্জা ও বিনয় রমণীকুলের যথার্থ আভরণ একথা আজ নূতন বলিতেছি না, বহুকাল পূর্ব্বে অনেক জ্ঞানীরাও বলিয়াছেন—"নির্লজ্জাশ্চ কুলাঙ্গনাঃ।" তবে বর্ত্তমান কালে শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে গিয়া অনেক রমণী নির্লজ্জা হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া লজ্জায় মরিতে হয়; আর এক কথা, বর্ত্তমান সময়ে অনেক পুরুষ কবি, এক একটী কবিতায় এরূপ কুরুচি ও কুভাবের পরিচয় দেন যে তাহা দেখিয়া ঘৃণা ও রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠে—আমরা করযোড়ে প্রার্থনা করি যেন লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতার পূর্ণ ছবি বঙ্গরমণীর লিখিত কবিতায় ঐরূপ কবিত্বের ছায়াও না পড়ে। তাহা দেখিবার পূর্ব্বে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়। আর দুর্বিনীতা নারী, সে তো শ্মশানের ডাকিনী! অধিক, বলা বাহুল্য।

নহে। তাই বলিতেছি স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল মহোদয়েরা বঙ্গমহিলাকে বঙ্গমহিলা করিয়াই গঠন করিবেন।

উপসংহার কালে বলিতেছি মুখে যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ বঙ্গবাসীগণ, সকলে সমবেত হইয়া দেশীয় অবলাগণের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা না করিলে ইহাদিগের অবস্থা সম্যক্ প্রকারে উন্নত হইবেক না। যে দিন দেখিব কন্যার জন্ম মাত্রে পিতা মাতা দুর্ভাবনায় আকুল হন না, বালিকার শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিণেয় যুবকের মনস্তুষ্টি বলিয়া অভিভাবকদিগের ধারণা হয় না, বিদ্যালয়ে স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা পাইতে বালিকার ক্রটী হয় না, সুশিক্ষা সুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে বালিকাকে ক্লেশ পাইতে হয় না, কৃতবিদ্য যুবকগণ অর্থলোভে কুমারী পাণি গ্রহণে অগ্রসর হন না, পিত্রাদি অভিভাবকেরা অর্থ বা বংশ মর্য্যাদায় ভুলিয়া অথবা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া অপাত্রে কন্যাদান করিয়া রমণী-জীবন বিভীষিকাময় করেন না, যে দিন অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গাঙ্গনাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প ও গৃহকার্য্য প্রণালী রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইবে, অযথা শাসন ও অন্যায় অধীনতার হস্ত হইতে বঙ্গাঙ্গনার মুক্তিলাভ হইবে, বঙ্গীয় রমণী অবরোধবাসিনী ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়াও পবিত্রতাপূর্ণ, শান্তিময়, শিক্ষাপ্রদ ও বিশুদ্ধ আমোদজনক স্থানে আত্মীয় পুরুষদিগের সঙ্গে যাইতে সক্ষমা হইবেন, যে দিন বঙ্গাঙ্গনা, পুরুষদিগের হস্তে ক্রীতদাসীর পরিবর্ত্তে যথার্থ দেবীর ন্যায় সমাদৃতা ও সম্মানিতা বিবেচিত হইবেন, যে দিন বঙ্গাঙ্গনা সুশিক্ষা ও সদিচ্ছা প্রভাবে আদর্শ ভগিনী, আদর্শ ভার্য্যা ও আদর্শ কন্যা এবং আদর্শ গৃহিণী হইয়া দেশের পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল সাধনে যত্নবতী হইবেন, মহদাশয়া রমণীগণ নারীজাতির নেত্রীরূপে তাঁহাদিগকে উন্নতি পথে—*চতুর্ব্বিধ বৃত্তির সামঞ্জস্যে ত্রিবিধ উন্নতি পথে লইয়া যাইবেন, যে দিন তাঁহারা সাধারণের চক্ষুর অগোচর থাকিয়াও দেশের সমস্ত পবিত্র এবং মঙ্গলময় কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের পবিত্র শক্তি ও মঙ্গলেচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে দিন দেশের প্রত্যেক নর নারী, পরস্পরের প্রতি বিশুদ্ধ ভ্রাতৃ ভগিনী ভাব বিতরণ করিতে পারিবেন, এবং পুরুষেরা রমণীগণের নিকটে যথার্থই রক্ষাকর্ত্তা ও দেবোপম চরিত্রবান্, বলিয়া বিবেচিত হইবেন, সেই দিনই বুঝিব যে এত দিনের পরে বামাহিতৈষীর আশা যথার্থই পূর্ণ হইল, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বাস্তবিক উন্নত হইল, এবং বঙ্গদেশ সত্য সত্যই উন্নতি

* চতুর্ব্বিধ বৃত্তি, শারীরিক, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী। ত্রিবিধ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।

পথে অগ্রসর হইল। আহা! কল্পনা-চক্ষে সে শুভদিন দেখিয়াও হৃদয়ে কত না সুখের উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে!

"কবে বামাগণ হয়ে সুশিক্ষিতমনা,
হিতকর নানা গ্রন্থ করিবে রচনা,
জ্ঞান-শিক্ষা ধর্ম্মদীক্ষা করিবেক দান,
প্রাণপণে সাধিবেক স্বজাতি-কল্যাণ?
বিবাদ কলহ স্থানে হইবে সদ্ভাব,
আলস্য ঘুচিয়া হবে পরিশ্রম লাভ।
রূপের স্থানেতে হবে গুণের গৌরব,
স্বার্থ ছাড়ি ধর্ম্মে মন দিবে নারী সব।
সতীত্ব, নম্রতা, লজ্জা, দয়া, সুশীলতা,
ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুচেষ্টা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা,
সকল পবিত্র গুণ করিয়া ভূষণ,
গৃহলক্ষ্মী সম শোভা করিবে ধারণ।
কবে হবে অন্তঃপুরে নারীর সমাজ,
হইবে ঈশ্বর-পূজা নানা সাধুকাজ?
কবে ভ্রম মোহ সব হইবে সংহার,
সত্য ধর্ম্ম সকলের হবে কণ্ঠহার;
ধর্ম্মের অধীনে নারী হইবে স্বাধীন,
মনের আনন্দে সুখে রবে চির দিন?"
(নারীশিক্ষা ১ম ভাগ)

বিদ্যাসাগরের জননী।

২য় প্রবন্ধ।

পূর্ব্ববারে বলা গিয়াছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কেমন স্নেহের সহিত হ্যারিসন সাহেবকে আহার করাইতে করাইতে সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে কেমন দরিদ্রদের বন্ধু হইতে—বিপন্নের সহায়তা করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন! পূর্ব্ববারে বলা হইয়াছে তিনি কেমন প্রেম-প্রণোদিত হইয়া সতত সকলের বাড়ীতে সেবা করিয়া বেড়াইতেন। পূর্ব্ববারে আরও বলা হইয়াছে তিনি নিজের ও নিজ পরিজনের অসুবিধা ও ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া অপর দশ জনের সুবিধা ও আরামের জন্য নূতন লেপ কয়খানি শীত-ক্লিষ্ট দরিদ্র পরিবারবর্গকে দান করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার জীবনকে পুণ্য কীর্ত্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সর্ব্বদাই এইরূপ কোন না কোন প্রকার সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতেন। লোকের সেবা লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, লোকের দুঃখ কষ্টে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদিগকে আপনার করিতেন। বঙ্গরমণী যে পরদুঃখকাতর—বঙ্গললনা যে নানাপ্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিয়া আত্মীয় স্বজন ও অপর দশ জনের সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারেন, বিদ্যাসাগর-জননী তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহার যে আয়োজন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হয়, সেই গুণবতী উদার-হৃদয়া রমণীই সে মহাব্যাপারের মূলে লুক্কায়িত ভাবে দণ্ডায়মানা। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তখন তাঁহার জননী তাঁহাকে সে কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।*

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত, বিধবাদের জন্য যদি চেষ্টা করি, তাহাতে তোমার মত কি? তখনি সেই বঙ্গললনা অশ্রুপূর্ণনয়নে পুত্রকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বাপ, যে হত-ভাগিনীদের সকল আশা ভরসা ফুরাইয়াছে, যাহারা ঘরের বালাই হইয়া দাস দাসীর ন্যায় পড়িয়া থাকে, সকলপ্রকার মঙ্গল কর্ম্মে লোকে যাহাদিগকে অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে করে, কোন শুভকর্ম্মে যাহারা যোগ দিতে পায় না, দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুজল যাহাদের একমাত্র সম্বল, তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিতে ইহাতে আমার আমার মত কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? যদি কোন উপায় থাকে, তবে এখনই তাহার চেষ্টা কর!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার আদেশ ও জননীর সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া বীর পরাক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, বিধবাবিবাহ আরম্ভ হইল। এক একটি করিয়া অনেকগুলি বিধবাবিবাহ বিদ্যা-সাগর মহাশয় সম্পন্ন করিলেন, জননী পশ্চাৎ হইতে নানাপ্রকার উৎসাহ বচনে পুত্রকে আরও অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই যে যখন দেশের অধিকাংশ লোক নানাপ্রকার নিন্দাবাদে ও সামাজিক উৎপীড়নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সেই সহৃদয়া জননী প্রসন্নবদনে সস্নেহবচনে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের চিত্ত-বিনোদনে প্রয়াস পাইতেন। তিনি যখন দেশের লোক-দের দুর্দ্দশা ও অপদার্থতা দেখিয়া শোক প্রকাশ করিতেন, জননী তখন নানা-প্রকার মিষ্ট বচনে তাঁহার অন্তরে বলবিধান করিতেন। একবার কয়েকটী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়ার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে নবীনা বধূদের কেহ কেহ তাহাদের জাতি গিয়াছে বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করায় সেই মেয়ে কয়টি দুঃখিত অন্তরে গৃহের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী মেয়ে কয়েকটিকে একান্তে রোদন করিতে

* জনশ্রুতি আছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী গ্রামস্থ এক বালবিধবাকে পুত্রের নিকট উপস্থিত করিয়া বলেন "ঈশ্বর, তোদের পোড়া শাস্ত্রে কি এদের সদ্গতির জন্য কোন বিধান পাওয়া যায় না?" তাহাতেই তিনি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বৃত্তান্তটী সত্য বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। লেখক।

দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কারণ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে আদর করিয়া বলিলেন, "বাছা, ওরা ছেলে মানুষ ওদের কথায় কি রাগ করিতে আছে? না বুঝিয়া কি বলিতে কি বলিয়াছে, ও কথায় কাণ দিতে নাই।" এই বলিয়া তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন। তখন তাঁহাদের আহারের সময়, আহারের আয়োজন হইয়াছে। সেই মেয়ে কয়টিকে লইয়া এক পাত্রে আহার করিতে বসিলেন। একবার নিজে আহার করেন, আবার একবার তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দেন। এইরূপে তাহাদিগকে লইয়া আহার করিতে করিতে বলিলেন "দেখ, তোমাদের জাতি যায় নাই, তাহলে কি আমি তোমাদের নিয়ে এক পাত্রে আহার করিতাম? তোমাদের জাতি যায় নাই। এই ত তোমাদের নিয়ে এক পাত্রে আহার করিলাম, আবার যারা তোমাদের জাতি গিয়াছে বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে, তারাও আমার পাতে খাইবে। তোমাদের জাতি যায় নাই।" কেমন উদারতা! এমন উদারতা, এমন সহৃদয়তা, এমন কোমল ভাবের আধার সেই জননীর ক্রোড়ে বিদ্যাসাগর লালিত পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ বঙ্গের গৃহে গৃহে তাঁহার স্তুতি বন্দনা হইতেছে!

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কিম্বা সীতার বনবাস লিখিয়া বড়লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্রজনে অর্থ সাহায্য করিয়াও বড় লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট কলেজের স্থাপয়িতা বলিয়াও বড় লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক দুর্নীতি ও কদাচারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়া বাল-বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া বড় লোক হইয়াছিলেন। একজন পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্ত্রী বর্ত্তমানে কিম্বা অবর্ত্তমানে গঙ্গাযাত্রার কাল পর্য্যন্ত যত ইচ্ছা বিবাহ করিবে। কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধকে পতিত্বে বরণ করিয়া অনতিকাল মধ্যে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন আপন ভাগ্যকে নিন্দা করিতে করিতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবে। অপর দিকে উক্ত বালিকার পূজ্যপাদ পিতৃদেব হয়ত শতাধিক বিবাহ করিয়া পরমানন্দে শ্বশুরালয়ে কালাতিপাত করিতেছেন। বিদ্যাসাগর ইহারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া—ইহাই সংশোধনে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া বড় লোক। আর তাঁহার জননী—সেই পুণ্যবতী জননী প্রসন্নসলিলা তটিনীর ন্যায় বিদ্যাসাগররূপ মহাবৃক্ষের সরসতা ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহ-বলে—তাঁহারই সুপরামর্শে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের ব্রত পালনে

কৃতকার্য্য ও ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। মা যদি হয়, তবে যেন এমন মাই হয়। কবে এমন সুদিন হইবে, যে দয়া প্রেম ও পুণ্যের প্রতিমা বিদ্যাসাগর জননীর ন্যায় গরীয়সী জননী বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করিবেন এবং তাঁহাদের পবিত্র হস্তে গঠিত হইয়া আমাদের দেশের বালক বালিকাগণ মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদনে সক্ষম হইবে?

ললিতমোহিনী দেবী।

পাঠক পাঠিকাকে বোধ হয় অধিক যত্ন সহকারে বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, এদেশে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ-কুমার অনেক—এমন কি শতাধিক কুলীন ব্রাহ্মণকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। এই কুপ্রথা যে একবারে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, তাহা কখনও বলিতে পারি না; তবে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ইহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে মাত্র। পীড়া আছে, নিঃশেষ হয় নাই, একটু উপশম মাত্র লক্ষিত হয়। রোগ হিন্দুসমাজ-দেহে প্রবেশ করিয়া জর্জ্জরীভূত করিতেছে। সমাজ মৃতপ্রায়। কত কুলকামিনী অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে ও অদ্যাপিও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে যাঁহার নাম, তিনি সেই অভাগিনীদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার দুঃখের জীবন বৃত্তান্ত সজলনয়নে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতৎপাঠে নিতান্ত কঠিন হৃদয়ও অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

ললিতমোহিনী কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা, কুষ্টিয়ার অন্তর্গত চাপড়ায় বাস করিতেন। ইহার পিতা অর্থগৃধ্নু হইয়া নিজ কুল গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, অতি শৈশবাবস্থায় পূর্ব্বদেশীয় একজন গণ্যমান্য জমিদারের সহিত ইহার বিবাহ দেন। বালিকা শ্বশুরালয়ে সুখে বাস করিতে বা দীর্ঘকাল থাকিতে পায় নাই। শাশুড়ীর সহিত সদ্ভাব হয় নাই। ইহাতে আমরা ললিতকে দোষ দিই না, কারণ সেতো বালিকা, সে কি জানে? মুখে এখনও স্তন্য দুগ্ধের গন্ধ আছে, সে ভাল মন্দ কি জানে? সে জানিত (যেমন সকল শিশু বধূ জানে) যে, পিত্রালয়ে যে প্রকার আদর পাই, শ্বশুরালয়েও সেই প্রকার পাইব। আহা! অভাগিনী এই মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, অচিরে জানিতে পারিল যে, মরীচিকা অনন্ত উত্তপ্ত বালুকারাশিতে পরিণত, উত্তরোত্তর তাহার সংসার-সুখ-পিপাসা বাড়াইয়া ব্যথিত করিতে লাগিল। শাশুড়ী কঠিনহৃদয়া বধূপীড়নপ্রিয়া ছিলেন। বধূকে অশেষ প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন। কুমারীর

প্রাণে সকলই সহিল। ইহা করি-য়াও কর্ত্রী ঠাকুরাণী ক্ষান্ত রহিলেন না। ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিলেন, করিয়া জীবনের একমাত্র সহায় স্বামীর বিরাগ উৎপাদন করিলেন। ললিতের স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলেন। জন্মের মত ললিতের সুখ-রবি অস্তমিত হইল। শুধু ইহা নয়। তিনি পাগল হইয়াছেন, এই কথা বিঘোষিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা মানব-লীলা সম্বরণ করেন৷ তিনি বিধবা জননীর নিকট রহিলেন। তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কথা মধুর ছিল৷ তিনি, লেখা পড়াও জানিতেন। স্বামিলাভের জন্য যৎপরো-নাস্তি চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না। শেষে বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করি-লেন। স্বামী পাইবার জন্য তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু স্বামী পাইলেন না, প্রচুর অর্থ পাইলেন। যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বেশ স্বচ্ছন্দে দিন নির্ব্বাহ হইত। তিনি চাহি-লেন স্বামী, পাইলেন অর্থ। বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইল। তিনি পরম করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। কৌলীন্য-কালকূটে তাঁহার পবিত্র হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। তিনি সুযোগ পাইলেই কৌলীন্য ও বাল্যবিবাহের বিষম অপকারি-তার বিরুদ্ধে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। নানাপ্রকার মনোবেদনা পাইয়া ললিতমোহিনী দেবী বৎসরাধিক হইল কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হই-য়াছেন। তিনি মরণ উইলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বাল্য বিবাহের বিপক্ষে ও তাঁহার নিজের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে ৩০০৲ তিন শত টাকা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা এই হিন্দু মহিলার জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত নহি। সমস্ত বিবরণ পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই। যাহা পাইয়াছি, তাহা এস্থলে প্রকটিত হইল। ইঁহার ক্ষুদ্র জীবন বাস্তব দুঃখের ছবি।

হিন্দুসমাজ! দেখিতেছ না, জানিতে পারিতেছ না যে, আপনার পাপ আগুনে আপনি ছারখার হইয়া যাইতেছ। সধবা, বিধবা ও সধবাবস্থায় বিধবা কত বালি-কার প্রাণ জীবন্তে দগ্ধ করিতেছ। সুকুমারী বালিকাদিগের অশ্রু কি তোমার পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করি-তেছে না? তাহাদিগের আর্ত্তনাদ কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না? তাহাদিগের অকালমৃত্যুতে সকলেই সন্তপ্ত হইতেছে, কেবল তুমিই নও। সংস্কারকগণ! অগ্রসর হউন! অদ্য এক ললিতমোহিনীর নামোল্লেখ করিলাম, এইরূপ কত শত বালিকার যে কি দশা হইতেছে, তাহা কি আপনা-দিগের কখনও কর্ণগোচর হয়! হইলেই

বা কি হইবে, আপনারা কি তন্নিবারণ জন্য কোনওরূপ উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত? বেশী করিলেন তো একটু বীতরাগ হইলেন, দুই একবার হা হু করিলেন। ইহাতে কি কোনও গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে? সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন" এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বনপূর্ব্বক সমাজের কুপ্রথা সকলের সমূলোন্মূলনে সচেষ্ট হউন্।

নূতন সংবাদ।

১। মুক্তিফৌজের সংস্থাপক দরিদ্র ও পাপীর বন্ধু জেনারল বুথ কলিকাতায় ৫ দিন থাকিয়া নানাস্থানে বক্তৃতাদি করিয়া বহুলোককে দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। কলিকাতায় পাতিতা রমণীদিগের উদ্ধারার্থ একটী গৃহ এবং রাজদ্বারে অপরাধী ব্যক্তিদিগের সংশোধনার্থ একটী আশ্রয় স্থান করিবার জন্ত তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইঁহার শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

২। জাতীয় মহাসভার (কনগ্রেস) অন্যতর সম্পাদক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সম্প্রতি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার মত সুবিজ্ঞ, উৎসাহী ও সাধারণের প্রিয় দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি বিরল। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতমাতা একটী অতি উপযুক্ত পুত্র হারাইলেন।

৩। বিলাতের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের জন্ত মহারাণী স্বর্ণময়ী ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। আমেরিকায় একপ্রকার গায়ক বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পত্র সকল বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সুন্দর সুস্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৫। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, আণ্ডামান দ্বীপের যে স্ত্রী-দায়মালগণ ঝটিকাপীড়িত জলমগ্ন লোকদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের নেত্রী বাফুরণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, অন্যান্য বন্দিনীদিগের প্রতিও কিছু কিছু অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সকলে খালাস পাইলেই ভাল হইত।

৬। আমাদের যুবরাজপত্নী সৈনিকদিগের নিকট চাঁদা করিয়া প্রায় ১৬ হাজার টাকা তুলিয়া বিবী গ্রিনউডকে উপহার দিয়াছেন।

৭। বিলাত হইতে বড় শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে। ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ১৪ই জানুয়ারি ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শুভবিবাহ সম্বন্ধ ঠিক্ হইয়াছিল, আর এক মাসের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হইত। জগদীশ্বর এই বিষম শোকে ভারতেশ্বরী ও রাজপরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন্।

বামারচনা।

মা।

কি সুমিষ্ট মার নাম কি আছে এমন,
তাপিত অন্তরে করে অমৃত সিঞ্চন;
মা বলে ডাকিলে ভয়ে ভয় দূর হয়,
দুর্ব্বলের প্রাণে হয় বলের উদয়;
দারুণ রোগের ক্লেশ অসহ্য হইলে,
শান্তি পাই স্বস্তি পাই মা বলে ডাকিলে।
শিশুকাল হতে মাতা করেন যতন,
নিজ রক্ত দিয়া পুত্রে করেন পালন,
ভূমিষ্ঠ হ'বার আগে উদরেতে লন,
সন্তানের তরে তিনি কত কষ্ট সন,
সন্তান জন্মিলে পর তার সব ভার
লইয়া করেন নিজ সুখ পরিহার।
যেমন পশুরা ভাল নাহি বাসে আর,
যখন ছানার হয় বৃহৎ আকার,
তেমন কখনো নহে মানবের প্রাণ
বড় হইলেও থাকে পরাণের টান,
সন্তানের যদি হয় কিঞ্চিৎ উন্নতি,
জননী তাহলে হন অতি হৃষ্টমতি।
সন্তানের সুখে সুখী দুঃখে হন দুঃখী,
শুনিতে মুখের কথা থাকেন উন্মুখী।
যখন সে ডাকে মাকে আধ আধ স্বরে,
তখন মা কোলে লন অতি স্নেহভরে।
বিদেশে যদ্যপি যায় প্রাণের কুমার,
মায়ের পরাণ স্থির নাহি থাকে আর;
কিছুতে না পান সুখ শয়নে ভোজনে,
পুত্রমুখ জাগরূক নিরবধি মনে;
আইলে আলয়ে পুনঃ প্রাণের পুতুলি,
চুমি মুখ পাতি বুক লন কোলে তুলি!
এমন মানুষ নাকি আছে পৃথিবীতে
অবহেলা করে মাকে ভকতি করিতে!
যে করে তাহার নাম নরাধম হয়,
প্রকৃত মানুষ সেত কখনই নয়।

কুমারী বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বরাহনগর মহিলাশ্রম।

প্রেম।

প্রেমের ভিখারী　　পরাণ আমার
বেড়ায়েছে কত ঘুরে,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া　　জানিল না প্রেম
বাস করে কোন্ পুরে।
আঁখি জলে ভেসে,　　ফিরি দেশে দেশে
শুধু সুধালেনা কেহ,
প্রেমের নিবাস　　জিজ্ঞাসেছি যারে,
নীরব হয়েছে সেহ।
প্রেম যদি নাই　　কঠিন ধরায়
কেমনে মানুষ বাঁচে,
প্রেম প্রেম করি　　ফিরে নর নারী
কল্পনায় প্রেম আঁকে,
প্রেম স্বরগের — —　　অমূল্য রতন,
যেথা সেথা সেকি থাকে?
কথামাত্র ওই　　স্বরগের ধন
হৃদয়ে নিহিত যার,

এ মর ধরায় যায় নাক দেখা
তুলনা একটি তার।
প্রেমময় ওগো একবিন্দু প্রেম
করেছেন যারে দান,
যাতনা-পীড়িত মানবের তরে
কেঁদেছে তাহার প্রাণ।
একবিন্দু প্রেম সাগর হইয়ে
ভাষায় সকল ধরা।
বিদ্যাসাগরের অতুল হৃদয়
ছিল সেই প্রেমে ভরা।
বাঁধা থাকে কিগো এ প্রেম কখন
সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে,
আপনি উথলে, করুণার ধারা
দীন দুঃখীদের কাছে।
কাঁদিছে বিধবা উপবাসী তায়
সন্তান করিয়ে কোলে,
আছে কত ধনী আত্মীয় স্বজন
চাহিল না মুখ তুলে।
বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয়ে
বহিল করুণা ধারা,
মুছাইতে গিয়ে আঁখি জল তার
আপনি কাঁদিয়ে সারা।
কত শত শত দুঃখিনীর বাছা
করুণায় আজি যাঁর
ধনী মানী মাঝে হইয়ে গণিত
গাহিছে সুযশ তাঁর।
শুনি নিদারুণ মরণ বারতা
অনাথ অনাথা যত,
ঘরে ঘরে আহা আকুল হইয়ে
কাঁদিছে আজি কে কত।
যাঁরমুখ দেখে পিতৃহীন শিশু
পিতৃশোক যেত ভুলে,
দীন নিরাশ্রয় সন্তানেরে যিনি
লইতেন কোলে তুলে।
পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকা
ফেলিছে নয়ন ধারা,
কি হবে ভাবিয়ে স্বদেশের লোক
হয়েছে বিহ্বলপারা।
প্রতি নর নারী কাতর হৃদয়ে
দয়াময়ে আজি ডাক,
করুণাসাগর বিদ্যাসাগরেরে
চিরশান্তি সুখে রাখ।*

শ্রীমতী উমাশশী দেবী।

লক্ষ্যহীন জীবন।

লক্ষ্যহীন প্রাণ মোর ঘুরিতেছে দিশাহারা,
সুখ নাই শান্তি নাই, যেন গো পাগলপারা।
হেথা বসি সেথা বসি কিছুতে আরাম নাই,
আকুল নয়নে হায়! জগতের পানে চাই।

সবাই করিছে কাজ, জীবনের দুঃখ নাশি,
আমার জীবন শুধু বিফলে যেতেছে ভাসি।
যার হাতে আছে কাজ দেখি তার হাসিমুখ,
লক্ষ্যহীন প্রাণ মোর নাহি আশা নাহি সুখ।

লক্ষ্যহীন তরি খানি কাল সিন্ধু পানে,
চলিয়াছে বেগে যেন মরণ লাগিয়া;
ঘুরিতেছে অহরহ ঘূর্ণিপাক টানে,
অতল দহেতে কোথা যাইবে ডুবিয়া।

বিশ্বদেব! বলে দাও কোন্ পথে যাব,
চালাইয়া লয়ে চল তোমার সন্তানে;—
জীবনের লক্ষ্য মোর কোথা গেলে পাব,
তুমিহে কাণ্ডারী! লক্ষ্যহীন এ জীবনে।

শ্রীমতী কুমারী সরলাবালা দেবী।

---

* স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৫ সংখ্যা। | মাঘ ১২৯৮— ফেব্রুয়ারী ১৮৯২। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-পরিবারের শোকে সহানুভূতি—আমাদিগের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বংশধর প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অকাল মৃত্যুতে পৃথিবীব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্ব স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবর্গ কেবল নয়, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজা ও অধিনায়কেরাও তারযোগে সহানুভূতি জানাইতেছেন এবং সাম্রাজ্ঞী কৃতজ্ঞতার সহিত সকলের প্রত্যুত্তর দিতেছেন। এই শোচনীয় ঘটনোপলক্ষে ইংলণ্ডের কোর্ট ৬ সপ্তাহ এবং জনসাধারণ ৩ সপ্তাহকাল শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিবেন। আমাদের রাজ-প্রতিনিধিও আশা করিয়াছেন [illegible] মৃত্যু দিন হইতে ৩ সপ্তাহ অর্থাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শোক চিহ্ন ধারণ করিবেন। এখানকার সিবিল মিলিটারী ও সামুদ্রিক কর্ম্মচারীগণ ২৬এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গত ২৩এ জানুয়ারি ইহার উপাধি বিতরণ সভার কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। চান্সেলর রাজ-প্রতিনিধি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন, ভাইস চান্সেলর অনরেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডিপ্লোমা বিতরণ করিয়া আর এক ঘণ্টা কাল অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। [illegible] রমণী সভাস্থল ভূষিত করিয়াছিলেন। [illegible] এম এ, বি এ ও এম, বি [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

দান—(১) কাশীর পয়ঃ প্রণালীর জন্য পাতিয়ালার মহারাজা ১১,৮০০৲ টাকা দিয়াছেন। (২) আজমীড়ের অনাহারক্লিষ্ট মনুষ্য ও পশুদিগের সাহায্যার্থ হোলকারের মহারাজা ৬৩৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মাঘোৎসব—৬২ সাংবৎসরিক মাঘোৎসব কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন দলস্থ ব্রাহ্মগণ মহা সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের নারীগণ মহিলা সভা, ছাত্রীনিবাস, বালিকা শিক্ষালয়, নীতিবিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ইহা বড় আশা ও আনন্দের সংবাদ। ব্রাহ্মসমাজের শিরোমণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে ব্রাহ্মদিগের এক সম্মিলন হইয়াছিল, বৃদ্ধ মহাত্মা উৎসাহের সহিত স্বয়ং তাহার কার্য্য সম্পাদন করেন।

কুমারী এঞ্জিলিনা মারগারেট হোর।

পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো ইঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, অনেকে বোধ হয় ইঁহার নামও শ্রুত আছেন। ইনি (S P G) সুসমাচার প্রচার নামক রমণী সমিতির প্রধান সভ্য ও তৎসংক্রান্ত জেনানা মিসনের প্রতিষ্ঠাত্রী। সুন্দরবনের আবাদী প্রদেশ ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র। দেশী সাটী ও উচ্চবুট জুতা পরিয়া তিনি কর্দ্দমময় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। উক্ত প্রদেশের কৃষকরমণী ও তাহাদিগের বালক বালিকাদিগের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি প্রভূত আয়াস ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া অনেক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং স্বয়ং গৃহে গৃহে গমন করিয়া বয়স্থাদিগের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির উপায় বিধান করিতেন। কৃষকপত্নী ও বালক বালিকাগণ তাঁহাকে "ব্রহ্ম মা" বলিয়া ডাকিত এবং একান্ত গোপনীয় কথা সকলও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিত। সাংসারিক সুখ দুঃখ, আপদ বিপদ প্রভৃতি সকল অবস্থার কথা তাঁহাকে বিদিত করিয়া তাঁহারা হৃদয়ের ভার লাঘব করিত এবং তিনিও অর্থ, উপদেশ ও সান্ত্বনা দান করিয়া যতদূরসাধ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার কলিকাতার পিপুলপটীস্থ ভবনের দ্বার সকলেরই জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। এখানে কেবল যে তাঁহার প্রিয় কৃষক-পত্নী ও বালক বালিকাগণের প্রবেশ অধিকার ছিল এমন নহে, সকল শ্রেণীর রমণী অনায়া-

গণ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, তাঁহাদিগের দুঃখ মোচনার্থ তিনি স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেন। কত সময় মিসন ফণ্ড তাঁহার আবশ্যকমত ব্যয় দিতে সম্মত হইত না, তখন তিনি নিজ হইতে কোন না কোন প্রকারে সঙ্কল্পিত সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জেনানা মিসন প্রতিষ্ঠিত করেন। গত ১৬ বৎসরের মধ্যে ইহাঁর কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তারিত করিয়াছেন যে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই কাল মধ্যে তিনি কৃষকপল্লী সকল শিক্ষিত ও সংস্কৃত করিয়া বাসিন্দাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রগাঢ় যত্নে ও অধ্যবসায়ে কৃষকবালা সকল কেবল যে শিক্ষিত হইয়াছে এমত নহে, নীতিপরায়ণা হইয়া সুশৃঙ্খলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। গত বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় হইতে অন্যূন ৫০ জন বালিকা গবর্ণমেণ্ট নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে কলিকাতার সেনেট ভবনে আসিয়াছিল। এই বিশ্বব্রতধারিণী মহানুভবার একমাত্র প্রযত্নে একটী অজ্ঞানাচ্ছন্ন অনুন্নত জনপদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছিল, কিন্তু এ দেশের গরিবদিগের দুর্ভাগ্যহেতু গত ১০ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে ইনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইনি ইংরাজ কুলে একটী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হেনরি হোর, লণ্ডনের ফ্লিট ষ্ট্রীটে ইহাদের একটী (Messrs Hoar's Bank) ব্যাঙ্ক আছে। ইহাঁর মাতা, রোমানিয়া দ্বিতীয় আর্ল চার্লসের দুহিতা লেডি মেরি। ইনি সুশিক্ষিতা ছিলেন। এমন উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও সাংসারিক অবস্থার সচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াও এমন একটী তমসাবৃত অনুন্নত প্রদেশ নিজের কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন, যে তাহা ইতিপূর্ব্বে কোন ধর্ম্মপ্রচারক প্রচার কার্য্যের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তিনি গত বৎসর বর্ষাকালে বিলাতে প্রত্যাগমন করেন এবং স্বীয় কার্য্য-ভার সেণ্ট জন্ বাপ্তিষ্টের ক্রুই ভগ্নী সম্প্রদায়ের হস্তে দিয়া যান। তিনি মনে করিয়াছিলেন আর বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের উচ্চভাব সকল তাঁহাকে আপনার অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র গৃহে অধিক দিন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও তিনি তৎসমুদয়ে কর্ণপাত না করিয়া অবিচলিতচিত্তে শীতের প্রারম্ভেই এখানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়া অবধি যদিও তিনি উক্ত ভগ্নী সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে প্রকাশ্যরূপে নিজ কার্য্যভার প্রতিগ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার

অবসর ছিল না; পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কার্য্যই স্বয়ং সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন কার্য্য করিতে করিতেই রোগাক্রান্ত হন—ক্রমে সেই রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তাঁহার শরীর অত্যন্ত সুস্থ ছিল, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও জ্বর হয় নাই। সুতরাং এই জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। জ্বরের সহিত ঘোর সন্নিপাত, সুতরাং আর আরোগ্যের সম্ভাবনা রহিল না। ক্রমে অবসন্ন হইয়া উল্লিখিত ১০ই জানুয়ারী মৃত্যু সংঘটিত হয়। তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল। এমন্ত ধর্ম্মপরায়ণা মহাব্রতধারিণীর মৃত্যুতে কেবল যে খৃষ্টীয় রমণীসমাজ একটী মহামূল্য রত্ন হারাইলেন এমন নহে, দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। হা মৃত্যু! তোমার কার্য্যের গূঢ়মর্ম্ম কে বুঝিবে?

শোকাশ্রু!

(প্রিন্স বিক্টরের মৃত্যু উপলক্ষে)

কি কঠিন হিয়া তোর—রে নিঠুর কাল!
এমন স্নেহের কলি,বৃন্ত হ'তে ছিঁড়েনিলি,
তোর বিচারেতে বুঝি নাহি কালাকাল?
পুত্রশোকে পাগলিনী হারায়ে নয়নমণি
বিহঙ্গিনী-ছট্‌ফট্‌ করে যে প্রকার,—
শাবক বিহনে তার,—ঠিক্ সেই দশা মা'র
শূন্যময় দেখিছেন সমস্ত সংসার!
বাজিছে বিষম বাজ সংজ্ঞাহীন যুবরাজ!
হায় কি ঘটিল আজ!--রাজা হবে রাম,--
সে রাম অযোধ্যা ছাড়ি বনে গেল! ঘরবাড়ী
অট্টালিকা—কিছুনয়!—বিধি যারে বাম।
হ'ক না ধরণীশ্বর এড়াতে নারে সে কর,
বিধির অলঙ্ঘ্য বিধি লঙ্ঘিবার নয়!
কে জানিত বিধিশেষে দ্বিতীয়ার চাঁদছেলে
জনকেরে ফাঁকিদিয়ে যাবে এসময়?
সত্তর হয়েছে পার, বৃদ্ধা পিতামহী তাঁর,
ভানু অস্ত নাহি যায় রাজ্যেতে যাঁহার,
তরুণ অরুণ সম নাতি—রূপে-অনুপম
হারায়ে সে মনে আজ জগৎ আঁধার।
দেখিছেন বর্ষীয়সী,—রাজসিংহাসনে বসি
নারিলেন শমনেরে করিতে দমন,
নিয়তির কাছে আর, আছে কিরে প্রতিকার
যমদণ্ড এড়াইতে পারে কোন্ জন?
ওই দেখ রাজবালা, গলায় পরাবে মালা,
আশা করে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়,
কোথায় সে আশা হায়! পরিণত নিরাশায়
অদৃষ্টে রহেছে তাঁর—আজীবন জ্বালা!
সকলি স্বপনবৎ প্রহেলিকা-এজগৎ
নশ্বর—ক্ষণ-ভঙ্গুর মানব শরীর——
রাজৈশ্বর্য্য বীর্য্যবল পদ্মপত্রে যেন জল
টলমল করে সদা নহে ক্ষণ স্থির!
কিবলে প্রবোধি মনে,প্রবোধ মানে কেমনে?
কালে হইবেন যিনি—রাজরাজেশ্বর,—
তিনি আজ তিরোহিত! যেন চিরপরিচিত
কি মিষ্ট চেহারাখানি--অতি মনোহর!
ভ্রমণে ভারতে এসে সুবিশাল দূর দেশে
প্রজার অবস্থা সব নিরখি নয়নে,—
গিয়েছেন সেইদিন, এখনো হয়নি দীন,

দেখিতেছি যেন, ছবি হৃদয় দর্পণে;
স্মরিয়ে সে সব কথা মরমে পাইছে ব্যথা
ভারত—কেমনে তাঁরে পাসরিবে হায়!
তাঁহার অভাবে আজ, বাঙ্গলা বম্বে মান্দ্রাজ,
গভীর শোকেতে মগ্ন রয়েছে সবায়।
ওই সে বিলাপ ধ্বনি তুলিতেছে প্রতিধ্বনি
পর্ব্বত গহ্বরে পশি—নিবিড় গহনে,
পশু পক্ষী তরুলতা কেহই কহেনা কথা
নীরবে রয়েছে সবে বিষণ্ণ বদনে!
ভারতের নরনারী, উৎসব আনন্দ ছাড়ি,
ধরিয়াছে শোকচিহ্ন জাতি নির্ব্বিশেষে,
ইংরেজেরা কালফিতা, দেশীয়েরা দেশী প্রথা
অনুযায়ী আচরণ করিছেন বেশে।
কোটি প্রাণে মিলি, আজ করসবে এইকাজ,
মায়েরে সান্ত্বনা দেও—শোকের সময়,
শুনিলে প্রজার কথা কিঞ্চিৎ মনের ব্যথা
উপশম হবে তাঁর—কহিনু নিশ্চয়।
বিশ্ব জননীর কোলে গেছেন তোমার ছেলে
পায়ে ঠেলে যত কিছু অনিত্য অসার,
জরা-মৃত্যু নাই যথা, শান্তি-প্রেম-পবিত্রতা,
নিত্য নিকেতনে,-সুখ-আনন্দ অপার!
এহেন দেশে যে যায় আর কি সে ফিরে চায়
(এ) পাপ-মরুভূমি পানে, অশান্তি আলয়?
ছাড়িগেলে একবার, দূরে যায় দুঃখভার
কি এক স্বর্গীয় সুখে মগন হৃদয়!
অমৃতধামের যাত্রী, যাইতেছে দিবারাত্রি,
সুযোগ ঘটিলে কেহ থাকিতে না চায়;
কাটি মহা মোহপাশ, চ'লে যায় স্বর্গবাস,
প্রবাসের পদ মান সব ঠেলি পায়।

শ্রীচন্দ্র নাথ দাস।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

একদা মহাভারত-প্রসিদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" ধর্ম্ম রহস্য বুদ্ধিরূপ গুহায় লুক্কায়িত। কথা অসত্য নহে। যাহার যেমন বুদ্ধি সে সেইরূপেই ধর্ম্ম-রহস্য অনুভব করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রচলিত থাকায় অনেকেরই আজ কাল বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে যখন এই ভারতবর্ষে কেবল মাত্র হিন্দু জাতি বসতি করিত, তখন এ দেশে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইবার সেরূপ কারণ না থাকায় ধর্ম্ম প্রায় একরূপেই অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু আজ কাল এ দেশে নানা দেশীয় লোকের সমাগমে নানা প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছে, তাহাতেই এ দেশ আজ কাল ধর্ম্মবিপ্লব-স্রোতে ভাসমান। ধর্ম্মের স্থিরতা নাই, অনুষ্ঠানের নিয়ম নাই, প্রত্যেক মনুষ্যই আপন আপন ইচ্ছার ও বুদ্ধির অব-লম্বনে উচ্ছৃঙ্খল। অনেকেই বলেন ও মনে করেন, সংসারে পরমেশ্বরের প্রণীত কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। দেশভেদে ও জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ দেখা যায়, সে সমস্তই মনুষ্যকল্পিত। মানব-

জাতি যাবৎ না সভ্যতার আলোক দেখিতে পায়, তাবৎ তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারাপন্ন হইয়া বিবিধ বৃথা আচারে রত হয়। তাহারা জগৎ যন্ত্রের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করতঃ তত্তাবতের কারণ অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া সে সমুদায়কে ঈশ্বরকৃত মনে করে এবং যাহার যে প্রবৃত্তি বলবতী থাকে, সে সেই প্রবৃত্তির তৃপ্তিকর অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করে। সেইজন্যই হিন্দুদিগের তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্য মাংস ও স্ত্রীসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বা আশ্রয়স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কাহারও মতে পশু হিংসাদি নিষ্ঠুর কার্য্যও ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আবার অন্যের মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। এইরূপে প্রবৃত্তি অনুসারে বিবিধ অজ্ঞ মনুষ্য ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ কল্পনা করিয়া লয়; পরন্তু তাহারা জানে না যে, এই বিশ্বই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের প্রথম রচিত মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। জ্ঞানিগণ সেই পরমারাধ্য বিশ্বনাথের রচিত এই বিশ্ব শাস্ত্রের অন্তস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করতঃ কোন্ বস্তুর কিরূপ স্বভাব, কোন্ বস্তুর সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ, এই সকল রহস্য জ্ঞাত হইয়া করুণাময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নিয়ম প্রতিপালনরূপ পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকেন এবং অবশেষে কৃতার্থ হন। যাঁহারা পরমেশ্বরের অনুমোদিত কার্য্য কলাপের প্রকৃত তথ্য বুঝিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিরসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হন এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি স্তুতি ও প্রণামাদি করিতে অলস্যপরবশ হন না। পরমেশ্বর যে সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন, সে সমস্তই জীবের হিতের নিমিত্ত। অপিচ তিনি যে জীবকে যেরূপ স্বভাবান্বিত করিয়াছেন, তাহার সহিত বাহ্যবস্তুর তদনুরূপ সম্বন্ধও স্থির করিয়া দিয়াছেন। ব্যাঘ্রজীবকে অতি ক্রূর স্বভাবান্বিত করিয়াছেন, সেই নিমিত্তই তাহাদের সেই হিংসা স্বভাবের তৃপ্তিসাধক বহু পশু সমাকীর্ণ অরণ্য ভূমিকেই তাহাদের বাসোপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ছাগ মেষাদি জীব মৃদুস্বভাব ও ভীতিপরায়ণ, সেই নিমিত্তই লোকালয়ে তাহাদিগের বাস অবধারণ করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি বলিব, যে জীবের যাদৃশ স্বভাব, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের তদনুরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মনুষ্য জীব এক প্রকার স্বভাবান্বিত নহে। জগদীশ্বর ইহাদিগকে বহু বিরুদ্ধ স্বভাবান্বিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। মনুষ্য এক সময়ে ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া নৃশংস স্বভাব ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা ভীষণ হয়, অন্য সময়ে আবার কারুণ্যরসে আপ্লুত হইয়া পিতা মাতা অপেক্ষাও হিতকর ও প্রিয়দর্শন হয়। বিশ্বনিয়ন্তা যেমন এই মনুষ্য

জীবকে বিরুদ্ধ বহু গুণের আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তেমনি ইহাদিগকে সেই সকল গুণের সামঞ্জস্য করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। যে সকল জ্ঞানী এই তথ্য জ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই আমাদের মতে ধার্ম্মিক। কেন না তাদৃশ জ্ঞানশালী মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নিয়ম পালন করতঃ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; অজ্ঞানের ন্যায় ভ্রমজালে জড়িত হইয়া আপনাকে ও অন্যকে বৃথা দুঃখ-ভাজন করেন না। অতএব, পরমেশ্বর-প্রণীত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিতে পারিলেই যখন মানবজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান করা সিদ্ধ হয়, তখন আর তাহাদের জন্য তাঁহার অন্য প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না এবং তাহা সম্ভবও নহে। তিনি মানবদিগকে আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে বাচনিক নিষেধ করেন নাই। কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠানে যে দুঃখোদয় হয়, সেই কারণ কার্য্যসম্বন্ধ স্থির করিয়া দেওয়াতেই সে সকলের নিষেধ সাধিত হইয়াছে। তিনি যেমন স্বপ্রণীত প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিবার নিমিত্ত কার্য্যবিশেষে দুঃখ সংযোগের বিধান করিয়াছেন, তেমনি নিজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কার্য্য বিশেষে সুখসংযোগের বিধান করিয়াছেন। শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে যদ্রূপ শারীরিক দুঃখ আগত হয়, তদ্রূপ মানসিক নিয়ম প্রতিপালন না করিলেও মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই সকল ব্যাপার ও অদ্ভুত রচনা কৌশল দেখিয়া শুনিয়া স্থির করা যায় যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ প্রকৃতি শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্ময় শাস্ত্র আমাদের নিমিত্ত প্রস্তুত করেন নাই। জগৎ বিধাতা পরমেশ্বর যদি মনুষ্য জীবের হিতার্থে কোন বাচনিক শাস্ত্র প্রস্তুত করিতেন বা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদেশে একই প্রকার হইত এবং সকলকেই তাহার অনুবর্ত্তী হইতে হইত। তাহা হইলে আর কোনও ব্যক্তির সহিত কাহারও আচার ব্যবহার ও ভক্ষ্যপেয়ের অনৈক্য থাকিত না। প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদযুক্ত মতবাদ থাকাতেই স্থির হয় যে, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই মনুষ্য-কল্পিত, একটীও ঈশ্বরের আদেশ নহে। এইরূপ বিচার এক সম্প্রদায়ের মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক, আবার অন্য সম্প্রদায়ের মনে অন্যবিধ ধারণাও লক্ষিত হয়। পশ্চাৎ এবিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। *

* এই বিষয় আলোচনা করিতে অনেক সময় আবশ্যক হইবেক ইহাতে পাঠক পাঠিকাগণের বিরক্তি না হয়।

স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ।

আবার কি শুনি—নিদারুণ বাণী !
সত্যই কি সেই—অয়স্কান্ত মণি
হরেছে শমন ? অদৃষ্টে কেমন
ফাঁকি দিয়ে যায়—সুপুত্র যেজন !
সেদিন গিয়েছে—রাজেন্দ্র—ঈশ্বর,
দিবানিশি শোকে দহিছে অন্তর !
আছিল অযোধ্যা—অঞ্চলের নিধি,
সেধনে বঞ্চিত করিলেন বিধি !
শিক্ষিত সমাজ—সবে মিলি আজ,—
করি অনুনয়,—কর এই কাজঃ—
অযোধ্যার তরে ফেল অশ্রুবারি,
যুবক প্রাচীন—কিবা নরনারী।
হিমগিরি হতে কুমারিকা পার,
ক্রন্দনের রোল উঠুক আবার !
দেখুক জগৎ—অযোধ্যার তরে
সমস্ত ভারত ব্যথিত অন্তরে—
বিলাপ করিছে ! রামাভাবে যথা—
অযোধ্যার দশা—ঘটেছিল হায় !
পঞ্জাব মান্দ্রাজ বম্বে—বাঙ্গালায়
আসুক সে দৃশ্য—দেখুক সকলে,
জাতীয় সমিতি—একতা শিকলে
বাঁধিয়াছে সব ! ভাব অভিনব
দিয়েছে ভারতে,—জাতীয় উৎসব—
বসেছে সেথায়—এই সাত বার।
যতনে উৎসাহে হিউম্ অযোধ্যার !
সে অযোধ্যানাথ—জীবিত নাই !
সমিতির প্রাণ—জানেন সবাই।
নাগপুর হ'তে—ফিরিয়ে যখন
যাইতেছিলেন আপন ভবন।
সামান্য সরদি হ'তে 'নিমোনিয়া'—
(কি বিষম ব্যাধি !) গেছে তাঁরে নিয়া।
কংগ্রেস হবে না—শুনি সেই কথা—
হ'ল দৃঢ় পণ !—(কে করে অন্যথা ?)
ব্যয়ভার সব—বহিব শিরে—
একাকী,—দিব না যেতে সমিতিরে !
এলাহাবাদেতে,—হ'ল স্থিরতর—
বসিবে সমিতি আগামী বছর।
উৎসাহে উদ্যম—অসীম অতুল !
অতি উচ্চপদ—সম্পদ বিপুল ;
দেশহিতে তাঁর সদা প্রাণপণ
কিসে দৃঢ় হবে—জাতীয় বন্ধন,
সেই চিন্তা-সার—শয়নে-স্বপনে ;
এই যে সমিতি তাঁহারি যতনে !
যাও স্বর্গধামে—লভগে বিরাম,—
বিষয় বাসনা—ভোগলিপ্সাকাম
দেও বিসর্জ্জন—বিস্মৃতি সাগরে ;
কত সুখরত্ন—জননীর ঘরে
ভুঞ্জিবে সেথায়,—তার তুলনায়
সংসার-সম্পদ—তৃণাদপি প্রায় !
ওই দেখ মায় কুসুমের হার
গলে পরাইয়ে দিছেন তোমায় !
বসাইয়ে দিব্য রত্ন-সিংহাসনে,
তুষিছেন কিবা মধুর বচনে !
আশীষ করি হে তুলি দুই কর,
ভুঞ্জ শান্তি সুখ সেথা নিরন্তর।

শ্রীচ

কে সতীদাহ নিবারণ করেন?

সহমরণ-নিবারণে রাজা রামমোহন রায় ও পাদরিরা কত দূর কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এখনও অনেকের কু-সংস্কার রহিয়াছে। অনেকের বিবেচনায় খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকেরাই গবর্ণমেণ্টকে উক্ত বিষয়ে উৎসাহী ও উদ্‌যোগী করিয়া তোলেন। হিন্দুদিগের অধিকাংশের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের ও কতিপয় পাদরির ও ধারণা ছিল ও আছে, যে রাজা রামমোহন রায় উল্লিখিত ব্যাপার রহিত করিবার জন্ম একমাত্র উদ্‌যোগকর্ত্তা না হউন, প্রথম ও প্রধান উদ্‌যোগী। এরূপ বিষম্বাদী মতের সত্যাসত্য আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মধুময় সুফলের প্রত্যাশা করা না যাউক, সত্য নির্দ্ধারণের পক্ষে সহায়তা হইতে পারে, বলা বাহুল্য মাত্র।

সর্ব্বাগ্রে সহমরণ ও অনুমরণ এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। স্বামীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ বলে। আর স্বামী, বিদেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া পতিগত-প্রাণা অঙ্গনা, চিতা প্রস্তুত করিয়া বা করাইয়া উপরত ভর্ত্তার উদ্দেশে অনলে জীবনাহুতি সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, স্বামি-ভক্ত নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধন করিলেন, ইহাকে অনুমরণ কহা গিয়া থাকে। কোন্ সুপ্রাচীন কাল হইতে এদেশে সহমরণ ও অনুমরণ চলিয়া আসিতেছিল, তাহার নির্ণয় অসাধ্য না হউক, দুঃসাধ্য বটে। হিন্দু শাস্ত্রে অরুন্ধতী, আদর্শ সতী। ত্রেতাযুগে অরুন্ধতী দেবী ভারতাকাশ মণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিয়া সকলের মন প্রফুল্ল করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ হইতে প্রাচীন কালে হিন্দুগণকর্ত্তৃক সতীদাহ রহিত করিবার নিমিত্ত কখনও কোনও চেষ্টা হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। মোগল বা পাঠানদের দ্বারা কি কোন চেষ্টা হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, মুসলমান রাজত্বকালে মোগলকুল-শিরোভূষণ আকবর কর্ত্তৃক উহার তিরোধানার্থে একবার উদ্‌যোগ হইয়াছিল, এতাদৃশ প্রবাদ শুনা গিয়াথাকে। পাঠান-শাসনকালে কিন্তু কিছুই ঘটে নাই—কর্ত্তৃবর্গের উদ্যোগে কিছুমাত্রও কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির রাজত্ব সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি ঐ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হয়। উক্ত শাসন-কর্ত্তা, নিজামত আদালতকে আদেশ দেন যে, ঐ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতামত কি, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব বলিতে হইবে, সতীদাহের ইতিবৃত্তে ঐ বৎসর, ঐ মাস ও ঐ তারিখ, চিরস্মরণীয়। আর সেই সঙ্গে উল্লিখিত রাজ-

প্রতিনিধির নামও ভারতবাসীদের হৃদয়-পটে অঙ্কিত থাকা কর্ত্তব্য।

ঐ বর্ষে ৫ই জুনে নিজামত আদালত ঐ শাসনকর্ত্তার অনুজ্ঞায় সহমরণ সম্বন্ধে এক নিয়ম পত্র প্রস্তুত করিয়া প্রধান রাজপুরুষগণের নিকট পাঠান। তদ্বিষয়ে বিবেচনার্থে নিজামত আদালত উল্লিখিত রাজপ্রতিনিধির সাহায্য করিতে প্রাণপণে যত্ন করেন। যে সকল অবস্থায় সতীদাহ প্রচলিত থাকিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ও যে যে অবস্থায় তাহা নিষিদ্ধ থাকিতে পারে, উক্ত বিচারালয় তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত দিয়াছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্টে বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখেন।

ঐ বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বরে নিজামত, গবর্ণর জেনেরলকে ঐ বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞাপন করেন। ৫ই ডিসেম্বরে গবর্ণর মহোদয় নিজামত আদালতকে আইনের একটা পাণ্ডুলেখ্যের নিমিত্ত, অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল এক রেগুলেশন্ অর্থাৎ রাজ-নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল।

অতঃপর যে সময়ের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহা মার্ক্ইস অব্ হেষ্টিংসের রাজত্ব কালের কথা। তাঁহার নামান্তর লর্ড ময়রা। তাঁহার এই শেষোক্ত নাম আমাদের অধিকতর পরিচিত। তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ অবধি এদেশের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই সহমরণ সংক্রান্ত এক নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ নিয়ম, হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় নাই। তখন বৃটিষরাজ সভয়ে অথচ ক্রমশ হিন্দু-ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন। তখনও প্রজাদের অসন্তোষের কারণ প্রকাশ পায় নাই; যে মহতী ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী হিন্দুকুলাঙ্গনাগণের পরলোকগত পতির সহমরণ ও অনুগমন-নিবারণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর এই সময় উদ্ভিন্ন হইল। এই অঙ্কুর উদ্গমের পূর্ব্বে রাজপুরুষগণ নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সারকুলার আদেশে সহমৃতার সংখ্যা নিরূপণার্থে এক তালিকা প্রস্তুত হয়। এতদ্দ্বারা রাজপুরুষগণের বহুদিনের নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইল। তাঁহারা যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নিদ্রাভঙ্গে প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। পরিশেষে মনে মনে অসীম সাহসে ভর দিয়া অথচ বাহ্য ভঙ্গীতে মনের ভাব গোপন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তখনকার তাঁহাদের মানসিক ভাব-রাজ্যের তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারে, দূরদর্শী এমন কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। সর্ব্বসমেত ৬ ছয়টি বিভাগে যত সতী সহমৃত হইয়াছিলেন তাহার তালিকা এইরূপ :—

(ক) কলিকাতা বিভাগে	২৫৩	নাম্নী
(খ) ঢাকা বিভাগে	৩১	"
(গ) মুরশিদাবাদ বিভাগে	১১	"
(ঘ) বারাণসী বিভাগে	৪৮	"
(ঙ) পাটনা বিভাগে	২০	"
(চ) বেরেলী বিভাগে	১৫	"

ভূয়োদর্শী সহৃদয় গবর্ণর জেনারেল, স্বাধিকার-সময়ে ব্যবস্থাপক সমাজের প্রতিনিধি সভাপতির ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরের আদেশানুসারে নিজামত আদালত, মাজিষ্ট্রেটের ও পুলিশের পর্য্যবেক্ষণার্থে যে সাধারণ নিয়ম প্রচার করিয়া দেন, তাহাতে তিনি ভারতবর্ষীয়দের কৃতজ্ঞতার পাত্র সুতরাং প্রীতির আধার হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ কি? ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না হইলেই প্রজারা আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করে।

যাঁহাদের ধারণা রহিয়াছে, বলপূর্ব্বক সকল সতীকে দাহ করা হইত, তাঁহাদের মহান্ ভ্রম। আমরা একপ বলি না, কোন স্থলেই বলপ্রয়োগ হইত না। উভয়ই ছিল। স্থলবিশেষে বলপ্রয়োগে সতীদাহ, কোথায় বা স্বেচ্ছায় স্বর্গলাভের নিমিত্ত সতীদাহ ঘটিত। ইহার প্রমাণ আবশ্যক মতে দিতে পারিব।

এত কথের পর আমরা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে উপনীত হইলাম। তাঁহার কার্য্য-সম্বন্ধে ত্রিবিধ মত প্রচলিত আছে। যথা—

(ক) রামমোহন রায়, অনেকের মতে সতীদাহের প্রথম উদ্যোগী।

(খ) কতক গুলির বিবেচনায় তিনিই একমাত্র উদ্যোগকর্ত্তা।

(গ) অবশিষ্ট এক দল বলেন, তিনি প্রথম উদ্যোগী বা একমাত্র উদ্যোগী নহেন বটে, কিন্তু একজন প্রধান উদ্যোগী।

এখন ঐ তিনটি বিষয় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

(ক) রাজা রামমোহন যে সহমরণ রাহিত্যের প্রথম উদ্যমে কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই, তাহা আমাদের এই প্রবন্ধের সূচনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্র প্রমাণ অপ্রয়োজনীয়।

(খ) তিনি একমাত্র উদ্যোগকর্ত্তাও হইতে পারেন না। কেন না, তাঁহার চেষ্টার বহু পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের আয়োজন চলিতেছিল।

(গ) তবে তিনি যে এক প্রধান উদ্যোগকারী, তাহাতে কিছু মাত্রও দ্বিধা হইতে পারে না। যে কারণে এই গুরুতর ব্যাপার, তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা এই,—১২১৬ সালে ২৭ চৈত্রে রবিবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে (১৮১০ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিলে) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহন রায়ের মৃত্যু হইলে, তদীয় মধ্যমা প্রিয়তমা অলকমঞ্জরী (বা অলকমণি) স্বামীর অনুগমন করেন। এই প্রবন্ধে জগন্মোহন বাবুর মধ্যমা প্রিয়তমা ঐ দুই নামের অন্যতরে উল্লিখিত হইবেন। জগন্মোহন

রাজার সর্ব্বশুদ্ধ চারি পত্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম যশোদা। দ্বিতীয়ার নাম অলকমঞ্জরী বা অলকমণি। তৃতীয়ার নাম অজ্ঞাত। চতুর্থীর নাম দুর্গামণি। অলকমণি কনিষ্ঠা সপত্নী ভিন্ন আর দুই জনকে (প্রথমা ও তৃতীয়াকে) স্বামীর সহগামিনী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই,—সতীদের সংস্কার ছিল, যিনি ভর্ত্তৃ সঙ্গিনী হইবেন, পর জন্মে তিনিই কেবল ঐ পতির প্রেয়সী হইবেন। অনেক সতী সেই কারণে অপর সপত্নীগণকে সঙ্গিনী করিতে চাহিতেন না। আমাদের সতী অলকমঞ্জরী কিন্তু সেরূপ স্বার্থপরতায় পূর্ণা ছিলেন না। ঐ আহ্বানেই তাঁহার উদারতার পরিচয় দিতেছে। সে যাহা হউক, প্রথমা ও তৃতীয়া, তাঁহার সঙ্গিনী হন নাই। প্রথমা বলিয়াছিলেন, "আমি কেন পুড়ে মরব্? অপঘাতে কেন মরতে যাব? বেঁচে থেকে স্বামীর জন্যে ব্রহ্মচর্য্য করব।" তৃতীয়ার কোন উত্তর, আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। কনিষ্ঠা সপত্নী কেন সহমরণে অনুরুদ্ধা হন নাই, এই প্রশ্ন হইতে পারে। তাঁহার অষ্টম বৎসরের এক পুত্র ছিল। তিনি মরিলে পুত্রের দশা কি হইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহাকে অলকমঞ্জরী আহ্বান করেন নাই। পুত্রের নাম গোবিন্দপ্রসাদ রায়। যাঁহার সঙ্গে রামমোহনের পরে মোকদ্দমা চলিয়াছিল, তিনিই রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র। গোবিন্দপ্রসাদের জননী সহগামিনী হইলে, পাছে গোবিন্দপ্রসাদ, অযত্নে মরিয়া যান, এই কারণে তাঁহার সহমরণ প্রার্থনীয় নয়, এই বিবেচনায় তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। তখন রাজা স্বীয় জন্মভূমি-প্রদেশে (খানাকুল কৃষ্ণনগরে) উপস্থিত ছিলেন না। তখনও তিনি কলিকাতাকে কার্য্যক্ষেত্র করিতে পারেন নাই। এই সময়ের প্রায় চারি বৎসর পরে যখন তিনি কলিকাতায় বসতি গ্রহণ করেন, তখনই আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সতীদাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইত। সতীদাহের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া আমরা এত বাক্যব্যয় কি নিমিত্ত করিতেছি, অনেকেই হয়তো এই কথা ভাবিবেন। তাহার কারণ এই,—কোন সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী লেখক বলিয়াছেন, রামমোহন রায়, ঐ সময়ে গৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং উক্ত সময়ে বলপ্রয়োগ করিয়া অলকমঞ্জরীকে দগ্ধ করা হইয়াছিল। এই বর্ণনা ঠিক্ হয় নাই। রামমোহন রায় উপস্থিত থাকিলে, ঐ কাণ্ড কদাচ সংঘটিত হইতে পারিত না। প্রকৃত ঘটনা এই,—রামমোহন রায় মহোদয় তখন রঙ্গপুরে থাকিতেন। ঐ শোচনীয় ঘটনার পর লাঙ্গুড়পাড়ার বাটীতে আসিয়া তিনি নিজ জননীর সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ করেন। পুত্র ভাবিয়াছিলেন, জননী উদ্যোগিনী হইয়া ঐ ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি মাতার সহিত ঘোর-

তর বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ওরূপ বলিবার যুক্তি প্রবলতর ছিল। ঐ বধূ, জীবদ্দশায় সুখিনী ছিলেন, এরূপ বলিতে পারা যায় না। সপত্নী থাকিলে, যে প্রকার মনঃকষ্ট ঘটিবার কথা, তাঁহাকে সেরূপ ক্লেশ অশেষ মতে ভোগ করিতে হইত, ইহা রাজা রাম মোহনের অগোচর ছিল না। কিন্তু রামমোহন-জননীর তাহাতে কিছুমাত্রও দোষ দেখিতে পাই না। তিনি ঐ কার্য্যে কেবল উদাসীনা ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু উহা তাঁহার অজ্ঞাতে ঘটিয়াছিল। প্রকৃত কথা এই,—জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্মোহনের মৃত্যুতে তিনি উন্মাদিনীর মত বিবশা হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া একটা গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয়া পুত্র-বধূর সহগমনে তাঁহার সম্মতি কোথায়? সম্মতি থাকা দূরে থাকুক, তিনি ঐ ঘটনার বিন্দু বিসর্গ সেই দিন জানিতে পারেন নাই। রায়-গোষ্ঠীতে এই সতীদাহই একমাত্র ঘটনা। ইহার পূর্ব্বে বা পরে ঐ রূপ আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। রামমোহন রায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ জেঠতুতো ভাই নবকিশোর রায় মহাশয়, ঐ ঘটনা বিলক্ষণ জানিতেন। কেবল জানা নয়, সকলই তাঁহাকে নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে তিনি ঐ পরিবারের কার্য্যকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পরম হিন্দু হইয়াও, উক্ত ভ্রাতৃজায়াকে ঐ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কামিনীকে বলিয়াছিলেন, "আপনি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া। অপনি আমাদের মাতৃতুল্যা। আপনি দেহত্যাগ করিলে, আমরা মাতৃহীন হইব।" ইত্যাদি কত কথাই বলিয়াছিলেন। ঐ সকল অনুনয়ের প্রত্যুত্তরে অলকমণি বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুরপো! আমাকে নিষেধ করিও না। আমি আর এ সংসারে থাকিতে পারিব না। আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।" যথার্থ সতীর এই উক্তিই বটে। কেন না, অলকমণি, সাক্ষাৎ সাধ্বী অরুন্ধতী-তুল্যা বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। তিনি তখন পঞ্চাশ বৎসরের কিছু ন্যূন-বয়স্কা ছিলেন। ২৭ চৈত্র অপরাহ্ণে ঐ কার্য্য সমাধা হয়। নবকিশোর রায়, রায়-গোষ্ঠীর প্রতি গৃহে ঐ সংবাদ দিয়া আসিলেন। বসতি বাটীর অনতিদূরে রঘুনাথপুরে ঐ চিতা সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেই স্থানে এখনও অশ্বত্থ বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। এই সতীদাহে কোন রূপ বল প্রয়োগ করা হয় নাই। এই সময় হইতে সতীদাহ রহিত করিবার জন্য রাজার অন্তরে ব্যাকুলতা জন্মিল, তিনি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এক খানি দরখাস্ত, গবর্ণর জেনারেলের নিকট,

অর্পিত হয়। তাহার বিরুদ্ধে আর এক খানি আবাদেন, গবর্ণরের গোচরে প্রেরিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আসিয়াটিক জর্ণালে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল। কোন কোন লোকের মতে এই আবেদনের মূলে রামমোহন রায় ছিলেন। ইহার অকাট্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ঐ কার্য্যে রামমোহনের লিপ্ত থাকা অসম্ভব নয়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে (১২২৫) সালে রাম-মোহন রায়, সহমরণের বিরুদ্ধে "সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব" নামে প্রথম পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রচারিত করেন। ঐ বর্ষেই ইংরাজিতে ঐ গ্রন্থ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দু মহোদয়গণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইতে লাগিল। রামমোহনও নিষ্কর্ম্মা বা অলস হইয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ বাহির করিলেন। ১২২৬ সালে ১৬ই অগ্রহায়ণে (১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ নবেম্বর) উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাই তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক।

এতদ্বিষয়ে, তিনি যত গুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেগুলির নাম ও প্রকাশের সময় নিম্নে লিখিত হইতেছে। তাহা দেখিলে বোধগম্য হইতে পারিবে ও সুবিচারের সুবিধা হইবে।

পুস্তকের নাম।	সাল।	খৃষ্টাব্দ।
(১) সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব	১২২৫,	১৮১৮।
(2) Translation of a conference, between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive, from the original Bengali.	"	1818.
(৩) সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব	১২২৬	১৮১৯।
(4) A Second conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive.	1227	1820.
(৫) সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব	১২৩৭	১৮৩০।
(6) Anti-suttee Petition to the House of commons.	"	1830.
(7) Abstract of the Arguments regarding the burning of widows considered as a religious rite.	"	"

(ক্রমশঃ)

পৃথিবী কীদৃশী ?

তাদৃশী তাহার কাছে, যাদৃশ যে জন ;
স্ব স্ব মুখ-প্রতিবিম্ব মুকুরে যেমন।
চিত্রজীবী কাছে, উহা চারু চিত্রপট ;
বিচিত্র বিজ্ঞান-গ্রন্থ, পণ্ডিত নিকট।
সৈনিক সমীপে পৃথ্বী সমর-প্রাঙ্গণ ;
বিলাসী ধনীর ঠাঁই,—প্রমোদকানন।
ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্র, শোকার্ত্তের পাশে ;
নিদ্রা-হেতু সুখশয্যা, অলস সকাশে।
বণিকের সন্নিধানে, বিচিত্র বিপণি ;
বৃদ্ধের নিকটে, যেন মৃত্যুর সরণি।
শিশু-পাশে, ক্রীড়া-স্থলী হেন নাহি আর,
পরান্নভোজীর পক্ষে, ভীম কারাগার।
নর-নারী এ' সংসারে নাট্যশালা মাঝে,
করে নিত্য অভিনয় সাজি নিজ সাজে।

নীতিকথা ও দৃষ্টান্তমালা।

১। সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ হয় এরূপ নহে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে যে কণ্টক বৃক্ষ জন্মে, তাহার কি বেধন শক্তি থাকে না ? চন্দন কাষ্ঠের সঙ্ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার কি দাহিকা শক্তি থাকে না ?

২। মহতের দুর্বাক্য বরং সহ্য হয়, কিন্তু মহতের বলে বলীয়ান ক্ষুদ্রের দুর্বাক্য সহ্য হয় না। প্রচণ্ড সূর্য্য তাপ সহ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত বালুকাকণার উত্তাপ সহ্য হয় না।

৩। উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকের মিত্রতা এবং অধম, মধ্যম ও উত্তম লোকের শত্রুতা, প্রস্তর, বালুকা ও জল নিহিত রেখার ন্যায়।

৪। হাস্যও সময় সময় মহা অনিষ্টের সূচনা করে। প্রিয়দর্শন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইলে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইয়া থাকে।

৫। নিরন্তর শাস্ত্রপাঠ করিলেই যে জ্ঞানী হয় এরূপ নহে। ঔষধ সুসেবিত না হইয়া কেবল নামোচ্চারিত হইলেই রোগের উপশম হইতে পারে না।

৬। মূর্খ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে শান্ত না হইয়া প্রকুপিত হয়। সর্পকে দুগ্ধ পান করাইলে তাহার বিষ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৭। কোমলমতি বালকগণের মনে যে বিশ্বাস একবার বদ্ধমূল হইয়া যায়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা আর উৎপাটিত হইবার নহে। কুম্ভকার লিখিত মৃণ্ময়-পাত্রে রেখা পড়িলে তাহা আর সহজে যায় না।

৮। সময় বিশেষে আত্মীয়ব্যক্তিও শত্রু এবং অনাত্মীয়ব্যক্তিও মিত্র হয়। দেহজ ব্যাধি জীবননাশ করে, কিন্তু আরণ্য ঔষধ জীবন দান করিয়া থাকে।

৯। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর

সুখ সংসারে অব্যর্থ নিয়ম। চক্রনেমির গতি পরিবর্ত্তন ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

১০। ক্ষুদ্র ব্যক্তিও মহতের সহায়তা পাইলে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। স্বল্পসলিল পল্বল মহানদীর সহিত মিলিত হইয়া মহাসাগরে পতিত হয়।

১১। দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণ করা ও গুণ পরিত্যাগ করিয়া দোষগ্রহণ করা সাধু ও অসাধুর প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। শিশুর স্তন্যপান ও জলৌকার রক্তপান ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

১২। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্যই মহতের গুণ শ্রবণ করিয়া থাকে। ব্যাধ কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত না করিয়া সপ্তনলী সন্ধান করিবার জন্যই কোকিলের মধুর কাকলী শ্রবণ করিয়া থাকে।

পক্ষী কি আনন্দে গান গায়!

পক্ষী কি আনন্দে গান গায়! আমরা বলি গায়। ভাল, যদি গাইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য জিজ্ঞাস্য পক্ষীর আবার আনন্দ কি প্রকার? বিধাতা সকল প্রাণীকে প্রাত্যহিক জীবনের কিয়দংশ আনন্দে, কিয়দংশ নিরানন্দে, কিয়দংশ উৎসাহে কিয়দংশ নিরুৎসাহে অতিবাহিত করিতে দিয়াছেন, না দিলে সংসার চলিত না। পক্ষিজাতি এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। ইহার আনন্দ বা নিরানন্দ বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। মনে কর কোন নিষ্ঠুর লোক নীড় হইতে শাবক অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। পক্ষীটী তাহাকে খাওয়াইয়া কিম্বা তাহার নিকট বসিয়া যে ভাবে ছিল, তখন কখনও সে ভাবে থাকিতে পারে না; তখন তাহাকে দেখিলেই বা তাহার ডাক শুনিলেই অনায়াসে অনুমিত হয় যে সে শোকবিহ্বলা হইয়াছে কিম্বা আর্ত্তনাদ করিতেছে। পূর্ব্বের চীৎকারের সহিত এখনকার চীৎকার তুলনা করিলে পার্থক্য বিশেষরূপ বোধগম্য হয়। পূর্ব্বের অবস্থা বা ডাক ছিল সুখের ও আনন্দের, এখনকার অবস্থা বা ডাক শোকের ও নিরানন্দের। মানবের হৃদয় আহ্লাদে ও আমোদে উদ্বেলিত হইলেই মানব গান গায়, না গাইয়া থাকিতে পারে না; কারণ, এমন মানব জগতে অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ করে নাই, যে কখনও গান গায় নাই, কিম্বা যাহাকে কখনও সঙ্গীতে মুগ্ধ করে নাই। মানুষেরা যদ্যপি এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইতর পশু, পক্ষী

যে এই পরমসুখে বিবর্জ্জিত হইবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর আমাদিগের ও তাহাদিগের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন যে আমরা অনির্ব্বচনীয় শক্তি ভাষা দ্বারা মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হই, তাহারা তাহা পারে না। কিন্তু তাহাদিগের যে স্বতঃসিদ্ধ অসংলগ্ন অপরিস্ফুট শব্দাদি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার মূলে যে বাগ্দেবী মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন।* অতএব অবাধে বলা যাইতে পারে যে, পশু পক্ষিগণ যাহা দ্বারা স্ব স্ব সুখ দুঃখাদি প্রকাশ করে, তাহাই উহাদিগের ভাষা। ইহাদ্বারা উহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট স্ব স্ব ভাব ব্যক্ত করিতে পারে—আনন্দধ্বনি করিতে পারে, বিলাপও করিতে পারে। পশু পক্ষীর কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গাদিতে এই ঐশ্বরিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বকার বামাবোধিনীতে "পিপীলিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ব ও পক্ষিতত্ত্ববিৎ ডাক্তার সিঃ সিঃ আবট উপরি-উক্ত মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। প্রায় বিশ বৎসর অতীত হইল ইনি ইংলণ্ডের কোনও এক সাময়িক পত্রিকার এতৎসম্বন্ধীয় এক সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। সম্প্রতি ইনি ফিলাডেলফিয়ার কোন সংবাদ পত্রে লেখেন যে, পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় সাময়িক পত্রিকায় যে মত প্রকাশিত হয়, এতদিন পরেও তিনি তাহার পোষকতা করিতেছেন। শুধু তাহা নহে। এবিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হইতেছে। ইনি বলেন যে, সকল পক্ষী গান গায় না বটে, কিন্তু একটিও মূক বা বাক্‌শক্তিহীন নয়। অনুসন্ধায়ীর জানা উচিত যে, যাহা আমাদিগের কর্ণে কর্কশ লাগে, পক্ষীর কর্ণে অনেক সময়ে তাহা ভাল লাগে। ইনি আরও অনুমান করেন যে প্রাচীন সময়ে অতি অল্প গায়ক পক্ষী ছিল। শত শত বৎসরের উন্নতি দ্বারা ইহারা বর্ত্তমান গানশক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা কেবল শাবক উৎপন্ন করিবার সময় গান গাইত, এক্ষণে অন্যান্য সময়েও ইহাদিগকে গান গাইতে শুনা যায়। ইহা হইলেও ইহাদিগের পূর্ব্ব অভ্যাস এখনও বিশেষরূপে তত্ত্বানুসন্ধায়ীর দৃষ্টিগোচর হয়।

---

* "নিউ রিভিউ নামে মাসিক পত্রিকায় ডাক্তার গার্ণারকর্ত্তৃক লিখিত সুচারু প্রবন্ধ দেখ।

উদাসীনের চিন্তা।

বিনয়।

বিদ্যাবিনোদপুরে সুধেন্দু বাবুর বাস। তাঁহার পুত্রের নাম বিনয়কুমার। নাম বটে বিনয় কুমার, কিন্তু বিনয় দুর্ব্বিনীতের একশেষ। বিনয়ের দুর্ব্বিনীত হইবার প্রথম কারণ এই যে তাহার পিতামহী বর্ত্তমান। সুধেন্দু বাবুর পাঁচ কন্যার পর এক পুত্র, তাই বিনয়ের আদরের সীমা নাই। পিতামহী তাহাকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছেন। পিতামহী গৃহকর্ত্রী, বৌত সম্পূর্ণ তাঁহারই অধীন। পুত্র সুধেন্দু বাবু মাতৃভক্ত সন্তান। মাতৃ-আদেশ তাঁহার নিকট বেদবাক্য, সুতরাং পরিবারের সকলের উপর পিতামহীর অপরিসীম প্রভুত্ব। পিতামহী যখন বিনয়ের অধীন, তখন বিনয়ই পরিবারের রাজা। বর্ষীয়সী পিতামহী নপ্তা বা নাতীর আদেশ প্রতিপালন জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। পুত্র, পুত্রবধূ কিংবা অপর কেহ যদি নপ্তার ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, অমনি পিতামহীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নপ্তার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক বিরুদ্ধাচারীকে বাক্যবাণে নির্য্যাতন করিতে থাকেন। বিনয় পিতামহী হইতে এইরূপ সাহস এবং সহানুভূতি পাইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে আপনাকে একটি শক্তিশালী পুরুষ মনে করিয়া দুর্ব্বিনীত ও দুরন্ত হইয়া উঠিল। মানুষ যাঁহাদিগের নিকট অবনত হইবে, যাঁহাদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিবার জন্য বিধাতার বিধানানুসারে বাধ্য, যদি তাহাদিগের নিকট অবনত হইতে শিক্ষা না করে, প্রত্যুত তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা ও সুযোগ পায়, তাহাহইলে সে দুর্ব্বিনীত হইবে বিচিত্র কি? আত্মশক্তিকে ক্ষুদ্র মনে না করিতে পারিলে কেহ বিনীত হইতে পারে না। মহতী শক্তির সহিত তুলনা করিলেই মানুষ আত্মশক্তির ক্ষুদ্রতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে পিতা মাতার শক্তির সহিত আত্মশক্তি তুলনা করিবার সুবিধা পায়। কিন্তু পিতা মাতা অথবা পিতামহ পিতামহীর নির্ব্বুদ্ধিতা ও চিত্ত-দৌর্ব্বল্য জন্য যদি কোন সন্তান আত্মশক্তিকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া অনুভব করিবার সুবিধা পায়, তাহাহইলে কোনক্রমেই তাহার প্রাণে বিনয় স্থান পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি পরিবারের গুরুজনদিগের নিকট বিনয়ী হইতে পারে না, সে পরিবারের বাহিরের শ্রেষ্ঠতর গুণী ব্যক্তিদিগের সহিত আত্মশক্তি তুলনা করিয়া আপনাকে নিকৃষ্ট

মনে করিবে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। বিনয়ের দুর্বিনীত হইবার দ্বিতীয় কারণ, পরিবারে অপরব্যক্তির দোষের সমালোচনা। সুখেন্দু বাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী জগতে প্রশংসার উপযুক্ত লোক দেখিতেন না। কার্য্যকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন দম্পতী একত্র উপবেশন করিতেন, তখন প্রতিবেশী, গ্রামবাসী এবং পরিচিত ব্যক্তি মাত্রের চরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদের সমালোচনার বিষাক্ত বাণ হইতে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার সাধ্য ছিল না। যাঁহাদিগের সাধুতার সৌরভে জগৎ মুগ্ধ, সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের অতি সামান্য দোষও এই দম্পতীর দৃষ্টিসমক্ষে উদ্ভাসিত হইত। পুত্র বিনয়কুমার পিতৃ মাতৃ মুখবিনিঃসৃত সেই গরল ধারা পান করিয়া আত্মপ্রাণকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। জনক জননী যেমন পৃথিবীতে শ্রদ্ধার পাত্র—যাঁহার সমীপে তাঁহাদিগের গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইতে পারে এইরূপ লোক অন্বেষণ করিয়া পাইতেন না, সন্তানও তেমনি সকলের উপর আপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া অবজ্ঞারচক্ষে সমস্ত নরনারীকে নিরীক্ষণ করিতেন। গুণে জ্ঞানে ধনে মানে পদমর্য্যাদায় তাহার প্রতিযোগী কেহ হইতে পারে, এই বিশ্বাস তাহার ছিল না। পিতামাতার প্রশংসা, জনক জননীর সহানুভূতি, এই বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল করিয়াছিল। কল্পনার শিখরে আরোহণ করিয়া বিনয়কুমার যতই আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিল, ততই অহঙ্কারে তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। জনক জননী সন্তানের এইরূপ গর্ব্বিতভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে বিনয়কুমার জগৎকে উপেক্ষা করিত বলিয়া তাঁহাদের এ ক্লেশ হয় নাই, কারণ তাঁহাদেরও স্বাভাবিক ইচ্ছা এই ছিল যে বিনয় আত্মাভিমান শিক্ষা করুক। কিন্তু বিনয় যে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিত, এ কষ্ট আর প্রাণে সহ্য হইত না। বিনয়কুমার দুর্বিনীত হইয়া পাপ পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা তত মর্ম্ম কষ্টের কারণ, তাঁহাদিগের আত্মাভিমান সন্তানের নিকট চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, সন্তানের অপব্যবহারের জন্য লোকনিন্দার বিষাক্ত তীর তাঁহাদিগের অভিমানের অঙ্গে সজোরে আঘাত করিতেছে এই সমস্ত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় দম্পতী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই একদিন তাঁহাদিগের পরমাত্মীয় চন্দ্র বাবু বাড়ীতে আসিলে প্রাণের ক্লেশ সমস্ত খুলিয়া তাঁহাকে বলিলেন। চন্দ্র বাবু সুখেন্দু বাবুর পরিবারের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন যে পরিবারের অন্তরের সংবাদ কিছুই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। যে যে কারণে বিনয় কুমারের মন দুর্বিনীত হইয়া পড়িতেছে,

তিনি সুখেন্দু বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট তাহা বর্ণন করিলেন। কিন্তু দম্পতীর যতটুকু দোষ প্রদর্শন করিলেন, তাহা তাঁহাদের মনে স্থান পাইল না। সুখেন্দুর সহধর্ম্মিণী কুসুমকুমারী সমস্ত দোষ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিলেন। এই বিষয় লইয়া চন্দ্র বাবুর সহিত বিলক্ষণ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। চন্দ্রবাবু কোন ক্রমেই দম্পতীকে তাঁহাদের দোষ হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া বলিলেন "বিনয়ের রোগ দুশ্চিকিৎস্য। প্রথমতঃ বিনয়ের বয়স অধিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি যখন কোমল থাকে, তখন ইচ্ছানুরূপ তাহা গড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি কঠিন হইয়া পড়িলে আর সে অবস্থা থাকে না। তবে প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য হইবার কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ যে সকল কারণে রোগোৎপত্তি হয়, সে সকল কারণ যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন রোগোপশম হইবার আশা কোথায়? সুচিকিৎসকগণ রোগের কারণ অপনোদন করিবার জন্যই সর্ব্ব প্রথমে চেষ্টা করেন। আপনাদিগের বাড়ীতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। আমি বলিতে পারি বিনয়ের সমক্ষে যদি আপনারা লোকের নিন্দা করিতে থাকেন, তাহা হইলে কোন কালে তাহার প্রাণে বিনয়ের ভাব আসিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে আপনারা যদি কোন দোষী ব্যক্তিরও দোষের ভাগ পরিবর্জ্জন করিয়া গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহা শুনিয়া বিনয়ের মন সেদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, এবং সেই গুণরাশির নিকট তাঁহার গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইতে পারে। অন্যথা আপনারা বাহিরের অনেক উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, বিনয়কে শারীরিক শাস্তি প্রদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, নানা বিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার চিত্তকে বিনীত করিবার প্রয়াস পাইতে পারেন, কিন্তু সে সকল চেষ্টা ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

চন্দ্রবাবুর যুক্তি বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী সুদূরদর্শী এবং আত্মদোষক্ষালন-ক্ষম পুরুষ এবং মহিলার সমীপে জ্ঞানগর্ভ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু পরছিদ্রান্বেষী এবং আত্মদোষ দর্শনে সম্পূর্ণ অপারগ সুখেন্দু বাবু ও কুসুমকুমারীর সমীপে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। চন্দ্রবাবু বিদায় গ্রহণ করিলে পর তাঁহারা বসিয়া তাঁহারই কুৎসা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিনয়কুমার পার্শ্বের গৃহে উপবেশন করিয়া সেই সুখাদ্য উদরস্থ করিতে লাগিল! বিনয়ের বিনীত হওয়ার আশা চিরদিনের তরে নির্ব্বাপিত হইল। বিনয়ের বয়োবৃদ্ধির সহিত জনক জননীর দুঃখানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

যাঁহাদিগের আত্মদোষে সন্তান নষ্ট হয়, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে আত্মশাসন করা কর্ত্তব্য। আত্মশাসনে অসমর্থ ব্যক্তির আত্মদোষে সন্তানের চরিত্র দূষিত হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শোকানলে দগ্ধীভূত হইতেই হইবে। বিধাতার বিধি অলঙ্ঘ্য। যে কার্য্যের যে ফল, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বোধ মানুষ তাহা না বুঝিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও সে বিষয়ের অন্যথা হইবে না। বুদ্ধিমান্ পুরুষ এবং বুদ্ধিমতী মহিলা বিধাতার বিধি অবধারণ করিয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করেন। এইরূপ করিলে তাঁহাদিগকে আর অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহারা বিধাতার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও শান্তি সুখ লাভের অধিকারী হন।

প্রহ্লাদের ন্যায়পরতা।

যখন পরম ধার্ম্মিক দৈত্যকুল-ভূষণ প্রহ্লাদ রাজাসনে আসীন হইয়া সুনিয়মে রাজ্য পালন করিতেছিলেন, তখন বিরোচন নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই মহাবদান্য বলির জনক ছিলেন। বিরোচন শৈশবে পিতা মাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া কৈশোরে উপনীত হইয়াছেন, এই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার রাজ্যস্থ কোন সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ করিয়া বলিলেন যে সংসারে রাজা শ্রেষ্ঠ। দ্বিজপুত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "সংসারে দ্বিজই শ্রেষ্ঠ. কেন না দ্বিজগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মাচরণে ধরামধ্যে অদ্বিতীয়, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রপ্রণেতা ও প্রজাপালন, রাজ্যরক্ষাদির নিয়ন্তা; যোগপরায়ণ, বিশ্বের হিতাভিলাষী, নৃপতিগণের উপদেষ্টা, নিরীহ, লোভপরিবর্জ্জিত, অভাব সঙ্কোচকারী ইত্যাদি গুণে দ্বিজগণ ধরাধিপ বা ভূদেব বলিয়া অভিহিত। বিরোচন বলিলেন "যদি রাজা ন্যায়ানুসারে রাজ্যরক্ষণ, ও অস্ত্রধারণ করিয়া শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের এ সকল গুণ কোন্ কার্য্যে আসিত ?" এইরূপে দুইজনে বহুক্ষণ ধরিয়া তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল, পরে দ্বিজপুত্র বলিলেন "চল, তোমার পিতার নিকট যাইয়া ইহার মীমাংসা করি, যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন তাঁহার জীবন পণ থাকিল।" বিরোচন বলিলেন "ভাল, তাহাই হউক।" এই বলিয়া দুইজনে মহাত্মা প্রহ্লাদের নিকট চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দুইজনের কলহের ও পরাজয়ে জীবন পণের বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। প্রহ্লাদ শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু সত্যের অনু-

যোগে প্রিয়তম পুত্রের জীবন উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবর! ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ কেননা জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্মই সংসারে শ্রেষ্ঠ এবং সেই সকল গুণে ভূষিত হইয়া দ্বিজগণ আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; বিরোচনের জীবন এখন আপনার অধীন, আপনি ইচ্ছা করিলে বিরোচনের জীবন বিনাশ করিতে পারেন।" দ্বিজপুত্র প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া অনন্দ সহকারে বলিলেন, "মহাত্মন্! আপনার পুত্র দীর্ঘজীবী হউন ও আপনার ন্যায় সত্যব্রতী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে রাজ্য পালন করুন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনও মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না এবং আপনার সদৃশ ব্যক্তির বংশে যে ব্রহ্মশাপ পতিত হইবে ইহাও অসম্ভব, অতএব অপনি এখন আপনার পুত্রকে নিরাপদ দর্শন করুন, আমিও আপনাকে ও আপনার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করি।

কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন।

রেলওয়ের দ্বারা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপই হউক না বাণিজ্য ও গমনাগমনের যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা রবিবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া প্রভাতে মোকামা আসিলাম এবং পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে বেলা ১০টার সময় স্থানেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ষ্টেশন হইতে স্থানেশ্বর অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। একা আরোহণে স্বল্পক্ষণ মধ্যেই নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। প্রথমে কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্রদ সন্দর্শন করিয়া স্থানেশ্বরে রামহ্রদে স্নান করিব সংকল্প করিলাম। নগর হইতে দ্বৈপায়ন হ্রদ অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। একাআরোহণে গমন করিতে কিছু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু পদব্রজে যাইতে কিছুই আয়াস নাই। পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় "একা" কি পদার্থ জানেন না। তাঁহাদিগের জন্য ইহার সটীক বিবরণ প্রকটিত করা গেল। একা—একখানি দুই চাকার গাড়ী—উপরে একটী মঞ্চ। ইহা রঙ্গিল বস্ত্র বা কাম্বিসের ঘেরা টোপে আবৃত। ইহার মধ্যে কেবল একজন মাত্র বসিতে পারে। দুই বা তিনজন কখন কখন চারিজনেও বসিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। মঞ্চের বা বসিবার আসনের নিম্নে দুইপার্শ্বে কতকগুলি খঞ্জনী বা করতাল সজ্জিত আছে, তাহা এরূপভাবে অবস্থাপিত যে শকটখানি চলিবামাত্র ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিতে থাকে। কোন কোন শকটে লোহার স্প্রীং থাকে। যে গুলি অধিক

দোলে না, কিন্তু যাহাতে লোহার স্প্রীং নাই, তাহা প্রতি আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া আরোহীর যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে। গো-শকটে যে প্রকার আরোহণ করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ উঠিতে হয়। তবে সমর্থ পুরুষেরা চাকার উপর ভর দিয়াও আরোহণ করিতে পারেন। একজনের সমাবেশ হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম "একা" হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত ইহার বাহন অশ্বের বেশ ভূষাও চমৎকার। পৃষ্ঠে বিচিত্র আস্তরণ, মস্তকে কড়ী বা বীড়ের উজ্জ্বলমালা এবং গলদেশে চর্ম্মবন্ধনী মধ্যে মধ্যে ঘণ্টিকায় গ্রথিত বা সজ্জিত, চলিবার সময় তালে তালে নিনাদিত হয়। দূর হইতে নিকটস্থ করতালের বাদ্যের সহিত অশ্বের কণ্ঠমালাস্থ ঘণ্টিকা নিনাদের মিশ্র আরাব শুনিতে বড়ই মধুর! যাঁহারা "একার" এই চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বটতলার মুদ্রিত "রাম রাবণ বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের" "রথ-চিত্র" সন্দর্শন করিলে কতকটা আভাস প্রাপ্ত হইবেন। আমরা এইরূপ রথারোহণে কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন করিলাম। আমাদের রথে লোহার স্প্রীং ছিল না, সুতরাং আরোহণের যে সুখ, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ আমরা এক এক রথে তিন তিন জন করিয়া আরোহণ করিয়াছিলাম (কারণ ষ্টেশনে দুই খানির অতিরিক্ত শকট ছিল না), সুতরাং কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। যদি দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কৌতূহলের উদ্রেক না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ক্ষণমাত্রও [illegible] থাকিতে পারিতাম না। যাহাহউক, বেলা ১১টার সময় দ্বৈপায়ন হ্রদে সমুপস্থিত হইলাম। হ্রদটী দর্শনমাত্রই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবোদয় হইল। দ্বৈপায়নের সঙ্গে সমগ্র মহাভারত সম্মুখে বিদ্যমান। স্মৃতি-লোচনে ভাবসংযোগে চিন্তানির্নিমেষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য কুরুক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইয়া অচেতন রহিয়াছে, মহারাজ দুর্য্যোধন ভগ্নোদ্যম হইয়া নৈরাশ্য অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বৈপায়ন হ্রদ আশ্রয় করিয়া লুক্কায়িত আছেন। অগ্নিশর্ম্মা ভীমসেন কূলে দণ্ডায়মান হইয়া রোষ-কষায়িত নেত্রে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া হ্রদ শোষণ করিতেছেন। আজ কৃতকার্য্য হইলে তিনি প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এই চিন্তায় সমাকুল হইতেছেন। সন্দেহ ও আশায় হৃদয় উদ্বেলিত, তথাপি সাহসের ক্ষুন্নতা নাই। অকুতোভয়ে জলদগম্ভীর নাদে দুর্য্যোধনের উদ্দেশে কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। মহামানী দুর্য্যোধন "জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্য অসহ্য" বোধে লুক্কায়িত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধ ভরে ভীমসেনকে আক্রমণ করিতেছেন! তারপর বধ যুদ্ধ! অদূরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি অন্য চারি ভ্রাতা দণ্ডায়মান, সম্মুখে হলায়ুধ [illegible]

পরাজয়ের বিচার করিতেছেন। অন্ত-রীক্ষে দেব, ঋষি ও পিতৃলোক অধিষ্ঠান করিয়া ভীম দুর্য্যোধনের ভীষণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সন্দর্শন করিতেছেন! এই সেই মল্লদেশ দ্বৈপায়ন হ্রদ! এক্ষণে ইহা কেবল নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে!! ইহার আয়তন প্রায় অর্দ্ধ বর্গ ক্রোশ হইবে। পূর্ব্বে চারিদিকই "গজগিরি" করা বান্ধান ছিল; অধুনা কেবল দুই দিকে ও স্থানে স্থানে সোপানাবলী বিদ্যমান আছে। সংস্কারাভাবে অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এ সময়ে (শ্রাবণ মাসের প্রাক্কালে) সমস্ত হ্রদই প্রায় শুষ্ক, কেবল একধারে সামান্য পঙ্কিল জল আছে মাত্র, তাহাও শ্বেত শতদল দলে এরূপ পরি-ব্যাপ্ত যে অতি কষ্টে সঙ্কুচিত হইয়া স্নান করিতে হয়। একে জলের অল্পতা ও পঙ্কজদামের নিবিড়তা, তাহার উপর আবার কচ্ছপের বিলক্ষণ উপদ্রব আছে। কয়েকজন যাত্রী পক্ষি স্নানের ন্যায় সেই কদর্য্য অল্প জলে স্নান করিতেছিল, কিন্তু আমাদিগের তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। হ্রদের উপর দিয়া অনতিবিস্তৃত একটী সেতু প্রস্তুত আছে। জনশ্রুতি—সেতুটী পাণ্ডবদিগের নির্ম্মিত হ্রদের অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অধুনা অল্প অংশ মাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইটুকুই বোধ হয় নিয়মিত সংস্কার করা হয়। ইহা হ্রদমধ্যস্থিত লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরের সহিত সংযুক্ত। ঘাটের উপরেই দেবা-লয়। [illegible] পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি প্রতি-ষ্ঠিত। হিন্দুদিগের সকল তীর্থ স্থানই মুসলমানেরা অপবিত্র করিয়াছে, সুতরাং এখানেও যে তাহাদিগের উপদ্রব চিহ্ন দৃষ্ট হইবে না, এরূপ কখনই হইতে পারে না। উল্লিখিত পাণ্ডব সেতুর অনতি-দূরেই একটী অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সেতু সম্রাট্ অরেঙ্গীব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখনও বোধ হয় হ্রদ সম্পূর্ণ জলপূর্ণ ছিল না, কারণ ইহাও অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে। অপর পারে সিদ্ধবটী। জনশ্রুতি দুর্য্যোধন এই স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। এখানে একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ আছে। ইহার সন্নিকটে হ্রদের অব্যবহিত উপরেই সমুচ্চস্থলে একটী বৌদ্ধ মঠ। মঠের অভ্যন্তরে ২টী পাদচিহ্ন ও একটী বেদিকা। স্থানটী অতীব মনোহর। ইহারই আব-রণ প্রাচীরের মধ্যে এক দেশে কয়েকটী সোপান দৃষ্ট হয়। পাণ্ডারা অজ্ঞ যাত্রী-দিগকে তন্নিম্ন স্থানে দুর্য্যোধনের লুক্কা-য়িত বাস নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন রৌদ্রে একারোহণে হ্রদটী প্রদক্ষিণ করিলাম। পূর্ব্বে ইহা একটী মহা-সমৃদ্ধিশালী তীর্থ ছিল, তাহা প্রদক্ষিণ করিলেই বিলক্ষণ অনুমিত হইয়া থাকে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যের সহিত এস্থানেরও প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়াছে। কুরুক্ষেত্র দানস্থলী। দ্বৈপায়নহ্রদ সম্বলিত ৮ ক্রোশ স্থান দানবেদী পুণ্যস্থলী। হিন্দুধর্ম্মমতে এখানে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়

হইয়া থাকে। হরিদ্বারে বা হরদ্বারে স্নান, কুরুক্ষেত্রে দান, ও কাশীধামে বাস ইহাই পুণ্যকীর্ত্তি ও ধর্ম্মার্থী হিন্দুদিগের জীবনের লক্ষ্য।

এখান হইতে স্থানেশ্বর প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। স্থানেশ্বরেই প্রসিদ্ধ রামহ্রদ বা ব্রহ্মসর। কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মসর সত্য যুগের তীর্থ, সুতরাং ইহার মাহাত্ম্য পুরাণে বিশেষ বর্ণিত আছে। ইহার পৌরাণিক আয়তন কিরূপ তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু অধুনা ইহা একটী সামান্য কুণ্ড মাত্র। চারিধার গজগিরি বা প্রস্তরের সোপানে বান্ধান। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের স্নানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। চারিদিকে ৪টী বৃহৎ বটবৃক্ষ ও ৪টী অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত থাকাতে স্থানটী ছায়াময় ও মনোহর হইয়াছে। কুণ্ডের অব্যবহিত পরেই স্থানেশ্বরের পবিত্র মন্দির। কুণ্ডের জল অপরিষ্কার, তবে দ্বৈপায়নহ্রদের ন্যায় পঙ্কিল ও কদর্য্য নহে। এখানেও কচ্ছপের সমধিক প্রাদুর্ভাব। পবিত্র রামহ্রদে স্নান করিয়া স্থানেশ্বরের মহাদেব সন্দর্শন করিলাম। অসময় নিবন্ধন যাত্রীর ভিড় ছিল না, সুতরাং দর্শনাদি অনায়াসেই সম্পন্ন হইল। শুনিলাম গত কুম্ভযোগে এখানে প্রায় তিন লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। তখন যে ইহা কিরূপ বিসদৃশ স্থান হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

মায়ের নিকট বালিকার রামায়ণ শ্রবণ।

বিধুমুখে সুধা হাসি, মায়ের সমীপে আসি
মৃদু মধু কহিছে বালিকা :—
কহ মাতঃ, কৃপা করি, শুনিব শ্রবণ ভরি,
রামের বিচিত্র আখ্যায়িকা।
বলি, আকর্ণন আশে, বসিলা জননী পাশে
মেনকা সকাশে উমা যথা ;
তনয়ার প্রীতি তরে, মাতা অতি সমাদরে
আরম্ভিলা পৌরাণিকী কথা।
শুন বাছা, সুললিত, শ্রীরাম মঙ্গলগীত
বাল্মীকির পুরাণ-সম্মত ;
যেই রূপে রঘুরাজ, লীলা কৈলা বিশ্বমাঝ,
বিবরি কহিব সংক্ষেপত।
বীরত্ব গৌরব ধাম, ছিলা দশরথ নাম
সার্ব্বভৌম রাজা অযোধ্যায় ;
ক্রমে নৃপ মহাশয়, কৈলা তিন পরিণয়—
কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রায়।
চারি পুত্র জন্মে তাঁর, শ্রীরাম ভরত আর
লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন অভিধান ;
রূপে সবে শশিসম, তেজঃ পুঞ্জে সূর্য্যোপম,
প্রভাবেতে দেবেন্দ্র সমান।
জনক, মিথিলাপতি, কন্যা তাঁর গুণবতী,
রূপে, সীতা সৌদামিনী নিভা ;
স্বয়ম্বর স্থলে গিয়া, বাহুবল প্রকাশিয়া
শ্রীরাম করিলা তারে বিভা।
যুবরাজ বধূসনে, আসিলেন নিকেতনে,
রাজা চা'ন রাজ্য তাঁরে দিতে ;
বিমাতা কৈকেয়ী বাম, বনবাসে গেল রাম,
সীতা আর লক্ষ্মণ সহিতে।

হ'য়ে ভগ্ন মনোরথ, পুত্র-শোকে দশরথ,
পরাণ করিলা পরিহার ;
রামের পাদুকা নিয়া, রাজাসনে প্রতিষ্ঠিয়া
ভরত লইলা রাজ্য ভা'র।
জানকী লক্ষ্মণ সনে, শ্রীরাম দণ্ডকারণ্যে
বঞ্চেন খাইয়া বনফল ;
শ্রীঅঙ্গ বাকলে ঢাকা, রাহুগ্রস্ত যেন রাকা,
নাহি শয্যা বিনা ধরাতল।
দৈব দোষে বিড়ম্বন, কোথা রাজ্য, কোথা বন,
তবু দুঃখ নহে অবসান ;
দশানন লঙ্কাপতি, ছল করি দুষ্টমতি,
সীতা হরি করিল প্রয়াণ।
হনুমান, নীল, নল, সুগ্রীবাদি মহাবল,
কপিগণে করিয়া সহায়,
সীতার উদ্ধার হেতু, সাগরে বাঁধিয়া সেতু,
দাশরথি পশিলা লঙ্কায়।
রাম-প্রেমে মুগ্ধমন, যোগ দিল বিভীষণ
রাবণের কনিষ্ঠ সোদর ;
রাক্ষসে, বানর নরে, শিলা, যষ্টি, মুষ্টি, শরে
বাঁধিল সমর ঘোরতর।
কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিত, রক্ষঃ সেনা অগণিত,
একে একে পাইল নিধন ;
মজিল রাক্ষস জাতি, লঙ্কাপুরে দিতে বাতি
বুঝি না রহিল একজন।
ক্রোধে জ্বলি দশানন, করিলা দুর্জ্জয় রণ,
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিঁধিলা ;
বৈদ্যের ব্যবস্থা জানি, বিশল্যকরণী আনি,
হনুমান তাঁরে বাঁচাইলা।
তবে রাম ক্রোধ ভরে, বধিলেন লঙ্কেশ্বরে
ব্রহ্ম অস্ত্র করিয়া সন্ধান ;
ত্রিলোকের ঘুচিল শঙ্কা, সাদরে সোণার লঙ্কা
বিভীষণে করিলা প্রদান।

জানকী লক্ষ্মণ সাথ, সমারোহে রঘুনাথ
উত্তরিলা অযোধ্যা নগরে ;
ভ্রাত প্রফুল্লমন, পিতৃত্যক্ত রাজ্য ধন
সমর্পিলা অগ্রজের করে।
বেষ্টিত স্বজনগণে, সীতা সহ সিংহাসনে
রাজা হয়ে বসিলেন রাম ;
মেঘেতে বিজলী ছটা, হেরি সে সুষমা ঘটা
কৌশল্যার পূর্ণ মনস্কাম।
কাল ক্রমে সীতা সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী;
পুনঃ সাধ্বী পড়ে দৈব রোষে ;
দশানন দুরাচার, 'ছিল সীতা গৃহে তার,
দুষ্ট লোকে অপযশ ঘোষে।
প্রজা তুষ্টি হেতু রাম, বনিতারে হয়ে বাম,
বিনা দোষে বর্জ্জিলা তাহারে ;
বাল্মীকির তপোবনে, মুনি-কন্যাগণ সনে
বঞ্চে সীতা ব্রত সদাচারে।
করে সতী সুপ্রসব, শুভলগ্নে কুশ লব
নামে দুই যমজ নন্দন ;
রূপে, তেজে, প্রতিভায়, ক্রমে দোঁহে বৃদ্ধি
পায়,
শুক্লপক্ষে সুধাংশু যেমন।
অযোধ্যায় রঘুমণি, পুত্র সম মনে গণি
প্রজায় পালেন মহাভাগ ;
সীতা যেই নির্ব্বাসিতা, নির্ম্মাইয়া স্বর্ণ সীতা
আরম্ভিলা অশ্বমেধ যাগ।
যজ্ঞ দেখিবার মনে, মহর্ষি বাল্মীকি সনে
কুশ লব করে আগমন ;
মুনির ইঙ্গিত পেয়ে, রাজসভা স্থলে গিয়ে,
রামেরে শুনায় রামায়ণ।
পুত্রকৃত পরিচয়ে, সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা করিতে রাম চান ;

জানকী শুনি সে কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা
অভিমানে ত্যজিলা পরাণ।
কাঁদে য়োলে কুশ লব, কাঁদে পুরনারী সব,
মুগ্ধ রাম বনিতার শোকে ;
এইরূপে লীলা করি, জীবলোক পরিহরি
চারিভ্রাতা গেলা সুরলোকে।
ভারতে অক্ষয় ধন, ধন্য গ্রন্থ রামায়ণ,
বাল্মীকি বচন সুধাময়।
ধন্য রঘুমণি রাম, হেরি যাঁর গুণগ্রাম
বনের বানর বৈশ হয়।
স্নেহভক্তি অবতার ধন্য ভ্রাতৃগণ তাঁর,
ধন্যা সীতা সতীকুলেশ্বরী ;
যত্নে কর বাহ্যধন, নীতি রত্ন আহরণ,
এঁদের চরিত্র পাঠ করি।*

বানরের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব।

অনেকেই জানেন, বানরেরা সময়ে সময়ে মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া মানবদিগকে চমৎকৃত করে। অল্প দিন অতীত হইল, আমরা একটী বানরের অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঘটনাটী যথাযথ বর্ণন করি, পাঠক পাঠিকাগণ দেখুন বানরজাতি কিরূপ প্রতিভাশালী।

একজন পথিক হাতে একটী বদ্ধমুখ হাঁড়ি ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পথিকের বেশ সাপুড়েদিগের ন্যায়। হাঁড়ির মুখে একখানি সরা, গলায় দাঁড় দিয়া বাঁধা, পথিক সেই দড়িতে হাঁড়ীটী ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহার শরীর অবসন্ন হওয়ায় পথপার্শ্বস্থ একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে হাঁড়ীটী রাখিয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। একে ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতল সুশীতল, তাহাতে আবার সেখানে শীতল বায়ুর সঞ্চার, শ্রান্তিমূলক নিদ্রা সহিতে আক্রমণ করিলে পথিক বৃক্ষে ঠেশ দিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য অচেতনপ্রায় হইল। এই গাছে কতকগুলি বানর ছিল, ঐ অবসরে তাহারা সমবেত হইয়া যেন কি বলাবলি করিল। অনন্তর পরে একটা বানর আস্তে আস্তে নামিয়া

---

* পাঠক পাঠিকাগণের নিকট প্রশংসা লাভের প্রত্যাশায় প্রণোদিত হইয়া লেখক এই প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন নাই। কারণ এই মহা পৌরাণিকী কথায় নূতনত্বের অবতারণা তাঁহার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দুঃসাধ্য। তবে তাঁহার যাহা উদ্দেশ্য তাহা এই:—অস্মদ্দেশে, পুত্র কন্যাগণ উপাখ্যান শুনিতে চাহিলে রমণীবৃন্দ কাহিনী (বা উপকথা) বলিয়া থাকেন। তাহাতে অনেক সময় উপকার না হইয়া বরং ভূত, প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতির অলীক কুসংস্কার তাহাদের তরল হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। তাই লেখকের প্রার্থনা স্ব স্ব সন্তানগণ উপাখ্যান শ্রবণ করিতে চাহিলে, বিদুষী পাঠিকাগণ রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র ও সদাগরপুত্র এবং রাক্ষস ও রাজকন্যা প্রভৃতির অলীক গল্প না করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতির পৌরাণিকী কথা দ্বারা তাহাদিগের কৌতূহল নিবারণ করেন। এই প্রবন্ধ [illegible] ইতি। বঃ।

আসিয়া চট্ করিয়া পথিকের হাঁড়ীটা লইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে গাছের উপরিভাগের একটা অগ্র ডালে গিয়া বসিল। সাহসিক প্রধান বানর হাঁড়ি আনিতে পারিয়াছে দেখিয়া অন্যান্য বানরের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সকলে সমবেত হইয়া নানা প্রকার আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিল।

হাঁড়ী আনয়নকারী বানর হাঁড়ীর মধ্যে না জানি কি উত্তম খাদ্য আছে ভাবিয়া আনন্দোৎফুল্ললোচনে যেমন হাঁড়ীর মুখাবরণ সরাখানি এক হস্তে উত্তোলন করিল, অমনি তন্মধ্য হইতে একটা সাপ গর্জ্জিয়া উঠিল এবং ফণা বিস্তার করিয়া হাঁড়ির উপরে ও বানরের অভিমুখে অর্দ্ধাঙ্গ দোলায়িত করিতে লাগিল। ভাগ্যের বিষয় এই যে ফণী সহসা বানরকে দংশন করিল না, কেবল দুলিতেই থাকিল। এই ঘটনায় বানর যাহা করিল,তাহা অতি অদ্ভুত। ভাবিতে গেলে বানরবুদ্ধিকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। কোন মনুষ্য সেরূপ বিপদকালে সেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি দেখাইতে পারে কি না সন্দেহ, সন্দেহ কেন, পারে না বলিয়াই বিশ্বাস।

যেমন হাঁড়ির মুখ খোলা, তেমনি সাপ বাহির হওন, তেমনি বানরের দোলাবলম্বন। যাহা হাঁড়ির গলবন্ধন রজ্জু—পথিক যাহা ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিয়াছিল সেই রজ্জু—নিজ গলদেশে দিয়া হাঁড়ি ঝুলাইয়া [illegible] মুখ খুলিয়াছিল। বানর আসন্ন বিপদে ধৈর্য্যভ্রষ্ট ও বুদ্ধিভ্রষ্ট না হইয়া যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাষ্ঠের মত নিষ্পন্দ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সাপ হাঁড়ির উপরে অর্দ্ধাঙ্গ উত্তোলিত ও ফণা বিস্তার করতঃ কেবল এদিক্ ওদিক্ ঝুঁকিতে লাগিল। বানরের সেই বুদ্ধি-কৌশল ও অবস্থানভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। এদিকে অন্যান্য বানরেরা ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া এ ডাল ও ডাল করিতে লাগিল এবং নানা প্রকার শব্দ ও হস্ত পদাদির আন্দোলন করিতে লাগিল। তাহাদের সেই সেই ভঙ্গিমা দেখিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম, বানরেরা যেন সেই বিপন্ন বানরের জন্য ত্রস্ত হইয়াছে এবং উপদেশ করিতেছে বা বলিয়া দিতেছে—ওটাকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেল—নখে বিদীর্ণ কর; কিন্তু বিপন্ন বানর যোগাসনে নিশ্চল নিষ্পন্দ। বানরজাতি যে তত চঞ্চল, তথাপি সে সেই উপস্থিত বিপদে কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল ও নিষ্পন্দ। মধ্যে মধ্যে দু একবার কোটরপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু যেন মিট্ মিট্ করিতেছে।

ঐরূপে প্রায় ১০ মিনিট অতিবাহিত হইল। অন্যূন ১০ মিনিট পরে সাপ পলাইবার অভিপ্রায়ে বার কতক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া নিকটস্থ এক পল্লবাকীর্ণ ক্ষুদ্রডাল লক্ষ্য করিয়া মস্তক অবনত করিল এবং সেই সময় তাহার ফণাও সংকুচিত হইয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, সাপ যেই মাথা নোয়াইয়াছে [illegible] সেই

পুচ্ছে তাহার গলদেশ এক হস্তে খুব জোরের সহিত ধরিয়া অন্য হস্তে গলার ঝুলান দড়ি ছাড়াইয়া সজোরে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অন্য এক শাখায় গিয়া বসিল। দেখিলাম সাপ ধরা পড়িয়াছে, দেখিয়া সমুদায় বানর আনন্দ নিনাদ করিতে লাগিল। এখন কোন বানর আসিয়া সাপের লেজ ধরিল, কেহ তাহার গাত্রে নখ প্রবেশ করাইল, যে গলা চাপিয়া ধরিয়াছে সে খুব জোরে সাপের মুখ ডালে ঘষিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সাপ মরিয়া গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বানরেরা তখন তাহাকে বৃক্ষতলে নিক্ষেপ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে গিয়া উপবেশন করিল।

এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়পূর্ণ মনে বানরের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলাম। সাপুড়ে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

বানরজাতি যে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তাহা পূর্ব্ব হইতে শুনা ছিল, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সে কথা অধিক সত্য বলিয়া স্থির হইল। ধন্য জগদীশ্বর! তোমার সৃষ্টিকৌশল কে বুঝিতে পারে!

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী বানরের বুদ্ধিমত্তার পুরাতন কথা স্মরণ হইল, বর্ণন করিতেছি।

যাহারা বানর খেলাইয়া বেড়ায় তাহাদিগের অবস্থা সকলেই জানেন। ন্যাচের বানরকে তাহারা পোষাক পরায়। পোষাকপরা বানর তাহার প্রভুর অনুসারে নানাপ্রকার ক্রীড়া করে। ইহারা কেবল বানর নাচায় এমন নহে, দুই তিনটী করিয়া রামছাগলও ইহাদের সঙ্গে থাকে। বানর সেই রামছাগলের পৃষ্ঠে সোয়ার হয় ও তাহার সহিত অনেক প্রকার কৌতুক করিয়া দর্শকদিগকে তৃপ্ত করে।

একদিন কালনার ঘাটে এক বানরনাচক বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় আহার করিবার জন্য উপস্থিত হইল। সে আহার করিবে বলিয়া বাজার হইতে দধি ও চিড়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। বানর ছাগল ও সেই খাদ্য উপরে রাখিয়া সে গঙ্গায় স্নান করিতে গেলে পর অবসর পাইয়া দুষ্ট বানর প্রভুর আনীত সেই দধি তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করিল এবং দধির কিয়দংশ ছাগলের মুখে মাখাইয়া দিয়া এক পার্শ্বে গিয়া ভাল মানুষের মত (যেন কিছুই জানে না) চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বানরনাচক স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, সে দধি নাই এবং ছাগলের মুখে দৈ মাখা। তাহা দেখিয়া তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, ছাগল তাহার দধি খাইয়াছে। অবশেষে সে ক্রোধে অধীর হইয়া ছাগলকে প্রহার করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া অনেক লোক সেখানে জমিয়া গেল, এবং আশ্চর্য্য এই যে, তন্মধ্যে একজন [illegible] সেই [illegible]

[illegible] করিয়াছিল, সে তাহা বানর-নাচককে বলিতে উদ্যত হইলে বানর তাহার মুখ পানে চাহিয়া অতীব কাতরতা-ব্যঞ্জক মুখবিকৃতি করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বানরও যথোচিত প্রহার প্রাপ্ত হইল, কিন্তু দর্শক ও বানরনাচক তাহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বানর জাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়, আমাদের বিবেচনায় সে সকল নিতান্ত অসত্য নহে। আরও কত ইতর প্রাণীর বুদ্ধিচাতুর্য্যের কত পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার লোক সংখ্যা ১৮৮১ সালে ৪৩৩২১৯ ছিল, ১৮৯১ সালের গণনায় ৬৮১৫৬০ হইয়াছে।

২। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। মহারাণীর বক্তৃতায় তাঁহার পৌত্রের শোকে তাঁহার সুবিশাল রাজ্যের প্রজাগণ যে সহানুভূতি করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছে, ভারতের জন্য নূতন প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভা গঠনের উল্লেখ আছে।

৩। প্রিন্স বিক্টরের মৃত্যুতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স জর্জ ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরধিকারী। ইহাঁর সহিত আবার দুর্ভাগিনী রাজকুমারী মেরী টেকের বিবাহের কথা হইতেছে।

৪। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলবাসীদিগের উন্নতি কল্পে ভিজ্যাঁর রাজা ১০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৫। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের স্মরণার্থ সভা কলিকাতার টাউন হলে আহূত হয়, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাহার সভাপতির কার্য্য করেন।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। নবীনা জননী—শ্রীপ্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এ এক খানি নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। মানব চরিত্রের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়া সুন্দর ও সুললিত ভাষায় তাহা অঙ্কিত করিয়া উঠা সকল লেখকের শক্তিতে কুলায় না। এই জন্যই সাধারণ গল্পের বই গুলি উপন্যাস নামে পরিচিত হইয়া [illegible] করিয়া দিয়া থাকে। যাঁহারা গভীররূপে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মনুষ্য চরিত্র পশুপ্রকৃতি, মনুষ্যত্ব ও দেবভাবের আশ্চর্য্য সমাবেশ মাত্র। যে মানুষ এক সময়ে রিপুর গোলাম হইয়া সমাজের কত অমঙ্গল ঘটায়, পাপের ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া সমাজের কত আতঙ্ক উপস্থিত করে, সেই মানুষ আবার যখন দেবভাবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে, [illegible]

ত্মুদের সামাজিক, ব্যাধি দুরীভূত হয়, সমাজ এক নূতন শ্রী ধারণ করে, মানুষ সাধারণের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ আসিয়া মনোহর বেশে অবতীর্ণ হয়। নবীনা জননী-লেখক মানব প্রকৃতির অতি গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার পরস্পর বিরোধী অসংখ্য ভাব, অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা, অসংখ্য বাসনা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অতি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে সে গুলি চিত্রিত করিয়াছেন, বৃদ্ধ হরি দয়াল বাবুর চরিত্র যেমন, প্রায় সকল চরিত্রই সেইরূপ গ্রন্থকার উত্তম রূপে ফুটাইয়াছেন। ললিত ও প্রতিভাকে তিনি মনুষ্যত্বের সীমাতেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু হেমন্তকুমার ও নবীনা জননী উষার জীবনে নির্ম্মল ও নিষ্কাম দেবভাবের অপূর্ব্ব জ্যোতি ফলাইয়া তাহাদের দ্বারা আদর্শ গৃহস্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। হাস্যোদ্দীপনের ক্ষমতা গ্রন্থকারের বেশ আছে। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইচ্ছাসত্বেও কতবার হাস্যসংবরণ করা অসম্ভব হইয়াছে। দুই এক স্থানে চক্ষের জলও সংবরণ করা যায় নাই। এরূপ গ্রন্থের যত আদর হয়, ততই দেশের কল্যাণ।

২। তারা ব্রহ্মময়ী মা বা মাতৃনামাঞ্জলি স্তোত্র—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত। ২৪টী সংস্কৃত কবিতাস্তবকে এই পুস্তিকাখানি গ্রথিত এবং তাহাতে মাতৃভাবে ঈশ্বরের স্তব করা হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতায় প্রত্যেক স্তোত্রের অনুবাদ আছে। কবিতাগুলি যেমন সুন্দর সুললিত, সেই রূপ প্রগাঢ় ভক্তিরসাত্মক ও হৃদয়স্পর্শী। ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর পক্ষে পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইবে, সন্দেহ নাই। মুদ্রাঙ্কণ বাহুল্য নাই সুন্দর হইয়াছে।

৩। রঘুবংশ ১ম ভাগ শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদিত। মহাকবি কালিদাসের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বাঙ্গালা কবিতার পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া প্রচার করা সহজসাধ্য নহে। নবীন বাবু এ বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। গ্রন্থ খানি সুপাঠ্য হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বামারচনা।

প্রিয়বালা।

আর তো আমার প্রিয়বালা,
আর তো আমার হৃদয় বাণি!
বল্ তো কথা সুধার ভাবে,
তোল তো ও চাঁদ বদনখানি।

চাইলে তোমার মুখের পানে,
দেখলে তোমার মধুর হাসি,
আমি কি আর আমার থাকি,
প্রাণ চলে যায় তোমার পাশি।

যে আলোকে, সোনালী চাঁদ
নিত্য নাচে শ্যামল সাঝে।'
যে আলোকের ছড়া ছড়ি
বেলি যূথি গোলাপ মাঝে,
যে আলোক, ঊষার বাহার,
যে আলোকের তরুণ রবি,
যে আলোকে, ভুবন খানি
মনে হয় "কি সোণার ছবি!"
সেই আলোকে কেমন যেন
তোর মু'খানি সদাই মাখা,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হলেম সারা
তবু দেখ্‌লে যায় না থাকা!
মর্মটা যেন শিউরে ওঠে,
প্রাণটা যেন বেয়োর কেঁপে,
তাইতে তোরে এম্‌নি ক'রে
বুকের প'রে ধরি চেপে।
তোমার মুখে তোমার বুকে
স্বরগ দেশের ভালবাসা,
তোমার কথা, তোমার গাথা,
সব্‌ গুলো স্বরগের ভাষা!
স্বরগ পুরের ফুল্‌টী তুমি
ভূলোক মাঝে দ্যুলোক মেয়ে,
মানুষ গুলো "অমর" হয়
তোমার গায়ের গন্ধ পেয়ে।
তোমায় দেখে বিশ্ব পলে
ব'য়ে যায় কি প্রেমের ঢেউ,
থাকে না ক' ঝগ্‌ড়া ঝাটি
"পর্‌" থাকে'না একটী কেউ।—
তাও ছাড়া আরু কিছু আছে
তোমার মুখে মাখা মাখি,
তোরেই দেখ্‌লে [illegible]—
[illegible] তা থাকি।

তখন আমার [illegible] খানি
শুধুই কেবল ব্রহ্মময়,
তখন আমার শব্দ গুলা
বেদ বেদান্তের কথা কয়।
"স্বরগ আছে দেবতা আছে"
তখন আমি বুঝ্‌তে জানি,
মরণ প'রে জীবন আছে—
চোখে দেখার মতন মানি।
পুরাণ, কোরাণ, বাইবেলি-জ্ঞান,
ঐ মুখে মোর সবই লেখা,
মনুষ্যত্ব, বিশ্বতত্ত্ব,
তোমার কাছেই আমার শেখা।
এ শুকনো নীরস প্রাণে
তোমার তরেই তুফান ছোটে,
তোমার তরে এ সাহারায়
দু'চার্‌ হাজার কুসুম ফোটে।
যাবার বেলা, প্রাণটী আমার
তো'তে রেখেই চলে যাব,
আমার যা'সব রইল বাকি
তুমি পেলেই আমি পাব।
যে দিন তুমি এসেছিলে
সেদিন ছিল পীযুষ ঢালা,
তাই আমরা, তোমার নাম
রেখেছিলেম "প্রিয়-বালা"।
আজ—
গরীব আমি কাঙাল আমি
কোথায় বা কি পাব আর—
এইটী নিও, বলে তোমায়
"জনম দিনের উপহার"!

শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৬ সংখ্যা। | ফাল্গুন ১২৯৮—মার্চ্চ ১৮৯২। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক বিভ্রাট—১৮৮৯-৯০ এবং ৯০-৯১ এই দুই বৎসরের পারিতোষিক প্রদত্ত হইতে পারে নাই,; ইহার কারণস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'যথেষ্ট গুণবিশিষ্ট কোন রচনা বিচারকদিগের নিকট প্রেরিত হয় নাই।' এই জন্য ৯১-৯২ সালে "বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের শিল্পবিদ্যা" বিষয়ে রচনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে এবং এবার ৩টী পারিতোষিক একসঙ্গে বিতরিত হইবে। তেমন গুণের রচনা না মিলিলে অবশ্য আগামী বারের জন্য ৪টী পারিতোষিক জমিবে এবং ক্রমে অধিক জমিতে পারে। বিচারকেরা কি দেখিয়া গুণের বিচার করেন, আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু "বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ক রচনাটী পরিত্যক্তের মধ্যে একটী, তাহা বামাবোধিনীতে (গত জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নির্গুণ কি না সাধারণে বিচার করিতে পারেন। এরূপ চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও সুবিচার পূর্ণ রচনা বিচারকদিগের মনোনীত না হইলে কিরূপ রচনা হইবে আমরা জানি না। আর এক কথা একবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লেখার জন্য যিনি পুরস্কৃত হইয়াছেন তিনি আর কস্মিন্‌কালে পুরস্কার পাইবেন না, তাঁর ভাগ্যে রচনাটী আবার 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট' বলিয়া গ্রাহ্য হইলে তাঁর নাম গেজেটের বিজ্ঞাপনে যাইবে,' এ ব্যবস্থাটীও আমাদিগের নিকট সঙ্গত বোধ হইল না। হিন্দু ঘরের স্ত্রীলোক গেজেটে নাম ছাপা দেখিবার জন্য তত ব্যগ্র

নহেন। দাতার উদ্দেশ্য সাধনে ফণ্ডের ট্রষ্টীগণ অধিকতর মনোযোগী হন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

জর্ম্মণিতে ধর্ম্মশিক্ষা— জর্ম্মণ সম্রাট সাম্রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষায় বাধ্য করিয়াছেন। ভারতের অধিকাংশ স্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষার নাম গন্ধ নাই। অভিভাবকেরাও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব অনুভব করেন না। ইহার ফলে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ হইতেছেন।

স্ত্রীকর্ম্মচারী—বোম্বাই মিউনিসিপালিটী স্ত্রী কেরাণী নিয়োগের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিত হইলে তাহাদের মূল্য ও আদর ক্রমে বাড়িবে সন্দেহ নাই।

লেডী ডফ্‌রীন হাঁসপাতাল—কলিকাতার হাঁসপাতালটী নূতন বড় রাস্তার ধারে সুন্দর ও প্রশস্তাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত নগর সকলে আরও চারিটী স্ত্রী হাঁসপাতাল হইয়াছে :—ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, গয়া ও কটক।

কুচবিহারের মহারাণী—প্রায় ৩ মাস কাল উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বড় বড় সাহেব ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পরে সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। ইহাঁর সুচিকিৎসায় জীবনের আশা হইয়াছে, দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। জগদীশ্বর মহারাণী সুনীতিকে নিরাময় করুন্।

ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল—গত ২৬এ ফেব্রুয়ারী, কাশীধামে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। নির্ম্মস্তক ও বিশৃঙ্খল হিন্দুসমাজের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন আনয়ন করা এই সভার উদ্দেশ্য। সভা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও সুখের বিষয়।

বীরপুরুষের বীরত্বের সম্মান রক্ষা।

যখন মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, চারিদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন মহারাষ্ট্রে মহিমান্বিত শিবজী স্বাধীনতার সম্মান রক্ষায় উদ্যত হয়েন। তাঁহার যেমন অসাধারণ সাহস, সেইরূপ লোকাতীত অধ্যবসায় ছিল। তিনি সম্রাটের নিকটে কিছুতেই অবনত-মস্তক হইলেন না, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই সম্রাট্ তাঁহার অনুপম তেজস্বিতায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। তিনি এই পরাক্রান্ত বিপক্ষকে বশীভূত করিবার জন্য আপনার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শিবজীর ক্ষমতা খর্ব্ব

হয়, তাঁহার অধিকৃত জনপদ ও তাঁহার দুর্গসকল অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য, এই নব-নিয়োজিত সুবাদারের উপর আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে শায়েস্তাখাঁ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, আওরঙ্গাবাদ হইতে পুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুনা অধিকৃত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া, রায়গড ছাড়িয়া, সিংহগড নামক প্রসিদ্ধ দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শায়েস্তাখাঁ পুনা হস্তগত করিয়া, একদল পরাক্রান্ত সৈন্য ঘাট পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি স্থান অধিকার করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু তেজস্বী সুবাদার বিনা বাধায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবজীর মহামন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাহস ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল। স্বাধীনতার গৌরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, জাতীয় জীবনে তাঁহাদের একতা সাধিত হইয়াছিল, আত্মসম্মানের মহিমায় তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতা প্রসারিত হইয়াছিল। মোগল সুবাদার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতা-প্রিয় পরাক্রান্ত জাতির স্বাধীনতার সম্মাননাশে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রে চকন নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবজী ফিরঙ্গজী নামক একজন যুদ্ধবীরের হস্তে ঐ জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ফিরঙ্গজী সতর বৎসর কাল মুসলমানের অধিকারের মধ্যে চকনের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। শায়েস্তাখাঁ চকনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, যে তিনি আদেশ করিবামাত্র ঐ সঙ্কীর্ণ নগরের শাসনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু ফিরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও ক্ষমতায় ও তেজস্বিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না, আত্মস্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিলেন না। বীরপ্রবর অসামান্য বীরত্বের সহিত তেজস্বী মোগল সৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। ক্রমে একমাস গেল, আর এক মাসেরও অর্দ্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি মহাপরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলের পদানত হইলেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনে প্রতি সপ্তাহে ফিরঙ্গজী নবীন সাহস, নবীন উদ্যম, নবীন বীরত্বে প্রমত্ত হইয়া, স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস পঁচিশ দিন অতীত হইল। চকন শায়েস্তাখাঁর অধিকৃত হইল না। ষড়বিংশ দিনে হঠাৎ নগর প্রাচীরের এক দিকে একটি সুরঙ্গ ফুটিয়া উঠাতে প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল। আক্রমণকারী সৈন্য মহোল্লাসে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া, নগর-প্রবেশে উন্মুখ হইল।

এই সঙ্কটকালে সাহসী ফিরঙ্গজী আপনার সৈন্যের পুরোভাগে থাকিয়া

বিপক্ষের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পরাক্রম ও ক্ষমতা কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল না। তিনি এমন কৌশল ও তেজস্বিতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারী সৈনিকদল কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। ফিরঙ্গজী সমস্ত দিন এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন, সমস্ত দিন নগর প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে বুক পাতিয়া শিবজীর মহামন্ত্রের গৌরব অপ্রতিহত রাখিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। অনন্ত নৈশ গগনে দুই একটি তারকা-স্তবক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতে লাগিল। রাত্রি সমাগমে মোগল সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তেজস্বী ফিরঙ্গজী শায়েস্তাখাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তাখাঁ এই বীরপুরুষের সমুচিত সম্মান করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি ফিরঙ্গজীর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে যথোচিত পারিতোষিকের সহিত মোগল সরকারে চাকরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজস্বী ফিরঙ্গজী আত্মসম্মান বিক্রয় করিলেন না। তিনি শায়েস্তাখাঁর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। শায়েস্তাখাঁ তাঁহার বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ফিরঙ্গজী বীরত্বে গৌরবান্বিত হইয়া শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ সিংহ এই বীরপুরুষের সাহস ও ক্ষমতার সম্মানরক্ষায় উদাসীন হয়েন নাই। ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর্য্য গৌরবে জলাঞ্জলি না দিয়া এক সময়ে এইরূপ তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সুনীতি ও ধ্রুবের কথোপকথন।

সুঃ। বাপ ধ্রুবরে! আজ তোর ওচাঁদ মুখখানি এত মলিন দেখ্‌ছি কেন? কি বল না হয়েছে কি? বাপ তোরে কি কেউ কিছু বলেছে?

ধ্রুব নিস্তব্ধ নীরব!—বিষাদ-ভরে মুখখানি যেন ফেটে পড়্‌ছে! আঁখি দুটী ছলছল! মুখে আর কথা ফুট্‌ছে না।

সুঃ। আয় বাছনি, একবার কোলে আয়।—আমার হীরে মাণিক আঁচলের ধন—ননীর পুতুল—তোর এভাব দেখে বুক্ যে ফেটে যাচ্চে।—আহা! ক্ষিদে পেয়েছে—তাই বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। বলি, ধ্রুব কিছু খা!

ধ্রুঃ। না মা—আমি কিছু খাব না,

আমায় ওকথা আর বলোনা। না খেয়ে যদি এ প্রাণ যায় যাক্—সেও ভাল, তবু—

সুঃ। ওকি বাপ তুই এমন ক'রে কাঁদিস্ কেন? কি হয়েছে খুলে সব কথা আমায় বল্ না, আমি যেমন ক'রে হোক্, এখনি তার প্রতিবিধান করছি।

ধ্রুঃ। আজ আমায় যে কথা—(বল্‌তে না বল্‌তে দুই চোখ বেয়ে দর্ দর্ জল ধারা পড়্‌তে লাগিল!)

সুঃ। কি কথা বাপ?—তবে কি-তোর বিমাতা তোরে কোন কটু কথা বলেছেন? আহা! এমন কচি ছেলে! তার প্রতি কার না দয়া হয়? নিতান্ত কঠিন প্রাণ ও পাষাণ হৃদয় না হলে, অবোধ শিশুর প্রতি কেহ কুবাক্য প্রয়োগ কর্ত্তে পারে না!

ধ্রুঃ। মা—ওকথা আর আমায় জিজ্ঞাসা করো না, মা হয়ে আমায় যেরূপ অপমান করেছেন আর ইচ্ছা হয় না ঘরে ফিরে যাই। এই মুহূর্ত্তে গভীর গহনে গিয়ে বাঘ ভল্লুকের মুখে আত্মসমর্পণ করে জন্মের মত মর্ম্মের কষ্ট দূর করি!

সুঃ। বাপ ধ্রুবরে—অমন কথা মুখে আনিস্‌নে? তোর ও চাঁদ মুখ পানে চেয়ে এতদিন জীবিত রয়েছি—অভাগিনীর তুইবিনে বাপ আর কে আছে? চির নির্ব্বাসিতা ও বনবাসিনী হয়েও তোমাধন পেয়ে আমি কত সুখী! তুই যদি এখন বুকে শেল বিঁধে চলে যাস্, তবে এ হতভাগিনীর আর উপায় কি হবে?

ধ্রুঃ। মা—আমি যে একই আর কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পারি না মা! বিমাতার বাক্যবাণে হৃদয়ের কলিজা ভেদ করেছে, এরূপ ঘা খেয়ে কেহ কি কখনো জীবন ধারণ কর্ত্তে পারে?

সুঃ। বাপ ধ্রুব—হলেও তিনি তোমার মা, মায়ের কথা মনে করে অযথা মনে কেন কষ্ট পাচ্ছ? ক্ষান্ত হও আর এ দুঃখিনীরে দুঃখনীরে ভাসাওনা—শুধু তোর ওই সুধামাখা মুখখানি দেখে আমি সব দুঃখ ভুলেগেছি, যদি সেই মুখ খানি বিষণ্ণ ও মলিন দেখি, তবে কি আর এ অভাগীর দুঃখের সীমা থাক্‌বে?

ধ্রুঃ। মা—আমার মন যে কিছু-তেই প্রবোধ মান্‌ছে না? আমাদের কি তবে এজগতে কেও নাই? এমন কেও নাই যিনি মনে করিলে এ কষ্ট দূর কর্ত্তে পারেন?

সুঃ। (ভাবিয়া) আছেন বইকি? —কিন্তু তাঁকে পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। কত যোগী ঋষি যুগ যুগান্তর ধ্যান ধারণা করিয়াও তাঁর দেখা পান না বাপ! তুই অবোধ বালক হয়ে কেমন করে সে দুর্লভ ধনের অধিকারী হবি?

ধ্রুঃ। মা—তাঁকে লাভ কর্ত্তে হলে কি কর্ত্তে হয় বলে দেও না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—

সুঃ। তাঁরে পেতে হ'লে কী

সাধনের আবশ্যক নাই—কেবল সরল মনে কাতর প্রাণে ডাকৃতে হয়—তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে স্বয়ং তার কাছে অবতীর্ণ হন।

ধ্রু। তাঁর নাম কি—কি বলে তাঁকে ডাকৃতে হয়?

সুঃ। সে পবিত্র নাম কেমন করে এ পাপ মুখে গ্রহণ করিব? এমন মধুর নাম আর এজগতে নাই—ও নাম মনের সহিত একবার লইলে আজন্মের পাপরাশি ক্ষয় হয়—অমন নাম কি আর আছে?

ধ্রুঃ। মা—বলনা সে নামটী একবার শুনি—ও নামের কথা তুমি আমার আগে বলনি কেন?

সুঃ। বাপ—সত্যই কি শুন্‌বি? তবে শোন্ পদ্মপলাশ-লোচন হরি—তাঁর নাম—

ধ্রুঃ। হরি—হরি—হরি আহা! বাস্তবিকই কি মধুর নাম, বল্‌তে বল্‌তে যে মনের কষ্ট অনেক দূর হল, প্রাণটা ঠাণ্ডা বোধ হইল। কোথায় মা সেই পদ্মপলাশ-লোচন হরি?

সুঃ। আমি কি আর তাঁকে দেখেছি? কি জানি তিনি কোথায় আছেন? তবে শুনেছি তিনি জলে স্থলে ও আকাশে সর্ব্বত্র বিরাজমান—

ধ্রুঃ। মা—তবে আমি বিদায় হই, তাঁকে না পেয়ে আর ঘরে ফির্‌বনা—

সুঃ। বলিস কি বাপ!—দুখিনীর ধন তোরে ছেড়ে এ অভাগী শূন্য ঘরে কেমন করে থাকবে? আমি প্রাণান্তেও তোকে ছেড়ে দিতে পারব না। এই বাঘ ভালুক পূর্ণ গভীর গহনে প্রাণ পিঞ্জরের পোষা পাখী ছেড়ে দিয়ে মা কি কখনো নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারে? বাছা ধ্রুবরে কোলে আয় বাপ ও চাঁদ বদনে একবার মা বলে ডাক্, তাপিত প্রাণ শীতল হ'ক?

ধ্রুঃ। কেঁদনা মা ঘরে যাও, ধ্রুব সুনিশ্চয়
হরি ধনে ধনী হয়ে আসিবে আবার,
ধ্রুবের প্রতিজ্ঞা এই, কভু মিথ্যা নয়;
ঘুচাইবে হরিধনে হৃদয়ের ভার!

সুঃ। অবোধ বালকে হেরি হরি দয়াময়,
দুখিনীর ধনে আজ দিও দরশন,
শুনিয়াছি তব নামে যার রুচি হয়,
সে পায় দেখিতে পদ্ম পলাশলোচন!

ধ্রুঃ। বন্দিয়া চরণ মার চলিলা তনয়,
হরির উদ্দেশে ঘোর গভীর গহনে
পশিলা ব্যাকুল হয়ে! কুসুম নিচয়,
নিরখি অবোধ শিশু সতৃষ্ণ নয়নে!
জিজ্ঞাসিল কোথা মোর হরি দয়াময়,
লুকায়ে রেখেছ নাকি সাদরে অন্তরে!
হাসিতেছে কুসুমেরা কথা নাহি কয়।
দেখিয়ে ধ্রুবের ভাব থাকিয়ে অন্তরে
বালকের আর্ত্তনাদ (কম কথা নয়!)
কিসাধ্য হরির তিনি থাকিবেন স্থির?
অধিকার করিলেন ভক্তের হৃদয়,
রোমাঞ্চিত হল তার সমস্ত শরীর?

বহিল প্রেমের ধারা, মহীভাবোদয়,
পুলকে পূরিল তনু আনন্দ অপার!
দিলেন অভয়দাতা ভক্তেরে অভয়,
অবসান হ'ল তার দুঃখের আঁধার!!

(ক্রমশঃ)

পৌরাণিকী শিক্ষা।

শীর্ষক পাঠ করিয়াই পাঠক পাঠিকা হয় ত মনে করিবেন, এই প্রবন্ধে বুঝি বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কোন কথা লিখিত হইবে। বস্তুতঃ তাহা নহে। সাধারণতঃ কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহাও এ প্রবন্ধে অঙ্কিত হইবে না। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার প্রবাহে শিক্ষা-প্রণালী চলিতেছে, বিশেষতঃ নারীজাতি বিদ্যার উন্মুক্ত দ্বার প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কার অর্জন করিতেছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ ছায়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অঙ্কিত হইবে মাত্র।

বহুকালাবধি নানা সভায়, নানা পুস্তকে, নানা সংবাদ পত্রে শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতামত ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে অথচ এপর্য্যন্ত তাহার কোন একটা সীমাবধারণ দৃষ্ট হইলনা। সাময়িক পত্রেও এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বাদানুবাদ হইতে দেখা যায়। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করিতে ক্রটি করেন না। কেহ মনে করেন, সারবান্ প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত অসার অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। অন্যে বলেন, নীতি ও ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত শিক্ষা না হওয়াতে দেশের বিস্তর অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। কাহারও মতে জ্ঞান লাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, আবার অন্যের মতে সংসার নির্ব্বাহ ও ধনোপার্জ্জন, এতদুভয় বিদ্যা-শিক্ষার চরম ফল। যাহাই হউক, আমরা ঐ সকল বড় বড় কথা লইয়া আন্দোলন করিতে চাহি না। শিক্ষা-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া অস্মদ্দেশের নারী জাতি যে প্রকার শিক্ষা-সংস্কার অর্জ্জন করিতেছেন তাহারই কিয়দংশ লইয়া আলোচনা করিব।

"আর্ট অর্থাৎ শিল্পবিদ্যা বিশেষ উপকারী। মানব শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলে তদ্দ্বারা জীবন সুখে অতিবাহিত করা যায়, তাহাতে জগতের হিত হয়, উপকার হয়, আপনার স্বচ্ছন্দতা আইসে, ধনাগমের ও জীবিকার সহায়তাও সাধিত হয়। অতএব, শিল্প বিদ্যাই ভাল।" কথা গুলি ভাল, শুনিতে বড় ভাল, এরূপ সংস্কার আরম্ভ হওয়াও মন্দ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত কথা ও কার্য্য প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত অধিকারী নির্ব্বাচিত হইতেছে না। কুলবধূ গার্হস্থ্য শিক্ষা ত্যাগ করিয়া উল লইয়া কার্পেট

বয়সে আনন্দিতা, তাহাই আর্ট! তাঁহার নিকট উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করা আর্ট নহে!

শারীরিক পরিশ্রম না করিলে শরীর ভাল থাকেনা, শরীরে রোগ আশ্রয় করে, ক্ষুধার হানি হয়, সুতরাং শরীরের ও মনের গ্লানি ছাড়ে না। সে জন্য মানসিক শ্রমের সমবিভাগে শারীরিক পরিশ্রম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন সায়ংকালে এ পাড়া ও পাড়া বেড়াইয়া আসিতে পারিলেই সম্পন্ন হয়! এ বাড়ী ও বাড়ী করাই শারীরিক পরিশ্রম! সংসারের কার্য্য করা শারীরিক পরিশ্রম নহে!

প্রণয় বা ভালবাসা মানবাত্মার সার অলঙ্কার, প্রণয়হীন জীবন বৃথা, এখানকার এই পার্থিব প্রেম স্বর্গীয় ঈশ্বর প্রেমের আদর্শ, সেই কারণে প্রত্যেক মানবেরই চিত্তকে প্রণয়প্রবণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বামী ও স্বামীর বন্ধুকে ভালবাসিতে পারিলেই প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ হয়! শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ভাসুরকে ভালবাসিবার আবশ্যকতা নাই!

ধর্ম্মই মানবের অদ্বিতীয় সম্বল, ধর্ম্মই মানবের পরমাশ্রয়, ধর্ম্মহীন জীবন পশু জীবন অপেক্ষা ঘৃণিত। ঈদৃশ মহোপকারী জীবনবন্ধু ধর্ম্ম অবকাশ মত দু এক বার হরি হরি বলিলে বা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া প্রার্থনা করিলেই অর্জ্জন করা হয়; কিন্তু সত্য, পরোপকার, দয়া, ইন্দ্রিয়সংযম, ভোগবৈমুখ্য, বিষয়াসক্তিবর্জ্জন, এ সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

ইত্যাদি ইত্যাদি সংস্কার নবীন শিক্ষা হইতে প্রসূত হইতেছে, কিন্তু পৌরাণিকী শিক্ষায় এ সকল ছিল না, তাই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার প্রবাহে শিক্ষা পদ্ধতির স্রোত চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ ফল কি, তাহা একবার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

"স্ত্রীলোকে নীতিশিক্ষা করুক। নীতিহীন জীবন পশুজীবন অপেক্ষাও ভীষণ। তাই স্ত্রীলোকে নীতি শিক্ষা করুক, বালক বালিকা সকলেই নীতি শিক্ষা করুক।" সভা, সমাজ, সংবাদ পত্র, সর্ব্বত্রই ঐ কথা। সর্ব্বত্রই ঐ একই কথা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সকলের অনুমোদিত হইল, অমনি রাশি রাশি পুস্তক প্রকাশিত হইল। ঘাটে, পথে, বারাণ্ডায়, গাড়ীতে বাড়িতে নীতি পুস্তক হস্তে নর নারী দেখা যাইতে লাগিল! কিছু না হউক, কাজে না হউক কথায় শিক্ষা লাভ হইল—স্ত্রীলোকের চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।"

নবীন নীতি শিক্ষার কথা বলিলাম, এক্ষণে পৌরাণিক নীতিশিক্ষার ইতিবৃত্ত বলি। প্রাচীন কালেও এক সময়ে এইরূপ এক মহা আন্দোলন হইয়াছিল। তৎসূত্রে অনেকগুলি পুরাণ নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে দক্ষযজ্ঞ, মানবর্বিজয়, সাবিত্রী সত্যবান্ কত গল্প,

কত কথা অবতারিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

"শৈলরাজ-দুহিতা উমা ভিখারী শিবের পত্নী হইয়া শিববৈভব ভস্মভূষা উত্তমতম ভাবিতেন ও ভালবাসিতেন। তাঁহার ভগিনীরা রত্নালঙ্কার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা, অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। পত্রমালা, পুষ্পহার, রুদ্রাক্ষমালা, তাঁহার অতীব প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি গো প্রভৃতি পশুরও নীচতম ভূত জীবের অধীশ্বরী হইয়া বিষ্ণুর ষড়ৈশ্বর্য্য তৃণ তুল্য তুচ্ছ মনে করিতেন, তাঁহার ঈর্ষা দ্বেষ, মাৎসর্য্য, ভোগ-লালসা কিছুই ছিল না। তিনি পার্থিব সুখ অতিক্রম করিয়া উচ্চতম অলৌকিক সুখের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত বিকার ছিলনা ক্লেশের লেশও ছিল না, অলৌকিক বৈভবের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

"ইনিই পূর্ব্বজন্মে দক্ষদুহিতা সতী। দক্ষ ত্রিলোকের অধিপতি, সতী তাঁহার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা। রাজকন্যা সতী ভিখারী শিবের পত্নী হইয়া ভিখারিণী হইয়াছেন। সতী ভিখারিণী হইয়া অপার্থিব ও অমানব সুখের অধিকারিণী হইয়া বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অত বড় বাপ তাঁহাকে ভিখারী স্বামীকে ভিখারী বলিয়াছিলেন বলিয়া অভিমানে তদ্দণ্ডেই শরীর পরিত্যাগ করিতেও কষ্ট বোধ করেন নাই।"

"দানব-রাজ পুলোমার কন্যা পৌলমী দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী হইয়া ত্রিলোকের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশ আধিপত্য সত্বেও তাঁহার ভাই ভগিনী ও মা বাপ রসাতলেও স্থান প্রাপ্ত হন নাই।

"সাবিত্রী যে দিন দরিদ্র রাজ কুমার সত্যবান্‌কে আত্ম সমর্পণ করিলেন, সেই দিনই তিনি নারদ মুখে তাঁহার অল্পায়ুষ্কতার সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। সেই অবধি তিনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসরণে রতা ছিলেন। ইঁহিনিও রাজপুত্রী হইয়া বনবাসে বিন্দুমাত্র কাতরা হন নাই। পরে যাহা হইয়াছিল, তাহা সকলেরই বিদিত।"

কি বুঝিলে? বুঝিলাম, পৌরাণিকী শিক্ষায়আর নবীন শিক্ষায়আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখন স্ত্রীলোকসকল বুঝিয়াছিলেন, বাপের বাড়ী বাড়ী নহে, শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী; বাপের সম্পদ সম্পদ নহে, স্বামীর সম্পদই সম্পদ; স্বামীর সুখেই আমার সুখ, আমার সুখে স্বামীর সুখ। তখনকার মা বাপ এই বুঝিত কন্যা স্বামিসহধর্ম্মিণী স্বামীর সুখদুঃখভাগিনী হউক। এই ভাব প্রতিষ্ঠিত থাকায় তখনকার সমাজ পরম সুখে নির্ব্বাহিত হইত, বড় একটা আত্ম কলহ হইত না, স্বার্থপরতা ও তজ্জনিত গৃহ বিচ্ছেদ ছিল না বলিলেও বলা যায়।

স্ত্রীজাতির আত্মায় দেবভাব ও দিব্যতেজ আবির্ভূত হইত। দিব্য তেজে তেজস্বিনী থাকায় তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করিত না। তাই তাঁহাদের সতী-তেজ দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

লজ্জাশীলতা।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে; যে ভাবেই আরম্ভ হউক ইহার ভবিষ্যৎ ফল শুভ হইবে বলিয়া আশা করি। সুবর্ণ দগ্ধ হইয়াই বিশুদ্ধ হয়, সত্য তর্ক বিতর্কেতেই পুনরুদ্দীপিত হয়। তাই এ দেশব্যাপী আন্দোলনে হতাশার কারণ দেখিতে পাই না; তবে কি না আগে—বাল্যকালে যাহা বড় নিকটে বোধ হইত এখন দেখিতেছি তাহা অনেক দূরে! মঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল হউক—নিঃসন্দেহ তাহা হইবেই।

যাহাহউক এই বিরোধ ব্যবধানের মাঝখানেও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক এমন কতকগুলি জিনিস আছে যে তাহাদের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। "লজ্জাশীলতা" সেই জাতীয়। "লজ্জা রমণীর প্রধান অলঙ্কার" একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। নির্লজ্জতার অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-নাশক পদার্থ রমণীর আর কি আছে? বেহায়া মেয়ের রূপতো নাইই, গুণও—আমার বোধ হয়—ভাল করিয়া ফুটিতে পায় না। সৌন্দর্য্য শারীরিক বস্তু নহে, আত্মার দেবত্বই সৌন্দর্য্য। সাধু পুরুষ বা সাধ্বী রমণীর মত সুন্দর কে? শারীরিক আকৃতি যাহাই হউক তথাপি তাঁহাদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়!—ইহার কারণ তাঁহাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যেই অপরের হৃদয় আকৃষ্ট হয়। তাই আজি আমরাও বলিতেছি, লজ্জাশীলতা রমণীর প্রধান সৌন্দর্য্য—প্রধান অলঙ্কার। লজ্জাশীলা রমণীকে অন্য বসনে সাজাইতে হয় না, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিকট হীরা মুক্তা মলিন হইয়া পড়ে। লজ্জা রমণীর এমনই মাতৃ-দত্ত ভূষণ! এখন কথা এই প্রকৃত লজ্জা কাহাকে বলে? এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। কাহারও বিবেচনায় ঘোমটা টানিয়া বেড়ানই লজ্জা, কাহারও বিবেচনায় জড় বা মূকের মত চুপ করিয়া থাকাই লজ্জা, কাহারও মতে বাহ্যিক বা আন্তরিক বিনয়ই লজ্জা ইত্যাদি মতামত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে প্রকৃত লজ্জাশীলা রমণী কাহাকে বলিব? যে রমণী নিতান্ত নিরীহের মত মুখ বুঁজিয়া থাকেন, একটী কথার উত্তর দিতে হইলে বা বয়স্কা-দিগের সহিতও আলাপ করিতে হইলে

মৃতপ্রায়া হইয়া পড়েন, তিনি কি লজ্জাশীলা? আর যিনি মিষ্ট হাস্য ও মিষ্টালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, যাঁহার সরস সদালাপে অপরের বিষাদাকুল মনও প্রীত ও আমোদিত হইয়া থাকে, তিনি কি নির্লজ্জা? প্রথমোক্ত রমণী ব্যক্তিবিশেষের চক্ষে গৌরবান্বিতা হইলেও তাঁহার প্রকৃতি সাধারণের অনুকরণীয় নহে; আর শেষোক্ত রমণী ব্যক্তিবিশেষের নিকটে অপ্রীতিকরী হইলেও আমরা তাঁহার পদানুসরণ করিতে চাহি। "বউড়ি কে ভ্যাঁলা চুপ" একথা সময় বিশেষেই ব্যক্তিবিশেষে প্রয়োজ্য। এজগতে সদ্ব্যবহার ও মিষ্টালাপের মত মধুর জিনিস আর কি আছে?—আর এই দুটির মত দানীয় সহজ সাধ্য জিনিসই বা মানবের আর কি আছে? অতএব এই অমূল্য সহজসাধ্য পদার্থ বিতরণ করিতে যিনি কৃপণতা করেন—প্রশংসা করা দূরে যাউক, আমরা তাঁহাকে "দুর্ভাগ্য" বলিয়া মনে করি (!)। দানীয় পদার্থের যদি "অগ্র পশ্চাৎ" থাকে, তাহা হইলে এই দু'টি জিনিস সকলেরই সর্ব্বাগ্রে দেয়। তদ্ভিন্ন ইহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই পরিতুষ্টি সাধন করে। এই সকল কারণে আমরা বিষণ্ণ গম্ভীর প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি করিতে পারি না এবং নীরব নিশ্চল প্রকৃতিকেও "বাস্তবিক লজ্জাশীলতা" মনে করি না। লজ্জাশীলতা কেবল ঘোমটা টানাও নহে, কেবল বিনয়ও নহে।—আসল কথা, লজ্জা কোনও "মূল পদার্থ" নহে, "যৌগিক পদার্থ" মাত্র।—কোনও একটী বৃত্তির নাম লজ্জা নহে, কতক-গুলি বৃত্তি ও শক্তি একত্রিত হইয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম "লজ্জা" বলা যায়। এই বৃত্তিগুলি "মূল পদার্থ" ও লজ্জার উপকরণ বলিয়া আমরা যথাসাধ্য ইহাদিগের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লজ্জার প্রথম উপকরণ নম্রতা—নম্রতা মানব হৃদয়ে যেমন মধুর, সেই রকম শক্তিমতী। নম্রতার কার্য্য বিনয়। বিনীত মুখের সর্ব্বত্রই জয়। হিংস্রকে ভালবাসায়, [illegible]কে মিত্রে পরিণত করিবার ক্ষমতা কেবল বিনয়েরই আছে। বিনয়ীর মুখে কেমন এক সৌন্দর্য্য আছে, তাহা দেখিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও স্নেহোদ্বেলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এ জগতে নিতান্ত নর-পিশাচ বা নরপিশাচী ভিন্ন অন্য কেহ বিনয়ীর শত্রু হইতে পারে না। বিনয়ের সংস্পর্শে মানব-হৃদয়ের অহঙ্কার চূর্ণ হয়, ঔদ্ধত্য দূর হয়, মানবহৃদয় স্বর্গবৎ প্রতীয়মান হয়। বিনীত ব্যক্তি বিশেষ কারণে কাহারও প্রতি বিরক্ত বা কুপিত হইলে, তাহাকে কর্কশ ভাবে কি রূঢ় শাসনে ব্যথিত করিতে পারেন না, পরের অন্তরে ব্যথা দিয়া কখনও আমোদানুভব করিতে পারেন না। তিনি আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক বা যশের লোভেই অন্ধ

হন না। তাঁহার আলাপ মধুর, ব্যবহার মধুর, হৃদয়খানি মধুরতায় পূর্ণ! অহঙ্কার বিনয়ের শত্রু। বিনয় দশজনের জন্য, অহঙ্কার কেবল আপনার জন্য, মানবকে নিয়োজিত করে। অহঙ্কারী আপনার ভরে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সে যেন কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতেই জগতে আসিয়াছে! অহঙ্কার মানবকে বাস্তবিকই এক সৃষ্টিছাড়া পদার্থ করিয়া তোলে! তাহার হৃদয় যেন একটী অরক্ষিত রাজ্যের মত যথেচ্ছচারিতায় পূর্ণ! নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের মুখে আত্মদোষের কথা শুনিলেও তাহার অসহ্য হয়। সে জগৎকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, জগৎও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। যাঁহার মনে অহঙ্কার আছে, তাঁহার অন্যান্য শত গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু লজ্জাশীলতা অবশ্য নাই। লজ্জাশীলের আত্মাদর আছে, নির্লজ্জ ব্যক্তিই অহঙ্কারের বোঝা বহিতেছে। নম্রতা ও অহঙ্কার, আলোক ও আঁধার। একের অভ্যুদয়ে অপর বিনষ্ট হয়। তাই বলিতেছি, এই বিশাল মানবজগতে আমি কতটুকু বস্তু? এই বিষয় যত ভাবিবে, হৃদয় ততই বিনম্র হইবে। অপর ব্যক্তিদিগের মহত্বের বিষয় যতই চিন্তা করিবে, আত্ম-হৃদয় ততই বিনম্র হইবে। এই উপায়ে রমণী অহঙ্কার পরিহার ও নম্রতা অভ্যাস করিতে পারিবেন। এজগতে নম্রতা ব্যতীত লজ্জাশীলতা গঠিত হয় না।

লজ্জাশীলতার দ্বিতীয় উপকরণ সঙ্কোচিতা—যেমন একপক্ষীয়েরা বিনয়কে লজ্জা বলেন, সেইরূপ অপর পক্ষীয়েরা সঙ্কোচকেই লজ্জা মনে করেন। সেকালে সত্য, দ্বাপর নহে, আমাদেরই ঠাকুরমা দিদীমাদিগের সময়ে এই সঙ্কোচিতাই প্রধানতঃ লজ্জারূপে পরিগণিত ছিল। আমরাও সঙ্কোচিতাকে লজ্জার উপকরণ বলিয়া বিবেচনা করি। সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে বঙ্গবধুর ঘোম্‌টা, ইংলণ্ডীয় মহিলাদিগের "জাল," আরব রমণীর "মুখোস।" রমণী সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাঁহার অন্তরে কি এক জড় সড় ভাব উপস্থিত হইতে থাকে, তিনি আপনাআপনি আপনাকে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই ভাব হইতে রমণী-জীবনের স্বতন্ত্রতা। এই ভাবকে আমরা সঙ্কোচিতা বলিতেছি। সঙ্কোচিতার বাড়াবাড়িতে রমণী জীবন জড়প্রায় করা এবং সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে রমণী কেবল ঘরের কোণে বসিয়া দিন কাটাইবেন, ইহা অবশ্য অন্যায়। তবে এই স্বাভাবিক বৃত্তি উপযুক্তরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া লজ্জাশীলা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে রমণী, কোনও পুরুষের সহিত প্রগল্‌ভতা করিবেন না, কোনওরূপ অসংযতাবস্থায় তাঁহাদিগের নিকটে যাইবেন না, এবং হীনচরিত্র বা অজ্ঞাতচরিত্র পুরুষের সম্মুখীনা হইবেন না। সঙ্কোচিতা হইতে রমণী, পুরুষমাত্রকেই এক প্রকার সম্ভ্রম

করেন, রমণী যে কথা মা'কে বলিতে পারেন, সে কথা বাপকে বলিতে পারেন না, যে কথা প্রাপ্তবয়স্কা ভগিনীকে বলিতে পারেন, সে কথা প্রাপ্তবয়স্ক ভাইকে বলিতে পারেন না, কারণ পরস্পরের জাতীয় সম্ভ্রম। যখন একান্ত আত্মীয়দিগের নিকটে জাতীয় সম্ভ্রম আবশ্যক, তখন অপরের নিকটে যে অবশ্য কর্ত্তব্য একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বড় দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ঘোমটা টানা ভগিনীদিগের মধ্যেও জাতীয় সম্ভ্রম বা সঙ্কোচিতার বিরুদ্ধ কথা শুনিতে হয়। বাসর জাগা ও তীর্থদর্শন প্রভৃতি উপলক্ষে বঙ্গরমণীগণ যে রকম কুরুচির পরিচয় দেন, তাহা শুনিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয় *। লজ্জাশীলতার অনুরোধে বঙ্গরমণী জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কাতর হন না, আর লজ্জাশীলতার অন্তরায় স্বরূপ এই সকল কদাচার কি তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন না? যতদিন না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের লজ্জাশীলতাও সুরক্ষিত হইতে পারিবে না। আর এক কথা, সঙ্কোচিতার অনুরোধে বঙ্গরমণীর পরিচ্ছদের উৎকর্ষ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। লজ্জাশীলা রমণীতো পাতলা কাপড় পরিতেই পারেন না, কিন্তু পুরু কাপড় হইলেও কেবল একখানি মাত্র সাড়ী বা ধূতী হইতে লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। আত্মীয় পুরুষদিগের সম্মুখে যাইতে হইলেও কত জড় সড় হইতে হয়। আমাদের এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এদেশে রাশীকৃত বস্ত্রাদি পরিবার আবশ্যকতা হয় না; তবে লজ্জাশীলতার অনুরোধে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী, কুমারী হউন, সধবা হউন আর বিধবাই হউন, একটী সেমিজ পরিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিলেই চলে। ইহাতেও যাঁহাদিগের অসুবিধা বোধ হয়, তাঁহারা একটী পুরু লংক্লথ বা জিন সিটিনের বডি গায়ে রাখিতে পারেন। হাতা ছোট হইলে গৃহকার্য্যেও অসুবিধা হয় না, লজ্জাশীলতাও রক্ষা হয়। তবে যিনি পাতলা কাপড় পরিতে বাধ্য, তিনি সেমিজ না পরিলে তাঁহার কাপড় পরার উদ্দেশ্য বিফল হয়, একথা সকলের স্মরণীয়। এতদ্ভিন্ন বিকট উচ্চ হাসি, চেঁচান প্রভৃতিও সঙ্কোচিতার অনুরোধে রমণীর পরিহার্য্য।

লজ্জাশীলতার তৃতীয় উপকরণ স্থিরতা—চাঞ্চল্য লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত জন্মায়। লজ্জাশীলা রমণী শান্তস্বভাবা। কথা, কার্য্য বা চিন্তা কোনও বিষয়ে তিনি স্থিরতা অতিক্রম করেন না। সহসা কাহাকে কটু বাক্য বলা, ঝগড়া করা, স্বার্থপরতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া এ সকল চঞ্চল স্বভাবের লক্ষণ। শান্ত স্বভাবা রমণী কখনও এরূপ কার্য্য করেন না। তিনি সহসা বিরক্ত বা উত্তেজিত হন না; তাঁহার কর্ত্তব্য,

* বামাকুলহিতৈষী ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালির মেয়ের নীতিশিক্ষা" পুস্তকে এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গমহিলার অবশ্য পাঠ্য।

তিনি ধীরভাবেই পালন করেন*। এ জগতে মানব জীবন অসম্পূর্ণ—আদর্শ জীবন কচিৎ মিলে। সেই জন্যে পরের কোনও স্বল্প ত্রুটিতে ক্রোধান্ধ হইয়া অভদ্রোচিত ব্যবহার করা মানব মাত্রেরই অকর্ত্তব্য। যে রমণী দাস দাসীদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন, শাশুড়ী, ননদিনী বা যাতাদিগের সহিত মুক্তকণ্ঠে বিবাদ কলহ করেন এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত সন্তানদিগের পিঠে মুক্তহস্তে চড় চাপড় প্রয়োগ করেন, তিনি কখনই শান্তস্বভাবা নহেন বা তাঁহার লজ্জা-শীলতা উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। তবে ঐ জগতে "শাসন" কখনও দোষা-বহ নহে। পারিবারিক জীবনে সুশাসনের বহুল প্রয়োজন। সেই জন্যে রমণী যখন সন্তান বা দাস দাসীদিগের শাসনকর্ত্রী হইবেন, বিশেষ আবশ্যক হইলে রুক্ষ শাসনও প্রয়োজ্য—কিন্তু বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন স্থির-তার সীমা অতিক্রান্ত না হয়, যেন লজ্জা-শীলতার হানি না হয়। শান্তস্বভাবা রমণী সুখ দুঃখে একান্ত "আত্মহারা" হইয়া পড়েন না, সংসার তরঙ্গের বিক্ষোভে হা'ল্ দাঁড় ছাড়িয়া দেন না! সুখ দুঃখ স্থির ভাবে বহন করেন। তিনিও বীরমাতা মেরি* ওয়াসিংটনের মত প্রাণাধিক পুত্রের অমানুষিক কীর্ত্তিকলাপ ও দেবোচিত যশ শুনিয়া পুলকে দিশা-হারা হন না, ধীরে ধীরে সংবাদদাতা (মার্কুইস্ ডি লেফেট্) কে বলিতে পারেন "জর্জ্জ খুব ভাল ছেলে, সে যে এ রকম কাজ করিবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?" !! ধন্য মেরী ওয়াসিংটন! তুমি যে দেশের লোক হওনা কেন, বঙ্গ-বাসিনীদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত দেবীর স্থৈর্য্য তাহারা গ্রহণ করিবার যোগ্যা হয়। স্থিরতা লজ্জা-শীলা রমণী কুলের অবশ্য গ্রহণীয়।

লজ্জাশীলতার চতুর্থ উপকরণ সহি-ষ্ণুতা—লোকে রমণী জাতির সহিষ্ণুতার সহিত মা বসুমতীর সহিষ্ণুতার তুলনা করিয়া থাকেন। পৃথিবী-মূর্ত্তি সহি-ষ্ণুতার আদর্শ। জগতে প্রাকৃতিক নিয়মে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বসন্তাদি যাইতেছে আসিতেছে, ঝড় জল, বজ্রাঘাত, অগ্ন্যুৎ-পাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎ-পাত ঘটনা হইতেছে, মানবগণ আহার, পানীয় ও বাসের আশয়ে প্রতি নিয়তই বসুধা-বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে, তথাপি বসু-মতী জননী অকাতরে সকলই সহ্য করিতেছেন। এই জড় সহিষ্ণুতার ন্যায় জীবন্ত সহিষ্ণুতা রমণী-হৃদয়ে সম্ভবে। যে জাতি মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, কন্যা ও গৃহিণীরূপে নরনারীগণের পরিচর্য্যা করিতে নিরতা, সে জাতির, সহিষ্ণুতা তো স্বাভাবিক সম্পত্তি। এই স্বাভা-বিক সম্পত্তি হারা হইলে রমণী নিতান্ত দীনা হইয়া পড়েন। তাঁহাদের লজ্জা-শীলতাও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। যে কর্ণধার প্রবল তুফানে নৌকা রক্ষা

* অব্যবস্থিত চিত্ত বা বদমেজাজি রমণীর বড় কলহ। [illegible] কলহ।

করিতে পারেন তিনি যেরূপ প্রশংসনীয়, যে ব্যক্তি সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজের সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিও সেইরূপ প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে প্রাচীনা মহিলাগণ সহিষ্ণুতার জীবন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ। তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এমন কথাও শুনিয়াছি, তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়া হইলেও আত্মীয়দিগের নিকটে সে কথা প্রকাশ করিতেন না, গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইলেও স্বামী প্রভৃতির কর্ণগোচর করিতে দিতেন না! আমি এরূপ সহিষ্ণুতাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু ভরসা করি বামাবোধিনী পাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ সহিষ্ণুতা কেহই অবলম্বন করিবেন না। প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিলে অমৃতও বিষে পরিণত হয়, বাড়াবাড়ি সকল বিষয়েই অনর্থকর। তবে যেখানে সহিষ্ণুতা আবশ্যক, সেখানে অসহিষ্ণু হইলে রমণীর বড় নিন্দার কথা। কমলার জ্বর হইয়াছে, চিকিৎসাও হইতেছে; কিন্তু জ্বরের অনেক জ্বালা, মাথাধরা, গায়ের জ্বালা, হাত পা কামড়ানি ইত্যাদি; কমলা যদি ধীর ভাবে এই যন্ত্রণা গুলা সহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিষ্ণুতার গৌরব—তাঁহার লজ্জাশীলার প্রশংসা; নচেৎ তিনি যদি অসহিষ্ণুতার জন্য "বাবারে, মারে গেলুম রে!" ইত্যাদি রবে চীৎকার করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিষ্ণুতা শক্তি নিস্তেজ বলিতে হয় এবং লজ্জাশীলতারও ত্রুটি অনুভূত হয়। এইরূপ গৃহকর্ম্ম, আত্মীয়গণের সেবা শুশ্রূষা, দুঃখ, বিপদ প্রভৃতি হইতে সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট বড় সকল বিষয়েই যিনি সহিষ্ণুতা-পরায়ণা, তাঁহারি লজ্জাশীলতাই গৌরবান্বিত।

লজ্জাশীলতার পঞ্চম উপকরণ পবিত্রতা—আমরা এতক্ষণ যে সকল বৃত্তি ও শক্তির কথা বলিলাম, সে গুলি লজ্জাশীলতার অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত ও মাংসাদি স্বরূপ, আর পবিত্রতাই লজ্জাশীতার প্রাণ। লজ্জাশীলতার মুখ্য উদ্দেশ্য পবিত্রতা। সেই জন্যে পবিত্রতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইলেও লজ্জাশীলার দারুণ অবনতি হয়। মন্দ চিন্তা করিলে, মন্দ পুস্তক পড়িলে, মন্দ কথা বলিলে এবং মন্দ লোকের সহিত বেড়াইলে মানুষ মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়; এই সকল দোষের একটী মাত্রও চরিত্র স্পর্শ করিলে পবিত্রতার ক্ষতি হয়। পবিত্রতাহীন হইলে রমণী জীবন রাক্ষসী জীবনে পরিণত হয়। অতএব রমণী প্রাণপণ চেষ্টায় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন। ফুলের গাছ অনেক যত্নে বাড়াইতে হয়, কাঁটা গাছ আপনা হইতেই বাড়ে। উদ্যান-রক্ষক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে উৎপাটন করে। মানবের সদ্বৃত্তিগুলি এই ফুলের গাছের মত; সদ্বিষয় আলোচনা কর, সচ্চিন্তায় মনোনিবেশ কর, সজ্জনের সঙ্গ গ্রহণ কর, তাহা হইলেই

সাধুতা অভ্যাস হইবে, ফুল ফুটিয়া—সৎভাব পারিজাত ফুটিয়া তোমার হৃদয়কে নন্দন বন করিবে। অসদ্বৃত্তিগুলি কাঁটা গাছের মত, তাহাদের বিষয়ে মানব একটু অলস বা অন্যমনস্ক হইলেই তাহারা নন্দন বন কণ্টকাকীর্ণ করিতে চায়! আমরা যদি বিবেককে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখি, যদি বিবেক আমাদের উদ্যানরক্ষক রূপে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, তাহাহইলে কাঁটা গাছগুলা আমাদের ফুল বনে কখনও জন্মিবে না; তাহারা যে উদ্দেশ্যে জন্মিয়াছে, তাহাই সাধন করিবে (১), আমাদের পবিত্রতার বিকাশের পক্ষে বাধা দিতে পারিবে না। আত্মসংযম, সংযতেন্দ্রিয়তা ও সদ্বৃত্তির অনুশীলনের ফলই পবিত্রতা। একজন পুণ্যবান বা পুণ্যবতীর সহিত পাপাত্মা বা পাপীয়সীর তুলনায় কত দূর পার্থক্য অনুভূত হয়! আলোকে আঁধারে, ভালবাসা হিংসায়, স্বর্গে ও নরকে যেরূপ প্রভেদ, ইহাদিগের পরস্পরেও সেইরূপ প্রভেদ! ইহার কারণ একজন পবিত্র অপরে অপবিত্র! একজন দেবতা আর একজন নারকী! এই পবিত্রতারূপ স্বর্গীয় জ্যোৎস্না হৃদয়ে প্রতিভাত করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা এই স্বর্গীয় পদার্থকে হৃদয়ের হার করিতে শিখিব কবে?

(১) "নিকৃষ্ট বৃত্তি" অর্থে কার্য্যসাধিনী বৃত্তি। তবে ইহাদিগের দ্বারা যে মানবের ক্ষতি হয়, সে মানবের দোষে। একথা ভবিষ্যতে বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম। প্রঃ লেঃ।

পবিত্রতার অনুরোধে রমণী অপবিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন না। পবিত্রতার ক্ষতিকর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইবেন না। আমোদ প্রমোদের সময়ে বয়স্যাদিগের প্রতি কোনও বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা করিবেন না। জগতে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের শত শত জিনিস আছে; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুন্দর শিল্প, সুরুচিসম্পন্ন সুমধুর কবিতা ও সঙ্গীতাদি, হাস্যরসপূর্ণ বিশুদ্ধ গল্প ও তামাসা, এই সকল হইতে লোকে যেরূপ প্রীত হন, তাঁহাদের হৃদয়ও সেইরূপ উন্নত হয়। তাই বলিতেছি দেশীয় ভগিনী এই সকল পবিত্র আমোদ উপভোগ করিয়া আপনার রুচি অধিকতর পবিত্র করিবেন।

পবিত্রতা সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতে বাকি; কথা কি না ধর্ম্ম ও সত্য পবিত্রতার জীবনী। ধর্ম্মই পবিত্র, সত্যই পবিত্র। যিনি পবিত্রতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি ধর্ম্ম ও সত্যে আত্মসমর্পণ করিবেন। অধর্ম্ম ও অসত্যের নাম অপবিত্রতা।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পবিত্রতার সনাতন ক্ষেত্র। গৌতমী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী হইতে খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী পর্য্যন্ত পবিত্রপ্রাণা দেবীগণ এইখানে বিরাজ করিয়াছেন। ভারত-ভাণ্ডারে ধন নাই তাতে বড় দুঃখ ভাবি না, যদি ভারত কন্যার হৃদয়ে পবিত্রতা রত্ন—তাঁহাদিগের জাতীয়

শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে এসকল দুঃখেও সুখের বিষয় আছে, সৌভাগ্যও আছে! এরূপ দুঃখই আমাদের প্রার্থনীয়।

পবিত্রতা হৃদয়োদ্যানে লজ্জাবতী লতা। লজ্জাবতী মানব-কর স্পর্শে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, পবিত্রতা অপবিত্রতার বাতাস বহিলেই সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। পবিত্রতাকে স্বাভাবিক শক্তিতে বাড়িতে দেওয়াই রমণীর কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, লজ্জাশীলতা জীবন্ত রূপে রমণী হৃদয়ে বিরাজ করিতে পারিবে।

লজ্জাশীলতা রমণীর প্রথম শিক্ষণীয়। আগে রমণীকে লজ্জাশীলতা তার পরে অন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। এ শিক্ষায় অর্থব্যয়ও করিতে হয় না, অন্যতর শ্রমও করিতে হয় না। জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে যে নম্রতা, সঙ্কোচিতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা-পিপাসা দিয়াছেন, তাহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই মিশিয়া মিশিয়া রমণীর প্রধান অলঙ্কার লজ্জাশীলতা রূপে পরিণত হয়। ইহার জন্যে আমাদের ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক। লজ্জাশীলতা শিক্ষাকে "বিকল্পে" নীতি শিক্ষা বলা যায়।

শ্রীমাঃ।

রিপু-পরাজয়।

(১)

পরিখা বেষ্টিত দুর্গে কিবা প্রয়োজন?
কামান বন্দুকে কিবা হইবে সাধন?
বর্ম্ম চর্ম্ম নাহি চাই, অসিতে কি হবে ভাই!
কি কাজ করিবে তীক্ষ্ণ শর শরাসন?

(২)

মুষল মুদ্গরে আর কি হবে উদ্ধার?
হানাহানি কাটাকাটি মারামারি সার!
নাহি চাই রণ-তরী, নাশিতে দুর্জ্জয় অরি,
তুরি ভেরী জয়ঢাকে কি হবে আমার?
এ সব দস্যুর কাজ দস্যু-ব্যবহার!

(৩)

দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, সিপাই,
আনুকোরা জাহাজীগোরা কি করিবে ভাই?
বীর ড্রেক্, নেলসন্, নেপোলীন, ওলিংটন,
কি করিবে এরা সবে ভাবিয়া না পাই,
এত রণ-সজ্জা মোর কিছুই না চাই।

(৪)

চাই আমি ভালবাসা হৃদয়ের বাণ,
তাই দিয়া রিপুগণে পূরিব সন্ধান;
দেখিব কেমন অরি, জিতি কিম্বা হারি মরি,
আতঙ্কে নহেত মোর কম্পিত পরাণ,
সরল সাহসে তাই ডাকি ভগবান্।

(৫)

বিনা রক্তপাতে রিপু হবে পরাজয়,
এর চেয়ে সুখ কিবা মানুষের হয়?
একদিনে নাহি পারি, দশদিন মারি মারি,
রিপুরে ভূতলশায়ী করিব নিশ্চয়,
অব্যর্থ আমার বাণ ফিরিবার নয়।

বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।*

যে বিধাতার বিধানে এই অনন্ত বিশাল বিশ্বসংসারে মানবের পদার্থ জ্ঞান জন্মিবার জন্ত এবং যাবতীয় পদার্থ কার্য্যকারী হইবার নিমিত্ত আলোক অন্ধকার, উত্তাপ শৈত্য, কঠিন তরল, সুদৃঢ় সুকোমল, সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি প্রভৃতি বিপরীতধর্ম্মী পদার্থ ও ভাব সমূহ বিদ্যমান, সেই বিধাতারই বিধানে স্ত্রী-প্রকৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতিও অনেকটা বিপরীতধর্ম্মী ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিশ্বের মূল নিয়মই এই যে, দুই বিপরীত ধর্ম্ম একত্র কাজ করিবে। শুধু আকর্ষণে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক নিমেষের তরেও তিষ্ঠিত কি? কেবলই উত্তাপ—অশেষ গুণাধার হইলেও অনন্ত উদ্ভিদ ও অনন্ত প্রাণিপুঞ্জময় জগৎকে জীবিত রাখিতে সক্ষম হইত কি? কেবল মাত্র কঠিন উপাদান সমূহের সংমিশ্রণে গগণস্পর্শী মহা সৌধ নির্ম্মিত হয় কি? নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি মনুষ্যকে সুখ শান্তি প্রদান করিতে পারে কি? শুধু জ্ঞান হৃদয়কে সুখময় ও শোভান্বিত করে কি? কেবল মাত্র ভাবরাশি জীবনকে ঠিক্ পথে চালাইতে পারে কি? তবে কেন বিশ্বসেবারূপ মহান্ ব্রত সাধনের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে?

বিশ্ব সেবার ন্তায় মহাব্রত কেবল পুরুষজাতি কিম্বা কেবল স্ত্রীজাতির দ্বারা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মনোহর ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। এ মহাব্রত সংসাধনের পথে এমন অনেক স্থল উপস্থিত হয়, যেখানে বিশ্ব-সেবক নারী-প্রকৃতির সহায়তা ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারেন না। এমন অনেক অবস্থার সংঘটন হয়, যখন পুরুষ-প্রকৃতি বিশ্ব-সেবক অপেক্ষাও নারী-প্রকৃতিময়ী বিশ্ব-সেবকের আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভূত হয়। হে বিশ্বসেবাব্রতধারী! জীবন্ত-বিশ্বাস, একান্ত অধ্যবসায় ও জ্বলন্ত-উৎসাহ ভরে সত্যপূর্ণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রচার করিতে গিয়া, যখন তুমি তীক্ষ্ণধার জ্ঞান অস্ত্রে কুসংস্কার ও কুনীতির মস্তক ছেদন এবং সুসংস্কার ও সুনীতির রাজসিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অতুল সাহসে অগ্রসর হইয়া কত শত লোকের অপমান, নির্যাতন ও প্রতিবন্ধকতাচরণে ক্লিষ্ট, ম্রিয়মাণ, অধৈর্য্য ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবে; তখন কি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের মুখের উৎসাহের জ্যোতি, স্ত্রীলোকের আশ্বাসবাক্য, স্ত্রীলোকের ধৈর্য্য ও সহকারিতা তোমাকে ব্রত সাধনের জন্ত অধিকতর নব বল, নব উৎসাহ, নব অনুরাগে অগ্রসর করিবে না? আর এক কথা এই যে, স্ত্রীলোকের হৃদয়ে সুসংস্কার ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত ও চির অঙ্কিত করিয়া দিতে স্ত্রীলোকের যেমন কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, তোমার

* বামাবোধিনী জুবিলী উপলক্ষে শ্রীমতী বসন্তকুমারী কর্ত্তৃক লিখিত।

সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই ; কেননা স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকেরই অনুকরণ করিয়া থাকে, আর তাই করাই, অর্থাৎ ভাল স্ত্রীলোকের অনুকরণ করাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। একটী সুশিক্ষিতা সুন্দরহৃদয়া স্ত্রীর আদর্শ সম্মুখে থাকিলে নিকটস্থ অনেকগুলি স্ত্রী-হৃদয় সুন্দর হইয়া যায়। যখন তুমি দেশব্যাপী মহামারী কিম্বা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদ সমূহের দুঃখ শোকে কাতরহৃদয় হইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনার্থ মনোযোগী হইবে, যখন তুমি অনাহারে বুভুক্ষিত রোগ শোক মৃত্যুর হুহুঙ্কারে ভীত প্রপীড়িত ধূলায় বিলুণ্ঠিত অসহায় নর নারী ও শিশু-সন্তানগণের দিকে আকুল হৃদয়ে ছুটিয়া যাইবে তখন কাহার ধর্ম্মনীতির সমুজ্জ্বল প্রভা—কাহার নিঃস্বার্থ দয়াপূর্ণ কাতরোক্তি—কাহার নয়ন যুগলের বারিধারা তোমাকে প্রাণপণে কার্য্য করিতে প্রোৎসাহিত করিবে! যখন তুমি বিশ্বসেবার তরে তোমার জ্ঞান বুদ্ধির ফলস্বরূপ উত্তম উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে বসিবে, তখন সহকারিণী স্ত্রীলোক কি কতকগুলি এমন ভাব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিবে না যাহা তোমার নিজের কিম্বা অন্য কোন পুরুষের নিকট পাইবার সম্ভাবনা অল্প, যাহা দেখিয়া তুমি মোহিত, চমৎকৃত, উপকৃত ও পরম সুখী হইবে।

যেমন দুই হস্তের কার্য্য এক হস্তে কখনও সহজে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত হইতে পারে না, পারিলেও তদ্রূপ সুন্দর হয় না, তেমনি বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোক সহকারিণী না থাকিলে ব্রত যে কেবল অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে তা নয়, তাহার সৌন্দর্য্যেরও বিলক্ষণ হানির সম্ভাবনা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গৌরবান্বিত দুই পদার্থ একত্র কার্য্য না করিলে জগতে কিছুরই ত শোভা নাই! যখন অনন্ত নীলাকাশে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হয়, তখন সে সুগভীর শোভা দর্শনে মন কতই না মোহিত হয়! যখন সু-বিস্তীর্ণ রমণীয় সরসীর মাঝে মনোহারিণী সরোজিনী প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে মনোরম সৌন্দর্য্যে কাহার চিত্ত না পুলকিত হয়! যখন নয়নরঞ্জন হরিৎবর্ণ পত্রের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে সুন্দর লোহিতবর্ণ ফুল ফুটিয়া দুলিতে থাকে, তখন সে সুষমাছটায় কে না মুগ্ধ হয়! যখন নানা দেশজাত বিবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ লতাময় সুদৃশ্য সুরম্য উদ্যানে কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সুস্বর লহরী ছড়াইতে থাকে, তখন কাহার মনঃপ্রাণ কাড়িয়া না লয়। শুধু জড় পদার্থই বা কেন, মনুষ্য-হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেও ঐ নিয়মই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভক্তির সহিত নম্রতা, শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা, প্রীতির সহিত পবিত্রতা, সাধুতার সহিত উদারতা, স্নেহ করুণার সহিত অনুকূলতা, প্রভৃতি একত্র কার্য্য করে, তখন তাহার কতই না মহিমা—কতই না গরিমা—কতই না সুষমা প্রকাশিত হয়। এসব বিচিত্র শোভার মূল

কারণ যিনি, নর নারীর দেহ মন ও প্রকৃতিবৈচিত্র্যেরও মূল কারণ তিনি। যখন উন্নতমন ধর্ম্মাত্মা নর নারী অপার্থিবভাবে মিলিত হইয়া বিশ্ব-সেবাব্রত পালন করিতে থাকিবেন, তখন তাহারা কি স্বর্গীয়—কি অনির্ব্বচনীয়—কি অবর্ণনীয় শোভাই না ধারণ করিবেন।

স্ত্রীলোক সহকারিণী থাকিলে পরম পবিত্র বিশ্ব-সেবাব্রত সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইতে পারিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সহকারিণী স্ত্রীলোক কেমন স্ত্রীলোক? বিশ্বসেবাব্রত কি উচ্চতম ব্রত? ইহার কার্য্য কত অসীম, এ ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? ইহার পুণ্যফলে যে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহার তুলনা কোথায়! এ ব্রত সম্যক্ প্রকারে পালন করিতে পারা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নয়। এ ব্রতধারী হইতে হইলে আপনাকে অসাধারণ গুণভূষণে ভূষিত করিতে হয়, এ ব্রত যথোপযুক্ত রূপে পালন করিতে হইলে কতখানি উচ্চ জ্ঞান, কত খানি উন্নত চরিত্র, কতখানি ধৈর্য্য ক্ষমা, কত খানি উদারতা ও কতখানি বিমল নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রয়োজন, তাহা বিশ্ব-প্রেম-তরঙ্গে তরঙ্গিত হৃদয় বিশ্বসেবক সন্ন্যাসী ও মহাত্মাগণের জীবনচরিতে কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জ্ঞান জগতের নিকট সুজ্ঞান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, যে জ্ঞান প্রকৃতির প্রত্যেক রাজ্য খণ্ডে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, যে জ্ঞান অনন্ত আকাশে বিলম্বিত অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকলের মূলে মূল শক্তিকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে অনুরঞ্জিত হইতেছে, যে জ্ঞান বর্ত্তমান জ্ঞানের সীমান্তপ্রদেশে পৌঁছিয়াও আবার বিশ্ব-সেবার জন্য নূতন ২ জ্ঞানের বিষয় আবিষ্কার করিবার জন্য লালায়িত, সেই বিশাল জ্ঞান বিশ্বসেবার উপযুক্ত। যে প্রেম ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকেই ভালবাসিতে শিখিয়াছে, যে প্রেমের নিকট কীটানুকীটও পরিত্যাজ্য নয়, যে প্রেম বিশ্বময় আপনার ভালবাসা স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গল কামনায় নিজের মহত্ত্বর উদারতা ও প্রশস্ততা সাধনে নিয়ত তৎপর, সেই প্রেম বিশ্বসেবার উপযোগী। ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে রুধিরধারা মুছিতে ২ যে হৃদয় বলিয়াছিল "অরে মেরেছিস আমায় কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?" সেই হৃদয় আর যে হৃদয় যে সময়ে ভয়ানক ক্রুশে বিদ্ধ শরীর-নিঃসৃত শোণিতে ধরাতল সিক্ত হইতেছিল, যে সময়কার অসহনীয় কষ্টে প্রাণের চির প্রিয়তম ঈশ্বরের দয়ার প্রতিও একটু খানি অবিশ্বাসের ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল সে সময়েও বলিয়াছিল "পিতা! এদের প্রতি ক্ষমা কর।" সেই হৃদয় বিশ্ব সেবার প্রকৃত আদর্শ স্থল সন্দেহ নাই। নিঃস্বার্থ প্রেম এ জগতে, একটু অতুল্য অমূল্য পদার্থ। যিনি বিশ্ব শক্তির প্রতিই

কি, আর বিশ্বের প্রতিই কি নিঃস্বার্থ প্রেম স্থাপন করিতে পারিয়াছেন তিনি দেবতা, তাঁহার হৃদয় চির আনন্দের আগার, তাঁহাকে কখনও তিলমাত্র মনস্তাপ কি পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হইবে না। সমস্ত অনিত্য বিষয়ে নিস্পৃহতাই সুখ। যাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, কি নর নারীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতির সহিত স্পৃহা রহিয়া যায়; সুতরাং তাঁহারা কখনও অনাবিল সুখে সুখী হইতে পারেন না। যিনি কখনও নিঃস্বার্থ প্রীতির সুধাময় ভাবের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই জানেন ইহা কি পদার্থ!!! নিঃস্বার্থ প্রীতির সহিত যেন অতুলন আনন্দ, চিরশান্তি, অনন্ত সুখ মিশ্রিত রহিয়াছে; এহেন অমূল্য রত্নে যিনি হৃদয় বিভূষিত করিয়াছেন তিনিই বিশ্বসেবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। যে ধৈর্য্য—সহস্র সহস্র লোকের মধ্য দিয়া বন্ধন করিয়া লইয়া গেলেও অপমানিত এবং এক বিন্দু বিচলিত হয় না, যে ধৈর্য্য—দুঃখ কষ্ট ভয়ের আগার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেও বিশ্বসেবকের মুখের সাহসের ও শান্তির সু-প্রসন্ন জ্যোতি ম্লান হইতে দেয় না, যে ধৈর্য্য—ঘাতকের ভয়াবহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখের ঘৃণাকর ভীষণ ভাব, জীবনলীলা সমাপ্তকারী তীক্ষ্ণ তরবারী দৃষ্টেও আপনার চির সহবাসী শান্তিকে লইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করে না, সেই ধৈর্য্যই বিশ্বসেবা মহাব্রত পালনে সম্যক্ প্রকারে সমর্থ। যে চরিত্র—দেবতার ন্যায় সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, যে চরিত্র—মহাপাপে নিমগ্ন মহাপাতকীরও অন্তরে অন্যায় অসত্যে ঘৃণা জন্মাইয়া ভয়ানক অনুতাপাগ্নি জ্বালাইয়া দেয়, যে চরিত্রের অনুকরণে সহস্র সহস্র নর নারীর হৃদয় মনের উন্নতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়—সেই চরিত্র, আর যে উদার হৃদয় আপনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকিয়াও অন্যায় অধর্ম্মে চিরদিন অন্তরের অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিয়াও অন্যায় অধর্ম্মাচারী দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণকে উদার চক্ষে দর্শন করিতে পারেন, সেই উদারতা বিশ্বসেবকের জন্য একান্ত প্রার্থনীয়। তাই বলিতেছিলাম যিনি বিশ্বসেবাব্রতের সহকারিণী হইবেন, তিনি কেমন স্ত্রীলোক! যিনি অশিক্ষার অন্ধকারে স্থূল স্থূল বিষয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, যিনি কুশিক্ষার অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে আপনার হৃদয়ের গঠন ও ভাব ও শোণিত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি সু-জ্ঞান ও সত্য ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যাঁহার প্রেম অতিমাত্র সংকীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, যাঁহার প্রেম কেবলমাত্র হৃদয়ের অনুরাগভাজন স্বামী ও সন্তানগণের মঙ্গলকামনায় পরিসমাপ্ত হয়, যাঁহার প্রেম চতুঃপ্রাচীরের অভ্যন্তর ব্যতীত আর একটু প্রসরতা লাভ করিতে পারে নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্ব-

সেবার সহকারিণী হইবেন! যিনি, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ও কাতর দীন দরিদ্রের কাকুতি মিনতি শ্রবণ করিতে করিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিতে পারেন, যিনি জীবিকার উপায়হীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুঃখীর শীতে প্রপীড়িত অভাগা সন্তানগণের দুঃখের কথা না ভাবিয়া আপনার সন্তান সন্ততিকে বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাজাইতে পারেন, যিনি দুর্ভিক্ষে কোন দেশ উৎসন্ন যাইতেছে শুনিয়াও নিজের গৃহ সজ্জা ও ভূষণভার পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যিনি দাস দাসী কিম্বা সন্তানগণের সামান্য বিরক্তিকর কার্য্যেই একবারে অধৈর্য্য ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়েন, যিনি লোকের সামান্য নিন্দাবাদ বা অপমানও সহ্য ও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, যিনি একটী সামান্য পার্থিব বাসনাও চরিতার্থ না হইলে আপনার মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না; তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অত্যুজ্জ্বল চরিত্রের প্রভা দর্শনে মহাপাতকী নর নারীর ধর্ম্মে প্রীতি ও অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত না হয়, যাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রের অনুকরণে লক্ষ লক্ষ নর নারীর হৃদয়ে সুনীতির বীজ রোপিত হইয়া সুফল প্রসবে সমর্থ না হইতে পারে, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন! হে শ্রদ্ধাভাজন বিশ্ব সেবা ব্রতধারী? তুমি প্রথমে সহকারিণী স্ত্রীলোককে জ্ঞান ধর্ম্মে অলঙ্কৃতা হইতে দাও, তৎপরে উপযুক্তা দেখিলে তোমার সহকারিতা পদে অভিষিক্ত কর; নতুবা বিফলমনোরথ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।*

(২৬৫ সংখ্যা ৩১৫ পৃষ্ঠার পর)

দ

১। দয়ার চেয়ে ধর্ম্ম নাই,
হিংসার চেয়ে পাপ নাই।

২। দরদী বিনা দরদ বোঝে না।

৩। দর্পণে মুখ দেখা।

৪। দর্পহারী ভগবান্।

৫। দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

৬। দশের লড়ী একের বোঝা।

৭। দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাই লাজ।

* ১২৯৩ সালের বামাবোধিনীতে অ হইতে থ পর্য্যন্ত আদ্যক্ষরযুক্ত প্রবচন প্রকাশিত হয়। পরে কোন কারণে অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রচারে ক্ষান্ত হওয়া যায়। এখন কোন কোন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমদের সংগৃহীত প্রবচনের অবশিষ্ট গুলি প্রকাশ করিতেছি, আশা করি পাঠক পাঠিকার নিকট অপ্রীতিকর হইবে না। বা, বো, স।

৮। দাতার খেয়ে বখিল ভাগ ।

৯। দাতার চেয়ে বখিল ভাল
ত্বরিত জবাব দেয় ।

১০। দাদা বই পাক নাই,
দিদী বই ডাক নাই ।

১১। দানের উচিত পাত্র দরিদ্র দুর্ব্বল,
ধনীকে করিলে দান নাই তত ফল।

১২। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা
জানা যায় না।

১৩। দিন যায়ত ক্ষণ যায় না।

১৪। দু নৌকায় পা দেওয়া।

১৫। দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

১৬। দুঃখের অন্ন সুখ করে খাওয়া।

১৭। দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা।

১৮। দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিঠে না।

১৯। দুর্জ্জনেরে পরিহরি,
দূরে থেকে নমস্কার করি।

২০। দুর্ব্বলস্য বলং রাজা।

২১। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য
গোয়াল ভাল।

২২। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ঘনায়ে
বসে কাছে,
কথা দিয়ে কথা নেয়,
প্রাণ বধে পাছে।

২৩। দেখ্‌ছি কত দেখ্‌ব আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

২৪। দেখতে পেলে কে শুন্‌তে চায়?

২৫। দেখে শেখে আর ঠেকে শেখে।

২৬। দেনার চেয়ে পাপ নাই।

২৭। দেবতার বেলা লীলা খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।

২৮। দেনো ধন, বুঝবো মন,
করে নিতে কত ক্ষণ?

২৯। দৈ খাবে মেধো,
কড়ী দেবে সেধো।

৩০। দৈত্যের হাসি।

৩১। দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ।

৩২। দো মিলে মেড়া মারে।

সতী ও শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আজ্ কুটুম্বের মেয়ে ধরে না। মাসী, পিসী ভাইঝী, বোনঝী, মামী, মামাশাশুড়ী, শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী দিদি শাশুড়ীর গঙ্গাজলের বোনঝীর মেয়ে, বড় পিসীর মামাত ভগিনীর খুড়্ শাশুড়ীর ছোট বোনের বকুলফুল এইরূপ দূর, অদূর, পরিচিতা অপরিচিতা বালিকা যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা-এইরূপ নানাবর্ণের, নানা আকৃতির, নানা প্রকৃতির বহুসংখ্যক রমণী আজ্ একত্রিতা। শ্রাদ্ধ বাড়ীটিকে আজ্ "হাটের পুরী" বলিলেও বলা যাইতে পারে। দেরে—নেরে—ধারে—গেলোরে—মলোরে—পালারে কেবল এই রব। বাটীর গৃহিণী আসিয়া কোন স্ত্রীলোককে বলিতেছেন "ও কিরণের মা, তুমি মা তোমার ছোট

ছেলেটিকে একটু দুধ খাওয়াও; তোমার মেয়ে দুটা গেল কোথা, তাদের কি খিদে লাগে নি? ও চন্নেনর মা, চন্ননের মা, এদিকে আয় মা এদিকে আয়; মাছ ক'খানা ধুয়ে আন্ মা।" চন্ননের মার এদিকে মহা বিভ্রাট উপস্থিত। গুলের শামুকটি হারাইয়াছে, কাজে মন লাগে কি? ভারি কষ্ট। এদিকে চন্নন আর কেষ্ট দুজনে মাছের পট্‌কা নিয়ে মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। ওদিকে বিলেসদিদির নাতিনীটিকে ডাইনে খাইয়াছে, সে দুধ্ ভোলাইতেছে, অতএব তাহার জন্য ডাইন ছাড়ান ওঝা ডাকার বন্দোবস্ত হইতেছে।

আজ আবার পৌষ সংক্রান্তি। বড়পিসী পিঠে ভাজিতেছেন, রামদাদার ছেলে দাঁড়াইয়া পিটে ভাজা দেখিতেছে, হঠাৎ তার কি কুমতি হইল, সে বলিয়া ফেলিল ঠাকু মা, কড়ায় তেল ঢেলে দেবো?" ঠাকুর মা অমনি জলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন, মারিতে তাড়া করিলেন, বলিলেন, সর্ব্বনেশে, মুক্‌পোড়া, লক্ষীছাড়া, কি কল্লি, সর্ব্বনাশ কল্লি, সব্ পিটে কাঁচা থাক্‌বে। এই বলিয়া যেমন মার্‌তে তাড়া করিলেন, অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। কিয়দ্দূর গিয়া এমন একটি আছাড় খাইল, যে তাহাতে বেচারীর সম্মুখের দুটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে বড়পিসী বহুকাল হইতে হৃদয়ে একটি কুসংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছেন, যে পিটে ভাজার সময়ে তেলকে তেল বলা উচিত নয়, জল বলা উচিত। তাহা না হইলে পিটে কাঁচা থাকে। তাই আজ রামদাদার ছেলের এই নিগ্রহ। অনেকগুলি মেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া কেহ বলিতেছেন, মাথায় জল দাও, কেহ বলিতেছেন, "বাতাস কর", কেহ বলিতেছেন হায় হায়, ছেলে আর নাই! বদন ডাক্তারকে ডাক। এই লইয়া সেখানে একটা মহা গণ্ডগোল। মহামারী কাণ্ড। এদিকে আবার আর এক জায়গায় পিটে ভাজা হইতেছে। এখানে ঠাকুরমার গঙ্গাজল মুখ ভার করিয়া কি বিড়ির্ বিড়ির্ করিতেছেন? কাছে নিধিরাম নামক একটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, ঠাকুরমার গঙ্গাজল তাহাকে বলিলেন, দেখ্‌তো ভাই একখানা পিটে চেখে, ভেতরে কাঁচা আছে কি না? নিধিরাম ভাঙ্গিয়া বলিল, "হ্যা গো দিদি, ভেতরে আস্তো কাঁচা।" তাই তিনি বিড়ির্ বিড়ির্ করিয়া বলিতেছেন এ ঠিক্ পদীর কাজ্। পদী পাশের বাড়ীর ঝি। সে আজ্ কার্য্যার্থে নিমন্ত্রিতা। পাড়ার মেয়েদের বিশ্বাস পদী ডাইনী। সে ডাইন্-মন্ত্র জানে, ঠাকুরমার গঙ্গাজল মেয়েদের মুখে কথা-প্রসঙ্গে আগে এ সংবাদ রাখিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ আগে পদীর সঙ্গে ঠাকুরমার গঙ্গাজলের "গুলের শামুক" লইয়া কি সামান্য একটা বচসা হয়। তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ কেন,

একবারেই তিনি ঠিক করিয়াছেন যে পদ্মী মন্ত্রদ্বারা পিঠে "ভেরেছে"। তাই তিনি বলিতেছিলেন "এ ঠিক্ পদ্মীরই কাজ।" পদ্মীর কাজ, পদ্মীকে ডাক্ পড়িল। পদ্মী আসিল, ঠাকুর-মার গঙ্গাজল তাহাকে বলিলেন, "কেমনরে সদীর বেটী পদ্মী, তুই পিঠে ভেরেছিস্ কেন? এখনি যদি "কাটান-মন্তর" দিস্ তো ভাল, তা না হলে তোর ভাল হবে না বল্‌চি।" পদ্মী একেবারে হতভম্ব, এত মেয়ের মাঝখানে তাহাকে এই কথা! এ অপমান আর তাহার সহ্য হইল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পাশের একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, মা, আমার কোনও পুরুষে মন্তর তন্তর জানে না, আজ কিনা ইনি আমাকে দাগা দিতে চান। পাশের মেয়েটি বলিলেন, "আঃ, দেনা মা কাটান মন্তরটা; এমন সময় কি আর ওরকম করা ভাল? নয় উনি "গুণের শামুকের" জন্যে তোকে দুকথা বলেছেন, তা ব'লে কি আর পিঠে "ভারতে হয়?" পদ্মী আর একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ও সব মন্তর তন্তর মনে জ্ঞানে জানি নি, মা।" পাশের মেয়েটি বলিলেন, "বাতাসটি না হ'লে কি পাতাটি নড়ে বাছা? তুই ওসব না জান্‌লে কি আর লোকে মিছে কথা বলে?" পদ্মীর আর দাঁড়াইবার স্থল নাই। যাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দুকথা বলিবার চেষ্টা করে, তিনি মুখ বাঁকাইয়া তাহার সহিত সহানুভূতি করিতে নারাজ হন। সুতরাং এখন উপায় কি? এখানে মেয়েদের ভারি ভিড় দেখিয়া এবং গোলমাল শুনিয়া, কি ব্যাপার জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, তথায় শান্তি আসিলেন। আসিয়া ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে, ঠাকুর মা?" ঠাকুর মা বলিলেন, "ঐ সদীর বেটি পদ্মী পিঠে ভেরেছে।" এই কথা শুনিয়া শান্তি ঈষৎ হাস্য করিলেন। কিন্তু পদ্মীর মুখের দিকে তাকাইতে শান্তির সেই মৃদু হাস্যটুকু যেন ফুট্‌তে ফুট্‌তে শুকিয়ে গেল। তিনি বলিলেন, "কৈ দেখি কি হ'য়েছে?" এই বলিয়া একখানি ফুলরি লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন ভিতরে কাঁচা রহিয়াছে। কেন কাঁচা রহিয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে পদ্মকে দোষ দিচ্ছ, আর তোমাদের এই যে গলদ্ রয়েছে? কলা যে বেশী পড়েছে। তাই ভিতরে কাঁচা থাক্‌ছে।" এই বলিয়া তিনি কিছু আটা মিশাইয়া দিলেন। ঠাকুরমার গঙ্গাজলকে বলিলেন, "এবার ভাজ দেখি"। তিনি ভাজলেন আর কাঁচা রহিল না। সব ঠিক্ হইয়া গেল। তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে মেয়ে মহলে খুব একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, "শান্তি মা হ'ক ধন্যি মেয়ে!" কেহ বলিলেন, আর সীতে, ধন্যি হবে

না কেন? "কালীর আকরের" এমনি গুণ! কেহ বলিতে লাগিলেন, শাস্তি ভূত, পেরেত, বেহ্মদত্যি, ডাকিনী, শাকিনী এ সব কিছু মানে না—ডা'ন্ মন্তর—ভূতছাড়ান মন্তর, বাণ মারা মন্তর, বাটীচালা, ডাইনে খাওয়া, ভূতে পাওয়া এসব কিছুই বিশ্বাস করে না।" বিলেসের মা বলিলেন, "আমাদের কেশব ঐ রকম্। সে বলে ভূত নেই, পেরেত নেই, মন্তর টন্তর কিছু নয়, ওসব বোকা লোককে ঠকিয়ে পয়সা নেবার কল।"

টোডাজাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

টোডাজাতি নীলগিরি পর্ব্বতে বাস করে। কথিত আছে ইহারা মহিসুর প্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে বাস স্থাপন করে। পশুচারণই ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা এপর্য্যন্ত কাহারও দাসত্ব স্বীকার করে নাই। ইহাদের বাসস্থান ও বাসগৃহ দেখিতে পরিষ্কার ও রমণীয়। যে স্থানে বৃক্ষ ও নিকটে নির্ঝর আছে, এরূপ স্থানে ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। মহিষ পালন করাই ইহাদের কার্য্য এবং ইহারা মহিষের দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

টোডাজাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতি অদ্ভুত ব্যাপার। ইহা দুইবার হইয়া থাকে। প্রথম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে হইয়া থাকে। শবদেহ খাটিয়াতে করিয়া শ্মশানে বাদ্যগীত সহকারে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ স্থানে তৃণ পল্লব নির্ম্মিত একটী নূতন কুটীরে শবদেহ প্রথমে স্থাপন করিয়া আত্মীয়গণ ক্রন্দন করিতে থাকে। শবকে নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লালবর্ণ সূত্র দ্বারা বন্ধন করা হয় এবং চারিটী যষ্টিতে কপর্দ্দক (কড়ী) বন্ধন করিয়া ঐ যষ্টিগুলি তাহার গাত্রে স্থাপিত করা হয়। তদনন্তর মৃতদেহ কুটীরের বাহিরে আনয়ন করা হয় এবং তাহার নিকটে একটী চক্র নির্ম্মাণ করা হয়। পরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ আপনাদের মস্তক আবৃত করিয়া ঐ চক্রের বাহিরে এক গাছি বেত দ্বারা মৃত্তিকা খনন করে এবং তিন মুষ্টি মৃত্তিকা ঐ চক্রের মধ্যে এবং তিন মুষ্টি মৃতদেহে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই ক্রিয়াটী শেষ হইলে মৃত দেহকে পুনর্ব্বার ঐ কুটীরে লইয়া যাওয়া হয়। তদনন্তর মৃত ব্যক্তির মহিষ সকল ঐ কুটীরের সম্মুখে আনয়ন করা হয় এবং তন্মধ্যে দুইটী জন্তুকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে ঐ কুটীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। অনন্তর মৃত দেহকে তিনবার ঐ মহিষদ্বয়ের নিকট উত্থিত করিলে পর তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ নির্দ্দয়রূপে বধ করা হয়। পরে যখন মৃত মহিষদেহ শবদেহের উভয় পার্শ্বে রাখিয়া

মৃত ব্যক্তির প্রত্যেক হস্ত প্রত্যেক মহিষের এক একটী শৃঙ্গের উপর রাখা হয়, তখন তাহার আত্মীয়গণ পরস্পরের হস্ত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। ইতিমধ্যে চিতাগ্নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করে না, কিন্তু দুই খণ্ড কাষ্ঠ পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করে। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পর মৃত ব্যক্তির বস্ত্রে কিঞ্চিৎ শস্য, গুড় এবং পয়সা বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে তিনবার চিতাগ্নি স্পর্শ করাইয়া অধোমুখ করত চিতাতে নিক্ষেপ করে। চিতাশায়ী করিবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির মস্তক হইতে কেশ এবং এক খণ্ড অস্থি এবং একটী নখ কাটিয়া লওয়া হয়। এই কয়েকটী মৃত দেহাংশ লইয়া কিয়দ্দিবস পরে পুনর্ব্বার দ্বিতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়েও মহিষ বধ করা হইয়া থাকে। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে লোকের জনতা হয়, বোধ হয় যেন একটী মেলা হইতেছে। মহিষগুলি আনয়ন করিলে পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা ও অপরাপর লোকেরাও তাহাদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করে এবং মহিষগুলিকে ক্রমে ক্রমে বধ করে। পরে প্রথম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মৃত দেহের যে সমস্ত অংশ রক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শ্মশান ভূমিতে আনয়ন করা হয়। প্রথমবারের ন্যায় এবারও প্রস্তর দ্বারা একটী চক্র নির্ম্মাণ এবং ঐ চক্রের বাহিরে একটী গহ্বর খনন করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা ঐ গহ্বর হইতে মৃত্তিকা লইয়া তিন মুষ্টি ঐ মৃতাবশেষের উপর এবং তিন মুষ্টি ঐ চক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে পর ঐ দেহাবশেষ ও তাহার সঙ্গে বিবিধ খাদ্য সামগ্রী, রৌপ্য মুদ্রা, এবং কুড়ুল, ধনুক, তীর ছুরি, ছাতা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু ঐ চক্রের মধ্যে ভস্মসাৎ করা হয়।

কৃষি তত্ত্ব।

ভূমির সার।

যে বস্তু মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহাকে সার বলা যায়। ধাতু, উদ্ভিদ, জন্তু ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু বিকৃত হইয়া সাররূপে পরিণত হয়, এই নিমিত্ত সার নানা প্রকার।

উদ্ভিদবেত্তা ইয়ং সাহেব সারের বিষয় এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

১ম—সারের প্রকৃতি।

২য়—তাহার গুণ।

৩য়—তাহার সংগ্রহ।

৪র্থ—তাহার প্রস্তুত করণ।

৫ম—ভূমির অবস্থা প্রভেদে প্রয়োগ।

৬ষ্ঠ—প্রয়োগ বিধি।

৭ম—প্রয়োগের কাল নির্ণয়।

৮ম—প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়।

৯ম—প্রয়োগের ভূমি নির্ণয়।

পরে তিনি সারকে দুই প্রকারে ভাগ করিয়াছেন, প্রথমতঃ যাহা ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া তোলা অথবা ক্ষেত্রের মৃত্তিকার উপর প্রস্তুত করা যায়; দ্বিতীয়তঃ, যাহা ভিন্ন স্থান হইতে আনীত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারকে পুনরায় তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন, যথা—জৈব, ঔদ্ভিদ ও খনিজ। যে সকল সার মৃত্তিকা হইতে খুঁড়িয়া পাওয়া যায়, তাহা ধাত্বংশ মৃত্তিকা, কর্দ্দম ও মাটি।

ধাত্বংশ মৃত্তিকা—কর্দ্দম, প্রস্তর ও কড়ির মাটি এই কয় পদার্থে সংসৃষ্ট। ধাত্বংশ মৃত্তিকা ইংলণ্ড প্রদেশে সচরাচর পাওয়া যায়। শুক্ল, লোহিত, নীল, কালীয় প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ইহাদের পরস্পরের প্রভেদ জানা যায়। কিন্তু ঐ সকল বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই, তাহার দ্বারা শুদ্ধ লৌহের অংশ নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ঐ সমস্ত মৃত্তিকা প্রায়ই বালুকা, কর্দ্দম ও ধাতু মিশ্রিত মাটিতে উৎপন্ন হয়। যে সকল মৃত্তিকার বর্ণ লোহিত এবং কালীয়, তাহাতে লৌহের ভাগ অতি অল্প। চে সায়ারের কোন স্থানের মৃত্তিকাতে শতকরা ১০০ পরিমাণে লৌহ ছিল।

ধাতু মিশ্রিত মাটিতে শতকরা ২৫ অবধি ৮০ পর্য্যন্ত লৌহাংশ থাকে। কোন উৎকৃষ্ট কর্দ্দম মাটিতে, ধাতু মিশ্রিত মাটির ভাগ ৪০, কর্দ্দমের ৫০ ও বালুকার ৮ হইতে ১০ দেখা গিয়াছেন, এবং শারীরিক সকল দ্রব্যের বিনাশ হইলেও অজ্ঞান বায়ু থাকে। সকল ধাতু মিশ্রিত মাটি হইতে ফস্‌ফোরস্ পাওয়া যায়।

যে মৃত্তিকা ধাতু মিশ্রিত, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান; কিন্তু কোন্ মৃত্তিকাতে কত পরিমাণে ধাতু মিশ্রিত থাকা উচিত, তাহা অদ্যাপি জানা নাই। এই সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তিরা নানা প্রকার সারের পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্টতম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে শতকরা ২ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে। ইয়ং সাহেব অনেক অত্যুর্ব্বরা মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনিও ৯ অবধি ২০ পর্য্যন্ত ধাত্বংশ দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেক অকর্ম্মণ্য মৃত্তিকাতেও উর্ব্বরা মৃত্তিকার সমান পরিমাণে ধাতু মিশ্রিত মাটি থাকে, তাহাতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মৃত্তিকায় শারীরিক দ্রব্যের যে অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া অজ্ঞানবায়ুতে পরিণত হইতে পারে, তাহার যে পরিমাণে অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণে অধিক ধাতু মিশ্রিত মাটি থাকা আবশ্যক,

অর্থাৎ তাহা হইতে উর্ব্বরতা সাধন হয়। যদি কোন কৃষক পরীক্ষা দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকারে এমন জানিতে পারেন, যে তাঁহার ক্ষেত্রে অতি অল্প ঐ শারীরিক পদার্থ আছে, তাহা হইলে তাহাতে শতকরা ২০ অংশ ধাতু মিশ্রিত মাটী যোগ করা উচিত। কিন্তু যদি শারীরিক পদার্থ যথেষ্ট থাকে, তাহা হইলে ধাত্বংশ মৃত্তিকায় ক্ষেত্র আঁঠালিয়া ও কঠিন করে, এই প্রকার ক্ষেত্রে কর্দ্দম মৃত্তিকার সংযোগ উত্তম কল্প। কোন কোন মৃত্তিকাতে অম্লের (Acid) অণু সকল থাকে, ইহাতে অপকারের সম্ভাবনা। ধাতু মিশ্রিত মাটির দ্বারা ঐ অম্লের দোষ বিনষ্ট হয়।

উদ্ভিজ্জে যে মাটী দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই ধাতুমিশ্রিত, এই কারণে বোধ হয় যে ঐ মাটীতে সার হয়।

ধাত্বংশ মৃত্তিকা সচরাচর খুঁড়িয়া পাওয়া যায়, এবং নদীর খাড়ি হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শুভ্রবর্ণ কড়ির মাটী এবং আর এক প্রকার পাতলা শুভ্র জাতীয় পঙ্কের ভিতর এবং বিলের তলা হইতে পাওয়া যায়। যেস্থলে এই মাটী থাকে, যদি তাহার উপরিভাগ হইতে তাহা প্রতীত না হয়, তাহা হইলে সেই স্থান বিদ্ধ করিয়া নীচে হইতে মাটী তুলিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

এই মাটীতে কিছু পাট করিতে হয় না, কেবল ছড়াইয়া দিলেই হয়, এবং যত অধিক দিন পরে তাহার উপর হল প্রচালিত হয়, ততই ভাল। মটরের চাষ অগভীর হইলে উত্তম, শালগামের পক্ষে কিঞ্চিৎ মন্দ। এই মাটী যে মাঠে দেওয়া হয়, তাহার উপর গোল আলুর ফসল প্রথমবার উত্তম হয় না। যে জমীতে পূর্ব্বে চাষ হইয়াছিল, তাহাতেও এই মাটী দিলে উত্তম হয়। এই সকল দিবার সময় কৃষক বিবেচনা করিবেন, যদি ক্ষেত্র আর্দ্র হয়, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে এবং যদি ক্ষেত্র শুষ্ক হয়, তাহা হইলে শীতকালে দিবেন।

সার কি পরিমাণে দিতে হইবে, এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি অনুর্ব্বর বলিয়া মাটীর উপর অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে জমি অনেক কালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু অল্প পরিমাণে দিলে বিশেষ উপকারিতা আছে। এই সার বরং দুইবার করিয়া দেওয়া ভাল, তথাচ একবারে অধিক দেওয়া কিছু নয়। অনুর্ব্বর কর্দ্দম অথবা ফশকা মাটীতে অধিক পরিমাণে দিলে হানি হয় না।

জাপানে ভূমিকম্প।

গত অক্টোবর মাসের শেষে জাপানে ভূমিকম্প হইয়া ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে।* প্রায় ৩১টী জেলা ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইজোজি, মিনো এবং ওয়ারি জেলায় ৩৪০০ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, ৪৩০০০বাটী ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অনেক নগর ও গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। গিফু নগরে ভূমিকম্পের সময় দুই খানি রেলের গাড়ী তত্রত্য ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আরোহীরা শকট মধ্যে বিষম ক্লেশ সহ্য করে। রেলপথ কেবল দোলে নাই, স্থানে স্থানে একেবারে স্খলিত হইয়া ভয়ঙ্কর গহ্বর সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে প্রভূত পরিমাণে উষ্ণ জল ও ধাতব পদার্থ সকল নির্গত হইয়া নিকটস্থ জনগণের বিপদের কারণ হইয়াছে। আরোহীরা শকট হইতে নামিয়া কে যে কোথায় যাইবেন স্থির করিতে পারেন নাই। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন যে গিফু নগরের প্রায় সমস্ত প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে অনেক স্থল জলে পরিণত হইয়াছে এবং রাত্রিতে সহসা অগ্নি কাণ্ড হইয়া অবশিষ্ট গৃহ সকল ভস্ম করিয়াছে। অগ্নি পর দিন পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকিয়া ভীষণ কাণ্ড সম্পূর্ণ করিয়াছিল। গবো নগরে একটী বৌদ্ধ মন্দির উপাসনার সময় একবারে বসিয়া যায় এবং পঞ্চাশৎ উপাসক তৎসঙ্গে প্রোথিত হন। ২৬এ অক্টোবর প্রাতঃকালে একটী স্কুলবাটী পতিত হইয়া আশ্রিত অনেক লোকের মৃত্যু সংঘটন করে; পতিত গৃহ চাপে পথ ঘাট সকল একবারে বন্দ হইয়াছিল এবং পথিকদিগের ভিড়েও অল্প ব্যক্তির মৃত্যু হয় নাই। একটী সূতার কল বিনষ্ট হইয়া শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। প্রথম (বোধ হয় ২৫শে) হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত অন্যূন ৩৬৮ বার ভূমিকম্প হয়। অনেক স্থলে ২ পাদ বিস্তৃত ও অনেক পাদ গভীর গর্ত্ত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। রেলের পথ সকল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, লৌহ-সেতু ও নদীর পোস্তান বাঁধ সকল একবারে ভাসিয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থান সহসা ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে।

গিফু জেলার প্রায় ৩৫০ মাইল নদীর পোস্তান একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। অনেক জেলা একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বকার চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না।

হকুসন পর্ব্বতের তলে ৬০০ গজ দীর্ঘ এবং ৬০ গজ প্রস্থ একটী প্রকাণ্ড হ্রদ দেখা দিয়াছে এবং নিকটস্থ স্থান

* ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে আমরা ইহার সংবাদ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

সমূহে ভূরি,ভূরি গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে, এই সকল গহ্বর হইতে বেগে জল বহির্গত হইয়া নির্ঝর আকার ধারণ করিয়াছে। সমতলের কূপসকল শুষ্ক হইয়া গিয়াচে। কোথাও বা কূপোদক ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণে বিকৃত ও বিস্বাদ হইয়া পানের অযোগ্য হইয়াছে। গিফু নগরে প্রায় ৭০০ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৃতীয়াংশেরও অধিক ভূমিসাৎ বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টের অনেক গুলিও আংশিক ভগ্ন হইয়াছে। নগরের কোন কোন অংশে ভয়ঙ্কর গহ্বর সকল উৎপন্ন হইয়া দুই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া অনবরত উষ্ণ কর্দ্দম স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। পবিত্র ফিউজি-য়ামা পর্ব্বত শিখর বিদীর্ণ হইয়া এক প্রকাণ্ড গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ১২০০ পাদ বিস্তৃত ও ৬০০ পাদ গভীর। এপর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ৩০০০০ লোক মৃত, ৯০০০০ গৃহ পতিত এবং ২ লক্ষ মনুষ্য গৃহশূন্য হইয়াছে!

নূতন সংবাদ।

১। গত ১২ই মার্চ্চ বেথুন কলেজের পরিতোষিক বিতরণ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ছোটলাট পত্নী স্বহস্তে পরিতোষিক বিতরণ করেন এবং ছোটলাট বক্তৃতা করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৪৯, ইহার মধ্যে কলেজের ছাত্রী ২০ জন। প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দু গৃহের ছাত্রী ৬০ জন মাত্র আছে, অবশিষ্ট ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান। হিন্দু ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

২। ভদ্র হিন্দু বিধবাদিগের ভরণ পোষণের সাহায্যার্থ মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর লক্ষ টাকার সংস্থান করিয়াছেন, ইহার সুদে ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে। মহারাজার বদান্যতাকে ধন্যবাদ।

৩। দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। হাইদ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূর মহারাজা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ বিস্তৃত কার্য্য ক্ষেত্র খুলিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। জীবন সোপান, প্রথম ভাগ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ মাত্র। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন দ্বারা যাহাতে মানবজীবন পূর্ণভাবে সংগঠিত হইতে পারে, গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহারই প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থখানি সুপ্রণালীবদ্ধ এবং অনেক গুলি সার সার উপদেশ ও ইঙ্গিতে পূর্ণ। উপদেশের সঙ্গিত দৃষ্টান্তও যথেষ্ট আছে। পুস্তকখানি প্রণয়নে গ্রন্থকার আপনার চিন্তাশীলতা ও ভাবগ্রাহিতার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

অভিমানে।

অভাগা অধম আমি
জগতে মিলে না ঠাঁই,
কাঁদিব কাহার কাছে!
তুমি তো জগতে নাই। ১
কেউ না আদর করে
কেউ নাহি ভাল বাসে ;
কেঁদে কেঁদে মরে গেলে,
কেউ না কাঁদাতে আসে।২
নিতি আসে উষা রাণী
নিতি পথ চেয়ে রই,
সবারে মমতা করে,
আমি যেন কেউ নই।৩
উজল তরুণ রবি
সবারে সে দেয় আলো ;
আমি তার "পর পর"
আমারে বাসে না ভাল। ৪
বাতাস সবারি সাথে
করে সোহাগের খেলা,
আমারে গরিব বলি
শুধু ঘৃণা, অবহেলা। ৫
অমৃত জ্যোছনা হাসি
সোণা মুখে হাসে চাঁদ,
চায় না আমারি পানে,
বোঝে না আমারি সাধ! ৬
সরসে মৃদুল ঢেউ
বয়ে যায় তর তর,
ক'য়ে যায় মোরে তারা
"হেথা হতে সর সর"। ৭
কোকিলা, পাপিয়া, শ্যামা,
চাহিলে আমার মুখে,
নিভায় মধুর গীতি
কত শোক যেন বুকে! ৮
বসন্ত শরৎ তারা
আজো আসে পা'য় পা'য়,
তফাতে তফাতে থাকে
পাছে মোরে ছোঁয়া যায়! ৯
সবে চায় রাঙা চোখে
সবে করে "দূর্, ছাই"
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই! ১০
সে কালের সাথী গুলি
আর তো আসে না কাছে,
লাগে বা তাদের গা'য়
আমার বাতাস পাছে! ১১
আগে তো মল্লিকা জাতি
দেখা হ'লে দি'ত হাসি,
ফুরায়েছে সে সুদিন
গেছে ভালবাসাবাসি। ১২
আগে ছিল এই বাড়ী
ফুলে ফুলে ফুলময়,
আজি শুধু মরুভূমি
কেমনে পরাণে সয়! ১৩
"আহা" "উহু" দুটি কথা
নাই আর মোর তরে,
নিঠুর পিশাচ-দেশে
থাকিব কেমন করে? ১৪
সেই ছিল—এই ঘর
অলকা অমরাপুরী,
আজি খালি চিতাময়,
শ্মশানে শ্মশানে ঘুরি! ১৫
আগুন জেলেছে এরা
আমারে করিতে ছাই—
লুকা'ব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই! ১৬
সংসারের পদ-চাপে
মুখ দিয়া রক্ত উঠে,
আগুনে গলিয়া প্রাণ
বুকে বুকে ঢেউ ছোটে! ১৭
এমন করিয়া আর
কত র'ব, ভাবি তাই,
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমিতো জগতে নাই! ১৮

(প্রিয়-প্রসন্ন-রচয়িত্রী)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৭ সংখ্যা। | চৈত্র ১২৯৮—এপ্রেল ১৮৯২। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতের লোকসংখ্যা—১৮৯১ সালের গণনানুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সমগ্র ভারতের অধিবাসিসংখ্যা ২৮৮ কোটী, তন্মধ্যে হিন্দু প্রায় ২০ কোটী ৭৬ লক্ষ, মুসলমান ৫ কোটী ৭৩ লক্ষ, খৃষ্টান ২২ লক্ষ, ৮৪ হাজার, জৈন ১৪ লক্ষ, ব্রাহ্ম ৩৪০১, বৌদ্ধ ৭১ লক্ষ, পারসী ৮৯,৮৮৭, ইহুদী ১৭৮৯, জড়োপাসক ৯৩ লক্ষ, ৫০ লক্ষেরও অধিক ব্যক্তির ধর্ম্ম জানা যায় নাই। ১৮৮১ সালের গণনার উপর সর্ব্বশুদ্ধ ৩ কোটী ৫০ লক্ষ লোক বাড়িয়াছে।

বিধবাবিবাহে পূর্ব্ব স্বামিধনে স্বত্বলোপ—ঢাকার ৺ ভগবান্ চন্দ্র রায়ের বিধবা বামাসুন্দরী ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে পুনর্বিবাহিত হন। তিনি স্বামীর ধন ত্যাগ করিয়াই আসেন, কিন্তু তাঁহার সপত্নী-কন্যা সীতঙ্গিনী পিতৃত্যক্ত সমুদায় সম্পত্তির দাবী করাতে তাঁহার দেবরেরা তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস পান। ঢাকার সব জজ তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী দেন, আপীলে জজ সাহেব সে ডিক্রী খণ্ডন করেন। হাইকোর্টে আপীল হয়। জজ প্রিন্সেপ ও বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারে বসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। জজ উইলসন তাহাদের সঙ্গে বসিয়াও মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই। পরে চিফজষ্টিস, প্রিন্সেপ, উইলসন, পিগট ও চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় ফুল বেঞ্চে বসেন। প্রিন্সেপ সাহেব ব্যতীত আর সকলেই বামাসুন্দরীর বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির শৈলযাত্রা—গবর্ণর জেনারল আগামী ২৮এ মার্চ

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বাই প্রভৃতি পরিদর্শন পূর্ব্বক ২১এ এপ্রেল সিমলায় পৌঁছিবেন।

কুমারী ভান টাসেলের মৃত্যু—ঢাকায় বেলুন হইতে নামিতে গিয়া ইনি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন, পরদিন প্রাতে তাহাতেই মৃত্যু হয়। ইনি ৩৬ বার বেলুন প্রদর্শনী দ্বারা দর্শকদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ঢাকা তাঁহার কাল হইল।

উদাসীনের চিন্তা।

বসন্তকাল ফাল্গুন মাস, সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শীতের প্রকোপ তত নাই। শীতল সমীরণ দক্ষিণ দিক্ হইতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। উদ্যানের নব শোভা। বৃক্ষলতা নব মুকুলে সুসজ্জিত, পুষ্পগন্ধে, চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। উদ্যানে বৃক্ষ শাখোপরি উপবেশন করিয়া পিককুল সুমধুর সঙ্গীত লহরীতে সকলের মন মুগ্ধ করিকরিতেছে। এমন সময় একদিন অপরাহ্ণ সময়ে সরোজিনী ও তাহার দাদা সুশীলকুমার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে, ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্তি বোধ হইল। শ্রান্তিদূর করিবার জন্য উভয়ে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে উপবেশনার্থ গমন করিল। এমন সময়ে দূর হইতে উদ্যানের মালী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "মশায়! ওদিকে যাবেন না, ঐ গাছের তলে একটা বড় কেউটে সাপ।" এই কথা শুনিয়া ভাই ভগিনী গতিরোধ করিল ও অন্য দিকে পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! ঐ মালীর ত কোন স্বার্থ নাই, তবে এ আমাদের সাবধান ক'রে দিল কেন? ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, ও আমাদের চিনে না, কোন লাভের আশা নাই, তবে কেন ও আমাদের এই বকুল তলে যেতে নিষেধ কল্লে। আমাদের সাপে কাম্‌ড়ালে ওর ত কোন কষ্টই হবার কথা নাই।"

সুশীল—তুমি কি মনে কর মানুষের সকল কাজই স্বার্থ থেকে হয়? ভাল এই যে দেশের অবলা বান্ধবগণ তোমাদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য এত চেষ্টা কচ্চেন তাঁহাদের এতে কি স্বার্থ? বরং দেশের লোক তাঁদের ঘৃণা করে, কতজন কত কথা বল্‌ছে, কই তাঁরাত তাতে কান দিচ্ছেন না।

সরোজিনী—তাঁরা পৃথিবীর স্বার্থ না খুঁজতে পারেন, কিন্তু তাঁরাত পরকালের স্বার্থ খুঁজছেন। এ কাজ কল্লে ঈশ্বর প্রীত হবেন, পরকালে তাঁহাদের সুখ হবে এই

উদ্দেশ্যেত তাঁরা একাজ কচ্ছেন। একি স্বার্থ নয়?

সুশীল—ঠিক তাঁরা কোন উদ্দেশ্য করে একাজ করেন, এ আমার বোধ হয় না। মানুষের প্রতি তাঁদের যে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে, সেই ভাল বাসাই তাঁদের একাজে প্রবর্ত্তক। তাঁরা একাজ না করে থাক্‌তে পাচ্চেন না। ঐ মালীর বিষয় ভাবলে এবিষয়টা একটু ভাল করে বুঝ্‌তে পাব্‌বে। ঐ মালী পৃথিবীর কোন স্বার্থ সাধন জন্যও কাজ করে নাই। পরকালে সুখে থাকবে কি ঈশ্বর ওকে ভাল বাসবে এভাব ও ওর মনে হয় নাই। ঈশ্বর কি, পর কাল কি হয়ত এবিষয়ে ওর পরিষ্কার জ্ঞানও নাই। মানবের প্রতি যে এর স্বাভাবিক ভাল বাসা আছে, তাহাই ইহাকে একাজে প্রবৃত্ত করিয়াছে, মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই স্বাভাবিক অকৃত্রিম ভালবাসাকে সহানুভূতি বলিয়াছেন।

সরোজিনী—এর কোন পার্থিব স্বার্থ নাই একথা ঠিক, কিন্তু পারমার্থিক স্বার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা ঠিক্ কি না বলিতে পারি না, চল একবার গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি?

সুশীল—জিজ্ঞেস কর্‌বার কোন দরকার নাই। তবু তোমার সন্দেহ ভাঙ্গবার জন্য চল যাই। এই বলিয়া ভাই ভগিনী সেই মালী যেখানে কাজ করিতেছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল। মালী আপনার মনে আপনি কাজে ব্যস্ত। সুশীল জিজ্ঞাসা করিল—ভাল মালী তুমি আমাদের বকুল তলে যেতে নিষেধ কল্লে কেন?

মালী—কেন কি? ওখানে যে একটা বড় সাপ।

সরোজিনী—তাতে কি? আমাদের সাপে কামড়ালে তোমার কি?

মালী—তোমাদের কথা যে আমি বুঝলেম না। তোমাদের সাপে কামড়াবে আর আমি জেনে শুনে চুপ ক'রে থাক্‌বে?

সরোজিনী—ভাল তুমি কি এটা পুণ্য কার্য্য মনে করে সাবধান করেছ।

মালী—এতে আবার পুণ্যি কি, এত সকলেই করে, এ আর ত আমি একটা দান ধ্যানের কাজ করিনি।

সুশীল—সরোজ এখন বুঝলে যে মালী এটাকে সাধুকাজ মনে করে করেনি। মানুষের এটা স্বভাব যে এক মানুষ আর এক মানুষের কষ্ট দেখিয়া ক্লিষ্ট হয়, সুখ দেখিয়া সুখী হয়।

সরোজ—কোথায় সকলেত হয় না। চোর ডাকাত-এরা অপরের কষ্ট দেখিয়া ক্লিষ্ট হওয়া দূরে থাক, এরাত ইচ্ছাকরে অপরকে কষ্ট দেয়। এমন ও লোক দেখিতে পাওয়া যায় যারা পরের সুখ দেখিলে সুখী না হইয়া কষ্ট পায়, এদেরইত পরশ্রীকাতর বলে।

সুশীল—তুমি ঠিক্ বলেছ, সকলের প্রাণে সহানুভূতি নাই। কিন্তু এদের

এ অবস্থা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিকৃত অবস্থা।

সরোজ—আচ্ছা, তবে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা চলে যায় কেন?

সুনীল—স্বার্থপরতাই ইহার কারণ। সুখলালসা সহানুভূতিকে ডুবিয়ে দেয়, আর সে উঠতে পারে না। ঐ মালীর কথা দিয়া আবার আমি তোমাকে এইটী বুঝাইতেছি। ঐ মালী স্বভাবতঃ আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ও যদি অত্যন্ত সুখের জন্য লালায়িত হইত, আর অল্প অর্থে সে সুখ না পাইত, তাহা হইলে সুখ লাভের জন্য ওর অর্থপিপাসা বাড়িয়া যাইত এবং সুযোগ পাইলে অসদুপায়ে অর্থ লাভের জন্য ব্যাকুল হইত। আমার সঙ্গে যে ঘড়ী চেন আছে, আমাদের সাপে কামড়াইলে অচেতন হয়ে পড়্‌ব, তখন সে অনায়াসে ঘড়ী চেন আত্মসাৎ কর্ত্তে পার্ব্বে আশাতেও আমাদের সাবধান কর্ত্ত না! অর্থলোভ তাহার এই যে সহানুভূতির ভাবকে গ্রাস করে ফেলত, যেখানে দেখবে সহানুভূতির অভাব সেখানে কোন না কোন স্বার্থ লুকায়ে রয়েছে।

সরোজিনী—ভাল, আমদের বাড়ীর বুড়ী দিদি যে পর নিন্দা করে বেড়ায় ইহা কি সহানুভূতির অভাব জন্য নহে? কোথায় একাজের কষ্ট দেখে সে দুঃখ কর্ব্বেন তা না করে যাতে তাকে সকল লোক ঘৃণা করে, যাতে তাকে কষ্ট পেতে হয় এরই জন্য বাড়ী বাড়ী তার নিন্দা-গেয়ে বেড়াচ্চে। ভাল এতে ওর কি স্বার্থ?

সুশীল—ভাল বুড়ী দিদি চায় কি জান? সে চায় সকলের প্রশংসা, তাই দেশ সুদ্ধ লোকের নিন্দা করে তাদের ছোট কর্ত্তে চায়। আর দেশ সুদ্ধ লোক মন্দ হলে কাজেই লোকে বুড়ী দিদিকেই ভাল বলবে এই তাহার ভিতরে ভিতরের বিশ্বাস। বুড়ী দিদি এটা টের পায়না। প্রশংসা-প্রিয়তাই বুড়ী দিদির সহানুভূতির মাথা খেয়ে দিয়েছে।

সরোজিনী—ভাল এটাত বুঝলেম। কিন্তু উপরে যে পরশ্রীকাতর লোকদিগের কথা বল্লেম, তাদের পরের সুখে দুঃখী হওয়ার কি স্বার্থ? অন্যের সুখ দেখে জ্বলে পুড়ে কেন খাক হয়ে যায়?

সুনীল—স্বার্থ আছে বই কি? তারা চায় সকল লোক তাদের সমান হয়। সমান না হইলে যে তাহাদিগকে এদের কাছে একটু নীচু হতে হয়। এই নীচু হওয়া তারা সহ্য কর্ত্তে পারে না। অথচ যে উপায় অবলম্বন কল্লে আপনার উন্নতি করিয়া উচুদের সমান হওয়া যায়, সে উপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি নাই। তাই বড়কে ছোট করিয়া যাঁরা উচুতে আছেন তাদের নীচে নাবাইয়া সমান কর্ত্তে ইচ্ছা করে থাকে। এইরূপে সহানুভূতি স্বার্থের কবলে মারা পড়ে।

সরোজিনী—দাদা আজ তোমার নিকট অনেক কথা শিখলেম। দাদা আমার মনে আস্তে আস্তে পরশ্রী কাতরতা প্রবেশ কচ্ছিল। কেহ আমার সমবয়স্কাদিগকে প্রশংসা কল্লে আমার যেন একটু অসহ্য হত। অথচ তাদের মত হবার জন্য আমার চেষ্টা ছিল না। আজ হইতে এ খারাপ ভাব প্রাণ হতে তাড়িয়ে দিব এবং যাতে আপনার উন্নতি কর্ত্তে পারি তারই চেষ্টা কর্ব্বো, দাদা আজ সন্ধ্যা হয়েচে চল ঘরে ফিরে যাই। আর এক দিন এবিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

সতী ও শান্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীননাথ ত্রিবেদী ওরফে দিনু ওঝা উপস্থিত। বিলেসদিদির নাতিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "এক খানা আর্‌সি আন দেখি!" আর্‌সি আনিয়া দিলে পর, দিনু ওঝা আর্‌সি "পড়িয়া" সেই মেয়েটীর মুখের কাছে ধরিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বলিল, হ্যাঁ চিনেছি; আচ্ছা দেখি বাবা, কার কত গুরুবল। এই বলিয়া দিনু ওঝা "ফু" দিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ অনবরত ভ্রমরের মত শব্দ করিতে করিতে যখন হুকার ছাড়িয়া বলিল, "হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে, শীগ্‌গির ছাড়," অমনি একটি ছেলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সে মনে করিল, "বুঝি আমাকে ধরে"। এইরূপ কিয়ৎ কাল হুকার ছাড়িয়া শেষে "জল পড়া" দিল। এমন সময় এক বৃদ্ধা বলিলেন, হ্যাঁ গো, "শুনিলেন গো," আর্‌সির ভেতর কা'কে দেখ্‌লে?" দিনু ওঝা বলিল, থাক্, আর নাম কর্ব্বো না; করে ফেলেছে এক কাণ্ড।" বৃদ্ধা তাহার হাতে একটী টাকা দিয়া বলিলেন, "অসন্তুষ্ট হইও না, ভাল হ'লে তখন খুসী কর্ব্বো।" দীনু ওঝা "তথাস্তু" বলিয়া টাকাটি পকেটস্থ করিল। এমন সময় দিনু ওঝা, কেশবকে আসিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, কিহে ভাই রায়ের পো, এস ভায়া এস, তার পর, আছ কেমন?

কেশব। "দাঁতাল মাতাল শিঙেল বৈতেল" কখন যে কাকে কি বলে, কিছুই ঠিক নাই। কি দিনু দাদা, গাঁজার মাত্রাটা আজ কিছু বেড়েছে বুঝি, তাই বল্‌ছ "ভাই রায়ের পো"।

দিনু ওঝা—আঃ খুড়ি, কি জান ভাই, "কনীনঞ্চ নতিভ্রনং"।

কেশব—গাঁজা খোরের হাতে পড়ে সংস্কৃত ভাষাটাও মারা যায় দেখ্‌ছি!

দিনুওঝা—হা—হা, "গাঁজাকা গুঁজি মহাদেওকা পুঁজি। যে বলে গাঁজা মন্দ, তার ধরুক্‌ পঞ্চানন্দ।" ভায়া, গাঁজার মজা তুমি কি বুঝবেহে? এক বোঝেন শিবু খুড়ো, আর বোঝেন শম্ভারাম। তা, যাউক, ভায়া, আছ কেমন বল। অনেক দিন দেখা হয় নি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো মনে কচ্চি, আর তুমি এসে পড়েছ। তা যাই হ'ক তুমি অনেক দিন বাঁচবে।

কেশব—আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য এত আগ্রহ কেন? আমাকে কি ডাইনে খেয়েছে, না ভুতে পেয়েছে?

দিনু—ওহে ভায়া, আমি যত দিন বেঁচে আছি, ভুতের বাবার সাধ্যি কি যে তোমাকে ছোঁয়। দেখ ভায়া, তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি। যাই হ'ক তোমাকে শীগ্‌গির আমি এক খানি কবচ দিচ্ছি। তোমার কিছুই খরচ হবে না। অন্য কেহ হলে বিশ টাকার কমে হতো না। তা যা হ'ক আমি তোমাকে অমনি দিচ্ছি। দেখ ভায়া, ভাল বাসায় কি না হয়, লোকে কথায় বলে "ভাল বাসায় বাঘের দুধ মেলে।" যা হ'ক এসব উপকার মনে রেখো।

কেশব—দিনু দাদা, আমার সঙ্গেও চালাকি। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি আমি সব জানি। কেবল বোকা লোককে ঠকিয়ে পয়সা নেবে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জেনো, যে ইহা কখনও ধর্ম্মে সবে না।

দিনু—ওহে কেশব, কি জান, তুমি ছেলে মানুষ, আর কিছু ইংরাজী গর্ব্যরস পেটে পড়েছে কিনা, তাই তুমি অমন কথা বলছো। যেমন পাপ কখন লুকায় না, সাগর কখন শুকায় না, তেমমি "মুনিবার্ক্য" কখন লঙ্ঘন হয় না। মন্তর তন্তর এ সব যদি মিথ্যে হয়, তা হইলে সমস্ত জগৎ মিথ্যে। তুমিও মিথ্যে, আমিও মিথ্যে, রামও মিথ্যে, রহিমও মিথ্যে; আর "চাড়ীর ঝী চণ্ডীর আজ্ঞে"ও মিথ্যে, "মামীর মার গুণে শীগ্‌গির লাগ্যো"ও মিথ্যে।

কেশব—দিনু দাদা, তুমি যে ইংরাজী গব্যরসের কথা বল্লে, বাস্তবিক ইহা প্রকৃত গব্যরস। এই গব্যরস পান করে অনেক গবচন্দ্র উদ্ধার হয়ে গেল তোমাদের হাত হ'তে। "সাগর কখন শুকোয় না" যে বলছ তাহা ঠিক্‌ নয়। তুমি যদি কখন ভূবিদ্যা পড়্‌তে, তাহলে কখনও ও কথা বিশ্বাস করতে না। সাহারা মরুভূমি আগে সাগর ছিল, তার পর শুকিয়ে মরুভূমি হয়েগেছে। আর পাপ যে কখন লুকোয় না বল্‌ছ, ইহা অতি সত্য কথা। দিনু দাদা, নিশ্চয়ই জেনো পাপ কখনই লুকোয় না। প্রতারণা প্রবঞ্চনা দ্বারা লোকক্কে ঠকিয়ে তোমরা যে পাপ সঞ্চয় করছ, এ পাপ কখন লুকোবে না। এ পাপের শাস্তি নিশ্চয়ই ভোগ কর্‌তে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিলেস্‌দিদির নাতিনীর আজি ভারি বেগতিক। বাঁচে কিনা সন্দেহ। দিমু-ওঝা "ফুঁক্ ফাঁক্" করে গেল "জল পড়া" দিয়ে গেল; তাহাতে কিছুই হইল না। বরং তাহার অসুখ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। মেয়েটীর মা মেয়েটীকে কোলে লইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতেছেন। বিছানার পাশে অনেক্ গুলি স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। যাঁহার যাহা মনে উঠিতেছে, তিনি তাহাই বলিতেছেন। কোন মেয়ে বলিতেছেন, "দিমুওঝার মন্তর ভাল নয়"। অন্য এক জন বলিতেছেন, "শ্যামীর মার মন্তর ভাল, সে বেশ ভাল জলপড়া জানে"। আর এক জন বলিতেছেন, শ্যামীর মার মন্তর ভাল বটে, কিন্তু তার একটু দোষ আছে; সে সব্ সময় লোভ সাম্‌লাতে পারে না। সে দিন ওঁদের খোকাকে খেয়েছিল।" এই রূপে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে তথায় শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তি বলিলেন মাসী মা তুমি অমন ক'রে কাঁদ্‌চো কেন? কাঁদলে কি হবে? তোমার মন এরূপ উদ্বিগ্ন হলে ছেলের অসুখ বাড়বে বৈ কমবে না। কেশব দাদা গেল কোথায় ঠাকুর মা, তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে সরোজিনী দিদিকে আন্‌লে হয় না? তিনি শিশু চিকিৎসায় খুব ভাল।" ঠাকুর মা বলিলেন, সেই ভাল। তাঁকে আনা উচিত। নতুবা ছেলের যেরূপ অবস্থা এতে বড় একটা ভালর আশা দেখ্‌ছি না!" অবিলম্বে কেশব সরোজিনীকে আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন। প্রায় বেলা ৪টার সময় সরোজিনীকে লইয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে অদূরে কান্নাগোল শুনিতে পাইলেন। বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় কে একজন বলিল খুঁকী আর নাই, তার মা উন্মাদিনী হয়ে আছাড় পাছাড় খাচ্চে, ৪।৫ জন মেয়ে তাঁকে ধরে রাখ্‌তে পাচ্চে না।" এমন সময় কেশব ও সরোজিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরোজিনী আসিয়া খুকীর বিছানার পাশে বসিলেন। খুকীর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন বুক্ ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও আশা আছে, রীতিমত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা হলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। তিনি (থার্মোমিটার) তাপমান যন্ত্র দ্বারা তাহার শরীরের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া কেশবকে দিয়া বলিলেন "তুমি রমেশবাবুর ডিস্‌পেনসারি হ'তে শীঘ্রগির এই ঔষধটী আনিয়ে দাও।" কেশব ঔষধ আনাইয়া দিলেন। দুইবার ঔষধ খাওয়াইবার পর মেয়েটী যেন কতকটা বল পাইল, চক্ষু মেলিল, হাত পা নাড়িল, তখন সকলে মনে করিল, এ যাত্রা মেয়েটী রক্ষা পাইল।

এদিকে সরোজিনীকে জল খাওয়াইবার জন্য শান্তি তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। মেয়েটীর মা তাঁহার মেয়ের অবস্থা এখন ভাল দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। সরোজিনী তাঁহার মেয়েটীকে বাঁচাইয়া দিলেন, সুতরাং মনে মনে তাঁহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, কতবার তাঁহার পাকা মাথায় সিঁদুর পরাইতে লাগিলেন, কত ঠাকুর দেবতার "ছলন" মানত করিতে লাগিলেন, কত পীরের "সিরণী" দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ফল কথা তিনি আজি তাঁহার মেয়ের অবস্থা ভাল দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিতা হইয়াছেন। হাজার হউক, মায়ের প্রাণ ত, সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়ের প্রাণ যে কিরূপ হয়, তাহা মা ব্যতীত আর কে জানিবে?

আমি কে?

আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? কেন আসিয়াছি? কেন যাইব? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার স্রষ্টা ব্যতীত আর কেহ সক্ষম নহেন। নিজ নিজ বিশ্বাস মত যিনি যেরূপ বলুন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সেই অনাদি—অজ—জগৎস্রষ্টাই সক্ষম। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? কেন আসিলাম? কেন যাইব? আমি না আসিলে জগতের কি কোন ক্ষতি হইত? আমার আগমনে জগতের কোন উপকার কিম্বা অভাব পূরণ হইয়াছে কি? বুদ্ধি ও তর্কের দ্বারা এই প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেওয়া অন্ধকারে ঢিল মারা। যৌগিক, ভৌতিক ও প্রাকৃতিক সকল ঘটনার কারণ যখন সেই বিশ্বস্রষ্টা, তখন এই সব কূট প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তিনি ব্যতীত আর কেহ কখনও দিতে সক্ষম নহে। আমরা "আমাকে" জানি না—চিনি না। অথচ "আমাকে" লইয়াই ব্যস্ত—এত ব্যস্ত যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেও বিরক্তি বোধ করি। কেহ যদি আমার নিকট আমার কোন সুপরিচিত ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে—"ওহে! তুমি অমুক ব্যক্তিকে চেন কি?" আমি অমনি তাঁহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলি—"হাঁ। আমি তাঁহাকে বেশ চিনি।" কিন্তু সে কি রকম চেনা?' নামমাত্র চেনা—চেহারা মাত্র চেনা। আমি যখন আমাকে চিনি না, তখন তোমাকে চেনা যে আরও কঠিন। যদিও আমরা "আমিত্ব" লইয়া ব্যস্ত থাকি, তবুও কি আমাকে জানি? জানিব কি করে?

আমি কি করিয়াছি, কি করিতেছি ও কি করিব যখন জানিনা, তখন "আমাকে" চেনা ত সহজ কথা নয়।

আমি কি করিয়াছি? আমি কি করিয়াছি তাহা আমি জানি না, সম্ভবতঃ আমাদ্বারা সদসৎ উভয় কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। অতএব আমি কি করিয়াছি তাহা যদি জানিতাম তবে আমাদ্বারা অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে কেন? এমন লোক অতি বিরল যাঁহাদ্বারা জীবনে একটীও অসৎ কার্য্য করা হয় নাই, এমন কি আমরা অনেক সময় এমন ভুলে পড়ি যে সৎ কার্য্য করিতেছি মনে করিয়া অসৎ কার্য্যের ফল গ্রহণ করি। মনুষ্য-জীবনে সুখশান্তি লাভ করা প্রায়ই ঘটে না, (ব্রহ্মজ্ঞানী, যোগী বা তত্তুল্য মহৎ ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছি না) জগৎ সুখের জন্য ব্যস্ত —নিজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত—জীবনের জন্য ব্যস্ত, সম্মানের জন্য ব্যস্ত, এক কথায় আমাকে লইয়াই ব্যস্ত।

"উন্নত হইব বলি নত হও আগে।
দুঃখের শৃঙ্খল পর সুখ অনুরাগে।
সম্মান রক্ষার হেতু হও হতমান।
জীবন রক্ষার হেতু দিতে চাও প্রাণ।"

এ উপদেশটীত সারগর্ভ, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারি কই? বাল্যাবধি ত তোতার মত পড়িয়াছি—গরুর মত শুনিয়াছি যে—কাহাকে কুবাক্য কহিও না, মিথ্যা কথা বলিওনা, ইত্যাদি, কিন্তু সে সমস্ত গ্রহণ করি কই? পরিহাস ছলেও ত দশটি মিথ্যা কথা না বলিলে দিনটী যায় না, শিক্ষা ও সঙ্গ জন্য ইহার কমী বেশী হইতে পারে, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হওয়া সুকঠিন। বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকারে জিতেন্দ্রিয় না হইলে, কেহ সত্যকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করিতে পারেন না। নিসর্গের নিয়ম এই যে যে যাহা চায় সে তাহা পায় না, যে যাহা না চায় সে তাহা পায়। ইহার কারণ বোধ হয় অতি সহজেই মীমাংসিত হইতে পারে, কারণ যাহার যাহাতে অভাব সে তাহা চায়, আর যাহার যাহাতে অভাব নাই সে তাহা চায় না; ইহাই বোধ হয় "যে যাহা চায় সে তাহা পায়-নার" কারণ। ব্যাস, বাল্মীকি বশিষ্ট, পরাশর, কণাদ, পাতঞ্জল, বিষ্ণু, অত্রি প্রভৃতি মহাত্মাগণ যোগ, প্রচুর বিদ্যা, প্রভৃত চিন্তাশীলতা, নির্জ্জন বাস ও দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়াও যখন সংসারের কূট প্রহেলিকার মীমাংসায় সম্যকরূপে উপনীত হইতে পারেন নাই, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তোমার আমার কা কথা? সংসারের কূট প্রহেলিকা আমরা জানিনা, বুঝিনা যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তখন "আমি কি করিয়াছি" তাহাও জানিনা। আমরা যাহা করিয়াছি, যদিও তাহার ফল সেই কার্য্যের গুণ বাহির করিয়া দেয়, কিন্তু আবার অনেক সময় সেই ফল গা ঢাকা দিয়া অন্য কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পাইয়া পূর্ব্ব কার্য্যকে সম্পূর্ণ গোপনে রাখে। অতিপরিশ্রম,

অলসতা, অতি ভোজন, অস্বাস্থ্যকর আহার, অথবা পিতৃ মাতৃ দোষের জন্য কাহারও শরীরটা একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল, এমত সময় সেই ব্যক্তি একদিন অম্লরস একটু অধিক খাইয়া জ্বরগ্রস্ত হইলেন এবং সেই জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইল। এ স্থলে অম্লরস খাওয়াই তাঁহার জ্বর ও মৃত্যুর কারণ নির্দ্দিষ্ট হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যে সকল কারণে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া মৃত্যু নিকটে আসিতেছিল, তাহা এ স্থলে ঢাকা থাকিবে, এই সকল ও অন্যান্য দুর্জ্ঞেয় কারণ সমূহের জন্যই বোধ হয় আমরা কি করিয়াছি তাহা জানি না।

আমি কি করিতেছি তাহাও জানি না, কেননা যখন—"জানামি ধর্ম্মং নতুমে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্ম্মং নতুমে নিবৃত্তিঃ॥" আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্মও জানি, তাহাতে আমার নিবৃত্তি নাই। কিন্তু তার পর আবার সংসার সমুদ্রের ঘটনা-স্রোতে যে মনুষ্যকে কখন কোন্ দিকে লইয়া ফেলে, তাহাও মনুষ্যের দুর্জ্ঞেয়। যখন পলাশীক্ষেত্রে সিরাজের ও ক্লাইবের সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন কি সিরাজ কল্পনায়ও বিদেশী বণিক ক্লাইবের জয় হইবে ভাবিয়াছিলেন —যখন রাজস্থানের রাজদল পরস্পর শত্রুতা করিয়া নিঃস্ব ও তেজোহীন হইতেছিলেন, তখনও সিন্ধিয়া ও হলকার মহারাষ্ট্রীদ্বয়ের তেজে রাজস্থান পুড়িতেছিল এবং ঐ বীরদ্বয় ইচ্ছা করিলে ভারত সাম্রাজ্য তাঁহাদেরই হইত, কিন্তু সমুদ্র পার হইতে ইংরেজ আসিয়া সেই ভারত রাজ্য অধিকার করিলেন! নেপোলিয়ন বোনাপার্টি এত যুদ্ধ জয় করিয়া—এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে সেণ্ট-হেলেনায় বন্দীভাবে মানবলীলা শেষ করিবেন এ কথা কি তাঁহার শত্রুগণও পূর্ব্বে কল্পনায় আনিয়াছিলেন? মহারাজ অজিত সিংহ যিনি স্বীয় বাহুবলে শত্রুকুলের বিজেতা, তিনি তাঁহার বালক পুত্র নরাধম ভক্তের হস্তে প্রাণ হারাইবেন, তাহা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? একদিন তাঁহার মহিষী ভক্তের নিকট অজিতকে সাবধান থাকিতে বলায় তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "মহিষি! ভক্ত আমার পুত্র, তায় আবার বালক; যে আমার একটী চপেটাঘাতে প্রাণ হারাইতে পারে, সে আমার কি করিবে?" এ কথাগুলি মহারাজ অজিত সিংহের বীরত্বের, নির্ভীকতার ও উদারতার যেমন উপযুক্ত, সম্ভব পক্ষেও তেমনি সত্য। এই সকল সম্ভব সত্যকে ঘটনা অসম্ভব ও বিপরীত আকারে পরিণত করে, মনুষ্যের সহস্র চেষ্টা এবং প্রাণগত যত্নও সে ঘটনা স্রোতকে রোধ করিতে পারে না। অতএব মনুষ্যের ইচ্ছা, চেষ্টা, ও যত্নেও যখন অনেক সময় বিপরীত ফল দাঁড়ায়,

তখন আমি করিতেছি তাহা কি করিয়া জানিব?

আমি কি করিব! তাহাও আমি জানিনা, জানা মনুষ্যের সাধ্যও নয়। মনুষ্যকে ঘটনা-স্রোত কোথায় কি কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহা সামুদ্রিক বিদ্যাসম্পন্ন ভবিষ্যৎদর্শীরাও বুঝিতে পারেন না। কথিত আছে পণ্ডিতবর বরাহ ১০০ শত বৎসর পরমায় পুত্রকে ১০ বৎসর বাঁচিবে বলিয়া তামের হাঁড়িস্থ করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, রাজা দশরথ অভিষেকের জন্য সমস্ত আয়োজন করিলেন, ফল দাঁড়াইল সেই পুত্রের বনেবাস ও নিজের মৃত্যু। অতএব কি যে করিব, তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভবাসে নিহিত। তাই যখন আমি কি করিয়াছি, কি করিতেছি ও কি করিব তাহা জানিনা, তখন আমি কে? ইহার উত্তর বিশ্বপাতা ব্যতীত কে দিবেন? আমি ইচ্ছামত কিম্বা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুকূলে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি বা না পারি, বিশ্বাস করিতে হইবে যে—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥" কেননা "আমি ইহা করিয়াছি" "উহা করি নাই" এরূপ ভাবিবার আমি কে? "I am the straw in the hands of my Maker He does his will with a straw as with a mountain." আমি সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে একগাছি তৃণ, তিনি পর্ব্বতকে লইয়া যেমন তৃণকে লইয়াও সেইরূপ ইচ্ছামত ব্যবহার করেন।

কৃঃ রা।

দ্বাদশকন্যা (পারিবারিক গল্প) *

একদা সে শয়তান—নরকাধিপতি
বিবাহ করিতে তার উপজিল মতি।
অপার সাম্রাজ্য—নাহি রাজ্যে অভিলাষ,
বড় সাধ ভার্য্যা লয়ে করে সুখে বাস!
দেখিল স্বরাজ্য খুঁজি রাজলক্ষ্মী তার
নাহি মিলে, যোগ্য পাত্রী কোথা পাবে আর?
অবশেষে নরলোকে করি আগমন,
লভিলা মনের মত রমণী-রতন!
মনুজ-দুহিতা মাঝে অনন্য রূপসী
লভিয়া নরকনাথ কতই না খুসি!
মহাসুখে বহুকাল করিয়া কর্ত্তন,
পত্নীসহ দেশে যেতে করিল মনন।
স্বদেশে, না গেলে নয়-বড় অমঙ্গল!
কে সাধিবে রাজা বিনে রাজ্যের কুশল?

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

দুহিতার সদুপায় না করি, ভবনে—
যাইবে সুবিজ্ঞ পিতা সম্ভবে কেমনে?
বারটী বালিকা রাজা বড় ভাগ্যবান,
একে একে সকলের করিলা সংস্থান।
প্রথম তনয়া দুষ্টা আকাঙ্ক্ষা প্রবল,
ধনীর সন্তানে বরি বাসনা সফল।
দ্বিতীয় তনয়া তার-ধনলিপ্সা নাম,
কৃপণেরে বরি বামা পূর্ণ মনস্কাম।
তৃতীয় তনয়া নাম-পাশব প্রকৃতি
মদ্যপ ইতরাচারী হন প্রাণপতি।
চতুর্থ তনয়া হিংসা-মধুরভাষিণী,
শিল্পীরে সঁপিলা প্রাণ-চাতুরী বাখানি!
পঞ্চম তনয়া কিবা রূপসী-ছলনা,
চাটুকার বিনা কারে বরিবে ললনা?
ষষ্ঠ কন্যা বিলাসিতা-পরমারূপসী,
সাজ সজ্জা দেখে শুনে সেনার প্রেয়সী।
সপ্তম তনয়া তার-দরিদ্রতা নাম,
কেরাণীর গৃহলক্ষ্মী ছাড়েনা সে ধাম।
অষ্টম তনয়া নাম অন্যায়-বিচার,
বিচারকে বরি সদা আনন্দ অপার!
নবম তনয়া নাম-অমিত আচার,
বরিলা যুবকে যেবা লুটায় সংসার,
বিপুল পৈতৃক ধনে হয়ে অধিকারী;
সম্বৎসরে সর্ব্বস্বান্ত পথের ভিখারী!
দশম তনয়া তার নিঠুরতা নাম,
বরিলা পুরুষজাতি-কারে হবে বাম?
বৃথা গর্ব্ব প্রতিহিংসা অবশিষ্ট দুটী,
নিরুপায় একি দায় কোথা পাবে যুটী?
নাহি মিলে বর-পিতা ভাবি চিন্তি পরে
সঁপে দিলা রক্ষণার্থ রমণীর করে!
বহুদিন গত কিন্তু প্রণয় ভাঙ্গন—
অযোগ্য বলিয়া কেহ করেনি বর্জ্জন;
অথবা ভোলেনি কেহ 'আদিম স্বভাব'
যে যে গুণ পিতা হতে করিয়াছে লাভ॥

প্রশ্নোত্তর।

আমার কোনও শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় আমাকে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি নিজজ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিলাম, তাহাই উত্তর লিখিলাম।

১ম প্রশ্ন। ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম?

১ম উত্তর। আমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাসী আমার কাছে সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম; সেই রূপ যিনি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহার কাছে সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম।*

* এই প্রশ্নটীর প্রকৃত সদুত্তর দেওয়া কঠিন।

২য় প্র। কোন্ নীতি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষণীয়?

২য় উ। ইন্দ্রিয়সংযম।

লেখিকা বিশ্বাসের সম্মান করিয়া তাহার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সুবিচারের নিকটে এ মত রক্ষা পাইবে কি না, সন্দেহ। নরহত্যা, পরস্বাপহরণ, ব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াও সময় সময় লোকে ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও ধর্ম্মের নামে করে, সেগুলি কুসংস্কার ও বিশ্বাসের বিকার। যে ধর্ম্মে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের সত্যভাব জীবনে যত পরিস্ফুট হয়, সেই ধর্ম্মকেই তত শ্রেষ্ঠ বলা যায়। শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম খৃষ্টের কথায় "ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হওয়া", প্রাচীন ঋষির কথায় "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।"

বা, বো, স।

৩য় প্র। প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা তাহার পিতার সহিত কিরূপে কথা বার্ত্তা বলিবে?

৩য় উ। মেয়ে বড় হইলে বাবার কাছে হাসিবে, গল্প করিবে, যাহা শিখিতে ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিবে; বাবার কাছে দাঁড়াইলে মেয়ের হৃদয়ে যে ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, তাহারই শক্তিতে মেয়ে যে রকম ইচ্ছা সেই রকম কথা বলিবে। নয় তো কেবল হেঁট মুখে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে—ছিছি, মনে হইবে "বাবা উঠিয়া গেলেই বাঁচি"!

৪র্থ প্র। পিতা যদি কোনও অন্যায় কাজ করেন, সন্তান তাহার প্রতিবাদ করিবে কিনা?—যদি প্রতিবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে কি ভাবে করা যায়?

৪র্থ উ। বাবা কোনও অন্যায় কাজ করিতেছেন, আমি সন্তান তাহা বুঝিয়াও যদি দুটো গালির ভয়ে তাহা না বলি, আমার স্বার্থপরতার জন্যে যদি বাবার নৈতিক ক্ষতি দেখিয়া তাঁহাকে সতর্ক না করি, তবে আমার সন্তানত্বে শতধিক্! "দোষাবাচ্যা গুরোরপি"—কিন্তু সে প্রতিবাদের ধরণটা স্বতন্ত্র। আমি গলায় কাপড় দিয়া বাবার পদতলে বসিয়া দু হাত যোড় করিয়া বলিব "বাবা, একাজ ভাল হয় নাই; এরকম কাজের ফল এই রকম মন্দ হইতেছে" তার পর বাবা যাহাই বলুন।

বাবা দৃষ্টান্ত, গুরুজন মাত্রেরই প্রতি এইরূপ ব্যবহার প্রযোজ্য।

৫ম প্র। যাহাকে ভালবাস, সে কিরূপ ব্যবহার করিলে তোমার হৃদয় ভগ্ন হয়?

৫ম উ। কপটতা ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিলে।

৬ষ্ঠ প্র। বন্ধুত্বের প্রধান উপকরণ কি?

৬ষ্ঠ উ। সরলতা ও বিশ্বাস।

৭ম প্র। সৌন্দর্য্য কি?

৭ম উ। প্রীতি।

৮ম প্র। সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু কে?

৮ম উ। কপট বন্ধু।

৯ম প্র। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল কে?

৯ম উ। যে কুপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক চালিত হয়।

১০ম প্র। কোন্ কোন্ ঋতু সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

১০ম উ। ঘরে থাকিতে হইলে বর্ষা, বাহিরে যাইতে হইলে বসন্ত।

১১শ প্র। মানবের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য কি?

১১শ উ। শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি সাধন।

১২শ প্র। বিধবা রমণীর ব্রহ্মচর্য্য সুসাধিত হয় কিসে?

১২শ উ। আত্মসংযম অভ্যাস করিতে পারিলে।

১৩শ প্র। পুরুষ, ভার্য্যার বন্ধ্যাত্ব ঘটিলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবে কি

না? না করিলে জনসমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে কি না?

১৩শ উ। স্ত্রী জীবিতা থাকিতে কোনও ক্রমে পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবেন না। কেবল সন্তান হওয়াই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। দম্পতীর কর্ত্তব্য অনেক উপরে। বন্ধ্যাত্ব কচিৎ ঘটে, বালিকা বিধবাদিগের পুনঃ-সংস্কারের দ্বারা লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। বালিকা বিধবা কচিৎ ঘটে না।

১৪শ প্র। দাম্পত্য "শাসন" কাহাকে বলে?

১৪শ উ। "আমি কথনই কোনও মন্দ কাজ করিতে পারিব না, তাঁহার প্রাণে বাজিবে" স্বামী স্ত্রী এই কথা ভাবিয়া বিন্দু মাত্র অন্যায় হইতেও প্রতি-নিবৃত্ত হওয়ার নাম "দাম্পত্য শাসন"।

১৫শ প্র। দাম্পত্য সম্মান কিরূপ?

১৫শ উ। "সকল রমণীর মধ্যে আমার ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম" আর "সকল পুরুষের মধ্যে আমার স্বামী শ্রেষ্ঠতম" দম্পতী এই রকম মনে করেন; ইহাকেই "দাম্পত্য সম্মান" বলা যায়।

১৬ প্র। কিরূপ লোকের নিকটে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য?

১৬শ উ। হিংসুক এবং নিন্দুক।

১৭শ প্র। বিধবা রমণীর জীবনের নেতা কে?

১৭শ উ। প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় বিবেক, তৃতীয় ইশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান, এই তিন জনই বিধবা রমণীর জীবনের নেতা।

১৮শ প্র। সপত্নীভাব ভগ্নীভাবে পরিণত হইতে পারে কিসে?

১৮শ উ। প্রধানতঃ * তিন উপায়ে। সপত্নীরা উভয়ে দাম্পত্য প্রণয়ে অনভিজ্ঞা হইলে। কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত স্বামীর পত্নী হইলে। আর (জগদীশ্বর না করেন) বৈধব্য উপস্থিত হইলে।

১৯ প্র। স্বামী যদি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাহা হইলে প্রথমা স্ত্রী কি করিবে?

১৯ উ। নদীতে গিয়া কলসী সহযোগে বৈতরণী পার হইবে—তাহার ইহাই ব্যবস্থা—অন্ততঃ আমার শাস্ত্রে। আমি যদি মনু পরাশর প্রভৃতির সময়ে জন্মিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ত দিয়া হিন্দু শাস্ত্রে এই কথাই লিখাইয়া রাখিতাম। বহু-বিবাহ পক্ষসমর্থনকারী মহাত্মারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।

শ্রীলেখিকা।

* বলা বাহুল্য শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণী সহজ প্রাপ্য নহে।

পড়িয়া ছড়ায়ে।

পড়িয়া ছড়ায়ে জগতের মাঝে,
দিবানিশি ঘুরি সদা মিছে কাজে,
ওগো, আপনে আনিতে আপনার মাঝে,
কি করে পারিব হায়!
দেখ, হইল রজনী আসে বিহঙ্গম,
আপনার নীড়ে নাহি ব্যতিক্রম,
এ, জীবন তামসী ফিরি দশদিশি,
কেন আবাসে মন না চায়?
কাঁদিছে 'দ্বিদল' শূন্য 'শতদল'
না জানি কি গুণ ধরে ভূমণ্ডল।
হায়, নীর ত্যজে ক্ষীর, জিবেনা মরাল,
নাজানি কি তবে চায়!
(সদা শূন্য সরসীতে ধায়।)

বেদনা বা দুঃখ।

জমাট অশ্রুর স্তুপাকার!
প্রাণের নীরব হাহাকার!
যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা!
স্বরচিত কবির কল্পনা।
বিরহীর মৃত প্রিয় স্মৃতি!
প্রতিদানে নিরাশিত প্রীতি!
জ্ঞানকৃত পাপের স্মরণ!
হত্যাকারী আত্মসংগোপন।
অজ্ঞানের প্রাণহীন তাপ!
প্রকৃত বক্তৃতা অপলাপ।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সংরক্ষিত ফল।

আমেরিকানেরা এক অপূর্ব্বকৌশলে পক্ক ফল সকল টিনের পাত্রে অবিকৃত রাখিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি করিতেছে। আধারে নিহিত ফল যতদিন ইচ্ছা অবিকৃত থাকে, ইহাতে স্বাদের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। কথিত আছে যে যে প্রক্রিয়াযোগে এরূপে ফল সংরক্ষিত হয়, আমেরিকাবাসিরা তাহা পম্পে নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে শিক্ষা করিয়াছে। বহুদিবস হইল একদা প্রথিত পম্পে নগরের স্থান বিশেষ খনন করিতে করিতে কতকগুলি বৃহৎ জালা আবিষ্কৃত হয়। তাহাদের মুখ একেবারে আবদ্ধ ছিল। খুলিয়া ফেলিলে উত্তম 'ফিগ' ফল সকল দৃষ্ট হইল। ইহা অবিকৃত ও তাজা রহিয়াছে। পম্পে নগর অনেক শতাব্দি পূর্ব্বে ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ফলগুলি অদ্যাপিও অবিকৃত আছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই সময় সিনসিনাটী বাসী কয়েক জন

আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা জালাসকল পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে ফল সকল উত্তপ্ত জালা মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ধূম উদ্‌গমনের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রও দৃষ্ট হইল। ঐ ছিদ্র দিয়া সমস্ত ধূম নির্গত হইলে তাহা গালা দিয়া একবারে বন্ধ করা হইয়াছিল। সুতরাং ফল অবিকৃত ও তাজা আছে। সিন-সিনাটীর লোকেরা ইহা দেখিয়া স্বদেশে এরূপ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। তদবধি আমেরিকানেরা এইরূপে ফল সংরক্ষিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসায় চালাইতেছে।

পার্শিজাতির উপাস্য দেবতা।

পার্শিরা সকলেই অগ্নিপূজক, তাহাদিগের উপাস্য দেবতা ভেদে তাহারা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী বিহিরাম, দ্বিতীয় শ্রেণী অদরণ, তৃতীয় শ্রেণী দদগণ নামে অভিহিত। দদগণের পূজায় যে ব্যয় হয়, বিহিরামের পূজায় তদপেক্ষা ত্রিশগুণ ব্যয় ও আয়োজন হইয়া থাকে। বলসারের নিকটবর্ত্তী উদয়াদা গ্রামে বিহিরাম অগ্নি দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বাদশ শতাব্দ অতিবাহিত হইল, যখন পার্শিরা প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, সেই ঘটনা স্মরণার্থ এই অগ্নি সংরক্ষিত হয়। পুরোহিতেরা বলেন এই অগ্নি রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া পার্শিরা নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে পৌছিয়াছিল। দিবারাত্রিতে পাঁচবার নিয়মিত সময়ে ইহাতে সচন্দন ইন্ধন প্রদত্ত হইয়া থাকে। হোমের ন্যায় মন্ত্র সমেত আহুতি প্রদান করিতে হয়। বিহিরামের অব্যবহিত নিম্নেই অদরণ অগ্নি। ১৭৩৩ খৃষ্টঅব্দে মাণিকজী নোরেজি অনেক অর্থ ব্যয়ে বোম্বাই নগরে ইহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরটি পুরাতন হওয়াতে পূর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন হয়। কিছুদিন হইল জলভাই আর্দিসিয়ার লক্ষটাকা ব্যয়ে ইহার সংস্কার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ইহার অগ্নি একটী প্রকাণ্ড রৌপ্যাধারে সংরক্ষিত, তাহার মূল্য প্রায় ৭০০০ টাকা। মন্দিরের যে কক্ষে ইহা প্রতিষ্ঠিত, তথায় যাজক বা তাহার সহকারি ব্যতীত কাহারও যাইবার অধিকার নাই। মন্দিরের সংস্কার সময়ে ইহা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও অপর ব্যক্তির নিকটে যাইবার অনুমতি ছিল না। বংশ পরম্পরা পুরোহিতগণ কেবল ইহার যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জলভাই, মাণিকজীর অষ্টম পুরুষজাত। সংস্কারান্তে মন্দিরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দিবসে নিয়মিত পূজা হোম অন্তে পার্শিদিগের মধ্যে মহাভোজ হইয়াছিল। রজনীতে মন্দিরটী আলোক-মালায় পরিশোভিত হয়।

বিশ্বসেবাব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

রোগীর সুস্থতার জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দুইই আবশ্যক বটে, এবং উক্ত দুই কার্য্য একের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবারও সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু যেমন শুশ্রূষা-কারিণী জ্ঞানবুদ্ধিহীন, স্নেহমমতা-শূন্যা, অধৈর্য্যা ও নিন্দনীয় চরিত্রের হইলে সুচিকিৎসকেরও চিকিৎসার সমূহ ব্যাঘাত হয়—এমন কি সময় সময় তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়; তেমনি তুমিও অসুস্থদেহ, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য যতই কেন প্রাণপণে চিকিৎসা কর না, তোমার সহকারিণী বিশ্বের শুশ্রূষাকারিণী যদি গুণহীনা হয়েন, তাহা হইলে তোমার কার্য্যও অত্যন্ত প্রতিবন্ধকময় ও নিতান্ত বিফল হইবে সন্দেহ নাই। তাই বলি-তেছি অগ্রে সহকারিণীকে উপযুক্ত কর, তৎপরে বিমল সুখকর বিশ্বসেবাব্রতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে কোন্ অব-স্থায় স্ত্রীলোকগণ বিশ্বসেবা ব্রতের সহকারিণী হইবার বিশেষ উপযুক্তা? আমরা বলি এদেশীয় অবীরা বালিকাগণ ও সকল দেশীয় চিরকুমারীগণই বিশ্ব-সেবা ব্রতের প্রকৃত সহকারিণী হইবার যোগ্যা। এদেশীয় বিধবা বালিকাগণ যদি আপনাদিগকে সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত হইয়া বিশ্বসেবাব্রতের সহকারিণী হইতে পারেন, তাহাহইলে যে তাঁহাদের হৃদয় পুণ্যময় হইয়া এক উচ্চতর বিমল আনন্দে পরিপূরিত এবং তাঁহাদের জীবন সংসারাতীত স্বর্গীয় ভাবের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়া সহস্র সহস্র সংসারাসক্ত নরনারীর প্রাণকে চমকিত, বিলোড়িত ও উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদিগকে সহকারিণী করিলে—সার্থক-জন্মা বিশ্ব-সেবা ব্রতধারীও আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়া মনোবাসনা সিদ্ধ করিতে পারিবেন।

আবার বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা মহিলাগণ পূর্ব্ব প্রচলিত ব্রত নিয়মাদি কুসংস্কারসংসৃষ্ট বোধে পরিত্যাগ করি-য়াছেন, এ সময়ে যদি তাঁহারা বিশ্ব-সেবাব্রত অবলম্বিনী কিম্বা বিশ্বসেবা ব্রতের সহকারিণী না হইবেন, তবে তাঁহারা কি হিতানুষ্ঠান লইয়া মনুষ্য-জীবন সার্থক করিবেন? মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত নর নারীর কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা কোন মন্দ বিষয়, পরিত্যাগ করিয়া সেই শূন্য স্থান ভাল বিষয় দ্বারা শীঘ্র পূর্ণ করিয়া ফেলেন, নতুবা সেই শূন্যস্থান নৈসর্গিক নিয়মানুসারে অচিরে আর একপ্রকার মন্দ বিষয়ে পূর্ণ হইয়া পরি-তাপের কারণ হইবে। কেবল অসত্যকে

তাড়াইলে কি হইবে, যদি না সত্যের রাজসিংহাসন চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে! প্রাচীনারা আহ্নিক পূজা ও ব্রতাদি নিয়মের অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়া কেমন সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন! বর্ত্তমানের শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি ভূমা ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা ও মনুষ্য জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য বিশ্বসেবাব্রত পালন না করিয়া কেবল বিলাসিতা এবং বসন ভূষণের অভিনবতর ফ্যাসন উদ্ভাবনের প্রসঙ্গ লইয়াই জীবনের অধিকাংশ সময়টা কাটাইয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। মনুষ্য জীবনে হিতানুষ্ঠান নিতান্তই আবশ্যক। হিতানুষ্ঠানবিহীন জীবন কি—জলহীন নদী, ফলহীন তরু, মাতৃহীন শিশু, সন্তানহীন নারীক্রোড়ের ন্যায় শোচনীয় নহে? যথাসাধ্য বিশ্বসেবাব্রত পালন না করিলে ধর্ম্ম সাধন সম্পূর্ণ হয় না, কেবল মাত্র ঈশ্বরারাধনায় ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশমাত্র সাধিত হয়। হিতব্রতশূন্য হৃদয় সত্যশূন্য জ্ঞান, নিঃস্বার্থতাশূন্য প্রেম, কর্ম্মশূন্য দেহ, উন্নতচিন্তাশূন্য মনের ন্যায় একান্ত সৌন্দর্য্যবিহীন ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অসার্থক। তাই সানুনয়ে বলিতেছি—হে বিশ্বসেবাব্রত পথের পথিক মহাত্মগণ! নারীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, বিশেষ পবিত্রহৃদয়া দুঃখিনী বালবিধবা ও পূতচরিত্রা নিঃস্বার্থহৃদয়া কুমারীগণকে কখনই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। শ্রদ্ধাসহকারে ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত তাঁহাদিগকে সহকারিণী নিযুক্ত করিবেন।

বিশ্বসেবার ন্যায় শান্তি রসাস্পদ পুণ্যময় আত্মপ্রসাদজনন কার্য্য আর কি আছে? এ পৃথিবীতে নিজের জন্য চিন্তা ও পরিশ্রম সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু এই চিন্তা ও পরিশ্রমের ব্যাপকতানুসারে তাহারা গৌরবান্বিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভাবে যিনি যত বেশী লোকের জন্য শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রম করেন, তাহার শ্রমের মূল্য তত অধিক। যাঁহার যতটুকু শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রমের ব্যাপ্তি, তাঁহার ততটুকু বিশ্বসেবাব্রত পালন করা হয়। নর নারীর মধ্যে যিনি প্রাকৃতিক জ্ঞানে ভূষিত হইয়া হৃদয়কে উচ্চতর ও প্রগাঢ়তর ঈশ্বরপ্রীতির আধার করিয়াছেন, এবং যথাসাধ্য বিশ্বসেবারূপ মহাব্রত সাধন করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হওয়া যাঁহার স্থির সংকল্প, তিনিই ধন্য, তাঁহারই জীবন সফল, তিনিই বিমল শান্তিতে পূর্ণ হইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিবেন।

নারীগণকে বিশ্বসেবার সহকারিণী পদে নিযুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীলোকেরও সহকারিতা করিতে প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, কিন্তু হে

বিশ্ব-সেবক মহাত্মাগণ! তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে উপযুক্ত না দেখিলেও পবিত্র মহৎ কার্য্যের অনধিকারিণী মনে করিবেন না। সূর্য্য প্রথমে সলিলকণা সকলকে উচ্চ বিমান পথে লইয়া যায় বলিয়াই তাহারা অসীম আকাশ ও মুক্ত বায়ুর সহযোগে সম্যক্ প্রকারে প্রশস্ততা ও নির্ম্মলতা লাভ করিয়া শেষে জড় উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিরাজ্যের অশেষ মঙ্গল সাধনের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। নারীগণকে যদি না প্রথমে জ্ঞান ধর্ম্মের উচ্চ প্রদেশে লইয়া যাওয়া হয়, তাঁহারা কখনই সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে আনন্দমনে বিশ্বসেবায় মনো-যোগিনী হইতে পারিবেন না। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে প্রথমে জ্ঞানরূপ বিশালতাময় আকাশ মার্গে, ধর্ম্মনীতিরূপ সুশীতল প্রমুক্ত মারুতহিল্লোলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই হৃদয়ের নীচতা ও সংকীর্ণতা দূর করিতে পারিবেন; এবং হৃদয়ের প্রসরতা ও গম্ভীরতা লাভ করত মনুষ্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রণোদিত হইয়া অনায়াসেই বিশ্বসেবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবেন। তখন বিশ্বজনীন প্রেমে পূর্ণহৃদয় হইয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য আনন্দিতচিত্তে ধন জন মন সকলই সমর্পণ করিবেন—এমন কি আবশ্যক হইলে দুর্লভ জীবন পর্য্যন্তও অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ধন্য সেই দেহ, মন, ধন্য সেই ধন জন, ধন্য সেই প্রিয় জীবন, যাহা পর হিতের জন্য অকাতরে ব্যয়িত হয়!!

বাঙ্গালা প্রবচন।

(৩২৬ সংখ্যা ৩৪৩ পৃষ্ঠার পর)

ধ

১। ধন জন গৌরবের গর্ব্ব কর মন,
জাননা নিমেষে কাল করিবে হরণ।

২। ধন দিয়ে মন বুঝে,
যৌবন দিয়ে আক্কেল বুঝে।

৩। ধনে সুখ নয় কিন্তু সুখ হয় মনে।

৪। ধর কাছি ত ধরে আছি।

৫। ধরাকে সরা জ্ঞান।

৬। ধরে মাছ না ছোঁয় পানি।

৭। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

৮। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।

৯। ধর্ম্মের কল বাতাসে চলে।

১০। ধর্ম্মের ঘরে কুটের অভাব নাই।

১১। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

১২। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।

১৩। ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয় না।

১৪। ধর্ম্মের ষাঁড়।

১৫। ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।

১৬। ধান্‌ভান্‌তে শিবের গীত।

১৭। ধার ক'রে হাতী কেনা।

১৮। ধাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।

১৯। ধারে কাটে, আর ভারে কাটে।

২০। ধুন্ড়ীর ভিতর খাসা চাল।

২১। ধূলা মুটা ধর্‌তে কড়ী মুটা (বা সোণামুটা) হয়।

২২। ধোবার গাধা ভাতের কাটি বয় না।

প্যানেমার খাল।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে ভাস্কো নিউনেজ ডিবল বোয়া প্রথমে প্রশান্ত সমুদ্র ভ্রমণে যাত্রা করেন। সেই সময় হইতে এই খাল কাটিবার কথা হয়। অনেকে ভাবেন ইহা একটি নূতন কথা। ডি লেসেপ্ সোএজ খাল কাটিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, প্যানেমার খাল কাটার প্রস্তাব তিনিই প্রথমে উত্থাপন করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে যখন কথা চলিতেছে, তখন কেমন করিয়াই বা প্রস্তাবটিকে নূতন বলি? আণ্টনিও গ্যানভীজ নামে পর্ত্তুগিজ নাবিক নিকারেগুয়া হ্রদ দিয়া একটি ও প্যানেমা দিয়া আর একটি খাল কাটিবার কথা তুলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ তৃতীয় চার্লস যোজক দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশার্থে ম্যানুএল গ্যাল্পিসট্রো নামক কোন্ উপযুক্ত ব্যক্তিকে কতিপয় পোতসহ প্রেরণ করেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যারণ হমবোল্ট স্থানটি পরিদর্শন করিয়া খাল কাটার ব্যাপারটি সাধ্যায়ত্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ১৮২৬ সালে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যই এ বিষয় প্রথমে যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করেন। সে যাহাহউক এখন বিবেচিতব্য, কোন্ ব্যক্তি কার্য্যতঃ প্যানেমার খাল কাটিবার প্রথম উদ্‌যোগ করেন? ইনি সম্ভবতঃ ফরাসী নাবিক লেপ্‌টেনেণ্ট লুসিয়ান নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ওয়াইজ। ইনি যোজক দর্শনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মুসে ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপের সহিত যোগদান করিয়া এক কোম্পানী সংগঠন করেন। খালে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া তাঁহার মত লোক এমত দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। নানা প্রকার প্রতিবন্ধক হইতেছে, লোকে এমন কি হাস্য পরিহাসও করিতেছেন, কিন্তু লেসেপের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার নয়; প্রত্যুত বাধা পাইয়া ইহা উত্তরোত্তর আরও প্রোৎসাহিত হইতেছে। খাল কাটা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত

প্রতিবন্ধক গুলি উপলব্ধি করিতে হইতেছে ;—(১) বর্ষাকালে বন্যা ; (২) বড় বড় দুর্ভেদ্য শিলাময় শৈলরাজি ; (৩) যোজকের জলবায়ুর অপকারিতা ; (৪) সমুদ্রসমতলের পার্থক্য। সাড়ে একুশ (২১½) ক্রোশ কাটিতে হইবে, তাহাতে আবার এই সকল প্রতিবন্ধক। মে হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এখানে ভয়ানক বৃষ্টি হইতে থাকে। গড়ে বৎসরে ১১৯ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়ে। স্থানটি অতিশয় অস্বাস্থ্যকর, এখানে যাহারা কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে চীন বেশী, য়ুরোপীয় তদপেক্ষা কম, সর্ব্বাপেক্ষা কম নিগ্রো। হাঁসপাতাল সংস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি পীড়ার বিশেষতঃ জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। কতদূর কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাঠক পাঠিকাবর্গকে জ্ঞাত করিতে হইলে সংক্ষেপে বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ পর্য্যন্ত ১৮০ ভাগের একভাগ মাত্র কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং তুলনা করিয়া বলিতে হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য্য কিছুই হয় নাই। কিন্তু লেসেপের প্রতিজ্ঞা পরাভূত হইবার নয়, তিনি যে কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। একার্য্য যে তাঁহা দ্বারা সংসাধিত হইবে, ইহাতে আমাদের বিশ্বাস আছে।

কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন।

(৩২৫ সংখ্যা ৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রামহ্রদ অতি প্রাচীন তীর্থ। সত্যযুগে ইহাকে ব্রহ্মসর বলা হইত। ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া যখন কৃত কর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন আপনাকে নরঘাতী ভীষণ পাপাত্মা জানিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ব্যবস্থাপ্রার্থী হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মসরে স্নান করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইল। তিনি তদনুসারে এই সরে স্নান করিয়া নরহত্যাদি মহাপাতক হইতে মুক্তি পান। তিনি, পাপ তাঁর স্খলিত হইলে, মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় নামে সরের নাম পরিবর্ত্তিত করিলেন। তদবধিই ইহাকে রামহ্রদ বলা হইয়া থাকে। এখানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ধৌত হয়, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ণ স্নানের মাহাত্ম্য পুরাণে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই—অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় ও সশরীরে স্বর্গ লাভ। আমাদের ভাগ্যে শেষোক্তটী ঘটে নাই, বোধ হয় কিছু অধিকক্ষণ থাকিলে জর্দ্দের

গুণে ও কচ্ছপের অনুগ্রহে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। তবে দারুণ আষাঢ় শ্রাবণ মাসের বেলা দ্বিপ্রহরে পঞ্জাবের প্রচণ্ড রৌদ্রে কুরুক্ষেত্র মহাপ্রান্তরে যে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা নিশ্চয়ই প্রথমটীর ফলে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মসর, রামহ্রদ ব্যতীত ইহার আরও দশটী নাম আছে। তাহাদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এ স্থলে অনাবশ্যক বোধে উপেক্ষিত হইল। হ্রদের বা কুণ্ডের এক কোণে নানকপন্থীদিগের একটী মঠ আছে। গুরুগোবিন্দের শিষ্য গোঁড়া জাঠেরা পঞ্জাবে প্রধান প্রধান হিন্দুতীর্থের নিকট আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সদুপদেশ দ্বারা প্রমাদী নর নারীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বৃন্দাবন ও মথুরার ন্যায় এখানেও কচ্ছপের যেমন, সেইরূপ বানরেরও উপদ্রব অল্প নহে। আমাদিগকে বস্ত্র ও উপানৎ বহু সতর্কে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। স্নানাদি সমাপন করিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। নিকটেই সেখ জিল্লির মোকবরা। হিন্দু তীর্থের নিকট মুসলমানের মসজিদ সংক্রামক।

স্থানেশ্বর ইতিপূর্ব্বে একটী জনপূর্ণ মহানগর ছিল। এখানে প্রায় ৩০ সহস্র লোকের বসতি ছিল। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিলে ইহার অতীত গৌরবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে ছয় সহস্র লোকের অধিক বসতি নাই। অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা লোক ও সংস্কারাভাবে পতিতপ্রায়। স্থানে স্থানে প্রশস্ত রাজপথ ও সুন্দর সুন্দর উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে সরকারী কার্য্যালয় সকল থাকাতে কতকটা জনপূর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা স্থানান্তরিত হওয়াতে লোক সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়াই এখনও জনশূন্য হয় নাই। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেনকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। ইহা স্মৃত্যুক্ত যজ্ঞীয় দেশের অন্তর্গত। আদিম আর্য্য জাতি প্রথমেই এই স্থানকে বসতির উপযুক্ত বোধে মনোনীত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্যদেশ ও ব্রহ্মাবর্ত্তও তাঁহাদিগের বাসস্থান ছিল, সুতরাং এই সকল দেশ কেবল যজ্ঞীয় দেশ নামে অভিহিত হইত। যজ্ঞীয় দেশের প্রধান লক্ষণ-যথায় যজ্ঞের উপযোগী কৃষ্ণসার মৃগ সকল বিচরণ করে। ইহার বহির্ভাগস্থ সমস্ত দেশই ম্লেচ্ছ দেশ। এক্ষণে সেই যাগযজ্ঞপরায়ণ আর্য্যজাতি নাই, যজ্ঞীয় দেশও নাই। ভারতের সর্ব্বত্রই ম্লেচ্ছসংশ্লিষ্ট ম্লেচ্ছ দেশ।

নগরের দুরবস্থা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে আমাদের রথ পাণ্ডবের নিকেতনে আসিয়া পৌছিল। তখন বেলা প্রায় ১টা। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে অন্ন প্রস্তুত ছিল, সুতরাং পরিতোষপূর্ব্বক আহার

সম্পন্ন হইল। সমভিব্যাহারী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রামার্থ শয্যাশায়ী হইলেন। একে একার ধাক্কা, তাহাতে পঞ্জাবের মধ্যাহ্ন রৌদ্র ও অসময়ে আহার, সুতরাং শরীর অবসন্ন হইয়া শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আমি এই রৌদ্রোপভোগে ও একারোহণে তৃপ্ত হইতে পারি নাই, সুতরাং বিশ্রাম ভোগে বিরত হইলাম। শীঘ্রই অন্যরথে (কারণ আমাদিগের পূর্ব্বরথের অশ্বসকল আমার মত ভ্রমণপ্রিয় ছিল না, তাহারা ক্ষণিক রৌদ্রোপভোগ করিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল) আরোহণ করিয়া পথ প্রদর্শকের সহিত পুনর্ব্বার ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বাহ্নে রথারোহণ ও রৌদ্রসেবন সুখ অল্পই ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু এবার আর সে আক্ষেপ রহিল না। আজ শ্রাবণ মাসের দক্ষিণায়ন সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন। প্রদীপ্ত নভোমণ্ডল মেঘস্পর্শশূন্য। মার্ত্তণ্ড দেব অগ্নি বিকীর্ণ করিতে করিতে বিষুব রেখা অতিক্রম করিতেছেন। উত্তপ্ত বায়ুরাশি বাষ্পাকারে উর্দ্ধোত্থিত হইতেছে। রাজপথে লোকের গমনাগমন বিরল হইলেও ধূলিরাশির প্রাদুর্ভাব অল্প ছিল না। একে একার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম ও রৌদ্রে অর্দ্ধপ্লুষ্ট গলদ্ঘর্ম্ম বপু, তাহাতে অগ্নিকণানিভ ধূলিরাশি-মণিকাঞ্চন যোগ। ক্রমে নগর অতিক্রম করিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদকূলে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে হ্রদের এই প্রদেশ কেবল জনশূন্য নহে, প্রচণ্ড রৌদ্রে তলদেশ সম্যক বিদীর্ণ হইয়া ভয়ঙ্করাকার ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে ঘাট বান্ধা আছে বটে, কিন্তু তাহা বৃক্ষ ও ছায়াভাবে পথিকের দ্বিগুণ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। শুধু মৃত্তিকার উত্তাপেই রক্ষা নাই, তাহার উপর ইষ্টক ও পাষাণ উত্তপ্ত হইলে যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী লোকেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। অশ্বদ্বয়ও উত্তপ্ত বালুকায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমে হ্রদের দুই দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা সিদ্ধবটীতে উপস্থিত হইলাম। প্রচণ্ড রৌদ্রের পর বটচ্ছায়া যে কি তৃপ্তিকর, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। সিদ্ধবটী সমুচ্চ হ্রদকূলে প্রতিষ্ঠিত, শাখা প্রশাখা ও ঝুরি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তলস্থ মঠের আতপত্র স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ ছায়াতলে বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তিদূর করিলাম। যে বায়ু প্রান্তরে ও ছায়ার বহির্ভাগে অনল হল্কা বহন করিতেছিল, তাহা যে কিরূপে এখানে শৈত্যগুণ প্রাপ্ত হইল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। পিপাসায়ও শুষ্কতালু হইয়াছিলাম, মঠের বহির্ভাগস্থ কূপ হইতে জল তুলিয়া আচমনাদি করিলাম। কূপোদক, সুতরাং শীতল, কিন্তু বিস্বাদ হেতু পান করিতে পারিলাম না; তথাপি আচমনেই পিপাসা দূর হইল। বটতলাটি পরিষ্কার ও পবিত্র, নানা জাতীয় পক্ষী

শাখাশ্রয় করিয়া সুখে কলকাকলি করিতেছে। শাখামৃগেরও অভাব ছিল না। স্থানটী সমুচ্চ বলিয়া সমস্ত দ্বৈপায়ন হ্রদ ও নগরের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। নগর এখান হইতে অনধিক এক ক্রোশ হইবে। মঠস্থ দর্শনীয় পদার্থ সকল (যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে) দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার রথোপরি উপবিষ্ট হইলাম। এবারে আমরা বনপথে ধাবিত হইলাম, এখন পথ ছায়াময়।

পৃথিবীর ছাদ।

এই অপূর্ব্ব নাম শুনিয়া অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিতে পারেন। কবি নক্ষত্রখচিত সুনীল চন্দ্রাতপশোভিত নভোমণ্ডলকে, বৈজ্ঞানিক নিথর বায়ুমণ্ডলকে এবং স্থূলদর্শী শূন্যকেই ছাদরূপে গ্রহণ করিবেন। কোন কোন প্রখর স্মৃতিশক্তি-বিশিষ্টা পাঠিকা পিতামহীর উপকথা-বর্ণিত "বুড়ির সম্মার্জ্জনীতাড়িত আকাশ" কেও পৃথিবীর ছাদ বলিতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবিত ছাদ ইহার একটীও নহে। ইহা প্রকৃত পৃথিবীর ছাদ কিনা তাহা একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকটিত করিলাম, তাহা পাঠ করিলেই বোধগম্য হইবে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে পর্য্যটক কাশ্মীর হইয়া উত্তর খণ্ডে গমন করেন। কিছুদিন ইয়র্কখণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক পামির প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি বলেন, যে কাশগেরিয়ার সমতলক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইলেই একটী অপূর্ব্ব স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তত্রত্য লোকেরা ইহাকে বামই ডুনিয়া বা পৃথিবীর ছাদ বলিয়া থাকে। "পামির পার্ব্বতীয় প্রদেশ, সমতলক্ষেত্র হইতে সহসা উর্দ্ধোত্থিত হইয়াছে। মূলদেশ সিন্ধুসমতল হইতে ৪০০০ পাদ উচ্চ এবং শৃঙ্গ সকল ২৫। ২৬ হাজার পাদ গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মূলদেশ হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত শুভ্র তুষারাবরণে চির আবৃত। উপত্যকা ও অধিত্যকা হিমশিলার নিত্য লীলাস্থলী। চতুর্দ্দিকে উন্নত নগমালা প্রাকারের ন্যায় স্থাপিত, উপরে অনন্ত নিহাররাশি ছাদ রূপে উত্তরোত্তর উত্থিত হইতেছে এবং চূড়াকারে শৃঙ্গ সকল অম্বরে বিলীন হইতেছে।" পর্য্যটক "বাম-ই-ডুনিয়াকে এতদবস্থ দেখিয়া" "পৃথিবীর ছাদ" না বলিয়া "পৃথিবীর দ্বিতলগৃহ" বলিতে চান। তুরাণীয় গৃহ সকলের ছাদ আমাদের ইষ্টকালয়ের ছাদের ন্যায় সমতল। বাসিন্দারা বাহির হইতে প্রাচীরের উপর উঠিয়া তদুপরি উপ-

বেশন ও আরামাদি করিয়া থাকে। এই ছাদ এক প্রকার বৈঠকখানারও কার্য্য করে। তাঁহার মতে এই পর্ব্বত অঞ্চলেরও এই "পামির" বা ছাদ নামকরণ হইয়াছে। একবার পার্ব্বতীয় পথানুসরণ করিয়া অধিত্যকায় উঠিতে পারিলেই এই ভাব হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। নিম্নে সমতল ভূমি, অত্যুচ্চ নগরাজী ও প্রকাণ্ড উপত্যকা—তথা হইতে শৃঙ্গ সকল স্তম্ভাকারে উত্থিত হইয়াছে। হিমালয়ের ও হিন্দুকুশের উপত্যকাসকল যেমন গভীর, অপ্রশস্ত ও বদ্ধ, এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনবরত শিলাপাতে খাদ সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, তদুপরি আবার হিমশিলার প্রাদুর্ভাব। যে পরিমাণে বৃষ্টিধারা-বেগে তুষার সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে হিমশিলা জমিয়া যাইতেছে। এই সকল উপত্যকাই পামির নামে প্রসিদ্ধ। তত্রত্য অধিবাসীরা উপত্যকা বিশেষকেও পামির নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এখানকার এক একটী উপত্যকার তলদেশ দুই তিন ক্রোশ বিস্তৃত ও প্রায় সমতল ক্ষেত্র, কিন্তু সিন্ধুর সমতল হইতে অনেক উচ্চ। তাগ-দুম-বাস পামির ১০৩০০ হইতে ১৫০০০ পাদেরও অধিক উচ্চ। অন্য অন্য পামির ১২০০০ হইতে১৪০০০ পাদ উচ্চ। পর্য্যটক বলেন এই সকল পামির উপত্যকার সর্ব্ব নিম্ন স্থান ইয়ুরোপের আল্‌পস পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরের সমান। বড় পামির, ছোট-পামির, আলিচর পামির প্রভৃতি আরও কয়েকটী পামির আছে। সকল স্থানেই তুষার ও হিমশিলার রাজত্ব। ছোট পামিরের কোন কোন স্থান গ্রীষ্ম কালে তুষারশূন্য হয় বটে, কিন্তু বড় পামিরের সহিত যেখানে সংযুক্ত, তথায় চিরনিহার বিরাজমান। এখানে প্রাচীন হিমশিলারও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তুষার নগরাজী ছায়ার ন্যায় রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে বিলীন হইতেছে, কোন কোনটা স্থূল শুল প্রস্তরময় প্রতীয়মান হইলেও মুহূর্ত্তে বাষ্পীভূত হইয়া মেঘের ন্যায় আকার সকল প্রদর্শন করিতে করিতে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে. কিন্তু অধিকাংশ শিলাপিণ্ড জমিয়া পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিতেছে। পর্য্যটক এই স্থানে আর একটী চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন। এক-কেই তাল উপত্যকার নিকট রাং-কুল নামে একটী হ্রদ আছে। এই হ্রদের উপকূলেই একটী সমুচ্চ নগ অধিষ্ঠিত। এই নগ মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গুহা বিদ্যমান্। এই গুহার উপরিভাগ চির-আলোকে সমুজ্জ্বল। তত্রত্য বাসিন্দারা ইহাকে—"চেরাগ-তাস" অর্থাৎ "প্রদীপ"বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে গুহাভ্যন্তরে এক পক্ষ বিশিষ্ট মহাসর্প (Dragon) বাস করে, তাহারই নেত্রজ্যোতি দ্বারা গুহা

এরূপ আলোকিত। ভয়ে কেহই গুহার সন্নিকটে গমন করে না। নিম্নস্থান হইতে এই আলোক স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, বোধ হয় যেন কোন তাপহীন জ্যোতিষ্মান্ বস্তু হইতে আলোক নিঃসৃত হইতেছে। রহস্য ভেদে কৃতসংকল্প হইয়া পর্য্যটক অকুতোভয়ে গুহা সন্নিধানে গমন করিলেন। স্থানটী সমুচ্চ ও দুর্গম, সুতরাং গমনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। উপানৎ খুলিয়া হামাগুড়ি দিয়া বিড়ালের ন্যায় কষ্টে সৃষ্টে তথায় উঠিয়াছিলেন। নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। আলোক মহাসর্পের নেত্রজ্যোতি বা জ্যোতিষ্মান্ বস্তুজাত নহে, কিন্তু সাধারণ ভোগ্য দিবাকর সূর্য্য দেবের কিরণ-জাত আলোক। গুহাটী নগের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সুড়ঙ্গাকারে গঠিত। প্রকাণ্ড ছিদ্রের ন্যায় ইহার উভয় দিক্ হইতে আলোক দেখা যায়। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে সুড়ঙ্গটী দেখা যায় না, কেবল গুহাটীর উপরিভাগ মাত্র দৃষ্ট হয়। গুহার উপরিভাগে এক প্রকার চূর্ণ-নিভ পদার্থে আবৃত, তদুপরি সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া এই অপূর্ব্ব আলোক উৎপন্ন করে। পর্য্যটক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বাসিন্দাদিগের ভ্রম ভঞ্জনার্থ ইহা ব্যক্ত করিলে কেহই তাঁহার বাক্যে প্রত্যয় করিল না। মহাসর্পের নেত্রজ্যোতির কথা তাহারা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাই তাহাদিগের সংস্কার। রাংকুলের জল নীলবর্ণ এবং দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু এমন লবণাক্ত যে পান করিবার যো নাই।

সুনীতি ও ধ্রুবের কথোপকথন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সু। আমার হারানিধি বুকজুড়ানো ধন কোথায়? এই যে—একবার কোলে আয় বাপ—তোর ওই চাঁদমুখখানি দেখে আমি সকল দুঃখ ভুলে যাই, তাপিত প্রাণ শীতল করি! দেবদুর্লভ হরিধনে ধনী হয়ে ঘরে ফিরে আসবে, সেই আশায় এতদিন জীবিত রয়েছি, নতুবা তোর অদর্শনে প্রাণবায়ু কবে দেহ হইতে বহির্গত হত। ভাল ধ্রুব—বলি তুমি কি পেয়েছ—দুঃখিনী মায়ের জন্যে কি এনেছ—একবার দেখাও দেখি?

ধ্রু। জননীগো প্রণাম হই—হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন! আমি এক মনে—এক প্রাণে তাঁকে ডেকেছি। ডাক্‌তে ডাক্‌তে গলা ভেঙ্গে গিয়েছে, তবু ডাক্‌তে ছাড়িনি। গভীর গহনে একাকী বসে অনাহারে ও অনিদ্রায় দিন যামিনী অতিবাহিত করেছি—কেমন

করে সেদিন কেটে গেছে তা টের পাইনি —তিনি কি আর সহজে আমায় দেখা দিয়াছেন! কিন্ত মা,—তোমায় কি বল্‌ব—আমার সকল কষ্ট দূর হয়েছে—সেই ভুবনমোহন রূপ দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গেছি—আহা! কি অপরূপ রূপ!—ওরূপ দেখ্‌লে আর ইচ্ছা হয় না যে চোখ ফিরাই—একবার দেখ-যদি।

সু। বাপ তোর কথা শুনে মনটা যে কেমন হয়ে গেল! বড় সাধ মনে—তোর হরিকে দেখি! তিনি কি আর এ দুঃখিনীরে দেখা দিবেন?

ধ্রু। মা আমি তার উপায় করে এসেছি। আমি তাঁকে বল্লুম—হরি—আমার মা যখন আমায় জিজ্ঞাস্‌ করবেন—বাপরে তোর দুঃখিনী মায়ের জন্যে কি এনেছিস্‌—তখন আমি তাঁরে কি উত্তর দিব? হরি! তোমার ও ভুবনমোহন রূপ আমার দুঃখিনী মা'কেও দেখাতে হবে—তিনি বল্লেন সেকি কখন হ'তে পারে? আমারে যে ডাকে, সে পায়—ভক্ত বিনা আমি আর কাহাকেও দেখা দিই না—আমি ভক্তের চির অনুগত।

সু। সে ত ঠিক্‌ কথা—আমি ত আর তাঁকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে ডাকিনি! আমায় কেন তিনি দেখা দিবেন? তিনি ভক্তবৎসল, তাই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন! আমি অসাধনে কেমন করে সেই দেব-আরাধ্য ও যোগী ঋষির সাধনের ধন হরিকে দেখ্‌তে পাব?

ধ্রু। আমি কি আর তাঁকে অমনি ছেড়ে দিয়েছি, তিনি তোমাকে নিশ্চয় দেখা দিবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন—ফাঁকি দিবার যো নাই—তুমি এস না—আমি এখনি দেখাচ্ছি। ঐ যে হরি দাঁড়িয়ে আছেন, ওগো আমার দুঃখিনী মাকে দেখা দেও—তিনি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছেন।

সু। বাপ ধ্রুবরে—তোরে গর্ভে ধরে সুনীতির জীবন আজ ধন্য হ'ল। আমি বাস্তবিকই রত্নগর্ভা—এমন রতন গর্ভে ধরেছি বলেই না আজ হরির দর্শন পেলুম। হরিহে তোমার লীলা খেলা কে বুঝ্‌তে পারে? সাধে কি ভক্তেরা তোমাকে লীলাময় হরি বলে, সম্বোধন করেন? দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তুমি ধ্রুব লোকের অধিকারী করবে কে মনে করেছিল? আহা! বালকের মুখে হরিনাম কত মধুর! বাপ ধ্রুবরে—তোর ওই চাঁদমুখে একবার হরিনাম শুনা দেখি?

ধ্রু। এমন মধুর নাম লইতে রসনা
অলসে থেকনা আর—বল অবিরাম,
প্রাণারাম হেন আর কি আছে বলনা?
হরিনাম সাধনেতে হও সিদ্ধকাম।
হরিভক্ত হরিময় দেখে এ সংসার।
হরিধ্যানে হরিজ্ঞানে শয়নে স্বপনে।
হরি সার—হরি তাঁর আহারে বিহারে,
হরিনাম জপমালা জীবনে মরণে।
হরিদাস চাহেনা সে তুচ্ছ রাজ্য ধন,
অসার অনিত্য সুখে সদা বীতরাগ,

যাগ যজ্ঞে মন্ত্র তন্ত্রে নাহি লয় মন,
কেবল নামেতে রুচি—শুদ্ধ অনুরাগ।
হরিগুণ গানে মত্ত—ভাবেতে বিহ্বল।
অবিরল ঝরে তাঁর প্রেমাশ্রু নয়নে,
নামামৃত পান করি প্রেমে ঢল ঢল
কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকাশে বয়ানে
মর্ত্ত্যে থাকি ভক্ত করে স্বর্গ সুখ ভোগ
ভাবযোগে হৃদয়েতে মহা ভাবোদয়,
ভক্ত বিনা কার ভাগ্যে এমন সুযোগ
ঘটে বল, শুভাদৃষ্ট সহজে কি হয়?

পরীক্ষা পাঠান হরি ভক্তের কারণ,
পরীক্ষাতে পড়িলেই ব্যাকুলতা আসে,
(তাই) ভক্তির আধারে ভক্ত করে অন্বেষণ,
পাগল হইয়ে ছুটে পাইবার আশে।
অটল বিশ্বাস হেরি হরি দয়াময়—
নারেন থাকিতে স্থির,—টলে সিংহাসন,
আয়ত্ত করেন এসে ভক্তের হৃদয়,
উৎসারিত হয় তাঁর ভক্তি প্রস্রবণ।

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

নূতন সংবাদ।

১। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—মান্দ্রাজ, রাজপুতানা ও ব্রহ্মদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোধ হয়, বোম্বাই, মহীশূর, কুর্গ এবং বঙ্গদেশেও হাহাকার উঠিয়াছে। রিলিফ কার্য্যে নানাস্থানে ১লক্ষ, ৪২ হাজার ৮৮৩ জনকে খাটান হইতেছে এবং ৮৩৪১ জনকে দাতব্য সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ভবিষ্যতে কি হয়, অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়।

২। বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি বাবু বিনোদলাল ঘোষ বরাহনগরে একটী স্ত্রী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থে গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১৬,০০০ টাকা দিয়াছেন ও এক বিঘা ভূমির মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মুক্তাগাছার শ্রীমতী বিদ্যাময়ী দেবী নিজনামে স্থানীয় হাঁসপাতালে এক (ওয়ার্ড) কক্ষ নির্ম্মাণার্থ ৪০০০ টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট উভয় দান গ্রহণ করিয়া দাতা ও দাত্রীকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

৩। পামীর ভ্রমণকারী কাপ্তেন ইয়ং হজ্‌বাণ্ড কাশ্মীরের সহকারী রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। ইনি ইংরাজ ও রুষ সীমান্ত অনেক স্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

৪। ফরাসী ভাষায় বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একখানি সুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক চার্লস রাইসী।

৫। যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স জর্জ এখন ইংলণ্ডের ভাবী রাজ্যেশ্বর। তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া, ১৫০০০ পাউণ্ড করা হইয়াছে।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

সতী ধর্ম্ম ১১,৪৪,৮৮,২২১
আখ্যান মালা ২৬১৫৭
উদাসীনের চিন্তা ৪৬,৮৫,১১৭,
১৬৮,২০১,২৫৮,৩০৬,৩৯৪
জীবনের দায়িত্ব ৫৫
এমারসনের গার্হস্থ্য জীবন নামক
প্রবন্ধ বিশেষের চূর্ণক ৫৯
সুখের মৃত্যু ৬০
বিমাতা ৭২
জীবে দয়া ৯১
ধর্ম্ম কথা ১০৭
যেমনি দেবা তেমনি দেবী ১৫২
আখ্যায়িকা ১৫৪
মেয়েদের নীতিশিক্ষা ১৭৩
ষষ্ঠীর কথা ১৯৫,২০১
পুত্রোৎসর্গ ২০৫
মহাত্মা রুসীভুর অশ্ব ২০৭
অধ্যবসায় ২১৭
দোষ ও গুণ ২৫১
বিপ্লব ও সমালোচন ২৬২
সত্যপরায়ণতা ২৬৮
ভিখারিণীর গীতি ২৭১
শোকাশ্রু ২৯২
ধর্ম্মতত্ত্ব ২৯৩
নীতিকথা ও দৃষ্টান্তমালা ৩০৬
প্রহ্লাদের স্থায়পরতা ৩০৯
বীরপুরুষের বীরত্বের সম্মান রক্ষা ৩২২
সুনীতি ও ধ্রুবের কথোপকথন ৩২৩,৩৭১
৩২৭

লজ্জাশীলতা
বঙ্গবালা প্রসূন
আমি কে?

৪। ইতিহ

শিখজাতি
মুক্তিফৌজের জয়
মণিপুরের পতন
দেশাচার
উড়িষ্যার করণজ
উৎকল রমণীর ে
ছাতা
মৃতের সৎকার
আমেরিকার প্রাচী
টাসমেনিয়া
কে সতীদাহ নিবা
কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন
টোডাজাতির অন্তে
জাপানে ভূমিকম্প
পার্শি জাতির উপাঃ
পানেমার খাল
পৃথিবীর ছাদ

৫। f

প্রাণিরহস্য
শ্বাস প্রশ্বাস
গৃহ চিকিৎসা
মানুষ কতদিন অনিদ্র
থাকিতে পারে?
পক্ষী কি আনন্দে গান
কবিতত্ত্ব
সংরক্ষিত কল

৬। আশ্চর্য্য

সঙ্গীত প্রেম জন্ত
বিড়াল ও ইন্দুর

পুস্তকাদিসমালোচনা।

নামে একখানি
ার কয়েক খণ্ড
়। শ্রীযুক্ত বাবু
হার সম্পাদক।
সুপাঠ্য হিতকর

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

২। নব-সীমন্তিনী—শ্রীবসন্ত কুমারী নাথ প্রণীত, আগামী বারে সমালোচ্য।

ালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

ও স্ত্রীজাতি।

১
২০
র্ত্তমান অবস্থা
৩৭
৭৮
১৬৪
। ২১১
২৪১
বিংশ সাংবৎ-
র ১২৯
র স্মরণার্থ
১৩৭
লোকের
৩৩৮,৩৬৯

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সংকীর্ত্তি।

আর্য্য মহিলা—গান্ধারী ৪,৪১
সাবিত্রী ৯৯,১৪২,
পার্ব্বতী ২২৭
বীরাঙ্গনা— ১৬
শিখদিগের প্রতি মহারাণী
ঝিন্দনের উক্তি ৪৯
ম্যাডাম ব্লাভাস্কি ৬৭
বৌদ্ধ ইংরাজ রমণী ১২০
বিবি সেলডনের সাধুসঙ্কল্প ১৪৫
আনা বাই ১৬২
৺কালীকৃষ্ণ মিত্রের জননী ১৮৭
রুমানিয়ার রাজ্ঞী এলিজেবেথ ২২৬
বিদ্যাসাগরের জননী ২৪০,২৮১
বিবী গ্রীমউড ২৬৬
ললিত মোহিনী দেবী ১৮৪
কুমারী এঞ্জিলিনা মারগারেট
হোর ১৮০

অজগর সর্প ... ১০৮
ভীমরুলের চাক ... ১৪৭
ইতর প্রাণীর বন্ধুশোক ... ১৮২
বাঘ মানুষ ... ২৩৯
বানরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ... ৩১৫

৭। পদ্য।

ধন্যবাদ ... ১৫
শিশুবিদ্যালয় ... ৪৯
ফুটেছে সুগন্ধি ফুল ... ৮৮
স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ... ১২৪
দেবর্ষি নারদ ও দেবী সাবিত্রীর কথোপকথন ... ১৭৫
শ্রাদ্ধোৎসব ... ১৮০
ঘটকালি ... ২০৩
জয়মঙ্গল ... ২১০
নারী হৃদয়ের মহত্ব ... ২৫০
স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ... ২৯৬
পৃথিবী কীদৃশী ... ৩০৩
মায়ের নিকট বালিকার রামায়ণ শ্রবণ ... ৩১৩
রিপু পরাজয় ... ৩১৬
দ্বাদশ কষ্ট ... ৩৬৩
পড়িয়ে ছড়ায়ে ... ৩৬৮
বেদনা বা দুঃখ ... ঐ

৭। বিবিধ।

মহাত্মা ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছাস ... ১৩৩
বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ ... ১৫১
বিদ্যাসাগর স্মরণার্থ ফণ্ডে দান সংগ্রহ ... ১৯২
দিডিরো ... ২০৯
ডি আলেমবার্ট ... ২৪৪
বিবিধ তত্ত্ব ... ২৫৩
সতী ও শর্মিষ্ঠ (উপন্যাস) ... ৩৪৩
প্রশ্নোত্তর ... ৩৬৪

৮। বামারচনা।

অভাগিনী ... ৩১
আর ফিরে আয় ... ৬২
হরিষে বিষাদ ... ৬৩
সন্ধ্যা ... ৬৪
শোকাতুরা মা ... ১২৯
মাতৃ ও শাশুড়ী ভক্তি ... ১৫৬
বিসর্জ্জন ... ১৫৯
বিদ্যাসাগর স্মৃতি ... ১৯১
শরৎযামিনী ... ২২৪
পথিক ... ২৫৪
দুঃখাম্বলন ... ২৫৫
মা ... ২৮৭
প্রেম ... ঐ
লক্ষ্যহীন জীবন ... ২৮৮
প্রিয়বালা ... ৩১৯
অভিনন্দন ... ৩৫২
আমি যাব না ... ৩৮৪

৯। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১,৩৩,৬৫,৯৭,১৩১,১৬১,১৯৩, ২২৫,২৫৭, ২৮৯,৩২১,৩৫২।

১০। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৩৬,৯৫,১৯০,২৫৪,৩১৮,৩৫২ ও ৩৮১।

১১। নূতন সংবাদ।

২৯,৬০,৯৪,১২৫, ১৫৬, ১৮৯, ২২৪, ২৫৬, ২৮৬,৩১৮,৩৪০ ও ৩৮০।

বামারচনা।

আমি যাব না।

ডেকনা ডেকনা আর আমি ঘরে যা'বনা
শ্মশানের নামে আর ভয়াকুলা হ'বনা;
যতদিন প্রাণ আছে,এই শ্মশানের মাঝে
বসিয়া করিব আমি ইষ্টদেবে সাধনা,
কি হইবে,ঘরে গিয়া কেহ মোরে চায়না--
স্নেহ, ভক্তি, যত্ন আমি দিলে কেহ লয়না,
আমার প্রতিও কারো স্নেহস্রোত ব'য়না।
ঘরেতে রয়েছে যারা স্বার্থভরে মাতোয়ারা
মম দত্ত স্নেহ,ভক্তি চরণে দলিতে চায়,
বিশ্বাসের মাথা তারা আগে চিবাইয়া খায়,
আশা ও নিরাশা দুটী ঘরের দ্বারেতে বাঁধা
দেখিয়ে ই তাহাদের মোর চোকে লাগেধাঁধাঁ
ঘরের প্রাঙ্গণে যাই, তিলেক দাঁড়াতে চাই,
অমনি আসিয়া স্বার্থ কট মট চোকে চায়,
আসক্তি সত্বর এসে শৃঙ্খল বাঁধয়ে পায়।
কোথা থেকে পাপগুলা ধেয়েএসে সর্প পারা
ঘিরে ফেলে মারে ছোঁ প্রাণেতই আধ মরা।
ক্রোধ,দ্বেষ হিংসাগুলি,বুকেতেমারেগুলি,
থাক সব অট্টালিকা অমরাকে দিক লাজ,
আমার সেথানে যেয়ে কিছুমাত্র নাইকাজ,
দেবেনা নেবেনা যারা, সুধু তাহাদের তরে
এতটা আপদ লয়ে কেনবা রহিব ঘরে?
ডাকিওনা ওসংসার! ঘরে না যাইব আর,
এখানে থাকিব ভাল বেশ বেশ এ শ্মশান,
এখানেই মৃত্যুঞ্জয়ী শিবের সমাধিস্থান,
এই খানে মানুষের স্নেহ, ভক্তি ভালবাসা,
পরাণের সুখ, সাধ মিটে যায় সব আশা।
গম্ভীর মূরতি ধরি বৈরাগ্যকে কোলে করি
এখানে প্রকৃতি দেবী করিছেন অবস্থান,
থাকিব এখানে আমি ভাল,ভাল এই স্থান
এখানে থাকিব আমি শুনিব সিন্ধুগামিনী
তটিনীর কুল, কুল, কুল, কুল সুসঙ্গীত
আমিও ধরিব তান সেই নদীর সহিত,
আমিও তাহার সহ জীবন সঙ্গীত গা'ব,
আমিও তাহারি মত মৃত্যু-সিন্ধু পানে ধা'ব।
তাহারি হৃদয় পরে ধরিবে সে শশধরে,
আমার হৃদয় পরে ইষ্টদেবে'হ'বে মম
নাচাইব নদীবক্ষে তরঙ্গের শশি সম,
আমিও উহার মত জোছনা মাখিয়া গা'য়
স্বন স্বনে প্রভঞ্জন শুনিব কি বলে যায়।
সুন্দরী বেতসলতা, নোয়ায়ে মস্তক তথা,
কালের কৌটিল্য কথা কহিবে নদীর সনে,
শুনিব সেসব আমি একাকিনী একমনে।
নিশার শিশির বিন্দু পড়িবে মস্তকে মোর,
ভাঙ্গিয়া যাইবে তায় আশার নেশার ঘোর।
সুখ দুঃখ মানামান সকলে সমান জ্ঞান
হইবে এখানে ভগ্নে পলাইবে অহঙ্কার,
ডেকনা আমারে আমি ঘরে যাইবনা আর,
ক্ষুধা হলে আহার করিব বন্য বৃক্ষ ফল
তৃষ্ণায় করিব পান তটিনীর স্রোতোজল,
মাথা রেখে বাহুপরে রহিব শয়ন করে,
সর্প, শিবা, ব্যাঘ্র আদি ভূত ও পেতিনীগণ
হইবে তাহারা মম সঙ্গী আর পরিজন।
আদরে ডাকিয়া মোরে সঙ্গে লয়ে যাইবে।
ঘরে গিয়া পরে বুঝি গলা চেপে মারিবে?
না না না তাহবে না তুমি আর ডাকিও না
গৃহে বাঁধা দেহকার শ্মশানের হরিবোল,
শ্মশানে থাকিলে নাকি পরাণে বাধাবে গোল
এখানে করিব আমি ইষ্ট দেবে সাধনা,
নানা না ওসংসার! ঘরে আমি যাবনা।

শ্রীকুমুদিনী রায়।